BENGALI

OLD TESTAMENT.

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ।

THE

OLD TESTAMENT

IN THE

BENGÁLÍ LANGUAGE.

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL HEBREW

CALCUTTA BAPTIST MISSIONARIES

WITH NATIVE ASSISTANTS.

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA AUXILIARY BIBLE SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1861.

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ।

অর্থাৎ

পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের

গ্রন্থসমূহ।

ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতকর্তৃক ইব্রীয় ভাষাহইতে ভাষান্তরীকৃত,

এবং

কলিকাতাস্থ ধর্ম্মপুস্তকসমাজের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রাঙ্কিত

কলিকাতা।

বাং সন ১২৬৮ ইং সন ১৮৬১

আদিভাগের নির্ঘণ্টপত্র।

আদিপুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি, ৩ ও দীপ্তির সৃষ্টি, ৬ ও শূন্যের সৃষ্টি, ৯ ও শুষ্ক ভূমির সৃষ্টি, ১১ ও বৃক্ষাদির সৃষ্টি, ১৪ ও চন্দ্র সূর্য্যাদির সৃষ্টি, ২০ ও মৎস্য ও পক্ষির সৃষ্টি, ২৪ ও গ্রাম্য ও বন্য পশ্বাদির সৃষ্টি, ২৬ ও ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি, ২৯ ও মনুষ্যাদির ভক্ষ্য।

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। ২ পৃথিবী নির্জন ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার গভীর জলের উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ব্যাপ্ত ছিলেন।

৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তিকে উত্তম দেখিয়া অন্ধকারহইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া ৪ দীপ্তির নাম দিবস, ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। ৫ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে শূন্য জন্মিয়া জলকে দুই ভাগে পৃথক্ করুক। ৭ ঈশ্বর এই রূপে শূন্যের সৃষ্টি করিয়া শূন্যের ঊর্দ্ধস্থিত জলহইতে শূন্যের অধঃস্থিত জলকে পৃথক্ করিলেন; তাহাতে সেই রূপ হইল। ৮ পরে ঈশ্বর ঐ শূন্যের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ জল এক স্থানে একত্র হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে তদ্রূপ হইল। ১০ তখন ঈশ্বর স্থলের নাম পৃথিবী, ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন, এবং তাহা উত্তম দেখিলেন।

১১ অপর ঈশ্বর কহিলেন, পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ ওষধি ও সবীজ ফলদায়ক নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল; ১২ অর্থাৎ পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ নানাজাতীয় ওষধি ও সবীজ ফলদায়ক নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল; তখন ঈশ্বর সেই সকলকে উত্তম দেখিলেন। ১৩ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

১৪ অপর ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রিহইতে দিবসকে বিভিন্ন করণের নিমিত্তে আকাশমণ্ডলে জ্যোতির্গণ উৎপন্ন হউক; তাহা ঋতুর ও দিবসের ও বৎসরের চিহ্নস্বরূপ হউক; ১৫ এবং পৃথিবীতে আলো দিবার জন্যে দীপের ন্যায় আকাশমণ্ডলে স্থিত হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। ১৬ এই প্রকারে ঈশ্বর দিনের কর্ত্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি ও রাত্রির কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি, এই দুই বৃহজ্জ্যোতির এবং নক্ষত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ১৭ পৃথিবীতে দীপ্তিদানার্থে, এবং দিবারাত্রির কর্ত্তৃত্ব করণার্থে, এবং দীপ্তিকে ও অন্ধকারকে বিভিন্ন করণার্থে ১৮ ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশমণ্ডলে স্থাপন করিলেন; এবং ঈশ্বর সে সকলকে উত্তম দেখিলেন। ১৯ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হউক। ২১ তখন ঈশ্বর বৃহৎ মৎস্য প্রভৃতি যে২ নানাবিধ জলচর প্রাণিবর্গে জল পরিপূর্ণ আছে, তাহাদের এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর সেই সকলকে উত্তম দেখিয়া ২২ এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক। ২৩ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

২৪ অপর ঈশ্বর কহিলেন, পৃথিবীতে গ্রাম্য ও বন্য পশু ও কীট প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। ২৫ এই রূপে ঈশ্বর নানাজাতীয় গ্রাম্য ও বন্য পশুগণকে ও নানাজাতীয় ভূচর কীটগণকে সৃষ্টি করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন।

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে আদমের (অর্থাৎ মনুষ্যের) সৃষ্টি করি; তাহারা জলচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং পশুগণের এবং তাবৎ পৃথিবীর ও ভূচর তাবৎ কীটগণের উপরে কর্তৃত্ব করিবে। ২৭ পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহার সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন। ২৮ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর, এবং জলচর মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও ভূচর জন্তুগণের উপরে কর্তৃত্ব কর।

২৯ ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি ভূতলে স্থিত তাবৎ সবীজ ওষধি ও তাবৎ সবীজ ফলদায়ি বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। ৩০ এবং ভূচর পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূমিস্থ কীট এই সকল প্রাণির আহারার্থে তাবৎ হরিদ্ ওষধি দিলাম; তাহাতে সেই মত হইল। ৩১ পরে ঈশ্বর আপন সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই উত্তম দেখিলেন, এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ অধ্যায়।

১ বিশ্রামবারের নিরূপণ, ৪ ও সৃষ্টির বৃত্তান্ত, ৭ ও এদন্ উদ্যান প্রস্তুত করণ, ১৫ ও তাহার মধ্যে মনুষ্য স্থাপন, ১৮ ও স্ত্রীর সৃষ্টির বৃত্তান্ত।

১ এই রূপে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুবর্গের সৃষ্টি সাঙ্গ হইলে, ২ ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্যহইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন। ৩ এবং ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ দিয়া পবিত্র করিলেন, যেহেতুক সেই দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করণরূপ আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন।

৪ সৃষ্টিকালে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর বিবরণ এই। যে সময়ে প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর ও আকাশের সৃষ্টি করিলেন, ৫ সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন তৃণ ছিল না, ও ক্ষেত্রের কোন ওষধি জন্মে নাই; কেননা প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি করান নাই, ও কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। ৬ পরে পৃথিবীহইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলাভিষিক্ত করিল।

৭ অপর পরমেশ্বর মৃত্তিকারেণুদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে সে সজীব প্রাণী হইল। ৮ পরে প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বদিকস্থিত এদন্ নামক দেশে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে আপন সৃষ্ট ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। ৯ এবং প্রভু পরমেশ্বর ভূমিতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে অমৃত বৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। ১০ এবং উদ্যানে জলসেচন করণার্থে এদন্হইতে এক নদী নিগত হইয়া ভিন্ন২ চতুর্ম্মুখ হইয়া গমন করিল। ১১ তাহার পীশোন্ নামক প্রথম নদী স্বর্ণোৎপাদক হবীলা দেশ সমূহকে বেষ্টন করিয়া গেল। ১২ ঐ দেশের স্বর্ণ অতি উত্তম, এবং সেই স্থানে রত্ন ও বৈদূর্য্য মণি জন্মে। ১৩ এবং তাহার গীহোন্ নামক দ্বিতীয় নদী সমস্ত কুশ্ দেশ বেষ্টন করিয়া গেল। ১৪ এবং তাহার হিদ্দেকল্ নামক তৃতীয় নদী অশূরিয়া দেশের পূর্ব্বদিক্ দিয়া গমন করিল। এবং তাহার চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ।

১৫ পরে প্রভু পরমেশ্বর আদমকে লইয়া ঐ এদনস্থ উদ্যানের কর্ম্ম ও তাহার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। ১৬ এবং প্রভু পরমেশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; ১৭ কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহা করিবা, সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।

১৮ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী থাকা মনুষ্যের ভাল নয়, আমি তাহার উপযুক্ত দোসর নির্ম্মাণ করিব। ১৯ প্রভু পরমেশ্বর মৃত্তিকাহইতে বনপশু ও খেচর পক্ষিগণকে নির্ম্মাণ করিলে পরে আদম্ তাহাদের কি২ নাম রাখিবে, তাহা জানিতে তিনি তাবৎ প্রাণিকে তাহার নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম্ যে প্রাণির যে নাম রাখিল, তাহার সেই নাম হইল। ২০ তৎকালে আদম্ সমস্ত পশু ও খেচর পক্ষি ও বন্য পশুদিগের নাম রাখিল, কিন্তু আদমের উপযুক্ত দোসর প্রাপ্ত হইল না। ২১ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাগ্রস্ত করিয়া সেই নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই ক্ষতস্থান পুরাইলেন। ২২ এবং প্রভু পরমেশ্বর আদমহইতে নীত সেই পঞ্জরদ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। ২৩ তখন আদম্ কহিল, এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম নারী রাখিতে হইবে, কেননা এ নরহইতে গৃহীতা হইয়াছে। ২৪ এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আ-

সক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে। [২৫] ঐ সময়ে আদম্ ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।

৩ অধ্যায়।

১ সর্পের খলতা, ৮ ও তদ্দ্বারা মনুষ্যদের পতন, ১৪ ও সর্পকে শাপ দেওন, ১৬ ও নারী ও পুরুষকে শাপ দেওন, ২২ ও তাহাদিগকে বস্ত্র দিয়া উদ্যান-হইতে দূর করণ।

[১] প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর প্রাণিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্প খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, গো, এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, ঈশ্বর কি এমত কথা তোমাদিগকে কহিয়াছেন? [২] তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানস্থ তাবৎ বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে পারি; [৩] কেবল উদ্যানের মধ্যস্থিত যে বৃক্ষ তাহার ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না এবং স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবা। [৪] তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবা না। [৫] কিন্তু ঈশ্বর জানেন, যে দিনে তোমরা তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। [৬] তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপনার মত নিজ স্বামিকে দিলে সেও ভোজন করিল। [৭] তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা আপনাদের উলঙ্গতার বোধ পাইয়া বটপত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধন করিল।

[৮] পরে দিবাবসানে উদ্যানের মধ্যে গমনাগমনকারি প্রভু পরমেশ্বরের রব শুনিতে পাইলে আদম্ ও তাহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখহইতে বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। [৯] তখন প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? [১০] তাহাতে সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম। [১১] তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? [১২] তাহাতে আদম্ কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম। [১৩] তখন প্রভু পরমেশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল, সর্প আমাকে ভুলাইলে আমি খাইলাম।

[১৪] পরে প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইয়া বক্ষঃস্থল দিয়া গমন করিবা, এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা। [১৫] এবং আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবা।

[১৬] পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ব্ভবেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহাতে তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বামির অধীনী হইয়া থাকিবা; সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে। [১৭] অনন্তর তিনি লেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি স্ত্রীর কথা শুনিয়া সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিলা, এই নিমিত্তে তোমার ক্লেশার্থে ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহার শস্যাদি ভোজন করিবা। [১৮] এবং তাহাতে শেয়াল কাঁটা ও নানা কণ্টকবৃক্ষ জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবা। [১৯] এবং যে মৃত্তিকাহইতে তুমি জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা; কেননা তুমি মৃত্তিকারেণু, এবং পুনশ্চ মৃত্তিকারেণুতে লীন হইবা। [২০] পরে আদম্ আপন স্ত্রীর নাম হবা (জীবন) রাখিল, কেননা সে তাবৎ সজীব লোকের মাতা হইল। [২১] পরে প্রভু পরমেশ্বর চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আদমকে ও তাহার স্ত্রীকে পরিধান করাইলেন।

[২২] অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একের মত হইল; এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া অমৃত বৃক্ষের ফল পাড়িয়া ভোজন করিয়া অমর হয়। [২৩] এই নিমিত্তে প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে এদনের উদ্যানহইতে দূর করিয়া তাহার উৎপাদক মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। [২৪] অতএব তিনি মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিয়া অমৃত বৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিগে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গধারি স্বর্গীয় কিরূবগণকে রাখিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ কাবিল্ ও হাবিলের বৃত্তান্ত, ৯ ও হাবিলকে বধ করণ প্রযুক্ত কাবিলের প্রতি অভিশাপ, ১৬ ও কাবিলের বংশাবলী, ২৫ ও শেথ ও হনোকের জন্ম।

[১] অপর আদম্ আপন স্ত্রী হবাতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া কাবিল্ (লাভ) নামক এক পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, পরমেশ্বরের সাহায্যে আমার নরলাভ হইল। [২] পরে সে হাবিল্ (অলীক)

নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিল; ঐ হাবিল্ মেষপালক, ও কাবিল্ কৃষক ছিল। ৩ অপর কালানুক্রমে কাবিল্ উপহাররূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভূম্যুৎপন্ন ফল উৎসর্গ করিল। ৪ এবং হাবিল্ আপন পালের প্রথমজাত কএক পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল, তাহাতে পরমেশ্বর হাবিলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন। ৫ কিন্তু কাবিলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্তে কাবিল্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণ্নবদন হইল। ৬ তাহাতে পরমেশ্বর কাবিলকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিলা? ও কেন বিষণ্নবদন হইলা? যদি সৎক্রিয়া কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবা না? ৭ আর যদি সৎক্রিয়া না কর, তবে পাপ দ্বারে থাকে। সে তোমার বশীভূত, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবা ৮ অপর কাবিল্ আপন ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিল; পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কাবিল্ আক্রমণ করিয়া আপন ভ্রাতা হাবিলকে বধ করিল।

৯ অনন্তর পরমেশ্বর কাবিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভ্রাতা হাবিল্ কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমার ভ্রাতার রক্ষক কি আমি? ১০ তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিলা? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমিহইতে আমার প্রতি উচ্চৈঃস্বর করিতেছে। ১১ অতএব যে ভূমি মুখ ব্যাদান করিয়া তোমার হস্তদ্বারা হত ভ্রাতার রক্ত পান করিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি অভিশপ্ত হইলা। ১২ তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও সে আপন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে না; তুমি পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইবা। ১৩ তাহাতে কাবিল্ পরমেশ্বরকে কহিল, আমার অপরাধের ভার অসহ্য। ১৪ দেখ, অদ্য তুমি ভূতলহইতে আমাকে তাড়াইয়া দিলা, তাহাতে তোমার দৃষ্টিহইতে আমাকে লুকাইতে হয়; এই রূপে পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইলে যে আমাকে পাইবে, সেই আমাকে বধ করিবে। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, এই হেতুক কাবিলকে যে বধ করিবে, তাহার সাত গুণ দণ্ড হইবে; অনন্তর পরমেশ্বর কাবিলেতে এক চিহ্ন রাখিলেন, পাছে কেহ তাহাকে পাইলেই বধ করে।

১৬ অপর কাবিল্ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্ব্বদিগে নোদ্ নামক দেশে বাস করিল। ১৭ পরে কাবিল্ আপন স্ত্রীতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া হনোক্ নামে এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে কাবিল্ এক নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হনোক্ রাখিল। ১৮ ঐ হনোকের পুত্র ঈরদ্, ও ঈরদের পুত্র মিহূয়ায়েল, ও মিহূয়ায়েলের পুত্র মিথূশায়েল, ও মিথূশায়েলের পুত্র লেমক্। ১৯ ঐ লেমক্ দুই স্ত্রী বিবাহ করিল, এক স্ত্রীর নাম আদা ও অন্যার নাম সিল্লা। ২০ ঐ আদার গর্ব্ভে যাবল্ জন্মিল, সে তাম্বুগৃহবাসি পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। ২১ এবং যূবল্ নামে তাহার সহোদর বীণা ও বংশীধারি সকলের আদিপুরুষ ছিল। ২২ আর সিল্লার গর্ব্ভে তূবল্কাবিল্ জন্মিল, সে পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার অস্ত্র গঠিত; ঐ তূবল্কাবিলের নয়মা নাম্নী এক সহোদরা ছিল। ২৩ পরে লেমক আপন স্ত্রীদিগকে কহিল, হে আদে ও হে সিল্লে, তোমরা আমার কথা শুন; হে লেমকের ভার্য্যাগণ, আমার বাক্যে মনোযোগ কর; আঘাতের পরিশোধে আমি নরহত্যা ও প্রহারের পরিশোধে যুববধ করিয়া থাকি। ২৪ যদি কাবিলের বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়, তবে আমার বধের প্রতিফল সাতাত্তর গুণ হইবে।

২৫ অনন্তর আদম্ পুনর্ব্বার আপন ভার্য্যা হবাতে উপগত হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেথ (বিনিময়) রাখিল কেননা সে কহিল, কাবিল্ কর্তৃক হত হাবিলের বিনিময়ে ঈশ্বর আমাকে আর এক পুত্র দিলেন। ২৬ পরে ঐ শেথের এক পুত্র জন্মিলে সে তাহার নাম ইনোশ্ রাখিল; তৎকালে লোকেরা পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৫ অধ্যায়।

১ আদমের বিবরণ, ৬ ও শেথের বিবরণ, ৯ ও ইনোশের বিবরণ, ১২ ও কৈননের বিবরণ, ১৫ ও মহললেলের বিবরণ, ১৮ ও যেরদের বিবরণ, ২১ ও হনোকের বিবরণ, ২৫ ও মিথূশেলহের বিবরণ, ২৮ ও লেমকের বিবরণ।

১ আদমের বংশাবলির বিবরণ। যে দিনে ঈশ্বর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে তাহার সৃষ্টি করিলেন। ২ স্ত্রী ও পুরুষ করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এবং সেই সৃষ্টি দিনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আদম (মনুষ্য) এই নাম দিলেন। ৩ পরে আদম্ এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শেথ রাখিল। ৪ শেথের জন্মের পর আদম্ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ৫ সর্ব্বশুদ্ধ আদমের নয় শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

৬ পরে শেথ এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে ইনোশের জন্ম দিল। ৭ ইনোশের জন্মের পর শেথ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ৮ সর্ব্বশুদ্ধ

শেথের নয় শত বারো বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[৯] ইনোশ্ নব্বই বৎসর বয়সে কৈননের জন্ম দিল। [১০] কৈননের জন্মের পর ইনোশ্ আট শত পোনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [১১] সর্ব্বশুদ্ধ ইনোশের নয় শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[১২] কৈনন্ সত্তর বৎসর বয়সে মহললেলের জন্ম দিল। [১৩] মহললেলের জন্মের পর কৈনন্ আট শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [১৪] সর্ব্বশুদ্ধ কৈননের নয় শত দশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[১৫] মহললেল্ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে যেরদের জন্ম দিল। [১৬] যেরদের জন্মের পর মহললেল্ আট শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [১৭] সর্ব্বশুদ্ধ মহললেলের আট শত পঁচানব্বই বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[১৮] যেরদ এক শত বাষট্টি বৎসর বয়সে হনোকের জন্ম দিল। [১৯] হনোকের জন্মের পর যেরদ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [২০] সর্ব্বশুদ্ধ যেরদের নয় শত বাষট্টি বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[২১] হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মিথূশেলহের জন্ম দিল। [২২] মিথূশেলহের জন্মের পর হনোক্ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিল, এবং আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [২৩] সর্ব্বশুদ্ধ হনোক্ তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিয়া ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিল। [২৪] পরে সে অন্তর্হিত হইল, কেননা ঈশ্বর তাহাকে লইয়া গেলেন।

[২৫] মিথূশেলহ এক শত সাতাশী বৎসর বয়সে লেমকের জন্ম দিল। [২৬] লেমকের জন্মের পর মিথূশেলহ সাত শত বিরাশী বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [২৭] সর্ব্বশুদ্ধ মিথূশেলহের নয় শত উনসত্তরি বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[২৮] লেমক্ এক শত বিরাশী বৎসর বয়সে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ (বিশ্রাম) রাখিল; [২৯] কেননা সে কহিল, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ভূমিতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ তদ্বিষয়ে এ আমাদের সান্ত্বনা জন্মাইবে। [৩০] নোহের জন্মের পর লেমক্ পাঁচ শত পঁচানব্বই বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [৩১] সর্ব্বশুদ্ধ লেমকের সাত শত সাতাত্তর বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল। [৩২] পরে নোহ পাঁচ শত বৎসর বয়সে শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দিল।

৬ অধ্যায়।

১ অবিহিত বিবাহের কথা, ৫ ও মনুষ্যের দুষ্টতা প্রযুক্ত প্লাবনের কথা, ৯ ও নোহের বংশাবলি, ১৪ ও জাহাজ নির্ম্মাণের কথা।

[১] এই রূপে যখন পৃথিবীতে মনুষ্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও অনেক ২ কন্যা জন্মিল, [২] তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে পরম সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। [৩] অতএব পরমেশ্বর কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিবেন না, কেননা তাহারা পাপিষ্ঠ ও মাংসপিণ্ডমাত্র; তাহাদের সময়ের পরিমাণ এক শত বিংশতি বৎসর হইবে। [৪] তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীর ছিল, এবং মনুষ্যদের কন্যাগণেতে ঈশ্বরের পুত্রগণ উপগত হইলে পরে তাহাদের গর্ভে যে২ সন্তান জন্মিল, তাহারাই পূর্ব্বকালের প্রসিদ্ধ বীর।

[৫] অপর পরমেশ্বর দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের তাবৎ কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। [৬] অতএব পরমেশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যের সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত অনুতাপ করিয়া মনঃপীড়া পাইয়া [৭] কহিলেন, আমি ভূমণ্ডলহইতে আপনার সৃষ্ট মনুষ্যকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং মনুষ্যের সহিত পশু ও কীট ও খেচর পক্ষিগণকেও লোপ করিব; কেননা তাহাদের সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে। [৮] কিন্তু নোহ পরমেশ্বরের অনুগ্রহপাত্র হইল।

[৯] নোহের বংশাবলির বিবরণ। ঐ নোহ তাৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সাধু লোক ছিল, এবং ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিত। [১০] এবং শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তাহার তিন পুত্র ছিল। [১১] তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্টা এবং দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা ছিল। [১২] অতএব ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সে ভ্রষ্টা হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছে। [১৩] তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণির অন্তিম কাল উপস্থিত, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা হইয়াছে; অতএব দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

[১৪] তুমি গোফর্ কাষ্ঠদ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; এবং তাহার মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতরে বাহিরে ধূনা দিয়া লেপন কর। [১৫] সেই জাহাজের দীর্ঘতা তিন শত হস্ত, ও প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত, ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত; এই প্রকারে তাহার নির্ম্মাণ কর। [১৬] এবং তাহার ছাতের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখ, ও

তাহার পার্শ্বে দ্বার রাখ, এবং তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ কর। [১৭] কেননা দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে নষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীতে জলপ্লাবন করিব, তাহাতে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী প্রাণত্যাগ করিবে। [১৮] কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার এই নিয়ম স্থির করি; তুমি আপন পুত্রগণকে ও স্ত্রীকে ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবা। [১৯] এবং প্রাণবিশিষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী পুরুষ যুগ্ম২ লইয়া প্রাণ রক্ষার্থে তাহাদিগকে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবা; [২০] ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার পক্ষী ও সর্ব্বপ্রকার পশু ও সর্ব্বপ্রকার ভূচর কীট এক২ যুগ্ম হইয়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে যাইবে। [২১] এবং তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি তাবৎ প্রকার উপযুক্ত সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় করিবা। [২২] তাহাতে নোহ সেই রূপ করিল, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাবৎ কর্ম্ম করিল।

৭ অধ্যায়।

১ জাহাজ আরোহণ করিতে নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৭ ও নোহের ও তাহার পরিবারের ও পশু প্রভৃতির জাহাজে আরোহণ, ১৭ ও প্লাবনের বিবরণ।

[১] অপর পরমেশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে তোমাকেই সাধু দেখিতেছি। [২] তুমি শুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক যোড়া; [৩] এবং খেচর পক্ষিগণের স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত যোড়া ভূমণ্ডলেতে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে আপনার সঙ্গে লও। [৪] কেননা সপ্তাহের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি বৃষ্টি করাইয়া আমার সৃষ্ট তাবৎ প্রাণিকে পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন করিব। [৫] তখন নোহ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিল। [৬] নোহের ছয় শত বৎসর বয়সের সময়ে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।

[৭] পরে জলপ্লাবনের ভয়ে নোহ ও তাহার স্ত্রী ও পুত্রগণ এবং পুত্রবধূগণ সকলে জাহাজে প্রবেশ করিল। [৮] এবং নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি ও অশুচি পশু ও পক্ষি এবং সর্ব্বপ্রকার ভূচর প্রাণির [৯] স্ত্রীপুরুষ যোড়া২ হইয়া জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। [১০] পরে সপ্তাহ গত হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইতে লাগিল। [১১] নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহাসমুদ্রের সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গগণস্থ দ্বার সকল মুক্ত হইল। [১২] তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। [১৩] সেই দিনে নোহ এবং শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক তাহার পুত্রগণ এবং তাহাদের সহিত নোহের স্ত্রী ও তিন পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিল। [১৪] এবং তাহাদের সহিত সর্ব্বজাতীয় বন্য পশু ও সর্ব্বজাতীয় গ্রাম্য পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর কীট ও সর্ব্বজাতীয় খেচর পক্ষী, [১৫] অর্থাৎ প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু যুগ্ম২ হইয়া জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। [১৬] ফলতঃ তাহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সর্ব্বপ্রকার প্রাণির স্ত্রীপুরুষ যোড়া২ হইয়া প্রবেশ করিল; পরে পরমেশ্বর দ্বার বন্ধ করিলেন।

[১৭] অনন্তর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল, তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইলে জাহাজ মৃত্তিকা ছাড়িয়া ভাসিয়া উঠিল। [১৮] পরে ক্রমে২ পৃথিবীতে অতিশয় জল বৃদ্ধি হইলে জাহাজ জলের উপরে ভাসিয়া গেল। [১৯] এই রূপে পৃথিবীতে অত্যন্ত জল বাড়িল; তাহাতে আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত তাবৎ মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল। [২০] ও তাহার উপরে পোনের হাত জল উঠিলে সকল পর্ব্বত মগ্ন হইল। [২১] তাহাতে পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু ও ভূচর প্রাণী ও মনুষ্য প্রভৃতি পৃথিবীনিবাসি তাবৎ প্রাণী মরিল। [২২] স্থলচর যত প্রাণির নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলে মরিল। [২৩] এই রূপে ভূমণ্ডলনিবাসি তাবৎ প্রাণী, অর্থাৎ মনুষ্য ও পশু ও কীট ও আকাশীয় পক্ষি সকল লুপ্ত হইয়া পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ ও তাহার সঙ্গি জাহাজস্থ প্রাণিরা বাঁচিল। [২৪] এই রূপে পৃথিবী এক শত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত হইয়া রহিল।

৮ অধ্যায়।

১ প্লাবনের হ্রাস, ৬ দাড়কাককে উড়াইয়া দেওন, ১০ ও কপোতকে উড়াইয়া দেওন, ১৫ ও জাহাজহইতে নামিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ২০ ও ঈশ্বরের উদ্দেশে নোহের বলিদান করণ ও তাহার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

[১] পরে ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাহার সঙ্গি পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে স্মরণ করিয়া পৃথিবীতে বায়ু বহাইলে জলের হ্রাস হইতে লাগিল। [২] ফলতঃ মহাসমুদ্রের উনুই ও গগণস্থ দ্বার সকল বন্ধ এবং আকাশের বৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে [৩] জল ক্রমে২ ভূমির উপরহইতে সরিয়া গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল। [৪] তাহাতে সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে অরারট্ নামক পর্ব্ব-

তের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। [৫] পরে দশম মাস পর্য্যন্ত জল ক্রমে২ সরিয়া অল্পতর হইল; ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ দৃশ্য হইল।

[৬] অপর আরো চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপন নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া [৭] একটা দাঁড়কাককে উড়াইয়া দিল। তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরিস্থ জল শুষ্ক না হওন পর্য্যন্ত ইতস্ততো গতায়াত করিল। [৮] অনন্তর ভূমির উপরিস্থ জল হ্রাস পাইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যে নোহ আপনার নিকটহইতে এক কপোতকে উড়াইয়া দিল। [৯] তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলাচ্ছাদিত প্রযুক্ত কপোত পদার্পণের স্থান না পাওয়াতে জাহাজে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল; তখন নোহ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া জাহাজের ভিতরে আপনার নিকটে আনিল।

[১০] তদনন্তর সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া জাহাজহইতে সেই কপোতকে পুনর্ব্বার উড়াইয়া দিলে [১১] সেই কপোত সন্ধ্যাকালে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল; তখন তাহার চঞ্চুতে জিতবৃক্ষের এক নবীন পত্র দেখিয়া নোহ বুঝিল, ভূমির উপরিস্থ জল হ্রাস পাইয়াছে। [১২] পরে সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া সেই কপোতকে উড়াইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার নিকটে আর ফিরিয়া আইল না। [১৩] নোহের বয়সের ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরিস্থ জল শুষ্ক হইয়াছিল; তাহাতে নোহ জাহাজের ছাত খুলিয়া অবলোকন করিয়া ভূতলকে নির্জ্জল দেখিল। [১৪] পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশ দিনে পৃথিবী শুষ্ক হইল।

[১৫] পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, [১৬] তুমি আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজহইতে নির্গত হও। [১৭] এবং তোমার সঙ্গি পক্ষী ও পশু ও ভূচর কীট প্রভৃতি যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে আন; তাহারা পৃথিবীকে প্রাণিময় করুক, এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক। [১৮] তখন নোহ আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আইল। [১৯] এবং স্ব২ জাত্যনুসারে প্রত্যেক পশু ও কীট ও পক্ষি প্রভৃতি ভূচর প্রাণী সকলে জাহাজহইতে নির্গত হইল।

[২০] অনন্তর নোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাবৎ প্রকার শুচি পশু ও তাবৎ প্রকার শুচি পক্ষির মধ্যে কতক লইয়া বেদির উপরে হোম করিল। [২১] তাহাতে পরমেশ্বর তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মনে২ কহিলেন, আমি মনুষ্যের জন্যে পৃথিবীকে আর অভিশাপ দিব না; যদ্যপি বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করিলাম, সেমত আর কখনো তাবৎ প্রাণিকে সংহার করিব না। [২২] যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময়, এবং শীত ও উষ্ণ, এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

৯ অধ্যায়।

১ নোহের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ৮ ও নোহের সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়ম স্থির করণ, ১৮ ও নোহের মত্ত হওনের বৃত্তান্ত ও হামকে অভিশাপ দেওন, ২৮ ও নোহের মৃত্যু।

[১] পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। [২] পৃথিবীর তাবৎ পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূচর প্রাণী ও সমুদ্রের মৎস্য সকলেই তোমাদের হইতে ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইবে; সে সকল তোমাদের হস্তে সমর্পিত আছে। [৩] প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিদ্ ওষধির ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। [৪] কিন্তু সজীবন অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। [৫] এবং তোমাদের জীবনরূপ রক্ত পাতিত হইলে আমি তাহার পরিশোধ লইব; পশুর নিকটে হউক কিম্বা সমানজাতীয় মনুষ্যের নিকটে হউক, মনুষ্যের জীবনের পরিশোধ আমি অবশ্য লইব। [৬] যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্যকর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত হইবে; কেননা ঈশ্বর আপন সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি : তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীতে বহুতর হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হও।

[৮] অপর ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি পুত্রগণকে কহিলেন, [৯] দেখ, তোমাদের সহিত ও তোমাদের ভাবিবংশের সহিত [১০] ও তোমাদের সঙ্গি পক্ষি এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যত প্রাণী জাহাজহইতে নিগত হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির করি। [১১] আমি তোমাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করি, জলপ্লাবনের দ্বারা তাবৎ প্রাণী আর উচ্ছিন্ন হইবে না; এবং পৃথিবীর বিনাশার্থে আর জলপ্লাবন হইবে না। [১২] ঈশ্বর আরো কহিলেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের সঙ্গি তাবৎ প্রাণির সহিত যে নিত্য নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার চিহ্ন এই। [১৩] আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। [১৪] যে সময়ে আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, তৎকালে সেই মেঘধনু দৃষ্ট হইবে; তাহাতে তোমাদের

ও দেহবাসি সর্ব্ব প্রকার প্রাণির সহিত আমার যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ হইবে, এবং তাবৎ প্রাণির বিনাশার্থে জলপ্লাবন আর হইবে না। ১৬ কেননা মেঘধনুক হইলে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে দেহবাসি যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ি নিয়ম আছে, তাহা আমি স্মরণ করিব। ১৭ ঈশ্বর নোহকে আরও কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণির সহিত আমার স্থাপিত নিয়মের এই লক্ষণ হইবে।

১৮ নোহের যে তিন পুত্র জাহাজহইতে বহির্গত হইল, তাহাদের নাম শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ। সেই হাম্ কিনানের পিতা ছিল। ১৯ এই তিন জন নোহের পুত্র; ইহাদেরই বংশেতে তাবৎ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। ২০ পরে নোহ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল। ২১ তাহাতে সে দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হওয়াতে তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িল। ২২ তখন কিনানের পিতা হাম্ আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। ২৩ তাহাতে শাম্ ও যেফৎ (পিতার) বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধেতে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া উলঙ্গ পিতাকে করিল; তাহারা পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা দেখিল না। ২৪ পরে নোহ দ্রাক্ষারসের নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া আপনার প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ জানিয়া ২৫ কহিল, কিনান্ অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে। ২৬ সে আরো কহিল, শামের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য; কিনান শামের দাস হইবে। ২৭ এবং ঈশ্বর যেফতের বৃদ্ধি করিবেন; তাহাতে সে শামের তাম্বুতে বাস করিবে, ও কিনান্ তাহার দাস হইবে।

২৮ জলপ্লাবনের পরে নোহ আর তিন শত পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিল। ২৯ পরে নোহ সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময়ে প্রাণত্যাগ করিল।

১০ অধ্যায়।

১ যেফতের বংশাবলি, ৬ ও হামের বংশাবলি, ২১ ও শামের বংশাবলি।

১ শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক নোহের তিন পুত্রের বংশাবলি। জলপ্লাবনের পরে তাহাদের এই সকল সন্তান সন্ততি হয়। ২ গোমর্ ও মাজূজ্ ও মাদয়্ ও যূনান্ ও তূবল্ ও মেশক্ ও তীরস্, ইহারা যেফতের পুত্র। ৩ অস্কিনস্ ও রীফৎ ও তোগর্ম, ইহারা গোমরের পুত্র। ৪ এবং ইলীশা ও তর্শীশ্ ও কিত্তীম্ ও দোদানীম, ইহারা যূনানের পুত্র। ৫ এই সকলহইতে নানা উপদ্বীপের দেবপূজক লোক স্থানে ২ বিভক্ত হইল, এবং সকলের পৃথক্ ২ ভাষা ও গোষ্ঠী ও জাতি হইল।

৬ এবং কূশ্ ও মিসর্ ও পূট্ ও কিনান্, ইহারা হামের পুত্র। ৭ সিবা ও হবীলা ও সব্তা ও রয়মা ও সব্তিকা, ইহারা কূশের পুত্র। শিবা ও দিদন্ ইহারা রয়মার পুত্র। ৮ নিম্রোদ্ কূশের পুত্র; সে পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমী হইতে লাগিল. ৯ ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইল; অতএব লোকেরা অদ্যাপি এই দৃষ্টান্ত কহে, পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিম্রোদের তুল্য পরাক্রান্ত ব্যাধ। ১০ এবং শিনিয়র্ দেশে বাবিল্ ও এরক্ ও অক্কদ্ ও কল্নী, এই সকল নগর তাহার প্রথম রাজ্য হইল। ১১ সেই দেশহইতে অশূর নির্গত হইয়া নিনিবী ও রিহোবোৎ ও কেলহ, ১২ এবং নিনিবী ও কেলহের মধ্যস্থিত মহানগর রেষন্, এই সকল নগরের পত্তন করিল। ১৩ এবং লূদীয় ও ও লিহাবীয় ও নপ্তুহীয় ১৪ ও পথ্রুষীয় ও পিলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্লূহীয় এবং কপ্তোরীয়, এই সকল মিসরের পুত্র।

এবং কিনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন্, তাহার পর হেৎ ১৬ ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয় ১৭ ও হিব্বীয় ও অর্কীয় ও সীনীয় ১৮ ও অর্বদীয় ও সিমারীয় ও হমাতীয়। ১৯ পরে কিনানীয়দের বংশ সকল বিস্তারিত হইলে সীদোনহইতে গিরেরের দিগে অসা পর্য্যন্ত এবং সিদোম্ ও অমোরা ও অদমা ও সিবোয়ীমের দিগে লেশা পর্য্যন্ত কিনানীয়দের বসতির সীমা ছিল। ২০ এই সকলে হামের বংশ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও ভাষা ও দেশ ও জাতিভেদ ছিল।

২১ যেফতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে শাম্ তাহারও সন্তান সন্ততি ছিল, ফলতঃ সে তাবৎ ইব্রীয় লোকের আদিপুরুষ ছিল। ২২ তাহার এই সকল বংশ, এলম্ ও অশূর্ ও অর্ফক্ষদ্ ও লূদ্ ও অরাম্। ২৩ ঐ অরামের বংশ ঊষ ও হূল্ ও গেথর্ ও মশ্। ২৪ এবং অর্ফক্ষদের বংশ শেলহ, ও শেলহের পুত্র এবর্। ২৫ ঐ এবরের দুই পুত্র; একের নাম পেলগ্ (ভাগ), কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্তা হইল; তাহার ভ্রাতার নাম যক্তন্। ২৬ এবং যক্তনের পুত্র অল্মোদদ্ ও শেলফ্ ও হৎসর্মাবৎ ও যেরহ ২৭ ও হদোরাম্ ও ঊষল্ ও দিক্ল ২৮ ও ওবল্ ও অবীমায়েল্ ও শিবা ২৯ ও ওফীর্ ও হবীলা ও যোবব্। এ সকল যক্তনের বংশ। ৩০ মেষা অবধি পূর্ব্বদিগের সিফর পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের বসতি ছিল। ৩১ এই সকলে শামের বংশ; ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও ভাষা ও দেশ ও জাতি ভেদ ছিল। ৩২ এই সকলের গোষ্ঠী ও জাতি ভেদ থাকিলেও

ইহারা নোহের পুত্রদের বংশ ছিল; এবং জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানা জাতি তাবৎ পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

১ বাবিল নির্ম্মাণ সময়ে লোকদের ভাষা ভেদ করণ, ১০ ও শামের বংশাবলি, ২৭ ও তেরহের বংশাবলি, ৩০ ও তেরহ ও ইব্রাম ও লোটের হারণে গমন ও সেখানে তেরহের মৃত্যু।

[১] পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও এক রূপ উচ্চারণ ছিল। [২] পরে লোকেরা পূর্ব্বদিগে ভ্রমণ করিতে২ শিনিয়র্ দেশের এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিয়া [৩] পরস্পর এই রূপ পরামর্শ করিল, আইস আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি; তাহাতে ইষ্টক তাহাদের প্রস্তরস্বরূপ ও শিলাজতু চূণস্বরূপ হইল। [৪] পরে তাহারা কহিল, আইস আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগণস্পর্শি এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি; তাহাতে তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইব না। [৫] পরে মনুষ্যসন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে পরমেশ্বর নামিয়া আইলেন। [৬] ফলতঃ পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, ইহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষাবাদী; এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহাহইতে নিবারিত হইবে না। [৭] অতএব আইস, আমরা নীচে গিয়া তাহারা যেন এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে, এই জন্যে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই। [৮] এই রূপে পরমেশ্বর তথাহইতে তাবৎ পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তরে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলে তাহারা নগর পত্তনহইতে নিবৃত্ত হইল। [৯] এই কারণ সেই নগরের নাম বাবিল্ (ভেদ) থাকিল; কেননা সেই স্থানে পরমেশ্বর তাবৎ পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং তথাহইতে তাহাদিগকে তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।

[১০] শামের বংশাবলি। শাম এক শত বৎসর বয়সে অর্থাৎ জলপ্লাবনের দুই বৎসর পরে অর্ফক্ষদের জন্ম দিল। [১১] অর্ফক্ষদের জন্মের পর শাম পাঁচ শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [১২] এবং অর্ফক্ষদ্ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিল। [১৩] শেলহের জন্মের পর অর্ফক্ষদ্ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [১৪] এবং শেলহ ত্রিশ বৎসর বয়সে এবরের জন্ম দিল। [১৫] এবরের জন্মের পর শেলহ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [১৬] এবং এবর চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পেলগের জন্ম দিল। [১৭] পেলগের জন্মের পর এবর চারি শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [১৮] এবং পেলগ্ ত্রিশ বৎসর বয়সে রিয়ূর জন্ম দিল। [১৯] রিয়ূর জন্মের পর পেলগ্ দুই শত নয় বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [২০] এবং রিয়ূ বত্রিশ বৎসর বয়সে সিরূগের জন্ম দিল। [২১] সিরূগের জন্মের পর রিয়ূ দুই শত সপ্ত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [২২] এবং সিরূগ ত্রিশ বৎসর বয়সে নাহোরের জন্ম দিল। [২৩] নাহোরের জন্মের পর সিরূগ্ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [২৪] এবং নাহোর ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তেরহের জন্ম দিল। [২৫] তেরহের জন্মের পর নাহোর্ এক শত ঊনিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। [২৬] এবং তেরহ সত্তরি বৎসর বয়সে ইব্রামের ও নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল।

[২৭] তেরহের বংশাবলি। তেরহ ইব্রামের ও নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল। এবং সেই হারণ লোটের জন্ম দিল; [২৮] কিন্তু হারণ আপন পিতা তেরহের অগ্রে আপন জন্মস্থান কস্দীয়দের ঊর্ নামক নগরে প্রাণত্যাগ করিল। [২৯] ইব্রাম্ ও নাহোর্ ইহারাও বিবাহ করিল; ইব্রামের স্ত্রীর নাম সারী, ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা। ঐ নাহোরের স্ত্রী মিল্কা হারণের কন্যা ছিল; সেই হারণ মিল্কার ও যিস্কার পিতা।

[৩০] ঐ সারী বন্ধ্যা ছিল, তাহার সন্তান হইল না। [৩১] অনন্তর তেরহ ইব্রাম্ পুত্রকে ও হারণের পুত্র লোট নামক পৌত্রকে এবং ইব্রামের ভার্য্যা সারী নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া কিনান্ দেশে যাইবার নিমিত্তে কস্দীয়দের ঊর্ নামক নগরহইতে প্রস্থান করিল; কিন্তু হারণ্ নগর পর্য্যন্ত গিয়া তথায় বসতি করিল। [৩২] পরে তেরহের দুই শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ঐ হারণ্ নগরে তাহার মৃত্যু হইল।

১২ অধ্যায়।

১ ইব্রামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ৪ ও হারণহইতে ইব্রামের গমন, ৬ ও কিনান্‌দেশে তাহার ভ্রমণ, ১০ ও দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত তাহার মিসরে গমন, ১৪ ও ইব্রামের স্ত্রীকে রাজার লইয়া যাওন ও পুনর্ব্বার দেওন।

[১] পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। [২] আমি তোমাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন

করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া তোমার নাম বিখ্যাত করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবা। [৩] যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব; ও যাহারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, তাহাদিগকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে পৃথিবীর তাবৎ বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

[৪] পরে ইব্রাম্ পরমেশ্বরের এই বাক্যানুসারে যাত্রা করিল; এবং লোটও তাহার সঙ্গে গেল। হারণ্হইতে প্রস্থান কালে ইব্রামের পঁচাত্তর বৎসর বয়স ছিল। [৫] এই রূপে ইব্রাম সারী ভার্য্যাকে ও ভ্রাতৃপুত্র লোটকে এবং হারণে আপনাদের উপার্জ্জিত ধন ও দাস দাসীগণকে লইয়া কিনান্ দেশে গমনার্থে যাত্রা করিয়া সেই দেশে উপস্থিত হইল।

[৬] অনন্তর ইব্রাম্ সেই দেশ দিয়া যাইতে২ শিখিম্ স্থানের নিকটস্থ মোরির উদ্যানে উত্তরিল; তৎকালে কিনানীয় লোকেরা সেই দেশে বাস করিত। [৭] পরে পরমেশ্বর ইব্রামকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব; অতএব ইব্রাম্ সেই স্থানে দর্শনদাতা পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। [৮] পরে সে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিগের পর্ব্বতে গিয়া তাম্বু স্থাপন করিল; তাহার পশ্চিমে বৈথেল্ ও পূর্ব্বদিগে অয়্ নগর ছিল; এবং সে স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি করিয়া তাঁহার নামে প্রার্থনা করিল। [৯] তাহার পরে ইব্রাম্ ক্রমে২ আরো দক্ষিণে গমন করিল।

[১০] অনন্তর সে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ইব্রাম্ মিসর্ দেশে প্রবাস করিতে যাত্রা করিল; কেননা কিনান্ দেশে ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। [১১] পরে মিসর্ দেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ইব্রাম্ নিজ পত্নী সারীকে কহিল, দেখ, তুমি দেখিতে সুন্দরী, তাহা আমি জানি। [১২] এ কারণ মিস্রীয় লোকেরা তোমাকে দেখিয়া আমার ভার্য্যা জানিলে আমাকে বধ করিয়া তোমাকে জীবৎ রাখিবে। [১৩] অতএব বিনয় করি, তুমি আমার ভগিনী, এই কথা কহিও; তাহাতে তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হইবে, ও তোমাহেতু আমার প্রাণ রক্ষা পাইবে।

[১৪] পরে ইব্রাম্ মিসরে প্রবেশ করিলে মিস্রীয় লোকেরা ঐ স্ত্রীকে পরমসুন্দরী দেখিল। [১৫] এবং ফিরৌণের অধ্যক্ষগণ তাহাকে দেখিয়া ফিরৌণের সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিল; [১৬] তাহাতে সেই স্ত্রী রাজার বাটীতে আনীতা হইল। এবং তাহার অনুরোধে রাজা ইব্রামকে সমাদর করিয়া তাহাকে মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ ও গর্দ্দভী ও উষ্ট্র এবং দাস দাসী দিল। [১৭] কিন্তু সেই সারী ইব্রামের ভার্য্যা, এই জন্যে পরমেশ্বর সপরিবারে ফিরৌণের নানা মহাক্লেশ ঘটাইলেন। [১৮] অতএব ফিরৌণ ইব্রামকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? [১৯] ঐ নারী তোমার ভার্য্যা, এ কথা আমাকে কেন কহিলা না? তাহাকে আপনার ভগিনী কেন বলিলা? তাহাতে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে লইলাম; এখন তোমার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যাও। [২০] তখন ফিরৌণের আজ্ঞাতে ভৃত্যবর্গ সর্ব্বস্বের সহিত তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে বিদায় করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ ইব্রামের ও লোটের মিসরহইতে গমন ও তাহাদের পালকদের বিরোধ, ১০ ও লোটের সিদোমে গমন, ১৪ ও ইব্রামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাদি।

[১] তদনন্তর ইব্রাম্ ও তাহার স্ত্রী সকল সম্পত্তি লইয়া লোটের সমভিব্যাহারে মিসরহইতে (কিনান্ দেশের) দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করিল। [২] ঐ ইব্রাম্ পশুতে ও স্বর্ণ রূপ্যেতে অতিশয় ধনবান্ ছিল। [৩] পরে সে পূর্ব্বযাত্রানুসারে দক্ষিণহইতে বৈথেলের দিগে যাইতে২ বৈথেলের ও অয়ের মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পূর্ব্বে তাহার তাম্বু স্থাপিত ছিল, [৪] সেই স্থানে আপনার পূর্ব্বনির্ম্মিত যজ্ঞবেদির নিকটে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের নাম লইয়া প্রার্থনা করিল। [৫] এবং ইব্রামের সহযাত্রী যে লোট, তাহারও অনেক২ মেষ ও গো ও তাম্বু ছিল। [৬] অতএব সেই দেশে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, কেননা তাহাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে তাহারা একত্র বাস করিতে পারিল না। [৭] বিশেষতঃ ইব্রামের পশুপালকদের ও লোটের পশুপালকদের পরস্পর বিরোধ হইত; তৎকালে সেই দেশে কিনানীয় ও পিরিষীয় লোকেরা বসতি করিত। [৮] অতএব ইব্রাম্ লোটকে কহিল, বিনয় করি, তোমাতে ও আমাতে, এবং তোমার পশুপালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিরোধ না হউক; কেননা আমরা পরস্পর জ্ঞাতি। [৯] তোমার সম্মুখে কি সমস্ত দেশ নাই? বিনয় করি, তুমি আমাহইতে পৃথক্ হও; হয়, তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই; কিম্বা তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই।

[১০] তখন লোট্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, যর্দ্দন্ নদীর প্রান্তর সোয়র্ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বত্র সজল ও মিসর্ দেশের সদৃশ; কেননা তৎকালে সিদোম্ ও অমোরা পরমেশ্বরকর্তৃক বিনষ্ট হয় নাই। [১১] অতএব লোট আপনার নিমিত্তে যর্দ্দনের তাবৎ প্রান্তর মনোনীত

করিয়া পূর্ব্বদিগে প্রস্থান করিল; এই রূপে তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইল। [১২] তদবধি ইব্রাম্ কিনান্ দেশে থাকিল, এবং লোট্ সেই প্রান্তরস্থিত সকল নগরের মধ্যে থাকিয়া সিদোম্ নগরের নিকট পর্য্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিতে লাগিল। [১৩] ঐ সিদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও পরমেশ্বরের গোচরে অতি পাপিষ্ঠ ছিল।

[১৪] এই রূপে ইব্রামহইতে লোট্ পৃথক্ হইলে পর পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থানহইতে চক্ষু তুলিয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। [১৫] কেননা তোমার দৃশ্য এই সমস্ত দেশ আমি চিরকালের নিমিত্তে তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। [১৬] এবং পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গণিতে পারে, তবে তোমার বংশ গণ্য হইবে। [১৭] উঠ, এই দেশের দীর্ঘ প্রস্থে পর্য্যটন কর, কেননা আমি তোমাকেই তাহা দিব। [১৮] তখন ইব্রাম্ তাম্বু তুলিয়া হিব্রোণের নিকটবর্ত্তি মম্রি নামক উদ্যানে গিয়া বাস করিল, এবং সেখানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল।

১৪ অধ্যায়।

১ চারি রাজার সহিত পাঁচ রাজার যুদ্ধ করণ, ১৩ ও লোটের লুট ও পরহস্তগত হওন ও ইব্রামের দ্বারা পুনশ্চ মুক্ত হওন, ১৭ ও প্রত্যাগমনের সময়ে সিদোমের রাজা ও মল্কীষেদক্ রাজার সঙ্গে ইব্রামের সাক্ষাৎ করণ ও তাহার কথোপকথন।

[১] অনন্তর শিনিয়রের অম্রাফল্ নামে রাজা ও ইল্লাসরের অরিয়োক্ নামে রাজা ও এলমের কিদর্লায়োমর্ নামে রাজা এবং অন্যজাতীয় তিদিয়ল্ নামে রাজার অধিকার সময়ে, [২] সিদোমের বিরা নামক রাজার ও অমোরার বির্শা নামক রাজার ও অদ্মার শিনাব্ নামক রাজার ও সিবোয়িমের শিমেবর্ নামক রাজার ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজার সহিত ঐ রাজগণ যুদ্ধ করিল। [৩] ইহারা সকলে সিদ্দীম প্রান্তরে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হইয়াছিল। [৪] কারণ ইহারা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কিদর্লায়োমর রাজার বশীভূত থাকিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে তাহার অবশ হইয়াছিল। [৫] এই জন্যে চতুর্দ্দশ বৎসরে কিদর্লায়োমর্ রাজা আপন সহায় রাজগণের সহিত আসিয়া অস্তিরোৎকর্ণয়িম্ দেশীয় রিফায়ীয় লোকদিগকে ও হম্ দেশীয় সুষীয় লোকদিগকে ও শাবিকিরিয়াথয়িম্ দেশীয় এমীয় লোকদিগকে [৬] ও প্রান্তরের নিকটবর্ত্তি এল্পারণ অবধি সেয়ীর্ পর্ব্বত নিবাসি হোরীয় লোকদিগকে জয় করিল। [৭] পরে তথাহইতে ফিরিয়া ঐণ্মিস্পাটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়া অমালেকীয় লোকদের তাবৎ দেশকে ও হৎসসোন্ তামর্ নিবাসি ইমোরীয় লোকদিগকে পরাজয় করিল। [৮] অতএব সিদোমের রাজা ও অমোরার রাজা ও অদ্মার রাজা ও সিবোয়িমের রাজা ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজা, এই পাঁচ রাজা ব্যূহ রচনা করিয়া [৯] এলম্ দেশের কিদর্লায়োমর্ রাজার ও অন্যজাতীয়দের তিদিয়ল রাজার ও শিনিয়রের অম্রাফল্ রাজার ও ইল্লাসরের অরিয়োক্ রাজার এই চারি রাজার সহিত সিদ্দীম্ প্রান্তরে যুদ্ধ করিল। [১০] ঐ সিদ্দীম্ প্রান্তরে মেট্যা তৈলের অনেক খাত ছিল; তাহাতে সিদোমের ও অমোরার রাজগণ পলাইতে তাহার মধ্যে পতিত হইল, এবং অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে পলায়ন করিল। [১১] অতএব শত্রুরা সিদোমের ও অমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্য দ্রব্য লুটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। [১২] বিশেষতঃ ইব্রামের ভ্রাতৃপুত্র সিদোম্ নিবাসি লোটকে ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গেল।

[১৩] তখন এক জন পলাতক ইব্রীয় ইব্রামকে সমাচার দিল; ঐ সময়ে ইব্রাম্ ইষ্কোলের ও আনেরের ভ্রাতা ইমোরীয় মম্রির উদ্যানে বাস করিতেছিল, এবং তাহারা ইব্রামের সহায় ছিল। [১৪] তখন ইব্রাম্ আপন ভ্রাতৃপুত্রকে ধরিয়া লইয়া যাওনের সমাচার শুনিবামাত্র আপন গৃহজাত তিন শত অষ্টাদশ শিক্ষিত ভৃত্যকে সুসজ্জ করিয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া দান্ নগর পর্য্যন্ত গেল। [১৫] পরে আপন ভৃত্যগণকে দুই দল করিয়া রাত্রিকালে শত্রুগণের প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক দম্মেষকের বামস্থিত হোবা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। [১৬] এবং সকল সম্পত্তি, বিশেষতঃ আপন ভ্রাতৃপুত্র লোট্ ও তাহার সম্পত্তি এবং স্ত্রী ও প্রজা লোক সকলকে আনিল।

[১৭] এই রূপে ইব্রাম্ কিদর্লায়োমরকে ও তাহার সহায় রাজগণকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর, সিদোমের রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী প্রান্তরে অর্থাৎ রাজার প্রান্তরে গমন করিল। [১৮] এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের যাজনকারী মল্কীষেদক্ নামে শালমের রাজা রুটী ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া [১৯] ইব্রামকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, ইব্রাম্ স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপাত্র হউক। [২০] এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর ধন্য হউন, তিনি তোমার শত্রুগণকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন ইব্রাম্ সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাহাকে দিল। [২১] অনন্তর সিদোমের রাজা ইব্রামকে কহিল, তুমি সমস্ত সম্পত্তি লও, কিন্তু লোক

সকল আমাকে দেও। তাহাতে ইব্রাম্ সিদোমের রাজাকে উত্তর করিল, আমি স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারি সর্ব্বোপরিস্থ প্রভু পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, [২৩] আমি তোমার কিছুই লইব না, এক গাছ সূতা কি জুতার বন্ধন-রজ্জুও লইব না; পাছে তুমি বল, আমি ইব্রামকে ধনবান করিয়াছি। [২৪] কেবল আমার যুবগণের আহারের ব্যয় গ্রহণ করিব, এবং আমার যে সহায়গণ সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা অর্থাৎ আনের্ ও ইষ্কোল্ ও মম্রি আপন ২ প্রাপ্তব্য ভাগ গ্রহণ করুক।

১৫ অধ্যায়।

ইব্রামকে সন্তান দিতে ও সেই সন্তানকে কিনান্দেশ দিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও ঈশ্বরের উদ্দেশে ইব্রামের বলিদান করণ।

[১] ঐ ঘটনার পরে দর্শনদ্বারা পরমেশ্বরের এই বাক্য ইব্রাহীমের নিকটে উপস্থিত হইল, হে ইব্রাম্, ভয় করিও না, আমি তোমার ঢাল ও মহাপুরস্কারস্বরূপ। [২] তাহাতে ইব্রাম্ উত্তর করিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কি দিবা? আমি নিরপত্য হইয়া বেড়াইতেছি, এই দম্মেষকীয় ইলীয়েষর্ আমার গৃহের ধনাধিকারী আছে। [৩] ইব্রাম্ পুনশ্চ কহিল, দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলা না, সুতরাং আমার গৃহজাত লোক আমার উত্তরাধিকারী হইবে। [৪] তখন তাহার প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে। [৫] পরে তিনি তাহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারাগণ গণিতে পার, তবে গণিয়া বল। অনন্তর তিনি তাহাকে কহিলেন, এই রূপ তোমার বংশ হইবে। [৬] তখন সে পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার পক্ষে তাহা পুণ্যার্থে গণনা করিলেন। [৭] পরে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, যিনি তোমার অধিকারার্থে এই দেশ দিতে কল্দীয়দের উর্ নগরহইতে তোমাকে আনিলেন, সেই পরমেশ্বর আমি। [৮] তখন সে কহিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি যে এই দেশের অধিকারী হইব, তাহা কিসে জানিব? [৯] পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি তিন বৎসরের এক বাছুরকে ও তিন বৎসরের এক ছাগীকে ও তিন বৎসরের এক মেষকে এবং এক ঘুঘুকে ও এক কপোতশাবককে আমার নিকটে আন। [১০] তাহাতে সে ঐ সকল পশু তাঁহার নিকটে আনিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ডের অগ্রে অন্য খণ্ড রাখিল, কিন্তু পক্ষিগণকে দ্বিখণ্ড করিল না। [১১] পরে হিংস্র পক্ষিগণ সেই মৃত পশুদের উপরে পড়িলে ইব্রাম তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। [১২] পরে সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে ইব্রাম্ ঘোর নিদ্রাগত হইল; তাহাতে সে ত্রাসে ও অন্ধকারে মগ্ন হইল। [১৩] তখন পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, তোমার সন্তানগণ চারি শত বৎসর পরদেশে প্রবাসী হইয়া দাস্য কর্ম্ম করিয়া ক্লেশ ভোগ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবা; [১৪] কিন্তু যে জাতীয় লোকেরা তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইবে, আমি তাহাদের দণ্ড করিব; পরে তাহারা যথেষ্ট ধন লইয়া নির্গত হইবে। [১৫] এবং তুমি কুশলে পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে যাইবা, ও শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে কবর প্রাপ্ত হইবা। [১৬] এবং তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে প্রত্যাগমন করিবে; কেননা ইমোরীয় লোকদের অপরাধ অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। [১৭] অপর সূর্য্য অস্তগত ও অন্ধকার হইলে চুলার ধূম ও অগ্নিপ্রদীপ দৃশ্য হইয়া ঐ দুই খণ্ডশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। [১৮] সেই দিনে পরমেশ্বর ইব্রামের সহিত নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়া কহিলেন, আমি মিস্রীয় নদী অবধি ফরাৎ নামক বড় নদী পর্য্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিব, [১৯] অর্থাৎ কেনীয়দের ও কিনসীয়দের ও কদ্মোনীয়দের [২০] ও হিত্তীয়দের ও পিরিষীয়দের ও রিফায়ীয়দের [২১] ও ইমোরীয়দের ও কিনানীয়দের ও গির্গাশীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশ দিব।

১৬ অধ্যায়।

১ সারীদ্বারা ইব্রামের সহিত হাজিরার বিবাহ, ৪ ও কর্ত্রীদ্বারা দুঃখ পাইয়া হাজিরার পলায়ন ও ঈশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা তাহার প্রত্যাগমন।

[১] ইব্রামের ভার্য্যা সারী বন্ধ্যা ছিল, এবং মিস্রীয়া হাজিরা নামে তাহার এক দাসী ছিল। [২] তাহাতে সারী ইব্রামকে কহিল, দেখ, পরমেশ্বর আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, তুমি আমার এই দাসীতে উপগত হও; কি জানি, ইহাদ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব; তখন ইব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইল। [৩] এই রূপে কিনান্ দেশে ইব্রামের দশ বৎসর বাস করণান্তে ইব্রামের ভার্য্যা সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাজিরাকে লইয়া আপন স্বামি ইব্রামের সহিত বিবাহ দিল।

[৪] অপর ইব্রাম হাজিরাতে উপগত হইলে সে গর্ভবতী হইল; এবং আপনার গর্ভ হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া সে নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল। [৫] তাহাতে সারী ইব্রামকে কহিল, আমার প্রতি এই অন্যায়ের ফল তোমার হউক;

আমি আপনার যে দাসীকে তোমার ক্রোড়ে দিয়াছিলাম, সে এখন আপন গর্ব্ভ জানিয়া আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে; পরমেশ্বরই তোমার ও আমার বিচার করুন। [৬] তাহাতে ইব্রাম্ সারীকে কহিল, দেখ, সে তোমার দাসী, তোমারই হস্তগতা আছে; তোমার ইচ্ছানুসারে তাহার প্রতি কর। তাহাতে সারী হাজিরার প্রতি কঠিন ব্যবহার করিলে সে তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিল। [৭] পরে পরমেশ্বরের দূত প্রান্তরের মধ্যে এক জলের উনুইর নিকটে, অর্থাৎ শূরের পথে যে উনুই আছে, তাহার নিকটে তাহাকে পাইয়া [৮] কহিলেন, হে সারীর দাসি হাজিরা, তুমি কোথাহইতে আইলা? এবং কোথায় যাইবা? তাহাতে সে কহিল, আমি আপন কর্ত্রী সারীর নিকটহইতে পলাইতেছি। [৯] তখন পরমেশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহার হস্তের বশীভূতা হও। [১০] পরমেশ্বরের দূত তাহাকে আরও কহিলেন, আমি তোমার বংশের এমত বৃদ্ধি করিব, যে বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। [১১] পরমেশ্বরের দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ব্ভহইতে যে পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম ইস্মায়েল্ (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবা, কেননা পরমেশ্বর তোমার দুঃখের কথা শুনিলেন। [১২] এবং সে অদম্য পুরুষ হইবে, ও তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে থাকিবে; এবং সে নিজ তাবৎ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিবে। [১৩] অপর হাজিরা আপনার সহিত আলাপকারি পরমেশ্বরের এই নাম রাখিল, তুমি মদ্দর্শক ঈশ্বর; কেননা সে কহিল, আমি এই স্থানে কি মদ্দর্শকের অনুদর্শন করিয়াছি? [১৪] এই কারণ সেই কূপের নাম বের্-লহয়্-রোয়ী (স্বয়ংজীবি মদ্দর্শকের কূপ) হইল। দেখ, তাহা কাদেশের ও বেরদের মধ্যে আছে। [১৫] পরে হাজিরা ইব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলে ইব্রাম্ হাজিরাহইতে জাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইস্মায়েল্ রাখিল। [১৬] ইব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সের সময়ে হাজিরা ইব্রামের নিমিত্তে ইস্মায়েলকে প্রসব করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম স্থির করণ ও সেই নিয়মের চিহ্ন ত্বক্ছেদ, ১৫ ও সারীর নাম পরিবর্ত্ত হওন ও পুত্র প্রসব করণের কথা, ২৩ ও ইব্রাহীমের ও ইস্মায়েলাদির ত্বক্ছেদন।

[১] ইব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও। [২] আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিয়া তোমার অতিশয় বৃদ্ধি করিব। [৩] তখন ইব্রাম্ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ঈশ্বর তাহার সহিত আলাপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, [৪] দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবা। [৫] এবং তোমার নাম ইব্রাম্ (মহাপিতা) আর থাকিবে না, কিন্তু ইব্রাহীম (বহুলোকের পিতা) এই নাম হইবে। [৬] কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করিলাম। আমি তোমার অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি করিব, এবং তোমাহইতে বহুজাতি জন্মাইব; ও রাজগণ তোমাহইতে উৎপন্ন হইবে। [৭] আমি তোমার সহিত ও তোমার ভাবিবংশ পরম্পরার সহিত যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহা নিত্যস্থায়ী হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ও তোমার ভাবিবংশের ঈশ্বর হইব। [৮] এবং তুমি এখন এই যে কিনান্ দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহা সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবিবংশকে নিত্য অধিকারার্থে দিব, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। [৯] ঈশ্বর ইব্রাহীমকে আরও কহিলেন, তুমিও আমার নিয়ম পালন করিবা; তুমি ও তোমার ভাবিবংশ পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবা। [১০] তোমার সহিত ও তোমার ভাবিবংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবা, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্ছেদ হইবে। [১১] তোমরা আপন২ লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবা; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। [১২] পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্ছেদ হইবে, এবং যাহারা তোমার বংশ নহে, এমত ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের গৃহে জাত কিম্বা মূল্যদ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বক্ছেদ হইবে। [১৩] তোমার গৃহজাত কিম্বা মূল্যদ্বারা ক্রীত লোকের ত্বক্ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য; তোমাদের মাংসেতে আমার নিয়ম দৃশ্য হইয়া নিত্য নিয়ম হইবে। [১৪] কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না হইবে, এমত অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আমার নিয়ম ভঙ্গ করাতে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

[১৫] তদনন্তর ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, তুমি আপন ভার্য্যা সারীকে আর সারী (কুলীনা) বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা (রাজ্ঞী) হইল। [১৬] আমি তাহাকে করিলাম, এবং তাহাহইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, ফলতঃ সে নানা জাতির আদিমাতা হইবে, এবং তাহার বং-

শে নানাদেশীয় রাজগণ উৎপন্ন হইবে। [17] তখন ইব্রাহীম্ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাসিয়া মনে২ কহিল, শত বর্ষ বয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হইবে? নব্বই বৎসর বয়সে কি সারা পুত্র প্রসব করিবে? [18] অনন্তর ইব্রাহীম্ ঈশ্বরকে কহিল, ইস্মায়েল্ তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক। [19] তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্হাক্ (হাস্য) রাখিবা, এবং আমি তাহার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, তাহা তাহার ভাবিবংশের সহিত নিত্যস্থায়ি নিয়ম হইবে। [20] এবং ইস্মায়েল্ বিষয়ক তোমার প্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহাকে বহুপ্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহাহইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব। [21] কিন্তু আগামি বৎসরের এই সময়ে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই ইস্হাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির করিব। [22] এই রূপ কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটহইতে ঊর্দ্ধ্বগমন করিলেন।

[23] অনন্তর ইব্রাহীম্ আপন পুত্র ইস্মায়েলকে ও আপন গৃহজাত ও মূল্যে ক্রীত সকল দাসদিগকে, অর্থাৎ ইব্রাহীমের গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তদ্দিনেই তাবতের লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিল। [24] লিঙ্গাগ্রের অক্ছেদন কালে ইব্রাহীমের নিরানব্বই বৎসর বয়স ছিল। [25] এবং লিঙ্গাগ্রের অক্ছেদন কালে তাহার পুত্র ইস্মায়েলের তের বৎসর বয়স ছিল। [26] একই দিনে ইব্রাহীমের ও তাহার পুত্র ইস্মায়েলের অবছেদ হইল। [27] সেই দিনে তাহার গৃহজাত কিম্বা অন্যজাতীয়দের নিকটে মূল্যদ্বারা ক্রীত তাহার গৃহের তাবৎ পুরুষেরও লিঙ্গাগ্রের অক্ছেদ হইল।

১৮ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের তিন স্বর্গদূতকে অতিথি করণ ও তাঁহাদের কথোপকথন, ১৬ ও তাঁহাদিগকে পথ দেখাইতে সিদোমের দিগে ইব্রাহীমের গমন, ২২ ও সিদোমের রক্ষার্থে ইব্রাহীমের নিবেদন।

[1] তদনন্তর পরমেশ্বর মম্রির উদ্যানে ইব্রাহীমকে দর্শন দিলেন; ফলতঃ এক দিন উত্তাপ সময়ে সে তাম্বুগৃহের দ্বারে বসিয়াছিল; [2] ইত্যবসরে আপন চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন পুরুষকে দেখিল; দেখিবামাত্র সাক্ষাৎ করিতে তাম্বুদ্বারহইতে দৌড়িয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, [3] হে প্রভো, বিনয় করি, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, তবে এই ভৃত্যের স্থানহইতে অগ্রসর হইবেন না। [4] বিনয় করি, কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দি, পাদপ্রক্ষালন করিয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। [5] এবং কিছু খাদ্য আনিয়া দি, তাহাদ্বারা অন্তঃকরণ আপ্যায়িত করুন; পরে গমন করিবেন; কেননা ইহারই নিমিত্তে আপন দাসের নিকটে আগত হইলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা বলিতেছ তাহাই কর। [6] তাহাতে ইব্রাহীম্ শীঘ্র তাম্বুগৃহে সারার নিকটে গিয়া কহিল, শীঘ্র তিন সের উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া পিষ্টক প্রস্তুত কর। [7] পরে ইব্রাহীম্ ত্বরায় পালের নিকটে গিয়া উৎকৃষ্ট কোমল এক গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে দিলে সে তাহা শীঘ্র রন্ধন করিল। [8] তখন সে দধি ও দুগ্ধ ও পক্ক গোবৎসের মাংস লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে দিল, এবং তাঁহাদের ভোজন সময়ে আপনি বৃক্ষতলে তাঁহাদের সেবার্থে দাঁড়াইল। [9] তদনন্তর তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা কোথায়? সে কহিল, দেখুন, সে তাম্বুতে আছে। তাহাতে তাঁহাদের এক ব্যক্তি কহিলেন, আগামি বৎসরের এই সময়ে আমি অবশ্য ফিরিয়া আসিব; দেখ, তৎকালে তোমার স্ত্রী সারার কোলে এক পুত্র হইবে। এই কথা সারা তাম্বুদ্বারে তাহার পশ্চাৎ থাকিয়া শুনিল [11] সেই সময়ে ইব্রাহীম্ ও সারা অতি বৃদ্ধ ছিল, এবং সারার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়াছিল। [12] অতএব সারা হাসিতে২ মনে২ কহিল, আমার এই শীর্ণাবস্থার পরে কি এমত আনন্দ হইবে? বিশেষতঃ আমার প্রভুও বৃদ্ধ। [13] তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, এই বৃদ্ধাবস্থাতে প্রসব হওয়া কি সম্ভব হয়? ইহা ভাবিয়া সারা কেন হাসিল? [14] কোন কর্ম্ম কি পরমেশ্বরের অসাধ্য? আগামি বৎসরের এই সময়ে আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সারার কোলে পুত্র হইবে। [15] তাহাতে সারা মিথ্যা করিয়া কহিল, আমি হাসি নাই; কেননা সে ভয় পাইল। কিন্তু তিনি কহিলেন, অবশ্য হাসিয়াছিলা।

[16] পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে উঠিয়া সিদোমের দিগে প্রস্থান করিলে ইব্রাহীম্ আগবাড়ান রাখিতে তাহাদের সঙ্গে২ চলিতেছিল। [17] তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি যাহা করিতে উদ্যত আছি, তাহা কি ইব্রাহীমহইতে লুকাইব? [18] ইব্রাহীমহইতে মহান ও বলবান এক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয়েরা তাহাতেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। [19] কেননা আমি তাহাকে জানি, সে আপন ভাবিসন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করিবে, তাহাতে তাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করিতে২

পরমেশ্বরের পথে চলিবে; এই রূপে পরমেশ্বর ইব্রাহীমের বিষয়ে প্রতিশ্রুত আপনার বাক্য সফল করিবেন। [২০] অনন্তর পরমেশ্বর কহিলেন, সিদোমের ও অমোরার মহাধ্বনি উঠিতেছে, তাহাদের পাপ অতি গুরুতর; [২১] এই জন্যে আমি নীচে দেখিতে গিয়া, আমার নিকটে আগত ধ্বনি অনুসারে তাহারা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে কি না, তাহা জানিব।

[২২] পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে ফিরিয়া সিদোমের দিগে গমন করিলেন; কিন্তু ইব্রাহীম্ তখনও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিল। [২৩] পরে ইব্রাহীম্ নিকটে গিয়া কহিল, তুমি কি পাপির সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবা? [২৪] সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক পাওয়া যায়, তবে তুমি কি তন্মধ্যবর্ত্তি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি ক্ষমা না করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবা? [২৫] পাপির সহিত ধার্ম্মিকের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম্ম তোমাহইতে দূরে থাকুক; ও ধার্ম্মিককে পাপির সমান করা তোমাহইতে দূরে থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি ন্যায়বিচার করিবেন না? [২৬] তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি যদি সিদোম্ নগরে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখি, তবে তাহাদের অনুরোধে সেই সমস্ত স্থানের প্রতি ক্ষমা করিব। [২৭] তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, দেখুন, মৃত্তিকারেণু ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি প্রভুর প্রতি কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। [২৮] যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের পাঁচ জন ন্যূন হয়, তবে পাঁচ জনের অভাব প্রযুক্ত কি সমস্ত নগর বিনষ্ট করিবা? তিনি কহিলেন, পঁয়তাল্লিশ জন পাইলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব না। [২৯] সে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, সে স্থানে যদি চল্লিশ জন পাওনা যায়? তিনি কহিলেন, চল্লিশ জনের অনুরোধে তাহা করিব না। [৩০] আর বার সে কহিল, প্রভু বিরক্ত হইবেন না, তবে আরো কহি; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, ত্রিশ জন পাইলে তাহা করিব না। [৩১] সে কহিল, দেখুন, প্রভুর প্রতি আমি সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার কহি, যদি সেখানে বিংশতি জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, বিংশতি জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না। [৩২] সে কহিল, ইহাতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল আর এক বার কহি; যদি সেখানে দশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, দশ জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না। [৩৩] তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমের সহিত এই রূপ কথোপকথন শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং ইব্রাহীমও স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

১৯ অধ্যায়।

১ লোটের কাছে দুই দূতের আগমন ও তাঁহাদের প্রতি সিদোমীয় লোকদের কুব্যবহার এবং লোটের ও তাহার দুই কন্যার রক্ষা ও সিদোমীয় লোকদের ও লোটের স্ত্রীর বিনাশ, ২৭ ও সিদোমের বিনাশে ইব্রাহীমাদির রক্ষা, ৩০ ও লোট ও তাহার দুই কন্যার কুব্যবহারহইতে মোয়াবীয় ও অম্মোনীয় বংশের উৎপত্তি।

[১] অপর সন্ধ্যাকালে যখন ঐ দুই স্বর্গদূত সিদোম্ নগরে প্রবেশ করেন, তখন লোট্ নগরদ্বারে উপবিষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উঠিল, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া [২] কহিল, হে আমার প্রভুরা, বিনয় করি, আপনকাদের এই দাসের গৃহে পদার্পণ করিয়া অদ্য রাত্রি বাস করুন ও পাদপ্রক্ষালন করুন; পরে প্রত্যূষে উঠিয়া স্বযাত্রাতে অগ্রসর হইবেন। তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, না, আমরা চকে রাত্রি যাপন করিব। [৩] কিন্তু লোট্ অতিশয় সাধ্যসাধনা করিলে তাঁহারা তাহার সঙ্গে গিয়া তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে সে তাঁহাদের জন্যে তাড়ীশূন্য রুটী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে তাঁহারা ভোজন করিলেন। [৪] পরে তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে ঐ নগরের লোকেরা অর্থাৎ সিদোম্ নগরের আবাল বৃদ্ধ তাবৎ লোক চতুর্দ্দিগ্‌হইতে আসিয়া তাহার ঘর ঘেরিল, [৫] এবং লোটকে ডাকিয়া কহিল, অদ্য রাত্রিতে যে মনুষ্যেরা তোমার বাটীতে আইল, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন, আমরা তাহাদিগেতে উপগত হইব। [৬] তখন লোট্ বাহিরে তাহাদের নিকটে আসিয়া কবাট বন্ধ করিয়া কহিল, [৭] হে ভাই সকল, আমি বিনয় করি, এমত কুব্যবহার করিও না। [৮] দেখ, পুরুষকর্ত্তৃক অস্পৃষ্টা আমার দুই কন্যা আছে, তাহাদিগকে তোমাদের নিকটে আনি, তোমরা তাহাদের সহিত স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার কর, কিন্তু এই ব্যক্তিদের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এই নিমিত্তে ইহারা আমার গৃহের ছায়া আশ্রয় করিল। [৯] তখন তাহারা কহিল, সরিয়া যা; আরও কহিল, এই এক বেটা প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচারকর্ত্তা হইল; এখন তাহাদের অপেক্ষা তোর প্রতি আরো কুব্যবহার করিব। ইহা বলিয়া তাহারা সেই লোটের প্রতি আক্রমণ করিয়া কবাট ভাঙ্গিতে গেল। [১০] তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন, [১১] এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ লোককে অন্ধ করিলেন;

তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে২ পরিশ্রান্ত হইল। ১২ পরে ঐ ব্যক্তিরা লোটকে কহিলেন, এই স্থানে তোমার আর কে২ আছে? পুত্র ও কন্যা ও জামাতাদি তোমার যত লোক এই নগরে আছে, সে সমস্তকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও। ১৩ কেননা আমরা এই স্থানকে উচ্ছিন্ন করিব; পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এই নগরের বড় ধ্বনি উঠিয়াছে, অতএব পরমেশ্বর তাহা উচ্ছিন্ন করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ১৪ তখন লোট্ বাহিরে গিয়া তাহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিতে উদ্যত আপন জামাতাদিগকে কহিল, উঠ, এ স্থানহইতে বাহির হও, কেননা পরমেশ্বর এই নগরকে উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু জামাতা সকল উপহাসকারির ন্যায় বোধ করিল। ১৫ অপর প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে সত্বর করিয়া কহিলেন, উঠ, তোমার যে স্ত্রী ও যে দুই কন্যা এখানে আছে, তাহাদিগকে লইয়া যাও, পাছে নগরের দণ্ডে বিনষ্ট হও। ১৬ এবং সে বিলম্ব করিলে তাহার প্রতি পরমেশ্বরের স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিরা তাহার ও তাহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হস্ত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন। ১৭ এই রূপে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তি লোটকে কহিলেন, প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর, পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিও না, এই সমস্ত প্রান্তরের মধ্যেও থাকিও না; পর্ব্বতে পলায়ন কর, পাছে বিনষ্ট হও। ১৮ তাহাতে লোট্ উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, এমন না হউক; ১৯ আপনি এখন এই ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মহাদয়া প্রযুক্ত আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন; কিন্তু আমি পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পারি না; কি জানি, বিপদ ঘটিলে আমি মরিব। ২০ দেখুন, পলায়ন করিতে ঐ নগর নিকটবর্ত্তী, তাহা ক্ষুদ্র স্থান; তথায় পলাইতে আজ্ঞা করুন, তাহাতে আমার প্রাণ বাঁচিবে; তাহা কি ক্ষুদ্র স্থান নয়? ২১ তাহাতে তিনি কহিলেন, ভাল, আমি এ বিষয়েও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ যে নগরের কথা কহিলা, তাহা উৎপাটন করিব না। ২২ শীঘ্র সে স্থানে পলায়ন কর, কেননা তুমি ঐ স্থানে না পঁহুছিলে আমি কিছু করিতে পারি না। সেই হেতুক ঐ স্থানের নাম সোয়র্ (ক্ষুদ্র) হইল। ২৩ অনন্তর পৃথিবীতে সূর্য্য প্রকাশ হইলে লোট্ সোয়রে প্রবেশ করিতেছিল, ২৪ এমন সময়ে পরমেশ্বর আপনার নিকটহইতে অর্থাৎ আকাশহইতে সিদোমের ও অমোরার উপরে সগন্ধক অগ্নি বর্ষণ করিয়া ২৫ সেই সমুদয় নগর ও প্রান্তর ও তন্নিবাসি লোক ও সেই ভূমিতে জাত তাবৎ বস্তুকে উৎপাটন করিলেন। ২৬ ঐ সময়ে লোটের স্ত্রী পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইল।

২৭ অপর ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বে যে স্থানে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া ২৮ সিদোমের ও অমোরার প্রতি ও সেই প্রান্তরের সমস্ত অঞ্চলের প্রতি অবলোকন করিয়া দেখিল, সেই দেশহইতে অগ্নিকুণ্ডের ধূমের ন্যায় ধূম উঠিতেছে। ২৯ কিন্তু সেই প্রান্তরস্থিত তাবৎ নগরের বিনাশ কালে ঈশ্বর ইব্রাহীমকে স্মরণ করিয়া যে২ নগরে লোট বাস করিত, সেই২ নগরের উৎপাটনকালে উৎপাটনের মধ্যহইতে লোটকে বিদায় করিলেন।

৩০ তদনন্তর সোয়রে বাস করিতে ভীত প্রযুক্ত লোট ও তাহার দুই কন্যা সোয়রহইতে প্রস্থান করিয়া পর্ব্বতে থাকিল; ফলতঃ সে ও তাহার দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিল। ৩১ অপর তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎ সংসারের ব্যবহারানুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই। ৩২ আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া পিতার বংশ রক্ষার্থে তাহার সহিত শয়ন করি। ৩৩ অতএব তাহারা সেই রাত্রিতে আপন পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইলে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট্ টের পাইল না। ৩৪ অপর পরদিনে সেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; তাহাতে পিতার বংশ রক্ষার্থে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন কর। ৩৫ অতএব তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে তাহার কনিষ্ঠা কন্যা উঠিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট টের পাইল না। ৩৬ এই রূপে লোটের দুই কন্যাই আপন পিতাহইতে গর্ব্ভবতী হইল। ৩৭ জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার মোয়াব্ রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয় কদের আদিপিতা। এবং কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিনম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোনীয় লোকদের আদিপিতা।

২০ অধ্যায়।

ইব্রাহীমের আপন স্ত্রীকে ভগিনী কথনে অবীমেলক্-কর্ত্তৃক তাহার স্ত্রীর গৃহীত হওন ও স্বপ্নযোগে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুযুক্ত হইয়া ইব্রাহীমের স্ত্রীকে ফিরিয়া দেওন।

১ অনন্তর ইব্রাহীম্ তথাহইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা

করিয়া কাদেশের ও শূরের মধ্যস্থানে থাকিয়া গিররে প্রবাস করিল। [২] কিন্তু ইব্রাহীম্ আপন ভার্য্যা সারার বিষয়ে কহিল, এ আমার ভগিনী; এই নিমিত্তে গিররের রাজা অবীমেলক্ লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিল। [৩] তাহাতে রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা ঐ যে স্ত্রীকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তাহার স্বামী আছে। [৪] কিন্তু অবীমেলক্ তাহাতে উপগত না হওয়াতে কহিল, হে প্রভো, যে জাতি নির্দ্দোষ, তাহাকেও কি তুমি বধ করিবা? [৫] এ আমার ভগিনী, এই কথা কি সেই ব্যক্তি আমাকে কহে নাই? এবং এ আমার ভ্রাতা, এমন কথা কি সেই স্ত্রীও কহে নাই? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা মনের সরলতাতে ও হস্তের নির্দ্দোষতাতে করিয়াছি। [৬] তখন ঈশ্বর স্বপ্নযোগে তাহাকে কহিলেন, তুমি যে মনের সরলতাতে এ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমিও জ্ঞাত হওয়াতে আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে তোমাকে নিবৃত্ত করিলাম; এই জন্যে তাহাকে স্পর্শ করিতে দিলাম না। [৭] অতএব এখন সেই ব্যক্তির ভার্য্যা তাহাকে ফিরিয়া দেও, কেননা সে ভবিষ্যদ্বক্তা; সে তোমার জন্যে প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবা; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরিয়া না দেও, তবে অবশ্য তুমি সপরিবারে মরিবা, ইহা জ্ঞাত হও। [৮] পরে অবীমেলক্ প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সকল ভৃত্যকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদের কর্ণগোচর করিলে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। [৯] পরে অবীমেলক্ ইব্রাহীমকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমাদের প্রতি এ কি ব্যবহার করিলা? তুমি যে আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমত মহাপরাধগ্রস্ত কর, আমি তোমার কাছে এমন কি দোষ করিয়াছি? তুমি আমার প্রতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলা। [১০] অবীমেলক্ ইব্রাহীমকে আরো কহিল, তুমি কি দেখিয়া এমত কর্ম্ম করিলা? [১১] তখন ইব্রাহীম্ কহিল, এই অঞ্চলে ঈশ্বরের প্রতি ভয়মাত্র নাই, অতএব ইহারা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ করিবে, ইহা আমি ভাবিয়াছিলাম। [১২] আর সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে, কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, এবং আমার ভার্য্যা হইল। [১৩] যখন ঈশ্বর আমাকে পৈতৃক বাটীহইতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার এই অনুগ্রহ করিতে হইবে, ফলতঃ আমরা যে২ স্থানে যাইব, সেই২ স্থানে তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিও। [১৪] তখন অবীমেলক্ মেষ ও গোরু ও দাস ও দাসী আনাইয়া ইব্রাহীমকে দিল, এবং তাহার ভার্য্যা সারাকেও তাহার স্থানে সমর্পণ করিল। [১৫] পরে অবীমেলক্ কহিল, দেখ, আমার সমস্ত দেশ তোমার সম্মুখে আছে; তোমার যথা ইচ্ছা তথা বসতি কর। [১৬] এবং সারাকেও কহিল, দেখ, আমি তোমার ভ্রাতাকে সহস্র থান রূপা দিলাম; তোমা প্রভৃতি সকলের প্রতি যাহা ঘটিল, তাহার আচ্ছাদনস্বরূপ তাহাই হইবে। এই রূপে সে অনুযুক্তা হইল। [১৭] পরে ইব্রাহীম্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবীমেলককে ও তাহার ভার্য্যাকে ও তাহার দাসীগণকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে তাহারা পুত্র প্রসব করিল। [১৮] কেননা পরমেশ্বর ইব্রাহীমের ভার্য্যা সারার নিমিত্তে অবীমেলকের গৃহস্থিতদের গর্ত্ত রোধ করিয়াছিলেন।

২১ অধ্যায়।

১ ইস্হাকের জন্ম ও স্তন্যদুগ্ধ ত্যাগ করণ, ৯ ও হাজিরা দূরীকৃতা হইলে দূতদ্বারা তাহার শান্তি পাওন, ২২ ও ইব্রাহীমের সহিত অবীমেলকের নিয়ম স্থির করণ, ৩৩ ও বেরশেবাতে ইব্রাহীমের প্রার্থনা করণ।

[১] অপর পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে সারার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহার নিমিত্তে আপন প্রতিজ্ঞা সফল করিলেন। [২] তাহাতে সারা গর্ত্তবতী হইয়া ঈশ্বরোক্ত নিরূপিত সময়ে বৃদ্ধ ইব্রাহীমের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল। [৩] তখন ইব্রাহীম্ সারার গর্ত্তজাত নিজ পুত্রের নাম ইসহাক্ (হাস্য) রাখিল। [৪] পরে ঐ পুত্র ইসহাকের আট দিন বয়স হইলে ইব্রাহীম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহার ত্বক্‌ছেদ করিল। [৫] ইব্রাহীমের এক শত বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পুত্র ইস্হাকের জন্ম হয়। [৬] অপর সারা কহিল, ঈশ্বর আমাকে হাস্য করাইলেন; ইহা শুনিয়া সকলেই আমার উদ্দেশে হাস্য করিবে। [৭] সে আরো কহিল, সারা বালকদিগকে স্তন পান করাইবে, এমন কথা ইব্রাহীমকে কে বলিতে পারিত? কেননা আমি এখন তাহার বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলাম। [৮] অপর বালক বড় হইয়া স্তন পান ত্যাগ করিল; এবং যে দিনে ইস্হাক্ স্তন পান ত্যাগ করিল, সেই দিনে ইব্রাহীম্ মহাভোজ প্রস্তুত করিল।

[৯] অনন্তর মিস্রীয়া হাজিরা ইব্রাহীমের নিমিত্তে যে পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে পরিহাস করিতে দেখিয়া ইব্রাহীমকে কহিল, [১০] তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও; আমার পুত্র ইস্হাকের সহিত ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না। [১১] এই কথা শুনিয়া

ইব্রাহীম্ আপন পুত্রের জন্যে অতি দুঃখিত হইল। [১২] কিন্তু ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, ঐ বালকের জন্যে ও তোমার ঐ দাসীর জন্যে দুঃখিত হইও না; সারা তোমাকে যাহা কহিতেছে, তাহার সেই বাক্যে সম্মত হও; কেননা ইস্হাকহইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে [১৩] আর ঐ দাসীপুত্র তোমার সন্তান, এই জন্যে আমি চও এক জাতি উৎপন্ন করিব। [১৪] অতএব ইব্রাহীম্ প্রত্যুষে উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাজিরার স্কন্ধে দিয়া বালককে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া বেরশেবা নামক প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। [১৫] পরে কুপার জল শেষ হইলে হাজিরা এক ঝোপের নীচে বালককে রাখিয়া [১৬] আপনি তাহার সম্মুখহইতে এক তীর দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল, বালকের মৃত্যু আমি দেখিব না। অতএব সে তাহার সম্মুখহইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। [১৭] তখন ঈশ্বর বালকের রব শুনিলেন; তাহাতে ঈশ্বরের দূত আকাশহইতে ডাকিয়া হাজিরাকে কহিলেন, হে হাজিরা, তোমার কি হইল? ভয় করিও না, ঈশ্বর স্বস্থানে থাকিয়া ঐ বালকের রোদন শুনিলেন। [১৮] তুমি উঠিয়া বালককে তুলিয়া হস্তে ধর; আমি তাহাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব। [১৯] তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক কুপা জলে পূরিয়া বালককে পান করাইল। [২০] পরে ঈশ্বর সেই বালকের সাহায্য করাতে সে বড় হইল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল। [২১] পারন্ নামক প্রান্তরে তাহার বসতি ছিল। পরে তাহার মাতা মিসর্ দেশীয় কোন কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল।

[২২] ঐ সময়ে অবীমেলক্ এবং ফীখোল্ নামে তাহার সেনাপতি ইব্রাহীমকে কহিল, তুমি যে কিছু কর, সেই সকলেতে ঈশ্বর তোমার সহায় আছেন। [২৩] অতএব তুমি আমার প্রতি ও আমার পুত্র পৌত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবা না; এবং আমি তোমার প্রতি যেরূপ দয়া করিয়াছি, তুমিও আমার প্রতি ও তোমার প্রবাসস্থান এই দেশের প্রতি তদ্রূপ দয়া করিবা, আমার কাছে ঈশ্বরের দিব্য করিয়া এই কথা বল। [২৪] তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, ভাল, দিব্য করিব। [২৫] কিন্তু অবীমেলকের ভৃত্যগণ ইব্রাহীমের এক সজল কূপ বলেতে অধিকার করিয়াছিল, এই জন্যে ইব্রাহীম্ অবীমেলককে অনুযোগ করিল। [২৬] তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, এই কর্ম্ম কে করিয়াছে, তাহা আমি জানি না, তুমিও আমাকে জানাও নাই; এবং আমিও কেবল অদ্য এ কথা শুনিলাম। [২৭] পরে ইব্রাহীম্ মেষ ও গোরু লইয়া অবীমেলককে দিল, এবং উভয়ে এক নিয়ম স্থির করিল। [২৮] তৎকালে ইব্রাহীম্ পালহইতে সাতটা মেষবৎস পৃথক্ করিয়া রাখিলে অবীমেলক্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, [২৯] তুমি কি অভিপ্রায়ে এই সাত মেষবৎস পৃথক্ করিয়া রাখিলা? [৩০] ইব্রাহীম্ কহিল, আমি যে এই কূপ খুদিয়াছি, তাহার প্রমাণার্থে আমাহইতে এই সাত মেষবৎস তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। [৩১] অতএব সেই স্থানের নাম বেরশেবা (দিব্যের কূপ) হইল, কেননা সেই স্থানে তাহারা উভয়ে দিব্য করিল। [৩২] এই রূপে তাহারা বেরশেবাতে নিয়ম স্থির করিলে পর অবীমেলক্ ও ফীখোল্ নামে তাহার সেনাপতি গাত্রোত্থান করিয়া পিলেষ্টীয়দের দেশে প্রত্যাগমন করিল।

[৩৩] পরে ইব্রাহীম্ সেই বেরশেবার নিকটে উপবন প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে নিত্যস্থায়ি প্রভু পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিল। [৩৪] এবং ইব্রাহীম্ পিলেষ্টীয়দের দেশে বহু কাল পর্য্যন্ত প্রবাস করিল।

২২ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের আপন পুত্র ইস্হাককে বলিদান করিতে আজ্ঞা পাওন ও তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বরের দূতদ্বারা নিষিদ্ধ হওন, ১৫ ও এই কর্ম্ম প্রযুক্ত ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ২০ ও ইব্রাহীমের ভ্রাতা নাহোরের বংশাবলি।

[১] এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর ইব্রাহীমের পরীক্ষা লইলেন; ফলতঃ তিনি তাহাকে কহিলেন, হে ইব্রাহীম্। তাহাতে সে উত্তর করিল, দেখ, আমি উপস্থিত আছি। [২] তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে অর্থাৎ তোমার প্রিয় অদ্বিতীয় পুত্র ইস্হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে পর্ব্বত আমি তোমাকে বলিব, সেই পর্ব্বতের উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। [৩] তাহাতে ইব্রাহীম্ প্রত্যুষে উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও ইস্হাক্ পুত্রকে সঙ্গে লইল, এবং হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ কাটিয়া যাত্রা করিয়া ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানের প্রতি গমন করিল। [৪] পরে তৃতীয় দিবসে ইব্রাহীম্ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দূরহইতে সেই স্থান দেখিল। [৫] তখন ইব্রাহীম্ ঐ দাসদিগকে কহিল, তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত থাক; আমি ও বালক আমরা দুই জন ঐ স্থানে গিয়া আরাধনা করি, পশ্চাৎ কাছে ফিরিয়া আসিব। [৬] তখন ইব্রাহীম্ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্হাকের স্কন্ধে দিয়া নিজ হস্তে

অগ্নি ও খড়্গ লইল; পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেল। [7] অপর ইস্হাক্ আপন পিতা ইব্রাহীমকে কহিল, হে আমার পিতঃ। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আমার পুত্র, আমি উপস্থিত আছি। তখন সে জিজ্ঞাসিল, এই দেখ, অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের মেষশাবক কোথায়? [8] তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, হে আমার পুত্র, ঈশ্বর আপনি হোমার্থে মেষশাবক লক্ষ্য করিবেন। পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেল। [9] অপর ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে ইব্রাহীম সেখানে এক যজ্ঞবেদি করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সাজাইয়া ইস্হাক্ পুত্রকে বান্ধিয়া বেদির কাষ্ঠোপরি রাখিল। [10] পরে ইব্রাহীম্ হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিল। [11] এমন সময়ে আকাশহইতে পরমেশ্বরের দূত, হে ইব্রাহীম্ ২, বলিয়া ডাকিলে সে কহিল, আমি উপস্থিত আছি। [12] তাহাতে তিনি কহিলেন, ঐ বালকের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিও না; উহার প্রতি কিছুই করিও না; তুমি ঈশ্বরভক্ত, আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকেও আমাকে দিতে অসম্মত নহ, ইহা আমি এখন বুঝিলাম। [13] তখন ইব্রাহীম্ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া আপন পশ্চাদ্দিগে ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষ দেখিল; তাহাতে ইব্রাহীম্ গিয়া সেই মেষকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে তাহাকে হোমার্থে বলিদান করিল। [14] এবং ইব্রাহীম্ সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি (পরমেশ্বর দেখিবেন) রাখিল। এই জন্যে অদ্যাপি লোকেরা কহে, পশ্বমেশ্বরের পর্ব্বতে লক্ষ্য করা যাইবে।

[15] অপর পরমেশ্বরের দূত আকাশহইতে ইব্রাহীমকে দ্বিতীয় বার ডাকিয়া কহিলেন, পরমেশ্বর কহিতেছেন, [16] তুমি আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলা না, তোমার এই কার্য্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, [17] আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের নগর অধিকার করিবে। [18] এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার বংশেতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে; কারণ তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ। [19] পরে ইব্রাহীম্ সেই দাসদের নিকটে ফিরিয়া গেলে তাহারা সকলে উঠিয়া একত্র বেরশেবাতে গেল। এবং ইব্রাহীম্ বেরশেবাতে বসতি করিল।

[20] ঐ ঘটনার পরে ইব্রাহীমের নিকটে এই সমাচার আইল, দেখ, তোমার নাহোর্ নামক ভ্রাতার ঔরসে মিল্কার গর্ব্ভে পুত্রগণ জন্মিয়াছে; [21] তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঊষ্ ও তাহার ভ্রাতা বূষ্ ও অরামের পিতা কিমূয়েল্। [22] এবং কেষদ্ ও হসো ও পিল্দশ্ ও যিদ্লফ্ ও বিথূয়েল্। [23] ঐ বিথূয়েলের কন্যা রিব্কা। এই আট জন ইব্রাহীমের নাহোর্ নামক ভ্রাতাহইতে মিল্কার গর্ব্ভে জন্মিল। [24] এবং নাহোরের রূমা নামে উপপত্নীর গর্ব্ভে টেবহ ও গহম্ ও তহশ্ এবং মাখা জন্মিল।

২৩ অধ্যায়।

সারার মৃত্যু ও মক্‌পেলা কবরস্থানে তাহার কবর দেওন।

[1] সারার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতাইশ বৎসর ছিল; তাহার আয়ু এত বৎসর হইলে [2] সে কিনান্দেশস্থ কিরিয়র্থর্ব্বে অর্থাৎ হিব্রোণে মরিল। তাহাতে ইব্রাহীম্ সারার নিমিত্তে শোক ও বিলাপ করিতে ভিতরে গেল। [3] পরে ইব্রাহীম্ মৃত স্ত্রীর নিকটহইতে উঠিয়া গিয়া হেতের সন্তানদিগকে কহিল, [4] আমি তোমাদের মধ্যে বিদেশী ও প্রবাসী; তোমাদের মধ্যে আমাকে কবরস্থানের অধিকার দেও, তাহাতে আমি আপন দৃষ্টিগোচরহইতে মৃত স্ত্রীকে কবর দিব। [5] তখন হেতের সন্তানেরা ইব্রাহীমকে উত্তর করিল, [6] হে প্রভো, আমাদের কথা শুনুন; আপনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরনিযুক্ত রাজাস্বরূপ; আপনকার মৃত ভার্য্যাকে আমাদের কবরস্থানের মধ্যে উত্তম কবরে রাখুন, আপনকার মৃত ভার্য্যাকে কবর দেওনার্থে আমাদের কেহ নিজ কবর অস্বীকার করিবে না। [7] তখন ইব্রাহীম্ উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগকে অর্থাৎ হেতের সন্তানগণকে নমস্কার [8] ও সম্ভাষ করিয়া কহিল, আমার দৃষ্টিহইতে মৃত স্ত্রীকে কবরে রাখিতে যদি তোমাদের সম্মতি হয়, তবে আমার কথা শুন। তোমরা আমার জন্যে সোহরের পুত্র ইফ্রোণের স্থানে নিবেদন কর; [9] মক্‌পেলাতে তাঁহার ক্ষেত্রের অন্তে এক গুহা আছে; তোমাদের মধ্যে আমার কবরস্থানের অধিকারার্থে তিনি আমাকে তাহাই দিউন; তাহার যত মূল্য, তত লইয়া দিউন। [10] ঐ ইফ্রোন্ তখন হেতীয় সন্তানদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিল; অতএব হেতের যত সন্তান তাহার ঐ নগরদ্বারে প্রবেশ করিত, তাহাদের কর্ণগোচরে সেই হেতীয় ইফ্রোন্ ইব্রাহীমকে উত্তর করিল, [11] হে আমার প্রভো, আমার কথা শুনুন, আমি সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তি গুহা আপনকাকে দান করিলাম; আমি নিজ লোকদের সাক্ষাতেই আপনকাকে তাহা দিলাম, আপনি নিজ মৃত স্ত্রীকে কবরে দিউন। [12] তাহাতে ইব্রাহীম্ তদ্দেশীয় লোকদের সা-

ক্ষাতে প্রণাম করিল, [১৩] ও তদ্দেশীয় সকলের কর্ণগোচরে ইফ্রোণকে কহিল, আমার বাক্য যদি আপনকার গ্রাহ্য হয়, তবে নিবেদন করি, আমি সেই ক্ষেত্রের মূল্য দি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন, পরে আমি সে স্থানে মৃত স্ত্রীর কবর দিব। [১৪] তাহাতে ইফ্রোন্ ইব্রাহীমকে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, আমার কথা শুনুন, [১৫] সেই ভূমির মূল্য চারি শত রৌপ্যমুদ্রামাত্র; ইহাতে আপনকার ও আমার কি হইতে পারে? অতএব আপনি নিজ মৃত স্ত্রীকে কবরে দিউন। [১৬] ইফ্রোণের এমত কথা শুনিয়া ইব্রাহীম্ হেতের সন্তানদের কর্ণগোচরে ইফ্রোন্ কর্তৃক উক্ত সংখ্যানুসারে বণিক্দের মধ্যে চলিত চারি শত রৌপ্যমুদ্রা তৌল করিয়া ইফ্রোণকে দিল। [১৭] অতএব মম্রির পূর্ব্বে মক্পেলায় ইফ্রোণের যে ক্ষেত্র ছিল, সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তি গুহা ও সেই ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল, অর্থাৎ তাহার চতুঃসীমান্তর্গত বৃক্ষসমূহ, হেতের সন্তানদের অর্থাৎ তাহার ঐ নগরদ্বারে প্রবেশকারি সকলের সাক্ষাতে ইব্রাহীমের স্বত্বাধিকার স্থির করা গেল। [১৯] অনন্তর ইব্রাহীম্ মম্রির পূর্ব্বে মক্পেলা ক্ষেত্রে স্থিত গুহাতে আপন ভার্য্যা সারার কবর দিল। সেই স্থান কিনানদেশস্থ হিব্রোন্। [২০] এই রূপে কবরস্থানের অধিকারার্থে সেই ক্ষেত্রে ও তন্মধ্যস্থিত গুহাতে ইব্রাহীমের অধিকার হেতের সন্তানগণকর্তৃক স্থিরীকৃত হইল।

২৪ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের আপন ভৃত্যকে দিব্য করাওন, ১০ ও সেই ভৃত্যের যাত্রা ও প্রার্থনা করণ, ১৫ ও রিব্কার সহিত সাক্ষাৎ করণ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ, ২৮ ও ঐ ভৃত্যকে লাবনের অতিথি করণ, ও রিব্কাকে ভৃত্যের চাহন ও লাবন্ ও বিথূয়েলের তাহাকে দিতে স্বীকার করণ, ৫৫ ও রিব্কার ভৃত্যের সহিত যাত্রা করণ, ৬২ ও ইস্হাকের সহিত সাক্ষাৎ করণ।

[১] তৎকালে ইব্রাহীম্ বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিল; এবং পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে সর্ব্ব বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। [২] অতএব সে আপন গৃহের সর্ব্বাধ্যক্ষ বৃদ্ধ ভৃত্যকে কহিল, বিনয় করি, তুমি আমার জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া [৩] আমার কাছে স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এই দিব্য কর, আমি যে কিনানীয় লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে তাহাদের কোন কন্যা গ্রহণ না করিয়া [৪] আমার দেশে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্র ইস্হাকের জন্যে কন্যা আনিবা। [৫] তখন সেই ভৃত্য তাহাকে কহিল, যদি কোন কন্যা আমার সহিত এই দেশে আসিতে সম্মতা না হয়, তবে কি করিব? তুমি যে দেশহইতে তোমার পুত্রকে লইয়া কি আর বার সেই দেশে উপস্থিত করিব? [৬] তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, সাবধান, কোন ক্রমে আমার পুত্রকে লইয়া আর বার সেখানে উপস্থিত করিও না। [৭] যিনি আমাকে পৈতৃক বাটী ও জন্মদেশের মধ্যহইতে আনিয়াছেন, এবং আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এমত দিব্য করিয়াছেন; সেই স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর তোমার অগ্রে আপন দূত তাহাতে তুমি আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে এক কন্যা আনিতে পারিবা। [৮] যদি কোন কন্যা তোমার সহিত আসিতে সম্মতা না হয়, তবে তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা; কিন্তু আমার পুত্রকে লইয়া আর বার সে দেশে উপস্থিত করিও না। [৯] তাহাতে সেই ভৃত্য আপন প্রভু ইব্রাহীমের জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া তদ্বিষয়ে দিব্য করিল।

[১০] পরে সেই ভৃত্য আপন প্রভুর উষ্ট্রগণের মধ্যহইতে দশ উষ্ট্র ও প্রভুর নানাবিধ উত্তম দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রস্থান করিয়া অরাম-নহরয়িম্ দেশের নাহোর্ নগরে যাত্রা করিল। [১১] পরে সন্ধ্যাকালে যে সময়ে যুবতীগণ জল তুলিতে আইসে, তৎকালে সে নগরের বাহিরে কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে বসাইয়া রাখিল, [১২] এবং এই প্রার্থনা করিল, হে আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর, আমি প্রার্থনা করি, আমার প্রভু ইব্রাহীমের প্রতি দয়া করিয়া অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। [১৩] দেখ, আমি এই কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, এবং এই নগরবাসিদের কন্যাগণ জল তুলিতে আসিতেছে; [১৪] অতএব তুমি আপন কলশ নামাইয়া আমাকে জল পান করাও, এই কথা কোন কন্যাকে কহিলে সে যদি বলে, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রগণকেও পান করাইব, তবে সে তোমার ভৃত্য ইস্হাকের জন্যে তোমার নিরূপিত কন্যা হউক, তাহাতে তুমি আমার প্রভুর প্রতি দয়া করিতেছ, ইহা আমি জানিব।

[১৫] এই কথা কহিতে২ ইব্রাহীমের নাহোর নামক ভ্রাতার স্ত্রী মিল্কার গর্ব্ভজাত যে বিথূয়েল্, তাহার কন্যা রিব্কা স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে আইল। সেই কন্যা পরম সুন্দরী ও অবিবাহিতা ছিল, এবং কোন পুরুষের উপভুক্তা নহে। সে কূপে নামিয়া কলশ পূরিয়া উঠিয়া আসিতেছে, [১৭] এমন সময়ে সেই ভৃত্য দৌড়িয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, তোমার কলশহইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। [১৮] তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, পান কর; ইহা বলিয়া সে শীঘ্র

কলশ হাতের উপরে নামাইয়া তাহাকে পান করিতে দিল। [১৯] এবং তাহাকে পান করাইয়া কহিল, যাবৎ তোমার সকল উষ্ট্রের পান সমাপ্ত না হয়, তাবৎ আমি তাহাদের জন্যেও জল তুলিব। [২০] তাহাতে সে শীঘ্র নিপানে কলশের জল ঢালিয়া পুনশ্চ জল তুলিতে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাবৎ উষ্ট্রের নিমিত্তে জল তুলিল। [২১] তাহাতে সে পুরুষ তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া নীরব থাকিয়া, পরমেশ্বরকর্তৃক আপনার যাত্রা সফল হইবে কি না, তাহা ভাবিতে লাগিল। [২২] উষ্ট্র সকল জল পান করিলে পর সেই পুরুষ তাহার জন্যে অর্দ্ধতোলা পরিমিত সুবর্ণের নথ, এবং দশ তোলা পরিমিত সুবর্ণের দুই হস্তের বালা লইয়া [২৩] কহিল, নিবেদন করি, তুমি কাহার কন্যা? তাহা আমাকে বল। আমাদের রাত্রি যাপনার্থে কি তোমার পিতার বাটীতে স্থান আছে? [২৪] তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরের ঔরসে মিল্কার গর্ব্ভে জাত যে বিথুয়েল্ তাহার কন্যা আমি। [২৫] সে আরো কহিল, পোয়াল ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, এবং রাত্রি যাপনার্থে স্থানও আছে। [২৬] তখন সে ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল, [২৭] আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য হউন, কেননা তিনি আমার স্বামির প্রতি দয়া ও সত্যাচরণ করিতে নিবৃত্ত হন নাই; এবং পরমেশ্বর আমাকেও পথঘটনাতে আমার প্রভুর জ্ঞাতির বাটীতে আনিলেন।

[২৮] অপর সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন মাতার গৃহের লোকদিগকে ঐ কথা জানাইল। [২৯] সেই রিব্কার লাবন নামে এক ভ্রাতা ছিল; সেই লাবন্ ঐ মনুষ্যের অন্বেষণে বাহিরে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গেল। [৩০] ফলতঃ সেই ব্যক্তি আমাকে এই ২ কথা কহিল, আপন ভগিনী রিব্কার প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া এবং ভগিনীর নথ ও হস্তে বালা দেখিয়া সে সেই পুরুষের নিকটে গিয়া কূপের সমীপে উষ্ট্রদের সহিত তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া [৩১] কহিল, হে পরমেশ্বরের অনুগৃহীত লোক, আইস, কেন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছ? ঘর প্রস্তুত আছে, এবং উষ্ট্রদেরও স্থান আছে। [৩২] তাহাতে ঐ মনুষ্য ঘরে প্রবেশ করিয়া উষ্ট্রদের সজ্জা খুলিলে সে গকে পোয়াল ও কলাই দিয়া তাহার ও তৎসঙ্গি লোকদের পাদপ্রক্ষালনার্থে জল দিল। [৩৩] পরে তাহার সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য স্থাপিত হইলে সে কহিল, বক্তব্য কথা না বলিয়া আমি আহার করিব না। তাহাতে লাবন্ কহিল, কহ। [৩৪] তখন সে কহিতে লাগিল, আমি ইব্রাহীমের ভৃত্য; [৩৫] পরমেশ্বরের মহাশীর্ব্বাদে আমার প্রভু বড় মানুষ হইয়াছেন, এবং পরমেশ্বর তাঁহাকে পাল ২ মেষ ও গবাদি এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং দাস ও দাসী দিয়াছেন। [৩৬] এবং আমার প্রভুর পত্নী সারা বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার জন্যে এক পুত্র প্রসব করিয়াছে, তাহাকেই তিনি আপন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। [৩৭] আর আমার প্রভু আমাকে এই দিব্য করাইয়া কহিলেন, আমি যাহাদের দেশে বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে সেই কিনান্ কোন কন্যাকে লইও না; [৩৮] কিন্তু আমার পৈতৃক বাটীতে জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া তথাহইতে আমার পুত্রের জন্যে কন্যা আনিও। [৩৯] তখন আমি প্রভুকে কহিলাম, যদি কোন কন্যা আমার সঙ্গে না আইসে? [৪০] তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি যে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে যাতায়াত করি, তিনি তোমার সঙ্গে আপন দূত পাঠাইয়া তোমার যাত্রা সফল করিবেন; [৪১] তাহাতে তুমি আমার পৈতৃক বাটীর জ্ঞাতিদের হইতে আমার পুত্রের জন্যে কন্যা আনিবা। তথায় না গেলে তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা না; কিন্তু আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গেলে তাহারা যদি কন্যা না দেয়, তবে তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা। [৪২] অতএব অদ্য আমি যখন ঐ কূপের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন এই প্রার্থনা করিলাম, হে আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি যদি আমার কৃত এই যাত্রা সফল কর, [৪৩] তবে দেখ, আমি এখন এই সজল কূপের নিকটে আছি; অতএব তোমার কলশহইতে ।মাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও, এই কথা আমি জল তুলিবার নিমিত্তে আগত কোন কন্যাকে কহিলে [৪৪] সে যদি বলে, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রদের জন্যেও জল তুলিয়া দিব; তবে সে পরমেশ্বর কর্তৃক আমার প্রভুর পুত্রের জন্যে নিরূপিতা কন্যা হউক। [৪৫] এই কথা আমি মনে ২ কহিতেছিলাম, ইতিমধ্যে রিব্কা স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে আইল; পরে সে কূপে নামিয়া জল তুলিলে আমি কহিলাম, বিনয় করি, আমাকে জল পান করাও। [৪৬] তাহাতে সে শীঘ্র স্কন্ধহইতে কলশ নামাইয়া কহিল, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করিতে দিব; তখন আমি পান করিলে পর সে উষ্ট্রগণকেও পান করাইল। [৪৭] পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কাহার কন্যা? তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরের ঔরসে মিল্কার গর্ব্ভজাত যে বিথুয়েল্, তাহার কন্যা আমি। তখন তাহার নাসিকাতে নথ ও হস্তে বালা

পরাইলাম। [৪৮] এবং যিনি আমার প্রভুর পুত্রের জন্যে তাহার ভ্রাতৃকন্যা গ্রহণার্থে আমাকে প্রকৃত পথে আনিলেন, আমার স্বামি ইব্রাহীমের সেই প্রভু পরমেশ্বরকে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভজন ও ধন্যবাদ করিলাম। [৪৯] অতএব তোমরা যদি এখন আমার প্রভুর প্রতি দয়া ও বিশ্বস্ততা করিতে চাহ, তবে তাহা বল; আর যদি না চাহ, তাহাও বল; তাহাতে আমি দক্ষিণে কিম্বা বামে যাইতে পারিব। [৫০] তখন লাবন্ ও বিথূয়েল্ উত্তর করিল, পরমেশ্বরহইতে এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি না। [৫১] ঐ দেখ, রিব্কা তোমার সম্মুখে উপস্থিতা আছে; উহাকে লইয়া প্রস্থান কর; তাহাতে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে সে তোমার প্রভুর পুত্রের ভার্য্যা হউক। [৫২] তাহাদের এই রূপ কথা শুনিবামাত্র ইব্রাহীমের ভৃত্য ভূমিষ্ঠ হইয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিল। [৫৩] পরে সেই ভৃত্য রূপার ও সুবর্ণের অভরণ ও বস্ত্র বাহির করিয়া রিব্কাকে দিল, এবং তাহার ভ্রাতাকে ও মাতাকে বহুমূল্য দ্রব্য দিল। [৫৪] পরে সে ও তাহার সঙ্গিগণ ভোজন পান করিয়া রাত্রিতে তথায় বাস করিল।

অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে উঠিলে সেই ভৃত্য কহিল, আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। [৫৫] তাহাতে রিব্কার ভ্রাতা ও মাতা কহিল, এই কন্যা আমাদের নিকটে কিছু দিন থাকুক, একান্তপক্ষে দশ দিন থাকুক, পরে যাইবে। [৫৬] কিন্তু সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে বিলম্ব করাইও না, কেননা পরমেশ্বর আমার যাত্রা সফল করিলেন; তোমরা প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। [৫৭] তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা কন্যাকে ডাকিয়া তাহাকে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করি। [৫৮] পরে তাহারা রিব্কাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি কি এই ব্যক্তির সহিত যাইবা? তাহাতে সে কহিল, যাইব। [৫৯] তখন তাহারা রিব্কা ভগিনীকে ও তাহার ধাত্রীকে ও ইব্রাহীমের ভৃত্যকে ও তাহার লোকদিগকে বিদায় করিয়া [৬০] রিব্কাকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, তুমি আমাদের ভগিনী, সহস্র২ লোকের জননী হও; তোমার বংশ আপন শত্রুগণের নগর অধিকার করুক। [৬১] পরে রিব্কা ও তাহার দাসীগণ উঠিয়া উষ্ট্রারোহণ করিয়া সেই মনুষ্যের পশ্চাৎ যাত্রা করিল। এই রূপে সেই ভৃত্য রিব্কাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

[৬২] তৎকালে ইস্হাক দক্ষিণ দেশে বাস করাতে বের-লহয়্-রোয়ী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। [৬৩] এবং সন্ধ্যাকালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিল, পরে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া উষ্ট্রগণকে আসিতে দেখিল। [৬৪] তাহাতে রিব্কা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ইস্হাককে দেখিয়া উষ্ট্রহইতে নামিয়া [৬৫] সেই ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিতেছে, ঐ পুরুষ কে? তাহাতে ভৃত্য কহিল, উনি আমার প্রভু। অতএব রিব্কা আবরক লইয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিল। [৬৬] পরে সেই ভৃত্য ইস্হাককে আপন কৃত কর্ম্মের তাবৎ বিবরণ কহিল। [৬৭] তখন ইস্হাক্ রিব্কাকে গ্রহণ করিয়া সারা মাতার তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করিল, এবং তাহার প্রতি প্রেম করিল। তাহাতে ইস্হাক্ মাতৃমরণশোকহইতে সান্ত্বনা পাইল।

২৫ অধ্যায়।

১ কিটূরার সহিত ইব্রাহীমের বিবাহ ও তাহার মৃত্যু ও কবর দেওন, ১১ ও ইস্হাকের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ১২ ও ইস্মায়েলের বংশাবলি ও মৃত্যু, ১৯ ও ইস্হাকের যমজপুত্রের জন্ম, ২৭ ও এষৌর চরিত্র ও জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করণ।

[১] পরে ইব্রাহীম্ কিটূরা নাম্নী আর এক স্ত্রীকে বিবাহ করিলে [২] তাহার গর্ব্ভে সিম্রণ্ ও যক্ষন্ ও মিদান্ ও মিদিয়ন্ ও যিশ্বক্ ও শূহ, এই সকল পুত্র জন্মিল। [৩] ঐ যক্ষণের ঔরসে শিবা ও দিদন্ জন্মিল। ঐ দিদন অশূরীয়দের ও লিটূশীয়দের ও লিয়ুম্মীয়দের আদিপিতা ছিল। [৪] এবং মিদিয়নের পুত্র ঐফা ও এফর্ ও হনোক্ ও অবীদ ও ইল্দায়া; এই সকল কিটূরার বংশ। [৫] পরে ইব্রাহীম্ ইস্হাককে আপন সর্ব্বস্ব দিল, [৬] কিন্তু আপন উপপত্নীদের সন্তানদিগকে কিঞ্চিৎ২ দিয়া আপনার জীবদ্দশাতেই ইস্হাকের নিকটহইতে তাহাদিগকে পূর্ব্বদিকস্থ পূর্ব্বদেশে থাকিতে বিদায় করিল। [৭] ইব্রাহীমের আয়ুর পরিমাণ এক শত পঁচাত্তর বৎসর; সে এত বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিল। [৮] পরে ইব্রাহীম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল। [৯] অপর তাহার পুত্র ইস্হাক্ ও ইস্মায়েল মম্রির পূর্ব্বে হেত্তীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রে স্থিত মক্পেলা গুহাতে তাহার কবর দিল। [১০] কেননা ইব্রাহীম্ হেত্তীয় সন্তানদের কাছে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিল। সেই স্থানে ইব্রাহীমের ও তাহার ভার্য্যা সারার কবর দেওয়া গেল।

[১১] ইব্রাহীমের মৃত্যু হইলে পরে ঈশ্বর তাহার পুত্র ইস্হাককে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাহাতে ইস্হাক বের-লহয়্-রোয়ী নামক স্থানে বাস করিতে লাগিল।

[১২] সারার দাসী মিস্রীয়া হাজিরার গর্ব্ভজাত ইস্মায়েল্ নামে ইব্রাহীমের যে পুত্র, তাহার

বংশাবলি। [১৩] নাম ও গোষ্ঠ্যনুসারে ইস্মায়েলের সন্তানদের নাম এই। ইসমায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবায়োৎ, পরে কেদর্ ও অদ্বেল্ ও মিব্সম্ [১৪]ও মিশ্ম্ ও দূমা ও মসা [১৫]ও হদদ্ ও তেমা ও যিটূর্ ও নাফীশ্ ও কেদিমা। [১৬]এই সকল ইস্মায়েলের পুত্র; ও তাহাদের নামানুসারে তাহাদের নগর ও গড় ছিল; এবং তাহারা আপন ২ জাত্যনুসারে দ্বাদশ অধ্যক্ষ ছিল। [১৭] ইস্মায়েলের আয়ুর পরিমাণ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল; পরে সে প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল। [১৮] অপর তাহার সন্তানগণ হবীলা ও মিসরের পূর্ব্বস্থিত শূর্ অবধি অশূরিয়ার দিগে বসতি করিল; এই রূপে সে আপন তাবৎ ভ্রাতৃগণের সম্মুখস্থ বসতিস্থান পাইল।

[১৯] ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাকের বংশাবলি। ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাক্; [২০] ঐ ইস্হাক্ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে অরামীয় বিথূয়েলের কন্যা অর্থাৎ অরামীয় লাবনের ভগিনী রিব্কাকে পদ্দন-অরামহইতে আনাইয়া বিবাহ করিল। [২১] ইস্হাকের সেই ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াতে সে তাহার নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনা শুনিলে তাহার স্ত্রী রিব্কা গর্ব্ভবতী হইল। [২২] পরে তাহার গর্ব্ভমধ্যে পুত্রেরা জড়াজড়ি করিলে, আমার এমন কেন হইল? এরূপ কি হইয়া থাকে? ইহা ভাবিয়া সে পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল। [২৩] তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তোমার গর্ব্ভে দুই জাতি আছে, ও তোমার উদরহইতে দুই প্রকার লোক নিঃসৃত হইবে; তাহার এক অন্যাপেক্ষা বলবান হইবে, ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সেবা করিবে। [২৪] পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে তাহার গর্ব্ভহইতে যমজপুত্র জন্মিল। [২৫] তাহার জ্যেষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের ন্যায় ছিল। এই জন্যে তাহার নাম এষৌ (লোমব্যাপ্ত) রাখা গেল। [২৬] পরে তাহার পাদমূল ধরিয়া তাহার অনুজ ভূমিষ্ঠ হইল। অতএব তাহার নাম যাকুব্ (পদগ্রাহী) হইল। ইস্হাকের ষষ্টি বৎসর বয়সের সময়ে এই যমজপুত্র হইল।

[২৭] পরে বালকেরা বড় হইলে এষৌ মৃগয়াতে নিপুণ ও প্রান্তরবাসী হইল। কিন্তু যাকুব্ মৃদু ও তাম্বুগৃহবাসী হইল। [২৮] ইস্হাক্ মৃগমাংস অতি সুস্বাদু বোধ করাতে এষৌকে ভাল বাসিত, কিন্তু রিব্কা যাকুবকে ভাল বাসিত। [২৯] এক দিন যাকুব দাইল পাক করিলে এষৌ ক্লান্ত হইয়া ক্ষেত্রহইতে আসিয়া [৩০] যাকুবকে কহিল, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা কি? ঐ রাঙ্গাদ্বারা আমাকে আপ্যায়িত কর। এই জন্যে তাহার নাম ইদোম্ (রাঙ্গা) বিখ্যাত হইল। [৩১] তখন যাকুব্ কহিল, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে বিক্রয় কর। [৩২] এষৌ উত্তর করিল, দেখ, আমি মৃতকল্প, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি ফল? যাকুব্ কহিল, তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। [৩৩] তাহাতে সে তাহার কাছে দিব্য করিল। এই রূপে আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিলে [৩৪] যাকুব্ এষৌকে রুটী ও মসূরের রান্ধা দাইল দিল; তাহাতে সে ভোজন পানানন্তর উঠিয়া চলিয়া গেল। এই রূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার হেয়জ্ঞান করিল।

২৬ অধ্যায়।

১ দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত ইস্হাকের গিরর্ দেশে যাওন, ও সেখানে আপন স্ত্রীকে ভগিনী কথন, ১২ ও ইস্হাকের ধনবৃদ্ধি, ১৭ ও কূপের বিষয়ে দাসগণের বিবাদ ও বেরশেবাতে বাস করণ, ২৬ ও ইস্হাকের সহিত অবীমেলকের নিয়ম স্থির করণ, ৩২ ও দিব্যের কূপ কাটন, ৩৪ ও এষৌর বিবাহদ্বারা পিতামাতাকে দুঃখ দেওন।

[১] পূর্ব্বে ইব্রাহীম বর্ত্তমান থাকিতে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই দেশে আর বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইস্হাক্ গিরর দেশে পিলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের কাছে গেল। [২] পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি মিসরদেশে যাইও না, আমি তোমাকে যে দেশ বলিব, তাহাতে বাস কর। [৩] তুমি এই দেশে প্রবাস কর; তাহাতে আমি তোমার সহায় হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিয়া তোমার পিতা ইব্রাহীমের নিকটে আপন কৃত দিব্যের নিয়ম সফল করিব। [৪] আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিয়া তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার বংশেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। [৫] কারণ ইব্রাহীম্ আমার বাক্য মানিয়া আমার বিধান ও আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিয়াছে। [৬] পরে ইস্হাক্ গিররে বাস করিল। [৭] তাহাতে সে স্থানের লোকেরা তাহার ভার্য্যার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, উনি আমার ভগিনী। কেননা রিব্কা পর হওয়াতে তথাকার লোকেরা তাহার নিমিত্তে আমাকে বধ করিবে, এই ভাবনাতে সে তাহাকে ভার্য্যা কহিতে ভয় করিল। [৮] কিন্তু সে স্থানে বহুকাল বাস করিলে পর কোন সময়ে পিলেষ্টীয় রাজা অবীমেলক বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ

করিয়া ইস্‌হাককে আপন ভার্য্যা রিব্‌কার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিল। [৯] অতএব অবীমেলক্ ইস্‌হাককে ডাকাইয়া কহিল, ঐ স্ত্রী অবশ্য তোমার ভার্য্যা; তবে তুমি ভগিনী বলিয়া তাহার পরিচয় কেন দিয়াছিলা? তখন ইস্‌হাক উত্তর করিল, কি জানি, তাহার জন্যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহা ভাবিয়াছিলাম। [১০] তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, তুমি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? কোন লোক তোমার ভার্য্যার সহিত অনায়াসে শয়ন করিতে পারিত; তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে দোষগ্রস্ত করিতা। [১১] পরে অবীমেলক্ সকল লোকের প্রতি এই আজ্ঞা দিল, যে কেহ ঐ মনুষ্যকে কিম্বা তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে, সে বধ্য হইবে।

[১২] অনন্তর ইস্‌হাক্ সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই বৎসরে শত গুণ লভ্য করিল। [১৩] এই রূপে সে বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং উত্তর ২ উন্নত হইয়া অতি মহান্ হইল। [১৪] ফলতঃ তাহার পাল ২ গোরু ও মেষ এবং অনেক দাস দাসী হইল, তাহাতে পিলেষ্টীয় লোকেরা তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। [১৫] এবং তাহার পিতা ইব্রাহীমের সময়ে তাহার দাসগণ যে ২ কূপ খুদিয়াছিল, পিলেষ্টীয় লোকেরা মৃত্তিকাদ্বারা সে সকল বুজাইয়া ফেলিল। [১৬] পরে অবীমেলক ইস্‌হাককে কহিল, তুমি আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান কর, কেননা তুমি আমাদের হইতে অতি বলবান হইয়াছ।

[১৭] পরে ইস্‌হাক্ তথাহইতে যাত্রা করিয়া গিররের উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস করিল। [১৮] এবং তাহার পিতা ইব্রাহীমের বর্ত্তমান সময়ে খনিত যে ২ জলের কূপ ইব্রাহীমের মৃত্যুর পরে পিলেষ্টীয়েরা বুজাইয়াছিল, সেই সকল ইস্‌হাক আর বার খুদিয়া আপন পিতৃদত্ত নাম পুনর্ব্বার রাখিল। [১৯] অপর সেই উপত্যকাতে ইস্‌হাকের দাসগণ খুদিয়া জলের উনুইবিশিষ্ট এক কূপ পাইল। [২০] তাহাতে গিরর্ দেশীয় পশুপালকেরা ইস্‌হাকের পশুপালকদের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, এই জল আমাদের; অতএব ইস্‌হাক সেই কূপের নাম এষক্ (বিবাদ) রাখিল, যেহেতুক তাহারা তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছিল। [২১] পরে তাহার দাসগণ আর এক কূপ খুদিলে তাহারা তন্নিমিত্তেও বিবাদ করিল; তাহাতে ইস্‌হাক্ তাহার নাম সিট্না (বিপক্ষতা) রাখিল। [২২] এবং তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিল, তাহার নিমিত্তে তাহারা বিবাদ না করাতে সে তাহার নাম রিহোবোৎ (প্রশস্ত স্থান) রাখিয়া কহিল, এখন পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন, আমরা দেশে বর্দ্ধিষ্ণু হইব। [২৩] অনন্তর সে তথাহইতে বের্‌শেবাতে গেলে [২৪] সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতা ইব্রাহীমের ঈশ্বর, ভয় করিও না, আমি আপন দাস ইব্রাহীমের অনুরোধে তোমার সহায় থাকিব, ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার বংশবৃদ্ধি করিব। [২৫] পরে ইস্‌হাক্ সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিল। পরে সে সেই স্থানে তাম্বু স্থাপন করিলে তাহার দাসগণ এক কূপ খুদিল।

[২৬] অনন্তর অবীমেলক্ অহুষৎ নামক আপন মিত্রকে ও ফীখোল্ নামক সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া গিররহইতে ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করিলে [২৭] সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া আপনাদের মধ্যহইতে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলা, এখন আমার কাছে কি নিমিত্তে আইলা? [২৮] তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, পরমেশ্বর তোমার সহায় আছেন, ইহা আমরা নিতান্ত বুঝিলাম, এই জন্যে কহিলাম, আমাদের সহিত তোমার এক শপথ হউক, ও আমাদের সহিত তোমার এক নিয়ম হউক। [২৯] আমরা যেমন তোমাকে স্পর্শ করি নাই, ও তোমার মঙ্গল ব্যতিরেকে কিছুই করি নাই, বরং তোমাকে শান্তিতে বিদায় করিয়াছি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের প্রতি হিংসা করিবা না; তুমিই এখন পরমেশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র আছ। [৩০] তখন ইস্‌হাক্ তাহাদের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করিলে তাহারা ভোজন পান করিল। [৩১] পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর দিব্য করিল; তখন ইস্‌হাক তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা কুশলে তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

[৩২] অপর সেই দিনে ইস্‌হাকের দাসগণ আসিয়া আপনাদের কৃত কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়া তাহাকে কহিল, জল পাইলাম। [৩৩] অতএব সে সেই কূপের নাম বেরশেবা (দিব্যের কূপ) রাখিল, এবং অদ্যাবধি সেই স্থানের নগর বেরশেবা নামে বিখ্যাত আছে।

[৩৪] অনন্তর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিত্তীয় বেরির যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিত্তীয় এলোনের বাসিমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল। [৩৫] তাহারা ইস্‌হাকের ও রিব্‌কার মনের দুঃখদায়িকা হইল।

২৭ অধ্যায়।

১ মৃগমাংসের জন্যে এষৌকে ইস্‌হাকের প্রেরণ, ৫ ও যাকূবের প্রতি রিব্‌কার পরামর্শ, ১৪ ও রিব্‌কার

পরামর্শদ্বারা যাকূবের আপন পিতা ইস্‌হাককে ভ্রান্ত করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হওন, ৩০ ও মৃগ-মাংস আনিয়া আশীর্ব্বাদ পাইতে এষৌর চেষ্টা করণ ও চেষ্টা করিলে পিতার অস্বীকার, ৪১ ও এষৌর ক্রোধ প্রযুক্ত যাকূবকে বধ করিতে মনস্থ করণ।

১ অনন্তর ইস্‌হাক্ বৃদ্ধ হইলে চক্ষু নিস্তেজ হওন প্রযুক্ত স্পষ্ট রূপে দেখিতে পারিল না; সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডাকিয়া কহিল, হে আমার পুত্র। তাহাতে সে উত্তর করিল, দেখ, আমি উপস্থিত আছি। ২ তখন ইস্‌হাক্ কহিল, দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হইবে, তাহা জানি না। ৩ বিনয় করি, তুমি তূণ ও ধনুকাদি শস্ত্র লইয়া প্রান্তরে যাইয়া আমার জন্যে মৃগমাংস আন। ৪ এবং আমি যেরূপ ভাল বাসি, সেই মত সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার নিকটে আন; তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

৫ এষৌ পুত্রের সহিত ইস্‌হাকের এই কথোপ-কথন রিব্‌কা শুনিয়াছিল। অতএব এষৌ মৃগ-মাংস আনিবার নিমিত্তে মৃগয়া করিতে ক্ষেত্রে গেলে পর ৬ রিব্‌কা আপন পুত্র যাকূবকে কহিল, দেখ, তোমার এষৌ ভ্রাতার সহিত তোমার পি-তার কথোপকথন আমি শুনিলাম; সে তা-হাকে কহিল, ৭ তুমি আমার নিমিত্তে মৃগমাংস আনিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই পরমেশ্বরের সা-ক্ষাতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। ৮ অতএব হে আমার পুত্র, এখন আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, আমার সেই কথা শুন। ৯ তুমি পালে গিয়া তথাহইতে উত্তম দুইটা ছাগবৎস আন, তাহাতে তোমার পিতা যেরূপ ভাল বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য আমি পাক করিয়া দি। ১০ তুমি তাহা আপন পিতার নি-কটে লইয়া যাও, তাহাতে সে তাহা ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি-বে। ১১ তখন যাকূব আপন মাতা রিব্‌কাকে কহিল, দেখ, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু আমি নির্লোম; ১২ ইহাতে যদি পিতা আমাকে স্পর্শ করিয়া প্রবঞ্চক জ্ঞান করেন, তবে আমি আপনার প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ বর্ত্তাইব। ১৩ কিন্তু তাহার মাতা কহিল, হে পুত্র, সেই অভিশাপ আমাতে বর্ত্তুক, কেবল আমার কথা মানিয়া পালে গিয়া ছাগবৎস আন।

১৪ তাহাতে যাকূব গিয়া তাহা লইয়া মাতার নিকটে আনিলে তাহার পিতা যেরূপ ভাল বাসে, মাতা সেই রূপ সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করিল। ১৫ অপর ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর যে২ উত্তম বস্ত্র ছিল, রিব্‌কা তাহা লইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকূবকে পরিধান করাইল। ১৬ এবং ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম্ম লইয়া তাহার হস্তে ও গলদেশে জড়াইয়া দিল। ১৭ এবং সেই পক্ক সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী আপন পুত্র যাকূবের হস্তে দিল। ১৮ তখন যাকূব আপন পিতার নিকটে গিয়া কহিল, হে পিতঃ। তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি উপস্থিত আছি; হে বৎস, তুমি কে? ১৯ যাকূব্ আপন পিতাকে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; তুমি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছ, আমি তাহা করিলাম। বিনয় করি, তুমি উঠিয়া বসিয়া মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। ২০ তাহাতে ইস্‌হাক্ আপন পুত্রকে কহিল, হে পুত্র, তুমি এত শীঘ্র তাহা কি রূপে পাইলা? সে কহিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বরই আমার সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলেন। ২১ ইস্‌হাক যাকূবকে আরো কহিল, হে পুত্র, আমার নিকটে আইস; তুমি নিশ্চয় আমার এষৌ পুত্র কি না, তাহা আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া জানিব। ২২ তখন যাকূব আপন পিতা ইস্‌হাকের নিকটে গেলে সে তা-হাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, এই স্বর যাকূবের বটে, কিন্তু এই হস্ত এষৌর। ২৩ এই রূপে সে তা-হাকে চিনিতে পারিল না, কারণ এষৌ ভ্রাতার হস্তের ন্যায় তাহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অত-এব সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। ২৪ পরে সে কহিল, তুমি কি নিতান্তই আমার এষৌ পুত্র? তাহাতে সে কহিল, আমি সেই বটি। ২৫ তখন ইস্‌হাক কহিল, হে পুত্র, পরিবেষণ কর; আমি পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তাহাতে সে পরিবেষণ করিলে ইস্‌হাক্ ভোজন করিল, এবং দ্রাক্ষারস আনিয়া দিলে তাহাও পান করিল। ২৬ পরে তাহার পিতা ইস্‌হাক্ কহিল, হে পুত্র, এখন নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন কর। ২৭ তখন সে নিকটে গিয়া চুম্বন করিলে ইস্‌হাক্ তাহার বস্ত্রের গন্ধ পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, দেখ, আমার পুত্রের সৌগন্ধ পরমেশ্বরকর্তৃক আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের সৌগ-ন্ধের ন্যায়। ২৮ ঈশ্বর আকাশের শিশিরে ও পৃথিবীর রসে উৎপন্ন প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস তোমাকে দিউন। ২৯ ও নানা লোকেরা তো-মার অধীন হউক, ও নানা জাতীয়েরা তোমাকে প্রণাম করুক, ও তুমি আপন জ্ঞাতির মধ্যে প্রধান হও, এবং তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমাকে প্রণাম করুক। যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হউক; এবং যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক।

৩০ এই রূপে ইস্হাকের যাকুবকে আশীর্ব্বাদ করণ সাঙ্গ হইলে পর যাকুব আপন পিতা ইস্হাকের সাক্ষাৎহইতে বহির্গত হইবামাত্র তাহার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়াহইতে ঘরে আইল। ৩১ সেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার নিকটে আনিয়া কহিল, হে পিতঃ, আপনি উঠিয়া পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। ৩২ তাহাতে তাহার পিতা ইস্হাক্ কহিল, তুমি কে? সে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ। ৩৩ তখন ইস্হাক্ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে কে মৃগয়া করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিয়াছিল? আমি তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তাহা ভোজন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম; সেই আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে। ৩৪ পিতার এমন কথা শুনিবামাত্র এষৌ অতিশয় বিলাপ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল, এবং আপন পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর। ৩৫ তাহাতে ইস্হাক্ কহিল, তোমার ভ্রাতা আসিয়া বঞ্চনা করিয়া তোমার প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদ লইল। ৩৬ তাহাতে এষৌ কহিল, তাহার নাম কি যথার্থ যাকুব নয়? কেননা সে দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে; সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার লইয়াছে, এবং দেখ, এখন আমার প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদও লইল। সে পুনর্ব্বার কহিল, তুমি কি আমার জন্যে কিছুই আশীর্ব্বাদ রাখ নাই? ৩৭ তখন ইস্হাক্ এষৌকে উত্তর করিল, দেখ, আমি তাহাকে তোমার প্রভু করিলাম, এবং তাহার জ্ঞাতি সকলকে তাহারি অধীন করিলাম, এবং তাহার প্রতিপালনার্থে শস্য ও দ্রাক্ষারস দিলাম; অতএব, হে পুত্র, এখন তোমার জন্যে আর কি করিতে পারি? ৩৮ তাহাতে এষৌ পুনর্ব্বার আপন পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, তোমার কি কেবল ঐ একটি আশীর্ব্বাদ ছিল? হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর। ইহা কহিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ৩৯ পরে তাহার পিতা ইস্হাক্ এই কথা কহিল, উর্ব্বরা ভূমিহীন ও আকাশের শিশিরহীন দেশে তোমার বসতি হইবে। ৪০ তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার অধীন হইবা;

কিন্তু যখন বন্ধন ভেদ করিবা, তখন আপন গ্রীবাহইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবা।

৪১ এই রূপে যাকুব আপন পিতাহইতে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিল, এই জন্যে এষৌ যাকুবের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। ফলতঃ এষৌ মনে২ ভাবিল, পিতার অন্তিম কাল প্রায় উপস্থিত, তাহার পরে যাকুব ভ্রাতাকে বধ করিব। ৪২ কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এমত কথা রিব্কার কর্ণগোচর হইলে সে লোক পাঠাইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকুবকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিবার আশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে। ৪৩ অতএব, হে পুত্র, আমার কথা শুন। তুমি পলাইয়া হারণ নগরে আমার ভ্রাতা লাবনের নিকটে যাও; ৪৪ এবং যদবধি তোমার ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত কিছু কাল সেখানে থাক। ৪৫ পরে তোমার প্রতি ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, এবং তুমি তাহার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা সে বিস্মৃত হইলে আমি লোক পাঠাইয়া তথাহইতে তোমাকে আনাইব; এক দিনে তোমাদের দুই জনকেই কেন হারাইব? ৪৬ অনন্তর রিব্কা ইস্হাককে কহিল, এই হিত্তীয়দের কন্যাগণের বিষয়ে আমার প্রাণে ঘৃণা হইতেছে; যদি যাকুবও ইহাদের তুল্য কোন হিত্তীয় কন্যাকে অর্থাৎ এই দেশীয় কন্যাদের মধ্যে কোন কন্যাকে বিবাহ করে, তবে আমার প্রাণধারণে কি প্রয়োজন?

২৮ অধ্যায়।

১ যাকুবকে পদ্দন্-অরাম্ দেশে প্রেরণ, ৬ ও ইস্মায়েলের কন্যাকে এষৌর বিবাহ করণ, ১০ ও যাকুবের যাত্রার বিবরণ ও স্বপ্নদর্শন, ১৮ ও স্বপ্নদর্শনের স্থানের নাম বৈথেল্ রাখন এবং সেই স্থানে মানত করণ।

১ পরে ইস্হাক্ যাকুবকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং এই আজ্ঞা দিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কিনান্ দেশীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিও না। ২ উঠ, পদ্দন্-অরামে আপন মাতামহ বিথূয়েলের বাটীতে গিয়া সে স্থানে আপন মাতুল লাবনের কোন কন্যাকে বিবাহ কর। ৩ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে বহুগোষ্ঠী করণার্থে ফলবন্ত ও বহুপ্রজ করুন। ৪ এবং ইব্রাহীমকে দত্ত আশীর্ব্বাদ তোমাতে ও তোমার বংশেতে সফল করুন; ফলতঃ তোমার প্রবাসস্থান এই যে দেশ ঈশ্বর ইব্রাহীমকে দিয়াছেন, অধিকারার্থে এই দেশ তোমাকে দিউন। ৫ পরে ইস্হাক্ যাকুবকে বিদায় করিলে সে পদ্দন্-অরামে অরামীয় বিথূয়েলের পুত্র লাবনের নিকটে অর্থাৎ যাকুবের ও এষৌর মাতা রিব্কার ভ্রাতার নিকটে প্রস্থান করিল।

৬ অপর ইস্হাক্ যাকুবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহার্থে পদ্দন্-অরামে বিদায় করিয়াছে, এবং আশীর্ব্বাদের সময়ে কিনানীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছে, ৭ এবং যাকুব মাতা পিতার আজ্ঞা মানিয়া পদ্দন্-অরামে প্রস্থান করিয়াছে, ইহা দেখিয়া ৮ এষৌ কিনানদেশীয়

কন্যার প্রতি আপন পিতা ইস্‌হাকের অসন্তোষ বুঝিয়া [৯] তাহার দুই স্ত্রী থাকিলেও ইস্‌মায়েলের নিকটে গিয়া ইব্রাহীমের পৌত্রী ইস্‌মায়েলের পুত্রী নিবায়োতের ভগিনী মহলৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল।

[১০] অনন্তর যাকুব বেরশেবাহইতে প্রস্থান করিয়া হারণের প্রতি যাত্রা করিল, [১১] এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে এক স্থানে উত্তরিয়া রাত্রি যাপন করিল। তখন সে তথাকার প্রস্তরকে লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইতে শয়ন করিল। [১২] তাহাতে সে স্বপ্নে এক সোপান দেখিল, তাহার মূল পৃথিবীস্থিত ও মস্তক গগণস্পর্শী, এবং তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতেছে ও নামিতেছে। [১৩] এবং পরমেশ্বর তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর; এই যে দেশে তুমি শয়ন করিতেছ, এই দেশ আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। [১৪] তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় অসংখ্য হইবে, এবং তুমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ চারি দিগে বৃদ্ধি পাইবা, এবং তোমাতে ও তোমার বংশেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। [১৫] এবং তুমি যে২ স্থানে যাইবা, সেই২ স্থানে আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; আমি তোমার কাছে যাহা২ কহিয়াছি, তাহা যাবৎ সফল না করিব, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না। [১৬] পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকুব কহিল, অবশ্য এই স্থানে পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না। [১৭] এবং ভয়েতে আরো কহিল, এ কেমন ভয়ানক স্থান! এই স্থান অবশ্য ঈশ্বরের গৃহ ও স্বর্গদ্বারস্বরূপ।

[১৮] পরে যাকুব প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্তে যে প্রস্তর রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিয়া দিল। [১৯] এবং সেই স্থানের নাম বৈথেল্ (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিল, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ নগরের নাম লূস্ ছিল। [২০] এবং যাকুব মানত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিল, যদি ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থে অন্ন ও পরিধানার্থে বস্ত্র দেন, [২১] এবং পুনর্ব্বার আমাকে কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আনেন, তবে পরমেশ্বর আমার প্রভু হইবেন, [২২] এবং এই যে প্রস্তরকে আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের মন্দির হইবে; এবং তুমি আমাকে যে কিছু দিবা, তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।

২৯ অধ্যায়।

১ হারণ ক্ষেত্রে যাকুবের উপস্থিত হওন, ৯ ও রাহেলের কাছে পরিচয় দেওন ও লাবনের কাছে আতিথ্য লওন, ১৫ ও রাহেলকে পাইবার জন্যে সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করণ, ২১ ও ভ্রান্তিতে রাহেলের পরিবর্ত্তে লেয়াকে পাইয়া রাহেলের জন্যে পুনর্ব্বার সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করণ, ৩১ ও লেয়ার সন্তান হওন।

[১] পরে যাকুব যাইতে২ পূর্ব্বদেশে উপস্থিত হইয়া [২] দেখিল, প্রান্তরের মধ্যে এক কূপ আছে, তাহার নিকটে তিন পাল মেষ শয়ন করিয়া আছে; কারণ লোকেরা মেষপালদিগকে সেই কূপের জল পান করায়; সেই কূপের মুখে এক খান বৃহৎ প্রস্তরাচ্ছাদন থাকে। [৩] কূপের নিকটে তাবৎ পাল একত্র হইলে লোকেরা তাহার মুখহইতে প্রস্তর সরাইয়া মেষপালকে জল পান করায়, পরে কূপের মুখে পুনর্ব্বার প্রস্তর দেয়। [৪] যাকুব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, হে ভাই সকল, তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা হারণ্ নগরের লোক। [৫] তখন যাকুব জিজ্ঞাসিল, তোমরা নাহোরের পৌত্র লাবনকে চিন কি না? তাহারা কহিল, চিনি। [৬] যাকুব জিজ্ঞাসিল, সে কেমন আছে? তাহারা কহিল, ভাল আছে; ঐ দেখ, তাহার কন্যা রাহেল্ মেষপাল লইয়া আসিতেছে। [৭] তখন যাকুব কহিল, দেখ, এখনও অনেক বেলা আছে; মেষপাল একত্র করণের সময় হয় নাই: তোমরা মেষপালকে জল পান করাইয়া পুনর্ব্বার চরাইতে লইয়া যাও। [৮] কিন্তু তাহারা কহিল, তাবৎ পাল একত্র না হইলে তাহা হইতে পারে না; পরে কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরাণ গেলে আমরা মেষদিগকে জল পান করাইব।

[৯] যাকুব তাহাদের সহিত এই রূপ কথা কহিতেছে, ইতোমধ্যে রাহেল্ আপন পিতার পশুপাল লইয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে মেষপালিকা ছিল। [১০] তখন যাকুব আপন মাতুল লাবনের কন্যা রাহেলকে ও তাহার পশুপালকে দেখিয়া নিকটে গিয়া কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরাইয়া লাবন্ মাতুলের পশুপালকে জল পান করাইল। [১১] পরে যাকুব রাহেলকে চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া, [১২] আপনি যে তাহার পিতার কুটুম্ব ও রিব্কার পুত্র, এই পরিচয় দিলে রাহেল্ শীঘ্র গিয়া আপন পিতাকে সংবাদ দিল। [১৩] তাহাতে লাবন্ আপন ভাগিনেয় যাকুবের সংবাদ পাইয়া ত্বরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেল; পরে সে লাবনকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। [১৪] তা-

হাতে লাবন্ কহিল, তুমি আমার অস্থি ও মাংস-সস্বরূপ। পরে যাকুব্ তাহার গৃহে এক মাস বাস করিল।

১৫ অনন্তর লাবন্ যাকুবকে কহিল, তুমি কুটুম্ব হইয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম্ম করিবা? কি বেতন লইবা? তাহা বল। ১৬ ঐ লাবনের দুই কন্যা ছিল; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল্। ১৭ লেয়া ক্লিন্নাক্ষী, কিন্তু রাহেল্ রূপবতী ও সুন্দরী ছিল। ১৮ এবং যাকুব রাহেলকে ভাল বাসিত, এই জন্যে সে উত্তর করিল, তোমার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্যে আমি সাত বৎসর তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব। ১৯ তাহাতে লাবন্ কহিল, অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে, অতএব আমার নিকটে থাক। ২০ এই রূপে যাকুব রাহেলের জন্যে সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করিল; রাহেলের প্রতি তাহার এমত অনুরাগ ছিল, যে সাত বৎসরও তাহার অল্প দিন বোধ হইল।

২১ পরে যাকুব লাবনকে কহিল, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভার্য্যা আমাকে দেও, আমি তাহাতে গমন করিব। ২২ তাহাতে লাবন্ ঐ স্থানের তাবৎ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইল। ২৩ পরে রাত্রিকালে আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাহার নিকটে আনিয়া দিলে যাকুব তাহাতে উপগত হইল। ২৪ এবং লাবন্ আপন কন্যা লেয়ার দাস্যকর্ম্মার্থে সিল্পা নামে আপন দাসীকে দিল। ২৫ কিন্তু প্রভাত হইলে সে যে লেয়া, ইহা দেখিয়া যাকুব লাবনকে কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? আমি কি রাহেলের জন্যে তোমার দাস্যকর্ম্ম করি নাই? তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলা? ২৬ তখন লাবন্ কহিল, জ্যেষ্ঠা অদত্তা থাকিতে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্ত্তব্য। ২৭ এখন ইহার সাত দিন যাপন কর; পরে যদি আরো সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম্ম স্বীকার কর, তবে উহাকেও তোমাকে দান করিব। ২৮ তাহাতে যাকুব সেই প্রকার করিল, অর্থাৎ তাহার সাত দিন যাপন করিল। ২৯ পরে লাবন্ তাহার সহিত আপন কন্যা রাহেলের বিবাহ দিল, এবং রাহেলের দাস্যকর্ম্মার্থে বিল্হা নামে আপন দাসীকে দিল। ৩০ তখন সে রাহেলেতেও উপগত হইল; এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক ভাল বাসিল; এবং আর সাত বৎসর লাবনের দাস্যকর্ম্ম করিল।

৩১ পরে পরমেশ্বর লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখিয়া তাহাকে গর্ব্ভধারণের শক্তি দিলেন, কিন্তু রাহেল্ বন্ধ্যা হইল। ৩২ অতএব লেয়া গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম রূবেন্ (পুত্রকে দেখ) রাখিল; কেননা সে কহিল, পরমেশ্বর আমার দুঃখ দেখিয়াছেন; এখন আমার স্বামী আমাকে ভাল বাসিবে। ৩৩ অপর সে পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, আমি অবজ্ঞাতা আছি, পরমেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে এই পুত্রও দিলেন; পরে তাহার নাম শিমিয়োন্ (শ্রবণ) রাখিল। ৩৪ এবং আর বার সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এ বার আমার স্বামী আমাতে আসক্ত হইবে, কেননা আমি তাহার তিন পুত্র প্রসব করিয়াছি; অতএব তাহার নাম লেবি (আসক্ত) রাখিল। ৩৫ পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এ বার আমি পরমেশ্বরের প্রশংসা করি; অতএব তাহার নাম যিহুদা (প্রশংসা) রাখিল। তাহার পর তাহার গর্ব্ভ নিবৃত্তি হইল।

৩০ অধ্যায়।

১ লেয়ার প্রতি রাহেলের ঈর্ষ্যা, ১৪ ও রাহেলের দূদাফল পাওন, ১৭ ও লেয়ার পুনশ্চ সন্তান সন্ততি হওন, ২২ ও রাহেলের সন্তান যূষফের জন্ম, ২৫ ও যাকুব পিত্রালয়ে যাইতে চাহিলে তাহার সহিত লাবনের নিয়ম স্থির করণ, ৩১ ও সম্পত্তি পাইতে যাকুবের উপায়।

১ অপর আপনাতে যাকুবের পুত্র জন্মে না, ইহা দেখিয়া রাহেল্ ভগিনীর প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া যাকুবকে কহিল, আমাকে সন্তান দেও, নতুবা আমি মরিব। ২ তাহাতে যাকুব রাহেলের প্রতি ক্রোধ করিয়া কহিল, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? তিনিই তোমাকে গর্ব্ভফল দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ৩ তখন রাহেল্ কহিল, তবে আমার দাসী বিল্হাতে গমন কর, সে পুত্র প্রসব করিয়া আমার কোলে দিলে আমি পুত্রবতী হইব। ৪ ইহা বলিয়া সে তাহার সহিত আপন দাসী বিল্হার বিবাহ দিল। তখন যাকুব তাহাতে গমন করিলে ৫ বিল্হা গর্ব্ভবতী হইয়া যাকুবের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল। ৬ তখন রাহেল্ কহিল, ঈশ্বর আমার বিচার করিলেন, কেননা তিনি আমার কাকুক্তি শুনিয়া আমাকে পুত্র দিলেন; অতএব সে তাহার নাম দান্ (বিচার) রাখিল। ৭ অনন্তর রাহেলের বিল্হা দাসী পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া যাকুবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। ৮ তখন রাহেল্ কহিল, আমি মহাযত্নেতে ভগিনীর সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া জয় করিলাম। অতএব সে তাহার নাম নপ্তালি (মল্লযুদ্ধ) রাখিল। ৯ অনন্তর লেয়া

আপনার গর্ব্ভনিবৃত্তি বুঝিয়া আপনার সিল্পা নামে দাসীকে লইয়া স্বামির সহিত বিবাহ দিল। ১০ তাহাতে লেয়ার সিল্পা দাসীর গর্ব্ভহইতে যাকুবের এক পুত্র জন্মিল। ১১ তখন লেয়া কহিল, এক দল আসিতেছে; অতএব তাহার নাম গাদ্ (দল) রাখিল। ১২ অনন্তর লেয়ার দাসী সিল্পা যাকুবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। ১৩ তাহাতে লেয়া কহিল, আমি ধন্যা, সকল স্ত্রীলোক আমাকে ধন্যা কহিবে; অতএব সে তাহার নাম আশের্ (ধন্য) রাখিল।

১৪ অপর গোম কাটনের সময়ে রূবেন্ বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে দূদাফল পাইয়া আনিয়া আপন মাতা লেয়াকে দিল; তাহাতে রাহেল্ লেয়াকে কহিল, তোমার পুত্রের আনীত দূদাফল কিছু আমাকে দেও। ১৫ তাহাতে সে কহিল, তুমি আমার স্বামিকে লইয়াছ, এ কি ক্ষুদ্র বিষয়? আমার পুত্রের দূদাফলও কি লইতে চাহ? তখন রাহেল্ কহিল, তোমার পুত্রের দূদাফলের পরিবর্ত্তে সে অদ্য রাত্রিতে তোমার সহিত শয়ন করিবে। ১৬ পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রহইতে যাকুবের আগমন সময়ে লেয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গিয়া কহিল, আমার কাছে আইস, কেননা আমি আপন পুত্রের দূদাফল দিয়া তোমাকে ভাড়া করিলাম; অতএব সে সেই রাত্রিতে তাহার সহিত শয়ন করিল। ১৭ তাহাতে ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা শুনিলে সে পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া যাকুবের পঞ্চম পুত্র প্রসব করিল। ১৮ তখন লেয়া কহিল, আমি স্বামিকে আপন দাসী দিয়াছিলাম, তাহার বেতন ঈশ্বর আমাকে দিলেন, অতএব সে তাহার নাম ইষাখর্ (বেতন) রাখিল।

১৯ অনন্তর লেয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া যাকুবের ষষ্ঠ পুত্র প্রসব করিল। ২০ তখন লেয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুক দিলেন, এখন আমার স্বামী আমার সহিত বাস করিবে, কেননা আমাতে তাহার ছয় পুত্র জন্মিয়াছে: অতএব সে তাহার নাম সিবূলূন্ (বাস) রাখিল। ২১ অনন্তর তাহার এক কন্যা জন্মিলে সে তাহার নাম দীণা রাখিল।

২২ অনন্তর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিয়া তাহার প্রার্থনা শুনিয়া তাহাকে গর্ব্ভধারণের শক্তি দিলেন। ২৩ তখন তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এখন ঈশ্বর আমার অপমান দূর করিলেন। ২৪ পরে সে তাহার নাম যূষফ্ (বৃদ্ধি) রাখিয়া কহিল, পরমেশ্বর আমাকে আরো এক পুত্র দিউন।

২৫ অপর রাহেলের গর্ব্ভে যূষফ জন্মিলে পরে যাকুব লাবনকে কহিল, আমাকে বিদায় কর, আমি নিজ দেশে স্বস্থানে প্রস্থান করি। ২৬ এবং আমি যাহাদের জন্যে তোমার দাস্য কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সেই স্ত্রীগণ ও পুত্রগণকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে দেও; কেননা যে রূপ তোমার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ২৭ তখন লাবন্ তাহাকে কহিল, বিনয় করি, তুমি এখন আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, কেননা আমি অনুভবে জানিলাম, তোমার অনুরোধে পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ২৮ অতএব সে কহিল, তোমার বেতন আপনি স্থির করিয়া আমাকে বল, আমি তাহাই দিব। ২৯ তখন যাকুব তাহাকে কহিল, আমি যে রূপ তোমার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, এবং আমার নিকটে তোমার পশুগণ যে রূপ আছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ৩০ কেননা আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার অল্প সম্পত্তি ছিল, এখন প্রচুর হইয়াছে; আমার আগমনাবধি পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিয়াছেন; কিন্তু আমি আপন পরিবারের জন্যে কবে সঞ্চয় করিব? ৩১ তাহাতে লাবন্ কহিল, আমি তোমাকে কি দিব? যাকুব কহিল, তুমি আমাকে আর কিছুই না দিয়া যদি আমার প্রতি এক কর্ম্ম কর, তবে আমি তোমার পশুদিগকে পুনর্ব্বার চরাইয়া প্রতিপালন করিব। ৩২ অদ্য আমি তোমার সকল পশুপালের মধ্যে গিয়া কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র মেষাদি এবং কপিশবর্ণ মেষ সকল ও কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র ছাগ সকলকে পৃথক্ করি; সেই সকল আমার বেতনস্বরূপ হইবে। ৩৩ ইহার পরে যখন তোমার সাক্ষাতে আমার বেতন উপস্থিত হইবে, তখন আমার যাথার্থ্যের এক প্রমাণ হইবে, ফলতঃ ছাগদের মধ্যে কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র ভিন্ন ও মেষদের মধ্যে কপিশবর্ণ ভিন্ন যাহা থাকিবে, তাহা আমার চৌর্য্যরূপে গণ্য হইবে। ৩৪ তখন লাবন্ কহিল, ভাল, তোমার কথানুসারেই হউক। ৩৫ অপর সে সেই দিনে বিচিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগ সকল ও বিচিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগী সকল এবং যাহাতে২ কিঞ্চিৎ২ শুক্ল বর্ণ ছিল, এবং কপিশবর্ণ মেষ সকল পৃথক্ করিয়া আপন পুত্রদের হস্তে সমর্পণ করিয়া ৩৬ যাকুবহইতে দূরে তিন দিনের পথে পাঠাইল; পরে যাকুব্ লাবনের অবশিষ্ট পশুপাল চরাইতে লাগিল।

৩৭ অপর যাকুব লিব্নী ও লূস্ ও অর্ম্মোন্ বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করিল। ৩৮ পরে যে স্থানে পশুগণ জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে তাহাদের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ শাখা সকল উচ্চ করিয়া রাখিতে লাগিল। ৩৯ তাহাতে জল

পান করণের সময়ে তাহাদের সঙ্গম হইলে সেই শাখার নিকটে তাহাদের গর্ব্ভধারণ প্রযুক্ত চক্রচিত্রিত ও কর্ব্বুরবর্ণ ও বিচিত্র বৎস জন্মিল। [৪০] পরে যাকূব্ সেই বৎস সকল পৃথক্ করিল, এবং লাবনের চক্রচিত্রিত ও কপিশবর্ণ মেষের প্রতি অন্য মেষের দৃষ্টি রাখিল; এই রূপে সে লাবনের পালের সহিত না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক্ করিল। [৪১] এবং বলবান পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ব্ভধারণ করে, এই জন্যে নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা রাখিল; [৪২] কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে রাখিল না। তাহাতে যত বলবান পশু, প্রায় সকলি যাকূবের হইল, কিন্তু দুর্ব্বল পশুগণ লাবনের হইল। [৪৩] অতএব যাকূব অতি বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং তাহার পশু ও দাস ও দাসী ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ যথেষ্ট হইল।

৩১ অধ্যায়।

১ লাবনের নিকটহইতে যাকূবের পলায়ন, ১৭ ও লাবনের ঠাকুরদিগকে রাহেলের চুরি করণ, ২২ ও লাবনের যাকূবের পলায়ন সংবাদ পাওন, ২৫ ও তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হওন, ৩০ ও তাম্বুতে ঠাকুর অন্বেষণ, ৩৩ ও লাবনের প্রতি যাকূবের তিরস্কার, ৪৩ ও যাকূবের সহিত লাবনের নিয়ম স্থির করণ।

[১] অপর যাকূব আমাদের পিতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের পিতার ধনহইতে তাহার এই সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, লাবনের পুত্রদের এই রূপ কথা যাকূবের কর্ণগোচর হইল। [২] এবং লাবন্ তাহার প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় নহে, ইহাও যাকূব্ তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিল। [৩] এবং পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি আপন পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে ফিরিয়া যাও, আমি তোমার সহায় আছি। [৪] অতএব যাকূব লোক পাঠাইয়া প্রান্তরে পশুদের নিকটে রাহেলকে ও লেয়াকে ডাকাইয়া কহিল, [৫] আমি দেখিতেছি, তোমাদের পিতার মুখ আমার প্রতি পূর্ব্বকার মত নহে, কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহায় আছেন। [৬] তোমরা আপনারা জান, আমি যথাশক্তি তোমাদের পিতার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি। [৭] তথাপি তোমাদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দশ বার আমার বেতনের অন্যথা করিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর আমার ক্ষতি করিতে তাহাকে দেন নাই। [৮] কেননা চিত্রবিচিত্র তাবৎ পশুগণ তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, এই কথা সে যখন আপনি কহিত, তখন সকল মেষাদি চিত্রবিচিত্র শাবক প্রসব করিত; এবং রেখাবিশিষ্ট পশু সকল তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, ইহা যখন কহিত, তখন সকল মেষাদি রেখাবিশিষ্ট শাবক প্রসব করিত। [৯] এই রূপে ঈশ্বর তোমাদের পিতার পশুধন লইয়া আমাকে দিয়াছেন। [১০] কেননা পশুদের গর্ব্ভধারণকালে আমি স্বপ্নেতে স্বচক্ষুতে দেখিলাম, পালের মধ্যে স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট। [১১] তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে যাকূব বলিয়া ডাকিলে আমি কহিলাম, আমি উপস্থিত আছি। [১২] তাহাতে তিনি কহিলেন, ঐ চাহিয়া দেখ, স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট; কেননা তোমার প্রতি লাবন্ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমি দেখিলাম। [১৩] যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠিয়া এই দেশ ত্যাগ করিয়া আপন জ্ঞাতিদের দেশে ফিরিয়া যাও। [১৪] তাহাতে রাহেল ও লেয়া উত্তর করিল, এখন পিতার বাটীতে আমাদের কি কিছু অংশ ও অধিকার আছে? [১৫] আমরা কি তাহার কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নহি? কেননা সে আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া মূল্য ভোগ করিয়াছে। [১৬] অতএব ঈশ্বর আমাদের পিতাহইতে যে সকল ধন হরণ করিয়াছেন, সে সকলি আমাদের ও আমাদের বংশের। ঈশ্বর তোমাকে যাহা কহিলেন, তুমি তাহাই কর।

[১৭] তখন যাকূব গাত্রোত্থান করিয়া আপন সন্তানগণ ও স্ত্রীদিগকে উষ্ট্রারোহণ করাইয়া [১৮] আপনার উপার্জ্জিত পশ্বাদি সকল অর্থাৎ পদ্দন্-অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা লইয়া কিনান্ দেশে আপন পিতা ইস্‌হাকের নিকটে প্রস্থান করিল। [১৯] তৎকালে লাবন্ মেষলোমচ্ছেদন করিতে গিয়াছিল; এই অবকাশে রাহেল আপন পিতার ঠাকুরদিগকে হরণ করিয়াছিল। [২০] পরে যাকূব কোন সমাচার না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিল। [২১] এই রূপে সে আপন সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিল, এবং ফরাৎ নদী পার হইয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিল।

[২২] পরে তৃতীয় দিনে লাবন্ যাকূবের এরূপ পলায়নের সংবাদ পাইয়া [২৩] আপন কুটুম্বদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার পশ্চাৎ ২ সপ্ত দিনের পথ দৌড়িয়া গিয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বতে তাহাকে ধরিল। [২৪] কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে অরামীয় লাবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, সাবধান, যাকূবকে ভাল মন্দ কিছুই কহিও না।

[25] পরে লাবন্ যাকুবকে ধরিল; ঐ মিলনের সময়ে যাকুবের তাম্বু পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল; তাহাতে লাবনও কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ্ পর্ব্বতোপরি তাম্বু স্থাপন করিল। [26] পরে লাবন্ যাকুবকে কহিল, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলা? আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন খড়্গধৃত লোকদের ন্যায় লইয়া আইলা? [27] তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কেন গোপনে পলাইলা? কেন আমাকে সংবাদ দিলা না? দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদে তবলের ও বীণার বাদ্য ও গান পুরঃসরে বিদায় করিতাম। [28] তুমি আমার পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও আমাকে দিলা না, এ অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলা। [29] তোমাকে হিংসা করিতে আমার হস্ত সমর্থ বটে; কিন্তু গত রাত্রিতে পৈতৃক ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, সাবধান, যাকুবকে ভাল মন্দ কিছুই কহিও না।

[30] আর পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীণ হওয়াতে তুমি যাত্রা করিয়াছ; সে যাহা হউক, কিন্তু আমার ঠাকুর সকলকে কেন চুরি করিলা? [31] তাহাতে যাকুব লাবনকে উত্তর করিল, আমি ভীত ছিলাম; কারণ কি জানি, তুমি আমাহইতে আপন কন্যাগণকে বলেতে কাড়িয়া লও, ইহা ভাবিয়াছিলাম। [32] কিন্তু তুমি অন্বেষণ করিয়া যাহার স্থানে তোমার দেবতাদিগকে পাইবা, সে বাঁচিবে না। আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বেষণ করিয়া আমার স্থানে তোমার যাহা পাও, তাহা লও; কেননা যাকুব রাহেলের ঐ চুরি করণ জ্ঞাত ছিল না। [33] তখন লাবন্ যাকুবের তাম্বুগৃহে ও লেয়ার তাম্বুগৃহে ও দুই দাসীর তাম্বুগৃহে গিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। পরে সে লেয়ার তাম্বুহইতে রাহেলের তাম্বুগৃহে প্রবেশ করিল। [34] কিন্তু রাহেল সেই ঠাকুরদিগকে লইয়া উষ্ট্রের সজ্জার ভিতরে রাখিয়া তদুপরি বসিয়াছিল; তাহাতে লাবন্ তাহার তাম্বুগৃহের সকল স্থান হাঁতড়াইলেও তাহা পাইল না। [35] তখন রাহেল পিতাকে কহিল, হে প্রভো, আপনকার সাক্ষাতে আমি উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি; এই কারণ সে অন্বেষণ করিলেও ঠাকুরদিগকে পাইল না।

[36] তখন যাকুব ক্রুদ্ধ হইয়া লাবনের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। যাকুব লাবনকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিল, আমার কি দোষ ও কি পাপ আছে, যে তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া আইলা? [37] তুমি আমার সকল সামগ্রী হাঁতড়াইয়া তোমার বাটীর কোন্ দ্রব্য পাইলা? আমার ও তোমার এই কুটুম্বদের সাক্ষাতে তাহা রাখ, ইহারা উভয় পক্ষের বিচার করুক। [38] এই বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত আমি তোমার নিকটে আছি; তাহাতে তোমার মেষীদের কি ছাগীদের গর্ভপাত হয় নাই, এবং তোমার পালের কোন মেষকে খাই নাই: [39] এবং যাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিত, তাহাও তোমার নিকটে আনিতাম না; সে ক্ষতি আপনি স্বীকার করিতাম; এবং দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহার চুরি হইত, তাহার পরিবর্ত্ত আমাহইতে লইতা। [40] আমি দিনের উত্তাপে ও রাত্রির শীতে মৃতকল্প হইতাম; আমার চক্ষুহইতে নিদ্রা দূরে থাকিত। [41] এই প্রকারে আমি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত তোমার গৃহে দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি; তোমার দুই কন্যার জন্যে চৌদ্দ বৎসর, ও তোমার পশুদের জন্যে ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করিয়াছি; তথাপি তুমি আমার বেতন দশ বার অন্যথা করিয়াছ। [42] আমার পৈতৃক ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ভয়স্থান যদি আমার পক্ষ না হইতেন, তবে অবশ্য এখন তুমি আমাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতা। ঈশ্বর আমার দুঃখ ও হস্তের পরিশ্রম দেখিয়াছেন, এই জন্যে গত রাত্রিতে তোমাকে ধম্কাইলেন।

[43] তখন লাবন্ যাকুবকে উত্তর করিল, এই কন্যাগণ আমারি কন্যা, ও এই বালকেরা আমারি বালক, ও এই পশুপাল আমারি পশুপাল; যাহা২ দেখিতেছ, এ সকলি আমার আছে। অতএব আমার এই কন্যাদিগকে ও ইহাদের প্রসূত এই বালকদিগকে এখন আমি কি করিব? [44] আইস, তোমাতে ও আমাতে নিয়ম স্থির করি, তাহা তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিবে। [45] তখন যাকুব্ এক প্রস্তর লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিল। [46] এবং যাকুব্ আপন কুটুম্বদিগকে কহিল, তোমরাও প্রস্তরের রাশি কর; তাহাতে তাহারা প্রস্তর আনিয়া এক রাশি করিলে সকলে সেই স্থানে সেই রাশির উপরে ভোজন করিল। [47] অনন্তর লাবন্ তাহার নাম যিগর্-সাহদূথা (সাক্ষির রাশি) রাখিল, কিন্তু যাকুব্ তাহার নাম গলিয়েদ্ (সাক্ষির রাশি) রাখিল। [48] তখন লাবন্ কহিল, এই রাশি অদ্য তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিল; এই জন্যে তাহার নাম গিলিয়দ্ [49] এবং মিস্পা (প্রহরী) রাখিল; কেননা সে কহিল, আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে পরমেশ্বর আমার ও তোমার প্রহরী থাকিবেন। [50] তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে ক্লেশ দেও, কিম্বা আমার কন্যা ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে সেই সময়ে কেহ নিকটে না থাকিলেও ঈশ্বর আমার ও তোমার সাক্ষী হইবেন।

[৫১] লাবন্ যাকুবকে আরো কহিল, এই রাশি দেখ, এবং আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তি আমার স্থাপিত এই স্তম্ভ দেখ। [৫২] আমি অপকার করিতে এই রাশি পার হইয়া তোমার নিকটে যাইব না, এবং তুমিও এই রাশি ও স্তম্ভ পার হইয়া আমার নিকটে আসিবা না, ইহার সাক্ষী এই রাশি ও ইহার সাক্ষী এই স্তম্ভ; [৫৩] ইহাতে ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও নাহোরের ঈশ্বর ও তাহাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার করিবেন; তখন যাকুব্ আপন পিতা ইস্হাকের ভয়স্থানের দিব্য করিল। [৫৪] পরে যাকুব সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার করিতে আপন কুটুম্বদিগকে ডাকিল, তাহাতে তাহারা ভোজন করিয়া পর্ব্বতে রাত্রি যাপন করিল। [৫৫] পরে লাবন্ প্রত্যূষে উঠিয়া আপন পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং যাত্রা করিয়া আপন দেশে প্রত্যাগমন করিল।

৩২ অধ্যায়।

১ যাকুবের দর্শন ও এষৌর প্রতি সংবাদ প্রেরণ, ৬ ও দূতের প্রত্যাগমন ও যাকুবের প্রার্থনা, ১৩ ও উপঢৌকন প্রস্তুত করণ, ১৬ ও উপঢৌকন প্রেরণ, ২৪ ও যাকুবের মল্লযুদ্ধ করণ ৩১ ও খঞ্জ হইয়া নদী পার হওন।

[১] তদনন্তর যাকুব যাত্রা করিলে ঈশ্বরের দূতগণ তাহাকে দর্শন দিল। [২] তখন যাকুব তাহাদিগকে দেখিয়া কহিল, ইহারা ঈশ্বরের সৈন্য, অতএব সেই স্থানের নাম মহনয়িম্ (দুই সৈন্য) রাখিল। [৩] তাহার পর যাকুব্ আপনার অগ্রে সেয়ীর দেশের ইদোম প্রদেশে এষৌ ভ্রাতার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল। [৪] সে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল, তোমরা আমার প্রভু এষৌকে কহিবা, তোমার দাস যাকুব তোমাকে জানাইল, আমি অদ্য পর্য্যন্ত লাবনের নিকটে দীর্ঘকাল প্রবাস করিয়া আসিতেছি। [৫] আমার গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষপাল ও দাস দাসী আছে, তাহাতে আমি প্রভুর অনুগ্রহদৃষ্টি পাইবার জন্যে তোমাকে সংবাদ পাঠাইলাম।

[৬] অপর দূতগণ প্রত্যাগমন করিয়া যাকুবকে কহিল, আমরা তোমার এষৌ ভ্রাতার কাছে গিয়াছিলাম; তিনি চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। [৭] তাহাতে যাকুব্ অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল, এবং সঙ্গি লোকদিগকে ও গোমেষাদির সমস্ত পালকে ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত করিয়া দুই দল করিয়া কহিল, [৮] এষৌ আসিয়া যদ্যপি এক দলকে প্রহার করে, তথাপি অন্য দল বাঁচিয়া পলায়ন করিবে। [৯] তখন যাকুব্ কহিল, হে আমার পিতা ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইস্হাকের ঈশ্বর, তুমিই পরমেশ্বর; তুমিই আপনি আমাকে কহিয়াছিলা, তুমি আপন দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে প্রত্যাগমন কর, তাহাতে আমি তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিব। [১০] তুমি এই দাসের প্রতি যে সকল দয়া ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, তাহার কিঞ্চিতেরও যোগ্য আমি নহি; কেননা আমি যষ্টিমাত্র লইয়া এই যর্দ্দন্ নদী পার হইয়াছিলাম, এখন দুই দলের কর্ত্তা হইয়াছি। [১১] বিনয় করি, এষৌ ভ্রাতার হস্তহইতে আমাকে রক্ষা কর, কেননা সে আসিয়া পাছে আমাকে ও বালকগণকে ও তাহাদের মাতাদিগকে বধ করে, এই ভয় করি। [১২] তুমি কহিয়াছিলা, আমি অবশ্য তোমার মঙ্গল করিয়া সমুদ্রের অসংখ্য বালির ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।

[১৩] অপর যাকুব্ সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া উপস্থিত পশুগণহইতে কতক২ লইয়া এষৌ ভ্রাতার জন্যে উপঢৌকন প্রস্তুত করিল, [১৪] অর্থাৎ দুই শত ছাগী ও বিংশতি ছাগ, এবং দুই শত মেষী ও বিংশতি মেষ, [১৫] এবং ত্রিশ সবৎসা দুগ্ধবতী উষ্ট্রী, ও চল্লিশ গাবী ও দশ বৃষ, এবং বিংশতি গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভ প্রস্তুত করিল।

[১৬] পরে আপনার এক২ দাসের হস্তে এক২ পাল সমর্পণ করিয়া দাসদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা আমার অগ্রে২ যাও, এবং মধ্যে২ স্থান রাখিয়া প্রত্যেক পালকে পৃথক্ কর। [১৭] পরে সে প্রথম দাসকে এই আজ্ঞা দিল, আমার এষৌ ভ্রাতার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে সে যখন জিজ্ঞাসিবে, তুমি কাহার দাস? কোথায় যাইতেছ? এবং তোমার অগ্রস্থিত এই সকল কাহার? [১৮] তখন তুমি উত্তর করিবা, এই সকল তোমার দাস যাকুবের প্রেরিত উপঢৌকন; তিনি আপন প্রভু এষৌকে এই সকল দিলেন; ঐ দেখ, তিনি আমাদের পশ্চাৎ২ আসিতেছেন। [১৯] এই রূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের পশ্চাদ্গামি সকল ভৃত্যকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, এষৌর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তোমরা এই ২ প্রকার কথা কহিও। [২০] আরো কহিও, দেখ, তোমার দাস যাকুব্ আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে। কেননা সে মনে করিল, আমি অগ্রে উপঢৌকন পাঠাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারে। [২১] অতএব তাহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য গেল, কিন্তু আপনি সেই রাত্রিতে নিজ দলের মধ্যে থাকিল। [২২] পরে রাত্রিতে সে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী

ও দুই দাসী ও একাদশ পুত্রকে সুগম স্থানে যব্বোক্ নদী পার করিতে সঙ্গে লইল। ২৩ এবং তাহাদিগকে নদী পার করাইয়া আপনার তাবৎ দ্রব্য পারে পাঠাইয়া দিল।

২৪ তখন যাকুব্ তথায় একাকী থাকিলে এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; ২৫ কিন্তু তাহাকে জয় করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া তিনি যাকুবের উরুর সন্ধিস্থানে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এই রূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকুবের উরুর সন্ধি স্থানচ্যুত হইল। ২৬ পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। তখন যাকুব কহিল, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না। ২৭ পুনশ্চ সেই পুরুষ কহিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, যাকুব্। ২৮ তিনি কহিলেন, তুমি যাকুব্ নামে আর বিখ্যাত হইবা না, কিন্তু ইস্রায়েল্ (ঈশ্বরজয়ী) নামে বিখ্যাত হইবা; কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের ও মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। ২৯ তখন যাকুব্ কহিল, আমি প্রার্থনা করি, আপনকার কি নাম? বলুন। তিনি কহিলেন, তুমি কি জন্যে আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকুবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৩০ তখন যাকুব্ সেই স্থানের নাম পিনূয়েল্ (ঈশ্বরের বদন) রাখিল; কেননা সে কহিল, আমি ঈশ্বরের বদন প্রত্যক্ষ দেখিলেও আমার প্রাণ বাঁচিল।

৩১ পরে সে পিনূয়েল্ পার হইলে সূর্য্যোদয় হইল; কিন্তু সে উরুতে খঞ্জ ছিল। ৩২ অতএব ইস্রায়েলের বংশ অদ্যাপি উরুসন্ধির সঙ্কোচিত প্রধান শিরা ভোজন করে না, কেননা সেই দূত যাকুবের উরুসন্ধি স্পর্শ করিলে তাহার শিরা সঙ্কোচিত হইয়াছিল।

৩৩ অধ্যায়।

১ এষৌর সহিত যাকুবের সাক্ষাৎ করণের কথা, ১৬ ও যাকুবের সুক্কোতে যাওনের কথা, ১৮ ও যাকুবের শিখিম্ নগরে উপস্থিত হইয়া ভূমি ক্রয় করণ ও বেদি নির্ম্মাণ করণ।

১ অনন্তর যাকুব চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া চারি শত লোকের সহিত এষৌকে আসিতে দেখিল; তাহাতে সে বালকদিগকে বিভাগ করিয়া লেয়াকে ও রাহেলকে ও দুই দাসীকে সমর্পণ করিল। ২ ফলতঃ অগ্রে দুই দাসী ও তাহাদের সন্তানদিগকে, তৎপশ্চাতে লেয়া ও তাহার সন্তানদিগকে, সর্ব্বশেষে রাহেল্ ও যূষফকে রাখিয়া ৩ আপনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে২ আপন ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইল। ৪ তখন এষৌ তাহার সঙ্গে মিলিতে দ্রুতগমনে আসিয়া যাকুবের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল, এবং উভয়েই রোদন করিল। ৫ পরে এষৌ চক্ষু তুলিয়া স্ত্রীগণকে ও বালকগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা তোমার কে? তাহাতে সে কহিল, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনকার দাসকে এই সকল সন্তান দিয়াছেন। ৬ তখন দাসীরা ও তাহাদের সন্তানগণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। ৭ পরে লেয়া ও তাহার সন্তানগণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল; সর্ব্বশেষে যূষফ্ ও রাহেল্ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। ৮ অপর এষৌ জিজ্ঞাসিল, আমি অগ্রে যে সকল পশুপালের দর্শন করিলাম, তাহা কিসের নিমিত্তে? যাকুব্ কহিল, প্রভুর অনুগ্রহ পাইবার জন্যে। ৯ তখন এষৌ কহিল, হে ভাই, আমার যথেষ্ট আছে, তোমার যাহা তাহা তোমার থাকুক। ১০ যাকুব্ কহিল, এমন নয়, নিবেদন করি, আমি আপনকার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমার হস্তহইতে সেই উপঢৌকন গ্রহণ করুন; কেননা আমি ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায় আপনকার মুখ দর্শন করিলাম, আপনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ১১ অতএব বিনয় করি, আপনকার জন্যে যে উপঢৌকন আনীত হইল, তাহা গ্রহণ করুন; কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আমার যথেষ্ট আছে; এই রূপ সাধ্যসাধনা করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিল। ১২ পরে এষৌ কহিল, আইস, আমরা যাই; আমি তোমার অগ্রে২ গমন করি। ১৩ তাহাতে যাকুব্ কহিল, এই বালকগণ কোমল, ও দুগ্ধবতী মেষী ও গবাদি পাল আমার সঙ্গে আছে, তাহা প্রভু দেখিতেছেন; এক দিন মাত্র অধিক চালাইলে সকল পালই মরিবে। ১৪ অতএব নিবেদন করি, হে আমার প্রভো, আপনি আপন দাসের অগ্রে গমন করুন; সেয়ীর্ প্রদেশে আমার প্রভুর নিকটে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত আমি পশুগণের ও বালকগণের গমনশক্তি অনুসারে অল্পে২ চালাই। ১৫ এষৌ কহিল, তবে আমার সঙ্গি কতক লোক তোমার নিকটে রাখিয়া যাই। যাকুব কহিল, তাহাতে প্রয়োজন কি? আমার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ হইলেই হয়।

১৬ তাহাতে এষৌ সেই দিনে সেয়ীরের পথে প্রত্যাগমন করিল। ১৭ কিন্তু যাকুব্ সুক্কোতে গমন করিয়া আপনার জন্যে গৃহ ও পশুদের জন্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিল; এই জন্যে সেই স্থান সুক্কোৎ (কুটীর) নামে বিখ্যাত আছে।

১৮ এই রূপে যাকুব্ পদ্দন্-অরামহইতে প্রত্যাগমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কিনান্ দেশস্থ শিখিমের নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে

তাম্বু স্থাপন করিল। [১৯] পরে শিখিমের পিতা যে হমোর, তাহার সন্তানদিগকে রূপার এক শত মুদ্রা দিয়া সেই তাম্বু স্থাপনের ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া তথায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, [২০] এবং তাহার নাম এল্-ইলোহী-ইস্রায়েল্ (ইস্রায়েলের শক্তিমান ঈশ্বর) রাখিল।

৩৪ অধ্যায়।

১ শিখিমদ্বারা দীণার ভ্রষ্টা হওন ও ত্বক্‌ছেদদ্বারা বিবাহের সম্বন্ধ করণ, ২০ ও হমোর্ ও শিখিমের কথাদ্বারা লোকদের ত্বক্‌ছেদে সম্মত হওন, ২৫ ও ত্বক্‌ছেদদ্বারা পীড়িত লোকদের প্রতি যাকূবের দুই পুত্রের আক্রমণ ও বধ করণ ও লুট করণ।

[১] অপর লেয়ার গর্ব্ভজাতা দীণা নাম্নী যাকূবের কন্যা সেই দেশের কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে [২] হিব্বীয় হমোর্ নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম্ তাহাকে দেখিয়া হরণ করিয়া তাহার সহিত শয়ন করিয়া তাহাকে ভ্রষ্টা করিল। [৩] এবং যাকূবের ঐ কন্যা দীণাতে তাহার মন অনুরক্ত হওয়াতে সে তাহার সহিত প্রেম ও মিষ্টালাপ করিল। [৪] পরে শিখিম্ আপন পিতা হমোরকে কহিল, তুমি এই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেও। [৫] অনন্তর শিখিম্ আমার দীণা কন্যাকে ভ্রষ্টা করিল, এই কথা যাকূব শুনিল। ঐ সময়ে তাহার পুত্রগণ প্রান্তরে পশুপালের সঙ্গে ছিল; অতএব যাকূব্ তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিল। [৬] অপর শিখিমের পিতা হমোর্ যাকূবের সহিত কথোপকথন করিতে গেল। [৭] এবং যাকূবের পুত্রগণও ঐ সংবাদ পাইয়া প্রান্তরহইতে আসিয়াছিল; পরন্তু যাকূবের কন্যার সহিত শয়ন করাতে শিখিম ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যে অধম ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহারা মনস্তাপিত ও অতি ক্রোধান্বিত ছিল। [৮] তখন হমোর্ তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, তোমাদের এই কন্যাতে আমার পুত্র শিখিমের মন আসক্ত হইল; অতএব নিবেদন করি, আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেও, [৯] এবং আমাদের সহিত কুটুম্বতা কর; তোমাদের কন্যাগণ আমাদিগকে দান কর, এবং আমাদের কন্যাদিগকে তোমরাও গ্রহণ কর। [১০] এবং আমাদের সহিত বাস কর; এই দেশ তোমাদের সম্মুখে আছে, তোমরা তাহার মধ্যে বসতি ও বাণিজ্য ও অধিকার কর। [১১] এবং শিখিম্ দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহদৃষ্টি হউক; তাহাতে যাহা কহিবা, তাহাই দিব। [১২] যৌতুক ও দান যত অধিক চাহিবা, তোমাদের বাঞ্ছানুসারে তাহাই দিব; কোন মতে আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেও। [১৩] কিন্তু শিখিম্ তাহাদের দীণা ভগিনীকে ভ্রষ্টা করিয়াছিল, এই হেতুক যাকূবের পুত্রগণ ছল করিয়া শিখিমকে ও তাহার পিতা হমোরকে এই উত্তর দিল, [১৪] অচ্ছিন্নত্বক্ লোককে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম্ম আমরা করিতে পারি না; কেননা তাহা আমাদের অপমানস্বরূপ। [১৫] কেবল এক কর্ম্ম করিলে আমরা সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক পুরুষ যদি ছিন্নত্বক্ হও, [১৬] তবে আমরা তোমাদিগকে আপনাদের কন্যাগণ দিব, এবং তোমাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিব, ও তোমাদের সহিত বাস করিয়া একজাতি হইব। [১৭] কিন্তু যদি ত্বক্‌ছেদ বিষয়ে আমাদের কথা না শুন, তবে আপনাদের ঐ কন্যাকে লইয়া চলিয়া যাইব। [১৮] তখন তাহাদের এই কথাতে হমোর্ ও তাহার পুত্র শিখিম সন্তুষ্ট হইল। [১৯] এবং সেই যুবা অবিলম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা সে যাকূবের কন্যাতে অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং আপন পিতৃপরিবার সকলহইতে সম্ভ্রান্তও ছিল।

[২০] পরে হমোর্ ও তাহার পুত্র শিখিম্ আপন নগরদ্বারে আসিয়া নগরনিবাসিদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, [২১] এ লোকেরা আমাদের সহিত নির্ব্বিরোধী; অতএব আইস আমরা ইহাদিগকে এই দেশে বাস ও বাণিজ্য করিতে দি; কেননা দেখ, এই দেশ তাহাদের নিমিত্তে যথেষ্ট আছে; এবং তাহাদের কন্যাগণকে আমরা গ্রহণ করিব, ও আমাদের কন্যাগণ তাহাদিগকে দিব। [২২] কিন্তু তাহাদের এই পণ আছে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তাহাদের সদৃশ ত্বক্‌ছেদী হয়, তবে তাহারা আমাদের সহিত বাস করিয়া একজাতি হইতে সম্মত আছে। [২৩] আর তাহাদের ধন ও সম্পত্তি ও পশু সকল কি আমাদের হইবে না? আমরা তাহাদের কথা স্বীকার করিলেই তাহারা আমাদের সহিত বাস করিবে। [২৪] তখন সেই নগরের দ্বার দিয়া বহির্গমনকারি সকল লোক হমোরের ও তাহার পুত্র শিখিমের ঐ কথা মানিল, এবং তাহার নগরদ্বার দিয়া বহির্গমনকারি তাবৎ পুরুষেরই ত্বক্‌ছেদ হইল।

[২৫] অপর তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে দীণার সহোদর শিমিয়োন্ ও লেবি, যাকূবের এই দুই পুত্র খড়্গ গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ নগর আক্রমণ করিয়া তাবৎ পুরুষকে বধ করিল। [২৬] এবং হমোরকে ও তাহার পুত্র শিখিমকে খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের গৃহহইতে দীণাকে লইয়া গেল। [২৭] এবং তাহাদের ভগিনীকে ভ্রষ্টা করাতে যাকূবের পুত্রগণ হত লো-

কদের নিকটে আসিয়া নগর লুট করিল। [২৮] এবং তাহাদের মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ সকল, এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ তাবৎ দ্রব্য হরণ করিল। [২৯] এবং তাহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া তাহাদের তাবৎ ধন ও গৃহের সর্ব্বস্ব লুট করিল। [৩০] তখন যাকুব শিমিয়োনকে ও লেবিকে কহিল, তোমরা এতদ্দেশনিবাসি কিনানীয় ও পিরিষীয় লোকদের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া ব্যাকুল করিলা; আমার লোক অল্প, এই প্রযুক্ত তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া আমাকে বধ করিবে; তাহাতে আমি সপরিবারে বিনস্ট হইব। [৩১] তাহারা উত্তর করিল, যেমন বেশ্যার সহিত, তেমনি আমাদের ভগিনীর সহিত ব্যবহার করা তাহার কর্ত্তব্য?

৩৫ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের যাকুবকে বৈথেলে প্রেরণ. ৬ ও সেখানে বেদি নির্ম্মাণ করণ ও দিবোরার মরণ, ৯ ও বৈথেলে যাকুবকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ করণ, ১৬ ও প্রসববেদনার কষ্টেতে রাহেলের মরণ, ২১ ও যাকুবের বংশাবলি, ২৭ ও ইস্‌হাকের মৃত্যু ও কবর দেওন।

[১] অনন্তর ঈশ্বর যাকুবকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর; এবং তোমার এষৌ ভ্রাতার নিকটহইতে পলায়নকালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর। [২] তাহাতে যাকুব আপন পরিজন ও সঙ্গি লোক সকলকে কহিল, তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা আছে, তোমরা তাহা দূর করিয়া শুচি হইয়া বস্ত্রান্তর পরিধান কর। [৩] এবং আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই; যে ঈশ্বর আমার দুঃখসময়ে প্রার্থনা শুনিয়া আমার গমনপথে সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি। [৪] তাহাতে তাহারা আপনাদের নিকটস্থিত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল লইয়া যাকুবকে দিলে সে ঐ সকল লইয়া শিখিমের নিকটবর্ত্তি এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া তথাহইতে যাত্রা করিল। [৫] তখন চতুর্দ্দিক্‌স্থিত নগরে ঈশ্বরহইতে ভয় উপস্থিত হওয়াতে তথাকার লোকেরা যাকুবের পুত্রদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল না।

[৬] পরে যাকুব ও তাহার সঙ্গিসমূহ কিনান্ দেশের লূস্ নগরে অর্থাৎ বৈথেলে আইলে [৭] সে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানের নাম এল-বৈথেল্ (বৈথেলের ঈশ্বর) রাখিল; কারণ ভ্রাতৃভয়ে যাকুবের পলায়ন কালে ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। [৮] অপর রিবকার দিবোরা নাম্নী ধাত্রীর মৃত্যু হইলে বৈথেলের অধঃস্থিত অলোন্ বৃক্ষের তলে তাহার কবর হইল, এবং সেই স্থানের নাম অলোন্-বাখুৎ (শোকবৃক্ষ) হইল।

[৯] পরে যাকুব পদ্দন্-অরামহইতে প্রত্যাগমন করিলে ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। [১০] ফলতঃ ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তোমার যাকুব নাম আছে, কিন্তু সেই যাকুব নাম আর থাকিবে না; তোমার নাম ইস্রায়েল্ হইবে; অপর তাহার নাম ইস্রায়েল্ রাখিলেন। [১১] ঈশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, আমিই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি প্রজাবান ও বহুবংশ হও; তোমাহইতে কেবল এক জাতি নয়, অনেক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও তোমার ঔরসে রাজগণ জন্মিবে। [১২] এবং আমি ইব্রাহীমকে ও ইস্‌হাককে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবিবংশকে দিব। [১৩] এই রূপ কথোপকথন করিয়া ঈশ্বর তথাহইতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন। [১৪] তাহাতে যাকুব সেই কথোপকথনস্থানে এক স্তম্ভ অর্থাৎ প্রস্তরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার উপরে পানীয় নৈবেদ্য ও তৈল ঢালিল। [১৫] এবং যাকুব ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনস্থানের নাম বৈথেল্ (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিল।

[১৬] অনন্তর তাহারা বৈথেলহইতে প্রস্থান করিল, কিন্তু ইফ্রাথায় উপস্থিত হওনের অল্প পথ অবশিষ্ট থাকিতে রাহেলের প্রসববেদনা হইল; এবং তাহার প্রসব করণে অতি কষ্ট হইল। [১৭] এবং প্রসবব্যথা অতিশয় হইলে ধাত্রী তাহাকে কহিল, ভয় করিও না, তুমি এবারও পুত্র প্রসব করিবা। [১৮] তথাপি সে মরিল, এবং প্রাণবিয়োগ সময়ে পুত্রের নাম বিনোনী (কষ্টজাত পুত্র) রাখিল, কিন্তু তাহার পিতা তাহার নাম বিন্যামীন্ (দক্ষিণ হস্ত পুত্র) রাখিল। [১৯] এই রূপে রাহেলের মৃত্যু হইলে ইফ্রাথা অর্থাৎ বৈৎলেহমে যাওন পথের নিকটে তাহার কবর হইল। [২০] পরে যাকুব্ তাহার কবরের উপরে এক স্তম্ভ স্থাপন করিল; রাহেল্‌কবরস্থ সেই স্তম্ভ

[২১] পরে ইস্রায়েল্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া মিগ্দল্-এদর (পালের দুর্গ) পার হইয়া তাহার নিকটে তাম্বু স্থাপন করিল। [২২] সেই দেশে ইস্রায়েলের বাস করণ কালে রূবেন্ আপন পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীতে গমন করিলে ইস্রায়েল্ তাহা শুনিল। যাকুবের দ্বাদশ পুত্র ছিল; [২৩] তাহাদের মধ্যে রূবেন্ জ্যেষ্ঠ; সে ও শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও সিবূলূন্, ইহারা লেয়ার গর্ভজাত। [২৪] এবং যূষফ্

ও বিন্যামীন্ রাহেলের গর্ব্ভজাত। ২৫ এবং দান্ ও নপ্তালি রাহেলের বিল্হা দাসীর গর্ব্ভজাত। ২৬ এবং গাদ্ ও আশের্ লেয়ার সিল্পা দাসীর গর্ব্ভজাত ছিল। যাকুবের এই সকল পুত্র পদ্দন্-অরামে জন্মিয়াছিল।

২৭ পরে কিরিয়থর্ব্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ নগরের নিকটবর্ত্তি মম্রি স্থানে যাকুব আপন পিতা ইস্হাকের নিকটে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ বাস করিয়াছিল। ২৮ সেই ইস্হাকের আয়ুর পরিমাণ এক শত আশী বৎসর ছিল। ২৯ পরে ইস্হাক্ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের সহিত সংগৃহীত হইল; এবং তাহার পুত্র এষৌ ও যাকুব তাহার কবর দিল।

৩৬ অধ্যায়।

১ কিনান্ দেশীয় এষৌর বংশাবলি, ৬ ও সেয়ীর পর্ব্বতে তাহার গমন, ৯ ও সেয়ীর্ পর্ব্বতে তাহার বংশাবলি, ১৫ ও তাহার পুত্রজাত রাজগণের নাম, ২০ ও সেয়ীরের বংশাবলি, ৩১ ও ইদোমের রাজগণের নাম, ৪০ ও এষৌজাত রাজগণের নাম।

১ ঐ এষৌর নাম ইদোমও ছিল; তাহার বংশাবলি। ীয়দের দুই কন্যাকে অর্থাৎ হিত্তীয় এলোনের কন্যা আদাকে, ও হিব্বীয় সিবিয়োনের পৌত্রী অনার কন্যা অহলীবামাকে, ৩ তদ্ভিন্ন ইস্মায়েলের বাসিমৎ নাম্নী কন্যা নিবায়োতের ভগিনীকে বিবাহ করিল। ৪ অনন্তর এষৌর ঔরসে আদার গর্ব্ভে ইলীফস্, ও বাসিমতের গর্ব্ভে রূয়েল্ জন্মিল। ৫ এবং অহলীবামার গর্ব্ভে যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ জন্মিল; এষৌর এই সকল সন্তান কিনানদেশে জন্মিল।

৬ পরে এষৌ আপন ভার্য্যাগণ ও পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও গৃহস্থিত অন্য২ সকল লোককে, এবং আপন পশ্বাদি সমস্ত ধন এবং কিনান্দেশে উপার্জ্জিত তাবৎ সম্পত্তি লইয়া যাকুব ভ্রাতার নিকটহইতে অন্য দেশে প্রস্থান করিল। ৭ কেননা তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য হওয়াতে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, এবং পশুধন প্রযুক্ত তাহাদের সেই প্রবাসস্থানে কুলান হইল না। ৮ এই রূপে এষৌ সেয়ীর্ পর্ব্বতে বাস করিল; ঐ এষৌর নাম ইদোমও ছিল।

৯ অপর সেয়ীর্ পর্ব্বতস্থ ইদোমীয়দের পূর্ব্বপুরুষ এষৌর বংশাবলি। ১০ এষৌর সন্তানদের নাম এই২। এষৌর আদা নাম্নী স্ত্রীর গর্ব্ভজাত পুত্র ইলীফস্, ও বাসিমৎ নাম্নী স্ত্রীর গর্ব্ভজাত পুত্র রূয়েল্। ১১ এবং ইলীফসের পুত্র তৈমন্ ও ওমার্ ও সিফো ও গয়িতম্ ও কিনস্। ১২ এবং এষৌর পুত্র ইলীফসের তিম্না নাম্নী যে উপপত্নী ছিল, তাহার গর্ব্ভজাত অমালেক্; এই সকলে এষৌর আদা পত্নীর পৌত্র। ১৩ এবং রূয়েলের সন্তান নহৎ ও সেরহ ও শম্ম ও মিসা; ইহারা এষৌর ভার্য্যা বাসিমতের পৌত্র। ১৪ এবং সিবিয়োনের পৌত্রী অনার কন্যা যে অহলীবামা এষৌর ভার্য্যা ছিল, তাহার সন্তান যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ

১৫ এষৌর বংশজ রাজগণের বংশাবলি। এষৌর জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ইলীফস্, তাহার পুত্র রাজা তৈমন্ ও রাজা ওমার্ ও রাজা সিফো ও রাজা কিনস্ ১৬ ও রাজা কোরহ ও রাজা গয়িতম ও রাজা অমালেক্; ইদোম দেশের ইলীফস্ বংশীয় এই রাজগণ আদার পৌত্র ছিল। ১৭ এষৌর পুত্র রূয়েলের সন্তান রাজা নহৎ ও রাজা সেরহ ও রাজা শম্ম ও রাজা মিসা; ইদোম্ দেশের রূয়েল্ বংশীয় এই রাজগণ এষৌর বাসিমৎ ভার্য্যার পৌত্র ছিল। ১৮ এবং এষৌর অহলীবামা স্ত্রীর পুত্র রাজা যিয়ূশ ও রাজা যালম্ ও রাজা কোরহ; ইহারা অনার কন্যা যে এষৌর ভার্য্যা অহলীবামা, তাহার গর্ব্ভজাত রাজগণ। ১৯ ইহারা এষৌর অর্থাৎ ইদোমের ঔরসজাত পুত্র ও রাজা।

২০ পূর্ব্বকালের তদ্দেশনিবাসি হোরীয় সেয়ীরের সন্তান লোটন্ ও শোবল্ ও সিবিয়োন্ ও অনা ২১ ও দিশোন্ ও এৎসর্ ও দীশন্; সেয়ীরের এই পুত্রগণ ইদোম্ দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা ছিল। ২২ লোটনের পুত্র হোরি ও হেমম্, এবং লোটনের তিম্না নামে ভগিনী ছিল। ২৩ এবং শোবলের পুত্র অল্বন্ ও মানহৎ ও এবল্ ও শিফো ও ওনম্। ২৪ এবং সিবিয়োনের পুত্র অয়া ও অনা; এই অনা আপন পিতা সিবিয়োনের গর্দ্দভ চরাওন সময়ে প্রান্তরে উষ্ণ জলের উনুই পাইয়াছিল। ২৫ ঐ অনার পুত্র দিশোন্ ও কন্যা অহলীবামা। ২৬ এবং দিশোনের পুত্র হিম্দন্ ও ইশ্বন্ ও যিত্রন্ ও কিরান্। ২৭ এবং এৎসরের পুত্র বিল্হন্ ও সাবন্ ও যাকন্। ২৮ এবং দীশনের পুত্র ঊষ্ ও অরান্। ২৯ হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা এই২; রাজা লোটন্ ও রাজা শোবল্ ও রাজা সিবিয়োন্ ও রাজা অনা ৩০ ও রাজা দিশোন্ ও রাজা এৎসর ও রাজা দীশন্। ইহারা সেয়ীর দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা ছিল।

৩১ অপর ইস্রায়েলের সন্তানদের রাজত্ব হওনের পূর্ব্বে ইহারা ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। ৩২ বিয়োরের বেলা নামে পুত্র ইদোম্ দেশে রাজত্ব করিল, এবং দিনহাবা নগর তাহার রাজধানী ছিল। ৩৩ এবং বেলা মরিলে পর তাহার পদে বস্রা নিবাসি সেরহের পুত্র যোবব্

রাজত্ব করিল। [৩৪] এবং যোবব্ মরিলে পর তৈমন্ দেশীয় হূশম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৩৫] এবং হূশম্ মরিলে পর বিদদের পুত্র যে হদদ্ মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়নকে জয় করিল, সে তাহার পদে রাজত্ব করিল; এবং তাহার রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। [৩৬] এবং হদদ্ মরিলে পর মস্রেকা নিবাসি সম্ল তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৩৭] এবং সম্ল মরিলে পর ফরাৎ নদীর নিকটবর্ত্তি রিহোবোৎ নিবাসি শৌল্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৩৮] এবং শৌল মরিলে পর অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌হানন্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৩৯] এবং অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌হানন্ মরিলে পর হদর্ তাহার পদে রাজত্ব করিল; পায়ূ নগরে তাহার রাজধানী ছিল, এবং মিহেটবেল্ নামে তাহার স্ত্রী ছিল, সে মট্রেদের কন্যা ও মেষাহবের দৌহিত্রী ছিল।

[৪০] এষৌহইতে উৎপন্ন এবং নাম ও স্থান ও গোষ্ঠী ভেদে যে২ রাজা ছিল, তাহাদের নাম। রাজা তিম্ন ও রাজা অল্‌বা ও রাজা যিথেৎ [৪১] ও রাজা অহলীবামা ও রাজা এলা ও রাজা পীনোন্ [৪২] ও রাজা কিনস্ ও রাজা তৈমন্ ও রাজা মিব্‌সর্ [৪৩] ও রাজা মগ্দীয়েল্ ও রাজা ঈরম। ইহারা আপন২ রাজ্যভেদে ও রাজধানীভেদে ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। ইদোমীয়দের আদিপুরুষ এষৌর বংশাবলি সমাপ্ত।

৩৭ অধ্যায়।

১ যূষফের প্রতি ভ্রাতৃগণের দ্বেষ, ৫ ও যূষফের দুই স্বপ্ন দর্শন, ১২ ও তাহাকে ভ্রাতৃগণের কাছে যাকূবের প্রেরণ, ১৫ ও শিখিমে তাহাদিগকে অন্বেষণ ও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণ, ১৮ ও যূষফকে বধ করিতে তাহাদের পরামর্শ করণ, ২৩ ও ইস্মায়েলীয়দের কাছে তাহাকে বিক্রয় করণ, ২৯ ও তাহার বস্ত্র রক্তম্রক্ষিত দেখিয়া যাকূবের শোক করণ।

[১] তদবধি যাকূব আপন পিতার প্রবাসস্থান কিনান্ দেশে বাস করিল। [২] যাকূবের চরিত্রের বিবরণ এই। যূষফ্ সতের বৎসর বয়সের সময়ে আপন ভ্রাতৃগণের সহিত পশুপাল চরাইতে লাগিল; সে আপন পিতৃভার্য্যা বিল্‌হার ও সিল্পার পুত্রগণের অনুচর ছিল, এবং ঐ ভ্রাতৃগণের কুব্যবহারের বার্ত্তা পিতার নিকটে উপস্থিত করিত। [৩] এবং ঐ যূষফ্ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ সকল পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসিত, এবং তাহাকে নানাবর্ণের উত্তরীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। [৪] কিন্তু পিতা সকল পুত্র অপেক্ষা যূষফকে অধিক ভাল বাসে, ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে ঘৃণা করাতে তাহার প্রতি প্রেমের কথা কহিতে পারিল না।

[৫] অপর যূষফ্ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে তাহা কহিল; ইহাতে তাহারা তাহার প্রতি আরো অধিক ঘৃণা করিল। [৬] ফলতঃ সে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা নিবেদন করি, শুন। [৭] দেখ, আমরা ক্ষেত্রেতে আটি বান্ধিতেছিলাম, তাহাতে আমার আটি উঠিয়া দাঁড়াইলে তোমাদের আটি সকল আমার আটিকে চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া প্রণাম করিল। [৮] ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল, তুই কি আমাদের রাজা হবি? আমাদের উপরে কি কর্তৃত্ব করিবি? পরে তাহারা ঐ স্বপ্ন ও কথা প্রযুক্ত তাহার প্রতি আরো ঘৃণা করিল।

[৯] অনন্তর যূষফ্ আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে প্রকাশ করিল। সে কহিল, দেখ, আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ, সূর্য্য ও চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণাম করিল। [১০] কিন্তু যূষফ্ আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে ইহা কহিলে তাহার পিতা তাহাকে ধম্‌কাইয়া কহিল, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলা? আমি ও তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া কি তোমাকে প্রণাম করিব? [১১] তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি আরো ঈর্ষ্যা করিল, কিন্তু তাহার পিতা সে কথা মনে রাখিল।

[১২] তদনন্তর যূষফের ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল চরাইতে শিখিমে গেলে পর [১৩] ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে পশুপাল চরায় না? আইস, আমি তাহাদের কাছে তোমাকে পাঠাই; তাহাতে যূষফ্ কহিল, আমি উপস্থিত আছি। [১৪] তখন ইস্রায়েল্ তাহাকে কহিল, তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণ ও পশুপাল ভাল আছে কি না, তাহা দেখিয়া আমাকে সংবাদ দেও। এই রূপে সে হিব্রোণের উপত্যকাহইতে যূষফকে বিদায় করিলে সে শিখিমে গেল।

[১৫] তখন এক মনুষ্য যূষফকে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অন্বেষণ করিতেছ? [১৬] সে কহিল, আপন ভ্রাতৃগণের অন্বেষণ করিতেছি; তাহারা কোথায় পশুপাল চরাইতেছে? বিনয় করি, তাহা আমাকে বল। [১৭] সে মনুষ্য কহিল, তাহারা এ স্থানহইতে গিয়াছে, কেননা আমরা দোথনে যাইব, তাহাদের এই কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব যূষফ্ আপন ভ্রাতাদের পশ্চাৎ২ গিয়া দোথনে তাহাদের সাক্ষাৎ পাইল।

[১৮] অপর নিকটবর্ত্তী হওনের পূর্ব্বে তাহারা দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া বধ করিতে মন্ত্রণা করিয়া [১৯] পরস্পর কহিল, ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক আসিতেছে। [২০] আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দি; পরে কোন হিংসুক জন্তু তাহাকে খাইয়াছে, এই কথা কহিব; তাহাতে তাহার স্বপ্ন সকলের কি হয়, তাহা দেখি। [২১] কিন্তু রূবেন্ তাহা শুনিয়া তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করণার্থে কহিল, না, আমরা উহাকে বধ করিব না। [২২] রূবেন্ তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া পিতার নিকটে পাঠাইতে মনস্থ করাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত না করিয়া উহাকে প্রান্তরের এই গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও, কিন্তু উহার প্রতি হস্ত তুলিও না।

[২৩] পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণের নিকটে আইলে তাহারা তাহার গাত্রীয় বস্ত্র, অর্থাৎ নানা বর্ণের বস্ত্র খুলিয়া লইয়া [২৪] তাহাকে ধরিয়া এক গর্ত্তে ফেলিয়া দিল; কিন্তু সেই গর্ত্ত শূন্য, তাহাতে জল ছিল না। [২৫] পরে তাহারা ভোজন করিতে বসিয়া চাহিয়া দেখিল, গিলিয়দ্হইতে এক দল ইস্মায়েলীয় ব্যবসায়ি লোক উষ্ট্রবাহনে সুগন্ধি দ্রব্য ও গুগ্গুলু ও গন্ধরস লইয়া মিসর্ দেশে যাইতেছে। [২৬] তখন যিহূদা ভ্রাতৃগণকে কহিল, ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ? [২৭] আইস, আমরা এই ইস্মায়েলীয়দের হস্তে তাহাকে বিক্রয় করি; তাহার হিংসা করিব না; কেননা সে আমাদের ভ্রাতা ও আমাদের মাংসস্বরূপ; তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ সম্মত হইল। [২৮] তখন সেই মিদিয়নীয় বণিকেরা নিকটস্থ হইলে তাহারা যূষফকে গর্ত্তহইতে টানিয়া তুলিল; এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রা লইয়া ইস্মায়েলীয়দের হস্তে যূষফকে বিক্রয় করিল; তাহাতে তাহারা যূষফকে মিসরদেশে লইয়া গেল।

[২৯] পরে রূবেন্ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া গিয়া যূষফ্ গর্ত্তে নাই, ইহা দেখিয়া আপন বস্ত্র চিরিল। [৩০] এবং ভ্রাতাদের নিকটে আসিয়া কহিল, সেই বালক নাই, এখন আমি কোথায় যাই? [৩১] পরে তাহারা যূষফের বস্ত্র লইয়া একটা ছাগ মারিয়া তাহার রক্তে ডুবাইল। [৩২] পরে সেই নানাবর্ণ বস্ত্র পিতার নিকটে পাঠাইয়া কহিল, আমরা এই মাত্র পাইলাম, ইহা তোমার পুত্রের বস্ত্র বটে কি না, তাহা দেখ। [৩৩] তাহাতে সে তাহা চিনিয়া কহিল, ইহা আমার পুত্রের বস্ত্র বটে; কোন হিংসুক জন্তু তাহাকে খাইয়াছে, যূষফ্ অবশ্য খণ্ড২ ছিন্ন হইয়াছে। [৩৪] তখন যাকূব আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট পরিধান করিয়া পুত্রের জন্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। [৩৫] এবং তাহার পুত্রগণ ও কন্যাগণ উঠিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলে সে প্রবোধ না মানিয়া কহিল, আমি শোকেতে পুত্রের নিকটে পরলোকে গমন করিব। এই রূপে তাহার পিতা তাহার জন্যে রোদন করিল। [৩৬] পরে সেই মিদিয়নীয়েরা মিসরদেশে পোটীফর্ নামে ফিরৌণের রক্ষকসেনাধিপতির নিকটে যূষফকে বিক্রয় করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ যিহূদা ও তাহার তিন পুত্র এর্ ও ওনন্ ও শেলার বিবরণ, ১২ ও স্ত্রী মরণের পর যিহূদার তিম্নাথাতে যাওন, ১৫ ও তাহার পুত্রবধূতে উপগত হওন, ২৪ ও তাহার দোষ প্রকাশ, ২৭ ও তাহার পুত্রবধূর পেরস্ ও সেরহ এই দুই পুত্র হওন।

[১] ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের নিকটহইতে অদুল্লমীয় হীরা নামে এক মনুষ্যের নিকটে গেলে [২] সে স্থানে শূয় নামে কোন কিনানীয় পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে লইয়া তাহাতে উপগত হইল। [৩] অতএব সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে সে তাহার নাম এর্ রাখিল। [৪] পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম ওনন্ রাখিল। [৫] পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল; ইহার জন্মকালে যিহূদা কিষীবে ছিল। [৬] পরে যিহূদা তামর্ নাম্নী কোন কন্যাকে আনিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের বিবাহ দিল। [৭] কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়াতে পরমেশ্বর তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। [৮] তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ কর, ও তাহাতে উপগত হইয়া ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন কর। [৯] কিন্তু ঐ বংশ আপনার হইবে না, ইহা বুঝিয়া ওনন্ ভ্রাতৃভার্য্যাতে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করণের অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। [১০] তাহার এমত কর্ম্মেতে পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেও নষ্ট করিলেন। [১১] তখন যিহূদা ঐ তামর্ নাম্নী পুত্রবধূকে কহিল, যে পর্য্যন্ত আমার শেলা পুত্র বড় না হয়, তাবৎ তুমি বিধবা হইয়া আপন পিত্রালয়ে গিয়া থাক। কেননা সে ভাবিল, পাছে ভ্রাতাদের ন্যায় শেলাও মরে। অতএব তামর্ পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিল।

[১২] অপর বহুদিবসানন্তর শূয়ের কন্যা যিহূদার ভার্য্যা মরিলে পর যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত

হইয়া অদুল্লমীয় হীরা নামক বন্ধুর সহিত তিম্নাথায় আপন মেষলোমচ্ছেদকদের নিকটে চলিল। [১৩] তখন তোমার শ্বশুর তিম্নাথাতে আপন মেষলোম কাটিতে যাইতেছে, এক জন তামরকে এই সমাচার দিল। [১৪] তাহাতে তামর্ বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবরক বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তিম্নাথার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনমের প্রবেশস্থানে বসিয়া থাকিল; কারণ সে দেখিল, শেলা বড় হইলেও তাহার সহিত বিবাহ হইল না।

[১৫] তখন যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা জ্ঞান করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। [১৬] অতএব সে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে কহিল, আইস, আমি তোমাতে উপগত হই; তাহাতে তামর্ কহিল, তুমি উপগত হওনের কারণ আমাকে কি দিবা? [১৭] সে কহিল, পালহইতে একটা ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর্ কহিল, যাবৎ তাহা না দেও, তাবৎ আমাকে কি কোন বন্ধক দিবা? [১৮] যিহূদা কহিল, কি বন্ধক দিব? তামর্ কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি। তখন যিহূদা তামরকে সেই সকল দিয়া তাহাতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইল। [১৯] অনন্তর তামর্ উঠিয়া প্রস্থান করিল, এবং আবরক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বৈধব্য বস্ত্র পরিধান করিল। [২০] অপর যিহূদা ঐ স্ত্রীহইতে বন্ধক দ্রব্য লইতে আপন অদুল্লমীয় বন্ধুদ্বারা ছাগবৎস পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার দেখা পাইল না। [২১] অতএব সে তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐনমে পথের পার্শ্বে যে বেশ্যা থাকে, সে কোথায়? তাহারা কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। [২২] পরে সে যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি তাহার দেখা পাইলাম না, এবং তথাকার লোকেরাও কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। [২৩] তখন যিহূদা কহিল, তাহার স্থানে যাহা আছে, সে তাহা লউক, আমরা কেন লজ্জাস্পদ হইব? দেখ, আমি ছাগবৎস পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার দেখা পাইলা না।

[২৪] অপর প্রায় তিন মাসের পরে কেহ যিহূদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর্ ব্যভিচারিণী হইয়াছে, তাহাতে তাহার গর্ব্ভ হইয়াছে; তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ কর। [২৫] পরে তাহাকে বাহিরে আনিলে সে শ্বশুরকে কহিয়া পাঠাইল, যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষহইতে আমার গর্ব্ভ হইয়াছে; আরো কহিল, এই মোহর ও সূত্র ও যষ্টি কাহার? তাহা চিনিয়া দেখ। [২৬] তখন যিহূদা সেই সকল বস্তু আপনার স্বীকার করিয়া কহিল, সে আমাহইতেও অধিক ধর্ম্মিষ্ঠা, কেননা আমি তাহাকে আপন শেলা পুত্রকে দিলাম না; কিন্তু যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না।

[২৭] অপর তাহাদের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তাহার উদরহইতে যমজ সন্তান জন্মিল। [২৮] আর তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে এক বালকের হস্ত নির্গত হইল; তাহাতে ধাত্রী তাহার সেই হস্তে রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া কহিল, এই জ্যেষ্ঠ। [২৯] কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি প্রকারে ভেদ করিয়া আইলা? অতএব তাহার নাম পেরস্ (ভেদ) হইল। [৩০] পরে হস্তে রক্তবর্ণসূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ হইল।

৩৯ অধ্যায়।

১ পোটীফরের গৃহে যূষফের উন্নতি, ৭ ও পোটীফরের স্ত্রী যূষফেতে প্রেমাসক্ত হইয়া আপন অভিপ্রেত না পাইলে মিথ্যা অপবাদদ্বারা তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করাওন।

[১] যূষফ্ মিসরদেশে আনীত হইলে পর ফিরৌণরাজের এক জন ভৃত্য অর্থাৎ মিস্রীয় পোটীফর নামে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তথায় আনয়নকারি ইস্মায়েলীয় লোকদের হইতে তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল। [২] কিন্তু পরমেশ্বরের সহায়তা প্রযুক্ত যূষফ্ শুভান্বিত হইল, ও আপন মিস্রীয় প্রভুর গৃহে বাস করিল। [৩] তাহাতে পরমেশ্বরের সহায়তাতে তাহার কৃত সমস্ত কর্ম্মই সফল হয়, ইহা সেই প্রভু আপনি দেখিল। [৪] অতএব সে তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া আপনার সেবাতে নিযুক্ত করিল, এবং আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাহার হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল। [৫] এই রূপে যূষফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করণাবধি যূষফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হওয়াতে বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাহার তাবৎ সম্পদের প্রতি পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। [৬] অতএব সে যূষফের হস্তে আপন সর্ব্বস্বের এমত ভার দিল, যে আপনি স্বীয় খাদ্য দ্রব্য ব্যতিরেকে আর কিছুরই অনুসন্ধান করিত না।

[৭] যূষফ্ রূপেতে ও সৌন্দর্য্যেতে মনোহর ছিল; এ কারণ সময়ক্রমে তাহার প্রভুর ভার্য্যা যূষফের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি আমার সহিত শয়ন কর। [৮] কিন্তু যূষফ্ অস্বীকার করিয়া প্রভুর স্ত্রীকে কহিল, দেখ, আমার প্রভু

আমাকেই ভার দিয়া এই বাটীতে যাহা আছে, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না; তিনি আমার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। [৯] এই বাটীতে আমা অপেক্ষা কেহই বড় নাই; তিনি তাবতের মধ্যে কেবল তোমাকেই আমার অধীন করেন নাই, কারণ তুমি তাঁহার ভার্য্যা। অতএব আমি কি রূপে এমত মহাদোষ করিয়া ঈশ্বরের গোচরে পাপ করিতে পারি? [১০] তথাপি সে স্ত্রী যূষফকে আপনার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা আপনার নিকটে থাকিতে প্রতিদিন কহে; কিন্তু যূষফ তাহার কথায় সম্মত হয় না। [১১] পরে এক দিন কোন কার্য্যক্রমে যূষফ্ গৃহের অভ্যন্তরে গেলে, বাটীর অন্য ভৃত্য তথায় না থাকাতে [১২] সে স্ত্রী যূষফের বস্ত্র ধরিয়া, আমার সহিত শয়ন কর, ইহা বলিয়া টানাটানি করিল; কিন্তু যূষফ্ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইল। [১৩] তখন যূষফ্ তাহার হস্তে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইল, ইহা দেখিয়া [১৪] সে স্ত্রী নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, কর্ত্তা আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতে ইব্রীয় এক পুরুষকে আনিয়াছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিতে আমার নিকটে আসিয়াছিল; [১৫] পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে সে আমার উচ্চৈঃস্বর শুনিবামাত্র আমার নিকটে নিজ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। [১৬] পরে সে স্ত্রী ঐ বস্ত্র আপনার নিকটে রাখিয়া স্বামির গৃহাগমন অপেক্ষা করিয়া [১৭] সেই বাক্যানুসারে তাহাকেও কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে আমাদের নিকটে আনিয়াছ, সে আমার সহিত ঠাট্টা করিতে নিকটে আসিয়াছিল; [১৮] পরে আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে আমার নিকটে এই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। [১৯] তখন তোমার দাস আমার প্রতি এই২ ব্যবহার করিয়াছে, ভার্য্যার মুখে এমত কথা শুনিয়া যূষফের প্রভু ক্রোধেতে প্রজ্বলিত হইয়া [২০] যূষফকে লইয়া রাজবন্দিগণের বাসস্থান কারাগারে রাখিল; তাহাতে যূষফ সেই কারাগারে থাকিল। [২১] কিন্তু পরমেশ্বর যূষফের সহায় হইয়া তাহার প্রতি আপন দয়া বর্ত্তাইয়া তাহাকে কারারক্ষকের অনুগ্রহপাত্র করিলেন। [২২] তাহাতে সেই কারারক্ষক কারাস্থিত তাবৎ বন্দি লোকের ভার যূষফের হস্তে সমর্পণ করিলে তথাকার তাবৎ কর্ম্ম যূষফের আজ্ঞানুসারে চলিতে লাগিল। [২৩] কারারক্ষক যূষফের হস্তগত কোন বিষয়ের অনুসন্ধানও করিত না, কেননা পরমেশ্বর তাহার সহায় হইয়া তাহার কৃত সকল কর্ম্ম সফল করিতেন।

৪০ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের পানপাত্রবাহককে ও মোদককে যূষফের সহিত কারাগারে রাখন, ৫ ও ঐ দুই জনের স্বপ্নের তাৎপর্য্য যূষফদ্বারা প্রকাশিত হওন, ২০ ও যূষফের কথানুসারে স্বপ্নের সফলতা, ও পানপাত্রবাহকের অকৃতজ্ঞতা।

[১] অপর মিস্রীয় রাজার পানপাত্রবাহক ও মোদক আপনাদের প্রভু মিস্রীয় রাজার কাছে অপরাধী হইলে [২] ফিরৌণ্ আপনার সেই দুই ভৃত্যের প্রতি অর্থাৎ ঐ প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, [৩] যে রক্ষকসৈন্যাধিপতির কারাগারে যূষফ্ ছিল, সেই স্থানে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিল। [৪] তাহাতে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তাহাদের নিকটে যূষফকে নিযুক্ত করিলে যূষফ্ তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা কিছু দিন কারাগারে থাকিল।

[৫] অপর মিস্রীয় রাজার ঐ কারাবদ্ধ পানপাত্রবাহক ও মোদক দুই জন এক রাত্রিতে দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিল। [৬] তাহাতে যূষফ্ প্রত্যূষে তাহাদের নিকটে আগমন কালে তাহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিল। [৭] তখন ফিরৌণের ঐ যে দুই ভৃত্য তাহার সহিত প্রভুর কারাগারে বদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য তোমাদের মুখ বিষণ্ণ কেন? [৮] তাহারা উত্তর করিল, আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার অর্থকারক কেহ নাই। তখন যূষফ তাহাদিগকে কহিল, অর্থ করিবার শক্তি কি ঈশ্বরহইতে হয় না? বিনয় করি, তোমাদের স্বপ্ন আমাকে বল। [৯] তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যূষফকে আপন স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি স্বপ্নে সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম। [১০] তাহার তিন শাখা ছিল; পরে সে পল্লবিত হইলে তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে২ তাহার ফল হইয়া পক্ব হইল। [১১] তখন আমার হস্তে ফিরৌণের পানপাত্র থাকাতে আমি সেই দ্রাক্ষাফল লইয়া রাজার পাত্রে নিঙ্গড়াইয়া ফিরৌণের হস্তে সেই পাত্র দিলাম। [১২] তাহাতে যূষফ্ তাহাকে কহিল, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন শাখাতে তিন দিন বুঝায়। [১৩] তিন দিনের মধ্যে ফিরৌণ্ তোমার বিচার করিয়া তোমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিবে; তাহাতে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় পানপাত্রবাহক হইয়া পুনর্ব্বার ফিরৌণের হস্তে পানপাত্র দিবা। [১৪] কিন্তু যখন তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও, এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া ফিরৌণের গোচরে আমার বিষয়ে কথা কহিয়া আমাকে এই কারা-

গারহইতে উদ্ধার করিও। [১৫] কেননা ইব্রীয়দের দেশহইতে আমাকে নিতান্তই চুরি করিয়া আনিয়াছে; আর আমি যে এই কারাকূপে বদ্ধ হই, এ স্থানেও এমত কোন কর্ম্ম করি নাই। [১৬] অপর প্রধান মোদক তাহার অর্থকথন উত্তম জানিয়া যূষফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; আমার মস্তকোপরি শুক্ল পিষ্টকের তিনটা চুপড়ি ছিল। [১৭] তাহার উপরের চুপড়িতে ফিরৌণের ভোজনার্থে নানা প্রকার পক্বান্ন ছিল; তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থ চুপড়িহইতে তাহা লইয়া খাইল। [১৮] তখন যূষফ উত্তর করিল, ইহার অর্থ এই, সেই তিন চুপড়িতে তিন দিন বুঝায়। [১৯] তিন দিনের মধ্যে ফিরৌন্ তোমার বিচার করিয়া তোমাকে বৃক্ষোপরি উদ্বন্ধন করিবে, এবং পক্ষিগণ আসিয়া শরীরহইতে তোমার মাংস খাইবে।

[২০] অপর তৃতীয় দিনে ফিরৌণের জন্মদিন হওয়াতে সে আপন সকল ভৃত্যদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল; তাহাতে আপনার তাবৎ দাসের সাক্ষাতে প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের বিচার করিল। [২১] পরে সে যূষফের অর্থকথনানুসারে ফিরৌণের হস্তে পানপাত্র দিতে প্রধান পানপাত্রবাহককে তাহার নিজপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিল; [২২] কিন্তু প্রধান মোদককে উদ্বন্ধন করিল। [২৩] তথাপি প্রধান পানপাত্রবাহক যূষফকে স্মরণ করিল না, কিন্তু বিস্মৃত হইল।

৪১ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের দুই প্রকার স্বপ্ন দর্শন, ৮ ও যূষফের বিষয়ে পানপাত্রবাহকের সংবাদ দেওন, ১৪ ও ফিরৌণের যূষফকে আপন স্বপ্ন কথন, ২৫ ও রাজার স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাপন ও উপদেশ করণ, ৩৭ ও যূষফের উন্নতি, ৪৬ ও মিসরে শস্য রক্ষা করণ, ৫০ ও যূষফের দুই পুত্র হওন, ৫৩ ও দুর্ভিক্ষের আরম্ভ।

[১] অনন্তর দুই বৎসরান্তে ফিরৌন্ এই স্বপ্ন দেখিল। সে নদীকূলে দাঁড়াইয়া থাকিলে [২] নদীহইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিল। [৩] পরে আর সাতটা কৃশ ও কুৎসিত গোরু নদীহইতে উঠিয়া নদীর তীরে ঐ গোরুদের নিকটে দাঁড়াইল। [৪] পরে সেই কৃশ কুৎসিত গোরু ঐ সপ্ত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরুকে গ্রাস করিল। তখন ফিরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। [৫] তাহার পরে সে নিদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিল; এক বোঁটাতে সাত স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। [৬] পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক অন্য সাত ক্ষীণ শীষ উঠিল। [৭] এবং সেই সাত ক্ষীণ শীষ ঐ সাত স্থূলাকার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল। পরে ফিরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহা স্বপ্নমাত্র হইল।

[৮] পরে প্রাতঃকালে তাহার মন উদ্বিগ্ন হইলে সে লোক পাঠাইয়া মিসরদেশের তাবৎ মায়াবিদিগকে ও জ্ঞানিদিগকে ডাকাইল; কিন্তু ফিরৌন্ তাহাদের কাছে স্বপ্নের কথা কহিলে তাহাদের মধ্যে কেহই ফিরৌণকে তাহার অর্থ কহিতে পারিল না। [৯] তখন প্রধান পানপাত্রবাহক ফিরৌণকে নিবেদন করিল, অদ্য আমার অপরাধ মনে পড়িতেছে। [১০] ফিরৌন্ আপন দুই ভৃত্যের প্রতি, অর্থাৎ আমার ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষকসৈন্যাধিপতির কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। [১১] তাহাতে আমি এবং সে এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম; এবং দুই জনের স্বপ্নের দুই প্রকার অর্থ হইল। [১২] তখন সে স্থানে আমাদের সহিত রক্ষকসৈন্যাধিপতির এক ইব্রীয় যুবদাস ছিল; তাহাকে স্বপ্ন কহিলে সে আমাদিগকে স্বপ্নের অর্থ কহিল; প্রত্যেক জনের স্বপ্নের অর্থ কহিল। [১৩] তাহাতে সে আমাদিগকে যেরূপ অর্থ কহিয়াছিল, তদ্রূপই ঘটিল; ফলতঃ মহারাজ আমাকে স্বপদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহাকে উদ্বন্ধন করিলেন।

তখন ফিরৌন্ যূষফকে আনিতে পাঠাইলে লোকেরা কারাকূপহইতে তাহাকে শীঘ্র আনিল। পরে সে ক্ষৌরকর্ম্ম পূর্ব্বক বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া ফিরৌণের নিকটে উপস্থিত হইল। [১৫] তখন ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থকারক কেহ নাই; কিন্তু তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিতে পার, ইহা শুনিলাম। [১৬] তাহাতে যূষফ্ ফিরৌণকে উত্তর করিল, তাহা আমি পারি না, কিন্তু ঈশ্বর ফিরৌণকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দিবেন। [১৭] তখন ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি স্বপ্নেতে নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। [১৮] তাহাতে নদীহইতে সাত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিল। [১৯] পরে মিসরদেশে যাদৃশ কুৎসিত গোরু কখন দেখি নাই, এমত কৃশ ও কুৎসিত ও শুষ্কাঙ্গ অন্য সাত গোরু উঠিল। [২০] এবং এই কৃশ কুৎসিত গোরু সেই পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাত গোরুকে গ্রাস করিল। [২১] কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে গ্রাস করিলে গ্রাস করিয়াছে, এমত বোধ হইল না, কেননা পূর্ব্বপ্রকার ন্যায় কুৎসিত থাকিল; তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। [২২] পরে আমি পুনর্ব্বার এক স্বপ্ন দেখিলাম; এক বোঁটাতে স্থূলাকার উত্তম সাত শীষ উঠিল। [২৩] পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক ও ক্ষীণ ও ম্লান সপ্ত শীষ উঠিল। [২৪] এবং

ঐ ক্ষীণ সাত শীষ সেই উত্তম সাত শীষকে গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি মায়াবিদিগকে কহিলাম, কিন্তু কেহ ইহার অর্থ আমাকে কহিতে পারিল না।

[২৫] তখন যূষফ্ ফিরৌণকে উত্তর করিল, ফিরৌণের দুই স্বপ্ন একই; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহাই ফিরৌণকে জ্ঞাত করিলেন। [২৬] ঐ সপ্ত উত্তম গোরু সপ্ত বৎসরস্বরূপ, এবং ঐ সপ্ত উত্তম শীষও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; দুই স্বপ্ন একই। [২৭] এবং তাহার পশ্চাৎ উঠিয়াছে যে কৃশ ও কুৎসিত সপ্ত গোরু তাহারাও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক যে সপ্ত কৃশ শীষ, তাহারা দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরস্বরূপ। [২৮] আমি ফিরৌণকে তাহা কহিয়াছি, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহা ফিরৌণকে দেখাইলেন। [২৯] দেখ, অগ্রে সমস্ত মিসরদেশে সপ্ত বৎসর অতিশয় সুভক্ষ্য হইবে। [৩০] পশ্চাৎ সপ্ত বৎসর এমত দুর্ভিক্ষ হইবে, যে মিসরদেশে সমস্ত সুভক্ষ্যের বিস্মৃতি হইবে। এবং সেই দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে। [৩১] এবং সেই পশ্চাদ্বর্ত্তি দুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত দেশে পূর্ব্বকার সুভক্ষ্যের অনুভব হইবে না; আর তাহা অতি অসহ্য হইবে। [৩২] ফিরৌণের দুই বার স্বপ্ন দর্শনের ভাব এই; ঈশ্বর ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং তিনি তাহা শীঘ্র ঘটাইবেন। [৩৩] অতএব ফিরৌণ্ এক বিবেচক জ্ঞানি পুরুষের চেষ্টা করিয়া তাহাকে মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করুন। [৩৪] আর ফিরৌন্ এই কর্ম্ম করুন; দেশে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সপ্ত বৎসর সুভক্ষ্য হইবে, সেই সময়ে মিসরদেশহইতে শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। [৩৫] ফলতঃ তাহারা সেই আগামি উত্তম বৎসরের শস্য সংগ্রহ করিয়া ফিরৌণের হস্তে তাহা সঞ্চয় করিয়া প্রতি নগরে খাদ্যের জন্যে রক্ষা করুক। [৩৬] এই রূপে মিসরদেশে ভাবি দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরের নিমিত্তে দেশের নির্ব্বাহার্থে সেই ভক্ষ্য সঞ্চিত থাকিলে দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে না।

[৩৭] তখন ফিরৌণের ও তাহার সকল ভৃত্যদের দৃষ্টিতে এই কথা উত্তম বোধ হইল। [৩৮] তাহাতে ফিরৌন্ ভৃত্যদিগকে কহিল, ইহাঁর তুল্য পুরুষ, যাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমত আর কাহাকে পাইব? [৩৯] তখন ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য বিবেচক ও জ্ঞানী কেহই নাই। [৪০] তুমিই আমার বাটীর অধ্যক্ষ হও; আমার তাবৎ লোক তোমার কথার বশীভূত থাকিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমাহইতে বড় থাকিব। [৪১] ফিরৌন্ যূষফকে আরো কহিল, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম। [৪২] পরে ফিরৌন্ আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যূষফের হস্তে দিয়া তাহাকে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহার গলদেশে সুবর্ণহার দিল। [৪৩] এবং তাহাকে আপনার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইল, এবং লোকেরা তাহার অগ্রে২ অব্রেক২ (হাঁটু পাত২) বলিয়া ঘোষণা করিল। এই রূপে সে সমস্ত মিসরদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইল। [৪৪] পরে ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি যদি ফিরৌন্ হই, তবে তোমার আজ্ঞা বিনা সমস্ত মিসরদেশে কোন লোক হাত পা নাড়িতে পারিবে না। [৪৫] এবং ফিরৌন্ যূষফের নাম সাফিনৎ-পানেহ (নিগূঢ়প্রকাশক) রাখিল। এবং ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ নামক যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল। পরে যূষফ্ সমুদয় মিসরদেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।

[৪৬] যূষফ্ ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে মিস্রীয় ফিরৌন্‌রাজের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিল; পরে যূষফ্ ফিরৌণের নিকটহইতে প্রস্থান করিয়া মিসর দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল। [৪৭] পরে সেই সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎসর ভূমিতে প্রচুর রূপে শস্য জন্মিল। [৪৮] মিসরদেশে উপস্থিত সেই সপ্ত বৎসরে সে সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি নগরে সঞ্চয় করিল। ফলতঃ যে নগরের চতুঃসীমাতে যে শস্য হইল, সেই নগরে তাহা সঞ্চয় করিল। [৪৯] এই রূপে যূষফ্ সমুদ্রের বালুকার ন্যায় এত বাহুল্যরূপে শস্য সংগ্রহ করিল, যে তাহা মাপিতে নিবৃত্ত হইল, কেননা তাহা অপরিমেয় ছিল।

[৫০] অপর দুর্ভিক্ষবৎসরের পূর্ব্বে যূষফের ঔরসে ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যাতে দুই পুত্র জন্মিল। [৫১] তাহাতে যূষফ্ তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম মিনশি (বিস্মৃতি) রাখিল, কেননা সে কহিল, ঈশ্বর আমার সকল ক্লেশের ও নিজ পিতৃগৃহের বিস্মৃতি জন্মাইয়াছেন। [৫২] এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম্ (ফলবান্) রাখিল, কেননা সে কহিল, আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান্ করিয়াছেন।

[৫৩] পরে মিসরদেশে ঘটিত সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎসরের শেষ হইলে যূষফের বাক্যানুসারে দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরের আরম্ভ হইল। [৫৪] তাহাতে অন্য সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু সমস্ত মিসরদেশে ভক্ষ্য ছিল। [৫৫] পরে সমস্ত মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে প্রজাবর্গ ফিরৌণের নিকটে ভক্ষ্যের জন্যে প্রার্থনা করিল; তাহাতে

ফিরৌন্ সকল মিস্রীয়দিগকে কহিল, তোমরা যূষফের নিকটে যাও; সে যাহা কহে, তাহাই কর। ৫৬ তখন সর্ব্বদেশেই দুর্ভিক্ষ হইলে যূষফ্ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া মিস্রিদিগকে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিল। তথাপি মিসরদেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল; ৫৭ এবং নানাদেশীয় লোকেরা মিসরদেশে যূষফের নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আইল, কেননা সকল দেশেই প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল।

৪২ অধ্যায়।

১ যাকূবের পুত্রদের মিসরে শস্য কিনিতে যাওন, ৫ ও যূষফের নিকটে উপস্থিত হওন, ৯ ও তাহাদের সহিত যূষফের কঠিন ব্যবহার, ও বিন্যামীনকে আনিতে আজ্ঞা দেওন, ২১ ও তাহাদের ভ্রাতার প্রতি কৃত দোষের স্মরণ হওন, ২৫ ও ছালাতে টাকা রাখিয়া যূষফের তাহাদিগকে বিদায় করণ, ২৯ ও বাটীতে গিয়া পিতার কাছে তাহাদের সকল সমাচার দেওন, ৩৫ ও যাকূবের ভয় ও বিন্যামীনকে পাঠাইতে অস্বীকার করণ।

১ অপর মিসরদেশে শস্য আছে, এই কথা শুনিয়া যাকূব্ আপন পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতেছ কেন? ২ সে আরো কহিল, দেখ, আমি শুনিলাম, মিসরে শস্য আছে, অতএব তোমরা তথায় গিয়া আমাদের জন্যে শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে আমরা বাঁচিব, মরিব না। ৩ পরে যূষফের দশ ভ্রাতা শস্য ক্রয় করিতে মিসরে গেল। ৪ কিন্তু যাকূব্ যূষফের সহোদ বিন্যামীনকে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পাঠাইল না, কেননা সে কহিল, পাছে ইহার বিপদ ঘটে।

৫ তখন তথায় আগত লোকদের মধ্যে ইস্রায়েলের পুত্রগণও উপস্থিত হইল, কেননা কিনান্দেশেও দুর্ভিক্ষ ছিল। ৬ তৎকালে যূষফ্ ঐ দেশের অধ্যক্ষ হওয়াতে সকল দেশের লোকদের স্থানে শস্য বিক্রয় করিতেছিল; তাহাতে যূষফের ভ্রাতৃগণ আসিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ৭ তখন যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া চিনিল, কিন্তু তাহাদের কাছে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া নিষ্ঠুর কথাতে কহিল, তোরা কোথাহইতে আসিয়াছিস? তাহারা কহিল, কিনান্দেশহইতে শস্য কিনিতে আসিয়াছি। ৮ কিন্তু যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে চিনিলেও তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

৯ তখন যূষফ্ তাহাদের বিষয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোরা চার লোক, এই দেশের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিস। ১০ তাহারা কহিল, হে প্রভো, তাহা নয়, আপনকার এই দাসেরা শস্য কিনিতে আসিয়াছে। ১১ আমরা সকলে এক পিতার সন্তান; আমরা বিশ্বাস্য লোক, আপনকার এই ভৃত্যেরা চার নহে। ১২ তখন সে তাহাদিগকে কহিল, না, না, তোরা দেশের ছিদ্র দেখিতে আসিয়াছিস। ১৩ তাহারা কহিল, আপনকার এই দাসেরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কিনান্ দেশ নিবাসি এক জনের পুত্র; দেখুন, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার নিকটে আছে, এবং এক জন নাই। ১৪ তখন যূষফ্ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কহিল, আমি তোদিগকে যে চারের কথা কহিতেছি, তোরা তাহাই বটিস। ১৫ আমি তোদের পরীক্ষা লইতে ফিরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ স্থানে না আইলে তোরা এ স্থানহইতে বাহির হইতে পারিবি না। ১৬ তোদের এক জনকে পাঠাইয়া আপন ভ্রাতাকে আন্, তোরা বদ্ধ থাক্; ইহাতে তোদের কথার পরীক্ষা হইলে তোরা সত্যবাদী কি না, তাহা জানা যাইবে; নতুবা আমি ফিরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোরা অবশ্য চার বটিস। ১৭ ইহা বলিয়া যূষফ্ তাহাদিগকে তিন দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিল। ১৮ পরে তৃতীয় দিনে তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভয় আছে; এই কর্ম্ম কর, তাহাতে বাঁচিবা। ১৯ তোমরা যদি বিশ্বাস্য লোক, তবে তোমাদের এক ভাই এই কারাগারে বদ্ধ থাকুক; তোমরা দুর্ভিক্ষের জন্যে শস্য লইয়া বাটী গিয়া তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন; ২০ তাহাতে তোমাদের কথা সপ্রমাণ হইলে তোমরা মরিবা না।

২১ তখন তাহারা সম্মত হইয়া পরস্পর কহিল, আমরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী আছি, কেননা সে আমাদের কাছে বিনতি করিলে আমরা তাহার মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও তাহা শুনি নাই; এই নিমিত্তে আমাদের এই বিপদ ঘটিল। ২২ তখন রূবেন্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ঐ যুবার বিষয়ে পাপ করিও না, এই কথা আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই? কিন্তু তোমরা তাহা শুন নাই; দেখ, এখন তাহার রক্তের নিকাশ লওয়া যাইতেছে। ২৩ কিন্তু যূষফ্ যে তাহাদের এই কথোপকথন বুঝিল, ইহা তাহারা জানিতে পারিল না, কেননা সে দ্বিভাষিদ্বারা তাহাদের সহিত কথা কহিতেছিল। ২৪ পরে যূষফ তাহাদের নিকটহইতে গিয়া ক্রন্দন করিল; এবং পুনশ্চ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া তাহাদের মধ্যহইতে শিমিয়োনকে ধরিয়া তাহাদের সাক্ষাতেই বাঁধিল।

২৫ পরে যূষফ তাহাদের ছালাতে শস্য ভরিয়া

প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরাইয়া দিতে এবং তাহাদিগকে পাথেয় সামগ্রী দিতে আজ্ঞা দিল; তাহাতে ভৃত্যেরা তদ্রূপ করিল। [২৬] পরে তাহারা আপন ২ গর্দ্দভের উপরে শস্য চাপাইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল। [২৭] কিন্তু উত্তরণ স্থানে যখন এক জন আপন গর্দ্দভকে আহার দিতে ছালা খুলিল, তখন আপন টাকা দেখিল, কেননা ছালার মুখেই টাকা ছিল। [২৮] তাহাতে সে ভ্রাতাদিগকে কহিল, আমার টাকা ফিরিয়াছে; এই দেখ, তাহা আমার ছালাতে আছে। তাহাতে তাহাদের মন উদ্বিগ্ন হইল, ও সকলে ত্রাসযুক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কি করিলেন?

[২৯] পরে তাহারা কিনান্দেশে আপন পিতা যাকুবের নিকটে উপস্থিত হইলে আপনাদের প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত তাহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিল, [৩০] সেই দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে দেশানুসন্ধানকারি চার জ্ঞান করিয়া নিষ্ঠুর কথা কহিল। [৩১] তাহাতে আমরা তাহাকে কহিলাম, আমরা বিশ্বাস্য লোক, চার নহি; [৩২] আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলেই এক পিতার সন্তান; আমাদের মধ্যে এক জন নাই, এবং কনিষ্ঠ অদ্যাপি কিনান্দেশে পিতার নিকটে আছে। [৩৩] তখন সে দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিল, ইহাতে আমি তোমাদিগকে বিশ্বাস্য লোক বুঝিতে পারি, তোমরা আপনাদের এক ভ্রাতাকে আমার নিকটে রাখিয়া আপনাদের গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্যে শস্য লইয়া যাও। [৩৪] পরে যদি আপনাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন, তবে তোমরা বিশ্বাস্য লোক, চার নহ, তাহা বুঝিব। তাহাতে আমি তোমাদের ভ্রাতাকে তোমাদের স্থানে দিব, এবং তোমরা এই দেশে বাণিজ্য করিতে পারিবা।

[৩৫] পরে তাহারা ছালাহইতে শস্য ঢালিলে প্রত্যেক জন আপন ২ ছালাতে আপন ২ টাকার গুন্থি পাইল। তখন সেই সকল টাকার গুন্থি দেখিয়া তাহারা ও তাহাদের পিতা ভীত হইল। [৩৬] তাহাতে তাহাদের পিতা যাকুব্ কহিল, তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিতেছ; দেখ, যুষফ্ নাই, ও শিমিয়োন্ নাই, আর বার বিন্যামীনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ; সকলই আমার বিরুদ্ধ হইতেছে। [৩৭] তাহাতে রূবেন্ আপন পিতাকে কহিল, আমি যদি তোমার নিকটে তাহাকে না আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে বধ করিও; তুমি আমার হস্তে বিন্যামীনকে সমর্পণ কর; আমি তোমার স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিব। [৩৮] তখন সে কহিল, আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে যাইবে না, কেননা তাহার সহোদরের মরণেতে সে একা জীবৎ আছে; তোমরা যে পথে যাইতেছ, তাহাতে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে শোকেতে এই পাকা চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা।

৪৩ অধ্যায়।

১ শেষে যাকুবের বিন্যামীনকে প্রেরণ করণ, ১৫ ও যুষফের বাটীতে ভ্রাতৃগণের গমন, ও গৃহাধ্যক্ষের কাছে আপনাদের ভয় প্রকাশ করণ, ২৫ ও যুষফকে উপঢৌকন দিয়া তাহার সঙ্গে ভ্রাতাদের ভোজন।

[১] তখনও দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল। [২] অতএব তাহারা মিসরহইতে যে শস্য আনিয়াছিল, সে সমস্ত ভক্ষিত হইলে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার যাইয়া আমাদের জন্যে কিছু শস্য ক্রয় কর। [৩] তাহাতে যিহূদা তাহাকে কহিল, সে অধ্যক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কহিয়াছে, তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। [৪] অতএব যদি তুমি আমাদের সঙ্গে ভ্রাতাকে পাঠাও, তবে আমরা যাইয়া তোমার জন্যে শস্য কিনিয়া আনিব। [৫] কিন্তু যদি না পাঠাও, তবে যাইব না; কেননা সে অধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিয়াছিল, তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না থাকিলে তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। [৬] তাহাতে ইস্রায়েল্ কহিল, তোমাদের আর এক ভ্রাতা আছে, ইহা ঐ মনুষ্যের কাছে কহিয়া আমার প্রতি এমন কুব্যবহার কেন করিলা? [৭] তাহারা কহিল, সে আমাদের বিষয়ে ও আমাদের জ্ঞাতিদের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছিল, তোমাদের পিতা কি অদ্যাবধি জীবৎ আছেন? ও তোমাদের কি আরো ভ্রাতা আছে? তাহাতে আমরা তদ্বাক্যানুসারে উত্তর করিয়াছিলাম; তোমাদের ভ্রাতাকে এখানে আন, এমন কথা সে কহিবে, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? [৮] যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েলকে আরও কহিল, আমার সঙ্গে ঐ বালককে পাঠাইয়া দেও; আমরা উঠিয়া প্রস্থান করি, তাহাতে বাঁচিব; নতুবা আমরা ও তুমি ও বালকেরা সকলেই মরিব। [৯] আমিই তাহার প্রতিভূ হইলাম, আমারই হস্তহইতে তাহাকে লইবা; আমি যদি তাহাকে আনিয়া তোমার সম্মুখে না রাখি, তবে আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকটে অপরাধী থাকিব। [১০] এত বিলম্ব না করিলে আমরা ইহার মধ্যে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিতে পারিতাম। [১১] তখন তাহাদের পিতা ইস্রায়েল্ তাহাদিগকে কহিল, যদি এমত হয়, সে এক কর্ম্ম কর; তোমরা আপন ২ পাত্রে এই

দেশোৎপন্ন প্রসিদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ গন্ধরস ও মধু ও মসলা ও গুগ্গুল ও পেস্তা ও বাদাম কিঞ্চিৎ২ লইয়া সেই অধ্যক্ষকে উপঢৌকন দেও। [১২] এবং আপন২ হস্তে দ্বিগুণ টাকা লও, এবং তোমাদের ছালার মুখে যে টাকা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও হস্তে করিয়া লইয়া যাও; কি জানি, তাহাতে বা ভ্রান্তি হইয়াছিল। [১৩] এবং আপনাদের ভ্রাতাকে লইয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার সেই অধ্যক্ষের নিকটে যাও। [১৪] সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই অধ্যক্ষের কাছে এমত কৃপার পাত্র করুন, যে সে তোমাদের অন্য ভ্রাতাকে ও বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু যদি আমাকে পুত্রহীন হইতে হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।

[১৫] তখন তাহারা সেই উপঢৌকনদ্রব্য ও দ্বিগুণ টাকা ও বিন্যামীনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়া মিসরে গিয়া যূষফের সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৬] তখন যূষফ্ তাহাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, এই মনুষ্যদিগকে আমার বাটীতে লইয়া যাও, এবং পশু মারিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর; ইহারা মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে ভোজন করিবে। [১৭] তাহাতে সে যূষফের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে যূষফের বাটীতে লইয়া গেল। [১৮] কিন্তু যূষফের গৃহে নীত হওয়াতে তাহারা ভীত হইয়া পরস্পর কহিল, পূর্ব্বে আমাদের ছালাতে যে টাকা ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারি জন্যে আমাদিগকে এখানে আনিতেছে; এখন আমাদের উপরে পড়িয়া আক্রমণ করিয়া আমাদের গর্দ্দভও লইয়া আমাদিগকে ক্রীত দাসের ন্যায় রাখিবে। [১৯] অতএব তাহারা যূষফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে গিয়া বাটীর প্রবেশস্থানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া [২০] কহিল, হে মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে শস্য কিনিতে আসিয়াছিলাম; [২১] পরে উত্তরিবার স্থানে গিয়া আপন২ ছালা খুলিলে দেখিলাম, প্রত্যেক জনের পরিমিত টাকা ছালার মুখে আছে; তাহা আমরা হস্তে করিয়া পুনরায় আনিয়াছি, [২২] এবং শস্য কিনিবার নিমিত্তে আরও টাকা আনিয়াছি; কিন্তু সেই টাকা আমাদের ছালাতে কে রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। [২৩] তাহাতে সেই গৃহাধ্যক্ষ কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক, ভয় করিও না; তোমাদের ঈশ্বর ও তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর তোমাদের ছালাতে তোমাদিগকে গুপ্ত ধন দিয়াছেন; আমি তোমাদের টাকা পাইয়াছি। পরে সে শিমিয়োনকে তাহাদের নিকটে আনিয়া [২৪] তাহাদিগকে যূষফের গৃহের ভিতরে লইয়া গিয়া পাদ প্রক্ষালনার্থে জল দিল, এবং তাহাদের গর্দ্দভদিগকে আহার দিল।

[২৫] অপর মধ্যাহ্নে যূষফের আগমন অপেক্ষা করিয়া তাহারা উপঢৌকন সাজাইল, কেননা এখানে আমাদিগকে ভোজন করিতে হইবে, এই কথা তাহারা শুনিয়াছিল। [২৬] পরে যূষফ্ গৃহে আইলে তাহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন গৃহমধ্যে তাহার কাছে আনিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। [২৭] তখন যূষফ্ মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতার কথা কহিয়াছিলা তাহার মঙ্গল? সে কি অদ্যাপি জীবৎ আছে? তাহারা কহিল, মঙ্গল; [২৮] আপনকার দাস আমাদের পিতা অদ্যাপি জীবৎ আছে। পরে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। [২৯] তখন যূষফ্ চাহিয়া আপন সহোদর বিন্যামীনকে দেখিয়া কহিল, তোমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা কহিয়াছিলা, সে কি এই? অপর সে কহিল, হে বৎস, ঈশ্বর তোমাকে অনুগ্রহ করুন। [৩০] তখন যূষফের অন্তঃকরণ স্নেহেতে গলিয়া যাওয়াতে সে রোদন করিবার স্থান অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আপনার কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া সে স্থানে রোদন করিল। [৩১] পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ষ্য পরিবেশ করিতে আজ্ঞা করিল। [৩২] তাহাতে ভৃত্যগণ যূষফের জন্যে ও তাহার ভ্রাতৃগণের জন্যে এবং তাহার সঙ্গে ভোজনকারি মিস্রীয়দের জন্যে পৃথক্২ পরিবেষণ করিল, কেননা ইব্রীয়দের সহিত ভোজন করা মিস্রীয়দের ব্যবহার নাই; তাহা মিস্রীয়দের ঘৃণিত কর্ম্ম। [৩৩] এবং যূষফের সম্মুখে তাহাদের জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে বসিল; তাহাতে তাহারা পরস্পর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। [৩৪] এবং সে আপনার সম্মুখহইতে ভক্ষ্যের অংশ তুলিয়া তাহাদিগকে দিল, কিন্তু অন্য সকলের অংশহইতে বিন্যামীনের অংশ পঞ্চগুণ অধিক ছিল; পরে তাহারা পান করিয়া তাহার সহিত আমোদ করিল।

৪৪ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃগণের প্রতি যূষফের চতুরতা, ৬ ও তাহার বাটি বিন্যামীনের ছালাতে পাওন, ১৪ ও পুনর্ব্বার তাহার নিকটে সকলের আগমন, ১৮ ও যূষফের প্রতি যিহূদার কাতরোক্তি।

[১] অনন্তর যূষফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিল, এই লোকদের ছালাতে যত শস্য ধরে, তত ভরিয়া দেও, এবং প্রতি জনের টাকা তাহার ছালার মুখে রাখ। [২] বিশেষতঃ কনিষ্ঠের ছালাতে তাহার শস্যক্রয়ের টাকার সহিত আমার বাটি অর্থাৎ রূপার বাটি রাখ। তাহাতে সে যূষফের উক্ত আজ্ঞানুসারে করিল। [৩] অপর

প্রভাত হইবামাত্র তাহারা গর্দ্দভের সহিত বিদায় পাইল। [৪] নগরহইতে বহির্গত হইয়া বিস্তর দূরে না যাইতে যূষফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, তুমি উঠিয়া ঐ মনুষ্যদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া বল, তোমরা উপকারের পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিলা? [৫] আমার প্রভু যাহাতে পান করেন ও যাহার দ্বারা গণনা করেন, এ কি সেই বাটি নয়? এই কর্ম্মদ্বারা তোমরা দোষ করিয়াছ।

[৬] পরে সে তাহাদিগকে ধরিয়া ঐ রূপ বাক্য কহিলে [৭] তাহারা উত্তর করিল, আমার প্রভু কেন এমন কথা বলেন? তোমার দাসদের এমত কর্ম্ম করা দূরে থাকুক। [৮] দেখ, আমরা আপন২ ছালার মুখে যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা কিনান্‌দেশহইতে পুনর্ব্বার তোমার কাছে আনিয়াছি; তবে আমরা কোন মতে কি তোমার প্রভুর গৃহহইতে স্বর্ণ কি রূপা চুরি করিব? [৯] তোমার দাসদের মধ্যে যাহার নিকটে তাহা পাওয়া যায়, সে মরুক, এবং আমরাও প্রভুর দাস হইব। [১০] তাহাতে সে কহিল, ভাল, তোমাদের কথানুসারেই হউক; যাহার কাছে তাহা পাওয়া যাইবে, সে আমার দাস হইবে, কিন্তু অন্যেরা নির্দ্দোষ হইবে। [১১] তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে আপন২ ছালা নামাইয়া প্রত্যেকে আপন২ ছালা খুলিলে সে জ্যেষ্ঠাবধি আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত খুঁজিল; [১২] তাহাতে বিন্যামীনের ছালাতে সেই বাটি পাওয়া গেল। [১৩] তখন তাহারা আপন২ বস্ত্র চিরিয়া আপন২ গর্দ্দভে ছালা চাপাইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

[১৪] অপর যিহূদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ যূষফের গৃহে প্রবেশ করিল; এবং সে তদবধি ঘরে থাকাতে তাহার অগ্রে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইল। [১৫] তখন যূষফ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এ কেমন কার্য্য করিলা? এমন পুরুষ যে আমি, আমি অবশ্য গণনা করিতে পারি, ইহা কি তোমরা জান না? [১৬] তাহাতে যিহূদা কহিল, আমরা প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব? ও কি কথা কহিব? ও কিসে বা আপনাদের দোষ প্রক্ষালন করিব? ঈশ্বর আপনকার দাসদের অপরাধ প্রকাশ করিয়াছেন; দেখুন, আমরা ও যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সকলেই প্রভুর দাস হইলাম। [১৭] তাহাতে যূষফ কহিল, এমন কর্ম্ম আমাহইতে না হউক; যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে পিতার নিকটে প্রস্থান কর।

[১৮] তাহাতে যিহূদা নিকটে গিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি ফিরৌণের তুল্য; এই দাসের প্রতি যদি ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, তবে প্রভুর কর্ণগোচরে কিছু নিবেদন করি। [১৯] তোমাদের পিতা বা ভ্রাতা আছে? ইহা প্রভু এই দাসদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; [২০] তাহাতে আমরা প্রভুকে উত্তর করিয়াছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছে, এবং তাহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ পুত্র আছে; তাহার সহোদর মরিয়াছে; সেই মাত্র তাহার মাতার অবশিষ্ট পুত্র; এই জন্যে পিতা তাহাকে স্নেহ করেন। [২১] পরে আপনি এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাহাকে আন, আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব। [২২] তখন আমরা প্রভুকে কহিয়াছিলাম, সে বালক পিতাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, কেননা সে পিতাকে ছাড়িয়া আইলে পিতা মরিবে। [২৩] তাহাতে আপনি এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আর আমার মুখ দর্শন পাইবা না। [২৪] অপর আমরা আপনকার দাস আমাদের পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রভুর এই সকল কথা কহিলাম। [২৫] পরে আমাদের পিতা কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার গিয়া আমাদের জন্যে কিছু শস্য ক্রয় কর। [২৬] তাহাতে আমরা কহিলাম, যাইতে পারিব না; যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে যাই; কেননা কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে না থাকিলে আমরা সেই অধ্যক্ষের মুখদর্শনও পাইতে পারিব না। [২৭] তাহাতে আপনকার দাস আমার পিতা কহিল, আমার সেই ভার্য্যাহইতে দুইমাত্র সন্তান হয়, তাহা তোমরা জান। [২৮] তাহার এক জনহইতে আমার বিচ্ছেদ হওয়াতে আমি কহিলাম, সে খণ্ড২ হইয়া ছিন্ন হইয়াছে, এবং তদবধি আমি তাহাকে আর দেখিতে পাই নাই। [২৯] এখন আমার নিকটহইতে ইহাকে লইয়া গেলে যদি ইহাকেও কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমরা শোকেতে এই পাকা চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা। [৩০] অতএব আপনকার দাস যে আমার পিতা, তাহার কাছে উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই বালক না থাকে, [৩১] তবে সে এই বালককে না দেখিলে তৎক্ষণাৎ মরিবে; কেননা ইহার প্রাণেতে তাহার প্রাণ বাঁধা আছে; তাহাতে আপনকার দাসেরা শোকেতে পাকা চুলে আপনকার দাস সেই আমাদের পিতাকে পরলোকে পাঠাইবে। [৩২] অধিকন্তু আপনকার দাস আমি পিতার নিকটে এই বালকের প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, আমি যদি তাহাকে তোমার নিকটে না আনি, তবে যাবজ্জীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকিব। [৩৩] অতএব নিবেদন করি, প্রভুর নিকটে এই বালকের পরিবর্ত্তে আমি দাস

হইয়া থাকি, কিন্তু এই বালককে আপনি ভ্রাতাদের সহিত বিদায় করুন। [৩৪] কেননা এই বালক আমার সহিত না থাকিলে আমি কি প্রকারে পিতার নিকটে যাইতে পারি? গেলে পিতাকে যে আপদ ঘটিবে, তাহা বা কি প্রকারে দেখিতে পারি?

৪৫ অধ্যায়।

১ যূষফের ভ্রাতাদের কাছে পরিচয় দেওন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রশংসা করণ; ও পিতার কাছে সংবাদ পাঠাওন, ১৬ ও যূষফের ভ্রাতাদের আগমনে ফিরৌণের তুষ্টি হওন ও পাথেয় দিতে আজ্ঞা করণ, ২৫ ও যূষফের সংবাদ শুনিয়া যাকুবের প্রফুল্ল হওন।

[১] পরে যূষফ্ নিকটস্থ লোকদের সাক্ষাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল, আমার সম্মুখহইতে প্রত্যেক মনুষ্যকে বাহির কর। তাহাতে অন্য কেহ উপস্থিত না থাকিলে যূষফ্ ভ্রাতাদের সাক্ষাতে আপন পরিচয় দিতে লাগিল। [২] সে উচ্চৈঃস্বরে এমত রোদন করিল, যে মিস্রীয়েরা ও ফিরৌণের গৃহস্থিত লোকেরা তাহা শুনিতে পাইল। [৩] যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি যূষফ্, আমার পিতা কি অদ্যাপি জীবৎ আছেন? কিন্তু তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার সাক্ষাতে ক্ষুব্ধ হওয়াতে উত্তর করিতে পারিল না। [৪] পরে যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, বিনয় করি, আমার নিকটে আইস; তাহাতে তাহারা নিকটে গেলে যূষফ্ কহিল, তোমরা যাহাকে মিসরগামিদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলা, তোমাদের সেই যূষফ্ ভ্রাতা আমি। [৫] কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ, ইহার জন্যে এখন মনস্তাপিত ও আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। [৬] দেখ, দুই বৎসরাবধি দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; আরো পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাস ও শস্যচ্ছেদন হইবে না। [৭] অতএব ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশরক্ষা করিতে ও মহোপকারদ্বারা তোমাদিগকে প্রাণে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। [৮] তোমরা আমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছ তাহা নয়, ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন, এবং আমাকে ফিরৌণের পিতা ও তাহার বাটীর প্রভু ও সমস্ত দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। [৯] অতএব তোমরা পিতার নিকটে শীঘ্র যাইয়া তাঁহাকে কহ, তোমার পুত্র যূষফ্ এই রূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে সমস্ত মিসরদেশের প্রভু করিয়াছেন; তুমি আমার নিকটে আইস, বিলম্ব করিও না। [১০] তুমি পুত্র পৌত্রাদির ও গোমেষাদি সর্ব্বস্বের সহিত গোশন্ প্রদেশে বাস করিবা; তাহাতে আমার নিকটবর্ত্তী হইবা। [১১] সে স্থানে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব, নতুবা যে পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে, তাহাতে তোমার ও তোমার পরিবারাদি সকলের দৈন্যদশা ঘটিবে। [১২] দেখ, আমি নিজ মুখে তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা তোমরা ও আমার সহোদর বিন্যামীন চাক্ষুষ দেখিতেছ। [১৩] অতএব তোমরা এই মিসরদেশে আমার ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা২ দেখিতেছ, সে সকল আমার পিতাকে জ্ঞাত করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এই স্থানে আন। [১৪] পরে যূষফ্ আপন সহোদর বিন্যামীনের গলা ধরিয়া রোদন করিল, এবং বিন্যামীনও তাহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। [১৫] এবং যূষফ্ অন্য ভ্রাতাদিগকেও চুম্বন করিয়া তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করিল; তদনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

[১৬] অপর যূষফের ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, এই জনরব ফিরৌণের বাটীতে ব্যাপ্ত হইলে ফিরৌন্ ও তাহার ভৃত্যগণ সকলে তুষ্ট হইল। [১৭] এবং ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাদিগকে কহ, তোমরা এই কর্ম্ম কর; আপন২ পশুগণে ছালা মিটাইয়া কিনান্দেশে গিয়া [১৮] পিতাকে ও আপন২ পরিবারকে আমার নিকটে লইয়া আইস; আমি তোমাদিগকে মিসরদেশের উত্তম স্থান দিয়া দেশের উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইব। [১৯] এখন আমার আজ্ঞানুসারে এই কর্ম্ম কর, তোমরা আপনাদের বালক ও স্ত্রীলোকদের নিমিত্তে মিসরহইতে শকট লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ও আপনাদের পিতাকে লইয়া আইস। [২০] আপন২ দ্রব্য সামগ্রীর মমতা করিও না, সমুদয় মিসরদেশের উত্তম২ দ্রব্য তোমাদের আছে। [২১] তাহাতে ইস্রায়েলের পুত্রগণ সম্মত হইলে যূষফ্ ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে শকট ও পাথেয় দ্রব্য [২২] এবং প্রত্যেক জনকে এক২ যোড়া বস্ত্র দিল, কিন্তু বিন্যামীনকে তিন শত রৌপ্যমুদ্রা ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিল। [২৩] এবং পিতার জন্যে মিসরের উত্তম২ দ্রব্যেতে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভ এবং পিতার পাথেয়ের জন্যে শস্য ও রুটী প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যেতে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভী পাঠাইল। [২৪] এই রূপে যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিয়া প্রস্থানকালে তাহাদিগকে কহিল, সাবধান, পথে বিবাদ করিও না।

[২৫] অনন্তর তাহারা মিসরহইতে যাত্রা করণ পূর্ব্বক কিনান্দেশে আপন পিতা যাকুবের নিকটে উপস্থিত হইয়া [২৬] তাহাকে কহিল, যূষফ্ অদ্যা-

বধি জীবৎ আছে, এবং সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তৃত্ব সে করিতেছে। তথাপি যাকুবের হৃদয় জড়ীভূত থাকিল, কারণ তাহাদের কথাতে তাহার বিশ্বাস জন্মিল না। [২৭] কিন্তু যুষফ্ তাহাদিগকে যে২ কথা কহিয়াছিল, সে সকল যখন তাহারা তাহাকে কহিল; এবং তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যুষফ্ যে২ শকট পাঠাইয়াছিল, তাহাও যখন সে দেখিল; তখন তাহাদের পিতা যাকুবের মন পুনর্জীবিত হইতে লাগিল। [২৮] শেষে ইস্রায়েল্ কহিল, আমার পুত্র যুষফ্ অদ্যাবধি জীবৎ আছে, এই যথেষ্ট; আমি গিয়া মরণের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব।

৪৬ অধ্যায়।

১ বেরশেবাতে যাকুবের গমন ও ঈশ্বরের দর্শন পাওন, ৫ ও মিসরে যাত্রা করণ, ৮ ও তাহার বংশাবলি, ২৮ ও যুষফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করণ, ও ভ্রাতৃগণের কাছে যুষফের কথা।

[১] অনন্তর ইস্রায়েল্ আপন সকল লোকের সহিত যাত্রা করণ পূর্ব্বক বেরশেবাতে উত্তরিয়া তথায় আপন পিতা ইস্হাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল। [২] পরে ঈশ্বর রাত্রিতে ইস্রায়েলকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে যাকুব্২; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই আমি উপস্থিত আছি। [৩] তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার ঈশ্বর; তুমি মিসরে যাইতে ভয় করিও না; কেননা আমি সেই স্থানে তোমাকে বৃহৎ জাতি করিব। [৪] আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে যাইব; এবং আমিই তথাহইতে তোমাকে প্রত্যাগমনও করাইব, এবং যুষফ্ আপন হস্তে তোমার চক্ষু নিমীলন করিবে।

[৫] পরে যাকুব বেরশেবাহইতে যাত্রা করিলে ইস্রায়েলের বহনার্থে ফিরৌণের প্রেরিত শকটে তাহার পুত্রগণ আপনাদের পিতা যাকুবকে এবং বালক ও স্ত্রীগণকে লইয়া গেল। [৬] পরে তাহারা অর্থাৎ যাকুব ও তাহার তাবৎ বংশ আপনাদের পশুগণ ও কিনান্‌দেশে উপার্জ্জিত সকল সম্পত্তি লইয়া মিসরদেশে উত্তরিল। [৭] এই রূপে যাকুব আপন পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী প্রভৃতি সমস্ত বংশকে মিসরদেশে লইয়া গেল।

[৮] মিসরে আগত ইস্রায়েল্ বংশের অর্থাৎ যাকুব ও তাহার সন্তানদের নাম। যাকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন্।

[৯] রূবেণের পুত্র হনোক্ ও পল্লু ও হিষ্রোন্ ও কার্ম্ম।

[১০] শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল্ ও যামীন্ ও ওহদ্ ও যাখীন্ ও সোহর ও তাহার কিনানীয়া স্ত্রীজাত পুত্র শৌল।

[১১] লেবির পুত্র গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি।

[১২] যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্ ও শেলা ও পেরস্ ও সেরহ। কিন্তু এর্ ও ওনন্ কিনানদেশে মরিয়াছিল। এবং পেরসের পুত্র হিষ্রোন্ ও হামূল্।

[১৩] ইষাখরের পুত্র তোলয় ও পূয় ও যোব ও শিম্রোন্।

[১৪] সিবূলূনের পুত্র সেরদ্ ও এলোন্ ও যহলেল্। [১৫] ইহারা এবং দীণা কন্যা পদ্দন্-অরামে যাকুবহইতে জাত লেয়ার বংশ। ইহারা পুত্র কন্যাতে তেত্রিশ জন ছিল।

[১৬] গাদের পুত্র সিফোন্ ও হগি ও শূনী ও ইষ্‌বোন্ ও এরি ও অরোদী ও অরেলী।

[১৭] আশেরের পুত্র যিম্না ও যিশ্‌বা ও যিশ্‌বি ও বিরিয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। এবং বিরিয়ের পুত্র হেবর্ ও মল্কীয়েল্। [১৮] লাবন্ আপন কন্যা লেয়াকে যে সিল্পা নাম্নী দাসীকে দিয়াছিল, তাহারি গর্ব্ভে যাকুবের ঔরসজাত এই ষোল প্রাণী।

[১৯] যাকুবের ভার্য্যা রাহেলের পুত্র যুষফ্ ও বিন্যামীন। [২০] মিসরদেশস্থ ওন্ নগরের পোটীফেরঃ যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যার গর্ব্ভে সেই যুষফের ঔরসে মিনশি ও ইফ্রয়িম্ জন্মিয়াছিল।

[২১] বিন্যামীনের পুত্র বেলা ও বেখর ও অস্‌বেল্ ও গেরা ও নামন্ ও এহী ও রোশ্ ও মুপ্‌পীম্ ও হুপ্‌পীম্ ও অর্দ। [২২] এই চৌদ্দ জন যাকুবের ঔরসজাত রাহেলের বংশ।

[২৩] দানের পুত্র হূশীম্।

[২৪] নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল্ ও গূনি ও যেৎসর্ ও শিল্লেম্। [২৫] লাবন্ আপন কন্যা রাহেলকে যে বিল্‌হা নাম্নী দাসীকে দিয়াছিল, তাহারি গর্ব্ভে যাকুবের ঔরসজাত এই সপ্ত জন।

[২৬] পুত্রবধূ ব্যতিরেকে যাকুবের ঔরসজাত সন্তান ছেষট্টি জন তাহার সহিত মিসরদেশে গমন করিল। [২৭] মিসরে যুষফের যে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের সহিত মিসরে গত যাকুবের বংশ সর্ব্বশুদ্ধ সত্তরি জন ছিল।

[২৮] পরে গোশন্‌প্রদেশে সাক্ষাৎ হওনার্থে যুষফকে আনিবার নিমিত্তে যাকুব তাহার নিকটে আপন অগ্রে [illegible] পাঠাইল; তাহাতে তাহারা গোশন্ প্রদেশে উত্তরিলে [২৯] যুষফ্ আপন রথ সাজাইয়া গোশন্ প্রদেশে আপন পিতা ইস্রায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; পরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার পিতা তাহার গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিল। [৩০] তখন ইস্রায়েল্ যুষফকে কহিল, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব, কেননা তোমার মুখ দেখিয়া জানিলাম,

তুমি অদ্যাপি জীবৎ আছ। [৩১] পরে যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে ও পিতার পরিবারকে কহিল, আমি গিয়া ফিরৌণকে সমাচার দিয়া কহিব, আমার ভ্রাতৃগণ ও পিতার সমস্ত পরিবার কিনান্ দেশহইতে আমার নিকটে আসিয়াছে। [৩২] তাহারা পশুপালক ও পশুব্যবসায়ী, এ কারণ আপনাদের গোমেষাদি পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব আনিয়াছে। [৩৩] তাহাতে ফিরৌন্ তোমাদিগকে ডাকিয়া, তোমাদের কি ব্যবসায়? এ কথা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তখন তোমরা কহিবা, [৩৪] আপনকার এই দাসগণ বাল্যাবধি অদ্য পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষানুক্রমে পশুব্যবসায়ী, তাহাতে তোমরা গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে পাইবা; কেননা পশুপালক সকল মিস্রীয়দের কাছে ঘৃণাস্পদ আছে।

৪৭ অধ্যায়।

১ যূষফের পিতাকে ও পাঁচ ভ্রাতাকে ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাওন, ১৩ ও শস্যের নিমিত্তে লোকদের রৌপ্য ও পশু প্রভৃতি মূল্য দেওন, ২৩ ও ফলের পঞ্চম ভাগের নিমিত্তে বীজ দেওন, ২৭ ও যূষফকে যাকুবের শপথ করাওন।

[১] পরে যূষফ্ গিয়া ফিরৌণকে সমাচার দিয়া কহিল, আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কিনানদেশহইতে আপন গোমেষাদির পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে; এখন তাহারা গোশন্ প্রদেশে আছে। [২] এবং যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে পাঁচ জনকে লইয়া ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাইলে [৩] ফিরৌন্ তাহার সেই ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ব্যবসায় কি? তাহাতে তাহারা ফিরৌণকে কহিল, আপনকার এই দাসগণ পিতৃপুরুষানুক্রমে পশুপালক। [৪] তাহারা ফিরৌণকে আরো কহিল, আমরা এই দেশে প্রবাস করিতে আসিয়াছি, কেননা কিনানদেশে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে আপনকার এই দাসদের পশুপালের চরাণী হয় না; অতএব নিবেদন করি, আপনকার এই দাসদিগকে গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে দিউন। [৫] তাহাতে ফিরৌন্ যূষফকে আজ্ঞা করিল, তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার কাছে আসিয়াছে; [৬] দেখ, মিসরদেশ তোমার সম্মুখে আছে; দেশের উত্তম স্থানে আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে বাস করাও; তাহারা গোশনপ্রদেশে বাস করুক; এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে২ নিপুণ লোক বোধ হয়, তাহাদিগকে আমার পশুপালের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত কর। [৭] পরে যূষফ্ আপন পিতা যাকুবকে আনাইয়া ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাইল; তাহাতে যাকুব ফিরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিল। [৮] তখন ফিরৌন্ যাকুবকে জিজ্ঞাসিল, কত বৎসর তোমার বয়স হইয়াছে? [৯] যাকুব্ ফিরৌণকে কহিল, আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বৎসর হইয়াছে; আমার আয়ুর দিন অল্প ও ক্লেশজনক; আমার পূর্ব্বপুরুষদের প্রবাসকালের আয়ুর তুল্য নয়। [১০] পরে যাকুব্ ফিরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার সাক্ষাৎহইতে বিদায় হইল। [১১] তখন যূষফ্ ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে মিসরদেশের উত্তম অঞ্চলে অর্থাৎ রামিষেষ্ নামক প্রদেশে অধিকার দিয়া আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে বসতি করাইল। [১২] এবং যূষফ্ আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সমস্ত পিতৃপরিজনকে প্রত্যেকের পরিবারানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া প্রতিপালন করিল।

[১৩] তৎকালে সর্ব্বদেশে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হওয়াতে খাদ্য বস্তুর এমত অভাব হইল, যে মিসরদেশীয় ও কিনানীয় লোকেরা দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইতে লাগিল। [১৪] অপর লোকেরা যূষফের নিকটে যে শস্য ক্রয় করিল, তাহার মূল্যার্থে যূষফ্ মিসরদেশ ও কিনানদেশের তাবৎ রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরৌণের ভাণ্ডারে আনিল। [১৫] এই রূপে মিসরদেশে ও কিনানদেশে রূপার অভাব হইলে মিস্রীয় লোকেরা যূষফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দেও, আমাদের রূপার শেষ হওয়াতে আমরা কি তোমার সম্মুখে মরিব? [১৬] তাহাতে যূষফ্ কহিল, তোমাদের পশু দেও; যদি রূপার শেষ হইয়া থাকে, তবে পশুর পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে শস্য দিব। [১৭] তখন তাহারা যূষফের কাছে আপন২ পশু আনিলে যূষফ্ অশ্ব ও মেষপাল ও গোপাল ও গর্দ্দভাদি পরিবর্ত্ত লইয়া তাহাদিগকে শস্য দিতে লাগিল; এই রূপে যূষফ্ তাহাদের সমস্ত পশু লইয়া সেই বৎসর তাহাদিগকে খাদ্য দিল। [১৮] এবং সম্বৎসর পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা যূষফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা প্রভুহইতে কিছু গোপন করিব না; আমাদের তাবৎ রৌপ্য শেষ হইয়াছে, এবং পশুধনও প্রভুরই হইয়াছে; এখন আমাদের শরীর ও ভূমি ব্যতিরেকে প্রভুর সাক্ষাতে আর কিছুই নাই। [১৯] কিন্তু আমরা আপন২ ভূমির সহিত তোমার গোচরে কেন বিনষ্ট হইব? তুমি বরং খাদ্য শস্য দিয়া আমাদিগকে ও আমাদের তাবৎ ভূমি ক্রয় করিয়া লও; আমরা আপন২ ভূমির সহিত ফিরৌণের দাস হইব; পরে আমাদিগকে বীজ দেও; তাহাতে বাঁচিব; নতুবা আমরা মরিব, এবং ভূমিও নষ্ট হইবে। [২০] এই রূপে দুর্ভিক্ষ তাহাদের অতি অসহ্য হইলে মিস্রিরা প্রত্যেকে আ-

পন২ ভূমি বিক্রয় করিল। তাহাতে যূষফ্ ফিরৌণের নিমিত্তে মিসরদেশীয় তাবৎ ভূমি ক্রয় করিল; অতএব সকল ভূমিতে ফিরৌণের অধিকার হইল। [২১] তাহাতে সে মিসরের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নগরে২ প্রবাস করাইল। [২২] কেবল যাজকদের ভূমি ক্রয় করিল না, কারণ ফিরৌন্ যাজকদিগকে বৃত্তি দিত, অতএব ফিরৌণের দত্ত বৃত্তিদ্বারা তাহাদের নির্ব্বাহ হওয়াতে তাহারা আপন২ ভূমি বিক্রয় করিল না।

[২৩] পরে যূষফ্ প্রজাগণকে কহিল, দেখ, আমি ফিরৌণের নিমিত্তে তোমাদিগকে ও তোমাদের ভূমি সকল ক্রয় করিলাম। [২৪] এখন এই বীজ লইয়া ভূমিতে বপন কর; তাহাতে যাহা২ উৎপন্ন হইবে, তাহার পঞ্চমাংশ ফিরৌণকে দিবা, অন্য চারি অংশ ভূমির বীজ ও আপনাদের ও পরিজনদের ও বালকগণের খাদ্যের নিমিত্তে তোমাদেরই থাকিবে। [২৫] তাহাতে তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন; আপনকার কৃপাদৃষ্টি হইলে আমরা ফিরৌণের দাস হইব। [২৬] তাবৎ ভূমির পঞ্চমাংশ ফিরৌন্ পাইবে, যূষফের স্থাপিত এই ব্যবস্থা সমস্ত মিসরদেশে অদ্যাবধি চলিতেছে। কেবল যাজকদের ভূমিতে ফিরৌণের অধিকার হয় নাই।

[২৭] অপর ইস্রায়েল্ মিসরদেশের গোশন অঞ্চলে বাস করিল, এবং তথায় অধিকার পাইয়া ক্রমে২ বর্দ্ধিষ্ণু ও অতি বৃহদ্গোষ্ঠী হইল। [২৮] মিসরদেশে যাকুব্ সতের বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিল; তাহাতে তাহার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতচল্লিশ বৎসর হইল। [২৯] পরে ইস্রায়েল আপন মরণদিন নিকটস্থ জানিয়া আপন পুত্র যূষফকে ডাকাইয়া কহিল, আমি যদি তোমার সাক্ষাতে অনুগৃহীত হইলাম, তবে বিনয় করি, তুমি আমার জংঘাতে হস্ত দিয়া আমার প্রতি দয়া ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ কর, অর্থাৎ এই মিসরদেশে আমাকে কবর দিও না। [৩০] আমি আপন পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে কবরশায়ী হইতে চাহি; অতএব তুমি আমাকে এই মিসরহইতে লইয়া গিয়া তাহাদের কবরস্থানে শয়ন করাইবা। তাহাতে যূষফ্ কহিল, তোমার আজ্ঞানুসারেই করিব। [৩১] তথাপি যাকুব্ যূষফকে দিব্য করিতে কহিলে যূষফ্ তাহার নিকটে দিব্য করিল। তখন ইস্রায়েল্ শয্যার শিয়রের দিগে প্রণাম করিল।

৪৮ অধ্যায়।

১ পীড়িত যাকুবের সহিত যূষফ্ ও তাহার দুই পুত্রের সাক্ষাৎ করণ ও তাহাদের প্রতি যাকুবের কথা, ৮ ও যূষফের দুই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কনিষ্ঠকে প্রধান করণ, ১৫ ও যূষফের সহিত তাহার কথোপকথন।

[১] ঐ সকল ঘটনা হইলে পর, দেখ, তোমার পিতা পীড়িত আছে, এই সংবাদ কেহ যূষফকে কহিলে সে আপনার দুই পুত্র মিনশি ও ইফ্রয়িমকে সঙ্গে লইয়া গেল। [২] তখন কেহ যাকুবকে কহিল, দেখ, তোমার পুত্র যূষফ্ আইল; তাহাতে ইস্রায়েল্ আপনাকে সবল করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, [৩] এবং যূষফকে কহিল, কিনানদেশের লূস্ নগরে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহা কহিয়াছিলেন, দেখ, আমি তোমাকে ফলবন্ত ও বহুগোষ্ঠীক করিব, ও তোমাহইতে লোকসমূহ উৎপন্ন করিব, এবং তোমার ভাবিবংশকে চিরস্থায়ি অধিকারার্থে এই দেশ দিব। [৫] অতএব মিসরে আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার যে দুই পুত্র হল, তাহারা আমার হইবে, অর্থাৎ রূবেন্ ও শিমিয়োনের ন্যায় ইফ্রয়িম ও মিনশি হইবে; [৬] কিন্তু ইহাদের পরে জাত তোমার যে২ সন্তান, তাহারা তোমার হইবে, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নামে আপন২ অধিকারে বিখ্যাত হইবে। [৭] কেননা পদ্দন্-অরামহইতে আগমন সময়ে আমি কিনানদেশের ইফ্রাথাহইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে রাহেল্ পথেই আমার নিকটে মরিল; তাহাতে আমি তথায় ইফ্রাথার অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথের পার্শ্বে তাহার কবর দিলাম।

[৮] পরে ইস্রায়েল্ যূষফের পুত্রদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা কে? [৯] তাহাতে যূষফ্ পিতাকে কহিল, ইহারা এই দেশে ঈশ্বরকর্ত্তৃক দত্ত আমার পুত্র। তখন ইস্রায়েল্ কহিল, বিনয় করি, ইহাদিগকে আমার কাছে আন, আমি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। [১০] কিন্তু ইস্রায়েল্ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না, অতএব তাহাদিগকে নিকটে আনিলে সে তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিল। [১১] এবং ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, আমি তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না, ইহা ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমাকে তোমার বংশও দেখাইলেন। [১২] তখন যূষফ্ জানুদ্বয়ের মধ্যহইতে তাহাদিগকে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। [১৩] পরে যূষফ্ দুই জনকে পিতার নিকটে লইয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা ইস্রায়েলের বামদিগে ইফ্রয়িমকে, ও বাম হস্তদ্বারা ইস্রায়েলের দক্ষিণদিগে মিনশিকে ধরিয়া উপস্থিত করিল। [১৪] তাহাতে ইস্রায়েল দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকোপরি দিল, এবং জ্যেষ্ঠ মিনশির মস্তকোপরি বাম হস্ত দিল।

এ তাহার স্বেচ্ছাকৃত বাহুচালন; নতুবা মিনশি প্রথমজাত ছিল।

[১৫] পরে সে যূষফকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইস্‌হাক্ যে ঈশ্বরের সহগামী ছিল, ও যে ঈশ্বর অদ্যাবধি আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতেছেন, [১৬] এবং যে দূত সমস্ত আপদহইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এই বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাদের দ্বারা আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ও ইস্‌হাকের নাম থাকুক, এবং ইহারা দেশেতে বহুগোষ্ঠীক হউক। [১৭] তখন ইফ্রয়িমের মস্তকে পিতার দক্ষিণ হস্ত দেখিয়া যূষফ্ অসন্তুষ্ট হইল, অতএব সে ইফ্রয়িমের মস্তকহইতে মিনশির মস্তকে স্থাপনার্থে পিতার হস্ত তুলিয়া [১৮] কহিল, হে পিতঃ, এমন নয়, এই জন জ্যেষ্ঠ, ইহারই মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিউন। [১৯] কিন্তু তাহার পিতা অসম্মত হইয়া কহিল, হে পুত্র, তাহা আমি জানি, আমি জানি; সেও এক জাতি হইবে, এবং মহান্‌ও হইবে, কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা অপেক্ষাও মহান্ হইবে, ও ইহার বংশ বহুগোষ্ঠীক হইবে। [২০] সেই দিনে সে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ বংশ আশীর্ব্বাদ করণের সময়ে তোমাদের নাম করিয়া কহিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রয়িমের ও মিনশির তুল্য করুন। [২১] এই রূপে সে মিনশিহইতে ইফ্রিয়িমকে অগ্রগণ্য করিল। অপর ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, দেখ, আমি মরিতেছি; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইয়া তোমাদিগকে পুনর্ব্বার পৈতৃক দেশে লইয়া যাইবেন। [২২] আমি আপন খড়্গ ও ধনুর দ্বারা ইমোরীয়দের হস্তহইতে যে অংশ পাইয়াছি, তোমার ভ্রাতৃগণহইতে সেই অধিক অংশ তোমাকে দিলাম।

৪৯ অধ্যায়।

১ যাকূবের সকল পুত্রকে ডাকিয়া একত্র করণ, ৩ ও প্রত্যেক জনের বিষয়ে তাহার কথা ও ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৯ ও আপন কবরের বিষয়ে আদেশ করিয়া তাহার প্রাণত্যাগ করণ।

[১] অনন্তর যাকূব্ আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা একত্র হও, শেষকালে তোমাদের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাদিগকে কহি। [২] হে যাকূবের পুত্রগণ, একত্র হইয়া শুন, ও তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের কথায় মনোযোগ কর।

[৩] হে রূবেন্, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তুমি আমার বল ও শক্তির প্রথম ফলস্বরূপ, এবং মহিমার ও পরাক্রমের প্রাধান্য বিশিষ্ট। [৪] তুমি উচ্চণ্ড জলস্বরূপ, তোমার প্রাধান্য থাকিবে না; কেননা তুমি আপন পিতার শয্যাতে গিয়াছিলা; তৎকালে আমার শয্যায় যাওয়াতে তুমি তাহা অশুচি করিলা।

[৫] শিমিয়োন্ ও লেবি দুই সহোদর; তাহাদের খড়্গ নির্দ্দয় অস্ত্র। [৬] তাহাদের যুক্তিতে আমার মন না যাউক, ও তাহাদের সভার সহিত আমার সম্ভ্রমের মিলন না হউক; কেননা তাহারা ক্রোধেতে নরহত্যা, এবং স্বেচ্ছাতে বৃষভের শিরার ছেদন করিল। [৭] তাহাদের ক্রোধ অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা প্রচণ্ড; এবং তাহাদের কোপ অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা নিষ্ঠুর ছিল; আমি যাকূবীয়দের মধ্যে তাহাদিগকে বিভাগ করিব, ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব।

[৮] হে যিহূদা, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার প্রশংসা করিবে, ও তোমার হস্ত শত্রুগণের গ্রীবা ধরিবে; তোমার পিতৃসন্তানগণ তোমাকে প্রণাম করিবে। [৯] যিহূদা সিংহশাবকের তুল্য; হে বৎস, তুমি ধৃত মৃগকে ভোজন করিয়া উঠিবা। কেশরির কিম্বা সিংহীর ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিলে কে তাহাকে জাগাইবে? [১০] যাঁহার নিকটে লোকদের সমাগম হইবে, সেই শীলোর (সান্ত্বনাকারির) আগমন যাবৎ না হয়, তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচারাধ্যক্ষতা যাইবে না। [১১] সে দ্রাক্ষালতার নিকটে গর্দ্দভকে, ও উত্তম দ্রাক্ষালতার নিকটে খরশাবককে বাঁধিবে, এবং দ্রাক্ষারসেতে উত্তরীয় বস্ত্র ও দ্রাক্ষার রক্তেতে পরিধেয় বস্ত্র রঙ্গাইবে। [১২] তাহার চক্ষু মদ্যেতে রক্তবর্ণ, এবং দন্ত দুগ্ধেতে শ্বেতবর্ণ হইবে।

[১৩] সিবূলূন সমুদ্রতীরে বাস করিবে, ও জাহাজের আশ্রয় সমুদ্রতীরে তাহার বাস হইবে, এবং সীদোন্ পর্য্যন্ত তাহার অধিকারের সীমা হইবে।

[১৪] ইষাখর্ খোঁয়াড়ের মধ্যে শয়নকারি বলবান্ গর্দ্দভের সদৃশ। [১৫] সে বিশ্রামকে উত্তম ও দেশকে রম্য বুঝিয়া ভার বহিতে স্কন্ধ নমন করিয়া করাধীন দাস হইবে।

[১৬] দান ইস্রায়েলের অন্য গোষ্ঠীদের তুল্য হইয়া আপন লোকদের বিচার করিবে। [১৭] দান পথে স্থিত সর্প ও মার্গে গুপ্ত বিষধরস্বরূপ; সে ঘোটকের পদে দংশন করিলে তদারূঢ় ব্যক্তি পশ্চাতে পতিত হইবে।

[১৮] হে পরমেশ্বর, আমি তোমাদ্বারা পরিত্রাণের অপেক্ষাতে আছি।

[১৯] সৈন্যদল গাদকে ব্যাকুল করিবে; কিন্তু সে পশ্চাৎ তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবে।

[২০] আশেরহইতে অতি উত্তম খাদ্য জন্মিবে; সে রাজার উপাদেয় ভক্ষ্য যোগাইয়া দিবে।
[২১] নপ্তালি দীর্ঘাঙ্গী হরিণীস্বরূপ; সে মনোহর বাক্য কহিবে।
[২২] যূষফ্ ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ; সে জলপ্রবাহের পার্শ্বস্থিত ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ; তাহার শাখা সকল প্রাচীর অতিক্রম করে। [২৩] ধনুর্দ্ধরেরা ক্লেশ দিয়া বাণাঘাত করিয়া তাহার বিদ্রোহ করিয়াছিল; [২৪] কিন্তু ইস্রায়েলের পালক ও মূলপ্রস্তরস্বরূপ ও যাকুবের শক্তিমান্ তাহার ধনুক সবল থাকিল, ও তাহার বাহু ও কর বলবান্ থাকিল। [২৫] তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের সাহায্যে ও সর্ব্বশক্তিমানের আশীর্ব্বাদে উপরিস্থ আকাশহইতে যে মঙ্গল হয়, এবং নীচস্থ গভীর সমুদ্রহইতে যে মঙ্গল হয়, এবং স্তনহইতে ও গর্ভহইতে যে মঙ্গল হয়, সে সকলি তোমাতে বর্ত্তিবে। [২৬] আমার পূর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ফলজনক; সে চিরস্থায়ি পর্ব্বতের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে, ও যূষফের মস্তকে, অর্থাৎ আপন ভ্রাতৃকর্তৃক দূরীকৃত যে ব্যক্তি, তাহার মস্তকাগ্রেই বাহুল্য রূপে বর্ত্তিবে।
[২৭] বিন্যামীন্ প্রাতঃকালে মৃগভক্ষণকারি ও সন্ধ্যাতে শিকার বণ্টনকারি বিদারক নেকড়িয়ার তুল্য হইবে।
[২৮] ইহারা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ; ইহাদের পিতা আশীর্ব্বাদকরণ সময়ে এই কথা কহিয়া ইহাদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ ২ আশীর্ব্বাদ করিল।
[২৯] পরে যাকুব্ তাহাদিগকে কহিল, আমি আপন লোকদের সহিত সংগৃহীত হইব। [৩০] অতএব ইব্রাহীম্ কবরস্থান অধিকারার্থে কিনানদেশে মম্রির পূর্ব্বস্থিত যে মক্‌পেলা ক্ষেত্র হিত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কিনিয়াছিল, সেই হিত্তীয় ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত গুহাতে পিতৃলোকদের নিকটে আমার কবর দিও। [৩১] সেই স্থানে ইব্রাহীমের ও তাহার ভার্য্যা সারার এবং ইস্‌হাকের ও তাহার ভার্য্যা রিব্‌কার কবর হইয়াছে, এবং সেই স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়াছি; [৩২] কেননা সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থ গুহা হিত্তীয় সন্তানদের কাছে ক্রীত হইয়াছে। [৩৩] এই রূপে আপন পুত্রদিগকে আজ্ঞা করণের সমাপ্তি করিলে পর যাকুব শয্যাতে দুই চরণ একত্র করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল।

৫০ অধ্যায়।

১ যাকুবের জন্যে শোক করণ, ৭ ও যাকুবের কবর দিতে যাওন, ১৫ ও যূষফের ভ্রাতৃগণকে সান্ত্বনা করণ, ২২ ও যূষফের বংশের কথা ও শেষ আজ্ঞা ও মৃত্যু।

[১] তখন যূষফ্ আপন পিতার মুখে মুখ দিয়া রোদন করিয়া চুম্বন করিল। [২] এবং যূষফ্ আপন পিতার দেহ বণিক্ দ্রব্যেতে অক্ষয় করিতে আপন ভৃত্য চিকিৎসকগণকে আজ্ঞা করিল, তাহাতে চিকিৎসকেরা ইস্রায়েলের দেহ বণিক্ দ্রব্যযুক্ত করিল। [৩] সেই কর্ম্ম করিতে চল্লিশ দিবস লাগিলে তাহারা তাহাতে চল্লিশ দিন যাপন করিল; মিস্রীয় লোকেরাও তাহার নিমিত্তে সত্তর দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। [৪] শোকের দিন উত্তীর্ণ হইলে যূষফ্ ফিরৌণের পরিজনকে কহিল, যদি আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ থাকে, তবে ফিরৌণের কর্ণগোচরে এই কথা কহ; [৫] আমার পিতা আমাকে দিব্য করাইয়া কহিয়াছেন, দেখ, আমি মরিলে কিনানদেশে আপনার জন্যে যে কবর খনন করিয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে রাখিও; অতএব এখন আমাকে যাইতে দেও; আমি পিতাকে কবর দিয়া পুনর্ব্বার আসিব। [৬] তাহাতে ফিরৌন্ কহিল, যাও, তোমার পিতা তোমাকে যে দিব্য করাইয়াছে, তুমি তদনুসারে তাহার কবর দেও।
[৭] তখন যূষফ্ আপন পিতার কবর দিতে যাত্রা করিল; তাহাতে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ফিরৌণের ভৃত্যগণ ও মিসরদেশীয় অধ্যক্ষগণ [৮] এবং যূষফের সকল পরিবার ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও তাহার পিতৃগৃহের পরিবার তাহার সঙ্গে গমন করিল; গোশন্ প্রদেশে কেবল তাহাদের বালকগণ ও মেষপাল ও গোপাল থাকিল। [৯] তাহার সহিত রথ ও অশ্বারূঢ়গণ গমন করিল; তাহাতে অতিশয় সমারোহ হইল। [১০] পরে তাহারা যর্দ্দন নদী পারস্থ আটদের শস্যমর্দ্দনস্থানে উপস্থিত হইলে তথায় মহাবিলাপ করিয়া রোদন করিল; যূষফ্ সেই স্থানে পিতার উদ্দেশে সাত দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। [১১] আটদের শস্যমর্দ্দনস্থানে তাহাদের এরূপ শোক দেখিয়া সেই দেশ নিবাসি কিনানীয় লোকেরা কহিল, মিস্রীয়দের এ অতি দারুণ শোক; এই নিমিত্তে যর্দ্দন্ পারস্থ সেই স্থান আবেল্ মিসর (মিস্রীয়দের শোক) নামে বিখ্যাত হইল। [১২] পরে যাকুব্ আপন পুত্রগণকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহারা তদনুসারে কর্ম্ম করিল। [১৩] ফলতঃ তাহার পুত্রগণ তাহাকে কিনানদেশে লইয়া গিয়া হিত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কবরস্থানার্থে ইব্রাহীমের ক্রীত মম্রির পূর্ব্বস্থ যে ক্ষেত্র, সেই মক্‌পেলা ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তি গুহাতে তাহার কবর দিল। [১৪] তাহার পিতার কবর হইলে পর যূষফ্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি যত লোক তাহার পিতার কবর

দিতে তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, সকলে মিসরদেশে প্রত্যাগমন করিল। [১৫] অপর আপনাদের পিতা মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া যূষফের ভ্রাতৃগণ কহিল, যূষফ্ যদি আমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে আমরা তাহার যে সকল অনিষ্ট করিয়াছি, তাহার প্রতিফল আমাদিগকে দিবে। [১৬] অতএব তাহারা যূষফের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন, [১৭] তোমরা যূষফকে এই কথা কহিও, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার প্রতি অনিষ্টাচার করিয়াছে; কিন্তু তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সেই দোষ ও অপরাধ ক্ষমা করিও; অতএব আমরা বিনয় করি, তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের এই দাসদের দোষ ক্ষমা কর। তাহাদের এই কথা কথনেতে যূষফ্ রোদন করিতে লাগিল। [১৮] পরে তাহার ভ্রাতৃগণ আপনারা তাহার অগ্রে গিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার দাস। [১৯] তাহাতে যূষফ্ তাহাদিগকে কহিল, ভয় করিও না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? [২০] তোমরা আমার বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করিয়াছিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা সুপরামর্শ করিলেন; ফলতঃ এখন যেরূপ দেখিতেছ, এই রূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। [২১] তোমরা এখন ভীত হইও না, আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে প্রতিপালন করিব। এই রূপে মিষ্ট কথা কহিয়া সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিল।

[২২] পরে যূষফ্ ও তাহার পিতৃপরিবার মিসরদেশে বাস করিয়া থাকিল; এবং যূষফ্ এক শত দশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া [২৩] ইফ্রয়িমের পৌত্র পর্য্যন্ত দেখিল; এবং মিনশির মাখীর্ নামক পুত্রের সন্তানদিগকেও ক্রোড়ে করিল। [২৪] পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি মরিতেছি, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অবশ্য কৃপাদৃষ্টি করিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্‌হাকের ও যাকূবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমাদিগকে এই দেশহইতে লইয়া যাইবেন। [২৫] তাহাতে যূষফ্ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই দিব্য করাইয়া কহিল, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অবশ্য কৃপাদৃষ্টি করিবেন, তৎকালে তোমরা এ স্থানহইতে আমার অস্থি লইয়া যাইবা। [২৬] অপর যূষফ্ এক শত দশ বৎসর বয়সে মরিল; তাহাতে তাহারা তাহার দেহ বণিক্ দ্রব্যেতে অক্ষয় করিয়া মিসরদেশে এক কাষ্ঠাধারের মধ্যে রাখিল।

যাত্রাপুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত দ্বিতীয়

১ অধ্যায়।

যূষফ্ ও তাহার ভ্রাতৃগণের মরণের পর তাহাদের বংশবৃদ্ধি হওন, ৮ ও ফিরৌণদ্বারা তাহাদের প্রতি উপদ্রব, ১৫ ও তাহাদের প্রতি ধাত্রীদের দয়া, ২২ ও তাহাদের পুত্রগণের বধ।

[১] ইস্রায়েলের যে পুত্রগণ প্রত্যেকে আপন ২ পরিজন লইয়া যাকূবের সহিত মিসরদেশে আসিয়াছিল, তাহাদের নাম [২] রূবেন্ ও শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা, [৩] ও ইষাখর্ ও সিবূলূন্ ও বিন্যামীন্, [৪] ও দান্ ও নপ্তালি ও গাদ্ ও আশের। [৫] সর্ব্বলক্ষ যাকূবের বংশ সত্তর জন ছিল; কিন্তু যূষফ্ পূর্ব্বেই মিসরে ছিল। [৬] পরে যূষফ্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও তাৎকালিক সমস্ত লোক মরিল। [৭] তথাপি ইস্রায়েলের বংশ বহুপ্রজ ও বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুগোষ্ঠীক হইয়া অতিশয় প্রবল হইল, এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল।

[৮] পরে যূষফকে জ্ঞাত ছিল না, এমত এক নূতন রাজা মিসরদেশের রাজত্ব পাইল। [৯] সে আপন লোকদিগকে কহিল, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল বংশ অধিক বলবান ও বহুসংখ্যক। [১০] আইস, আমরা তাহাদের সহিত সাবধানে ব্যবহার করি, পাছে তাহারা আরো বর্দ্ধিষ্ণু হয়, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুপক্ষ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিম্বা এ দেশহইতে প্রস্থান করে। [১১] পরে তাহারা ভার বহনদ্বারা তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে তাহাদের উপরে কার্য্যশাসকদিগকে নিযুক্ত করিল, এবং তাহাদের দ্বারা ফিরৌণের নিমিত্তে ভাণ্ডারের নগর অর্থাৎ পিথোম্ ও রামিষেষ্ গাঁথাইল।

[১২] কিন্তু ইস্রায়েল বংশ তাহাদের দ্বারা যত ক্লেশ পাইল, তত বৃদ্ধি ও উন্নতি পাইতে লাগিল; অতএব ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হওয়াতে [১৩] মিস্রীয় লোকেরা নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক তাহাদিগকে দাস্যকর্ম্ম করাইয়া [১৪] কর্দ্দম ও ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কর্ম্ম প্রভৃতি কঠিন দাস্যকর্ম্মদ্বারা তাহাদের প্রাণ বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা তাহাদের দ্বারা যে২ দাস্যকর্ম্ম করাইত, সে সমস্ত অতিশয় নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক করাইত।

[১৫] পরে মিস্রীয় রাজা ইব্রীয় বংশের শিফ্রা নামে ও পূয়া নামে ধাত্রীদিগকে ডাকিয়া [১৬] এই কথা কহিল, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীদের ধাত্রীকার্য্য করিবা, তৎকালে তাহাদের সন্তানগণের কোষ দেখিবা; তাহাতে যদি পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহাকে বধ করিবা; আর যদি কন্যা হয়, তবে তাহাকে জীবৎ রাখিবা। [১৭] কিন্তু ঐ ধাত্রীরা ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিয়া মিস্রীয় রাজার আজ্ঞানুসারে না করিয়া পুত্রসন্তানগণকে জীবৎ রাখিতে লাগিল। [১৮] অতএব মিসরের রাজা সেই ধাত্রীদিগকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা এমত কর্ম্ম কেন করিতেছ? পুত্রসন্তানগণকে কেন জীবৎ রাখিতেছ? [১৯] তাহাতে ধাত্রীরা ফিরৌণকে উত্তর করিল, ইব্রীয়দের স্ত্রীগণ মিস্রীয়দের স্ত্রীদের ন্যায় নহে; তাহারা বলবতী, তাহাদের কাছে ধাত্রীর আগমনের পূর্ব্বেই তাহারা প্রসব করে। [২০] অতএব ঈশ্বর ঐ ধাত্রীদের মঙ্গল করিলেন; তাহাতে লোকেরা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় বলবান হইল। [২১] সেই ধাত্রীদিগের ঈশ্বরেতে ভয় করণ প্রযুক্ত তিনি তাহাদেরও বংশ বৃদ্ধি করিলেন।

[২২] পরে ফিরৌন্ আপনার সকল লোককে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা নবজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিবা, কিন্তু প্রত্যেক কন্যাকে জীবৎ রাখিবা।

২ অধ্যায়।

১ মূসার জন্মের এবং নদীর নিকটে পেটরাতে থাকনের বিবরণ, ৫ ও ফিরৌণের কন্যাদ্বারা গৃহীত হওন, ১১ ও মূসাকর্ত্তৃক এক মিস্রীয় লোকের বধ, ১৫ ও ফিরৌণের ক্রোধ প্রযুক্ত মিদিয়নদেশে পলায়ন করণ, ২৩ ও ইস্রায়েল লোকদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

[১] অনন্তর লেবি বংশজাত এক মনুষ্য লেবি বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করিলে [২] সে স্ত্রী গর্ভ্ভ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিল, এবং বালককে অতি সুন্দর দেখিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত তাহাকে গোপনে রাখিল। [৩] পরে আর গোপন করিতে না পারাতে সে এক নলনির্ম্মিত পেটরা লইয়া শিলাজতু ও আলকাতরা লেপন করিয়া তাহার মধ্যে ঐ বালককে রাখিয়া নদীতীরস্থ নলবনে স্থাপন করিল। [৪] এবং তাহার কি দশা ঘটে, তাহা দেখিতে তাহার ভগিনী দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

[৫] পরে ফিরৌণের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আইলে তাহার দাসীগণ নদীতীরে বেড়াইতেছিল; ইতোমধ্যে সে নলবনে ঐ পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে পাঠাইয়া তাহা আনাইল। [৬] পরে পেটরা খুলিয়া সেই বালককে দেখিল, তৎকালে বালক ক্রন্দন করিতেছিল; তাহাতে সে দয়ান্বিতা হইয়া কহিল, এ ইব্রীয়দের এক বালক। [৭] তখন তাহার ভগিনী ফিরৌণের কন্যাকে কহিল, তোমার নিমিত্তে এই বালককে দুগ্ধপান করাইতে আমি যাইয়া কি দুগ্ধবতী এক ইব্রীয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিব? [৮] তাহাতে ফিরৌণের কন্যা কহিল, যাও। তখন সে কন্যা যাইয়া ঐ বালকের মাতাকে ডাকিয়া আনিল। [৯] তখন ফিরৌণের কন্যা তাহাকে কহিল, তুমি এই বালককে লইয়া আমার নিমিত্তে দুগ্ধপান করাও; আমি তোমার বেতন দিব। তাহাতে সে স্ত্রী বালককে লইয়া দুগ্ধপান করাইল। [১০] পরে বালক বড় হইলে সে তাহাকে লইয়া ফিরৌণের কন্যাকে দিল; তাহাতে বালক তাহারি পুত্র হইল; তখন সে তাহার নাম মূসা (আকর্ষিত) রাখিল, কেননা সে কহিল, আমি জলহইতে ইহাকে আকর্ষণ করিলাম।

[১১] কালক্রমে মূসা বড় হইয়া এক দিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে ভার বহনে ক্লিষ্ট দেখিল; বিশেষতঃ এক জন মিস্রী তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক ইব্রিকে মারিতেছে, ইহা দেখিল। [১২] অতএব সে এ দিগে ও দিগে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালুকামধ্যে পুঁতিয়া রাখিল। [১৩] অপর দ্বিতীয় দিবসে বাহিরে গেলে সে দুই জন ইব্রিকে পরস্পর বিরোধ করিতে দেখিয়া দোষি ব্যক্তিকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাকে কেন মারিতেছ? [১৪] তাহাতে সে কহিল, তোকে শাস্তা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুই যেমন সেই মিস্রীয় লোককে বধ করিলি, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহিস? তাহাতে মূসা ভীত হইয়া কহিল, ঐ কথা অবশ্য প্রকাশ হইয়াছে।

[১৫] পরে ফিরৌন্ ঐ কথা শুনিয়া মূসাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। অতএব মূসা ফিরৌণের সম্মুখহইতে পলায়ন করিয়া মিদিয়নদেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে বসিল। [১৬] অনন্তর মিদিয়নীয় যাজকের সাত কন্যা সেই স্থানে

আসিয়া পিতার মেষপালকে জল পান করাইতে জল তুলিয়া নিপান পরিপূর্ণ করিলে [১৭] মেষপালকেরা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিল, তাহাতে মুসা উঠিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়া তাহাদের মেষপালকে জল পান করাইল। [১৮] পরে তাহারা আপন পিতা রূয়েলের কাছে গেলে সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য তোমরা কি প্রকারে এত শীঘ্র আইলা? [১৯] তাহাতে তাহারা কহিল, এক জন মিস্রী মেষপালকদের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিল, এবং আমাদের নিমিত্তে যথেষ্ট জল তুলিয়া মেষপালকে জল পান করাইল। [২০] তখন সে আপন কন্যাদিগকে কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? তোমরা তাহাকে কেন ছাড়িয়া আইলা? তাহাকে ডাক; সে আমাদের সহিত ভোজন করুক। [২১] পরে মুসা ঐ মনুষ্যের সহিত বাস করিতে সম্মত হইল; তাহাতে সে অবশেষে মুসার সহিত আপন সিপ্পোরা কন্যার বিবাহ দিল। [২২] পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিলে মুসা তাহার নাম গের্শোম্ (এই স্থানে প্রবাসী) রাখিল, কেননা সে কহিল, আমি বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি।

[২৩] অনেক কাল পরে মিস্রীয় রাজার মৃত্যু হইল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ দাসত্ব প্রযুক্ত কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করিলে তাহাদের দাসত্ব-জন্য আর্ত্তনাদ ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইল। [২৪] তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের বিলাপ শুনিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকুবের সহিত কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করিয়া [২৫] ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ফলতঃ ঈশ্বর তাহাদের অবস্থা জানিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ প্রজ্বলিত ঝোপে মুসার নিকটে ঈশ্বরের দর্শন দেওন, ৭ ও মুসার প্রতি ঈশ্বরের কথা, ১১ ও ঈশ্বরের সহিত মুসার আলাপ।

[১] তৎকালাবধি মুসা আপন শ্বশুর যিথ্রো নামক মিদিয়নীয় যাজকের মেষপাল চরাইত; এক দিন সে প্রান্তরের পশ্চাদ্ভাগে মেষপাল লইয়া গিয়া হোরেব্ নামে ঈশ্বরীয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, [২] ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখাতে পরমেশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিলেন; তখন সে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে, তথাপি ঝোপ নষ্ট হয় না। [৩] অতএব মুসা কহিল, আমি এক পার্শ্বে যাইয়া এই মহা আশ্চর্য্য দেখিয়া ঝোপ কেন দগ্ধ হয় না, তাহা জানিব। [৪] কিন্তু পরমেশ্বর যখন দেখিবার জন্যে তাহাকে এক পার্শ্বে যাইতে দেখিলেন, তখন ঝোপের মধ্যহইতে ঈশ্বর তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে মুসা, হে মুসা; তাহাতে সে কহিল, এই আমি উপস্থিত আছি। [৫] তখন তিনি কহিলেন, এ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইও না, তোমার পদহইতে পাদুকা দূর কর; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র ভূমি। [৬] তিনি আরো কহিলেন, আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর। তাহাতে মুসা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হওয়াতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিল।

[৭] পরে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি মিসরে স্থিত আপন প্রজাদের ক্লেশ দেখিয়াছি, এবং কার্য্যশাসকদের সমক্ষে তাহাদের রোদনও শুনিয়াছি; আমি তাহাদের যন্ত্রণা জ্ঞাত আছি। [৮] অতএব মিস্রিদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে এবং এই দেশহইতে তাহাদিগকে উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশে, অর্থাৎ কিনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে লইয়া যাইতে নামিলাম। [৯] দেখ, ইস্রায়েল্ বংশের আর্ত্তস্বর আমার কর্ণগোচর হইল, এবং মিস্রিরা তাহাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করে, তাহা আমি দেখিলাম। [১০] অতএব এখন আইস, আমি তোমাকে ফিরৌণের নিকটে প্রেরণ করি, তুমি মিসরহইতে আমার প্রজা ইস্রায়েল্ বংশদিগকে বাহির করিবা।

[১১] তাহাতে মুসা ঈশ্বরকে কহিল, আমি কে, যে ফিরৌণের নিকটে যাই, ও মিসরদেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করি? [১২] তখন তিনি কহিলেন, আমি তোমার সহায় হইব; এবং আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তাহার এই চিহ্ন জানিবা, তুমি মিসরহইতে লোকসমূহকে বাহির করিয়া আনিলে তোমরা এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের ভজনা করিবা। [১৩] পরে মুসা ঈশ্বরকে কহিল, দেখ, আমি ইস্রায়েল্ বংশের নিকটে যাইয়া, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন, ইহা কহিব; কিন্তু তাঁহার নাম কি? এ কথা যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তবে কি উত্তর করিব? [১৪] তাহাতে ঈশ্বর মুসাকে কহিলেন, আমি যে আছি সেই আছি; আরো কহিলেন, ইস্রায়েল্ বংশকে ইহা কহিও, স্বয়ম্ভূ তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন। [১৫] ঈশ্বর মুসাকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহিও, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর যে যিহোবাঃ (স্বয়ম্ভূ) তিনি তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইলেন; আমার এই নাম নিত্যস্থায়ী,

এবং ইহাতে আমি পুরুষানুক্রমে স্মরণীয় হইব। [১৬] তুমি যাইয়া ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণকে একত্র করিয়া এই কথা কহ, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকুবের ঈশ্বর যিহোবাঃ আমাকে দর্শন দিয়া কহিলেন; আমি তোমাদিগের অবস্থা এবং মিসরদেশে তোমাদের প্রতি কৃত ব্যবহার দেখিলাম। [১৭] অতএব আমি মিসরের ক্লেশহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া কিনানীয়দের ও হিত্তীয়দের ও ইমোরীয়দের ও পিরিষীয়দের ও হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশে, অর্থাৎ দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে লইয়া যাইতে স্থির করিলাম। [১৮] তাহাতে তাহারা তোমার কথা শুনিবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনবর্গ মিসরের রাজার নিকটে যাইয়া এই কথা কহিবা, ইব্রিদের ঈশ্বর যিহোবাঃ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ অতএব বিনয় করি, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করণার্থে তিন দিনের পথ আমাদিগকে প্রান্তরে যাইবার অনুমতি দিউন। [১৯] কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, মিসরের রাজা তোমাদিগকে যাইতে দিবে না, বাহুবল দেখাইলেও দিবে না। [২০] কিন্তু আমি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া দেশের মধ্যে আমার কর্ত্তব্য আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা মিসরদেশকে আঘাত করিলে পরে সে তোমাদিগকে যাইতে দিবে। [২১] আর আমি মিস্রিদের সাক্ষাতে এই লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবা না; [২২] কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা আপন গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রূপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা আপন২ পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবা, এই রূপে মিস্রিদের দ্রব্য হরণ করিবা।

৪ অধ্যায়।

১ মূসার যষ্টির সর্প হওন, ৬ ও তাহার হস্তে কুষ্ঠ হওন, ১০ ও মূসা যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার সঙ্গে যাইতে হারোণের নিযুক্ত হওন, ১৮ ও মিদিয়নহইতে মূসার গমন, ২১ ও ফিরৌণের নিকটে বক্তব্য কথা, ২৪ ও মূসার পুত্রের ত্বক্ছেদ হওন, ২৭ ও মূসার সহিত হারোণের সাক্ষাৎ করণ, ২৯ ও ইস্রায়েল্ বংশের কাছে গিয়া ঈশ্বরের কথা প্রকাশ করণ।

[১] অপর মূসা উত্তর করিল, তাহারা আমাকে প্রত্যয় করিবে না, ও আমার কথাতে মনোযোগ করিবে না; কিন্তু তাহারা কহিবে, পরমেশ্বর তোমাকে দর্শন দেন নাই। [২] তখন পরমেশ্বর তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার হস্তে ও কি? সে কহিল, যষ্টি। [৩] তখন তিনি কহিলেন, তাহা ভূমিতে ফেল। অতএব সে ঐ যষ্টি ভূমিতে ফেলিলে তাহা সর্প হইল; তাহাতে মূসা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। [৪] তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হস্ত বিস্তার করিয়া ইহার লাঙ্গূল ধর; তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা ধরিলে তাহার হস্তে সে যষ্টি হইল। [৫] ইহাতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বর অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকুবের ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছেন, ইহা তাহারা প্রত্যয় করিবে।

[৬] অপর পরমেশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, তুমি আপন হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তাহাতে সে বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া আর বার বাহির করিলে তাহার হস্ত কুষ্ঠযুক্ত ও হিমবর্ণের ন্যায় হইল। [৭] পরে তিনি কহিলেন, তুমি পুনর্ব্বার আপন হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তাহাতে সে পুনর্ব্বার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া বাহির করিলে তাহা অন্য হস্তের ন্যায় প্রকৃতমাংস হইল। [৮] তাহারা যদি তোমাকে প্রত্যয় না করে, এবং তোমার ঐ প্রথম চিহ্নেতেও মনোযোগ না করে, তবে দ্বিতীয় চিহ্নেতে প্রত্যয় করিবে। [৯] এবং এই দুই চিহ্নেতেও যদি প্রত্যয় না করে, ও তোমার কথাতে মনোযোগ না করে, তবে নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ঢাল; তাহাতে তুমি নদীহইতে যে জল তুলিবা, তাহা শুষ্ক ভূমিতে রক্ত হইবে।

[১০] পরে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, হে আমার প্রভো, এ সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা আপন দাসের সহিত আপনকার আলাপ করণের পরেও আমি বাক্‌পটু নহি, বরং বাক্যেতে ধীর ও জড়জিহ্ব আছি। [১১] তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, মানুষের মুখ নির্ম্মাণকারী কে? এবং বোবা ও বধিরকে কিম্বা দর্শক ও অন্ধকে কে নির্ম্মাণ করে? আমি পরমেশ্বর কি তাহা করি না? [১২] অতএব তুমি যাও; আমি তোমার মুখে থাকিয়া বক্তব্য কথা তোমাকে শিখাইব তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো, আমি বিনয় করি, যাহাদ্বারা পাঠাইতে হয় তাহাদ্বারা পাঠাউন। [১৪] তাহাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি কহিলেন, লেবীয় হারোণ কি তোমার ভ্রাতা নহে? সে যে সুবক্তা, তাহা আমি জানি; সে তোমার সহিত মিলিতে আসিতেছে; তোমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইবে। [১৫] তুমি তাহাকে কহিবা, ও তাহার মুখে বাক্য দিবা; এবং আমি তোমার মুখে ও তাহার মুখে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমাদিগকে শিক্ষা

দিব। [১৬] তোমার পরিবর্ত্তে সে লোকদের কাছে বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে, ও তুমি তাহার ঈশ্বরস্বরূপ হইবা। [১৭] আর তুমি এই যষ্টি হস্তে কর, কেননা ইহাদ্বারা এই সকল চিহ্ন দেখাইবা।

[১৮] পরে মূসা আপন শ্বশুর যিথ্রোর নিকটে গমন করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, মিসরে স্থিত আমার ভ্রাতৃগণের নিকটে ফিরিয়া যাইতে, এবং তাহারা অদ্যাবধি জীবৎ আছে কি না, তাহা দেখিতে আমাকে বিদায় কর। তাহাতে যিথ্রো মূসাকে কহিল, কুশলে যাও। [১৯] আর পরমেশ্বর মিদিয়নে মূসাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মিসরে ফিরিয়া যাও; কেননা যে লোকেরা তোমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই মরিয়াছে। [২০] তখন মূসা আপন স্ত্রী ও পুত্রগণকে গর্দ্দভারোহণ করাইয়া মিসরদেশে ফিরিয়া গেল, এবং সে আপন হস্তে ঈশ্বরের সেই যষ্টি লইল।

[২১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি মিসরে ফিরিয়া যাইতে যাত্রা করিতেছ; অতএব সাবধান, আমি তোমার হস্তে যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে দিয়াছি, তাহা ফিরৌণের সাক্ষাতে করিবা; কিন্তু আমি তাহার অন্তঃকরণ কঠিন করিব; তাহাতে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে না। [২২] এবং তুমি ফিরৌণকে কহিবা, পরমেশ্বর কহেন, ইস্রায়েল্ আমার পুত্র, অর্থাৎ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রস্বরূপ। [২৩] অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, আমার সেবা করিতে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; দেখ, যদি তাহাকে ছাড়িতে অসম্মত হও, তবে আমি তোমার পুত্রকে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করিব।

[২৪] পরে পথে উত্তরণীয় গৃহে পরমেশ্বর তাহাকে পাইয়া বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। [২৫] তখন সিপ্পোরা এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া আপন পুত্রের ত্বক্‌চ্ছেদ করিয়া তাহা তাহার চরণের নিকটে ফেলিয়া কহিল, আমার পক্ষে তুমি রক্তপ্রিয় বর। [২৬] ফলতঃ ঈশ্বর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে স্ত্রী ত্বক্‌চ্ছেদ প্রযুক্ত তাহাকে কহিল, আমার পক্ষে তুমি রক্তপ্রিয় বর।

[২৭] পরে পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, তুমি মূসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে সে গিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাহাকে পাইয়া চুম্বন করিল। [২৮] তখন মূসা ঈশ্বরের নিরূপিত তাবৎ বাক্য ও তাঁহার আজ্ঞাপিত তাবৎ চিহ্ন হারোণকে জ্ঞাত করিল।

[২৯] পরে মূসা ও হারোণ যাইয়া ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনবর্গকে একত্র করিল। [৩০] অনন্তর হারোণ তাহাদিগকে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের উক্ত কথা সকল জ্ঞাত করিল, এবং লোকদের দৃষ্টিতে সেই সকল চিহ্ন প্রকাশ করিল। [৩১] তাহাতে লোকেরা প্রত্যয় করিল, এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদের দুঃখ দেখিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভজনা করিল।

৫ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের নিকটে মূসা ও হারোণের গমন, ও তাহাদের প্রতি ফিরৌণের কথা, ৬ ও লোকদিগকে অনেক কর্ম্মের ভার দেওন, ১০ ও তাহাদিগকে পলাল না দেওন, ও রাজার কাছে ইস্রায়েলীয় অধ্যক্ষদের কাকুক্তি. ২০ ও মূসা ও হারোণের প্রতি অনুযোগকথা, ও ঈশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন।

[১] পরে মূসা ও হারোণ প্রবেশ করিয়া ফিরৌণকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করণার্থে আমার লোকদিগকে ছাড়িয়া দেও। [২] তাহাতে ফিরৌন্ কহিল, পরমেশ্বর কে, যে তাহার কথা মানিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দিব? আমি পরমেশ্বরকে জানি না, এবং ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দিব না। [৩] তাহারা কহিল, ইব্রিদের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিলেন; অতএব আমরা বিনয় করি, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিতে তিন দিনের পথ আমাদিগকে প্রান্তরে যাইতে দেও; পাছে তিনি মহামারীতে কিম্বা খড়্গেতে আমাদিগকে সংহার করেন। [৪] তাহাতে মিস্রীয় রাজা তাহাদিগকে কহিল, হে মূসা ও হারোণ, তোমরা লোকদিগকে কেন কার্য্যহইতে নিবৃত্ত কর? তোমাদের ভার বহন কর্ম্মে যাও। [৫] ফিরৌন্ আরো কহিল, দেখ, এ দেশে এই লোক এখন অনেক, এবং তোমরা তাহাদিগকে ভারবহনহইতে নিবৃত্ত করিতেছ।

[৬] অপর ফিরৌন্ সেই দিনে লোকদের কার্য্যশাসক ও অধ্যক্ষগণকে এই আজ্ঞা দিল, [৭] তোমরা ইষ্টকাদি নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বের মত এই লোকদিগকে পলাল আর দিও না; তাহারা যাইয়া আপনাদের জন্যে পলাল সংগ্রহ করুক। [৮] কিন্তু পূর্ব্বে তাহাদের যত ইষ্টক নির্ম্মাণের ভার ছিল, এখনও সেই ভার দেও; তাহার কিছু ন্যূন করিও না; কেননা তাহারা অলস, এই জন্যে চেঁচাইয়া কহে, আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিতে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও। [৯] অতএব ইহারা কর্ম্মের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া তাহাতেই ব্যস্ত থাকুক, অনর্থক বাক্যে মনোযোগ করিতে ইহাদের প্রয়োজন নাই।

[১০] অনন্তর লোকদের কার্য্যশাসকেরা ও অধ্যক্ষেরা বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে কহিল, ফি-

রৌন্ এই কথা কহে, আমি তোমাদিগকে আর পলাল দিব না। ১১ যে স্থানে পাও, সেই স্থানে গিয়া আপনারা পলাল সংগ্রহ কর; কিন্তু তোমাদের কার্য্য কিছু ন্যূন হইবে না। ১২ তাহাতে লোকেরা পলালের চেষ্টাতে নাড়া সংগ্রহ করিতে তাবৎ মিসরদেশে ভ্রমণ করিল। ১৩ তথাপি কার্য্যশাসকেরা ত্বরা করাইয়া কহিল, পলালপ্রাপ্তির সময়ে যেমন তোমরা কর্ম্ম করিতা, তদ্রূপ এখনও নিরূপিত দৈবসিক কর্ম্ম সম্পূর্ণ কর। ১৪ এবং ফিরৌণের কার্য্যশাসকেরা ইস্রায়েল্ বংশীয় যে কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে রাখিয়াছিল, তাহারাও প্রহারিত হইল, ও এই কথা জিজ্ঞাসিত হইল, এই কএক দিনাবধি তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্টক গঠন বিষয়ে নিরূপিত কর্ম্ম কেন সম্পূর্ণ কর না? ১৫ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশীয় সেই অধ্যক্ষেরা আসিয়া ফিরৌণের নিকটে চেঁচাইয়া কহিল, আপনকার দাসদের সহিত আপনি এমত ব্যবহার কেন করিতেছেন? ১৬ লোকেরা আপনকার দাসদিগকে পলাল দেয় না, তথাপি কহে, ইষ্টক নির্ম্মাণ কর; এবং আপনকার এই দাসেরা প্রহারিত হয়, কিন্তু আপনকারই লোকদের দোষ। ১৭ তাহাতে সে কহিল, তোমরা অলস, তোমরা অলস, এই জন্যে কহিতেছ, পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিতে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ১৮ এখন যাও, কর্ম্ম কর, তোমাদিগকে পলাল দত্ত হইবে না; তথাপি ইষ্টকের সম্পূর্ণ সংখ্যা দিতে হইবে। ১৯ তাহাতে তোমাদের দৈবসিক নিরূপিত ইষ্টকের কিছু ন্যূন হইবে না, ইহা কহিলে ইস্রায়েল্ বংশীয় অধ্যক্ষেরা দেখিল, আপনারা অতি দুর্দ্দশাতে পড়িলাম।

২০ পরে ফিরৌণের নিকটহইতে নির্গমনকালে তাহারা আপনাদের অপেক্ষাতে দণ্ডায়মান মূসার ও হারোণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে কহিল, ২১ পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন, কেননা তোমরা ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের সাক্ষাতে আমাদিগকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া আমাদের বধার্থে তাহাদের হস্তে খড়্গ দিলা। ২২ পরে মূসা পরমেশ্বরের কাছে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, তুমি এই লোকদিগের অমঙ্গল কেন করিলা? এবং আমাকে কেন পাঠাইলা? ২৩ যদবধি আমি তোমার নামে কথা কহিতে ফিরৌণের কাছে উপস্থিত হইয়াছি, তদবধি সে এই লোকদিগের অমঙ্গল করিতেছে, এবং তুমি কোন মতে আপন প্রজাদের উদ্ধার কর নাই।

৬ অধ্যায়।

১ মূসার নিকটে ঈশ্বরের পুনশ্চ প্রতিজ্ঞা করণ, ১০ ও ফিরৌণের নিকটে মূসাকে প্রেরণ, ১৪ ও রূবেন্ ও শিমিয়োনের বংশাবলি, ১৬ ও লেবির বংশাবলি, ২৮ ও মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ফিরৌণের প্রতি যাহা করিব, তাহা তুমি এখন দেখিবা; বাহুবল প্রকাশিত হইলে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, ও বাহুবল প্রকাশিত হইলে আপন দেশহইতে তাহাদিগকে দূর করিবে। ২ ঈশ্বর মূসার সহিত আলাপ করিয়া আরো কহিলেন, আমি যিহোবাঃ, ৩ আমি ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকূবের কাছে যিহোবাঃ নামে বিখ্যাত না হইয়া সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। ৪ এবং আমি তাহাদিগকে কিনানদেশ দিব, অর্থাৎ যাহার মধ্যে তাহারা প্রবাস করিত, তাহাদের সেই প্রবাসদেশ দিব, এই নিয়ম তাহাদের সহিত স্থির করিয়াছিলাম। ৫ এই ক্ষণে মিস্রিদের দ্বারা দাসত্বে নিযুক্ত ইস্রায়েল্ বংশের কাতরোক্তি শুনিয়া আমার সেই নিয়ম স্মরণ করিলাম। ৬ অতএব ইস্রায়েল বংশকে কহ, আমি পরমেশ্বর, মিস্রিদের ভার বহনহইতে তোমাদিগকে নিস্তার করিব, ও তাহাদের দাসত্বহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিব, এবং বিস্তীর্ণ বাহু ও মহাদণ্ডদ্বারা তোমাদিগকে উদ্ধার করিব। ৭ আমি তোমাদিগকে আপন প্রজা করিয়া তোমাদের ঈশ্বর হইব; তাহাতে আমি যে মিস্রিদের ভার বহনহইতে তোমাদের নিস্তারকারী প্রভু পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা। ৮ আমি ইব্রাহীমকে ও ইস্হাককে ও যাকূবকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইয়া তোমাদের অধিকারার্থে তাহা দিব, যেহেতুক আমিই পরমেশ্বর। ৯ পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে তদনুসারে কহিল বটে, কিন্তু তাহারা মনের দুঃখ ও কঠিন দাসত্ব হেতুক মূসার কথাতে মনোযোগ করিল না।

১০ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১১ তুমি যাইয়া মিসরের রাজা ফিরৌণকে কহ, তোমার দেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দেও। ১২ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কহিল, দেখ, ইস্রায়েল্ বংশ আমার কথায় মনোযোগ করিল না; তবে অস্ফুটবাক্ যে আমি, আমার কথা ফিরৌন্ কি প্রকারে শুনিবে? ১৩ এই রূপে পরমেশ্বর মূসা ও হারোণের সহিত আলাপ করিলেন, এবং ইস্রায়েল্ বংশকে মিসরদেশহইতে নিস্তার করণার্থে ইস্রায়েল্ বংশের নিকটে এবং মিসরের রাজা ফিরৌণের নিকটে বক্তব্য কথা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।

১৪ এই সকল লোক আপন২ পিতৃবংশের প্রধান ছিল। ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের

সন্তান হনোক ও পল্লু ও হিষ্রোন্ ও কর্ম্মি; ইহারা রূবেণের বংশ।

[১৫] শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল ও যামীন্ ও ওহদ্ ও যাখীন্ ও সোহর্ ও কিনানীয় স্ত্রীর পুত্র শৌল; ইহারা শিমিয়োনের বংশ।

[১৬] বংশানুসারে লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি; লেবির আয়ু এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। [১৭] ও বংশানুসারে গের্শোনের সন্তান লিব্নি ও শিমিয়ি। [১৮] এবং কিহাতের সন্তান অম্রম্ ও যিষ্হর ও হিব্রোণ ও উষীয়েল; ঐ কিহাতের আয়ু এক শত তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। [১৯] ও মিরারির সন্তান মহলি ও মূশি; ইহারা পুরুষানুসারে লেবির বংশ। [২০] এবং অম্রম্ আপন পিষী যোকেবদ্‌কে বিবাহ করিলে সে তাহার ঔরসে হারোণকে ও মূসাকে প্রসব করিল; ঐ অম্রমের আয়ু এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। [২১] ও যিষ্হরের সন্তান কোরহ ও নেফগ্ ও সিখ্রি। [২২] এবং উষীয়েলের সন্তান মীশায়েল্ ও ইলীষাফন্ ও সিথ্রি। [২৩] এবং হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা নহশোনের ভগিনী ইলীশেবাকে বিবাহ করিল; তাহাতে সে স্ত্রী তাহার ঔরসে নাদবকে ও অবীহূকে ও ইলিয়াসরকে ও ঈথামরকে প্রসব করিল। [২৪] এবং কোরহের সন্তান অসীর্ ও ইল্‌কানা ও অবীয়াসফ; ইহারা কোরহের বংশ। [২৫] এবং হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ পূটীয়েলের এক কন্যাকে বিবাহ করিলে সে তাহার ঔরসে পীনিহসকে প্রসব করিল; ইহারা লেবীয়দের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বংশানুসারে প্রধান ছিল। [২৬] এই যে হারোণ ও মূসা, ইহাদিগকেই পরমেশ্বর কহিলেন, তোমরা সৈন্যশ্রেণীবদ্ধ ইস্রায়েল্ বংশকে মিসরদেশহইতে বহিরানয়ন কর। [২৭] ইহারাই মিসরহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে বহিরানয়নার্থে মিসরদেশীয় ফিরৌন্ রাজার সহিত আলাপ করিল। ইহারা সেই মূসা ও হারোণ।

[২৮] অপর যে দিনে পরমেশ্বর মিসরদেশে মূসার সহিত আলাপ করিলেন, [২৯] সেই দিনে এই কথা কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, আমি তোমাকে যাহা কহি, তাহা তুমি মিস্রীয় রাজা ফিরৌণকে কহ। [৩০] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কহিল, অস্ফুটবাক্ যে আমি, আমার কথা ফিরৌন্ কি প্রকারে শুনিবে?

৭ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের নিকটে যাইতে মূসাকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা দেওন, ৮ ও যষ্টির সর্প হওনের বিষয়, ১৪ ও ফিরৌণের নিকটে মূসাকে পুনঃপ্রেরণ, ১৯ ও জলের রক্ত হওনের বিবরণ।

[১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, আমি ফিরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বরস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম, ও তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার প্রচারক হইবে। [২] আমি তোমাকে যাহা২ আদেশ করি, সে সকল তুমি কহিবা; এবং তোমার ভ্রাতা হারোণ ফিরৌণকে তাহা কহিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে দেশহইতে ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি দিবে। [৩] কিন্তু আমি ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিব, এবং মিসরদেশে বাহুল্য রূপে আমার চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিব। [৪] তথাপি ফিরৌন্ তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না; অতএব আমি মিসরদেশে হস্তার্পণ করিয়া মহাদণ্ডদ্বারা মিসরহইতে আপন সৈন্যসামন্ত অর্থাৎ আপন প্রজা ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করিব। [৫] আমি মিসরদেশের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা মিস্রীয় লোকেরা জানিবে; এবং আমি তাহাদের মধ্যহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করিয়া আনিব। [৬] পরে মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল। [৭] ফিরৌণের সহিত আলাপ হওনের সময়ে মূসার অশীতি ও হারোণের তিরাশী বৎসর বয়স ছিল।

[৮] অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [৯] তোমরা আপনাদের কোন চিহ্ন দেখাও, এমত কথা যদি ফিরৌন্ তোমাদিগকে কহে, তবে হারোণকে কহিও, তুমি যষ্টি লইয়া ফিরৌণের সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাহাতে সে যষ্টি সর্প হইবে। [১০] তখন মূসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটে গিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল; বিশেষতঃ হারোণ ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে তাহা সর্প হইল। [১১] তখন ফিরৌন্ আপন বিদ্বানদিগকে ও গুণিগণকে ডাকিল; তাহাতে মিস্রীয় মায়াবি লোকেরাও আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিল। [১২] ফলতঃ তাহারা প্রত্যেকে আপন২ যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকলি সর্প হইল, কিন্তু হারোণের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল। [১৩] তাহাতে পরমেশ্বর যেমন কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ফিরৌণের হৃদয় কঠিন হইলে সে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিল না।

[১৪] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ফিরৌণের হৃদয় কঠিন হইয়াছে; সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করে। [১৫] অতএব তুমি প্রাতঃকালে ফিরৌণের নিকটে যাও; দেখ, সে জলের দিগে গেলে তুমি তাহার অপেক্ষাতে নদীতীরে দাঁড়াও; এবং যে যষ্টি সর্প হইয়াছিল, তাহাও হস্তে গ্রহণ কর। [১৬] এবং ফি-

রোণকে কহ, তুমি প্রান্তরে আমার সেবা করিতে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও, এই কথা কহিতে ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর তোমার নিকটে আমাকে পাঠাইলেন; কিন্তু দেখ, তুমি অদ্যাপি ইহাতে মনোযোগ কর না। [১৭] পরমেশ্বর এই রূপ কহিতেছেন, দেখ, আমি আপন হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা নদীর জলে প্রহার করিব, তাহাতে তাহা রক্ত হইবে; [১৮] এবং নদীতে যে সকল মৎস্য আছে, তাহারা মরিবে, ও নদী দুর্গন্ধ হইবে; তাহাতে নদীর জল পান করিতে মিস্রীয় লোকদের ঘৃণা জন্মিবে; ইহাতে আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা তুমি জ্ঞাত হইবা।

[১৯] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হারোণকে এই কথা কহ, তুমি আপন যষ্টি লইয়া মিসরদেশীয় জলের উপরে অর্থাৎ তাহার নদী ও খাল ও সরোবর ও অন্যান্য জলাশয়, এই সকলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে সকল জল রক্ত হইবে, এবং মিসরদেশের সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় পাত্রেতেও রক্ত হইবে। [২০] তখন মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই রূপ করিল, অর্থাৎ যষ্টি তুলিয়া ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের সম্মুখে নদীর জলে প্রহার করিল; তাহাতে নদীর তাবৎ জল রক্ত হইল। [২১] এবং নদীর তাবৎ মৎস্য মরিলে নদী দুর্গন্ধ হইল; তাহাতে মিস্রিরা নদীর জল পান করিতে পারিল না, এবং মিসরদেশের সর্ব্বত্র রক্ত হইল। [২২] তখন মিস্রীয় মায়াবি লোকেরাও আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিল; তাহাতে পরমেশ্বরের বচনানুসারে ফিরৌণের হৃদয় কঠিন হইলে সে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিল না। [২৩] পরে ফিরৌন্ ফিরিয়া আপন ঘরে গেল, ইহাতেও মনোযোগ করিল না। [২৪] কিন্তু তাবৎ মিস্রীয় লোক নদীর জল পান করিতে না পারাতে পানীয় জলের নিমিত্তে নদীর চতুর্দ্দিগে খনন করিল।

৮ অধ্যায়।

১ ভেকের কথা, ৮ ও মূসার নিকটে ফিরৌণের নিবেদন, ১৬ ও ধূলিদ্বারা উকুণ হওন, ও তাহাতে মায়াবিদের পরাজিত হওন, ২০ ও মশকের কথা, ২৫ ও ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হওন।

[১] পরমেশ্বরের নদীতে আঘাত করণের পর সাত দিন গত হইলে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ফিরৌণের নিকটে যাইয়া তাহাকে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার সেবা করিতে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। [২] যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে আমি ভেকদ্বারা তোমার তাবৎ প্রদেশ নষ্ট করিব। [৩] নদীতে অতিশয় ভেক উৎপন্ন করিব; তাহাতে সে সকল ভেক উঠিয়া তোমার গৃহে ও শয়নাগারে ও শয্যাতে, এবং তোমার দাসগণের গৃহে, ও তোমার লোকদের গৃহে, ও তোমার তুন্দুরে ও তোমার আটা মর্দ্দনের পাত্রেতে প্রবেশ করিবে; [৪] এবং তোমার ও তোমার প্রজাদের ও দাসগণের গাত্রে ভেক উঠিবে। [৫] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হারোণকে কহ, তুমি নদী ও খাল ও জলাশয় সকলের উপরে যষ্টিবিশিষ্ট হস্ত বিস্তার করিয়া মিসরদেশের উপরে ভেকের আগমন করাও। [৬] তাহাতে হারোণ মিসরের সকল জলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে ভেকগণ উঠিয়া মিসরদেশ ব্যাপিল। [৭] তখন মায়াবিরাও আপন মায়াতে সেই রূপ করিয়া মিসরদেশের উপরে ভেক আনিল।

[৮] পরে ফিরৌন্ মূসাকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, আমাহইতে ও আমার লোকদিগের হইতে এই সকল ভেক দূর করণার্থে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদানার্থে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব। [৯] তখন মূসা ফিরৌণকে কহিল, আমার উপরে দর্প কর; ভেক সকল যেন তোমাহইতে ও তোমার গৃহহইতে দূর হইয়া কেবল নদীতে থাকে, তোমার ও তোমার দাসগণের ও লোক সকলের নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কবে করিব? [১০] সে কহিল, কল্য করিও। তখন মূসা কহিল, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের তুল্য কেহ নাই, ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও, এই জন্যে তোমার বাক্যানুসারেই হউক। [১১] ভেকগণ তোমাহইতে ও তোমার গৃহ ও দাস ও লোক সকলহইতে দূর হইয়া কেবল নদীতেই থাকিবে। [১২] পরে মূসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গেল, এবং মূসা ফিরৌণের বিরুদ্ধে উৎপাদিত ভেকগণের বিষয়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। [১৩] তাহাতে পরমেশ্বর মূসার প্রার্থনা সিদ্ধ করিলে গৃহে ও গ্রামে ও ক্ষেত্রে সকল ভেক মরিল। [১৪] তখন লোকেরা সে সকল একত্র করিয়া ঢিবি করিলে দেশে দুর্গন্ধ হইল। [১৫] কিন্তু ফিরৌন্ বিপদের নিবৃত্তি দেখিয়া পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে পুনর্ব্বার আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া তাহাদের কথাতে মনোযোগ করিল না।

[১৬] তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হারোণকে কহ, সমুদয় মিসরদেশে যেন উকুণ হয়, এই নিমিত্তে তুমি আপন যষ্টি উঠাইয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার কর। তাহাতে তাহারা সেই রূপ করিল; [১৭] ফলতঃ হারোণ আপন যষ্টিবিশিষ্ট হস্ত উঠাইয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার করিলে

মনুষ্যগণেতে ও পশুগণেতে উকুণ হইল, এবং মিসরদেশের সর্ব্বত্র ভূমির সকল ধূলি উকুণ হইয়া উঠিল। ১৮ তখন মায়াবিরা আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিয়া উকুণ উৎপন্ন করিতে যত্ন করিল বটে, কিন্তু পারিল না। এবং উকুণ মনুষ্যগণেতে ও পশুগণেতে হইলে ১৯ মায়াবিরা ফিরৌণকে কহিল, এ ঈশ্বরের অঙ্গুলিকৃত কর্ম্ম; তথাপি পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হইলে সে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিল না।

২০ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াও; দেখ, সে জলের নিকটে আইলে তাহাকে এই কথা কহ, পরমেশ্বর কহেন, আমার সেবা করিতে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২১ যদি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া না দেও, তবে আমি তোমাতে ও তোমার দাসগণেতে ও প্রজাদিগেতে ও গৃহেতে এমন মশকের ঝাঁক প্রেরণ করিব, যে মিস্রিদের গৃহ ও বাসভূমি মশকেতে পরিপূর্ণ হইবে। ২২ কিন্তু জগতের মধ্যে আমিই পরমেশ্বর, ইহা তোমাকে জ্ঞাত করিতে সে দিনে আমার প্রজাদের নিবাসস্থান গোশন্ প্রদেশ ভিন্ন করিব; সে স্থানে মশকের ঝাঁক হইবে না। ২৩ আমি আপন প্রজাদের ও তোমার প্রজাদের মধ্যে প্রভেদ করিব, কল্য এই চিহ্ন হইবে। ২৪ পরে পরমেশ্বর সেই রূপ করিলেন, তাহাতে ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের গৃহে মশকের এমত বৃহৎ ঝাঁক উপস্থিত হইল, যে মশকেতে সমস্ত মিসরদেশের উৎপাত হইল।

২৫ তখন ফিরৌন্ মূসাকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা যাইয়া দেশের মধ্যে তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান কর। ২৬ তাহাতে মূসা কহিল, তাহা করা আমাদের উপযুক্ত নয়, কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে মিস্রিদের ঘৃণার্হ বলিদান করিতে হয়, কিন্তু মিস্রিদের সাক্ষাতে তাহাদের ঘৃণার্হ বলিদান করিলে তাহারা কি আমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে না? ২৭ অতএব আমরা তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইয়া আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আজ্ঞা দিবেন, তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিব। ২৮ পরে ফিরৌন্ কহিল, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা প্রান্তরে গিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান কর; কিন্তু বহুদূর যাইও না, এবং আমার জন্যে প্রার্থনা কর। ২৯ তখন মূসা কহিল, দেখ, আমি তোমার নিকটহইতে গিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব, তাহাতে তোমার ও তোমার দাসগণের ও তোমার লোকদের নিকটহইতে কল্য সকল মশকের ঝাঁক দূরে যাইবে; কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করণার্থে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে ফিরৌন্ পুনর্ব্বার প্রবঞ্চনা না করুক। ৩০ পরে মূসা ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। ৩১ তাহাতে পরমেশ্বর মূসার প্রার্থনানুসারে ফিরৌন্ ও তাহার দাসগণ ও প্রজা সকলহইতে তাবৎ মশকের ঝাঁক দূর করিলেন; একটিও অবশিষ্ট থাকিল না। ৩২ সেই সময়েও ফিরৌন্ আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া লোকদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

৯ অধ্যায়।

১ মড়কের কথা, ৮ ও মানুষ ও পশুদের মধ্যে স্ফোটকের কথা, ১৩ ও শিলাবৃষ্টির কথা, ২২ ও শিলাবৃষ্টি হওন, ২৭ ও মূসার নিকটে ফিরৌণের নিবেদন, ও তাহার মন কঠিন হওন।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে [illegible]ন, তুমি ফিরৌণের নিকটে গিয়া তাহাকে কহ, ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার সেবা করিতে তুমি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ কিন্তু যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইয়া এখনও বাধা দেও, ৩ তবে তোমার ক্ষেত্রস্থ অশ্ব ও গর্দ্দভ ও [illegible] ও গো ও মেষ প্রভৃতি পশুদের উপরে পরমেশ্বর হস্ত [illegible] করিবেন; তাহাতে তাহার মধ্যে অতিশয় মহামারী হইবে। ৪ কিন্তু পরমেশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পশুতে ও মিস্রিদের পশুতে ভেদ করিবেন; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের কোন পশু মরিবে না। ৫ পরমেশ্বর সময় নিরূপণ করিয়া কহিলেন, কল্য আমি দেশে এই কর্ম্ম করিব। ৬ পরদিনে পরমেশ্বর সেই রূপ করিলে মিস্রিদের সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের পশুদের মধ্যে একটাও মরিল না। ৭ তখন ফিরৌন্ লোক প্রেরণ করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের একটা পশুও মরে নাই, ইহা দেখিল; তথাপি ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হওয়াতে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

৮ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া চুলার ভস্ম লও, পরে মূসা ফিরৌণের সাক্ষাতে তাহা আকাশের দিগে ছড়াউক। ৯ তাহাতে তাহা সমস্ত মিসরদেশব্যাপি ধূলিস্বরূপ হইয়া মিসরদেশের সর্ব্বত্র মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক জন্মাইবে। ১০ তখন তাহারা চুলার ভস্ম লইয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইল। পরে মূসা আকাশের দিগে তাহা ছড়াইয়া দিলে মনুষ্যদের ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল। ১১ সেই

স্ফোটক প্রযুক্ত মায়াবিরা মূসার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, কারণ মায়াবি প্রভৃতি সকল মিস্রীয় লোকের গাত্রে স্ফোটক জন্মিল। ১২ তথাপি পরমেশ্বর ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলে সে মূসার উক্ত পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাদের কথাতে মনোযোগ করিল না।

১৩ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই কথা কহ, ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার সেবা করিতে তুমি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও; ১৪ নতুবা এই বার আমি তোমার অন্তঃকরণের বিরুদ্ধে এবং তোমার দাসগণের ও প্রজাদের উপরে আমার সর্ব্বপ্রকার দণ্ডাঘাত প্রেরণ করিব; তাহাতে তাবৎ জগতে আমার তুল্য কেহ নাই, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা। ১৫ কেননা ইহার পূর্ব্বে আমি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া মহামারীদ্বারা তোমাকে ও তোমার প্রজাদিগকে দণ্ড দিতে পারিতাম; তাহা করিলে তুমি পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইতা। ১৬ কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি, তোমাদ্বারা নিজ পরাক্রম দেখাইতে ও সমস্ত পৃথিবীতে আপন নাম প্রকাশ করিতে, এতন্নিমিত্তেই তোমাকে স্থাপন করিলাম। ১৭ এখনও তুমি আমার প্রজাগণের প্রতি অভিমান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত আছ। ১৮ দেখ, কল্য এই সময়ে আমি মিসরদেশে এমত ভারি শিলাবৃষ্টি করিব, যে মিসরের পত্তনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত এতাদৃশ কখনো হয় নাই। ১৯ অতএব তুমি এখন লোক প্রেরণ করিয়া ক্ষেত্রে তোমার পশু প্রভৃতি যাহা আছে, তাহা একত্র কর; কেননা যে মনুষ্য ও পশু গৃহে আনীত না হইয়া ক্ষেত্রে থাকিবে, তাহাদের উপরে শিলাবৃষ্টি হইলে তাহারা প্রাণত্যাগ করিবে। ২০ তখন ফিরৌণের দাসগণের মধ্যে যে কেহ পরমেশ্বরের কথাতে ভীত ছিল, সে শীঘ্র আপন দাস ও পশুগণকে গৃহে আনিল। ২১ কিন্তু যে কেহ পরমেশ্বরের বাক্যেতে অমনোযোগী, সে আপন দাস ও পশুদিগকে ক্ষেত্রে ত্যাগ করিল।

২২ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিগে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে মিসরদেশের সর্ব্বত্র ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু ও তৃণ সকলের উপরে শিলাবৃষ্টি হইবে। ২৩ পরে মূসা আপন যষ্টি আকাশের দিগে বিস্তার করিলে পরমেশ্বর মেঘগর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি করিলেন, এবং বিদ্যুৎ ভূমির উপরে বেগে গমন করিল: এই রূপে পরমেশ্বর মিসরদেশে শিলাবৃষ্টি করিলেন। ২৪ তাহাতে শিলার সহিত মিশ্রিত অগ্নিবৃষ্টিও হইলে তাহা অতি দুঃসহ্য হইল; এরূপ শিলাবৃষ্টি মিসরদেশে রাজ্য স্থাপনাবধি কখনো হয় নাই। ২৫ তাহাতে তাবৎ মিসরদেশের ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকলেই শিলাদ্বারা হত হইল, ও ক্ষেত্রের সকল তৃণ শিলাবৃষ্টির দ্বারা নষ্ট হইল, ও ক্ষেত্রের সকল বৃক্ষ ভগ্ন হইল। ২৬ কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের বাসস্থান গোশন্ প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হইল না।

২৭ পরে ফিরৌন্ লোক প্রেরণ করিয়া মূসাকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, এই বার আমি পাপ করিলাম; পরমেশ্বর নির্দোষ, কিন্তু আমি ও আমার লোকেরা দোষী। ২৮ তোমরা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। অধিক মেঘগর্জ্জনে ও শিলাবৃষ্টিতে কি প্রয়োজন? আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব, তোমাদের আর বিলম্ব হইবে না। ২৯ তখন মূসা তাহাকে কহিল, আমি নগরহইতে বহির্গমনকালে পরমেশ্বরের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিব, তাহাতে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইবে ও শিলাবৃষ্টি আর হইবে না; এবং এই পৃথিবী পরমেশ্বরের, তাহা তুমি জ্ঞাত হইবা। ৩০ কিন্তু তুমি ও তোমার দাসগণ তোমরা এখনও প্রভু পরমেশ্বরহইতে ভীত নও, তাহা আমি জানি। ৩১ মশিনা ও যব সকলি নষ্ট হইল, কেননা যব শীষযুক্ত ও মশিনা পুষ্পিত ছিল। ৩২ কিন্তু গোম ও জনরা বড় না হওয়াতে নষ্ট হইল না। ৩৩ পরে মূসা ফিরৌণের নিকটহইতে নগরের বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে মেঘগর্জ্জন ও শিলাপাত নিবৃত্ত হইল, এবং ভূমিতে আর বৃষ্টি হইল না। ৩৪ তখন বৃষ্টি ও শিলাপাত ও মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত দেখিয়া ফিরৌন্ আরো পাপ করিল, ফলতঃ সে ও তাহার দাসগণ আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিল। ৩৫ মূসার উক্ত পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হওয়াতে সে ইস্রায়েল্ বংশকে যাইতে দিল না।

১০ অধ্যায়।

১ পঙ্গপালের কথা, ৭ ও ফিরৌণের প্রতি দাসগণের কথা, ১২ ও পঙ্গপালের আগমন, ১৬ ও মূসার প্রতি ফিরৌণের নিবেদন, ২১ ও ঘোর অন্ধকারের কথা, ২৪ ও মূসার প্রতি ফিরৌণের শেষকথা।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ফিরৌণের নিকটে যাও; আমি যেন এই লোকদের মধ্যে আপন চিহ্ন প্রকাশ করি, এই জন্যে ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ কঠিন করিলাম। ২ তাহাতে আমি মিসরেতে যে২ কর্ম্ম ও তাহাদের মধ্যে যে২ চিহ্ন করিয়াছি, তাহা তোমরা আপন পুত্র ও পৌত্রের কর্ণে কহিবা,

এবং আমিই পরমেশ্বর, ইহা জ্ঞাত হইবা। ৩ তখন মুসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটে গিয়া কহিল, ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি আমার সম্মুখে নম্র হইতে কত কাল অসম্মত থাকিবা? আমার সেবা করিতে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ৪ কিন্তু যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি কল্য তোমার সীমাতে পঙ্গপাল আনিব। ৫ তাহারা তোমার সমস্ত দেশ এমত আচ্ছন্ন করিবে, যে কেহ ভূমি দেখিতে পাইবে না; এবং শিলাবৃষ্টিহইতে রক্ষিত ও অবশিষ্ট যে কিছু আছে, তাহা তাহারা খাইবে, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন তোমাদের বৃক্ষ সকলও খাইবে। ৬ এবং তাহাদ্বারা তোমার গৃহ ও তোমার দাসগণের গৃহ ও তাবৎ মিস্রীয় লোকের গৃহ পরিপূর্ণ হইবে; এই দেশে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কখন এরূপ দেখা যায় নাই। তখন মুসা মুখ ফিরাইয়া ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গেল।

৭ পরে ফিরৌণের দাসগণ তাহাকে কহিল, এ ব্যক্তি কত কাল আমাদের ফাঁদস্বরূপ থাকিবে? এই লোকদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিতে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও; মিসরদেশ নষ্ট হইল, ইহা কি তুমি এখনও বুঝ না? ৮ তখন মুসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটে পুনর্ব্বার আনীত হইলে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিতে যাও; কিন্তু কে২ যাইবা? ৯ তাহাতে মুসা কহিল, আমরা আবাল বৃদ্ধ সকলে যাইব, আপন২ পুত্র কন্যাগণ এবং গোমেষাদি পালকেও সঙ্গে লইয়া যাইব, কেননা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব করিতে হইবে। ১০ তখন ফিরৌন্ তাহাদিগকে কহিল, হাঁ, পরমেশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন! আমি না কি তোমাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে ছাড়িয়া দিব? দেখ, অনিষ্ট কর্ম্ম করা তোমাদের অভিপ্রায়। ১১ এরূপ নয়, তোমাদের পুরুষেরা গিয়া পরমেশ্বরের সেবা করুক; কারণ তোমরা ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলা। পরে তাহারা ফিরৌণের সম্মুখহইতে দূরীকৃত হইল।

১২ অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, তুমি মিসরদেশে পঙ্গপালার্থে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে তাহারা মিসরদেশে আসিয়া শিলাবৃষ্টিহইতে অবশিষ্ট ভূমির তৃণাদি সকল ভক্ষণ করিবে। তখন মুসা মিসরদেশের উপরে আপন বিস্তার করিলে ঐ সমস্ত দিবারাত্রি পরমেশ্বর দেশে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন; পরে প্রাতঃকালে পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা পঙ্গপাল উপস্থিত হইল। ১৪ তাহাতে সমুদয় মিসরদেশে পঙ্গপাল ব্যাপ্ত হইল; মিসরের তাবৎ অঞ্চলে পঙ্গপাল পড়িল। সে রূপ ভয়ানক পঙ্গপাল পূর্ব্বে কখনো হয় নাই, এবং পরেও কখনো হইবে না। ১৫ তাহারা সকল ভূমি আচ্ছন্ন করিল, ও তাহাদের দ্বারা দেশ অন্ধকারাবৃত হইল, এবং ভূমির যে তৃণ ও বৃক্ষাদির যে ফল শিলাবৃষ্টিহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সে সমস্ত তাহারা ভক্ষণ করিল; তাহাতে সমস্ত মিসরদেশে বৃক্ষ ও ক্ষেত্রের তৃণ প্রভৃতি হরিদ্বর্ণ কিছুই থাকিল না।

তখন ফিরৌন্ মুসাকে ও হারোণকে শীঘ্র ডাকাইয়া কহিল, আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। ১৭ বিনয় করি, কেবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা করিয়া আমাহইতে এই কালস্বরূপকে দূর করিতে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। ১৮ তাহাতে সে ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে ১৯ পরমেশ্বর প্রবল পশ্চিম বায়ু আনাইয়া দেশহইতে পঙ্গপালদিগকে উঠাইয়া সূফ্ সাগরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে মিসরের কোন অঞ্চলে একটাও পঙ্গপাল থাকিল না। ২০ কিন্তু পরমেশ্বর ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দিল না।

২১ অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিগে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিসরদেশে অন্ধকার হইবে, ও অন্ধকার প্রযুক্ত লোকেরা হাঁতড়াইবে। ২২ পরে মুসা আকাশের দিগে হস্ত বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত মিসরদেশের সর্ব্বত্র এমত গাঢ় অন্ধকার হইল, ২৩ যে এক জন অন্যকে দেখিতে পাইল না, ও তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ আপন স্থানহইতে উঠিতে পারিল না; কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের সকল বাসস্থানে আলো ছিল।

২৪ তখন ফিরৌন্ মুসাকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের সেবা করিতে যাও; বালকগণও তোমাদের সঙ্গে যাউক, কেবল তোমাদের মেষগবাদি পাল থাকুক। ২৫ তাহাতে মুসা কহিল, আমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে বলি ও হোমদ্রব্য উৎসর্গ করিব, তাহাও আমাদের হস্তে সমর্পণ করা তোমার উচিত। ২৬ আমাদের পশুগণ আমাদের সহিত যাইবে, এক খুরও অবশিষ্ট থাকিবে না; কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবার্থে তাহাদের মধ্যহইতে বলি লইতে হইবে, কিন্তু কি দিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিব, তাহা সে স্থানে উপস্থিত না হইলে আমরা জানিতে পারি না। ২৭ অপর পরমেশ্বর ফিরৌণের

অন্তঃকরণ কঠিন করিলে সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। ২৮ পরে ফিরৌন্ তাহাকে কহিল, আমার নিকটহইতে দূর হও; সাবধান, আমার মুখ আর কখনো দেখিও না; যে দিন আমার মুখ দেখিবা, সেই দিনে মরিবা। ২৯ তাহাতে মূসা কহিল, তুমি ভাল কহিলা, তোমার মুখ আর কখন দেখিব না।

১১ অধ্যায়।

১ মিস্রিদের কাছে দ্রব্য চাহিয়া লইতে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৪ ও প্রথমজাত সন্তানগণের বধ করণের প্রতিজ্ঞা, ৯ ও ফিরৌণের মন কঠিন হওন।

১ পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, আমি ফিরৌণের ও মিসরের উপরে আর এক উৎপাত আনিলে পর সে তোমাদিগকে এ স্থানহইতে ছাড়িয়া দিবে, এবং ছাড়িয়া দেওন সময়ে তোমাদিগকে নিতান্ত তাড়াইয়া দিবে। ২ অতএব এখন লোকদের কর্ণগোচরে কহ, প্রত্যেক পুরুষ আপন প্রতিবাসিহইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন প্রতিবাসিনীহইতে রূপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার চাহুক। ৩ কিন্তু পরমেশ্বর মিস্রিদের দৃষ্টিতে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিয়াছিলেন, এবং মিসরদেশে মূসা ফিরৌণের দাসদের ও লোকদের দৃষ্টিতে অতি সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিল।

৪ মূসা আরো কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি দুই প্রহর রাত্রি সময়ে মিসরের মধ্য দিয়া যাইব। ৫ তাহাতে মিসরদেশস্থিত সকল প্রথমজাত অর্থাৎ সিংহাসনস্থ ফিরৌণের প্রথমজাত অবধি পেষণকারিণী দাসীর প্রথমজাত পর্য্যন্ত মরিবে, এবং পশুদেরও সকল প্রথমজাত মরিবে। ৬ তাহাতে তাবৎ মিসরদেশে যাদৃশ কখন হয় নাই ও হইবে না, এমত মহারোদন হইবে। ৭ কিন্তু পরমেশ্বর মিস্রীয় লোকেতে ও ইস্রায়েল্ লোকেতে প্রভেদ করেন, ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, এই জন্যে সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে মনুষ্যের কিম্বা পশুর প্রতি এক কুক্কুরও জিহ্বা দোলাইবে না। ৮ তাহাতে তোমার এই সকল দাসেরা আমার নিকটে নামিয়া আসিবে, ও আমাকে প্রণাম করিয়া কহিবে, তুমি ও তোমার অনুগত লোকেরা বাহির হও; পরে আমি বাহির হইব। তাহার পর সে মহাক্রুদ্ধ ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গেল।

৯ পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, ফিরৌন্ তোমাদের কথাতে মনোযোগ করিবে না, তাহাতে আমি মিসরদেশে আপনার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বৃদ্ধি করিব। ১০ আর মূসা ও হারোণ ফিরৌণের সাক্ষাতে এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিল; তথাপি সে আপন দেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দিল না, যেহেতুক পরমেশ্বর ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিয়াছিলেন।

১২ অধ্যায়।

১ বৎসরের প্রথম মাসের নির্ণয়, ৩ ও নিস্তারপর্ব্বের নিরূপণ, ১১ ও নিস্তারপর্ব্বের বিবরণ, ১৮ ও নিস্তারপর্ব্বে তাড়ীশূন্য রুটী খাওন, ২১ ও প্রাচীনদের প্রতি মূসার আজ্ঞা, ২৯ ও মিস্রিদের প্রথমজাত সন্তানগণকে বধ করণ, ৩১ ও ইস্রায়েলের বাহিরে যাওন, ৩৭ ও তাহাদের সংখ্যা, ৪০ ও মিসরে বাস করণের সময় নির্ণয়, ৪৩ ও নিস্তারপর্ব্বীয় ভোজের বিধি নির্ণয়।

১ অপর মিসরদেশে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, ২ এই মাস তোমাদের প্রধান মাস ও বৎসরের প্রথম মাস হইবে।

৩ তোমরা ইস্রায়েল্ বংশীয় তাবৎ মণ্ডলীকে এই কথা কহ, এই মাসের দশম দিনে তোমাদের পিতৃগৃহানুসারে প্রত্যেক গৃহস্থ এক২ বাটীর কারণ এক২ মেষশাবক লইবে। ৪ আর মেষ ভোজন করিতে যদি কাহারো পরিজন অল্প হয়, তবে সে ও তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তি প্রতিবাসী পরিজনগণের সংখ্যানুসারে এক মেষশাবককে লইবে; তোমরা প্রত্যেক জনের ভোজনশক্ত্যনুসারে মেষশাবকের বিষয়ে গণনা করিবা। ৫ তোমরা মেষপালের কিম্বা ছাগপালের মধ্যহইতে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ পুংশাবক লইয়া এই মাসের চতুর্দ্দশ দিন পর্য্যন্ত রাখিবা। ৬ পরে তোমরা অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলী সন্ধ্যাকালে সেই শাবককে বলিদান করিবা। ৭ এবং তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া যে২ গৃহমধ্যে মেষ ভোজন করিবা, সেই২ গৃহের দ্বারের দুই বাজুতে ও কপালীতে লেপিয়া দিবা। ৮ অপর সেই রাত্রিতে তাহার মাংস ভোজন করিবা; অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাড়ীশূন্য রুটী ও তিক্ত শাকের সহিত তাহা ভোজন করিবা। ৯ ঐ মাংস অপক্ক কিম্বা জলে সিদ্ধ ভোজন করিও না, কিন্তু অগ্নিতে তাহার মুণ্ড ও জংঘা ও শরীর সর্ব্বশুদ্ধ দগ্ধ করিয়া ভোজন করিও। ১০ এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই রাখিও না; যদ্যপি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিও।

১১ আর তোমরা এই রূপে তাহা ভোজন করিবা, ফলতঃ কটিবন্ধন করিয়া চরণে পাদুকা দিয়া হস্তে যষ্টি লইয়া সত্বর হইয়া তাহা ভোজন করিবা; ইহা পরমেশ্বরের নিস্তারপর্ব্ব হইবে। ১২ কেননা অদ্য রাত্রিতে আমি মিসরদেশের মধ্য দিয়া যাইয়া মিসরদেশস্থ মনুষ্যের ও পশুর

তাবৎ প্রথমজাতকে আঘাত করিব; এবং মি-
স্রীয় তাবৎ দেবের বিচার করিয়া দণ্ড করিব;
আমিই পরমেশ্বর। ১৩ অতএব তোমরা যে২ গৃহে
থাক, সেই২ গৃহের চিহ্ন ঐ রক্ত হইবে; তা-
হাতে আমি যে সময়ে মিসরদেশের দণ্ড করিব,
তৎকালে সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিগকে ছা-
ড়িয়া অগ্রে যাইব, সংহারক আঘাত তোমাদের
প্রতি ঘটিবে না। ১৪ এই দিবস তোমাদের
স্মরণীয় হইবে, এবং তোমরা পুরুষানুক্রমে এই
দিনকে পরমেশ্বরের উৎসবরূপে পালন করিবা;
নিত্য বিধিমতে এই উৎসব পালন করিবা।
১৫ আর তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য
রুটী খাইবা, বিশেষতঃ প্রথম দিনে আপন২
গৃহহইতে তাড়ীযুক্ত রুটী দূর করিবা, কেননা
যে জন প্রথম দিনাবধি সপ্তম দিন পর্য্যন্ত তা-
ড়ীযুক্ত রুটী খাইবে, সে ইস্রায়েল্ বংশহইতে
উচ্ছিন্ন হইবে। ১৬ আর প্রথম দিনে তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে, এবং সপ্তম দিনেও তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে; সেই দুই দিনে প্রত্যেক
প্রাণির খাদ্য আয়োজন ব্যতিরেকে অন্য কোন
কর্ম্ম করিবা না, কেবল সেই কর্ম্ম করিতে পা-
রিবা। ১৭ এই রূপে তোমরা তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব
পালন করিবা, কেননা এই দিনে আমি তোমা-
দের সমূহ লোককে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া
আনিলাম; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে নিত্য
বিধিমতে এই দিনকে পর্ব্বরূপে পালন করিও।

১৮ তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সা-
য়ংকালাবধি একবিংশতি দিনের সায়ংকাল
পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও। ১৯ সপ্তাহ
তোমাদের গৃহে তাড়ীর লেশ না থাকুক; কে-
ননা বিদেশী কি স্বদেশী যে জন ইহাতে তাড়ী-
মিশ্রিত দ্রব্য খাইবে, সে ইস্রায়েল্ বংশের
মণ্ডলীহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২০ তোমরা তাড়ী-
যুক্ত কোন দ্রব্য খাইও না, তোমরা আপন২
তাবৎ বাসস্থানে তাড়ীশূন্য রুটী খাইও।

২১ তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রা-
চীন লোককে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা আ-
পন২ পরিজনানুসারে এক২ মেষশাবক লইয়া
নিস্তারপর্ব্বীয় বলিরূপে দান কর। ২২ এবং
এক আটি এসোব্ লইয়া পাত্রস্থিত রক্তে ডুবা-
ইয়া দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে পাত্র-
স্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ লেপিয়া দেও, এবং প্রভাত
পর্য্যন্ত কেহ গৃহদ্বারের বাহিরে যাইও না।
২৩ কেননা পরমেশ্বর মিস্রিদিগকে আঘাত করি-
তে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিবেন, তা-
হাতে দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে রক্তের
চিহ্ন দেখিলে পরমেশ্বর সেই দ্বার ছাড়িয়া
অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে
প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না।
২৪ এবং তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা বিধি-
মতে সর্ব্বদা এই রীতি পালন করিবা। ২৫ এবং
পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে
যে দেশ দিবেন, সে দেশে যখন প্রবিষ্ট হইবা,
তৎকালেও এই পর্ব্ব পালন করিবা। ২৬ এবং
তোমাদের এই পর্ব্বের অভিপ্রায় কি? তোমা-
দের সন্তানগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ২৭ তোমরা
কহিবা, পরমেশ্বর মিস্রিদিগকে আঘাত করি-
বার সময়ে মিসরে প্রবাসি ইস্রায়েল্ বংশের গৃহ
সকল ছাড়িয়া অগ্রে গিয়া আমাদের গৃহ রক্ষা
করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার উদ্দেশে এ নি-
স্তারপর্ব্ব। তখন লোকেরা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম
করিল। ২৮ পরে ইস্রায়েলের সন্তানেরা যাইয়া
মূসার ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের আদে-
শানুসারে কর্ম্ম করিল।

২৯ অপর পরমেশ্বর অর্দ্ধরাত্র সময়ে সিংহা-
সনস্থিত ফিরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি
কারাকূপস্থ বন্দি লোকের প্রথমজাত সন্তানে
পর্য্যন্ত মিসরদেশস্থিত তাবৎ প্রথমজাত সন্তানকে
ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে আঘাত করি-
লেন। ৩০ তাহাতে ফিরৌন্ ও তাহার দাসগণ
প্রভৃতি মিস্রীয় লোক সকল রাত্রিতে উঠিল,
এবং মিসরেতে মহারোদন হইল; কেননা যে
গৃহে কেহ মরে নাই, এমত গৃহ ছিল না।

৩১ তখন রাত্রিকালেই ফিরৌন্ মূসাকে ও
হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা উঠিয়া ইস্রা-
য়েলের তাবৎ বংশকে লইয়া আমার প্রজাদের
মধ্যহইতে বাহির হও, তোমাদের বাক্যানুসারে
পরমেশ্বরের সেবা করিতে যাত্রা কর। ৩২ এবং
তোমাদের বাক্যানুসারে মেষপাল ও গবাদি
পাল সকলকে লইয়া যাও, এবং আমাকেও
আশীর্ব্বাদ কর। ৩৩ তখন ইস্রায়েল্ বংশকে
শীঘ্র দেশহইতে বিদায় করণার্থে মিস্রিরা উদ্যোগ
করিল, কেননা তাহারা কহিল, আমরাও সকলে
মৃত্যুর পাত্র। ৩৪ তাহাতে লোকেরা তাড়ীযুক্ত
করণের পূর্ব্বে আপন২ ছানা ময়দা পাত্রে করি-
য়া বস্ত্রে বাঁধিয়া স্কন্ধে লইল। ৩৫ এবং ইস্রা-
য়েল্ বংশ মূসার বাক্যানুসারে মিস্রিদের কাছে
স্বর্ণালঙ্কার ও রূপ্যালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিলে ৩৬ পর-
মেশ্বর মিস্রিদের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহের
পাত্র করাতে তাহারা তাহাদের প্রার্থনানুসারে
তাহাদিগকে তাহা দিল। এই রূপে তাহারা
মিস্রিদের ধন হরণ করিল।

৩৭ তখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা বালক ছাড়া
ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ্হইতে সুক্কো-
তে যাত্রা করিল। ৩৮ এবং তাহাদের সহিত
অপর লোকদের বড় জনতা ও মেষগবাদি

অনেক পশু প্রস্থান করিল। [৩৯] পরে তাহারা মিসরহইতে আনীত ছানা ময়দাদ্বারা তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিল, াহার মধ্যে তাড়ী না, কেননা মিসরহইতে হওন কালে বিলম্ব করিতে না পারাতে তাহারা আপনাদের জন্যে কিছুই খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে নাই।

[৪০] ইস্রায়েল্ বংশ চারি শত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মিসর দেশে বসতি করিয়াছিল। [৪১] সেই চারি শত ত্রিশ বৎসরের শেষে ঐ দিনে পরমেশ্বরের বাহিনী সকল মিসরহইতে বাহির হইল। [৪২] মিসরদেশহইতে তাহাদের বাহির করণ হেতুক সে রাত্রি পরমেশ্বরের উদ্দেশে পালনীয় হয়; সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের পুরুষানুক্রমে সেই রাত্রি পরমেশ্বরের উদ্দেশে পালনীয়।

[৪৩] অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, নিস্তারপর্ব্বীয় বলির এই বিধি; কোন বিদেশি লোক তাহা ভোজন করিবে না। [৪৪] কিন্তু রূপ্যদ্বারা ক্রীত প্রত্যেক পুরুষদাস যদি ছিন্নত্বক্ হয়, তবে খাইতে পারে; [৪৫] নতুবা বিদেশী কিম্বা বেতনজীবি দাস তাহা খাইতে পারিবে না। [৪৬] তোমরা এক গৃহেতে তাহা ভোজন করিও; সেই মাংসের কিঞ্চিৎও গৃহের বাহিরে লইয়া যাইও না; ও তাহার এক অস্থিও ভগ্ন করিও না। [৪৭] ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলী এই পর্ব্ব করিবে। [৪৮] এবং তোমার সহিত প্রবাসি কোন বিদেশি লোক যদি পরমেশ্বরের নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে চাহে, তবে সে নিজ পুরু পরিবারের সহিত ছিন্নত্বক্ হইয়া পর্ব্ব করণার্থে আগমন করুক, তাহাতে সে দেশজাত লোকের তুল্য হইবে; কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ কোন লোক তাহা ভোজন না করুক। [৪৯] দেশজাত লোকের প্রতি ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয় লোকের প্রতি একই বিধি হইবে। [৫০] তাহাতে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ সেই রূপ করিল, অর্থাৎ মূসার ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা ছিল, তদনুসারেই করিল। [৫১] এই রূপে পরমেশ্বর সেই দিনে সৈন্যশ্রেণীবদ্ধ ইস্রায়েল্ বংশকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৩ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাতকে পবিত্র করণ, ৩ ও মিসরদেশহইতে মুক্তির স্মরণার্থক চিহ্ন, ১১ ও ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাতকে পবিত্র করণের বিবরণ, ১৭ ও মিসরহইতে যাত্রা করণ সময়ে যূষফের অস্থি সঙ্গে লওন, ২০ ও দিনেতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভদ্বারা পরমেশ্বরের তাহাদিগকে পথ দেখাওন।

[১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, সর্ব্বপ্রকার প্রথমজাত গর্ভফল আমার উদ্দেশে পবিত্র কর; কেননা তাহা আমারই।

[৩] অনন্তর মূসা লোকদিগকে কহিল, এই দিনকে স্মরণে রাখিও, যেহেতুক এই দিনে তোমরা দাস্যগৃহস্বরূপ মিসরহইতে বহির্গত হইলা, পরমেশ্বর বাহুবলদ্বারা তথাহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন; ইহাতে তাড়ীযুক্ত রুটী খাইও না। [৪] আবীব্ মাসের এই দিনে তোমরা বাহির হইলা। [৫] কিনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদের যে দেশ তোমাকে দিতে পরমেশ্বর তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে যখন তিনি তোমাকে আনিবেন; তখনও তুমি এই মাসে এই পর্ব্ব পালন করিবা। [৬] সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী খাইও, ও সপ্তম দিনে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব করিও। [৭] এবং সপ্তাহ তাড়ীশূন্য রুটীর ভোজন হউক, এবং তোমার নিকটে তাড়ীযুক্ত রুটী দৃষ্ট না হউক, তোমার তাবৎ প্রদেশের মধ্যে তাড়ী দৃষ্ট না হউক। [৮] এবং সেই দিনে তুমি আপন পুত্রকে ইহা জ্ঞাত কর, মিসরহইতে আমার বাহির হওন সময়ে পরমেশ্বর আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করিলেন, তাহার স্মরণার্থে ইহা হয়। [৯] এবং এই বিধি তোমার হস্তের চিহ্নস্বরূপ ও স্মরণার্থে নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানের ভূষণস্বরূপ হইবে; এই রূপে পরমেশ্বরের ব্যবস্থা তোমার মুখে থাকিবে, কেননা পরমেশ্বর পরাক্রমি হস্তদ্বারা মিসরহইতে তোমাকে বাহির করিলেন। [১০] অতএব তুমি প্রতিবৎসর উপযুক্ত সময়ে এই বিধি পালন করিবা।

[১১] পরমেশ্বর তোমার কাছে ও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে প্রকার দিব্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে যখন কিনানীয় দেশে প্রবেশ করাইয়া তোমাকে তাহা দিবেন, [১২] তৎকালে তুমি প্রথমজাত তাবৎ গর্ব্ভফলকে পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত করিবা; এবং তোমার পশুগণেরও প্রথমজাত গর্ভফলের মধ্যে পুংসন্তান পরমেশ্বরের হইবে। [১৩] এবং গর্দ্দভের তাবৎ প্রথমজাতের রক্ষার্থে তাহার পরিবর্ত্তে মেষশাবক দিবা; যদি পরিবর্ত্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবা; কিন্তু মনুষ্যজাতীয় প্রথমজাত পুংসন্তান সকলের পরিবর্ত্ত করিতে হইবে।

[১৪] পরে তোমার পুত্র ভবিষ্যৎকালে, এ কি? ইহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কহিবা, যে সময়ে পরমেশ্বর দাস্যগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে বাহুবলদ্বারা আমাদিগকে বাহির করিলেন, [১৫] তৎকালে ফিরৌন্ আমাদিগকে ছাড়িতে নি-

দূর হইলে পরমেশ্বর মিসরদেশে মনুষ্যের ও পশুর তাবৎ প্রথমজাত সন্তানকে বধ করিলেন, এই নিমিত্তে আমি সর্ব্বপ্রকার প্রথমজাত গর্ব্ভফলের মধ্যে পুংসন্তানদিগকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করি; কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্র সকলের পরিবর্ত্ত করি। [১৬] এই বিধি তোমার হস্তের চিহ্নস্বরূপ ও নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানের ভূষণস্বরূপ হইবে, কেননা পরমেশ্বর বাহুবলদ্বারা আমাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

[১৭] অপর ফিরৌন্ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বর পিলেষ্টীয়দের দেশ দিয়া যে ছোট পথ, সেই পথে তাহাদিগকে গমন করাইলেন না, কেননা ঈশ্বর কহিলেন, যুদ্ধ দেখিলে পাছে লোকেরা অনুতাপ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যায়। [১৮] অতএব ঈশ্বর সূফসাগরের প্রান্তরগামি বক্র পথে তাহাদিগকে গমন করাইলেন; আর ইস্রায়েল্ বংশ সুশৃঙ্খলমতে মিসরহইতে যাত্রা করিল। [১৯] এবং মূসা যূষফের অস্থি আপন সঙ্গে লইল, কেননা সে ইস্রায়েল্ বংশকে শক্ত দিব্য করাইয়া কহিয়াছিল, ঈশ্বর অবশ্য তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন, তৎকালে তোমরা আপনাদের সঙ্গে আমার অস্থি এ স্থানহইতে লইয়া যাইবা।

[২০] পরে তাহারা সুক্কোৎহইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের ধারে স্থিত এথমে শিবির স্থাপন করিল। [২১] এবং পরমেশ্বর দিবসে পথে লইয়া যাওনার্থে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে দীপ্তিদানার্থে অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে২ গমন করিতে লাগিলেন; এই রূপে তিনি দিবারাত্রি তাহাদিগকে গমন করাইতেন। [২২] তিনি লোকদের সম্মুখহইতে দিনে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ দূর করিতেন না।

১৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকদিগকে পরমেশ্বরের পথ দেখাওন, ৫ ও ফিরৌণের তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন, ১০ ও ইস্রায়েল্ লোকদের বিলাপ, ১৩ ও মূসার সান্ত্বনাবাক্য, ১৫ ও মূসাকে পরমেশ্বরের শিক্ষা দেওন, ১৯ ও দূত ও মেঘস্তম্ভের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন, ২১ ও মূসার সমুদ্রকে দ্বিধা করণ, ২৩ ও ইস্রায়েল্ লোকদের পশ্চাৎ মিস্রিদের গমন, ২৬ ও সমুদ্রে মিস্রিদের বিনাশ।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তোমরা ফিরিয়া পীহহীরোতের অগ্রে মিগ্‌দোলের ও সমুদ্রের মধ্যে শিবির স্থাপন কর; তোমরা বাল্‌সিফোনের অগ্রে অর্থাৎ তাহার সম্মুখে সমুদ্রের নিকটে শিবির স্থাপন কর। [৩] তাহাতে ফিরৌন্ ইস্রায়েল্ বংশের বিষয়ে কহিবে, তাহারা দেশের মধ্যে বদ্ধ ও প্রান্তরদ্বারা রুদ্ধ আছে। [৪] এবং আমি ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে তোমাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইবে, এবং ফিরৌন্ ও তাহার সকল সৈন্যদ্বারা আমি সম্ভ্রম পাইব; তাহাতে আমিই পরমেশ্বর, ইহা মিস্রিরা জ্ঞাত হইবে। তখন তাহারা সেই রূপ করিল।

পরে লোকেরা পলাই   এই সংবাদ মিস্রীয় রাজাকে জ্ঞাত করিলে লোকদের বিষয়ে ফিরৌন্ ও তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ বিকারপ্রাপ্ত হইল; তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা কেন এমত করিলাম? আমাদের দাসত্বহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে কেন ছাড়িয়া দিলাম? [৬] তখন রাজা আপন রথ প্রস্তুত করাইল, ও আপন লোকদিগকে সঙ্গে লইল। [৭] এবং   শত রথ ও মিস্রিদের তাবৎ রথ ও প্রত্যেক রথে যোদ্ধাগণ লইল। [৮] এবং পরমেশ্বর মিস্রীয় রাজা ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে ইস্রায়েল্ বংশের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল; তখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা উর্দ্ধহস্তে যাত্রা করিতেছিল। [৯] কিন্তু মিস্রিরা অর্থাৎ ফিরৌণের সকল অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ় প্রভৃতি সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন করিয়া বাল্‌সিফোনের সম্মুখে পীহহীরোতের নিকটে সমুদ্রতীরে স্থাপিত শিবিরে বাস করণ সময়ে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।

[১০] ফিরৌন্ নিকটবর্ত্তী হইলে ইস্রায়েল্ বংশ চক্ষু তুলিয়া আপনাদের পশ্চাৎ২ আগমনকারি মিস্রীয়দিগকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং ইস্রায়েল্ বংশেরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃশব্দ করিল। [১১] এবং মূসাকে কহিল, মিসরে কবর নাই, এই জন্যে কি প্রান্তরে প্রাণত্যাগ করাইতে আমাদিগকে লইয়া আইলা? তুমি আমাদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিলা? [১২] আর আমাদিগকে থাকিতে দেও, আমরা মিস্রিদের সেবা করি, কেননা প্রান্তরে মরণাপেক্ষা মিস্রিদের সেবা করা আমাদের মঙ্গল, এই কথা আমরা কি মিসরদেশে তোমাকে কহি নাই?

[১৩] পরে মূসা লোকদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না, স্থির হও; পরমেশ্বর অদ্য তোমাদের যে উদ্ধার করেন তাহা দেখ। এই যে মিস্রিদিগকে অদ্য দেখিতেছ, ইহাদিগকে আর কখনো দেখিবা না। [১৪] পরমেশ্বর তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন, তোমরা স্থির হইয়া থাক।

[১৫] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি আমাকে কেন ডাকিতেছ? ইস্রায়েল্ বংশকে অগ্রসর হইতে কহ। [১৬] এবং তুমি আপন

যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা দুই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবে। [১৭] এবং দেখ, আমি মিস্রিদের অন্তঃকরণ কঠিন করিব, তাহাতে তাহারা তাহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ করিলে আমি ফিরৌণের ও তাহার সকল সৈন্যের ও রথের ও অশ্বারূঢ়গণের দ্বারা সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইব। [১৮] ফিরৌন্ ও তাহার রথ ও তাহার অশ্বারূঢ়গণদ্বারা আমার সম্ভ্রমপ্রাপ্তি হইলে আমিই যে পরমেশ্বর, ইহা মিস্রীয় লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

[১৯] তখন ইস্রায়েলীয় সৈন্যের অগ্রগামী ঈশ্বরের দূত স্থানান্তর হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইলেন, এবং মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্রহইতে স্থানান্তর হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া মিস্রীয় ও ইস্রায়েলীয় উভয় সৈন্যের মধ্যে থাকিয়া [২০] একের প্রতি মেঘ ও অন্ধকারস্বরূপ হইল, কিন্তু অন্যের প্রতি রাত্রিকে আলোকময় করিল; এই নিমিত্তে সমস্ত রাত্রিতে এক দল অন্য দলের নিকটে আসিতে পারিল না।

[২১] পরে মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে পরমেশ্বর সেই তাবৎ রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা সমুদ্রের ক্ষোভ জন্মাইয়া তাহা শুষ্ক করিলে জল দুই ভাগ হইল। তাহাতে বংশ শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল।

[২৩] পরে মিস্রিরা অর্থাৎ ফিরৌণের অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ়গণ সকলে ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ২ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। [২৪] কিন্তু রাত্রির শেষপ্রহরে পরমেশ্বর অগ্নি ও মেঘস্তম্ভের মধ্য দিয়া মিস্রিদের সৈন্য অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন, [২৫] ও তাহাদের রথের চাকা সরাইলেন; তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে রথ চালাইল; তখন মিস্রি লোকেরা কহিল, আইস, আমরা ইস্রায়েল্ বংশহইতে পলায়ন করি, কেননা পরমেপক্ষ হইয়া মিস্রিদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতেছেন।

[২৬] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিস্রিদের ও তাহাদের রথের ও অশ্বারূঢ়দের উপরে পুনর্ব্বার জল আসিবে। [২৭] তখন মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করাতে প্রাতঃকাল হইলে সমুদ্র সমান হইতে লাগিল; তাহাতে মিস্রিরা তাহার সম্মুখে পলায়ন করিলে পরমেশ্বর সমুদ্রের মধ্যে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন। ফলতঃ জল পরাবৃত্ত হইয়া তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফিরৌণের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না। [২৯] কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিল, এবং তাহাদের বামে ও দক্ষিণে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল। [৩০] এই রূপে সেই দিনে পরমেশ্বর মিস্রিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে উদ্ধার করিলেন, ও ইস্রায়েল্ বংশ মিস্রিদিগকে সমুদ্রের তীরে মৃত দেখিল। [৩১] পরমেশ্বর মিস্রিদের প্রতি এই যে মহৎকর্ম্ম করিলেন, ইস্রায়েল্ বংশ তাহা দেখিল; তাহাতে লোকেরা পরমেশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া পরমেশ্বরেতে ও তাঁহার দাস মূসাতে বিশ্বাস করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ মূসার গীত, ২০ ও ঐ গীত গান করণ, ২২ ও জলের অভাব হওন, ২৩ ও মারা স্থানে তিক্ত জল পাওন ও কাষ্ঠদ্বারা তাহার মিষ্টতা হওন, ২৭ ও এলীম্ স্থানে শিবির স্থাপন।

[১] পরে মূসা ও ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই গীত গান করিল, আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান করি; কেননা তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। [২] পরমেশ্বর আমার বল ও গানস্বরূপ; তিনিই আমার পরিত্রাতা হইলেন; তিনি আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রশংসা করিব; তিনি আমার পৈতৃক ঈশ্বর, আমি তাঁহার গুণানুবাদ করিব। [৩] পরমেশ্বর যুদ্ধবীর; যিহোবাঃ এই তাঁহার নাম। [৪] তিনি ফিরৌণের রথ ও সৈন্যগণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাঁহার মনোনীত রথিগণ সূফ্সাগরে মগ্ন হইল। [৫] গভীর জল তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল; প্রস্তরের ন্যায় তাহারা অগাধ স্থানে তলাইয়া গেল। [৬] হে পরমেশ্বর, তোমার দক্ষিণ হস্ত বলেতে গৌরবান্বিত; হে পরমেশ্বর, তোমার দক্ষিণ হস্ত শত্রুচূর্ণকারী। [৭] তুমি আপন উৎকৃষ্ট মহিমাতে আপনার বিপরীতাচারি লোকদিগকে নষ্ট করিয়া থাক; তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি নাড়ার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। [৮] তোমার নাসিকার নিশ্বাসদ্বারা জল গাঢ় হইল, ও স্রোত সকল সেতুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইল, ও মধ্যসমুদ্রের গভীর জল কঠিন হইল। [৯] শত্রু কহিয়াছিল, আমি বেগে গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লুটিত দ্রব্য বিভাগ করিয়া লইব; তাহাদিগেতে আমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। আমি খড়্গ নিষ্কোষ করিব, তাহাতে আমার হস্ত তাহাদিগকে

বিনষ্ট করিবে। [১০] কিন্তু তুমি আপন নিশ্বাস-দ্বারা ফূৎকার করিলে সমুদ্র তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল; তাহারা গভীর জলেতে সীসার ন্যায় তলাইয়া গেল। [১১] হে পরমেশ্বর, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে? এবং তোমার সমান পবিত্রতাতে আদরণীয় ও প্রশংস্যাতে ভয়ার্হ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কে আছে? [১২] তুমি আপন দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলে পৃথিবী শত্রুগণকে গ্রাস করিল। [১৩] তুমি আপন লোকদিগকে মুক্ত করিয়া দয়াপূর্ব্বক গমন করাইতেছ, এবং আপন পরাক্রমেতে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ। [১৪] ইহা শুনিয়া অন্যদেশীয়েরা ত্রাস পাইবে, ও পিলেষ্টীয় লোকেরা উদ্বিগ্নতাতে মগ্ন হইবে। [১৫] এবং ইদোমের সকল রাজা ব্যাকুল হইবে, ও মোয়াবের বলবান্ লোকেরা কম্পগ্রস্ত হইবে, ও কিনান্ নিবাসি সকলে দ্রব হইবে। [১৬] ভয় ও আশঙ্কা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এবং তোমার বাহুবলদ্বারা তাহারা প্রস্তরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকিবে; তাহাতে হে পরমেশ্বর, তোমার প্রজাগণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইবে, এবং তোমার ক্রীত প্রজারা তাহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইবে। [১৭] হে পরমেশ্বর, তুমি আপন নিবাসার্থে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছে, হে প্রভো, তোমার হস্ত যে ধর্ম্মধাম স্থাপন করিয়াছে, তাহার নিকটে লইয়া গিয়া তুমি তাহাদিগকে আপনার সেই অধিকারপর্ব্বতে রোপণ করিবা। [১৮] পরমেশ্বর অনন্তকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন। [১৯] ফিরৌণের অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ়গণ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে পরমেশ্বর তাহাদের উপরে পুনর্ব্বার সমুদ্রের জল আনিলেন; কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল।

[২০] পরে হারোণের ভগিনী মরিয়ম্ ভবিষ্যদ্বক্ত্রী হস্তে মৃদঙ্গ লইলে তাহার পশ্চাৎ২ অন্য স্ত্রী সকল মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য করিতে২ বাহির হইল। [২১] তখন মরিয়ম্ তাহাদিগকে এই গান করিতে কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর; কেননা তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

[২২] অনন্তর মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে সূফ্ সাগরহইতে যাত্রা করাইলে পর তাহারা শূর প্রান্তরের দিগে গমন করিল; তিন দিন প্রান্তরে যাইতে২ জল পাইল না।

[২৩] পরে তাহারা মারাতে উপস্থিত হইলে তিক্ততা প্রযুক্ত মারার জল পান করিতে পারিল না; এই জন্যে তাহার নাম মারা (তিক্ততা) রাখিল। [২৪] অতএব লোকেরা মূসার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিল, আমরা কি পান করিব? [২৫] তাহাতে সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর তাহাকে এক প্রকার কাষ্ঠ দেখাইলেন; মূসা তাহা লইয়া জলেতে নিক্ষেপ করিলে জল মিষ্ট হইল। সেই স্থানে পরমেশ্বর তাহাদের নিমিত্তে বিধি ও ব্যবস্থা নিরূপণ করিলেন, এবং তাহাদের পরীক্ষা লইয়া [২৬] কহিলেন, তোমরা যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের কথাতে মনোযোগ কর, ও তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা উচিত তাহাই কর, ও তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ দেও, ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর, তবে আমি মিস্রীয় লোকদিগকে যে সকল রোগ ভোগ করাইলাম, তাহা তোমাদিগকে ভোগ করিতে দিব না; আমি পরমেশ্বর তোমাদের আরোগ্যকারী।

[২৭] পরে তাহারা এলীমে উপস্থিত হইলে সে স্থানে বারো জলের উনুই ও সত্তরি খর্জ্জূরবৃক্ষ থাকাতে তাহারা সেই জলের উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ খাদ্যাভাবে ইস্রায়েলবংশের কলহ করণ, ৪ ও খাদ্য বর্ষণ করিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৯ ও লোকদের প্রতি মূসার আজ্ঞা, ও ঈশ্বরের তেজঃপ্রকাশ হওন, ১১ ও ভাটুই পক্ষির প্রেরণ ও মান্না বর্ষণ করণ, ১৬ ও খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ, ২২ ও ষষ্ঠ দিনের জন্যে বিশেষ নিরূপণ, ২৭ ও সপ্তম দিনে খাদ্যবর্ষণাভাব, ৩২ ও পাত্রে মান্না রক্ষা করণ।

[১] অপর মিসরদেশ ত্যাগ করণের পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী এলীমহইতে যাত্রা করিয়া এলীম্ ও সীনয় এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি সীন্ প্রান্তরে উপস্থিত হইল। [২] তখন ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে প্রান্তরে বচসা করিল। [৩] ফলতঃ ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদিগকে কহিল, আমরা যখন মাংসের স্থালীর নিকটে বসিয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিতাম, হায়২ তখন মিসরদেশে পরমেশ্বরের হস্তে কেন মরি নাই? ক্ষুধাদ্বারা এই তাবৎ মণ্ডলীকে বধ করণার্থে তোমরা আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিলা।

[৪] তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিমিত্তে স্বর্গহইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব, তাহাতে লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন দিনের নিরূপিত পরিমাণানুসারে খাদ্য কুড়াইবে; কিন্তু তাহারা আমার ব্যবস্থাতে চলিবে কি না, আমি তাহাদের এই পরীক্ষা লইব। [৫] ষষ্ঠ দিনে তাহারা যাহা আনিবে, তাহা প্রস্তুত

করিলে দিনে২ যাহা কুড়ায়, তাহার দ্বিগুণ হইবে। [৬] পরে মূসা ও হারোণ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে কহিল, পরমেশ্বর যে তোমাদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিলেন, ইহা তোমরা সায়ংকালে জ্ঞাত হইবা। [৭] এবং প্রাতঃকালে তোমরা পরমেশ্বরের তেজ দেখিবা, কেননা পরমেশ্বরের প্রতি তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন। আমরা কে, যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বচসা কর? [৮] পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর সায়ংকালে ভোজনার্থে তোমাদিগকে মাংস দিবেন, ও প্রাতঃকালে তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন দিবেন; পরমেশ্বরের প্রতি তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন; আমরা কে? আমাদের বিপরীতে নয়, কিন্তু পরমেশ্বরের বিপরীতে তোমাদের বচসা হয়।

[৯] অপর মূসা হারোণকে কহিল, তুমি ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীকে কহ, তোমরা পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হও; তিনি তোমাদের বচসা শুনিলেন। [১০] হারোণ ইস্রায়েল্ বংশের মণ্ডলীকে ইহা কহিতেছিল, ইত্যবসরে তাহারা প্রান্তরের প্রতি দৃষ্টি করিলে মেঘস্তম্ভের মধ্যে পরমেশ্বরের তেজ দৃষ্ট হইল।

[১১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১২] আমি ইস্রায়েল্ বংশের বচসা শুনিলাম। তুমি তাহাদিগকে কহ, তোমরা সায়ংকালে মাংস ভোজন করিবা, ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবা, তাহাতে আমি যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা। [১৩] পরে সন্ধ্যাকালে ভাটুই পক্ষিগণ উপস্থিত হইয়া শিবিরস্থান ব্যাপিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চতুর্দ্দিগে শিশির পড়িল। [১৪] পরে পতিত শিশির ঊর্দ্ধগত হইলে ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তু প্রান্তরের উপরে পড়িয়া রহিল। [১৫] তাহা দেখিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণ পরস্পর কহিল, মান্ হূ? (এ কি?) কেননা সে কি, তাহা তাহারা জানিল না। তাহাতে মূসা কহিল, ইহা তোমাদের আহারার্থে পরমেশ্বরকর্ত্তৃক দত্ত অন্ন। [১৬] এখন পরমেশ্বর এই আজ্ঞা দেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ ভোজনশক্তি বুঝিয়া তাহা কুড়াও; তোমাদের প্রত্যেক জন আপন২ তাম্বুতে স্থিত লোকদের সংখ্যানুসারে এক২ জনের নিমিত্তে এক২ ওমর পরিমাণে তাহা কুড়াউক। [১৭] তাহাতে ইস্রায়েল বংশ সেই রূপ করিল; কেহ অধিক ও কেহ অল্প কুড়াইল। [১৮] পরে ওমরেতে তাহা পরিমাণ করিলে, যে অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অধিক হইল না, এবং যে অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অল্প হইল না; তাহারা প্রত্যেকে আপন২ ভোজনশক্ত্যনুসারে কুড়াইয়াছিল। [১৯] পরে মূসা কহিল, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের জন্যে ইহার কিছু রাখিও না। [২০] তথাপি কেহ২ মূসার কথা না মানিয়া প্রাতঃকালের নিমিত্তে কিছু২ রাখিলে তন্মধ্যে কীট জন্মিল ও দুর্গন্ধ হইল; এবং মূসা তাহাদের উপরে ক্রোধ করিল। [২১] এই রূপে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহারা আপন২ ভোজনশক্ত্যনুসারে তাহা কুড়াইত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত।

[২২] পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি জনের নিমিত্তে দুই২ ওমর অন্ন কুড়াইলে মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল আসিয়া মূসাকে জ্ঞাত করিল। [২৩] তাহাতে মূসা তাহাদিগকে কহিল, পরমেশ্বর তাহাই কহিয়াছিলেন, কল্য পরমেশ্বরের পবিত্র বিশ্রামবার হইবে; অতএব তোমাদের যাহা ভাজিতে হয় তাহা ভাজ, ও যাহা পাক করিতে হয় তাহা পাক কর; এবং অবশিষ্ট দ্রব্য প্রাতঃকালের জন্যে তুলিয়া রাখ। [২৪] তাহাতে তাহারা মূসার আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিলে তাহাতে দুর্গন্ধ হইল না এবং কীটও জন্মিল না। [২৫] পরে মূসা কহিল, অদ্য তোমরা তাহা ভোজন কর, কেননা অদ্য পরমেশ্বরের বিশ্রামবার; অদ্য প্রান্তরে তাহা পাইবা না। [২৬] তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবা, কিন্তু সপ্তম দিনে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশ্রামবারে তাহা জন্মিবে না।

[২৭] তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে কেহ২ তাহা কুড়াইতে গেল; কিন্তু কিছুই পাইল না। [২৮] তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবা? [২৯] দেখ, পরমেশ্বরই তোমাদিগকে বিশ্রামদিন দিয়াছেন, এই হেতুক তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের উপযুক্ত খাদ্য তোমাদিগকে দেন; অতএব তোমরা প্রতি জন সপ্তম দিনে আপন২ স্থানহইতে বাহির না হইয়া স্ব২ স্থানে থাক। [৩০] তখন লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল। [৩১] এবং ইস্রায়েল বংশ ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল; সে মান্না ধন্যাকৃতি ও শুক্লবর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।

[৩২] পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা করিলেন, তিনি তোমাদিগকে মিসরদেশহইতে আনয়নকালে প্রান্তরের মধ্যে যে অন্ন ভোজন করাইলেন, তাহা যেন তোমাদের ভাবিবংশেরা দেখে, এই জন্যে তাহাদের নিমিত্তে এক ওমর পরিমাণ মান্না রাখ। [৩৩] তখন মূসা হারোণকে কহিল, তুমি একটা পাত্র লইয়া এক ওমর পরিমাণ মান্না পূর্ণ করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে

রাখ; তাহা তোমাদের ভাবিপুরুষদের নিমিত্তে রাখা যাইবে। [৩৪] তখন হারোণ মূসার প্রতি উক্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সাক্ষ্যসিন্দুকের নিকটে থাকিতে তাহা তুলিয়া রাখিল। [৩৫] ইস্রায়েল্ বংশ যাবৎ নিবাসদেশে উপস্থিত না হইল, তাবৎ অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই মান্না ভোজন করিত; কিনান্ দেশের সীমাতে উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত তাহা খাইত। [৩৬] এক ওমর্ ঐফার দশমাংশ।

১৭ অধ্যায়।

১ রিফীদীমে জলের অভাবে লোকদের কলহ, ৮ ও অমালেক লোককে জয় করণ, ১৪ ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে মূসার বেদি নির্ম্মাণ করণ।

[১] অপর ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী সীন প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে নিরূপিত উত্তরণ স্থান দিয়া রিফীদীমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু সে স্থানে লোকদের পানার্থে জলাভাব ছিল। [২] অতএব লোকেরা মূসার সহিত বচসা করিয়া কহিল, আমাদিগকে জল দেও, আমরা পান করিব। তাহাতে মূসা কহিল, তোমরা আমার সহিত কেন বচসা কর? ও কেন পরমেশ্বরের পরীক্ষা লও? [৩] তখন লোকেরা সেই স্থানে জলপিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া বচসা করিয়া মূসাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে ও আমাদের সন্তানগণকে ও পশুগণকে তৃষ্ণাদ্বারা বধ করিতে মিসরদেশহইতে কেন আনিলা? [৪] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের নিকটে খেদোক্তি করিয়া কহিল, আমি এই লোকদের নিমিত্তে কি করিব? তাহারা আমাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে প্রস্তুত আছে। [৫] তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি যাহাদ্বারা নদীতে আঘাত করিয়াছিলা, তোমার সেই যষ্টি হস্তে লইয়া ইস্রায়েল্ বংশের কতক প্রাচীনগণকে সঙ্গে করিয়া লোকদের অগ্রে২ যাও। [৬] দেখ, আমি হোরেবে ঐ শৈলের উপরে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইব; তুমি ঐ শৈলে আঘাত করিলে তাহাহইতে জল নির্গত হইবে, তাহাতে লোকেরা তাহা পান করিবে। তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনদের দৃষ্টিতে সেই রূপ করিল। [৭] এবং সেই স্থানে ইস্রায়েল্ বংশের বিবাদ প্রযুক্ত, এবং পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন কি না? এই বাক্যদ্বারা পরমেশ্বরের পরীক্ষা লওন প্রযুক্ত সেই স্থানের নাম মসা ও মিরীবা (পরীক্ষা ও বিবাদ) রাখিল।

[৮] ঐ সময়ে অমালেক লোক রিফীদীমে আসিয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। [৯] তাহাতে মূসা যিহোশূয়কে কহিল, তুমি আমাদের জন্যে লোক মনোনীত করিয়া লইয়া অমালেক্ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাও; কল্য আমি ঈশ্বরের যষ্টি হস্তে লইয়া পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইব। [১০] পরে যিহোশূয় মূসার আজ্ঞানুসারে অমালেক্ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু মূসা ও হারোণ ও হূর্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিল। [১১] তাহাতে মূসা যত ক্ষণ আপন হস্ত ঊর্দ্ধ করে, তত ক্ষণ ইস্রায়েল্ বংশ জয়ী হয়, কিন্তু মূসা আপন হস্ত নামাইলে অমালেক্ লোকেরা জয়ী হয়। [১২] অতএব মূসার হস্ত ভারী হওয়াতে তাহারা এক প্রস্তর আনিয়া তাহার নীচে রাখিল, তখন মূসা তাহার উপরে বসিল, এবং হারোণ ও হূর্ এক জন এক দিগে ও অন্য জন অন্য দিগে তাহার হস্ত তুলিয়া ধরিল; তাহাতে সূর্য্য অস্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহার হস্ত স্থির থাকিল। [১৩] অতএব যিহোশূয় অমালেক্ ও তাহার লোক দিগকে খড়্গদ্বারা পরাস্ত করিল।

[১৪] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লেখ, এবং যিহোশূয়ের কর্ণগোচরে তাহা পাঠ কর; আমি আকাশের অধোভাগহইতে অমালেকের স্মরণ লোপ করিব। [১৫] পরে মূসা এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবা-নিষি (পরমেশ্বর আমার ধ্বজস্বরূপ) রাখিল। [১৬] এবং কহিল, পুরুষানুক্রমে অমালেকের সহিত পরমেশ্বরের যুদ্ধ হইবে, পরমেশ্বরের ধ্বজাতে এই লিপি আছে।

১৮ অধ্যায়।

১ মূসার নিকটে তাহার ভার্য্যার ও পুত্রগণের ও শ্বশুরের আগমন, ৭ ও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করণ, ১৩ ও মূসার প্রতি যিথ্রোর সুপরামর্শ, ২৭ ও যিথ্রোর স্বদেশে গমন।

[১] অনন্তর ঈশ্বর মূসার প্রতি ও আপন লোক ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি এই২ কর্ম্ম করিয়াছেন, বিশেষতঃ মিসরদেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, [২] এই সকল কথা শুনিয়া মূসার শ্বশুর মিদিয়নীয় যাজক যিথ্রো আপন গৃহে প্রেরিতা মূসার ভার্য্যা সিপ্পোরাকে ও তাহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইল। [৩] ঐ দুই পুত্রের মধ্যে একের নাম গের্শোম্ (এই স্থানে প্রবাসী), কেননা সে কহিল, আমি পরদেশে প্রবাসী হইলাম। [৪] এবং অন্যের নাম ইলীয়েষর্ (ঈশ্বর আমার উপকারী), কেননা সে কহিল, আমার পিতার ঈশ্বর আমার উপকারী হইয়া ফিরৌণের খড়্গহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। [৫] পরে মূসার শ্বশুর যিথ্রো তাহার দুই পুত্র ও ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া

প্রান্তরে মূসার নিকটে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পর্ব্বতে যে স্থানে সে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, সেই স্থানে আইল। [৬] এবং মূসাকে কহিল, তোমার শ্বশুর যিথ্রো আমি এবং তোমার ভার্য্যা ও তাহার সহিত তোমার দুই পুত্র, আমরা তোমার নিকটে আইলাম।

[৭] তখন মূসা আপন শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গিয়া তাহাকে প্রণাম ও চুম্বন করিল, এবং পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে পর তাহারা তাম্বুতে প্রবেশ করিল। [৮] পরে পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের অনুরোধে ফিরৌণের প্রতি ও মিস্রিদের প্রতি কি২ করিয়াছেন, এবং পথে তাহাদের প্রতি কি২ পরিশ্রম ঘটিয়াছে, ও পরমেশ্বর কি প্রকারে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এই সকল কথা মূসা আপন শ্বশুরকে জ্ঞাত করিল। [৯] তাহাতে পরমেশ্বর মিস্রিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের মঙ্গল করিয়াছেন, এই সকলের নিমিত্তে যিথ্রো অতি আহ্লাদিত হইল। [১০] এবং কহিল, যে পরমেশ্বর মিস্রিদের ও ফিরৌণের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন তিনি ধন্য। যিনি মিস্রীয়দের অধীনতাহইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, [১১] সেই পরমেশ্বর সকল দেবতাহইতে মহান্, ইহা এখন আমি জ্ঞাত হইলাম; কেননা তাহারা যে বিষয়ে গর্ব্ব করিত, সে বিষয়ে তিনি তাহাদের উপরে জয়ী হইলেন। [১২] পরে মূসার শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম ও নৈবেদ্য করিল, এবং হারোণ ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীন লোক সকল আসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে মূসার শ্বশুরের সহিত ভোজন করিল।

[১৩] পরদিনে মূসা লোকদের বিচার করিতে বসিলে প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত লোকেরা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৪] তখন লোকদের বিষয়ে মূসা যাহা২ করিল, তাহার শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহিল, তুমি লোকদের সহিত এ কেমন ব্যবহার করিতেছ? তুমি কেন একাকী বসিয়া নিকটে দণ্ডায়মান লোক সকলকে প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তোমাকে যেরিতে দিতেছ? [১৫] তাহাতে মূসা আপন শ্বশুরকে কহিল, লোকেরা ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা করিতে আমার কাছে আইসে, [১৬] ফলতঃ তাহাদের কোন বিবাদ হইলে তাহা আমার কাছে উপস্থিত হয়; তাহাতে বাদি প্রতিবাদির মধ্যে আমি বিচার করি, এবং ঈশ্বরের বিধি ও ব্যবস্থা সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত করি। [১৭] পরে মূসার শ্বশুর কহিল, তোমার এই কর্ম্ম ভাল নয়। [১৮] ইহাতে তুমি ও তোমার সঙ্গি এই লোকেরা উভয়ই ক্ষীণ হইবা, কেননা এ কার্য্য তোমার ক্ষমতাহইতে গুরুতর; তুমি একাকী ইহা সম্পন্ন করিতে পার না। [১৯] অতএব আমার কথায় মনোযোগ কর; আমি তোমাকে পরামর্শ দি, তাহাতে ঈশ্বর তোমার সহায় হউন; তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে লোকদের পক্ষ হইয়া তাহাদের কথা ঈশ্বরের কাছে জানাও, [২০] এবং তাহাদিগকে বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দেও, ও তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখাও। [২১] তদ্ভিন্ন তুমি এই লোকসমূহের মধ্যহইতে কর্ম্মক্ষম মনুষ্যদিগকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভয়কারি ও সত্যবাদি ও লোভ ঘৃণাকারি লোকদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর। [২২] তাহারা সর্ব্বকালে লোকদের বিচার করিবে; কোন মহাবিচার হইলে তোমার নিকটে তাহা আনিবে, কিন্তু ক্ষুদ্র বিচার সকল তাহারা করিবে; তাহাতে তাহারা তোমার সহিত ভার বহিলে তোমার কর্ম্ম লঘু হইবে। [২৩] তুমি যদি এমত কর, এবং ঈশ্বর যদি এমত করিতে আজ্ঞা করেন, তবে তুমি সহিতে পারিবা, এবং এই সকল লোকেরাও কুশলে আপনাদের স্থানে গমন করিবে। [২৪] তাহাতে মূসা শ্বশুরের বাক্যে মনোযোগ করিয়া তাহার বাক্যানুসারে সকল কর্ম্ম করিল। [২৫] ফলতঃ মূসা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশহইতে কর্ম্মক্ষম মনুষ্যদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ সহস্রপতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত করিল। [২৬] তাহারা সর্ব্বকালে লোকদের বিচার করিত; কঠিন বিচার সকল তাহারা মূসার কাছে আনিত, কিন্তু ক্ষুদ্র কথার বিচার আপনারা করিত।

[২৭] পরে মূসা আপন শ্বশুরকে বিদায় করিলে সে স্বদেশে প্রস্থান করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ লোকেরা সীনয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের সংবাদ, ৭ ও লোকদের জন্যে ঈশ্বরের প্রতি মূসার উত্তর, ১০ ও লোকদিগকে পবিত্র করিতে ও পর্ব্বত স্পর্শ না করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা দেওন, ১৪ ও লোকদের সাক্ষাতে পর্ব্বতের উপরে ঈশ্বরের আগমন।

[১] মিসরদেশহইতে যাত্রা করণের পরে ইস্রায়েল্ বংশ তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইল। [২] তাহারা রিফীদীমহইতে যাত্রা করিয়া সীনয় পর্ব্বতের প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সেই প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল; ইস্রায়েল্ বংশ সেই পর্ব্বতের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল।

³ পরে মূসা ঈশ্বরের নিকটে আরোহণ করিলে পরমেশ্বর পর্ব্বতহইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি যাকুবের বংশকে এই কথা কহ, ও ইস্রায়েলের সন্তানগণকে ইহা জ্ঞাত কর। ⁴ আমি মিস্রিদের প্রতি যাহা করিয়াছি, এবং যেমন উৎক্রোশ পক্ষির পক্ষদ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ⁵ এখন যদি তোমরা আমার কথা শুন ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তাবৎ পৃথিবী আমার হইলেও তোমরা সকল লোক অপেক্ষা আমার বিশেষ অধিকার হইবা, ⁶ এবং আমার নিমিত্তে যাজকদের এক রাজবংশ ও পবিত্র এক জাতি হইবা, এই সকল কথা তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ।

⁷ তখন মূসা আসিয়া লোকদের প্রাচীনগণকে ডাকাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞাপিত এই সকল কথা তাহাদের সম্মুখে প্রস্তাব করিল। ⁸ তাহাতে তাবৎ লোক এক সঙ্গে সকলেই স্বীকার করিয়া কহিল, পরমেশ্বর যে সকল কহিলেন, আমরা তাহা করিব। তখন মূসা পরমেশ্বরের কাছে লোকদের কথা নিবেদন করিলে ⁹ পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার নিকটে আসিব, তাহাতে লোকেরা তোমার সহিত আমার আলাপ শুনিতে পাইয়া সর্ব্বদা তোমাতে প্রত্যয় করিবে। পরে মূসা লোকদের কথা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত করিল।

¹⁰ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি লোকদের নিকটে যাইয়া অদ্য ও কল্য বস্ত্র ধৌত করাইয়া তাহাদিগকে পবিত্র কর। ¹¹ তৃতীয় দিনের জন্যে সকলে প্রস্তুত হউক, কেননা তৃতীয় দিনে পরমেশ্বর সকল লোকের সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বতের শৃঙ্গে নামিবেন। ¹² অতএব তুমি লোকদের চতুর্দ্দিগে সীমা নিরূপণ করিয়া এই কথা কহ, তোমরা পর্ব্বতারোহণে কিম্বা তাহার সীমা স্পর্শ করণে সাবধান হও, কেননা যে কেহ পর্ব্বত স্পর্শ করিবে, সে অবশ্য হত হইবে। ¹³ অতএব কেহ যেন তাহাতে হস্ত স্পর্শ না করে; যদি করে, তবে সে অবশ্য প্রস্তরাঘাতে হত হইবে, কিম্বা বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবে। পশু হউক কি মনুষ্য হউক, কদাচ বাঁচিবে না; তূরী বাজিলে তাহারা পর্ব্বতের নিকটে আসিবে।

¹⁴ পরে মূসা পর্ব্বতহইতে নামিয়া লোকদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিল, এবং তাহারা আপন২ বস্ত্র ধৌত করিল। ¹⁵ পরে সে লোকদিগকে কহিল, তোমরা তৃতীয় দিনের জন্যে প্রস্তুত হও; আপন২ ভার্য্যার নিকটে যাইও না। ¹⁶ পরে তৃতীয় দিন প্রাতঃকাল হইলে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও পর্ব্বতের উপরে নিবিড় মেঘ ও অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরস্থ তাবৎ লোক কম্পান্বিত হইল। ¹⁷ পরে মূসা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লোকদিগকে শিবিরহইতে বাহির করিলে তাহারা পর্ব্বতের তলে দাঁড়াইল। ¹⁸ তখন সমস্ত সীনয় পর্ব্বত ধূমময় ছিল; কেননা পরমেশ্বর অগ্নিবাহনে তাহার শিখরে অবরোহণ করাতে চুলার ধূমের ন্যায় তাহাহইতে ধূম উঠিতেছিল; এবং সকল পর্ব্বত অতিশয় কাঁপিতেছিল। ¹⁹ পরে ক্রমে২ তূরীর শব্দ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন মূসা কথা কহিলে ঈশ্বর [illegible]ণীতে তাহার উত্তর করিলেন। ²⁰ পরমেশ্বর সীনয় পর্ব্বতে অর্থাৎ পর্ব্বতের শিখরে নামিলে পর মূসাকেও সেই পর্ব্বতশিখরে ডাকিলেন; তাহাতে মূসা আরোহণ করিল। ²¹ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি নামিয়া গিয়া লোকদিগকে আদেশ কর, পাছে পরমেশ্বরকে দেখিতে সীমা লঙ্ঘন করিলে তাহাদের অনেকে বিনষ্ট হয়। ²² আর যে যাজকগণ [illegible] নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহারাও আপনাদিগকে পবিত্র করুক, পাছে তিনি তাহাদের উপরে আক্রমণ করেন। ²³ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, লোকেরা সীনয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে না, কেননা পর্ব্বতের সীমা নিরূপণ কর, ও তাহা পবিত্র কর, এই আজ্ঞা তুমি আমাদিগকে দিয়াছ। ²⁴ তখন পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, যাও, নাম; পরে তুমি হারোণকে সঙ্গে করিয়া আরোহণ কর, কিন্তু যাজকগণ ও লোকেরা পরমেশ্বরের নিকটে আসিতে সীমা অতিক্রম না করুক, পাছে তিনি তাহাদের উপরে আক্রমণ করেন। ²⁵ তখন মূসা লোকদের কাছে নামিয়া তাহাদিগকে সেই রূপ আজ্ঞা করিল।

২০ অধ্যায়।

১ দশ আজ্ঞার প্রথম ভাগ, ১২ ও দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ, ১৮ ও লোকদের ভয় ও তাহাদের প্রতি মূসার সান্ত্বনার কথা, ২২ ও দেবপূজা নিষেধ, ২৪ ও পরমেশ্বরের বেদি নির্ম্মাণ বিধি।

¹ পরে ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, ² আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, যিনি দাস্যগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।

³ আমার সাক্ষাতে তোমার আর কোন দেবতা না থাকুক। ⁴ উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে যাহা২ আছে, তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা প্রভৃতি তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। ⁵ এবং

তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার প্রভু পরমেশ্বর আমি স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর; যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, আমি তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের উপরে পৈতৃক অপরাধের প্রতিফলদাতা; [৬] কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী। [৭] তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তাহাকে নির্দোষ করিবেন না। [৮] তুমি বিশ্রামদিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। [৯] ছয় দিন শ্রম করিয়া আপন ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর। [১০] কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রামদিন, তাহাতে তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি দাস কি দাসী কি পশু কি দ্বারান্তর্বাসি বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না। [১১] কেননা পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, এই নিমিত্তে পরমেশ্বর বিশ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন।

[১২] তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হইবে। [১৩] নরহত্যা করিও না। [১৪] পরদার করিও না। [১৫] চুরি করিও না। [১৬] আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। [১৭] আপন প্রতিবাসির গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কি দাসে কি দাসীতে কি গোরুতে কি গর্দ্দভেতে, প্রতিবাসির কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।

[১৮] তখন সকল লোক মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও তূরীর শব্দ ও ধূমযুক্ত পর্ব্বত দেখিল; তাহার দর্শনে লোকেরা পলাইয়া দূরে দাঁড়াইল; [১৯] এবং মূসাকে কহিল, তুমি আমাদের সহিত কথা কহ, আমরা তাহা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না কহুন, পাছে আমরা মরি। [২০] তাহাতে মূসা লোকদিগকে কহিল, ভয় করিও না; তোমাদের পরীক্ষা লওনার্থে, এবং তোমরা যেন পাপ না কর, এই নিমিত্তে আপন ভয়ানকতা তোমাদের চক্ষুর্গোচর করণার্থে ঈশ্বর আইলেন। [২১] তখন লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বর ছিলেন, মূসা সেই ঘোর অন্ধকারের নিকটে গমন করিল।

[২২] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহ, আমি আকাশে থাকিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিলাম, ইহা আপনারা দেখিলা। [২৩] অতএব তোমরা আমার সাক্ষাতে রূপ্যময় দেবতা করিও না, এবং আপনাদের নিমিত্তে স্বর্ণময় দেবতাও করিও না।

[২৪] তুমি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি নির্ম্মাণ কর, এবং তাহার উপরে মেষগবাদি হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ কর। আমি যে২ স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই২ স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। [২৫] যদি আমার নিমিত্তে প্রস্তরের বেদি নির্ম্মাণ কর, তবে খোদিত প্রস্তরেতে তাহা নির্ম্মাণ করিও না, কেননা তাহার উপরে অস্ত্র তুলিলে সে অপবিত্র হইবে। [২৬] আর আমার বেদির উপরে যেন তোমার নগ্নতা দৃষ্ট না হয়, এই জন্যে তুমি তাহার উপরে সোপানদ্বারা উঠিও না।

২১ অধ্যায়।

১ দাসদের বিষয়ে ব্যবস্থা, ৭ ও দাসীদের বিষয়ে ব্যবস্থা, ১২ ও নরহত্যার কথা, ১৬ ও নরচৌর্য্যের কথা, ১৭ ও পিতামাতাকে শাপ দেওনের কথা, ১৮ ও আঘাত বিষয়ের ব্যবস্থা, ২০ ও দণ্ডদ্বারা দাস দাসীর প্রতি আঘাতের ব্যবস্থা, ২২ ও গর্ভবতীর প্রতি আঘাতের ব্যবস্থা, ২৬ ও দাস দাসীর প্রতি প্রহারের ব্যবস্থা, ২৮ ও গোরুর আঘাতের ব্যবস্থা, ৩৩ ও খাতের বিষয়ে ব্যবস্থা, ৩৫ ও গোরুর প্রতি আঘাতের ব্যবস্থা।

[১] অপর তুমি এই সকল বিচারাজ্ঞা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। [২] কেহ ইব্রীয় দাস ক্রয় করিলে সে ছয় বৎসর দাসত্বে থাকিয়া সপ্তম বৎসরে বিনামূল্যে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিবে। [৩] সে যদি একাকী আসিয়া থাকে, তবে একাকী যাইবে; আর যদি বিবাহিত হইয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহার স্ত্রীও তাহার সহিত যাইবে। [৪] কিন্তু যদি তাহার প্রভু তাহার বিবাহ দিয়া থাকে, এবং সেই স্ত্রীহইতে তাহার পুত্র ও কন্যা জন্মিয়া থাকে, তবে ঐ স্ত্রী ও তাহার বালকগণেতে প্রভুর অধিকার হইবে, ও সে একাকী চলিয়া যাইবে। [৫] কিন্তু আমি আপন প্রভুকে এবং স্ত্রী ও বালকগণকে ভাল বাসি, মুক্ত হইয়া যাইব না, এমত কথা যদি ঐ দাস স্পষ্টরূপে বলে, [৬] তবে তাহার প্রভু তাহাকে বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া যাইবে, সে তাহাকে কপাটের কিম্বা বাজুর নিকটে আনিলে তাহার প্রভু গুঁজিদ্বারা তাহার কর্ণে ছিদ্র করিবে; তাহাতে তাহাকে চিরকাল সেই প্রভুর দাসত্ব করিতে হইবে।

[৭] আর কেহ যদি আপন কন্যাকে দাসীরূপে বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তা হইয়া যাওন দাসগণের নিয়মানুসারে হইবে না। [৮] ফলতঃ যদি তাহার প্রভু তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা

করিলেও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে তাহাকে মুক্ত হইতে দিবে; তাহার প্রতি প্রবঞ্চনা করাতে সে তাহাকে অন্যজাতিদের কাছে বিক্রয় করণের অধিকারী হইবে না। ৯ কিম্বা সে প্রভু যদি আপন পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, তবে সে তাহার প্রতি কন্যার ন্যায় ব্যবহার করিবে। ১০ কিন্তু যদি অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেয়, তথাপি তাহার অন্ন ও বস্ত্রের এবং স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারের ত্রুটি করিতে পারিবে না। ১১ যদ্যপি এই তিনের ত্রুটি করে, তবে সে স্ত্রী বিনামূল্যে মুক্তা হইয়া যাইবে।

১২ কেহ যদি প্রহার করিতে ২ কোন মনুষ্যকে বধ করে, তবে সে বধ্য হইবে। ১৩ যে যাহাকে মারিতে চেষ্টা করে নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তাহার হস্তদ্বারা যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে যে স্থানে পলাইতে পার, এমত স্থান তোমার নিমিত্তে আমি নিরূপণ করিব। ১৪ কিন্তু যদি কেহ ছলপূর্ব্বক আপন প্রতিবাসিকে বধ করে, তবে এমন দুঃসাহসি লোকের প্রাণদণ্ড করিতে তাহাকে আমার বেদির নিকটহইতেও লইয়া যাইবা। ১৫ আর যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে প্রহার করে, সে বধ্য হইবে।

১৬ আর কেহ মনুষ্যকে চুরি করিয়া যদি বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার অধিকারে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

১৭ আর যে কেহ আপন পিতাকে কি মাতাকে শাপ দেয়, সে বধ্য হইবে।

১৮ আর বিবাদ করিয়া এক জন অন্যকে প্রস্তরাঘাত কিম্বা মুষ্ট্যাঘাত করিলে, সে যদি না মরিয়া শয্যাগত হইয়া ১৯ পশ্চাৎ উঠিয়া যষ্টি অবলম্বন করিয়া বেড়ায়, তবে সে প্রহারক নির্দোষ হইবে; কিন্তু তাহার কর্ম্মক্ষতির ও চিকিৎসার ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে।

২০ আর কেহ আপন দাসকে কিম্বা দাসীকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে মরে, তবে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবে। ২১ কিন্তু এক কিম্বা দুই দিন সে যদি বাঁচে, তবে তাহার স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না, কেননা সে তাহার টাকাস্বরূপ।

২২ আর পুরুষেরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ব্ভবতী স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ব্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন আপত্তি না হয়, তবে সে ঐ স্ত্রীর স্বামির নিরূপণানুসারে দণ্ডিত হইয়া বিচারকর্ত্তাদের সাক্ষাতে দণ্ডের টাকা দিবে। ২৩ কিন্তু যদি কোন আপত্তি ঘটে, তবে তাহার প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, ২৪ ও চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, ও দন্তের পরিশোধে দন্ত, ও হস্তের পরিশোধে হস্ত, ও চরণের পরিশোধে চরণ, ২৫ ও দাহনের পরিশোধে দাহন, ও ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, ও কালশিরার পরিশোধে কালশিরা দণ্ড হইবে।

২৬ আর কেহ আপন দাস কিম্বা দাসীর চক্ষুতে আঘাত করিলে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার চক্ষুনাশের জন্যে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। ২৭ এবং আঘাতদ্বারা আপন দাস কিম্বা দাসীর দন্ত ভগ্ন করিলে পর ঐ দন্তের জন্যে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।

২৮ আর গোরু কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে ঐ গোরু প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে, এবং তাহার মাংস অখাদ্য হইবে; কিন্তু গোরুর স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না। ২৯ ঐ গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ইহার প্রমাণ পাইলেও তাহার স্বামী তাহাকে বন্ধন না করাতে যদি সে কোন পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে গোরু প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে; এবং তাহার স্বামীও বধ্য হইবে। ৩০ যদ্যপি তাহার প্রাণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির নিমিত্তে তাবৎ নিরূপিত মূল্য দিবে। ৩১ সে গোরু যদি কাহারো পুত্রকে কি কন্যাকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে ঐ বিধি অনুসারে তাহার দণ্ড হইবে। ৩২ আর সে গোরু যদি কাহারো দাস কিম্বা দাসীকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে সে তাহাদের প্রভুকে ত্রিশ শেকল্ রূপা দিবে, কিন্তু গোরু প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে।

৩৩ আর কেহ যদি কোন গর্ত্ত অনাবৃত করে, কিম্বা গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার আচ্ছাদন না করে, তবে তাহার মধ্যে কোন গোরু কিম্বা গাধা পড়িলে ৩৪ সেই গর্ত্তের স্বামী তাহাদের স্বামিকে রূপ্যমূল্য দিবে, কিন্তু ঐ মৃত পশু তাহার হইবে।

৩৫ আর এক লোকের গোরু অন্য লোকের গোরুকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে তাহারা জীবৎ গোরুকে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দুই অংশ করিবে, এবং ঐ মৃত গোরুকেও দুই অংশ করিয়া লইবে। ৩৬ কিন্তু গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ইহার প্রমাণ পাইলেও যদি তাহার স্বামী তাহাকে না বাঁধিয়া থাকে, তবে সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য গোরু দিবে, কিন্তু ঐ মৃত গোরু তাহার হইবে।

২২ অধ্যায়।

১ চৌর্য্য বিষয়ে ব্যবস্থা, ৫ ও হানি করণ বিষয়ে ব্যবস্থা, ৭ ও সমর্পিত বস্তু বিষয়ে ব্যবস্থা, ১০ ও সমর্পিত পশু বিষয়ে ব্যবস্থা, ১৪ ও ঋণের বিষয়ে ব্যবস্থা, ১৬ ও ব্যভিচার বিষয়ে ব্যবস্থা,

১৮ ও মায়াবির বিষয়ে ব্যবস্থা, ১৯ ও পশুশৃঙ্গার বিষয়ে ব্যবস্থা, ২০ ও দেবপূজা বিষয়ে ব্যবস্থা, ২১ ও বিদেশি ও বিধবা ও পিতৃহীনের বিষয়ে ব্যবস্থা, ২৫ এবং ঋণ ও বন্ধকের বিষয়ে ব্যবস্থা, ২৮ ও বিচারকর্ত্তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা, ২৯ ও প্রথমজাত ফলের বিষয়ে ব্যবস্থা, ৩১ ও ছিন্ন পশুর মাংস ভোজনে নিষেধ।

[১] যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ করে কিম্বা বিক্রয় করে, তাহাকে এক গোরুর পরিশোধে পাঁচ গোরু ও এক মেষের পরিশোধে চারি মেষ দিতে হইবে। [২] আর চোর সিঁধ কাটিয়া ধরা পড়িলে কেহ যদি তাহাকে বধ করে, তবে সে রক্তপাতের দোষী হইবে না। [৩] কিন্তু যদি সূর্য্যোদয় হইলে বধ করে, তবে সে রক্তপাতের দোষী হইবে। আর চুরিদ্রব্য পরিশোধ করা চোরের কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি তাহার কিছু না থাকে, তবে চৌর্য্য হেতুক সে বিক্রীত হইবে। [৪] এবং গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষাদি চৌর্য্য বস্তু যদি চোরের হস্তে জীবৎ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে।

[৫] আর কেহ যদি অন্যের শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গোরুকে চরায়, কিম্বা আপন পশু ছাড়িয়া দিলে সে যদি অন্যের ক্ষেত্রে চরে, তবে সে জন তাহার পরিবর্ত্তে আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তম ফল তাহাকে দিবে।

[৬] আর কেহ কণ্টকবনে অগ্নি লাগাইলে যদি কাহারো ধান্যরাশি কিম্বা বর্দ্ধমান শস্য কিম্বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দগ্ধকারী অবশ্য তাহার মূল্য দিবে।

[৭] আর কেহ মুদ্রা কিম্বা অলঙ্কার আপন প্রতিবাসির স্থানে গচ্ছিত রাখিলে তাহা যদি তাহার গৃহহইতে কেহ চুরি করে, এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। [৮] কিম্বা যদি চোর ধরা না পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবাসির দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না, তাহা জানিতে সে বিচারকর্ত্তার তে আনীত হইবে। [৯] এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে, অর্থাৎ গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষ কিম্বা বস্ত্রাদি যে কোন হারাণ বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ কহে, উহা আমার, তবে উভয়ের কথা বিচারকর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইলে বিচারকর্ত্তা যাহাকে দোষী করে, সে আপন প্রতিবাসিকে তাহার দ্বিগুণ দিবে।

[১০] আর কেহ আপন গর্দ্দভ কিম্বা গো কিম্বা মেষ কিম্বা কোন পশু প্রতিবাসির স্থানে প্রতিপালনার্থে রাখিলে যদি সকলের অসাক্ষাতে সে পশু মরে, কিম্বা হিংসিত হয়, কিম্বা কেহ তাহা খেদাইয়া দেয়, [১১] তবে আমি প্রতিবাসির দ্রব্যেতে হস্তার্পণ করি নাই, ইহা বলিয়া এক জন অন্যের কাছে পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিবে; তাহাতে তাহার স্বামী সেই দিব্য গ্রাহ্য করিবে, পরিশোধ পাইবে না। [১২] কিন্তু যদি তাহার সাক্ষাতে কেহ চুরি করে, তবে তাহার স্বামী তাহার মূল্য পাইবে। [১৩] কিম্বা যদি পশু বিদীর্ণ হয়, তবে সে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া সেই বিদীর্ণ পশুর মূল্য দিবে না।

[১৪] আর কেহ যদি আপন প্রতিবাসির পশু চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না থাকাতে তাহার হানি কিম্বা মৃত্যু হয়, তবে সে নিতান্ত তাহার মূল্য দিবে। [১৫] কিন্তু যদি তাহার স্বামী তাহার কাছে থাকে, তবে তাহার মূল্য দিবে না; তথাপি সে যদি ভাড়াটিয়া পশু হয়, তবে তাহার ভাড়া দিতে হইবে।

[১৬] আর কেহ যদি অবাগ্দত্তা কন্যাকে ভোগা দিয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহাকে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হইবে। [১৭] আর যদি তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতার সম্মতি না থাকে, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রূপ্য দিতে হইবে।

[১৮] আর মায়াবিকে জীবৎ রাখিও না।

[১৯] পশুর সহিত শৃঙ্গারকারী অবশ্য বধ্য হইবে।

[২০] যে জন কেবল পরমেশ্বর বিনা কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট হইবে।

[২১] তুমি বিদেশিকে ক্লেশ দিও না ও তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা মিসরদেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা। [২২] আর তুমি বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীন বালককে ক্লেশ দিও না। [২৩] তাহাদিগকে কোন মতে ক্লেশ দিলে তাহারা যদি আমার নিকটে খেদোক্তি করে, তবে আমি অবশ্য তাহাদের খেদোক্তি শুনিব। [২৪] এবং আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে আমি তোমাদিগকে খড়্গদ্বারা মারিব, তাহাতে তোমাদের ভার্য্যা সকল বিধবা হইবে ও সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে।

[২৫] আর তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার প্রতিবাসি কোন দরিদ্রকে ঋণ দেও, তবে তাহার কাছে সুদগ্রাহকের ন্যায় হইও না, ও তাহাহইতে সুদ লইও না। [২৬] আর যদ্যপি তুমি আপন প্রতিবাসির বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া দেও। [২৭] কেননা তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন ও নগ্নতানিবারক বস্ত্র; সে কিসেতে শয়ন করিবে? এবং সে যদি আমার কাছে খেদোক্তি করে, তবে আমি দয়ালুতা প্রযুক্ত তাহা শুনিব।

[২৮] আর বিচারকর্ত্তাকে নিন্দা করিও না, এবং স্বজাতীয় লোকদের শাসনকর্ত্তাকে শাপ দিও না।

[২৯] আর তোমার প্রথমপক্ক শস্য ও দ্রাক্ষা-রস নিবেদন করিতে বিলম্ব করিও না, এবং তোমার প্রথমজাত পুত্রগণকে আমাকে দেও। [৩০] এবং আপন গো ও মেষবৎসের প্রতি সেই রূপ কর, সে সাত দিন আপন মাতার সহিত থাকিবে, অষ্টম দিনে তুমি তাহা আমাকে দেও।

[৩১] আর তোমরা আমার পবিত্র লোক হই-বা; ক্ষেত্রেতে বিদীর্ণ মাংস খাইও না; কুক্কুর-দের কাছে তাহা ফেলিয়া দেও।

২৩ অধ্যায়।

১ অপবাদের কথা, ২ ও অন্যায়ের কথা, ৪ ও উপ-কারের কথা, ৬ ও ন্যায় করণের কথা, ৮ ও উৎকোচের কথা, ৯ ও বিদেশির কথা, ১০ ও ভূমি বিষয়ের কথা, ১২ ও বিশ্রামবারের কথা, ১৩ ও দেবপূজার কথা, ১৪ ও বৎসরে তিন উৎসবের কথা, ১৮ ও বলিদানের কথা, ২০ ও অগ্রগামি দূতের কথা, ২৬ ও আশীর্ব্বাদের কথা।

[১] তুমি মিথ্যা জনশ্রুতিতে হাত দিও না, ও অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জ্জনের সহায়তা করিও না।

[২] তুমি দুষ্কর্ম্ম করিতে বহু লোকের পশ্চা-দ্বর্ত্তী হইও না, এবং বিচারে অন্যায় করণার্থে বহু লোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না। [৩] দরিদ্রের বিচারে তাহারও পক্ষপাত করিও না।

[৪] তুমি শত্রুর গো কিম্বা গর্দ্দভকে পথহারা দেখিলে অবশ্য তাহার নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবা। [৫] আর তুমি আপন বিপক্ষের গর্দ্দভকে ভারের নীচে পতিত দেখিলে তাহার উপ-কার করিতে অসম্মত না হইয়া অবশ্য তাহার সঙ্গে তাহার উপকার করিবা।

[৬] দরিদ্র প্রতিবাসির বিচারে তাহার প্রতি অ-ন্যায় করিও না। [৭] এবং মিথ্যা কথাহইতে দূরে থাক, এবং নির্দ্দোষকে ও ধার্ম্মিককে নষ্ট করিও না, কেননা আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না।

[৮] তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎ-কোচ জ্ঞানিদিগকে অন্ধ করে, এবং ধার্ম্মিকদের কথা উল্টায়।

[৯] আর বিদেশির প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা তোমরা মিসর্‌দেশে বিদেশী ছিলা, তা-হাতে বিদেশির অন্তঃকরণের ভাব জ্ঞাত আছ।

[১০] আর তুমি আপন ভূমিতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বীজ বপন কর ও তাহাহইতে শস্য সংগ্রহ কর। [১১] কিন্তু সপ্তম বৎসরে তাহাকে বিশ্রাম দেও ও ক্ষান্ত রাখ; তাহাতে তোমার স্বজাতীয় দরিদ্রগণ খাইতে পাইবে, ও তাহাদের ভোজনাবশিষ্ট বস্তু বনপশুরা খাইবে; এবং তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষের প্রতিও সেই রূপ কর।

[১২] এবং তুমি ছয় দিন আপন কর্ম্ম করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম কর; তাহাতে তোমার গো ও গর্দ্দভ সকলে বিশ্রাম পাইবে, এবং তোমার দাসীপুত্র ও বিদেশি লোক বিশ্রাম পাইবে।

[১৩] আমি তোমাদিগকে যাহা২ কহিলাম, তদ্বি-ষয়ে সাবধান হও; ইতর দেবগণের নাম স্মরণ করাইও না, তোমাদের মুখহইতেও তাহার উচ্চা-রণ না হউক।

[১৪] তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আমার উদ্দেশে উৎসব করিও। [১৫] তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিও; আমার আজ্ঞানুসারে নি-রূপিত সময়ে অর্থাৎ আবীব্ মাসে সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও, কেননা সেই মাসে তুমি মিসর্‌দেশহইতে মুক্তি পাইয়াছ; এবং কেহ রিক্ত হস্তে আমার নিকটে উপস্থিত না হউক। [১৬] আর তুমি ক্ষেত্রেতে যাহা২ বু-নিয়াছ, তাহার প্রথমপক্ক শস্য ছেদনের উৎসব পালন করিও; এবং বৎসরের শেষে ক্ষেত্র-হইতে ফল সংগ্রহ করণ কালে ফলসঞ্চয়ের উৎসব পালন করিও। [১৭] এই রূপে বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমার তাবৎ পুংজাতি প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে।

[১৮] আর তুমি আমার প্রতি তাড়ীযুক্ত রুটীর সহিত বলির রক্ত নিবেদন করিও না; এবং আমার উৎসব সম্পর্কীয় মেদ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত না থাকুক। [১৯] তোমার ক্ষেত্রের প্রথমজাত উত্তম ফল তোমার প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে আনিও; এবং ছাগবৎসের মাংস তাহার মাতৃদুগ্ধেতে পাক করিও না।

[২০] দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে এবং আমার প্রস্তুত স্থানে তোমাকে আনয়ন করিতে তোমার অগ্রে২ এক দূতকে প্রেরণ করিতেছি। [২১] কিন্তু তাঁহাহইতে সাবধান, তাঁহার কথা শুনিও, এবং তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না; কেননা তাঁহার অন্তরে আ-মার নাম থাকাতে তিনি তোমাদের দোষ ক্ষমা করিবেন না। [২২] আর তুমি যদি নিতান্ত তাঁহার কথা শুন, এবং যাহা২ কহি তাহা২ কর, তবে আমি তোমার শত্রুদের শত্রু ও বৈ-রিদের বৈরী হইব। [২৩] তাহাতে আমার দূত তোমার অগ্রে২ যাইয়া ইমোরীয় ও হিত্তীয় ও পিরিষীয় ও কিনানীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে তোমাকে আনয়ন করিবেন, এবং আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। [২৪] আর তুমি তা-হাদের দেবগণকে প্রণাম করিও না, এবং তা-হাদের সেবা করিও না, ও তাহাদের ক্রিয়ার

ন্যায় ক্রিয়া করিও না, কিন্তু তাহাদিগকে নির্মূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের প্রতিমাগণকে ভাঙ্গিয়া ফেলিও। [২৫] তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা কর; তাহাতে তিনি তোমাদের অন্ন জলের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং আমি তোমাদের হইতে রোগ দূর করিব।

[২৬] তোমার দেশে কাহারো গর্ভপাত হইবে না, এবং কেহ বন্ধ্যা হইবে না; আমি তোমার আয়ুর পরিমাণ পূর্ণ করিব; [২৭] এবং তোমার অগ্রে আমাবিষয়ক ভয় প্রেরণ করিব; এবং তুমি যে সকল লোকের নিকটে উপস্থিত হইবা, তাহাদিগকে ব্যাকুল করিব, ও তোমার শত্রুগণকে পরাঙ্মুখ করিব। [২৮] আমি তোমার অগ্রে ২ ভিমরুলগণকে পাঠাইলে তাহারা হিব্বীয় ও কিনানীয় ও হিত্তীয়দিগকে তোমার সম্মুখহইতে খেদাইয়া দিবে। [২৯] কিন্তু দেশ যেন শূন্য না হয়, ও তোমার বিরুদ্ধে বন্য পশুর সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়, এই জন্যে আমি এক বৎসরে তোমার সম্মুখহইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দিব না। [৩০] তুমি যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া দেশ অধিকার না কর, তাবৎ তোমার সম্মুখহইতে তাহাদিগকে ক্রমে ২ খেদাইয়া দিব। [৩১] আর সুফ্‌সাগর অবধি পিলেষ্টীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং প্রান্তর অবধি ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব; আমি সেই দেশনিবাসিদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলে তুমি আপন সম্মুখহইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবা। [৩২] কিন্তু তাহাদের সহিত কিম্বা তাহাদের দেবগণের সহিত কোন নিয়ম স্থির করিও না। [৩৩] তাহারা তোমার দেশে বাস করিবে না, পাছে তাহারা আমার বিরুদ্ধে তোমাকে পাপ করায়; কেননা তুমি যদি তাহাদের দেবগণকে সেবা কর, তবে তাহা অবশ্য তোমার ফাঁদস্বরূপ হইবে।

২৪ অধ্যায়।

১ পর্ব্বতারোহণ করিতে মূসাকে ডাকন, ৩ ও আজ্ঞাপালন করিতে লোকদের স্বীকার ও মূসার বেদি ও দশ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করণ, ৯ ও ঈশ্বরের তেজ প্রকাশ করণ, ১২ ও হারোণকে ও হূরকে মূসার নিযুক্ত করণ ও পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া চল্লিশ দিবারাত্রি থাকন।

[১] অনন্তর (পরমেশ্বর) মূসাকে কহিলেন, তুমি ও হারোণ ও নাদব্ ও অবীহূ ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনদের সত্তরি জন তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে উঠিয়া আসিয়া দূরে থাকিয়া তাঁহার ভজনা কর। [২] কেবল মূসা পরমেশ্বরের নিকটে আসিবে, কিন্তু তাহারা নিকটে আসিবে না, এবং লোকেরা তাহার সহিত পর্ব্বতারোহণ করিবে না। [৩] তখন মূসা আসিয়া পরমেশ্বরের ঐ সকল কথা ও বিধি লোকদিগকে কহিলে সকল লোক একবাক্য হইয়া উত্তর করিল, পরমেশ্বর যে সকল কথা কহিলেন, আমরা তাহা পালন করিব। [৪] পরে মূসা পরমেশ্বরের তাবৎ কথা লিখিল, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া পর্ব্বতের তলে এক যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল। [৫] অপর সে ইস্রায়েল্ বংশের যুবগণকে পাঠাইলে তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমার্থে ও মঙ্গলার্থে বৃষদিগকে বলিদান করিল। [৬] তখন মূসা তাহার রক্ত লইয়া অর্দ্ধেক থালে রাখিল, এবং অর্দ্ধেক বেদির উপরে ছিটাইল। [৭] এবং নিয়মপুস্তক লইয়া লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ করিল; তাহাতে তাহারা কহিল, পরমেশ্বর যাহা ২ কহিলেন, তাহা আমরা পালন করিয়া মানিব। [৮] পরে মূসা সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে ছিটাইয়া কহিল, দেখ, পরমেশ্বর তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বলিত যে নিয়ম করিলেন, এ সেই নিয়মের রক্ত।

[৯] তখন মূসা ও হারোণ ও নাদব্ ও অবীহূ ও ইস্রায়েল্ বংশের সত্তরি প্রাচীন লোক উঠিয়া গিয়া [১০] ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিল, তাঁহার চরণতলের স্থান নীলকান্ত মণিতে খচিত এবং নির্ম্মলতাতে আকাশের তুল্য বোধ হইল। [১১] আর তিনি ইস্রায়েল্ বংশের অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিলেন না, বরং তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ভোজন পান করিল।

[১২] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি পর্ব্বতে আমার নিকটে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে থাক, তাহাতে আমি লোকদের শিক্ষার্থে যে লিপি করিয়াছি, তাহা অর্থাৎ ব্যবস্থা ও আজ্ঞা সম্বলিত দুই প্রস্তরফলক তোমাকে দিব। [১৩] পরে মূসা ও তাহার পরিচারক যিহোশূয় উঠিলে মূসা ঈশ্বরের পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিল। [১৪] এবং প্রাচীনগণকে কহিল, আমরা যদবধি তোমাদের নিকটে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে থাক; দেখ, হারোণ ও হূর তোমাদের কাছে আছে, কাহারো কোন বিবাদের কথা উপস্থিত হইলে সে তাহাদের কাছে যাউক। [১৫] পরে মূসা যখন পর্ব্বতে উঠিল, তখন মেঘদ্বারা পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল। [১৬] এবং সীনয় পর্ব্বতের উপরে পরমেশ্বরের তেজ অবস্থিতি করিল; সেখানে ছয় দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পর সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্যহইতে মূসাকে ডাকিলেন। [১৭] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের তেজ পর্ব্বতশৃঙ্গে জ্বলদগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইল। [১৮] এবং মূসা মেঘের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া সেই পর্ব্বতে চল্লিশ দিবারাত্রি বাস করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ আবাস নির্ম্মাণ করিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা, ১০ ও সিন্দুকের কথা, ১৭ ও পাপাচ্ছাদনের কথা, ২৩ ও মেজ ও দর্শনরুটীর কথা, ৩১ ও দীপবৃক্ষের কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে আমার নিমিত্তে নৈবেদ্য সংগ্রহ করিতে কহ; যে জন স্বেচ্ছাতে মনের সহিত যাহা নিবেদন করে, তাহাহইতে আমার সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করিও। ৩ ফলতঃ স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ৪ এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও সিন্দূরবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্র ও ছাগলোম ৫ ও রক্তবর্ণ মেষচর্ম্ম ও তহশের চর্ম্ম ও শিটীম্‌কাষ্ঠ ৬ ও দীপার্থ তৈল এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধিধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য ৭ এবং এফোদের ও বুকপাটার কারণ সূর্য্যকান্ত মণি প্রভৃতি খচনীয় প্রস্তর, এই সকল নৈবেদ্য তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবা। ৮ আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করুক; তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। ৯ আবাসের আকার ও তাহার সকল পাত্রের আকারাদির যে নিদর্শন আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবা।

১০ অপর তাহারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম্ কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিবে। ১১ পরে তুমি নির্ম্মল সুবর্ণদ্বারা তাহা মুড়াইবা; তাহার ভিতর ও বাহিরও মুড়াইবা, এবং তাহার উপরে চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। ১২ এবং তাহার কারণ সুবর্ণের চারি কড়া ছাঁচে ঢালিয়া তাহার চারি কোণে দিবা; তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া, ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া থাকিবে। ১৩ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের দুই সাইঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িবা। ১৪ এবং সিন্দুক বহনার্থে সিন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ কড়াতে ঐ সাইঙ্গ প্রবেশ করাইবা। ১৫ এবং সেই সাইঙ্গ সিন্দুকের কড়াতে থাকিবে, তাহাহইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ১৬ এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখিবা।

১৭ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিবা। ১৮ ও স্বর্ণ পিটাইয়া দুই কিরূব্ প্রস্তুত করিয়া সেই আচ্ছাদনের দুই মুড়াতে দিবা। ১৯ এক কিরূব্ এক মুড়াতে ও অন্য কিরূব্ অন্য মুড়াতে রাখিবা, দুই কিরূবকে পাপাচ্ছাদনের সহিত সংলগ্ন ও তাহার দুই প্রান্তে (দণ্ডায়মান) করিবা। ২০ এবং কিরূবদের পক্ষ ঊর্দ্ধেতে বিস্তারিত হইয়া পাপাচ্ছাদনকে আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহাদের মুখ পরস্পর সম্মুখে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি আচ্ছাদনের প্রতি থাকিবে। ২১ তুমি এই পাপাচ্ছাদন সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবা, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখিবা। ২২ আর আমি সেই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং পাপাচ্ছাদনের উপরিভাগহইতে অর্থাৎ সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ দুই কিরূবের মধ্যহইতে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইস্রায়েল বংশ বিষয়ক আমার সকল আজ্ঞা তোমাকে জানাইব।

২৩ অপর তুমি দুই হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম্‌কাষ্ঠের এক মেজ নির্ম্মাণ করিয়া ২৪ নির্ম্মল স্বর্ণেতে তাহা মুড়িবা, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। ২৫ এবং তাহার চতুর্দ্দিগে চতুরঙ্গুলি উচ্চ এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিবা, এবং ঐ পার্শ্বকাষ্ঠের চতুর্দ্দিগে স্বর্ণনিকাল করিবা। ২৬ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত চারি কড়া করিয়া তাহার চারি পদের চারি কোণে রাখিবা। ২৭ ঐ কড়াতে মেজ বহনার্থে সাইঙ্গ রাখিতে তাহা পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে থাকিবে। ২৮ এবং ঐ মেজ বহনার্থে শিটীম্‌কাষ্ঠের দুই সাইঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবা। ২৯ এবং থাল ও চমস ও আচ্ছাদনপাত্র ও ঢালিবার জন্যে পাত্র নির্ম্মাণ করিবা, এই সকল নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবা। ৩০ এবং তুমি সেই মেজের উপরে আমার সম্মুখে নিত্য ২ দর্শনীয় রুটী রাখিবা।

৩১ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া এক দীপবৃক্ষ প্রস্তুত কর; তাহাতে কাণ্ড ও শাখা ও গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প থাকিবে, ৩২ ফলতঃ তাহার এক পার্শ্বহইতে তিন শাখা ও অন্য পার্শ্বহইতে তিন শাখা, এই রূপে দুই পার্শ্বহইতে ছয় শাখা নির্গত হইবে। ৩৩ তাহার এক শাখাতে বাদামপুষ্পাকৃতি তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প থাকিবে, এবং অন্য শাখাতে বাদামপুষ্পাকৃতি তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প থাকিবে; ঐ দীপবৃক্ষহইতে নির্গত ছয় শাখাতে এই রূপ হইবে। ৩৪ ঐ দীপবৃক্ষেতে বাদামপুষ্পাকৃতি চারি গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প থাকিবে। ৩৫ এবং ঐ দীপবৃক্ষের যে ছয় শাখা নির্গতা হয়, তাহাদের দুই শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই শাখার নীচে এক কলিকা থাকিবে। ৩৬ এবং কলিকা

ও শাখা তাহার অংশ হইবে, এবং সকলি পিটান নির্ম্মল স্বর্ণের একই বৃক্ষ হইবে। ৩৭ আর তাহার সাত প্রদীপ নির্ম্মাণ করিবা; তাহাতে লোকেরা সেই প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার সম্মুখে আলো হইবে। ৩৮ এবং নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা বর্ত্তিকা ছেদনের কাঁচি ও তাহার গুলদান নির্ম্মাণ করিবা। ৩৯ কিন্তু এই দীপবৃক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ এক মণ পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত হইবে। ৪০ সাবধান, পর্ব্বতে তোমাকে তাহার যে২ নিদর্শন দেখান গেল, সেই রূপ সকলি কর।

২৬ অধ্যায়।

১ আবাসের যবনিকার কথা, ৭ ও আবাসের আচ্ছাদনার্থে ছাগলোমজাত বস্ত্রের কথা, ১৫ ও আবাসের তক্তার কথা, ২৬ ও অর্গলের কথা, ৩১ ও আবাসভেদক তিরস্করিণীর কথা।

১ পরে তুমি নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রনির্ম্মিত দশ যবনিকাদ্বারা এক আবাস প্রস্তুত করিবা; সেই যবনিকাতে বিচিত্র কিরূবগণের আকৃতি থাকিবে। ২ ঐ প্রত্যেক যবনিকা আটাইশ হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত প্রস্থ, সকলের এক পরিমাণ হইবে। ৩ এবং একত্র পাঁচ যবনিকা পরস্পর যোগ থাকিবে, এবং অন্য পাঁচ যবনিকা পরস্পর যোগ থাকিবে। ৪ এবং যে দুই শেষযবনিকা যোড়া করিতে হয়, তাহার মধ্যে একের অন্তে নীলসূত্রের ঘুণ্টিঘরা করিবা, এবং দ্বিতীয় শেষযবনিকার অন্তেও তদ্রূপ করিবা। ৫ অর্থাৎ সংযোক্তব্য প্রথম যবনিকার অন্তে পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা, এবং দ্বিতীয় যবনিকার অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা; উভয় ঘুণ্টিঘরাশ্রেণী সমবর্ত্তি হইবে। ৬ এবং পঞ্চাশ স্বর্ণঘুণ্টি করিয়া ঘুণ্টিতে যবনিকা সকল পরস্পর বদ্ধ করিবা; তাহাতে একই আবাস হইবে।

৭ আর ঐ আবাসের উপরে আচ্ছাদনের নিমিত্তে ছাগলোমজাত একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিবা। ৮ তাহার প্রত্যেকের দীর্ঘতা ত্রিশ হস্ত ও প্রস্থতা চারি হস্ত; এই একাদশ যবনিকা এক পরিমাণ হইবে। ৯ পরে পাঁচ যবনিকা পরস্পর যোড়া দিয়া পৃথক্ রাখিবা; এবং অন্য ছয় যবনিকা পৃথক্ রাখিবা, এবং ইহাদের ষষ্ঠ যবনিকা দোহারা করিয়া তাম্বুর সম্মুখে রাখিবা। ১০ এবং সংযোক্তব্য প্রথম শেষযবনিকার অন্তে পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা। ১১ পরে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুণ্টি করিয়া ঘুণ্টিঘরাতে তাহা প্রবেশ করাইয়া আবাসের বস্ত্র একত্র করিবা; তাহাতে তাহা এক তাম্বু হইবে। ১২ ঐ তাম্বুর যবনিকার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ যে অর্দ্ধযবনিকা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা পশ্চাৎ পার্শ্বে লম্বমান থাকিবে। ১৩ এবং তাম্বুর যবনিকার দীর্ঘতার যে অংশ এপার্শ্বে এক হস্ত ওপার্শ্বে এক হস্ত অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আচ্ছাদনার্থে আবাসের উপরে এপার্শ্বে ওপার্শ্বে ঝুলিয়া থাকিবে। ১৪ পরে তুমি মেষের রক্তীকৃত চর্ম্মেতে তাম্বুর এক আচ্ছাদন করিবা, এবং তাহার উপরে তহশের চর্ম্মেতে এক আচ্ছাদন করিবা।

১৫ পরে তুমি আবাসের নিমিত্তে শিটীম্‌কাষ্ঠের উচ্চস্থায়ি তক্তা প্রস্তুত করিবা। ১৬ ঐ তক্তা দশ হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ হইবে। ১৭ তাহার সম্মুখাসম্মুখি দুই পদ করিবা; এই রূপে আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত করিবা। ১৮ এবং আবাসের নিমিত্তে যে তক্তা করিবা, তাহার মধ্যে দক্ষিণদিগে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা। ১৯ এবং সেই বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রূপার চুঙ্গি করিবা; এক তক্তার নীচে তাহার দুই পদের নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং অন্য২ তক্তার নীচেও তাহাদের দুই২ পদের নিমিত্তে দুই২ চুঙ্গি হইবে। ২০ এবং আবাসের অন্য পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তর দিগে বিংশতি তক্তা হইবে। ২১ এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি ও অন্য২ তক্তার নীচেও দুই২ চুঙ্গি; তাহাতে চল্লিশ রূপার চুঙ্গি হইবে। ২২ এবং আবাসের পশ্চিমদিকস্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয় খান তক্তা দিবা। ২৩ এবং আবাসের সেই পশ্চাৎ ভাগের দুই কোণে দুই খান তক্তা দিবা। ২৪ এবং তাহার নীচে যোড় হইবে, এবং সেই রূপ তাহার মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় হইবে; এই রূপ উভয়েতে হইবে; তাহা দুই কোণের নিমিত্তে হইবে। ২৫ তাহাতে তাহার তক্তা আটখান হইবে, ও তাহার রূপার চুঙ্গি ষোলখান হইবে; এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি ও অন্য২ তক্তার নীচে দুই২ চুঙ্গি হইবে।

২৬ আর তুমি শিটীম্‌কাষ্ঠের দীর্ঘ২ অর্গল প্রস্তুত করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, ২৭ ও অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, এবং আবাসের পশ্চিমদিকস্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিবা। ২৮ এবং মধ্যস্থ অর্গল তক্তার এক মুড়া অবধি অন্য মুড়া পর্য্যন্ত যাইবে। ২৯ এবং ঐ তক্তা স্বর্ণেতে মুড়িবা, এবং অর্গল বদ্ধ করিবার জন্যে স্বর্ণকড়া করিবা, এবং অর্গল স্বর্ণ দিয়া মুড়িবা। ৩০ এই রূপে আবাসের যে আকার পর্ব্বতে তোমাকে দেখান গেল, তদনুসারে তাহা প্রস্তুত করিবা।

৩১ আর তুমি নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রের দ্বারা এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করি-

বা; তাহাতে বিচিত্র কিরূবগণের আকৃতি থাকিবে। [৩২] এবং তাহা স্বর্ণেতে মুড়ান শিটীম্‌কাষ্ঠের চারি স্তম্ভের উপরে খাটাইবা, এবং রূপার চারি চুঙ্গি ও উপরে স্বর্ণের আঁকড়া থাকিবে। [৩৩] এবং ঘুণ্টীর নীচে তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া তথায় তিরস্করিণীর ভিতরে সাক্ষ্যরূপ সিন্দুক আনিবা; তাহাতে সে তিরস্করিণী পবিত্র স্থানের ও অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে ভেদক হইবে। [৩৪] এবং অতিপবিত্র স্থানে সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরে পাপাচ্ছাদন রাখিবা। [৩৫] তিরস্করিণীর বাহিরে মেজ রাখিবা, ও মেজের সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ দিগে দীপবৃক্ষ রাখিবা; এবং উত্তর দিগে মেজ রাখিবা। [৩৬] এবং আবাসের দ্বারের নিমিত্তে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রনির্ম্মিত চিত্রবিচিত্র এক আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করিবা। [৩৭] ঐ আচ্ছাদনবস্ত্রের নিমিত্তে শিটীম্‌কাষ্ঠের পাঁচ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবা, এবং স্বর্ণদ্বারা তাহার আঁকড়া করিবা, এবং তাহার নিমিত্তে পিত্তলের পাঁচ চুঙ্গি করিবা।

২৭ অধ্যায়।

১ বেদি নির্ম্মাণের বিধি, ৯ ও আবাসের প্রাঙ্গনের কথা, ১৮ ও প্রাঙ্গণের পরিমাণ, ২০ ও তৈলের বিধি।

[১] অপর তুমি শিটীম্‌ কাষ্ঠদ্বারা এক বেদি নির্ম্মাণ করিবা। তাহা চতুষ্কোণ অর্থাৎ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ, এবং তিন হস্ত উচ্চ হইবে। [২] এবং তাহার চারি কোণের উপরে চূড়া করিবা, এবং সেই চূড়া বেদির একাংশ হইবে, এবং তাহা পিত্তলেতে মুড়িবা। [৩] এবং তাহার ভস্ম রাখিবার নিমিত্তে স্থালী করিবা, এবং তাহার হাতা ও বাটি ও ত্রিশূল ও অগ্নিপাত্র করিবা; তাহার সকল পাত্র পিত্তলদ্বারা করিবা। [৪] এবং জালের ন্যায় পিত্তলের এক ঝাঁঝরী করিবা, এবং তাহার উপরে চারি কোণে চারি কড়া প্রস্তুত করিবা। [৫] এই সকল বেদির বেড়ের নীচে রাখিবা, এবং ঝাঁঝরী তদবধি বেদির মধ্য পর্য্যন্ত থাকিবে। [৬] আর বেদির নিমিত্তে শিটীম্‌ কাষ্ঠের সাইঙ্গ করিবা, এবং তাহা পিত্তলে মুড়িবা। [৭] এবং বেদি বহনার্থে তাহার দুই পার্শ্বের কড়ার মধ্যে ঐ সাইঙ্গ দিবা। [৮] এবং তাহা তক্তাদ্বারা ফাঁপা করিবা; পর্ব্বতে তোমাকে যাহা২ দেখান গেল, সেই রূপ করিবা।

[৯] অপর তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ করিয়া তাহার দক্ষিণ দিগে পাকান সূত্রনির্ম্মিত যবনিকা দিবা; তাহার এক দিগের দীর্ঘতা এক শত হস্ত হইবে। [১০] তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি হইবে, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার হইবে। [১১] তদ্রূপ উত্তরপার্শ্বে এক শত হস্ত দীর্ঘ যবনিকা হইবে, এবং তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি হইবে; এবং স্তম্ভের আঁড়কা ও শলাকা রূপ্যেতে হইবে। [১২] আর প্রাঙ্গণের প্রস্থতার নিমিত্তে পশ্চিম দিগে পঞ্চাশ হস্ত যবনিকা ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি করিবা। [১৩] এবং প্রাঙ্গণের প্রস্থতা পূর্ব্বদিগে পঞ্চাশ হস্ত হইবে। [১৪] ফলতঃ এক পার্শ্বে পোনের হস্ত যবনিকা ও তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। [১৫] এবং অন্য পার্শ্বেও পোনের হস্ত যবনিকা ও তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। [১৬] আর প্রাঙ্গণের দ্বারের নিমিত্তে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে শিল্পকর্ম্মবিশিষ্ট বিংশতি হস্ত এক আচ্ছাদনবস্ত্র, ও চারি স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি হইবে। [১৭] এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল রৌপ্য শলাকাতে বদ্ধ হইবে, ও তাহার আঁকড়া রূপ্যময় ও চুঙ্গি পিত্তলময় হইবে।

[১৮] প্রাঙ্গণ এক শত হস্ত দীর্ঘ ও সর্ব্বত্র পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ও পাঁচ হস্ত উচ্চ, এবং সকল পাকান সূত্রেতে কৃত, ও তাহার পিত্তলের চুঙ্গি হইবে। [১৯] এবং আবাসের তাবৎ সেবাবিষয়ক পাত্র ও খিল ও প্রাঙ্গণের সকল খিল পিত্তলময় হইবে।

[২০] আর নিত্য২ প্রদীপ জ্বালিয়া আলো করণার্থে তোমার নিকটে নির্ম্মল ও আলোড়িত জিততৈল আনিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিবা। [২১] এবং মণ্ডলীর আবাসে সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখস্থিত তিরস্করিণীর বাহিরে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা স্থাপন করিবে; ইস্রায়েল্‌ বংশের পুরুষানুক্রমে এই বিধি থাকিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ হারোণ ও তাহার পুত্রদের বিষয়ে যাজকত্বপদ নিরূপণ, ২ ও তাহাদের জন্যে পবিত্র বস্ত্রের নিরূপণ, ৫ ও এফোদ্‌ বস্ত্রের কথা, ১৫ ও বিচাররূপ বুকপাটার কথা, ৩০ ও ঊরীম্‌ ও তুম্মীমের কথা, ৩১ ও একোদের নীলবর্ণ বস্ত্রের কথা, ৩৬ ও উষ্ণীষের কথা, ৩৯ ও উড়নী ও উষ্ণীষ ও কটিবন্ধনের কথা, ৪০ ও হারোণ ও তাহার সন্তানদের বস্ত্রের কথা।

[১] পরে তুমি আমার যাজনকর্ম্ম করাইতে ইস্রায়েল্‌ বংশের মধ্যহইতে আপন ভ্রাতা হারোণকে ও তাহার সঙ্গে তাহার পুত্রগণকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিবা। তাহাদের নাম হা-

রোণ, এবং হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ ও ইলীয়াসর্ ও ঈথামর্।

২ আপন ভ্রাতা হারোণের ঐশ্বর্য্যের ও শোভার নিমিত্তে তুমি পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবা। ৩ আর আমি যাহাদিগকে বুদ্ধিদায়ক আত্মাতে পূর্ণ করিলাম, সেই সকল বুদ্ধিমান লোকদিগকে আদেশ কর; আমার যাজনার্থে হারোণকে পবিত্র করিতে তাহারা তাহার বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ৪ অর্থাৎ বুকপাটা ও এফোদ্ ও পরিধেয় ও বিচিত্র উড়নী ও উষ্ণীষ্ ও কটিবন্ধ, এই সকল বস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিবে; এবং আমার যাজনার্থে তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের নিমিত্তে পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবে।

৫ তাহারা স্বর্ণজরি এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্র লইবে। ৬ এবং ঐ স্বর্ণজরি ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে শিল্পকর্ম্মদ্বারা এফোদ্ বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ৭ তাহার দুই মুড়াতে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি থাকিবে; এই রূপে তাহা যুক্ত হইবে। ৮ এবং তদুপরিস্থ বিচিত্র পটুকার চিত্রিত কর্ম্ম তদ্বস্ত্রানুসারেই হইবে; অর্থাৎ স্বর্ণেতে এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে হইবে। ৯ পরে তুমি দুই হারৎমণি লইয়া তাহার উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবা। ১০ ফলতঃ তাহাদের জাত্যনুসারে এক মণির উপরে ছয় নাম, ও অন্য মণির উপরে অবশিষ্ট ছয় নাম খুদিবা। ১১ শিল্পকর্ম্ম ও মুদ্রা খুদনের ন্যায় সেই দুই মণির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবা, এবং তাহা দুই স্বর্ণস্থালীতে বদ্ধ করিবা। ১২ এবং ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণ করাইবার জন্যে তুমি সেই দুই মণি এফোদের দুই স্কন্ধপটিতে দিবা; তাহাতে হারোণ স্মরণার্থে পরমেশ্বরের সম্মুখে আপনার দুই স্কন্ধে তাহাদের নাম বহিবে। ১৩ এবং তুমি যে দুই স্বর্ণস্থালী করিবা, ১৪ তাহার অগ্রে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা পাকান দুই শৃঙ্খল করিয়া সেই পাকান শৃঙ্খল স্থালীতে বদ্ধ করিবা।

১৫ এবং শিল্পকর্ম্মেতে বিচারার্থক বুকপাটা করিবা, অর্থাৎ এফোদের কর্ম্মানুসারে স্বর্ণ ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রের শিল্পকর্ম্মদ্বারা তাহা প্রস্তুত করিবা। ১৬ তাহা চতুষ্কোণ ও দোহারা হইবে; তাহার দীর্ঘতা এক বিঘত ও প্রস্থতা এক বিঘত হইবে। ১৭ এবং তাহা চারি পংক্তি মণিতে খচিত করিবা; তাহার প্রথম [illegible]ক্তিতে চুণী ও পদ্মরাগ ও তাম্রমণি। ১৮ এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে মরকত ও নীলকান্ত ও হীরক। ১৯ এবং তৃতীয় পংক্তিতে লশূনীয় ও যিস্ম ও কটাহেলা এবং চতুর্থ পংক্তিতে গোদন্ত ও বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত; এই সকল স্বর্ণেতে স্ব২ পংক্তিতে বদ্ধ হইবে। ২১ এই মণি ইস্রায়েলের পুত্রদের নামের নিমিত্তে তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশ হইবে; মুদ্রার ন্যায় খোদিত প্রত্যেক মণিতে ঐ দ্বাদশ বংশের এক২ বংশের নাম হইবে। ২২ তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া বুকপাটার জন্যে পাকান শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিবা। ২৩ এবং বুকপাটার উপরে স্বর্ণদ্বারা দুই কড়া করিবা, এবং বুকপাটার দুই কোণে ঐ দুই কড়া বাঁধিবা। ২৪ এবং বুকপাটার দুই কোণস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের ঐ দুই শৃঙ্খল রাখিবা। ২৫ এবং পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখিবা। ২৬ তুমি স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই কোণে এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখস্থ ভিতরভাগে রাখিবা। ২৭ এবং আরো দুই স্বর্ণকড়া করিয়া এফোদ্ বস্ত্রের দুই স্কন্ধপটির নীচে তাহার সম্মুখভাগে যোড়স্থানে এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে তাহা রাখিবা। ২৮ তাহাতে বুকপাটা যেন এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে থাকিয়া এফোদহইতে খসিয়া না পড়ে, এই জন্যে তাহারা বুকপাটাকে স্বীয় কড়াতে নীলসূত্রদ্বারা এফোদের কড়ার সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিবে। ২৯ যে সময়ে হারোণ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, তৎকালে পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য স্মরণ করাইবার জন্যে সে বিচারার্থক বুকপাটাতে ইস্রায়েল্ বংশের নাম সকল আপন হৃদয়ের উপরে বহন করিবে।

৩০ সেই বিচারার্থক বুকপাটাতে তুমি ঊরীম্ ও তুম্মীম্ (দীপ্তি ও সিদ্ধি) দিবা; তাহাতে হারোণ যে সময়ে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রবেশ করিবে, তৎকালে হারোণের হৃদয়ের উপরে তাহা থাকিবে, এবং হারোণ পরমেশ্বরের সম্মুখে ইস্রায়েল্ বংশের বিচার নিত্য২ আপন হৃদয়ের উপরে বহিবে।

৩১ তুমি এফোদের সমুদয় পরিধেয় বস্ত্র নীলবর্ণ করিবা। ৩২ তাহার মধ্যস্থলে শিরঃপ্রবেশার্থে এক ছিদ্র করিবা, এবং বর্ম্মছিদ্রের ন্যায় সেই ছিদ্রের ধার চারি দিগে বুনিয়া বন্ধ করিবা, তাহাতে তাহা ছিন্ন হইবে না। ৩৩ এবং তুমি তাহার আঁচলার উপরে চারি দিগে নীল ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ দাড়িম্ব করিবা, এবং স্বর্ণের কিঙ্কিণী তাহার মধ্যে থাকিবে। ৩৪ ঐ বস্ত্রের আঁচলার উপরে চতুর্দ্দিগে এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম্ব এবং এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম্ব থাকিবে। ৩৫ এবং হারোণ ঈশ্বরের সেবা করণ সময়ে

তাহা পরিধান করিবে; তাহাতে সে যখন পরমেশ্বরের সম্মুখে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, ও সেখানহইতে যখন বাহির হইবে, তখন তাহার শব্দ শুনা যাইবে, তাহাতে সে মরিবে না।

৩৬ অপর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক পত্র প্রস্তুত করিয়া মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে ‘পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র’ এই কথা খুদিবা। ৩৭ এবং উষ্ণীষের উপরে থাকিতে তাহা নীলসূত্রেতে বদ্ধ করিয়া উষ্ণীষের অগ্রভাগে রাখিবা। ৩৮ এবং তাহা হারোণের কপালের উপরে থাকিবে, তাহাতে হারোণ পবিত্র দ্রব্যের দোষ অর্থাৎ ইস্রায়েল বংশকর্তৃক পবিত্রীকৃত পবিত্র দানাদি সকল দ্রব্য সম্বন্ধীয় দোষ বহিবে, ও পরমেশ্বরের কাছে তাহারা গ্রাহ্য হয়, এই জন্যে নিত্য ২ তাহা কপালে রাখিবে।

৩৯ তুমি উড়নী ও উষ্ণীষ কার্পাসের সূত্রদ্বারা প্রস্তুত করিবা; কিন্তু কটিবন্ধন সূচিদ্বারা চিত্র বিচিত্র করিবা।

৪০ আর হারোণের পুত্রগণের জন্যে উড়নী ও কটিবন্ধন করিবা, ও তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও শোভার্থে শিরোভূষণ করিবা। ৪১ এবং তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের গাত্রে সে সকল পরিধান করাইবা, এবং তাহাদিগকে অভিষেক করিয়া পদনিযুক্ত ও পবিত্র করিবা, তাহাতে তাহারা আমার যাজন কর্ম্ম করিবে। ৪২ তুমি তাহাদের উলঙ্গতার আচ্ছাদনার্থে কটি অবধি জঙ্ঘা পর্য্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র পরাইবা। ৪৩ এবং যখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিবে কিম্বা পবিত্র স্থানে সেবা করণার্থে বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে, তৎকালে যেন অপরাধ করিয়া না মরে, এই জন্যে তাহারা এই বস্ত্র পরিধান করিবে; এবং হারোণ ও তাহার বংশের নিমিত্তে এই নিত্য বিধি হইবে।

২৯ অধ্যায়।

১ যাজকগণকে পবিত্র করণার্থে বলিদানাদির কথা, ৩৮ ও দিন ২ দুই মেষশাবক বলিদানের কথা, ৪৩ ও ইস্রায়েল্ বংশের সহিত বাস করিতে ও তাহাদিগকে পবিত্র করিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

১ অপর আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে তাহাদিগকে পবিত্র করিবার জন্যে তুমি তাহাদের প্রতি এই সকল কর্ম্ম করিবা; নির্দোষ এক বাছুর ও দুই মেষ লইবা। ২ এবং তাড়ীশূন্য রুটী ও তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম পিষ্টক গোমের ময়দাদ্বারা প্রস্তুত করিবা, ৩ এবং এক চুপড়ীতে রাখিয়া তাহা এবং ঐ বাছুর ও দুই ছাগ সঙ্গে করিয়া আনিবা। ৪ এবং হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটে আনিয়া জলদ্বারা স্নান করাইবা। ৫ এবং সেই সকল বস্ত্র লইয়া হারোণকে উড়নী ও এফোদের বস্ত্র ও এফোদ্ ও বুকপাটা পরিধান করাইবা, ও এফোদের বিচিত্র পটুকা তাহাতে আবদ্ধ করিবা। ৬ এবং তাহার মস্তকে উষ্ণীষ দিয়া তাহার উপরে পবিত্র মুকুট দিবা। ৭ পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া তাহার মস্তকের উপরে ঢালিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবা। ৮ অনন্তর তুমি হারোণের পুত্রগণকে আনিয়া তাহাদিগকেও উড়নী পরিধান করাইবা। ৯ এবং হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কটিবন্ধন পরিধান করাইবা, ও তাহাদের মস্তকে শিরোভূষণ দিবা; তাহাতে তাহারা নিত্য ২ যাজকত্ব করিবে; এই রূপে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে স্বপদে নিযুক্ত করিবা। ১০ পরে তুমি মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে বাছুরকে আনাইলে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ বাছুরের মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। ১১ তখন তুমি মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে পরমেশ্বরের সম্মুখে ঐ বাছুরকে বলিদান করিবা। ১২ পরে তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া অঙ্গুলিদ্বারা বেদির চূড়ার উপরে দিবা, এবং বেদির মূলেতে তাবৎ রক্ত ঢালিয়া দিবা। ১৩ এবং তাহার অন্ত্রোপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপলাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ লইয়া বেদিতে হোম করিবা। ১৪ তদ্ভিন্ন বাছুরের মাংস ও তাহার চর্ম্ম ও গোময় শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; ইহা প্রায়শ্চিত্তবলি হইবে।

১৫ অনন্তর তুমি এক মেষ আনিবা, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে ১৬ তুমি সেই মেষকে বলিদান করিয়া তাহার রক্ত লইয়া বেদির উপরে চারিদিগে ছিটাইয়া দিবা। ১৭ পরে মেষকে খণ্ড ২ করিয়া তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিয়া ঐ খণ্ডের ও মস্তকের উপরে রাখিবা। ১৮ পরে সমস্ত মেষকে বেদিতে হোম করিবা; তাহা পরমেশ্বরের হোমবলি, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে। ১৯ পরে তুমি দ্বিতীয় মেষ লইবা, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে পর তুমি সেই মেষ বলিদান করিয়া তাহার ঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার পুত্রগণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিবা, এবং বেদির উপরে চতুর্দ্দিগে রক্ত ছিটাইয়া দিবা। ২১ পরে

বেদির উপরিস্থিত রক্তের ও অভিষেকার্থ তৈলের কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের ও তাহার বস্ত্রের উপরে এবং তাহার সহিত তাহার পুত্রদের ও তাহাদের বস্ত্রের উপরে ছিটাইয়া দিবা; তাহাতে সে ও তাহার বস্ত্র ও তাহার পুত্রগণ ও তাহাদের বস্ত্র পবিত্র হইবে। [২২] পরে তুমি সেই মেষের মেদ ও পশ্চাদ্ভাগ ও অন্ত্রের উপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপলাবক ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ ও দক্ষিণ স্কন্ধ লইবা, কেননা সে পদনিয়োগার্থক মেষ। [২৩] পরে পরমেশ্বরের সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর চুপড়ীহইতে এক রুটী ও তৈলমিশ্রিত এক পিষ্টক ও এক সূক্ষ্ম পিষ্টক লইয়া [২৪] হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে দিয়া নিবেদনার্থে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা দোলাইবা। [২৫] পরে তুমি তাহাদের হস্তহইতে তাহা লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে সুগন্ধি দ্রব্যরূপে বেদিতে হোমাথক বলির উপরে হোম করিবা; ইহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে।

[২৬] পরে তুমি হারোণের পদনিয়োগার্থক মেষের বক্ষঃস্থল লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে দোলাইবা; সেই খণ্ড তোমার অংশ হইবে। [২৭] পরে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের পদনিয়োগার্থক মেষের যে বুকরূপ দোলনীয় নৈবেদ্য দোলাইলা ও যে স্কন্ধরূপ উত্তোলনীয় নৈবেদ্য উত্তোলন করিলা, তাহা তুমি পবিত্র করিবা। [২৮] তাহাতে নিত্য বিধিদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশহইতে তাহা হারোণের ও তাহার সন্তানগণের অধিকার হইবে, কেননা তাহাই উত্তোলনীয় নৈবেদ্য; ইস্রায়েল্ বংশের এই উত্তোলনীয় দ্রব্য তাহাদের মঙ্গলার্থক বলিহইতে দেয় হইবে; ইহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহাদের উত্তোলনীয় দ্রব্য।

[২৯] হারোণের মৃত্যুর পর তাহার পবিত্র বস্ত্র তাহার পুত্রগণের হইবে; অভিষিক্ত ও পদে নিযুক্ত হওন সময়ে তাহারা তাহা পরিধান করিবে। [৩০] তাহার পুত্রদের মধ্যে যে জন তাহার পদে যাজক হইয়া পবিত্র স্থানে সেবা করিতে মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিবে, সে সেই বস্ত্র সাত দিন পরিবে।

[৩১] পরে তুমি সেই পদনিয়োগার্থক মেষের মাংস লইয়া কোন পবিত্র স্থানে পাক করিলে, [৩২] হারোণ ও তাহার পুত্রগণ মণ্ডলীর আবাসদ্বারে সেই মেষমাংস ও চুপড়ীস্থিত সেই রুটী ভোজন করিবে। [৩৩] এবং পদনিয়োগদ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র করণার্থে যাহাদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহা তাহারা ভোজন করিবে; কিন্তু অন্যজাতীয় কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না, কারণ সে সকল পবিত্র বস্তু। [৩৪] আর ঐ পদনিয়োগার্থক মাংস ও রুটীহইতে যদি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবা, কেহ তাহা ভোজন করিবে না; কারণ তাহা পবিত্র বস্তু। [৩৫] আমি তোমাকে এই যে সকল আজ্ঞা করিলাম, তদনুসারে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের প্রতি সপ্ত দিবস করিয়া তাহাদিগকে স্ব২ পদে নিযুক্ত করিবা; [৩৬] তাহাতে তুমি প্রায়শ্চিত্তের কারণ প্রতিদিন পাপার্থে এক বৃষকে হোম করিবা, এবং বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পরিষ্কার করিবা, এবং তাহা পবিত্র করিতে অভিষেক করিবা; [৩৭] এবং বেদির নিমিত্তে সাত দিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পবিত্র করিবা; তাহাতে বেদি অতি পবিত্র হইবে, এবং বেদিতে যাহার স্পর্শ হয়, তাহাও পবিত্র হইবে।

[৩৮] সেই বেদির উপরে তুমি নিত্য একবর্ষীয় দুই মেষশাবককে হোম করিবা; [৩৯] দিন২ তাহার একেকে প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবা, ও অন্যকে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা। [৪০] এবং প্রথম মেষশাবকের সহিত হিন্ পাত্রের চতুর্থাংশ আলোড়িত তৈলেতে মিশ্রিত (ঐফা) পাত্রের দশমাংশ ময়দা এবং পেয় নৈবেদ্যের কারণ হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস দিবা। [৪১] পরে দ্বিতীয় মেষশাবককে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা, এবং প্রাতঃকালের মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারার্থে উৎসর্গ করিবা। [৪২] আমি যে স্থানে তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে তোমাদের পুরুষানুক্রমে পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য২ এই হোম করিবা।

[৪৩] সেই স্থানে আমি ইস্রায়েল্ বংশের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং আমার তেজেতে আবাস পবিত্রীকৃত হইবে। [৪৪] অপর আমি মণ্ডলীর আবাস ও বেদি পবিত্র করিব, এবং আমার যাজন কর্ম্ম করণার্থে হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করিব। [৪৫] এবং আমি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের ঈশ্বর হইব। [৪৬] তাহাতে আমিই তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে মিসরদেশহইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে; আমিই তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর।

৩০ অধ্যায়।

১ ধূপবেদির কথা, ১১ ও লোকদের গণনা সময়ে প্রায়শ্চিত্তের কথা, ১৭ ও পিত্তলের প্রক্ষালনপাত্রের কথা, ২২ ও পবিত্র তৈলের কথা, ৩৪ ও সুগন্ধি দ্রব্যের কথা।

[১] আর তুমি ধূপ জ্বালাইতে শিটীম্ কাষ্ঠের

এক বেদি নির্ম্মাণ করিবা। ২ তাহা এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ চতুষ্কোণ হইবে, এবং দুই হস্ত উচ্চ হইবে, এবং তাহার উপরে চূড়া হইবে। ৩ এবং তাহার পৃষ্ঠভূমি ও চারি পার্শ্ব ও চূড়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়িবা, এবং তাহার চারি দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। এবং তাহার বহনার্থক সাইঙ্গ প্রবেশ তুমি তাহার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণের নিকটে স্বর্ণের দুই২ কড়া করিবা। ৫ এবং ঐ সাইঙ্গ শিটীম্ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণ দিয়া মুড়িবা। ৬ এবং আমি যে স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে সাক্ষ্যসিন্দুকের অগ্রস্থিত তিরস্করিণীর অগ্রদিগে তাহা রাখিবা। ৭ এবং হারোণ তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে; প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিষ্কার করণ সময়ে তাহার উপরে ধূপ জ্বালাইবে। ৮ এবং সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালন সময়ে হারোণ ধূপ জ্বালাইবে, তাহাতে তোমাদের পুরুষানুক্রমে পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য২ ধূপ জ্বালান হইবে। ৯ তোমরা তাহার উপরে অন্য ধূপ কিম্বা হোমবলি কিম্বা ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবা না, ও তাহার উপরে পেয় নৈবেদ্য ঢালিবা না। ১০ এবং হারোণ বৎসরের মধ্যে এক বার তাহার চূড়ার উপরে পাপার্থক প্রায়শ্চিত্তের রক্ত দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং তোমাদের পুরুষানুক্রমে বৎসরের মধ্যে এক বার তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এই বেদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অতি পবিত্র।

১১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে এই কথা কহিলেন, ১২ তুমি যখন ইস্রায়েল্ বংশের সংখ্যা করিতে তাহাদিগকে গণনা করিবা, তখন প্রত্যেক জন পরমেশ্বরের কাছে আপন২ প্রাণার্থে গণনাজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, পাছে তাহাদের মধ্যে গণনাজন্য ব্যাঘাত হয়। যে কেহ গণনীয়ের মধ্যে আসিবে, সে পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে অর্দ্ধ শেকল্ দিবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়; সেই অর্দ্ধশেকল পরমেশ্বরের নৈবেদ্য হইবে। ১৪ বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তাহার অধিক বয়স্ক যে কেহ গণনীয়ের মধ্যে আসিবে, সে পরমেশ্বরকে ঐ নৈবেদ্য দিবে। ১৫ তোমাদের প্রাণের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পরমেশ্বরকে সেই নৈবেদ্য দেওন সময়ে ধনবান্ অর্দ্ধ শেকলের অধিক দিবে না, এবং দরিদ্র তাহাহইতে ন্যূন দিবে না। ১৬ আর তুমি ইস্রায়েল্ বংশহইতে সেই প্রায়শ্চিত্তের রূপা লইয়া মণ্ডলীর আবাসের সেবার্থে দিবা, তাহা তোমাদের প্রাণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণার্থে পরমেশ্বরের সম্মুখে থাকিবে।

১৭ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৮ তুমি প্রক্ষালন করিতে পায়াবিশিষ্ট পিত্তলের এক প্রক্ষালনপাত্র প্রস্তুত করিবা; এবং মণ্ডলীর আবাসের ও বেদির মধ্যস্থানে রাখিয়া তাহার মধ্যে জল দিবা। ১৯ এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহাতে আপন২ হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে। ২০ যে সময়ে তাহারা মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করে, তৎকালে যেন না মরে, এই জন্যে জলেতে আপনাদিগকে ধৌত করিবে। কিম্বা যে সময়ে তাহারা অগ্নিকৃত উপহারদ্বারা পরমেশ্বরের সেবা করিতে বেদির নিকটে আইসে, তৎকালে যেন না মরে, ২১ এই জন্যে আপন২ হস্ত ও পদ ধৌত করিবে; এই বিধি তাহার ও তাহার পুত্রগণের পুরুষানুক্রমে থাকিবে।

২২ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৩ তুমি আপনার নিকটে উত্তম২ সুগন্ধি দ্রব্য অর্থাৎ পবিত্র শেকল পাঁচ শত শেকল্ নির্ম্মল গন্ধরস, ও তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই শত শেকল্ সুগন্ধি দারুচিনি ও আড়াই শত শেকল্ সুগন্ধি বচ, ২৪ ও পাঁচ শত শেকস্ দারুচিনি ও এক হিন্ জিত তৈল প্রস্তুত করিবা। ২৫ এই সকলের দ্বারা তুমি অভিষেকার্থে পবিত্র তৈল অর্থাৎ গন্ধবণিকের ক্রিয়াতে কৃত তৈল করিবা, তাহা অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে। ২৬ তাহাতে তুমি মণ্ডলীর আবাস ও সাক্ষ্যসিন্দুক অভিষেক করিবা, ২৭ এবং মেজ ও তাহার সকল পাত্র, ও দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ও ধূপবেদি, ২৮ ও হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র, ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া করিবা। ২৯ এই সকল বস্তু পবিত্র করিবা, তাহাতে তাহা অতি পবিত্র হইবে; এবং তাহাতে যে কোন বস্তুর স্পর্শ হয়, তাহাও পবিত্র হইবে। ৩০ এবং তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা। ৩১ এবং ইস্রায়েল্ বংশকে কহিবা, তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে তাহা অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে। ৩২ মনুষ্যের শরীরে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে আর কোন তৈল হইবে না; তাহা পবিত্র, এবং তোমরা তাহা পবিত্র জানিবা। ৩৩ যে কেহ তাহার মত করে, ও যে কেহ অন্যজাতীয় লোকের গাত্রে তাহার কিঞ্চিৎ দেয়, সে আপন লোকদিগহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৩৪ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি আপনার নিকটে সুগন্ধি দ্রব্য লও, অর্থাৎ [illegible]

গুল্ ও নখী ও লবান ও নির্ম্মল কুন্দুরু, এই প্রত্যেক সুগন্ধি দ্রব্য সমভাগ করিয়া লও। [৩৫] এবং তাহাদ্বারা গন্ধবণিকের কর্ম্মে কৃত ও লবণাক্ত এক নির্ম্মল পবিত্র সুগন্ধি ধূপ কর। [৩৬] তাহার কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া যে স্থানে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই স্থানে অর্থাৎ মণ্ডলীর আবাসে সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখিবা; তাহাই তোমাদের অতি পবিত্র হইবে। [৩৭] এবং তুমি যে সুগন্ধি ধূপ করিবা, তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে আপনাদের জন্যে করিও না, তাহা পরমেশ্বরের নিমিত্তে তোমাদের প্রতি পবিত্র হইবে। [৩৮] যে কেহ আপন ঘ্রাণের কারণ তাহার সদৃশ সুগন্ধি প্রস্তুত করিবে, সে আপন লোকদিগহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৩১ অধ্যায়।

১ আবাসের কর্ম্ম করিতে বিৎসলেলকে ও অহলীয়াবকে নিযুক্ত ও নিপুণ করণ, ১২ ও বিশ্রামবারকে পবিত্র রূপে মান্য করণের আজ্ঞা, ১৮ ও মূসাকে ব্যবস্থার দুই প্রস্তর দেওন।

[১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে এই কথা কহিলেন, [২] দেখ, আমি যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বিৎসলেলকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। [৩] এবং শিল্পকর্ম্ম করণ অর্থাৎ সুবর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তলেতে খুদন [৪] ও খচনার্থক মণি কাটন ও কাষ্ঠেতে খুদন ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিতে [৫] তাহাকে বুদ্ধি ও বিদ্যা ও জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতাদায়ক ঈশ্বরের আত্মাতে পরিপূর্ণ করিলাম। [৬] এবং দেখ, আমি দান্ বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তাহার সহকারী হইতে দিলাম, এবং অন্যান্য জ্ঞানি লোকের হৃদয়ে জ্ঞান দিলাম; অতএব আমি তোমাকে যে সকলের আজ্ঞা করিলাম, তাহা তাহারা নির্ম্মাণ করিবে। [৭] ফলতঃ মণ্ডলীর আবাস, ও সাক্ষ্যসিন্দুক, ও তাহার উপরিস্থ পাপাচ্ছাদন, ও আবাসের সমস্ত পাত্র, [৮] ও মেজ ও তাহার সকল পাত্র, ও নির্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ও ধূপবেদি, [৯] ও হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র, ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া, [১০] এবং আরাধনার্থক বস্ত্র এবং যাজনকর্ম্ম করণার্থে হারোণ্ যাজকের পবিত্র বস্ত্র ও তাহার পুত্রদের বস্ত্র, [১১] এবং অভিষেকার্থ তৈল, ও পবিত্র স্থানের জন্যে সুগন্ধি ধূপ, এই যে সকলের আজ্ঞা আমি তোমাকে দিলাম, তাহা তাহারা নির্ম্মাণ করিবে।

[১২] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১৩] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহ, তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামদিন পালন করিবা, কেননা আমিই তোমাদের পবিত্রকারি পরমেশ্বর, ইহার জ্ঞানার্থে তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে তাহা এক চিহ্নস্বরূপ হইবে। [১৪] অতএব তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিবা, তাহা তোমাদের নিকটে পবিত্র হইবে; যে জন তাহা অপবিত্র করিবে, সে নিতান্ত হত হইবে; যে কোন প্রাণী ঐ দিনে কর্ম্ম করিবে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [১৫] ছয় দিন কর্ম্ম করিবা, কিন্তু সপ্তম দিন পরমেশ্বরের পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনে যে কেহ কর্ম্ম করিবে, সে অবশ্য হত হইবে। [১৬] ইস্রায়েল্ বংশ নিত্য নিয়মার্থে পুরুষানুক্রমে মান্য করণের জন্যে বিশ্রামদিন পালন্ করিবে। [১৭] তাহা আমার ও ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে এক নিত্য চিহ্নস্বরূপ হইবে, কেননা পরমেশ্বর ছয় দিনে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

[১৮] পরে তিনি মূসার সহিত কথা সাঙ্গ করিয়া সীনয় পর্ব্বতে সাক্ষ্যরূপ দুই ফলক, অর্থাৎ ঈশ্বরের অঙ্গুলিদ্বারা লিখিত দুই প্রস্তরফলক তাহাকে দিলেন।

৩২ অধ্যায়।

১ মূসার অসাক্ষাতে লোকদের হারোণকে স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাওন, ৭ ও ঈশ্বরের ক্রোধ ও মূসার নিবেদন, ১৫ ও দুই প্রস্তর হস্তে লইয়া পর্ব্বতহইতে মূসার নামন, ১৯ ও দুই প্রস্তর ভাঙ্গন ও বাছুর নষ্ট করণ, ২১ ও দোষ প্রক্ষালনার্থে হারোণের কথা, ২৫ ও দেবপূজকদের বধ করণ, ৩০ ও পরমেশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন ও পরমেশ্বরের উত্তর।

[১] অনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিতে মূসার বিলম্ব দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাহাকে কহিল, উঠ, আমাদের অগ্রগামী হওনার্থে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা মিসরদেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল যে মূসা, তাহার প্রতি কি ঘটিল, তাহা আমরা জানি না। [২] হারোণ তাহাদিগকে কহিল, তবে তোমরা আপন২ স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণের কর্ণের স্বর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। [৩] তাহাতে তাবৎ লোক তাহাদের কর্ণহইতে সুবর্ণ কুণ্ডল সকল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিলে [৪] সে তাহাদের হস্তহইতে তাহা লইয়া ছাঁচে ঢালিয়া শিল্পের অস্ত্রদ্বারা খুদিয়া এক বাছুর নির্ম্মাণ করিল; তখন লোকেরা কহিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল্ বংশ, যে দেবতা মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিল, সে এই। [৫] এবং হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং

কল্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব হইবে, এই ঘোষণা করিল। [৬] তাহাতে লোকেরা পরদিনে প্রত্যূষে উঠিয়া হোম উৎসর্গ করিল, এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল, এবং লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল; পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।

[৭] তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি নামিয়া যাও, কেননা তুমি মিসরহইতে যে লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিলা, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে। [৮] আমি তাহাদিগকে যে পথের বিষয়ে আজ্ঞা দিলাম, তাহাহইতে তাহারা শীঘ্র বহির্ভূত হইল, ফলতঃ তাহারা আপনাদের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা বাছুর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিল, এবং তাহার কাছে বলিদান করিয়া কহিল, হে ইস্রায়েল্ বংশ, যে দেবতা মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিল, সে এই। [৯] অপর পরমেশ্বর মূসাকে আরো কহিলেন, আমি এই লোকদিগকে দেখিলাম; দেখ, ইহারা অতিশয় অবাধ্য। [১০] অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, আমি তাহাদের প্রতিকূলে ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করি, কিন্তু তোমাকে বড় জাতির মূল করি। [১১] তাহাতে মূসা আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে বিনয় করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার যে প্রজাদিগকে মহাপরাক্রম ও বাহুবলেতে মিসরদেশহইতে বাহির করিলা, তাহাদের প্রতিকূলে তোমার ক্রোধ কেন প্রজ্বলিত হইবে? [১২] তিনি অনিষ্টের নিমিত্তে অর্থাৎ পর্ব্বতময় অঞ্চলে তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া পৃথিবীহইতে লোপ করিবার নিমিত্তে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, এমত কথা মিস্রীয়েরা গল্প করিয়া কেন কহিবে? আপনি প্রচণ্ড ক্রোধহইতে ফিরুন, ও আপন প্রজাদের এমন অনিষ্টের বিষয়ে ক্ষান্ত হউন। [১৩] এবং তুমি আপন নাম লইয়া, আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করিব, এবং এই যে সকল দেশের কথা কহিলাম, তাহা তোমাদের বংশকে দিয়া নিত্য অধিকার করাইব, এই দিব্য যাহাদের সাক্ষাতে করিয়াছ, তোমার সেই দাস ইব্রাহীম্ ও ইসহাক্ ও ইস্রায়েলকে স্মরণ কর। [১৪] অতএব পরমেশ্বর আপন প্রজাদের যে অনিষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইলেন।

[১৫] তখন মূসা সাক্ষ্যরূপ দুই প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বতহইতে ফিরিয়া নামিল; ঐ প্রস্তরফলকের এপৃষ্ঠে ওপৃষ্ঠে দুই পৃষ্ঠেই লিখিত ছিল। [১৬] ঐ প্রস্তরফলক ঈশ্বরের নির্ম্মিত, এবং তাহাতে খোদিত লিখনও ঈশ্বরের লিখন। [১৭] পরে যিহোশূয় কোলাহলকারি লোকদের রব শুনিয়া মূসাকে কহিল, শিবিরেতে যুদ্ধের শব্দ হইতেছে। [১৮] তাহাতে সে কহিল, ইহা জয়ধ্বনির শব্দ নয়, এবং পরাজয়ধ্বনিরও শব্দ নয়, কিন্তু আমি গানের শব্দ শুনিতেছি।

[১৯] পরে সে শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ বাছুর এবং লোকদের নৃত্য দেখিল; তাহাতে মূসা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতের তলে আপন হস্তহইতে সেই দুই প্রস্তরফলক নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। [২০] এবং তাহাদের নির্ম্মিত বাছুর লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিল, এবং তাহা ধূলিবৎ পিষিয়া জলে ছড়াইয়া ইস্রায়েল্ বংশকে পান

[২১] পরে মূসা হারোণকে কহিল, এই লোকেরা তোমার প্রতি কি করিল, যে তুমি ইহাদিগকে এমত মহাপাপ করাইলা? [২২] তাহাতে হারোণ কহিল, হে প্রভো, ক্রোধ প্রজ্বলিত করিও না; এই লোকেরা দুষ্টতাতে আসক্ত, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। [২৩] ইহারা আমাকে কহিল, আমাদের অগ্রগামী হওনার্থে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা মিসরদেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল যে মূসা, তাহার প্রতি কি ঘটিল তাহা আমরা জানি না। [২৪] তখন আমি কহিলাম, তোমাদের মধ্যে যাহার যে স্বর্ণাভরণ থাকে সে তাহা খুলিয়া দিউক; তাহাতে তাহারা আমাকে তাহা দিল; আমি তাহা লইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাহইতে এই বৎস নির্গত হইল।

[২৫] পরে মূসা লোকদের নগ্নতা দেখিল, কেননা হারোণ তাহাদের অপমানের জন্যে তাহাদের শত্রুদের মধ্যে তাহাদিগকে নগ্ন করিয়াছিল। [২৬] তখন মূসা শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, পরমেশ্বরের পক্ষ কে? সে আমার নিকটে আইসুক; তাহাতে লেবির সন্তানগণ তাহার নিকটে একত্র হইল। [২৭] পরে সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ ঊরুতে খড়্গ বাঁধিয়া শিবিরের মধ্য দিয়া এক দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্য্যন্ত গতায়াত কর, ও প্রতি জন আপন ২ ভ্রাতা ও মিত্র ও প্রতিবাসিকে বধ কর। [২৮] তাহাতে লেবির সন্তানেরা মূসার বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিলে সেই দিনে লোকদের মধ্যে ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক মারা পড়িল। [২৯] কেননা মূসা কহিয়াছিল, তোমরা অদ্য প্রত্যেক জন আপন ২ পুত্র ও ভ্রাতার বিপক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপনাদিগকে পবিত্র কর, তাহাতে তিনি এই দিনে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

[৩০] পরদিনে মূসা লোকদিগকে কহিল, তোমরা মহাপাপ করিলা, এখন আমি পরমেশ্বরের নিকটে আরোহণ করিতেছি; যদি হয়, তবে আমি তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। [৩১] পরে মূসা পরমেশ্বরের নিকটে ফিরিয়া কহিল, হায় ২, এই লোকেরা মহাপাপ করিয়া আপনাদের জন্যে স্বর্ণদেবতা নির্ম্মাণ করিল। [৩২] এখন যদি হয়, তবে ইহাদের পাপ ক্ষমা কর; কিন্তু যদি না কর, তবে আমি বিনয় করিতেছি, তোমার লিখিত পুস্তকহইতে আমার নাম কাটিয়া ফেল। [৩৩] তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, যে জন আমার প্রতিকূলে পাপ করিল, তাহারই নাম আমি আপন কাটিয়া ফেলিব। [৩৪] অতএব যাও, আমি যে দেশের বিষয়ে তোমাকে কহিয়াছি, সেই দেশে লোকদিগকে লইয়া যাও; দেখ, আমার দূত তোমার অগ্রে ২ যাইবেন, কিন্তু আমি প্রতিফল দেওনের দিনে তাহাদের পাপের প্রতিফল দিব। [৩৫] লোকেরা হারোণকে বাছুর নির্ম্মাণ করাইল, এই জন্যে পরমেশ্বর লোকদের ব্যাঘাত জন্মাইলেন।

৩৩ অধ্যায়।

১ লোকদের সহিত যাইতে ঈশ্বরের অনিচ্ছা, ৪ ও লোকদের দুঃখ, ৭ ও শিবিরের বাহিরে আবাস লইয়া যাওন, ৯ ও মূসার সহিত ঈশ্বরের আলাপ, ১২ ও পরমেশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন, ১৮ ও পরমেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগ দর্শন করাওন।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি দিব্য করিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্‌হাকের ও যাকূবের বংশকে যে দেশ দিতে তাহাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দেশে যাইতে তুমি মিসরদেশহইতে তোমার আনীত লোকদের সহিত এখানহইতে প্রস্থান কর। [২] আমি তোমার অগ্রে এক দূত পাঠাইয়া কিনানীয় ও ইমোরীয় ও হিত্তীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে দূর করিব। [৩] অতএব তোমরা সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে যাও; কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তোমরা অবাধ্য জাতি; তাহাতে কি জানি, পথের মধ্যে তোমাদিগকে সংহার করি।

[৪] অপর লোকেরা এই অশুভ বাক্য শুনিয়া শোক করিল, কেহ আপন গাত্রে অভরণ পরিধান করিল না। [৫] কেননা পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহ, তোমরা অবাধ্য জাতি, আমি এক নিমিষে তোমাদের মধ্যে যাইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে পারি; তোমরা এখন আপন ২ গাত্রহইতে অভরণ দূর কর, তাহাতে তোমাদের প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিব। [৬] তখন ইস্রায়েল্ বংশ হোরেব্ পর্ব্বতের নিকটস্থ হওন অবধি আপন ২ সমস্ত অভরণ দূর করিল।

[৭] পরে মূসা আবাস লইয়া শিবিরের বাহিরে ও শিবিরহইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্থাপন করিল, এবং তাহার নাম মণ্ডলীর আবাস রাখিল; তদবধি পরমেশ্বরের অন্বেষণকারি প্রত্যেক জন শিবিরের বাহিরে মণ্ডলীর আবাসের নিকটে গমন করিত। [৮] এবং মূসা যখন বাহির হইয়া আবাসের নিকটে যাইত, তখন তাবৎ লোক উঠিয়া আপন ২ তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইত, এবং যে পর্য্যন্ত মূসা আবাসে প্রবেশ না করিত, তাবৎ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিত।

[৯] পরে মূসা আবাসে প্রবেশ করিলে মেঘস্তম্ভ নামিয়া আবাসের দ্বারে স্থগিত হইত, তাহাতে তিনি মূসার সহিত আলাপ করিতেন। [১০] আবাসের দ্বারে অবস্থিত মেঘস্তম্ভ দেখিলে তাবৎ লোক উঠিয়া প্রত্যেকে আপন ২ তাম্বুর দ্বারে থাকিয়া প্রণাম করিত। [১১] মনুষ্য যেমন মিত্রের সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর মূসার সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া আলাপ করিতেন; পরে মূসা শিবিরে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে তাহার যুব পরিচারক আবাসের মধ্যহইতে অন্যত্র যাইত না।

[১২] পরে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, দেখ, তুমি এই লোকদিগকে লইয়া যাইতে আমাকে কহিতেছ, কিন্তু আমার সহকারী হইতে যাঁহাকে প্রেরণ করিবা, তাঁহার পরিচয় আমাকে দেও নাই, তথাপি কহিতেছ, আমি নামদ্বারা তোমাকে জানি, ও তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র। [১৩] ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্যে আমাকে আপন পথ জ্ঞাত কর, এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা ইহা স্মরণ কর। [১৪] তখন তিনি কহিলেন, আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আম তোমাকে বিশ্রাম দিব। [১৫] তাহাতে সে কহিল, যদ্যপি তোমার শ্রীমুখ আমাদের সহিত গমন না করেন, তবে এখানহইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও না। [১৬] কেননা আমি ও তোমার প্রজাগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, ইহা কিসে জানা যায়? কি আমাদের সহিত তোমার গমনদ্বারা নয়? তদ্দ্বারাতেই আমি ও তোমার লোকেরা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকহইতে বিশেষ লোক হই। [১৭] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই যে কথা তুমি কহিলা, তাহা আমি অবশ্য করিব,

কেননা তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, আমি নামদ্বারা তোমাকে জানি।

[১৮] তাহাতে সে কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি আমাকে আপনার তেজ দেখিতে দেও। [১৯] পরমেশ্বর কহিলেন, আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপন তাবৎ উত্তমতা গমন করাইব, ও তোমার সম্মুখে পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিব; আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে চাহি, তাহাকেই অনুগ্রহ করি; ও যাহাকে কৃপা করিতে চাহি, তাহাকেই কৃপা করি। [২০] আরও কহিলেন, তুমি আমার মুখ দেখিতে পার না, কারণ আমাকে দেখিলে কোন মনুষ্য বাঁচে না। [২১] পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, আমার নিকটে এক স্থান আছে; তুমি ঐ শৈলের উপরে দাঁড়াও। [২২] তাহাতে তোমার নিকট দিয়া আমার তেজের গমন সময়ে আমি তোমাকে শৈলের ছিদ্রেতে রাখিব, ও আমার গমনের শেষ পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা তোমাকে আচ্ছন্ন করিব। [২৩] পরে আমি হস্ত তুলিলে তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবা, কিন্তু আমার মুখ কেহ দেখিতে পাইবে না।

৩৪ অধ্যায়।

১ দুই প্রস্তর লইয়া মূসার পর্ব্বতে পুনর্গমন, ৪ ও পরমেশ্বরের আপন নাম প্রচার করণ, ৮ ও মূসার নিবেদন, ১০ ও পরমেশ্বরের উত্তর, ১৮ ও নানা প্রকার আজ্ঞা, ২৯ ও পর্ব্বতহইতে নামন সময়ে মূসার মুখের তেজঃপ্রকাশ।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খোদ; তোমাকর্তৃক ভগ্ন দুই প্রস্তরে যাহা২ লিখিত ছিল, সেই সকল কথা আমি এই দুই প্রস্তরে লিখিব। [২] তুমি প্রাতঃকালে প্রস্তুত হও, ও প্রভাতে সীনয় পর্ব্বতে উঠিয়া আসিয়া তাহার শৃঙ্গে আমার নিকটে উপস্থিত হও। [৩] কিন্তু তোমার সহিত আর কেহ উপরে আসিবে না, এবং এই সমুদয় পর্ব্বতে কেহ দৃষ্ট না হউক, ও গোমেষাদিপাল এ পর্ব্বতের সম্মুখে না চরুক।

[৪] পরে মূসা প্রথম প্রস্তরের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খুদিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকালে উঠিয়া সীনয় পর্ব্বতের উপরে গেল, ও সেই দুই প্রস্তরফলক হস্তে করিয়া লইল। [৫] তখন পরমেশ্বর মেঘে নামিয়া সে স্থানে তাহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের নাম ঘোষণা করিলেন। [৬] ফলতঃ পরমেশ্বর তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া ইহা ঘোষণা করিলেন, 'পরমেশ্বর, প্রভু পরমেশ্বর কৃপাবান ও অনুগ্রাহক ও চিরসহিষ্ণু এবং দয়াতে ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ; [৭] এবং সহস্র২ পুরুষের প্রতি দয়াকারী, এবং অপরাধের ও আজ্ঞালঙ্ঘনের ও পাপের ক্ষমাকারী, তথাপি তাহার দণ্ডদাতা, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রদের প্রতি পিতৃপুরুষের অপরাধের ফলদাতা।'

[৮] তাহাতে মূসা শীঘ্র ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম পূর্ব্বক ভজনা করিয়া কহিল, [৯] হে প্রভো, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, হে আমার প্রভো, আমাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করুন, এবং এই লোকেরা অবাধ্য হইলেও আমাদের অপরাধ ও পাপ মোচন করিয়া আমাদিগকে আপন অধিকাররূপে গ্রহণ করুন।

[১০] তখন তিনি কহিলেন, দেখ, আমি এক নিয়ম করি; তাবৎ পৃথিবীতে ও তাবৎ জাতির মধ্যে যাহা কখনো করা যায় নাই, এমত আশ্চর্য্য কর্ম্ম আমি তোমার তাবৎ লোকের সাক্ষাতে করিব; তাহাতে যে সকল লোকের মধ্যে তুমি আছ, তাহারা পরমেশ্বরের সেই কর্ম্ম দেখিবে, কেননা তোমার নিকটে যাহা করিব, তাহা ভয়ঙ্কর। [১১] অদ্য আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, তাহাতে মনোযোগ কর; দেখ, আমি ইমোরীয় ও কিনানীয় ও হিত্তীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে তোমার সম্মুখহইতে খেদাইয়া দিব। [১২] কিন্তু সাবধান, যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই দেশনিবাসিদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে তাহা তোমার মধ্যবর্ত্তি ফাঁদস্বরূপ হয়। [১৩] বরং তোমরা তাহাদের বেদি ভগ্ন করিবা, ও তাহাদের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিবা, ও চৈত্যবৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবা: [১৪] স্বগৌরবরক্ষক নামে বিখ্যাত যে পরমেশ্বর, তিনিই স্বীয় গৌরব রক্ষা করেন, এই জন্যে তুমি কোন ইতর দেবতাকে প্রণাম করিও না। [১৫] কি জানি, তুমি সে দেশ নিবাসি লোকদের সহিত নিয়ম করিলে যে সময়ে তাহারা আপনাদের দেবগণের অনুগামী হইয়া ব্যভিচার করে, ও দেবগণের কাছে বলিদান করে, সে সময়ে কেহ তোমাকে ডাকিলে তুমি তাহার বলিদ্রব্য খাইবা; [১৬] কিম্বা তুমি আপন পুত্রদের কারণ তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিলে তাহাদের কন্যাগণ আপনাদের দেবতাদের অনুগামিত্ব-প্রযুক্ত ব্যভিচার করিয়া তোমার পুত্রদিগকে আপনাদের দেবগণের অনুগামী করিয়া ব্যভিচার করাইবে। [১৭] তুমি আপনার নিমিত্তে কোন ছাঁচে ঢালা দেবপ্রতিমা করিও না।

[১৮] তুমি তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিবা, ফলতঃ আবীব্ মাসের যে সময়ে যেরূপ করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছি, সেই রূপে তুমি সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইবা,

কেননা সেই আবীব্ মাসে তুমি মিসরদেশহইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলা। [১৯] আর তাবৎ প্রথমজাত গর্ভফল, এবং গোমেষাদি প্রথমজাত পুংপশু সকল আমার; [২০] প্রথমজাত গর্দ্দভের পরিবর্ত্তে তুমি মেষের বৎস দিয়া তাহাকে মুক্ত করিবা; যদ্যপি মুক্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবা; কিন্তু তোমার প্রথমজাত পুত্র সকলকে তুমি মুক্ত করিবা। আর কেহ রিক্ত হস্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না।

[২১] আর তুমি ছয় দিন কর্ম্ম করিবা, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিবা; চাসের এবং শস্যচ্ছেদনের সময়েও বিশ্রাম করিবা।

[২২] সপ্তাহের উৎসব অর্থাৎ গোম সংগ্রহ করণের প্রথম আটির উৎসব, এবং বৎসরের শেষভাগে ফল সংগ্রহ করণের উৎসব করিবা।

[২৩] তোমাদের তাবৎ পুরুষলোক বৎসরের মধ্যে তিন বার ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে। [২৪] আমি তোমার সম্মুখহইতে অন্য জাতিদিগকে দূর করিব, ও তোমার সীমা বিস্তার করিব, এবং তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আপন প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে গমন করিলে তোমার দেশের প্রতি কেহ লোভ করিবে না।

[২৫] তুমি তাড়ীর সহিত আপন বলির রক্ত উৎসর্গ করিও না, ও নিস্তারপর্ব্বীয় উৎসবের বলিদ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিও না। [২৬] এবং তুমি ভূমির প্রথমজাত ফল আপন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে আনিও; এবং ছাগবৎসের মাংস তাহার মাতার দুগ্ধের সহিত পাক করিও না।

[২৭] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি এই সকল বাক্য লিখ, কেননা আমি এই বাক্যানুসারে তোমার ও ইস্রায়েল্ লোকদের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম। [২৮] সেই সময়ে মূসা চল্লিশ দিবারাত্রি অন্ন ভোজন ও জল পান না করিয়া সেই স্থানে পরমেশ্বরের সহিত অবস্থিতি করিলে তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মবাক্য অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিয়াছিলেন।

[২৯] পরে মূসা সীনয়্ পর্ব্বতহইতে নামিবার সময়ে সাক্ষ্যরূপ দুই প্রস্তর হস্তে লইয়া পর্ব্বতহইতে নামিল, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত আলাপ করণ সময়ে আপন মুখের চর্ম্ম যে উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা মূসা জানিল না। [৩০] পরে যখন হারোণ ও ইস্রায়েলের সন্তানগণ মূসাকে দেখিল, তখন তাহার মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল ছিল; তাহাতে তাহারা তাহার নিকটে যাইতে ভীত হইল। [৩১] কিন্তু মূসা তাহাদিগকে ডাকিলে হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল তাহার নিকটে ফিরিয়া গেল, তাহাতে মূসা তাহাদের সহিত আলাপ করিল। [৩২] অনন্তর ইস্রায়েলের তাবৎ সন্তানগণ তাহার নিকটে গেল; তাহাতে সে সীনয়্ পর্ব্বতে পরমেশ্বরের উক্ত আজ্ঞা সকল তাহাদিগকে জানাইল। [৩৩] পরে তাহাদের সহিত মূসার কথোপকথন সাঙ্গ হইলে সে আপন মুখে আবরণ দিল। [৩৪] কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত কথা কহিতে প্রবেশ করিলে সে যাবৎ বহিরাগমন না করিত, তাবৎ সেই আবরণ খুলিয়া রাখিত; পরে বাহির হইয়া পরমেশ্বরের তাবৎ আজ্ঞা ইস্রায়েল্ বংশকে কহিত। [৩৫] তাহাতে মূসার মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল আছে, ইহা ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিত; পরে মূসা পরমেশ্বরের সহিত কথা কহিতে যে পর্য্যন্ত ভিতরে না যাইত, তাবৎ আপন মুখে পুনর্ব্বার আবরণ দিত।

৩৫ অধ্যায়।

১ বিশ্রামবারের কথা, ৪ ও তাম্বুর নিমিত্তে দাতব্য বস্তু, ২০ ও দাতব্য বস্তু প্রস্তুত করিতে লোকদের প্রবৃত্তি, ৩০ এবং বিৎসলেল্ ও অহলীয়াবের এই কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওন।

[১] তদনন্তর মূসা ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিল, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই সকল বাক্য পালন করিতে আজ্ঞা দিলেন। [২] তোমরা ছয় দিন কর্ম্ম করিবা, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের নিকটে পবিত্র দিন হইবে; সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিশ্রামদিন হইবে; যে কেহ সেই দিনে কর্ম্ম করিবে, সে হত হইবে। [৩] তোমরা বিশ্রামদিনে আপনাদের কোন বাসস্থানে অগ্নি জ্বালিবা না।

[৪] অপর মূসা ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীকে আরো কহিল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা দিলেন। [৫] তোমরা পরমেশ্বরের নিমিত্তে আপনাদের নিকটহইতে নৈবেদ্য লও; যে কেহ এই কর্ম্মেতে ইচ্ছুক হইবে, সে পরমেশ্বরের নৈবেদ্যরূপে স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল, [৬] এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্র ও সূক্ষ্মবস্ত্র ও ছাগের লোম, [৭] এবং রক্তাকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশ্‌চর্ম্ম ও শিটীম্ কাষ্ঠ, [৮] এবং দীপার্থ তৈল এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য, [৯] এবং এফোদের ও বুকপাটার কারণ হারভাদি খচনার্থক মণি, এই সকল দ্রব্য আনিবে। [১০] এবং তোমাদের প্রত্যেক বিজ্ঞ লোক আসিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞাপিত সকল বস্তু নির্ম্মাণ করুক, [১১] অর্থাৎ আবাস ও তাহার তাম্বু ও আচ্ছাদন ও ঘুণ্টী ও তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি, [১২] ও সিন্দুক ও তাহার সাইঙ্গ ও পাপাচ্ছাদন ও বিচ্ছেদ-

বস্ত্ররূপ তিরস্করিণী, [১৩] এবং মেজ ও তাহার সাইঙ্গ ও নানা পাত্র ও দর্শনীয় রুটী, [১৪] এবং দীপ্তির জন্যে দীপবৃক্ষ ও তাহার পাত্র ও দীপ ও দীপার্থ তৈল, [১৫] এবং ধূপের বেদি ও তাহার সাইঙ্গ ও অভিষেকার্থ তৈল ও সুগন্ধি ধূপ ও আবাসের প্রবেশদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, [১৬] এবং হোমবেদি ও তাহার পিত্তলের জাল ও সাইঙ্গ ও নানা পাত্র ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া, [১৭] ও প্রাঙ্গণের যবনিকা ও তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, [১৮] ও আবাসের খিল ও প্রাঙ্গণের খিল ও উভয়ের রজ্জু, [১৯] এবং পবিত্র স্থানে সেবা করণের নিমিত্তে আরাধনার্থক বস্ত্র অর্থাৎ হারোণ যাজকের জন্যে পবিত্র বস্ত্র, ও যাজন কর্ম্ম করণার্থে তাহার পুত্রদের বস্ত্র; এই সকল প্রস্তুত করিবে।

[২০] অপর ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী মূসার সম্মুখহইতে প্রস্থান করিল। [২১] পরে যাহাদের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি ও মনে বাঞ্ছা হইল, তাহারা মণ্ডলীর আবাসের নির্ম্মাণার্থে এবং তৎসম্বন্ধীয় ঈশ্বরসেবার ও পবিত্র বস্ত্রের জন্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল। [২২] এবং পুরুষ ও স্ত্রী যত লোক প্রবৃত্তমনা ছিল, তাহারা সকলে আসিয়া বলয় ও কুণ্ডল ও অঙ্গুরীয়ক ও হার প্রভৃতি স্বর্ণময় অলঙ্কার সকল আনিল; যাহার যাহা ছিল সে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্বর্ণময় নৈবেদ্যার্থে নিবেদন করিল। [২৩] এবং যাহাদের নিকটে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ও ছাগলোম ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশ্‌চর্ম্ম ছিল, তাহারা প্রত্যেকে তাহা আনিল। [২৪] এবং যে কেহ রূপ্য ও পিত্তলের উপহার আনিল, সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিল, এবং যাহার নিকটে শিটীম্ কাষ্ঠ ছিল, সে সেবার কোন কর্ম্মের নিমিত্তে তাহা আনিল। [২৫] এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রীরা আপন২ হস্তে সূতা কাটিয়া নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্র ও সূক্ষ্মবস্ত্র আনিল। [২৬] এবং প্রবৃত্তমনা বুদ্ধিমতী স্ত্রী সকল ছাগলোমের সূতা কাটিল। [২৭] এবং অধ্যক্ষগণ এফোদের ও বুকপাটার কারণ হারতাদি খচনার্থক মণি, [২৮] এবং দীপের ও অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য ও তৈল আনিল। [২৯] ইস্রায়েল্ বংশেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল, ফলতঃ পরমেশ্বর মূসাদ্বারা যাহা২ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রকার কর্ম্ম করণার্থে যে২ পুরুষ ও স্ত্রীদিগের মনে বাঞ্ছা হইল, তাহারা প্রত্যেকে নৈবেদ্য আনিল।

[৩০] পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে আরো কহিল, দেখ, পরমেশ্বর যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বিৎসলেলকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। [৩১] এবং বিদ্যা ও বুদ্ধি ও জ্ঞান ও সর্ব্বপ্রকার শিল্পকৌশলদায়ক ঈশ্বরীয় আত্মাতে পরিপূর্ণ করিয়া [৩২] চিত্রকর্ম্ম ও স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল খুদন, [৩৩] ও খচনার্থক মণি খুদন, ও নানা শিল্পকর্ম্মার্থে কাষ্ঠ খুদন, এই সকল কর্ম্ম করিতে তাহাকে নিপুণ করিলেন। [৩৪] এবং এই সকলের শিক্ষা দিতে তাহার ও দান্ বংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিলেন। [৩৫] এবং খুদিতে ও শিল্পকর্ম্ম করিতে এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ ও সূক্ষ্ম সূত্রে সূচিকর্ম্ম করিতে ও তাঁতির কর্ম্ম করিতে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রকর্ম্ম করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ বিদ্যাতে পরিপূর্ণ করিলেন।

৩৬ অধ্যায়।

১ কর্ম্মকারিদিগকে প্রস্তুত দ্রব্য সমর্পণ, ৪ ও অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে নিবারণ, ৮ ও কিরূবের যবনিকার কথা, ১৪ ও ছাগলোমের যবনিকার কথা, ২০ ও তক্তার কথা, ৩১ ও অর্গলের কথা, ৩৫ ও তিরস্করিণীর কথা, ৩৭ ও তাম্বুদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্রের কথা।

[১] পরে পরমেশ্বরের তাবৎ আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানের সেবার্থ কর্ম্ম করিতে পরমেশ্বর বিৎসলেল্ ও অহলীয়াব প্রভৃতি যাহাদিগকে বিদ্যা ও বুদ্ধি দিয়াছিলেন, সেই সকল সদ্বিবেচক লোক কর্ম্ম করিতে লাগিল। [২] পরে মূসা সেই বিৎসলেল্‌কে ও অহলীয়াব্‌কে এবং পরমেশ্বরহইতে অন্তঃকরণে বিদ্যাপ্রাপ্ত অন্য সকল লোককে ডাকিল, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম করণের নিমিত্তে উপস্থিত হইতে যাহাদের মনে প্রবৃত্তি জন্মিল, তাহাদিগকে ডাকিল। [৩] তাহাতে তাহারা পবিত্র স্থানের সেবাসম্বন্ধীয় কর্ম্ম করণার্থে ইস্রায়েল্ লোকদের আনীত নৈবেদ্য দ্রব্য সকল মূসাহইতে গ্রহণ করিল, তথাপি লোকেরা তখনও প্রতি প্রভাতে তাহার নিকটে স্বেচ্ছাতে আরো দ্রব্য আনিতেছিল।

[৪] তখন পবিত্র স্থানের তাবৎ কর্ম্মকারি বিজ্ঞ লোক সকল আপন২ কর্ম্মহইতে আসিয়া [৫] মূসাকে কহিল, পরমেশ্বর যাহা২ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, লোকেরা সেই কার্য্যাতিরিক্ত অধিক বস্তু আনিতেছে। [৬] তাহাতে মূসা আজ্ঞা দিয়া শিবিরের সর্ব্বত্র ইহা ঘোষণা করাইল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পবিত্র স্থানের জন্যে নিবেদনীয় দ্রব্য আর প্রস্তুত না

করুক; অতএব লোকেরা আনিতে নিবৃত্ত হইল। ৭ কেননা সকল কর্ম্ম করিতে তাহাদের যথেষ্ট ও প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য ছিল।

৮ পরে কর্ম্মকারি বিজ্ঞ লোক সকল পাকান সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা আবাসের দশ যবনিকা প্রস্তুত করিল; এবং তাহার মধ্যে কিরূবাকৃতি শিল্প-কর্ম্ম করিল। ৯ তাহার প্রত্যেক যবনিকা আটাইশ হস্ত দীর্ঘ, ও চারি হস্ত প্রস্থ, সকলি একপরিমাণ ছিল। ১০ পরে সে তাহার পাঁচ যবনিকা একত্র যোগ করিল, এবং অন্য পাঁচ যবনিকাও একত্র যোগ করিল। ১১ এবং সংযোক্তব্য দুই শেষ যবনিকার মধ্যে এক যবনিকার প্রান্তে নীলবর্ণ ঘুণ্টীঘরা করিল, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় শেষযবনিকার প্রান্তেও সেই রূপ করিল। ১২ প্রথম যবনিকাতে পঞ্চাশ ঘুণ্টী-ঘরা করিল, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিল, এবং ঐ ঘুণ্টীঘরা সকল এক অন্যের সহিত মিলিল। ১৩ পরে সে স্বর্ণের পঞ্চাশ ঘুণ্টী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদ্বারা এক যবনিকা অন্যের সহিত যোড়া দিল; তাহাতে একই আবাস হইল।

১৪ পরে সে আবাসের উপরে আচ্ছাদনার্থে ছাগলোমের একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিল। ১৫ তাহাতে প্রত্যেক যবনিকা ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ, ও চারি হস্ত প্রস্থ; ঐ একাদশ যবনিকা একপরিমাণ ছিল। ১৬ পরে সে পাঁচ যবনিকা পৃথক্ রূপে, ও ছয় যবনিকা পৃথক্ রূপে যোড়া দিল। ১৭ এবং সংযোক্তব্য প্রথম যবনিকার অন্তে পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিল, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিল। ১৮ এবং যোড়া দিয়া এক তাম্বু করণার্থে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুণ্টী করিল। ১৯ পরে মেষের রক্তীকৃত চর্ম্মেতে তাম্বুর এক আচ্ছাদন ও তাহার উপরে তহশ্‌চর্ম্মের এক আচ্ছাদন প্রস্তুত করিল।

২০ পরে সে আবাসের জন্যে শিটীম্ কাষ্ঠের উচ্চস্থায়ি তক্তা নির্ম্মাণ করিল। ২১ ঐ প্রত্যেক তক্তা দশ হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ছিল। এবং প্রত্যেক তক্তাতে সমানাকার দুই ২ পদ ছিল; এই রূপে সে আবাসের জন্যে সকল তক্তা নির্ম্মাণ করিল। ২৩ আবাসের সেই সকল তক্তার মধ্যে সে দক্ষিণ দিকস্থ দক্ষিণ পার্শ্বের জন্যে বিংশতি তক্তা প্রস্তুত করিল। ২৪ এবং ঐ বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রূপার চুঙ্গি করিল, ফলতঃ এক তক্তার নীচে দুই পদের নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, ও অন্য ২ তক্তার নীচে দুই ২ পদের কারণ দুই ২ চুঙ্গি করিল। ২৫ এবং আবাসের দ্বিতীয় পার্শ্বের অর্থাৎ উত্তর পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা নির্ম্মাণ করিল। ২৬ এবং তাহাদের চল্লিশ রূপার চুঙ্গি, অর্থাৎ এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি, ও অন্য ২ তক্তার নীচে দুই ২ চুঙ্গি করিল। ২৭ এবং আবাসের পশ্চিম দিকস্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয় তক্তা করিল। ২৮ এবং আবাসের পশ্চাৎ পার্শ্বের দুই কোণের নিমিত্তে দুই তক্তা করিল। ২৯ সেই দুই তক্তার নীচে যোড় ছিল, এবং সেই রূপ মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় ছিল; এই রূপে সে দুই কোণের তক্তা বন্ধ করিল। ৩০ তাহাতে আট তক্তা, এবং এক ২ তক্তার নীচে দুই ২ চুঙ্গি, রূপার ষোল চুঙ্গি ছিল।

৩১ পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা দীর্ঘ অর্গল নির্ম্মাণ করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, ৩২ ও অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, এবং পশ্চিম দিকস্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিল। ৩৩ এবং মধ্যবর্ত্তি অর্গলকে তক্তার মধ্যদেশে এক অন্তহইতে অন্য অন্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিল। ৩৪ পরে সে সকল তক্তা স্বর্ণে মণ্ডিত করিল, এবং অর্গলের স্থানের জন্যে স্বর্ণের কড়া নির্ম্মাণ করিয়া অর্গলও স্বর্ণে মুড়িল।

৩৫ অনন্তর নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্র নির্ম্মিত ও কিরূবাকৃতি বিচিত্রিত এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিল। ৩৬ তাহার নিমিত্তে শিটীম্ কাষ্ঠের চারি স্তম্ভ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়াইল, এবং তাহার আঁকড়াও স্বর্ণের করিল, এবং রূপাদ্বারা তাহার চারি চুঙ্গি ঢালিল।

৩৭ পরে সে আবাসের দ্বারের নিমিত্তে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা সূচি-ক্রিয়া বিশিষ্ট এক আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করিল। ৩৮ ও তাহার পাঁচ স্তম্ভ ও আঁকড়া করিল, এবং ঐ সকলের মাথলা ও শলাকা স্বর্ণেতে মুড়াইল, কিন্তু তাহার পাঁচ চুঙ্গি পিত্তলদ্বারা করিল।

৩৭ অধ্যায়।

১ সিন্দুকের কথা, ৬ ও পাপাচ্ছাদনের ও কিরূবের কথা, ১০ ও মেজ ও পাত্রের কথা, ১৭ ও দীপবৃক্ষের ও প্রদীপাদির কথা, ২৫ ও ধূপবেদির কথা, ২৯ ও পবিত্র তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের কথা।

১ অনন্তর বিৎসলেল্ শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া ২ ভিতরে ও বাহিরে নির্ম্মল স্বর্ণ মুড়াইল, এবং তাহার চারি দিগে স্বর্ণের নিকাল নির্ম্মাণ করিল। ৩ ও তাহার চারি কোণে চারি স্বর্ণকড়া নির্ম্মাণ করিল; তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া করিল। ৪ এবং সে শিটীম্ কাষ্ঠের সাঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িল। ৫ এবং সিন্দুক

বহনার্থে সিন্দুকের পার্শ্বে স্থিত কড়াতে সেই সাইঙ্গ প্রবেশ করাইল।

৬ পরে সে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাচ্ছাদন প্রস্তুত করিল। ৭ এবং পিটান স্বর্ণদ্বারা দুই কিরূব নির্ম্মাণ করিয়া পাপাচ্ছাদনের দুই মুড়াতে দিল। ৮ তাহার এক মুড়াতে এক কিরূব ও অন্য মুড়াতে অন্য কিরূব, পাপাচ্ছাদনের দুই মুড়াতে দুই কিরূব্ সংযুক্ত করিল। ৯ সেই দুই কিরূব্ ঊর্দ্ধে পক্ষ বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষদ্বারা পাপাচ্ছাদনের উপরে ছায়া করিল, ও পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া পাপাচ্ছাদনের প্রতি দৃষ্টি রাখিল।

১০ পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা দুই হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ এক মেজ নির্ম্মাণ করিল। ১১ এবং তাহা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা মুড়িল, ও তাহার চারি দিগে স্বর্ণময় নিকাল করিল। ১২ তদ্ভিন্ন সে তাহার নিমিত্তে চারি অঙ্গুলি পরিমিত চতুর্দ্দিগে এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিল, ও পার্শ্বকাষ্ঠের চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল প্রস্তুত করিল। ১৩ ও তাহার কারণ স্বর্ণের চারি কড়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চারি পায়ার চারি কোণে বদ্ধ করিল। সেই কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে এবং মেজ বহনার্থ সাইঙ্গ দিবার নিমিত্তে ছিল। ১৫ এবং মেজ বহনার্থে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িল। ১৬ এবং পা স্থিত পাত্র নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার থাল ও চমস ও গোলাধার ও ঢালিবার পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিল।

১৭ পরে নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া দীপবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিল, তাহার কাণ্ড ও শাখা ও গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প তাহার অংশ হইল। ১৮ সেই দীপবৃক্ষের এক দিগহইতে তিন শাখা, ও দীপবৃক্ষের অন্য দিগহইতে তিন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার পার্শ্বহইতে নির্গত হইল। ১৯ এবং এক শাখাতে বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প, এবং অন্য শাখাতে বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প, দীপবৃক্ষহইতে নির্গত ছয় শাখাতে এই রূপ হইল। ২০ এবং দীপবৃক্ষে বাদাম পুষ্পের ন্যায় চারি কলিকা, ও তাহার গোলাধার ও পুষ্প ছিল। ২১ এবং তাহাহইতে যে ছয় শাখা নির্গত হইল, তদনুসারে তাহার দুই শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই শাখার নীচে এক কলিকা ছিল। কলিকা ও শাখা তাহার অংশ ছিল, এবং সকল নির্ম্মল স্বর্ণ নির্ম্মিত ছিল। ০ এবং তাহার সাত প্রদীপ ও শলত্রাস ও শলদান নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিল। ২৪ সে এক মণ পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা তাহা ও তাহার সকল পাত্র নির্ম্মাণ করিল।

২৫ পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দুই হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ ধূপবেদি নির্ম্মাণ করিল, ও তাহাতে চূড়া করিল। ২৬ পরে তাহা ও তাহার পৃষ্ঠভূমি ও তাহার চারি পার্শ্ব ও তাহার চূড়া নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়াইল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে স্বর্ণ নিকাল করিল। ২৭ এবং তাহা বহনের সাইঙ্গ স্থাপনার্থে তাহার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণে স্বর্ণের দুই ২ কড়া নির্ম্মাণ করিল। ২৮ এবং শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ করিল ও তাহা স্বর্ণেতে মুড়িল।

২৯ পরে সে অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল ও ধূপের জন্যে গন্ধবণিকের মতানুসারে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ হোমবেদির কথা, ৮ ও পিত্তলময় প্রক্ষালনপাত্রের কথা, ৯ ও প্রাঙ্গণের কথা, ২১ ও নৈবেদ্য দ্রব্যের গণনা।

১ অনন্তর সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা চতুষ্কোণ অর্থাৎ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ এক হোমবেদি নির্ম্মাণ করিল। ২ এবং তাহার চারি কোণে চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলেতে মুড়িল; সেই চূড়া সকল তাহার অংশ ছিল; ৩ পরে বেদির সকল পাত্র, অর্থাৎ স্থালী ও হাতা ও বাটি ও ত্রিশূল ও অগ্নিপাত্র, এই সকল পাত্র পিত্তলদ্বারা নির্ম্মাণ অবধি মধ্য পর্য্যন্ত জালবৎ কর্ম্মেতে পিত্তলের জাল নির্ম্মাণ করিল। ৫ এবং সাইঙ্গ রাখিতে পিত্তলের জালের চারি কোণে চারি কড়া করিল। ৬ পরে সে শিটীম কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলেতে মুড়িল। ৭ এবং বেদি বহনার্থে তাহার পার্শ্বের উপরে ঐ সাইঙ্গ কড়াতে পরাইল, এবং তক্তাদ্বারা বেদি ফাঁপা করিল।

৮ অপর যে স্ত্রীগণ মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে সেবা করিত, সেই সেবাকারি স্ত্রীগণের পিত্তলময় দর্পণদ্বারা সে প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া নির্ম্মাণ করিল।

৯ অপর সে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিল, এবং দক্ষিণদিগে প্রাঙ্গণের দক্ষিণ যবনিকা পাকান সূত্রেতে এক শত হস্ত, ১০ ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার করিল। ১১ পরে উত্তরদিগের যবনিকা এক শত হস্ত, ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি এবং

স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার করিল। [১১] পরে পশ্চিম পার্শ্বের যবনিকা পঞ্চাশ হস্ত, ও তাহার দশ স্তম্ভ এ দশ চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার করিল। [১৩] এবং পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বপার্শ্বের দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত। [১৪] এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে এক দিগের নিমিত্তে পোনের হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি, [১৫] এবং অন্য দিগের নিমিত্তে পোনের হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি করিল। [১৬] প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগের সকল যবনিকা পাকান সূত্রেতে প্রস্তুত করিল। [১৭] এবং পিত্তলদ্বারা স্তম্ভের চুঙ্গি, ও রূপাদ্বারা স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা, এবং তাহার মাথলা রূপ্যমণ্ডিত, এবং রূপার শলাকাতে প্রাঙ্গণের সকল স্তম্ভ সংযুক্ত হইল। [১৮] এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রের সূচিকর্ম্মে প্রস্তুত করিল, এবং তাহার দীর্ঘতা প্রাঙ্গণের যবনিকার ন্যায় বিংশতি হস্ত এবং প্রস্থতা ও উচ্চতা পঞ্চ হস্ত। [১৯] এবং তাহার চারি স্তম্ভ ও পিত্তলের চারি চুঙ্গি ও রূপার আঁকড়া, এবং তাহার মাথলা রূপ্যমণ্ডিত ও শলাকা রূপ্যময় করিল। [২০] এবং আবাসের প্রাঙ্গণের চারি দিগের সকল খিল পিত্তলদ্বারা করিল।

[২১] আবাসের অর্থাৎ সাক্ষ্যরূপ আবাসের এই সকল বস্তু লেবীয় লোককর্ত্তৃক রক্ষিত হওনার্থে মূসার আজ্ঞানুসারে হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের দ্বারা গণিত ছিল। [২২] পরমেশ্বর মূসাদ্বারা যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদা বংশজাত হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বিৎসলেল্ ঐ সকল নির্ম্মাণ করিল। [২৩] এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে শিল্পকারী এবং খোদক ও বিজ্ঞ তন্তুবায় দান্বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াব্ তাহার সহকারী ছিল। [২৪] পবিত্র আবাসের সকল বিষয়ের সকল কর্ম্মে এই সকল স্বর্ণ লাগিল, অর্থাৎ নৈবেদ্যের সমস্ত স্বর্ণ পবিত্র আবাসের শেকলনুসারে ঊনত্রিশ মণ ও সাত শত ত্রিশ শেকল্ ছিল। [২৫] এবং মণ্ডলীর গণিত লোকের রূপা পবিত্র আবাসের শেকলনুসারে এক শত মণ ও এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকল্ ছিল। [২৬] প্রতি গণিত লোকের জন্যে, অর্থাৎ যাহারা বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিল, সেই ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত লোকের মধ্যে প্রত্যেক জনের জন্যে এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্র আবাসের শেকলনুসারে অর্দ্ধ২ শেকল দিতে হইয়াছিল। [২৭] অপর সেই এক শত মণ রূপাতে পবিত্র আবাসের ও তিরস্করিণীর চুঙ্গি ঢালা গেল; এক শত চুঙ্গির কারণ এক শত মণ, অর্থাৎ এক২ চুঙ্গির কারণ এক২ মণ ব্যয় হইল। [২৮] এবং ঐ এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকল রূপাতে সে স্তম্ভের কারণ আঁকড়া নির্ম্মাণ করিল, ও তাহার মাথলা মণ্ডিত করিল, ও তাহা শলাকাতে সংযুক্ত করিল। [২৯] এবং দানের পিত্তল সত্তরি মণ ও দুই সহস্র চারি শত শেকল্ ছিল। [৩০] এবং তাহাদ্বারা মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের চুঙ্গি ও তাহার পিত্তলময় বেদি ও তাহার পিত্তলময় জাল ও বেদির সকল পাত্র নির্ম্মাণ করিল। [৩১] এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগে চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের চুঙ্গি ও আবাসের সকল খিল ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগের সকল খিল নির্ম্মাণ করিল।

৩৯ অধ্যায়।

১ পবিত্র বস্ত্র ও এফোদের কথা, ৮ ও বুকপাটার কথা, ২২ ও এফোদের বস্ত্রের কথা, ২৭ ও গাত্রীয় বস্ত্র ও উষ্ণীষের কথা, ৩০ ও পবিত্র মুকুটের স্বর্ণ পত্রের কথা, ৩২ ও আবাসের তাবৎ কর্ম্মের সমাপ্তি।

[১] পরে লোকেরা মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা পবিত্র স্থানের সেবার্থে বস্ত্র প্রস্তুত করিল, বিশেষতঃ হারোণের জন্যে পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিল। [২] ফলতঃ স্বর্ণদ্বারা ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা এফোদ্ নির্ম্মাণ করিল। [৩] তাহারা স্বর্ণ পিটাইয়া পাত করিয়া বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্রের মধ্যে বুনিবার জন্যে তাহা কাটিয়া তার করিল। [৪] এবং যোড়া দিবার জন্যে দুই স্কন্ধপটি করিল; তাহাতে দুই মুড়াতে পরস্পর যোড়া দেওয়া গেল। [৫] এবং মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে এফোদের উপরিস্থিত বিচিত্র পটুকা তৎকর্ম্মানুসারে স্বর্ণদ্বারা এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইল। [৬] পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহারা খোদিত মুদ্রার ন্যায় ইস্রায়েল্ বংশের নামে খোদিত স্বর্ণময় স্থালীতে খচিত দুই হারৎমণি খুদিল। [৭] এবং এফোদের দুই স্কন্ধপটির উপরে ইস্রায়েলের বংশের স্মরণার্থক মণিরূপে তাহা বসাইল।

[৮] পরে এফোদের ন্যায় সে স্বর্ণদ্বারা ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা বিচিত্র কর্ম্মেতে বুকপাটা নির্ম্মাণ করিল। [৯] তাহা চতুষ্কোণ ছিল, এবং তাহারা তাহা দোহারা করিয়া এক বিঘত দীর্ঘ ও এক বিঘত প্রস্থ করিল। [১০] এবং তাহা চারি পঙ্ক্তি মণিতে

খচিত করিল, তাহার প্রথম পঙ্ক্তিতে চুণী ও পদ্মরাগ ও তাম্রমণি দিল। [১১] এবং দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে মরকত ও নীলকান্ত ও হীরক দিল। [১২] এবং তৃতীয় পঙ্ক্তিতে লশুনীয় ও যিস্ম ও কটাহেলা দিল। [১৩] এবং চতুর্থ পঙ্ক্তিতে গোদন্ত ও বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত; এই সকল মণিতে স্বর্ণস্থালী খচিত হইল। [১৪] ইস্রায়েল্ বংশের নামসম্বলিত এই মণি তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশ হইল, এবং মুদ্রার ন্যায় এক২ মণিতে ঐ দ্বাদশ বংশের এক২ নাম হইল। [১৫] পরে তাহারা বুকপাটার কোণে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা পাকান শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিল। [১৬] এবং স্বর্ণের দুই স্থালী ও স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই কোণে ঐ দুই কড়া বদ্ধ করিল। [১৭] এবং বুকপাটার কোণস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের সেই দুই শৃঙ্খল রাখিল। [১৮] এবং পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখিল। [১৯] এবং স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই কোণে ভিতরভাগে এফোদের সম্মুখস্থ মুড়াতে রাখিল। [২০] এবং স্বর্ণের আর দুই কড়া করিয়া এফোদের স্কন্ধপটিতে অধোদিগে সম্মুখভাগে তাহার সংযোগের স্থানে এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে রাখিল।

যাহাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে বুকপাটা যেন এফোদ্হইতে না খসিয়া এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে থাকে, এই জন্যে তাহারা কড়াতে নীল সূত্র দিয়া এফোদের কড়ার সহিত বুকপাটাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

[২২] পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে এফোদের পরিধেয় বস্ত্র বুনিল; তাহা তন্ত্রবায়ের কৃত ও সমুদয় নীলবর্ণ। [২৩] এবং তাহার মধ্যে বর্ম্মছিদ্রের ন্যায় এক ছিদ্র ছিল; তাহা যেন না ছিঁড়ে, এই জন্যে সে ছিদ্রের চারি দিগে বন্ধন দিল। [২৪] এবং তাহারা ঐ বস্ত্রের আঁচলার উপরে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে দাড়িম নির্ম্মাণ করিল। [২৫] পরে তাহারা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা কিঙ্কিণী করিয়া দাড়িমের মধ্যে২ বস্ত্রের অঞ্চলের চারি দিগে দাড়িমের মধ্যে দিল। [২৬] অর্থাৎ সেবা করণার্থক বস্ত্রের অঞ্চলের চারি দিগে এক কিঙ্কিণী ও তাহার পরে এক দাড়িম, ও তাহার পরে এক কিঙ্কিণী ও তাহার পরে এক দাড়িম, এই রূপ করিল।

[২৭] অপর মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহারা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের জন্যে সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত উড়নী, [২৮] ও সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত উষ্ণীষ ও সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত শিরোভূষণ ও পাকান সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিল। [২৯] এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে সূচিকর্ম্মদ্বারা এক কটিবন্ধন প্রস্তুত করিল।

[৩০] অপর মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহারা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা পবিত্র মুকুটের পত্র নির্ম্মাণ করিয়া খোদিত মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে 'পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র,' ইহা লিখিল। [৩১] পরে ঊর্দ্ধেতে উষ্ণীষের উপরে রাখিবার জন্যে তাহা নীল সূত্র দিয়া বাঁধিল।

[৩২] এই প্রকারে মণ্ডলীর আবাসের তাম্বুর সকল কর্ম্ম সমাপ্ত হইল; মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল্ বংশ তাবৎ কর্ম্ম করিল। [৩৩] পরে তাহারা মূসার নিকটে ঐ আবাস আনিল, এবং তাহার তাম্বু ও সকল পাত্র ও ঘুণ্টী ও তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি, [৩৪] ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্মেতে নির্ম্মিত আচ্ছাদন ও তহশ্চর্ম্ম নির্ম্মিত আচ্ছাদন ও বিচ্ছেদবস্ত্ররূপ তিরস্করিণী, [৩৫] এবং সাক্ষ্যসিন্দুক ও তাহার সাঙ্গ ও পাপাচ্ছাদন, [৩৬] এবং মেজ ও তাহার সকল পাত্র ও দর্শনীয় রুটী, [৩৭] ও নির্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তাহার দীপ অর্থাৎ দীপাবলী ও তাহার সকল পাত্র ও দীপার্থ তৈল, [৩৮] এবং স্বর্ণময় বেদি ও অভিষেকার্থ তৈল ও ধূপার্থ সুগন্ধি দ্রব্য ও আবাসের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, [৩৯] এবং পিত্তলময় বেদি ও তাহার পিত্তলময় জাল ও তাহার সাঙ্গ ও সকল পাত্র এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া, [৪০] এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা ও তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র ও তাহার রজ্জু ও খিল ও মণ্ডলীর তাম্বুর জন্যে আবাসের সেবার সকল পাত্র, [৪১] এবং পবিত্র স্থানে সেবার্থ বস্ত্র অর্থাৎ হারোণ যাজকের পবিত্র বস্ত্র ও তাহার পুত্রদের যাজনকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বস্ত্র, ইত্যাদি [৪২] যে২ কর্ম্ম করিতে মূসার প্রতি পরমেশ্বর আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল্ বংশ তাহা সকলি নির্ম্মাণ করিল। [৪৩] পরে মূসা ঐ সকল ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সকলি করিয়াছে, ইহা দেখিল; পরে মূসা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল।

৪০ অধ্যায়।

১ আবাসের স্থাপন ও অভিষেক করণ, ১২ ও হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করণ, ১৭ ও পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসার তাবৎ কর্ম্ম করণ, ৩৪ ও মেঘ ও অগ্নিরূপ স্তম্ভের কথা।

[১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি প্রথম মাসের প্রথম দিনে মণ্ডলীর আবাসের তাম্বু

স্থাপন করিবা। ৩ এবং তাহার মধ্যে সাক্ষ্যসিন্দুক রাখিয়া তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সেই সিন্দুক আচ্ছাদন করিবা। ৪ পরে মেজ ভিতরে আনিয়া তাহার উপরে অনুক্রমে নিরূপিত বস্তু রাখিবা, এবং দীপবৃক্ষ ভিতরে আনিয়া তাহার দীপ জ্বালিয়া দিবা। ৫ এবং স্বর্ণময় ধূপবেদি সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখিবা, এবং আবাসদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইবা। ৬ এবং মণ্ডলীর তাম্বুর আবাসের দ্বারের সম্মুখে হোমবেদি রাখিবা। ৭ এবং মণ্ডলীর তাম্বু ও বেদির মধ্যে প্রক্ষালনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে জল দিবা। ৮ এবং চতুর্দ্দিগে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিবা ও প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইবা। ৯ পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তন্মধ্যবর্ত্তি সকল বস্তু অভিষেক করিয়া তাহা ও তাহার সকল পাত্র পবিত্র করিবা; তাহাতে সে সকল পবিত্র হইবে। ১০ এবং তুমি হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা; তাহাতে তাহা অতি পবিত্র বেদি হইবে। ১১ এবং তুমি প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা।

১২ পরে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটে আনিয়া জলেতে স্নান করাইবা। ১৩ এবং আমার যাজনকর্ম্ম করিতে হারোণকে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা। ১৪ এবং তাহার পুত্রগণকে আনিয়া উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করাইবা। ১৫ এবং তাহাদের পিতাকে যেমন অভিষেক করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাদিগকেও অভিষেক করিবা, তাহাতে তাহারা আমার যাজনকর্ম্ম করিবে; সেই অভিষেক তাহাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য যাজকত্বার মূল হইবে। ১৬ মূসা এই রূপ করিল; সে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সকলই করিল।

১৭ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাস স্থাপিত হইল। ১৮ এবং মূসা আবাস স্থাপন করিতে তাহার চুঙ্গি দিয়া তক্তা বসাইয়া অর্গল প্রবেশ করাইয়া তাহার স্তম্ভ তুলিল। ১৯ পরে ঐ আবাসের উপরে তাম্বু স্থাপন করিল, এবং তাম্বুর উপরে আচ্ছাদন বিস্তার করিল।

২০ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে সাক্ষ্যপুস্তক লইয়া সিন্দুকে রাখিল, এবং সিন্দুকে সাইঙ্গ দিয়া সিন্দুকের উপরে পাপাচ্ছাদন রাখিল। ২১ এবং আবাসের মধ্যে সিন্দুক আনিল, এবং আচ্ছাদনার্থে বিচ্ছেদবস্ত্ররূপ তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সাক্ষ্যসিন্দুক আচ্ছাদন করিল।

২২ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে আবাসের উত্তর পার্শ্বে তিরস্করিণীর বাহিরে মণ্ডলীর তাম্বুতে মেজ রাখিল। ২৩ এবং তাহার উপরে পরমেশ্বরের সম্মুখে রুটী সাজাইয়া রাখিল।

২৪ এবং মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে মেজের সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ পার্শ্বে মণ্ডলীর তাম্বুতে দীপবৃক্ষ রাখিল; ২৫ এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিল।

২৬ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে মণ্ডলীর তাম্বুতে তিরস্করিণীর সম্মুখে স্বর্ণবেদি রাখিল, ২৭ এবং তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইল।

২৮ আর মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে আবাসের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইল। ২৯ এবং মণ্ডলীর তাম্বুর আবাসের দ্বারের নিকটে হোমবেদি রাখিয়া তাহার উপরে হোমবলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল।

৩০ এবং মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে মণ্ডলীর তাম্বু ও বেদির মধ্যস্থানে প্রক্ষালনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে প্রক্ষালনার্থে জল রাখিল। ৩১ তাহাতে মূসা ও হারোণ ও তাহার পুত্রগণ আপন ২ হস্ত ও পদ ধৌত করে। ৩২ যে কোন সময়ে তাহারা মণ্ডলীর তাম্বুতে প্রবেশ করে কিম্বা বেদির নিকটবর্ত্তী হয়, তৎকালে ধৌত করে। ৩৩ পরে সে আবাসের ও বেদির চারি দিগে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিল, এবং প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইল; এই রূপে মূসা ঐ কার্য্য সমাপ্ত করিল।

৩৪ অনন্তর মেঘ ঐ মণ্ডলীর তাম্বু আচ্ছাদন করিল, এবং পরমেশ্বরের তেজ আবাস পরিপূর্ণ করিল। ৩৫ তাহাতে মূসা মণ্ডলীর [illegible] হতে [illegible] করিতে পারিল না, কারণ মেঘ [illegible] অবস্থিতি করিয়াছিল, ও পরমেশ্বরের তেজ আবাস পরিপূর্ণ করিয়াছিল। ৩৬ পরে আবাসের উপরহইতে মেঘ নীত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ আপনাদের প্রত্যেক যাত্রাতে অগ্রসর হইত। ৩৭ কিন্তু মেঘ যখন ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তখন যাবৎ ঊর্দ্ধে নীত না হ[illegible], তাবৎ তাহারা যাত্রা [illegible] না। [illegible] নরা [illegible]রের তাবৎ বং-শের দৃষ্টিগোচরে তাহাদের সমস্ত যাত্রাতে দিবাতে পরমেশ্বরের মেঘ এবং রাত্রিতে অগ্নি আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত।

লেবীয় পুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত তৃতীয়

১ অধ্যায়।

১ হোমের বিধি, ৩ অর্থাৎ গোরুর, ১০ ও মেষের, ১৪ ও পক্ষির হোমের বিধি।

[1] অপর পরমেশ্বর মণ্ডলীর আবাসে থাকিয়া মূসাকে ডাকিয়া এই কথা কহিলেন, [2] তুমি ইস্রায়েল্ বংশের সহিত কথা কহিয়া তাহাদিগকে বল, তোমাদের কেহ যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করে, তবে সে গোরু কিম্বা মেষপালহইতে বলি লইয়া উৎসর্গ করুক।

[3] সে যদি গোপালহইতে হোমার্থক বলি দিতে চাহে, তবে নির্দ্দোষ পুংপশু লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে গ্রাহ্য হওনার্থে মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে আনয়ন করিবে। [4] পরে হোমবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে সে বলি তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে গ্রাহ্য হইবে। [5] পরে সে পরমেশ্বরের সম্মুখে ঐ বৎসকে বধ করিলে হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত লইয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটস্থ বেদির উপরে চতুর্দ্দিগে ছিটাইবে। [6] এবং সে তাহার চর্ম্ম খুলিয়া তাহাকে খণ্ড২ করিবে। [7] পরে হারোণ যাজকের পুত্রগণ বেদির উপরে অগ্নি রাখিবে, ও অগ্নির উপরে কাষ্ঠ সাজাইবে। [8] এবং হারোণের পুত্র যাজকেরা সেই বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে তাহার খণ্ড সকল ও মস্তক ও মেদ রাখিবে। [9] কিন্তু তাহার নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিবে; পরে যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলি হইবে।

[10] আর যদি সে মেষের কিম্বা ছাগের পালহইতে হোমার্থক বলি দিতে চাহে, তবে নির্দ্দোষ পুংপশু লইয়া [11] বেদির পার্শ্বে উত্তরদিগে পরমেশ্বরের সম্মুখে বধ করিবে, এবং হারোণের পুত্র যাজকগণ বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত ছিটাইবে। [12] পরে সে তাহা খণ্ড২ করিলে যাজক মস্তক ও মেদশুদ্ধ তাহা বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে সাজাইবে। [13] কিন্তু তাহার নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিবে; পরে যাজক সে সমস্ত উৎসর্গ করিয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলি হইবে।

[14] আর যদি সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে পক্ষিগণহইতে হোমার্থক বলি দিতে চাহে, তবে ঘুঘুদের কিম্বা কপোতশাবকদের মধ্যহইতে সেই বলি লইবে। [15] পরে যাজক তাহা বেদির নিকটে আনিয়া তাহার মস্তক মুচ্‌ড়াইয়া তাহাকে বেদিতে দগ্ধ করিবে, এবং তাহার রক্ত বেদির পার্শ্বে নিষ্পীড়ন করিবে। [16] পরে সে তাহার মলের সহিত আমাশয় লইয়া বেদির পূর্ব্বপার্শ্বে ভস্মের স্থানে নিক্ষেপ করিবে। [17] পরে পক্ষের মূল ভাঙ্গিবে, কিন্তু তাহাকে দুই ভাগ করিবে না, এবং যাজক বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে তাহাকে দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলি হইবে।

২ অধ্যায়।

১ ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি, ৪ অর্থাৎ তুন্দুরে জাত নৈবেদ্যের কথা, ৫ ও পাত্রে ভর্জ্জিত নৈবেদ্যের কথা, ৭ ও কটাহে ভর্জ্জিত নৈবেদ্যের কথা, ১১ ও নৈবেদ্য প্রস্তুত করণের কথা।

[1] আর কেহ যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্য নৈবেদ্য দিতে চাহে, তবে সূক্ষ্ম সুজি তাহার নৈবেদ্য হইবে, এবং সে তাহার উপরে তৈল ঢালিয়া কুন্দুরু দিয়া [2] হারোণের পুত্র যাজকদের নিকটে তাহা আনিবে, তাহাতে যাজক তাহাহইতে এক মুষ্টি সূক্ষ্ম সুজি ও কিঞ্চিৎ তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু লইয়া তৎস্মরণার্থক অংশরূপে বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি নৈ-

বেদ্য হইবে। [৩] এই ভক্ষ্য নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; ইহা পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহার হওয়াতে অতি পবিত্র হয়।

[৪] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে তুন্দুরে পক্ক দ্রব্য দিতে চাহ, তবে তৈলমিশ্রিত ও তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম সুজির পিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম পিষ্টক দিতে হইবে।

[৫] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে পাত্রে ভর্জ্জিত দ্রব্য দিতে চাহ, তবে তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম সুজি দিতে হইবে। [৬] তুমি তাহা খণ্ড২ করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিবা; তাহাই নৈবেদ্য হইবে।

[৭] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে কটাহে ভর্জ্জিত দ্রব্য দিতে চাহ, তবে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সুজি দিতে হইবে। [৮] এই দ্রব্যের যে নৈবেদ্য তুমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে দিবা, তাহা আনিয়া যাজককে দিবা, পরে সে তাহা বেদির নিকটে আনিবে। [৯] এবং যাজক সেই নৈবেদ্যের স্মরণার্থক অংশরূপে তাহার কিছু লইয়া বেদিতে দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে। [১০] এবং ঐ নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; ইহা পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহার হওয়াতে অতি পবিত্র হয়।

[১১] তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে কোন ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনয়ন কর, তাহা তাড়ীযুক্ত হইবে না, কেননা তাড়ী কিম্বা মধু ইহার কিছুই পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত নৈবেদ্যরূপে দগ্ধ করা তোমাদের অকর্ত্তব্য। [১২] তোমরা প্রথমজাত দ্রব্যের নৈবেদ্যরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিতে পার, কিন্তু সুগন্ধি উপহারার্থে বেদির উপরে তাহা জ্বালাইবা না। [১৩] আর তোমরা আপন২ ভক্ষ্য নৈবেদ্যের প্রত্যেক দ্রব্য লবণাক্ত করিবা; তোমরা আপন২ ভক্ষ্য নৈবেদ্যে ঈশ্বরীয় নিয়মসূচক লবণের ন্যূন না করিয়া সকল নৈবেদ্যের সহিত লবণ নিবেদন করিবা। [১৪] এবং যদি তুমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাত শস্যের নৈবেদ্য নিবেদন কর, তবে তোমার প্রথমজাত শস্যের নৈবেদ্যরূপে অগ্নিতে শুষ্ক সম্পূর্ণ শীষহইতে মর্দ্দিত কোমল বীজ নিবেদন করিবা। [১৫] এবং তাহার উপরে তৈল দিবা ও কুন্দুরু রাখিবা; তাহাতেই তাহা নৈবেদ্য হইবে। [১৬] পরে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে কিছু মর্দ্দিত শস্য ও কিছু তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে।

৩ অধ্যায়।

১ মঙ্গলার্থক বলির বিধি, ৬ ও মঙ্গলার্থক বলির জন্যে মেষশাবকের, ১২ ও ছাগলের কথা।

[১] অপর মঙ্গলার্থে বলিদান করিতে যদি কেহ পালহইতে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী গোরু দেয়, তবে সে পরমেশ্বরের সম্মুখে নির্দ্দোষ পশু আনিয়া [২] মণ্ডলীর আবাসের দ্বারে আপন বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে; পরে হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত বেদির উপরে চারি দিগে ছিটাইবে। [৩] পরে সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে ঐ মঙ্গলার্থক বলি সম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে, ফলতঃ তাহার নাড়ীঢাকা মেদ ও অন্ত্রোপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ [৪] ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ পার্শ্বস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপলাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে। [৫] পরে হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের ও হব্যের উপরে তাহা দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে।

[৬] আর যদি কেহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মেষাদিপালহইতে মঙ্গলার্থক বলি দেয়, তবে সে নির্দ্দোষ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পশু উৎসর্গ করিবে। [৭] ফলতঃ কেহ যদি মেষশাবক বলিদান করে, তবে সে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা আনিয়া [৮] মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে আপন বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে, এবং হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত ছিটাইবে। [৯] এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলিসম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে; ফলতঃ তাহার লাঙ্গূলের সমস্ত মেদ মেরুদণ্ডের নিকটহইতে ছড়িয়া লইবে, ও নাড়ীঢাকা মেদ ও নাড়ীর উপরিস্থিত সমস্ত মেদ, [১০] ও দুই মেটিয়া ও তাহার উপরিস্থিত পার্শ্বের মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপলাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে। [১১] পরে যাজক তাহা বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য হইবে।

[১২] আর যদি কেহ ছাগল বলিদান করে, তবে সে তাহা পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিয়া [১৩] মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে, এবং হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত ছিটাইবে। [১৪] পরে সে তাহাহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে, অর্থাৎ নাড়ীঢাকা মেদ ও নাড়ীর উপরিস্থ সকল মেদ [১৫] ও দুই মেটিয়া

ও তাহার উপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপলাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে। [১৬] পরে যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহাররূপ ভক্ষ্য হইবে; তাবৎ মেদ পরমেশ্বরের হইবে। [১৭] তোমাদের তোমাদের সকল নিবাসে এই এক নিত্য বিধি হইবে, তোমরা মেদ ও রক্ত কিছুই ভোজন করিবা না।

৪ অধ্যায়।

১ যাজকের অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা, ১৩ ও মণ্ডলীর অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা, ২২ ও অধ্যক্ষের অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা, ২৭ ও সাধারণ লোকদের অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, কেহ যদি না বুঝিয়া পাপ করে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে নিষিদ্ধ কর্ম্মের মধ্যে কোন এক কর্ম্ম করে; [৩] বিশেষতঃ অভিষিক্ত যাজক যদি লোকদের অপরাধজনক পাপ করে, তবে সে আপনার কৃত পাপের জন্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্তার্থে নির্দ্দোষ এক গোবৎস উৎসর্গ করিবে। [৪] পরে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটে পরমেশ্বরের সম্মুখে সেই গোবৎস আনিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাকে বধ করিবে। [৫] এবং অভিষিক্ত যাজক সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে আনিবে। [৬] এবং সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া পবিত্র স্থানের তিরস্করিণীর অগ্রভাগে পরমেশ্বরের সম্মুখে সাত বার তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত ছিটাইবে। [৭] পরে যাজক সেই রক্তের কিছু লইয়া মণ্ডলীর আবাসের মধ্যস্থিত সুগন্ধি ধূপের বেদির চূড়াতে পরমেশ্বরের সম্মুখে দিবে, পরে গোবৎসের সমস্ত রক্ত লইয়া মণ্ডলীর আবাসের দ্বারস্থিত হোমবেদির মূলে ঢালিবে। [৮] আর মঙ্গলার্থক বলিদানের গোবৎসকে যেমন করিতে হয়, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তার্থক গোবৎসের নাড়ীঢাকা মেদ ও অন্ত্রের উপরিস্থিত মেদ, [৯] ও দুই মেটিয়া ও তাহার উপরের পার্শ্বস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপলাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে, [১০] এবং যাজক হোমবেদির উপরে তাহা দগ্ধ করিবে। [১১] পরে ঐ গোবৎসের চর্ম্ম ও মাংস সকল ও মস্তক ও পদ ও অন্ত্র ও গোময়, [১২] সর্ব্বশুদ্ধ বৎসকে লইয়া শিবিরের বাহিরে শুচি স্থানে, অর্থাৎ ভস্মক্ষেপণের স্থানে আনিয়া কাষ্ঠের উপরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, ফলতঃ যে স্থানে ভস্ম ফেলিয়া দেয়, সেই স্থানে তাহা দগ্ধ করিবে।

[১৩] আর ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলী যদি না বুঝিয়া পাপ করে, এবং তাহা মণ্ডলীর গোচর না হয়, এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধ কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যদি দোষী হয়, [১৪] তবে সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, ইহা যখন জ্ঞাত হইবে, তৎকালে মণ্ডলী সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে এক গোবৎসকে উৎসর্গ করিবে; লোকেরা মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে তাহাকে আনিবে। [১৫] পরে মণ্ডলীর প্রাচীন লোক সকল পরমেশ্বরের সম্মুখে সেই গোবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাকে বধ করা যাইবে। [১৬] পরে অভিষিক্ত যাজক তাহার রক্তের কিছু মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে আনিবে। [১৭] এবং যাজক সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া তাহার ২ তিরস্করিণীর অগ্রভাগে পরমেশ্বরের সম্মুখে সাত বার ছিটাইবে। [১৮] এবং সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে পরমেশ্বরের সম্মুখে স্থিত বেদির চূড়ার উপরে দিবে; পরে অন্য সমস্ত রক্ত মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটস্থিত হোমবেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। [১৯] এবং বলিহইতে তাহার সমস্ত মেদ লইয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিবে। [২০] এবং সে ঐ প্রায়শ্চিত্তের বৎসকে যেরূপ করে, ইহাকেও তদ্রূপ করিবে; এই রূপে যাজক তাহাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহাদের পাপের ক্ষমা হইবে। [২১] পরে সে গোবৎসকে শিবিরের বাহিরে লইয়া প্রথম বৎসের ন্যায় তাহাকেও দগ্ধ করিবে; এই রূপে মণ্ডলীর প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

[২২] আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে, অর্থাৎ না বুঝিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধ কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া দোষী হয়, [২৩] তবে সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, ইহা যখন সে জ্ঞাত হইবে, তৎকালে বলিদানের জন্যে এক নির্দ্দোষ পুংছাগবৎস আনিবে। [২৪] পরে সে ঐ ছাগবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলিদানের স্থানে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাকে বধ করিবে, ইহাই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। [২৫] পরে যাজক আপন অঙ্গুলিদ্বারা প্রায়শ্চিত্তের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, এবং তাহার সমস্ত রক্ত হোমবেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। [২৬] এবং মঙ্গলার্থক বলিদানের মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ

লইয়া বেদিতে দগ্ধ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।

[২৭] আর সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেহ না বুঝিয়া পরমেশ্বরের কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধে অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা পাপ করিয়া দোষী হয়, [২৮] তবে সে যখন আপনার কৃত পাপ জ্ঞাত হইবে, তৎকালে সেই পাপের জন্যে বলিদান করিতে পালের মধ্যহইতে এক নির্দ্দোষ ছাগবৎসা আনিবে। [২৯] পরে ঐ প্রায়শ্চিত্তবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলিদানের স্থানে সেই প্রায়শ্চিত্তার্থক বলি বধ করিবে। [৩০] পরে যাজক অঙ্গুলিদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, এবং তাহার সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। [৩১] এবং মঙ্গলার্থক বলিহইতে নীত মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ ছাড়িয়া লইবে; পরে যাজক পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহারার্থে বেদির উপরে তাহা দগ্ধ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। [৩২] কেহ যদি প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে মেষশাবক আনে, তবে এক নির্দ্দোষ মেষবৎসাকে আনিবে। [৩৩] এবং সেই প্রায়শ্চিত্তবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোম বলি দানের স্থানে প্রায়শ্চিত্তের বলিকে বধ করিবে। [৩৪] পরে যাজক অঙ্গুলিদ্বারা তাহার কিছু রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, এবং সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। [৩৫] পরে মঙ্গলার্থক বলি যে মেষশাবক, তাহার মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ ছাড়িয়া লইবে, ও যাজক বেদিতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের বিধিমতে তাহা দগ্ধ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে পাপের ক্ষমা পাইবে।

৫ অধ্যায়।

১ সাক্ষ্য না দেওন ইত্যাদি দোষে মেষ কিম্বা ছাগবৎসার বলিদান, ৭ ও তাহার অভাবে ঘুঘু বলিদান, ১১ ও ঘুঘুর অভাবে সুজির নৈবেদ্য দেওন, ১৪ ও অজ্ঞাতসার দোষ বিষয়ে মেষবলির কথা, ১৭ ও অজ্ঞাতসার সাধারণ দোষে মেষবলির কথা।

[১] অপর যদি কেহ সাক্ষী হইয়া দিব্য করাওনের কথা শুনিলেও যাহা দেখিয়াছে কিম্বা জানে, তাহা প্রকাশ না করিয়া পাপ করে, তবে সে আপন অপরাধের শাস্তি ভোগ করিবে। [২] কিম্বা যদি কেহ না জানিয়া অশুচি দ্রব্য, অর্থাৎ অশুচি জন্তুর শব, কিম্বা অশুচি গোমেষাদির শব, কিম্বা অশুচি উরোগামির শব স্পর্শ করে, তবে সে অশুচি ও দোষী হইবে। [৩] কিম্বা মনুষ্যের কোন অশৌচকারি দ্রব্য, অর্থাৎ যাহাদ্বারা মনুষ্য অশুচি হয়, এমত কিছু যদি অজ্ঞাতসারে স্পর্শ করে, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে দোষী হইবে। [৪] আর যেরূপ বাচালতা পূর্ব্বক দিব্য করা লোকদের সম্ভব হয়, সেই রূপ বাচালতার কথা কহিয়া সৎক্রিয়া কি অসৎক্রিয়া হউক, আমি অমুক কর্ম্ম করিব, এই প্রকার দিব্য যদি কেহ অসাবধানে করে, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে তদ্বিষয়ে দোষী হইবে। [৫] এবং সেই রূপে দোষী হইলে নিজ পাপ স্বীকার করা তাহার কর্ত্তব্য। [৬] পরে সে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে পালহইতে মেষবৎসা কিম্বা ছাগবৎসা লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন কৃত পাপের উপযুক্ত দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে; তাহাতে যাজক তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

[৭] অপর সে যদি মেষবৎসা আনিতে অক্ষম হয়, তবে আপন কৃত দোষের জন্যে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের বৎস লইয়া তাহার একটা প্রায়শ্চিত্তার্থে, অন্য হোমার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। [৮] সে তাহাদিগকে নিকটে আনিলে যাজক অগ্রে প্রায়শ্চিত্তার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া তাহার গলা মুচড়াইবে, কিন্তু ছিঁড়িবে না। [৯] পরে প্রায়শ্চিত্তবলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির গাত্রে ছিটাইবে, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে; তাহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। [১০] পরে সে বিধিমতে দ্বিতীয়কে হোমার্থে উৎসর্গ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার কৃত পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।

[১১] আর সে যদি দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের বৎস আনিতেও অক্ষম হয়, তবে সে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে ঐফার দশমাংশ সুজির উপহার আনিবে; তাহার উপরে তৈল দিবে না, ও কুন্দুরু রাখিবে না, কেননা তাহা প্রায়শ্চিত্ত। [১২] পরে সে তাহা নিকটে আনিলে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে তাহাহইতে এক মুষ্টি লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের ন্যায় তাহা দগ্ধ করিবে; তাহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। [১৩] যাজক তাহার কৃত পাপের জন্যে ইহার একেতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে; এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি অনুসারে অবশিষ্ট দ্রব্য যাজকের হইবে।

[১৪] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১৫] কেহ যদি না বুঝিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার পবিত্র বস্তু বিষয়ে ত্রুটি করে,

তবে সে পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পালহইতে নির্দ্দোষ এক মেষকে আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। ১৬ এবং পবিত্র বস্তু বিষয়ে যে ত্রুটি করিয়াছে, তাহার পরিশোধ করিবে, তদ্ভিন্ন পঞ্চাংশের একাংশ যাজককে দিবে; এবং যাজক সেই দোষার্থক মেষবলিদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।

১৭ আর যদি কেহ পরমেশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া পাপ করে, তবে সে তাহা না জানিলেও দোষী হইয়া আপন অপরাধ ভোগ করিবে। ১৮ সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পালহইতে এক নির্দ্দোষ মেষকে আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে যাজকের নিকটে উপস্থিত করিবে, এবং যাজক তাহার অজ্ঞানকৃত দোষের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। ১৯ ইহাই দোষার্থক বলি; পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে দোষ করিলে ইহাই তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক।

৬ অধ্যায়।

১ প্রতিবাসির বিরুদ্ধে দোষবিষয়ে বলিদান, ৮ ও যাজকদের নিমিত্তে প্রকাশিত বলিদানের বিধি, ১৪ ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি, ১৯ ও অভিষেকের দিনে যাজকের ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি, ২৪ ও প্রায়শ্চিত্তের বিধি।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ কেহ যদি পাপ করিয়া পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে অন্যায় করে, কিম্বা গচ্ছিত কিম্বা হস্তে সমর্পিত কিম্বা অপহৃত বস্তুর বিষয়ে প্রতিবাসির কাছে মিথ্যা কথা কহে, কিম্বা আপন প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় করে, ৩ কিম্বা হারাণ দ্রব্য পাইয়া রাখে, ও তদ্বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে ও মিথ্যা দিব্য করে, এই প্রকার যে২ কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য পাপী হয়, ৪ ইহার কোন কর্ম্মদ্বারা পাপ করাতে যদি কেহ দোষী হইয়া থাকে, তবে সে যাহা বলেতে লইয়াছে, কিম্বা অন্যায়েতে পাইয়াছে, কিম্বা যে গচ্ছিত বস্তু তাহার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, কিম্বা সে যে হারাণ বস্তু পাইয়া রাখিয়াছে, ৫ কিম্বা যে কোন বিষয়ে সে মিথ্যা দিব্য করিয়াছে, সেই সকল বস্তু ফিরিয়া দিবে; তাহার দোষ নিশ্চয় সময়ে সে দ্রব্যস্বামিকে মূলবস্তু এবং তাহার পঞ্চাংশের একাংশ অধিক ফিরিয়া দিবে। ৬ এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, ফলতঃ তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পালহইতে এক নির্দ্দোষ মেষবলি যাজকের নিকটে আনিবে। ৭ পরে যাজক পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে যে কোন কর্ম্মদ্বারা সে দোষী হইয়াছে, তাহাহইতে ক্ষমা পাইবে।

৮ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৯ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আজ্ঞা কর। হোমের এই বিধি; হবনীয় দ্রব্য সমস্ত রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত বেদির অগ্নিকুণ্ডে থাকিবে, এবং বেদির অগ্নি তাহাতে প্রজ্বলিত থাকিবে। ১০ এবং যাজক মসিনার গাত্রীয় ও মসিনার পরিধেয় বস্ত্র শরীরে পরিধান করিবে, এবং বেদির উপরে অগ্নিকৃত হোমের যে ভস্ম আছে, তাহা তুলিয়া বেদির পার্শ্বে রাখিবে। ১১ পরে সে ঐ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে ভস্ম লইয়া যাইবে। ১২ কিন্তু বেদির উপরিস্থিত অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে, নির্ব্বাণ হইবে না; যাজক প্রতি প্রাতঃকালে তাহার উপরে কাষ্ঠ দিয়া প্রজ্বলিত করিবে, এবং তাহার উপরে নিরূপিত হোমবলি দিবে, ও মঙ্গলার্থক বলির মেদ তাহাতে দগ্ধ করিবে। ১৩ বেদির উপরে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বলিবে, কখনো নির্ব্বাণ হইবে না।

১৪ আর ভক্ষ্য নৈবেদ্যের এই বিধি; হারোণের পুত্রগণ বেদির অগ্রে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা আনিবে। ১৫ পরে যাজক তাহাহইতে আপন মুষ্টি পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ নৈবেদ্যের কিছু সূজি ও কিছু তৈল ও তাহার উপরিস্থ সমস্ত কুন্দুরু লইয়া তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহারার্থে বেদিতে দগ্ধ করিবে। ১৬ এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন করিবে, তাহা তাড়ীশূন্য এবং পবিত্র স্থানীয় ভক্ষ্য; তাহারা মণ্ডলীর আবাসের প্রাঙ্গণের মধ্যে তাহা ভোজন করিবে। ১৭ এবং তাড়ীর সহিত তাহার পাক হইবে না, আমি আপন অগ্নিকৃত উপহারহইতে তাহাদের অংশের কারণ তাহা দিলাম; প্রায়শ্চিত্তবলি ও দোষার্থক বলির ন্যায় তাহা অতি পবিত্র। ১৮ হারোণ বংশীয় তাবৎ পুরুষ তাহা ভোজন করিবে; তোমাদের পুরুষানুক্রমে পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহারের এই নিত্য বিধি; যে কেহ তাহা স্পর্শ করিবে, সে পবিত্র হইবে।

১৯ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২০ অভিষেক দিনে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে উপহার উৎসর্গ করিবে, তাহার এই বিধি; তাহারা নিত্য ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে ঐফার দশমাংশ সূক্ষ্ম সূজি লইয়া প্রাতঃকালে অর্দ্ধেক ও সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধেক উৎসর্গ

করিবে। ২১ তাহারা কটাহেতে তৈল দিয়া তাহা ভাজিবে; ভর্জ্জিত হইলে তুমি তাহা আনিয়া ঐ ভক্ষ্য নৈবেদ্যের খণ্ড২ পক্কান্ন সকল সুগন্ধি উপহারার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবা। ২২ পরে হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ তাহার পদে অভিষিক্ত যাজক হইবে, সে তাহা উৎসর্গ করিবে, পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই নিত্য বিধি; সে সমস্ত দগ্ধ হইবে। ২৩ কেননা যাজকের প্রত্যেক ভক্ষ্য নৈবেদ্য দগ্ধ করিতে হয়, তাহার কিছু খাওয়া যাইবে না।

২৪ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২৫ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহ, প্রায়শ্চিত্ত-বলির এই বিধি; যে স্থানে হোমবলির ছেদন হয়, সেই স্থানে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্তবলিরও ছেদন হইবে; তাহা অতি পবিত্র হইবে। ২৬ যে যাজক পাপার্থে তাহা উৎসর্গ করে, সেই তাহা ভোজন করিবে; সে পবিত্র স্থানে অর্থাৎ মণ্ডলীর আবাসের প্রাঙ্গণে তাহা ভোজন করিবে। ২৭ এবং যে কেহ তাহার মাংস স্পর্শ করে, সে পবিত্র হইবে; এবং তাহার রক্ত যদি কোন বস্ত্রে লাগে, তবে ঐ রক্তমুক্ষিত বস্ত্র পবিত্র স্থানে ধৌত করিবা। ২৮ এবং যে মৃৎপাত্রে তাহার পাক হয়, তাহা ভাঙ্গিতে হইবে; যদি পিত্তলের পাত্রে তাহার পাক হয়, তবে তাহা মার্জ্জন করিয়া জলে পরিষ্কার করিতে হইবে। ২৯ যাজকদের তাবৎ পুরুষ তাহা ভোজন করিতে পারিবে; তাহা অতি পবিত্র হয়। ৩০ কিন্তু পবিত্র স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে কোন প্রায়শ্চিত্ত বলির রক্ত মণ্ডলীর আবাসের ভিতরে আনীত হইবে, তাহা ভক্ষ্য হইবে না, অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ দোষার্থ বলির বিধি, ১১ ও মঙ্গলার্থ বলির বিধি, ২২ ও মেদ ও রক্ত ভোজনে নিষেধ, ২৮ ও যাজকদের অংশ নিরূপণ, ৩৫ ও বিধি নিরূপণের সময়ের কথা।

১ আর দোষার্থক বলির এই বিধি; তাহা অতি পবিত্র। ২ যে স্থানে লোকেরা হোমবলির ছেদন করে, সেই স্থানে দোষার্থক বলির ছেদন করিবে, এবং (যাজক) বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ করিবে। ৩ এবং তাহার সকল মেদ, বিশেষতঃ লাঙ্গূল ও নাড়ীঢাকা মেদ, ৪ ও দুই মেটিয়া ও তাহার উপরে পার্শ্বস্থ মেদ, ও দুই মেটিয়ার সহিত যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপলাবক ছাড়িয়া লইয়া উৎসর্গ করিবে। ৫ এবং যাজক পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারার্থে বেদির উপরে এই সকল দগ্ধ করিবে, ইহা দোষার্থক বলি। ৬ এবং যাজকগণের তাবৎ পুরুষ তাহা ভোজন করিবে, কিন্তু পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিতে হইবে, তাহা অতি পবিত্র। ৭ প্রায়শ্চিত্ত বলি ও দোষার্থ বলি উভয়ের এক বিধি যে যাজক তাহাদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা তাহার হইবে। ৮ এবং যে যাজক যাহার হোমবলি উৎসর্গ করে, সে তাহার উৎসৃষ্ট হোমবলির চর্ম্ম পাইবে। ৯ এবং তুন্দুরে কিম্বা কটাহেতে কিম্বা পাত্রেতে পক্ব যত ভক্ষ্য নৈবেদ্য সে সকল উৎসর্গকারি যাজকের হইবে। ১০ কিন্তু তৈলে মিশ্রিত কিম্বা শুষ্ক সকল নৈবেদ্য সমান রূপে হারোণের সকল পুত্রের হইবে।

১১ আর পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির এই বিধি। ১২ কেহ যদি প্রশংসার বলি আনে, তবে সে প্রশংসাবলির সহিত তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য রুটী ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলমিশ্রিত ও ভর্জ্জিত সূক্ষ্ম সুজির পিষ্টক নিবেদন করিবে। ১৩ সেই পিষ্টক ভিন্ন সে মঙ্গলার্থক প্রশংসাবলির সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী নিবেদন করিবে। ১৪ পরে সে তাহাহইতে অর্থাৎ প্রত্যেক উপহারহইতে এক২ পিষ্টক লইয়া উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করিবে; যে যাজক মঙ্গলার্থক বলির রক্ত প্রক্ষেপ করে, সে তাহা পাইবে। ১৫ এবং মঙ্গলার্থক প্রশংসাবলির মাংস তাহার নিবেদনদিনে ভোজন করা কর্ত্তব্য; তাহার কিছুই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে না। ১৬ তাহার উৎসর্জ্জনীয় বলি যদি মানত হয় কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত হয়, তবে বলির উৎসর্গের দিনে তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য, এবং পরদিনেও তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন করা যাইতে পারে। ১৭ কিন্তু তৃতীয় দিনে বলির অবশিষ্ট মাংস অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ১৮ যদ্যপি কেহ তৃতীয় দিনে সেই মঙ্গলার্থক বলির কিঞ্চিৎ মাংস ভোজন করে, তবে তাহার উৎসর্গকারি ব্যক্তি গ্রাহ্য হইবে না, এবং সেই বলির ফল হইবে না, তাহা ঘৃণার্হ হইবে; এবং যে জন তাহা ভোজন করিয়াছে, সে আপন পাপ আপনি ভোগ করিবে। ১৯ আর কোন অশুচি বস্তুতে যদি মাংসের স্পর্শ হয়, তবে তাহা ভক্ষ্য হইবে না, অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; কিন্তু অন্য মাংস সকল শুচি লোক ভোজন করিবে। ২০ আর যে কেহ অশুচি থাকিয়া পরমেশ্বরের প্রতি উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২১ এবং যদি কেহ অশুচি বস্তু, অর্থাৎ মনুষ্যের অশুচি বস্তু কিম্বা অশুচি পশু কিম্বা কোন অশুচি ঘৃণার্হ বস্তু স্পর্শ করিয়া পরমে-

শ্বরের প্রতি উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, তবে সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

২২ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৩ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তোমরা গোরুর মেষের কিম্বা ছাগের মেদ ভোজন করিও না। ২৪ এবং স্বয়ংমৃত কিম্বা পশুদ্বারা হত পশুর মেদ অন্যান্য কর্ম্মে ব্যয় করিবা; কিন্তু কোন মতে তাহা ভোজন করিবা না; ২৫ কেননা যে কোন পশুহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করা যায়, সেই পশুর মেদ যে কেহ ভোজন করিবে, সে ভোক্তা আপন লোকহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২৬ এবং তোমাদের তাবৎ আবাসে তোমরা কোন পশুর কিম্বা পক্ষির রক্ত ভোজন করিও না। ২৭ যে জন কোন প্রাণির রক্ত ভোজন করে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৯ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, সেই ব্যক্তি আপন মঙ্গলার্থক বলিহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিবে। ৩০ ফলতঃ আপন হস্তদ্বারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার অর্থাৎ বক্ষের সহিত মেদ আনিবে; তাহাতে বক্ষ পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলিত হইবে। ৩১ এবং যাজক বেদির উপরে সেই মেদ দগ্ধ করিবে, কিন্তু সে বক্ষ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে। ৩২ এবং তোমরা মঙ্গলার্থক বলির দক্ষিণ স্কন্ধকে উত্তোলনীয় দ্রব্যরূপে যাজককে দিবা। ৩৩ হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মঙ্গলার্থক বলির রক্ত ও মেদ উৎসর্গ করে, সে আপন অংশরূপে তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ পাইবে। ৩৪ কেননা ইস্রায়েল্ বংশহইতে আমি মঙ্গলার্থক বলির আন্দোলনীয় বক্ষ ও উত্তোলনীয় স্কন্ধ লইয়া নিত্য বিধিদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশের কররূপে হারোণ যাজককে ও তাহার পুত্রগণকে দিলাম।

৩৫ যে দিনে তাহারা পরমেশ্বরের যাজন কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইল, সেই দিনাবধি পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহারহইতে ইহাই হারোণের ও তাহার পুত্রগণের অভিষেকজন্য অধিকার হইয়াছে। ৩৬ পরমেশ্বর তাহার অভিষেকদিনে পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধিদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশের এই কর তাহাদিগকে দিতে আজ্ঞা করিলেন। ৩৭ হোমের ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও প্রায়শ্চিত্তের ও দোষার্থক বলির ও যাজকত্বপদনিয়োগের ও মঙ্গলার্থক বলির এই বিধি সমাপ্ত। ৩৮ পরমেশ্বর যে দিনে সীনয় প্রান্তরে স্থিত ইস্রায়েল্ বংশকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন২ উপহার উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই দিনে সীনয় পর্ব্বতে মূসাকে এই বিধি দিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করণ, ১৪ ও তাহাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত, ১৮ ও হোম করণ, ২২ ও পবিত্র করণার্থে মেষ বলিদান, ৩১ ও পবিত্র করণের সময় ও স্থান নিরূপণ।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে এবং তাহাদের সহিত বস্ত্র ও অভিষেকার্থক তৈল ও প্রায়শ্চিত্তবলির গোবৎস এবং দুই মেষ ও তাড়ীশূন্য রুটীর এক চুপড়ি সঙ্গে লও, ৩ এবং মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নিকটে তাবৎ মণ্ডলীকে একত্র কর। ৪ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই রূপ করিলে মণ্ডলীর আবাসের সকল মণ্ডলী একত্র হইল। ৫ তখন মূসা মণ্ডলীকে কহিল, পরমেশ্বর এই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন। ৬ পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আনিয়া জলেতে স্নান করাইল। ৭ এবং হারোণকে উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করাইয়া কটিবন্ধন বন্ধ করিয়া গাত্রেতে উড়নী দিল, ও তাহার উপরে এফোদ্ দিল, এবং এফোদের বিচিত্র পটুকাতে গাত্র বেষ্টন করিয়া তাহার উপরে এফোদ বন্ধ করিল। ৮ এবং তাহার উপরে বুকপাটা ও বুকপাটাতে উরীম্ ও তুম্মীম্ বন্ধ করিল। ৯ এবং তাহার মস্তকে উষ্ণীষ দিল, ও তাহার কপালে উষ্ণীষের উপরে স্বর্ণপত্রের পবিত্র মুকুট দিল। ১০ পরে মূসা অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অভিষেক করিয়া পবিত্র করিল। ১১ এবং তাহার কিছু লইয়া বেদির উপরে সাত বার প্রক্ষেপ করিল, এবং বেদি ও তাহার সকল পাত্র ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিল। ১২ পরে অভিষেকার্থ তৈলের কিঞ্চিৎ হারোণের মস্তকোপরি ঢালিয়া তাহাকে পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিল। ১৩ পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে হারোণের পুত্রগণকে আনিয়া তাহাদিগকেও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করাইল, ও কটি বন্ধন করাইল ও শিরোভূষণেতে বিভূষিত করিল।

১৪ অপর মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রায়শ্চিত্তের গোবৎস আনিলে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সেই প্রায়শ্চিত্তার্থক গোবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ করিল। তখন মূসা তাহাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত লইয়া অঙ্গুলিদ্বারা বেদির

চারি দিগের চূড়াতে দিয়া বেদির নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিল, এবং বেদির মূলে রক্ত ঢালিয়া দিল, এবং তাহার উপরে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা পবিত্র করিল। [১৬] পরে মূসা অন্ত্রোপরিস্থিত সকল মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপলাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ লইয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিল। [১৭] এবং ঐ বৎসের চর্ম্ম ও মাংস ও গোময় লইয়া শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

[১৮] পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে হোমার্থক মেষ আনিল; তাহাতে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে [১৯] মূসা তাহাকে বধ করিয়া বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ করিল। [২০] এবং মেষকে খণ্ড২ করিয়া তাহার মস্তক ও মাংসখণ্ড ও মেদ দগ্ধ করিল। [২১] এবং তাহার অন্ত্র ও পদ জলে ধৌত করিয়া তাবৎ মেষকে বেদির উপরে দগ্ধ করিল; ইহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি হোমবলি ও অগ্নিকৃত উপহার হইল।

[২২] অপর মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে দ্বিতীয় মেষকে অর্থাৎ পদনিয়োগের মেষকে আনিল; তাহাতে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে [২৩] মূসা তাহাকে বধ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠোপরি ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠোপরি দিল। [২৪] পরে মূসা হারোণের পুত্রগণকে আনিয়া সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া তাহাদের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠোপরি ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠোপরি দিল, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির উপরে চারি দিগে প্রক্ষেপ করিল। [২৫] পরে সে মেদ ও লাঙ্গূল ও অন্ত্রোপরিস্থিত সকল মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপলাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ ও দক্ষিণ স্কন্ধ লইল। [২৬] পরে পরমেশ্বরের সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর চুপড়িহইতে এক তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলপক্ক রুটীর এক পিষ্টক ও এক সূক্ষ্ম পিষ্টক লইয়া মেদের ও দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে রাখিল। [২৭] এবং হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে সে সকল রাখিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলনীয় উপহারার্থে আন্দোলন করাইল। [২৮] পরে মূসা তাহাদের হস্তহইতে সে সকল লইয়া বেদিতে হোমবলির উপরে দগ্ধ করিল; এই যে পদনিয়োগের নৈবেদ্য তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইল। [২৯] অপর মূসা বক্ষ লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলনীয় উপহারার্থে দোলাইল, এবং পদনিয়োগার্থক মেষের বক্ষ মূসার অংশ হইল। [৩০] পরে মূসা অভিষেকার্থ তৈলহইতে ও বেদির উপরিস্থিত রক্তহইতে কিছু লইয়া হারোণের উপরে ও তাহার বস্ত্রের উপরে এবং তাহার পুত্রগণের উপরে ও তাহাদের বস্ত্রের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া হারোণকে ও তাহার সকল বস্ত্র ও তাহার পুত্রগণকে ও তাহাদের সকল বস্ত্র পবিত্র করিল।

[৩১] পরে মূসা হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহিল, তোমরা মণ্ডলীর আবাসদ্বারে (বলির) মাংস সিদ্ধ কর; এবং 'হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহা ভোজন করিবে,' আমার এই আজ্ঞানুসারে তোমরা সেই স্থানে চুপড়িস্থিত পদনিয়োগার্থক রুটীর সহিত সেই মাংস ভোজন কর। [৩২] পরে অবশিষ্ট মাংস ও রুটী লইয়া অগ্নিতে ভস্মসাৎ কর। [৩৩] এবং তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তোমাদের পদনিয়োগের সমাপ্তিদিন পর্য্যন্ত মণ্ডলীর আবাসদ্বারহইতে বাহির হইও না; কারণ তোমাদের পদনিয়োগে সাত দিন লাগিবে। [৩৪] অদ্য যে রূপ করা গিয়াছে, পরমেশ্বর তোমাদের নিমিত্তে তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আজ্ঞা করিলেন। [৩৫] অতএব তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত মণ্ডলীর আবাসদ্বারে দিবারাত্রি থাকিবা, এবং তোমাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবা; আমি এই রূপ আজ্ঞা পাইলাম। [৩৬] অতএব পরমেশ্বর মূসাদ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সে সকলি পালন করিল।

৯ অধ্যায়।

১ হারোণের জন্যে বলিদান, ১৫ ও লোকদের নিমিত্তে বলিদান, ২৩ ও মূসা ও হারোণের আশীর্ব্বাদে লোকদের প্রতি ঈশ্বরের তেজ প্রকাশ হওন।

[১] অপর অষ্টম দিনে মূসা হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণকে ডাকিল। [২] পরে সে হারোণকে কহিল, তুমি প্রায়শ্চিত্তবলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক গোবৎস, ও হোমবলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক মেষ লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আনয়ন কর। [৩] এবং ইস্রায়েল বংশকে কহ, তোমরা পরমেশ্বরের সম্মুখে বলিদানার্থে প্রায়শ্চিত্তবলির নিমিত্তে এক ছাগ, ও হোমবলির নিমিত্তে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক গোবৎস ও এক মেষবৎস, [৪] এবং মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে এক বৃষ ও এক মেষ, এবং তৈলমিশ্রিত ভক্ষ্য নৈবেদ্য লইবা; কেননা অদ্য পরমেশ্বর তোমাদের নিকটে দর্শন দিবেন। [৫] তখন তাহারা মূসার

আজ্ঞানুসারে এই সকল লইয়া মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে আইল, এবং সমস্ত মণ্ডলী নিকটবর্ত্তী হইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল। [৬] পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই২ কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন, ইহা করিলে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পাইবে। [৭] তখন মূসা হারোণকে কহিল, তুমি বেদির নিকটে যাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপনার প্রায়শ্চিত্তবলি ও হোমবলি উৎসর্গ করিয়া আপনার ও লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, পরে লোকদের উপহার নিবেদন করিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর। [৮] তাহাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে হারোণ বেদির নিকটে যাইয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তার্থক গোবৎস বলি ছেদন করিল। [৯] পরে হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে তাহার রক্ত আনিলে সে আপন অঙ্গুলি রক্তে ডুবাইয়া বেদির চূড়ার উপরে দিল, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালিল। [১০] এবং প্রায়শ্চিত্ত বলির মেদ ও মেটিয়া ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক বেদির উপরে হোম করিল। [১১] কিন্তু তাহার মাংস ও চর্ম্ম শিবিরের বাহিরে লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১২] পরে সে হোমার্থক বলি ছেদন করিল এবং হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে রক্ত আনিলে সে বেদির উপরে চারি দিগে তাহা প্রক্ষেপ করিল। [১৩] পরে তাহারা হোমবলির মাংসখণ্ড সকল ও মস্তক তাহার নিকটে আনিলে সে সেই সকল বেদির উপরে দগ্ধ করিল। [১৪] পরে তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিয়া হোমদ্রব্যের সহিত বেদির উপরে দগ্ধ করিল।

[১৫] পরে সে লোকদের উপহার আনিল, এবং লোকদের প্রায়শ্চিত্তার্থক ছাগ লইয়া প্রথমের ন্যায় ছেদন করিয়া পাপ প্রযুক্ত উৎসর্গ করিল। [১৬] পরে সে হোমবলি আনিয়া বিধিমতে উৎসর্গ করিল। [১৭] এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিয়া তাহার এক মুষ্টি লইয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিল। তদ্ভিন্ন সে প্রাতঃকালীয় হোমবলি দান করিল। [১৮] পরে সে লোকদের মঙ্গলার্থক বলিরূপে বৃষ ও মেষ ছেদন করিল, এবং হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে তাহার রক্ত আনিলে সে বেদির উপরে চারি দিগে তাহা প্রক্ষেপ করিল। [১৯] পরে বৃষের মেদ ও মেষের লাঙ্গূল ও অন্ত্রের ও মেটিয়ার উপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক, [২০] এই সকল মেদ লইয়া দুই বক্ষের উপরে রাখিল, ও বেদির উপরে সেই মেদ দগ্ধ করিল। [২১] এবং মূসার আজ্ঞানুসারে হারোণ পরমেশ্বরের সম্মুখে দুই বক্ষ ও দুই দক্ষিণ স্কন্ধ দোলাইল। [২২] পরে হারোণ লোকদের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত বলি ও হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া নামিয়া আইল।

[২৩] অনন্তর মূসা ও হারোণ মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিল, পরে বাহির হইয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; তাহাতে তাবৎ লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পাইল। [২৪] এবং পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বেদির উপরিস্থিত হোমবলি ও মেদ ভস্ম করিল; তাহা দেখিয়া সকল লোক হর্ষনাদ করিয়া উবুড় হইয়া প্রণাম করিল।

১০ অধ্যায়।

১ নিষিদ্ধ অগ্নিদ্বারা ধূপ জ্বালাওনেতে নাদবের ও অবীহূর দগ্ধ হওন, ৮ ও তদ্বিষয়ক বিধি, ১২ ও পবিত্র খাদ্যের বিধি, ১৬ ও সেই বিধি লঙ্ঘনে হারোণের কথা।

[১] অনন্তর হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ আপন২ ধূনাচি লইয়া তাহাতে অগ্নি রাখিয়া তাহার মধ্যে ধূনা দিয়া সাধারণ অবৈধ অগ্নি পরমেশ্বরের সম্মুখে উৎসর্গ করিল। [২] তাহাতে পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিলে তাহারা পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল। [৩] তখন মূসা হারোণকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহিলেন, আমি আপন নিকটস্থিত লোকদের মধ্যে অবশ্য পবিত্র রূপে মান্য হইব, ও সকল লোকের কাছে গৌরবান্বিত হইব; তাহাতে হারোণ নীরব হইয়া থাকিল। [৪] পরে মূসা হারোণের পিতৃব্য উষীয়েলের পুত্র মীশায়েলকে ও ইলীষাফন্‌কে ডাকিয়া কহিল, তোমরা নিকটে আসিয়া পবিত্র স্থানের সম্মুখহইতে শিবিরের বাহিরে আপনাদের ঐ দুই ভ্রাতাকে তুলিয়া লইয়া যাও। [৫] তাহাতে তাহারা মূসার আজ্ঞানুসারে নিকটে যাইয়া উত্তরীয় বস্ত্রবিশিষ্ট তাহাদিগকে তুলিয়া শিবিরের বাহিরে লইয়া গেল। [৬] পরে মূসা হারোণকে ও তাহার পুত্র ইলীয়াসরকে ও ঈথামরকে কহিল, তোমাদের মৃত্যু যেন না হয়, ও সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, এই জন্যে তোমরা আপন২ মস্তক অনাবৃত করিও না ও আপন২ বস্ত্র চিরিও না, কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পরমেশ্বরের কৃত দাহ প্রযুক্ত বিলাপ করুক। [৭] আর তোমাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে তোমরা মণ্ডলীর আ-

বাসের দ্বারহইতে বাহির হইও না, কেননা তোমাদের গাত্রে পরমেশ্বরের অভিষেকের তৈল আছে; তাহাতে তাহারা মূসার বাক্যানুসারে সেই রূপ করিল।

[৮] অপর পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, [৯] তোমাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে যে সময়ে তুমি কিম্বা তোমার পুত্রগণ মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিবা, তৎকালে দ্রাক্ষারস ও মদ্য পান করিও না; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধি হইবে। [১০] তাহাতে তোমরা পবিত্রাপবিত্র বিষয়ের এবং শুচ্যশুচি বিষয়ের প্রভেদ করিতে, [১১] এবং পরমেশ্বর মূসাদ্বারা ইস্রায়েল বংশদিগকে যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবা।

[১২] পরে মূসা হারোণকে ও তাহার অবশিষ্ট দুই পুত্র ইলিয়াসরকে ও ঈথামরকে কহিল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের অবশিষ্ট যে ভক্ষ্য নৈবেদ্য আছে, তাহা তোমরা বেদির নিকটে লইয়া তাড়ী ব্যতিরেকে ভোজন কর, কেননা তাহা অতি পবিত্র। [১৩] এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহাই তোমার ও তোমার পুত্রগণের প্রাপ্তব্য অংশ; অতএব তাহা পবিত্র স্থানে ভোজন কর, আমি এই আজ্ঞা পাইয়াছি। [১৪] এবং দোলনীয় যে বক্ষ ও উত্তোলনীয় যে স্কন্ধ, তাহা তুমি ও তোমার পুত্র কন্যাগণ শুচি স্থানে ভোজন করিবা, কেননা ইস্রায়েল্ বংশের মঙ্গলার্থক বলির মধ্যে তাহা তোমার ও তোমার সন্তানগণের প্রাপ্তব্য অংশ। [১৫] তাহারা হবনীয় মেদের সহিত যে উত্তোলনীয় স্কন্ধ ও আন্দোলনীয় বক্ষ আন্দোলনার্থে পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে নিত্য বিধিমতে তোমার ও তোমার সন্তানগণের হইবে।

[১৬] অপর মূসা প্রায়শ্চিত্তার্থক ছাগের অন্বেষণ করিল, কিন্তু তাহা দগ্ধ হইয়াছিল; অতএব মূসা হারোণের অবশিষ্ট দুই পুত্র ইলিয়াসরের ও ঈথামরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, [১৭] সেই প্রায়শ্চিত্ত বলি তোমরা কেন পবিত্র স্থানে ভোজন করিলা না? তাহা অতি পবিত্র, এবং মণ্ডলীর অপরাধ দূর করণার্থে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে। [১৮] দেখ, পবিত্র স্থানের মধ্যে তাহার রক্ত আনীত হয় নাই, অতএব আমার আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করা তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল। [১৯] তখন হারোণ মূসাকে কহিল, দেখ, উহারা অদ্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন২ প্রায়শ্চিত্ত বলি ও হোমবলি উৎসর্গ করিল, তথাপি আমার প্রতি এমত ঘটিল; যদ্যপি আমি অদ্য প্রায়শ্চিত্ত বলি ভোজন করিতাম, তবে তাহা কি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হইত? [২০] তখন মূসা তাহা শুনিয়া ক্ষান্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

১ খাদ্যাখাদ্য পশু বিষয়ক বিধি, ৯ ও খাদ্যাখাদ্য জলজন্তু বিষয়ক বিধি, ১৩ ও খাদ্যাখাদ্য পক্ষি বিষয়ক বিধি, ২৯ ও খাদ্যাখাদ্য উরোগামি বিষয়ক বিধি।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] তোমরা ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তোমরা ভূচর পশুগণের মধ্যে এই সকল পশু ভোজন করিবা। [৩] পশুগণের মধ্যে যাহারা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, তাহাদিগকেই ভোজন করিবা। [৪] যাহারা জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে কেবল এই২ পশু তোমরা ভোজন করিবা না; ফলতঃ উষ্ট্র তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। [৫] এবং শাফন্ পশু তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। [৬] এবং শশক তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। [৭] এবং শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না। [৮] তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিও না, এবং তাহাদের শবও স্পর্শ করিও না; তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।

[৯] আর জলজন্তুর মধ্যে এই সকল ভোজন করিবা, সমুদ্রস্থিত কিম্বা নদীস্থিত কিম্বা অন্য জলস্থিত জন্তুর মধ্যে ডেনা ও আঁইস বিশিষ্ট জন্তু তোমাদের খাদ্য হয়। [১০] কিন্তু নদীস্থিত কিম্বা অন্য জলস্থিত জলচর প্রাণির মধ্যে যাহারা ডেনা ও আঁইস বিশিষ্ট নয়, তাহারা তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। [১১] তাহারা তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে, তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিবা না, এবং তাহাদের শবকেও ঘৃণা করিবা। [১২] জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের ডেনা ও আঁইস নাই, সে সকলি তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে।

[১৩] আর পক্ষিগণের মধ্যে এই সকল তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে; তোমাদের খাদ্য নয়, ঘৃণাসপদ হইবে। উৎক্রোশ ও হাড়গিলা ও কুরল [১৪] ও গৃধ্র ও আপন২ জাতি অনুসারে চিল, [১৫] এবং আপন২ জাতি অনুসারে সকল

কাক, [১৬] ও আপন ২ জাতি অনুসারে উষ্ট্রপক্ষী ও রাত্রিশ্যেন ও গাংচিল, ও আপন ২ জাতি অনুসারে শ্যেন, [১৭] ও পেচক ও মাছরাঙ্গা ও মহাপেচক, [১৮] ও দীর্ঘগল হংস ও পানিভেলা ও শকুনী, [১৯] ও সারস এবং আপন ২ জাতি অনুসারে বক ও টিট্টিভ ও চামচিকা। [২০] এবং চারি চরণে গমনশীল পক্ষবান্ জন্তু সকল তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। [২১] তথাপি চারি চরণে গমনশীল পক্ষবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে যাহাদের পৃথিবীতে উল্লম্ফনের নিমিত্তে পদের নলী দীর্ঘ হয়, তাহারা তোমাদের খাদ্য হইবে। [২২] ফলতঃ আপন ২ জাতি অনুসারে ফড়িঙ্গ, ও আপন ২ জাতি অনুসারে বাঘাফড়িঙ্গ, ও আপন ২ জাতি অনুসারে ঝিঁঝি, এবং আপন ২ জাতি অনুসারে অন্য ফড়িঙ্গ, এই সকল তোমাদের খাদ্য হইবে। [২৩] কিন্তু এতদ্ভিন্ন চতুষ্পদ উড্ডীয়মান পতঙ্গ তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। [২৪] আর তাহাদের দ্বারা তোমরা অশুচি হইবা; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২৫] এবং যে কেহ তাহাদের শবের কোন অংশ বহন করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২৬] আর যে সকল জন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট না হইয়া কেবল অন্তর ২ খুরবিশিষ্ট হয়, এবং যে ২ জন্তু জাওর কাটে না, তাহারা তোমাদের নিকটে অশুচি; তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে লোক অশুচি হইবে। [২৭] এবং চতুষ্পাদ বনজন্তুদের মধ্যে হস্ততলে গমনকারি জন্তু তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২৮] এবং যে কেহ তাহাদের শব বহন করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, কেননা তাহারা তোমাদের নিকটে অশুচি।

[২৯] আর পৃথিবীর উরোগামিদের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি হইবে; আপন ২ জাতি অনুসারে বেজি ও ক্ষেত্রের উন্দুর ও টিকটিকী, [৩০] ও গোসর্প ও নীল টিকটিকী ও মেটে গিড়গিড়ী ও হরিৎ টিকটিকী ও কাঁকলাশ। [৩১] উরোগামিদের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি হইবে; এই সকল মরিলে যে কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; [৩২] এবং যে দ্রব্যের উপরে তাহাদের শব পড়িবে, তাহাও অশুচি হইবে; কাষ্ঠের পাত্র কিম্বা বস্ত্র কিম্বা চর্ম্ম কিম্বা ছালা, যে কোন কর্ম্মযোগ্য পাত্র হউক, তাহা জলে ডুবান যাইবে, তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; পরে শুচি হইবে। [৩৩] এবং কোন মৃৎপাত্রের মধ্যে তাহাদের শব পড়িলে তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অশুচি হইবে, ও তোমরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবা। [৩৪] এবং কোন খাদ্য সামগ্রীর উপরে যদি তাহার ধৌত জল পড়ে, তবে তাহা অশুচি হইবে; এবং সর্ব্ব প্রকার পাত্রেতে সর্ব্ব প্রকার পানীয় দ্রব্য অশুচি হইবে। [৩৫] যে কোন দ্রব্যের উপরে তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ পড়ে, তাহা অশুচি হইবে; এবং যদি তুন্দুরে কিম্বা চুলার মধ্যে পড়ে, তবে তাহা ভাঙ্গা যাইবে; কেননা তাহা অশুচি, তোমাদের পক্ষে অশুচি থাকিবে। [৩৬] কেবল উনুই কিম্বা যে পুষ্করিণীতে অনেক জল থাকে, তাহা শুচি হইবে; কিন্তু যাহাতে তাহাদের শবের স্পর্শ হইবে, তাহাই অশুচি হইবে। [৩৭] এবং তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ যদি কোন বপনীয় বীজেতে পড়ে, তবে তাহা শুচি থাকিবে। [৩৮] কিন্তু বীজের উপরে জল থাকিলে যদি তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ তাহার উপরে পড়ে, তবে তাহা তোমাদের নিকটে অশুচি হইবে। [৩৯] ও তোমাদের ভক্ষণীয় কোন পশু মরিলে, যে কেহ তাহার শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [৪০] এবং যে কেহ তাহার শব ভক্ষণ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; আর যে কেহ সেই শব বহন করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৪১] আর পৃথিবীতে গমনকারি সকল কীট তোমাদের ঘৃণার্হ ও অখাদ্য হইবে। [৪২] উরোগামী হউক কিম্বা চারি পদে কিম্বা ততোধিক পদে গমনকারী হউক, যে কোন ভূচর কীট হউক, তোমরা তাহা ভোজন করিবা না, তাহা তোমাদের ঘৃণার্হ। [৪৩] এই সকল কীটাদি জন্তুদ্বারা তোমরা আপনাদিগকে ঘৃণার্হ করিও না, ও তাহাদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না, পাছে তদ্দ্বারা অপবিত্র হও। [৪৪] আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, অতএব তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র; তোমরা ভূমির উপরে গমনকারি কীটাদি কোন জন্তুদ্বারা আপনাদিগকে অপবিত্র করিও না। [৪৫] কেননা আমি পরমেশ্বর তোমাদের প্রভু হইবার জন্যে মিসর্‌দেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছি, অতএব তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র। [৪৬] শুচ্যশুচি দ্রব্যের এবং খাদ্যাখাদ্য প্রাণির প্রভেদ জানাইবার জন্যে [৪৭] পশু ও পক্ষি ও জলচর ও উরোগামি ভূচর প্রাণি সকলের বিষয়ে এই বিধি।

১২ অধ্যায়।

প্রসবের পর শুচি হওন ও উৎসর্গ করণের বিধি।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, যে স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করে, সে যেমন রজস্বলার অশৌচ প্রযুক্ত, তেমনি সাত দিন অশুচি থাকিবে। ৩ পরে অষ্টম দিনে বালকের পুরুষাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ হইবে। ৪ এবং সে স্ত্রী তেত্রিশ দিন পর্য্যন্ত আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থাতে থাকিবে; এবং যাবৎ শৌচার্থ দিবস পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে কোন পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না, এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে না। ৫ কিন্তু যদি কন্যা প্রসব করে, তবে সে যেমন অশৌচ প্রযুক্ত, তেমনি দুই সপ্তাহ অশুচি থাকিবে; পরে সে ছেষট্টি দিবস আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থাতে থাকিবে। ৬ অনন্তর পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবের শৌচার্থ দিন সম্পূর্ণ হইলে সে হোমবলির কারণ একবর্ষীয় এক মেষবৎস, এবং প্রায়শ্চিত্ত বলির কারণ কপোতের কিম্বা ঘুঘুর এক বৎস মণ্ডলীর আবাসের দ্বারে যাজকের নিকটে আনিবে। ৭ এবং সে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে আপন রক্তস্রাবহইতে শুচি হইবে; পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবের এই ব্যবস্থা। ৮ যদ্যপি কেহ মেষবৎস আনিতে অক্ষম হয়, তবে সে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের বৎস, তাহার এককে হোমার্থে, ও অন্যকে প্রায়শ্চিত্তার্থে আনিবে, এবং যাজক তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে শুচি হইবে।

১৩ অধ্যায়।

কুষ্ঠরোগ নির্ণয়ার্থে নানা পরীক্ষা ও লক্ষণ ও বিধি।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, ২ যদি কোন মনুষ্যের শরীরের চর্ম্মে শোথ কিম্বা পামা কিম্বা চিক্কণ চিহ্ন হয়, এবং তাহা শরীরের চর্ম্মেতে কুষ্ঠরোগের ন্যায় হয়, তবে সে হারোণ যাজকের নিকটে কিম্বা তাহার পুত্র যাজকগণের কাহারো নিকটে আনীত হইবে। ৩ পরে যাজক তাহার শরীরের চর্ম্মস্থিত ব্যাধি দেখিবে; তাহাতে যদি ব্যাধিস্থানের লোম শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, এবং ব্যাধি যদি দৃষ্টিতে শরীরের চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহার কুষ্ঠরোগ বটে, তাহা দেখিয়া যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে। ৪ আর চিক্কণ চিহ্ন যদি তাহার শরীরের চর্ম্মে শুক্লবর্ণ হয়, কিন্তু দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, এবং তাহার লোম শুক্লবর্ণ হয় নাই, তবে যাজক সে রোগিকে সাত দিবস রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৫ পরে সপ্তম দিবসে যাজক তাহাকে দেখিলে যদি তাহার দৃষ্টিতে সেই ব্যাধি সেই রূপ থাকে, চর্ম্মেতে না ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে আরো সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৬ এবং সপ্তম দিবসে তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিবে; তাহাতে যদি সে ব্যাধি মলিন হইয়া থাকে, ও চর্ম্মে না ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি কহিবে; সে পামা; পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে। ৭ কিন্তু তাহার শৌচার্থে যাজক কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যদি তাহার পামা চর্ম্মেতে ব্যাপিয়া থাকে, তবে সে যাজক কর্তৃক পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইবে। ৮ তাহাতে তাহার পামা চর্ম্মেতে ব্যাপিল, এমত যদি যাজক দেখে, তবে সে তাহাকে অশুচি কহিবে, সে কুষ্ঠরোগ।

৯ আর মনুষ্যের কুষ্ঠ ব্যাধি থাকিলে সে যাজকের নিকটে আনীত হইবে। ১০ পরে যাজক তাহাকে দেখিবে; তাহাতে যদি তাহার চর্ম্মে শুক্লবর্ণ শোথ হয়, ও তাহার লোম শুক্লবর্ণ হয়, ও শোথে কাঁচা মাংস হয়, ১১ তবে তাহার শরীরের চর্ম্মে পুরাতন কুষ্ঠ জানিয়া যাজক তাহাকে রুদ্ধ করিবে না, কিন্তু অশুচি কহিবে; কেননা সে অশুচি। ১২ আর চর্ম্মের সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগ ব্যাপিলে তাহার মস্তকাবধি পাদ পর্য্যন্ত কুষ্ঠ ব্যাপিল, এমত যদি যাজক দেখে, ১৩ তবে সে বিবেচনা করিবে; যদি সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ ব্যাপিয়া থাকে, তবে তাহাকে শুচি কহিবে; কেননা যাহার সর্ব্বাঙ্গ শুক্ল হইল, সেই শুচি। ১৪ কিন্তু যখন তাহার শরীরে কাঁচা মাংস প্রকাশ পায়, তখন সে অশুচি হইবে। ১৫ যাজক তাহার কাঁচা মাংস দেখিয়া তাহাকে অশুচি কহিবে, কেননা সে কাঁচা মাংস অশুচি, সেই কুষ্ঠ। ১৬ আর সে কাঁচা মাংস যদি পুনর্ব্বার শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে যাজকের কাছে যাইবে। ১৭ তাহাতে যাজক তাহাকে দেখিলে যদি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাধি শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে ঐ রোগিকে শুচি কহিবে; তাহাতে সে শুচি হইবে।

১৮ আর শরীরের চর্ম্মে স্ফোটক হইয়া ভাল হইলে পর ১৯ সেই স্ফোটকের স্থানে যদি শ্বেতবর্ণ শোথ কিম্বা শ্বেত ও কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ চিক্কণতা বিশিষ্ট চিহ্ন হয়, তবে সে তাহা যাজককে দেখাইবে। ২০ তাহাতে যাজক তাহা দেখিলে যদি সে তাহার দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও তাহার লোম শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; সে স্ফোটকহইতে উৎপন্ন কুষ্ঠব্যাধি। ২১ কিন্তু যদি যা-

জক তাহাতে শ্বেতবর্ণ লোম না দেখে, ও তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ না হয়, ও ঈষৎ মলিন হয়, তবে যাজক তাহাকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [২২] পরে তাহা যদি চর্ম্মে ব্যাপে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে, সেই কুষ্ঠ-রোগ। [২৩] কিন্তু যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে, ও না বাড়ে, তবে সে ব্রণের দাগ; যাজক তাহাকে শুচি কহিবে।

[২৪] আর যদি মাংসে কিম্বা তদুপরিস্থ চর্ম্মে অগ্নিদাহ হয়, ও সেই দাহের স্থানে ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ কিম্বা কেবল শ্বেতবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, [২৫] এবং যাজক তাহা দেখিলে যদি চিক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ হয়, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে সে অগ্নিদাহ-হইতে উৎপন্ন কুষ্ঠ; অতএব যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে, সেই কুষ্ঠরোগ। [২৬] কিন্তু চিক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ নয়, ও চিহ্ন চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন নয়, কিন্তু মলিন, ইহা দেখিলে যাজক তাহাকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [২৭] পরে সপ্তম দিনে যাজক তাহাকে দেখিবে; তাহাতে যদি চর্ম্মেতে ঐ রোগ ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; সে কুষ্ঠ-রোগ। [২৮] আর যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে, ও চর্ম্মে বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু ঈষৎ মলিন হয়, তবে সে দগ্ধ স্থানের শোথ; যাজক তাহাকে শুচি কহিবে, কেননা সে অগ্নিকৃত ক্ষতের চিহ্ন।

[২৯] আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীলোকের মস্তকে কিম্বা দাড়িতে ব্যাধি হইলে [৩০] যাজক তাহা দেখিবে; তাহাতে যদি দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও হরিদ্রাবর্ণ সূক্ষ্ম লোম থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; তাহা ছুলি, অর্থাৎ মস্তকস্থিত কিম্বা দাড়িস্থিত কুষ্ঠ। [৩১] আর যাজক ছুলি ব্যাধি দেখিলে যদি তাহার দৃষ্টিতে সেই রোগ চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, ও তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ লোম না থাকে, তবে যাজক সেই ছুলি রোগগ্রস্তকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৩২] পরে সপ্তম দিবসে যাজক তাহা দেখিলে তাহার দৃষ্টিতে যদি সেই ব্যাধি না বাড়িয়া থাকে, ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ লোম না হইয়া থাকে, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ না হয়, [৩৩] তবে সে মুণ্ডিত হইবে, কিন্তু রোগের স্থান মুণ্ডন করিবে না; পরে যাজক ঐ রোগিকে আর সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৩৪] এবং সপ্তম দিবসে যাজক সেই রোগ দেখিবে; তাহাতে যদি সেই রোগ চর্ম্মেতে না বাড়িয়া থাকে, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি কহিবে; পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে। [৩৫] আর তাহার শুচি হওনের পর যদি চর্ম্মেতে সে রোগ অতিশয় রূপে বাড়ে, [৩৬] তবে যাজক তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিবে; যদি তাহার চর্ম্মেতে ছুলির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে হরিদ্রাবর্ণ লোমের অন্বেষণ করিবে না; সে অশুচি। [৩৭] কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে যদি সে রোগ না বাড়িয়া থাকে, ও কৃষ্ণবর্ণ লোম উঠিয়া থাকে, তবে সে রোগের উপশম হইয়াছে, ও সে শুচি হইয়াছে; যাজক তাহাকে শুচি কহিবে।

[৩৮] আর যদি কোন পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর শরীরের চর্ম্মে নানা চিক্কণ চিহ্ন অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, [৩৯] তবে যাজক তাহা দেখিবে; যদি তাহার চর্ম্মনির্গত চিক্কণ চিহ্ন ঈষৎ মলিন শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে চর্ম্মেতে উৎপন্ন নির্দোষ স্ফোটক; তাহাতে সে ব্যক্তি শুচি থাকিবে। [৪০] আর যে মনুষ্যের কেশ মস্তক-হইতে খসিয়া পড়ে, সে নেড়া, সুতরাং শুচি। [৪১] আর যাহার কেশ মস্তকের পার্শ্বহইতে খসিয়া পড়ে, সে কপালে নেড়া, সেও শুচি। [৪২] কিন্তু যদি নেড়া মস্তকে ও নেড়া কপালে ঈষদ্ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ক্ষত হয়, তবে তাহা তাহার নেড়া মস্তকে কিম্বা নেড়া কপালে উৎপন্ন কুষ্ঠ ব্যাধি। [৪৩] যাজক তাহা দেখিলে যদি শরীরের চর্ম্মস্থিত কুষ্ঠের ন্যায় নেড়া মস্তকে কিম্বা নেড়া কপালে ঈষদ্ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ক্ষতযুক্ত শোথ হয়, [৪৪] তবে সে কুষ্ঠী, সুতরাং অশুচি, যাজক তাহাকে অবশ্য অশুচি কহিবে; তাহার মস্তকেই কুষ্ঠরোগ আছে। [৪৫] আর যাহার কুষ্ঠ-রোগ হয়, তাহার বস্ত্র চেরা যাইবে, ও তাহার মস্তক অনাচ্ছাদিত থাকিবে, ও সে আপনার চিবুক বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া 'অশুচি ২' এই শব্দ করিবে। [৪৬] যত দিন তাহার কুষ্ঠ ব্যাধি থাকিবে, তত দিন সে অশুচি থাকিবে, এবং অশুচি থাকাতে একাকী বাস করিবে, ও শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।

[৪৭] আর লোমের কিম্বা মসিনার বস্ত্রে যদি কুষ্ঠরোগ হয়, [৪৮] অর্থাৎ লোমের কিম্বা মসিনার তানাতে বা পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিম্বা চর্ম্মে বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যেতে যদি হয়; [৪৯] এবং বস্ত্রে কিম্বা চর্ম্মে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে যদি অল্প শ্যামবর্ণ কিম্বা অল্প লোহিতবর্ণ দাগ হয়, তবে সে কুষ্ঠরোগের দাগ; [৫০] তাহা যাজকের নিকটে দেখান যাইবে; পরে যাজক ঐ রোগ দেখিয়া রোগযুক্ত বস্তু সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৫১] পরে সপ্তম দিবসে ঐ রোগের স্থান দেখিবে; যদি বস্ত্রে কিম্বা তানাতে কিম্বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যে

সে ব্যাধি বাড়িয়া থাকে, তবে সে সংহারক কুষ্ঠ; তাহা অশুচি। [৫২] অতএব বস্ত্রে কিম্বা লোমকৃত কিম্বা মসিনাকৃত তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যে, যে কিছুতে সে ব্যাধি হয়, তাহা দগ্ধ হইবে; তাহাই সংহারক কুষ্ঠ, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। [৫৩] এবং যাজক দেখিলে সে ব্যাধি যদি বস্ত্রেতে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মের কোন দ্রব্যে বর্দ্ধমান না হয়, [৫৪] তবে যাজক সেই ব্যাধিবিশিষ্ট দ্রব্য ধৌত করিতে আজ্ঞা দিবে, এবং আর সাত দিবস তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৫৫] ধৌত হইলে পর যাজক তাহা দেখিবে; তাহাতে সে ব্যাধি যদি অন্যবর্ণ না হইয়া থাকে ও না বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা অশুচি, তুমি তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; তাহা ভিতরে কিম্বা বাহিরে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ। [৫৬] কিন্তু ধৌত করণের পরে যাজকের দৃষ্টিতে যদি তাহা মলিন হয়, তবে সে ঐ বস্ত্রহইতে কিম্বা চর্ম্মহইতে কিম্বা তানা বা পড়িয়ানহইতে তাহা চিরিয়া ফেলিবে। [৫৭] তথাপি যদি তাহা সেই বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে পুনরায় দৃষ্ট হয়, তবে তাহাই বর্দ্ধিষ্ণু কুষ্ঠ; যাহাতে সে ব্যাধি থাকে, তাহা তুমি অগ্নিতে দগ্ধ করিবা। [৫৮] এবং যে বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্ম্মের যে কোন দ্রব্য ধৌত করিবা, তাহাহইতে যদি সে ব্যাধির উপশম দেখ, তবে দ্বিতীয় বার তাহা ধৌত করিবা; তাহাতে তাহা শুচি হইবে। [৫৯] লোম কিম্বা মসিনাকৃত বস্ত্রের কিম্বা তানার বা পড়িয়ানের কিম্বা চর্ম্মের কোন পাত্রের শৌচাশৌচ কথন বিষয়ে কুষ্ঠ ব্যাধির এই ব্যবস্থা।

১৪ অধ্যায়।

১ কুষ্ঠিকে শুচি করণের বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত, ৩৩ ও গৃহের কুষ্ঠরোগের চিহ্নের নির্ণয়, ৪৮ ও গৃহকুষ্ঠের শুচি করণের বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] কুষ্ঠরোগির শুচি হওন দিবসে তাহার এই ব্যবস্থা, সে যাজকের নিকটে আনীত হইবে। [৩] যাজক শিবিরের বাহিরে যাইয়া তাহাকে দেখিবে; যদি কুষ্ঠির কুষ্ঠরোগের উপশম হইয়া থাকে, [৪] তবে যাজক সেই শোধ্যমান লোকের নিমিত্তে দুই জীবৎ শুচি পক্ষী ও এরস্ কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্, এই সকল লইতে আজ্ঞা করিবে। [৫] এবং মৃৎপাত্রস্থিত উনুইর জলের উপরে এক পক্ষিকে বলিদান করিতে আজ্ঞা করিবে। [৬] পরে সে ঐ জীবৎ পক্ষী ও এরস্ কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ লইয়া, ঐ উনুইর জলের উপরে হত পক্ষির রক্তে জীবৎ পক্ষির সহিত সে সকল ডুবাইয়া [৭] কুষ্ঠহইতে শোধনীয় ব্যক্তির উপরে সাত বার প্রোক্ষণ করিয়া তাহাকে শুচি করিয়া ঐ জীবৎ পক্ষিকে প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে। [৮] তখন সেই শোধ্যমান ব্যক্তি আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া ও কেশ মুণ্ডন করিয়া জলেতে স্নান করিবে, তাহাতে সে শুচি হইবে; পরে সে শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু সাত দিবস আপন তাম্বুর বাহিরে থাকিবে। [৯] পরে সপ্তম দিবসে সে আপন মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু ও ভ্রূ ও সর্ব্বাঙ্গের লোম মুণ্ডন করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনি জলে স্নান করিয়া শুচি হইবে। [১০] অপর অষ্টম দিবসে সে নির্দ্দোষ দুই মেষশাবক ও একবর্ষীয়া নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সুজির দশাংশের তিন অংশ ও এক লোগ্ তৈল লইবে। [১১] পরে শুচিকারি যাজক ঐ শোধ্যমান মনুষ্যকে ও ঐ সকল বস্তু লইয়া মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নিকটে পরমেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিবে। [১২] পরে যাজক এক মেষশাবক ও এক লোগ্ তৈল লইয়া দোষবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং আন্দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে পরমেশ্বরের সম্মুখে দোলাইবে। [১৩] এবং যে স্থানে প্রায়শ্চিত্ত ও হোমবলি বধ করা যায়, সেই পবিত্র স্থানে ঐ মেষশাবককে বধ করিবে, কেননা প্রায়শ্চিত্ত বলির ন্যায় দোষবলিও যাজকের অংশ; তাহা অতি পবিত্র। [১৪] পরে যাজক ঐ দোষবলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে দিবে। [১৫] এবং যাজক সেই এক লোগ্ তৈলহইতে কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া আপন বাম হস্তের তালুতে ঢালিবে। [১৬] পরে যাজক সেই বাম হস্তের তালুস্থিত তৈলে আপন দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি ডুবাইয়া অঙ্গুলিদ্বারা সেই তৈলহইতে কিঞ্চিৎ২ সাত বার পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রক্ষেপ করিবে। [১৭] এবং আপন হস্তের তালুস্থিত অবশিষ্ট তৈল লইয়া যাজক ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে ঐ দোষবলির রক্তের উপরে দিবে। [১৮] পরে যাজক আপন হস্তের তালুস্থিত তৈল লইয়া ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির মস্তকোপরি ঢালিবে, এবং যাজক পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [১৯] ও যাজক প্রায়শ্চিত্তের বলিদান

করিবে, এবং সেই ব্যক্তির অশৌচহইতে শুচি হওনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, পরে হোমবলি বধ করিবে। [২০] এবং যাজক হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য বেদিতে আনিয়া উৎসর্গ করিবে, ও তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে সে শুচি হইবে। [২১] আর সে কুষ্ঠী যদি দরিদ্র হয়, এত আনিতে তাহার সঙ্গতি না থাকে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আন্দোলনার্থ দোষবলির নিমিত্তে এক মেষবৎস ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূজির দশাংশের একাংশ ও এক লোগ্ তৈল; [২২] এবং আপন প্রাপ্ত্যনুসারে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের বৎস আনিবে; তাহার একটা প্রায়শ্চিত্তবলি, দ্বিতীয় হোমবলি হইবে। [২৩] অপর অষ্টম দিনে সে আপনার শৌচার্থে মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নিকটে পরমেশ্বরের সম্মুখে যাজকের কাছে তাহাদিগকে আনিবে। [২৪] পরে যাজক দোষবলির মেষশাবক ও এক লোগ্ তৈল লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলনার্থে তাহা দোলাইবে। [২৫] পরে সে ঐ দোষার্থক বলির মেষশাবককে বধ করিবে, এবং যাজক ঐ দোষার্থ বলিহইতে কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে দিবে। [২৬] পরে যাজক সেই তৈলহইতে কিঞ্চিৎ লইয়া আপন বাম হস্তের তালুতে ঢালিবে। [২৭] এবং যাজক দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি দিয়া ঐ বাম হস্তের তালুস্থিত তৈলহইতে কিঞ্চিৎ২ সাত বার পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রক্ষেপ করিবে। [২৮] এবং যাজক আপন হস্তস্থিত তৈলহইতে কিঞ্চিৎ লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে ঐ দোষবলির রক্তের স্থানোপরি দিবে। [২৯] এবং যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আপন হস্তস্থিত অবশিষ্ট তৈল তাহার মস্তকে দিবে। [৩০] পরে সে প্রাপ্ত্যনুসারে দুই ঘুঘুর কিম্বা দুই যুব কপোতের মধ্যে এককে উৎসর্গ করিবে। [৩১] অর্থাৎ তাহার প্রাপ্ত্যনুসারে ভক্ষ্য নৈবেদ্যের সহিত একটা প্রায়শ্চিত্ত বলি, দ্বিতীয় হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [৩২] যে কুষ্ঠরোগির আপন শুদ্ধির দ্রব্য পাওয়া সাধ্য নাই, তাহার এই ব্যবস্থা।

[৩৩] অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [৩৪] আমি যে দেশ অধিকার করিতে তোমাদিগকে দিব, সেই কিনান্দেশে তোমাদের প্রবেশ করণানন্তর যদি আমি তোমাদের অধিকৃত দেশের কোন গৃহে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন করি, [৩৫] তবে সে গৃহের স্বামী আসিয়া, আমার দৃষ্টিতে গৃহে ব্যাধি প্রকাশ পাইতেছে, এ কথা যাজককে জানাইবে। [৩৬] পরে গৃহের সকল বস্তু যেন অশুচি না হয়, এই নিমিত্তে ব্যাধি দেখিতে যাজকের প্রবেশের পূর্ব্বে গৃহ শূন্য করিতে যাজক আজ্ঞা করিবে; পরে যাজক গৃহ দেখিতে প্রবেশ করিবে। [৩৭] অনন্তর যাজক ব্যাধি দেখিবে; যদি গৃহের ভিত্তিতে ব্যাধির স্থান নিম্ন ও ঈষৎ হরিদ্বর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হয়, এবং তাহার দৃষ্টিতে ভিত্তি অপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, [৩৮] তবে যাজক গৃহহইতে বাহির হইয়া গৃহদ্বারে (গিয়া) সাত দিন ঐ গৃহকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৩৯] সপ্তম দিনে যাজক পুনর্ব্বার আসিয়া অবলোকন করিয়া দেখিবে; যদি গৃহের ভিত্তিতে সে ব্যাধি বাড়িয়া থাকে, [৪০] তবে যাজকের আজ্ঞাতে লোকদিগকে ব্যাধি বিশিষ্ট প্রস্তর উৎপাটন করিয়া নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে নিক্ষেপ করিতে হইবে। [৪১] পরে ঐ গৃহের ভিতরের চারি দিগ ঘর্ষণ করিবে, ও সেই ঘর্ষণের ধূলা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে ফেলিয়া দিবে। [৪২] এবং তাহারা অন্য প্রস্তর লইয়া সেই প্রস্তর স্থানে বসাইবে, ও অন্য লেপ লইয়া গৃহ লেপন করিবে। [৪৩] এই রূপে প্রস্তর উৎপাটন ও গৃহ ঘর্ষণ ও লেপন করিলে পরে যদি ব্যাধি পুনর্ব্বার জন্মিয়া গৃহে বিস্তৃত হয়, [৪৪] তবে যাজক আসিয়া দেখিবে; যদি ঐ গৃহে ব্যাধি বাড়িয়া থাকে, তবে সেই গৃহে সংহারক কুষ্ঠ আছে, সেই গৃহ অশুচি। [৪৫] তাহাতে লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং তাহার প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও ধূলি সকল নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে লইয়া যাইবে। [৪৬] আর ঐ গৃহ যাবৎ রুদ্ধ থাকে, তাবৎ যে কেহ তাহার ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৪৭] ও যে কেহ সেই গৃহে শয়ন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; এবং যে কেহ সেই গৃহে আহার করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে।

[৪৮] আর সেই গৃহলেপনের পর আর ব্যাধি বাড়ে নাই, ইহা যদি যাজক প্রবেশ করিয়া দেখে, তবে যাজক সে গৃহকে শুচি কহিবে; কেননা ব্যাধির উপশম হইল। [৪৯] পরে সে ঐ গৃহ শুচি করণার্থে দুই পক্ষী ও এরস্কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ লইয়া [৫০] মৃৎপাত্রস্থিত উনুইর জলের উপরে এক পক্ষিকে বলিদান করিবে। [৫১] পরে সে ঐ এরস্কাষ্ঠ ও এসোব্ ও রক্তবর্ণ লোম ও জীবৎ পক্ষী, এই সকল লইয়া ঐ হত পক্ষির রক্তে এবং ঐ উনুইর জলে ডুবাইয়া সাত বার গৃহ প্রোক্ষণ

করিবে। [৫২] এই রূপে পক্ষির রক্ত ও উনুইর জল ও জীবৎ পক্ষী ও এরস্‌কাষ্ঠ ও এসোব্‌ ও রক্তবর্ণ লোম, এই সকলের দ্বারা সে গৃহ শুদ্ধ করিবে। [৫৩] পরে নগরের বাহিরে প্রান্তরে ঐ জীবৎ পক্ষিকে ছাড়িয়া দিবে, ও গৃহের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি হইবে। [৫৪] কুষ্ঠরোগের এই ব্যবস্থা, অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠব্যাধি ও শ্বিত্ররোগ, [৫৫] ও বস্ত্রস্থিত ও গৃহস্থিত কুষ্ঠ [৫৬] ও শোথ ও পামা ও চিক্কণ চিহ্ন, [৫৭] এই সকল কোন্‌ দিনে শুচি ও কোন্‌ দিনে অশুচি, তাহা জানাইতে এই ব্যবস্থা।

১৫ অধ্যায়।

১ প্রমেহিকে শুচি করণের বিধি, ১৯ ও রজস্বলাকে শুচি করণের বিধি।

[১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] তোমরা ইস্রায়েল্‌ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, পুরুষের শরীরে প্রমেহরোগ হইলে তাহার নিমিত্তে সে অশুচি হইবে। [৩] তাহার প্রমেহজন্য অশৌচের বিধি এই; যদি তাহার শরীরহইতে প্রমেহ ক্ষরে, কিম্বা শরীরে বদ্ধ হয়, এ উভয়েতেই তাহার অশৌচ হইবে। [৪] এবং প্রমেহি লোক যে শয্যাতে শয়ন করে, সে প্রত্যেক শয্যা অশুচি; ও যাহার উপরে বৈসে, সে প্রত্যেক আসন অশুচি হইবে। [৫] এবং যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৬] এবং যে কোন বস্তুর উপরে প্রমেহী বৈসে, তাহার উপরে যদি কেহ বৈসে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৭] এবং যে কেহ প্রমেহির গাত্র স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৮] আর প্রমেহী যদি শুচি ব্যক্তির গাত্রে থুথু ফেলে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৯] এবং প্রমেহী যে কোন যানের উপরে আরোহণ করে, তাহা অশুচি হইবে। [১০] এবং তাহার নীচস্থ কোন বস্তুকে যদি কেহ স্পর্শ করে, তবে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; এবং তাহা বহন করে, তবে সে জলে বস্ত্র ধৌত ও জলে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [১১] এবং প্রমেহী আপন হস্ত জলে ধৌত না করিয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [১২] এবং প্রমেহী যে কোন মৃৎপাত্র স্পর্শ করে, তাহা ভাঙ্গা যাইবে, ও সকল কাষ্ঠপাত্র জলে ধৌত হইবে। [১৩] অনন্তর প্রমেহী যখন আপন প্রমেহহইতে শুচি হয়, তৎকালে সে আপনার শুচি হওনের পরে আর সাত দিন গণনা করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও উনুইর জলে স্নান করিবে; পরে শুচি হইবে। [১৪] অনন্তর অষ্টম দিবসে সে আপনার নিমিত্তে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের বৎস লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নিকটে আসিয়া যাজকের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে। [১৫] তাহাতে যাজক তাহার একটা প্রায়শ্চিত্তবলি, দ্বিতীয় হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক তাহার প্রমেহ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [১৬] অপর যদি কোন মনুষ্যের রেতঃপাত হয়, তবে সে আপন সকল শরীর জলে ধৌত করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [১৭] এবং যে প্রত্যেক বস্ত্রে কি চর্ম্মে রেতঃপাত হয়, সে সকলি জলে ধৌত করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [১৮] এবং স্ত্রীর সহিত পুরুষের রেতঃশুদ্ধ শয়ন হইলে তাহারা জলে স্নান করিবে, তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

[১৯] আর যে স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ রক্ত ক্ষরিলে সাত দিবস তাহার অশৌচ হইবে, এবং যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২০] সে অশৌচকালে যে প্রত্যেক শয্যাতে শয়ন করিবে, তাহা অশুচি হইবে; ও সে যাহার উপরে বসিবে, তাহা অশুচি হইবে। [২১] এবং যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২২] এবং যে কেহ তাহার বসিবার কোন আসন স্পর্শ করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২৩] এবং যে কেহ তাহার শয্যার কিম্বা আসনের উপরিস্থিত বস্তু স্পর্শ করে, সেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২৪] আর যে পুরুষ ঋতুমতীর সহিত সংসর্গ করে ও তাহার রজস্‌ তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে; এবং যে২ শয্যাতে শয়ন করিবে, তাহাও অশুচি হইবে। [২৫] এবং অশৌচকাল ব্যতিরেকে যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হয়, কিম্বা অশৌচকালের পর যদি অনেক দিন রক্ত ক্ষরে, তবে সে অশৌচ দিনের ন্যায়

সেই অশুচি রক্তস্রাবের সমস্ত দিন অশুচি থাকিবে। [২৬] সেই রক্তস্রাবের সমস্ত দিবস যে কোন শয্যাতে সে শয়ন করিবে, তাহা অশৌচকালের ন্যায় অশুচি হইবে; এবং যে কোন আসনের উপরে বসিবে, তাহা অশৌচকালের মত অশুচি হইবে। [২৭] এবং যে কেহ সেই সকল স্পর্শ করিবে, সে অশুচি হইবে, এবং বস্ত্র ধৌত করিয়া জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২৮] কিন্তু যদি সে স্ত্রীর রক্তস্রাব রহিত হইয়া থাকে, তবে সে আপনার নিমিত্তে সাত দিন গণনা করিয়া সেই গণিত সাত দিনের পর শুচি হইবে। [২৯] পরে অষ্টম দিবসে সে আপনার জন্যে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের বৎস লইয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারে যাজকের নিকটে আনিবে। [৩০] তাহাতে যাজক তাহার এককে প্রায়শ্চিত্তবলি ও অন্যকে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং তাহার রক্তস্রাবের অশৌচ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [৩১] লোকেরা আপনাদের মধ্যবর্ত্তি আমার আবাস অশুচি করিয়া পাছে আপন২ অশৌচ প্রযুক্ত মরে, এই জন্যে তোমরা ইস্রায়েল্ বংশকে অশৌচহইতে এই রূপে পৃথক্ করিবা। [৩২] প্রমেহরোগী ও শুক্রক্ষরণে অশুচি ব্যক্তি, [৩৩] এবং রজস্বলা স্ত্রী ও প্রমেহবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী এবং অশুচি স্ত্রীর সহিত সংসর্গকারি পুরুষ, এই সকলের এই ব্যবস্থা।

১৬ অধ্যায়।

১ যাজকের অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করণের বিধি, ১১ ও যাজকের প্রায়শ্চিত্ত বলিদান, ১৫ ও লোকদের প্রায়শ্চিত্ত বলিদান, ২০ ও ত্যাজ্য ছাগলের বিধি, ২৯ ও প্রায়শ্চিত্তার্থ বার্ষিক বলিদানের বিধি।

[১] অপর হারোণের দুই পুত্র পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওন সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে পর, পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন। [২] পরমেশ্বর মূসাকে এই কথা কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতা হারোণকে কহ, তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে সিন্দূকের উপরিস্থিত পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে অতি পবিত্র স্থানে তুমি সর্ব্ব সময়ে প্রবেশ করিও না, পাছে তোমার মৃত্যু হয়, কেননা আমি পাপাচ্ছাদনের উপরে মেঘে দর্শন দিব। [৩] হারোণ প্রায়শ্চিত্তার্থে এক গোবৎস ও হোমার্থে এক মেষ সঙ্গে লইয়া, এই রূপে অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে। [৪] সে মসিনার পবিত্র উড়নী পরিধান করিবে, ও মসিনার কটিবস্ত্র পরিধান করিবে, ও মসিনার কটিবন্ধন পরিবে, ও মসিনার উষ্ণীষেতে বিভূষিত হইবে; এ সকল পবিত্র বস্ত্র, অতএব সে জলেতে আপন শরীর ধৌত করিয়া এই সকল পরিধান করিবে। [৫] পরে সে ইস্রায়েল্ বংশের মণ্ডলীর নিকটে প্রায়শ্চিত্তার্থে দুই ছাগ ও হোমার্থে এক মেষ লইবে। [৬] এবং হারোণ আপনার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত বলি যে গোবৎস, তাহাকে আনয়ন করিয়া আপনার ও পরিবারের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [৭] পরে সেই দুই ছাগ লইয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিবে। [৮] পরে হারোণ দুই ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে; তাহাতে এক পরমেশ্বরের নিমিত্তে, ও অন্য ত্যাগের নিমিত্তে হইবে। [৯] পরে যে ছাগ গুলিবাঁটের দ্বারা পরমেশ্বরের নিমিত্তে হইবে, হারোণ তাহাকে লইয়া প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদান করিবে। [১০] কিন্তু যে ছাগ গুলিবাঁটের দ্বারা ত্যাগের নিমিত্তে হইবে, সে যেন ত্যাগের নিমিত্তে প্রান্তরে প্রেরণার্থে গ্রাহ্য হয়, তন্নিমিত্তে তাহাকে পরমেশ্বরের সম্মুখে জীবৎ উপস্থিত করিবে।

[১১] পরে হারোণ আপনার প্রায়শ্চিত্তবলি যে গোবৎস, তাহাকে আনিয়া আপনার ও পরিবারের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ও আপনার প্রায়শ্চিত্তবলি সেই গোবৎসকে বধ করিবে। [১২] এবং পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ বেদিহইতে প্রজ্বলিত অঙ্গারেতে পূর্ণ ধূনাচি ও এক মুষ্টি চূর্ণীকৃত সুগন্ধি ধূনা লইয়া তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে যাইবে। [১৩] এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে অগ্নিতে ঐ সুগন্ধি ধূনা দিবে; তাহাতে সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাচ্ছাদন ধূনার ধূমেতে আবৃত হইলে সে মরিবে না। [১৪] পরে সে ঐ গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া পাপাচ্ছাদনের পূর্ব্বপার্শ্বে অঙ্গুলিদ্বারা প্রক্ষেপ করিবে, এবং অঙ্গুলিদ্বারা পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে ঐ রক্ত সাত বার প্রক্ষেপ করিবে।

[১৫] পরে সে লোকদের প্রায়শ্চিত্তবলি ছাগকে বধ করিয়া তাহার রক্ত তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে আনিয়া যেমন গোবৎসের রক্ত প্রক্ষেপ করিয়াছিল, সেই রূপ তাহারও রক্ত লইয়া করিবে, অর্থাৎ পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে ও পাপাচ্ছাদনের উপরে তাহা প্রক্ষেপ করিবে। [১৬] এবং ইস্রায়েল বংশের অশুচিতা ও সকল প্রকার পাপজন্য অপরাধ প্রযুক্ত সে পবিত্র স্থানের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং যে মণ্ডলীর আবাস অশুচিতাবিশিষ্ট তাহাদের মধ্যবর্ত্তী, তাহার নিমিত্তে সে তদ্রূপ করিবে। [১৭] এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করণ অবধি যে পর্য্যন্ত সে বাহির না হয়, সেই পর্য্যন্ত মণ্ডলীর আবাসে কোন মনুষ্য থাকিবে না। পরে আপনার ও পরিবারের ও ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীর

নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে [১৮] সে নির্গত হইয়া সম্মুখবর্ত্তি বেদির নিকটে যাইয়া তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত ও ছাগের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির চূড়ার উপরে চারি দিগে দিবে। [১৯] এবং সে রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া আপন অঙ্গুলিদ্বারা তাহার উপরে সাত বার প্রক্ষেপ করিয়া তাহা শুচি করিবে, ও ইস্রায়েল্ বংশের ইতে তাহা পবিত্র করিবে।

[২০] এই রূপে হারোণ পবিত্র স্থানের ও মণ্ডলীর আবাসের ও বেদির প্রায়শ্চিত্ত করণ সমাপ্তি করিলে পর সেই জীবৎ ছাগকে আনিয়া [২১] সেই জীবৎ ছাগের মস্তকে আপন হস্তদ্বয় সমর্পণ করিবে, এবং ইস্রায়েল্ বংশের সকল প্রকার পাপজন্য দোষ ও অপরাধ তাহার উপরে স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগের মস্তকে অর্পণ করিবে; পরে উপযুক্ত মনুষ্যের হস্তদ্বারা তাহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে। [২২] তাহাতে ঐ ছাগ নিজ মস্তকে তাহাদের সমস্ত অপরাধ মরু ভূমিতে বহিবে; পরে সে সেই ছাগকে প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে। [২৩] অপর হারোণ মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে যাইবে, এবং অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করণ সময়ে যে মসিনার বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে রাখিবে। [২৪] পরে সে পবিত্র স্থানে আপন শরীর জলে ধৌত করিয়া নিজ বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্গত হইবে, এবং আপনার হোমবলি ও লোকদের হোমবলি উৎসর্গ করিয়া আপনার ও লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [২৫] এবং ঐ প্রায়শ্চিত্ত বলির মেদ বেদিতে দগ্ধ করিবে। [২৬] এবং যে জন ত্যজ্য ছাগ ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে আপন বস্ত্র ও শরীর জলে ধৌত করিয়া শিবিরে আসিবে। [২৭] এবং প্রায়শ্চত্তবলি যে গোবৎস, ও প্রায়শ্চিত্তবলি যে ছাগ, যাহাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পবিত্র স্থানে আনীত হইয়াছিল, লোকেরা তাহাদিগকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া তাহাদের চর্ম্ম ও মাংস ও বিষ্ঠা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। [২৮] এবং যে জন তাহা দগ্ধ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও আপন গাত্র জলেতে ধৌত করিবে; পরে শিবিরের মধ্যে আসিবে।

[২৯] তোমাদের নিমিত্তে ইহা নিত্য বিধি হইবে; সপ্তম মাসের দশম দিবসে স্বদেশীয় কিম্বা তোমাদের মধ্যনিবাসি বিদেশীয় লোক তোমরা আপন ২ প্রাণকে দুঃখ দিবা ও কোন ব্যবসায় কর্ম্ম করিবা না। [৩০] কেননা সে দিবসে যাজক তোমাদিগকে শুচি করণার্থে তোমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তোমরা পরমেশ্বরের সম্মুখে আপনাদের সকল পাপহইতে পরিষ্কৃত হইবা। [৩১] তাহা তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন; তাহাতে তোমরা নিত্য বিধিমতে আপন ২ প্রাণকে দুঃখ দিবা। [৩২] এবং পিতার স্থানে যাগ করিতে যাহাকে অভিষেক করিয়া যাজকত্বপদে নিযুক্ত করা যাইবে, সেই যাজক প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং মসিনার বস্ত্র অর্থাৎ পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে। [৩৩] এবং সে অতি পবিত্র স্থানের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং মণ্ডলীর আবাসের ও বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং যাজকগণের ও মণ্ডলীস্থ সকল লোকের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [৩৪] ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে তাহাদের সমস্ত পাপ প্রযুক্ত বৎসরের মধ্যে এক বার প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তোমাদের জন্যে ইহা নিত্য বিধি হইবে। তখন যাজক মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ আবাসের দ্বারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে জীবৎ বলি উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা ও দেবগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে নিষেধ, ৮ ও তাহা করণের প্রতিফল, ১০ ও রক্ত ভোজনে নিষেধ, ১৫ ও স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশু ভক্ষণে নিষেধ।

[১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা করেন। [৩] ইস্রায়েল বংশজাত যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছাগলকে শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের বাহিরে ছেদন করে, [৪] কিন্তু পরমেশ্বরের আবাসের সম্মুখে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করিতে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারনিকটে না আনে, তাহার প্রতি রক্তপাতের পাপ বর্ত্তিবে; সে রক্তপাত করাতে আপন লোকদের মধ্যহইতে হইবে। [৫] কেননা ইস্রায়েল্ বংশ আপনাদের যে২ বলি প্রান্তরে লইয়া যায়, অদ্যাবধি সে সমস্ত মণ্ডলীর আবাসের দ্বারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে যাজকের নিকটে আনিয়া মঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। [৬] এবং যাজক মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নিকটে পরমেশ্বরের বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্রক্ষেপ করিবে, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহাররূপে মেদ দগ্ধ করিবে। [৭] তাহাতে তাহারা যে দেবগণের সহিত ব্যভিচার করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উদ্দেশে আর বলিদান করিবে না; তাহাদের পুরুষানুক্রমে এই এক নিত্য বিধি হইবে।

৮ আর তুমি তাহাদিগকে কহ, ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি হোম কিম্বা বলিদান করে, ৯ কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে তাহা মণ্ডলীর আবাসের নিকটে না আনে, তবে সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

১০ আর ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি, কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি কোন প্রকার রক্ত ভোজন করে, তবে আমি সেই রক্তভোক্তার প্রতি বিমুখ হইব, ও লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। ১১ কেননা রক্তের মধ্যে প্রাণির জীবন থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিলাম; প্রাণের কারণ রক্তই প্রায়শ্চিত্ত হয়। ১২ অতএব আমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহিলাম, তোমাদের মধ্যে কেহ রক্ত ভোজন করিবে না, ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসি কোন বিদেশীও রক্ত ভোজন করিবে না। ১৩ অপর ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি মৃগয়াতে কোন খাদ্য পশুকে কিম্বা পক্ষিকে বধ করে, তবে সে তাহার রক্ত ঢালিয়া ধূলাতে আচ্ছাদন করিবে। ১৪ কেননা রক্তই সর্ব্ব প্রাণির জীবন, অর্থাৎ জীবনোপায়; অতএব আমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহিলাম, তোমরা কোন প্রাণির রক্ত ভোজন করিবা না, কেননা রক্তই সকল প্রাণির জীবন; যে কেহ তাহা ভোজন করিবে, সে উচ্ছিন্ন হইবে।

১৫ আর স্বদেশি কি বিদেশির মধ্যে যে কেহ স্বয়ংমৃত কিম্বা পশুদ্বারা হত পশু ভোজন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলে স্নান করিবে, তথাপি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; পরে শুচি হইবে। ১৬ কিন্তু যদি ধৌত না করে ও স্নান না করে, তবে সে আপন পাপ আপনি ভোগ করিবে।

১৮ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে বিনয়, ৬ ও অবিহিত বিবাহের কথা, ১৮ ও অবিহিত নানা কর্ম্মের কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। ৩ তোমরা যে মিসরদেশে বাস করিয়াছ, তাহার মতানুসারে আচরণ করিও না; এবং আমি যে কিনান্‌দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি, তাহারও মতানুসারে আচরণ করিও না, ও তাহাদের ব্যবস্থানুসারে চলিও না। ৪ কিন্তু আমার রাজনীতি মান্য কর, ও আমার বিধি পালন কর, ও তদনুসারে আচরণ কর; কেননা আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। ৫ তোমরা আমার বিধি ও রাজনীতি পালন করিও; তাহা পালন করিলে মনুষ্য তদ্দ্বারা বাঁচে। আমিই পরমেশ্বর।

৬ আর তোমরা কেহ আপন গোত্রের মধ্যে নিষিদ্ধ স্ত্রীর আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে যাইও না; কেননা আমিই পরমেশ্বর। ৭ তুমি আপন পিতার কিম্বা মাতার আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা সে তোমার মাতা; তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ৮ এবং তোমার পিতৃভার্য্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পিতার আবরণীয়। ৯ এবং তোমার ভগিনী অর্থাৎ তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা মাতৃকন্যা, সে গৃহজাত হউক কিম্বা অন্যত্র জাত হউক, তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ১০ এবং পৌত্রীর কিম্বা দৌহিত্রীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা সে তোমার আবরণীয়। ১১ এবং তোমার বিমাতৃকন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পিতাহইতে জন্মিয়াছে, সুতরাং তোমার ভগিনী; তাহার আবরণীয় অনাবৃত করা তোমার অকর্ত্তব্য। ১২ এবং তোমার পিতৃভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার পিতৃগোত্রজা। ১৩ এবং তোমার মাতৃভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার মাতৃগোত্রজা। ১৪ এবং তোমার পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করিও না, ও তাহার পত্নীতে উপগত হইও না, কেননা সে তোমার জেঠাই হয়। ১৫ এবং তোমার পুত্রবধূর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পুত্রবধূ, তাহার আবরণীয় অনাবৃত করা তোমার অকর্ত্তব্য। ১৬ এবং তোমার ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা সে তোমার ভ্রাতার আবরণীয়। ১৭ এবং কোন স্ত্রীর ও তাহার কন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, এবং আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার পৌত্রীকে কিম্বা দৌহিত্রীকে লইও না; কেননা সে তাহার গোত্রজা; এ কর্ম্ম বড় পাপ।

১৮ আর আপন স্ত্রীকে দুঃখ দিতে তাহার জীবৎকালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিও না। ১৯ এবং ঋতুমতী স্ত্রীর অশৌচ সময়ে তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে যাইও না। ২০ এবং তুমি আপনাকে অশুচি করিতে আপন প্রতি-

ধাসির স্ত্রীতে গমন করিও না। [২১] এবং তোমার বংশজাত কাহাকেও মোলক্ দেবের উদ্দেশে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইও না, এবং তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করিও না; আমিই পরমেশ্বর। [২২] এবং স্ত্রীর ন্যায় পুরুষের সহিত সংসর্গ করিও না, তাহা ঘৃণার্হ কর্ম্ম। [২৩] এবং তুমি আপনাকে অশুচি করিতে কোন পশুতে উপগত হইও না; এবং কোন স্ত্রী কোন পশুর সহিত শৃঙ্গার করাইতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে না, কেননা সে বিপরীত কর্ম্ম। [২৪] তোমরা এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে কোন ক্রিয়াদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; কেননা যে২ জাতিকে আমি তোমাদের সম্মুখহইতে দূর করিব, তাহারা এই সকল ক্রিয়াদ্বারা অশুচি হইয়াছে; [২৫] এবং দেশও অশুচি হইয়াছে, অতএব আমি তাহার দোষ তাহাকে ভোগ করাইব, এবং সেই দেশ আপন নিবাসিদিগকে উদ্গীরণ করিবে। [২৬] অতএব স্বদেশীয় কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয় হউক, তোমরা সকলে এরূপ ঘৃণার্হ ক্রিয়া না করিয়া আমার বিধি ও ব্যবস্থা পালন কর। [২৭] তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি দেশনিবাসিরা এরূপ ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে দেশ অশুচি হইয়াছে। [২৮] অতএব সাবধান হও, সেই দেশ যেমন তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি জাতিকে উদ্গীরণ করে, তদ্রূপ যেন তোমাদের কর্তৃক অশুচি হইয়া তোমাদিগকেও উদ্গীরণ না করে। [২৯] কেননা যে কেহ এই সকলের মধ্যে কোন ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [৩০] অতএব তোমাদের পূর্ব্বে যে সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়া চলিত ছিল, তোমরা তাহা করিও না, এবং তাহাদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি না করিয়া আমার আজ্ঞা পালন কর; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

১৯ অধ্যায়।

নানা প্রকার বিধি ও ব্যবস্থার বর্ণনা।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আমি, আমিই পবিত্র।

[৩] তোমরা আপন২ মাতা ও পিতাকে ভয় কর, এবং আমার বিশ্রামদিন পালন কর; আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। [৪] এবং তোমরা প্রতিমাগণের পশ্চাদ্গামী হইও না, ও আপনাদের নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা দেবতা নির্ম্মাণ করিও না; আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[৫] আর যদি তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে মঙ্গলার্থে বলিদান কর, তবে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে তাহা দান করিবা। [৬] বলিদানের দিবসে ও তাহার পরদিবসে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। [৭] তৃতীয় দিবসে যদি কেহ তাহার কিঞ্চিৎ ভোজন করে, তবে তাহা ঘৃণার্হ ও অগ্রাহ্য হইবে। [৮] এবং ভোক্তাকে নিজ পাপ ভোগ করিতে হইবে; কেননা সে পরমেশ্বরের পবিত্র বস্তু সাধারণ করিল, অতএব সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

[৯] আর তোমরা আপন২ ক্ষেত্রের শস্য কাটন সময়ে ক্ষেত্রের কোণে নিঃশেষ রূপে কাটিও না, এবং তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য কুড়াইও না। [১০] এবং আপন২ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সমস্ত দ্রাক্ষাফলই সংগ্রহ করিও না, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পতিত দ্রাক্ষাফল কুড়াইও না; তোমরা দরিদ্র ও বিদেশিদের জন্যে তাহা ত্যাগ কর; আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[১১] আর তোমরা চুরি করিও না, ও প্রবঞ্চনা করিও না, এবং পরস্পর মিথ্যা কথা কহিও না।

[১২] আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, ও তোমার ঈশ্বরের নাম সাধারণ করিও না; কেননা আমি পরমেশ্বর।

[১৩] আর তুমি আপন প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় করিও না ও অপহরণ করিও না, এবং বেতনগ্রাহির বেতন রাত্রি অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিও না।

[১৪] তুমি বধিরকে শাপ দিও না, ও অন্ধের সম্মুখে বাধক সামগ্রী রাখিও না, কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে ভয় কর; আমিই পরমেশ্বর।

[১৫] তুমি বিচারে অন্যায় করিও না, ও দরিদ্রের মুখাপেক্ষা করিও না, ও ধনবানের সম্ভ্রম করিও না; তুমি ন্যায়েতে আপন প্রতিবাসির বিচার নিষ্পন্ন কর।

[১৬] তুমি কর্ণেজপ হইয়া আপন লোকদের মধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করিও না, এবং তোমার প্রতিবাসির বধ হইলে তাহাতে অমনোযোগী হইও না; আমিই পরমেশ্বর।

[১৭] তুমি মনে২ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না, কিন্তু আপন প্রতিবাসিকে স্পষ্টরূপে অনুযোগ করিবা, তাহাতে তুমি তাহার নিমিত্তে পাপ ভোগ করিবা না।

[১৮] আর তুমি প্রতিহিংসা করিও না, ও আপন লোকদের বংশকে দ্বেষ করিও না, বরং প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করিবা; আমিই পরমেশ্বর।

[১৯] তুমি আমার বিধি পালন কর; এবং অন্যজাতীয় পশুর সহিত আপন পশুদিগকে শৃঙ্গার করিতে দিবা না, ও তোমার এক ক্ষেত্রে নানা প্রকার বীজ বুনিবা না; এবং মসিনা ও লোমমিশ্রিত বস্ত্র গাত্রে দিবা না।

[২০] আর মুল্যদ্বারা কিম্বা অন্য রূপে মুক্তা নহে, এমত যে বাগ্‌দত্তা দাসী, তাহার সহিত যদি কেহ সংসর্গ করে, তবে তাহারা দণ্ড্য হইবে; তাহাদের বধ হইবে না, কেননা সে মুক্তা নহে। [২১] এবং সে পুরুষ মণ্ডলীর আবাসের দ্বারনিকটে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দোষার্থক বলি, অর্থাৎ দোষার্থক মেষ আনিবে। [২২] এবং যাজক পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেই দোষাথক মেষদ্বারা তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।

[২৩] আর তোমরা দেশে প্রবেশ করিলে ভক্ষণার্থে যে ২ প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিবা, তাহার ফল অচ্ছিন্নত্বকরূপে গণিবা; তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা তোমাদের পক্ষে অচ্ছিন্নত্বকরূপে থাকিবে, তাহা ভোজন করিবা না। [২৪] অপর চতুর্থ বৎসরে তাহার সমস্ত ফল পরমেশ্বরের প্রশংসার্থক উপহাররূপে পবিত্র হইবে। [২৫] এবং পঞ্চম বৎসরে তাহার ফল ভোজন করিবা; ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইবে; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[২৬] আর তোমরা রক্তের সহিত কোন বস্তু ভোজন করিও না; ও মোহকের কিম্বা গণকের বিদ্যা ব্যবহার করিও না।

[২৭] আর তোমরা আপন ২ মস্তকের কেশ মণ্ডলাকার করিও না, ও আপন ২ দাড়ির কোণ মুণ্ডন করিও না। [২৮] এবং মৃত লোকের জন্যে আপন ২ অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না, ও শরীরে গোদানী দিও না; আমি পরমেশ্বর।

[২৯] আর তোমরা আপন ২ কন্যাকে বেশ্যা হইতে প্রবৃত্তি দিও না; দিলে দেশকে ব্যভিচারী করিবা, ও দেশ দুষ্কর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে।

[৩০] তোমরা আমার বিশ্রামদিন পালন কর, ও আমার পবিত্র স্থানকে সমাদর কর; আমিই পরমেশ্বর।

[৩১] আর তোমরা আপনাদিগকে অশুচি করিতে ভূতড়িয়াদিগকে মানিও না, ও গুণিদের কাছে কিছু অন্বেষণ করিও না; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[৩২] তোমরা পক্ককেশ প্রাচীনের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবা, ও বৃদ্ধ লোককে সমাদর করিবা, ও আপন ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিবা; আমিই পরমেশ্বর।

[৩৩] আর কোন বিদেশি লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের সহিত বাস করে, তবে তোমরা তাহার প্রতি উপদ্রব করিবা না। [৩৪] যেমন তোমাদের স্বদেশীয় লোক, তেমনি তোমাদের সহবাসকারি বিদেশি লোক তোমাদের নিকটে মান্য হইবে; তোমরা তাহাকে আত্মতুল্য প্রেম করিবা, কেননা মিসর্‌দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[৩৫] আর তোমরা বিচার কিম্বা পরিমাণ কিম্বা তৌল কিম্বা কাঠা বিষয়ে অন্যায় করিও না। [৩৬] প্রকৃত দাঁড়ি ও প্রকৃত বাটখারা ও প্রকৃত ঐফা ও প্রকৃত হিন্‌ তোমাদের হইবে; যিনি মিসর্‌দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বর আমি। [৩৭] অতএব তোমরা আমার সকল বিধি ও ব্যবস্থা মান্য করিয়া পালন কর; আমিই পরমেশ্বর।

২০ অধ্যায়।

১ মোলক্‌দেবের উদ্দেশে পুত্রকে উৎসর্গ করণের দণ্ড, ৬ ও ভূতড়িয়ার সঙ্গে পরামর্শ করণের দণ্ড, ৭ ও পবিত্র হওনের কথা, ৯ ও পিতামাতাকে শাপ দেওনের দণ্ড, ১০ ও অশুচি কর্ম্মের দণ্ড, ২২ ও আজ্ঞা পালন করণের কথা, ২৭ ও ভূতড়িয়ার দণ্ড।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্‌ বংশকে আরও কহ, ইস্রায়েল্‌ বংশের কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি আপন বংশের কাহাকেও মোলক্‌ দেবের উদ্দেশে প্রদান করে, তবে সে নিতান্ত হত হইবে, ও দেশীয় লোক তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। [৩] এবং আমিও সেই মনুষ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব; কেননা মোলক্‌ দেবের উদ্দেশে আপন বংশজকে দেওয়াতে সে আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করে, ও আমার পবিত্র নাম সাধারণ করে। [৪] আর যে সময়ে সেই মনুষ্য আপন সন্তানকে মোলক্‌ দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, তৎকালে যদি দেশীয় লোকেরা তাহাকে দেখিয়াও না দেখে ও তাহাকে বধ না করে, [৫] তবে আমি সেই ব্যক্তির প্রতি ও তাহার বংশের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাকে ও মোলক্‌ দেবের সহিত ব্যভিচার করণার্থে তাহার পশ্চাদ্গামি সকলকে তাহাদের লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিব।

[৬] আর যে কেহ ভূতড়িয়া কিম্বা গুণি লোকের সহিত ব্যভিচার করিতে তাহাদের পশ্চাদ্গামী হয়, আমি তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।

৭ তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া পবিত্র হও; কেননা আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। ৮ এবং তোমরা আমার বিধি মান্য করিয়া পালন কর; আমি তোমাদের পবিত্রকারী পরমেশ্বর।

৯ যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়, সে নিতান্ত হত হইবে, পিতামাতাকে শাপ দেওয়াতে সেই বধাপরাধ তাহার উপরে বর্ত্তিবে।

১০ আর যদি কেহ পরের ভার্য্যাতে ব্যভিচার করে, তবে যে জন প্রতিবাসির যে ভার্য্যাতে ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ে নিতান্ত হত হইবে। ১১ এবং যদি কেহ আপন পিতৃভার্য্যার আবরণীয় অনাবৃত করিয়া তাহাতে উপগত হয়, তবে তাহারা দুই জনই নিতান্ত হত হইবে, সেই বধাপরাধ তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। ১২ এবং যদি কেহ পুত্রবধূতে গমন করে, তবে তাহারাও দুই জন নিতান্ত হত হইবে; অতি মন্দ কর্ম্ম করাতে সেই বধাপরাধ তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৩ এবং পুরুষ যদি স্ত্রীর ন্যায় পুরুষে উপগত হয়, তবে তাহারা ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে দুই জনই নিতান্ত হত হইবে; সেই বধাপরাধ তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। ১৪ আর কেহ যদি কোন কন্যাতে ও তাহার মাতাতে উপগত হয়, তবে তাহারা দুষ্কর্ম্ম করে; তোমাদের মধ্যে যেন এমত দুষ্টতা না হয়, এই জন্যে তাহারা তিন জনই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ১৫ এবং যে কেহ কোন পশুতে উপগত হয়, সে নিতান্ত হত হইবে; এবং তোমরা সে পশুকেও বধ করিবা। ১৬ এবং কোন স্ত্রী যদি পশুর সহিত সংসর্গ করিতে নিকটে গিয়া তাহার সম্মুখে শয়ন করে, তবে তুমি সেই স্ত্রীকে ও পশুকে বধ করিবা; তাহারা নিতান্ত হত হইবে, সেই বধাপরাধ তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৭ আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে অর্থাৎ পিতৃকন্যাকে কিম্বা মাতৃকন্যাকে গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয় দেখে, তবে সে বড় পাপ; তাহারা আপন লোকদের দৃষ্টিতে উচ্ছিন্ন হইবে, কেননা সে আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে আপনার পাপের ফল আপনি ভোগ করিবে। ১৮ এবং কেহ যদি রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে ও তাহার আবরণীয় অনাবৃত করে, তবে সে পুরুষ স্ত্রীর রক্তাকর প্রকাশ করাতে, ও স্ত্রী আপন রক্তাকর অনাবৃত করাতে তাহারা উভয়ে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ১৯ এবং তুমি আপন মাসীর কিম্বা পিসীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; যে কেহ আপনার এমত নিকটবর্ত্তি কুটুম্বের আবরণীয় অনাবৃত করে, তাহারা উভয়েই আপন ২ পাপ ভোগ করিবে। ২০ আর যদি কেহ আপন খুড়ীতে গমন করে, তবে আপন পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করাতে তাহারা আপন ২ পাপের ফল ভোগ করিবে, ও নিঃসন্তান হইয়া মরিবে। ২১ এবং যদি কেহ আপন ভ্রাতৃপত্নীতে উপগত হয়, তবে সে অশুচি কর্ম্ম; আপন ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে তাহারা নিঃসন্তান হইবে।

২২ তোমরা আমার সকল বিধি ও ব্যবস্থা মান্য করিয়া পালন কর; নতুবা আমি বাসার্থে তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সেই দেশ তোমাদিগকে উদ্‌গীরণ করিবে। ২৩ এবং আমি তোমাদের সম্মুখহইতে যে জাতিগণকে দূর করিব, তাহাদের আচারানুসারে আচার করিও না; কেননা তাহারা ঐ সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, এই কারণ আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিলাম। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিয়াছি, তোমরা তাহাদের দেশ অধিকার করিবা, আমি তোমাদিগকে সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ অধিকার করিতে দিব; অন্য লোকহইতে তোমাদিগকে বিভিন্নকারী তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমি। ২৫ অতএব তোমরা শুচ্যশুচি পশুর ও শুচ্যশুচি পক্ষির ভেদ করিবা; আমি যে ২ পশু ও পক্ষি ও কীটাদি জন্তুকে অশুচি কহিয়া তোমাদিগহইতে পৃথক্ করিলাম, তাহাদ্বারা তোমরা আপন ২ প্রাণকে ঘৃণার্হ করিও না। ২৬ এবং তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি পরমেশ্বর পবিত্র; এবং আমি আপন লোক করণার্থে অন্য লোকদের হইতে তোমাদিগকে পৃথক্ করিয়াছি।

২৭ আর পুরুষ কিম্বা স্ত্রী যে কেহ ভূতড়িয়া কিম্বা গুণী হয়, সে নিতান্ত হত হইবে, ও লোকেরা তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, ও সেই বধাপরাধ তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

২১ অধ্যায়।

১ যাজকদের শোক ও বিবাহাদির বিধি, ১৬ ও শরীরে দোষবিশিষ্টদের যাজনক্রিয়া করণে নিষেধ।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি হারোণের পুত্র যাজকগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, স্বজাতীয়দের মধ্যে কেহ মরিলে যাজক অশুচি হইবে না। ২ কেবল আপন গোত্র অর্থাৎ আপন মাতা ও পিতা ও পুত্র ও কন্যা ও ভ্রাতা মরিলে অশুচি হইবে। ৩ এবং যে নিকটস্থ ভগিনীর স্বামী হয় নাই, এমন অবিবাহিতা ভগিনী মরিলে অশুচি হইবে। ৪ তাহারা আপন লোকদের মধ্যে প্রধান, অতএব সাধারণ

হইতে আপনাদিগকে অশুচি করিবে না। ৫ তাহারা আপন ২ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ও আপন ২ দাড়ির কোণও মুণ্ডন করিবে না, ও আপন ২ শরীরে অস্ত্রাঘাত করিবে না। ৬ তাহারা আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে, ও আপন ঈশ্বরের নাম সাধারণ করিবে না; কেননা তাহারা আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য অর্থাৎ পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করে, অতএব তাহারা পবিত্র হইবে। ৭ এবং তাহারা বেশ্যাকে কিম্বা কলঙ্কিনীকে বিবাহ করিবে না, এবং স্বামির ত্যক্তা স্ত্রীকেও বিবাহ করিবে না, কেননা তাহারা আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র। ৮ অতএব তুমি যাজককে পবিত্র করিবা; সে তোমার ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করে, এই জন্যে তোমার নিকটে পবিত্র হইবে; কেননা তোমাদের পবিত্রকারি পরমেশ্বর যে আমি, আমি পবিত্র। ৯ আর কোন যাজকের কন্যা যদি ব্যভিচার ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে অশুচি করে, তবে সে আপন পিতাকে অশুচি করে; সে অগ্নিতে দগ্ধা হইবে। ১০ এবং আপন ভ্রাতাদের মধ্যে প্রধান যে যাজকের মস্তকে অভিষেকার্থ তৈল ঢালা গিয়াছে, অর্থাৎ যে জন পদনিয়োগদ্বারা পবিত্র বস্ত্র পরিধান করণের অধিকারী হইয়াছে, সে আপন মস্তক অনাবৃত করিবে না ও আপন বস্ত্র চিরিবে না। ১১ ও সে কোন শবের নিকটে গৃহমধ্যে যাইবে না, এবং আপন মাতাপিতার মরণে অশুচি হইবে না, ১২ এবং পবিত্র স্থানহইতে নির্গত হইবে না, এবং আপন ঈশ্বরের পবিত্র স্থান সাধারণ করিবে না, কেননা তাহার ঈশ্বরের অভিষেকার্থক তৈলযুক্ত মুকুট তাহার উপরে আছে; আমিই পরমেশ্বর। ১৩ এবং সে কেবল অনূঢ়াকে বিবাহ করিবে। ১৪ কিন্তু বিধবা কি ত্যক্তা কি কলঙ্কিনী কি বেশ্যাকে বিবাহ করিবে না; সে আপন লোকদের মধ্যে কোন কন্যাকে বিবাহ করিবে। ১৫ সে আপন লোকদের মধ্যে আপন বংশ অপবিত্র করিবে না, কেননা আমিই তাহার পবিত্রকারী পরমেশ্বর।

১৬ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৭ তুমি হারোণকে কহ, পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে যাহার গাত্রে দোষ থাকে, সে আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে নিকটে যাইবে না। ১৮ যে কোন লোকের দোষ আছে, সে নিকটবর্ত্তী হইবে না; বিশেষতঃ হারোণ যাজকের বংশের মধ্যে অন্ধ ও খঞ্জ ও খাঁদা ও অধিকাঙ্গ ১৯ ও ভগ্নপদ ও ভগ্নহস্ত, ২০ ও কুব্জ ও বামন ও ছানিপড়া ও শ্বিত্ররোগী ও চুলকণাবিশিষ্ট ও ভগ্নমুষ্ক প্রভৃতি ২১ যত দোষবিশিষ্ট পুরুষ, তাহাদের মধ্যে কেহই পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিতে নিকটে যাইবে না; তাহার দোষ আছে, এই জন্যে সে আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী হইবে না। ২২ সে ঈশ্বরীয় ভক্ষ্য অর্থাৎ অতি পবিত্র ও পবিত্র বস্তু ভোজন করিতে পারিবে। ২৩ কিন্তু তিরস্করিণীর নিকটে প্রবেশ করিবে না, ও বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে না; কেননা তাহার দোষ আছে, সে আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করিবে না; আমিই তাহার পবিত্রকারী পরমেশ্বর। ২৪ এই রূপে মূসা হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহিল।

২২ অধ্যায়।

১ অপবিত্র হইয়া পবিত্র বস্তুহইতে যাজকের পৃথক্ হওনের বিধি, ১০ ও যাজকের গৃহবাসিদের মধ্যে পবিত্র বস্তু খাওনের বিধি ও নিষেধ, ১৪ ও অজ্ঞাতসারে পবিত্র বস্তু খাওন প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, ১৭ ও নির্দোষ বলির আবশ্যকতা, ২৬ ও বলির বয়স নিরূপণ, ২৯ ও প্রশংসার্থ বলির কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহ, তোমরা ইস্রায়েল্ লোকদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য বিষয়ে সাবধান হও, তাহা যাহার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হয়, আমার সেই পবিত্র নামকে অপবিত্র করিও না, আমিই পরমেশ্বর। ৩ এবং তাহাদিগকে এই নিত্য বিধি জানাও, তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেহ অশুচি হইয়া পবিত্র বস্তুর নিকটে অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশকর্তৃক পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত বস্তুর নিকটে যাইবে, সে আমার সম্মুখহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; আমিই পরমেশ্বর। ৪ এবং হারোণ বংশের যে কেহ কুষ্ঠী কিম্বা প্রমেহী হয়, সে শুচি না হওন পর্য্যন্ত পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। যে কেহ মৃত দেহ প্রভৃতি অশুচি বস্তু স্পর্শ করে, কিম্বা যাহার রেতঃপাত হয়, ৫ কিম্বা যে ব্যক্তি অশৌচজনক কীটাদি জন্তুকে কিম্বা কোন প্রকার অশৌচবিশিষ্ট মনুষ্যকে স্পর্শ করে, ৬ সেই স্পর্শকারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, এবং জলেতে আপন গাত্র ধৌত না করিলে পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। ৭ পরে সূর্য্য অস্তগত হইলে সে পবিত্র হইয়া পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে, কেননা তাহা তাহারই খাদ্য। ৮ আপনাকে অপবিত্র করণার্থে স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশুর মাংস ভোজন করিবে না, আমিই পরমেশ্বর। ৯ এবং তাহারা আমার বিধান পালন করুক, নতুবা তাহা সামান্য জ্ঞান করিলে তাহারা আ-

পন পাপ ভোগ করিবে ও মরিবে; আমিই তাহাদের পবিত্রকারী পরমেশ্বর।

[১০] আর কোন অন্যজাতীয় লোক পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না, ফলতঃ যাজকের গৃহপ্রবাসী কিম্বা বেতনজীবী পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। [১১] কিন্তু যাজক রূপা দিয়া যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করিয়া থাকে, সে ভোজন করিবে; এবং তাহার গৃহজাত লোকেরা তাহার অন্ন ভোজন করিবে। [১২] আর যাজকের কন্যা যদি অন্যজাতীয় লোকের সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সে পবিত্র দ্রব্যাদিরূপ উপহার ভোজন করিবে; না। [১৩] আর যাজকের যে কন্যা বিধবা কিম্বা ত্যক্তা হয়, সে যদি নিরপত্যা হইয়া থাকে, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া বাল্যাবস্থার ন্যায় পিতৃগৃহে বাস করিয়া পিতার অন্ন ভোজন করিতে পারে, কিন্তু অন্যজাতীয় লোক তাহা ভোজন করিবে না।

[১৪] আর কেহ যদি অজ্ঞাতসারে পবিত্র বস্তু ভোজন করে, তবে সে সেই রূপ পবিত্র বস্তু ও তাহার পঞ্চমাংশ অধিক করিয়া যাজককে দিবে। [১৫] এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ যে২ পবিত্র বস্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করে, যাজকেরা তাহা সাধারণ করিবে না; [১৬] এবং পবিত্র বস্তু ভক্ষণকালে আপনাদিগকে দোষের দণ্ড ভোগ করাইবে না; কেননা আমিই তাহাদের পবিত্রকারী পরমেশ্বর।

[১৭] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১৮] তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন লোক যখন পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানতপূর্ব্বক কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন উপহার আনে, তখন যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করে, [১৯] তবে সে গ্রাহ্য হওনের নিমিত্তে গোরুর কিম্বা মেষের কিম্বা ছাগের মধ্যহইতে নির্দ্দোষ পুংপশু উৎসর্গ করিবে। [২০] তোমরা সদোষ কিছু নিবেদন করিও না, কেননা তাহা তোমাদের জন্যে গ্রাহ্য হইবে না। [২১] এবং কোন লোক যদি মানতসিদ্ধ্যর্থে কিম্বা স্বেচ্ছাদত্ত উপহারার্থে গোরু কিম্বা মেষাদি পালহইতে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, তবে তাহা গ্রাহ্য হওনের জন্যে নির্দ্দোষ হইবে; তাহাতে কোন দোষ থাকিবে না। [২২] আর অন্ধ কি ভগ্ন কি ছিন্ন কি আবযুক্ত কি শ্বিত্রযুক্ত কি পামাযুক্ত হইলে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিও না, এবং তাহার কিছুই পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে বেদিতে স্থাপন করিও না। [২৩] এবং অধিকাঙ্গ ও হীনাঙ্গ বৃষ কিম্বা মেষের বৎস স্বেচ্ছাতে উৎসর্গ করিতে পার, কিন্তু মানতের কারণ তাহা গ্রাহ্য হইবে না। [২৪] আর মর্দ্দিত কিম্বা পিষিত কিম্বা ভগ্ন কিম্বা ছিন্নমুষ্ক কিছুই পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করিবা না; এবং তোমাদের দেশে এ প্রকার হইবে না। [২৫] আর বিদেশির হস্তহইতেও এ সকলের মধ্যে কিছু লইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে নিবেদন করিবা না, কেননা তাহার অঙ্গের নাশ আছে, সুতরাং তাহার মধ্যে দোষ আছে; তাহা তোমাদের জন্যে গ্রাহ্য হইবে না।

[২৬] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২৭] গোরু ও মেষ ও ছাগল জন্মিলে পর সাত দিন পর্য্যন্ত মাতার সহিত থাকিবে, পরে অষ্টম দিবসাবধি তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবে। [২৮] গোরু কিম্বা মেষ হউক, তাহাকে ও তাহার বৎসকে এক দিনে বধ করিবা না।

[২৯] তোমরা যে সময়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসার্থক বলি উৎসর্গ করিবা, তৎকালে গ্রাহ্য হওনের জন্যে তাহা উৎসর্গ করিবা। [৩০] সেই দিনে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তোমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিবা না; আমিই পরমেশ্বর। [৩১] তোমরা আমার আজ্ঞা মান্য করিয়া পালন করিবা; আমিই পরমেশ্বর। [৩২] এবং তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিবা না, কিন্তু আমি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে পবিত্ররূপে মান্য হইব; আমিই তোমাদের পবিত্রকারী পরমেশ্বর। [৩৩] তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্যে মিসর্‌দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিলাম; আমিই পরমেশ্বর।

২৩ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের পর্ব্ব, ৩ অর্থাৎ বিশ্রামবার, ৪ ও নিস্তারপর্ব্ব, ৯ ও প্রথম শস্যের আটি উৎসর্গ, ১৫ ও পঞ্চাশত্তমীর উৎসব, ২২ ও পতিত শস্য কুড়াওনে নিষেধ, ২৩ ও তূরীবাদ্যের উৎসব, ২৬ ও প্রায়শ্চিত্তাদির দিন নিরূপণ, ৩৩ ও কুটীরে বাস করণের উৎসব।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা পবিত্র সভা ঘোষণা করিয়া পরমেশ্বরের যে সকল পর্ব্ব করিবা, আমার সেই সকল পর্ব্ব এই।

[৩] তোমরা ছয় দিন আপন২ কর্ম্ম করিবা, কিন্তু সপ্তম দিবস পবিত্র সভার বিশ্রামদিন হইবে, সেই দিনে কোন কর্ম্ম করিবা না; সে তোমাদের সকল নিবাসে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিশ্রামদিন হইবে।

[৪] আর তোমরা আপন২ নিরূপিত কালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র সভা প্রচার করিয়া এই সকল পর্ব্ব করিবা। [৫] প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সন্ধ্যাসময়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তার-পর্ব্ব হইবে। [৬] এবং সেই মাসের পঞ্চদশ দিবসে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব সাত দিবস তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করি- [৭] প্রথম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৮] কিন্তু সপ্তাহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিবা; সপ্তম দিবসে পবিত্র সভা হইবে, তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না।

[৯] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১০] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, সে দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তোমরা যখন শস্য ছেদন করিবা, তৎকালে তোমাদের প্রথম কাটা শস্যের এক আটি যাজকের নিকটে আনিবা। [১১] তোমাদের গ্রাহ্য হওনের জন্যে সে পরমেশ্বরের সম্মুখে ঐ আটি দোলাইবে, অর্থাৎ বিশ্রামবারের পরদিবসে যাজক তাহা দোলাইবে। [১২] কিন্তু যে দিবসে তোমরা ঐ আটি দোলাইবা, সে দিনে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমার্থে প্রথমবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষশাবক উৎসর্গ করিবা। [১৩] তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য দুই দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজি; তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে; ও তাহার পেয় নৈবেদ্য এক হিন্ দ্রাক্ষারসের চতুর্থাংশ হইবে। [১৪] এবং তোমরা যাবৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে এই উপহার না আন, সেই দিন পর্য্যন্ত রুটী ও ভাজা শস্য ও ছিন্ন শীষ ভোজন করিবা না; তোমাদের পুরুষানুক্রমে সকল নিবাসে ইহা নিত্য বিধি হইবে।

[১৫] অনন্তর বিশ্রামবারের পরদিবসাবধি অর্থাৎ আন্দোলনীয় আটি আনয়ন দিবসাবধি তোমরা পূর্ণ সাত সপ্তাহ গণনা করিবা। [১৬] এই রূপে সপ্তম বিশ্রামবারের পরদিবস পর্য্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিবস গণনা করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্যের নৈবেদ্য নিবেদন করিবা। [১৭] ফলতঃ তোমরা আপন২ নিবাসহইতে দুই দশমাংশের দুই আন্দোলনীয় রুটী আনিবা; সূক্ষ্ম সূজিদ্বারা তাহা প্রস্তুত করিবা, ও তাড়ীতে পাক করিবা; তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রথম ফল হইবে। [১৮] এবং তোমরা সেই দুই রুটীর সহিত প্রথমবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষশাবক ও এক যুব বৃষ ও দুই মেষ বলিদান করিবা, ও তাহা ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি হইবে, এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলি হইবে। [১৯] পরে তোমরা প্রায়শ্চিত্তবলির জন্যে এক ছাগবৎস, ও মঙ্গলার্থক বলির জন্যে একবর্ষীয় দুই মেষশাবক বলিদান করিবা। [২০] এবং যাজক প্রথম ফলের রুটী ও দুই মেষশাবকের সহিত তাহাদিগকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দোলাইবে; তাহাতে সে সকল যাজকের জন্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে। [২১] এবং তোমরা সেই দিনে পবিত্র সভা প্রচার করিবা, তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; তোমাদের পুরুষানুক্রমে সকল নিবাসে ইহা নিত্য বিধি হইবে।

[২২] আর তোমাদের ভূমির শস্য ছেদন কালে তোমরা আপন২ ক্ষেত্রের কোণ নিঃশেষরূপে ছেদন করিবা না, ও আপন ক্ষেত্রের পতিত শস্য সংগ্রহ করিবা না; তাহা দীনহীন ও বিদেশিদের জন্যে ত্যাগ করিবা; আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[২৩] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২৪] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তোমাদের বিশ্রামদিন এবং তূরীবাদ্যদ্বারা স্মরণার্থক পবিত্র সভা হইবে। [২৫] তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না, কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা।

[২৬] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২৭] ঐ সপ্তম মাসের দশম দিন প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে; তাহাতে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, এবং সেই দিনে তোমরা আপন২ প্রাণকে দুঃখ দিবা, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা। [২৮] ও সে দিবসে তোমরা কোন কর্ম্ম করিবা না; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে সেই প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে। [২৯] সে দিবসে যে কেহ আপন প্রাণকে দুঃখ না দেয়, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [৩০] এবং সে দিবসে যে কেহ কোন কর্ম্ম করে, তাহাকে আমি আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিব। [৩১] তোমরা কোন কর্ম্ম করিবা না; তোমাদের সকল নিবাসে পুরুষানুক্রমে এই নিত্য বিধি হইবে। [৩২] সে তোমাদের নিতান্ত বিশ্রামদিন হইবে; সে দিনে তোমরা আপন২ প্রাণকে দুঃখ দিবা, ও মাসের নবম দিনে সন্ধ্যাকালে এক সন্ধ্যা অবধি অন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিবা।

[৩৩] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৩৪] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, সপ্তম মাসের ঐ পঞ্চ-

দশ দিবসাবধি সাত দিবস পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে কুটীরের উৎসব হইবে। [৩৫] প্রথম দিবসে পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৩৬] সাত দিন পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা; পরে অষ্টম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা; তাহা কর্ম্মত্যাগের দিন হইবে, তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৩৭] এই সকল পরমেশ্বরের উৎসব; পরমেশ্বরের বিশ্রামদিন বিনা ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমাদের দাতব্য দান বিনা ও তোমাদের সকল মানত বিনা ও তোমাদের স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য বিনা [৩৮] তোমরা পবিত্র সভা ঘোষণা করিয়া এই সকল উৎসব করিবা, এবং প্রতিদিন যেমন কর্ত্তব্য, তদনুসারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার ও হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও বলি ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবা। [৩৯] আর সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে ভূমির উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করণ সময়ে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে সাত দিবস উৎসব পালন করিবা; তাহার মধ্যে প্রথম দিবস বিশ্রামদিন ও অষ্টম দিবস বিশ্রামদিন হইবে। [৪০] এবং প্রথম দিবসে তোমরা সুন্দর বৃক্ষের ফল এবং খর্জ্জুরপত্র ও ঘন বৃক্ষের শাখা ও নদীতীরস্থ বাইসী বৃক্ষ লইয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে সাত দিন আনন্দ করিবা। [৪১] এবং তোমরা বৎসরের মধ্যে সাত দিবস পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেই উৎসব পালন করিবা; তাহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধি হইবে; সপ্তম মাসে তোমরা সেই উৎসব পালন করিবা। [৪২] তোমরা সাত দিবস কুটীরে বাস করিবা; ইস্রায়েল্ বংশজাত সকলে কুটীরে বাস করিবে। [৪৩] তাহাতে আমি ইস্রায়েল্ বংশকে মিসর্দেশহইতে বাহির করণ সময়ে কুটীরে বাস করাইয়াছিলাম, ইহা তোমাদের ভাবিপুরুষেরা জ্ঞাত হইবে; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। [৪৪] তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশের কাছে পরমেশ্বরের তাবৎ পর্ব্বের কথা কহিল।

২৪ অধ্যায়।

১ প্রদীপের তৈলের কথা, ৫ ও দর্শনীয় রুটীর কথা, ১০ ও শিলোমীতের পুত্রের নিন্দার কথা, ১৭ ও নরহত্যার কথা, ১৮ ও পরিশোধের কথা, ২৩ ও নিন্দকের দণ্ড।

[১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা কর। তাহারা নিত্য২ দীপ জ্বালিবার জন্যে তোমার নিকটে মর্দ্দিত নির্ম্মল জিত তৈল আনিবে। [৩] এবং হারোণ মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে সাক্ষ্যসিন্দুকের তিরস্করিণীর বাহিরে সন্ধ্যাবধি প্রভাত পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য২ তাহা জ্বালিবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধি হইবে। [৪] সে নির্ম্মল দীপবৃক্ষের উপরে পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য২ ঐ দীপ সকল স্থাপন করিবে।

[৫] পরে তুমি সূক্ষ্ম সুজি লইয়া দ্বাদশ পিষ্টক ভাজিবা; তাহার প্রত্যেক পিষ্টক ঐফার দুই দশমাংশ হইবে। [৬] পরে তুমি এক২ পঙ্ক্তিতে ছয়২, এমত দুই পঙ্ক্তি করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে নির্ম্মল মেজের উপরে তাহা রাখিবা। [৭] ও প্রত্যেক পঙ্ক্তিতে সূক্ষ্ম কুন্দুরু দিবা; তাহা রুটীর স্মরণার্থক চিহ্ন অর্থাৎ পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারস্বরূপ হইবে। [৮] এবং যাজক প্রতি বিশ্রামবারে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা নিত্য স্থাপন করিবে, তাহা নিত্য নিয়মে ইস্রায়েল্ বংশের দেয় হইবে। [৯] এবং তাহা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; তাহারা পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিবে, কেননা নিত্য বিধিতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার নিকটে অতি পবিত্র হইবে।

[১০] অপর মিস্রীয় পুরুষের ঔরসজাত ইস্রায়েলীয় স্ত্রীর এক পুত্র ইস্রায়েল্ বংশের সহিত নির্গত হইয়াছিল, সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্র শিবিরেতে ইস্রায়েলের এক পুরুষের সহিত বিরোধ করিল। [১১] তাহাতে সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্র পরমেশ্বরের নামের নিন্দা করিয়া শাপ দিলে লোকেরা তাহাকে মূসার নিকটে লইয়া গেল; তাহার মাতা দান্ বংশজাতা শিলোমীৎ নামে দিব্রির কন্যা। [১২] অপর লোকেরা পরমেশ্বরের স্পষ্ট আদেশ পাইবার অপেক্ষাতে তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিল। [১৩] তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১৪] তুমি ঐ শাপদায়িকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাও; পরে শ্রোতা সকল তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করুক, এবং সমস্ত মণ্ডলী প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করুক। [১৫] এবং তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, যে কেহ আপন ঈশ্বরকে শাপ দিবে, সে আপন পাপ ভোগ করিবে। [১৬] ও পরমেশ্বরের নামের নিন্দাকারী অবশ্য হত হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে; বিদেশী হউক বা স্বদেশীয় হউক, পরমেশ্বরের নামের নিন্দাকারি লোকের প্রাণদণ্ড হইবে।

[১৭] আর যে কেহ কোন মনুষ্যকে বধ করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

[18] আর যে কেহ পশু বধ করে, সে পশুর পরিবর্ত্তে পশু দিবে। [19] এবং যে কেহ আপন প্রতিবাসির গাত্রে ক্ষত করে, তাহার কৃত কর্ম্মের ন্যায় তাহার প্রতি করা যাইবে। [20] অঙ্গভঙ্গের পরিশোধে অঙ্গভঙ্গ, ও চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, ও দন্তের পরিশোধে দন্ত হইবে; মনুষ্যের যে যেমন ক্ষত করে, তাহার প্রতি তেমনি করা যাইবে। [21] যে জন পশু বধ করে; সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য পশু দিবে; কিন্তু যে জন মানুষকে বধ করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। [22] তোমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয়েরই এক ব্যবস্থা হইবে; কেননা আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[23] পরে মুসা ইস্রায়েল্ লোকদের প্রতি এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলে তাহারা সেই শাপদায়ি লোককে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিল; মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানেরা কর্ম্ম করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ সপ্তম বৎসরকে বিশ্রামবৎসররূপে নিরূপণ, ৮ ও পঞ্চাশত্তম বৎসরকে মহোৎসব বৎসররূপে নিরূপণ, ১৪ ও উপদ্রবের নিষেধ, ১৮ ও আজ্ঞাবহনের ফল, ২৩ ও ভূমির নিত্য বিক্রয় হওনে নিষেধ, ২৯ ও গৃহমোচনের কথা, ৩৫ ও ভ্রাতার প্রতি দয়ার কথা, ৩৯ ও দাসদের প্রতি ব্যবহার, ৪৭ ও দাসদের মুক্তি।

[1] অপর পরমেশ্বর সীনয় পর্ব্বতে মুসাকে কহিলেন, [2] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করিলে পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভূমির বিশ্রাম হইবে; [3] ফলতঃ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আপন২ ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবা, ও ছয় বৎসর পর্য্যন্ত দ্রাক্ষালতা ঝাড়িবা, ও তাহার ফল সংগ্রহ করিবা। [4] কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির বিশ্রামকাল হইবে, সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিশ্রাম করিবে; তাহাতে তুমি আপন ক্ষেত্রে বপন করিবা না, ও দ্রাক্ষালতা ঝাড়িবা না; [5] এবং স্বয়ং বর্দ্ধমান ক্ষেত্রের শস্য কাটিবা না, ও অপরিষ্কৃত দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিবা না; সে ভূমির বিশ্রামবৎসর হইবে। [6] তাহাতে ভূমির বিশ্রাম তোমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে, ফলতঃ তোমাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন তাবৎ দ্রব্য তোমাদের ও তোমাদের দাসের ও দাসীর ও বেতনজীবি ভৃত্যের ও তোমাদের সহবাসি বিদেশির [7] এবং তোমাদের পশুর ও দেশীয় বনপশুর খাদ্যের জন্যে হইবে।

[8] অপর তুমি সাত বিশ্রামবৎসর, অর্থাৎ সাত গুণ সাত বৎসর গণনা করিবা; তাহাতে তোমার গণিত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রামবৎসরের ঊনপঞ্চাশ বৎসর হইবে। [9] তখন সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমরা মহাশব্দকারি তূরী বাজাইবা, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তদিবসে তোমাদের সমস্ত দেশে তূরী বাজাইবা। [10] এবং তোমরা পঞ্চাশত্তম বৎসরকে পবিত্র করিবা, এবং তাবৎ দেশে তাহার সমস্ত নিবাসিদের প্রতি মুক্তি ঘোষণা করিবা; তাহা তোমাদের জন্যে যোবেল্ নামক মহোৎসব হইবে; এবং তোমরা প্রতি জন আপন২ অধিকারে ফিরিয়া যাইবা, ও প্রতি জন আপন২ গোষ্ঠীর নিকটে ফিরিয়া যাইবা। [11] তোমাদের নিমিত্তে পঞ্চাশত্তম বৎসর ব্যাপিয়া মহোৎসব হইবে; তাহাতে তোমরা বীজ বুনিবা না, ও স্বয়ং বর্দ্ধমান * শস্য ছেদন করিবা না, ও অপরিষ্কৃত দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিবা না। [12] কেননা তাহাই মহোৎসব ও তোমাদের প্রতি পবিত্র হইবে; তথাপি তোমরা ক্ষেত্রে গিয়া শস্যাদি ভক্ষণ করিতে পারিবা। [13] এবং ঐ মহোৎসববৎসরে তোমরা প্রতি জন আপন২ অধিকারে ফিরিয়া যাইবা।

[14] যদি তোমরা আপন প্রতিবাসির নিকটে কোন ভূম্যাদি বিক্রয় কর, কিম্বা আপন প্রতিবাসির হস্তহইতে ক্রয় কর, তবে তোমরা পরস্পর অন্যায় করিবা না। [15] কিন্তু মহোৎসবের পরবৎসরের সংখ্যানুসারে আপন প্রতিবাসিহইতে ক্রয় করিবা, এবং ফলোৎপত্তির বৎসরের সংখ্যানুসারে তোমার স্থানে সে বিক্রয় করিবে। [16] তুমি বৎসরের বাহুল্যানুসারে তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিবা, ও বৎসরের ন্যূনতানুসারে মূল্য ন্যূন করিবা; কেননা সে তোমার স্থানে বৎসরের সংখ্যানুসারে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে। [17] অতএব তোমরা পরস্পর অন্যায় করিবা না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিবা, কেননা আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

[18] আর তোমরা আমার বিধ্যনুসারে আচরণ করিবা, ও আমার রাজনীতি মানিবা, ও তাহা পালন করিবা; তাহাতে দেশে নিষ্কণ্টকে বাস করিবা। [19] এবং ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিবে, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত ভোজন করিবা, ও দেশে নিষ্কণ্টকে বাস করিবা। [20] আর দেখ, ক্ষেত্রে বপন না করিলে ও তাহার উৎপন্ন ফল সংগ্রহ না করিলে আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব? এমত কথা যদি বল, [21] তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে

তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে। [২২] এবং তোমরা অষ্টম বৎসরে বপন করিবা, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য ভোজন করিবা; যাবৎ তাহার ফল না হয়, তাবৎ পুরাতন শস্য ভোজন করিবা।

[২৩] আর দেশের ভূমি সদাকালের নিমিত্তে বিক্রীত হইবে না, কেননা সে আমারই ভূমি; তোমরা আমার সহিত অতিথি ও প্রবাসী আছ। [২৪] তোমরা আপনাদের অধিকৃত দেশের সর্ব্বত্র ভূমি মুক্ত করিতে দিবা। [২৫] তাহাতে তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া আপন অধিকারের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করে, তবে তাহার নিকটস্থ জ্ঞাতি আসিয়া আপন ভ্রাতার বিক্রীত ভূমি মুক্ত করিয়া লইবে। [২৬] এবং যদি তাহা মুক্ত করিতে তাহার কেহ না থাকে, কিন্তু আপনি মুক্ত করিতে পারে, [২৭] তবে সে তাহার বিক্রয়ের বৎসর গণনা করিয়া তদনুসারে ক্রেতাকে অবশিষ্ট মূল্য দিবে; তাহাতে তাহা পুনর্ব্বার তাহার অধিকৃত হইবে। [২৮] কিন্তু যদি সে তাহাকে ফিরিয়া দিতে না পারে, তবে সেই বিক্রীত অধিকার মহোৎসবের বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার হস্তে থাকিবে; মহোৎসববৎসরে তাহা মুক্ত হইবে, এবং পুনর্ব্বার তাহার অধিকৃত হইবে।

[২৯] আর যদি কেহ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যস্থিত বাসগৃহ বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয়বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহা মুক্ত করণের অধিকারী থাকে, অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত করিতে পারে। [৩০] কিন্তু যদি সম্পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে স্থিত সেই গৃহ পুরুষপরম্পরাতে ক্রয়কর্ত্তার নিত্য অধিকার হইবে; তাহা মহোৎবের বৎসরে মুক্ত হইবে না। [৩১] কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে স্থিত যে গৃহ, তাহা ভূমির মধ্যে গণ্য হইবে; তাহা মুক্ত হইতে পারে, এবং মহোৎসবে তাহা মুক্ত হইবে। [৩২] কিন্তু লেবিদের যে ২ নগর ও তাহাদের অধিকৃত নগরের যে২ গৃহ, তাহা মুক্ত করণের অধিকার লেবিদের পক্ষে নিত্যস্থায়ী হইবে। [৩৩] যদি কেহ লেবিদের হইতে ক্রয় করে, তবে সেই বিক্রীত গৃহ ও তাহার অধিকারস্থ নগর মহোৎসবে মুক্ত হইবে; কেননা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে লেবিদের নগরস্থ গৃহ সকল তাহাদের অধিকার। [৩৪] আর তাহাদের নগরের প্রান্তরভূমি বিক্রীত হইবে না; কেননা তাহাই তাহাদের নিত্য অধিকার।

[৩৫] আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়, তোমার নিকটে ক্ষীণধন হয়, তবে সে বিদেশী কিম্বা প্রবাসী হইলেও তুমি তাহার উপকার করিবা; তাহাতে সে তোমার সহিত জীবন ধারণ করিবে। [৩৬] এবং তুমি তাহাহইতে সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবা না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তোমার ভ্রাতাকে তোমার সহিত জীবন ধারণ করিতে দিবা। [৩৭] তুমি সুদ বিনা আপন টাকা তাহাকে দিবা, ও বৃদ্ধি বিনা আপন অন্ন তাহাকে ধার দিবা। [৩৮] যিনি তোমাদিগকে কিনান্দেশ দেওনার্থে ও তোমাদের ঈশ্বর হওনার্থে তোমাদিগকে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন, তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বর আমি।

[৩৯] আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া তোমার নিকটে বিক্রীত হয়, তবে তুমি তাহাকে দাসের ন্যায় শ্রম করাইও না। [৪০] সে বেতনজীবি ভৃত্যের ন্যায় কিম্বা প্রবাসির ন্যায় তোমার সঙ্গে বাস করিয়া মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত তোমার সেবা করিবে। [৪১] পরে সে আপন বালকগণের সহিত তোমার নিকটহইতে মুক্ত হইয়া আপন গোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়া যাইবে, ও আপন পৈতৃকাধিকারে ফিরিয়া যাইবে। [৪২] কেননা তাহারা মিসর্দেশহইতে আমাকর্তৃক উদ্ধৃত আমার দাস; অতএব তাহারা দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে না। [৪৩] ও তুমি তাহার উপরে কঠিন শাসন করিবা না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিবা। [৪৪] চতুর্দ্দিক্স্থিত ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যহইতে তোমাদের দাস ও দাসী হইবে, তাহাদেরই হইতে দাস ও দাসী ক্রয় করিবা। [৪৫] এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসি বিদেশীয় বংশদের হইতে, এবং তোমাদের দেশে তাহাদের হইতে উৎপন্ন তোমাদের সহবর্ত্তি লোকদের পরিজনহইতেও ক্রয় করিবা, এবং তাহারা তোমাদের অধিকার হইবে। [৪৬] তোমরা আপন ২ সন্তানদের অধিকারের নিমিত্তে তাহাদিগকে দিতে পার, এবং নিত্য আপনাদের দাসত্বকর্ম্ম তাহাদিগকে করাইতে পার; কিন্তু আপন ভ্রাতা ইস্রায়েল্ বংশীয়দের উপরে কঠিন শাসন করিবা না।

[৪৭] আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন প্রবাসি কিম্বা বিদেশি লোক ধনবান হয়, এবং নিকটবর্ত্তি তোমার ভ্রাতা দরিদ্র হইয়া সেই প্রবাসি কিম্বা বিদেশির কিম্বা বিদেশিসন্তানদের কাছে বিক্রীত হয়; [৪৮] তবে সেই বিক্রয়ের পরে তাহার মোচন হইতে পারিবে; তাহার জ্ঞাতির মধ্যে কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে। [৪৯] অর্থাৎ তাহার পিতৃব্য কিম্বা পিতৃব্যের পুত্র তাহাকে মুক্ত করিবে, কিম্বা তাহার বংশজ পরিবারের কেহ তাহাকে মুক্ত করিবে; আর

যদ্যপি সে আপনি সমর্থ হয়, তবে আপনাকে মুক্ত করিবে। [৫০] তাহাতে তাহার বিক্রয়বৎসরাবধি মহোৎসববৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার সহিত গণনা হইলে বৎসরের সংখ্যানুসারে তাহার মূল্য হইবে; বেতনজীবির দিনের ন্যায় তাহার দাসত্বকাল হইবে। [৫১] যদি অনেক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে তদনুসারে সে ক্রয়মূল্য হইতে আপনার উদ্ধারের মুল্য ফিরাইয়া দিবে। [৫২] আর যদি মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত অল্প বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে সে তাহার সহিত গণনা করিয়া সেই২ বৎসরানুসারে আপনার উদ্ধারের মুল্য ফিরাইয়া দিবে। [৫৩] বৎসরবৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় সে তাহার সহিত থাকিবে; তোমাদের সাক্ষাতে তাহার উপরে কেহ কঠিন শাসন করিবে না। [৫৪] আর যদি সে ঐ সকল বৎসরে মুক্ত না হয়, তবে মহোৎসববৎসরে আপন সন্তানগণের সহিত মুক্ত হইয়া যাইবে। [৫৫] কেননা ইস্রায়েল্ বংশ আমারই দাস; তাহারা আমাকর্তৃক মিসর্‌হইতে উদ্ধৃত আমারই দাস; আমি তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর।

২৬ অধ্যায়।

১ প্রতিমাপূজার নিষেধ, ৩ ও আজ্ঞাপালনে আশীর্ব্বাদের বিবরণ, ১৪ ও আজ্ঞালঙ্ঘনে অভিশাপের বিবরণ, ৪০ ও পাপ প্রযুক্ত খেদান্বিত লোকদের মঙ্গলের প্রতিজ্ঞা।

[১] তোমরা আপনাদের জন্যে দেবতা কল্পনা করিও না, এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা দণ্ডায়মান বিগ্রহ স্থাপন করিও না, ও তাহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন খোদিত প্রস্তর রাখিও না; কেননা আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। [২] তোমরা আমার বিশ্রামবার পালন কর, ও আমার পবিত্র স্থানের সম্ভ্রম কর, আমিই পরমেশ্বর।

[৩] যদি তোমরা আমার বিধ্যনুসারে চল, ও আমার আজ্ঞা মান ও তাহা পালন কর, [৪] তবে আমি উপযুক্ত কালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব; তাহাতে ভূমি নানা শস্য উৎপন্ন করিবে, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষগণ আপন২ ফলেতে ফলবান হইবে। [৫] এবং তোমাদের শস্যমর্দ্দনকাল দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ও দ্রাক্ষাচয়নকাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; এবং তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবা ও নিষ্কণ্টকে নিজ দেশে বাস করিবা। [৬] এবং আমি দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না; এবং তোমাদের দেশহইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর করিব; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ করিবে না। [৭] এবং তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে তাড়না করিয়া দূর করিবা, ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। [৮] ও তোমাদের পাঁচ জন অন্য এক শত জনকে তাড়াইয়া দিবে, ও তোমাদের এক শত জন অন্য দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া দিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। [৯] এবং আমি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিব, ও বৃদ্ধি করিয়া তোমাদিগকে বহুগোষ্ঠী করিব, ও তোমাদের সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব। [১০] এবং তোমরা সঞ্চিত পুরাতন শস্য ভোজন করিবা, ও নূতন স্থাপনার্থে পুরাতন শস্য বাহির করিয়া আনিবা। [১১] এবং আমি তোমাদিগকে ঘৃণা না করিয়া তোমাদের মধ্যে আপন আবাস রাখিব। [১২] এবং তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিয়া তোমাদের ঈশ্বর হইব, ও তোমরা আমার প্রজা হইবা। [১৩] আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর; আমি মিসর্‌দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলাম, তোমাদিগকে আর তাহাদের দাস হইতে দিব না; আমি তোমাদের যোঁয়ালিবন্ধন ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধমস্তকে তোমাদিগকে গমন করাইলাম।

[১৪] কিন্তু যদি তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ না করিয়া আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, [১৫] ও আমার বিধি অবজ্ঞা কর, ও আমার রাজনীতি তুচ্ছ করিয়া আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া আমার নিয়ম লঙ্ঘন কর, [১৬] তবে আমি তোমাদের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিব; আমি তোমাদের প্রতি নেত্রক্ষীণতাজনক ও হৃৎপীড়াদায়ক আশঙ্কা ও যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর নিরূপণ করিব; এবং তোমাদের বীজ বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমাদের শত্রুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। [১৭] এবং আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব; তাহাতে তোমরা শত্রুগণের অগ্রে আহত হইবা, ও তোমাদের বৈরিগণ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে, এবং কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা পলায়ন করিবা। [১৮] এই রূপ ঘটিলেও যদি তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদের প্রতি ইহার সাত গুণ অধিক দণ্ড দিব। [১৯] এবং তোমাদের পরাক্রমের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, ও তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও ভূমি পিত্তলের মত করিব। [২০] এবং তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে না, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ ফলবান হইবে না। [২১] তথাপি তোমরা যদি আমার বিপরীত আচরণ কর,

ও আমার কথা শুনিতে অসম্মত হও, তবে আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদের প্রতি আরো সাত গুণ ক্লেশ দিব। [২২] এবং তোমাদের প্রতিকূলে বনপশুগণকে প্রেরণ করিব; তাহাতে তাহারা তোমাদের পশু বিনাশ করিবে, ও তোমাদিগকে সন্তানহীন করিয়া অল্পসংখ্যক করিবে, ও তোমাদের রাজপথ অরণ্য করিবে। [২৩] ইহাতেও যদি আমার দ্বারা শাসিত না হও, কিন্তু আমার বিপরীত আচরণ কর, [২৪] তবে আমিও তোমাদের প্রতি বিপরীত আচরণ করিব, ও তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদিগকে আরো সাত গুণ দণ্ড দিব। [২৫] এবং আমার নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল দিতে তোমাদের প্রতি খড়্গ আনিব, এবং তোমরা নগরমধ্যে একত্র হইলে তোমাদের মধ্যে মহামারী পাঠাইব, এবং তোমাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিব। [২৬] এবং তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিলে দশ স্ত্রী এক চুলাতে তোমাদের রুটী পাক করিবে, ও তৌল করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইবা না। [২৭] আর ইহাতেও যদি তোমরা আমার কথা না শুনিয়া আমার বিপরীত আচরণ কর, [২৮] তবে আমি ক্রোধ করিয়া তোমাদের প্রতি বিপরীত আচরণ করিব, ও আমিই তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ শাস্তি দিব; [২৯] এবং তোমরা আপন২ পুত্র ও কন্যাগণের মাংস ভোজন করিবা; [৩০] এবং আমি তোমাদের দেবতার টিকরস্থান ভগ্ন করিব, ও তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা নষ্ট করিব, ও তোমাদের প্রতিমার দেহের উপরে তোমাদের মৃত দেহ ফেলিব, ও তোমাদিগকে ঘৃণা করিব; [৩১] এবং তোমাদের নগর সকল শূন্য করিব, ও তোমাদের পবিত্র স্থান সকল অরণ্য করিব, ও তোমাদের সৌগন্ধির গন্ধ ঘ্রাণ করিব না; [৩২] এবং তোমাদের দেশ মরুভূমি করিব, ও তদ্দেশবাসি তোমাদের শত্রুগণ তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে; [৩৩] এবং আমি অন্যজাতীয়দের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব, ও তোমাদের পশ্চাতে খড়্গ বাহির করাইব, এবং তোমাদের দেশ মরুভূমি ও নগর সকল শূন্য করিব। [৩৪] তাহাতে যে পর্য্যন্ত দেশ মরুভূমি হইয়া থাকিবে ও তোমরা শত্রুগণের মধ্যে বাস করিবা, তাবৎ দেশ আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে, অর্থাৎ তৎকালে সে দেশ বিশ্রাম পাইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে। [৩৫] এবং যত কাল দেশ মরুভূমি হইয়া থাকিবে, তাবৎ কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা তন্মধ্যে তোমাদের বসতিকালে সে তোমাদের বিশ্রামবারে বিশ্রাম করিত না। [৩৬] এবং আমি শত্রুদেশের মধ্যে তোমাদের অবশিষ্ট লোকদের অন্তঃকরণে বিষণ্ণতা প্রেরণ করিব, এবং পত্রপতনের শব্দ তাহাদিগকে কম্পিত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইবে; যেমন খড়্গের মুখহইতে পলায়, তদ্রূপ তাহারা পলাইবে, এবং কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও তাহারা পতিত হইবে। [৩৭] কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও তাহারা যেমন খড়্গের সম্মুখে, তেমনই এক জন অন্যের উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। [৩৮] এবং তোমরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে বিনষ্ট হইবা, ও তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। [৩৯] এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা আপন২ অপরাধ প্রযুক্ত শত্রুদেশে ক্ষয় পাইবে, এবং তদ্ব্যতিরেকে পূর্ব্বপুরুষদেরও অপরাধ প্রযুক্ত ক্ষয় পাইবে।

[৪০] তাহারা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে, ও আমার বিপরীত আচরণ করিয়াছে, [৪১] তন্নিমিত্তে আমিও তাহাদের প্রতিকূল আচরণ করিয়াছি, ও তাহাদিগকে শত্রুদেশে আনিয়াছি, ইহা মনে করিয়া যদি তাহারা আপনাদের অপরাধ ও আপন পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করে, ও তাহাদের অচ্ছিন্নত্বক্ অন্তঃকরণ যদি নম্র হয়, ও তাহারা আপন অপরাধের দণ্ড স্বীকার করে; [৪২] তবে যাকুবের সহিত আমার যে নিয়ম, তাহা আমি মনে করিব, এবং ইস্‌হাকের ও ইব্রাহীমের সহিত আমার যে নিয়ম, তাহা মনে করিব, এবং দেশকেও মনে করিব। [৪৩] যদ্যপি দেশ তাহাদের কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে, ও মরুভূমি হইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ করিয়াছে, এবং তাহারা আমার বিচার তুচ্ছ করাতে ও আমার বিধি ঘৃণা করাতে আপন অপরাধের দণ্ড ভোগ করিয়াছে, [৪৪] তথাপি তাহারা শত্রুদের দেশে থাকিলে আমি নিঃশেষ রূপে নাশার্থে ও তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঞ্জনার্থে তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিব না; কেননা আমিই তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর। [৪৫] আমি তাহাদের ঈশ্বর হওনার্থে যাহাদিগকে অন্যজাতীয়দের সাক্ষাতে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের মঙ্গলার্থে মনে করিব; আমিই পরমেশ্বর।

[৪৬] সীনয় পর্ব্বতে পরমেশ্বর মূসাদ্বারা আপনার ও ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে এই বিধি ও রাজনীতি ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

২৭ অধ্যায়।

১ প্রাণিমানতের জন্যে, ১৪ ও স্থাবর মানতের জন্যে

মূল্য নিরূপণ, ২৬ ও প্রথমজাত পশুতে পরমেশ্বরের অধিকার, ২৮ ও নিবেদিত পশুর মুক্তি নিষেধ, ৩০ ও দশমাংশ বিষয়ক বিধি।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, মনুষ্য যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিশেষ মানত করে, তবে প্রাণির মূল্য তোমার দ্বারা নিরূপিত হইবে। ৩ ফলতঃ বিংশতি বৎসর বয়স অবধি ষষ্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের মূল্য নিরূপণ করিলে তুমি পবিত্র শেকলনুসারে পঞ্চাশ শেকল্ রূপা মূল্য নিরূপণ করিবা। ৪ কিন্তু যদি স্ত্রী লোক হয়, তবে ত্রিশ শেকল্ রূপা মূল্য নিরূপণ করিবা। ৫ এবং যদি পাঁচ বৎসর বয়স অবধি বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে পুরুষের জন্যে বিংশতি শেকল্ ও স্ত্রীর জন্যে দশ শেকল্ রূপা মূল্য নিরূপণ করিবা। ৬ এবং যদি এক মাস বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে পুরুষের জন্যে পাঁচ শেকল্ ও স্ত্রীর জন্যে তিন শেকল্ রূপা মূল্য নিরূপণ করিবা। ৭ এবং যদি ষষ্টি বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বয়স হয়, তবে পুরুষের জন্যে পোনের শেকল্ ও স্ত্রীর জন্যে দশ শেকল্ রূপা মূল্য নিরূপণ করিবা। ৮ কিন্তু যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিতে অক্ষম হয়, তবে সে যাজকের নিকটে আনীত হইবে, তাহাতে যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; মানতকারি ব্যক্তির সংস্থানানুসারে যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে। ৯ আর যদি পরমেশ্বরের কাছে লোকদের উৎসর্জ্জনীয় পশু দত্ত হয়, তবে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দত্ত এমত পশু সকল পবিত্র হইবে। ১০ সে তাহার অন্যথা ও পরিবর্ত্তন করিবে না, অর্থাৎ মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল, কিম্বা ভালোর পরিবর্ত্তে মন্দ দিবে না; যদিও সে কোন প্রকারে পশুর পরিবর্ত্ত করে, তবে তাহা এবং তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র হইবে। ১১ আর যাহার দ্বারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ না হয়, এমন কোন অশুচি পশু যদি দত্ত হয়, তবে সে ঐ পশুকে যাজকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ১২ ঐ পশু ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; যাজকের মূল্যনিরূপণানুসারে তাহা হইবে। ১৩ কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে।

১৪ আর যদি কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন গৃহ পবিত্র করে, তবে তাহা ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; যাজক যে রূপ মূল্য নিরূপণ করিবে, তাহাই স্থির হইবে। ১৫ আর গৃহপবিত্রকারি লোক যদি আপন গৃহ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে; তাহাতে তাহা তাহার হইবে। ১৬ আর যদি কেহ আপনার অধিকৃত ভূমির কোন অংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে তাহার বপনীয় বীজানুসারে মূল্য নিরূপিত হইবে; অর্থাৎ যে ভূমিতে এক হোমর পরিমিত যবের বীজ বপন করা যায়, তাহার মূল্য পঞ্চাশ শেকল্ রূপা হইবে। ১৭ যদি সে মহোৎসব বৎসরাবধি আপন ভূমি পবিত্র করে, তবে তোমার নিরূপিত সেই মূল্যানুসারে তাহা স্থির হইবে। ১৮ কিন্তু সে যদি মহোৎসবের পরে আপন ভূমি পবিত্র করে, তবে যাজক আগামি মহোৎসব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যানুসারে তাহার দেয় রূপ্য গণনা করিলে তোমার নিরূপিত মূল্য তদনুসারে ন্যূন করা যাইবে। ১৯ আর সেই ভূমি পবিত্রকারি লোক যদি কোন প্রকারে তাহা মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপিত রূপার পঞ্চমাংশ অধিক দিলে তাহা তাহার হইবে। ২০ যদি সে আপন ভূমি মুক্ত না করে, কিম্বা যদি অন্য কাহারো কাছে তাহা বিক্রীত হয়, তবে তাহা আর কখনো মুক্ত হইবে না। ২১ কিন্তু সে ভূমি মহোৎসব বৎসরে ক্রেতার হস্তহইতে গেলে বর্জ্জিত ভূমির ন্যায় পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে, এবং তাহাতে যাজকের অধিকার হইবে। ২২ আর যদি কেহ আপন পৈতৃক ভূমি ব্যতিরেকে ক্রীত ভূমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র করে, ২৩ তবে যাজক তোমার নিরূপিত মূল্যানুসারে মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেয় রূপা গণনা করিলে সে তদ্দিবসে তোমার নিরূপিত মূল্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র করিয়া নিবেদন করিবে। ২৪ মহোৎসব বৎসরে সেই ভূমি বিক্রেতার হস্তে অর্থাৎ ভূম্যধিকারির হস্তে পুনর্দত্ত হইবে। ২৫ এবং তোমার নিরূপিত সমস্ত মূল্য পবিত্র শেকলনুসারে হইবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়।

২৬ আর পরমেশ্বরকে দাতব্য যে প্রথমজাত পশুবৎস, তাহাকে কেহই পবিত্র করিতে পারিবে না; গোরু কিম্বা মেষ হউক, তাহা পরমেশ্বরের। ২৭ যদি তাহা অশুচি পশুর মধ্যে হয়, তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারে, মুক্ত না হইলে তাহা তোমার নিরূপিত মূল্যেতে বিক্রীত হইতে পারে।

২৮ আর মনুষ্য আপন সর্ব্বস্বহইতে, অর্থাৎ

মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ভূমিহইতে যে কিছু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বর্জন করে, তাহা বিক্রীত কিম্বা মুক্ত হইবে না; কেননা প্রত্যেক বর্জিত বস্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে অতি পবিত্র। [২৯] মনুষ্যদের মধ্যে যে কেহ বর্জ্জিত হয়, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে না; সে নিতান্ত হত হইবে।

[৩০] এবং ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল হউক, ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ পরমেশ্বরের হইবে; তাহাই পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র। [৩১] এবং যদি কেহ আপন দশমাংশহইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তাহার মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে। [৩২] আর গোরু কিম্বা পশুপালের দশমাংশ, অর্থাৎ পাঁচনির নীচে দিয়া যাহা যায়, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে। [৩৩] তাহা ভাল কি মন্দ, ইহার অনুসন্ধান করিবে না, ও তাহার পরিবর্ত্ত করিবে না; কিন্তু সে যদি কোন প্রকারে তাহার পরিবর্ত্ত করে, তবে তাহা ও তাহার বিনিময় উভয় পবিত্র হইবে, তাহা মুক্ত করা যাইবে না। [৩৪] পরমেশ্বর সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে মূসাকে এই সকল আজ্ঞা দিলেন।

গণনাপুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত চতুর্থ পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ লোককে গণনা করিতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা, ৫ ও প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের নাম, ১৭ ও লোকদের গণনা করণ, ২০ ও প্রত্যেক বংশের সংখ্যা, ৪৭ ও লেবীয় বংশের গণিত না হওন।

[১] অপর মিসরদেশহইতে ইস্রায়েলবংশের বহিরাগমনের দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে পরমেশ্বর সীনয় প্রান্তরে মণ্ডলীর আবাসে মূসাকে কহিলেন, [২] তোমরা লোকদের কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে ও নামসংখ্যানুসারে ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা কর। [৩] বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ও ততোধিক বর্ষ বয়স্ক যত পুরুষ ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য হয়, তাহাদের সৈন্যানুসারে তুমি ও হারোণ তাহাদের সংখ্যা কর। [৪] এবং প্রত্যেক বংশহইতে এক২ জন অর্থাৎ আপন২ পিতৃ বংশের প্রধান লোক তোমাদের সহকারী হইবে।

[৫] আর যাহারা তোমাদের সহকারী হইবে, তাহাদের এই২ নাম। রূবেন বংশের মধ্যে শিদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর। [৬] ও শিমিয়োন বংশের মধ্যে সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল্। [৭] ও যিহূদা বংশের মধ্যে অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্। [৮] ও ইষাখর্ বংশের মধ্যে সূয়ারের পুত্র নিথনেল্। [৯] ও সিবূলূন বংশের মধ্যে হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্। [১০] ও যূষফের সন্তানদের মধ্যে ইফ্রয়িম বংশীয় অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা, ও মিনশি বংশীয় পিদাহসূরের পুত্র গমিলীয়েল্। [১১] ও বিন্যামীন বংশের মধ্যে গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্। [১২] ও দান বংশের মধ্যে অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর্। [১৩] ও আশের বংশের মধ্যে অক্রণের পুত্র পগীয়েল্। [১৪] ও গাদ বংশের মধ্যে দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্। [১৫] ও নপ্তালি বংশের মধ্যে ঐননের পুত্র অহীর্। [১৬] ইহারা আপন২ পিতৃবংশের মধ্যে প্রধান এবং ইস্রায়েল্ বংশের সহস্রপতি ও মণ্ডলীতে মনোনীত লোক ছিল।

[১৭] তখন মূসা ও হারোণ পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট লোকদিগকে সঙ্গে লইল। [১৮] এবং দ্বিতীয় মাসের প্রথমে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া মস্তকগণনাতে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বর্ষ বয়স্ক লোকদের নামসংখ্যানুসারে সকলের কুল ও পিতৃবংশ বিশেষ করিয়া লিখিল। [১৯] এই রূপে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সীনয় প্রান্তরে তাহাদিগকে গণনা করিল।

[২০] ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রূবেন্, তাহার বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [২১] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম গণনাতে রূবেন্ বংশের গণিত লোকেরা ছেচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।

[২২] আর শিমিয়োন বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [২৩] বিং-

শতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম গণনাতে শিমিয়োন বংশের গণিত লোকেরা উনষষ্টি সহস্র তিন শত জন হইল।

[২৪] আর গাদ বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [২৫] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে গাদ্ বংশের গণিত লোকেরা পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ জন হইল।

[২৬] আর যিহূদা বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [২৭] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে যিহূদা বংশের গণিত লোকেরা চোয়াত্তর সহস্র ছয় শত জন হইল।

[২৮] আর ইষাখর্ বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [২৯] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে ইষাখর বংশের গণিত লোকেরা চোয়ান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।

[৩০] আর সিবূলূন্ বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [৩১] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে সিবূলূন্ বংশের গণিত লোকেরা সাতান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।

[৩২] আর যূষফের সন্তানদের মধ্যে ইফ্রয়িম বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [৩৩] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে ইফ্রয়িম বংশের গণিত লোকেরা চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।

[৩৪] আর মিনশি বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [৩৫] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে মিনশি বংশের গণিত লোকেরা বত্রিশ সহস্র দুই শত জন হইল।

[৩৬] আর বিন্যামীন্ বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [৩৭] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে বিন্যামীন্ বংশের গণিত লোকেরা পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত জন হইল।

[৩৮] আর দান্ বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [৩৯] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে দান্ বংশের গণিত লোকেরা বাষট্টি সহস্র সাত শত জন হইল।

[৪০] আর আশের বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [৪১] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে আশের বংশের গণিত লোকেরা একচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।

[৪২] আর নপ্তালি বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। [৪৩] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে নপ্তালি বংশের গণিত লোকেরা তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।

[৪৪] এই সকল লোকেরা মূসা ও হারোণকর্তৃক, এবং এক২ পিতৃবংশের এক২ জন, ইস্রায়েল বংশের এমত বারো জন অধ্যক্ষ কর্তৃক গণিত হইল। [৪৫] ইস্রায়েলবংশীয় তাবৎ পিতৃবংশের মধ্যে বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে [৪৬] গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ ছিল।

[৪৭] লেবীয়েরা আপন২ পিতৃবংশানুসারে তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না। [৪৮] কেননা পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, [৪৯] তুমি কেবল লেবি বংশের গণনা করিও না, এবং ইস্রায়েল বংশের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা লইও না। [৫০] কিন্তু সাক্ষ্যের আবাস ও তাহার সকল পাত্র ও তাহার সমস্ত দ্রব্য বিষয়ে লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিও; তাহারা আবাস ও তাহার সমস্ত পাত্র বহিবে ও তাহার সেবা করিবে, ও আবাসের চারি দিগে আপন শিবির স্থাপন করিবে। [৫১] এবং আবাস লইয়া যাওন সময়ে লেবীয়েরা তাহা নামাইবে; ও আবাস স্থাপনের সময়ে লেবীয়েরা তাহা উঠাইবে, এবং অন্যবংশীয়েরা তাহার নিকটে গেলে হত হইবে। [৫২] ইস্রায়েল বংশ আপন২ সৈন্যানুসারে শিবির করিয়া আপন২ ধ্বজার সমীপে বাস করিবে। [৫৩] কিন্তু ইস্রায়েল বংশের মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ না ঘটে, এই নিমিত্তে লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবাসের চতুর্দ্দিগে আপন শিবির স্থাপন করিবে, এবং লেবীয় লোকেরা সাক্ষ্যের আবাস রক্ষা করিবে। [৫৪] পরে ইস্রায়েল বংশ মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিল; সকলি সেই রূপ করিল।

২ অধ্যায়।

ইস্রায়েল বংশের শিবির স্থাপনের নিয়ম।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] ইস্রায়েল বংশের প্রত্যেক জন আপন২ পিতৃবংশের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজার নিকটে শিবির স্থাপন করিবে; তাহারা মণ্ডলীর আবাসের সমীপে চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিবে।

[৩] পূর্ব্বদিগে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়দিগে যিহূদার শিবিরস্থ ধ্বজার অনুগামি লোকেরা আপন২

সৈন্যানুসারে শিবির স্থাপন করিবে; এবং অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ যিহূদা বংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [৪] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে চোয়াত্তর সহস্র ছয় শত লোক। [৫] তাহাদের পার্শ্বে ইষাখর বংশ শিবির স্থাপন করিবে, এবং সূয়ারের পুত্র নিথনেল্ ইষাখর বংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [৬] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে চোয়ান্ন সহস্র চারি শত লোক। [৭] তাহাদের পার্শ্বে সিবূলূনের বংশ থাকিবে; হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ সিবূলূনবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [৮] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সাতান্ন সহস্র চারি শত লোক। [৯] অতএব যিহূদার তাবৎ শিবিরে যাহারা গণিত হইল, তাহারা আপন ২ সৈন্যানুসারে এক লক্ষ ছেয়াশী সহস্র চারি শত লোক; তাহারা প্রথমে অগ্রসর হইবে।

[১০] আর দক্ষিণদিগে রূবেণের শিবিরস্থ ধ্বজার অনুগামি লোকেরা আপন ২ সৈন্যানুসারে শিবির স্থাপন করিবে, এবং শিদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর রূবেণবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [১১] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে ছেচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত লোক। [১২] তাহাদের পার্শ্বে শিমিয়োন বংশ শিবির স্থাপন করিবে, এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল শিমিয়োনবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [১৩] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে উনষষ্টি সহস্র তিন শত লোক। [১৪] তাহাদের পার্শ্বে গাদ বংশ থাকিবে, এবং দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গাদ্ বংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [১৫] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ লোক। [১৬] অতএব রূবেণের তাবৎ শিবিরে যাহারা গণিত হইল, তাহারা আপন ২ সৈন্যানুসারে এক লক্ষ একান্ন সহস্র চারি শত পঞ্চাশ লোক; তাহারা দ্বিতীয় পংক্তিতে অগ্রসর হইবে।

[১৭] পরে মণ্ডলীর আবাস প্রভৃতি লেবীয়দের শিবির সমস্ত শিবিরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইবে, প্রত্যেক জন যেমন আপন ২ ধ্বজার নিকটে শিবির স্থাপন করে, সেই রূপে গমন করিবে।

[১৮] আর পশ্চিমদিগে ইফ্রয়িমের শিবিরস্থ ধ্বজার অনুগামি লোকেরা আপন ২ সৈন্যানুসারে শিবির স্থাপন করিবে, এবং অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা ইফ্রয়িমবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [১৯] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত লোক। [২০] তাহাদের পার্শ্বে মিনশি বংশ থাকিবে, এবং পিদাহসূরের পুত্র গমিলীয়েল্ মিনশিবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [২১] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে বত্রিশ সহস্র দুই শত লোক। [২২] তাহাদের পার্শ্বে বিন্যামীন বংশ থাকিবে, এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যামীনবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [২৩] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত লোক। [২৪] অতএব ইফ্রয়িমের তাবৎ শিবিরের গণিত লোক আপন ২ সৈন্যানুসারে এক লক্ষ আট সহস্র এক শত জন; তাহারা তৃতীয় পংক্তিতে অগ্রসর হইবে।

[২৫] আর উত্তরদিগে দানের শিবিরস্থ ধ্বজার অনুগামি লোকেরা আপন ২ সৈন্যানুসারে শিবির স্থাপন করিবে, এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর দানবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [২৬] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে বাষট্টি সহস্র সাত শত লোক। [২৭] তাহাদের পার্শ্বে আশেরের বংশ শিবির স্থাপন করিবে, এবং অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ আশেরবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [২৮] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে এক চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত লোক। [২৯] তাহাদের পার্শ্বে নপ্তালি বংশ থাকিবে, এবং ঐননের পুত্র অহীর নপ্তালি বংশীয়দের সেনাপতি হইবে। [৩০] তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত লোক। [৩১] অতএব দানের তাবৎ শিবিরের গণিত লোক এক লক্ষ সাতান্ন সহস্র ছয় শত জন; তাহারা আপন ২ ধ্বজা লইয়া পশ্চাদ্গামী হইবে।

[৩২] ইস্রায়েল বংশের পিতৃবংশানুসারে গণিত লোক, অর্থাৎ সৈন্যানুসারে তাবৎ শিবিরস্থ লোক ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত। [৩৩] কিন্তু মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে লেবীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে গণিত হইল না। [৩৪] এবং ইস্রায়েল্ বংশীয় লোকেরা মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিত, বিশেষতঃ আপন ২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে আপন ২ ধ্বজার নিকটে শিবির স্থাপন করিত ও যাত্রা করিত।

৩ অধ্যায়।

১ হারোণের পুত্রদের কথা, ৫ ও লেবীয় লোকদের কথা, ২১ অর্থাৎ গের্শোনীয় লোকদের, ২৭ ও কিহাতীয় লোকদের, ৩৩ ও মিরারীয় লোকদের কথা, ৩৯ এবং লেবীয়দের ও প্রথমজাত লোকদের গণনা।

[১] সীনয় পর্ব্বতে যে দিবসে পরমেশ্বর মূসার সঙ্গে

কথা কহিলেন, সেই দিবসে হারোণের ও মূসার এই বংশাবলি। [২] হারোণের পুত্রগণের এই নাম; প্রথমজাত নাদব, পরে অবীহূ ও ইলিয়াসর ও ঈথামর। [৩] এই সকল হারোণ বংশীয় অভিষিক্ত এবং যাজকত্বপদে নিযুক্ত যাজকদের নাম; [৪] কিন্তু নাদব ও অবীহূ সীনয় প্রান্তরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অসাধারণ অগ্নি নিবেদন করিলে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল; তাহাদের সন্তান ছিল না; তাহাতে কেবল ইলিয়াসর ও ঈথামর আপন পিতা হারোণের সাক্ষাতে যাজন ক্রিয়া করিল।

[৫] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৬] তুমি লেবিবংশকে আনিয়া হারোণ যাজকের সম্মুখে উপস্থিত কর; তাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে। [৭] এবং আবাসের সেবার্থে মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে তাহার ও সমস্ত মণ্ডলীর পালনীয় পালন করিবে। [৮] এবং আবাসের সেবার্থে মণ্ডলীর আবাসের সমস্ত পাত্র ও ইস্রায়েল্ বংশের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। [৯] এবং তুমি লেবিদিগকে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান করিবা; কেননা তাহারা দত্ত লোক, অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে তাহার প্রতি দত্ত লোক। [১০] এবং তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আদেশ করিবা, ও তাহারা আপনাদের যাজকত্বপদ রক্ষা করিবে; অন্যজাতীয় যে কেহ নিকটবর্ত্তী হইবে, সে হত হইবে।

[১১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১২] দেখ, আমি ইস্রায়েল বংশের সমস্ত প্রথমজাত গর্ভফলের পরিবর্ত্তে তাহাদের মধ্যহইতে লেবিদিগকে গ্রহণ করিলাম; অতএব লেবিরাই আমার হইল। [১৩] কেননা প্রথমজাত সকল আমার হইয়াছে; যে দিনে আমি মিসর্‌দেশে সমস্ত প্রথমজাতকে প্রহার করিলাম, সেই দিনে মনুষ্যাবধি পশু পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাতকে আমার উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছিলাম; অতএব তাহা আমারই হইল; আমিই পরমেশ্বর।

[১৪] পরে সীনয় প্রান্তরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১৫] তুমি আপন ২ পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে লেবি বংশকে গণনা কর; এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকেই গণনা কর। [১৬] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের উক্ত আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে গণনা করিল। [১৭] লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি। [১৮] এবং আপন ২ কুলানুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম লিব্‌নি ও শিমিয়ি। [১৯] এবং আপন ২ কুলানুসারে কিহাতের সন্তানদের নাম অম্রাম্ ও যিয়্‌হর ও হিব্রোণ্ ও উষীয়েল। [২০] এবং আপন ২ কুলানুসারে মিরারির সন্তানদের নাম মহলি ও মূশি; এই সকল পিতৃবংশানুসারে লেবিদের কুল।

[২১] ঐ গের্শোন্‌হইতে লিব্‌নি বংশ ও শিমিয়ি বংশ উৎপন্ন হইল; ইহারা গের্শোনীয় বংশ। [২২] তখন এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে গণনা করিলে তাহারা সংখ্যাতে সাত সহস্র পাঁচ শত জন হইল। [২৩] এবং গের্শোনীয় বংশ পশ্চিমদিগে আবাসের পশ্চাদ্ভাগে শিবির স্থাপন করিত। [২৪] এবং লায়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গের্শোনীয়দের পিতৃবংশের প্রধান লোক ছিল। [২৫] এবং আবাস ও তাম্বু ও তাহার আচ্ছাদন ও মণ্ডলীর আবাসদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, [২৬] ও প্রাঙ্গণের যবনিকা সকল, এবং আবাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্‌স্থিত প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র ও তাবৎ সেবার্থক রজ্জু, মণ্ডলীর আবাস সম্বন্ধীয় এই সকল বস্ত্র গের্শোনীয় বংশের হস্তগত হইল।

[২৭] আর কিহাৎহইতে অম্রামীয় বংশ ও যিষ্‌হরীয় বংশ ও হিব্রোণীয় বংশ ও উষীয়েলীয় বংশ উৎপন্ন হইল; এ সকলেই কিহাতীয় বংশ। [২৮] ইহাদের মধ্যে এক মাসের অধিক বয়স্ক আট সহস্র ছয় শত পুরুষ পবিত্র স্থানের রক্ষক হইল। [২৯] এই কিহাতীয় বংশ দক্ষিণ দিগে আবাসের পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিত। [৩০] এবং উষীয়েলের পুত্র ইলীষাফন্ কিহাতীয়দের পিতৃবংশের প্রধান লোক ছিল। [৩১] এবং সিন্দুক ও মেজ ও দীপবৃক্ষ ও দুই বেদি ও পবিত্র স্থানের সেবার্থক পাত্র ও বিচ্ছেদবস্ত্র ও তৎসম্বন্ধীয় সকল দ্রব্য, এই সকল তাহাদের হস্তগত হইল। [৩২] এবং হারোণ যাজকের পুত্র ইলিয়াসর্ লেবি বংশের প্রধান হইয়া পবিত্র স্থানের রক্ষকদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিল।

[৩৩] আর মিরারিহইতে মহলীয় ও মূশীয় বংশ উৎপন্ন হইল; তাহারা মিরারীয় বংশ। [৩৪] ঐ বংশের এক মাসের অধিক বয়স্ক পুরুষ গণিত হইলে সংখ্যাতে ছয় সহস্র দুই শত লোক হইল। [৩৫] এবং অবীহয়িলের পুত্র সূরীয়েল্ মিরারি বংশের পিতৃগৃহের প্রধান হইল, ও তাহারা আবাসের উত্তরপার্শ্বে শিবির স্থাপন করিত। [৩৬] এবং আবাসের তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও তাহার সমস্ত পাত্র ও সেবার্থক সমস্ত দ্রব্য; [৩৭] ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ ও তাহার চুঙ্গি ও গোঁজ ও রজ্জু, এই সকল রক্ষার্থে মিরারি সন্তানদের হস্তগত হইল। [৩৮] মূসা ও হারোণ ও তাহার পুত্রগণ মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে পূর্ব্বপার্শ্বে থাকিয়া ইস্রায়েল্ বংশের পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষা করিত,

কিন্তু অন্যবংশীয় যে কোন লোক তাহার নিকটবর্ত্তী হইত, সে হত হইত।

[৩৯] মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে লেবি বংশের এক মাসের অধিক বয়স্ক পুরুষ সকলকে গণনা করিলে সংখ্যাতে বাইশ সহস্র লোক হইল। [৪০] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল্ বংশের এক মাসের অধিক বয়স্ক প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে গণনা কর, ও তাহাদের নামসংখ্যা কর। [৪১] এবং পরমেশ্বর যে আমি, আমারই অধিকারার্থে ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাত লোকের পরিবর্ত্তে লেবিদিগকে, এবং ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাত পশুর পরিবর্ত্তে লেবিদের পশুগণকে গ্রহণ কর। [৪২] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাত লোককে গণনা করিলে [৪৩] তাহাদের এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ নামসংখ্যাতে বাইশ সহস্র দুই শত তেয়াত্তর জন গণিত হইল। [৪৪] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৪৫] তুমি ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাত লোকের পরিবর্ত্তে লেবিদিগকে, ও তাহাদের পশুর পরিবর্ত্তে লেবিদের পশুগণকে গ্রহণ কর; লেবি বংশ আমারই লোক হইবে; আমিই পরমেশ্বর। [৪৬] এবং ইস্রায়েল্ বংশের প্রথমজাতদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যাতিরিক্ত যে দুই শত তেয়াত্তর মোক্তব্য লোক, [৪৭] তাহাদের একং জনের পরিবর্ত্তে পবিত্র শেকলনুসারে পাঁচ২ শেকল্ লইবা; বিংশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়। [৪৮] এবং তুমি সেই সংখ্যাতিরিক্ত মোক্তব্য লোকদের রৌপ্য মূল্য হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে দিবা। [৪৯] তাহাতে লেবিদের দ্বারা মুক্ত লোক ব্যতিরেকে যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের মুক্তির মূল্য রূপা মূসা লইল। [৫০] অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশের প্রথমজাত লোকহইতে পবিত্র শেকলের পরিমাণে এক সহস্র তিন শত পঁয়ষট্টি শেকল্ রূপা লইল। [৫১] এবং মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মুক্ত লোকদের রূপা লইয়া হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে দিল।

৪ অধ্যায়।

১ কিহাতীয় লোকদের সেবার্থে বয়সের নির্ণয়, ৪ ও তাহাদের আবাসাদি বহন কর্ম্মের নির্ণয়, ১৬ ও যাজকদের কর্ম্মের নির্ণয়, ১৭ ও পবিত্র বস্তু অনাচ্ছাদিত হইলে আবাসে যাইতে কিহাতীয় লোকদের প্রতি নিষেধ, ২১ ও গের্শোনীয় লোকদের বয়স ও সেবার নির্ণয়, ২৯ ও মিরারীয় লোকদের বিষয়ে কথা, ৩৪ ও কিহাতীয় লোকদের সংখ্যা, ৩৮ ও গের্শোনীয় লোকদের সংখ্যা, ৪২ ও মিরারীয় লোকদের সংখ্যা।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] তুমি লেবি বংশের মধ্যে আপন২ কুল ও পিতৃবংশানুসারে কিহাৎবংশীয় লোকদিগকে [৩] অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যত লোক মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর।

[৪] মণ্ডলীর আবাসের অতি পবিত্র স্থানের বিষয়ে কিহাৎ বংশের এই ২ কর্ম্ম। [৫] যখন তাবৎ শিবির অগ্রসর হইবে, তৎকালে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইয়া তিরস্করিণীরূপ আবরণ নামাইয়া তাহাদ্বারা সাক্ষ্যসিন্দুক ঢাকিবে, [৬] ও তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, ও তাহার উপরে এক সম্পূর্ণ নীলবর্ণের বস্ত্র দিবে, ও তাহার মধ্যে সাইঙ্গ পরাইবে। [৭] পরে দর্শনীয় রুটীর মেজের উপরে এক নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিবে, ও তাহার উপরে থাল ও চমস ও বাটি ও ঢালিবার পাত্র রাখিবে, এবং নিত্য রুটী তাহার উপরে থাকিবে। [৮] সেই সকলের উপরে তাহারা এক রক্তবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিবে, এবং তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়া তাহা ঢাকিবে, ও মেজে সাইঙ্গ পরাইবে। [৯] পরে এক নীলবর্ণ বস্ত্র লইয়া দীপবৃক্ষ ও তাহার দীপ ও প্রদীপ ও গুলদান ও গুলত্রাস ও তাহার সেবার্থক সমস্ত তৈলপাত্র আচ্ছাদন করিবে। [১০] এবং তাহা ও তাহার পাত্র তহশ চর্ম্মের এক আচ্ছাদনেতে রাখিয়া সাইঙ্গের উপরে রাখিবে। [১১] পরে তাহারা স্বর্ণময় বেদির উপরে নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, এবং তাহাতে সাইঙ্গ পরাইবে। [১২] পরে তাহারা পবিত্র স্থানের সেবার্থক তাবৎ পাত্র লইয়া নীলবর্ণ বস্ত্রের মধ্যে রাখিবে, এবং তহশচর্ম্ম দিয়া তাহা ঢাকিয়া সাইঙ্গের উপরে রাখিবে। [১৩] এবং বেদিহইতে ভস্ম ফেলিয়া তাহার উপরে বাগুণীয় রঙ্গের বস্ত্র পাতিবে। [১৪] তাহার উপরে তাহার সেবার্থক সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ অগ্নিপাত্র ও ত্রিশূল ও হাতা ও বাটি প্রভৃতি বেদির সমস্ত পাত্র রাখিবে; পরে তাহারা তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়া তাহাতে সাইঙ্গ পরাইবে। [১৫] এই রূপে শিবিরের অগ্রসরণ সময়ে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ পবিত্র স্থান ও পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্রের আচ্ছাদন সাঙ্গ করিলে পরে কিহাতের বংশ তাহা বহন করিতে ভিতরে আসিবে; কিন্তু তাহাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে তাহারা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না। মণ্ডলীর আবাসে কিহাতের বংশের এই ভার হইবে।

১৬ আর পবিত্র স্থান ও তাহার পাত্রের মধ্যে দীপার্থক তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ও দিবসিক নৈবেদ্য ও অভিষেকার্থ তৈল এবং আবাস ও তাহার সকল দ্রব্য, এই সকল হারোণ যাজকের পুত্র ইলিয়াসর যাজকের হস্তগত থাকিবে।

১৭ পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, ১৮ তোমরা লেবিদের মধ্যহইতে কিহাতীয় বংশকে উচ্ছিন্ন করাইও না। ১৯ কিন্তু তাহাদের [illegible] যেন না হয়, বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্তে [illegible] হারা যখন অতি পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাদের প্রতি এমত কর, হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেক জনকে আপন২ সেবাতে ও কার্য্যেতে নিযুক্ত করিবে। [illegible] কিন্তু তাহাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে তাহারা এক নিমিষও পবিত্র বস্তু দেখিতে ভিতরে যাইবে না।

২১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২২ তুমি আপন২ পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে গের্শোনীয়দের সংখ্যা গ্রহণ কর। ২৩ ফলতঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। ২৪ কেননা সেবা ও ভার বহন কর্ম্মে গের্শোনীয় বংশদের কার্য্য এই। ২৫ তাহারা আবাসের যবনিকা সকল ও তাহার আচ্ছাদন অর্থাৎ মণ্ডলীর তাম্বু ও তাহার উপরিস্থ তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন ও মণ্ডলীর আবাসদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র; ২৬ ও প্রাঙ্গণের যবনিকা, এবং আবাসের ও বেদির চতুর্দ্দিকস্থিত প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, ও তাহার রজ্জু ও তাহার সেবার্থক সমস্ত পাত্র বহিবে; এবং এই সকলেতে যে২ কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। ২৭ এবং গের্শোনীয় বংশ আপন২ ভারানুসারে ও সেবানুসারে যে কোন কর্ম্ম করে, তাহা হারোণ ও তাহার পুত্রগণের আজ্ঞানুসারে করিবে; তোমরা সেই সমস্ত ভারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবা। ২৮ মণ্ডলীর আবাসে গের্শোনীয় বংশের এই সেবা, এবং তাহাদের কর্ম্ম হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।

২৯ পরে তুমি আপন২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে মিরারীয় বংশের লোকদিগকে গণনা কর। ৩০ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। ৩১ এবং মণ্ডলীর আবাসে তাহাদের সেবানুসারে এই সকল ভার তাহাদের রক্ষণীয় হইবে; আবাসের তক্তা ও তাহার অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি, ৩২ ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থিত স্তম্ভ ও তাহার চুঙ্গি ও গোঁজ ও রজ্জু ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত পাত্র ও কার্য্য। তাহাদের রক্ষণীয় ভারের এই সকল দ্রব্য তোমরা নামদ্বারা গণনা করিবা। ৩৩ মণ্ডলীর আবাসে মিরারীয় বংশের কর্ত্তব্য এই যে সেবা, ইহা হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।

৩৪ পরে মূসা ও হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ আপন২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে কিহাতীয় বংশের ৩৫ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহাদিগকে গণনা করিল। ৩৬ তাহাতে তাহাদের কুলানুসারে গণিত দুই সহস্র সাত শত পঞ্চাশ জন হইল। ৩৭ মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা ও হারোণ কিহাতীয় বংশের মধ্যে মণ্ডলীর আবাসে সেবাকারি এই সকল লোককে গণনা করিল।

৩৮ গের্শোনীয় বংশের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত ৩৯ যাহারা মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা আপন২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে গণিত হইল। ৪০ এবং আপন২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে গণিত হইলে দুই সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন হইল। ৪১ মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে গের্শোনীয় বংশের মধ্যে মণ্ডলীর আবাসে সেবাকারি এই সকল লোককে গণনা করিল।

৪২ মিরারীয় বংশের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত ৪৩ যাহারা মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহারা আপন২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে গণিত হইল। ৪৪ এবং আপন২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে গণিত হইলে সংখ্যাতে তিন সহস্র দুই শত লোক ছিল। ৪৫ মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা ও হারোণ মিরারীয় বংশের এই সকলকে গণনা করিল। ৪৬ এই রূপে মূসা ও হারোণ ও ইস্রায়েল্ বংশের অধ্যক্ষগণকর্তৃক লেবীয় বংশের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত ৪৭ যাহারা মণ্ডলীর আবাসের সেবা কর্ম্ম ও ভার বহন কর্ম্ম করণের যোগ্য ছিল, তাহারা আপন২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে গণিত হইল। ৪৮ গণিত হইলে তাহারা আট সহস্র পাঁচ শত আশী জন ছিল। ৪৯ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাহারা প্রত্যেক জন মূসাকর্তৃক আপন২ সেবাতে ও ভারেতে নিযুক্ত হইল। এই রূপে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহারা গণিত হইল।

৫ অধ্যায়।

১ শিবিরহইতে অশুচি লোকদিগকে দূর করণ, ৫ ও ক্ষতি প্রযুক্ত পরিশোধ করণের বিধি, ১১ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামির ক্রোধ হইলে স্ত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি প্রত্যেক কুষ্ঠিকে ও প্রত্যেক প্রমেহিকে ও শবস্পর্শে অশুচি সমস্ত প্রাণিকে শিবিরহইতে বাহির করিতে ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা কর। [৩] তোমরা পুরুষ ও স্ত্রীকে বাহির কর; তাহাদিগকে শিবিরহইতে বাহির কর। যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস করি, তাহারা তাহা অশুচি না করুক। [৪] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ সেই রূপে তাহাদিগকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল; মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানেরা এই কর্ম্ম করিল।

[৫] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৬] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হউক, যে কেহ মনুষ্যদের মধ্যে চলিত কোন পাপ করিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অপরাধী হয়, সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে। [৭] তাহাতে সে আত্মকৃত পাপ স্বীকার করিবে, ও আপন দোষ প্রযুক্ত তাহার মূলদ্রব্য ও তাহার পঞ্চাংশের এক অংশ অধিক দিয়া যাহার প্রতিকূলে দোষ করিয়াছে, তাহাকে দিবে। [৮] কিন্তু যাহাকে দোষের পরিশোধ দিতে পারে, তাহার এমত জ্ঞাতি যদি না থাকে, তবে সেই দোষের পরিশোধ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যাজককে দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন যাহাদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই দোষার্থক মেষবলিও দিতে হইবে। [৯] এবং ইস্রায়েল্ বংশেরা যত পবিত্র বস্তু যাজকের কাছে আনে, সেই সকলের উত্তোলনীয় উপহার তাহার হইবে। [১০] অর্থাৎ পবিত্র বস্তু যাহাকর্তৃক নিবেদিত হয়, তাহারই হইবে; এবং মনুষ্য যে কোন বস্তু যাজককে দেয়, তাহা তাহার হইবে।

[১১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, কোন লোকের স্ত্রী যদি অত্যাচার করিয়া তাহার প্রতিকূলে অপরাধিনী হয়, [১৩] অর্থাৎ সে যদি স্বামির দৃষ্টির অগোচরে গুপ্তভাবে পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া অশুচি হয়, ও তাহার বিপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে, ও সে ধরা না পড়ে; [১৪] এবং ভার্য্যা অশুচি হইলে স্বামী যদি অন্তর্জ্বালা বশতঃ তাহার প্রতি জ্বলে; কিম্বা ভার্য্যা অশুচি না হইলে যদি অন্তর্জ্বালা বশতঃ তাহার প্রতি জ্বলে; [১৫] তবে সে স্বামী আপন ভার্য্যাকে যাজকের নিকটে আনিবে; এবং তাহার নিমিত্তে ভক্ষ্য নৈবেদ্য অর্থাৎ ঐফার দশমাংশ যবের সুজি আনিবে, কিন্তু তাহার উপরে তৈল ঢালিবে না ও কুন্দুরু দিবে না, কেননা তাহা অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য, অর্থাৎ অপরাধস্মারক স্মরণার্থক নৈবেদ্য। [১৬] পরে যাজক সেই স্ত্রীকে লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। [১৭] এবং যাজক মৃৎপাত্রে পবিত্র জল রাখিয়া আবাসের মাঝিয়ার কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া সেই জলে দিবে। [১৮] পরে যাজক ঐ স্ত্রীকে পরমেশ সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহার মস্তক অনাবৃত করিয়া ঐ স্মরণার্থক নৈবেদ্য অর্থাৎ অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য তাহার হস্তে দিবে, এবং যাজকের হস্তে শাপদায়ক তিক্ত জল থাকিবে। [১৯] এবং যাজক দিব্য করাইয়া ঐ স্ত্রীকে কহিবে, কোন পুরুষ যদি তোমাতে উপগত না হইয়া থাকে, এবং তুমি আপন স্বামির বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়া অশুচি ক্রিয়া না করিয়া থাক, তবে এই শাপদায়ক তিক্ত জল তোমাতে নিষ্ফল হউক। [২০] কিন্তু যদি তুমি আপন স্বামির বিরুদ্ধে অত্যাচার ও অশুচি ক্রিয়া করিয়া থাক, ও তোমার স্বামি বিনা অন্য কোন পুরুষ যদি তোমাতে উপগত হইয়া থাকে, [২১] তবে পরমেশ্বর তোমার উরু পচাইয়া তোমার উদর স্ফীত করিয়া তোমার লোকদের মধ্যে তোমাকে শাপের ও দিব্যের ফল ভোগ করাউন; [২২] তাহাতে এই শাপদায়ক জল তোমার উদর স্ফীত করিতে ও উরু পচাইতে তোমার উদরে প্রবেশ করুক; এই সকল কথা কহিয়া যাজক শাপদায়ক দিব্যেতে সেই স্ত্রীকে দিব্য করাইবে; তাহাতে সে স্ত্রী 'এমন হউক, এমন হউক' কহিবে। [২৩] এবং যাজক সেই শাপের কথা পুস্তকে লিখিয়া ঐ তিক্ত জলে মুছিয়া ফেলিবে। [২৪] পরে সেই শাপদায়ক তিক্ত জল ঐ স্ত্রীকে পান করাইবে; তাহাতে সেই জল তিক্তরূপে তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইবে। [২৫] ফলতঃ যাজক ঐ স্ত্রীর হস্তহইতে অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলন করিয়া বেদির উপরে নিবেদন করিবে। [২৬] পরে যাজক সেই নৈবেদ্যের এক অর্থাৎ তৎস্মরণার্থক অংশ গ্রহণ করিয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিয়া ঐ স্ত্রীকে সেই জল পান করাইবে। [২৭] অপর স্ত্রীকে জল পান করাইলে সে যদি আপন স্বামির প্রতিকূলে কুকর্ম্ম করিয়া অশুচি হইয়া থাকে, তবে সেই শাপদায়ক জল তাহার মধ্যে তিক্তরূপে প্রবিষ্ট হইবে, ও তাহার উদর স্ফীত হইবে, ও উরুদেশ পচিয়া যাইবে; এই রূপে সে স্ত্রী আপন লোকদের মধ্যে শাপের ফল ভোগ করিবে। [২৮] আর যদি সে স্ত্রী অশুচি

না হইয়া শুচি হইয়া থাকে, তবে সে মুক্তা হইবে, ও গর্ব্ভধারণ করিবে। [২৯] অন্তর্জ্বালা বিষয়ক এই ব্যবস্থা। স্ত্রীলোক স্বামির বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়া অশুচি হইলে, [৩০] কিম্বা স্বামী অন্তর্জ্বালা বশতঃ আপন ভার্য্যার প্রতি অবিলিপ্ত যদি সেই স্ত্রীকে পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করে, তবে যাজক তদ্বিষয়ে এই ব্যবস্থা পালন করিবে; [৩১] তাহাতে স্বামী অপরাধহইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু সে স্ত্রী আপন অপরাধ ভোগ করিবে।

৬ অধ্যায়।

১ নাসরীয় ব্রত পালন করণের ব্যবস্থা, ১৩ ও নাসরীয় ব্রত সমাপ্ত করণের ব্যবস্থা, ২২ ও লোকদের প্রতি আশীর্ব্বাদ করণের কথা।

[১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পরমেশ্বরের উদ্দেশে পৃথক্কৃত হইবার জন্যে যদি নাসরীয় ব্রত করিতে মনস্থ করে, [৩] তবে সে দ্রাক্ষারস ও সুরাহইতে পৃথক্ থাকিবে, অর্থাৎ দ্রাক্ষারস ও সুরা প্রভৃতি কোন মাতারস পান করিবে না, এবং দ্রাক্ষাফলোৎপন্ন কোন পেয় পান করিবে না, এবং কাঁচা কি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল খাইবে না। [৪] পৃথক্স্থিতির তাবৎ সময়ে সে দ্রাক্ষাফলদ্বারা প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভোগ করিবে না, তাহার বীজাবধি ত্বক্ পর্য্যন্ত কিছুই খাইবে না। [৫] এবং ব্রতানুযায়ি পৃথক্স্থিতির তাবৎ সময়ে তাহার মস্তকে ক্ষুরস্পর্শ হইবে না; পরমেশ্বরের উদ্দেশে পৃথক্স্থিতির দিনসংখ্যা যাবৎ সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে পবিত্র থাকিবে ও আপন কেশগুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে দিবে। [৬] এবং যাবৎ পরমেশ্বরের উদ্দেশে পৃথক্ থাকে, তাবৎ কোন শবের নিকটে যাইবে না। [৭] তাহার পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী যদি মরে, তথাপি সে আপনাকে অশুচি করিবে না; কেননা তাহার মস্তকেতে তাহার ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃথক্স্থিতির চিহ্ন আছে। [৮] পৃথক্স্থিতির সমস্ত দিন সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র লোক। [৯] আর যদ্যপি কোন মনুষ্য হঠাৎ তাহার নিকটে মরাতে সে পৃথক্স্থিতির চিহ্নবিশিষ্ট আপনার মস্তক অশুচি করে, তবে সে শুচি হওন দিবসে আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে, অর্থাৎ সপ্তম দিবসে তাহা মুণ্ডন করিবে। [১০] এবং অষ্টম দিবসে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতবৎস মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে যাজকের কাছে আনিবে। [১১] এবং যাজক তাহাদের এককে প্রায়শ্চিত্তার্থে ও অন্যকে হোমার্থে নিবেদন করিয়া শবজন্য তাহার পাপ প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এবং সেই দিনে সে আপন মস্তক পবিত্র করিয়া [১২] তদবধি পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন পৃথক্স্থিতির সমস্ত দিবস পূর্ণ করিবে, এবং দোষার্থে একবর্ষীয় এক মেষবৎস বলি আনিবে, কিন্তু পৃথক্স্থিতির অশৌচ প্রযুক্ত তাহার পূর্ব্বগত সকল দিন বৃথা হইবে।

[১৩] অপর পৃথক্স্থিতির দিবস সম্পূর্ণ হইলে পর নাসরীয় ব্রতের এই রূপ ব্যবস্থা; প্রথমে ব্রতকারী মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে আনীত হইবে। [১৪] পরে সে হোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষবৎস ও প্রায়শ্চিত্তার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও মঙ্গলার্থে এক নির্দ্দোষ মেষ; [১৫] ও তাড়ীশূন্য রুটীতে পূর্ণ এক চুপড়ি ও তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজির পিষ্টক ও তাড়ীশূন্য তৈলাক্ত সূক্ষ্ম পিষ্টক ও তাহার উপযুক্ত ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এই সকল পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করিবে। [১৬] এবং যাজক পরমেশ্বরের সম্মুখে এই সকল আনিয়া প্রায়শ্চিত্তবলি ও হোমবলি উৎসর্গ করিবে। [১৭] পরে তাড়ীশূন্য রুটীর চুপড়ির সহিত মঙ্গলার্থক মেষবলি পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে; পরে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। [১৮] এবং নাসরীয় লোক মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে আপন পৃথক্স্থিতির চিহ্নস্বরূপ মস্তক মুণ্ডন করিয়া পৃথক্স্থিতির চিহ্ন যে মস্তকের কেশ, তাহা লইয়া মঙ্গলার্থক বলির অধঃস্থিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। [১৯] এবং নাসরীয় লোকের পৃথক্স্থিতির মস্তক মুণ্ডনের পরে যাজক জলে সিদ্ধ মেষের স্কন্ধ ও চুপড়িহইতে একটা তাড়ীশূন্য রুটী ও একটা তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম পিষ্টক লইয়া তাহার হস্তে দিবে। [২০] এবং যাজক সে সকল আন্দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দোলাইবে; তাহাতে আন্দোলনীয় বক্ষ ও উত্তোলনীয় স্কন্ধের সহিত তাহা যাজকের উদ্দেশে পবিত্র হইবে; পরে নাসরীয় লোক দ্রাক্ষারস পান করিতে পারিবে। [২১] নাসরীয় ব্রতকারি মনুষ্যের এবং পৃথক্স্থিতি জন্য পরমেশ্বরকে দাতব্য তাহার নৈবেদ্যের এই ব্যবস্থা; এতদ্ব্যতিরেকে সে আপন সংস্থানানুসারে যে কিছু দিতে মানত করিয়াছে তাহাও দিবে, এবং পৃথক্স্থিতির এই ব্যবস্থাও মানিবে।

[২২] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২৩] তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহ; তোমরা ইস্রায়েল্ বংশকে আশীর্ব্বাদ করণ সময়ে এই রূপ কহিবা, [২৪] পরমেশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রক্ষা করুন। [২৫] পরমেশ্বর তো-

মার প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন। [২৬] পরমেশ্বর তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তোমাকে শান্তি দিউন। [২৭] এই রূপে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের উপরে আমার নামের অবস্থিতি করাইবে, তাহাতে আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।

৭ অধ্যায়।

১ আবাস ও বেদির নিমিত্তে তাবৎ অধ্যক্ষদের নৈবেদ্য, ৮৯ ও সাক্ষ্যসিন্দুকহইতে মূসার সহিত পরমেশ্বরের কথা।

[১] পরে যে দিবসে মূসা আবাস স্থাপন করিয়া তাহা ও তাহার সকল পাত্র এবং বেদি ও তাহার সকল পাত্র অভিষেক করিয়া পবিত্র করিল, সেই দিবসে তাহার অভিষেকের ও পবিত্রীকৃত হওনের পরে [২] ইস্রায়েলের প্রধান পিতৃবংশাধ্যক্ষগণ, অর্থাৎ গণিতদের উপরে নিযুক্ত বংশাধ্যক্ষগণ নৈবেদ্য আনিল। [৩] ফলতঃ তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্যার্থে ছয় শকট ও দ্বাদশ বলদ, অর্থাৎ দুই ২ অধ্যক্ষ এক ২ শকট ও এক ২ জন এক ২ বলদ আনিয়া আবাসের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

[৪] তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৫] তুমি তাহাদের হইতে তাহা লইবা, এবং সে সকল মণ্ডলীর আবাসের কর্ম্মের নিমিত্তে হইবে, ও তুমি সে সকল লেবিদিগকে দিবা; অর্থাৎ এক ২ বংশকে আপন ২ সেবানুসারে দিবা। [৬] পরে মূসা সেই শকট ও বলদ লইয়া লেবিদিগকে দিল। [৭] ফলতঃ গের্শোনীয় বংশকে তাহাদের সেবানুসারে দুই শকট ও চারি বলদ, [৮] এবং মিরারীয় বংশকে তাহাদের সেবানুসারে অবশিষ্ট চারি শকট ও আট বলদ দিয়া হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তে সমর্পণ করিল। [৯] কিন্তু কিহাতীয় বংশকে কিছুই দিল না, কেননা পবিত্র স্থানের সকল সামগ্রী স্কন্ধে করিয়া বহন করা তাহাদের সেবা ছিল।

[১০] অপর বেদির অভিষেকদিবসে অধ্যক্ষগণ তাহা পবিত্র করণার্থে বেদির সম্মুখে নৈবেদ্য আনিল। [১১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এক ২ অধ্যক্ষ এক ২ দিবসে বেদি পবিত্র করণার্থক আপন ২ নৈবেদ্য নিবেদন করুক।

[১২] তাহাতে প্রথম দিবসে যিহূদা বংশজাত অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ আপন নৈবেদ্য নিবেদন করিল। পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [১৪] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; [১৫] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [১৬] ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; [১৭] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ নিবেদন করিল।

[১৮] দ্বিতীয় দিবসে ইষাখর বংশের অধ্যক্ষ সূয়ারের পুত্র নিথনেল্ এই সকল নিবেদন করিল। [১৯] পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [২০] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; [২১] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [২২] ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; [২৩] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল সূয়ারের পুত্র নিথনেল্ নিবেদন করিল।

[২৪] তৃতীয় দিবসে সিবূলূন বংশের অধ্যক্ষ হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ এই সকল নিবেদন করিল। [২৫] পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [২৬] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; [২৭] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [২৮] ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; [২৯] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ নিবেদন করিল।

[৩০] চতুর্থ দিবসে রূবেন্ বংশের অধ্যক্ষ শিদেয়ূরের পুত্র ইলীযূর এই সকল নিবেদন করিল। [৩১] পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৩২] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; [৩৩] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৩৪] ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; [৩৫] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও

একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল শিদেয়ূরের পুত্র ইলীসূর নিবেদন করিল।

৩৬ পঞ্চম দিবসে শিমিয়োন্ বংশের অধ্যক্ষ সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল্ এই সকল নিবেদন করিল। ৩৭ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৩৮ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধুনাচি; ৩৯ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৪০ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৪১ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল্ নিবেদন করিল।

৪২ ষষ্ঠ দিবসে গাদ্ বংশের অধ্যক্ষ দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ এই সকল নিবেদন করিল। ৪৩ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৪৪ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধুনাচি; ৪৫ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৪৬ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৪৭ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ নিবেদন করিল।

৪৮ সপ্তম দিবসে ইফ্রয়িম্ বংশের অধ্যক্ষ অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা এই সকল নিবেদন করিল। ৪৯ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৫০ ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধুনাচি; ৫১ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৫২ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৫৩ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা নিবেদন করিল।

৫৪ অষ্টম দিবসে মিনশি বংশের অধ্যক্ষ পিদাহসুরের পুত্র গমিলীয়েল্ এই সকল নিবেদন করিল। ৫৫ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৫৬ ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধুনাচি; ৫৭ এবং হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৫৮ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৫৯ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল পিদাহসুরের পুত্র গমিলীয়েল্ নিবেদন করিল।

৬০ নবম দিবসে বিন্যামীন্ বংশের অধ্যক্ষ গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্ এই সকল নিবেদন করিল। ৬১ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৬২ ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধুনাচি; ৬৩ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৬৪ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৬৫ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল গিদিয়োনির পুত্র অবীদান নিবেদন করিল।

৬৬ দশম দিবসে দান্ বংশের অধ্যক্ষ অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর এই সকল নিবেদন করিল। ৬৭ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৬৮ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধুনাচি; ৬৯ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৭০ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৭১ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর্ নিবেদন করিল।

৭২ একাদশ দিবসে আশের বংশের অধ্যক্ষ অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ এই সকল নিবেদন করিল। ৭৩ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৭৪ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধুনাচি; ৭৫ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও

একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৭৬ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৭৭ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ নিবেদন করিল।

৭৮ দ্বাদশ দিবসে নপ্তালি বংশের অধ্যক্ষ ঐননের পুত্র অহীর এই সকল নিবেদন করিল। ৭৯ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ব সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৮০ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৮১ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৮২ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৮৩ এবং মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল ঐননের পুত্র অহীর নিবেদন করিল।

৮৪ বেদির অভিষেকদিবসে তাহা পবিত্র করণার্থে ইস্রায়েল্ বংশের অধ্যক্ষগণকর্তৃক এই সকল দ্রব্য দত্ত হইল, রূপার দ্বাদশ থাল, ও রূপার দ্বাদশ বাটি, ও স্বর্ণের দ্বাদশ ধূনাচি। ৮৫ তাহার প্রত্যেক থাল এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে ছিল; এবং প্রত্যেক বাটি সত্তরি শেকল্ পরিমাণে ছিল; সর্ব্বশুদ্ধ এই সমস্ত পাত্রের রূপ্য পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে দুই সহস্র চারি শত শেকল্ পরিমাণে ছিল। ৮৬ ও ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণের দ্বাদশ ধূনাচি, প্রত্যেক ধূনাচি পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে দশ শেকল্ পরিমাণে ছিল, সর্ব্বশুদ্ধ এই সমস্ত ধূনাচির স্বর্ণ এক শত বিংশতি শেকল্ পরিমাণে ছিল। ৮৭ এবং হোমার্থে সাকল্যে দ্বাদশ গোরু ও দ্বাদশ মেষ ও একবর্ষীয় দ্বাদশ মেষবৎস, ও পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে দ্বাদশ ছাগ। ৮৮ এবং মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে সাকল্যে চব্বিশ গোরু ও ষাইট মেষ ও ষাইট ছাগ এবং একবর্ষীয় ষাইট মেষবৎস; এই সকল বেদির অভিষেকের পর তাহা পবিত্র করণার্থে দত্ত হইল।

৮৯ পরে মুসা যখন ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতে মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিল, তখন সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাচ্ছাদনহইতে অর্থাৎ দুই কিরূবের মধ্যহইতে আপনার সহিত বাক্যবাদি (ঈশ্বরের) রব শুনিল; এই রূপে তিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ প্রদীপ জ্বালন, ৫ ও লেবীয়দিগকে পবিত্র করণ, ২৩ ও তাহাদের সেবাযোগ্য বয়সের নির্ণয়।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২ তুমি হারোণকে কহ ও তাহাকে এই কথা বল; তুমি প্রদীপ জ্বালিবার সময়ে দীপবৃক্ষের সম্মুখে সাত প্রদীপ জ্বালিবা। ৩ তাহাতে হারোণ সেই রূপ করিল, অর্থাৎ মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে দীপবৃক্ষের সম্মুখে সাত প্রদীপ জ্বালিল। ৪ ঐ দীপবৃক্ষ পিটান স্বর্ণে নির্ম্মিত ছিল; পরমেশ্বর মুসাকে যেমন আকার দেখাইয়াছিলেন, তদনুসারে কাণ্ড অবধি পুষ্প পর্য্যন্ত দীপবৃক্ষ পিটান স্বর্ণেতে নির্ম্মিত ছিল।

৫ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ৬ তুমি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে লেবিদিগকে লইয়া এই রূপে শুচি কর। ৭ তাহাদিগকে শুচি করণার্থে তাহাদের উপরে শুচিকারি জল প্রক্ষেপ কর, ও তাহারা আপন২ তাবৎ গাত্র ক্ষৌর করিয়া বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনাদিগকে শুচি করুক। ৮ পরে তাহারা এক গোবৎস ও তৈলপক্ব সূক্ষ্ম সূজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিলে তুমি পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ আর এক গোবৎস গ্রহণ কর। ৯ এবং লেবীয়দিগকে মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে আন, ও ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীকে একত্র কর। ১০ এবং লেবীয়দিগকে পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিলে ইস্রায়েল বংশ তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করুক। পরে লেবীয় লোকেরা যেন পরমেশ্বরের সেবাকর্ম্ম করে, এই জন্যে হারোণ পরমেশ্বরের সম্মুখে ইস্রায়েল্ বংশের উত্তোলনীয় উপহাররূপে লেবিদিগকে উৎসর্গ করিবে। ১২ পরে লেবীয়েরা ঐ দুই গোবৎসের মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিলে তুমি লেবীয়দের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক গোবৎসকে প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে, এবং অন্যকে হোমার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিবা। ১৩ এবং হারোণের ও তাহার পুত্রগণের সম্মুখে লেবিদিগকে উপস্থিত করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে উত্তোলন করিবা। ১৪ এই রূপে তুমি ইস্রায়েল্ বংশহইতে লেবিদিগকে পৃথক্ করিবা; তাহাতে লেবীয়েরা আমার হইবে। ১৫ তাহার পরে লেবীয়েরা সেবা করিতে মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিবে; তুমি তাহাদিগকে শুচি করিয়া উত্তোলনীয় উপহাররূপে উৎসর্গ করিবা। ১৬ কেননা তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে সর্ব্বতোভাবে আমার উদ্দেশে দত্ত; আমি ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলাম। ১৭ কেননা মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ প্রথমজাত আমার; যে দিবসে আমি

মিসরদেশের সমস্ত প্রথমজাতকে বিনষ্ট করিয়াছিলাম, সেই দিবসে আপনার নিমিত্তে তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছিলাম। [১৮] অতএব ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাতেরই পরিবর্ত্তে লেবিদিগকে গ্রহণ করিলাম। [১৯] এবং ইস্রায়েল্ বংশের পরিবর্ত্তে মণ্ডলীর আবাসে সেবা করিতে ও ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে লেবিদিগকে হারোণ ও তাহার পুত্রগণের প্রতি দানরূপে দিলাম; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হওন জন্য মড়ক হইবে না। [২০] পরে মূসা ও হারোণ ও ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী লেবিদের প্রতি তদনুসারে করিল; পরমেশ্বর লেবিদের বিষয়ে মূসাকে যে২ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েল্ বংশেরা তাহাদের প্রতি করিল। [২১] ফলতঃ লেবীয় লোকেরা আপনাদিগকে পবিত্র করিল, ও আপন২ বস্ত্র ধৌত করিল, এবং হারোণ তাহাদিগকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহাররূপে উৎসর্গ করিল, ও তাহাদের শুচি করণার্থে প্রায়শ্চিত্ত করিল। [২২] তাহার পর লেবীয়েরা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের সম্মুখে আপন২ সেবাকার্য্যার্থে আবাসে প্রবেশ করিতে লাগিল; লেবিদের বিষয়ে পরমেশ্বর মূসাকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাদের প্রতি করা গেল।

[২৩] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২৪] লেবিদের বিষয়ে এই ব্যবস্থা। পঁচিশ বৎসর বয়স্ক অবধি লেবীয়েরা মণ্ডলীর তাম্বুতে কার্য্যকারি লোকদের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবে। [২৫] এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইলে পর কর্ম্মকারিদের শ্রেণীহইতে বহির্গত হইবে, আর সেবা করিবে না। [২৬] রক্ষণীয় রক্ষা করণে তাহারা মণ্ডলীর তাম্বুতে আপন২ ভ্রাতাদের উপকার করিবে, তদ্ভিন্ন আর কোন সেবা করিবে না; লেবিদের রক্ষণীয় বিষয়ে তাহাদের প্রতি তুমি এই রূপ করিবা।

৯ অধ্যায়।

১ নিস্তারপর্ব্ব পালনের আজ্ঞা, ৬ ও কতক অশুচি লোকদের কথা, ৯ ও ঐ অশুচিদের নিস্তারপর্ব্ব করণের আজ্ঞা, ১৫ ও আবাসের উপরিস্থ মেঘের স্থিতি ও যাত্রানুসারে লোকদের স্থিতি ও যাত্রা।

[১] ইস্রায়েল্ বংশ মিসরদেশহইতে বহির্গমন করিলে পর দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসে সীনয় প্রান্তরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] ইস্রায়েল্ বংশ নিরূপিত কালে নিস্তারপর্ব্ব পালন করুক। [৩] তোমরা নিরূপিত সময়ে অর্থাৎ এই মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে তাহা পালন করিবা, ও সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থানুসারে তাহা পালন করিবা। [৪] তখন মূসা নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে ইস্রায়েল্ বংশকে আজ্ঞা করিল। [৫] তাহাতে তাহারা প্রথম মাসে চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাসময়ে সীনয় প্রান্তরে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল; ইস্রায়েল্ বংশ মূসার প্রতি পরমেশ্বরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

[৬] কিন্তু কতক লোক মনুষ্যের শবস্পর্শে অশুচি প্রযুক্ত সেই দিবসে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে না পারাতে সেই দিনে মূসা ও হারোণের নিকটে গেল। [৭] তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা মনুষ্যশব স্পর্শ করিয়া অশুচি হইলাম, ইহাতে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে নিরূপিত কালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপহার নিবেদন করিতে কি নিবারিত হইব? [৮] তাহাতে মূসা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের বিষয়ে পরমেশ্বর কি আজ্ঞা করেন, তাহা শুনি।

[৯] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১০] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তোমাদের মধ্যে কিম্বা তোমাদের ভাবিসন্তানদের মধ্যে যদ্যপি কেহ শব স্পর্শ করিয়া অশুচি হয়, কিম্বা দূরদেশীয় পথিক হয়, তথাপি সে পরমেশ্বরের নিস্তারপর্ব্ব পালন করিবে। [১১] ফলতঃ দ্বিতীয় মাসে চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে তাহারা তাহা পালন করিবে; এবং তাড়ীশূন্য রুটী ও তিক্ত শাকের সহিত মেষশাবককে ভক্ষণ করিবে। [১২] কিন্তু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না, ও তাহার কোন অস্থি ভাঙ্গিবে না; তাহারা নিস্তারপর্ব্বের সমস্ত বিধ্যনুসারে তাহা পালন করিবে। [১৩] কিন্তু যে কেহ শুচি থাকে ও পথিক নয়, সে যদি নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে ত্রুটি করে, তবে সে প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; সে নিরূপিত কালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপহার না আনাতে আপনার পাপ আপনি ভোগ করিবে। [১৪] আর যদি তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশীয় লোক নিস্তারপর্ব্বের বিধিমতে ও রীত্যনুসারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে চাহে, তবে সেও তাহা পালন করিবে; স্বদেশজাত কি বিদেশজাত উভয়েরই জন্যে এক বিধি হইবে।

[১৫] অপর যে দিবসে আবাস স্থাপিত হইল, সেই দিবসে মেঘ ঐ আবাসকে অর্থাৎ সাক্ষ্যরূপ তাম্বুকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; এবং সন্ধ্যাকাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঐ আবাসের উপরে অগ্নিবৎ আকার প্রকাশ পাইল।

১৬ এই রূপ নিত্য২ হওয়াতে দিবসে মেঘ ও রাত্রিতে অগ্নিবৎ আকার আবাসকে আচ্ছন্ন করিত। ১৭ পরে আবাসের উপরহইতে ঐ মেঘ নীত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা করিত, এবং ঐ মেঘ যে স্থানে অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েল্ বংশ সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিত। ১৮ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা করিত, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই শিবির স্থাপন করিত; এবং ঐ মেঘ যাবৎ আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত, তাবৎ তাহারা শিবিরে বাস করিত। ১৯ এবং ঐ মেঘ যখন আবাসের উপরে বহুদিন বিলম্ব করিত, তখন তাহারা যাত্রা না করিয়া পরমেশ্বরের রক্ষণীয় রক্ষা করিত। ২০ এবং ঐ মেঘ যখন আবাসের উপরে অল্প দিবস থাকিত, তখনও তদ্রূপ করিত; পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাহারা শিবিরে বাস করিত, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই যাত্রা করিত। ২১ এবং মেঘ সন্ধ্যাকাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রাতঃকালে ঊর্দ্ধে নীত হইলে তাহারা যাত্রা করিত; দিবসে কিম্বা রাত্রিতে হউক, মেঘ উত্থাপিত হইলেই তাহারা যাত্রা করিত। ২২ দুই দিবস কিম্বা এক মাস কিম্বা সম্বৎসর হউক, আবাসের উপর মেঘ যত দিন অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েল্ বংশও তত দিন যাত্রা না করিয়া শিবিরে বাস করিত, কিন্তু তাহা উত্থাপিত হইলেই তাহারা প্রস্থান করিত। পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাহারা শিবিরে বাস করিত, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞানু যাত্রা করিত। এই রূপে তাহারা মূসার দ্বারা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের রক্ষণীয় রক্ষা করিত।

১০ অধ্যায়।

১ রৌপ্যময় তুরীর কথা, ১১ ও সীনয় প্রান্তর অবধি পারণ প্রান্তর পর্য্যন্ত যাত্রা, ১৪ ও যাত্রার অনুক্রম, ২৯ ও হোববের প্রতি মূসার নিবেদন, ৩৩ ও সাক্ষ্যসিন্দুক লইয়া যাওন ও স্থাপন সময়ে মূসার আশীর্ব্বাদকথা।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি দুই রৌপ্যময় তুরী নির্ম্মাণ কর, পিটান রূপাতে তাহা নির্ম্মাণ কর; তদ্দ্বারা মণ্ডলীর সমাগম ও শিবিরস্থ সকলের প্রস্থানার্থ আজ্ঞা প্রচার করাইবা। ৩ সেই দুই তুরী বাজিলে সমস্ত মণ্ডলী মণ্ডলীর আবাসদ্বার সমীপে তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে। ৪ কিন্তু একটা তুরী বাজিলে, অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশের সহস্রাধিপতি লোকেরা তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে। ৫ এবং রণবাদ্য বাজিলে পূর্ব্বা শিবিরের লোকেরা প্রস্থান করিবে। ৬ ও দ্বিতীয় বার রণবাদ্য বাজিলে দক্ষিণ দিক্স্থিত শিবিরের লোকেরা যাত্রা করিবে; এই ক্রমে তাহাদের প্রস্থানার্থে রণবাদ্য বাজাইতে হইবে। ৭ কিন্তু মণ্ডলীর সমাগমার্থে যখন তুরীধ্বনি করিবা, তখন রণবাদ্য করিবা না। ৮ হারোণ যাজকের পুত্রগণ এই দুই তুরী বাজাইবে, এবং এই বিধি তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য থাকিবে। ৯ আর যে সময়ে তোমরা আপন দেশে ক্লেশদায়ি শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবা, তৎকালে এই তুরীতে রণবাদ্য বাজাইবা; তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন, এবং তোমরা শত্রুগ পাইবা। ১০ এবং আনন্দদিনে ও মাসারম্ভে তোমাদের হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি দান করণ সময়ে তোমরা এই তুরী বাজাইবা, তাহাতে তোমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

১১ অপর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিবসে সেই মেঘ সাক্ষ্যের আবাসের উপরহইতে নীত হইলে, ১২ ইস্রায়েল্ বংশ প্রস্থানের নিয়মানুসারে সীনয় প্রান্তরহইতে প্রস্থান করিল, পরে সেই মেঘ পারণ প্রান্তরে অবস্থিতি করিল। ১৩ মূসাদ্বারা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদের এই প্রথম যাত্রা।

১৪ প্রথমে আপন২ সৈন্যগণের সহিত যিহূদা বংশের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ তাহাদের সেনাপতি ছিল। ১৫ এবং সূয়ারের পুত্র নিথনেল্ ইষাখর বংশের সেনাপতি ছিল। ১৬ এবং হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ সিবূলূন্ বংশের সেনাপতি ছিল। ১৭ পরে আবাস নামাইলে গের্শোন্ বংশ ও মিরারি বংশ ঐ আবাস বহন করিয়া অগ্রসর হইল।

১৮ তাহার পশ্চাতে আপন২ সৈন্যগণের সহিত রূবেন্ বংশের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং শিদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর তাহাদের সেনাপতি ছিল। ১৯ এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল্ শিমিয়োন বংশের সেনাপতি ছিল। ২০ এবং দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গাদ বংশের সেনাপতি ছিল। ২১ পরে কিহাতীয় বংশ পবিত্র তাম্বু বহন করিয়া অগ্রসর হইল, ও তাহাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে আবাস স্থাপিত হইল।

পরে আপন২ সৈন্যের সহিত ইফ্রয়িম্ বংশের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা তাহাদের সেনাপতি ছিল। ২৩ এবং পিদাহসূরের পুত্র গমিলীয়েল্ মিনশি

বংশের সেনাপতি ছিল। ২৪ এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্ বিন্যামীন্ বংশের সেনাপতি ছিল।

২৫ পরে সকল শিবিরস্থ লোকের পশ্চাতে আপন২ সৈন্যের সহিত দান্ বংশের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর তাহাদের সেনাপতি ছিল। ২৬ এবং অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ আশের বংশের সেনাপতি ছিল। ২৭ এবং ঐননের পুত্র অহীর নপ্তালি বংশের সেনাপতি ছিল। ২৮ অগ্রসরণ সময়ে ইস্রায়েল্ বংশীয় সৈন্যগণের এই যে নিয়ম ছিল, তদনুসারে তাহারা প্রস্থান করিত।

২৯ পরে মূসা আপন শ্বশুর রূয়েলের পুত্র মিদিয়ন্ দেশীয় হোববকে কহিল, পরমেশ্বর আমাদিগকে যে স্থান দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাত্রা করিতেছি; তুমিও আমাদের সহিত আইস, তাহাতে আমরা তোমার মঙ্গল করিব, কেননা পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ৩০ তাহাতে সে উত্তর করিল, যাইব না, আমি আপন দেশে ও আপন জ্ঞাতিদের নিকটে যাইব। ৩১ মূসা কহিল, বিনয় করি, তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, কেননা প্রান্তরের মধ্যে কি প্রকারে আমাদের শিবির স্থাপন করিতে হইবে, তাহা তুমি জান; তাহাতে তুমি আমাদের চক্ষুঃস্বরূপ হইতে পারিবা। ৩২ তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যাও, তবে পরমেশ্বর আমাদিগকে যে মঙ্গল ভোগ করাইবেন, আমরা তোমাকেও সেই মঙ্গল ভোগ করাইব।

৩৩ পরে তাহারা পরমেশ্বরের পর্ব্বতহইতে তিন দিনের পথ গমন করিল, এবং পরমেশ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুক তাহাদের বিশ্রামস্থান অন্বেষণ করিতে২ তিন দিনের পথ তাহাদের অগ্রগামী হইল। ৩৪ এবং শিবিরহইতে স্থানান্তরে গমন সময়ে পরমেশ্বরের মেঘ দিবসে তাহাদের উপরে থাকিত। ৩৫ এবং সিন্দুকের অগ্রসর হওন সময়ে মূসা কহিত, হে পরমেশ্বর, উঠ, তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক, ও তোমার ঘৃণাকারিগণ তোমার সম্মুখহইতে পলায়ন করুক। ৩৬ এবং বিশ্রামকালে সে কহিত, হে পরমেশ্বর, তুমি ইস্রায়েল্ বংশের সহস্র সহস্রের প্রতি ফিরিয়া আইস।

১১ অধ্যায়।

১ তবিয়েরা স্থানে মূসার প্রার্থনাদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হওন, ৪ ও মান্না ঘৃণাকারি লোকদের মাংস প্রার্থনা, ১০ ও মূসার আপন পদের ভার অসহ্য হওন, ১৬ ও সত্তরি প্রাচীন লোককে ভারের অংশ দিতে আজ্ঞা, ২১ ও মূসার প্রত্যয়ের পরীক্ষা, ২৪ ও সত্তরি প্রাচীন লোককে মূসার আত্মার অংশ দেওন, ৩১ ও লোকদিগকে ভারুই পক্ষী দেওন ও ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হওন।

১ পরে লোকেরা পরমেশ্বরের কর্ণগোচরে মন্দ বচসা করিলে পরমেশ্বর তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিবিরের প্রান্তভাগ দগ্ধ করিতে লাগিল। ২ অতএব লোকেরা মূসার নিকটে কাকুতি করিল; তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। ৩ তখন মূসা সেই স্থানের নাম তবিয়েরা (দাহ) রাখিল, কেননা পরমেশ্বরের অগ্নি তাহাদের মধ্যে দাহ করিয়াছিল।

৪ অনন্তর তাহাদের মধ্যবর্ত্তি অপর লোকেরা লোভাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ইস্রায়েল্ বংশও পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমাদিগকে মাংস ভক্ষণ করিতে কে দিবে? ৫ আমরা মিসর্‌দেশে বিনামূল্যে প্রাপ্য যে২ মৎস্য ও শসা ও খরবুজ ও পরু ও পলাণ্ডু ও লশুন ভোজন করিতাম, তাহা মনে পড়ে। ৬ এখন আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল; আমাদের সম্মুখে এই মান্না ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। ৭ ঐ মান্নার ধন্যার ন্যায় আকৃতি ও গুগ্‌গুলুর ন্যায় বর্ণ ছিল। ৮ লোকেরা ভ্রমণ করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতাতে পেষণ কিম্বা গড়েতে চূর্ণ করণ পূর্ব্বক বহুগুণাতে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত; তৈলপক্ক পিষ্টকের ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। ৯ রাত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িলে ঐ মান্না তাহার উপরে পড়িয়া থাকিত।

১০ পরে মূসা লোকদের রোদন অর্থাৎ বংশানুসারে আপন২ তাম্বুদ্বারের নিকটে প্রত্যেকের রোদন শুনিলে পরমেশ্বরের ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইল; মূসাও অসন্তুষ্ট হইল। ১১ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, তুমি কি নিমিত্তে আপন দাসকে এত ক্লেশ দিতেছ? ও কি নিমিত্তে আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই নাই, যে তুমি এই সকল লোকের ভার আমার উপরে দিতেছ? ১২ আমি কি ইহাদিগকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছি? বা আমি কি ইহাদের জন্ম দিয়াছি? তন্নিমিত্তে যে দেশের বিষয়ে তুমি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলা, সেই দেশ পর্য্যন্ত আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু বহনকারি পালকের ন্যায় ইহাদিগকে বক্ষঃস্থলে বহন করিতে আজ্ঞা দিতেছ? ১৩ এই সমস্ত লোককে দিবার জন্যে আমি কোথায় মাংস পাইব? কেননা ইহারা সকলে আমার কাছে রোদন করিয়া এই কথা কহে, আমাদিগকে মাংস

দেও, আমরা মাংস খাইব। ১৪ এতো লোকের ভার সহ্য করা একা আমার অসাধ্য; তাহা আমার শক্তির অতিরিক্ত। ১৫ তুমি যদি আমার প্রতি এমত ব্যবহার করিতে চাহ, তবে বরং অনুগ্রহ একেবারে আমাকে বধ কর; তাহা করিলে আপন দুর্গতি দেখিব না।

১৬ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি যাহাদিগকে লোকদের প্রাচীন ও অধ্যক্ষরূপে জান, ইস্রায়েল্ বংশের এমত সত্তরি জন প্রাচীন লোককে সংগ্রহ করিয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে আন; তাহারা তোমার সহিত সেই স্থানে দাঁড়াইবে। ১৭ তাহাতে আমি সেই স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার সহিত কথা কহিব, এবং তোমাতে যে আত্মা অবস্থিতি করেন, তাঁহার কিছু লইয়া তাহাদিগেতে অবস্থিতি করাইব; তাহাতে তুমি যেন একাকী লোকদের ভার বহন না কর, এই জন্যে তাহারা তোমার সহিত লোকদের ভার বহিবে। ১৮ এবং তুমি লোকদিগকে কহ, তোমরা পরদিনের জন্যে আপনাদিগকে পবিত্র কর, তাহাতে মাংস ভক্ষণ করিতে পাইবা; কেননা 'আমাদিগকে মাংস ভক্ষণ করিতে কে দিবে? মিসর্দেশে আমাদের মঙ্গল ছিল,' ইহা বলিয়া তোমরা যে রোদন করিয়াছ, তাহা পরমেশ্বরের কর্ণগোচর হইল; অতএব পরমেশ্বর তোমাদিগকে মাংস দিবেন, তোমরা তাহা খাইবা। ১৯ কেবল এক দিন কি দুই দিন কি পাঁচ দিন কি দশ দিন কি বিংশতি দিন তাহা খাইবা, এমত নয়; ২০ কিন্তু সম্পূর্ণ এক মাস পর্য্যন্ত, বরং যাবৎ তাহা তোমাদের মুখহইতে নির্গত না হয় ও তোমাদের ঘৃণিত না হয়, তাবৎ তাহা খাইবা; কেননা তোমরা আপনাদের মধ্যবর্ত্তি পরমেশ্বরকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রোদন করিয়া এই কথা কহিলা, আমরা কেন মিসর্দেশহইতে বাহির হইয়া আইলাম?

২১ তখন মূসা কহিল, আমি যে লোকদের মধ্যে আছি, তাহারা ছয় লক্ষ পদাতিক; তথাপি তুমি কহিতেছ, আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ এক মাস খাইবার মাংস দিব। ২২ তাহাদের জন্যে কত মেষ ও গোরু বধ করিলে তাহাদের কুলাইতে পারে? কিম্বা সমুদ্রের তাবৎ মৎস্য সংগ্রহ করিলে কি তাহাদের কুলাইবে? ২৩ তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, পরমেশ্বরের হস্ত কি সঙ্কুচিত হইয়াছে? তোমার কাছে আমার কথা ফলে কি না, তাহা এখন দেখিবা।

২৪ তখন মূসা বাহিরে যাইয়া পরমেশ্বরের কথা লোকদিগকে কহিল; এবং লোকদের ঐ সত্তরি প্রাচীন জনকে একত্র করিয়া আবাসের চতুঃপার্শ্বে উপস্থিত করিল। ২৫ তাহাতে পরমেশ্বর মেঘরথে নামিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন, এবং যে আত্মা মূসাতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ লইয়া সেই সত্তরি প্রাচীন লোকদিগেতে অবস্থিতি করাইলেন; তাহাতে আত্মা তাহাদিগেতে অবস্থিতি করিলে তাহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য কহিতে লাগিল, নিবৃত্ত হইল না। ২৬ অধিকন্তু শিবিরমধ্যে অবশিষ্ট ইল্দদ্ ও মেদদ্ নামক দুই জনেতেও আত্মার অবস্থিতি হইল; তাহারা লিখিত লোকদের মধ্যে গণিত ছিল বটে, কিন্তু বাহিরে আবাসের নিকটে যায় নাই; তাহারা শিবিরমধ্যে ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য কহিতে লাগিল। ২৭ তাহাতে এক যুবা দৌড়িয়া মূসাকে কহিল, ইল্দদ্ ও মেদদ্ শিবিরে ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য কহিতেছে। ২৮ তখন নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে যুবকালাবধি মূসার এক সেবক মূসাকে কহিল, হে আমার প্রভো মূসা, তাহাদিগকে নিষেধ করুন। ২৯ মূসা কহিল, তুমি কি আমার অনুরোধে ঈর্ষ্যা করিতেছ? পরমেশ্বরের তাবৎ লোক ঈশ্বরীয় বাক্যবাদী হউক, ও পরমেশ্বর তাহাদিগেতে আপন আত্মা অবস্থিতি করাউন। ৩০ পরে মূসা ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণ শিবিরে প্রবেশ করিল।

৩১ অপর পরমেশ্বরের নিকটহইতে বায়ু নির্গত হইয়া সমুদ্রহইতে এতো ভাঁটুই পক্ষী আনিয়া শিবিরের নিকটে ফেলিল, যে শিবিরের চতুর্দ্দিগে এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে এক দিবসের পথ পর্য্যন্ত তাহা ভূমির উপরে দুই হস্ত ঊর্দ্ধ হইয়া থাকিল। ৩২ তাহাতে লোকেরা সেই সমস্ত দিবারাত্রি ও পরদিন সমস্ত দিবস দাঁড়াইয়া ঐ পক্ষিগণকে সংগ্রহ করিল; তাহাদের মধ্যে কেহ দশ হোমরের ন্যূন সংগ্রহ করিল না; পরে আপনাদের নিমিত্তে শিবিরের চারি দিগে ছড়াইয়া রাখিল। ৩৩ কিন্তু মাংস তাহাদের দন্তের মধ্যে থাকিলে কাটিবার পূর্ব্বেই লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তাহাতে পরমেশ্বর লোকদিগকে অত্যন্ত মহামারীর দ্বারা বধ করিলেন। ৩৪ এবং মূসা সেই স্থানের নাম কিব্রোৎ-হত্তাবা (লোভিদের কবর) রাখিল, কেননা সেই স্থানে তাহারা লোভিদিগকে কবর দিল। ৩৫ পরে লোকেরা কিব্রোৎ-হত্তাবাহইতে হৎসেরোতে যাত্রা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিল।

১২ অধ্যায়।

১ মূসার বিরুদ্ধে হারোণ ও মরিয়মের বিপরীত কথা, ১০ ও মরিয়মের কুষ্ঠ হওন ও তাহার জন্যে মূসার প্রার্থনা, ১৪ ও মরিয়মকে শিবিরহইতে বাহির করণ ও সাত দিনের পরে পুনর্ব্বার গ্রহণ করণ।

১ মূসা যে স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল, সে কুশ্‌-দেশীয়া ছিল, অতএব তাহার সেই কুশীয়া স্ত্রীর নিমিত্তে মরিয়ম্‌ ও হারোণ মূসার বিপরীতে কথা কহিতে লাগিল। ২ তাহারা কহিল, পরমেশ্বর কি কেবল মূসাদ্বারা কথা কহেন? আমাদের দ্বারাও কি কহেন না? কিন্তু এ কথা পরমেশ্বর শুনিলেন। ৩ ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে মূসা সর্ব্বাপেক্ষা নম্র ছিল।

৪ পরে পরমেশ্বর অকস্মাৎ মূসাকে ও হারোণকে ও মরিয়মকে কহিলেন, তোমরা তিন জন বাহির হইয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে আইস; তাহাতে তাহারা তিন জন বাহির হইল। ৫ তখন পরমেশ্বর মেঘস্তম্ভে নামিয়া আবাসদ্বারে দাঁড়াইয়া হারোণকে ও মরিয়মকে ডাকিলেন; তাহাতে তাহারা উভয়ে বাহির হইলে ৬ তিনি কহিলেন, তোমরা আমার কথা শুন; তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা হয়, তবে আমিই পরমেশ্বর তাহার নিকটে কোন দর্শনদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করি, কিম্বা স্বপ্নেতে তাহার সহিত কথা কহি। ৭ আমার সেবক মূসা সে রূপ নয়, সে আমার সমস্ত বাটীর মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র। ৮ তাহার সহিত আমি গুপ্ত রূপে নয়, কিন্তু মুখামুখি হইয়া ব্যক্তরূপে কথা কহি, ও সে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করে; অতএব আমার দাস মূসার প্রতিকূলে কথা কহিতে তোমরা কেন ভীত হইলা না? ৯ এই রূপে তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; পরে তিনি প্রস্থান করিলেন।

১০ পরে আবাসের উপরহইতে মেঘ প্রস্থান করিলে মরিয়মের বরফের ন্যায় কুষ্ঠ হইল; তাহাতে হারোণ মরিয়মের প্রতি অবলোকন করিয়া তাহাকে কুষ্ঠগ্রস্তা দেখিল। ১১ এবং হারোণ মূসাকে কহিল, হায় ২, হে আমার প্রভো, এ বিষয়ে আমরা উন্মত্তের কর্ম্ম করিয়া যে পাপ করিলাম, বিনয় করি, সেই পাপের ফল আমাদিগকে দিও না। ১২ মাতৃগর্ব্ভহইতে নিঃসরণ কালে যাহার মাংস অর্দ্ধনষ্ট, এমত শবের ন্যায় ইহাকে করিও না। ১৩ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর, বিনয় করি, ইহাকে সুস্থা কর।

১৪ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, যদি ইহার পিতা ইহার মুখে থুথু দিত, তবে এ কি সাত দিবস লজ্জা পাইত না? সেই রূপে সাত দিবস পর্য্যন্ত এ শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা হউক; পরে পুনর্ব্বার গ্রাহ্যা হইবে। ১৫ তাহাতে মরিয়ম সাত দিবস শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা হইল, এবং যাবৎ মরিয়ম্‌ ভিতরে আনীত না হইল, তাবৎ লোকেরা যাত্রা করিল না। ১৬ পরে লোকেরা হৎসেরোৎহইতে প্রস্থান করিয়া পারণ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ দেশ অনুসন্ধান করিতে প্রেরিত লোকদের নাম, ১৭ ও তাহাদের প্রতি মূসার আজ্ঞা. ২১ ও তাহাদের যাত্রার বিবরণ, ২৬ ও তাহাদের পুনর্ব্বার আগমন ও সংবাদ দেওন।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ আমি ইস্রায়েল্‌ বংশকে যে কিনান্‌দেশ দিব, তুমি গোপনে তাহা দেখিতে লোকদিগকে প্রেরণ কর, ফলতঃ তাহাদের প্রত্যেক পিতৃবংশের মধ্যে যে ২ লোক প্রধান, তাহাদিগকে প্রেরণ কর। ৩ তাহাতে যে ২ লোক ইস্রায়েল্‌ বংশের অধ্যক্ষ ছিল, তাহাদিগকে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে পারণ প্রান্তরহইতে প্রেরণ করিল। ৪ তাহাদের প্রত্যেকের নাম; রূবেণ বংশজাত সক্কূরের পুত্র শম্মূয়, ৫ ও শিমিয়োন্‌ বংশজাত হোরির পুত্র শাফট্‌, ৬ ও যিহূদা বংশজাত যিফুন্নির পুত্র কালেব্‌, ৭ ও ইষাখর্‌ বংশজাত যূষফের পুত্র যিগাল্‌, ৮ ও ইফ্রায়িম্‌ বংশজাত নূনের পুত্র হোশেয়, ৯ ও বিন্যামীন্‌ বংশজাত রাফূর পুত্র পল্‌টি। ১০ এবং সিবূলূন্‌ বংশজাত সোদির পুত্র গদ্দীয়েল্‌, ১১ ও যূষফ্‌ বংশজাত অর্থাৎ মিনশি বংশজাত সূষির পুত্র গদ্দি, ১২ ও দান্‌ বংশজাত গির্ম্মল্লির পুত্র অম্মীয়েল্‌, ১৩ ও আশের্‌ বংশজাত মীখায়েলের পুত্র সিথুর, ১৪ ও নপ্তালি বংশজাত বপ্সির পুত্র নহবি, ১৫ ও গাদ্‌ বংশজাত মাখির পুত্র গূয়েল্‌। ১৬ এই সকল নামবিশিষ্ট লোকদিগকে মূসা গোপনে দেশ দেখিতে প্রেরণ করিল; এবং নূনের পুত্র হোশেয়ের নাম যিহোশূয় রাখিল।

১৭ পরে মূসা কিনান্‌দেশ নিরীক্ষণ করিতে প্রেরণ সময়ে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এই দক্ষিণ প্রদেশে গিয়া পর্ব্বত আরোহণ কর। ১৮ এবং সে দেশ কেমন, ও তাহাতে বাসকারি লোকেরা বলবান কি দুর্ব্বল, ও অল্প কি অনেক; ১৯ এবং তাহারা যে দেশে বাস করে তাহা কেমন, ভাল কি মন্দ; ও যে ২ নগরে বাস করে, তাহা কি প্রকার; তাহারা তাম্বুতে কি গড়েতে কিসে বাস করে; ২০ ও তাহাদের ভূমি কি প্রকার, উর্ব্বরা কি মরু; তাহার মধ্যে বৃক্ষ আছে কি না, তাহা দেখ; এবং তোমরা সাহসী হইয়া সেই দেশের কোন ২ ফল সঙ্গে করিয়া আন। তখন প্রথম দ্রাক্ষাফলের সময় ছিল।

২১ তাহাতে তাহারা যাত্রা করিয়া সীন্‌ প্রান্তরাবধি হমাতে প্রবেশস্থানস্থিত রিহোব্‌ পর্য্যন্ত

সমস্ত দেশ গোপনে দেখিল। [২২] বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশে যাইয়া হিব্রোণে উপস্থিত হইল; সেই স্থানে অহীমান্ ও শেশয় ও তল্ময়, অনাকের এই তিন সন্তান ছিল; মিসরস্থ সোয়নের পত্তনের সাত বৎসর পূর্ব্বে হিব্রোণের পত্তন হইয়াছিল। [২৩] এবং ইষকোল্ উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে এক থলুয়া ফলযুক্ত দ্রাক্ষালতার এক শাখা কাটিয়া তাহা সাইঙ্গদ্বারা দুই জন বহিল, এবং তাহারা কতক দাড়িম ও ডুম্বুরফলও সঙ্গে লইল। [২৪] ইস্রায়েল্ বংশীয় লোকেরা ঐ স্থানে সেই দ্রাক্ষার থলুয়া কাটিয়াছিল, এই জন্যে সেই উপত্যকা ইষ্‌কোল্ (থলুয়া) নামে প্রসিদ্ধ হইল। [২৫] চল্লিশ দিবসানন্তর তাহারা দেশ নিরীক্ষণহইতে ফিরিয়া আইল।

[২৬] পরে তাহারা আসিয়া পারণ্ প্রান্তরস্থ কাদেশ্ নামক স্থানে মূসার ও হারোণের ও ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ও সমস্ত মণ্ডলীকে সংবাদ দিল, এবং সেই দেশের ফল তাহাদিগকে দেখাইল। [২৭] এবং সেই দেশের বর্ণনা করিয়া কহিল, তুমি আমাদিগকে যে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলা, আমরা তথায় গিয়াছিলাম; সে দেশ দুগ্ধমধুপ্রবাহী বটে; এই দেখ তাহার ফল। [২৮] কিন্তু সে দেশনিবাসি লোকেরা বলবান্, ও তথাকার নগর প্রাচীরবেষ্টিত ও অতিবৃহৎ; এবং সে স্থানে আমরা অনাকের সন্তানগণকেও দেখিয়াছি। [২৯] দক্ষিণদেশে অমালেকীয় লোকেরা বাস করে; এবং পর্ব্বতে হিত্তীয় ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় লোকেরা বাস করে; এবং সমুদ্রের নিকটে ও যর্দ্দন্ নদীর তীরে কিনানীয় লোকেরা বাস করে। [৩০] পরে কালেব্ মূসার পক্ষে লোকদিগকে ক্ষান্ত করণার্থে কহিল, আইস আমরা একেবারে উঠিয়া তাহা অধিকার করি; তাহা পরাস্ত করিতে আমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে। [৩১] কিন্তু যে২ লোকেরা তাহার সহিত গিয়াছিল, তাহারা কহিল, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে পারি না, কেননা আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান্। [৩২] এই রূপে তাহারা যে দেশ দেখিতে গিয়াছিল, ইস্রায়েল্ বংশের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করিয়া কহিল, আমরা যে দেশ দেখিতে গিয়াছিলাম, সে দেশ আপন নিবাসিদিগকে গ্রাস করে; এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখিয়াছি, তাহারা সকলে অতি বৃহৎকায়। [৩৩] বিশেষতঃ তথাকার বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায় হইলাম, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ ছিলাম।

১৪ অধ্যায়।

১ লোকদের বচসা, ৬ ও তাহাদিগকে শান্ত করিতে যিহোশূয়ের ও কালেবের যত্ন করণ, ১১ ও ঈশ্বরের অসন্তোষ, ১৩ ও ক্ষমার জন্যে ঈশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন, ২৬ ও বচসাকারিদের অনধিকার হওন, ৩৬ ও কুসংবাদ আনয়নকারিদিগকে মহামারীতে মারণ, ৪০ ও ইস্রায়েল্ লোকদের শত্রুগণের দ্বারা হত হওন।

[১] পরে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বর করিয়া কলরব করিল, ও লোকেরা সেই রাত্রিতে রোদন করিল। [২] এবং ইস্রায়েলের সকল বংশ মূসার ও হারোণের বিপরীতে বচসা করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী তাহাদের সাক্ষাতে কহিল, হায়২, আমরা কেন মিসরদেশে মরি নাই? কিম্বা এই প্রান্তরে কেন আমাদের মৃত্যু হইল না? [৩] পরমেশ্বর আমাদিগকে খড়্গের ধারে নিপাত করাইতে, ও আমাদের স্ত্রী ও সন্তানগণকে লুট করাইতে এ দেশের নিকটে আমাদিগকে কেন আনিলেন? মিসর্‌দেশে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের মঙ্গল নয়? [৪] পরে তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিল, আইস, আমরা এক জনকে সেনাপতি করিয়া মিসর্‌দেশে ফিরিয়া যাই। [৫] তাহাতে মূসা ও হারোণ ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িল।

[৬] আর দেশভ্রমণকারিদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব্ আপন২ বস্ত্র চিরিল, [৭] এবং ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিল, আমরা যে দেশ দেখিতে গিয়াছিলাম, সে অতি উত্তম দেশ। [৮] পরমেশ্বর যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি আমাদিগকে সেই দেশে লইয়া যাইবেন, ও সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ আমাদিগকে দিবেন। [৯] তোমরা কোন মতে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না; কেননা তাহারা আমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ; তাহাদের আশ্রয় গেল, এবং পরমেশ্বর আমাদের সহায় আছেন; অতএব তাহাদিগকে ভয় করিও না। [১০] এই কথাতে সমস্ত মণ্ডলী সেই দুই জনকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে কহিল; কিন্তু মণ্ডলীর আবাসে পরমেশ্বরের তেজ ইস্রায়েল্ বংশের নিকটে প্রকাশ পাইল।

[১১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই লোকেরা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? এবং তাহাদের মধ্যে এই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইলেও তাহারা আমাতে বিশ্বাস করিতে কত কাল অস্বীকার করিবে? [১২] আমি মহামারীদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিয়া উৎপাটন করিব,

এবং তাহাদের অপেক্ষা তোমাকেই বৃহৎ ও বলবান জাতি করিব।

[১৩] তাহাতে মুসা পরমেশ্বরকে কহিল, তাহা করিলে তুমি আপন শক্তি প্রকাশ করিয়া যে মিস্রীয় লোকদের মধ্যহইতে এই লোকদিগকে আনিয়াছ, তাহারাও এ কথা শুনিবে। [১৪] এবং এই দেশনিবাসি লোকদিগকেও তাহার সংবাদ দিবে, যেহেতুক পরমেশ্বর যে তুমি, তুমি এই লোকদের মধ্যবর্ত্তী আছ, ও ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন দিতেছ, এবং তোমার মেঘ ইহাদের উপরে স্থিতি করিতেছে, ও তুমি দিবসে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া ইহাদের অগ্রে২ গমন করিতেছ, ইহা তাহারাও শুনিয়া আসিতেছে। [১৫] এখন যদি তুমি এক ব্যক্তির ন্যায় এই লোকদিগকে বিনষ্ট কর, তবে ঐ যে অন্যজাতীয়েরা তোমার কীর্ত্তির কথা শুনিয়াছে, তাহারা কহিবে, [১৬] পরমেশ্বর এই লোকদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলেন, সেই দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে অপারক হইলেন; এই জন্যে প্রান্তরে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। [১৭] এখন আমি এই নিবেদন করি, পরমেশ্বর চিরসহিষ্ণু ও দয়াতে পরিপূর্ণ, এবং অপরাধের ও আজ্ঞালংঘনের ক্ষমাকারী, তথাপি তাহার দণ্ডদাতা, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের প্রতি পিতৃপুরুষের পাপের ফলদাতা; [১৮] এই যে কথা তুমি কহিয়াছ, তদনুসারে প্রভুর গুণ প্রবল হউক। [১৯] তুমি মিসর্‌দেশাবধি এ পর্য্যন্ত এই লোকদের প্রতি যেমন ক্ষমা করিয়াছ, তেমনি আপনার প্রচুর দয়ানুসারে ইহাদের এই পাপ ক্ষমা কর; আমি এই বিনয় করি। [২০] তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, তোমার বাক্যানুসারে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। [২১] কিন্তু আমি যদি অমর হই, তবে তাবৎ পৃথিবী পরমেশ্বরের মহিমাতে পরিপূর্ণ হইবে। [২২] আর এই লোকেরা আমার মহিমা এবং মিসরে ও প্রান্তরে কৃত আমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়াও দশ বার আমার পরীক্ষা করিয়াছে ও আমার কথা অমান্য করিয়াছে। [২৩] অতএব ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আমি যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, ইহারা সে দেশ দেখিতে পাইবে না; আমার অবজ্ঞাকারিদিগের মধ্যে কেহ তাহা দেখিবে না। [২৪] কিন্তু আমার দাস কালেবের অন্যরূপ আত্মা আছে, এবং সে সম্পূর্ণ রূপে আমার অনুগত, এই নিমিত্তে সে যে দেশে গিয়াছিল, সে দেশে আমি তাহাকে প্রবেশ করাইব, ও তাহার বংশ তাহা অধিকার করিবে। [২৫] অমালেকীয় ও কিনানীয় লোকেরা উপত্যকাতে বাস করিতেছে, অতএব যাহা দিয়া সুফার্ণবে যাওয়া যায়, কল্য তোমরা ফিরিয়া সেই প্রান্তরে গমন কর।

[২৬] পরে পরমেশ্বর মুসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [২৭] আমি আপন প্রতিকূলে বচসাকারি এই দুষ্ট মণ্ডলীর ভার কত কাল সহ্য করিব? ইস্রায়েল্ বংশ আমার প্রতিকূলে যে২ বচসা করিল, তাহা আমি শুনিলাম। [২৮] তুমি তাহাদিগকে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে আমার কর্ণগোচরে তোমরা যাহা কহিয়াছ, তাহাই আমি তোমাদের প্রতি করিব। [২৯] হে আমার বিপরীতে বচসাকারিগণ, তোমাদের গণিত লোকদের সম্পূর্ণ সংখ্যানুসারে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক তোমাদের সকলের শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। [৩০] আমি তোমাদিগকে যে দেশে বাস করাইতে শপথ করিয়াছি, সেই দেশে যিফুন্নির পুত্র কালেব্ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ব্যতিরেকে তোমাদের মধ্যে আর কেহ প্রবেশ করিবে না। [৩১] কিন্তু তোমরা আপনাদের যে বালকদের বিষয়ে কহিয়াছিলা, ইহারা লুটিত হইবে, তাহাদিগকে আমি তথায় প্রবেশ করাইব; ও তোমরা যে দেশ তুচ্ছ করিয়াছ, তাহারা তাহার পরিচয় পাইবে। [৩২] কিন্তু তোমাদেরই শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। [৩৩] এবং তোমাদের বংশ চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে ভ্রমণ করিবে, এবং এই প্রান্তরে তোমাদের শবের সংখ্যা সম্পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ করিবে। [৩৪] তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সেই দিনের সংখ্যানুসারে চল্লিশ বৎসর, অর্থাৎ এক২ দিনের জন্যে এক২ বৎসর আপনাদের অপরাধ ভোগ করিবা, ও আমার বিপক্ষতা কেমন, তাহা জ্ঞাত হইবা। [৩৫] আমি পরমেশ্বর কহিতেছি, আমার বিপরীতে সম্মিলিত এই সমস্ত দুষ্ট মণ্ডলীর প্রতি আমি তাহা অবশ্য করিব; এই প্রান্তরে তাহারা বিনষ্ট হইবে, ও এই স্থানে তাহারা মরিবে।

[৩৬] পরে দেশনিরীক্ষণার্থে মুসার প্রেরিত যে লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া ঐ দেশের অখ্যাতি উৎপন্ন করিয়া তাহার প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে বচসা করাইয়াছিল, [৩৭] দেশের অখ্যাতিকারি সেই লোকরা পরমেশ্বরের সম্মুখে মহামারীতে মরিল। [৩৮] তাহাতে যে মানুষেরা দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব্ জীবৎ থাকিল। [৩৯] তখন মুসা ইস্রায়েল্ বংশকে এই সকল কথা কহিলে লোকেরা অতিশয় বিলাপ করিল।

৪০ পরে তাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিয়া কহিল, দেখ, পরমেশ্বর যে স্থানের বিষয়ে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাই; আমরা পাপ করিলাম। ৪১ তাহাতে মুসা কহিল, এই ক্ষণে তোমরা কেন পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ? ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে না। ৪২ এখন পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যে নাই, অতএব তোমরা উঠিয়া যাইও না; গেলে শত্রুসম্মুখে পরাস্ত হইবা। ৪৩ কেননা অমালেকীয় ও কিনানীয় লোকেরা সে স্থানে তোমাদের সম্মুখে আছে; তোমরা খড়্গে পতিত হইবা, এবং পরমেশ্বরহইতে পরাবৃত্ত হওয়াতে পরমেশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন না। ৪৪ তথাপি তাহারা দুঃসাহস পূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়া গেল; কিন্তু পরমেশ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুক ও মুসা শিবিরহইতে নির্গত হইল না। ৪৫ তখন ঐ পর্ব্বতবাসি অমালেকীয় ও কিনানীয় লোকেরা নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল, ও হর্মা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রহার করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গের ব্যবস্থা, ১৪ ও বিদেশির বিষয়ে কথা, ১৭ ও উত্তোলনীয় প্রথমজাত শস্যের শক্তুর ব্যবস্থা, ২২ ও অজ্ঞাতসার পাপের কথা, ৩০ ও অবজ্ঞাকারির দণ্ড, ৩২ ও বিশ্রামবার লঙ্ঘনকারির প্রস্তরাঘাত দণ্ড, ৩৭ ও বস্ত্রের খোপের কথা।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমার দেয় নিবাসদেশে প্রবেশ করিলে পরে ৩ যখন তোমরা মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নৈবেদ্যার্থে কিম্বা তোমাদের উৎসবেতে গোমেষাদিপালহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি করণার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে হোম কিম্বা বলি উৎসর্গ করিবা; ৪ তখন উপহার উৎসর্গকারি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদিবলিদানার্থক এক মেষশাবকের সহিত এক হিনের চতুর্থাংশ তৈলে পক্ক এক দশমাংশ সুজির নৈবেদ্য আনিবে, ৫ এবং এক হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারসের পেয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবে। ৬ এবং এক মেষের সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহারার্থে এক হিনের তৃতীয়াংশ তৈলে পক্ক সুজির দুই দশমাংশ নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবে, ৭ এবং পেয় নৈবেদ্যের জন্যে এক হিনের তৃতীয়াংশ দ্রাক্ষারস উৎসর্গ করিবে। ৮ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে যখন কেহ হোমাদিবলিরূপে গোবৎস উৎসর্গ করিবে, ৯ তৎকালে এক গোবৎসের সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারের জন্যে অর্দ্ধহিন তৈলে পক্ক তিন দশমাংশ সুজির নৈবেদ্য আনিবে; ১০ এবং পেয় নৈবেদ্যার্থে অর্দ্ধহিন দ্রাক্ষারস আনিবে। ১১ তোমরা এক২ গোবৎস ও মেষ ও মেষবৎস ও ছাগবৎসের জন্যে এই রূপ করিবা। ১২ তোমরা যত পশু উৎসর্গ করিবা, তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রত্যেকের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিবা। ১৩ দেশীয় লোক সকল পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার নিবেদনার্থে এই ব্যবস্থানুসারে এই সকল প্রস্তুত করিবে।

১৪ আর তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক কিম্বা তোমাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাসকারি কোন ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার নিবেদন করিতে চাহে, তবে তোমরা যেরূপ, সেও তদ্রূপ করিবে। ১৫ মণ্ডলীস্থ তোমাদের এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারির একই ব্যবস্থা হইবে; তোমাদের পুরুষানুক্রমে এই নিত্য বিধি হইবে; পরমেশ্বরের সম্মুখে যেমন তোমরা, প্রবাসিগণও তদ্রূপ হইবে। ১৬ এবং তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়দের একই বিধি ও একই ব্যবস্থা হইবে।

১৭ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ১৮ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সে দেশে উপস্থিত হইলে তোমরা এই রূপ করিবা। ১৯ তোমরা সেই দেশের অন্ন ভক্ষণ কালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবা। ২০ এবং উত্তোলনীয় নৈবেদ্যের জন্যে প্রথম শক্তুর এক পিষ্টক নিবেদন করিবা; যেমন শস্যমর্দ্দনস্থানের উত্তোলনীয় নৈবেদ্য, তাহাও সেই রূপ করিবা। ২১ তোমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদের প্রথম শক্তুহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবা।

২২ আর যদি তোমরা ভ্রান্ত হইয়া মুসার নিকটে পরমেশ্বরের প্রকাশিত এই সকল বিধি লংঘন কর, ২৩ অর্থাৎ অদ্য প্রকাশিত কিম্বা ইহার পরে তোমাদের পুরুষ পরম্পরার প্রতি প্রকাশনীয় যে সকল বিধি পরমেশ্বর মুসাদ্বারা তোমাদিগকে জ্ঞাত করেন, সেই সকল বিধির মধ্যে কোন বিধি যদি তোমরা লংঘন কর; ২৪ এবং তাহা যদি মণ্ডলীর অগোচরে অজ্ঞানতঃ হইয়া থাকে, তবে তাবৎ মণ্ডলী পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহারের কারণ হোমার্থে এক গোবৎস ও বিধিমতে তাহার সহিত

ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে এক ছাগল নিবেদন করিবে। [২৫] এবং যাজক ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীর কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহাদের প্রতি ক্ষমা হইবে, কেননা তাহা অজ্ঞানকৃত পাপ, এবং তাহারা সেই অজ্ঞানকৃত পাপ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপনাদের উপহার অর্থাৎ অগ্নিকৃত উপহার ও প্রায়শ্চিত্তবলি পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিল। [২৬] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়দের প্রতি তাহার ক্ষমা হইবে; কেননা সকল লোক অজ্ঞাতসারে পাপ করিল।

[২৭] আর যদি কোন এক জন অজ্ঞাতসারে পাপ করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্তার্থে একবর্ষীয় এক ছাগবৎস আনিবে। [২৮] এবং যাজক পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ঐ অজ্ঞাতসার পাপকারি লোকের জন্যে তাহার অজ্ঞানকৃত পাপ প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। [২৯] ইস্রায়েল্ বংশজাত লোকদের ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারিদের অজ্ঞাতসার পাপকারির একই ব্যবস্থা হইবে।

আর স্বদেশীয় কি বিদেশীয় যে কেহ দুঃসাহসী হইয়া পাপ করে, সে পরমেশ্বরের নিন্দা করে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [৩১] কেননা সে পরমেশ্বরের বাক্য অবজ্ঞা করিল ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল; অতএব সে নিতান্ত উচ্ছিন্ন হইবে, ও তাহার দোষ তাহারি উপরে বর্ত্তিবে।

[৩২] অপর ইস্রায়েল্ বংশ যখন প্রান্তরে ছিল, তখন বিশ্রামদিনে এক জনকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিল। [৩৩] এবং যাহারা সেই কাষ্ঠসংগ্রহকারিকে দেখিয়াছিল, তাহারা মূসা ও হারোণ ও সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে তাহাকে আনিল। [৩৪] এবং তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা প্রকাশ না হওয়াতে তাহারা তাহাকে বদ্ধ রাখিল। [৩৫] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, সে অবশ্য হত হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। [৩৬] অপর মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মণ্ডলীর লোকেরা তাহাকে শিবিরের বাহিরে আনিয়া প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে সে প্রাণত্যাগ করিল।

[৩৭] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৩৮] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তাহারা পুরুষানুক্রমে আপন২ বস্ত্রের কোণে থোপ দিউক, ও কোণস্থ থোপেতে নীলসূত্র বদ্ধ করুক। [৩৯] তোমরা যেন সেই থোপ দেখিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং আপনাদের যে মন ও চক্ষুর অনুগমনদ্বারা তোমরা বিপথগামী হইয়া থাক, তাহাদের অনুগমনে যেন ভ্রমণ না কর, [৪০] বরং আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক পালন করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে যেন পবিত্র হও, এই জন্যে সেই থোপ হইবে। [৪১] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমিই তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্যে মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

১৬ অধ্যায়।

১ মূসার প্রতি কোরহ ও দাথন্ ও অবীরাম প্রভৃতির বিপক্ষতা, ৪ ও তাহাদের প্রতি মূসার কথা, ১২ ও তাহাদের প্রত্যুত্তর, ১৬ ও তাহাদের প্রতি মূসার আর এক কথা, ২০ এবং মূসা ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের কথা, ২৩ ও বিপক্ষদের তাম্বুহইতে দূরে যাইতে লোকদিগকে আজ্ঞা দেওন, ৩১ ও বিপক্ষদিগকে পৃথিবীর গ্রাস করণ, ৩৬ ও ধূনাচিদ্বারা বেদি আচ্ছাদন করিতে নিযুক্ত হওন, ৪১ ও লোকদের কলহ, ৪৪ ও মূসার প্রতি পরমেশ্বরের কথা, ৪৬ ও তাহাদের দণ্ড ও মূসা ও হারোণের দ্বারা দণ্ডের নিবারণ।

[১] পরে লেবির প্রপৌত্র কিহাতের পৌত্র যিষ্হরের পুত্র কোরহ, এবং রুবেন্ বংশীয় ইলীয়াবের পুত্র দাথন্ ও অবীরাম্, ও পেলতের পুত্র ওন্, [২] এবং ইস্রায়েল্ বংশের সভার অধ্যক্ষ ও মণ্ডলীতে বিখ্যাত ও নামলব্ধ দুই শত পঞ্চাশ লোক মূসার বিরুদ্ধে উঠিল। [৩] এবং মূসা ও হারোণের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আত্মাভিমানী; সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যেক জনই পবিত্র, এবং পরমেশ্বর তাহার মধ্যবর্ত্তী; তোমরা কেন পরমেশ্বরের মণ্ডলীর উপরে আপনাদিগকে উন্নত করিতেছ?

[৪] তখন মূসা তাহা শুনিয়া উবুড় হইয়া পড়িল। [৫] এবং সে কোরহকে ও তাহার সকল দলকে কহিল, কে লোক, ও কে এমত পবিত্র, যে তাহাকে আপনার নিকটবর্ত্তী করেন, তাহা পরমেশ্বর কল্য জানাইবেন; তিনি যাহাকে মনোনীত করেন, তাহাকেই আপনার নিকটবর্ত্তী করিবেন। [৬] হে কোরহ ও তাহার দল সকল, এক কর্ম্ম কর, তোমরা ধূনাচি লইয়া [৭] তাহাতে অগ্নি দিয়া কল্য পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহার উপরে ধূনা দেও; তাহাতে পরমেশ্বর যাহাকে মনোনীত করিবেন, সেই পবিত্র হইবে; হে লেবির সন্তানগণ, তোমরা আত্মাভিমানী। [৮] পরে মূসা কোরহকে কহিল, হে লেবির সন্তান, বিনয় করি, আমার কথা শুন। [৯] ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদিগকে ইস্রায়েল্ মণ্ডলীহইতে ভিন্ন করিয়া পরমেশ্বরের আবাসের সেবা করণার্থে ও মণ্ডলীর

সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সেবা করণার্থে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন, ইহা কি তোমাদের বোধে ক্ষুদ্র বিষয়? ১০ তিনি তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার ভ্রাতা লেবির সকল সন্তানকে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; তথাপি তোমরা কি যাজকত্বেরও চেষ্টা করিতেছ? ১১ দেখ, তুমি ও তোমার সহায়গণ পরমেশ্বরেরই প্রতিকূলে একত্র হইলা; যেহেতুক হারোণ কে,যে তোমরা তাহার প্রতিকূলে বচসা কর?

১২ পরে মূসা ইলীয়াবের পুত্র দাথন্‌কে ও অবীরামকে ডাকিতে লোক পাঠাইলে তাহারা কহিল, আমরা যাইব না। ১৩ তুমি আমাদিগকে প্রান্তরে মারিতে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশহইতে আনিয়াছ, ইহা কি ক্ষুদ্র বিষয়? তুমি কি আমাদের উপরে সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্ব করিবা? ১৪ তুমি না সুন্দররূপে আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে আনিয়াছ, ও শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকার দিয়াছ! তুমি কি এই লোকদের চক্ষু উৎপাটন করিবা? আমরা যাইব না। ১৫ তাহাতে মূসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরকে কহিল, তুমি তাহাদের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিও না; আমি তাহাদের হইতে এক গর্দ্দভও লই নাই, ও তাহাদের এক জনেরও হিংসা করি নাই।

১৬ পরে মূসা কোরহকে কহিল, তুমি ও তোমার দল সকল, তোমরা সকলে কল্য হারোণের সহিত পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ১৭ প্রত্যেক জন ধূনাচি লইয়া তাহার উপরে ধূনা দিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আপন২ ধূনাচি উপস্থিত করিও; দুই শত পঞ্চাশ ধূনাচি উপস্থিত করিও, এবং তুমি ও হারোণ আপন২ ধূনাচি লইও। ১৮ পরে তাহারা প্রত্যেকে ধূনাচি লইয়া তাহার মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ধূনা দিয়া মূসার ও হারোণের সহিত মণ্ডলীর আবাসদ্বারে দাঁড়াইল। ১৯ এবং কোরহ মণ্ডলীর আবাসদ্বার নিকটে তাহাদের প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিল; তখন সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পাইল।

২০ পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, ২১ তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে পৃথক্ হও; আমি ইহাদিগকে এক নিমিষে বিনষ্ট করি। ২২ তাহাতে তাহারা উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, হে ঈশ্বর, হে তাবৎ শরীরস্থ আত্মার ঈশ্বর, এক জন পাপ করিলে কি তোমার ক্রোধ সমস্ত মণ্ডলীর উপরে প্রজ্বলিত হইবে?

২৩ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি মণ্ডলীকে কহ, ২৪ তোমরা কোরহের ও দাথনের ও অবীরামের তাম্বুর চতুর্দ্দিগ্‌হইতে উঠিয়া যাও। ২৫ তাহাতে মূসা উঠিয়া দাথনের ও অবীরামের নিকটে গেল, এবং ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণ তাহার পশ্চাৎ গেল। ২৬ পরে সে মণ্ডলীকে কহিল, আমি বিনয় করি, তোমরা এই দুষ্ট লোকদের সমূহপাপেতে যেন বিনষ্ট না হও, এই জন্যে ইহাদের তাম্বুর নিকটহইতে উঠিয়া যাও ও ইহাদের কিছুই স্পর্শ করিও না। ২৭ তাহাতে তাহারা কোরহের ও দাথনের ও অবীরামের তাম্বুর চতুর্দ্দিগহইতে উঠিয়া গেল, কিন্তু দাথন্ ও অবীরাম্ বাহির হইয়া আপন২ স্ত্রী ও পুত্রগণ ও শিশুগণের সহিত আপন২ তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

২৮ পরে মূসা কহিল, এই সমস্ত কার্য্য করিতে আমি পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, আপন ইচ্ছাতে তাহা করি না, তাহা ইহাতেই জানিতে পারিবা। ২৯ এই মনুষ্যেরা যদি সাধারণ লোকদের ন্যায় মরে, কিম্বা সাধারণ লোকদের ঘটনানুসারে ইহাদের প্রতি ঘটে, তবে আমি পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত নহি। ৩০ কিন্তু পরমেশ্বর যদি অপূর্ব্ব কর্ম্ম করেন, এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া ইহাদিগকে ও ইহাদের সর্ব্বস্বকে গ্রাস করে, ও ইহারা জীবৎ থাকিতে পরলোকে গমন করে, তবে ইহারা যে পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

৩১ পরে মূসার এই সমস্ত কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি বিদীর্ণ হইল, ৩২ এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ও তাহাদের পরিজনগণকে ও কোরহের সপক্ষ সমস্ত লোককে ও তাহাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করিল। ৩৩ তাহাতে তাহারা ও তাহাদের তাবৎ পরিজন জীবৎ থাকিতে পরলোকে গমন করিল, ও পৃথিবী তাহাদের উপরে চাপিয়া পড়িল; তাহাতে তাহারা মণ্ডলীর মধ্যহইতে লুপ্ত হইল। ৩৪ এবং তাহাদের রবেতে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ পলায়ন করিল, কেননা কহিল, পাছে পৃথিবী আমাদিগকেও গ্রাস করে। ৩৫ পরে পরমেশ্বরহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ধূপনিবেদনকারি ঐ দুই শত পঞ্চাশ লোককে গ্রাস করিল।

৩৬ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৩৭ তুমি হারোণের পুত্র ইলীয়াসর্ যাজককে কহ, সে দাহস্থানহইতে ঐ সকল ধূনাচি গ্রহণ করুক, এবং তাহার অগ্নি সেই স্থানে ছড়াউক, কেননা সেই সকল ধূনাচি পবিত্র। ৩৮ এবং ঐ যে পাপি লোকেরা আপন২ প্রাণের প্রতিকূলে পাপ করিল, তাহাদের ধূনাচি সকল পিটাইয়া লোকেরা

বেদি আচ্ছাদনার্থে পাত করুক, কেননা তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে সে সকল নিবেদন করিয়াছিল; অতএব সে সকল পবিত্র, এবং ইস্রায়েল্ বংশের চিহ্নস্বরূপ হইবে। [৩৯] তাহাতে ঐ দগ্ধ লোকেরা যে২ পিত্তলের ধূনাচি নিবেদন করিয়াছিল, ইলীয়াসর্ যাজক সেই সকল লইয়া [৪০] মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণার্থে, অর্থাৎ হারোণ বংশ ভিন্ন অন্য বংশীয় কোন মনুষ্য যেন পরমেশ্বরের সম্মুখে ধূপ উৎসর্গ করিতে নিকটে না যায়, এবং কোরহের ও তাহার দলের মত না হয়, ঐ নিমিত্তে তাহা পিটাইয়া বেদির আচ্ছাদনার্থে পাত করিল।

[৪১] তথাপি পরদিনে ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলী মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে বচসা করিয়া কহিল, তোমরাই পরমেশ্বরের প্রজাদিগকে বিনষ্ট করিলা। [৪২] পরে মণ্ডলী মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইয়া মণ্ডলীর আবাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে মেঘ তাহা আচ্ছাদন করিল, এবং পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পাইল। [৪৩] তখন মূসা ও হারোণ মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৪৫] তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে উঠিয়া যাও, আমি এক নিমিষে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিব; তখন তাহারা উবুড় হইয়া পড়িল।

[৪৬] অপর মূসা হারোণকে কহিল, তুমি ধূনাচি লও, এবং বেদির উপরহইতে অগ্নি লইয়া তাহার মধ্যে দেও, এবং তাহাতে ধূনা দিয়া শীঘ্র মণ্ডলীর নিকটে যাইয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর; কেননা পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে ক্রোধ নির্গত হওয়াতে মহামারীর উপক্রম হইল। [৪৭] তাহাতে হারোণ মূসার আজ্ঞানুসারে ধূনাচি লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে দৌড়িয়া গেল; তখন লোকদের মধ্যে মহামারীর উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সে ধূনা দিয়া লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিল। [৪৮] এবং মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে দাঁড়াইল; তাহাতে মহামারী নিবৃত্ত হইল। [৪৯] যাহারা কোরহের সহিত মরিয়াছিল, তদ্ভিন্ন চৌদ্দ সহস্র সাত শত লোক ঐ মহামারীতে মরিল। [৫০] পরে মহামারী নিবৃত্ত হইলে হারোণ মণ্ডলীর আবাসদ্বারে মূসার নিকটে ফিরিয়া আইল।

১৭ অধ্যায়।

১ অধ্যক্ষদিগের যষ্টির কথা, ৬ ও হারোণের যষ্টির পুষ্পিত হওন, ১০ ও পাপিদের বিরুদ্ধে চিহ্ন হওনার্থে সে যষ্টির রক্ষা করণ।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহিয়া, সমস্ত পিতৃবংশাধ্যক্ষহইতে এক২ পিতৃবংশের জন্যে এক২ যষ্টি, এই রূপে বারো যষ্টি গ্রহণ কর; এবং প্রত্যেকের যষ্টিতে তাহার নাম লেখ। [৩] এবং লেবির যষ্টিতে হারোণের নাম লেখ; তাহাদের এক২ পিতৃবংশাধ্যক্ষের নিমিত্তে এক২ যষ্টি হইবে। [৪] এবং আমি যে স্থানে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করি, সেই মণ্ডলীর আবাসে স্থিত সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে সে সকল রাখিবা। [৫] পরে যে লোক আমার মনোনীত, তাহার যষ্টি পুষ্পিত হইবে, তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ তোমাদের প্রতিকূলে যে২ বচসা করে, তাহা আমি আপন নিকটহইতে নিবৃত্ত করিব।

[৬] পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে এই সকল কহিলে তাহাদের পিতৃবংশাধ্যক্ষগণ প্রত্যেকে এক২ যষ্টি, এই রূপ বারো যষ্টি তাহাকে দিল; এবং হারোণের যষ্টি তাহাদের যষ্টি সকলের মধ্যস্থানে ছিল। [৭] তাহাতে মূসা ঐ সকল যষ্টি লইয়া সাক্ষ্যের আবাসে পরমেশ্বরের সম্মুখে রাখিল। [৮] অপর পরদিবসে মূসা সাক্ষ্যের আবাসে গিয়া দেখিল, লেবি বংশ সম্বন্ধীয় হারোণের যষ্টি অঙ্কুরিত হইয়া মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া বাদাম ফল ধরিয়াছে। [৯] তখন মূসা পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে ঐ সকল যষ্টি বাহির করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের সাক্ষাতে আনিল; তাহাতে তাহা দেখিয়া প্রত্যেকে আপন২ যষ্টি গ্রহণ করিল।

[১০] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই আজ্ঞালঙ্ঘনকারি লোকদের বচসা যেন আমাহইতে নিবৃত্ত হয়, ও তাহাদের মৃত্যু না হয়, এই নিমিত্তে তাহাদের প্রতিকূলে চিহ্ন থাকিবার জন্যে তুমি সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে পুনর্ব্বার হারোণের যষ্টি আন। [১১] তাহাতে মূসা তাহা করিল; সে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই করিল। [১২] পরে ইস্রায়েল্ বংশ মূসাকে কহিল, দেখ, আমরা মরি ও বিনষ্ট হই, সকলেই বিনষ্ট হই। [১৩] কেননা যে কেহ পরমেশ্বরের আবাসের নিকটে এক বার যায়, সে মরে; তবে আমরা কি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইব?

১৮ অধ্যায়।

১ যাজকদের ও লেবীয়দের কর্ম্ম, ৮ ও যাজকদের অংশের কথা, ২০ ও লেবীয়দের অংশের কথা, ২৫ ও লেবীয়দের উত্তোলনীয় নৈবেদ্য ও যাজকদের অংশের কথা।

[১] পরে পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ ও তোমার

পিতৃবংশ, তোমরা পবিত্র স্থানের অপরাধ ভোগ করিবা, এবং তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ যাজকত্বপদের অপরাধ ভোগ করিবা। [২] তুমি লেবি বংশীয় তোমার ভ্রাতৃগণকে অর্থাৎ তোমার পিতৃবংশীয়দিগকে সঙ্গে আনিবা, তাহারা তোমার সহিত যুক্ত হইয়া তোমার সেবা করিবে; কিন্তু তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ, তোমরা সাক্ষ্যের আবাসের সম্মুখে সেবা করিবা। [৩] এবং তাহারা তোমার রক্ষণীয় ও আবাসের সমস্ত রক্ষণীয় বস্তু রক্ষা করিবে; কিন্তু তাহাদের ও তোমাদের যেন মৃত্যু না হয়, এই জন্যে তাহারা পবিত্র স্থানের পাত্রের ও বেদির নিকটে যাইবে না। [৪] তাহারা তোমার সহিত যুক্ত হইয়া আবাসের সমস্ত সেবানুসারে মণ্ডলীর আবাসের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে, এবং অন্যবংশীয় কেহ তোমাদের নিকটে যাইবে না। [৫] এবং ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি যেন আর ক্রোধ উপস্থিত না হয়, এই জন্যে তোমরা পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় ও বেদির রক্ষণীয় বস্তু রক্ষা করিবা। [৬] দেখ, মণ্ডলীর আবাসের সেবার্থে তোমাদিগকে দিতে আমি পরমেশ্বরকে দত্ত তোমাদের ভ্রাতৃগণ লেবীয়দিগকে ইস্রায়েল্ বংশহইতে গ্রহণ করিলাম। [৭] অতএব তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ তোমরা বেদির নিকটে ও তিরস্করিণীর ভিতরে যাজকত্ব পালন করিবা ও সেবা করিবা; আমি দানরূপে যাজকত্ব সেবাপদ তোমাদিগকে দিলাম, কিন্তু যে অন্যবংশীয় লোক নিকটবর্ত্তী হইবে, সে হত হইবে।

[৮] অপর পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, দেখ, ইস্রায়েল বংশের সমস্ত পবিত্রীকৃত দ্রব্যহইতে নীত আমার উত্তোলনীয় নৈবেদ্যের ভার আমি তোমাকে দিলাম; এবং তোমার অভিষেক প্রযুক্ত তোমাকে ও তোমার সন্তানগণকে নিত্য বিধিতে সে সকল দিলাম। [৯] এবং অগ্নিকৃত অতি পবিত্র উপহারের মধ্যে আমার উদ্দেশে তাহাদের নিবেদিত প্রত্যেক নৈবেদ্য ও প্রত্যেক প্রায়শ্চিত্তবলি ও দোষার্থক বলিরূপ উপহার সকল তোমার ও তোমার পুত্রগণের প্রতি অতি পবিত্র হইবে। [১০] তুমি তাহা অতি পবিত্র স্থানে ভক্ষণ করিবা, ও প্রত্যেক পুরুষ তাহা ভক্ষণ করিবে, ও তাহা তোমার প্রতি পবিত্র হইবে। [১১] এবং আমি ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত আন্দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ দানের উত্তোলনীয় নৈবেদ্য তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে নিত্য বিধিমতে দিলাম; সে সকল তোমার হইবে, এবং তোমার গৃহের প্রত্যেক শুচি লোক তাহা ভক্ষণ করিবে। [১২] তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে সকল উত্তম তৈল ও উত্তম দ্রাক্ষারস ও গোম ও প্রথমজাত ফল উৎসর্গ করে, তাহা আমি তোমাকে দিলাম। [১৩] এবং দেশেতে যে প্রথমপক্ক ফল তাহাদের দ্বারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হয়, সেই সকল তোমার হইবে, ও তোমার গৃহের সকল শুচি লোক তাহা ভক্ষণ করিবে। [১৪] এবং ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত বর্জ্জিত বস্তু তোমার হইবে। [১৫] আর মনুষ্য কিম্বা পশুদের মধ্যহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহাদের কর্ত্তৃক আনীত প্রথমজাত সমস্ত প্রাণী তোমার হইবে; কিন্তু মনুষ্যের প্রথমজাতকে তুমি অবশ্য মুক্ত করিবা, এবং অশুচি পশুর প্রথমজাতকেও মুক্ত করিবা। [১৬] এবং এক মাস বয়স্ক অবধি মোচনীয় সকলকে তোমার নিরূপিত মূল্যেতে বিংশতি গেরা পরিমিত পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে পাঁচ শেকল্ রূপাতে মুক্ত করিবা। [১৭] কিন্তু গোরুর প্রথমজাতকে কিম্বা মেষের প্রথমজাতকে কিম্বা ছাগলের প্রথমজাতকে তুমি মুক্ত করিবা না, তাহারাই পবিত্র; তুমি বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্রোক্ষণ করিবা, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারের নিমিত্তে তাহাদের মেদ দগ্ধ করিবা। [১৮] এবং আন্দোলনীয় বক্ষ ও দক্ষিণ স্কন্ধ যেমন তোমার, তেমনি তাহাদের মাংস তোমারি হইবে। [১৯] এবং ইস্রায়েল্ বংশ যে সমস্ত বস্তু পবিত্র করিয়া উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করে, সে সকল আমি তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে নিত্য বিধিমতে দিলাম; পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমার ও তোমার বংশের সহিত স্থাপিত এই নিয়ম নিত্যস্থায়ী হইবে।

[২০] পরে পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, তাহাদের ভূমিতে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না, ও তাহাদের মধ্যে তোমার কোন অংশ থাকিবে না; ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আমিই তোমার অংশ ও অধিকার। [২১] এবং দেখ, লেবীয়েরা যে সেবা করিতেছে, মণ্ডলীর আবাসসম্বন্ধীয় তাহাদের সেই সেবার বেতনরূপে আমি তাহাদের অধিকারার্থে ইস্রায়েল বংশের তাবৎ দশমাংশ দিলাম। [২২] আর ইস্রায়েল্ বংশ যেন পাপ ভোগ করিয়া না মরে, এই জন্যে এই অবধি তাহারা মণ্ডলীর আবাসের নিকটবর্ত্তী না হউক। [২৩] কিন্তু লেবীয় লোকেরা মণ্ডলীর আবাসের সেবা করিবে, এবং তাহারা আপনাদের অপরাধ ভোগ করিবে, ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধি হইবে। আর তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে কোন

অধিকার পাইবে না; [২৪] কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে যে দশমাংশ উৎসর্গ করিবে, তাহা আমি লেবীয়দিগকে অধিকারার্থে দিলাম; অতএব আমি তাহাদিগকে কহিলাম, ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তাহারা কোন অধিকার পাইবে না।

[২৫] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২৬] তুমি লেবীয়দিগকে কহিবা, ও তাহাদিগকে এই কথা বলিবা, আমি তোমাদের অধিকারার্থে ইস্রায়েল্ বংশহইতে যে দশমাংশ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা যখন তোমরা তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবা, তৎকালে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে সেই দশমাংশের দশমাংশ নিবেদন করিবা। [২৭] তোমাদের দাতব্য এই উত্তোলনীয় নৈবেদ্য মর্দ্দনস্থানের শস্যের ন্যায় ও দ্রাক্ষাযন্ত্রের সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইবে। [২৮] এই রূপ তোমরা ইস্রায়েল্ বংশহইতে যে দশমাংশ গ্রহণ করিবা, তাহাহইতে তোমরাও পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় নৈবেদ্য নিবেদন করিবা, এবং তাহাহইতে পরমেশ্বরের লভ্য সেই উত্তোলনীয় নৈবেদ্য হারোণ যাজককে দিবা। [২৯] তোমাদের প্রাপ্ত সমস্ত দানহইতে তোমরা পরমেশ্বরের লভ্য উত্তোলনীয় নৈবেদ্য অর্থাৎ সমস্ত উত্তম বস্তুহইতে তাহার পবিত্র অংশ নিবেদন করিবা। [৩০] অতএব তুমি তাহাদিগকে কহিবা, তোমরা যখন উত্তম বস্তুহইতে উত্তোলনীয় নৈবেদ্য নিবেদন কর, তৎকালে তাহা লেবীয়দের পক্ষে মর্দ্দনস্থানের সম্পত্তিরূপে ও দ্রাক্ষাযন্ত্রের সম্পত্তিরূপে গণিত হইবে। [৩১] এবং তোমরা ও তোমাদের পরিজনগণ তাহা সর্ব্বত্র ভক্ষণ করিবা; কেননা তাহা মণ্ডলীর আবাসে সেবানিমিত্তক তোমাদের বেতনস্বরূপ। [৩২] এবং সেই উত্তম বস্তুহইতে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে তোমরা তৎপ্রযুক্ত কোন পাপের ফল ভোগ করিবা না; এবং ইস্রায়েল্ বংশের পবিত্র বস্তু অপবিত্র না করাতে মরিবা না।

১৯ অধ্যায়।

১ রক্তবর্ণ গাভীর ভস্মদ্বারা পবিত্র জল প্রস্তুত করণ, ১১ ও তাহা ব্যবহার করণের ব্যবস্থা।

[১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] পরমেশ্বর এই ব্যবস্থার বিধি আজ্ঞা করিলেন, ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, নির্দোষা ও নিষ্কলঙ্কা ও যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমত এক রক্তবর্ণা গাভী তাহারা তোমার নিকটে আনুক। [৩] তোমরা সেই গাভী ইলিয়াসর্ যাজককে দিয়া, এবং সে তাহাকে শিবিরের বাহিরে আনিবে, এবং আপনার সম্মুখে বলিদান করাইবে। [৪] পরে ইলিয়াসর যাজক আপন অঙ্গুলিদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে সাত বার প্রক্ষেপ করিবে। [৫] এবং তাহার দৃষ্টিতে সেই গাভী দগ্ধ হইবে, অর্থাৎ তাহার গোময়ের সহিত চর্ম্ম ও মাংস ও রক্ত দগ্ধ হইবে। [৬] পরে যাজক এরস্‌কাষ্ঠ ও এসোব্ তৃণ ও সিন্দূরবর্ণ লোম লইয়া ঐ গোদাহের অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিবে। [৭] পরে যাজক আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও শরীরকে জলেতে স্নান করাইবে; পরে শিবিরে প্রবেশ করিবে; তথাপি যাজক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৮] এবং যে জন সেই গাভীকে দগ্ধ করিবে, সেও আপন বস্ত্র জলে ধৌত করিবে, ও শরীরকে জলে স্নান করাইবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [৯] পরে কোন শুচি লোক ঐ গোভস্ম সংগ্রহ করিয়া শিবিরের বাহিরে শুচি স্থানে রাখিবে; তাহা ইস্রায়েল্ বংশের মণ্ডলীর কারণ রাখা যাইবে; তাহা পাপ পরিষ্কারক অশৌচঘ্ন জলের নিমিত্তে হইবে। [১০] এবং যে ব্যক্তি ঐ গোভস্ম সংগ্রহ করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, তথাপি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশির প্রতি এই নিত্য বিধি হইবে।

[১১] আর যে কেহ কোন মনুষ্যের শব স্পর্শ করে, সে সাত দিবস অশুচি হইবে। [১২] সে তৃতীয় দিনে তাহাদ্বারা আপনাকে পরিষ্কার করিবে, এবং সপ্তম দিনে সে শুচি হইবে; কিন্তু যদি তৃতীয় দিনে আপনাকে পরিষ্কার না করে, তবে সপ্তম দিনে শুচি হইবে না। [১৩] আর যে কেহ কোন মৃত মনুষ্যের শব স্পর্শ করিয়া আপনাকে পরিষ্কার না করে, সে পরমেশ্বরের আবাস অশুচি করে, সে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; কেননা তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এই নিমিত্তে সে অশুচি হইবে; তাহার অশুচিতা তাহাতে থাকিবে। [১৪] কোন মনুষ্য যদি তাম্বুর মধ্যে মরে, তবে তাহার বিষয়ক ব্যবস্থা এই; সেই তাম্বুতে প্রবেশকারি সকল লোক এবং সেই তাম্বুর মধ্যস্থিত তাবৎ লোক সাত দিবস অশুচি হইবে। [১৫] এবং অবদ্ধ অর্থাৎ ঢাকনীরহিত বা বন্ধনরহিত সমস্ত সামগ্রী অশুচি হইবে। [১৬] এবং যে কেহ ক্ষেত্রে খড়্গহত কিম্বা মৃত লোকের শব কিম্বা মনুষ্যের অস্থি কিম্বা কবর স্পর্শ করে, সে সাত দিবস অশুচি হইবে। [১৭] এবং পাপ পরি-

স্কার করণার্থে লোকেরা প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে দগ্ধ গাভীর কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া পাত্রে করিয়া তাহার উপরে উনুইর জল দিবে। [১৮] পরে কোন শুচি মনুষ্য এসোব্ তৃণ লইয়া সেই জলে মগ্ন করিয়া ঐ তাম্বুর উপরে, ও সেই স্থানের সমস্ত সামগ্রীর ও সমস্ত লোকের উপরে, এবং অস্থি কিম্বা হত কিম্বা মৃত লোকের শব কিম্বা কবর স্পর্শকারি ব্যক্তির উপরে জল প্রক্ষেপ করিবে। [১৯] এবং ঐ শুচি লোক তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে অশুচির উপরে জল প্রক্ষেপ করিবে; পরে সপ্তম দিবসে সে আপনাকে পরিষ্কার করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলেতে স্নান করিবে; পরে সন্ধ্যাকালে শুচি হইবে। [২০] কিন্তু যে মনুষ্য অশুচি হইয়া আপনাকে পরিষ্কার না করে, সে মণ্ডলীর মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে, কেননা সে পরমেশ্বরের পবিত্র স্থান অশুচি করিল; তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, অতএব সে অশুচি। [২১] তাহাদের প্রতি ইহা নিত্য বিধি হইবে; এবং যে কেহ অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষেপ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; ও যে জন অশৌচঘ্ন জল স্পর্শ করে, সেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। [২২] এবং অশুচি লোক যাহা স্পর্শ করে, তাহা অশুচি হইবে; এবং যে প্রাণী তাহা স্পর্শ করে, সেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

২০ অধ্যায়।

১ মরিয়মের মৃত্যু, ২ ও ইস্রায়েল্ বংশের বচসা, ৭ ও মূসার দণ্ডদ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করণে জল নির্গত হওন ও মূসার ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের অসন্তোষ, ১৪ ও ইদোম দেশ দিয়া যাইতে মূসার প্রার্থনা, ২২ ও হোর্ পর্ব্বতে হারোণের আপন পদ পুত্রকে দেওন ও মৃত্যু।

[১] অপর ইস্রায়েল্ বংশীয় সমস্ত মণ্ডলী প্রথম মাসে সীন্ প্রান্তরে উপস্থিত হইল, ও লোকেরা কাদেশে বাস করিল, এবং সেই স্থানে মরিয়ম্ মরিলে তাহার কবর দেওয়া গেল।

[২] সেই স্থানে মণ্ডলীর কারণ জল ছিল না; তাহাতে লোকেরা মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইল। [৩] এবং মূসার সহিত বচসা করিয়া কহিল, হায়, আমাদের ভ্রাতৃগণ যখন পরমেশ্বরের সম্মুখে মরিল, তখন কেন আমাদের মৃত্যু হইল না? [৪] তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যুর জন্যে পরমেশ্বরের মণ্ডলীকে কেন এই প্রান্তরে আনিলা? [৫] এই কুৎসিত স্থানে আনিবার জন্যে আমাদিগকে মিসর্‌হইতে কেন বাহির করিয়া আনিলা? এই স্থানে চাস কি ডুম্বুর কি দ্রাক্ষা কি দাড়িম্ব হয় না, এবং পান করিবার জলও নাই। [৬] পরে মূসা ও হারোণ মণ্ডলীর সাক্ষাৎহইতে মণ্ডলীর আবাসদ্বারে যাইয়া উবুড় হইয়া পড়িল; তাহাতে তাহাদের নিকটে পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পাইল।

[৭] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৮] তুমি যষ্টি গ্রহণ কর, এবং তুমি ও তোমার ভ্রাতা হারোণ মণ্ডলীর সকল লোককে একত্র করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে এই শৈলকে আজ্ঞা কর, তাহাতে সে আপনার মধ্যহইতে জল নিঃসারণ করিবে; এই রূপে তুমি তাহাদের নিমিত্তে শৈলহইতে জল বাহির করিয়া মণ্ডলীকে ও তাহাদের পশুগণকে পান করাইবা। [৯] তখন মূসা তাঁহার আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে যষ্টি গ্রহণ করিল। [১০] এবং মূসা ও হারোণ শৈল সম্মুখে সকল মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিল, হে বিরোধিগণ, মনোযোগ কর; আমরা তোমাদের নিমিত্তে কি এই শৈলহইতে জল বাহির করিব? [১১] পরে মূসা আপনার হস্ত তুলিয়া ঐ যষ্টিদ্বারা শৈলে দুই বার আঘাত করিলে প্রচুর জল নির্গত হইল; তাহাতে মণ্ডলী ও তাহাদের পশুগণ পান করিল।

[১২] অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে আমার সম্মান করিতে আমার কথাতে প্রত্যয় করিলা না; অতএব আমি এই মণ্ডলীকে যে দেশ দিব, সেই দেশে তোমরা তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবা না। [১৩] সেই জলস্থানের নাম মিরীবা (বিবাদ), যেহেতুক ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের সহিত বিবাদ করিল, ও তিনি তাহাদের মধ্যে সম্মান পাইলেন।

পরে মূসা কাদেশহইতে ইদোমীয় রাজার নিকটে লোকদ্বারা এই কথা প্রেরণ করিল, তোমার ভ্রাতৃগণ ইস্রায়েল্ বংশ এই কথা কহে, আমাদের প্রতি যে সমস্ত ক্লেশ ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। পিতৃগণ মিসর্‌দেশে গিয়াছিল, এবং আমরাও অনেক দিন মিসর্‌দেশে বাস করিয়াছি; কিন্তু মিস্রীয় লোকেরা আমাদের প্রতি ও আমাদের পিতৃগণের প্রতি কুব্যবহার করিলে [১৬] আমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে ক্রন্দন করিলাম, তাহাতে তিনি আমাদের রব শুনিলেন, এবং দূত প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে মিসর্‌হইতে বাহির করিয়া আনিলেন; এখন দেখ, আমরা তোমার দেশের সীমাস্থিত কাদেশ নগরে আছি। [১৭] বিনয় করি; তুমি আপনার দেশের মধ্য

দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও, আমরা শস্য-ক্ষেত্র কি দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিয়া যাইব না, এবং কূপের জলও পান করিব না; কেবল রাজপথ দিয়া যাইব; যে পর্য্যন্ত তোমার সীমা উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ দক্ষিণে কি বামে ফিরিব না। ১৮ তাহাতে ইদোমীয় রাজা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার দেশের মধ্য দিয়া যাইতে পারিবা না; গেলে আমি খড়্গ লইয়া তোমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইব। ১৯ তখন ইস্রায়েল্ বংশ উত্তর করিল, আমরা কেবল রাজপথ দিয়া যাইব; যদি আমরা কিম্বা আমাদের পশুগণ কেহ তোমাদের জল পান করি, তবে তাহার মূল্য দিব; আমরা পথিকেরই ন্যায় যাত্রা করিব, আর কিছুই করিব না। ২০ তাহাতে সে উত্তর করিল, তোমরা আমার দেশের মধ্য দিয়া যাইতে পারিবা না; পরে ইদোমের রাজা অনেক লোককে সঙ্গে লইয়া মহাবলেতে তাহাদের প্রতিকূলে বাহির হইল। ২১ এবং ইস্রায়েল্ বংশকে আপন সীমা দিয়া যাইতে দিল না; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ তাহার নিকটহইতে পথান্তরে গমন করিল।

২২ অনন্তর ইস্রায়েল্ বংশীয় তাবৎ মণ্ডলী কাদেশ্হইতে প্রস্থান করিয়া হোর্ পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। ২৩ তখন ইদোম্ দেশের সীমার নিকটস্থিত হোর্ পর্ব্বতে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, ২৪ হারোণ আপন পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইবে; আমি ইস্রায়েল্ বংশকে যে দেশ দিব, সে দেশে সে প্রবেশ করিবে না; কেননা মিরীবা জলের নিকটে তোমরা আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলা। ২৫ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে হোর্ পর্ব্বতের উপরে লইয়া যাও। ২৬ এবং হারোণকে স্বীয় বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে তাহা পরিধান করাও; হারোণ সে স্থানে মরিয়া পিতৃলোকদের সহিত সংগৃহীত হইবে। ২৭ তখন মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিল, ফলতঃ তাহারা সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে হোর্ পর্ব্বতে উঠিয়া গেল। ২৮ পরে মূসা হারোণকে স্বীয় বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে তাহা পরিধান করাইল, এবং হারোণ সে স্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গে মরিল; পরে মূসা ও ইলিয়াসর্ পর্ব্বতহইতে নামিয়া আইল। ২৯ অনন্তর হারোণ মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া সমস্ত মণ্ডলী অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশ সকল হারোণের জন্যে ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত শোক করিল।

২১ অধ্যায়।

১ হর্মা স্থানে কিনানীয় লোকদের বিনাশ করণ, ৪ ও লোকদের বচসা প্রযুক্ত জ্বালাদায়ি সর্প প্রেরণ, ৭ ও পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করণে তাহাদের সুস্থতা, ১০ ও ইস্রায়েল্ লোকদের যাত্রা, ২১ ও সীহোন্ রাজাকে পরাজয় করণ, ৩৩ ও ওগ্ রাজাকে পরাজয় করণ।

১ অপর ইস্রায়েল্ বংশ অথারীম্ পথ দিয়া আসিতেছে, এই কথা শুনিয়া দক্ষিণ প্রদেশবাসি কিনান্বংশীয় অরাদ্ নগরের রাজা তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল ও তাহাদের কতক লোককে ধরিয়া বন্দী করিল। ২ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত করিয়া কহিল, যদি তুমি ইহাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর, তবে আমরা তাহাদের নগর সকল বর্জ্জিত স্থান করিব। ৩ তখন পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রার্থনাতে কর্ণপাত করিয়া সেই কিনানীয়দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদিগকে ও তাহাদের তাবৎ নগরকে বর্জ্জন করিল, এবং সেই স্থানের নাম হর্মা (বর্জ্জিত) রাখিল।

৪ পরে তাহারা হোর্ পর্ব্বতহইতে প্রস্থান করিয়া ইদোম্ দেশ প্রদক্ষিণার্থে সুফার্ণবের দিগে যাত্রা করিলে পথশ্রান্তিতে লোকদের প্রাণ বিরক্ত হইল। ৫ তাহাতে লোকেরা ঈশ্বরের ও মূসার প্রতিকূলে কহিতে লাগিল, তোমরা আমাদিগকে প্রান্তরে বিনষ্ট করিতে মিসর্হইতে কেন বাহির করিয়া আনিলা? দেখ, এই স্থানে রুটী নাই ও জল নাই; এবং আমাদের প্রাণ এই লঘু অন্নকে ঘৃণা করে। ৬ তখন পরমেশ্বর লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ি সর্প প্রেরণ করিলেন; তাহারা লোকদিগকে দংশন করাতে ইস্রায়েল্ বংশের অনেক লোক মরিল।

৭ অতএব লোকেরা মূসার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা পরমেশ্বরের ও তোমার প্রতিকূলে কথা কহিয়া পাপ করিলাম; পরমেশ্বর আমাদের নিকটহইতে এই সর্পদিগকে দূর করুন, তাঁহার কাছে তুমি এই প্রার্থনা কর; তাহাতে মূসা লোকদের জন্যে প্রার্থনা করিল। ৮ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি এক জ্বালাদায়ি সর্প নির্ম্মাণ করিয়া এক দণ্ডাগ্রে রাখ; তাহাতে সর্পদষ্ট যে কোন জন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবে সে বাঁচিবে। ৯ তখন মূসা পিত্তলের এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডাগ্রে রাখিল; তাহাতে সর্পদষ্ট যে কোন মনুষ্য ঐ পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিল, সে বাঁচিল।

১০ পরে ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা করিয়া ওবোতে শিবির স্থাপন করিল। ১১ পরে ওবোৎহইতে যাত্রা করিয়া সূর্য্যোদয় দিগে মোয়াবের সম্মুখস্থিত প্রান্তরে ইয়ী-অবারীমে শিবির স্থাপন করিল। ১২ পরে তথাহইতে যাত্রা করিয়া সে-

রদ্ উপত্যকাতে শিবির স্থাপন করিল। হার পর তথাহইতে যাত্রা করিয়া ইমোরীয়দের সীমাহইতে নির্গত অর্ণোনের অন্য পারে প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল; কেননা মোয়াবের ও ইমোরীয়দের মধ্যবর্ত্তি অর্ণোন্ মোয়াবের সীমা ছিল। ১৪ তাহাতে পরমেশ্বরের যুদ্ধপুস্তকে লিখিত আছে, যথা, 'তিনি ঘূর্ণবায়ুতে বাহেবকে ও অর্ণোন্ স্রোতস্বতীকে ১৫ এবং আর্ নামক লোকালয়গামি ও মোয়াবের সীমার পার্শ্বস্থিত জলস্রোতের নিম্নভূমিকে (জয় করিলেন)।' ১৬ তথাহইতে তাহারা বের্ (কূপ) নামক স্থানে আইল। যে স্থানে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, 'তুমি লোকদিগকে একত্র কর, আমি তাহাদিগকে জল দিব,' এ সেই বের্। ১৭ তখন ইস্রায়েল্ বংশ এই কথা গান করিল, 'হে কূপ, উত্থিত হও, তোমরা তাহার বিষয়ে গান কর; ১৮ অধ্যক্ষগণ সেই কূপ খুদিয়াছে, ও কুলীনেরা আপন২ যষ্টি লইয়া ব্যবস্থাপকের আজ্ঞানুসারে তাহা খনন করিয়াছে।' ১৯ পরে তাহারা প্রান্তরহইতে মত্তানায়, ও মত্তানাহইতে নহলীয়েলে, ও নহলীয়েলহইতে বামোতে; ২০ ও বামোৎহইতে মোয়াব্ দেশান্তঃপাতি তলভূমি দিয়া যিশীমোন্ অভিমুখ পিস্গা পর্ব্বতের শৃঙ্গে গমন করিল।

২১ পরে ইস্রায়েল্ বংশ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের নিকটে ইহা কহিয়া দূত প্রেরণ করিল; আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও; আমরা শস্যক্ষেত্রে কি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না, ও কূপের জল পান করিব না; যাবৎ তোমার সীমা উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ রাজপথ দিয়া যাইব। ২৩ তথাপি সীহোন্ আপন সীমা দিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে যাইতে দিল না, কিন্তু আপন সৈন্যসামন্ত লইয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রান্তরে বাহির হইল, পরে যহসে উপস্থিত হইয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিল। ২৪ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ খড়্গের ধারে তাহাদিগকে আঘাত করিয়া অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ অম্মোন বংশীয়দের সীমা পর্য্যন্ত তাহার দেশ অধিকার করিল; কারণ অম্মোন্ বংশীয়দের সীমা দৃঢ় ছিল। ২৫ এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ ঐ সমস্ত নগর হস্তগত করিয়া ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে ও হিষ্‌বোনে ও তাহার সমস্ত নগরে বাস করিতে লাগিল। ২৬ ঐ হিষ্‌বোন্ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের নগর ছিল; ঐ সীহোন্ মোয়াবের পূর্ব্ব রাজার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া তাহার হস্তহইতে অর্ণোন্ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত দেশ। ২৭ এই জন্যে কবিগণ কহে, 'হিষ্‌বোনে আইস, সীহোনের নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মিত ও দৃঢ়ীকৃত হউক। ২৮ কেননা হিষ্‌বোন্‌হইতে অগ্নি ও সীহোনের নগরহইতে বহ্নিশিখা নির্গত হইয়া মোয়াবের আর্ নগর ও অর্ণোনস্থ টিকরস্থানের দেবগণকে দগ্ধ করিল। ২৯ হে মোয়াব্, তোমার সন্তাপ হইল; ও হে কিমোশ্ দেবের লোক, তোমরা বিনষ্ট হইলা; সে আপন পুত্রগণকে পলাতকরূপে ও আপন কন্যাগণকে বন্দিনীরূপে ইমোরীয় রাজা সীহোনের হস্তে সমর্পণ করিল; ৩০ এবং আমরা বাণদ্বারা তাহাদিগকে মারিলে হিষ্‌বোন্ দীবোন্ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল, ও আমরা মেদিবাস্থিত নোফহ পর্য্যন্ত সকলকে উচ্ছিন্ন করিলাম।'

৩১ এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ ইমোরীয় দেশে বাস করিতে লাগিল। ৩২ পরে মূসা যাসের নগর অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলে তাহারা তাহার নগর সকল হস্তগত করিয়া সেই স্থানস্থিত ইমোরীয়দিগকে দূর করিল।

৩৩ পরে তাহারা ফিরিয়া বাশনের পথ দিয়া গমন করিল; বাশনের রাজা ওগ্ ও তাহার সমস্ত লোক বাহির হইয়া তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে ইদ্রিয়ীতে গমন করিল। ৩৪ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইহাহইতে ভীত হইও না, কেননা আমি ইহাকে ও ইহার সকল লোককে ও ইহার দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি হিষ্‌বোন্‌বাসি ইমোরীয় রাজা সীহোনের প্রতি যেমন করিলা, ইহার প্রতিও তদ্রূপ করিবা। ৩৫ পরে যে পর্য্যন্ত তাহার কেহ অবশিষ্ট না থাকিল, তাবৎ তাহারা তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকে ও তাহার লোকদিগকে আঘাত করিয়া তাহার দেশ অধিকার করিয়া লইল।

২২ অধ্যায়।

১ মোয়াবের নিকটে ইস্রায়েল্ বংশের যাত্রা করণ, ২ ও বিলিয়মের নিকটে বালাকের দূত প্রেরণ, ১৫ ও দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ ও বিলিয়মের যাত্রা, ২২ ও তাহার বিঘ্ন করণার্থে পরমেশ্বরের দূতের আগমন, ৩৬ ও বিলিয়মকে বালাকের অতিথি করণ।

১ পরে ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা করিয়া যিরীহোর নিকটস্থিত যর্দ্দনের ওপারে মোয়াবের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

২ ইস্রায়েল্ বংশ ইমোরীয়দের প্রতি যে২ ব্যবহার করিল, তাহা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ দেখিয়াছিল। ৩ এবং তাহাদের লোকের

বহুত্ব প্রযুক্ত মোয়াবের রাজা অতিশয় ভীত ও ইস্রায়েল্ বংশহইতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। ৪ পরে মোয়াবের রাজা মিদিয়নের প্রাচীনগণকে কহিল, গোরু যেমন ক্ষেত্রের তৃণ গ্রাস করে, তেমনি এই লোকসমূহ আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থ সকলকে গ্রাস করিবে; তৎকালে সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ মোয়াবীয়দের রাজা ছিল। ৫ অতএব সে বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে আহ্বান করিতে তাহার স্বজাতীয়দের জন্মভূমিতে অর্থাৎ ফরাৎ নদীর তীরস্থ পিথোর নগরে দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিল, দেখ, মিসর্হইতে এক জাতি বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারা ভূতল আচ্ছন্ন করিয়া আমার সম্মুখে আছে। ৬ আমি নিবেদন করি, তাহারা আমাহইতে বলবান; অতএব তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দেও; [illegible]নি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া দেশহইতে দূর করা আমার সাধ্য হইবে; কেননা তুমি যাহাকে আশীর্ব্বাদ কর, সে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হয়, ও যাহাকে শাপ দেও, সে শাপগ্রস্ত হয়, ইহা আমি জানি। ৭ পরে মোয়াবের ও মিদিয়নের প্রাচীন লোকেরা মন্ত্রের পুরস্কার হস্তে লইয়া প্রস্থান করিল, এবং বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া বালাকের কথা তাহাকে কহিল। ৮ তাহাতে সে তাহাদিগকে উত্তর করিল, তোমরা এই স্থানে রাত্রি যাপন কর; পরে পরমেশ্বর যাহা কহিবেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিব; তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ বিলিয়মের সহিত প্রবাস করিল। ৯ অপর ঈশ্বর বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার সঙ্গে এই লোকেরা কে? ১০ তাহাতে বিলিয়ম্ ঈশ্বরকে কহিল, মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ ইহা কহিয়া আমার নিকটে লোক পাঠাইয়াছে; ১১ দেখ, মিসরদেশহইতে বহির্গত অমুক জাতি ভূতল আচ্ছন্ন করিয়াছে; অতএব এখন তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দেও, কি জানি আমি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দূর করিতে পারিব। ১২ তাহাতে ঈশ্বর বিলিয়ম্কে কহিলেন, তুমি তাহাদের সঙ্গে যাইও না, ও সেই লোকদিগকে শাপ দিও না, কেননা তাহারা আশীর্ব্বাদের পাত্র। ১৩ পরে বিলিয়ম্ প্রাতঃকালে উঠিয়া বালাকের অধ্যক্ষগণকে কহিল, তোমরা আপন দেশে যাও, কেননা তোমাদের সহিত আমার গমনেতে পরমেশ্বর অসম্মত আছেন। ১৪ তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ উঠিয়া বালাকের নিকটে যাইয়া কহিল, আমাদের সহিত আসিতে বিলিয়ম্ অসম্মত হইল।

১৫ পরে বালাক্ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক ও সম্ভ্রান্ত অন্য অধ্যক্ষগণকে প্রেরণ করিল। ১৬ তাহাতে তাহারা বিলিয়মের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ এই কথা কহে, আমি নিবেদন করি, আমার নিকটে আসিতে তুমি নিবারিত হইও না। ১৭ আমি তোমাকে অতিশয় সম্মানবিশিষ্ট করিব; এবং যাহা আজ্ঞা করিবা, তাহাই করিব; অতএব বিনয় করি, তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে এই লোকদিগকে শাপ দেও। ১৮ তাহাতে বিলিয়ম্ বালাকের দাসদিগকে উত্তর করিল, যদ্যপি বালাক্ রূপা ও স্বর্ণেতে পরিপূর্ণ আপন গৃহ আমাকে দেয়, তথাপি আমি ক্ষুদ্র কি মহৎ কর্ম্মদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। ১৯ এই ক্ষণে নিবেদন করি, তোমরাও এই স্থানে রাত্রি যাপন কর, পরমেশ্বর আমাকে আর যাহা কহিবেন, তাহা আমি জানিব। ২০ পরে ঈশ্বর রাত্রিতে বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, ঐ লোকেরা যদি তোমাকে ডাকিতে আসিয়া থাকে, তবে তুমি উঠিয়া তাহাদের সহিত যাইতে পার; কিন্তু আমি তোমাকে যাহা কহিব, তুমি তাহাইমাত্র করিবা। ২১ তাহাতে বিলিয়ম্ প্রাতঃকালে উঠিয়া আপন গর্দ্দভী সাজাইয়া মোয়াবের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।

২২ অপর তাহার গমন করাতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং পরমেশ্বরের দূত তাহার প্রতিকূল হইয়া শত্রুরূপে তাহার পথে দাঁড়াইলেন; তখন সে আপন গর্দ্দভীতে চড়িয়া দুই দাসের সহিত যাইতেছিল। ২৩ অপর সেই গর্দ্দভী নিষ্কোষ খড়্গধারি পরমেশ্বরের দূতকে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল; অতএব গর্দ্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল; তাহাতে বিলিয়ম্ তাহাকে পথে আনিবার জন্যে প্রহার করিল। ২৪ পরে পরমেশ্বরের দূত উভয় দিগে প্রাচীরবিশিষ্ট দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গলিপথে দাঁড়াইলেন। ২৫ তখন গর্দ্দভী পরমেশ্বরের দূতকে দেখিয়া প্রাচীরে গাত্র ঘেঁসিয়া যাওয়াতে প্রাচীরেতে বিলিয়মের পদঘর্ষণ হইল; তাহাতে সে আর বার তাহাকে প্রহার করিল। ২৬ পরে পরে দূত আরো কিছু অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিবার স্থান নাই, এমত এক সঙ্কুচিত পথে দাঁড়াইলেন। ২৭ তখন গর্দ্দভী পরমেশ্বরের দূতকে দেখিয়া বিলিয়মের নীচে ভূমিতে পড়িল; তাহাতে বিলিয়মের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে গর্দ্দভীকে যষ্টির আঘাত করিতে লাগিল। ২৮ তাহাতে পরমেশ্বর গর্দ্দভীকে বাক্শক্তি দিলে গর্দ্দভী বিলিয়ম্কে কহিল, আমি

তোমার কি করিলাম যে তুমি তিন বার আমাকে প্রহার কর? [২৯] বিলিয়ম্ গর্দ্দভীকে কহিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ; আমার হস্তে যদি খড়্গ থাকিত, তবে আমি এই ক্ষণে তোমাকে বধ করিতাম। [৩০] পরে গর্দ্দভী বিলিয়ম্‌কে কহিল, তুমি জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহার উপরে আরোহণ করিয়া থাক, আমি কি তোমার সেই গর্দ্দভী নহি? আমি কি তোমার প্রতি এমত কুব্যবহার করিয়া থাকি? তাহাতে সে কহিল, না। [৩১] তখন পরমেশ্বর বিলিয়মের চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে নিষ্কোষ খড়্গধারি পরমেশ্বরের দূতকে পথের মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল, তাহাতে সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উবুড় হইয়া পড়িল। [৩২] তখন পরমেশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন গর্দ্দভীকে কেন তিন বার প্রহার করিলা? দেখ, আমি তোমার শত্রুরূপে বাহির হইয়াছি, কেননা আমার সাক্ষাতে তোমার বিপথে যাত্রা হইতেছে। [৩৩] এবং গর্দ্দভী আমাকে দেখিয়া এই তিন বার আমার সম্মুখহইতে ফিরিল; সে যদি আমার সম্মুখহইতে না ফিরিত, তবে আমি অবশ্য তোমাকে বধ করিতাম, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতাম। [৩৪] তাহাতে বিলিয়ম্ পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আমি অপরাধ করিলাম, তুমি আমার বিপরীতে পথে দাঁড়াইয়া আছ, তাহা আমি নাই; কিন্তু এই ক্ষণে যদি ইহাতে তোমার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরিয়া যাই। [৩৫] তাহাতে পরমেশ্বরের দূত বিলিয়ম্‌কে কহিলেন, তুমি ইহাদের সহিত যাইতে পার, কিন্তু আমি যে কথা তোমাকে কহিব, তুমি কেবল তাহাই কহিবা; তাহাতে বিলিয়ম্ বালাকের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।

[৩৬] পরে বিলিয়মের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বালাক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে দেশসীমার প্রান্তস্থিত অর্ণোনের সীমাস্থ মোয়াবের নগরে গমন করিল। [৩৭] পরে বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, আমি তোমাকে ডাকিতে কি অতি যত্ন পূর্ব্বক লোক পাঠাই নাই? তুমি আমার নিকটে কেন আইস নাই? তোমাকে সম্মানিত করিতে আমি কি নিতান্ত অপারক? তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে কহিল, দেখ, এ বার আমি তোমার নিকটে আইলাম, কিন্তু এখনো কোন কথা কহিতে কি আমার ক্ষমতা আছে? ঈশ্বর আমার মুখে যে বাক্য দেন, তাহাই কহিব। [৩৯] পরে বিলিয়ম্ বালাকের সহিত গমন করিয়া কিরিয়োৎ-হুযোতে উপস্থিত হইল। [৪০] এবং বালাক্ গোরু ও মেষ বলিদান করিয়া বিলিয়মের ও তাহার সঙ্গি অধ্যক্ষদের নিকটে পাঠাইল।

২৩ অধ্যায়।

১ বালাকের বলিদান করণ ও বিলিয়মের প্রথম কথা, ১৪ ও অন্য স্থানে বলিদান করণ ও বিলিয়মের দ্বিতীয় কথা, ২৫ ও বালাকের অসন্তুষ্টি, ২৭ ও অন্য স্থানে যাইয়া তাহার বলিদান করণ।

[১] অপর প্রত্যূষে বালাক্ বিলিয়ম্‌কে সঙ্গে লইয়া লোকদের পরিসীমা দেখাইতে তাহাকে বালের টিকরস্থানে আরোহণ করাইল; তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে কহিল, তুমি এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত বেদি নির্ম্মাণ কর, এবং সাত গোবৎস ও সাত মেষ আয়োজন কর। [২] তাহাতে বালাক্ বিলিয়মের বাক্যানুসারে সেই রূপ করিল; তখন বালাক্ ও বিলিয়ম্ এক২ বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল। [৩] পরে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে কহিল, তুমি আপন হোমবলির নিকটে দাঁড়াও; আমি যাই, হয় তো পরমেশ্বর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তিনি আমাকে যাহা জ্ঞাত করেন, তাহা আমি তোমাকে কহিব; পরে সে উচ্চ স্থানে গমন করিল। [৪] তখন ঈশ্বর বিলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে তাঁহাকে কহিল, আমি সাত বেদি প্রস্তুত করিলাম, এবং এক২ বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিলাম। [৫] তখন পরমেশ্বর বিলিয়মের মুখে এক বাক্য দিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে এই কথা কহ। [৬] তাহাতে সে তাহার নিকটে ফিরিয়া গেল; তখন বালাক্ ও মোয়াবের অধ্যক্ষ সকল হোমের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। [৭] পরে বিলিয়ম্ কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, মোয়াবের বালাক্ রাজা এই কথা কহিয়া পূর্ব্ব- পর্ব্বতময় অরামহইতে আমাকে আনিল; আইস, আমার নিমিত্তে যাকুবকে শাপ দেও; ও আইস, ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি অভিশাপ দেও। [৮] কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে শাপ দেন নাই, আমি তাহাকে কি রূপে শাপ দিব? ও পরমেশ্বর যাহাকে অভিশাপ দেন নাই, আমি তাহাকে কি প্রকারে অভিশাপ দিব? [৯] আমি পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে তাহাকে দেখিতে পাই, ও গিরিহইতে তাহার দর্শন পাই; দেখ, ঐ লোকসমূহ স্বতন্ত্র বাস করিবে, অন্য জাতিদের মধ্যে গণিত হইবে না। [১০] যাকুবের ধূলি ও ইস্রায়েলের চতুর্থাংশের সংখ্যা কে গণনা করিতে পারে? ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক, ও তাহার শেষাবস্থার তুল্য আমার শেষাবস্থা হউক। [১১] পরে বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, তুমি আমার প্রতি এই কি করিলা? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ, তুমি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে

আশীর্ব্বাদ করিলা। ১২ তাহাতে সে উত্তর করিল, পরমেশ্বর আমার মুখে যে কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে? ১৩ বালাক্ কহিল, আমি নিবেদন করি, তুমি যে স্থানহইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবা, কিন্তু তাহাদের সকল দেখিতে না পাইয়া প্রান্তভাগমাত্র দেখিতে পাইবা, এমত অন্য স্থানে আমার সহিত আসিয়া সেখানে থাকিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দেও।

১৪ তাহাতে বালাক্ তাহাকে পিস্গার পৃষ্ঠস্থিত প্রহরিক্ষেত্রে লইয়া গিয়া সেই স্থানে সাত বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং প্রত্যেক বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল। ১৫ পরে সে বালাক্কে কহিল, আমি যাবৎ ঐ স্থানে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করি, তাবৎ তুমি এই স্থানে আপন হোমবলির নিকটে দাঁড়াও। ১৬ পরে পরমেশ্বর বিলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মুখে এক বাক্য দিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ফিরিয়া গিয়া এই কথা কহ। ১৭ তাহাতে সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, তৎকালে বালাক্ ও মোয়াবের অধ্যক্ষগণ হোমবলির নিকটে দণ্ডায়মান ছিল; তখন বালাক্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, পরমেশ্বর কি কহিলেন? ১৮ তাহাতে বিলিয়ম্ কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, হে বালাক, উঠিয়া শুন, ও হে সিপ্পোরের পুত্র, আমার কথায় মনোযোগ কর। ১৯ ঈশ্বর মিথ্যাবাদি মনুষ্য নহেন, ও অনুতাপকারি মনুষ্যের সন্তান নহেন; তিনি কহিয়া কি সফল করিবেন না? ও বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না? ২০ দেখ, আমি আশীর্ব্বাদ করণের আজ্ঞা পাইলাম; তিনি যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহার অন্যথা আমি করিতে পারি না। ২১ তিনি যাকুব্ বংশে পাপ দেখেন না, ও ইস্রায়েল্ বংশে দণ্ডনীয়ত্ব দেখেন না; তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের সহকারী আছেন, ও রাজার রাজজয়ধ্বনি তাহাদের মধ্যবর্ত্তী। ২২ ঈশ্বর মিসর্দেশহইতে তাহাদের আনয়নকারী; তাহারা গণ্ডারের ন্যায় বলবান। ২৩ যাকুব্ বংশের মায়াশক্তি নাই, এবং ইস্রায়েল্ বংশের মন্ত্র নাই; কিন্তু 'ঈশ্বর কেমন কর্ম্ম করিয়াছেন!' এই কথা যাকুবের ও ইস্রায়েল্ বংশের বিষয়ে একেবারে কহিতে হয়। ২৪ দেখ, ঐ লোকসমূহ সিংহীর ন্যায় উঠিবে, ও মৃগরাজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিবে, এবং যে পর্য্যন্ত শিকার ভোজন না করে, ও হত লোকদের রক্ত পান না করে, তাবৎ শয়ন করিবে না।

২৫ পরে বালাক্ বিলিয়ম্কে কহিল, তুমি তাহাদিগকে শাপ দিও না, এবং আশীর্ব্বাদও করিও না। ২৬ তাহাতে বিলিয়ম্ উত্তর করিল, পরমেশ্বর আমাকে যে কিছু কহিবেন, তাহাই আমি করিব, এ কথা কি আমি তোমাকে কহি নাই?

২৭ তথাপি বালাক্ বিলিয়ম্কে কহিল, বিনয় করিয়া কহি, আইস, আমি তোমাকে অন্য স্থানে লইয়া যাই; তাহাতে সে স্থানে হয় তো আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দিতে ঈশ্বরের সন্তোষ হইতে পারে। ২৮ পরে বালাক্ যিশীমোন্ অভিমুখ পিয়োরের শৃঙ্গে বিলিয়ম্কে লইয়া গেল। ২৯ তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্কে কহিল, এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত বেদি নির্ম্মাণ কর, ও সাত গোবৎস ও সাত মেষ আয়োজন কর। ৩০ তখন বালাক্ বিলিয়মের বাক্যানুরূপ করিয়া প্রত্যেক বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল।

২৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ বংশের বিষয়ে বিলিয়মের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১০ ও তৎপ্রযুক্ত তাহার প্রতি বালাকের ক্রোধ, ১৫ ও যাকুবের তারাদির বিষয়ে বিলিয়মের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ পরে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিতে পরমেশ্বরের তুষ্টি আছে, ইহা দেখিয়া বিলিয়ম্ পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র শিখিতে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রান্তরের দিগে মুখ করিল। ২ তাহাতে বিলিয়ম্ আপন চক্ষু তুলিয়া বংশানুক্রমে বাসকারি ইস্রায়েল্ বংশকে দেখিল; এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহাতে আবির্ভূত হইলেন। ৩ তখন সে কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্ কহিতেছে, ও যাহার উন্মীলিত চক্ষু, সে মনুষ্য কহিতেছে; ৪ এবং যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে ও সর্ব্বশক্তিমানহইতে দর্শন পায়, সে অভিভূত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে। ৫ হে যাকুব্ বংশ, তোমার শিবির, ও হে ইস্রায়েল বংশ, তোমার আবাস কেমন সুন্দর! ৬ তাহা উপত্যকার ন্যায় বিস্তারিত, ও নদীতীরস্থ উদ্যানের তুল্য, ও পরমেশ্বরের রোপিত অগুরু বৃক্ষের সদৃশ, ও জলনিকটস্থ এরস্বৃক্ষের ন্যায়। ৭ তাহার কলসহইতে জল উপ্‌লিবে, এবং তাহার বীজ অনেক জলে সিক্ত হইবে, ও তাহার রাজা অগাগ্ অপেক্ষাও উন্নত হইবেন, ও তাহার রাজ্য বর্দ্ধমান হইবে। ৮ ঈশ্বর তাহাকে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন; সে গণ্ডারের ন্যায় বলবান, সে অন্যজাতীয় শত্রুগণকে গ্রাস করিবে, ও তাহাদের অস্থি চূর্ণ করিবে, ও আপন বাণদ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিবে। ৯ সে মৃগরাজের কিম্বা সিংহীর ন্যায় নত হই-

য়া শয়ন করিবে, তাহাতে তাহাকে কে উঠাইবে? যে কেহ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, সে আশীর্ব্বাদ পাইবে; ও যে কেহ তাহাকে শাপ দিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে।

[১০] তখন বিলিয়মের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে আপন হস্তে হস্তের আঘাত করিল, এবং বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু তুমি তিন বার সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলা। [১১] এখন তুমি স্বস্থানে পলায়ন কর; আমি তোমাকে অতিশয় গৌরবান্বিত করিব, ইহা ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দেখ, পরমেশ্বর তোমার গৌরবে বাধা দিলেন। [১২] তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে উত্তর করিল, বালাক্ স্বর্ণ ও রূপাতে পরিপূর্ণ আপন ভাণ্ডার আমাকে দিলেও আমি আপন ইচ্ছাতে ভাল কি মন্দ করিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না; [১৩] পরমেশ্বর যাহা কহিবেন, আমি তাহাই কহিব; এ কথা আমি কি তোমার প্রেরিত দূতগণের সাক্ষাতেও কহি নাই? [১৪] এখন দেখ, আমি স্বজাতীয়দের নিকটে যাই; আইস, এই লোকেরা শেষযুগে তোমার লোকদের প্রতি কি করিবে, তাহা তোমাকে জ্ঞাত করি।

[১৫] পরে সে কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্ কহিতেছে, ও যাহার উন্মীলিত চক্ষু, সে মনুষ্য কহিতেছে; [১৬] এবং যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে, ও সর্ব্বশক্তিমানহইতে দর্শন পায়, সে অভিভূত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে। [১৭] আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, কিন্তু এই ক্ষণে নয়; ও তাঁহার দর্শন পাইতেছি, কিন্তু নিকটে নয়; যাকুব্‌হইতে এক তারা উদিত হইবে, ও ইস্রায়েল্ বংশহইতে এক রাজদণ্ড উত্থিত হইবে; তাহা মোয়াবের পার্শ্ব ভগ্ন করিবে, ও কলহকারি লোকদের বংশকে সংহার করিবে। [১৮] এবং ইদোম্ তাহার অধিকার হইবে, ও তাহার শত্রু সেয়ীর্ তাহার অধিকার হইবে, এবং ইস্রায়েল্ বংশ অতি বীরের ন্যায় আচরণ করিবে। [১৯] ও যাকুব্‌হইতে উৎপন্ন এক জন কর্তৃত্ব করিবেন, ও নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে বিনষ্ট করিবেন। [২০] পরে সে অমালেকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, এই অমালেক্ অন্য জাতীয়দের অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু সর্ব্বনাশ ইহার শেষদশা হইবে। [২১] পরে সে কেনীয়দের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, তোমার নিবাস অতি দৃঢ়, এবং তোমার বাসা শৈলে স্থাপিত। [২২] তথাপি কেনীয় বংশ বিনষ্ট হইবে, ও অশূর্ কত দূরে তোমাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। [২৩] পরে সে আপন কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, হায় ২! যখন পরমেশ্বর ইহা করিবেন, তখন কে বাঁচিবে? [২৪] ও কিত্তীমের তীরহইতে জাহাজ আসিয়া অশূর্‌কে ক্লেশ দিবে ও এবর্‌কে দুঃখ দিবে, কিন্তু তাহারাও বিনষ্ট হইবে। [২৫] পরে বিলিয়ম্ উঠিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, এবং বালাক্‌ও আপন পথে চলিয়া গেল।

২৫ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকের বাল্‌পিয়োর্ দেবের পূজা করণ, ৬ ও সিম্রির ও কস্‌বীর বধ, ১০ ও তাহাদের বধ করণ প্রযুক্ত পীনিহসের পুরস্কার, ১৬ ও মিদিয়ন্ লোককে দুঃখ দিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

[১] পরে ইস্রায়েল্ বংশ শিটীমে বাস করিলে লোকেরা মোয়াবের কন্যাদের সহিত ব্যভিচার কর্ম্ম করিতে লাগিল। [২] এবং সেই কন্যারা তাহাদিগকে আপনাদের দেবপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে লোকেরা ভোজন করিয়া তাহাদের দেবগণকে প্রণাম করিল। [৩] বিশেষতঃ বাল্‌পিয়োর্ দেবের প্রতি ইস্রায়েল বংশ আসক্ত হইতে লাগিল; অতএব ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। [৪] এবং পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি লোকদের অধ্যক্ষগণকে লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে সূর্য্যের সম্মুখে তাহাদিগকে টাঙ্গাইয়া দেও; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশহইতে পরমেশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে। [৫] তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশের বিচারকর্তৃগণকে কহিল, তোমরা প্রত্যেকে বাল্‌পিয়োরের প্রতি আসক্ত আপন২ লোকদিগকে বধ কর।

[৬] পরে মণ্ডলীর আবাসের নিকটে রোদনকারি ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীর ও মূসার সাক্ষাতে ইস্রায়েল্ বংশের এক জন আপন জ্ঞাতিগণের নিকটে এক মিদিয়নীয় স্ত্রীকে আনিল। [৭] তাহা দেখিয়া হারোণ যাজকের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস্ মণ্ডলীর মধ্যহইতে উঠিয়া হস্তে বড়শা লইয়া [৮] ইস্রায়েল বংশীয় ঐ লোকের পশ্চাৎ২ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ দুই জনের অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশীয় পুরুষের ও সেই স্ত্রীর গুহ্য স্থান বিন্ধিয়া বধ করিল; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশহইতে ঐ মারী নিবৃত্ত হইল। [৯] কিন্তু যাহারা ঐ মারীতে মরিয়াছিল, তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।

[১০] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, লোকদের মধ্যে আমার নিমিত্তে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করাতে হারোণ যাজকের পৌত্র ইলিয়াসরের

পত্র পীনিহস্ ইস্রায়েল্ বংশহইতে আমার অন্তর্জ্বালা নিবারণ করিল; তাহাতে আমি অন্তর্জ্বালা প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ বংশের লোকদিগকে বিনষ্ট করিলাম না। [১২] অতএব তুমি এই কথা কহ, দেখ, আমি তাহাকে আপন শান্তিকর নিয়ম দিলাম। [১৩] তাহাতে তাহার পক্ষে ও পুরুষানুক্রমে তাহার বংশের পক্ষে নিত্য যাজকতার নিয়ম স্থির হইবে; কেননা সে আপন ঈশ্বরের নিমিত্তে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিল, ও ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিল। [১৪] ইস্রায়েল্ বংশের যে পুরুষ ঐ মিদিয়নীয়া সহিত হত হইয়াছিল, সে শিমিয়োনীয়দের পিতৃবংশের অধ্যক্ষ সালূর পুত্র; তাহার নাম সিম্রি ছিল। [১৫] এবং ঐ হত মিদিয়নীয়া স্ত্রীর নাম কস্বী; সে সূরের কন্যা, এবং ঐ সূর মিদিয়নীয় প্রধান বংশের অধ্যক্ষ ছিল।

[১৬] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১৭] তুমি মিদিয়নীয় লোকদিগকে ক্লেশ দেও ও পরাজয় কর। [১৮] কেননা পিয়োর্ দেবতাবিষয়ক ছলেতে এবং সেই পিয়োরজন্য মারীর দিবসে হতা তাহাদের আত্মীয়া কস্বী নাম্নী মিদিয়নীয় রাজকুমারী বিষয়ক ছলেতে তাহারা তোমাদিগকে ছল করিয়া ক্লেশ দিল।

২৬ অধ্যায়।

১ তাবৎ লোকের সংখ্যা করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৫ ও ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের সংখ্যা, ৫২ ও ভূমির বিভাগ কথা, ৫৭ ও লেবীয়দের বংশ ও সংখ্যা, ৬৩ ও মিসর্হইতে নির্গত লোকদের মধ্যে কেবল কালেব্ ও যিহোশূয় বিনা আর কোন পুরুষের গণিত না হওন।

[১] ঐ মারীর পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ যাজককে কহিলেন, [২] তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আপন২ পিতৃবংশানুসারে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক লোকদের অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশীয় সৈন্যশ্রেণীভুক্ত তাবৎ লোকদের সংখ্যা কর। [৩] তাহাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা ও ইলিয়াসর যাজক যিরীহোর নিকটস্থিত যর্দ্দন্ সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে তাহাদিগকে কহিল, [৪] বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি তাবৎ লোকের সংখ্যা করা কর্ত্তব্য। মিসর্দেশহইতে নির্গত ইস্রায়েল বংশ এই ২।

[৫] ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রূবেন, তাহার সন্তান; হনোকহইতে হনোকীয় বংশ, ও পল্লূহইতে পল্লূয়ীয় বংশ হয়; [৬] এবং হিষ্রোণ্হইতে হিষ্রোণীয় বংশ, ও কর্ম্মিহইতে কর্ম্মীয় বংশ হয়। [৭] ইহারা সকলেই রূবেণের বংশ; তাহাদের মধ্যে গণিত লোক তেতাল্লিশ সহস্র সাত শত ত্রিশ জন। [৮] এবং পল্লূর পুত্র ইলীয়াব্। [৯] ঐ ইলীয়াবের সন্তান নিমূয়েল্ ও দাথন্ ও অবীরাম্; কোরহের মণ্ডলী যখন পরমেশ্বরের প্রতিকূলে বিবাদ করিল, তৎকালে তাহার মধ্যে মণ্ডলীতে বিখ্যাত যে দাথন্ ও অবীরাম্ মূসা ও হারোণের সহিত বিবাদ করিয়াছিল, তাহারা এই দুই জন। [১০] সেই সময়ে পৃথিবী মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে ও কোরহকে গ্রাস করিল, তাহাতে সে দল নষ্ট হইল, এবং অগ্নি দুই শত পঞ্চাশ জনকে দগ্ধ করিল, তাহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ হইল। [১১] কিন্তু কোরহের সন্তানেরা মরিল না।

[১২] আর আপন২ বংশানুসারে শিমিয়োনের সন্তান; নিমূয়েল্হইতে নিমূয়েলীয় বংশ, ও যামীন্হইতে যামীনীয় বংশ, ও যাখীন্হইতে যাখীনীয় বংশ হয়; [১৩] এবং সেরহহইতে সেরহীয় বংশ, ও শৌল্হইতে শৌলীয় বংশ হয়। [১৪] এই শিমিয়োনীয় বংশে বাইশ সহস্র দুই শত লোক ছিল।

[১৫] আর আপন২ বংশানুসারে গাদের সন্তান; সিফোন্হইতে সিফোনীয় বংশ, ও হগিহইতে হগীয় বংশ, ও শূনিহইতে শূনীয় বংশ; [১৬] ও ওষ্নিহইতে ওস্নীয় বংশ, ও এরিহইতে এরীয় বংশ; [১৭] ও অরোদিহইতে অরোদীয় বংশ, ও অরেলিহইতে অরেলীয় বংশ হয়। [১৮] এই গাদের বংশ গণিত হইলে চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

[১৯] যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্; ঐ এর্ ও ওনন্ কিনান্দেশে মরিয়াছিল। [২০] আপন২ বংশানুসারে যিহূদার এই সকল সন্তান; শেলাহইতে শেলায়ীয় বংশ, ও পেরস্হইতে পেরসীয় বংশ, ও সেরহহইতে সেরহীয় বংশ। [২১] পেরসের এই সকল বংশ, হিষ্রোণহইতে হিষ্রোণীয় বংশ, ও হামূল্হইতে হামূলীয় বংশ হয়। [২২] এই যিহূদা বংশ গণিত হইলে ছেয়াত্তর সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

[২৩] আর আপন২ বংশানুসারে ইষাখরের সন্তান; তোলয়্হইতে তোলয়ীয় বংশ, ও পূয়হইতে পূয়ীয় বংশ; [২৪] ও যাশূবহইতে যাশূবীয় বংশ, ও শিম্রোণ্হইতে শিম্রোণীয় বংশ হয়। [২৫] এই ইষাখরের বংশ গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র তিন শত লোক হইল।

[২৬] আর আপন২ বংশানুসারে সিবূলূনের সন্তান; সেরদ্হইতে সেরদীয় বংশ, ও এলোন্হইতে এলোনীয় বংশ, ও যহলেল্হইতে যহলেলীয় বংশ হয়। [২৭] এই সিবূলূন বংশ গণিত হইলে ষষ্টি সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

[২৮] আপন ২ বংশানুসারে যূষফের সন্তান মিনশি ও ইফ্রয়িম্। [২৯] ঐ মিনশির সন্তান; মাখীর্‌হইতে মাখীরীয় বংশ; ঐ মাখীরের পুত্র গিলিয়দ্; ঐ গিলিয়দ্‌হইতে গিলিয়দীয় বংশ। [৩০] ঐ গিলিয়দের এই সকল সন্তান; ঈয়েষর্-হইতে ঈয়েষ্রীয় বংশ, ও হেলক্‌হইতে হেল-কীয় বংশ; [৩১] ও অস্রীয়েল্‌হইতে অস্রীয়েলীয় বংশ; ও শেখম্‌হইতে শেখমীয় বংশ; [৩২] ও শিমীদাহইতে শিমীদায়ীয় বংশ, ও হেফর্‌হই-তে হেফরীয় বংশ হয়। [৩৩] ঐ হেফরের পুত্র সিলফদের পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল; সেই সিলফদের কন্যাদের নাম মহলা ও নোয়া ও হগ্‌লা ও মিল্‌কা ও তির্সা। [৩৪] এই মিনশি বংশের মধ্যে গণিত লোক বাওয়ান্ন সহস্র সাত শত জন।

[৩৫] এবং আপন ২ বংশানুসারে এই সকল ইফ্রয়িমের সন্তান। [৩৬] শূথলহহইতে শূথলহীয় বংশ, ও বেখর্‌হইতে বেখ্রীয় বংশ, ও তহন্‌হইতে তহনীয় বংশ। [৩৭] শূথলহের বংশ এরণ্‌হইতে এরণীয় বংশ। এই ইফ্রয়িমের বংশ গণিত হইলে বত্রিশ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল; বংশানুসারে ইহারা যূষফের সন্তান।

[৩৮] আপন ২ বংশানুসারে বিন্যামীনের সন্তান; বেলাহইতে বেলায়ীয় বংশ, ও অস্‌বেল্‌হইতে অস্‌বেলীয় বংশ, ও অহীরাম্‌হইতে অহীরামীয় বংশ; [৩৯] ও শূফম্‌হইতে শূফমীয় বংশ, ও হূফম-হইতে হূফমীয় বংশ। [৪০] এবং বেলার সন্তান অর্দ ও নামান; অর্দহইতে অর্দীয় বংশ, ও নামান্-হইতে নামানীয় বংশ; আপন ২ বংশানুসারে ইহারা বিন্যামীনের সন্তান। [৪১] ইহাদের মধ্যে গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত জন।

[৪২] আপন ২ বংশানুসারে এই সকল দানের সন্তান। শূহম্‌হইতে শূহমীয় বংশ; ইহারা আপন ২ বংশানুসারে দানের বংশ। [৪৩] শূহমীয় সমস্ত বংশ গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র চারি শত লোক হইল।

[৪৪] আপন ২ বংশানুসারে আশেরের সন্তান; যিম্নহইতে যিম্নীয় বংশ, ও যিস্‌বিহইতে যিস্-বীয় বংশ, ও বিরিয়হইতে বিরিয়ীয় বংশ। [৪৫] এবং বিরিয়ের সন্তান হেবর্‌হইতে হেবরীয় বংশ, ও মল্‌কীয়েল্‌হইতে মল্‌কীয়েলীয় বংশ। [৪৬] ঐ আশেরের কন্যার নাম সারহ। [৪৭] এই আশেরের বংশ গণিত হইলে তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত লোক হইল।

[৪৮] আর আপন ২ বংশানুসারে নপ্তালির সন্তান; যহসীয়েল্‌হইতে যহসীয়েলীয় বংশ, ও গূনিহইতে গূনীয় বংশ; [৪৯] ও যেৎসর্‌হইতে যেৎসরীয় বংশ, ও শিল্লেম্‌হইতে শিল্লেমীয় বংশ হয়। [৫০] আপন ২ বংশানুসারে এই সকল নপ্তালির বংশ। ইহাদের মধ্যে গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র চারি শত জন।

[৫১] ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ এক সহস্র সাত শত ত্রিশ ছিল।

[৫২] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৫৩] নাম-সংখ্যানুসারে অধিকারার্থে ইহাদের মধ্যে দেশ বিভক্ত হইবে। [৫৪] ফলতঃ যে বংশে অধিক লোক, তাহাদিগকে অধিক অধিকার দিবা; ও যে বংশে অল্প লোক, তাহাদিগকে অল্প অধিকার দিবা; যে বংশের যত গণিত লোক, তাহাকে তত অধিকার দিবা। [৫৫] কিন্তু গুলি-বাঁটদ্বারা দেশ বিভক্ত হইবে; তাহারা আপন ২ পিতৃবংশের নামানুসারে অধিকার পাইবে। [৫৬] অধিক কিম্বা অল্প অধিকার হউক, গুলি-বাঁটদ্বারাতেই অধিকার বিভক্ত হইবে।

[৫৭] আপন ২ বংশানুসারে লেবীয় বংশের মধ্যে ইহারা গণিত হইল; গের্শোনহইতে গে-র্শোনীয় বংশ, ও কিহাৎহইতে কিহাতীয় বংশ, ও মিরারিহইতে মিরারীয় বংশ; [৫৮] এবং লিব্-নীয় বংশ, ও হিব্রোণীয় বংশ, ও মহলীয় বংশ, ও মূশীয় বংশ, ও কোরহীয় বংশ, এই সকল লেবীয় বংশ। [৫৯] ঐ কিহাতের পুত্র অম্রাম্; সেই অম্রামের যোখেবদ্ নাম্নী ভার্য্যা মিসর্-দেশে জাতা লেবির ঔরসকন্যা ছিল। তাহার গর্ব্ভে হারোণ ও মূসা ও তাহাদের ভগিনী মরিয়ম নামে অম্রামের সন্তান জন্মিল। [৬০] হারোণের ঔর-সে নাদব্ ও অবীহূ ও ইলিয়াসর্ ও ঈথামর্ জন্মিল। [৬১] কিন্তু নাদব্ ও অবীহূ পরমেশ্ব-রের সম্মুখে সাধারণ অগ্নি নিবেদন করিলে তাহাদের মৃত্যু ঘটিল। [৬২] এই সকলের মধ্যে এক মাস বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক পুরুষ গণিত হইলে তেইশ সহস্র জন হইল; কেননা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তাহাদিগকে কোন অধিকার দত্ত না হওয়াতে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে গণিত হইল না।

[৬৩] যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন সমীপে মো-য়াবের প্রান্তরে ইস্রায়েল্ বংশের গণনাকারি মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক কর্তৃক এই সকল লোক গণিত হইল। [৬৪] কিন্তু সীনয় প্রান্তরে ইস্রায়েল্ বংশের গণনাকারি মূসা ও হারোণ যাজক কর্তৃক যাহারা গণিত হইয়াছিল, তাহাদের এক জনও ইহাদের মধ্যে ছিল না। [৬৫] কারণ পরমেশ্বর তাহাদের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, তা-হারা অবশ্য এই প্রান্তরে মরিবে; তাহাদের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেব্ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ব্যতিরেকে এক জনও অবশিষ্ট থাকি-বে না।

২৭ অধ্যায়।

১ সিলফদের কন্যাগণের কথা, ৬ ও ভূমি অধিকারের ব্যবস্থা, ১২ ও মূসার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১৫ ও ঈশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন, ১৮ ও মূসার মরণের পরে তাহার কর্ম্ম করিতে যিহোশূয়কে নিরূপণ।

[১] পরে যূষফের পুত্র মিনশির বংশের মধ্যে মিনশির বৃদ্ধপ্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র গিলিয়দের পৌত্র হেফরের পুত্র যে সিলফদ্ তাহার কন্যাগণ, অর্থাৎ মহলা ও নোয়া ও হগ্‌লা ও মিল্কা ও তির্সা নামে কন্যাগণ [২] মূসার ও ইলিয়াসর্ যাজকের ও অধ্যক্ষগণের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া এই কথা কহিল; [৩] আমাদের পিতা প্রান্তরে মরিয়াছে; সে কোরহের দলের অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতিকূলে বিরোধকারিদের দলের মধ্যে ছিল না; তথাপি আপন পাপেতে মরিয়াছে, তাহার পুত্র হয় নাই। [৪] কিন্তু আমাদের পিতার পুত্র নাই, এই জন্যে তাহার বংশহইতে তাহার নাম কেন লোপ পাইবে? আমাদের পিতৃবংশীয় ভ্রাতাদের মধ্যে আমাদিগকে অধিকার দেও। [৫] তখন মূসা পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাদের কথা উপস্থিত করিল।

[৬] তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৭] সিলফদের কন্যাগণ যথার্থ কহিতেছে; তুমি তাহাদের পিতৃবংশীয়দের মধ্যে অবশ্য তাহাদিগকে ভূমি অধিকার দিবা, ও তাহাদের পিতার অধিকার তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা। [৮] এবং ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, কেহ যদি অপুত্রক হইয়া মরে, তবে তোমরা তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে সমর্পণ করিবা। [৯] যদি তাহার কন্যা না থাকে, তবে তাহার ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার দিবা। [১০] যদি তাহার ভ্রাতৃগণ না থাকে,তবে তাহার পিতৃব্যদিগকে তাহার অধিকার দিবা। [১১] যদি তাহার পিতৃব্যগণ না থাকে, তবে তাহার বংশীয় নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবা, সে তাহা অধিকার করিবে; মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল্ বংশের এই রূপ রাজনীতির বিধি হইবে।

[১২] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি এই অবারীম্ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যে দেশ আমি ইস্রায়েল্ বংশকে দিলাম তাহা নিরীক্ষণ কর। [১৩] তাহা নিরীক্ষণ করিলে পর তোমার ভ্রাতা হারোণের ন্যায় তুমিও আপন পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইবা। [১৪] কেননা সীন্ প্রান্তরে মণ্ডলীর বিবাদে তোমরা বিরুদ্ধাচারী হইয়া জলের বিষয়ে লোকদের সাক্ষাতে পবিত্ররূপে আমার সম্মান কর নাই। সেই জল সীন প্রান্তরের কাদেশস্থ মিরীবার জল ছিল।

[১৫] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, [১৬] হে সর্ব্বশরীরস্থ আত্মাগণের প্রভু পরমেশ্বর, মণ্ডলীর উপরে এমত এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন, [১৭] যে বহির্গমন ও অভ্যন্তরাগমন সময়ে তাহার অগ্রগামী হইয়া তাহাদিগকে বহির্গমন ও অভ্যন্তরাগমন করায়; তাহা করিলে পরমেশ্বরের মণ্ডলী রক্ষকহীন মেষপালের ন্যায় হইবে না।

[১৮] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, নূনের পুত্র যিহোশূয়ের অন্তরে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন; তুমি তাহাকে লইয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ কর, [১৯] এবং ইলিয়াসর্ যাজকের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে উপদেশ দেও। [২০] এবং তাহাকে আপন প্রতাপের ভাগী কর; তাহাতে ইস্রায়েল বংশের সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞাবহ হইবে। [২১] এবং সে ইলিয়াসর্ যাজকের সম্মুখে দাঁড়াইবে, এবং ইলিয়াসর্ তাহার জন্যে ঊরীমের দ্বারা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে, এবং সে ও তাহার সহিত ইস্রায়েল্ বংশ ও সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞাতে বাহিরে যাইবে, ও তাহার আজ্ঞাতে ভিতরে আসিবে। [২২] পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম করিল, ফলতঃ সে যিহোশূয়কে লইয়া ইলিয়াসর্ যাজকের সম্মুখে ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিল, [২৩] এবং তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মূসার দ্বারা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাকে উপদেশ দিল।

২৮ অধ্যায়।

১ হোমের বিষয়ে পরমেশ্বরের আজ্ঞা,৩ ও প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যাকালের হোমের কথা, ৯ ও বিশ্রামবারের হোমের কথা, ১১ ও প্রতিপদের হোমের কথা, ১৬ ও নিস্তারপর্ব্বের হোমের কথা, ২৬ ও প্রথম ফলের দিনে কর্ত্তব্য হোমের কথা।

[১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে আজ্ঞা কর, ও তাহাদিগকে এই কথা কহ, আমার অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারার্থক যে ভক্ষ্যরূপ নৈবেদ্য, তাহা তোমরা আমার উদ্দেশে নিরূপিত সময়ে নিবেদন করিতে মনোযোগ করিবা।

[৩] তুমি তাহাদিগকে এই কথা কহ, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে এই সকল নিবেদন করিবা। প্রতি দিবস নিত্য হোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুই মেষবৎস; [৪] তাহার এক মেষবৎস প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবা, ও দ্বিতীয় মেষবৎস সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা। [৫] এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ আলোড়িত তৈলে মিশ্রিত ঐফার দশমাংশ সুজি

দিবা। [৬] পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহাররূপে এই নিত্য হোমবলি সীনয় পর্ব্বতে নিরূপিত হইয়াছিল। [৭] এবং তাহার এক২ মেষবৎসের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ পেয় নৈবেদ্য হইবে, এবং পবিত্র স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্যরূপে সেই মদিরা ঢালা যাইবে। [৮] এবং তুমি দ্বিতীয় মেষবৎসকে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা, প্রাতঃকালের মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারার্থে উৎসর্গ করিবা।

[৯] আর বিশ্রামদিনে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুই মেষবৎস ও তৈলপক্ক দুই দশমাংশ সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্য নিবেদন করিবা। [১০] নিত্য হোম ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে প্রতি বিশ্রামবারে এই হোম হইবে।

[১১] প্রতি মাসের আরম্ভে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমের জন্যে দুই পুংগোবৎস ও এক মেষ এবং একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষবৎস উৎসর্গ করিবা। [১২] এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন দশমাংশ, এবং এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ, [১৩] এবং এক২ মেষবৎসের জন্যে এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য হইবে; তাহাতে সেই হোমবলি পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে। [১৪] এবং এক গোবৎসের জন্যে হিনের অর্দ্ধেক, ও এক মেষের জন্যে হিনের তৃতীয়াংশ, ও এক মেষবৎসের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস পেয় নৈবেদ্য হইবে; সম্বৎসরের প্রতিমাসে কর্ত্তব্য মাসিক হোম এই জানিবা। [১৫] এবং প্রায়শ্চিত্তরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক ছাগল উৎসর্গ করিবা। নিত্য হোম ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে এই সকল হইবে।

[১৬] অপর প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে পরমেশ্বরের নিস্তারপর্ব্ব হইবে। [১৭] এবং মাসের পঞ্চদশ দিনে সাত দিবস তাড়ীশূন্য রুটী ভোজনের উৎসব হইবে। [১৮] এবং প্রথম দিবসে পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [১৯] কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমার্থে দুই পুংগোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষবৎস; [২০] এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন দশমাংশ, ও এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ, [২১] এবং সাত মেষবৎসের এক২ বৎসের জন্যে এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য, [২২] এবং আপনাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, [২৩] এই সকল তোমরা নিত্য হোমের প্রাতঃকালীয় হোম ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা। [২৪] এই বিধি অনুসারে তোমরা সাত দিবস ব্যাপিয়া প্রতিদিন পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার নিবেদন করিবা; নিত্য হোম ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে ইহা নিবেদিত হইবে। [২৫] এবং সপ্তম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না।

[২৬] আর প্রথম ফলের দিবসে, অর্থাৎ (সপ্ত) সপ্তাহের পরে যে সময়ে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিবা, তৎকালে তোমাদের এক পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [২৭] কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি হোমার্থে দুই পুংগোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষবৎস; [২৮] এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন দশমাংশ, ও এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ, [২৯] এবং সাত মেষবৎসের এক২ বৎসের জন্যে এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য; [৩০] এবং তোমাদের প্রায়শ্চিত্তার্থে এক ছাগল, [৩১] এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার উপযুক্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেকে নিবেদন করিবা; এই সকল নির্দ্দোষ ও পেয় নৈবেদ্যযুক্ত হইবে।

২৯ অধ্যায়।

১ তূরী বাজন সময়ের হোমের কথা, ৭ ও বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তদিনের হোম বলিদানাদি, ১২ ও কুটীরের উৎসব সময়ের হোম বলিদানাদি।

[১] আর সপ্তম মাসের প্রথম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; সেই দিন তোমাদের তূরী বাজাইবার দিন হইবে। [২] এবং সেই দিনে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি হোমবলিরূপে এক পুংগোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষবৎস; [৩] এবং এক গোবৎসের কারণ তিন দশমাংশ, ও এক মেষের কারণ দুই দশমাংশ, [৪] ও সাত মেষবৎসের এক২ বৎসের কারণ এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির নৈবেদ্য; [৫] এবং আপনাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল উৎসর্গ করিবা। [৬] মাসিক হোম ও তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য এবং দিবসিক হোম ও তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও বিধিমতে উভয়ের পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারার্থ এই সকল করিবা।

[৭] আর সেই সপ্তম মাসের দশম দিবসে তো-

মাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা আপন ২ প্রাণকে ক্লেশ দিবা, ও কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৮] কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি হোমবলিরূপে এক পুংগোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষবৎস; [৯] এবং এক গোবৎসের কারণ তিন দশমাংশ, ও এক মেষের কারণ দুই দশমাংশ, [১০] ও সাত মেষবৎসের এক ২ বৎসের কারণ এক ২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির নৈবেদ্য; [১১] এবং প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা প্রায়শ্চিত্তদিনের প্রায়শ্চিত্ত বলি এবং নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[১২] আর সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; এবং তদবধি সাত দিবস পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব পালন করিবা। [১৩] এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলিরূপে তেরো পুংগোবৎস ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস; [১৪] এবং তেরো পুংগোবৎসের প্রত্যেক বৎসের কারণ তিন দশমাংশ, এবং দুই মেষের এক ২ মেষের কারণ দুই দশমাংশ, [১৫] এবং চৌদ্দ মেষবৎসের এক ২ বৎসের কারণ এক ২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির নৈবেদ্য; [১৬] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[১৭] আর দ্বিতীয় দিবসে বারো পুংগোবৎস ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস, [১৮] এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [১৯] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[২০] আর তৃতীয় দিবসে এগার গোবৎস ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস, [২১] এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [২২] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[২৩] আর চতুর্থ দিবসে দশ গোবৎস ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস, [২৪] এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [২৫] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[২৬] আর পঞ্চম দিবসে নয় গোবৎস ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস, [২৭] এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [২৮] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[২৯] আর ষষ্ঠ দিবসে অষ্ট গোবৎস ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস, [৩০] এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [৩১] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[৩২] আর সপ্তম দিবসে সাত গোবৎস ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস, [৩৩] এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [৩৪] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[৩৫] আর অষ্টম দিবসে তোমাদের কার্য্যত্যাগের দিন হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায় কর্ম্ম করিবা না। [৩৬] কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলিরূপে এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষবৎস, [৩৭] এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [৩৮] এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা। [৩৯] হোম এবং ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ও মঙ্গলার্থক বলিদানযুক্ত তোমাদের যে মানত ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার, তদ্ব্যতিরেকে এই সকল তোমরা আপনাদের সকল পর্ব্বে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবা। [৪০] পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল বংশকে এই সকল কথা কহিল।

৩০ অধ্যায়।

১ মানত ও ব্রত সফল করণের আবশ্যকতা, ৩ ও পিতাদ্বারা কন্যার মানত সফল ও বিফল হওনের কথা, ৬ ও স্বামিদ্বারা স্ত্রীর মানত সফল ও বিফল হওনের কথা, ৯ ও বিধবার মানত সফল ও বিফল হওনের কথা।

[১] পরে মূসা ইস্রায়েল্ লোকদের বংশাধ্যক্ষ-

গণকে কহিল, পরমেশ্বর এই সকল আজ্ঞা করিলেন। [২] যদি কোন পুরুষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত করে, কিম্বা ব্রতদ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিতে দিব্য করে, তবে সে আপন বাক্য ব্যর্থ না করিয়া মুখহইতে নির্গত বাক্য সফল করিবে।

[৩] যদি কোন স্ত্রী কুমারী অবস্থাতে আপন পিতৃগৃহে বাস করণ সময়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত করে ও ব্রতদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করে, [৪] এবং তাহার পিতা যদি তাহার মানত, ও যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য শুনিয়া তাহাকে কিছু না কহে, তবে তাহার সকল মানত স্থির হইবে, এবং যাহাদ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধা করে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির হইবে। [৫] কিন্তু শ্রবণদিনে যদি তাহার পিতা তাহাকে নিষেধ করে, তবে তাহার মানত ও যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির হইবে না; এবং পরমেশ্বর তাহার পিতার নিষেধ প্রযুক্ত তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

[৬] আর তাহার মানত করণ সময়ে কিম্বা যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করে, সেই ব্রতের বাক্য আপন মুখে প্রকাশ করণ সময়ে যদি তাহার স্বামী থাকে, [৭] এবং তাহার স্বামী তাহার শ্রবণদিনে যদি কিছু না কহে, তবে তাহার মানত এবং যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির হইবে। [৮] কিন্তু শ্রবণ দিবসে যদি তাহার স্বামী তাহাকে নিষেধ করে, তবে সে যে মানত করিয়াছে, ও আপন মুখহইতে নির্গত যে বাক্যদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে; তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

[৯] বিধবা কিম্বা স্বামিত্যক্তা স্ত্রী যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির হইবে। [১০] আর সে যদি স্বামির গৃহে থাকিবার সময়ে মানত করিয়া থাকে, কিম্বা ব্রত বিষয়ে শপথদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়া থাকে, [১১] এবং তাহার স্বামী তাহা শুনিয়া তাহাকে নিষেধ না করিয়া নীরব হইয়া থাকে, তবে তাহার সমস্ত মানত স্থির হইবে; এবং যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির হইবে। [১২] কিন্তু শ্রবণদিবসে তাহার স্বামী যদি সে সকল ব্যর্থ করিয়া থাকে, তবে ত মানত বিষয়ে ও তাহার বন্ধন বিষয়ে তাহার মুখহইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা স্থির হইবে না; এবং তাহার স্বামির ব্যর্থ করণ প্রযুক্ত পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও ক্লেশদায়ক দিব্য স্থির করিতে পারে ও ব্যর্থ করিতে পারে। [১৪] স্বামী যদি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে নীরব থাকে, তবে তাহার সমস্ত মানত কিম্বা সমস্ত ব্রত স্থির করে। শ্রবণদিবসে নীরব থাকাতে সে তাহা স্থির করে। [১৫] কিন্তু তাহা শুনিলে পর যদি কোন প্রকারে সে তাহা ব্যর্থ করে, তবে স্ত্রীর দোষ স্বামির মস্তকে বর্ত্তিবে। [১৬] পুরুষ ও পত্নীর বিষয়ে এবং পিতা ও কুমারী অবস্থাতে পিতৃগৃহস্থিত কন্যার বিষয়ে পরমেশ্বর মুসাকে এই সকল আজ্ঞা করিলেন।

৩১ অধ্যায়।

১ মিদিয়নীয়দিগকে দণ্ড দেওন, ও বিলিয়মের বধ, ১৩ ও স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করণ প্রযুক্ত যোদ্ধাদিগের প্রতি মূসার ক্রোধ, ২১ ও তাহাদের শুচি হওন, ২৫ ও লুটিত দ্রব্যের বিভাগ, ৪৮ ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেনাপতিদের দান।

[১] অনন্তর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে মিদিয়নীয়দিগকে প্রতিফল দেও; পরে তুমি পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইবা। [৩] তাহাতে মুসা লোকদিগকে কহিল, তোমাদে কতক লোক যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইয়া পরমেশ্বরের জন্যে মিদিয়নীয় লোকদিগকে প্রতিফল দিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করুক। [৪] তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের প্রত্যেক বংশহইতে এক২ সহস্র লোককে যুদ্ধে প্রেরণ করিবা। [৫] তাহাতে বংশের এক২ বংশের মধ্যহইতে সহস্র২ জন মনোনীত হইলে যুদ্ধার্থে বারো সহস্র লোক সজ্জিত হইল। [৬] এই রূপে মূসা এক২ বংশের এক২ সহস্র লোককে এবং ইলিয়াসর্ যাজকের পুত্র পীনিহসকে যুদ্ধেতে প্রেরণ করিল; এবং পবিত্র পাত্র ও সিংহনাদার্থক তূরী ঐ পীনিহসের হস্তগত ছিল। [৭] তাহাতে তাহারা মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মিদিয়নীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সমস্ত পুরুষদিগকে বধ করিল। [৮] বিশেষতঃ অন্যান্য হত লোক ব্যতিরেকে ইবি ও রেকম্ ও সূর ও হূর্ ও রেবা, এই২ নামবিশিষ্ট মিদিয়নের পাঁচ রাজাকে বধ করিল; এবং বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকেও খড়্গদ্বারা বিনষ্ট করিল। [৯] এবং ইস্রায়েল্বংশ মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোককে ও বালকদিগকে বন্দী করিল, এবং তাহাদের পশু ও মেষপাল ও সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইল। [১০] এবং তাহাদের নিবাস নগর ও সুনির্ম্মিত গড় অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১১] এই রূপে তাহারা মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি লুটিত ও অপহৃত দ্রব্য লইয়া গেল

১২ ফলতঃ যিরীহোর নিকটবর্ত্তি যর্দ্দন্ নদীতীরস্থ মোয়াবের প্রান্তরে মূসার ও ইলিয়াসর্ যাজকের ও ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে ঐ বন্দিগণকে এবং অপহৃত ও লুটিত দ্রব্য সকল শিবিরে লইয়া গেল।

১৩ তাহাতে মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক ও মণ্ডলীর তাবৎ অধ্যক্ষগণ তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শিবিরের বাহিরে গেল। ১৪ তখন যুদ্ধহইতে আগত সেনাপতিদের অর্থাৎ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের প্রতি মূসা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিল, ১৫ তোমরা কি সমস্ত স্ত্রীলোককে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ? ১৬ দেখ, বিলিয়মের পরামর্শে তাহারাই পিয়োর্ দেবের বিষয়ে পরমেশ্বরের প্রতিকূলে ইস্রায়েল্ বংশকে পাপ করাইয়াছিল, তন্নিমিত্তেই পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে মহামারী হইয়াছিল। ১৭ অতএব তোমরা বালকগণের মধ্যে সমস্ত পুংবালককে বধ কর, এবং পুরুষোপভুক্ত স্ত্রীগণকেও বধ কর; ১৮ কিন্তু যে বালিকারা পুরুষেতে উপভুক্তা হয় নাই, তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখ; ১৯ এবং তোমরা সাত দিবস শিবিরের বাহিরে বাস কর; তোমরা মনুষ্য হত্যা করিয়াছ ও হত লোককে স্পর্শ করিয়াছ, তন্নিমিত্তে তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে আপনাদিগকে ও বন্দিগণকে শুচি কর। ২০ এবং সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মনির্ম্মিত বস্তু ও ছাগলোমনির্ম্মিত বস্তু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তু শুচি কর।

২১ পরে ইলিয়াসর্ যাজক যুদ্ধে গমনকারি যোদ্ধাদিগকে কহিল, পরমেশ্বরকর্তৃক মূসাকে দত্ত ব্যবস্থার এই এক বিধি। ২২ স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ ও রাঙ্গ ও সীসা ইত্যাদি ২৩ যে সকল দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয় না, সে সকল অগ্নির মধ্য দিয়া চালাইলে শুচি হইবে, তথাপি তাহা অশৌচঘ্ন জলেতে ধৌত করিবা; এবং যে২ দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয়, তাহা তোমরা জলের মধ্যদিয়া চালাইবা। ২৪ এবং সপ্তম দিবসে তোমরা আপন২ বস্ত্র ধৌত করিবা; পরে শুচি হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিবা।

২৫ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৬ তুমি ও ইলিয়াসর্ যাজক ও মণ্ডলীর পিতৃবংশের অধ্যক্ষগণ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি লুটিত দ্রব্যের সংখ্যা কর। ২৭ এবং লুটিত দ্রব্য দুই অংশ করিয়া যুদ্ধে গমনকারি যোদ্ধাদিগের ও সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে বিভাগ কর। ২৮ এবং যুদ্ধে গমনকারি যোদ্ধাদের হইতে পরমেশ্বরের নিমিত্তে কর গ্রহণ কর, অর্থাৎ তাহাদের অর্দ্ধাংশহইতে মনুষ্য ও গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষ, ২৯ এই সকলের মধ্যে পাঁচ শত প্রাণির এক প্রাণী লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় নৈবেদ্যার্থে ইলিয়াসর্ যাজককে দেও। ৩০ এবং ইস্রায়েল্ বংশের অর্দ্ধাংশহইতে, অর্থাৎ মনুষ্য এবং গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষাদি পশুর মধ্যহইতে পঞ্চাশ প্রাণির এক প্রাণী লইয়া পরমেশ্বরের আবাসের রক্ষণীয় রক্ষাকারি লেবীয়দিগকে দেও। ৩১ তাহাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক সমস্ত কর্ম্ম করিল। ৩২ যোদ্ধৃগণ কর্তৃক লুটিত যে সম্পত্তি, সে ছয় লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র মেষ; ৩৩ ও বাহাত্তর সহস্র গোরু; ৩৪ ও একষট্টি সহস্র গর্দ্দভ; ৩৫ এবং পুরুষে অনুপভুক্ত বত্রিশ সহস্র স্ত্রীলোক ছিল। ৩৬ তাহাতে যুদ্ধে গমনকারিদের অর্দ্ধাংশের সংখ্যা তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র পাঁচ শত মেষ, ৩৭ সেই মেষহইতে পরমেশ্বরের লভ্য কর ছয় শত পঁচাত্তর মেষ ছিল। ৩৮ এবং গোরু ছত্রিশ সহস্র, তাহাদের মধ্যে বাহাত্তর পরমেশ্বরের করস্বরূপ ছিল। ৩৯ এবং গর্দ্দভ ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত, তাহাদের মধ্যে একষট্টি পরমেশ্বরের করস্বরূপ ছিল। ৪০ এবং মনুষ্য ষোল সহস্র, তাহাদের মধ্যে বত্রিশ মনুষ্য পরমেশ্বরের করস্বরূপ ছিল। ৪১ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের কর অর্থাৎ উত্তোলনীয় নৈবেদ্য ইলিয়াসর্ যাজককে দিল। ৪২ এবং মূসা যোদ্ধৃগণের অংশ ভিন্ন যে অর্দ্ধাংশ ইস্রায়েল্ বংশকে দিয়াছিল, ৪৩ মণ্ডলীর সেই অর্দ্ধাংশ সংখ্যাতে তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র পাঁচ শত মেষ; ৪৪ এবং ছত্রিশ সহস্র গোরু; ৪৫ ও ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত গর্দ্দভ; ৪৬ ও ষোল সহস্র মনুষ্য ছিল। ৪৭ পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশের সেই অর্দ্ধাংশহইতে লভ্য অংশ অর্থাৎ মনুষ্যের ও পশুর মধ্যে পঞ্চাশ প্রাণির এক প্রাণী লইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের আবাসে রক্ষণীয় রক্ষাকারি লেবীয়দিগকে দিল।

৪৮ পরে সহস্র সৈন্যের উপরে কর্তৃত্বকারি সহস্রপতিরা ও শতপতিরা মূসার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, ৪৯ তোমার দাসগণ আপনাদের হস্তগত যোদ্ধাদের সংখ্যা লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও ন্যূন হয় নাই। ৫০ অতএব আমরা প্রতিজন স্বর্ণপাত্র ও নূপুর ও বলয় ও অঙ্গুরীয়ক ও কুণ্ডল ও হার, এই যে সকল পাইয়াছি, তাহাহইতে পরমেশ্বরের সম্মুখে আপনাদের প্রাণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিলাম। ৫১ এবং মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক তাহাদের হইতে সেই স্বর্ণ অর্থাৎ শিল্পকৃত অভরণ লইল। ৫২ আর পরমেশ্বরের উদ্দেশে সহস্রপতিদের ও

শতপতিদের উপহারের নিবেদিত সমস্ত স্বর্ণ ষোল সহস্র সাত শত পঞ্চাশ শেকল্ পরিমিত ছিল। [৫৩] কেননা যোদ্ধারা প্রত্যেকে আপনাদের নিমিত্তে লুটিত দ্রব্য লইয়াছিল। [৫৪] পরে মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক সহস্রপতিদের ও শতপতিদের হইতে সেই স্বর্ণ লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণার্থক চিহ্নরূপে মণ্ডলীর আবাসে আনিল।

৩২ অধ্যায়।

১ যর্দ্দনের পূর্ব্বদিগে গাদবংশের ও রূবেন্‌বংশের অধিকার প্রার্থনা করণ, ৬ ও তাহাদের প্রতি মূসার অনুযোগ, ১৬ ও তাহাদের উত্তর, ২০ ও তাহাদের কথাতে মূসার স্বীকার করণ, ৩৪ ও কোন নগরের পত্তন ও কোন নগর জয় করণ।

[১] রূবেন্ বংশের ও গাদ্ বংশের অনেক২ পশুপাল ছিল; অতএব যাসের্ দেশকে ও গিলিয়দ্ দেশকে পশুচরণের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া, [২] গাদ্ বংশ ও রূবেন্ বংশ আসিয়া মূসাকে ও ইলিয়াসর্ যাজককে ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণকে কহিল; [৩] অটারোৎ ও দীবোন্ ও যাসের্ ও নিম্রা ও হিষ্‌বোন্ ও ইলিয়ালী ও সিব্‌মা ও নিবো ও বিয়োন্; [৪] এই যে সকল দেশের প্রতি পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ মণ্ডলীর সম্মুখে আঘাত করিয়াছেন, তাহাই পশুচরণের উপযুক্ত দেশ, এবং তোমার এই দাসগণের পশু আছে। [৫] তাহারা আরও কহিল, আমরা যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে তোমার দাসদিগকে অধিকারার্থে এই দেশ দিতে আজ্ঞা হউক, আমাদিগকে যর্দ্দনের ওপারে লইয়া যাইও না।

[৬] তাহাতে মূসা গাদ্ বংশকে ও রূবেন্ বংশকে কহিল, তোমাদের ভ্রাতৃগণ কি যুদ্ধ করিতে যাইবে, ও তোমরা কি এই স্থানে বসিয়া থাকিবা? [৭] পরমেশ্বরের দত্ত দেশে পার হইয়া যাইতে তোমরা কেন ইস্রায়েল্ বংশের মনকে নিরাশ করিতেছ? [৮] তোমাদের পিতৃগণ তাহাই করিয়াছিল; ফলতঃ যখন আমি দেশানুসন্ধান করিতে কাদেশ্-বর্ণেয়হইতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, [৯] তখন তাহারাও ইষ্‌কোলের উপত্যকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেশ দেখিয়া পরমেশ্বরের দত্ত দেশে যাইতে ইস্রায়েল্ বংশের মন নিরাশ করিল। [১০] এই জন্যে সেই দিনে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি শপথ করিয়া এই কথা কহিলেন, [১১] আমি ইব্রাহীম্‌কে ও ইস্‌হাক্‌কে ও যাকুব্‌কে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশকে মিসর্‌হইতে আগত লোকদের মধ্যে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক কেহ দেখিতে পাইবে না; কেননা তাহারা আমার সম্পূর্ণ অনুগত হয় নাই। [১২] কেবল কিনসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র যিহোশূয় তাহা দেখিবে, কারণ তাহারাই পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়াছে। [১৩] এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে তিনি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে কুকর্ম্মকারি সমস্ত বংশের বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রান্তরে ভ্রমণ করাইলেন। [১৪] এখন দেখ, পিতৃলোকদের পদে তোমরা উঠিয়া পাপিষ্ঠ বংশের রক্ষক হইয়া ইস্রায়েলের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ আরও বাড়াইতে চাহ। [১৫] কেননা যদি তোমরা এই রূপে পরমেশ্বরের পশ্চাদ্‌গমনহইতে পরাবৃত্ত হও, তবে তিনি পুনর্ব্বার ইস্রায়েল্ লোকদিগকে প্রান্তরে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে তোমরা এই সকল লোককে বিনষ্ট করাইবা।

[১৬] অপর তাহারা নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা এই স্থানে আপন পশুগণের জন্যে মেষবাথান ও আপন২ বালকদের জন্যে নগর নির্ম্মাণ করিব। [১৭] আর আমরা যাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে স্বস্থান প্রাপ্ত না করি, তাবৎ সসজ্জ হইয়া তাহাদের অগ্রে২ গমন করিব, কেবল আমাদের বালকেরা দেশ নিবাসিদের ভয়ে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করিবে। [১৮] ইস্রায়েল্ বংশ প্রত্যেকে যাবৎ আপন২ অধিকার না পায়, তাবৎ আমরা আপন২ পরিবারের নিকটে ফিরিয়া আসিব না। [১৯] কেননা আমরা যর্দ্দনের ওপারে তাহাদের সহিত অধিকার গ্রহণ করিব না, কিন্তু যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে আমাদের অধিকার হইবে।

[২০] পরে মূসা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যদি এই কর্ম্ম কর, অর্থাৎ সসজ্জ হইয়া যদি পরমেশ্বরের সম্মুখে যুদ্ধার্থে গমন কর; [২১] এবং তিনি যাবৎ আপন শত্রুগণকে আপন সম্মুখহইতে বাহির না করেন, তাবৎ যদি তোমরা প্রত্যেকে সসজ্জ হইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে যর্দ্দন নদী পার হও; [২২] পরে দেশ পরমেশ্বরের বশীভূত হইলে যদি ফিরিয়া আইস, তবে পরমেশ্বরের ও ইস্রায়েল্ বংশের নিকটে নির্দ্দোষ হইবা, এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে এই দেশে তোমাদের অধিকার হইবে। [২৩] কিন্তু যদি তদ্রূপ না কর, তবে দেখ, তোমরা পরমেশ্বরের কাছে পাপী হইবা, এবং তোমাদের পাপ তোমাদের লাগাইল পাইবে, ইহা নিশ্চয় জান। [২৪] তোমরা আপন২ বালকদের জন্যে নগর, ও পশু-

দের জন্যে বাথান নির্ম্মাণ কর, এবং আপনাদের মুখহইতে নির্গত বাক্যানুসারে কর। [২৫] পরে গাদ্ বংশ ও রুবেন্ বংশ মূসাকে কহিল, আমাদের প্রভু যেমন আজ্ঞা করিলেন, আপনকার দাস আমরা তাহাই করিব। [২৬] আমাদের বালক ও ভার্য্যা ও পাল ও পশু সকল এই স্থানে গিলিয়দের সকল নগরে থাকিবে। [২৭] আমাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে তোমার দাসেরা প্রত্যেক জন সসজ্জ হইয়া যুদ্ধ করিতে পরমেশ্বরের সম্মুখে পার হইয়া যাইবে। [২৮] তাহাতে মূসা তাহাদের বিষয়ে ইলিয়াসর্ যাজককে ও নূনের পুত্র যিহোশূয়কে ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রধান অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা করিল। [২৯] মূসা তাহাদিগকে কহিল, গাদ বংশীয় ও রুবেন্ বংশীয় সকলে যদি যুদ্ধের নিমিত্তে সসজ্জ হইয়া তোমাদের সহিত পরমেশ্বরের সম্মুখে যর্দ্দন্ নদী পার হয়, তবে তোমাদের সম্মুখে দেশ বশীভূত হইলে তোমরা অধিকারার্থে তাহাদিগকে গিলিয়দ্ দেশ দিবা। [৩০] কিন্তু যদি তাহারা সসজ্জ হইয়া তোমাদের সহিত পার না হয়, তবে তাহারা তোমাদের মধ্যে কিনান্‌দেশে অধিকার পাইবে। [৩১] পরে গাদ্ বংশ ও রুবেন্ বংশ উত্তর করিল, পরমেশ্বর আপনকার এই দাসদিগকে যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহাই আমরা করিব। [৩২] আমরা পরমেশ্বরের সম্মুখে সসজ্জ হইয়া পার হইয়া কিনান্‌দেশে যাইব; তাহাতে যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে আমাদের অধিকার হইবে। [৩৩] পরে মূসা তাহাদিগকে, অর্থাৎ গাদ্ বংশকে ও রুবেন্ বংশকে ও যূষফের পুত্র মিনশি বংশের অর্দ্ধেককে ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের রাজ্য ও বাশনের রাজা ওগের রাজ্য, অর্থাৎ নানা প্রদেশে নানা নগরবিশিষ্ট দেশ, এই রূপে চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশের সমস্ত নগর দিল।

[৩৪] তাহাতে গাদ্ বংশ দীবোন্ ও অটারোৎ ও অরোয়ের্; [৩৫] ও অট্‌রোৎ ও শোফন্ ও যাসের্ ও যগ্‌বিহ; [৩৬] এবং বৈৎনিম্রা ও বৈথারণ্ নামে প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও মেষবাথান নির্ম্মাণ করিল। [৩৭] এবং রুবেন্ বংশ হিষ্‌বোন্ ও ইলিয়ালী ও কিরিয়াথয়িম্; [৩৮] এবং নাম পরিবর্ত্ত নিবো ও বাল্‌মিয়োন্ ও শিব্‌মা, এই সকল নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপন নির্ম্মিত নগরের নাম রাখিল। [৩৯] এবং মিনশির পুত্র মাখীরের বংশ গিলিয়দে যাইয়া তাহা আক্রমণ করিল, এবং সেই স্থান নিবাসি ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল। [৪০] এবং মূসা মিনশির পুত্র মাখীর্‌কে গিলিয়দ্ দিলে সে তাহার মধ্যে বাস করিল। [৪১] এবং মিনশির পুত্র যায়ীর্ যাইয়া তাহার গ্রাম হস্তগত করিয়া তাহাদের নাম হবোৎ যাইর্ (যায়ীরের গ্রাম) রাখিল। [৪২] এবং নোবহ যাইয়া কিনাৎ ও তাহার নগর হস্তগত করিয়া আপন নামানুসারে তাহার নাম নোবহ রাখিল।

৩৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ বংশের বেয়াল্লিশ অবস্থানের বিবরণ ৫০ ও কিনানীয় লোককে নষ্ট করিতে আজ্ঞা দেওন।

[১] যে ইস্রায়েল্ বংশ মূসার ও হারোণের অধীন হইয়া সৈন্যশ্রেণীক্রমে মিসর্‌দেশহইতে বাহির হইয়া আইল, তাহাদের অবস্থানের বিবরণ। [২] মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে তাহাদের যাত্রানুসারে সেই অবস্থানের বিবরণ লিখিল। তাহাদের যাত্রানুসারে অবস্থানের এই বিবরণ। [৩] প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবসে অর্থাৎ নিস্তারপর্ব্বদিনের প্রাতঃকালে ইস্রায়েল্ বংশ মহাবলেতে মিস্রীয়দের সাক্ষাতে বাহির হইয়া রামিষেষ্‌হইতে প্রস্থান করিল। [৪] সেই দিবসে মিস্রীয়েরা মৃতদের কবর দিতেছিল, যেহেতুক পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে প্রথমজাত সকলকে হত করিয়াছিলেন, এবং পরমেশ্বর তাহাদের দেবগণকেও দণ্ড দিয়াছিলেন। [৫] রামিষেষ্‌হইতে প্রস্থান করিয়া ইস্রায়েল বংশ সুক্কোতে শিবির স্থাপন করিল। [৬] এবং সুক্কোৎহইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের সীমাতে স্থিত এথমে শিবির স্থাপন করিল। [৭] এবং এথম্‌হইতে যাত্রা করিয়া বাল্‌সিফোন্ সম্মুখস্থিত পীহহীরোতে ফিরিয়া আসিয়া মিগ্‌দোলের পূর্ব্বদিগে শিবির স্থাপন করিল। [৮] পরে পীহহীরোতের সম্মুখহইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রমধ্য দিয়া প্রান্তরে প্রবেশ করিল, এবং এথম্ প্রান্তরে তিন দিবসের পথ যাইয়া মারাতে শিবির স্থাপন করিল। [৯] এবং মারাহইতে যাত্রা করিয়া এলীমে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে শিবির স্থাপন করিল; ঐ এলীমে বারো জলের উনুই ও সত্তরি খর্জ্জূর বৃক্ষ ছিল। [১০] পরে তাহারা এলীম্‌হইতে প্রস্থান করিয়া সুফার্ণবের সমীপে শিবির স্থাপন করিল। [১১] এবং সুফার্ণবহইতে যাত্রা করিয়া সীন্ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। [১২] পরে সীন্ প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া দপ্‌কাতে শিবির স্থাপন করিল। [১৩] ও দপ্‌কাহইতে যাত্রা করিয়া আলূশে শিবির স্থাপন করিল। [১৪] এবং আলূশ্‌হইতে যাত্রা করিয়া রিফীদীমে শিবির স্থাপন করিল; সে স্থানে লোকদের পানার্থে জল ছিল না। [১৫] পরে তাহারা রিফীদীম্‌হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। [১৬] ও সীনয়্

প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া কিব্রোৎ-হত্তাবাতে শিবির স্থাপন করিল। [17] এবং কিব্রোৎ-হত্তাবাহইতে যাত্রা করিয়া হৎসেরোতে শিবির স্থাপন করিল। [18] ও হৎসেরোৎহইতে যাত্রা করিয়া রিৎমাতে শিবির স্থাপন করিল। [19] এবং রিৎমাহইতে যাত্রা করিয়া রিম্মোন্-পেরসে শিবির স্থাপন করিল। [20] ও রিম্মোন্-পেরস্হইতে যাত্রা করিয়া লিব্নাতে শিবির স্থাপন করিল। [21] এবং লিব্নাহইতে যাত্রা করিয়া রিস্সাতে শিবির স্থাপন করিল। [22] এবং রিস্সাহইতে যাত্রা করিয়া কিহেলাতে শিবির স্থাপন করিল। [23] ও কিহেলাহইতে যাত্রা করিয়া শেফর পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। [24] পরে তাহারা শেফর্ পর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া হরাদাতে শিবির স্থাপন করিল। [25] ও হরাদাহইতে যাত্রা করিয়া মখেলোতে শিবির স্থাপন করিল। [26] ও মখেলোৎহইতে যাত্রা করিয়া তহতে শিবির স্থাপন করিল। [27] ও তহৎহইতে যাত্রা করিয়া তেরহে শিবির স্থাপন করিল। [28] ও তেরহহইতে যাত্রা করিয়া মিৎকাতে শিবির স্থাপন করিল। [29] ও মিৎকাহইতে যাত্রা করিয়া হশ্মোনাতে শিবির স্থাপন করিল। [30] ও হশমোনাহইতে যাত্রা করিয়া মোষেরোতে শিবির স্থাপন করিল। [31] ও মোষেরোৎহইতে যাত্রা করিয়া বিনেয়াকনে শিবির স্থাপন করিল। [32] ও বিনেয়াকন্হইতে যাত্রা করিয়া হোর্হগিদ্গদে শিবির স্থাপন করিল। [33] ও হোর্হগিদ্গদ্হইতে যাত্রা করিয়া যট্বাথাতে শিবির স্থাপন করিল। [34] ও যট্বাথাহইতে যাত্রা করিয়া অব্রোণাতে শিবির স্থাপন করিল। [35] এবং অব্রোণাহইতে যাত্রা করিয়া ইৎসিয়োন্-গেবরে শিবির স্থাপন করিল। [36] এবং ইৎসিয়োন্-গেবর্হইতে যাত্রা করিয়া সীন্ প্রান্তরস্থ কাদেশে শিবির স্থাপন করিল। [37] ও কাদেশ্হইতে যাত্রা করিয়া ইদোম্ দেশের প্রান্তস্থিত হোর্ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। [38] ঐ সময়ে হারোণ যাজক পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে হোর্ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের মিসরহইতে বহিরাগমনের চল্লিশ বৎসরের পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে সে স্থানে মরিল। [39] হোর্ পর্ব্বতে হারোণের মৃত্যুকালে তাহার এক শত তেইশ বৎসর বয়স্ ছিল। [40] অপর কিনানের দক্ষিণ প্রদেশ নিবাসি কিনানীয় অরাদ্ দেশের রাজা ইস্রায়েল্ বংশের আগমন সম্বাদ শুনিল। [41] তাহাতে তাহারা হোর পর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া সল্মোনাতে শিবির স্থাপন করিল। [42] ও সল্মোনাহইতে যাত্রা করিয়া পূনোনে শিবির স্থাপন করিল। [43] ও পূনোন্হইতে যাত্রা করিয়া ওবোতে শিবির স্থাপন করিল। [44] ও ওবোৎহইতে যাত্রা করিয়া মোয়াব্ প্রান্তস্থিত ইয়ীঅবারীমে শিবির স্থাপন করিল। [45] ও ইয়ীঅবারীম্হইতে যাত্রা করিয়া দিবোন-গাদে শিবির স্থাপন করিল। [46] ও দীবোন্-গাদ্হইতে যাত্রা করিয়া অল্মোন্-দিব্লাথয়িমে শিবির স্থাপন করিল। [47] ও অল্মোন্-দিব্লাথয়িম্হইতে যাত্রা করিয়া নিবোর সম্মুখস্থিত অবারীম্ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। [48] ও অবারীম্ পর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া যিরীহোর সম্মুখস্থিত যর্দ্দন্ সমীপস্থ মোয়াবের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। [49] এবং তাহারা যর্দ্দনের নিকটে বৈৎযিশীমোৎ অবধি আবেল্-শিটীম্ পর্য্যন্ত মোয়াবের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিল।

[50] তখন পরমেশ্বর যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন্ সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে মূসাকে কহিলেন, [51] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা যখন যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া কিনান্ দেশে উপস্থিত হইবা; [52] তখন আপনাদের সম্মুখহইতে সেই দেশ নিবাসি সকলকে বাহির করিয়া দিবা, এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিমা ভগ্ন করিবা, ও সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ বিনষ্ট করিবা, ও তাহাদের সকল টিকরস্থান উচ্ছিন্ন করিবা। [53] এবং সেই দেশের লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া দেশের মধ্যে তোমরা বাস করিবা; কেননা আমি অধিকার করিতে সেই দেশ তোমাদিগকে দিলাম। [54] এবং তোমরা গুলিবাঁটদ্বারা আপন ২ বংশানুসারে দেশাধিকার বিভাগ করিয়া লইবা; তাহাতে অধিক লোককে অধিক অংশ, ও অল্প লোককে অল্প অংশ দিবা; এবং যাহার অংশ যে স্থানে পড়ে, তাহার অংশ সেই স্থানে হইবে; এই রূপে তোমরা আপন ২ পিতৃবংশানুসারে অংশ করিবা। [55] কিন্তু যদি তোমরা আপন ২ সম্মুখহইতে সেই দেশনিবাসিদিগকে বাহির না কর, তবে তোমরা যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবা, তাহারা তোমাদের চক্ষুতে কণ্টক ও তোমাদের কোঁকেতে অঙ্কুশস্বরূপ হইবে, এবং তোমাদের সেই নিবাসের দেশে তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে। [56] এবং আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব।

৩৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকদের প্রতি প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমানির্ণয়, ১৬ ও দেশ বিভাগ করণার্থে নিরূপিত অধ্যক্ষলোকদের নাম।

[1] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [2] তুমি ইস্রায়েল বংশকে এই আজ্ঞা কর ও তাহাদিগকে এই

কথা কহ, তোমরা কিনান্ দেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত আছ; অতএব তোমরা অধিকারার্থে যে দেশ পাইবা তাহার, অর্থাৎ চতুঃসীমানুসারে কিনান দেশের নির্ণয় এই। [৩] ইদোমের নিকটস্থিত সীন্ প্রান্তর অবধি তোমাদের দক্ষিণ কোণ হইবে, ও পূর্ব্বদিগে লবণ সমুদ্রের কোণ তোমাদের দক্ষিণ সীমা হইবে। [৪] এবং তোমাদের সীমা দক্ষিণদিগহইতে ফিরিয়া অক্রব্বীমের আরোহণের পথ দিয়া সীন্ পর্য্যন্ত যাইবে, ও তথাহইতে কাদেশ্-বর্ণেয়ের দক্ষিণে হৎসর্-অদরে আসিয়া অস্মোন্ পর্য্যন্ত যাইবে। [৫] ঐ সীমা অস্মোন্‌হইতে মিসর্ নদী পর্য্যন্ত বেড়িয়া আসিবে, এবং মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত এই দক্ষিণ সীমার শেষ হইবে। [৬] আর মহাসমুদ্র তোমাদের পশ্চিম সীমা হইবে, ইহাই তোমাদের পশ্চিম সীমা হইবে। [৭] এবং তোমাদের উত্তর সীমা এই; তোমরা মহাসমুদ্রহইতে হোর্ পর্ব্বত লক্ষ্য করিবা। [৮] পরে হোর পর্ব্বতহইতে হমাতের প্রবেশস্থান লক্ষ্য করিবা, পরে তথাহইতে সেই সীমা সিদাদ্ পর্য্যন্ত যাইবে। [৯] এবং সে সীমা সিফ্রোণ্ পর্য্যন্ত যাইবে, ও হৎসর্-ঐননে তাহার শেষ হইবে; এই তোমাদের উত্তর সীমা হইবে। [১০] এবং পূর্ব্ব সীমার নিমিত্তে তোমরা হৎসর্-ঐনন্‌হইতে শিফাম্ লক্ষ্য করিবা। [১১] পরে সে সীমা ঐনের পূর্ব্বদিক্ হইয়া শিফাম্‌হইতে রিব্লা পর্য্যন্ত যাইবে, পরে সে সীমা কিন্নেরৎ হ্রদের পূর্ব্বধার দিয়া যাইবে। [১২] পরে সে সীমা যর্দ্দন্ দিয়া যাইবে, এবং লবণসমুদ্র তাহার শেষ হইবে; এই চতুঃসীমানুসারে তোমাদের দেশ হইবে। [১৩] তাহাতে মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা করিল, পরমেশ্বর সাড়ে নয় বংশকে যে দেশ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, অর্থাৎ যে দেশ তোমরা গুলিবাঁট করিয়া অধিকার করিবা, সে এই দেশ। [১৪] কেননা রূবেণের বংশ ও গাদের বংশ ও মিনশির অর্দ্ধবংশ আপন২ পিতৃবংশানুসারে আপন২ অধিকার পাইয়াছে। [১৫] যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে সূর্য্যোদয় দিগে সেই আড়াই বংশ অধিকার পাইয়াছে।

[১৬] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, যাহারা দেশ বিভাগ করিয়া তোমাদিগকে দিবে, [১৭] তাহাদের এই২ নাম, ইলিয়াসর্ যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয়, [১৮] এবং প্রত্যেক বংশহইতে এক২ অধ্যক্ষ, ইহাদিগকে তোমরা দেশ বিভাগ করণার্থে গ্রহণ করিবা। [১৯] সেই অধ্যক্ষগণের নাম; যিহূদা বংশের যিফুন্নির পুত্র কালেব। [২০] ও শিমিয়োন্ বংশের অম্মীহূদের পুত্র শিমূয়েল্। [২১] ও বিন্যামীন বংশের কিশ্লোনের পুত্র ইলীদদ্। [২২] ও দান্ বংশের অধ্যক্ষ যগ্‌লির পুত্র বুক্কি। [২৩] এবং যূষফ্ বংশের মধ্যে মিনশি বংশের অধ্যক্ষ এফোদের পুত্র হন্নীয়েল্। [২৪] ও ইফ্রয়িম্ বংশের অধ্যক্ষ শিপ্তনের পুত্র কিমূয়েল্। [২৫] এবং সিবূলূন্ বংশের অধ্যক্ষ পর্ণকের পুত্র ইলীষাফন্। [২৬] এবং ইষাখর্ বংশের অধ্যক্ষ অস্সনের পুত্র পল্‌টিয়েল্। [২৭] ও আশের্ বংশের অধ্যক্ষ শিলোমির পুত্র অহীহূদ্। [২৮] এবং নপ্তালি বংশের অধ্যক্ষ অম্মীহূদের পুত্র পিদহেল্; [২৯] কিনান্ দেশে ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে অধিকার বিভাগ করিয়া দিতে পরমেশ্বর এই সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন।

৩৫ অধ্যায়।

১ লেবীয়দের নগর ও চরাণি ও আশ্রয়নগরের নিরূপণ, ৯ ও বধকারি ও প্রতিহন্তার বিষয়ে বিধি, ৩০ ও বধকারিদের উৎকোচ গ্রহণ না করণের কথা।

[১] পরে পরমেশ্বর মোয়াবের প্রান্তরে যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন নদীর সমীপে মূসাকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশদিগকে এই আজ্ঞা দেও; তাহারা আপন২ অধিকৃত অংশহইতে কতকগুলি বসতিনগর, এবং সেই নগরের সহিত চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর লেবীয়দিগকে দিউক। [৩] তাহাতে সে সকল নগর তাহাদের নিবাসের জন্যে হইবে, ও সেই প্রান্তর তাহাদের পশুগণ ও সম্পত্তি ও সকল জন্তুদের নিমিত্তে হইবে। [৪] আর তোমরা যে২ নগর লেবীয়দিগকে দিবা, তাহার প্রান্তর নগরপ্রাচীরের বাহিরে চতুর্দ্দিগে সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত হইবে। [৫] এবং তোমরা নগরের বাহিরে তাহার পূর্ব্বসীমা দুই সহস্র হস্ত ও দক্ষিণসীমা দুই সহস্র হস্ত ও পশ্চিমসীমা দুই সহস্র হস্ত ও উত্তরসীমা দুই সহস্র হস্ত পরিমিত করিবা; তাহার মধ্যস্থলে নগর হইবে, ও তাহা তাহাদের নগরের প্রান্তর হইবে। [৬] বধকারিদের পলায়নার্থে যে ছয় আশ্রয়নগর তোমরা দিবা, সেই সকল এবং তদ্ব্যতিরেকে আরো বেয়াল্লিশ নগর লেবীয়দিগকে দিবা। [৭] সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ নগর, ও তাহাদের প্রান্তর লেবীয়দিগকে দিবা। [৮] এবং তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের অধিকারহইতে প্রত্যেকের অধিকারানুসারে অর্থাৎ অধিকহইতে অধিক ও অল্পহইতে অল্প, এই রূপে প্রত্যেকের প্রাপ্ত অধিকারানুসারে লেবীয়দিগকে ঐ সকল নগর দিবা।

[৯] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১০] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, যে সময়ে তোমরা যর্দ্দন্ পার হইয়া কি-

নান্ দেশে উপস্থিত হইবা, [১১] তৎকালে অজ্ঞাতে বধকারী যে স্থানে পলাইয়া রক্ষা পাইতে পারে, এমত কতকগুলিন আশ্রয়নগর নিরূপণ করিবা। [১২] তাহাতে বধকারী বিচারার্থে মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে যেন না মরে, এই জন্যে সেই নগর প্রতিহন্তার হস্তহইতে তোমাদের রক্ষা-স্থান হইবে। [১৩] এবং তোমরা এমত যে২ নগর দিবা, সেই আশ্রয়নগর সংখ্যাতে ছয় হইবে। [১৪] তাহার মধ্যে তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে তিন নগর, ও কিনান্ দেশে তিন নগর দিবা, তাহা তোমাদের আশ্রয়নগর হইবে। [১৫] ইস্রায়েল্-বংশীয় কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী ও বিদেশী কেহ যদি অজ্ঞাতসারে মনুষ্যকে বধ করে, তবে সে যেন সেই স্থানে পলাইতে পারে, এই জন্যে এই ছয় নগর আশ্রয়স্বরূপ হইবে। [১৬] কিন্তু কেহ যদি লৌহাস্ত্রদ্বারা কাহাকে এমত আঘাত করে, যে তাহাতে সে মরে, তবে সেই ব্যক্তি বধকারী; এমত বধকারী অবশ্য হত হইবে। [১৭] কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, এমত প্রস্তর হস্তে লইয়া যদি কাহাকে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে, তবে সে বধকারী; এমত বধকারী অবশ্য হত হইবে। [১৮] কিম্বা যাহা-দ্বারা মরিতে পারে, এমত কোন কাষ্ঠময় বস্তু হস্তে লইয়া যদি কাহাকে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে, তবে সে বধকারী; এমত বধকারী অবশ্য হত হইবে। [১৯] প্রতিহন্তা ঐ বধকারিকে বধ করিবে; তাহার দেখা পাই-লেই তাহাকে বধ করিবে। [২০] আর যদি দ্বেষ করিয়া কেহ কাহাকে আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য করিয়া তাহার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও তাহাতে সে মরে; [২১] কিম্বা শত্রুতা করিয়া যদি কেহ কাহাকে আপন হস্তে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে; তবে যে তাহাকে প্রহার করিল, তাহাকে অবশ্য বধ করা যাইবে, কেননা সে বধকারী; প্রতিহন্তা তাহার দেখা পাইলেই সেই বধকারিকে বধ করিবে। [২২] আর যদি শত্রুতা ব্যতিরেকে হঠাৎ কেহ কাহাকে আঘাত করে, কিম্বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে; [২৩] কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, এমত প্রস্তর তাহাকে না দেখিয়া কাহারো উপরে ফেলে ও তাহাতে সে মরে, কিন্তু সে তাহার শত্রু ও অনিষ্ট চেষ্টাকারী না হয়, [২৪] তবে মণ্ডলী ঐ বধকা-রির ও ঐ প্রতিহন্তার বিষয়ে এই বিধি অনু-সারে বিচার করিবে। [২৫] এবং মণ্ডলী প্রতি-হন্তার হস্তহইতে সেই বধকারিকে উদ্ধার করিবে; এবং সে যে স্থানে পলাইয়াছিল, সেই আ-শ্রয়নগরে পুনর্ব্বার তাহাকে পাঠাইবে; এবং যে পর্য্যন্ত পবিত্র তৈলেতে অভিষিক্ত মহাযা-জকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে সেই নগরে থাকিবে। [২৬] কিন্তু ঐ বধকারী যে আশ্রয়-নগরে পলাইয়াছে, কোন কালে যদি তাহার সীমার বহির্ভূত হয়, [২৭] তবে প্রতিহন্তা আশ্রয়-নগরের সীমার বাহিরে তাহাকে পাইয়া বধ করিলেও রক্তপাতের অপরাধী হইবে না। [২৮] কেননা মহাযাজকের মৃত্যু পর্য্যন্ত আশ্রয়-নগরে থাকা তাহার উচিত ছিল; কিন্তু মহাযা-জকের মৃত্যু হইলে পর সে বধকারী আপন অধিকার ভূমিতে ফিরিয়া যাইবে। [২৯] ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে সকল নিবাসে তোমা-দের বিচারের ব্যবস্থা হইবে।

[৩০] আর যে ব্যক্তি কোন লোককে বধ করে, সেই বধকারী সাক্ষিদের বাক্যদ্বারা হত হইবে; কিন্তু কোন লোকের প্রতিকূলে এক সাক্ষির সাক্ষ্য প্রাণদণ্ডার্থে গ্রাহ্য হইবে না। [৩১] আর প্রাণদণ্ডার্হ বধকারির প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমরা কোন পরিশোধ গ্রহণ করিবা না; সে অবশ্য হত হইবে। [৩২] এবং আশ্রয়নগরে পলায়িত লোকেরা যেন যাজকের মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশে আসিয়া পুনর্ব্বার বাস করে, এই জন্যে তাহা-দের হইতে কোন পরিশোধ লইবা না। [৩৩] এই রূপে তোমরা আপনাদের নিবাসের দেশ অপ-বিত্র করিবা না, কেননা রক্ত দেশকে অপবিত্র করে, এবং রক্তপাতির রক্তপাত ব্যতিরেকে দেশের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। [৩৪] অত-এব তোমরা যে দেশ অধিকার করিবা, তাহা-তে আমি বাস করি, তাহা অশুচি করিও না; কেননা আমি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে বাস-কারী পরমেশ্বর।

৩৬ অধ্যায়।

১ সিলফদের কন্যাগণের অধিকার বিষয়ক কথা, ৫ ও বংশে অধিকার রাখিবার জন্যে বংশের মধ্যে বিবাহ করণের নিরূপণ, ১০ ও নিরূপণানুসারে তাহাদের কর্ম্ম করণ।

[১] পরে যূষফ্ বংশীয় মিনশির পৌত্র মাখীরের পুত্র গিলিয়দ্ বংশের পৈতৃক অধ্যক্ষগণ মূসার ও ইস্রায়েল্ বংশের পৈতৃক অধ্যক্ষগণের স-ম্মুখে আসিয়া এক নিবেদন করিল। [২] তাহারা এই কথা কহিল, পরমেশ্বর গুলিবাঁটের দ্বারা অধিকা-রার্থে ইস্রায়েল্ বংশকে দেশ দিতে আমার প্রভু-কে আজ্ঞা করিলেন, ও আমাদের ভ্রাতা সিলফ-দের অধিকার তাহার কন্যাদিগকে দিতে আ-মার প্রভুকে আজ্ঞা করিলেন। [৩] কিন্তু ইস্রা-য়েল্ বংশের মধ্যে অন্য কোন বংশের সহিত যদি তাহাদের বিবাহ হয়, তবে আমাদের পৈ-তৃক অধিকারহইতে তাহাদের অধিকার হরণ

করা যাইবে; ও তাহারা যে বংশে গৃহীতা হইবে, সেই বংশের অধিকারে তাহা যুক্ত হইবে; এই রূপে তাহা আমাদের অধিকারের অংশহইতে হৃত হইবে। [৪] আর যখন ইস্রায়েল্ বংশের মহোৎসব উপস্থিত হইবে, তৎকালে তাহারা যাহাদের মধ্যে গৃহীতা, সেই বংশের অধিকারেতে তাহাদের অধিকার যুক্ত হইবে; এই রূপে আমাদের পিতৃবংশহইতে তাহাদের অধিকার হৃত হইবে।

[৫] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা করিল, যূষফ্ বংশের সন্তানেরা যথার্থ কহিতেছে। [৬] পরমেশ্বর সিলফদের কন্যাগণের বিষয়ে এই আজ্ঞা করিতেছেন, তাহারা যাহাকে মনোনীত করিবে, তাহার ভার্য্যা হইতে পারিবে; কিন্তু কেবল আপন পিতৃবংশের মধ্যে আপন কুলস্থদিগকে বিবাহ করিবে। [৭] ইস্রায়েল্ বংশের অধিকার এক বংশহইতে অন্য বংশে যাইবে না; ইস্রায়েল্ বংশ প্রত্যেকে আপন২ পিতৃবংশের অধিকারভুক্ত থাকিবে। [৮] এবং ইস্রায়েল্ বংশ প্রত্যেকে যেন আপন পৈতৃক অধিকার ভোগ করে, এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অধিকারিণী প্রত্যেক কন্যা আপন পিতৃবংশের কোন এক পুরুষের ভার্য্যা হইবে। [৯] তাহাতে এক বংশহইতে অন্য বংশে অধিকার যাইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশেরা প্রত্যেকে আপন২ পৈতৃক অধিকার ভুক্ত থাকিবে।

[১০] পরে সিলফদের কন্যাগণ মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সকল করিল। [১১] ফলতঃ মহলা ও তির্সা ও হগ্লা ও মিল্কা ও নোয়া, সিলফদের এই কন্যাগণ আপন২ পিতৃব্যপুত্রদের সহিত বিবাহিতা হইল। [১২] অর্থাৎ যূষফের পুত্র মিনশি বংশের সন্তানদের সহিত তাহাদের বিবাহ হইল; তাহাতে তাহাদের অধিকার তাহাদের পিতৃবংশেই রহিল। [১৩] পরমেশ্বর যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন্ সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে মূসাদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি এই আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ

অর্থাৎ

মূসালিখিত পঞ্চম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ যাত্রার চল্লিশ বৎসরে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি মূসার কথা. ৬ ও পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৯ ও অধ্যক্ষগণের নিরূপণ, ১৯ ও ইমোরীয় লোকদের পর্ব্বতের নিকটে যাত্রা করণ, ২২ ও চরগণকে অগ্রে প্রেরণ ও চরের কথাদ্বারা লোকদের কলহ, ৩৪ ও তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞাদি।

[১] পরে পারণ্ ও তোফল্ ও লাবন্ ও হৎসেরোৎ ও দীষাহবের মধ্যস্থানে সূফের সম্মুখস্থিত প্রান্তরে, অর্থাৎ যর্দ্দন্ নদীর পূর্ব্বপারস্থিত প্রান্তরে মূসা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি এই সকল কথা কহিল। [২] সেয়ীর্ পর্ব্বত দিয়া হোরেব্ অবধি কাদেশ-বর্ণেয় পর্য্যন্ত এগার দিবসের পথ ছিল। [৩] পরে পরমেশ্বর যে২ কথা ইস্রায়েল্ বংশকে কহিতে মূসাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে মূসা চল্লিশ বৎসরের একাদশ মাসের প্রথম দিনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিল। [৪] অর্থাৎ হিষ্বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে এবং অস্তারোৎ নিবাসি বাশনের রাজা ওগকে ইদ্রিয়ীতে বধ করিলে পরে, [৫] যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মোয়াব্ দেশে মূসা এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

[৬] আমাদের প্রভু পরমেশ্বর হোরেবে আমাদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা এই পর্ব্বতে অনেক দিন বাস করিলা; [৭] এখন ফিরিয়া ইমোরীয়দের পর্ব্বতময় দেশ এবং তন্নিকটবর্ত্তি প্রান্তর ও পর্ব্বত ও তলভূমি ও দক্ষিণ প্রদেশ ও সমুদ্রতীর ইত্যাদি কিনানীয়দের তাবৎ দেশে ও লিবানোন্ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া মহানদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত যাত্রা কর। [৮] দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সেই দেশ সমর্পণ করিলাম, অতএব পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্কে ও ইসহাক্কে ও যাকুব্কে ও তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমরা যাইয়া অধিকার কর।

[৯] তৎকালে আমি তোমাদিগকে এই কথা কহিয়াছিলাম, তোমাদের ভার বহন করা একা আ-

মার অসাধ্য, ১০ কেননা দেখ; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বৃদ্ধি করাতে তোমরা সম্প্রতি আকাশের তারাগণের ন্যায় বহুসংখ্যক হইয়াছ; ১১ আর তোমাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের আরো সহস্র গুণ বৃদ্ধি করুন, ও তিনি তোমাদিগকে যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ করুন; ১২ আমি একা তোমাদের এতো বোঝা ও ভার ও বিবাদ কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি? ১৩ তোমরা আপন২ বংশের মধ্যে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানি ও বিখ্যাত লোকদিগকে মনোনীত কর, আমি তাহাদিগকে তোমাদের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিব। ১৪ আমার এই কথাতে তোমরা উত্তর করিলা, তুমি যাহা করিতে বলিতেছ, তাহা উত্তম। ১৫ পরে আমি তোমাদের বংশের প্রধান ও জ্ঞানি ও বিখ্যাত লোকদিগকে গ্রহণ করিয়া সহস্রপতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া তোমাদের অধ্যক্ষরূপে ও বংশদের শাসনকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত করিলাম। ১৬ এবং তৎকালে তোমাদের সেই বিচারকর্ত্তাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তোমরা আপন২ ভ্রাতাদের কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের প্রতি, অর্থাৎ ভ্রাতৃগণ কিম্বা সহবাসি বিদেশীয়দের প্রতি যথার্থ বিচার করিবা। ১৭ তোমরা বিচারে কাহারো মুখাপেক্ষা করিবা না, ক্ষুদ্রের কথা যেমন, মহতের কথাও তেমনি শুনিবা; ও মনুষ্যের মুখ দেখিয়া ভয় করিবা না, কেননা বিচার ঈশ্বরের অধিকার; এবং যে কথা বিচার করিতে তোমাদের দুষ্কর হয়, তাহা আমার কাছে আনিবা, আমি তাহা শুনিব। ১৮ এই রূপে সেই সময়ে তোমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে আমি আজ্ঞা করিয়াছিলাম।

১৯ পরে আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে হোরেব্‌হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ইমোরীয়দের পর্ব্বতে যাইবার পথে তোমরা যে বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর দেখিয়াছ, তাহার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া কাদেশ্‌-বর্ণেয়ে পঁহুছিলাম। ২০ পরে আমি তোমাদিগকে কহিলাম, প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে যাহাদের দেশ দিবেন, সেই ইমোরীয়দের পর্ব্বতে তোমরা উপস্থিত হইলা। ২১ দেখ, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে দেশ সমর্পণ করিলেন; অতএব তোমরা আপনাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যাইয়া তাহা অধিকার কর; তাহাতে ভীত ও নিরাশ হইও না।

২২ তখন তোমরা সকলে আমার নিকটে আসিয়া কহিলা, অগ্রে আমরা সে স্থানে লোক পাঠাই; তাহারা আমাদের জন্যে দেশ অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, ও কোন্ নগরে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহার সংবাদ লইয়া আইসুক। ২৩ তখন আমি এই কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের প্রত্যেক বংশহইতে এক২ জন লইয়া বারো জন গ্রহণ করিলাম। ২৪ পরে তাহারা প্রস্থান পূর্ব্বক পর্ব্বতারোহণ করিয়া ইষ্‌কোল্‌ উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া দেশের অনুসন্ধান করিল। ২৫ এবং হস্তে সেই দেশের কিছু২ ফল লইয়া আমাদের নিকটে আনিয়া এই সংবাদ দিয়া কহিল, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে যে দেশ দিবেন, সে উত্তম দেশ। ২৬ তথাপি তোমরা সেই স্থানে যাইতে অসম্মত হইয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইলা। ২৭ এবং আপন২ তাম্বুতে বচসা করিয়া কহিলা, পরমেশ্বর দ্বেষ প্রযুক্ত আমাদিগকে মিসর্‌দেশহইতে বাহির করিয়া বিনাশার্থে ইমোরীয়দের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহেন। ২৮ আমরা কোথায় যাইতেছি? আমাদের অপেক্ষা সেই দেশীয় লোকেরা পরাক্রমী ও দীর্ঘকায়, ও তাহাদের নগর সকল অতি বৃহৎ এবং গগণস্পর্শি প্রাচীরে বেষ্টিত আছে; এবং সে স্থানে আমরা অনাকীয় বংশকেও দেখিলাম; এই কথাতে আমাদের ভ্রাতৃগণ আমাদের মনোভঙ্গ করিল। ২৯ তখন আমি তোমাদিগকে কহিলাম, উদ্বিগ্ন হইও না, ও তাহাদের হইতে ভীত হইও না। ৩০ তোমাদের যে প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের অগ্রগামী হন, তিনি মিসর্‌দেশে তোমাদের চক্ষুগোচরে তোমাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ৩১ এবং এই প্রান্তরেও তোমরা যাহা দেখিয়াছ, তদনুসারে তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। যেহেতুক পিতা যেমন আপন পুত্রকে বহন করে, তদ্রূপ তোমরা যে পথে যাত্রা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলা, সেই সমস্ত পথে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে বহন করিয়া আসিতেছেন। ৩২ তথাপি তোমাদের শিবির রাখিবার স্থান অনুসন্ধান করণার্থে যিনি যাত্রাকালে তোমাদের অগ্রগামী হইয়া রাত্রিতে অগ্নিদ্বারা ও দিবসে মেঘদ্বারা তোমাদের গন্তব্য পথ দর্শন করাইতেন, ৩৩ তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বরেতে তোমরা বিশ্বাস করিলা না।

৩৪ পরে পরমেশ্বর তোমাদের বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করিলেন, ৩৫ আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছি, সেই উত্তম দেশ এই দুষ্ট বংশীয় মনুষ্যদের মধ্যে অন্য কেহ দেখিতে পাইবে না, ৩৬ কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব্‌ তাহা দেখিবে, এবং সে যে দেশে পদার্পণ করিয়া গমন

করিয়াছে, সেই দেশ আমি তাহাকে ও তাহার বংশকে দিব; কেননা সে পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অনুগত লোক। [৩৭] (এবং পরমেশ্বর তোমাদের নিমিত্তে আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমিও সে স্থানে প্রবেশ করিবা না। [৩৮] তোমার পরিচারক নূনের পুত্র যিহোশূয় সেই স্থানে প্রবেশ করিবে; তুমি তাহাকেই সাহস দেও, কেননা সে ইস্রায়েল্ বংশকে তাহা অধিকার করাইবে।) [৩৯] এবং তোমরা আপনাদের যে বালকগণের বিষয়ে কহিলা, ইহারা লুটিত হইবে, এবং তোমাদের যে সন্তানগণের ভাল মন্দ জ্ঞান অদ্যাপি হয় নাই, তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিবে; তাহাদিগকে আমি সেই দেশ দিব, ও তাহারাই তাহা অধিকার করিবে। [৪০] এখন তোমরা ফিরিয়া সূফার্ণবগামি প্রান্তরে গমন কর। [৪১] তাহাতে তোমরা আমাকে উত্তর করিলা, আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম; আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে উঠিয়া যাইয়া যুদ্ধ করিব; পরে তোমরা প্রত্যেক জন যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে দুঃসাহস করিলা। [৪২] তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে কহ, আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী নহি, অতএব তোমরা আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিও না, পাছে শত্রুদের সম্মুখে হত হও। [৪৩] তাহাতে আমি তোমাদিগকে সেই কথা কহিলাম, কিন্তু তোমরা তাহা না শুনিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ও দুঃসাহসী হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলা। [৪৪] এই জন্যে সেই পর্ব্বতবাসি ইমোরীয় লোকেরা মধুমক্ষিকার ন্যায় তোমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া তোমাদিগকে তাড়না করিয়া সেয়ীরে হর্মা পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন করিল। [৪৫] তখন তোমরা পরাবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের কাছে রোদন করিলা; কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের রবে মনোযোগ করিলেন না, ও তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। [৪৬] তাহাতে তোমরা কাদেশে বাস করিয়া সে স্থানে বহুকাল অবস্থিতি করিলা।

২ অধ্যায়।

১ ইদোমীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করণে নিষেধ, ৯ ও মোয়াবীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করণে নিষেধ, ১৭ ও অম্মোনীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করণে নিষেধ, ২৪ ও ইমোরীয় সীহোন রাজকে যুদ্ধে দমন করিতে আজ্ঞা।

[১] পরে আমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সূফার্ণবগামি প্রান্তর দিয়া যাত্রা করিয়া সেয়ীর্ পর্ব্বত বেষ্টন করিতে বহু দিবস যাপন করিলাম। [২] পরে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, [৩] তোমরা অনেক দিন অবধি এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতেছ, এখন উত্তরদিগে ফির। [৪] তুমি লোকসমূহকে এই আজ্ঞা কর, সেয়ীর্ নিবাসি তোমাদের ভ্রাতা এষৌর বংশের সীমা দিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহাতে তাহারা তোমাদের হইতে ভীত হইবে; অতএব তোমরা অতি সাবধান হইবা। [৫] তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না, কেননা আমি তোমাদিগকে তাহাদের দেশের কিছু দিব না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও দিব না; এই সেয়ীর্ পর্ব্বত অধিকারার্থে আমি এষৌকে দিয়াছি। [৬] অতএব তোমরা তাহাদের নিকটে রূপা দিয়া অন্ন ক্রয় করিয়া ভোজন করিবা; ও রূপা দিয়া জল ক্রয় করিয়া পান করিবা। [৭] কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তের সমস্ত কর্ম্মেতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, এবং এই মহাপ্রান্তরে তোমাদের গতি জানেন। এই চল্লিশ বৎসরাবধি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী আছেন, এই জন্যে তোমাদের কিছুরই অভাব হয় নাই। [৮] পরে আমরা প্রান্তরের পথ ও এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবর দিয়া সেয়ীর্ নিবাসি আপন ভ্রাতা এষৌর বংশের সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া মোয়াবের প্রান্তরের পথে ফিরিয়া যাত্রা করিলাম। [৯] তাহাতে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তোমরা মোয়াবীয়দিগকে কোন ক্লেশ দিও না, এবং যুদ্ধদ্বারা তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; আমি অধিকারার্থে তাহাদের দেশের কোন অংশ তোমাদিগকে দিব না, কেননা আমি লোটের বংশকে আর্ নগর অধিকার করিতে দিয়াছি। [১০] পূর্ব্বে ঐ স্থানে এমীয় লোকেরা বাস করিত, তাহারা মহান ও পরাক্রমী এবং অনাকীয় লোকদের ন্যায় দীর্ঘকায় জাতি ছিল। [১১] অনাকীয়দের ন্যায় তাহারাও রিফায়ীয়দের মধ্যে গণিত ছিল, কিন্তু মোয়াবীয় লোকেরা তাহাদিগকে এমীয় কহিত। [১২] এবং পূর্ব্বে হোরীয় লোকেরা সেয়ীরে বাস করিয়াছিল, কিন্তু এষৌর বংশ আপনাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বাস করিল। ফলতঃ ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের দত্ত আপন অধিকারভূমিতে যেরূপ করিল, তদ্রূপ। [১৩] এই ক্ষণে তোমরা উঠ ও সেরদ্ নদী পার হও; তাঁহার এই কথাতে আমরা সেরদ্ নদী পার হইয়া গমন করিলাম। [১৪] কাদেশ্-বর্ণেয় অবধি সেরদ্ নদী পার হওন পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রার আটত্রিশ বৎসর হইল; সেই সময়ের মধ্যে পরমেশ্বরের শপথানুসারে শিবিরের মধ্যহই-

তে তৎকালীয় সমস্ত যোদ্ধাগণ উচ্ছিন্ন হইল। [১৫] কেননা শিবিরের মধ্যহইতে তাহাদিগকে নিঃশেষ রূপে লোপ করণার্থে তাহাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের হস্ত বিস্তারিত ছিল। [১৬] পরে সেই সমস্ত যোদ্ধা মরিয়া লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইলে [১৭] পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, [১৮] অদ্য তোমরা মোয়াবের সীমা আর্ নগর পার হইতেছ। [১৯] অতএব অম্মোনীয় বংশের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না ও তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; আমি তোমাদিগকে অধিকারার্থে অম্মোনীয় বংশের কিছুই দেশ দিব না, কেননা আমি লোটের বংশকে তাহা অধিকার করিতে দিয়াছি। [২০] সেই দেশও রিফায়ীয়দের দেশরূপে গণিত ছিল, কেননা অম্মোনীয় লোকেরা যাহাদিগকে সম্‌সুম্মীয় কহিত, সেই রিফায়ীয় লোক পূর্ব্বকালে সে স্থানে বাস করিয়াছিল। [২১] তাহারা মহান্ ও পরাক্রমী ও অনাকীয় লোকদের ন্যায় দীর্ঘকায় এক জাতি ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর যাহাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন, সেই (অম্মোনীয়) লোকেরা তাহাদিগকে দেশচ্যুত করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে তথায় বসতি করিল। [২২] তিনি সেয়ীর্ নিবাসি এষৌর বংশের নিমিত্তে তদ্রূপ কর্ম্ম করিয়া তাহাদের সম্মুখহইতে হোরীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা তাহাদিগকে দেশচ্যুত করিয়া অদ্যাপি তাহাদের পরিবর্ত্তে তথায় বাস করিয়া আসিতেছে। [২৩] এবং অসা পর্য্যন্ত হৎসেরীমে বাসকারি অব্বীয়দের প্রতিও তাহাই ঘটিয়াছিল, ফলতঃ কপ্তোর্‌হইতে আগত কপ্তোরীয় লোকেরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে তথায় বাস্ করিল।

[২৪] পরমেশ্বর কহিলেন, তোমরা উঠ, ও যাত্রা করিয়া অর্ণোন্ নদী পার হও; দেখ, আমি হিষ্‌বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে ও তাহার দেশকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম; তাহাদের সহিত যুদ্ধদ্বারা বিরোধ করিয়া তোমাদের অধিকার লইতে আরম্ভ কর; [২৫] অদ্যাবধি আমি আকাশের অধঃস্থিত সমস্ত জাতির মনেতে তোমাদের বিষয়ক ভয় ও আশঙ্কা জন্মাইতে আরম্ভ করিব, তোমাদের সংবাদ শুনিবামাত্র তাহারা তোমাদের সাক্ষাতে কম্পবান ও ব্যথিত হইবে। [২৬] পরে আমি কিদেমোৎ প্রান্তরহইতে হিষ্‌বোন্ নিবাসি সীহোনের নিকটে দূতদ্বারা এই প্রণয়বাক্য কহিয়া পাঠাইলাম, [২৭] তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দেও, আমি দক্ষিণে কিম্বা বামে না ফিরিয়া কেবল রাজপথ যাইব; [২৮] এবং আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, আমরা যর্দ্দন নদী পার হইয়া যাবৎ সেই দেশে উপস্থিত না হই, তাবৎ সেয়ীর্ নিবাসি এষৌর বংশ ও আর্ নিবাসি মোয়াবীয় বংশ আমার প্রতি যেমন করিল, [২৯] তদ্রূপ তুমিও রূপা লইয়া আমাকে ভোজনের অন্ন দিবা, ও রূপা লইয়া পানার্থক জল দিবা; আমি কেবল আপন পদ দিয়া পার হইয়া যাইব। [৩০] কিন্তু হিষ্‌বোনের রাজা সীহোন্ আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দিল না, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে অদ্যকার ন্যায় তাহাকে সমর্পণ করিতে তাহার মন কঠিন করিলেন ও তাহার অন্তঃকরণ শক্ত করিলেন। [৩১] এবং পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সীহোন্‌কে ও তাহার দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; তুমিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার দেশ অধিকারার্থে হস্তগত কর। [৩২] তখন সীহোন্ ও তাহার সমস্ত লোক আমাদের প্রতিকূলে বাহির হইয়া যহসে যুদ্ধ করিতে আইলে [৩৩] আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলে আমরা তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকে ও সকল লোককে বধ করিলাম। [৩৪] সেই সময়ে আমরা তাহার সমস্ত নগর হস্তগত করিয়া প্রতিনগরস্থ পুরুষ ও স্ত্রী ও বালকদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিলাম; তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলাম না। [৩৫] কিন্তু পশুগণকে ও যে ২ নগর হস্তগত করিয়াছিলাম, তাহার লুটিত বস্তু সকল আমরা আপনাদের জন্যে গ্রহণ করিলাম। [৩৬] অর্ণোন্ নদীতীরস্থিত অরোয়ের্ অবধি ও নদীর মধ্যস্থিত নগর অবধি গিলিয়দ্ পর্য্যন্ত এক নগরও আমাদের অজেয় হইল না; আমাদের প্রভু পরমেশ্বর সে সমস্ত আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। [৩৭] কেবল অম্মোন্ বংশের দেশ, অর্থাৎ যব্বোক্ নদীর পার্শ্বস্থ প্রদেশ ও পর্ব্বতস্থ তাবৎ নগর প্রভৃতি যে দেশের বিষয়ে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে তোমরা উপস্থিত হইলা না।

৩ অধ্যায়।

১ বাশনের রাজা ওগ্‌কে জয় করণ, ১২ ও রূবেন ও গাদ বংশকে পরান্ত ভূমি দিতে আজ্ঞা করণ, ২১ ও যিহোশূয়ের প্রতি মূসার উপদেশ কথা, ২৩ ও দেশে প্রবেশ করিতে মূসার প্রার্থনা।

[১] পরে আমরা উঠিয়া বাশনের পথ দিয়া গমন করিলাম; তাহাতে বাশনের রাজা ওগ্ এবং তাহার সমস্ত লোক আমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ

করণার্থে বাহির হইয়া ইদ্রিয়ীতে আইল। [২] তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি উহাকে ভয় করিও না, কেননা আমি উহাকে ও উহার সমস্ত লোককে ও উহার দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; যেমন হিষ্‌বোন্‌ নিবাসি ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের প্রতি করিয়াছ, সেই রূপ উহার প্রতিও করিবা। [৩] এই রূপে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর বাশনের রাজা ওগ্‌কে ও তাহার সমস্ত লোককে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে আমরা তাহাকে এমত পরাজয় করিলাম, যে তাহার কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। [৪] সেই সময়ে আমরা তাহার সমস্ত নগর হস্তগত করিলাম; যাহা আমাদের হস্তগত হইল না, তাহার এমত এক নগরও থাকিল না; ফলতঃ অর্গোবের সমস্ত অঞ্চলে অর্থাৎ বাশনস্থ ওগের রাজ্যে যে ষাইট্‌ নগর [৫] উচ্চ প্রাচীরেতে ও দ্বারেতে ও অর্গলেতে সুরক্ষিত ছিল, সেই সমস্ত নগর ও তদ্ব্যতিরেকে প্রাচীরহীন অনেক নগর হস্তগত করিলাম। [৬] আমরা হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের প্রতি যেমন করিয়াছিলাম, সেই রূপ তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিলাম, পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক শুদ্ধ তাহাদের তাবৎ নগর বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিলাম। [৭] কিন্তু তাহাদের সমস্ত পশু ও নগরের দ্রব্যাদি লুট করিয়া আপনাদের নিমিত্তে গ্রহণ করিলাম। [৮] সেই সময়ে আমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ ইমোরীয়দের দুই রাজার হস্তহইতে অর্ণোন্‌ নদী অবধি হর্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশকে হস্তগত করিলাম। [৯] সীদোনীয়েরা ঐ হর্মোণকে শিরিয়োন্‌ কহে, এবং ইমোরীয়েরা তাহাকে সিনীর্‌ কহে। [১০] আমরা অধিত্যকাস্থিত সমস্ত নগর এবং সল্‌খা ও ইদ্রিয়ী পর্য্যন্ত তাবৎ গিলিয়দ্‌ ও বাশন্‌ অর্থাৎ বাশন্‌স্থিত ওগ্‌ রাজ্যের সমস্ত নগর হস্তগত করিলাম। [১১] কেননা অবশিষ্ট রিফায়ীয়দের মধ্যে বাশনের রাজা ওগ্‌মাত্র অবশিষ্ট থাকিল; দেখ, তাহার খট্টা লৌহময়, তাহা কি অম্মোনীয় বংশের রব্বাতে নাই? মনুষ্যের হস্তের পরিমাণানুসারে তাহা দীর্ঘে নয় হস্ত ও প্রস্থে চারি হস্ত।

[১২] ঐ সময়ে আমরা সেই সকল ভূমি অধিকার করিলাম; তাহাতে আমি অর্ণোন্‌নদীস্থিত অরোয়ের্‌ অবধি গিলিয়দ্‌ পর্ব্বতের অর্দ্ধেক ও তত্রত্য নগর সকল রূবেন্‌ বংশকে ও গাদ বংশকে দিলাম। [১৩] এবং গিলিয়দের অবশিষ্ট অংশ ও সমস্ত বাশন্‌ অর্থাৎ ওগের রাজ্য, বিশেষতঃ তাবৎ বাশনের সহিত অর্গোবের তাবৎ অঞ্চল আমি মিনশির অর্দ্ধবংশকে দিলাম। পূর্ব্বে তাহা রিফায়ীয় দেশ রূপে বিখ্যাত ছিল। মিনশির পুত্র যায়ীর গিশূরীয় ও মাখাথীয় সীমা পর্য্যন্ত অর্গোবের তাবৎ অঞ্চল পাইয়া আপন নামানুসারে অদ্য পর্য্যন্ত বাশন দেশের সেই সকল নগরের নাম হবোৎ-যায়ীর্‌ রাখিল। [১৫] আমি মাখীর্‌কে গিলিয়দ্‌ দিলাম। [১৬] ও গিলিয়দ্‌হইতে অর্ণোন্‌ নদী ও তাহার তলভূমি ও সীমা পর্য্যন্ত, এবং তদবধি অম্মোন্‌ বংশের সীমা যব্বোক নদী পর্য্যন্ত; [১৭] এবং কিন্নেরৎ অবধি প্রান্তরস্থ সমুদ্র অর্থাৎ অস্‌দোৎ-পিস্‌গার অধঃস্থিত লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত, পূর্ব্বদিক্‌স্থিত প্রান্তর এবং যর্দ্দন্‌ ও তাহার সীমা রূবেন্‌ বংশকে ও গাদ্‌ বংশকে দিলাম। [১৮] সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে এই দেশ তোমাদিগকে দিলেন, কিন্তু তোমাদের তাবৎ যোদ্ধা সসজ্জ হইয়া তোমাদের ভ্রাতা ইস্রায়েল্‌ বংশের সম্মুখে পার হইয়া যাইবে। [১৯] আমি তোমাদিগকে যে২ নগর দিলাম, সেই সকল নগরে কেবল তোমাদের স্ত্রী ও বালকগণ ও পশুগণ বাস করিবে, কেননা তোমাদের অনেক পশু আছে, তাহা আমি জানি; [২০] পরে পরমেশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় বিশ্রাম দিলে, অর্থাৎ যর্দ্দনের ওপারে প্রভু পরমেশ্বর তাহাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহারা সেই দেশ অধিকার করিলে, তোমরা প্রত্যেকে আমার দত্ত আপন২ অধিকারে ফিরিয়া আসিবা।

[২১] সেই সময়ে আমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা করিলাম, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর এই দুই রাজার প্রতি যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ; তুমি পার হইয়া যে২ রাজ্যের বিরুদ্ধে যাইবা, সে সমস্ত রাজ্যের প্রতি পরমেশ্বর তদ্রূপ করিবেন। [২২] তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন।

[২৩] সেই সময়ে আমি পরমেশ্বরের কাছে বিনতি করিলাম, [২৪] হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন দাসের কাছে আপন মহিমা ও বলবান হস্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলা; তোমার ক্রিয়ার ন্যায় ও তোমার বিক্রমের ন্যায় করিতে পারে, স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে এমত ঈশ্বর আর কে আছে? [২৫] বিনয় করি, যর্দ্দনের ওপারে স্থিত সেই উত্তম দেশ ও সেই রমণীয় লিবানোন্‌ পর্ব্বত দেখিতে আমাকে পারে যাইতে দিউন। [২৬] কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের জন্যে আমার প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হওয়াতে আমার কথা না শুনিয়া আমাকে কহিলেন, তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট, ইহার বিষয়ে আমাকে আর কহিও না। [২৭] পিস্‌গার

শৃঙ্গে উঠিয়া যাও, এবং পশ্চিম দিগে ও উত্তর দিগে ও দক্ষিণ দিগে ও পূর্ব্ব দিগে দৃষ্টিপাত কর; আপন চক্ষে তাহা দেখ, কেননা তুমি এই যর্দ্দন পার হইতে পাইবা না। [২৮] তুমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা কর, ও তাহার সাহস জন্মাও, ও তাহাকে বলবান কর, কেননা সে এই লোকদের অগ্রগামী হইয়া পার হইয়া যাইবে; যে দেশ তুমি দেখিবা, তাহা সে তাহাদিগকে অধিকার করাইবে। [২৯] এই রূপে আমরা বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থিত উপত্যকাতে বাস করিলাম।

৪ অধ্যায়।

১ আজ্ঞা পালন করিতে মূসার বিনয়, ৪১ ও যর্দ্দনের পূর্ব্ব দিগে তিন আশ্রয়নগরের নিরূপণ।

[১] এখন হে ইস্রায়েল্ বংশ, আমি যে বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিতে তোমাদিগকে শিক্ষা দি, তাহাতে মনোযোগ কর; তাহাতে তোমরা বাঁচিবা, এবং তোমাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা। [২] এবং আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, তাহাতে আর কিছু যোগ করিও না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিও না; আমি তোমাদিগকে যাহা২ জানাইতেছি, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেই সকল আজ্ঞা পালন করিও। [৩] বাল্‌পিয়োরের বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; ফলতঃ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর বাল্‌পিয়োরের পশ্চাদ্গামি প্রত্যেক লোককে তোমাদের মধ্যহইতে বিনষ্ট করিয়াছেন। [৪] কিন্তু তোমরা যত লোক আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে আসক্ত ছিলা, সকলেই অদ্যাবধি জীবৎ আছ। [৫] দেখ, আমার প্রভু পরমেশ্বর আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, আমি তোমাদিগকে সেই রূপ বিধি ও ব্যবস্থা শিক্ষা দিতেছি; অতএব তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তদনুসারে ব্যবহার করিবা। [৬] তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পালন করিবা; কেননা অন্যজাতীয়দের কাছে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি স্বরূপ হইবে; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা কহিবে, এই মহাজাতি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোক বটে। [৭] আর তাঁহার উদ্দেশে আমাদের তাবৎ প্রার্থনা কালে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যেমত আমাদের নিকটবর্ত্তী হন, কোন্ বড় জাতির এমত নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর আছে? [৮] এবং আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে রূপ ব্যবস্থা দিতেছি, এমত যথার্থ বিধি ও ব্যবস্থা কোন্ বড় জাতির আছে? [৯] কিন্তু সাবধান, তোমাদের প্রাণেরই বিষয়ে অতি সাবধান হও; তোমরা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, কোন ক্রমে তাহা বিস্মৃত হইও না, জীবন থাকিতে তোমাদের হৃদয়হইতে তাহা লুপ্ত না হউক; তোমরা আপন২ পুত্র পৌত্রদিগকে তাহা শিক্ষা করাও। [১০] বিশেষতঃ তোমরা যে দিনে হোরেবে পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলা, সেই দিন মনে কর; তৎকালে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি আমার নিকটে লোকদিগকে একত্র কর, আমি আপন কথা তাহাদিগকে শুনাইব; ভূতলে তাহাদের অবস্থিতির সমস্ত দিন পর্য্যন্ত যেন তাহারা আমাকে ভয় করে, এই নিমিত্তে তাহারা সেই কথা শিখিবে এবং আপন পুত্রগণকেও শিখাইবে। [১১] তাহাতে তোমরা নিকটবর্ত্তী হইয়া পর্ব্বতের নীচে দাঁড়াইয়াছিলা; এবং সেই পর্ব্বত গগণের অভ্যন্তরস্পর্শি অগ্নিতে প্রজ্বলিত এবং অন্ধকারে ও মেঘে ও ঘোর তিমিরে ব্যাপ্ত ছিল। [১২] তখন অগ্নির মধ্যহইতে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি কথা কহিলেন; তোমরা তাঁহার বাক্যের ধ্বনি শুনিলা, কিন্তু কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলা না, কেবল ধ্বনি হইল। [১৩] এবং তিনি আপনার যে নিয়ম পালন করিতে তোমাদিগকে আদেশ করিলেন, সেই নিয়মের দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে জানাইয়া দুই প্রস্তরেতে লিখিলেন।

[১৪] তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের পালনীয় বিধি ও ব্যবস্থা তোমাদিগকে শিক্ষা করাইতে পরমেশ্বর সেই সময়ে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। [১৫] যে দিবসে পরমেশ্বর হোরেবে অগ্নির মধ্যহইতে তোমাদের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, সে দিবসে তোমরা কোন মূর্ত্তি দেখ নাই। অতএব আপন২ প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও, [১৬] পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্যে কোন প্রকার মূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ কর; অর্থাৎ পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর প্রতিমা, [১৭] কিম্বা পৃথিবীস্থ কোন পশু কিম্বা আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষী; [১৮] কিম্বা ভূচর কোন জন্তু, কিম্বা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তু, ইহাদের প্রতিমূর্ত্তি কর; [১৯] কিম্বা ভ্রান্ত হইয়া আকাশের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারা প্রভৃতি আকাশের সমস্ত বাহিনী দেখিয়া, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যাহাদিগকে আকাশের অধঃস্থিত সমস্ত জাতিদের জন্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাছে তাহাদিগকে প্রণাম ও সেবা কর। [২০] কেননা তোমরা যেন অদ্যকার মত পরমেশ্বরের অধিকৃত প্রজাবর্গ

হও, এই জন্যে পরমেশ্বর লৌহকুণ্ডহইতে অর্থাৎ মিসর্দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। [২১] এবং তোমাদের জন্যে পরমেশ্বর আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করিয়াছেন, তুমি যর্দ্দন্ নদী পার হইতে পাইবা না; অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ অধিকার করিতে দিবেন, সেই উত্তম দেশে আমি প্রবেশ করিতে পারিব না। [২২] আমাকে এই দেশে মরিতে হইবে; আমি যর্দ্দন্ নদী পার হইব না; কিন্তু তোমরা পার হইয়া সেই উত্তম দেশ অধিকার করিবা। [২৩] সাবধান হও, তোমাদের সহিত স্থিরীকৃত আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিয়ম বিস্মৃত হইও না, ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিষিদ্ধ কোন মূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না। [২৪] কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর সংহারক অগ্নিস্বরূপ; তিনি স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর।

[২৫] সেই দেশে পুত্র পৌত্রগণের জন্ম দিয়া বহুকাল বাস করিলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া কোন মূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার ক্রোধজনক দুষ্ক্রিয়া কর; [২৬] তবে আমি অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশহইতে শীঘ্র নিঃশেষ রূপে বিনষ্ট হইবা, তাহার মধ্যে বহুকাল অবস্থিতি করিবা না, কিন্তু নির্ম্মূলে উচ্ছিন্ন হইবা। [২৭] এবং পরমেশ্বর অন্যজাতীয়দের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবেন; যে স্থানে পরমেশ্বর তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, সেই অন্যজাতীয় লোকদের মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট থাকিবা। [২৮] এবং সেই স্থানে মনুষ্যের হস্তকৃত দেবগণের, অর্থাৎ দর্শনে ও শ্রবণে ও ভোজনে ও আঘ্রাণে অসমর্থ কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ডের সেবা করিবা। [২৯] কিন্তু সে স্থানে থাকিয়া তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ পাইবা; কেননা তোমরা তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার অন্বেষণ করিবা। [৩০] যখন তোমাদের দুঃখ উপস্থিত হইবে, ও এই সমস্ত তোমাদের প্রতি ঘটিবে, তখন সেই ভবিষ্যৎকালে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিবা ও তাঁহার বাক্য শুনিবা। [৩১] যেহেতুক তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর দয়ালু ঈশ্বর; তিনি তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না, ও তোমাদের বিনাশ করিবেন না, এবং দিব্যদ্বারা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

[৩২] দেখ, তোমাদের অগ্রবর্ত্তি কালাবধি অর্থাৎ পৃথিবীতে পরমেশ্বরকর্তৃক মনুষ্যের সৃষ্টিদিনাবধি এবং আকাশের এক দিগহইতে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত সমস্ত লোককে ইহা জিজ্ঞাসা কর, এই মহাকার্য্যের তুল্য কার্য্য কি আর কখনো হইয়াছে? কিম্বা এমত কি শুনা গিয়াছে? [৩৩] আর কোন জাতি কি তোমাদের ন্যায় অগ্নির মধ্যে বাক্যবাদি ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে? [৩৪] কিম্বা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর মিসর্দেশে তোমাদের সাক্ষাতে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, তদনুসারে কি কোন দেবতা আসিয়া পরীক্ষা ও চিহ্ন ও লক্ষণ ও যুদ্ধ ও পরাক্রান্ত হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু ও ভয়ঙ্কর মহাকর্ম্মদ্বারা অন্য জাতির মধ্যহইতে আপনার জন্যে এক জাতি গ্রহণ করিতে উপক্রম করিয়াছে? [৩৫] আর পরমেশ্বরই ঈশ্বর, তদ্ব্যতিরেক আর কেহ নাই, ইহা যেন জ্ঞাত হও, তন্নিমিত্তে ঐ সকল তোমাদের নিকটে প্রকাশিত হইল। [৩৬] তিনি উপদেশ দেওনার্থে স্বর্গহইতে তোমাদিগকে আপন রব শুনাইলেন, ও পৃথিবীতে আপন মহাবহ্নি দেখাইলেন, এবং তোমরা অগ্নির মধ্যহইতে তাঁহার বাক্য শুনিলা। [৩৭] তিনি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্নেহ করিতেন, এবং তাহাদের পরে তাহাদের বংশকেও মনোনীত করিলেন। তিনি আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রমদ্বারা তোমাদিগকে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন। [৩৮] কেননা তোমাদের অপেক্ষা বলবান ও বহুসংখ্যক অন্যজাতিদিগকে তোমাদের অগ্রহইতে দূর করণপূর্ব্বক তাহাদের দেশে তোমাদিগকে প্রবেশ করাইয়া অদ্যকার মত অধিকারার্থে তোমাদিগকে তাহা দিতে তাঁহার মনস্থ ছিল। [৩৯] অতএব ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে পরমেশ্বরই ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই, ইহা তোমরা অদ্য জ্ঞাত হও, ও আপন ২ অন্তঃকরণে বিবেচনা কর। [৪০] এবং তোমাদের ও তোমাদের ভাবিবংশের যেন মঙ্গল হয়, এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে ভূমি সর্ব্বকালের জন্যে দেন, তাহার উপরে যেন তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হয়, এই জন্যে আমি তাঁহার যে২ বিধি ও ব্যবস্থা অদ্য তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলাম, তাহা পালন কর।

[৪১] তৎকালে মূসা যর্দ্দনের সূর্য্যোদয়দিক্স্থ পারে বধকারির আশ্রয়ার্থে তিন নগর নিশ্চয় করিল। [৪২] ফলতঃ যদি কেহ আপন প্রতিবাসিকে পূর্ব্বে দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞাতে বধ করে, তবে সে তাহার মধ্যে এক নগরে পলাইয়া বাঁচিতে পারে। [৪৩] তাহা এই২, রূবেণীয়দের সমভূমিস্থ অরণ্যস্থিত বেৎসর, এবং গাদী-

য়দের গিলিয়দস্থিত রামোৎ, এবং মিনশীয়দের বাশনস্থ গোলন্।

[৪৪] পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে এই ব্যবস্থা স্থাপন করিল; [৪৫] অর্থাৎ মিসর-হইতে বাহির হইয়া আগমনের সময়ে মূসা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ তলভূমিতে হিষ্বোন নিবাসি ইমোরীয় সীহোন রাজের দেশে ইস্রায়েল বংশদিগকে এই সকল প্রমাণবাক্য ও বিধি ও ব্যবস্থা দিল। [৪৬] কেননা মিসরহইতে বাহির হইয়া আগমনের সময়ে মূসা ও ইস্রায়েল বংশ সেই রাজাকে বধ করিয়া [৪৭] তাহার এবং বাশনের রাজা ওগের, যর্দ্দনের পূর্ব্বদিকস্থ ইমোরীয়দের এই দুই রাজার দেশ, [৪৮] অর্থাৎ অর্ণোন নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি সিয়োন কিম্বা হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ, [৪৯] এবং অস্দোদ-পিসগার অধঃস্থিত প্রান্তরস্থ সমুদ্র পর্য্যন্ত যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে স্থিত সমস্ত প্রান্তর অধিকার করিয়াছিল।

৫ অধ্যায়।

১ হোরেবে নিয়মের নিরূপণ, ৬ ও দশ আজ্ঞার কথা, ২২ ও লোকদের নিবেদনানুসারে মূসার দশ আজ্ঞা ঈশ্বরহইতে গ্রহণ করণ।

[১] পরে মূসা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে ডাকিয়া কহিল, হে ইস্রায়েল্ বংশ, আমি শিক্ষার্থে ও রক্ষণার্থে ও পালনার্থে তোমাদের কর্ণগোচরে যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা কহি, তাহাতে মনোযোগ কর। [২] আমাদের প্রভু পরমেশ্বর হোরেবে আমাদের সহিত এক নিয়ম করিলেন। [৩] পরমেশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত সেই নিয়ম করেন নাই, কিন্তু অদ্য এই স্থানে জীবিত আছি যে আমরা, আমাদের সহিত তাহা করিলেন। [৪] পরমেশ্বর পর্ব্বতে অগ্নির মধ্যহইতে তোমাদের সহিত মুখামুখি হইয়া কথা কহিলেন। [৫] সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে পরমেশ্বরের বাক্য জ্ঞাত করিতে সেই স্থানে পরমেশ্বরের ও তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম; কেননা তোমরা অগ্নি প্রযুক্ত ভীত হইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলা না। তাঁহার বাক্য এই২।

[৬] আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, যিনি দাস্যগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। [৭] আমার সাক্ষাতে তোমার আর কোন দেবতা না থাকুক। [৮] উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে যাহা২ আছে; তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা প্রভৃতি তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। [৯] এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার প্রভু পরমেশ্বর আমি স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর; যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, আমি তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের উপরে পৈতৃক অপরাধের প্রতিফলদাতা; [১০] কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী। [১১] তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না। [১২] তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে বিশ্রামদিনকে পালন করিয়া পবিত্র কর। [১৩] ছয় দিন শ্রম করিয়া আপন ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর; [১৪] কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রামদিন; সেই দিনে তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি দাস কি দাসী কি গোরু কি গর্দ্দভ কি অন্য কোন পশু কি দ্বারান্তর্ব্বাসি বিদেশী কেহ কোন কার্য্য করিও না; তাহাতে তোমার দাস ও দাসী তোমার ন্যায় বিশ্রাম করিবে। [১৫] স্মরণ কর, মিসরদেশে তুমি দাস ছিলা, কিন্তু তোমার প্রভু পরমেশ্বর পরাক্রান্ত হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা তথাহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন; এই নিমিত্তে তোমার প্রভু পরমেশ্বর বিশ্রামদিন পালন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিলেন। [১৬] তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপন পিতামাতাকে সম্ভ্রম কর; তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু ও কল্যাণ হইবে। [১৭] নরহত্যা করিও না। [১৮] ও পরদার করিও না। [১৯] ও চুরি করিও না [২০] ও আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না। [২১] ও আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে লোভ করিও না; প্রতিবাসির গৃহে কি ক্ষেত্রে, কি দাসে কি দাসীতে, কি গোরুতে কি গর্দ্দভেতে, প্রতিবাসির কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।

[২২] পরমেশ্বর পর্ব্বতে মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের ও অগ্নির মধ্যহইতে সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি এই সমস্ত বাক্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, আর কিছুই কহেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা প্রস্তরের উপরে লিখিয়া আমাকে সমর্পণ করিলেন। [২৩] কিন্তু অগ্নিদ্বারা পর্ব্বত প্রজ্বলিত হইলে এবং অন্ধকারের মধ্যহইতে সেই রব তোমাদের কর্ণগোচর হইলে তোমরা কহিলা, অর্থাৎ তোমাদের বংশাধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনগণ আমার নিকটে আসিয়া কহিল, [২৪] দেখ, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের কাছে আপন তেজ

ও মহিমা প্রকাশ করিলেন, এবং আমরা অগ্নির মধ্যহইতে তাঁহার রব শুনিলাম; তাহাতে মনুষ্যের সহিত ঈশ্বর কথা কহিলেও সে বাঁচিতে পারে, ইহা আমরা অদ্য দেখিলাম। [২৫] কিন্তু আমরা এখন কেন মরিব? ঐ প্রজ্বলিত অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিবে; আমরা যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের রব আর বার শুনি, তবেই মরিব। [২৬] কেননা আমাদের মত অগ্নির মধ্যহইতে বাক্যবাদি অমর ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে, প্রাণিদের মধ্যে এমত কে আছে? [২৭] অতএব আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে সমস্ত কথা কহেন, তাহা তুমি নিকটে গিয়া শুন; আমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যাহা কহিবেন, সেই সমস্ত কথা তুমি আমাদিগকে কহিও; আমরা তাহা শুনিয়া পালন করিব। [২৮] তোমরা যখন আমাকে এই কথা কহিলা, তখন পরমেশ্বর সেই কথার রব শুনিয়া আমাকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার প্রতি যে কথা কহিল, তাহার রব আমি শুনিলাম; তাহারা উচিত কথা কহিল। [২৯] হায়২, সর্ব্বদা আমাকে ভয় করিতে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করিতে যদি তাহাদের এই রূপ মতি থাকে, তবে তাহাদের ও তাহাদের বংশের চিরকাল মঙ্গল হয়। [৩০] তুমি যাইয়া তাহাদিগকে আপন২ তাম্বুতে ফিরিয়া যাইতে বল। [৩১] কিন্তু তুমি আমার নিকটে এই স্থানে দাঁড়াও; তুমি তাহাদিগকে যাহা২ শিখাইয়া দিবা, আমি তোমাকে সেই সকল আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা কহি; পরে আমি যে দেশ অধিকারার্থে তাহাদিগকে দিব, সেই দেশে তাহারা তাহা পালন করিবে। [৩২] অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা করিলেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে না ফিরিয়া তাহা পালন কর। [৩৩] ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে২ পথে চলিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চল; তাহাতে তোমরা বাঁচিবা ও তোমাদের মঙ্গল হইবে, এবং তোমাদের অধিকৃত দেশে তোমরা দীর্ঘায়ু হইবা।

৬ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থার অভিপ্রায়, ৩ ও তাহা পালন করিতে বিনয় বাক্য।

[১] পরমেশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আমাকে এই২ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা জানাইলেন; তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে ওপারে যাইতেছ, সেই দেশে তাহা পালন করিতে হইবে। [২] তোমরা যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যাবজ্জীবন আমার উক্ত আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন কর, তবে তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হইবে। [৩] অতএব হে ইস্রায়েল্ বংশ, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পালন করিতে যত্ন কর, তাহাতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে রূপ কহিয়াছেন, তদনুসারেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে তোমাদের মঙ্গল হইবে ও তোমরা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইবা। [৪] হে ইস্রায়েল্ বংশ, শুন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর। [৫] তোমরা আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর। [৬] এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমাদের মনে থাকুক। [৭] তোমরা আপন২ সন্তানগণকে যত্নপূর্ব্বক তাহা শিক্ষা দেও, এবং গৃহে বসিয়া থাকন কিম্বা পথে গমন কালে এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থান কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন কর। [৮] এবং তাহা আপন হস্তে চিহ্নস্বরূপ বন্ধ কর, ও তাহা তোমাদের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে ভূষণস্বরূপ হউক। [৯] এবং তোমাদের গৃহদ্বারের কপালে ও বহির্দ্বারেতে তাহা লিখিয়া রাখ। [১০] তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইস্‌হাক্ ও যাকুবের কাছে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছেন, সেই দেশে পরমেশ্বরকর্ত্তৃক আনীত হইয়া, তোমরা যাহা গাঁথ নাই, এমত বৃহৎ ও সুন্দর নগর, [১১] এবং যাহাতে কিছুই সঞ্চয় কর নাই, এমত সকল উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ গৃহ, ও যাহা খুদ নাই, এমত খনিত কূপ, এবং যাহা রোপণ কর নাই, এমত দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতক্ষেত্র পাইয়া যখন তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবা, [১২] তৎকালে সাবধান, যিনি দাস্যগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইও না। [১৩] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহার নাম লইয়া দিব্য কর। [১৪] তোমরা ইতর দেবগণের, অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্‌স্থিত লোকদের দেবতাদের পশ্চাদ্‌গামী হইও না; [১৫] কেননা তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রভু পরমেশ্বর স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর। তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বরের ক্রোধ তোমাদের প্রতিকূলে প্রজ্বলিত হইলে তিনি দেশহইতে তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন।

[১৬] তোমরা মসাস্থানে যেমন আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইয়াছিলা, সেই রূপ তাঁহার পরীক্ষা লইও না। [১৭] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আদিষ্ট সকল আজ্ঞা

ও প্রমাণবাক্য ও বিধি যত্নপূর্ব্বক পালন কর। [১৮] এবং পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায় ও সৎ আচরণ কর, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে; এবং পরমেশ্বর যে দেশ বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, তোমরা সেই উত্তম দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার করিলে [১৯] পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তোমাদের সম্মুখহইতে সকল শত্রু দূরীকৃত হইবে।

[২০] আর আমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে সকল প্রমাণবাক্য ও বিধি ও ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা কি? এই কথা ভাবিকালে তোমাদের সন্তান জিজ্ঞাসিলে [২১] তোমরা আপন২ সন্তানকে কহিবা, আমরা মিসর্দেশে ফিরৌন্ রাজার দাস ছিলাম, তাহাতে পরমেশ্বর পরাক্রান্ত হস্তদ্বারা মিসরহইতে আমাদিগকে বাহির করিলেন; [২২] এবং আমাদের সাক্ষাতে মিসরের প্রতি ও ফিরৌণের প্রতি ও তাহার পরিজনগণের প্রতি মহৎ ও ক্লেশদায়ক আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও চিহ্ন দেখাইলেন। [২৩] কিন্তু আমাদিগকে তথাহইতে উদ্ধার করিলেন, এবং যে দেশ আমাদিগকে দিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে আনিলেন; [২৪] এবং অদ্যকার মত আমাদের নিত্য মঙ্গলার্থে ও প্রাণরক্ষা করণার্থে আমরা যেন আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করি, এই জন্যে সেই পরমেশ্বর এই সকল বিধি পালন করিতে আমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। [২৫] এখন আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সম্মুখে এই সমস্ত বিধি পালন করিলে আমাদের পুণ্য হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ দেবপূজকদের সহিত ব্যবহার করণে নিষেধ, ১২ ও এই আজ্ঞা পালনের ফল ও আশীর্ব্বাদের কথা, ২৫ ও বিগ্রহ বিনাশ করিতে আজ্ঞা।

[১] তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে যখন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে প্রবেশ করাইবেন, ও তোমাদের সাক্ষাৎহইতে নানা বৃহৎ জাতিকে, অর্থাৎ হিত্তীয় ও গির্গাশীয় ও ইমোরীয় ও কিনানীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমাদের অপেক্ষা বৃহৎ ও বলবান এই সাত জাতিকে দূর করিবেন; [২] এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলে যখন তোমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিবা, তখন তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিবা; তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবা না, ও তাহাদের প্রতি দয়া করিবা না। [৩] এবং তাহাদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ করিবা না, ও তাহাদের পুত্রকে আপনাদের কন্যা দিবা না, ও আপনাদের পুত্রের জন্যে তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিবা না। [৪] কেননা তাহারা তোমাদের পুত্রকে আমার পশ্চাদ্হইতে ফিরাইয়া ইতর দেবের সেবা করাইবে; তাহা হইলে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া তোমাদিগকে শীঘ্র বিনষ্ট করিবে। [৫] অতএব তোমরা তাহাদের প্রতি এই রূপ ব্যবহার কর, তাহাদের বেদি উৎপাটন কর, ও প্রতিমা ভগ্ন কর, ও চৈত্যবৃক্ষ ছেদন কর, ও তাহাদের খোদিত প্রতিমা অগ্নিতে দগ্ধ কর। [৬] কেননা তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র প্রজা আছ; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির মধ্যহইতে তোমাদিগকে মনোনীত করিয়া আপনার বিশেষ প্রজা করিয়াছেন। [৭] তোমরা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যাতে অধিক, এ কারণ পরমেশ্বর তোমাদিগকে স্নেহ ও মনোনীত করিয়াছেন তাহা নয়; কেননা তোমরা সমস্ত জাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক। [৮] কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করেন, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করেন, তন্নিমিত্তে পরমেশ্বর পরাক্রান্ত হস্তদ্বারা তোমাদিগকে দাস্যগৃহহইতে ও মিস্রীয় ফিরৌন্রাজের হস্তহইতে বাহির করিয়া মুক্ত করিয়াছেন। [৯] তাহাতে যিনি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তিনিই ঈশ্বর; তিনি বিশ্বসনীয় ঈশ্বর, আপন প্রেমকারি ও আজ্ঞাপালনকারিদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়া ও নিয়ম রক্ষা করেন। [১০] কিন্তু আপন ঘৃণাকারিগণকে সংহার করিতে প্রকাশ রূপে প্রতিফল দেন, ফলতঃ বিলম্ব না করিয়া ঘৃণাকারিদিগকে প্রকাশ রূপে প্রতিফল দেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইলা। [১১] অতএব আমি অদ্য তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা কহি, তাহা পালন করিতে যত্ন কর।

[১২] তোমরা যদি এই ব্যবস্থাতে মনোযোগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন কর, তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, সে সকল তোমাদের পক্ষে সফল করিবেন। [১৩] এবং তোমাদিগকে প্রেম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন; এবং যে দেশ দিতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমাদের গর্ব্ভফল ও ভূমির ফল ও শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও গোসমূহ ও মেষপাল, এই সকলেতে আশী-

র্ব্বাদ করিবেন। [১৪] তাহাতে সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হইবা, এবং তোমাদের পশুগণের মধ্যে কিম্বা তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষ কিম্বা কোন স্ত্রী নিঃসন্তান হইবে না। [১৫] এবং পরমেশ্বর তোমাদের হইতে সমস্ত পীড়া দূর করিবেন, এবং মিসর্‌দেশীয় যে সকল মহাব্যাধি তোমরা দেখিয়াছ, তাহা তোমাদিগকে দিবেন না, কিন্তু তোমাদের ঘৃণাকারিগণকে দিবেন। [১৬] অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে যে জাতীয়দিগকে সমর্পণ করেন, তোমরা তাহাদিগকে গ্রাস কর; তাহাদের প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিও না, ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিও না, কেননা তাহা তোমাদের ফাঁদস্বরূপ। [১৭] আর এই ভিন্নজাতীয়েরা আমাদের হইতেও পরাক্রমী, আমরা ইহাদিগকে কি প্রকারে অধিকারচ্যুত করিব? এমত মনে২ ভাবিয়া [১৮] তাহাদের হইতে ভীত হও না। তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর ফিরৌণ্‌রাজের ও তাবৎ মিসর্‌দেশের প্রতি যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন; [১৯] এবং যে২ অদ্ভুত কর্ম্ম তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, ও যে২ চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও পরাক্রান্ত হস্ত ও বিস্তারিত বাহুদ্বারা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল স্মরণ কর। তোমরা যাহাদিগকে ভয় করিতেছ, সেই তাবৎ জাতির প্রতি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তদ্রূপ করিবেন। [২০] তদ্ভিন্ন যাহারা অবশিষ্ট হইয়া তোমাদের হইতে আপনাদিগকে গোপন করিবে, তাহাদের বিনাশ যাবৎ না হয়, তাবৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে ভিমরুল প্রেরণ করিবেন। [২১] তোমরা তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না, কেননা তোমাদের যে প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যবর্ত্তী আছেন, তিনি মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। [২২] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে ঐ ভিন্নজাতীয়দিগকে ক্রমে২ দূর করিবেন, কেননা তোমাদের প্রতিকূলে যেন বনপশুগণ বর্দ্ধিত না হয়, এই জন্যে তোমরা একেবারে তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পারিবা না। [২৩] কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন; এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিবেন। [২৪] ও তাহাদের রাজগণকে তোমাদের হস্তগত করিবেন, তাহাতে তোমরা আকাশের অধোহইতে তাহাদের নাম লোপ করিবা; ও যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিবা, তাবৎ তোমাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। [২৫] তোমরা তাহাদের খোদিত দেব প্রতিমাগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; এবং তোমরা যেন ফাঁদগ্রস্ত না হও, এই জন্যে তাহাদের গাত্রীয় রৌপ্য কি স্বর্ণের প্রতি লোভ করিবা না, ও আপনাদের জন্যে তাহা গ্রহণ করিবা না, কেননা তাহা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ঘৃণিত বস্তু। [২৬] আর তোমরা সেই ঘৃণিত বস্তু আপন২ গৃহে আনিবা না, পাছে তাহার মত বর্জ্জিত হও; কিন্তু তাহা অতিশয় ঘৃণা করিবা, ও অতিশয় তুচ্ছ করিবা, যেহেতুক তাহা বর্জ্জিত।

৮ অধ্যায়।

ইস্রায়েল লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে মূসার বিনয়বাক্য।

[১] অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দি, তোমরা যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন কর, তাহাতে বাঁচিবা ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবা; এবং পরমেশ্বর যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমরা প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা। [২] এবং তোমাদের পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে, অর্থাৎ তোমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবা কি না, এই বিষয়ে তোমাদের মনোরথ জানিবার নিমিত্তে তোমাদিগকে নম্র করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই চল্লিশ বৎসর প্রান্তরের মধ্যে যে সমস্ত যাত্রা করাইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। [৩] মনুষ্য যে কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু পরমেশ্বরের মুখহইতে নির্গত যে২ বাক্য, তাহাদ্বারাই বাঁচে, ইহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে তিনি তোমাদিগকে নত ও ক্ষুধিত করিয়া তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত যে মান্না, তাহা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। [৪] এই চল্লিশ বৎসরে তোমাদের গাত্রীয় বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তোমাদের পা ফুলে নাই। [৫] এবং মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিও তদ্রূপ শাসন করেন, ইহা তোমরা মনে বিবেচনা কর। [৬] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার পথে গমন কর ও তাঁহাকে ভয় কর। [৭] কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে এক উত্তম দেশে লইয়া যাইতেছেন; সেই দেশে তলভূমিহইতে ও পর্ব্বতহইতে নিগত জলস্রোত ও উনুই ও জলাশয় আছে; [৮] এবং সেই দেশে গোধূম ও যব ও দ্রাক্ষা ও ডুম্বুর ও দাড়িম্ব ও জিতৈল ও মধু উৎপন্ন হয়; [৯] এবং সেই দেশে তোমরা ভক্ষ্য খাইতে

পাইবা, তাহার অকুলান হইবে না, ও তোমাদের কোন বস্তুর অভাব থাকিবে না; এবং সেই দেশের প্রস্তর লৌহ, ও তাহার পর্ব্বতহইতে তোমরা পিত্তল খুদিবা। [১০] সেই স্থানে তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশের উত্তমতা প্রযুক্ত তাঁহার ধন্যবাদ করিবা। [১১] কিন্তু সাবধান, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইও না; আমি অদ্য তাঁহার যে আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা তোমাদিগকে দি, তাহা পালন করিতে ত্রুটি করিও না। [১২] তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, ও উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে, [১৩] এবং তোমাদের গোমেষাদির পাল বৃদ্ধি পাইলে, ও তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রচুর হইলে, ও তোমাদের সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে [১৪] তোমরা অহঙ্কারী হইও না; এবং যিনি মিসর্‌দেশরূপ দাসত্বাগারহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, [১৫] এবং তোমাদের নম্রতা ও পরীক্ষা ও ভাবিমঙ্গলার্থে এই ভয়ানক মহাপ্রান্তর দিয়া, অর্থাৎ জ্বালাদায়ি বিষধর ও বৃশ্চিকেতে পরিপূর্ণ নির্জ্জল মরুভূমি দিয়া তোমাদিগকে গমন করাইলেন, এবং অগ্নিপ্রস্তরময় পর্ব্বতহইতে জল নির্গত করিলেন; [১৬] এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত যে মান্না, তাহাদ্বারা তোমাদিগকে প্রান্তরে প্রতিপালন করিলেন, এমত যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। [১৭] এবং আমরা আপন পরাক্রম ও বাহুবলেতে এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইলাম, এমত কথা মনে২ কহিও না। [১৮] কিন্তু আপন প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ করিও, কেননা তিনি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়ম বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার মত স্থির করণার্থে তোমাদিগকে ঐশ্বর্য্য পাইবার সামর্থ্য দিলেন। [১৯] কিন্তু যদি তোমরা কোন প্রকারে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া ইতর দেবগণের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া তাহাদের সেবা ও ভজনা কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা নিতান্ত বিনষ্ট হইবা; [২০] তোমাদের সম্মুখে পরমেশ্বর যে অন্যজাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিতেছেন, তাহাদের ন্যায় বিনষ্ট হইবা; আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য না মানিলে তোমরা এই ফল পাইবা।

৯ অধ্যায়।

১ আপন২ ধর্ম্মের উপরে নির্ভর না দিতে মুসার নিবেদন, ৭ ও আজ্ঞা লঙ্ঘনের বর্ণনা।

[১] হে ইস্রায়েল্‌ বংশ, মনোযোগ কর; যে২ ভিন্নজাতীয় লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করণার্থে তোমরা অদ্য যর্দ্দন নদী পার হইতে যাইতেছ, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা বৃহৎ ও বলবান, এবং তাহাদের নগর সকল বৃহৎ ও গগণস্পর্শি প্রাচীরেতে বেষ্টিত; [২] সেই লোকেরা বৃহৎ ও দীর্ঘকায়, এবং তোমাদের জ্ঞাত অনাকীয় বংশ; যেহেতুক অনাকবংশীয়দের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? এমত কথা তোমরা শুনিয়াছ। [৩] কিন্তু অদ্য তোমরা ইহা জ্ঞাত হও; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি দাহকাগ্নিস্বরূপ হইয়া তোমাদের অগ্রগামী হইবেন, তিনি তাহাদিগকে সংহার করিবেন, ও তোমাদের সম্মুখে নত করিবেন, তাহাতে তোমরা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে ত্বরায় তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত ও বিনষ্ট করিবা। [৪] কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যখন তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, তখন আমাদের পুণ্য প্রযুক্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে এই দেশে অধিকার করাইতে আনিয়াছেন, মনে২ এমত ভাবিও না; বাস্তবিক এই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত পরমেশ্বর ইহাদিগকে তোমাদের সম্মুখে অধিকারচ্যুত করিবেন। [৫] তোমাদের পুণ্য কিম্বা অন্তঃকরণের সারল্য প্রযুক্ত তোমরা তাহাদের দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহা নয়; কিন্তু এই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্‌ ও ইসহাক ও যাকুবের কাছে দিব্যদ্বারা প্রতিশ্রুত আপনার বাক্য সফল করণের ইচ্ছা প্রযুক্ত তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে ইহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন। [৬] অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে তোমাদিগকে এই উত্তম দেশ দিবেন, তাহা তোমাদের কোন পুণ্যের ফল নহে, ইহা জ্ঞাত হও, কেননা তোমরা অবাধ্য লোক।

[৭] আর তোমরা প্রান্তরের মধ্যে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে যেরূপ ক্রুদ্ধ করিয়াছিলা, তাহা স্মরণ কর, বিস্মৃত হইও না; মিসর্‌দেশহইতে যাত্রা করণ অবধি এই স্থানে আগমন পর্য্যন্ত তোমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ। [৮] এবং হোরেবেও পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলা; তাহাতে পরমেশ্বর কোপ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। [৯] তৎকালে আমি প্রস্তরদ্বয় অর্থাৎ তোমাদের সহিত পরমেশ্বরের কৃত নিয়মের দুই প্রস্তর গ্রহণার্থে পর্ব্বতে উঠিয়া চল্লিশ দিবারাত্রি অন্নভক্ষণ ও জলপান বিনা পর্ব্বতে অবস্থিতি করিলে [১০] পরমেশ্বর আমাকে ঈশ্বরীয় অঙ্গুলিদ্বারা লিখিত দুই প্রস্তর দিলেন; পর্ব্বতে

সমাগমদিবসে অগ্নির মধ্যহইতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে যাহা২ কহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বাক্য ঐ দুই প্রস্তরে লিখিত ছিল। [11] সেই চল্লিশ দিবারাত্রির শেষে পরমেশ্বর ঐ দুই প্রস্তরময় পত্র অর্থাৎ নিয়মের প্রস্তর আমাকে দিয়া [12] কহিলেন, উঠ, এ স্থানহইতে শীঘ্র নামিয়া যাও; কেননা তুমি মিসর্‌দেশহইতে যে লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিলা, তাহারা আপনাদিগকে ভ্রষ্ট করিয়া আমার আজ্ঞাপিত পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল। [13] পরমেশ্বর আমাকে আরো কহিলেন, আমি এই লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ইহারা অবাধ্য জাতি। [14] অতএব তুমি আমাহইতে সর, আমি ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আকাশের অধোহইতে ইহাদের নাম লোপ করি, কিন্তু তোমাকে ইহাদের অপেক্ষা বলবান ও বৃহৎ জাতি করিব। [15] তাহাতে আমি ফিরিয়া দুই হস্তে নিয়মের দুই প্রস্তর লইয়া অগ্নিতে প্রজ্বলিত পর্ব্বতহইতে নামিয়া [16] দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ করাতে পরমেশ্বরের আজ্ঞাপিত পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইয়াছ। [17] তাহাতে আমি সেই দুই প্রস্তর ধরিয়া আপন হস্তহইতে ফেলিয়া তোমাদের সাক্ষাতে ভাঙ্গিলাম। [18] এবং তোমরা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করণার্থে তাঁহার দৃষ্টিতে কুকর্ম্ম করিয়া যে পাপ করিয়াছিলা, তোমাদের সেই সমস্ত পাপের জন্যে আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্রি অন্নভক্ষণ ও জলপান বিনা পরমেশ্বরের সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম। [19] কেননা পরমেশ্বর তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে ক্রোধে ও অতিশয় তাপে প্রজ্বলিত হওয়াতে আমি ত্রাসযুক্ত ছিলাম; কিন্তু তৎকালেও পরমেশ্বর আমার নিবেদন শুনিলেন। [20] এবং পরমেশ্বর হারোণকে বিনষ্ট করণার্থে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে আমি সেই সময়ে হারোণের জন্যেও প্রার্থনা করিলাম। [21] এবং তোমাদের পাপ, অর্থাৎ তোমরা যে গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়াছিলা, তাহা লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলাম, ও যে পর্য্যন্ত তাহা ধূলীবৎ সূক্ষ্ম না হইল, তাবৎ পিষিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিলাম; পরে পর্ব্বতহইতে নির্গত নদীতে তাহার ধূলী নিক্ষেপ করিলাম। [22] পরে তোমরা তবিয়েরাতে ও মসাতে ও কিব্রোৎ-হত্তাবাতে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিলা। [23] তাহার পর পরমেশ্বর যে সময়ে কাদেশ্-বর্ণেয়হইতে তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দি, তাহা অধিকার কর; তৎকালেও তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাঁহাকে প্রত্যয় করিলা না, ও তাঁহার কথায় মনোযোগ করিলা না। [24] তোমাদের সহিত আমার পরিচয়দিনাবধি তোমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ। [25] অতএব আমি পূর্ব্বকার ন্যায় তৎকালেও চল্লিশ দিবারাত্রি পরমেশ্বরের সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম; কেননা পরমেশ্বর তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবার কথা কহিয়াছিলেন। [26] এবং আমি পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিলাম, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপনার অধিকারস্বরূপ যে প্রজাদিগকে আপন মহিমাতে মুক্ত করিলা, ও পরাক্রান্ত হস্তদ্বারা মিসর্‌হইতে বাহির করিয়া আনিলা, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিও না। [27] তোমার দাস যে ইব্রাহীম্‌ ও ইস্‌হাক্‌ ও যাকুব্‌, তাহাদিগকে স্মরণ কর; এই লোকদের অবাধ্যতার ও দুষ্টতার ও পাপের প্রতি দৃষ্টি করিও না। [28] কি জানি, তুমি আমাদিগকে যে দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলা, সেই দেশীয় লোকেরা এমত কথা কহিবে, পরমেশ্বর উহাদিগকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দেশে লইয়া যাইতে অপারক, এই জন্যে তিনি উহাদিগকে ঘৃণা করিয়া প্রান্তরে বধ করিবার নিমিত্তে বাহির করিলেন। [29] তুমি আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা যাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলা, ইহারাই তোমার সেই প্রজা ও অধিকার।

১০ অধ্যায়।

১ দ্বিতীয় বার দশ আজ্ঞা দেওন, ৬ ও হারোণের মরণের পর তাহার পুত্রের যাজকত্বপদে নিযুক্ত হওন, ৮ ও লেবীয়দিগকে পৃথক্‌ করণ, ১০ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১২ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে মূসার বিনয়।

[1] সেই সময়ে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি পূর্ব্বকার দুই প্রস্তরের ন্যায় দুই প্রস্তর খুদিয়া আমার নিকটে পর্ব্বতে আরোহণ কর, এবং কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ কর। [2] তোমাকর্তৃক ভগ্ন প্রথম প্রস্তরেতে যে২ বাক্য ছিল, তাহা আমি ঐ প্রস্তরে লিখিব, পরে তুমি তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিবা। [3] তাহাতে আমি শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলাম, এবং প্রথমের ন্যায় দুই প্রস্তর খুদিয়া ঐ দুই প্রস্তর হস্তে লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলাম। [4] অপর পরমেশ্বর সমাগমদিবসে পর্ব্বতে অগ্নিমধ্যহইতে যে দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে কহিয়াছিলেন, তাহা প্রথম লিখনানুসারে ঐ প্রস্তরের উপরে লি-

খিয়া আমাকে দিলেন। [৫] পরে আমি মুখ ফিরাইয়া পর্ব্বতহইতে নামিয়া আমার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই দুই প্রস্তর আপন নির্ম্মিত সিন্দুকে রাখিলাম, তদবধি সেই প্রস্তর সেই স্থানে আছে।

[৬] পরে ইস্রায়েল্ বংশ বেরোৎ-বিনেয়াকন্-হইতে মোষেরোতে যাত্রা করিলে সে স্থানে হারোণ মরিল, এবং সেই স্থানে তাহার কবর হইল; তাহাতে তাহার পুত্র ইলিয়াসর্ তাহার পদ প্রাপ্ত হইয়া যাজনকর্ম্ম করিল। [৭] পরে তাহারা সে স্থানহইতে গুদ্‌গোদাতে যাত্রা করিল, এবং গুদ্‌গোদাহইতে সজল স্রোতোবিশিষ্ট যট্‌বাথা দেশে প্রস্থান করিল।

[৮] সেই সময়ে অদ্যকার মত পরমেশ্বরের নিয়মের সিন্দুক বহিতে ও পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করিবার জন্যে তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে ও তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে পরমেশ্বর লেবীয় বংশকে পৃথক্ করিলেন। [৯] এই জন্যে আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ কিম্বা অধিকার নাই; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে পরমেশ্বরই তাহাদের অধিকার।

[১০] অপর সেই সময়েও আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্রি পর্ব্বতে থাকিলাম; তাহাতে পরমেশ্বর তৎকালেও আমার নিবেদন শুনিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট না করিতে সম্মত হইলেন। [১১] অনন্তর পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, উঠ, তুমি যাত্রার নিমিত্তে লোকদের অগ্রগামী হও, আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, তাহারা সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করুক।

[১২] হে ইস্রায়েল বংশ, এখন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করণ, ও তাঁহার সকল পথে গমন ও তাঁহাকে প্রেম করণ, এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করণ; [১৩] এবং অদ্য আমি তোমাদের হিতার্থে পরমেশ্বরের যে২ আজ্ঞা ও বিধি তোমাদিগকে দিতেছি, সেই সকল পালন করণ, ইহা ব্যতিরেকে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের কাছে আর কি চাহেন? [১৪] দেখ, আকাশমণ্ডল ও উপরিস্থ স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের। [১৫] পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি স্নেহ করিতে তুষ্ট ছিলেন, কেবল এই জন্যে তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে অর্থাৎ অদ্যকার মত তোমাদিগকে সর্ব্বজাতির মধ্যে মনোনীত করিলেন। [১৬] অতএব তোমরা আপন২ অন্তঃকরণের ত্বক্‌ছেদন কর, আর অবাধ্য হইও না। [১৭] কেননা যিনি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তিনি ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, এবং মহান্ ও সর্ব্বশক্তিমান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; তিনি কাহারো মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ করেন না। [১৮] তিনি পিতৃহীনদের ও বিধবাদের বিচার নিষ্পন্ন করেন, এবং বিদেশিকে প্রেম করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন। [১৯] অতএব তোমরা বিদেশিকে প্রেম কর, কেননা মিসর্‌দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা। [২০] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও, ও তাঁহার নামে দিব্য কর। [২১] তিনি তোমাদের শোভা ও তোমাদের ঈশ্বর, এবং তোমরা স্বচক্ষুতে যাহা২ দেখিয়াছ, সেই সকল ভয়ঙ্কর মহাকর্ম্ম তিনি তোমাদের জন্যে করিয়াছেন। [২২] তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেবল সত্তরি জন গিয়াছিল, কিন্তু এখন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে আকাশের তারার ন্যায় বহুসংখ্যক করিলেন।

১১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের মহাকর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে বিনয়, ১০ ও দেশের বর্ণনা, ১৩ ও আজ্ঞা পালনের ফল নির্ণয়, ১৮ ও সন্তানগণকে উপদেশ দিতে আজ্ঞা, ২২ ও আজ্ঞা পালনের ফল, ২৬ ও শাপ ও আশীর্ব্বাদের কথা।

[১] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম করিয়া তাঁহার রক্ষণীয় ও বিধি ও ব্যবস্থা ও আজ্ঞা সর্ব্বদা পালন কর। [২] এবং অদ্যাবধি জ্ঞানবান হও, যেহেতুক আমার কথা তোমাদের বালকগণের প্রতি নহে; তাহারা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কৃত শাসন জানে নাই ও দেখে নাই; কিন্তু তাঁহার মহিমা ও পরাক্রান্ত হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু, [৩] ও আশ্চর্য্য লক্ষণ এবং মিসর্‌দেশের মধ্যে মিসর্‌দেশীয় ফিরৌন্ রাজের প্রতি ও তাহার সমস্ত দেশের প্রতি কৃত তাঁহার কার্য্য; [৪] এবং মিস্রীয় সৈন্যের ও অশ্বের ও রথের প্রতি কৃত তাঁহার কার্য্য, অর্থাৎ তোমাদের পশ্চাৎ তাহাদের তাড়না করণ সময়ে তিনি যে রূপে সুফার্ণবের জল তাহাদের উপরে বহাইলেন, এবং পরমেশ্বর তাহাদিগকে অদ্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিলেন; [৫] এবং এ স্থানে তোমাদের আগমন পর্য্যন্ত তোমাদের জন্যে প্রান্তরে যাহা২ করিয়াছেন; [৬] এবং রূবেণের পুত্র ইলীয়াবের সন্তান দাথন্ ও অবীরামের প্রতি যাহা২ করিয়াছেন, ফলতঃ পৃথিবী যে

রূপে আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তাহাদিগকে ও তাহাদের পরিজনগণকে ও তাহাদের তাম্বু ও তাহাদের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিল, [৭] পরমেশ্বরের কৃত এই যে সকল মহাকর্ম্ম, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ। [৮] অতএব অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা করি, তোমরা তাহা পালন কর, তাহাতে তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পারে যাইতেছ, বলবান হইয়া সেই দেশে প্রবেশ করিয়া অধিকার করিবা; [৯] এবং পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও তাহাদের বংশকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে তোমাদের দীর্ঘকাল অবস্থিতি হইবে।

[১০] তোমরা যে মিসরদেশহইতে বাহির হইয়া আইলা, সেই দেশে বীজ বুনিয়া শাকের উদ্যানের ন্যায় পদদ্বারা জল সেচন করিতা; কিন্তু তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সে তদ্রূপ নয়। [১১] তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পারে যাইতেছ, সেই দেশ পর্ব্বতময় ও তলভূমিময়, এবং আকাশের বৃষ্টির জল পান করে। [১২] সেই দেশের প্রতি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মনোযোগ আছে, এবং তাহার প্রতি বৎসরের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত নিরন্তর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দৃষ্টি থাকে।

[১৩] আর আমি অদ্য তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যদি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম ও সেবা কর, [১৪] তবে আমি উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষাতে তোমাদের দেশে বৃষ্টি দান করিব, তাহাতে তোমরা আপন২ শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল সংগ্রহ করিতে পারিবা; [১৫] এবং তোমাদের পশুগণের জন্যে ক্ষেত্রে তৃণ দিব; তাহাতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইবা। [১৬] সাবধান, তোমাদের মন ভ্রান্ত না হউক, তোমরা পথ ছাড়িয়া ইতর দেবগণের সেবা করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিও না; [১৭] করিলে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকাশ রোধ করিবেন, তাহাতে বৃষ্টি হইবে না, ও ভূমি নিজ ফল প্রদান করিবে না, এবং তোমরা পরমেশ্বরদত্ত সেই উত্তম দেশহইতে ত্বরায় উচ্ছিন্ন হইবা।

[১৮] তোমরা আমার এই বাক্য আপন২ অন্তঃকরণে ও মনে রাখ, ও চিহ্নরূপে আপন২ হস্তে বন্ধ কর, এবং সে সকল ভূষণরূপে তোমাদের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে থাকুক। [১৯] আর তোমরা গৃহে উপবেশন ও পথে গমন ও শয়ন ও গাত্রোত্থান সময়ে ঐ সকল কথা ব্যাখ্যা করিয়া আপন২ বালকদিগকে শিক্ষা দেও। [২০] এবং আপন২ গৃহদ্বারের পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে ও আপন২ নগরদ্বারে তাহা লিখিয়া রাখ। [২১] তাহাতে পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে ভূমি দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই ভূমিতে তোমাদের ও তোমাদের বংশের অবস্থিতি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আকাশের অবস্থিতির ন্যায় দীর্ঘকাল হইবে।

[২২] আর এই যে সমস্ত আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, ও তাঁহার সমস্ত পথে চল, ও দৃঢ়রূপে তাঁহাতে আসক্ত হও; [২৩] তবে পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে এই সকল ভিন্নজাতীয় লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন; এবং তোমরা আপনাদের হইতে বৃহৎ ও বলবান্ জাতিদের দেশ অধিকার করিবা। [২৪] তোমাদের চরণ যে২ স্থানে পড়িবে, সেই২ স্থান তোমাদের হইবে; প্রান্তর ও লিবানোন্ এবং নদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী অবধি পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের সীমা হইবে। [২৫] তোমাদের সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না, তোমরা যে দেশে পাদবিক্ষেপ করিবা, সেই দেশের সর্ব্বত্র তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে তোমাদের হইতে লোকদের ভয় ও আশঙ্কা জন্মাইবেন।

[২৬] দেখ, অদ্য আমি তোমাদের সম্মুখে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ রাখিলাম। [২৭] অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা জানাইলাম, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা যদি পালন কর, তবে তোমরা আশীর্ব্বাদ পাইবা। [২৮] আর যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন না কর, ও আমি অদ্য তোমাদিগকে যে পথ বিষয়ে আজ্ঞা করিলাম, যদি সেই পথ ছাড়িয়া অজ্ঞাত ইতর দেবগণের পশ্চাৎ গমন কর, তবে অভিশাপ পাইবা। [২৯] আর তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যখন তোমাদিগকে প্রবেশ করাইবেন, তখন তোমরা গিরিষীম্ পর্ব্বতে ঐ আশীর্ব্বাদ, ও এবল্ পর্ব্বতে ঐ অভিশাপ স্থাপন করিবা। [৩০] সেই দুই পর্ব্বত যর্দ্দনের ওপারে সূর্য্যাস্তপথের প্রান্তে গিল্গলের সম্মুখস্থ সমভূমি নিবাসি কিনানীয়দের দেশে মোরি উদ্যানের নিকটে কি নয়? [৩১] কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দাতব্য দেশ অধিকার করণার্থে তোমরা তাহাতে প্রবেশ করিতে যর্দ্দন নদী পার হইয়া যাইবা, ও তাহা অধিকার করিবা, ও তা-

হাতে বাস করিবা। ৩২ অতএব আমি অদ্য তোমাদের সম্মুখে যে২ বিধি ও ব্যবস্থা রাখিলাম, সে সকল পালন করিতে মনোযোগ করিও।

১২ অধ্যায়।

১ প্রতিমা প্রভৃতি বিনাশ করিতে আজ্ঞা, ৪ ও পরমেশ্বরের সেবার্থে তাঁহার মনোনীত স্থানে যাইতে আজ্ঞা, ১৭ ও বিশেষ আজ্ঞা, ২০ ও পবিত্র স্থানে পবিত্র বস্তু খাইতে আজ্ঞা, ২৯ ও দেবপূজকের ন্যায় কর্ম্ম করিতে নিষেধ।

১ তোমাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ অধিকারার্থে দেন, সেই দেশে যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা ভূতলে তোমাদের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পালন করিতে হইবে তাহা এই২। ২ তোমরা যে২ ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে বহির্ভূত করিবা, তাহারা উচ্চ পর্ব্বতোপরি ও টিকরোপরি ও প্রত্যেক তেজস্বি বৃক্ষের তলে যে২ স্থানে আপনাদের দেবতার সেবা করিয়াছে, সেই সকল স্থান তোমরা সমূলে বিনষ্ট করিবা। ৩ তোমরা তাহাদের বেদি উৎপাটন করিবা, ও স্তম্ভ ভগ্ন করিবা, ও চৈত্যবৃক্ষ অগ্নিতে দগ্ধ করিবা, ও খোদিত দেবপ্রতিমা সকলকে ছেদন করিবা, ও সেই স্থানহইতে তাহাদের নাম লোপ করিবা।

৪ আর তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি তদ্রূপ করিবা না। ৫ কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নাম রাখিবার জন্যে তোমাদের তাবৎ বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাঁহার সেই নিবাসস্থান তোমরা অন্বেষণ করিবা; ৬ এবং সে স্থানে গিয়া আপন২ বলি ও হোমবলি ও দশমাংশ ও হস্তের উত্তোলনীয় ও মানত দ্রব্য ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার ও গোমেষাদি পালের প্রথমজাতদিগকে আনয়ন করিবা; ৭ ও সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে ভোজন করিবা; এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদানুসারে যে কিছুতে হস্তার্পণ করিবা, তাহাতেই সপরিবারে আনন্দ করিবা। ৮ এই স্থানে আমরা এখন প্রত্যেকে আপন২ দৃষ্টির অভিলাষানুসারে যেমন করিতেছি, তোমরা তদ্রূপ করিবা না। ৯ কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে বিশ্রামস্থান ও অধিকার দিবেন, তাহাতে তোমরা এখনো উপস্থিত হও নাই। ১০ কিন্তু যখন তোমরা যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত অধিকার দেশে বাস করিবা, এবং চতুর্দ্দিগের সমস্ত শত্রুহইতে তিনি বিশ্রাম দিলে যখন তোমরা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবা; ১১ তৎকালে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমরা আমার আদিষ্ট সমস্ত দ্রব্য, অর্থাৎ আপন২ বলি ও হোমবলি ও দশমাংশ ও হস্তের উত্তোলনীয় ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানত দ্রব্য সকল আনিবা। ১২ এবং তোমরা ও তোমাদের পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও দাসগণ ও দাসীগণ, এবং তোমাদের মধ্যে যাহাদের অংশ ও অধিকার নাই, এমত তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি লেবীয়েরা, তোমরা সকলে আপন প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে আনন্দ করিবা। ১৩ সাবধান, আপনাদের দৃষ্ট সমস্ত স্থানে আপন২ হোমবলি দান করিও না। ১৪ কিন্তু যে কোন এক গোষ্ঠীর মধ্যে পরমেশ্বর যে মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে আপন২ হোমবলিদান প্রভৃতি আমার আদিষ্ট সকল কর্ম্ম করিবা। ১৫ তথাপি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদানুসারে তোমরা আপনাদের সমস্ত নগরদ্বারের ভিতরে পশু বধ করিয়া মনোবাঞ্ছানুসারে মাংস ভোজন করিতে পারিবা; যেমন কৃষ্ণসারের ও হরিণের মাংস, সেই রূপ শুচি কি অশুচি লোক সকলেই তাহা ভোজন করিতে পারিবা। ১৬ কিন্তু কোন ক্রমে রক্ত ভোজন করিবা না, তাহা জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবা।

১৭ আর আপন২ শস্যের ও দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ, ও গোমেষাদির প্রথমজাত, এবং যাহা মানত করিবা সেই মানত দ্রব্য ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার, ও আপন২ হস্তের উত্তোলনীয় উপহার, এই সকল তোমরা আপন২ নগরদ্বারমধ্যে খাইতে পারিবা না। ১৮ কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমরা ও তোমাদের পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও দাসগণ ও দাসীগণ ও নগরদ্বারবর্ত্তি লেবীয় লোক, তোমরা সকলে তাহা ভোজন করিবা, এবং তোমরা যে কিছুতে হস্তার্পণ করিবা, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাতেই আনন্দ করিবা। ১৯ সাবধান, দেশে তোমাদের যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত লেবীয়দিগকে ত্যাগ করিবা না।

২০ আর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন অঙ্গীকারানুসারে তোমাদের সীমা বিস্তার করিলে পর মাংস ভক্ষণে তোমাদের বাঞ্ছা হইলে যখন কহিবা, মাংস ভক্ষণ করিব, তৎকালে তোমরা মনোবাঞ্ছানুসারে মাংস ভক্ষণ করিবা। ২১ আর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নাম রক্ষার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহা

যদি তোমাদের হইতে বহু দূর হয়, তবে তোমরা পরমেশ্বরের দত্ত গোমেষাদিপালহইতে পশু লইয়া আমার আজ্ঞানুসারে বধ করিয়া আপন২ মনোবাঞ্ছানুসারে নগরদ্বারের ভিতরে ভোজন করিতে পারিবা। [২২] কিন্তু যেমন কৃষ্ণসার ও হরিণ ভক্ষণ করা যায়, সেই রূপ তাহা ভক্ষণ করিবা; শুচি কি অশুচি লোক, সকলেই তাহা ভক্ষণ করিবে। [২৩] কেবল রক্তভোজনহইতে অতি সাবধান হও, কেননা রক্তই জীবন, অতএব মাংসের সহিত জীবন ভোজন করিবা না। [২৪] তোমরা তাহা ভোজন না করিয়া জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিবা। [২৫] তোমরা তাহা ভোজন করিও না; তাহাতে পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য কর্ম্ম করিলে তোমাদের ও তোমাদের ভাবিবংশের কল্যাণ হইবে। [২৬] কিন্তু তোমাদের যত পবিত্র বস্তু ও মানত বস্তু, তোমরা কোন ক্রমে সে সকল লইয়া পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে যাইবা। [২৭] এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের বেদির উপরে আপন২ হোমবলি অর্থাৎ মাংস ও রক্ত উৎসর্গ করিবা, এবং প্রভু পরমেশ্বরের বেদির উপরে বলির রক্ত ঢালিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিবা। [২৮] তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক আমার আদিষ্ট এই সমস্ত বাক্য পালন কর, তাহাতে প্রভু পরমেশ্বরের গোচরে উত্তম ও গ্রাহ্য কর্ম্ম করিলে তোমাদের ও তোমাদের ভাবিবংশের সর্ব্বদা মঙ্গল হইবে।

[২৯] তোমরা যে ভিন্ন জাতীয় লোকদের দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহাদিগকে যখন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে উচ্ছিন্ন করিবেন, ও তোমরা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের দেশে বাস করিবা; [৩০] তৎকালে সাবধান হইও, পাছে তাহাদের বিনাশের পরে তোমরা তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইয়া ফাঁদে পড়; এবং এই জাতিরা আপন২ দেবগণের সেবা কিরূপে করিত? আমরাও সেই রূপে সেবা করিব, ইহা কহিয়া পাছে তাহাদের দেবগণের অন্বেষণ কর। [৩১] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি তদ্রূপ করিবা না, কেননা তাহারা আপনাদের দেবগণের উদ্দেশে পরমেশ্বরের ঘৃণিত সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া করে, বিশেষতঃ সেই দেবগণের উদ্দেশে আপন২ পুত্র কন্যাগণকেও অগ্নিতে হোম করে। [৩২] আমি যে২ বিষয়ে তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তাহাই পালন করিতে যত্ন করিবা; তাহাতে আর কিছু যোগ করিও না, এবং তাহাহইতে কিছু হ্রাস করিও না।

১৩ অধ্যায়।

১ দেবপূজা করিতে প্রবৃত্তকারি লোকদিগকে বধ করণ, ৬ ও দেবপূজা করিতে প্রবৃত্তকারি জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে বধ করণ, ১২ ও দেবপূজাকারিদের নগরের বিনাশ করিতে আজ্ঞা।

[১] যদি তোমাদের মধ্যে কোন ভবিষ্যদ্বক্তা কিম্বা স্বপ্নার্থকারী জন্মিয়া তোমাদিগকে চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত ক্রিয়া দেখায়; [২] এবং তোমরা যে২ ইতর দেবগণকে জান না, আইস আমরা তাহাদের অনুগামী হইয়া তাহাদের সেবা করি, ইহা যদি কহে, তবে তাহার উক্ত চিহ্ন ও অদ্ভুত ক্রিয়া সফল হইলেও [৩] তোমরা সেই ভবিষ্যদ্বক্তার কিম্বা স্বপ্নার্থকারির বাক্যে মনোযোগ করিবা না; কেননা তোমরা আপন২ সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর কি না, তাহা জানিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পরীক্ষা লইবেন। [৪] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের অনুগামী হও, ও তাঁহাকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, ও তাঁহার কথা শুন, ও তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও। [৫] সেই ভবিষ্যদ্বক্তা কিম্বা স্বপ্নার্থকারী হত হইবে; কেননা মিসরদেশহইতে তোমাদের উদ্ধারকর্ত্তা ও দাসত্বাগারহইতে তোমাদের মুক্তিদাতা যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহার অধীনতাত্যাগের কথা সে কহে; এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে পথে গমন করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাহইতে তোমাদিগকে ভ্রষ্ট করা তাহার অভিপ্রায়; অতএব তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে সেই পাপিষ্ঠ লোককে দূর করিয়া দিবা।

[৬] আর তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত কোন দেবতা, অর্থাৎ তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থিত নিকটবর্ত্তি কিম্বা তোমাদের হইতে দূরবর্ত্তি, পৃথিবীর আদ্যন্তের মধ্যে যে কোন জাতির যে কোন দেবতা হউক, [৭] তাহার বিষয়ে তোমাকে ভুলাইয়া যদি তোমার মাতৃপুত্র অর্থাৎ সহোদর কিম্বা পুত্র কিম্বা কন্যা কিম্বা বক্ষঃস্থায়িনী ভার্য্যা কিম্বা প্রাণতুল্য মিত্র গোপনে কহে, আইস, আমরা যাইয়া ইতর দেবতার সেবা করি, [৮] তবে তুমি সেই ব্যক্তির কথাতে সম্মত হইবা না, ও তাহার বাক্যে মনোযোগ করিবা না, ও তাহার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিবা না, ও তাহাকে কৃপা করিবা না ও ক্ষমা করিবা না। [৯] কিন্তু অবশ্য তাহাকে বধ করিবা; তাহাকে বধ করিতে তুমি প্রথমে তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবা, পরে সকল লোক হস্তার্পণ করিবে। [১০] তাহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবা, কেননা মিসরদেশরূপ দাসত্বাগারহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনি-

লেন যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহার অনুগমনহইতে তোমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতে সে চেষ্টা করিল। [১১] তাহাতে তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ তাহা শুনিয়া ভয় করিবে, এবং তোমাদের মধ্যে এমত দুষ্কর্ম্ম আর কেহ করিবে না।

[১২] আর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিবাসার্থে যে২ নগর দিবেন, তাহার কোন নগরে [১৩] তোমাদের মধ্যহইতে উৎপন্ন দুষ্ট লোকেরা তোমাদের অজ্ঞাত কোন দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া, আইস, আমরা যাইয়া ইতর দেবতার সেবা করি, এই কথা বলিয়া আপন নগরনিবাসিদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, এমন সংবাদ যদি শুন, [১৪] তবে জিজ্ঞাসা কর, ও অনুসন্ধান কর, ও যত্নপূর্ব্বক প্রশ্ন কর; তাহাতে তোমাদের মধ্যে এমত ঘৃণার্হ কুকর্ম্ম হইয়াছে, ইহা যদি সত্য ও নিশ্চিত হয়; [১৫] তবে তোমরা খড়্গের ধারেতে সেই নগরের নিবাসিদিগকে আঘাত কর, এবং তাহা ও তাহার মধ্যস্থিত পশু আদি সকলকে বর্জ্জিতরূপে খড়্গদ্বারা বিনষ্ট কর; [১৬] এবং তাহার লুটিত দ্রব্য চকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেই নগর ও সেই সকল দ্রব্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিতে দগ্ধ কর; ও সে নিত্য ঢিবিস্বরূপ হইয়া থাকুক, ও সে নগর পুনর্নির্ম্মিত না হউক; [১৭] এবং ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যের কিছুই তোমাদের হস্তে না থাকুক। তাহাতে পরমেশ্বর আপন ক্রোধহইতে ফিরিয়া তোমাদিগকে কৃপা করিবেন; এবং আমি অদ্য তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের যে২ আজ্ঞা তোমাদিগকে কহিতেছি, [১৮] তোমরা যদি তাঁহার বাক্যে মনোযোগ করিয়া সেই সকল আজ্ঞা পালন কর, ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে যথার্থ আচরণ কর, তবে তিনি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া তোমাদের বৃদ্ধি করিবেন।

১৪ অধ্যায়।

১ মৃতদের জন্যে শরীর ছেদনে নিষেধ, ৩ ও শুচি অশুচি পশুর নির্ণয়, ৯ ও শুচি অশুচি জলচর জন্তুদের নির্ণয়, ১১ ও শুচি অশুচি পক্ষির নির্ণয়, ২২ ও দশমাংশাদির কথা।

[১] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সন্তান, অতএব আপন২ শরীরের ছেদন করিবা না, এবং মৃতদের জন্যে আপন২ ভ্রূমধ্যস্থল ক্ষৌর করিবা না। [২] কেননা তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র প্রজা; পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির মধ্যহইতে পরমেশ্বর আপনার বিশেষ প্রজা করণার্থে তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

[৩] তোমরা কোন ঘৃণার্হ দ্রব্য ভোজন করিবা না। [৪] এই সকল পশু ভোজন করিবা, গোরু ও মেষ ও ছাগল [৫] ও হরিণ ও কৃষ্ণসার ও বনগোরু ও বনছাগল ও গবয় ও পৃষত ও বাতপ্রমী প্রভৃতি [৬] পশুগণের মধ্যে যত পশু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, সেই সকলকে তোমরা ভোজন করিবা। [৭] কিন্তু যাহারা জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে ইহাদিগকে কোন মতে ভোজন করিবা না, উষ্ট্র ও শশক ও শাফন্; কেননা তাহারা জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, এই জন্যে তোমাদের পক্ষে অশুচি; [৮] এবং শূকর দ্বিখণ্ডখুরাবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না, এই জন্যে সে তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিবা না, ও তাহাদের শব স্পর্শ করিবা না।

[৯] আর জলচর সকলের মধ্যে যাহাদের ডেনা ও আঁইস আছে, তাহাদিগকে ভোজন করিবা। [১০] কিন্তু যাহাদের ডেনা ও আঁইস নাই, তাহাদিগকে ভোজন করিবা না, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।

[১১] আর তোমরা সকল প্রকার শুচি পক্ষিকে ভোজন করিতে পারিবা। [১২] কিন্তু এই২ ভোজন করিবা না; উৎক্রোশ ও হাড়গিলা ও কুরল, [১৩] ও আপন২ জাত্যনুসারে গৃধ্র ও চিল ও শঙ্করচিল, [১৪] ও আপন২ জাত্যনুসারে সকল প্রকার কাক, [১৫] ও উষ্ট্রপক্ষী ও রাত্রিশ্যেন ও গাংচিল ও আপন২ জাত্যনুসারে শ্যেন, [১৬] ও পেচক ও মহাপেচক ও দীর্ঘগলহংস; [১৭] ও পানিভেলা ও শকুনী ও মাছরাঙ্গা ও সারস, [১৮] ও আপন২ জাত্যনুসারে বক ও টিট্টিভ ও চামচিকা, [১৯] ও পক্ষবিশিষ্ট তাবৎ পোকা; এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা তাহাদিগকে ভোজন করিবা না। [২০] তদ্ভিন্ন সমস্ত শুচি পক্ষিকে ভোজন করিতে পারিবা।

[২১] আর তোমরা স্বয়ংমৃত কোন প্রাণির মাংস ভোজন করিবা না, তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি কোন বিদেশিকে ভোজনার্থে তাহা দিতে পার, কিম্বা কোন বিদেশির কাছে বিক্রয় করিতে পার; কেননা তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র লোক। আর তোমরা ছাগবৎসের মাংস তাহার মাতৃদুগ্ধেতে পাক করিবা না।

[২২] আর তোমরা বৎসর২ ক্ষেত্রেতে বীজোৎপন্ন তাবৎ শস্যের দশমাংস পৃথক্ করিবা। [২৩] এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সে স্থানে তোমরা আপন২ শস্যের ও দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ ও গোমেষাদিপালের

প্রথমজাতদিগকে তাঁহার সম্মুখে ভোজন করিবা, এই রূপে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা ভয় করিতে শিক্ষা করিবা। [২৪] সেই যাত্রা যদি তোমাদের দুষ্কর হয়, অর্থাৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানের দূরত্ব প্রযুক্ত যদি তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত দ্রব্য তথায় লইয়া যাইতে না পার, [২৫] তবে তোমরা সেই দ্রব্যেতে টাকা করিয়া সেই টাকা বাঁধিয়া হস্তে লইয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে যাইবা। [২৬] পরে সেই টাকা দিয়া তোমাদের প্রাণের অভিলষিত গোরু কিম্বা মেষাদি কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা মদ্য, যে কোন দ্রব্যেতে তোমাদের মনের বাঞ্ছা হয়, তাহা ক্রয় করিয়া সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে ভোজন করিয়া সপরিবারে আনন্দ করিবা। [২৭] আর তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি অন্তরস্থ লেবীয়দিগকে ত্যাগ করিবা না, কেননা তোমাদের সহিত তাহাদের কোন অধিকার ও অংশ নাই।

[২৮] তৃতীয় বৎসরের শেষে তোমরা সেই বৎসরে উৎপন্ন আপন২ শস্যাদির দশমাংশ বাহির করিয়া আনিয়া নগরদ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখ; [২৯] তাহাতে তোমাদের সহিত যাহাদের কোন অধিকার ও অংশ নাই, সেই লেবীয়েরা এবং বিদেশিগণ ও পিতৃহীন বালকেরা ও বিধবারা, তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে। তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মেতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৫ অধ্যায়।

১ ঋণমোচনের বৎসরের কথা, ৭ ও তৎপ্রযুক্ত দানে অসম্মত হইতে নিষেধ, ১২ ও সাত বৎসরের পরে দাসের মুক্তির কথা, ১৯ ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাত পশুগণকে পৃথক্ করিতে আজ্ঞা।

[১] তোমরা সাত বৎসরের পর ঋণ মোচন করিবা। [২] সেই ঋণমোচনের এই ব্যবস্থা; যে মহাজন আপন প্রতিবাসিকে ঋণ দিয়াছে, সে আপনার দত্ত সেই ঋণের মোচন করিবে, প্রতিবাসিহইতে কিম্বা আপন ভ্রাতাহইতে ঋণ আদায় করিবে না; কেননা পরমেশ্বরের উদ্দেশে ঋণ মোচনের ঘোষণা হইবে। [৩] তোমরা বিদেশির কাছে আদায় করিতে পার; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাবৎ দরিদ্রের অভাব না হইবে, তাবৎ তোমাদের ভ্রাতার নিকটে তোমাদের যাহা আছে, তাহা মোচন করিবা। [৪] যেহেতুক তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের অধিকারার্থে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [৫] কিন্তু আমি অদ্য তোমাদিগকে এই যে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা পালনার্থে সাবধান হইয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যে মনোযোগ করিতে হইবে। [৬] কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি আপন অঙ্গীকারানুসারে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে তোমরা অনেক ভিন্নজাতীয়দিগকে ঋণ দিবা, কিন্তু ঋণ লইবা না; এবং অনেক ভিন্নজাতীয়দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবা, কিন্তু তাহারা তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না।

[৭] তোমাদের মধ্যে, অর্থাৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহার কোন নগরদ্বারাভ্যন্তরে যদি তোমাদের কোন ভ্রাতা দরিদ্র হয়, তবে তোমরা তাহার প্রতি অন্তঃকরণ কঠিন করিবা না, ও দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত রুদ্ধ করিবা না; [৮] কিন্তু তাহার প্রতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার দুর্গতিজন্য প্রয়োজনানুসারে তাহাকে অবশ্য ঋণ দিবা। [৯] সাবধান, সপ্তম বৎসর অর্থাৎ মোচনবৎসর নিকটবর্ত্তী, ইহা কহিয়া আপন২ দুষ্ট অন্তঃকরণের সহিত কুমন্ত্রণা করিও না: যেহেতুক তোমরা যদি আপন২ দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া তাহাকে কিছু না দেও, তবে সে তোমাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তোমাদের অপরাধ হইবে। [১০] অতএব তোমরা তাহাকে অবশ্য দিবা, দান করণ সময়ে অন্তঃকরণে দুঃখিত হইবা না; কেননা ঐ কর্ম্ম প্রযুক্ত তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সমস্ত কর্ম্মে, এবং তোমরা যাহাতে২ হস্তার্পণ করিবা, সেই সকলেতে তোমাদের মঙ্গল করিবেন। [১১] কেননা তোমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব হইবে না, এই জন্যে আমি তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি; তোমরা আপন দেশস্থ দীনহীন দুঃখি ভ্রাতার প্রতি মুক্তহস্ত হইবা।

[১২] আর যদ্যপি তোমার ভ্রাতা কোন ইব্রীয় পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক তোমার নিকটে বিক্রীত হয়, তবে সে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তোমার সেবা করিবে; সপ্তম বৎসরে তুমি তাহাকে মুক্ত করিয়া আপনার নিকটহইতে বিদায় করিবা। [১৩] কিন্তু মুক্ত করিয়া বিদায় করণ সময়ে তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিবা না। [১৪] তুমি আপন পাল ও শস্য ও দ্রাক্ষারসহইতে তাহাকে প্রচুর দিবা; তোমার প্রভু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদানুসারে তাহাকে দিবা। [১৫] তোমরা মিসর্দেশে দাস ছিলা, এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা যেন স্মরণ

কর, এই জন্যে আমি অদ্য তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি। [১৬] আর তোমার নিকটে সুখে থাকাতে সে যদি তোমাকে ও তোমার বাটীকে ভাল বাসিয়া কহে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না; [১৭] তবে তুমি এক গুঁজি লইয়া কপাটের সহিত তাহার কর্ণ বিন্ধিবা, তাহাতে সে সর্ব্বদা তোমার দাস হইয়া থাকিবে; আর দাসীর প্রতিও তদ্রূপ করিবা। [১৮] ছয় বৎসর তোমার সেবা করাতে সে বেতনজীবি ভৃত্য অপেক্ষা তোমার প্রতি দ্বিগুণ ফলদায়ক হইয়াছে, এই কারণ তাহাকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিতে কঠিন বোধ করিবা না; তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমার সকল ক্রিয়াতে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

[১৯] তোমরা আপন২ গোমেষাদি পশুপালহইতে উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত পুৎপশুকে আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র করিবা; তোমরা গোরুর প্রথমজাতদ্বারা কোন কর্ম্ম করিবা না, এবৎ তোমাদের প্রথমজাত মেষের লোম ছেদন করিবা না। [২০] পরমেশ্বর যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমরা সপরিবারে প্রতি বৎসর তাহা ভোজন করিবা। [২১] যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, অর্থাৎ সে যদি খঞ্জ কিম্বা অন্ধ কিম্বা অন্য কোন প্রকার দোষী হয়, তবে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহা বলিদান করিবা না, [২২] কিন্তু আপন নগরদ্বারের ভিতরে তাহা ভোজন করিবা; শুচি কি অশুচি, উভয় লোকই কৃষ্ণসারের কিম্বা হরিণের ন্যায় তাহা ভোজন করিতে পারে। [২৩] তোমরা কেবল তাহার রক্ত ভোজন করিবা না, তাহা জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিবা।

১৬ অধ্যায়।

১ নিস্তার পর্ব্বের কথা, ৯ ও সাত সপ্তাহের পরে উৎসবের কথা, ১৩ ও কুটীরের উৎসবের কথা, ১৬ ও বৎসরে তিন বার ধর্ম্মধামে গমনের কথা, ১৮ ও বিচারকর্ত্তাদের নিরূপণের কথা, ২১ ও চৈত্য ও প্রতিমা স্থাপনে নিষেধ।

[১] তোমরা আবীব্ মাসকে মান্য করিবা, ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তার পর্ব্ব পালন করিবা; কেননা আবীব্ মাসে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে রাত্রিকালে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। [২] এবৎ পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে গোমেষাদি পালহইতে পশু লইয়া নিস্তারপর্ব্বের বলি দান করিবা। [৩] এবৎ তাহার সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী খাইবা না; কেননা তোমরা মিসর্দেশহইতে ত্বরায় বাহির হইয়াছিলা; অতএব তোমরা যেন যাবজ্জীবন মিসরহইতে নির্গমনের সেই দিবস স্মরণে রাখ, এই জন্যে সাত দিবস সেই বলির সহিত দুরবস্থার তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিবা। [৪] এবৎ সাত দিন তোমাদের তাবৎ সীমাতে তাড়ীযুক্ত রুটী দৃষ্ট না হউক; এবৎ প্রথম দিবসের সন্ধ্যাকালে হত যে বলি, তাহার কিছুই মাৎস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট না থাকুক। [৫] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে২ নগর দিবেন, তাহার কোন দ্বারে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিবা না; [৬] কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্ত সময়ে, অর্থাৎ মিসর্দেশহইতে তোমাদের বহির্গমন সময়ে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিবা। [৭] এবৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে তাহা দগ্ধ করিয়া ভোজন করিবা; পরে প্রাতঃকালে তোমরা ফিরিয়া আপন২ তাম্বুতে যাইবা। [৮] তোমরা ছয় দিবস তাড়ীশূন্য রুটী খাইবা, কিন্তু সপ্তম দিবসে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে কার্য্যত্যাগের দিন হইবে; তাহাতে কোন কর্ম্ম করিবা না।

[৯] পরে তোমরা সাত সপ্তাহ গণনা করিবা, অর্থাৎ শস্যেতে প্রথম কাস্ত্যা দেওন অবধি সাত সপ্তাহ গণনা করিবা। [১০] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদানুসারে স্বহস্তে স্বেচ্ছাদত্ত উপহারদ্বারা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে সপ্তাহের উৎসব পালন করিবা। [১১] এবৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমরা ও তোমাদের পুত্র ও কন্যা ও দাস ও দাসী ও তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি লেবীয় লোক ও তোমাদের মধ্যনিবাসি বিদেশীয় লোক ও পিতৃহীন ও বিধবা সকলে আনন্দ করিবা। [১২] আর তোমরা মিসর্দেশে দাস ছিলা, তাহা স্মরণ কর, ও এই সকল বিধি মানিয়া পালন কর।

[১৩] পরে পরিষ্কৃত শস্য ও দ্রাক্ষারস সৎগ্রহ করিলে পর তোমরা সাত দিবস কুটীরের উৎসব পালন করিবা। [১৪] এবৎ সেই উৎসবে তোমরা ও তোমাদের পুত্র ও কন্যা ও দাস ও দাসী ও তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি লেবীয় লোক ও বিদেশীয় ও পিতৃহীন ও বিধবা সকলে আনন্দ করিবা। [১৫] পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে

তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে সাত দিবস মহা উৎসব পালন করিবা; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ভূম্যুৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যে ও হস্তকৃত তাবৎ কর্ম্মে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, অতএব তোমরা অবশ্য আনন্দ করিবা।

[১৬] পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ বৎসরের মধ্যে তিন বার, অর্থাৎ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে ও সপ্তাহের উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে দর্শন দিবে; কিন্তু পরমেশ্বরের সম্মুখে রিক্ত হস্তে দর্শন দিবে না। [১৭] তোমরা প্রত্যেকে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত আশীর্ব্বাদানুযায়ি আপন২ শক্তি অনুসারে উপহার দিবা।

[১৮] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বংশানুসারে তোমাদিগকে যে সমস্ত নগর দিবেন, তাহার দ্বারের মধ্যে তোমরা আপনাদের জন্যে বিচারকর্তৃগণকে ও শাসনকর্তৃগণকে নিযুক্ত করিবা, তাহারা যথার্থরূপে লোকদের বিচার করিবে। [১৯] তোমরা অন্যায়বিচার করিবা না, ও কাহারো মুখাপেক্ষা করিবা না, ও উৎকোচ লইবা না; কেননা উৎকোচ জ্ঞানিদের চক্ষু অন্ধ করে ও ধার্ম্মিকদের বাক্য বক্র করে। [২০] অতএব সর্ব্বতোভাবে যাহা ন্যায্য তাহারি অনুগামী হও, তাহাতে তোমরা জীবিত থাকিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশ অধিকার করিবা।

[২১] আর তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে বেদি নির্ম্মাণ করিবা, তাহার কাছে কোন প্রকার চৈত্যবৃক্ষ রোপণ করিবা না। [২২] ও কোন প্রতিমা স্থাপন করিবা না, কেননা তাহা পরমেশ্বরের ঘৃণাস্পদ।

১৭ অধ্যায়।

১ নির্দ্দোষ বলির আবশ্যকতা, ২ ও দেবপূজককে বধ করণের আজ্ঞা, ৮ ও যাজক ও বিচারকর্ত্তাদ্বারা কঠিন বিচার নিষ্পন্ন হওন, ১২ ও দুঃসাহসি পাপিকে বধ করণের আজ্ঞা, ১৪ ও রাজার মনোনীত হওন ও রাজত্ব করণের নির্ণয়।

[১] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে কোন প্রকার দোষের কলঙ্কবিশিষ্ট গোরুকে কিম্বা মেষকে বলিদান করিবা না; কেননা সে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ঘৃণিত বস্তু।

[২] আর তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত তোমাদের কোন নগরদ্বারের ভিতরে যদি কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্কর্ম্ম করিয়া তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করে; অর্থাৎ কেহ যাইয়া যদি ইতর দেবগণের সেবা করিয়া থাকে, [৩] কিম্বা আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে যদি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি আকাশীয় বাহিনীকে পূজা করিয়া থাকে; [৪] তবে তাহার সংবাদ পাইবামাত্র তোমরা সাক্ষ্য শুনিয়া যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবা। তাহাতে সে কথা সত্য ও নিশ্চিত, এবং ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে সেই ঘৃণার্হ কার্য্য হইয়াছে, এমত যদি দেখ; [৫] তবে তোমরা সেই দুষ্কর্ম্মকারি পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বাহির করিয়া আপন নগরদ্বার নিকটে আনিবা; পুরুষ হউক কিম্বা স্ত্রী হউক, তোমরা প্রস্তরাঘাতদ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করিবা। [৬] বধযোগ্য ব্যক্তি এক সাক্ষির বাক্যদ্বারা হত হইবে না, কিন্তু দুই কিম্বা তিন সাক্ষির বাক্যদ্বারা হত হইবে। [৭] তাহাকে বধ করিতে প্রথমে সাক্ষি লোকেরা, পশ্চাৎ অন্য সকলে তাহার বিরুদ্ধে হাত তুলিবে; এই রূপে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠ লোককে দূর করিয়া দিবা।

[৮] আর তোমাদের কোন নগরদ্বারে রক্তপাতের কিম্বা বিরোধের কিম্বা প্রহারের বিষয়ে দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিচার অতি দুর্জ্ঞেয় হয়, তবে তোমরা উঠিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে যাইয়া [৯] লেবীয় যাজকদের ও তাৎকালিক বিচারকর্ত্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবা, তাহাতে তাহারা তোমাদিগকে বিচারের নিষ্পত্তি কহিবে। [১০] পরে তোমরা পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে সেই লোককর্তৃক আদিষ্ট নিষ্পত্তি অনুসারে কর্ম্ম করিবা; তাহারা তোমাদিগকে যাহা কহিবে, তাহাই করিতে মনোযোগ করিবা। [১১] তাহারা তোমাদের কাছে যেরূপ ব্যবস্থা কহিবে ও বিচারনিষ্পত্তি করিবে, তোমরা তদনুসারে করিবা; তাহাদের আদিষ্ট বাক্যের দক্ষিণে কি বামে ফিরিবা না। [১২] কিন্তু যে লোক দুঃসাহস পূর্ব্বক আচরণ করিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের পরিচর্য্যার্থে সেই স্থানে দণ্ডায়মান যাজকের কিম্বা বিচারকর্ত্তার বাক্যে মনোযোগ না করে, সেই মনুষ্য হত হইবে, এবং তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে সেই পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা। [১৩] তাহাতে সমস্ত লোক তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে, এবং দুঃসাহস পূর্ব্বক আর আচরণ করিবে না।

[১৪] আর তোমরা যখন আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিবা; তৎকালে আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থিত ভিন্নজাতীয় সকল লোকের ন্যায় আমরাও আপনাদের উপরে এক রাজাকে নিযুক্ত করিব, এই কথা যদি তোমরা কহ; [১৫] তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যা-

যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপনাদের উপরে রাজা করিবা। তোমরা আপনাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে রাজা লইয়া আপনাদের উপরে নিযুক্ত করিবা; কিন্তু ভ্রাতা ভিন্ন অন্যদেশীয়কে আপনাদের উপরে রাজা করিতে পারিবা না। [১৬] আর সেই রাজা কোন ক্রমে আপনার জন্যে অনেক অশ্ব রাখিবে না, বিশেষতঃ অনেক অশ্বের চেষ্টাতে লোকদিগকে পুনর্ব্বার মিসরদেশে গমন করাইবে না; কেননা পরমেশ্বর তোমাদিগকে কহিয়াছেন, ইহার পরে তোমরা এই পথ দিয়া আর যাইবা না। [১৭] আর সে অনেক স্ত্রী বিবাহ করিবে না, পাছে তাহার অন্তঃকরণ বিপথগামী হয়; এবং আপনার জন্যে রূপা কিম্বা স্বর্ণ অতিশয় বৃদ্ধি করিবে না। [১৮] এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন কালে সে আপনার নিমিত্তে এক পুস্তকে লেবীয় যাজকদের সম্মুখস্থিত এই ব্যবস্থার অনুলিপি করিয়া [১৯] আপনার নিকটে রাখিয়া যাবজ্জীবন প্রতিদিন পাঠ করিবে; তাহাতে সে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিতে ও এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য ও বিধি পালন করিতে শিখিয়া [২০] আপন ভ্রাতাদের উপরে মনে অহঙ্কার করিবে না, এবং আজ্ঞার দক্ষিণে কি বামে ফিরিবে না। এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তাহার ও তাহার সন্তানদের রাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে।

১৮ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের যাজক ও লেবীয়দের অধিকারস্বরূপ হওন, ৩ ও যাজকদের প্রাপ্তির নির্ণয়, ৬ ও লেবীয়দের প্রাপ্তির নির্ণয়, ৯ ও কিনানীয়দের ন্যায় ব্যবহার করিতে নিষেধ, ১৫ ও বিশেষ ভবিষ্যদ্বক্তাকে মান্য করিতে আজ্ঞা, ২০ ও মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তার দণ্ডের কথা।

[১] লেবীয় যাজকগণ প্রভৃতি লেবির সমস্ত বংশ ইস্রায়েল্ বংশের সহিত কোন অংশ কিম্বা অধিকার পাইবে না; তাহারা অগ্নিকৃত উপহার প্রভৃতি পরমেশ্বরের অধিকৃত বস্তু ভোগ করিবে। [২] তাহারা আপন ভ্রাতাদের মধ্যে কোন অধিকার পাইবে না, কিন্তু পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে আপনি তাহাদের অধিকার হইবেন।

[৩] আর লোকদের হইতে যাজকগণের প্রাপ্তব্য বিষয়ের এই বিধি, গোমেষাদি বলিদানকারি লোকেরা বলির স্কন্ধ ও দুই গাল ও ভুঁড়ি যাজককে দিবে। [৪] তোমরা আপন২ প্রথম উৎপন্ন শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল এবং মেষের প্রথমচ্ছিন্ন লোম তাহাকে দিবা। [৫] কেননা সর্ব্বদা দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের নামে পরিচর্য্যা করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের তাবৎ বংশের মধ্যহইতে তাহাকে ও তাহার ভাবিবংশকে মনোনীত করিয়াছেন।

[৬] আর তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তোমাদের কোন নগরদ্বারে যে লেবীয় লোক প্রবাস করে, সে যদি আপনার তাবৎ মনোবাঞ্ছাতে তথাহইতে পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে আসিয়া [৭] পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান আপন লেবীয় ভ্রাতাদের ন্যায় আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামে পরিচর্য্যা করে; [৮] তবে সে ভোজনার্থে তাহাদের সমান অংশ পাইবে, তদ্ব্যতিরেকে আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ করিবে।

[৯] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশে উপস্থিত হইলে তথাকার ভিন্নজাতীয়দের ঘৃণার্হ ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিতে শিখিবা না। [১০] বিশেষতঃ পুত্র কন্যাহোমকারী ও মন্ত্রজ্ঞ ও গণক ও মোহক ও মায়াবী [১১] ও সর্পবৈদ্য ও ভূতড়িয়া ও গুণী ও ভৌতিকপরামর্শার্থী তোমাদের মধ্যে যেন না পাওয়া যায়। [১২] কেননা পরমেশ্বর এই সকল ক্রিয়াকারিদিগকে ঘৃণা করেন; সেই ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে দূর করিবেন। [১৩] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে সরলাচরণ কর। [১৪] কেননা তোমরা যে ভিন্নজাতীয়দিগকে বহির্ভূত করিবা, তাহারা গণক ও মন্ত্রজ্ঞদের কথাতে মনোযোগ করে; কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে তাহা করিতে দেন না।

[১৫] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যহইতে অর্থাৎ তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে আমার সদৃশ ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় করিবেন, তাঁহার কথাতে তোমরা মনোযোগ করিবা। [১৬] আমরা যেন আপন প্রভু পরমেশ্বরের রব পুনর্ব্বার শ্রবণ না করি, ও এই মহাগ্নি আর না দেখি ও না মরি, হোরেবে থাকিয়া সমাগমের দিবসে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছিলা। [১৭] তাহাতে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, ইহারা উত্তম কহিতেছে। [১৮] আমি ইহাদের কারণ ইহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে তোমার সদৃশ এক ভবিষ্যদ্বক্তাকে উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; তাহাতে আমি তাঁহাকে যে২ আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি তাহাদিগকে কহিবেন। [১৯] তিনি আমার নামে যে২ কথা কহিবেন, তাহা যে জন না শুনিবে, তাহার বিচার আমি

[২০] আমি যাহা কহিতে আজ্ঞা করি নাই,

আমার নামে তাহা কহিতে যদি কোন ভবিষ্যদ্বক্তা দুঃসাহস করে, কিম্বা ইতর দেবতার নামে যদি কহে, তবে সে ভবিষ্যদ্বক্তা হত হইবে। [21] কিন্তু পরমেশ্বর যে বাক্য কহেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? তোমরা যদি মনে২ এমন ভাব, তবে শুন; [22] কোন ভবিষ্যদ্বক্তা পরমেশ্বরের নামে কথা কহিলে সে বাক্য যদি পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল যদি উপস্থিত না হয়, তবে পরমেশ্বর সেই বাক্য কহেন নাই; ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা কহিয়াছে, তোমরা তাহাহইতে ভীত হইবা না।

১৯ অধ্যায়।

১ আশ্রয়নগরের নিরূপণ, ৪ ও সে নগরে বধকারিদের রক্ষার কথা, ১১ ও স্বেচ্ছাতে বধকারির রক্ষা না হওন, ১৪ ও সীমার চিহ্ন দূর করিতে নিষেধ, ১৫ ও দুই সাক্ষিদ্বারা বিচার নিষ্পত্তি করণ, ১৬ ও মিথ্যাসাক্ষির দণ্ড।

[1] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে ভিন্নজাতীয়দের দেশ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে তিনি উচ্ছিন্ন করিলে যখন তোমরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া তাহাদের নগরে ও গৃহে বাস করিবা, [2] তৎকালে তোমরা আপনাদের অধিকারার্থে প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত সেই দেশের মধ্যে আপনাদের জন্যে তিন নগর নিশ্চয় করিবা, [3] ও আপনাদের জন্যে পথ প্রস্তুত করিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত সেই অধিকারদেশের ভূমি তিন ভাগ করিবা; তাহাতে প্রত্যেক বধকারি লোক সেই নগরে আশ্রয় লইতে পারিবে।

[4] সেই স্থানে পলায়িত যে বধকারী প্রাণরক্ষার যোগ্য হইবে, তাহার নির্ণয় এই, কেহ যদি পূর্ব্বে প্রতিবাসির প্রতি দ্বেষ না করিয়া তাহাকে অজ্ঞাতসারে বধ করে; [5] তাহার উদাহরণ, কেহ আপন প্রতিবাসির সহিত কাষ্ঠ কাটিতে বনে গিয়া বৃক্ষ ছেদনার্থে কুঠার তুলিলে যদি ঐ কুঠার বাঁটহইতে খসিয়া প্রতিবাসির গাত্রে পড়ে, আর তাহার দ্বারা সে মরে, [6] তবে সে ঐ নগরের কোন এক নগরে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে; পাছে রক্তপাতের প্রতিহন্তা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বধকারির পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বহু দূর পথ প্রযুক্ত তাহাকে ধরিয়া বধ করে; কিন্তু এমন লোক প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কারণ সে পূর্ব্বে তাহাকে দ্বেষ করে নাই। [7] এই হেতুক আমি তোমাদিগকে আপনাদের জন্যে তিন নগর নিশ্চয় করিতে আজ্ঞা করিতেছি। [8] আমি অদ্য তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা তাহা পালন করিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম করিলে ও তাঁহার পথে চলিলে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যদি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আপন দিব্যানুসারে তোমাদের সীমা বৃদ্ধি করেন, ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেশ তোমাদিগকে দেন; [9] তবে তোমরা সে তিন নগর ভিন্ন আরো তিন নগর নিরূপণ করিবা; [10] পাছে তোমাদের অধিকারার্থে প্রভু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক দত্ত তোমাদের দেশের মধ্যে নির্দ্দোষের রক্তপাত হইলে তোমাদের উপরে রক্তপাতের অপরাধ বর্ত্তে।

[11] আর যদি কেহ আপন প্রতিবাসির প্রতি শত্রুতা করিয়া ঘাঁটি বসাইয়া তাহার প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাকে সাংঘাতিক আঘাত করে, এবং তাহাদ্বারা সে মরে, পরে ঐ বধকারী যদি এই কএক নগরের মধ্যে কোন এক নগরে পলায়ন করে; [12] তবে তাহার নিবাসনগরের প্রাচীন লোকেরা লোক পাঠাইয়া তথাহইতে তাহাকে আনাইয়া তাহাকে বধ করিতে প্রতিহন্তার হস্তে সমর্পণ করিবে। [13] তোমরা তাহার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিবা না, কিন্তু ইস্রায়েল বংশহইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করিবা; তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে।

[14] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে যে দেশ তোমাদিগকে দিবেন, সেই দেশে প্রত্যেক জনের প্রাপ্তব্য ভূমিতে পূর্ব্বকালীয় লোকেরা প্রতিবাসির যে সীমার চিহ্ন নিরূপণ করিয়াছে, তাহা তোমরা স্থানান্তর করিবা না।

[15] আর কোন প্রকার অপরাধ কিম্বা পাপ কিম্বা দোষ করণ প্রযুক্ত এক সাক্ষিদ্বারা কাহারো বিচার নিষ্পন্ন হইবে না, কিন্তু দুই কিম্বা তিন সাক্ষির প্রমাণদ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

[16] আর কোন মিথ্যাসাক্ষী যদি কাহারো বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় সাক্ষ্য দেয়, [17] তবে সেই বাদী ও প্রতিবাদী পরমেশ্বরের সম্মুখে অর্থাৎ তাৎকালিক যাজকদের ও বিচারকর্ত্তাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে। [18] তাহাতে বিচারকর্ত্তারা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে সে সাক্ষী যদি মিথ্যাসাক্ষী হয়, ও আপন ভ্রাতার প্রতিকূলে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে; [19] তবে সে আপন ভ্রাতার প্রতি যেমত করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবা; এই রূপে আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা। [20] তাহা শুনিয়া অবশিষ্ট লোকেরা ভীত হইয়া তোমাদের মধ্যে সে রূপ দুষ্কর্ম্ম আর করিবে না। [21] তোমরা চক্ষুলজ্জা করিবা না, কিন্তু প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, ও

চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, ও দন্তের পরিশোধে দন্ত, ও হস্তের পরিশোধে হস্ত, ও পদের পরিশোধে পদ লইবা।

২০ অধ্যায়।

১ যুদ্ধ সময়ে যাজকের কথা, ৫ ও অধ্যক্ষগণের কথা, ১০ ও শত্রুদের নগরের প্রতি ব্যবহারের নির্ণয়, ১৬ ও সাত জাতীয়দের বিনাশ করণের আজ্ঞা, ১৯ ও যুদ্ধ সময়ে ফলবান বৃক্ষ নষ্টকরণে নিষেধ।

১ তোমরা আপন শত্রুদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে বহির্গমন করিলে যদি আপনাদের অপেক্ষা অধিক অশ্ব ও রথ ও জনতা দেখ, তথাপি ভয় করিও না, কেননা যিনি মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছেন, তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সহিত থাকিবেন। ২ এবং তোমরা যুদ্ধার্থে নিকটবর্ত্তী হইলে যাজক আসিয়া লোকদের নিকটে কথা কহিবে, ৩ ও তাহাদিগকে এই কথা বলিবে, হে ইস্রায়েল বংশ, শুন, তোমরা অদ্য আপন শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ, কিন্তু অন্তঃকরণে নিরাশ হইও না ও ভয় করিও না ও কম্পবান হইও না, ও তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না। ৪ কেননা তোমাদিগকে জয়ী করণার্থে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পক্ষে শত্রুগণের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে তোমাদের সহিত যাইতেছেন।

৫ এবং অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে এই কথা কহিবে, তোমাদের মধ্যে কে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রতিষ্ঠা করে, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৬ আর কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রথম ফল ভোগ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রথম ফল ভোগ করে, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৭ এবং বাগ্দান হইলেও কে বিবাহ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার ভার্য্যাকে গ্রহণ করে, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৮ অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে আরো কহিবে, ভীরু ও ভয়শীল লোক কে আছে? তাহার মনের ন্যায় পাছে তাহার ভ্রাতাদের মন সাহসহীন হয়, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৯ অপর অধ্যক্ষগণ লোকদের সহিত কথা সাঙ্গ করিলে পর তাহারা সৈন্যের উপরে সেনাপতি নিযুক্ত করিবে।

১০ আর তোমরা কোন নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে অগ্রে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবা। ১১ তাহাতে যদি তাহারা সন্ধিতে সম্মত হইয়া তোমাদের জন্যে নগরদ্বার খুলে, তবে সেই নগরীয় তাবৎ লোক তোমাদিগকে কর দিবে ও তোমাদের সেবা করিবে। ১২ আর যদি তাহারা সন্ধি না করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাহাদের নগর অবরোধ করিবা। ১৩ পরে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহা তোমাদের হস্তগত করিলে তোমরা তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গের ধারে বধ করিবা। ১৪ কিন্তু স্ত্রীগণ ও বালকগণ ও পশুগণ ইত্যাদি নগরের সর্ব্বস্ব আপনাদের জন্যে লুটস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবা। ১৫ এই নিকটবর্ত্তি জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমাদের হইতে অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এই রূপ করিবা।

১৬ কিন্তু এই (নিকটবর্ত্তি) জাতিদের যে২ নগর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে তোমাদিগকে দিবেন, তাহার মধ্যে কোন প্রাণিকে জীবৎ রাখিবা না। ১৭ তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে, অর্থাৎ হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও কিনানীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিবা। ১৮ নতুবা কি জানি, তাহারা আপন২ দেবতাদের উদ্দেশে যে২ ঘৃণার্হ কর্ম্ম করে, তাহা করিতে তোমাদিগকেও শিখাইবে, তাহাতে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতিকূলে অপরাধী হইবা।

১৯ আর যুদ্ধ করিয়া কোন নগর হস্তগত করণার্থে যদি বহুকাল পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া থাকিতে হয়, তবে কুঠারাঘাতদ্বারা তথাকার বৃক্ষ ছেদন করিবা না, কেননা তোমরা তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবা; অতএব নগরের রোধকার্য্যের নিমিত্তে সে সকল কাটিও না; কেননা ক্ষেত্রের বৃক্ষেতে মনুষ্যের প্রয়োজন। ২০ কিন্তু এই বৃক্ষহইতে খাদ্য জন্মে না, ইহা যে২ বৃক্ষের বিষয়ে জ্ঞাত আছ, সে সকল নষ্ট করিতে ও কাটিতে পারিবা; এবং তোমাদের সহিত যুদ্ধকারি নগর যে পর্য্যন্ত পরাস্ত না হয়, তাবৎ সেই নগরের প্রতিকূলে তাহাদ্বারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিবা।

২১ অধ্যায়।

১ অনিশ্চিত বধের প্রায়শ্চিত্ত, ১০ ও সুন্দরী বন্দি স্ত্রীকে বিবাহ করণের নিয়ম, ১৫ ও অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার নির্ণয়, ১৮ ও অবাধ্য পুত্রকে বধ করণের আজ্ঞা, ২২ ও উদ্বন্ধনে রাখনের নিয়ম।

১ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে যে দেশ তোমাদিগকে দিবেন, তাহার মধ্যে যদি

ক্ষেত্রে পতিত কোন হত লোককে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে কে বধ করিল, তাহা জানা না যায়; [২] তবে তোমাদের প্রাচীনেরা ও বিচারকর্ত্তৃগণ বাহিরে গিয়া সেই শব অবধি চতুর্দ্দিকস্থিত সমস্ত নগর পর্য্যন্ত মাপিবে। [৩] তাহাতে যে নগর হত লোকের নিকটস্থ হইবে, তাহার প্রাচীন লোকেরা যোঁয়ালি বহনাদি সকল কর্ম্মে অপ্রবৃত্ত এক গোবৎসাকে লইবে। [৪] পরে সেই নগরের প্রাচীন লোকেরা অকৃষ্ট ও অনুপ্ত ও নিত্য জলস্রোতোবাহি নিম্ন ভূমিতে সেই গোবৎসাকে আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিবে। [৫] পরে লেবীয় যাজকেরা তাহার নিকটে আসিবে, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনার পরিচর্য্যার্থে ও পরমেশ্বরের নামে আশীর্ব্বাদ করণার্থে তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন; অতএব তাহাদের বাক্যানুসারে প্রত্যেক বিবাদের ও দণ্ডের বিচার হইবে। [৬] পরে শবের নিকটস্থ ঐ নগরের প্রাচীনেরা ঐ নিম্নভূমিতে ছিন্নমস্তক গোবৎসার উপরে আপন ২ হস্ত প্রক্ষালন করিবে। [৭] এবং আমাদের হস্ত এই রক্তপাত করে নাই, ও আমাদের চক্ষু ইহা দেখে নাই; [৮] এবং হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার প্রজা যে ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে মুক্ত করিলা, তাহাদের প্রতি দয়া কর; আপনার প্রজা ইস্রায়েলীয় লোকদের প্রতি নিরপরাধের রক্তপাতের দোষার্পণ করিও না, এই কথা কহিবে; তাহাতে তাহাদের প্রতি সেই রক্তপাতের দোষ ক্ষমা হইবে। [৯] এই রূপে তোমরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ধর্ম্ম করিয়া আপনাদের মধ্যহইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করিবা।

[১০] আর তোমরা আপন শত্রুগণের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থে গমন করিলে যদি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদিগকে তোমাদের হস্তগত করেন, ও তোমরা তাহাদিগকে বন্দী কর; [১১] এবং সেই বন্দিদের মধ্যে সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইলে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা হয়; [১২] তবে তুমি তাহাকে আপন গৃহের মধ্যে আনিলে সে আপন মস্তক মুণ্ডন ও নখ ছেদন করিয়া আপনার বন্দিত্ব অবস্থার বস্ত্র ত্যাগ করিবে; [১৩] পরে তোমার গৃহে থাকিয়া আপন পিতামাতার জন্যে সম্পূর্ণ এক মাস শোক করিবে; তাহার পরে তুমি তাহার স্বামী হইয়া তাহাতে উপগত হইবা, ও সে তোমার ভার্য্যা হইবে। [১৪] কিন্তু যদি তাহাতে তোমার তুষ্টি না হয়, তবে যে স্থানে তাহার ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাকে যাইতে দিবা; কোন প্রকারে টাকা লইয়া তাহাকে বিক্রয় করিবা না, ও তাহাকে দাসীরূপে রাখিবা না, কেননা তুমি তাহাতে উপগত হইলা।

[১৫] আর যদি কোন পুরুষের প্রিয়া ও অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার ঔরসে পুত্র প্রসব করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয়; [১৬] তবে সে পুত্রদিগকে আপন সর্ব্বস্বের অধিকার দেওন সময়ে অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে প্রিয়াজাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। [১৭] কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠ রূপে স্বীকার করিয়া আপনার সর্ব্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে; কেননা সে তাহার বলের প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার তাহারই প্রাপ্তব্য।

[১৮] আর যদি কাহারো পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী হয়, অর্থাৎ পিতামাতার কথা না মানে, এবং শাসন করিলেও তাহাদিগকে অমান্য করে; [১৯] তবে তাহার পিতামাতা তাহাকে ধরিয়া নগরীয় প্রাচীনদের নিকটে ও নিবাসস্থানের দ্বার নিকটে আনিয়া [২০] নগরীয় প্রাচীনগণকে কহিবে, আমাদের এই পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী, আমাদের কথা মানে না, এবং অতিশয় ভোক্তা ও মদ্যপায়ী। [২১] তাহাতে নগরীয় লোকেরা তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়া বধ করিবে; এই রূপে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা, তাহাতে তাবৎ ইস্রায়েল বংশ তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে।

[২২] আর যদি কোন মনুষ্য বধযোগ্য পাপ করিয়া থাকে, এবং তোমরা তাহাকে বৃক্ষের উপরে টাঙ্গাইয়া বধ কর, [২৩] তবে তাহার শব রাত্রিতে বৃক্ষের উপরে রাখিবা না, কিন্তু কোন প্রকারে সেই দিনে তাহাকে কবর দিবা; কেননা যে জনকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত। অতএব তোমরা অধিকারার্থে আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশ অশুচি করিও না।

২২ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃগণের অপকার করণে নিষেধ, ৫ ও বিপরীত বস্ত্র পরিধানে নিষেধ, ৬ ও শাবক ও পক্ষিণীকে ধরণে নিষেধ, ৮ ও ছাতে আলিসিয়া করিতে আজ্ঞা, ৯ ও অযোক্তব্য যোগ করণে নিষেধ, ১২ ও বস্ত্রে থোপ রাখিতে বিধি, ১৩ ও বধূর অপমানের দণ্ড, ২২ ও পরদারের দণ্ড, ২৩ ও ব্যভিচারের দণ্ড, ২৫ ও বলাৎকারে উপগত হওনের দণ্ড।

[১] আর তোমাদের কোন ভ্রাতার বলদ মেষকে পথ হারাইয়া যাইতে দেখিলে তোমরা তাহাতে অমনোযোগ করিবা না; অবশ্য আপন ভ্রাতার নিকটে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবা। [২] যদ্যপি সেই ভ্রাতা তোমাদের নিকটস্থ

কিম্বা পরিচিত না হয়, তবে তোমরা সেই পশুকে আপন গৃহে আনিয়া যাবৎ সেই ভ্রাতা তাহার অন্বেষণ না করে, তাবৎ আপনার নিকটে রাখিবা; পরে তাহাকে ফিরাইয়া দিবা। [৩] এবং তোমরা তাহার গর্দ্দভ ও বস্ত্রের প্রতিও তদ্রূপ করিবা, তোমাদের ভ্রাতার হারাণ যে কোন দ্রব্য তোমাদের প্রাপ্ত হয়, সেই সকলের বিষয়ে তদ্রূপ করিবা; তাহাতে অমনোযোগ করা তোমাদের অকর্ত্তব্য।

[৪] অপর তোমাদের ভ্রাতার গর্দ্দভকে কিম্বা বলদকে পথে পড়িতে দেখিলে তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগ করিবা না; অবশ্য তাহাদিগকে তুলিতে তাহার উপকার করিবা।

[৫] আর স্ত্রীলোক পুরুষের বস্ত্র, কিম্বা পুরুষ স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে না; যে কেহ তাহা করে, সে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ঘৃণার্হ হইবে।

[৬] আর পথের পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষে কিম্বা ভূমির উপরে তোমাদের সম্মুখে যদি কোন পক্ষির বাসাতে শাবক কিম্বা ডিম্ব থাকে, এবং সেই শাবকের কিম্বা ডিম্বের উপরে পক্ষিণী বসিয়া থাকে, তবে শাবকের সহিত পক্ষিণীকে ধরিবা না। [৭] আপনাদের জন্যে শাবক লইয়া কোন প্রকারে পক্ষিণীকে ত্যাগ করিবা, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।

[৮] আর নূতন গৃহ প্রস্তুত করিলে তাহার ছাতের আলিসিয়া নির্ম্মাণ করিবা, পাছে তাহার উপরহইতে কোন মনুষ্য পড়িলে তোমরা আপন২ গৃহে রক্তপাতের অপরাধ বর্ত্তাও।

[৯] আর আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বপন করিবা না, করিলে তোমাদের রোপিত বীজের ফল ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল তোমাদের অব্যবহার্য্য হইবে।

[১০] আর বলদে ও গর্দ্দভে একত্র যুড়িয়া চাস করিবা না।

[১১] আর লোম ও কার্পাস মিশ্রিত সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবা না।

[১২] তোমরা আপনাদের আবরণার্থক গাত্রীয় বস্ত্রের চারি কোণে থোপ দিবা।

[১৩] আর কোন পুরুষ যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করিলে পর তাহাকে ঘৃণা করে, [১৪] এবং তাহার প্রতিকূলে অপবাদ করে, ও তাহার দুর্নাম করিয়া, আমি এই স্ত্রীকে বিবাহ করিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গকালে ইহার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাইলাম না, এই কথা কহে; [১৫] তবে সেই কন্যার পিতামাতা তাহার কৌমার্য্যের চিহ্ন লইয়া গমন করিয়া নগরের প্রাচীনদের নিকটে নগরদ্বারে আনিবে। [১৬] এবং কন্যার পিতা প্রাচীনদিগকে কহিবে, আমি এই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম, কিন্তু এ ব্যক্তি তাহাকে ঘৃণা করে; [১৭] এবং আমি তোমার কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাই নাই, এই কথা কহিয়া অপবাদ দেয়, কিন্তু আমার কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন এই দেখ; তাহাতে তাহারা নগরের প্রাচীনদের সাক্ষাতে সেই বস্ত্র বিস্তার করিবে। [১৮] পরে নগরের প্রাচীনেরা সেই পুরুষকে ধরিয়া শাস্তি দিবে। [১৯] এবং তাহার এক শত শেকল্ রূপা দণ্ড করিয়া কন্যার পিতাকে দিবে, কেননা সে ইস্রায়েল্ বংশীয় কন্যার প্রতিকূলে দুর্নাম করিল; পরে সে তাহার ভার্য্যা হইবে, এবং ঐ পুরুষ যাবজ্জীবন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। [২০] কিন্তু এ বিষয় যদি সত্য হয়, কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন না পাওয়া যায়; [২১] তবে তাহারা সেই কন্যাকে বাহির করিয়া তাহার পিতার গৃহের দ্বার নিকটে আনিবে, এবং নগরীয় লোকেরা প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করিবে; কেননা পিতৃগৃহে ব্যভিচার করাতে সে ইস্রায়েল্ বংশে কুকর্ম্ম করিল; এই প্রকারে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।

[২২] আর পরস্ত্রীর সহিত সংসর্গ করণ সময়ে কোন পুরুষ যদি ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত সংসর্গকারি পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে, এই রূপে তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।

[২৩] আর যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা কোন কুমারীকে নগরমধ্যে পাইয়া তাহাতে উপগত হয়; [২৪] তবে তোমরা সেই দুই জনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবা, কেননা নগরমধ্যে থাকিলেও কন্যা উচ্চৈঃস্বর করে নাই, এবং পুরুষ আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে উপগত হইয়াছে; এই রূপে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।

[২৫] আর যদি কোন পুরুষ বাগ্দত্তা কন্যাকে প্রান্তরে পাইয়া বলাৎকারে তাহাতে উপগত হয়, তবে তাহাতে উপগত পুরুষমাত্র হত হইবে; [২৬] কিন্তু কন্যার প্রতি তোমরা কিছুই করিবা না; সে প্রাণদণ্ডের যোগ্যা নহে; কেননা যেমন কোন মনুষ্য আপন প্রতিবাসির প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাকে বধ করে, ইহাও তদ্রূপ হয়। [২৭] কেননা সেই পুরুষ প্রান্তরে তাহাকে পাইল, তাহাতে বাগ্দত্তা কন্যা উচ্চৈঃস্বর করিলেও তাহার রক্ষক কেহ ছিল না।

[২৮] আর অবাগ্দত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া কেহ যদি তাহাকে ধরিয়া তাহাতে উপগত হয়

ও তাহারা ধরা পড়ে, [২৯] তবে তাহাতে উপগত পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ শেকল্ রূপা দিবে, এবং তাহাতে উপগত হওন প্রযুক্ত সে তাহার ভার্য্যা হইবে, সেই পুরুষ তাহাকে যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না।

[৩০] আর মনুষ্য আপন পিতৃভার্য্যাতে উপগত হইবে না, ও আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করিবে না।

২৩ অধ্যায়।

১, মণ্ডলীতে যাইতে কোন্ লোকের নিষেধ, ৭ ও কোন্ লোকের গ্রহণ, ৯ ও অশুচিতাহইতে সাবধান হওনের আজ্ঞা, ১৫ ও পলায়নকারি দাসকে সমর্পণ করিতে নিষেধ, ১৭ ও ব্যভিচারাদির নিষেধ, ১৯ ও সুদ গ্রহণে নিষেধ, ২১ ও মানত সিদ্ধ করণের আজ্ঞা, ২৪ ও প্রতিবাসির দ্রব্য ভোজনের বিধি।

নিষ্কোষ কিম্বা ছিন্নলিঙ্গ ব্যক্তি পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবে না। [২] এবং জারজ ব্যক্তিও পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। [৩] এবং অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় লোক পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না; ও দশ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহারা কখন পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। [৪] কেননা মিসর্হইতে তোমাদের আগমন সময়ে তাহারা পথে অন্ন জল লইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, কিন্তু তোমাদের প্রতিকূলে শাপ দিতে অরাম্নহরয়িমস্থ পিথোর্ নিবাসি বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে বেতন দিল। [৫] তথাপি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর বিলিয়মের কথায় মনোযোগ করিতে অসম্মত হইয়া সেই অভিশাপকে পরিবর্ত্তন করিয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ করিলেন; কারণ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করেন। [৬] তোমরা যাবজ্জীবন তাহাদের শান্তি ও মঙ্গল কখনো অন্বেষণ করিবা না।

[৭] আর তোমরা ইদোমীয় লোকদিগকে ঘৃণা করিবা না, কেননা তাহারা তোমাদের ভ্রাতা; আর মিস্রিদিগকেও ঘৃণা করিবা না, কেননা তোমরা তাহাদের দেশে প্রবাসী ছিলা। [৮] তাহাদের হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা তৃতীয় পুরুষে পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবে।

[৯] আর তোমরা শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করণ সময়ে সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মহইতে সাবধান হইবা। [১০] এবং তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রাত্রিঘটিত কোন অশুচিতাতে অশুচি হয়, তবে সে শিবিরহইতে বাহির হইবে, শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিবে না। [১১] কিন্তু প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে জলে স্নান করিবে, ও সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিবে। [১২] আর তোমরা মলত্যাগের জন্যে শিবিরের বাহিরে এক স্থান নিরূপণ করিয়া বাহির হইয়া সেই স্থানে যাইবা। [১৩] এবং তোমাদের সামগ্রীর মধ্যে এক প্রকার কোদালি থাকিবে; বহির্দ্দেশে গমন সময়ে তোমরা তদ্দ্বারা গর্ত্ত করিয়া আপনাদের নির্গত মল ঢাকিতে আর বার পূর্ণ করিবা। [১৪] কেননা তোমাদিগকে রক্ষা করিতে ও তোমাদের শত্রুগণকে তোমাদের হস্তগত করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের শিবিরের মধ্যে ভ্রমণ করেন; অতএব তোমাদের শিবির পবিত্র হউক; পাছে তোমাদিগেতে কোন অপবিত্রতা দেখিলে তিনি তোমাদের হইতে পরাঙ্মুখ হন।

[১৫] আর যে দাস আপন স্বামির নিকটহইতে পলাইয়া তোমাদের আশ্রয় লয়, তোমরা তাহাকে সেই স্বামির হস্তে সমর্পণ করিবা না। [১৬] সে তোমাদের কোন এক নগরদ্বারে আপনার অভিলাষানুসারে মনোনীত স্থানে তোমাদের মধ্যে বাস করিবে, তোমরা তাহার প্রতি উপদ্রব করিবা না।

[১৭] ইস্রায়েলীয় কোন কন্যা বেশ্যা না হউক, ও ইস্রায়েলীয় কোন পুরুষ পুঙ্গামী না হউক। [১৮] আর কোন মানতের জন্যে বেশ্যার বেতন কিম্বা কুক্কুরের মূল্য তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে আনিবা না, কেননা সে উভয়ই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ঘৃণার্হ।

[১৯] আর তোমরা সুদের জন্যে অর্থাৎ রূপার কিম্বা খাদ্য সামগ্রীর কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যের সুদ পাইবার জন্যে আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবা না। [২০] সুদের জন্যে বিদেশিকে ঋণ দিবা, কিন্তু আপন ভ্রাতাকে দিবা না; তাহাতে তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সে দেশে তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করিবেন।

[২১] আর তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে যাহা মানত করিবা, তাহা দিতে বিলম্ব করিবা না; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অবশ্য তাহা তোমাদের হইতে আদায় করিবেন; না দিলে তোমাদের পাপ হইবে। [২২] কিন্তু তোমরা যদি মানত না কর, তবে তাহাতে পাপ হইবে না। [২৩] তোমরা আপন ২ ওষ্ঠনির্গত বাক্য পালন করিবা, এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমাদের মুখহইতে যেমন স্বেচ্ছাদত্ত মানতের কথা নির্গত হয়, তদনুসারে করিবা।

[২৪] আর তোমরা প্রতিবাসির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গেলে আপন ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাফল ভোজন করিতে পারিবা, কিন্তু পাত্রেতে কিছু লইবা না। [২৫] এবং প্রতিবাসির শস্যক্ষেত্রে গেলে আপন হস্তে শিষ ছিঁড়িতে পারিবা, কিন্তু প্রতিবাসির শস্যক্ষেত্রে কাস্ত্যা দিবা না।

২৪ অধ্যায়।

১ ত্যাগপত্র দেওনের বিধি, ৫ ও নূতন বিবাহিত পুরুষের যুদ্ধে গমনে নিষেধ, ৬ ও বন্ধকের বিধি, ৭ ও মনুষ্যচোরের দণ্ড, ৮ ও কুষ্ঠহইতে সাবধান হওনের আজ্ঞা, ১০ ও বন্ধকের আর এক কথা, ১৪ ও বেতনজীবিকে বেতন দেওনের আজ্ঞা, ১৬ ও অন্যায় করিতে নিষেধ, ১৯ ও শস্যচ্ছেদন ও ফল পাড়নের বিধি।

[১] কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া পরিজন করিলে পর যদি তাহার কোন দোষ প্রযুক্ত তাহার প্রতি অনুগ্রহ না করে, তবে সে তাহার জন্যে এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটীহইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারে। [২] এবং সে স্ত্রী তাহার বাটীহইতে বাহির হইলে পর অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে। [৩] কিন্তু ঐ শেষ স্বামীও যদি তাহাকে ঘৃণা করে, এবং তাহার জন্যে ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটীহইতে তাহাকে বিদায় করে, কিম্বা বিবাহকারী ঐ শেষস্বামী যদি মরে; [৪] তবে যে প্রথম স্বামী তাহাকে বিদায় করিয়াছিল, সে তাহার অশুচি হওনের পরে তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহা পরমেশ্বরের সম্মুখে ঘৃণার্হ কর্ম্ম; তোমরা অধিকারার্থে প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশকে পাপেতে লিপ্ত করিবা না।

[৫] আর যে ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়াছে, সে যুদ্ধে গমন করিবে না, ও কোন কর্ম্মের ভার লইবে না; সে এক বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্ম হইয়া আপন গৃহে নূতন ভার্য্যার মনোরঞ্জন করিবে।

[৬] আর কেহ কাহার যাঁতার অধঃস্থ বা ঊর্দ্ধস্থ প্রস্তর বন্ধক রাখিবে না; তাহা করিলে জীবন বন্ধক রাখা হয়।

[৭] আর কোন মনুষ্য যদি ইস্রায়েল্ বংশের কোন ভ্রাতাকে চুরি করিয়া বাণিজ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর হত হইবে; এই রূপে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।

[৮] তোমরা কুষ্ঠরোগ বিষয়ে সাবধান হইয়া, এবং লেবীয় যাজকেরা যে সকল উপদেশ দিবে, অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তদনুসারে কর্ম্ম করিবা, এবং আমি তাহাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছি, তাহা পালন করিতে যত্ন করিবা। [৯] মিসর্ দেশহইতে তোমাদের আগমন সময়ে প্রভু পরমেশ্বর পথে মরিয়মের প্রতি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর।

[১০] আর আপন২ ভ্রাতাকে কোন কিছু ঋণ দিলে তোমরা বন্ধক লইবার জন্যে তাহার গৃহে প্রবেশ করিবা না। [১১] তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবা, এবং ঋণি ব্যক্তি বন্ধক বাহির করিয়া তোমাদের নিকটে আনিবে। [১২] কিন্তু সে ঋণী যদি দরিদ্র হয়, তবে তাহার বন্ধক লইয়া নিদ্রা যাইবা না। [১৩] সূর্য্যাস্তকালে তাহার বন্ধক তাহাকে অবশ্য সমর্পণ করিবা; তাহাতে সে আপন বস্ত্রে শয়ন করিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাহা ধর্ম্ম হইবে।

[১৪] তোমরা স্বজাতীয় কিম্বা তোমাদের দেশের নগরদ্বারবর্ত্তি বিদেশীয় কোন বেতনজীবি দরিদ্র ও দীনহীন লোকের প্রতি উপদ্রব করিবা না। [১৫] তোমরা নিরূপিত দিবসে তাহার বেতন তাহাকে দিবা, সূর্য্য অস্তগত হওন পর্য্যন্ত তাহা রাখিবা না; কেননা সে দরিদ্র, এবং সেই বেতনের প্রতি তাহার মন থাকে; পাছে সে তোমাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তোমাদের পাপ হয়।

[১৬] আর পুত্রের পরিবর্ত্তে পিতা, ও পিতার পরিবর্ত্তে পুত্র হত হইবে না; প্রতি জন আপন২ পাপ প্রযুক্ত হত হইবে। [১৭] তোমরা বিদেশির কিম্বা পিতৃহীনের বিচারে অন্যায় করিবা না, এবং বিধবার বস্ত্র বন্ধক রাখিতে লইবা না। [১৮] তোমরা মিসর্দেশে দাস ছিলা, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর তথাহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, তাহা যেন স্মরণ কর, এই জন্যে আমি এই সকল কর্ম্ম করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি।

[১৯] আর শস্যচ্ছেদন কালে যদি তোমরা এক আঁটি ক্ষেত্রে বিস্মৃত হও, তবে তাহা লইতে ফিরিয়া যাইবা না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে; তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তকৃত তাবৎ কর্ম্মে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [২০] আর তোমরা জিতবৃক্ষের ফল পাড়িলে পর পুনর্ব্বার শাখাতে অবশিষ্ট অন্বেষণ করিবা না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে। [২১] এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষাফল চয়ন করিলে তাহার অবশিষ্ট পুনর্ব্বার চয়ন করিবা না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে। [২২] তোমরা মিসর্দেশে দাস

১৯—]], তাহা যেন স্মরণ কর, এই জন্যে আমি এই সকল কর্ম্ম করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি।

২৫ অধ্যায়।

১ চল্লিশ প্রহারের অধিক দণ্ড দেওনে নিষেধ, ৪ ও শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখ বান্ধিতে নিষেধ, ৫ ও ভ্রাতার বংশ রক্ষা করণের বিধি, ১১ ও নির্লজ্জ স্ত্রীর দণ্ড, ১৩ ও পরিমাণ বিষয়ে অন্যায় করিতে নিষেধ, ১৭ ও অমালেকের কথা।

১ মনুষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা যদি বিচারার্থে বিচারকর্ত্তার নিকটে যায়, তবে সে নির্দ্দোষকে নির্দ্দোষ ও দোষিকে দোষী করিবে। ২ তাহাতে যদি দোষি লোক প্রহারের যোগ্য হয়, তবে বিচারকর্ত্তা তাহাকে শয়ন করাইয়া তাহার অপরাধানুসারে আঘাসংখ্যা নিশ্চয় করিয়া আপন সাক্ষাতে প্রহার করাইবে। ৩ চল্লিশ আঘাত করিতে পারে, তাহার অধিক নয়; পাছে তৎপ্রহার অপেক্ষা অধিক মহাপ্রহার করিলে তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সাক্ষাতে তুচ্ছ হয়।
৪ আর তোমরা শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখ বন্ধন করিবা না।
৫ যদি অনেক ভ্রাতা একত্র হইয়া বাস করে, এবং তাহার এক ভ্রাতা নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাহিরের অন্য পুরুষকে বিবাহ করিবে না; তাহার দেবর তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে উপগত হইবে, এবং তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে। ৬ তাহাতে তাহার যে জ্যেষ্ঠ সন্তান জন্মিবে, সে তাহার ঐ মৃত ভ্রাতার উত্তরাধিকারী হইবে; পাছে ইস্রায়েল্ বংশহইতে তাহার নাম লুপ্ত হয়। ৭ আর সেই পুরুষ যদি আপন ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হয়, তবে সে স্ত্রী নগরদ্বারে প্রাচীনদের কাছে যাইয়া, আমার দেবর ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আপন ভ্রাতার নাম রাখিতে অসম্মত, সে আমার সহিত দেবরের কর্ত্তব্য ব্যবহার করিতে চাহে না, এই কথা কহিবে। ৮ তখন নগরের প্রাচীনেরা তাহাকে ডাকিয়া বলিবে; তাহাতে যদি সে অটল থাকিয়া, উহাকে গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, এমত কথা কহে; ৯ তবে তাহার ভ্রাতৃপত্নী প্রাচীনদের সাক্ষাতে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পদহইতে পাদুকা খুলিবে, ও তাহার মুখে থুথু দিয়া এই কথা কহিবে, যে কেহ আপন ভ্রাতার গৃহ না গাঁথে, তাহার প্রতি এই রূপ করা যায়। ১০ একারণ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে সে মুক্তপাদুক নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

১১ পুরুষেরা পরস্পর বিরোধ করিলে তাহাদের এক জনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হস্তহইতে আপন স্বামিকে মুক্ত করিতে হস্ত বিস্তার করিয়া প্রহারকের পুরুষাঙ্গ ধরে, ১২ তবে তোমরা তাহার হস্ত ছেদন করিবা; তাহাতে চক্ষুলজ্জা করিবা না।
১৩ আর তোমরা ছোট বড় দুই প্রকার বাট্‌খারা আপন থলিয়াতে রাখিবা না। ১৪ এবং ছোট বড় দুই প্রকার এফার পরিমাণ আপন গৃহে রাখিবা না। ১৫ তোমরা যথার্থ ও ন্যায্য বাট্‌খারা রাখিবা, ও যথার্থ ও ন্যায্য পরিমাণপাত্র রাখিবা; তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশে তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হইবে। ১৬ যাহারা এই প্রকার করিয়া অন্যায় করে, তাহারা সকলে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ঘৃণিত।
১৭ আর মিসর্ দেশহইতে তোমাদের বহিরাগমন কালে পথে তোমাদের প্রতি অমালেক্ যাহা২ করিল, ১৮ অর্থাৎ তোমাদের শ্রান্তি ক্লান্তি সময়ে সে ঈশ্বরকে ভয় না করিয়া যে প্রকারে তোমাদের সহিত পথে মিলিয়া তোমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তি দুর্ব্বল লোককে আক্রমণ করিল, তাহা স্মরণ কর। ১৯ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে দেশ অধিকার করিতে তোমাদিগকে দিবেন, সেই দেশে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সকল শত্রুহইতে তোমাদিগকে বিশ্রাম দিলে তোমরা আকাশমণ্ডলের অধোহইতে অমালেকের তাবৎ স্মরণের চিহ্ন লোপ করিবা; ইহা বিস্মৃত হইবা না।

২৬ অধ্যায়।

১ প্রথম ফল উৎসর্গকারির স্বীকার, ১২ ও তৃতীয় বৎসরে দশমাংশ উৎসর্গকারির প্রার্থনা, ১৬ ও লোকদের সহিত পরমেশ্বরের নিয়ম।

১ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে যে দেশ তোমাদিগকে দিবেন, তোমরা যখন সেই দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার করিয়া তন্মধ্যে বাস করিবা; ২ তৎকালে তোমরা প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত আপনাদের সেই দেশের সমস্ত প্রথমোৎপন্ন ফলের কিছু২ লইয়া চুপড়িতে করিয়া, প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিবা। ৩ এবং তাৎকালিক যাজকের কাছে যাইয়া, পরমেশ্বর আমাদিগকে যে দেশ দিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে আমি প্রবিষ্ট হইলাম, ইহা অদ্য আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে নিবেদন করিতেছি, এই কথা তাহাকে কহিবা।

[৪] তাহাতে যাজক তোমাদের হস্তহইতে চুপড়ি লইয়া পরমেশ্বরের বেদির সম্মুখে রাখিবে। [৫] এবং তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে এই কথা কহিবা, 'এক জন মৃতকল্প অরামীয় লোক আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল; সে অল্প পরিবারের সঙ্গে মিসর্‌দেশে উত্তীর্ণ হইয়া প্রবাস করিল; এবং সে স্থানে মহৎ ও পরাক্রান্ত ও বহুপ্রজ এক জাতি হইয়া উঠিল। [৬] পরে মিস্রীয় লোকেরা আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে এবং ক্লেশ ও কঠিন দাসত্ব দিলে [৭] আমরা আপন পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম; তাহাতে পরমেশ্বর আমাদের রব শুনিয়া আমাদের দুঃখ ও কষ্ট ও উপদ্রবের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। [৮] এবং পরমেশ্বর পরাক্রান্ত হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু ও মহাশঙ্কা এবং নানা চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা মিসর্‌দেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন। [৯] এবং এই স্থানে আনিয়া দুগ্ধমধু প্রবাহি এই দেশ আমাদিগকে দিলেন। [১০] এখন, হে পরমেশ্বর, দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি দিয়াছ, তাহার প্রথমজাত ফল আমি আনিলাম।' তখন তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা রাখিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের ভজনা করিবা। [১১] এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পরিবারের প্রতি যে২ মঙ্গল করিয়াছেন, তাহাদ্বারা তোমরা ও লেবীয় লোক ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসি বিদেশীয় লোক তোমরা সকলে আনন্দ করিবা।

[১২] আর তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ দশমাংশের বৎসরে তোমরা আপনাদের উৎপন্ন শস্যাদির দশমাংশ পৃথক্ করণ সমাপ্ত করিয়া লেবীয়কে ও বিদেশিকে ও পিতৃহীনকে ও বিধবাকে তাহা দিবা, তাহাতে তাহারা তোমাদের নগরদ্বারমধ্যে খাইয়া তৃপ্ত হইবে; [১৩] এবং তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে এই কথা কহিবা, আমরা তোমার তাবৎ আজ্ঞাপিত বাক্যানুসারে আপন২ গৃহহইতে পবিত্র বস্তু বাহির করিয়া লেবীয়কে ও বিদেশিকে ও পিতৃহীনকে ও বিধবাকে দিলাম; তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই ও বিস্মৃত হই নাই; [১৪] এবং শোকের সময়ে তাহার কিছুই ভোজন করি নাই, এবং অশুচি ব্যবহারের জন্যে তাহার কিছুই ব্যয় করি নাই, এবং মৃত লোকের উদ্দেশে তাহার [illegible] দি নাই; আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে মনোযোগ করিলাম; তোমার আজ্ঞানুসারেই সমস্ত কর্ম্ম করিলাম। [১৫] তুমি আপন পবিত্র নিবাস স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত কর, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি যে রূপ দিব্য করিয়াছ, তদনুসারে আমাদিগকে দত্ত দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশকে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ বংশকে আশীর্ব্বাদ কর।

[১৬] এই যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অদ্য তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যত্নপূর্ব্বক আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাহা পালন কর। [১৭] আর পরমেশ্বরই আমাদের ঈশ্বর হইবেন, এবং আমরা তাঁহার পথে চলিব ও তাঁহার বিধি ও আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিব ও তাঁহার কথায় মনোযোগ করিব, তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে অদ্য ইহা স্বীকার করিলা। [১৮] এবং তোমরা পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার বিশেষ প্রজা ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবা; [১৯] এবং তিনি আপনার সৃষ্ট তাবৎ জাতি অপেক্ষা তোমাদিগকে প্রশংসাতে ও যশেতে ও সম্ভ্রমেতে শ্রেষ্ঠ করিবেন, এবং তাঁহার বাক্যানুসারে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র প্রজা হইবা, ইহা পরমেশ্বর অদ্য স্বীকার করিলেন।

২৭ অধ্যায়।

১ প্রস্তরের উপরে ব্যবস্থা লিখিতে লোকদিগকে আজ্ঞা করণ, ৫ ও বেদি নির্ম্মাণের বিধি, ১১ এবং গিরিষীম্ ও এবল্ এ দুই পর্ব্বতে ইস্রায়েল্ বংশের বিভক্ত হওন, ১৪ ও এবল্ পর্ব্বতে উক্ত শাপের কথন।

[১] পরে মূসা ও ইস্রায়েল্ বংশীয় প্রাচীনগণ লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিল, অদ্য আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা করি, তোমরা তাহা পালন কর। [২] এবং তোমরা যখন যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশে উপস্থিত হইবা, তখন আপনাদের জন্যে বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন কর, ও তাহা চূণ দিয়া লেপন কর। [৩] এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আপন অঙ্গীকারানুসারে যে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ তোমাদিগকে দিবেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করণার্থে পার হওন সময়ে তোমরা সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার তাবৎ কথা লিখ। [৪] এবং আমি অদ্য যে প্রস্তর বিষয়ে তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, সেই প্রস্তর তোমরা যর্দ্দন্ নদী পার হইলে পর এবল্ পর্ব্বতে স্থাপন কর, ও তাহা চূণ দিয়া লেপন কর। [৫] এবং সে স্থানে আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বেদি অর্থাৎ প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবা, তাহার উপরে

লৌহাস্ত্র তুলিবা না। ৬ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেই বেদি অখোদিত প্রস্তরদ্বারা গাঁথিবা, ও তাহার উপরে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিবা, ৭ ও মঙ্গলার্থক বলি দান করিবা; এবং সেই স্থানে ভোজন করিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে আনন্দ করিবা। ৮ এবং সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্ট রূপে লিখিবা।

৯ পরে মূসা ও লেবীয় যাজকগণ ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত লোককে আরো কহিল, হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমরা মনোযোগ করিয়া শুন, অদ্য তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রজা হইলা; ১০ অতএব আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য মানিয়া অদ্য আমার দত্ত তাঁহার এই সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থার আজ্ঞানুসারে আচরণ কর।

১১ সেই দিবসে মূসা লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিল, ১২ তোমরা যর্দ্দন নদী পার হইলে পর শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও যূষফ্ ও বিন্যামীন্, এই সকল বংশ লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিরিষীম্ পর্ব্বতে দাঁড়াইবে। ১৩ এবং রূবেন্ ও গাদ্ ও আশের্ ও সিবূলূন্ ও দান্ ও নপ্তালি, এই সকল বংশ শাপ দিতে এবল্ পর্ব্বতে দাঁড়াইবে।

১৪ তাহার পরে লেবীয় লোকেরা ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে কহিবে, ১৫ যে মনুষ্য পরমেশ্বরের ঘৃণিত বস্তু অর্থাৎ শিল্পকরের হস্তনির্ম্মিত কোন খোদিত কিম্বা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গুপ্ত স্থানে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক সায় দিয়া 'এমন হউক' কহিবে। ১৬ এবং যে কেহ আপন পিতামাতাকে অবজ্ঞা করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ১৭ এবং যে কেহ আপন প্রতিবাসির ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ১৮ এবং যে কেহ অন্ধকে পথহইতে ভ্রমণ করায়, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ১৯ এবং যে কেহ বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার বিচারে অন্যায় করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২০ এবং যে কেহ পিতৃভার্য্যাতে গমন করে, সে আপন পিতার আবরণীয় অনাচ্ছাদন করণ প্রযুক্ত শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২১ এবং যে কেহ কোন পশুতে উপগত হয়, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২২ এবং যে কেহ আপনার ভগিনীতে অর্থাৎ পিতার কিম্বা মাতার কন্যাতে উপগত হয়, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২৩ এবং যে কেহ আপন শ্বশ্রূতে উপগত হয়, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২৪ এবং যে কেহ গুপ্তভাবে আপন প্রতিবাসিকে বধ করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২৫ এবং যে কেহ নিরপরাধের প্রাণ হত্যা করিতে উৎকোচ গ্রহণ করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২৬ এবং যে কেহ এই ব্যবস্থার কথা সকল পালন করিতে তাহাতে আস্থা না করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ আজ্ঞাপালনের ফল, ১৫ ও আজ্ঞালঙ্ঘনের ফল।

১ আমি তোমাদিগকে অদ্য যে আজ্ঞা জ্ঞাপন করি, সেই সকল পালন করিতে যদি তোমরা যত্ন পূর্ব্বক আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য শুন, তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি অপেক্ষা তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিবেন। ২ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করাতে এই সকল আশীর্ব্বাদ তোমাদের প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে। ৩ তোমরা নগরে আশীর্ব্বাদযুক্ত, ও ক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবা। ৪ এবং তোমাদের শরীরের ফল ও ভূমির ফল ও পশুর ফল অর্থাৎ গোমেষাদি পালের বৃদ্ধি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। ৫ এবং তোমাদের চুপড়ি ও ময়দার পাত্র আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। ৬ এবং তোমরা গৃহে আগমন সময়ে ও বাহিরে গমন সময়ে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবা। ৭ এবং পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিকূলে উত্থিত শত্রুগণকে তোমাদের সাক্ষাতে তাড়াইয়া দিবেন; তাহারা এক পথ দিয়া তোমাদের প্রতিকূলে আসিবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তোমাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিবে। ৮ এবং পরমেশ্বর আজ্ঞা করিয়া তোমাদের গোলাঘরে ও তোমাদের হস্তার্পিত সকল কর্ম্মেতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করিবেন; এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে ভূমি দিবেন, তাহাতেও তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ৯ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পথে গমন করাতে পরমেশ্বর আপন দিব্যানুসারে তোমাদিগকে আপনার পবিত্র প্রজারূপে স্থাপন করিবেন। ১০ এবং তোমরা পরমেশ্বরের নামে

প্রসিদ্ধ আছ, ইহা দেখিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি তোমাদিগকে ভয় করিবে। [১১] এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি তোমাদের শরীরের ফল ও পশুর ফল ও ভূমির ফলরূপ মঙ্গলদ্বারা তোমাদের ঐশ্বর্য্য করিবেন। [১২] আর পরমেশ্বর উপযুক্ত কালে তোমাদের ভূমিসেচক বৃষ্টি দিতে ও তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্ম আশীর্ব্বাদযুক্ত করিতে আপনার আকাশরূপ উত্তম ভাণ্ডার খুলিবেন; এবং তোমরা অনেক ভিন্নজাতীয়দিগকে ঋণ দিবা, কিন্তু ঋণ লইবা না। [১৩] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের এই যে সকল আজ্ঞা মান্য করিতে ও পালন করিতে তোমাদিগকে অদ্য আজ্ঞা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করাতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে উত্তমাঙ্গস্বরূপ করিবেন, লাঙ্গুলস্বরূপ করিবেন না; তোমরা অধম না হইয়া কেবল উত্তম হইবা। [১৪] অতএব অদ্য আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা করিতেছি, তাহার দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিয়া ইতর দেবগণের সেবা করিতে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিও না।

[১৫] কিন্তু আমি অদ্য তোমাদিগকে যে আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করি, সেই সকল মান্য ও পালন করণার্থে আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য যদি না শুন, তবে এই সমস্ত অভিশাপ তোমাদের প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে। [১৬] তোমরা নগরে শাপগ্রস্ত ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবা। [১৭] এবং তোমাদের চুপড়ি ও ময়দার পাত্র শাপগ্রস্ত হইবে। [১৮] এবং তোমাদের শরীরের ফল ও ভূমির ফল ও গোমেষাদি পালের বৃদ্ধি শাপগ্রস্ত হইবে। [১৯] এবং তোমরা গৃহে আগমন সময়ে ও বাহিরে গমন সময়ে শাপগ্রস্ত হইবা। [২০] এবং আমাকে ত্যাগ করণরূপ দুষ্টতার ক্রিয়া প্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত তোমাদের সংহার ও শীঘ্র বিনাশ না হয়, তাবৎ তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি অভিশাপ ও উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন। [২১] এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইবা, সেই দেশহইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না হও, তাবৎ পরমেশ্বর তোমাদিগকে মহামারীর আশ্রয় করিবেন। [২২] পরমেশ্বর যক্ষ্মা ও জ্বর ও জ্বালা ও অতিদাহ ও খড়্গ এবং চিটা ও তেজোহীন শস্যদ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিবেন; এই সকল তোমাদের বিনাশ পর্য্যন্ত তোমাদিগকে তাড়না করিবে। [২৩] এবং তোমাদের মস্তকোপরিস্থিত আকাশ পিত্তলস্বরূপ, ও অধঃস্থিত ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে। [২৪] পরমেশ্বর তোমাদের দেশে জলের পরিবর্ত্তে ধূলি ও বালি বর্ষণ করিবেন; যে পর্য্যন্ত তোমাদের বিনাশ না হয়, তাবৎ তাহা আকাশহইতে তোমাদের উপরে পড়িবে। [২৫] পরমেশ্বর তোমাদের শত্রুদের সম্মুখে তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন; তোমরা এক পথ দিয়া শত্রুদের প্রতিকূলে যাইবা, কিন্তু সাত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিবা; এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যস্থ লোকদের সম্মুখে শঙ্কাস্পদ হইবা। [২৬] এবং তোমাদের শব খেচর পক্ষিগণের ও ভূচর পশুগণের ভক্ষ্য হইবে; তাহাদিগকে কেহ তাড়াইয়া দূর করিবে না। [২৭] পরমেশ্বর তোমাদিগকে মিস্রীয় নাড়ীব্রণ ও অর্শ ও পামা ও খুজলি, এই সকল অপ্রতিকার্য্য রোগদ্বারা প্রহার করিবেন। [২৮] এবং পরমেশ্বর উন্মাদ ও অন্ধতা ও মনের স্তব্ধতাদ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিবেন। [২৯] যেমন অন্ধ লোক অন্ধকারে হাতড়িয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তোমরা মধ্যাহ্নকালে হাতড়িয়া বেড়াইবা; ও আপন২ পথে কৃতকার্য্য হইবা না, এবং সর্ব্বদা উপদ্রুত ও অপহৃত হইবা, কেহ তোমাদের উপকার করিবে না। [৩০] তোমরা কন্যার প্রতি বাগ্দান করিলে অন্য পুরুষ তাহাতে উপগত হইবে; এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে বাস করিতে পাইবা না; ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে তাহার ফল চয়ন করিবা না। [৩১] এবং তোমাদের গোরু তোমাদের সম্মুখে হত হইবে, কিন্তু তোমরা তাহা ভোজন করিতে পাইবা না; ও তোমাদের গর্দ্দভ তোমাদের সাক্ষাতে বলদ্বারা হৃত হইবে, কেহ তাহা তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে না; ও তোমাদের মেষাদি তোমাদের শত্রুগণকে দত্ত হইবে, কেহ তোমাদের উপকার করিবে না। [৩২] ও তোমাদের পুত্রগণ ও কন্যাগণ অন্যজাতীয়দিগকে দত্ত হইবে, ও সমস্ত দিবস তাহাদের অপেক্ষায় চাহিতে২ তোমাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইবে, তোমরা তাহাদের দর্শন পাইতে পারিবা না। [৩৩] ও তোমাদের অজ্ঞাত লোক তোমাদের ভূমি ও শ্রমের তাবৎ ফল ভোগ করিবে; তোমরা সর্ব্বদা কেবল উপদ্রুত ও ক্লিষ্ট হইবা। [৩৪] এবং তোমাদের চক্ষু যাহা দেখিবে, তৎপ্রযুক্ত তোমরা উন্মত্ত হইবা। [৩৫] এবং পরমেশ্বর তোমাদের জানু ও জংঘা ও পদতলাবধি মস্তক পর্য্যন্ত অপ্রতীকার্য্য দুষ্ট নাড়ীব্রণদ্বারা প্রহার করিবেন। [৩৬] এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে ও তোমাদের স্থাপিত রাজাকে তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত এক জাতির স্থানে লইয়া যাইবেন; সেই স্থানে তোমরা প্রস্তরময় ও কাষ্ঠময় ইতর দেবগণের সেবা করিবা। [৩৭] এবং

পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে সকল জাতির হস্তগত করিবেন, তাহাদের মধ্যে তোমরা আশঙ্কার ও গল্পের ও উপকথার আস্পদ হইবা। ৩৮ তোমরা ক্ষেত্রেতে বহু বীজ বহিয়া লইয়া যাইবা, কিন্তু অল্প সংগ্রহ করিবা; কেননা পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ তাহা বিনষ্ট করিবে। ৩৯ ও তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া রোপণ করিবা বটে, কিন্তু দ্রাক্ষারস পান করিতে ও দ্রাক্ষাফল চয়ন করিতে পাইবা না; কেননা কীট সকল তাহা খাইয়া ফেলিবে। ৪০ তোমাদের সকল সীমাতে জিতবৃক্ষ হইবে বটে, কিন্তু তৈল মর্দ্দন করিতে পাইবা না; কেননা তাহার সমস্ত ফল পড়িয়া যাইবে। ৪১ এবং তোমরা পুত্র কন্যাগণের জন্ম দিবা বটে, কিন্তু তাহাদের প্রতি তোমাদের স্বত্ব থাকিবে না; কেননা তাহারা বন্দী হইয়া দূরে যাইবে। ৪২ এবং পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ তোমাদের সমস্ত বৃক্ষ ও ক্ষেত্রোৎপন্ন ফল ভোগ করিবে। ৪৩ এবং তোমাদের মধ্যবর্ত্তি বিদেশীয় লোকেরা তোমাদের হইতে অতি উন্নত হইবে, ও তোমরা তাহাদের হইতে অতি নীচ হইবা। ৪৪ তাহারা তোমাদিগকে ঋণ দিবে, কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঋণ দিতে পারিবা না; তাহারা উত্তমাঙ্গস্বরূপ হইবে ও তোমরা লাঙ্গূলস্বরূপ হইবা। ৪৫ এই সমস্ত অভিশাপ তোমাদের প্রতিকূলে আসিয়া তোমাদিগকে তাড়না করিয়া তোমাদের বিনাশ পর্য্যন্ত তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে সকল আজ্ঞা ও বিধি দিলেন, তাহা পালন করিতে তোমরা তাঁহার বাক্য শুনিলা না। ৪৬ অতএব সে সমস্ত তোমাদের উপরে ও তোমাদের বংশের উপরে নিত্য চিহ্ন ও আশ্চর্য্যস্বরূপ থাকিবে। ৪৭ সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির বাহুল্যকালে তোমরা আনন্দপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে আপন প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিলা না; ৪৮ এই হেতুক পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিকূলে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তোমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ও উলঙ্গতা ও সকলের অভাব ভোগ করিতে২ তাহাদিগকে সেবা করিবা; এবং তোমাদের বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের স্কন্ধে লৌহের যোঁয়ালি দিবে। ৪৯ পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিকূলে অতি দূরহইতে অর্থাৎ পৃথিবীর সীমাহইতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় দ্রুতগামি এক জাতিকে আনিবেন, সেই জাতির ভাষা তোমরা বুঝিতে পারিবা না; ৫০ তাহারা ভয়ঙ্করবদন হইবে, বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে না, ও বালকদের প্রতি দয়া করিবে না। ৫১ এবং যে পর্য্যন্ত তোমাদের বিনাশ না হয়, তাবৎ তাহারা তোমাদের পশুর ফল ও ভূমির শস্য ভোজন করিবে; তোমাদের বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের জন্যে শস্য কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা তৈল কিম্বা গোমেষাদি পালের শাবক অবশিষ্ট রাখিবে না। ৫২ এবং তোমাদের দেশের যে সমস্ত উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীরেতে তোমরা বিশ্বাস করিলা, যাবৎ সে প্রাচীর পতিত না হয়, তাবৎ তাহারা তোমাদের সমস্ত নগরদ্বার অবরোধ করিবে; তাহারা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত সমস্ত দেশের সমস্ত নগরদ্বারে তোমাদিগকে অবরোধ করিবে। ৫৩ এইরূপে তোমাদের অবরোধসময়ে তোমাদের শত্রুগণ তোমাদিগকে ক্লেশ দিলে তোমরা আপন২ শরীরের ফল অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত তোমাদের পুত্র ও কন্যাদিগের মাংস ভোজন করিবা। ৫৪ এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ কোমল ও অতিশয় সুখভোগী, সে আপন ভ্রাতার ও বক্ষঃস্থিত ভার্য্যার ও অবশিষ্ট বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। ৫৫ এবং তাবৎ নগরদ্বারে শত্রুগণদ্বারা তোমাদের ক্লেশ ও অবরোধ হওন সময়ে সমস্ত খাদ্যের অভাব হওয়াতে সে আপন খাদ্য সন্ততির মাংস তাহাদের কাহাকেও দিবে না। ৫৬ আর যে স্ত্রী কোমলতা ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে রাখিতে সাহস করে নাই, তোমাদের মধ্যবর্ত্তিনী সেই কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী নারী আপন বক্ষঃস্থিত স্বামির ও পুত্রের ও কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। ৫৭ এবং তাবৎ নগরদ্বারে তোমাদের শত্রুগণদ্বারা তোমাদের ক্লেশ ও অবরোধ হওন সময়ে সমস্তের অভাব হওয়াতে ঐ স্ত্রী আপনার দুই পায়ের মধ্যহইতে নির্গত গর্ব্ভপুষ্পকে ও প্রসবিত বালককে গুপ্তরূপে ভোজন করিবে। ৫৮ আর শ্রীযুক্ত ও ভয়ানক নাম বিশিষ্ট তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিতে যদি তোমরা এই পুস্তকে লিখিত সমস্ত ব্যবস্থার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক পালন না কর; ৫৯ তবে পরমেশ্বর আশ্চর্য্য রূপে তোমাদের ও তোমাদের বংশের প্রতি আঘাত করিবেন; ফলতঃ বহুকালস্থায়ি মহা আঘাত ও বহুকালস্থায়ি ব্যথাজনক রোগ; ৬০ এবং তোমরা যাহা ভয় কর, সেই মিস্রীয় মহাব্যাধি সকল তোমাদের মধ্যে আনিবেন; সে সকল তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে। ৬১ তদ্ভিন্ন যাহা এই ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত নাই, এমত প্রত্যেক রোগ ও আঘাত তোমাদের বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি পরমেশ্বর আনিবেন। ৬২ তাহাতে তোমরা আকাশস্থ তারার ন্যায় বহুসংখ্যক হইলেও অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট থাকিবা; কেননা তোমরা

আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য শুনিলা না। [৬৩] আর পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল ও বৃদ্ধি করিতে যেমন আহ্লাদিত ছিলেন, সেই রূপ তোমাদিগকে বিনাশ করিতে ও লোপ করিতে আহ্লাদিত হইবেন; এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহাহইতে দূরীকৃত হইবা। [৬৪] পরমেশ্বর তোমাদিগকে পৃথিবীর এক সীমাহইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিবেন; সেই স্থানে তোমরা আপনারদের ও আপন পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত কাষ্ঠময় ও পাষাণময় ইতর দেবগণকে সেবা করিবা। [৬৫] এবং সেই জাতিদের মধ্যে কোন সুখ পাইবা না, ও তোমাদের পদতলের বিশ্রাম হইবে না; কিন্তু পরমেশ্বর সেই স্থানে তোমাদিগকে অন্তঃকরণের কম্প ও চক্ষুঃক্ষীণতা ও মনেতে শোক দিবেন। [৬৬] তোমরা প্রাণের বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইবা, ও দিবারাত্রি শঙ্কা করিবা, ও আপন২ প্রাণরক্ষা তোমাদের অসম্ভব বোধ হইবে। [৬৭] এবং তোমরা মনেতে যে শঙ্কা করিবা ও চক্ষুতে যে ভয়ঙ্কর দর্শন করিবা, তৎপ্রযুক্ত প্রাতঃকালে কহিবা, হায়২ কখন্ সন্ধ্যা হইবে? এবং সন্ধ্যাকালে কহিবা, হায়২ কখন্ প্রাতঃকাল হইবে? [৬৮] আর আমি তোমাদিগকে যে পথের বিষয়ে কহিলাম, তোমরা এই পথ আর দেখিবা না, পরমেশ্বর সেই মিসরদেশের পথে জাহাজদ্বারা তোমাদিগকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইবেন, এবং সেই স্থানে তোমরা দাস ও দাসীরূপে আপন শত্রুদের কাছে বিক্রীত হইতে যাইবা; কিন্তু কেহ তোমাদিগকে ক্রয় করিবে না।

২৯ অধ্যায়।

১ আজ্ঞা পালন করিতে বিনয়, ১০ ও ঈশ্বরের সহিত নিয়ম স্থির করণ, ১৮ ও আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রতিফল।

[১] পরমেশ্বর হোরেবে ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন মোয়াব্ দেশে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিতে মূসাকে আজ্ঞা করিলেন, সেই নিয়মের বৃত্তান্ত এই।

[২] মূসা ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে ডাকিয়া কহিল, পরমেশ্বর মিসরদেশে ফিরৌণের ও তাহার সমস্ত দাসগণের ও সমস্ত দেশের প্রতি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; [৩] অর্থাৎ এত মহাপরীক্ষা ও চিহ্ন ও মহা আশ্চর্য্য ক্রিয়া তোমরা আপন২ চক্ষুতে দেখিয়াছ; [৪] তথাপি পরমেশ্বর জ্ঞানার্থে অন্তঃকরণ ও দর্শনার্থে চক্ষু ও শ্রবণার্থে কর্ণ অদ্যাপি তোমাদিগকে দেন নাই। [৫] আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, এই জন্যে আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তোমাদিগকে লইয়া ভ্রমণ করাইয়াছি; তাহাতে তোমাদের গাত্রে তোমাদের বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তোমাদের পায়ের জুতা পুরাতন হয় নাই। [৬] এবং তোমরা রুটী ভোজন কর নাই, এবং দ্রাক্ষারস ও সুরা পান করিতে পাও নাই। [৭] পরে তোমরা এই স্থানে উপস্থিত হইলে পর হিষ্বোনের সীহোন্ রাজা ও বাশনের ওগ্ রাজা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে আমরা তাহাদিগকে বধ করিলাম; [৮] এবং তাহাদের দেশ হস্তগত করিয়া রূবেণীয় ও গাদীয় লোকদিগকে ও মিনশির অর্দ্ধবংশকে অধিকার করিতে দিলাম। [৯] অতএব তোমরা তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মে যেন কৃতার্থ হও, এই নিমিত্তে এই নিয়মের কথা পালন করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম কর।

[১০] পরমেশ্বর তোমাদিগকে যেমন কহিয়াছেন, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ ও যাকুবের প্রতি যেমন দিব্য করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি যেন তোমাদিগকে আপন প্রজারূপে স্থাপন করেন ও তোমাদের ঈশ্বর হন; [১১] এই নিমিত্তে যে নিয়ম ও যে দিব্য তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অদ্য তোমাদের সঙ্গে স্থির করিবেন, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সহিত তাহা স্থির করিতে তোমরা সকলে, [১২] অর্থাৎ তোমাদের বংশাধিপতিগণ ও প্রাচীনগণ ও অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েলের তাবৎ পুরুষ [১৩] ও তোমাদের বালক ও ভার্য্যাগণ ও তোমাদের শিবিরের মধ্যবর্ত্তি বিদেশি লোকেরা, এবং কাষ্ঠচ্ছেদক অবধি জলবাহক পর্য্যন্ত সকলে অদ্য আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছ। [১৪] আর আমি এই নিয়ম ও দিব্য কেবল তোমাদের সহিত করি তাহা নয়; [১৫] বরং আমাদের সঙ্গে অদ্য এই স্থানে আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে যে২ দাঁড়াইয়া আছে, ও আমাদের সঙ্গে অদ্য যে২ দাঁড়াইয়া নহে, এই সকলের সহিত এই নিয়ম স্থির করি।

[১৬] আমরা মিসরদেশে যেরূপে বাস করিয়াছি, এবং নানা জাতিদের নিকট দিয়া যেরূপে আসিয়াছি, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ; [১৭] এবং তাহাদের ঘৃণার্হ বস্তু অর্থাৎ কাষ্ঠময় ও পাষাণময় ও স্বর্ণময় প্রতিমা সকল দেখিয়াছ। [১৮] অতএব সাবধান, এই ভিন্নজাতীয়দের দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহাদের সেবা করিতে অদ্য আমাদের প্রভু পরমেশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ মন বিশিষ্ট কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কিম্বা পরিবার কিম্বা বংশ তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে, এবং বিষবৃক্ষের ও নাগদা-

আর মূল তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে; ১৯ এবং এই শাপের কথা শুনিয়া, আমি আপন মনের কাঠিন্যানুসারে চলিয়া মদের অপতৃষ্ণা নিবারণ করিলেও আমার মঙ্গল হবে, মনে২ আপনাকে এই আশীর্ব্বাদ করিতে উদ্যত কোন ব্যক্তি যেন না থাকে। ২০ পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন না, কিন্তু সেই মনুষ্যের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের উষ্মা ও ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ও এই পুস্তকে লিখিত তাবৎ শাপ তাহাতে আশ্রয় করিবে, এবং পরমেশ্বর আকাশমণ্ডলের অধোহইতে তাহার নাম লোপ করিবেন। ২১ এবং পরমেশ্বর এই ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত নিয়মের তাবৎ শাপানুসারে অমঙ্গলার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশহইতে তাহাকে পৃথক করিবেন। ২২ তাহাতে পরমেশ্বর এ দেশের উপরে যে সকল আঘাত ও রোগ আনিবেন, তাহা যখন তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের ভাবি সন্তানদের বংশ এবং দূরদেশহইতে আগত বিদেশি লোকেরা দেখিবে; ২৩ এবং পরমেশ্বর আপন ক্রোধ ও প্রতাপে যে সিদোম্ ও অমোরা ও অদ্মা ও সিবোয়িম্ নগর উৎপাটন করিয়াছিলেন, তাহার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক ও লবণ ও দহনেতে পরিপূর্ণ হইয়া বুনা যায় না, ও ফলোৎপত্তি করে না, ও তাহাতে কোন তৃণ হয় না, এ সকল যখন দেখিবে; ২৪ তখন সমস্ত জাতীয়েরা এই কথা কহিবে, পরমেশ্বর এ দেশের প্রতি কেন এমত করিলেন? তাঁহার এতদ্রূপ মহাক্রোধ প্রজ্বলিত হওনের কারণ কি? ২৫ তাহাতে লোকেরা কহিবে, তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর মিসর্দেশহইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনয়ন সময়ে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়ম তাহারা লঙ্ঘন করিয়াছে। ২৬ অর্থাৎ তাহারা যাইয়া ইতর দেবগণের সেবা করিয়াছে, এবং আপনাদের অজ্ঞাত ও পরমেশ্বরের অদত্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়াছে; ২৭ এই জন্যে এই পুস্তকে লিখিত সমস্ত শাপ সেই দেশে আশ্রয় করাইতে তাহার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, ২৮ এবং পরমেশ্বর ক্রোধে ও প্রতাপে ও মহাক্ষোভে তাহাদের দেশহইতে উৎপাটন পূর্ব্বক অদ্যকার ন্যায় অন্য দেশে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন। ২৯ গুপ্ত বিষয় সকল আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল সর্ব্বদা আমাদের ও আমাদের ভাবিসন্তানদের অধিকার, এই জন্যে এই ব্যবস্থার সমস্ত বচনানুসারে কর্ম্ম করা আমাদের মঙ্গল।

৩০ অধ্যায়।

১ অনুতাপকারিদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ঈশ্বরের ১১ ও স্পষ্টরূপে আজ্ঞা প্রকাশ হওনের কথা, ১৫ ও সম্মুখে মৃত্যু ও জীবন রাখনের কথা।

১ আমি তোমাদের সম্মুখে এই যে আশীর্ব্বাদ ও শাপ স্থাপন করিলাম, ইহার সমস্ত বাক্য যখন তোমাদিগেতে ফলিবে, তখন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে২ ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যে তোমাদিগকে দূর করিবেন, ২ সেই২ স্থানে যদি তোমরা মনে চেতনা পাইয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফির, এবং অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিতেছি, তদনুসারে যদি তোমরা ও তোমাদের সন্তানগণ আপন২ সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার বাক্যে মনোযোগ কর; ৩ তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে কৃপা করিয়া বন্দিত্বহইতে মুক্ত করিবেন, ও যে২ জাতিদের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন, তথাহইতে আর বার তোমাদিগকে সংগ্রহ করিবেন। ৪ যদ্যপি তোমরা আকাশের প্রান্ত পর্য্যন্ত দূরীকৃত হইয়া থাক, তথাপি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তথাহইতেও তোমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। ৫ এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেশ অধিকার করিয়াছিল, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর সেই দেশে তোমাদিগকে আনিবেন, ও তোমরা তাহা অধিকার করিবা; তিনি তোমাদের মঙ্গল করিয়া তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষাও তোমাদের বৃদ্ধি করিবেন। ৬ আর তোমরা যেন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে প্রেম করিয়া জীবৎ থাক, এই জন্যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ও তোমাদের বংশের অন্তঃকরণের অকচ্ছেদ করিবেন। ৭ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ঘৃণাকারি ও তাড়নাকারি শত্রুগণের উপরে এই সকল শাপ বর্ত্তাইবেন। ৮ এবং তোমরা মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের বাক্যে মনোযোগ করিবা, এবং আমি অদ্য তোমাদিগকে তাঁহার যে সমস্ত আজ্ঞা কহিতেছি, তাহা পালন করিবা। ৯ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তকৃত সকল কর্ম্মে ও শরীরের ফলে ও পশুর ফলে ও ভূমির ফলে মঙ্গল করিয়া তোমাদের বৃদ্ধি করিবেন; যেহেতুক পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগেতে যেমন আনন্দ করিয়াছিলেন, মঙ্গল করিতে তোমাদিগেতেও তদ্রূপ আনন্দ করিবেন। ১০ কেননা তোমরা এই ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা ও বিধি পালন করণার্থে তাঁহার বাক্যে মনোযোগ

করিবা, এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিবা।

[১১] অদ্য আমি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা তোমাদের বোধের অগম্য নহে এবং দূরবর্ত্তীও নহে। [১২] তাহা স্বর্গেতে নহে; আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্যে কে আমাদের নিমিত্তে স্বর্গারোহণ করিয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে? এমন কথা কহা অনাবশ্যক। [১৩] এবং তাহা সমুদ্রপারেও নহে; আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্যে কে আমাদের নিমিত্তে সমুদ্র পার হইয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে? ইহাও কহা অনাবশ্যক। [১৪] কিন্তু সেই বাক্য তোমাদের অতি নিকটবর্ত্তী, পালন করণার্থে তাহা তোমাদের মুখে ও অন্তঃকরণে আছে।

[১৫] দেখ, আমি অদ্য তোমাদের সম্মুখে জীবন ও মঙ্গল, এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল রাখিলাম। [১৬] অর্থাৎ যদি তোমরা আমার অদ্যকার আজ্ঞানুসারে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর ও তাঁহার পথে চল ও তাঁহার আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন কর, তবে তোমরা বাঁচিবা ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবা; এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [১৭] কিন্তু যদি মন পরাঙ্মুখ হয় ও তোমরা মনোযোগ না করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া ইতর দেবগণকে প্রণাম কর ও তাহাদের সেবা কর; [১৮] তবে অদ্য আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি, তোমরা নিতান্ত বিনষ্ট হইবা, এবং তোমরা অধিকারার্থে যে দেশে প্রবেশ করিতে যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের অবস্থিতির কাল দীর্ঘ হইবে না। [১৯] আমি অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিলাম; আমি তোমাদের সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, এবং আশীর্ব্বাদ ও শাপ রাখিলাম। [২০] অতএব তোমরা সবংশে যেন বাঁচ, এই নিমিত্তে জীবন মনোনীত কর, অর্থাৎ আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, ও তাঁহার আজ্ঞা মান ও তাঁহাতে আসক্ত হও; কেননা তাহাতে তোমাদের জীবন হইবে, এবং তাহা করিলে পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্‌কে ও ইস্‌হাক্‌কে ও যাকূব্‌কে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমাদের দীর্ঘকাল বাস হইবে।

৩১ অধ্যায়।

১ ভয় না করিতে লোকদের প্রতি মূসার নিবেদন, ৭ ও যিহোশূয়ের প্রতি নিবেদন, ৯ ও লেবীয় যাজকগণের প্রতি ব্যবস্থা সমাপ্তি করণ, ১৪ ও যিহোশূয়ের বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১৬ ও গীত লিখিতে মূসার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ২৩ ও যিহোশূয়ের প্রতি আজ্ঞা, ২৪ ও লেবীয় যাজকগণকে পুস্তক সমর্পণ, ২৮ ও প্রাচীনদের সাক্ষাতে গীতের উচ্চারণ।

[১] পরে মূসা যাইয়া ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে এই কথা কহিল [২] ও তাহাদিগকে বলিল, অদ্য আমার এক শত বিংশতি বৎসর বয়স হইল, এই ক্ষণে বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আগমন করিতে আর পারির না; এবং পরমেশ্বর আমাকে কহিয়াছেন, তুমি ঐ যর্দ্দন্ নদী পার হইবা না। [৩] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের অগ্রসর হইয়া পার হইয়া যাইবেন, এবং তিনি তোমাদের সম্মুখে সেই ভিন্নজাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিবেন; তাহাতে তোমরা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবা; এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যিহোশূয় তোমাদের অগ্রসর হইয়া পার হইবে। [৪] পরমেশ্বর ইমোরীয়দের সীহোন্ ও ওগ্ নামক দুই রাজাকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ও তাহাদের দেশের প্রতি যেমন করিয়াছেন, ইহাদের প্রতিও তদ্রূপ করিবেন। [৫] অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন; তাহাতে তোমরা আমার আদিষ্ট সমস্ত আজ্ঞানুসারে তাহাদের প্রতি করিবা। [৬] তোমরা শক্তিমান্ হও ও সাহসী হও, কোন ভয় করিও না, ও তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের সহিত যাইতেছেন, তিনি তোমাদিগকে ছাড়িবেন না ও ত্যাগ করিবেন না।

[৭] পরে মূসা যিহোশূয়কে ডাকিয়া তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের সাক্ষাতে কহিল, তুমি শক্তিমান ও সাহসী হও, কেননা পরমেশ্বর ইহাদিগকে যে দেশ দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সে দেশে এই লোকদের সহিত তোমাকে যাইতে হইবে, ও ইহাদিগকে সেই দেশ অধিকার করাইতে হইবে। [৮] পরমেশ্বর আপনি তোমার অগ্রগামী; তিনিই তোমার সঙ্গী হইবেন; তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না ও ত্যাগ করিবেন না, অতএব তুমি ভীত ও ব্যাকুল হইও না।

[৯] পরে মূসা এই ব্যবস্থা লিখিয়া পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহক লেবীয় যাজকগণকে ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণকে সমর্পণ করিল। [১০] এবং মূসা তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল, সাত ২ বৎসরের পরে মোচনবৎসর নামক বৎসরের নিয়মিত কালে অর্থাৎ কুটীরের উৎসব সময়ে [১১] যখন ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ আপন

প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎকালে তোমরা ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণে এই ব্যবস্থা পাঠ করিবা। [১২] এবং তাহারা যেন তা-পায়, ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া এই ব্যবস্থার তাবৎ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে যত্নবান হয়, এই জন্যে তোমরা লোকদিগকে অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক ও নগরদ্বারের অন্তরস্থ বিদেশিগণ সকলকে একত্র করিবা। [১৩] তাহাতে তোমাদের যে সন্তানগণ এই সকল জানে না, তাহারা তাহা শুনিবে, এবং যে দেশ অধিকার করিতে তোমরা যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে যত কাল প্রাণধারণ করিবা, তত কাল তাহারা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিতে শিক্ষা করিবে।

[১৪] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, তোমার মৃত্যুর দিন উপস্থিত, তুমি যিহোশূয়কে ডাক, এবং তোমরা উভয়ে মণ্ডলীর আবাসে দণ্ডায়মান হও, আমি তাহাকে আজ্ঞা দিব। তাহাতে মূসা ও যিহোশূয় যাইয়া মণ্ডলীর আবাসে দণ্ডায়মান হইলে [১৫] পরমেশ্বর আবাসে মেঘস্তম্ভমধ্যে দর্শন দিলেন; সেই মেঘস্তম্ভ আবাসের দ্বারের উপরে থাকিল।

[১৬] তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত শয়ন করিলে এই লোকেরা বিপথগামী হইবে, এবং যে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, সেই দেশীয় ইতর দেবগণের সহিত ব্যভিচার করিবে, এবং আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনাদের সহিত কৃত আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। [১৭] সেই সময়ে তাহাদের প্রতিকূলে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিব ও তাহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদিত করিব; তাহাতে তাহারা শিকারস্বরূপ হইয়া নানা অমঙ্গল ও ক্লেশরূপ বাণেতে আহত হইবে; সেই সময়ে তাহারা কহিবে, আমাদের প্রতি এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটিতেছে, ইহার কারণ কি এ নয়, যে আমাদের ঈশ্বর আমাদের মধ্যবর্ত্তী নহেন? [১৮] কিন্তু তাহারা ইতর দেবগণের প্রতি ফিরিয়া যে২ অপরাধ করিবে, তন্নিমিত্তে সেই সময়ে আমি তাহাদের হইতে অবশ্য মুখ আচ্ছাদিত করিব। [১৯] এখন আপনাদের জন্যে এই গীত লিখিয়া তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে তাহা শিক্ষা দেও ও তাহাদিগকে মুখস্থ করাও; তাহাতে এই গীত ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে আমার সাক্ষিস্বরূপ হইবে। [২০] আমি যে দেশ তাহাদিগকে দিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে তাহাদিগকে লইয়া গেলে তাহারা ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে, এবং ইতর দেবগণের প্রতি ফিরিয়া তাহাদের সেবা করিবে, এবং আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার নিয়ম ভঙ্গ করিবে। [২১] তাহাতে যখন তাহাদের প্রতি নানা অমঙ্গল ও ক্লেশ ঘটিবে, তৎকালে এই গীত সাক্ষিস্বরূপ হইয়া আমার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবে; কেননা তাহাদের বংশ মুখের এই গান বিস্মৃত হইবে না। আমি যে দেশ বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে আনয়ন করণের পূর্ব্বে এই ক্ষণে তাহারা যে মনের কল্পনাতে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। [২২] পরে মূসা সেই দিবসে ঐ গীত লিখিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে শিখাইল।

[২৩] অনন্তর তিনি নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তুমি শক্তিমান্ ও সাহসী হও; কেননা আমি ইস্রায়েল্ বংশকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবা, এবং আমিও তোমার সঙ্গী হইব।

[২৪] পরে মূসা সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই সকল ব্যবস্থার কথা পুস্তকে লিখিয়া [২৫] পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহক লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিল, [২৬] তোমরা এই ব্যবস্থাগ্রন্থ লইয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের পার্শ্বে রাখ; তাহা তোমাদের প্রতিকূলে সাক্ষিস্বরূপ হওনার্থে সেই স্থানে থাকিবে। [২৭] কেননা তোমাদের বিরুদ্ধাচারিতা ও অবাধ্যতা আমি জানি; দেখ, তোমাদের সহিত আমি জীবৎ থাকিতেই অদ্য তোমরা যদি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হও, তবে আমার মরণের পরে কি না করিবা?

[২৮] তোমরা আপন২ বংশের প্রাচীনগণকে ও অধ্যক্ষগণকে আমার নিকটে একত্র কর; আমি তাহাদের প্রতিকূলে আকাশকে ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া তাহাদের কর্ণে এই সকল কথা কহিব। [২৯] কেননা আমার মরণের পরে তোমরা সর্ব্বতোভাবে ভ্রষ্ট হইবা, এবং আমার আজ্ঞাপিত পথহইতে পরাঙ্মুখ হইবা, তাহা আমি জানি; তোমরা আপনাদের হস্তকৃত ক্রিয়াতে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিতে তাঁহার সাক্ষাতে পাপ করিবা; এই নিমিত্তে শেষকালে তোমাদের অমঙ্গল হইবে। [৩০] পরে মূসা সমাপন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীর কর্ণে পশ্চাৎ লিখিত গীতবাক্য কহিতে লাগিল।

৩২ অধ্যায়।

১ গীতের আভাষ, ৭ ও গীতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের বর্ণনা, ১৫ ও লোকদের ভাবি দোষ ও দণ্ড, ৪৪ ও মূসার নিবেদন, ৪৮ ও নিবো পর্ব্বতে আরোহণ করিতে মূসার প্রতি আজ্ঞা।

১ হে আকাশ, কর্ণ দেও, আমি কহি; ও হে পৃথিবি, আমার মুখের কথা শুন। ২ আমার উপদেশ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিবে, ও আমার কথা শিশিরের ন্যায় ক্ষরিবে; তাহা তৃণের উপরে মন্দ২ পতিত বৃষ্টির ন্যায় এবং শাকসেচনকারি বর্ষার ন্যায় হইবে। ৩ আমি পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিব; তোমরা আমাদের ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন কর। ৪ তিনি শৈলস্বরূপ, ও তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধ, ও তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য; তিনি বিশ্বাস্য ও নিষ্কপট ঈশ্বর, এবং তিনি ধার্ম্মিক ও সরল। ৫ এই লোকেরা ভ্রষ্ট, তাঁহার সন্তান নয়, কিন্তু সকলঙ্ক, এবং বিপথগামি ও কুটিল বংশ। ৬ হে মূঢ় ও অজ্ঞান জাতি, তোমরা কি পরমেশ্বরের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিতেছ? তিনি কি তোমাদের ক্রয়কারি পিতা নহেন? তিনিই তোমাদের সৃষ্টি ও স্থিতিকর্ত্তা।

৭ তোমরা পূর্ব্বকালের দিন সকল স্মরণ কর, ও গত বহুপুরুষের বৎসর আলোচনা কর; ও তোমাদের পিতাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাদিগকে সুগোচর করিবে; ও তোমাদের প্রাচীনগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবে। ৮ নরজাতিদের অধিকার নিরূপণ কালে ও আদমের সন্তানগণকে পৃথক্ করণ কালে সর্ব্বাধ্যক্ষ ইস্রায়েলের পুত্রদের সংখ্যানুসারে প্রজাদের সীমা নিরূপণ করিলেন। ৯ কেননা পরমেশ্বরের প্রজা তাঁহার অংশস্বরূপ; যাকুবই তাঁহার অধিকারস্বরূপ। ১০ তিনি তাহাকে প্রান্তরদেশে ও পশুরোদন বিশিষ্ট মরুভূমিতে পাইলেন, ও তাহাকে আবরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন, ও আপন চক্ষুর তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন। ১১ যেমন উৎক্রোশপক্ষী আপন বাসার নিকটে জাগ্রৎ থাকে, ও আপন শাবকগণের উপরে ঘুরে, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে, ও পালকের উপরে তাহাদিগকে বহন করে; ১২ তদ্রূপ পরমেশ্বর একাকী তাহাদিগকে লইয়া গেলেন; তাঁহার সহিত কোন ইতর দেবতা ছিল না। ১৩ তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থানের উপরে তাহাদিগকে উড্ডয়নে গমন করাইলেন, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যদ্বারা পোষণ করিলেন, এবং পর্ব্বতহইতে মধু ও চকমকি প্রস্তরময় শৈলহইতে তৈল পান করাইলেন; ১৪ এবং গোরুর নবনীত ও মেষের দুগ্ধ ও মেষশাবকের মেদ ও বাশন্ দেশীয় মেষের ও ছাগলের মাংস ও উত্তম গোমের ময়দা তাহাদিগকে দিলেন, ও দ্রাক্ষার রক্তবর্ণ রস পান করাইলেন।

১৫ কিন্তু যিশুরূন্ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পদাঘাত করিল, এবং তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও তৃপ্ত ও স্থূল হইয়া আপন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিল, ও আপন ত্রাণের পর্ব্বতকে লঘু জ্ঞান করিল। ১৬ ও তাহারা অন্য দেবগণদ্বারা তাঁহার উত্তাপ জন্মাইল, ও ঘৃণার্হ পুত্তলিকাদ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিল। ১৭ এবং যে ভূতেরা ঈশ্বর নহে, এবং যে দেবগণকে তাহারা পূর্ব্বে জানিত না, অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে ভয় করে নাই, এমত আধুনিক ও সদ্যোজাত দেবগণের উদ্দেশে হোম করিল। ১৮ তাহারা আপন জন্মদায়ি পর্ব্বতকে ত্যাগ করিল, ও আপন সৃষ্টিকারি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইল। ১৯ এমত দেখিয়া পরমেশ্বর আপন পুত্র ও কন্যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঘৃণা করিয়া ২০ কহিলেন, আমি তাহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদিত করিব; তাহাদের শেষদশা কি হইবে, তাহা দেখিব; কেননা তাহারা বিপরীতাচারি বংশ, ও বিশ্বাসহীন জাতি। ২১ তাহারা অনীশ্বরদ্বারা আমার উত্তাপ জন্মায়, ও আপন২ অসার বস্তুদ্বারা আমাকে ক্লেশ দেয়; অতএব আমিও অগণ্য জাতিদ্বারা তাহাদিগকে উত্তাপযুক্ত করিব, ও বাতুল বংশদ্বারা তাহাদিগকে ক্লেশ দিব। ২২ কেননা আমার ক্রোধের তাপে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অধঃস্থ নরক পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে, এবং পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুকে গ্রাস করিবে, ও পর্ব্বতের মূল উদ্দীপিত করিবে। ২৩ আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গলরাশি সঞ্চয় করিব, ও তাহাদের প্রতি আমার বাণ সকল ত্যাগ করিব। ২৪ তাহারা ক্ষুধাতে ক্ষীণ হইবে, এবং মহামারীতে ও কঠিন সংহারেতে বিনষ্ট হইবে, ও আমি তাহাদের প্রতি জন্তুদের দন্ত ও ধূলিগ সর্পের বিষ প্রেরণ করিব। ২৫ এবং বাহিরে খড়্গ ও গৃহমধ্যে ত্রাস তাহাদের যুবা ও যুবতী ও দুগ্ধপোষ্য শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধকে সংহার করিবে। ২৬ আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, ও মনুষ্যের মধ্যহইতে তাহাদের নাম লোপ করিব, এই কথা কহিতাম। ২৭ কিন্তু শত্রুর দর্পকথাতে ভয় করি, পাছে বিপক্ষগণ বিপরীত বিচার করিয়া এই কথা কহে, আমাদেরই হস্ত প্রবল, এই সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরের কৃত নহে। ২৮ তাহারা হতবুদ্ধি জাতি, তাহাদের বিবেচনা নাই। ২৯ আহা! কেন তাহারা জ্ঞানবান হইয়া এই কথা বুঝে না? ও কেন আপনাদের শেষদশা বিবেচনা করে না? ৩০ এক জন যে তাহাদের সহস্র জনকে তাড়াইয়া দেয়, ও দুই জন যে দশ সহস্রকে পরাঙ্মুখ করে, ইহার কারণ কি? না, তাহাদের পর্ব্বতস্বরূপ ঈশ্বর

তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, ও পরমেশ্বর তাহাদিগকে রুদ্ধ করিলেন। [৩১] নতুবা আমাদের পর্ব্বতের তুল্য তাহাদের পর্ব্বত নাই, আমাদের শত্রুরাও এমত বিচার করে। [৩২] তাহারা সিদোমের লতাহইতে জাত ও অমোরার ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রাক্ষালতাস্বরূপ; তাহার ফল বিষতুল্য, ও তাহার গুচ্ছ তিক্ত; [৩৩] ও তাহার রস সর্পের গরলতুল্য ও কালসর্পের দুর্জ্জয় হালাহলতুল্য। [৩৪] এই সকল কি আমার কাছে সঞ্চিত নহে? ও আমার ধনাগারে রুদ্ধ নহে? [৩৫] প্রতিফল দেওয়া আমার কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব, উপযুক্ত সময়ে তাহাদের পদ উছোট খাইবে; তাহাদের বিনাশের দিবস নিকটবর্ত্তী, ও তাহাদের প্রতি নিরূপিত দুর্গতি শীঘ্র আসিবে। [৩৬] যেহেতুক পরমেশ্বর আপন প্রজাদের বিচার করিবেন, ও আপন দাসদের প্রতি সদয় হইবেন, কেননা তাহারা যে শক্তিহীন, এবং মুক্ত কি বদ্ধ সকলে গত, ইহা তিনি দেখিবেন। [৩৭] এবং এই কথা কহিবেন, যে দেবগণ তোমাদের আশ্রয় পর্ব্বতস্বরূপ ছিল, তাহারা কোথায়? [৩৮] তাহারা তোমাদের বলি সকল ভোজন করিত ও পেয় নৈবেদ্যের দ্রাক্ষারস পান করিত; তাহারাই উঠিয়া তোমাদের উপকার করুক, ও তোমাদের আশ্রয় হউক। [৩৯] এখন দেখ, কেবল আমি আছি, আমা বিনা কোন ঈশ্বর নাই; আমি বধ করিতে পারি, ও সজীব করিতে পারি, এবং ক্ষত করিতে পারি, ও সুস্থ করিতে পারি; আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ কেহই নাই। [৪০] আমি আকাশে হস্ত উঠাইয়া এই দিব্য করি, আমি যদি নিত্য অমর হই, [৪১] তবে আপন বজ্রতুল্য খড়্গে শাণ দিব, এবং আমার হস্ত ন্যায়কর্ম্ম করিবে; আমি আপন শত্রুগণের প্রতীকার করিব, ও আপন ঘৃণাকারিদিগকে প্রতিফল দিব। [৪২] আমি আপনার সমস্ত বাণকে রক্তপানে মত্ত করিব, ও আপন খড়্গকে মাংস ভক্ষণ করাইব; অর্থাৎ হত ও বন্দি লোকদের রক্ত এবং বিপক্ষ রাজগণের মস্তক তাহাদিগকে দিব। [৪৩] হে অন্যজাতীয় সকল, তোমরা তাঁহার প্রজাদের সহিত আনন্দ কর; কেননা তিনি আপন দাসদের রক্তপাতের প্রতিফল দিবেন ও আপন শত্রুদের প্রতীকার করিবেন, কিন্তু আপনার দেশ ও প্রজাদের প্রতি ক্ষমা করিবেন।

[৪৪] অপর মূসা ও নূনের পুত্র যিহোশূয় আসিয়া লোকদের কর্ণে এই গীতের সকল কথা কহিল। [৪৫] মূসা সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের কাছে এই সকল কথা সমাপ্ত করিলে পর [৪৬] তাহাদিগকে কহিল, আমি অদ্য তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যরূপে যে সকল কথা কহিলাম, তোমরা তাহাতে মনোযোগ কর, কেননা তোমাদের সন্তানগণ যেন এই ব্যবস্থার কথা সকল মান্য ও পালন করে, এই জন্যে তাহাদিগকে তাহা আদেশ করিতে হইবে। [৪৭] ইহা তোমাদের পক্ষে নিরর্থক বাক্য নহে, কিন্তু ইহাতেই তোমাদের জীবন আছে, ও তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে এই বাক্যদ্বারা দীর্ঘপরমায়ু হইবা।

[৪৮] সেই দিবসে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৪৯] তুমি এই অবারীম্ পর্ব্বত অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখে স্থিত মোয়াব্ দেশস্থ নিবো পর্ব্বত আরোহণ করিয়া অধিকারার্থে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি আমার দাতব্য কিনান দেশকে দর্শন কর। [৫০] এবং যেমন তোমার ভ্রাতা হারোণ হোর্ পর্ব্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল, তদ্রূপ তুমি যে পর্ব্বতে আরোহণ করিবা, সেই পর্ব্বতে তোমাকে মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইতে হইবে। [৫১] কেননা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তোমরা সীন্ প্রান্তরে কাদেশস্থ মিরীবার জলের নিকটে আমার কাছে অপরাধী হইয়াছ, ও ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আমার সম্ভ্রম কর নাই। [৫২] তথাপি আমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই যে দেশ দিব, তাহা তুমি সম্মুখে দেখিতে পাইবা, কিন্তু সেই দেশে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

৩৩ অধ্যায়।

ঈশ্বরের মহিমার কথা, ও ইস্রায়েলের বারো বংশের বিষয়ে মূসার ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] পরে ঈশ্বরের লোক মূসা আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্রায়েল্ বংশকে এই আশীর্ব্বাদ করিল। [২] সে কহিল, পরমেশ্বর সীনয়্হইতে আইলেন, ও সেয়ীর্হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; তিনি পারণ পর্ব্বতহইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, ও দশ সহস্র পুণ্যবান্‌কে সঙ্গে করিয়া আইলেন; ও তাহাদের জন্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তহইতে অগ্নিরূপ ব্যবস্থা বাহির হইল। [৩] তিনি আপন প্রজাদিগকে প্রেম করেন, ও তাঁহার তাবৎ পবিত্র লোক তাঁহার হস্তে আশ্রয় পায়, এবং তাঁহার চরণসমীপে বসিয়া তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করে। [৪] মূসা আমাদিগকে (তাঁহার) ব্যবস্থা আদেশ করিল, তাহা যাকূবের মণ্ডলীর অধিকারস্বরূপ। [৫] প্রধান লোকদের সমাগম কালে ও ইস্রায়েল্ বংশদের একত্র হওন সময়ে তিনি যিশুরূন্ বংশের মধ্যে রাজা হইলেন।

[৬] রূবেন্ বংশ না মরিয়া চিরজীবী হইবে, তথাপি তাহার লোক অল্পসংখ্যক হইবে।

[7] যিহূদা বংশের প্রতি আশীর্ব্বাদ। সে কহিল, পরমেশ্বর যিহূদা বংশের কথা শুনিবেন, ও তাহার লোকদের নিকটে তাহাকে আনিবেন, ও তাঁহার হস্ত তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিবে, এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি তাহার উপকারী হইবেন।

[8] পরে সে লেবি বংশের বিষয়ে কহিল, তুমি মসাতে যাহার পরীক্ষা করিলা, ও মিরীবার জলসমীপে যাহার সহিত বিবাদ করিলা, তোমার সেই পুণ্যবানের সহিত তোমার তুম্মীম্ ও ঊরীম্ থাকিবে। [9] আমি আপন পিতা মাতাকে জানি না, সে এই কথা কহে; এবং আপন ভ্রাতাকে স্বীকার করে না, ও আপন সন্তানগণকে মানে না; [10] কেননা তাহারা তোমার কথাতে মনোযোগ করে ও তোমার নিয়ম পালন করে; তাহারা যাকূব্ বংশকে তোমার বিধি ও ইস্রায়েল্ বংশকে তোমার ব্যবস্থা শিক্ষা করাইবে, ও তোমার সম্মুখে ধূপ ও তোমার বেদির উপরে হোমবলি রাখিবে। [11] এবং পরমেশ্বর তাহাদের সম্পত্তিতে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ও তাহাদের হস্তের কর্ম্ম গ্রাহ্য করিবেন, ও তাহাদের বিপক্ষ ও ঘৃণাকারিবর্গের কটিদেশ ভগ্ন করিবেন, তাহাতে তাহারা উঠিতে পারিবে না।

[12] অপর সে বিন্যামীন্ বংশের বিষয়ে কহিল, পরমেশ্বরের প্রিয় লোক তাঁহার নিকটে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবে; তিনি সমস্ত দিন তাহাকে রক্ষা করিবেন, ও তাহার পার্শ্বে বাস করিবেন।

[13] পরে সে যূষফ্ বংশের বিষয়ে কহিল, আকাশের উত্তম শিশির ও অধঃস্থিত বিস্তারিত জলসমূহ, [14] ও সূর্য্যপক্ব উত্তম ফল, ও মাসে২ পক্ব উত্তম ফল, [15] ও পুরাতন পর্ব্বতের উত্তম দ্রব্য, ও চিরস্থায়ি গিরির উত্তম দ্রব্য, [16] এবং পৃথিবীর ও তাহার তাবৎ স্থানের উত্তম দ্রব্য, এই সকলদ্বারা পরমেশ্বরকর্তৃক তাহার দেশ আশীঃপ্রাপ্ত হইবে; এবং আপন ভ্রাতৃগণহইতে পৃথক্‌কৃত ব্যক্তির উত্তমাঙ্গে অর্থাৎ যূষফের মস্তকে ঝোপবাসি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বর্ত্তিবে। [17] সে প্রথমজাত বৃষের ন্যায় বলবান ও গণ্ডারের শৃঙ্গের তুল্য দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট; দশ সহস্র ইফ্রয়িম্ লোক ও দশ সহস্র মিনশি লোক সেই দুই শৃঙ্গ, তদ্দ্বারা সে পৃথিবীর সীমাস্থিত সমুদয় লোককে গুঁতাইবে।

[18] অপর সে সিবূলূন্ বংশের বিষয়ে কহিল, সিবূলূন্ আপন যাত্রাতে ও ইষাখর্ আপন তাম্বুতে আনন্দ করিবে। [19] তাহারা লোকদিগকে পর্ব্বতে নিমন্ত্রণ করিয়া সে স্থানে ধর্ম্মবলি উৎসর্গ করিবে, এবং তাহারা সমুদ্রের বাহুল্য দ্রব্য ও বালুকার গুপ্ত ধন ভোগ করিবে।

[20] পরে সে গাদ্ বংশের বিষয়ে কহিল, গাদের বিস্তারকর্ত্তা ধন্য; গাদ্ সিংহীর ন্যায় শয়ন করিবে, ও বাহু ও মস্তক বিদীর্ণ করিবে। [21] সে দেশের প্রথমাংশ আপনার দেখিল; সে স্থানে ব্যবস্থাপকদ্বারা তাহার অধিকার নিরূপিত হইল; তথাপি সে লোকদের অগ্রে যাইতেছে, ও পরমেশ্বরের ন্যায়কর্ম্ম ও ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে তাঁহার বিধান সিদ্ধ করিতেছে।

[22] অপর সে দান্ বংশের বিষয়ে কহিল, দান্ সিংহবৎসের ন্যায় বাশন্‌হইতে লম্ফ দিবে।

[23] পরে নপ্তালি বংশের বিষয়ে কহিল, নপ্তালি অনুগ্রহেতে তৃপ্ত ও পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সম্পূর্ণ হইবে, এবং পশ্চিম ও দক্ষিণদিগ্ অধিকার করিবে।

[24] অপর সে আশের্ বংশ বিষয়ে কহিল, আশের বংশ আশীর্ব্বাদ পাইয়া বহুগোষ্ঠী হইবে, ও আপন ভ্রাতাদের মধ্যে গ্রাহ্য ও আপন চরণ তৈলে মগ্ন করিবে। [25] ও অর্গল লৌহময় ও পিত্তলময় হইবে, এবং তাহার যেমন দিন তেমন শক্তি হইবে।

[26] (হে ইস্রায়েল্ বংশ,) যিশুরূণের ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই; তোমাদের উপকারার্থে আকাশ, ও তাঁহার গৌরবার্থে গগণমণ্ডল তাঁহার রথস্বরূপ হয়। [27] অনাদি ঈশ্বর তোমাদের আশ্রয়, ও তাঁহার অনন্তস্থায়ি বাহু তোমাদের অবলম্বস্বরূপ; তিনি তোমাদের সম্মুখে শত্রুগণকে দূর করিবেন, এবং বিনষ্ট করিতে আজ্ঞা দিবেন। [28] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ নিষ্কণ্টকে একাকী বাস করিবে, এবং শস্যাঢ্য ও দ্রাক্ষারসাঢ্য দেশে যাকূবের দৃষ্টি হইবে, ও তাহার আকাশহইতে শিশির ক্ষরিবে। [29] হে ইস্রায়েল্ বংশ, তুমি ধন্য, তোমার তুল্য কে? কেননা তুমি পরমেশ্বরকর্তৃক রক্ষিত এক জাতি, তিনি তোমার উপকারক ঢাল ও মাহাত্ম্যদায়ি খড়্গ; তোমার শত্রুগণ তোমার স্তব করিবে, ও তুমি তাহাদের উচ্চস্থান দিয়া গতায়াত করিবা।

৩৪ অধ্যায়।

১ মূসার দেশ অবলোকন, ৫ ও তাহার মরণ, ৯ ও তাহার পদ যিহোশূয়ের প্রাপ্ত হওন, ১০ ও মূসার সুখ্যাতি।

[1] পরে মূসা মোয়াব্ প্রান্তরহইতে নিবো পর্ব্বতে অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখস্থিত পিস্‌গা শৃঙ্গে আরোহণ করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে সমস্ত দেশ, অর্থাৎ দান অবধি গিলিয়দ দেশ [2] এবং সমস্ত নপ্তালি এবং ইফ্রয়িমের ও মিনশির দেশ ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত যিহূদার তাবৎ দেশ, [3] এবং দক্ষিণদেশ ও সোয়র পর্য্যন্ত

খর্জ্জূরপুরের অর্থাৎ যিরীহোর তলভূমি ও প্রান্তর দেখাইলেন। এবং পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, যে দেশের বিষয়ে ইব্রাহীম্ ও ইস্‌হাক্ ও যাকূবের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দেশ তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম; কিন্তু তুমি সে স্থানে পার হইয়া যাইবা না।

[৫] অনন্তর পরমেশ্বরের দাস মূসা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব্ দেশে মরিল। [৬] তাহাতে তিনি মোয়াব্ দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখে তলভূমিতে তাহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। [৭] মরণকালে মূসা এক শত বিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিল; তথাপি তাহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তেজের হ্রাস হয় নাই। [৮] পরে ইস্রায়েল্ বংশ মূসার নিমিত্তে মোয়াবের প্রান্তরে ত্রিশ দিবস শোক করিল; তাহাতে মূসার জন্যে তাহাদের ক্রন্দনের ও শোক করণের দিবস সম্পূর্ণ হইল।

[৯] মূসা নূনের পুত্র যিহোশূয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়াছিল, এই জন্যে যিহোশূয় জ্ঞানদায়ক আত্মাতে সম্পূর্ণ ছিল; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ তাহার কথাতে মনোযোগ করিয়া মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল।

[১০] কিন্তু মিসরদেশে ফিরৌণের ও তাহার সমস্ত দাসদের ও তাহার তাবৎ দেশের প্রতি যাহা করিতে পরমেশ্বর মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, [১১] সে সমস্ত চিহ্নে ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের দৃষ্টিতে প্রকাশিত সমস্ত বাহুবলে ও মহা ভয়ঙ্করতাতে মূসার তুল্য কোন ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েল্ বংশে আর উৎপন্ন হইল না। [১২] কেননা পরমেশ্বর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন।

যিহোশূয়ের পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ যিহোশূয়ের প্রতি পরমেশ্বরের কথা, ১০ ও লোকদের প্রতি যিহোশূয়ের কথা, ১৬ ও যিহোশূয়ের প্রতি লোকদের স্বীকার ও নিবেদন।

[১] পরমেশ্বরের সেবক মূসার মৃত্যু হইলে পরে পরমেশ্বর নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মূসার পরিচারককে কহিলেন, [২] আমার সেবক মূসা মরিল; এখন তুমি উঠিয়া এই সমস্ত লোকের সহিত এই যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যে দেশ আমি তাহাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশকে দিব, সেই দেশে যাত্রা কর। [৩] যে২ স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবা, সেই সকল স্থান আমি মূসার প্রতি আপন বাক্যানুসারে তোমাদিগকে দিব। [৪] তাহাতে প্রান্তর অবধি ঐ লিবানোন্ পর্য্যন্ত এবং মহানদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী অবধি সূর্য্যাস্ত গমনের দিগে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত হিত্তীয়দের তাবদ্দেশ তোমাদের সীমা হইবে। [৫] তোমার যাবজ্জীবন কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না; আমি যেমন মূসার সহিত ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহিত থাকিব; আমি তোমাকে ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না। [৬] তুমি শক্তিমান্ ও সাহসী হও; কেননা যে দেশ দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আমি দিব্য করিয়াছিলাম, তাহা তুমি এই লোকদিগকে অধিকার করাইবা। [৭] অতএব তুমি শক্তিমান্ ও অতিশয় সাহসী হইয়া যত্নপূর্ব্বক আমার সেবক মূসার আজ্ঞাপিত সমস্ত ব্যবস্থা পালন কর, তাহাহইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না; তাহাতে যে কোন স্থানে যাইবা, সে স্থানে কৃতকার্য্য হইবা। [৮] তোমার মুখহইতে এই ব্যবস্থাগ্রন্থ বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে লিখিত তাবৎ আজ্ঞা পালনার্থে তুমি দিবারাত্রি তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভ গতি হইবে ও তুমি কৃতকার্য্য হইবা। [৯] আর আমি কি তোমাকে আজ্ঞা দি নাই? তুমি শক্তিমান্ ও সাহসী হও; ভীত ও নিরাশ হইও না; কেননা তুমি যে২ স্থানে যাইবা, সেই ২ স্থানে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহিত থাকিবেন।

[১০] তাহাতে যিহোশূয় লোকদের অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা করিল, [১১] তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়া যাইয়া লোকদিগকে এই কথা কহ, তোমরা আপনাদের জন্যে পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ অধিকার করাইতে উদ্যত আছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিতে তিন দিবসের মধ্যে তোমাদিগকে এই যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতে হইবে; [১২] অপর যিহোশূয় রূবেন্ বংশকে ও গাদ্ বং-

শকে ও মিনশির অর্দ্ধ বংশকে কহিল, [১৩] তোমরা পরমেশ্বরের সেবক মূসার আজ্ঞা স্মরণ কর; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে বিশ্রামযুক্ত করিয়া এই দেশ দিলেন। [১৪] অতএব তোমাদের স্ত্রীলোক ও বালক ও পশুগণ মূসার দত্ত যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থিত এই দেশে থাকুক; কিন্তু তোমরা অর্থাৎ বীরত্ববিশিষ্ট সমস্ত লোক সুসজ্জ হইয়া আপন ভ্রাতাদের অগ্রে গমন করিয়া তাহাদের সাহায্য কর। [১৫] পরে পরমেশ্বর তোমাদের ন্যায় তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম দিলে তাহারাও যখন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশ অধিকার করিবে, তখন তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয় দিগে পরমেশ্বরের সেবক মূসার দত্ত আপনাদের অধিকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহা ভোগ করিবা।

[১৬] তাহাতে তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল, তুমি যাহা২ আজ্ঞা করিতেছ, সেই সকল আমরা করিব; তুমি আমাদিগকে যে কোন স্থানে প্রেরণ করিবা, সেই স্থানে যাইব। [১৭] আমরা যেমন মূসার কথাতে মনোযোগ করিলাম, তদ্রূপই তোমার কথাতে মনোযোগ করিব; কিন্তু তোমার প্রভু পরমেশ্বর যেমন মূসার সহবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তেমনি তোমারও সহবর্ত্তী হউন। [১৮] যে কেহ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তোমার আজ্ঞাপিত কোন কথাতে মনোযোগ না করে, সে হত হইবে; তুমি শক্তিমান্ ও সাহসী হও।

২ অধ্যায়।

১ শিটীম্‌হইতে দুই চরকে দেশ নিরীক্ষণ করিতে প্রেরণ ও রাহব বেশ্যার সেই চরকে গ্রহণ করণ, ৮ ও চরের সঙ্গে রাহবের নিয়ম স্থির করণ, ২৩ ও চরগণের পুনরাগমন ও বৃত্তান্ত কথন।

[১] অনন্তর নূনের পুত্র যিহোশূয় গুপ্তরূপে দেশ নিরীক্ষণ করিতে শিটীম্‌হইতে দুই চরকে এই কথা কহিয়া প্রেরণ করিল, তোমরা যাইয়া দেশ ও যিরীহো নগর নিরীক্ষণ কর; তাহাতে তাহারা যাইয়া রাহব্ নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিল। [২] কিন্তু দেখ, দেশ অনুসন্ধান করিতে ইস্রায়েল্ বংশহইতে কোন ২ লোক কল্য রাত্রিতে এই স্থানে আইল, এই বাক্য যিরীহোর রাজার কর্ণগোচর হইলে [৩] সেই রাজা রাহবের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, যে লোকেরা তোমার নিকটে আসিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন, কেননা দেশানুসন্ধান করিতে তাহারা আইল। [৪] তাহাতে ঐ স্ত্রী ঐ দুই জনকে লইয়া গোপনে রাখিয়া উত্তর করিল, সেই লোকেরা আমার নিকটে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানিলাম না। [৫] অন্ধকার হইলে নগর দ্বার রোধ করণ সময়ে সেই লোকেরা চলিয়া গেল, কিন্তু কোথায় গেল, তাহা আমি জানি না; শীঘ্র করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ২ যাও, তাহাতে তাহাদের সঙ্গ ধরিবা। [৬] কিন্তু ঐ স্ত্রী তাহাদিগকে ছাতের উপরে আনিয়া ছাতের উপরে রাশীকৃত তূলার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। [৭] তাহাতে ঐ লোকেরা তাহাদের অন্বেষণার্থে যর্দ্দনের পথে পারঘাটা পর্য্যন্ত ধাবমান হইল; এবং তাহাদের পশ্চাৎ যাইতে বাহির হইবামাত্র নগরদ্বার রুদ্ধ হইল।

[৮] পরে সেই চরদের শয়নের পূর্ব্বে ঐ স্ত্রী ছাতের উপরে তাহাদের নিকটে আসিয়া [৯] তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বর এই দেশ তোমাদিগকে দিলেন, ও তোমাদের হইতে আমাদের প্রতি ভয় উপস্থিত হইল, ও তোমাদের জন্যে এই দেশনিবাসি লোকেরা উদ্বিগ্ন হইল, তাহা আমি জানি। [১০] কেননা মিসর্‌হইতে তোমাদের বহিরাগমন সময়ে পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে কি প্রকারে সূফ সমুদ্রের জল শুষ্ক করিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দনের ওপারে স্থিত সীহোন্ ও ওগ্ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিলা, তাহা আমরা শুনিলাম; [১১] এবং শুনিবামাত্র আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইল; তোমাদের সমক্ষে কাহারো মনে সাহসের উদয় হয় না, কেননা যিনি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তিনিই উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে ঈশ্বর। [১২] অতএব এখন তোমাদের কাছে এক প্রার্থনা করি, আমি তোমাদের প্রতি দয়া করিলাম, এই প্রযুক্ত তোমরাও আমার পিতার বাটীর প্রতি দয়া করিবা, পরমেশ্বরের নাম লইয়া এই দিব্য কর। [১৩] এবং তোমরা আমার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীগণকে ও তাহাদের সর্ব্বস্বকে রক্ষা করিবা, ও মরণহইতে আমাদের প্রাণকে উদ্ধার করিবা; এতদ্বিষয়ে এক সত্য চিহ্ন আমাকে দেও। [১৪] তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, তোমরা যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ না কর, তবে তোমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণ দত্ত হইবে; যে সময়ে পরমেশ্বর আমাদিগকে এই দেশ দিবেন, তৎকালে আমরা তোমার প্রতি দয়া ও সত্য ব্যবহার করিব। [১৫] পরে সে বাতায়নদ্বার দিয়া রজ্জুদ্বারা তাহাদিগকে নামাইল, কেননা তাহার বাটী নগরের ভিত্তির উপরে ছিল, সে প্রাচীরের উপরে বাস করিত। [১৬] এবং সে তাহাদিগকে কহিল, পশ্চাদ্গামি লোকেরা

যেন তোমাদের সঙ্গ না ধরে, এই জন্যে তোমরা পর্ব্বতে যাইয়া তিন দিন লুকাইয়া থাক, তাহার পর পশ্চাদ্গামি লোকেরা ফিরিয়া আইলে তোমরা আপন পথে চলিয়া যাইও। [১৭] তাহাতে সেই লোকেরা তাহাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে যে দিব্য করাইয়াছ, তদ্বিষয়ে আমরা নিরপরাধ হইব। [১৮] দেখ, তুমি যে বাতায়ন দিয়া আমাদিগকে নামাইলা, আমাদের এই দেশে আগমন সময়ে সেই বাতায়নে এই রক্তবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত রজ্জু বান্ধিয়া রাখিবা, এবং তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি পিতৃপরিবার সমস্তকে আপন বাটীতে একত্র করিবা। [১৯] তাহাতে যে কেহ তোমার বাটীর দ্বারহইতে পথে নির্গত হইবে, তাহার রক্তপাতের অপরাধ তাহার মস্তকোপরি বর্ত্তিবে, এবং আমরা নির্দ্দোষ হইব; কিন্তু যে কে তোমার সহিত বাটীতে থাকে, তাহার উপরে যদি কেহ হস্তার্পণ করে, তবে তাহার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের মস্তকোপরি বর্ত্তিবে। [২০] কিন্তু তুমি যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ কর, তবে তুমি আমাদিগকে যে দিব্য করাইয়াছ, তাহাহইতে আমরা মুক্ত হইব। [২১] তাহাতে সে কহিল, তোমাদের কথানুসারে তাহাই হউক; পরে সে তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা প্রস্থান করিল, এবং সে ঐ রক্তবর্ণ রজ্জু বাতায়নে বাঁধিয়া রাখিল। [২২] পরে তাহারা যাইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া পশ্চাদ্গামিদের পুনরাগমন পর্য্যন্ত তিন দিবস প্রবাস করিল; তাহাতে পশ্চাদ্গামি লোকেরা সমস্ত পথে অন্বেষণ করিলেও কুত্রাপি তাহাদের উদ্দেশ পাইল না।

[২৩] পরে ঐ দুই চর পর্ব্বতহইতে নামিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার পার হইয়া নূনের পুত্র যিহোশূয়ের নিকটে গেল, এবং আপনাদের প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত বিবরণ তাহাকে কহিল। [২৪] বিশেষতঃ যিহোশূয়কে এই কথা কহিল, পরমেশ্বর এই সমস্ত দেশ আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, ইহা সত্য, কেননা এতদ্দেশীয় তাবৎ লোক আমাদের সমক্ষে উদ্বিগ্ন আছে।

৩ অধ্যায়।

১ যর্দ্দন্ নদীতীরে যিহোশূয়ের উপস্থিত হওন, ৭ ও যিহোশূয়কে পরমেশ্বরের আশ্বাস দেওন, ৯ ও লোকদিগকে যিহোশূয়ের আশ্বাস দেওন, ১৪ ও নদীর জল ভিন্ন হওন।

[১] অনন্তর যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের সহিত শিটীম্হইতে যাত্রা করিয়া যর্দ্দন নদীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তখনি পার না হইয়া সে স্থানে রাত্রি যাপন করিল। [২] তিন দিবসের পর সেনাপতিগণ শিবিরের মধ্য দিয়া যাইয়া [৩] লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিল; যে সময়ে তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুককে ও তাহার বহনকারি লেবীয় যাজকগণকে দেখিবা, তৎকালে তোমরা আপনাদের স্থানহইতে যাইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিবা; [৪] তাহাতে আপনাদের গন্তব্য পথ জানিতে পারিবা, কেননা তোমরা পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া কখনো যাও নাই; কিন্তু তাহার ও তোমাদের মধ্যে দুই সহস্র হাত ভূমি ব্যবধান থাকিবে; তাহার আর নিকটবর্ত্তী হইবা না। [৫] পরে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র কর, কেননা কল্য পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবেন। [৬] পরে যিহোশূয় যাজকদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা নিয়মসিন্দুক তুলিয়া লইয়া লোকদের অগ্রগামী হইয়া পার হও; তাহাতে তাহারা নিয়মসিন্দুক তুলিয়া লইয়া লোকদের অগ্রে২ গমন করিল।

[৭] তখন পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, আমি যে রূপ মূসার সহিত ছিলাম, তোমার সহিতও তদ্রূপ আছি, ইহা যেন ইস্রায়েল্ বংশ জানিতে পারে, এই জন্যে আমি অদ্য তাহাদের সকলের সাক্ষাতে তোমাকে গৌরবান্বিত করিতে আরম্ভ করিব। [৮] তুমি নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণকে এই আজ্ঞা কর, তোমরা যর্দ্দন্ নদীর জলের ধারে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে যর্দ্দনতীরে স্থগিত হও।

[৯] তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েল্ বংশকে কহিল, তোমরা এই স্থানে আসিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের কথা শুন। [১০] যিহোশূয় আরো কহিল, অমর পরমেশ্বর যে তোমাদের মধ্যবর্ত্তী আছেন, এবং কিনানীয় ও হিত্তীয় ও হিব্বীয় ও পিরিষীয় ও গির্গাশীয় ও ইমোরীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে তোমাদের সম্মুখহইতে নিতান্ত অধিকারচ্যুত করিবেন, তাহা তোমরা ইহাদ্বারা জানিতে পারিবা। [১১] দেখ, সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিকারির নিয়মসিন্দুক তোমাদের অগ্রে২ যর্দ্দনে যাইতেছে। [১২] অতএব তোমরা ইস্রায়েলের এক২ বংশহইতে এক২ জন, এই রূপে বারো বংশহইতে বারো জনকে গ্রহণ কর। [১৩] সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিকারি পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকদের পদতল যর্দ্দনের জলে স্পর্শ হইবামাত্র ঐ যর্দ্দনের জল ভিন্ন হইবে, তাহাতে ঊর্দ্ধস্থানহইতে যে জল বহিয়া আসিতেছে, তাহা রাশীকৃত হইয়া থাকিবে।

[১৪] তখন লোকেরা যর্দ্দন পার হইতে আপন২ তাম্বু ছাড়িয়া আইল, এবং যাজকগণ নিয়মসিন্দুক বহন করিয়া লোকদের অগ্রসর হইল। [১৫] পরে যদ্যপি শস্যচ্ছেদনের তাবৎ সময়ে যর্দ্দনের জল সমস্ত তীরের উপরে উঠে, তথাপি সিন্দুক বাহিগণ যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইলে জলের ধারে সিন্দুকবাহি যাজকগণের পাদস্পর্শ হইবামাত্র [১৬] উর্দ্ধহইতে আগামি সমস্ত জল স্থগিত হইয়া সর্ত্তনের নিকটবর্ত্তি আদম্ নগর অবধি অতিদূরে রাশীকৃত হইয়া উঠিয়া রহিল, এবং প্রান্তরস্থ সমুদ্র অর্থাৎ লবণসমুদ্রগামি ভাটির জল ছিন্ন হইয়া বহিয়া শেষ হইল; তাহাতে লোকেরা যিরীহোর সম্মুখে পার হইল। [১৭] কিন্তু যদবধি তাবৎ লোক নিঃশেষে যর্দ্দন পার না হইল, তদবধি পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণ যর্দ্দনের মধ্যস্থলে শুষ্ক ভূমিতে দাঁড়াইয়া স্থির হইয়া থাকিল; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইয়া গেল।

৪ অধ্যায়।

১ যর্দ্দন্হইতে বারো প্রস্তর লওন ও যর্দ্দনেতে অন্য বারো প্রস্তর স্থাপন, ১৪ ও লোকদের পার হওনের কথা, ১৯ ও গিল্গলে চিহ্নার্থে ঐ বারো প্রস্তর স্থাপন করণ।

[১] এই রূপে লোকেরা নিঃশেষে যর্দ্দন্ নদী পার হইলে পর পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, [২] তোমরা লোকদের এক২ বংশের মধ্যহইতে এক২ জন, এমত বারো জন গ্রহণ করিয়া [৩] তাহাদিগকে এই আজ্ঞা কর, তোমরা ঐ স্থানহইতে, অর্থাৎ যে স্থানে যাজকদের চরণ স্থির ছিল, যর্দ্দনের সেই মধ্যস্থলহইতে বারো প্রস্তর গ্রহণ করিয়া আপনাদের সঙ্গে পারে লইয়া যাও, এবং অদ্য তোমরা যে স্থানে রাত্রি যাপন করিবা, সেই স্থানে তাহা রাখিও। [৪] তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েল্ বংশের প্রত্যেক বংশহইতে এক২ জন করিয়া যে বারো জন নিরূপণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া [৫] এই আজ্ঞা করিল, তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দনের মধ্যস্থানে যাইয়া ইস্রায়েল লোকদের বংশের সংখ্যানুসারে প্রত্যেক জন এক২ প্রস্তর তুলিয়া স্কন্ধে কর। [৬] তাহাতে তাহা চিহ্নরূপে তোমাদের মধ্যে থাকিবে; অর্থাৎ ভাবিকালে তোমাদের সন্তানগণ, এই সকল প্রস্তরের অভিপ্রায় কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে [৭] তোমরা উত্তর করিবা, পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দনের জল ছিন্ন হইল, অর্থাৎ তাহার যর্দ্দন্ পার হওন সময়ে যর্দ্দনের জল ছিন্ন হইল, ইহার স্মরণার্থে এই প্রস্তর ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিবে। [৮] পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে যেমন কহিয়াছিলেন, তদনুসারে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে ইস্রায়েলীয় বংশের সংখ্যানুসারে যর্দ্দন্ নদীর মধ্যহইতে বারো প্রস্তর তুলিয়া আপনাদের সঙ্গে পারে লইয়া রাত্রি যাপনের স্থানে রাখিল। [৯] এবং যে স্থানে নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণের পদ স্থির ছিল, সেই স্থানে যর্দ্দনের মধ্যস্থলে যিহোশূয় বারো প্রস্তর স্থাপন করিল; সে সকল অদ্যাপি সে স্থানে আছে। [১০] এবং লোকদের প্রতি কহিতে যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর যিহোশূয়কে আজ্ঞা করিলেন, তাহার সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত সিন্দুকবাহি যাজকগণ যিহোশূয়ের প্রতি মূসার আজ্ঞানুসারে যর্দ্দনের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিল, এবং লোকেরা শীঘ্র করিয়া পার হইয়া গেল। [১১] [illegible] রূপে তাবৎ লোক পার হইলে পর [illegible]শ্বরের সিন্দুক ও যাজকগণ লোকদের সাক্ষাতে পার হইয়া গেল। [১২] তৎকালে রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধবংশ সুসজ্জ হইয়া ইস্রায়েল্ বংশের অগ্রে২ মূসার বাক্যানুসারে পার হইয়া গেল। [১৩] অর্থাৎ যুদ্ধ করণার্থে প্রস্তুত চল্লিশ সহস্র সৈন্য যিরীহোর প্রান্তরে পরমেশ্বরের সম্মুখে পার হইয়া গেল। [১৪] ঐ দিবসে পরমেশ্বর তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের সাক্ষাতে যিহোশূয়কে গৌরবান্বিত [illegible]লেন; তাহাতে লোকেরা যাবজ্জীবন যেমন মূসাকে মান্য করিত, তদ্রূপ যিহোশূয়কেও মান্য করিতে লাগিল। [১৫] পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিয়াছিলেন, [১৬] তুমি সাক্ষ্যসিন্দুকবাহি যাজকগণকে যর্দ্দন্হইতে উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা কর। [১৭] তাহাতে তোমরা যর্দ্দন্হইতে উঠিয়া আইস, এই কথা যিহোশূয় যাজকগণকে আজ্ঞা করিল। [১৮] পরে যর্দ্দনের মধ্যহইতে পরমেশ্বরের নিয়[illegible] যাজকগণের উঠিয়া আসিবার সময়ে যখন যাজকদের পদতল শুষ্ক ভূমি স্পর্শ করিল, তখনই যর্দ্দনের জল স্ব২ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত তীরের উপরে উঠিল। [১৯] এই রূপে লোকেরা প্রথম মাসের দশম দিবসে যর্দ্দন্ পার হইয়া আসিয়া যিরীহোর পূর্ব্বসীমাতে গিল্গলে শিবির স্থাপন করিল। [২০] আর যিহোশূয় যর্দ্দনহইতে তাহাদের আনীত দ্বাদশ প্রস্তর গিল্গলে স্থাপন করিল। [২১] এবং সে ইস্রায়েল্ বংশকে কহিল, ভাবিসময়ে তোমাদের সন্তানগণ এই প্রস্তরের অভিপ্রায় আপন২ পিতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, [২২] তোমরা আপনাদের সন্তানগণকে কহিবা,

ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক ভূমি দিয়া ঐ যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া আইল। [২৩] কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের পার না হওন পর্য্যন্ত যে রূপে সূফ্ সমুদ্র শুষ্ক করিয়াছিলেন, সেই রূপে তোমাদের পার না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে যর্দ্দনের জল শুষ্ক করিলেন। [২৪] অতএব পরমেশ্বরের হস্ত পরাক্রান্ত, ইহা পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক জানিতে পারিবে, এবং তোমরা সর্ব্বদা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিবা।

৫ অধ্যায়।

১ কিনানীয়দের ভয়ের কথা, ২ ও ত্বক্‌ছেদনের কথা, ১০ ও নিস্তারপর্ব্ব পালনের কথা, ১২ ও মান্নার শেষ হওন, ১৩ ও যিহোশূয়ের প্রতি পরমেশ্বরের সেনাপতির দর্শন দেওন।

[১] অপর আমরা যাবৎ নিঃশেষে পার না হইলাম, তাবৎ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে যর্দ্দন্ নদীকে শুষ্ক করিলেন, এই কথা যখন যর্দ্দনের পশ্চিম দিক্‌স্থিত ইমোরীয় রাজগণ ও সমুদ্রনিকটস্থ কিনানীয় রাজগণ শুনিল, তৎকালে তাহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইল, ও ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে তাহারা নিতান্ত সাহসহীন হইল।

[২] তখন পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তীক্ষ্ণ২ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিতীয় বার ইস্রায়েল্ বংশের ত্বক্‌ছেদ কর। [৩] তাহাতে যিহোশূয় তীক্ষ্ণ২ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ত্বক্‌পর্ব্বতের সমীপে ইস্রায়েল্ বংশের ত্বক্‌ছেদ করিল। [৪] যিহোশূয়ের ত্বক্‌ছেদ করণের কারণ এই; মিসর্‌হইতে নির্গত সমস্ত লোকদের মধ্যে যত পুরুষ যোদ্ধা ছিল, তাহারা মিসর্‌হইতে নির্গমনকালে পথের মধ্যে অর্থাৎ প্রান্তরে মরিয়াছিল। [৫] নির্গত তাবৎ লোক ছিন্নত্বক্ ছিল বটে, কিন্তু মিসর্‌হইতে নির্গমনের পরে যে সকল লোক পথের মধ্যে প্রান্তরে জন্মিয়াছিল, তাহাদের ত্বক্‌ছেদ হয় নাই। [৬] এবং মিসর্‌হইতে নির্গত তাবৎ যোদ্ধা লোকের বিনাশ পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশেরা চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল, কেননা তাহারা পরমেশ্বরের বাক্য অমান্য করাতে পরমেশ্বর তাহাদের বিষয়ে এই দিব্য করিয়াছিলেন, আমি যে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ লোকদিগকে দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, তাহা ইহাদিগকে দেখাইব না। [৭] অপর তাহাদের পরিবর্ত্তে তাহাদের যে সন্তানদিগকে তিনি উৎপন্ন করিলেন, পথের মধ্যে তাহাদের ত্বক্‌ছেদ হইল না; অতএব যিহোশূয় তাহাদের অত্বক্‌ছেদ প্রযুক্ত তাহাদের ত্বক্‌ছেদ করাইল। [৮] সে সমস্ত লোকের ত্বক্‌ছেদ হইলে পরে তাহারা যাবৎ সুস্থ না হইল, তাবৎ শিবিরমধ্যে আপন ২ স্থানে থাকিল। [৯] পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, অদ্য আমি তোমাদের হইতে মিসরের অপমান দূর করিলাম; অতএব অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের নাম গিল্‌গল্ (দূর করণ) দেওয়া গেল।

[১০] ইস্রায়েল্ বংশ ঐ গিল্‌গলে শিবির স্থাপন করিয়া মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সায়ংকালে যিরীহোর প্রান্তরে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল। [১১] সেই নিস্তারপর্ব্বের পরদিবসে তাহারা দেশোৎপন্ন শস্য ভোজন করিতে লাগিল, অর্থাৎ সেই দিনে তাড়ীশূন্য রুটী ও ভর্জ্জিত শস্য ভোজন করিল।

[১২] সেই পরদিবসে অর্থাৎ তাহাদের দেশোৎপন্ন শস্য ভোজনের দিবসে মান্না নিবৃত্ত হইল; তদবধি ইস্রায়েল্ বংশ আর মান্না পাইল না, তাহারা সেই বৎসর কিনান্ দেশের ফল ভোজন করিল।

[১৩] যিরীহোর নিকটে অবস্থিতি করণ কালে যিহোশূয় চক্ষু তুলিয়া হস্তে নিষ্কোষ খড়্গধারি এক ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিল; তাহাতে যিহোশূয় তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাদের পক্ষীয়, কি আমাদের শত্রুপক্ষীয় লোক? [১৪] তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি পরমেশ্বরের সৈন্যের সেনাপতি, এখন আইলাম। তখন যিহোশূয় ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো, আপনকার দাসের প্রতি আজ্ঞা কি? [১৫] তাহাতে পরমেশ্বরের সেনাপতি যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আপন পদহইতে পাদুকা দূর কর, কেননা তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র স্থান; তখন যিহোশূয় তাহা করিল।

৬ অধ্যায়।

১ যিরীহো নগরের রুদ্ধ হওন, ২ ও তাহার অবরোধ করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১২ ও সিন্দুক তুলিয়া যাজকদের নগর প্রদক্ষিণ করণ, ১৬ ও নগরের শাপগ্রস্ত হওন, ২০ ও প্রাচীর ভূমিসাৎ হইলে নগরের পরাস্ত হওন, ২৬ ও তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করণে নিষেধ।

[১] সেই সময়ে যিরীহোর লোকেরা ইস্রায়েল্ বংশের ভয়ে নগরদ্বার রোধ করিয়া অবরুদ্ধ ছিল, অন্তরে বাহিরে কেহ গমনাগমন করিত না।

[২] অপর পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, দেখ, আমি এই যিরীহো নগর ও তাহার রাজাকে ও বলবান যোদ্ধৃগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করি। [৩] তোমরা সমস্ত যোদ্ধা লোক

ঐ নগর বেষ্টন করিয়া প্রতিদিন এক২ বার প্রদক্ষিণ করিবা; এই রূপে ছয় দিবস করিবা। [৪] এবং সাত জন যাজক সিন্দুকের অগ্রসর হইয়া মহাশব্দকারি সাত তূরী বহন করিবে; পরে সপ্তম দিবসে তোমরা সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিবা, এবং যাজকগণ তূরী বাজাইবে। [৫] এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দকারি তূরী বাজাইলে তাহা শুনিয়া সমস্ত লোক মহাসিংহনাদ করিবে; তাহাতে নগরের প্রাচীর পড়িয়া সমভূমি হইবে, এবং লোকেরা প্রত্যেক জন আপন২ সম্মুখস্থিত সোজা পথ দিয়া প্রবেশ করিবে। [৬] পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় যাজকগণকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা নিয়মসিন্দুক তুল, এবং সাত জন যাজক পরমেশ্বরের সিন্দুকের অগ্রসর হইয়া মহাশব্দকারি সাত তূরী বহন করুক। [৭] অপর সে লোকদিগকে কহিল, তোমরা অগ্রসর হইয়া নগর বেষ্টন কর, এবং যে কেহ সুসজ্জ আছে, সে পরমেশ্বরের সিন্দুকের অগ্রসর হইয়া গমন করুক। [৮] তাহাতে লোকদের প্রতি যিহোশূয়ের আজ্ঞানুসারে মহাশব্দকারি সাত তূরীবাহি সাত জন যাজক তূরী বাজাইতে২ পরমেশ্বরের অগ্রগামী হইল, এবং পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক তাহাদের পশ্চাৎ২ চলিল। [৯] এবং সুসজ্জ লোকেরা তূরীবাদক যাজকদের অগ্রসর হইয়া চলিল, এবং যাজকগণ যাইতে২ তূরীধ্বনি করিলে পশ্চাদ্‌গামি লোকেরা সিন্দুকের পশ্চাৎ২ গমন করিল। [১০] তখন যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা সিংহনাদ করিও না, ও আপন২ স্বরে কিছু শব্দ করিও না, তোমাদের মুখহইতে বাক্য নির্গত না হউক; পরে আমি যে দিবসে সিংহনাদ করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিব, সে দিবসে তোমরা সিংহনাদ করিবা। [১১] অনন্তর তাহারা পরমেশ্বরের সিন্দুক নগরের চতুর্দিগে এক বার প্রদক্ষিণ করাইয়া শিবিরে আসিয়া শিবিরে রাত্রি যাপন করিল।

[১২] অপর যিহোশূয় অতি প্রত্যূষে উঠিল, এবং যাজকগণ পরমেশ্বরের সিন্দুক তুলিল। [১৩] এবং মহাশব্দকারি সাত তূরীধারি সাত যাজক পরমেশ্বরের সিন্দুকের অগ্রগামী হইয়া অনবরত তূরী বাজাইল, এবং সুসজ্জ লোকেরা তাহাদের অগ্রসর হইয়া চলিল, এবং যাজকগণ যাইতে২ তূরীধ্বনি করিলে পশ্চাদ্‌গামি লোকেরা পরমেশ্বরের সিন্দুকের পশ্চাৎ২ গমন করিল। [১৪] এই রূপে তাহারা দ্বিতীয় দিবসেও এক বার নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া আইল; তাহারা ছয় দিবস এই রূপ করিল। [১৫] পরে সপ্তম দিবসে তাহারা প্রত্যূষে অরুণোদয় সময়ে উঠিয়া সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিল, কেবল এই দিবসে সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিল।

[১৬] অপর সপ্তম বারে যাজকগণ তূরী বাজাইলে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা সিংহনাদ কর, কেননা পরমেশ্বর তোমাদিগকে নগর দিলেন। [১৭] কিন্তু নগর ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বর্জ্জিত হইবে; তাহার মধ্যে কেবল রাহব্‌ বেশ্যা ও তাহার বাটীস্থিত সমস্ত সঙ্গি লোক বাঁচিবে, কেননা সে আমাদের প্রেরিত দূতগণকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। [১৮] অতএব তোমরা সেই বর্জ্জিত দ্রব্যহইতে আপনাদিগকে নিতান্ত রক্ষা করিবা, নতুবা সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তোমরা বর্জ্জিত হইবা, ও ইস্রায়েল্‌ বংশের সৈন্য সামন্তকে বর্জ্জিত লোক করিয়া ব্যামোহ দিবা। [১৯] সমুদয় রূপা ও স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশে হইবে, ও পরমেশ্বরের ভাণ্ডারে আনীত হইবে। [২০] পরে লোকেরা সিংহনাদ করিল, অর্থাৎ লোকেরা তূরীধ্বনি শুনিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল, তাহাতে নগরের প্রাচীর মৃত্তিকাতে পড়িয়া সমভূমি হইল; পরে লোকেরা আপন২ সম্মুখস্থ পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া নগর হস্তগত করিল; [২১] এবং খড়্গের ধারেতে নগরের স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ ও গো মেষ গর্দ্দভাদি সকলকে বর্জ্জিতরূপে বিনাশ করিল। [২২] কিন্তু যে দুই ব্যক্তি দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহাদিগকে যিহোশূয় আজ্ঞা করিল, তোমরা সেই বেশ্যার বাটীতে যাইয়া আপনাদের দিব্যানুসারে সেই স্ত্রীকে ও তৎসম্পর্কীয় সকলকে বাহির করিয়া আন। [২৩] তাহাতে সেই দুই যুবচর প্রবেশ করিয়া রাহব্‌কে ও তাহার পিতামাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে ও তাহার সর্ব্বস্ব ও তাহার পরিবারাদি সকলকে বাহির করিয়া আনিয়া ইস্রায়েল্‌ বংশের শিবিরের বাহিরে রাখিল। [২৪] পরে লোকেরা নগর ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল, কিন্তু রূপা ও স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র পরমেশ্বরের আবাসের ভাণ্ডারে রাখিল। [২৫] কিন্তু যিহোশূয় রাহব্‌ বেশ্যাকে ও তাহার পিত্রাদি পরিবারকে ও তাহার সর্ব্বস্ব রক্ষা করিল; তাহাতে সে অদ্যাপি ইস্রায়েল্‌ বংশের মধ্যে বসতি করিতেছে; কারণ যিরীহোর নিরীক্ষণার্থে যিহোশূয়ের প্রেরিত দূতগণকে সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

[২৬] ঐ সময়ে যিহোশূয় দিব্য করিয়া কহিল,

যে কেহ উঠিয়া পুনর্ব্বার এই যিরীহো নগর নির্ম্মাণ করিবে, সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত হইবে, ও নগর পত্তনের দণ্ডরূপে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, ও তাহার দ্বার স্থাপনের দণ্ডরূপে আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবে। [২৭] ঐ যিহোশূয়ের সহিত পরমেশ্বর ছিলেন, ও তাহার কীর্ত্তি সমুদয় দেশ ব্যাপিল।

৭ অধ্যায়।

১ অয়ের নিকটে ইস্রায়েল্ বংশের কতক লোকের যুদ্ধে হত হওন, ৬ ও তাহার বিষয়ে যিহোশূয়ের বিলাপ, ১০ ও তাহার কারণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রকাশিত হওন, ১৬ ও আখন্ ও তাহার দোষ নিশ্চিত হওন, ২২ ও দোষ প্রযুক্ত তাহার সর্ব্বনাশ।

[১] অপর ইস্রায়েল্ বংশ বর্জ্জিত বস্তুদ্বারা অপরাধী হইল, কেনন‍া যিহূদা বংশীয় সেরহের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির পুত্র আখন্ বর্জ্জিত বস্তুর কিঞ্চিৎ হরণ করিল; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। [২] পরে যিহোশূয় যিরীহোহইতে বৈথেলের পূর্ব্বদিক্স্থিত বৈথাবনের নিকটস্থ অয়েতে লোক প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা উঠিয়া যাইয়া দেশ নিরীক্ষণ কর; তাহাতে তাহারা যাইয়া অয়্ নগর নিরীক্ষণ করিল। [৩] পরে যিহোশূয়ের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, সে স্থানে সকল লোকের যাওয়া অনাবশ্যক, দুই কিম্বা তিন সহস্র লোক যাইয়া অয়্কে হস্তগত করুক; সে স্থানে সকল লোকের পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন, কেনন‍া তথাকার লোক অল্প। [৪] অতএব লোকদের মধ্যহইতে প্রায় তিন সহস্র লোক সে স্থানে যাত্রা করিল, কিন্তু তাহারা অয়ের লোকদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। [৫] এবং অয়ের লোকেরা তাহাদের মধ্যে প্রায় ছত্রিশ জনকে আঘাত করিল; অর্থাৎ নগরদ্বারহইতে শিবারীম্ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না করিয়া নীচগামি পথে আঘাত করিল, তাহাতে ভয়েতে সকলের অন্তঃকরণ জলের ন্যায় দ্রব হইল।

[৬] তখন যিহোশূয় ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীন লোকেরা আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া পরমেশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে অধোমুখ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকিল; এবং আপন ২ মস্তকে ধূলা ছড়াইল। [৭] এবং যিহোশূয় কহিল, হায় ২, হে প্রভো পরমেশ্বর, বিনাশার্থে আমাদিগকে ইমোরীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্যে তুমি কেন এই লোকদিগকে যর্দন্ পার করিয়া আনিলা? হায় ২, আমরা কেন ক্ষান্ত হইয়া যর্দনের ওপারে থাকি নাই! [৮] হে প্রভো, ইস্রায়েল্ বংশ আপন শত্রুগণের সম্মুখে পরাঙ্মুখ হইলে পরে আমি কি কহিব? [৯] এই কথা শুনিয়া এতদ্দেশনিবাসি কিনানীয় প্রভৃতি সমস্ত লোক আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবীহইতে আমাদের নাম লোপ করিবে, তাহাতে আপন মহানামের নিমিত্তে তুমি কি করিবা?

[১০] তখন পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি অধোমুখ হইয়া কেন পড়িয়া আছ? উঠ; [১১] ইস্রায়েল্ বংশ আমার আজ্ঞাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়াছে, তাহারা সেই বর্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছে, ও চুরি করিয়াছে, ও তদ্বিষয়ে প্রতারণা করিয়াছে, ও আপনাদের সংস্থানের মধ্যে তাহা রাখিয়াছে। [১২] এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশ আপন শত্রুগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া শত্রুহইতে পরাঙ্মুখ হইল, কেনন‍া তাহারা বর্জিত হইল; তোমাদের মধ্যহইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু উৎপাটন না করিলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। [১৩] উঠ, তুমি লোকদিগকে পবিত্র করণার্থে কহ, তোমরা কল্যের জন্যে পবিত্র হও, কেনন‍া ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমাদের মধ্যে বর্জিত বস্তু আছে, তোমাদের মধ্যহইতে সেই বর্জিত বস্তু দূর না করিলে তোমরা আপনাদের শত্রুসম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবা না। [১৪] অতএব তোমরা প্রাতঃকালে মহাবংশানুসারে সকলে নিকটবর্ত্তী হও; তাহাতে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে মহাবংশ নিশ্চিত হইবে, সে মহাবংশের প্রত্যেক বংশ আসিবে; ও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে বংশ নিশ্চিত হইবে, তাহার প্রত্যেক বাটী আসিবে; ও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে বাটী নিশ্চিত হইবে, তাহার প্রত্যেক পুরুষ আসিবে। [১৫] তাহাতে বর্জিত দ্রব্য গ্রহণকারি যে জন ধরা পড়িবে, সে ও তাহার সর্ব্বস্ব অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, কেনন‍া সে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিল, ও ইস্রায়েল্ বংশে দুষ্কর্ম্ম করিল।

[১৬] পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েল্ লোককে আপন ২ মহাবংশানুসারে আনাইল; তাহাতে যিহূদাবংশ নিশ্চিত হইল। [১৭] পরে সে যিহূদার প্রত্যেক বংশকে আনাইলে সেরহের বংশ নিশ্চিত হইল; পরে সে সেরহের বংশকে পুরুষানুক্রমে আনাইলে সব্দির বাটী নিশ্চিত হইল। [১৮] পরে সে তাহার পরিজনগণকে পুরুষানুক্রমে আনাইলে যিহূদাবংশীয় সেরহের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির পুত্র আখন্ নিশ্চিত হইল। [১৯] তখন যিহোশূয় আখন্কে কহিল, হে বৎস, বিনয় করি, তুমি ইস্রায়ে

লের প্রভু পরমেশ্বরকে সমাদর করিয়া তাঁহার কাছে দোষ স্বীকার কর, এবং কি করিয়াছ, তাহা আমাকে কহ; আমাহইতে তাহা গোপন করিও না। ২০ তাহাতে আখন্ যিহোশূয়কে কহিল, সত্য, আমি ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতিকূলে পাপ করিয়াছি, আমি অমুক ২ কার্য্য করিয়াছি। ২১ অর্থাৎ লুটিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম এক বাবিলীয় মহাবস্ত্র ও দুই শত শেকল্ রূপা ও পঞ্চাশ শেকল্ পরিমাণ একখান স্বর্ণ দেখিয়া লোভেতে হরণ করিলাম; দেখ, সে সকল আমার তাম্বুর মধ্যে ভূমিতে গুপ্ত আছে, ও সকলের নীচে রূপা আছে।

২২ তাহাতে যিহোশূয় দূত প্রেরণ করিলে দূতেরা তাহার তাম্বুতে দৌড়িয়া গিয়া তাম্বুর মধ্যে গুপ্ত সেই সকল ও তাহার নীচে স্থিত রূপা পাইল। ২৩ তখন তাহারা তাম্বুর মধ্যহইতে সে সকল লইয়া যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের কাছে আনিল, এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। ২৪ পরে যিহোশূয় ও ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত লোক সেরহ বংশীয় আখন্কে ও সেই রূপা ও বস্ত্র ও স্বর্ণের থান ও তাহার পুত্রগণ ও কন্যাগণ এবং তাহার গো ও গর্দ্দভ ও মেষ ও তাম্বু, সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া আখোর তলভূমিতে আনিল। ২৫ পরে যিহোশূয় তাহাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে কেন ক্লেশ দিলা? এই দিনে পরমেশ্বর তোমাকে ক্লেশ দিবেন; পরে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ প্রস্তরাঘাতে তাহাদিগকে বধ করিল, এবং তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া প্রস্তরেতে আচ্ছন্ন করিল। ২৬ পরে তাহার উপরে প্রস্তরের রাশি করিল, সেই বৃহৎ প্রস্তররাশি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এই রূপে পরমেশ্বর আপন প্রচণ্ড ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হইলেন; এই ঘটনাপ্রযুক্ত সেই স্থান অদ্যাপি আখোর (ক্লেশ) তলভূমি নামে বিখ্যাত আছে।

৮ অধ্যায়।

১ যিহোশূয়কে পরমেশ্বরের আশ্বাস দেওন, ৩ ও যিহোশূয়ের সৈনাগণকে গোপনে থাকিতে আজ্ঞা দেওন, ৯ ও অয় নগর আক্রমণ, ১৪ ও নগর ও লোক সকলের বিনাশ, ৩০ ও বেদি নির্ম্মাণ ও ব্যবস্থার শাপ ও আশীর্ব্বাদ প্রচার করণ।

১ পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি ভীত ও নিরাশ হইও না; সমস্ত সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া অয়েতে যুদ্ধযাত্রা কর; দেখ, আমি অয়ের রাজাকে ও তাহার প্রজাদিগকে ও নগরকে ও সমুদয় দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ২ তুমি যিরীহোর ও তাহার রাজার প্রতি যেরূপ করিলা, অয়ের ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিবা; কেবল তাহার লুটদ্রব্য ও পশু তোমরা আপনাদের জন্যে লইবা, এবং তুমি নগরের পশ্চাতে এক দল সৈন্য গোপন করিয়া রাখিবা।

৩ তখন যিহোশূয় ও তাবৎ সৈন্য উঠিয়া অয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল, এবং যিহোশূয় ত্রিশ সহস্র বলবান লোকদিগকে মনোনীত করিয়া রাত্রিতে বিদায় করিয়া তাহাদিগকে আজ্ঞা করিল, দেখ, ৪ তোমরা নগরের পশ্চাতে নগরের প্রতিকূলে গোপনে থাকিবা; নগরহইতে অতি দূরে যাইবা না, কিন্তু সকলেই প্রস্তুত থাকিবা। ৫ পরে আমি ও আমার সঙ্গি লোকেরা নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যখন পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া আসিবে, তখন আমরা তাহাদের অগ্রে পলায়ন করিব। ৬ তাহাতে আমরা নগরহইতে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিলে তাহারা বাহির হইয়া আমাদের পশ্চাৎ২ আসিবে, কেননা তাহারা কহিবে, ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের হইতে পলায়ন করিতেছে। এই রূপে আমরা যখন তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিব, ৭ তখন তোমরা গোপন স্থানহইতে উঠিয়া নগর আক্রমণ করিবা; তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহা হস্তগত নগর হস্তগত করিবামাত্র তোমরা নগরে অগ্নি দিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা; দেখ, ইহা আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলাম।

৯ এই রূপে যিহোশূয় তাহাদিগকে প্রেরণ করিলে তাহারা যাইয়া অয়ের পশ্চিমে বৈথেলের ও অয়ের মধ্যস্থানে গোপনে থাকিল, কিন্তু যিহোশূয় লোকদের মধ্যে সে রাত্রি যাপন করিল; ১০ পরদিবসে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া লোকদিগকে গণনা করিল, পরে সে ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণ তাহাদের অগ্রে২ অয়েতে যাত্রা করিল। ১১ এবং তাহার সঙ্গি সমস্ত সৈন্য যাইয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া নগরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অয়ের উত্তরদিগে শিবির স্থাপন করিল; তাহাদের ও অয়ের মধ্যস্থানে এক তলভূমি ছিল। ১২ আর সে পাঁচ সহস্র লোক লইয়া নগরের পশ্চিম দিগে বৈথেলের ও অয়ের মধ্যস্থানে গোপনে রাখিল। ১৩ এই রূপে লোকদিগকে অর্থাৎ নগরের উত্তরদিকস্থ শিবিরের সৈন্যগণকে ও পশ্চিমদিকস্থ দলের সৈন্যগণকে নিরূপিত স্থানে স্থাপন করিয়া যিহোশূয় ঐ রাত্রিতে তলভূমির মধ্যস্থানে গমন করিল।

১৪ তখন অয়ের রাজা তাহা দেখিলে নগরস্থ লোকেরা, অর্থাৎ রাজা ও তাহার সকল লোক

প্রত্যূষে শীঘ্র উঠিয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইয়া নিরূপিত স্থানে প্রান্তরের সম্মুখে গেল; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য নগরের পশ্চাতে গুপ্ত আছে, ইহা সে জানিল না। [১৫] পরে যিহোশূয় ও তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক তাহাদের সম্মুখে আপনাদিগকে পরাস্তের ন্যায় দেখাইয়া প্রান্তরের পথ দিয়া পলায়ন করিল। [১৬] তাহাতে অয়ের লোক সকল একত্র হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল, ও যিহোশূয়ের পশ্চাৎ২ গমন করিয়া নগরহইতে পৃথক্ হইল। [১৭] এবং ইস্রায়েল লোকদের পশ্চাদ্গামী না হইল, এমত এক জনও অয়েতে ও বৈথেলে থাকিল না; সকলে আপন নগর মুক্তদ্বার করিয়া ইস্রায়েল বংশের পশ্চাৎ২ গেল। [১৮] তখন পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আপন হস্তস্থিত শল্য অয় নগরের দিগে বিস্তার কর; তাহাতে আমি সে নগর তোমার হস্তগত করিব; পরে যিহোশূয় আপন হস্তস্থিত শল্য নগরের দিগে বিস্তার করিল। [১৯] সে হস্ত বিস্তার করিবামাত্র গোপনে স্থিত সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ আপন ২ স্থানহইতে উঠিয়া বেগে গমন করিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং শীঘ্র করিয়া অগ্নিদ্বারা নগর প্রজ্বলিত করিল। [২০] পরে অয়ের লোকেরা পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া আকাশের প্রতি নগরের ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া এ দিগে ও দিগে কোন দিগে পলাইবার কোন উপায় পাইল না; কেননা প্রান্তরে পলায়নকারি ইস্রায়েল লোকেরা তাড়নাকারিদের প্রতি ফিরিয়া আক্রমণ করিল। [২১] অতএব গোপনে স্থিত সৈন্যদল নগর হস্তগত করিয়াছে ও নগরের ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া যিহোশূয় ও তাবৎ ইস্রায়েল বংশ ফিরিয়া অয়ের লোকদিগকে সংহার করিতেছিল; [২২] এবং অন্য দিগেও লোকেরা নগরহইতে তাহাদের প্রতিকূলে আসিতেছিল; তাহাতে তাহারা ইস্রায়েল বংশের মধ্যবর্ত্তী হইল; এই রূপে এ পার্শ্বে এক দল এবং অন্য পার্শ্বে অন্য দল হওয়াতে তাহারা তাহাদিগকে এমত প্রহার করিল, যে তাহাদের কেহ অবশিষ্ট বা জীবৎ থাকিল না। [২৩] কিন্তু তাহারা অয়ের রাজাকে জীবৎ ধরিয়া যিহোশূয়ের নিকটে আনিল। [২৪] এই রূপে যে প্রান্তরে অয়নিবাসি লোকেরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, সেই প্রান্তরে ইস্রায়েল বংশ তাহাদের সকলকে নিঃশেষে বধ করিল; তাহাতে তাহারা সকলে খড়্গধারে হত হইল। পরে ইস্রায়েল বংশ ফিরিয়া অয়েতে আসিয়া খড়্গদ্বারা তথাকার লোকদিগকেও আঘাত করিল। [২৫] সেই দিবসে অয় নিবাসি তাবৎ লোক অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সহস্র লোক হত হইল। [২৬] কেননা অয় নিবাসি সকলে যাবৎ বর্জ্জিত লোকরূপে বিনষ্ট না হইল, তাবৎ যিহোশূয় আপনার শল্যধারি বিস্তৃত হস্ত সংকুচিত করিল না। [২৭] অপর যিহোশূয়ের প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল বংশ ঐ নগরের পশু ও লুট্দ্রব্য সকলি আপনাদের জন্যে গ্রহণ করিল। [২৮] এবং যিহোশূয় অয় নগরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া চিরকালের জন্যে উচ্ছিন্ন স্থানের ঢিবি করিল। [২৯] পরে সে অয়ের রাজাকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষে উদ্বন্ধন করাইয়া রাখিল, কিন্তু সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাহার শব বৃক্ষহইতে নামাইয়া নগরের দ্বার প্রবেশের স্থানে ফেলিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের এক বৃহৎ ঢিবি করিল; সে ঢিবি অদ্যাপি আছে।

[৩০] পরে যিহোশূয় এবল্ পর্ব্বতে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক বেদি নির্ম্মাণ করিল। [৩১] অর্থাৎ ইস্রায়েল বংশের প্রতি দত্ত পরমেশ্বরের সেবক মূসার আজ্ঞানুসারে মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে যে রূপ লিখিত আছে, তদনুসারে যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমত অখোদিত প্রস্তরের এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার উপরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। [৩২] এবং সে সেই স্থানে ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে লিখিত মূসার ব্যবস্থার এক অনুলিপি প্রস্তরের উপরে লিখিল। [৩৩] এবং ইস্রায়েল লোককে আশীর্ব্বাদ করণার্থে পরমেশ্বরের সেবক মূসা পূর্ব্বে যে রূপ আদেশ করিয়াছিল, তদ্রূপ সমস্ত ইস্রায়েল বংশ অর্থাৎ তাহাদের প্রাচীনগণ ও অধিপতিগণ ও বিচারকর্তৃগণ প্রভৃতি স্বজাতীয় কি প্রবাসী সমস্ত লোক সিন্দুকের এ দিগে ও দিগে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহি লেবীয় যাজকগণের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহাদের অর্দ্ধাংশ গিরিষীম পর্ব্বতের দিগে, অর্দ্ধাংশ এবল পর্ব্বতের দিগে ছিল। [৩৪] পরে সে ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আশীর্ব্বাদের ও শাপের তাবৎ বাক্য পাঠ করিল। [৩৫] মূসা যে সকল আদেশ করিয়াছিল, ইস্রায়েলীয় মণ্ডলীর ও স্ত্রীগণের ও বালকগণের ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তি প্রবাসিগণের সম্মুখে সেই সমস্ত পাঠ করিতে যিহোশূয় এক বাক্যেরও ত্রুটি করিল না।

৯ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধকারি রাজগণের কথা, ৩ ও ইস্রায়েল বংশের সহিত ছলদ্বারা গিবিয়োন লোকদের নিয়ম স্থির করণ, ১৬ ও ছল প্রকা-

শিত হওন, ২২ ও ছল প্রযুক্ত তাহাদিগকে দাসত্বে নিয়োগ করণ।

[১] অপর যর্দ্দনের এপারস্থ সমুদয় রাজগণ অর্থাৎ পর্ব্বত ও তলভূমি নিবাসি ও লিবানোন্ সম্মুখস্থ মহাসমুদ্রের তাবৎ তীর নিবাসি হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও কিনানীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় রাজগণ এই কথা শুনিয়া [২] একমনে যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে সকলে একত্র হইল।

[৩] পরে যিরীহোর প্রতি ও অয়ের প্রতি যিহোশূয় যে২ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া গিবিয়োন্ নিবাসি লোকেরা [৪] এই প্রকার ছলের কর্ম্ম করিল; তাহারা যাত্রিকের বেশ ধারণ করিয়া আপন২ গর্দ্দভগণের উপরে পুরাতন ছালা এবং পুরাতন ও জীর্ণ ও তালীযুক্ত দ্রাক্ষারসের কুপা চাপাইল। [৫] এবং পুরাতন ও তালীযুক্ত জুতা পায়ে দিল, ও পুরাতন বস্ত্র গাত্রে দিল, এবং শুষ্ক ও ছাতাপড়া রুটী পাথেয় লইল। [৬] পরে তাহারা গিল্‌গল্‌স্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে যাইয়া তাহাকে ও ইস্রায়েল বংশকে কহিল, আমরা দূরদেশহইতে আইলাম, অতএব তোমরা আমাদের সহিত নিয়ম স্থির কর। [৭] তাহাতে ইস্রায়েল বংশ সেই হিব্বীয় লোকদিগকে উত্তর করিল, কি জানি যদি তোমরা আমাদের মধ্যস্থ লোক হও, তবে আমরা তোমাদের সহিত কি প্রকারে নিয়ম স্থির করিতে পারি? [৮] তাহাতে তাহারা যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আপনকার দাস। তখন যিহোশূয় জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? কোথাহইতে আইলা? [৯] তাহারা কহিল, তোমার দাস আমরা তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নাম শুনিয়া অত্যন্ত দূরদেশহইতে আইলাম, কেননা তাঁহার সুখ্যাতি, অর্থাৎ তিনি মিসরদেশে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, [১০] এবং যর্দ্দনের ওপারস্থ দুই ইমোরীয় রাজার প্রতি, অর্থাৎ হিষ্‌বোনের সীহোন্ রাজার ও অস্তারোৎ নিবাসি বাশনের ওগ রাজার প্রতি যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিয়াছি। [১১] অতএব আমাদের প্রাচীনগণ ও দেশনিবাসি লোকেরা আমাদিগকে কহিল, তোমরা হস্তে পাথেয় দ্রব্য লইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহ, আমরা তোমাদের দাস; অতএব তোমরা আমাদের সহিত নিয়ম কর। [১২] তোমাদের নিকটে আসিবার নিমিত্তে যাত্রা করণ দিনে আমরা গৃহহইতে যে তপ্ত রুটী লইয়াছিলাম, এই দেখ, আমাদের সেই রুটী এখন শুষ্ক ও ছাতাপড়া হইয়াছে। [১৩] এবং যে নূতন কুপাতে দ্রাক্ষারস পূর্ণ করিয়াছিলাম, এই দেখ, তাহা ছিন্ন হইয়াছে, এবং আমাদের এই বস্ত্র ও জুতা সকল পুরাতন হইয়াছে, কেননা পথ অতি দূর। [১৪] তাহাতে ইস্রায়েল লোকেরা পরমেশ্বরের নিকটে পরামর্শ না করিয়া তাহাদের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিল। [১৫] এবং যিহোশূয় তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া যাহাতে তাহারা বাঁচে, এমত নিয়ম করিল, ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের প্রতি শপথ করিল।

[১৬] নিয়ম স্থির করণের পরে তিন দিন গত হইলে, ইহারা আমাদের নিকটস্থ এবং আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে, এই কথা তাহারা শুনিল। [১৭] এবং ইস্রায়েল বংশ তৃতীয় দিবসে যাত্রা করিয়া তাহাদের নগরের নিকটে উপস্থিত হইল। সেই সকল নগরের এই২ নাম; গিবিয়োন্ ও কিফীরা ও বেরোৎ ও কিরিয়োৎ-যিয়ারীম্। [১৮] মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে তাহাদের প্রতি দিব্য করাতে ইস্রায়েল বংশ তাহাদিগকে আঘাত করিল না, কিন্তু তাবৎ মণ্ডলী অধ্যক্ষগণের প্রতিকূলে বচসা করিতে লাগিল। [১৯] তাহাতে অধ্যক্ষগণ তাবৎ মণ্ডলীকে কহিল, আমরা তাহাদের প্রতি ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়াছি, অতএব তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারি না। [২০] আমরা তাহাই করিব, অর্থাৎ তাহাদিগকে জীবৎ রাখিব, নতুবা তাহাদের প্রতি যে দিব্য করিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত আমাদের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইবে। [২১] অতএব অধ্যক্ষগণ কহিল, তাহারা জীবৎ থাকুক। কিন্তু তাহারা অধ্যক্ষগণের বাক্যানুসারে তাবৎ মণ্ডলীর নিমিত্তে কাষ্ঠচ্ছেদক ও জলবাহক হইল।

[২২] পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আছ, অতএব আমরা তোমাদের হইতে অতি দূরস্থ, এই কথা কহিয়া কেন আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিলা? [২৩] এই নিমিত্তে তোমরা শাপগ্রস্ত হইলা; পরমেশ্বরের আবাসের নিমিত্তে কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহনাদি দাস্য কর্ম্মহইতে তোমরা কখনো মুক্তি পাইবা না। [২৪] তাহাতে তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই সমস্ত দেশ দিতে ও তোমাদের সম্মুখহইতে এই দেশনিবাসি তাবৎ লোককে বিনাশ করিতে আপন সেবক মূসাকে যে সকল আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তোমার দাস আমরা তোমাদের হইতে প্রাণভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া এই কার্য্য করিলাম। [২৫] দেখ, এখন আমরা তোমার হস্তগত আছি, আমাদের প্রতি যাহা করিতে তোমার ভাল ও ন্যায্য বোধ হয়, তাহাই কর। [২৬] পরে সে

তাহাদের প্রতি তাহাই করিয়া ইস্রায়েল বংশের হস্তহইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিল, তাহাতে তাহারা তাহাদিগকে বধ করিল না। [২৭] এই রূপে যিহোশূয় সেই দিবসে পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে মণ্ডলীর ও পরমেশ্বরের বেদির নিমিত্তে নিত্য কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহন কর্ম্মে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিল।

১০ অধ্যায়।

১ গিবিয়োন লোকদের সহিত পাঁচ রাজার যুদ্ধ করণ, ৬ ও যিহোশূয়কে সংবাদ দেওন, ৮ ও পাঁচ রাজার সহিত যিহোশূয়ের যুদ্ধ করণ, ১২ ও যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে সূর্য্য ও চন্দ্রের আকাশে স্থগিত হওন, ১৫ ও ঐ পাঁচ রাজার গুহাতে আশ্রয় লওন, ২২ ও তাহাদিগকে বাহির করিয়া বধ করণ, ২৮ ও মক্কেদা ও লিব্না ও লাখীশ্ ও গেষর্ ও ইগ্লোন্ ও দিবীর্ প্রভৃতি দেশের দক্ষিণভাগ হস্তগত করণ।

[১] পরে যিহোশূয় অয় নগরকে হস্তগত করিয়া উচ্ছিন্নরূপে বিনষ্ট করিয়াছে, এবং যিরীহো ও তাহার রাজার প্রতি যেমন করিয়াছিল, অয়ের ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিয়াছে, এবং গিবিয়োন্ নিবাসি লোকেরা ইস্রায়েল বংশের সহিত মিলন করিয়া তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে, এই সকল কথা শুনিয়া [২] যিরূশালমের অদোনীষেদক্ রাজা অতিশয় ভীত হইল, কেননা গিবিয়োন্ নগর রাজধানীর ন্যায় বৃহৎ এবং অয় অপেক্ষাও বড় ছিল, এবং তাহার লোক সকল বলবান ছিল। [৩] অতএব যিরূশালমের অদোনীষেদক্ রাজা হিব্রোণের হোহম্ রাজার ও যর্মূতের পিরাম্ রাজার ও লাখীশের যাফিয় রাজার ও ইগ্লোনের দিবীর্ রাজার নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল; [৪] আইস, আমার সহায়তা কর, আমরা গিবিয়োনীয় লোকদিগকে আঘাত করি; কেননা তাহারা যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল বংশের সহিত সন্ধি করিয়াছে। [৫] অতএব ইমোরীয়দের ঐ পাঁচ রাজা, অর্থাৎ যিরূশালমের রাজা ও হিব্রোণের রাজা ও যর্মূতের রাজা ও লাখীশের রাজা ও ইগ্লোনের রাজা আপন ২ সমস্ত সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া উঠিয়া যাইয়া গিবিয়োনের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল।

[৬] তাহাতে গিবিয়োনীয় লোকেরা গিল্গল্স্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, তুমি আপন দাসদের প্রতি শৈথিল্য না করিয়া ত্বরায় আসিয়া আমাদের সাহায্য ও উপকার কর, কেননা পর্ব্বতনিবাসি ইমোরীয়দের সমস্ত রাজগণ আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হইল। [৭] তাহাতে যিহোশূয় সমস্ত সৈন্য ও বলবান্ লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া গিল্গল্হইতে যাত্রা করিল।

[৮] অপর পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে ভয় করিও না; আমি তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তাহাদের কেহ তোমার সম্মুখে পারিবে না। [৯] পরে যিহোশূয় গিল্গল্হইতে সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া অকস্মাৎ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। [১০] তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিলে সে গিবিয়োনে মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিয়া বৈথোরোণের ঊর্দ্ধগামি পথ দিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিল, এবং অসেকা ও মক্কেদা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল। [১১] তাহাতে যে সময়ে তাহারা ইস্রায়েল বংশের সম্মুখহইতে বৈথোরোণের নীচগামি পথে পলায়ন করে, তৎকালে পরমেশ্বর অসেকা পর্য্যন্ত আকাশহইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষাইলেন; তাহাতে তাহারা মরিল, এবং ইস্রায়েল বংশ কর্ত্তৃক খড়্গদ্বারা তাহাদের যত লোক আহত হইল, শিলাতে তদপেক্ষা অধিক মরিল।

[১২] তৎকালে অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ইস্রায়েল বংশের হস্তে ইমোরীয়দের সমর্পিত হওন দিবসে যিহোশূয় পরমেশ্বরের প্রতি নিবেদন করিয়া ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে কহিল, হে সূর্য্য, তুমি গিবিয়োনের উপরে, ও হে চন্দ্র, তুমি অয়ালোন্ তলভূমিতে স্থগিত হও। [১৩] তাহাতে যে পর্য্যন্ত সেই বিপক্ষ ভিন্নজাতীয়দের প্রতীকার না হইল, তাবৎ সূর্য্য স্থগিত ও চন্দ্র স্থির থাকিল; এই কথা কি যাশর্ গ্রন্থে লিখিত নাই? এই রূপে আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য্য স্থির থাকিল, সম্পূর্ণ এক দিবস অস্তগমন করিতে যত্ন করিল না। [১৪] তাহার পূর্ব্বে কি পরে পরমেশ্বর যাহাতে মনুষ্যের বাক্যেতে এই রূপ কর্ণ দিলেন, এমত আর কোন দিবস হয় নাই; যেহেতুক পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিলেন।

[১৫] পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া গিল্গল্স্থ শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। [১৬] কিন্তু ঐ পাঁচ রাজা পলায়ন করিয়া মক্কেদার গুহাতে লুকাইয়া থাকিল। [১৭] পরে মক্কেদার গুহাতে সেই পাঁচ রাজা লুকাইয়া আছে, এই সংবাদ যিহোশূয়ের গোচর হইলে সে কহিল, [১৮] তোমরা সেই গুহার মুখে মহাপ্রস্তর গড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে লোক নিযুক্ত করিয়া [১৯] অবিলম্বে শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাতের লোকদিগকে উচ্ছিন্ন কর, আপন ২ নগরে প্রবেশ

করিতে দিও না; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদিগকে তোমাদের হস্তগত করিলেন। [২০] অপর যিহোশূয় ও ইস্রায়েল বংশ তাহাদের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলে কতিপয় অবশিষ্ট লোকেরা পলাইয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগরে প্রবেশ করিল। [২১] পরে সমস্ত লোক মক্কেদাতে যিহোশূয়ের নিকটে শিবিরে কুশলে প্রত্যাগমন করিল; ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে কেহ জিহ্বা নাড়িল না।

[২২] পরে যিহোশূয় আজ্ঞা করিল, তোমরা ঐ গুহার দ্বার মুক্ত করিয়া তথাহইতে সেই পাঁচ রাজাকে বাহির করিয়া আমার নিকটে আন। [২৩] তাহা করিলে তাহারা যিরূশালমের রাজাকে ও হিব্রোণের রাজাকে ও যর্মূতের রাজাকে ও লাখীশের রাজাকে ও ইগ্লোনের রাজাকে, এই পাঁচ রাজাকে গুহাহইতে বাহির করিয়া তাহার নিকটে আনিল। [২৪] এই রূপে তাহারা ঐ রাজগণকে যিহোশূয়ের নিকটে আনিলে যিহোশূয় ইস্রায়েল বংশের সমস্ত পুরুষকে ডাকিয়া আপন সঙ্গে গমনকারি যোদ্ধৃগণের অধিপতিদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা নিকটে আসিয়া এই রাজগণের গ্রীবাতে পা দেও; তাহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া তাহাদের গ্রীবাতে পা দিল। [২৫] অপর তাহাদিগকে কহিল, ভীত ও নিরাশ হইও না, শক্তিমান্ ও সাহসী হও; তোমরা যে২ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবা, তাহাদের সকলের প্রতি পরমেশ্বর এই রূপ করিবেন। [২৬] পরে যিহোশূয় আঘাতদ্বারা সেই পাঁচ রাজাকে বধ করিয়া পাঁচ বৃক্ষে উদ্বন্ধন করাইল; তাহাতে তাহারা সায়ংকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষেতে টাঙ্গান থাকিল। [২৭] অপর সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাহাদিগকে বৃক্ষহইতে নামাইয়া যে গুহাতে তাহারা লুকাইয়াছিল, সেই গুহাতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মুখে বৃহৎ২ প্রস্তর স্থাপন করিল; তাহা অদ্যাপি আছে।

[২৮] অনন্তর ঐ দিবসে যিহোশূয় মক্কেদা হস্তগত করিয়া খড়্গাঘাতে তাহার রাজাকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল, কাহারো প্রাণ রক্ষা করিল না; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, মক্কেদার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

[২৯] পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে করিয়া মক্কেদাহইতে লিব্নাতে যাইয়া লিব্নার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩০] তাহাতে পরমেশ্বর লিব্না ও তাহার রাজাকে ইস্রায়েল বংশের হস্তগত করিলে সে তাহাকে ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল, তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

[৩১] অপর যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া লিব্নাহইতে লাখীশে যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিল। [৩২] তাহাতে পরমেশ্বর লাখীশকে ইস্রায়েল বংশের হস্তগত করিলে তাহারা দ্বিতীয় দিবসে লাখীশ আক্রমণ করিয়া যেমন লিব্নার প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ তাহাকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল।

[৩৩] এই যুদ্ধে গেষরের হোরম্ রাজা লাখীশের সহায়তা করিতে আগমন করিলে যিহোশূয় তাহাকে ও তাহার লোকদিগকে আঘাত করিল; তাহার অবশিষ্ট কাহাকেও রাখিল না।

পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া লাখীশহইতে ইগ্লোনে যাত্রা করিলে তাহারা তাহার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩৫] এবং সেই দিবসে তাহা হস্তগত করিয়া যেমন লাখীশের প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ খড়্গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া সেই দিবসে তাহার মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

[৩৬] অপর যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া ইগ্লোন্হইতে হিব্রোণে যাত্রা করিলে তাহারা তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩৭] এবং তাহা হস্তগত করিয়া তাহাকে ও তাহার রাজাকে ও তাহার উপনগর সকলকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা বধ করিল; যেমন ইগ্লোনের প্রতি করিয়াছিল, সেই রূপ তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট না রাখিয়া তাহাকে ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

[৩৮] পরে যিহোশূয় ফিরিয়া সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া দিবীরে আসিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩৯] এবং তাহাকে ও তাহার রাজাকে ও তাহার উপনগর সকলকে হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া তন্মধ্যস্থ তাবৎ প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল, তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না: যেমন হিব্রোণের প্রতি এবং লিব্নার ও তাহার রাজার প্রতি করিয়াছিল, দিবীরের ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

[৪০] এই রূপে যিহোশূয় পর্ব্বতময় দেশ ও দক্ষিণ অঞ্চল ও সমভূমি ও উপত্যকা প্রভৃতি সকল দেশ পরাস্ত করিয়া তাবং রাজগণকে বধ করিল, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; সে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাবৎ প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [৪১] এই

রূপে যিহোশূয় কাদেশ-বর্ণেয় অবধি অসা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এবং গিবিয়োন্ পর্য্যন্ত গোশনের সমস্ত দেশকে বিনষ্ট করিল। [৪২] যিহোশূয় এই সমস্ত দেশ ও রাজগণকে এক কালেই হস্তগত করিল, কারণ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিলেন। [৪৩] পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া গিল্‌গলস্থিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

১১ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের বিরুদ্ধে দেশের উত্তরভাগস্থ অনেক রাজার একত্র হওন, ৬ ও তাহাদের বিনাশ, ১০ ও হাৎসোর্ নগরের হস্তগত ও দগ্ধ হওন, ১৩ ও অনেক দেশ হস্তগত করণ, ২১ ও অনাকীয় লোকের উচ্ছিন্ন হওন।

[১] অপর হাৎসোরের রাজা যাবীন্ সেই সমস্তের সংবাদ শুনিয়া মাদোনের যোবব্ রাজার ও শিম্রোণের রাজার ও অক্‌ষফের রাজার নিকটে, [২] এবং উত্তরদেশীয় পর্ব্বতে ও কিন্নেরতের দক্ষিণস্থ প্রান্তরে ও তলভূমিতে ও পশ্চিমস্থ দোর্ নামক অঞ্চলে স্থিত রাজগণের নিকটে; [৩] অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় কিনানীয়দের ও ইমোরীয়দের ও হিত্তীয়দের ও পিরিষীয়দের ও পর্ব্বতস্থ যিবূষীয়দের ও হর্ম্মোণের অধঃস্থিত মিস্পাদেশীয় হিব্বীয়দের রাজগণের নিকটে লোক প্রেরণ করিল। [৪] তাহাতে তাহারা সকলে সসৈন্য হইয়া সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোক এবং অশ্বের ও রথের বাহুল্য সঙ্গে লইয়া বাহির হইল। [৫] এবং এই সকল রাজা নিরূপণানুসারে একত্র হইয়া ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে মেরোম নামক জলাশয়ের নিকটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল।

[৬] পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তাহাদের হইতে ভীত হইও না; কল্য এমন সময়ে আমি ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে আহত তাহাদের সকলকে সমর্পণ করিব, তাহাতে তুমি তাহাদের অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিবা ও রথ অগ্নিতে দগ্ধ করিবা। [৭] তাহাতে যিহোশূয় সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া মেরোম্ জলাশয়ের নিকটে তাহাদের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। [৮] তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদিগকে ইস্রায়েল বংশের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল, এবং মহাসীদোন্ ও মিস্রিফোৎ-ময়িম্ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বদিগে মিস্পাীর তলভূমি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না করিল, এবং তাহাদিগকে সংহার করিয়া তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না। [৯] পরে যিহোশূয় পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদের অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিল ও তাহাদের রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

[১০] ঐ সময়ে যিহোশূয় প্রত্যাগমন করিয়া হাৎসোর হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা তাহার রাজাকে আঘাত করিল, কেননা পূর্ব্বকালে হাৎসোর সেই সকল রাজ্যের মাথা ছিল। [১১] এবং তাহার মধ্যনিবাসি সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়া তাহার মধ্যে কোন প্রাণিকে অবশিষ্ট রাখিল না; পরে সে হাৎসোর্‌কে অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১২] অপর যিহোশূয় ঐ রাজগণের সমস্ত নগর ও তাহাদের সমস্ত রাজাকে হস্তগত করিয়া পরমেশ্বরের সেবক মূসার আজ্ঞানুসারে খড়্গদ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [১৩] কিন্তু স্ব২ টিকরোপরি স্থাপিত সেই সকল নগর ইস্রায়েল বংশকর্তৃক দগ্ধ হইল না, কেবল হাৎসোর নগর যিহোশূয় কর্তৃক দগ্ধ হইল। [১৪] এবং ইস্রায়েল বংশ সে সকল নগরের দ্রব্যাদি ও পশুগণকে আপনাদের নিমিত্তে লুট করিল, এবং খড়্গদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে নিঃশেষে বধ করিল; তাহাদের মধ্যে কোন প্রাণিকে অবশিষ্ট রাখিল না। [১৫] পরমেশ্বর আপন সেবক মূসাকে যে রূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, মূসা যিহোশূয়কে তদ্রূপ আজ্ঞা করিয়াছিল, তাহাতে যিহোশূয় তদ্রূপ করিল; মূসার প্রতি উক্ত পরমেশ্বরের তাবৎ আদেশের একটি কথার অন্যথা করিল না।

[১৬] এই রূপে যিহোশূয় সেই সমস্ত প্রদেশ ও তথাকার পর্ব্বত ও সমস্ত দক্ষিণ দেশ ও গোশনের তাবৎ দেশ ও তলভূমি ও প্রান্তর ও ইস্রায়েলের পর্ব্বত ও তাহার তলভূমি; [১৭] অর্থাৎ সেয়ীরগামি হালক্ পর্ব্বত অবধি হর্ম্মোণ্ পর্ব্বতের নীচস্থ লিবানোনের তলভূমিতে স্থিত বাল্‌গাদ্ পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ হস্তগত করিয়া তাহাদের রাজগণকে ধরিয়া আঘাত পূর্ব্বক বধ করিল। [১৮] যিহোশূয় সেই রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইল। [১৯] গিবিয়োন্ নিবাসি হিব্বীয় লোক ব্যতিরেকে আর কোন নগরীয় লোক ইস্রায়েল বংশের সহিত সন্ধি করিল না; তাহারা অন্য সমস্তকেই যুদ্ধেতে হস্তগত করিল। [২০] কেননা তাহারা যেন ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট হইয়া দয়া না পাইয়া মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে উচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যে তাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিতে পরমেশ্বরের মনস্থ ছিল।

[২১] অপর সেই সময়ে যিহোশূয় আসিয়া পর্ব্বত ও হিব্রোণ্ ও দিবীর্ ও আনব হইতে ও যিহূদার

সমস্ত পর্ব্বতহইতে ও ইস্রায়েলের সমস্ত পর্ব্বতহইতে অনাকীয়দিগকে উচ্ছিন্ন করিল; যিহোশূয় তাহাদের নগর শুদ্ধ তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [২২] ইস্রায়েল বংশের দেশে অনাকীয়দের কেহ অবশিষ্ট থাকিল না; কেবল অসাতে ও গাতে ও অস্‌দোদে অবশিষ্ট থাকিল। [২৩] এই রূপে যিহোশূয় মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে সমস্ত দেশ হস্তগত করিয়া প্রত্যেক বংশের অংশানুসারে অধিকার করিতে ইস্রায়েল্ লোকদিগকে দিল; পরে দেশে যুদ্ধ বিরাম হইল।

১২ অধ্যায়।

১ মূসাদ্বারা দুই রাজার দেশের বিভাগ করণ, ৭ ও যিহোশূয়দ্বারা একত্রিশ রাজার অধিকার হস্তগত করণ।

[১] তৎকালে ইস্রায়েল বংশ যে২ রাজাকে বধ করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিল, সেই সকল রাজা এই২। যর্দ্দনের ওপারে সূর্য্যোদয়ের দিগে অর্ণোন্ নদী অবধি হর্ম্মোণ্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বদিক্‌স্থিত সমস্ত প্রান্তরস্থ দেশের মধ্যে [২] হিষ্‌বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজা। সে অর্ণোন্ নদীতীরস্থ আরোয়ের্ অবধি ও নদীর মধ্যাবধি এবং অর্দ্ধ গিলিয়দ দেশে অম্মোন্ বংশের সীমাস্থ যব্বোক্ নদী পর্য্যন্ত, [৩] এবং প্রান্তরে কিন্নেরৎ হ্রদের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত, ও বৈৎ-যিশীমোতের পথে প্রান্তরস্থ লবণসমুদ্রের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত এবং অস্‌দোৎপিস্‌গার অধঃস্থিত দক্ষিণ দেশে কর্ত্তৃত্বকারী ছিল। [৪] এবং বাশনীয় ওগ রাজার সীমাও তাহাদের হস্তগত হইল; সে রিফায়ীয় বংশোদ্ভব ছিল, এবং অস্তারোতে ও ইদ্রিয়ীতে বাস করিত। [৫] সে হর্ম্মোণ পর্ব্বতে ও সল্‌খাতে ও গিশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় বাশন দেশে এবং হিষ্‌বোনের সীহোন্ রাজার সীমাস্থিত অর্দ্ধগিলিয়দ্ দেশে কর্ত্তৃত্বকারী ছিল। [৬] পরমেশ্বরের সেবক মূসা ও ইস্রায়েল বংশ কর্ত্তৃক সেই দুই রাজা উচ্ছিন্ন হইলে পরমেশ্বরের সেবক মূসা সেই দেশ অধিকার করিতে রূবেন্ বংশকে ও গাদ্ বংশকে ও মিনশির অর্দ্ধবংশকে দিয়াছিল।

[৭] পরে যিহোশূয় ও ইস্রায়েল্ বংশ যর্দ্দনের এপারে পশ্চিমদিগে লিবানোনের তলভূমিস্থিত বাল্‌গাদ্ অবধি সেয়ীর গামি হালক্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত [৮] পর্ব্বতস্থ ও তলভূমিস্থ ও প্রান্তরস্থ ও উপত্যকাস্থিত ও মরুভূমিস্থ ও দক্ষিণদেশস্থ হিত্তীয়দের ও ইমোরীয়দের ও কিনানীয়দের ও পিরিষীয়দের ও হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশীয় যে রাজগণকে বধ করিল, এবং এক২ বংশের অংশানুসারে অধিকার করিতে যিহোশূয় ইস্রায়েল বংশকে যাহাদের দেশ দিল, সেই রাজগণের সংখ্যা। [৯] যিরীহোর এক রাজা, ও বৈথেলের নিকটস্থ অয়ের এক রাজা, [১০] ও যিরূশালমের এক রাজা, ও হিব্রোণের এক রাজা, [১১] ও যর্মূতের এক রাজা, ও লাখীশের এক রাজা, [১২] ও ইগ্‌লোনের এক রাজা, ও গেষরের এক রাজা, [১৩] ও দিবীরের এক রাজা, ও গেদরের এক রাজা, [১৪] ও হর্মার এক রাজা, ও অরাদের এক রজা, [১৫] ও লিব্‌নার এক রাজা, ও অদুল্লমের এক রাজা, [১৬] ও মক্কেদার এক রাজা, ও বৈথেলের এক রাজা, [১৭] ও তপূহের এক রাজা, ও হেফরের এক রাজা, [১৮] ও অফেকের এক রাজা, ও লশারোণের এক রাজা, [১৯] ও মাদোনের এক রাজা, ও হাৎসোরের এক রাজা, [২০] ও শিম্রোণ-মিরোণের এক রাজা, ও অক্‌ষফের এক রাজা, [২১] ও তানকের এক রাজা, ও মগিদ্দোর এক রাজা, [২২] ও কেদশের এক রাজা, ও কর্ম্মিলস্থ যগ্নিয়ামের এক রাজা, [২৩] ও দোর্ অঞ্চলস্থিত দোরের এক রাজা, ও গিল্‌গল্ দেশীয়দের এক রাজা, [২৪] ও তির্সার এক রাজা; সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ রাজা।

১৩ অধ্যায়।

১ অবশিষ্ট দেশের কথা, ১৫ ও রূবেন্ বংশের অধিকারের কথা, ২৪ ও গাদ্ বংশের অধিকারের কথা, ২৯ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশের অধিকারের কথা।

[১] অপর যিহোশূয় বহুবয়স্ক বৃদ্ধ হইলে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি বহুবয়স্ক বৃদ্ধ হইলা; এখনো বহু দেশ অধিকার করিতে অবশিষ্ট আছে। [২] সেই অবশিষ্ট দেশের নির্ণয়। পিলেষ্টীয়দের সমস্ত অঞ্চল, এবং গিশূরীয়দের সমস্ত সীমা, [৩] ফলতঃ মিসরের সম্মুখস্থ শীহোর্ অবধি ইক্রোণের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত কিনানীয়দের অধিকাররূপে গণনীয় দেশ, অর্থাৎ অসাতীয় ও অস্‌দোদীয় ও অস্কিলোনীয় ও গাতীয় ও ইক্রোণীয়, পিলেষ্টীয়দের এই পাঁচ অধ্যক্ষের দেশ ও অব্বীয় দেশ। [৪] এবং দক্ষিণ দিগে কিনানীয়দের সমস্ত দেশ, ও ইমোরীয়দের সীমাস্থিত অফেক পর্য্যন্ত সীদোনীয়দের অধীন মিয়ারা। [৫] এবং গিব্‌লীয়দের দেশ ও হর্ম্মোণ্ পর্ব্বতের তলস্থিত বাল্‌গাদ্ অবধি হমাতে প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় দিক্‌স্থ তাবৎ লিবানোন্। [৬] সেই লিবানোন্ অবধি মিস্রিফোৎ-ময়িম্ পর্য্যন্ত পর্ব্বতনিবাসি

সীদোনীয় লোকদের দেশ। আমি ইস্রায়েল বংশের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিব; আমি যেমন তোমাকে আজ্ঞা করিলাম, তদ্রূপ তুমি তাহা অধিকার করিতে ইস্রায়েল বংশকে অংশ করিয়া দেও। [৭] এই ক্ষণে অধিকারার্থে নব বংশকে ও মিনশির অর্দ্ধবংশকে এই দেশ অংশ করিয়া দেও। [৮] এবং অন্য অর্দ্ধ বংশ ও রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ যর্দ্দন নদীপারে পূর্ব্বদিগে মূসার দত্ত আপন২ অধিকার পাইয়াছে, যেহেতুক পরমেশ্বরের সেবক মূসা তাহাদিগকে [৯] অর্ণোন্ নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি এবং নদীমধ্যস্থিত নগর ও দীবোন্ পর্য্যন্ত মেদিবার সমস্ত প্রান্তর; [১০] এবং অম্মোন্ বংশের সীমা পর্য্যন্ত হিষ্‌বোনে কর্তৃত্বকারি ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার সমস্ত নগর; [১১] এবং গিলিয়দ্ ও গিশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা ও তাবৎ হর্ম্মোণ্ পর্ব্বত ও সল্‌খা পর্য্যন্ত সমস্ত বাশন্, [১২] অর্থাৎ অস্তারোতে ও ইদ্রিয়ীতে কর্তৃত্বকারি রিফায়ীয় বংশের অবশিষ্ট ওগের বাশন্ রাজ্য দিয়াছিল; কেননা মূসা ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া দূর করিয়াছিল। [১৩] তথাপি ইস্রায়েল বংশ গিশূরীয়দিগকে ও মাখাথীয়দিগকে দূর করে নাই; তাহাতে গিশূরীয়েরা ও মাখাথীয়েরা অদ্যাপি ইস্রায়েল বংশের মধ্যে বাস করিতেছে। [১৪] কেবল লেবি বংশকে (মূসা) কিছু অধিকার দিল না; পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহার তাহাদের অধিকার হইল।

[১৫] মূসা রূবেন্ বংশের গোষ্ঠ্যনুসারে তাহাদিগকে অধিকার দিল। [১৬] অর্ণোন্ নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি তাহাদের সীমা ছিল, এবং নদীমধ্যস্থ নগর ও মেদিবার নিকটস্থ সমস্ত প্রান্তর; [১৭] এবং হিষ্‌বোন্ ও প্রান্তরস্থ তাহার সমস্ত নগর, অর্থাৎ দীবোন্ ও বামোৎ-বাল্ ও বৈৎবাল্‌মিয়োন্, [১৮] ও যহস্ ও কিদেমোৎ ও মেফাৎ ও কিরিয়াথয়িম্ ও সিব্‌মা ও তলভূমির পর্ব্বতস্থ সেরৎ-শহর, [২০] ও বৈৎপিয়োর্ ও অস্‌দোৎ-পিস্‌গা ও বৈৎযিশীমোৎ; [২১] এবং প্রান্তরস্থ সমস্ত নগর প্রভৃতি হিষ্‌বোনে কর্তৃত্বকারি ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার সমুদয় রাজ্য; কেননা মূসা তাহাকে এবং মিদিয়নের অধ্যক্ষগণকে অর্থাৎ দেশনিবাসি ইবি ও রেকম্ ও সূর্ ও হূর্ ও রেবা নামে সীহোনের অগ্রণীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল। [২২] ইস্রায়েল বংশ খড়্গধারে যাহাদিগকে বধ করিল, তাহাদের মধ্যে বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বিলিয়মকেও বধ করিল। [২৩] আর যর্দ্দন্ ও তাহার অঞ্চল রূবেন্ বংশের সীমা ছিল; রূবেন্ বংশের গোষ্ঠ্যনুসারে গ্রামের সহিত এই সকল নগর তাহাদের অধিকার হইল।

[২৪] আর মূসা গাদ্ বংশের গোষ্ঠ্যনুসারে তাহাদিগকে অধিকার দিল। [২৫] যাসের্ ও গিলিয়দের সমস্ত নগর, ও রব্বার সম্মুখস্থ অরোয়ের্ পর্য্যন্ত অম্মোন্ বংশের অর্দ্ধদেশ তাহাদের সীমা হইল। [২৬] এবং হিষ্‌বোন্ অবধি রামৎ-মিস্‌পী পর্য্যন্ত ও বিটোনীম্ ও মহনয়িম্ অবধি দিবীরের সীমা পর্য্যন্ত; [২৭] তলভূমিতে বৈথারম্ ও বৈৎনিম্রা ও সুক্কোৎ ও সাফোন্ ও হিষ্‌বোনের সীহোন্ রাজার অবশিষ্ট রাজ্য, এবং যর্দ্দনের পূর্ব্বতীর অর্থাৎ কিন্নেরৎ হ্রদের তীর পর্য্যন্ত যর্দ্দন্ ও তাহার অঞ্চল। [২৮] গাদ্ বংশের গোষ্ঠ্যনুসারে গ্রামের সহিত এই সকল নগর তাহাদের অধিকার হইল।

[২৯] আর মূসা মিনশির অর্দ্ধবংশের গোষ্ঠ্যনুসারে মিনশির অর্দ্ধবংশকে অধিকার দিল। [৩০] তাহাদের সীমা মহনয়িম্ অবধি তাবৎ বাশন্ দেশ অর্থাৎ বাশনস্থ ওগ রাজার সমস্ত রাজ্য ও বাশনস্থ যায়ীরের তাবৎ নগর অর্থাৎ ষাইট নগর; [৩১] এবং অর্দ্ধ গিলিয়দ্ ও অস্তারোৎ ও ইদ্রিয়ী নগর, ওগের বাশনস্থ রাজ্যস্থিত এই সকল নগর মিনশির পুত্র মাখীর বংশের অর্থাৎ গোষ্ঠ্যনুসারে মাখীরের অর্দ্ধবংশের অধিকার হইল। [৩২] যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে যিরীহোর সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে মূসা এই সকল দেশ অধিকারার্থে অংশ করিয়া লোকদিগকে দিয়াছিল। [৩৩] কিন্তু লেবির বংশকে মূসা কোন দেশাধিকার দিল না; তাহাদের প্রতি আপন বাক্যানুসারে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের অধিকারস্বরূপ হইলেন।

১৪ অধ্যায়।

১ সাড়ে নয় বংশের, ৬ ও কালেবের অধিকারের কথা।

[১] অপর কিনান্‌দেশে অধিকারের জন্যে ইস্রায়েল বংশের মধ্যে ইলিয়াসর যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং ইস্রায়েল বংশের প্রধান লোক কর্তৃক এই সকল অংশীকৃত হইল। [২] সাড়ে নয় বংশের বিষয়ে পরমেশ্বর মূসাদ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে গুলিবাঁটদ্বারা তাহাদের অধিকার স্থির হইল। [৩] যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মূসা তাহাদের আড়াই বংশকে অধিকার দিয়াছিল, কিন্তু লেবির বংশকে অধিকার দিল না। [৪] যূষফের সন্তানেরা মিনশি ও ইফ্রয়িম এই দুই বংশ হইল; কিন্তু লেবি বংশকে কতবগুলি বাসনগর এবং পশ্বাদি সংস্থানার্থে তাহার প্রান্তর ব্যতিরেকে দেশের মধ্যে আর

কোন অংশ দেওয়া গেল না। [৫] পরমেশ্বর মূসাকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইস্রায়েল বংশ তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া আপনাদের মধ্যে দেশ বিভাগ করিয়া লইল।

[৬] ঐ সময়ে যিহূদা বংশ গিল্‌গলে যিহোশূয়ের নিকটে আইলে কিনসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব্‌ তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর তোমার ও আমার বিষয়ে কাদেশ্‌-বর্ণেয়ে আপন সেবক মূসাকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। [৭] আমার চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে পরমেশ্বরের সেবক মূসা দেশ নিরীক্ষণ করিতে কাদেশ্‌বর্ণেয়হইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাতে আমি সরল মনে তাহার নিকটে সংবাদ আনিয়া দিলাম। [৮] আমার যে ভ্রাতৃগণ আমার সহিত গিয়াছিল, তাহারা লোকদের মন বিষণ্ণ করিল; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ রূপে আপন প্রভু পরমেশ্বরের অনুগত থাকিলাম। [৯] এই জন্যে মূসা ঐ দিবসে দিব্য করিয়া কহিল, যে ভূমির উপরে তোমার পদার্পণ হইল, সেই ভূমি তোমার ও তোমার বংশের নিত্য অধিকার হইবে; কেননা তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার প্রভু পরমেশ্বরের অনুগত হইয়াছ। [১০] এখন দেখ, প্রান্তরে ইস্রায়েল বংশের ভ্রমণ কালে যে সময়ে পরমেশ্বর মূসাকে এই কথা কহিয়াছিলেন, তদবধি পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে পঁয়তাল্লিশ বৎসর আমাকে জীবৎ রাখিয়াছেন; অদ্য আমি পঞ্চাশীতি বৎসর বয়স্ক হইলাম। [১১] মূসা যে দিবসে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল, সেই দিবসে আমি যেমন বলবান্‌ ছিলাম, অদ্যাপি তদ্রূপ আছি; যুদ্ধ করণার্থে ও গমনাগমন করণার্থে আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনো সেই রূপ আছে। [১২] অতএব সে দিবসে পরমেশ্বর যে পর্ব্বতের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, এই সেই পর্ব্বত আমাকে দেও; কেননা অনাকীয়েরা সেখানে থাকে, এবং নগর সকল বৃহৎ ও প্রাচীরবেষ্টিত, ইহা তুমি সে দিবসে শুনিয়াছিলা; কিন্তু পরমেশ্বর যদি আমার সহিত থাকেন, তবে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে আমি অবশ্য তাহাদিগকে দূর করিয়া দিব। [১৩] তাহাতে যিহোশূয় তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং যিফুন্নির পুত্র কালেব্‌কে অধিকারার্থে হিব্রোণ্‌ দিল। [১৪] এই রূপে হিব্রোণ্‌ অদ্য পর্য্যন্ত কিনসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেবের অধিকার হইয়া আসিতেছে; কেননা সে সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের অনুগত ছিল। [১৫] পূর্ব্বকালে ঐ হিব্রোণের নাম কিরিয়থর্ব ছিল; ঐ অর্ব অনাকীয়দের মধ্যে প্রধান লোক ছিল। পরে দেশে যুদ্ধের বিরাম হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ যিহূদা বংশের সীমা নির্ণয়, ১৩ ও হিব্রোণ জয় করিয়া কালেবের অধিকার প্রাপ্তি, ১৬ ও দিবীর জয় করিয়া কালেবের কন্যা গ্রহণকারি অৎনীয়েলের কথা, ২০ ও যিহূদার অধিকারের নগর নির্ণয় ও যিবূষীয়দের পরাস্ত না হওনের কথা।

[১] অপর আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদা বংশের অংশের সীমা নির্ণয়; ইদোমীয় সীমার পার্শ্বস্থ সীন্‌ প্রান্তর দক্ষিণদিগে তাহার দক্ষিণপ্রান্ত ছিল। [২] এবং তাহার দক্ষিণ সীমা লবণ সমুদ্রের প্রান্ত অর্থাৎ দক্ষিণদিগভিমুখ খাড়ী অবধি [৩] দক্ষিণদিক্‌ প্রতি অক্রব্বীম নামক ঊর্দ্ধগামি পথ দিয়া সীন্‌ পর্য্যন্ত গেল, এবং দক্ষিণে কাদেশ-বর্ণেয় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগামী হইল; পরে হিষ্রোণে যাইয়া অদ্দরের প্রতি ঊর্দ্ধগামী হইয়া কর্কা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। [৪] পরে অস্মোনের প্রতি হইয়া মিসরনদী পর্য্যন্ত নির্গমন করিল, ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল; এই তোমাদের দক্ষিণ সীমা হইবে। [৫] এবং পূর্ব্বসীমা যর্দনের মুহানা পর্য্যন্ত লবণ সমুদ্র; এবং উত্তর দিগের সীমা যর্দনের মুহানা অর্থাৎ ঐ সমুদ্রের খাড়ী অবধি [৬] বৈথগ্লার প্রতি গমন করিয়া বৈথরাবার উত্তরদিগ্‌ হইয়া গেল, পরে সে সীমা রূবেন্‌ বংশীয় বোহনের প্রস্তর পর্য্যন্ত উঠিয়া গেল। [৭] পরে সে সীমা আখোর তলভূমিহইতে দিবীরের দিগে গেল; পরে নদীর দক্ষিণ পারস্থ অদুম্মীমের দিগে ঊর্দ্ধগামি পথের সম্মুখস্থ গিল্‌গলের প্রতি মুখ করিয়া উত্তরদিগে গেল, ও ঐন্‌-শেমশ্‌ নামক জলাশয়ের প্রতি চলিয়া গেল, ও তাহার অন্তভাগ ঐন্‌-রোগেলে ছিল। [৮] সে সীমা বিন্‌-হিন্নোম্‌ নামে তলভূমি দিয়া উঠিয়া যিবূষের অর্থাৎ যিরূশালমের দক্ষিণ পার্শ্বে গেল; পরে ঐ সীমা পশ্চিমে হিন্নোম্‌ নামে তলভূমির সম্মুখে অর্থাৎ রিফায়িম্‌ নামে সমভূমির উত্তরপ্রান্তে স্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত গেল। [৯] পরে ঐ সীমা সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ অবধি নিপ্তোহের জলের উনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং ইফ্রোণ পর্ব্বতস্থ নগরে তাহার অন্তভাগ ছিল। এবং সে সীমা বালা অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্‌ নগরেতে আকৃষ্ট হইল; [১০] পরে সে সীমা বালাহইতে সেয়ীর্‌ পর্ব্বত পর্য্যন্ত পশ্চিম দিগে ঘুরিয়া যিয়ারীম্‌ পর্ব্বতের পৃষ্ঠ দিয়া উত্তর দিগে খিষালোন্‌ পর্য্যন্ত গেল; পরে বৈৎশেমশে অধোগামী হইয়া তিম্নাথা পর্য্যন্ত গেল। [১১] এবং সে সীমা ইক্রোণের উত্তরদিক্‌ পর্য্যন্ত গমন করিল; পরে সে সীমা শিক্রোণ্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং বালা পর্ব্বত হইয়া যব্‌নিয়েলে তাহার অন্তভাগ ছিল; ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। [১২] এবং পশ্চিম সীমা মহাসমুদ্র ও তাহার তট

পর্য্যন্ত; আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদা বংশের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সীমা এই সকল জানিবা।

[১৩] অপর যিহোশূয় পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যিহূদা বংশের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেবের অংশার্থে অনাকের পিতা অর্ব নামে বিখ্যাত কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ দিল। [১৪] এবং কালেব্ তথাহইতে অনাকের বংশ শেশয়্ ও অহীমান্ ও তল্‌ময় নামে অনাকের তিন পুত্রকে দূর করিল। [১৫] পরে তথাহইতে দিবীর্ নিবাসিদের নিকটে গমন করিল; পূর্ব্বকালে ঐ দিবীর কিরিয়ৎ-সেফর্ নামে বিখ্যাত ছিল।

[১৬] সেই সময়ে কালেব্ কহিল, যে জন কিরিয়ৎ-সেফর্ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত আমি অক্‌ষা নামে আপন কন্যার বিবাহ দিব। [১৭] তাহাতে কালেবের ভ্রাতা যে কিনস্, তাহার পুত্র অৎনীয়েল্ তাহা হস্তগত করিলে সে তাহার সহিত অক্‌ষা নামে আপন কন্যার বিবাহ দিল। [১৮] অপর ঐ কন্যা আগমন কালে আপন পিতার নিকটে এক ক্ষেত্র চাহিতে (স্বামির) সম্মতি লইয়া গর্দ্দভহইতে নামিল; তাহাতে কালেব্ তাহাকে কহিল, তুমি কি চাহ? [১৯] সে উত্তর করিল, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, কেননা দক্ষিণস্থা ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এখন জলের উনুই আমাকে দিউন; তাহাতে সে উপরিস্থ ও অধঃস্থ উনুই তাহাকে দিল।

[২০] আর আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদা বংশের এই সকল অধিকার। [২১] দক্ষিণদিগে ইদোমের সীমার নিকটে যিহূদা বংশের প্রান্তস্থিত নগর কব্‌সেল্ ও এদর্ ও যাগুর্, [২২] ও কীনা ও দীমোনা ও অদাদা, [২৩] ও কেদশ্ ও হাৎসোর ও যিৎনন্, [২৪] ও সীফ্ ও টেলম্ ও বালোৎ, ও হাৎসোর্-হদত্তা ও কিরিয়োৎ ও হিষ্রোণ্ হাৎসোর্, [২৬] ও অমাম্ ও শিমা ও মোলাদা, [২৭] ও হৎসর-গদ্দা ও হিষ্‌মোন্ ও বৈৎপেলট, [২৮] ও হৎসর্-শিয়াল্ ও বেরশেবা ও বিষিয়োথিয়া, [২৯] ও বালা ও ইয়ীম্ ও এৎসম্, [৩০] ও ইল্‌তোলদ্ ও কিষীল্ ও হমা, [৩১] ও সিক্লগ্ ও মদ্‌মন্না ও সন্‌সন্না, [৩২] ও লিবায়োৎ ও শিল্‌হীম্ ও ঐন্ ও রিম্মোন্, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ সকলে ঊনত্রিশ নগর ছিল। [৩৩] এবং তলভূমিতে ইষ্টায়োল্ ও সরিয় ও অস্‌না, [৩৪] ও সানোহ ও ঐন্‌গন্নীম্ ও তপূহ ও ঐনম্, [৩৫] ও যর্মূৎ ও অদুল্লম্ ও সোখো ও অসেকা, [৩৬] ও শারয়িম ও অদীথয়িম্ ও গিদেরা ও গিদেরোথয়িম্; তাহাদের গ্রামশুদ্ধ চৌদ্দ নগর ছিল। [৩৭] এবং সিনন্ ও হদাশা ও মিগদল্‌গাদ, [৩৮] ও দিলিয়ন্ ও মিস্‌পী ও যক্তেল্, [৩৯] ও লাখীশ্ ও বস্কৎ ও ইগ্লোন্, [৪০] ও কব্বোন্ ও লহমস্ ও কিৎলীশ্, [৪১] ও গিদেরোৎ ও বৈৎদাগোন্, ও নয়মা ও মক্কেদা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ ষোল নগর ছিল। [৪২] এবং লিব্‌না ও এথর্ ও আশন্, [৪৩] ও যিপ্তহ ও অস্‌না ও নিৎসীব্, [৪৪] ও কিয়ীলা ও অক্‌ষীব্ ও মারেশা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ নয় নগর ছিল। [৪৫] এবং ইক্রোণ্ ও তাহার নগর ও গ্রাম; [৪৬] এবং ইক্রোণ্ অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত অস্‌দোদের নিকটস্থ সমস্ত স্থান ও গ্রাম; [৪৭] অর্থাৎ অস্‌দোদ্ ও তাহার নগর ও গ্রাম, এবং অসা ও মিসরনদী পর্য্যন্ত তাহার নগর ও গ্রাম; এবং মহাসমুদ্র তাহার সীমা ছিল।

[৪৮] পর্ব্বতে শামীর্ ও যত্তীর্ ও সোখো, [৪৯] ও দন্না ও কিরিয়ৎ-সন্না অর্থাৎ দিবীর্, [৫০] ও আনব্ ও ইষ্টিমোয় ও আনীম্, [৫১] ও গোশন্ ও হোলোন্ ও গীলো, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ এগার নগর ছিল। [৫২] এবং অরব্ ও দূমা ও ইশিয়ন্ [৫৩] ও যানূম ও বৈত্তপূহ ও অফেকা, [৫৪] ও হুম্‌টা ও কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ ও সীয়োর, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ নয় নগর ছিল। [৫৫] এবং মায়োন্ ও কর্ম্মিল্ ও সীফ্ ও যুটা, [৫৬] ও যিষ্রিয়েল্ ও যগ্দিয়াম্ ও সানোহ ও কয়িন্ ও গিবিয়া ও তিম্নাথা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ দশ নগর ছিল। [৫৮] এবং হল্‌হূল্ ও বৈৎসূর ও গিদোর, [৫৯] ও মারৎ ও বৈথনোৎ ও ইল্‌তিকোন্, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ ছয় নগর ছিল। [৬০] এবং কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম ও রব্বা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ দুই নগর ছিল।

[৬১] প্রান্তরে বৈথরাবা ও মিদ্দীন্ ও সিকাখা, [৬২] ও নিব্‌শন্ ও লবণ নগর ও ঐন্‌গিদী, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ ছয় নগর ছিল। [৬৩] কিন্তু যিহূদা বংশ যিরূশালম্ নিবাসি যিবূষীয়দিগকে দূর করিতে পারিল না; তাহাতে যিবূষীয়েরা অদ্যাবধি যিহূদা বংশের সহিত যিরূশালমে বাস করিতেছে।

১৬ অধ্যায়।

১ যূষফ বংশের সীমা নির্ণয়, ৫ বিশেষতঃ ইফ্রয়িম বংশের সীমা নির্ণয়।

[১] অপর যূষফ বংশের অংশ যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন্ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌স্থিত যিরীহোর জল অবধি যিরীহোহইতে বৈথেল্ পর্ব্বতে উর্দ্ধগামি প্রান্তরে আরম্ভ করিয়া [২] বৈথেল্‌হইতে লূসে গমন করিল, ও অর্কীয় সীমাস্থ অটারোতে গমন করিল। [৩] এবং পশ্চিমদিগে যফ্‌লেটীয় সীমার প্রতি নীচস্থ বৈথোরোণের সীমা ও গেষর্ পর্য্যন্ত গমন করিল, ও তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। [৪] এই রূপে যূষফের বংশ মিনশি ও ইফ্রয়িম্ আপন ২ অধিকার গ্রহণ করিল।

[৫] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইফ্রয়িম্ বংশের সীমা; পূর্ব্বদিগে উর্দ্ধস্থ বৈথোরোণ্ পর্য্যন্ত অটারোৎ-অদ্দর্ তাহাদের অধিকারের সীমা; [৬] ঐ সীমা পশ্চিমদিগে মিক্মিথতের উত্তরে নির্গতা হইল; পরে সে সীমা পূর্ব্বদিগে ঘুরিয়া তানৎ-শীলো পর্য্যন্ত যাইয়া তাহার নিকট হইয়া যানোহের পূর্ব্বদিগে গেল। [৭] পরে যানোহহইতে অটারোৎ ও নারৎ হইয়া যিরীহো পর্য্যন্ত গিয়া যর্দ্দনে নির্গতা হইল। [৮] পরে সে সীমা তপূহ-হইতে পশ্চিমদিগ্ হইয়া কান্নানদী দিয়া গেল, ও তাহার অন্তভাগ সমুদ্রেতে ছিল; আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইফ্রয়িম্ বংশের এই অধিকার। [৯] এবং মিনশি বংশের অধিকারের মধ্যে ইফ্রয়িম্ বংশের পৃথক্ ২ নগর ও তাহার গ্রাম ছিল। [১০] তাহারা গেষর্বাসি কিনানীয়দিগকে দূর না করাতে কিনানীয়েরা অদ্য পর্য্যন্ত ইফ্রয়িম বংশের মধ্যে বাস করিয়া করাধীন হইয়া তাহাদের সেবা করিতেছে।

১৭ অধ্যায়।

১ মিনশি বংশের অধিকার নির্ণয়, ৭ ও দেশের সীমা প্রভৃতি নির্ণয়, ১৪ ও যূষফ বংশের প্রতি যিহোশূয়ের কথা।

[১] পরে মিনশি বংশের জন্যে এক অংশ হইল, কেননা সে যূষফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু গিলিয়দের পিতা অর্থাৎ মিনশির জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখীর যোদ্ধা হওন প্রযুক্ত গিলিয়দ্ ও বাশন্ পাইয়াছিল। অতএব এই অংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে মিনশির অন্য ২ বংশের হইল, অর্থাৎ অবীয়েষরের বংশ ও হেলকের বংশ ও অস্রীয়েলের বংশ ও শেখমের বংশ ও হেফরের বংশ ও শিমীদার বংশ ইহাদের অংশ হইল; এই সকলে আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যূষফের পুত্র মিনশির পুত্রসন্তান ছিল। [৩] কিন্তু মিনশির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র গিলিয়দের পৌত্র হেফরের পুত্র সিলফদের পুত্রসন্তান ছিল না; মহলা ও নোয়া ও হগ্লা ও মিল্কা ও তির্সা নামে কেবল কন্যা ছিল। [৪] তাহারা ইলিয়াসর্ যাজকের ও নূনের পুত্র যিহোশূয়ের ও অধ্যক্ষগণের সাক্ষাতে আসিয়া কহিল, আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাদিগকে এক অধিকার দিতে পরমেশ্বর মূসাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; তাহাতে সে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদের পিতার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাদিগকে এক অধিকার দিল। [৫] তাহাতে যর্দ্দনের ওপারস্থিত গিলিয়দ্ ও বাশন্ ভিন্ন মিনশির দশ অংশ হইল। [৬] কেননা মিনশির পুত্রদের মধ্যে কন্যাদেরও অধিকার ছিল; এবং মিনশির অবশিষ্ট পুত্রগণ গিলিয়দ্ দেশ পাইল।

[৭] আশের্ অবধি শিখিমের সম্মুখস্থিত মিক্মিথৎ পর্য্যন্ত মিনশির সীমা ছিল; ঐ সীমা দক্ষিণদিগ হইয়া ঐন্তপূহ নিবাসিদের নিকট পর্য্যন্ত গেল। [৮] মিনশি তপূহ দেশ পাইল, কিন্তু মিনশির সীমাস্থ তপূহ নগর ইফ্রয়িম্ বংশের অধিকার হইল। [৯] ঐ সীমা কান্না নদীর দক্ষিণ তীরে নামিয়া গেল; ইফ্রয়িমের এই সকল নগর মিনশির নগরের মধ্যে ছিল; মিনশির সীমা নদীর উত্তরদিগে ছিল, এবং তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। [১০] দক্ষিণদিগে ইফ্রয়িমের ও উত্তরদিগে মিনশির অধিকার ছিল, এবং সমুদ্র তাহার সীমা ছিল; এবং উত্তরদিগে আশেরে ও পূর্ব্বদিগে ইষাখরে যুক্ত হইল। [১১] এবং ইষাখরের ও আশেরের মধ্যে গ্রামের সহিত বৈৎশান্ ও গ্রামের সহিত যিব্লিয়ম্ ও গ্রামের সহিত দোর্ ও গ্রামের সহিত ঐন্-দোর্ ও গ্রামের সহিত তানক্ ও গ্রামের সহিত মগিদ্দো এই তিন দেশ মিনশি পাইল। [১২] তথাপি মিনশির বংশ সেই নগরস্থদিগকে দূর করিতে পারিল না, কিনানীয় লোকেরা সেই দেশে বাস করিতে সম্মত হইল। [১৩] পরে ইস্রায়েল বংশ পরাক্রান্ত হইয়া কিনানীয়দিগকে করাধীন করিল, কিন্তু নিঃশেষে দূর করিল না।

পরে যূষফের বংশ যিহোশূয়ের কাছে নিবেদন করিয়া কহিল, তুমি অধিকারার্থে আমাদিগকে কেবল এক অংশ ও এক ভাগ কেন দিলা? পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা এতাবৎ কালের মধ্যে বৃহৎ বংশ হইয়াছি। [১৫] তাহাতে যিহোশূয় তা

বৃহৎ বংশ, তবে ঐ অরণ্যে উঠিয়া যাও; এই ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত যদি সঙ্কীর্ণ বোধ হয়, তবে ঐ স্থানে পিরিষীয়দের ও রিফায়ীয়দের দেশে আপনাদের জন্যে বন কাটিয়া ফেল। [১৬] তাহাতে যূষফের বংশ কহিল, এই পর্ব্বতে আমাদের সম্পোষয় হয় না, এবং তলভূমিতে, বিশেষতঃ বৈৎশানে ও তাহার গ্রামে এবং যিষ্রিয়েলের তলভূমিতে যে সকল কিনানীয় লোক বাস করে, তাহাদের লৌহ রথ আছে। [১৭] পরে যিহোশূয় যূষফের বংশ ইফ্রয়িম্ ও মিনশিকে কহিল, তোমরা বৃহদ্বংশ ও পরাক্রমবিশিষ্ট; তোমাদের কেবল একাংশ হইবে না। [১৮] কিন্তু পর্ব্বত তোমাদের হইবে, তাহাতে বন আছে, এবং সেই বন তোমরা কাটিয়া ফেলিলে তাহার অধোভাগ তোমাদের হইবে; কিনানীয়দের লৌহ রথ থাকিলেও এবং তাহারা পরাক্রান্ত হইলেও তোমরা তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবা।

১৮ অধ্যায়।

১ আবাসের স্থাপন, ২ ও দেশ নির্ণয়ার্থে লোক প্রেরণ

১০ ও দেশ বিভাগ করণ, ১১ ও বিন্যামীনের অধিকার নির্ণয় ও নগরের নাম।

[১] পরে ইস্রায়েল বংশের তাবৎ মণ্ডলী শীলোতে সমাগত হইয়া সেই স্থানে মণ্ডলীর আবাস স্থাপন করিল; দেশ তাহাদের সম্মুখে পরাজিত ছিল।

[২] ঐ সময়ে ইস্রায়েল বংশের মধ্যে অধিকার অপ্রাপ্ত সাত বংশ অবশিষ্ট ছিল। [৩] তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েল বংশকে কহিল, তোমাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিলেন, সেই দেশে যাইয়া তাহা অধিকার করিতে তোমরা আর কত কাল শৈথিল্য করিবা? [৪] তোমরা আপনাদের এক ২ বংশের মধ্যহইতে তিন ২ জনকে দেও; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া আপনাদের অধিকারানুসারে তাহা নির্ণয় করিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আসিবে। [৫] এবং তাহারা তাহা সাত অংশ করিবে; দক্ষিণদিগে আপন সীমাতে যিহূদা থাকিবে, এবং উত্তরদিগে আপন সীমাতে যূষফের বংশ থাকিবে। [৬] এই রূপে তোমরা দেশকে সাত অংশ করিয়া নক্সা লিখিয়া আমার কাছে আনিবা; আমি এই স্থানে আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিব। [৭] কিন্তু তোমাদের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ নাই, কেননা পরমেশ্বরের যাজকত্বপদ তাহাদের অধিকার; আর গাদ্ বংশ ও রূবেন্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশ পূর্ব্বদিগে যর্দ্দনের ওপারে পরমেশ্বরের সেবক মূসার দত্ত আপনাদের অধিকার পাইয়াছে। [৮] পরে সেই লোকেরা উঠিয়া যাত্রা করিল; যিহোশূয় সেই দেশনির্ণয়কারিদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেশ নির্ণয় করিলে পর আমার নিকটে ফিরিয়া আইস; তাহাতে আমি এই শীলোতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের জন্যে গুলিবাঁট করিব। [৯] পরে ঐ লোকেরা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল, এবং নগরানুসারে সাত অংশ করিয়া পত্রেতে তাহার নির্ণয় লিখিল; পরে শীলোস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে ফিরিয়া আইল।

[১০] পরে যিহোশূয় শীলোতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের জন্যে গুলিবাঁট করিল; এই রূপে যিহোশূয় সেই স্থানে ইস্রায়েলের বংশদের অংশানুসারে দেশ বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিল।

[১১] বিন্যামীন্ বংশের আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে অংশ উঠিল, তাহাদের অধিকারের সীমা যিহূদা বংশের ও যূষফ বংশের মধ্যে হইল। [১২] তাহাদের উত্তর সীমা যর্দ্দন্ অবধি যিরীহোর উত্তরপার্শ্ব দিয়া গেল, পরে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিগে বৈথাবন্ প্রান্তর পর্য্যন্ত গেল। [১৩] তথাহইতে ঐ সীমা বৈথেলের দক্ষিণস্থ লূসের পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল, এবং নীচস্থ বৈথোরোণের দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত দিয়া অটারোৎ-অদ্দরের প্রতি নামিয়া গেল। [১৪] তথাহইতে ঐ সীমা আকৃষ্টা হইয়া পশ্চিমদিগভিমুখ হইয়া বৈথোরোণের দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত অবধি দক্ষিণদিগে গিয়া কিরিয়ৎবাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম নামে যিহূদা বংশের নগর পর্য্যন্ত গেল; ইহা পশ্চিম সীমা। [১৫] এবং দক্ষিণ সীমা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের প্রান্তাবধি গেল, এবং সে সীমা পশ্চিম দিগে নির্গতা হইয়া নিপ্তোহের উনুই পয্যন্ত গমন করিল। [১৬] এবং ঐ সীমা রিফায়ীম্ তলভূমির উত্তরদিক্স্থিত ও বিন-হিন্নোম উপত্যকার সম্মুখস্থ পর্ব্বতের প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া গেল, এবং হিন্নোম উপত্যকা দিয়া যিবূষের দক্ষিণ পার্শ্বে নামিয়া আসিয়া ঐন্-রোগেলে গেল। [১৭] অপর উত্তরদিগে আকৃষ্টা হইয়া ঐন্শেমশে গমন করিল, এবং অদুম্মীমে ঊর্দ্ধগামি পথসম্মুখস্থ গিলীলোতের প্রতি নির্গতা হইয়া রূবেন্ বংশীয় বোহনের প্রস্তর পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। [১৮] এবং উত্তরদিগে অরাবার সম্মুখস্থ পার্শ্বে গিয়া অরাবাতে নামিল। [১৯] এবং ঐ সীমা বৈথগ্লার উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল; যর্দ্দনের দক্ষিণ দিক্স্থ লবণ সমুদ্রের উত্তর খাড়ী সেই সীমার প্রান্ত ছিল, ইহা দক্ষিণ সীমা। [২০] এবং পূর্ব্বদিগে যর্দ্দন্ নদী তাহার সীমা ছিল; আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্ বংশের চতুর্দ্দিক্স্থিত এই অধিকার ছিল। [২১] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্ বংশের নগর যিরীহো ও বৈথগ্লা ও কিৎসীসের তলভূমি, [২২] ও বৈথরাবা ও সিমারয়িম্ ও বৈথেল্, [২৩] ও অব্বীম্ ও পারা ও অফ্রা, [২৪] ও কফরম্মোনী ও অফ্নি ও গেবা; গ্রামশুদ্ধ এই দ্বাদশ নগর ছিল। [২৫] এবং গিবিয়োন্ ও রামৎ ও বেরোৎ, [২৬] ও মিস্পী ও কিফীরা ও [illegible]ৎসা, ও রেকম্ ও যিপেল্ ও তরলা, [২৮] ও সেলা ও এলফ ও যিবূষ্ অর্থাৎ যিরূশালম্, এবং গিবিয়া ও কিরিয়ৎ; গ্রামশুদ্ধ এই চৌদ্দ নগর আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্ বংশের অধিকার হইল।

১৯ অধ্যায়।

১ শিমিয়োন্ বংশের অংশ, ১০ ও সিবূলূন্ বংশের অংশ, ১৭ ও ইষাখর্ বংশের অংশ, ২৪ ও আশের্ বংশের অংশ, ৩২ ও নপ্তালি বংশের অংশ, ৪০ ও দান্ বংশের অংশ, ৪৯ ও যিহোশূয়ের অংশ।

[১] পরে দ্বিতীয় অংশ শিমিয়োনের অর্থাৎ আ-

পন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে শিমিয়োন্ বংশের নামে উঠিল; তাহাদের অধিকার যিহূদা বংশের অধিকারের মধ্যে হইল। ২ তাহাদের অধিকারের মধ্যে বেরশেবা ও শেবা ও মোলাদা ছিল; ৩ এবং হৎসর্শিয়াল্ ও বালা ও এৎসম্, ৪ ও ইল্তোলদ্ ও বিথূল্ ও হর্ম্মা, ৫ ও সিক্লগ্ ও বৈৎমর্কাবোৎ ও হৎসর্-সূষীম্, ৬ ও বৈৎলিবায়োৎ ও শারূহন্; আপন ২ গ্রামশুদ্ধ তেরো নগর ছিল। ৭ এবং ঐন্ ও রিম্মোন্ ও এথর্ ও আশন্, আপন ২ গ্রামশুদ্ধ চারি নগর ছিল। ৮ এবং বালৎ-বের ও দক্ষিণ দেশস্থ রামৎ পর্য্যন্ত ঐ ২ নগরের চতুর্দ্দিক্স্থিত সমস্ত গ্রাম আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে শিমিয়োন্ বংশের অধিকার হইল। ৯ শিমিয়োন্ বংশের এই অধিকার যিহূদা বংশের অধিকারের এক ভাগ ছিল, কেননা যিহূদা বংশের অংশ আপনার প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ছিল, অতএব শিমিয়োন বংশ তাহাদের অধিকারের মধ্যে অধিকার পাইল।

১০ অপর তৃতীয় অংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে সিবূলূন্ বংশের নামে উঠিল; সারীদ্ পর্য্যন্ত তাহাদের সীমা হইল। ১১ তাহাদের সীমা পশ্চিমে অর্থাৎ মরিয়লার দিগে উঠিয়া গেল, এবং দব্বেশৎ পর্য্যন্ত যাইয়া যগ্নিয়ামের সম্মুখস্থ নদী পর্য্যন্ত গেল। ১২ এবং সারীদ্হইতে পূর্ব্বদিগে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় দিগে ফিরিয়া কিশ্লোৎ-তাবোরের সীমা পর্য্যন্ত গেল; পরে দাবিরৎ পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া যাফিয়ে উঠিয়া গেল। এবং তথাহইতে পূর্ব্বদিগ হইয়া গাৎ-হেফর্ দিয়া এৎকাৎসীন্ পর্য্যন্ত হইয়া রিম্মোন্-মিথোয়র্ ও নেয় পর্য্যন্ত গেল। ১৪ এবং ঐ সীমা হন্নাথোনের উত্তরদিগে তাহা বেষ্টন করিয়া যিপ্তহেল্ তলভূমি পর্য্যন্ত গেল। ১৫ এবং কটৎ ও নহলোল্ ও শিম্রোণ ও যিদালা ও বৈৎলেহম্; গ্রামশুদ্ধ সকলে দ্বাদশ নগর ছিল। আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে সিবূলূন্ বংশের এই সকল নগর ও তাহার গ্রাম অধিকার হইল।

১৭ পরে চতুর্থ অংশ ইষাখরের অর্থাৎ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইষাখর্ বংশের নামে উঠিল। ১৮ যিষ্রিয়েল ও কিষুল্লোৎ ও শূনেম্, ১৯ ও হফারয়িম্ ও শীয়োন ও অনহরৎ, ২০ ও রব্বীৎ ও কিশিয়োন্ ও এবস্, ২১ ও রেমৎ ও ঐন্-গন্নীম ও ঐন্-হদ্দা ও বৈৎপৎসেস্ তাহাদের অধিকার হইল। ২২ এবং সে সীমা তাবোর্ ও শহৎসীম্ ও বৈৎশেমশ্ পর্য্যন্ত গেল, ও যর্দ্দন্ তাহাদের সীমার প্রান্ত হইল; আপন ২ গ্রামের সহিত তাহাদের ষোল নগর ছিল। ২৩ গ্রামের সহিত এই সকল নগর আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইষাখর্ বংশের অধিকার হইল।

পরে পঞ্চম অংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে আশের্ বংশের নামে উঠিল। ২৫ তাহাদের সীমা হিল্কৎ ও হলী ও বেটন্ ও অক্ষফ্, ২৬ ও অলম্মেলক্ ও অমিয়াদ্ ও মিশিয়ল্ এবং পশ্চিমদিগে কর্ম্মিল্ ও শীহোর্-লিব্না পর্য্যন্ত গেল। ২৭ এবং সূর্য্যোদয় দিগে বৈৎদাগোনের প্রতি ঘুরিয়া বৈথেমকের ও ন্যীয়েলের উত্তরদিগে সিবূলূন্স্থিত যিপ্তহেল্ তলভূমি পর্য্যন্ত যাইয়া বামদিগে কাবূলে, ২৮ এবং ইব্রোণে ও রিহোবে ও হম্মোনে ও কান্নাতে ও মহাসীদোন্ পর্য্যন্ত গেল। ২৯ পরে সে সীমা ঘুরিয়া রামতে ও সোর্ নামক দুরাক্রম নগরে গেল, পরে ঘুরিয়া হোষাতে গেল, এবং অক্ষীব্ দেশস্থ সমুদ্রতীর, ৩০ ও উম্মা ও অফেক্ ও রিহোব্ তাহার প্রান্ত হইল; তাহাদের গ্রামশুদ্ধ বাইশ নগর ছিল। ৩১ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে আশের্ বংশের এই সকল নগর ও তাহার গ্রাম অধিকার হইল।

৩২ পরে ষষ্ঠ অংশ নপ্তালির অর্থাৎ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে নপ্তালি বংশের নামে উঠিল। ৩৩ তাহাদের সীমা হেলফ্ অবধি অর্থাৎ সানন্নীমের নিকটস্থ অলোন্ বৃক্ষ অবধি আদামীনেকব্ ও যব্নিয়েল্ দিয়া লক্কূম্ পর্য্যন্ত গেল, ও তাহার অন্তভাগ যর্দ্দনেতে ছিল। ৩৪ এবং ঐ সীমা পশ্চিম দিগে ফিরিয়া অস্নোৎ-তাবোর্ পর্য্যন্ত গেল, এবং তথাহইতে হুক্কোকা পর্য্যন্ত যাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিবূলূন্ পর্য্যন্ত, ও পশ্চিম পার্শ্বে আশের্ পর্য্যন্ত, ও সূর্য্যোদয় দিগে যর্দ্দন নিকটস্থ যিহূদা পর্য্যন্ত গেল। এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগর সিদ্দীম্ ও সের্ ও হমাৎ ও রক্কৎ ও কিন্নেরৎ, ৩৬ ও অদামা ও রামৎ ও হাৎসোর, ৩৭ ও কেদশ্ ও ইদ্রিয়ী ও ঐন্-হাৎসোর, ৩৮ ও যিরোণ্ ও মিগ্দলেল্ ও হোরেম্ ও বৈথনাৎ ও বৈৎশেমশ্; আপন ২ গ্রামের সহিত উনিশ নগর ছিল। ৩৯ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে নপ্তালি বংশের এই ২ নগর ও গ্রাম অধিকার হইল।

৪০ পরে সপ্তম অংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে দান্ বংশের নামে উঠিল। ৪১ তাহাদের অধিকারের সীমা সরিয় ও ইষ্টায়োল ও ঈর্-শেমশ্, ৪২ ও শাল্বীম্ ও অয়ালোন্ ও যিৎলা, ৪৩ ও এলোন্ ও তিম্নাথা ও ইক্রোণ, ৪৪ ও ইল্তিকী ও গিব্বিথোন্ ও বালৎ, ৪৫ ও যিহূদ ও বিনেবিরক্ ও গাৎ-রিম্মোন্, ৪৬ ও মেয়র্কোন্ ও রক্কোন্ ও যাফোর সম্মুখস্থ সীমা। ৪৭ দান্ বংশের প্রয়োজন অপেক্ষা

অল্প সীমা ছিল; অতএব দান্ বংশ লেশম নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিল, এবং তাহা হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া অধিকার করণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে বাস করিল, এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ দানের নামানুসারে লেশমের নাম দান্ রাখিল। [৪৮] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে দান্ বংশের এই সকল নগর ও তাহার গ্রাম অধিকার হইল।

[৪৯] এই রূপে আপন ২ সীমানুসারে অধিকার করিতে তাহারা দেশ বিভাগ করণ সমাপ্ত করিলে ইস্রায়েল বংশ আপনাদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয়কে এক অধিকার দিল। [৫০] তাহারা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহার যাচিত নগর অর্থাৎ ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎসেরহ তাহাকে দিল; তাহাতে সে ঐ নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল। [৫১] ইলিয়াসর্ যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ও ইস্রায়েল লোকদের বংশাধ্যক্ষগণ শীলোতে পরমেশ্বরের সম্মুখে মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে গুলিবাঁটদ্বারা এই সকল অধিকার নিশ্চয় করিল; এই রূপে তাহারা দেশের বিভাগ করণ সমাপ্ত করিল।

২০ অধ্যায়।

১ আশ্রয়নগর নিরূপণ করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৭ ও তাহার নিরূপন করণ।

[১] পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ; আমি মূসাদ্বারা তোমাদের প্রতি যাহার কথা কহিয়াছি, তোমরা আপনাদের জন্যে সেই সকল আশ্রয়নগর নিরূপণ কর। [৩] তাহাতে যে ব্যক্তি হঠাৎ অজ্ঞাতসারে কাহাকে বধ করে, সেই হত্যাকারী তথায় পলাইতে পারিবে, এবং সেই ২ নগর রক্তপাতের প্রতিহন্তাহইতে তোমাদের রক্ষার স্থান হইবে। [৪] আর যে কেহ তাহার মধ্যে কোন নগরে পলায়ন করিবে, সে নগরদ্বারের প্রবেশ স্থানে দাঁড়াইয়া নগরের প্রাচীনদের কর্ণগোচরে আপন বিষয় জ্ঞাত করিবে, পরে তাহারা নগরমধ্যে আপনাদের নিকটে তাহাকে আনিয়া আপনাদের মধ্যে বাস করিতে স্থান দিবে। [৫] এবং রক্তের প্রতিহন্তা তাড়না করিয়া তাহার পশ্চাৎ আইলে তাহারা তাহার হস্তে সেই নরহত্যাকারিকে সমর্পণ করিবে না; কেননা সে অজ্ঞাতসারে আপন প্রতিবাসিকে বধ করিয়াছে, সে পূর্ব্বে তাহার প্রতি দ্বেষ করে নাই। [৬] অতএব, সে যাবৎ বিচারার্থে মণ্ডলীর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান না হয়, অর্থাৎ তাৎকালিক মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে সেই নগরে বাস করিবে; পরে সে নরহত্যাকারী আপন নগরে ও আপন ঘরে, অর্থাৎ যে নগরহইতে পলায়ন করিয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবে।

[৭] তাহাতে তাহারা নপ্তালি পর্ব্বতস্থ গালীলের কেদশ্, ও ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শিখিম্, ও যিহূদা পর্ব্বতস্থ কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ নিরূপণ করিল। [৮] এবং পূর্ব্বদিগে যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের ওপারে তাহারা রূবেন্ বংশের অধিকারমধ্যে উচ্চ প্রান্তরে স্থিত বেৎসর্, ও গাদ্ বংশের অধিকার মধ্যে গিলিয়দ্স্থিত রামোৎ, ও মিনশি বংশের অধিকারমধ্যে বাশনস্থ গোলন্ নিরূপণ করিল। [৯] কেহ অজ্ঞাতসারে নরহত্যা করিলে সে যাবৎ মণ্ডলীর সম্মুখে না দাঁড়ায়, তাবৎ সেই স্থানে পলাইয়া যেন রক্তপ্রতিহন্তার হস্তে না মরে, এই জন্যে ইস্রায়েল বংশীয় তাবৎ লোকদের নিমিত্তে ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়দের নিমিত্তে এই সকল নগর নিরূপিত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ লেবি বংশের জন্যে নগর নিরূপন, ৯ ও হারোণ্ বংশের নগর নিরূপন, ২০ ও কিহাৎ বংশের নগর নিরূপন, ২৭ ও গের্শোন্ বংশের নগর নিরূপন, ৩৪ ও মিরারি বংশের নগর নিরূপন, ৪৩ ও বিভাগের সমাপ্তি।

[১] পরে কিনান্ দেশের শীলোতে লেবি বংশের অধ্যক্ষগণ ইলিয়াসর্ যাজকের ও নূনের পুত্র যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনদের নিকটে আসিয়া [২] তাহাদিগকে কহিল; আমাদের বাসার্থে নগর ও পশুগণের জন্যে প্রান্তর দিতে পরমেশ্বর মূসাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। [৩] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপনাদের অধিকারহইতে লেবি বংশকে প্রান্তরযুক্ত এই ২ নগর দিল। [৪] কিহাতীয় গোষ্ঠীদের নামে গুলিবাঁট উঠিলে লেবীয় হারোণ্ যাজকের বংশ গুলিবাঁটদ্বারা যিহূদা বংশ ও শিমিয়োন বংশ ও বিন্যামীন্ বংশহইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল। [৫] এবং কিহাতের অন্য ২ গোষ্ঠী গুলিবাঁটদ্বারা ইফ্রয়িম্ বংশ ও দান্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশহইতে দশ নগর পাইল। [৬] এবং গের্শোনের বংশ গুলিবাঁটদ্বারা ইষাখর্ বংশ ও আশের্ বংশ ও নপ্তালি বংশ ও বাশনস্থ মিনশির অর্দ্ধবংশহইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল। [৭] এবং মিরারি বংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও সিবূলূন্ বংশহইতে দ্বাদশ নগর পাইল। [৮] এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ

মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে গুলিবাঁট করিয়া প্রান্তরের সহিত এই সকল নগর লেবি বংশকে দিল।

৯ আর তাহারা যিহূদা বংশের ও শিমিয়োন্ বংশের অধিকারহইতে এই ২ নামবিশিষ্ট নগর দিল। ১০ সে সকল লেবি বংশীয় কিহাতীয় গোষ্ঠীদের মধ্যবর্ত্তি হারোণের সন্তানদের হইল; কেননা তাহাদের নামে প্রথম গুলিবাঁট উঠিল। ১১ তাহারা অনাকের পিতা অর্ব্বের নগর, অর্থাৎ যিহূদা পর্ব্বতস্থ হিব্রোণ্ নগর ও তাহার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রান্তর তাহাদিগকে দিল। ১২ কিন্তু তাহারা ঐ নগরের ক্ষেত্র ও তাহার গ্রাম সকল অধিকার করিতে যিফুন্নির পুত্র কালেব্কে দিল।

১৩ আর তাহারা হারোণ যাজকের বংশকে প্রান্তরের সহিত নরহত্যাকারির আশ্রয়নগর হিব্রোণ্ দিল, এবং প্রান্তরের সহিত লিব্না, ১৪ ও প্রান্তরের সহিত যত্তীর, ও প্রান্তরের সহিত ইষ্টিমোয়, ১৫ ও প্রান্তরের সহিত হোলোন্, ও প্রান্তরের সহিত দিবীর, ১৬ ও প্রান্তরের সহিত ঐন্, ও প্রান্তরের সহিত যুটা, ও প্রান্তরের সহিত বৈৎশেমশ, ঐ দুই বংশের অধিকারহইতে এই নব নগর দিল। ১৭ এবং বিন্যামীন্ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত গিবিয়োন্, ও প্রান্তরের সহিত গেবা, ১৮ ও প্রান্তরের সহিত অনাথোৎ, ও প্রান্তরের সহিত অলমোন, এই চারি নগর দিল। ১৯ প্রান্তরযুক্ত ত্রয়োদশ নগর হারোণ বংশীয় যাজকদের অধিকার হইল।

২০ আর কিহাৎ বংশ অর্থাৎ লেবীয় কিহাৎ বংশের অবশিষ্ট গোষ্ঠী ইফ্রয়িম্ বংশের অধিকারহইতে আপনাদের অধিকারনগর পাইল। ২১ তাহাতে প্রান্তরের সহিত ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ বধকারির আশ্রয়নগর শিখিম্, ও প্রান্তরের সহিত গেষর; ২২ ও প্রান্তরের সহিত কিব্সয়িম, ও প্রান্তরের সহিত বৈথোরোণ্; এই চারি নগর তাহারা তাহাদিগকে দিল। ২৩ এবং দান্ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত ইল্তিকী, ও প্রান্তরের সহিত গিব্বিথোন্, ২৪ ও প্রান্তরের সহিত অয়ালোন্ ও প্রান্তরের সহিত গাৎরিম্মোন, এই চারি নগর দিল। ২৫ এবং মিনশির অর্দ্ধবংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত তানক্, ও প্রান্তরের সহিত গাৎরিম্মোন, এই দুই নগর দিল। ২৬ কিহাৎ বংশের অবশিষ্ট গোষ্ঠীদের নিমিত্তে প্রান্তরের সহিত এই দশ নগর দিল।

২৭ পরে তাহারা লেবিবংশীয় গের্শোনের সন্তানগণকে মিনশির অর্দ্ধ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত বধকারির আশ্রয়নগর বাশনস্থ গোলন্, এবং প্রান্তরের সহিত বীষ্টিরা, এই দুই নগর দিল। ২৮ এবং ইষাখর্ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত কিশিয়োন্, ও প্রান্তরের সহিত দাবিরৎ; ২৯ ও প্রান্তরের সহিত যর্মূৎ ও প্রান্তরের সহিত ঐন্গন্নীন্; এই চারি নগর দিল। ৩০ এবং আশের্ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত মিশিয়ল্ ও প্রান্তরের সহিত অব্দোন, ৩১ ও প্রান্তরের সহিত হিল্কৎ ও প্রান্তরের সহিত রিহোব্; এই চারি নগর দিল। ৩২ এবং নপ্তালি বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত বধকারির আশ্রয়নগর গালীলস্থ কেদশ্, ও প্রান্তরের সহিত হম্মোৎদোর, ও প্রান্তরের সহিত কর্তন্, এই তিন নগর দিল আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গের্শোন্ বংশ প্রান্তরের সহিত এই ত্রয়োদশ নগর পাইল।

পরে তাহারা মিরারি গোষ্ঠীদিগকে অর্থাৎ অবশিষ্ট লেবিবংশকে সিবূলূন্ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত যগ্নিয়াম্, ও প্রান্তরের সহিত কার্তা, ৩৫ ও প্রান্তরের সহিত দিম্না, ও প্রান্তরের সহিত নহলোল্, এই চারি নগর দিল। ৩৬ এবং রূবেন্ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত বেৎসর্, ও প্রান্তরের সহিত যহস, ও প্রান্তরের সহিত কিদেমোৎ, ও প্রান্তরের সহিত মেফাৎ, এই চারি নগর দিল। ৩৮ এবং গাদ্ বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত বধকারির আশ্রয়নগর গিলিয়দস্থ রামোৎ, ও প্রান্তরের সহিত মহনয়িম্, ৩৯ ও প্রান্তরের সহিত হিষ্বোন্, ও প্রান্তরের সহিত যাসের্; এই চারি নগর দিল। ৪০ এই রূপে লেবি বংশের অবশিষ্ট মিরারি বংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গুলিবাঁটদ্বারা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ নগর পাইল। ৪১ ইস্রায়েল্ বংশের অধিকারের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ লেবি বংশের প্রান্তরের সহিত আটচল্লিশ নগর হইল। ৪২ সেই সকল নগরের প্রত্যেক নগরের চতুর্দ্দিগে প্রান্তর ছিল।

৪৩ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে ২ দেশ বিষয়ে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেশ তিনি তাহাদিগকে দিলেন, এবং তাহারা অধিকার করিয়া সেই সমস্ত দেশে বাস করিল। ৪৪ পরমেশ্বর তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আপন দিব্যানুসারে চতুর্দ্দিগে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন; তাহাদের শত্রুগণের মধ্যে কেহ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না; পরমেশ্বর তাহাদের সমস্ত শত্রুগণকে তাহাদের হস্তগত করিলেন। ৪৫ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি যে ২ মঙ্গল বাক্য

কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বাক্য নিষ্ফল হইল না, সকলি সফল হইল।

২২ অধ্যায়।

১ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত আড়াই বংশের ওপারে গমনের কথা, ৯ ও যর্দ্দনের তীরে বেদি নির্ম্মাণ করণ, ১১ ও বেদির কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া ইস্রায়েল লোকদের দূতগণকে প্রেরণ করণ, ২১ ও দূতগণের প্রতি তাহাদের উত্তর, ৩০ ও তাহাদের প্রতি পীনিহসের কথা, ৩২ ও তাহাদের উত্তরের কথা শুনিয়া ইস্রায়েল বংশের সন্তুষ্ট হওন।

[১] পরে যিহোশূয় রুবেন্ বংশকে ও গাদ্ বংশকে ও মিনশির অর্দ্ধবংশকে ডাকিয়া [২] কহিল; পরমেশ্বরের সেবক মূসা তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহা তোমরা পালন করিয়াছ, এবং আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতেও মনোযোগ করিয়াছ। [৩] বহুদিনাবধি অদ্য র্য্যন্ত তোমরা আপন২ ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ না করিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছ। [৪] সম্প্রতি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম দিলেন; অতএব এখন তোমরা আপন২ বাসস্থানে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সেবক মূসার দত্ত আপনাদের অধিকার দেশে যর্দ্দনের ওপারে ফিরিয়া যাও। [৫] কিন্তু অতি সাবধান হইয়া, পরমেশ্বরের সেবক মূসা তোমাদিগকে যে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিয়াছে তাহা পালন কর, অর্থাৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, ও তাঁহার সমস্ত পথে গমন কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও, এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সেবা কর। [৬] পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলে তাহারা আপন২ বাসস্থানে প্রস্থান করিল। [৭] মূসা মিনশির অর্দ্ধবংশকে বাশনে অধিকার দিয়াছিল, এবং যিহোশূয় অন্য অর্দ্ধ বংশকে যর্দ্দনের এপারে পশ্চিম দিগে আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে অধিকার দিয়াছিল; পরে আপন২ বাসস্থানে বিদায় করণ সময়ে যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, [৮] তোমরা প্রচুর সম্পত্তি, অর্থাৎ পশু ও রূপ্য ও স্বর্ণ ও পিত্তল ও লোহ ও বস্ত্রের বাহুল্য সঙ্গে লইয়া আপন২ বাসস্থানে ফিরিয়া যাও, এবং শত্রুহইতে লুটিত দ্রব্য আপন২ ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ কর।

[৯] তাহাতে রুবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধবংশ কিনানদেশস্থ শীলোতে ইস্রায়েল লোকদের নিকটহইতে বিদায় হইয়া মূসার প্রতি পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে লব্ধ আপনাদের অধিকারদেশের অর্থাৎ গিলিয়দ্ দেশের প্রতি ফিরিয়া গেল। [১০] পরে রুবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধবংশ যর্দ্দন নদীর কিনান্ দেশস্থ তীরে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে যর্দ্দনের ধারে দেখিতে বৃহৎ এক বেদি নির্ম্মাণ করিল।

[১১] অপর দেখ, রুবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশ কিনান্ দেশের প্রান্তে যর্দ্দনের নিকটে ইস্রায়েল বংশের পার হওন স্থানে ঐ রূপ বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই কথা ইস্রায়েল বংশ শুনিতে পাইল। [১২] শুনিলে পরে ইস্রায়েল বংশের তাবৎ মণ্ডলী তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধে গমন করিতে শীলোতে একত্র হইল। [১৩] পরে ইস্রায়েল বংশ রুবেন্ বংশের ও গাদ্ বংশের ও মিনশির অর্দ্ধ বংশের নিকটে ইলিয়াসর্ যাজকের পুত্র পীনিহস্কে, [১৪] এবং ইস্রায়েল লোকদের প্রত্যেক বংশহইতে এক২ জন, এই রূপে দশ অধ্যক্ষকে গিলিয়দ্ দেশে প্রেরণ করিল; ঐ অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েল বংশের মধ্যে সহস্রপতি ও আপন২ পিতৃবংশের প্রধান ছিল। [১৫] পরে তাহারা গিলিয়দ্ দেশে রুবেন্ বংশের ও গাদ্ বংশের ও মিনশির অর্দ্ধ বংশের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে এই কথা কহিল, [১৬] পরমেশ্বরের তাবৎ মণ্ডলী এই কথা কহে, অদ্য পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইবার জন্যে তোমরা আপনাদের নিমিত্তে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের অনুগমনহইতে পরাবৃত্ত হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নিকটে এই যে অপরাধ করিতেছ সে কি? [১৭] যে পাপপ্রযুক্ত পরমেশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে মহামারী হইয়াছিল, এবং যাহাহইতে আমরা অদ্যাপি পরিষ্কৃত হই নাই, পিয়োর দেব বিষয়ক সেই পাপ কি তোমাদের ক্ষুদ্র বোধ হয়? [১৮] এই কারণ তোমরা কি অদ্য পরমেশ্বরের অনুগমনহইতে পরাবৃত্ত হইতে চাহ? তোমরা অদ্য পরমেশ্বরের প্রতিকূলাচরণ করিলে কল্য তিনি ইস্রায়েল বংশের তাবৎ মণ্ডলীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। [১৯] তোমাদের অধিকারদেশ যদি অশুচি হয়, তবে পার হইয়া পরমেশ্বরের আবাসবিশিষ্ট পরমেশ্বরের এই অধিকারদেশে আসিয়া আমাদের মধ্যে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদি ভিন্ন আপনাদের জন্যে অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রতিকূলাচরণ ও আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিও না। [২০] দেখ, বর্জ্জিত বস্তু বিষয়ে সেরহের পুত্র আখন্ অপরাধী হইলে ঈশ্বরের ক্রোধ কি ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীর প্রতি উপস্থিত হইল না? এ কারণ সে ব্যক্তি আপন পাপেতে কেবল একাকী বিনষ্ট হইল না।

[২১] তাহাতে রুবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশ ইস্রায়েল বংশের সহস্রপতিদিগকে এই উত্তর দিল; [২২] প্রভুদের প্রভু পরমেশ্বর, প্রভুদের প্রভু পরমেশ্বরই তাহা জানেন.

এবং ইস্রায়েল বংশও তাহা জানিবে; যদি আমরা পরমেশ্বরের প্রতিকূলাচরণের কিম্বা তাঁহার কাছে অপরাধী হওনের আশয়ে তাহা করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমাদিগকে রক্ষা করিও না। [২৩] আমরা আপনাদের জন্যে যে বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা যদি পরমেশ্বরের পশ্চাদ্‌গমনহইতে পরাবৃত্ত হওনার্থে, কিম্বা হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করণার্থে কিম্বা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে নির্ম্মাণ করিয়া থাকি, তবে পরমেশ্বর স্বয়ং তাহার প্রতিফল দিবেন। [২৪] আমরা ভয়েতে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা করিয়াছি, ফলতঃ, কি জানি, ভাবিকালে তোমাদের বংশ আমাদের বংশকে এই কথা কহিবে, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সহিত তোমাদের সম্পর্ক কি? [২৫] হে রূবেন্‌ বংশ, ও হে গাদ্‌ বংশ, তোমাদের ও আমাদের উভয়ের মধ্যে পরমেশ্বর যর্দ্দন নদীকে সীমা করিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বরেতে তোমাদের কোন অংশ নাই, এই কথা কহিয়া পাছে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে পরমেশ্বরের আদর করণ ত্যাগ করায়; [২৬] এই ভয়ে আমরা কহিলাম, আইস আমরা এক বেদি নির্ম্মাণ করিতে উদ্‌যোগ করি, তাহা হোম কিম্বা বলিদানার্থক বেদি হইবে না। [২৭] কিন্তু হোম ও বলি ও মঙ্গলার্থক উপহারদ্বারা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার সেবা করণে আমাদের অধিকার আছে, ইহার প্রমাণার্থে তাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এবং আমাদের পরে আমাদের ভাবিবংশের মধ্যে সাক্ষী হইবে; তাহাতে পরমেশ্বরেতে তোমাদের কোন অংশ নাই, এমত কথা ভাবিকালে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে কহিতে পারিবে না।

আর আমরা কহিলাম, তাহারা যদি ভাবিকালে আমাদিগকে কিম্বা আমাদের বংশকে এই কথা কহে, তবে আমরা উত্তর করিব, তোমরা পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদির অনুরূপ এই বেদি দেখ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহা হোম কিম্বা বলিদানার্থক বেদি নহে, কিন্তু তাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী আছে [২৯] আমরা যে হোম কিম্বা নৈবেদ্য কিম্বা বলিদানার্থে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের সের সম্মুখস্থিত তাঁহার যজ্ঞবেদি ব্যতিরেকে অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করণদ্বারা পরমেশ্বরের প্রতিকূলাচরণ করি, কিম্বা পরমেশ্বরের পশ্চাদ্‌গমনহইতে অদ্য পরাবৃত্ত হই, এমন না হউক।

[৩০] তখন পীনিহস্‌ যাজক ও তাহার সহবর্ত্তি মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েল বংশের সহস্রপতিগণ রূবেন্‌ ও গাদ্‌ ও মিনশি বংশের উক্ত এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল। [৩১] এবং ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনিহস্‌ রূবেন্‌ ও গাদ্‌ ও মিনশি বংশকে কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের প্রতিকূলে এই অপরাধ কর নাই, ইহাতে পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা আমরা অদ্য জানিলাম, এবং তোমরা এখন ইস্রায়েল বংশকে পরমেশ্বরের হস্তহইতে উদ্ধার করিলা।

[৩২] পরে ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনিহস্‌ ও অধ্যক্ষগণ রূবেন ও গাদ্‌ বংশের নিকটে বিদায় হইয়া গিলিয়দ্‌ দেশহইতে কিনান্‌ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইস্রায়েল্‌ বংশকে তাহাদের উত্তরের সমাচার দিল। [৩৩] তাহাতে ইস্রায়েল্‌ বংশ ঐ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইল; এবং ইস্রায়েল্‌ বংশ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া রূবেন্‌ বংশ ও গাদ্‌ বংশের নিবাস দেশ বিনাশার্থে যুদ্ধে গমনের বিষয়ে আর কিছু কহিল না। [৩৪] পরে রূবেন বংশ ও গাদ্‌ বংশ সেই বেদির নাম এদ্‌ (সাক্ষী) রাখিল, কেননা যিহোবাই সত্য ঈশ্বর, তাহা আমাদের মধ্যে ইহার সাক্ষী হইবে।

২৩ অধ্যায়।

মরণের পূর্ব্বে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের প্রতি যিহোশূয়ের কথা।

[১] এই রূপে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশকে তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত শত্রুহইতে বিশ্রাম দিলে বহুকালের পর যিহোশূয় বহুবয়স্ক বৃদ্ধ হইয়া ইস্রায়েল্‌ বংশকে অর্থাৎ তাহাদের প্রাচীনগণকে ও অধ্যক্ষগণকে ও বিচারকর্ত্তৃগণকে ও সেনাপতিদিগকে ডাকাইয়া কহিল, আমি বহু বয়স্ক বৃদ্ধ হইলাম। [৩] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সাক্ষাতে এই সকল ভিন্নজাতীয়দের প্রতি যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তোমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছ; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। [৪] দেখ, যর্দ্দন অবধি পশ্চিমদিগে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত যে২ ভিন্নজাতীয়দিগকে আমি উচ্ছিন্ন করিলাম, এবং যে২ জাতি অবশিষ্ট আছে, তাহাদের দেশকে আমি তোমাদের বংশানুসারে গুলিবাঁটদ্বারা বিভাগ করিলাম। তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া তোমাদের দৃষ্টিগোচরহইতে দূর করিবেন, তাহাতে তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাদের দেশ অধিকার করিবা। [৬] অতএব তোমরা মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত তাবৎ বাক্য সাবধান পূর্ব্বক পালন করিতে সাহসী হও; তাহার দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিও না। [৭] এবং এই ভিন্নজাতীয়দের যে অবশিষ্ট লোক তোমাদের মধ্যে বাস করে, তাহাদের মধ্যে গতায়াত করিও না, ও তাহাদের দেবতাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক দিব্য করিও না, ও তাহাদিগকে সেবা ও প্রণাম করিও না। [৮] কিন্তু

তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত যেমন করিয়া আসিতেছ, তদ্রূপ আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে আসক্ত থাক। [৯] কেননা পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে বৃহৎ ও বলবান ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছেন, অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। [১০] তোমাদের এক জন সহস্র জনকে তাড়না করিয়া দূর করিবে; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। [১১] অতএব তোমরা আপন ২ মনের বিষয়ে অতি সাবধান হইয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর। [১২] নতুবা তোমরা যদি কোন প্রকারে পরাবৃত্ত হও, এবং এই ভিন্নজাতীয়দের যে লোক তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তাহাদিগেতে আসক্ত হও, বিশেষতঃ বিবাহসম্বন্ধদ্বারা তাহাদের নিকটে যদি তোমাদের ও তোমাদের নিকটে যদি তাহাদের সমাগম হয়; [১৩] তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে এই ভিন্নজাতীয়দিগকে আর দূর করিবেন না, কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত এই উত্তম দেশহইতে যাবৎ তোমরা বিনষ্ট না হও, তাবৎ তাহারা তোমাদের ফাঁদ ও জাল এবং কটিতে কশাঘাত ও চক্ষুর কণ্টকস্বরূপ হইবে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। [১৪] দেখ, মর্ত্ত্য মাত্রের যে পথ অদ্য আমি সেই পথে যাইতেছি, আর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গলবাক্য কহিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটিও নিষ্ফল হয় নাই, তোমাদের পক্ষে সকলি সফল হইয়াছে, একটিও নিষ্ফল হয় নাই, ইহা তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত বুদ্ধিতে জ্ঞাত আছ। [১৫] অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিষয়ে যে সকল মঙ্গলবাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা যেমন তোমাদের পক্ষে সফল হইল, সেই রূপ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত এই উত্তম দেশহইতে যাবৎ তিনি তোমাদিগকে বিনষ্ট না করেন, তাবৎ তোমাদের প্রতি অমঙ্গলবাক্যও সফল করিবেন। [১৬] ফলতঃ তোমরা যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞাপিত নিয়ম লঙ্ঘন কর, ও যাইয়া ইতর দেবগণের সেবা করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম কর, তবে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং তাঁহার দত্ত এই উত্তম দেশহইতে তোমরা অরায় বিনষ্ট হইবা।

২৪ অধ্যায়।

১ তাবৎ ইস্রায়েল বংশকে যিহোশূয়ের একত্র করণ, ২ ও সংক্ষেপে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাস কথন, ১৪ ও তাহাদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করণ, ২৬ ও নিয়মের সাক্ষিরূপে এক প্রস্তর স্থাপন করণ, ২৯ ও যিহোশূয়ের মৃত্যু, ৩২ ও যূষফের অস্থির কবর দেওন ও ইলিয়াসরের মৃত্যু।

[১] পরে যিহোশূয় ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে শিখিমে একত্র করিয়া তাহাদের প্রাচীনগণকে ও অধ্যক্ষগণকে ও বিচারকর্ত্তৃগণকে ও সেনাপতিগণকে ডাকাইল; তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইল।

[২] তখন যিহোশূয় সকল লোককে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও নাহোরের পিতা তেরহ পূর্ব্বকালাবধি ফরাৎ নদীর ওপারে বাস করিয়া ইতর দেবগণের সেবা করিত। [৩] পরে আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমকে সেই নদীর ওপারহইতে লইয়া কিনান্ দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইলাম, এবং তাহাকে বহুপ্রজ করণার্থে এক পুত্র অর্থাৎ ইস্হাককে দিলাম। [৪] পরে ইস্হাককে যাকুব ও এষৌকে দিলাম, সেই এষৌর অধিকারার্থে আমি তাহাকে সেয়ীর পর্ব্বত দিলাম, কিন্তু যাকুব ও তাহার বংশ মিসরদেশে গেল। [৫] পরে আমি মূসাকে ও হারোণকে প্রেরণ করিলাম, এবং মিস্রীয়দের মধ্যে যে কার্য্য করিলাম, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে দণ্ড দিলাম; পরে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলাম। [৬] আমি মিসরহইতে তোমাদের পিতৃলোকদিগকে বাহির করিলে তোমরা সমুদ্রে উপস্থিত হইলা; পরে মিস্রীয় লোক রথ ও অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া সূফ্সমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের পিতৃলোকদের পশ্চাৎ তাড়না করিয়া আইল। [৭] তাহাতে তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে তিনি মিস্রীয়দের ও তোমাদের মধ্যে অন্ধকার স্থাপন করিলেন, এবং তাহাদের উপরে সমুদ্রকে আনিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন; আমি মিস্রীয়দের প্রতি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তোমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছ; পরে তোমরা বহুকাল প্রান্তরে বাস করিলা। [৮] তাহার পর আমি তোমাদিগকে যর্দ্দনের ওপার নিবাসি ইমোরীয়দের দেশে আনিলাম; এবং তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিলে তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তাহাতে তোমরা তাহাদের দেশ অধিকার করিলা; এই রূপে আমি তোমাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে সংহার করিলাম। [৯] পরে মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ উঠিয়া ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং লোক পাঠাইয়া তোমাদিগকে শাপ দিতে বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ডাকাইল। [১০] কিন্তু আমি বিলিয়মের কথাতে মনোযোগ করিতে অসম্মত হইলে সে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল, এই রূপে আমি তাহার হস্তহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। [১১] পরে তোমরা যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যিরীহোতে উপস্থিত হইলা, তাহাতে যিরী-

হোর লোকেরা এবং ইমোরীয় ও পিরিষীয় ও কিনানীয় ও হিত্তীয় ও গির্গাশীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা তোমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিলে আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম। ১২ এবং ভিমরুলগণকে তোমাদের অগ্রে২ প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের সম্মুখহইতে ইমোরীয়দের দুই রাজা প্রভৃতি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলাম; তাহারা তোমাদের খড়্গে ও ধনুতে জিত হইল, তাহা নহে। ১৩ তোমরা যাহার কারণ শ্রম কর নাই এমত এক দেশ, ও যাহার পত্তন কর নাই এমত অনেক নগর আমি তোমাদিগকে দিলাম; তোমরা তাহার মধ্যে বাস করিতেছ, এবং যে দ্রাক্ষালতা ও জিতবৃক্ষ রোপণ কর নাই, তাহার ফল ভোগ করিতেছ।

১৪ এখন তোমরা পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং সরল অন্তঃকরণে ও সত্যতাতে তাঁহার সেবা কর, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মহানদীর ওপারে ও মিসরে যে দেবগণের সেবা করিত, তাহাদিগকে দূর করিয়া পরমেশ্বরের সেবা কর। ১৫ যদ্যপি পরমেশ্বরের সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে নদীর ওপারস্থিত তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেবিত দেবগণ হউক, কিম্বা যাহাদের দেশে তোমরা বাস করিতেছ, সেই ইমোরীয়দের দেবগণ হউক, যাহার সেবা করিবা, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর; কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা পরমেশ্বরের সেবা করিব। ১৬ তাহাতে লোকেরা উত্তর করিল, আমরা যে পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের সেবা করি, এমত না হউক। ১৭ কেননা পরমেশ্বরই আমাদের ঈশ্বর; তিনি আমাদিগকে ও আমাদের পিতৃলোকদিগকে দাসত্বাগারস্বরূপ মিসরদেশহইতে আনিলেন, ও আমাদের দৃষ্টিগোচরে এই সকল মহাচিহ্ন প্রকাশ করিলেন, এবং আমরা যে সমস্ত পথ ও যে২ লোকদের মধ্য দিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। ১৮ সেই পরমেশ্বর এতদ্দেশ নিবাসি ইমোরীয় প্রভৃতি নানা জাতীয়দিগকে আমাদের সম্মুখহইতে দূর করিলেন, অতএব আমরাও পরমেশ্বরের সেবা করিব; কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর। ১৯ তাহাতে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, বুঝি তোমরা পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারিবা না, কেননা তিনি পবিত্র ঈশ্বর ও স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর; তিনি তোমাদের অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করিবেন না। ২০ তোমরা যদি পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের সেবা কর, তবে তিনি অগ্রে তোমাদের মঙ্গল করিয়া পশ্চাৎ পরাবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে ক্লেশ দিবেন, ও তোমাদিগকে সংহার করিবেন। ২১ পরে লোকেরা যিহোশূয়কে কহিল, না, আমরা পরমেশ্বরের সেবা করিব। ২২ যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের সেবা করণার্থে তাঁহাকেই মনোনীত করিয়াছ, এ বিষয়ে তোমরা আপনাদের প্রতিকূলে আপনারা সাক্ষী হইলা। তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ, সাক্ষী হইলাম। ২৩ পরে সে কহিল, তোমরা এখন আপনাদের মধ্যস্থিত ইতর দেবগণকে দূর কর, ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি আপনাদের মন আসক্ত কর। পরে লোকেরা যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিব, ও তাঁহার কথা মানিব। ২৫ তাহাতে যিহোশূয় সেই দিবসে লোকদের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া শিখিমে তাহাদের জন্যে বিধি ও ব্যবস্থা স্থাপন করিল।

২৬ পরে যিহোশূয় ঐ সকল বিবরণ পরমেশ্বরের ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিল, এবং এক বৃহৎ প্রস্তর লইয়া পরমেশ্বরের পবিত্র আবাসের নিকটস্থিত এক অলোন বৃক্ষের নীচে স্থাপন করিল। ২৭ পরে যিহোশূয় সমস্ত লোককে কহিল, দেখ, এই প্রস্তর আমাদের সাক্ষী হইবে; কেননা পরমেশ্বর আমাদিগকে যে২ কথা কহিলেন, সেই সকল কথা এ শুনিল। অতএব এ তোমাদের সাক্ষী হইবে, পাছে তোমরা আপনাদের ঈশ্বরকে অস্বীকার কর। ২৮ পরে যিহোশূয় লোকদিগকে আপন২ অধিকারে যাইতে বিদায় করিল।

২৯ এই সকল ঘটনার পরে নূনের পুত্র পরমেশ্বরের সেবক যিহোশূয় এক শত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিল। ৩০ তাহাতে লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-সেরহে তাহার অধিকারের সীমাতে তাহার কবর দিল। ঐ যিহোশূয় যাবৎ বাঁচিল, এবং যে প্রাচীনগণ ইস্রায়েলের জন্যে পরমেশ্বরের কৃত তাবৎ কার্য্য জ্ঞাত ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা যিহোশূয়ের মরণের পরে জীবৎ থাকিল, তাহারাও যাবৎ বাঁচিল, তাবৎ ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সেবা করিল।

৩২ আর ইস্রায়েল্ লোকেরা যূষফের যে অস্থি মিসরদেশহইতে আনিয়াছিল, তাহা শিখিমে তাহার ভূমিখণ্ডে পুঁতিল। যাকূব এক শত রৌপ্য মুদ্রাতে শিখিমের পিতা হমোরের বংশের কাছে সেই ভূমি ক্রয় করিয়াছিল, আর তাহা যূষফ্ বংশের অধিকার হইয়াছিল। ৩৩ পরে হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ মরিল; তাহাতে লোকেরা ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে তাহার পুত্র পীনিহসকে দত্ত উপপর্ব্বতে তাহাকে কবর দিল।

বিচারকর্তৃবিবরণ।

১ অধ্যায়।

১ যিহূদা ও শিমিয়োনের কর্ম্মের কথা, ৯ ও কালেবের কন্যার কথা, ১৬ ও নানা নগর জয় করণের কথা, ২২ ও যূষফ্ বংশের বৈথেল্ নগর হস্তগত করণ, ২৭ ও মিনশি বংশের কর্ম্মের কথা, ২৯ ও ইফ্রয়িম বংশের কর্ম্মের কথা, ৩০ ও সিবূলূন্ বংশের কর্ম্মের কথা, ৩১ ও আশের্ বংশের কর্ম্মের কথা, ৩৩ ও নপ্তালি বংশের কর্ম্মের কথা, ৩৪ ও দান বংশের কর্ম্মের কথা।

[১] যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিনানীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে প্রথমে আমাদের কে যাইবে? [২] তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, যিহূদা যাইবে; দেখ, আমি তাহার হস্তে ঐ দেশ সমর্পণ করি। [৩] পরে যিহূদা আপন ভ্রাতা শিমিয়োন্‌কে কহিল, তুমি আমার অংশে আমার সহিত আইস, আমরা কিনানীয়দের সহিত যুদ্ধ করি; পরে আমিও তোমার অংশে তোমার সহিত যাইব; তাহাতে শিমিয়োন্ তাহার সঙ্গে গেল। [৪] পরে যিহূদা যাত্রা করিলে পরমেশ্বর তাহার হস্তে কিনানীয় ও পিরিষীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা বেষকে তাহাদের দশ সহস্র লোককে বধ করিল। [৫] অর্থাৎ বেষকে অদোনীবেষক্‌কে পাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কিনানীয় ও পিরিষীয় লোকদিগকে বধ করিল। [৬] তখন অদোনীবেষক্ পলায়ন করিল; কিন্তু তাহারা তাহার পশ্চাদ্ ধাবমান হইয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার হস্তপাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিল। [৭] তাহাতে অদোনীবেষক্ কহিল, হস্তপাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন সত্তরি রাজা আমার মেজের নীচে খাদ্য কুড়াইত; আমি যেমন করিয়াছি, ঈশ্বর আমাকে তদনুরূপ প্রতিফল দিলেন; পরে লোকেরা তাহাকে যিরূশালমে আনিলে সে সেই স্থানে মরিল। [৮] পরে যিহূদা বংশ যিরূশালমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা সকলকে আঘাত করিল, এবং অগ্নিদ্বারা নগর দগ্ধ করিল।

[৯] পরে যিহূদা বংশ পর্ব্বত ও দক্ষিণ দেশ ও তলভূমি নিবাসি কিনানীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে নামিল। [১০] এবং যিহূদা বংশ হিব্রোণ্‌বাসি কিনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া শেশয়্‌কে ও অহীমান্‌কে ও তল্‌ময়কে বধ করিল; পূর্ব্বে ঐ হিব্রোণের নাম কিরিয়থর্ব ছিল। [১১] তথাহইতে তাহারা দিবীর নিবাসিদের প্রতিকূলে যাত্রা করিল; পূর্ব্বে দিবীরের নাম কিরিয়ৎ-সেফর ছিল। [১২] এবং কালেব্ কহিয়াছিল, যে কেহ কিরিয়ৎ-সেফর্‌কে আঘাত করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত আমি অক্‌ষা নামে আপন কন্যার বিবাহ দিব। [১৩] অনন্তর কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিনসের পুত্র অৎনীয়েল্ তাহা হস্তগত করিলে সে তাহার সহিত অক্‌ষা নামে আপন কন্যার বিবাহ দিল। [১৪] অপর ঐ কন্যা আগমনকালে আপন পিতার নিকটে এক ক্ষেত্র চাহিতে (স্বামির) সম্মতি লইয়া আপন গর্দ্দভহইতে নামিল; তাহাতে কালেব্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি চাহ? [১৫] সে উত্তর করিল, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন; কেননা দক্ষিণস্থা ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এখন জলের উনুই আমাকে দিউন; তাহাতে কালেব্ উপরিস্থ ও অধঃস্থ উনুই তাহাকে দিল।

[১৬] পরে মূসার শ্বশুর কেনের বংশ যিহূদা বংশের সহিত খর্জ্জূরপুরহইতে অরাদের দক্ষিণদিক্‌স্থিত যিহূদা অরণ্যে গমন করিল; এবং সেই স্থানে যাইয়া লোকদের মধ্যে বসতি করিল। [১৭] পরে যিহূদা বংশ আপন ভ্রাতা শিমিয়োন্ বংশের সহিত গমন করিলে তাহারা সিফাৎবাসি কিনানীয়দিগকে বধ করিয়া ঐ নগর বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়া তাহার নাম হর্মা (বর্জ্জিত) রাখিল। [১৮] অপর যিহূদা অসা ও তাহার অঞ্চল, এবং অস্কিলোন্ ও তাহার অঞ্চল, এবং ইক্রোন্ ও তাহার অঞ্চল হস্তগত করিল। [১৯] পরমেশ্বর যিহূদা বংশের সাহায্য করাতে তাহারা পর্ব্বতনিবাসিদিগকে দূর করিয়া দিল; কিন্তু তলভূমি নিবাসিদিগকে দূর করিতে পারিল না, কেননা তাহাদের লৌহ রথ ছিল। [২০] পরে তাহারা মূসার আজ্ঞানুসারে কালেব্‌কে হিব্রোণ্ দিল, এবং সে তথাহইতে অনাকের তিন পুত্রকে দূর করিল। [২১] কিন্তু বিন্যামীন্ বংশ যিরূশালম্‌নিবাসি যিবূষীয়দিগকে দূর করিল না,

তাহাতে যিবূষীয় লোক অদ্যাবধি যিরূশালমে বিন্যামীন্ বংশের সহিত বাস করিতেছে।

[২২] পরে যূষফের বংশ বৈথেলের প্রতিকূলে যাত্রা করিল; তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের সাহায্য করিলেন। [২৩] পরে যূষফ বংশ বৈথেল্ নিরীক্ষণ করিতে লোক প্রেরণ করিল; পূর্ব্বে ঐ বৈথেলের নাম লূস্ ছিল। [২৪] তাহাতে চরগণ ঐ নগরহইতে নির্গত এক জনকে দেখিয়া তাহাকে কহিল, আমরা বিনয় করি, ঐ নগরে প্রবেশের পথ আমাদিগকে দেখাও; তাহা করিলে আমরা তোমার প্রতি দয়া করিব। [২৫] তাহাতে সে তাহাদিগকে নগরে প্রবেশের পথ দেখাইলে তাহারা খড়্গের ধারেতে সেই নগর আঘাত করিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে সপরিবারে বাঁচাইল। [২৬] পরে ঐ ব্যক্তি হিত্তীয়দের দেশে যাইয়া এক নগর পত্তন করিয়া তাহার নাম লূস রাখিল; তাহা অদ্য পর্য্যন্ত সেই নামে বিখ্যাত আছে।

[২৭] আর মিনশির বংশ গ্রামের সহিত বৈৎশান্, ও গ্রামের সহিত তানক্, ও গ্রামের সহিত দোর, ও গ্রামের সহিত যিব্লিয়ম্, ও গ্রামের সহিত মগিদ্দো; এই সকল স্থানের লোকদিগকে দূর করিল না, এবং কিনানীয়েরা সেই দেশে বাস করিতে সম্মত হইল। [২৮] পরে ইস্রায়েল্ বংশ প্রবল হইয়া কিনানীয়দিগকে করাধীন করিল, কিন্তু নিঃশেষে দূর করিল না।

[২৯] আর ইফ্রয়িম্ বংশ গেষর্ নিবাসি কিনানীয়দিগকে দূর করিল না; তাহাতে কিনানীয়েরা গেষরে তাহাদের মধ্যে বাস করিল।

[৩০] এবং সিবূলূন্ বংশ কিট্রোণ্ ও নহলোল্ নিবাসিদিগকে দূর করিল না; তাহাতে কিনানীয়েরা তাহাদের মধ্যে বাস করিল, তথাপি করাধীন হইল।

[৩১] আর আশের্ বংশ অক্কো ও সীদোন্ ও অহলব্ ও অক্ষীব্ ও হিল্বা ও অফিক্ ও রিহোব নিবাসিদিগকে দূর করিল না। [৩২] তাহাতে আশেরীয় লোকেরা তাহাদিগকে দূর না করিয়া দেশ নিবাসি কিনানীয়দের মধ্যে বাস করিল।

[৩৩] আর নপ্তালি বংশ বৈৎশেমশের ও বৈথনাতের নিবাসিদিগকে দূর না করিয়া দেশ নিবাসি কিনানীয়দের মধ্যে বাস করিল, তথাপি বৈৎশেমশের ও বৈথনাতের নিবাসিরা তাহাদিগকে কর দিল।

[৩৪] আর ইমোরীয় লোকেরা দান বংশকে তলভূমিতে নামিতে না দিয়া পর্ব্বতে রোধ করিল; [৩৫] তাহাতে ইমোরীয়েরা হেরস্ পর্ব্বতে ও অয়ালোনে ও শাল্বীমে বাস করিল; পরে যূষফ্ বংশ পরাক্রমী হইলে তাহারা করাধীন হইল। [৩৬] ঐ ইমোরীয়দের সীমা সেলা প্রভৃতি স্থান অবধি অক্রব্বীম্ নামক ঊর্দ্ধগামি পথ পর্য্যন্ত ছিল।

২ অধ্যায়।

১ বোখীম্ স্থানে লোকদের অনুযোগকারি দূতের কথা, ৬ ও যিহোশূয়ের মরণের পরে উৎপন্ন নূতন লোকদের দুষ্টতার কথা, ১৩ ও তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ ও দয়া, ২০ ও ইস্রায়েল্ বংশের পরীক্ষার্থে কিনানীয় লোকদিগকে অবশিষ্ট রাখনের কথা।

[১] পরে পরমেশ্বরের দূত গিল্গল্হইতে বোখীমে আসিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে মিসর্দেশহইতে আনিয়াছি, এবং যে দেশ দিতে তোমাদের পিতৃগণের কাছে দিব্য করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমাদিগকে আনিয়াছি, এবং এই কথা কহিয়াছি, আমি তোমাদের সহিত আপন নিয়ম কখনো ভঙ্গ করিব না; [২] এবং তোমরাও এই দেশ নিবাসিদের সহিত নিয়ম স্থির করিবা না, বরং তাহাদের সমস্ত বেদি ভগ্ন করিবা। কিন্তু তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ কর নাই; এই কি কর্ম্ম করিয়াছ? [৩] এই জন্যে আমি তোমাদের সম্মুখহইতে এই লোকদিগকে দূর করিব না; তাহারা তোমাদের পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ, ও তাহাদের দেবগণ তোমাদের ফাঁদস্বরূপ হইবে, এই কথা কহিলাম। [৪] তখন পরমেশ্বরের দূত ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে এই কথা কহিলে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। [৫] এই জন্যে তাহারা সেই স্থানের নাম বোখীম্ (রোদনকারিদের স্থান) রাখিল, পরে তাহারা সেই স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল।

[৬] যিহোশূয়ের নিকটহইতে বিদায় পাইলে পর ইস্রায়েল লোকেরা দেশ অধিকারার্থে প্রত্যেকে আপন ২ অধিকারে গেল। [৭] তদবধি যিহোশূয় যাবৎ বাঁচিল, এবং যে প্রাচীনগণ ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে পরমেশ্বরের কৃত সমস্ত মহাক্রিয়া দেখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা যিহোশূয়ের মরণের পর জীবৎ থাকিল, তাহারাও যাবৎ বাঁচিল, তাবৎ লোকেরা পরমেশ্বরের সেবা করিল। [৮] অপর নূনের পুত্র পরমেশ্বরের সেবক ঐ যিহোশূয় এক শত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিল। [৯] তাহাতে লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-হেরসে তাহার অধিকারের সীমাতে তাহার কবর দিল। [১০] এই রূপে সেই কালের তাবৎ লোক আপন ২ পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলে যে নূতন লোক উৎপন্ন হইল, তাহারা পরমেশ্বরকে এব

ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে তাঁহার কৃত ক্রিয়া অজ্ঞাত ছিল। [১১] পরে ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুরাচারী হইয়া বাল্দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। [১২] এবং যিনি তাহাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, আপনাদের সেই পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দ্দিক্স্থিত লোকদের দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিল, এই রূপে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিল।

[১৩] তাহারা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বাল্দেবের ও অস্তারোৎ দেবীদের সেবা করিল। [১৪] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি তাহাদিগকে লুটকারিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহারা তাহাদের দ্রব্য লুট করিল; এবং তিনি তাহাদের চতুর্দ্দিক্স্থ শত্রুগণের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে তাহারা শত্রুগণের সম্মুখে আর স্থির থাকিতে পারিল না। [১৫] এবং পরমেশ্বর যেমন কহিয়াছিলেন ও তাহাদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা যে২ কর্ম্মের উপক্রম করিত, তাহাতে তাহাদের অমঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের হস্ত প্রতিকূল ছিল; এই রূপে তাহাদের অতিশয় ক্লেশ হইত। [১৬] পরে পরমেশ্বর বিচারকর্ত্তৃগণকে উৎপন্ন করিয়া শত্রুগণের হস্তহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন; [১৭] তথাপি তাহারা আপনাদের বিচারকর্ত্তাদের বাক্যেও মনোযোগ করিত না, কিন্তু ব্যভিচার করিয়া ইতর দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিত; এই রূপে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া যে পথে গমন করিত, তাহারা তদনুসারে না করিয়া সেই পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইল। [১৮] পরে পরমেশ্বর তাহাদের উপদ্রব ও ক্লেশজন্য কাতরোক্তি প্রযুক্ত দয়া করিয়া তাহাদের জন্যে কোন বিচারকর্ত্তাকে উৎপন্ন করিতেন, এবং আপনি বিচারকর্ত্তার সাহায্য করিয়া তাহার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত শত্রুহস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেন। [১৯] পরে সেই বিচারকর্ত্তা মরিলে তাহারা আর বার পিতৃগণ অপেক্ষাও ভ্রষ্ট হইয়া ইতর দেবগণের সেবা করিত, ও তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইত; আপন২ ক্রিয়া ও কুমতির কিঞ্চিৎমাত্রও ত্যাগ করি না।

[২০] তাহাতে ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি কহিলেন, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আমি যে নিয়ম আজ্ঞা করিয়াছি, এই বিজাতীয় লোকেরা তাহা লঙ্ঘন করিয়া আমার কথায় মনোযোগ করিল না। [২১] অতএব যিহোশূয় মরণকালে যে২ জাতীয়দিগকে অবশিষ্ট রাখিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও আমি ইহাদের সম্মুখহইতে দূর করিব না। [২২] ঐ জাতীয়দের দ্বারা ইস্রায়েল্ বংশের পরীক্ষা লওনার্থে, অর্থাৎ তাহাদের পিতৃগণ যেমন পরমেশ্বরের পথে গমন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছিল, তাহারাও তদ্রূপ করিবে কি না, ইহা প্রকাশ করণার্থে [২৩] পরমেশ্বর সেই জাতিদিগকে শীঘ্র দূর না করিয়া ও যিহোশূয়ের হস্তে সমর্পণ না করিয়া অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ অবশিষ্ট লোকদের ইস্রায়েল্ বংশে মিশ্রিত হওন ও কুকর্ম্ম করণ, ৮ ও কূশন্-রিশিয়াথয়িমহইতে অৎনীয়েল্দ্বারা তাহাদের রক্ষা, ১২ ও ইগ্লোন্ নামে মোয়াব্ দেশীয় রাজাহইতে এহূদ্দ্বারা তাহাদের রক্ষা, ৩১ ও শম্গরের কথা।

[১] যাহারা কিনান দেশীয় যুদ্ধ জ্ঞাত ছিল না, ইস্রায়েল্ বংশের সেই লোকদের পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে, [২] এবং ইস্রায়েল বংশের পুরুষ পরম্পরাকে শিক্ষা দানার্থে, অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধ জানে না, তাহাদিগকে শিখাইবার নিমিত্তে পরমেশ্বর নিম্ন লিখিত ভিন্নজাতীয়দিগকে অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। [৩] পিলেষ্টীয়দের পাঁচ অধ্যক্ষ এবং বাল্হর্ম্মোণ্ পর্ব্বত অবধি হমাতে প্রবেশের পথ পর্য্যন্ত লিবানোন্ পর্ব্বত নিবাসি সমস্ত কিনানীয় ও সীদোনীয় ও হিব্বীয় লোক। [৪] ইহারা ইস্রায়েল বংশের পরীক্ষার্থে, অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাদের পিতৃলোকদিগকে মূসাদ্বারা যে২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই২ আজ্ঞাতে তাহারা মনোযোগ করিবে কি না, ইহা জানিবার জন্যে অবশিষ্ট রহিল। [৫] তাহাতে ইস্রায়েল বংশ কিনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের মধ্যে বসতি করিয়া [৬] তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে ও তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন২ কন্যাদের বিবাহ দিতে ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। [৭] এই রূপে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিল, ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া বালদেবের ও চৈত্যবৃক্ষের সেবা করিল।

[৮] তাহাতে ইস্রায়েল বংশের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি অরাম্-নহরয়িমের রাজা কূশন্-রিশিয়াথয়িমের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে ইস্রায়েল বংশ আট বৎসর পর্য্যন্ত কূশন্-রিশিয়াথয়িম্ রাজার সেবা করিল। [৯] পরে ইস্রায়েল বংশ

পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। তাহাতে পরমেশ্বর কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিনসের পুত্র অৎনীয়েল্‌কে ইস্রায়েল বংশের উদ্ধারকর্ত্তৃরূপে নিরূপণ করিলেন। [১০] এবং পরমেশ্বরের আত্মা তাহার প্রতি আবির্ভূত হইলে সে ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিল, এবং সে যুদ্ধার্থে নির্গত হইলে পরমেশ্বর অরাম্-নহরয়িমের রাজা কূশন্-রিশিয়াথয়িম্‌কে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে সে কূশন্-রিশিয়াথয়িম্ রাজাকে পরাভব করিলে [১১] চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল; পরে কিনসের পুত্র অৎনীয়েল্ মরিল।

[১২] অনন্তর ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল; অতএব পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে তাহাদের কদাচরণ প্রযুক্ত পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে মোয়াবের রাজা ইগ্‌লোন্‌কে সবল করিলেন। [১৩] সে অম্মোনের ও অমালেকের বংশকে আপনার নিকটে একত্র করিয়া যাত্রা করণ পূর্ব্বক ইস্রায়েল বংশকে জয় করিয়া খর্জ্জূরপুর অধিকার করিল। [১৪] তাহাতে ইস্রায়েল বংশ আঠার বৎসর পর্য্যন্ত মোয়াবীয় ইগ্‌লোন্ রাজার সেবা করিল। [১৫] অপর ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল; তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তৃরূপে বিন্যামীন্ বংশীয় গেরার পুত্র এহূদ্‌কে নিরূপণ করিলেন; সেই ব্যক্তি নেটা ছিল। ইস্রায়েল বংশ তাহাদ্বারা মোয়াবের ইগ্‌লোন্ রাজার নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ করিল। [১৬] তাহাতে এহূদ্ আপনার জন্যে এক হস্ত দীর্ঘ দ্বিধার খড়্গ নির্ম্মাণ করাইয়া আপন দক্ষিণ ঊরুতে বস্ত্রের ভিতরে বন্ধ করিল। [১৭] পরে মোয়াবের ইগ্‌লোন্ রাজার নিকটে উপঢৌকন লইয়া গেল; ঐ ইগ্‌লোন অতি স্থূলকায় মনুষ্য ছিল। [১৮] পরে উপঢৌকন দান সমাপ্ত হইলে সে ঐ উপঢৌকনবাহক লোকদিগকে বিদায় করিল। [১৯] কিন্তু আপনি গিল্‌গলস্থ প্রস্তরাকরহইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, হে রাজন্, আপনকার নিকটে আমার গোপনীয় এক কথা আছে; পরে রাজা চুপ চুপ বলিলে নিকটে দণ্ডায়মান লোকেরা তাহার সাক্ষাৎহইতে বাহিরে গেল। [২০] তৎকালে রাজা কেবল আপনার জন্যে নির্ম্মিত এক শীতল বাটিকাতে বসিয়াছিল; তাহাতে এহূদ্ তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আপনকার প্রতি ঈশ্বরের এক বাক্য আছে; তাহাতে সে আপন আসনহইতে উঠিল। [২১] পরে এহূদ্ আপন বাম হস্তদ্বারা দক্ষিণ ঊরুহইতে ঐ খড়্গ লইয়া তাহার উদর এমত বিদ্ধ করিল, [২২] যে খড়্গের সহিত বাঁটও উদরে প্রবিষ্ট হইল, ও খড়্গ মেদেতে রুদ্ধ হইল, কেননা সে উদরহইতে তাহা বাহির করিল না; আর তাহা পৃষ্ঠদিয়া বাহির হইল। [২৩] পরে এহূদ্ শীতল বাটিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবি বন্ধ করিয়া বারান্দা দিয়া নির্গত হইল। [২৪] অপর সে বাহির হইলে রাজার ভৃত্যবর্গ উপস্থিত হইয়া শীতল বাটিকার দ্বারে চাবি বন্ধ দেখিয়া কহিল, রাজা অবশ্য শীতল কুঠরীতে বিশ্রাম করিতেছেন। [২৫] পরে তাহারা লজ্জিত হওন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিল; শেষে সে শীতল বাটিকার দ্বার না খুলিলে তাহারা চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া আপনাদের প্রভুকে মৃত ও ভূমিতে পতিত দেখিল। [২৬] তাহারা বিলম্ব করিল, এই অবকাশে এহূদ্ পলাইয়া সেই প্রস্তরাকর পশ্চাৎ ফেলিয়া সিয়ীরাতে উপস্থিত হইয়াছিল। [২৭] সে স্থানে উপস্থিত হইয়া ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে তূরী বাজাইল; পরে ইস্রায়েল বংশ তাহার সহিত পর্ব্বতহইতে নামিলে সে তাহাদের অগ্রগামী হইয়া চলিল। [২৮] এবং তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার পশ্চাৎ২ আইস; পরমেশ্বর তোমাদের শত্রু মোয়াবীয়দিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ নামিয়া মোয়াবীয়দের অগ্রে যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত করিয়া এক প্রাণিকেও পার হইতে দিল না।

[২৯] ঐ সময়ে তাহারা মোয়াবের প্রায় দশ সহস্র লোককে বধ করিল; তাহারা বৃহৎকায় ও বলবান হইলেও তাহাদের কেহ রক্ষা পাইল না। [৩০] এই প্রকারে মোয়াবীয় লোক সেই দিনে ইস্রায়েল বংশের বশীভূত হইলে দেশ আশী বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে থাকিল।

[৩১] তাহার পর গোচারণের পাঁচনীদ্বারা পিলেষ্টীয়দের ছয় শত লোককে বধ করিল যে অনাতের পুত্র শম্‌গর্, সেও ইস্রায়েল বংশের এক উদ্ধারকর্ত্তা হইল।

৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের পাপ, ৪ ও তাহাদের বিচারকর্ত্রী দিবোরার কথা, ১০ ও দিবোরা ও বারকের দ্বারা ইস্রায়েল বংশের উদ্ধার, ১৮ ও যায়েল স্ত্রীর দ্বারা সীষিরা সেনাপতির বধ।

[১] অনন্তর এহূদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল বংশ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল। [২] তাহাতে পরমেশ্বর হাৎসোর নিবাসি কিনান্ দেশের রাজা যাবীনের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন। [৩] হরোশৎ-গোয়ীম্ নিবাসি সীষিরা ঐ রাজার সেনাপতি ছিল। আর তাহার নব শত লৌহরথ ছিল; সে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল

বংশের প্রতি শক্ত দৌরাত্ম্য করিল; তাহাতে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কাকুতি করিল।

৪ ঐ সময়ে লপ্পীদোতের ভার্য্যা দিবোরা নামে ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ইস্রায়েল বংশের বিচার করিত। ৫ সে রামতের ও বৈথেলের মধ্যে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে 'দিবোরার খর্জ্জুর' নামক বৃক্ষের তলে বাস করিত, এবং ইস্রায়েল বংশ বিচারার্থে তাহার নিকটে যাইত। ৬ অপর সে লোক প্রেরণ করিয়া নপ্তালি বংশের কেদশ্নিবাসি অবীনোয়মের পুত্র বারক্কে ডাকাইয়া কহিল, তুমি নপ্তালি বংশের ও সিবূলূন্ বংশের দশ সহস্র লোক আপনার সঙ্গে লইয়া তাবোর্ পর্ব্বতে যাও। ৭ আমি যাবীনের সেনাপতি সীষিরাকে ও তাহার রথকে ও লোকদিগকে কীশোন্ নদী-তীরে তোমার নিকটে আকর্ষণ করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, এই কথা কি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর আজ্ঞা করেন নাই? ৮ তাহাতে বারক্ তাহাকে কহিল, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে আমি যাইব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি যাইব না। ৯ সে কহিল, আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাইব, কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রাতে তোমার যশ হইবে না; কেননা পরমেশ্বর সীষিরাকে এক স্ত্রীর হস্তে বিক্রয় করিবেন। পরে দিবোরা উঠিয়া বারকের সহিত কেদশে গমন করিল।

১০ পরে বারক্ কেদশে সিবূলূন্ বংশকে ও নপ্তালি বংশকে ডাকাইয়া দশ সহস্র পদাতি সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং দিবোরাও তাহার সহিত গেল। ১১ ঐ সময়ে কেনীয় হেবের্ মূসার শ্বশুর হোববের বংশোদ্ভব অন্য কেনীয়দের হইতে পৃথক্ হইয়া কেদশের নিকটবর্ত্তি সানন্নীম্ উদ্যানে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিল। ১২ পরে অবীনোয়মের পুত্র বারক্ তাবোর্ পর্ব্বতে উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া ১৩ সীষিরা আপন সমস্ত রথ অর্থাৎ নব শত লৌহরথ এবং আপন সাঙ্গ লোক সকলকে ডাকিয়া হরোশৎ-গোয়ীমহইতে কীশোন্ নদীতে গমন করিল। ১৪ তখন দিবোরা বারক্কে কহিল, উঠ, অদ্যই পরমেশ্বর তোমার হস্তে সীষিরাকে সমর্পণ করিবেন; পরমেশ্বর কি তোমার অগ্রগামী নহেন? তাহাতে বারক্ অনুগামি দশ সহস্র সৈন্যের সহিত তাবোর পর্ব্বত হইতে নামিল। ১৫ পরে পরমেশ্বর বারকের সম্মুখে সীষিরাকে তাহার সমস্ত রথকে সৈন্যগণকে খড়্গদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিলেন; তাহাতে সীষিরা রথহইতে নামিয়া পদব্রজে পলায়ন করিল। ১৬ এবং বারক্ হরোশৎ-গোয়ীম্ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত রথের ও সৈন্যগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে সীষিরার সমস্ত সৈন্য খড়্গধারে পতিত হইল; এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না। ১৭ কিন্তু সীষিরা পদব্রজে পলাইয়া কেনীয় হেবরের ভার্য্যা যায়েলের তাম্বুর দিগে গেল; কেননা হাৎসোরের যাবীন্ রাজার ও কেনীয় হেবরের বংশের তখন ঐক্য ছিল।

১৮ তাহাতে যায়েল্ সীষিরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া তাহাকে কহিল, হে আমার প্রভো, অন্তরে আইসুন, আমার নিকটে আইসুন, ভীত হইবেন না; তাহাতে সে তাহার প্রতি ফিরিয়া তাম্বুর মধ্যে গেলে ঐ স্ত্রী এক কম্বল দিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল। ১৯ তখন সীষিরা তাহাকে কহিল, আমি বিনয় করি, পান করিতে আমাকে কিছু জল দেও; আমি পিপাসিত হইয়াছি। তাহাতে সে দুগ্ধের কুপা খুলিয়া পান করিতে দিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। ২০ পরে সীষিরা তাহাকে কহিল, তুমি তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া থাক; যদি কেহ আসিয়া, এ স্থানে কোন পুরুষ আছে কি না? ইহা জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি কহিবা, কেহ নাই। ২১ অনন্তর হেবরের ভার্য্যা যায়েল্ তাম্বুর এক গোঁজ লইয়া মুদ্গর হস্তে করিয়া ধীরে ২ তাহার নিকটে যাইয়া তাহার কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ করাইল; কারণ সে শ্রান্ত ও নিদ্রিত ছিল; এই রূপে সে মরিল। ২২ তখন বারক সীষিরার পশ্চাদ্ ধাবমান হইতেছিল; অতএব যায়েল্ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিয়া কহিল, আইস, তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই মানুষকে আমি তোমাকে দেখাই; তাহাতে সে তাহার তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সীষিরা মৃত পড়িয়া আছে, ও তাহার কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ হইয়াছে।

২৩ পরমেশ্বর ঐ দিবসে কিনানের যাবীন্ রাজাকে ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে নত করিলেন। ২৪ পরে কিনানীয় যাবীন রাজার সংহার না হওন প[র্য্যন্ত] ইস্রায়েল বংশ সেই কিনানীয় যাবীন রাজার বিরুদ্ধে উত্তর ২ প্রবল হইতে লাগিল।

৫ অধ্যায়।

দিবোরা ও বারকের গীত।

১ সেই দিবসে দিবোরা ও অবীনোয়মের পুত্র বারক্ এই গান করিল। ২ ইস্রায়েল বংশের আক্রামগণ ক্রান্ত হইল, ও প্রজাগণ আপনাদিগকে উৎসর্গ করিল, এই জন্যে পরমেশ্বরের প্রশংসা কর। ৩ হে রাজগণ, মনোযোগ কর, ও হে অধ্যক্ষগণ, কর্ণ দেও; আমি পরমেশ্বরের নিকটে গান করিব, ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমে-

শ্বরের উদ্দেশে গান করিব। ৪ হে পরমেশ্বর, সেয়ীরহইতে তোমার নির্গমনকালে, ও ইদোমের প্রান্তরহইতে তোমার যাত্রাকালে ভূমি কাঁপিল, ও আকাশ দ্রবীভূত হইল, ও মেঘগণ বিন্দু২ বর্ষিল। ৫ এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ঐ সীনয় পর্ব্বত বহিয়া গেল। ৬ অনাতের পুত্র শম্গরের ও যায়েলের সময়ে সমস্ত রাজপথ পথিকহীন ছিল, ও পথিকেরা বক্র উপপথ দিয়া গমন করিত। ৭ সেনাপতির অভাব ছিল, ইস্রায়েলের মধ্যে পাওয়া গেল না; পরে দিবোরা নামে আমি উৎপন্না হইলাম, ও ইস্রায়েল বংশের মাতৃস্বরূপ হইলাম। ৮ তৎকালে লোকেরা নূতন দেবতা মনোনীত করাতে নগরের দ্বারে যুদ্ধ উপস্থিত হইত; ইস্রায়েল বংশের চল্লিশ সহস্র লোকের মধ্যে কি এক খান ঢাল বা শল্য দৃষ্ট হইত? ৯ ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ প্রভৃতি লোকদের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে উৎসর্গ করিল, তাহাদের প্রতি আমার অন্তঃকরণ আছে; তোমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। ১০ যাহারা শুভ্র গর্দ্দভারূঢ় হয় ও বিচারাসনে বৈসে ও পথে ভ্রমণ করে, তাহারা ধন্যবাদ করুক; ১১ ও নিপানে২ লুটদ্রব্য বিভাগকারিদের হর্ষনাদ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের ধর্ম্মক্রিয়ার এবং ইস্রায়েলে তাঁহার নিযুক্ত সেনাপতির ধর্ম্মক্রিয়ার সঙ্কীর্ত্তন হউক; পরে পরমেশ্বরের লোকেরা নগর দ্বারে নামুক। ১২ হে দিবোরা, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও; এবং সচেতন হও, সচেতন হও, ও গান কর; এবং হে বারক, গাত্রোত্থান কর; ও হে অবীনোয়মের পুত্র, আপন জয়িগণকে বন্দী কর ১৩ তখন অবশিষ্ট কতক জন নরেন্দ্রদিগের প্রতিকূলে যাত্রা করিল, ও পরমেশ্বর আমার পক্ষ হইয়া বিক্রমিবর্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ১৪ তাহাদের মধ্যে অমালেকের দেশ নিবাসি ইফ্রয়িম্ লোক ছিল, এবং তোমার লোকদের মধ্যে বিন্যামীন্ পশ্চাদ্গামী ছিল; মাখীর্হইতে অধ্যক্ষগণ ও সিবূলূন্হইতে লেখকের লেখনীধারিগণ আইল। ১৫ এবং ইষাখর্ বংশের প্রধান লোকেরা দিবোরার সহিত ছিল, এবং বারকের অবলম্বনস্বরূপ ইষাখর্ বংশ তাহার সহিত বেগে তলভূমিতে নামিল; রূবেণের স্রোতস্বতীসমূহের নিকটে গুরুতর মনস্কল্পনা হইল। ১৬ হে রূবেন্ বংশ, তুমি মেষপালের ক্রন্দন শুনিতে কেন মেষবাথানের মধ্যে রহিলা? রূবেণের স্রোতস্বতীসমূহের নিকটে গুরুতর মনঃপরীক্ষা হইল। ১৭ এবং গিলিয়দস্থ লোকেরা যর্দ্দনের ওপারে বসিয়া থাকিল, এবং দানের লোকেরা কেন জাহাজে রহিল? এবং আশের্ বংশ সমুদ্রের তটে বসিয়া থাকিল ও খালের নিকটে অবস্থিতি করিল। ১৮ সিবূলূন বংশ মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিল, এবং নপ্তালি বংশও রণস্থলের উচ্চস্থানে (মরিতে প্রস্তুত হইল।) ১৯ রাজগণ আসিয়া যুদ্ধ করিল, কিনানের রাজগণ মগিদ্দোর জলতীরস্থ তানকে যুদ্ধ করিল; তাহারা লুটিয়া কিছু রূপ্য পাইল না। ২০ আকাশে যুদ্ধ হইল, সীষিরার প্রতিকূলে নক্ষত্রগণ আপন২ পথে যাইতে২ যুদ্ধ করিল। ২১ এবং কীশোন্ নদী, অর্থাৎ কীশোন্ নামে ঐ প্রাচীন নদী তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; হে আমার মন, তুমি বলবানদিগকে পদতলে দলিত করিলা। ২২ সত্ত্বরে২ বীরগণের পলায়নে অশ্বদের খুর ভগ্ন হইল। ২৩ পরমেশ্বরের দূত কহেন, তোমরা মেরোস্কে শাপ দেও, ও তন্নিবাসিদিগকে দারুণ শাপ দেও; কেননা তাহারা পরমেশ্বরের সাহায্য করিতে অর্থাৎ বিক্রমিবর্গের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের সাহায্য করিতে আইল না। ২৪ স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেনীয় হেবরের পত্নী যায়েল্ ধন্যা; তাম্বুমধ্যবাসিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে সে ধন্যা। ২৫ তাহার কাছে জল চাহিলে সে দুগ্ধ দিল, ও রাজোপযুক্ত পাত্রে ক্ষীর আনিয়া দিল। ২৬ এবং গোঁজ ধরিতে আপন হস্ত, ও কর্ম্মকারের মুদ্গর তুলিতে দক্ষিণ হস্ত বাড়াইল; এবং সীষিরাকে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক বিদ্ধ করিল, ও তাহার কপোল বিদ্ধ করিয়া চূর্ণ করিল। ২৭ তাহাতে সে তাহার চরণে নত হইয়া পড়িয়া লম্বমান হইল; তাহারই চরণে নত হইয়া পড়িল; নত হইবামাত্র হত হইয়া তথায় পড়িল। ২৮ সীষিরার মাতা গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া আছে; সীষিরার জননী বাতায়নহইতে ডাকিয়া কহে; তাহার রথ আসিতে কেন লজ্জিত হয়? ও তাহার রথচক্র কেন বিলম্ব করে? ২৯ তাহার জ্ঞানবতী সহচরীগণ উত্তর করে, এবং সে আপনিও আপনার কথার উত্তর করিয়া কহে, তাহারা কি লুট দ্রব্য পাইয়া অংশ করিয়া লয় না? ৩০ প্রত্যেক জন কি দুই এক কামিনী পায় না? এবং সীষিরাকে কি চিত্রিত বস্ত্র, অর্থাৎ চিত্রিত সূচি কার্য্যের বস্ত্র লুটকারির কণ্ঠভূষারূপে দেয় না? ৩১ হে পরমেশ্বর, তোমার তাবৎ শত্রু সেই রূপ বিনষ্ট হউক, কিন্তু তোমার প্রেমকারিগণ সপ্রতাপে উদিত সূর্য্যের সদৃশ হউক। পরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।

৬ অধ্যায়।

১ পাপ প্রযুক্ত মিদিয়নীয়দের দ্বারা ইস্রায়েল বংশের উপদ্রুত হওন, ৭ ও এক ভবিষ্যদ্বক্তার কথা, ১১ ও গিদিয়োনের প্রতি পরমেশ্বরের দূতের কথা,

১৭ ও দূতের প্রতি গিদিয়োনের নিবেদন ও নৈবেদ্য, ২৫ ও বালের বেদি ভগ্ন করণ, ২৮ ও পুত্রের পক্ষে লোকদের সহিত যোয়াশের বিরোধ করণ, ৩৩ ও গিদিয়োনের নিকটে লোক একত্র হওন, ৩৬ গিদিয়োনের প্রার্থিত আশ্চর্য্য চিহ্নের কথা।

১ পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিলে পরমেশ্বর তাহাদিগকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত মিদিয়ন্ লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ২ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে মিদিয়ন্ লোকেরা প্রবল হইলে ইস্রায়েল বংশ তাহাদের ভয়ে পর্ব্বতস্থ স্রোতোমার্গে ও গুহাতে ও দুর্গম স্থানে বসতি করিল। ৩ আর ইস্রায়েল বংশ বীজ বপন করিলে পর মিদীয়নীয়েরা ও অমালেকীয়েরা ও পূর্ব্বদেশীয়েরা তাহাদের প্রতিকূলে আগমন করিয়া ৪ তাহাদের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া অসা নগরের প্রবেশ স্থান পর্য্যন্ত ভূম্যুৎপন্ন শস্যাদি বিনষ্ট করিত, এবং ইস্রায়েল বংশের জন্যে খাদ্য দ্রব্য কিম্বা মেষ গোরু গর্দ্দভাদি কিছুই রাখিত না। ৫ তাহারা আপন২ পশু ও তাম্বু সঙ্গে লইয়া পঙ্গপালের ন্যায় বহুসংখ্যক হইয়া আসিত; তাহারা ও তাহাদের উষ্ট্র অগণ্য ছিল; আর তাহারা দেশ উচ্ছিন্ন করণার্থে দেশে প্রবেশ করিত। ৬ এই রূপে ইস্রায়েল বংশ মিদিয়নীয়দের দ্বারা অতি ক্ষীণ হইল, এবং ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কাতরোক্তি করিল।

৭ এই রূপে ইস্রায়েল বংশ মিদিয়নীয়দের ভয়েতে পরমেশ্বরের কাছে কাতরোক্তি করিলে ৮ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রেরণ করিলেন। সে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমাদিগকে মিসর্হইতে আনিয়াছি, ও দাসত্বাগারহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, ৯ এবং মিস্রীয় প্রভৃতি তোমাদের তাবৎ উপদ্রবকারিহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, এবং তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া তাহাদের দেশ তোমাদিগকে দিয়াছি। ১০ এবং আমি তোমাদিগকে কহিয়াছিলাম, আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর; তোমরা যে ইমোরীয়দের দেশে বাস করিতেছ, তাহাদের দেবগণকে ভয় করিও না। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুন নাই।

১১ পরে পরমেশ্বরের দূত আসিয়া অবীয়েষ্রীয় যোয়াশের অধিকারস্থিত অফ্রাতে এক এলা বৃক্ষতলে বসিলেন; তৎকালে তাহার পুত্র গিদিয়োন মিদিয়নীয়দের হইতে রক্ষা করণার্থে দ্রাক্ষাপেষণকুণ্ডে গোম মাড়িতেছিল। ১২ তাহাতে পরমেশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে মহাবীর, পরমেশ্বর তোমার সহায় আছেন। ১৩ গিদিয়োন্ উত্তর করিল, হায়২, হে আমার প্রভো, যদি পরমেশ্বর আমাদের সহায় আছেন, তবে আমাদের প্রতি এ সমস্ত কেন ঘটিল? এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার যে সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা আমাদিগকে কহিয়াছিল, তাহা কোথায়? তাহারা কহিত, পরমেশ্বর কি আমাদিগকে মিসর্হইতে আনয়ন করেন নাই? কিন্তু সম্প্রতি পরমেশ্বর আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মিদিয়নীয়দের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ১৪ তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তুমি আপনার এই বলেতে গমন করিয়া মিদিয়নীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার কর; আমি কি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি না? ১৫ তাহাতে সে তাঁহাকে কহিল, হায়২, হে আমার প্রভো, ইস্রায়েল বংশকে কিসেতে উদ্ধার করিব? দেখুন, মিনশি বংশের মধ্যে আমার বংশ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং আমার পিতার বাটীতে আমি কনিষ্ঠ। ১৬ তখন পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি তোমার সহায় হইব; তাহাতে তুমি মিদিয়নীয়দিগকে এক জনের ন্যায় সংহার করিবা।

১৭ অপর সে কহিল, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আপনি যে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহার কোন চিহ্ন আমাকে দিউন। ১৮ বিনয় করি, আমি যাবৎ নৈবেদ্য লইয়া আপনকার সাক্ষাতে উৎসর্গ করিতে না আসি, তাবৎ আপনি স্থানান্তরে যাইবেন না; তাহাতে তিনি কহিলেন, যাবৎ না আসিবা, তাবৎ আমি বিলম্ব করিব। ১৯ তখন গিদিয়োন্ অন্তরে যাইয়া এক ছাগবৎস ও এক ঐফা পরিমিত সুজির তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ঐ মাংসাদিকে চুপড়িতে রাখিয়া ঝোল বহুগুণাতে করিয়া বাহিরে এলা বৃক্ষের তলে আসিয়া তাঁহার কাছে উৎসর্গ করিল। ২০ তাহাতে ঈশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, এই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক লইয়া ঐ পাষাণের উপরে রাখ, এবং ঝোল তাহাতে ঢালিয়া দেও; তখন সে তদ্রূপ করিল। ২১ পরে পরমেশ্বরের দূত আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্র বিস্তার করিয়া সেই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক স্পর্শ করিলেন; তাহাতে ঐ পাষাণহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া সেই মাংস ও পিষ্টক দগ্ধ করিল; পরে পরমেশ্বরের দূত তাহার দৃষ্টিগোচরহইতে প্রস্থান করিলেন। ২২ তখন তিনি যে পরমেশ্বরের দূত, ইহা দেখিয়া গিদিয়োন্ কহিল, হায় ২ হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি সম্মুখাসম্মুখি

হইয়া পরমেশ্বরের দূতকে দেখিলাম। ২৩ তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, ভয় নাই; তুমি মরিবা না। ২৪ পরে গিদিয়োন্ সে স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবা-শালোম্ (পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা) রাখিল; তাহা অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে অদ্যাপি আছে।

২৫ পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন পিতার যুব বলদকে ও সাত বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় বলদকে সঙ্গে লইয়া তোমার পিতার বালদেবের যে বেদি আছে, তাহা ভগ্ন কর, ও তাহার নিকটস্থ চৈত্যবৃক্ষ ছেদন কর; ২৬ এবং এই দৃঢ় শৈলের শৃঙ্গে আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পরিপাটি এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর, এবং সেই দ্বিতীয় বলদ সঙ্গে লইয়া, সে চৈত্য বৃক্ষ ছেদন করিবা, তাহার কাষ্ঠদ্বারা হোম কর। ২৭ তাহাতে গিদিয়োন্ আপন ভৃত্যদের মধ্যে দশ জনকে সঙ্গে লইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাই করিল; কিন্তু আপন পিতার পরিজনগণকে ও নগরস্থ লোকদিগকে ভয় করণ প্রযুক্ত দিবসে তাহা করিতে না পারাতে রাত্রিতে করিল।

২৮ অপর নগরস্থ লোকেরা প্রত্যূষে উঠিলে বালের বেদি ভগ্ন হইয়াছে, ও নিকটস্থ চৈত্যবৃক্ষ ছিন্ন হইয়াছে, এবং নূতন বেদির উপরে দ্বিতীয় বলদ উৎসর্গ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ২৯ পরস্পর কহিল, এমত কর্ম্ম কে করিল? পরে যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে লোকেরা কহিল, যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ ইহা করিল। ৩০ তাহাতে নগরস্থ লোকেরা যোয়াশ্‌কে কহিল, তোমার পুত্রকে বাহির করিয়া আন; সে হত হউক, কেননা সে বালের বেদি ভগ্ন করিল, ও তাহার নিকটস্থ চৈত্য বৃক্ষ ছেদন করিল। ৩১ তখন যোয়াশ আপনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান সমস্তকে কহিল, তোমরাই কি বালের পক্ষে বিবাদ করিবা? তোমরাই বা কি তাহাকে জয়যক্ত করিবা? যে জন তাহার পক্ষে বিবাদ করে, এই প্রভাতের সময়ে তাহার অপমৃত্যু হউক; বাল যদি দেবতা হয়, তবে সে আপনার বিবাদ আপনি করুক; যেহেতুক তাহারই বেদি ভগ্ন হইল। ৩২ অতএব এ যাহার বেদি ভগ্ন করিল, সেই বাল্ ইহার সহিত বিবাদ করুক, এই কথাপ্রযুক্ত সেই দিবস অবধি তাহার নাম যিরুব্বাল্ (বাল্ বিবাদ করুক) হইল।

৩৩ ঐ সময়ে মিদিয়নীয় ও অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা একত্র হইয়া পার হইয়া যিষ্রিয়েলের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। ৩৪ কিন্তু গিদিয়োনের প্রতি পরমেশ্বরের আত্মা আবির্ভূত হইলে সে তুরী বাজাইল; তাহাতে অবীয়েষ্রীয় লোক তাহার নিকটে একত্র হইল। ৩৫ এবং সে মিনশি বংশের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে তাহারাও তাহার নিকটে একত্র হইল; পরে সে আশের ও সিবূলূন্ ও নপ্তালি বংশের নিকটে দূত প্রেরণ করিলে তাহারা সাক্ষাৎ করিতে আইল।

৩৬ পরে গিদিয়োন্ ঈশ্বরকে কহিল, আপনকার বাক্যানুসারে আপনি আমার হস্তদ্বারা ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সত্য? ৩৭ দেখুন, আমি শস্যমর্দ্দনস্থানে ছিন্ন মেষলোম রাখিব, তাহাতে কেবল সেই লোমের উপরে যদি শিশির থাকে, এবং সমস্ত ভূমি শুষ্ক থাকে, তবে আপনি আপন বাক্যানুসারে আমার হস্তদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশকে উদ্ধার করিবেন, ইহা জ্ঞাত হইব। ৩৮ পরে সেই রূপ ঘটিলে পরদিবসে সে প্রত্যূষে উঠিয়া সেই লোম চাপিয়া তাহাহইতে পূর্ণ এক বাটী শিশির নিঙ্গড়িয়া ফেলিল। ৩৯ তখন গিদিয়োন্ ঈশ্বরকে কহিল, আপনি আমার প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল আর এক কথা কহি; বিনয় করি, আমি লোমদ্বারা আর এক বার পরীক্ষা লইব; এখন কেবল লোমের উপরে শুষ্কতা হউক, ও সকল ভূমির উপরে শিশির থাকুক। ৪০ পরে ঈশ্বর সে রাত্রিতে সেই রূপ করিলেন; তাহাতে কেবল লোমের উপর শুষ্কতা হইল, এবং সকল ভূমিতে শিশির পড়িল।

৭ অধ্যায়।

১ গিদিয়োনের সৈন্যের ন্যূন করণ, ৯ ও স্বপ্নের কথা শুনিয়া গিদিয়োনের মন স্থির হওন, ১৫ ও সৈন্যের প্রতি গিদিয়োনের আজ্ঞা, ১৯ এবং মশাল ও তুরী ও ঘটদ্বারা মিদিয়নীয়দিগকে জয় করণ, ২৪ ও ওরেব্ ও সেব্ রাজাকে হস্তগত করণ।

১ পরে যিরুব্বাল্ অর্থাৎ গিদিয়োন্ ও তাহার সমস্ত সঙ্গি লোক প্রত্যূষে উঠিয়া ঐন্-হারোদ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিল; তাহাতে মিদিয়নীয় সৈন্য তাহাদের উত্তরদিগে মোরি পর্ব্বতের নিকটস্থ প্রান্তরে থাকিল। ২ পরে পরমেশ্বর গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, তোমার সঙ্গি লোকদের সংখ্যা এত বড়, যে আমি মিদিয়নীয়দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব না; করিলে আমরা আপন বাহুবলেতে জয়ী হইলাম, এই কথা কহিয়া ইস্রায়েল লোকেরা আমার প্রতিকূলে গর্ব্ব করিবে। ৩ অতএব তুমি যাইয়া লোকদের কর্ণে এই কথা ঘোষণা কর, যে জন ভীত ও ত্রাসযুক্ত, সে প্রত্যূষে গিলিয়দ্ পর্ব্বতহইতে ফিরিয়া যাউক; তাহাতে লোকদের মধ্যহইতে বাইশ সহস্র লোক ফিরিয়া গেল,

এবং দশ সহস্র অবশিষ্ট থাকিল। [৪] পরে পরমেশ্বর গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, লোকেরা এখনো অধিক আছে, তুমি তাহাদিগকে জলের নিকটে লইয়া যাও; সেখানে আমি তোমার জন্যে তাহাদের পরীক্ষা লইব; তাহাতে যাহার বিষয়ে কহিব, এই ব্যক্তি তোমার সহিত যাইবে, সেই তোমার সহিত যাইবে; এবং যাহার বিষয়ে কহিব, এই ব্যক্তি যাইবে না, সে তোমার সহিত যাইবে না। [৫] তাহাতে সে জলের নিকটে লোকদিগকে লইয়া গেলে পরমেশ্বর গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, যাহারা কুক্কুরের ন্যায় জিহ্বাদ্বারা জল চাটিয়া খায় তাহাদিগকে, ও যাহারা পান করিতে হাঁটু গাড়ে তাহাদিগকে তুমি পৃথক্‌ করিয়া রাখ। [৬] তাহাতে তিনশতসংখ্য লোক মুখে হাত তুলিয়া জল চাটিয়া খাইল, কিন্তু অন্য সমস্ত লোক পান করিতে হাঁটু গাড়িল। [৭] পরে পরমেশ্বর গিদিয়োনকে কহিলেন, চাটিয়া জল পানকারি এই তিন শত লোকদ্বারা আমি তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিব, ও মিদিয়নীয়দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; অন্য সমস্ত লোক আপন২ স্থানে প্রস্থান করুক। [৮] পরে লোকেরা আপন২ হস্তে খাদ্য দ্রব্য ও তূরী গ্রহণ করিল, এবং সে ইস্রায়েল বংশের অবশিষ্ট সমস্তকে স্ব২ বাসস্থানে বিদায় করিয়া ঐ তিন শত মনুষ্যকে রাখিল; তৎকালে মিদিয়নীয় সৈন্যগণ তাহার নীচে তলভূমিতে ছিল।

[৯] পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, উঠ, তাহাদের শিবিরে যাও; কেননা আমি তোমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিলাম। [১০] আর তুমি যদি যাইতে ভীত হও, তবে তোমার দাস ফুরাকে সঙ্গে লইয়া শিবিরের নিকটে যাও। [১১] এবং তাহারা যাহা কহে, তাহা শুন; শুনিলে তুমি সাহসী হইবা; অতএব তাহাদের শিবিরে গমন কর। তাহাতে সে আপন দাস ফুরার সহিত শিবিরস্থ সুসজ্জ লোকদের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত গেল। [১২] ঐ মিদিয়নীয় ও অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা বহুত্ব প্রযুক্ত পঙ্গপালের ন্যায় প্রান্তর আচ্ছাদন করিয়াছিল, এবং উষ্ট্রও বহুত্ব প্রযুক্ত সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য ছিল। [১৩] পরে গিদিয়োন্‌ প্রবেশ করিলে তাহাদের মধ্যে এক জন আপন বন্ধুর নিকটে এই স্বপ্নকথা কহিতেছিল, দেখ, আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন যবের এক রুটী মিদিয়নীয়দের শিবিরের মধ্য দিয়া গড়িয়া গেল, এবং তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আঘাত করিল; তাহাতে তাম্বু উল্‌টিয়া দীঘ হইয়া পড়িল। [১৪] তাহাতে তাহার বন্ধু উত্তর করিল, তাহা ইস্রায়েল্‌ বংশীয় যোয়াশের পুত্র গিদিয়োনের খড়্গ ব্যতিরেক আর কি বুঝায়? ঈশ্বর মিদিয়নীয় লোক ও সমস্ত শিবিরকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

[১৫] তখন গিদিয়োন্‌ ঐ স্বপ্নের কথা ও তাহার অর্থ শুনিয়া প্রণাম করিয়া ইস্রায়েল বংশীয় সৈন্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, উঠ, পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে মিদিয়নীয়দের শিবিরকে সমর্পণ করিলেন। [১৬] পরে সে ঐ তিন শত লোককে তিন দলে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক২ তূরী, এবং এক২ শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল দিল। [১৭] এবং তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমার মত কর্ম্ম কর; আমি শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে যে রূপ করিব, তোমরাও তদ্রূপ করিবা। [১৮] আমি ও আমার সঙ্গিগণ তূরী বাজাইলে তোমরাও শিবিরের চারি পার্শ্বে থাকিয়া তূরী বাজাইয়া, ‘পরমেশ্বরের ও গিদিয়োনের জয়,’ এই কথা কহিবা।

[১৯] পরে মধ্যপ্রহরের প্রথমে নূতন প্রহরী স্থাপিত হইবামাত্র গিদিয়োন্‌ ও তাহার সঙ্গি এক শত লোক শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া তূরী বাজাইল, এবং আপন২ হস্তস্থিত ঘট ভাঙ্গিল। [২০] এই রূপে তিন দলের লোকেরা তূরী বাজাইল ও ঘট ভাঙ্গিল, এবং বাম হস্তে মশাল ও দক্ষিণ হস্তে বাজাইবার তূরী গ্রহণ করিল, এবং ‘পরমেশ্বরের ও গিদিয়োনের খড়্গ,’ এই কথা উচ্চৈঃশব্দে কহিল। [২১] এবং প্রত্যেকে শিবিরের চারি দিগে আপন২ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহাতে শত্রুগণের তাবৎ সৈন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। [২২] এবং ঐ তিন শত লোক তূরী বাজাইলে পরমেশ্বর শিবিরস্থ প্রত্যেক খড়্গধারিকে আপন২ নিকটস্থ লোকের সহিত যুদ্ধ করাইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ সিরেদাস্থ বৈৎশিটাতে ও টব্বতের নিকটবর্ত্তি আবেল্‌-মিহোলার সীমা পর্য্যন্ত পলায়ন করিল। [২৩] পরে নপ্তালি ও আশের ও সমস্ত মিনশি দেশহইতে ইস্রায়েল লোকেরা একত্র হইয়া মিদিয়নীয়দের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া গেল।

[২৪] পরে গিদিয়োন্‌ ইফ্রয়িম্‌ পর্ব্বতের সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল, তোমরা মিদিয়নীয়দের প্রতিকূলে নামিয়া যাও, এবং তাহাদের অগ্রে বৈৎবারার নিকটবর্ত্তি জলের ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত কর; তাহাতে ইফ্রয়িমের সমস্ত লোক একত্র হইয়া বৈৎবারার নিকটবর্ত্তি জলের ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত করিল। [২৫] এবং ওরেব্‌ ও সেব্‌ নামে মিদিয়-

নীয় দুই রাজাকে ধরিয়া ওরেব্ নামক শৈলে ওরেব্কে বধ করিল, এবং সেব্ নামক দ্রাক্ষাকুণ্ডের নিকটে সেব্কে বধ করিল। পরে তাহারা মিদিয়নীয়দের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া গেল, এবং ওরেবের ও সেবের মস্তক যর্দ্দনের ওপারে গিদিয়োনের নিকটে লইয়া গেল।

৮ অধ্যায়।

১ ইফ্রয়িম লোকদের প্রতি গিদিয়োনের কথা, ৪ ও গিদিয়োনের প্রতি সুক্কোৎ ও পিনূয়েল্ লোকদের বিদ্রূপকথা, ১০ ও সেবহ ও সল্মুন্নের ধরা পড়ন, ১৩ ও সুক্কোৎ ও পিনূয়েল্ লোকদের শাস্তি, ১৮ ও দুই রাজাকে বধ করণ, ২২ ও রাজত্ব করিতে অসম্মত গিদিয়োনের লটিত কুণ্ডল চাহন ও তাহাতে এফোদ প্রস্তুত করণ, ২৮ ও মিদিয়নীয়দের পরাস্ত হওন, ২৯ ও গিদিয়োনের সন্তানের ও মৃত্যুর কথা, ৩২ ও ইস্রায়েল বংশের অকৃতজ্ঞতা।

[১] পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা গিদিয়োন্কে কহিল, তুমি মিদিয়নীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন সময়ে আমাদিগকে যে আহ্বান কর নাই, আমাদের প্রতি এ কি ব্যবহার করিলা? ইহা বলিয়া তাহারা তাহার সহিত অত্যন্ত বিবাদ করিল। [২] তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, এখন তোমাদের কর্ম্মের তুল্য কি কর্ম্ম আমি করিলাম? অবীয়েষরের তাবৎ দ্রাক্ষাফলের চয়ন অপেক্ষা ইফ্রয়িমের অবশিষ্ট দ্রাক্ষাফল চয়ন কি শ্রেষ্ঠ নয়? [৩] ঈশ্বর ওরেব্ ও সেব্ নামে মিদিয়নীয় দুই রাজাকে তোমাদেরই হস্তগত করিলেন; তোমাদের এই কর্ম্মের তুল্য কোন্ কর্ম্ম আমার সাধ্য হইল? এমত কথা কহিলে তাহার প্রতি তাহাদের ক্রোধ নিবৃত্ত হইল।

[৪] পরে গিদিয়োন্ ও তাহার সঙ্গি তিন শত লোক শ্রান্ত হইয়াও ধাবমান হইতে২ যর্দ্দনে আসিয়া পার হইলে [৫] সে সুক্কোতের লোকদিগকে কহিল, বিনয় করি, তোমরা আমার পশ্চাদ্গামি লোক সকলকে রুটী দেও, কেননা তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে; আর আমি সেবহ ও সল্মুন্ন নামে মিদিয়নীয় দুই রাজার পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া যাইতেছি। [৬] তাহাতে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণ কহিল, সেবহের ও সল্মুন্নের বল না তোমার হস্তগত আছে, এই জন্যে আমরা তোমার সৈন্যগণকে ভক্ষ্য দিব? [৭] তাহাতে গিদিয়োন্ কহিল, যখন পরমেশ্বর সেবহকে ও সল্মুন্নকে আমার হস্তগত করিবেন, তখন আমি প্রান্তরের শ্যাকুলাদি কণ্টকদ্বারা তোমাদের মাংস ছিঁড়িব। [৮] পরে সে তথাহইতে পিনূয়েলে যাইয়া তাহাদের প্রতিও সেই রূপ কহিল; তাহাতে সুক্কোতের লোকেরা যে রূপ কহিয়াছিল, পিনূয়েলের লোকেরাও তদ্রূপ কহিল। [৯] তখন সে ঐ পিনূয়েলীয় লোকদিগকেও কহিল, কুশলে প্রত্যাগমন কালে আমি তোমাদের এই দুর্গ ভগ্ন করিব।

[১০] ঐ সময়ে সেবহ ও সল্মুন্ন কর্কোরে ছিল, এবং তাহাদের সহিত পূর্ব্বদেশীয়দের অবশিষ্ট তাবৎ সৈন্য অর্থাৎ পঞ্চদশ সহস্র লোক ছিল, আর অস্ত্রধারি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক হত হইয়াছিল। [১১] পরে গিদিয়োন্ নোবহের ও যগ্বিহের পূর্ব্বদিগে তাম্বুনিবাসিদের পথ দিয়া উঠিয়া যাইয়া সৈন্যগণকে আঘাত করিল, যেহেতুক ঐ সৈন্যগণ নিষ্কণ্টকে বাস করিতেছিল। [১২] পরে সেবহ ও সল্মুন্ন পলায়ন করিলে সে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সেবহ ও সল্মুন্ন নামে মিদিয়নীয় দুই রাজাকে ধরিল, এবং তাহাদের তাবৎ সৈন্যকে উদ্বিগ্ন করিল।

[১৩] পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ যুদ্ধহইতে ফিরিয়া আগমন সময়ে হেরসের ঊর্দ্ধস্থানে [১৪] সুক্কোৎ নিবাসিদের এক যুবকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল; তাহাতে সে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণের ও তাহার প্রাচীনদের সাতাত্তর জনের নাম লিখিয়া দিল। [১৫] পরে সে সুক্কোতের লোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, সেবহের ও সল্মুন্নের বল না তোমার হস্তগত আছে, এই জন্যে আমরা তোমার ক্লান্ত লোকদিগকে ভক্ষ্য দিব? এই কথা কহিয়া যাহাদের বিষয়ে তোমরা আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলা, এই সেই সেবহকে ও সল্মুন্নকে দেখ। [১৬] অপর সে ঐ নগরের প্রাচীনগণকে ধরিয়া প্রান্তরের শ্যাকুলাদি কণ্টক লইয়া তাহাদ্বারা ঐ সুক্কোতীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিল। [১৭] পরে সে পিনূয়েলের দুর্গ ভগ্ন করিয়া ঐ নগরের লোকদিগকে বধ করিল।

[১৮] পরে সে সেবহকে ও সল্মুন্নকে কহিল, তোমরা তাবোরে যাহাদিগকে বধ করিয়াছিলা, তাহারা কি প্রকার লোক? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আপনি যেমন, তাহারাও সেই রূপ, প্রত্যেকে রাজপুত্রাকার ছিল। [১৯] তাহাতে সে কহিল, তাহারা আমার সহোদর; আমি অমর পরমেশ্বরের নাম লইয়া কহি, তোমরা যদি তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতা, তবে আমি তোমাদিগকে বধ করিতাম না। [২০] পরে সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র যেথর্কে কহিল, তুমি উঠিয়া ইহাদিগকে বধ কর; কিন্তু সে বালক, এই প্রযুক্ত ভীত হইয়া আপন খড়্গ বাহির করিল না। [২১] তাহাতে সেবহ ও সল্মুন্ন কহিল, আপনি উঠিয়া আমাদিগকে আঘাত করুন,

কেননা যে যেমন পুরুষ, তাহার তেমনি বীরত্ব; পরে গিদিয়োন্ উঠিয়া সেবহকে ও সল্মুন্নকে বধ করিল; এবং তাহাদের উষ্ট্রদের গলার সমস্ত চন্দ্রহার লইল।

২২ পরে ইস্রায়েল্ বংশ গিদিয়োন্‌কে কহিল, তুমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আমাদের উপরে কর্তৃত্ব কর, কেননা তুমি আমাদিগকে মিদিয়নীয়দের হস্তহইতে রক্ষা করিলা। ২৩ তাহাতে গিদিয়োন্ কহিল, আমি তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিব না, এবং আমার পুত্রও তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না, কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবেন। ২৪ পরে গিদিয়োন্ কহিল, আমি তোমাদের কাছে এক নিবেদন করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ লুটিত কর্ণকুণ্ডল আমাকে দেও; কেননা শত্রুরা ইস্মায়েলীয় লোক, এই জন্যে তাহাদের সুবর্ণ কর্ণকুণ্ডল ছিল। ২৫ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, অবশ্য দিব; পরে তাহারা এক বস্ত্র পাতিয়া প্রত্যেকে আপন ২ লুটিত কর্ণকুণ্ডল তাহাতে ফেলিল। ২৬ তাহাতে চন্দ্রহার ও ঝুমকা ও মিদিয়নীয় রাজাদের পরিধেয় বাগুনি রঙ্গের বস্ত্র ও তাহাদের উষ্ট্রের গলার অভরণ ব্যতিরেকে তাহার প্রার্থিত কর্ণকুণ্ডলের পরিমাণ এক সহস্র সাত শত শেকল্ সুবর্ণ হইল। ২৭ পরে গিদিয়োন্ তাহা লইয়া এক এফোদ্ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার বসতি নগরে অর্থাৎ অফ্রাতে তাহা স্থাপন করিল; তাহাতে তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ সে স্থানে তাহার পশ্চাৎ ২ ব্যভিচারী হইল; ইহা গিদিয়োনের ও তাহার পরিজনের ফাঁদস্বরূপ হইল।

২৮ এই রূপে মিদিয়নীয় লোকেরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে নত হইয়া আর মস্তক তুলিতে পারিল না; পরে গিদিয়োনের সময়ে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে ছিল।

২৯ পরে যোয়াশের পুত্র যিরুব্বাল আপন বাটীতে যাইয়া বাস করিল। ৩০ ঐ গিদিয়োনের ঔরসজাত সত্তরি পুত্র ছিল, কেননা তাহার অনেক ভার্য্যা ছিল। ৩১ এবং শিখিমে তাহার যে এক উপপত্নী ছিল, সেও তাহার এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে সে তাহার নাম অবীমেলক্ রাখিল।

৩২ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ অতি বৃদ্ধাবস্থাতে মরিলে অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে তাহার পিতা যোয়াশের কবরে তাহার কবর হইল। ৩৩ পরে গিদিয়োন্ মরিলে ইস্রায়েল বংশ পুনর্ব্বার বাল্ দেবগণের পশ্চাৎ যাইয়া ব্যভিচারী হইয়া বাল্‌বিরীৎকে আপনাদের ইষ্ট দেবতা করিল; ৩৪ এবং চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণের হস্তহইতে তাহাদের উদ্ধারকারি প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইল। ৩৫ আর যিরুব্বাল্ অর্থাৎ গিদিয়োন্ ইস্রায়েল্ বংশের যেরূপ মঙ্গল করিয়াছিল, ইস্রায়েল্ লোক তদনুসারে তাহার বংশের প্রতি কৃতজ্ঞতা করিল না।

৯ অধ্যায়।

১ [ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া অবীমেলকের রাজা হওন, ৭ ও যোথমের দৃষ্টান্ত, ২২ ও অবীমেলকের বিরুদ্ধে গালের কুমন্ত্রণা, ৩০ ও সিবূলের তাহা প্রকাশ করণ, ৩৪ ও যুদ্ধে অবীমেলকের জয়, ৪৬ ও বাল্‌বিরীৎ দেবতার দুর্গ দগ্ধ করণ, ৫০ ও তেবেস নগরে স্ত্রীর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরদ্বারা অবীমেলকের বধ, ৫৬ ও যোথমের বাক্য সফল হওন।

১ পরে যিরুব্বালের পুত্র অবীমেলক্ শিখিমে আপন মাতুলদের নিকটে যাইয়া তাহাদের সহিত এবং মাতামহের তাবৎ পরিজনের সহিত এই পরামর্শের কথা কহিল; ২ নিবেদন করি, তোমরা শিখিমের তাবৎ গৃহস্থের কর্ণগোচরে এই কথা কহ, তোমাদের পক্ষে ভাল কি? তোমাদের উপরে সত্তরি জনের অর্থাৎ যিরুব্বালের সমুদয় পুত্রের কর্তৃত্ব কি ভাল? কিম্বা একের কর্তৃত্ব ভাল? আর আমি তোমাদের অস্থি ও মাংসস্বরূপ, ইহাও স্মরণ কর। ৩ তাহাতে তাহার মাতুলগণ তাহার পক্ষে শিখিমের তাবৎ গৃহস্থদের কর্ণগোচরে এই কথা কহিলে তাহারা অবীমেলকের পশ্চাদ্‌গামী হইতে সম্মত হইল; কেননা তাহারা কহিল, উনি আমাদের ভ্রাতা। ৪ অপর তাহারা বাল্‌বিরীতের মন্দিরহইতে তাহাকে সত্তরি থান রূপা দিল; তাহাতে অবীমেলক্ চঞ্চল ও দাম্ভিক লোকদিগকে ঐ রূপা বেতন দিলে তাহারা তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইল। ৫ পরে সে অফ্রাতে আপন পিতার বাটীতে যাইয়া যিরুব্বালের পুত্র আপন সত্তরি জন ভ্রাতাকে এক প্রস্তরোপরি বধ করিল; কেবল যোথম্ নামে যিরুব্বালের কনিষ্ঠ পুত্র লুকাইয়া থাকাতে অবশিষ্ট রহিল। ৬ পরে শিখিমের তাবৎ গৃহস্থ এবং বৈৎমিল্লোস্থ তাবৎ লোক একত্র হইয়া শিখিমে রোপিত এলোন্ বৃক্ষের সমীপে যাইয়া অবীমেলক্‌কে রাজা করিল।

৭ পরে লোকেরা যোথমকে এই সংবাদ দিলে সে যাইয়া গিরিষীম পর্ব্বতের চূড়াতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে শিখিমের লোক সকল, আমার কথায় মনোযোগ কর, তাহাতে ঈশ্বর তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবেন। ৮ আপনাদের রাজ্যে অভিষেক করণার্থে বৃক্ষগণ যখন রাজার অন্বেষণ করিতেছিল, তখন জিতবৃক্ষকে কহিল, তুমি আমাদের রাজা

হও। [৯] তাহাতে জিতবৃক্ষ কহিল, আমার যে তৈলের নিমিত্তে ঈশ্বর ও মনুষ্যেরা আমার মর্য্যাদা করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের মধ্যে উচ্চমস্তক হইতে যাইব? [১০] পরে বৃক্ষগণ ডুম্বুরবৃক্ষকে কহিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও। [১১] তাহাতে ডুম্বুরবৃক্ষ উত্তর করিল, আমি কি আপন মিষ্টতা ও উত্তম ফল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষগণের মধ্যে উচ্চমস্তক হইতে যাইব? [১২] পরে বৃক্ষগণ দ্রাক্ষালতাকে কহিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও। [১৩] তাহাতে দ্রাক্ষালতা কহিল, আমার যে রস ঈশ্বরকে ও মনুষ্যগণকে তৃপ্ত করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের মধ্যে উচ্চমস্তক হইতে যাইব? [১৪] পরে বৃক্ষগণ কণ্টকবৃক্ষকে কহিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও। [১৫] তাহাতে কণ্টকবৃক্ষ অন্য বৃক্ষগণকে কহিল, তোমরা যদি আপনাদের উপরে আমাকে রাজা করিতে নিতান্ত অভিষেক কর, তবে আসিয়া আমার ছায়াতে আশ্রয় লও; কিন্তু যদি না কর, তবে কণ্টকবৃক্ষহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া লিবানোনের এরস বৃক্ষগণকে দগ্ধ করিবে। [১৬] দেখ, এখন অবীমেলককে রাজা করাতে তোমাদের আচরণ যদি সত্য ও সরল হয়, এবং যদি যিরুব্বালের ও তাহার বংশের প্রতি তোমাদের ভদ্রাচরণ হয়, ও তাহার কর্ম্মানুসারে তোমাদের কৃতজ্ঞতা হয়, তবে ভাল। [১৭] আমার পিতা তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলেন, ও আপন প্রাণ পণ করিয়া মিদিয়নীয়দের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন; [১৮] কিন্তু তোমরা অদ্য আমার পিতার বংশের প্রতিকূলে উঠিয়া এক প্রস্তরোপরি তাঁহার সত্তরি জন পুত্রকে বধ করিয়া তাঁহার দাসীপুত্র অবীমেলককে আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া শিখিমের গৃহস্থদের উপরে রাজা করিলা। [১৯] অতএব যিরুব্বালের ও তাহার বংশের প্রতি তোমাদের অদ্যকার আচরণ যদি সত্য ও সরল হয়, তবে তোমরা অবীমেলকের বিষয়ে আনন্দ কর, এবং সেও তোমাদের বিষয়ে আনন্দ করুক। [২০] কিন্তু যদি না হয়, তবে অবীমেলকহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া শিখিমের গৃহস্থদিগকে ও বৈৎমিল্লোর লোকদিগকে দগ্ধ করুক; এবং শিখিমের গৃহস্থদের হইতে ও বৈৎমিল্লোর লোকহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া অবীমেলককে দগ্ধ করুক। [২১] পরে যোথম্ পলাইয়া স্থানান্তরে গেল, ও আপন ভ্রাতা অবীমেলকের ভয়ে বেরে যাইয়া বাস করিল।

[২২] পরে অবীমেলক্ ইস্রায়েল্ বংশের উপরে তিন বৎসর কর্ত্তৃত্ব করিল। [২৩] তাহার পর যিরুব্বালের সত্তরি পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিফল যেন হয়, এবং তাহাদিগকে বধ করিয়াছিল যে তাহাদের ভ্রাতা অবীমেলক, তাহার উপরে, এবং ভ্রাতৃবধে তাহার সাহায্যকারি শিখিমস্থ গৃহস্থদের উপরে সেই রক্তপাতের অপরাধ যেন বর্ত্তে, [২৪] এই জন্যে ঈশ্বর অবীমেলকের ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে দুর্ব্বুদ্ধি জন্মাইলেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা অবীমেলকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। [২৫] আর শিখিমের গৃহস্থেরা তাহার নিমিত্তে পর্ব্বতশৃঙ্গে গোপনে লোকদিগকে বসাইল, তাহাতে যত লোক তাহাদের নিকটস্থ পথ দিয়া যায়, সকলেরি দ্রব্যাদি তাহারা লুটিয়া লয়; এই কথা অবীমেলকের কর্ণগোচর হইল। [২৬] পরে এবদের পুত্র গাল্ আপন ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া শিখিমে আইল; তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা তাহাকে বিশ্বাস করিল। [২৭] এবং ক্ষেত্রে বাহির হইয়া আপন২ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল চয়ন ও মর্দ্দন করিয়া যে সময়ে আমোদ প্রমোদ করিল, সেই সময়ে আপন দেবতার মন্দিরে যাইয়া ভোজন পান করিয়া অবীমেলককে শাপ দিল। [২৮] বিশেষতঃ এবদের পুত্র গাল্ কহিল, শিখিমের কাছে অবীমেলক্ কে? আর আমরা কেন তাহার সেবা করি? সে কি যিরুব্বালের পুত্র নহে? এবং সিবূল্ কি তাহার সেনাপতি নহে? তোমরা বরং শিখিমের পিতা হমোরের লোকদিগকে সেবা কর; আমরা কি নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির সেবা করি? [২৯] হায়২, এই সকল লোক আমার হস্তগত হইলে আমি অবীমেলককে দেশান্তর করিব। পরে সে অবীমেলকের উদ্দেশে কহিল, তুমি অধিক সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া আইস।

[৩০] পরে নগরের কর্ত্তা সিবূল্ এবদের পুত্র গালের সেই কথা শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া [৩১] ছলে অবীমেলকের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া কহিল, দেখ, এবদের পুত্র গাল্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ শিখিমে আইল; এবং দেখ, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে নগরে কুপ্রবৃত্তি দিতেছে। [৩২] অতএব তুমি আপন সঙ্গি লোকদের সহিত রাত্রিতে উঠিয়া ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাক। [৩৩] পরে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র উঠিয়া নগর আক্রমণ কর; তাহাতে দেখ, সে ও তাহার সঙ্গি লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নির্গত হইলে তুমি যাহা করিতে পার, তাহা কর।

[৩৪] পরে অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা রাত্রিতে উঠিয়া চারি দল হইয়া শিখিমের বিরুদ্ধে লুকাইয়া থাকিল। [৩৫] এবং এবদের পুত্র গাল্ বাহিরে যাইয়া নগরদ্বারে প্রবে-

শের স্থানে দাঁড়াইল; [৩৬] পরে অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা গুপ্ত স্থানহইতে উঠিলে গাল্ লোকদিগকে দেখিয়া সিবূল্‌কে কহিল, ঐ দেখ, পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে লোকসমূহ নামিয়া আসিতেছে। তাহাতে সিবূল্ তাহাকে কহিল, তুমি পর্ব্বতের ছায়া দেখিয়া লোকসমূহ জ্ঞান করিতেছ। [৩৭] পরে গাল্ পুনর্ব্বার কহিল, দেখ, উচ্চ দেশহইতে লোকসমূহ নামিয়া আসিতেছে, এবং আর এক দল মিয়োনিনীমের এলোন্ বৃক্ষের পথ দিয়া আসিতেছে। [৩৮] তাহাতে সিবূল্ কহিল, অবীমেলক্ কে? আমরা কেন তাহার সেবা করি? এই কথা তুমি যে মুখ দিয়া কহিয়াছ, তোমার সেই মুখ এখন কোথায়? তুমি যে লোকদিগকে তুচ্ছ করিয়াছ, ইহারা কি সেই লোক নয়? বিনয় করি, তুমি এখন বাহির হইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধ কর। [৩৯] পরে গাল্ শিখিমের গৃহস্থদের অগ্রগামী হইয়া বাহিরে যাইয়া অবীমেলকের সহিত যুদ্ধ করিল। [৪০] তাহাতে অবীমেলক্ তাহাকে তাড়না করিলে সে তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, এবং দ্বারে প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত অনেক লোক হত হইয়া পড়িল। [৪১] পরে অবীমেলক্ অরুমাতে বাস করিল, এবং সিবূল্ গাল্‌কে ও তাহার ভ্রাতৃগণকে দূর করিয়া শিখিমে বাস করিতে আর দিল না। [৪২] পরদিবসে লোকেরা বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাইতেছিল, কিন্তু অবীমেলক্ তাহার সংবাদ পাইয়া [৪৩] লোকদিগকে লইয়া তিন দল করিয়া ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকিল; পরে লোকেরা নগরহইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহা সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল। [৪৪] এবং অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গিদল দ্রুতগমনে অগ্রসর হইয়া নগরদ্বারে প্রবেশ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল, এবং অন্য দুই দল ক্ষেত্রস্থ তাবৎ লোকের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করিল। [৪৫] এই রূপে অবীমেলক্ সেই সমস্ত দিন ঐ নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং নগর হস্তগত করিয়া তন্মধ্যস্থিত লোকদিগকে বধ করিল, এবং নগর সমভূমি করিয়া তাহার মধ্যে লবণ ছড়াইল।

[৪৬] পরে শিখিমের দুর্গস্থিত তাবৎ গৃহস্থ লোক এই কথা শুনিয়া বিরীৎ দেবের মন্দিরস্থ এক দৃঢ় স্থানে প্রবেশ করিল। [৪৭] পরে শিখিমের দুর্গস্থিত তাবৎ গৃহস্থ লোক একত্র হইয়াছে, এই কথা অবীমেলকের কর্ণগোচর হইলে [৪৮] অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গিগণ সল্‌মোন্ পর্ব্বতে আরোহণ করিল; পরে অবীমেলক্ এক কুঠার হস্তে লইয়া বৃক্ষহইতে এক শাখা ছেদন করিয়া লইয়া আপন স্কন্ধে রাখিল, এবং আপন সঙ্গি লোকদিগকে কহিল, তোমরা আমাকে যাহা করিতে দেখিতেছ, তদনুসারে শীঘ্র কর। [৪৯] তাহাতে লোকেরা প্রত্যেক জন সেই রীতি অনুসারে শাখা ছেদন করিয়া অবীমেলকের পশ্চাৎ২ চলিল; পরে দুর্গের নিকটে সেই সকল শাখা রাখিয়া তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া দুর্গ দগ্ধ করিল; তাহাতে শিখিমের দুর্গস্থ তাবৎ লোক অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় এক সহস্র লোক মরিল।

[৫০] পরে অবীমেলক্ তেবেসে গমন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া তাহা হস্তগত করিল। [৫১] কিন্তু ঐ নগরের মধ্যে দুরাক্রম এক দুর্গ ছিল; অতএব পুরুষ ও স্ত্রী নগরের তাবৎ গৃহস্থ লোক পলাইয়া তাহার মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুর্গের ছাতের উপরে উঠিল। [৫২] পরে অবীমেলক্‌ও দুর্গনিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং অগ্নিদ্বারা দুর্গদ্বার দগ্ধ করিবার জন্যে তাহার নিকটে গেল। [৫৩] তাহাতে কোন এক স্ত্রীলোক যাঁতার এক খণ্ড লইয়া অবীমেলকের মস্তকের উপরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তকের খুলি ভগ্ন করিল। [৫৪] তাহাতে সে শীঘ্র আপন অস্ত্রবাহক যুবকে ডাকিয়া কহিল, এক স্ত্রী তাহাকে বধ করিল, আমার বিষয়ে এমত কথা যেন লোকেরা না কহে, এই জন্যে তুমি খড়্গ খুলিয়া আমাকে বধ কর; তাহাতে সে যুবা তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে মরিল। [৫৫] পরে অবীমেলক্ মরিল, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েল বংশ প্রত্যেকে আপন২ স্থানে প্রস্থান করিল।

[৫৬] এই রূপে অবীমেলক্ আপন সত্তরি ভ্রাতাকে বধ করিয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, পরমেশ্বর তাহার সমুচিত দণ্ড তাহাকে দিলেন; [৫৭] এবং শিখিমের গৃহস্থদিগকেও তাহাদের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিলেন; তাহাতে যিরুব্বালের পুত্র যোথমের শাপ তাহাদিগেতে সফল হইল।

১০ অধ্যায়।

১ তোলয্ বিচারকর্ত্তার কথা, ৩ ও যায়ীর্ বিচারকর্ত্তার কথা, ৬ ও পাপ প্রযুক্ত ইস্রায়েল লোকদের দুঃখ, ১০ ও পরমেশ্বরের প্রতি নিবেদন ও ঈশ্বরের উত্তর, ১৫ ও লোকদের পাপ স্বীকার ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

[১] অবীমেলকের মৃত্যুর পর ইষাখর্ বংশীয় দোদয়ের পৌত্র পূয়ার পুত্র তোলয্ উৎপন্ন হইয়া ইস্রায়েল বংশের রক্ষা করিল; সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শামীর্ নগরে বাস করিত। [২] পরে তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল লোকদের বিচার করিয়া মরিল; তাহাতে শামীরে তাহার কবর হইল।

[৩] তাহার পরে গিলিয়দীয় যায়ীর্ উৎপন্ন

হইয়া বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের বিচার করিল। [৪] তাহার ত্রিশ পুত্র ত্রিশ গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইত; আর হবোৎ-যায়ীর্ নামে বিখ্যাত গিলিয়দ্ দেশস্থ তাহাদের ত্রিশ নগর অদ্যাপি আছে। [৫] পরে যায়ীর্ মরিলে কামোনে তাহার কবর হইল।

[৬] পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল, এবং বাল্ দেবগণের ও অস্তারোৎ দেবীদের ও অরামের দেবগণের ও সীদোনের দেবগণের ও মোয়াবের দেবগণের ও অম্মোন্ বংশের দেবগণের ও পিলেষ্টীয়দের দেবগণের সেবা করিল; তাহারা পরমেশ্বরের সেবা না করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিল। [৭] তাহাতে ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি পিলেষ্টীয়দের ও অম্মোন্ বংশের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন। [৮] তাহাতে তাহারা ঐ বৎসরাবধি আঠার বৎসর পর্য্যন্ত যর্দ্দন পারে গিলিয়দ্ দেশস্থ ইমোরীয় প্রদেশবাসি ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের প্রতি উপদ্রব ও দৌরাত্ম্য করিত। [৯] তদ্ভিন্ন অম্মোন্ বংশ যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের ও ইফ্রয়িম্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে যর্দ্দন্ পার হইত; তাহাতে ইস্রায়েল বংশ অতিশয় ক্লেশ পাইত।

[১০] পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কাতরোক্তি করিয়া কহিল, আমরা আপনাদের ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বাল্ দেবগণের সেবা করিলাম, এই কর্ম্মদ্বারা তোমার প্রতিকূলে পাপ করিলাম। [১১] তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশকে কহিলেন, মিস্রীয় ও ইমোরীয় ও অম্মোনীয় ও পিলেষ্টীয় লোকহইতে আমি কি তোমাদিগকে মুক্ত করি নাই? [১২] এবং সীদোনীয় ও অমালেকীয় ও মায়োনীয় লোকেরা যখন তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিল, তখন তোমরা আমার কাছে কাতরোক্তি করিলে আমি তাহাদের হস্তহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। [১৩] তথাপি তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের সেবা করিলা; অতএব আমি তোমাদিগকে আর উদ্ধার করিব না; [১৪] তোমরা যাইয়া আপনাদের মনোনীত ঐ দেবগণের কাছে কাতরোক্তি কর; তাহারা তোমাদিগকে দুঃসময়হইতে উদ্ধার করুক।

[১৫] তাহাতে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরকে কহিল, আমরা পাপ করিলাম; এখন তোমার দৃষ্টিতে যাহা বিহিত, তাহাই আমাদের প্রতি কর; কিন্তু কোন প্রকারে অদ্য আমাদিগকে উদ্ধার কর। [১৬] অপর তাহারা আপনাদের মধ্যহইতে বিদেশীয় দেবগণকে দূর করিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিল; তাহাতে ইস্রায়েল বংশের দুঃখে তাঁহার মন দুঃখিত হইল। [১৭] ঐ সময়ে অম্মোন্ বংশ একত্র হইয়া গিলিয়দে শিবির স্থাপন করিল, এবং ইস্রায়েল বংশ একত্র হইয়া মিস্পীতে শিবির স্থাপন করিল। [১৮] তাহাতে গিলিয়দের লোকেরা, বিশেষতঃ তাহাদের অধ্যক্ষগণ পরস্পর কহিল, অম্মোন্ বংশের সহিত কে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে? সে গিলিয়দ নিবাসি তাবৎ লোকদের রাজা হইবে।

১১ অধ্যায়।

১ যিপ্তহকে দূর করণ, ৪ ও তাহাকে পুনরানয়ন করিতে লোক প্রেরণ, ১২ ও ইস্রায়েলের সেনাপতি হইয়া অম্মোন্ বংশের রাজার কাছে যিপ্তহের দূত প্রেরণ ও তাহার সম্মতি না হওন, ২৯ ও যিপ্তহের মানন, ৩২ ও তাহার জয় করণ, ৩৪ ও মাননানুসারে আপন কন্যাকে সমর্পণ।

[১] ঐ সময়ে গিলিয়দীয় যিপ্তহ অতিশয় বীর ছিল; সে এক বেশ্যার গর্ব্বে গিলিয়দের ঔরসজাত পুত্র ছিল। [২] অপর গিলিয়দের ভার্য্যা পুত্র প্রসব করিলে তাহার সেই ভার্য্যার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যিপ্তহকে দূর করিয়া দিয়া তাহাকে কহিল, তুমি পিতৃধনের অধিকার পাইবা না, কেননা তুমি অন্য স্ত্রীর পুত্র। [৩] তাহাতে যিপ্তহ আপন ভ্রাতৃগণের সম্মুখহইতে পলাইয়া টোব্ দেশে প্রবাস করিল, এবং কতকগুলিন চঞ্চল লোক যিপ্তহের সহিত মিলিয়া তাহার অনুগামী হইল।

[৪] কিছু কাল পরে অম্মোন্ বংশ ইস্রায়েল বংশের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। [৫] তখন ইস্রায়েল্ বংশের সহিত অম্মোন্ বংশের যুদ্ধ করাতে গিলিয়দের প্রাচীনগণ যিপ্তহকে টোব্ দেশহইতে আনিতে গেল। [৬] তাহারা যিপ্তহকে কহিল, আমরা অম্মোন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিব; তুমি আসিয়া আমাদের সেনাপতি হও। [৭] তাহাতে যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনগণকে কহিল, তোমরা কি আমাকে ঘৃণা কর নাই? ও আমার পিতৃবাটীহইতে আমাকে দূর কর নাই? এখন বিপদ্গ্রস্ত হইয়া আমারই কাছে কেন আইলা? [৮] তাহাতে গিলিয়দের প্রাচীনগণ যিপ্তহকে কহিল, সেই হেতুক আমরা এখন পুনর্ব্বার তোমার নিকটে আইলাম; যদি তুমি আমাদের সঙ্গে চলিয়া অম্মোন্ বংশের সহিত যুদ্ধ কর, তবে আমাদের অর্থাৎ গিলিয়দ্ নিবাসি সমস্ত লোকদের প্রধান হইবা। [৯] তখন যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনগণকে কহিল, আমি অম্মোন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিলে পরমেশ্বর যদি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করেন, তবে আমি তোমাদের প্রধান হইব;

এই অভিপ্রায়ে তোমরা কি আমাকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া যাইতেছ? [১০] তাহাতে গিলিয়দের প্রাচীনেরা যিপ্তহকে কহিল, আমরা যদি তোমার বাক্যানুসারে না করি, তবে পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে সাক্ষী হইবেন। [১১] পরে যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনগণের সহিত গেল; তাহাতে লোকেরা তাহাকে আপনাদের প্রধান ও সেনাপতি করিল; অপর যিপ্তহ মিস্‌পীতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আপনার সমস্ত কথা কহিল।

[১২] পরে যিপ্তহ অম্মোন্ বংশের রাজার নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, আমার সহিত তোমার বিষয় কি? তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার দেশে কেন আইলা? [১৩] তাহাতে অম্মোন্ বংশের রাজা যিপ্তহের দূতগণকে কহিল, ইস্রায়েল বংশ যখন মিসরহইতে বাহির হইয়া আইল, তখন অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ ও যর্দ্দন পর্য্যন্ত আমার ভূমি হরণ করিল; অতএব এখন নির্ব্বিরোধে তাহা ফিরাইয়া দেও। [১৪] তাহাতে যিপ্তহ অম্মোন্ বংশের রাজার নিকটে পুনর্ব্বার দূত পাঠাইয়া [১৫] তাহাকে কহিল, যিপ্তহ এই কথা কহে, মোয়াবের ভূমি কিম্বা অম্মোন্ বংশের ভূমি ইস্রায়েল বংশ হরণ করে নাই। [১৬] কিন্তু ইস্রায়েল বংশ মিসরহইতে আগমন সময়ে সূফ্‌সাগর পর্য্যন্ত প্রান্তরের মধ্যে ভ্রমণ করিলে পর কাদেশে উপস্থিত হইয়া [১৭] ইদোমের রাজার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া কহিল, বিনয় করি, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও, কিন্তু ইদোমের রাজা সে কথা মানিল না; এবং সেই রূপে মোয়াবের রাজার নিকটে কহিয়া পাঠাইলে সেও সম্মত হইল না; সেই সময়ে ইস্রায়েল বংশ কাদেশে বাস করিতেছিল। [১৮] পরে তাহারা প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইয়া ইদোম্ দেশ ও মোয়াব দেশ প্রদক্ষিণ করাতে মোয়াব দেশের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া আসিয়া অর্ণোনের ওপারে শিবির স্থাপন করিল, কিন্তু মোয়াবের সীমামধ্যে প্রবেশ করিল না, কেননা অর্ণোন্ মোয়াবের সীমা ছিল। [১৯] অপর ইস্রায়েল বংশ হিষ্‌বোনের ইমোরীয় রাজা সীহোনের নিকটে দূত পাঠাইয়া এই কথা কহিল, বিনয় করি, তুমি আপন দেশের মধ্যদিয়া আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে যাইতে দেও। [২০] তাহাতে সীহোন্‌ও আপন সীমার মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি দিতে ইস্রায়েল বংশকে বিশ্বাস না করিয়া আপন সমস্ত লোক একত্র করিয়া যহসে শিবির স্থাপন করিয়া ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিল। [২১] তাহাতে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর সীহোন্‌কে ও তাহার সমস্ত লোককে ইস্রায়েল বংশের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল; এই রূপে ইমোরীয়েরা যে দেশে বাস করিত, সেই তাবৎ দেশ ইস্রায়েল বংশ অধিকার করিল। [২২] তাহারা অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ পর্য্যন্ত ও প্রান্তর অবধি যর্দ্দন্ পর্য্যন্ত ইমোরীয়দের তাবৎ অঞ্চল অধিকার করিল। [২৩] এই রূপে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আপন লোক ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিলেন; এখন তুমি কি আমাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবা? [২৪] না, তোমার কিমোশ্‌দেবের দত্ত ভূমি তুমি অধিকার করিবা, আর আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের সম্মুখহইতে যে সকল লোকদিগকে দূর করিয়াছেন, তাহাদের ভূমি আমরা অধিকার করিব। [২৫] মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্‌হইতে তুমি কি শ্রেষ্ঠ? সে কি ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে বিবাদ করিয়াছিল? কিম্বা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল? [২৬] হিষ্‌বোনে ও তাহার গ্রামে এবং অরোয়েরে ও তাহার গ্রামে এবং অর্ণোন্ তটসমীপস্থ তাবৎ নগরে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশ বাস করিয়া আসিতেছে; সেই তাবৎ সময়ের মধ্যে তোমরা কেন তাহা ফিরাইয়া লও নাই? [২৭] আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন দোষ করি নাই; কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করাতে তুমি আমার অন্যায় করিতেছ; ইস্রায়েল বংশের ও অম্মোন্ বংশের মধ্যে পরমেশ্বর অদ্য বিচারকর্ত্তা হউন। [২৮] যিপ্তহের প্রেরিত এই সকল বাক্যে অম্মোন্ বংশীয় রাজা মনোযোগ করিল না।

[২৯] তাহাতে যিপ্তহের প্রতি পরমেশ্বরের আত্মার আবির্ভাব হইলে সে গিলিয়দ্ ও মিনশি প্রদেশ দিয়া গিলিয়দের মিস্‌পীতে গমন করিল; এবং গিলিয়দের মিস্‌পীহইতে অম্মোন্ বংশের নিকটে গেল। [৩০] সেই সময়ে যিপ্তহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত করিয়া কহিল, তুমি যদি অম্মোন্ বংশকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, [৩১] তবে অম্মোন্ বংশহইতে আমার কুশলে প্রত্যাগমন কালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে যাহা আমার বাটীর দ্বারহইতে নির্গত হইবে, তাহা নিশ্চয় পরমেশ্বরের হইবে, আমি তাহা হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিব।

[৩২] পরে যিপ্তহ অম্মোন বংশের সহিত যুদ্ধ করণার্থে তাহাদের নিকটে পার হইয়া গেলে পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহার হস্তগত করিলেন। [৩৩] তাহাতে সে অরোয়ের অবধি মিন্নীতে উত্তরণ স্থান পর্য্যন্ত বিংশতি নগরকে এবং আবেল্ কিরামীম্ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে মহাসংহারে সংহার করিল; এই রূপে অম্মোন্ বংশ ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে নত হইল।

[৩৪] অপর যিপ্তহ মিস্‌পীতে আপন বাটীতে আইলে তাহার কন্যা তবল হস্তে করিয়া নৃত্য করিতে২ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল। যিপ্তহের ঐ এক মাত্র সন্ততি ছিল, তদ্ভিন্ন পুত্র কি কন্যা ছিল না। [৩৫] তখন সে আপন কন্যাকে দেখিয়া বস্ত্র চিরিয়া কহিল, হায়২, হে আমার কন্যে, তুমি আমাকে বড় দুঃখিত করিলা; আমার ক্লেশদায়িদের মধ্যে তুমি এক জন হইলা; কেননা আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানতের কথা কহিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে আর পারিব না। [৩৬] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, হে আমার পিতঃ, তুমি যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত করিয়াছ, তবে আপন মুখহইতে নির্গত বাক্যানুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর, কেনন। পরমেশ্বর তোমার জন্যে তোমার শত্রুগণের অর্থাৎ অম্মোন্ বংশের প্রতীকার করিলেন। [৩৭] পরে সে আপন পিতাকে কহিল, তুমি আমার অনুরোধে এক কর্ম্ম কর, দুই মাসের জন্যে আমাকে বিদায় দেও; আমি পর্ব্বতময় স্থানে গমনাগমন করিয়া আপন অনূঢ়াত্ব বিষয়ে সখীগণের সঙ্গে বিলাপ করি। [৩৮] তাহাতে সে যাও বলিয়া তাহাকে দুই মাসের বিদায় দিল; তখন সে পর্ব্বতোপরি যাইয়া আপন অনূঢ়াত্ব বিষয়ে আপন সখীগণের সঙ্গে বিলাপ করিল। [৩৯] অপর দুই মাস গত হইলে সে পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করিলে তাহার পিতা আপন কৃত মানত অনুসারে তাহার প্রতি করিল; সে কোন পুরুষে উপভুক্তা হয় নাই। [৪০] তদবধি বৎসরে২ ইস্রায়েলীয় কন্যাগণ গিলিয়দীয় যিপ্তহের কন্যার বিষয়ে বিলাপ করিতে বৎসরের মধ্যে চারি দিবস যায়, ইস্রায়েল দেশে এই রীতি প্রচলিত হইল।

১২ অধ্যায়।

১ যিপ্তহের সহিত ইফ্রয়িম্ লোকদের বিবাদ, ৭ ও যিপ্তহের মৃত্যু, ৮ ও ইব্‌সনের কথা, ১১ ও এলোনের কথা, ১৩ ও অব্দোনের কথা।

[১] পরে ইফ্রয়িম্ বংশ সকলে আহূত হইয়া উত্তর দিগে গমন করিয়া যিপ্তহকে কহিল, তোমার সহিত গমন করিতে আমাদিগকে না ডাকিয়া তুমি অম্মোনীয় বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে কেন পার হইয়া গিয়াছিল অতএব আমরা তোমার ঘর অগ্নিতে দগ্ধ করিব। [২] তাহাতে যিপ্তহ তাহাদিগকে কহিল, অম্মোন্ বংশের সহিত আমার ও আমার লোকদের বড় বিরোধ ছিল, তাহাতে আমি তোমাদিগকে ডাকিলে তোমরা তাহাদের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিলা না। [৩] পরে তোমরা আমাকে উদ্ধার করিলা না, ইহা দেখিয়া আমি আপন প্রাণ হস্তে করিয়া অম্মোন্ বংশের প্রতিকূলে পার হইয়া গেলাম, তাহাতে পরমেশ্বর আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন; অতএব তোমরা এখন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কেন আমার নিকটে আইলা? [৪] পরে যিপ্তহ গিলিয়দের সমস্ত লোককে একত্র করিয়া ইফ্রয়িমের সহিত যুদ্ধ করিল, তাহাতে গিলিয়দীয় লোকেরা ইফ্রয়িম্ লোকদিগকে পরাজয় করিল; কেননা তাহারা কহিয়াছিল, 'হে গিলিয়দীয়েরা, তোমরা পলাতক ইফ্রয়িম লোক, তোমরা ইফ্রয়িম্ ও মিনশি মিশ্রিত লোক।' [৫] পরে গিলিয়দীয় লোকেরা ইফ্রয়িম্ বংশের অগ্রে যাইয়া যর্দনের ঘাট সকল হস্তগত করিল; তাহাতে ইফ্রয়িমের পলায়নকারি কোন লোক, আমাকে পার হইতে দেও, এই কথা কহিলে গিলিয়দের লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিত, তুমি কি ইফ্রয়িমীয় লোক? তাহাতে সে যখন কহিত, না, [৬] তখন তাহারা কহিত, তুমি এক বার 'শিব্বোলৎ' বল; তাহাতে সে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে না পারাতে 'সিব্বোলৎ' কহিলে তাহারা তাহাকে লইয়া যর্দনের ঘাটে বধ করিত। সেই সময়ে ইফ্রয়িম্ বংশের বেয়াল্লিশ সহস্র লোক হত হইল।

[৭] ঐ গিলিয়দীয় যিপ্তহ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের বিচার করিলে পর মরিল, তাহাতে গিলিয়দের কোন নগরে তাহার কবর হইল।

[৮] পরে বৈৎলেহমীয় ইব্‌সন ইস্রায়েল বংশের বিচারকর্ত্তা হইল। [৯] তাহার ত্রিশ পুত্র ছিল, এবং সে ত্রিশ কন্যা বাহিরে দিল, ও নিজ পুত্রগণের জন্যে বাহিরহইতে ত্রিশ কন্যা আনিল; সে সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের বিচার করিল।

বৈৎলেহমে তাহার কবর হইল।

[১১] পরে সিবূলূন্ বংশীয় এলোন্ ইস্রায়েল বংশের বিচারকর্ত্তা হইল; সে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের বিচার করিল। [১২] পরে সিবূলূন্ বংশীয় এলোন্ মরিলে সিবূলূন্ দেশস্থ অয়ালোনে তাহার কবর হইল।

[১৩] অনন্তর পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র অব্দোন্ ইস্রায়েল বংশের বিচারকর্ত্তা হইল। [১৪] তাহার চল্লিশ পুত্র ও ত্রিশ পৌত্র সত্তরি গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইত; সে আট বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিল। [১৫] পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র অব্দোন্ মরিলে অমালেকীয়দের পর্ব্বতে ইফ্রয়িম্ দেশস্থ পিরিয়াথোনে তাহার কবর হইল।

১৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের পাপ করণ, ২ ও মানোহের স্ত্রীর

প্রতি দূতের দর্শন, ৮ ও মানোহের প্রতি দূতের দর্শন, ১৫ ও মানোহের নৈবেদ্য উৎসর্গ করণ ও দূতের অন্তর্হিত হওন, ২৪ ও শিম্শোনের জন্ম।

[১] পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল; তাহাতে পরমেশ্বর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পিলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

[২] তৎকালে দান্ বংশে সরিয় নিবাসি মানোহ নামে এক মনুষ্য ছিল, তাহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে নিঃসন্তানা ছিল। [৩] পরে পরমেশ্বরের দূত সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি বন্ধ্যা ও নিঃসন্তানা, তথাপি গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা। [৪] অতএব সাবধানা হও, দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করিও না, ও কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না। [৫] দেখ, তুমি গর্ব্ভ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা, কিন্তু তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না, কেননা সে বালক গর্ব্ভস্থ হওনাবধি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে, এবং পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করণের আরম্ভ সেই করিবে। [৬] পরে ঐ স্ত্রী আসিয়া আপন স্বামিকে কহিল, ঈশ্বরের এক লোক আমার নিকটে আইলেন, তাঁহার মুখ ঈশ্বরীয় দূতের মুখের ন্যায়, অতি ভয়ঙ্কর; কিন্তু তিনি কোথাহইতে আইলেন, তাহা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, এবং তিনিও আপন নাম আমাকে কহেন নাই। [৭] তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, তুমি গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা; অতএব কোন প্রকার দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করিও না, ও কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না, কেননা সে বালক গর্ব্ভস্থ হওনাবধি মরণদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে।

[৮] তাহাতে মানোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিনয় করিয়া কহিল, হে প্রভো, ঈশ্বরের যে লোককে আমাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলা, তিনি পুনর্ব্বার আমাদের কাছে আসিয়া, ভাবি বালকের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা দিউন। [৯] তখন ঈশ্বর মানোহের কথা গ্রাহ্য করাতে ঈশ্বরের দূত পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীর কাছে আইলেন; তৎকালে সে ক্ষেত্রে বসিয়াছিল; কিন্তু তাহার স্বামী মানোহ তাহার সঙ্গে ছিল না। [১০] তাহাতে সে স্ত্রী শীঘ্র দৌড়িয়া যাইয়া আপন স্বামিকে সংবাদ দিয়া কহিল, দেখ, ঐ দিন যে লোক আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় আমাকে দর্শন দিলেন। [১১] তাহাতে মানোহ উঠিয়া আপন স্ত্রীর পশ্চাৎ২ যাইয়া সেই লোকের কাছে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই স্ত্রীর সঙ্গে যিনি কথা কহিয়াছিলেন, আপনি কি সেই লোক? তিনি কহিলেন, আমি বটি। [১২] পরে মানোহ কহিল, আপনকার বাক্য সফল হউক; কিন্তু সেই বালকের প্রতি কি বিধি, ও কি কর্ত্তব্য? [১৩] তাহাতে পরমেশ্বরের দূত মানোহকে কহিলেন, আমি ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তাহার বিষয়ে সে সাবধানা থাকুক। [১৪] সে দ্রাক্ষালতাজাত কোন বস্তু ভোজন করিবে না, এবং দ্রাক্ষারস ও সুরা পান করিবে না, ও কোন অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে না; আমি তাহাকে যে সকল আজ্ঞা করিয়াছি, সে তাহা পালন করুক।

[১৫] পরে মানোহ পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আমি নিবেদন করি, আপনকার জন্যে যাবৎ এক ছাগবৎসের আয়োজন করি, তাবৎ আপনি অনুগ্রহ করিয়া বিলম্ব করুন। [১৬] তাহাতে পরমেশ্বরের দূত মানোহকে কহিলেন, তুমি আমাকে বিলম্ব করাইলেও আমি তোমার খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিব না; এবং তুমি যদি হোমবলি উৎসর্গ কর, তবে পরমেশ্বরের উদ্দেশে করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বরের দূত, তাহা মানোহ জ্ঞাত ছিল না। [১৭] পরে মানোহ পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আপনকার নাম কি? আপনকার বাক্য সফল হইলে আমরা আপনকার মর্য্যাদা করিব। [১৮] তাহাতে পরমেশ্বরের দূত কহিলেন, তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার নাম আশ্চর্য্য। [১৯] পরে মানোহ এক ছাগবৎস ও তদুপযুক্ত নৈবেদ্য লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে পাষাণের উপরে নিবেদন করিল; তাহাতে ঐ দূত মানোহের ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আশ্চর্য্য রূপ আচরণ করিলেন। [২০] অর্থাৎ অগ্নিশিখা যজ্ঞবেদিহইতে আকাশের দিগে ঊর্দ্ধগত হইলে পরমেশ্বরের দূত মানোহের ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে ঐ যজ্ঞবেদির শিখাতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন; তাহাতে তাহারা মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পড়িল। [২১] তদবধি পরমেশ্বরের দূত মানোহের ও তাহার স্ত্রীর কাছে আর দর্শন দিলেন না; তখন তিনি যে পরমেশ্বরের দূত, ইহা মানোহ জ্ঞাত হইল। [২২] পরে মানোহ আপন স্ত্রীকে কহিল, আমরা ঈশ্বরকে দেখিলাম, অবশ্য মরিব। [২৩] কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর যদি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি আমাদের হস্তহইতে হোম ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেন না, এবং এই সকল আমাদিগকে দেখাইতেন না, এবং এই সময়ে যে সকল কহিলেন, তাহাও কহিতেন না।

[২৪] পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিয়া তাহার

নাম শিম্শোন্ রাখিল। অনন্তর ঐ বালক বাড়িল, ও পরমেশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। [২৫] এবং সরিয়ের ও ইষ্টায়োলের মধ্যবর্ত্তি দানের শিবিরে পরমেশ্বরের আত্মা প্রথমে তাহাতে আবির্ভূত হইলেন।

১৪ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয় কোন কন্যাকে শিম্শোনের বিবাহ করণের ইচ্ছা, ৫ ও তিম্নাথায় গমনকালে সিংহ বধ করণ, ৮ ও তিম্নাথায় দ্বিতীয় যাত্রাতে সিংহের শবে মধু পাওন, ১০ ও বিবাহের সময়ে শিমশোনের প্রহেলিকার কথা, ১৯ ও প্রহেলিকার অর্থ করণের ফল।

[১] পরে শিম্শোন্ তিম্নাথায় গমন করিয়া সে স্থানে পিলেষ্টীয়দের কোন কন্যাকে দেখিতে পাইল। [২] এবং ফিরিয়া আসিয়া আপন পিতামাতাকে সংবাদ দিয়া কহিল, আমি তিম্নাথায় পিলেষ্টীয়দের অমুক কন্যাকে দেখিয়াছি; তোমরা তাহাকে আনিয়া আমার সহিত বিবাহ দেও। [৩] তাহাতে তাহার পিতামাতা কহিল, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আমার সমস্ত স্বজাতীয়দের মধ্যে কি কন্যা নাই, যে তুমি অচ্ছিন্নত্বক্ পিলেষ্টীয়দের কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইবা? শিম্শোন্ আপন পিতাকে কহিল, তুমি আমার জন্যে তাহাকেই আনাও, সে আমার দৃষ্টিতে মনোহরা। [৪] কিন্তু পিলেষ্টীয়দের প্রতিকূলে ছিদ্র পাইবার নিমিত্তে পরমেশ্বরহইতে ইহা হইয়াছে, তাহা তাহার পিতামাতা জানিল না। সে সময়ে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল বংশের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিল।

[৫] পরে শিম্শোন্ ও তাহার পিতামাতা তিম্নাথায় নামিয়া তিম্নাথাস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আইলে এক যুব সিংহ শিম্শোনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া গর্জ্জন করিল। [৬] তখন পরমেশ্বরের আত্মা তাহাতে আবির্ভূত হইল, তাহাতে তাহার হস্তে কিছু না থাকিলেও সে ছাগবৎসের ন্যায় ঐ সিংহকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু এ কথা আপন পিতামাতাকে কহিল না। [৭] পরে শিম্শোন্ যাইয়া সেই কন্যার সহিত আলাপ করিলে সে তাহার দৃষ্টিতে মনোহরা হইল।

[৮] কিছু কাল পরে যখন সে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে সেই স্থানে পুনর্ব্বার গমন করিল, তখন সেই সিংহের শব দেখিতে পথ ছাড়িয়া গিয়া দেখিল, ঐ সিংহের শবে এক ঝাঁক মধুমক্ষিকা ও মধুর চাক আছে। [৯] অতএব সে তাহা লইয়া হস্তে করিয়া ভোজন করিতে ২ চলিল, এবং পিতামাতার নিকটে আসিয়া তাহাদিগকেও কিছু দিলে তাহারাও ভোজন করিল; কিন্তু সেই মধু সিংহের শবহইতে নীত হইল, ইহা সে তাহাদিগকে কহিল না।

[১০] পরে তাহার পিতা সেই কন্যার নিকটে গেলে শিম্শোন্ সে স্থানে ভোজ প্রস্তুত করিল, কেননা যুবলোকদের তদ্রূপ ব্যবহার ছিল। [১১] অপর তাহাকে দেখিয়া পিলেষ্টীয় লোকেরা তাহার নিকটে থাকিতে ত্রিশ জন সহচরকে আনিল। [১২] পরে শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল, আমি তোমাদের কাছে এক প্রহেলিকা কহি, তোমরা যদি এই উৎসবের সাত দিনের মধ্যে তাহার অর্থ বুঝিয়া নিশ্চিত আমাকে কহিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে ত্রিশ চাদর ও ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিব। [১৩] কিন্তু যদি তাহার অর্থ করিতে না পার, তবে তোমরা আমাকে ত্রিশ চাদর ও ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিবা। তাহাতে তাহারা কহিল, তোমার প্রহেলিকা বল, আমরা তাহা শুনি। [১৪] সে কহিল, 'খাদকহইতে খাদ্য ও বলবানহইতে মিষ্টতা নির্গত হইল;' তাহাতে তাহারা তিন দিনে সেই প্রহেলিকার অর্থ করিতে পারিল না। [১৫] পরে সপ্তম দিবস হইলে তাহারা শিম্শোনের স্ত্রীকে কহিল, তুমি প্রিয় বাক্যদ্বারা আপন স্বামিকে ভুলাইয়া, যাহাতে সে ঐ প্রহেলিকার অর্থ আমাদিগকে কহে, তাহাই কর; নতুবা আমরা তোমাকে ও তোমার পিতৃপরিজনকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিব। আমাদের যাহা আছে, তোমরা না কি তাহা কাড়িয়া লইতে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ? [১৬] তাহাতে শিম্শোনের স্ত্রী স্বামির কাছে রোদন করিয়া কহিল, তুমি আমাকে কেবল ঘৃণা করিতেছ, কিছুই প্রেম কর না; আমার স্বজাতীয়দিগকে প্রহেলিকা কহিলা, কিন্তু আমাকে তাহা বুঝাও নাই। তাহাতে সে কহিল, দেখ, আমি আপন পিতামাতাকেও তাহা বুঝাই নাই, তবে তোমাকে কেন বুঝাইব? [১৭] তাহাতে তাহার স্ত্রী উৎসবের সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত তাহার কাছে রোদন করিলে সে তাহাদ্বারা ব্যাকুল হইয়া সপ্তম দিবসে তাহাকে কহিল; তাহাতে ঐ স্ত্রী আপন স্বজাতীয়দিগকে প্রহেলিকার অর্থ কহিয়া দিল। [১৮] পরে সপ্তম দিবসে সূর্য্য অস্তগত হওনের পূর্ব্বে ঐ নগরস্থ লোকেরা তাহাকে কহিল, মধু অপেক্ষা মিষ্ট কি? ও সিংহ অপেক্ষা বলবান্ কি? তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যদি আমার গাভীদ্বারা চাস না করিতা, তবে আমার প্রহেলিকার অর্থ করিতে পারিতা না।

[১৯] পরে পরমেশ্বরের আত্মা তাহাতে আবির্ভূত হইলে সে অস্কিলোনে যাইয়া তথাকার ত্রিশ জনকে বধ করিয়া তাহাদের বস্ত্র লইয়া

প্রহেলিকার অর্থকারিদিগকে এক২ যোড়া বস্ত্র দিল, কিন্তু তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে তথাহইতে আপন পিতৃবাটীতে গেল। [২০] পরে শিম্শোনের যে মিত্র তাহার সহচর ছিল, তাহাকে তাহার স্ত্রী দত্তা হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ স্ত্রীর নিকটে যাইতে না পারাতে শিম্শোনের ক্ষেত্রস্থ শস্য দগ্ধ করণ, ৬ ও তাহার স্ত্রী ও শ্বশুর দগ্ধ হইলে অনেক লোককে বধ করণ, ৯ ও যিহূদার লোকদ্বারা তাহার বন্ধ ও সমর্পিত হওন, ১৪ ও গর্দ্দভের হনূদ্বারা সহস্র লোককে বধ করণ, ১৮ ও পিপাসা নিবারণার্থে জল পাওন।

[১] পরে গোমশস্যচ্ছেদনের সময়ে শিম্শোন্ এক ছাগবৎস সঙ্গে লইয়া আপন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কহিল, আমি আপন স্ত্রীর নিকটে অন্তঃপুরে যাইব; কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে অন্তঃপুরে যাইতে দিল না। [২] এবং তাহার পিতা কহিল, তুমি তাহাকে নিতান্ত ঘৃণা করিলা, ইহা নিশ্চয় ভাবিয়া আমি তাহাকে তোমার সহচরকে দিলাম; তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী কি তাহার অপেক্ষা সুন্দরী নয়? আমি নিবেদন করি, তুমি ইহার পরিবর্ত্তে তাহাকে গ্রহণ কর। [৩] তাহাতে শিম্শোন্ কহিল, এ বার আমি পিলেষ্টীয়দের সহিত মন্দ ব্যবহার করিলেও তাহাদের কাছে নির্দ্দোষ হইব। [৪] পরে শিম্শোন্ যাইয়া তিন শত শৃগাল ধরিয়া মসাল লইয়া তাহাদের লেজে২ যোগ করিয়া দুই২ লেজেতে এক২ মসাল বাঁধিল। [৫] পরে সেই মসালে অগ্নি দিয়া পিলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল; তাহাতে বাঁধা আটি ও অচ্ছিন্ন শস্য ও জিতবৃক্ষের উদ্যান সকলি দগ্ধ হইল।

[৬] তখন পিলেষ্টীয়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এমত কর্ম্ম কে করিল? লোকেরা কহিল, তিম্নাথীয়ের জামাতা শিম্শোন্ এই কর্ম্ম করিল; যেহেতুক তাহার শ্বশুর তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার সহচরকে দিল। তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা আসিয়া সেই স্ত্রীকে ও তাহার পিতাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল। [৭] পরে শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যদি এমত কর্ম্ম করিলা, তবে আমি তোমাদিগকে প্রতিফল না দিলে ক্ষান্ত হইব না। [৮] ইহা কহিয়া সে সর্ব্বতোভাবে মহা আঘাতে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে বধ করিল; পরে ঐটম্ শৈলের গহ্বরে যাইয়া বাস করিল।

[৯] ঐ সময়ে পিলেষ্টীয়েরা যাইয়া যিহূদা প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়া লিহীতে ব্যাপিয়া থাকিল। [১০] তাহাতে যিহূদার লোকেরা জিজ্ঞাসিল, তোমরা আমাদের প্রতিকূলে কেন আইলা? তাহারা কহিল, শিম্শোন্ আমাদের প্রতি যেমন করিল, তাহার প্রতি তদ্রূপ করণার্থে আমরা তাহাকে বাঁধিতে আইলাম। [১১] তখন যিহূদার তিন সহস্র লোক ঐটম্ শৈলের গহ্বরে যাইয়া শিম্শোনকে কহিল, পিলেষ্টীয়েরা যে আমাদের কর্ত্তা,তাহা তুমি কি জান না? আমাদের প্রতি তুমি এই কি করিলা? সে কহিল, তাহারা আমার প্রতি যে রূপ করিল, আমিও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ করিলাম। [১২] তাহারা তাহাকে কহিল, এখন আমরা তোমাকে বন্ধন করিয়া পিলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিতে আইলাম। শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল, আমাকে তোমরা বধ করিবা না, ইহা আমার কাছে দিব্য কর। [১৩] তাহাতে তাহারা কহিল, না, কেবল তোমাকে দৃঢ় রূপে বন্ধ করিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব, কিন্তু আমরা যে তোমাকে বধ করিব তাহা নহে। পরে তাহারা দুই গাছা নূতন রজ্জুদ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া ঐ শৈলহইতে লইয়া গেল।

[১৪] পরে সে লিহীতে উপস্থিত হইলে পিলেষ্টীয়েরা তাহার প্রতিকূলে হর্ষনাদ করিল। তখন পরমেশ্বরের আত্মা তাহাতে আবির্ভূত হইলে তাহার বাহুস্থিত রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণের ন্যায় হইল, এবং তাহার হস্তস্থিত বেড়ী খসিয়া পড়িল। [১৫] পরে সে এক গর্দ্দভের কাঁচা হনূ পাইল, তাহা হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক লইয়া তাহাদ্বারা এক সহস্র লোককে বধ করিল। [১৬] তখন শিম্শোন্ কহিল, রাসভের হনূদ্বারা আমি রাশি২ করিলাম, ও গর্দ্দভের হনূদ্বারা সহস্র লোককে বধ করিলাম। [১৭] পরে কথা সমাপ্ত করিয়া হস্তহইতে ঐ হনূ নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থানের নাম রামৎ লিহী (হনূক্ষেপ) রাখিল।

[১৮] পরে সে অতিশয় তৃষ্ণাতুর হওয়াতে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, তুমি আপন দাসকে এই মহাবিজয় প্রাপ্ত হইতে দিয়াছ, এখন আমি কি তৃষ্ণাতে মরিয়া অচ্ছিন্নত্বকদের হস্তগত হইব? [১৯] তাহাতে পরমেশ্বর লিহীস্থিত কুণ্ডাকার ছিদ্র সৃষ্টি করিলে তাহাহইতে জল নির্গত হইল; তখন সে জল পান করিয়া প্রাণ পাইয়া সচেতন হইল; অতএব সেই স্থানের নাম ঐন্-হক্কোরী (প্রার্থনাকারির উনুই) রাখিল; সে স্থান অদ্যাপি লিহীতে আছে। [২০] পিলেষ্টীয়দের সময়ে শিম্শোন্ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ অসাতে শিম্শোনের গমন, ৪ ও দিলীলাতে প্রেমাসক্ত হইলে তাহার গুপ্ত কথা পাইতে দিলীলার চেষ্টা ও শিম্শোনের প্রকাশ না করণ, ১৫ ও

গুপ্ত কথা প্রকাশ করণে তাহার বল হ্রাস হওন, ২১ ও তাহার কারাগারে বদ্ধ হওন ও পিলেষ্টীয়দের সহিত তাহার মৃত্যু।

তখন শিম্‌শোন্ অসাতে যাইয়া সেখানে এক বেশ্যা স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাতে উপগত হইল। [২] তাহাতে শিম্‌শোন্ এই স্থানে আসিয়াছে, এই কথা শুনিয়া অসাতীয়েরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত রাত্রি তাহার জন্যে নগরদ্বারে লুকাইয়া থাকিল, এবং প্রাতঃকালে দিন হইলে আমরা তাহাকে বধ করিব, এই কথা কহিয়া সমস্ত রাত্রি তূষ্ণীভূত হইয়া থাকিল। [৩] অপর শিম্‌শোন্ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া মধ্যরাত্রিতে উঠিয়া নগরদ্বারের অর্গলশুদ্ধ দুই কবাট ও দুই বাজু ধরিয়া উপড়াইল, এবং স্কন্ধে করিয়া হিব্রোণ সম্মুখস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গে লইয়া গেল।

[৪] পরে সে সোরেক্ তলভূমিবাসিনী দিলীলা নামে এক স্ত্রীতে আসক্ত হইল। [৫] তাহাতে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ সেই স্ত্রীর নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, তুমি প্রিয় বাক্যদ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া, কিসে তাহার এমন মহাবল হয়, ও কিসে আমরা তাহাকে জয় করিয়া ক্লেশ দিবার জন্যে বদ্ধ করিতে পারি, ইহা জান; তাহাতে আমরা প্রত্যেকে এগার শত রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে দিব। [৬] পরে দিলীলা শিম্‌শোন্‌কে কহিল, বিনয় করি, কিসে তোমার এমন মহাবল হয়? ও কিসে বদ্ধ ও ক্লিষ্ট হইতে পার? তাহা আমাকে বল। [৭] তাহাতে শিম্‌শোন্ তাহাকে কহিল, শুষ্ক হয় নাই, এমত সাত গাছা কাঁচা বেত্র দিয়া যদি আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য লোকের সদৃশ হইব। [৮] পরে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ অশুষ্ক সাত গাছা কাঁচা বেত্র আনিয়া সেই স্ত্রীকে দিল; তাহাতে সে তাহাদ্বারা তাহাকে বাঁধিল। [৯] তৎকালে তাহার অন্তরাগারে লুক্কায়িত লোক ছিল; পরে সে তাহাকে কহিল, হে শিম্‌শোন্, পিলেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসিতেছে; তাহাতে অগ্নিস্পৃষ্ট শণসূত্র যেমন ছিন্ন হয়, তদ্রূপ সে ঐ বেত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল, এই রূপে তাহার বলের তত্ত্ব জানা গেল না। পরে দিলীলা শিম্‌শোন্‌কে কহিল, দেখ, তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করিলা ও আমাকে মিথ্যা কথা কহিলা; এই ক্ষণে বিনয় করি, তুমি কিসে বদ্ধ হইতে পার? তাহা আমাকে কহ। [১১] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, যে রজ্জুতে কোন কর্ম্ম করা যায় নাই, এমত কএক গাছ নূতন রজ্জুদ্বারা যদি তাহারা আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য লোকের সদৃশ হইব। [১২] তাহাতে দিলীলা নূতন লইয়া তাহাদ্বারা তাহাকে বাঁধিল; তখন অন্তরাগারে লুক্কায়িত লোক থাকাতে সে তাহাকে কহিল, হে শিম্‌শোন্, পিলেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসিতেছে; তাহাতে সে আপন বাহুহইতে সূত্রের ন্যায় ঐ সকল ছিঁড়িল। [১৩] পরে দিলীলা শিম্‌শোন্‌কে কহিল, তুমি এখনও আমার সঙ্গে পরিহাস করিলা, ও আমাকে মিথ্যা কথা কহিলা; কিসে বদ্ধ হইতে পার, তাহা আমাকে কহ। সে কহিল, তুমি যদি আমার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ টানার সহিত বুন, তবে তাহা হইতে পারে। [১৪] তাহাতে সে তাঁতের খিলের সহিত তাহা বদ্ধ করিয়া তাহাকে কহিল, হে শিম্‌শোন্, পিলেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসিতেছে; তাহাতে সে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া টানাশুদ্ধ তাঁতের খিল উপড়াইল।

[১৫] পরে দিলীলা তাহাকে কহিল, আমার প্রতি তোমার মন নাই; তবে আমি তোমাকে প্রেম করি, এমত কথা কি প্রকারে কহিতে পার? দেখ, তিন বার তুমি আমার সহিত পরিহাস করিলা; কিসে তোমার এমন মহাবল হয়, তাহা আমাকে কহিলা না। [১৬] এই রূপে সে নিত্য২ বাক্যদ্বারা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া এমত ব্যস্ত করিল, যে তাহার মন নিজ প্রাণে বিরক্ত হইল। তাহাতে সে আপন মনের কথা ভাঙ্গিয়া তাহাকে কহিল, আমার মস্তকে কখনো ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ব্ভস্থ হওনাবধি আমি ঈশ্বরের নাসরীয় লোক; ক্ষৌরী হইলে আমাহইতে আমার বল যাইবে, এবং আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য লোকের ন্যায় হইব। [১৮] তখন সে আপন মনের কথা ভাঙ্গিয়া কহিল, ইহা বুঝিয়া দিলীলা লোক পাঠাইয়া পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া কহিল, এ বার তোমরা আইস, কেননা সে আমাকে আপন মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। তাহাতে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ টাকা হস্তে করিয়া তাহার নিকটে আইল। [১৯] পরে সে আপন কোলে তাহাকে নিদ্রিত করাইয়া এক জনকে ডাকাইয়া তাহার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ ক্ষৌর করাইল; এই রূপে তাহাকে ভ্রষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার সমস্ত বল তাহাকে ছাড়িয়া গেল। [২০] পরে সে কহিল, হে শিম্‌শোন্, পিলেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসিতেছে; তাহাতে সে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া মনে করিল, অন্যান্য সময়ের ন্যায় বাহিরে যাইয়া গা ঝাড়িব, কিন্তু পরমেশ্বর যে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সে জানিল না।

[২১] পরে পিলেষ্টীয়েরা তাহাকে ধরিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে অসাতে

আনিয়া পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল; পরে সে কারাগারে পেষণ কর্ম্ম করিতে লাগিল। [২২] তথাপি ক্ষৌরী হওনের পর তাহার মস্তকের কেশ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। [২৩] অপর পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ আপনাদের দেবতা দাগোনের নিকটে অনেক বলিদান ও আমোদ করিতে একত্র হইল, কেননা তাহারা কহিল, আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু শিম্শোন্‌কে আমাদের হস্তগত করিলেন। [২৪] এবং তাহাকে দেখিয়া লোকেরা আপনাদের দেবতার প্রশংসা করিয়া কহিল, আমাদের দেবতা আমাদের দেশনাশক ও অনেকের বধকারি শত্রুকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। [২৫] পরে তাহাদের অন্তঃকরণ হর্ষমদে মত্ত হইলে তাহারা কহিল, শিম্শোন্‌কে ডাক, সে আমাদের সাক্ষাতে কৌতুক করুক। তাহাতে লোকেরা কারাগৃহহইতে শিম্শোন্‌কে ডাকিয়া আনিল, এবং তাহারা স্তম্ভের মধ্যে তাহাকে দাঁড় করাইলে সে তাহাদের সাক্ষাতে কৌতুক করিল। [২৬] পরে শিম্শোন্ আপন হস্তধারি বালককে কহিল, আমাকে ছাড়িয়া দেও; যে দুই স্তম্ভের উপরে প্রাসাদের ভার আছে, তাহা আমাকে স্পর্শ করিতে দেও; আমি তাহাতে নির্ভর দিয়া দাঁড়াইব। [২৭] ঐ সময়ে স্ত্রীলোকেতে ও পুরুষেতে সেই প্রাসাদ পরিপূর্ণ ছিল, বিশেষতঃ পিলেষ্টীয়দের তাবৎ অধ্যক্ষ সেখানে ছিল, এবং ছাতের উপরে স্ত্রী ও পুরুষ তিন সহস্র লোক শিম্শোনের কৌতুক দেখিতেছিল। [২৮] তখন শিম্শোন্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করুন; হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেবল এই এক বার আমাকে বলবান করিয়া পিলেষ্টীয়দিগকে আমার দুই চক্ষুর নিমিত্তে এক বার দণ্ড করিতে দিউন। [২৯] অপর মধ্যস্থিত যে দুই স্তম্ভের উপরে প্রাসাদের ভার আছে, শিম্শোন্ নত হইয়া তাহার একের উপরে দক্ষিণ বাহু ও অন্যের উপরে বাম বাহু রাখিয়া আপনার ভার দিল। [৩০] পরে পিলেষ্টীয়দের সহিত আমার প্রাণ যাউক, ইহা কহিয়া শিম্শোন্ আপন সমস্ত বলেতে নির্ভর দিল; তাহাতে ঐ প্রাসাদ তন্মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ প্রভৃতি সমস্ত লোকের উপরে পড়িল; এই রূপে তাহার জীবনকালের হত লোক অপেক্ষা তাহার মরণকালের হত লোক অধিক হইল। [৩১] পরে তাহার ভ্রাতৃগণ ও পিতৃবংশেরা আসিয়া তাহাকে লইয়া সারেয়ের ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে আপন পিতা মানোহের কবরস্থানে তাহার কবর দিল: সে বিংশতি বৎসরাবধি ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিয়াছিল।

১৭ অধ্যায়।

১ মীখার রূপা চুরি করণ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ করণের কথা, ৭ ও প্রতিমার সেবা করিতে পুরোহিত নিযুক্ত করণের কথা।

[১] ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে মীখা নামে এক লোক ছিল। [২] সে আপন মাতাকে কহিল, তোমাহইতে চুরীকৃত যে এগার শত শেকল্ রূপার বিষয়ে তুমি শাপ দিলা ও আমার কর্ণে তাহা শুনাইলা, দেখ, সেই রূপা আমি লইয়াছি, আমার কাছে আছে। তাহাতে তাহার মাতা কহিল, হে পুত্র, তুমি পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হও। [৩] পরে সে ঐ এগার শত শেকল্ রূপা আপন মাতাকে ফিরাইয়া দিলে তাহার মাতা কহিল, আমি এক ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইবার জন্যে আপন পুত্রের মঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সে রূপা উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, অতএব এখন তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম। [৪] তথাপি সে আপন মাতাকে ঐ রূপা ফিরাইয়া দিল। পরে তাহার মাতা দুই শত শেকল্ রূপা লইয়া স্বর্ণকারকে দিল; তাহাতে সে এক ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে সেই প্রতিমা মীখার গৃহে থাকিল। [৫] ঐ মীখার এক দেবালয় ছিল; অপর সে এক এফোদ্ ও পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিল, এবং আপনার এক পুত্রকে যাজকত্বপদে নিযুক্ত করিলে সে তাহার পুরোহিত হইল। [৬] ঐ সময়ে ইস্রায়েল বংশে কোন রাজা ছিল না, তাহারা প্রত্যেক জন আপন ২ ইচ্ছামত কর্ম্ম করিত।

[৭] তৎকালে যিহূদা বংশের বৈৎলেহম্-যিহূদা নগরহইতে এক লেবীয় যুবা উপস্থিত হইয়া সে স্থানে প্রবাস করিল। [৮] সে যেখানে সেখানে প্রবাস করিবার জন্যে বৈৎলেহম্-যিহূদা নগরহইতে নির্গত হইয়া গমন করিতে২ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে মীখার বাটীতে আসিয়াছিল। [৯] তাহাতে মীখা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথাহইতে আইলা? সে উত্তর করিল, আমি বৈৎলেহম্-যিহূদার এক জন লেবীয়; যেখানে সেখানে প্রবাস করিতে যাইতেছি। [১০] তাহাতে মীখা তাহাকে কহিল, তুমি আমার সহিত থাকিয়া আমার পুরোহিত ও পিতৃস্বরূপ হও, আমি সম্বৎসরে তোমাকে দশ শেকল্ রূপা ও এক যোড়া বস্ত্র ও তোমার খাদ্যদ্রব্য দিব। [১১] তাহাতে সে লেবীয় তাহার গৃহে গিয়া তাহার সহিত থাকিতে সম্মত হইল। তদবধি সে যুবা তাহার এক পুত্রের ন্যায় হইয়া থাকিল। [১২] পরে মীখা সেই লেবীয়কে যাজকত্ব পদে নিযুক্ত করিল, ও সে যুবা তাহার পুরোহিত হইয়া মীখার

বাটীতে থাকিল। [১৩] তাহাতে মীখা কহিল, পরমেশ্বর আমার মঙ্গল করিবেন, ইহা আমি এখন জানিলাম, যেহেতুক এই লেবীয় লোক আমার পুরোহিত হইল।

১৮ অধ্যায়।

১ অধিকার অনুসন্ধান করিতে দান বংশের পাঁচ জনকে প্রেরণ, ৭ ও লয়িশ্ অনুসন্ধান করণের কথা, ১১ ও ছয় শত লোক লইয়া তাহা আক্রমণ করিতে যাওন, ১৩ ও পথিমধ্যে মীখার বিগ্রহাদি চুরি করণ, ২২ ও মীখার কথা না মানিয়া লয়িশে যাইয়া তাহা হস্তগত করণ, ৩০ ও সে স্থানে বিগ্রহ স্থাপন।

[১] ঐ সময়ে ইস্রায়েল বংশে কোন রাজা ছিল না; আর তৎকালে দান্ বংশ আপনাদের বাসার্থে অধিকার চেষ্টা করিল, কেননা সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের মধ্যে তাহারা সেই মত অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। [২] তখন দান্ বংশ আপনাদের অঞ্চলহইতে, অর্থাৎ সরিয়হইতে এবং ইষ্টায়োল্হইতে আপন বংশের পাঁচ জন বীরকে দেশ দর্শন ও অনুসন্ধান করিতে এই কথা কহিয়া প্রেরণ করিল, তোমরা যাইয়া দেশের অনুসন্ধান কর; তাহাতে তাহারা ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া মীখার গৃহে আসিয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিল। [৩] তাহারা যখন মীখার পরিবারের সহিত ছিল, তখন ঐ লেবীয় যুবার উচ্চারণেতে তাহাকে চিনিয়া গৃহমধ্যে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, এ স্থানে তোমাকে কে আনিল? এবং এ স্থানে তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ? এবং এই স্থানে তোমার কি ২ আছে? [৪] তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, মীখা আমার সহিত এই ২ প্রকার ব্যবহার করিল, সে আমাকে বেতন দিতে স্বীকৃত হইলে আমি তাহার পুরোহিত হইলাম। [৫] তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা বিনয় করি আমাদের গন্তব্য পথে মঙ্গল হইবে কি না, তাহ ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা কর। [৬] তাহাতে সেই পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কুশলে যাও, তোমাদের গন্তব্য পথ পরমেশ্বরের গোচরে আছে।

[৭] পরে তাহারা পাঁচ জন যাত্রা করিয়া লয়িশে উপস্থিত হইলে তথাকার নিবাসি লোকেরা সীদোনীয় লোকদের রীত্যনুসারে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে বাস করিতেছে, এবং সে দেশে তাহাদের প্রতি উপদ্রব করিতে কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট কেহ নাই, এবং সীদোন্হইতে তাহারা দূরস্থ, এবং অন্য লোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই ইহা তাহারা দেখিল। [৮] পরে তাহারা সরিয় ও ইষ্টায়োলে আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের ভ্রাতৃগণ জিজ্ঞাসিল, সমাচার কি? [৯] তাহাতে তাহারা কহিল, উঠ, আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাই; দেখ, সে দেশ অতি উত্তম, আমরা দেখিলাম; তোমরা কেন নিষ্কর্ম্মে আছ? সেই দেশে যাইতে ও তাহা অধিকার করিবার জন্যে প্রবেশ করিতে আলস্য করিও না। [১০] গেলে তোমরা নিশ্চিন্তে বাসকারি লোকদিগকে ও বিস্তারিত দেশকে পাইবা; ঈশ্বর তোমাদের হস্তে সেই দেশ সমর্পণ করিবেন; এবং তথায় পৃথিবীস্থ কোন বস্তুর অভাব নাই।

[১১] তাহাতে দান্ বংশীয় ছয় শত লোক যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জ হইয়া সরিয় ও ইষ্টায়োল্হইতে যাত্রা করিল। [১২] এবং যিহূদার কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে আসিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিল; এই জন্যে অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের নাম মহনে-দান্ (দানের শিবির) কহে, তাহা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পশ্চাৎ আছে।

[১৩] অপর তাহারা তথাহইতে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে যাইয়া মীখার বাটীতে উপস্থিত হইলে, [১৪] যে পাঁচ জন লয়িশ দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহারা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, তোমরা জান কি? এই বাটীতে এক এফোদ্ ও পুত্তলিকা ও খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা আছে, অতএব এখন তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা কর। [১৫] তাহাতে তাহারা সেই দিগে গিয়া মীখার বাটীতে ঐ লেবীয় যুবার গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল। [১৬] পরে যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জ ছয় শত দান্ বংশীয় লোক দ্বারপ্রবেশস্থানে দাঁড়াইয়া আছে, [১৭] ইতিমধ্যে দেশানুসন্ধানকারি সেই পাঁচ জন উঠিয়া যাইয়া তথায় প্রবেশ করিয়া ঐ খোদিত প্রতিমা ও এফোদ্ ও পুত্তলিকা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া লইল। তখন পুরোহিত যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জ ছয় শত লোকের সহিত দ্বারপ্রবেশস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। [১৮] পরে ইহারা মীখার বাটীতে প্রবেশ করিয়া ঐ খোদিত প্রতিমা ও এফোদ্ ও পুত্তলিকা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া আনিলে পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কি করিতেছ? [১৯] তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, মুখে হস্ত দিয়া নীরব হও; তুমি আমাদের সহিত যাইয়া আমাদের পিতৃস্বরূপ ও পুরোহিত হও। একের পরিজনের পুরোহিত হওয়া তোমার ভাল? কি ইস্রায়েলের এক বংশের ও গোষ্ঠীর পুরোহিত হওয়া ভাল? [২০] তাহাতে পুরোহিতের মন প্রফুল্ল হইল, এবং সে ঐ এফোদ ও পুত্তলিকা ও খোদিত প্রতিমা লইয়া লোকদের মধ্যে চলিয়া গেল। [২১] এই রূপে তাহারা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিল, এবং বালক ও

পশু ও পাথেয় সামগ্রী সকল আপনাদের অগ্রসর করিল।

[২২] তাহারা মীখার বাটীহইতে কিঞ্চিৎ দূরে গেলে পর মীখার বাটীর নিকটস্থ গৃহসমূহের লোকেরা একত্র হইয়া দান বংশের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, [২৩] এবং দান্ বংশীয়দিগকে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া মীখাকে কহিল, তোমার কি হইল? তুমি সমূহলোক সঙ্গে লইয়া কেন আসিতেছ? [২৪] সে উত্তর করিল, তোমরা আমার নির্ম্মিত দেবগণকে ও পুরোহিতকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছ, এখন আমার আর কি আছে? অতএব 'তোমার কি হইল?' ইহা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? [২৫] তাহাতে দান্ বংশীয়েরা তাহাকে কহিল, আমাদের মধ্যে যেন তোমার রব শুনা না যায়; কি জানি, ক্রোধি লোকেরা তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে সপরিবারে তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। [২৬] পরে দান্ বংশীয়েরা আপন পথে গমন করিল, এবং মীখা তাহাদিগকে আপনাহইতে অধিক বলবান দেখিয়া আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল। [২৭] অপর দান্ বংশীয়েরা মীখার নির্ম্মিত বস্তু ও তাহার পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া লয়িশে সেই নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকে বাসকারি লোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া খড়্গদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিল, এবং নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [২৮] তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা কেহ ছিল না, কেননা সে নগর সীদোন্হইতে দূর ছিল, এবং অন্য লোকদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল না, এবং তাহা বৈৎরিহোবের নিকটস্থ তলভূমিতে ছিল। পরে তাহারা ঐ নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল। [২৯] এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ যে ইস্রায়েলের পুত্র দান্, তাহার নামানুসারে সেই নগরের নাম দান্ রাখিল; কিন্তু পূর্ব্বে সেই নগরের নাম লয়িশ্ ছিল।

[৩০] পরে দান্ বংশ আপনাদের জন্যে সেই খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিল, তাহাতে তদ্দেশীয় লোকদের দেশান্তরে নীত হওন পর্য্যন্ত মিনশির পৌত্র গের্শোমের পুত্র যোনাথন্ এবং তাহার বংশ দান্ বংশের পুরোহিত হইল। [৩১] যাবৎ শীলোতে ঈশ্বরের আবাস থাকিল, তাবৎ তাহারা আপনাদের জন্যে মীখার নির্ম্মিত খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিয়া রাখিল।

১৯ অধ্যায়।

১ উপপত্নী গ্রহণ করিতে এক লেবীয়ের বৈৎলেহম নগরে যাওনের কথা, ১৬ ও তাহাদের আগমনের সময়ে গিবিয়া নগরে এক বৃদ্ধ লোকের গৃহে অতিথি হওন, ২২ ও গিবিয়ার লোকদের তাহার উপপত্নীর মৃত্যু পর্য্যন্ত বলাৎকার করণ, ২৯ ও উপপত্নীর শবকে দ্বাদশ অংশ করিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের প্রতি প্রেরণ করণ।

[১] ঐ সময়ে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে রাজা ছিল না। আর তৎকালে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতের পার্শ্বে এক জন লেবীয় প্রবাস করিত; সে বৈৎলেহম্-যিহূদাহইতে এক উপপত্নী গ্রহণ করিয়াছিল। [২] সেই উপপত্নী তাহার বিরুদ্ধে বেশ্যাচার করিল, এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া বৈৎলেহম্-যিহূদাতে আপন পিতার বাটীতে যাইয়া চারি মাস সে স্থানে থাকিল। [৩] পরে তাহার উপপতি তাহার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক আলাপ করিতে ও পুনর্ব্বার তাহাকে আনিতে আপনি উঠিয়া আপন দাসকে ও দুই গর্দ্দভকে সঙ্গে লইয়া তাহার নিকটে গেল; তাহাতে তাহার উপপত্নী তাহাকে আপন পিতার বাটীতে আনিলে সেই যুবতীর পিতা ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনন্দিত হইল। [৪] তখন তাহার শ্বশুর অর্থাৎ ঐ যুবতির পিতা তাহাকে রাখিলে সে তাহার সহিত তিন দিন বাস করিল; তাহারা সেই স্থানে ভোজন পান ও রাত্রি যাপন করিত। [৫] অপর চতুর্থ দিবসে তাহারা প্রস্থান করিতে অতি প্রত্যূষে উঠিলে স্ত্রীর পিতা জামাতাকে কহিল, তুমি কিছু অন্ন ভোজন করিয়া অন্তঃকরণ সুস্থির কর, পরে আপন পথে যাইও। [৬] তাহাতে তাহারা দুই জন একত্র বসিয়া ভোজন পান করিল; পরে ঐ স্ত্রীর পিতা তাহাকে কহিল, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিলম্ব করিয়া আপন মন তুষ্ট কর। [৭] আর সে তখনও যাইবার জন্যে উঠিলে তাহার শ্বশুর তাহাকে সাধ্যসাধনা করিল; তাহাতে সে সেই রাত্রিও যাপন করিল। [৮] অপর পঞ্চম দিনে সে যাইবার জন্যে প্রত্যূষে উঠিলে স্ত্রীর পিতা তাহাকে কহিল, নিবেদন করি, আপন অন্তঃকরণ সুস্থির কর; তাহাতে তাহারা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া দুই জন ভোজন পান করিল। [৯] পরে সে পুরুষ ও তাহার উপপত্নী ও দাস গমনার্থে উঠিলে তাহার শ্বশুর ঐ স্ত্রীর পিতা তাহাকে কহিল, দেখ, এখন দিবা অবসান হইল, আমি বিনয় করি, সমস্ত রাত্রি এই স্থানে থাক; দেখ, দিবা শেষ হইল; অতএব এই স্থানে থাকিয়া আপন অন্তঃকরণ হৃষ্ট করিয়া কল্য গৃহে যাইতে প্রত্যূষে উঠিয়া আপন পথে যাইও। [১০] কিন্তু সে লোক সেই রাত্রি বিলম্ব করিতে অসম্মত হইয়া উঠিয়া যাত্রা করিয়া যিবূষের অর্থাৎ যিরূশালমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার সঙ্গে সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভ ও তাহার উপপত্নী ছিল। [১১] যিবূষের সম্মুখে

উপস্থিত হইলে দিবা অবসান হইল; তাহাতে তাহার দাস আপন কর্ত্তাকে কহিল, নিবেদন করি, আইস, আমরা যিবূষীয়দের এই নগরে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করি। ১২ তাহাতে তাহার কর্ত্তা কহিল, ইস্রায়েল বংশ ব্যতিরিক্ত এই ভিন্নজাতীয়দের নগরে আমরা প্রবেশ করিব না; আমরা অগ্রসর হইয়া গিবিয়াতে যাইব। ১৩ পরে সে আপন দাসকে কহিল, আইস আমরা রাত্রি যাপন করিতে গিবিয়াতে কিম্বা রামতে, এই দুই স্থানের এক স্থানে যাই। ১৪ পরে তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল; পরে বিন্যামীন্ বংশের অধিকারস্থ গিবিয়ার নিকটে উপস্থিত হইলে সূর্য্য অস্তগত হইল। ১৫ তখন তাহারা সে দিগে ফিরিয়া গিবিয়াতে রাত্রি যাপন করিতে প্রবেশ করিয়া ঐ নগরের চকে বসিল; কারণ আপন বাটীতে রাত্রি যাপনের স্থান দিতে কেহ তাহাদিগকে গ্রহণ করিল না।

১৬ পরে সন্ধ্যা হইলে এক জন বৃদ্ধ ক্ষেত্রের কর্ম্মহইতে আসিতেছিল; সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতীয় লোক, কিন্তু গিবিয়াতে প্রবাস করিতেছিল; আর ঐ নগরীয় লোকেরা বিন্যামীন্ বংশীয় লোক ছিল। ১৭ পরে সে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া নগরের চকে ঐ পথিককে দেখিল; তাহাতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথাহইতে আইলা? এবং কোথায় যাইবা? ১৮ সে কহিল, আমরা বৈৎলেহম্-যিহূদাহইতে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতপার্শ্বে যাইতেছি; আমি সেই স্থানের লোক; বৈৎলেহম্-যিহূদাতে গিয়াছিলাম, এখন পরমেশ্বরের আবাসে যাইতেছি, কিন্তু কেহ আমাকে বাটীতে স্থান দেয় না। ১৯ আমাদের সঙ্গে তৃণ প্রভৃতি গর্দ্দভদের খাদ্য আছে, এবং আমার ও আমার দাসী ও দাসের জন্যে আপনকার এই দাসের নিকটে রুটী ও দ্রাক্ষারস আছে, কোন দ্রব্যের অভাব নাই। ২০ তাহাতে সে বৃদ্ধ কহিল, তোমার মঙ্গল হউক, পথে বাস করিও না; তোমার যাহা২ প্রয়োজন, তাহা আমি দিব। ২১ পরে সে বৃদ্ধ তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া তাহাদের গর্দ্দভগণকে তৃণ দিল, এবং তাহারা পাদ প্রক্ষালন করিয়া ভোজন পান করিল।

২২ পরে তাহারা মনের সহিত আমোদ করিতেছিল, এমত সময়ে ঐ নগরীয় কতক লম্পট লোক তাহার বাটীর চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধকে কহিল, তোমার বাটীতে যে পুরুষ আসিয়াছে, তাহাকে বাহির করিয়া আন; আমরা তাহাতে উপগত হইব। ২৩ তাহাতে বাটীর কর্ত্তা বাহির হইয়া তাহাদের নিকটে যাইয়া কহিল, হে আমার ভ্রাতৃগণ, না, না; আমি বিনয় করি, এমত দুষ্টাচরণ করিও না; ঐ পুরুষ আমার বাটীতে অতিথি হইল, অতএব তাহার প্রতি এমত লজ্জার কর্ম্ম করিও না। ২৪ দেখ, আমার অনূঢ়া কন্যাকে এবং তাহার উপপত্নীকে বাহির করিয়া আনি; তোমরা তাহাদিগেতে উপগত হও, ও তাহাদের প্রতি তোমাদের যেমত বাঞ্ছা হয়, তাহাই কর; কিন্তু সেই পুরুষের প্রতি এমত কুকর্ম্ম করিও না। ২৫ তথাপি তাহারা তাহার কথা না শুনিলে ঐ পুরুষ আপন উপপত্নীকে লইয়া তাহাদের নিকটে বাহির করিয়া আনিল; তাহাতে তাহারা তাহাতে উপগত হইল, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি তাহার প্রতি অত্যাচার করিল; পরে প্রভাতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। ২৬ অতএব রাত্রি পোহাইলে ঐ স্ত্রী পতির আতিথ্যকারি বৃদ্ধের বাটীর দ্বার নিকটে আসিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল। ২৭ পরে প্রাতঃকাল হইলে তাহার পতি যখন পথে যাইতে উঠিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, গৃহের দ্বারনিকটে তাহার উপপত্নী গোবরাটের উপরে হস্ত রাখিয়া পতিতা আছে। ২৮ তাহাতে সে তাহাকে কহিল, উঠ, আমরা যাই; কিন্তু সে স্ত্রী উত্তর দিল না। পরে ঐ পুরুষ গর্দ্দভের উপরে তাহাকে তুলিয়া যাত্রা করিয়া আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

২৯ অনন্তর সে আপন বাটীতে আসিয়া অস্ত্র লইয়া ঐ উপপত্নীকে ধরিয়া অস্থিশুদ্ধ দ্বাদশ খণ্ড করিয়া ইস্রায়েলের তাবৎ অঞ্চলে পাঠাইয়া দিল। ৩০ তাহাতে তাহা দেখিয়া সকলে কহিল, ইস্রায়েল বংশের মিসরদেশহইতে বহির্গমনের দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত এমত ক্রিয়া কখনো হয় নাই, এবং দেখা যায় নাই; এ বিষয়ে মনোযোগ পূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া কি কর্ত্তব্য, তাহা কহ।

২০ অধ্যায়।

১ সভার কথা, ৮ ও সভার নিরূপণ, ১২ ও ইস্রায়েল বংশের সহিত বিন্যামীন্ বংশের যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওন, ১৭ ও প্রথম যুদ্ধে ইস্রায়েল বংশের বাইশ সহস্র লোকের হত হওন, ২২ ও দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহাদের আঠার সহস্র লোকের হত হওন, ২৬ ও তৃতীয় যুদ্ধে বিন্যামীন্ বংশের সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হওন।

১ পরে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ অর্থাৎ গিলিয়দ্ দেশস্থ লোকশুদ্ধ দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত তাবৎ মণ্ডলী এক মানুষের ন্যায় মিস্পীতে আসিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে একত্র হইল। ২ তাহাতে তাবৎ লোকের অর্থাৎ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের অধ্যক্ষগণ ও চারি লক্ষ খড়্গধারি পদাতিক ঈশ্বরের প্রজাদের সভাতে উপস্থিত

হইল। [৩] অনন্তর ইস্রায়েল বংশেরা মিস্পীতে উঠিয়া গেল, এই কথা বিন্যামীন্ বংশ শুনিল। পরে ইস্রায়েল্ বংশীয়েরা জিজ্ঞাসিল, এই দুষ্টতা কি প্রকারে হইল? তাহা কহ। [৪] তাহাতে সেই হত স্ত্রীর উপপতি লেবীয় পুরুষ কহিল, আমি ও আমার উপপত্নী রাত্রি যাপন করিতে বিন্যামীন্ বংশের অধিকারস্থ গিবিয়াতে গিয়াছিলাম। [৫] তাহাতে গিবিয়ার গৃহস্থেরা আমার প্রতিকূলে উঠিয়া রাত্রিকালে গৃহের চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিল; তাহারা আমাকে বধ করিতে কল্পনা করিল, এবং আমার উপপত্নীকে এমত বলাৎকার করিল যে সে মরিল। [৬] পরে আমি উপপত্নীকে লইয়া খণ্ড ২ করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের অধিকারস্থ তাবৎ প্রদেশে পাঠাইলাম, কেননা তাহারা ইস্রায়েলে অতিশয় লজ্জাকর কুকর্ম্ম করিল। [৭] দেখ, তোমরা সকলেই ইস্রায়েলের বংশ; অতএব এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যতা স্থির কর।

[৮] তাহাতে সকল লোক এক জনের ন্যায় উঠিয়া কহিল, আমরা কেহ আপন ২ বাস স্থানে যাইব না ও আপন ২ বাটীতে ফিরিয়া যাইব না; [৯] কিন্তু এখন গিবিয়ার প্রতিকূলে গুলিবাঁটদ্বারা এই কর্ম্ম করিব। [১০] আমরা লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য আনিতে ইস্রায়েলীয় তাবৎ বংশদের এক শত লোকের মধ্যহইতে দশ, ও সহস্রের মধ্যহইতে এক শত, ও দশ সহস্রের মধ্যহইতে এক সহস্র লোককে গ্রহণ করিব; তাহারা আইলে আমরা ইস্রায়েলে কৃত বিন্যামীন্ বংশীয় গিবিয়ার লোকদের তাবৎ কুকর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে প্রতিফল দিব। [১১] এই রূপে তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ এক মানুষের ন্যায় ঐক্য হইয়া ঐ নগরের প্রতিকূলে একত্র হইল।

[১২] পরে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের সর্ব্বত্র লোক প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল, তোমাদের মধ্যে এ কি দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে? [১৩] তোমরা গিবিয়ানিবাসি ঐ লম্পট লোকদিগকে সমর্পণ কর, আমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া ইস্রায়েল্‌হইতে কলঙ্ক দূর করি; কিন্তু বিন্যামীন্ বংশ আপন ভ্রাতা ইস্রায়েল্ বংশের কথায় মনোযোগ করিল না। [১৪] বরং ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধার্থে বিন্যামীন্ বংশ তাবৎ নগরহইতে বাহির হইয়া গিবিয়াতে একত্র হইল। [১৫] ঐ সময়ে গিবিয়ানিবাসি গণিত সাত শত মনোনীত লোক ভিন্ন বিন্যামীন্ বংশের সকল নগরহইতে ছাব্বিশ সহস্র অস্ত্রধারি লোক গণিত হইল। [১৬] ঐ সাত শত মনোনীত লোক বাম হস্ত ব্যবসায়ী ছিল; তাহাদের প্রত্যেক জন ফিঙ্গাদ্বারা প্রস্তর চালন করিয়া একটি কেশও মারিতে পারিত, লক্ষ্যচ্যুত হইত না।

[১৭] বিন্যামীন ভিন্ন ইস্রায়েল্ বংশের খড়্গধারি চারি লক্ষ লোক গণিত হইল; ইহারা সকলেই যোদ্ধা লোক ছিল। [১৮] পরে ইস্রায়েল্ বংশ উঠিয়া বৈথেলে গিয়া ঈশ্বরের কাছে পরামর্শ প্রার্থনা করিয়া কহিল, বিন্যামীন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে আমাদের মধ্যে প্রথমে কে যাইবে? তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, প্রথমে যিহূদা বংশ যাইবে। [১৯] পরে ইস্রায়েল্ বংশ প্রাতঃকালে উঠিয়া গিবিয়ার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। [২০] পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা বিন্যামীন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া গেল; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইস্রায়েল্ বংশ গিবিয়াতে সৈন্য রচনা করিলে [২১] বিন্যামীন্ বংশ গিবিয়াহইতে বাহির হইয়া ঐ দিবসে ইস্রায়েল্ বংশের বাইশ সহস্র লোককে সংহার করিয়া ভূমিপাত করিল।

[২২] পরে ইস্রায়েল্ বংশীয় লোকেরা আপনাদিগকে আশ্বাস দিয়া প্রথম দিবসে যে স্থানে সৈন্য রচনা করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই স্থানে সৈন্য রচনা করিল। [২৩] এবং ইস্রায়েল্ বংশ উঠিয়া যাইয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ক্রন্দন করিল, এবং পরমেশ্বরের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা কহিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যামীন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে কি পুনর্ব্বার যাইব? তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, তাহার প্রতিকূলে যাও। [২৪] পরে ইস্রায়েল্ বংশ দ্বিতীয় দিবসে বিন্যামীন্ বংশের প্রতিকূলে উপস্থিত হইলে [২৫] বিন্যামীন বংশ সেই দ্বিতীয় দিবসে তাহাদের প্রতিকূলে গিবিয়াহইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার ইস্রায়েল্ বংশের খড়্গধারি আঠার সহস্র লোককে সংহার করিয়া ভূমিপাত করিল।

[২৬] পরে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ ও সমস্ত লোক যাইয়া বৈথেলে উপস্থিত হইয়া ক্রন্দন করিল, এবং সেই স্থানে পরমেশ্বরের সম্মুখে বসিয়া থাকিল, এবং সে দিবসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। [২৭] সে সময়ে ঐ স্থানে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক ছিল, এবং হারোণের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস্ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; [২৮] অতএব ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যামীন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে এখনো কি পুনর্ব্বার যাইব? কি ক্ষান্ত হইব? তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, যাও, আমি কল্য তোমা-

দের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব। [২৯] পরে ইস্রায়েল্ বংশ গিবিয়ার চতুর্দ্দিগে ঘাঁটি বসাইল। [৩০] অনন্তর তৃতীয় দিবসে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের প্রতিকূলে উঠিয়া গিয়া পূর্ব্বরীতি ক্রমে গিবিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলে [৩১] বিন্যামীন্ বংশ লোকদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া নগরহইতে দূরে আসিয়া পূর্ব্বমত লোকদিগকে আঘাত ও বধ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ বৈথেলে গমনকারি ও প্রান্তর দিয়া গিবিয়াতে গমনকারি দুই রাজপথে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের ন্যূনাধিক ত্রিশ জনকে বধ করিল। [৩২] তাহাতে বিন্যামীন্ বংশ কহিল, ইহারা আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বমত পরাজিত হইতেছে। কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ কহিল, আইস, আমরা পলাইয়া ইহাদিগকে নগরহইতে রাজপথে আকর্ষণ করি। [৩৩] পরে ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ লোক আপন ২ স্থানহইতে উঠিয়া বাল্-তামরে সৈন্য রচনা করিল, এবং ইস্রায়েল্ বংশের লুক্কায়িত লোকেরা আপন ২ স্থানহইতে অর্থাৎ গিবিয়ার প্রান্তরহইতে নির্গত হইল। [৩৪] ইস্রায়েলের তাবৎ বংশহইতে মনোনীত সেই দশ সহস্র লোক গিবিয়া নগরের প্রতিকূলে আইল, তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু আপনাদের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা বিন্যামীন্ বংশীয়েরা জ্ঞাত ছিল না। [৩৫] তখন পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে বিন্যামীন্ বংশকে আঘাত করাতে সেই দিনে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের মধ্যে পঁচিশ সহস্র এক শত খড়্গধারি লোককে বধ করিল। [৩৬] তাহাতে আমরা পরাস্ত হইলাম, বিন্যামীন্ বংশ এমত দেখিল; কেননা গিবিয়ার সমীপে লুক্কায়িত লোকদের উপরে নির্ভর করাতে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের নিকটহইতে পলায়ন করিয়াছিল, [৩৭] ইতিমধ্যে লুক্কায়িত লোকেরা গিবিয়া নগরে দৌড়িয়া গিয়া তাহা আক্রমণ করিয়া খড়্গধারেতে নগরস্থ তাবৎ লোককে আঘাত করিতে লাগিল। [৩৮] লুক্কায়িত লোকেরা যেন নগরহইতে ধূমের বৃহৎ মেঘ নির্গত করিয়া চিহ্ন দেখায়, ইস্রায়েল্ বংশের সহিত তাহাদের এই পরামর্শ হইয়াছিল। [৩৯] অগ্রে ইস্রায়েল্ বংশ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলে বিন্যামীন্ বংশ তাহাদের প্রায় ত্রিশ জনকে আঘাত ও বধ করিয়াছিল, এবং প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এ বারও ইহারা আমাদের সম্মুখে পরাস্ত হইতেছে, এমত বোধ করিয়াছিল। [৪০] পরে যখন নগরহইতে স্তম্ভাকার ধূমময় মেঘ উঠিতেছে, তখন বিন্যামীন্ লোকেরা আপনাদের পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া সমস্ত নগর অগ্নিময় হইয়া আকাশে উঠিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিল। [৪১] এবং ইস্রায়েল্ লোকেরা পুনর্ব্বার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে আমাদেরই প্রতি অমঙ্গল উপস্থিত, ইহা দেখিয়া বিন্যামীন্ বংশ উদ্বিগ্ন হইল। [৪২] পরে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে প্রান্তরের পথের দিগে ফিরিল; তাহাতে সেই স্থানেও সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদের সহিত নগরহইতে আগত লোকদিগকেও তাহাদের সঙ্গে বধ করিল। [৪৩] তাহারা বিন্যামীন্ বংশের চারি দিগে ঘেরিয়া তাড়না করিয়া গিবিয়ার সম্মুখে সূর্য্যোদয় দিগে তাহাদিগকে অনায়াসে ভূমিতে দলিত করিল। [৪৪] তাহাতে বিন্যামীন্ বংশের আঠার সহস্র যোদ্ধা বীর হত হইল। [৪৫] পরে প্রান্তরের দিগে ফিরিয়া রিম্মোন্ শৈলে তাহাদের পলায়ন কালে তাহারা রাজপথে তাহাদের মধ্যে অন্য পাঁচ সহস্র লোককে বধ করিল; পরে অতি বেগে তাহাদের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিয়া গিদিয়োম্ পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাদের দুই সহস্র লোককে বধ করিল। [৪৬] তাহাতে সে দিবসে বিন্যামীন্ বংশের খড়্গধারি পঁচিশ সহস্র লোক হত হইল; তাহারা সকলেই বীর ছিল। [৪৭] এবং ছয় শত লোক ফিরিয়া প্রান্তরস্থিত রিম্মোন্ পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া সেই রিম্মোন্ পর্ব্বতে চারি মাস বাস করিল। [৪৮] কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ পুনর্ব্বার বিন্যামীন্ বংশের প্রতি আক্রমণ করিয়া নগরস্থ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি যাহা ২ পাওয়া গেল, সে সকলকে খড়্গধারে আঘাত করিল; এবং নগর সকল হস্তগত করিয়া তাহাও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল।

২১ অধ্যায়।

১ বিন্যামীন্ বংশের বিষয়ে লোকদের বিলাপ, ৮ ও যাবেশ্-গিলিয়দের লোক বিনাশ করণে চারি শত কন্যা প্রাপ্তি, ১৬ ও শীলোতে নৃত্যকারিণী কন্যাদিগকে ধরিতে বিন্যামীন্ বংশকে পরামর্শ দেওন।

[১] ইস্রায়েল্ বংশ মিস্পীতে থাকিয়া এই দিব্য করিয়াছিল, আমরা কেহ বিন্যামীন্ বংশের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিব না। [২] তাহাতে লোকেরা ঈশ্বরের আবাসে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে ঈশ্বরের সম্মুখে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া [৩] কহিল; হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অদ্য এক বংশের লোপ হইল, ইস্রায়েল্ দেশে কেন এমত ঘটিল? [৪] পরদিবসে লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। [৫] পরে ইস্রায়েল্ বংশেরা কহিল, মণ্ডলীর সহিত পরমেশ্বরের নিকটে

উপস্থিত হইল না, ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের মধ্যে এমন কে আছে? কেননা মিস্‌পীতে পরমেশ্বরের নিকটে যে না আসিবে, সে অবশ্য হত হইবে, এই মহাদিব্য তাহারা করিয়াছিল। [৬] পরে ইস্রায়েল্ বংশ আপন ভ্রাতা বিন্যামীন্ বংশের জন্যে অনুতাপ করিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে অদ্য এক বংশ উচ্ছিন্ন হইল। [৭] এই ক্ষণে তাহার অবশিষ্ট লোকদের বিবাহ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য? যেহেতুক আমরা তাহাদের সহিত আপন২ কন্যাদের বিবাহ দিব না, ইহা কহিয়া আমরা পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়াছি।

[৮] অপর তাহারা কহিল, মিস্‌পীতে পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইল না, ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে এমত কোন বংশ কি আছে? আর দেখ, যাবেশ্-গিলিয়দ্‌হইতে কেহ শিবিরস্থ সভাতে আইসে নাই; [৯] কেননা লোক সকল গণিত হইলে যাবেশ-গিলিয়দ্ নিবাসিদের এক জনও সে স্থানে ছিল না। [১০] তাহাতে মণ্ডলী বলবান্‌দের মধ্যহইতে দ্বাদশ সহস্র লোককে সেই স্থানে প্রেরণ করিয়া এই আজ্ঞা করিল, তোমরা যাইয়া যাবেশ্-গিলিয়দ নিবাসিদিগকে ও তাহাদের আবাল বনিতাদিগকে খড়্গদ্বারা বধ করিবা। [১১] আর এই কর্ম্ম করিবা; প্রত্যেক পুরুষকে ও পুরুষাভিগত প্রত্যেক স্ত্রীকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিবা। [১২] পরে পুরুষে অভিগতা হয় নাই, এমত চারি শত অনূঢ়া যুবতিকে যাবেশ্-গিলিয়দের মধ্যে পাইয়া তাহারা কিনান্ দেশস্থ শীলোস্থিত শিবিরে তাহাদিগকে আনিল। [১৩] পরে তাবৎ মণ্ডলী রিম্মোন্ পর্ব্বতস্থ বিন্যামীন্ বংশীয় লোকদের সহিত আলাপ করিতে ও সন্ধির ঘোষণা করিতে তাহাদের কাছে দূতগণকে প্রেরণ করিল। [১৪] সেই সময়ে বিন্যামীন্ বংশ ফিরিয়া আইলে তাহারা যাবেশ্-গিলিয়দস্থ যে কন্যাদিগকে বাঁচাইয়াছিল, তাহাদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিল; তথাপি তাহাদের অকুলান হইল। [১৫] পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে ছিদ্র করিলেন, এই জন্যে লোকেরা বিন্যামীন্ বংশের বিষয়ে অনুতাপ করিল।

[১৬] পরে মণ্ডলীর প্রাচীনগণ কহিল, বিন্যামীন্ বংশের তাবৎ স্ত্রীলোক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, অতএব অবশিষ্টদের বিবাহার্থে আমাদের কি কর্ত্তব্য? [১৭] আরো কহিল, ইস্রায়েল্ বংশহইতে যেন একের লোপ না হয়, এই জন্যে বিন্যামীন্ বংশের অবশিষ্ট লোকদের অধিকার রক্ষা করা কর্ত্তব্য। [১৮] কিন্তু আমাদের কন্যাদের সহিত তাহাদের বিবাহ হইতে পারে না; কেননা যে কেহ বিন্যামীন্ বংশকে কন্যা দিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে, ইহা কহিয়া ইস্রায়েল্ বংশ দিব্য করিয়াছে। [১৯] পরে তাহারা কহিল, বৈথেলের উত্তরদিগে বৈথেল্‌হইতে শিখিমে গমনকারি রাজপথের পূর্ব্বদিগে এবং লিবোনার দক্ষিণদিগে স্থিত শীলোতে পরমেশ্বরের এক বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। [২০] তাহাতে তাহারা বিন্যামীন্ বংশকে আজ্ঞা করিল, তোমরা যাইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে লুক্কায়িত থাকিয়া অবলোকন কর; [২১] পরে শীলোর কন্যাগণ দলের মধ্যে নৃত্য করিতে২ বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহা দেখিলে তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রহইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকে শীলোর কন্যাদের মধ্যহইতে আপন২ ভার্য্যা ধরিয়া লইয়া বিন্যামীন্ দেশে প্রস্থান কর। [২২] আর তাহাদের পিতা কিম্বা ভ্রাতৃগণ যদি বিবাদার্থে আমাদের নিকটে আইসে, তবে আমরা তাহাদিগকে কহিব, আমাদের অনুরোধে তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা কর; কেননা যুদ্ধ সময়ে আমরা প্রত্যেকের জন্যে ভার্য্যা পাইলাম না; তোমরা এই সময়ে তাহাদিগকে দিলা তাহা নয়; দিলে অপরাধী হইতা। [২৩] তাহাতে বিন্যামীন্ বংশ তদ্রূপ করিয়া আপনাদের সংখ্যানুসারে নৃত্যকারিণী কন্যাদের মধ্যহইতে ভার্য্যা ধরিয়া গ্রহণ করিল; পরে আপন২ অধিকারে ফিরিয়া যাইয়া পুনর্ব্বার সমস্ত নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল। [২৪] পরে ঐ সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা আপন২ বংশ ও পরিজনানুসারে প্রত্যেকে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া পৃথক্ হইয়া আপন২ অধিকারে গেল। [২৫] তৎকালে ইস্রায়েল বংশে কোন রাজা ছিল না; প্রত্যেকে আপন২ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিত।

রূতের ইতিহাস।

১ অধ্যায়।

১ **দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত ইলীমেলকের ও তাহার স্ত্রী নয়মীর ও তাহার দুই পুত্রের মোয়াব্ দেশে যাওন ও মোয়াবীয় কন্যাদের সহিত বিবাহ, ৬ ও নয়মীর স্বদেশে গমন সময়ে দুই পুত্রবধূকে না যাইতে বিনয় করণ, ১৪ ও অর্পার তাহা স্বীকার করণ ও রূতের তাহার সঙ্গ না ছাড়ন, ১৯ এবং নয়মীর ও রূতের বৈৎলেহমে উপস্থিত হওন।**

[১] বিচারকর্তৃদের কর্তৃত্বকালে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বৈৎলেহম্-যিহূদার এক জন ও তাহার স্ত্রী ও দুই পুত্র মোয়াব্ দেশে প্রবাস করিতে গেল; [২] তাহার নাম ইলীমেলক, ও তাহার স্ত্রীর নাম নয়মী, ও তাহার দুই পুত্রের নাম মহলোন্ ও কিলিয়োন্; ইহারা সকলে বৈৎলেহম-যিহূদা নিবাসি ইফ্রাথীয় লোক; ইহারা মোয়াব্ দেশে যাইয়া সেখানে প্রবাস করিল। [৩] পরে নয়মীর স্বামী ইলীমেলক্ মরিলে সে ও তাহার দুই পুত্র অবশিষ্ট থাকিল। [৪] এবং তাহারা অর্পা ও রূৎ নামে দুই মোয়াবীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়া ন্যূনাধিক দশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই স্থানে প্রবাস করিল। [৫] পরে ঐ মহলোন্ ও কিলিয়োন্ দুই জনই মরিলে নয়মী পতি ও দুই পুত্র বিহীনা হইল।

[৬] অপর পরমেশ্বর আপন লোকদের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন, এই কথা মোয়াব্ দেশে শুনিয়া সে আপন পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া মোয়াব্ দেশহইতে যাত্রা করিতে উঠিল। [৭] সে ও তাহার দুই পুত্রবধূ বাসস্থানহইতে প্রস্থান করিয়া যিহূদা দেশে ফিরিয়া যাইতে পথে যাইতেছে, [৮] ইতিমধ্যে নয়মী দুই পুত্রবধূকে কহিল, তোমরা আপন২ মাতার বাটীতে ফিরিয়া যাও; তোমরা মৃতদের প্রতি ও আমার প্রতি যে রূপ দয়া করিয়াছ, পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি তদ্রূপ দয়া করুন। [৯] তোমরা উভয়ে যেন আপন২ স্বামির বাটীতে বিশ্রাম পাও, পরমেশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন; পরে সে তাহাদিগকে চুম্বন করিল। তাহাতে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া [১০] তাহাকে কহিল, না, আমরা তোমারই সহিত তোমার লোকদের নিকটে যাইব। [১১] নয়মী কহিল, হে আমার কন্যারা, তোমরা আমার সহিত কেন যাইবা? ফিরিয়া যাও; তোমাদের স্বামী হইবার জন্যে এখনো কি আমার গর্ব্ভে সন্তান আছে? [১২] হে আমার কন্যারা, ফিরিয়া যাও, কেননা আমি বৃদ্ধা, পুনরায় বিবাহ করিতে পারি না; আর আমার ভরসা আছে, ইহা বলিয়া যদি অদ্য রাত্রিতে স্বামিগ্রহণ করিয়া সন্তান প্রসব করি, [১৩] তবে তোমরা কি তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবা? তোমরা কি তজ্জন্যে স্বামিগ্রহণ করিতে নিবৃত্তা হইবা? হে আমার কন্যাগণ, তাহা নয়, আমার ক্লেশ তোমাদের অসহ্য হয়; কেননা পরমেশ্বরের হস্ত আমার বিরুদ্ধে বাহির হইয়াছে।

[১৪] পরে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিল, এবং অর্পা আপন শ্বশ্রূকে চুম্বন করিয়া বিদায় হইল, কিন্তু রূৎ তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। [১৫] তাহাতে সে কহিল, ঐ দেখ, তোমার দেবরপত্নী আপন লোকদের ও আপন দেবগণের নিকটে ফিরিয়া গেল, তুমিও আপন দেবরপত্নীর পাছে২ ফিরিয়া যাও। [১৬] কিন্তু রূৎ কহিল, তোমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার অনুগমনহইতে ফিরিয়া যাইতে আমাকে বিনয় করিও না; তুমি যথা যাইবা, আমিও তথা যাইব; এবং তুমি যথা থাকিবা, আমিও তথা থাকিব; তোমার লোকই আমার লোক, এবং তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর। [১৭] এবং তুমি যে স্থানে মরিবা, আমিও সেই স্থানে মরিব ও সেই স্থানে কবরপ্রাপ্তা হইব; কেবল মৃত্যু ব্যতিরেকে আর কিছুহইতে যদি তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ হয়, তবে পরমেশ্বর অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [১৮] পরে তাহার সহিত যাইতে রূতের দৃঢ় মনস্থ আছে, ইহা দেখিয়া সে তাহাকে আর কিছু কহিল না।

[১৯] অপর তাহারা দুই জন বৈৎলেহমে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত গমন করিল। যখন বৈৎলেহমে উপনীত হইল, তখন তাহাদের বিষয়ে তাবৎ নগরে জনরব হইলে স্ত্রীলোকেরা জিজ্ঞাসিল, ইনি কি নয়মী? [২০] তাহাতে সে উত্তর করিল, আমাকে নয়মী (সুখিনী) কহিও না, বরং মারা (দুঃখিনী) কহিয়া ডাক, কেননা সর্ব্বশক্তিমান আমার প্রতি অনেক দুঃখ ঘটা-

ইয়াছেন। [২১] আমি পরিপূর্ণা হইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, এখন পরমেশ্বর আমাকে রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া আনিলেন। তোমরা কেন আমাকে সুখিনী করিয়া বল? পরমেশ্বর আমার দুরবস্থা করিলেন, ও সর্ব্বশক্তিমান আমাকে দুঃখিনী করিলেন। [২২] এই রূপে নয়মী ও মোয়াবীয়া রূৎ নামে তাহার পুত্রবধূ মোয়াব্ দেশহইতে ফিরিয়া আইল; তাহারা যবশস্যচ্ছেদনের আরম্ভসময়ে বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল।

২ অধ্যায়।

১ বোয়সের ক্ষেত্রে রূতের শস্য সংগ্রহ করণ, ৪ ও তাহার পরিচয় লইয়া বোয়সের অনুগ্রহ করণ, ১৮ ও শ্বশ্রূর কাছে তাবৎ শস্য লইয়া যাওন।

[১] ঐ নয়মীর স্বামি ইলীমেলকের বংশীয় বোয়স্ নামে এক ধনবান জ্ঞাতি ছিল। [২] পরে মোয়াবীয়া রূৎ নয়মীকে কহিল, নিবেদন করি, আমি ক্ষেত্রে যাইয়া যাহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, তাহার পশ্চাৎ২ শস্যের শিষ সংগ্রহ করি। তাহাতে সে কহিল, হে আমার কন্যে, যাও। [৩] পরে সে গিয়া কোন ক্ষেত্রে উপস্থিতা হইয়া শস্যচ্ছেদকদের পশ্চাৎ২ শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিল, এবং ঘটনাক্রমে তাহা ইলীমেলকের বংশীয় ঐ বোয়সের অধিকারস্থ ক্ষেত্র ছিল।

[৪] পরে বোয়স্ বৈৎলেহমহইতে আসিয়া শস্যচ্ছেদকদিগকে কহিল, পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গী হউন। তাহারা উত্তর করিল, পরমেশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। [৫] অপর বোয়স্ শস্যচ্ছেদকদের উপরে নিযুক্ত আপন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিল, এই যুবতী কাহার লোক? [৬] তখন শস্যচ্ছেদকদের উপরে নিযুক্ত ভৃত্য কহিল, এ সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে নয়মীর সহিত মোয়াব্ দেশহইতে আসিয়াছে। [৭] সে আমাকে কহিল, আমি বিনয় করি, শস্যচ্ছেদকদের পশ্চাৎ২ আটির মধ্যে২ আমাকে কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে দেও; অতএব সে আসিয়া প্রাতঃকাল অবধি এখন পর্য্যন্ত আমাদের সহিত রহিয়াছে; অল্প কাল বাটীতে ছিল। [৮] পরে বোয়স্ রূৎকে কহিল, হে আমার কন্যে, তুমি আমার কথা শুন না? তুমি কুড়াইতে অন্য ক্ষেত্রে যাইও না, ও এই স্থানহইতে যাইও না, কিন্তু এখানে আমার দাসীদের সহিত থাক। [৯] শস্যচ্ছেদকেরা যে ক্ষেত্রের শস্য কাটিবে, তাহা দেখিয়া তুমি তাহাদের পশ্চাৎ যাইও; তোমাকে স্পর্শ করিতে আমি কি যুবদিগকে নিষেধ করি নাই? আর পিপাসা হইলে তুমি পাত্রের নিকটে যাইয়া যুবদের উত্তোলিত জল পান করিও। [১০] তাহাতে সে উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া তাহাকে কহিল, আমি বিদেশিনী, আমার পরিচয় লইতেছ; এতো অনুগ্রহ আমি কিসে পাইলাম? [১১] বোয়স্ কহিল, তোমার স্বামির মৃত্যুর পর শ্বশ্রূর প্রতি তুমি যে রূপ ব্যবহার করিয়াছ, এবং আপন পিতা মাতা ও জন্মদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের অজ্ঞাত লোকদের নিকটে আসিয়াছ, এ সকলি আমি জ্ঞাত হইলাম। [১২] পরমেশ্বর তোমার কর্ম্মের ফল দিউন; তুমি ইস্রায়েলের যে প্রভু পরমেশ্বরের পক্ষের নীচে আশ্রয় লইতে আসিয়াছ, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ পুরস্কার দিউন। [১৩] তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলাম; তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিলা, আমি তোমার দাসীতুল্যা না হইলেও আপন দাসীর প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক কথা কহিলা। [১৪] বোয়স্ কহিল, ভোজন সময়ে তুমি এই স্থানে আসিয়া রুটী ভোজন কর এবং আপন খাদ্য অম্লরসে ডুবাও। তখন সে শস্যচ্ছেদকদের পার্শ্বে বসিলে তাহাকে ভাজা শস্য আনিয়া দিল; তাহাতে সে ভোজন করিয়া তৃপ্তা হইল, এবং অবশিষ্ট কিছু রাখিল। [১৫] পরে সে কুড়াইতে উঠিলে বোয়স্ আপন যুব লোকদিগকে আজ্ঞা করিল, উহাকে আটির মধ্যে কুড়াইতে দেও, এবং উহাকে লজ্জা দিও না। [১৬] এবং উহার জন্যে বদ্ধ আটিহইতে কতক টানিয়া উহার কুড়াইবার জন্যে ত্যাগ কর, ও উহাকে ধম্‌কাইও না। [১৭] তাহাতে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রে কুড়াইল; পরে সঞ্চিত শস্য মাড়িলে তাহার প্রায় এক ঐফা যব হইল।

[১৮] পরে সে তাহা লইয়া নগরে গেল, এবং আপন সঞ্চিত শস্য শ্বশ্রূকে দেখাইল, এবং তৃপ্ত হওনের পর রক্ষিত অবশিষ্ট খাদ্য বাহির করিয়া তাহাকে দিল। [১৯] তাহাতে তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে কহিল, তুমি অদ্য কোথায় কুড়াইলা? ও কোথায় কর্ম্ম করিলা? যে ব্যক্তি তোমার পরিচয় লইল, সে ধন্য হউক; তখন সে কাহার নিকটে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা শ্বশ্রূকে জানাইয়া কহিল, যাহার নিকটে অদ্য কর্ম্ম করিলাম, তাহার নাম বোয়স্। [২০] তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূকে কহিল, যিনি জীবৎ ও মৃত লোকদের প্রতি দয়া নিবৃত্ত করেন না, সে সেই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক; নয়মী আরো কহিল, সে মনুষ্য আমাদের নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে এক জন। [২১] মোয়াবীয়া রূৎ কহিল, সে আমাকে ইহাও কহিল, আমার সমস্ত শস্যচ্ছেদন সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তুমি আমার যুব লোকদের সঙ্গ ছাড়িও না। [২২] তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূ

রূৎকে কহিল, হে আমার কন্যে, তুমি তাহার দাসীদের সহিত যাও; এবং লোকেরা অন্য কোন ক্ষেত্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করে, সে ভাল। [২৩] অতএব যব ও গোমশস্যচ্ছেদন সমাপ্তি পর্য্যন্ত সে কুড়াইতে২ বোয়সের দাসীদের সহিত থাকিল, এবং আপন শ্বশ্রূর সহিত বাস করিল।

৩ অধ্যায়।

১ নয়মীর আদেশে বোয়সের চরণে রূতের আশ্রয় লওন, ৮ ও মধ্যরাত্রিতে বোয়সের চমৎকৃত হওন ও জ্ঞাতির কর্ম্ম করিতে স্বীকার করণ, ১৪ ও ছয় পাত্র যব দিয়া শ্বশ্রূর নিকটে প্রেরণ।

[১] অপর তাহার শ্বশ্রূ নয়মী তাহাকে কহিল, হে আমার কন্যে, তোমার যেন মঙ্গল হয়, এই নিমিত্তে আমি কি তোমার বিশ্রাম চেষ্টা করিব না? [২] তুমি যে বোয়সের দাসীদের সহিত ছিলা, সে কি আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে নহে? দেখ, সে অদ্য রাত্রিতে শস্যমর্দ্দনস্থানে যব ঝাড়িবে। [৩] অতএব তুমি এখন স্নান কর, ও তৈল মর্দ্দন কর, ও আপন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শস্যমর্দ্দনস্থানে গমন কর; কিন্তু সে মানুষ ভোজন পান সমাপ্ত না করিলে তাহাকে আপন পরিচয় দিও না। [৪] সে যখন শয়ন করে, তখন তুমি তাহার শয়নস্থান দেখিয়া নিশ্চয় কর; পরে সেই স্থানে যাইয়া তাহার চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন করিবা; তাহাতে সে তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে কহিবে। [৫] সে উত্তর করিল, তুমি যাহা কহিতেছ, সে সমস্তই আমি করিব। [৬] পরে সে শস্যমর্দ্দনস্থানে গিয়া আপন শ্বশ্রূর তাবৎ আদেশানুসারে করিল। [৭] অপর বোয়স ভোজন পান পূর্ব্বক অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিয়া শস্যরাশির প্রান্তে শয়ন করিতে গেলে রূৎ ধীরে২ আসিয়া তাহার চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন করিল।

[৮] পরে মধ্যরাত্রি সময়ে ঐ পুরুষ অস্থির হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার চরণ সমীপে এক স্ত্রী শয়ন করিয়াছে ইহা টের পাইল। [৯] তখন সে জিজ্ঞাসিল, তুমি কে? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি তোমার দাসী রূৎ; তুমি আমাকে আশ্রয় দেও, কেননা তুমি আমার নিকটস্থ জ্ঞাতি। [১০] তাহাতে সে কহিল, হে আমার কন্যে, তুমি পরমেশ্বরেতে ধন্যা, কেননা ধনবান কি দরিদ্র কোন যুব পুরুষের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী না হওয়াতে তুমি প্রথমাপেক্ষা শেষে অধিক সদ্ভাব দেখাইলা অতএব হে কন্যে, ভয় করিও না, আমি তোমার জন্যে তোমার উক্ত সমস্তই করিব; কেননা তুমি যে সাধ্বী, ইহা নগরদ্বারের তাবৎ লোক জানে। [১২] আমি জ্ঞাতি ইহা সত্য; কিন্তু আমাহইতেও তোমার নিকটসম্পর্কীয় আর এক জ্ঞাতি আছে। [১৩] অদ্য রাত্রি থাক; প্রাতঃকালে সে যদি তোমার প্রতি জ্ঞাতির কর্ত্তব্য করে, তবে ভাল, সে জ্ঞাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুক; কিন্তু সে যদি তোমার প্রতি জ্ঞাতির কর্ত্তব্য করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিতেছি, আমি তোমার প্রতি জ্ঞাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব; তুমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শয়ন কর।

[১৪] তাহাতে রূৎ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার চরণ সমীপে শয়ন করিয়া থাকিল, এবং এক জন অন্যকে চিনিতে পারে, এমত সময়ের পূর্ব্বে উঠিল; কারণ বোয়স কহিল, এই স্ত্রী শস্যমর্দ্দন স্থানে আসিয়াছিল, ইহা প্রকাশ না হউক। [১৫] সে আরো কহিল, তোমার গাত্রীয় বস্ত্র পাতিয়া ধর; তাহাতে সে বস্ত্র পাতিলে সে ছয় পাত্র যব মাপিয়া তাহার মস্তকে দিয়া নগরে গেল। [১৬] অপর রূৎ আপন শ্বশ্রূর নিকটে আইলে তাহার শ্বশ্রূ কহিল, হে আমার কন্যে, কি হইল? তাহাতে সে আপনার প্রতি সেই পুরুষের কৃত সমস্ত কর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাত করিল, [১৭] এবং কহিল, শ্বশ্রূর নিকটে রিক্ত হস্তে যাইও না, ইহা বলিয়া সে আমাকে এই ছয় পাত্র যব দিল। [১৮] পরে তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে কহিল, হে আমার কন্যে, এ বিষয়ে কি ঘটিবে, তাহা যাবৎ জানিতে না পার, তাবৎ বসিয়া থাক; কেননা সে মানুষ অদ্য এ কর্ম্মের শেষ না করিয়া বিশ্রাম করিবে না।

৪ অধ্যায়।

১ বিচারস্থানে বোয়সের গমন ও জ্ঞাতিকে ডাকন, ৬ ও জ্ঞাতি স্বীকার না করিলে তাহার ইলীমেলকের ক্ষেত্র ক্রয় করণ, ১৩ ও রূতের বিবাহ ও সন্তান প্রসব করণ, ১৮ ও পেরসের বংশাবলি।

[১] পরে বোয়স্ নগরদ্বারে যাইয়া সেই স্থানে বসিয়া থাকিল; এবং যে জ্ঞাতির কথা কহিয়াছিল, সেই ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া গমন করিলে বোয়স্ তাহাকে ডাকিল, ওহে অমুক, ফিরিয়া এই স্থানে আসিয়া বৈস; তাহাতে সে পার্শ্বে আসিয়া বসিল। [২] পরে বোয়স্ নগরের দশ জন প্রাচীনকে ডাকিয়া কহিল, তোমরাও এই স্থানে বৈস; তাহাতে তাহারা বসিল। [৩] তখন বোয়স্ ঐ জ্ঞাতিকে কহিল, আমাদের ভ্রাতা ইলীমেলকের যে ভূমি ছিল, তাহা মোয়াব দেশহইতে আগতা নয়মী বিক্রয় করিতেছে। [৪] অতএব আমি তোমাকে এই কথা জানাইতে মনস্থ করিলাম, তুমি নগরনিবাসিদের ও আ·

মার স্বজাতীয়দের প্রাচীনদের সাক্ষাতে তাহার সেই অধিকার ক্রয় কর; যদি তুমি মুক্ত কর, তবে কর; কিন্তু যদি না কর, তবে আমাকে বল; আমি জানিতে চাহি, কেননা তুমি মুক্তি করিলে আর কেহ করিতে পারে না, নতুবা তোমার পরে আমি করিতে পারি। তাহাতে সে কহিল, আমি মুক্ত করিব। [৫] বোয়স্ কহিল, তুমি যে দিবসে নয়মীর হস্তহইতে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিবা, সেই দিবসে মৃত ব্যক্তির অধিকারে তাহার বংশ রক্ষার্থে তাহার স্ত্রী মোয়াবীয়া রূৎহইতেও তাহা ক্রয় করিতে হইবে।

[৬] তাহাতে ঐ জ্ঞাতি কহিল, আমি তাহা মুক্ত করিতে পারি না, করিলে আপন অধিকার নষ্ট করিব; আমার অধিকার তুমি মুক্ত কর, আমি মুক্ত করিতে পারি না। [৭] মুক্তি ও বিনিময় বিষয়ক সকল কথা স্থির করিতে পূর্ব্বকালে ইস্রায়েল্ বংশের এই রূপ ব্যবহার ছিল; লোক আপন পাদুকা খুলিয়া প্রতিবাসিকে দিত; ইহা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে সাক্ষ্যস্বরূপ হইত। [৮] অতএব ঐ জ্ঞাতি যখন বোয়সকে কহিল, তুমি আপনি তাহা ক্রয় কর, তখন আপন পাদুকা খুলিয়া দিল। [৯] পরে বোয়স্ প্রাচীনগণকে ও লোকদিগকে কহিল, ইলীমেলকের ও কিলিয়োনের ও মহলোনের যাহা২ ছিল, তাহা আমি নয়মীহইতে ক্রয় করিলাম, অদ্য তোমরা ইহার সাক্ষী হইলা। [১০] এবং আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আপন বসতিস্থানের দ্বারে সেই মৃত ব্যক্তির নাম যেন লুপ্ত না হয়, এই জন্যে সেই মৃত ব্যক্তির অধিকারে নাম রক্ষার্থে আমি মহলোনের ভার্য্যা মোয়াবীয়া রূৎকে আপনার ভার্য্যারূপে ক্রয় করিলাম; অদ্য তোমরা ইহারও সাক্ষী হইলা। [১১] তাহাতে নগরদ্বারবর্ত্তি সমস্ত লোক ও প্রাচীনগণ কহিল, আমরা সাক্ষী হইলাম। যে স্ত্রী তোমার পরিবারের মধ্যে গ্রাহ্য হইল, পরমেশ্বর তাহাকে ইস্রায়েলের বংশ বৃদ্ধিকারিণী রাহেলের ও লেয়ার তুল্যা করুন, এবং ইফ্রাথাতে তোমার মঙ্গল ও বৈৎলেহমে তোমার সুখ্যাতি হউক। [১২] পরমেশ্বর সেই যুবতির গর্ব্ভহইতে যে সন্তান তোমাকে দিবেন, তাহাদ্বারা তামরের গর্ব্ভে যিহূদার ঔরসজাত পেরসের বংশের ন্যায় তোমার বংশ হউক।

[১৩] পরে বোয়স্ রূৎকে বিবাহ করিলে সে তাহার ভার্য্যা হইল, এবং বোয়স্ তাহাতে উপগত হইলে সে পরমেশ্বরহইতে গর্ব্ভধারণশক্তি পাইয়া পুত্র প্রসব করিল। [১৪] পরে স্ত্রীগণ নয়মীকে কহিল, ধন্য পরমেশ্বর, তিনি অদ্য তোমাকে জ্ঞাতিবিহীনা করেন নাই; ইস্রায়েল বংশে তাঁহার নাম প্রশংসনীয়। [১৫] এই বালক তোমার প্রাণদাতা ও বৃদ্ধাবস্থাতে তোমার প্রতিপালক; কেননা সাত পুত্রহইতেও উত্তমা তোমার যে পুত্রবধূ তোমাকে প্রেম করে, সে এই বালককে প্রসব করিল। [১৬] তখন নয়মী সেই বালককে লইয়া আপন বক্ষঃস্থলে রাখিল, ও তাহার ধাত্রীস্বরূপ হইল। [১৭] পরে নয়মীর এক পুত্র জন্মিল, এই কথা কহিয়া তাহার প্রতিবাসিনীগণ তাহার নাম ওবেদ (সেবক) রাখিল; সে দায়ূদের পিতামহ অর্থাৎ যিশয়ের পিতা।

[১৮] পেরসের বংশাবলি। পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; [১৯] ও হিষ্রোণের পুত্র অরাম; ও অরামের পুত্র অম্মীনাদব্; [২০] ও অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্, ও নহশোনের পুত্র সল্মোন্; [২১] ও সল্মোনের পুত্র বোয়স্; ও বোয়সের পুত্র ওবেদ্; [২২] ও ওবেদের পুত্র যিশয়; ও যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্।

শিমূয়েলের প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ দুই স্ত্রীর সহিত শীলোতে ভজনা করিতে ইল্কানার বৎসর২ গমন, ৪ ও হন্না ও পিনিন্নার বিরোধকথা, ৯ ও পুত্রার্থে ঈশ্বরের কাছে হন্নার প্রার্থনা, ১২ ও হন্নার প্রতি এলির কথা, ১৯ ও হন্নার পুত্র প্রসব প্রযুক্ত গৃহে থাকন, ২৪ ও মানতানুসারে পরমেশ্বরকে পুত্র দান করণ।

[১] ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থিত রামাথয়িম্-সোফীম্ নিবাসি ইল্কানা নামে এক ইফ্রাথীয় লোক ছিল; সে সূফেরবৃদ্ধ প্রপৌত্র তোহের প্রপৌত্র ইলীহূর পৌত্র যিরোহমের পুত্র ছিল। [২] তাহার দুই স্ত্রী ছিল; একের নাম হন্না ও অন্যের নাম পিনিন্না; পিনিন্নার সন্তান হইল, কিন্তু হন্নার সন্তান সন্ততি হইল না। [৩] ঐ ইল্কানা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের ভজনা ও বলিদান করণার্থে প্রতিবৎসর আপন নগরহইতে শীলোতে যাইত; সেই স্থানে এলির দুই পুত্র হফ্নি ও পীনিহস্ পরমেশ্বরের যাজক ছিল।

⁸ আর ইল্কানা যজ্ঞ করণ দিনে আপন ভার্য্যা পিনিন্নাকে ও তাহার সমস্ত পুত্র ও কন্যাদিগকে অংশ দিত বটে; ⁵ কিন্তু হন্নাকে দ্বিগুণ অংশ দিত; কেননা পরমেশ্বর হন্নার গর্ব্ভ রুদ্ধ করিলেও সে তাহাকে প্রেম করিত। ⁶ কিন্তু পরমেশ্বর তাহার গর্ব্ভ রুদ্ধ করাতে তাহার সপত্নী তাহাকে দুঃখ দিতে যত্নপূর্ব্বক বিদ্রূপ করিত। ⁷ বৎসরে২ পরমেশ্বরের মন্দিরে গেলে তাহার স্বামী ঐ রূপ কর্ম্ম করিত, এবং পিনিন্নাও ঐ প্রকারে তাহাকে বিদ্রূপ করিত; অতএব সে ভোজন না করিয়া ক্রন্দন করিত। ⁸ তাহাতে তাহার স্বামী ইল্কানা তাহাকে কহিত, হে হন্না, কেন ক্রন্দন করিতেছ? এবং কেন ভোজন কর না? তোমার মন শোকাকুল কেন? তোমার কাছে দশ পুত্রহইতেও কি আমি উত্তম নহি?

⁹ এক সময়ে শীলোতে ভোজন পান করণানন্তর হন্না উঠিয়া দাঁড়াইল; তৎকালে এলি যাজক পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারের নিকটে আসনোপরি বসিয়াছিল। ¹⁰ তখন হন্না তিক্তমনা হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া অনেক রোদন করিতে লাগিল। ¹¹ এবং মানত করিয়া কহিল, হে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, যদি তুমি আপন দাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমাকে স্মরণ কর, ও বিস্মৃত না হইয়া আপন দাসীকে অপত্য দেও, তবে আমি তাহার যাবজ্জীবন তাহাকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করিব; তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না।

¹² হন্না পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দীর্ঘকাল প্রার্থনা করিলে এলি যাজক তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। ¹³ কেননা হন্না মনে২ প্রার্থনা করাতে তাহার ওষ্ঠাধর লড়িল বটে, কিন্তু তাহার শব্দ শুনা গেল না; এই জন্যে এলি তাহাকে মত্তা জ্ঞান করিল। ¹⁴ অতএব এলি তাহাকে কহিল, তুমি কত ক্ষণ মত্তা হইয়া থাকিবা? তোমার দ্রাক্ষারস তোমাহইতে দূর কর। ¹⁵ তাহাতে হন্না উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, তাহা নয়, আমি দুঃখিনী স্ত্রী, দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করি নাই, কিন্তু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আমি মনের কথা ভাঙ্গিয়া কহিলাম। ¹⁶ তুমি আপন দাসীকে দুষ্টা স্ত্রী জ্ঞান করিও না; আমার চিন্তার ও মনোদুঃখের বাহুল্য প্রযুক্ত আমি সেই অবধি কথা কহিলাম। ¹⁷ তাহাতে এলি উত্তর করিল, তুমি কুশলে যাও; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যাহা প্রার্থনা করিলা, তাহা তিনি তোমাকে দিবেন। ¹⁸ পরে সে কহিল, তুমি আপন দৃষ্টিতে আপন দাসীকে অনুগ্রহ পাইতে দেও। পরে সে স্ত্রী আপন পথে যাইয়া ভোজন করিল; তাহার মুখ আর বিষণ্ণ হইল না।

¹⁹ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ভজনা করিলে পর ফিরিয়া রামতে আপন বাটীতে আইল। অনন্তর ইল্কানা আপন ভার্য্যা হন্নাতে উপগত হইলে পরমেশ্বর তাহাকে স্মরণ করিলেন। ²⁰ তাহাতে হন্না গর্ব্ভধারণ করিয়া পূর্ণ সময়ে পুত্র প্রসব করিল; আর সে পরমেশ্বরের কাছে তাহাকে যাজ্ঞা করিয়াছিল, এই জন্যে তাহার নাম শিমূয়েল্ (ঈশ্বরযাচিত) রাখিল। ²¹ পরে যখন ইল্কানা সপরিবারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বার্ষিক বলিদান ও মানত নিবেদন করিতে গেল, ²² তখন হন্না গেল না, কারণ সে আপন স্বামিকে কহিল, বালকের স্তনপান ত্যাগ হইলেই আমি তাহাকে লইয়া যাইব, তাহাতে সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে সর্ব্বদা থাকিবে। ²³ তাহাতে তাহার স্বামী ইল্কানা তাহাকে কহিল, তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা কর; তাহার স্তনপান ত্যাগ পর্য্যন্ত বিলম্ব কর; পরমেশ্বর কেবল আপন বাক্য স্থির করুন। তাহাতে সে স্ত্রী গৃহে থাকিয়া যাবৎ বালক স্তনপান ত্যাগ না করিল, তাবৎ তাহাকে স্তনপান করাইল।

²⁴ পরে তাহার স্তনপান ত্যাগ হইলে সে তিন বৃষ ও এক ঐফা সুজি ও এক কুপা দ্রাক্ষারসের সহিত তাহাকে শীলোতে পরমেশ্বরের আবাসে লইয়া গেল; তখন বালক অল্পবয়স্ক ছিল। ²⁵ পরে তাহারা বৃষ বলিদান করিয়া বালককে এলির কাছে আনিল। ²⁶ এবং হন্না কহিল, হে আমার প্রভো, আমি মহাশয়ের প্রাণের দিব্য করিয়া কহি, যে স্ত্রী পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে২ এই স্থানে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সেই আমি। ²⁷ এই বালকের জন্যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম; পরমেশ্বরের কাছে আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে তাহা দিয়াছেন। ²⁸ এই জন্যে আমিও ইহাকে যাবজ্জীবন ঋণরূপে পরমেশ্বরকে দিলাম; এ পরমেশ্বরকে দত্ত ঋণস্বরূপ। পরে বালক সেই স্থানে পরমেশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।

২ অধ্যায়।

১ হন্নার গীত, ১১ ও গৃহে গমন এবং এলির পুত্রগণের পাপ, ১৮ ও শিমূয়েলের কর্ম্ম, ২০ ও এলির বরদ্বারা হন্নার আরো পুত্র প্রসব করণ, ২২ ও আপন পুত্রগণের বিষয়ে এলির অনুযোগকথা, ২৭ ও এলির বংশের বিরুদ্ধে অভিশাপ।

¹ পরে ঐ হন্না প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমার মন পরমেশ্বরেতে উল্লাস করিতেছে, এবং পরমেশ্বরদ্বারা আমার শ্রীর উন্নতি হইতেছে, ও

শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার মুখ প্রফুল্ল হইতেছে; আমি তাঁহার পরিত্রাণদ্বারা আনন্দিতা হইতেছি। [২] পরমেশ্বরের ন্যায় পবিত্র কেহ নাই, তাঁহা ব্যতিরেকে আর ঈশ্বর কেহ নাই, ও আমাদের ঈশ্বরের তুল্য পর্ব্বতস্বরূপ কেহ নাই। [৩] তোমরা অতিশয় শ্লাঘার কথা আর কহিও না, তোমাদের মুখহইতে অহঙ্কারের কথা নির্গত না হউক, কেননা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ প্রভু, তাঁহা কর্ত্তৃক কর্ম্ম সকল পরীক্ষিত হয়। [৪] পরাক্রমিদের ধনুক ভগ্ন হয়, ও বিঘ্নপ্রাপ্তেরা বলেতে কটিবন্ধন করে। [৫] ও তৃপ্ত লোকেরা খাদ্যের জন্যে বেতনজীবি হয়, ও ক্ষুধিতেরা বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, এবং বন্ধ্যা সপ্ত পুত্র প্রসব করে, ও বহুপুত্রা ক্ষীণা হয়। পরমেশ্বর মৃত্যু দেন ও জীবন দেন, এবং কবরে নামান ও উপরে উঠান। [৭] পরমেশ্বর দরিদ্র করেন ও ধনী করেন, এবং নত করেন ও উন্নত করেন। তিনি ধূলিহইতে দরিদ্রকে, ও সারের ঢিবিহইতে ভিক্ষুককে উঠাইয়া অধ্যক্ষদের মধ্যে বসান ও তেজাস্ব সিংহাসন অধিকার করান। পৃথিবীর ভিত্তিমূল পরমেশ্বরের; তিনি তাহার উপরে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন। [৯] তিনি আপন পবিত্র লোকদের চরণ রক্ষা করেন, কিন্তু পাপিগণ অন্ধকারে নিধন প্রাপ্ত হয়; কোন মনুষ্য বলেতে জয়ী হইতে পারে না। [১০] পরমেশ্বরের শত্রুগণ ভগ্ন হইবে; তিনি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের উপরে গর্জ্জন করাইবেন; পরমেশ্বর পৃথিবীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত শাসন করিবেন, ও আপন রাজাকে বল দিবেন, ও আপন অভিষিক্তের শ্রী উন্নত করিবেন।

[১১] পরে ইল্‌কানা রামৎ নগরে আপন বাটীতে গেল, কিন্তু সে বালক এলি যাজকের সম্মুখে থাকিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিতে লাগিল। [১২] এলির পুত্রগণ দুষ্টস্বভাব হইয়া পরমেশ্বরকে মানিত না। [১৩] ঐ যাজকেরা লোকদের সহিত এই রূপ ব্যবহার করিত; কেহ বলিদান করিলে তাহার মাংস পাক সময়ে যাজকের দাস ত্রিশূল হস্তে লইয়া আসিত; [১৪] এবং ডাবরে কিম্বা হাঁড়িতে কিম্বা কটাহে কিম্বা বহুগুণাতে ত্রিশূল মারিলে সেই ত্রিশূলে যত মাংস উঠিত, তাহাই যাজক আপনার জন্যে লইত; শীলোতে আগত তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি তাহারা এই রূপ ব্যবহার করিত। [১৫] আর মেদ দগ্ধ করণের পূর্ব্বে যাজকের দাস আসিয়া যজমানকে কহিত, যাজককে দগ্ধ করণের মাংস দেও; সে তোমাহইতে সিদ্ধ মাংস লইবে না, কিন্তু কাঁচা লইবে। [১৬] তাহাতে এই ক্ষণে মেদ দগ্ধ হইতেছে, হইলে তোমার মনোবাঞ্ছানুসারে গ্রহণ করিও, এই কথা তাহাকে কহিলে সে উত্তর করিত, এই ক্ষণে দেও, নতুবা বলদ্বারা লইব। [১৭] অতএব পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ঐ যুবলোকেরা অতিশয় অপরাধী হইল, কেননা লোকেরা তন্নিমিত্তে পরমেশ্বরের নৈবেদ্য ঘৃণা করিত।

[১৮] তৎকালে শিমূয়েল্ বালক কার্পাসনির্ম্মিত এফোদ্ পরিধান করিয়া পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করিত। [১৯] আর তাহার মাতা প্রতি বৎসর এক ২ গাত্রীয় ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া স্বামির সহিত বার্ষিক বলিদানার্থে আসিবার সময়ে আনিয়া তাহাকে দিত।

[২০] পরে এলি ইল্‌কানাকে ও তাহার স্ত্রীকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, ঋণরূপে পরমেশ্বরকে দত্ত এই বালকের পরিবর্ত্তে তিনি এই স্ত্রীহইতে তোমাকে আরো সন্তান দিউন। পরে তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর [২১] পরমেশ্বর হন্নার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন; তাহাতে সে গর্ব্ভবতী হইয়া ক্রমে ২ তিন পুত্র ও দুই কন্যা প্রসব করিল। তখন শিমূয়েল্ বালক পরমেশ্বরের সাক্ষাতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এলি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া যখন তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি আপন পুত্রদিগের কুব্যবহার ও মণ্ডলীর আবাসদ্বার নিকটে সেবাকারিণী স্ত্রীগণের সহিত শয়নের কথা শুনিল, তখন তাহাদিগকে কহিল, [২৩] এই সমস্ত লোকের নিকটে আমি তোমাদের যেরূপ মন্দ ক্রিয়ার জনরব শুনিতেছি, তোমরা কেন এমত ব্যবহার কর? [২৪] হে আমার পুত্রগণ, না ২, আমি যাহা শুনিতেছি, সেই দুর্নাম ভাল নয়; তোমরা পরমেশ্বরের লোকদিগকে আজ্ঞালঙ্ঘন করাইতেছ। [২৫] মনুষ্য যদি মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে ঈশ্বর তাহার বিচার করেন; কিন্তু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলে তাহার পক্ষে কে বিনয় করিতে পারে? তথাপি তাহারা আপন পিতার কথায় মনোযোগ করিল না, কেননা পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। [২৬] অপর শিমূয়েল্ বালক ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইয়া পরমেশ্বরের ও মনুষ্যের সাক্ষাতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

[২৭] অপর ঈশ্বরের এক লোক এলির নিকটে আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে সময়ে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা মিসর্‌দেশে ফিরৌণের রাজ্যে ছিল, তখন আমি কি তাহাদের প্রতি প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দিতাম না? [২৮] এবং আমার যাজন কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ আমার যজ্ঞবেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিতে ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইতে ও আমার সাক্ষাতে এফোদ্ পরিধান করিতে আমি ইস্রায়েলের তাবৎ বংশহইতে তাহাদিগকে মনোনীত করি-

লাম; এবং ইস্রায়েল্ বংশের অগ্নিকৃত তাবৎ উপহার তোমার পিতৃবংশকে দিলাম। [২৯] অতএব আমি আপন আবাসে যাহা২ উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, আমার সেই সকল বলি ও নৈবেদ্যের উপরে তোমরা কেন পদাঘাত কর? আমার প্রজা ইস্রায়েল্ বংশের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যদ্বারা যাহাতে তোমরা হৃষ্টপুষ্ট হও, এই আশয়ে তুমি আমা অপেক্ষা আপন পুত্রদিগকে মান্য করিতেছ। [৩০] অতএব ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তোমার বংশ ও তোমার পিতৃবংশ আমার সম্মুখে সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিবে, এই কথা আমি নিশ্চয় কহিয়াছিলাম; কিন্তু এখন পরমেশ্বর কহেন, তাহা আমার নিকটহইতে দূর হউক। যাহারা আমাকে মান্য করে, তাহাদিগকে আমি মান্য করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে। [৩১] দেখ,আমি যে সময়ে তোমার বাহু ও তোমার পিতৃবংশের বাহু ছেদন করিব, ও তোমার বংশে এক বৃদ্ধ থাকিবে না, এমত সময় আসিতেছে। [৩২] তাহাতে তুমি আমার আবাসে এবং ইস্রায়েল্ বংশকে দত্ত সমস্ত মঙ্গলে শত্রুকে নিযুক্ত দেখিবা, এবং তোমার বংশে কেহ কখনো বৃদ্ধ হইবে না। [৩৩] আর আমি আপন যজ্ঞবেদিহইতে তোমার যে মনুষ্যকে ছেদন না করিব, সে তোমার চক্ষুঃক্ষয়ার্থে ও তোমার অন্তঃকরণের শোক জন্মাইতে থাকিবে, এবং তোমার বংশে উৎপন্ন তাবৎ লোক যৌবনাবস্থায় মরিবে। [৩৪] এবং হফ্নি ও পীনিহস্ নামে তোমার দুই পুত্রের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমার এক চিহ্নস্বরূপ হইবে; তাহারা দুই জন এক দিবসে মরিবে। [৩৫] আর আমি আপনার নিমিত্তে এক বিশ্বাস্য যাজককে উৎপন্ন করিব, সে আমার অভিমত ও অভিলষিত কর্ম্ম করিবে; আমি তাহার এক চিরস্থায়ি বংশ উৎপন্ন করিব; সে সর্ব্বদা আমার অভিষিক্তের সম্মুখে পরিচর্য্যা করিবে। [৩৬] এবং তোমার বংশের অবশিষ্ট প্রত্যেক জন আসিয়া এক রৌপ্যমুদ্রা ও এক খণ্ড রুটীর নিমিত্তে নত হইয়া তাহাকে কহিবে, বিনয় করি, আমি যাহাতে এক খণ্ড রুটী খাইতে পাই, এমত কোন যাজকত্বপদে আমাকে নিযুক্ত করুন।

৩ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের প্রতি পরমেশ্বরের আহ্বান, ১১ ও শিমূয়েলের প্রতি এলি বংশের বিনাশ প্রকাশিত হওন, ১৫ ও এলির কাছে তাহা শিমূয়েলের প্রকাশ করণ, ১৯ ও শিমূয়েলের যশের বৃদ্ধি।

[১] তৎকালে শিমূয়েল্ বালক এলির সমক্ষে পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করিত। আর ঐ সময়ে পরমেশ্বরের বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন প্রায় প্রকাশিত হইত না। [২] আর ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে এলি আর দেখিতে পাইল না। এক দিন এলি আপন স্থানে শয়ন করিয়াছিল, [৩] এবং ঈশ্বরীয় সিন্দুক যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রাসাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে শিমূয়েল শয়ন করিয়াছিল; [৪] ইতিমধ্যে পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে ডাকিলেন; তাহাতে সে উত্তর করিল,এই আমি। [৫] পরে সে এলির নিকটে দৌড়িয়া যাইয়া কহিল, এই আমি; আপনি কি আমাকে ডাকিলেন? তাহাতে সে কহিল, আমি ডাকি নাই, তুমি পুনর্ব্বার শয়ন কর। তখন সে যাইয়া শয়ন করিল। [৬] পরে পরমেশ্বর পুনর্ব্বার ডাকিলেন, হে শিমূয়েল্; তাহাতে শিমূয়েল্ উঠিয়া এলির নিকটে যাইয়া কহিল, এই আমি; আপনি কি আমাকে ডাকিলেন? সে কহিল, হে আমার পুত্র, আমি ডাকি নাই, পুনর্ব্বার শয়ন কর। [৭] সেই সময়ে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের রব জ্ঞাত ছিল না, এবং তাহার নিকটে পরমেশ্বরের বাক্যও প্রকাশিত হয় নাই। [৮] পরে পরমেশ্বর তৃতীয় বার শিমূয়েল্কে ডাকিলেন; তাহাতে সে উঠিয়া এলির নিকটে যাইয়া কহিল, এই আমি; আপনি কি আমাকে ডাকিলেন? তখন পরমেশ্বর ঐ বালককে ডাকিতেছেন, ইহা বুঝিয়া এলি শিমূয়েল্কে কহিল, [৯] তুমি যাইয়া শয়ন কর; তিনি যদি আর বার তোমাকে ডাকেন, তবে ‘হে পরমেশ্বর, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে,’ এই উত্তর দিবা। তাহাতে শিমূয়েল্ যাইয়া আপন স্থানে শয়ন করিল। [১০] পরে পরমেশ্বর আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অন্য সময়ের ন্যায় ডাকিয়া কহিলেন, হে শিমূয়েল্, হে শিমূয়েল্; তাহাতে শিমূয়েল্ উত্তর করিল, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে।

[১১] তখন পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে কহিলেন, দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এক কর্ম্ম করিব, তাহা যে২ শুনিবে, তাহার কর্ণদ্বয় শিহরিয়া উঠিবে। [১২] আমি এলির পরিবারের বিষয়ে যাহা২ কহিয়াছি, সে সমস্ত প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সেই দিনে সম্পন্ন করিব। [১৩] তাহার পুত্রগণ আপনাদিগকে শাপগ্রস্ত করিয়াছে, তথাপি সে তাহাদিগকে দমন করে নাই, এই যে অপরাধ তাহার মন জানে, তজ্জন্যে আমি তাহার বংশকে নিত্যস্থায়ি দণ্ড দিব, এই কথা তাহাকে কহিলাম। [১৪] এবং বলিদান ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেও এলির বংশের অপরাধ কখন পরিষ্কৃত হইবে না, ইহা আমি এলির পরিবারের বিষয়ে দিব্য করিলাম।

[১৫] অপর শিমূয়েল্ পুনরায় শয়ন করিয়া

প্রভাতে পরমেশ্বরীয় আবাসের কপাট মুক্ত করিল; কিন্তু শিমূয়েল্ এলির কাছে ঐ দর্শনের বিষয় প্রকাশ করিতে ভীত হইল। [১৬] পরে এলি শিমূয়েল্‌কে ডাকিয়া কহিল, হে আমার পুত্র শিমূয়েল্; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই আমি। [১৭] তখন এলি জিজ্ঞাসিল, তিনি তোমার কাছে কি কথা প্রকাশ করিলেন? বিনয় করি, আমাহইতে তাহা গোপন করিও না; ঈশ্বর যে২ কথা তোমাকে কহিলেন, তাহার কোন কথা যদি আমাহইতে গোপন কর, তবে তিনি অমুক ও ততোধিক প্রতিফল তোমাকে দিউন। [১৮] তখন শিমূয়েল্ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল, কিছুই গোপন করিল না। তাহাতে এলি কহিল, তিনি পরমেশ্বর; তাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন।

* [১৯] পরে শিমূয়েলের বয়স বৃদ্ধি পাইলে পরমেশ্বর তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহার কোন বাক্য ব্যর্থ হইতে দিলেন না। [২০] তাহাতে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের এক বিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বক্তা, ইহা দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের তাবৎ লোক জ্ঞাত হইল। [২১] এই রূপে পরমেশ্বর শীলোতে আপনাকে পুনঃ২ প্রকাশ করিতেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর আপনার বাক্যদ্বারা শিমূয়েলের কাছে শীলোতে প্রকাশিত হইতেন; তাহাতে শিমূয়েলের বাক্য তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে প্রচলিত হইল।

৪ অধ্যায়।

১ এবন-এষর্ স্থানে ইস্রায়েল্ বংশের পরাস্ত হওন, ৩ ও শীলোহইতে নিয়মসিন্দুক শিবিরে আনয়ন, ১০ ও পুনর্ব্বার পরাস্ত হওন ও এলির দুই পুত্রের হত হওন, ১২ ও তাহা শুনিয়া এলির মৃত্যু হওন, ১৯ ও তাহার পুত্রবধূর প্রসব ও মৃত্যু হওন।

[১] অনন্তর ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়া এবন্-এষরে শিবির স্থাপন করিল, এবং পিলেষ্টীয়েরা অফেকে শিবির স্থাপন করিল। [২] পরে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা করিল, এবং যুদ্ধ ব্যাপ্ত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের সম্মুখে পরাস্ত হইল; তাহাতে ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর প্রায় চারি সহস্র লোক হত হইল।

[৩] পরে লোকেরা শিবিরে প্রবেশ করিলে ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণ কহিল, পরমেশ্বর অদ্য পিলেষ্টীয়দের সম্মুখে আমাদিগকে কেন পরাস্ত করিলেন? আইস, আমরা শীলোহইতে আপনাদের নিকটে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনাই, তাহাতে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া শত্রুগণের হস্তহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। [৪] পরে তাহারা শীলোতে লোক পাঠাইয়া কিরূবেতে আরূঢ় সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক শীলোহইতে আনাইল। তখন হফ্‌নি ও পীনিহস্ নামে এলির দুই পুত্র সে স্থানে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সহিত ছিল। [৫] পরে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক শিবিরে উপস্থিত হইলে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ এমত মহাসিংহনাদ করিল, যে তাহাতে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। [৬] তখন পিলেষ্টীয়েরা ঐ সিংহনাদের ধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসিল, ইব্রীয়দের শিবিরে এই রূপ মহাসিংহনাদ কেন হইতেছে? পরে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক শিবিরে আসিয়াছে, *ইহা অবগত হইয়া [৭] পিলেষ্টীয়েরা ভীত হইয়া কহিল, ঈশ্বর শিবিরে আসিয়াছেন। আরো কহিল, হায় হায়! ইহার পূর্ব্বে কখনো এমত হয় নাই। [৮] হায় হায়! সেই পরাক্রমি ঈশ্বরের হস্তহইতে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? এ সেই ঈশ্বর, যিনি প্রান্তরে নানা প্রকার আঘাতদ্বারা মিস্রীয়দিগকে বধ করিলেন। [৯] হে পিলেষ্টীয়েরা, আপনাদিগকে বলবান্ করিয়া বীরত্ব দেখাও; নতুবা এই ইব্রীয় লোকেরা যেমন তোমাদের দাস হইল, তদ্রূপ তোমরা তাহাদের দাস হইবা; অতএব পুরুষত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ কর।

[১০] তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল্ বংশ পরাস্ত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ বাসস্থানে পলায়ন করিল। এই মহাসংহারে ইস্রায়েল বংশের ত্রিশ সহস্র পদাতিক মারা পড়িল। [১১] এবং ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল, এবং এলির দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনিহস্ হত হইল।

[১২] তখন বিন্যামীন্ বংশের এক জন বস্ত্র ছিঁড়িয়া মস্তকে ধূলি দিয়া সৈন্যশ্রেণীহইতে পলায়ন করিয়া, সেই দিবসে শীলোতে উপস্থিত হইল। [১৩] তাহার আগমন সময়ে সে স্থানে এলি পথপার্শ্বে আসনে বসিয়া কি ঘটিবে, ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিল; কেননা তাহার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্যে কম্পান্বিত ছিল। পরে সে লোক নগরে উপস্থিত হইয়া ঐ সংবাদ দিলে নগরস্থ তাবৎ লোক হাহাকার করিল। [১৪] তাহাতে এলি ঐ হাহাকারের শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই কলরবের কারণ কি? তাহাতে সে লোক শীঘ্র আসিয়া এলিকে কহিল। [১৫] ঐ সময়ে এলি আটানব্বই বৎসর বয়স্ক ছিল, এবং ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে দেখিতে পাইল না। [১৬] সে মনুষ্য এলিকে কহিল, আমি সৈন্যশ্রেণীহইতে আগত লোক, অদ্যই সৈন্যশ্রেণীহইতে পলাইয়া আইলাম। তাহাতে এলি জিজ্ঞাসিল,

হে আমার পুত্র, সমাচার কি? [17] সে দূত উত্তর করিল, ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, ও তাহাদের মধ্যে অনেক লোক হত হইল; বিশেষতঃ হফ্নি ও পীনিহস্ নামে তোমার দুই পুত্রও হত হইল, এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল। [18] তখন ঈশ্বরের সিন্দুকের নাম করিবামাত্র এলি দ্বারের পার্শ্বে আসনহইতে পশ্চাৎ পতিত হইল; তাহাতে তাহার গ্রীবা ভগ্ন হওয়াতে সে মরিল, কেননা সে বৃদ্ধ ও ভারী ছিল। ঐ এলি চল্লিশ বৎসরাবধি ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিয়াছিল।

[19] সেই সময়ে তাহার পুত্রবধূ পীনিহসের স্ত্রী গর্ব্ভবতী, ও তাহার প্রসবকাল নিকট ছিল; অপর ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে, এবং আপনার শ্বশুর ও স্বামী মরিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া সে অধোমুখী হইয়া প্রসব করিল; কারণ তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। [20] তখন তাহার মরণ সময়ে তাহার নিকটে দণ্ডায়মান স্ত্রীগণ তাহাকে কহিল, ভয় নাই, তুমি পুত্রকে প্রসব করিলা। কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না, ও কিছুই মনোযোগ করিল না। [21] কেবল বালকের নাম ঈখাবোদ্ (নিস্তেজ) রাখিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ বংশহইতে তেজ গেল। কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছিল, এবং তাহার শ্বশুরের ও স্বামির মৃত্যু হইয়াছিল; [22] অতএব ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হওয়াতে সে কহিল, ইস্রায়েল্ বংশহইতে তেজ গেল।

৫ অধ্যায়।

১ দাগোন্ দেবের মন্দিরে সিন্দুক রাখন, ৩ ও দাগোনের ভগ্নতা এবং অস্‌দোদের ও গাতের লোকদের পীড়িত ও বিনষ্ট হওন, ১০ ও ইক্রোণে সিন্দুক প্রেরণ।

[1] পরে পিলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক লইয়া এবন্-এষরহইতে অস্‌দোদে আনিল। [2] তাহার পর পিলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক লইয়া দাগোন্ দেবের মন্দিরে আনিয়া দাগোনের পার্শ্বে স্থাপন করিল।

[3] তাহাতে পরদিবসে অস্‌দোদের লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল, পরমেশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন্ দেব মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পতিত আছে; তাহাতে তাহারা দাগোন্ দেবকে লইয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপন করিল। [4] এবং তাহার পরদিবসেও লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল, পরমেশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন্ দেব মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পতিত আছে, এবং গোবরাটে দাগোনের ছিন্ন মস্তক ও দুই কর আছে, কেবল তাহার মৎস্যভাগ অবশিষ্ট আছে। [5] এই নিমিত্তে দাগোনের পুরোহিত প্রভৃতি যত লোক দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহাদের মধ্যে অস্‌দোদে স্থিত দাগোনের গোবরাটে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ পা দেয় না। [6] অপর পরমেশ্বর অস্‌দোদীয় লোকদিগকে ক্লেশ দিয়া সংহার অর্থাৎ অস্‌দোদের ও তাহার সীমার অনেক লোককে অর্শোরোগদ্বারা আঘাত করিলেন। [7] পরে অস্‌দোদীয় লোকেরা এই রূপ দেখিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক আমাদের কাছে থাকিবে না, কেননা আমাদের ও আমাদের দেবতা দাগোনের প্রতি তিনি ক্লেশদায়ক। [8] অতএব তাহারা লোক পাঠাইয়া পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে আপনাদের নিকটে একত্র করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য? অধ্যক্ষগণ কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সি[illegible] গাৎ নগরে নীত হউক। তাহাতে তাহারা ই[illegible]লের ঈশ্বরের সিন্দুক তথায় লইয়া গেল। [9] লইয়া গেলে পর পরমেশ্বর আত্যন্তিক বিপদদ্বারা ঐ নগরকে ক্লেশ দিয়া নগরের ক্ষুদ্র কি মহান্ সকলকেই আঘাত করিলেন, অর্থাৎ তাহাদের অর্শোরোগ হইল।

[10] পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণ্ নগরে প্রেরণ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে উপস্থিত হইলে সেই ইক্রোণ নগরীয় লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমাদিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ করণার্থে তাহারা আমাদের কাছে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক আনিল। [11] অপর তাহারা লোক পাঠাইয়া পিলেষ্টীয়দের তাবৎ অধ্যক্ষকে একত্র করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক যেন আমাদিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ না করে, এই জন্যে তাহাকে পুনর্ব্বার আপন স্থানে প্রেরণ কর। কেননা ঈশ্বর সে স্থানে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হওয়াতে নগরের সর্ব্বত্র মড়করূপ বিপদ ঘটিল। [12] এবং যে লোকেরা বাঁচিল, তাহারা অর্শোরোগেতে পীড়িত হইল; অতএব নগরীয় লোকদের আর্ত্তস্বর আকাশ পর্য্যন্ত উঠিল।

৬ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকদের কাছে সিন্দুক পাঠাইতে পিলেষ্টীয়দের মন্ত্রণা, ১০ ও সিন্দুক প্রেরণ, ১৯ ও বৈৎশেমেশে সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করাতে লোকদের মধ্যে মহামারী হওন, ২১ ও কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে সিন্দুক প্রেরণ।

[1] পরমেশ্বরের সিন্দুক পিলেষ্টীয়দের দেশে সাত মাস পর্য্যন্ত থাকিল। [2] অপর পিলেষ্টী-

য়েরা যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া কহিল, পরমেশ্বরের সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য? আমরা কি প্রকারে তাহা স্বস্থানে পাঠাইয়া দিব? তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত কর। [৩] তাহারা কহিল, তোমরা যদি এখানহইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক পাঠাইয়া দেও, তবে শূন্য পাঠাইও না, কোন প্রকারে দোষার্থক উপহার তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; তাহাতে তোমরা সুস্থ হইবা, এবং তোমাদের ক্লেশ কেন দূর হয় না, তাহা জ্ঞাত হইবা। [৪] তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, দোষার্থক উপহাররূপে আমরা কি পাঠাইয়া দিব? তাহারা কহিল, পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণের সংখ্যানুসারে স্বর্ণময় পাঁচ অর্শ ও স্বর্ণময় পাঁচ মূষিক দেও, কেননা তোমাদের সকলের ও তোমাদের অধ্যক্ষগণের একরূপ ক্লেশ ঘটিয়াছে। [৫] অতএব তোমরা তোমাদের অর্শের ও দেশ নাশকারি মূষিকদের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সমাদর পূর্ব্বক ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দিবা; তাহাতে হইতে পারে, তিনি তোমাদের ও তোমাদের দেবগণের ও দেশের উপরহইতে ক্লেশ দূর করিবেন। [৬] মিস্রীয় লোকেরা এবং ফিরৌণ যেরূপ আপনাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছিল, তোমরাও কেন তদ্রূপ অন্তঃকরণ কঠিন করিবা? তিনি তাহাদের মধ্যে আপন শক্তি প্রকাশ করিলে তাহারা কি লোকদিগকে বিদায় করিয়া যাইতে দিল না? [৭] অতএব সম্প্রতি এক নূতন শকট নির্ম্মাণ কর, এবং কখন যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমত দুই দুগ্ধবতী গাভী লইয়া শকটে যুড়, কিন্তু তাহাদের বৎস তাহাদের নিকটহইতে লইয়া গৃহে আন। [৮] এবং পরমেশ্বরের সিন্দুক লইয়া সেই শকটের উপরে রাখ, এবং ঐ যে স্বর্ণময় বস্তু দোষার্থক উপহাররূপে তাঁহাকে দিবা, তাহা তাহার পার্শ্বে অন্য সিন্দুকে রাখ; পরে তাহাকে যাইতে বিদায় কর। [৯] তাহাতে সেই শকট যদি পরমেশ্বরের সীমার পথ দিয়া বৈৎশেমশে যায়, তবে তিনিই যে আমাদের এই মহা অমঙ্গল করিলেন, ইহা বুঝিবা; নতুবা আমাদিগকে যে হস্ত আঘাত করিল, সে তাঁহার নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি দৈবঘটনা হইল, ইহা জ্ঞাত হইবা।

[১০] পরে লোকেরা সেই রূপ করিল; অর্থাৎ দুগ্ধবতী দুই গাভী লইয়া শকটে যুড়িল, ও তাহাদের বৎসদিগকে গৃহে বন্ধ করিল। [১১] পরে পরমেশ্বরের সিন্দুক এবং স্বর্ণমূষিক ও অর্শঃপ্রতিমাধারি (দ্বিতীয়) সিন্দুক লইয়া শকটোপরি রাখিল। [১২] পরে সে গাভী বৈৎশেমশের সোজা পথ ধরিয়া হম্বারব করিতে২ ক্রমাগত রাজমার্গ দিয়া চলিল, দক্ষিণে কি বামে ফিরিল না; এবং পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বৈৎশেমশের সীমা পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গেল। [১৩] ঐ সময়ে বৈৎশেমশ্ নিবাসিরা তলভূমিতে গোম ছেদন করিতেছিল; তাহারা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সিন্দুক দেখিল, দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। [১৪] অপর ঐ শকট বৈৎশেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্থগিত হইল; সেই স্থানে মহাপ্রস্তর থাকাতে তাহারা শকটের কাষ্ঠ চিরিয়া ঐ গাভীদিগকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম করিল। [১৫] এবং লেবীয়েরা পরমেশ্বরের সিন্দুক এবং ঐ স্বর্ণময় বস্তু সম্বলিত তাহার নিকটস্থ সিন্দুক নামাইয়া ঐ মহাপ্রস্তরোপরি রাখিল, এবং বৈৎশেমশের লোকেরা সেই দিবসে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম ও বলিদান করিল। [১৬] তখন পিলেষ্টীয়দের পাঁচ অধ্যক্ষ তাহা দেখিয়া সে দিবসে ইক্রোণে ফিরিয়া গেল। [১৭] তৎকালে পিলেষ্টীয়েরা অস্‌দোদের জন্যে এক, ও অসার জন্যে এক, ও অস্কিলোনের জন্যে এক, ও গাতের জন্যে এক, ও ইক্রোণের জন্যে এক, এই পাঁচ স্বর্ণার্শকে; [১৮] এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগর হউক, কিম্বা সামান্য গ্রাম হউক, পাঁচ অধ্যক্ষের অধীন পিলেষ্টীয়দের যত নগর ছিল, তত স্বর্ণমূষিককে দোষার্থক উপহাররূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে আনিল। আর পরমেশ্বরের সিন্দুক যে মহাবিলাপ নামক মহাপ্রস্তরের উপরে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বৈৎশেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

[১৯] পরে বৈৎশেমশের লোকেরা পরমেশ্বরের সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিল, এই জন্যে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিলেন, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্র সত্তরি জনকে বিনষ্ট করিলেন, তাহাতে পরমেশ্বর এই মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলে লোকেরা বিলাপ করিল। [২০] এবং বৈৎশেমশের লোকেরা কহিল, এই পবিত্র প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে? তিনি আমাদের হইতে কাহার কাছে যাইবেন?

[২১] পরে লোকেরা কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ নিবাসিদের কাছে দূত প্রেরণদ্বারা কহিল, পিলেষ্টীয়েরা পরমেশ্বরের সিন্দুক ফিরাইয়া আনিয়াছে, তোমরা আসিয়া তাহা আপনাদের নিকটে লইয়া যাও।

৭ অধ্যায়।

১ অবীনাদবের গৃহে সিন্দুক রাখন, ৩ ও মিস্‌পীতে ইস্রায়েল্ লোকদের অনুতাপ করণ, ৭ ও পিলেষ্টীয়দের যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওন, ৯ ও শিমূয়েলের বলিদান ও প্রার্থনা করণ সময়ে মহাঝড়দ্বারা

পিলেষ্টীয়দের পরাস্ত হওন, ১৩ ও পিলেষ্টীয়দের কর্ত্তৃত্বের লোপ, ১৫ ও শিমূয়েলের বিচার করণের কথা।

[১] পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা আসিয়া পরমেশ্বরের সিন্দুক লইয়া পর্ব্বতস্থিত অবীনাদবের বাটীতে আনিল, এবং পরমেশ্বরের ঐ সিন্দুক রক্ষার্থে তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে পবিত্র করিল। [২] তদবধি পরমেশ্বরের সিন্দুক দীর্ঘকাল অর্থাৎ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে থাকিল। তৎকালে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পরমেশ্বরের অনুগমনেচ্ছাতে বিলাপ করিতে লাগিল।

[৩] তাহাতে শিমূয়েল্‌ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে কহিল, তোমরা যদি আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিতে উদ্যত হও, তবে আপনাদের নিকটহইতে ইতর দেবগণকে ও অস্তারোৎ দেবীগণকে দূর কর, ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন২ অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়া কেবল তাঁহার সেবা কর; তাহাতে তিনি পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। [৪] তখন ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ বাল্‌ দেবগণকে ও অস্তারোৎ দেবীগণকে দূর করিয়া কেবল পরমেশ্বরের সেবা করিতে লাগিল। [৫] অপর শিমূয়েল্‌ কহিল, মিস্‌পীতে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে একত্র কর; আমি তোমাদের জন্যে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব। [৬] তাহাতে তাহারা সকলে মিস্‌পীতে একত্র হইয়া জল তুলিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ঢালিল, এবং সে দিবস উপবাস করিয়া সে স্থানে কহিল, আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। পরে শিমূয়েল্‌ মিস্‌পীতে ইস্রায়েল্‌ বংশের বিচার করিল।

[৭] অপর ইস্রায়েল্‌ বংশেরা মিস্‌পীতে একত্র হইয়াছে, পিলেষ্টীয়েরা এই সংবাদ পাইলে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েল্‌ বংশের বিরুদ্ধে উঠিয়া আইল; ইস্রায়েল্‌ বংশ তাহা শুনিয়া পিলেষ্টীয়দের হইতে বড় ভীত হইল। [৮] এবং ইস্রায়েল্‌ বংশ শিমূয়েল্‌কে কহিল, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে যেন আমাদিগকে উদ্ধার করেন, এই জন্যে তুমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিও না।

[৯] তখন শিমূয়েল্‌ দুগ্ধপোষ্য এক মেষবৎস লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে সর্ব্বশুদ্ধ হোমবলি উৎসর্গ করিল, এবং শিমূয়েল্‌ ইস্রায়েল্‌ বংশের জন্যে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল; তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রতি উত্তর দিলেন। [১০] যে সময়ে শিমূয়েল্‌ হোমবলি উৎসর্গ করিতেছিল, তৎকালে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্‌ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু ঐ দিবসে পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের প্রতি মেঘনাদে গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন; তাহাতে তাহারা ইস্রায়েল্‌ বংশের সম্মুখে পরাস্ত হইল। [১১] তখন ইস্রায়েল্‌ বংশ মিস্‌পীহইতে বাহির হইয়া পিলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া বৈৎকরের নামো পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল। [১২] তাহাতে শিমূয়েল্‌ এক প্রস্তর লইয়া মিস্‌পীর ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করিল, এবং 'এই অবধি পরমেশ্বর আমাদের উপকার করিলেন,' ইহা কহিয়া তাহার নাম এবন্‌-এযর্‌ (উপকারস্মরণার্থক প্রস্তর) রাখিল।

[১৩] এই প্রকারে পরাস্ত হইয়া পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্‌ বংশের অঞ্চলে আর আইল না। এবং পরমেশ্বর শিমূয়েলের যাবজ্জীবন পিলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। [১৪] এবং ইক্রোণ্‌ অবধি গাৎ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নগরকে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্‌ বংশহইতে হরণ করিয়াছিল, সেই সকল নগর ও তাহাদের সীমা পুনর্ব্বার ইস্রায়েল্‌ বংশের বশ হইল, যেহেতুক ইস্রায়েল্‌ বংশেরা পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে তাহা উদ্ধার করিল। পরে ইমোরীয়দের সহিত ইস্রায়েল্‌ বংশের সন্ধি হইল।

[১৫] ঐ শিমূয়েল্‌ যাবজ্জীবন ইস্রায়েল্‌ বংশের বিচার করিল। [১৬] সে প্রতিবৎসর বৈথেলে ও গিল্‌গলে ও মিস্‌পীতে পরিভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানে ইস্রায়েল্‌ বংশের বিচার করিত। [১৭] পরে যেখানে তাহার বাটী ছিল, সেই রামৎ নগরে প্রত্যাগমন করিয়া সেই স্থানে ইস্রায়েল্‌ বংশের বিচার করিত; সে সেই স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক বেদি নির্ম্মাণ করিল।

৮ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের পুত্রগণের অন্যায় প্রযুক্ত লোকদের এক রাজাকে চাহন, ৬ ও তাহাদের যাচ্ঞা শিমূয়েলের অতুষ্টিকর হওন, ১০ ও ভাবি রাজার বর্ণনা, ১৯ ও রাজাকে নিযুক্ত করিতে শিমূয়েলের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা।

[১] পরে শিমূয়েল্‌ বৃদ্ধ হইলে আপন পুত্রগণকে ইস্রায়েল্‌ বংশের উপরে বিচারকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিল। [২] তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যোয়েল্‌, ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয় ছিল; তাহারা বেরশেবাতে বিচার করিতে লাগিল। [৩] কিন্তু তাহার পুত্রগণ পিতার পথে না চলিয়া লোভানুগামী ছিল, ও উৎকোচ লইয়া বিচারে অন্যায় করিত। [৪] অতএব ইস্রায়েল্‌ বংশের প্রাচীনগণ একত্র

হইয়া রামতে শিমূয়েলের নিকটে আসিয়া [৫] তাহাকে কহিল, দেখ, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এবং তোমার পুত্রগণ তোমার পথে চলে না; অতএব ভিন্নজাতীয় তাবৎ লোকদের ন্যায় আমাদের বিচার করিতে তুমি আমাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত কর।

[৬] আমাদের বিচার করিতে এক রাজা নিযুক্ত কর, তাহাদের এই কথা শিমূয়েলের মন্দ বোধ হইল; তাহাতে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। [৭] তখন পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা ২ কহিল, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্য শুন; কেননা তাহারা যে তোমাকে ত্যাগ করিল তাহা নহে, বরং আমি যেন তাহাদের উপরে রাজত্ব না করি, এই অভিপ্রায়ে তাহারা আমাকেই ত্যাগ করিল। [৮] মিসরহইতে আমাদ্বারা তাহাদের আনয়ন দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা (আমার সহিত) যে রূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ইতর দেবগণের সেবা করণার্থে আমাকে ত্যাগ করিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ ব্যবহার তোমার সহিতও করিতেছে। [৯] তথাপি এখন তাহাদের বাক্য শুন; কিন্তু তাহাদের নিকটে অতি দৃঢ় রূপে আপন মত জানাও, এবং তাহাদের উপরে যে রাজত্ব করিবে, সেই রাজার রীতি তাহাদিগকে জ্ঞাত কর।

[১০] পরে শিমূয়েল্ রাজপ্রার্থনাকারি লোকসমূহের নিকটে পরমেশ্বরের এই সকল কথা কহিল। [১১] আরো কহিল, তোমাদের উপরে রাজত্বকারি রাজার এই রূপ রীতি হইবে; সে তোমাদের পুত্রগণকে লইয়া আপনার রথারূঢ় ও অশ্বারূঢ় সৈন্য করিবে, এবং তাহাদের কাহাকে ২ আপন রথের অগ্রে ধাবমান করাইবে। [১২] সে তাহাদিগকে আপনার সহস্রপতি ও পঞ্চাশৎপতি নিরূপণ করিবে, এবং আপন ভূমির কৃষি করণার্থে ও শস্য ছেদনার্থে এবং যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্ম্মাণ করণার্থে নিরূপণ করিবে। [১৩] এবং সে মোদককারিণী ও পাচিকা ও ভর্জ্জিকা করণার্থে তোমাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিবে। [১৪] এবং তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ লইয়া আপন ভৃত্যদিগকে দিবে। [১৫] এবং তোমাদের বীজের ও দ্রাক্ষার দশমাংশ লইয়া আপন গৃহাধ্যক্ষ ও ভৃত্যদিগকে দিবে। [১৬] এবং সে তোমাদের দাস ও দাসী ও সর্ব্বোত্তম যুব পুরুষ ও গর্দ্দভদিগকে লইয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। [১৭] সে তোমাদের মেষগণের দশমাংশ লইবে, ও তোমরা তাহার দাস হইবা। [১৮] সেই সময়ে তোমরা আপনাদের মনোনীত রাজা প্রযুক্ত বিলাপ করিবা; কিন্তু পরমেশ্বর সেই সময়ে তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না।

[১৯] তথাপি লোকেরা শিমূয়েলের বাক্য শুনিতে অসম্মত হইয়া কহিল, না ২, আমাদের এক জন রাজা হউক; [২০] তাহাতে আমরাও ভিন্নজাতীয় তাবৎ লোকের ন্যায় হইব; ও সেই রাজা আমাদের বিচার করিবে ও আমাদের অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিবে। [২১] তখন শিমূয়েল্ লোকদের সমস্ত কথা শুনিয়া পরমেশ্বরের কর্ণগোচরে নিবেদন করিল। [২২] তাহাতে পরমেশ্বর শিমূয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের নিমিত্তে এক জন রাজা স্থির কর; পরে শিমূয়েল্ ইস্রায়েল্ বংশকে কহিল, তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ নগরে যাও

৯ অধ্যায়।

১ শৌলের হারাণ গর্দ্দভী অনুসন্ধান করণ, ১১ ও শিমূয়েলের কাছে যাওন, ১৫ ও শৌলকে শিমূয়েলের ভোজন করাওন, ২৫ ও তাহাকে বিদায় করিতে তাহার সঙ্গে বাহিরে যাওন।

[১] ঐ সময়ে বিন্যামীন বংশীয় অফীহের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিখোরতের প্রপৌত্র সিরোরের পৌত্র অবীয়েলের পুত্র কীশ্ নামে বিক্রমশালী এক লোক ছিল; [২] এবং শৌল নামে তাহার এক পরম সুন্দর যুব পুত্র ছিল; ইস্রায়েল্ বংশে তদপেক্ষা সুন্দর কোন পুরুষ ছিল না, এবং সে অন্য সমস্ত লোকহইতে এক মস্তক দীর্ঘ ছিল। [৩] অপর ঐ শৌলের পিতা কীশের গর্দ্দভী সকল হারাণ হওয়াতে সে আপন পুত্র শৌলকে কহিল, তুমি এক জন দাসকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করিতে যাও। [৪] তাহাতে সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত দিয়া ভ্রমণ করিয়া শালিশা প্রদেশ দিয়া গমন করিল, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ পাইল না। পরে তাহারা শালীম্ প্রদেশ দিয়া গমন করিল; সেখানেও নাই। পরে সে বিন্যামীন্ দেশে গমন করিল, কিন্তু সেখানেও পাইল না। [৫] অনন্তর সূফ্ প্রদেশে উপস্থিত হইলে শৌল আপন সঙ্গি দাসকে কহিল, আইস, আমরা ফিরিয়া যাই; কি জানি আমার পিতা গর্দ্দভীদের জন্যে আর ভাবিত না হইয়া আমাদের জন্যে ভাবিত হন। [৬] তাহাতে সে কহিল, দেখ, এই নগরে ঈশ্বরের এক লোক থাকে; সে অতি মান্য, এবং যাহা ২ কহে সকলি সিদ্ধ হয়; অতএব আইস, আমরা এখন সেই স্থানে যাই; হয় তো সে আমাদের গন্তব্য পথ জানাইতে পারিবে। [৭] তখন শৌল দাসকে কহিল, দেখ, যদি আমরা যাই, তবে সে মানুষের কাছে

কি লইয়া যাইব? আমাদের পাত্রস্থ খাদ্যের শেষ হইয়াছে; ঈশ্বরের লোকের কাছে লইয়া যাইতে আমাদের উপঢৌকন নাই; আমাদের কাছে কি আছে? [৮] তাহাতে সে দাস শৌলকে প্রত্যুত্তর করিল, এই দেখ, আমার হস্তে এক শেকলের চতুর্থাংশ রূপা আছে; পথ জানাইবার জন্যে ঈশ্বরের লোককে ইহাই দিব। [৯] তাহাতে শৌল কহিল, উত্তম কহিলা; আইস, আমরা যাই। তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের লোকের নিবাসনগরে গমন করিল। [১০] পূর্ব্বকালে ইস্রায়েল বংশের মধ্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে হইলে লোকেরা এই রূপ কহিত, আইস, আমরা প্রদর্শকের নিকটে যাই; কেননা পূর্ব্বকালে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ প্রদর্শক নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

[১১] যখন তাহারা নগরে যাইতে ঊর্দ্ধগামি পথে গমন করিতেছিল, তখন জল তোলনার্থে বহির্গামিনী কএক যুবতিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই স্থানে কি প্রদর্শক থাকে? [১২] তাহারা কহিল, থাকে; দেখ, সে তোমাদের অগ্রে আছে; শীঘ্র গমন কর; ঐ টিকরস্থানের উপরে অদ্য লোকদের এক যজ্ঞ হইবে, এই জন্যে সে অদ্য নগরে আইল। [১৩] নগরমধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিবামাত্র টিকরস্থানোপরি ভোজনার্থে তাহার গমনের পূর্ব্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে; কেননা সে যাবৎ উপস্থিত না হইবে, তাবৎ লোকেরা ভোজন করিবে না, কারণ সে যজ্ঞদ্রব্যেতে আশীর্ব্বাদ করিলে পর নিমন্ত্রিতেরা ভোজন করিবে; অতএব এই ক্ষণে উঠিয়া যাও; এই সময়ে তাহাকে একাকী পাইবা। [১৪] তখন তাহারা নগরে যাইয়া নগরের মধ্যে উপস্থিত হইলে শিমূয়েল্ টিকরস্থানে গমনার্থে বাহির হইয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইল।

[১৫] এই শৌলের উপস্থিত হওনের পূর্ব্বদিবসে পরমেশ্বর শিমূয়েলের কর্ণগোচরে কহিয়াছিলেন, [১৬] কল্য এমত সময়ে আমি বিন্যামীন্ প্রদেশহইতে এক লোককে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব; তুমি তাহাকে আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের রাজত্বপদে অভিষিক্ত করিবা; সে পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে আমার প্রজাদিগকে রক্ষা করিবে; কেননা আমার প্রজাদের বিলাপ আমার কর্ণগোচর হওয়াতে আমি তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলাম। [১৭] পরে শিমূয়েল্ শৌলকে দেখিলে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি যাহার কথা তোমার কাছে কহিয়াছিলাম, এই দেখ সেই ব্যক্তি; এ ব্যক্তি আমার প্রজাদের উপরে শাসন করিবে। [১৮] তখন শৌল্ দ্বারমধ্যে শিমূয়েলের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিনয় করি, প্রদর্শকের গৃহ কোথায়? তাহা আমাকে বল। [১৯] তাহাতে শিমূয়েল্ শৌলকে উত্তর করিল, আমিই প্রদর্শক, আমার অগ্রে২ টিকরস্থানে আইস; অদ্য তোমরা আমার সহিত ভোজন কর; কল্য প্রত্যূষে আমি তোমাকে বিদায় করিব, এবং তোমার মনের সমস্ত কথা তোমাকে জ্ঞাত করিব। [২০] অদ্য তিন দিন হইল তোমার যে২ গর্দ্দভী হারাইয়াছে, তাহাদের জন্যে মনে ভাবিত হইও না; সে সকল পাওয়া গিয়াছে। আর ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের আকাঙ্ক্ষা কাহার প্রতি? কি তোমার প্রতি ও তোমার তাবৎ পিতৃবংশের প্রতি নয়? [২১] তাহাতে শৌল উত্তর করিল, এ কেমন? আমি বিন্যামীন্ বংশের লোক; ইস্রায়েল্ লোকদের মধ্যে সেই বংশ ক্ষুদ্র, এবং বিন্যামীন্ বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; তবে আপনি আমাকে কেন এই প্রকার কথা কহেন? [২২] পরে শিমূয়েল্ শৌলকে ও তাহার দাসকে লইয়া ভোজনশালায় গেল, এবং প্রায় ত্রিশ জন নিমন্ত্রিতের মধ্যে তাহাদিগকে উত্তম স্থানে বসাইল। [২৩] পরে শিমূয়েল্ পাচককে কহিল, আমি তোমাকে যে অংশ দিয়া আপনার নিকটে রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহা আন। [২৪] তাহাতে পাচক স্কন্ধ ও তাহার উপরে যাহা ছিল, তাহা শৌলের সম্মুখে স্থাপন করিলে শিমূয়েল্ কহিল, দেখ, ইহা রাখা গিয়াছিল, তুমি ইহা আপন সম্মুখে রাখিয়া ভোজন কর, কেননা আমি যে সময়ে লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তদবধি তোমার জন্যে ইহা রাখা গিয়াছে। তাহাতে সে দিবসে শৌল শিমূয়েলের সহিত ভোজন করিল।

[২৫] পরে তাহারা টিকরস্থানহইতে নগরে নামিলে শিমূয়েল্ ঘরের ছাতের উপরে শৌলের সহিত কথোপকথন করিল। [২৬] পরে তাহারা প্রভাতে উঠিলে শিমূয়েল্ অরুণোদয় সময়ে ঘরের ছাতের উপরে শৌলকে ডাকিয়া কহিল, উঠ, আমি তোমাকে বিদায় করি; তাহাতে শৌল উঠিলে সে ও শিমূয়েল দুই জন বাহিরে গেল। [২৭] পরে তাহারা নগরের প্রান্তভাগ দিয়া গমন করিতেছিল, এমত সময়ে শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল, তোমার দাসকে আমাদের অগ্রে২ যাইতে কহ; কিন্তু তুমি কিছু কাল দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করাই। তাহাতে দাস অগ্রে২ চলিল।

১০ অধ্যায়।

১ শৌলকে অভিষিক্ত করণ ও গৃহে যাওন সময়ের ঘটনা প্রকাশ করণ, ৯ ও শৌলের অন্য প্রকার মনুষ্য হওন, ১৪ ও মাতুলের কাছে শিমূয়েলের

কথা অপ্রকাশ করণ, ১৭ ও শৌল রাজার মনোনীত হওন ও তাহার বিষয়ে লোকদের প্রেম ও অপ্রেম।

১ অনন্তর শিমূয়েল্ তৈলশৃঙ্গ লইয়া তাহার মস্তকোপরি তৈল ঢালিল, এবং তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিল, পরমেশ্বর আপন অধিকারের অধ্যক্ষপদে কি তোমাকে অভিষেক করিলেন না? ২ অদ্য তুমি যখন আমার নিকটহইতে গমন করিবা, তৎকালে বিন্যামীনের সীমাস্থিত সেল্সহে রাহেলের কবরের নিকটে দুই জনকে পাইবা, তাহারা তোমাকে কহিবে, তুমি যে২ গর্দ্দভী অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলা, সেই সকল পাওয়া গিয়াছে; এবং দেখ, তোমার পিতা গর্দ্দভী বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, পুত্রের জন্যে কি করিব? ইহা বলিয়া তোমাদের জন্যে শোক করিতেছে। ৩ পরে তুমি তথাহইতে অগ্রসর হইয়া তাবোরের এলোন্ বৃক্ষের নিকটে আসিবা, সে স্থানে তিন ছাগবৎসবাহক এক জন, ও তিন রুটীবাহক এক জন, ও এক কুপা দ্রাক্ষারস বাহক এক জন, বৈথেলে ঈশ্বরের নিকটে গমনকারি এই তিন জনের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। ৪ তাহারা তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবে ও দুই রুটী দিবে, এবং তুমি তাহাদের হস্তহইতে তাহা গ্রহণ করিবা। ৫ পরে যেখানে পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদল আছে, এমত ঈশ্বরের পর্ব্বতে যাইবা, এবং তথাকার নগরে উপস্থিত হইলে নেবল ও তবল ও বাঁশী ও বীণা পুরঃসর টিকরস্থানহইতে আগমনকারি এক দল ভবিষ্যদ্বক্তার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারা ঈশ্বরীয় বাক্য কহিবে। ৬ তখন পরমেশ্বরের আত্মা তোমাতে আবির্ভূত হইবে, তাহাতে তুমিও তাহাদের সহিত ঈশ্বরীয় বাক্য কহিবা, এবং অন্য প্রকার মনুষ্য হইবা। ৭ এই সকল লক্ষণ তোমার প্রতি ঘটিলে তুমি উপস্থিত প্রয়োজনানুসারে করিবা, কেননা ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। ৮ পরে তুমি আমার অগ্রে২ গিল্গলে যাইবা; এবং দেখ, আমি হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিতে তোমার নিকটে যাইব; যাবৎ তোমার নিকটে না যাই ও তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে জ্ঞাত না করি, তাবৎ সপ্ত দিন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবা।

৯ পরে সে শিমূয়েলের নিকটহইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইলে ঈশ্বর তাহার অন্য অন্তঃকরণ দিলেন, এবং সেই দিনে ঐ সমস্ত লক্ষণ ঘটিল ১০ বিশেষতঃ তাহারা সেখানে পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে এক দল ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার সহিত মিলিল; তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা তাহাতে আবির্ভূত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে সেও ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল। ১১ তখন সে ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতেছে, ইহা দেখিয়া তাহার পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা পরস্পর কহিল, কীশের পুত্রের কি হইল? শৌলও কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে এক জন? ১২ তাহাতে তথাকার এক জন উত্তর করিল, তাহাদের পিতা কে? এই রূপে, শৌলও কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে এক জন? এই কথা লোকদের মধ্যে প্রচলিত দৃষ্টান্ত হইল। ১৩ পরে সে ঈশ্বরীয় বাক্য কথন সাঙ্গ করিয়া টিকরস্থানে গেল।

১৪ পরে শৌলের মাতুল তাহাকে ও তাহার দাসকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথায় গিয়াছিলা? সে কহিল, গর্দ্দভী অন্বেষণ করিতে; কিন্তু গর্দ্দভী কোন স্থানে নাই, ইহা দেখিয়া আমরা শিমূয়েলের নিকটে গমন করিলাম। ১৫ শৌলের মাতুল কহিল, বিনয় করি, শিমূয়েল্ তোমাদিগকে কি কহিল? তাহা আমাকে বল। ১৬ তাহাতে শৌল আপন মাতুলকে কহিল, সে আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কহিল, গর্দ্দভী সকল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজ্য বিষয়ের যে কথা শিমূয়েল্ কহিয়াছিল, তাহা সে তাহাকে বলিল না।

১৭ পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে মিস্পীতে পরমেশ্বরের নিকটে ডাকাইয়া ১৮ ইস্রায়েল্ বংশদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি ইস্রায়েল্ বংশকে মিসরদেশহইতে আনিয়াছি, এবং তোমাদের উপদ্রবকারি মিস্রীয় ও অন্যান্য রাজ্যস্থ লোকদের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি। ১৯ কিন্তু তোমাদের সমস্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কটহইতে উদ্ধারকারী যে তোমাদের ঈশ্বর, তোমরা তাঁহাকে অদ্য ত্যাগ করিলা, এবং তাঁহাকে কহিলা, আমাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত কর; অতএব তোমরা এখন আপন২ বংশানুসারে ও সহস্র২ দলানুসারে পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হও। ২০ পরে শিমূয়েল্ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে নিকটে আনাইলে বিন্যামীন্ বংশ নিশ্চিত হইল। ২১ এবং এক২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্ বংশকে নিকটে আনাইলে মট্রির গোষ্ঠী নিশ্চিত হইল, এবং তাহার মধ্যে কীশের পুত্র শৌল নিশ্চিত কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ২২ অতএব তাহারা পরমেশ্বরের নিকটে আরো ব্যক্তি কি এখন এই স্থানে আসিয়াছে? তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, সে সামগ্রীর মধ্যে লুক্কায়িত আছে। ২৩ পরে তাহারা দৌড়িয়া তথাহইতে তাহাকে আনিল। তাহাতে সে লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলে অন্য লোক অপেক্ষা এক মস্তক দীর্ঘ হইল। ২৪ পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, এই দেখ, পরমেশ্বরের

মনোনীত ব্যক্তি; লোকদের মধ্যে ইহার তুল্য কেহ নাই। তাহাতে লোকেরা জয়ধ্বনি করিয়া কহিল, রাজা চিরজীবী হউন। [২৫] পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে রাজনীতি কহিল, এবং তাহা পুস্তকে লিখিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে রাখিল; পরে শিমূয়েল্ তাবৎ লোককে আপন২ বাটীতে বিদায় করিল। [২৬] এবং শৌলও গিবিয়া নগরে আপন বাটীতে গমন করিল। পরে ঈশ্বর যাহাদের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিলেন, এমন এক দল সৈন্য তাহার সহিত গেল। [২৭] কিন্তু এই ব্যক্তি আমাদিগের কি উপকার করিবে? ইহা বলিয়া দুষ্ট লোকেরা তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উপঢৌকন দিল না; তথাপি সে বধিরের ন্যায় থাকিল।

১১ অধ্যায়।

১ নাহশের নিয়মকথা, ৪ ও শৌলের ও ইস্রায়েল বংশের প্রতি দূত প্রেরণ ও তাহাদ্বারা রক্ষা পাওন, ১২ ও শৌলের অভিষিক্ত হওন, ।

[১] পরে অম্মোনীয় নাহশ্ আসিয়া যাবেশ-গিলিয়দের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল; তাহাতে যাবেশের লোকেরা নাহশ্কে কহিল, তুমি আমাদের সহিত নিয়ম স্থির কর; আমরা তোমার সেবা করিব। [২] কিন্তু অম্মোনীয় নাহশ্ তাহাদিগকে এই উত্তর দিল, আমি তোমাদের সকলের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিয়া ইস্রায়েলের তাবৎ বংশে কলঙ্ক রাখিব, তোমাদের সহিত এই নিয়ম করিব। [৩] যাবেশের প্রাচীনেরা কহিল, তুমি সাত দিবস আমাদের প্রতি ক্ষান্ত থাক; আমরা ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ অঞ্চলে দূত প্রেরণ করি; তাহাতে কেহ যদি আমাদিগের উপকার না করে, তবে আমরা বাহির হইয়া তোমার নিকটে আসিব।

[৪] অপর দূতগণ শৌলের বাসস্থান গিবিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া লোকদের কর্ণগোচরে ঐ সংবাদ কহিল, তাহাতে তাবৎ লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। [৫] অপর শৌল ক্ষেত্রহইতে বলদের পশ্চাৎ২ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকদের কি হইল? তাহারা কেন রোদন করিতেছে? তাহাতে লোকেরা যাবেশের লোকদের ঐ সংবাদ তাহাকে কহিল। [৬] তখন ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র ঈশ্বরের আত্মা শৌলেতে আবির্ভূত হইলে তাহার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইল। [৭] এবং সে দুই বলদ লইয়া খণ্ড২ করিয়া দূতদ্বারা ইস্রায়েল্ দেশের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া কহিল, যে কেহ শৌলের ও শিমূয়েলের পশ্চাৎ না আসিবে, এই বলদের ন্যায় তাহার বলদের প্রতি করা যাইবে; তাহাতে পরমেশ্বরহইতে লোকদের ভয় উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে সম্মত হইয়া বাহির হইল। [৮] পরে বেষকেতে তাহাদিগকে গণনা করিলে ইস্রায়েল্ বংশের তিন লক্ষ ও যিহূদা বংশের ত্রিশ সহস্র লোক গণিত হইত। [৯] পরে তাহারা আগত দূতগণকে কহিল, তোমরা যাইয়া যাবেশ্-গিলিয়দের লোকদিগকে কহ, কল্য প্রখর রৌদ্র হওন সময়ে তোমরা উপকার পাইবা; তাহাতে দূতগণ আসিয়া যাবেশের লোকদিগকে ঐ সমাচার কহিলে তাহারা আনন্দিত হইল। [১০] পরে যাবেশের লোকেরা কহিল, কল্য আমরা তোমাদের নিকটে বাহির হইয়া আসিব; তাহাতে তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল হয়, তাহা আমাদের প্রতি করিবা। [১১] পরদিবসে শৌল আপন লোকদিগকে তিন দল করিয়া বেলা এক প্রহরের মধ্যে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রচণ্ড রৌদ্র হওন পর্য্যন্ত অম্মোনীয়দিগকে সংহার করিল; তাহাতে তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা এমত ছিন্নভিন্ন হইল, যে দুই জন এক স্থানে থাকিল না।

[১২] পরে লোকেরা শিমূয়েল্কে কহিল, শৌল কি আমাদের উপরে রাজা হইবে? এই কথা কে২ কহিয়াছে? সেই মনুষ্যদিগকে আন, আমরা তাহাদিগকে বধ করি। [১৩] তাহাতে শৌল কহিল, অদ্য কাহাকেও বধ করা যাইবে না, কেননা অদ্য পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশকে রক্ষা করিলেন। পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, আইস, আমরা গিল্গলে যাইয়া সেখানে রাজ্য পুনর্ব্বার স্থির করি। [১৫] পরে তাবৎ লোক গিল্গলে গিয়া সেই স্থানে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে শৌলকে রাজ্যে অভিষেক করিল, এবং সে স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল, এবং শৌল ও ইস্রায়েলের তাবৎ মনুষ্য সেখানে মহা আনন্দ করিল।

১২ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের নির্দ্দোষ হওন, ৬ ও লোকদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ১৬ ও শস্যচ্ছেদনের সময়ে মেঘগর্জ্জনদ্বারা তাহাদের ভীত হওন, ২০ ও শিমূয়েলের তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দেওন।

[১] পরে শিমূয়েল্ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে কহিল, দেখ, তোমরা আমাকে যাহা২ কহিলা, আমি তোমাদের সেই সমস্ত কথা শুনিয়া তোমাদের উপরে এক জনকে রাজা করিলাম। [২] এই দেখ, রাজা তোমাদের সম্মুখবর্ত্তী আছে; আমি বৃদ্ধ ও পক্ককেশ হইলাম; আর দেখ, আমার পুত্রগণ তোমাদের সহিত আছে, এবং আমি বালককালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আসিতেছি। [৩] দেখ, আমি

এই স্থানে আছি; তোমরা পরমেশ্বরের বা তাঁহার অভিষিক্তের সাক্ষাতে আমার বিষয়ে প্রমাণ দেও, আমি কাহার গোরু লইয়াছি? কাহার বা গর্দ্দভ লইয়াছি? কাহার প্রতি বা অন্যায় করিয়াছি? কাহার উপরে বা দৌরাত্ম্য করিয়াছি? কিম্বা আপন চক্ষু অন্ধ করিতে কাহার হস্তহইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছি? আমি তোমাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিব। [৪] তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রতি অন্যায় করেন নাই, ও দৌরাত্ম্য করেন নাই, ও কাহারো হস্তহইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। [৫] পরে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার হস্তে (পরের) কোন দ্রব্য পাও নাই, ইহাতে পরমেশ্বর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তি অদ্য সাক্ষী আছেন। তাহারা উত্তর করিল, সাক্ষী আছেন।

[৬] পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, সেই পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণ্‌কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসর্‌দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। [৭] তোমরা এখন দাঁড়াও; পরমেশ্বর তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি যে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে আমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের সহিত বিবেচনা করিব। [৮] যাকুব্ মিসর্‌দেশে আইলে পরে যখন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল, তখন পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে প্রেরণ করিলেন; তাহাতে তাহারা মিসরহইতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিল, এবং এই স্থানে তাহাদিগকে বাস করাইল। [৯] পরে লোকেরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলে তিনি হাৎসোরের সেনাপতি সীষিরার ও পিলেস্টীয়দের ও মোয়াবীয় রাজার হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন; তাহাতে তাহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল। [১০] পরে তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমরা পাপ করিলাম, আমরা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বাল্ দেবগণের ও অস্তারোৎ দেবীগণের সেবা করিলাম; কিন্তু এখন তুমি শত্রুহস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, তাহাতে আমরা তোমার সেবা করিব। [১১] পরে পরমেশ্বর যিরুব্বাল্‌কে ও বারক্‌কে ও যিপ্তহকে ও শিম্শোন্‌কে প্রেরণ করিয়া তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুহস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন; তাহাতে তোমরা নিরাপদে বাস করিলা। [১২] পরে অম্মোন্ বংশীয় রাজা নাহশ্ তোমাদের প্রতিকূলে বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা দেখিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের রাজা হইলেও তোমরা আমাকে কহিলা, না, না, কিন্তু কোন রাজা আমাদের উপরে রাজত্ব করুক। [১৩] অতএব এই দেখ, তোমাদের মনোনীত ও প্রার্থিত রাজা; দেখ, পরমেশ্বর তোমাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিলেন। [১৪] আর তোমরা যদি পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহারি কথা শুন, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, তবে তোমরা এবং তোমাদের উপরে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত রাজা, উভয়ে প্রভু পরমেশ্বরের অনুবর্ত্তী হও। [১৫] কিন্তু যদি পরমেশ্বরের কথা না শুন ও পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে পরমেশ্বর যেমন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিকূল ছিলেন, তদ্রূপ তোমাদেরও প্রতিকূল হইবেন।

[১৬] এখন তোমরা দাঁড়াও; পরমেশ্বর তোমাদের সাক্ষাতে যে মহাকর্ম্ম করিবেন, তাহা দেখ। [১৭] অদ্য কি গোমশস্য ছেদনের সময় নয়? আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিব; তাহাতে তিনি মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি করিলে তোমরা রাজপ্রার্থনা করাতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অতি দুষ্টতা করিয়াছ, ইহা দেখিয়া বুঝিবা। [১৮] পরে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর ঐ দিবসে মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি করিলেন; তাহাতে সমস্ত লোক পরমেশ্বরহইতে ও শিমূয়েল্‌হইতে অতিশয় ভীত হইল। [১৯] এবং সমস্ত লোক শিমূয়েল্‌কে কহিল, আমরা যেন না মরি, এই জন্যে তুমি আপন দাসদের নিমিত্তে আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, কেননা আমরা রাজপ্রার্থনা করাতে পাপের উপরে পাপ করিয়াছি।

[২০] পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, যদ্যপি তোমরা এই সমস্ত দুষ্টতা করিয়াছ, তথাপি ভয় করিও না; কিন্তু কোন মতে পরমেশ্বরের পশ্চাদ্‌গমনে নিবৃত্ত না হইয়া আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের সেবা কর। [২১] এবং অসার দেবগণের অনুবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী হইও না; তাহারা উপকার ও রক্ষা করণে অক্ষম, কেননা তাহারা অসার। [২২] পরমেশ্বর আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে পরমেশ্বরের মনোভিলাষ আছে। [২৩] এবং আমি যে তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করণদ্বারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি, এমত না হউক; আমি তোমাদিগকে উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা করাইব। [২৪] তোমরা কেবল পরমেশ্বরকে ভয় কর, ও আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সত্যরূপে তাঁহার সেবা কর, এবং তিনি তোমাদের জন্যে যে ২ মহৎকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা কর। নতুবা যদি

তোমরা নিতান্ত মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হইবা।

১৩ অধ্যায়।

১ তিন সহস্র লোককে শৌলের মনোনীত করণ, ৫ ও যুদ্ধ করিতে পিলেষ্টীয়দের একত্র হওন, ৮ ও শিমূয়েল্ উপস্থিত না হইলে শৌলের হোম করণ, ১১ ও শৌলের প্রতি শিমূয়েলের অনুযোগ, ১৭ ও পিলেষ্টীয়দের তিন দলের কথা, ১৯ ও ইস্রায়েলের মধ্যে কর্ম্মকারের অভাব।

[১] শৌল এক বৎসর রাজ্য করিয়াছিল; পরে আর দুই বৎসর ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজত্ব করণানন্তর [২] শৌল ইস্রায়েল্ বংশের তিন সহস্র সৈন্য মনোনীত করিল; তাহার দুই সহস্র মিক্মসে ও বৈথেল্ পর্ব্বতে শৌলের সহিত থাকিল; এবং এক সহস্র বিন্যামীন্ প্রদেশস্থ গিবিয়াতে যোনাথনের সহিত থাকিল; এবং অন্য সকল লোককে সে আপন২ বাসস্থানে বিদায় করিল। [৩] পরে যোনাথন্ গেবাস্থিত পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদল জয় করিলে পিলেষ্টীয়েরা তাহা শুনিল; তাহাতে শৌল দেশের সর্ব্বত্র তূরী ঘোষণা করাইয়া কহিল, ইব্রীয় লোকেরা শুনুক। [৪] তাহাতে পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদল শৌলদ্বারা পরাজিত হওয়াতে ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইল, এই কথা তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক শুনিল; পরে লোকেরা শৌলের পশ্চাৎ গিল্গলে একত্র হইল।

[৫] অপর পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে ত্রিশ সহস্র রথকে ও ছয় সহস্র অশ্বারূঢ়কে ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোকদিগকে একত্র করিল; তাহারা আসিয়া বৈথাবনের মিক্মসে শিবির স্থাপন করিল। [৬] তাহাতে উপদ্রব প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ লোকেরা আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া গুহাতে ও ঝোপে ও পর্ব্বতে ও উচ্চ স্থানে ও গর্ত্তে লুক্কায়িত হইল। [৭] এবং ইব্রীয়দের কেহ২ যর্দ্দন্ পার হইয়া গাদ্ ও গিলিয়দ্ দেশে গেল, এবং শৌল সেই পর্য্যন্ত গিল্গলে থাকিল; কিন্তু তাহার পশ্চাদ্গামি লোক সকল কম্পান্বিত হইল।

[৮] পরে শৌল শিমূয়েলের নিরূপিত কালানুসারে সাত দিবস গৌণ করিল; কিন্তু শিমূয়েল্ গিল্গলে আগমন না করাতে লোকেরা তাহার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইলে [৯] শৌল কহিল, এই স্থানে আমার নিকটে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি আন; পরে সে হোমবলি উৎসর্গ করিল। [১০] হোমবলি উৎসর্গ সমাপ্ত করিবামাত্র শিমূয়েল্ উপস্থিত হইল; তাহাতে শৌল তাহাকে নমস্কার করণার্থে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

[১১] পরে শিমূয়েল্ কহিল, তুমি কি করিলা? শৌল উত্তর করিল, লোকেরা আমার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, এবং নিরূপিত দিবসের মধ্যে তুমিও আইস নাই, এবং পিলেষ্টীয়েরা মিক্মসে একত্রীভূত আছে, ইহা দেখিয়া [১২] আমি কহিলাম, পিলেষ্টীয়েরা এখনি নামিয়া গিল্গলে আমার নিকটে আসিবে, কিন্তু আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করি নাই; এই জন্যে আমি সাহস বাঁধিয়া হোমবলি উৎসর্গ করিলাম। [১৩] তাহাতে শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল, তুমি অজ্ঞান লোকের কর্ম্ম করিলা; তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা পালন করিলা না; করিলে পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের উপরে তোমার রাজত্ব সদাকাল পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিতেন। [১৪] এখন তোমার রাজ্য স্থির থাকিবে না; পরমেশ্বর আপন মনের মত এক জনকে নিশ্চয় করিয়া আপন লোকদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন, কেননা পরমেশ্বর তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি পালন কর নাই [১৫] পরে শিমূয়েল্ উঠিয়া গিল্গলহইতে বিন্যামীনের গিবিয়াতে প্রস্থান করিল; তখন শৌল গণনা করিয়া ছয় শত লোক আপনার নিকটে বর্ত্তমান পাইল। [১৬] শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ ও তাহাদের নিকটে বর্ত্তমান লোকেরা বিন্যামীনের গিবিয়াতে থাকিল, এবং পিলেষ্টীয়েরা মিক্মসে শিবির স্থাপন করিয়া থাকিল।

[১৭] পরে পিলেষ্টীয়দের শিবিরহইতে তিন দল বিনাশক সৈন্য নির্গত হইল, তাহার এক দল অফ্রার পথে গমন করিয়া শিয়াল্ প্রদেশে গেল। [১৮] এবং অন্য দল বৈথোরোণের পথের প্রতি ফিরিল; এবং আর এক দল সিবোয়িম্ উপত্যকাভিমুখ সীমার পথ দিয়া প্রান্তরের দিগে গেল।

[১৯] ঐ সময়ে ইস্রায়েলের তাবৎ দেশে কর্ম্মকার ছিল না; কারণ পিলেষ্টীয়েরা কহিল, পাছে ইব্রীয় লোকেরা আপনাদের জন্যে খড়্গ ও বড়্শা নির্ম্মাণ করে। [২০] অতএব ইস্রায়েলের তাবৎ লোক আপন২ ফাল বা ছুরিকা বা কুড়ালি বা কোদালি শাণ দিতে পিলেষ্টীয়দের নিকটে যাইত। [২১] ফলতঃ তাহাদের ফাল বা ছুরিকা বা বিদা বা কুড়ালির ধার ভোঁতা হইলে, কিম্বা কোন অস্ত্রের কাঁটা সারাইতে হইলে তথায় যাইতে হইত। [২২] এই জন্যে যুদ্ধসময়ে শৌলের ও যোনাথনের সঙ্গি লোকদের হস্তে

খড়্গ বা বড়শা ছিল না, কেবল শৌলের ও তাহার পুত্র যোনাথনের হস্তে ছিল। [২৩] পরে পিলেষ্টীয়দের এক দল সৈন্য মিক্‌মসের ঘাটে বাহির হইয়া আইল।

১৪ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদলের প্রতি যোনাথনের আক্রমণ, ৪ ও সৈন্যদলের পরাজয়ের কথা, ১৯ ও পরাস্ত লোকদের পশ্চাৎ যাইতে লোকদের একত্র হওন, ২৪ ও শৌলের শপথ ও যোনাথনদ্বারা তাহার লঙ্ঘন, ৩১ ও রক্তের সহিত মাংস ভোজনে লোকদের দোষের কথা, ৩৬ ও লোকদের দ্বারা যোনাথনের রক্ষা, ৪৬ ও শৌলের নানা কর্ম্ম, ৪৯ ও শৌলের বংশাবলি।

[১] এক দিবস শৌলের পুত্র যোনাথন্ আপন অস্ত্রবাহক যুবকে কহিল, আইস, আমরা চলিয়া ওদিগে স্থিত পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদলের নিকটে যাই; কিন্তু সে এই কথা আপন পিতাকে জ্ঞাত করিল না। [২] তৎকালে শৌল গিবিয়ার প্রান্তভাগে মিগ্রোণস্থ এক দাড়িম্ব বৃক্ষের তলে ছিল, এবং তাহার সঙ্গে প্রায় ছয় শত লোক ছিল। [৩] সেই সময়ে যে এলি শীলোতে পরমেশ্বরের যাজক হইয়াছিল, তাহার প্রপৌত্র পীনিহসের পৌত্র ঈখাবোদের ভ্রাতা অহীটূবের পুত্র যে অহিয় সে এফোদ্ বস্ত্রধারী ছিল; এবং যোনাথন্ যে বাহির হইয়া গিয়াছে, এ কথা লোকেরা অবগত ছিল না।

[৪] অপর যোনাথন্ যে ঘাট দিয়া পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদলের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিল, সেই ঘাটের মধ্যস্থলে এক পার্শ্বে শৃঙ্গাকার এক পর্ব্বত, এবং অন্য পার্শ্বে শৃঙ্গাকার অন্য পর্ব্বত ছিল; তাহার একের নাম বোৎসেস্ ও অন্যের নাম সেনি। [৫] তাহার মধ্যে এক স্তম্ভাকৃতি শৃঙ্গ মিক্‌মসের অভিমুখ উত্তর দিগে ও দ্বিতীয় গিবিয়ার অভিমুখ দক্ষিণ দিগে ছিল। [৬] পরে যোনাথন্ আপন অস্ত্রবাহক যুবকে কহিল, আইস, আমরা পার হইয়া ঐ অচ্ছিন্নত্বকদের সৈন্যদলের নিকটে যাই; হইতে পারে পরমেশ্বর আমাদের সাহায্য করিবেন; কেননা অনেকের দ্বারা অল্পের দ্বারা উদ্ধার করা পরমেশ্বরের দুষ্কর নহে। [৭] তাহাতে তাহার অস্ত্রবাহক কহিল, তোমার মনে যাহা লয়, সে সকল কর; অগ্রসর হও, আমি তোমার মনের বাঞ্ছানুসারে তোমার সহিত আছি। [৮] তাহাতে যোনাথন্ কহিল, দেখ, আমরা চলিয়া এই লোকদের নিকটে যাইয়া আপনাদিগকে প্রকাশ করি। [৯] তাহাতে তাহারা যদি আমাদিগকে কহে, যাবৎ আমরা তোমাদের নিকটে না আইসি, তাবৎ বিলম্ব কর; তবে আমরা আপনাদের স্থানে থাকিব, তাহাদের কাছে উঠিয়া যাইব না। [১০] কিন্তু আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস, এমত কথা যদি কহে, তবে আমরা উঠিয়া যাইব, কেননা পরমেশ্বর আমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন; আর ইহা আমাদের চিহ্ন হইবে। [১১] পরে তাহারা দুই জন পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদলের নিকটে আপনাদিগকে দেখাইলে পিলেষ্টীয়েরা কহিল, ঐ দেখ, ইব্রীয় লোকেরা যে২ গর্ত্তে লুক্কায়িত ছিল, তাহাহইতে এখন বাহির হইতেছে। [১২] অপর সেই সৈন্যদলের লোকেরা যোনাথন্‌কে ও তাহার অস্ত্রবাহককে কহিল, আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস, আমরা তোমাদিগকে কিছু জানাইব। তাহাতে যোনাথন্ আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, তুমি আমার পশ্চাৎ আইস, পরমেশ্বর ইহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তগত করিবেন। [১৩] পরে যোনাথন্ হস্তপাদদ্বারা উপরে উঠিয়া গেল, এবং তাহার অস্ত্রবাহক তাহার পশ্চাৎ গেল; তাহাতে লোকেরা যোনাথনের অগ্রে২ পতিত হইতে লাগিল, এবং তাহার অস্ত্রবাহক তাহার পশ্চাৎ বধ করিতে লাগিল। [১৪] যোনাথনের ও তাহার অস্ত্রবাহকের এই যুদ্ধে প্রথমে এক যোড়া বলদের চাস যোগ্য এক বিঘার অর্দ্ধেক ভূমিতে প্রায় বিংশতি জন হত হইল। [১৫] তাহাতে ক্ষেত্রস্থ শিবিরমধ্যে ও তাবৎ লোকের মধ্যে কম্প হইল, এবং সৈন্যদল ও লুটকারিরাও কম্পান্বিত হইল, ও ভূমিকম্প হইল, এই রূপে ঈশ্বরকৃত মহাত্রাস হইল। [১৬] এবং শত্রুসমূহ ভীত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ইহা বিন্যামীনের গিবিয়াস্থিত শৌলের প্রহরিগণ দেখিল। [১৭] তখন শৌল আপন সঙ্গি লোকদিগকে কহিল, আমাদের মধ্যহইতে কে গিয়াছে? তাহা গণনা করিয়া দেখ; পরে তাহারা লোকদিগকে গণনা করিলে যোনাথন্ ও তাহার অস্ত্রবাহক নাই, ইহা দেখা গেল। [১৮] সেই সময়ে ঈশ্বরের সিন্দুক ইস্রায়েল বংশের মধ্যে ছিল, অতএব শৌল অহিয়কে কহিল, ঈশ্বরের সিন্দুক এই স্থানে আন।

[১৯] অপর শৌল যাজকের সহিত কথা কহিতেছিল, ইত্যবসরে পিলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্যে উত্তরোত্তর কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাহাতে শৌল যাজককে কহিল, নিবৃত্ত হও। [২০] পরে শৌল ও তাহার সঙ্গি লোকেরা একত্র হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করিল; তাহাতে শত্রুগণ পরস্পর খড়্গাঘাত করাতে মহাকোলাহল হইতেছে, ইহা দেখিল। বিশেষতঃ যে সকল ইব্রীয় লোক পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকস্থ দেশহইতে আসিয়া পিলেষ্টীয়দের সহিত শিবিরে ছিল,

তাহারাও শৌলের ও যোনাথনের সঙ্গে ইস্রায়েলের পক্ষ হইল। [২২] এবং যে২ ইস্রায়েল লোকেরা ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে লুক্কায়িত ছিল, তাহারাও পিলেষ্টীয়দের পলায়ন সংবাদ শ্রবণে যুদ্ধ করিতে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। [২৩] তাহাতে বৈথাবন্ পর্য্যন্ত যুদ্ধ উপস্থিত হইল; এই প্রকারে পরমেশ্বর ঐ দিবসে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিলেন।

[২৪] ঐ দিবসে ইস্রায়েল লোকেরা অতিশয় ক্লিষ্ট হইল, কারণ শৌল লোকদিগকে এই দিব্য করাইয়াছিল, সায়ংকালের পূর্ব্বে যে কেহ অন্ন ভোজন করিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে; আমি এবার আপন শত্রুগণের প্রতীকার করিব। এই জন্যে তাবৎ লোক অন্ন স্পর্শও করিল না। [২৫] পরে সকলে বনমধ্যে গেলে মৃত্তিকার উপরে মধু দেখিল। [২৬] সেই স্থানে মধুপ্রবাহ থাকিলেও বনে প্রবিষ্ট লোকেরা ঐ শপথকে ভয় করিয়া কেহ মুখে হস্ত তুলিল না। [২৭] কিন্তু তাহার পিতা লোকদিগকে যে দিব্য করাইয়াছিল, যোনাথন্ তাহা শ্রবণ না করাতে আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্র এক মধুর চাকে ডুবাইয়া মুখে হস্ত তুলিল; তাহাতে তাহার চক্ষু প্রসন্ন হইল। [২৮] তখন লোকদের মধ্যে এক জন কহিল, তোমার পিতা শপথদ্বারা লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছে, যে জন অদ্য খাদ্য ভোজন করিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে; কিন্তু লোক সকল ক্লান্ত হইল। [২৯] যোনাথন্ কহিল, আমার পিতা লোকদিগকে দুঃখ দিয়াছে; বিনয় করি, দেখ, এই মধুর কিঞ্চিৎ আস্বাদ করাতে আমার চক্ষু কেমন প্রসন্ন হইল। [৩০] অতএব শত্রুদের স্থানে প্রাপ্ত লুটদ্রব্যহইতে লোকেরা অদ্য যদি যথেষ্ট আহার করিতে পাইত, তবে এখন পিলেষ্টীয়দের মধ্যে কত বড় সংহার না হইত?

[৩১] ঐ দিবসে তাহারা মিক্মস্ অবধি অয়ালোন্ পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয়দিগকে বধ করিল; তাহাতে লোকেরা অতিশয় ক্লান্ত হইল। [৩২] পরে লোকেরা লুটদ্রব্যের প্রতি দৌড়িয়া মেষ ও গোরু ও বাছুর ধরিয়া মৃত্তিকাতে বধ করিয়া রক্তশুদ্ধ মাংস ভোজন করিতে লাগিল। [৩৩] তাহাতে তাহারা শৌলকে কহিল, দেখ, লোকেরা রক্তশুদ্ধ মাংস ভোজনদ্বারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিতেছে। তাহাতে সে কহিল, তোমরা আজ্ঞালঙ্ঘন করিতেছ; আমার নিকটে একেবারে এক খান বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া আন। [৩৪] শৌল আরো কহিল, তোমরা লোকদের মধ্যে২ যাইয়া তাহাদিগকে কহ, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ গোরু ও মেষ আমার নিকটে আনিয়া এই স্থানে মারিয়া ভোজন কর; রক্তের সহিত মাংস ভোজনদ্বারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিও না; তাহাতে প্রত্যেক জন আপন২ গোরু সঙ্গে করিয়া সেই রাত্রিতে আনিয়া সেই স্থানে বধ করিল।

এবং শৌল পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করিল; পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহার কৃত ঐ প্রথম বেদি হইল।

[৩৬] পরে শৌল কহিল, আইস, আমরা এই রাত্রিতে পিলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ যাইয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত তাহাদের দ্রব্য লুট করি, ও তাহাদের এক জনকেও অবশিষ্ট না রাখি। তাহাতে তাহারা কহিল, তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। পরে যাজক কহিল, আইস, আমরা এই স্থানে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই। [৩৭] পরে শৌল ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসিল, আমি কি পিলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমন করিব? তুমি কি তাহাদিগকে ইস্রায়েল বংশের হস্তে সমর্পণ করিবা? কিন্তু সে দিবসে তিনি তাহাকে উত্তর দিলেন না। [৩৮] তখন শৌল কহিল, হে লোকদের অধ্যক্ষ সকল, তোমরা নিকটে আইস, এবং অদ্যকার এই অপরাধ কিসে হইল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। [৩৯] আমি ইস্রায়েলের উদ্ধারকারি পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, এই পাপ যদ্যপি আমার পুত্র যোনাথন্ করিয়া থাকে, তবে সেও অবশ্য মরিবে। ইহাতে লোকদের মধ্যে কেহ তাহাকে উত্তর দিল না। [৪০] পরে সে তাবৎ ইস্রায়েল বংশকে কহিল, তোমরা এক দিগে থাক, এবং আমি ও আমার পুত্র যোনাথন্ অন্য দিগে থাকি। তাহাতে লোকেরা শৌলকে কহিল, তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। [৪১] পরে শৌল ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে কহিল, যথার্থ বাঁট দিউন; তাহাতে শৌল ও যোনাথন্ বাঁটে উঠিল, কিন্তু লোকেরা মুক্ত হইল। [৪২] পরে শৌল কহিল, আমার ও আমার পুত্র যোনাথনের মধ্যে গুলিবাঁট কর; তাহাতে যোনাথন্ বাঁটে উঠিল। [৪৩] তখন শৌল যোনাথন্কে কহিল, তুমি কি করিয়াছ? তাহা আমাকে কহ। যোনাথন্ কহিল, আমি আপন হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা অল্প মধু লইয়া আস্বাদ করিয়াছিলাম; দেখ, আমি মরিতে প্রস্তুত আছি। [৪৪] শৌল কহিল, ঈশ্বর অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন; হে যোনাথন্, তুমি অবশ্য মরিবা। [৪৫] কিন্তু লোকেরা শৌলকে কহিল, ইস্রায়েল বংশের এমত মহা উদ্ধারকারী যোনাথন্ কি মরিবে? এমত না হউক, পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে তাহার মস্তকের এক কেশও মৃত্তিকাতে পড়িবে না, কেননা সে অদ্য ঈশ্বরের সহিত কৃতকার্য্য হইল। এই রূপে লোকেরা যোনাথন্কে রক্ষা করাতে তাহার মৃত্যু হইল না।

[৪৬] পরে শৌল পিলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া আইল, এবং পিলেষ্টীয়েরা আপন২ স্থানে গমন করিল। [৪৭] শৌল ইস্রায়েল্ বংশের রাজ্য গ্রহণ করিলে পর আপন চতুর্দ্দিকস্থিত সমস্ত শত্রুগণের অর্থাৎ মোয়াবীয়দের ও অম্মোন্ বংশীয়দের ও ইদোমীয়দের ও সোবার রাজগণের ও পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং সে যে দিগে যাইত সেই দিগে জয়ী হইত। [৪৮] এই রূপে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অমালেকীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া লুটকারিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে উদ্ধার করিল।

[৪৯] যোনাথন্ ও যিশ্বি ও মল্কিশূয় নামে শৌলের তিন পুত্র ছিল; এবং তাহার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠার নাম মেরব্, ও কনিষ্ঠার নাম মীখল্ ছিল। [৫০] এবং অহীনোয়ম্ নামে অহীমাসের কন্যা তাহার ভার্য্যা ছিল; এবং শৌলের পিতৃব্য নেরের পুত্র অবনের নামে তাহার সেনাপতি ছিল। [৫১] এবং শৌলের পিতা কীশ্, ও অবনেরের পিতা নের, এই উভয়ে অবীয়েলের পুত্র ছিল। [৫২] শৌলের যাবজ্জীবন পিলেষ্টীয়দের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইত, এই জন্যে শৌল কোন বীর্য্যবান ও যোদ্ধা লোককে দেখিলে আপনার নিকটে গ্রহণ করিত।

১৫ অধ্যায়।

১ অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে শৌলকে প্রেরণ, ৬ ও কেনীয়দের প্রতি তাহার অনুগ্রহ ও অমালেকীয়দের প্রতি নিগ্রহ, ১০ ও শৌলের ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন. ২৪ ও আজ্ঞালঙ্ঘন প্রযুক্ত শিমূয়েল্দ্বারা তাহার দণ্ড প্রকাশ, ৩২ ও অগাগকে বধ করণ, ৩৪ ও শিমূয়েলের গৃহে গমন।

[১] অপর শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল, পরমেশ্বর আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে তোমাকে রাজত্বপদে অভিষেক করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব এখন তুমি পরমেশ্বরের কথা শুন। [২] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল্ লোকদের সহিত অমালেক যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, অর্থাৎ মিসরহইতে তাহাদের আগমন কালে সে পথের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান আমি করিলাম। [৩] এখন তুমি যাইয়া অমালেকীয়দিগকে আঘাত কর ও তাহাদের সর্ব্বস্ব বর্জিতরূপে বিনষ্ট কর, তাহাদের প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিও না; তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ ও বালক ও স্তনপায়ি শিশু এবং গোরু ও মেষ ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ কর। [৪] পরে শৌল টিলায়ীমে লোকদিগকে ডাকাইয়া গণনা করিল; তাহাতে দুই লক্ষ পদাতিক ও যিহূদার দশ সহস্র লোক হইল। [৫] পরে শৌল অমালেকীয়দের নগরে আসিয়া নিম্ন ভূমিতে লুক্কায়িত থাকিল।

[৬] তখন শৌল কেনীয়দিগকে কহিল, তোমরা উঠিয়া স্থানান্তরে যাও, অমালেকীয়দের মধ্যহইতে প্রস্থান কর, নতুবা আমি তাহাদের সহিত তোমাদিগকেও বিনষ্ট করিব; কিন্তু মিসরহইতে ইস্রায়েল্ বংশের আগমন কালে তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছ; পরে কেনীয়েরা অমালেকীয়দের মধ্যহইতে প্রস্থান করিল। [৭] পরে শৌল হবীলা অবধি মিসরের সম্মুখস্থ শূরে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত অমালেকীয়দিগকে পরাজয় করিল। [৮] সে অমালেকীয়দের অগাগ্ রাজাকে জীবৎ ধরিল, এবং সমস্ত লোককেই খড়্গের ধারেতে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [৯] কিন্তু শৌল ও লোকেরা অগাগের প্রতি এবং উত্তম২ মেষ ও গোরুর প্রতি ও পুষ্টপশু ও মেষশাবকগণের প্রতি ও তাবৎ উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করাতে সেই সকল বর্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে সম্মত হইল না; কিন্তু যে কিছু মন্দ ও অকর্ম্মণ্য, তাহাই বর্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

[১০] পরে শিমূয়েলের প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [১১] আমি শৌলকে যে রাজত্ব দিয়াছি তন্নিমিত্তে আমার অনুতাপ হইতেছে, যেহেতুক সে আমাহইতে পরাঙ্মুখ হইল, আমার বাক্য সফল করিল না। তাহাতে শিমূয়েল্ শোকান্বিত হইয়া সমস্ত রাত্রি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। [১২] অপর শিমূয়েল্ শৌলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রত্যূষে উঠিলে শিমূয়েলের প্রতি ইহা উক্ত হইল, দেখ, শৌল কর্ম্মিলে আসিয়া জয়স্তম্ভ প্রস্তুত করাইল, পরে তথাহইতে ফিরিয়া গিল্গলে নামিয়া গেল। [১৩] শিমূয়েল্ শৌলের নিকটে আইলে শৌল তাহাকে কহিল, আপনি পরমেশ্বরেতে ধন্য; আমি পরমেশ্বরের বাক্য সফল করিয়াছি। [১৪] তাহাতে শিমূয়েল্ কহিল, তবে মেষের রব কেন আমার কর্ণগোচর হইতেছে? ও কেন আমি গোরুর ডাক শুনিতেছি? [১৫] শৌল কহিল, লোকেরা উত্তম২ গোরু ও মেষের প্রতি দয়া করাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদানার্থে অমালেকীয়দের হইতে তাহা আনিয়াছে; কিন্তু আমরা অবশিষ্ট সকলকে বর্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছি। তখন শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল, শুন, গত রাত্রিতে পরমেশ্বর আমাকে যাহা কহিলেন, তাহা তোমাকে কহি। সে কহিল, কহুন। [১৭] পরে শিমূয়েল্ কহিল, বল দেখি, যে সময়ে তুমি আপন দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলা, তখন কি ইস্রায়েল্ বংশদের প্রধান

হইলা না? এবং পরমেশ্বর কি তোমাকে ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন না? ১৮ পরে পরমেশ্বর তোমাকে যুদ্ধযাত্রাতে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যাও, এই পাপিষ্ঠ অমালেকীয়দিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর; এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। ১৯ অতএব তুমি পরমেশ্বরের কথা না শুনিয়া কেন লুটের উপরে পড়িয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়াছ? ২০ শৌল শিমূয়েল্কে কহিল, আমি তো পরমেশ্বরের বাক্য শুনিয়াছি, এবং যে যাত্রা করিতে পরমেশ্বর আমাকে পাঠাইয়াছেন সেই যাত্রা করিয়াছি, এবং অমালেকের রাজা অগাগ্কে আনিয়াছি, ও অমালেকীয়দিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছি। ২১ কিন্তু লোকেরা গিল্গলে তোমার প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদানার্থে লুটের মধ্যে উত্তম২ গো ও মেষ অর্থাৎ বর্জ্জিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম দ্রব্য আনিয়াছে। ২২ তাহাতে শিমূয়েল্ কহিল, যেমন পরমেশ্বরের বাক্য শ্রবণে, তেমন কি হোম ও বলিদান করণে পরমেশ্বর তুষ্ট হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা বাক্যে মনোযোগ করণ উত্তম। ২৩ আজ্ঞালঙ্ঘন করা মন্ত্রপাঠজন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা পাষণ্ডতার ও দেবপূজার তুল্য হয়। তুমি পরমেশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্যে তিনি রাজত্বে তোমাকে অগ্রাহ্য করিলেন।

২৪ পরে শৌল শিমূয়েল্কে কহিল, পরমেশ্বরের আজ্ঞা ও তোমার বাক্য লঙ্ঘন করাতে আমি পাপ করিলাম; কিন্তু আমি লোকদের ভয়ে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিলাম। ২৫ এখন বিনয় করি, আমার পাপ ক্ষমা কর, ও পরমেশ্বরের ভজনা করিতে আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইস। ২৬ তাহাতে শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল, আমি তোমার সহিত ফিরিয়া যাইব না; কেননা তুমি পরমেশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, আর পরমেশ্বর তোমাকে ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজত্ব করিতে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ২৭ তখন শিমূয়েল্ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শৌল তাহার বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া টানিলে তাহা চিরিয়া গেল। ২৮ তাহাতে শিমূয়েল্ তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর অদ্য তোমাহইতে ইস্রায়েল্ বংশের রাজ্য টানিয়া চিরিলেন, এবং তোমাহইতে উত্তম তোমার এক প্রতিবাসিকে দিলেন। ২৯ ইস্রায়েলের বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর মিথ্যাকথা কহেন না ও অনুতাপ করেন না; কেননা তিনি অনুতাপকারি মনুষ্য নহেন। ৩০ তাহাতে সে কহিল, আমি পাপ করিলাম; এখন বিনয় করি, আমার প্রজাদের প্রাচীনগণের ও ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে আমার সম্মান রাখ, ও আপন প্রভু পরমেশ্বরের ভজনা করিতে আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইস। ৩১ তাহাতে শিমূয়েল্ শৌলের পশ্চাৎ ফিরিয়া গেলে শৌল পরমেশ্বরের ভজনা করিল।

৩২ পরে শিমূয়েল্ কহিল, তোমরা অমালেকীয়দের রাজা অগাগ্কে এই স্থানে আমার নিকটে আন। তাহাতে অগাগ্ প্রফুল্ল মনে তাহার নিকটে আইল, কারণ সে ভাবিল, মৃত্যুযাতনা অবশ্য গেল। ৩৩ শিমূয়েল্ কহিল, তোমার খড়্গদ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তানহীন হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীগণের মধ্যে তোমার মাতাও সন্তানহীনা হইবে; পরে শিমূয়েল্ গিল্গলে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অগাগ্কে খণ্ড২ করিল।

৩৪ পরে শিমূয়েল্ রামৎ নগরে গেল, এবং শৌল শৌলীয় গিবিয়াস্থিত আপন বাটীতে গেল। ৩৫ কিন্তু তদবধি শৌলের মরণ দিন পর্য্যন্ত শিমূয়েল্ তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না; তথাপি শিমূয়েল্ শৌলের জন্যে শোক করিল; এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের উপরে শৌলকে রাজা করাতে অনুতাপ করিলেন।

১৬ অধ্যায়।

১ যিশয়ের কাছে শিমূয়েল্কে প্রেরণ, ৬ ও যিশয়ের তাবৎ পুত্রকে দেখিয়া দায়ূদ্কে অভিষিক্ত করণ, ১৪ ও শৌলের দুষ্ট আত্মার দমনের জন্যে লোকদ্বারা দায়ূদ্কে ডাকন, ১৯ ও রাজার সাক্ষাতে তাহার উপস্থিত হওন।

১ পরে পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে কহিলেন, তুমি কত কাল শৌলের জন্যে শোক করিবা? আমি তাহাকে ইস্রায়েলের রাজত্ব করিতে অগ্রাহ্য করিয়াছি। তুমি আপন শৃঙ্গ তৈলেতে পূর্ণ করিয়া যাও, আমি তোমাকে বৈৎলেহমীয় যিশয়ের নিকটে প্রেরণ করি, কেননা তাহার পুত্রগণের মধ্যে এক জনকে রাজারূপে মনোনীত করিলাম। ২ তাহাতে শিমূয়েল্ কহিল, আমি কি প্রকারে যাইতে পারি? শৌল যদি এ কথা শুনে, তবে আমাকে বধ করিবে। পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি আপন হস্তে এক গোবৎসা লইয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আইলাম, এই কথা কহ। ৩ এবং যজ্ঞের নিমিত্তে যিশয়কে নিমন্ত্রণ কর, পরে তোমার কর্ত্তব্য আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব; আমি তোমার কাছে যাহাকে নির্দ্দিষ্ট করিব, তুমি তাহাকে অভিষিক্ত করিবা। ৪ পরে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া যখন বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল, তখন নগরের প্রাচীনগণ কম্পবান হইয়া

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিল, আপনকার আগমনের কুশল? [৫] সে কহিল, কুশল; আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আইলাম; তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া আমার সহিত যজ্ঞেতে আইস। পরে সে যিশয়কে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞেতে নিমন্ত্রণ করিল।

[৬] পরে তাহারা আইলে সে ইলীয়াবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে২ কহিল, পরমেশ্বরের গোচরে উপস্থিত এই ব্যক্তি অবশ্য তাঁহার অভিষিক্ত। [৭] কিন্তু পরমেশ্বর শিমূয়েল্‌কে কহিলেন, তুমি উহার রূপের ও উৎকৃষ্ট দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি করিও না; আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম। মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা অসার; যেহেতুক মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয় দর্শন করে, কিন্তু পরমেশ্বর অন্তঃকরণ দর্শন করেন। [৮] পরে যিশয় অবীনাদব্‌কে ডাকিয়া শিমূয়েলের সম্মুখ দিয়া গমন করাইল; তাহাতে শিমূয়েল্ কহিল, পরমেশ্বর ইহাকেও মনোনীত করেন নাই। [৯] পরে যিশয় শম্মকে তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করাইল; তাহাতে সে কহিল, পরমেশ্বর ইহাকেও মনোনীত করেন নাই। [১০] এই রূপে যিশয় আপনার সাত পুত্রকে শিমূয়েলের সম্মুখ দিয়া গমন করাইলে শিমূয়েল্ যিশয়কে কহিল, পরমেশ্বর ইহাদিগকে মনোনীত করেন নাই। [১১] পরে শিমূয়েল্ যিশয়কে কহিল, যুবলোকদের কি শেষ হইল? সে কহিল, কেবল কনিষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, দেখ, সে মেষ চরাইতেছে। তাহাতে শিমূয়েল্ যিশয়কে কহিল, লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাও; সে না আইলে আমরা ভোজনে বসিব না। [১২] পরে সে লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল। সে ঈষৎ রক্তবর্ণ ও সুনয়ন ও দেখিতে সুন্দর ছিল। তখন পরমেশ্বর কহিলেন, উঠ, ইহাকে অভিষেক কর, কেননা এ সেই ব্যক্তি। [১৩] তাহাতে শিমূয়েল্ তৈলশৃঙ্গ লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাকে অভিষেক করিল, এবং সেই দিবসাবধি দায়ূদের প্রতি পরমেশ্বরের আত্মা আবির্ভূত হইলেন। পরে শিমূয়েল্ উঠিয়া রামাতে চলিয়া গেল।

[১৪] কিন্তু পরমেশ্বরের আত্মা শৌলকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং পরমেশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা তাহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল। [১৫] পরে শৌলের ভৃত্যগণ তাহাকে কহিল, দেখ, ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা তোমাকে উদ্বিগ্ন করিতেছে; [১৬] অতএব, হে আমাদের প্রভো, এক জন নিপুণ বীণাবাদককে অন্বেষণ করিতে আপনকার নিকটস্থ এই দাসদিগকে আজ্ঞা করুন; তাহাতে যে সময়ে ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা আপনাতে উপস্থিত হয়, তৎকালে সে হস্তদ্বারা বাজাইলে আপনি উপশম পাইবেন। [১৭] তাহাতে শৌল আপন ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা এক নিপুণ বীণাবাদকের অন্বেষণ করিয়া আমার নিকটে তাহাকে আন। [১৮] তাহাতে ভৃত্যদের এক জন কহিল, দেখ, আমি বৈৎলেহমীয় যিশয়ের এক পুত্রকে দেখিয়াছি; সে বীণা বাজাইতে নিপুণ এবং মহাবীর ও যোদ্ধা ও বিবেচক ও রূপবান, এবং পরমেশ্বর তাহার সঙ্গে থাকেন।

[১৯] পরে শৌল যিশয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, দায়ূদ্ নামে তোমার যে পুত্র মেষ চরায়, তাহাকে আমার নিকটে প্রেরণ কর। [২০] তাহাতে যিশয় এক গর্দ্দভ বহনীয় রুটী ও এক কুপা দ্রাক্ষারস ও এক ছাগবৎস প্রস্তুত করিয়া আপন পুত্র দায়ূদের হস্তে শৌলের নিকটে প্রেরণ করিল। [২১] পরে দায়ূদ্ শৌলের নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে সে তাহাকে অতিশয় প্রেম করিতে লাগিল, তাহাতে সে তাহার অস্ত্রবাহক হইল। [২২] অপর শৌল যিশয়কে কহিয়া পাঠাইল, আমি বিনয় করি, দায়ূদ্‌কে আমার সম্মুখে থাকিতে দেও; কেননা সে আমার অনুগ্রহের পাত্র হইল। [২৩] অপর ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা শৌলকে ক্লেশ দিলে দায়ূদ্ আপন হস্তদ্বারা বীণা বাজাইত; তাহাতে শৌল আপ্যায়িত হইয়া উপশম পাইত, এবং দুষ্ট আত্মা তাহাকে ছাড়িয়া যাইত।

১৭ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েল্ লোকদের যুদ্ধে প্রস্তুত হওন, ৪ ও জালূৎ বীরের ইস্রায়েল্ সৈন্যকে তুচ্ছ করণ, ১২ ও সৈন্যের মধ্যে ভ্রাতাদের নিকটে দায়ূদের গমন, ১৯ ও রাজার পারিতোষিকের কথা শ্রবণ, ২৮ ও আপন ক্রুদ্ধ ভ্রাতার কথা শ্রবণ, ৩০ ও রাজার নিকটে আনীত হওন ও যুদ্ধ করিতে স্বীকার করণ, ৩২ ও রাজার সাক্ষাতে কথা কহন, ৩৮ ও বীরের সহিত যুদ্ধ করণ ও তাহাকে জয় করণ, ৫২ ও পিলেষ্টীয় লোককে বধ করণ, ৫৫ ও শৌলের নিকটে পুনর্ব্বার আনীত হওন।

[১] পরে পিলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিতে আপনাদের সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া যিহূদার অধিকারস্থ সোখোতে একত্র হইয়া সোখোর ও অসেকার মধ্যে এফস্-দম্মীমে শিবির স্থাপন করিল। [২] এবং শৌল ও ইস্রায়েল্ লোকেরা একত্র হইয়া এলা তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া পিলেষ্টীয়দের প্রতিকূলে সৈন্য রচনা করিল। [৩] তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা এক দিগে এক পর্ব্বতে, ও ইস্রায়েল্ বংশ অন্য দিগে অন্য পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া থাকিল; আর তলভূমি উভয়ের মধ্যে ছিল।

⁴ পরে গাতীয় জালূৎ নামে এক ব্যক্তি মধ্যস্থ-রূপে পিলেষ্টীয়দের শিবিরহইতে বাহির হইল। ⁵ সে সাড়ে ছয় হস্ত দীর্ঘ, এবং তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ছিল, এবং সে পাঁচ সহস্র শেকল্ পরিমাণ আঁইশের ন্যায় পিত্তলবর্ম্মেতে সজ্জিত ছিল, ⁶ এবং তাহার পা পিত্তলের পত্রে আবৃত ছিল, ও তাহার স্কন্ধে পিত্তলের শল্য ছিল। ⁷ তাহার বড়শার দণ্ড তন্ত্রবায়ের নরাজের ন্যায় ছিল, ও বড়শার ফলা ছয় শত শেকল্ লৌহময় ছিল, এবং তাহার অগ্রে ২ এক জন ঢালী চলিত। ⁸ পরে সে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েল্ বংশের সৈন্যশ্রেণীর দিগে ডাকিয়া কহিল, যুদ্ধার্থে তোমাদের সৈন্যরচনা করিতে বাহিরে আসিবার প্রয়োজন কি? আমি কি সেই পিলেষ্টীয় লোক নহি? আর তোমরা কি শৌলের দাস নহ? তোমরা আপনাদের মধ্য-হইতে এক জনকে মনোনীত কর; সে আমার নি-কটে আসুক। ⁹ সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করণে সমর্থ হইয়া আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হইব; কিন্তু যদি আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া বধ করিতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হইয়া আমাদের সেবা করিবা। ¹⁰ সে পিলেষ্টীয় আরো কহিল, অদ্য আমি ইস্রায়েল্ বংশের সৈন্যশ্রেণীগণকে বিদ্রূপ করি; তোমরা এক জনকে দেও, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি। ¹¹ তখন শৌল ও সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ সেই পিলেষ্টীয়ের এই কথা শুনিয়া নিরাশ ও অতিশয় ভীত হইল।

¹² বৈৎলেহম্-যিহূদা নিবাসি যিশয় নামক যে ইফ্রাথীয় ব্যক্তি দায়ূদের পিতা ছিল, তা-হার অষ্ট পুত্র ছিল, এবং সে শৌলের সময়ে লোকদের মধ্যে বৃদ্ধরূপে গণিত ছিল। ¹³ সেই যিশয়ের তিন বড় পুত্র শৌলের পশ্চাৎ যুদ্ধে গমন করিয়াছিল। ঐ সংগ্রামগামি তাহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ইলীয়াব্, ও দ্বিতী-য়ের নাম অবীনাদব্, ও তৃতীয়ের নাম শম্ম ছিল; ¹⁴ এবং দায়ূদ্ কনিষ্ঠ ছিল; কেবল বড় তিন জন শৌলের অনুগামী হইয়াছিল। ¹⁵ কিন্তু দায়ূদ্ শৌলের নিকটহইতে বৈৎলেহমে আপন পিতার মেষ চরাইবার জন্যে গমনাগমন করিত। ¹⁶ এবং সেই পিলেষ্টীয় লোক চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিকটে আসিয়া আপনাকে দেখাইত। ¹⁷ ঐ সময়ে যিশয় আ-পন পুত্র দায়ূদ্কে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাদের জন্যে এই এক ঐফা ভাজা শস্য ও দশ রুটী লইয়া শিবিরে ভ্রাতাদের নিকটে দৌড়িয়া যাও। ¹⁸ এবং এই দশ পনীর তাহাদের সহস্রপতির নিকটে লইয়া যাও; এবং তোমার ভ্রাতাদের মঙ্গল জ্ঞা হও, ও তাহাদের হইতে কোন চিহ্ন আন।

¹⁹ সে সময়ে শৌল ও যিশয়ের পুত্রগণ ও সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া এলা তলভূমিতে ছিল। ²⁰ পরে দায়ূদ প্রত্যূষে উঠিয়া মেষগণকে অন্য রক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া যিশয়ের আজ্ঞানু-সারে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গমন করিল। এবং যে সময়ে রথব্যূহের নিকটে উপস্থিত হইল, সেই সময়ে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনার্থে বাহির হইয়া যাইতেছিল এবং সংগ্রামের জন্যে সিংহনাদ করিতেছিল। ²¹ পরে ইস্রায়েল্ বংশ এবং পি-লেষ্টীয়েরা পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সৈন্য-শ্রেণী রচনা করিল। ²² তাহাতে দায়ূদ্ পাত্রাদি-রক্ষকের হস্তে আপন দ্রব্য রাখিয়া সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া আপন ভ্রাতৃগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। ²³ সে তাহাদের সহিত কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে গাতের পিলেষ্টীয় জালূৎ নামক ঐ মধ্যস্থ পিলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণীহইতে বাহির হইয়া আসিয়া পূর্ব্বমত কথা কহিল; তখন দায়ূদ্ তাহা শুনিল। ²⁴ কিন্তু ইস্রায়েলের তাবৎ লোক সেই ব্যক্তির দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া তাহার সম্মুখহইতে পলাইল। ²⁵ পরে ইস্রায়েল্ বংশের লোকেরা পরস্পর কহিল, ঐ যে ব্যক্তি আইল, উহাকে কি তোমরা দেখ না? ও ইস্রায়েল্ বংশকে বিদ্রূপ করিতে আইল। উহাকে যে জন বধ করিবে, রাজা তাহাকে প্রচুর ধনেতে ধনবান করিবে, ও তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিবে, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার পিতৃবংশকে নিষ্কর করিবে। ²⁶ পরে দায়ূদ্ আপন সমীপে দণ্ডায়মান লোক-দিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐ পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়া যে জন ইস্রায়েল্ বংশের অপমান খণ্ডন করিবে, তাহার প্রতি কি করা যাইবে? ঐ অচ্ছিন্নত্বক্ পিলেষ্টীয় লোক কে, যে অমর ঈশ্বরের সৈন্য-গণকে বিদ্রূপ করে? ²⁷ তাহাতে লোকেরা ঐ রীতিক্রমে কহিল, উহার বধকারী অমুক প্রকার পুরস্কার পাইবে।

²⁸ অপর দায়ূদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলীয়াব্ লো-কদের সহিত তাহার কথোপকথন শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল, তুই কেন এখানে আইলি? মাঠের মধ্যে সেই মেষগুলিন কার ঠাঁই রাখিয়া আইলি? তোর অহঙ্কার ও মনের দুষ্টতা আমি জানি; তুই যুদ্ধ দেখিতে আইলি। ²⁹ দায়ূদ্ কহিল, ইহাতে আমার কি অপরাধ? এ কি কিছুই নহে?

³⁰ পরে সে তাহার নিকটহইতে অন্য লো-কের কাছে ফিরিয়া সেই রূপ জিজ্ঞাসা করিল;

তাহাতে সেই লোকেরাও ঐ রীতিক্রমে কহিল। ৩১ তখন দায়ূদ্ যাহা২ কহিয়াছিল, তাহার জনরব হওয়াতে শৌল তাহা জ্ঞাত হইয়া আপনার নিকটে তাহাকে আনাইল।

৩২ অপর দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, উহার জন্যে কাহারো অন্তঃকরণ নিরাশ না হউক; আপনকার এই দাস যাইয়া ঐ পিলেষ্টীয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে। ৩৩ তাহাতে শৌল দায়ূদ্কে কহিল, তুমি যুদ্ধার্থে ঐ পিলেষ্টীয়ের প্রতিকূলে যাইতে সমর্থ নও, কেননা তুমি বালক, এবং সে বাল্যকালাবধি যোদ্ধা। ৩৪ দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, আপনকার এই দাস আমি পিতার মেষ রক্ষা করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে এক সিংহ ও এক ভল্লূক আসিয়া পালের মধ্যহইতে মেষবৎস ধরিয়া লইল। ৩৫ তাহাতে আমি তাহার পশ্চাৎ২ যাইয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার মুখহইতে তাহা উদ্ধার করিলাম; পরে সে আমার বিরুদ্ধে উঠিলে আমি তাহার দাড়ি ধরিয়া প্রহার করিয়া তাহাকে বধ করিলাম। ৩৬ এই প্রকারে আপনকার দাস যে সিংহকে ও ভল্লূককে বধ করিয়াছে. ঐ অচ্ছিন্নত্বক্ পিলেষ্টীয় লোক অমর ঈশ্বরের সৈন্যকে বিদ্রূপ করাতে সেই দুয়ের মধ্যে একের তুল্য হইবে। ৩৭ দায়ূদ্ আরো কহিল, যিনি সেই সিংহের ও ভল্লূকের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর ঐ পিলেষ্টীয়ের হস্তহইতেও আমাকে উদ্ধার করিবেন। তাহাতে শৌল দায়ূদ্কে কহিল, যাও, পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন।

৩৮ পরে শৌল আপনার সজ্জাদ্বারা দায়ূদ্কে সাজাইয়া তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ও গাত্রে বর্ম্ম দিল। ৩৯ তখন দায়ূদ্ সজ্জার উপরে খড়্গ বাঁধিয়া বেড়াইতে চেষ্টা করিল; কেননা পূর্ব্বে তাহার পরীক্ষা করে নাই। অনন্তর দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, এই বেশে আমি যাইতে পারি না, কেননা ইহার পরীক্ষা করি নাই; অতএব দায়ূদ্ তাহা খুলিয়া রাখিল। ৪০ পরে সে আপন যষ্টি হস্তে লইল, এবং স্রোতহইতে পাঁচ চিক্কণ প্রস্তর বাছিয়া লইয়া আপনার যে মেষপালকের পাত্র অর্থাৎ ঝুলি ছিল, তাহাতে রাখিল; এবং ফিঙ্গা হস্তে লইয়া ঐ পিলেষ্টীয়ের নিকটে গমন করিল। ৪১ তাহাতে পিলেষ্টীয় অগ্রসর হইয়া দায়ূদের সন্নিকট হইল, এবং এক জন ঢালী তাহার অগ্রে২ চলিল। ৪২ পরে পিলেষ্টীয় চতুর্দ্দিগে চাহিয়া দায়ূদ্কে দেখিতে পাইয়া তুচ্ছজ্ঞান করিল, কেননা সে বালক ও ঈষৎ রক্তবর্ণ ও সুন্দরবদন ছিল। ৪৩ পরে ঐ পিলেষ্টীয় দায়ূদ্কে কহিল, আমি কি কুক্কুর, যে তুই দণ্ড লইয়া আমার কাছে আসিতেছিস? অপর সেই পিলেষ্টীয় আপন দেবগণের নাম লইয়া দায়ূদ্কে শাপ দিল। ৪৪ পিলেষ্টীয় দায়দ্কে আরো কহিল, তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর মাংস শূন্যের পক্ষি ও প্রান্তরের পশুদিগকে দি। ৪৫ তাহাতে দায়ূদ্ ঐ পিলেষ্টীয়কে কহিল, তুমি খড়্গ ও বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু তুমি যাঁহাকে তুচ্ছ করিতেছ, সেই সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীর ঈশ্বরের নামে আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। ৪৬ অদ্য পরমেশ্বর তোমাকে আমার হস্তগত করিবেন; তাহাতে আমি তোমাকে আঘাত করিয়া তোমার শিরশ্ছেদন করিব, এবং পিলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য আকাশের পক্ষিগণকে ও পৃথিবীর বনপশুদিগকে দিব; তাহাতে ইস্রায়েলের সহায় এক ঈশ্বর আছেন, ইহা পৃথিবীর তাবৎ লোক জ্ঞাত হইবে। ৪৭ এবং পরমেশ্বর খড়্গ ও বড়শাদ্বারা রক্ষা করেন না, ইহাও এই সভাস্থ তাবৎ লোক জানিবে; কেননা যুদ্ধ পরমেশ্বরের, তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ৪৮ পরে ঐ পিলেষ্টীয় উঠিয়া দায়ূদের সহিত মিলিতে নিকটে গমন করিলে দায়ূদ্ শীঘ্র করিয়া পিলেষ্টীয়ের সহিত মিলিবার জন্যে সৈন্যশ্রেণীর প্রতি দৌড়িল। ৪৯ পরে দায়ূদ্ আপন ঝুলিতে হস্ত দিয়া এক প্রস্তর বাহির করিয়া তাহা পাক দিয়া ঐ পিলেষ্টীয়ের কপালে এমত আঘাত করিল, যে সেই প্রস্তর তাহার কপালে বসিয়া গেল; তাহাতে সে ভূমিতে অধোমুখ হইয়া পড়িল। ৫০ এই প্রকারে দায়ূদ্ ফিঙ্গা ও প্রস্তরদ্বারা ঐ পিলেষ্টীয়কে প্রহার করিয়া বধ করিয়া জয়ী হইল; কিন্তু দায়ূদের হস্তে খড়্গ ছিল না। ৫১ পরে দায়ূদ্ দৌড়িয়া ঐ পিলেষ্টীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কোষহইতে তাহার খড়্গ লইয়া তাহাকে বধ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিল; পরে পিলেষ্টীয়েরা আপনাদের সেই বীরের মৃত্যু দেখিয়া পলায়ন করিল।

৫২ অনন্তর ইস্রায়েলের ও যিহূদার লোকেরা উঠিয়া সিংহনাদ করিয়া তলভূমিতে আগমনস্থান ও ইক্রোণের দ্বার পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া গেল: তাহাতে পিলেষ্টীয়দের আহত লোকেরা শারয়িমের পথে গাৎ ও ইক্রোণ্ পর্য্যন্ত পড়িল। ৫৩ পরে ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের তাম্বু লুট করিল। ৫৪ পরে দায়ূদ সেই পিলেষ্টীয়ের মস্তক যিরূশালমে লইয়া গেল, কিন্তু তাহার সজ্জা আপন তাম্বুতে রাখিল।

৫৫ ঐ পিলেষ্টীয়ের বিরুদ্ধে দায়ূদের নির্গমন দেখিয়া শৌল আপনার সেনাপতি অব্নের্কে

কহিল, হে অব্নের্, এই যুবা কাহার পুত্র? অব্নের্ কহিল, হে রাজন্, তোমার জীবনের দিব্য করি, আমি তাহা বলিতে পারি না। [৫৬] পরে রাজা কহিল, এই যুবা কাহার পুত্র? ইহা তুমি জিজ্ঞাসা কর। [৫৭] পরে দায়ূদ্ যখন পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তখন অব্নের তাহাকে শৌলের নিকটে আনিল; তৎকালে তাহার হস্তে ঐ পিলেষ্টীয়ের মস্তক ছিল। [৫৮] শৌল তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে যুব, তুমি কাহার পুত্র? দায়ূদ্ উত্তর করিল, আমি আপনকার দাস বৈৎলেহমীয় যিশয়ের পুত্র।

১৮ অধ্যায়।

১ দায়ূদের প্রতি যোনাথনের প্রীতি, ৫ ও শৌলের ঈর্ষ্যা, ১০ ও দায়ূদ্‌কে বধ করিতে চেষ্টা করণ, ১২ ও ভীত হওন, ১৭ ও জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দিতে স্বীকার করণ, ২০ ও কনিষ্ঠা কন্যাকে দিতে স্বীকার করণ, ২৮ ও দায়ূদের কৃতকার্য্যতা প্রযুক্ত ভয় বৃদ্ধি পাওন।

[১] অপর শৌলের সহিত তাহার কথা সাঙ্গ হইলে যোনাথনের প্রাণ দায়ূদের প্রাণে সংসক্ত হওয়াতে যোনাথন্ আপন প্রাণের তুল্য তাহাকে প্রেম করিতে লাগিল। [২] আর শৌল ঐ দিবসে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার পিতার বাটীতে ফিরিয়া যাইতে দিল না। [৩] এবং যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে আপন প্রাণতুল্য প্রেম করাতে তাহার সঙ্গে এক নিয়ম করিল। [৪] এবং যোনাথন্ আপন গাত্রস্থ বস্ত্র এবং খড়্গ ও ধনুক ও কটিবন্ধন পর্য্যন্ত সজ্জা আপনাহইতে খুলিয়া দায়ূদ্‌কে দিল।

[৫] পরে শৌল দায়ূদ্‌কে যে কোন কার্য্যে প্রেরণ করে, দায়ূদ্ যাইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হয়, এই জন্যে শৌল যোদ্ধাদের উপরে কর্ত্তৃত্বপদে তাহাকে নিযুক্ত করিল, এবং সে সমস্ত লোকদের সাক্ষাতে ও শৌলের ভৃত্যদের সাক্ষাতে গ্রাহ্য হইল। [৬] যখন দায়ূদ্ পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন শৌল রাজাকে অনুবর্জ্জিতে ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ নগরহইতে স্ত্রীলোকেরা তবলধ্বনি ও আনন্দ ও ত্রিতন্ত্রীবাদ্য করিয়া নৃত্য ও গান করিতে২ বাহির হইয়া আইল। [৭] স্ত্রীলোকেরা বাদ্য করণ সময়ে পরস্পর কহিল, শৌল সহস্র২ লোককে. ও দায়ূদ্ অযুত২ লোককে বধ করিয়াছে. [৮] তাহাতে ঐ বাক্য শৌলকে অসন্তুষ্ট করিলে সে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তাহারা দায়ূদ্‌কে অযুতের ও আমাকে কেবল সহস্রের কথা কহিল; ইহাতে রাজ্য ব্যতিরেক তাহার আর কি হইতে পারে? [৯] ঐ দিবসাবধি শৌল দায়ূদের প্রতি কুদৃষ্টি রাখিল।

[১০] পরদিবসে ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা শৌলকে আশ্রয় করিলে সে গৃহের মধ্যে প্রলাপবাক্য কহিতে লাগিল, এবং দায়ূদ্ অন্য সময়ের মতানুসারে হস্তদ্বারা বাদ্য করিল। তখন শৌলের হস্তে এক বড়শা থাকাতে [১১] শৌল সেই বড়শা লক্ষ্যেতে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, আমি দায়ূদ্‌কে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিব; কিন্তু দায়ূদ্ দুই বার তাহার নিকটহইতে সরিয়া গেল।

[১২] অপর পরমেশ্বর শৌলকে ত্যাগ করিয়া দায়ূদের সঙ্গে থাকাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে ভীত হইল। [১৩] অতএব শৌল আপন নিকটহইতে তাহাকে দূর করিয়া সহস্রপতিপদে নিযুক্ত করিল; তাহাতে সে লোকদের অগ্রসর হইয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। [১৪] অনন্তর দায়ূদ্ আপন তাবৎ পথে কৃতকার্য্য হইল, এবং পরমেশ্বর তাহার সহিত থাকিলেন। [১৫] তাহাতে সে অতি কৃতকার্য্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া শৌল তাহার বিষয়ে ভীত হইল। [১৬] কিন্তু ইস্রায়েলের ও যিহূদার তাবৎ বংশ দায়ূদ্‌কে প্রেম করিল, কেননা সে তাহাদের অগ্রসর হইয়া গমনাগমন করিত।

[১৭] পরে শৌল দায়ূদ্‌কে কহিল, মেরব্ নাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখ, আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিব, তুমি কোন ক্রমে আমার পক্ষে বীর্য্যবান হইয়া পরমেশ্বরের জন্যে সংগ্রাম কর। কেননা শৌল মনে২ কহিল, আমি স্বহস্তে ইহাকে বধ করিব না, কিন্তু পিলেষ্টীয়দের হস্তে এ হত হউক। [১৮] তাহাতে দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, আমি কে? এবং আমার প্রাণ কি? ও ইস্রায়েল্ বংশদের মধ্যে আমার পিতৃবংশ কি, যে আমি রাজার জামাতা হই? [১৯] কিন্তু শৌলের কন্যা মেরব্‌কে দায়ূদের প্রতি দেওনের সময় উপস্থিত হইলে সে মিহোলাথীয় অদ্রীয়েলকে দত্তা হইল।

[২০] পরে শৌলের কন্যা মীখল্ দায়ূদ্‌কে প্রেম করিতে লাগিল; তাহাতে লোকেরা শৌলকে তাহা কহিলে সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। [২১] পরে শৌল পুনর্ব্বার কহিল, আমি তাহাকে সেই কন্যা দিব; সে তাহার ফাঁদস্বরূপ হউক, ও পিলেষ্টীয়দের দ্বারা তাহার বধ হউক। পরে শৌল দায়ূদ্‌কে দ্বিতীয় বার কহিল, তুমি অদ্য আমার জামাতা হও। [২২] পরে শৌল আপন ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিল, তোমরা গুপ্তরূপে দায়ূদের সহিত আলাপ করিয়া এই কথা কহ, দেখ, রাজা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, এবং তাহার সমস্ত ভৃত্য তোমাকে ভাল বাসে; অতএব এখন তুমি রাজার জামাতা হও। [২৩] তাহাতে শৌলের ভৃত্যগণ দায়ূদের কর্ণগোচরে এই কথা কহিলে

দায়ূদ্ কহিল, রাজজামাতা হওয়া কি তোমাদের লঘু বিষয় বোধ হয়? আমি দরিদ্র লোক, অল্পমান্য। [২৪] পরে শৌলের ভৃত্যেরা তাহাকে সমাচার দিয়া কহিল, দায়ূদ্ এই প্রকার কথা কহিল। [২৫] শৌল কহিল, তোমরা দায়ূদকে বল, রাজা কিছু পণ চাহেন না, কেবল রাজার শত্রুপ্রতীকারার্থে পিলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক্ চাহেন। এই রূপে শৌল পিলেষ্টীয়দের হস্তদ্বারা দায়ূদ্কে নিপাত করিতে সঙ্কল্প করিল। [২৬] পরে রাজভৃত্যগণ দায়ূদ্কে এই কথা কহিলে দায়ূদ্ রাজজামাতা হইতে তুষ্ট হইল। অনন্তর বিবাহের দিন সম্পূর্ণ না হইতে [২৭] দায়ূদ্ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া যাইয়া পিলেষ্টীয়দের দুই শত লোককে বধ করিল, এবং দায়ূদ রাজার জামাতা হইবার জন্যে পূর্ণ সংখ্যানুসারে তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক্ আনিয়া রাজাকে দিল; তাহাতে শৌল তাহার সহিত আপন কন্যা মীখলের বিবাহ দিল।

[২৮] পরে পরমেশ্বর দায়ূদের সহিত আছেন, শৌল ইহা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইল, এবং শৌলের কন্যা মীখল্ দায়ূদকে প্রেম করিল। [২৯] তাহাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে আরো ভীত হওয়াতে য[াবজ্জী]বন দায়ূদের শত্রু হইয়া থাকিল। [৩০] পরে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বাহির হইতে লাগিল; কিন্তু যত বার বাহির হইত, তত বার শৌলের তাবৎ ভৃত্য অপেক্ষা দায়ূদ্ কৃতকার্য্য হইত; তাহাতে তাহার নাম অতিশয় মান্য হইল।

১৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদের প্রতি যোনাথনের কথা, ৪ ও দায়ূদের বিষয়ে পিতার কাছে নিবেদন, ৮ ও দায়ূদের প্রতি শৌলের দ্বেষ ও তাহার গৃহে তাহাকে বধ করিতে লোক পাঠাওন, ১২ ও দায়ূদের পলায়ন, ১৮ ও শিমূয়েলের নিকটে রামতে গমন।

[১] পরে শৌল আপন পুত্র যোনাথনের ও আপনার সমস্ত ভৃত্যের নিকটে দায়ূদকে বধ করণের কথা কহিল। [২] কিন্তু দায়ূদের সঙ্গে শৌলের পুত্র যোনাথনের অতিশয় প্রণয় প্রযুক্ত সে দায়ূদকে সুগোচর করিয়া কহিল, আমার পিতা শৌল তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন; অতএব আমি বিনয় করি, তুমি প্রাতঃকালে কোন গুপ্ত স্থান আশ্রয় করিয়া লুকাইয়া থাক। [৩] তুমি যে ক্ষেত্রে থাকিবা, সেই স্থানে আমি যাইয়া আপন পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমার বিষয়ে পিতার সহিত কথোপকথন করিব, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া তোমাকে কহিয়া দিব।

[৪] পরে যোনাথন্ আপন পিতা শৌলের কাছে দায়ূদের পক্ষে ভাল কথা কহিল, অর্থাৎ বলিল, রাজা আপন দাস দায়ূদের বিষয়ে পাপ না করুন, কেননা সে তোমার প্রতিকূলে পাপ করে নাই, কিন্তু তাহার সকল কর্ম্ম তোমার অতি হিতদায়ক হইয়াছে। [৫] সে প্রাণ হাতে করিয়া ঐ পিলেষ্টীয়কে বধ করিল, তাহাতে পরমেশ্বর সমুদয় ইস্রায়েল বংশের মহা উদ্ধার করিলেন; তাহা দেখিয়া তুমি আনন্দ করিয়াছিলা; অতএব এখন অকারণে দায়ূদকে বধ করণদ্বারা কেন নির্দ্দোষের রক্তের প্রতিকূলে পাপ করিবা? [৬] তাহাতে শৌল যোনাথনের বাক্য শুনিয়া দিব্য পূর্ব্বক কহিল, পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে সে হত হইবে না। [৭] পরে যোনাথন দায়ূদকে ডাকাইয়া ঐ সমস্ত কথা তাহাকে জ্ঞাত করিল, এবং যোনাথন দায়ূদকে শৌলের কাছে আনিলে সে পূর্ব্ব সময়ের মত তাহার সাক্ষাতে থাকিল।

[৮] অনন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দায়ূদ বাহির হইয়া পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলে তাহারা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। [৯] অনন্তর পরমেশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা শৌলকে আশ্রয় করিল; অর্থাৎ শৌল বড়শাহস্তে আপন গৃহে বসিলে দায়ূদ হস্তদ্বারা বাদ্য করিতেছিল, [১০] এমন সময়ে শৌল বড়শা দিয়া দায়ূদকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিতে যত্ন করিল; কিন্তু সে শৌলের সম্মুখহইতে সরিয়া যাওয়াতে তাহার বড়শা ভিত্তিতে বিদ্ধ হইল; এবং দায়ূদ সে রাত্রিতে পলাইয়া রক্ষা পাইল। [১১] পরে শৌল্ ঘাঁটি বসাইয়া প্রাতঃকালে তাহাকে বধ করিতে দায়ূদের গৃহের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল। তখন দায়ূদের ভার্য্যা মীখল্ তাহাকে সংবাদ দিয়া কহিল, তুমি যদি এই রাত্রিতে আপন প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কল্য হত হইবা।

[১২] পরে মীখল্ এক বাতায়নদ্বার দিয়া দায়ূদকে নামাইয়া দিল; তাহাতে সে যাইয়া পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। [১৩] এবং মীখল্ এক পুত্তলিকা লইয়া শয্যাতে শয়ন করাইল, এবং ছাগলোমের এক বালিশ তাহার শিয়রে দিয়া বস্ত্রদ্বারা তাহাকে ঢাকিল। [১৪] পরে শৌল দায়ূদ্কে ধরিতে দূতগণকে পাঠাইলে মীখল্ কহিল, তিনি পীড়িত আছেন। [১৫] তাহাতে শৌল দায়ূদ্কে দেখিতে দূতগণকে পাঠাইয়া তাহাকে বধ করণের আশয়ে কহিল, তাহাকে খট্টাতে করিয়া আমার কাছে আন। [১৬] পরে দূতগণ অন্তরে আইলে খট্টাতে এক পুত্তলিকা ও তাহার শিয়রে ছাগলোমের বালিশ দেখিল। [১৭] অতএব শৌল মীখল্কে কহিল, তুমি আমাকে কেন এই রূপ

প্রবঞ্চনা করিলা? তুমি আমার শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সে পলায়ন করিল। তাহাতে মীখল্‌ শৌলকে উত্তর করিল, সে কহিল, তুমি আমাকে যাইতে দেও, আমি তোমাকে কেন বধ করিব?

[১৮] অপর দায়ূদ্‌ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়া রামৎ নগরে শিমূয়েলের কাছে গিয়া আপনার প্রতি শৌলের কৃত সমস্ত ব্যবহার জানাইল; পরে সে ও শিমূয়েল্‌ যাইয়া মঠে বাস করিল। [১৯] পরে দেখ, দায়ূদ্‌ রামৎস্থিত মঠে আছে, এই কথা কেহ শৌলকে কহিলে [২০] শৌল দায়ূদ্‌কে ধরিতে দূতগণকে পাঠাইল; তাহাতে যখন দূতগণ ভবিষ্যদ্বক্তৃসমূহকে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে ও তাহাদের অধ্যক্ষ শিমূয়েল্‌কে দণ্ডায়মান দেখিল, তখন ঈশ্বরের আত্মা শৌলের দূতগণের প্রতি আবির্ভূত হইলে তাহারাও ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল। [২১] পরে এই সংবাদ শৌলের গোচর হইলে সে অন্য দূতগণকে প্রেরণ করিল, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল। পরে শৌল তৃতীয় বার দূতগণকে প্রেরণ করিলে তাহারাও ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল। [২২] অতএব শৌল আপনি রামতে গমন করিয়া সেখ্‌স্থ বৃহৎ কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া, শিমূয়েল্‌ ও দায়দ কোথায়? এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে দেখ, তাহারা রামৎস্থিত মঠে আছে, লোক ইহা কহিলে [২৩] শৌল রামৎস্থিত মঠে গেল; তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা তাহারও প্রতি আবির্ভূত হইলে রামৎস্থিত মঠে তাহার উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত সেও যাইতে ২ ঈশ্বরীয় বাক্য কহিল এবং সেও বস্ত্র খুলিয়া ঐ প্রকারে শিমূয়েলের সম্মুখে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিল, এবং সমস্ত দিবারাত্রি বস্ত্রবিহীন হইয়া পড়িয়া থাকিল; এই কারণ লোকেরা বলে, কি শৌলও ভবিষ্যদ্বাক্তাদের মধ্যে এক জন?

২০ অধ্যায়।

১ যোনাথন্‌ ও দায়ূদের কথোপকথন, ১১ ও তাহাদের ক্ষেত্রে যাওন ও দিব্যদ্বারা নিয়ম করণ, ২৪ ও প্রতিপদে দায়ূদের অনুপস্থিত থাকাতে যোনাথনের প্রতি শৌলের ক্রুদ্ধ হওন, ৩৫ ও দায়ূদের প্রতি যোনাথনের সমাচার দেওন, ৪১ ও দায়ূদকে বিদায় করণ।

পরে দায়ূদ্‌ রামৎস্থিত মঠহইতে পলাইয়া যোনাথনের নিকটে আসিয়া কহিল, আমি কি করিলাম? আমার অপরাধ কি? ও তোমার পিতার কাছে আমার পাপ কি? সে আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করে কেন? [২] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, এমন না হউক, তুমি মরিবা না; দেখ, আমার পিতা আমার কর্ণে প্রকাশ না করিয়া বৃহৎ কিম্বা ক্ষুদ্র কোন কর্ম্ম করেন না; তবে আমার পিতা এই কর্ম্ম আমাকে গোপন করিয়া কেন করিবেন? তাহা হইতে পারে না। [৩] তাহাতে দায়ূদ্‌ দিব্য করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাক, ইহা তোমার পিতা বিলক্ষণ জানে; এই জন্যে সে কহে, যোনাথন্‌ এ বিষয় জ্ঞাত না হউক, পাছে সে দুঃখিত হয়। অতএব আমি অমর পরমেশ্বরের ও তোমার জীবৎ প্রাণের দিব্য করিতেছি, আমাতে আর মৃত্যুতে নিতান্ত এক পাদমাত্র বিচ্ছেদ আছে। [৪] যোনাথন্‌ দায়ূদ্‌কে কহিল, তোমার মনে যাহা লয়, আমি তোমার জন্যে তাহাই করিব। [৫] দায়ূদ্‌ যোনাথন্‌কে কহিল, দেখ, কল্য প্রতিপদ, তাহাতে আমাকে রাজার সহিত ভোজনে বসিতে হইবে; কিন্তু তুমি আমাকে যাইতে দেও, আমি তৃতীয় দিনের সায়ংকাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকি। [৬] তাহাতে যদি আমার অনুপস্থিতিতে তোমার পিতার মনোযোগ হয়, তবে তুমি কহিবা, দায়ূদ্‌ আপন নগর বৈৎলেহমে শীঘ্র যাইতে আমার কাছে অনেক প্রার্থনা করিল, কেননা সে স্থানে সমস্ত গোষ্ঠীর জন্যে বার্ষিক যজ্ঞ আছে। [৭] তাহাতে সে যদি কহে, ভাল, তবে তোমার এই দাসের মঙ্গল হইবে; নতুবা সে যদি মহাক্রুদ্ধ হয়, তবে তাহাদ্বারা নিতান্ত অমঙ্গল স্থির হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। [৮] অতএব তুমি আপনার এই দাসের প্রতি দয়া করিবা, কেননা তুমি আপনার সহিত আপনকার এই দাসকে পরমেশ্বরের এক নিয়মেতে বদ্ধ করিয়াছ। কিন্তু যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তবে তুমিই আমাকে বধ কর; পিতার নিকটে আমাকে লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন? [৯] তাহাতে যোনাথন্‌ কহিল, তুমি এমত চিন্তা আপনাহইতে দূর কর; আমার পিতা তোমার প্রতি অমঙ্গল স্থির করিয়াছে, ইহা যদি আমি নিশ্চয় জানিতে পারি, তবে কি তোমাকে কহিব না? [১০] দায়ূদ্‌ যোনাথন্‌কে কহিল, তাহা আমাকে কে কহিবে? এবং তোমার পিতা তোমার প্রতি কোন্‌ কটু বাক্য না কহিবে?

[১১] পরে যোনাথন্‌ দায়ূদ্‌কে কহিল, আইস, আমরা ক্ষেত্রে যাই; তাহাতে তাহারা দুই জন বাহির হইয়া ক্ষেত্রে গেল। [১২] পরে যোনাথন্‌ দায়ূদ্‌কে কহিল, আমি ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কহিতেছি, কল্য এমন সময়ে কিম্বা পরশ্ব আমার পিতার মনের অনুসন্ধান পাইব, তাহাতে তোমার প্রতি অনুগ্রহের প্রমাণ পাইলে আমি যদি তাহার কথা তোমার নিকটে না পাঠাই, ও তোমার কর্ণে প্রকাশ না

করি, [১৩] তবে পরমেশ্বর যোনাথন্‌কে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন; কিন্তু যদি তোমার অমঙ্গল করিতে আমার পিতার মনস্থ থাকে, তবে আমি তোমাকে তাহাও জানাইব ও তোমাকে ছাড়িয়া দিব; তুমি কুশলে যাইবা; এবং পরমেশ্বর যেমন আমার পিতার সহবর্ত্তী ছিলেন, তদ্রূপ তোমারও সহবর্ত্তী হউন। [১৪] কিন্তু আমি যেন না মরি, এই জন্যে আমার যাবজ্জীবন আমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুরোধে দয়া করা কি তোমার উচিত নহে? [১৫] এবং আমার বংশেরও প্রতি দয়ার ত্রুটি কখন করিবা না; যখন পরমেশ্বর দায়ূদের প্রত্যেক শত্রুকে ভূতলহইতে উচ্ছিন্ন করিবেন, তখনও করিবা না। [১৬] এই রূপে যোনাথন্ দায়ূদ্ বংশের সহিত নিয়ম করিয়া কহিল, পরমেশ্বর দায়ূদের শত্রুগণকে প্রতিফল দিউন। [১৭] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে প্রেম করণ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার তাহাকে শপথ করাইল, কেননা সে আপন প্রাণের তুল্য তাহাকে প্রেম করিত। [১৮] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে কহিল, কল্য প্রতিপদ হইবে; তাহাতে তোমার আসন শূন্য থাকিলে তোমার অনুপস্থিতি প্রকাশ পাইবে; [১৯] তুমি পরশ্ব ত্বরায় উত্তরিয়া পূর্ব্ব কার্য্যের দিনে যে স্থানে গোপনে ছিলা, সেই স্থানে এষল্ নামক প্রস্তরের নিকটে থাকিবা। [২০] আমি লক্ষ্য মারণের ছলে তিন তীর তাহার পার্শ্বে ক্ষেপণ করিব। [২১] পরে আমার সঙ্গি বালককে বলিব, তুমি যাইয়া তীর কুড়াইয়া আন; তাহাতে দেখ, তোমার এদিগে তীর আছে, তাহা তুলিয়া লও, এমত কথা যদি আমি সে বালককে কহি, তবে তুমি আসিও; অমর পরমেশ্বরের দিব্য করিতেছি, তোমার মঙ্গল, কোন ভয় নাই। [২২] কিন্তু দেখ, তোমার ওদিগে তীর আছে, ইহা যদি সেই বালককে কহি, তবে তুমি আপন পথে চলিয়া যাইও, কেননা পরমেশ্বর তোমাকে বিদায় করিলেন। [২৩] আর দেখ, তোমার ও আমার এই কথোপকথনের বিষয়ে পরমেশ্বর সর্ব্বদা আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হউন।

[২৪] অপর দায়ূদ্ ক্ষেত্রেতে লুকাইল, ইতিমধ্যে প্রতিপদের দিবস উপস্থিত হইলে রাজা ভোজনে বসিল। [২৫] রাজা অন্য সময়ের ন্যায় আপন আসনে অর্থাৎ ভিত্তিনিকটস্থ আসনে বসিল; পরে যোনাথন্ দণ্ডায়মান থাকিল, এবং অব্‌নের্ শৌলের পার্শ্বে বসিল; কিন্তু দায়ূদের স্থান শূন্য থাকিল। [২৬] সেই দিনে শৌল কিছু কহিল না, কেননা মনে২ ভাবিল, এ দৈবঘটনা, সে শুচি না হইয়া অবশ্য অশুচি হইয়া থাকিবে। [২৭] পর দিবসে অর্থাৎ মাসের দ্বিতীয় দিবসে দায়ূদের স্থান শূন্য থাকাতে শৌল আপন পুত্র যোনাথন্‌কে জিজ্ঞাসিল, যিশয়ের পুত্র কল্য ও অদ্য ভোজনে কেন আসে না? [২৮] যোনাথন্ শৌলকে কহিল, দায়ূদ্ বৈৎলেহমে যাইবার জন্যে আমার কাছে অনেক প্রার্থনা করিয়া [২৯] কহিল, আমি বিনয় করি, আমাকে বিদায় করুন; নগরে আমাদের গোষ্ঠীর জন্যে এক যজ্ঞ হইবে, এবং আমার ভ্রাতা আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করেন, তবে আমি দৌড়িয়া যাইয়া আপন ভ্রাতাদিগকে দেখি; এই জন্যে সে মহারাজের ভোজনে আইসে নাই। [৩০] তাহাতে যোনাথনের প্রতি শৌলের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে তাহাকে কহিল, অরে বিপথগামি ও বিরোধি পুত্র, তুই আপনার লজ্জা ও মাতার আবরণীয়ের লজ্জা জন্মাইতে যিশয়ের পুত্রকে মনোনীত করিয়াছিস, তাহা কি জানি না? [৩১] কিন্তু যিশয়ের পুত্র ভূতলে যাবৎ বাঁচিবে, তাবৎ তুই কিম্বা তোর রাজ্য স্থির হইবে না; অতএব এখন লোক পাঠাইয়া তাহাকে আমার কাছে আনা, কেননা তাহাকে মরিতে হইবে। [৩২] তাহাতে যোনাথন্ আপন পিতা শৌলকে কহিল, সে কেন হত হইবে? কি করিয়াছে? [৩৩] কিন্তু শৌল তাহাকে আঘাত করণার্থে এক বড়শা নিক্ষেপ করিল। তাহাতে আমার পিতা শৌল দায়ূদ্‌কে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছে, ইহা যোনাথন্ জ্ঞাত হইল। [৩৪] তখন যোনাথন্ মহাক্রুদ্ধ হইয়া ভোজনাসনহইতে উঠিল; মাসের দ্বিতীয় দিবসে আহার করিল না, কারণ তাহার পিতা দায়ূদের অপমান করাতে সে দায়ূদের জন্যে শোকাকুল হইল।

[৩৫] পরে প্রাতঃকালে যোনাথন্ এক ক্ষুদ্র বালককে সঙ্গে লইয়া বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে দায়ূদের সহিত নিরূপিত স্থানে আইল। [৩৬] পরে সে বালককে কহিল, আমি যে২ তীর নিক্ষেপ করিব, তুমি দৌড়িয়া যাইয়া তাহা কুড়াইয়া আন। তাহাতে ঐ বালক দৌড়িলে সে তাহার ওদিগে পড়িতে তীর নিক্ষেপ করিল। [৩৭] এবং বালক যোনাথনের নিক্ষিপ্ত তীরের কাছে উপস্থিত হইলে যোনাথন্ বালককে ডাকিয়া কহিল, তোমার ওদিগে কি তীর নাই? [৩৮] যোনাথন্ আর বার বালককে ডাকিয়া কহিল, শীঘ্র দৌড়িয়া আইস, বিলম্ব করিও না। তাহাতে যোনাথনের সে বালক তীর সকল কুড়াইয়া আপন কর্ত্তার কাছে আইল। [৩৯] কিন্তু ঐ বালক কিছুই জানিল না, কেবল যোনাথন্ ও দায়ূদ্ সেই বিষয় জ্ঞাত ছিল। [৪০] পরে যোনাথন্ আপন

তীর ধনুকাদি সেই সঙ্গি বালককে দিয়া কহিল, ইহা নগরে লইয়া যাও।

[৪১] পরে ঐ বালক যাইবামাত্র দায়ূদ্ দক্ষিণ-দিকস্থ কোন স্থানহইতে উঠিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া তিন বার প্রণাম করিল, এবং তাহারা দুই জনে পরস্পর চুম্বন ও রোদন করিল, কিন্তু দায়ূদ্ অধিক রোদন করিল। [৪২] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি কুশলে যাও, আমরা দুই জন পরমেশ্বরের নামে এই দিব্য করিয়াছি, পরমেশ্বর আমার ও তোমার এবং আমার বংশের ও তোমার বংশের নিত্য মধ্যবর্ত্তী হউন। পরে সে উঠিয়া প্রস্থান করিলে যোনাথন্ নগরে গেল।

২১ অধ্যায়।

১ অহীমেলক্‌হইতে দায়ূদের পবিত্র রুটী পাওন, ৭ ও সে স্থানে দোয়েগের উপস্থিত থাকন, ৮ ও পিলেষ্টীয় জালুতের খড়্গ পাওন, ১০ ও গাতের রাজার সাক্ষাতে ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করণ।

[১] পরে দায়ূদ্ নোবে অহীমেলক্ যাজকের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহাতে অহীমেলক্ কম্পবান হইয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি একা কেন? তোমার সঙ্গে কেহ নাই কেন? [২] তাহাতে দায়ূদ্ অহীমেলক্ যাজককে কহিল, রাজা আমাকে কোন কর্ম্মের ভার দিয়া, আমি তোমাকে যে কার্য্যের নিমিত্তে প্রেরণ করিলাম ও যে আজ্ঞা দিলাম, তাহার কিছু যেন কেহ না জানে, এই কথা কহিয়াছে; এবং আমি আপন যুব সঙ্গিগণকে অমুক স্থানে আসিতে কহিয়াছি। [৩] এখন তোমার হস্তে কি আছে? পাঁচ রুটী হউক, কিম্বা যাহা হউক, তাহা দেও। [৪] তাহাতে যাজক দায়ূদ্‌কে উত্তর করিল, আমার হস্তে সামান্য রুটী নাই, কিন্তু যদি যুবলোক স্ত্রীহইতে পৃথক্ হইয়া থাকে, তবে এই পবিত্র রুটী দিতে পারি। [৫] তাহাতে দায়ূদ্ যাজককে উত্তর দিল, পরশ্ব আমার নির্গত হওনাবধি আমাদের হইতে স্ত্রী স্বতন্ত্র আছে; তৎকালে যুব লোকদের বস্ত্রাদি পবিত্র ছিল, এবং এই যাত্রা করা সামান্য কর্ম্ম বটে, তথাপি বস্ত্রাদিদ্বারা তাহাও অদ্য পর্য্যন্ত পবিত্র থাকিতে পারে। [৬] তাহাতে যাজক তাহাকে পবিত্র রুটী দিল; কেননা সেই স্থানে অন্য রুটী ছিল না, কেবল উত্তপ্ত রুটী রাখিবার সময়ে যে দর্শনরুটী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে নীত হইয়াছিল, তাহাই মাত্র ছিল।

[৭] ঐ সময়ে শৌলের এক ভৃত্য অর্থাৎ ইদোমীয় দোয়েগ নামে শৌলের প্রধান পশুপালক কোন বাধাপ্রযুক্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সেই স্থানে ছিল।

[৮] পরে দায়ূদ্ অহীমেলক্‌কে কহিল, এই স্থানে তোমার হস্তে বড়শা বা খড়্গ কি কিছুই নাই? কেননা রাজার কার্য্যে ত্বরা হওয়াতে আমি আপনার সঙ্গে খড়্গ বা অস্ত্র আনি নাই। [৯] তাহাতে যাজক কহিল, এলা তলভূমিতে তুমি যে জালূৎ নামে পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়াছিলা, দেখ, বস্ত্রে জড়ান তাহার খড়্গ এফোদের পশ্চাদ্দিগে আছে; তাহা যদি লইতে চাহ, তবে লও, তাহা ব্যতিরেকে এ স্থানে অন্য অস্ত্র নাই। তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, তাহার তুল্য আর নাই, তাহা আমাকে দেও।

[১০] সেই দিনে দায়ূদ্ উঠিয়া শৌলের সম্মুখহইতে পলাইয়া গাতের রাজা আখীশের কাছে গেল। [১১] তাহাতে আখীশের ভৃত্যগণ তাহাকে কহিল, এই ব্যক্তি কি দেশের রাজা দায়ূদ্ নয়? এবং 'শৌল সহস্র সহস্রকে বধ করিল, কিন্তু দায়ূদ অযুত অযুতকে বধ করিল,' ইহা কহিয়া স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করিয়া কি ইহার বিষয়ে গান করে না? [১২] দায়ূদ্ ঐ কথা মনে গুপ্ত রাখিল, এবং গাতের রাজা আখীশ্‌হইতে অতিশয় ভীত হওয়াতে [১৩] তাহাদের সাক্ষাতে আচারান্তর করিল; সে তাহাদের কাছে ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়া দ্বারের কবাটে আঁচড়িল, ও আপন দাড়ির উপরে লাল ক্ষরিতে দিল। [১৪] তাহাতে আখীশ্ আপন ভৃত্যগণকে কহিল, দেখ, এ ক্ষিপ্ত, ইহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ; ইহাকে আমার নিকটে কেন আনিলা? [১৫] আমার কি ক্ষিপ্ত লোকের অভাব আছে, যে তোমরা আমার কাছে ক্ষিপ্তের ব্যবহার করিতে ইহাকে আনিয়াছ? এ কি আমার গৃহে আসিবে?

২২ অধ্যায়।

১ অদুল্লমের গুহাতে দায়ূদের রক্ষা পাওন, ৩ ও মোয়াব্ রাজার নিকটে পিতামাতাকে রাখন, ৫ ও গাদ্ ভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শে যিহূদা দেশে দায়ূদের গমন, ৬ ও দায়ূদের বিষয়ে শৌলের দাসগণকে অনুযোগ করণ, ৯ ও শৌলের প্রতি দোয়েগের কথা, ১১ ও যাজকগণকে বধ করিতে শৌলের আজ্ঞা, ১৭ ও তাহাদিগকে ও তাহাদের নগরকে নষ্ট করণ, ২০ ও অবিয়াথরের পলায়ন।

[১] পরে দায়ূদ্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অদুল্লম্ গুহাতে আশ্রয় লইলে তাহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি তাবৎ পিতৃবংশ তাহা শুনিয়া সেই স্থানে তাহার নিকটে গেল। [২] এবং দুঃখী ও ঋণী ও অসন্তুষ্ট লোক সকল তাহার নিকটে একত্র হইলে সে তাহাদের সেনাপতি হইল; এই রূপে প্রায় চারি শত লোক তাহার সঙ্গী হইল।

[৩] পরে দায়ূদ্ তথাহইতে মোয়াবের মিস্পী নগরে যাইয়া মোয়াবের রাজাকে কহিল, আমি

বিনয় করি, ঈশ্বর আমার প্রতি কি করিবেন, তাহা যে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞাত না হই, তাবৎ আমার পিতামাতাকে তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকিতে দেও। [৪] পরে সে তাহাদিগকে মোয়াবের রাজার সাক্ষাতে আনিল; তাহাতে যে পর্য্যন্ত দায়ূদ্ দুর্গম স্থানে থাকিল, তাবৎ তাহারা ঐ রাজার সহিত বাস করিল।

[৫] পরে গাদ্ ভবিষ্যদ্বক্তা দায়ূদ্কে কহিল, তুমি আর দুর্গম স্থানে থাকিও না, প্রস্থান করিয়া যিহূদা দেশে যাও; তাহাতে দায়ূদ্ যাত্রা করিয়া হেরৎ বনে উপস্থিত হইল।

[৬] অপর দায়ূদের ও তাহার সঙ্গি লোকদের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, ইহা শৌল শুনিতে পাইল। সেই সময়ে শৌল শল্যহস্তে গিবিয়ার গ্রামস্থিত এক বৃক্ষের তলে বসিয়াছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে সমস্ত ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল। [৭] তাহাতে শৌল চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান আপন ভৃত্যগণকে কহিল, হে বিন্যামীন্ বংশীয়েরা, তোমরা মনোযোগ কর। যিশয়ের পুত্র কি তোমাদের প্রত্যেক জনকেই ক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিবে? এবং তোমাদের সকলকে সহস্রসেনাপতি ও শতসেনাপতি করিবে? [৮] এই কারণ তোমরা কি আমার প্রতিকূলে কুমন্ত্রণা করিয়াছ? এবং যিশয়ের পুত্রের সহিত আমার পুত্র যে নিয়ম করিয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে কেহ আমার কর্ণগোচর করে নাই; এবং আমার পুত্র আমার প্রতিকূলে অদ্য ঘাঁটি বসাইয়া থাকিতে আমার দাসকে প্রবৃত্তি দিয়াছে, ইহাতেও তোমাদের মধ্যে কেহ আমার জন্যে দুঃখিত হইয়া আমাকে তাহা জ্ঞাত করে নাই।

[৯] পরে শৌলের ভৃত্যগণের মধ্যে দণ্ডায়মান ইদোমীয় দোয়েগ্ উত্তর করিল, আমি নোবে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের নিকটে যিশয়ের পুত্রকে যাইতে দেখিয়াছি। [১০] সে তাহার নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, ও তাহাকে খাদ্য দ্রব্য দিল, এবং পিলেষ্টীয় জালূতের খড়্গ তাহাকে দিল।

[১১] তাহাতে রাজা লোক পাঠাইয়া অহীটূবের পুত্র অহীমেলক্ যাজককে ও তাহার তাবৎ পিতৃবংশকে অর্থাৎ নোব্বাসি যাজকদিগকে ডাকাইল; তাহাতে তাহারা সকলে রাজার নিকটে আইল। [১২] পরে শৌল কহিল, হে অহীটূবের পুত্র, শুন। সে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, আমি উপস্থিত আছি। [১৩] পরে শৌল তাহাকে কহিল, তুমি ও যিশয়ের পুত্র আমার বিরুদ্ধে কেন রাজদ্রোহ করিলা? এবং অদ্যকার মত আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া ঘাঁটি বসাইয়া থাকিতে তুমি তাহাকে রুটী ও খড়্গ দিলা, এবং তাহার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলা কেন? [১৪] তাহাতে অহীমেলক্ রাজাকে উত্তর করিল, আপনকার তাবৎ ভৃত্যের মধ্যে কে দায়ূদের তুল্য বিশ্বাস্য ও মহারাজের জামাতা, ও আপনকার গুপ্ত কথার অধিকারী, ও আপনকার বাটীতে সম্ভ্রান্ত? [১৫] আমি কি এই প্রথম বার তাহার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলাম? তাহা আমাহইতে দূর হউক; রাজা আপনকার এই দাসকে ও এই দাসের পরিজনদিগকে এ দোষ দিবেন না, কেননা আপনকার দাস এ বিষয়ের ন্যূনাধিক কিছুমাত্র অবগত ছিল না। [১৬] কিন্তু রাজা কহিল, হে অহীমেলক, তোমাকে ও তোমার তাবৎ পিতৃবংশকে মরিতে হইবে।

[১৭] পরে রাজা আপন চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান পদাতিকগণকে কহিল, তোমরা ফিরিয়া পরমেশ্বরের এই যাজকগণকে বধ কর; কেননা ইহারাও দায়ূদের সহায় আছে, এবং তাহার পলায়নের কথা জানিয়াও আমার কর্ণগোচর করে নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের যাজকদের বধার্থে হস্ত বিস্তার করিতে রাজার দাসগণ সম্মত হইল না। [১৮] পরে রাজা দোয়েগ্কে কহিল, তুমি ফিরিয়া এই যাজকগণকে বধ কর। তাহাতে ইদোমীয় দোয়েগ্ ফিরিয়া যাজকদের উপরে আক্রমণ করিয়া সেই দিবসে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত এফোদ পরিধায়ি পঁচাশী জনকে হত্যা করিল। [১৯] এবং সে খড়্গদ্বারা যাজকদের নোব্ নামে নগর বিনষ্ট করিল, অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ ও বালক ও স্তনপায়ি শিশু এবং গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষাদি খড়্গধারদ্বারা বধ করিল।

[২০] ঐ সময়ে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের অবিয়াথর্ নামে এক পুত্র মাত্র রক্ষা পাইয়া দায়ূদের পশ্চাৎ পলাইল। [২১] ঐ অবিয়াথর্ দায়ূদ্কে এই সংবাদ দিল, শৌল পরমেশ্বরের যাজকগণকে বধ করাইয়াছে। [২২] তাহাতে দায়ূদ্ অবিয়াথরকে কহিল, ইদোমীয় দোয়েগ্ সে স্থানে থাকাতে সে অবশ্য এ কথা শৌলকে কহিবে, সেই দিনাবধি আমার এমন বোধ ছিল; অতএব আমি তোমার পিতৃবংশীয় লোকদের বধের কারণ হইলাম। [২৩] তুমি আমার সহিত থাক, ভীত হইও না; কেননা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা না করিলে কেহ তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিবে না, কিন্তু আমার সঙ্গে থাকিলে রক্ষা পাইবা।

২৩ অধ্যায়।

১ কিয়ীলার আক্রমণ, ৭ ও দায়ূদের বিষয়ে শৌলের কথা, ৯ ও দায়ূদের প্রতি পরমেশ্বরের উত্তর দেওন, ১৩ ও দায়ূদের সীফ্ প্রান্তরে পলায়ন, ও যোনাথনের সহিত সাক্ষাৎ করণ, ১৯ ও সীফীয় লো-

কদের শৌলকে সংবাদ দেওন ও দায়ূদের পশ্চাদ্-গমনহইতে শৌলের নিবৃত্ত হওন।

[১] পরে পিলেষ্টীয়েরা কিয়ীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সকল মর্দনস্থানের শস্য লুটিতেছে, লোকেরা দায়ূদ্‌কে এই সংবাদ দিলে [২] দায়ূদ পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি ঐ পিলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিতে যাইব? তাহাতে পরমেশ্বর দায়ূদ্‌কে কহিলেন, যাও, সেই পিলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া কিয়ীলাকে রক্ষা কর। [৩] তাহাতে দায়ূদের লোকেরা তাহাকে কহিল, দেখ, আমাদের এই যিহূদা দেশে থাকা ভয়ের কর্ম্ম, তবে আর বার কি কিয়ীলাতে পিলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণীদের প্রতিকূলে যাইব? [৪] পরে দায়ূদ্ পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে পরমেশ্বর উত্তর করিলেন, তুমি উঠিয়া কিয়ীলাতে যাও, আমি পিলেষ্টীয়দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। [৫] অতএব দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা কিয়ীলাতে যাইয়া পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিয়া তাহাদের পশুগণকে লইয়া গেল; এই রূপে দায়ূদ্ কিয়ীলা নিবাসিদিগকে রক্ষা করিল। [৬] অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর্ যখন কিয়ীলাতে দায়ূদের নিকটে পলাইয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার হস্তে এক এফোদ ছিল।

[৭] পরে দায়ূদ্ কিয়ীলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া শৌল কহিল, তবে ঈশ্বর আমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, কেননা দ্বার ও অর্গলযুক্ত নগরে প্রবেশ করাতে সে অবরুদ্ধ হইল। [৮] পরে শৌল দায়ূদ্‌কে ও তাহার লোকদিগকে অবরোধ করিবার জন্যে কিয়ীলাতে যাইয়া যুদ্ধ করিতে আপন তাবৎ লোককে ডাকিল।

[৯] পরে শৌল আমার বিরুদ্ধে হিংসার পরামর্শ করিতেছে, ইহা দায়ূদ্ জ্ঞাত হইয়া অবিয়াথর্ যাজককে কহিল, এই স্থানে এফোদ্ আন। [১০] পরে দায়ূদ্ কহিল, হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, শৌল কিয়ীলাতে আসিয়া আমার নিমিত্তে এই নগর উচ্ছিন্ন করিতে যত্ন করিতেছে, আপনকার দাস আমি ইহা শুনিলাম। [১১] অতএব কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি তাহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবে? আপনকার দাস আমি যে রূপ শুনিলাম, সেই রূপ সে কি সত্য আসিবে? হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, বিনয় করি, আপন দাসকে তাহা কহুন। পরমেশ্বর কহিলেন, সে আসিবে। [১২] দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল, কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি আমাকে ও আমার লোকদিগকে শৌলের হস্তগত করিবে? তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, করিবে।

[১৩] তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার প্রায় ছয় শত সঙ্গি লোক উঠিয়া কিয়ীলাহইতে বাহির হইয়া যেখানে সেখানে গেল; পরে দায়ূদ্ কিয়ীলাহইতে পলাইয়াছে, এই কথা কেহ শৌলকে কহিলে সে যাইতে নিবৃত্ত হইল। [১৪] এবং দায়ূদ্ প্রান্তরের দুরাক্রম স্থানে বিশেষতঃ সীফ্ প্রান্তরস্থ পর্ব্বতে বাস করিল; পরে শৌল প্রতিদিন তাহার অন্বেষণ করিলেও ঈশ্বর তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন না। [১৫] তথাপি শৌল আমার প্রাণের চেষ্টায় বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা দায়ূদ্ দেখিয়া সীফ্ প্রান্তরস্থ বনে থাকিল। [১৬] পরে শৌলের পুত্র যোনাথন্ উঠিয়া বনে দায়ূদের নিকটে গিয়া ঈশ্বরেতে তাহার সাহস জন্মাইল। [১৭] এবং তাহাকে কহিল, ভয় করিও না, আমার পিতা শৌল তোমার উদ্দেশ পাইবে না, এবং তুমি ইস্রায়েল বংশের রাজা হইবা, এবং আমি তোমার দ্বিতীয় হইব, ইহা আমার পিতা শৌলও অবগত আছে। [১৮] পরে তাহারা দুই জন পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিল। অনন্তর দায়ূদ্ বনে থাকিল; কিন্তু যোনাথন্ ঘরে গেল।

[১৯] অপর সীফীয় লোকেরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে গিয়া কহিল, যিশীমোনের দক্ষিণদিকস্থ হখীলা পর্ব্বতের বনস্থ দুরাক্রম স্থানে দায়ূদ্ কি আমাদের নিকটে লুকাইয়া থাকে না? [২০] অতএব মহারাজ তাবৎ মনোবাঞ্ছানুসারে আগমন করুন, মহারাজের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করা আমাদের ভার আছে। [২১] শৌল কহিল, তোমরা পরমেশ্বরেতে ধন্য, কেননা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলা। [২২] আমি বিনয় করি, তোমরা যাইয়া আরো অনুসন্ধান কর। তাহার পা রাখিবার স্থান কোথায়? ও সে স্থানে তাহাকে কে দেখিয়াছে? ইহা নিশ্চয় করিয়া জান; কেননা সে অতিশয় চাতুরী করে, ইহা আমার প্রতি কথিত আছে। [২৩] অতএব সকল গুপ্ত স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে সে আপনাকে লুকাইতেছে, তাহা দেখিয়া অবগত হও; পরে আমার নিকটে নিশ্চয় সমাচার লইয়া আইস, তাহাতে আমি তোমাদের সহিত যাইব; সে যদি দেশে থাকে, তবে আমি যিহূদার সকল সাহস্রিক দলের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিব। [২৪] তাহাতে তাহারা উঠিয়া শৌলের অগ্রে সীফে গেল; কিন্তু দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা যিশীমোনের দক্ষিণে মরুভূমিস্থ মায়োন্ প্রান্তরে ছিল। [২৫] পরে শৌল ও তাহার লোকেরা তাহার অন্বেষণে গেল, কিন্তু লোকেরা দায়ূদ্‌কে ঐ সংবাদ কহিলে সে শৈল দিয়া নামিয়া মায়োন্ প্রান্তরে রহিল।

পরে শৌল তাহা শুনিয়া মায়োন্ প্রান্তরে দায়ূদের অন্বেষণে গমন করিল। [২৬] এবং শৌল পর্ব্বতের এক পার্শ্বে গেলে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা পর্ব্বতের অন্য পার্শ্বে গেল। অপর দায়ূদ্ শৌলের সম্মুখহইতে স্থানান্তরে যাইতে উৎকণ্ঠিত ছিল; এবং শৌল তাহাকে ও তাহার লোকদিগকে ধরিবার জন্যে আপন লোকদ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিতেছিল, [২৭] এমন সময়ে এক [দূত] শৌলের নিকটে আসিয়া কহিল, আপনি শীঘ্র আগমন করুন, কেননা পিলেষ্টীয়েরা দেশ আক্রমণ করিল। [২৮] তাহাতে শৌল দায়ূদের পশ্চাদ্‌গমনহইতে ফিরিয়া পিলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; এই নিমিত্তে সেই স্থানের নাম সেলা-হম্মহলিকোৎ (ভিন্ন হওনের শৈল) হইল। [২৯] পরে দায়ূদ্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া ঐন্‌গিদিস্থ দুরাক্রম স্থানে বাস করিল।

২৪ অধ্যায়।

ঐন্‌গিদিস্থিত গুহাতে দায়ূদের শৌলের বস্ত্রাঞ্চল ছেদন করিয়া প্রাণ রক্ষা করণ, ৮ ও এই কর্ম্মদ্বারা শৌলের কাছে আপন নির্দ্দোষতা প্রকাশ করণ, ১৬ ও আপন দোষ স্বীকার করিয়া দায়ূদ্‌কে দিব্য করাইয়া শৌলের আপন গৃহে প্রস্থান করণ।

[১] অপর শৌল পিলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্‌গমনহইতে প্রত্যাগমন করিলে দায়ূদ্ ঐন্‌গিদির প্রান্তরে আছে, এই সংবাদ কেহ তাহাকে কহিল। [২] তাহাতে শৌল তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশহইতে তিন সহস্র মনোনীত লোক লইয়া বনছাগের পর্ব্বতোপরি দায়ূদের ও তাহার লোকদের অন্বেষণে গমন করিল। [৩] পথের মধ্যে মেষবাথানে উপস্থিত হইলে সে চরণ আচ্ছাদন করিতে সেই স্থানস্থ এক গুহাতে প্রবেশ করিল; কিন্তু দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা সেই গুহার অন্তর্ভাগে বসিয়াছিল। [৪] অপর দায়ূদের লোকেরা তাহাকে কহিল, দেখ, আমি তোমার শত্রুকে তোমার হস্তগত করিব, তাহাতে তুমি তাহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবা, এই বাক্য পরমেশ্বর যে দিবসের বিষয়ে তোমাকে কহিয়াছেন, দেখ এই সেই দিবস। তাহাতে দায়ূদ্ উঠিয়া গুপ্তরূপে শৌলের বস্ত্রাগ্র কাটিল। [৫] কিন্তু শৌলের বস্ত্রাগ্র ছেদন করাতে তৎপরে দায়ূদের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইল; [৬] তাহাতে সে আপন লোকদিগকে কহিল, পরমেশ্বরের অভিষিক্ত আমার প্রভুর প্রতি এমত কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধে হস্ত তুলিতে পরমেশ্বর আমাকে না দিউন্; কেননা সে পরমেশ্বরের অভিষিক্ত লোক। [৭] এই রূপ কথাদ্বারা দায়ূদ্ আপন লোকদিগকে তাড়না করিয়া শৌলের প্রতিকূলে আক্রমণ করিতে দিল না। পরে শৌল গুহাহইতে নির্গত হইয়া আপন পথে গমন করিল।

[৮] কিঞ্চিৎ পরে দায়ূদ্ উঠিয়া গুহাহইতে নির্গত হইয়া, হে আমার প্রভো রাজন্, ইহা বলিয়া শৌলকে ডাকিল; তাহাতে শৌল পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলে দায়ূদ্ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। [৯] এবং দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, দেখ, দায়ূদ্ তোমার হিংসার চেষ্টা করে, লোকদের এমত কথা কেন শুন? [১০] দেখ, পরমেশ্বর অদ্য এই গুহার মধ্যে তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহা তুমি চাক্ষুষ দেখিতেছ; তাহাতে কেহ তোমাকে বধ করিতে আমাকে কহিলেও আমি তোমার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিয়া কহিলাম, আপন প্রভুর প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিব না, কেননা তিনি পরমেশ্বরের অভিষিক্ত লোক। [১১] হে আমার পিতঃ, আমার হস্তে তোমার উত্তরীয় বস্ত্রের এই অঞ্চল অবলোকন করিয়া দেখ, আমি তোমার উত্তরীয় বস্ত্রাগ্র কাটিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বধ করি নাই; ইহাতে আমি হিংসা বা রাজদ্রোহিতা বা তোমার প্রতিকূলে পাপ করি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ; তথাপি তুমি আমার প্রাণকে ধরিবার জন্যে অন্বেষণ করিতেছ। [১২] পরমেশ্বর আমার ও তোমার বিষয়ে বিচার করিয়া আমার জন্যে তোমাকে প্রতিফল দিবেন, কিন্তু আমি তোমার উপরে হস্ত তুলিব না। [১৩] 'দুষ্টহইতেই দুষ্টতা জন্মে,' প্রাচানদের এই নীতিকথা আছে; কিন্তু আমি তোমার উপরে হস্ত তুলিব না। [১৪] ইস্রায়েল্ বংশের রাজা কাহার পশ্চাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছে? কি মৃত কুক্কুরের? বা মশকটির? কাহার পশ্চাৎ তাড়না করিতেছে? [১৫] পরমেশ্বর বিচারকর্ত্তা আছেন, তিনি আমার ও তোমার বিষয়ে বিচার করিবেন, ও আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমার বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া তোমার হস্তহইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

[১৬] দায়ূদ্ শৌলের প্রতি এই সকল কথার শেষ করিলে শৌল জিজ্ঞাসিল, হে আমার পুত্র দায়ূদ্, এ কি তোমার স্বর? ইহা কহিয়া শৌল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল। [১৭] পরে দায়ূদ্‌কে কহিল, আমা অপেক্ষা তুমি ধার্ম্মিক, কেননা আমি তোমার অমঙ্গল করিলেও তুমি আমার মঙ্গল করিলা। [১৮] পরমেশ্বর আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলেও তুমি আমাকে বধ কর নাই; ইহাতে অদ্য আমার প্রতি আপনার হিতৈষিতা দেখাইলা। [১৯] কেননা মনুষ্য আপন শত্রুকে পাইলে কি তাহাকে কুশলে যাইতে দেয়? অদ্য তুমি আমার প্রতি যাহা করিলা, তন্নিমিত্তে পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল

করুন। ২০ এখন দেখ, তুমি অবশ্য রাজা হইবা, ও ইস্রায়েল্ বংশের রাজ্য তোমার হস্তে স্থির থাকিবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। ২১ কিন্তু তুমি আমার পরে আমার বংশ উচ্ছিন্ন করিবা না, ও পিতৃবংশহইতে আমার নাম লোপ করিবা না, পরমেশ্বরের নাম লইয়া এই দিব্য কর। ২২ তাহাতে দায়ূদ্ শৌলের নিকটে দিব্য করিল; পরে শৌল আপন গৃহে গেল, কিন্তু দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা দুরাক্রম স্থানে আরোহণ করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের মৃত্যু, ২ ও নাবলের ও তাহার স্ত্রী অবীগয়িলের কথা, ৪ ও নাবলের প্রতি দায়ূদের দূত প্রেরণ, ১০ ও তাহার নিন্দা প্রযুক্ত নাবল্কে বধ করিতে দায়ূদের প্রস্তুত হওন, ১৪ ও অবীগয়িল্কে দাসের সংবাদ দেওন, ১৮ ও উপঢৌকন প্রস্তুত করিয়া দায়ূদের কাছে অবীগয়িলের গমন, ৩২ ও তাহাকে দায়ূদের গ্রাহ্য করণ, ৩৬ ও নাবলের মৃত্যু, ৩৯ ও দায়ূদের সহিত অবীগয়িলের বিবাহ ও দায়ূদের ভার্য্যা মীখল অন্য পুরুষকে দত্তা হওন।

১ পরে শিমূয়েল্ মরিলে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ একত্র হইয়া তাহার জন্যে শোক করিল, এবং রামৎস্থিত তাহার বাটীতে তাহার কবর দিল। পরে দায়ূদ্ উঠিয়া পারণ প্রান্তরে গমন করিল।

২ তৎকালে মায়োন্ নিবাসী কর্ম্মিলাধিকারী অতি মহান্ এক মনুষ্য কর্ম্মিলে আপন মেষের লোমচ্ছেদন করিতেছিল; তাহার তিন সহস্র মেষ ও এক সহস্র ছাগী ছিল। ৩ সেই মনুষ্যের নাম নাবল্ ও তাহার স্ত্রীর নাম অবীগয়িল্; ঐ স্ত্রী উত্তম বুদ্ধিমতী ও সুবদনা ছিল, কিন্তু ঐ পুরুষ কঠিন ও দুর্বৃত্ত এবং কালেবের বংশজাত ছিল।

৪ অপর নাবল্ আপন মেষের লোমচ্ছেদন করিতেছে, এই কথা প্রান্তরমধ্যে শুনিয়া ৫ দায়ূদ্ দশ জন যুবাকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কর্ম্মিলে উঠিয়া নাবলের নিকটে গমন কর, এবং আমার নাম করিয়া তাহার কল্যাণ জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক ৬ তাহাকে এই কথা কহ, চিরজীবী হও, তোমার ও তোমার বাটীর ও সর্ব্বস্বের সর্ব্বদা মঙ্গল হউক। ৭ আমি শুনিলাম তোমার লোমচ্ছেদক আছে; এখন নিবেদন এই; তোমার মেষপালকগণ আমাদের সহিত ছিল, আমরা তাহাদের হিংসা করি নাই; এবং যাবৎ তাহারা কর্ম্মিলে ছিল, তাবৎ তাহাদের কিছু হারায় নাই। ৮ তোমার যুবদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে কহিবে; অতএব এই যুবগণের প্রতি তোমার অনুগ্রহদৃষ্টি হউক, কেননা আমরা শুভ দিবসে আইলাম। আমরা বিনয় করি, যাহা তোমার হস্তে আছে, তাহার কিছু আপন দাসদিগকে ও আপন পুত্র দায়ূদ্কে দিউন। ৯ তাহাতে দায়ূদের যুবগণ যাইয়া দায়ূদের নাম করিয়া নাবল্কে ঐ সকল কথা কহিয়া নিবৃত্ত হইল।

১০ পরে নাবল্ দায়ূদের দাসদিগকে কহিল, দায়ূদ্ কে? ও যিশয়ের পুত্র কে? এই সময়ে অনেক২ ভৃত্য আপন২ প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বেড়াইতেছে। ১১ আমি কি আপনার রুটী ও জল ও আপন লোমচ্ছেদকদের জন্যে হত পশুর মাংস লইয়া অজ্ঞাত কোথাকার লোকদিগকে দিব? ১২ তাহাতে দায়ূদের যুবগণ আপনাদের পথে ফিরিয়া গেল, এবং তাহার নিকটে আসিয়া ঐ সমস্ত কথা কহিল। ১৩ তখন দায়ূদ্ আপন লোকদিগকে কহিল, প্রত্যেক জন খড়্গ বাঁধ। তাহাতে প্রত্যেক জন আপন২ খড়্গ বাঁধিল, এবং দায়ূদ্ও আপন খড়্গ বাঁধিল। পরে দায়ূদের সহিত প্রায় চারি শত লোক গেল, এবং সংস্থান রক্ষার্থে দুই শত লোক রহিল।

১৪ ইতিমধ্যে যুবদাসদের এক জন নাবলের ভার্য্যা অবীগয়িল্কে কহিল, দেখ, দায়ূদ্ আমাদের কর্ত্তাকে নমস্কার করিতে প্রান্তরহইতে দূতগণকে পাঠাইল, তাহাতে আমাদের কর্ত্তা তাহাদিগকে তাড়না করিল। ১৫ সেই লোকেরা আমাদের বড় উপকারী ছিল; যখন আমরা প্রান্তরে ছিলাম, তখন যাবৎ কাল তাহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম, তাবৎ আমাদের কিছু হিংসা হয় নাই ও কিছু হারায় নাই। ১৬ আমরা যত কাল থাকিয়া তাহাদের সহিত মেষ রক্ষা করিতেছিলাম, তাবৎ তাহারা দিবারাত্রি আমাদের চতুর্দ্দিগে প্রাচীরস্বরূপ ছিল। ১৭ অতএব এখন তোমার কি কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিয়া বুঝ, কেননা আমাদের কর্ত্তার ও তাহার সমস্ত পরিজনের প্রতিকূলে অমঙ্গল স্থির হইয়াছে; সেও এমত দুরন্ত, যে তাহাকে কোন কথা কহিতে পারা যায় না।

১৮ তাহাতে অবীগয়িল্ শীঘ্র দুই শত রুটী ও দুই কুপা দ্রাক্ষারস ও পাঁচ প্রস্তুত মেষ ও পাঁচ কাঠা ভাজা কলাই ও এক শত গুচ্ছ দ্রাক্ষাফল ও দুই শত ডুম্বুরচাক লইয়া গর্দ্দভদের উপরে চাপাইল। ১৯ এবং আপন দাসদিগকে কহিল, তোমরা আমার অগ্রে২ চল, দেখ, আমি তোমাদের পশ্চাৎ২ যাইতেছি; কিন্তু ইহা সে আপন স্বামি নাবল্কে জ্ঞাত করিল না। ২০ পরে সে গর্দ্দভারূঢ়া হইয়া পর্ব্বতের গুপ্ত পথ দিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা সম্মুখে আইল, তাহাতে সে তাহাদের সহিত মিলিল। ২১ পূর্ব্বে দায়ূদ্ কহিয়াছিল, সেই ব্যক্তির প্রান্তরস্থিত সমস্ত বস্তু আমি রক্ষা

করিয়াছি, এবং তাহার তাবৎ দ্রব্যের কিছু হারায় নাই, এই কর্ম্ম আমার বৃথা হইল; সে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিল। [২২] যদি আমি তাহার পুরুষদের মধ্যে এক জনকেও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রাখি, তবে ঈশ্বর দায়ূদের শত্রুদের প্রতি অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [২৩] পরে অবীগয়িল্ দায়ূদ্‌কে দেখিবামাত্র গর্দ্দভহইতে শীঘ্র নামিয়া দায়ূদের সম্মুখে পড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। [২৪] এবং তাহার চরণে পড়িয়া কহিল, হে আমার প্রভো, এই অপরাধ আমার হইল। আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীকে আপনকার কর্ণগোচরে কথা কহিতে অনুমতি দিউন; আপনকার দাসীর কথা শুনুন। [২৫] আমি বিনয় করি, সেই দুরন্ত ব্যক্তিকে অর্থাৎ নাবলকে গণ্য করিও না; যেমন তাহার নাম, তেমনি সে। তাহার নাম নাবল্ (অর্থাৎ মূর্খ,) ও তাহার অন্তরে মূর্খতা আছে। কিন্তু আপনকার এই দাসী প্রভুর প্রেরিত যুবদিগকে দেখে নাই। [২৬] তথাপি, হে আমার প্রভো, পরমেশ্বরের অমরত্তা ও আপনকার জীবৎ প্রাণের দিব্য করিয়া কহিতেছি, এখন রক্তপাত ও নিজ হস্তদ্বারা অপমানের প্রতীকার করণার্থে পরমেশ্বর আপনকাকে আসিতে বারণ করিতেছেন; কিন্তু আপনকার শত্রুগণ ও প্রভুর মন্দকারিগণ নাবলের সদৃশ হউক। [২৭] এখন আপনকার দাসী এই যে উপঢৌকন আপনকার নিমিত্তে আনিল, ইহা আপনকার পশ্চাদ্গামি যুবদিগকে বিতরণ করা যাউক। [২৮] আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন, কেননা পরমেশ্বর আমার প্রভুর বংশ স্থির করিবেন; এবং পরমেশ্বরের পক্ষীয় যুদ্ধেতে আমার প্রভু ব্যস্ত ও যাবজ্জীবন নির্দ্দোষ আছেন। [২৯] লোক উঠিয়া আপনকার তাড়না ও প্রাণনাশের চেষ্টা করিলেও আপনকার প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে আমার প্রভুর প্রাণ জীবনরূপ বোচ্কাতে বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু আপনকার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙ্গার মধ্যহইতে নিক্ষিপ্ত করিবেন। [৩০] পরমেশ্বর আমার প্রভুর বিষয়ে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, তাহা যখন সফল করিয়া আপনকাকে ইস্রায়েলের রাজত্বে নিযুক্ত করিবেন, [৩১] তখন অকারণে রক্তপাত করা ও অপরাধের প্রতীকার আপনি করা, এই দুই কর্ম্মমূলক শোক ও দুঃখ আমার প্রভুর মনে স্থান পাইবে না। কিন্তু যখন পরমেশ্বর আমার প্রভুর মঙ্গল করিবেন, তখন আপনকার এই দাসীকে স্মরণ করিবেন।

[৩২] পরে দায়ূদ্ অবীগয়িল্‌কে কহিল, অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইতে যিনি তোমাকে প্রেরণ করিলেন, ইস্রায়েলের সেই প্রভু পরমেশ্বর ধন্য। [৩৩] এবং তোমার সুবিচার ধন্য, এবং তুমিও ধন্যা; কারণ তুমি রক্তপাতার্থে আগমন ও নিজ হস্তদ্বারা অপরাধের প্রতীকার করণহইতে আমাকে নিবৃত্ত করিলা। [৩৪] ইস্রায়েলের যে প্রভু পরমেশ্বর তোমার হিংসা করণে আমাকে বারণ করিয়াছেন, তাঁহার অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমার সঙ্গে মিলিতে যদি তুমি শীঘ্র না আসিতা, তবে নাবলের গৃহে পুরুষদের মধ্যে এক জনও প্রভাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিত না। [৩৫] পরে দায়ূদ্ আপনার জন্যে আনীত উপঢৌকন দ্রব্য তাহার হস্তহইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কুশলে ঘরে যাও; দেখ, আমি তোমার কথা শুনিলাম ও তোমাকে গ্রাহ্য করিলাম।

[৩৬] পরে যখন অবীগয়িল্ নাবলের নিকটে আইল, তখন রাজভোজের ন্যায় তাহার ভোজ হইতেছিল, এবং নাবল্ প্রফুল্লমনা হইয়া অতিশয় মত্ত ছিল; অতএব সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের অল্প বা অধিক কিছু তাহাকে কহিল না। [৩৭] পরে প্রাতঃকালে নাবলের মত্ততা ঘুচিলে তাহার ভার্য্যা তাহাকে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল; তাহাতে সে অন্তরে মৃতকল্প ও মূর্চ্ছাতে প্রস্তরবৎ হইল। [৩৮] এবং তাহার ন্যূনাধিক দশ দিন পরে পরমেশ্বর নাবলের প্রতি আঘাত করিলে সে মরিল।

[৩৯] পরে নাবল্ মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া দায়ূদ্ কহিল, ধন্য পরমেশ্বর, যেহেতুক তিনি নাবল্‌হইতে আমার প্রাপ্ত অপমান বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করিলেন, এবং আপন দাসকে দুষ্ক্রিয়াহইতে রক্ষা করিয়া নাবলের দুষ্টতার প্রতিফল তাহারই মস্তকে বর্ত্তাইলেন। পরে দায়ূদ্ অবীগয়িল্‌কে বিবাহ করণার্থে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লোক পাঠাইল। [৪০] তখন দায়ূদের দাসগণ কর্ম্মিলে অবীগয়িলের নিকটে যাইয়া তাহাকে কহিল, দায়ূদ্ তোমাকে বিবাহ করণার্থে লইতে তোমার নিকটে আমাদিগকে পাঠাইলেন। [৪১] তাহাতে সে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিল, দেখ, আপনকার দাসী আমার প্রভুর দাসদের পাদপ্রক্ষালিকা দাসীও হউক। [৪২] পরে অবীগয়িল্ শীঘ্র উঠিয়া গর্দ্দভারোহণ করিয়া আপন পাঁচ জন অনুচারিণীর সহিত দায়ূদের দূতগণের পশ্চাৎ গিয়া দায়ূদের ভার্য্যা হইল। [৪৩] আর দায়ূদ্ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্‌কেও বিবাহ করিল; তাহাতে এই দুই তাহার ভার্য্যা হইল। [৪৪] কিন্তু শৌল মীখল্ নামে আপন কন্যা দায়ূদের ভার্য্যাকে লইয়া গল্লীম্ নিবাসি লয়িশের পুত্র পল্‌টিকে দিয়াছিল।

২৬ অধ্যায়।

১ দায়ূদের পশ্চাতে শৌলের হখীলা পর্ব্বতে গমন, ৫ ও শৌলের বড়শা ও জলপাত্র লইয়া তাহাকে বধ না করণ, ১৩ ও অব্নেরের প্রতি দায়ূদের অনুযোগ, ২১ ও দায়ূদের প্রতি শৌলের কথা।

[১] পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে গিয়া কহিল, দায়ূদ্ কি যিশীমোনের সম্মুখে হখীলা পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকে না? [২] তাহাতে সীফ প্রান্তরে দায়ূদের অন্বেষণার্থে শৌল উঠিয়া ইস্রায়েল্ বংশের তিন সহস্র মনোনীত লোককে সঙ্গে লইয়া সীফ প্রান্তরে গেল। [৩] পরে শৌল পথের পার্শ্বে যিশীমোনের সম্মুখস্থ হখীলা পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। ঐ সময়ে দায়ূদ্ প্রান্তরমধ্যে বাস করিতেছিল; কিন্তু শৌল আমার পশ্চাৎ প্রান্তরে আসিতেছে, ইহা অনুমান করাতে [৪] দায়ূদ্ চরগণকে প্রেরণ করিয়া, শৌল নিশ্চয় আসিয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইল।

[৫] পরে দায়ূদ্ উঠিয়া শৌলের শিবিরস্থানের নিকটে আসিয়া শৌলের ও তাহার সেনাপতি নেরের পুত্র অব্নেরের শয়নস্থান নিরীক্ষণ করিল; তাহাতে শৌল রথব্যূহমধ্যে শয়নে আছে, এবং সৈন্যেরা তাহার চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া আছে, ইহা দেখিল। [৬] পরে দায়ূদ্ হিত্তীয় অহীমেলক্‌কে ও সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয়কে কহিল, শিবিরে শৌলের নিকটে আমার সঙ্গে কে যাইবে? তাহাতে অবীশয় কহিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। [৭] পরে রাত্রিসময়ে দায়ূদ্ ও অবীশয় লোকদের নিকটে আইলে শৌল রথব্যূহের মধ্যে নিদ্রিত আছে, ও তাহার শিয়রের নিকটে তাহার বড়শা ভূমিতে বিদ্ধ আছে, এবং অব্নের্ ও সমস্ত সৈন্য চতুর্দ্দিগে শয়নে আছে, ইহা দেখিল। [৮] তখন অবীশয় দায়ূদ্‌কে কহিল, অদ্য ঈশ্বর আপনকার শত্রুকে আপনকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব এখন নিবেদন করি, বড়শাদ্বারা উহাকে একেবারে ভূমির সহিত গাঁথিতে আমাকে অনুমতি দেও, আমি উহাকে দুই বার আঘাত করিব না। [৯] তাহাতে দায়ূদ্ অবীশয়কে কহিল, উহাকে বিনষ্ট করিও না; পরমেশ্বরের অভিষিক্তের প্রতিকূলে কে হস্ত বিস্তার করিয়া নিরপরাধ হইতে পারে? [১০] দায়ূদ্ আরো কহিল, যদি পরমেশ্বর অমর হন, তবে পরমেশ্বর তাহাকে আঘাত করিবেন, কিম্বা তাহার অন্তিম দিন উপস্থিত হইলে সে মরিবে, কিম্বা সে সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া হত হইবে। [১১] কিন্তু আমি যে পরমেশ্বরের অভিষিক্তের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করি, পরমেশ্বর এমত না করুন; অতএব বিনয় করি, উহার শিয়রের নিকটস্থ বড়শা ও জলের পাত্র তুলিয়া লইয়া আইস; আমরা যাই। [১২] পরে দায়ূদ্ শৌলের শিয়রহইতে তাহার বড়শা ও জলের পাত্র লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু কেহ তাহা দেখিল না ও জানিল না, ও কেহ জাগ্রৎ হইল না, কেননা সকলে নিদ্রিত ছিল; কারণ তাহারা পরমেশ্বর কর্তৃক ঘোর নিদ্রাতে মগ্ন হইয়াছিল।

[১৩] পরে দায়ূদ্ ওপারে গিয়া অন্য পর্ব্বতের শৃঙ্গে দূরে দাঁড়াইল; তাহার মধ্যে অনেক স্থান ব্যবধান ছিল। [১৪] তখন দায়ূদ্ সৈন্যদিগকে ও নেরের পুত্র অব্নের্‌কে ডাকিয়া কহিল, হে অব্নের্, তুমি কেন উত্তর দেও না? তাহাতে অব্নের্ উত্তর করিল, রাজার প্রতি উচ্চৈঃস্বর করিতেছ তুমি কে? [১৫] পরে দায়ূদ্ অব্নেরকে কহিল, তুমি কি বীর নহ? ইস্রায়েল্ বংশে তোমার তুল্য কে আছে? তবে তুমি আপন প্রভু রাজাকে কেন রক্ষা কর না? দেখ, তোমার প্রভু রাজাকে বিনষ্ট করিতে এক জন প্রবিষ্ট হইল। [১৬] ইহাতে তুমি ভাল কর্ম্ম কর নাই। পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে তোমরা প্রাণদণ্ডযোগ্য, কেননা তোমরা পরমেশ্বরের অভিষিক্ত আপন প্রভুকে রক্ষা কর নাই। তুমি এক বার দেখ, রাজার শিয়রের নিকটস্থ বড়শা ও জলপাত্র কোথায়? [১৭] তখন শৌল দায়ূদের স্বর বুঝিয়া কহিল, হে আমার পুত্র দায়ূদ্, এ কি তোমার স্বর? তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হাঁ প্রভো রাজন্, আমার স্বর বটে। [১৮] সে আরো কহিল, হে আমার প্রভো, আপনকার দাসের পশ্চাৎ২ কেন ধাবমান হন? আমি কি করিলাম? আমার দোষ কি? [১৯] বিনয় করি, হে আমার প্রভো রাজন্, আপন দাসের কথা শুন; যদি পরমেশ্বর আমার বিরুদ্ধে তোমাকে ব্যগ্র করিয়া থাকেন, তবে তিনি নৈবেদ্য গ্রহণ করুন; আর যদি কোন মনুষ্যেরা করিয়া থাকে, তবে তাহারা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অভিশপ্ত হউক; কেননা তাহারা অদ্য আমাকে দূর করিয়া পরমেশ্বরের অধিকারভুক্ত হইতে বারণ করিয়া বলে, তুমি যাইয়া ইতর দেবগণের সেবা কর। [২০] যদ্যপি পর্ব্বতে ধাবমান তিত্তিরপক্ষির ন্যায় ইস্রায়েলের রাজা এক মশকের অন্বেষণে বাহিরে আসিয়াছে, তথাপি আমার রক্ত এখন পরমেশ্বরের সম্মুখে মৃত্তিকাতে পতিত হইবে না।

[২১] তাহাতে শৌল কহিল, হে আমার পুত্র দায়ূদ্, আমি পাপ করিলাম; তুমি ফির; আমি তোমার হিংসা আর করিব না, কেননা তুমি অদ্য আমার প্রাণকে মূল্যবান জ্ঞান করিলা। আমি বাতুলের ন্যায় কর্ম্ম করিলাম; ও বড়

ভ্রান্ত হইলাম। [২২] দায়ূদ্ উত্তর করিল, এই দেখ রাজার বড়শা; কোন যুবা পার হইয়া আসিয়া ইহা লইয়া যাউক। [২৩] পরমেশ্বর প্রত্যেক জনকে তাহার ধর্ম্ম ও বিশ্বস্ততানুসারে ফল দিউন; পরমেশ্বর অদ্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পরমেশ্বরের অভিষিক্তের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিতে সম্মত হইলাম না। [২৪] দেখ, অদ্য আমার সাক্ষাতে আপনকার প্রাণ যেমন বহুমূল্য হইল, তদ্রূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আমার প্রাণ বহুমূল্য হইবে; তিনি সমস্ত ক্লেশহইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। [২৫] পরে শৌল দায়ূদ্‌কে কহিল, হে আমার পুত্র দায়ূদ্, তুমি ধন্য; তুমি মহৎ কর্ম্ম করিবা, এবং কৃতকার্য্য হইবা। পরে দায়ূদ্ আপন পথে চলিয়া গেল, এবং শৌল স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

২৭ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয়দের দেশে দায়ূদের গমন, ৫ ও সিক্লগ নগরে দায়ূদের বাস করণ, ৭ ও দেবপূজকদের প্রতি দায়ূদের আক্রমণ।

[১] পরে দায়ূদ্ মনে২ ভাবিল, এই রূপে কোন্ দিন আমি শৌলের হস্তে বিনষ্ট হইব? পিলেষ্টীয়দের দেশে না পলাইলে আমার আর রক্ষা নাই; তথায় গেলে শৌল ইস্রায়েলের অঞ্চলে আমার অন্বেষণ করিতে ক্ষান্ত হইবে, এবং আমি তাহার হস্তহইতে রক্ষা পাইব। [২] পরে দায়ূদ্ উঠিয়া আপনার ছয় শত সঙ্গি লোককে লইয়া মায়োকের পুত্র গাতের রাজা আখীশের নিকটে গেল। [৩] এবং দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা প্রত্যেক জন আপন২ পরিবারের সহিত গাতে আখীশের নিকটে প্রবাস করিল, বিশেষতঃ দায়ূদ্ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্ ও মৃত নাবলের ভার্য্যা কর্ম্মিলীয়া অবীগয়িল, এই দুই স্ত্রীর সহিত তথায় বাস করিল। [৪] পরে দায়ূদ্ পলাইয়া গাতে গেল, এই সংবাদ শৌলের গোচর হইলে সে আর তাহার অন্বেষণ করিল না।

[৫] পরে দায়ূদ্ আখীশ্‌কে কহিল, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে দেশের কোন ক্ষুদ্র নগরে আমার বাসার্থে স্থান দিউন, কেননা আপনকার দাস আপনকার সহিত রাজধানীতে কেন বসতি করিবে? [৬] তাহাতে আখীশ্ ঐ দিনে সিক্লগ্ নগর তাহাকে দিল; অতএব সেই সিক্লগ্ নগরে অদ্যাপি যিহূদার রাজবর্গের অধিকার আছে।

[৭] ঐ পিলেষ্টীয়দের দেশে দায়ূদের অবস্থিতি কালের সংখ্যা এক বৎসর চারি মাস। [৮] ঐ সময়ে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা যাইয়া গিশূরীয় ও গেষরীয় ও অমালেকীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিত, কেননা পূর্ব্বকালে শূরের পথ অবধি মিসর্ পর্য্যন্ত যে দেশ তন্মধ্যে সেই লোকেরা বাস করিত [৯] অতএব দায়ূদ্ সেই দেশস্থদিগকে বধ করিত, তাহাদের পুরুষ কি স্ত্রী কাহাকেও জীবৎ রাখিত না, মেষ গোরু গর্দ্দভ উষ্ট্র বস্ত্রাদি লুট করিত, পরে আখীশের নিকটে ফিরিয়া আসিত। [১০] আর তোমরা অদ্য কোন্ দিগ্ আক্রমণ করিলা? আখীশ্ ইহা জিজ্ঞাসিলে দায়ূদ্ কহিত, দক্ষিণ দিকস্থ যিহূদার ও যিরহমেলীয়দের ও কেনীয়দের দেশ। [১১] কিন্তু দায়ূদ্ এই প্রকার কর্ম্ম করিল, লোকেরা যেন ইহা না কহে, এই জন্যে দায়ূদ্ কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে গাতে আনীত হওনার্থে জীবৎ রাখিত না। সে যাবৎ পিলেষ্টীয়দের দেশে প্রবাস করিল, তাবৎ এই প্রকার ব্যবহার করিল। [১২] তথাপি আখীশ্ দায়ূদে প্রত্যয় করিয়া কহিল, দায়ূদ্ আপন লোক ইস্রায়েল্ বংশের নিকটে আপনাকে ঘৃণাস্পদ করিয়াছে, অতএব সে সর্ব্বদা আমার দাস থাকিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ দায়ূদের প্রতি আখীশের বিশ্বাস করণ, ৩ ও শিমূয়েলের মৃত্যু, ও গুণি ও ভূতড়িয়াদের দূরীকৃত হওন, ৪ ও পিলেষ্টীয়দের হইতে শৌলের ভীত হওন, ৭ ও ভূতড়িয়ার কাছে শৌলের গমন ও শিমূয়েল্‌কে উঠাইতে আজ্ঞা দেওন, ১৫ ও শৌলের প্রতি শিমূয়েলের কথা, ২০ ও সেই কথাদ্বারা শৌলের ভয় করণ।

[১] সেই সময়ে পিলেষ্টীয় লোকেরা ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিলে আখীশ্ দায়ূদ্‌কে কহিল, তোমাকে ও তোমার লোকদিগকে যুদ্ধ করিতে আমার সহিত যাইতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জান। [২] তাহাতে দায়ূদ্ আখীশ্‌কে কহিল, তোমার দাস কি পর্যন্ত করিতে পারে, তাহা তুমি জানিতে পারিবা। আখীশ দায়ূদ্‌কে কহিল, আমি তোমাকে নিতান্ত আপন চিরস্থায়ী মস্তকরক্ষক করিব।

[৩] ঐ সময়ে শিমূয়েলের মৃত্যু হওয়াতে ইস্রায়েল্ লোকেরা তাহার জন্যে শোক করিয়া রামৎ নামে তাহার আপন নগরে তাহাকে কবর দিয়াছিল। এবং শৌল ভূতড়িয়া ও গুণি লোকদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিয়াছিল।

[৪] পরে পিলেষ্টীয়েরা একত্র হইয়া আসিয়া শূনেমে শিবির স্থাপন করিলে শৌল তাবৎ ইস্রায়েল্ লোককে একত্র করিয়া গিল্‌বোয়েতে শিবির স্থাপন করিল। [৫] কিন্তু শৌল পিলেষ্টীয়দের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইল, ও তাহার অতি-

শয় হৃৎকম্প হইল। [৬] তাহাতে সে পরমেশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে পরমেশ্বর স্বপ্নদ্বারা বা ঊরীমের বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের দ্বারা কোন উত্তর দিলেন না।

[৭] তখন শৌল আপন ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিল, তোমরা এক ভূতুড়িয়া স্ত্রীর অন্বেষণ কর; আমি তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব। পরে তাহার ভৃত্যগণ কহিল, দেখ, ঐন্দোরে এক ভূতুড়িয়া স্ত্রী আছে। [৮] তাহাতে শৌল অন্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আর দুই জনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং রাত্রিতে সেই স্ত্রীলোকের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি আমার জন্যে ভৌতিক বিদ্যাদ্বারা মন্ত্র পড়িয়া, আমি যাহার নাম করি, তাহাকে উঠাইয়া আন। [৯] তাহাতে সে স্ত্রী তাহাকে কহিল, দেখ, শৌল যাহা করিয়াছে, অর্থাৎ সে যে ভূতুড়িয়াদিগকে ও গুণিদিগকে দেশের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; অতএব তুমি আমাকে বধ করিতে আমার প্রাণের বিরুদ্ধে কেন ফাঁদ পাতিতেছ? [১০] তাহাতে শৌল পরমেশ্বরের নাম লইয়া তাহার কাছে দিব্য করিয়া কহিল, পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে এ বিষয়ে তোমার কোন দায় ঘটিবে না। [১১] তখন সে স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, আমি তোমার কাছে কাহাকে উঠাইয়া আনিব? তাহাতে সে কহিল, শিমূয়েল্‌কে। [১২] পরে সে স্ত্রী শিমূয়েল্‌কে দেখিলে উচ্চৈঃস্বর করিয়া শৌলকে কহিল, কেন আমাকে প্রতারণা করিলা? তুমি শৌল। [১৩] রাজা কহিল, ভয় নাই; তুমি কি দেখিলা? সে স্ত্রী শৌলকে কহিল, আমি কর্ত্তাকে ভূমিহইতে উঠিতে দেখিলাম। [১৪] শৌল জিজ্ঞাসিল, তাহার আকার কেমন? সে কহিল, এক বৃদ্ধ মনুষ্য উঠিতেছে, সে মহাবস্ত্রেতে আচ্ছন্ন। তাহাতে সে যে শিমূয়েল্, ইহা বুঝিয়া শৌল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

[১৫] অপর শিমূয়েল্ শৌলকে জিজ্ঞাসিল, তুমি আমাকে উঠাইয়া কেন ব্যামোহ দিলা? তাহাতে শৌল কহিল, আমি অতি উদ্বিগ্ন হইলাম, যেহেতুক পিলেষ্টীয়েরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, এবং ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা কিম্বা স্বপ্নদ্বারা আমাকে কোন উত্তর দেন না; অতএব আমার কি কর্ত্তব্য? তাহা আমাকে জানাইবার নিমিত্তে তোমাকে ডাকিলাম। [১৬] শিমূয়েল্ কহিল, যদি পরমেশ্বর তোমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার শত্রু হইয়া থাকেন, তবে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? [১৭] পরমেশ্বর আমাদ্বারা যে রূপ কহিয়াছিলেন, সেই রূপ করিলেন; তিনি তোমার হস্তহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তোমার প্রতিবাসি দায়ূদ্‌কে দিলেন। [১৮] কেননা তুমি পরমেশ্বরের কথা না শুনিয়া অমালেকীয় লোকদের প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড কোপ সফল কর নাই, এই জন্যে অদ্য পরমেশ্বর তোমার প্রতি এ কর্ম্ম করিলেন। [১৯] এবং পরমেশ্বর তোমার সহিত ইস্রায়েল্ বংশকেও পিলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন; কল্য তুমি ও তোমার পুত্রগণ আমার সঙ্গী হইবা; এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েলের সৈন্যগণকেও পিলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন। [২০] তাহাতে শৌল তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকাতে লম্বমান হইয়া পড়িল; কেননা শিমূয়েলের কথাতে সে বড় ভীত হইল, এবং গত সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকাতে নিঃশক্তি হইয়াছিল। [২১] পরে ঐ স্ত্রী শৌলের নিকটে আসিয়া তাহাকে অতিশয় ক্ষুব্ধ দেখিয়া কহিল, দেখ, আপনকার দাসী এই আমি আপনকার কথা শুনিয়া প্রাণ হাতে করিয়া আপনকার উক্ত কথাতে মনোযোগ করিলাম। [২২] অতএব বিনয় করি, এখন আপনিও এই দাসীর কথাতে কর্ণ দিউন; আমি আপনকার সম্মুখে কিছু খাদ্য রাখি, আপনি ভোজন করুন, তাহাতে পথগমন সময়ে কিঞ্চিৎ শক্তি পাইবেন। [২৩] কিন্তু সে অসম্মত হইয়া কহিল, আমি ভোজন করিব না; পরে তাহার ভৃত্যগণ ও ঐ স্ত্রী অনেক বিনয় করিলে সে তাহাদের কথা শুনিয়া ভূমিহইতে উঠিয়া খট্টায় বসিল। [২৪] তখন সে স্ত্রীর গৃহে একটা পুষ্ট গোবৎস থাকাতে সে তাহা শীঘ্র মারিল, এবং সুজি লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাড়ীশূন্য রুটী প্রস্তুত করিল। [২৫] পরে শৌলের ও তাহার ভৃত্যগণের সম্মুখে তাহা আনিলে তাহারা ভোজন করিল; পরে তাহারা সেই রাত্রিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

২৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদের যুদ্ধে গমনে পিলেষ্টীয়দের নৃপতিবর্গের অসন্তুষ্টি, ৬ ও দায়ূদের প্রশংসা করিয়া আখীশের বিদায় করণ।

[১] ঐ সময়ে পিলেষ্টীয়েরা আপনাদের সৈন্যগণকে অফেকে একত্র করিল, এবং ইস্রায়েল লোকেরা যিষ্রিয়েলস্থ উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন করিল। [২] পরে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষেরা শতসংখ্য ও সহস্রসংখ্য সৈন্যদল লইয়া গমন করিল; এবং আখীশের সহিত দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা সৈন্যের পশ্চাৎ২ চলিল। [৩] তাহাতে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ জিজ্ঞাসা করিল, এই ইব্রি লোকেরা এই স্থানে কি করে? আখীশ

পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে উত্তর করিল, এ কি ইস্রায়েলের রাজা শৌলের দাস দায়ূদ্ নয়? এ কত দিন ও কত বৎসর আমার সঙ্গে বাস করিতেছে; এবং যে দিবসাবধি আমার পক্ষ হইয়াছে, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহার কোন ত্রুটি দেখি নাই। তাহাতে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল; এবং পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাহাকে কহিল, তুমি উহাকে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেও; সে তোমার নিরূপিত আপন স্থানে ফিরিয়া যাউক, আমাদের সহিত যুদ্ধে না আসুক, নতুবা সে যুদ্ধে আমাদের শত্রু হইবে; কেননা সে এই মনুষ্যদের মুণ্ড বিনা আর কিসেতে আপন কর্ত্তাকে প্রসন্ন করিবে? [৫] আর শৌল সহস্র সহস্রকে, কিন্তু দায়ূদ্ অযুত অযুতকে বধ করিল, এই গীত স্ত্রীলোকেরা যাহার বিষয়ে গান করিল, এ কি সেই দায়ূদ্ নয়?

[৬] তখন আখীশ্ দায়ূদ্কে ডাকিয়া কহিল, আমি জীবৎ পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুমি নিতান্ত সরলাচরণ করিতেছ, এবং সৈন্যের মধ্যে আমার সহিত তোমার গমনাগমন উত্তম দেখিতেছি, ও তোমার আগমন দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার কোন দোষ পাই নাই, তথাচ অধ্যক্ষগণ তোমাতে সন্তুষ্ট নহে। [৭] অতএব এখন তুমি কুশলে ফিরিয়া যাও, পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে অসন্তুষ্ট করিও না। [৮] দায়ূদ্ আখীশ্কে কহিল, আমি কি করিলাম? যদবধি আপনকার সঙ্গে আছি, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত আপন দাসেতে কি দোষ পাইলা? আমি আপন প্রভু রাজার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে কেন যাইতে পারি না? [৯] তাহাতে আখীশ্ দায়ূদ্কে উত্তর করিল, তুমি আমার সাক্ষাতে ঈশ্বরীয় দূতের ন্যায় তুষ্টিজনক আছ, ইহা আমি জানি; তথাপি পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ কহে, সে আমাদের সহিত যুদ্ধে যাইতে পাইবে না। [১০] অতএব তুমি ও তোমার সহিত আগত তোমার প্রভুর দাসগণ প্রত্যূষে উঠিয়া আলো হইলে প্রস্থান করিও। [১১] তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া পিলেষ্টীয়দের দেশে ফিরিয়া গেল; কিন্তু পিলেষ্টীয়েরা যিষ্রিয়েলে গমন করিল।

৩০ অধ্যায়।

[১] অমালেকীয়দের দ্বারা সিক্লগের লুট হওন, ৩ ও তাহার বিষয়ে দায়ূদ্ ও তাহার লোকদের দুঃখ, ৯ ও অমালেকীয়দের পশ্চাতে গমন ও সংবাদ পাওন, ১৬ ও তাহাদিগকে বধ করণ ও লুটদ্রব্য পুনর্গ্রহন, ২১ ও লুটদ্রব্য বিভাগ করণের ব্যবস্থা স্থির করণ, ২৬ ও বন্ধুদের নিকটে দায়ূদের লুটদ্রব্য প্রেরণ করন।

[১] পরে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা তৃতীয় দিবসে সিক্লগ্ নগরে উপস্থিত হইল, কিন্তু এই অবকাশে অমালেকীয় লোকেরা সিক্লগ্ ও দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করিয়া সিক্লগ্ হস্তগত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল। [২] এবং তন্মধ্যস্থিত স্ত্রীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং বৃদ্ধ ও বালকদিগকে বধ না করিয়া হরণ করিয়া লইয়া আপন পথে চলিয়া গিয়াছিল।

[৩] পরে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা নগরে উপস্থিত হইলে, নগর অগ্নিতে দগ্ধ ও আপনাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা সকল বন্দি রূপে স্থানান্তরে নীত হইয়াছে, ইহা দেখিল। [৪] তখন দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, এবং নিঃশক্তি হওন পর্য্যন্ত রোদন করিল। [৫] ঐ সময়ে যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্ ও কর্ম্মিলীয় মৃত নাবলের স্ত্রী অবীগয়িল্ নামে দায়ূদের দুই ভার্য্যা বন্দী হইয়াছিল। [৬] তখন প্রত্যেক জনের মন আপন২ পুত্র ও কন্যার জন্যে শোকান্বিত হওয়াতে লোকেরা দায়ূদ্কে প্রস্তরাঘাত করণের কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে দায়ূদ্ অতি ব্যাকুল হইল, কিন্তু আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে আপনাকে আশ্বাস দিল। [৭] পরে দায়ূদ্ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর্ যাজককে কহিল, আমি বিনয় করি, এই স্থানে এফোদ্ আন; তাহাতে অবিয়াথর্ দায়ূদের নিকটে এফোদ্ আনিল। [৮] তখন দায়ূদ্ পরমেশ্বরের কাছে এই জিজ্ঞাসা করিল, ঐ সৈন্যদলের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলে আমি কি তাহাদের লাগাইল পাইব? তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি তাহাদের পশ্চাৎ২ যাও, অবশ্য তাহাদের লাগাইল পাইবা, ও সকলকে উদ্ধার করিবা।

[৯] পরে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি ছয় শত লোক যাইয়া বিষোর্ স্রোতস্বতীর তীরে উপস্থিত হইলে কতক লোক পরিত্যক্ত হইয়া রহিল; [১০] ফলতঃ দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি চারি শত লোক শত্রুদের পশ্চাৎ২ গেল; কিন্তু দুই শত লোক ক্লান্তি প্রযুক্ত বিষোর্ স্রোতস্বতী পার হইতে না পারাতে সেই স্থানে রহিল। [১১] অপর লোকেরা ক্ষেত্রের মধ্যে এক জন মিস্রীয় লোককে পাইয়া দায়ূদের নিকটে আনিয়া আহার ও জল পান করাইল। [১২] তাহারা উডুম্বর চাকের এক খণ্ড ও দুই থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষা তাহাকে দিল; তাহা খাইয়া সে চেতনা পাইল, কেননা সে তিন দিবারাত্রি অন্ন খায় নাই ও জল পান করে নাই। [১৩] পরে দায়ূদ্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কাহার লোক? ও কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, আমি এক জন অমালেকীয়ের দাস মিস্রীয় যুব লোক; তিন দিন হইল আমি পীড়িত

হইলে আমার কর্ত্তা আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। [১৪] আমরা কিরেথীয়দের দক্ষিণাঞ্চল ও যিহূদার অধিকার ও কালেবের অধিকারের দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করিয়াছিলাম, বিশেষতঃ সিক্লগ্ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলাম। [১৫] পরে দায়ূদ্ কহিল, তুমি সেই দলের নিকটে কি আমাকে লইয়া যাইতে পার? সে কহিল, তুমি আমাকে বধ করিবা না ও আমার কর্ত্তার হস্তগত করিবা না, ইহা যদি ঈশ্বরের নামে দিব্য কর, তবে আমি ঐ দলের নিকটে তোমাকে লইয়া যাইব।

[১৬] পরে সে দায়ূদ্কে তাহাদের নিকটে আনিলে তাহারা পিলেষ্টীয়দের ও যিহূদার দেশহইতে বহু লুট আনয়ন প্রযুক্ত তাবৎ ভূমিতে বিস্তারিত হইয়া ভোজনপান ও নৃত্য করিতেছে, ইহা সে দেখিল। [১৭] পরদিনে দায়ূদ প্রভাতাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল; তাহাতে তাহাদের মধ্যে আর কেহ রক্ষা পাইল না, কেবল চারি শত যুব লোক উষ্ট্রারোহণে পলায়ন করিল। [১৮] আর অমালেকীয়েরা যে কিছু লইয়া গিয়াছিল, সে সমস্ত দায়ূদ্ পুনর্ব্বার পাইল, এবং দায়ূদ্ আপন দুই স্ত্রীকেও মুক্ত করিল। [১৯] তাহাদের ছোট বড় ও পুত্র কন্যা ও সামগ্রী প্রভৃতি যে কিছু হৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুরই ত্রুটি হইল না; দায়ূদ্ সমস্তই পাইল। [২০] আর দায়ূদ্ আপনার জন্যে মেষ গোরু সকল গ্রহণ করিলে লোকেরা ঐ পশুপালকে অগ্রে লইয়া গিয়া কহিল, ইহা দায়ূদের লুটদ্রব্য।

[২১] পরে ক্লান্তি প্রযুক্ত দায়ূদের পশ্চাদ্গমনে অক্ষম যে দুই শত লোককে তাহারা বিষোর্ স্রোতস্বতীর তীরে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে দায়ূদ্ উপস্থিত হইলে তাহারা দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া আইল; তাহাতে দায়ূদ্ তাহাদের নিকটে আসিয়া তাহাদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। [২২] কিন্তু দায়ূদের সঙ্গি কতক দুশ্চরিত্র ও দুষ্ট লোক কহিল, ইহারা আমাদের সহিত গমন করে নাই; অতএব আমরা ইহাদিগকে প্রাপ্ত লুটদ্রব্যহইতে কিছুই দিব না, ইহারা প্রত্যেকে কেবল আপন২ ভার্য্যা ও সন্তানগণকে লইয়া চলিয়া যাউক। [২৩] তাহাতে দায়ূদ্ উত্তর করিল, হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আমাদের প্রতিকূলগামি সৈন্যকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে যাহা দিলেন, তাহা লইয়া তোমরা এরূপ করিতে পার না। [২৪] এ বিষয়ে তোমাদের কথা কে শুনিবে? যুদ্ধে গমনকারি লোক যেমন অংশ পায়, দ্রব্যাদির নিকটে অবস্থানকারি লোকও তদ্রূপ অংশ পাইবে; উভয়ের সমান অংশ হইবে। [২৫] আর দায়ূদ্ ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে সেই দিবসে এই যে বিধি ও ব্যবস্থা স্থাপন করিল, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে।

[২৬] পরে দায়ূদ্ যখন সিক্লগে উপস্থিত হইল, [২৭] তখন বৈথেল ও দক্ষিণ রামোৎ ও যত্তীর [২৮] ও অরোয়ের ও শিফ্মোৎ ও ইষ্টিমোয় [২৯] ও রাখল ও যিরহমেলীয়দের নগর ও কেনীয়দের নগর [৩০] ও হর্ম্মা ও কোরাশন ও অথাক্ [৩১] ও হিব্রোণ ও যে২ স্থানে দায়ূদের ও তাহার লোকদের গমনাগমন হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে যিহূদার প্রাচীনগণের ও আপন বন্ধুদের নিকটে লুটিত দ্রব্যের কিছু২ পাঠাইয়া কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের শত্রুগণহইতে লুটিত দ্রব্যের মধ্যে এই২ উপঢৌকন গ্রহণ কর।

৩১ অধ্যায়।

১ শৌল ও তাহার পুত্রগণের মৃত্যু হওন, ৭ ও ইস্রায়েলের ত্যক্ত নগর পিলেষ্টীয়দের অধিকার করণ, ৮ এবং শৌল ও তাহার পুত্রগণের শবের অপমান করণ, ১১ ও যাবেশীয় লোকদ্বারা ঐ শবের হরণ ও কবর দেওন।

[১] পরে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের সম্মুখহইতে পলায়ন করিয়া গিল্বোয় পর্ব্বতে আহত হইয়া পড়িল। [২] এবং পিলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাহার পুত্রগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া শৌলের পুত্র যোনাথন্কে ও অবীনাদব্কে ও মল্কিশূয়কে বধ করিল। [৩] এবং শৌলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইলে ধনুর্দ্ধরেরা তাহাকে বাণ মারিলে শৌল ধনুর্ব্বাণধারি লোক কর্ত্তৃক অতিশয় ক্ষতবিক্ষত হইল। [৪] তাহাতে শৌল আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, তোমার খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আমাকে আঘাত কর; নতুবা কি জানি, এই অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমাকে খড়্গাঘাত করিয়া আমার অপমান করিবে। কিন্তু তাহার অস্ত্রবাহক অতিশয় ভীত হওন প্রযুক্ত সম্মত হইল না; অতএব শৌল আপনি খড়্গ লইয়া তাহার উপরে পড়িল। [৫] তাহাতে শৌল মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহার অস্ত্রবাহকও আপন খড়্গের উপরে পড়িয়া তাহার সহিত মরিল। [৬] এই প্রকারে ঐ দিনে শৌল ও তাহার তিন পুত্র ও অস্ত্রবাহক ও সমস্ত লোক এক কালে মরিল।

[৭] অপর ইস্রায়েল্ লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, এবং শৌল ও তাহার পুত্রগণ মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তলভূমির ওপারস্থ ও যর্দ্দনের অন্য পারস্থ ইস্রায়েল্ লোকেরা আপন২ নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা আসিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিল

[৮] পরদিবসে পিলেষ্টীয়েরা হত লোকদের বস্ত্রাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্‌বোয় পর্ব্বতে পতিত শৌলকে ও তাহার তিন পুত্রকে পাইল; [৯] তাহাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সজ্জাদি খুলিয়া আপনাদের দেবপ্রতিমা সকলের গৃহে ও লোকদের মধ্যে সংবাদ ঘোষণা করণার্থে পিলেষ্টীয়দের দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিল। [১০] পরে তাহারা তাহার সজ্জা অস্তারোৎ দেবীর মন্দিরে রাখিল, এবং তাহার শরীর বৈৎশানের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া দিল।

[১১] পরে যাবেশ্-গিলিয়দ্ নিবাসি লোকেরা শৌলের প্রতি পিলেষ্টীয়দের এই রূপ ব্যবহারের সংবাদ পাইলে [১২] তাবৎ বলবান লোক উঠিয়া ঐ রাত্রিতে গমন করিয়া শৌলের ও তাহার পুত্রগণের শরীর বৈৎশানের প্রাচীরহইতে নামাইয়া যাবেশে আনিয়া দগ্ধ করিল। [১৩] পরে তাহাদের অস্থি লইয়া যাবেশস্থ এক এশল বৃক্ষের তলে পুতিয়া রাখিল; পরে সাত দিবস উপবাস করিল।

শিমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ শৌল ও যোনাথনের মৃত্যুসংবাদ দিলে পর এক অমালেকীয়ের মৃত্যু, ১৭ ও শৌল ও যোনাথনের মরণ বিষয়ক গীত।

[১] শৌলের মৃত্যুর সময়ে দায়ূদ্ অমালেকীয়দের বধ করণহইতে প্রত্যাগমন করিয়া সিক্লগ্ নগরে দুই দিবস থাকিল। [২] পরে তৃতীয় দিবসে ছিন্নবস্ত্র ও মস্তকে ধূলাযুক্ত এক জন শৌলের শিবিরহইতে দায়ূদের নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। [৩] তাহাতে দায়ূদ্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, আমি ইস্রায়েলের শিবিরহইতে পলাইয়া আইলাম। [৪] দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল, সমাচার কি? তাহা আমাকে বল। তাহাতে সে কহিল, লোকেরা যুদ্ধহইতে পলায়ন করিল, এবং অনেকে যুদ্ধে পতিত হইয়া মরিল, বিশেষতঃ শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ মরিল। [৫] পরে দায়ূদ্ সেই সমাচারদায়ি যুবকে জিজ্ঞাসিল, শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ মরিয়াছে, ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলা? [৬] তাহাতে সে সমাচারদায়ি যুব তাহাকে কহিল, আমি ঘটনাক্রমে গিল্‌বোয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে শৌলকে বড়শার উপরে নির্ভর দিতে এবং অনেক২ রথ ও অশ্বারূঢ়কে চাপাচাপি করিয়া তাহার পশ্চাৎ আসিতে দেখিলাম। [৭] তাহাতে সে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিয়া ডাকিল। তখন 'আমি উপস্থিত আছি,' ইহা কহিলে [৮] সে আমাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কে? আমি কহিলাম, আমি অমালেকীয় লোক। [৯] পরে সে আমাকে কহিল, বিনয় করি, তুমি আমার নিকটে দাড়াইয়া আমাকে বধ কর, কেননা আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছি, তথাপি আমার প্রাণ যায় না। [১০] তাহাতে আমি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে বধ করিলাম; সুতরাং সেই পতনের পরে সে যে বাঁচে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিলাম; পরে তাহার মস্তকের মুকুট ও হস্তের বলয় লইয়া এই স্থানে আমার প্রভুর নিকটে আইলাম। [১১] তাহাতে দায়ূদ্ আপন বস্ত্র ধরিয়া চিরিল, এবং তাহার সঙ্গি লোকেরাও তদ্রূপ করিল, [১২] এবং শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ এবং পরমেশ্বরের প্রজা ইস্রায়েল্ বংশ খড়্গে পতিত হওয়াতে তাহাদের বিষয়ে শোক ও বিলাপ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিল। [১৩] পরে দায়ূদ্ ঐ সংবাদ আনয়নকারি যুবকে কহিল, তুমি কোথাকার লোক? সে কহিল, আমি এক জন অমালেকীয় প্রবাসি লোকের পুত্র। [১৪] দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের অভিষিক্তকে বধ করণার্থে আপন হস্ত বিস্তার করিতে কি ভীত হইলা না? [১৫] পরে দায়ূদ্ যুবগণের এক জনকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিল, তুমি ইহাকে আক্রমণ কর। তাহাতে সে তাহাকে আঘাত করিলে সে মরিল। [১৬] আর দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, তোমার রক্তপাতের অপরাধ তোমার উপরে থাকুক; কেননা আমি পরমেশ্বরের অভিষিক্তকে বধ করিলাম, তোমারি মুখ তোমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিল।

[১৭] পরে দায়ূদ্ শৌলের ও তাহার পুত্র যোনাথনের বিষয়ে ধনুর্গীত নামক এই বিলাপ রচনা করিল, [১৮] ও যিহূদা বংশকে শিখাইতে আজ্ঞা দিল; দেখ, তাহা যাশের পুস্তকে লিখিত আছে। [১৯] হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমার শ্রেষ্ঠ

লোক উচ্চস্থানে হত হইল। হায়! বীরগণ পতিত হইল। ২০ ইহা গাতে কহিও না, ও অস্কিলোনের পথে প্রকাশ করিও না; নতুবা পিলেষ্টীয়দের কন্যাগণ আনন্দ করিবে, ও অচ্ছিন্নত্বকদের কন্যাগণ উল্লাস করিবে। হে গিল্‌বোয়ের পর্ব্বতগণ, তোমাদের উপরে শিশির পতন ও বর্ষণ ও উপহারজনক ক্ষেত্র আর না হউক; কেননা তোমাদের উপরে বীরদের ঢাল অর্থাৎ শৌলের ঢাল অনভিষিক্তের ঢালের ন্যায় কুৎসিত রূপে নিক্ষিপ্ত হইল। ২২ যোদ্ধাদের রক্ত ও বীরদের মেদ না পাইলে যোনাথনের ধনুক কখনো নিবারিত হইত না, ও শৌলের খড়্গও নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিত না। ২৩ শৌল ও যোনাথন্ জীবদ্দশাতে পরস্পর প্রিয় ও মনোহর ছিল, এবং মরণকালেও তাহাদের হইল না; তাহারা উৎক্রোশ পক্ষি অপেক্ষা বেগবান ও সিংহ অপেক্ষা বলবান ছিল। হে ইস্রায়েলের কন্যাগণ, তোমরা শৌলের জন্যে ক্রন্দন কর, কেননা সে কৃমিজ বর্ণেতে ও রমণীয় দ্রব্যেতে তোমাদিগকে ভূষিত করিত, ও বস্ত্রোপরি স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করাইত। ২৫ হায়! যুদ্ধের মধ্যস্থানে বীরগণ পতিত হইল; হায়! উচ্চস্থানে যোনাথন্ হত হইল। ২৬ হে আমার ভ্রাতঃ যোনাথন্, তোমার জন্যে আমি ব্যাকুল হইলাম; তুমি আমার অতি হর্ষজনক ছিলা, ও স্ত্রীলোকদের প্রেম অপেক্ষা তোমার প্রেম আমার পক্ষে বিলক্ষণ ছিল। ২৭ হায়! বীরগণ পতিত হইল, ও তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র বিনষ্ট হইল।

২ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের আদেশে হিব্রোণে যাইয়া দায়ূদের রাজা হওন, ৫ ও যাবেশ-গিলিয়দীয় লোকদের প্রশংসা করণ, ৮ ও ঈশ্‌বোশতের রাজা হওন, ১২ ও যোয়াব্ ও অব্‌নেরের যুব লোকদের যুদ্ধ, ১৮ ও অসাহেলের মৃত্যু, ২৫ ও অব্‌নেরের কথাতে যোয়াবের ফিরণ, ৩২ ও অসাহেলের কবর দেওন।

১ পরে দায়ূদ্ পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি যিহূদার কোন এক নগরে যাইব? পরমেশ্বর কহিলেন, যাও। পরে দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল, কোন্ স্থানে যাইব? তিনি কহিলেন, হিব্রোণে যাও। ২ তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার দুই ভার্য্যা অর্থাৎ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্ ও কর্ম্মিলীয় মৃত নাবলের ভার্য্যা অবীগয়িল সেই স্থানে গমন করিল। ৩ এবং দায়ূদ্ প্রত্যেকের পরিজনের সহিত আপন সঙ্গিগণকেও লইয়া গেল, তাহাতে তাহারা হিব্রোণের সকল নগরে বাস করিল। ৪ পরে যিহূদার লোকেরা আসিয়া সেই স্থানে দায়ূদকে যিহূদা বংশের উপরে রাজ্যপদে অভিষেক করিল।

পরে যাবেশ্-গিলিয়দের লোকেরা শৌলের কবর দিয়াছে, এই কথা দায়ূদকে সংবাদ দিলে ৫ দায়ূদ্ যাবেশ্-গিলিয়দের লোকদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিল, তোমরা পরমেশ্বরেতে ধন্য, কেননা তোমরা আপন প্রভু শৌলের প্রতি এই দয়া করিয়া তাহার কবর দিয়াছ। ৬ অতএব পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি দয়া ও সত্য ব্যবহার করিবেন; এবং তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে আমিও তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিব। ৭ এখন তোমাদের হস্ত সবল হউক, ও তোমরা বলবান্ হও, কেননা তোমাদের প্রভু শৌল মরিয়াছে; আর যিহূদাবংশ আপনাদের উপরে আমাকেই রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিল।

অনন্তর নেরের পুত্র অব্‌নের্ নামক শৌলের সেনাপতি শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশৎকে মহনয়িমে লইয়া গিয়া ৯ গিলিয়দের অশূরীয়দের ও যিষ্রিয়েলের ও ইফ্রয়িমের ও বিন্যামীনের ও সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজা করিল। ১০ শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসর রাজত্ব করিল, কেবল যিহূদা বংশ দায়ূদের পশ্চাদ্গামী ছিল। ১১ তাহাতে দায়ূদ্ হিব্রোণে যিহূদা বংশের উপরে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিল।

পরে নেরের পুত্র অব্‌নের এবং পুত্র ঈশ্‌বোশতের দাসগণ মহনয়িম্ হইতে গিবিয়োনে গমন করিল। ১৩ এবং সিরূয়ার পুত্র যোয়াব্ ও দায়ূদের দাসগণও বাহির হওয়াতে তাহারা গিবিয়োনের পুষ্করিণীর নিকটে পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইল, অর্থাৎ এক দল পুষ্করিণীর এপারে, ও অন্য দল পুষ্করিণীর ওপারে বসিল। ১৪ পরে অব্‌নের্ যোয়াব্‌কে কহিল, এখন যুবগণ উঠিয়া আমাদের সম্মুখে ক্রীড়া করুক। তাহাতে যোয়াব্ কহিল, তাহারা উঠুক। ১৫ পরে শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের পক্ষ বিন্যামীন্ বংশের বারো জন, এবং দায়ূদের দাসদের বারো জন উঠিয়া গণনানুসারে পারে গিয়া ১৬ প্রত্যেক জন আপন২ প্রতিযোদ্ধার মস্তক ধরিয়া তাহার কোঁকে খড়্গ বিদ্ধ করিল; তাহাতে তাহারা সকলে একত্র পতিত হইল। অতএব গিবিয়োনস্থ ঐ স্থান হিল্‌কৎ-হসুরীম (খড়্গভূমি) নামে প্রসিদ্ধ হইল। ১৭ পরে সেই দিবসে অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইলে অব্‌নের ও ইস্রায়েল্ লোকেরা দায়ূদের সৈন্যগণের সম্মুখে পরাস্ত হইল।

১৮ ঐ স্থানে যোয়াব্ ও অবীশয় ও অসাহেল্ নামে সিরূয়ার তিন পুত্র ছিল, সেই অসাহেল্

বনমৃগের ন্যায় চরণে দ্রুতগামী ছিল। [১৯] সেই অসাহেল্ অব্নেরের পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল, অব্নেরের পশ্চাদ্গমনহইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিল না। [২০] পরে অব্নের্ পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কি অসাহেল্? সে উত্তর করিল, আমি বটি। [২১] তাহাতে অব্নের্ তাহাকে কহিল, তুমি দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিয়া এই যুবগণের কোন এক জনকে ধরিয়া তাহার সজ্জা লুট কর। কিন্তু অসাহেল্ তাহার পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিতে সম্মত হইল না। [২২] পরে অব্নের্ অসাহেল্কে পুনর্ব্বার কহিল, তুমি আমার পশ্চাদ্গমনহইতে ফির; আমি কেন তোমাকে আঘাত করিয়া ভূমিসাৎ করিব? তাহা করিলে তোমার ভ্রাতা যোয়াবের সাক্ষাতে কি রূপে মুখ দেখাইব? [২৩] তথাপি সে ফিরিতে সম্মত হইল না; অতএব অব্নের্ বড়শার অগ্র তাহার উদরে এমত বিদ্ধ করিল, যে বড়শা তাহার পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইল; তাহাতে সে সেই স্থানে পড়িয়া মরিল, এবং যত লোক অসাহেলের পতন ও মরণস্থানে উপস্থিত হইল, সকলেই দাঁড়াইয়া রহিল। [২৪] পরে যোয়াব্ ও অবীশয় অব্নেরের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল, কিন্তু গিবিয়োন্ প্রান্তরের পথনিকটবর্ত্তি গীহের সম্মুখস্থ অম্মা পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সূর্য্য অস্তগত হইল।

[২৫] অনন্তর বিন্যামীন্ বংশ অব্নেরের নিকটে মিলিয়া এক দল হইয়া এক পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে দাঁড়াইল। [২৬] তখন অব্নের্ যোয়াব্কে ডাকিয়া কহিল, খড়্গ কি সর্ব্বদা সংহার করিবে? শেষে তিক্ততা হইবে, ইহা কি তুমি জান না? তুমি আপন ভ্রাতৃগণের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিতে আপন লোকদিগকে কত কাল আজ্ঞা দিবা না? [২৭] তাহাতে যোয়াব্ কহিল, ঈশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুমি যদি না কহিতা, তবে প্রাতঃকালে লোকেরা আপন ভ্রাতাদের পশ্চাদ্গমনহইতে অবশ্য ফিরিত। [২৮] পরে যোয়াব্ তূরী বাজাইল; তাহাতে সমস্ত লোক স্থগিত হইল, আর কেহ ইস্রায়েলের পশ্চাৎ তাড়না করিয়া গেল না, এবং যুদ্ধও আর করিল না। [২৯] তাহাতে অব্নের্ ও তাহার লোকেরা প্রান্তরস্থ পথ দিয়া সেই সমস্ত রাত্রি যাইয়া যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া সমুদয় বিথ্রোণ দিয়া মহনয়িমে উপস্থিত হইল। [৩০] এবং যোয়াব্ অব্নেরের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া সমস্ত লোকদিগকে একত্র করিল; তাহাতে দায়ূদের দাসগণের মধ্যে ঊনিশ জনের ও অসাহেলের অভাব হইল। [৩১] কিন্তু দায়ূদের লোকদের আঘাতে বিন্যামীনের ও অব্নেরের লোকদের তিন শত ষাইট জন মরিয়াছিল।

[৩২] পরে লোকেরা অসাহেল্কে তুলিয়া লইয়া বৈৎলেহমস্থ পৈতৃক কবরে কবর দিল, এবং যোয়াব্ ও তাহার লোকেরা তাবৎ রাত্রি গমন করিয়া প্রত্যূষে হিব্রোণে উপস্থিত হইল।

৩ অধ্যায়।

১ উত্তরোত্তর দায়ূদের বলবান হওন, ২ ও তাহার পুত্রদের নাম, ৬ ও ঈশ্বোশতের প্রতি বিরক্ত হইয়া দায়ূদের প্রতি অব্নেরের গমন, ১৩ ও অব্নেরের সহিত নিয়ম করণে দায়ূদের আপন ভার্য্যা মীখল্কে চাহন, ১৭ ও অব্নেরের সহিত ভোজন করণ ও তাহাকে বিদায় করণ, ২২ ও যোয়াবের বিরক্ত হওন, ও অব্নের্কে বধ করণ, ২৮ ও যোয়াব্কে দায়ূদের শাপ দেওন, ৩১ ও অব্নেরের জন্যে দায়ূদের বিলাপ করণ।

[১] পরে শৌল বংশের ও দায়ূদ্ বংশের মধ্যে বহুকাল যুদ্ধ হইল; তাহাতে দায়ূদ্ উত্তরোত্তর বলবান হইল, কিন্তু শৌলের বংশ উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে লাগিল।

[২] অপর হিব্রোণে দায়ূদের পুত্র হইল; যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মের গর্ব্ভজাত অম্নোন্ নামে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল; [৩] এবং কর্ম্মিলীয় মৃত নাবলের ভার্য্যা অবীগয়িলের গর্ব্ভজাত কিলাব নামে দ্বিতীয় পুত্র হইল; এবং গিশূরের তল্ময় রাজার কন্যা মাখার গর্ব্ভজাত অবশালোম্ নামে তৃতীয় পুত্র হইল; [৪] এবং হগীতের গর্ব্ভজাত অদোনিয় নামে চতুর্থ পুত্র হইল; এবং অবীটলের গর্ব্ভজাত শিফটিয় নামে পঞ্চম পুত্র হইল; [৫] এবং দায়ূদের ভার্য্যা ইগ্লার গর্ব্ভজাত যিত্রিয়ম্ নামে ষষ্ঠ পুত্র হইল; দায়ূদের এই সকল পুত্রের জন্ম হিব্রোণে হইল।

[৬] যে সময়ে শৌল বংশের ও দায়ূদ্ বংশের পরস্পর যুদ্ধ হইল, সেই সময়ে অব্নের্ শৌল বংশে আসক্ত হইয়াছিল। [৭] কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্পা নামে শৌলের যে উপপত্নী ছিল, তদ্বিষয়ে (ঈশ্বোশৎ) অব্নের্কে কহিল, তুমি আমার পিতার উপপত্নীতে কেন উপগত হইলা? [৮] তাহাতে অব্নের্ ঈশ্বোশতের কথাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, আমি কি কুক্কুর? আমি কি যিহূদার অনুরোধে অদ্যাবধি দায়ূদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ না করিয়া তোমার পিতা শৌলের বংশ ও ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের প্রতি দয়া করিতেছি? তন্নিমিত্তে তুমি কি এই স্ত্রীর বিষয়ে অদ্য আমাকে দোষ দিতেছ? [৯] যেমন পরমেশ্বর দায়ূদের বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া [১০] আমি যদি শৌল্ বংশহইতে রাজ্য লইয়া দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত তাবৎ ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে দায়ূদের সিংহাসন স্থাপন না করি, তবে ঈশ্বর অব্নেরের প্রতি

অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১১ তাহাতে সে অব্নেরকে আর এক কথাও কহিতে পারিল না, কারণ সে তাহাকে ভয় করিল।

১২ পরে অব্নের অবিলম্বে দায়ূদের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, এই দেশ কাহার? আপনি যদি আমার সহিত নিয়ম করেন, তবে দেখুন, আমি ইস্রায়েল্ বংশকে আপনকার পক্ষে আনিতে আপনকার সহকারী হই।

১৩ তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, উত্তম; আমি তোমার সহিত নিয়ম করিব; কিন্তু আমি তোমার কাছে এক বিষয় চাহি; যখন তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবা, তখন শৌলের কন্যা মীখল্কে না আনিলে আমার দর্শন পাইবা না। ১৪ পরে দায়ূদ্ শৌলের পুত্র ঈশবোশতের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, আমি পিলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্র ত্বক্ পণ দিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তুমি আমার সেই মীখল ভার্য্যাকে দেও। ১৫ তাহাতে ঈশবোশৎ লোক পাঠাইয়া লয়িশের পুত্র পল্টিয়েল্ নামে তাহার স্বামিহইতে মীখল্কে লইল। ১৬ তাহাতে তাহার স্বামী রোদন করিতে২ বহুরীম্ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গেল। পরে অব্নের্ তাহাকে কহিল, যাও, ফিরিয়া যাও; তাহাতে সে ফিরিয়া গেল।

১৭ পরে অব্নের্ ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনদের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিল, পূর্ব্বে আপনাদের উপরে রাজা করিবার জন্যে দায়ূদের প্রতি তোমাদের প্রয়াস ছিল। ১৮ এক্ষণ তাহাই কর, কেননা পরমেশ্বর দায়ূদের বিষয়ে কহিয়াছেন, আমি আপন দাস দায়ূদের হস্তদ্বারা আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে ও সকল শত্রুগণের হস্তহইতে মুক্ত করিব। ১৯ এবং অব্নের্ বিন্যামীন্ বংশের কর্ণগোচরেও সেই কথা কহিল। পরে অব্নের্ ইস্রায়েল্ বংশের ও বিন্যামীনের তাবৎ বংশের অভীষ্ট সকল দায়ূদের কর্ণগোচরে কহিতে হিব্রোণে যাত্রা করিল। ২০ পরে অব্নের্ বিংশতি জনকে সঙ্গে লইয়া হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ্ অব্নেরের ও তাহার সঙ্গি লোকদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল। ২১ পরে অব্নের্ দায়ূদকে কহিল, আমি উঠিয়া যাইয়া ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে আমার প্রভু রাজার নিকটে সংগ্রহ করি; তাহাতে তাহারা আপনকার সহিত নিয়ম করিলে আপনি আপন মনোবাঞ্ছানুসারে তাহাদের উপরে রাজত্ব করুন। পরে দায়ূদ্ অব্নেরকে বিদায় করিলে সে কুশলে প্রস্থান করিল।

২২ পরে দায়ূদের দাসগণ ও যোয়াব্ এক দল সৈন্যের পশ্চাৎহইতে ফিরিয়া বহু লুটদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আইল। তখন অব্নের্ হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আর ছিল না, কারণ দায়ূদ্ বিদায় করিলে সে কুশলে গমন করিয়া-

২৩ অপর যোয়াব্ ও তাহার সঙ্গি সৈন্যগণ আইলে লোকেরা যোয়াব্কে জ্ঞাত করিল, নেরের পুত্র অব্নের্ রাজার নিকটে আইল, এবং রাজা তাহাকে বিদায় করিলে সে কুশলে চলিয়া গেল। ২৪ তখন যোয়াব্ রাজার নিকটে যাইয়া কহিল, তুমি কি কর্ম্ম করিলা? দেখ, অব্নের্ তোমার নিকটে আইলে তুমি তাহাকে বিদায় করিলে সে কুশলে গেল, এ কি? ২৫ নেরের পুত্র অব্নের্ তোমাকে বঞ্চনা করিতে এবং তোমার গমনাগমন জানিতে এবং তোমার কর্ত্তব্য সমস্ত জানিতে আইল, ইহা তুমি জ্ঞাত হও। ২৬ পরে যোয়াব্ দায়ূদের নিকটহইতে বাহিরে আসিয়া অব্নেরের পশ্চাৎ দূত প্রেরণ করিলে তাহারা সিরা কূপের নিকটহইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল; কিন্তু দায়ূদ্ ইহা জ্ঞাত হইল না। ২৭ অপর অব্নের্ হিব্রোণে ফিরিয়া আইলে যোয়াব্ তাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার ছলে নগরদ্বারের মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া আপন ভ্রাতা অসাহেলের বধ প্রযুক্ত সেই স্থানে তাহার উদরে আঘাত করিল; তাহাতে সে মরিল।

২৮ পরে দায়ূদ্ এই কথা শুনিয়া কহিল, আমি ও আমার রাজ্য নেরের পুত্র এই অব্নেরের বধ বিষয়ে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিত্য নিরপরাধী। ২৯ এই অপরাধ যোয়াবের ও তাহার সমস্ত পিতৃবংশের মস্তকে বর্ত্তুক, এবং যোয়াবের বংশে প্রমেহী কিম্বা কুষ্ঠী কিম্বা দণ্ডে নির্ভরদায়ী কিম্বা খড়্গে পতনকারী কিম্বা ভক্ষ্যহীন, এই সকল লোকের অভাব না হউক। ৩০ এই রূপে যোয়াব্ ও তাহার ভ্রাতা অবীশয় গিবিয়োনের যুদ্ধে আপনাদের ভ্রাতা অসাহেলের বধ প্রযুক্ত অব্নেরকে বধ করিল।

৩১ পরে দায়ূদ্ যোয়াব্কে ও তাহার সঙ্গি সকল লোককে কহিল, তোমরা আপনাদের বস্ত্র চিরিয়া চট পরিধান কর, এবং অব্নেরের জন্যে শোক কর। অপর দায়ূদ্ রাজাও শবের খট্টার পশ্চাৎ২ চলিল। ৩২ আর হিব্রোণে অব্নেরকে কবর দেওন সময়ে রাজা অব্নেরের কবরের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং সমস্ত লোকও রোদন করিল। ৩৩ পরে রাজা অব্নেরের বিষয়ে বিলাপ করিয়া কহিল, হায় অব্নের, তুমি কি মূর্খের ন্যায় মরিলা? ৩৪ তোমার হস্ত বদ্ধ ছিল না, ও তোমার পা বেড়িতে বদ্ধ ছিল না; যেমন অন্যায়কারি লোকদের সম্মুখে কেহ পতিত হয়, তুমি তদ্রূপ পড়িলা

তাহাতে সমস্ত লোক তাহার বিষয়ে আর বার রোদন করিল। [৩৫] পরে কিছু বেলা থাকিতে লোকেরা দায়ূদ্‌কে ভোজন করাইবার জন্যে আইলে দায়ূদ্ এই শপথ করিল, সূর্য্য অস্তগত না হইলে আমি যদি রুটী কিম্বা অন্য দ্রব্য আস্বাদ করি, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক এবং আরও ভারি দণ্ড দিউন। [৩৬] তাহাতে সমস্ত লোক তাহার এই কথাতে মনোযোগ করিল ও তাহাতে তুষ্ট হইল; রাজা যাহা২ করিল, তাহাতেই সকল লোক সন্তুষ্ট হইল। [৩৭] পরে রাজা নেরের পুত্র অব্নের্‌কে বধ করণের অনুমতি দেন নাই, ইহা তাবৎ লোক ও সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ সেই দিবসে অবগত হইল। [৩৮] পরে রাজা আপন ভৃত্যগণকে কহিল, অদ্য ইস্রায়েলে অধ্যক্ষ ও মহাত্মা এক জন পতিত হইল, ইহা কি তোমরা জান না? [৩৯] আর আমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলেও অদ্য দুর্ব্বল আছি। সিরুয়ার সন্তান এই লোকেরা আমার অবাধ্য; কিন্তু পরমেশ্বর কুকর্ম্মকারিদের কুকর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিবেন।

৪ অধ্যায়।

১ অব্নেরের মরণে ঈশ্‌বোশতের দুঃখ, ২ ও বানা ও রেখব্ ও মিফীবোশতের কথা, ৫ ও বানা ও রেখব্‌দ্বারা ঈশ্‌বোশতের বধ, ৯ ও দায়ূদের দ্বারা তাহাদের হত হওন।

[১] পরে অব্নের্ হিব্রোণ্ নগরে মরিয়াছে, এই সংবাদ শৌলের পুত্র শুনিলে তাহার হস্ত দুর্ব্বল হইল, ও সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ ব্যাকুল হইল।

[২] এই শৌলের পুত্রের দুই জন দলপতি ছিল, প্রথমের নাম বানা ও দ্বিতীয়ের নাম রেখব্; তাহারা বিন্যামীন্ বংশজাত বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র। ঐ বেরোৎ বিন্যামীন্ বংশের অধিকারের মধ্যে গণিত বটে, [৩] কিন্তু বেরোতীয়েরা গিত্তয়িমে পলায়ন করিয়া সে স্থানে অদ্য পর্য্যন্ত প্রবাস করে। [৪] এবং শৌলের পুত্র যোনাথনের মিফীবোশৎ নামে উভয় চরণে খঞ্জ এক পুত্র ছিল; তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যিষ্রিয়েল্‌হইতে শৌলের ও যোনাথনের মৃত্যু সংবাদ আইলে তাহার ধাত্রী যখন তাহাকে লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তখন পলায়নের শীঘ্রগতিতে সে পতিত হইয়া খঞ্জ হইল।

[৫] পরে বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব্ ও বানা যাইয়া মধ্যাহ্নকালে ঈশ্‌বোশতের বাটীতে প্রবেশ করিল; তখন সে মধ্যাহ্ন সময়ে খট্টার উপরে শয়নে ছিল। [৬] তাহাতে তাহারা গোম লইবার ছলে বাটীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত গিয়া তাহার উদরে আঘাত করিল; পরে রেখব্ ও তাহার ভ্রাতা বানা দুই জন পলায়ন করিল। [৭] ফলতঃ সে যে সময়ে গর্ব্ভাগারে আপন খট্টাতে শয়নে ছিল, এমত সময়ে তাহারা ভিতরে যাইয়া প্রহার পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিল; পরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ মস্তক লইয়া সমস্ত রাত্রি প্রান্তর দিয়া গমন করিল। [৮] পরে ঈশ্‌বোশতের মস্তক হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আনিয়া রাজাকে কহিল, তোমার প্রাণ অন্বেষণকারি শত্রু যে শৌল, তাহার পুত্র ঈশ্‌বোশতের মস্তক এই দেখ; পরমেশ্বর অদ্য আমাদের প্রভু রাজার পক্ষে শৌলকে ও তাহার বংশকে সমুচিত ফল দিলেন।

[৯] পরে দায়ূদ্ বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব্ ও তাহার ভ্রাতা বানাকে এই উত্তর করিল, যিনি সর্ব্ববিপত্তিহইতে আমার প্রাণ মুক্ত করেন, সেই পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, [১০] যে জন শৌলের মৃত্যু সমাচার আমাকে কহিয়াছিল, সে আপনাকে সুসমাচারদায়ী জ্ঞান করিলেও আমি তাহাকে ধরিয়া সিক্লগে বধ করিয়াছিলাম। তাহাকে যদি এমত পারিতোষিক দিলাম, [১১] তবে যাহারা তাহার গৃহমধ্যে খট্টার উপরে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলে, এমত দুষ্ট লোকদিগকে কি করিব? আমি তাহার রক্তের পরিশোধ কি তোমাদের হইতে লইব না? ও পৃথিবীহইতে তোমাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব না? [১২] পরে দায়ূদ্ আপন যুবদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা তাহাদিগকে বধ করিল, এবং তাহাদের হস্ত ও পাদ ছেদন করিয়া হিব্রোণস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে টাঙ্গাইয়া দিল; কিন্তু ঈশ্‌বোশতের মস্তক লইয়া হিব্রোণস্থ অব্নেরের কবরে পুতিল।

৫ অধ্যায়।

১ তাবৎ ইস্রায়েল্ লোকদের দায়ূদ্‌কে অভিষিক্ত করণ, ৬ ও যিবূষীয়দের হইতে সিয়োন্ দুর্গ হস্তগত করণ, ১১ ও দায়ূদের কাছে হীরমের দূত প্রেরণ করণ, ১৩ ও দায়ূদের যিরূশালমে জাত পুত্রগণের নাম, ১৭ ও বাল্‌পরাসীম্ স্থানে পিলেষ্টীয়দিগকে দায়ূদের জয় করণ, ২২ ও রিফায়ীম্ উপত্যকাতে তাহাদিগকে পুনর্জ্জয় করণ।

[১] পরে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার অস্থি ও মাংস। [২] আর পূর্ব্বে যখন শৌল আমাদের রাজা ছিল, তখনও তুমি ইস্রায়েলকে বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন করাইতা। আর 'তুমি আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে চরাইবা ও তাহাদের অগ্রগামী হইবা,' এই কথা পরমেশ্বর তোমাকে কহিয়াছেন। [৩] এই রূপে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীন লোক হিব্রোণে রাজার নিকটে আইল; তাহাতে দায়ূদ্ রাজা হিব্রোণে

পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের সহিত নিয়ম করিলে তাহারা ইস্রায়েলের উপরে দায়ূদ্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। [৪] দায়ূদ্‌ ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। [৫] সে হিব্রোণে যিহূদা বংশের উপরে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিল; পরে যিরূশালমে সমস্ত ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল।

[৬] পরে রাজা ও তাহার লোকেরা দেশোৎপন্ন যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে যিরূশালমে যাত্রা করিল; তাহাতে তাহারা দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবা না; কেননা দায়ূদ্‌ এই স্থানে প্রবেশ করিবে না, ইহা বলিয়া অন্ধেরা ও খঞ্জেরাও তোমাকে নিবারণ করিবে। [৭] কিন্তু দায়ূদ্‌ সিয়োনের দৃঢ় দুর্গ হস্তগত করিল; তাহা দায়ূদ্‌নগর নামে বিখ্যাত আছে। [৮] ঐ দিবসে দায়ূদ্‌ কহিল, যে জন যিবূষীয়দিগকে আঘাত করিয়া প্রণালী এবং দায়ূদের ঘৃণার্হ খঞ্জ ও অন্ধদিগকে আক্রমণ করিবে, সে (প্রধান সেনাপতি হইবে;) এই কারণ লোকেরা বলে, অন্ধ ও খঞ্জেরা প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে না। [৯] অনন্তর দায়ূদ্‌ সেই দুর্গে বাস করিয়া তাহার নাম দায়ূদের নগর রাখিল, এবং দায়ূদ্‌ প্রাচীরদ্বারা মিল্লো অবধি ভিতর স্থান পর্য্যন্ত তাহা বেষ্টন করিল। [১০] পরে দায়ূদ্‌ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মহান্‌ হইল, এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী থাকিলেন।

[১১] পরে সোরের রাজা হীরম্‌ দায়ূদের নিকটে এরস্‌ বৃক্ষ ও সূত্রধর ও রাজলোককে দূতদ্বারা প্রেরণ করিলে তাহারা দায়ূদের জন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল। [১২] তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রায়েলের রাজত্বপদে আমাকে স্থির করিলেন, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল্‌ বংশের নিমিত্তে আমার রাজ্যের উন্নতি করিলেন, ইহা দায়ূদ্‌ বুঝিল।

[১৩] অপর দায়ূদ্‌ হিব্রোণ্‌হইতে আইলে পর যিরূশালমে অন্য ভার্য্যা ও উপপত্নী গ্রহণ করিল, তাহাতে দায়ূদের আরো পুত্র ও কন্যা জন্মিল। [১৪] যিরূশালমে শম্ময় ও শোবব্‌ ও নাথন্‌ ও সুলেমান্‌ [১৫] ও যিভর্‌ ও ইলীশূয় ও নেফগ্‌ ও যাফিয় [১৬] ও ইলীশামা ও ইলিয়াদা ও ইলীফেলট্‌ নামে তাহার এই সকল পুত্র জন্মিল।

[১৭] পরে তাবৎ ইস্রায়েল্‌ বংশ আপনাদের উপরে দায়ূদ্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, এই কথা শুনিয়া তাবৎ পিলেষ্টীয়েরা দায়ূদের অন্বেষণে আইল; এবং দায়ূদ্‌ তাহা শুনিয়া দুর্গে গমন করিলে [১৮] পিলেষ্টীয়েরা আসিয়া রিফায়ীম্‌ তলভূমিতে বিস্তারিত হইল। [১৯] পরে দায়ূদ্‌ পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি পিলেষ্টীয়দের নিকটে যাইব? তুমি কি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা? তাহাতে পরমেশ্বর দায়ূদ্‌কে কহিলেন, যাও, আমি অবশ্য তোমার হস্তে পিলেষ্টীয়দিগকে সমর্পণ করিব। [২০] অপর দায়ূদ্‌ বাল্‌পিরাসীমে আসিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিয়া কহিল, পরমেশ্বর আমার সম্মুখে আমার শত্রুগণকে জলজন্য সেতুভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করিলেন, এই জন্যে সেই স্থানের নাম বাল্‌পিরাসীম্‌ (ভঙ্গস্থান) রাখিল। [২১] পরে তাহারা আপনাদের প্রতিমাগণকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিলে দায়ূদ্‌ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা তাহাদিগকে লইয়া গেল।

[২২] পরে পিলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া রিফায়ীম্‌ তলভূমিতে বিস্তারিত হইল। [২৩] তাহাতে দায়ূদ্‌ পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, তুমি এখন যাইও না, কিন্তু তাহাদের পশ্চাৎ ঘুরিয়া আসিয়া বাকা বৃক্ষের সম্মুখে তাহাদিগকে আক্রমণ [২৪] বাকা বৃক্ষের মস্তকে গমনের শব্দ শুনিলে তুমি উদ্‌যোগ করিবা; কেননা তখনই পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের সৈন্য বধ করণার্থে তোমার সম্মুখে অগ্রসর হইবেন। [২৫] পরে দায়ূদ্‌ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া গেবাহইতে গেষরে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয়দিগকে পরাজয় করিল।

৬ অধ্যায়।

দায়ূদের পরমেশ্বরের সিন্দুক আনয়ন, ৬ ও উষের মৃত্যু ও সিন্দুককে ওবেদ্‌-ইদোমের গৃহে রাখন, ১২ ও বলিদান ও নৃত্য করিয়া দায়ূদের পরমেশ্বরের সিন্দুক পুনরানয়ন, ১৭ ও তাহা আবাসে রাখন, ২০ ও দায়ূদের প্রতি মীখলের নিন্দাকথা।

[১] পরে দায়ূদ্‌ ইস্রায়েল্‌ বংশের ত্রিশ সহস্র মনোনীত লোককে একত্র করিল। [২] অনন্তর দায়ূদ্‌ ও তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক উঠিয়া, কিরূবদ্বয়েতে উপবিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, এই নামে বিখ্যাত ঈশ্বরের সিন্দুক বালি-যিহূদাহইতে আনিতে যাত্রা করিল। [৩] পরে তাহারা ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক এক নূতন শকটে চড়াইয়া পর্ব্বতস্থ অবীনাদবের বাটীহইতে বাহির করিল, এবং অবীনাদবের পুত্র উষ ও অহিয়ো ঐ শকট চালাইল। তাহারা পর্ব্বতস্থ অবীনাদবের বাটীহইতে ঈশ্বরের সিন্দুকের সহিত তাহা আনিলে অহিয়ো সিন্দুকের অগ্রে ২ চলিল। [৫] এবং দায়ূদ্‌ ও ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পরমেশ্বরের সম্মুখে দেবদারু কাষ্ঠ নির্ম্মিত বীণা ও নবল ও তবল ও জয়শৃঙ্গ ও মন্দিরা ইত্যাদি নানা বাদ্য বাজাইল।

৬ পরে তাহারা নাখোনের শস্যমর্দ্দন স্থানে উপস্থিত হইলে বলদ যোঁয়ালিহইতে বাহির হইল; তাহাতে উষ হস্ত বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের সিন্দুক ধরিল। ৭ তাহাতে উষের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তাহার ভ্রম প্রযুক্ত ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে ঈশ্বরের সিন্দুকের নিকটে মরিল। ৮ পরমেশ্বর উষের প্রতি আঘাত করিলেন, এই জন্যে দায়ূদ্ অসন্তুষ্ট হইল, এবং সে সেই স্থানের নাম পেরস্-উষ (উষের আঘাতস্থান) রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে। ৯ এবং দায়ূদ ঐ দিবসে পরমেশ্বরহইতে ভীত হইয়া কহিল, তবে পরমেশ্বরের সিন্দুক কি প্রকারে আমার নিকটে আসিবে? ১০ পরে দায়ূদ্ পরমেশ্বরের সিন্দুক দায়ূদনগরে আপনার নিকটে আনিতে অনিচ্ছুক হইয়া পথের পার্শ্বস্থ গাতীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে লইয়া রাখিল। ১১ তাহাতে পরমেশ্বরের সিন্দুক গাতীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে তিন মাস থাকিলে পরমেশ্বর ওবেদ্-ইদোমকে ও তাহার সমস্ত পরিজনকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।

১২ পরে দায়ূদ্ রাজার প্রতি উক্ত হইল, ঈশ্বরীয় সিন্দুকের জন্যে পরমেশ্বর ওবেদ্-ইদোমকে ও তাহার সর্ব্বস্বকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন। পরে দায়ূদ্ যাইয়া ওবেদ্-ইদোমের বাটীহইতে আনন্দপূর্ব্বক ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদনগরে আনিল। ১৩ এবং পরমেশ্বরের সিন্দুকবাহকেরা ছয় ২ পদ গমন করিলে গোরু ও পুষ্ট পশু হোম করিল। ১৪ এবং দায়ূদ্ কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত এফোদ্ পরমেশ্বরের সম্মুখে যথাশক্তি নৃত্য করিল। ১৫ এই রূপে দায়ূদ্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ আনন্দধ্বনি ও তূরীধ্বনি করিয়া পরমেশ্বরের সিন্দুক আনিল। ১৬ পরে দায়ূদনগরে পরমেশ্বরের সিন্দুকের প্রবেশ সময়ে শৌলের কন্যা মীখল্ বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দায়ূদ্ রাজাকে লম্ফ দিতে ও নৃত্য করিতে দেখিয়া মনে২ তুচ্ছ করিল।

১৭ পরে লোকেরা পরমেশ্বরের সিন্দুক ভিতরে আনিয়া আপন স্থানে, অর্থাৎ দায়ূদ্ তাহার জন্যে যে তাম্বু প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে স্থাপন করিল, এবং দায়ূদ্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ১৮ এবং হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ্ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল। ১৯ এবং সকল লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইস্রায়েলের বংশসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক স্ত্রীকে এক২ রুটী ও এক২ পাত্র দ্রাক্ষারস ও এক২ উড়ুম্বর চাক পরিবেষণ করিল; পরে সকল লোক আপন২ গৃহে প্রস্থান করিল।

২০ পরে দায়ূদ্ আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করণার্থে ফিরিয়া শৌলের কন্যা মীখল্ দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিয়া কহিল, অদ্য ইস্রায়েলের রাজা কেমন মহিমান্বিত হইলেন! কোন কাপুরুষ যেমন প্রকাশ রূপে বিবস্ত্র হয়, তদ্রূপ তিনি অদ্য আপন দাসগণের দাসীদিগের সাক্ষাতে বিবস্ত্র হইলেন। ২১ তখন দায়ূদ্ মীখল্কে কহিল, পরমেশ্বরের প্রজা ইস্রায়েল লোকের রাজত্বপদে আমাকে নিযুক্ত করিবার জন্যে যিনি তোমার পিতা ও তাহার তাবৎ বংশ অপেক্ষা আমাকে মনোনীত করিলেন, সেই পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাহা করিলাম। আমি পরমেশ্বরেরই সাক্ষাতে আমোদ করিলাম; ২২ এবং ইহা অপেক্ষা আরো লঘু হইব, ও আপন দৃষ্টিতে আরো নীচ হইব; তথাপি তুমি যে দাসীদের কথা কহিলা, তাহাদের কর্তৃক আদৃত হইব। ২৩ অতএব শৌলের কন্যা মীখলের মরণ পর্য্যন্ত সন্তান হইল না।

৭ অধ্যায়।

১ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দায়ূদের অভিলাষ ও নাথনের সম্মত হওন, ৪ ও পরমেশ্বরের আদেশ পাইয়া নাথনের তাহাকে বারণ করণ, ১২ ও দায়ূদ্ বংশের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ১৮ ও দায়ূদের প্রার্থনা ও প্রশংসা।

১ পরে পরমেশ্বর চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুহইতে রাজাকে বিশ্রাম দিলে যখন সে আপন গৃহে বাস করিল, ২ তখন রাজা নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিল, এখন দেখ, আমি এরস্ কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক যবনিকার মধ্যে বাস করে। ৩ তাহাতে নাথন্ রাজাকে কহিল, ভাল, তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই কর; কেননা পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন।

৪ অপর ঐ রাত্রিতে পরমেশ্বরের এই বাক্য নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল, ৫ তুমি যাইয়া আমার দাস দায়ূদকে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমিই কি আমার বাসার্থে মন্দির নির্ম্মাণ করিবা? ৬ ইস্রায়েল্ বংশকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি মন্দিরে বাস করি নাই, কেবল তাম্বুতে ও আবাসে ভ্রমণ করিতেছি। ৭ তথাপি তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আমার ভ্রমণ সময়ে আমি যাহাকে আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে প্রতিপালন করণের ভার দিয়াছিলাম, ইস্রায়েলের এমত কোন বংশকে কি কখনো এই কথা কহিয়াছি, তোমরা কেন আমার জন্যে এরস্

কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ কর না? ৮ এখন তুমি আমার দাস দায়ূদকে কহ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে রাজা করিবার জন্যে আমি তোমাকে মেষবাথানহইতে, অর্থাৎ মেষের পশ্চাদ্গমনহইতে গ্রহণ করিয়াছি। ৯ এবং তুমি যে২ স্থানে গমন করিতা, সেই সকল স্থানে তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সম্মুখহইতে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছিন্ন করিয়াছি; এবং পৃথিবীস্থ মহল্লোকদের নামের ন্যায় তোমার মহানাম করিয়াছি। ১০ তদ্ভিন্ন আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের জন্যে স্থান নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে বসাইয়াছি; সেই স্থানে তাহারা বাস করিতেছে, আর চালিত হইবে না। ১১ পূর্ব্বকালে যদবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তদবধি যে রূপ হইয়াছিল, তদ্রূপ দুষ্ট বংশেরা তাহাদিগকে আর ক্লেশ দিবে না। আমি সমস্ত শত্রুহইতে তোমাকে বিশ্রাম দিয়াছি; এবং পরমেশ্বর আরো কহেন, আমি তোমার জন্যে এক বংশ স্থাপন করিব।

১২ আর তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া আপন পিতৃলোকদের সহিত মহানিদ্রিত হইলে আমি তোমার ঔরসজাত বংশকে স্থাপিত করিব, এবং তাহার রাজ্য স্থির করিব। ১৩ আমার নামের নিমিত্তে সে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী করিব। ১৪ আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধী হইলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্যসন্তানদের প্রহারদ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব। ১৫ কিন্তু আমার অনুগ্রহ তাহাকে ত্যাগ করিবে না; এবং আমি তোমার সাক্ষাৎহইতে দূরীকৃত শৌলের ন্যায় তাহাকে আপন অনুগ্রহবর্জ্জিত করিব না। ১৬ তোমার বংশ ও রাজত্ব তোমার সম্মুখে অনন্ত কাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন সদাকাল নিশ্চল হইবে। ১৭ পরে নাথন্ এই সকল বাক্য ও দর্শনানুসারে দায়ূদকে কহিল।

১৮ তখন দায়ূদ্ রাজা অভ্যন্তরে যাইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে বসিয়া কহিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি কে, ও আমার বংশ কে, যে তুমি আমাকে এ পর্য্যন্ত আনিয়াছ? ১৯ তথাপি, হে প্রভো পরমেশ্বর, ইহাও তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিষয় হয়; তুমি আপন দাসের ভাবি সুদীর্ঘ বংশের বিষয়েও কথা কহিলা; হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, এ কি মনুষ্যের ব্যবহার? ২০ ইহার পরে দায়ূদ্ তোমাকে আর কি কহিতে পারে? হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন দাসকে জ্ঞাত আছ। ২১ তুমি আপন বাক্যের নিমিত্তে ও আপন মনের মত এই সমস্ত মহৎ কর্ম্ম করিয়া আপন দাসকে জ্ঞাত করিয়াছ। ২২ অতএব, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি মহান্; আমরা স্বকর্ণে যাহা২ শুনিয়াছি, সেই সকলেতে তোমার সদৃশ কেহই নাই, ও তোমা ব্যতিরেকে কোন ঈশ্বর নাই। ২৩ এবং তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকের তুল্য পৃথিবীতে কি এমন আর এক জাতি আছে, যাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজ প্রজা করিতে ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে ঈশ্বর আপনি আগমন করিয়াছেন? তুমিই তাহা করিয়া মিসরদেশ ও ভিন্নজাতীয় লোক ও তাহাদের দেবগণহইতে উদ্ধৃত আপন প্রজাদের সম্মুখে আপন দেশে ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিয়া আপনার মহানাম করিয়াছ। ২৪ এবং আপনার জন্যে আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে স্থাপন করিয়া অনন্ত কালের নিমিত্তে আপন প্রজা করিয়াছ; আর হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ। ২৫ হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি এখন আপন দাসের ও তাহার বংশের বিষয়ে যে বাক্য কহিলা, তাহা অনন্ত কালের নিমিত্তে স্থির কর; ও যেমন কহিলা, তদনুসারে কর। ২৬ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের ঈশ্বর, তোমার এই নাম অনন্ত কালের নিমিত্তে গৌরবান্বিত, ও তোমার দাস দায়ূদের বংশ তোমার সাক্ষাতে চিরস্থায়ী হউক। ২৭ হে ইস্রায়েলের প্রভো সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, আমি তোমার বংশবৃদ্ধি করিব, এই কথা তুমি আপন দাসের কর্ণগোচর করিলা; এই কারণ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস জন্মিল। ২৮ হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি সত্য ঈশ্বর, ও তোমার কথা সত্য, তুমি আপন দাসের প্রতি এই মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিলা। ২৯ অতএব তোমার দাসের বংশ তোমার সম্মুখে যেন অনন্তকালস্থায়ী হয়, এই জন্যে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের বংশকে আশীর্ব্বাদ কর; কেননা হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; আর তোমার আশীর্ব্বাদের গুণে তোমার দাসের বংশ অনন্ত কালের নিমিত্তে আশীঃপ্রাপ্ত থাকিবে।

৮ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয় ও মোয়াবীয় লোককে দায়ূদের দমন করণ, ৩ ও হদদেষরকে ও অরামীয় লোককে পরাস্ত করণ, ৯ ও দায়ূদের কাছে তয়ি রাজার পুত্রকে প্রেরণ, ১৪ ও ইদোম দেশে দুর্গ স্থাপন, ১৬ ও দায়ূদের পারিষদের নাম।

১ পরে দায়ূদ পিলেষ্টীয়দিগকে পরাজয়দ্বারা

নত করিয়া তাহাদের হস্তহইতে প্রধান নগরের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিল। [২] এবং সে মোয়াবীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া রজ্জুতে মাপিল, অর্থাৎ ভূমিতে ফেলিয়া বধ করণার্থে দুই রসি এবং জীবৎ রাখিতে সম্পূর্ণ রজ্জু মাপিল; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন দ্রব্য আনিল।

[৩] পরে যে সময়ে সোবার রাজা রিহোবের পুত্র হদদেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন কর্ত্তৃত্ব পুনরায় স্থাপন করিতে গমন করে, তৎকালে দায়ূদ্ তাহাকে পরাস্ত করিয়া [৪] তাহার এক সহস্র সাত শত অশ্বারূঢ় ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সেনা হস্তগত করিল, ও তাহার রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করিল, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত রথ রাখিল। [৫] পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদদেষর রাজার সাহায্য করিতে আইলে দায়ূদ্ সেই অরামীয়দের বাইশ সহস্র লোককে বধ করিল। [৬] এবং দায়ূদ্ দম্মেশকের অরাম্ দেশে দুর্গ স্থাপন করিল; তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল। এই প্রকারে দায়ূদ্ যে ২ স্থানে যাইত, সর্ব্বত্র পরমেশ্বর তাহাকে জয়ী করিতেন। [৭] এবং দায়ূদ্ হদদেষরের দাসদের গাত্রস্থ স্বর্ণঢাল লইয়া যিরূশালমে আনিল। [৮] এবং দায়ূদ্ রাজা হদদেষরের অধিকারস্থ বেটহ্ ও বেরোথা নগরহইতে অতি প্রচুর পিত্তল আনিল।

[৯] তখন দায়ূদ্ হদদেষরের সমস্ত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছে, ইহা শুনিয়া হমাতের রাজা তয়ি [১০] দায়ূদ্ রাজার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতে, এবং যুদ্ধে হদদেষরের পরাজয় প্রযুক্ত তাহার ধন্যবাদ করিতে আপন পুত্র যোরাম্কে তাহার কাছে প্রেরণ করিল; কেননা হদদেষরের সহিত তয়িরও যুদ্ধ ছিল। পরে সে রূপার ও স্বর্ণের ও পিত্তলের পাত্র সঙ্গে লইয়া আইল। [১১] তাহাতে দায়ূদ্ রাজা অরাম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোন্ বংশ ও পিলেষ্টীয় ও অমালেক্ প্রভৃতি যে সমস্ত ভিন্নজাতীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের হইতে প্রাপ্ত যে সকল রূপা ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিল, [১২] এবং সোবার রাজা রিহোবের পুত্র হদদেষরহইতে যে সকল দ্রব্য লুট করিয়াছিল, তাহার সহিত সেই সকলও পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিল। [১৩] এবং দায়ূদ্ লবণাখ্য তলভূমিতে অষ্টাদশ সহস্র অরামীয় লোককে বধ করিয়া প্রত্যাগমনকালে অতিশয় নামলব্ধ হইল।

[১৪] পরে দায়ূদ্ ইদোমে দুর্গ স্থাপন করিল, অর্থাৎ সে ইদোমের সর্ব্বত্র দুর্গ স্থাপন করিল, এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল। আর সে যে ২ স্থানে যাইত, সেই সকল স্থানে পরমেশ্বর তাহাকে জয়ী করিতেন। [১৫] এই রূপে দায়ূদ্ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের উপরে রাজত্ব করিয়া আপন সমস্ত প্রজাগণের প্রতি বিচার ও ন্যায় ব্যবহার করিল।

[১৬] ঐ সময়ে সিরুয়ার পুত্র যোয়াব্ তাহার প্রধান সেনাপতি ছিল; এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা ছিল। [১৭] এবং অহীটূবের পুত্র সাদোক্ ও অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলক্ যাজক ছিল; এবং সিরায় রাজলেখক ছিল। [১৮] এবং যিহোয়াদার পুত্র বিনায় কিরেথীয়দের ও পিলেথীয়দের উপরে নিযুক্ত ছিল; এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজসভাসদ্ ছিল।

৯ অধ্যায়।

১ শৌল বংশের বিষয়ে দায়ূদের জিজ্ঞাসা, ৫ ও মিফীবোশৎকে দায়ূদের কাছে আনয়ন, ৭ ও মিফীবোশৎকে আপন মেজে বসিতে দেওন ও শৌলের তাবৎ ভূমি দেওন, ৯ ও মিফীবোশতের গৃহাধ্যক্ষ পদে সীবের নিযুক্ত হওন।

[১] পরে দায়ূদ্ জিজ্ঞাসা করিল, শৌল বংশে কি কেহ অবশিষ্ট আছে? থাকিলে আমি যোনাথনের নিমিত্তে তাহার প্রতি দয়া ব্যবহার করিব। [২] তাহাতে সীবঃ নামে শৌলের পরিজনের যে এক দাস ছিল, সে দায়ূদের নিকটে আহূত হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি সীবঃ? সে কহিল, আপনকার সেই দাস বটি। [৩] পরে রাজা জিজ্ঞাসিল, আমি যাহার প্রতি পরমেশ্বরের নামে দয়া করিতে পারি, শৌল বংশে এমত কেহ কি অবশিষ্ট আছে? তাহাতে সীবঃ রাজাকে কহিল, উভয় চরণে খঞ্জ যোনাথনের এক পুত্র অবশিষ্ট আছে। [৪] রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, সে কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, দেখ, সে লোদিবারে অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটীতে আছে।

[৫] পরে দায়ূদ্ রাজা লোদিবারে লোক প্রেরণ করিয়া অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটীহইতে তাহাকে আনাইল। [৬] তখন শৌলের পৌত্র যোনাথনের পুত্র মিফীবোশৎ দায়ূদের নিকটে আসিয়া উবুড় হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে মিফীবোশৎ। সে উত্তর করিল, আপনকার দাস উপস্থিত আছে। [৭] পরে দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, ভীত হইও না, আমি তোমার পিতা যোনাথনের নিমিত্তে অবশ্য তোমার প্রতি দয়া করিব, এবং তোমার পিতামহ শৌলের তাবৎ ভূমি তোমাকে ফিরাইয়া দিব, আর তুমি নিত্য আমার ভোজনাসনে ভোজন করিবা [৮] তাহাতে সে দণ্ডবৎ হইয়া

কহিল, আপনকার দাস আমি কে? মৃত কুক্কুরের ন্যায় যে আমি, আমার প্রতি কেন সুদৃষ্টি করিতেছেন?

[৯] পরে রাজা শৌলের দাস সীবকে ডাকাইয়া কহিল, শৌলের ও তাহার বংশের তাবৎ অধিকার আমি তোমার কর্ত্তার পুত্রকে দিলাম। [১০] অতএব তুমি ও তোমার পুত্রগণ ও দাসগণ তাহার ভূমির কৃষিকর্ম্ম করিয়া তোমার কর্ত্তার পুত্রের খাদ্যের জন্যে তদুৎপন্ন দ্রব্য আনিয়া দিবা; কিন্তু তোমার কর্ত্তার পুত্র মিফীবোশৎ নিত্য আমার ভোজনাসনে ভোজন করিবে। ঐ সীবের পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস ছিল। [১১] পরে সীবঃ রাজাকে কহিল, আমার প্রভু রাজা আপন দাসকে যে আজ্ঞা করিলেন, তদনুসারে আপন দাস সমস্তই করিবে। রাজা কহিল, মিফীবোশৎ রাজপুত্রসদৃশ হইয়া আমার ভোজনাসনে ভোজন করিবে। [১২] ঐ মিফীবোশতের মীখা নামে এক শিশু পুত্র ছিল; এবং সীবের গৃহে বাসকারি সমস্ত লোক মিফীবোশতের দাস হইল। [১৩] কিন্তু মিফীবোশৎ যিরূশালমে বাস করিল, কেননা রাজার ভোজনাসনে সে নিত্য২ ভোজন করিত; সে উভয় চরণে খঞ্জ ছিল।

১০ অধ্যায়।

১ হানূনের প্রতি দায়ূদের প্রেরিত দূতগণের অপমানিত হওন, ৬ ও অম্মোনীয় ও অরামীয়দের পরাস্ত হওন, ১৫ ও অন্য অরামীয়দের সেনাপতি শোবকের হত হওন।

[১] সেই সময়ে অম্মোন্ বংশের রাজা মরিলে তাহার পুত্র হানূন রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইল। [২] তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হানূনের পিতা নাহশ্ আমার সহিত যেরূপ প্রণয় করিয়াছিল, আমিও হানূনের সহিত তদ্রূপ প্রণয় করিব। পরে দায়ূদ্ পিতৃশোকের সময়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আপন ভৃত্যগণকে প্রেরণ করিল। কিন্তু দায়ূদের ভৃত্যগণ অম্মোন্ বংশের দেশে উপস্থিত হইলে [৩] অম্মোন্ বংশের অধ্যক্ষগণ আপনাদের প্রভু হানূনকে কহিল, দায়ূদ্ তোমার পিতার সম্মান করে, এই কারণ তোমার নিকটে সান্ত্বনাকারিগণকে পাঠাইল, তোমার কি এমন বোধ হয়? বরং দায়ূদ কি নগরের নিরীক্ষণ ও তত্ত্ব করিয়া তাহা নষ্ট করণের অভিপ্রায়ে আপন ভৃত্যগণকে পাঠাইল না? [৪] তাহাতে হানূন্ দায়ূদের ভৃত্যগণকে ধরিয়া তাহাদের শ্মশ্রুর অর্দ্ধেক ক্ষৌর করাইল, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ নিতম্ব পর্য্যন্ত কাটিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। [৫] পরে তাহারা দায়ূদ্কে এই কথা জ্ঞাত করিলে তাহাদের অতিশয় লজ্জা প্রযুক্ত রাজা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিল, যাবৎ তোমাদের শ্মশ্রু বৃদ্ধি না হয়, তাবৎ তোমরা যিরীহো নগরে থাক, পরে ফিরিয়া আইস।

[৬] অনন্তর আমরা দায়ূদের সম্মুখে ঘৃণিত হইলাম, ইহা দেখিয়া অম্মোন্ বংশেরা লোক প্রেরণ করিয়া বৈৎরিহোবস্থ ও সোবাস্থিত অরামীয় বিংশতি সহস্র পদাতিককে, ও মাখার রাজার এক সহস্র লোককে, ও টোবের দ্বাদশ সহস্র লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিল। [৭] অপর দায়ূদ্ এই সমাচার পাইয়া যোয়াবকে ও বলবান সৈন্যগণকে তথায় প্রেরণ করিল। [৮] তাহাতে অম্মোন্ বংশেরা বাহিরে আসিয়া দ্বার প্রবেশস্থানে সৈন্য রচনা করিল, এবং সোবার ও রিহোবের অরামীয় লোকেরা ও টোবের ও মাখার লোকেরা ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র থাকিল। [৯] এই রূপে সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুই দিগে যুদ্ধ হইবে, ইহা দেখিয়া যোয়াব ইস্রায়েলের তাবৎ পরীক্ষিত লোকহইতে লোক মনোনীত করিয়া লইয়া অরামীয়দের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিল। [১০] এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ করিল; তাহাতে সে অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিল। [১১] এবং যোয়াব্ কহিল, যদি অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে তুমি আমার উপকার করিবা; এবং যদি অম্মোনীয়েরা তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি যাইয়া তোমার উপকার করিব। [১২] তুমি বলবান হও, আমরা স্বজাতীয় লোকদের ও আমাদের ঈশ্বরের নগরের জন্যে পুরুষত্ব প্রকাশ করি; পরমেশ্বর আপন দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। [১৩] পরে যোয়াব্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা অরামীয়দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা তাহার অগ্রে২ পলায়ন করিল [১৪] এবং অরামীয়েরা পলাইতেছে, ইহা দেখিয়া অম্মোন্ বংশেরাও অবীশয়ের অগ্রে২ পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল; তাহাতে যোয়াব্ অম্মোন্ বংশের নিকটহইতে ফিরিয়া যিরূশালমে আইল।

[১৫] পরে আমরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে পরাস্ত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া অরামীয়েরা একত্র হইল। [১৬] এবং হদদেষর লোক প্রেরণ করিয়া ফরাৎ নদীর ওপারস্থ অরামীয়দিগকে বাহির করিয়া আনিলে তাহারা হেলমে আইল; ঐ হদদেষরের সেনাপতি শোবক তাহাদের অগ্রগামী ছিল। [১৭] পরে দায়ূদকে এই সমাচার কথিত হইলে সে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে

একত্র করিয়া যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া হেলমে উপস্থিত হইল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা দায়ূদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। [১৮] কিন্তু অরামীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল; তাহাতে দায়ূদ্ অরামীয়দের সাত শত রথ ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যকে বিনষ্ট করিল, এবং তাহাদের সেনাপতি শোবক্ও সেই স্থানে আহত হইয়া মরিল। [১৯] পরে আমরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে পরাস্ত হইলাম, ইহা দেখিয়া হদদেষরের অধীন রাজগণ ইস্রায়েল্ বংশের সহিত মিলন করিয়া তাহাদের সেবা করিল; আর অরামীয়েরা ভীত হওয়াতে অম্মোন্ বংশের উপকার আর করিল না।

১১ অধ্যায়।

রব্বার অবরোধ করণ, ও বৎশেবার সহিত দায়ূদের ব্যভিচার করণ, ৬ ও উরিয়ের সহিত দায়ূদের ব্যবহার, ১৪ ও উরিয়ের বধার্থে যোয়াবের কাছে পত্র প্রেরণ, ১৮ ও উরিয়ের হত হওনের সংবাদ দায়ূদের প্রতি প্রেরণ, ২২ ও যোয়াবের প্রতি দায়ূদের উত্তর, ২৬ ও বৎশেবাকে দায়ূদের বিবাহ করণ।

[১] অপর সে বৎসর গত হইলে রাজবর্গের যুদ্ধে গমন সময়ে দায়ূদ যোয়াবকে ও তাহার সহিত আপন দাসদিগকে ও সমস্ত ইস্রায়েল্ লোককে প্রেরণ করিলে তাহারা অম্মোন্ বংশকে পরাস্ত করিয়া রব্বা নগর অবরোধ করিল; কিন্তু দায়ূদ্ যিরূশালমে থাকিল।

[২] অপর এক দিবস সন্ধ্যাকালে দায়ূদ শয্যাহইতে উঠিয়া রাজপ্রাসাদের পৃষ্ঠে বেড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে পরমসুন্দরী এক স্ত্রী স্নান করিতেছে, ছাতহইতে ইহা দেখিয়া [৩] দায়ূদ তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইল। তাহাতে কেহ কহিল, সে ইলিয়ামের কন্যা হিত্তীয় উরিয়ের ভার্য্যা বৎশেবা কি নয়? [৪] তখন দায়ূদ্ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল, এবং সে তাহার নিকটে আইলে তাহার সহিত শয়ন করিল; ঐ সময়ে সে ঋতুস্নাতা ছিল; পরে সে আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল। [৫] তখন সে স্ত্রী গর্ভধারণ করাতে লোক পাঠাইয়া, আমি গর্ভবতী হইলাম, দায়ূদকে এই সমাচার দিল।

[৬] পরে দায়ূদ্ যোয়াবের নিকটে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিল, হিত্তীয় উরিয়কে আমার নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব্ দায়ূদের নিকটে উরিয়কে পাঠাইল। [৭] অপর উরিয় তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ তাহাকে যোয়াবের মঙ্গল ও লোকদের মঙ্গল ও যুদ্ধের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। [৮] পরে দায়ূদ্ উরিয়কে কহিল, তুমি আপন বাটীতে যাইয়া আপন পা ধৌত কর। তাহাতে উরিয় রাজবাটীহইতে বাহির হইল, এবং রাজার নিকটহইতে কতক খাদ্য দ্রব্য তাহার পশ্চাৎ গেল। [৯] কিন্তু উরিয় আপন প্রভুর দাসদের সহিত রাজবাটীর দ্বারে শয়ন করিয়া থাকিল, আপন গৃহে গেল না। [১০] পরে উরিয় আপন গৃহে যায় নাই, এই কথা লোকেরা দায়ূদকে জ্ঞাত করিলে দায়ূদ্ উরিয়কে কহিল, তুমি কি পথশ্রান্ত নহ? তবে আপন বাটীতে যাও না কেন? [১১] উরিয় দায়ূদকে কহিল, নিয়মসিন্দুক ও ইস্রায়েল্ বংশ ও যিহূদা বংশ তাম্বুতে বাস করিতেছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব্ ও আমার প্রভুর দাসগণ প্রান্তরে শিবির করিয়া বাস করিতেছে; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও ভার্য্যার সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আপনকার ও আপনকার জীবনের দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি এমত কর্ম্ম করিব না। [১২] তাহাতে দায়ূদ উরিয়কে কহিল, অদ্যও তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব। তাহাতে উরিয় সে দিবস ও পরদিবস যিরূশালমে থাকিল। [১৩] আর দায়ূদ্ তাহাকে ডাকইয়া আপন সাক্ষাতে ভোজন পান করাইয়া মত্ত করিল, তথাপি সে সন্ধ্যাকালে আপন প্রভুর দাসদের সহিত আপন শয্যায় শয়ন করিতে বাহিরে গেল. আপন গৃহে গেল না।

পর প্রাতঃকালে দায়ূদ্ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখিয়া উরিয়ের হস্তদ্বারা পাঠাইল। সেই পত্রে ইহা লিখিত ছিল, 'এই উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত করিয়া তোমরা ইহার নিকটহইতে সরিয়া যাইবা, তাহাতে এ আহত হইয়া মরিবে।' [১৬] পরে কোন্ স্থানে বলবান লোক আছে, তাহা যোয়াব্ নগর বেষ্টন সময়ে জানিয়া সেই স্থানে উরিয়কে নিযুক্ত করিল। [১৭] পরে নগরস্থ লোকেরা বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে দায়ূদের কতক দাস পতিত হইল, তাহাদের মধ্যে ঐ হিত্তীয় উরিয়ও হত হইল।

[১৮] পরে যোয়াব্ যুদ্ধের সংবাদ দায়ূদকে জ্ঞাত করিতে লোক প্রেরণ করিয়া [১৯] ঐ দূতকে কহিল, তুমি রাজার সাক্ষাতে যুদ্ধের সমস্ত বার্ত্তা সমাপ্ত করিলে [২০] যদি রাজার ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, এবং তিনি তোমাকে কহেন, তোমরা যুদ্ধ করিতে নগরের নিকটে কেন গিয়াছিলা? তাহারা প্রাচীরহইতে বাণ মারিবে, ইহা কি তোমরা জান না? [২১] দেখ. যিরুব্বেশতের পুত্র অবীমেলক্কে কে মারিয়াছিল?

তেবেষে কোন স্ত্রী যাঁতার এক পাটি প্রাচীর-হইতে তাহার উপরে ফেলিলে সে কি তাহাতে মরিল না? অতএব তোমরা কেন প্রাচীরের নিকটে গিয়াছিলা? তবে তুমি কহিবা, আপনকার দাস হিত্তীয় উরিয়ও হত হইয়াছে।

[২২] অপর দূত প্রস্থান করিয়া যোয়াবের প্রেরিত সমস্ত কথা দায়ূদকে জ্ঞাত করিল। [২৩] সে দূত দায়ূদকে কহিল, ঐ লোকেরা প্রবল হইয়া প্রান্তরে আমাদের নিকটে বাহিরে আসিয়াছিল; তখন আমরা দ্বার প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাতে গেলে [২৪] ধনুর্দ্ধরেরা প্রাচীরহইতে আপনকার দাসদের উপরে বাণ ক্ষেপণ করিল; তাহাতে রাজার কতক দাস মরিল; বিশেষতঃ আপনকার দাস হিত্তীয় উরিয়ও মরিল। [২৫] তাহাতে দায়ূদ্ ঐ দূতকে কহিল, তুমি যোয়াব্‌কে কহিবা, তুমি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইও না, কেননা খড়্গ যেমন একেক, তদ্রূপ অন্যকেও গ্রাস করে; তুমি নগরের প্রতিকূলে আরো দৃঢ় যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উচ্ছিন্ন কর; এই রূপে তাহাকে আশ্বাস দেও।

[২৬] অপর উরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামি উরিয়ের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া স্বামির জন্যে শোক করিল। [২৭] পরে শোক অতীত হইলে দায়ূদ্ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে আনাইল, তাহাতে সে তাহার ভার্য্যা হইয়া তাহার এক পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দায়ূদের কৃত এই কর্ম্ম পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হইল।

১২ অধ্যায়।

১ নাথনের দ্বারা মেষবৎসার দৃষ্টান্তকথা, ৭ ও দায়ূদের প্রতি নাথনের অনুযোগ, ১৫ ও দায়ূদের শিশুর মরণ কথা, ২৪ ও সুলেমানের জন্ম, ২৬ ও রব্বা নগর হস্তগত করণ।

[১] পরে পরমেশ্বর দায়ূদের নিকটে নাথন্‌কে প্রেরণ করিলে সে তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, এক নগরে দুই লোক ছিল; তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান, ও এক জন দরিদ্র। [২] ঐ ধনবানের অতি প্রচুর গোমেষাদি পাল ছিল। [৩] কিন্তু সেই দরিদ্রের এক ক্ষুদ্র মেষবৎসা ব্যতিরেকে আর কিছু ছিল না; সে তাহাকে ক্রয় করিয়া পোষণ করাতে ঐ মেষী তাহার ও তাহার বালকদের সঙ্গে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইল; সে তাহার নিজ খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিত, ও তাহার পাত্রেতে পান করিত, ও তাহার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিত, ও তাহার কন্যার ন্যায় ছিল। [৪] অপর এক পথিক ঐ ধনবানের গৃহে অতিথি হইলে, সে আপনার নিকটে আগত অতিথির জন্যে পাক করণার্থে আপন গোমেষাদি পালহইতে কিছু লইতে কাতর হওয়াতে ঐ দরিদ্রের সেই মেষবৎসাকে লইয়া আপনার নিকটে আগত অতিথির জন্যে পাক করিল। [৫] তাহাতে দায়ূদ্ ঐ ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নাথন্‌কে কহিল, পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, এমত কর্ম্মকারি লোক অবশ্য মরিবে। [৬] আর সে কিছু দয়া না করিয়া এমত কর্ম্ম করিল, এই জন্যে ঐ মেষবৎসার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিবে।

[৭] পরে নাথন্ দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমিই সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি, ও শৌলের হস্তহইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি; [৮] এবং তোমার প্রভুর সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়াছি, ও তাহার ভার্য্যাগণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি, এবং ইস্রায়েল্ বংশকে ও যিহূদা বংশকে দিয়াছি; এবং তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরো অমুক২ বস্তু দিতাম। [৯] এখন তুমি পরমেশ্বরের আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া কেন তাঁহার সাক্ষাতে দুরাচরণ করিলা? তুমি হিত্তীয় উরিয়কে খড়্গদ্বারা বধ করাইয়া তাহার ভার্য্যাকে আপন ভার্য্যা করিয়াছ, ও উরিয়কে অম্মোন্ বংশের খড়্গদ্বারা বধ করাইয়াছ। [১০] অতএব খড়্গ তোমার বাটী কখনো ত্যাগ করিবে না; কেননা তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া উরিয়ের স্ত্রীকে লইয়া আপন স্ত্রী করিয়াছ। [১১] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার পরিবারহইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করিব, এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যাগণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব; তাহাতে সে এই সূর্য্যের সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যাগণের সহিত শয়ন করিবে। [১২] তুমি গুপ্ত রূপে এই কর্ম্ম করিলা, কিন্তু আমি তাবৎ ইস্রায়েলের ও সূর্য্যের সাক্ষাতে এই কার্য্য করাইব। [১৩] তখন দায়ূদ্ নাথন্‌কে কহিল, আমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। তাহাতে নাথন্ দায়ূদকে কহিল, পরমেশ্বর তোমার পাপ দূর করিলেন, ইহাতে তুমি মরিবা না। [১৪] কিন্তু তুমি এই কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের শত্রুগণকে নিন্দাতে উদযুক্ত করিয়াছ, এই জন্যে তোমার ঔরসজাত এই পুত্র অবশ্য মরিবে। পরে নাথন্ আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

[১৫] অনন্তর পরমেশ্বর উরিয়ের ভার্য্যার গর্ভজাত দায়ূদের পুত্রকে আঘাত করিলে সে অতিশয় পীড়িত হইল। [১৬] তাহাতে দায়ূদ্ বালকের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল ও উপবাস করিল, ও অন্তরে প্রবেশ করিয়া

সমস্ত রাত্রি ভূমিতে পড়িয়া থাকিল। [১৭] তখন তাহার গৃহের প্রাচীনগণ উঠিয়া তাহাকে ভূমিহইতে তুলিতে তাহার নিকটে গেল, কিন্তু সে সম্মত হইল না, এবং তাহাদের সহিত ভোজনও করিল না। [১৮] পরে সপ্তম দিবসে বালক মরিল; তাহাতে বালক মরিয়াছে, এই কথা দায়ূদ্‌কে কহিতে দাসগণ ভয় করিল, কেননা তাহারা কহিল, দেখ, বালক জীবৎ থাকিতে আমরা অনেক কহিলেও সে আমাদের বাক্যেতে মনোযোগ করিল না; এখন বালক মরিয়াছে, ইহা আমরা কিরূপে বলিতে পারি? বলিলে সে কোন অহিত কর্ম্ম করিবে। [১৯] কিন্তু দাসেরা পরস্পর কাণাকাণি করিতেছে, দায়ূদ্ ইহা দেখিয়া, বালক মরিয়াছে, এমন অনুমান করিয়া দাসগণকে জিজ্ঞাসিল, বালক কি মরিল? তাহারা কহিল, মরিল। [২০] তখন দায়ূদ্ ভূমিহইতে উঠিয়া স্নান ও গাত্রমার্জ্জন ও বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া পরমেশ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া ভজনা করিল; পরে আপন গৃহে গিয়া আজ্ঞা করিলে তাহারা তাহার সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য রাখিল, তাহাতে সে ভোজন করিল। [২১] ইহাতে তাহার দাসগণ তাহাকে কহিল, আপনি এ কেমন আচার করিতেছেন? বালক জীবৎ থাকিতে আপনি তাহার জন্যে উপবাস ও রোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক মরিলে উঠিয়া ভোজন পান করিলেন। [২২] তাহাতে সে কহিল, বালক জীবৎ থাকিতে আমি উপবাস ও ক্রন্দন করিয়াছিলাম; কারণ ভাবিলাম, কি জানি, পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইলে বালক বাঁচিতে পারে। [২৩] এখন সে মরিল, অতএব আমি কি জন্যে উপবাস করিব? আমি কি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি? আমি তাহার নিকট যাইব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।

[২৪] পরে দায়ূদ্ আপন ভার্য্যা বৎশেবাকে সান্ত্বনা করিয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল; তাহাতে সে পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম সুলেমান্ (শান্তিদায়ক) রাখিল, এবং পরমেশ্বর তাহাকে প্রেম করিলেন। পরে নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রেরণ করিলে সে পরমেশ্বরের প্রেম প্রযুক্ত তাহার নাম যিদীদিয় (পরমেশ্বরের প্রিয়) রাখিল।

[২৬] পরে যোয়াব অম্মোন্ বংশের রব্বার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া রাজপুরী হস্তগত করিলে [২৭] দায়ূদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিল, আমি রব্বার সহিত যুদ্ধ করিয়া জলনগর হস্তগত করিলাম। [২৮] এখন তুমি অবশিষ্ট লোকদিগকে একত্র করিয়া নগরের নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া তাহা হস্তগত কর, নতুবা কি জানি, আমি ঐ নগর হস্তগত করিলে আমারই নাম বিখ্যাত হইবে। [২৯] তাহাতে দায়ূদ্ সমস্ত লোককে একত্র করিয়া রব্বাতে গমন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিল। [৩০] এবং রত্নশুদ্ধ এক মণ পরিমাণে স্বর্ণময় রাজমুকুট তাহার রাজার মস্তকহইতে নীত হইলে তাহা দায়ূদের মস্তকে দত্ত হইল; এবং সে ঐ নগরহইতে প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিল। [৩১] পরে দায়ূদ্ তন্মধ্যবর্ত্তি লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাতের ও লৌহময় মযির ও কুড়ালির কর্ম্মে নিযুক্ত করিল, এবং ইষ্টকের পাকস্থানে গমনাগমন করাইল। সে অম্মোন্ বংশের সমস্ত নগরের প্রতি এই রূপ করিল। পরে দায়ূদ্ ও তাহার তাবৎ লোক যিরূশালমে ফিরিয়া গেল।

১৩ অধ্যায়।

অম্মোনের আপন ভগিনী তামরে অনুরক্ত হওন, ৬ ও ছল করিয়া আপনাকে পীড়িত দেখাওন ও ভগিনীকে বলাৎকার করণ, ১৫ ও পশ্চাৎ তাহাকে ঘৃণা করিয়া দূর করণ, ২১ ও অবশালোমের কথা, ২৩ ও অবশালোমের মেষলোমচ্ছেদনের কথা, ২৮ ও অম্মোন্‌কে বধ করণ, ৩০ ও দায়ূদের কাছে সংবাদ দেওন, ৩৭ ও অবশালোমের পলায়ন করণ।

[১] দায়ূদের পুত্র অবশালোমের তামর্ নামে পরমসুন্দরী এক ভগিনী ছিল; তাহার প্রতি দায়ূদের পুত্র অম্মোন্ কামাসক্ত হইল। [২] সে আপন ভগিনী তামরের জন্যে এমত ব্যাকুল হইল, যে পীড়িত হইল; কেননা সে অনূঢ়া হইলেও অম্মোন্ তাহার প্রতি কিছু করা দুষ্কর বোধ করিল। [৩] তৎকালে দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাদব্ নামে অম্মোনের এক বন্ধু ছিল; সে যোনাদব্ অতি চতুর। [৪] সে অম্মোন্‌কে জিজ্ঞাসিল, তুমি রাজপুত্র হইয়া দিনে২ এমত কৃশ হইতেছ কেন? আমাকে কি কহিবা না? তাহাতে অম্মোন্ তাহাকে কহিল, আমি আপন ভ্রাতা অবশালোমের ভগিনী তামরের প্রতি প্রেমাসক্ত আছি। [৫] তাহাতে যোনাদব্ কহিল, তুমি আপন খট্টার উপরে শয়ন করিয়া পীড়িতের ছল কর; পরে তোমার পিতা তোমাকে দেখিতে আইলে তাহাকে এই কথা কহিও, আমি বিনয় করি, আমার ভগিনী তামরকে আমার নিকটে আসিতে আজ্ঞা দিউন, সে আমাকে অন্ন দিউক, এবং আমি দেখিয়া যেন তাহার হস্তে ভোজন করি, এই জন্যে আমার সাক্ষাতে অন্ন পাক করুক।

[৬] পরে অম্মোন্ পীড়িতের ছল করিয়া শয়ন করিল; তাহাতে রাজা তাহাকে দেখিতে আইলে অম্মোন্ রাজাকে কহিল, আমি বিনয়

করি, আমার ভগিনী তামর্ আসিয়া আমার সাক্ষাতে দুই পিষ্টক পাক করুক, তাহাতে আমি তাহার হস্তে ভোজন করিব। [৭] তখন দায়ূদ্ তামরের গৃহে লোক পাঠাইয়া কহিল, তুমি আপন ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে যাইয়া তাহাকে কিছু আহার প্রস্তুত করিয়া দেও। [৮] অতএব তামর্ আপন ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে গেল, তখন সে শয়নে ছিল; পরে তামর্ সুজি লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পাক করিল; [৯] ও এক পাত্র লইয়া তাহার সম্মুখে তাহাতে ঢালিল, কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হইল। পরে অম্নোন্ কহিল, আমার নিকটহইতে পুরুষ সকল বাহির হউক তাহাতে প্রত্যেক পুরুষ তথাহইতে বাহিরে গেল। [১০] তখন অম্নোন্ তামরকে কহিল, খাদ্য সামগ্রী এই শয়নাগারে আন; আমি তোমার হস্তে ভোজন করিব। তাহাতে তামর্ আপনার কৃত পিষ্টক লইয়া আপন ভ্রাতা অম্নোনের নিকটে শয়নাগারে গেল। [১১] পরে সে তাহাকে ভোজন করাইতে তাহার নিকটে হা আনিলে অম্নোন্ তাহাকে ধরিয়া কহিল, হে আমার ভগিনি, আইস, আমার সহিত শয়ন কর। [১২] তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আমার ভ্রাতঃ, না, না, আমাকে বলাৎকার করিও না; ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে এমত কর্ত্তব্য নয়; তুমি এই দুষ্কর্ম্ম করিও না। [১৩] আমি আপন লজ্জা কোথায় রাখিব? এবং তুমি ইস্রায়েলের মধ্যে এক দুষ্ট লোক হইবা। আমি বিনয় করি, বরং রাজাকে কহ, তিনি তোমার প্রতি আমাকে দিতে অসম্মত হইবেন না। কিন্তু সে তাহার কথায় মনোযোগ না করিয়া আপনি তাহা অপেক্ষা বলবান প্রযুক্ত বলাৎকারে তাহার সহিত শয়ন করিল।.

[১৫] পরে অম্নোন্ তাহাকে অতিশয় ঘৃণা করিল; সে তাহার প্রতি যে রূপ প্রেম করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিল; পরে অম্নোন্ তাহাকে কহিল, উঠিয়া যাও। [১৬] সে তাহাকে কহিল, অকারণে এমত মহাদোষ কেন কর? আমার সঙ্গে কৃত তোমার প্রথম দোষ অপেক্ষা আমাকে বাহির করা আরও মন্দ। কিন্তু সে তাহার কথা শুনিতে অসম্মত হইয়া [১৭] আপন পরিচারক যুবকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমার নিকটহইতে ইহাকে বাহির করিয়া দিয়া দ্বারে অর্গল দেও। [১৮] ঐ কন্যার গাত্রে নানাবর্ণের বস্ত্র ছিল, কেননা অনূঢ়া রাজকন্যারা ঐ প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত। পরে তাহার দাস তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া পশ্চা দ্বারে অর্গল দিল। [১৯] তখন তামর আপন মস্তকে ভস্ম দিল, ও গাত্রস্থ নানাবর্ণ বস্ত্র চিরিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া রোদন করিতে২ চলিল। [২০] তাহাতে তাহার ভ্রাতা অবশালোম্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার ভ্রাতা অম্নোন্ কি তোমার সহিত সংসর্গ করিল? হে আমার ভগিনি, তূষ্ণীভূতা হও, সে তোমার ভ্রাতা, ইহা মানিও না। তদবধি তামর্ আপন ভ্রাতা অবশালোমের গৃহে অনাথা হইয়া থাকিল

[২১] পরে দায়ূদ্ রাজা এই সকল শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। [২২] এবং অবশালোম্ আপন ভ্রাতা অম্নোনের সহিত ভাল মন্দ কিছুই আলাপ করিল না, কেননা তাহার ভগিনী তামরকে অম্নোনের বলাৎকার করণ প্রযুক্ত অবশালোম্ তাহাকে ঘৃণা করিল।

[২৩] সম্পূর্ণ দুই বৎসরের পরে ইফ্রয়িমের নিকটস্থ বাল্-হাৎসোরে অবশালোমের মেষলোমচ্ছেদন হইল; তাহাতে অবশালোম্ সমস্ত রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিল। [২৪] ফলতঃ অবশালোম্ রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, আপনকার দাসের মেষলোমচ্ছেদন হইতেছে, অতএব রাজা ও রাজভৃত্যগণ আপনকার দাসের সঙ্গে আগমন করুন। [২৫] তাহাতে রাজা অবশালোম্‌কে কহিল, হে আমার পুত্র, তাহা নয়, আমরা সকলে গেলে তোমার অধিক ভার হইবে। তথাপি সে অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু রাজা যাইতে সম্মত না হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। [২৬] তখন অবশালোম্ কহিল, যদ্যপি তাহা না হয়, তবে আমার ভ্রাতা অম্নোন্‌কে আমার সঙ্গে যাইতে দিউন; তাহাতে রাজা তাহাকে কহিল, সে কেন তোমার সঙ্গে যাইবে? [২৭] কিন্তু অবশালোম অনেক সাধ্যসাধনা করিলে রাজা অম্নোন্‌কে ও সমস্ত রাজপুত্রকে তাহার সহিত যাইতে দিল।

[২৮] অপর অবশালোম্ আপন দাসগণকে এই আজ্ঞা দিল, দেখ, অম্নোনের চিত্ত দ্রাক্ষারসেতে হৃষ্ট হইলে আমি যখন তোমাদিগকে কহিব, 'অম্নোন্‌কে আঘাত কর,' তখন তোমরা তাহাকে আঘাত করিও, ভীত হইও না। আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা দিলে তোমরা কি সাহসিক ও বীর্য্যবান হইবা না? [২৯] পরে অবশালোমের দাসগণ অবশালোমের আজ্ঞানুসারে অম্নোনের প্রতি তাহা করিল। তাহাতে রাজপুত্রগণ উঠিয়া আপন২ খচরে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিল

[৩০] তাহারা পথে ছিল, এমত সময়ে অবশালোম সমস্ত রাজপুত্রকে বধ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও অবশিষ্ট নাই, এমন জনরব দায়ূদের নিকটে আইলে [৩১] রাজা উঠিয়া আপন চিরিয়া ভূমিতে পড়িল, এবং তাহার ভৃত্য

সকল আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। [৩২] তখন দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাদব্ কহিল, সমস্ত রাজকুমার হত হইয়াছে, আমার প্রভু এমত বোধ করিবেন না, কেবল অম্নোন্ মরিয়াছে, কেননা অবশালোমের ভগিনী তামর্‌কে অম্নোনের বলাৎকার করণ দিবসাবধি অবশালোম্ ইহা স্থির করিয়াছিল। [৩৩] অতএব সমস্ত রাজপুত্র মরিয়াছে, ইহা ভাবিয়া আমার প্রভু রাজা শোক করিবেন না, কেবল অম্নোন্ মরিয়াছে। [৩৪] অনন্তর অবশালোম্ পলায়ন করিল। পরে এক যুব প্রহরী চক্ষু তুলিলে পর্ব্বতের পার্শ্বে আপনার পশ্চাদিকস্থ পথ দিয়া অনেক লোক আসিতেছে, ইহা অবলোকন করিয়া দেখিল। [৩৫] তাহাতে যোনাদব্ রাজাকে কহিল, ঐ দেখ, রাজপুত্রগণ আসিতেছে, আপনকার দাসের বাক্যানুসারে তাহাই ঘটিল। [৩৬] ইহা কহিবামাত্র রাজপুত্রগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল, এবং রাজা ও তাহার ভৃত্যগণ অতিশয় ক্রন্দন করিল।

[৩৭] পরে অবশালোম্ পলাইয়া গিশূরের রাজা অম্মীহূদের পুত্র তল্ময়ের নিকটে গেল, এবং দায়ূদ্ আপন পুত্রের জন্যে অনেক দিবস শোক করিল। [৩৮] এবং অবশালোম্ পলাইয়া গিশূরে গিয়া সে স্থানে তিন বৎসর প্রবাস [৩৯] পরে দায়ূদ্ রাজা অম্নোন্‌কে মৃত তাহার বিষয়ে শান্ত হইলে অবশা নিকটে যাইতে বাঞ্ছা করিল।

১৪ অধ্যায়।

তি র স্ত্রীকে যোয়াবের আনয়ন, ৪ ও অবশালোম্‌কে আনাইতে সেই স্ত্রীর দৃষ্টান্তকথা, ২১ ও যোয়াবদ্বারা অবশালোম্‌কে যিরূশালমে আনয়ন, ৫ ও অবশালোমের [illegible]ন্দর্য ও বংশের কথা, ২৮ : তিন বৎসরের পরে দায়ূদ্ রাজার কাছে অবশালোমের গমন।

ারে সরূয়ার পুত্র যোয়াব্ অবশালোমে রাজার মন আকৃষ্ট দেখিয়া, [২] তিকোয়ে দূত পাঠাইয়া তথাহইতে জ্ঞানবতী ক আনাইয়া তাহাকে কহিল, আমি বি করি, তুমি ছল করিয়া শোকান্বিতা হইয়া শোকসূচক বস্ত্র পরিধান কর: গাত্রেতে তৈল মর্দ্দন করিও না, এবং মৃতের জন্যে বহুকাল শোককারিণী স্ত্রীর ন্যায় হও। [৩] এবং রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে অমুক কথা কহ। পরে যোয়াব্ বক্তব্য কথা তাহাকে কহিয়া দিল।

[৪] অপর তিকোয়ের ঐ স্ত্রী রাজার সাক্ষাৎ পাইয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম পূর্ব্বক এই নিবেদন করিল, হে রাজন্, উপকার করুন। [৫] রাজা জিজ্ঞাসিল, তোমার কি ঘটিল? তাহাতে সে কহিল, আমি বিধবা; আমার স্বামী মরিয়াছে। [৬] এবং আপনকার দাসীর দুই পুত্র ছিল, তাহারা ক্ষেত্রে পরস্পর মারামারি করিল, তাহাতে তাহাদের নিবারক কেহ না থাকাতে এক জন অন্য জনকে আঘাত করিয়া বধ করিল। [৭] এখন সমুদয় গোষ্ঠী আপনকার দাসীর বিরুদ্ধে উঠিয়া কহিতেছে, তুমি সেই ভ্রাতৃঘাতককে সমর্পণ কর, আমরা তাহার হত ভ্রাতার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ লইব, আমরা উত্তরাধিকারিকেও উচ্ছিন্ন করিব। এই প্রকারে তাহারা আমার অবশিষ্ট অঙ্গারটি নির্ব্বাণ করিতে, ও ভূমণ্ডলে আমার স্বামির নামাদি কিছু অবশিষ্ট না রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। [৮] তখন রাজা ঐ স্ত্রীকে কহিল, তুমি ঘরে যাও, আমি তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিব। [৯] পরে ঐ তিকোয়ীয়া স্ত্রী রাজাকে কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, সে অপরাধ আমার ও আমার পিতৃবংশের প্রতি বর্ত্তুক, এবং রাজা ও তাঁহার সিংহাসন নিরপরাধ হউক। [১০] পরে রাজা কহিল, যে কেহ তোমাকে কিছু কহে, তাহাকে আমার নিকটে আন, সে তোমাকে আর স্পর্শ করিবে না। [১১] পরে সে কহিল, আমি নিবেদন করি, মহারাজ আপন প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া আরও নরহত্যা করিতে রক্তের প্রতিহন্তাকে বারণ করুন; নতুবা তাহারা আমার পুত্রকে বিনষ্ট করিবে। রাজা কহিল, পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোমার পুত্রের এক কেশও ভূমিকাতে পড়িবে না। [১২] তখন সে স্ত্রী কহিল, আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীকে আমার প্রভু রাজার কাছে এক কথা কহিতে দিউন। তাহাতে রাজা কহিল, কহ। [১৩] পরে ঐ স্ত্রী কহিল, তবে ঈশ্বরের প্রজা লোকদের বিষয়ে আপনি কেন এমত বিচার করেন? এমন কথা কহাতে মহারাজ দোষী হইয়া উঠেন, যেহেতুক মহারাজ দেশবহিভূত আপন পরিজনকে ফিরাইয়া আনেন নাই। [১৪] আমরা নিতান্ত মরিব, এবং ভূমিতে ঢালিলে পরে যাহার সংগ্রহ করা যায় না, এমত জলের ন্যায় হইব; কিন্তু ঈশ্বরও মমতা প্রকাশ করিয়া আপনাহইতে দূরীকৃত লোককে আনয়ন করণের উপায় চিন্তা করেন, ইহা কি সত্য নহে? [১৫] এখন আমি এ বিষয় যে আপন প্রভু রাজার কাছে কহিতে আইলাম, তাহার কারণ এই; লোকেরা আমার ভয় জন্মাইলে আপনকার দাসী কহিল, আমি রাজাকে এই কথা কহিব, হইতে পারে, রাজা আপন দাসীর নিবেদনানুসারে

করিবেন। [১৬] আমার পুত্রশুদ্ধ আমাকে ঈশ্বরের অধিকারহইতে উচ্ছিন্ন করিতে যে চেষ্টা করে, তাহার হস্তহইতে আপনকার দাসীকে উদ্ধার করিতে রাজা অবশ্য শুনিবেন। [১৭] আপনকার দাসী আরও কহিল, আমার প্রভু রাজার বাক্য অবশ্য আশ্বাসজনক হইবে, কেননা ভাল মন্দ বিবেচনা করণে আমার প্রভু রাজা ঈশ্বরীয় দূতের তুল্য; আর আপনকার প্রভু পরমেশ্বর আপনকার সহিত থাকিবেন। [১৮] পরে রাজা ঐ স্ত্রীকে কহিল, আমি বিনয় করি, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা আমাকে গোপন করিও না; তাহাতে সে কহিল, আমার প্রভু রাজা কহুন। [১৯] রাজা কহিল, এই কর্ম্মে তোমার সহিত কি যোয়াবের যোগ নাই? তাহাতে সে স্ত্রী কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, আপনকার প্রাণের দিব্যপূর্ব্বক কহিতেছি, আমার প্রভু রাজা যাহা কহেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে কেহ ফিরিতে পারে না; আপনকার দাস যোয়াব্ই আমাকে আদেশ করিয়া এই সমস্ত কথা আপনকার দাসীকে শিখাইল। [২০] এই বিষয়ের নূতন আকার দেখাইতে আপনকার দাস যোয়াব্ এই কর্ম্ম করিল; আমার প্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত কর্ম্ম জানিতে ঈশ্বরের দূতের ন্যায় জ্ঞানবান হন।

[২১] পরে রাজা যোয়াব্কে কহিল, এখন দেখ, তুমি ইহাতে কৃতকার্য্য হইলা; অতএব তুমি যাইয়া সেই যুব অশোলোম্কে পুনর্ব্বার আন। [২২] তাহাতে যোয়াব্ উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া রাজার ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, আপনি আপনকার দাসের নিবেদন সিদ্ধ করাতে আমি যে আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলাম, ইহা অদ্য আপনকার দাস জ্ঞাত হইল। [২৩] পরে যোয়াব্ উঠিয়া গিশূরে যাইয়া অবশালোম্কে যিরূশালমে আনিল। [২৪] পরে রাজা কহিল, সে ফিরিয়া আপন বাটীতে যাউক, আমার মুখদর্শন পাইবে না। তাহাতে অবশালোম্ আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল, রাজার মুখ দেখিতে পাইল না।

[২৫] ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অবশালোম্ সৌন্দর্য্যেতে অতুল্য এবং অতি প্রশংসনীয় ছিল, তাহার আপাদমস্তক নির্দ্দোষ ছিল। [২৬] এবং তাহার মস্তকের কেশ ভারী বোধ হইলে সে তাহা ছেদন করিত; অর্থাৎ বৎসরান্তর মস্তক মুণ্ডন করিত; মুণ্ডন সময়ে মস্তকের কেশ তৌল করিত; তাহাতে রাজপরিমাণানুসারে তাহা দুই শত শেকল্ পরিমিত হইত। [২৭] ঐ অবশালোমের তিন পুত্র ও তামর্ নামে পরম সুন্দরী এক কন্যা ছিল।

[২৮] পরে অবশালোম্ সম্পূর্ণ দুই বৎসর যিরূশালমে বাস করিল; কিন্তু রাজার মুখ দেখিতে পাইল না। [২৯] অনন্তর সে রাজার নিকটে পাঠাইতে যোয়াব্কে ডাকাইল, কিন্তু সে তাহার নিকটে আসিতে সম্মত হইল না; পরে দ্বিতীয় বার লোক পাঠাইল, তাহাতেও সে আসিতে সম্মত হইল না। [৩০] অতএব সে আপন দাসদিগকে কহিল, দেখ, আমার স্থানের নিকটে যোয়াবের এক ক্ষেত্র আছে; সে স্থানে তাহার যে যব আছে, তোমরা যাইয়া তাহাতে অগ্নি দেও। তাহাতে অবশালোমের দাসগণ সেই ক্ষেত্রে অগ্নি লাগাইল। [৩১] পরে যোয়াব্ উঠিয়া অবশালোমের নিকটে গৃহে আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার দাসগণ আমার ক্ষেত্রে কেন অগ্নি দিয়াছে? [৩২] তাহাতে অবশালোম্ যোয়াব্কে কহিল, দেখ, আমি গিশূর্হইতে কেন আইলাম? সেই স্থানে থাকিলে আমার আরও ভাল হইত। এখন আমাকে রাজার মুখ দেখিতে দিউন, নতুবা যদি আমাতে অপরাধ থাকে, তবে আমাকে বধ করুন; এই কথা রাজার নিকটে তোমাদ্বারা কহিয়া পাঠাইবার জন্যে আমি তোমাকে ডাকিতে তোমার কাছে লোক পাঠাইয়াছিলাম। [৩৩] পরে যোয়াব্ রাজার নিকটে গিয়া তাহাকে কহিলে রাজা অবশালোম্কে ডাকাইল; তাহাতে সে রাজার নিকটে গিয়া রাজার সম্মুখে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিল; তাহাতে রাজা অবশালোম্কে চুম্বন করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ অবশালোমের ইস্রায়েল্ লোকদের মন হরণ করণ, ৭ ও মানতের ছলে তাহার হিব্রোণে গমন, ১০ ও তাহার রাজদ্রোহ, ১৩ ও দায়ূদের পলায়ন, ১৯ ও ইত্তয়ের দায়ূদ্কে ত্যাগ না করণ, ২৪ ও ঈশ্বরীয় নিয়মসিন্দুক ফিরাইয়া পাঠাওন, ৩০ ও দায়ূদের রোদন, ৩১ ও অহীথোফল্ বিষয়ক কথা, ৩২ ও হূশয়কে ফিরাইয়া দেওন।

[১] পরে অবশালোম্ আপনার জন্যে রথ ও অশ্বসমূহ ও অগ্রে গমনকারি পঞ্চাশ লোককে প্রস্তুত করিল। [২] এবং অবশালোম্ প্রত্যূষে উঠিয়া রাজদ্বারের পথপার্শ্বে দাঁড়ায়, এবং যে কেহ বিচারার্থে রাজার নিকটে বিবাদ উপস্থিত করিতে উদ্যত, অবশালোম্ তাহাকে ডাকিয়া, তুমি কোন্ নগরের লোক? ইহা জিজ্ঞাসা করে। তাহাতে আপনকার দাস আমি ইস্রায়েলের অমুক বংশের লোক, ইহা সে উত্তর করিলে [৩] অবশালোম্ তাহাকে কহে, দেখ, তোমার বিবাদের কথা ভাল ও যথার্থ; কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ করিতে রাজার কোন লোক নাই। [৪] অবশালোম্ আরো কহে, হায়, আমাকে কেন

দেশের বিচারকর্তৃপদে নিযুক্ত করে না? তাহা করিলে যে সকল লোকের কোন বিবাদ বা নিবেদন থাকে, তাহারা আমার নিকটে আইলে আমি তাহাদের বিষয়ে ন্যায্য বিচার করিতাম। [৫] এবং কেহ যদি তাহাকে নমস্কার করিতে তাহার নিকটে আইসে, তবে সে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করে। [৬] ইস্রায়েলের যত লোক বিচারার্থে রাজার নিকটে যায়, সকলের প্রতি অবশালোম্ এই রূপ ব্যবহার করে। এই প্রকারে অবশালোম্ ইস্রায়েলের লোকদের মন হরণ করিল।

[৭] অপর চল্লিশ বৎসর অতীত হইলে অবশালোম্ রাজাকে কহিল, বিনয় করি, আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক মানত করিয়াছি, তাহা পালন করিতে অদ্য হিব্রোণে আমাকে যাইতে দিউন। [৮] যে সময়ে আপনকার দাস অরাম্ দেশস্থ গিশূরে প্রবাস করিল, তৎকালে আমি অমক মানত করিয়া কহিয়াছিলাম, যদি পরমেশ্বর আমাকে যিরূশালমে ফিরাইয়া আনেন, তবে আমি পরমেশ্বরের সেবা করিব। [৯] তাহাতে রাজা কহিল, কুশলে যাও। অতএব সে উঠিয়া হিব্রোণে গমন করিল।

[১০] অবশালোম্ ইস্রায়েল্ বংশের সর্ব্বত্র চর পাঠাইয়া কহিয়াছিল, তূরীর ধ্বনি শুনিবামাত্র তোমরা কহিবা, 'অবশালোম্ হিব্রোণে রাজা হইল।' [১১] আর যিরূশালমহইতে দুই শত নিমন্ত্রিত লোক অবশালোমের সহিত গেল, তাহারা সরল মনে গেল, কিছুই অবগত ছিল না। পরে অবশালোম্ বলিদান কালে দূত প্রেরণ করিয়া গীলো নগরহইতে দায়ূদের মন্ত্রি গীলোনীয় অহীথোফল্কে ডাকাইল; তাহাতে দৃঢ় রাজদ্রোহ হইল, ও অবশালোমের পক্ষীয় লোক নিত্য ২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরে এক জন দায়ূদের নিকটে আসিয়া এই সংবাদ দিল, ইস্রায়েল্ লোকদের অন্তঃকরণ অবশালোমের অনুগামি হইল।
হাতে দায়ূদের যে সকল ভৃত্য যিরূশালমে তাহার নিকটে ছিল, তাহাদিগকে সে কহিল, আইস, আমরা উঠিয়া পলায়ন করি, নতুবা অবশালোমের হস্তহইতে রক্ষা পাইব না; অতএব শীঘ্র করিয়া চল, নতুবা সে সত্বর হইয়া আমাদের সঙ্গ ধরিয়া আমাদের বিপদ ঘটাইবে, ও খড়্গের ধারে নগর বিনষ্ট করিবে। [১৫] তাহাতে রাজার ভৃত্যগণ রাজাকে কহিল, দেখ, আমাদের প্রভু রাজার যে আজ্ঞা, তাহা করিতে আপনকার দাসেরা প্রস্তুত আছে। [১৬] পরে রাজা ও তাহার তাবৎ পরিজন পদব্রজে প্রস্থান করিল; বাটী রক্ষার্থে কেবল দশ উপপত্নীকে রাখিয়া গেল। [১৭] অপর রাজা ও তাবৎ লোক পদব্রজে চলিয়া বৈৎ-হম্মির্হকে দাঁড়াইল। [১৮] অনন্তর তাহার ভৃত্য সকল এবং কিরেথীয় ও পিলেথীয় লোক তাহার পার্শ্বে চলিল, এবং গাত্তীয় লোকেরা অর্থাৎ গাৎহইতে দায়ূদের সহিত আগত ছয় শত লোক রাজার অগ্রগামী হইয়া চলিল।

[১৯] পরে রাজা গাত্তীয় ইত্তয়কে কহিল, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে যাইবা? তুমি ফিরিয়া যাইয়া রাজার সহিত বাস কর, কেননা তুমি স্বদেশচ্যুত বিদেশি লোক। [২০] কল্যমাত্র আইলা, আমি কি অদ্য আমাদের সহিত তোমাকে ভ্রমণ করাইব? আমি যেখানে সেখানে যাইব; তুমি ফিরিয়া যাও; আপন ভ্রাতৃগণকেও লইয়া যাও; দয়া ও সত্যতা তোমার সহবর্ত্তী হউক। [২১] তাহাতে ইত্তয় রাজাকে উত্তর করিল, পরমেশ্বরের অমরতা ও আপন প্রভু রাজার প্রাণের দিব্য করিয়া কহিতেছি, জীবনে বা মরণে আমার প্রভু রাজা যে স্থানে থাকিবেন, আপনকার দাসও সেই স্থানে অবশ্য থাকিবে। [২২] পরে দায়ূদ্ ইত্তয়কে কহিল, তবে যাইয়া পার হও। তাহাতে গাত্তীয় ইত্তয় ও তাহার সমস্ত লোক ও সঙ্গি সমস্ত বালক পার হইয়া গেল। পরে তাবৎ লোকের পার হওন সময়ে দেশীয় তাবৎ লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল। অপর রাজা কিদ্রোণ্ স্রোতস্বতী পার হইলে তাবৎ লোকও পার হইয়া অরণ্যের দিগে গমন করিতে লাগিল।

[২৪] আর সাদোক্ ও তাহার সঙ্গে লেবীয় লোকেরাও ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক বহন করিয়া পার হইল, এবং নগরহইতে আগমনকারি সমস্ত লোকের পার হওন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সিন্দুক নামাইলে অবিয়াথর্ উপরে আইল। [২৫] পরে রাজা সাদোক্কে কহিল, তুমি ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় নগরে লইয়া যাও; যদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তবে তিনি আমাকে পুনর্ব্বার আনিয়া তাহা ও আপনার নিবাস দেখাইবেন। [২৬] কিন্তু যদি তিনি কহেন, তোমাতে আমার কিছু তুষ্টি নাই, তবে দেখ, আমি উপস্থিত আছি; তাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়, আমার প্রতি তাহাই করুন। [২৭] পরে রাজা সাদোক্ যাজককে কহিল, তুমি জান কি? তুমি কুশলে নগরে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন্, তোমাদের এই দুই পুত্র তোমাদের নিকটে থাকিবে। [২৮] দেখ, যে পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটহইতে নিশ্চয় সমাচার না আইসে, তাবৎ আমি মরুভূমির প্রান্তরে অপেক্ষাতে থাকিব। [২৯] পরে সাদোক্ ও অবিয়াথর্ ঈশ্বরের সিন্দুক ফিরাইয়া যিরূশালমে লইয়া যাইয়া সেই স্থানে থাকিল।

[৩০] পরে দায়ূদ জৈতুন পর্ব্বতের পথে আরোহণ করিল; সে উর্দ্ধগমন সময়ে ক্রন্দন করিতে২ চলিল; তাহার মুখ আচ্ছাদিত ও পদ অনাবৃত ছিল, এবং তাহার সঙ্গি লোকেরা প্রত্যেকে আপন২ মুখ আচ্ছাদন করিল, এবং উর্দ্ধগমন সময়ে রোদন করিতে২ গেল। [৩১] অপর কেহ দায়ূদকে কহিল, অবশালোমের সঙ্গি রাজদ্রোহিদের মধ্যে অহীথোফলও আছে; তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, অহীথোফলের মন্ত্রণাকে মূর্খতা কর।

[৩২] অপর যে স্থানে লোকেরা ঈশ্বরকে প্রণাম করে, দায়ূদ্ পর্ব্বতের সেই চূড়াতে উপস্থিত হইলে অর্কীয় হূশয় ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে ধূলা দিয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল। [৩৩] তাহাতে দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, তুমি যদি আমার সহিত গমন কর, তবে আমাকে ভারগ্রস্ত করিবা। [৩৪] কিন্তু তুমি নগরে ফিরিয়া যাইয়া, হে রাজন্, আমি আপনকার দাস হইব, পূর্ব্বে তোমার পিতার দাস ছিলাম, এখন আপনকার দাস হইব, এই কথা যদি অবশালোমকে কহ, তবে আমার জন্যে অহীথোফলের মন্ত্রণা ব্যর্থ করিতে পারিবা। [৩৫] সে স্থানে সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজক কি তোমার সহিত থাকিবে না? অতএব তুমি রাজবাটীর যে কোন কথা শুনিবা, তাহা সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজককে কহিবা। [৩৬] দেখ, সে স্থানে তাহাদের সহিত তাহাদের দুই পুত্র, অর্থাৎ সাদোকের পুত্র অহীমাস্ ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন্ আছে; তোমরা যে কোন কথা শুনিবা, তাহাদের দ্বারা আমার নিকটে তাহার সমাচার পাঠাইয়া দিবা। [৩৭] তাহাতে অবশালোমের যিরূশালমে প্রবেশ করণ সময়ে দায়ূদের বন্ধু হূশয়ও নগরে আইল।

১৬ অধ্যায়।

১ উপঢৌকন ও মিথ্যা অপবাদদ্বারা সীবের আপন কর্ত্তার অধিকারপ্রাপ্তি, ৫ ও দায়ূদকে শিমিয়ির শাপ দেওন, ৯ ও দায়ূদের সহিষ্ণুতা, ১৫ ও অবশালোমের সহিত হূশয়ের কথোপকথন, ২০ ও অহীথোফলের মন্ত্রণা।

[১] পরে পর্ব্বতশৃঙ্গ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ফেলি[illegible]র মিফীবোশতের দাস সীবঃ সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভকে সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত মিলিল। সেই গর্দ্দভদের উপরে দুই শত রুটী ও এক শত থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও এক শত থলুয়া ডুম্বুর ও এক কুপা দ্রাক্ষারস ছিল। [২] পরে রাজা সীবকে কহিল, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? তাহাতে সীবঃ কহিল, গর্দ্দভগণ রাজপরিজন বহনার্থে এবং রুটী ও ডুম্বুরফল যুবদের আহারার্থে, এবং দ্রাক্ষারস প্রান্তরে ক্লান্ত লোকদের পানার্থে হইবে। [৩] পরে রাজা কহিল, তোমার কর্ত্তার পুত্র কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, 'ইস্রায়েল বংশ অদ্য আমার পৈতৃক রাজ্য আমাকে ফিরাইয়া দিবে,' এই কথা কহিয়া সে যিরূশালমে রহিল। [৪] তাহাতে রাজা সীবকে কহিল, মিফীবোশতের তাবৎ অধিকারই তোমার। সীবঃ কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, প্রণাম পূর্ব্বক বিনয় করি, যেন আমি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।

[৫] পরে দায়ূদ্ রাজা বহুরীমে উপস্থিত হইলে শৌল বংশের পরিজন গেরার পুত্র শিমিয়ি নামে এক ব্যক্তি তথাহইতে নির্গত হইয়া আসিতে২ শাপ দিল। [৬] এবং দায়ূদকে ও দায়ূদ্ রাজার সমস্ত ভৃত্যকে এবং তাহার দক্ষিণে ও বামে স্থিত লোকদিগকে ও বীরগণকে প্রস্তর মারিল। [৭] শিমিয়ি শাপ দিতে২ কহিল, রে রক্তপাতি মনুষ্য, রে নারকি লোক, তুই যা, যা। [৮] তুই যাহার পদে রাজা হইয়াছিস্, সেই শৌল বংশের তাবৎ রক্তপাতের প্রতিফল পরমেশ্বর তোকে দিতেছেন, এবং পরমেশ্বর তোর পুত্র অবশালোমের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন; তুই রক্তপাতি লোকের উপ[illegible] বিপদ্ পাইতেছিস্।

[৯] তাহাতে সিরূয়ার [illegible]ত্র অবীশয় রাজাকে কহিল, ঐ মৃত কুক্কুর কেন আমার প্রভু রাজাকে শাপ দেয়? আমি বিনয় করি, উহার মস্তক কাটিয়া ফেলিতে আমাকে পার হইয়া যাইবার অনুমতি দিউন্। [১০] রাজা কহিল, হে সিরূয়ার পুত্রগণ, তোমাদের সহিত আমার সম্পর্ক কি? ও শাপ দিউক; কেননা দায়ূদকে শাপ দেও, ইহা পরমেশ্বর উহাকে কহিয়াছেন; তাহাতে তুমি কি করিতেছ? এ কথা উহাকে কে কহিবে? [১১] এবং দায়ূদ অবীশয়কে ও আপনার সমস্ত ভৃত্যকে কহিল, দেখ, আমার শরীরহইতে উৎপন্ন পুত্র আমার প্রাণ অন্বেষণ করিতেছে, তবে ঐ বিন্যামীনীয় লোক কি না করিবে? উহাকে থাকিতে দেও; ও শাপ দিউক, কেননা পরমেশ্বর উহাকে আজ্ঞা দিয়াছেন। [১২] হইতে পারে, পরমেশ্বর আমার অশ্রুপাতের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, ও অদ্যকার উহার দত্ত শাপের পরিবর্ত্তে পরমেশ্বর আমার মঙ্গল করিবেন। [১৩] পরে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা পথ দিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে ঐ শিমিয়ি তাহার আড়পারে পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া চলিতে২ শাপ দিল ও প্রস্তর মারিল ও ধূলা ছড়াইল। [১৪] পরে রাজা ও তাহার সঙ্গি লোকেরা শ্রা[illegible]হইয়া সেই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

[১৫] পরে অবশালোম্ ও তাহার সঙ্গি অহীথোফল্ ও ইস্রায়েল্ বংশীয় লোক সকল যিরূশালমে প্রবেশ করিল। [১৬] পরে দায়ূদের বন্ধু অর্কীয় হূশয় অবশালোমের নিকটে আইল। হূশয় অবশালোমকে কহিল, রাজা চিরজীবী হউন, রাজা চিরজীবী হউন। [১৭] তাহাতে অবশালোম্ হূশয়কে কহিল, এ কি মিত্রের প্রতি তোমার দয়া? তুমি আপন মিত্রের সহিত কেন গমন করিলা না? [১৮] হূশয় অবশালোম্কে কহিল, তাহা নয়; পরমেশ্বর এবং এই লোকেরা ও ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ যাহাকে মনোনীত করেন, আমি তাহার হই, ও তাহার সহিত থাকি। [১৯] আর তাহার পরে কাহার সাক্ষাতে পরিচর্য্যা করিব? তাহার পুত্রের সাক্ষাতে কি নয়? যেমন তোমার পিতার সাক্ষাতে পরিচর্য্যা করিয়াছি, তদ্রূপ তোমার সাক্ষাতেও করিব।

[২০] পরে অবশালোম্ অহীথোফল্কে কহিল, এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? তদ্বিষয়ে তোমরা মন্ত্রণা দেও। [২১] তখন অহীথোফল্ অবশালোম্কে কহিল, তোমার পিতা আপন বাটী রক্ষার্থে যে উপপত্নীদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তুমি তাহাদিগেতে উপগত হও, তাহাতে তুমি পিতার ঘৃণাস্পদ হইয়াছ, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক শুনিলে তোমার সঙ্গি সমস্ত লোকের হস্ত সবল হইবে। [২২] পরে অবশালোমের নিমিত্তে প্রাসাদের পৃষ্ঠে তাম্বু স্থাপিত হইলে অবশালোম সমস্ত ইস্রায়েল্ লোকের সাক্ষাতে আপন পিতার উপপত্নীদিগেতে উপগত হইল। [২৩] ঐ সময়ে অহীথোফল যে মন্ত্রণা দিত, তাহা পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা আদিষ্ট মন্ত্রণার তুল্য ছিল; বিশেষতঃ দায়ূদের ও অবশালোমের বোধে অহীথোফলের সকল মন্ত্রণা তাদৃশ ছিল।

১৭ অধ্যায়।

১ অহীথোফলের মন্ত্রণার বিরুদ্ধে হূশয়ের মন্ত্রণা, ১৫ ও মন্ত্রণার বিষয়ে দায়ূদের সংবাদ দেওন, ২৩ ও অহীথোফলের আপনাকে উদ্বন্ধন করণ, ২৪ ও দায়ূদের পার হওন ও অবশালোমের অমাসাকে সেনাপতি করণ, ২৭ ও মহনয়িম্ নগরে দায়ূদের খাদ্য পাওন।

[১] পরে অহীথোফল্ অবশালোম্কে আরও কহিল, এখন তুমি আমাকে দ্বাদশ সহস্র লোককে মনোনীত করিতে দেও; আমি অদ্য রাত্রিতে উঠিয়া দায়ূদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া [২] তাহার শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতার সময়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে ভয় দেখাই; তাহাতে তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক পলাইলে আমি কেবল রাজাকে আঘাত করিব। [৩] এই রূপে আমি সমস্ত লোককে তোমার পক্ষে আনিব; তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ, তাহার আনয়ন সকলের আনয়নের সমান; তাহাতে সমস্ত লোক শান্ত হইবে। [৪] তখন এই মন্ত্রণা অবশালোমের ও ইস্রায়েলের তাবৎ প্রাচীনের তুষ্টিকর হইল। [৫] তথাপি অবশালোম্ কহিল, এখন অর্কীয় হূশয়কে ডাক; সে কি কহে, তাহাও শুনি। [৬] পরে হূশয় অবশালোমের নিকটে আইলে অবশালোম্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, অহীথোফল্ অমুক পরামর্শ দিল, এখন তাহার পরামর্শানুসারে করা কর্ত্তব্য কি না? তাহা তুমি কহ। [৭] তাহাতে হূশয় অবশালোম্কে কহিল, এই বার অহীথোফল্ ভাল পরামর্শ দেয় নাই। [৮] হূশয় আরও কহিল, তুমি আপন পিতাকে ও তাহার লোকদিগকে জান, তাহারা বীর ও উগ্রমনা এবং ক্ষেত্রে হৃতবৎস ভল্লূকের তুল্য, এবং তোমার পিতা বড় যোদ্ধা; সে লোকদের সহিত রাত্রি যাপন করিবে না। [৯] দেখ, সে এই ক্ষণেও কোন এক গর্ত্তে কিম্বা অন্য স্থানে লুক্কায়িত আছে; আর প্রথমে যদি তোমার লোকদের মধ্যে কেহ২ হত হয়, তবে তাহা শুনিয়া, অবশালোমের পশ্চাদ্গামি লোকদের মধ্যে সংহার হইতেছে, ইহা কেহ হঠাৎ বলিলে, [১০] সিংহের ন্যায় হৃদয়বিশিষ্ট যে বীর্য্যবান ব্যক্তি, সেও একান্ত গলিয়া যাইবে; কারণ তোমার পিতা বলবান ও তাহার সঙ্গি লোকেরা বীর্য্যবান, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ জ্ঞাত আছে। [১১] অতএব আমার পরামর্শ এই; দান্ অবধি বের্‌শেবা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ বালির ন্যায় অসংখ্য তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক তোমার নিকটে একত্র হউক, এবং তুমি স্বয়ং যুদ্ধে গমন কর। [১২] তাহাতে যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায়, সেই স্থানে আমরা যাইয়া ভূমিতে শিশির পতনের ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিব; তাহাতে সে ও তাহার সহবর্ত্তি লোকদের মধ্যে এক জনও অবশিষ্ট থাকিবে না। [১৩] আর যদ্যপি সে কোন নগরে আশ্রয় লয়, তবে সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক সেই নগরের নিকটে রজ্জু আনিয়া, যাবৎ তাহার এক কঙ্করও না থাকে, তাবৎ তাহা টানিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে। [১৪] পরে অবশালোম্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক কহিল, অহীথোফলের মন্ত্রণা অপেক্ষা অর্কীয় হূশয়ের মন্ত্রণা উত্তম। কারণ পরমেশ্বর অবশালোমের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইতে অহীথোফলের উত্তম মন্ত্রণা নিরর্থক করাইলেন।

[১৫] পরে হূশয় সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজককে কহিল, অহীথোফল্ অবশালোমকে ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে অমুক মন্ত্রণা দিয়াছিল, কিন্তু আমি অমুক মন্ত্রণা দিলাম। [১৬] অতএব তোমরা শীঘ্র দায়ূদের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাকে কহ, তুমি অদ্য যর্দ্দন প্রদেশস্থ প্রান্তরে রাত্রি যাপন করিও না, শীঘ্র পার হইয়া যাও; নতুবা রাজা ও তাহার সঙ্গি লোকেরা বিনাশগ্রস্ত হইবে। [১৭] তৎকালে যোনাথন্ ও অহীমাস্ পাছে নগরে আসিয়া দৃশ্য হয়, এই ভয়ে ঐন্-রোগেলে রহিয়াছিল; পরে এক দাসী যাইয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিলে তাহারা দায়ূদ্ রাজাকে সংবাদ দিতে গমন করিল। [১৮] তথাচ এক বালক তাহাদিগকে দেখিয়া অবশালোমকে জ্ঞাত করিল; কিন্তু তাহারা দুই জন শীঘ্র যাইয়া বহুরীমের এক লোকের বাটীতে প্রবেশ করিল, এবং তাহার প্রাঙ্গণমধ্যে এক কূপ থাকাতে সেই কূপে নামিল। [১৯] পরে গৃহিণী কূপের মুখে আচ্ছাদন দিয়া তাহার উপরে মর্দ্দিত শস্য বিস্তৃত করিল, তাহাতে কেহ কিছু জানিতে পারিল না। [২০] পরে অবশালোমের দাসগণ সেই স্ত্রীর বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, অহীমাস্ ও যোনাথন্ কোথায়? সে স্ত্রী তাহাদিগকে কহিল, তাহারা জলস্রোত পার হইয়া গেল। পরে তাহারা অন্বেষণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ না পাইলে যিরূশালমে ফিরিয়া গেল। [২১] তাহারা গেলে পর ঐ দুই জন কূপহইতে উঠিয়া গিয়া দায়ূদ্ রাজাকে সংবাদ দিয়া কহিল, অহীথোফল্ আপনকার বিরু[illegible] এমত মন্ত্রণা দিল, অতএব উঠ, শীঘ্র নদী পার হও। [২২] তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা উঠিয়া যর্দ্দন্ নদী পার হইল; প্রভাতে যর্দ্দন নদী পার হইতে তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না।

[২৩] অপর আপন মন্ত্রণা অগ্রাহ্য হইল, ইহা দেখিয়া অহীথোফল্ গর্দ্দভ সাজাইয়া আরোহণ করিয়া আপন নগরস্থ বাটীতে গেল, এবং সর্ব্বস্বের বিষয়ে আজ্ঞা দিয়া আপনি উদ্বন্ধনেতে মরিয়া আপন পৈতৃক কবরে কবরপ্রাপ্ত হইল।

[২৪] পরে দায়ূদ্ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে সমস্ত ইস্রায়েল্ লোকের সহিত অবশালোম্ যর্দ্দন্ নদী পার হইল। [২৫] এবং অবশালোম্ যোয়াবের পদে অমাসাকে প্রধান সেনাপতি করিল। ঐ অমাসা নাহশের কন্যা অবীগয়িলেতে উপগত যিত্র নামে এক ইস্রায়েলীয় লোকের পুত্র ছিল; সেই নাহশ্ যোয়াবের মাসী অর্থাৎ সিরুয়ার ভগিনী। [২৬] পরে অবশালোম্ ও ইস্রায়েল্ বংশ গিলিয়দ্ দেশে শিবির স্থাপন করিল।

[২৭] অপর দায়ূদ্ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে অম্মোন্ বংশের রব্বানিবাসি নাহশের পুত্র শোবি, ও লোদিবার নিবাসি অম্মীয়েলের পুত্র মাখীর্, এবং রোগিলীমনিবাসি গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় দায়ূদের ও তাহার সঙ্গি লোকদের নিকটে [২৮] শয্যা ও ডাবর ও মৃৎপাত্র এবং আহারার্থে গোম ও যব ও সুজি ও ভাজাশস্য ও শিম ও মসূর ও ভাজা কলাই [২৯] ও মধু ও দধি এবং মেষপাল ও গোদুগ্ধের পনীর আনিল; কেননা লোকেরা প্রান্তরে ক্ষুধিত ও পিপাসিত ও শ্রান্ত হইয়া থাকিবে, ইহা তাহারা ভাবিল।

১৮ অধ্যায়।

১ দায়ূদের সৈন্যগণকে প্রেরণ করণ, ৬ ও ইস্রায়েল লোকদের পরাস্ত হওন, ৯ ও অবশালোমের হত হওন, ১৮ ও অবশালোমের স্তম্ভের কথা, ১৯ ও দায়ূদকে অবশালোমের মৃত্যু সংবাদ দেওন, ৩৩ ও দায়ূদের বিলাপ।

[১] পরে দায়ূদ্ আপন সঙ্গি লোকদিগকে গণনা করিয়া তাহাদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতিগণকে নিযুক্ত করিল। [২] এবং দায়ূদ্ যোয়াবের হস্তে লোকদের তৃতীয়াংশ, ও যোয়াবের ভ্রাতা সিরুয়ার পুত্র অবীশয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ, এবং গাতীয় ইত্তয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ সমর্পণ করিয়া প্রেরণ করিল। এবং রাজা লোকদিগকে কহিল, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে [illegible] [৩] কিন্তু লোকেরা কহিল, তুমি যুদ্ধে যাইও না; কেননা যদি আমরা পলাই, তবে তাহারা তাহা লাভ জ্ঞান করিবে না, এবং আমাদের অর্দ্ধেক লোক মরিলেও তাহারা লাভ জ্ঞান করিবে না; কিন্তু আমাদের দশ সহস্রের সমান তোমাকে জ্ঞান করিবে; অতএব আমাদের উপকার করিতে তোমার নগরে থাকা ভাল। [৪] তাহাতে রাজা কহিল, তোমরা যাহা ভাল বুঝ, তাহাই করিব; পরে রাজা নগরদ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইলে লোক সকল শত২ ও সহস্র২ হইয়া বহির্গমন করিল। [৫] তখন রাজা যোয়াব্কে ও অবীশয়কে ও ইত্তয়কে কহিল, তোমরা আমার অনুরোধে সেই যুব অবশালোমের প্রতি কোমল ব্যবহার কর। অবশালোমের বিষয়ে সেনাপতিগণকে রাজার এই আজ্ঞা দেওন সময়ে তাহা সকল লোকই শুনিল।

[৬] পরে লোকেরা ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে রণস্থলে বাহির হইয়া গেলে ইফ্রয়িম্ অরণ্যে যুদ্ধ হইল। [৭] সে স্থানে ইস্রায়েল্ লোকেরা দায়ূদের দাসদের সম্মুখে পরাস্ত হইলে সে দিবসে মহাসংহারেতে তাহাদের বিংশতি সহস্র লোক হত হইল। [৮] কেননা সেই দেশের সর্ব্বত্র

লোক বিস্তারিত হইয়া যুদ্ধ করিল; এবং সেই দিনে খড়্গদ্বারা যত লোক বিনষ্ট হইল, তদপেক্ষা অধিক লোক বনদ্বারা বিনষ্ট হইল।

[৯] অপর দায়ূদের দাসগণ দৈবাৎ অবশালোমের দেখা পাইল; অবশালোম্ যে খচরে আরূঢ় ছিল, সেই খচর এক বড় এলা বৃক্ষের শাখার নীচে দিয়া গমন করাতে সেই এলা বৃক্ষেতে অবশালোমের মস্তক বদ্ধ হইয়াছিল; এবং খচরও তাহার নীচহইতে প্রস্থান করাতে সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিতেছিল। পরে এক লোক তাহা দেখিয়া যোয়াব্‌কে কহিল, আমি অবশালোম্‌কে এক এলা বৃক্ষে ঝুলান দেখিলাম। [১১] যোয়াব্ ঐ বার্ত্তাদায়ি লোককে কহিল, যদি এমত দেখিলা, তবে তুমি কেন তাহাকে সে স্থানে মারিয়া ভূমিতে ফেলিলা না? তাহা করিলে আমি তোমাকে দশ শেকল্ রূপা ও এক কটিবন্ধন দিতাম। [১২] পরে সে পুরুষ যোয়াব্‌কে কহিল, আমি যদ্যপি সহস্ শেকল রূপা নিজ করতলে তৌল করিয়া পাইতাম, তথাপি সেই রাজপুত্রের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিতাম না; কেননা রাজা আমাদের কর্ণগোচরে তোমাকে ও অবীশয়কে ও ইত্তয়কে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা আমার অনুরোধে সেই যুব অবশালোমের বিষয়ে সাবধান হও। [১৩] তাহা করিলে আমি আপন প্রাণের বিপরীত কর্ম্ম করিতাম; কেননা রাজাহইতে কোন কর্ম্ম গুপ্ত থাকে না, এবং তুমিও আমার প্রতিকূল হইতা। [১৪] তাহাতে যোয়াব্ কহিল, তোমার সম্মুখে বিলম্ব করিতে পারি না। পরে সে হস্তে তিন শল্য লইয়া নিক্ষেপ করিয়া অবশালোমের হৃদয় বিদ্ধ করিল। তখনও এলা বৃক্ষের মধ্যে অশোলোমের জীবৎ থাকাতে যোয়াবের অস্ত্রবাহক দশ যুব লোক অবশালোম্‌কে বেষ্টন পূর্ব্বক আঘাত করিয়া বধ করিল। [১৬] পরে যোয়াব্ তূরী বাজাইয়া লোকদিগকে বারণ করিলে লোকেরা ইস্রায়েল্ বংশের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিল। [১৭] আর তাহারা অবশালোম্‌কে নামাইয়া অরণ্যস্থ এক বৃহৎ খাতে ফেলিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের রাশি করিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক আপন ২ বাসস্থানে পলায়ন করিল।

[১৮] অবশালোম্ জীবৎ সময়ে আপনার জন্যে রাজার তলভূমিতে এক স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল, কেননা সে কহিত, আমার নাম রাখিতে আমার পুত্র নাই; এই জন্যে সে আপন নামানুসারে ঐ স্তম্ভের নাম রাখিল; তাহাতে তাহা অদ্য পর্য্যন্ত অবশালোমের স্তম্ভ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

[১৯] অপর সাদোকের পুত্র অহীমাস্ কহিল, এখন পরমেশ্বর কি রূপে রাজার শত্রুগণকে দণ্ড দিয়াছেন, ইহার সুসমাচার রাজাকে দিতে আমাকে দৌড়িয়া যাইতে দেও। [২০] তাহাতে যোয়াব্ তাহাকে কহিল, অদ্য তুমি সুসমাচারদায়ক হইবা না, অন্য দিবসে সুসমাচার দিবা; রাজপুত্র মরিয়াছে, এই প্রযুক্ত অদ্য তুমি কোন সমাচার তাহাকে দিবা না। [২১] পরে যোয়াব্ কূশিকে কহিল, তুমি যাহা দেখিলা, যাইয়া তাহা রাজাকে কহ। তাহাতে কূশি কে প্রণাম করিয়া দৌড়িয়া চলিল। পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস আর বার যোয়াব্‌কে কহিল, যাহা হউক, আমি তোমাকে বিনয় করি, কূশির পশ্চাৎ আমাকেও দৌড়িতে দেও। তাহাতে যোয়াব্ কহিল, হে বৎস, তোমার দেয় কোন সমাচার না থাকাতে তুমি কেন দৌড়িবা? [২৩] পরে যাহা হউক, আমাকে দৌড়িতে দেও, ইহা কহিলে সে কহিল, দৌড়। তাহাতে অহীমাস্ প্রান্তরের পথ দিয়া দৌড়িতে২ কূশিকে পশ্চাৎ ফেলিল। [২৪] তখন দায়ূদ্ দুই দ্বারের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বসিয়াছিল, এমত সময়ে প্রহরী নগরদ্বারের ও প্রাচীরের পৃষ্ঠে গমনাগমন করিতে২ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে। [২৫] পরে প্রহরী রাজাকে ডাকিয়া তাহা কহিলে রাজা কহিল, সে যদি একা হয়, তবে তাহার মুখে সুসমাচার আছে। অপর সে আসিতে আসিতে নিকটবর্ত্তী হইলে প্রহরী আর এক জনকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া দ্বারিকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, আর এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে; তাহাতে রাজা কহিল, সেও সুসমাচার আনিতেছে। [২৭] পরে প্রহরী কহিল, অগ্রগামি ব্যক্তির দৌড়ন সাদোকের পুত্র অহীমাসের দৌড়ন বোধ হয়। রাজা কহিল, সে ভাল মানুষ, মঙ্গলসমাচার আনিতেছে। [২৮] তখন অহীমাস্ রাজাকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, মঙ্গল। পরে সে রাজার সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, যেহেতুক আমার প্রভু রাজার বিরুদ্ধে যাহারা হস্ত বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি হস্তগত করিয়াছেন। [২৯] পরে রাজা জিজ্ঞাসিল, যুবপুরুষ অবশালোমের কি মঙ্গল? তাহাতে অহীমাস্ কহিল, যে সময়ে যোয়াব্ মহারাজের দাসকে ও আমাকে পাঠাইল, সেই সময়ে বড় কলহ দেখিলাম, কিন্তু কি হইল, তাহা জানিলাম না। [৩০] রাজা কহিল, এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াও। তাহাতে সে এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলে [৩১] কূশি

আসিয়া কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্‌, সুসমাচার; পরমেশ্বর অদ্য বিচার করিয়া, আপনকার প্রতিকূলে উত্থিত সকলের হস্তহইতে আপনকাকে উদ্ধার করিয়াছেন। [৩২] রাজা কূশিকে জিজ্ঞাসিল, যুবপুরুষ অবশালোমের কি মঙ্গল? তাহাতে কূশি কহিল, আমার প্রভু রাজার শত্রুগণ, ও যাহারা আপনকার অমঙ্গলার্থে আপনকার বিরুদ্ধে উঠে, তাহারা সকলে সেই যুব পুরুষের মত হউক।

[৩৩] তাহাতে রাজা অতি ব্যাকুল হইয়া নগরদ্বারের পৃষ্ঠে স্থিত কুঠরীতে উঠিয়া রোদন করিতে লাগিল; এবং গমন করিতে২ কহিল, হায়! আমার পুত্র অবশালোম্‌! হায়! আমার পুত্র, আমার পুত্র অবশালোম্‌! কেন তোমার পরিবর্ত্তে আমি মরি নাই! হায় অবশালোম্‌! হায়! আমার পুত্র, আমার পুত্র!

১৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদকে শোক করিতে যোয়াবের নিবারণ করণ, ৯ ও রাজাকে পুনর্ব্বার আনিতে ইস্রায়েল্‌ লোকের যত্ন করণ, ১১ ও যিহূদা বংশের মনে প্রবৃত্তি দিতে যাজকগণকে প্রেরণ করণ, ১৬ ও শিমিয়ির দোষ ক্ষমা করণ, ২৪ ও মিফীবোশতের কথা, ৩১ ও বর্সিল্লয়কে বিদায় করণ ও তাহার পুত্র কিম্‌হম্‌কে আপন নিকটে রাখন, ৪১ ও রাজার বিষয়ে যিহূদা ও ইস্রায়েল বংশের বিবাদ।

[১] পরে কেহ যোয়াব্‌কে কহিল, দেখ, রাজা অবশালোমের জন্যে রোদন ও শোক করিতেছে। [২] তাহাতে সে দিবসের জয় তাবৎ লোকের শোকজনক হইয়া উঠিল, কারণ রাজা আপন পুত্রের বিষয়ে শোকান্বিত হইতেছে, ইহা তাহারা শুনিল। [৩] এবং যাহারা রণস্থলহইতে পলায়ন করে, তাহারা যেমন লজ্জিত হইয়া চোরের ন্যায় যায়, তদ্রূপ লোকেরা ঐ দিবসে চোরের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিল। [৪] এবং রাজা আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া, হায়! আমার পুত্র অবশালোম্‌! হায়! আমার পুত্র অবশালোম্‌! হায়! আমার পুত্র! ইহা উচ্চৈঃস্বরে কহিল। [৫] পরে যোয়াব্‌ বাটীর মধ্যে রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, অদ্য তুমি আপনার প্রাণ ও পুত্রদের ও কন্যাদের প্রাণ ও ভার্য্যাদের প্রাণ ও উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষাকারি আপন দাসগণকে অধোবদন করিলা। [৬] কেননা তুমি আপন শত্রুগণকে প্রেম ও আপন মিত্রগণকে ঘৃণা করিতেছ; আর তোমার অধ্যক্ষগণ ও দাসগণ যেন নাই, ইহা অদ্য প্রকাশ করিলা; কেননা অদ্য আমি দেখিতে পাই, যদি অবশালোম্‌ বাঁচিত ও আমরা সকলে মরিতাম, তবে তুমি তাহা ভাল বাসিতা। [৭] অতএব তুমি এখন উঠিয়া বাহিরে যাইয়া আপন দাসদের সহিত প্রীতির কথা কহ। আমি পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিতেছি, যদি তুমি বাহিরে না যাও, তবে এই রাত্রি তোমার সহিত এক জনও থাকিবে না; এবং তোমার যৌবনাবস্থাবধি এখন পর্য্যন্ত যত অমঙ্গল তোমাতে ঘটিয়াছে, সে সকলহইতেও তোমার এই অমঙ্গল অধিক হইবে। [৮] তাহাতে রাজা উঠিয়া নগরদ্বারে বসিলে তাহারা সমস্ত লোককে কহিল, দেখ, রাজা দ্বারে বসিয়া আছেন; তাহাতে তাবৎ লোক রাজার সম্মুখে আইল। কিন্তু ইস্রায়েল্‌ লোক প্রত্যেকে আপন২ বাসস্থানে পলায়ন করিয়াছিল।

[৯] পরে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের লোকেরা কলহ করিয়া এই কথা কহিল, যে রাজা শত্রুগণের হস্তহইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়াছেন, ও পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি এই ক্ষণে অবশালোমের ভয়ে দেশহইতে পলায়ন করিলেন। [১০] আর আমরা যে অবশালোম্‌কে আপনাদের উপরে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, সে যুদ্ধে মরিল; অতএব তোমরা এখন রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন তূষ্ণীভূত হও?

[১১] অপর দায়ূদ্‌ রাজা সাদোক্‌ ও অবিয়াথর যাজকের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, তোমরা যিহূদার প্রাচীনগণকে এই কথা কহ, সমস্ত ইস্রায়েল্‌ বংশের নিবেদন রাজার নিকটে গৃহে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তোমরা রাজাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনয়ন করিতে কেন সকলের পশ্চাৎ হইতেছ? [১২] তোমরা আমার ভ্রাতা ও আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ; অতএব রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন সকলের পশ্চাৎ হইতেছ? [১৩] তোমরা অমাসাকে কহ, তুমি কি আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ নও? যদি তুমি নিত্য আমার সাক্ষাতে যোয়াবের পদে প্রধান সেনাপতি না হও, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক এবং আরও অধিক দণ্ড দিউন। [১৪] এই রূপে সে যিহূদার সমস্ত লোকের হৃদয়কে এক জনের হৃদয়ের ন্যায় নত করিলে তাহারা লোক প্রেরণদ্বারা রাজাকে কহিল, আপনি ও আপনকার ভৃত্য সকল পুনরাগমন করুন। [১৫] পরে রাজা ফিরিয়া যর্দ্দনের নিকটে আইলে যিহূদীয় লোকেরা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও যর্দ্দন্‌ পার করিতে গিলগলে আইল।

[১৬] তখন বিন্যামীন্‌ বংশীয় বহুরীমনিবাসী গেরার পুত্র শিমিয়ি ত্বরা করিয়া দায়ূদ্‌ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে যিহূদার লোকদের সহিত আইল। [১৭] এবং বিন্যামীন্‌ বংশের এক সহস্র

লোক তাহার সহিত ছিল, এবং শৌল বংশের দাস সীবঃ ও তাহার পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস তাহার সহিত ছিল, তাহারা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যর্দ্দন্ পার হইল। [১৮] এবং রাজার পরিজনদিগকে পার করিতে ও তাহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে পারের নৌকা গমনাগমন করিল। পরে রাজার যর্দ্দন্ পার হওন সময়ে গেরার পুত্র শিমিয়ি রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িয়া [১৯] রাজাকে কহিল, আমার প্রভু আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; যে দিবসে আমার প্রভু যিরূশালমহইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসে আপনকার দাস আমি যে২ বিরুদ্ধাচার করিয়াছি, তাহা আপনকার স্মরণহইতে দূর করুন, মনে রাখিবেন না। [২০] আপনকার দাস আমি যে পাপ করিয়াছি, ইহা জ্ঞাত হইলাম, এই জন্যে আমার প্রভু রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অদ্য আমি যূষফের সমস্ত বংশের মধ্যে প্রথম হইয়া আইলাম। [২১] তাহাতে সিরূয়ার পুত্র অবীশয় উত্তর করিল, এই যে শিমিয়ি পরমেশ্বরের অভিষিক্তকে শাপ দিয়াছিল, এ কি হত হইবে না? [২২] তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে সিরূয়ার পুত্রগণ, তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি? তোমরা অদ্য কেন আমার প্রতি বিপক্ষতা কর? অদ্য ইস্রায়েল্ দেশে কি কোন মনুষ্যের বধ হইতে পারে? অদ্য আমি যে ইস্রায়েলের রাজা হইলাম, ইহা কি জানি না? [২৩] পরে রাজা শিমিয়িকে কহিল, তুমি মরিবা না; রাজা শপথ পূর্ব্বক তাহা কহিল।

অপর শৌলের পৌত্র মিফীবোশৎ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল; সে রাজার নির্গমনাবধি কুশলে প্রত্যাগমন দিবস পর্য্যন্ত আপন পায়ে ঔষধি দিল না, ও শ্মশ্রু ক্ষৌর করিল না, ও বস্ত্র ধৌত করাইল না। [২৫] সে যখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যিরূশালমে আইল, তখন রাজা তাহাকে কহিল, হে মিফীবোশৎ, তুমি কেন আমার সহিত যাও নাই? [২৬] তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো রাজন্, আপনকার দাস আমি খঞ্জ, এই জন্যে গর্দ্দভ সাজাইয়া তাহার উপরে আরোহণ করিয়া রাজার সহিত গমন করা আপনকার এই দাসের মনস্থ ছিল, কিন্তু আমার দাস আমাকে বঞ্চনা করিল। [২৭] সে আমার প্রভু রাজার নিকটে আমার অপবাদ করিল; কিন্তু আমার প্রভু রাজা ঈশ্বরীয় দূতের তুল্য; অতএব আপনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। [২৮] আমার প্রভু রাজার সাক্ষাতে আমার পিতৃবংশ নিতান্ত মৃত্যুর যোগ্য পাত্র হইলেও আপনকার ভোজনাসনে ভোক্তাদের সহিত বসিতে আমাকে স্থান দিয়াছেন; অতএব রাজার নিকটে পুনর্ব্বার আদ্দাশ করিতে আমার অধিকার কি? [২৯] তাহাতে রাজা তাহাকে কহিল, তোমার অধিক নিবেদনে কি প্রয়োজন? তুমি ও সীবঃ উভয়ে সেই ভূমি অংশ করিয়া লও, ইহা আমি কহিলাম। [৩০] পরে মিফীবোশৎ রাজাকে কহিল, এখন আমার প্রভু রাজা কুশলে গৃহে ফিরিয়া আইলেন, অতএব সে বরং সকলি গ্রহণ করুক।

[৩১] অপর গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগিলীম্‌হইতে আসিয়া রাজাকে যর্দ্দন পার করিতে তাহার সহিত যর্দ্দন পার হইল। [৩২] সেই বর্সিল্লয় আশী বৎসর বয়স্ক অতি বৃদ্ধ ছিল; আর রাজা যাবৎ মহনয়িমে থাকিল, তাবৎ সে রাজার খাদ্য যোগাইয়াছিল, কারণ সে অতিশয় বড় মানুষ ছিল। [৩৩] পরে রাজা বর্সিল্লয়কে কহিল, তুমি আমার সহিত পার হইয়া আইস, আমি যিরূশালমে তোমাকে আপনার সহিত প্রতিপালন করিব। [৩৪] তাহাতে বর্সিল্লয় রাজাকে কহিল, আমার আর কত আয়ু আছে, যে আমি রাজার সহিত যিরূশালমে যাইব? [৩৫] অদ্য আমি আশী বৎসর বয়স্ক হইলাম; এখন কি ভাল মন্দ বিশেষ বুঝিতে পারি? এবং যাহা ভোজন করি ও যাহা পান করি, তোমার দাস আমি কি তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারি? এবং গায়ক ও গায়িকাদের গানের শব্দ কি শুনিতে পাই? অতএব আপনকার দাস আমার প্রভু রাজার উপরে কেন আর ভার দিবে? [৩৬] আপনকার দাস যর্দ্দন্ পার হইয়া রাজার সহিত অল্প পথ যাইবে, কিন্তু রাজা কেন তাহার এতো পুরস্কার করিবেন? [৩৭] আমি বিনয় করি, আপনকার দাসকে ফিরিয়া যাইতে দিউন; আমি আপন নগরে আপন পিতামাতার কবরের নিকটে মরিব। কিন্তু আপনকার দাস এই কিম্‌হমের প্রতি দৃষ্টি হউক; এ আমার প্রভু রাজার সহিত পার হইয়া যাইবে; আপনকার যাহা ভাল বোধ হয়, ইহার প্রতি তাহাই করুন। [৩৮] রাজা উত্তর করিল, কিম্‌হম্ পার হইয়া আমার সহিত যাইবে; তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, আমি তাহার প্রতি তাহাই করিব; এবং তুমি আমাহইতে যাহা মনোনীত করিবা, তোমার নিমিত্তে তাহাই করিব। [৩৯] পরে সমস্ত লোক যর্দ্দন্ নদী পার হইল, এবং রাজাও পার হইয়া বর্সিল্লয়কে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল; পরে সে আপন স্থানে ফিরিয়া গেল। [৪০] অপর রাজা পার হইয়া গিল্‌গলে গেল; এবং কিম্‌হম্ তাহার সহিত

গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক ও ইস্রায়েলের অর্দ্ধ লোক রাজাকে অনুবর্জ্জিয়া লইয়া গেল।

[৪১] পরে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার নিকটে আসিয়া রাজাকে কহিল, আমাদের ভ্রাতা যিহূদার লোকেরা আপনকাকে অপহরণ করিয়া আপনকাকে ও আপনকার পরিজনদিগকে ও আপনকার সমস্ত সঙ্গি লোককে যর্দ্দন্ পার করিয়া কেন আনিল? [৪২] তাহাতে যিহূদার লোকেরা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে উত্তর করিল, রাজা আমাদের নিকট কুটুম্ব, তবে তোমরা এ বিষয়ে কেন ক্রুদ্ধ হও? আমরা রাজার দ্রব্য কি কিছু ভোজন করিয়াছি? বা তিনি কি আমাদিগকে কিছু দান করিয়াছেন? [৪৩] পরে ইস্রায়েল্ লোক যিহূদার লোকদিগকে কহিল, রাজাতে আমাদের দশাংশ অধিকার আছে; দায়ূদের প্রতি তোমাদের যে অধিকার, তদপেক্ষা আমাদের অধিক আছে; অতএব আমাদের রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন প্রথমে তোমরা আমাদের পরামর্শ না লইয়া আমাদিগকে তুচ্ছ বোধ করিলা? তাহাতে ইস্রায়েল্ লোকদের বাক্য অপেক্ষা যিহূদা লোকদের বাক্য অধিক নিষ্ঠুর হইল।

২০ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের কলহে শেবের কথা, ৩ ও গৃহে দায়ূদের পুনরাগমন, ৪ ও অমাসা সেনাপতির যোয়াবের দ্বারা হত হওন, ১৪ ও আবেল্ নগর অবরোধ করণ, ১৬ ও স্ত্রীদ্বারা যোয়াবকে শেবের মস্তক দেওন, ২৩ ও রাজার বিশেষ২ অধ্যক্ষের নাম।

[১] ঐ সময়ে সেই স্থানে বিন্যামীন্ বংশীয় বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে এক দুষ্ট লোক ছিল; সে তূরী বাজাইয়া কহিল, দায়ূদে আমাদের কোন অংশ নাই, ও যিশয়ের পুত্রে আমাদের অধিকার নাই; হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমরা প্রত্যেকে আপন২ বাসস্থানে যাও। [২] তাহাতে ইস্রায়েলের তাবৎ লোক দায়ূদের পশ্চাৎহইতে ফিরিয়া বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ২ গেল; কিন্তু যিহূদার লোকেরা যর্দ্দন্ অবধি যিরূশালম্ পর্য্যন্ত আপনাদের রাজার পক্ষে থাকিল।

[৩] পরে দায়ূদ্ যিরূশালমে আপন গৃহে আইল, এবং রাজা আপনার যে দশ উপপত্নীকে গৃহরক্ষার্থে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া প্রতিপালন করিল, তাহাদের নিকটে আর গেল না; অতএব তাহারা মরণ দিবস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া বিধবার ন্যায় থাকিল।

[৪] পরে রাজা অমাসাকে কহিল, তুমি তিন দিনের মধ্যে সমুদয় যিহূদার লোককে আমার কাছে একত্র কর, এবং তুমিও এই স্থানে উপস্থিত হও। [৫] তাহাতে অমাসা সমস্ত যিহূদীয়গণকে একত্র করিতে গেলে নিরূপিত কালহইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল। [৬] তাহাতে দায়ূদ্ অবীশয়কে কহিল, এখন বিখ্রির পুত্র শেবঃ অবশালোম অপেক্ষা আমাদের অধিক ক্ষতি করিবে; তুমি আপন প্রভুর দাসদিগকে লইয়া তাহার পশ্চাৎ যাও, নতুবা সে প্রাচীরবেষ্টিত কোন২ নগর পাইয়া আমাদের হস্তহইতে মুক্ত হইবে। [৭] তাহাতে যোয়াবের লোক ও কিরেথীয় লোক ও পিলেথীয় লোক ও সমস্ত বলবান লোক তাহার সহিত বাহির হইয়া বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ ধাবমান হওনার্থে যিরূশালমহইতে প্রস্থান করিল। [৮] পরে তাহারা গিবিয়োনস্থ মহাপ্রস্তরের নিকটে উপস্থিত হইলে অমাসার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন যোয়াব যে বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, তাহা কটিবন্ধনদ্বারা আবদ্ধ ছিল, আর তাহার উপরে খড়্গের কটিবন্ধন ছিল; এবং খড়্গ তাহার কটিদেশে কোষে গুপ্ত ছিল, কিন্তু যাইতে২ তাহা খুলিয়া পড়িল। [৯] তাহাতে যোয়াব্ অমাসাকে কহিল, হে আমার ভ্রাতঃ, তুমি কি ভাল আছ? পরে যোয়াব্ তাহাকে চুম্বন করিতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া অমাসার দাড়ি ধরিল। [১০] কিন্তু যোয়াবের হস্তস্থিত খড়্গে অমাসার মনোযোগ না হওয়াতে সে তদ্দ্বারা তাহার উদর বিদীর্ণ করিল, তাহাতে তাহার ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল; সে দ্বিতীয় বার তাহাকে আঘাত করিল না, তদ্দ্বারাই সে মরিল। পরে যোয়াব্ ও তাহার ভ্রাতা অবীশয় বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। [১১] অপর যোয়াবের এক লোক শবের নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল, যে জন যোয়াবকে ভাল বাসে ও দায়ূদের পক্ষ হয়, সে যোয়াবের পশ্চাৎ যাউক। [১২] তথাপি রাজমার্গের মধ্যে রক্তে লুণ্ঠিত অমাসার নিকটে সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা দেখিয়া সে ব্যক্তি অমাসাকে পথহইতে ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহার উপরে এক বস্ত্র আচ্ছাদন দিল; কেননা যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যায়, সে দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা সে দেখিল। [১৩] তখন অমাসা রাজমার্গহইতে নীত হইলে তাবৎ লোক বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে যোয়াবের অনুগামী হইল।

[১৪] পরে শেবঃ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের ও বেরীয় লোকদের মধ্যদিয়া আবেল্ ও বৈৎমাখা পর্য্যন্ত গমন করিল, তাহাতে লোকেরা একত্র হইয়া শেবের পশ্চাৎ গেল। [১৫] পরে আবেল-বৈৎমাখাতে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া নগরের নিকটে জাঙ্গাল প্রস্তুত করিল, তাহাতে

নগর বেষ্টিত হইলে যোয়াবের সঙ্গি লোকেরা প্রাচীর ভূমিসাৎ করিতে তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল। [১৬] পরে নগরের মধ্যহইতে এক বুদ্ধিমতী স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুন২, আমি বিনয় করি, আমি যোয়াবের সহিত এক কথা কহিব, এ কারণ তাহাকে এই স্থানে আসিতে কহ। [১৭] পরে যোয়াব তাহার নিকটে গেলে সে স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, তুমি কি যোয়াব্? সে উত্তর করিল, আমি যোয়াব্। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল, আপনকার দাসীর কথা শুনুন; সে উত্তর করিল, শুনি। [১৮] পরে সে স্ত্রী এই কথা কহিল, অগ্রে বাক্য কহিলে, অর্থাৎ আবেলে জিজ্ঞাসা করিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইত। [১৯] এখন ইস্রায়েলের মধ্যে আমি অবিরোধিনী ও বিশ্বস্তা, কিন্তু তুমি ইস্রায়েলের মাতৃস্বরূপ এক নগর নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছ; পরমেশ্বরের অধিকার কেন গ্রাস করিবা? [২০] তাহাতে যোয়াব্ উত্তর করিল, গ্রাস করাও বিনষ্ট করা আমাহইতে দূরে থাকুক, দূরে থাকুক; আমার অভিপ্রায় তেমন নয়; [২১] কিন্তু বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে যে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতীয় লোক দায়ূদ্ রাজার প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিয়াছে, কেবল তাহাকে সমর্পণ কর, তাহাতে আমি এই নগরহইতে প্রস্থান করিব। তখন সে স্ত্রী যোয়াবকে কহিল, দেখ, প্রাচীরের উপর দিয়া তাহার মুণ্ড তোমার নিকটে নিক্ষেপ করা যাইবে। [২২] পরে সে স্ত্রী আপন বুদ্ধিতে সকল লোকের নিকটে গেলে লোকেরা বিখ্রির পুত্র শেবের মস্তক ছেদন করিয়া যোয়াবের নিকটে বাহিরে নিক্ষেপ করিল তাহাতে সে তূরী বাজাইলে তাহার তাবৎ লোক নগরহইতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আপন২ বাসস্থানে গেল, এবং যোয়াব্ যিরূশালমে রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল।

[২৩] ঐ সময়ে যোয়াব্ ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের প্রধান সেনাপতি ছিল; এবং যিহোয়াদার পুত্র বিনায় কিরেথীয়দের ও পিলেথীয়দের কর্ত্তা ছিল; [২৪] এবং অদোরাম্ করাধ্যক্ষ ছিল; এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা ছিল; [২৫] এবং সিরায় লেখক ছিল; এবং সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজক ছিল; [২৬] এবং যায়ীরীয় ঈরা দায়ূদের সভাসদ্ ছিল।

২১ অধ্যায়।

১ গিবিয়োন্ লোকদের বধ করন প্রযুক্ত তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হওন ও শৌলের পুত্র পৌত্রকে বধ করন, ১০ ও হত লোকদের প্রতি রিস্পার অনুগ্রহ, ১২ ও শৌলের ও যোনাথনের অস্থির কবর দেওন, ১৫ ও পিলেষ্টীয়দের সহিত তিন বার যুদ্ধ হওনের কথা।

[১] অপর দায়ূদের অধিকার সময়ে ক্রমিক তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইলে দায়ূদ্ তাহার কারণ পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসিল। তাহাতে পরমেশ্বর উত্তর করিলেন, শৌল ও তাহার রক্তপাতকারি বংশ ইহার কারণ হইল, কেননা সে গিবিয়োনীয় লোকদিগকে বধ করিল। [২] তাহাতে রাজা গিবিয়োনীয়দিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিল। এই গিবিয়োনীয় লোক ইস্রায়েল বংশের মধ্যে নয়, ইমোরীয়দের অবশিষ্টাংশের মধ্যে ছিল, এবং ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদিগকে রক্ষা করণের দিব্য করিয়াছিল, কিন্তু শৌল ইস্রায়েলের ও যিহূদার পক্ষে উদ্যোগী হওয়াতে তাহাদিগকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। [৩] অতএব দায়ূদ্ গিবিয়োনীয়দিগকে কহিল, আমি তোমাদের জন্যে কি করিব? তোমরা যেন পরমেশ্বরের অধিকারকে আশীর্ব্বাদ কর, এই জন্যে কি প্রায়শ্চিত্ত করিব? [৪] গিবিয়োনীয় লোকেরা উত্তর করিল, আমরা শৌলের কিম্বা তাহার বংশের কিছু রূপা কিম্বা স্বর্ণ গ্রাহ্য করিব না, এবং ইস্রায়েলের কোন মনুষ্যের বধ গ্রাহ্য করিব না। পরে সে কহিল, তবে তোমরা কি বল? আমি তোমাদের জন্যে কি করিব? [৫] তাহাতে তাহারা রাজাকে কহিল, যে মনুষ্য আমাদিগকে ক্ষয় করিয়াছে, ও আমরা যেন ইস্রায়েলের কোন প্রদেশে না থাকি, এই জন্যে আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে কুমন্ত্রণা করিয়াছে, [৬] তাহার বংশের মধ্যে সাত জনকে আমাদের কাছে অর্পণ কর; আমরা পরমেশ্বরের মনোনীত শৌলের গিবিয়াতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে উদ্বন্ধনে বধ করিব। তাহাতে রাজা কহিল, দিব। [৭] কিন্তু দায়ূদের ও শৌলের পুত্র যোনাথনের মধ্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে শপথ হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত রাজা শৌলের পৌত্র যোনাথনের পুত্র মিফীবোশৎকে রক্ষা করিল [৮] কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্পা শৌলের ঔরসজাত যে অমোণি ও মিফীবোশৎ নামে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিল, এবং মিহোলাতীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র অদ্রীয়েলের ঔরসজাত যে পাঁচ পুত্র শৌলের কন্যা মীখল্ প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহাদিগকে রাজা লইয়া [৯] গিবিয়োনীয়দের হস্তে সমর্পণ করিল; তাহাতে তাহারা পরমেশ্বরের সম্মুখে পর্ব্বতে তাহাদিগকে উদ্বন্ধন করিল। ঐ সাত জন এক কালে মারা পড়িল; তাহারা শস্যের সময়ে অর্থাৎ যবচ্ছেদনের আরম্ভকালে হত হইল।

[১০] পরে অয়ার কন্যা রিস্পা চট লইয়া শস্যচ্ছেদনের আরম্ভাবধি যে পর্য্যন্ত আকাশ-

হইতে তাহাদের উপরে জল না বর্ষিল, তাবৎ শৈলের উপরে আপনার শয্যারূপে ঐ চট বিস্তার করিয়া দিবসে শূন্যের পক্ষিগণ ও রাত্রিতে বনপশুগণহইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিল। [১১] অপর অয়ার কন্যা রিস্‌পা শৌলের উপপত্নী এই কর্ম্ম করিতেছে, এই কথা দায়ূদ্ রাজার সাক্ষাতে কথিত হইল।

[১২] অপর গিল্‌বোয় পর্ব্বতে পিলেষ্টীয়দের কর্তৃক শৌলের হত হওন সময়ে তাহার ও তাহার পুত্র যোনাথনের যে শব পিলেষ্টীয়দের দ্বারা বৈৎশানের চকে টাঙ্গান হইলে পরে যাবেশ্ গিলিয়দের লোকদের দ্বারা সেই স্থানহইতে অপহৃত হইয়াছিল, দায়ূদ্ গিয়া তাহাদের হইতে সেই অস্থি গ্রহণ করিল। [১৩] সে তথাহইতে শৌলের ও তাহার পুত্র যোনাথনের অস্থি তুলিয়া আনাইল, এবং ঐ উদ্বন্ধ লোকদের অস্থিও সংগ্রহ করাইল। [১৪] পরে লোকেরা শৌলের ও তাহার পুত্র যোনাথনের অস্থি বিন্যামীন্ দেশের সেলাতে তাহার পিতা কীশের কবরের মধ্যে রাখিল; তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিল। তাহার পরে ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিয়া দেশের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন।

[১৫] অনন্তর পিলেষ্টীয়দের সহিত পুনর্ব্বার ইস্রায়েল্ বংশের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দায়ূদ্ আপন দাসগণের সহিত যাইয়া পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল; তাহাতে দায়ূদ্ ক্লান্ত হইলে [১৬] তিন শত শেকল্ পরিমিত পিত্তলের বড়শাধারি যিশ্‌বীবিনোব্ নামে রিফায়ীয় বংশজাত এক মনুষ্য শাণিত খড়্গে সুসজ্জিত হইয়া দায়ূদকে আঘাত করিতে মনস্থ করিল। পুত্র অবীশয় তাহার সহায়তা করিয়া আঘাতদ্বারা সেই পিলেষ্টীয়কে বধ করিল। তখন দায়ূদের লোকেরা তাহার নিকটে দিব্য করিয়া কহিল, তুমি আমাদের সহিত যুদ্ধেতে আর যাইও না, গেলে ইস্রায়েলের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিবা। [১৮] পরে গোবে পিলেষ্টীয়দের সহিত আর বার সংগ্রাম উপস্থিত হইলে হূশাতীয় সিব্বিখয় রিফায়ীয় বংশজাত সফ্‌কে বধ করিল। [১৯] পুনর্ব্বার পিলেষ্টীয়দের সহিত গোবে যুদ্ধ হইলে যারে-ওরিগীমের পুত্র বৈৎলেহমীয় ইল্‌হানন্ তাঁতের নরাজের ন্যায় বড়শাধারি গাতীয় জাল্যতের ভ্রাতাকে বধ করিল। [২০] পরে গাতে আর এক যুদ্ধ হইলে সে স্থানে অতি দীর্ঘকায় এবং প্রতি হস্তে ও পদে ছয়২ অঙ্গুলি, সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট রিফায়ীয় বংশজাত এক জন [২১] ইস্রায়েল লোকের প্রতি স্পর্দ্ধা করিলে দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাথন্ তাহাকে বধ করিল। [২২] গাতস্থ রিফার বংশের মধ্যে এই চারি জন দায়ূদ্ ও তাহার দাসগণ কর্তৃক হত হইল।

২২ অধ্যায়।

রক্ষার্থে ও নানা অনুগ্রহার্থে পরমেশ্বরের প্রতি দায়ূদের প্রশংসা গীত।

[১] যে সময়ে পরমেশ্বর নিজ দাস দায়ূদ্‌কে তাবৎ শত্রুর ও শৌলের হস্তহইতে রক্ষা করিলেন, তৎকালে দায়ূদ্ পরমেশ্বরের নিকটে এই গীত গান করিল।

[২] হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার পর্ব্বত ও গড় ও রক্ষাকর্ত্তা, [৩] ও আমার ঈশ্বর, ও আমার আশ্রয়গিরি, এবং আমার ঢাল ও আমার বলবান্ ত্রাণকর্ত্তা ও উচ্চ দুর্গ ও আশ্রয়স্থান, এবং আমার ত্রাতা ও উপদ্রবহইতে ত্রাণকারী। [৪] আমি প্রশংসনীয় পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া আপন শত্রুহইতে রক্ষা পাইলাম। আমি মৃত্যুরূপ রজ্জুতে বেষ্টিত ও বিনাশরূপ বন্যাতে আশঙ্কিত এবং পরলোকীয় পাশে বদ্ধ, ও মৃত্যুরূপ জালেতে জড়িত ছিলাম। এমন বিপদসময়ে আমি পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলাম, ও আপন ঈশ্বরকে আহ্বান করিলাম; তাহাতে তিনি আপন মন্দিরে থাকিয়া আমার রব শ্রবণ করিলেন, ও আমার আহ্বান তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

[৮] তাহাতে তাঁহার ক্রোধ প্রযুক্ত পৃথিবী টলটলায়মান ও কম্পিত হইল, এবং আকাশমণ্ডলের মূল কম্পান্বিত হইয়া বিচলিত হইল। [৯] এবং তাঁহার নাসারন্ধ্রহইতে ধূম নির্গত হইল, ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত অগ্নি তাবৎকে গ্রাস করিল; তাহাতে অঙ্গার প্রজ্বলিত হইল। [১০] পরে তিনি আকাশকে পথস্বরূপ করিয়া পদতলে অন্ধকার পাতিয়া নামিলেন; [১১] এবং কিরূবে আরোহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেন, এবং বায়ুর পক্ষযুগ্ম আশ্রিত হইয়া দর্শন দিলেন; [১২] এবং চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশি ও নিবিড় মেঘরূপ অন্ধকারময় তাম্বুতে বসতি করিলেন [১৩] তাহাতে তাঁহার অগ্রবর্ত্তি তেজহইতে জ্বলন্ত অঙ্গার বহির্গত হইল। [১৪] এবং পরমেশ্বর আকাশে গর্জ্জন করিলেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থের রব শ্রুত হইল। [১৫] তিনি আপনার বাণ নিক্ষেপ করিয়া শত্রুদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন, ও বজ্রদ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন। [১৬] পরমেশ্বরের হুঙ্কারেতে ও নাসিকার প্রশ্বাস বায়ুতে সমুদ্রের খাত সকল প্রকাশ পাইল, ও পৃথিবীর মূল দৃষ্ট হইল।

১৭ তৎকালে তিনি উর্দ্ধহইতে হস্ত বিস্তার করিয়া জলসমূহহইতে আমাকে তুলিয়া উদ্ধার করিলেন। এবং বিলবান্ শত্রু ও আমা অপেক্ষা শক্তিমান ঘৃণাকারিগণহইতে আমাকে নিস্তার করিলেন। ১৯ তাহারা বিপদসময়ে আমাকে ঘেরিল, কিন্তু পরমেশ্বর আমার অবলম্বন যষ্টিস্বরূপ হইলেন। ২০ এবং তিনি আমার প্রতি তুষ্ট হওয়াতে আমাকে উদ্ধার করিয়া এক প্রশস্ত স্থানে আনিলেন। ২১ পরমেশ্বর আমার ধর্ম্মানুসারে পুরস্কার করিলেন, ও আমার হস্তের পবিত্রতানুসারে ফল দিলেন। ২২ কেননা আমি পরমেশ্বরের পথের পথিক ছিলাম, আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি নাই। ২৩ তাঁহার সকল দণ্ডাজ্ঞা আমার গোচরে ছিল, আমি তাঁহার বিধি আপনাহইতে দূর করি নাই। ২৪ আমি তাঁহার দৃষ্টিতে সাধু ছিলাম, ও আপন পাপহইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম। ২৫ অতএব পরমেশ্বর আমার ধর্ম্মানুসারে ও আপন সাক্ষাতে আমার পবিত্রতানুসারে আমাকে ফল দিলেন। ২৬ তুমি অনুগ্রাহকের প্রতি অনুগ্রহ, ও সজ্জনের প্রতি সৌজন্য করিয়া থাক। ২৭ এবং পবিত্রের সহিত পবিত্রাচরণ, ও বিরুদ্ধাচারির সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাক। ২৮ এবং দুঃখিতদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, কিন্তু অধঃপতন করিতে অহঙ্কারিদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাক। ২৯ হে পরমেশ্বর, তুমি আমার প্রদীপস্বরূপ; পরমেশ্বর আমার অন্ধকারকে আলোকময় করেন। তোমার সাহায্যেতে আমি সৈন্যমধ্য দিয়া দৌড়িতে পারি, এবং আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লংঘন করিতে পারি। ৩১ সেই ঈশ্বরের পথ নির্দ্দোষ, ও পরমেশ্বরের বাক্য সুপরীক্ষিত, তিনি নিজ শরণাগত লোকের ঢালস্বরূপ। ৩২ পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর ঈশ্বর কে আছে? ও আমাদের ঈশ্বর ব্যতিরেকে পর্ব্বতস্বরূপ কে আছে? ৩৩ সেই ঈশ্বর আমার দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; তিনি আমার পথ সরল করিলেন। ৩৪ তিনি হরিণীর চরণ সদৃশ আমার চরণ করিলেন, ও উচ্চ স্থানে আমাকে স্থাপিত করিলেন। ৩৫ এবং আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে এমত শিক্ষা দিলেন, যে আমার বাহুদ্বারা তাম্রময় ধনুক ভগ্ন হইল। ৩৬ তুমি আমাকে পরিত্রাণরূপ ঢাল দিলা, ও তোমার নম্রতাদ্বারা আমি উন্নত হইলাম। ৩৭ তুমি আমার নীচে পাদবিক্ষেপের স্থান প্রশস্ত করিলা, একারণ আমার চরণ বিচলিত হইল না। ৩৮ আমি শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলাম, ও সকলকে সংহার না করিয়া ফিরিলাম না। ৩৯ আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিপাত করিলে তাহারা উঠিতে পারিল না, আমার পদতলে পড়িয়া রহিল। ৪০ তুমি যুদ্ধ করিতে বলেতে আমার কটি বন্ধন করিলা, ও আমার বিপক্ষগণকে আমার বশীভূত করিলা। ৪১ এবং আমার শত্রুগণকে আমাহইতে পরাঙ্মুখ করিলা; তাহাতে আমি আপন ঘৃণাকারিগণকে সংহার করিলাম। ৪২ তাহারা অবলোকন করিলেও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে কেহ ছিল না; এবং পরমেশ্বরের প্রতি চাহিলেও তিনি উত্তর দিলেন না। ৪৩ তাহাতে আমি ভূমিস্থ ধূলির ন্যায় তাহাদিগকে চূর্ণ করিলাম, এবং পথের কর্দ্দমের ন্যায় তাহাদিগকে দলিত ও বিস্তারিত করিলাম। ৪৪ তুমি আমাকে স্বপ্রজাদের বিদ্রোহহইতে উদ্ধার করিলা, এবং অন্যদেশীয়দের মস্তকরূপে নিযুক্ত করিলা, তাহাতে আমার অজ্ঞাত জাতিও আমার সেবা করে। ৪৫ এবং বিদেশীয়েরা আমার স্তব স্তুতি করে, ও আমার কথা শ্রবণমাত্র আমার আজ্ঞাবর্ত্তী হয়। ৪৬ এবং বিদেশীয়েরা উদ্বিগ্ন হইয়া আপনাদের গোপনীয় স্থানহইতে কম্পান্বিত হইয়া আইসে।

৪৭ আমার পর্ব্বতস্বরূপ যে অমর পরমেশ্বর, তিনি ধন্য; ও আমার ত্রাণজনক শৈলস্বরূপ ঈশ্বর সর্ব্বদা উন্নত হউন্। ৪৮ হে ঈশ্বর, তুমি আমার নিমিত্তে অন্যকে প্রতিফল দিয়া আমার বশে প্রজাগণেকে দমন করিলা, ৪৯ ও শত্রুগণহইতে আমাকে উদ্ধার করিলা; তুমি আমার বিপক্ষগণের উপরে আমাকে উচ্চপদ দিলা, ও দুর্বৃত্ত লোকহইতে আমাকে মুক্ত করিলা। ৫০ অতএব হে পরমেশ্বর, আমি ভিন্নদেশীয়দের নিকটে তোমার গুণের প্রশংসা করিব, ও তোমার নাম গান করিব। ৫১ তুমি স্বকৃত রাজাকে মহাপরিত্রাণ দিয়া আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ দায়ূদের ও তাহার বংশের সহিত সর্ব্বদা দয়া ব্যবহার করিবা।

২৩ অধ্যায়।

১ দায়ূদের শেষকথা, ৮ ও তাহার প্রধান লোকদের নাম ও বিবরণ।

১ দায়ূদের শেষকথা। যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্ কহে, অর্থাৎ উচ্চীকৃত ও যাকুবের ঈশ্বরকর্ত্তৃক অভিষিক্ত ও ইস্রায়েলের মধুর গায়ক কহে। ২ আমাদ্বারা পরমেশ্বরের আত্মা কহেন, তাঁহার বাণী আমার জিহ্বাগ্রে আছে। ৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর কহেন, ইস্রায়েলের পর্ব্বতস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে এই কথা কহেন, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি মনুষ্যদের রাজা হইবেন, তিনি ঈশ্বরের ভক্তিতে রাজত্ব করিবেন। ৪ তিনি প্রাতঃকালীয় প্রভাবিশিষ্ট

সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইবেন; সেই প্রাতঃকালে (আকাশ) নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত মেঘরহিত ও পৃথিবী বৃষ্টিজাত তৃণেতে ভূষিত হইবে। [৫] আমার বংশ ঈশ্বরের নিকটে কি স্থির নয়? তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সুনিশ্চিত ও অলঙ্ঘনীয় এক নিত্য নিয়ম আমার সহিত করিয়াছেন; এই যে আমার ত্রাণ ও তাবৎ বাঞ্ছা সিদ্ধিকারক, ইহা কি তিনি সফল করিবেন না? [৬] দুষ্ট লোক কণ্টকের ন্যায় দূরীকৃত হইবে, কারণ তাহাদিগকে হস্তে ধরা যায় না। [৭] তাহাদিগকে স্পর্শ করাতে এক মনুষ্য প্রেক ও বড়শাদ্বারা বিদ্ধ হইবেন, তাহাতে তাহারা বাসস্থানে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।

[৮] দায়ূদের বলবান্ লোকদের নাম। যে তখ্‌মোনীয় যোশেব-বশেবৎ রথিদের মধ্যে প্রধান ছিল, সে এক কালে হত আট শত লোকের উপরে বড়শা চালাইল। [৯] এবং অহোহীয় দোদয়ের পুত্র ইলিয়াসর্ দ্বিতীয় ছিল; যখন ইস্রায়েল্ লোক অনুপস্থিত হইল, এমন সময়ে একত্রীভূত পিলেষ্টীয়দের প্রতি স্পর্দ্ধা করিল যে দায়ূদের সঙ্গী তিন জন বীর, তাহাদের মধ্যে এই ব্যক্তি এক জন। [১০] সে দাঁড়াইয়া যে পর্য্যন্ত তাহার হস্ত শ্রান্ত না হইল, তাবৎ তাহার হস্তে খড়্গ দৃঢ় বদ্ধ হওয়াতে পিলেষ্টীয়দিগকে মারিল; সে দিবসে পরমেশ্বর মহাজয় করাইলেন, এবং লোকেরা কেবল লুট করিতে তাহার পশ্চাৎ গেল। [১১] এবং হরারীয় আগির পুত্র শম্ম তৃতীয় ছিল; এক মসুরক্ষেত্রের নিকটে পিলেষ্টীয়েরা এক দলে একত্র হইলে যখন লোকেরা পিলেষ্টীয়দের হইতে পলায়ন করিল, [১২] তখন শম্ম সেই ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা রক্ষা করিল, এবং পিলেষ্টীয়দিগকে বধ করিল, তাহাতে পরমেশ্বর মহাজয় করাইলেন। [১৩] ত্রিশ প্রধান লোকের মধ্যে এই তিন জন শস্যচ্ছেদন সময়ে অদুল্লম্ গুহাতে দায়ূদের নিকটে আইলে পিলেষ্টীয়দের সৈন্যগণ রিফায়ীম্ তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, [১৪] এবং বৈৎলেহমেও পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদল ছিল। অপর দায়ূদ্ দুরাক্রম স্থানে থাকিয়া [১৫] পিপাসাযুক্ত হইয়া কহিল, হায়! কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপেরি জল আনিয়া পান করিতে দিবে? [১৬] তাহাতে সেই তিন জন বীর পিলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্য দিয়া যাইয়া বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের নিকটে আইল, কিন্তু দায়ূদ্ তাহা পান করিতে সম্মত না হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলিল; [১৭] এবং কহিল, হে পরমেশ্বর, এমত কর্ম্ম যেন আমি না করি; ইহা কি প্রাণপণে গমনকারি মনুষ্যদের রক্ত নয়? সে তাহা পান করিতে সম্মত হইল না, কিন্তু ঐ তিন জন বীর এমত কর্ম্ম করিল। [১৮] আর সিরুয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয় অন্য তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিল, সে তিন শত হত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তিনের মধ্যে নামলব্ধ হইল। [১৯] সে কি ঐ তিনের মধ্যে মর্য্যাদাপন্ন নয়? অতএব সে তাহাদের সেনাপতি হইল, তথাচ সে প্রথম তিনের তুল্য ছিল না। [২০] এবং অনেক কার্য্যকারি কব্‌সেলীয় এক বলবানের পৌত্র যিহোয়াদার পুত্র যে বিনায়, সে সিংহতুল্য দুই মোয়াবীয় লোককে বধ করিল; তদ্ভিন্ন সে হিমানীর সময়ে যাইয়া গর্ত্তের মধ্যে এক সিংহকে মারিল। [২১] এবং সে উত্তম বলবান এক মিস্রীয়কে বধ করিল। ঐ মিস্রীয়ের হস্তে এক বড়শা ছিল, এবং ইহার হস্তে এক দণ্ড ছিল; পরে সে যাইয়া মিস্রীয়ের হস্তহইতে বড়শা কাড়িয়া লইয়া তাহারই বড়শাদ্বারা তাহাকে বধ করিল। [২২] যিহোয়াদার পুত্র বিনায় এই সকল কর্ম্ম করিল, তাহাতে সে দ্বিতীয় তিন বীরের মধ্যে নামলব্ধ হইল। [২৩] সে ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন ছিল, কিন্তু প্রথম তিনের তুল্য ছিল না; এবং দায়ূদ্ আত্মারক্ষার্থে তাহাকে সেনাপতি করিল। [২৪] এবং যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল্ ত্রিশের মধ্যে প্রধান ছিল; এবং বৈৎলেহমস্থ দোদয়ের পুত্র ইল্‌হানন্, [২৫] ও হরোদীয় শম্ম, ও হরোদীয় ইলীকা, [২৬] ও পল্টীয় হেলস্, ও তিকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা, [২৭] ও অনাথোতীয় অবীয়েবর্, ও হূশাতীয় মিবুন্নয়, [২৮] ও অহোহীয় সল্‌মোন্, ও নিটোফাতীয় মহরয়, [২৯] ও নিটোফাতীয় বানার পুত্র হেলদ্, ও বিন্যামীন্ বংশীয় গিবিয়ার রীবয়ের পুত্র ইত্তয়, [৩০] ও পিরিয়াথোনীয় বিনায়, ও গাশস্থ নদীর নিকটবাসী হিদ্দয়, [৩১] ও অর্বতীয় অবিয়ল্‌বোন্, ও বহরুমীয় অস্মাবৎ, [৩২] ও শাল্‌বোনীয় ইলিয়হবা, ও যাশেনের পুত্র যোনাথন্, [৩৩] ও হরারীয় শম্ম, ও হরারীয় সাখরের পুত্র অহীয়াম, [৩৪] ও মাখাতীয়ের পৌত্র অহস্‌বয়ের পুত্র ইলীফেলট, ও গীলোনীয় অহীথোফলের পুত্র ইলীয়াম, [৩৫] ও কর্ম্মিলীয় হিষ্রয়, ও অর্বীয় পারয়, [৩৬] ও সোবা নিবাসি নাথনের পুত্র যিগাল্, ও গাদীয় বানী, [৩৭] ও অম্মোনীয় সেলক্, ও সিরুয়ার পুত্র যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোতীয় নহরয়, [৩৮] ও যিত্রীয় ঈরা ও যিত্রীয় গারেব্, [৩৯] ও হিত্তীয় উরিয়; সর্ব্বশুদ্ধ সাঁইত্রিশ জন ছিল।

২৪ অধ্যায়।

১ লোকদের গণনা করিতে দায়ূদের আজ্ঞা, ৫ ও লোকদের গণনা করণ, ১০ ও তিন বিপদের

একক মনোনীত করিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা দেওন ও দায়ূদের মহামারী মনোনীত করণ, ১৬ ও মহামারীহইতে যিরূশালমের রক্ষা, ১৮ ও অরৌণার নিকটে শস্যমর্দ্দনস্থান ক্রয় করিয়া সেই স্থানে বেদি নির্ম্মাণ করণ।

[১] পরে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হওয়াতে ‘ইস্রায়েল্ বংশকে ও যিহূদা বংশকে গণনা কর,’ তাহাদের বিরুদ্ধে এই আজ্ঞা দিতে দায়ূদের প্রবৃত্তি হল। [২] পরে রাজা আপন নিকটস্থ সেনাপতি যোয়াব্কে আজ্ঞা করিল, তোমরা দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পর্য্যটন করিয়া লোকদিগকে গণনা কর, আমি লোকদের সংখ্যা জানিব। [৩] তাহাতে যোয়াব্ রাজাকে কহিল, এখন যত লোক আছে, তোমার প্রভু পরমেশ্বর তাহার শত গুণ বৃদ্ধি করুন, আমার প্রভু রাজা তাহা স্বচক্ষুতে দেখুন; কিন্তু আমার প্রভু রাজার এ কর্ম্মেতে অভিলাষ কেন? [৪] তথাপি যোয়াবের ও সেনাপতিদের বাক্য অপেক্ষা রাজার বাক্য প্রবল হইল, তাহাতে যোয়াব্ ও সেনাপতিগণ ইস্রায়েল্ লোকদিগকে গণনা করিতে রাজার সাক্ষাৎহইতে গমন করিল।

[৫] পরে তাহারা যর্দ্দন নদী পার হইয়া অরোয়েরে উপত্যকার মধ্যস্থিত নগরের দক্ষিণে শিবির স্থাপন করিয়া যাসেরের দিকস্থ গাদের (গণনা করিল।) [৬] পরে গিলিয়দে ও তহতীম্হদসি দেশে আইল; তাহার পর দানায়ানে গিয়া ঘুরিয়া সীদোনে উপস্থিত হইল। [৭] পরে সোরের দৃঢ় দুর্গে ও হিব্বীয়দের ও কিনানীয়দের নগর দিয়া গমন করিয়া যিহূদার দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ বেরশেবা পর্য্যন্ত গমন করিল। [৮] এই প্রকারে তাহারা দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া নয় মাস বিংশতি দিবসে যিরূশালমে প্রত্যাগমন করিল। [৯] পরে যোয়াব্ রাজার নিকটে ইস্রায়েল্ বংশের অস্ত্রধারি আট লক্ষ বলবান লোকের ও যিহূদা বংশের পাঁচ লক্ষ লোকের সংখ্যা দিল।

[১০] এই রূপ গণনা হইলে পর দায়ূদ্ আপন হৃদয়ে আঘাত পাইল; তাহাতে দায়ূদ্ পরমেশ্বরকে কহিল, আমি এই কার্য্য করাতে মহাপাপ করিলাম; এখন হে পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, আমি অতিশয় অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলাম। [১১] পরে দায়ূদ্ প্রত্যূষে উঠিলে দায়ূদের প্রদর্শক গাদ্ নামে ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল; [১২] তুমি যাইয়া দায়ূদ্কে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমার সম্মুখে তিন দণ্ড রাখি, তাহার একটা মনোনীত কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি করিব। [১৩] তাহাতে গাদ্ দায়ূদের নিকটে যাইয়া তাহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিল, তোমার দেশে সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? না তোমার শত্রুগণ তোমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে তুমি তাড়িত হইয়া তাহাদের অগ্রে২ তিন মাস পর্য্যন্ত পলায়ন করিবা? না তিন দিবস পর্য্যন্ত তোমার দেশে মহামারী হইবে? ইহাতে যিনি আমাকে পাঠাইলেন, তাঁহার কাছে কি উত্তর দিব? তাহা এখন পরামর্শ করিয়া দেখ। [১৪] তাহাতে দায়ূদ্ গাদ্কে কহিল, আমি বড় বিপদ্গ্রস্ত হইলাম; আমি এখন পরমেশ্বরের হস্তে পড়িতে চাহি, কেননা তাঁহার কৃপা প্রচুর; কিন্তু মনুষ্যের হস্তে পড়িতে চাহি না। [১৫] পরে প্রাতঃকাল অবধি নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি মহামারী পাঠাইলেন; তাহাতে দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে সত্তরি সহস্র জন মরিল।

[১৬] পরে যখন দূত যিরূশালম্ বিনষ্ট করিতে তাহার প্রতি হস্ত বিস্তার করিল, তখন পরমেশ্বর সেই বিপদের জন্যে অনুতাপ করিয়া ঐ লোকবিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হইল, তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর। [১৭] তখন পরমেশ্বরের ঐ দূত যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থানের নিকটে ছিল। পরে দায়ূদ্ ঐ লোকহননকারি দূতকে দেখিয়া পরমেশ্বরকে কহিল, আমিই পাপ করিলাম, ও আমিই অপরাধী হইলাম, কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? আমি বিনয় করি, বরং আমার ও আমার পিতৃবংশের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর।

[১৮] সেই দিনে গাদ্ দায়ূদের কাছে যাইয়া তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া যিবূষীয় অরৌণার শস্য মর্দ্দন স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর। [১৯] পরে দায়ূদ্ পরমেশ্বরের আজ্ঞামতে গাদের কথানুসারে গমন করিলে [২০] অরৌণা দৃষ্টি করিয়া আপনার নিকটে রাজাকে ও তাহার ভৃত্যগণকে আসিতে দেখিয়া বাহিরে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল। [২১] এবং অরৌণা জিজ্ঞাসা করিল, আমার প্রভু রাজা আপন দাসের নিকটে কি কারণ আইলেন? দায়ূদ্ কহিল, লোকদের মধ্যে মহামারী যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিব; তন্নিমিত্তে তোমার কাছে এই শস্যমর্দ্দনস্থান ক্রয় করিতে আইলাম। [২২] তাহাতে অরৌণা দায়ূদ্কে কহিল, আমার প্রভু রাজার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই লইয়া উৎসর্গ

করুন; দেখ, হোমবলির নিমিত্তে বৃষ আছে, এবং কাষ্ঠের নিমিত্তে মর্দ্দনযন্ত্র ও বৃষদের সজ্জা আছে। [২৩] পরে অরৌণা রাজার ন্যায় এই সমস্ত রাজাকে দিল; এবং অরৌণা রাজাকে কহিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে গ্রাহ্য করুন। [২৪] পরে রাজা অরৌণাকে কহিল, তাহা নয়, আমি মূল্যদ্বারা তোমার কাছে এই সকল ক্রয় করিব; আমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিনামূল্যের হোমবলি উৎসর্গ করিব না। পরে দায়ূদ্ পঞ্চাশ শেকল্ রূপাতে সেই শস্যমর্দ্দনস্থান ও বৃষ ক্রয় করিয়া লইল। [২৫] এবং দায়ূদ্ সেই স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। তাহাতে পরমেশ্বর প্রার্থনা শুনিয়া দেশের প্রতি অনুগ্রহ করিলে ইস্রায়েলে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

রাজাবলির প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ দায়ূদের বৃদ্ধ বয়সে অবীশগের তাহার পরিচর্য্যা করণ, ৫ ও অদোনিয়ের রাজত্ব করিতে উদ্যত হওন, ১১ ও বৎশেবার প্রতি নাথনের পরামর্শ, ১৫ ও দায়ূদের প্রতি বৎশেবার নিবেদন, ২২ ও দায়ূদের প্রতি নাথনের কথা, ২৮ ও বৎশেবার প্রতি দায়ূদের পুনর্দ্দিব্য করণ, ৩২ ও দায়ূদের আজ্ঞাতে সুলেমানের অভিষিক্ত হওন, ৪১ ও অদোনিয় ও তাহার নিমন্ত্রিত লোকদের পলায়ন, ৫০ ও অদোনিয়ের প্রতি সুলেমানের ক্ষমা করণ।

[১] পরে দায়ূদ্ রাজা বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণবয়স্ক হইলে লোকেরা তাহার গাত্রে অনেক বস্ত্র দিলেও তাহা উষ্ণ হয় না। [২] এই জন্যে তাহার দাসগণ তাহাকে কহিল, আমাদের প্রভু রাজার নিমিত্তে এক যুবতি কন্যার অন্বেষণ করি; সে রাজার সম্মুখে থাকিয়া রাজার পরিচর্য্যা করিবে, এবং আমাদের প্রভু রাজার গাত্র যেন উষ্ণ হয়, এই জন্যে আপনকার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিবে। [৩] পরে তাহারা ইস্রায়েলের সকল অঞ্চলে অন্বেষণ করিয়া শূনেমীয়া অবীশগ নামে এক সুন্দরী কন্যাকে পাইয়া রাজার নিকটে আনিল। [৪] ঐ যুবতি অতি সুন্দরী ছিল, এবং রাজার পরিচর্য্যা করিয়া তাহার সেবা করিত, তথাপি রাজা তাহাতে উপগত হইল না।

[৫] ঐ সময়ে হগীতের গর্ব্ভজাত অদোনিয় অভিমান করিয়া, ‘আমি রাজত্ব করিব,’ এই কথা কহিয়া রথ ও অশ্বারূঢ়গণকে ও অগ্রগামি পঞ্চাশ জনকে প্রস্তুত করিয়াছিল। [৬] কিন্তু তুমি কেন ইহা কর? এমত কথাদ্বারা তাহার পিতা পূর্ব্বে তাহাকে কখনো অসন্তুষ্ট করে নাই। সে অবশালোমের পরে জন্মিয়াছিল, আর সেও পরম সুন্দর পুরুষ ছিল। [৭] পরে সে সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের ও অবিয়াথর যাজকের সহিত মন্ত্রণা করিল; তাহাতে তাহারা অদোনিয়ের অনুগত হইয়া তাহার উপকার করিল। [৮] কিন্তু সাদোক্ যাজক ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায় ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা ও শিমিয়ি ও রেয়ি ও দায়ূদের নিকটস্থ বলবান লোকেরা অদোনিয়ের অনুগত হইল না। [৯] পরে অদোনিয় ঐন্-রোগেলের পার্শ্বস্থ সোহেলৎ প্রস্তরের নিকটে মেষ বলদাদি পুষ্ট পশুদিগকে বধ করিয়া আপন ভ্রাতা সমস্ত রাজপুত্রদিগকে ও যিহূদীয় রাজভৃত্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। [১০] কিন্তু নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও বিনায়কে ও বলবান লোকদিগকে ও আপন ভ্রাতা সুলেমান্কে নিমন্ত্রণ করিল না।

[১১] অতএব নাথন্ সুলেমানের মাতা বৎশেবাকে কহিল, আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজার অজ্ঞাতসারে হগীতের পুত্র অদোনিয় রাজত্ব লইল, ইহা কি তুমি শুন নাই? [১২] অতএব আইস, আমি এখন তোমাকে মন্ত্রণা দি; তাহাতে তুমি আপন প্রাণ ও আপন পুত্র সুলেমানের প্রাণ রক্ষা করিবা। [১৩] তুমি চল, দায়ূদ্ রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে কহ, হে আমার প্রভো রাজন্, ‘আমার পরে তোমার পুত্র সুলেমান্ রাজত্ব পাইবে ও আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে,’ এই কথা কহিয়া কি আপন দাসীর কাছে আপনি দিব্য করেন নাই? তবে অদোনিয় কেন রাজত্ব পাইল? [১৪] এবং দেখ, রাজার কাছে তোমার কথার শেষ না হইতে আমিও তোমার পশ্চাদ্ আসিয়া তোমার কথা স্থির করিব।

[১৫] পরে বৎশেবা গর্ব্ভগৃহমধ্যে রাজার নিকটে গেল; তৎকালে রাজা অতি বৃদ্ধ ছিল, এবং শূনেমীয়া অবীশগ্ রাজার সেবা করিতেছিল। [১৬] তখন বৎশেবা দণ্ডবৎ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল; তাহাতে রাজা জিজ্ঞাসিল, তোমার কি হইল? [১৭] তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো, ‘আমার পরে তোমার পুত্র সুলেমান্

রাজত্ব পাইবে ও আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে,' এই কথা কহিয়া আপনি কি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম লইয়া আপন দাসীর কাছে দিব্য করেন নাই? [১৮] কিন্তু হে আমার প্রভো রাজন্, দেখুন, এখন আপনকার অজ্ঞাতসারে অদোনিয় রাজত্ব পাইল; [১৯] এবং অনেক বলদ ও পুষ্ট পশু ও মেষ বধ করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে ও অবিয়াথর্ যাজককে ও সেনাপতি যোয়াব্কে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আপনকার দাস সুলেমান্কে নিমন্ত্রণ করিল না। [২০] হে আমার প্রভো রাজন্, আপনকার পরে আমার প্রভু রাজার সিংহাসনে কে উপবিষ্ট হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হওনের অপেক্ষাতে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের দৃষ্টি আপনকার প্রতি আছে। [২১] আপনি যদি তাহা না কহেন, তবে আমার প্রভু রাজা পিতৃলোকদের মত মহানিদ্রিত হইলে আমি ও আমার পুত্র সুলেমান্, আমরা দোষীকৃত হইব।

[২২] রাজার সহিত তাহার এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা আইল। [২৩] তাহাতে কেহ রাজাকে কহিল, নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত আছে। পরে নাথন্ রাজার সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া [২৪] এই কথা কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, আমার পরে অদোনিয় রাজত্ব পাইবে ও আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, আপনি কি এমত কথা কহিলেন? [২৫] কেননা সে অদ্যই যাইয়া বিস্তর গবাদি পুষ্ট পশুদিগকে ও মেষদিগকে বধ করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে ও সেনাপতিগণকে ও অবিয়াথর্ যাজককে নিমন্ত্রণ করিল; এবং দেখুন, তাহারা তাহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিতেছে, 'এবং অদোনিয় রাজা চিরজীবী হউন,' এই কথা কহিতেছে। [২৬] কিন্তু আপনকার দাস যে আমি, আমাকে ও সাদোক্ যাজককে ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে ও আপনকার দাস সুলেমান্কে সে নিমন্ত্রণ করিল না। [২৭] আমার প্রভু রাজার পরে কে আপনকার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, তাহা আপন দাসকে জ্ঞাত না করিয়া আমার প্রভু রাজা কি এই কর্ম্ম করিলেন?

[২৮] তাহাতে দায়ূদ্ রাজা উত্তর করিল, বৎশেবাকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন; পরে সে রাজার নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলে, [২৯] রাজা এই দিব্য করিয়া কহিল, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশহইতে আমার প্রাণ রক্ষাকারি পরমেশ্বর যদি অমর হন, [৩০] তবে আমার পরে তোমার পুত্র সুলেমান্ রাজত্ব পাইবে, ও আমার পদে আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, তোমার নিকটে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নাম লইয়া এই যে দিব্য করিয়াছি, অদ্যই তাহা পালন করিব। [৩১] তখন বৎশেবা ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমার প্রভু দায়ূদ্ রাজা চিরজীবী হউন।

[৩২] পরে দায়ূদ রাজা কহিল, সাদোক্ যাজককে ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে আমার কাছে ডাকিয়া আন; পরে তাহারা রাজার নিকটে আইলে [৩৩] রাজা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আপন প্রভুর সেবকগণকে সঙ্গে লইয়া আমার পুত্র সুলেমান্কে আমার নিজ অশ্বতরে আরোহণ করাইয়া গীহোনে লইয়া যাও। [৩৪] সেই স্থানে সাদোক্ যাজক ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েলের উপরে তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করুক, এবং তোমরা সকলে তূরী বাজাইয়া, 'সুলেমান্ রাজা চিরজীবী হউন,' এই কথা কহ। [৩৫] পরে তাহার পশ্চাৎ২ ফিরিয়া আইস। সে আসিয়া আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, এবং সে আমার পদে রাজত্ব করিবে; আমি ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতে তাহাকে নিরূপণ করিলাম। [৩৬] তাহাতে যিহোয়াদার পুত্র বিনায় রাজাকে কহিল, তাহাই হউক, আমার প্রভু রাজার প্রভু পরমেশ্বরও তাহাই কহুন। [৩৭] যেমন পরমেশ্বর আমার প্রভু রাজার সহবর্ত্তী, তদ্রূপ সুলেমানেরও সহবর্ত্তী হউন, এবং আমার প্রভু দায়ূদ্ রাজার সিংহাসনহইতে তাহার সিংহাসন বড় করুন। [৩৮] অপর সাদোক্ যাজক ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায় ও কিরেথীয়েরা ও পিলেথীয়েরা যাইয়া দায়ূদ্ রাজার অশ্বতরের উপরে সুলেমান্কে আরোহণ করাইয়া গীহোনে লইয়া গেল। [৩৯] পরে সাদোক্ যাজক পবিত্র আবাসের মধ্যহইতে তৈলপূর্ণ শৃঙ্গ লইয়া সুলেমানের অভিষেক করিল; পরে তূরী বাজাইলে তাবৎ লোক কহিল, 'সুলেমান রাজা চিরজীবী হউন।' [৪০] এবং সমস্ত লোক তাহার পশ্চাৎ২ আইল, এবং তাহারা মহানন্দে ও উল্লাসে এমত বাদ্য করিল, যে তাহার শব্দে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল।

[৪১] পরে অদোনিয় ও তাহার সঙ্গি নিমন্ত্রিত লোকেরা ভোজন পান সাঙ্গ করিবামাত্র সেই ধ্বনি শুনিল, এবং যোয়াব্ তূরীধ্বনি শুনিয়া কহিল, অদ্য নগরে এত কলরব কেন হইতেছে? [৪২] সে এই কথা কহিতেছে, এমত সময়ে অবিয়াথর যাজকের পুত্র যোনাথন্ উপস্থিত হইল। অদোনিয় তাহাকে কহিল, নিকটে আইস, তুমি উপযুক্ত লোক, সুসমাচার আনিয়া থাকিবা। [৪৩] তখন যোনাথন্ অদোনিয়কে কহিল, সত্য, আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজা সুলেমান্কে রাজত্ব-

পদে নিযুক্ত করিলেন। [৪৪] রাজা সাদোক্ যাজককে ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে এবং কিরেথীয়দিগকে ও পিলেথীয়দিগকে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন; তাহারা তাহাকে রাজার অশ্বতরে আরোহণ করাইল; [৪৫] এবং সাদোক্ যাজক ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে গীহোনে রাজ্যাভিষিক্ত করিল; এবং তাহারা তথাহইতে এমত আনন্দ করিতে২ আইল, যে তাহার ধ্বনিতে সকল নগর পরিপূর্ণ হইল; তোমরা এখন যে ধ্বনি শুনিলা, সে সেই ধ্বনি। [৪৬] আর সুলেমান্ রাজকীয় সিংহাসনে বসিল। [৪৭] এবং রাজভৃত্যগণ আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজাকে এই কথা কহিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, ঈশ্বর তোমার নামহইতে সুলেমানের নাম বৃদ্ধি করুন, ও তোমার সিংহাসনহইতে তাহার সিংহাসন বৃদ্ধি করুন; তাহাতে রাজা শয্যাতে থাকিয়া নমস্কার করিল। [৪৮] আরও রাজা এই কথা কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, যেহেতুক তিনি আমার সিংহাসনোপবিষ্ট এক পুত্রকে চাক্ষুষ দেখিতে আমাকে দিয়াছেন। [৪৯] তাহাতে অদোনিয়ের সঙ্গি নিমন্ত্রিত লোকেরা ভীত হইয়া প্রত্যেক জন উঠিয়া আপন২ পথে চলিয়া গেল।

[৫০] আর অদোনিয় সুলেমান্হইতে ভীত হইয়া উঠিয়া যাইয়া হোমবেদির চূড়া আশ্রয় করিল। [৫১] পরে সুলেমানের নিকটে কেহ এই কথা কহিল, দেখ, সুলেমান্ রাজার ভয়ে অদোনিয় হোমবেদির চূড়া আশ্রয় করিল, এবং কহিল, সুলেমান্ রাজা আপন দাসকে খড়্গদ্বারা বধ করিবে না, আমার নিকটে অদ্য এই দিব্য করুক। [৫২] তাহাতে সুলেমান্ কহিল, যদি সে আপনাকে যোগ্য পুরুষ দেখায়, তবে তাহার এক কেশও ভূমিতে পতিত হইবে না; কিন্তু যদি তাহার মধ্যে দুষ্টতা প্রকাশ পায়, তবে সে মরিবে। [৫৩] পরে সুলেমান্ রাজা লোক প্রেরণ করিলে তাহারা তাহাকে বেদিহইতে নামাইয়া আনিল; তাহাতে সে আসিয়া সুলেমান্ রাজাকে প্রণাম করিলে সুলেমান্ তাহাকে কহিল, তুমি আপন গৃহে যাও।

২ অধ্যায়।

১ সুলেমানের প্রতি দায়ূদের শেষকথা, ৫ ও যোয়াবের ও বর্সিল্লয়ের পুত্রগণের ও শিমিয়ির বিষয়ে তাহার কথা, ১০ ও দায়ূদের মৃত্যু ও সুলেমানের রাজত্ব করণের কথা, ১৩ ও অদোনিয় অবীশগকে বিবাহ করিতে চাহিলে সুলেমান্দ্বারা হত হওন, ২৬ ও রক্ষিত অবিয়াথরের পদচ্যুত হওন, ২৮ ও বেদির চূড়াতে যোয়াবের আশ্রয় লওন, ৩৫ ও যোয়াবের পদে বিনায়কে ও অবিয়াথরের পদে সাদোক্কে নিযুক্ত করণ, ৩৬ ও রাজার আজ্ঞা ব্যতিরেকে গাৎ নগরে যাওন প্রযুক্ত শিমিয়ির হত হওন।

[১] পরে দায়ূদের মৃত্যুকাল নিকট হইলে সে আপন পুত্র সুলেমান্কে এই আজ্ঞা দিয়া কহিল; [২] আমি মর্ত্ত্যমাত্রের গন্তব্য পথে গমন করি; তুমি বলবান হইয়া পুরুষত্ব প্রকাশ কর। [৩] তুমি যে সকল কর্ম্ম করিবা, ও যে কোন স্থানে গমন করিবা, তাহাতে যেন তোমার মঙ্গল হয়, এই জন্যে তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের বিধান পালন করিয়া তাঁহার পথে চল, এবং মূসার ব্যবস্থাতে লিখিত তাঁহার তাবৎ বিধি ও আজ্ঞা ও রাজনীতি ও প্রমাণকথা পালন কর। [৪] তাহাতে তোমার সন্তানেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত মনের সহিত আমার সম্মুখে সত্য আচরণ করিতে আপনাদের পথে সাবধান হয়, তবে ইস্রায়েলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে তোমার বংশে লোকের অভাব হইবে না, পরমেশ্বর আমার বিষয়ে এই যে কথা কহিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ করিবেন।

[৫] আর সিরুয়ার পুত্র যোয়াব আমার প্রতি যাহা করিয়াছে, এবং ইস্রায়েলের দুই সেনাপতির প্রতি অর্থাৎ নেরের পুত্র অব্নেরের ও যেথরের পুত্র অমাসার প্রতি যাহা করিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; সে তাহাদিগকে বধ করিয়া সন্ধিসময়ে যুদ্ধসময়ের ন্যায় তাহাদের রক্তপাত করিল, এবং সেই রক্ত তাহার কটিবন্ধনে ও পাদস্থিত পাদুকাতে লাগিল। [৬] অতএব তুমি আপন জ্ঞানানুসারে তাহার প্রতি ব্যবহার করিবা; পক্ককেশ বিশিষ্ট তাহার মস্তককে শান্তিপূর্ব্বক পরলোকে যাইতে দিও না। [৭] কিন্তু গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের পুত্রগণের প্রতি প্রীতি দর্শাও, এবং তোমার ভোজনাসনে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে তাহাদিগকে স্থান দেও; কেননা তোমার ভ্রাতা অবশালোমের ভয়ে আমার পলায়ন সময়ে তাহারা আমার নিকটে স্থির থাকিল। [৮] এবং বহূরীমস্থ বিন্যামীনীয় গেরার পুত্র যে শিমিয়ি তোমার কাছে আছে, সে মহনয়িমে আমার গমন দিবসে আমাকে প্রচণ্ড শাপ দিয়াছিল; পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যর্দ্দনে আইলে আমি পরমেশ্বরের নাম লইয়া, 'তোমাকে খড়্গদ্বারা বধ করিব না,' এই দিব্য করিয়াছিলাম। [৯] কিন্তু তুমি তাহাকে নিরপরাধ জ্ঞান করিবা না; তুমি জ্ঞানবান, অতএব তাহার প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বুঝ; তাহার পক্ককেশ বিশিষ্ট মস্তক রক্তের সহিত পরলোকে পাঠাইবা।

১০ পরে দায়ূদ্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া দায়ূদ্‌নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল। ১১ এই দায়ূদ্ ইস্রায়েল্ বংশের উপরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল, অর্থাৎ হিব্রোণে সাত বৎসর ও যিরূশালমে তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। ১২ পরে সুলেমান্ আপন পিতা দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার রাজ্য অতি সুস্থির হইল।

১৩ পরে হগীতের পুত্র অদোনিয় সুলেমানের মাতা বৎশেবার নিকটে গেল। তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল, তোমার আগমন কি শুভ? সে উত্তর করিল, শুভ। ১৪ আরো কহিল, তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বৎশেবা কহিল, কহ। ১৫ পরে সে কহিল, রাজ্য আমার ছিল, এবং আমি যে রাজত্ব করি, ইহা ইস্রায়েলের সকল লোকের মনস্থ ছিল, তাহা তুমি জ্ঞাতা আছ; কিন্তু রাজ্য আমাহইতে গিয়া আমার ভ্রাতার হস্তগত হইল; কেননা পরমেশ্বর তাহার প্রতি তাহা বর্ত্তাইলেন। ১৬ এখন আমি তোমার কাছে এক নিবেদন করি, তুমি অস্বীকার করিও না। তাহাতে সে কহিল, কহ। ১৭ পরে অদোনিয় কহিল, আমি নিবেদন করি, তুমি শূনেমীয়া অবীশগের সহিত আমার বিবাহ দিতে সুলেমান্ রাজাকে কহ, তিনি তোমার কথাতে অস্বীকার করিবেন না। ১৮ তাহাতে বৎশেবা কহিল, ভাল, আমি তোমার নিমিত্তে রাজাকে কহিব। ১৯ পরে বৎশেবা অদোনিয়ের জন্যে কহিতে সুলেমান্ রাজার নিকটে গেল; তাহাতে রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরে সে আপন সিংহাসনেতে বসিল, এবং রাজমাতার কারণ আসন স্থাপন করাইলে সে তাহার দক্ষিণ দিগে বসিল। ২০ এবং কহিল, আমি কিঞ্চিৎ নিবেদন করি, আমার কথায় অস্বীকার করিও না। তাহাতে রাজা কহিল, হে মাতঃ, কহ, আমি তোমার কথায় অস্বীকার করিব না। ২১ তখন সে কহিল, শূনেমীয়া অবীশগের সহিত তোমার ভ্রাতা অদোনিয়ের বিবাহ দিতে হইবে। ২২ তাহাতে সুলেমান রাজা আপন মাতাকে উত্তর করিল, তুমি অদোনিয়ের নিমিত্তে শূনেমীয়া অবীশগকে কেন চাহ? বরং সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়াতে তাহার নিমিত্তে, অর্থাৎ তাহার ও অবিয়াথর যাজকের ও সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের নিমিত্তে রাজ্য চাহ। পরে সুলেমান্ রাজা পরমেশ্বরের নাম লইয়া দিব্য করিয়া কহিল, এই কথা কহাতে যদি অদোনিয়ের প্রাণ না যায়, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ২৪ যিনি আপন প্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে সুস্থির করিয়া আমার পিতা দায়ূদের সিংহাসনে আমাকে উপবিষ্ট করিয়াছেন ও আমার বংশকে স্থির করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, অদোনিয় অদ্যই হত হইবে। ২৫ তখন সুলেমান্ রাজা যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে প্রেরণ করিলে সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল।

২৬ পরে রাজা অবিয়াথর যাজককে কহিল, তুমিও বধযোগ্য বট, কিন্তু পূর্ব্বে আমার পিতা দায়ূদের সম্মুখে প্রভু পরমেশ্বরের সিন্দুক বহন করিয়াছিলা, এবং আমার পিতার সঙ্গে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলা, এই জন্যে আমি তোমাকে এই ক্ষণে বধ করিব না; তুমি অনাথোতে আপন ক্ষেত্রে যাও। ২৭ এই রূপে সুলেমান্ অবিয়াথর্ যাজককে পরমেশ্বরের যাজন কার্য্যহইতে দূর করিয়া দিল; তাহাতে পরমেশ্বর শীলোতে এলি বংশের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

২৮ যোয়াব্ যদ্যপি অবশালোমের পক্ষপাতী হয় নাই, তথাপি অদোনিয়ের পক্ষপাতী হইয়াছিল; এই জন্যে তাহার নিকটে সেই সমাচার আইলে সে পরমেশ্বরের আবাসে পলাইয়া হোমবেদির চূড়া আশ্রয় করিল। ২৯ পরে যোয়াব্ পলাইয়া পরমেশ্বরের আবাসে আশ্রয় লইয়া বেদির পার্শ্বে আছে, এই কথা কেহ সুলেমান্ রাজাকে কহিলে সে যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে প্রেরণ করিয়া কহিল, তুমি যাইয়া তাহাকে আক্রমণ কর। ৩০ তাহাতে বিনায় পরমেশ্বরের আবাসে গমন করিয়া তাহাকে কহিল, রাজা কহিলেন, তুমি বাহিরে আইস। তাহাতে সে কহিল, না; আমি এই স্থানে মরিব। তখন বিনায় তাহার উত্তর রাজাকে জানাইয়া কহিল, যোয়াব্ এই রূপ কথা বলিল, ও এই রূপ উত্তর দিল। ৩১ তখন রাজা কহিল, তুমি তাহার কথানুসারেই কর্ম্ম কর, তাহাকে আঘাত করিয়া কবর দেও; তাহাতে যোয়াব্ নিরপরাধির যে রক্তপাত করিয়াছে, তজ্জন্য অপরাধ আমাহইতে ও আমার পিতৃবংশহইতে দূর করিবা। ৩২ সে আমার পিতা দায়ূদের অজ্ঞাতসারে আপনাহইতে ধার্ম্মিক ও উত্তম দুই ব্যক্তিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সেনাপতি নেরের পুত্র অব্‌নেরকে, ও যিহূদার সেনাপতি যেথরের পুত্র অমাসাকে আক্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা বধ করিয়াছিল; এখন পরমেশ্বরদ্বারা তাহার সেই রক্তপাতজন্য

অপরাধ তাহারই প্রতি বর্ত্তিবে। [৩৩] তাহাদের রক্তপাতজন্য অপরাধ যোয়াবের ও তাহার বংশের প্রতি সর্ব্বদা বর্ত্তিবে, কিন্তু পরমেশ্বর-দ্বারা দায়ূদের ও তাহার বংশের ও তাহার পরিজনের ও তাহার সিংহাসনের প্রতি শান্তি সর্ব্বদা বর্ত্তিবে। [৩৪] পরে যিহোয়াদার পুত্র বিনায় তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল, এবং প্রান্তরে তাহার বাটীতে তাহার কবর দেওয়া গেল।

[৩৫] পরে রাজা তাহার পদে যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে সেনাপতি করিল, এবং অবিয়াথরের পদে সাদোক্‌কে যাজক করিল।

[৩৬] তাহার পরে রাজা দূত প্রেরণ করিয়া শিমিয়িকে আনাইয়া কহিল, তুমি যিরূশালমে আপনার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে বাস কর, তথাহইতে অন্য কোন স্থানে যাইও না। [৩৭] যে দিবসে তুমি বাহির হইয়া কিদ্রোণ স্রোত পার হইবা, সেই দিবসে অবশ্য হত হইবা; তোমার রক্তপাতজন্য অপরাধ তোমারই প্রতি বর্ত্তিবে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। [৩৮] তাহাতে শিমিয়ি রাজাকে কহিল, এই কথা উত্তম; আমার প্রভু রাজা যেমন কহিলেন, আপনকার দাস তদনুসারেই করিবে। পরে শিমিয়ি অনেক দিন পর্য্যন্ত যিরূশালমে বসতি করিল। [৩৯] তিন বৎসরের পরে শিমিয়ির দুই দাস পলায়ন করিয়া মাখার পুত্র আখীশ্ নামে গাতীয় রাজার নিকটে গেল; [৪০] তাহাতে তোমার দাসগণ গাতে আছে, এই কথা লোকেরা শিমিয়িকে কহিলে, সে উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া দাসগণের অন্বেষণে গাতে আখীশের নিকটে গেল, এবং শিমিয়ি যাইয়া গাৎহইতে আপন দাসগণকে আনিল। [৪১] পরে শিমিয়ি যিরূশালমহইতে গাতে গিয়াছে, এখন ফিরিয়া আইল, এই কথা কেহ সুলেমানের নিকটে কহিলে, [৪২] রাজা দূত প্রেরণ করিয়া শিমিয়িকে আনাইয়া তাহাকে কহিল, 'যে দিবসে তুমি বাহিরে যাইয়া স্থানান্তরে ভ্রমণ করিবা, সেই দিবসে অবশ্য হত হইবা, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও,' আমি পরমেশ্বরের নামে তোমাকে শপথ করাইয়া কি এই কথা জানাই নাই? তাহাতে তুমি কহিয়াছিলা, আমার শ্রুত যে কথা তাহাই উত্তম। [৪৩] তবে তুমি পরমেশ্বরের দিব্য ও তোমাকে দত্ত আমার আজ্ঞা কেন পালন কর নাই? [৪৪] রাজা শিমিয়িকে আরো কহিল, আমার পিতা দায়ূদের প্রতি তোমার কৃত যে দুষ্টতার বিষয়ে তোমার মন প্রমাণ দেয়, তাহা তুমি জান; এখন পরমেশ্বর তোমার দুষ্টতার ফল তোমার মস্তকে বর্ত্তাইলেন। [৪৫] কিন্তু সুলেমান্ রাজা আশীর্ব্বাদ পাইবে, ও পরমেশ্বরের সম্মুখে দায়ূদের সিংহাসন সর্ব্বদা স্থির থাকিবে। [৪৬] পরে রাজা যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে আজ্ঞা করিলে সে যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল; এই রূপে সুলেমানের হস্তে রাজ্য স্থির হইল।

৩ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের কন্যার সহিত সুলেমানের বিবাহ, ২৩ টিকরস্থানে বলিদান, ৫ ও জ্ঞানার্থে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ১৬ দুই বেশ্যার বালকের বিষয়ে বিচার করণ ও তদ্দ্বারা তাহার সুখ্যাতি।

[১] পরে সুলেমান্ রাজা মিসরের ফিরৌণ্ রাজার সহিত কুটুম্বতা করিয়া ফিরৌণের কন্যাকে বিবাহ করিল, এবং যে পর্য্যন্ত আপন গৃহ ও পরমেশ্বরের মন্দির ও যিরূশালমের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত না হইল, তাবৎ তাহাকে দায়ূদনগরে আনিয়া রাখিল।

[২] আর সেই কাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই, এই জন্যে লোকেরা নানা টিকরস্থানে বলিদান করিত। [৩] সুলেমান্ আপন পিতা দায়ূদের বিধ্যনুসারে আচরণ করিতে২ পরমেশ্বরকে প্রেম করিত বটে, তথাপি টিকরস্থানে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। [৪] তদনুসারে রাজা বলিদান করণার্থে গিবিয়োনে যাইয়া তথাকার বেদিতে এক সহস্র হোমবলি দান করিল, কেননা সে প্রধান টিকরস্থান ছিল।

[৫] গিবিয়োনে পরমেশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে সুলেমান্‌কে দর্শন দিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, আমার দাতব্য বর তুমি প্রার্থনা কর। [৬] তাহাতে সুলেমান্ কহিল, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদ্ তোমার গোচরে সত্যতাতে ও ধর্ম্মে ও সরলান্তঃকরণে আচরণ করিলে তুমি তদনুসারে তাহার প্রতি বড় দয়া প্রকাশ করিয়াছ, বিশেষতঃ তাহার সিংহাসনে অদ্য উপবিষ্ট হইতে এক পুত্রকে দিয়াছ, তাহার প্রতি এই বড় দয়া করিয়াছ। [৭] এখন, হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমার পিতা দায়ূদের পদে আপন দাসকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলা, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বালক, বহির্গমন করিতে ও ভিতরে আসিতে জানি না। [৮] তোমার এই দাস যাহাদের মধ্যে আছে, তোমার মনোনীত সেই প্রজারা মহান্ এবং বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অগণ্য এক জাতি। [৯] অতএব তোমার এই প্রজাদের বিচার করিতে ও ভাল মন্দ বিশেষ জানিতে তোমার দাসের মনে জ্ঞান দেও, নতুবা তোমার এত প্রজার বিচার করা

কাহার সাধ্য? [১০] তখন প্রভু সুলেমানের এই রূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া [১১] কহিলেন, তুমি ইহা প্রার্থনা করিয়াছ, আপনার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা কর নাই, এবং আপনার জন্যে ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা কর নাই, এবং আপন শত্রুগণের প্রাণনাশ প্রার্থনা কর নাই; কিন্তু ন্যায়বিচার জানিতে আপনার জন্যে জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছ; [১২] দেখ, এই নিমিত্তে আমি তোমার বাক্যানুসারেই করিলাম। দেখ, তোমাকে এমত জ্ঞানি ও বুদ্ধিমৎ মন দিলাম, যে তোমার পূর্ব্বে তোমার তুল্য কেহ হয় নাই, এবং পরেও তোমার তুল্য কেহ হইবে না। [১৩] তদ্ভিন্ন তুমি যে ঐশ্বর্য্য ও গৌরব প্রার্থনা কর নাই, তাহাও তোমাকে এমত দিলাম, যে রাজবর্গের মধ্যে কেহ যাবজ্জীবন তোমার তুল্য হইবে না। [১৪] তোমার পিতা দায়ূদ্ যে রূপ আচরণ করিত, সেই রূপে তুমি যদি আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করিয়া আমার পথে আচরণ কর, তবে আমি তোমার আয়ুর বৃদ্ধি করিব। [১৫] পরে সুলেমান্ জাগ্রৎ হইলে স্বপ্ন বোধ হইল। পরে সে যিরূশালমে যাইয়া পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল, এবং আপন তাবৎ ভৃত্যের জন্যে এক ভোজ করিল।

[১৬] সেই সময়ে দুই বেশ্যা রাজার নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৭] প্রথম স্ত্রী কহিল, হে আমার প্রভো, আমি ও ঐ স্ত্রী উভয়ে এক বাটীতে থাকি; এবং আমি উহার সহিত গৃহে থাকিয়া সন্তান প্রসব করিলাম। [১৮] আমার প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে ঐ স্ত্রীও প্রসব করিল; তখন আমরা দুই জন ব্যতিরেকে আর কেহ গৃহে ছিল না। [১৯] পরে রাত্রিতে ঐ স্ত্রী আপন বালকের উপরে শয়ন করাতে উহার বালক মরিল। [২০] তাহাতে সে মধ্যরাত্রিতে উঠিয়া নিদ্রিতা যে আমি, আমার পার্শ্বহইতে আমার বালককে লইয়া আপন কোলে শয়ন করাইল, এবং আপন মৃত বালককে আমার কোলে শয়ন করাইল। [২১] প্রাতঃকালে আমি আপন বালককে দুগ্ধ দিতে উঠিলে তাহাকে মৃত দেখিলাম; কিন্তু সকালে তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সে আমার প্রসূত বালক নয়, ইহা দেখিলাম। [২২] দ্বিতীয়া স্ত্রী কহিল, না, জীবৎ বালক আমার, ও মৃত বালক তোমার। তাহাতে প্রথম স্ত্রী কহিল, না২, মৃত বালক তোমার, ও জীবৎ বালক আমার। এই রূপে তাহারা দুই জনে রাজার কাছে নিবেদন করিল। [২৩] রাজা কহিল, এক জন কহে, জীবৎ বালক আমার ও মৃত বালক তোমার; এবং অন্য জন কহে, না২, মৃত বালক তোমার ও জীবৎ বালক আমার। [২৪] পরে রাজা আজ্ঞা করিল, আমার কাছে এক খড়্গ আন। তাহাতে তাহারা রাজার কাছে এক খড়্গ আনিলে [২৫] রাজা কহিল, এই জীবৎ বালককে দ্বিখণ্ড করিয়া এক জনকে অর্দ্ধেক, ও অন্য জনকে অর্দ্ধেক দেও। [২৬] তাহাতে যাহার পুত্র জীবৎ ছিল, সেই স্ত্রীর অন্তঃকরণ স্নেহেতে উত্তপ্ত হওয়াতে সে রাজাকে নিবেদন করিল, হে আমার প্রভো, বিনতি করি, জীবৎ বালক উহাকে দেও, বালককে বধ করিও না। কিন্তু অন্য স্ত্রী কহিল, এ বালক আমারও না হউক, তোমারও না হউক, ইহাকে দুই খণ্ড কর। [২৭] তখন রাজা আজ্ঞা করিল, এই জীবৎ বালককে কোন মতে বধ না করিয়া উহাকে দেও, কেননা ঐ তাহার মাতা। [২৮] রাজা বিচারের এই যে নিষ্পত্তি করিল, তাহা শুনিয়া সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক রাজাহইতে ভীত হইল; কেননা বিচার করণার্থে তাহার অন্তরে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান আছে, ইহা তাহারা বুঝিল।

৪ অধ্যায়।

১ সুলেমানের প্রধান অধ্যক্ষগণের নাম, ৭ ও দ্রব্য আয়োজনকারি বারো অধ্যক্ষের নাম, ২০ ও নিষ্কণ্টকে রাজ্য করণের কথা, ২২ ও দিবসিক খাদ্যের পরিমাণের কথা, ২৬ ও তাহার অশ্বশালার সংখ্যা, ২৯ ও তাহার জ্ঞানের কথা।

[১] এই রূপে সুলেমান্ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [২] তাহার প্রধান অধ্যক্ষগণের নাম। সাদোক্ যাজকের পুত্র অসরিয়; [৩] এবং সিরায়ের পুত্র ইলীহোরফ্ ও অহিয় লেখক ছিল, এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা ছিল; [৪] এবং যিহোয়াদার পুত্র বিনায় সেনাপতি ছিল, এবং সাদোক্ ও অবিয়াথর্ মহাযাজক ছিল; [৫] এবং নাথনের পুত্র অসরিয় দেশাধ্যক্ষদের প্রধান ছিল, ও নাথনের পুত্র সাবূদ্ প্রধান সভাসদ্ ও রাজার সুহৃদ ছিল। [৬] এবং অহীশার্ রাজগৃহাধ্যক্ষ ছিল, ও অব্দের পুত্র অদোনীরাম্ করাধ্যক্ষ ছিল।

[৭] আর তাবৎ ইস্রায়েলের উপরে সুলেমানের নিযুক্ত দ্বাদশ জন দেশাধ্যক্ষ ছিল, তাহারা রাজার ও রাজবাটীর প্রতিপালক ছিল; বৎসরের মধ্যে এক২ মাসের দ্রব্যাদি আয়োজন করা এক২ জনের ভার ছিল। [৮] তাহাদের নাম; ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে হূরের পুত্র। [৯] এবং মাকস্ ও শাল্‌বীম্ ও বৈৎশেমশ্ ও এলোন ও বৈথাননে দেকরের পুত্র। [১০] এবং অরুবোতে হেষদের পুত্র; সোখো ও সমুদয় হেফর্ প্রদেশে

তাহার অধিকার ছিল। [১১] এবং সমুদয় দোর্ দেশে অবীনাদবের পুত্র; সে সুলেমানের কন্যা টাফৎকে বিবাহ করিল। [১২] এবং তানক্ ও মগিদ্দো এবং সর্ত্তনের নিকটে যিষ্রিয়েলের তলে স্থিত তাবৎ বৈৎশানে অর্থাৎ বৈৎশান্ অবধি আবেল্‌মিহোলা ও যগ্‌মিয়ামের পার পর্য্যন্ত অহীলূদের পুত্র বানার অধিকার ছিল। [১৩] এবং রামোৎ-গিলিয়দে গেবরের পুত্র; এবং গিলিয়দস্থ মিনশির পুত্র যায়ীরের তাবৎ গ্রাম, এবং বাশনস্থ অর্গোব্ নামক অঞ্চল, সর্ব্বশুদ্ধ প্রাচীরবেষ্টিত ও পিত্তলের অর্গলবিশিষ্ট ষাইট বৃহৎ নগর তাহার অধীনে ছিল। [১৪] এবং মহনয়িমে ইদ্দোর পুত্র অহীনাদব্। [১৫] এবং নপ্তালিতে অহীমাস্; সে সুলেমানের কন্যা বাসিমৎকে বিবাহ করিল। [১৬] এবং আশেরে ও বালোতে হূশয়ের পুত্র বানা। [১৭] এবং ইষাখরে পারূহের পুত্র যিহোশাফট্। [১৮] এবং বিন্যামীনে এলার পুত্র শিমিয়ি। [১৯] ও গিলিয়দ্ দেশে অর্থাৎ ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার ও বাশনের ওগ্ রাজার দেশে ঊরির পুত্র গেবর্। এক ২ দেশের তন্নিবাসী এক ২ অধ্যক্ষ ছিল।

[২০] অপর যিহূদা বংশ ও ইস্রায়েল্ বংশ আনন্দে ভোজন পান করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অগণ্য হইল। [২১] এবং (ফরাৎ) নদী অবধি পিলেষ্টীয়দের দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত তাবৎ রাজ্যের উপরে সুলেমান্ রাজত্ব করিল; তাহাতে তাহারা সুলেমানের যাবজ্জীবন তাহাকে উপঢৌকন দিল, ও তাহার সেবা করিল।

[২২] সুলেমানের আয়োজনীয় দ্রব্য। ত্রিশ মণ সূক্ষ্ম সুজি ও ষাইট মণ ময়দা, [২৩] এবং হরিণ ও মৃগী ও কালসার ও পুষ্ট পক্ষির সহিত দশ পুষ্ট গোরু, ও মাঠহইতে আনীত বিংশতি গোরু, ও এক শত মেষ, এই সকল তাহার এক দিনের আয়োজন ছিল। [২৪] এবং সে তিপ্‌সহ অবধি অসা পর্য্যন্ত (ফরাৎ) নদীর এ পারস্থিত তাবৎ দেশের অর্থাৎ তাবৎ রাজার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত। এবং তাহার চতুর্দ্দিকে নির্ব্বিরোধ হওয়াতে [২৫] সুলেমানের তাবৎ অধিকার সময়ে দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত যিহূদা বংশ ও ইস্রায়েল বংশ প্রত্যেক জন আপন২ দ্রাক্ষালতার ও ডুম্বুরবৃক্ষের ছায়াতে নিরাপদে বাস করিত।

[২৬] সুলেমানের রথের নিমিত্তে চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল। [২৭] এবং সুলেমান্ রাজার নিমিত্তে ও সুলেমান্ রাজার ভোজনাসনে ভোজনকারিদের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত দেশাধ্যক্ষেরা প্রত্যেক জন আপন২ নিরূপিত মাসে খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিত, কিছুই ত্রুটি করিত না। [২৮] তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ নিরূপিত কর্ম্মানুসারে উষ্ট্রদের ও অশ্বদের জন্যে তাহার বসতিস্থানে যব ও তৃণ আনিত।

[২৯] আর ঈশ্বর সুলেমান্‌কে অতিশয় জ্ঞান ও বুদ্ধি দিলেন, এবং সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তাহার মনের বিস্তীর্ণতা দিলেন। [৩০] পূর্ব্বদেশীয় লোকদের ও মিস্রীয় লোকদের হইতেও সুলেমানের অধিক জ্ঞান হইল। [৩১] এবং সে সকলহইতে বিদ্বান, অর্থাৎ ইস্রাহীয় এথন্, এবং মাহোলের পুত্র হেমন্ ও কল্‌কোল্ ও দর্দা, ইহাদের হইতেও অধিক জ্ঞানবান্ হইল; এবং চতুর্দ্দিকস্থ তাবৎ ভিন্নদেশীয়দের মধ্যে তাহার সুখ্যাতি ব্যাপিল। [৩২] সুলেমান তিন সহস্র হিতোপদেশ কথা কহিত, ও তাহার গীত এক সহস্র পাঁচ ছিল। [৩৩] এবং সে লিবানোনের এরস্‌বৃক্ষাবধি প্রাচীরহইতে উৎপন্ন এসোব্ তৃণ পর্য্যন্ত বৃক্ষগণের বর্ণনা করিত, এবং পশু ও পক্ষী ও কীট ও মৎস্যের বর্ণনা করিত। [৩৪] এবং পৃথিবীস্থ যে২ রাজা সুলেমানের জ্ঞানের সংবাদ শুনিয়াছিল, তাহাদের নিকটহইতে তাবৎ দেশীয় লোক সুলেমানের জ্ঞানের কথা শুনিতে আসিত।

৫ অধ্যায়।

১ কাষ্ঠের জন্যে হীরমের কাছে সুলেমানের লোক প্রেরণ, ৭ ও হীরমের কাষ্ঠ প্রেরণ করণ, ১০ ও তাহাদের পরস্পর নিয়ম ও উপকার করণ, ১৩ ও সুলেমানের কর্ম্মকারিদের সংখ্যা।

[১] লোকেরা সুলেমানেরই পিতার পরিবর্ত্তে সুলেমান্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া সোরের রাজা হীরম্ সুলেমানের নিকটে আপন দাসগণকে পাঠাইল, কেননা যাবজ্জীবন দায়ূদের সহিত হীরমের প্রণয় ছিল। [২] তাহাতে সুলেমান্ হীরম্‌কে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, [৩] যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমার পিতা দায়ূদের শত্রুগণকে তাহার পদতলস্থ না করিলেন, তাবৎ তাহার চতুর্দ্দিগে যুদ্ধ হইয়াছিল, এই কারণ আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করা তাহার অসাধ্য ছিল, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ। [৪] কিন্তু এখন আমার প্রভু পরমেশ্বর চতুর্দ্দিগে আমাকে বিশ্রাম দিয়াছেন; আমার বিপক্ষ কেহ নাই, এবং বিপদঘটনাও কিছুই নাই। [৫] অতএব দেখ, 'আমি তোমার পদে তোমার যে পুত্রকে তোমার সিংহাসনোপবিষ্ট করিব, সে আমার নামের উদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবে,' এই যে কথা পরমেশ্বর আমার পিতা দায়ূদকে কহি-

য়াছিলেন, তদনুসারে আমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলাম। [৬] অতএব এখন তুমি আপন লোকদিগকে আমার নিমিত্তে লিবানোনে যাইয়া এরস বৃক্ষ ছেদন করিতে আজ্ঞা কর, ও আমার দাসগণ তোমার দাসগণের সহিত থাকুক; তুমি যে আজ্ঞা করিবা, তদনুসারে আমি তোমার দাসদিগকে বেতন দিব, কেননা তুমি জান, কাষ্ঠ ছেদন করিতে সীদোনীয়দের ন্যায় বিজ্ঞ লোক আমাদের মধ্যে কেহ নাই।

[৭] তখন হীরম্ সুলেমানের কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইয়া কহিল, অদ্য পরমেশ্বর ধন্য, যেহেতুক তিনি এই মহৎ লোকদের উপরে রাজত্ব করিতে দায়ূদকে জ্ঞানি পুত্র দিয়াছেন। [৮] পরে হীরম্ সুলেমানের কাছে লোক পাঠাইয়া কহিল, তুমি আমার কাছে যে কথা কহিয়া পাঠাইলা, তাহা আমি শুনিলাম; আমি এরস্ ও দেবদারু কাষ্ঠ বিষয়ে তোমার সমস্ত বাঞ্ছা সিদ্ধ করিব। [৯] আমার দাসগণ লিবানোন্‌হইতে তাহা সমুদ্রে আনিবে, পরে আমি ঝাঁড় বাঁধিয়া সমুদ্রপথে তোমার নিরূপিত স্থানে প্রেরণ করিব, ও সেই স্থানে খুলিলে তুমি তাহা গ্রহণ করিবা; এবং আমার পরিজনগণকে প্রতিপালন করিয়া আমার বাঞ্ছা সিদ্ধ করিবা।

[১০] এই রূপে হীরম্ সুলেমানের বাঞ্ছানুসারে এরস্‌কাষ্ঠ ও দেবদারুকাষ্ঠ দিল। [১১] এবং সুলেমান্ হীরমের পরিজনদের ভক্ষ্যের জন্যে তাহাকে বিংশতি সহস্র মণ গোম ও বিংশতি মণ নির্ম্মল তৈল দিত; এই রূপে সুলেমান্ বৎসর ২ হীরম্‌কে দিত। [১২] এবং পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে সুলেমান্‌কে জ্ঞান দিলেন; পরে হীরম্ ও সুলেমান্ উভয়ে সন্ধি করিল, ও দুই জনে নিয়ম করিল।

[১৩] পরে সুলেমান্ রাজা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে কর্ম্মকারকদের দল অর্থাৎ ত্রিশ সহস্র লোককে সংগ্রহ করিল। [১৪] পরে মাসিক পালাক্রমে তাহাদের দশ সহস্র জনকে লিবানোনে প্রেরণ করিত; তাহারা এক মাস পর্য্যন্ত লিবানোনে থাকিত, ও দুই মাস বাটীতে থাকিত; এবং অদোনীরাম্ কর্ম্মকারক দলের অধ্যক্ষ ছিল। [১৫] এবং সুলেমানের সত্তরি সহস্র ভারবাহক, ও পর্ব্বতে আশী সহস্র কাষ্ঠচ্ছেদক ছিল। [১৬] তদ্ভিন্ন সুলেমানের কর্ম্মকারি লোকদের উপরে নিযুক্ত তিন সহস্র তিন শত প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। [১৭] এবং তক্ষিত প্রস্তরদ্বারা মন্দিরের ভিত্তিমূল করণার্থে তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে বৃহৎ প্রস্তর ও বহুমূল্য প্রস্তর খনন করিল। [১৮] পরে সুলেমানের ও হীরমের রাজলোকেরা ও পর্ব্বতীয় লোকেরা তাহা তক্ষণ করিল; এই রূপে তাহারা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রস্তুত করিল।

৬ অধ্যায়।

১ মন্দিরের নির্ম্মাণ আরম্ভ, ১১ ও তাহার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ১৪ ও মন্দিরের ছাত প্রভৃতির কথা, ২৩ ও কিরূবের কথা, ৩১ ও দ্বারের কথা, ৩৬ ও প্রাঙ্গণের কথা ও নির্ম্মাণ সময়ের কথা।

[১] মিসরহইতে ইস্রায়েল্ বংশের আগমনের পর চারি শত আশী বৎসরে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের উপরে সুলেমানের রাজত্ব করণের চতুর্থ বৎসরের সিব্ নামক দ্বিতীয় মাসে সুলেমান্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। [২] পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে মন্দির সুলেমান্ রাজা নির্ম্মাণ করিল, তাহা দীর্ঘে ষাইট হস্ত, ও প্রস্থে বিংশতি হস্ত, ও উচ্চে ত্রিশ হস্ত। [৩] এবং মন্দিরের অগ্রে এক বারাণ্ডা করিল, তাহা মন্দিরের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ও দশ হস্ত প্রস্থ, এবং মন্দিরের অগ্রে স্থিত ছিল। [৪] এবং মন্দিরের নিমিত্তে উপরিস্থিত সংকোচিত বাতায়ন করিল। [৫] এবং মন্দিরের ভিত্তির গাত্রে সে চতুর্দ্দিগে থাক করিল, অর্থাৎ মন্দিরের ও ঈশ্বরীয় বাক্যস্থানের ভিত্তির গাত্রে চতুর্দ্দিগে থাক করিয়া চতুর্দ্দিগে কুঠরী নির্ম্মাণ করিল। [৬] তাহার অধঃস্থ কুঠরীর থাক পাঁচ হস্ত প্রস্থ, ও মধ্যম থাক ছয় হস্ত প্রস্থ, এবং তৃতীয় থাক সাত হস্ত প্রস্থ করিল; কেননা কড়িকাষ্ঠ যেন ভিত্তির মধ্যে বদ্ধ না হয়, এই জন্যে সে মন্দিরের চতুর্দ্দিগে ভিত্তির বহির্ভাগ সোপানাকার করিল। [৭] আর প্রস্তরাকরে প্রস্তর সকল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাহাদ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিল; এ কারণ নির্ম্মাণকালে মন্দিরের মধ্যে হাতুড়ি কিম্বা কুড়ালি কোন লৌহাস্ত্রের শব্দ শুনা গেল না। [৮] এবং মধ্য কুঠরীর দ্বার মন্দিরের দক্ষিণ দিগে ছিল, এবং লোকেরা বক্র সোপান দিয়া মধ্য তালাতে, ও মধ্য তালাহইতে তৃতীয় তালাতে উঠিত। [৯] এই রূপে সে মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিল, এবং এরস্‌কাষ্ঠের কড়ি ও পত্রদ্বারা মন্দির আচ্ছাদন করিল। [১০] এবং মন্দিরের সর্ব্বগাত্রে পাঁচ হস্ত উচ্চ কুঠরীর থাক করিল, তাহা এরস কাষ্ঠদ্বারা মন্দিরের সহিত সংযুক্ত ছিল।

[১১] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য সুলেমানের নিকটে উপস্থিত হইল, [১২] তুমি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছ, ভাল, যদি আমার সমস্ত বিধ্যনুসারে কর্ম্ম করিয়া আমার রাজনীতি পালন কর, ও আমার তাবৎ আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে আচরণ কর, তবে আমি তোমার পিতা

দায়ূদ্‌কে যাহা কহিয়াছি, আমার সেই বাক্য তোমার পক্ষে সফল করিব। [১৩] আর আমি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে বাস করিব, ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে ত্যাগ করিব না।

পরে সুলেমান্ মন্দির নির্ম্মাণ সাঙ্গ করিল। [১৫] তাহাতে গৃহের মেঝিয়া অবধি ছাত পর্য্যন্ত ভিত্তির গাত্র এরস্‌কাষ্ঠদ্বারা ও গৃহের মেঝিয়া দেবদারুকাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন করিল। [১৬] কিন্তু বিংশতি হস্ত পরিমিত গৃহের পশ্চাদ্ভাগের মেঝিয়া ও ভিত্তি এরস্‌কাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন করিল, এবং ভিতরে ঈশ্বরের বাক্যস্থান অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থান হওনার্থে তাহা প্রস্তুত করিল। [১৭] এবং তাহার অগ্রে চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ যে গৃহ অবশিষ্ট রহিল, তাহাই মন্দির হইল। [১৮] এবং গৃহমধ্যে এরস্‌কাষ্ঠে কলিকা ও বিকসিত পুষ্প খুদিল; সকলি এরস্‌কাষ্ঠময় হইল, কিছুমাত্র প্রস্তর দৃষ্ট হইল না। [১৯] আর ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক স্থাপনার্থে অন্তস্থ মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যস্থান প্রস্তুত করিল। [২০] ঈশ্বরের বাক্যস্থান অগ্রভাগে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত প্রস্থ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়িল, এবং এরস্‌কাষ্ঠের ধূপবেদিও সেই রূপ মুড়িল। [২১] এবং সুলেমান্ নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা গর্ভাগারের অন্তর্ভাগ মুড়িল, এবং ঈশ্বরের বাক্যস্থানের সম্মুখে স্বর্ণশৃঙ্খলদ্বারা এক আবরণ করিল, ও স্বর্ণদ্বারা তাহা মুড়িল। [২২] যে পর্য্যন্ত সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সকল মন্দির স্বর্ণেতে মুড়িল, এবং ঈশ্বরের বাক্যস্থানের নিকটস্থ ধূপবেদিও সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণেতে মুড়িল।

[২৩] আর ঈশ্বরের বাক্যস্থানে দশ হস্ত উচ্চ জিতকাষ্ঠের দুই কিরূব্ নির্ম্মাণ করিল। [২৪] এক কিরূবের এক পক্ষ পাঁচ হস্ত ও অন্য পক্ষও পাঁচ হস্ত করিল; তাহাতে এক পক্ষের অগ্রভাগহইতে অন্য পক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দশ হস্ত হইল। [২৫] এবং দ্বিতীয় কিরূব্‌ও দশ হস্ত; দুই কিরূবের সম পরিমাণ ও সম আকার করিল। [২৬] প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই কিরূব দশ হস্ত উচ্চ ছিল। [২৭] পরে সে কিরূব্‌দিগকে ভিতরের কুঠরীতে স্থাপন করিল, এবং কিরূবদের পক্ষ এমত বিস্তীর্ণ করিল, যে একের পক্ষ এক ভিত্তি ও অন্যের পক্ষ অন্য ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং তাহাদের পক্ষ মন্দিরমধ্যে পরস্পর স্পর্শ করিল। [২৮] পরে সে কিরূব্‌দিগকে স্বর্ণদ্বারা মুড়িল। [২৯] এবং কিরূবদের ও খর্জ্জূরবৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের মূর্ত্তিতে মন্দিরের তাবৎ ভিত্তির গাত্র ভিতরে বাহিরে চতুর্দ্দিগে খোদিত করিল; [৩০] এবং গৃহের মেঝিয়া ভিতরে বাহিরে স্বর্ণদ্বারা মুড়িল।

[৩১] আর ঈশ্বরের বাক্যস্থানে প্রবেশের দ্বারে জিতকাষ্ঠের কপাট নির্ম্মাণ করিল, এবং (ভিত্তির) পঞ্চমাংশ কপালি ও বাজু করিল। [৩২] এবং ঐ জিতকাষ্ঠময় দুই কপাটে কিরূবদের ও খর্জ্জূরবৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের আকৃতি খোদিত করিয়া স্বর্ণদ্বারা তাহা মুড়িল, এবং কিরূবদিগকে ও খর্জ্জূরবৃক্ষকে স্বর্ণদ্বারা মুড়িল। [৩৩] এবং মন্দিরের দ্বারের নিমিত্তে (ভিত্তির) চতুর্থাংশ জিতকাষ্ঠের চৌকাঠের বাজু করিল। [৩৪] এবং দেবদারুকাষ্ঠের দুই কপাট করিল, এবং এক কপাটের দুই বাইল যেমন কব্জাতে খেলিল, অন্য কপাটের দুই বাইলও তদ্রূপ কব্জাতে খেলিল। [৩৫] এবং তাহার উপরে কিরূব্ ও খর্জ্জূরবৃক্ষ ও বিকসিত পুষ্প খুদিয়া তাহা খোদিত কর্ম্মে সংযুক্ত স্বর্ণদ্বারা মুড়িল।

[৩৬] পরে সে তিন পংক্তি খোদিত প্রস্তর ও এক পংক্তি এরস্‌কাষ্ঠের কড়িদ্বারা ভিতর প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিল। [৩৭] চতুর্থ বৎসরের সিব্ নামক মাসে পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল। [৩৮] এবং একাদশ বৎসরের বূল্ নামক অষ্টম মাসে নিরূপিত আকারানুসারে তাবৎ অংশেতেই মন্দিরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল; অতএব তাহার নির্ম্মাণে সাত বৎসর লাগিল।

৭ অধ্যায়।

১ সুলেমানের রাজগৃহ নির্ম্মাণের কথা, ২ ও লিবানোনের অরণ্যগৃহের ও আপন ভার্য্যার গৃহ নির্ম্মাণের কথা, ১৩ ও হূরমের কথা, ১৫ ও তাহার দুই স্তম্ভ নির্ম্মাণের কথা, ২৩ ও পিত্তলের সমুদ্ররূপ পাত্র নির্ম্মাণের কথা, ২৭ ও দশ পীঠের কথা, ৩৮ ও প্রক্ষালন পাত্রের কথা, ৪০ ও অন্য পাত্রের কথা।

[১] পরে সুলেমানের আপন বাটী নির্ম্মাণ করিতেং ত্রয়োদশ বৎসর গত হইল; পরে আপনার সমুদয় বাটীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল।

[২] আর সে লিবানোন্ অরণ্য নামে বাটী নির্ম্মাণ করিল; তাহার দীর্ঘতা এক শত হস্ত ও প্রস্থতা পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত করিল, এবং চারি শ্রেণী এরস্‌কাষ্ঠের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্তম্ভের উপরে এরস্‌কাষ্ঠের কড়ি দিয়া তাহা নির্ম্মাণ করিল। [৩] স্তম্ভের উপরে প্রত্যেক শ্রেণীতে পঞ্চদশ, সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ কুঠরী স্থাপিত হইল, তাহার উপরে এরস্‌কাষ্ঠের ছাত দিল। [৪] এবং তিন শ্রেণীতে পরস্পর সম্মুখ বাতায়ন রাখিল। [৫] এবং বাতায়নের তাবৎ চৌকাঠ চতুষ্কোণ হইল, এবং তিন শ্রেণীতে পরস্পর সমমুখ বাতায়ন করিল। [৬] এবং স্তম্ভের সম্মুখস্থ বারাণ্ডা করিল, তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত

ও প্রস্থতা ত্রিশ হস্ত; এবং সম্মুখস্থ আর এক বারাণ্ডা করিল, এবং অন্য স্তম্ভ ও পাইড়কাষ্ঠ তাহার সম্মুখে ছিল। [৭] এবং যে সিংহাসনের বারাণ্ডাতে বিচার করিবে, তাহা বিচারবারাণ্ডা করিল, এবং মেঝিয়ার এক দিগ অবধি অন্য দিগ পর্য্যন্ত এরস্‌কাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদিত করিল। [৮] আর আপন বাসগৃহের নিমিত্তে বারাণ্ডার পশ্চাতে তদ্রূপ আর এক প্রাঙ্গণ করিল; এবং সুলেমান্ আপন ভার্য্যা ফিরৌণের কন্যার নিমিত্তে ঐ বারাণ্ডার ন্যায় আর এক বারাণ্ডা নির্ম্মাণ করিল। [৯] এই সকল ভিত্তিমূল অবধি আলিশা পর্য্যন্ত ভিতরে ও বাহিরে তক্ষিত প্রস্তরের পরিমাণানুসারে করাতদ্বারা ছিন্ন বহুমূল্য প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মাণ করিল, এবং বাহিরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিগেও তদ্রূপ করিল। [১০] এবং বহুমূল্য প্রস্তর, অর্থাৎ দশ হস্ত পরিমিত ও অষ্ট হস্ত পরিমিত বৃহৎ প্রস্তরদ্বারা ভিত্তিমূল করিল। [১১] ও তাহার উপরে তক্ষিত প্রস্তরের পরিমাণানুসারে বহুমূল্য প্রস্তর ও এরস্‌কাষ্ঠ দিল। [১২] এবং যেমন পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্যপ্রাঙ্গণে ও আপন গৃহের বারাণ্ডাতে, তদ্রূপ মহাপ্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগে তিন শ্রেণী তক্ষিত প্রস্তর, ও এক শ্রেণী এরস্‌কাষ্ঠ দিল।

[১৩] পরে সুলেমান্ রাজা লোক প্রেরণ করিয়া সোরহইতে হূরম্‌কে আনাইল। [১৪] ঐ হূরম্ নপ্তালি বংশীয় এক বিধবার গর্ভজাত, ও সোর্ নগরস্থ এক কাংস্যকারের পুত্র ছিল; সে পিত্তলের সমস্ত কর্ম্মেতে সুজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ও নিপুণ ছিল; পরে সে সুলেমান্ রাজার কাছে আসিয়া তাহার সমস্ত কার্য্য করিল।

[১৫] সে পিত্তলের দুই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল; তাহার এক স্তম্ভ অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ, এবং দ্বাদশ হস্ত পরিমিত সূত্র দ্বিতীয় স্তম্ভের পরিধি ছিল। [১৬] এবং দুই স্তম্ভের মস্তকে স্থাপনার্থে পিত্তলের দুই মাথলা ছাঁচে ঢালিল, এক মাথলার উচ্চতা যেমন পাঁচ হস্ত, অন্য মাথলার উচ্চতাও তদ্রূপ পাঁচ হস্ত করিল। [১৭] এবং স্তম্ভের উপরিস্থ সেই মাথলার জন্যে জালকার্য্যে জাল ও শৃঙ্খলের কার্য্যে পাকান রজ্জু নির্ম্মাণ করিল; তাহার এক মাথলার জন্যে যেমন সাত, অন্য মাথলার জন্যেও তদ্রূপ সাত করিল। [১৮] এবং স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা আচ্ছাদনার্থে জালরূপ কার্য্যের উপরে বেষ্টন করিতে দুই শ্রেণী দাড়িম্ব নির্ম্মাণ করিল, এবং অন্য মাথলার জন্যেও তদ্রূপ করিল। [১৯] এবং বারাণ্ডাতে দুই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা চারি হস্ত পর্য্যন্ত শোষণ পুষ্পের আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। [২০] এই জালরূপ কার্য্যের নিকটে দুই স্তম্ভের মাথলার প্রধান ভাগের উপরে চতুর্দ্দিগে শ্রেণীবদ্ধ দাড়িম্ব ছিল, প্রত্যেক মাথলার উপরে দুই শত ছিল। [২১] পরে সে ঐ দুই স্তম্ভ মন্দিরের বারাণ্ডাতে স্থাপন করিল, এবং দক্ষিণ দিগের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার নাম যাখীন্ (স্থিরকারক) রাখিল, এবং বাম দিগের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার নাম বোয়স্ (বল) রাখিল। [২২] ঐ দুই স্তম্ভের উপরে শোষণ পুষ্পাকৃতি ছিল; এই রূপে স্তম্ভের কার্য্য সমাপ্ত করিল।

[২৩] পরে সে ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্রূপ পাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহা এক কাণা অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, এবং তাহার পরিধি ত্রিংশৎ হস্ত করিল। [২৪] এবং চতুর্দ্দিগে কাণার নীচে সমুদ্রূপ পাত্র বেষ্টনকারি গোলাকৃতির শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক হস্ত পরিমাণের মধ্যে দশ২ গোলাকৃতি; সেই গোলাকৃতির দুই শ্রেণী পাত্র ঢালিবার সময়ে ছাঁচে ঢালা গিয়াছিল। [২৫] ঐ সমুদ্রূপ পাত্র দ্বাদশ গোরুর উপরে স্থাপিত ছিল; তাহাদের তিন উত্তরমুখ, ও তিন পশ্চিমমুখ, ও তিন দক্ষিণমুখ, ও তিন পূর্ব্বমুখ ছিল; এবং সমুদ্রূপ পাত্র তাহাদের উপরে থাকিল; তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ অন্তরে থাকিল। [২৬] ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা শোষণ পুষ্পাকার বাটীর কাণার সদৃশ ছিল; তাহাতে দুই সহস্র মণ ধরিত।

[২৭] পরে সে চারি হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ করিল। [২৮] সেই সকল পীঠের গঠন এই রূপ; তাহাদের মধ্যদেশ ছিল, সেই সকল মধ্যদেশ বিটের মধ্যে ছিল। [২৯] এবং বিটের মধ্যদেশে সিংহ ও গোরু ও কিরূব্ চিত্রিত ছিল, এবং উপরিস্থ বিটেতেও সেই রূপ ছিল, এবং সিংহদের ও গোরুদের নীচে সূক্ষ্ম কার্য্যের মালা ছিল। [৩০] প্রত্যেক পীঠের পিত্তলময় চারি চক্র ও পিত্তলময় আল ছিল, এবং চারি কোণে স্থাপিত অবলম্বন ছিল, সেই সকল অবলম্বন স্নানপাত্রের নীচে ঢালা ছিল, ও প্রত্যেকের নিকটে মালা ছিল। [৩১] এবং মাথলার মধ্যে ও তদুপরি তাহার মুখ এক হস্ত, কিন্তু তাহার বহির্মুখ স্তম্ভের আকৃতির ন্যায় গোল ও দেড় হস্ত পরিমিত; ও তাহার মুখের উপরে শিল্পকার্য্য ছিল; এবং তাহার মধ্যদেশ সকল গোল নয়, চতুষ্কোণ ছিল। [৩২] এবং মধ্যদেশের নীচে চারি চক্র; ঐ চক্রের আল পীঠের সহিত নির্ম্মিত ছিল; তাহার প্রত্যেক চক্র দেড় হস্ত উচ্চ ছিল। [৩৩] এবং রথচক্রের ন্যায় তাহার আকৃতি ছিল, এবং তাহার আল ও নেমি ও

তাহার নাভি ও দণ্ড ছাঁচে ঢালা ছিল। [৩৪] এবং প্রত্যেক পীঠের চারি কোণে স্থাপিত চারি অবলম্বন ছিল; সে অবলম্বন স্বয়ং পীঠের সহিত নির্ম্মিত ছিল। [৩৫] ঐ পীঠের উপরিস্থ অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ বর্ত্তুলাকার হাতল এবং পীঠের উপরিস্থ অবলম্বন ও মধ্যদেশ তাহার সহিত নির্ম্মিত ছিল। [৩৬] আর সে তাহার অবলম্বনের প্রদেশের ও তাহার মধ্যদেশের উপরে প্রত্যেকের পরিমাণানুসারে কিরূবদিগকে ও সিংহদিগকে ও খর্জ্জূরবৃক্ষদিগকে খুদিল ও চতুর্দ্দিগে মালা দিল। [৩৭] এই রূপে সে এক ছাঁচে ও এক পরিমাণে ও এক আকারে পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ করিল।

[৩৮] পরে সে পিত্তলময় দশ প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহার প্রত্যেক পাত্র চারি হস্ত পরিমিত ছিল; এবং প্রত্যেক পাত্রে চল্লিশ মণ ধরিত, এবং ঐ দশ পীঠের মধ্যে এক২ পীঠের উপরে এক২ প্রক্ষালনপাত্র থাকিত। [৩৯] সে গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁচ পীঠ ও বাম পার্শ্বে পাঁচ পীঠ রাখিল; এবং পূর্ব্বদিগে গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণদিগের সম্মুখে সমুদ্ররূপ পাত্র স্থাপন করিল।

[৪০] হূরম্ ঐ সকল প্রক্ষালনপাত্র ও হাতা ও বাটি নির্ম্মাণ করিল; এই রূপে হূরম্ পরমেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে সুলেমান্ রাজার জন্যে যে২ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে সকল সমাপ্ত করিল। [৪১] দুই স্তম্ভ, ও সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার, ও সেই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক জালবৎ দুই আচ্ছাদন; [৪২] এবং জালবৎ দুই কার্য্যের জন্যে চারি শত দাড়িম্বাকার, অর্থাৎ স্তম্ভোপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক এক২ জালবৎ কার্য্যার্থে দুই শ্রেণী দাড়িম্বাকার; [৪৩] এবং দশ পীঠ ও পীঠের উপরে দশ প্রক্ষালনপাত্র; [৪৪] এবং এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও সমুদ্রপাত্রের নীচে দ্বাদশ গোরু; [৪৫] এবং স্থালী ও হাতা ও বাটি, এই যে সকল পাত্র হূরম্ সুলেমানের জন্যে পরমেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে প্রস্তুত করিল, সকলি তেজোময় পিত্তলদ্বারা সাঙ্গ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিল। [৪৬] রাজা যর্দ্দনের প্রান্তরে সুক্কোৎ ও সর্ত্তনের মধ্যস্থিত চিক্কণ ভূমিতে তাহা ঢালাইল। [৪৭] এবং সুলেমান্ অতি বাহুল্য প্রযুক্ত ঐ সকল পাত্র তৌল করিল না; এবং তাহার পিত্তলের কত পরিমাণ, তাহা জানা গেল না। [৪৮] এবং সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে সেই সকল পাত্র নির্ম্মাণ করাইল, এবং স্বর্ণবেদি, ও দর্শনরুটী স্থাপনার্থে স্বর্ণমেজ; [৪৯] এবং ঈশ্বরের বাক্যস্থানের সম্মুখে দক্ষিণে পাঁচ ও বামে পাঁচ নির্ম্মল স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ, এবং স্বর্ণময় পুষ্প ও প্রদীপ ও চিমটা; [৫০] এবং নির্ম্মল স্বর্ণময় ডাবর ও গুলত্রাস ও বাটি ও চমস ও ধূনাচি, ও ভিতরে স্থিত মহাপবিত্র স্থানের ও মন্দিরের কপাটের জন্যে স্বর্ণময় কব্জা করিল। [৫১] এই রূপে পরমেশ্বরের গৃহের জন্যে সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে সুলেমান্ আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত সকল দ্রব্য তাহার মধ্যে আনিল; সে ঐ রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র সকল পরমেশ্বরের গৃহস্থিত ধনাগারের মধ্যে রাখিল।

৮ অধ্যায়।

১ মন্দির উৎসর্গ করণের উৎসব, ১২ ও সুলেমানের আশীর্ব্বাদ কথা, ২২ ও সুলেমানের প্রার্থনার কথা, ৬২ ও বলিদানাদি উৎসর্গ করণ।

[১] অপর সুলেমান্ দায়ূদ্‌নগর অর্থাৎ সিয়োন্‌হইতে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনয়নার্থে ইস্রায়েল লোকদের প্রাচীনগণকে ও বংশ সকলের প্রধান লোকদিগকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল লোকদের তাবৎ গোষ্ঠীর অধ্যক্ষদিগকে যিরূশালমে আপনার নিকটে একত্র করিল। [২] তাহাতে এথানীম্ নামক সপ্তম মাসের উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের তাবৎ লোক সুলেমান্ রাজার নিকটে একত্র হইল। [৩] পরে ইস্রায়েলের প্রাচীনগণ উপস্থিত হইলে যাজকগণ সিন্দুক উঠাইল। [৪] এবং যাজকগণ ও লেবীয় লোকেরা পরমেশ্বরের সিন্দুক ও মণ্ডলীর আবাস ও আবাসের মধ্যস্থ সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইল। [৫] তাহাতে সুলেমান্ রাজা সমাগত ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীর সহিত সিন্দুকের সম্মুখে যাইয়া মেষ গবাদি বলিদান করিল; তাহা বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অপরিমেয় ছিল। [৬] পরে যাজকেরা মন্দিরমধ্যস্থ ঈশ্বরের বাক্যস্থানে, অর্থাৎ অতি পবিত্র স্থানে কিরূবদের পক্ষের নীচে নিরূপিত স্থানে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনিল। [৭] সেই কিরূবেরা সিন্দুকের স্থানের দিগে বিস্তীর্ণপক্ষ ছিল, এবং কিরূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই সাইঙ্গ আচ্ছাদন করিত। [৮] সেই দুই সাইঙ্গ এমত লম্বা ছিল, যে তাহার অগ্রভাগ ঈশ্বরের বাক্যস্থানের সম্মুখে পবিত্র স্থানে দৃষ্ট হইত, কিন্তু বাহিরে দৃষ্ট হইত না; তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানে আছে। [৯] সেই সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল হোরেবে মূসা যে দুই প্রস্তরময় পত্র তন্মধ্যে রাখিয়াছিল তাহাই মাত্র, অর্থাৎ মিসরহইতে ইস্রায়েল্ বংশের নির্গমন কালে তাহার সহিত পরমেশ্বরদ্বারা কৃত নিয়মের পত্র ছিল। [১০] অপর পবিত্র স্থানের

মধ্যহইতে যাজকদের নির্গমন কালে পরমেশ্বরের মন্দির মেঘেতে এমত পরিপূর্ণ হইল, ১১ যে যাজকগণ মেঘ প্রযুক্ত দণ্ডায়মান হইয়া সেবা করিতে অসমর্থ হইল, কেননা পরমেশ্বরের তেজেতে পরমেশ্বরের মন্দির পরিপূর্ণ হইল।

১২ তখন সুলেমান্ কহিল, পরমেশ্বর ঘোর অন্ধকারে বাস করেন, ইহা তিনি কহিয়াছেন। ১৩ আমি তোমার বাসার্থে যত্নপূর্ব্বক এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইলাম; ইহা তোমার নিত্য বাসার্থে স্থিরীকৃত। ১৪ অপর ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইলে রাজা মুখ ফিরাইয়া ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিল। ১৫ রাজা কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য; তিনি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপন মুখে এই যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপন হস্তদ্বারা সফল করিলেন; ১৬ 'আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি আমি আপন নাম রাখিতে গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নাই; কিন্তু আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ হইবার জন্যে দায়ূদকে মনোনীত করিলাম।' ১৭ এবং ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতা দায়ূদের মনস্থ ছিল। ১৮ কিন্তু পরমেশ্বর আমার পিতা দায়ূদকে কহিলেন, আমার নামে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে তোমার মনস্থ আছে; তোমার এই রূপ মনস্থ করা ভাল বটে। ১৯ তথাপি সেই মন্দির নির্ম্মাণ তুমি করিবা না, কিন্তু তোমার ঔরসজাত এক পুত্র আমার নামে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। ২০ পরমেশ্বর এই যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সফল করিলেন; পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূদের পদে স্থাপিত ও ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলাম। ২১ আর পরমেশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে বাহির করণ কালে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়মের আধার যে সিন্দুক তাহার জন্যে আমি সেখানে এক স্থান প্রস্তুত করিলাম।

২২ পরে সুলেমান্ ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে পরমেশ্বরের বেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আকাশের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া কহিল, ২৩ হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার সম্মুখে আচরণকারি আপন দাসগণের প্রতি তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক, ২৪ বিশেষতঃ তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুত বাক্য পালন করিয়াছ, এবং যাহা আপন মুখে কহিয়াছ, তাহা অদ্য আপন হস্তদ্বারা সিদ্ধ করিতেছ। ২৫ হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা এখন সফল কর। তুমি তাহাকে কহিয়াছিলা, 'আমার সম্মুখে তুমি যেমন আচরণ করিলা, তোমার বংশও যদি সাবধান হইয়া আমার সম্মুখে তদ্রূপ আচরণ করে, তবে আমার দৃষ্টিতে, ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে তোমার বংশে মনুষ্যের অভাব হইবে না।' ২৬ হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমি বিনয় করি, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি যে কথা তুমি কহিয়াছ, তাহা সুস্থির হউক। ২৭ কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীতে বাস করিবেন, ইহা কি সত্য বটে? স্বর্গ ও স্বর্গের উপরিস্থ স্বর্গ যাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, তাঁহাকে কি আমার নির্ম্মিত এই মন্দির ধারণ করিতে পারে? ২৮ হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন দাসের নিবেদন ও প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ কর, ও তোমার দাস অদ্য তোমার নিকটে যে বিনতি ও প্রার্থনা করে, তাহা শুন। ২৯ এবং যে স্থানের বিষয়ে তুমি কহিয়াছ, আমার নাম সেই স্থানে থাকিবে, সে স্থান অর্থাৎ তোমার এই মন্দিরের প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্রি উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের দিগে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা শুন। ৩০ এবং এই স্থানের দিগে অভিমুখ আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের বিনতির প্রতি মনোযোগ কর, এবং তোমার নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুন, ও শুনিয়া ক্ষমা কর।

৩১ কেহ আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্যে এক দিব্য নিশ্চিত হয়, ও সেই দিব্যে এই মন্দিরে তোমার হোমবেদির সম্মুখে উপস্থিত হয়, ৩২ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া নিস্পত্তি করিয়া আপন দাসদের বিচার করিও, অর্থাৎ দোষিকে সদোষ করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও; ও নির্দ্দোষকে নির্দ্দোষ করিয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে ফল দিও।

৩৩ আর তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোক তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুদ্বারা পরাস্ত হইলে পর পুনর্ব্বার যদি তোমার প্রতি ফিরে, ও এই মন্দিরে তোমার নাম স্বীকার করিয়া তোমার নিকটে বিনয় করিয়া প্রার্থনা করে; ৩৪ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া

মনোযোগ করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, তাহাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও।

[৩৫] আর তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ করণ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হইয়া বৃষ্টি না করে. আর তাহাতে লোকেরা যদি এই স্থানের দিগে অভিমুখ হইয়া তোমার নাম স্বীকার করিয়া প্রার্থনা করে, এবং তোমাহইতে ক্লেশ পাইয়া আপন২ পাপহইতে ফিরে, [৩৬] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের অপরাধ ক্ষমা করিও, ও তাহাদিগকে গন্তব্য সৎপথ দেখাইও, এবং অধিকারার্থে আপন প্রজাদিগকে দত্ত তোমার দেশে বৃষ্টি করিও।

[৩৭] আর যদি তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ কিম্বা মহামারী কিম্বা চিটা কিম্বা শস্যের ম্লানতা কিম্বা পঙ্গপাল কিম্বা কীট হয়, কিম্বা তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের তাবৎ দেশের নগর অবরোধ করে, কিম্বা কোন মারী বা রোগ ব্যাপ্ত হয়; [৩৮] পরে আপনাদের মনঃপীড়া জানিয়া তোমার প্রজা তাবৎ ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে কোন২ জন যদি এই মন্দিরের দিগে হস্ত বিস্তার করিয়া কোন নিবেদন কিম্বা প্রার্থনা করে; [৩৯] তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া ক্ষমা করিও ও সিদ্ধ করিও, এবং প্রত্যেক জনের মন জানিয়া তাহাদের ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিও; কেননা তাবৎ মনুষ্যসন্তানের মন কেবল তুমিই জান। [৪০] তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে তোমার দত্ত দেশে তাহারা যত দিন সজীব থাকে, তাবৎ তোমাকে ভয় করিবে।

[৪১] আর বিদেশিরা তোমার মহানাম ও সবল হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুর কথা শ্রবণ করিবে; অতএব তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের বহির্ভূত কোন বিদেশি লোক [৪২] যদি তোমার নামের গুণে দূরদেশহইতে আসিয়া এই মন্দিরের সম্মুখে প্রার্থনা করে, [৪৩] তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী তোমার নিকটে যে প্রার্থনা করিবে, তাহার প্রতি তদনুসারে করিও। তাহাতে তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকের ন্যায় পৃথিবীস্থ সকল লোক তোমাকে ভয় করিবে, ও আমার নির্ম্মিত এই মন্দির তোমার নামে বিখ্যাত, ইহা জ্ঞাত হইবে।

[৪৪] আর তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন স্থানে প্রেরণ করিলে তাহারা যদি আপন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া তোমার মনোনীত নগরের দিগে ও তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত মন্দিরের দিগে অভিমুখ হইয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে; [৪৫] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও। [৪৬] আর তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, (কেননা পাপ না করে এমত কোন মনুষ্য নাই,) এবং তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শত্রুহস্তগত কর, ও শত্রুগণ তাহাদিগকে দূরস্থ কিম্বা নিকটস্থ আপন দেশে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, [৪৭] এবং সেই বন্দিরা দেশান্তরে নীত হইয়া সেই স্থানে বিবেচনা করিয়া তোমার প্রতি ফিরে, এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, তাহাদের দেশে তোমার নিকটে বিনতি করিয়া, 'আমরা পাপ করিলাম ও অপরাধী হইলাম ও দুষ্টতা করিলাম,' এই কথা কহে, [৪৮] এবং যে শত্রুগণ তাহাদিগকে লইয়া গেল, তাহাদের দেশে থাকিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার প্রতি ফিরে, এবং তুমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, আপনাদের সেই দেশের দিগে, ও তোমার মনোনীত নগরের দিগে, ও তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত মন্দিরের দিগে অভিমুখ হইয়া যদি তোমার কাছে প্রার্থনা করে; [৪৯] তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও; [৫০] এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপকারি আপন প্রজাদিগকে ক্ষমা করিও, ও তোমার বিরুদ্ধে কৃত তাহাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিও: এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, তাহাদের কৃপাপাত্র করিয়া তাহাদের প্রতি শত্রুদের কৃপা বর্ত্তাইও। [৫১] কেননা তাহারা তোমার প্রজা ও তোমার অধিকার; তুমিই তাহাদিগকে মিসরের মধ্যহইতে অর্থাৎ লৌহের কুণ্ডহইতে আনিয়াছ। [৫২] তোমার এই দাসের প্রার্থনাতে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের প্রার্থনাতে প্রসন্নচক্ষু হইও, এবং তাহারা যে২ প্রার্থনা করিবে, তুমি তাহা শুনিও। [৫৩] কেননা হে প্রভো পরমেশ্বর, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে আনয়ন কালে তুমি আপন দাস মূসার প্রতি যেমন কহিয়াছিলা, তদ্রূপ তোমার অধিকারার্থে তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ সকল লোকের মধ্যহইতে পৃথক্ করিয়াছ।

[৫৪] সুলেমান্ পরমেশ্বরের নিকটে এই সকল প্রার্থনা ও নিবেদন সাঙ্গ করিয়া পরমেশ্বরের হোমবেদির সম্মুখে হাঁটু পাতনহইতে উঠিল। [৫৫] এবং আকাশের দিগে হস্তদ্বয় বিস্তার করণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিয়া

ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিল; ৫৬ ধন্য পরমেশ্বর, যেহেতুক তিনি আপন সকল প্রতিজ্ঞানুসারে আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে বিশ্রাম দিলেন; তিনি আপন দাস মূসার প্রমুখাৎ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার এক কথাও নিষ্ফল হয় নাই। ৫৭ আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহবর্ত্তী ছিলেন, তদ্রূপ আমাদেরও সহবর্ত্তী হউন, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী না হউন। ৫৮ এবং আপনার প্রতি আমাদের মনকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার তাবৎ পথে চলিতে ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত তাঁহার তাবৎ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিতে প্রবৃত্ত করুন। ৫৯ এই যে কথাদ্বারা আমি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম, আমার এই কথা দিবারাত্রি আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের গোচরে থাকুক; এবং যেমন প্রয়োজন তদনুসারে তিনি প্রতি দিন আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের বিচার সিদ্ধ করুন। ৬০ তাহাতে যিহোবাঃ যে সত্য ঈশ্বর, ইহা পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতীয়েরা জ্ঞাত হইবে। ৬১ অতএব ন্যায় তাঁহার বিধিমতে আচরণ করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি তোমাদের মন স্থির থাকুক।

৬২ পরে রাজা ও তাহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিতে লাগিল। ৬৩ তাহাতে সুলেমান্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র গোরু ও এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মেষ মঙ্গলার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিল; এই রূপে রাজা ও ইস্রায়েল্ লোকেরা পরমেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল। ৬৪ এবং সেই দিনে রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করিল, অর্থাৎ সে স্থানে হোমবলি ও নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ উৎসর্গ করিল; যেহেতুক হোমবলি ও নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ ধরিতে পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ পিত্তলময় বেদি অতি ক্ষুদ্র ছিল। ৬৫ ঐ সময়ে সুলেমান্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে (কুটীরনির্ম্মাণ) উৎসব করিল, ও তাহার সঙ্গি মহামণ্ডলী, অর্থাৎ হমাতের প্রবেশস্থান অবধি মিসরের সীমানদী পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ দেশনিবাসি সমস্ত লোক প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুই সপ্তাহ অর্থাৎ চৌদ্দ দিন ঐ উৎসব করিল। ৬৬ পরে অষ্টম দিনে সে লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিল; এবং পরমেশ্বর আপন দাস দায়ূদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের জন্যে যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তাহাতে আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন ২ বাসস্থানে গেল।

৯ অধ্যায়।

১ দ্বিতীয় দর্শনে সুলেমানের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম, ১০ ও সুলেমান্ ও হীরমের পরস্পর উপঢৌকন দেওন, ১৫ ও নানা নগরের নির্ম্মাণ, ২০ ও কিনানীয় প্রভৃতিদের দাসত্বের কথা, ২৪ ও ফিরৌণের কন্যার আপন গৃহে গমন, ২৫ ও সুলেমানের বার্ষিক বলিদানাদি, ২৬ ও তাহার জাহাজের কথা।

১ সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটী ও আপন ইচ্ছামত যে সকল কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছা করিল, তাহা সমাপ্ত করিলে, ২ পরমেশ্বর যেমন গিবিয়োনে দর্শন দিয়াছিলেন, তদ্রূপ সুলেমান্কে দ্বিতীয় বার দর্শন দিলেন। ৩ পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার সাক্ষাতে যে ২ প্রার্থনা ও বিনতি করিয়াছ, তাহা আমি শুনিলাম; এবং তুমি যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছ, তন্মধ্যে আমার নাম নিত্য স্থাপন করিবার জন্যে তাহা পবিত্র করিলাম, এবং সেই স্থানের প্রতি সর্ব্বদা আমার চক্ষু ও মন থাকিবে। ৪ এবং তোমার পিতা দায়ূদের ন্যায় তুমিও যদি আমার সাক্ষাতে আচরণ কর, এবং সমস্ত অন্তঃকরণে সরলরূপে আমাহইতে প্রাপ্ত তাবৎ আদেশানুযায়ি কর্ম্ম কর, এবং আমার বিধি ও ব্যবস্থা পালন কর; ৫ তবে 'ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে তোমার বংশে মনুষ্যের অভাব হইবে না;' এই যে কথা কহিয়া তোমার পিতা দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে আমি ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার রাজসিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী করিব। ৬ কিন্তু যদি তোমরা ও তোমাদের বংশ কোন ক্রমে আমার পশ্চাৎহইতে ফির, ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন না কর, কিন্তু বিপথগামী হইয়া ইতর দেবগণের সেবা ও আরাধনা কর, ৭ তবে আমি ইস্রায়েল্ বংশকে যে দেশ দিয়াছি, তাহাহইতে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং আপন নামের জন্যে এই যে মন্দির পবিত্র করিলাম, ইহা আপন দৃষ্টিহইতে দূর করিব, এবং তাবৎ জাতীয়দের মধ্যে ইস্রায়েল্ লোক দৃষ্টান্ত ও উপকথাস্বরূপ হইবে। ৮ তাহাতে যে কেহ এই উচ্চ মন্দিরের নিকট দিয়া গমন করিবে, সে চমৎকৃত হইয়া ও শিশ দিয়া, 'এই দেশ ও মন্দিরের প্রতি পরমেশ্বর এমত দুর্দ্দশা কেন ঘটাইলেন?' ইহা জিজ্ঞাসা করিবে; ৯ তাহাতে লোকেরা উত্তর করিবে, যিনি এই লোকদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া

আনিয়াছিলেন, আপনাদের সেই প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া তাহারা ইতর দেবগণের আশ্রয় লইয়া তাহাদের ভজনা ও সেবা করিল, এই জন্যে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি এই সকল অমঙ্গল ঘটাইলেন।

১০ পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটী এই দুই গৃহ সুলেমানের নির্ম্মাণ করণে বিংশতি বৎসর লাগিল। ১১ এবং সোরের রাজা হীরম সুলেমানের ইচ্ছানুসারে এরস্ কাষ্ঠ ও দেবদারু কাষ্ঠ ও স্বর্ণ যোগাইয়া দিয়াছিল; সাঙ্গ হইলে সুলেমান্ হীরম্ রাজাকে গালীল্ দেশস্থ বিংশতি নগর দিল। ১২ কিন্তু হীরম্ সুলেমানের দত্ত সেই সকল নগর দেখিতে আইলে তাহা তাহার তুষ্টিজনক হইল না। ১৩ তাহাতে সে কহিল, হে আমার ভ্রাতঃ, এ কেমন নগর আমাকে দিলা? এ কারণ সেই অঞ্চলের নাম কাবূল্ (অতুষ্টিকর) রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে। ১৪ হীরম্ এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

১৫ আর সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দির ও আপনার বাটী ও মিল্লো ও যিরূশালমের প্রাচীর ও হাৎসোর ও মগিদ্দো ও গেষর নির্ম্মাণ করিবার কারণ কর্ম্মকারকদের দল সংগ্রহ করিয়াছিল। ১৬ মিসরের রাজা ফিরৌন্ আসিয়া সেই গেষর্ হস্তগত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তন্নিবাসি কিনানীয়দিগকে বধ করিয়াছিল, পরে আপন কন্যা সুলেমানের ভার্য্যাকে যৌতুকরূপে তাহা দিয়াছিল। ১৭ অতএব সুলেমান্ গেষর্ ও অধঃস্থিত বৈথোরোণ; ১৮ এবং বালৎ, ও মরুভূমিবেষ্টিত দেশস্থ তদ্মোর, ১৯ এবং আপন কোষ ও রথ ও অশ্বারূঢ়দের জন্যে নানা নগর নির্ম্মাণ করিল। এই রূপে সুলেমান্ যিরূশালমে ও লিবানোনে ও আপন অধিকারদেশের সর্ব্বত্র আপন ইচ্ছানুসারে নানা গাঁথনি করিল।

২০ ইস্রায়েল্ বংশ ভিন্ন যে ইমোরীয় ও হিত্তীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় বংশীয়েরা অবশিষ্ট রহিয়াছিল, অর্থাৎ ইস্রায়েল বংশ যাহাদিগকে বর্জ্জন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিতে না পারাতে দেশে অবশিষ্ট রাখিয়াছিল, ২১ তাহাদের বংশহইতে উৎপন্ন লোকদিগকে সুলেমান্ অদ্যকার ন্যায় দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত দলরূপে গ্রহণ করিল; ২২ কিন্তু সুলেমান্ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে কাহাকেও দাস করিল না; তাহাদিগকে যোদ্ধা ও রাজভৃত্য ও অধ্যক্ষ ও সেনাপতি ও সারথি ও অশ্বারূঢ় করিল। ২৩ সুলেমানের কর্ম্মে নিযুক্ত পাঁচ শত পঞ্চাশ্ জন প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তাহারা কর্ম্মকারি লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করিত।

২৪ পরে ফিরৌণের কন্যা সুলেমানের কৃত বাটীতে দায়ূদ্নগরহইতে আইলে সুলেমান্ মিল্লো নির্ম্মাণ করিল।

২৫ আর সুলেমান্ পরমেশ্বরের জন্যে আপন নির্ম্মিত হোমবেদির উপরে বৎসরের মধ্যে তিন বার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিত, এবং পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ বেদির উপরে ধূপ জ্বালাইত। এই রূপে মন্দির সমাপ্ত করিল।

২৬ আর সুলেমান্ রাজা ইদোম দেশে সূফ-সমুদ্রের তীরস্থ এলতের নিকটবর্ত্তি ইৎসিয়োন্-গেবরে সমুহজাহাজ নির্ম্মাণ করিল। ২৭ তাহাতে হীরম্ সুলেমানের দাসদের সহিত সামুদ্রিক কার্য্যে নিপুণ আপন নাবিক দাসদিগকে সেই জাহাজে প্রেরণ করিল। ২৮ তাহারা ওফীরে যাইয়া তথাহইতে চারি শত বিংশতি মণ স্বর্ণ লইয়া সুলেমান রাজার নিকটে আনিত।

১০ অধ্যায়।

১ শিবা দেশের রাণীর কথা, ১১ ও হীরম্ রাজার কথা, ১৪ ও সুলেমানের স্বর্ণময় ঢাল করণ, ১৮ ও সিংহাসনাদির কথা, ২৪ ও তাহার কাছে লোকদের সমাগম, ২৬ ও রথ ও অশ্বের কথা।

১ অপর পরমেশ্বরের নামের গৌরবার্থে শিবা দেশের রাণী সুলেমান্ রাজার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া নিগূঢ় বাক্যদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে আইল। ২ সে সুগন্ধি দ্রব্য ও অতিশয় প্রচুর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সঙ্গে লইয়া অতি বড় সমারোহপূর্ব্বক যিরূশালমে আইল; পরে সুলেমানের নিকটে আসিয়া তাহাকে আপন মনের তাবৎ কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। ৩ তাহাতে সুলেমান্ তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর করিল; রাজার বোধাগম্য কিছুই ছিল না, সে তাহাকে সকলি কহিল। ৪ এই প্রকারে শিবার রাণী সুলেমানের সকল জ্ঞান ও তাহার নির্ম্মিত গৃহ, ৫ ও তাহার মেজের খাদ্যদ্রব্য ও মন্ত্রিদের সভা ও পরিচারকদের শ্রেণী ও পরিচ্ছদ ও পানপাত্রবাহকগণ ও পরমেশ্বরের মন্দিরে আরোহণার্থে তাহার নির্ম্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া হতজ্ঞান হইল। ৬ পরে ঐ রাণী রাজাকে কহিল, আমি আপন দেশে থাকিয়া তোমার কর্ম্ম ও বিদ্যার যে সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। ৭ কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া আপন চক্ষুতে না দেখিলাম, তাবৎ তাহা প্রত্যয় করিলাম না; তথাপি তাহার অর্দ্ধেকও আমাকে কথিত হয় নাই; যে কথা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাহইতে তোমার বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য অধিক। ৮ ধন্য তোমার এই লোকেরা, এবং ধন্য তোমার এই দাসেরা, যেহেতুক ইহারা নিত্য তোমার সম্মুখে

দাঁড়াইয়া তোমার জ্ঞানের কথা শুনে। [৯] এবং ধন্য তোমার প্রভু পরমেশ্বর, যেহেতুক তিনি তোমাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট করিতে সন্তুষ্ট হইলেন; পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশেতে সর্ব্বদা প্রেম করেন, এই জন্যে ন্যায় ও ধর্ম্ম করিতে তোমাকে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। [১০] পরে সে রাজাকে এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ ও অতিশয় প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিল। শিবার ঐ রাণী সুলেমান্ রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিল, তত প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য সেখানে আর কখনো আইসে নাই।

[১১] অপর হীরম্ যে জাহাজদ্বারা ওফীর্‌হইতে স্বর্ণ আনাইত, সেই জাহাজদ্বারা ওফীর্‌হইতে বিস্তর চন্দনকাষ্ঠ ও মণি আসিত। [১২] ঐ চন্দনকাষ্ঠদ্বারা রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরের ও রাজবাটীর নিমিত্তে ক্ষুদ্র স্তম্ভ ও গায়কদের জন্যে বীণা ও নেবল নির্ম্মাণ করাইল; তদ্রূপ চন্দনকাষ্ঠ অদ্যাপি [illegible] স্থানে আইসে নাই ও কেহ দেখে নাই। [illegible]রে সুলেমান্ রাজা শিবার রাণীর যাচ্ঞানুসারে তাহার বাঞ্ছা সকল সিদ্ধ করিল, তদ্ভিন্ন আপন দাতৃত্বানুসারে তাহাকে আরো দিল; পরে সে ও তাহার দাসগণ ফিরিয়া আপন দেশে গেল।

[১৪] বণিক্‌দের ও ব্যবসায়িগণের ও অধীন সমস্ত রাজার ও দেশের সমস্ত শাসনকর্ত্তার স্থানে যে স্বর্ণপ্রাপ্তি হইত, [১৫] তদ্ব্যতিরেকে সম্বৎসরে ছয় শত ছেষট্টি মণ পরিমিত স্বর্ণ সুলেমানের কাছে আসিত। [১৬] তাহাতে সুলেমান্ রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত গোলাকার ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল্ পরিমিত স্বর্ণ ছিল। [১৭] এবং পিটান স্বর্ণদ্বারা আর তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন সের স্বর্ণ ছিল; পরে রাজা লিবানোন্ অরণ্য নামক বাটীতে তাহা রাখিল।

[১৮] পরে রাজা হস্তিদন্তময় এক সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া উত্তম স্বর্ণেতে মুড়িল। [১৯] ঐ সিংহাসনের ছয় সোপান ছিল, ও সিংহাসনের উপরিস্থ ভাগ পশ্চাতে গোলাকার ছিল, ও আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই হাতার নিকটে দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। [২০] এবং সেই ছয় সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে দ্বাদশ সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল; এই রূপ সিংহাসন আর কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই। [২১] সুলেমানের সকল পানপাত্র স্বর্ণময় ছিল, ও লিবানোন্ অরণ্য গৃহের সকল পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণময় ছিল; রূপ্যময় কোন পাত্র ছিল না; সুলেমানের অধিকারে রূপার মূল্য ছিল না। [২২] কেননা সমুদ্রে হীরমের জাহাজের সহিত রাজারও তর্শীশ্‌গামি সমূহ জাহাজ ছিল; তর্শীশের জাহাজ স্বর্ণ ও রূপা ও হস্তিদন্ত ও বানর ও ময়ূর লইয়া তিন বৎসরান্তে এক বার আসিত। [২৩] এই রূপে ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাতে সুলেমান্ রাজা পৃথিবীস্থ অন্য সকল রাজাহইতে প্রধান হইল।

[২৪] ঈশ্বর সুলেমানের চিত্তে যে রূপ জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহার সেই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিতে তাবদ্দেশীয় লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিত। [২৫] এবং প্রত্যেক জন বৎসরে ২ আপন ২ উপঢৌকন অর্থাৎ রূপ্যময় ও স্বর্ণময় পাত্র ও বস্ত্র ও অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য ও অশ্ব ও অশ্বতরদিগকে আনিত।

[২৬] পরে সুলেমান্ রথ ও অশ্বারূঢ় লোকদিগকে সংগ্রহ করিল; তাহার এক সহস্র চারি শত রথ ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল, এবং সে তাহাদিগকে নানা রথনগরে, বিশেষতঃ যিরূশালমে আপনার নিকটে রাখিল। [২৭] রাজা যিরূশালমে বাহুল্য প্রযুক্ত রূপ্যকে প্রস্তরের ন্যায় ও এরসকাষ্ঠকে প্রান্তরস্থ ডুম্বুরকাষ্ঠের ন্যায় সাধারণ করিল। [২৮] এবং রাজা মিসর্‌হইতে অশ্বগণ আনাইত; ফলতঃ রাজধানীর বণিক্‌সমূহ বিশেষ মূল্য দিয়া অশ্বসমূহকে ক্রয় করিত। [২৯] এবং মিসর্‌হইতে আগত ও আনীত এক রথের মূল্য ছয় শত রৌপ্যমুদ্রা, ও এক অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ মুদ্রা। এই প্রকারে তাহারা হিত্তীয় ও অরামীয় রাজাদের জন্যে আনিত।

১১ অধ্যায়।

১ স্ত্রীগণদ্বারা সুলেমানের দেবপূজা করণ, ৯ ও তাহার প্রতি পরমেশ্বরের অনুযোগ, ১৪ ও তাহার শত্রু হদদের কথা, ২৩ ও তাহার শত্রু রিষোণের কথা, ২৬ ও তাহার শত্রু যারবিয়ামের কথা, ৪১ ও সুলেমানের মৃত্যুর কথা।

[১] সুলেমান্ রাজা ফিরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে অনেক বিদেশীয় অর্থাৎ মোয়াবীয় ও অম্মোনীয় ও ইদোমীয় ও সীদোনীয় ও হিত্তীয় স্ত্রীতে প্রেম করিত। [২] পরমেশ্বর যে ভিন্নজাতীয়দের বিষয়ে ইস্রায়েল্ বংশকে কহিয়াছিলেন, ‘তোমরা তাহাদের মধ্যে যাইও না, এবং তাহাদিগকে আপনাদের মধ্যে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য আপনাদের দেবগণের প্রতি তোমাদের মনকে বিপথগামী করিবে,’ তাহাদের সহিত সুলেমান্ প্রেমাসক্ত হইল। [৩] সাত শত স্ত্রী তাহার রাণী ও তিন শত উপপত্নী ছিল; তাহাতে সেই স্ত্রীগণ তাহার মনকে বিপথগামী করিল। [৪] বিশেষতঃ সুলেমানের বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার স্ত্রীগণ তাহার মনকে ইতর দেবগণের প্রতি বিপথগামী করিলে তাহার পিতা দায়ূদের

অন্তঃকরণ যেমন সর্ব্বতোভাবে আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ছিল, তাহার তদ্রূপ থাকিল না। ৫ কিন্তু সুলেমান্ সীদোনীয় অস্তারোৎ দেবীদের ও অম্মোনীয়দের মিল্কম নামে ঘৃণার্হ দেবের পশ্চাদ্গামী হইল। ৬ এই রূপে সুলেমান্ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে কদাচরণ করিল; আপন পিতা দায়ূদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের অনুগত হইল না। ৭ সেই সময়ে সুলেমান্ যিরূশালমের সম্মুখস্থ পর্ব্বতে মোয়াবীয় কিমোশ্ ও অম্মোনীয় মোলক্ এই দুই ঘৃণার্হ দেবের জন্যে টিকরস্থান নির্ম্মাণ করিল। ৮ তাহার যত বিদেশীয় স্ত্রী আপন ২ দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্যে তদ্রূপ করিল।

৯ যে পরমেশ্বর সুলেমান্কে দুই বার দর্শন দিয়াছিলেন, এবং ইতর দেবের পশ্চাদ্গমনে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সেই প্রভু পরমেশ্বরহইতে সে মন ফিরাইল, ১০ এবং পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিল না, এই জন্যে পরমেশ্বর তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ১১ এবং পরমেশ্বর সুলেমান্কে কহিলেন, আমি যে নিয়ম ও বিধি তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি পালন কর নাই; তোমার এই মত আচরণ হওয়াতে আমি অবশ্য তোমাহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তোমার দাসকে দিব। ১২ কিন্তু আমার দাস দায়ূদের অনুরোধে তোমার বর্ত্তমান কালে তাহা করিব না; তোমার পুত্রের হস্তহইতে তাহা কাড়িয়া লইব। ১৩ তথাপি সমুদয় রাজ্য কাড়িয়া লইব না; আপন দাস দায়ূদের ও আপন মনোনীত যিরূশালমের জন্যে তোমার পুত্রকে এক বংশ দিব।

১৪ পরে পরমেশ্বর সুলেমানের সহিত ইদোম্ দেশীয় রাজবংশোদ্ভব ইদোমীয় হদদ্ নামক ব্যক্তির শত্রুতা জন্মাইলেন। ১৫ দায়ূদের ইদোমে থাকন সময়ে যোয়াব্ সেনাপতি হত লোকদিগকে কবর দিতে গমন করিয়া ইদোমের সকল পুরুষদিগকে আঘাত করিয়াছিল। ১৬ যাবৎ ইদোমের সকল পুরুষ উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ কাল অর্থাৎ ছয় মাস পর্য্যন্ত যোয়াব্ ও ইস্রায়েলের লোক সকল ইদোমে রহিয়াছিল। ১৭ কিন্তু হদদ্ ও তাহার সহিত তাহার পিতার ভৃত্য কএক ইদোমীয় লোক মিসরে পলায়ন করিয়াছিল; তখন হদদ্ ক্ষুদ্র বালক ছিল। ১৮ তাহারা মিদিয়নহইতে যাইয়া পারণে গিয়াছিল; পরে পারণহইতে লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া মিসরে ফিরৌন্ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে ফিরৌন্ তাহাকে এক বাটী ও তাহার আহারার্থে বৃত্তি ও ভূমি নিরূপণ করিয়া দিল। ১৯ পরে হদদ্ সাক্ষাতে অতিশয় অনুগ্রহ পাইলে ফিরৌন্ আপন ভার্য্যা তহপিনেস্ রাজ্ঞীর ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহ দিল। ২০ অপর তহপিনেসের ভগিনী গিনুবৎ নামে এক পুত্র প্রসব করিলে তহপিনেস্ ফিরৌণের গৃহে তাহার স্তন্যপান ত্যাগ করাইল, এবং গিনুবৎ ফিরৌণের গৃহে ফিরৌণের পুত্রদের মধ্যে থাকিল। ২১ পরে দায়ূদ্ আপন পিতৃলোকদের সহিত মহানিদ্রাগত হইয়াছে ও যোয়াব্ সেনাপতি মরিয়াছে, এই সমাচার হদদ্ মিসরে শুনিয়া ফিরৌণকে কহিল, আমাকে বিদায় কর, আমি স্বদেশে যাই। ২২ তাহাতে ফিরৌন্ তাহাকে কহিল, আমার এখানে তোমার কিসের অভাব আছে, যে তুমি স্বদেশে যাইতে বাঞ্ছা কর? সে কহিল, কিছুরই অভাব নাই, তথাপি আমাকে বিদায় কর।

২৩ ঈশ্বর সুলেমানের সহিত ইলিয়াদার পুত্র রিযোন্ নামক আর এক জনের শত্রুতা জন্মাইলেন; সে সোবার রাজা হদদেবর্ নামক আপন প্রভুর নিকটহইতে পলায়ন করিয়াছিল। ২৪ ফলতঃ যে সময়ে দায়ূদ্ তাহার স্বদেশীয় লোকদিগকে আঘাত করিল, তৎকালে সে আপনার নিকটে এক দল সৈন্য একত্র করিয়া সেনাপতি হইয়াছিল; পরে তাহারা দম্মেষকে যাইয়া সেখানে বাস করিয়া দম্মেষকে রাজ্য করিল। ২৫ এই রূপে সুলেমানের যাবৎ বর্ত্তমান সময়ে হিংসাচারি হদদ্ ভিন্ন সেও ইস্রায়েলের শত্রু ছিল, এবং ইস্রায়েল্কে ঘৃণা করিয়া অরামের উপরে রাজত্ব করিল।

২৬ যারবিয়াম্ নামে সুলেমানের এক দাস ছিল; তাহার পিতার নাম সিরেদা নিবাসি ইফ্রায়িমীয় নিবাট, কিন্তু সিরুয়া নামে তাহার মাতা সে সময়ে বিধবা ছিল; সেও রাজার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিল। ২৭ রাজার বিরুদ্ধে তাহার হস্ত বিস্তার করণের বৃত্তান্ত এই; সুলেমান্ মিল্লো নির্ম্মাণ করিতেছিল, ও আপন পিতা দায়ূদের নগরের ভগ্ন স্থান সারাইতেছিল। ২৮ তখন যারবিয়াম্ বীর্য্যবান পুরুষ ছিল, অতএব সুলেমান্ তাহাকে কর্ম্মে তৎপর যুবা দেখিয়া যূষফ্বংশীয় কর্ম্মকারকদের অধ্যক্ষ করিয়াছিল। ২৯ তৎকালে যারবিয়াম্ এক দিন যিরূশালমের বাহিরে বেড়াইলে শীলোনীয় অহিয় ভবিষ্যদ্বক্তা পথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; তখন সে নূতন বস্ত্র পরিহিত ছিল, এবং কেবল তাহারা দুই জন ক্ষেত্রে একত্র ছিল। ৩০ তাহাতে অহিয় তাহার গাত্রীয় নূতন বস্ত্র ধরিয়া চিরিয়া দ্বাদশ খণ্ড করিয়া যারবিয়ামকে কহিল, ৩১ ইহার দশ খণ্ড তুমি লও, কেননা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি সুলেমানের হস্তহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইব, ও তাহার মধ্যে

দশ বংশ তোমাকে দিব। ৩২ কিন্তু আমার দাস দায়ূদের জন্যে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যহইতে আমার মনোনীত যিরূশালম্ নগরের জন্যে অবশিষ্ট এক বংশ তাহার থাকিবে। ৩৩ কেননা তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া সীদোনীয়দের অষ্টারোৎ দেবীকে ও মোয়াবীয় কিমোশ দেবকে ও অম্মোন্ বংশের মিল্কম্ দেবকে সেবা করিয়াছে; তাহারা আপন পিতা দায়ূদের ন্যায় আমার সাক্ষাতে সৎক্রিয়া ও বিধি ও ব্যবস্থা পালনার্থে আমার পথে আর চলে না। ৩৪ তথাচ আমি তাহার হস্তহইতে সমস্ত রাজ্য লইব না, কিন্তু আমার মনোনীত দাস যে দায়ূদ্ আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করিত, তাহার অনুরোধে তাহার যাবজ্জীব তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিব না। ৩৫ কিন্তু তাহার পুত্রের হস্তহইতে রাজ্য অর্থাৎ দশ বংশ তোমাকে দিব। ৩৬ এবং আমার নাম শর্মার্থে আমার মনোনীত যে যিরূশালম্ নগর, তন্মধ্যে আমার সম্মুখে যেন আমার দাস দায়ূদের প্রদীপ নিত্য জ্বলে, এই নিমিত্তে আমি তাহার পুত্রকে এক বংশ দিব। ৩৭ এবং আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তাহাতে তুমি আপন মনের ইচ্ছানুসারে ইস্রায়েলের উপরে রাজা হইয়া রাজ্য করিবা। ৩৮ তুমি যদি আমার দাস দায়ূদের ন্যায় আমার সমস্ত আদেশে মনোযোগ কর, এবং আমার বিধি ও আজ্ঞা পালন করিতে আমার সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিয়া আমার পথে চল, তবে আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব, ও যেমন দায়ূদের বংশকে, তদ্রূপ তোমার বংশকেও চিরস্থায়ী করিব, ও ইস্রায়েল্ লোক তোমাকে দিব। ৩৯ পূর্ব্বোক্ত কারণে আমি দায়ূদের বংশকে দুঃখ দিব, কিন্তু সর্ব্বদা দিব না। ৪০ অপর সুলেমান্ যারবিয়াম্‌কে বধ করিতে চেষ্টা করিলে যারবিয়াম্ উঠিয়া মিসরদেশের রাজা শীশকের নিকটে মিসরে পলাইল, এবং সে পর্য্যন্ত সুলেমানের মৃত্যু না হইল, তাবৎ মিসরে থাকিল।

৪১ সুলেমানের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার সমস্ত ক্রিয়া ও জ্ঞান কি সুলেমানের চরিত্র পুস্তকে লিখিত নাই? ৪২ এই সুলেমান্ যিরূশালমে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ৪৩ পরে সুলেমান্ আপন পিতৃলোকদের সহিত মহানিদ্রাগত হইয়া আপন পিতা দায়ূদের নগরে কবর প্রাপ্ত হইলে তাহার পুত্র রিহবিয়াম্ তাহার পদে রাজা হইল।

১২ অধ্যায়।

১ রিহবিয়ামের নিকটে লোকদের নিবেদন, ৬ ও যুবদের পরামর্শদ্বারা লোকদের প্রতি রিহবিয়ামের কঠিন উত্তর দেওন, ১৬ ও ইস্রায়েলের দশ বংশের রাজদ্রোহ করণ, ২১ ও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা রিহবিয়ামের প্রতি নিষেধ, ২৫ ও দশ বংশের উপরে যারবিয়ামের রাজত্ব করণ ও দুই প্রতিমা স্থাপন করণ।

১ পরে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রিহবিয়াম্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে শিখিমে আইলে রিহবিয়াম্ শিখিমে গেল। ২ ইতিমধ্যে মিসরদেশ প্রবাসী ঐ নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্ ইহার সংবাদ পাইল। সেই যারবিয়াম্ সুলেমান্ রাজার সম্মুখহইতে পলায়নাবধি মিসরদেশে বাস করিত, ৩ কিন্তু লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল। পরে যারবিয়াম্ ও ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলী রিহবিয়ামের কাছে আসিয়া এই কথা কহিল, ৪ তোমার পিতা আমাদের উপর দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছে; অতএব তোমার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন সেবার ভার ও দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা কিছু লঘু কর, তাহাতে আমরা তোমার সেবা করিব। ৫ সে তাহাদিগকে কহিল, এখন যাও, তিন দিনের পর আমার নিকটে আইস। তাহাতে লোকেরা প্রস্থান করিল।

৬ পরে রিহবিয়াম্ রাজা আপন পিতা সুলেমানের জীবনকালে যে প্রাচীনগণ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিল, আমি ঐ লোকদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? ৭ তাহাতে তাহারা তাহাকে কহিল, যদি তুমি অদ্য এই লোকদের সেবক হইয়া ইহাদের সেবা কর ও প্রিয় বাক্যদ্বারা ইহাদিগকে উত্তর দেও, তবে ইহারা সর্ব্বদা তোমার দাস হইবে। ৮ কিন্তু সে প্রাচীনদের দত্ত এই মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া আপন সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনার সমবয়স্ক যুবদের সহিত মন্ত্রণা করিল। ৯ সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, লোকেরা কহিতেছে, তোমার পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা কিছু লঘু কর; এখন তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? ১০ তাহাতে তাহার সমবয়স্ক যুবগণ উত্তর করিল, তোমার পিতা আমাদের উপরে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তুমি তাহা কিছু লঘু কর, এই কথা যে লোকেরা তোমাকে কহিতেছে, তাহাদিগকে তুমি এই উত্তর দেও, আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার পিতার কটিহইতেও স্থূল হইবে। ১১ আমার পিতা তোমাদের উপরে যে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, আমি তাহা আরো ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কোড়াদ্বারা শাস্তি দিত, কিন্তু আমি বৃশ্চিকবিশিষ্ট কোড়াদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিব।

১২ পরে 'তৃতীয় দিবসে আমার নিকটে পুনর্ব্বার আইস,' রাজার উক্ত এই কথানুসারে যারবিয়াম্ ও তাবৎ লোক তৃতীয় দিবসে রিহবিয়ামের নিকটে আইল। ১৩ তাহাতে রাজা লোকদিগকে কঠিন উত্তর দিল; ফলতঃ প্রাচীন লোকেরা তাহাকে যে মন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া, ১৪ ঐ যুবদের মন্ত্রণানুসারে এই উত্তর করিল, আমার পিতা তোমাদের উপরে যে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা আমি আরো ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কোড়াদ্বারা শাস্তি দিত, কিন্তু আমি তোমাদিগকে গুম্বিবিশিষ্ট কোড়াদ্বারা শাস্তি দিব। ১৫ এই রূপে রাজা লোকদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না, কেননা নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্কে শীলোনীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ পরমেশ্বর যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করণার্থে পরমেশ্বরহইতে এই ঘটনা হইল।

১৬ পরে রাজা আমাদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি অংশ? ও যিশয়ের পুত্রে আমাদের কি অধিকার? হে ইস্রায়েল্ লোক সকল, আপন২ বাসস্থানে যাও; হে দায়ূদ্, এখন তুমি আপনার বংশ দেখ। পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা আপন২ বাসস্থানে ফিরিয়া গেল। ১৭ তাহাতে রিহবিয়াম্ কেবল যিহূদা প্রদেশের নগর নিবাসি ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজা হইল। ১৮ পরে রিহবিয়াম্ রাজা লোকদের নিকটে কর্ম্মকারকদের দলাধ্যক্ষ অদোরামকে পাঠাইলে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক তাহাকে প্রস্তরাঘাতদ্বারা বধ করিল; তাহাতে রিহবিয়াম্ রাজা শীঘ্র যিরূশালমে পলাইতে রথারোহণ করিল। ১৯ এই রূপে ইস্রায়েল্ লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত দায়ূদ্ বংশের অধীনতা ত্যাগ করিল। ২০ পরে যারবিয়াম্ ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ শুনিয়া লোক প্রেরণদ্বারা তাহাকে মণ্ডলীর নিকটে ডাকাইয়া সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিল; তাহাতে কেবল যিহূদা বংশ ব্যতিরেক আর কোন লোক দায়ূদ্ বংশের অনুগত থাকিল না।

২১ পরে রাজ্য যেন পুনরায় সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামের হয়, এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে রিহবিয়াম যিরূশালমে আসিয়া যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধাদিগকে একত্র করিল। ২২ তাহাতে ঈশ্বরের লোক শিময়িয়ের নিকটে ঈশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, ২৩ তুমি যিহূদার রাজা সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামকে এবং যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত বংশকে ও অবশিষ্ট লোকদিগকে এই কথা কহ; ২৪ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যাইও না, ও আপন ভ্রাতা ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন২ গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা এই ঘটনা আমাহইতে হইল। অতএব তাহারা পরমেশ্বরের কথা মানিয়া পরমেশ্বরের কথানুসারে ফিরিয়া গেল।

২৫ পরে যারবিয়াম্ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে শিখিম নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিল, এবং তথাহইতে যাইয়া পিনূয়েল্ নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিল। ২৬ পরে যারবিয়াম্ মনে২ ভাবিতে লাগিল, এই রাজ্য শীঘ্র পুনর্ব্বার দায়ূদ্ বংশের হইবে। ২৭ এই লোকেরা যদি যিরূশালমস্থ পরমেশ্বরের মন্দিরে বলিদান যায়, তবে অবশ্য ইহাদের মন আপন প্রভু যিহূদার রাজা রিহবিয়ামের প্রতি ফিরিবে; তাহাতে ইহারা আমাকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার যিহূদার রিহবিয়াম্ রাজার পক্ষ হইবে। ২৮ অতএব রাজা মন্ত্রণা লইয়া স্বর্ণময় দুই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইয়া লোকদিগকে কহিল, যিরূশালমে যাওয়া তোমাদের নিরর্থক ক্লেশমাত্র; হে ইস্রায়েল্ বংশ, এই দেখ, মিসর্হইতে তোমাদিগকে আনয়নকারি তোমাদের দেবতা। ২৯ পরে সে তাহাদের মধ্যে একতে বৈথেলে ও অন্যকে দানে স্থাপন করিল। ৩০ ইহা পাপের কারণ হইল, কেননা লোকেরা প্রতিমার সম্মুখে আরাধনা করিতে দান্ পর্য্যন্ত যাইতে লাগিল। ৩১ পরে সে টিক্করস্থানের গৃহ নির্ম্মাণ করিল, এবং যাহারা লেবির বংশ নয়, এমত অন্ত্যজ লোকদিগকে যাজকপদে নিযুক্ত করিল। ৩২ এবং যারবিয়াম্ অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিবসে যিহূদার উৎসবের ন্যায় উৎসব নিরূপণ করিয়া আপনকৃত বৎসপ্রতিমার উদ্দেশে বেদিতে বলি উৎসর্গ করিতে লাগিল; বিশেষতঃ বৈথেলে এই রূপ করিল, এবং আপনকৃত টিক্করস্থানের যাজকদিগকে বৈথেলে স্থাপন করিল। ৩৩ অতএব অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিবসে, অর্থাৎ আপন মনে নির্দ্ধারিত মাসে ও দিবসে বৈথেলস্থ আপনকৃত বেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিল। এই রূপে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে এক উৎসব নিরূপণ করিয়া বেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিল ও ধূপ জ্বালাইল।

১৩ অধ্যায়।

১ যারবিয়ামের নিকটে ঈশ্বরের লোকের কথা, ১১ ও ঐ ঈশ্বরের লোকের প্রতি প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তার

মিথ্যা কথা, ২০ ও সে কথা বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাহার প্রতি ঈশ্বরের অনুযোগ, ২৩ ও তাহার মৃত্যু ও কবর দেওন, ৩৩ ও যারবিয়ামের মহাপাপ।

[১] পরে যারবিয়াম্ ধূপ জ্বালাইতে বেদির নিকটে দাঁড়াইলে ঈশ্বরের এক লোক পরমেশ্বরের বাক্যের গুণে যিহূদাহইতে বৈথেলে উপস্থিত হইল; [২] এবং বেদির প্রতিকূলে পরমেশ্বরের বাক্যের গুণে এই কথা কহিল, হে বেদি, হে বেদি, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, 'দায়ূদ্ বংশে যোশিয় নামে এক বালক জন্মিবে; টিকরস্থানের যে যাজকেরা তোমার উপরে ধূপ জ্বালায়, তাহাদিগকে সে তোমার উপরে উৎসর্গ করিবে, ও তোমার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করা যাইবে।' [৩] এবং ঐ দিবসে সে লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে এই কথা কহিল, পরমেশ্বর এই লক্ষণের কথা কহেন, দেখ, এই বেদি ভগ্ন হইবে, ও ইহার উপরিস্থ ভস্ম ভূমিতে পড়িয়া যাইবে। [৪] পরে ঈশ্বরের লোক বৈথেলস্থ বেদির বিরুদ্ধে যে কথা প্রচার করিল, তাহা শুনিয়া যারবিয়াম রাজা বেদিহইতে হস্ত বিস্তার করিয়া কহিল, উহাকে ধর। কিন্তু সে তাহার বিরুদ্ধে যে হস্ত বিস্তার করিল, তাহা শুষ্ক হইল, সে তাহা আর সংকোচ করিতে পারিল না। [৫] পরে ঈশ্বরের লোক কর্ত্তৃক পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা যে লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তদনুসারে বেদি ভগ্ন হইল, ও বেদিহইতে ভস্ম ভূমিতে পড়িয়া গেল। [৬] তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে কহিল, আমার হস্ত যেন পূর্ব্বমত হয়, এই জন্যে তুমি আমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের মুখ প্রসন্ন কর; তাহাতে ঈশ্বরের লোক পরমেশ্বরের মুখ প্রসন্ন করিলে রাজার হস্ত সুস্থ হইয়া পূর্ব্বমত হইল। [৭] তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে কহিল, তুমি আমার সহিত গৃহে আসিয়া প্রাণ যুড়াও, আর আমি তোমাকে পুরস্কার দিব। [৮] ঈশ্বরের লোক রাজাকে কহিল, যদি তুমি আমাকে আপন বাটীর অর্দ্ধেক দেও, তথাপি তোমার সহিত প্রবেশ করিব না, ও এই স্থানে অন্ন ভোজন কিম্বা জল পান করিব না। [৯] কেননা পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা আমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবা, সে পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও না। [১০] পরে সে যে পথ দিয়া বৈথেলে আসিয়াছিল, সে পথ দিয়া না যাইয়া অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করিল।

[১১] ঐ বৈথেলে এক প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তা বাস করিত; তাহার পুত্রগণ আসিয়া বৈথেলে ঐ দিবসে ঈশ্বরের লোকের কৃত কর্ম্মের বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করিল, বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তি রাজাকে যে২ কথা কহিয়াছিল, তাহা আপনাদের পিতাকে কহিল। [১২] তাহাতে তাহাদের পিতা জিজ্ঞাসিল, সে কোন্ পথে গেল? যিহূদাহইতে আগত ঈশ্বরের লোক কোন্ পথে গেল, তাহা তাহার পুত্রগণ দেখিয়াছিল। [১৩] পরে সে আপন পুত্রদিগকে গর্দ্দভ সাজাইতে কহিল; তাহাতে তাহারা তাহার জন্যে গর্দ্দভ সাজাইলে [১৪] সে তাহাতে আরোহণ করিয়া ঐ ঈশ্বরের লোকের পশ্চাদ্গমন করিল, এবং এক এলা বৃক্ষের তলে তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কি যিহূদাহইতে আগত ঈশ্বরের লোক? সে কহিল, আমি বটি। [১৫] তখন সে তাহাকে কহিল, তুমি আমার সহিত আমার গৃহে আসিয়া কিছু আহার কর। [১৬] তাহাতে সে কহিল, আমি তোমার সহিত ফিরিয়া যাইতে ও তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না; এবং এখানে তোমার সঙ্গে অন্ন ভোজন ও জল পান করিব না। [১৭] কেননা পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা আমাকে এই আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে, 'তুমি সে স্থানে অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবা, সে পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও না।' [১৮] পরে সে তাহাকে কহিল, তোমার মত আমিও এক ভবিষ্যদ্বক্তা; এক দূত আমাকে পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা এই কথা কহিয়াছে, তুমি উহাকে অন্ন ভোজন ও জল পান করাইতে ফিরাইয়া আপন গৃহে আন। কিন্তু সে তাহাকে মিথ্যা কথা কহিল। [১৯] অতএব সে তাহার সহিত ফিরিয়া যাইয়া তাহার গৃহে অন্ন ভোজন ও জল পান করিল।

[২০] তাহারা ভোজনাসনে বসিয়া আছে, এমত সময়ে যে ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহার প্রতি পরমেশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইল। [২১] তাহাতে সে যিহূদাহইতে আগত ঈশ্বরের লোককে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিলা; তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা তুমি পালন করিলা না। [২২] তিনি যে স্থানের বিষয়ে কহিলেন, 'তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না,' তুমি সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া অন্ন ভোজন ও জল পান করিলা, এই হেতুক তোমার শব তোমার পিতৃকবর পাইবে না।

[২৩] অপর তাহার ভোজন পান সাঙ্গ হইলে যে ভবিষ্যদ্বক্তাকে সে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহার জন্যে গর্দ্দভ সাজাইল; [২৪] তাহাতে সে

প্রস্থান করিলে পথি মধ্যে এক সিংহ তাহাকে পাইয়া বধ করিল, এবং তাহার শব পথে পতিত থাকিল, ও গর্দ্দভ তাহার নিকটে দণ্ডায়মান থাকিল, এবং সিংহও শবের নিকটে দণ্ডায়মান থাকিল। ২৫ পরে কোন২ লোক ঐ পথ দিয়া গমন করিতে পথে নিক্ষিপ্ত শব ও শবের নিকটে দণ্ডায়মান সিংহকে দেখিয়া ঐ প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তার নিবাস নগরে আসিয়া সংবাদ দিল। ২৬ অপর যে ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে পথহইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সে ঐ সংবাদ শুনিয়া কহিল, এ পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারি সেই ঈশ্বরের লোক; তাহার প্রতি পরমেশ্বরের উক্ত কথানুসারে পরমেশ্বর তাহাকে সিংহের হস্তগত করিলেন, তাহাতে সিংহ তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বধ করিল। ২৭ পরে সে আপন পুত্রগণকে কহিল, আমার নিমিত্তে গর্দ্দভ সাজাও; তাহাতে তাহারা তাহা সাজাইলে ২৮ সে যাইয়া পথে নিক্ষিপ্ত তাহার শব, এবং শবের নিকটে দণ্ডায়মান গর্দ্দভ ও সিংহকে দেখিল; সিংহ শব ভক্ষণ করে নাই, এবং গর্দ্দভকেও বিদীর্ণ করে নাই। ২৯ পরে সেই ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরের লোকের শব উঠাইয়া গর্দ্দভোপরি রাখিয়া ফিরাইয়া আনিল, এবং সেই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার বিষয়ে শোক করিতে ও তাহাকে কবর দিতে আপন বাসনগর মধ্যে আইল। ৩০ পরে সে আপন কবরে ঐ শব রাখিল, এবং 'হায়, আমার ভ্রাতা২!' ইহা কহিয়া তাহারা তাহার জন্যে শোক করিল। ৩১ অপর সে তাহাকে কবর দিয়া আপন পুত্রগণকে কহিল, আমি মরিলে তোমরা আমাকে এই ঈশ্বরের লোকের কবরে রাখিও, ও আমার অস্থি তাহার অস্থির নিকটে রাখিও। ৩২ কেননা বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির ও শোমিরোণের তাবৎ নগরস্থ টিকরস্থানের গৃহের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা সে যে কথা প্রচার করিয়াছে, তাহা অবশ্য ফলিবে।

৩৩ এই ঘটনার পরে যারবিয়াম্ আপন কুপথহইতে পরাঙ্মুখ হইল এমত নহে, বরং পুনর্ব্বার লোকদের মধ্যে অন্ত্যজ লোকদিগকে টিকরস্থানের যাজক করিয়া নিযুক্ত করিল; যাহাকে ইচ্ছা করিল, তাহাকেই নিযুক্ত করিলে সে টিকরস্থানের যাজক হইল। ৩৪ কিন্তু এই কর্ম্ম যারবিয়াম বংশের পাপজনক হইল, এবং তদ্দ্বারা সে বংশ উচ্ছিন্ন হইল ও পৃথিবীহইতে লুপ্ত হইল।

১৪ অধ্যায়।

১ পুত্রের অসুস্থতা প্রযুক্ত অহিয়ের নিকটে যারবিয়ামের স্ত্রীর গমন, ৫ ও অহিয়ের দুঃখদায়ক সমাচার দেওন, ১৭ ও অবিয়ের মরণ ও কবর দেওন, ২১ ও রিহবিয়ামের কুরাজত্বের কথা, ২৫ ও মিস্রীয় শীশক্ রাজাদ্বারা ইস্রায়েলের লুট, ২৯ ও রিহবিয়ামের পদে অবিয়ের অভিষিক্ত হওন।

১ সেই সময়ে যারবিয়ামের পুত্র অবিয় পীড়িত হইলে ২ যারবিয়াম্ আপন স্ত্রীকে কহিল, ও গো, তুমি যারবিয়ামের ভার্য্যা, ইহা যাহাতে বোধ না হয়, এমত ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া উঠিয়া শীলোতে যাও; দেখ, অহিয় নামক যে ভবিষ্যদ্বক্তা আমাকে কহিয়াছে, তুমি এই লোকদের রাজা হইবা, সে সেই স্থানে আছে। ৩ তুমি আপন হস্তে দশ রুটী ও মোদক ও এক ভাণ্ড মধু লইয়া তাহার কাছে যাও; তাহাতে বালকের কি দশা হইবে, তাহা সে তোমাকে কহিবে। ৪ পরে যারবিয়ামের স্ত্রী সেই রূপ করিয়া উঠিয়া শীলোতে গিয়া অহিয়ের বাটীতে উপস্থিতা হইল। ঐ সময়ে অহিয় বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অন্ধ হইয়াছিল, দেখিতে পাইত না।

৫ অপর পরমেশ্বর অহিয়কে কহিলেন, দেখ, যারবিয়ামের ভার্য্যা আপন পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার কাছে আসিতেছে, কেননা সে পীড়িত আছে; অতএব সে ছল করিয়া অন্য স্ত্রীবেশে আইলে তুমি তাহাকে এমন২ কথা কহিবা। ৬ পরে দ্বারে তাহার প্রবেশ করণ সময়ে অহিয় তাহার পদের শব্দ শুনিবামাত্র কহিল, হে যারবিয়ামের ভার্য্যে, ভিতরে আইস; তুমি কেন অন্য স্ত্রীবেশ ধরিয়া ছল করিতেছ? আমি ভারি সমাচার কহিতে তোমার কাছে প্রেরিত হইলাম। ৭ তুমি যাইয়া যারবিয়াম্কে কহ, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি লোকদের মধ্যহইতে তোমাকে উন্নত করিয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ করিয়াছি। ৮ এবং দায়ূদের বংশহইতে রাজ্য লইয়া তোমাকে দিয়াছি; তথাপি আমার দাস যে দায়ূদ্ আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার দৃষ্টিতে কেবল উচিত কর্ম্ম করিয়া আপন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার পশ্চাদ্গমন করিত, তুমি তাহার তুল্য হও নাই। ৯ কিন্তু পূর্ব্বকার লোক অপেক্ষাও কুকর্ম্ম করিয়াছ; বিশেষতঃ যাইয়া আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে আপনার জন্যে ইতর দেবগণ ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে পীছে ফেলিয়াছ। ১০ অতএব দেখ, আমি যারবিয়ামের বংশের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব; যারবিয়ামবংশীয় প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইস্রায়েলে বদ্ধ ও মুক্ত লোককে উচ্ছিন্ন করিব, এবং যেমন কোন মনুষ্য শেষ পর্য্যন্ত ঝাঁটি দিয়া মল দূর করে, তদ্রূপ আমি যার-

বিয়ামের বংশের পশ্চাতে ঝাঁটি দিব। [১১] যারবিয়ামের যে লোক নগরে মরিবে, তাহাকে কুক্কুরেরা ভক্ষণ করিবে; ও যে জন ক্ষেত্রে মরিবে, তাহাকে শূন্যের পক্ষিগণ ভক্ষণ করিবে, কারণ ইহা পরমেশ্বরের বাক্য। [১২] অতএব তুমি উঠিয়া ঘরে যাও; কিন্তু নগরে তোমার পদার্পণমাত্র সেই বালক মরিবে। [১৩] এবং তাহার জন্যে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শোক করিয়া তাহাকে কবর দিবে, কেননা যারবিয়ামের বংশের মধ্যে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ সদ্ভাব পাওয়া গেল, এই জন্যে যারবিয়াম্ বংশে কেবল সেই বালক কবর পাইবে। [১৪] আর পরমেশ্বর ইস্রায়েলের এক রাজাকে উৎপন্ন করিবেন; এই বর্ত্তমান ঘটনা ব্যতিরেকে সে এক দিনে যারবিয়ামের বংশকে উচ্ছিন্ন করিবে। [১৫] এবং পরমেশ্বর জলস্থ চপল নলের ন্যায় ইস্রায়েল্ বংশকে আঘাত করিবেন, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই যে উত্তম দেশ দিয়াছেন, তাহাহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে উৎপাটন করিয়া নদীর ওপারে ছিন্নভিন্ন করিবেন, কারণ তাহারা আপনাদের কৃত চৈত্যবৃক্ষদ্বারা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়াছে। [১৬] যারবিয়াম্ আপনি পাপ করিয়াছে, এবং ইস্রায়েল্ বংশকেও পাপ করাইয়াছে; তাহার এই পাপ প্রযুক্ত তিনি ইস্রায়েল্ বংশকে ত্যাগ করিবেন।

[১৭] পরে যারবিয়ামের ভার্য্যা উঠিয়া যাইয়া তির্সাতে উপস্থিত হইল, কিন্তু গৃহের দ্বারের গোবরাটে পা দিবামাত্র তাহার বালক মরিল। [১৮] পরে পরমেশ্বর আপন দাস অহিয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক তাহাকে কবর দিয়া তাহার জন্যে শোক করিল। [১৯] এই যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, অর্থাৎ সে কি রূপে যুদ্ধ করিল, ও কি প্রকারে রাজত্ব করিল, তাহার বিবরণ ইস্রায়েলীয় রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [২০] যারবিয়াম্ বাইশ বৎসর রাজত্ব করিলে পর আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইল; তাহাতে তাহার পুত্র নাদব্ তাহার পদে রাজা হইল।

[২১] সুলেমানের পুত্র রিহবিয়াম্ যিহূদা দেশের রাজা ছিল; রিহবিয়াম্ একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল, এবং আপন নাম স্থাপনার্থে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের মধ্যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত যিরূশালম নগরে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা ছিল। [২২] পরে যিহূদা বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিল; তাহারা অধিক পাপ করিয়া আপন পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল। [২৩] কারণ তাহারাও প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক হরিৎ বৃক্ষের তলে আপনাদের জন্যে টিকরস্থান ও প্রতিমা ও চৈত্যবৃক্ষ স্থাপন করিল; [২৪] এবং দেশে পুংগামি লোক হইল। পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের তাবৎ ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে তাহারা কর্ম্ম করিল।

[২৫] অপর রিহবিয়ামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে মিসরের শীশক্ রাজা যিরূশালমের বিরুদ্ধে আসিয়া [২৬] পরমেশ্বরের মন্দিরের তাবৎ ধন ও রাজগৃহের তাবৎ ধন ইত্যাদি ও সুলেমানের নির্ম্মিত তাবৎ স্বর্ণময় ঢাল লইয়া প্রস্থান করিল। [২৭] পরে রিহবিয়াম্ রাজা সে সকল ঢালের পরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল করিয়া রাজবাটীর দ্বারপাল পদাতিকগণের যে অধ্যক্ষগণ, তাহাদের কাছে সমর্পণ করিল। [২৮] তাহাতে পরমেশ্বরের মন্দিরে রাজার প্রবেশ করণ সময়ে ঐ পদাতিকগণ সেই সকল ঢাল বহিয়া আনিত; পরে রক্ষাশালাতে ফিরিয়া লইয়া যাইত।

[২৯] এই রিহবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাবৎ ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩০] রিহবিয়াম্ ও যারবিয়াম্ এই উভয়ের যাবজ্জীবন পরস্পর যুদ্ধ হইল। [৩১] পরে রিহবিয়াম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া আপন পিতৃলোকদের সহিত দায়ূদনগরে কবর প্রাপ্ত হইল। তাহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা ছিল। পরে তাহার পুত্র অবিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ অবিয়ের কুরাজত্বের কথা, ৯ ও তাহার পুত্র আসার সুরাজত্বের কথা, ১৬ ও তাহার সহিত ইস্রায়েলের বাশা রাজার যুদ্ধ, ২৩ ও তাহার মৃত্যু ও যিহোশাফট নামে তাহার পুত্রের অভিষিক্ত হওন, ২৫ ও নাদব্ ও বাশার কথা।

[১] নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে অবিয় যিহূদা দেশের রাজা হইল। [২] সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম মাখা; সে অবশালোমের কন্যা ছিল। [৩] তাহার পূর্ব্বে তাহার পিতা যে রূপ পাপ করিয়াছিল, তদনুসারে সেও আচরণ করিল, তাহার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের মনের ন্যায় ঈশ্বরবিষয়ে তাহার মন সরল ছিল না। [৪] তথাপি দায়ূদের পরে তাহার বংশের উন্নতি ও যিরূশালমের স্থায়িত্ব রক্ষা করণার্থে দায়ূদের প্র পরমেশ্বর তাহার অনু-

রোধে যিরূশালমে তাহাকে এক প্রদীপ দিলেন। ৫ কেননা দায়ূদ্ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে সৎকর্ম্ম করিয়াছিল; হিত্তীয় উরিয়ের ভার্য্যার ঘটনা ব্যতিরেকে সে পরমেশ্বরের আজ্ঞাহইতে যাবজ্জীবন পরাঙ্মুখ হয় নাই। ৬ কিন্তু যারবিয়ামের যাবজ্জীবন রিহবিয়াম্ (বংশের) সহিত যুদ্ধ হইল। ৭ এই অবিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? এবং অবিয়ের সহিত যারবিয়ামের যুদ্ধ হইল। ৮ পরে অবিয় আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা তাহাকে দায়ূদনগরে কবর দিল; অপর তাহার পুত্র আসা তাহার পদে রাজা হইল।

৯ ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের অধিকারের বিংশতি বৎসরে আসা যিহূদার রাজা হইল। ১০ সে যিরূশালমে একচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; সে অবশালোমের কন্যা মাখার পৌত্র ছিল। ১১ এই আসা আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিল। ১২ সে দেশহইতে পুংগামি লোকদিগকে দূর করিল, এবং আপন পূর্ব্বপুরুষদের স্থাপিত ঘৃণার্হ প্রতিমা সকল দূর করিল। ১৩ এবং তাহার পিতামহী মাখা চৈত্যবৃক্ষের তলে এক প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল, এই জন্যে আসা তাহাকে রাজ্ঞীপদচ্যুতা করিল, এবং তাহার প্রতিমাকে উচ্ছিন্ন করিয়া কিদ্রোণ নদীর তীরে দগ্ধ করিল। ১৪ কিন্তু টিকরস্থান দূরীকৃত হইল না; তথাপি আসার মন যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের প্রতি সরল থাকিল। ১৫ তাহার পিতা যে ২ বস্তু নিবেদন করিয়াছিল, এবং সে আপনি যে ২ বস্তু অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র নিবেদন করিয়াছিল, তাহা সে পরমেশ্বরের মন্দিরে আনিল।

১৬ এই আসাতে ও ইস্রায়েলের বাশা রাজাতে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হইল। ১৭ এবং কেহ যেন নির্গত হইয়া যিহূদার রাজা আসার নিকটে গমন করিতে না পায়, এই জন্যে ইস্রায়েলের বাশা রাজা যিহূদার প্রতিকূলে যাইয়া রামৎ নগর দৃঢ় করাইতে লাগিল। ১৮ তাহাতে আসা রাজা পরমেশ্বরের গৃহস্থিত ভাণ্ডারের অবশিষ্ট তাবৎ রূপা ও স্বর্ণ, ও রাজবাটীর তাবৎ ধন লইয়া আপন ভৃত্যদের হস্তে সমর্পণ করিল, এবং আসা রাজা হিষিয়োণের পৌত্র টব্রিম্মোণের পুত্র বিন্হদদ্ নামক দম্মেষক নিবাসি অরামীয় রাজার কাছে লোক প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল, ১৯ আমাতে ও তোমাতে, এবং আমার পিতাতে ও তোমার পিতাতে নিয়ম আছে; অতএব দেখ, আমি উপঢৌকনার্থে রূপা ও স্বর্ণ পাঠাইতেছি; ইস্রায়েলের বাশা রাজার সহিত তোমার যে নিয়ম আছে, আসিয়া তাহা ভঙ্গ কর, তাহাতে সে আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিবে। ২০ তাহাতে বিন্হদদ্ আসা রাজার কথায় মনোযোগ করিয়া ইস্রায়েলীয় নগরের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়া ইয়োন্ ও দান্ ও আবেল্-বৈৎ-মাখা ও সমস্ত কিন্নেরৎ অর্থাৎ নপ্তালির তাবৎ দেশ পরাস্ত করিল। ২১ তখন বাশা এই সমাচার পাইয়া রামৎ প্রস্তুত করণহইতে নিবৃত্ত হইয়া তির্সাতে বসতি করিল। ২২ পরে আসা রাজা যিহূদার তাবৎ লোককে আহ্বান করিল, কাহাকেও ছাড়িল না; তাহারা রামতে বাশার প্রস্তুত প্রস্তর ও কাষ্ঠ লইয়া গেল। পরে আসা রাজা তাহাদ্বারা বিন্যামীনের গেবা ও মিস্পা নগর প্রস্তুত করিল।

২৩ এই আসার অবশিষ্ট তাবৎ বৃত্তান্ত ও তাহার সকল পরাক্রম ও সকল ক্রিয়া, এবং সে যে২ নগর প্রস্তুত করিল, এই সকলের কথা কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? কিন্তু তাহার বৃদ্ধাবস্থাতে পাদরোগ হইলে ২৪ আসা আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া আপন পিতা দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবর প্রাপ্ত হইল। পরে তাহার পুত্র যিহোশাফট্ তাহার পদে রাজা হইল।

২৫ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র নাদব্ ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল; সে দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ২৬ এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিল; সে আপন পিতার পথে, অর্থাৎ তাহার পিতা ইস্রায়েল্ বংশকে যে পাপপথে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, সেই পাপপথে চলিল। ২৭ পরে নাদব্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক পিলেষ্টীয়দের গিব্বিথোন নগর অবরোধ করিতেছিল, এমত সময়ে ইষাখর্ বংশীয় অহিয়ের পুত্র বাশা তাহার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়া গিব্বিথোনের নিকটে তাহাকে বধ করিল। ২৮ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরে বাশা নাদবকে বধ করিয়া তাহার পদে রাজা হইল। ২৯ রাজা হইয়া বাশা যারবিয়ামের তাবৎ বংশকে উচ্ছিন্ন করিল। পরমেশ্বর আপন দাস শীলোনীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে বাশা যারবিয়াম্ বংশের এক প্রাণিকেও অবশিষ্ট রাখিল না, সকলকে বিনষ্ট করিল; ৩০ কারণ যারবিয়াম্ আপনি পাপ করাতে ও ইস্রায়েল্ বংশকে

পাপে প্রবৃত্তি দেওয়াতে ক্রোধজনক কর্ম্মদ্বারা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল। ৩১ এই নাদবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাবৎ ক্রিয়া কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ৩২ আসা রাজা ও ইস্রায়েলের বাশা রাজা যাবজ্জীবন পরস্পর যুদ্ধ করিল। ৩৩ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরে অহিয়ের পুত্র বাশা সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে তির্সাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ৩৪ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং যারবিয়ামের পথে অর্থাৎ যারবিয়াম ইস্রায়েল্ বংশকে যে পাপপথে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, সেই পাপপথে চলিত।

১৬ অধ্যায়।

১ বাশার বিরুদ্ধে যেহূর ভবিষ্যদ্বাক্য, ৮ ও সিম্রির বিশ্বাসঘাতকতা, ১১ ও যেহূর ভবিষ্যদ্বাক্য সিদ্ধ করণ, ১৫ ও অম্রির রাজ্যাভিষিক্ত হওন ও সিম্রির দগ্ধ হওন, ২১ ও অম্রির দ্বারা তিব্নির পরাস্ত হওন, ২৩ ও তাহাদ্বারা শোমিরোণের পত্তন ও তাহার কুরাজত্ব করণ ও মৃত্যু; ২৯ ও অম্রির পুত্র আহাবের অভিষিক্ত হওন ও কুরাজত্ব করণ, ৩৪ ও যিরীহোর পুনর্ব্বার পত্তন করণ।

১ পরে বাশার বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের এই বাক্য হনানির পুত্র যেহূর নিকটে উপস্থিত হইল, ২ আমি তোমাকে ধূলার মধ্যহইতে উঠাইয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে রাজা করিয়াছি, কিন্তু তুমি যারবিয়ামের পথে চলিয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের পাপদ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে তাহাদিগকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছ। ৩ অতএব দেখ, আমি বাশার পশ্চাতে ও তাঁহার বংশের পশ্চাতে ঝাঁটি দিব; নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের বংশের ন্যায় তোমার বংশ করিব। ৪ বাশার যে কোন লোক নগরে মরিবে, কুক্কুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করিবে; এবং যে জন প্রান্তরে মরিবে, শূন্যের পক্ষিগণ তাহাকে ভক্ষণ করিবে। ৫ এই বাশার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও পরাক্রম কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ৬ পরে বাশা আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া তির্সাতে কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র এলা তাহার পদে রাজা হইল। ৭ এই বাশা আপন হস্তকৃত বস্তুদ্বারা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিতে তাঁহার সাক্ষাতে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিত, তাহাদ্বারা যারবিয়ামের বংশের তুল্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই বংশ উচ্ছিন্ন করিয়াছিল, এই কারণ হনানির পুত্র যেহূ ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা বাশার ও তাহার বংশের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছিল।

৮ অপর যিহূদার আসা রাজার ষড়বিংশতি বৎসরে বাশার পুত্র এলা তির্সাতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ৯ পরে তাহার রথসমূহের অর্দ্ধেকের অধ্যক্ষ সিম্রি নামে তাহার ভৃত্য তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিল। ফলতঃ এলা তির্সাতে আপনার তত্রস্থ বাটীর অধ্যক্ষ অর্সার গৃহে মত্ত হইলে ১০ সিম্রি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যিহূদার আসা রাজার অধিকারের সপ্তবিংশতি বৎসরে তাহাকে আঘাতদ্বারা বধ করিয়া তাহার পদে রাজা হইল।

১১ পরে সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই বাশার তাবৎ বংশকে বিনষ্ট করিল; তাহার জ্ঞাতি কিম্বা মিত্র কোন পুরুষমাত্র তাহার বংশে অবশিষ্ট রাখিল না। ১২ বাশা ও তাহার পুত্র এলা যে সকল পাপ আপনারা করিয়াছিল, এবং আপনাদের অসার প্রতিমাদ্বারা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করণার্থে ইস্রায়েল্ বংশকে যে সকল পাপে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, ১৩ তৎপ্রযুক্ত পরমেশ্বর যেহূ ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ বাশার প্রতিকূলে যে২ কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সিম্রি বাশার তাবৎ বংশকে উচ্ছিন্ন করিল। ১৪ এই এলার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

১৫ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের সপ্তবিংশ বৎসরে সিম্রি সাত দিন তির্সাতে রাজত্ব করিল; সেই সময়ে লোকেরা পিলেষ্টীয়দের অধীন গিব্বিথোন্ নগর অবরোধ করিতেছিল। ১৬ অতএব সিম্রি রাজদ্রোহ করিয়াছে ও রাজাকে বধ করিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া নগরাবরোধকারি তাবৎ ইস্রায়েলীয় লোকেরা ঐ দিবসে শিবিরমধ্যে অম্রি নামক সেনাপতিকে ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিল। ১৭ পরে অম্রি ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক গিব্বিথোন্হইতে যাত্রা করিয়া তির্সা অবরোধ করিল। ১৮ তাহাতে নগর হস্তগত হইল, ইহা দেখিয়া সিম্রি রাজবাটীর গর্ত্তাগারে যাইয়া আপনার চতুর্দ্দিকস্থ রাজগৃহে অগ্নি দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ১৯ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং যারবিয়ামের পথে অর্থাৎ যারবিয়াম যে পাপেতে ইস্রায়েল্ বংশকে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, সেই পাপপথে চলিত, আপনার কৃত এই পাপ প্রযুক্ত সে (নষ্ট হইল।) ২০ এই সিম্রির অবশিষ্ট

বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত রাজদ্রোহ ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

[২১] অপর ইস্রায়েল্ বংশ দুই দল হইয়া অর্দ্ধেক লোক গীনতের পুত্র তিব্নিকে রাজা করিতে তাহার পক্ষ হইল, এবং অন্য অর্দ্ধেক লোক অম্রির পক্ষ হইল। [২২] কিন্তু শেষে অম্রির পক্ষীয় লোকেরা গীনতের পুত্র তিব্নির পক্ষদিগকে পরাস্ত করিল; তাহাতে তিব্নি মরিলে অম্রি রাজা হইল।

[২৩] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের একত্রিশ বৎসরে অম্রি ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; সে ছয় বৎসর তির্সাতে রাজত্ব করিল। [২৪] পরে দুই মণ রূপ্য মূল্য দিয়া শোমরের শোমিরোণ্ পর্ব্বত ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক নগর পত্তন করিল; পরে ঐ পর্ব্বতের অধিকারি শোমরের নামানুসারে সেই স্বকৃত নগরের নাম শোমিরোণ রাখিল। [২৫] সেই অম্রি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; ও আপন পূর্ব্ববর্ত্তি তাবৎ লোকহইতেও অধিক দুরাচারী ছিল। [২৬] সে নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের সমস্ত পথে, অর্থাৎ যারবিয়াম্ অসার প্রতিমাদ্বারা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিতে যে পাপপথে ইস্রায়েল্ বংশকে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, সেই পাপপথে চলিত। [২৭] এই অম্রির অবশিষ্ট ক্রিয়ার বৃত্তান্ত ও তাহার প্রকাশিত পরাক্রম ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? [২৮] পরে অম্রি আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া শোমিরোণে কবরপ্রাপ্ত হইল, আর তাহার পুত্র আহাব্ তাহার পদে রাজা হইল।

[২৯] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের অষ্টত্রিংশ বৎসরে অম্রির পুত্র আহাব্ ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল; অম্রির পুত্র আহাব্ দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শোমিরোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [৩০] অম্রির পুত্র সেই আহাব্ আপন পূর্ব্ববর্ত্তি লোক অপেক্ষাও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৩১] নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের পাপপথে পশ্চাদ্গমন কি তাহার লঘু পাপ ছিল? যাহা হউক, সে সীদোনীয়দের ইৎবাল্ রাজার কন্যা ঈষেবল্কে বিবাহ করিল, এবং যাইয়া বালের সেবা ও পূজা করিল। [৩২] এবং শোমিরোণে আপনার নির্ম্মিত বাল্মন্দিরের মধ্যে বালের জন্যে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। [৩৩] এবং আহাব্ চৈত্যবৃক্ষ রোপণ করিল। এই রূপে তাহার পূর্ব্বে ইস্রায়েলে যত রাজা ছিল, সেই সকল অপেক্ষা আহাব্ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে অধিক ক্রুদ্ধ করিল।

[৩৪] তাহার অধিকারের সময়ে বৈথেলীয় হীয়েল্ পুনর্ব্বার যিরীহো নগর পত্তন করিল; তাহাতে পরমেশ্বর নূনের পুত্র যিহোশূয়ের প্রমুখাৎ যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাকে ভিত্তির দণ্ডস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র অবীরামকে, এবং দ্বার স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ কনিষ্ঠ পুত্র সিগূবকে দিতে হইল।

১৭ অধ্যায়।

১ এলিয়ের কিরীৎ স্রোতের নিকটে প্রেরিত হইয়া কাকদ্বারা পালিত হওন, ৮ ও সারিফৎ নিবাসিনী এক বিধবার কাছে তাহার প্রেরিত হওন, ১৭ ও ঐ বিধবার পুত্রকে সজীব করণ, ২৪ ও ঐ বিধবার বিশ্বাস।

[১] পরে গিলিয়দ্ নিবাসি তিশ্বীয় এলিয় আহাবকে কহিল, আমি যে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছি, তিনি যদি অমর হন, তবে এই কএক বৎসর পর্য্যন্ত শিশির ও বৃষ্টি পড়িবে না; কেবল আমার বাক্যক্রমে পড়িবে। [২] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, [৩] তুমি এই স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব্বদিগে যাইয়া যর্দ্দনের সম্মুখস্থ কিরীৎ নামক স্রোতের নিকটে লুকাইয়া থাক। [৪] সে স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে পাইবা, এবং আমি তোমার প্রতিপালনার্থে কাকদিগকে আজ্ঞা দিলাম। [৫] তাহাতে সে যাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া যর্দ্দনের সম্মুখস্থ কিরীৎ স্রোতের উপত্যকাতে বাস করিল। [৬] তাহাতে কাকেরা প্রাতঃকালে রুটী ও মাংস, এবং সন্ধ্যাকালেও রুটী ও মাংস আনিয়া তাহাকে দিত; এবং সে স্রোতের জল পান করিত। [৭] কিছু কাল পরে দেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ঐ স্রোতের জল শুষ্ক হইয়া গেল।

[৮] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, [৯] তুমি উঠিয়া সীদোনের সারিফতে যাইয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি তোমার প্রতিপালনার্থে সে স্থানের এক বিধবাকে আজ্ঞা দিলাম। [১০] অতএব সে উঠিয়া সারিফতে যাত্রা করিল; পরে সেই নগরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই স্থানে এক বিধবা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ও গো, তুমি এক পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জল আন, আমি পান করিব। [১১] তখন সে স্ত্রী তাহা আনিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে সে আর বার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ও গো, হস্তে করিয়া আমার জন্যে এক খণ্ড রুটীও আন।

১২ সে কহিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমার গৃহে একটি রুটীও নাই; কেবল জালাতে এক মুষ্টি ময়দা ও ভাণ্ডেতে কিঞ্চিৎ তৈল আছে; দেখ, আমি খান দুই কাষ্ঠ কুড়াইতেছি, ইহা লইয়া গিয়া আমার ও পুত্রের জন্যে পাক করিব; পরে আমরা তাহা খাইয়া মরিব। ১৩ এলিয় তাহাকে কহিল, ভয় করিও না; যাহা কহিলা, তাহা যাইয়া কর, কিন্তু প্রথমে আমার জন্যে একটি ক্ষুদ্র পিষ্টক পাক করিয়া আন; পরে আপনার ও পুত্রের জন্যে পাক কর। ১৪ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্য্যন্ত জালাতে ঐ ময়দার ক্ষয় হইবে না, ও ভাণ্ডে তৈলের ন্যূনতা হইবে না। ১৫ তাহাতে সে যাইয়া এলিয়ের বাক্যানুসারে করিল; অতএব এলিয় ও সে স্ত্রী ও তাহার পরিজন অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইল। ১৬ কেননা পরমেশ্বর এলিয়ের প্রমুখাৎ যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ জালাতে ময়দা ক্ষয় পাইল না ও ভাণ্ডে তৈলের ন্যূনতা হইল না।

১৭ ঐ ঘটনার পরে সেই গৃহিণীর পুত্র পীড়িত হইল, এবং পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে বালকের প্রাণ বিয়োগ হইল। ১৮ তাহাতে সেই স্ত্রী এলিয়কে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি কি আমার অপরাধ মনে করাইতে ও আমার পুত্রকে বিনাশ করিতে আসিয়াছ? ১৯ তাহাতে এলিয় তাহাকে কহিল, তোমার পুত্র আমাকে দেও। পরে সে তাহার বক্ষহইতে বালককে লইয়া ছাতের উপরিস্থ আপন বাসাতে আনিয়া আপন শয্যাতে শয়ন করাইল। ২০ এবং পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি যে বিধবার বাটীতে প্রবাস করিতেছি, তুমি কি তাহার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া তাহাকেও বিপদ্গ্রস্ত করিবা? ২১ পরে সে বালকের উপরে তিন বার আপন শরীর বিস্তার করিয়া পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, এই বালকের অন্তরে পুনর্ব্বার প্রাণসংস্থান হউক। ২২ তাহাতে পরমেশ্বর এলিয়ের প্রার্থনা শুনিলে ঐ বালকের অন্তরে পুনর্ব্বার প্রাণসংস্থান হইল, তাহাতে সে সজীব হইল। ২৩ তখন এলিয় সেই বালককে লইয়া উপরিস্থ কুঠরীহইতে গৃহমধ্যে আনিয়া তাহার মাতার কাছে সমর্পণ করিয়া কহিল, এই দেখ তোমার পুত্র জীবৎ হইল।

২৪ তাহাতে সে স্ত্রী এলিয়কে কহিল, তুমি ঈশ্বরের লোক, এবং পরমেশ্বরের যে বাক্য তোমার মুখাগ্রে আছে তাহা সত্য, ইহা আমি এখন জ্ঞাত হইলাম।

১৮ অধ্যায়।

১ দুর্ভিক্ষ সময়ে আহাবের নিকটে এলিয়ের প্রেরিত হওন, ৭ ও ওবদিয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করণ ও কথোপকথন, ১৭ ও আহাবের সহিত এলিয়ের সাক্ষাৎ করণ ও কথোপকথন, ২১ ও আকাশহইতে পতিত অগ্নিদ্বারা বলি দগ্ধ হওয়াতে বালের পুরোহিতদের অপ্রতিভ হওন, ৪১ ও প্রার্থনাদ্বারা বৃষ্টি পাওন ও আহাবের অগ্রে এলিয়ের গমন।

১ বহুদিনের পর অর্থাৎ তৃতীয় বৎসরে পরমেশ্বরের এই বাক্য এলিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি যাইয়া আহাবের নিকটে দর্শন দেও; কেননা আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি দান করিব। ২ তাহাতে এলিয় আহাবের নিকটে দর্শন দিতে গমন করিল। তৎকালে শোমিরোণে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল, ৩ এই কারণ আহাব্ আপন বাটীর অধ্যক্ষ ওবদিয়কে ডাকিল। সেই ওবদিয় পরমেশ্বরের অতিশয় ভক্ত। ৪ যে সময়ে ঈষেবল্ পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে উচ্ছিন্ন করিল, তৎকালে ঐ ওবদিয় এক শত ভবিষ্যদ্বক্তাকে লইয়া পঞ্চাশ২ করিয়া গহ্বরের মধ্যে গোপন করিয়া অন্নজল দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল। ৫ আহাব্ সেই ওবদিয়কে এই কথা কহিল, দেশে যত জলের উনুই ও স্রোত আছে, তুমি তাহার নিকটে যাও; হইতে পারে আমরা কিছু তৃণ পাইয়া অশ্বদের ও অশ্বতরদের প্রাণরক্ষা করিব, নতুবা আমাদের সকল পশু বধ করিতে হইবে। ৬ পরে তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করণার্থে দেশ দুই ভাগ করিয়া আহাব্ একাকী এক পথে, ও ওবদিয় একাকী অন্য পথে যাত্রা করিল।

৭ অপর পথিমধ্যে এলিয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ওবদিয় তাহাকে চিনিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিল, তুমি কি আমার প্রভু এলিয়? ৮ তাহাতে সে কহিল, আমি বটি; তুমি যাইয়া আপন প্রভুকে কহ, দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে। ৯ সে উত্তর করিল, আমি কি দোষ করিলাম, যে তুমি আপন দাস আমাকে বধ করণার্থে আহাবের হস্তে সমর্পণ করিতেছ? ১০ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমার প্রভু রাজা তোমার অন্বেষণে যাহার নিকটে দূত প্রেরণ করে নাই, এমত জাতি ও রাজ্য নাই; সেই সকল দূতেরা কহিল, সে এখানে নাই; এবং সেই সকল রাজ্যের ও জাতির লোকেরাও তোমাকে পায় নাই, এ বিষয়ে রাজা তাহাদিগকে দিব্য করাইল। ১১ এখন তুমি কহিতেছ, তুমি যাইয়া আপন

প্রভুকে বল, 'দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে।' ১২ কিন্তু আমি তোমার নিকটহইতে গেলে পর পরমেশ্বরের আত্মা যদি আমার অজ্ঞাত কোন স্থানে তোমাকে লইয়া যান, তবে আমি যাইয়া আহাবকে কহিলে সে তোমাকে না পাওয়াতে আমাকে বধ করিবে; কিন্তু তোমার দাস আমি বাল্যকালাবধি পরমেশ্বরের ভক্ত লোক আছি। ১৩ যে সময়ে ঈষেবল্ পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিয়াছিল, তখন আমি পরমেশ্বরের এক শত ভবিষ্যদ্বক্তাকে পঞ্চাশ২ করিয়া গহ্বরে গোপনে রাখিয়া অন্নজল দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলাম; আমার কৃত এই কর্ম্মের কথা কি কেহ আমার প্রভুর নিকটে কহে নাই? ১৪ তথাপি এখন তুমি কহিতেছ, 'দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে,' এই সংবাদ যাইয়া আপন প্রভুকে কহ; ইহাতে সে আমাকে বধ করিবে। ১৫ এলিয় কহিল, আমি যে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছি, তাঁহার অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি অদ্য অবশ্য তাহার কাছে দর্শন দিব। ১৬ পরে ওবদিয় আহাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাকে সমাচার কহিল; তাহাতে আহাব এলিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিল।

১৭ পরে আহাব্ এলিয়ের দেখা পাইয়া কহিল, হে ইস্রায়েলের ক্লেশদাতা, তুমি কি আইলা? ১৮ এলিয় কহিল, ইস্রায়েল্কে আমি ক্লেশ দি নাই, কিন্তু তুমি ও তোমার পিতৃবংশ পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন ও বালের অনুগমন করাতে তাহাকে ক্লেশ দিতেছ। ১৯ এখন তুমি লোক পাঠাইয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে ও ঈষেবলের ভোজনাসনে ভোজনকারি বালের চারি শত পঞ্চাশ জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও চৈত্যবৃক্ষের ভবিষ্যদ্বক্তা চারি শত লোককে কর্ম্মিল্ পর্ব্বতে আমার নিকটে একত্র কর। ২০ তাহাতে আহাব্ ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের কাছে লোক পাঠাইল, এবং ঐ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকেও কর্ম্মিল পর্ব্বতে একত্র করিল।

২১ পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে যাইয়া কহিল, তোমরা কত কাল দুই নৌকাতে পা দিয়া থাকিবা? যিহোবাঃ যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁহার পশ্চাদ্গমন কর; কিন্তু বাল্ যদি ঈশ্বর হয়, তবে তাহার পশ্চাদ্গমন কর। তাহাতে লোকেরা উত্তররূপে একটি কথাও কহিল না। ২২ অনন্তর এলিয় লোকদিগকে কহিল, পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে কেবল আমি একলা অবশিষ্ট রহিলাম; কিন্তু বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ চারি শত পঞ্চাশ জন আছে। ২৩ আমাদিগকে দুই বৃষ দত্ত হউক; পরে তাহারা আপনাদের জন্যে এক বৃষ মনোনীত করণ পূর্ব্বক খণ্ড২ করিয়া কাষ্ঠোপরি রাখুক, কিন্তু তাহাতে অগ্নি না দিউক; আর আমি দ্বিতীয় বৃষ প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিব, কিন্তু তাহাতে অগ্নি দিব না। ২৪ পরে তোমরা আপনাদের দেবতার নামে প্রার্থনা করিও, এবং আমিও যিহোবার নামে প্রার্থনা করিব; তাহাতে যিনি অগ্নিদ্বারা উত্তর দিবেন, তিনিই সত্য ঈশ্বর হইবেন। তখন সকল লোক উত্তর করিল, এ কথা উত্তম। ২৫ পরে এলিয় বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে কহিল, তোমরা অনেকে আছ, অতএব [illegible] অগ্রে আপনাদের জন্যে এক বৃষ মনোনীত করিয়া প্রস্তুত কর; পরে আপনাদের দেবতার নামে প্রার্থনা কর, কিন্তু তাহার নীচে অগ্নি দিও না। ২৬ পরে তাহাদিগকে যে বৃষ দত্ত হইল, তাহা লইয়া তাহারা প্রস্তুত করিল, এবং 'হে বাল্, আমাদিগকে উত্তর দেও,' ইহা কহিয়া প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত বালের নামে প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন আকাশবাণী কি উত্তরদায়ী উপস্থিত হইল না; তাহাতে তাহারা ঐ কৃত বেদির উপরে লম্ফ দিতে লাগিল। ২৭ পরে মধ্যাহ্ন কালে এলিয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাক; কেননা সে দেবতা; সে ধ্যান কিম্বা বিহার কিম্বা যাত্রা করিতেছে, কিম্বা হইতে পারে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগাইতে হয়। ২৮ পরে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, এবং আপনাদের ব্যবহারানুসারে রক্তের ধারা বহন পর্য্যন্ত ছুরিকা ও অস্ত্রদ্বারা আপনাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল। ২৯ এবং মধ্যাহ্ন কাল উত্তীর্ণ হইলে সন্ধ্যার বলিদান পর্য্যন্তও প্রলাপ কহিল, তথাপি আকাশবাণী কি উত্তরদায়ী কিম্বা মনোযোগকারী উপস্থিত হইল না। ৩০ পরে এলিয় তাবৎ লোককে কহিল, আমার নিকটে আইস; তাহাতে তাবৎ লোক তাহার নিকটে গেলে সে পরমেশ্বরের ভগ্ন বেদি প্রস্তুত করিল। ৩১ এবং পরমেশ্বর যে যাকুব্কে কহিয়াছিলেন, তোমার নাম ইস্রায়েল্ হইবে, তাহার সন্তানদের বংশের সংখ্যানুসারে এলিয় দ্বাদশ প্রস্তর গ্রহণ করিল। ৩২ ঐ প্রস্তরদ্বারা পরমেশ্বরের নামে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং বেদির চতুর্দ্দিগে দুই মণ ধান্য ধরে, এমত এক পরিখা খুদিল। ৩৩ পরে সে কাষ্ঠ সাজাইয়া বৃষকে খণ্ড২ করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিয়া কহিল, চারি জালা জল ভরিয়া হব্যের উপরে ও কাষ্ঠের উপরে তাহা ঢাল। ৩৪ পরে এলিয় কহিল, দ্বিতীয় বার তাহা কর; তাহাতে তাহারা দ্বিতীয় বার তাহা করিল। পরে সে কহিল, তৃতীয়

বার কর; তাহাতে তাহারা তৃতীয় বার তাহা করিল। [৩৫] তাহাতে বেদির চতুর্দ্দিগে জল গেল, এবং ঐ খাতও জলেতে পরিপূর্ণ হইল। [৩৬] এবং সন্ধ্যাকালের বলিদান সময়ে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তা নিকটে আসিয়া কহিল, হে ইব্রাহীমের ও ইস্‌হাকের ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এবং আমি যে তোমার দাস, ও তোমার বাক্যদ্বারা এই সকল কর্ম্ম করিতেছি, ইহা অদ্য সকলে জ্ঞাত হউক। [৩৭] হে পরমেশ্বর, আমার কথা শুন, আমার কথা শুন; হে যিহোবাঃ, তুমিই ঈশ্বর আছ, ইহা এই লোকেরা জ্ঞাত হউক, তুমি ইহাদের মন পরিবর্ত্তন করিয়া আপনকার অনুগামি কর। [৩৮] তখন পরমেশ্বরের অগ্নি পতিত হইয়া হব্য ও কাষ্ঠ ও প্রস্তর ও ধূলি দগ্ধ করিল, ও পরিখাস্থিত জলও শুষ্ক করিল। [৩৯] তাহা দেখিয়া তাবৎ লোক অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল, 'যিহোবাই ঈশ্বর, যিহোবাই ঈশ্বর।' [৪০] পরে এলিয় তাহাদিগকে কহিল, তোমরা বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে ধর, তাহাদের এক জনকেও পলায়নদ্বারা রক্ষা পাইতে দিও না। তাহাতে তাহারা তাহাদিগকে ধরিলে এলিয় কীশোন্ স্রোতের নিকটে নামাইয়া সেখানে তাহাদিগকে বধ করিল।

[৪১] পরে এলিয় আহাবকে কহিল, তুমি যাইয়া ভোজন পান কর, কেননা অতিশয় বৃষ্টির শব্দ শুনিতেছি। [৪২] তাহাতে আহাব্ ভোজন পান করিতে গেল, কিন্তু এলিয় কর্ম্মিলের শৃঙ্গে যাইয়া ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া আপন মুখ দুই হাঁটুর ভিতরে রাখিল; [৪৩] এবং আপন দাসকে কহিল, তুমি যাইয়া সমুদ্রের দিগে অবলোকন কর। তাহাতে সে যাইয়া অবলোকন করিয়া কহিল, কিছু নাই। এই রূপে এলিয় সাত বার কহিল, যাও। [৪৪] অপর সে সাত বার গেলে পর কহিল, দেখ, সমুদ্রহইতে মনুষ্যহস্তের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি মেঘ উঠিতেছে। তখন এলিয় কহিল, তুমি যাইয়া আহাবকে কহ, রথে অশ্ব যোগ করিয়া গমন কর, পাছে বৃষ্টিদ্বারা তোমার বাধা হয়। [৪৫] ইতিমধ্যে মেঘ ও বায়ুদ্বারা আকাশ অন্ধকারময় হইলে অতিশয় বৃষ্টি হইল; তাহাতে আহাব্ যানারোহণ করিয়া যিষ্রিয়েল্ নগরে গমন করিল। [৪৬] এবং পরমেশ্বর এলিয়েতে হস্তার্পণ করিলে সে কটিবন্ধন পূর্ব্বক যিষ্রিয়েলের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত আহাবের অগ্রে২ ধাবমান হইল।

১৯ অধ্যায়।

১ এলিয়ের পলায়ন, ৪ ও প্রান্তরে প্রাণধারণে বিরক্ত হইলে দিব্য দূতদ্বারা সান্ত্বনা পাওন, ৯ ও হোরেব্ পর্ব্বতে ঈশ্বরের দর্শন দেওন এবং ইলীয়েল্ ও যেহূ ও ইলীশায়কে অভিষিক্ত করিতে এলিয়কে প্রেরণ, ১৯ ও ইলীশায়ের আপন কুটুম্বাদি ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাদ্গমন করণ।

[১] পরে আহাব্ এলিয়ের কৃত ঐ কর্ম্মের বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ খড়্গদ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করণের বৃত্তান্ত ঈষেবল্‌কে জ্ঞাত করিল। [২] তাহাতে ঈষেবল্ এলিয়ের নিকটে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক এই কথা কহিল, কল্য এমত সময়ে যদি তাহাদের একের প্রাণের ন্যায় তোমার প্রাণকে না করি, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [৩] তাহাতে এলিয় তাহা দেখিয়া উঠিয়া প্রাণরক্ষার্থে স্থানান্তরে গমন করিল, এবং যিহূদার অন্তঃপাতি বেরশেবাতে উপস্থিত হইয়া সেখানে আপন দাসকে রাখিল।

[৪] অনন্তর প্রান্তরের মধ্যে এক দিবসের পথ যাইয়া এক রোতম্ বৃক্ষ পাইয়া তাহার তলে বসিল, এবং আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া কহিল, এই প্রচুর, হে পরমেশ্বর, এখন আমার প্রাণ লও, কেননা আপন পূর্ব্বপুরুষদের হইতে আমি উত্তম নহি। [৫] পরে সে রোতম বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে এক দূত আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, উঠ, আহার কর। [৬] তাহাতে সে দৃষ্টি করিলে আপন শিয়রে অঙ্গারে পক্ক এক পিষ্টক ও এক ভাণ্ড জল দেখিল; পরে সে ভোজন পান করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিল। [৭] অপর পরমেশ্বরের দূত দ্বিতীয় বার তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, উঠ, আহার কর, কেননা তোমার শক্তিহইতেও পথ অধিক আছে। [৮] তাহাতে সে উঠিয়া ভোজন পান করিলে সেই খাদ্যের শক্তিতে চল্লিশ দিবারাত্রিতে ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেব্ পর্য্যন্ত গমন করিল।

[৯] পরে সে সেই স্থানস্থ গহ্বরেতে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করিল। তখন পরমেশ্বরের এই বাক্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, হে এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? [১০] তাহাতে সে কহিল, আমি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের জন্যে অতিশয় উদ্‌যোগী হইলাম; কেননা ইস্রায়েল বংশ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল, ও তোমার যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া খড়্গদ্বারা তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল; কেবল আমি একলা অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমারও প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। [১১] পরে তিনি কহিলেন, তুমি বাহির হইয়া এই পর্ব্বতে পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াও। পরে পরমেশ্বর সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন; তাহাতে পরমেশ্বরের অগ্রগামি প্রবল প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা পর্ব্বতগণ বিদীর্ণ হইল ও পাষাণ খণ্ড২ হইয়া ভগ্ন

হইল, কিন্তু সেই বায়ুতে পরমেশ্বর ছিলেন না। বায়ুর পরে ভূমিকম্প হইল, সেই ভূমিকম্পেতেও পরমেশ্বর ছিলেন না। ১২ ভূমিকম্পের পরে অগ্নি হইল, সেই অগ্নিতেও পরমেশ্বর ছিলেন না। অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দকারি ক্ষুদ্র এক স্বর হইল; ১৩ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র এলিয় বস্ত্রেতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে গিয়া গহ্বরের মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহাতে তাহার প্রতি এই বাণী উপস্থিত হইল, হে এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? ১৪ সে কহিল, আমি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের জন্যে অতিশয় উদ্‌যোগী হইলাম, কেননা ইস্রায়েল বংশ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল, ও তোমার যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া খড়্গদ্বারা তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল; কেবল আমি একলা অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমারও প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। ১৫ পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি প্রান্তরের পথ দিয়া ফিরিয়া দম্মেষকে গমন কর, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া হসায়েলকে অরাম্ দেশের রাজা হইবার জন্যে অভিষিক্ত কর। ১৬ এবং নিম্‌শির পুত্র যেহূকে ইস্রায়েলের রাজা হইবার জন্যে অভিষিক্ত কর। এবং আবেল্-মিহোলা নিবাসি শাফটের পুত্র ইলীশায়কে আপনার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যদ্বক্তা হইবার জন্যে অভিষিক্ত কর। ১৭ যে জন হসায়েলের খড়্গহইতে রক্ষা পাইবে, যেহূ তাহাকে বধ করিবে; ও যে জন যেহূর খড়্গহইতে রক্ষা পাইবে, ইলীশায় তাহাকে বধ করিবে। ১৮ কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা বালের সম্মুখে হাঁটু পাতে নাই, ও মুখদ্বারা তাহাকে চুম্বন করে নাই, এমন সাত সহস্র লোককে আমি আপনার জন্যে অবশিষ্ট রাখিলাম।

১৯ পরে সে তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া শাফটের পুত্র ইলীশায়ের দেখা পাইল; তৎকালে সে দ্বাদশ যোড়া বলদকে হাল বহন করাইতেছিল, এবং আপনি শেষ যোড়ার সহিত ছিল। তাহাতে এলিয় তাহার নিকটে যাইয়া আপন উত্তরীয় বস্ত্র তাহার গাত্রে ফেলিয়া দিল। ২০ তাহাতে সে বলদগণকে ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাতে দৌড়িয়া তাহাকে কহিল, আমি বিনয় করি, পিতামাতাকে চুম্বন করিয়া আসিতে আমাকে অনুমতি দেও, পরে আমি তোমার পশ্চাদ্‌গামী হইব। তাহাতে সে তাহাকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম? তুমি যাইয়া ফিরিয়া আইস। ২১ পরে সে তাহার নিকটহইতে ফিরিয়া গেল, এবং এক যোড়া বলদ লইয়া মারিয়া তাহার যোঁয়ালি কাষ্ঠদ্বারা তাহার মাংস পাক করিল, এবং লোকদিগকে দিলে তাহারা ভোজন করিল। পরে সে উঠিয়া এলিয়ের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া তাহার পরিচারক হইল।

২০ অধ্যায়

১ বিন্‌হদদের দ্বারা শোমিরোণের অবরোধ, ১৩ ও ভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শদ্বারা অরামীয় লোকদের হত হওন, ২২ ও ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে অরামীয় লোকদের পুনরাগমন, ২৮ ও ভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শে অরামীয়দের পুনর্ব্বার হত হওন, ৩১ ও পরাস্ত হইয়া বিন্‌হদদের উপঢৌকন দেওন, ৩৫ ও আহাবের প্রতি দৃষ্টান্তকথা ও ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ পরে অরামের বিন্‌হদদ্ রাজা আপন তাবৎ সৈন্য একত্র করিয়া বত্রিশ জন রাজা ও অশ্ব ও রথ সঙ্গে লইয়া যাইয়া শোমিরোণ্ অবরোধ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। ২ এবং নগরে ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, বিন্‌হদদ্ এই কথা কহে; ৩ তোমার রূপা ও স্বর্ণ আমার, এবং তোমার ভার্য্যা ও বালকগণের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহারা আমার। ৪ তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা উত্তর করিল, হে আমার প্রভো রাজন্, তোমার কথা সত্য বটে, আমিও তোমার, এবং আমার সর্ব্বস্বই তোমার। ৫ পরে দূতগণ আর বার আসিয়া কহিল, বিন্‌হদদ্ এই কথা কহে, তুমি আপন স্বর্ণ ও রূপা ও ভার্য্যা ও পুত্রদিগকে আমার কাছে সমর্পণ কর, ইহা কহিতে তোমার কাছে দূত পাঠাইলাম। ৬ কল্য এই সময়ে আমি আপন দাসদিগকে তোমার নিকটে পাঠাইলে তাহারা তোমার গৃহে ও তোমার দাসদের তাবৎ গৃহে অনুসন্ধান করিয়া তোমার মনোরম্য যত দ্রব্য, সেই সকল হস্তগত করিয়া লইয়া আসিবে। ৭ তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা দেশের সকল প্রাচীন লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, বিনয় করি, বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ ব্যক্তি কেবল হিংসা করিতে চেষ্টা করিতেছে, কেননা সে আমার ভার্য্যা ও সন্তানগণ ও রূপা ও স্বর্ণের জন্যে লোক পাঠাইলে আমি অসম্মত হই নাই। ৮ পরে সকল প্রাচীন লোক ও সমস্ত প্রজা কহিল, তুমি তাহাকে মানিও না ও স্বীকার করিও না। ৯ তাহাতে সে বিন্‌হদদের দূতগণকে কহিল, আমার প্রভু মহারাজকে কহ, তুমি প্রথমে আপন দাসের নিকটে যাহা কহিয়া পাঠাইয়াছিলা, সে সকল আমি করিব; কিন্তু এই কার্য্য করিতে পারি না। পরে দূতগণ যাইয়া তাহাকে সমাচার দিল। ১০ পরে বিন্‌হদদ্ তাহার কাছে লোক পাঠাইয়া কহিল, এই শোমিরোণের ধূলা যদি আমার পশ্চাদ্‌গামি লোকদের প্রত্যেকের

মুষ্টিতে কুলায়, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [11] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা উত্তর করিল, তোমরা তাহাকে কহ, যে ব্যক্তি সজ্জা পরিধান করে, সে সজ্জাত্যাগির ন্যায় দর্প না করুক। [12] ঐ সময়ে বিন্হদদ্ ও তাহার সহায় রাজগণ তাম্বুতে পান করিতেছিল; ইতিমধ্যে সে ঐ সমাচার শুনিয়া আপনার দাসদিগকে কহিল, নগর আক্রমণ কর। তাহাতে লোকেরা নগর আক্রমণ করিল।

[13] পরে ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার নিকটে এক ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি কি এই বৃহৎ লোকারণ্য দেখিলা? আমি অদ্য তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; তাহাতে আমিই যে পরমেশ্বর, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা। [14] আহাব্ কহিল, কাহাদ্বারা করিবেন? ভবিষ্যদ্বক্তা কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, প্রদেশাধ্যক্ষদের যুব লোকদের দ্বারা করিবেন। তাহাতে রাজা জিজ্ঞাসিল, যুদ্ধের আরম্ভ কে করিবে? সে কহিল, তুমি। [15] পরে সে প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবগণকে গণনা করিলে সংখ্যাতে দুই শত বত্রিশ জন হইল; আর তাহাদের পশ্চাদ্গমনে নিযুক্ত ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের তাবৎ লোককে গণনা করিলে সাত সহস্র হইল। [16] পরে তাহারা মধ্যাহ্নকালে বাহিরে গেল। ঐ সময়ে বিন্হদদ্ ও তাহার সহায় বত্রিশ জন রাজা তাম্বুতে পান করিয়া মত্ত ছিল। [17] অপর ঐ প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবগণ যখন বহিরাগমন করিতে আরম্ভ করিল, তখন বিন্হদদ্ লোক পাঠাইলে তাহারা আসিয়া এই সমাচার দিল, শোমিরোণ হইতে কএক লোক বাহিরে আইল। [18] তাহাতে সে আজ্ঞা দিল, তাহারা যদি সন্ধির নিমিত্তে আইসে, তবে তোমরা তাহাদিগকে সজীব ধর; এবং যদি যুদ্ধের নিমিত্তে আইসে, তবেও সজীব ধর। [19] পরে প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবগণ ও তাহাদের পশ্চাদ্গামি সৈন্যগণ নগরহইতে বাহির হইয়া [20] প্রত্যেক জন (শত্রুদের) এক২ জনকে বধ করিল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা পলায়ন করিলে ইস্রায়েল্ লোক তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, এবং অরামের বিন্হদদ্ রাজা অশ্বারোহণ করিয়া অশ্বারূঢ়দের সহিত পলাইয়া রক্ষা পাইল। [21] পরে ইস্রায়েলের রাজা বহির্গত হইয়া তাহাদের অশ্ব ও রথ সকল বিনষ্ট করিল, ও অরামীয়দিগকে মহাসংহারে সংহার করিল।

[22] পরে সেই ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েলের রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমি যাইয়া আপনাকে বলবান কর, এবং সাবধান হইয়া আপনার কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, কেননা আগামি বৎসরে অরামের রাজা তোমার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার আসিবে। [23] পরে অরামের রাজার ভৃত্যগণ তাহাকে কহিল, তাহাদের দেবতা পর্ব্বতীয় দেবতা, এই কারণ আমাদের হইতে তাহারা বলবান; কিন্তু আমরা যদি তাহাদের সহিত সমভূমিতে যুদ্ধ করি, তবে অবশ্য তাহাদের হইতে বলবান হইব। [24] অতএব তুমি এই কর্ম্ম কর, ঐ সকল রাজাকে অপদস্থ করিয়া তাহাদের পদে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত কর। [25] এবং তোমার যে রূপ সৈন্য ও যত অশ্ব ও রথ বিনষ্ট হইল, তদ্রূপ সৈন্য ও তত অশ্ব ও রথ সংগ্রহ কর; আমরা সমভূমিতে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহাতে অবশ্য তাহাদের হইতে বলবান হইব; পরে বিন্হদদ্ তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে করিল। [26] এবং পরবৎসর উপস্থিত হইলে বিন্হদদ্ অরামীয়দিগকে গণনা করিয়া ইস্রায়েল্ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে অফেকে গেল। [27] পরে ইস্রায়েল্ বংশেরা গণিত ও প্রস্তুত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে গেল; আর তাহাদের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলে ইস্রায়েল্ লোকেরা ছাগশাবকদের দুই ক্ষুদ্র পালের ন্যায় বোধ হইল, কিন্তু অরামীয়েরা দেশ ব্যাপিল।

[28] পরে ঈশ্বরের এক লোক আসিয়া ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, অরামীয়েরা কহিল, যিহোবাঃ পর্ব্বতগণের ঈশ্বর, তিনি সমভূমির ঈশ্বর নন্; এই জন্যে আমি ঐ মহাজনতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাতে আমিই পরমেশ্বর, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [29] অপর তাহারা সপ্তাহ সম্মুখাসম্মুখি হইয়া শিবিরে থাকিলে সপ্তম দিনে যুদ্ধের সংঘটন হইল; তাহাতে ইস্রায়েলের লোকেরা এক দিনে অরামীয়দের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য বিনষ্ট করিল। [30] তখন অবশিষ্ট সেনাগণ পলাইয়া অফেক নগরে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেই অবশিষ্টদের সাতাইশ সহস্র লোকের উপরে প্রাচীর পতিত হইল, এবং বিন্হদদ্ পলাইয়া নগরের ভিতরে কোন গর্ত্তাগারে প্রবেশ করিল।

[31] পরে তাহার দাসগণ তাহাকে কহিল, আমরা শুনিয়াছি, ইস্রায়েল্ বংশীয় রাজগণ দয়ালু, অতএব বিনয় করি, আমরা কটিতে চট পরিয়া গলরজ্জু হইয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে যাই; হইতে পারে তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। [32] পরে তাহারা কটিতে চট পরিয়া গলায় রজ্জু দিয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে আসিয়া কহিল, আপনকার দাস বিন্হদদ্

কহিতেছে, আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ বাঁচাউন। তাহাতে সে কহিল, সে কি এখনো জীবৎ আছে? সে আমার ভ্রাতা। [৩৩] এই কথা শুভ লক্ষণ বুঝিয়া সেই লোকেরা শীঘ্র তাহার মনের ভাব অনুসন্ধান করিয়া কহিল, বিন্‌হদদ্ আপনকার ভ্রাতা বটে। পরে সে কহিল, তোমরা যাইয়া তাহাকে আন। তাহাতে বিন্‌হদদ্ বাহির হইয়া তাহার নিকটে আইলে সে আপন রথে তাহাকে বসাইল। [৩৪] তখন বিন্‌হদদ্ তাহাকে কহিল, আমার পিতা তোমার পিতার যে২ নগর লইয়াছেন, তাহা আমি ফিরাইয়া দিব; এবং আমার পিতা যেমন শোমিরোণে আপনার জন্যে পল্লী করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও দম্মেষকে আপনার জন্যে পল্লী কর। তাহাতে আহাব্ কহিল, আমি এই নিয়ম করিয়া তোমাকে বিদায় করিব। পরে সে তাহার সহিত নিয়ম করিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

[৩৫] পরে শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক জন পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা আপন সহশিষ্যকে কহিল, ওহে, তুমি আমাকে মার। কিন্তু সে তাহাকে মারিতে সম্মত হইল না। [৩৬] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের বাক্য শুনিলা না, অতএব আমার নিকটহইতে যাইবামাত্র এক সিংহ তোমাকে বধ করিবে। পরে তাহার নিকটহইতে তাহার গমনমাত্র এক সিংহ তাহাকে পাইয়া বধ করিল। [৩৭] পরে সে আর এক জনকে পাইয়া কহিল, ওহে, তুমি আমাকে মার। তাহাতে সে এমত আঘাত করিল, যে সেই আঘাতদ্বারা ক্ষত হইল। [৩৮] পরে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা যাইয়া গূঢ়বেশার্থে মস্তকের বস্ত্রদ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া পথে রাজার অপেক্ষাতে থাকিল। [৩৯] অপর রাজা সেই পথে গমন করিলে সে রাজার প্রতি উচ্চৈঃস্বরে নিবেদন করিয়া কহিল, তোমার দাস আমি যুদ্ধে গেলে, দেখ, এক জন পার্শ্বে ফিরিয়া আমার নিকটে এক জনকে আনিয়া কহিল, এই মানুষকে রাখ; ইহাকে যদি কোন রূপে না পাওয়া যায়, তবে ইহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, নতুবা তুমি এক মণ রূপা দিবা। [৪০] কিন্তু তোমার দাস আমি ইতস্ততো ব্যস্ত হইলে সে গেল। পরে ইস্রায়েলের রাজা তাহাকে কহিল, তুমি আপন দণ্ড আপনি নিশ্চয় করিলা। [৪১] পরে সে শীঘ্র আপন চক্ষুহইতে মস্তকের বস্ত্র দূর করিলে, সে যে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা, ইহা ইস্রায়েলের রাজা দেখিল। [৪২] পরে সে রাজাকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যে জনকে বর্জ্জনীয় করিয়াছিলাম, তাহাকে তুমি আপন হস্তহইতে মুক্ত করিলা; এই জন্যে তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, ও তাহার প্রজাদের পরিবর্ত্তে তোমার প্রজাগণ যাইবে। [৪৩] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট হইয়া ঘরে প্রস্থান করিয়া শোমিরোণে উপস্থিত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ নাবোতের ক্ষেত্র না পাওয়াতে আহাবের বিমর্ষ হওন, ৫ ও ঈষেবলের দ্বারা নাবোতের হত হওন, ১৫ ও নাবোতের ক্ষেত্র আহাবের হরণ করণ, ১৭ ও আহাবের ও ঈষেবলের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৫ ও আহাবের অনুতাপ প্রযুক্ত সেই দণ্ডের ক্ষমা হওন।

[১] এই সকল ঘটনার পরে যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, তাহা যিষ্রিয়েল নগরে শোমিরোণের রাজা আহাবের অট্টালিকার পার্শ্বে থাকাতে [২] আহাব্ নাবোৎকে কহিল, তোমার সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাকে দেও; তাহা আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী, অতএব আমি তাহা শাকের ক্ষেত্র করিব; এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাহইতেও উত্তম আর এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব; কিম্বা যদি তোমার মনে লয়, তবে তাহার মূল্য রূপার মুদ্রা তোমাকে দিব। [৩] তাহাতে নাবোৎ আহাব্‌কে কহিল, আমি যে তোমাকে আপন পৈতৃক অধিকার দি, পরমেশ্বর এমন না করুন। [৪] তখন 'আমি পৈতৃক অধিকার তোমাকে দিব না,' যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের এই কথাতে আহাব বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট হইয়া আপন গৃহে আইল, এবং শয্যাতে পড়িয়া মুখ বিবর্ণ করিয়া অনাহারে থাকিল।

[৫] পরে তাহার স্ত্রী ঈষেবল্ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার মন এমন বিমর্ষ কেন, যে তুমি আহার কর না? [৬] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎকে কহিয়াছিলাম, টাকার পরিবর্ত্তে তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র তুমি আমাকে দেও; কিম্বা যদি মনে লয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে আর এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব; তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব না। [৭] তখন তাহার স্ত্রী ঈষেবল্ কহিল, এমন হইলে ইস্রায়েলের উপরে কি তোমার রাজত্ব করা হয়? উঠ, ভোজন কর; তোমার মন হৃষ্ট হউক; আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব। [৮] পরে সে আহাবের নামেতে পত্র লিখিয়া তাহার মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া নাবোতের প্রতিবাসিগণের অর্থাৎ তাহার বসতিনগরের প্রাচীন ও প্রধান লোকদের নিকটে পত্র প্রেরণ করিল। [৯] সেই পত্রে এই

কথা লিখিল, "তোমরা উপবাসের ঘোষণা কর, ও লোকদের মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে বসাও। [১০] পরে 'তুমি ঈশ্বরকে ও রাজাকে জলাঞ্জলি দিয়াছ,' তাহার বিপরীতে এই সাক্ষ্য দিতে দুই জন কদাচারিকে তাহার সম্মুখে দাঁড় করাও; পরে তাহাকে বাহির করিয়া মরণ পর্য্যন্ত প্রস্তরাঘাত কর।" পরে সেই নগরের লোকেরা অর্থাৎ নগরনিবাসি প্রাচীন ও প্রধানেরা ঈষেবলের প্রেরিত আজ্ঞা অর্থাৎ তাহার প্রেরিত পত্রের লিপি অনুসারে কর্ম্ম করিল। [১২] তাহারা উপবাসের ঘোষণা করিল, ও লোকদের মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে বসাইল। [১৩] পরে কদাচার দুই জন আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিল; সেই দুই জন কদাচারী তাবৎ লোকের সাক্ষাতে নাবোতের বিরুদ্ধে এই কথা কহিয়া সাক্ষ্য দিল, 'নাবোৎ ঈশ্বরকে ও রাজাকে জলাঞ্জলি দিয়াছে।' তাহাতে লোকেরা তাহাকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার মরণ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল। [১৪] পরে ঈষেবলের নিকটে এই সমাচার পাঠাইল, 'নাবোৎ প্রস্তরাঘাতে মরিয়াছে।'

[১৫] অপর নাবোৎ প্রস্তরাঘাতে মরিয়াছে, ঈষেবল্ এই কথা শুনিয়া আহাব্‌কে কহিল, উঠ, যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎ টাকাতে যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিতে অসম্মত ছিল, তাহা অধিকার কর; কেননা নাবোৎ জীবৎ নাই, সে মরিয়াছে। [১৬] তখন নাবোৎ মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আহাব উঠিয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গেল।

[১৭] পরে তিশ্‌বীয় এলিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [১৮] তুমি উঠিয়া শোমিরোণ্ নিবাসি ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও; দেখ, সে নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গিয়া সেই ক্ষেত্রে আছে। [১৯] তুমি তাহাকে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি না নরঘাতক হইয়া পরের অধিকার গ্রহণ করিয়াছ? পরে তাহাকে আরও বল, পরমেশ্বর কহেন, যে স্থানে কুক্কুরগণ নাবোতের রক্ত চাটিয়া পান করিয়াছে, সেই স্থানে কুক্কুরগণ তোমার রক্তও চাটিয়া পান করিবে। [২০] তখন আহাব্ এলিয়কে কহিল, হে আমার শত্রো, তুমি কি আমাকে পাইলা? তাহাতে সে কহিল, পাইলাম; কেননা তুমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করণার্থে আপনাকে বিক্রয় করিলা। [২১] (অতএব তিনি কহেন,) দেখ, আমি তোমার প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব, ও তোমার পশ্চাৎ ঝাঁটি দিব; আহাব্ বংশের প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইস্রায়েলের মধ্যে যুক্ত ও বদ্ধ সকলকে আমি বিনষ্ট করিব। [২২] তুমি যে ক্রোধেতে আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়াছ, ও ইস্রায়েল্ লোকদিগকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছ, তাহার জন্যে আমি তোমার বংশকে নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের ও অহিয়ের পুত্র বাশার বংশের ন্যায় করিব। [২৩] আর পরমেশ্বর ঈষেবলের বিষয়ে এই কথা কহেন, কুক্কুরেরা যিষ্রিয়েলের প্রাচীরের কাছে ঈষেবল্‌কে ভক্ষণ করিবে। [২৪] আহাব্ বংশীয় যে কেহ নগরে মরিবে, কুক্কুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করিবে; আর যে কেহ প্রান্তরে মরিবে, শূন্যের পক্ষিরা তাহাকে ভক্ষণ করিবে।

[২৫] আর সেই আহাব আপন ভার্য্যা ঈষেবল্ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া যেমন পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ আর কেহ করে নাই। [২৬] তদ্ভিন্ন পরমেশ্বর যে ইমোরীয়দিগকে ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের সমস্ত ক্রিয়ানুসারে সে দেবগণের অনুগত হইয়া অতিশয় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিত। [২৭] তথাপি আহাব্ ঐ কথা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিল, এবং গাত্রে চট পরিধান ও উপবাস ও চটে শয়ন করিল, এবং নম্র আচরণ করিল। [২৮] অপর তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [২৯] আহাব্ আমার সাক্ষাতে আপনাকে নত করিতেছে, তুমি কি তাহা দেখিতেছ? আমার সাক্ষাতে তাহার নম্র আচরণ প্রযুক্ত আমি তাহার যাবজ্জীবন ঐ অমঙ্গল ঘটাইব না, কিন্তু তাহার পুত্রের জীবৎ সময়ে তাহার বংশের প্রতি ঐ অমঙ্গল ঘটাইব।

২২ অধ্যায়।

১ মীখায় ভবিষ্যদ্বক্তাকে আহাব্ রাজার ডাকন, ১৫ ও মীখায়ের ভবিষ্যদ্বাক্য কহন, ২৪ ও তৎপ্রযুক্ত তাহার দণ্ড, ২৯ ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজার ও আহাবের যুদ্ধে গমন, ৩৪ ও আহাবের হত হওন, ৩৭ ও তাহার কবর দেওন, ৪১ ও যিহোশাফটের বিবরণ ও মরণ, ৫১ ও আহাবের পুত্র অহসিয়ের বিবরণ।

[১] অপর তিন বৎসর পর্য্যন্ত অরামীয় লোকদের ও ইস্রায়েল্ লোকদের পরস্পর যুদ্ধ নিবৃত্ত থাকিল। [২] পরে তৃতীয় বৎসরে যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা ইস্রায়েলের রাজার নিকটে আইলে [৩] ইস্রায়েলের রাজা আপন ভৃত্যদিগকে কহিল, গিলিয়দস্থ রামোতে আমাদের অধিকার আছে, ইহা কি তোমরা জান না? কিন্তু আমরা বসিয়া থাকি, অরামের রাজার হস্তহইতে তাহা লই নাই। [৪] পরে সে যি-

হোশাফট্‌কে কহিল, তুমি কি রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করিতে আমার সহিত যাইবা? তাহাতে যিহোশাফট্‌ ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, আমি ও তুমি, এবং আমার লোক ও তোমার লোক, এবং আমার অশ্ব ও তোমার অশ্ব, সকলই এক। [৫] পরে যিহোশাফট্‌ ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, আমি বিনয় করি, অদ্য ইহাতে পরমেশ্বরের কি বাক্য, তাহা জিজ্ঞাসা কর। [৬] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা প্রায় চারি শত ভবিষ্যদ্বক্তাকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করিতে যাইব, কি ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা কহিল, যাও; পরমেশ্বর মহারাজের হস্তে তাহা সমর্পণ করিবেন। [৭] পরে যিহোশাফট্‌ জিজ্ঞাসিল, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, পরমেশ্বরের এমত ভবিষ্যদ্বক্তা কি আর কেহ নাই? [৮] তখন ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, আমরা যাহাদ্বারা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমত আর এক জন আছে, যিম্লের পুত্র মীখায় তাহার নাম; কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা সে আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা ভিন্ন কোন মঙ্গলের কথা কহে না। তাহাতে যিহোশাফট্‌ কহিল, মহারাজ এমত কথা কহিবেন না। [৯] তখন ইস্রায়েলের রাজা আপনার এক গৃহাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র এখানে আন। [১০] অপর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট্‌ রাজা শোমিরোণের দ্বার প্রবেশের সমান স্থানে আপন২ রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া আপন২ সিংহাসনে বসিলে, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহাদের সম্মুখে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল। [১১] বিশেষতঃ খিনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইহাদ্বারা তুমি অরামীয়দিগকে সংহার করণ পর্য্যন্ত আঘাত করিবা। [১২] এবং তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরীয় বাক্যদ্বারা ইহা কহিল, তুমি রামোৎ-গিলিয়দে যাইয়া ভাগ্যবান হও; পরমেশ্বর তাহা মহারাজের হস্তগত করিবেন। [১৩] অপর যে দূত মীখায়কে ডাকিতে গেল, সে তাহাকে কহিল, দেখ, সকল ভবিষ্যদ্বক্তা এক জনের ন্যায় রাজার মঙ্গলকথা কহিল; অতএব আমি বিনয় করি, তুমিও তাহাদের এক জনের ন্যায় মঙ্গলকথা কহ। [১৪] তাহাতে মীখায় কহিল, আমি পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিতেছি, পরমেশ্বর আমার কাছে যে কথা কহিবেন, আমি সেই কথা কহিব।

[১৫] পরে সে রাজার নিকটে আইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে মীখায়, আমরা রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইব, কি ক্ষান্ত হইব? তাহাতে সে তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া ভাগ্যবান হও; পরমেশ্বর তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। [১৬] পরে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের নামে সত্য কথা ব্যতিরেকে আর কিছুই কহিও না, আমি কত বার তোমাকে এই শপথ করাইব? [১৭] তাহাতে সে কহিল, আমি ইস্রায়েলের সকল লোককে অরক্ষক মেষের ন্যায় পর্ব্বতের উপরে ছিন্নভিন্ন দেখিলাম; এবং পরমেশ্বর কহিলেন, ইহাদের স্বামী নাই; প্রত্যেক জন আপন২ বাটীতে কুশলে ফিরিয়া যাউক। [১৮] পরে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, ঐ ব্যক্তি আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা ভিন্ন কোন মঙ্গলের কথা কহে না, ইহা আমি কি অগ্রে তোমাকে কহি নাই? [১৯] পরে মীখায় কহিল, তুমি পরমেশ্বরের বাক্য শুন; আমি সিংহাসনোপবিষ্ট পরমেশ্বরকে এবং দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান স্বর্গীয় তাবৎ সৈন্যকে দেখিলাম। [২০] পরমেশ্বর কহিলেন, আহাব্‌ যেন রামোৎ-গিলিয়দে যাইয়া পতিত হয়, এই জন্যে কে তাহাকে ভুলাইবে? তাহাতে এক জন এক প্রকারে ও অন্য জন অন্য প্রকারে কহিল। [২১] শেষে এক আত্মা আসিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি তাহাকে ভুলাইব। [২২] পরমেশ্বর কহিলেন, কিসে? সে কহিল, আমি যাইয়া তাহার সকল ভবিষ্যদ্বক্তার মুখেতে মিথ্যাবাদি আত্মা হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে ভুলাইয়া জয়ী হও, ও যাইয়া সেই রূপ কর। [২৩] এই রূপে দেখ, পরমেশ্বর তোমার এই সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদের মুখে মিথ্যাবাদি আত্মা দিলেন; কিন্তু পরমেশ্বর তোমার অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।

[২৪] তখন খিনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া মীখায়কে এক চড় মারিয়া কহিল, পরমেশ্বরের আত্মা তোকে কহিবার জন্যে আমার নিকটহইতে কোন্‌ দিগে গিয়াছিল? [২৫] মীখায় কহিল, দেখ, যে দিনে তুমি লুকাইবার জন্যে গর্ভাগারে যাইবা, সেই দিনে তাহা জানিবা। [২৬] পরে ইস্রায়েলের রাজা আজ্ঞা করিল, মীখায়কে ধরিয়া নগরাধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের নিকটে লইয়া যাও। [২৭] এবং তাহাদিগকে কহ, রাজা এই কথা কহে, ইহাকে কারাগারে বদ্ধ কর, এবং যে পর্য্যন্ত আমি কুশলে ফিরিয়া না আইসি, তাবৎ ইহাকে ভোজনার্থে দুঃখরূপ অন্ন ও দুঃখরূপ জল দেও। [২৮] তাহাতে মীখায় কহিল, তুমি যদি কুশলে

ফিরিয়া আইস, তবে পরমেশ্বর আমার প্রমুখাৎ কহেন নাই। পরে সে কহিল, হে লোক সকল, তোমরা প্রত্যেক জন মনোযোগ কর।

[২৯] পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা রামোৎ-গিলিয়দে গেলে। [৩০] ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্কে কহিল, আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করি, তুমি আপন রাজবস্ত্র পরিধান কর। পরে ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করিল। [৩১] কিন্তু অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ বত্রিশ জন সেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিল, তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেক ক্ষুদ্র কি মহান্ আর কাহারো সহিত যুদ্ধ করিও না। [৩২] পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফট্কে দেখিয়া, ইনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, ইহা কহিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এক দিগে গেল। তাহাতে যিহোশাফট্ চেঁচাইতে লাগিল। [৩৩] তখন সে ইস্রায়েলের রাজা নহে, ইহা রথাধ্যক্ষগণ জানিয়া তাহার পশ্চাৎ যাইতে নিবৃত্ত হইল।

[৩৪] পরে এক জন সন্ধান ব্যতিরেকে ধনুর্গুণ টানিয়া ইস্রায়েলের রাজার সাঁজোয়ার সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে সে আপন সারথিকে কহিল, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যহইতে আমাকে লইয়া যাও, আমি ব্যথিত হইলাম [৩৫] ঐ দিবসে তুমুল যুদ্ধ হইল, তাহাতে রাজা অরামীয়দের সম্মুখে আপন রথে কষ্টে দণ্ডায়মান থাকিল; কিন্তু সায়ংকালে মরিল, এবং তাহার ক্ষতের রক্ত রথের মধ্যে পড়িল। [৩৬] পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রত্যেক জন আপন২ নগরে ও আপন২ দেশে প্রস্থান করুক, সৈন্যের সর্ব্বত্র এই আজ্ঞার ঘোষণা হইল।

[৩৭] পরে রাজা মরিলে লোকেরা তাহাকে শোমিরোণে আনিল, এবং শোমিরোণে রাজাকে কবর দিল। [৩৮] পরে লোকেরা শোমিরোণের পুষ্করিণীর ধারে তাহার রথ প্রক্ষালন ও সজ্জা ধৌত করিলে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে কুক্কুরগণ তাহার রক্ত চাটিয়া পান করিল। [৩৯] এই আহাবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া, এবং সে যে হস্তিদন্তময় গৃহ নির্ম্মাণ করিল ও যে২ নগর প্রস্তুত করিল, এই সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস পুস্তকে লিখিত নাই? [৪০] আহাব্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার পুত্র অহসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

[৪১] ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে আসার পুত্র যিহোশাফট্ যিহূদাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। [৪২] যিহোশাফট্ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; শিল্হীর কন্যা অসূবা নামে তাহার মাতা ছিল। [৪৩] সে আপন পিতা আসার পথাবলম্বী হইল, এবং তাহাহইতে না ফিরিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিল; কিন্তু টিকরস্থান উচ্ছিন্ন হইল না; লোকেরা তখনও টিকরস্থানে হোম করিত ও ধূপ জ্বালাইত। [৪৪] যিহোশাফট্ ইস্রায়েলের রাজার সহিত সন্ধি করিল। [৪৫] এই যিহোশাফটের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, এবং সে যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ করিল, ও যে রূপ যুদ্ধ করিল, সে সকল কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৪৬] তাহার পিতা আসার অধিকারসময়াবধি যে পুংগামি লোকেরা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে সে দেশহইতে দূর করিল। [৪৭] সেই সময়ে ইদোমে রাজা ছিল না, এক প্রতিনিধি রাজত্ব করিত। [৪৮] সেই যিহোশাফট্ স্বর্ণের নিমিত্তে ওফীরে যাইতে তর্শীশের জাহাজ নির্ম্মাণ করিল, কিন্তু সে সকল জাহাজ গেল না, ইৎসিয়োন্-গেবরে ভগ্ন হইল। [৪৯] তখন আহাবের পুত্র অহসিয় যিহোশাফট্কে কহিল, তোমার দাসদের সহিত আমার দাসেরা জাহাজে যাউক; কিন্তু যিহোশাফট্ তাহাতে সম্মত হইল না। [৫০] পরে যিহোশাফট্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের নগরে পূর্ব্বপুরুষদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইল; তাহাতে তাহার পুত্র যোরাম্ তাহার পদে রাজা হইল।

[৫১] যিহূদার যিহোশাফট্ রাজার অধিকারের সতের বৎসরে আহাবের পুত্র অহসিয় শোমিরোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল; সে দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [৫২] সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং আপন পিতা মাতার পথে, এবং নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহারও পথে চলিত। [৫৩] সে আপন পিতার ক্রিয়ানুসারে বালের সেবা ও পূজা করণদ্বারা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিত।

রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ পীড়ার সময়ে দেবের কাছে অহসিয়ের দূতগণকে প্রেরণ, ৫ ও দূতগণের সহিত এলিয়ের সাক্ষাৎ করণ, ৯ ও এলিয়কে ধরিতে দুই দলকে প্রেরণ ও তাহাদের বিনাশ, ১৩ ও তৃতীয় দলকে প্রেরণ ও তাহার রক্ষা, ১৭ ও অহসিয়ের মৃত্যু।

[১] আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াবীয় লোকেরা ইস্রায়েলের অধীনতা অস্বীকার করিল। [২] অপর অহসিয় শোমিরোণস্থিত আপন গৃহের উপরিস্থ কুঠরির বাতায়ন দিয়া পতিত হইয়া পীড়িত হইল; তাহাতে সে আপন দূতগণকে এই কথা কহিল, এই পীড়াহইতে আমি মুক্ত হইব কি না? ইহা জিজ্ঞাসা করিতে তোমরা ইক্রোণের বাল্-সিবূব্ দেবতার নিকটে গমন কর। [৩] কিন্তু পরমেশ্বরের দূত তিশ্‌বীয় এলিয়কে কহিলেন, তুমি উঠিয়া শোমিরোণীয় রাজার দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহ, ইস্রায়েল্ দেশে কি ঈশ্বর নাই, যে তোমরা ইক্রোণের দেবতা বাল্-সিবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছ? [৪] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি যে শয্যাতে পড়িয়া আছ, তাহাহইতে উঠিতে পারিবা না, অবশ্য মরিবা। পরে এলিয় চলিয়া গেল।

[৫] অপর দূতগণ ফিরিয়া রাজার নিকটে আইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কেন ফিরিয়া আইলা? [৬] তাহারা উত্তর করিল, এক জন আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, যে রাজা তোমাদিগকে পাঠাইল, তোমরা তাহার কাছে ফিরিয়া যাইয়া কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল্ দেশে কি ঈশ্বর নাই, যে তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল্-সিবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইতেছ? তুমি যে শয্যাতে পড়িয়া আছ, তাহাহইতে উঠিতে পারিবা না, অবশ্য মরিবা। [৭] রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যে মানুষ এই কথা কহিয়াছিল, সে কি প্রকার লোক? [৮] তাহারা উত্তর করিল, সে লোমশ, এবং তাহার কটিতে চর্ম্মপটুকা বদ্ধ আছে। তাহাতে রাজা কহিল, সে তিশ্‌বীয় এলিয়।

[৯] পরে রাজা পঞ্চাশ লোকের সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিল। তৎকালে এলিয় এক পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়াছিল। তাহাতে সে তাহার নিকটে উঠিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা আজ্ঞা করিলেন, তুমি নাম। [১০] তাহাতে এলিয় পঞ্চাশৎপতিকে উত্তর করিল, যদি আমি ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ করুক। তাহাতে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ করিল। [১১] পরে রাজা পুনর্ব্বার পঞ্চাশ লোকের সহিত আর এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাইল। তাহাতে সে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র নামিয়া আইস। [১২] এলিয় তাহাদিগকে উত্তর করিল, যদি আমি ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ করুক। তাহাতে আকাশহইতে ঈশ্বরের অগ্নি নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ করিল।

[১৩] পরে রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশ লোকের সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাইল। তাহাতে সেই তৃতীয় পঞ্চাশৎপতি যাত্রা করিয়া উপস্থিত হইয়া এলিয়ের সাক্ষাতে হাঁটু পাতিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ এবং তোমার এই পঞ্চাশ জন দাসের প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হউক। [১৪] পূর্ব্বে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া পঞ্চাশ২ লোককে ও তাহাদের দুই সেনাপতিকে দগ্ধ করিল; কিন্তু এখন আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হউক। [১৫] তাহাতে পরমেশ্বরের দূত এলিয়কে কহিলেন, ইহার সহিত নামিয়া যাও, ইহাকে ভয় করিও না। পরে এলিয় উঠিয়া তাহার সহিত রাজার নিকটে গেল। [১৬] এবং রাজাকে কহিল, পরমেশ্বর কহেন, কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইস্রায়েল্ দেশে ঈশ্বর নাই, ইহা ভাবিয়া তুমি কি ইক্রোণের বাল্-সিবূব্ দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে দূতগণকে পাঠাইলা? অতএব তুমি যে শয্যাতে পড়িয়া আছ, তাহাহইতে উঠিবা না, অবশ্য মরিবা।

[১৭] পরে এলিয়দ্বারা প্রচারিত পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে সে মরিলে তাহার পুত্র না থাকাতে যিহূদার রাজা যিহোশাফটের পুত্র যো-

রামের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যিহোরাম্ তাহার পদে রাজা হইল। ¹⁸ এই অহসিয়ের ক্রিয়ার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

২ অধ্যায়।

১ এলিয় ও ইলীশায়ের যাত্রা করণ ও নদী পার হওন ও কথোপকথন ও এলিয়ের স্বর্গারোহণ, ১২ ও ইলীশায়ের পুনরাগমন ও নদী পার হওন ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হওন, ১৯ ও প্রথম আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ২৩ ও দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

¹ যে দিনে পরমেশ্বর ঘূর্ণবায়ুদ্বারা এলিয়কে স্বর্গারোহণ করাইলেন, সেই দিনে এলিয় ও ইলীশায় গিল্গলহইতে যাত্রা করিলে ² এলিয় ইলীশায়কে কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা পরমেশ্বর আমাকে বৈথেল্ পর্য্যন্ত পাঠাইলেন। তাহাতে ইলীশায় উত্তর করিল, যদি পরমেশ্বর অমর হন, এবং তোমার প্রাণ সজীব হয়, তবে আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না। অতএব তাহারা বৈথেলে গেল। ³ তাহাতে বৈথেলনিবাসি শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ বাহিরে ইলীশায়ের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, অদ্য পরমেশ্বর তোমার উপরহইতে তোমার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি তুমি জান? সে কহিল, আমিও তাহা জানি; তোমরা নীরব হও। ⁴ পরে এলিয় তাহাকে কহিল, হে ইলীশায়, বিনয় করি, তুমি এখানে থাক; কেননা পরমেশ্বর আমাকে যিরীহোতে পাঠাইলেন। তাহাতে সে কহিল, যদি পরমেশ্বর অমর হন, এবং তোমার প্রাণ সজীব হয়, তবে আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না। অতএব তাহারা যিরীহোতে আইল। ⁵ তখন যিরীহোনিবাসি শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইলীশায়ের নিকটে আসিয়া কহিল, অদ্য পরমেশ্বর তোমার উপরহইতে তোমার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি তুমি জান? সে উত্তর করিল, আমিও তাহা জানি; তোমরা নীরব হও। ⁶ পরে এলিয় তাহাকে কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা পরমেশ্বর আমাকে যর্দ্দনের নিকটে পাঠাইলেন। সে উত্তর করিল, যদি পরমেশ্বর অমর হন, এবং তোমার প্রাণ সজীব হয়, তবে আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না। পরে তাহারা দুই জন অগ্রে গেল। ⁷ এবং শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন যাইয়া তাহাদের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইল, এবং ঐ দুই জনও যর্দ্দনের তীরে দাঁড়াইল। ⁸ পরে এলিয় আপনার গাত্রাবরণ বস্ত্র ধরিয়া জড় করিয়া জলেতে আঘাত করিল; তাহাতে জল এদিগে ওদিগে বিভিন্ন হইলে তাহারা দুই জন শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইল। ⁹ পার হইলে পর এলিয় ইলীশায়কে কহিল, তোমার নিকটহইতে নীত হওনের পূর্ব্বে আমি তোমার নিমিত্তে কি করিব? তাহা প্রার্থনা কর। তাহাতে ইলীশায় কহিল, তোমার আত্মার দুই অংশ আমাতে বর্ত্তুক, এই আমার প্রার্থনা। ¹⁰ সে কহিল, যাহা প্রার্থনা করিলা তাহা দুঃসাধ্য; তথাপি যদি তোমার নিকটহইতে নীত হওন সময়ে আমাকে দেখিতে পাও, তবে তোমার প্রতি তদ্রূপ বর্ত্তিবে; কিন্তু না দেখিলে বর্ত্তিবে না। ¹¹ তাহারা যাইতে২ এই রূপ কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুদ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিল।

¹² তখন ইলীশায় তাহা দেখিয়া, হে আমার পিতঃ, হে আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ, ইহা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। পরে সে আপন বস্ত্র ধরিয়া চিরিয়া দুই খান করিল। ¹³ পরে এলিয়হইতে যে আবরণ বস্ত্র পতিত হইয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইল, এবং ফিরিয়া যর্দ্দনের তীরে দাঁড়াইল। ¹⁴ পরে এলিয়হইতে পতিত আবরণ বস্ত্র লইয়া জলেতে আঘাত করিয়া কহিল, এলিয়ের প্রভু পরমেশ্বর কোথায়? অবশ্য তিনি সেই আছেন। তাহাতে জলে তাহার প্রহার করণদ্বারা জল এদিগে ওদিগে বিভিন্ন হইলে ইলীশায় পার হইয়া গেল। ¹⁵ তখন যিরীহোনিবাসি শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া কহিল, এলিয়ের আত্মা ইলীশায়েতে বর্ত্তিল। পরে তাহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইল। ¹⁶ এবং তাহাকে কহিল, দেখ, তোমার দাস পঞ্চাশ বলবান লোক এখানে আছে; আমরা বিনয় করি, তাহারা তোমার প্রভুর অন্বেষণে যাউক; কি জানি, পরমেশ্বরের আত্মা তাহাকে উঠাইয়া কোন পর্ব্বতের উপরে কিম্বা কোন প্রান্তরে ফেলিয়া দিয়া থাকিবেন। সে কহিল, পাঠাইও না। ¹⁷ তথাপি তাহারা পুনঃ২ কহিলে সে লজ্জিত হইয়া কহিল, পাঠাইয়া দেও। অতএব তাহারা পঞ্চাশ লোককে প্রেরণ করিলে তাহারা তিন দিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া তাহাকে পাইল না। ¹⁸ পরে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল। তখনও সে যিরীহোতে ছিল। তাহাতে সে কহিল, তোমরা যাইও না, এ কথা কি আমি তোমাদিগকে কহি নাই?

¹⁹ পরে নগরস্থ লোকেরা ইলীশায়কে কহিল, বিনয় করি, দেখ, এই নগরের স্থান রম্য বটে,

ইহা আমাদের প্রভু দেখিতেছেন; কিন্তু জল মন্দ ও দেশ অপত্যনাশক। [20] তাহাতে সে কহিল, আমার কাছে নূতন এক পাত্র আনিয়া তাহাতে লবণ দেও। পরে তাহা নিকটে আনীত হইলে [21] সে জলের উনুইর নিকটে যাইয়া তাহাতে লবণ ফেলিয়া কহিল, পরমেশ্বর কহেন, আমি এ জল ভাল করিলাম, অদ্যাবধি ইহা মৃত্যুজনক ও সন্তাননাশক আর হইবে না। [22] ইলীশায়ের উক্ত সেই বাক্যানুসারে সেই জল অদ্য পর্য্যন্ত ভাল হইয়া আছে।

[23] পরে সে তথাহইতে বৈথেলে গেল; তাহাতে পথ দিয়া উর্দ্ধে যাইতেছে, এমত সময়ে নগরহইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র বালক আসিয়া তাহাকে নিন্দা করিয়া কহিল, রে টাকপড়া, উঠিয়া আয়; রে টাকপড়া, উঠিয়া আয়। [24] তখন সে ফিরিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বরের নামে তাহাদিগকে শাপ দিল; তাহাতে বনহইতে দুই ভালূক আসিয়া তাহাদের মধ্যে বেয়াল্লিশ বালককে বিদীর্ণ করিল। [25] পরে সে তথাহইতে কর্ম্মিল্ পর্ব্বতে গেল, এবং তথাহইতে শোমিরোণে প্রত্যাগমন করিল।

৩ অধ্যায়।

১ যিহোরামের রাজত্বের কথা, ৪ ও মোয়াবীয় রাজার ইস্রায়েলের অধীনতা ত্যাগ করণ, ৬ ও যিহোরাম্ ও যিহোশাফট্ ও ইদোমের রাজা জলাভাবে ক্লিষ্ট হইলে ইলীশায়দ্বারা জলের ও জয়ের প্রতিজ্ঞা পাওন, ২১ ও মোয়াবীয়দের পরাস্ত হওন, ২৬ ও মোয়াবীয় রাজার আপন পুত্রকে বলিদান করণ ও ইস্রায়েল্ লোকের আপন দেশে ফিরিয়া যাওন।

[1] যিহূদার রাজা যিহোশাফটের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে আহাবের পুত্র যিহোরাম শোমিরোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; [2] এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিল। সে যদ্যপি আপন পিতা মাতার সদৃশ না হইয়া পিতার নির্ম্মিত বালের প্রতিমাকে দূর করিল, [3] তথাপি নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপেতে আসক্ত থাকিল, তাহা ত্যাগ করিল না।

[4] মোয়াব্ দেশের মেশা রাজা মেষাধিকারী ছিল, সে ইস্রায়েলের রাজাকে কররূপে এক লক্ষ মেষবৎস ও এক লক্ষ সলোম মেষ দিত। [5] কিন্তু আহাব্ মরিলে মোয়াবের রাজা ইস্রায়েলের রাজার অধীনতা ত্যাগ করিল।

[6] সেই সময়ে যিহোরাম্ রাজা শোমিরোণহইতে যাত্রা করিয়া সমুদয় ইস্রায়েল্ লোককে গণনা করিল। [7] এবং যিহূদার যিহোশাফট রাজার কাছে দূত পাঠাইয়া কহিল, মোয়াবের রাজা আমার অধীনতা ত্যাগ করিল, অতএব মোয়াবীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবা? সে কহিল, যাইব, কেননা আমি ও তুমি, এবং আমার লোক ও তোমার লোক, এবং আমার অশ্ব ও তোমার অশ্ব, সকলই এক। [8] সে জিজ্ঞাসিল, আমরা কোন্ পথ দিয়া যাইব? তাহাতে সে কহিল, ইদোম্ প্রান্তরের পথ দিয়া। [9] পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার রাজা ও ইদোমের রাজা যাত্রা করিয়া সাত দিনের পথ ঘুরিয়া গেল; তখন তাহাদের সৈন্য ও পশ্চাদ্গামি পশুদের পানার্থে জল পাওয়া গেল না। [10] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা কহিল, হায় ২! মোয়াবীয় লোকদের হস্তে সমর্পণ করিতে পরমেশ্বর এই তিন রাজাকে এই স্থানে আনিলেন। [11] কিন্তু যিহোশাফট্ কহিল, আমরা যাহাদ্বারা পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমত পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তা কি এখানে কেহ নাই? তাহাতে ইস্রায়েলের রাজার এক দাস কহিল, যে জন এলিয়ের হস্তে জল ঢালিত, শাফটের পুত্র সেই ইলীশায় এখানে আছে। [12] যিহোশাফট্ কহিল, পরমেশ্বরের বাক্য তাহার মধ্যে আছে। পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহোশাফট্ ও ইদোমের রাজা ইলীশায়ের কাছে চলিল। [13] তখন ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি আপন পিতার ভবিষ্যদ্বক্তাদের ও মাতার ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিকটে যাও। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা কহিল, তাহা নয়, মোয়াব্ দেশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিতে পরমেশ্বর এই তিন রাজাকে এই স্থানে আনিলেন। [14] ইলীশায় কহিল, আমি যে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছি, তাঁহার অমরতার দিব্য করিতেছি, যদি যিহূদার যিহোশাফট্ রাজার কাছে আমার আদর না থাকিত, তবে আমি কখনো তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতাম না, ও তোমাকে দেখিতাম না। [15] এখন আমার নিকটে এক তবল বাদ্যকারিকে আন। পরে বাদ্যকারী তবল বাজাইলে পরমেশ্বর ইলীশায়েতে আবির্ভূত হইলেন। [16] তাহাতে সে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই উপত্যকা খাতময় কর। [17] কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা বায়ু দেখিবা না ও বৃষ্টি দেখিবা না, কিন্তু তোমাদের ও তোমাদের পশু ও বাহন সকলের পানার্থে এই উপত্যকা জলেতে পূর্ণ

হইবে। [১৮] ইহা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র কথা; তিনি মোয়াবীয়দিগকেও তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন। [১৯] তোমরা প্রাচীরবেষ্টিত প্রতি নগর ও প্রত্যেক উত্তম নগর উচ্ছিন্ন করিবা, ও প্রত্যেক উত্তম বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবা, ও কূপ সকল বুজাইবা, ও উর্ব্বরা ভূমি সকল প্রস্তরেতে বিনষ্ট করিবা। [২০] পরে প্রাতঃকালে বলি উৎসর্গ করণ সময়ে ইদোম্ দেশের পথ দিয়া জল আসিয়া দেশ পরিপূর্ণ করিল।

[২১] রাজগণ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আইল, ইহা শুনিয়া মোয়াবীয় লোকেরা সজ্জান্বিত ও অন্যান্য লোকদিগকে একত্র করিয়া দেশের সীমাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। [২২] অপর প্রত্যূষে উঠিলে সূর্য্য জলের উপরে চকমক করিল, তাহাতে মোয়াবীয়েরা অন্য পারে রক্তের ন্যায় রাঙ্গা জল দেখিল। [২৩] তাহাতে তাহারা কহিল, ঐ দেখ, রক্ত; অবশ্য রাজগণ হত হইয়াছে; তাহারা মারামারি করিয়া মরিয়াছে; অতএব হে মোয়াবীয়েরা, তোমরা লুট করিতে যাও। [২৪] পরে তাহারা ইস্রায়েলের শিবিরে উপস্থিত হইলে ইস্রায়েল্ লোকেরা উঠিয়া মোয়াবীয়দিগকে এমত প্রহার করিল, যে তাহারা তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল; পরে তাহাদের দেশের মধ্যেও মোয়াবীয়দিগকে মারিতে২ তাহাদের পশ্চাদ্ গমন করিল। [২৫] তাহারা সকল নগর ভাঙ্গিল, ও প্রত্যেক জন প্রত্যেক উর্ব্বরা ক্ষেত্রেতে প্রস্তর ফেলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিল, ও সজল কূপ সকল বুজাইল, ও উত্তম২ বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলিল; কেবল কীর্হেরসের প্রাচীর অবশিষ্ট রাখিল, তাহাতে ফিঙ্গাধারিরা তাহার চতুর্দ্দিগে যাইয়া তাহা আক্রমণ করিল।

[২৬] অপর যুদ্ধ আমার অসহ্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া মোয়াবের রাজা ইদোমের রাজার নিকটে ভেদ করিয়া যাইবার জন্যে সাত শত অস্ত্রধারিকে আপনার সঙ্গে লইল; কিন্তু তাহারা পারিল না। [২৭] পরে তাহার রাজপদে অভিষেচনীয় আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া ভিত্তির উপরে হোম করিল, তাহাতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল; পরে তাহারা তাহার নিকটহইতে যাত্রা করিয়া আপন দেশে ফিরিয়া গেল।

৪ অধ্যায়।

১ বিধবার তৈল বৃদ্ধি করণ, ৮ ও শূনেমীয়া স্ত্রীকে পুত্র বর দেওন, ১৮ ও পুত্র মৃত হইলে তাহাকে পুনর্জ্জীবন দেওন, ৩৮ ও বিষযুক্ত প্রাণনাশক ব্যঞ্জনকে ভাল করণ, ৪২ ও অল্প খাদ্যদ্বারা অনেক লোককে ভোজন করাওন।

[১] অপর শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে এক জনের স্ত্রী ইলীশায়কে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তোমার দাস আমার স্বামী মরিল। সে পরমেশ্বরকে ভয় করিত, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; এখন উত্তমর্ণ আমার দুই পুত্রকে আপনার দাস করিতে আসিতেছে। [২] ইলীশায় জিজ্ঞাসিল, আমি তোমার নিমিত্তে কি করিতে পারি? তোমার গৃহে কি আছে? তাহা বল। সে কহিল, এক কলস তৈল ব্যতিরেকে তোমার দাসীর গৃহে আর কিছুই নাই। [৩] তখন সে কহিল, তবে যাও, আপন তাবৎ প্রতিবাসির নিকটহইতে বাহিরের শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না। [৪] পরে তোমার পুত্রদের সহিত গৃহের ভিতরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং সেই সকল পাত্রে তৈল ঢাল; তাহাতে যে২ পাত্র পূর্ণ হয়, তাহা এক দিগে রাখ। [৫] অপর সে স্ত্রী তাহার নিকটহইতে গিয়া আপনার ও পুত্রগণের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিলে তাহারা একে২ পাত্র আনিল ও সে তৈল ঢালিল। [৬] সকল পাত্র পূর্ণ হইলে সে আপন পুত্রকে কহিল, আর পাত্র দেও; তাহাতে পুত্র কহিল, আর পাত্র নাই। তৎক্ষণাৎ তৈলের স্রোত বন্ধ হইল। [৭] পরে সে যাইয়া ঈশ্বরের লোককে সমাচার দিল। তাহাতে সে কহিল, যাইয়া তৈল বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ কর, পরে অবশিষ্টেতে তোমার ও তোমার পুত্রগণের দিনপাত হইবে।

[৮] অপর এক দিন ইলীশায় শূনেমে গেলে তথাকার এক ধনবতী স্ত্রী বিনয়পূর্ব্বক তাহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। পরে সে যত বার সেই পথ দিয়া যাইত, তত বার ভোজনার্থে সেই স্থানে যাইত। [৯] অনন্তর সে স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিল, তুমি জান কি? এই যে ব্যক্তি আমাদের নিকট দিয়া নিত্য যাতায়াত করে, সে ঈশ্বরের এক পবিত্র লোক। [১০] অতএব আইস, আমরা তাহার নিমিত্তে ভিত্তির উপরে এক ক্ষুদ্র কুঠরী নির্ম্মাণ করি, এবং তাহার মধ্যে এক খট্টা ও এক মেজ ও এক আসন ও এক দীপবৃক্ষ রাখি; সে আমাদের এখানে আইলে সেই স্থানে থাকিবে। এক দিন ইলীশায় সেখানে গিয়া সেই কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিল; [১২] পরে আপন দাস গেহসিকে কহিল, তুমি ঐ শূনেমীয়াকে ডাক। তাহাতে সে ডাকিলে সেই স্ত্রী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৩] তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিল, তুমি তাহাকে কহ, দেখ, তুমি আমাদের নিমিত্তে এই সকল চিন্তা করিলা, এখন তোমার নিমিত্তে কি কর্ত্তব্য? রাজার কিম্বা সেনাপতির নিকটে তোমার কি কোন প্রার্থনীয় আছে?

সে উত্তর করিল, আমি আপন লোকদের মধ্যে সুখেতে বাস করিতেছি। [১৪] তখন ইলীশায় কহিল, তবে তাহার জন্যে কি করা যায়? তাহাতে গেহসি কহিল, তাহার পুত্রমাত্র নাই, এবং স্বামীও বৃদ্ধ হইয়াছে। [১৫] ইলীশায় কহিল, তুমি তাহাকে ডাক; তাহাতে তাহাকে ডাকিলে সে দ্বারে দাঁড়াইল। [১৬] তখন ইলীশায় কহিল, এক বৎসরের পর এই ঋতুতে তুমি পুত্রকে ক্রোড়ে করিবা। কিন্তু সে কহিল, হে আমার প্রভো, হে ঈশ্বরের লোক, না, না; আপন দাসীকে মিথ্যা কথা কহিও না। [১৭] পরে ইলীশায়ের বাক্যানুসারে সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া সম্বৎসরের পর সেই ঋতুতে পুত্র প্রসব করিল।

[১৮] পরে সেই বালক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এক দিন শস্যচ্ছেদকদের কাছে আপন পিতার নিকটে গেল। [১৯] তখন পিতাকে কহিল, আমার মাথা! আমার মাথা! তাহাতে সে এক যুব দাসকে কহিল, তুমি ইহাকে তুলিয়া মাতার কাছে লইয়া যাও। [২০] পরে সে তাহাকে তুলিয়া মাতার কাছে আনিলে বালক মাতার ক্রোড়ে বসিয়া মধ্যাহ্নকালে মরিল। [২১] তখন সে উপরে যাইয়া ঈশ্বরের লোকের খট্টাতে তাহাকে শয়ন করাইল, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া [২২] আপন স্বামিকে কহিয়া পাঠাইল, আমি বিনয় করি, তুমি যুবদের এক জনকে ও এক গর্দ্দভীকে আমার কাছে পাঠাইয়া দেও, আমি ঈশ্বরের লোকের কাছে শীঘ্র যাইয়া ফিরিয়া আসিব। [২৩] তাহাতে সে কহিল, তুমি অদ্য তাহার নিকটে কেন যাইবা? অদ্য অমাবস্যা নয়, ও বিশ্রামদিন নয়। সে কহিল, মঙ্গল হইবে। [২৪] পরে সে গর্দ্দভী সাজাইয়া আপন দাসকে কহিল, তুমি গর্দ্দভী চালাইয়া চল, আজ্ঞা না পাইলে আমার গমন শিথিল করিও না। [২৫] অপর সে যাইয়া কর্ম্মিল্ পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের নিকটে উপস্থিত হইল; তখন ঈশ্বরের লোক দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া আপন দাস গেহসিকে কহিল, ঐ দেখ সেই শূনেমীয়া। [২৬] তুমি এখন দৌড়িয়া গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং তোমার মঙ্গল? ও তোমার স্বামির মঙ্গল? ও তোমার বালকের মঙ্গল? ইহা জিজ্ঞাসা কর। পরে সে উত্তর করিল, মঙ্গল বটে। [২৭] কিন্তু পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের কাছে উপস্থিত হওন সময়ে সে তাহার চরণ ধরিল; তাহাতে গেহসি তাহাকে ঠেলিয়া দিতে নিকটে আইলে ঈশ্বরের লোক কহিল, উহাকে থাকিতে দেও, উহার অন্তঃকরণ শোকাকুল হইয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বর আমা হইতে তাহা গোপন করিয়া আমাকে জানান নাই। [২৮] তখন সেই স্ত্রী কহিল, আপন প্রভুর কাছে আমি কি পুত্র চাহিয়াছিলাম? বরং আমাকে প্রতারণা করিও না, এ কথা কি কহি নাই? [২৯] তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিল, তুমি কটিবন্ধন করিয়া হস্তে আমার এই যষ্টি লইয়া প্রস্থান কর; কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে নমস্কার করিও না, ও কেহ নমস্কার করিলে তাহাকে উত্তর দিও না; পরে সেই বালকের মুখের উপরে আমার এই যষ্টি রাখ। [৩০] তাহাতে বালকের মাতা কহিল, পরমেশ্বর যদি অমর হন, এবং তোমার প্রাণ যদি সজীব হয়, তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না। পরে সে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিল। [৩১] ইতিমধ্যে গেহসি তাহাদের অগ্রে২ যাইয়া বালকের মুখে যষ্টি রাখিল, তথাপি শব্দ কি তাহার চেতনা হইল না। অতএব গেহসি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে কহিল, বালকের চেতনা হয় নাই। [৩২] পরে ইলীশায় সেই গৃহে আসিয়া আপনার শয্যাতে মৃত বালককে শয়ান দেখিল। [৩৩] তখন সে একাকী তাহার নিকটে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। [৩৪] এবং খট্টায় উঠিয়া বালকের উপরে শয়ন করিল; সে তাহার মুখের উপরে মুখ ও চক্ষুর উপরে চক্ষু ও হস্তের উপরে হস্ত দিয়া বালকের উপরে আপনি লম্বমান হইল; তাহাতে বালকের গাত্রে তাপ পাইতে লাগিল। [৩৫] পরে সে নামিয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করিল, এবং পুনর্ব্বার উঠিয়া তাহার গাত্রে লম্বমান হইল; তাহাতে বালক সাত বার হাঁচিল ও চক্ষু উন্মীলন করিল। [৩৬] তখন সে গেহসিকে ডাকিয়া কহিল, তুমি সেই শূনেমীয়াকে ডাক। সে তাহাকে ডাকিলে শূনেমীয়া তাহার নিকটে আইল। তাহাতে সে কহিল, তুমি আপন পুত্রকে লও। [৩৭] তখন সে স্ত্রী ভিতরে যাইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিল, এবং আপন পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেল।

[৩৮] পরে ইলীশায় পুনর্ব্বার গিল্গলে গেল; সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল, এবং শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহার সম্মুখে বসিলে সে আপন দাসকে আজ্ঞা দিল, বড় স্থালী চড়াইয়া এই শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের জন্যে ব্যঞ্জন পাক কর। [৩৯] তখন তাহাদের এক জন তরকারি আনিতে ক্ষেত্রে গেল, এবং বনসশার লতা পাইয়া তাহার ফলেতে বস্ত্র পূর্ণ করিয়া আইল, পরে তাহা কুটিয়া পাকস্থালীতে দিল; কিন্তু তাহা কি, তাহা তাহারা জানিল না। [৪০] পরে লোকদের ভোজনার্থে পরিবেষণ করিলে তাহারা সেই

ব্যঞ্জন মুখে দিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, পাকস্থালীতে মৃত্যু আছে; অতএব তাহারা তাহা ভোজন করিতে পারিল না। [৪১] তখন সে কহিল, কিছু ময়দা আন। পরে সে পাকস্থালীতে তাহা ফেলিয়া কহিল, লোকদের জন্যে পরিবেষণ কর, তাহারা তাহা ভোজন করুক। তাহাতে পাকস্থালীতে কিছুই মন্দ থাকিল না।

[৪২] পরে এক লোক বাল-শালিশাহইতে প্রথম শস্যের রুটী অর্থাৎ যবের বিংশতি রুটী ও ঝুলিতে শস্যের শীষ পরমেশ্বরের লোকের জন্যে আনিলে ইলীশায় কহিল, ইহা লোকদিগকে দেও; তাহারা ভোজন করুক। [৪৩] তাহাতে তাহার পরিচারক কহিল, আমি কি এক শত লোককে ইহা পরিবেষণ করিব? সে আর বার কহিল, ইহা লোকদিগকে দেও; তাহারা ভোজন করুক; পরমেশ্বর কহিতেছেন, তাহারা ভোজন করিলেও তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব সে তাহাদের সম্মুখে তাহা রাখিলে তাহারা সকলে ভোজন করিলেও পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে কিছু অবশিষ্ট থাকিল।

৫ অধ্যায়।

১ কুষ্ঠরোগহইতে মুক্তি পাইতে নামানের শোমিরোণে গমন, ৮ ও যর্দ্দন নদীতে সাত বার স্নান করিতে ইলীশায়ের আজ্ঞা, ১৫ ও মুক্তি প্রযুক্ত নামানের দত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিতে ইলীশায়ের অস্বীকার, ২০ ও উপঢৌকন লওয়াতে গেহসির কুষ্ঠ হওন।

[১] অরামীয় রাজার নামান্ নামক এক সেনাপতি ছিল; সে আপন প্রভুর সাক্ষাতে মহান্ ও সম্মানিত ছিল, কেননা তাহাদ্বারা পরমেশ্বর অরামীয়দিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন; এবং সে বীর ছিল বটে, কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিল। [২] এক সময়ে অরামীয় লোকেরা দলে২ গমন করিয়া ইস্রায়েল্ দেশহইতে এক ছোট বালিকাকে বন্দি করিয়া আনিলে সে ঐ নামানের স্ত্রীর পরিচারিকা হইয়াছিল। [৩] সে আপন কর্ত্রীকে কহিল, আহা! শোমিরোণস্থ ভবিষ্যদ্বক্তার সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে সে তাহাকে কুষ্ঠহইতে মুক্ত করিত। [৪] পরে নামান যাইয়া আপন প্রভুকে কহিল, ইস্রায়েল্ দেশহইতে আনীতা সেই বালিকা এমন২ কথা কহে। [৫] তাহাতে অরামের রাজা কহিল, তুমি সেখানে চলিয়া যাও, আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্র পাঠাই। তখন সে আপনার হস্তে দশ মণ রূপা ও ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও দশ যোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিল। [৬] সে ইস্রায়েলের রাজার কাছে যে পত্র লইয়া গেল, তাহাতে এই রূপ লিখিত ছিল, এই পত্র যখন তোমার নিকটে পঁহুছিবে, তখন আমি আপন দাস নামানকে তোমার কাছে প্রেরণ করিলাম, ইহা জানিবা, এবং তাহাকে কুষ্ঠরোগহইতে মুক্ত করিবা। [৭] পরে ইস্রায়েলের রাজা ঐ পত্র পাঠ করিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিল, মারিতে ও বাঁচাইতে সমর্থ ঈশ্বর কি আমি, যে এই মনুষ্য এক জনের কুষ্ঠ ভাল করিতে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইতেছে? বিনয় করি, তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, সে আমার ছিদ্র পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

[৮] পরে ইস্রায়েলের রাজা বস্ত্র চিরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের লোক ইলীশায় রাজার কাছে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তুমি কেন আপন বস্ত্র চিরিলা? সে ব্যক্তি আমার কাছে আইসুক; তাহাতে ইস্রায়েলের মধ্যে এক ভবিষ্যদ্বক্তা আছে, ইহা জ্ঞাত হইবে। [৯] অতএব নামান আপন অশ্ব ও রথের সহিত আসিয়া ইলীশায়ের গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। [১০] তখন ইলীশায় এক দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া যর্দ্দন্ নদীতে সাত বার স্নান কর, তাহাতে তোমার গাত্রে পুনর্ব্বার নূতন মাংস হইবে, ও তুমি শুচি হইবা। [১১] তাহাতে নামান্ ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল, এবং কহিল, আমি ভাবিলাম, সে অবশ্য বাহির হইয়া আমার নিকটে আসিবে, এবং দণ্ডায়মান হইয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিয়া কুষ্ঠস্থানে হাত বুলাইয়া কুষ্ঠ ভাল করিবে। [১২] ইস্রায়েলের সকল নদীহইতে দম্মেষকের অবানা ও পর্প্পর নদী কি ভাল নয়? আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া শুচি হইতে পারিতাম না? এই রূপে ক্রোধ করিয়া ফিরিয়া গেল। [১৩] পরে তাহার দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, হে পিতঃ, ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা যদি কোন মহৎকর্ম্ম করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিত, তবে তুমি কি তাহা করিতা না? অতএব স্নান করিয়া শুচি হও, তাহার এই আজ্ঞা কি মানিবা না? [১৪] তখন সে যাইয়া ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে যর্দ্দন্ নদীতে সাত বার অবগাহন করিল, তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাহার নূতন মাংস হইল, ও সে শুচি হইল।

[১৫] পরে নামান্ আপন সঙ্গি লোকদের সহিত ফিরিয়া ঈশ্বরের লোকের কাছে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া কহিল, দেখ, ইস্রায়েল ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বর নাই, ইহা এখন আমি জ্ঞাত হইলাম; অতএব বিনয় করি, আপন দাসের কিছু উপঢৌকন

গ্রহণ কর। [১৬] কিন্তু সে কহিল, আমি যাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি, সেই পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে আমি কিছু গ্রহণ করিব না। তাহাতে সে তাহা গ্রহণ করিতে তাহাকে অনেক বিনয় করিল, তথাপি সে অস্বীকার করিল। [১৭] পরে নামান্ কহিল, বিনয় করি, দুই অশ্বতরের ভারযোগ্য মৃত্তিকা কি তোমার দাসকে দিতে পারা যায় না? কেননা অদ্যাবধি তোমার দাস পরমেশ্বর ব্যতিরেকে কোন ইতর দেবতার উদ্দেশে হোম কিম্বা বলিদান আর করিবে না। [১৮] কেবল ইহাতে পরমেশ্বর তোমার দাসকে ক্ষমা করুন; আমার প্রভু পূজার্থে রিম্মোণের মন্দিরে প্রবেশ করণ সময়ে আমার হস্তে নির্ভর দিলে আমি যদি রিম্মোণের মন্দিরে প্রণাম করি, তবে রিম্মোণের মন্দিরে প্রণাম করণ বিষয়ে পরমেশ্বর আপন দাসকে ক্ষমা করিবেন। [১৯] তাহাতে ইলীশায় তাহাকে কহিল, তুমি কুশলে যাও। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া কিছু পথ গমন করিল।

[২০] তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায়ের দাস গেহসি মনে২ কহিল, আমার প্রভু এই অরামীয় নামানের প্রতি মৃদু প্রযুক্ত তাহার হস্তহইতে তাহার আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে আমি তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া তাহাহইতে কিছু লইব। পরে গেহসি নামানের পশ্চাৎ গমন করিলে নামান্ আপন পশ্চাতে তাহাকে দৌড়িতে দেখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে রথহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসিল, কি সকল মঙ্গল? [২১] তাহাতে সে ল, সকল মঙ্গল। আমার প্রভু এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইলেন, এই ক্ষণে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতহইতে দুই জন শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তা আইল; আমি বিনয় করি, তাহাদিগকে এক মণ রূপা ও দুই যোড়া বস্ত্র দেও। [২৩] তাহাতে নামান্ কহিল, অনুগ্রহ করিয়া দুই মণ রূপা লও। এই রূপে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিলে সে দুই যোড়া বস্ত্রের সহিত দুই থৈলীতে দুই মণ রূপা বান্ধিয়া দুই দাসকে দিলে তাহারা অগ্রে২ বহিয়া চলিল। [২৪] পরে উপপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের হস্তহইতে তাহা লইয়া গৃহে রাখিল, এবং সেই লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা চলিয়া গেল। [২৫] পরে গেহসি ভিতরে যাইয়া আপন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলে ইলীশায় তাহাকে কহিল, হে গেহসি, তুমি কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, তোমার দাস কোন স্থানে যায় নাই। [২৬] কিন্তু সে তাহাকে কহিল, সেই মানুষ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রথহইতে নামিয়া আইলে আমার মন কি ব্যস্ত হইল না? রূপা ও বস্ত্র ও জিতবৃক্ষ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও মেষ ও গোরু ও দাস দাসী লইবার সময় কি এই? [২৭] অতএব নামানের সেই কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও তোমার বংশেতে চিরকাল লগ্ন থাকুক। তাহাতে গেহসি বরফের ন্যায় কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

৬ অধ্যায়।

১ ইলীশায়ের কুড়ালির ফলা ভাসাওন, ৮ ও অরামীয় রাজার পরামর্শ ইস্রায়েল্ রাজাকে জ্ঞাত করণ, ১৩ ও অরামীয় সৈন্যগণকে অন্ধ করণ, ১৯ ও শোমিরোণে তাহাদিগকে লইয়া যাইয়া ভোজন করাইয়া বিদায় করণ, ২৪ ও দুর্ভিক্ষ, ২৬ ও স্ত্রীলোকের আপন বালক ভোজন করণ, ৩০ ও ইলীশায়কে বধ করিতে রাজার চেষ্টা করণ।

[১] পরে শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তারা ইলীশায়কে কহিল, দেখ, আমরা তোমার গোচরে এই যে স্থানে বাস করিতেছি, সে সঙ্কীর্ণ। [২] অতএব, বিনয় করি, আমরা যর্দ্দনের কূলে যাইয়া প্রত্যেক জন তথাহইতে এক২ কড়িকাষ্ঠ লইয়া আপনাদের জন্যে সেই স্থানে বাসস্থান প্রস্তুত করি। তাহাতে সে কহিল, যাও। [৩] পরে আর এক জন কহিল, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসদের সহিত চল। তাহাতে সে কহিল, আমি যাইব। [৪] সে তাহাদের সহিত গেলে তাহারা যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতে লাগিল। [৫] এক জন কড়িকাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, ইতিমধ্যে কুড়ালির ফলা জলে পড়িল, তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হায়২! হে প্রভো, তাহা ঋণবস্তু। [৬] তখন ঈশ্বরের লোক জিজ্ঞাসিল, তাহা কোথায় পড়িল? পরে সে তাহাকে সেই স্থান দেখাইলে ইলীশায় এক কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিল, তাহাতে লৌহ ভাসিয়া উঠিল। [৭] তখন ইলীশায় তাহাকে কহিল, তাহা তুলিয়া লও। তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা তুলিয়া লইল।

[৮] সেই সময়ে অরামের রাজা ইস্রায়েল্ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাতে সে যখন আপন দাসদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিত, আমি অমুক২ স্থানে শিবির স্থাপন করিব, [৯] তখন ঈশ্বরের লোক ইস্রায়েলের রাজার কাছে কহিয়া পাঠাইত, সাবধান, অমুক স্থানের উপেক্ষা করিও না, সে স্থানে অরামীয়েরা আসিতেছে। [১০] তাহাতে ঈশ্বরের লোক যে স্থানের বিষয়ে সমাচার দিয়া সাবধান করিত, সেই স্থানে ইস্রায়েলের রাজা সৈন্য পাঠাইয়া আপনাকে রক্ষা করিত। এমত অনেক বার হইত। [১১] অতএব এ বিষয়ে অরামের

রাজার মন উদ্বিগ্ন হইলে সে আপন ভৃত্যগণকে ডাকিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে কে ইস্রায়েলের রাজার পক্ষে আছে, তাহা তোমরা কি আমাকে কহিবা না? ১২ তখন তাহার ভৃত্যদের এক জন কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, কেহ নাই; কিন্তু তুমি আপন শয়নাগারে যাহা কহ, তাহা ইস্রায়েলস্থ ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েলের রাজাকে জ্ঞাত করে।

১৩ সে কহিল, তোমরা যাইয়া সে কোথায় থাকে তাহা অনুসন্ধান কর, আমি লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইব। পরে দেখ, সে দোথনে আছে, এ কথা কেহ তাহাকে কহিলে ১৪ সে অশ্বগণ ও রথ ও মহাসৈন্য সেখানে পাঠাইল। তাহাতে তাহারা রাত্রিতে আসিয়া সেই নগর বেষ্টন করিল। ১৫ পরে প্রত্যূষে ঈশ্বরের লোকের দাস উঠিয়া বাহিরে গেলে অশ্বগণ ও রথ ও মহাসৈন্যদল নগর বেষ্টন করিয়া আছে, ইহা দেখিয়া সে দাস তাহাকে কহিল, হায় প্রভো! আমরা কি করিব? ১৬ সে কহিল, ভয় করিও না, উহাদের সঙ্গি লোকহইতে আমাদের সঙ্গি লোকেরা অধিক আছে। ১৭ তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, এ যেন দেখিতে পায়, তন্নিমিত্তে ইহার চক্ষু উন্মীলিত কর। তাহাতে পরমেশ্বর সেই যুবার চক্ষু উন্মীলিত করিলে সে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ইলীশায়ের চতুর্দ্দিগে অগ্নিময় অশ্বেতে ও রথেতে পর্ব্বত পরিপূর্ণ আছে। ১৮ পরে ঐ সৈন্যগণ তাহার নিকটে আইলে ইলীশায় পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, এই লোকদিগকে অন্ধ কর। তাহাতে তিনি ইলীশায়ের বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অন্ধ করিলেন।

১৯ পরে ইলীশায় কহিল, এ সেই পথ নয়, ও এ সেই নগর নয়, তোমরা আমার পশ্চাতে আইস; যে মনুষ্যের অন্বেষণ করিতেছ, তাহার নিকটে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব। কিন্তু সে তাহাদিগকে শোমিরোণে লইয়া গেল। ২০ তাহারা শোমিরোণে প্রবিষ্ট হইলে ইলীশায় কহিল, হে পরমেশ্বর, এই লোকেরা যেন দেখিতে পায়, তন্নিমিত্তে ইহাদের চক্ষু উন্মীলিত কর। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিলে তাহারা দেখিতে পাইল, এবং শোমিরোণের মধ্যে আছি, ইহা দেখিল। ২১ অপর ইস্রায়েলের রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া ইলীশায়কে কহিল, হে পিতঃ, আমি কি মারিব? কি মারিব? ২২ ইলীশায় কহিল, মারিও না। তুমি যাহাদিগকে খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারা বন্দী কর, তাহাদিগকে কি মারিয়া থাক? ইহাদের কাছে রুটী ও জল আন; ইহারা ভোজন পান করিয়া আপন প্রভুর কাছে যাউক। ২৩ তাহাতে সে তাহাদের জন্যে অনেক খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিল, এবং তাহারা ভোজন পান করিলে তাহাদিগকে বিদায় করিল; তাহাতে তাহারা আপনাদের প্রভুর নিকটে গেল। পরে অরামের সৈন্যদল ইস্রায়েল্ দেশে আর আইল না।

২৪ পরে অরামের বিন্‌হদদ্ রাজা আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া যাত্রা করিয়া শোমিরোণ্ নগর অবরোধ করিল। ২৫ তাহাতে শোমিরোণে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল; তাহারা এমত অবরোধ করিল, যে শেষে একটা গর্দ্দভের মস্তকের মূল্য আশী রৌপ্যমুদ্রা, ও কপোতের মলের এক কাবের চতুর্থাংশের মূল্য পাঁচ রৌপ্যমুদ্রা হইল।

২৬ পরে রাজা প্রাচীরের উপরে ভ্রমণ করিতেছে, ইতিমধ্যে এক স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে নিবেদন করিল, হে আমার প্রভো রাজন্, উপকার কর। ২৭ রাজা কহিল, যদি পরমেশ্বর তোমার উপকার না করেন, তবে আমি শস্যমর্দ্দনস্থান কিম্বা দ্রাক্ষাযন্ত্রহইতে, কিসে তোমার উপকার করিতে পারি? ২৮ রাজা আরো কহিল, তোমার কি দুঃখ? তাহাতে সে উত্তর করিল, এই স্ত্রী আমাকে কহিয়াছিল, অদ্য আমাদের আহারার্থে তোমার পুত্রকে দেও, কল্য আমার পুত্রকে আমরা আহার করিব। ২৯ তাহাতে আমরা আমার পুত্রকে পাক করিয়া ভোজন করিলাম। পরদিনে আমি ইহাকে কহিলাম, আমাদের আহারার্থে তোমার পুত্রকে দেও; কিন্তু এ আপন পুত্রকে লুকাইল।

৩০ তখন রাজা ঐ স্ত্রীর কথা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিল, তাহাতে প্রাচীরে তাহার ভ্রমণ সময়ে লোকেরা তাহার বস্ত্রের নীচে গাত্রে চট দেখিতে পাইল। ৩১ পরে সে কহিল, অদ্য যদি শাফটের পুত্র ইলীশায়ের মস্তক স্কন্ধে থাকে, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ৩২ তৎকালে ইলীশায় আপন গৃহে বসিলে প্রাচীন লোকেরাও তাহার সহিত বসিয়া আছে, এমন সময়ে রাজা আপন নিকটহইতে এক দূত পাঠাইল। ঐ দূতের আগমনের পূর্ব্বে ইলীশায় প্রাচীনদিগকে কহিল, সেই হত্যাকারির পুত্র আমার মস্তক ছেদন করিতে লোক পাঠাইতেছে, ইহা কি তোমরা দেখিতেছ? অতএব দেখ, সে দূত আইলে দ্বার রুদ্ধ কর, এবং দ্বারের নিকটহইতে তাহাকে ঠেলিয়া দেও। তাহার প্রভুর পদের শব্দ কি

তাহার পশ্চাৎ নাই? ৩৩ সে তাহাদের সহিত কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে সেই দূত তাহার নিকটে আসিয়া রাজার উক্ত এই কথা কহিল, এই অমঙ্গল পরমেশ্বরহইতে হইল, আমি পরমেশ্বরের অপেক্ষা আর কেন করিব?

৭ অধ্যায়।

১ বাহুল্য খাদ্য বিষয়ে ইলীশায়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৩ ও চারি কুষ্ঠি লোকের অরামীয় শিবিরে গমন ও তদ্বিষয়ক সমাচার আনয়ন, ১২ ও তাহাদের সমাচার সত্য জানিয়া লোকদের অরামীয় শিবির লুট করণ, ১৭ ও ভবিষ্যদ্বাক্যে অবিশ্বাসকারি অধ্যক্ষের মৃত্যু।

১ তখন ইলীশায় কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের কথা শুন; পরমেশ্বর এই কথা কহেন, কল্য এই বেলাতে শোমিরোণের দ্বারে দশ সের পরিমিত সূক্ষ্ম সুজির এক শেকল্ মূল্য, ও বিংশতি সের পরিমিত যবের এক শেকল্ মূল্য হইবে। ২ তখন রাজা যে অধ্যক্ষের হস্তে নির্ভর দিতেছিল, সে ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিল, দেখ, যদ্যপি পরমেশ্বর আকাশে দ্বার করেন, তথাপি কি এমত হইতে পারিবে? সে উত্তর করিল, দেখ, তুমি আপন চক্ষুতে তাহা দেখিবা, কিন্তু তাহার কিছুই ভক্ষণ করিতে পাইবা না।

৩ সেই সময়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে চারি জন কুষ্ঠী ছিল। তাহারা পরস্পর কহিল, আমরা কেন মৃত্যু পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া থাকিব? ৪ আমরা যদি কহি, নগরে প্রবেশ করি, তবে নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষ, সেখানে আমরা মরিব; আর এখানে যদি বসিয়া থাকি, তথাপি মরিব। অতএব আইস, আমরা অরামীয়দের সৈন্যের পক্ষে যাই; তাহারা আমাদিগকে বাঁচাইলে বাঁচিব, ও মারিলে কেবল মরিব। ৫ অতএব তাহারা অরামীয়দের শিবিরে যাইবার আশয়ে প্রত্যূষে উঠিয়া অরামীয়দের শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেখানে কেহ নাই। ৬ কেননা প্রভু অরামীয়দের সৈন্যগণকে রথের ও অশ্বের শব্দ, অর্থাৎ মহাসৈন্যগণের শব্দ শ্রবণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে তাহারা এক জন অন্যকে কহিল, দেখ, আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতে ইস্রায়েলের রাজা হিত্তীয়দের রাজগণকে ও মিস্রীয়দের রাজগণকে মুদ্রা দিয়াছে। ৭ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পলায়ন করিল। তাহারা আপনাদের শিবির অর্থাৎ তাম্বু ও অশ্ব ও গর্দ্দভ সকল পূর্ব্বাবস্থাতে ত্যাগ করিয়া আপন২ প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করিল। ৮ পরে ঐ কুষ্ঠি লোকেরা শিবিরের প্রান্তভাগে আসিয়া এক তাম্বুর মধ্যে গিয়া ভোজন পান করিল, এবং তথাহইতে স্বর্ণ ও রূপা ও বস্ত্র লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল; পরে পুনশ্চ আসিয়া আর এক তাম্বুমধ্যে গিয়া তথাহইতেও দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল। ৯ পরে তাহারা পরস্পর কহিল, আমাদের এই কর্ম্ম ভাল নহে; অদ্য সুসমাচারের দিন, কিন্তু আমরা নীরব হইয়া আছি; যদি প্রভাত পর্য্যন্ত বিলম্ব করি, তবে অবশ্য দণ্ডের পাত্র হইব। অতএব আইস, আমরা যাইয়া রাজবাটীতে এই সমাচার দি। ১০ পরে তাহারা যাইয়া নগরের দ্বারিকে ডাকিয়া কহিল, আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়াছিলাম; দেখ, সেখানে কেহ নাই, মানুষের শব্দও নাই, কেবল বদ্ধ অশ্বগণ ও বদ্ধ গর্দ্দভ ও তাম্বু সকল পূর্ব্বাবস্থাতে আছে। ১১ তাহাতে সে দ্বারপালদিগকে কহিলে তাহারা রাজবাটীর ভিতরে এই সমাচার দিল।

১২ পরে রাজা রাত্রিতে উঠিয়া আপন ভৃত্যগণকে কহিল, অরামীয়েরা আমাদের প্রতি এই যে ছল করিল, তাহার ভাব আমি তোমাদিগকে বলি; আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, ইহা জানিয়া তাহারা শিবিরহইতে ক্ষেত্রে গিয়া লুকাইয়া এই মন্ত্রণা করিতেছে, লোকেরা নগরহইতে বাহিরে আইলে আমরা তাহাদিগকে জীবৎ ধরিব ও নগরমধ্যে প্রবেশ করিব। ১৩ তাহাতে তাহার ভৃত্যগণের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, আমি বিনয় করি, নগরে অবশিষ্ট অশ্বগণের মধ্যে পাঁচটা অশ্ব লইয়া পাঠাইয়া দেখি; (দেখ, তাহারা নগরে অবশিষ্ট ইস্রায়েলের সমূহের সমান হইবে; দেখ, তাহারা বিনষ্ট ইস্রায়েলের সমূহেরও সমান হইবে।) ১৪ পরে তাহারা দুই যোড়া অশ্ব লইলে, তোমরা যাইয়া দেখ, এই কথা কহিয়া রাজা অরামীয়দের সৈন্যের পশ্চাতে তাহাদিগকে পাঠাইল। ১৫ তাহাতে তাহারা যর্দ্দন পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়া দেখিল, অরামীয়দের ত্বরা প্রযুক্ত নিক্ষিপ্ত বস্ত্রে ও পাত্রেতে পথ পরিপূর্ণ আছে। তখন ঐ দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমাচার দিলে ১৬ লোকেরা বহির্গত হইয়া অরামীয়দের শিবির লুট করিল; তাহাতে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে দশ সের পরিমিত সূক্ষ্ম সুজি এক শেকল্ মূল্যেতে, ও বিংশতি সের পরিমিত যব এক শেকল্ মূল্যেতে বিক্রীত হইল।

১৭ পরে রাজা যে অধ্যক্ষের হস্তে নির্ভর দিয়াছিল, তাহাকে নগরদ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিল; কিন্তু লোকেরা তাহাকে দ্বারেতে দলিত করিলে সে মরিল। তাহাতে ঈশ্বরের

লোকের কাছে রাজার গমনকালে ঈশ্বরের লোক যাহা কহিয়াছিল, তাহা সফল হইল। [১৮] অর্থাৎ কল্য এই বেলাতে শোমিরোণের দ্বারে বিং-শতি সের পরিমিত যব এক শেকল্ মূল্যে, ও দশ সের পরিমিত সূক্ষ্ম সূজি এক শেকল্ মূল্যে বিক্রীত হইবে, এই কথা ঈশ্বরের লোক রা-জাকে কহিলে, [১৯] ঐ অধ্যক্ষ ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিয়াছিল, দেখ, যদ্যপি পরমেশ্বর আ-কাশে দ্বার করেন, তথাপি তাহা কি হইতে পারিবে? তাহাতে ঈশ্বরের লোক কহিয়াছিল, তুমি স্বচক্ষুতে তাহা দেখিবা, কিন্তু তাহার কিছুই ভক্ষণ করিতে পাইবা না। [২০] অতএব তাহার সেই দশা ঘটিল, লোকেরা তাহাকে দ্বারে দলিত করাতে সে মরিল।

৮ অধ্যায়।

১ দুর্ভিক্ষ সময়ে শূনেমীয়ার বিবরণ, ৭ ও হসায়েলের বিবরণ, ১৬ ও যোরামের কুরাজত্ব, ২০ ও ইদোম্ ও লিব্নার তাহার কর্তৃত্ব ত্যাগ করণ, ২৫ ও অহসিয়ের কুরাজত্ব, ২৮ ও ক্ষতযুক্ত যিহোরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যিষ্রিয়েলে গমন।

[১] পূর্ব্বে ইলীশায় যে নারীর মৃত পুত্রকে সজীব করিয়াছিল, তাহাকে কহিয়াছিল, পরমেশ্বর দুর্ভিক্ষ ডাকিলেন, তাহা আসিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশে থাকিবে; অতএব তুমি উঠিয়া পরিজনের সহিত যে স্থানে প্রবাস করিতে পার, সেই স্থানে প্রবাস করিতে যাও। [২] তাহাতে সে স্ত্রী উঠিয়া ঈশ্বরের লোকের বাক্যানুসারে আপন পরিজনের সহিত যাইয়া পিলেষ্টীয়-দের দেশে সাত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবাস করি-য়াছিল। [৩] পরে সাত বৎসর গত হইলে সে স্ত্রী পিলেষ্টীয়দের দেশহইতে ফিরিয়া আসিয়া আপন বাটী ও ভূমির জন্যে রাজার কাছে নিবেদন করিতে গেল। [৪] ঐ সময়ে রাজা ঈশ্ব-রের লোকের দাস গেহসির সহিত কথা কহিতে২ বলিল, ইলীশায়ের কৃত মহৎকর্ম্ম সকলের বৃত্তান্ত আমাকে কহ। [৫] তাহাতে ইলীশায় কি রূপে মৃত শরীর সজীব করিল, সেই বিবরণ সে রাজাকে কহিতেছে, ইতিমধ্যে যে স্ত্রীর মৃত পুত্রকে সজীব করিয়াছিল, সেই স্ত্রী আপন বাটী ও ভূমির জন্যে রাজার কাছে নিবেদন করিতে উপস্থিত হইল। তখন গেহসি কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, এই সেই স্ত্রী, এবং এই তাহার পুত্র যাহাকে ইলীশায় সজীব করি-য়াছিল। [৬] তখন রাজা সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলে সে তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল; তাহাতে রাজা তাহার পক্ষে এক অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিয়া কহিল, ইহার যে কিছু বিষয় আছে, এবং যে দিনে এ দেশ ত্যাগ করিল, সেই দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার ক্ষেত্রে যে কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সকলি ইহাকে ফিরাইয়া দেও।

[৭] পরে ইলীশায় দম্মেষকে উপস্থিত হইল। তখন অরামের বিন্হদদ্ রাজা পীড়িত ছিল; তাহাতে ঈশ্বরের লোক এখানে আসিয়াছে, এই সংবাদ কেহ রাজাকে কহিলে, [৮] রাজা হসায়েল্কে কহিল, তুমি হস্তে উপঢৌকন লইয়া ঈশ্বরের লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, এবং আমি কি এই রোগহইতে মুক্ত হইব? এই কথা তাহাদ্বারা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর। [৯] পরে হসায়েল্ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে দম্মেষকের প্রত্যেক উত্তম বস্তুতে চল্লিশ উষ্ট্রের ভার উপঢৌকন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিয়া তা-হার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি কি এই রোগহইতে মুক্ত হইব? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার পুত্র অরামের রাজা বিন্হদদ্ তোমার কাছে আমাকে পাঠাইল। [১০] ইলী-শায় তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া তাহাকে বল, তুমি সুস্থ হইবা; তথাপি সে অবশ্য মরিবে, ইহা পরমেশ্বর আমাকে জ্ঞাত করি-লেন। [১১] তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায় তা-হার লজ্জা হওন পর্য্যন্ত তাহার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া ক্রন্দন করিল। [১২] তাহাতে হসায়েল্ জিজ্ঞাসা করিল, আমার প্রভু কেন ক্রন্দন করেন? সে উত্তর করিল, তুমি ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি যে২ অনিষ্ট করিবা, তাহা আমি জানি; তুমি তাহাদের দৃঢ় দুর্গ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবা, ও যুবগণকে খড়্গেতে বধ করিবা, ও শিশুগণকে ভূমিতে আছাড়িবা, ও গর্ব্ভবতী-দের উদর বিদীর্ণ করিবা। [১৩] হসায়েল্ কহিল, কুক্কুরতুল্য তোমার এই দাস কে, যে এমত মহৎকর্ম্ম করিবে? ইলীশায় কহিল, তুমি অরা-মের রাজা হইবা, ইহা পরমেশ্বর আমাকে জ্ঞাত করিলেন। [১৪] পরে সে ইলীশায়ের নি-কটহইতে প্রস্থান করিয়া আপন প্রভুর কাছে গেলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, ইলীশায় তো-মাকে কি কহিল? সে উত্তর করিল, তুমি সুস্থ হইবা, এই কথা সে আমাকে কহিল। [১৫] পর-দিবসে হসায়েল্ এক বস্ত্র জলে ডুবাইয়া রাজার মুখ বাঁধিল, তাহাতে সে মরিল। পরে হসা-য়েল্ তাহার পদে রাজা হইল।

[১৬] আহাবের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা যিহো-রামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে ও যিহূদা দেশীয় যিহোশাফট্ রাজার অধিকারের সময়ে সেই যিহোশাফটের পুত্র যোরাম্ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। [১৭] সে দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে আট

বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। [১৮] সে আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই জন্যে আহাব্ বংশের ন্যায় ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিত, ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [১৯] তথাপি পরমেশ্বর আপন দাস দায়ূদ্কে ও তাহার বংশকে চিরকাল প্রদীপ দিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে যিহূদাকে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিতে সম্মত হইলেন না।

[২০] তাহার অধিকার সময়ে ইদোমীয় লোকেরা যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিল। [২১] অতএব যোরাম্ ও তাহার রথি সকল সায়ীরে যাইয়া রাত্রিকালে উঠিয়া আপনার বেষ্টনকারি ইদোমীয়দিগকে ও তাহাদের রথিদিগকে বধ করিল, তাহাতে লোকেরা আপন২ বাসস্থানে পলাইল। [২২] তথাপি ইদোমীয় লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আছে। আর ঐ সময়ে লিব্নার লোকেরাও তাহার অধীনতা ত্যাগ করিল। [২৩] এই যোরামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [২৪] পরে যোরাম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া দায়ূদনগরে পিতৃলোকদের নিকটে কবরপ্রাপ্ত হইল; তাঁহাতে তাহার পুত্র অহসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

[২৫] ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার পুত্র যিহোরামের অধিকারের দ্বাদশ বৎসরে যিহূদার যোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। [২৬] অহসিয় দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে এক বৎসর রাজত্ব করিল; ইস্রায়েলের অম্রি রাজার কন্যা অথলিয়া তাহার মাতা ছিল। [২৭] সে আহাব্ বংশের পথে চলিয়া সেই বংশের ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, কেননা সে আহাব্ বংশের জামাতা ছিল।

[২৮] পরে সে আহাবের পুত্র যিহোরামের সহায় হইয়া অরামের হসায়েল্ রাজার সহিত যুদ্ধ করণার্থে রামোৎগিলিয়দে গেল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা যিহোরাম্কে ক্ষতবিক্ষত করিল। [২৯] পরে যিহোরাম্ রাজা অরামীয় হসায়েল রাজার সহিত যুদ্ধ করণ সময়ে রামোৎ-গিলিয়দে অরামীয়দের কর্ত্তৃক যে সকল অস্ত্রাঘাত পাইয়াছিল, তাহাহইতে সুস্থ হইবার জন্যে ফিরিয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিল। পরে আহাবের পুত্র যিহোরামের পীড়া প্রযুক্ত যিহূদার যোরাম্ রাজার পুত্র অহসিয় তাহাকে দেখিতে যিষ্রিয়েলে গেল।

৯ অধ্যায়।

১ যেহুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে এক যুব ভবিষ্যদ্বক্তাকে ইলীশায়ের প্রেরণ, ৪ ও সেই কর্ম্ম করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তার পলায়ন, ১১ ও রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রামোতের ক্ষেত্রে যেহুর যিহোরামকে বধ করণ, ২৭ ও অহসিয়কে বধ করণ, ৩০ ও অহঙ্কারিণী ঈষেবলের গবাক্ষহইতে নিক্ষিপ্তা হওন ও কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওন।

[১] পরে ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তা এক জন শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আপন কটিবন্ধন করিয়া এই তৈলের শিশি হস্তে লইয়া রামোৎ-গিলিয়দে যাও। [২] সেখানে উপস্থিত হইয়া নিম্শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহুর অন্বেষণ কর, এবং তাহার নিকটে গমন করিয়া তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে তাহাকে উঠাইয়া ভিতরের গর্ভাগারে লইয়া যাও। [৩] এবং তৈলের শিশি লইয়া তাহার মস্তকে ঢালিয়া তাহাকে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। পরে তুমি দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবা, বিলম্ব করিবা না।

[৪] পরে সে যুব লোক অর্থাৎ যুব ভবিষ্যদ্বক্তা রামোৎ-গিলিয়দে গেল, [৫] এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট সেনাপতিদিগকে দেখিয়া কহিল, হে সেনাপতে, তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাতে যেহু জিজ্ঞাসিল, আমাদের মধ্যে কাহার কাছে? সে কহিল, হে সেনাপতে, তোমার কাছে। [৬] তখন যেহূ উঠিয়া গৃহমধ্যে গেল। তাহাতে সে তাহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া তাহাকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, পরমেশ্বরের প্রজা যে ইস্রায়েল্ লোক, তাহাদের উপরে আমি তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। [৭] ঈষেবলের হস্তদ্বারা আমার দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রক্তপাতের ও পরমেশ্বরের সকল দাসদের রক্তপাতের প্রতিফল দিবার জন্যে তুমি আপন প্রভু আহাবের বংশ উচ্ছিন্ন করিবা। [৮] আহাবের সমুদয় বংশ বিনষ্ট হইবে, ইস্রায়েলে মুক্ত ও বদ্ধ তাহার বংশের প্রত্যেক পুরুষকে আমি বিনষ্ট করিব। [৯] আমি নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের বংশের ও অহিয়ের পুত্র বাশার বংশের ন্যায় আহাবের বংশকে করিব। [১০] এবং কুক্কুরগণ যিষ্রিয়েলের ভূমিতে ঈষেবল্কে খাইবে, কেহ তাহাকে কবর দিবে না। পরে সে দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল।

[১১] পরে যেহূ আপন প্রভুর দাসদের নিকটে বাহিরে আইলে এক জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল মঙ্গল? ঐ ক্ষিপ্ত লোক

তোমার নিকটে কেন আইল? তাহাতে সে কহিল, তোমরা সে মনুষ্যকে ও তাহার কথাবার্ত্তা জান। [12] তাহারা কহিল, এ গল্পমাত্র; তুমি এখন আমাদিগকে সকলই বল। সে কহিল, সে আমাকে নানা প্রকার কথা কহিয়া বলিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। [13] তখন তাহারা শীঘ্র করিয়া প্রত্যেকে আপন২ বস্ত্র খুলিয়া সোপানের উপরে তা[illegible] পদতলে পাতিল, এবং তূরী বাজাইয়া ক[illegible] যেহূ রাজা হইলেন। [14] এই রূপে নিম্শি[illegible] যিহোশাফটের পুত্র যেহূ যিহোরা[illegible]দ্ধে রাজদ্রোহ করিল। তৎকালে যি[illegible]ও সকল ইস্রায়েল্ লোক অরামের হসা[illegible] রাজাহইতে রামোৎ-গিলিয়দ্ রক্ষা করিতে[illegible]ল; [15] কিন্তু অরামীয় রাজা হসায়েলের সহিত যিহোরামের যুদ্ধ করণ সময়ে অরামীয়েরা তাহার যে সকল ক্ষত করিয়াছিল, তাহাহইতে সুস্থ হইবার জন্যে সে যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গিয়াছিল। তখন যেহূ কহিল, যদি তোমাদের ইস্ছা হয়, তবে যিষ্রিয়েলে সমাচার দিতে কাহাকেও এই নগরহইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিতে দিও না। [16] পরে যেহূ রথারোহণ করিয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিল, কেননা যিহোরাম্ সেই স্থানে শয্যাগত ছিল, এবং যিহূদার অহসিয় রাজা যিহোরামকে দেখিতে সেই স্থানে আসিয়াছিল। [17] তখন যিষ্রিয়েলের দুর্গের উপরে এক প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল; সে যেহূর সঙ্গি সেনাদলকে আসিতে দেখিয়া কহিল, আমি এক দল সেনা দেখিতেছি। তাহাতে যিহোরাম্ কহিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে এক অশ্বারূঢ়কে পাঠাইয়া দেও [18] পরে এক জন অশ্বারূঢ় তাহার সহিত সাক্ষাৎ কারতে যাইয়া কহিল, রাজা কহিতেছে, কি সকল মঙ্গল? তাহাতে যেহূ কহিল, মঙ্গলেতে তোমার কার্য্য কি? তুমি আমার পশ্চাদ্গামী হও। পরে প্রহরী এই সমাচার দিল, দূত তাহার নিকটে গিয়া ফিরিয়া আইল না। [19] পরে রাজা দ্বিতীয় অশ্বারূঢ়কে পাঠাইলে সে তাহাদের নিকটে যাইয়া কহিল, রাজা কহেন, কি সকল মঙ্গল? তাহাতে যেহূ কহিল, মঙ্গলেতে তোমার কার্য্য কি? তুম আমার পশ্চাদ্গামী হও। [20] পরে প্রহরী সমাচার দিল, এ ব্যক্তিও তাহাদের নিকটে গমন করিয়া ফিরিয়া আইল না; কিন্তু উহার চালন নিম্শির পুত্র যেহূর চালনের ন্যায় দেখাইতেছে, কেননা সে অতি বেগে চালায়। [21] তখন যিহোরাম্ কহিল, রথ

প্রস্তুত কর; তাহাতে রথ প্রস্তুত হইলে ইস্রায়েলের যিহোরাম্ রাজা ও যিহূদার অহসিয় রাজা আপন২ রথে আরোহণ করিল, এবং যেহূর নিকটে গিয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রে তাহার সাক্ষাৎ পাইল। [22] তখন যিহোরাম্ যেহূকে দেখিয়া কহিল, হে যেহূ, কি সকল মঙ্গল? সে উত্তর করিল, যাবৎ তোমার মাতা ঈষেবলের এত ব্যভিচার ও মায়া থাকে, তাবৎ মঙ্গল কি? [23] তাহাতে যিহোরাম্ আপন হস্ত ফিরাইয়া পলায়ন করিল, এবং অহসিয়কে কহিল, হে অহসিয়, রাজদ্রোহ হইল। [24] পরে যেহূ আপন সকল বলেতে ধনুক আকর্ষণ করিয়া যিহোরামের উভয় বাহুমূলের মধ্যে বাণাঘাত করিল; তাহাতে বাণ তাহার হৃদয় দিয়া নির্গত হইলে সে আপন রথে নত হইয়া পড়িল। [25] তখন যেহূ আপন রথি বিদ্করকে কহিল, তুমি উহাকে তুলিয়া লইয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রেতে ফেলিয়া দেও; কেননা যখন তুমি ও আমি উভয়ে অশ্বারোহণে পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া উহার পিতা আহাবের পশ্চাৎ গিয়াছিলাম, তখন পরমেশ্বর তাহাকে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে কর। [26] সে এই, 'পরমেশ্বর কহেন, কল্য আমি নাবোতের রক্ত ও তাহার পুত্রদের রক্ত অবশ্য দেখিলাম; পরমেশ্বর কহেন, আমি এই ক্ষেত্রেতে তোমাকে প্রতিফল দিব।' অতএব এখন পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে উহাকে লইয়া ঐ ক্ষেত্রেতে ফেল।

[27] তখন যিহূদার অহসিয় রাজা তাহা দেখিয়া উদ্যানস্থ গৃহের পথে পলায়ন করিল; তাহাতে যেহূ তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া কহিল, উহাকেও রথের মধ্যে বধ কর; পরে তাহারা যিব্লিয়মের নিকটস্থ গূরের ঊর্দ্ধগামি পথে তাহাকে আঘাত করিল, পরে সে মগিদ্দোতে পলাইয়া সে স্থানে মরিল। [28] তাহাতে তাহার দাসগণ তাহাকে রথে যিরূশালমে লইয়া দায়ূদনগরে তাহার পিতৃলোকদের নিকটে তাহার নিজ কবরে তাহাকে কবর দিল। [29] সেই অহসিয় আহাবের পুত্র যিহোরামের অধিকারের একাদশ বৎসরে যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

[30] অপর যেহূ যিষ্রিয়েলে উপস্থিত হইলে ঈষেবল্ তাহা শুনিয়া আপন চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া কেশবেশ করিয়া বাতায়ন দিয়া অবলোকন করিতে লাগিল। [31] পরে যেহূ দ্বারে প্রবেশ করিলে সে কহিল, আপন প্রভুকে বধ করিয়াছিল যে সিম্রি, তাহার কি মঙ্গল হইল? [32] তাহাতে যেহূ বাতায়নের প্রতি মুখ তুলিয়া কহিল, ওখানে কে?

আমার পক্ষে কে আছে? পরে দুই তিন নপুংসক তাহাকে আপন২ মুখ দেখাইলে যেহূ আজ্ঞা করিল, উহাকে নীচে ফেলিয়া দেও। ৩৩ তাহাতে তাহারা তাহাকে নীচে ফেলিলে ভিত্তিতে ও অশ্বদের গাত্রে তাহার রক্তের ছিটা লাগিল, এবং সে তাহাকে পদতলে দলিত করাইল। ৩৪ পরে যেহূ ভিতরে আসিয়া ভোজন পান করিল; পরে কহিল, তোমরা যাইয়া ঐ শাপগ্রস্তার তত্ত্ব করিয়া তাহাকে কবর দেও, কেননা সে রাজকন্যা। ৩৫ তাহাতে লোকেরা তাহাকে কবর দিতে গেল, কিন্তু তাহার মস্তকের খুলি ও পদ ও হস্ততল ব্যতিরেকে আর কিছুই পাইল না। ৩৬ অতএব তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সমাচার দিল। তাহাতে সে কহিল, ইহাতে পরমেশ্বরের বাক্য সফল হইল, কেননা তিনি আপন দাস তিশ্বীয় এলিয়ের প্রমুখাৎ এই কথা কহিয়াছিলেন, কুক্কুরগণ যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে ঈষেবলের মাংস খাইবে। ৩৭ ঈষেবলের শব যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে ভূমিতে পতিত সারের মত হইবে, তাহাতে 'এই ঈষেবল,' এমন কথা লোকেরা কহিতে পারিবে না।

১০ অধ্যায়।

১ যেহূকর্ত্তৃক আহাবের সত্তরি পুত্রের শিরশ্ছেদন, ৮ ও এলিয়ের কথাদ্বারা যেহূর আপনাকে নির্দ্দোষ করণ, ১২ ও অহসিয়কে বধ করণ, ১৫ ও যোনাদবের সহিত সাক্ষাৎ করণ, ১৮ ও ছলদ্বারা বালের পূজকদিগকে বধ করণ, ২৯ ও যারবিয়ামের পথে যেহূর গমন, ৩২ ও হসায়েলের উপদ্রব ও যেহূর মৃত্যু।

১ শোমিরোণে আহাবের সত্তরি পুত্র ছিল, এ কারণ যেহূ যিষ্রিয়েলের শাসনকর্ত্তা প্রাচীন লোকদের ও আহাবের সন্তানগণকে পালনকারিদের নিকটে এই রূপ পত্র লিখিয়া শোমিরোণে পাঠাইল, ২ তোমাদের প্রভুর পুত্রগণ তোমাদের নিকটে আছে, এবং রথ ও অশ্বগণ ও প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও অস্ত্রশস্ত্র তোমাদের হস্তগত আছে। ৩ অতএব তোমাদের নিকটে এই পত্র উপস্থিত হইবামাত্র তোমাদের প্রভুর পুত্রদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যোগ্য ও সজ্জন, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহাকে তাহার পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট কর্য়াও, এবং আপন প্রভুর বংশের নিমিত্তে যুদ্ধ কর। ৪ ইহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া কহিল, দেখ, যাহার সম্মুখে দুই রাজা দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার সম্মুখে আমরা কি প্রকারে দাঁড়াইব? ৫ অতএব গৃহাধ্যক্ষ ও নগরাধ্যক্ষ ও প্রাচীন লোকেরা ও রাজকুমারপালকেরা যেহূর নিকটে এই কথা পাঠাইল, আমরা তোমার দাস, তুমি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবা, তাহাই করিব, কাহাকেও রাজা করিব না; তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। ৬ পরে সে দ্বিতীয় বার এই এক পত্র লিখিয়া পাঠাইল, তোমরা যদি আমার হইবা, ও আমার কথাতে মনোযোগ করিবা, তবে আপনাদের প্রভুর পুত্রদের মুণ্ড সকল লইয়া কল্য এমত সময়ে যিষ্রিয়েলে আমার নিকটে আইস। সেই রাজকুমারেরা সত্তরি জন ছিল, এবং তাহারা নগরের শ্রেষ্ঠ লোকদের নিকটে প্রতিপালিত হইতেছিল; ৭ অনন্তর ঐ পত্র তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারা সত্তরি জন রাজকুমারকে ধরিয়া বধ করিয়া তাহাদের মুণ্ড ডালাতে করিয়া যিষ্রিয়েলে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিল।

৮ পরে দূত আসিয়া তাহাকে সমাচার দিয়া কহিল, রাজকুমারদের মুণ্ড সকল আনীত হইল। তাহাতে সে কহিল, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত দ্বারপ্রবেশের স্থানে তাহা দুই রাশি করিয়া রাখ। ৯ পরে প্রাতঃকাল হইলে সে বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইয়া সকল লোকদিগকে কহিল, তোমরা ধার্ম্মিক লোক; দেখ, আমি আপন প্রভুর বিরুদ্ধে দ্রোহ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছি; কিন্তু এই সকলকে কে বধ করিল? ১০ ইহাতে তোমরা জানিতে পার, পরমেশ্বর আহাব্ বংশের বিষয়ে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহার এক কথাও নিষ্ফল হয় না; কেননা পরমেশ্বর আপন দাস এলিয়ের প্রমুখাৎ যাহা২ কহিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ করিলেন। ১১ পরে যিষ্রিয়েলে আহাব্ বংশীয় যত লোক অবশিষ্ট ছিল, যেহূ তাহাদিগকে ও তাহার প্রধান লোকদিগকে ও জ্ঞাতিদিগকে ও যাজকদিগকে বধ করিল; তাহার বংশীয় কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না।

১২ অপর সে উঠিয়া গৃহে গেল, পরে শোমিরোণে প্রস্থান করিলে পথিমধ্যে লোমচ্ছেদক গৃহের নিকটে ১৩ যিহূদার রাজা অহসিয়ের ভ্রাতাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে যেহূ জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তাহারা কহিল, আমরা অহসিয়ের ভ্রাতৃগণ; রাজার ও রাণীর সন্তানদিগের কুশল জানিতে যাইতেছি। ১৪ তখন সে কহিল, উহাদিগকে জীবৎ ধর। তাহাতে দাসেরা তাহাদিগকে জীবৎ ধরিয়া লোমচ্ছেদক গৃহের গর্ত্তের নিকটে বধ করিল, বেয়াল্লিশ জনের মধ্যে এক জনকেও অবশিষ্ট রাখিল না।

১৫ পরে যেহূ তথাহইতে প্রস্থান করিলে আপন সম্মুখাভিগামি রেখবের পুত্র যিহোনা

দবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল, তোমার প্রতি আমার মন যেমন, তেমন কি তোমার মন সরল? যিহোনাদব্ কহিল, সরল বটে। এমত যদি হয়, তবে আমাকে হস্ত দেও। পরে সে তাহাকে হস্ত দিলে যেহূ তাহাকে আপনার নিকটে রথে বসাইল। [১৬] এবং কহিল, তুমি আমার সহিত আসিয়া পরমেশ্বরের নিমিত্তে আমার উদ্যোগের কর্ম্ম দেখ; এই রূপে রথারূঢ় হইলে তাহারা তাহাকে লইয়া গেল। [১৭] পরে সে শোমিরোণে উপস্থিত হইলে পরমেশ্বর এলিয়কে যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে যাবৎ আহাবের সর্ব্বনাশ না করিল, তাবৎ শোমিরোণস্থ তাহার অবশিষ্ট সকলকে বধ করিল।

[১৮] পরে যেহূ সকল লোককে একত্র করিয়া কহিল, আহাব্ বালের অল্প সেবা করিত, কিন্তু আমি যেহূ তাহার অধিক সেবা করিব। [১৯] অতএব এখন তোমরা বালের সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে ও তাহার সেবকদিগকে ও যাজকদিগকে আমার কাছে আহ্বান কর, কেহ অনুপস্থিত না হউক; কেননা আমি বালের উদ্দেশে এক মহৎ যজ্ঞ করিব, তাহাতে যে কেহ অনুপস্থিত হইবে, সে বাঁচিবে না। কিন্তু যেহূ বালের সকল সেবকদিগকে বিনষ্ট করিবার আশয়ে এই ছল করিল। [২০] পরে যেহূ আজ্ঞা করিল, বালের উদ্দেশে কার্য্যত্যাগের দিন নিরূপণ কর। তাহাতে তাহারা ঘোষণা করিল। [২১] এবং যেহূ ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে বালের যত সেবক ছিল সকলে আইল, কেহ অনুপস্থিত রহিল না। পরে তাহারা বালের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত বালের মন্দির পরিপূর্ণ হইল। [২২] তখন সে বস্ত্রাগারের কর্ত্তাকে কহিল, বালের তাবৎ সেবকদের জন্যে বস্ত্র আন। তাহাতে সে তাহাদের জন্যে বস্ত্র আনিল। [২৩] পরে যেহূ ও রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ বালের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বালের সেবকদিগকে কহিল, এখানে তোমাদের মধ্যে বালের সেবক ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের কোন সেবক যেন না থাকে, ইহা তত্ত্ব করিয়া দেখ। [২৪] পরে যে সময়ে তাহারা বলিদান ও হোম করিতে ভিতরে গেল, তৎকালে যেহূ বাহিরে আশী জনকে স্থাপন করিয়া এই আজ্ঞা দিল, এই যে লোকদিগকে আমি তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম, ইহাদের এক জনকেও যদি কেহ পলায়ন করিতে দেয়, তবে তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ যাইবে। [২৫] পরে তাহাদের হোম করণ সাঙ্গ হইলে যেহূ পদাতিক ও রথিদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা ভিতরে যাইয়া তাহাদিগকে বধ কর, কাহাকেও বাহিরে আসিতে দিও না। তখন তাহারা খড়্গধারেতে তাহাদিগকে বধ করিল, এবং পদাতিক ও রথিগণ তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। পরে তাহারা বালমন্দিরের পল্লীতে গেল। [২৬] এবং বালের মন্দিরহইতে সকল প্রতিমাকে বাহির করিয়া দগ্ধ করিল; [২৭] এবং বালের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং বালের মন্দির ভাঙ্গিয়া সেখানে এক মলগৃহ প্রস্তুত করিল, তাহা অদ্যাপি আছে। [২৮] এই রূপে যেহূ ইস্রায়েল্ দেশের মধ্যহইতে বালকে উচ্ছিন্ন করিল।

[২৯] তথাপি নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপহইতে অর্থাৎ বৈথেলস্থ ও দানস্থ স্বর্ণময় বৎসহইতে যেহূ নিবৃত্ত হইল না। [৩০] তাহাতে পরমেশ্বর যেহূকে কহিলেন, আমার দৃষ্টিতে যাহা গ্রাহ্য, তাহা করিয়া তুমি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছ, অর্থাৎ আহাবের বংশের সহিত আমার মনের মত ব্যবহার করিয়াছ, এই নিমিত্তে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে। [৩১] তথাপি যেহূ আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে আচরণ করিতে মনোযোগ করিল না, ও যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপহইতে নিবৃত্ত হইল না।

[৩২] ঐ সময়ে পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশকে ন্যূন করিতে লাগিলেন; [৩৩] হসায়েল যর্দ্দনের পূর্ব্বদিকস্থ ইস্রায়েলের সকল সীমায় অর্থাৎ অর্ণোন্ নদীর নিকটস্থ অরোয়ের অবধি তাবৎ গিলিয়দ্ ও বাশন্ দেশে গিলিয়দীয়দিগকে ও গাদীয়দিগকে ও রূবেণীয়দিগকে ও মিনশীয়দিগকে পরাস্ত করিল। [৩৪] এই যেহূর অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও তাহার পরাক্রম কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩৫] পরে যেহূ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা শোমিরোণে তাহাকে কবর দিল; পরে তাহার পুত্র যিহোয়াহস্ তাহার পদে রাজা হইল। [৩৬] এই যেহূ শোমিরোণে আটাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিয়াছিল।

১১ অধ্যায়।

১ যোয়াশের রক্ষা, ৪ ও যিহোয়াদাদ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হওন, ১৩ ও অথলিয়াকে বধ করণ, ১৭ ও যিহোয়াদাদ্বারা দেবমন্দিরের ভঙ্গ হওন, ও পরমেশ্বরকে সেবা করিতে লোকদের সহিত নিয়ম করণ।

[১] পরে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া যখন আ-

পন পুত্রকে মৃত দেখিল, তখন সে উঠিয়া রাজকীয় তাবৎ বংশ বিনষ্ট করিল। [২] কিন্তু যোরাম্ রাজার কন্যা অহসিয়ের ভগিনী যিহোশেবা হত রাজপুত্রদের মধ্যহইতে অহসিয়ের পুত্র যোয়াশ্‌কে চুরি করিয়া তাহাকে ও তাহার ধাত্রীকে শয়নাগারে আনিয়া অথলিয়াহইতে লুকাইল, এই জন্যে সে হত হইল না। [৩] এবং ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সহিত পরমেশ্বরের মন্দিরে গোপনে থাকিল; কিন্তু অথলিয়া দেশের উপরে রাজত্ব করিল।

[৪] পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা লোক প্রেরণ করিয়া রক্ষক ও দ্রুতগামি সৈন্যের শতপতিদিগকে ডাকিয়া আপনার নিকটে পরমেশ্বরের মন্দিরে আনিল, ও তাহাদের সহিত নিয়ম করিয়া পরমেশ্বরের গৃহে তাহাদিগকে শপথ করাইয়া রাজপুত্রকে দেখাইল। [৫] পরে সে তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, তোমরা এই কর্ম্ম করিবা; তোমরা তিন অংশ হইলে একাংশ বিশ্রামদিনে প্রবেশ করিয়া রাজবাটীর রক্ষা করিবা; [৬] ও একাংশ সূরের দ্বারে থাকিবা; ও একাংশ পদাতিকদের পশ্চাতে দ্বারে থাকিবা; এবং তাহার যেন আক্রমণ না হয়, এই জন্যে তোমরা গৃহ রক্ষা করিবা। [৭] এবং বিশ্রামবারে বহির্গামি তোমাদের দুই অংশ রাজার চারি দিগে পরমেশ্বরের মন্দিরে রক্ষা করিবে। [৮] তোমরা প্রত্যেক জন হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজাকে বেষ্টন করিবা; আর যে কেহ শ্রেণীর ভিতরে আইসে, সে হত হইবে; এবং রাজা যখন বাহিরে যায় ও ভিতরে আইসে, তখন তোমরা তাহার সঙ্গে থাকিবা। [৯] পরে যিহোয়াদা যাজক যাহা২ আজ্ঞা করিল, শতপতিরা তাহা করিল; তাহারা প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে প্রবেশকারি ও বিশ্রামবারে নির্গমনকারি আপন২ লোকদিগকে লইয়া যিহোয়াদা যাজকের নিকটে আইল। [১০] এবং দায়ূদ্ রাজার যে২ বড়শা ও ঢাল পরমেশ্বরের মন্দিরে ছিল, তাহা যাজক শতপতিদিগকে দিল। [১১] এবং মন্দিরের দক্ষিণ দিগ অবধি মন্দিরের বাম দিক্ পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির ও মন্দিরের নিকটে দ্রুতগামি সেনাগণ হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজার চারি দিগে দাঁড়াইল। [১২] পরে সে রাজপুত্রকে বাহিরে আনিয়া তাহার মস্তকে মুকুট দিয়া তাহার হস্তে সাক্ষ্যপুস্তক দিল, ও তাহারা তাহাকে অভিষেক করিয়া রাজা করিল; পরে করতালী দিয়া কহিল, রাজা চিরঞ্জীবী হউন।

[১৩] পরে অথলিয়া দ্রুতগামি সেনার ও লোকদের কোলাহল শুনিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে লোকদের নিকটে আইল। [১৪] এবং আলোচনা করিলে রাজা রীত্যনুসারে এক স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, এবং অধ্যক্ষগণ ও তূরীবাদকগণ রাজার নিকটে আছে, এবং দেশের সকল লোক আনন্দ করিতেছে ও তূরী বাজাইতেছে, ইহা দেখিয়া অথলিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া 'রাজদ্রোহ২' কহিয়া ডাকিল। [১৫] কিন্তু যিহোয়াদা যাজক সৈন্যেতে নিযুক্ত শতপতিদিগকে আজ্ঞা করিয়া কহিল, উহাকে বাহির করিয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরে লইয়া যাও; এবং যে জন উহার পশ্চাৎ যাইবে, তাহাকে খড়্গদ্বারা বধ কর; কেননা যাজক কহিয়াছিল, পরমেশ্বরের গৃহে সে হতা না হউক। [১৬] পরে লোকেরা তাহাকে ধরিয়া অশ্বদ্বারের পথ দিয়া রাজধানীতে লইয়া গিয়া সেই স্থানে বধ করিল।

[১৭] পরে লোকেরা পরমেশ্বরের প্রজা হইবে, যিহোয়াদা পরমেশ্বরের এবং রাজার ও লোকদের মধ্যে এই নিয়ম করিল; এবং রাজাতে ও লোকদিগেতেও নিয়ম হইল। [১৮] পরে দেশের লোকেরা বালের গৃহে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহার বেদি ও প্রতিমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করিল, ও বেদির সম্মুখে বালের যাজক মত্তন্‌কে বধ করিল। পরে যাজক পরমেশ্বরের গৃহের উপরে কর্ম্মকারিদিগকে নিযুক্ত করিল। [১৯] অপর সে শতপতিদিগকে ও রক্ষক ও দ্রুতগামি সৈন্যগণকে ও দেশের লোকদিগকে সঙ্গে আনিলে তাহারা পরমেশ্বরের গৃহহইতে রাজাকে লইয়া দ্রুতগামি সৈন্যের দ্বারের পথ দিয়া রাজবাটীতে আনিল; পরে সে রাজসিংহাসনে বসিল। [২০] তাহাতে দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিল, এবং নগর সুস্থির হইল; এবং তাহারা রাজবাটীতে অথলিয়াকে খড়্গদ্বারা বধ করিল। [২১] ঐ যোয়াশ্ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল।

১২ অধ্যায়।

১ যিহোয়াদার বর্ত্তমান সময়ে যোয়াশের সুরাজত্ব করণ, ৪ ও ঈশ্বরের গৃহ সারিতে তাহার আজ্ঞা করণ, ১৭ ও টাকা পাইয়া হসায়েলের যিরূশালমহইতে ফিরণ, ১৯ ও যোয়াশের হত হওন ও তাহার পদে তাহার পুত্র অমৎসিয়ের অভিষিক্ত হওন।

[১] যেহূর অধিকারের সপ্তম বৎসরে যোয়াশ্ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; বের্‌শেবানিবাসিনী সিবিয়া তাহার মাতা ছিল। [২] যিহোয়াদা যাজক যত দিন তাহাকে উপদেশ দিত, তত দিন যোয়াশ্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদা-

চরণ করিত। [৩] তথাপি টিকরস্থান উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও টিকরস্থানে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

[৪] পরে যোয়াশ যাজকদিগকে কহিল, যে সকল পবিত্র রৌপ্য পরমেশ্বরের মন্দিরে আনীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক গণিত লোকের রৌপ্য, ও প্রাণির মূল্যরূপে নিরূপিত রৌপ্য, ও পরমেশ্বরের মন্দিরে আনীত মানতের রৌপ্য; [৫] এই সকল রৌপ্য যাজকেরা আপন২ পরিচিত লোকদের হস্তহইতে গ্রহণ করুক, এবং মন্দিরের যে২ স্থান ভগ্ন আছে, সেই সকল স্থান তাহারা সারুক। [৬] কিন্তু যোয়াশ্ রাজার অধিকারের তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত যাজকেরা মন্দিরের ভগ্ন স্থান সারে নাই। [৭] তাহাতে যোয়াশ্ রাজা যিহোয়াদা যাজককে ও অন্য যাজকদিগকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা মন্দিরের ভগ্ন স্থান কেন সারিলা না? অতএব অদ্যাবধি তোমরা পরিচিত লোকদের নিকটহইতে আর টাকা গ্রহণ করিবা না, কেননা মন্দিরের ভগ্ন স্থানের জন্যে তাহা দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল। [৮] তাহাতে যাজকেরা লোকদের নিকটহইতে টাকা গ্রহণ না করিতে ও মন্দিরের ভগ্ন স্থান না সারিতে সম্মত হইল। [৯] পরে যিহোয়াদা যাজক এক সিন্দুক লইয়া তাহার ডালাতে এক ছিদ্র করিয়া হোমবেদির নিকটে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিল; তাহাতে দ্বাররক্ষক যাজকেরা পরমেশ্বরের মন্দিরে আনীত সমস্ত টাকা তাহার মধ্যে রাখিত। [১০] পরে সিন্দুকে অনেক টাকা আছে, ইহা দেখিলে রাজার লেখক ও প্রধান যাজক আসিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রাপ্ত ঐ সকল টাকা থলিয়াতে করিয়া পরিমাণ করিত। [১১] পরে সেই পরিমিত টাকা কর্ম্মকারকদের হস্তে অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দিরের অধ্যক্ষদের হস্তে দিলে তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরের কর্ম্মকারি সূত্রধর ও গৃহনকার ও রাজ ও ভাস্করদিগকে তাহা দিত। [১২] এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের ভগ্ন স্থান সারণার্থে কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর ক্রয় করণে, ও গৃহ সারিবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তাবৎ প্রকার কার্য্যে তাহা ব্যয় করিত। [১৩] কিন্তু পরমেশ্বরের মন্দিরে আনীত সেই টাকাদ্বারা পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে রৌপ্য ডাবর ও কলত্রাস ও বাটি ও তূরী ও স্বর্ণময় পাত্র ও রূপ্যময় পাত্র নির্ম্মাণ হইল না। [১৪] তাহারা পরমেশ্বরের মন্দির সারিতে কর্ম্মকারিদিগকেই সকল টাকা দিত। [১৫] কিন্তু তাহারা কর্ম্মকারকদের নিমিত্তে যাহাদের হস্তে টাকা দিত, তাহাদের হইতে টাকার নিকাস লইত না, কেননা তাহারা বিশ্বাস্য রূপে কর্ম্ম করিত। [১৬] আর দোষার্থক ও প্রায়শ্চিত্তার্থক বলি সম্বন্ধীয় যে টাকা, তাহা পরমেশ্বরের মন্দিরে আনীত হইত না, তাহা যাজকদের হইত।

[১৭] ঐ সময়ে অরামের হসায়েল্ রাজা গাতের বিরুদ্ধে যাইয়া যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিল; এবং হসায়েল্ যিরূশালমে যাইতেও উন্মুখ হইল। [১৮] তাহাতে যিহূদার যোয়াশ্ রাজা আপন পূর্ব্বপুরুষদের অর্থাৎ যিহূদার যিহোশাফট ও যোরাম্ ও অহসিয় রাজাদের পবিত্রীকৃত বস্তু, ও আপনার পবিত্রীকৃত বস্তু, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের ভাণ্ডারে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে যত স্বর্ণ ছিল, সে সকল লইয়া অরামের হসায়েল্ রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিল, তাহাতে সে যিরূশালমহইতে ফিরিয়া গেল।

[১৯] এই যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [২০] পরে তাহার ভৃত্যগণ উঠিয়া দ্রোহ করিয়া সিল্লার পথস্থিত মিল্লো নামক বাটীতে তাহাকে বধ করিল। [২১] শিম্মিয়তের পুত্র যোষাখর্ ও শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ্ নামে তাহার দুই জন ভৃত্য তাহাকে আঘাত করিলে সে মরিল; পরে লোকেরা দায়ূদ্ নগরে তাহার পিতৃলোকদের নিকটে তাহাকে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র অমৎসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের যিহোয়াহস্ রাজার কুরাজত্ব করণ, ৩ ও লোকদের বিপদের কথা ও যিহোয়াহসের মৃত্যু, ১০ ও তাহার পুত্র যোয়াশের কুরাজত্ব করণ, ১৪ ও ইলীশায়ের পীড়িত হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২০ ও মৃত ইলীশায়ের অস্থি স্পর্শ করিয়া এক শবের জীবনপ্রাপ্তি, ২২ ও ইলীশায়ের ভবিষ্যদ্বাক্যের সিদ্ধি।

[১] যিহূদার অহসিয় রাজার পুত্র যোয়াশের অধিকারের ত্রয়োবিংশ বৎসরে যেহূর পুত্র যিহোয়াহস্ শোমিরোণে ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া সত্তেরো বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। [২] সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, অর্থাৎ নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে যে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার অনুগামী হইল; তাহাহইতে ফিরিল না।

[৩] তাহাতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি অরামের হসায়েল্ রাজার ও হসায়েলের পুত্র বিন্‌হদদের যাবজ্জীবন তাহাদের হস্তে তাহাদিগকে সম-

র্পণ করিলেন। [৪] পরে যিহোয়াহস্ পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনায় মনোযোগ করিলেন, এবং অরামের রাজা ইস্রায়েল্ বংশকে যে উপদ্রব ভোগ করাইল, তাহা তিনি দেখিলেন। [৫] কেননা অরামের রাজা লোকদের মধ্যে যিহোয়াহসের নিমিত্তে কেবল পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ় ও দশ রথ ও দশ সহস্র পদাতিক বিনা যিহোয়াহসের অন্য কোন সৈন্য অবশিষ্ট না রাখিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল, ও তাহাদিগকে ধূলির ন্যায় করিয়া মর্দ্দন করিয়াছিল। [৬] কিন্তু পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশকে এক জন উদ্ধারকর্ত্তা দিলে তাহারা অরামীয়দের হস্তহইতে মুক্তি পাইল, এবং ইস্রায়েলের বংশ পূর্ব্ববৎ আপন২ বাসস্থানে বাস করিল। [৭] তথাপি ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল যে যারবিয়াম্, তাহার পাপ তাহারা ত্যাগ না করিয়া তদনুসারে আচরণ করিত, এবং শোমিরোণে চৈত্য বৃক্ষ থাকিল। [৮] এই যিহোয়াহসের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও বীরত্ব কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৯] পরে যিহোয়াহস্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা তাহাকে শোমিরোণে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র যোয়াশ্ তাহার পদে রাজা হইল।

[১০] যিহূদার যোয়াশ্ রাজার অধিকারের সপ্তত্রিংশ বৎসরে যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ শোমিরোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া ষোল বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। [১১] সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার কোন পাপ ত্যাগ না করিয়া তদনুসারে আচরণ করিত। [১২] এই যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া, এবং যে পরাক্রমদ্বারা সে যিহূদার অমৎসিয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিল, সেই সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১৩] পরে যোয়াশ্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে ইস্রায়েলের রাজাদের নিকটে শোমিরোণে কবরপ্রাপ্ত হইল; তাহাতে যারবিয়াম্ তাহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল।

[১৪] ইলীশায় যে পীড়াতে মরিবে, সেই পীড়াতে পীড়িত হইলে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা তাহার নিকটে যাইয়া তাহার মুখের উপরে ক্রন্দন করিয়া কহিল, হে আমার পিতঃ, হে আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ ও অশ্বারূঢ়গণ। [১৫] ইলীশায় তাহাকে কহিল, তুমি ধনুর্ব্বাণ লও, তাহাতে সে ধনুর্ব্বাণ লইল। [১৬] পরে সে ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, তুমি হস্ত বিস্তার করিয়া ধনুক ধর; তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিয়া ধনুক ধরিল। পরে ইলীশায় রাজার হস্তের উপরে আপন হস্ত দিল, [১৭] এবং কহিল, পূর্ব্বদিগের বাতায়ন খোল; তাহাতে সে খুলিল। পরে ইলীশায় কহিল, বাণ ক্ষেপণ কর; তাহাতে সে বাণক্ষেপণ করিলে ইলীশায় কহিল, এ পরমেশ্বরদ্বারা জয়কারি বাণ, এ অরামকে জয়কারি বাণ, কেননা তুমি অফেকে অরামীয়দিগকে নিঃশেষ করণ পর্য্যন্ত আঘাত করিবা। [১৮] পরে সে কহিল, অন্য বাণ লও। তাহাতে সে অন্য বাণ লইলে সে ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, তুমি ভূমিতে আঘাত কর। তাহাতে সে তিন বার ভূমিতে আঘাত করিয়া নিবৃত্ত হইল। [১৯] তখন ঈশ্বরের লোক তাহার প্রতি ক্রোধ করিয়া কহিল, কেন পাঁচ ছয় বার আঘাত করিলা না? করিলে তুমি অরামীয়দিগকে নিঃশেষে আঘাত করিতা, কিন্তু এখন অরামকে কেবল তিন বার আঘাত করিবা।

[২০] পরে ইলীশায় মরিলে লোকেরা তাহাকে কবর দিল। অপর বৎসরের প্রথমে মোয়াবীয় দস্যুদলেরা দেশ আক্রমণ করিল। [২১] তৎকালে লোকেরা এক মনুষ্যকে কবর দিতেছিল, এমন সময়ে এক দস্যুদলকে দেখিয়া সেই শব ইলীশায়ের কবরে নিক্ষেপ করিল; তাহাতে ঐ শব পড়িয়া ইলীশায়ের অস্থিতে স্পর্শ হইবামাত্র সজীব হইয়া আপন চরণে দাঁড়াইল।

[২২] যিহোয়াহসের অধিকার সময়ে অরামের হসায়েল্ রাজা ইস্রায়েলের প্রতি নিত্য উপদ্রব করিত। [২৩] তথাপি পরমেশ্বর ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ ও যাকূবের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ ও স্নেহ ও কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আপাততো বিনষ্ট করিতে এবং আপন সাক্ষাৎহইতে নিক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন। [২৪] পরে অরামের হসায়েল্ রাজা মরিলে তাহার পুত্র বিন্হদদ্ তাহার পদে রাজা হইল। [২৫] সে যোয়াশের পিতা যিহোয়াহস্হইতে যে২ নগর যুদ্ধেতে লইয়াছিল, সেই সকল নগর যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ হসায়েলের পুত্র বিন্হদদ্হইতে পুনর্ব্বার লইল। যোয়াশ্ তাহাকে তিন বার জয় করিয়া ইস্রায়েলের ঐ সকল নগর পুনর্ব্বার লইল।

১৪ অধ্যায়।

১ অমৎসিয়ের সুরাজত্ব, ৫ ও আপন পিতার বধকারিদিগকে ও ইদোমীয়দিগকে বধ করণ, ৮ ও যুদ্ধে তাহার পরাজয় হওন, ১৫ ও যোয়াশের

মৃত্যু, ১৭ ও অমৎসিয়ের হত হওন, ২১ ও অসরিয়ের রাজ্যাভিষিক্ত হওন, ২৩ ও যারবিয়ামের কুরাজত্ব, ২৮ ও সিখরিয়ের রাজ্যাভিষিক্ত হওন।

[১] ইস্রা- যিহোয়াহস্ রাজার পুত্র যোয়াশের দ্বিতীয় বৎসরে যিহূদার যোয়াশ্ রাজার পুত্র অমৎসিয় রাজ্যাভিষিক্ত হইল। [২] সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে উনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিল; যিরূশালম্ নিবাসিনী যিহোয়দ্দন্ তাহার মাতা ছিল। [৩] সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিত বটে, তথাপি আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের তুল্য ছিল না; সে আপন পিতা যোয়াশের তাবৎ কর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিত। [৪] তাহাতে টিকরস্থান সকল উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও টিকরস্থানে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

[৫] পরে রাজ্যে তাহার অধিকার স্থির হইলে তাহার যে ভৃত্যগণ তাহার পিতা রাজাকে বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সে বধ করিল। [৬] কিন্তু সেই ঘাতকদের সন্তানদিগকে বধ করিল না; কেননা মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা লিখিত আছে, পুত্রের পরিবর্ত্তে পিতা, ও পিতার পরিবর্ত্তে পুত্র হত হইবে না; প্রতি জন আপন২ পাপ প্রযুক্ত হত হইবে। [৭] সে লবণপ্রান্তরে ইদোমের দশ সহস্র লোককে বধ করিল, ও যুদ্ধদ্বারা সেলা নগর হস্তগত করিয়া তাহার নাম যক্তেল্ রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে।

[৮] পরে অমৎসিয় দূত পাঠাইয়া যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ নামক ইস্রায়েলীয় রাজাকে কহিল, আইস, আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ করি। [৯] তাহাতে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা যিহূদার অমৎসিয় রাজার নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, লিবানোনস্থ শিয়াল কাঁটা লিবানোনস্থ এরস্ বৃক্ষের নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে তোমার কন্যাকে দেও; পরে লিবানোনস্থ বন্য পশু যাইয়া শিয়াল কাঁটা দলিয়া ফেলিল। [১০] তুমি ইদোমকে জয় করিয়াছ, এ কারণ তোমার মন গর্ব্বিত হইল; তুমি সম্ভ্রান্ত হইয়া আপন গৃহে থাক; আপনার ক্ষতির জন্যে কেন অনধিকার চর্চ্চা করিবা? এবং যিহূদার সহিত আপনিও কেন পতিত হইবা? [১১] কিন্তু অমৎসিয় রাজা তাহা শুনিল না; অতএব ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা আগমন করিলে যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎশেমশে সে ও যিহূদার অমৎসিয় রাজা পরস্পর সাক্ষাৎ করিল। [১২] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে যিহূদার লোকেরা পরাজিত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ বাসস্থানে পলায়ন করিল। [১৩] পরে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা বৈৎশেমশে অহসিয়ের পৌত্র যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় নামক যিহূদার রাজাকে ধরিয়া লইয়া যিরূশালমে আইল, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার অবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত যিরূশালমের প্রাচীরের চারি শত হস্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিল। [১৪] এবং পরমেশ্বরের মন্দিরে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল স্বর্ণ ও রূপ্য ও তাবৎ পাত্র লইল, এবং বন্ধকস্বরূপ লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া শোমিরোণে ফিরিয়া গেল।

[১৫] এই যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত অর্থাৎ তাহার ক্রিয়া ও পরাক্রম এবং সে যিহূদার অমৎসিয় রাজার সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিল, এই সকল কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১৬] পরে যোয়াশ্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে শোমিরোণে ইস্রায়েলের রাজাদের নিকটে কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র যারবিয়াম্ তাহার পদে রাজা হইল।

[১৭] ইস্রায়েলের যিহোয়াহস্ রাজার পুত্র যোয়াশের মৃত্যুর পরে যিহূদার যোয়াশ্ রাজার পুত্র অমৎসিয় আর পোনেরো বৎসর বাঁচিল। [১৮] এই অমৎসিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১৯] পরে লোকেরা যিরূশালমে তাহার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিলে সে লাখীশে পলায়ন করিল; তথাপি তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ লাখীশে লোক পাঠাইয়া সেখানে তাহাকে বধ করাইল। [২০] পরে অশ্বদ্বারা তাহাকে লইয়া যিরূশালমে দায়ূদ্ নগরে তাহার পিতৃলোকদের নিকটে কবর দিল।

[২১] পরে যিহূদার লোকেরা ষোড়শ বৎসর বয়স্ক অসরিয়কে লইয়া তাহার পিতা অমৎসিয়ের পদে রাজা করিল। [২২] রাজা পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে সে এলৎ নগর প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার যিহূদার অধীন করিল।

[২৩] যিহূদার যোয়াশ্ রাজার পুত্র অমৎসিয়ের অধিকারের পোনেরো বৎসরে ইস্রায়েলের যোয়াশ রাজার পুত্র যারবিয়াম্ শোমিরোণে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া একচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিল। [২৪] সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার কোন পাপ ত্যাগ করিল না। [২৫] তথাপি গাৎহেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র যূনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ ইস্রায়েলের প্রভু পরমে-

শ্বর যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সে হমাতের প্রবেশস্থান অবধি প্রান্তরের সমুদ্র পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সীমা পুনর্ব্বার হস্তগত করিল। [২৬] কেননা ইস্রায়েল বংশের অতিশয় দুঃখ, এবং মুক্ত ও বদ্ধ সকলে গত, এবং ইস্রায়েলের উপকারক কেহ নাই, পরমেশ্বর ইহা দেখিলেন। [২৭] এবং আমি ইস্রায়েলের নাম আকাশের অধোহইতে লোপ করিব, এমত কথা না কহিয়া পরমেশ্বর যোয়াশের পুত্র যারবিয়ামের হস্তদ্বারা তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

[২৮] এই যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া, এবং সে যে পরাক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ করিল, এবং যিহূদার কারণ দম্মেষক্ ও হমাৎ ইস্রায়েল্ বংশদ্বারা পুনর্ব্বার হস্তগত করিল, এই সকল কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [২৯] পরে যারবিয়াম্ আপন পূর্ব্বপুরুষ ইস্রায়েলীয় রাজাদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার পুত্র সিখরিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ উষিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৫ ও সে কুষ্ঠী হওয়াতে তাহার পুত্রের কর্তৃত্ব করণ, ৮ ও সিখরিয়ের কুরাজত্ব করণ ও হত হওন, ১৩ ও শল্লুমের কুরাজত্ব করণ ও হত হওন, ১৬ ও মিনহেমের বিবরণ, ২১ ও তাহার পুত্র পিকহিয়ের রাজ্যাভিষিক্ত হওন, ২৩ ও পিকহিয়ের হত হওন, ২৭ ও পেকহের অভিষিক্ত হওন, ২৯ ও ইস্রায়েলের দুর্দশা, ৩০ ও পেকহের হত হওন, ৩২ ও যোথমের বিবরণ।

[১] ইস্রায়েলের যারবিয়াম্ রাজার অধিকারের সাতাইশ বৎসরে যিহূদার অমৎসিয় রাজার পুত্র উষিয় (অসরিয়) রাজত্ব করিতে লাগিল। [২] সে ষোড়শ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে বাওয়ান্ন বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; যিরূশালম্ নিবাসিনী যিখলিয়া তাহার মাতা ছিল। [৩] সে আপন পিতা অমৎসিয়ের কার্য্যানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিত। [৪] কিন্তু টিকরস্থান সকল উচ্ছিন্ন হইল না, তখনও লোকেরা টিকরস্থানে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

[৫] অপর পরমেশ্বর রাজাকে আঘাত করিলে সে মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগী হইয়া চিকিৎসালয়ে বাস করিল; তাহাতে যোথম্ রাজকুমার গৃহের কর্ত্তা হইয়া দেশের লোকদের শাসন করিতে লাগিল। [৬] এই উষিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৭] পরে উষিয় আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে দায়ূদ্ নগরে পিতৃলোকদের নিকটে কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র যোথম্ তাহার পদে রাজা হইল।

[৮] যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের আটত্রিশ বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র সিখরিয় শোমিরোণে ইস্রায়েলের উপরে ছয় মাস রাজত্ব করিল। [৯] সে আপন পিতৃলোকদের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে যে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিত না। [১০] পরে যাবেশের পুত্র শল্লুম রাজদ্রোহ করিয়া লোকদের সম্মুখে তাহাকে আঘাত করিয়া বধ করিল, এবং তাহার পদে আপনি রাজা হইল। [১১] এই সিখরিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১২] ইহাতে পরমেশ্বরের বাক্য সফল হইল, কেননা তিনি যেহূকে কহিয়াছিলেন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে; অতএব সেই কথানুসারে ঘটিল।

[১৩] যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের উনচল্লিশ বৎসরে যাবেশের পুত্র শল্লুম্ রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ এক মাস শোমিরোণে রাজ্য করিল। [১৪] কেননা গাদির পুত্র মিনহেম্ তির্সাহইতে যাইয়া শোমিরোণে উপস্থিত হইয়া শোমিরোণ্ নিবাসি যাবেশের পুত্র শল্লুমকে আঘাত করিয়া বধ করিল, এবং তাহার পদে আপনি রাজা হইল। [১৫] এই শল্লুমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত রাজদ্রোহ কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?

[১৬] পরে মিনহেম তির্সাহইতে যাইয়া তিপ্সহ ও তাহার মধ্যস্থিত সকলকে ও তাহার সীমা জয় করিল; কেননা তাহারা তাহার জন্যে দ্বার খুলিয়া দিল না, এই কারণ সে তাহাদিগকে বধ করিল ও তাহাদের গর্ব্ভবতীদের উদর বিদীর্ণ করিল। [১৭] যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের উনচল্লিশ বৎসরে গাদির পুত্র মিনহেম ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া শোমিরোণে দশ বৎসর রাজত্ব করিল। [১৮] সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপ যাবজ্জীবন ত্যাগ করিল না। [১৯] পরে অশূরের পূল্ রাজা সে দেশের বিরুদ্ধে আইল; তাহাতে পূলের সাহায্যদ্বারা রাজ্য যেন তাহার বশে স্থির থাকে, এই জন্যে মিনহেম্ পূলকে এক সহস্র মণ রূপা দিল। [২০] এবং অশূরের

রাজাকে তাহা দিবার জন্যে মিনহেম্ তাবৎ ধনবান লোকহইতে পঞ্চাশ২ শেকল রূপা লইয়া ইস্রায়েলহইতে ধন আদায় করিল; অতএব অশূরের রাজা সে দেশে না থাকিয়া ফিরিয়া গেল।

২১ এই মিনহেমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ২২ পরে মিনহেম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার পুত্র পিকহিয় তাহার পদে রাজা হইল।

২৩ যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের পঞ্চাশ বৎসরে মিনহেমের পুত্র পিকহিয় ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া শোমিরোণে দুই বৎসর রাজত্ব করিল। ২৪ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপ ত্যাগ করিল না। ২৫ পরে রিমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক তাহার রথী তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিয়া শোমিরোণে রাজবাটীর অন্তঃপুরে তাহাকে ও অর্গোবকে ও অরিয়িকে, ও তাহার সঙ্গি পঞ্চাশ জন গিলিয়দীয়কে বধ করিয়া আপনি তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল। ২৬ এই পিকহিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

২৭ যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের বাওয়ান্ন বৎসরে রিমলিয়ের পুত্র পেকহ ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শোমিরোণে রাজত্ব করিল। ২৮ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপ ত্যাগ করিল না।

২৯ পরে ইস্রায়েলের পেকহ রাজার অধিকার সময়ে অশূরের রাজা তিগ্লৎ-পিলেষর আসিয়া ইয়োন্ ও আবেল-বৈৎমাখা ও যানোহ ও কেদশ ও হাৎসোর্ ও গিলিয়দ্ ও গালীল্ অর্থাৎ নপ্তালির সকল দেশ হস্তগত করিল, ও লোকদিগকে বন্দী করিয়া অশূরে লইয়া গেল।

৩০ পরে উষিয়ের পুত্র যোথমের অধিকারের বিংশতি বৎসরে এলার পৌত্র হোশেয় রিমলিয়ের পুত্র পেকহের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া বধ করিল, ও তাহার পদে আপনি রাজা হইল। ৩১ এই পেকহের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

৩২ রিমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক ইস্রায়েলীয় রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যিহূদার উষিয় রাজার পুত্র যোথম্ রাজত্ব করিতে লাগিল। ৩৩ সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে ষোল বৎসর রাজত্ব করিল; সাদোকের কন্যা যিরূশা তাহার মাতা ছিল। ৩৪ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিত, ও আপন পিতা উষিয়ের কার্য্যানুসারে কার্য্য করিত। ৩৫ কিন্তু টিকরস্থান সকল উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও টিকরস্থানে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত; সে পরমেশ্বরের মন্দিরের উচ্চদ্বার নির্ম্মাণ করিল। ৩৬ এই যোথমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? ৩৭ ঐ সময়ে পরমেশ্বর অরামের রিৎসীন্ রাজাকে ও রিমলিয়ের পুত্র পেকহকে যিহূদার বিরুদ্ধে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮ পরে যোথম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের নিকটে কবরপ্রাপ্ত হইল, ও তাহার পুত্র আহস্ তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল।

১৬ অধ্যায়।

১ আহসের কুরাজত্ব করণ, ৫ ও তাহার রুদ্ধ হওন, ৭ ও মুক্ত হওন, ১০ ও নূতন বেদি নির্ম্মাণ, ১৭ ও মন্দিরের দ্রব্য লুট করণ, ১৯ ও তাহার মৃত্যু।

১ রিমলিয়ের পুত্র পেকহের অধিকারের সপ্তদশ বৎসরে যিহূদার যোথম্ রাজার পুত্র আহস্ রাজত্ব করিতে লাগিল। ২ সেই আহস বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ন্যায় আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিত না। ৩ কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিত. এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের ঘৃণার্হ ব্যবহারানুসারে আপন পুত্রকেও অগ্নিতে প্রবেশ করাইল। ৪ এবং টিকরস্থানে ও পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক নবীন বৃক্ষের নীচে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

৫ পরে অরামের রাজা রিৎসীন্ এবং ইস্রায়েলের রিমলিয়ের পুত্র পেকহ রাজা যুদ্ধার্থে যিরূশালমে আগত হইয়া আহস্‌কে অবরোধ করিল, কিন্তু তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। ৬ তথাপি অরামের রাজা রিৎসীন্ সেই সময়ে এলৎ নগর পুনর্ব্বার অরামের বশীভূত

করিয়া তথাহইতে যিহূদীয়দিগকে দূর করিল; তদবধি অরামীয়েরা এলতে আসিয়া অদ্যাপি সেখানে বাস করিতেছে।

৭ পরে আহস্ অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর রাজার নিকটে এই কথা কহিতে দূত পাঠাইল, আমি তোমার দাস ও তোমার পুত্র, তুমি আসিয়া আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারি অরামের রাজার ও ইস্রায়েলের রাজার হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার কর। ৮ এবং আহস্ পরমেশ্বরের মন্দিরের ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল স্বর্ণ ও রূপা লইয়া অশূরের রাজার নিকটে উপঢৌকন পাঠাইল। ৯ তাহাতে অশূরের রাজা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, এবং অশূরের রাজা দম্মেষকের বিরুদ্ধে যাইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং তাহার প্রজাদিগকে বন্দী করিয়া কীরে লইয়া গেল, এবং রিৎসীনকে বধ করিল।

১০ অপর আহস্ রাজা অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দম্মেষকে গেল; সেখানে দম্মেষকস্থ এক যজ্ঞবেদি দেখিয়া আহস্ রাজা তাহার আকৃতি ও তাহাতে যে২ কার্য্য ছিল, তাহার নিদর্শন লিখিয়া ঊরিয় যাজকের নিকটে পাঠাইল। ১১ তাহাতে দম্মেষকহইতে আহস্ রাজার আগমনের পূর্ব্বে ঊরিয় যাজক দম্মেষকহইতে তাহার প্রেরিত নিদর্শনানুসারে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। ১২ পরে রাজা দম্মেষকহইতে উপস্থিত হইয়া সেই বেদি দেখিতে গেল। অপর রাজা সেই বেদির নিকটে যাইয়া তাহার উপরে বলিদান করিতে, অর্থাৎ হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য দগ্ধ করিতে ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতে, ১৩ এবং সেই বেদির উপরে আপন মঙ্গলার্থক বলি সকলের রক্ত ছিটাইতে লাগিল। ১৪ আর পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ যে পিত্তলময় বেদি তাহা মন্দিরের সম্মুখহইতে অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দির ও নূতন বেদির মধ্যস্থানহইতে সরাইয়া নূতন বেদির উত্তর দিগে স্থাপন করিল। ১৫ পরে আহস্ রাজা ঊরিয় যাজককে এই কথা কহিয়া আজ্ঞা দিল; বড় বেদির উপরে প্রাতঃকালীয় হোমবলি ও সন্ধ্যাকালীয় নৈবেদ্য, এবং রাজার হোমবলি ও তাহার নৈবেদ্য, এবং দেশের সমস্ত লোকদের হোমবলি এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও, এবং অন্য২ দ্রব্যের ও বলিদানের সকল রক্ত তাহার উপরে ছড়াইয়া দিও; কিন্তু পিত্তলময় বেদির বিষয় আমাকে বিবেচনা করিতে হয়। ১৬ তাহাতে ঊরিয় যাজক আহস্ রাজার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৭ পরে আহস্ রাজা পীঠ সকলের মধ্যদেশ কাটিয়া তাহার উপরহইতে প্রক্ষালনপাত্র স্থানান্তর করিল, এবং সমুদ্ররূপ পাত্রের নীচে যে২ পিত্তলময় বলদ ছিল, তাহার উপরহইতে তাহা নামাইয়া প্রস্তরাচ্ছাদিত ভূমির উপরে রাখিল। ১৮ এবং তাহারা বিশ্রামদিনের জন্যে মন্দিরের পথের যে আচ্ছাদন ও বাহিরে রাজার প্রবেশ পথের যে দ্বার করিয়াছিল, তাহা অশূরের রাজার ভয়ে পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে রাখিল।

১৯ এই আহসের অবশিষ্ট ক্রিয়ার বৃত্তান্ত যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? ২০ পরে আহস্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে আপন পিতৃলোকদের নিকটে দায়ূদের নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল; এবং তাহার পুত্র হিষ্কিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৭ অধ্যায়।

১ হোশেয়ের কুরাজত্ব করণ ও তাহার দণ্ড, ৫ ও ইস্রায়েল্ লোকদের পাপ ও বন্দিত্ব, ২৪ ও তাহাদের দেশে অন্য লোকদিগকে স্থাপন।

১ যিহূদার আহস্ রাজার অধিকারের দ্বাদশ বৎসরে এলার পুত্র হোশেয় শোমিরোণে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া নয় বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ২ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ইস্রায়েলীয় রাজাদের ন্যায় নহে। ৩ পরে অশূরের রাজা শল্মনেষর তাহার বিরুদ্ধে আগমন করিলে হোশেয় তাহার দাস হইল ও তাহাকে উপঢৌকন দিতে লাগিল। ৪ পরে অশূরের রাজা হোশেয়ের বিশ্বাসঘাতকতা পাইল, কেননা সে মিসরের সো রাজার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল, এবং বৎসর২ যেমত করিত, অশূরের রাজার প্রতি তদ্রূপ উপঢৌকন আর পাঠাইল না; অতএব অশূরের রাজা তাহাকে রুদ্ধ ও কারাগারে বদ্ধ করিল।

৫ পরে অশূরের রাজা তাবৎ দেশ আক্রমণ করিল, ও শোমিরোণে যাইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা রোধ করিয়া থাকিল। ৬ পরে হোশেয়ের অধিকারের নবম বৎসরে অশূরের রাজা শোমিরোণ্ হস্তগত করিয়া ইস্রায়েল্ লোকদিগকে অশূর্ দেশে লইয়া গেল, এবং হলহে ও গোবন্ দেশীয় হাবোর্ নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে স্থাপন করিল। ৭ কেননা ইস্রায়েল্ বংশকে মিসর্দেশহইতে অর্থাৎ মিসরের ফিরৌণ্ রাজার হস্তহইতে আনিয়াছিলেন যে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা পাপ করিত ও

ইতর দেবগণকে ভয় করিত। ৮ এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের এবং ইস্রায়েলের রাজগণের প্রণীত বিধি অনুসারে চলিত। ৯ যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, ইস্রায়েল্ বংশ আপন প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে তাহাই গুপ্তরূপে করিত, এবং প্রহরির গৃহ অবধি প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত আপনাদের সকল নগরে আপনাদের জন্যে টিকরস্থান নির্ম্মাণ করিত। ১০ এবং প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক নবীন বৃক্ষের নীচে প্রতিমা ও চৈত্য বৃক্ষ স্থাপন করিত। ১১ এবং পরমেশ্বর তাহাদের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যায় আপনাদের সকল টিকরস্থানে ধূপ জ্বালাইত, এবং পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিতে পাপ কর্ম্ম করিত। ১২ এবং পরমেশ্বর যে বিষয়ে কহিয়াছিলেন, এমত কর্ম্ম করিও না, তাহাই অর্থাৎ দেবগণের সেবা করিত। ১৩ তথাপি পরমেশ্বর আপন তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা ও দর্শকের দ্বারা ইস্রায়েলের ও যিহূদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওনার্থে এই রূপ কথা কহিতেন, তোমরা আপনাদের কুপথহইতে ফির, এবং আমি তোমাদের পিতৃলোকদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছি, ও আমার দাস ভবিষ্যদ্বক্তাদের হস্তদ্বারা তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছি, তদনুসারে আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন কর। ১৪ কিন্তু তাহারা সেই কথা অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরেতে অপ্রত্যয়কারি পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় আপনাদের গ্রীবা দৃঢ় করিত। ১৫ এবং তাঁহার বিধি, ও তাহাদের পিতৃলোকদের প্রতি স্থাপিত তাঁহার নিয়ম, ও তাহাদের প্রতি দত্ত তাঁহার সাক্ষ্য অবজ্ঞা করিয়া অসার প্রতিমার অনুগামী হইয়াছিল; এবং পরমেশ্বর যাহাদের মত কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই চতুর্দ্দিকস্থ ভিন্নজাতীয়দের অনুগমন করিতে হতবুদ্ধি হইয়াছিল। ১৬ তাহারা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের তাবৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে ঢালা দুই বৎস নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ও চৈত্য বৃক্ষ স্থাপন করিত, ও আকাশের জ্যোতির্গণের পূজা ও বালের সেবা করিত। ১৭ এবং আপন২ পুত্র কন্যাদিগকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইত, এবং মন্ত্র পড়াইত, ও মোহন ব্যবহার করিত, এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার ক্রোধজনক কদাচরণ করিতে আপনাদিগকে বিক্রয় করিত। ১৮ এই জন্যে পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি বড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আপন সাক্ষাৎহইতে দূর করিলেন; কেবল যিহূদা বংশ ব্যতিরেকে আর কোন বংশ অবশিষ্ট থাকিল না। ১৯ এবং যিহূদার লোকেরাও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিয়া ইস্রায়েল্ রাজ্যীয় লোকদের প্রণীত বিধি অনুসারে চলিতে লাগিল। ২০ অতএব পরমেশ্বর ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে নিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ দিলেন, এবং যাবৎ আপন সাক্ষাৎহইতে দূর না করিলেন, তাবৎ তাহাদিগকে নাশকদের হস্তগত করিলেন। ২১ কেননা তিনি দায়ূদের বংশহইতে ইস্রায়েল্ রাজ্য কাড়িয়া লইলে লোকেরা নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্কে রাজা করিয়াছিল, সেই যারবিয়াম্ পরমেশ্বরের সেবাহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদিগকে মহাপাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। ২২ এবং যারবিয়াম্ যেরূপ পাপাচরণ করিয়াছিল, ইস্রায়েল্ বংশ তদ্রূপ পাপাচরণ করিত। ২৩ এবং পরমেশ্বর আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ যে রূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েল্ বংশকে যাবৎ আপন সম্মুখহইতে দূর না করিলেন, তাবৎ তাহারা তাহা ত্যাগ করিল না। এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ আপন দেশহইতে অশূরে নীত হইল, ও অদ্যাপি সেই স্থানে আছে।

২৪ পরে অশূরের রাজা বাবিল্ ও কূথা ও অব্বা ও হমাৎ ও সিফর্ব্বয়িম্হইতে লোকদিগকে আনিয়া ইস্রায়েলের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে শোমিরোণ্ দেশীয় তাবৎ নগরে স্থাপন করিল; তাহাতে তাহারা শোমিরোণ্ অধিকার করিয়া সেই দেশীয় নগরের মধ্যে বসতি করিল। ২৫ সেখানে তাহাদের বাসের আরম্ভ সময়ে তাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করিত না, এই জন্যে পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে সিংহগণকে পাঠাইলে তাহারা লোকদিগকে নষ্ট করিতে লাগিল। ২৬ অতএব লোকেরা অশূরের রাজাকে কহিল, তুমি যে জাতিদিগকে স্থানান্তর করিয়া শোমিরোণ্ দেশীয় নগরে স্থাপন করিয়াছ, তাহারা সেই দেশীয় দেবতার বিধি জানে না; এই জন্যে দেবতা তাহাদের মধ্যে সিংহগণকে পাঠাইয়াছে, এবং দেখ, সিংহগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, কেননা তাহারা সে দেশীয় দেবতার বিধি জানে না। ২৭ পরে অশূরের রাজা এই আজ্ঞা করিল, তোমরা তথাহইতে যে যাজকদিগকে আনিয়াছ, তাহাদের এক জনকে সেই দেশে লইয়া যাও; লোকেরা সেখানে যাইয়া বাস করুক, এবং সে তাহাদিগকে সে দেশের দেবতার বিধি শিক্ষা দিউক। ২৮ পরে তাহারা

শোমিরোণহইতে যে যাজকদিগকে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের এক জন আসিয়া বৈথেলে বাস করিল, এবং যে রূপে পরমেশ্বরকে ভয় করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে শিখাইতে লাগিল। ২৯ তথাপি প্রত্যেক জাতীয় লোকেরা আপন২ দেবগণ নির্ম্মাণ করিল, এবং শোমিরোণীয়েরা যে২ টিকরস্থানে মন্দির করিয়াছিল, সেই২ স্থানে প্রত্যেক জাতিরা আপন২ নিবাসনগরে আপন২ দেবগণকে স্থাপন করিল। ৩০ এই রূপে বাবিলীয় লোকেরা সুক্কোৎ-বিনোৎকে নির্ম্মাণ করিল, ও কূথীয় লোকেরা নের্গল্‌কে, ও হমাতের লোকেরা অশীমাকে নির্ম্মাণ করিল। ৩১ এবং অব্বীয়েরা নিভস্‌ ও তর্ত্তক্‌কে নির্ম্মাণ করিল, ও সিফর্বীয়েরা সিফর্বয়িমের দেবতার অর্থাৎ অদ্রম্মেলকের ও অনম্মেলকের উদ্দেশে আপন২ বালকগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ৩২ তাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করিত, এবং আপনাদের জন্যে অন্য লোকদের মধ্যহইতে টিকরস্থানের মন্দিরে যজ্ঞকারি যাজকদিগকে মনোনীত করিত। ৩৩ তাহারা পরমেশ্বরকেও ভয় করিত, এবং যে২ জাতিহইতে নীত হইয়াছিল, তাহাদের মত আপন২ দেবগণেরও সেবা করিত। ৩৪ তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বকালের আচারের ন্যায় আচার করিতেছে, পরমেশ্বরকে ভয় করে না, ও তাঁহার বিধি ও ব্যবস্থানুসারে, অর্থাৎ পরমেশ্বর যাহার নাম ইস্রায়েল্‌ রাখিলেন, সেই যাকুবের বংশকে যে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তদনুসারে চলে না। ৩৫ পরমেশ্বর সেই বংশের সহিত নিয়ম করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা ইতর দেবগণকে ভয় করিও না, ও তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও না, ও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিও না। ৩৬ কিন্তু যে পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা মিসর্‌দেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছেন, তাঁহাকে ভয় করিও, ও তাঁহার ভজনা করিও, ও তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিও। ৩৭ এবং তিনি তোমাদের জন্যে যে বিধি ও ব্যবস্থা ও রাজনীতি ও আজ্ঞা লিখিয়া দিয়াছেন, মনোযোগ করিয়া তদনুসারে সর্ব্বদা চলিও, ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। ৩৮ আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইও না, ও ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। ৩৯ কিন্তু আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিও, তিনি তোমাদের তাবৎ শত্রুর হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ৪০ তথাপি তাহারা তাহা না শুনিয়া আপনাদের পূর্ব্বমতানুসারে চলে। ৪১ এই রূপে সেই ভিন্নজাতীয় লোকেরা পুত্রপৌত্রক্রমে পরমেশ্বরকেও ভয় করিয়া এবং আপনাদের ছাঁচে ঢালা প্রতিমার সেবাও করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ করিত, তাহারাও অদ্য পর্য্যন্ত সেই রূপ করিতেছে।

১৮ অধ্যায়।

১ হিষ্‌কিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৪ ও দেবপূজা দূর করণ, ৯ ও শোমিরোণের পরাস্ত হওন, ১৩ ও সন্‌হেরীবের যিহূদা দেশ আক্রমণ করণ ও উপঢৌকনপ্রাপ্তি, ১৭ ও রব্‌শাকির নিন্দার কথা।

১ এলার পুত্র ইস্রায়েলের রাজা হোশেয়ের অধিকারের তৃতীয় বৎসরে যিহূদার আহস রাজার পুত্র হিষ্কিয় রাজত্ব করিতে লাগিল। ২ সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া ঊনত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালমে রাজত্ব করিল; সিখরিয়ের কন্যা অবী তাহার মাতা ছিল। ৩ সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের কার্য্যানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিত।

৪ সে টিকরস্থান সকল উচ্ছিন্ন করিল, ও প্রতিমা ভগ্ন করিল, এবং চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিল; এবং মূসা যে পিত্তলময় সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা ভগ্ন করিল, কেননা ইস্রায়েল্‌ বংশ সেই সময় পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত; এবং সে তাহার নাম নিহুষ্টন্‌ (পিত্তলখণ্ড) রাখিল। ৫ সে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস করিত; যিহূদার রাজাদের মধ্যে পূর্ব্বে কি পরে তাহার তুল্য কেহ ছিল না। ৬ সে পরমেশ্বরেতে আসক্ত ছিল, তাঁহার পশ্চাদ্‌গমনহইতে ফিরিল না, এবং পরমেশ্বর মূসাকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা পালন করিত। ৭ এবং পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী থাকিলেন, আর সে যাহাতে২ প্রবৃত্ত হইত, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইত; সে অশূরের রাজার অধীনতা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা আর করিল না। ৮ এবং অসা ও তাহার সীমা অর্থাৎ রক্ষকদের দুর্গ অবধি প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয়দিগকে পরাস্ত করিল।

৯ পরে হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে, এবং এলার পুত্র ইস্রায়েলের হোশেয় রাজার অধিকারের সপ্তম বৎসরে অশূরের শল্‌মনেষর রাজা শোমিরোণের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা অবরোধ করিল। ১০ এবং তিন বৎসরের পরে তাহা হস্তগত করিল; হিষ্কিয় রাজার অধিকারের ষষ্ঠ বৎসরে, ও ইস্রায়েলের হোশেয় রাজার অধিকারের নবম বৎসরে শোমিরোণ্‌ পরহস্তগত হইল। ১১ পরে অশূ-

রের রাজা ইস্রায়েল্লীয়দিগকে অশূর্ দেশে লইয়া যাইয়া হলহে ও গোষন্ দেশের হাবোর্ নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে স্থাপন করিল। [১২] কেননা তাহারা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের কথা মানিত না, এবং তাঁহার নিয়ম ও পরমেশ্বরের দাস মূসার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত, তাহা শুনিতে কিম্বা পালন করিতে ইচ্ছা করিত না।

[১৩] পরে হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ বৎসরে অশূরের সন্হেরীব্ রাজা যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা হস্তগত করিল। [১৪] তাহাতে যিহূদার হিষ্কিয় রাজা লাখীশ্ নগরে অশূরের রাজার নিকটে এই কথা কহিয়া লোক পাঠাইল, আমি অপরাধ করিলাম, আমার নিকটহইতে ফিরিয়া যাও; তুমি আমাকে যে দণ্ড দিবা, তাহা আমি সহ্য করিব। তাহাতে অশূরের রাজা যিহূদার হিষ্কিয় রাজার তিন শত মণ রূপা ও ত্রিশ মণ স্বর্ণ দণ্ড নিরূপণ করিল। [১৫] অতএব হিষ্কিয় পরমেশ্বরের গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল রূপা তাহাকে দিল। [১৬] ঐ সময়ে হিষ্কিয় পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারের, ও যিহূদার রাজা হিষ্কিয় যে স্তম্ভ মণ্ডিত করিয়াছিল, তাহারও স্বর্ণ কাটিয়া অশূরের রাজাকে দিল।

[১৭] পরে অশূরীয় রাজা বিস্তর সৈন্যসামন্তের সহিত তর্ত্তন্কে ও রব্সারীষ্কে ও রবশাকিকে লাখীশ নগরহইতে যিরূশালম্ নগরে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিলে তাহারা যাত্রা করিয়া যিরূশালমে উপস্থিত হইল, এবং আসিয়া উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীতে রজকের ভূমিতে যাওন পথে অবস্থিতি করিল। [১৮] পরে তাহারা রাজাকে আহ্বান করিলে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ নামা ইতিহাসরচক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল। [১৯] তাহাতে রব্শাকি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, মহারাজ অর্থাৎ অশূরের রাজা কহেন, তুমি যে বিশ্বাস করিতেছ, সে কেমন বিশ্বাস? [২০] তুমি কহিতেছ, সংগ্রাম করিতে আমার মন্ত্রণা ও বল আছে, কিন্তু তাহা শব্দমাত্র; অতএব তুমি কাহাতে ভরসা করিয়া আমার অনাজ্ঞাবহ হইলা? [২১] দেখ, তুমি ঐ ভাঙ্গা নলরূপ যষ্টিতে, অর্থাৎ মিসরেতে বিশ্বাস করিতেছ; কিন্তু যে কেহ তাহাতে নির্ভর দেয়, তাহার হস্ত বিদ্ধ হইয়া ক্ষতযুক্ত হয়; আপন তাবৎ শরণাগতের প্রতি মিস্রীয় ফিরৌণ্ রাজা তদ্রূপ। [২২] আর যদি তোমরা বল, আমরা আপন ঈশ্বর যিহোবাতে প্রত্যাশা করি, তবে (আমি বলি,) হিষ্কিয় যাঁহার উচ্চস্থান ও বেদি সকল দূর করিয়া যিহূদীয়দিগকে ও যিরূশালমস্থিত লোকদিগকে কহিয়াছে, তোমরা কেবল যিরূশালমস্থ এই বেদির নিকটে ভজনা করিবা, তিনি কি সে নন্? [২৩] এখনি আমার প্রভু অশূরীয় রাজার সহিত পণ কর, তুমি যদি আরোহক লোক দিতে পার, তবে আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিব। [২৪] তাহা না পারিলে কি প্রকারে আমার প্রভুর অতি নীচ দাসগণের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে পরাঙ্মুখ করিবা? কিন্তু তুমি রথ ও অশ্বের জন্যে মিসরেতে বিশ্বাস করিতেছ। [২৫] আর আমি কি যিহোবার সাহায্য ব্যতিরেকে এ দেশ উচ্ছিন্ন করিতে এখন আইলাম? তুমি ঐ দেশে গিয়া বিনাশ কর, যিহোবাই আমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন।

[২৬] তাহাতে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ ও শিব্ন ও যোয়াহ রব্শাকিকে কহিল, বিনয় করি, অরামীয় ভাষাতে আপনকার দাসদিগকে কহুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের প্রতি যিহূদীয় ভাষাতে না কহুন। [২৭] রব্শাকি উত্তর করিল, আমার প্রভু কি কেবল তোমার রাজাকে ও তোমাকে এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লোকেরা তোমাদের সহিত আপন২ বিষ্ঠা ভোজন করিতে ও আপন২ মূত্র পান করিতে প্রাচীরের উপরে বসিয়া আছে, তাহাদিগকেও কহিতে কি নয়? [২৮] পরে রবশাকি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদীয় ভাষাতে কহিতে লাগিল, তোমরা মহারাজের অর্থাৎ অশূরীয় রাজার কথা শুন। [২৯] মহারাজ কহিলেন, তোমাদিগকে ভুলাইতে হিষ্কিয়কে দিও না, কেননা আমার হস্তহইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে তাহার সাধ্য নাই। [৩০] এবং যিহোবাঃ আমাদিগকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনো অশূরীয় রাজার হস্তগত হইবে না, ইহা কহিয়া হিষ্কিয় যেন তোমাদিগকে পরমেশ্বরে বিশ্বাস না করায়। [৩১] হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেননা অশূরের রাজা কহেন, তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার কাছে আইস; এবং প্রত্যেক জন আপন২ দ্রাক্ষাফল ও ডুম্বুরফল ভোজন কর ও আপন২ পুষ্করিণীর জল পান কর; [৩২] পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের মত শস্য ও দ্রাক্ষারস ও ভক্ষ্য ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ ও তৈল ও মধু বিশিষ্ট কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; তাহা

করিলে তোমরা বাঁচিবা, মরিবা না। যিহোবাঃ আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই কথাতে মনোযোগ করাইয়া হিষ্কিয় তোমাদিগকে না ভুলাউক। ৩৩ অন্য দেশীয় দেবতাগণ অশূরীয় রাজার হস্তহইতে কি আপন২ দেশ রক্ষা করিয়াছে? ৩৪ হমাতের ও অর্পদের দেবগণ কোথায়? এবং সিফর্বয়িমের ও হেনার ও অব্বার দেবগণ কোথায়? দেবগণ কি আমার হস্তহইতে শোমিরোণকে রক্ষা করিয়াছে? ৩৫ যদি এই সকল দেশীয় দেবগণের মধ্যে কেহ আমার হস্তহইতে দেশ রক্ষা করিতে পারে নাই, তবে যিহোবাঃ আমার হস্তহইতে কি যিরুশালমকে উদ্ধার করিবেন? ৩৬ কিন্তু লোকেরা নীরব হইয়া থাকিল, এক কথারও উত্তর করিল না, কারণ তাহাকে উত্তর দিও না, রাজার এই আজ্ঞা ছিল। ৩৭ পরে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ ইতিহাসরচক আপন২ বস্ত্র চিরিয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্শাকির কথা জ্ঞাত করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ যিশায়িয়ের নিকটে হিষ্কিয়ের দূত পাঠাওন ও যিশায়িয়ের উত্তর, ৮ ও হিষ্কিয়ের নিকটে অশূরীয় রাজার অন্য পত্র প্রেরণ, ১৪ ও হিষ্কিয়ের প্রার্থনা, ২০ ও যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৩৫ ও সন্হেরীবের সৈন্যসামন্তের বিনাশ ও তাহার মৃত্যু।

১ হিষ্কিয় রাজা ইহা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া ও চট পরিধান করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে গমন করিল। ২ এবং চটপরিহিত রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলিয়াকীমকে ও শিব্ন লেখককে এবং প্রাচীন যাজকদিগকে আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পাঠাইল। ৩ তাহাতে তাহারা তাহাকে কহিল, হিষ্কিয় কহিলেন, অদ্যকার দিবস ক্লেশ ও অনুযোগ ও অপমানের দিবস, কেননা বালকপ্রসবের সময় উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করিতে শক্তি নাই। ৪ অমর ঈশ্বরকে নিন্দা করণার্থে আপন প্রভু অশূরীয় রাজকর্তৃক প্রেরিত রব্শাকি যে সকল কথা কহিল, হয় তো তোমার প্রভু পরমেশ্বর তাহা শুনিবেন, এবং তোমার প্রভু পরমেশ্বর সেই সকল কথা শুনিয়া তাহার শাসন করিবেন; অতএব তুমি বিনয়পূর্ব্বক অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ৫ এই রূপে হিষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশায়িয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে, ৬ যিশায়িয় তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের কর্ত্তাকে বল, পরমেশ্বর কহেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ, ও যাহাদ্বারা অশূরীয় রাজার দাসগণ আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল কথাতে ভীত হইও না। ৭ দেখ, আমি তাহার মধ্যে এক আত্মা প্রবেশ করাইব, এবং সে কোন সমাচার শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, পরে আমি স্বদেশে তাহাকে খড়্গদ্বারা নিপাত করিব।

৮ পরে অশূরীয় রাজা লাখীশ্ নগরহইতে গিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রব্শাকি ফিরিয়া যাইয়া সৈন্যদ্বারা লিব্না নগর বেষ্টন সময়ে তাহার সহিত মিলিল। ৯ সেই সময়ে "কূশ্ দেশীয় তির্হক রাজা তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিতেছে," সে এই সংবাদ পাইল; তাহাতে পুনর্ব্বার হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, ১০ তোমরা যিহূদীয় হিষ্কিয় রাজাকে কহ, যিরুশালম অশূরের রাজার হস্তগত হইবে না, তোমার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর তোমার এমত ভ্রান্তি না জন্মাউন। ১১ দেখ, নানা দেশ বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করিতে অশূরীয় রাজগণ যে রূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে তুমি কি প্রকারে উদ্ধার পাইবা? ১২ আমার পূর্ব্বপুরুষদের দ্বারা বিনষ্ট গোবন্ ও হারণ্ ও রেৎসফ্ দেশীয়দের ও তিলঃসর নিবাসি এদনের সন্তানদের দেবগণ কি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে? ১৩ হমাতের রাজা কোথায়? ও অর্পদের রাজা কোথায়? এবং সিফর্বয়িম্ নগরের ও হেনার ও অব্বার রাজা কোথায়?

১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্তহইতে ঐ পত্র লইয়া পাঠ করিলে পর পরমেশ্বরের মন্দিরে গিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। ১৫ এবং হিষ্কিয় পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিল, হে কিরূবদের উপরে উপবিষ্ট ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিহোবাঃ, কেবল তুমি পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ। ১৬ হে পরমেশ্বর, কর্ণ পাতিয়া শুন; হে পরমেশ্বর, আপন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ। সন্হেরীব্ অমর ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করণার্থে যে সকল কথা কহিয়া পাঠাইল, তাহা শুন। ১৭ হে পরমেশ্বর, অশূরীয় রাজগণ সমস্ত দেবপূজক জাতির ও তাহাদের দেশের বিনাশ করিয়াছে, ১৮ এবং তাহাদের দেবগণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহা সত্য বটে, কারণ তাহারা ঈশ্বর নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তকৃত কাষ্ঠ ও প্রস্তরময় বস্তু; এই জন্যে তাহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে। ১৯ কিন্তু হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, আমি

এই নিবেদন করি, সম্প্রতি তুমি তাহার হস্ত-হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর; তাহাতে হে পরমেশ্বর, কেবল তুমিই ঈশ্বর আছ, ইহা পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

[২০] পরে আমোসের পুত্র যিশায়িয় হিষ্কিয়ের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল; ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি অশূরীয় সনূহেরীব্ রাজার বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা আমি শুনিলাম। [২১] পরমেশ্বর তাহার বিষয়ে এই কথা কহেন, সিয়োনের কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে ও তোমাকে পরিহাস করিতেছে, ও যিরূশালমের কন্যা তোমার পশ্চাতে মস্তক নাড়িতেছে। [২২] তুমি কাহাকে বিদ্রূপ ও নিন্দা করিয়াছ? ও কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়াছ? কি ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের বিরুদ্ধে? [২৩] তুমি আপন দূতগণের দ্বারা প্রভুকে বিদ্রূপ করিয়া এই কথা বলিয়াছ, আমি নিজ রথের বাহুল্যদ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গে অর্থাৎ লিবানোনের পার্শ্বে আরোহণ করিয়াছি, এবং তাহার উচ্চমস্তক এরস্‌বৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন করিয়াছি, এবং তাহার সীমাস্থ রাত্রিবাসস্থান ও উত্তম কানন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছি। [২৪] এবং খনন করিয়া অসাধারণ জল পান করিয়াছি, ও প্রাচীরবেষ্টিত নগরের তাবৎ জলাশয় পদতলদ্বারা শুষ্ক করিয়াছি। [২৫] আর তুমি কি ইহা শুন নাই? আমি অগ্রে যাহা নিরূপণ করিয়াছিলাম, এবং পূর্ব্বকালে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা এখন সিদ্ধ করিলাম, অর্থাৎ তোমাদ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া ঢিবি করিলাম। [২৬] এই কারণ তাহাদের প্রজাগণ দুর্ব্বল ও ভীত ও লজ্জিত হইল, এবং ক্ষেত্রের শাক ও নবীন ঘাস ও ছাতের উপরিস্থ তৃণ ও অপক্ক শুষ্ক শস্যের ন্যায় হইল। [২৭] কিন্তু তোমার উপবেশন ও বহির্গমন ও ভিতরে আগমন ও আমার বিরুদ্ধে ক্রোধ, এ সকলি আমি জানি। [২৮] আমার বিরুদ্ধে তোমার যে ক্রোধ ও দর্প, তাহা আমার কর্ণগোচর হইল; অতএব আমি তোমার নাসিকাতে আপন কড়া ও তোমার মুখে আপন বলগা দিব, এবং যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব। [২৯] (হে হিষ্কিয়,) তোমার নিমিত্তে এই এক চিহ্ন থাকিবে, এই বৎসরে আপনাহইতে উৎপন্ন শস্য ও দ্বিতীয় বৎসরে তাহাহইতে উৎপন্ন শস্য ভোজন করিলে পর, তৃতীয় বৎসরে তোমরা বীজ বপন করিয়া শস্য কাটিতে পারিবা, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার ফলভোগ করিবা। [৩০] যিহূদা বংশের অবশিষ্ট পলায়িত লোকরূপ মূল নীচে বৃদ্ধি পাইবে, ও উপরে ফল ফলিবে। [৩১] কেননা অবশিষ্ট লোকেরা যিরূশালমহইতে ও পলায়িত লোকেরা সিয়োন্ পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন হইবে, ও (সৈন্যাধ্যক্ষ) পরমেশ্বরের উদ্‌যোগদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে। [৩২] অতএব অশূরীয় রাজার বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না, ও ইহার মধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিবে না, ও সম্মুখে ঢাল দেখাইবে না, এবং ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বান্ধিবে না। [৩৩] পরমেশ্বর কহেন, সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহা দিয়াই ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না। [৩৪] আমি আপনার ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই নগরের উদ্ধারার্থে তাহার ঢালস্বরূপ হইব।

[৩৫] পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বরের দূত অশূরীয়দের শিবিরে গমন করিয়া তাহাদের এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বিনাশ করিল; অবশিষ্টেরা প্রত্যূষে উঠিলে সমস্ত লোককেই মৃত দেখিল। [৩৬] অতএব অশূরীয় সনূহেরীব্ রাজা প্রস্থান করিয়া নিনিবী নগরে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিল। [৩৭] পরে সে নিষ্রোক নামক ইষ্টদেবতার মন্দিরে পূজা করিতেছিল, ইতিমধ্যে অদ্রম্মেলক্ ও শরেৎসর্ (নামক তাহার দুই পুত্র) খড়্গদ্বারা তাহাকে নষ্ট করিল; পরে তাহারা অরারট্ দেশে পলায়ন করিলে এসর্‌হদ্দোন্ নামে তাহার আর এক পুত্র তাহার পদে রাজত্ব করিল।

২০ অধ্যায়।

১ মৃত্যু সংবাদ পাইলেও প্রার্থনাদ্বারা হিষ্কিয়ের রক্ষা পাওন, ৮ ও রক্ষার চিহ্ন, ১২ ও হিষ্কিয়ের নিকটে বাবিলীয় দূতগণের উপস্থিত হওন ও তাহাদিগকে সকল ঐশ্বর্য্য দেখাওন, ১৪ ও তাহার বিষয়ে যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২০ ও হিষ্কিয়ের মৃত্যু।

[১] তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইলে আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর কহেন, তুমি আপন বাটী প্রস্তুত কর, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবা না। [২] তাহাতে সে ভিত্তির দিগে মুখ করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করিয়া কহিল, [৩] হে পরমেশ্বর, বিনয় করি, আমি সত্যতাতে ও সরলান্তঃকরণে তোমার সাক্ষাতে যেরূপ আচরণ করিয়াছি, ও তোমার দৃষ্টিতে যেরূপ সৎকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা তুমি এখন স্মরণ কর। তাহাতে হিষ্কিয় অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। [৪] পরে মধ্যপ্রাঙ্গণে যিশায়িয়ের উপস্থিত হও-

নের পূর্ব্বে তাহার নিকটে পরমেশ্বরের এই কথা উপস্থিত হইল, [৫] তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার প্রজাদের অধ্যক্ষ হিষ্কিয়কে বল, তোমার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের প্রভু পরমেশ্বর ইহা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম ও তোমার চক্ষুর জল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি পরমেশ্বরের মন্দিরে যাইবা। [৬] এবং আমি তোমার আয়ু পঞ্চদশ বৎসর বৃদ্ধি করিব; এবং অশূরীয় রাজার হস্তহইতে তোমাকে ও এই নগরকে রক্ষা করিব; আমি আপনার ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব। [৭] পরে যিশায়িয় কহিল, এক ডুম্বুরফলের চাক আন; পরে লোকেরা তাহা লইয়া স্ফোটকের উপরে দিলে সে সুস্থ হইল।

[৮] তৎকালে হিষ্কিয় যিশায়িয়কে কহিল, পরমেশ্বর আমাকে সুস্থ করিবেন, ও আমি তৃতীয় দিবসে পরমেশ্বরের মন্দিরে যাইব, ইহার চিহ্ন কি? [৯] তাহাতে যিশায়িয় কহিল, পরমেশ্বর আপনার উক্ত বাক্য সফল করিবেন, ইহার এই চিহ্ন পরমেশ্বরহইতে তোমাকে দেওয়া যাইবে; ছায়া কি দশ অংশ অগ্রসর হইবে? না দশ অংশ পীছে ফিরিয়া যাইবে? [১০] হিষ্কিয় কহিল, ছায়া যে দশ অংশ অগ্রসর হয়, এ ক্ষুদ্র বিষয়; কিন্তু ছায়া দশ অংশ পীছে ফিরিয়া যাউক। [১১] পরে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে আহসের ঘড়ির উপরে ছায়া যত অংশ গিয়াছিল, তিনি তাহার দশ অংশ পীছে ফিরাইলেন।

[১২] ঐ সময়ে বলদনের পুত্র মিরোদক-বলদন্ নামে বাবিলের রাজা হিষ্কিয়ের পীড়িত হওনের সংবাদ পাইয়া তাহার নিকটে পত্র ও উপঢৌকনদ্রব্য পাঠাইল। [১৩] তাহাতে হিষ্কিয় দূতদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন কোষ অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগারের ও ভাণ্ডারের তাবৎ বস্তু তাহাদিগকে দেখাইল। হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইল, এমত কোন সামগ্রী তাহার বাটীতে ও তাবৎ রাজ্যে ছিল না।

[১৪] পরে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা হিষ্কিয় রাজার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঐ মনুষ্যেরা কি কহিল? এবং কোথাহইতে তোমার নিকটে আইল? তাহাতে হিষ্কিয় কহিল, উহারা দূরদেশ বাবিল্‌হইতে আসিয়াছে। [১৫] সে জিজ্ঞাসা করিল, উহারা তোমার বাটীতে কি২ দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিল, আমার বাটীতে যাহা২ আছে, সকলি দেখিয়াছে; তাহাদিগকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগারের মধ্যে এমত কোন দ্রব্য নাই। [১৬] পরে যিশায়িয় হিষ্কিয়কে কহিল, পরমেশ্বরের কথা শুন। [১৭] দেখ, তোমার পূর্ব্বপুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা২ সঞ্চয় হইতেছে ও তোমার বাটীতে যে কিছু আছে, সকলি বাবিল্ নগরে লইয়া যাওনের সময় উপস্থিত হইবে, তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, পরমেশ্বর এই কথা কহেন। [১৮] এবং তোমার ঔরসজাত ও তোমার উৎপন্ন সন্তানগণের মধ্যে কএক জন নীত হইয়া বাবিলের রাজবাটীতে ছিন্নপুংস্ক হইয়া থাকিবে। [১৯] তাহাতে হিষ্কিয় যিশায়িয়কে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের যে কথা কহিলা, সে উত্তম। আরো কহিল, আমার অধিকার সময়ে মঙ্গল ও সত্যতা হইবে।

[২০] এই হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত পরাক্রম এবং পুষ্করিণী ও প্রণালী করিয়া নগরে জল আনয়ন, এই সকল কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [২১] পরে হিষ্কিয় আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার পুত্র মিনশি তাহার পদে রাজা হইল।

২১ অধ্যায়।

১ মিনশির কুরাজত্ব করণ ও দেবপূজা করণ, ১০ ও তাহার বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা, ১৭ ও তাহার মৃত্যু, ১৯ ও আমোনের কুরাজত্ব করণ, ২৩ ও তাহার মৃত্যু।

[১] মিনশি বারো বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চান্ন বৎসর যিরূশালমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম হিফ্সীবা ছিল। [২] পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যায় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়া মিনশি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৩] তাহার পিতা হিষ্কিয় যে২ টিকরস্থান বিনষ্ট করিয়াছিল, সে তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিল, ও বালের কারণ বেদি প্রস্তুত করিল, এবং ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার ন্যায় চৈত্যবৃক্ষ রোপণ করিল, এবং আকাশীয় তাবৎ নক্ষত্রের ভজনা ও সেবা করিল। [৪] এবং পরমেশ্বর যে মন্দিরের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, আমি যিরূশালমে আপন নাম স্থাপন করিব, সেই পরমেশ্বরের মন্দিরে বেদি নির্ম্মাণ করাইল। [৫] এবং পরমেশ্বরের গৃহের দুই প্রাঙ্গণে সে আকাশের নক্ষত্রগণের জন্যে বেদি নির্ম্মাণ করাইল। [৬] এবং আপন পুত্রকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইল, ও গণকতা ও মোহন ব্যবহার করিত, এবং ভূতুড়িয়ার ও গুণির কর্ম্ম করিত।

সে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করণার্থে তাঁহার সাক্ষাতে বাহুল্যরূপে কদাচরণ করিত। ৭ আর আপন নির্ম্মিত চৈত্যপ্রতিমা মন্দিরে স্থাপন করিল; কিন্তু পরমেশ্বর সেই মন্দিরের বিষয়ে দায়ূদ্কে ও তাহার পুত্র সুলেমান্কে এই কথা কহিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সকল বংশের মধ্যহইতে আমার মনোনীত এই যিরূশালমে ও এই মন্দিরে আমি আপন নাম নিত্য স্থাপন করিব; ৮ আর আমি ইস্রায়েল লোকদিগকে যে আজ্ঞা দিয়াছি, এবং আমার দাস মূসা তাহাদিগকে যে শাস্ত্র দিয়াছে, কেবল তদনুসারে কর্ম্ম করিতে যদি তাহারা মনোযোগ করে, তবে আমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সে দেশের মধ্যহইতে তাহাদের চরণ সরিতে দিব না। ৯ সেই কথাতে তাহারা মনোযোগ করিল না, কিন্তু পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা কদাচরণ করিতে মিনশি তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিল।

১০ পরে পরমেশ্বর আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ এই কথা কহিলেন, ১১ যিহূদার রাজা মিনশি এই সকল ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিল; পূর্ব্বে যে ইমোরীয় লোকেরা ছিল, তাহাদের হইতেও সে অধিক পাপ করিল, এবং আপন প্রতিমাদের দ্বারা যিহূদাকেও পাপেতে প্রবৃত্তি দিল। ১২ অতএব ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি যিরূশালম্ ও যিহূদার প্রতি এমত দুর্গতি ঘটাইব, যে তাহা শুনিলে তাবৎ লোকের কর্ণ শিহরিয়া উঠিবে। ১৩ আমি যিরূশালমের উপরে শোমিরোণের সূত্র ও আহাব্ বংশের ওলন বিস্তার করিব; যেমন কেহ থাল পরিষ্কার করিয়া উল্টায়, তদ্রূপ আমি যিরূশালমকে পরিষ্কার করিব। ১৪ আমি আপন অধিকারের অবশিষ্টদিগকে ত্যাগ করিব, ও তাহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিব; তাহারা আপন তাবৎ শত্রুর মৃগয়া ও লুটবস্তুস্বরূপ হইবে। ১৫ কেননা তাহাদের পিতৃলোকদের মিসর্হইতে বহিরাগমনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়া আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। ১৬ আর মিনশি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়া যিহূদা বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছে, এই পাপ ভিন্ন সে অনেক নির্দ্দোষের রক্তপাত করিয়া যিরূশালম্কে এক সীমাবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত রক্তেতে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

১৭ এই মিনশির অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও তাহার কৃত পাপকর্ম্ম সকল কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ১৮ পরে মিনশি আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে আপন বাটীর উদ্যানে অর্থাৎ উষের উদ্যানে কবরস্থ হইল; পরে তাহার পুত্র আমোন্ তাহার পদে রাজা হইল।

১৯ আমোন বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে দুই বৎসর রাজত্ব করিল; যট্বা নিবাসি হারুষের কন্যা মিশুল্লেমৎ তাহার মাতা ছিল। ২০ তাহার পিতা মিনশি যে রূপ করিয়াছিল, সেও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তদ্রূপ কদাচরণ করিত। ২১ তাহার পিতা যে পথে চলিয়াছিল, সেও সেই পথে চলিত; ও তাহার পিতা যে২ প্রতিমার পূজা করিয়াছিল, সেও সেই সকল প্রতিমার পূজা ও সেবা করিত। ২২ সে আপন পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিল; পরমেশ্বরের পথে গমন করিল না।

২৩ পরে আমোনের দাসগণ তাহার প্রতি দ্রোহ করিয়া তাহার গৃহে রাজাকে বধ করিল। ২৪ তাহাতে দেশীয় লোকেরা আমোন রাজার দ্রোহকারিগণকে বধ করিয়া আমোনের পুত্র যোশিয়কে তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। ২৫ এই আমোনের ক্রিয়ার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? ২৬ সে উষের উদ্যানস্থিত আপন কবরে কবরস্থ হইল, এবং তাহার পুত্র যোশিয় তাহার পদে রাজা হইল।

২২ অধ্যায়।

১ যোশিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৩ ও মন্দির সারাওন, ৮ ও ঈশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক পাওন, ১৫ ও হুল্দা ভবিষ্যদ্বক্ত্রীর নিকটে প্রেরণ করিলে তাহার ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া একত্রিশ বৎসর যিরূশালমে রাজত্ব করিল; বস্কতীয় অদায়ার কন্যা যিদীদা তাহার মাতা ছিল। ২ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিত, ও আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের পথে চলিত; তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিত না।

৩ যোশিয়ের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে রাজা এই কথা কহিয়া মিশুল্লমের পৌত্র অৎসলিয়ের পুত্র শাফন্ লেখককে পরমেশ্বরের মন্দিরে পাঠাইল। ৪ তুমি মহাযাজক হিল্কিয়ের নিকটে যাইয়া পরমেশ্বরের গৃহে যে রূপ্য আনীত হইয়াছে, ও দ্বারপালেরা লোকদের স্থানে যাহা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা গণনা করিতে বল। ৫ এবং লোকেরা পরমেশ্বরের মন্দিরে নিযুক্ত কার্য্যকারিদের হস্তে তাহা সম-

র্পণ করুক, এবং তাহারা মন্দিরের ভগ্ন স্থান সারিবার জন্যে পরমেশ্বরের মন্দিরের কর্ম্মকারিদের হস্তে তাহা দিউক। [৬] অর্থাৎ সূত্রধর ও গুন্থনকারি ও রাজদিগের বেতনার্থে এবং গৃহ সারিবার জন্যে কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর ক্রয় করণার্থে তাহা দিউক। [৭] কিন্তু তাহাদের হস্তে যে টাকা সমর্পিত হইবে, তাহার বিষয়ে তাহাদের সহিত গণনা হইবে না, কেননা তাহারা বিশ্বাস্য হইয়া কর্ম্ম করে।

[৮] পরে হিল্কিয় মহাযাজক শাফন্ লেখককে কহিল, আমি পরমেশ্বরের মন্দিরে এই ব্যবস্থাপুস্তক পাইলাম। পরে হিল্কিয় শাফন্‌কে সেই পুস্তক দিলে সে তাহা পাঠ করিল। [৯] এবং শাফন্ লেখক রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার এই সমাচার দিল, মন্দিরেতে যত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সে সকল তোমার দাসগণ একত্র করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে নিযুক্ত যে কার্য্যকারিরা তাহাদের হস্তে দিয়াছে। [১০] পরে শাফন্ লেখক রাজাকে এই কথাও জ্ঞাত করিল, হিল্কিয় যাজক আমাকে এই পুস্তক দিল। পরে রাজার সাক্ষাতে শাফন্ তাহা পাঠ করিল। [১১] তখন রাজা সেই ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য সকল শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিল। [১২] এবং রাজা হিল্কিয় যাজককে ও শাফনের পুত্র অহীকাম্‌কে ও মীখায়ের পুত্র অক্‌বোর্‌কে ও শাফন্ লেখককে ও অসায় নামক রাজভৃত্যকে এই আজ্ঞা করিল, [১৩] তোমরা যাইয়া আমার ও লোকদের ও সমস্ত যিহূদার নিমিত্তে ঐ লব্ধ পুস্তকের বাক্য বিষয়ে পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর; কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই পুস্তকের কথাতে মনোযোগ করে নাই, এই হেতুক আমাদের প্রতি লিখিত সকল কথানুসারে করিবার জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের অতিশয় ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে। [১৪] অতএব হিল্কিয় যাজক ও অহীকাম্ ও অক্‌বোর্ ও শাফন্ ও অসায় ইহারা বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হর্হসের পৌত্র তিক্বের পুত্র শল্লুমের ভার্য্যা হুল্দা ভবিষ্যদ্বক্ত্রীর নিকটে গেল; সে যিরূশালমের বিদ্যালয়ে বাস করিত। পরে তাহার সহিত কথোপকথন করিল।

[১৫] সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে মানুষ তোমাদিগকে আমার কাছে পাঠাইল, তাহাকে কহ। [১৬] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের উপরে অমঙ্গল ঘটাইব, অর্থাৎ যিহূদার রাজা যে পুস্তক পাঠ করিয়াছে, তাহাতে লিখিত সকল বাক্য সফল করিব। [১৭] কেননা তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া স্ব২ হস্তের ক্রিয়াদ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্যে ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়া থাকে, এই জন্যে এই স্থানের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তাহা নির্ব্বাণ হইবে না। [১৮] পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইল যে যিহূদার রাজা, তাহাকে এই কথা কহ, তুমি যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ইহা কহেন, [১৯] এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের বিরুদ্ধে আমি এই কথা কহিয়াছি, তাহারা চমৎকারের ও শাপের আসপদ হইবে; তুমি যখন এই বাক্য শুনিলা, তখন তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইল, ও তুমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নম্র হইলা, ও আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার সম্মুখে ক্রন্দন করিলা, এই জন্যে পরমেশ্বর কহেন, আমিও তোমার কথা শুনিলাম। [২০] আমি তোমার পিতৃলোকদের সহিত্ত তোমাকে সংগৃহীত করিব; তুমি শান্তিতে আপন কবরে শয়ন করিবা, এবং আমি এই স্থানের উপরে যে সকল অমঙ্গল ঘটাইব, তাহা তোমার চক্ষুর্গোচর হইবে না। পরে তাহারা পুনর্ব্বার রাজাকে এই কথার সমাচার দিল।

২৩ অধ্যায়।

১ সভাতে পুস্তকের পাঠ করণ, ৩ ও লোকদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করণ ও দেবপূজার দ্রব্য ও স্থান নষ্ট করণ, ১৫ ও বৈথেলের বেদি অশুচি করণ, ২১ ও নিস্তারপর্ব্ব পালন ২৪ ও দুষ্ট লোককে দূর করণ, ২৬ ও যিহূদালোকের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ, ২৯ ও যুদ্ধেতে যোশিয়ের মৃত্যু, ৩১ ও তাহার পুত্র যিহোয়াহসের বদ্ধ হওন, ৩৬ ও যিহোয়াকীমের কুরাজত্ব করণ।

[১] পরে রাজা লোক পাঠাইলে তাহারা যিহূদার ও যিরূশালমের সমস্ত প্রাচীনকে তাহার নিকটে একত্র করিল। [২] পরে রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরে গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক ও যিরূশালম্ নিবাসিগণ ও যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ প্রজা তাহার সহিত গমন করিল; পরে রাজা পরমেশ্বরের গৃহে প্রাপ্ত নিয়মপুস্তকের সকল কথা তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করাইল।

[৩] অপর রাজা এক স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরের অনুগামী হইতে, এবং সকল মন ও প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা ও সাক্ষ্য কথা ও বিধি পালন করিতে, ও এই পুস্তকে লিখিত নিয়মবাক্য পালন করিতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিয়ম করিল, এবং সমস্ত লোক ঐ নিয়ম স্থির করিল। [৪] এবং রাজা পরমেশ্বরের মন্দির-

হইতে বালের ও চৈত্যবৃক্ষের ও আকাশস্থ নক্ষত্রগণের নিমিত্তে নির্ম্মিত সকল পাত্র বাহির করিতে মহাযাজক হিল্কিয়কে ও দ্বিতীয় পালার সকল যাজককে ও দ্বারপালদিগকে আজ্ঞা করিল, পরে সে যিরূশালমের বাহিরে কিদ্রোণের প্রান্তরে তাহা দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম বৈথেলে লইয়া গেল। ৫ এবং যিহূদার রাজগণকর্ত্তৃক নিযুক্ত যে দেবপূজক যাজকেরা যিহূদাদেশের তাবৎ নগরে ও যিরূশালমের চতুর্দ্দিগে স্থিত টিকরস্থানে ধূপ জ্বালাইত, এবং যাহারা বালের ও সূর্য্যের ও চন্দ্রের ও গ্রহগণের ও আকাশীয় জ্যোতির্গণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিল। ৬ এবং সে পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্যস্থিত চৈত্যপ্রতিমা বাহির করিয়া যিরূশালমের বাহিরে কিদ্রোণ্-স্রোতের নিকটে আনিয়া কিদ্রোণ্স্রোতে দগ্ধ করিল, ও তাহা পিষিয়া ধূলার ন্যায় চূর্ণ করিয়া সামান্য লোকদের কবরের উপরে নিক্ষেপ করিল। ৭ এবং যেখানে স্ত্রীলোকেরা চৈত্য প্রতিমার জন্যে তাম্বুর বস্ত্র প্রস্তুত করিত, পরমেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ পুংশৃঙ্গারকারিদের সেই গৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ৮ এবং সে যিহূদা নগরহইতে সকল যাজককে আনিল, ও গেবা অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত যে২ স্থানে যাজকেরা ধূপ জ্বালাইত, সেই সকল টিকরস্থান অশুচি করিল; এবং দ্বারের নিকটস্থ যে২ টিকরস্থান, বিশেষতঃ নগরে প্রবেশের বামদিগে নগরাধ্যক্ষ যিহোশূয়ের দ্বারপ্রবেশস্থানের নিকটবর্ত্তি স্থান ভগ্ন করিল। ৯ কিন্তু টিকরস্থানের যাজকগণ পরমেশ্বরের যিরূশালমস্থ যজ্ঞবেদির নিকটে আসিত না, তাহারা কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে থাকিয়া তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিত। ১০ আর কেহ যেন মোলকের উদ্দেশে আপন পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে অগ্নিতে প্রবেশ না করায়, এই নিমিত্তে সে হিন্নোম্ বংশের নিম্নভূমির তোফৎ স্থান অশুচি করিল। ১১ এবং যিহূদার রাজারা যে অশ্বদিগকে সূর্য্যের উদ্দেশে দিয়াছিল, তাহাদিগকে পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে অর্থাৎ উপনগর নিবাসি নিথন-মেলক নামে কৃতনপুংসকের বাসাতে আর আসিতে দিল না, এবং অগ্নিদ্বারা সূর্য্যের রথকে দগ্ধ করিল। ১২ এবং যিহূদার রাজগণ আহসের উপরিস্থ কুঠরীর ছাতের উপরে যে২ বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং মিনশি পরমেশ্বরের মন্দিরের দুই প্রাঙ্গণে যে বেদি করিয়াছিল, সেই সকল বেদি রাজা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দূর করিল, এবং কিদ্রোণ্স্রোতে সেই চূর্ণ নিক্ষেপ করিল। ১৩ এবং বিনাশক পর্ব্বতের দক্ষিণে যিরূশালমের সম্মুখে ইস্রায়েল্ বংশের সুলেমান্ রাজা সীদোনীয়দের (পূজিত) ঘৃণার্হ অস্তারোতের কারণ, এবং মোয়াবীয়দের (পূজিত) ঘৃণার্হ কিমোশের কারণ, ও অম্মোন বংশের (পূজিত) ঘৃণার্হ মিল্কমের কারণ যে২ টিকরস্থান করিয়াছিল, তাহা রাজা অশুচি করিল। ১৪ এবং সেই সকল প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহার স্থান মনুষ্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ করিল।

১৫ পরে সে বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদি ও টিকরস্থান, অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপে প্রবৃত্তি দিয়াছিল যে নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্, তাহার নির্ম্মিত যজ্ঞবেদি ও টিকরস্থান ভগ্ন করিল, এবং সেই টিকরস্থান অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কুটিয়া চূর্ণ করিল, এবং চৈত্য প্রতিমা দগ্ধ করিল। ১৬ তৎকালে যোশিয় মুখ ফিরাইয়া সেই স্থানের পর্ব্বতস্থ কবর সকল দেখিল, এবং পরমেশ্বরের যে লোক পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা প্রচার করিয়াছিল, তাহার ঘোষিত পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে লোক পাঠাইয়া তাহাহইতে অস্থি সকল আনাইয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিয়া বেদি অশুচি করিল। ১৭ পরে সে জিজ্ঞাসিল, আমি ঐ কোন্ স্তম্ভ দেখিতেছি? তাহাতে নগরের লোকেরা উত্তর করিল, পরমেশ্বরের যে লোক যিহূদাহইতে আসিয়া বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে তোমার কৃত এই সকল ক্রিয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়াছিল, ঐ তাহার কবর। ১৮ তাহাতে রাজা কহিল, তাহাকে থাকিতে দেও; তাহার অস্থি কেহ স্থানান্তর না করুক। অতএব তাহারা শোমিরোণহইতে আগত ভবিষ্যদ্বক্তার অস্থির সহিত তাহার অস্থি ত্যাগ করিল। ১৯ এবং ইস্রায়েলের রাজগণ ক্রোধ জন্মাইবার জন্যে শোমিরোণের তাবৎ নগরে যে২ টিকরস্থানের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে সকল যোশিয় দূর করিল, এবং বৈথেলে যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, তদনুসারে তাহার প্রতিও করিল। ২০ এবং তত্রস্থ টিকরস্থানের যাজকগণকে বেদির উপরে বধ করিয়া তাহার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করিল; পরে যিরূশালমে ফিরিয়া গেল।

২১ পরে রাজা সকল লোককে এই আজ্ঞা করিল, তোমরা এই নিয়মপুস্তকের লিখনানুসারে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন কর। ২২ ইস্রায়েল্ বংশের শাসক বিচারকর্ত্তাদের সময়াবধি ইস্রায়েলের রাজগণের ও যিহূদার রাজগণের অধিকারের তাবৎ সময়ে ইহার তুল্য নিস্তারপর্ব্ব পালিত

হয় নাই। [২৩] যোশিয়ের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে যিরূশালমে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই নিস্তারপর্ব্ব পালিত হইল।

[২৪] আর পরমেশ্বরের মন্দিরে হিল্কিয় যাজকের প্রাপ্ত পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য পালন করিতে যোশিয় যিহূদা দেশে ও যিরূশালমে প্রাপ্ত ভূতড়িয়া ও গুণি ও বিগ্রহ ও প্রতিমা প্রভৃতি তাবৎ ঘৃণাস্পদ দূর করিল। [২৫] তাহার ন্যায় আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা মূসার সকল ব্যবস্থানুসারে পরমেশ্বরের পক্ষে ফিরিল, এমত কোন রাজা তাহার পূর্ব্বে ছিল না, এবং তাহার পরেও হয় নাই।

[২৬] তথাপি মিনশি যে সকল ক্রোধজনক ক্রিয়াদ্বারা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যিহূদার প্রতিকূলে পরমেশ্বরের যে অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল, তাহাহইতে পরমেশ্বর ফিরিলেন না। [২৭] এবং পরমেশ্বর কহিলেন, আমি যেমন ইস্রায়েল্ বংশকে আপন দৃষ্টিহইতে দূর করিয়াছি, তদ্রূপ যিহূদা বংশকেও দূর করিব, এবং এই যে যিরূশালম্ নগর মনোনীত করিয়াছি, এবং এই স্থানে আমার নাম থাকিবে, এমত কথা এই যে মন্দিরের বিষয়ে কহিয়াছি, তাহাও ত্যাগ করিব। [২৮] এই যোশিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

[২৯] তাহার সময়ে মিস্রীয় ফিরৌন্-নিখো রাজা অশূরের রাজার বিরুদ্ধে ফরাৎ নদীর নিকটে আইলে যোশিয় রাজা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল, তাহাতে ফিরৌন্-নিখো তাহার সাক্ষাৎ পাইবামাত্র মগিদ্দোতে তাহাকে বধ করিল। [৩০] অপর যোশিয়ের দাসগণ তাহার মৃত শরীর রথে করিয়া মগিদ্দোহইতে যিরূশালমে আনিয়া তাহার নিজ কবরে কবর দিল; পরে দেশের লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহস্কে লইয়া অভিষেক করিয়া পিতার পদে রাজা করিল।

[৩১] যিহোয়াহস্ তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে তিন মাস রাজত্ব করিল; লিব্নানিবাসি যিরিমিয়ের কন্যা হমূটল্ তাহার মাতা ছিল। [৩২] সে আপন পিতৃলোকদের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৩৩] কিন্তু ফিরৌন্-নিখো যিরূশালমে রাজত্ব করিতে তাহাকে না দিয়া হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে তাহাকে বদ্ধ করিল, এবং দেশীয়দের নিকটে এক শত মণ রূপ্য ও এক মণ স্বর্ণ দণ্ড লইল। [৩৪] পরে ফিরৌন্-নিখো যোশিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্কে তাহার পিতা যোশিয়ের পদে রাজা করিয়া তাহার নাম যিহোয়াকীম্ রাখিল, এবং যিহোয়াহস্কে লইয়া গেল; তাহাতে সে মিসর্ দেশে যাইয়া সে স্থানে মরিল। [৩৫] পরে যিহোয়াকীম্ ফিরৌণকে সেই সকল রূপ্য ও স্বর্ণ দিল, কিন্তু ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে সেই রূপ্যাদি দিবার জন্যে দেশে কর স্থাপন করিল; প্রতি জনের নিরূপণানুসারে কর লইয়া ফিরৌন্-নিখোকে কর দিবার জন্যে দেশের লোকদের কাছে রূপ্য ও স্বর্ণ আদায় করিল।

[৩৬] যিহোয়াকীম্ পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে এগার বৎসর রাজত্ব করিল; রূমা নিবাসি পিদায়ের কন্যা সিবূদা তাহার মাতা ছিল। [৩৭] এবং সে আপন পিতৃলোকদের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত।

২৪ অধ্যায়।

১ যিহোয়াকীমের বাবিলীয় রাজার অধীনতা অস্বীকার করণ, ৫ ও তাহার মৃত্যু, ৮ ও তাহার পুত্র যিহোয়াখীনের কুরাজত্ব করণ, ১০ ও তাহার ও অনেক প্রজা লোকের বন্দী হওন, ১৭ ও সিদিকিয়ের কুরাজত্ব ও বাবিলের রাজার অধীনতা অস্বীকার করণ।

[১] যিহোয়াকীমের অধিকার সময়ে বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর রাজা আইল, কেননা তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার অধীন হইলে পরে সে ফিরিয়া তাহার অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিল। [২] এবং পরমেশ্বর তাহার বিরুদ্ধে কস্দীয়দের ও অরামীয়দের ও মোয়াবীয়দের ও অম্মোন্ বংশের দস্যুদলদিগকে প্রেরণ করিলেন। পরমেশ্বর আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ প্রমুখাৎ যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদাকে বিনষ্ট করিতে তাহার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে পাঠাইলেন। [৩] যিহূদার লোকেরা যেন তাঁহার সম্মুখহইতে দূরীকৃত হয়, এই জন্যে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদের প্রতি এই দশা ঘটিল, কারণ মিনশি যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছিল, [৪] ও নির্দ্দোষের রক্তপাত করিয়াছিল, ও সেই নির্দ্দোষদের রক্তে যিরূশালম্কে পরিপূর্ণ করিয়াছিল, সেই সকল দোষ পরমেশ্বর ক্ষমা করিতে অসম্মত হইলেন।

[৫] এই যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? [৬] পরে যিহোয়াকীম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার পুত্র যিহোয়াখীন্ তাহার পদে রাজা হইল। [৭] পরে মিসরের রাজা আপন দেশহইতে আর বহির্গত হইল না, কেননা মিসরের নদী অবধি

ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত মিস্রীয় রাজার যত অধিকার ছিল, সে সকলি বাবিলের রাজা হস্তগত করিয়াছিল।

[৮] যিহোয়াখীন্ আঠারো বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালমে তিন মাস রাজত্ব করিল; যিরুশালম নিবাসি ইল্নাথনের কন্যা নিহুষ্টা তাহার মাতা ছিল। [৯] সে আপন পিতার কর্ম্মের ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত।

[১০] ঐ সময়ে বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর্ রাজার দাসগণ যিরুশালমে আইলে নগর অবরুদ্ধ হইল। [১১] পরে তাহার দাসগণ নগর অবরোধ করিলে বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর্ রাজা নগরের প্রতিকূলে আইল। [১২] তাহাতে যিহূদার যিহোয়াখীন্ রাজা ও তাহার মাতা ও দাসগণ ও মুখ্যগণ ও রাজগৃহাধ্যক্ষগণ বাবিলের রাজার নিকটে বাহিরে আইলে বাবিলের রাজা আপন অধিকারের অষ্টম বৎসরে তাহাকে ধরিল। [১৩] এবং সে পরমেশ্বরের উক্ত বাক্যানুসারে তথাহইতে পরমেশ্বরের মন্দিরের সকল ধন ও রাজবাটীর সকল ধন লইয়া গেল, এবং ইস্রায়েলের সুলেমান্ রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরে যে স্বর্ণময় পাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাও কাটিয়া লইল। [১৪] এবং সে যিরুশালমস্থ তাবৎ লোককে ও তাবৎ মুখ্য লোককে ও তাবৎ বলবান যোদ্ধাকে অর্থাৎ দশ সহস্র বন্দিগণকে ও সকল শিল্পকারদিগকে ও কর্ম্মকারদিগকে লইয়া গেল; তাহাতে দেশে দরিদ্র লোক ব্যতিরেক আর কেহ থাকিল না। [১৫] এবং সে যিহোয়াখীন্‌কে ও রাজার মাতাকে ও ভার্য্যাদিগকে ও রাজগৃহাধ্যক্ষদিগকে ও দেশের পরাক্রমি লোকদিগকে বন্দী করিয়া যিরুশালম্‌হইতে বাবিলে লইয়া গেল। [১৬] এবং বাবিলের রাজা সমস্ত বলবান লোককে অর্থাৎ সপ্ত সহস্র লোককে, ও শিল্পকার ও কর্ম্মকার এক সহস্রকে অর্থাৎ বলবান ও যুদ্ধোপযুক্ত তাবৎ লোককে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া গেল।

[১৭] পরে বাবিলের রাজা যিহোয়াখীনের পিতৃব্য মত্তনিয়কে তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, ও তাহার নাম অন্যথা করিয়া সিদিকিয় রাখিল। [১৮] সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া এগার বৎসর পর্য্যন্ত যিরুশালমে রাজত্ব করিল; লিব্‌নানিবাসি যিরিমিয়ের কন্যা হমূটল্ তাহার মাতা ছিল। [১৯] যিহোয়াকীমের সকল কর্ম্মানুসারে সেও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [২০] কারণ যিরুশালম্ ও যিহূদার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত তাহারা যেন তাঁহার সম্মুখহইতে দূর হয়, এই জন্যে এমন দশা ঘটিল। পরে সিদিকিয় বাবিলের রাজার অধীনতা ত্যাগ করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ যিরুশালম্ নগর অবরোধ করণ, ৪ ও সিদিকিয়ের ধরা পড়ন প্রভৃতি, ৮ ও লোকদিগকে বন্দিত্বে লইয়া যাওন, ১৩ ও মন্দিরের দ্রব্য লুট করণ, ১৮ ও প্রধান লোকদিগকে বধ করণ, ২২ ও গিদ্লিয়কে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করণ, ২৭ ও বাবিলের রাজার সভাতে যিহোয়াখীনের উন্নত হওন।

[১] পরে তাহার অধিকারের নবম বৎসরের দশম মাসের দশম দিনে বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর্ রাজা ও তাহার সকল সৈন্য যিরুশালমের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে দুর্গ গাঁথাইল। [২] সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল। [৩] তাহাতে (চতুর্থ) মাসের নবম দিনে নগরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল, দেশের লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য কিছুই থাকিল না।

[৪] পরে নগর ভগ্ন হইলে যোদ্ধারা রাত্রিতে রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের পথে পলায়ন করিয়া প্রান্তরের পথের দিগে গেল, কিন্তু কস্‌দীয়েরা নগরের চতুর্দ্দিগে ছিল। [৫] অতএব কস্‌দীয়দের সেনাগণ রাজার পশ্চাদ্ ধাবমান হইয়া যিরীহোর প্রান্তরে তাহার লাগাইল পাইল, তাহাতে তাহার সকল সৈন্য তাহার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইল। [৬] অতএব তাহারা রাজাকে ধরিয়া রিব্‌লাতে বাবিলের রাজার নিকটে আনিল; তাহাতে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইল। [৭] পরে তাহারা সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাহার পুত্রগণকে বধ করিল, এবং সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে পিত্তলের শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল।

[৮] অপর পঞ্চম মাসের সপ্তম দিনে বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর রাজার অধিকারের ঊনিশ বৎসরে বাবিলের রাজার নিবূষরদন্ নামক এক রক্ষকসেনাপতি যিরুশালমে আসিয়া [৯] পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটী ও যিরুশালমের সকল গৃহ ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১০] এবং সেই রক্ষকসেনাপতির অনুগামি কস্‌দীয় সেনাগণ যিরুশালমের চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ভগ্ন করিল। [১১] এবং নিবূষরদন্ নামে রক্ষকসেনাপতি নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে ও যাহারা পলায়ন করিয়া বাবিলের রাজার পক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অন্য অবশিষ্ট লোকদিগকে দূরে লইয়া গেল। [১২] কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমি কর্ষণার্থে

রক্ষকসেনাপতি কতক দরিদ্র লোককে দেশে রাখিল।

[১৩] আর পরমেশ্বরের মন্দিরের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ ও পীঠ সকল ও পরমেশ্বরের মন্দিরের পিত্তলময় সমুদ্ররূপ পাত্র কস্‌দীয়েরা খণ্ড২ করিয়া তাহার পিত্তল বাবিলে লইয়া গেল। [১৪] এবং স্থালী ও হাতা ও গুলত্রাস ও চমস প্রভৃতি সেবার্থক পিত্তলময় পাত্র, এই সকল লইয়া গেল। [১৫] এবং অগ্নিপাত্র ও বাটি ও স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রূপ্যময় পাত্রের রূপ্য রক্ষকসেনাপতি লইয়া গেল। [১৬] ঐ যে দুই স্তম্ভ ও এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও পীঠ সকল সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে সকল পাত্রের পিত্তলের পরিমাণ অসংখ্য ছিল। [১৭] কেননা তাহার এক স্তম্ভ আঠারো হস্ত উচ্চ, ও তাহার উপরিস্থিত মাথলা পিত্তলময় ছিল, ও সেই মাথলা তিন হস্ত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চতুর্দ্দিগে জালরূপ কর্ম্ম ও দাড়িম্বাকৃতি সকলি পিত্তলময়, এবং জালরূপ কর্ম্ম ব্যতিরেকে দ্বিতীয় স্তম্ভও ইহার তুল্য ছিল।

[১৮] পরে রক্ষকসেনাপতি প্রধান যাজক সিরায়কে ও দ্বিতীয় যাজক সিফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে ধরিল। [১৯] এবং নগরনিবাসিদের মধ্যে যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন নপুংসককে, এবং নগরে ধৃত পাঁচ জন রাজসভাসদ্‌কে, ও দেশীয় লোকদের সৈন্যের গণনাকারি প্রধান এক লেখককে, ও নগরে প্রাপ্ত দেশীয় ষাইট জনকে ধরিয়া [২০] নিবূষরদন রক্ষকসেনাপতি রিব্‌লাতে বাবিলের রাজার কাছে লইয়া গেল। [২১] পরে বাবিলের রাজা হমাৎদেশস্থ রিব্‌লাতে তাহাদিগকে আঘাত করাইয়া বধ করিল। এই রূপে যিহূদার লোকেরা আপন দেশহইতে নীত হইল।

[২২] যিহূদাদেশে যে লোকেরা রহিল, অর্থাৎ যাহাদিগকে বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর রাজা সেই স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদের উপরে শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয়কে শাসনকর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিল। [২৩] পরে বাবিলের রাজা গিদলিয়কে শাসনকর্ত্তা করিয়াছে, এই কথা সেনাপতিগণ ও তাহাদের লোকেরা শুনিলে, নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্ ও কারেহের পুত্র যোহানন্ ও নিটোফাতীয় তন্‌হূমতের পুত্র সিরায় ও মাখাতীয়ের পুত্র যাসনিয় ও তাহাদের লোকেরা মিস্পাতে গিদলিয়ের নিকটে আইল। [২৪] পরে গিদলিয় তাহাদের কাছে ও তাহাদের লোকদের কাছে দিব্য করিয়া কহিল, তোমরা কস্‌দীয়দের দাস হইতে ভয় করিও না; দেশে বাস করিয়া বাবিলের রাজার সেবা কর, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। [২৫] কিন্তু সপ্তম মাসে রাজবংশজ ইলীশামার পৌত্র নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্ ও তাহার সঙ্গি আর দশ জন আইল, এবং গিদলিয়কে এবং যে যিহূদীয়েরা ও কস্‌দীয়েরা তাহার সহিত মিস্পাতে ছিল, তাহাদিগকে আঘাত করিয়া বধ করিল। [২৬] পরে ছোট বড় সমস্ত লোক ও সেনাপতিগণ উঠিয়া মিসরে গেল, কেননা তাহারা কস্‌দীয়দের হইতে ভীত হইল।

[২৭] অপর যিহূদার যিহোয়াখীন্ রাজার রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসরের দ্বাদশ মাসের সপ্তবিংশ দিবসে অর্থাৎ বাবিলের ইবিল্-মিরোদক্ রাজা যে বৎসরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল, সেই বৎসরে যিহূদার যিহোয়াখীন্ রাজাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিল। [২৮] এবং তাহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া তাহার সহিত বাবিলে যত রাজা ছিল, সকলের আসনহইতে তাহার আসন উচ্চে স্থাপন করিল। [২৯] এবং তাহার কারাগারের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইল, এবং সে যাবজ্জীবন তাহার সহিত ভোজন পান করিতে লাগিল। [৩০] এবং তাহার দিনপাতের জন্যে রাজার আজ্ঞাতে তাহাকে নিত্য বৃত্তি দেওয়া যাইত, অর্থাৎ তাহার যাবজ্জীবন তাহাকে এক২ দিনের উপযুক্ত দ্রব্য প্রতিদিন দেওয়া যাইত।

বংশাবলির প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ নোহ পর্য্যন্ত বংশাবলি. ৫ ও যেফতের বংশাবলি, ৮ ও হামের বংশাবলি, ১৭ ও শামের বংশাবলি, ২৪ ও ইব্রাহীমের বংশাবলি, ২৯ ও ইস্মায়েলের বংশাবলি, ৩২ ও কিটূরার ও ইস্হাকের বংশাবলি, ৩৫ ও এষোর বংশাবলি, ৪৩ ও তাহার বংশের অধ্যক্ষগণের নাম।

[১] আদম, শেৎ, ইনোশ্, [২] কৈনন্, মহললেল, যেরদ্, [৩] হনোক্. মিথূশেলহ, লেমক্, [৪] নোহ, শাম্. হাম, যেফৎ।

[৫] এই যেফতের সন্তান গোমর্ ও মাজূজ্ ও মাদয় ও যূনান্ ও তূবল্ ও মেশক্ ও তীরস্। [৬] ঐ গোমরের সন্তান অস্কিনস্ ও রীফৎ ও তোগর্ম। [৭] এবং যূনানের সন্তান ইলীশা ও তর্শীশ্ ও কিত্তীয় ও দোদানীয়।

[৮] হামের সন্তান কূশ্ ও মিসর ও পূট্ ও কিনান্। [৯] কূশের সন্তান সিবা ও হবীলা ও সব্তা ও রয়মা ও সব্তিখা; এবং রয়মার সন্তান শিবা ও দিদন্। [১০] কূশের পুত্র নিম্রোদ্; সে পৃথিবীতে পরাক্রমী হইতে লাগিল। [১১] এবং মিসরের সন্তান লূদীয় ও অনামীয় ও লিহাবীয় ও নপ্তুহীয় [১২] ও পথ্রুষীয়, এবং পিলেষ্টীয়দের পূর্ব্বপুরুষ কস্লূহীয় ও কপ্তোরীয়। [১৩] এবং কিনানের প্রথমজাত পুত্র সীদোন্, পরে হিত্তীয়, [১৪] ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয়, [১৫] ও হিব্বীয় ও অর্কীয় ও সীনীয়, [১৬] ও অর্বদীয় ও সিমারীয় ও হমাতীয় লোক।

[১৭] আর শামের সন্তান এলম্ ও অশূর ও অর্ফক্ষদ্ ও লূদ্ ও অরাম্ ও ঊস্ ও হূল্ ও গেথর্ ও মশ্। [১৮] এই অর্ফক্ষদের সন্তান শেলহ, ও শেলহের সন্তান এবর্। [১৯] ও এবরের দুই পুত্র; একের নাম পেলগ্ (বিভাগ,) কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্তা হইল; ও তাহার ভ্রাতার নাম যক্তন্। [২০] এই যক্তনের সন্তান অল্মোদদ্ ও শেলফ্ ও হৎসর্-মাবৎ ও যেরহ, [২১] ও হদোরাম্ ও ঊসল্ ও দিক্লা, [২২] ও ওবল্ ও অবীমায়েল্ ও শিবা, [২৩] ও ওফীর ও হবীলা ও যোবব্; এই সকল যক্তনের সন্তান।

[২৪] শাম্, অর্ফক্ষদ্, শেলহ, [২৫] এবর, পেলগ, রিয়ূ, [২৬] সিরূগ্, নাহোর, তেরহ, [২৭] ইব্রাম্ অর্থাৎ ইব্রাহীম্। [২৮] ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাক ও ইস্মায়েল্।

[২৯] তাহাদের বংশাবলি। ইস্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবায়োৎ, অন্য কেদর্ ও অদ্বেল্ ও মিব্সম্, [৩০] ও মিশ্ম ও দূমা ও মসা ও হদর্ ও তেমা, [৩১] ও যিটূর্ ও নাফীশ্ ও কেদিমা; এই সকল ইস্মায়েলের বংশ।

[৩২] ইব্রাহীমের উপপত্নী কিটূরার সন্তান সিম্রন্ ও যক্ষন্ ও মিদান্ ও মিদিয়ন্ ও যিশ্বক্ ও শূহ; ঐ যক্ষণের সন্তান শিবা ও দিদন্; [৩৩] এবং মিদিয়নের সন্তান ঐফা ও এফর ও হনোক্ ও অবীদ ও ইল্দায়া; এই সকল কিটূরার বংশ। [৩৪] এবং ইব্রাহীমের পুত্র যে ইস্হাক্, তাহার পুত্র এষৌ ও ইস্রায়েল্।

[৩৫] ঐ এষৌর পুত্র ইলীফস্ ও রূয়েল্ ও যিয়ূষ্ ও যালম্ ও কোরহ। [৩৬] ঐ ইলীফসের পুত্র তৈমন ও ওমার্ ও সিফো ও গয়িতম্ ও কিনস্ ও তিম্ন ও অমালেক্। [৩৭] এবং রূয়েলের পুত্র নহৎ ও সেরহ ও শম্ম ও মিসা। [৩৮] এবং সেয়ীরের পুত্র লোটন্ ও শোবল্ ও সিবিয়োন্ ও অনা ও দিশোন্ ও এৎসর্ ও দীশন্। [৩৯] এবং লোটনের সন্তান হোরি ও হেমম্; ও লোটনের ভগিনী তিম্না। [৪০] এবং শোবলের সন্তান অল্বন্ ও মানহৎ ও এবল ও শিফো ও ওনম্; এবং সিবিয়োনের সন্তান অয়া ও অনা। [৪১] এবং অনার সন্তান দিশোন, ও দিশোনের সন্তান হিম্দন্ ও ইশ্বন্ ও যিত্রন্ ও কিরাণ। [৪২] এবং এৎসরের সন্তান বিল্হন্ ও সাবন্ ও যাকন্; এবং দীশনের সন্তান ঊস্ ও অরাণ্।

[৪৩] ইস্রায়েল্ বংশের রাজত্ব হওনের পূর্ব্বে এই সকল রাজা ইদোম্ দেশে রাজত্ব করিয়াছিল; (প্রথমে) বিয়োরের পুত্র বেলা রাজা হইল, এবং দিন্হাবা তাহার রাজধানীর নাম ছিল। [৪৪] পরে বেলা মরিলে বস্রা নিবাসি সেরহের পুত্র যোবব্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৪৫] এবং যোবব মরিলে তৈমন্ দেশীয় হূশম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৪৬] এবং হূশম্ মরিলে বিদদের পুত্র যে হদদ্ মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়নকে জয় করিয়াছিল, সে তাহার পদে রাজত্ব করিল; তাহার রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। [৪৭] এবং হদদ্ মরিলে মস্রেকা নিবাসি সম্ল তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৪৮] এবং সম্ল মরিলে (ফরাৎ) নদীর নিকটস্থ

রিহোবোৎ নিবাসি শৌল্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৪৯] এবং শৌল্ মরিলে অক্‌বোরের পুত্র বাল্‌হানন্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [৫০] এবং বল্‌হানন্ মরিলে হদর্ তাহার পদে রাজত্ব করিল; তাহার রাজধানীর নাম পায়ূ, ও মেষাহবের দৌহিত্রী মট্রেদের কন্যা মিহেটবেল্ তাহার ভার্য্যা ছিল। [৫১] পরে হদর্ মরিল। ইদোমের রাজাদের নাম; প্রথমে রাজা তিম্ন, পরে রাজা অল্‌বা, ও রাজা যিথেৎ, [৫২] ও রাজা অহলীবামা, ও রাজা এলা, ও রাজা পীনোন্, [৫৩] ও রাজা কিনস্, ও রাজা তৈমন্, ও রাজা মিবসর্, [৫৪] ও রাজা মগদীয়েল্, ও রাজা ঈরম্, ইহারা ইদোমের রাজা ছিল।

২ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের বংশাবলি, ৩ ও যিহূদার বংশাবলি, ১৮ ও কালেবের বংশাবলি, ২১ ও হিষ্রোণের বংশাবলি, ২৫ ও যিরহমেলের বংশাবলি, ৩৪ ও শেশনের বংশাবলি, ৪২ ও কালেবের পুত্র মেশার বংশাবলি, ৫০ ও কালেবের পুত্র হূরের বংশাবলি।

[১] ইস্রায়েলের এই ২ পুত্র, রুবেন্ ও শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও সিবূলূন, [২] ও দান্ ও যূষফ্ ও বিন্যামীন্ ও নপ্তালি ও গাদ্ ও আশের্।

[৩] কিনানীয় শূয়ের কন্যার গর্ব্ভহইতে যিহূদার তিন সন্তান হয়, এর্ ও ওনন্ ও শেলা; তাহাদের মধ্যে যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্ট হইলে পরমেশ্বর তাহাকে সংহার করিলেন। [৪] পরে যিহূদার পুত্রবধূ তামরের গর্ব্ভে তাহাহইতে পেরস ও সেরহ জন্মিল; যিহূদার এই পাঁচ সন্তান হয়। [৫] ঐ পেরসের সন্তান হিষ্রোণ ও হামুল্। [৬] এবং সেরহের সন্তান সিম্রি ও এথন্ ও হেমন্ ও কল্‌কোল্ ও দেরা, সকলে পাঁচ জন। [৭] সেই (সিম্রির পৌত্র) কর্ম্মির পুত্র আখন্ বর্জ্জিত দ্রব্যের বিষয়ে আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া ইস্রায়েলের বিঘ্ন জন্মাইল। [৮] এবং এথনের পুত্র অসরিয়। [৯] এবং হিষ্রোণের পুত্র যিরহমেল্ ও অরাম্ ও কালেব। [১০] এবং অরামের পুত্র অম্মীনাদব্, ও অম্মীনাদবের পুত্র যিহূদা বংশের অধ্যক্ষ নহশোন্। এবং নহশোনের পুত্র সল্‌মোন্, ও সল্‌মোনের পুত্র বোয়স্। [১২] এবং বোয়সের পুত্র ওবেদ, ও ওবেদের পুত্র যিশয়। [১৩] ঐ যিশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলীয়াব্, ও দ্বিতীয় অবীনাদব, ও তৃতীয় শম্ম, [১৪] ও চতুর্থ নিথনেল, ও পঞ্চম রদ্দয়, [১৫] ও ষষ্ঠ ওৎসম্, ও সপ্তম দায়ূদ্। [১৬] ও তাহাদের ভগিনী সিরূয়া ও অবীগয়িল্। এবং সিরূয়ার তিন পুত্র, অবীশয় ও যোয়াব্ ও অসাহেল্। [১৭] এবং অবীগয়িলের পুত্র অমাসা; সেই অমাসার পিতা ইস্‌মায়েলীয় যেথর্ ছিল।

[১৮] আর হিষ্রোণের পুত্র কালেব্ আপন ভার্য্যা যিরীয়োৎ ও অসূবার গর্ব্ভে যেশর্ ও শোবব্ ও অর্দোন্‌কে জন্ম দিল। [১৯] এবং অসূবা মরিলে কালেব্ ইফ্রাথাকে বিবাহ করিল, এবং তাহাদ্বারা হূর জন্ম গ্রহণ করিল। [২০] হূরের পুত্র ঊরি, ও ঊরির পুত্র বিৎসলেল্।

[২১] হিষ্রোণ্ ষাইট বৎসর বয়সে গিলিয়দের পিতা মাখীরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে উপগত হইল, ও তাহার গর্ব্ভে তাহাহইতে সিগূব্ জন্মিল। [২২] ঐ সিগূবের পুত্র যায়ীরের গিলিয়দ্ দেশে তেইশ নগর ছিল। [২৩] কিন্তু গিশূরীয়েরা ও অরামীয়েরা সেই যায়ীরের নগর ও কিনাৎ ও তাহার অন্তঃপাতি গ্রাম প্রভৃতি ষাইট নগর তাহাদের হইতে লইয়া হস্তগত করিল। এই সকলে গিলিয়দের পিতা মাখীরের বংশ ছিল। [২৪] পরে হিষ্রোণ কালেব্-ইফ্রাথাতে মরিল হিষ্রোণের ভার্য্যা অবিয়ার গর্ব্ভে তাহার ঔরসে তিকোয়ের পিতা অস্‌হূর জন্মিল।

[২৫] হিষ্রোণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে যিরহমেল্, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অরাম্, ও অপর পুত্র বূনা ও ওরণ্ ও ওৎসম্ ও অহিয়। [২৬] এবং অটারা নামে যিরহমেলের অন্য এক ভার্য্যা ছিল, তাহার পুত্র ওনম্। [২৭] এবং যিরহমেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে অরাম, তাহার পুত্র মাষ্ ও যামীন্ ও একর্। [২৮] এবং ওনমের পুত্র শম্ময় ও যাদা; এবং শম্ময়ের পুত্র নাদব্ ও অবীশূর্। [২৯] এবং অবীহয়িল্ নামে ভার্য্যার গর্ব্ভে অবীশূরের পুত্র অহবান্ ও মোলীদ্ জন্মিল। [৩০] এবং নাদবের পুত্র সেলদ্ ও অপ্‌পয়িম্; ঐ সেলদ নিঃসন্তান মরিল। [৩১] এবং অপ্‌পয়িমের পুত্র যিশয়ি, ও যিশয়ির পুত্র শেশন্, ও শেশনের সন্তান অহলয়। [৩২] এবং শম্ময়ের ভ্রাতা যাদার সন্তান যেথর ও যোনাথন্; ঐ যেথর নিঃসন্তান মরিল। [৩৩] এবং যোনাথনের পুত্র পেলৎ ও সাসা, এই সকল যিরহমেলের বংশ।

[৩৪] শেশনের পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল, এব মিস্রীয় যার্হা নামে শেশনের এক দাস ছিল। পরে শেশন আপন দাস যার্হার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলে তাহাদের হইতে অত্তয় জন্মিল। [৩৬] ঐ অত্তয়ের পুত্র নাথন্, ও নাথনের পুত্র সাবদ্; [৩৭] ও সাবদের পুত্র ইফ্‌লল্, ও ইফ্‌ললের পুত্র ওবেদ্; [৩৮] ও ওবেদের পুত্র যেহূ, ও যেহূর পুত্র অসরিয়; [৩৯] ও অসরিয়ের পুত্র হেলস্, ও হেলসের পুত্র ইলীয়াসা;

৪০ ও ইলীয়াসার পুত্র সিস্ময়, ও সিস্ময়ের পুত্র শল্লুম্; ৪১ ও শল্লুমের পুত্র যিকমিয়, ও যিকমিয়ের পুত্র ইলীশামা।

৪২ যিরহমেলের ভ্রাতা কালেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মেশা, ও মেশার পুত্র সীফ্, ও সীফের পুত্র মারেশা, ও মারেশার পুত্র হিব্রোণ্; ৪৩ ও হিব্রোণের পুত্র কোরহ ও তপূহ ও রেকম্ ও শেমা; ৪৪ এবং শেমার পুত্র যর্কিয়মের পিতা রহম। এবং রেকমের পুত্র শম্ময়; ৪৫ ও শম্ময়ের পুত্র মায়োন্, ও মায়োনের পুত্র বৈৎসূর্। ৪৬ এবং কালেবের উপপত্নী ঐফার পুত্র হারণ্ ও মোৎসা ও গাসেস্, এবং হারণের পুত্র যেহদয়। ৪৭ ও যেহদয়ের পুত্র রেগম্ ও যোথম্ ও গেশন্ ও পেলট্ ও ঐফা ও শাফ্। ৪৮ এবং কালেবের উপপত্নী মাখার পুত্র শেবর ও তির্হনঃ। ৪৯ এবং তাহাহইতে মদমন্নার পিতা শাফ্, ও মগ্‌বেনার ও গিবিয়ার পিতা শিবা, এবং কালেবের কন্যা অক্‌ষা জন্মিল।

৫০ কালেবের এই ২ সন্তান; ইফ্রাথার গর্ব্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হূর, ও কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিতা শোবল; ও বৈৎলেহমের পিতা শল্মা, ও বৈৎগাদেরের পিতা হারেফ; ৫২ এবং কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিতা শোবলের পুত্র হরোয়া ও হৎসী-হম্মনূখোৎ। ৫৩ কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের গোষ্ঠী যিত্রীয় ও পূথীয় ও শূমাথীয় ও মিশ্রায়ীয়, এবং তাহাদের হইতে সরিয়ীয় ও ইষ্টায়োলীয় উৎপন্ন হইল। ৫৪ শল্মের সন্তান বৈৎলেহম্ ও নিটোফা ও অটোৎ ও বৈৎ-যোয়াব্ ও সরিয়ীয় হৎসী-হম্মনূখীয়। ৫৫ কিন্তু যাবেষে নাসকারি সোফেরীয় গোষ্ঠী যে তিরিয়াথীয় ও শিমিয়থীয় ও সূখাথীয় লোক, ইহারা রেখব বংশের পিতা হমাতের সন্তান কেনীয় নামে খ্যাত ছিল।

৩ অধ্যায়।

১ দায়ূদের বংশাবলি. ১০ ও সুলেমানের বংশাবলি, ১৭ ও যিখনিয়ের বংশাবলি।

১ হিব্রোণে দায়ূদের এই সকল পুত্র জন্মিল। যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মের গর্ব্ভজাত অম্নোন দায়ূদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং কর্ম্মিলীয়া অবীগয়িলের গর্ব্ভজাত দানিয়েল্ দ্বিতীয় পুত্র; ২ এবং গিশূরের তল্ময় রাজার কন্যা মাখার গর্ব্ভজাত অবশালোম তৃতীয় পুত্র, এবং হগীতের গর্ব্ভজাত অদোনিয় চতুর্থ পুত্র; ৩ এবং অবীটলের গর্ব্ভজাত শিফটিয় পঞ্চম পুত্র, এবং ইগ্লা নাম্নী ভার্য্যার গর্ব্ভজাত যিত্রিয়ম্ ষষ্ঠ পুত্র। ৪ হিব্রোণে তাহার এই ছয় পুত্র জন্মিল, এবং দায়ূদ্ সেই স্থানে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিল, পরে যিরূশালমে তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ৫ আর তাহার এই সকল পুত্র যিরূশালমে জন্মিল, শিমিয় ও শোবব্ ও নাথন ও সুলেমান্, এই চারি পুত্র অম্মীয়েলের কন্যা বৎশেবার গর্ব্ভজাত; ৬ তদ্ভিন্ন যিভর ও ইলীশূয় ও ইলীফেলট্; ৭ এবং নোগহ ও নেফগ্ ও যাফিয়; ৮ এবং ইলীশামা ও ইলীয়াদা ও ইলীফেলট্, এই নয় জন। ৯ দায়ূদের উপপত্নীদের পুত্র ব্যতিরেকে এই সকল দায়ূদের পুত্র, ও তাহাদের ভগিনী তামর্।

১০ সুলেমানের পুত্র রিহবিয়াম্; ও রিহবিয়ামের পুত্র অবিয়; ও অবিয়ের পুত্র আসা; ও আসার পুত্র যিহোশাফট্; ১১ ও যিহোশাফটের পুত্র যোরাম্; ও যোরামের পুত্র অহসিয়; ও অহসিয়ের পুত্র যোয়াশ্; ১২ ও যোয়াশের পুত্র অমৎসিয়; ও অমৎসিয়ের পুত্র উষিয়; ১৩ ও উষিয়ের পুত্র যোথম্; ও যোথমের পুত্র আহস্; ও আহসের পুত্র হিষ্কিয়; ও হিষ্কিয়ের পুত্র মিনশি; ১৪ ও মিনশির পুত্র আমোন্; ও আমোনের পুত্র যোশিয়। ১৫ যোশিয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোহানন্; দ্বিতীয় যিহোয়াকীম্; তৃতীয় সিদিকিয়; ও চতুর্থ শল্লুম্; ১৬ এবং যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন্ ও সিদিকিয়।

১৭ বন্দি যিহোয়াখীনের পুত্র শল্টীয়েল্; ১৮ ও মল্‌কীরাম্ ও পিদায় ও শিনৎসর ও যিকমিয় ও হোশামা ও নিদবিয়। ১৯ এবং পিদায়ের পুত্র সিরুব্বাবিল্ ও শিমিয়ি, এবং সিরুব্বাবিলের সন্তান মিশুল্লম্ ও হনানিয়, ও শিলোমীৎ নাম্নী তাহাদের ভগিনী। ২০ ও হশুবা ও ওহেল্ ও বেরিখিয় ও হসদিয় ও যূশব্-হেষদ্, এই পাঁচ জন। ২১ এবং হনানিয়ের পুত্র পিলটিয় ও যিশায়িয়, ও তাহাদের পুত্র রিফায় ও অর্ণন্ ও ওবদিয় ও শিখনিয়; ২২ ঐ শিখনিয়ের পুত্র শিমায়িয় ও শিমায়িয়ের পুত্র হটূশ্ ও যিগাল ও বারীহ ও নিয়রিয় ও শাফট্ (ও হসরিয়,) এই ছয় জন। ২৩ এবং নিয়রিয়ের সন্তান ইলীয়ো-ঐনয় ও হিষ্কিয় ও অস্রীকাম্, এই তিন জন। ২৪ এবং ইলীয়ো-ঐনয়ের পুত্র হোদবিয় ও ইলীয়াশীব্ ও পিলায় ও অক্কূব্ ও যোহানন্ ও দিলায় ও অনানি, এই সাত জন।

৪ অধ্যায়।

১ যিহূদার বংশাবলি, ৫ ও অসহূরের বংশাবলি, ১১ ও কিলূবের বংশাবলি, ২১ ও শেলার বংশাবলি. ২৪ ও শিমিয়োনের বংশাবলি, ৩৯ ও প্রধান অধ্যক্ষদের কথা।

১ যিহূদার সন্তান পেরস্ ও হিব্রোণ্ ও কর্ম্মী ও হূর ও শোবল্। ২ এবং শোবলের সন্তান

রায়া, ও রায়ার পুত্র যহৎ, ও যহতের পুত্র অহূময় ও লহদ্; এই সকল সরিয়ীয় গোষ্ঠী নামে বিখ্যাত। ৩ ঐটমের পিতার সন্তান যিষ্রিয়েল্ ও যিশ্মা ও যিদ্বশ্, ও তাহাদের ভগিনীর নাম হৎসিলিল্-পোনী। ৪ এবং গিদোরের পিতা পিনূয়েল্, ও হূশের পিতা এসর্. ইহারা বৈৎলেহমের পিতা ইফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র হূরের বংশ ছিল।

৫ তিকোয়ের পিতা অস্হূরের হিলা ও নারা নামে দুই ভার্য্যা ছিল। ৬ তাহার ঔরসজাত নারার পুত্র অহুষম্ ও হেফর ও তৈমিনি ও অহস্তরি, এই সকল নারার সন্তান। ৭ এবং হিলার সন্তান সেরৎ ও যিৎসোহর্ ও ইৎনন্ (ও কোস্।) ৮ ও কোসের সন্তান আনূব্ ও সোবেবা, ও হারুমের পুত্র অহর্হেলের গোষ্ঠী। ৯ এবং (অহর্হেলের পুত্র) যাবেস্ আপন ভ্রাতৃগণহইতে সম্ভ্রান্ত ছিল; আমি দুঃখেতে প্রসব করিলাম, এই কথা কহিয়া তাহার মাতা তাহার নাম যাবেষ্ (দুঃখদায়ক) রাখিয়াছিল। ১০ কিন্তু যাবেষ্ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, তুমিই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, ও আমার অধিকার বৃদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত আমার নিকটবর্ত্তী হউক; আমি যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্যে মন্দহইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাহার প্রার্থিত বিষয় তাহাকে দিলেন।

১১ শূহের ভ্রাতা কিলূবের পুত্র মিহীর, ও মিহীরের পুত্র ইষ্টোন্। ১২ ও ইষ্টোনের পুত্র বৈৎরাফা ও পাসেহ, এবং ঈর্-নাহশের পিতা তিহিন্ন, এই সকল রেকার বংশ। ১৩ এবং কিনসের সন্তান অৎনীয়েল্ ও সিরায়, এবং অৎনীয়েলের পুত্র হথৎ (ও মিয়োনোথয়।) ১৪ ও মিয়োনোথয়ের পুত্র অফ্রা, ও সিরায়ের পুত্র শিল্পকরদের প্রান্তরস্থ লোকদের পিতা যোয়াব্, কেননা তাহারা শিল্পকার ছিল। ১৫ এবং যিফুন্নির পুত্র কালেব, ও কালেবের পুত্র ঈরু ও এলা ও নয়ম্, এবং এলার সন্তান কিনস্ (ও যিহলিলেল্।) ১৬ এবং যিহলিলেলের পুত্র সীফ ও সীফা ও তীরিয় ও অসারেল্ (ও ইষ্রা।) ১৭ এবং ইষ্রার পুত্র যেথর্ ও মেরদ্ ও এফর্ ও যালোন্, এবং (যালোনের এক ভার্য্যার) সন্তান মরিয়ম্ ও শম্ময় ও ইষ্টিমোয়ের পিতা যিশ্বহ। ১৮ এবং তাহার ভার্য্যা যিহূদীয়ার পুত্র গিদোরের পিতা যেরদ্, ও সোখোর পিতা হেবর্, ও সানোহের পিতা যিকূথীয়েল্; আর মেরদ্ যে বিথিয়া নাম্নী ফিরৌণের কন্যাকে বিবাহ করিল. এই সকল তাহার বংশ। ১৯ নহমের ভগিনী হোদিয়ার ভার্য্যার সন্তান কিয়ীলার পিতা গর্ম্মি ও মাখাথীয় ইষ্টিমোয়। ২০ এবং শীমোনের সন্তান অম্নোন্ ও রিন্ন ও বিন্-হানন্ ও তীলোন্ (ও যিশয়ি:) ও যিশয়ির সন্তান সোহেৎ ও বিন্-সোহেৎ।

২১ যিহূদার পুত্র শেলার সন্তান লেকার পিতা এর্, ও মারেশার পিতা লাদা, এবং অস্বেয় বংশীয় যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিত তাহাদের গোষ্ঠী; ২২ ও যোকীম্ এবং কোষেবার লোক, এবং যোয়াশ্ ও সারফ নামে মোয়াবের দুই শাসনকর্ত্তা ও যাশূবিলেহম্। ২৩ এই অতি পুরাতন কথা। ইহারা কুম্ভকার ছিল, এবং উদ্যান ও বেড়াবিশিষ্ট স্থানে বাস করিত, অর্থাৎ রাজার কার্য্য করণার্থে তথায় তাহার নিকটে বাস করিত।

২৪ শিমিয়োনের সন্তান নিমূয়েল্ ও যামীন্ ও যারিব্ ও সেরহ ও শৌল্। ২৫ ও শৌলের সন্তান শল্লুম্, ও শল্লুমের সন্তান মিব্সম্, ও মিব্সমের সন্তান মিশ্ম। ২৬ এবং মিশ্মের সন্তান হম্মূয়েল্, ও হম্মূয়েলের সন্তান সক্কূর্, ও সক্কূরের সন্তান শিমিয়ি। ২৭ ঐ শিমিয়ির ষোল পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল, কিন্তু তাহার ভ্রাতাদের বিস্তর সন্তান ছিল না, এবং তাহাদের গোষ্ঠী সকল যিহূদা বংশের ন্যায় বৃদ্ধি পাইল না। ২৮ তাহারা বেরশেবাতে ও মোলাদাতে ও হৎসর্-শিয়ালে ২৯ ও বালাতে ও এৎসমে ও তোলদে ৩০ ও বিথূয়েলে ও হর্ম্মাতে ও সিক্লগে ৩১ ও বৈৎমর্কাবোতে ও হৎসরসূষীমে ও বৈৎবিরীতে ও শারয়িমে বাস করিত; দায়ূদের অধিকার পর্য্যন্ত তাহাদের এই সকল নগর ছিল। ৩২ এবং ঐটম্ ও ঐন্ ও রিম্মোন্ ও তোখেন্ ও আশন্, গ্রামশুদ্ধ এই পাঁচ নগর তাহাদের ছিল। ৩৩ এবং বাল পর্য্যন্ত এই সকল নগরের চর্তুর্দ্দিকস্থিত সমস্ত গ্রাম। এই তাহাদের নিবাসস্থান ও তাহাদের বংশাবলি।

৩৪ মিশোবব্ ও যম্লেক্ ও অমৎসিয়ের পুত্র যোশ, ৩৫ ও যোয়েল্, এবং অসীয়েলের প্রপৌত্র সিরায়ের পৌত্র হোশিবিয়ের পুত্র যেহূ; ৩৬ এবং ইলিয়ো-ঐনয় ও যাকোবা ও যিশোহায় ও অসায় ও অদীয়েল্ ও যিশীমীয়েল্ ও বিনায়; ৩৭ এবং শিমরিয়ের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শিম্রির বৃদ্ধপ্রপৌত্র যিদয়িয়ের প্রপৌত্র অলোনের পৌত্র শিফিয়ির পুত্র সীষঃ, ৩৮ ইহারা নামলব্ধ ও আপন২ গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ ও বহুবংশ ছিল।

৩৯ তাহারা আপনাদের পশুপালের চারণভূমি পাইবার জন্যে গিদোরের প্রবেশস্থান অর্থাৎ প্রান্তরের পূর্ব্বপার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল। ৪০ তাহাতে তাহারা বহুতৃণযুক্ত উত্তম চারণভূমি পা-

ইল, এবং সে দেশ প্রশস্ত ও শান্ত ও নির্ব্বিরোধ ছিল; কারণ হাম্ বংশীয় লোকেরা পূর্ব্বে সেই স্থানে বাস করিত। ৪১ যিহূদার হিষ্কিয় রাজার অধিকারের সময়ে পূর্ব্বলিখিত ঐ লোকেরা যাইয়া সেই লোকদের তাম্বু ও সেখানে প্রাপ্ত মিয়ূনীয়দিগকে আঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল; তাহারা সেই স্থানে অদ্যাপি বাস করে, কেননা সে স্থানে তাহাদের পালের চারণভূমি আছে। ৪২ এবং তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ শিমিয়োনের বংশের মধ্যে, পাঁচ শত জন যিশয়ি বংশীয় পিলটিয়কে ও নিয়রিয়কে ও রিফায়কে ও উষীয়েল্কে সেনাপতি করিয়া সেয়ীর্ পর্ব্বতে গেল। ৪৩ এবং অমালেকীয়দের যে অবশিষ্ট লোক জীবৎ ছিল, তাহাদিগকে আঘাত করিয়া সেই স্থানে বসতি করিল; সেখানে তাহারা অদ্যাপি বাস করিতেছে।

৫ অধ্যায়।

১ রুবেণের বংশাবলি, ১১ ও গাদের বংশাবলি, ১৮ ও রুবেন্ ও গাদ ও মিনশির অর্দ্ধবংশের বিবরণ।

১ রুবেন্ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বটে, কিন্তু সে আপন পিতার শয্যা অশুচি করিয়াছিল, এই জন্যে জ্যেষ্ঠাধিকার ইস্রায়েলের পুত্র যূষফের পুত্রদিগকে দেওয়া গেল, কিন্তু বংশাবলিতে তাহাদের নাম জ্যেষ্ঠের শ্রেণীতে লিখিত হইল না। ২ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে বলবান যিহূদা তাহার পরিবর্ত্তে প্রধান অধ্যক্ষ হইল, তথাপি জ্যেষ্ঠাধিকার যূষফের ছিল। ৩ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেণের সন্তান হনোক্ ও পল্লূ ও হিষ্রোণ্ ও কর্মী; ৪ এবং যোয়েলের সন্তান শিময়িয়, ও শিময়িয়ের সন্তান জূজ্, ও জূজের সন্তান শিমিয়ি; ৫ ও শিমিয়ির সন্তান মীখা, ও মীখার সন্তান রায়া, ও রায়ার সন্তান বাল্; ৬ ও বালের সন্তান বেরা; সে রুবেন্ বংশের অধ্যক্ষ হওয়াতে অশূরের রাজা তিগ্লৎ-পিলেষর্ তাহাকে লইয়া গেল। ৭ যখন তাহাদের বংশাবলি লেখা গেল, তখন আপন২ গোষ্ঠানুসারে তাহার এই ভ্রাতৃগণ ছিল; প্রধান য়িয়েল্ ও সিখরিয়। ৮ ও যোয়েলের প্রপৌত্র শেমার পৌত্র আসসের পুত্র বেলা; সে অরোয়েরের নিকটে নিবো ও বাল্-মিয়োন পর্য্যন্ত বাস করিত। ৯ এবং পূর্ব্বদিগে ফরাৎ নদীর নিকটস্থ প্রান্তরে প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত বাস করিত, কেননা গিলিয়দ্ দেশে তাহাদের পশুগণের বাহুল্য হইয়াছিল। ১০ এবং শৌলের অধিকার সময়ে তাহারা হাজিরীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিল, পরে গিলিয়দ্ দেশের পূর্ব্বভাগের সর্ব্বত্র তাহাদের তাম্বুতে বসতি করিল।

১১ আর গাদের বংশ সল্খা পর্য্যন্ত বাশন্ দেশে তাহাদের সম্মুখে বাস করিত। ১২ তাহাদের মধ্যে যোয়েল্ প্রধান ছিল, তাহার পরে শাফম; পরে যানয় ও শাফট, ইহারা বাশনে থাকিত। ১৩ এবং তাহাদের পিতৃসন্তান মীখায়েল্ ও মিশুল্লম্ ও শেবা ও যোরয় ও যাকন্ ও সীয় ও এবর, এই সাত জন। ১৪ এবং বূষের পুত্র যহদো, ও যহদোর পুত্র যিশীশয়, ও যিশীশয়ের পুত্র মীখায়েল্, ও মীখায়েলের পুত্র গিলিয়দ্, ও গিলিয়দের পুত্র যারোহ, ও যারোহের পুত্র হূরি, ও হূরির পুত্র অবীহয়িল্, তাহারা সেই অবীহয়িলের বংশ। ১৫ এবং গূনির পৌত্র অব্দিয়েলের পুত্র অহি তাহাদের পিতৃবংশের প্রধান ছিল। ১৬ তাহারা গিলিয়দে ও বাশনে ও তাহার গ্রামে এবং তাহাদের সীমাস্থিত শারোণের উপনগরে বাস করিত। ১৭ এবং যিহূদার যোথম্ রাজার ও ইস্রায়েলের যারবিয়াম্ রাজার অধিকার সময়ে তাহাদের বংশাবলি লিখিত হইয়াছিল।

১৮ তাহাতে রুবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশেতে ঢাল ও খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারি ও যুদ্ধে নিপুণ ও যুদ্ধে গমনকারি চোয়াল্লিশ সহস্র সাত শত ষাইট জন যোদ্ধা ছিল। ১৯ তাহারা হাজিরীয়দের ও যিটূরের ও নাফীশের ও নোদবের সহিত যুদ্ধ করিল। ২০ ও তাহাদের বিপরীতে উপকার পাইল; তাহাতে হাজিরীয়েরা ও তাহাদের সহায় লোকেরা তাহাদের হস্তগত হইল, কেননা তাহারা সংগ্রামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদের প্রাথনা শুনিলেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। ২১ অতএব তাহারা তাহাদের পঞ্চাশ সহস্র উষ্ট্র ও আড়াই লক্ষ মেষ ও দুই সহস্র গর্দ্দভ ও এক লক্ষ মনুষ্য লইয়া গেল। ২২ ঐ যুদ্ধ ঈশ্বর করিলেন, এই জন্যে অনেকে হত হইল; এবং ইস্রায়েল্ লোকদের দেশান্তরে নীত না হওন পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের স্থানে বাস করিল। ২৩ এবং মিনশির অর্দ্ধ বংশ সেই দেশে বাশন্ অবধি বাল-হর্মোণ্ ও সিনীর ও হর্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বসতি করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইল। ২৪ এই সকল লোক তাহাদের পিতৃবংশের অধ্যক্ষ ছিল, এফর্ ও যিশয়ি ও ইলীয়েল্ ও অস্রীয়েল্ ও যিরিমিয় ও হোদবিয় ও যহদীয়েল্, এই সকল বলবান ও বিখ্যাত লোক আপন২ পিতৃবংশের অধ্যক্ষ ছিল। ২৫ কিন্তু তাহারা আপন পিতৃলোকদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিল, এবং বিপথগামী হইয়া দেশে

জাত যে লোকদিগকে ঈশ্বর তাহাদের সম্মুখহইতে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের দেবগণের অনুগমন করিল। [২৬] তাহাতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর অশূরের পূল্ ও তিগ্লৎপিলেষর নামক দুই রাজার মনে প্রবৃত্তি দিলে তাহারা তাহাদিগকে অর্থাৎ রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশকে লইয়া গেল, এবং তাহাদিগকে হলহে ও হাবোরে ও হারাতে ও গোষন্ নদীতীরে আনিল; সেই স্থানে তাহারা অদ্যাপি বাস করিতেছে।

৬ অধ্যায়।

১ লেবির বংশাবলি, ৪ ও ইলিয়াসরের বংশাবলি, ১৬ ও গের্শোনের ও কিহাতের ও মিরারির বংশাবলি, ৪৯ ও হারোণ বংশের কর্ম্মের কথা, ৫৪ ও যাজক ও লেবিদের নগরনির্ণয়।

[১] লেবির পুত্র গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি। [২] এবং কিহাতের পুত্র অম্রাম্ ও যিষ্‌হর্ ও হিব্রোণ্ ও উষীয়েল্। [৩] এবং অম্রামের সন্তান হারোণ্ ও মূসা ও মরিয়ম্; এবং হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ ও ইলিয়াসর্ ও ঈথামর।

[৪] এবং ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস্, ও পীনিহসের পুত্র অবিশূয়; [৫] ও অবিশূয়ের পুত্র বুক্কি, ও বুক্কির পুত্র উষি; [৬] ও উষির পুত্র সিরহিয়, ও সিরহিয়ের পুত্র মিরায়োৎ; [৭] এবং মিরায়োতের পুত্র অমরিয়, ও অমরিয়ের পুত্র অহীটূব্; [৮] এবং অহীটূবের পুত্র সাদোক্, ও সাদোকের পুত্র অহীমাস্; [৯] ও অহীমাসের পুত্র অসরিয়, ও অসরিয়ের পুত্র যোহানন্; [১০] এবং যোহাননের পুত্র অসরিয়; এই অসরিয় যিরূশালমে সুলেমানের নির্ম্মিত মন্দিরে যাজনকর্ম্ম করিত। [১১] এবং অসরিয়ের পুত্র অমরিয়, ও অমরিয়ের পুত্র অহীটূব্; [১২] ও অহীটূবের পুত্র সাদোক, ও সাদোকের পুত্র শল্লুম্; [১৩] এবং শল্লুমের পুত্র হিল্‌কিয়, ও হিল্‌কিয়ের পুত্র অসরিয়; [১৪] এবং অসরিয়ের পুত্র সিরায়, ও সিরায়ের পুত্র যিহোষাদক্। [১৫] যে সময়ে পরমেশ্বর নিবূখদ্‌নিৎসরের হস্তে যিহূদাকে ও যিরূশালমকে সমর্পণ করিলেন, তৎকালে এই যিহোষাদক্ দেশান্তরে গেল।

[১৬] লেবির পুত্র গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি। [১৭] এবং গের্শোনের পুত্র লিব্‌নি ও শিমিয়ি। [১৮] এবং কিহাতের পুত্র অম্রাম্ ও যিষ্‌হর্ ও হিব্রোণ্ ও উষীয়েল্। [১৯] এবং মিরারির পুত্র মহলি ও মূশি; আপন২ পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে এই সকল লেবীয় গোষ্ঠী। [২০] গের্শোনের পুত্র যে লিব্‌নি তাহার পুত্র যহৎ, ও যহতের পুত্র সিম্ম, ও সিম্মের পুত্র যোয়াহ, [২১] ও যোয়াহের পুত্র ইদ্দো, ও ইদ্দোর পুত্র সেরহ, ও সেরহের পুত্র যিয়ত্রয়। [২২] আর কিহাতের পুত্র অম্মীনাদব্, ও অম্মীনাদবের পুত্র কোরহ, ও কোরহের পুত্র অসীর্, ও অসীরের পুত্র ইল্‌কানা, [২৩] ও ইল্‌কানার পুত্র অবীয়াসফ, ও অবীয়াসফের পুত্র অসীর্; [২৪] ও অসীরের পুত্র তহৎ, ও তহতের পুত্র উরীয়েল্, ও উরীয়েলের পুত্র উষিয়, ও উষিয়ের পুত্র শৌল। [২৫] এবং ইল্‌কানার পুত্র অমাসয় ও অহীমোৎ। [২৬] এবং ইল্‌কানার অন্য পুত্র সূফ, ও সূফের পুত্র তোহ। [২৭] এবং তোহের পুত্র ইলীয়াব্, ও ইলীয়াবের পুত্র যিরোহম্, ও যিরোহমের পুত্র ইল্‌কানা। [২৮] (ও ইল্‌কানার পুত্র শিমূয়েল্,) ও শিমূয়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোয়েল্, অপর অবিয়। এবং মিরারির পুত্র মহলি, ও মহলির পুত্র লিব্‌নি, ও লিব্‌নির পুত্র শিমিয়ি, ও শিমিয়ির পুত্র উষঃ; [৩০] এবং উষের পুত্র শিমিয়, ও শিমিয়ের পুত্র হগিয়, ও হগিয়ের পুত্র অসায়। [৩১] সিন্দুকের অবস্থিতির পরে দায়ূদ্ যাহাদিগকে পরমেশ্বরের মন্দিরে গীতের সেবাতে নিযুক্ত করিল, তাহাদের নাম। [৩২] যে পর্য্যন্ত সুলেমান্ যিরূশালমে পরমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করে নাই, তাবৎ তাহারা মণ্ডলীর তাম্বুরূপ আবাসের সম্মুখে গান করিয়া সেবা করিত ও আপন২ পালানুসারে কর্ম্ম করিত। ইহারা আপন বংশের সহিত থাকিত। [৩৩] কিহাতীয় বংশের মধ্যে হেমন্ গায়ক, সেই হেমনের পিতা যোয়েল্, ও যোয়েলের পিতা শিমূয়েল্, ও শিমূয়েলের পিতা ইল্‌কানা, ও ইল্‌কানার পিতা যিরোহম; [৩৪] ও যিরোহমের পিতা ইলীয়েল্, ও ইলীয়েলের পিতা তোহ, [৩৫] ও তোহের পিতা সূফ, ও সূফের পিতা ইল্‌কানা, ও ইল্‌কানার পিতা মাহৎ, ও মাহতের পিতা অমাসয়, ও অমাসয়ের পিতা ইল্‌কানা, [৩৬] ও ইল্‌কানার পিতা যোয়েল্, ও যোয়েলের পিতা অসরিয়, ও অসরিয়ের পিতা শিফনিয়, [৩৭] ও শিফনিয়ের পিতা তহৎ, ও তহতের পিতা অসীর, ও অসীরের পিতা অবীয়াসফ, [৩৮] ও অবীয়াসফের পিতা কোরহ, ও কোরহের পিতা যিষ্‌হর্, ও যিষ্‌হরের পিতা কিহাৎ, ও কিহাতের পিতা লেবি, ও লেবির পিতা ইস্রায়েল্। [৩৯] ঐ হেমনের ভ্রাতা আসফ্ তাহার দক্ষিণে দাঁড়াইত; সেই আসফের পিতা বেরিখিয়, ও বেরিখিয়ের পিতা শিমিয়; [৪০] ও শিমিয়ের পিতা মীখায়েল্, ও মীখায়েলের পিতা বাসেয়, ও বাসেয়ের পিতা মল্‌কিয়, [৪১] ও মল্‌কিয়ের পিতা ইৎনি, ও ইৎনির পিতা সেরহ, ও সেরহের পিতা অদায়া, [৪২] এবং অদা-

য়ার পিতা এথন, ও এথনের পিতা সিম্ম, ও সিম্মের পিতা শিমিয়ি, [৪৩] ও শিমিয়ির পিতা যহৎ, ও যহতের পিতা গের্শোন্, ও গের্শোনের পিতা লেবি। [৪৪] ইহাদের ভ্রাতৃগণ এথন প্রভৃতি মিরারি বংশীয় লোকেরা বামদিগে দাঁড়াইত; সেই এথনের পিতা কীশি, ও কীশির পিতা অব্দি, ও অব্দির পিতা মল্লূক্, [৪৫] ও মল্লূকের পিতা হশবিয়, ও হশবিয়ের পিতা অমৎসিয়, ও অমৎসিয়ের পিতা হিল্কিয়, [৪৬] ও হিল্কিয়ের পিতা অম্সি, ও অম্সির পিতা বানি, ও বানির পিতা শেমর্, [৪৭] ও শেমরের পিতা মহলি, এবং মহলির পিতা মূশি, ও মূশির পিতা মিরারি, ও মিরারির পিতা লেবি। [৪৮] তাহাদের ভ্রাতৃগণ লেবীয়েরা ঈশ্বরের মন্দিররূপ আবাসের তাবৎ কার্য্যের নিমিত্তে নিবেদিত ছিল।

[৪৯] কিন্তু হারোণ্ ও তাহার পুত্রগণ হোমবেদি ও ধূপবেদির উপরে উৎসর্গ করিত, এবং মহাপবিত্র স্থানে তাবৎ কার্য্য করিতে, এবং ঈশ্বরের সেবক মূসার আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নিযুক্ত ছিল। [৫০] এবং এই সকল হারোণের বংশ, হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্, ও ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস্, ও পীনিহসের পুত্র অবীশূয়, [৫১] ও অবীশূয়ের পুত্র বুক্কি, ও বুক্কির পুত্র উষি, ও উষির পুত্র সিরহিয়, ও সিরহিয়ের পুত্র মিরায়োৎ, ও মিরায়োতের পুত্র অমরিয়, ও অমরিয়ের পুত্র অহীটূব্, [৫৩] ও অহীটূবের পুত্র সাদোক্, ও সাদোকের পুত্র অহীমাস্

[৫৪] সীমানুসারে ও দুর্গানুসারে এই সকল কিহাতীয় হারোণ বংশের বাসস্থান, এবং এই সকল তাহাদের অংশ ছিল। [৫৫] চতুর্দ্দিকস্থিত প্রান্তরের সহিত যিহূদাদেশস্থ হিব্রোণ তাহাদিগকে দত্ত হইল। [৫৬] কিন্তু সেই নগরের ক্ষেত্র ও গ্রাম সকল যিফুন্নির পুত্র কালেব্কে দত্ত হইল। [৫৭] এবং হারোণ বংশকে যিহূদা দেশের মধ্যে হিব্রোণ আশ্রয়নগর, এবং প্রান্তরের সহিত লিব্না, এবং প্রান্তরের সহিত যত্তীর্ ও ইষ্টিমোয়; [৫৮] এবং প্রান্তরের সহিত হিলেন্, এবং প্রান্তরের সহিত দবীর্, [৫৯] এবং প্রান্তরের সহিত আশন, এবং প্রান্তরের সহিত বৈৎশেমশ্; [৬০] এবং বিন্যামীন্ বংশহইতে প্রান্তরের সহিত গেবা, এবং প্রান্তরের সহিত আলেমৎ, এবং প্রান্তরের সহিত অনাথোৎ; এই রূপে গোষ্ঠ্যনুসারে সর্ব্বশুদ্ধ তের নগর তাহাদিগকে দত্ত হইল। [৬১] পরে কিহাৎ বংশের অবশিষ্ট লোকদিগকে মিনশির অর্দ্ধ বংশহইতে গুলিবাঁটদ্বারা দশ নগর দত্ত হইল। [৬২] এবং গেরশোনের বংশকে ইষাখর বংশ ও আশের বংশ ও নপ্তালি বংশ ও বাশনস্থ মিনশি বংশহইতে গোষ্ঠ্যনুসারে তের নগর দত্ত হইল। [৬৩] এবং মিরারি বংশকে রূবেন বংশ ও গাদবংশ ও সিবূলূন বংশহইতে গুলিবাঁট করিয়া গোষ্ঠ্যনুসারে বারো নগর দত্ত হইল। [৬৪] এই রূপে ইস্রায়েল বংশ লেবীয়দিগকে প্রান্তরের সহিত এই সকল নগর দিল। বিশেষতঃ তাহারা প্রত্যেক নগরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক যিহূদা বংশ ও শিমিয়োন্ বংশ ও বিন্যামীন্ বংশহইতে গুলিবাঁটদ্বারা ঐ সকল নগর তাহাদিগকে দিল। [৬৬] এবং কিহাৎ বংশের অবশিষ্ট গোষ্ঠী সকল ইফ্রয়িম্ বংশহইতে আপন ২ অধিকারার্থে নগর পাইল। [৬৭] তাহারা তাহাদিগকে এক আশ্রয়নগর অর্থাৎ প্রান্তরের সহিত ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শিখিম, এবং প্রান্তরের সহিত গেবর্, [৬৮] এবং প্রান্তরের সহিত যগ্মিয়াম, এবং প্রান্তরের সহিত বৈথোরোণ, [৬৯] এবং প্রান্তরের সহিত অয়ালোন, এবং প্রান্তরের সহিত গাৎ-রিম্মোন্; এবং মিনশির অর্দ্ধ বংশহইতে প্রান্তরের সহিত আনের ও প্রান্তরের সহিত যিব্লিয়ম, কিহাৎ বংশের অবশিষ্ট লোকদের জন্যে এই সকল নগর দিল। [৭১] এবং গেরশোনের বংশকে মিনশির অর্দ্ধবংশহইতে প্রান্তরের সহিত বাশনস্থ গোলন্, এবং প্রান্তরের সহিত অস্তারোৎ এবং ইষাখর বংশহইতে প্রান্তরের সহিত কেদশ্, এবং প্রান্তরের সহিত দাবিরৎ, [৭৩] এবং প্রান্তরের সহিত রামোৎ, এবং প্রান্তরের সহিত আনেম্; [৭৪] এবং আশের বংশহইতে প্রান্তরের সহিত মিশাল, এবং প্রান্তরের সহিত অব্দোন্, [৭৫] এবং প্রান্তরের সহিত হুক্কোক্, এবং প্রান্তরের সহিত রিহোব্; [৭৬] এবং নপ্তালি বংশহইতে প্রান্তরের সহিত গালীলস্থ কেদশ্, এবং প্রান্তরের সহিত হম্মোন্, এবং প্রান্তরের সহিত কিরিয়াথয়িম্ দত্ত হইল। [৭৭] এবং মিরারির অবশিষ্ট বংশকে সিবূলূন বংশহইতে প্রান্তরের সহিত রিম্মোন্, এবং প্রান্তরের সহিত তাবোর্; [৭৮] এবং যিরীহোর নিকটে যর্দ্দনের ওপারে, অর্থাৎ যর্দনের পূর্ব্বপারে রূবেন্ বংশহইতে প্রান্তরের সহিত অরণ্যস্থ বেৎসর্, এবং প্রান্তরের সহিত যহস, [৭৯] এবং প্রান্তরের সহিত কিদেমোৎ, এবং প্রান্তরের সহিত মেফাৎ; [৮০] এবং গাদের বংশহইতে প্রান্তরের সহিত গিলিয়দস্থ রামোৎ, এবং প্রান্তরের সহিত মহনয়িম্, [৮১] এবং প্রান্তরের সহিত হিষ্বোন্, এবং প্রান্তরের সহিত যাসের্ দত্ত হইল।

৭ অধ্যায়।

১ ইষাখরের বংশাবলি, ৬ ও বিন্যামীনের বংশা-

বলি, ১৩ ও নপ্তালির বংশাবলি, ১৪ ও মিনশির বংশাবলি, ২০ ও ইফ্রয়িমের বংশাবলি, ২৩ ও বিরিয়ের বংশাবলি, ২৮ ও তাহাদের অধিকার, ৩০ ও আশেরের বংশাবলি।

[১] ইষাখরের পুত্র তোলয় ও পূয় ও যাশূব্ ও শিম্রোণ, এই চারি জন। [২] এবং তোলয়ের পুত্র উষি ও রিফায় ও যিরীয়েল্ ও যহময় ও যিবসম্ ও শিমূয়েল্, ইহারা তোলয়ের বংশের মধ্যে আপন ২ পিতৃবংশের প্রধান ও আপন ২ গোষ্ঠীর মধ্যে পরাক্রান্ত ছিল, এবং দায়ূদের সময়ে তাহারা সংখ্যাতে বাইশ সহস্র ছয় শত লোক ছিল। [৩] এবং উষির পুত্র যিষ্রাহিয়, ও যিষ্রাহিয়ের পুত্র মীখায়েল্ ও ওবদিয় ও যোয়েল ও যিশিয়, এই পাঁচ জন প্রধান ছিল। [৪] এবং যুদ্ধার্থে তাহাদের পিতৃবংশানুসারে ছত্রিশ সহস্র সৈন্য ছিল, কারণ তাহাদের ভার্য্যা ও সন্তান অনেক ছিল। [৫] এবং ইষাখর্ বংশীয় তাহাদের ভ্রাতৃগণও সকলে অতি পরাক্রমী ছিল, তাহারা আপন ২ বংশানুসারে গণিত সাতাশী সহস্র লোক ছিল।

[৬] আর বিন্যামীনের পুত্র বেলা ও বেখর্ ও যিদীয়েল্, এই তিন জন; [৭] এবং বেলার পুত্র ইষ্বোন্ ও উষি ও উষীয়েল্ ও যিরেমোৎ ও ঈর্, এই পাঁচ জন আপন ২ পিতৃবংশের প্রধান ও পরাক্রমী ছিল, এবং বংশাবলিতে লিখিত তাহাদের বাইশ সহস্র চৌত্রিশ লোক ছিল। [৮] এবং বেখরের পুত্র সিমীর ও যোয়াশ্ ও ইলীয়েষর্ ও ইলিয়ো-ঐনয় ও অম্রি ও যিরেমোৎ ও অবিয় ও অনাথোৎ ও আলেমৎ, এই সকল বেখরের সন্তান। [৯] তাহাদের পিতৃবংশীয় প্রধান লোকদের বংশাবলিতে সংখ্যাতে বিংশতি সহস্র দুই শত পরাক্রমি লোক লিখিত ছিল। [১০] এবং যিদীয়েলের পুত্র বিল্হন্, ও বিল্হনের পুত্র যিয়ূশ্ ও বিন্যামীন্ ও এহূদ্ ও খিনানা ও সেথন্ ও তর্শীশ্ ও অহীশহর। [১১] যিদীয়েলের এই সকল সন্তান আপন২ পিতৃবংশের প্রধান ও পরাক্রমি লোক ছিল, ও যুদ্ধে গমন যোগ্য তাহাদের সপ্তদশ সহস্র দুই শত যোদ্ধা ছিল। [১২] এবং ঈরের পুত্র শুপ্পীম্ ও হুপ্পীম্, ও অহেরের সন্তান হূশীম্।

[১৩] আর বিল্হার গর্ব্ভজাত নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল্ ও গূনি ও যেৎসর ও শল্লুম্।

[১৪] মিনশির পুত্র অস্রীয়েল এবং তাহার অরামীয়া উপপত্নীজাত গিলিয়দের পিতা মাখীর্। [১৫] ঐ মাখীর হুপ্পীম্ ও শুপ্পীমের ভগিনী মাখাকে বিবাহ করিল; তাহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম সিলফদ্, সেই সিলফদের কেবল কন্যা ছিল। [১৬] এবং মাখীরের ভার্য্যা মাখা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম পেরশ রাখিল, ও তাহার ভ্রাতার নাম শেরশ্, এবং পেরশের পুত্রদের নাম উলম্ ও রেকম্। [১৭] এবং উলমের পুত্র বিদান্, এই সকল মিনশির পৌত্র মাখীরের পুত্র গিলিয়দের বংশ ছিল। [১৮] এবং তাহার ভগিনী হম্মোলেকতের পুত্র ঈশহোদ্ ও অবীয়েষর্ ও মহলা (ও শিমীদা)। [১৯] এবং শিমীদার পুত্র অহিয়ন্ ও শেখম্ ও লিকহি ও অনীয়াম্।

[২০] ইফ্রয়িমের পুত্র শূথলহ, ও শূথলহের পুত্র বেরদ্, ও বেরদের পুত্র তহৎ, ও তহতের পুত্র ইলিয়াদা, ও ইলিয়াদার পুত্র তহৎ; [২১] ও তহতের পুত্র সাবদ্, ও সাবদের পুত্র শূথেলহ ও এৎসর ও ইলিয়দ্; কিন্তু দেশনিবাসি গাতের লোকেরা তাহাদিগকে বধ করিল, কেননা তাহারা তাহাদের পশু লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। [২২] তাহাতে তাহাদের পিতা ইফ্রয়িম্ অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিল, এবং তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আইল।

[২৩] পরে সে আপন ভার্য্যাতে উপগত হইলে তাহার ভার্য্যা গর্ব্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিরিয় (অমঙ্গল) রাখিল, কেননা তখন তাহার বাটীতে অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। [২৪] এবং তাহার কন্যা শীরা উপরিস্থ ও নীচস্থ বৈথোরোণ্ ও উষেন্-শীরা পত্তন করাইল। [২৫] ও তাহার পুত্র রেফহ ও রেশফ, ও রেশফের পুত্র তেলহ, ও তেলহের পুত্র তহন্, [২৬] ও তহনের পুত্র লাদন, ও লাদনের পুত্র অম্মীহূদ্, ও অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা; [২৭] ও ইলীশামার পুত্র নূন্, ও নূনের পুত্র যিহোশূয়।

[২৮] ইহাদের অধিকার ও নিবাসস্থান বৈথেল্ ও তাহার গ্রাম, এবং পূর্ব্বদিগে নারন্ ও পশ্চিমদিগে গেষর্ ও তাহার গ্রাম, এবং শিখিম্ ও তাহার গ্রাম, এবং অসা ও তাহার গ্রাম। [২৯] এবং মিনশি বংশের সীমার নিকটস্থ বৈৎশান্ ও তাহার গ্রাম, এবং তানক্ ও তাহার গ্রাম, এবং মগিদ্দো ও তাহার গ্রাম, এবং দোর্ ও তাহার গ্রাম; এই সকল স্থানে ইস্রায়েলের পুত্র যূষফের বংশ বাস করিত।

[৩০] আশেরের সন্তান যিম্ন ও যিশ্ব ও যিশ্বি ও বিরিয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। [৩১] বিরিয়ের পুত্র হেবর্ ও বির্ষোতের পিতা মল্কীয়েল্। [৩২] হেবরের সন্তান যফ্লেট্ ও শেমর ও হোথম্ ও ইহাদের ভগিনী শূয়া। [৩৩] যফ্লেটের পুত্র পাসক্ ও বিম্হল্ ও অশ্বৎ, এই সকল যফ্লেটের বংশ। [৩৪] শেমরের পুত্র অহি ও রোহগ ও যিহুব্ব ও অরাম্। [৩৫] ও তাহার ভ্রাতা হেলমের পুত্র সোফহ ও যিম্ন ও শেলশ্ ও আমল।

৩৬ এবং সোফহের পুত্র সূহ ও হর্ণেফর্ ও শিয়াল্ ও বেরী ও যিম্র; ৩৭ ও বেৎসর ও হোদ্ ও শম্ম ও শিল্শ ও যিত্রন্ ও বেরা। ৩৮ এবং যেথরের পুত্র যিফুন্নি ও পিস্প ও অরা। ৩৯ এবং উল্লের পুত্র আরহ্ ও হন্নীয়েল ও রিৎসিয়। ৪০ এই সকল আশেরের বংশ ও আপন২ পিতৃবংশের প্রধান ও অতি বিক্রান্ত ও অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রধান লোক ছিল; যুদ্ধে গমন যোগ্য ইহাদের ছাব্বিশ সহস্র লোক বংশাবলিতে লিখিত ছিল।

৮ অধ্যায়।

১ বিন্যামীনের প্রধান সন্তানের বংশাবলি, ৩৩ ও শৌল ও যোনাথনের বংশাবলি।

১ বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, ও দ্বিতীয় অস্বেল্, ও তৃতীয় অর্হ, ২ ও চতুর্থ নোহা, ও পঞ্চম রাফা। ৩ এবং বেলার পুত্র অদ্দর ও গেরা ও অবীহূদ্ ৪ ও অবীশূয় ও নামান্ ও আহোহ ৫ ও গেরা ও শিফূফন্ ও হূরম্। ৬ ইহারা এহূদের পুত্র এবং গেবা নিবাসিদের পিতৃবংশের প্রধান ছিল, পরে তাহারা তাহাদিগকে মানহতে স্থানান্তর করিল। ৭ বিশেষতঃ নামান্ ও অহিয় ও গেরা তাহাদিগকে দূর করিল; ও গেরার পুত্র উষঃ ও অহীহূদ্ (ও শহরয়িম্)। ৮ এবং তাহাদিগকে স্থানান্তর করিলে পর মোয়াব্ দেশে শহরয়িম্ অন্য পুত্রগণকে জন্ম দিল, তাহার ভার্য্যা হূশীম্ ও বারা। ৯ এবং আপন ভার্য্যা হোদশের গর্ব্ভজাত তাহার পুত্র যোবব্ ও সিবিয় ও মেশা ও মল্কম, ১০ ও যিয়ূশ্ ও শখিয় ও মির্ম, তাহার এই পুত্রেরা আপন২ পিতৃবংশের প্রধান ছিল। ১১ এবং হূশীমের গর্ব্ভজাত তাহার পুত্র অবীটূব্ ও ইল্পাল্। ১২ এবং ইল্পালের পুত্র এবর্ ও মিশিয়ম, এবং ওনো ও লোদ্ ও তাহার অন্তঃপাতি গ্রাম পত্তনকারি শেমর, ১৩ ও বিরীয় ও শেমা, ইহারা অয়ালোন্ নিবাসি পিতৃবংশের প্রধান ছিল, আর তাহারা গাৎ নিবাসিদিগকে দূর করিয়া দিল। ১৪ এবং বিরীয়ের পুত্র অহিয়ো ও শাশক্ ও যিরেমোৎ ১৫ ও সিবদিয় ও অরাদ্ ও এদর ১৬ ও মীখায়েল ও যিশ্পা ও যোহ। ১৭ এবং ইল্পালের পুত্র সিবদিয় ও মিশুল্লম্ ও হিষ্কি ও হেবর্ ১৮ ও যিশ্মিরয় ও যিষ্লিয় ও যোবব্। ১৯ এবং শিমিয়ির পুত্র যাকীম্ ও সিখ্রি ও সব্দি ২০ ও ইলী-ঐনয় ও সিল্লিথয় ও ইলীয়েল্ ২১ ও অদায়া ও বিরায়া ও শিম্রৎ। ২২ এবং শাশকের পুত্র যিশ্পন ও এবর্ ও ইলীয়েল্ ২৩ ও অব্দোন্ ও সিখ্রি ও হানন্ ২৪ ও হনানিয় ও এলম ও অন্থোথিয় ২৫ ও যিফিদিয় ও পিনূয়েল্। ২৬ এবং যিরোহমের সন্তান শম্শিরয় ও শিহরিয় ও অথলিয় ২৭ ও যারিশিয় ও এলিয় ও সিখ্রি। ২৮ ইহারা আপন২ পিতৃবংশের প্রধান হইয়া যিরূশালমে বাস করিত। ২৯ এবং গিবিয়োনের পিতা গিবিয়োনে বাস করিত, তাহার ভার্য্যার নাম মাখা। ৩০ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন্, অপর সূর্ ও কীশ্ ও বাল্ ও নাদব্ ৩১ ও গিদোর্ ও অহিয়ো ও সক্কূর্, (এবং মিক্লোৎ,) ৩২ ও মিক্লোতের পুত্র শিমিয়; ইহারাও যিরূশালমে আপন ভ্রাতাদের নিকটে বাস করিত।

৩৩ নেরের পুত্র কীশ, ও কীশের পুত্র শৌল, ও শৌলের পুত্র যোনাথন্ ও মল্কীশূয় ও অবীনাদব্ ও ইশ্বাল। ৩৪ এবং যোনাথনের পুত্র মিরীব্বাল, ও মিরীব্বালের পুত্র মীখা। ৩৫ এবং মীখার পুত্র পিথোন ও মেলক্ ও তহরেয় ও আহস্। ৩৬ ও আহসের পুত্র যিহোয়াদা, ও যিহোয়াদার পুত্র আলেমৎ ও অস্মাবৎ ও সিম্রি; ও সিম্রির পুত্র মোৎসা। ৩৭ এবং মোৎসার পুত্র বিনিয়া, ও বিনিয়ার পুত্র রাফা, ও রাফার পুত্র ইলীয়াসা, ও ইলীয়াসার পুত্র আৎসেল্। ৩৮ ও আৎসেলের ছয় পুত্র; তাহাদের নাম অস্রীকাম ও বোখিরু ও ইস্মায়েল ও শিয়রিয় ও ওবদীয় ও হানন, এই সকল আৎসেলের বংশ। ৩৯ এবং তাহার ভ্রাতা এশকের জ্যেষ্ঠ পুত্র উলম, ও দ্বিতীয় যিয়ূশ, ও তৃতীয় এলীফেলট। ৪০ এবং উলমের পুত্রগণ অতি বিক্রমী ও ধনুর্দ্ধর ও বহুপ্রজ ছিল, এবং তাহাদের পুত্র ও পৌত্রেতে এক শত পঞ্চাশ জন ছিল; এই সকল বিন্যামীনের বংশ।

৯ অধ্যায়।

১ বংশাবলি লিখনের কথা, ২ ও বাবিল্হইতে প্রত্যাগত লোকদের বিবরণ, ১০ ও যাজকদের ও লেবীয়দের বিবরণ, ২৭ ও লেবীয়দের বিশেষ কর্ম্মের কথা, ৩৫ ও শৌলের বিবরণ।

১ এই রূপে তাবৎ ইস্রায়েলের বংশাবলি রচিত এবং ইস্রায়েলের রাজগণের পুস্তকে লিখিত হইল। পরে যিহূদীয় লোকেরা আপনাদের দোষে বাবিলে নীত হইল।

২ অপর ইস্রায়েল্ দেশে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও নিথীনীয়েরা প্রথমে আপন২ অধিকারনগরে বাস করিতে লাগিল। ৩ এবং যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের ও ইফ্রয়িম বংশের ও মিনশি বংশের কতক২ লোক যিরূশালমে বাস করিতে লাগিল। ৪ যিহূদার পুত্র যে পেরস্ তাহার বংশের মধ্যে বানির বৃদ্ধপ্রপৌত্র ইম্রির প্রপৌত্র অম্রির পৌত্র অম্মীহূদের পুত্র উথয়।

[৫] এবং শীলোনীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অসায় ও তাহার সন্তানগণ। [৬] এবং সেরহের বংশের মধ্যে যূয়েল্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ ছয় শত নব্বই লোক ছিল। [৭] এবং বিন্যামীন্ বংশের মধ্যে হসিনুয়ের প্রপৌত্র হোদবিয়ের পৌত্র মিশুল্লমের পুত্র সল্লু; [৮] এবং যিরোহমের পুত্র যিব্নিয়, ও মিখ্রির পৌত্র উষির পুত্র এলা, এবং যিব্নিয়ের প্রপৌত্র রূয়েলের পৌত্র শিফটিয়ের পুত্র মিশুল্লম্; [৯] ইহারা ও ইহাদের ভ্রাতৃগণ আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে নয় শত ছাপ্পান্ন লোক ছিল। ইহারা সকলে আপন২ পিতৃবংশের প্রধান ছিল।

[১০] আর যাজকদের মধ্যে যিদয়িয় ও যিহোয়ারীব ও যাখীন্; [১১] এবং ঈশ্বরের মন্দিরের অধ্যক্ষ যে অহীটূব, তাহার অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মিরায়োতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র সাদোকের প্রপৌত্র মিশুল্লমের পৌত্র হিল্কিয়ের পুত্র অসরিয়; [১২] এবং মল্কিয়ের প্রপৌত্র পশ্‌হূরের পৌত্র যিরোহমের পুত্র অদায়া, এবং ইম্মেরের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মিশিল্লেমোতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মিশুল্লমের প্রপৌত্র যহসেরার পৌত্র অদীয়েলের পুত্র মাসয়; [১৩] ইহারা ও ইহাদের ভ্রাতৃগণ এক সহস্র সাত শত ষাইট জন; ইহারা আপন২ পিতৃবংশের প্রধান, এবং ঈশ্বরের মন্দিরের কর্ম্ম করিতে অতি নিপুণ ছিল। [১৪] লেবীয়দের মধ্যে মিরারিবংশীয় হশবিয়ের প্রপৌত্র অস্রীকামের পৌত্র হশূবের পুত্র শিময়িয়; [১৫] এবং বক্‌বক্কর ও হেরশ্ ও গালল্ ও আসফের প্রপৌত্র সিখ্রির পৌত্র মীখার পুত্র মত্তনিয়; [১৬] এবং যিদূথূনের প্রপৌত্র গাললের পৌত্র শিময়িয়ের পুত্র ওবদিয়, ও নিটোফাতীয়দের পল্লীতে বাসকারি ইল্কানার পৌত্র আসার পুত্র বেরিখিয়। [১৭] এবং দ্বারপাল শল্লুম্ ও অক্কূব্ ও টল্মোন্ ও অহীমান্ এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ, কিন্তু শল্লুম্ তাহাদের প্রধান ছিল। [১৮] তাহারা পূর্ব্বদিকস্থিত রাজদ্বারে থাকিত, এবং লেবি বংশসমূহের মধ্যে দ্বারপাল ছিল। [১৯] এবং কোরহের প্রপৌত্র অবীয়াসফের পৌত্র কোরির পুত্র শল্লুম্ ও তাহার পিতৃবংশীয় কোরহীয় ভ্রাতৃগণ সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। [২০] যে সময়ে ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস্ তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল, এবং পরমেশ্বর তাহার সহকারী ছিলেন, সেই পূর্ব্বসময়ে যেমন তাহাদের পিতৃলোকেরা পরমেশ্বরের শিবিরে প্রবেশস্থানের রক্ষক ছিল, তদ্রূপ তাহারাও মন্দিরের দ্বার রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। [২১] মিশেলিমিয়ের পুত্র সিখরিয় মণ্ডলীর আবাসের দ্বাররক্ষক ছিল। [২২] দ্বারপালকার্য্যে নিযুক্ত এই লোকেরা দুই শত বারো জন ছিল; তাহাদের গ্রামানুসারে তাহাদের বংশাবলি রচিত হইয়াছিল, এবং দায়ূদ্ ও শিমূয়েল্ প্রদর্শক তাহাদিগকে এই নিরূপিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। [২৩] অতএব তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা পরমেশ্বরের মন্দিরের কিম্বা আবাসের দ্বারের কর্ম্মে পালানুক্রমে নিযুক্ত হইত। [২৪] এই দ্বারপালেরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ চারি দিগে থাকিত। [২৫] এবং মধ্যে২ তাহাদের গ্রামস্থ ভ্রাতৃগণ সপ্তাহের নিমিত্তে তাহাদের নিকটে আসিত। [২৬] কেননা লেবীয়দের মধ্যে চারি জন প্রধান দ্বারপাল আপন২ নিরূপিত পদে নিত্য থাকিয়া ঈশ্বরের মন্দিরের কুঠরী ও ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ছিল।

[২৭] তাহাদের প্রতি রক্ষার ভার ছিল; তাহারা ঈশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিগে শয়ন করিত, এবং প্রতি প্রাতে দ্বার খুলিত। [২৮] এবং তাহাদের কতক লোক সেবার পাত্র সকল রক্ষা করিতে ও সংখ্যানুসারে ভিতরে ও বাহিরে আনিতে নিযুক্ত ছিল। [২৯] আর কতক লোক পবিত্র স্থানের পাত্র ও সূজি ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও কুন্দুরু ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি সকল সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত ছিল। [৩০] এবং যাজকদের কএক পুত্র সুগন্ধিদ্রব্যের তৈল প্রস্তুত করিত। [৩১] এবং লেবীয়দের মধ্যে কোরহীয় শল্লুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মত্তথিয় পাকস্থালীর সামগ্রীর রক্ষক ছিল। [৩২] এবং তাহাদের কিহাতীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে কতক লোক প্রতি বিশ্রামবারে দর্শনরুটী প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিল। [৩৩] এবং লেবীয়দের প্রধান পিতৃলোক যে২ গায়ক, তাহারা কুঠরীর কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, কেননা তাহারা দিবারাত্রি সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল; [৩৪] এবং তাহারা আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে লেবীয় পিতৃবংশের মধ্যে প্রধান হইয়া যিরূশালমে বাস করিত।

[৩৫] আর গিবিয়োনের পিতা যিয়ীয়েল্ গিবিয়োনে বাস করিত, তাহার ভার্য্যার নাম মাখা ছিল। [৩৬] তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন্, ও অপর পুত্র সূর ও কীশ্ ও বাল ও নের ও নাদব্ [৩৭] ও গিদোর ও অহিয়ো ও সিখরিয় ও মিক্লোৎ। [৩৮] এবং মিক্লোতের পুত্র শিমিয়াম্; ইহারা আপনাদের ভ্রাতৃগণের নিকটে যিরূশালমে বাস করিত। [৩৯] এবং নেরের পুত্র কীশ, ও কীশের পুত্র শৌল ও শৌলের পুত্র যোনাথন্ ও মল্কীশূয় ও অবীনাদব্ ও ইশ্‌বাল্। [৪০] এবং যোনাথনের পুত্র মিরীব্বাল ও মিরীব্বালের পুত্র মীখা। [৪১] এবং মীখার পুত্র পিথোন ও মেলক ও তহরেয়, (এবং আহস);

[৪২] ও আহসের পুত্র যার, ও যারের পুত্র আলেমৎ ও অস্মাবৎ ও সিম্রি, ও সিম্রির পুত্র মোৎসা। [৪৩] ও মোৎসার পুত্র বিনিয়া, ও বিনিয়ার পুত্র রিফায়, ও রিফায়ের পুত্র ইলীয়াসা, ও ইলীয়াসার পুত্র আৎসেল্। [৪৪] এবং আৎসেলের ছয় পুত্র, তাহাদের নাম অস্রীকাম ও বোখিরু ও ইস্মায়েল্ ও শিয়রিয় ও ওবদিয় ও হানন; এই সকল আৎসেলের সন্তান।

১০ অধ্যায়।

১ শৌলের পরাস্ত হওন, ৮ ও পিলেষ্টীয়দের জয়, ১১ ও যাবেশ-গিলিয়দীয় লোকদের সাহস, ১৩ ও পাপপ্রযুক্ত শৌলের মরণের কথা।

[১] পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের সম্মুখহইতে পলায়ন করিয়া গিল্বোয় পর্ব্বতে আহত হইয়া পড়িল। [২] এবং পিলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাহার পুত্রগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া শৌলের পুত্র যোনাথন্‌কে ও অবীনাদব্‌কে ও মল্কীশূয়কে বধ করিল। [৩] এবং শৌলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইলে ধনুর্দ্ধরেরা তাহাকে বাণ মারিলে শৌল ধনুর্বাণধারি লোককর্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইল। [৪] তাহাতে শৌল্ আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, তোমার খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আমাকে আঘাত কর; নতুবা কি জানি, এই অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমার অপমান করিবে। কিন্তু তাহার অস্ত্রবাহক অতিশয় ভীত হওন প্রযুক্ত সম্মত হইল না; অতএব শৌল আপনি খড়্গ লইয়া তাহার উপরে পড়িল। [৫] তাহাতে শৌল মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহার অস্ত্রবাহকও আপন খড়্গের উপরে পড়িয়া মরিল। [৬] এই প্রকারে শৌল ও তাহার তিন পুত্র ও সমস্ত পরিবার এক কালে মরিল।

[৭] অপর (লোকেরা) পলায়ন করিয়াছে, এবং শৌল ও তাহার পুত্রগণ মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তলভূমি নিবাসি তাবৎ ইস্রায়েল্ লোকেরা আপন২ নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা আসিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিল।

[৮] পরদিনে পিলেষ্টীয়েরা হত লোকদের বস্ত্রাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্বোয় পর্ব্বতে পতিত শৌলকে ও তাহার পুত্রদিগকে পাইল। [৯] তাহাতে তাহারা তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার মস্তক ও সজ্জাদি লইয়া আপনাদের প্রতিমাগণের ও লোকদের নিকটে সংবাদ ঘোষণা করণার্থে পিলেষ্টীয়দের দেশের চতুর্দ্দিগে প্রেরণ করিল। [১০] এবং তাহারা তাহার সজ্জা আপনাদের দেবতার মন্দিরে রাখিল, এবং তাহার মুণ্ড দাগোনের মন্দিরে টাঙ্গাইয়া দিল।

[১১] পরে যাবেশ্-গিলিয়দের লোকেরা শৌলের প্রতি কৃত পিলেষ্টীয়দের এই সমস্ত ব্যবহারের সংবাদ পাইলে [১২] তাবৎ বলবান লোক উঠিয়া শৌলের ও তাহার পুত্রগণের শরীর তুলিয়া লইয়া যাবেশে আনিয়া তাহাদের অস্থি যাবেশস্থ এক এলা বৃক্ষের তলে পুতিয়া রাখিল; পরে সাত দিবস উপবাস করিল।

[১৩] শৌল পরমেশ্বরের বিধি পালন না করাতে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধী হইয়াছিল, এবং তত্ত্ব জানিতে ভূতুড়িয়ার কাছে পরামর্শ লইয়াছিল, এই কারণ মরিল। [১৪] সে পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা না করাতে তিনি তাহাকে বধ করিয়া যিশয়ের পুত্র দায়ূদের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

১১ অধ্যায়।

১ হিব্রোণে দায়ূদের রাজা হওন, ৪ ও যিরূশালমকে জয় করণ, ১০ ও প্রথম তিন প্রধান সেনাপতির কথা, ১৫ ও তাহাদের কর্ম্ম, ২০ ও দ্বিতীয় তিন প্রধান সেনাপতির কথা, ২৬ ও প্রধান লোকদের নাম।

[১] পরে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার অস্থি ও মাংস। [২] আর পূর্ব্বে যখন শৌল আমাদের রাজা ছিল, তখনও তুমি ইস্রায়েল্‌কে বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন করাইতা, এবং 'তুমি আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে চরাইবা, ও তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অগ্রগামী হইবা,' এই কথা তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে কহিয়াছেন। [৩] এই রূপে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীন লোক হিব্রোণে রাজার নিকটে আইল; তাহাতে দায়ূদ্ হিব্রোণে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের সহিত নিয়ম করিলে তাহারা শিমুয়েলের প্রমুখাৎ পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে ইস্রায়েলের উপরে দায়ূদ্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

[৪] অপর দায়ূদ্ ও তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক যিরূশালমে অর্থাৎ যিবূষে গেল; তৎকালে দেশোৎপন্ন যিবূষীয়েরা সেই স্থানে বাস করিত। [৫] তাহাতে যিবূষের নিবাসিরা দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবা না; তথাপি দায়ূদ্ সিয়োন্ দুর্গ অর্থাৎ দায়ূদ্‌নগর হস্তগত করিল। [৬] এবং দায়ূদ্ আজ্ঞা করিল, যে কেহ প্রথমে যিবূষীয়দিগকে বধ করিবে, সে প্রধান সেনাপতি হইবে; তাহাতে সিরূয়ার পুত্র যোয়াব্ প্রথমে গমন করাতে প্রধান সেনাপতি হইল। [৭] অনন্তর দায়ূদ্ সেই দুর্গে বাস করিলে লোকেরা তাহার নাম দায়ূদের নগর রাখিল। [৮] এবং সে চারি দিগে অর্থাৎ মিল্লো অবধি

চারি দিগে নগর সারিল, এবং যোয়াব্ নগরের অবশিষ্ট স্থান সারিল। [৯] পরে দায়ূদ্ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মহান্ হইল, এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী থাকিলেন।

[১০] ইস্রায়েলের বিষয়ে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে দায়ূদ্‌কে রাজা করণার্থে দায়ূদের এই প্রধান পরাক্রমি লোকেরা তাবৎ ইস্রায়েলের সহিত রাজ্যে তাহার প্রবল সহকারী হইল। [১১] দায়ূদের প্রধান ২ লোকের সংখ্যা এই। যে হক্‌মোনীয় যাশবিয়াম্ রথিদের মধ্যে প্রধান ছিল, সে এক সময়ে হত তিন শত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইল। [১২] অপর অহোহীয় দোদয়ের পুত্র ইলিয়াসর্, সে (প্রথম) তিন পরাক্রমির মধ্যে এক জন ছিল। [১৩] সে এফস্‌দম্মীমে দায়ূদের সঙ্গে ছিল; সেই স্থানে এক যবক্ষেত্রের নিকটে পিলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিতে একত্র হইলে যখন লোকেরা পিলেষ্টীয়দের হইতে পলায়ন করিল, [১৪] তখন ইহারা সেই ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা রক্ষা করিল, এবং পিলেষ্টীয়দিগকে বধ করিল, তাহাতে পরমেশ্বর মহাজয় করাইলেন।

[১৫] ত্রিশ প্রধান লোকের মধ্যে এই তিন জন অদুল্লম্ গুহার দুরাক্রম স্থানে দায়ূদের নিকটে আইলে পিলেষ্টীয়দের সৈন্যগণ রিফায়ীম্ তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, [১৬] এবং বৈৎলেহমেও পিলেষ্টীয়দের এক দল সৈন্য ছিল। [১৭] অপর দায়ূদ্ দুরাক্রম স্থানে থাকিয়া পিপাসাযুক্ত হইয়া কহিল, হায়! কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল আনিয়া পান করিতে দিবে? [১৮] তাহাতে সেই তিন লোক পিলেষ্টীয়দের সৈন্য মধ্যদিয়া যাইয়া বৈৎলেহমের দ্বার নিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের নিকটে আইল, কিন্তু দায়ূদ্ তাহা পান করিতে সম্মত না হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলিল। [১৯] এবং কহিল, হে আমার ঈশ্বর, এমত কর্ম্ম যেন আমি না করি। আমি কি এই মনুষ্যদিগকে প্রাণপণ করাইয়া ইহাদের রক্ত পান করিব? ইহারা প্রাণপণ পূর্ব্বক এই জল আনিল। সে তাহা পান করিতে সম্মত হইল না, কিন্তু ঐ তিন জন বলবান এমত কর্ম্ম করিল।

[২০] আর যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয় (অন্য) তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিল; সে তিন শত হত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া তিনের মধ্যে নামলব্ধ হইল। [২১] ঐ তিনের মধ্যে অন্য দুইহইতে সে অধিক মর্য্যাদাপন্ন হইয়া তাহাদের সেনাপতি হইল, তথাচ প্রথম তিনের তুল্য ছিল না। [২২] এবং অনেক কার্য্যকারি কব্‌সেলীয় এক বলবানের পৌত্র যিহোয়াদার পুত্র যে বিনায়, সে সিংহতুল্য দুই মোয়াবীয় লোককে বধ করিল; তদ্ভিন্ন সে হিমানীর সময়ে গর্ত্তের মধ্যে যাইয়া এক সিংহকে মারিল। [২৩] এবং সে পাঁচ হস্ত দীর্ঘ বৃহৎকায় এক মিস্রীয়কে বধ করিল; ঐ মিস্রীয়ের হস্তে তন্তুবায়ের নরাজের ন্যায় এক বড়শা, এবং ইহার হস্তে এক দণ্ড ছিল; পরে সে যাইয়া মিস্রীয়ের হস্তহইতে বড়শা কাড়িয়া লইয়া তাহার বড়শাদ্বারা তাহাকে বধ করিল। [২৪] যিহোয়াদার পুত্র বিনায় এই সকল কর্ম্ম করিল, তাহাতে সে (দ্বিতীয়) তিন পরাক্রমির মধ্যে নামলব্ধ হইল। [২৫] সে ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন ছিল, কিন্তু প্রথম তিনের তুল্য ছিল না; এবং দায়ূদ্ আত্মরক্ষার্থে তাহাকে সেনাপতি করিল।

[২৬] সৈন্যগণের মধ্যে এই সকল লোক বীর ছিল, যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল্, ও বৈৎলেহমস্থ দোদয়ের পুত্র ইল্‌হানন; [২৭] ও হরোরীয় শম্মোৎ, ও পিলোনীয় হেলস্; [২৮] ও তিকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা, ও অনাথোতীয় অবীয়েষর্; [২৯] ও হূশাতীয় সিব্বিখয়, ও অহোহীয় ঈলয়; [৩০] ও নিটোফাতীয় মহরয়, ও নিটোফাতীয় বানার পুত্র হেলদ্; [৩১] ও বিন্যামীন্ বংশের গিবিয়া নিবাসি রীবয়ের পুত্র ইত্তয়; এবং পিরিয়াথোনীয় বিনায়; [৩২] ও নহল্-গাশ্ নিবাসি হূরয়, ও অর্ব্বতীয় অবীয়েল্; [৩৩] ও বাহরূমীয় অস্মাবৎ, ও শাল্‌বীয় ইলিয়হব; [৩৪] ও গিষোণীয় বিনেহাষেম্, ও হরারীয় শাগির পুত্র যোনাথন; [৩৫] ও হরারীয় সাখরের পুত্র অহীয়াম, ও উরের পুত্র ইলীফাল; [৩৬] ও মিখেরাতীয় হেফর্, ও পিলোনীয় অহিয়; [৩৭] ও কর্ম্মিলীয় হিষ্রয়, ও ইষ্বয়ের পুত্র নারয়; [৩৮] ও নাথনের ভ্রাতা যোয়েল্ ও হগ্রির পুত্র মিভর; [৩৯] ও অম্মোনীয় সেলক্, ও সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোতীয় নহরয়; [৪০] ও যিত্রীয় ঈরা, ও যিত্রীয় গারেব; [৪১] ও হিত্তীয় উরিয়, ও অহলয়ের পুত্র সাবদ্; [৪২] ও রূবেণীয় শীষার পুত্র অদীনা; সে রূবেণীয়দের সেনাপতি ছিল, ও তাহার অনুগামী ত্রিশ জন ছিল; এবং মাখার পুত্র হানন্, ও মিত্নীয় যোশাফট্; [৪৪] ও অস্তিরোতীয় উষিয়, ও অরোয়েরীয় হোথমের দুই পুত্র শাম ও যিয়ীয়েল্, [৪৫] ও শিম্রির পুত্র যিদীয়েল্, ও তাহার ভ্রাতা তীষীয় যোহা; [৪৬] ও মহবীয় ইলীয়েল্, ও ইল্‌নামের দুই পুত্র যিরীবয় ও যোশবিয়, ও মোয়াবীয় যিৎমা; [৪৭] ও ইলীয়েল্ ও ওবেদ্ ও মিষোবায়ীয় যাসীয়েল্।

১২ অধ্যায়।

১ দায়ূদের বিন্যামীনীয় উপকারিদের নাম, ৮ ও গাদীয় উপকারিদের নাম, ১৬ ও অমাসার প্রতি দায়ূদের কথা, ১৯ ও মিনশির কতক লোকের কথা, ২৩ ও তাবৎ বংশের উপকারিদের সংখ্যা।

[১] যে সময়ে দায়ূদ্ কীশের পুত্র শৌলের ভয়ে সিক্লগে কদ্ধ ছিল, তৎকালে এই সকল লোক দায়ূদের নিকটে আসিয়াছিল; তাহারা বীরের মধ্যে গণিত ও যুদ্ধে উপকারী ছিল। [২] এবং ধনুর্দ্ধারী এবং বাম হস্তের ও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা প্রস্তর ও ধনুর্বাণ নিক্ষেপণে নিপুণ, এমত বিন্যামীনীয় শৌলের কতক ভ্রাতৃগণ তাহাদের মধ্যে ছিল। [৩] তাহাদের মধ্যে গিবিয়াতীয় শিমায়ের পুত্র অহীয়েষর ও যোয়াশ্ প্রধান; অপর অস্‌মাবতের পুত্র যিষীয়েল ও পেলট ও বিরাখা ও অনাথোতীয় যেহূ; [৪] এবং ত্রিশ জনের মধ্যে বলবান ও ত্রিশের উপরে নিযুক্ত গিবিয়োনীয় যিশ্‌ময়িয় ও যিরিমিয় ও যহসীয়েল্ ও যোহানন্ ও গিদেরাথীয় যোষাবদ্; [৫] ও ইলিয়ূষয় ও যিরেমোৎ ও বালিয়া ও শিমরিয় ও হরুফীয় শিফটিয়; [৬] ও ইল্‌কানা ও যিশিয় ও অসরেল [৭] ও যোয়েষর ও যাশবিয়াম্; এই সকল কোরহীয় লোক; ও গিদোর নিবাসি যিরোহমের পুত্র যোয়েলা ও সিবদিয়।

[৮] আর গাদীয়দের মধ্যে যুদ্ধযোগ্য বলবান কতক লোক ঢাল ও বড়শা ধারণ করিয়া প্রান্তরস্থিত দুরাক্রম স্থানে দায়ূদের নিকটে আসিয়াছিল; সিংহের মুখের ন্যায় তাহাদের মুখ ও পর্ব্বতস্থ হরিণের ন্যায় দ্রুতগামি চরণ ছিল। [৯] প্রথম এষর্, ও দ্বিতীয় ওবদিয়, ও তৃতীয় ইলীয়াব্; [১০] ও চতুর্থ মিশ্‌মন্না, ও পঞ্চম যিরিমিয়; [১১] ও ষষ্ঠ অত্তয়, ও সপ্তম ইলীয়েল; [১২] ও অষ্টম যোহানন্, ও নবম ইলসাবদ্, [১৩] ও দশম যিরিমিয়, ও একাদশ মগবন্নয়। [১৪] গাদ বংশীয় এই লোকেরা সেনাপতি ছিল, অর্থাৎ ক্ষুদ্র জন শতপতি ও মহৎ লোক সহস্রপতি ছিল। [১৫] প্রথম মাসে যে সময়ে যর্দ্দন নদীর জলে তট পূর্ণ ছিল, তখন ইহারা তাহা পার হইয়া পূর্ব্বদিগে ও পশ্চিম দিগে প্রান্তরস্থ তাবৎ লোককে পলায়ন করাইয়াছিল।

[১৬] অপর বিন্যামীনের ও যিহূদার কতক লোক দায়ূদের নিকটে দুরাক্রম স্থানে আইলে [১৭] দায়ূদ্ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিল, যদি তোমরা আমার উপকারার্থে নির্ব্বিরোধে আমার কাছে আসিয়া থাক, তবে আমার মন তোমাদের প্রতি একাগ্র হইবে; কিন্তু আমার কোন দৌরাত্ম্য না থাকিলেও যদি আমাকে শত্রুহস্তগত করণার্থে আসিয়া থাক, তবে আমাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর তাহা দেখিয়া অনুযোগ করুন। [১৮] তখন প্রধান রথি অমাসয়ের প্রতি আত্মা আবির্ভূত হইলে সে কহিল, হে দায়ূদ্, আমরাই তোমার পক্ষীয়, ও হে যিশয়ের পুত্র, আমরা তোমার সঙ্গি লোক; মঙ্গল হউক, তোমারই মঙ্গল হউক, ও তোমার উপকারিদের মঙ্গল হউক, কেননা তোমার ঈশ্বর তোমার উপকার করেন। তখন দায়ূদ্ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া আপনার সৈন্যদলের সেনাপতি করিল।

[১৯] পরে দায়ূদ্ শৌলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে পিলেষ্টীয়দের মধ্যে গমন করিলে মিনশি বংশের কতক লোক দায়ূদের পক্ষ হইল; কিন্তু পিলেষ্টীয়দের উপকার করা তাহাদের হইল না, কেননা পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ মন্ত্রণা করিয়া এই কথা কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল, এ আমাদের মুণ্ড দিয়া আপন প্রভু শৌলের সহিত মিলন করিবে। [২০] পরে দায়ূদ্ সিক্লগে যাইতেছিল, এমত সময়ে মিনশীয়দের মধ্যগত অদ্‌নহ ও যোষাবদ্ ও যিদীয়েল্ ও মীখায়েল্ ও যোষাবদ্ ও ইলীহূ ও সিল্লিথয়, মিনশীয় এই সহস্রপতিরা তাহার পক্ষ হইল। [২১] তাহারা সকলে দস্যুদলের বিপক্ষে দায়ূদের উপকার করিল, কারণ তাহারা মহাবীর ও সেনাপতি ছিল। [২২] সেই সময়ে দায়ূদের উপকারার্থে দিনে ২ সৈন্যগণ আগমন করাতে ঈশ্বরের সৈন্যের ন্যায় মহাসৈন্য হইল।

[২৩] আর যে লোকেরা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে শৌলের রাজ্য দায়ূদ্‌কে দিবার জন্যে যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া হিব্রোণে তাহার নিকটে গিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা এই। [২৪] যিহূদা বংশের ঢাল ও বড়শা ও যুদ্ধবেশধারী ছয় সহস্র আট শত লোক। [২৫] শিমিয়োন্ বংশের যুদ্ধে মহাবীর সাত সহস্র এক শত লোক। [২৬] এবং লেবি বংশের চারি সহস্র ছয় শত লোক। [২৭] এবং হারোণ্ বংশের অধ্যক্ষ যিহোয়াদা, ও তাহার অনুগামি তিন সহস্র সাত শত লোক। [২৮] এবং যুব মহাবীর সাদোক, ও তাহার পিতৃবংশের বাইশ জন প্রধান লোক। [২৯] এবং শৌলের জ্ঞাতি বিন্যামীন্ বংশের তিন সহস্র লোক। কিন্তু সেই সময় পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকাংশ লোক শৌল বংশের পক্ষ ছিল। [৩০] এবং ইফ্রয়িম্ বংশের বিংশতি সহস্র আট শত পরাক্রমি লোক, তাহারা আপন ২ পিতৃবংশে বিখ্যাত ছিল। [৩১] এবং মিনশির অর্দ্ধ বংশের আঠার সহস্র লোক, তাহারা আসিয়া দায়ূদ্‌কে রাজা করিতে

আপন২ নামে নিমন্ত্রিত হইল। [৩২] এবং ইষাখর্ বংশের দুই শত প্রধান লোক, তাহারা বুদ্ধিমান, ও বিশেষ সময়ে ইস্রায়েল্ লোকদের কি কর্ত্তব্য তাহা জানিত, ও তাহাদের ভ্রাতা সকল তাহাদের আজ্ঞাবহ ছিল। [৩৩] এবং সিবূলূন বংশের যুদ্ধে গমনকারী ও ব্যূহ করণে নিপুণ এবং যুদ্ধাস্ত্রধারী ও সঙ্গ্রামে একমনা পঞ্চাশ সহস্র লোক। [৩৪] এবং নপ্তালি বংশের এক সহস্র সেনাপতি ও তাহাদের সহিত ঢাল ও বড়শাধারি সাঁইত্রিশ সহস্র লোক। [৩৫] এবং দান্ বংশের ব্যূহরচনা করণে নিপুণ আটাইশ সহস্র ছয় শত লোক। [৩৬] এবং আশের্ বংশের ব্যূহরচনা করণে নিপুণ চল্লিশ সহস্র যোদ্ধা লোক। [৩৭] এবং যর্দ্দনের ওপারস্থ রূবেন্ বংশের ও গাদ্ বংশের ও মিনশির অর্দ্ধবংশের যুদ্ধার্থে সকল প্রকার অস্ত্রধারি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক। [৩৮] দায়ূদ্কে ইস্রায়েলের রাজা করণার্থে যুদ্ধে ও ব্যূহ রক্ষণে নিপুণ এই সকল লোকেরা সরল অন্তঃকরণের সহিত হিব্রোণে আইল, এবং ইস্রায়েলের অবশিষ্ট তাবৎ লোকও দায়ূদ্কে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে একমনা হইল। [৩৯] এবং তাহারা তিন দিবস সেখানে দায়ূদের সহিত থাকিয়া ভোজন পান করিল, কেননা তাহাদের ভ্রাতৃগণ তাহাদের জন্যে আয়োজন করিয়াছিল। [৪০] অধিকন্তু তাহাদের প্রতিবাসি ইষাখর্ ও সিবূলূন্ ও নপ্তালির লোকেরা গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ও অশ্বতর ও বলদের উপরে খাদ্য দ্রব্য, অর্থাৎ গোধূমজ দ্রব্য ও ডুম্বুরের চাক ও দ্রাক্ষার থলুয়া ও দ্রাক্ষারস ও তৈল, এবং বলদ ও মেষ বাহুল্যরূপে আনিল, কেননা ইস্রায়েল্ লোকদের বড় আনন্দ হইল।

১৩ অধ্যায়।

১ নিয়মসিন্দুক আনিতে দায়ূদের পরামর্শ, ৯ ও আনিবার সময়ে উষের হত হওন।

[১] পরে দায়ূদ্ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের ও তাবৎ অধ্যক্ষের সহিত মন্ত্রণা করিল। [২] এবং দায়ূদ্ ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীকে কহিল, যদি ইহা তোমাদের তুষ্টিকর ও প্রভু পরমেশ্বরের অভিমত হয়, তবে তাবৎ ইস্রায়েল দেশনিবাসি আমাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ এবং আপন ২ প্রান্তরবিশিষ্ট নগরনিবাসি যাজকগণ ও লেবীয়েরা যেন আমাদের নিকটে একত্র হয়, এই জন্যে আইস, আমরা তাহাদের সর্ব্বত্র লোক পাঠাই। [৩] আমরা আপন ঈশ্বরের সিন্দুক পুনর্ব্বার আপনাদের কাছে আনিব, কেননা শৌলের সময়ে আমরা তাঁহার অন্বেষণ করি নাই। [৪] তাহাতে এই বিষয় সকল লোকের দৃষ্টিতে উত্তম বোধ হওয়াতে তাবৎ মণ্ডলী তাহা করিতে স্বীকার করিল। [৫] পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমহইতে ঈশ্বরের সিন্দুক আনিবার জন্যে দায়ূদ্ মিসরের শীহোর নদী অবধি হমাতে প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত তাবৎ ইস্রায়েল্কে একত্র করিল। [৬] এবং দায়ূদ্ ও তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক 'কিরূবদ্বয়েতে উপবিষ্ট পরমেশ্বর' এই নামে বিখ্যাত ঈশ্বরের সিন্দুক বাহ্লা অর্থাৎ যিহূদার অধিকারস্থ কিরিয়ৎ-যিয়ারীমহইতে আনিতে সেই স্থানে গেল। [৭] পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক এক নূতন শকটে আরোহণ করাইয়া অবীনাদবের গৃহহইতে আনিল, এবং উষঃ ও অহিয়ো ঐ শকট চালাইল। [৮] পরে দায়ূদ্ ও তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক আপন২ তাবৎ শক্তিতে গান এবং বীণা ও নবল ও তবল ও করতাল ও তূরী বাদ্যদ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনন্দ করিল।

[৯] পরে তাহারা কীদোনের শস্যমর্দ্দন স্থানে উপস্থিত হইলে বলদ যোঁয়ালিহইতে বাহির হইল; তাহাতে উষঃ ঐ সিন্দুক ধরিতে হস্ত বিস্তার করিল। [১০] তখন উষের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সিন্দুকের প্রতি তাহার হস্ত বিস্তার করণ প্রযুক্ত তিনি সেই স্থানে তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে সেই স্থানে ঈশ্বরের সাক্ষাতে মরিল। [১১] পরমেশ্বর উষের প্রতি আঘাত করিলেন, এই জন্যে দায়ূদ্ অসন্তুষ্ট হইল, এবং সেই স্থানের নাম পেরস্-উষঃ (উষের আঘাত স্থান) রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে। [১২] এবং দায়ূদ্ ঐ দিবসে ঈশ্বরহইতে ভীত হইয়া কহিল, তবে ঈশ্বরের সিন্দুক কি প্রকারে আমার বাটীতে আনিব? [১৩] পরে দায়ূদ্ সেই সিন্দুক আপনার নিকটে দায়ূদ্নগরে না আনিয়া (পথের) পার্শ্বস্থ গাত্তীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে লইয়া রাখিল। [১৪] তাহাতে ঈশ্বরের সিন্দুক ওবেদ-ইদোমের বাটীতে তাহার পরিবারের কাছে তিন মাস থাকিলে পরমেশ্বর ওবেদ্-ইদোমের ও তাহার সর্ব্বস্বের মঙ্গল করিলেন।

১৪ অধ্যায়।

১ দায়ূদের প্রতি হীরমের অনুগ্রহ, ৩ ও দায়ূদের পুত্রগনের নাম, ৮ ও পিলেষ্টীয়দিগকে দুই বার জয় করণ।

[১] পরে সোরের রাজা হীরম্ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে দায়ূদের নিকটে দূতদ্বারা এরস্ কাষ্ঠ ও রাজ ও সূত্রধর লোককে প্রেরণ করিল। [২] তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রায়েলের রাজত্বপদে আমাকে স্থির করিলেন, এবং তাঁহার প্রজা

ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে আমার রাজ্যের উন্নতি হইল, ইহা দায়ূদ্ বুঝিল।

[3] অপর দায়ূদ্ যিরূশালমে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিল, তাহাতে দায়ূদের আরো পুত্র ও কন্যা জন্মিল। [4] যিরূশালমে শম্মূয় ও শোবব্ ও নাথন্ ও সুলেমান্, [5] ও যিভর্ ও ইলীশূয় ও ইল্পেলট্, [6] ও নোগহ ও নেফগ্ ও যাফিয়, [7] ও ইলীশামা ও বীলিয়াদা ও ইলীফেলট্ নামে তাহার এই সকল পুত্র জন্মিল।

[8] পরে দায়ূদ্ তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত হইল, এই কথা শুনিয়া তাবৎ পিলেষ্টীয়েরা দায়ূদের অন্বেষণে আইল, এবং দায়ূদ্ তাহা শুনিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বহির্গমন করিলে [9] পিলেষ্টীয়েরা আসিয়া রিফায়ীম্ তলভূমিতে বিস্তারিত হইল। [10] পরে দায়ূদ্ ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি পিলেষ্টীয়দের নিকটে যাইব? তুমি কি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা? তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, যাও, আমি তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমপণ করিব। [11] অপর তাহারা বাল্পিরাসীমে আইলে দায়ূদ্ সেই স্থানে তাহাদিগকে প্রহার করিল। পরে দায়ূদ্ কহিল, ঈশ্বর আমার হস্তদ্বারা আমার শত্রুগণকে জলজন্য সেতুভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করিলেন, এই জন্যে সেই স্থানের নাম বাল্পিরাসীম্ (দেবতার ভগ্ন স্থান) রাখা গেল। [12] পরে তাহারা আপনাদের প্রতিমাগণকে পরিত্যাগ করিলে লোকেরা দায়ূদের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

[13] পরে পিলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া সেই তলভূমিতে বিস্তারিত হইল। [14] তাহাতে দায়ূদ্ ঈশ্বরকে আর বার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, তুমি তাহাদের পশ্চাতে যাইও না, কিন্তু তাহাদের হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাকা বৃক্ষের সম্মুখে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবা। [15] বাকা বৃক্ষের মস্তকে গমনের শব্দ শুনিলে তুমি যুদ্ধ করিতে যাইবা; কেননা ঈশ্বর পিলেষ্টীয়দের সৈন্য বধ করণার্থে তোমার সম্মুখে অগ্রসর হইবেন। [16] পরে দায়ূদ্ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া গিবিয়োন্ অবধি গেষরে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয় সৈন্যদিগকে বধ করিল। [17] তাহাতে দায়ূদের কীর্ত্তি তাবৎ দেশ ব্যাপিল, এবং পরমেশ্বরদ্বারা অন্যদেশীয় লোক সকল তাহাহইতে ত্রাসযুক্ত হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ নিয়মসিন্দুক আনিতে লেবিদিগকে ও যাজকদিগকে দায়ূদের নিযুক্ত করণ, ১১ ও সাদোক্ ও অবিয়াথর্ প্রভৃতিকে আজ্ঞা দেওন, ১৬ ও অন্য লেবীয় গায়ককে নিযুক্ত করণ, ২৫ ও সিন্দুক আনয়ন, ২৯ ও মীখলের দায়ূদকে তুচ্ছ করণ।

[1] পরে দায়ূদ্ দায়ূদ্নগরে আপনার জন্যে গৃহ নির্ম্মাণ করাইল, এবং ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিল, ও তাহার নিমিত্তে আবাস বিস্তার করিল।

[2] অপর দায়ূদ্ আজ্ঞা করিল, ঈশ্বরের সিন্দুক বহন করিতে লেবীয় লোক ব্যতিরেকে আর কাহারো অধিকার নাই; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক বহিতে ও নিত্য তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পরমেশ্বর কেবল তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। [3] পরে দায়ূদ্ ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্যে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই স্থানে তাহা আনিবার নিমিত্তে তাবৎ ইস্রায়েল্কে যিরূশালমে একত্র করিল। [4] এবং দায়ূদ্ হারোণ্ বংশকে ও লেবি বংশকে একত্র করিল। [5] কিহাৎ বংশের মধ্যে প্রধান ঊরীয়েল্, ও তাহার এক শত বিংশতি ভ্রাতা। [6] এবং মিরারি বংশের মধ্যে প্রধান অসায়, ও তাহার দুই শত বিংশতি ভ্রাতা। [7] আর গের্শোন্ বংশের মধ্যে প্রধান যোয়েল্, ও তাহার এক শত ত্রিংশৎ ভ্রাতা। [8] এবং ইলীষাফন্ বংশের মধ্যে প্রধান শিময়িয়, ও তাহার দুই শত ভ্রাতা। [9] এবং হিব্রোণ্ বংশের মধ্যে প্রধান ইলীয়েল্ ও তাহার আশী জন ভ্রাতা। [10] এবং উষীয়েল্ বংশের মধ্যে প্রধান অম্মীনাদব্, ও তাহার এক শত বারো ভ্রাতা।

[11] পরে দায়ূদ্ সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজককে ও লেবিদিগকে, অর্থাৎ ঊরীয়েল্কে ও অসায়কে* ও যোয়েল্কে ও শিময়িয়কে ও ইলীয়েল্কে ও অম্মীনাদব্কে ডাকিয়া তাহাদিগকে কহিল, [12] আমি ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সিন্দুকের জন্যে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছি, সে স্থানে তাহা আনিবার জন্যে লেবীয় পিতৃবংশের প্রধান যে তোমরা, তোমরা ও তোমাদের ভ্রাতারা আপনাদিগকে পবিত্র কর। [13] কেননা তোমরা অগ্রে তাহা কর নাই, এই জন্যে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে ভগ্নতা করিলেন, কারণ আমরা বিধিমতে তাঁহার অন্বেষণ করি নাই। [14] পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সিন্দুক আনিবার নিমিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র করিল। [15] এবং পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে মূসা যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ লেবি বংশ সাঙ্গদ্বারা আপন স্কন্ধে ঈশ্বরের সিন্দুক বহন করিল।

[16] দায়ূদ্ লেবীয়দের প্রধানদিগকে আরও কহিল, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে

আপনাদের গায়ক ভ্রাতৃগণকে নবল ও বীণা ও করতাল ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র দিয়া নিযুক্ত কর। [১৭] তাহাতে লেবীয়েরা যোয়েলের পুত্র হেমনকে, ও তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে বেরিখিয়ের পুত্র আসফকে, ও তাহাদের ভ্রাতা যে মিরারি বংশ, তাহাদের মধ্যে কূশায়ার পুত্র এথনকে নিযুক্ত করিল। [১৮] এবং তাহাদের সহিত তাহাদের দ্বিতীয় পদস্থ ভ্রাতাদিগকে, অর্থাৎ সিখরিয় ও বিন্‌ ও যাসীয়েল্‌ ও শিমীরামোৎ ও যিহীয়েল্‌ ও উন্নি ও ইলীয়াব্‌ ও বিনায় ও মাসেয় ও মত্তথিয় ও ইলীফিলেহূ ও মিগ্নেয় ও ওবেদ্-ইদোম্‌ ও যিয়ূয়েল্‌, এই সকল দ্বারপালকে নিযুক্ত করিল। [১৯] অতএব হেমন্‌ ও আসফ ও এথন্‌ গায়ক পিত্তলের করতালের ধ্বনি করিতে, [২০] ও সিখরিয় ও অসীয়েল্‌ ও শিমীরামোৎ ও যিহীয়েল্‌ ও উন্নি ও ইলীয়াব্‌ ও মাসেয় ও বিনায় অলামোতে নবল বাজাইতে, [২১] এবং মত্তথিয় ও ইলীফিলেহূ ও মিগ্নেয় ও ওবেদ্-ইদোম্‌ ও যিয়ূয়েল্‌ ও অসসিয় শিমিনীতে জয়ধ্বনি করিতে ও বীণা বাজাইতে নিযুক্ত হইল। [২২] এবং লেবীয়দের মধ্যে প্রধান যে কিননিয়, সে গান করণে নিপুণ ছিল, অতএব সে গান বিষয়ে আজ্ঞা দিত। [২৩] এবং বেরিখিয় ও ইল্‌কানা সিন্দুকের দ্বাররক্ষক ছিল। [২৪] এবং ঈশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে শিবনিয় ও যিহোশাফট্‌ ও নিথনেল্‌ ও অমাসয় ও সিখরিয় ও বিনায় ও ইলীয়েষর্‌ এই সকল যাজক তূরী বাজাইত, এবং ওবেদ্-ইদোম ও যিহিয় সিন্দুকের দ্বাররক্ষক ছিল।

[২৫] পরে দায়ূদ ও ইস্রায়েলের প্রাচীন লোকেরা ও সহস্রপতিরা আনন্দ করিয়া ওবেদ্-ইদোমের গৃহহইতে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনিতে গেল। [২৬] এবং ঈশ্বর পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহক লেবিদিগের সাহায্য করাতে তাহারা সাত বলদ ও সাত মেষ উৎসর্গ করিল। [২৭] এবং দায়ূদ ও সিন্দুকবাহক লেবীয়েরা ও গায়কেরা ও গায়কদের সহিত গানের কর্ত্তা কিননিয় সকলে মসীনার বস্ত্র পরিহিত ছিল। এবং দায়ূদের গাত্রে সূক্ষ্ম বস্ত্রের এক এফোদ্‌ ছিল। [২৮] এই প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে শৃঙ্গ ও তূরী ও করতাল ও নবল ও বীণা বাজাইয়া তাবৎ ইস্রায়েল্‌ লোক পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনিল।

[২৯] পরে দায়ূদনগরে পরমেশ্বরের সিন্দুকের প্রবেশ সময়ে শৌলের কন্যা মীখল্‌ বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দায়ূদ রাজাকে লম্ফ দিতে ও আনন্দ করিতে দেখিয়া মনে ২ তাহাকে তুচ্ছ করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ দায়ূদের যজ্ঞ কর্ম্ম, ৪ ও গায়কগণকে নিযুক্ত করণ, ৭ ও প্রশংসার গীত, ৩৭ ও সেবক ও বাহক ও যাজক ও বাদ্যকরদিগকে নিযুক্ত করণ।

[১] পরে লোকেরা ঈশ্বরের সিন্দুক ভিতরে আনিয়া, দায়ূদ তাহার জন্যে যে আবাস প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে স্থাপন করিল, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। [২] এবং হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ পরমেশ্বরের নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল। [৩] এবং তাবৎ ইস্রায়েল্‌ লোকের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক স্ত্রীকে এক ২ রুটী ও এক ২ পাত্র দ্রাক্ষারস ও এক ২ উডুম্বর চাক পরিবেষণ করিল।

[৪] অপর সে পরমেশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের স্মরণ ও ধন্যবাদ ও স্তব ইত্যাদি সেবা করিতে লেবীয়দের কএক জনকে নিযুক্ত করিল। [৫] তাহাদের মধ্যে প্রধান আসফ্‌, দ্বিতীয় সিখরিয়, অপর যিয়ূয়েল্‌ ও শিমীরামোৎ ও যিহীয়েল্‌ ও মত্তথিয় ও ইলীয়াব্‌ ও বিনায় ও ওবেদ্-ইদোম ছিল; এবং যিয়ূয়েল্‌ নবল ও বীণা বাজাইত, এবং আসফ্‌ করতাল বাজাইত। [৬] এবং বিনায় ও যহসীয়েল্‌ যাজক ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে নিত্য ২ তূরী বাজাইত।

[৭] আর সেই দিনে দায়ূদ্‌ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে আসফের ও তাহার ভ্রাতাদের হস্তে প্রথমে এই গীত সমর্পণ করিল।

[৮] পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, ও তাঁহার নামে প্রার্থনা কর, ও লোকদের কাছে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ কর। [৯] তাঁহার উদ্দেশে গান কর, ও তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল মনেতে ধ্যান কর। [১০] তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর; ও পরমেশ্বরের অন্বেষণকারিদের অন্তঃকরণ আনন্দযুক্ত থাকুক। [১১] পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তির অন্বেষণ কর, ও সর্ব্বদা তাঁহার মুখের অন্বেষণ কর। [১২] হে তাঁহার সেবক ইস্রায়েলের বংশ, হে তাঁহার মনোনীত যাকুবের বংশ, [১৩] তোমরা তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ও তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখের দণ্ডাজ্ঞা স্মরণ কর।

[১৪] তিনি আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, এবং তাবৎ পৃথিবীতে তাঁহার রাজশাসন আছে। [১৫] তোমরা তাঁহার নিয়ম, অর্থাৎ সহস্র পুরুষ পরম্পরাকে তিনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন,

[১৬] ও ইব্রাহীমের সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, ও ইস্‌হাকের সহিত যে শপথ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করিও। [১৭] তিনি যাকুবের সহিত এক ব্যবস্থা ও ইস্রায়েলের সহিত এক চির-স্থায়ি নিয়ম স্থির করিয়া [১৮] কহিলেন, আমি তোমাকে নির্ণীত অধিকারার্থে কিনান্‌দেশ দিব। [১৯] তৎকালে তাহারা সংখ্যাতে অনেক নয়, অত্যল্প ও সেই দেশে প্রবাসী ছিল; [২০] এবং এক প্রদেশহইতে অন্য প্রদেশে ও এক রাজ্য-হইতে অন্য রাজ্যে ভ্রমণ করিত। [২১] তথাপি তিনি তাহাদের উপদ্রব করিতে কাহাকেও দিতেন না, বরং তাহাদের নিমিত্তে রাজগণকে অনুযোগ করিয়া কহিতেন, [২২] আমার অভিষিক্তগণকে স্পর্শও করিও না, এবং আমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কিছু মন্দ করিও না।

[২৩] হে পৃথিবীস্থ লোক সকল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর, ও তাঁহার কৃত পরিত্রাণ দিনে২ প্রকাশ কর। [২৪] এবং অন্যজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার মহিমার ও তাবৎ লোকের নিকটে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা কর। [২৫] পরমেশ্বর মহান্‌ ও অতি প্রশংসনীয়, ও তাবৎ দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ। [২৬] অন্যদেশীয়দের দেবতা সকল অসারমাত্র, কিন্তু পরমেশ্বর আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা, [২৭] এবং প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, ও তাঁহার বাসস্থানে শক্তি ও সৌন্দর্য্য থাকে। [২৮] হে মনুষ্যসন্তানবর্গে, তোমরা পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, ও পরমেশ্বরের মহিমা ও পরাক্রমের প্রশংসা কর। [২৯] এবং পরমেশ্বরের নামের মহিমার প্রশংসা কর, ও নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হও, ও পবিত্র শোভাতে পরমেশ্বরকে প্রণাম কর। [৩০] হে পৃথিবীস্থ লোক সকল, তাঁহার সাক্ষাতে ভীত হও; তিনি এমন রূপে জগতের স্থিতি করেন, যে সে কদাচ বিচলিত হইবে না। [৩১] অতএব স্বর্গীয় লোকেরা আনন্দ করুক, ও পৃথিবীস্থ লোকেরা উল্লাসিত হউক, এবং পরমেশ্বর রাজত্ব করেন, ইহা তাবজ্জাতীয় লোকের মধ্যে কহুক। [৩২] এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকল গর্জ্জন করুক, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থিত সকল আহ্লাদিত হউক; [৩৩] ও বনস্থ বৃক্ষগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উচ্চধ্বনি করুক; তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন। [৩৪] পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, কেননা তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৩৫] এবং এই কথা কহ, হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ ও তোমার প্রশংসাতে শ্লাঘা করি, তন্নিমিত্তে আমাদিগকে ত্রাণ কর, ও অন্যজাতীয়দের মধ্যহইতে সংগ্রহ করিয়া উদ্ধার কর। [৩৬] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউন। পরে সকল লোক কহিল, এমনি হউক; ও পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল।

[৩৭] আর প্রতি দিনের প্রয়োজনানুসারে সিন্দুকের সম্মুখে নিত্য সেবার্থে আসফ্‌ [৩৮] ও ওবেদ্‌-ইদোম্‌ ও তাহাদের আটষট্টি জন ভ্রাতা পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে থাকিল। এবং যিদূথূনের পুত্র ওবেদ্‌-ইদোম্‌ ও হোষা দ্বারপাল ছিল। [৩৯] এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েলের কাছে যে২ ব্যবস্থা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার তাবৎ লিখনানুসারে, [৪০] বিশেষতঃ প্রতি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে হোমবেদির উপরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম করিতে সাদোক্‌ যাজক ও তাহার যাজক ভ্রাতৃগণ গিবিয়োনস্থ টিকরস্থানে পরমেশ্বরের আবাসের সম্মুখে থাকিল। [৪১] এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী, এই জন্যে তাঁহার ধন্যবাদ করিতে তাহাদের সহিত হেমন্‌ ও যিদূথূন্‌ প্রভৃতি যাহাদের নাম লিখিত হইল, এমত অবশিষ্ট মনোনীত লোকেরা থাকিল। [৪২] এবং উচ্চধ্বনির নিমিত্তে তূরী ও করতাল প্রভৃতি ঈশ্বরীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে হেমন ও যিদূথূন্‌ থাকিল; এবং যিদূথূনের পুত্রগণ দ্বারপাল হইল। [৪৩] পরে তাবৎ লোক প্রস্থান করিয়া আপন২ গৃহে গেল; এবং দায়ূদ্‌ আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে গেল।

১৭ অধ্যায়।

১ মন্দিরনির্ম্মাণ বিষয়ে নাথনের ও পরমেশ্বরের কথা, ৩ ও দায়ূদের বিষয়ে কথা, ১৬ ও পরমেশ্বরের প্রতি দায়ূদের প্রার্থনা ও প্রশংসা।

[১] পরে দায়ূদ্‌ যখন আপন গৃহে বাস করিল, তখন সে নাথন্‌ ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিল, দেখ, আমি এরস্‌ কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেছি, কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক যবনিকার মধ্যে থাকে। [২] তাহাতে নাথন্‌ দায়ূদকে কহিল, তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই কর; ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই আছেন।

[৩] অপর ঐ রাত্রিতে ঈশ্বরের এই বাক্য নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল, [৪] তুমি যাইয়া আমার দাস দায়ূদকে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার বাসার্থে তুমিই মন্দির নির্ম্মাণ করিবা না। [৫] ইস্রায়েল্‌ বংশকে এই স্থানে আনয়ন দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি মন্দিরে বাস করি নাই, কিন্তু এক তাম্বুহইতে অন্য তাম্বুতে ও এক আবাসহইতে অন্য আবাসে যাইতেছি। [৬] তথাপি তাবৎ ইস্রায়েলের মধ্যে আ-

মার ভ্রমণ সময়ে আমি যাহাকে আপন প্রজাদিগকে প্রতিপালন করণের ভার দিয়াছিলাম, ইস্রায়েলের এমত কোন বিচারকর্ত্তাকে কি কখনো এই কথা কহিয়াছি, তোমরা আমার জন্যে এরস্ কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ কর না কেন? ৭ এখন তুমি আমার দাস দায়ূদ্‌কে কহ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে রাজা করিবার জন্যে আমি তোমাকে মেষবাথানহইতে অর্থাৎ মেষের পশ্চাদ্‌গমনহইতে গ্রহণ করিয়াছি। ৮ এবং তুমি যে২ স্থানে গমন করিতা, সেই সকল স্থানে তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সম্মুখহইতে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছিন্ন করিয়াছি; এবং পৃথিবীস্থ মহল্লোকদের নামের ন্যায় তোমার মহানাম করিয়াছি। ৯ তদ্ভিন্ন আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের জন্যে স্থান নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে বসাইয়াছি; সেই স্থানে তাহারা বাস করিতেছে, আর চালিত হইবে না; পূর্ব্বকালে যদবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, ১০ তদবধি যে রূপ হইয়াছিল, তদ্রূপ দুষ্ট বংশেরা তাহাদিগকে আর ক্লেশ দিবে না। আমি তোমার সমস্ত শত্রুদিগকে দমন করিয়াছি, এবং পরমেশ্বর তোমার জন্যে এক বংশ স্থাপন করিবেন, এই কথাও কহিলাম।

১১ আর তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া পিতৃলোকদের নিকটে গত হইলে আমি তোমার সন্তানজাত ভাবিবংশকে স্থাপিত করিব, ও তাহার রাজ্য স্থির করিব। ১২ সে আমার নিমিত্তে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী করিব। ১৩ এবং আমি তাহার পিতা হইব ও সে আমার পুত্র হইবে। এবং তোমার অগ্রগামিহইতে যেমন আপন অনুগ্রহ হরণ করিলাম, তেমনি তাহাহইতে আমার অনুগ্রহ অপহৃত হইবে না। ১৪ কিন্তু আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে তাহাকে অনন্তকাল স্থির রাখিব, এবং তাহার সিংহাসন সদাকাল নিশ্চল হইবে। ১৫ পরে নাথন্ এই সকল বাক্য ও দর্শনানুসারে দায়ূদ্‌কে কহিল।

১৬ তাহাতে দায়ূদ রাজা অন্তরে যাইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে বসিয়া কহিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি কে, ও আমার বংশ কে, যে তুমি আমাকে এ পর্য্যন্ত আনিয়াছ? ১৭ তথাপি, হে ঈশ্বর, ইহাও তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিষয় হয়; হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন দাসের ভাবি সুদীর্ঘ বংশেরও বিষয়ে কথা কহিলা, ও আমাকে উচ্চপদস্থ লোকের সদৃশ জ্ঞান করিলা। ১৮ তোমার দাসের গৌরবের বিষয়ে দায়ূদ্ তোমাকে আর কি কহিতে পারে? তুমি আপন দাসকে জ্ঞাত আছ। ১৯ হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য দেখাইতে আপন দাসের জন্যে আপন মনের মত এই সমস্ত মহৎকর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছ। ২০ হে পরমেশ্বর, আমরা স্বকর্ণে যাহা২ শুনিয়াছি, সেই সকলেতে তোমার সদৃশ কেহই নাই, ও তোমা ব্যতিরেকে কোন ঈশ্বরই নাই। ২১ এবং তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকের তুল্য পৃথিবীতে কি এমন আর এক জাতি আছে, যাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজ প্রজা করিতে ঈশ্বর আপনি আগমন করিয়াছেন? তুমি মহৎ ও ভয়ঙ্কর কর্ম্মদ্বারা মহানাম পাইবার নিমিত্তে তাহা করিয়া আপন প্রজাদিগকে মিসর্‌দেশহইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের সম্মুখহইতে অন্যদেশীয়দিগকে দূর করিয়াছ; ২২ এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে অনন্ত কালের নিমিত্তে আপন প্রজা করিয়াছ; আর হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ। ২৩ হে পরমেশ্বর, তুমি এখন আপন দাসের ও তাহার বংশের বিষয়ে যে বাক্য কহিলা, তাহা অনন্তকালের নিমিত্তে স্থিরীকৃত হউক; ও যেমন কহিলা, তদনুসারে কর। ২৪ তাহা স্থিরীকৃত হউক; এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর যে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, তিনি ইস্রায়েল্ বংশের ঈশ্বর বটেন, এই কথানুসারে তোমার নাম সদাকাল গৌরবান্বিত ও তোমার দাস দায়ূদের বংশ তোমার সাক্ষাতে চিরস্থায়ী হউক। ২৫ হে আমার প্রভো, আমি তোমার বংশবৃদ্ধি করিব, এই কথা তুমি আপন দাসের কর্ণগোচর করিলা; এই কারণ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস জন্মিল। ২৬ হে পরমেশ্বর, তুমিই সত্য ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের প্রতি মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিলা। ২৭ অতএব তোমার দাসের বংশ তোমার সম্মুখে যেন অনন্তকালস্থায়ী হয়, এই জন্যে অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের বংশকে আশীর্ব্বাদ কর; কেননা হে পরমেশ্বর, তুমি আশীর্ব্বাদ করিলে সে অনন্ত কালের নিমিত্তে আশীঃপ্রাপ্ত থাকিবে।

১৮ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয় ও মোয়াবীয় লোকদিগকে দায়ূদের দমন করণ, ৩ ও হদদেষরকে ও অরামীয় লোককে জয় করণ, ৯ ও দায়ূদের প্রতি তয়ি রাজা প্রভৃতির উপঢৌকন, ১২ ও ইদোমীয়দিগকে জয় করণ ও দেশে দুর্গ স্থাপন, ১৪ ও দায়ূদের অধ্যক্ষগণের নাম।

১ পরে দায়ূদ পিলেষ্টীয়দিগকে পরাজয়দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের হইতে গাৎ ও তা-

হার উপনগর হস্তগত করিল। [২] এবং মোয়াবীয়দিগকে পরাস্ত করিল; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন দ্রব্য আনিল।

[৩] পরে যে সময়ে সোবার রাজা হদদেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে গমন করে, [৪] তৎকালে দায়ূদ্ হমাতে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার এক সহস্র রথ ও সাত সহস্র অশ্বারূঢ় ও বিংশতি সহস্র পদাতিক হস্তগত করিয়া রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করিল, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত রথ রাখিল। [৫] পরে দম্মেষকের অরামীয়েরা সোবার হদদেষর্ রাজার সাহায্য করিতে আইলে দায়ূদ্ সেই অরামীয়দের বাইশ সহস্র লোককে বধ করিল। [৬] এবং দায়ূদ দম্মেষকের অরাম্ দেশে দুর্গ স্থাপন করিল; তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল; এই প্রকারে দায়ূদ যে২ স্থানে যাইত, সর্ব্বত্র পরমেশ্বর তাহাকে জয়ী করিতেন। [৭] এবং দায়ূদ্ হদদেষরের দাসদের গাত্রস্থ স্বর্ণঢাল লইয়া যিরূশালমে আনিল। [৮] এবং দায়ূদ হদদেষরের অধিকারস্থ টিভৎ ও কুন্ নগরহইতে প্রচুর পিত্তল আনিল, পরে সুলেমান্ তাহাদ্বারা পিত্তলময় সমুদ্র ও দুই স্তম্ভ ও পিত্তলময় পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিল।

[৯] দায়ূদ্ সোবার রাজা হদদেষরের সমস্ত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া হমাতের রাজা তয়ি [১০] দায়ূদ্ রাজার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতে এবং যুদ্ধে হদদেষরের পরাজয় প্রযুক্ত তাহার ধন্যবাদ করিতে রূপার ও স্বর্ণের ও পিত্তলের নানা প্রকার পাত্রের সহিত আপন পুত্র হদোরামকে তাহার কাছে প্রেরণ করিল; কেননা হদদেষরের সহিত তয়িরও যুদ্ধ ছিল। [১১] তাহাতে দায়ূদ্ রাজা ইদোম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোন্ বংশ ও পিলেষ্টীয় ও অমালেক্ প্রভৃতি সমস্ত জাতিহইতে আনীত রূপার ও স্বর্ণের সহিত সেই সকল দ্রব্যও পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিল।

[১২] পরে সিরুয়ার পুত্র অবীশয় লবণপ্রান্তরে অষ্টাদশ সহস্র ইদোমীয় লোকদিগকে বধ করিল পরে সে ইদোমে দুর্গ স্থাপন করিল; এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল; আর দায়ূদ্ যে২ স্থানে যাইত, সেই সকল স্থানে পরমেশ্বর তাহাকে জয়ী করিতেন।

[১৪] এই রূপে দায়ূদ্ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের উপরে রাজত্ব করিয়া আপন সমস্ত প্রজা লোকের প্রতি বিচার ও ন্যায়ব্যবহার করিল। [১৫] ঐ সময়ে সিরুয়ার পুত্র যোয়াব্ তাহার প্রধান সেনাপতি ছিল; এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা ছিল। [১৬] এবং অহীটূবের পুত্র সাদোক্ ও অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলক্ যাজক ছিল; এবং সিরায় তাহার লেখক ছিল। [১৭] ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায় কিরেথীয়দের ও পিলেথীয়দের উপরে নিযুক্ত ছিল; এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজার প্রধান সভাসদ্ ছিল।

১৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদের দূতগণের বস্ত্র হানূনের ছেদন করণ, ৬ ও অম্মোনীয় লোকদের পরাজিত হওন, ১৬ ও তাহাদের উপকারি শোবকের পরাস্ত হওন।

[১] সেই সময়ে অম্মোন্ বংশের নাহশ্ রাজা মরিলে তাহার পুত্র তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল। [২] তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হানূনের পিতা নাহশ্ আমার সহিত যেরূপ প্রণয় করিয়াছিল, আমিও হানূনের সহিত তদ্রূপ প্রণয় করিব। অতএব দায়ূদ পিতৃশোকের সময়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে দূতগণকে প্রেরণ করিল। কিন্তু দায়ূদের ভৃত্যগণ হানূনকে সান্ত্বনা করিতে অম্মোন বংশের দেশে তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে [৩] অম্মোন্ বংশের অধ্যক্ষগণ হানূনকে কহিল, দায়ূদ্ তোমার পিতার সম্মান করে, এই কারণ তোমার নিকটে সান্ত্বনাকারিগণকে পাঠাইল, তোমার কি এমন বোধ হয়? তাহার দাসগণ কি দেশের নিরীক্ষণ ও তত্ত্ব করিয়া তাহা নষ্ট করণের অভিপ্রায়ে তোমার নিকটে আইল না? [৪] তাহাতে হানূন দায়ূদের ভৃত্যগণকে ধরিয়া তাহাদের শ্মশ্রু ক্ষৌর করাইল, ও তাহাদের বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ নিতম্ব পর্য্যন্ত কাটিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। [৫] পরে কোন লোক যাইয়া সেই মনুষ্যদের বৃত্তান্ত দায়ূদ্কে জ্ঞাত করিলে, তাহাদের অতিশয় লজ্জা প্রযুক্ত রাজা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিল, যাবৎ তোমাদের শ্মশ্রুর বৃদ্ধি না হয়, তাবৎ তোমরা যিরীহো নগরে থাক, পরে ফিরিয়া আইস।

[৬] অনন্তর আমরা দায়ূদের সম্মুখে ঘৃণিত হইলাম, অম্মোন্ বংশেরা ইহা দেখিল; অতএব হানূন্ ও অম্মোনের বংশ অরাম্নহরয়িম্ ও অরাম্-মাখা ও সোবাহইতে রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে বেতন দিয়া আনিতে দূতদ্বারা এক সহস্র মণ রূপা পাঠাইল। [৭] তাহারা দ্বত্রিংশ সহস্র রথ ও মাখার রাজাকে

ও তাহার লোকদিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলে, তাহারা আসিয়া মেদিবার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল; এবং অম্মোন্ বংশেরাও আপন২ নগরের মধ্যহইতে একত্র হইয়া যুদ্ধেতে আইল। [৮] অপর দায়ূদ্ এই সমাচার পাইয়া যোয়াব্‌কে ও তাবৎ বলবান সৈন্যকে তথায় প্রেরণ করিল। [৯] তাহাতে অম্মোন্ বংশেরা বাহিরে আসিয়া নগরপ্রবেশস্থানে সৈন্য রচনা করিল, এবং আগত রাজগণ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র থাকিল। [১০] এই রূপে আপনার সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিগে যুদ্ধ হইবে, ইহা দেখিয়া যোয়াব্ ইস্রায়েলের তাবৎ পরীক্ষিত লোকহইতে লোক মনোনীত করিয়া লইয়া অরামীয়দের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিল। [১১] এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ করিল; তাহাতে তাহারা অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিল। [১২] এবং যোয়াব্ কহিল, যদি অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে তুমি আমার উপকার করিবা; এবং যদি অম্মোনীয়েরা তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি তোমার উপকার করিব। [১৩] তুমি বলবান হও, আমরা স্বজাতীয় লোকদের ও আমাদের ঈশ্বরের নগরের জন্যে পুরুষত্ব প্রকাশ করি; পরমেশ্বর আপন দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। [১৪] পরে যোয়াব ও তাহার সঙ্গি লোকেরা অরামীয়দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা তাহার অগ্রে২ পলায়ন করিল। [১৫] এবং অরামীয়েরা পলাইতেছে, ইহা দেখিয়া অম্মোন্ বংশেরাও তাহার ভ্রাতা অবীশয়ের অগ্রে২ পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল; পরে যোয়াব্ যিরূশালমে গেল।

[১৬] পরে আমরা ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে পরাস্ত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া অরামীয়েরা দূত প্রেরণ করিয়া ফরাৎ নদীর ওপারস্থ অরামীয়দিগকে ও তাহাদের অগ্রগামি হদদেষরের সেনাপতি শোবক্‌কে বাহির করিয়া আনিল। [১৭] পরে দায়ূদ্‌কে এই সমাচার কথিত হইলে সে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে একত্র করিয়া যর্দন্ নদী পার হইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যূহরচনা করিল; তাহাতে দায়ূদ্ অরামীয় লোকদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিলে তাহারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। [১৮] কিন্তু অরামীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল; তাহাতে দায়ূদ্ অরামীয়দের সাত সহস্র রথ ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্যকে বিনষ্ট করিল, বিশেষতঃ তাহাদের সেনাপতি শোবক্‌কে বধ করিল। [১৯] পরে আমরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে পরাস্ত হইলাম, ইহা দেখিয়া হদদেষরের দাসগণ দায়ূদের সহিত মিলন করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল; তৎপরে অরামীয়েরা অম্মোন্ বংশের আর উপকার করিতে অসম্মত হইল।

২০ অধ্যায়।

১ দায়ূদের সৈন্যকর্তৃক রব্বা নগরের পরাস্ত হওন, ৪ ও পিলেষ্টীয়দের তিন জন দীর্ঘকায়ের হত হওন।

[১] অপর সেই বৎসর গত হইলে রাজবর্গের যুদ্ধে গমন সময়ে যোয়াব্ সৈন্য লইয়া যাইয়া অম্মোন্ বংশের দেশ বিনষ্ট করিল, ও রব্বা নগরে গিয়া অবরোধ করিল, কিন্তু দায়ূদ্ যিরূশালমে থাকিল; পরে যোয়াব্ রব্বাকে আঘাত করিয়া বিনষ্ট করিল। [২] পরে দায়ূদ্ রত্নশুদ্ধ এক মণ পরিমাণ স্বর্ণময় রাজমুকুট রাজার মস্তকহইতে লইলে তাহা দায়ূদের মস্তকে দত্ত হইল; এবং সে ঐ নগরহইতে প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিল। [৩] পরে দায়ূদ্ তন্মধ্যবর্ত্তি লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাতের ও লৌহময় ময়ির ও কুড়ালির কর্ম্মে নিযুক্ত করিল; দায়ূদ্ অম্মোন্ বংশের সমস্ত নগরের প্রতি এই রূপ করিল। পরে দায়ূদ্ ও তাহার তাবৎ লোক যিরূশালমে ফিরিয়া গেল।

[৪] পরে গেষরে পিলেষ্টীয়দের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে হূশাতীয় সিব্বিখয় রিফার পুত্র সফ্‌কে বধ করিল, তাহাতে তাহারা পরাস্ত হইল। [৫] পুনর্ব্বার পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতে যায়ীরের পুত্র ইল্‌হানন্ তাঁতের নরাজের ন্যায় বড়শাধারি গাতীয় জাল্‌তের লহমি ভ্রাতাকে বধ করিল। [৬] পরে গাতে আর এক যুদ্ধ হইলে সে স্থানে রিফার পুত্রদের মধ্যে অতি দীর্ঘকায় এবং প্রতিহস্তে ও পদে ছয় অঙ্গুলি সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট এক জন [৭] ইস্রায়েল্ লোকের প্রতি স্পর্দ্ধা করিলে দায়ূদের ভ্রাতা শিম্যিয়ের পুত্র যোনাথন্ তাহাকে বধ করিল। [৮] গাতীয় রিফার বংশ এই চারি জন দায়ূদ্ ও তাহার দাসগণ কর্তৃক হত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ দায়ূদের লোকদের গণনা করণ, ৯ ও গাদের দ্বারা দায়ূদের প্রতি তিন দণ্ডের কথা কহন, ১৪ ও সত্তরি সহস্র লোক হত হইলে যিরূশালমের জন্যে দায়ূদের প্রার্থনা, ১৮ ও অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থানে অগ্নিদ্বারা দায়ূদ্‌কে উত্তর দেওন, ২৮ ও সেই স্থানে যজ্ঞবেদি করণ ও মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দেওন।

[১] পরে শয়তান্ ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে উঠিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে গণনা করিতে দা-

য়ূদ্‌কে প্রবৃত্তি দিল। ২ পরে দায়ূদ্‌ যোয়াব্‌কে ও লোকদের প্রধানদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা বেরশেবা অবধি দান্‌ পর্য্যন্ত যাইয়া ইস্রায়েলের লোকদিগকে গণনা কর, পরে আমার নিকটে সমাচার আন, আমি তাহাদের সংখ্যা জানিব। ৩ তাহাতে যোয়াব্‌ কহিল, এখন যত লোক আছে, পরমেশ্বর তাহার শত গুণ আপন প্রজা লোকের বৃদ্ধি করুন, কিন্তু হে আমার প্রভো রাজন্‌, তাহারা সকলে কি আমার প্রভুর দাস নয়? তবে আমার প্রভু রাজা এ কর্ম্মেতে প্রবৃত্তিদ্বারা কেন ইস্রায়েলের দোষের মূল হইবেন? ৪ তথাপি যোয়াবের বাক্য অপেক্ষা রাজার বাক্য প্রবল হইলে যোয়াব্‌ প্রস্থান করিয়া ইস্রায়েল্‌ দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল, পরে যিরূশালমে প্রত্যাগমন করিল। ৫ অপর যোয়াব্‌ দায়ূদের নিকটে লোকদের গণনার সংখ্যা দিল; তাহাতে তাবৎ ইস্রায়েল্‌ বংশের খড়্গধারি এগার লক্ষ ও যিহূদা বংশের খড়্গধারি চারি লক্ষ সত্তরি সহস্র লোকের সংখ্যা ছিল। ৬ কিন্তু তাহাদের মধ্যে সে লেবীয়দিগকে ও বিন্যামীন বংশকে গণনা করিল না, কারণ রাজার ঐ আজ্ঞাতে যোয়াবের ঘৃণা হইল। ৭ অপর ঈশ্বর এই কার্য্যেতে অসন্তুষ্ট হইয়া ইস্রায়েল্‌ বংশকে আঘাত করিলেন। ৮ পরে দায়ূদ্‌ ঈশ্বরকে কহিল, আমি এই কার্য্যদ্বারা মহাপাপ করিলাম, এখন বিনয় করি, আপন দাসের পাপ ক্ষমা কর; আমি অতিশয় অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলাম।

৯ পরে পরমেশ্বর দায়ূদের প্রদর্শক গাদ্‌কে এই কথা কহিলেন; ১০ তুমি যাইয়া দায়ূদ্‌কে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমার সম্মুখে তিন দণ্ড রাখি, তাহার একটা মনোনীত কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি করিব। ১১ তাহাতে গাদ্‌ দায়ূদের নিকটে যাইয়া তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর কহেন, বল; ১২ তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, কিম্বা তিন মাস পর্য্যন্ত শত্রুদের খড়্গ তোমার পশ্চাৎ থাকিলে তাহাদের সম্মুখে বিনষ্ট হওন, কিম্বা তিন দিবস পর্য্যন্ত দেশে পরমেশ্বরের খড়্গস্বরূপ মহামারী, অথাৎ ইস্রায়েলের তাবৎ দেশে বিনাশকারি দূতের ভ্রমণ, এই তিনের মধ্যে একটা মনোনীত কর। যিনি আমাকে পাঠাইলেন, তাঁহার কাছে কি উত্তর দিব? তাহা এখন বিবেচনা কর। ১৩ তাহাতে দায়ূদ্‌ গাদ্‌কে কহিল, আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম, আমি এখন পরমেশ্বরের হস্তে পড়িতে চাহি, কেননা তাঁহার কৃপা প্রচুর; কিন্তু মনুষ্যের হস্তে পড়িতে চাহি না।

১৪ পরে পরমেশ্বর ইস্রায়েল্‌ বংশের মধ্যে মহামারী জন্মাইলেন, তাহাতে ইস্রায়েল্‌ বংশের সত্তরি সহস্র লোক মরিল। ১৫ অপর ঈশ্বর যিরূশালম্‌ বিনষ্ট করিতে দূতকে পাঠাইলে সে যখন বিনাশ করিতেছিল, তখন পরমেশ্বর অবলোকন করিয়া বিপদের জন্যে অনুতাপ করিয়া ঐ বিনাশক দূতকে কহিলেন, এই যথেষ্ট হইল, এখন হস্ত সঙ্কুচিত কর। তখন পরমেশ্বরের ঐ দূত যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থানের নিকটে দণ্ডায়মান হইল। ১৬ পরে দায়ূদ্‌ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলে পৃথিবীর ও আকাশের মধ্যপথে পরমেশ্বরের দূতকে, এবং তাহার হস্তে যিরূশালমের উপরে প্রসারিত এক নিষ্কোষ খড়্গ দেখিল, তাহাতে দায়ূদ্‌ ও প্রাচীন লোকেরা চট পরিহিত হইয়া উবুড় হইয়া পড়িল। ১৭ এবং দায়ূদ্‌ ঈশ্বরকে কহিল, লোকদিগকে গণনা করিতে যে আজ্ঞা দিল, সে কি আমি নহি? আমিই পাপ করিলাম, ও আমিই অপরাধী হইলাম, কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, বরং আমার ও আমার পিতৃবংশের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর, কিন্তু আপনার প্রজাদিগকে প্রহার করিতে হস্ত বিস্তার করিও না।

১৮ পরে তুমি যাইয়া যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দন স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর, এই কথা দায়ূদ্‌কে কহিতে পরমেশ্বরের দূত গাদ্‌কে আজ্ঞা করিল। ১৯ পরে দায়ূদ্‌ পরমেশ্বরের নামে গাদের কথিত কথানুসারে গমন করিল। ২০ সেই দিনে অরৌণা গোম মাড়িতেছিল; কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দূতকে দেখিলে সে ও তাহার চারি পুত্র লুকাইয়াছিল। ২১ পরে দায়ূদ্‌ অরৌণার নিকটে উপস্থিত হইলে সে দৃষ্টি করিয়া দায়ূদ্‌কে দেখিয়া শস্যমর্দ্দন স্থানহইতে বাহিরে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দায়ূদ্‌কে প্রণাম করিল। ২২ তখন দায়ূদ্‌ অরৌণাকে কহিল, তুমি এই শস্যমর্দ্দনস্থান আমাকে দেও; তুমি সম্পূর্ণ মূল্য লইয়া তাহা আমাকে দেও; লোকদের মধ্যে মহামারী যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্যে আমি এই স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিব। ২৩ তাহাতে অরৌণা দায়ূদ্‌কে কহিল, লউন, আমার প্রভু রাজার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন; দেখ, হোমবলির নিমিত্তে এই ২ বৃষ, ও কাষ্ঠের নিমিত্তে এই ২ মর্দ্দনযন্ত্র, ও নৈবেদ্যের নিমিত্তে এই ২ গোম, এ সকলি আমি তোমাকে দিলাম। ২৪ পরে দায়ূদ্‌ অরৌণাকে কহিল, তাহা নয়, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া তোমার কাছে এই সকল

ক্রয় করিব; আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমার দ্রব্য উৎসর্গ করিব না, ও বিনামূল্যের হোমবলি দান করিব না। [২৫] পরে দায়ূদ্ ছয় শত শেকল স্বর্ণ দিয়া অরৌণার কাছে তাহা ক্রয় করিল। [২৬] এবং দায়ূদ্ সেই স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক উপহার উৎসর্গ করিল, ও পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল; তাহাতে তিনি যজ্ঞবেদির উপরে স্বর্গহইতে পতিত অগ্নিদ্বারা তাহাকে উত্তর দিলেন। [২৭] পরে পরমেশ্বর দূতকে আজ্ঞা করিলে সে আপন খড়্গ কোষে রাখিল।

[২৮] এই রূপে পরমেশ্বর যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দন স্থানে তাহাকে উত্তর দিলেন, ইহা দেখিয়া দায়ূদ্ তদবধি সেই স্থানে বলিদান করিতে লাগিল। [২৯] মূসা প্রান্তরে পরমেশ্বরের যে আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই আবাস ও হোমবেদি তখন গিবিয়োনস্থ টিকরস্থানে ছিল। [৩০] কিন্তু দায়ূদ্ ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারিল না, কেননা সে পরমেশ্বরের দূতের খড়্গহইতে ভীত হইয়াছিল।

২২ অধ্যায়।

১ মন্দির নির্ম্মাণার্থে দায়ূদের অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করণ, ৬ ও সুলেমানের প্রতি পরামর্শ ও আজ্ঞা, ১৭ ও সুলেমানের সাহায্য করিতে অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দেওন।

[১] অনন্তর দায়ূদ্ কহিল, এই স্থান প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির ও ইস্রায়েলের হোমবেদির স্থান হইবে। [২] পরে দায়ূদ ইস্রায়েল্ দেশস্থ বিদেশিদিগকে একত্র করিতে আজ্ঞা দিল; এবং ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণার্থে উপযুক্ত প্রস্তর কাটিতে ভাস্করদিগকে নিযুক্ত করিল। [৩] এবং দ্বারের কবাটের প্রেকের জন্যে ও কব্জার জন্যে অপরিমিত লৌহ ও অপরিমিত পিত্তল প্রস্তুত করিল। [৪] এবং অসঙ্খ্য এরস্‌কাষ্ঠ প্রস্তুত করিল; কেননা সীদোনীয়েরা ও সোরীয়েরা দায়ূদের নিকটে অনেক এরস্‌কাষ্ঠ আনিল। [৫] আর দায়ূদ্ কহিল, আমার পুত্র সুলেমান্ অল্পবয়স্ক ও কোমল, কিন্তু পরমেশ্বরের জন্যে যে মন্দির প্রস্তুত করা যাইবে, তাহা অতিশয় বৃহৎ হইবে, ও তাহার কীর্ত্তি ও যশ তাবৎ দেশ ব্যাপিবে; আমি এখন তাহার জন্যে আয়োজন করিব। পরে দায়ূদ্ মৃত্যুর পূর্ব্বে বাহুল্য দ্রব্য আয়োজন করিল।

[৬] পরে সে আপন পুত্র সুলেমান্‌কে ডাকিয়া ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের জন্যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আজ্ঞা করিল। [৭] দায়ূদ্ সুলেমান্‌কে কহিল, হে আমার পুত্র, আমার প্রভু পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আমার মনস্থ হইলে, [৮] পরমেশ্বরের এই কথা আমার প্রতি উপস্থিত হইল, তুমি অনেক রক্তপাত করিয়াছ ও বড় যুদ্ধ করিয়াছ, এই জন্যে তুমি আমার উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিও না, কেননা পৃথিবীতে আমার সাক্ষাতে অনেক রক্তপাত করিয়াছ। [৯] কিন্তু তোমার এক পুত্র জন্মিবে, সে শান্ত মনুষ্য হইবে; আমি তাহাকে চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুহইতে বিশ্রাম দিব, তাহার নাম সুলেমান্ (শান্ত) হইবে, ও তাহার অধিকার সময়ে আমি ইস্রায়েল্‌কে শান্তি ও নিষ্কণ্টকাবস্থা দিব। [১০] সেই আমার নামের জন্যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইবে; ও সে আমার পুত্র হইবে ও আমি তাহার পিতা হইব, এবং ইস্রায়েলের উপরে তাহার রাজসিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী করিব। [১১] হে আমার পুত্র, এখন পরমেশ্বর তোমার সহবর্ত্তী হউন, ও তিনি তোমার বিষয়ে যেমন কহিয়াছেন, তদনুসারে তুমি ভাগ্যবান হও, ও আপন প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ কর। [১২] তদ্‌ভিন্ন ইস্রায়েলের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ক রাজনীতি জানিতে ও তোমার প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে পরমেশ্বর তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিউন। [১৩] পরমেশ্বর ইস্রায়েলের নিমিত্তে মূসাকে যে ২ বিধি ও আজ্ঞা দিয়াছেন, সে সকল পালন করিতে যদি তুমি মনোযোগ কর, তবে ভাগ্যবান হইবা; অতএব শক্তিমান ও সাহসী হও, ভীত ও নিরাশ হইও না। [১৪] দেখ, আমি আপন কষ্টের সময়ে পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে এক লক্ষ মণ স্বর্ণ ও দশ লক্ষ মণ রূপা এবং অপরিমিত প্রচুর পিত্তল ও লৌহ প্রস্তুত করিয়াছি, এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রস্তুত করিয়াছি; এবং তুমি আরো প্রস্তুত করিতে পারিবা। [১৫] এবং তোমার নিকটেও অনেক শিল্পকার আছে, অর্থাৎ ভাস্কর ও সূত্রধর ও সকল প্রকার কর্ম্মে নিপুণ নানা লোক আছে। [১৬] এবং স্বর্ণ ও রূপা ও পিত্তল ও লৌহ অসংখ্য আছে; অতএব উঠ, কর্ম্মের উদ্‌যোগ কর, পরমেশ্বর তোমার সহবর্ত্তী হউন।

[১৭] পরে দায়ূদ্ আপন পুত্র সুলেমানের উপকার করিতে ইস্রায়েলের সকল অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিয়া কহিল, [১৮] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী হইয়া কি সর্ব্বদিগে তোমাদিগকে বিশ্রাম দেন নাই? তিনি দেশনিবাসি লোকদিগকে আমার হস্তগত করাতে পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রজা লোকদের সম্মুখে দেশ পরাজিত হইয়াছে। [১৯] অতএব আপন প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে আপনাদের অন্তঃকরণ

ও মন দেও, এবং উঠ, পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে যে মন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাহার মধ্যে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক ও ঈশ্বরের পবিত্র পাত্র আনিতে প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র স্থান প্রস্তুত কর।

২৩ অধ্যায়।

১ সুলেমানের রাজা হওন, ২ ও লেবি বংশের বিভাগ, ৭ ও গের্শোনীয় বংশের নাম, ১২ ও কিহাতীয় বংশের নাম, ২১ ও মিরারি বংশের নাম, ২৪ ও লেবীয়দের কর্ম্ম।

[1] পরে দায়ূদ্ বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণায়ু হইলে আপন পুত্র সুলেমানকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। [2] সে যাজকদের ও লেবীয়দের সহিত ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণকে একত্র করিল। [3] ত্রিংশৎ বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক লেবীয়েরা গণিত হইলে মস্তকের গণনাতে তাহারা আটত্রিশ সহস্র পুরুষ ছিল। [4] (এবং দায়ূদ্ কহিল,) তাহাদের মধ্যে চব্বিশ সহস্র লোক পরমেশ্বরের মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হউক, এবং ছয় সহস্র লোক শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা হউক। [5] এবং চারি সহস্র লোক দ্বারপাল হউক; ও আমি প্রশংসার্থে যে বাদ্য নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাদ্বারা পরমেশ্বরের স্তবকারি চারি সহস্র লোক হউক। [6] এবং দায়ূদ্ লেবীয়দের গের্শোন ও কিহাৎ ও মিরারি, এই তিন বংশে পালা করিয়া দিল।

[7] ঐ গের্শোনীয়দের মধ্যে লাদন্ ও শিমিয়ি। [8] এবং লাদনের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ যিহীয়েল, ও অপর সেথম্ ও যোয়েল্। [9] এবং শিমিয়ির তিন পুত্র, শিলোমীৎ ও হসীয়েল ও হারণ্; ইহারা লাদন্ বংশের প্রধান ছিল। [10] এবং শিমিয়ির পুত্র যহৎ ও সীষ ও যিয়ূশ্ ও বিরিয়; শিমিয়ির এই যে চারি পুত্র, [11] তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যহৎ, ও দ্বিতীয় সীষ ছিল; আর যিয়ূশের ও বিরিয়ের বহু সন্তান ছিল না, এ কারণ তাহারা পিতৃবংশানুসারে এক পত্রে গণিত ছিল।

[12] আর কিহাতের চারি সন্তান, অম্রাম্ ও যিষ্হর ও হিব্রোণ ও উষীয়েল্। [13] অম্রামের পুত্র হারোণ্ ও মূসা; এই হারোণ্ ও তাহার বংশ চিরকালার্থে অতি পবিত্ররূপে পবিত্রীকৃত হইতে ও পরমেশ্বরের সম্মুখে ধূপ জ্বালাইতে ও সেবা করিতে ও তাঁহার নামে নিত্য আশীর্ব্বাদ করিতে পৃথক্কৃত হইল। [14] ঈশ্বরের লোক যে মূসা, তাহার পুত্রগণ লেবি বংশের মধ্যে গণিত ছিল। [15] মূসার পুত্র গের্শোম্ ও ইলীয়েষর্। [16] এই গের্শোমের সন্তানদের মধ্যে শিবূয়েল্ প্রধান ছিল। [17] এবং ইলীয়েষরের সন্তানদের মধ্যে রিহবিয় প্রধান ছিল; এই ইলীয়েষরের আর পুত্র ছিল না, কিন্তু রিহবিয়ের অনেক২ পুত্র ছিল। [18] এবং যিষ্হরের পুত্রদের মধ্যে শিলোমীৎ প্রধান ছিল। [19] এবং হিব্রোণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিরিয়, ও দ্বিতীয় অমরিয়, ও তৃতীয় যহসীয়েল, ও চতুর্থ যিকমিয়াম্। [20] এবং উষীয়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীখা, ও দ্বিতীয় যিশিয়।

[21] আর মিরারির পুত্র মহলি ও মুশি; ও মহলির পুত্র ইলিয়াসর ও কীশ। [22] ঐ ইলিয়াসর্ মরিলে, তাহার পুত্র না থাকাতে, কেবল কন্যা থাকাতে জ্ঞাতি কীশের পুত্রগণ তাহাদিগকে বিবাহ করিল। [23] এবং মুশির তিন পুত্র, মহলি ও এদর্ ও যিরেমোৎ।

[24] এই সকলে আপন২ পিতৃবংশানুসারে লেবীয় লোকদের মধ্যে স্ব২ পিতৃবংশের প্রধান; পরমেশ্বরের মন্দিরের সেবার্থে কার্য্যের যোগ্য অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক সকলের নাম ও মস্তক গণিত হইল। [25] কেননা দায়ূদ্ কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগকে বিশ্রাম দিলেন, এবং চিরকালের নিমিত্তে যিরূশালমে আপন বসতি করিলেন। [26] এবং লেবীয়দিগকেও অদ্যাবধি পবিত্র তাম্বু কিম্বা সেবার্থক কোন পাত্র আর বহিতে হইবে না। [27] এই জন্যে দায়ূদের শেষ আজ্ঞাতে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক লেবীয়েরা গণিত হইল। [28] এবং ঈশ্বরের মন্দিরের সেবা বিষয়ে হারোণ্ বংশের উপকার করিতে, অর্থাৎ প্রাঙ্গণে ও কুঠরীতে মনোযোগ করিতে, ও পবিত্র বস্তু সকল পরিষ্কার করিতে, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের পরিচর্য্যা করিতে; [29] এবং দর্শনীয় রুটী ও নৈবেদ্য ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক এবং পক্ক ও ভর্জ্জিত পিষ্টক, এই সকলের নিমিত্তে ময়দা প্রস্তুত করিতে, এবং সকল পরিমাণের ও তৌলের পরীক্ষা করিতে; [30] এবং প্রতি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে; [31] এবং বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে ও পর্ব্বে সংখ্যানুসারে বিধিমতে নিত্য পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাবৎ হোম করিতে, [32] এবং মণ্ডলীর আবাসের ও পবিত্র স্থানের নিরূপিত কার্য্য করিতে, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের সকল সেবাতে তাহাদের ভ্রাতা হারোণ্ বংশের উপকার করিতে তাহাদের ভার ছিল।

২৪ অধ্যায়।

১ গুলিবাঁটদ্বারা চব্বিশ পালাতে হারোণ্ বংশের বিভাগ, ২০ ও কিহাৎ বংশের বিবরণ, ২৬ ও মিরারি বংশের বিবরণ।

[1] হারোণ্ বংশের পালা সকলের বিবরণ। হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ ও ইলিয়াসর্ ও

ঈথামর্। [২] তাহাদের মধ্যে নাদব্ ও অবীহূ আপনাদের পিতার অগ্রে মরিল; এবং তাহাদের সন্তান ছিল না, অতএব ইলিয়াসর্ ও ঈথামর্ যাজকত্বপদ পাইল। [৩] পরে দায়ূদ্ এবং ইলিয়াসর বংশজ সাদোক্ ও ঈথামর্ বংশজ অহীমেলক্ সেবাকর্ম্ম বিষয়ক ভিন্ন ২ পালা নিরূপণ করিয়া (যাজকদিগকে) বিভক্ত করিল। [৪] এবং ঈথামরের সন্তানদের অপেক্ষা ইলিয়াসরের সন্তানদের মধ্যে অনেক প্রধান লোক হওয়াতে তাহারা তাহাদের মধ্যে এই রূপ বিভাগ করিল; ইলিয়াসরের বংশের মধ্যে আপন২ পিতৃবংশানুসারে ষোল জনকে, ও ঈথামরের বংশের মধ্যে পিতৃবংশানুসারে আট জনকে প্রাধান্য পদ দিল। [৫] তাহারা অবিশেষে গুলিবাঁটদ্বারা তাহাদিগকে বিভক্ত করিল, কেননা পবিত্র স্থানের অধ্যক্ষগণ ও ঈশ্বরীয় অধ্যক্ষগণ ইলিয়াসর্ বংশের ও ঈথামর্ বংশের মধ্যে হইল। [৬] এবং রাজার ও অধ্যক্ষদের ও সাদোক্ যাজকের ও অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃবংশের প্রধান লোকদের সাক্ষাতে লেবি বংশজ নিথনেলের পুত্র শিময়িয় লেখক তাহাদের নাম লিখিল; এবং ঈথামরের ও ইলিয়াসরের কারণ দুই পিতৃবংশের প্রধান লোক লেখা গেল। [৭] পরে প্রথম গুলিবাঁট যিহোয়ারীবের নামে উঠিল; ও দ্বিতীয় বাঁট যিদয়িয়ের নামে; [৮] ও তৃতীয় বাঁট হারীমের নামে; ও চতুর্থ বাঁট সিয়োরীমের নামে; [৯] ও পঞ্চম বাঁট মল্কিয়ের নামে; ও ষষ্ঠ বাঁট মিয়ামীনের নামে; [১০] ও সপ্তম বাঁট কোসের নামে; ও অষ্টম বাঁট অবিয়ের নামে; [১১] ও নবম বাঁট যেশূয়ের নামে; ও দশম বাঁট শিখনিয়ের নামে; [১২] ও একাদশ বাঁট ইলিয়াশীবের নামে; ও দ্বাদশ বাঁট যাকীমের নামে; [১৩] ও ত্রয়োদশ বাঁট হুপ্পের নামে; ও চতুর্দ্দশ বাঁট যেশবাবের নামে; [১৪] ও পঞ্চদশ বাঁট বিল্গার নামে; ও ষোড়শ বাঁট ইম্মেরের নামে; [১৫] ও সপ্তদশ বাঁট হেষীরের নামে; ও অষ্টাদশ বাঁট হপ্পিসেসের নামে; [১৬] ও ঊনবিংশতি বাঁট পিথাহিয়ের নামে; ও বিংশতি বাঁট যিহিষ্কেলের নামে; [১৭] ও একবিংশতি বাঁট যাখীনের নামে; ও দ্বাবিংশতি বাঁট গামূলের নামে; [১৮] ও ত্রয়োবিংশতি বাঁট দিলায়ের নামে; ও চতুর্ব্বিংশতি বাঁট মাসিয়ের নামে উঠিল। [১৯] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের পিতা হারোণকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে বিধিমতে পরমেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সেবা করিতে এই ২ পালা তাহাদের হইল।

[২০] লেবির অন্য সন্তানদের বিবরণ। অম্রাম্ বংশের মধ্যে শিবূয়েল, ও শিবূয়েলের বংশের মধ্যে যেহদিয়। [২১] এবং রিহবিয়ের এই বিবরণ; রিহবিয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিশিয়। [২২] যিষ্‌হরীয়দের মধ্যে শিলোমীৎ, ও শিলোমীতের পুত্রদের মধ্যে যহৎ। [২৩] এবং (হিব্রোণের জ্যেষ্ঠ) পুত্র যিরিয়, ও দ্বিতীয় অমরিয়, ও তৃতীয় যহসীয়েল, ও চতুর্থ যিকমিয়াম্। [২৪] এবং উষীয়েলের পুত্র মীখা, ও মীখার পুত্রদের মধ্যে শামীর্। [২৫] ও মীখার ভ্রাতা যিশিয়, ও যিশিয়ের পুত্রদের মধ্যে সিখরিয়।

[২৬] আর মিরারির বংশ মহলি ও মুশি ও তাহার পুত্র যাসিয়ের সন্তান। [২৭] এবং মিরারির পুত্র যাসিয়ের বংশ শোহম ও সক্কুর ও ইব্রি। [২৮] এবং মহলির পুত্র ইলিয়াসর, তাহার পুত্র ছিল না। [২৯] কীশের বিবরণ; কীশের পুত্র যিরহমেল্। [৩০] এবং মুশির পুত্র মহলি ও এদর্ ও যিরেমোৎ, ইহারা আপন২ পিতৃবংশানুসারে লেবির বংশ। [৩১] ইহারাও দায়ূদ্ রাজার ও সাদোকের ও অহীমেলকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃপ্রধানদের সাক্ষাতে আপনাদের ভ্রাতা হারোণের বংশের ন্যায় গুলিবাঁট করিল, অর্থাৎ পিতৃপ্রধান লোক ও তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সকলে এক মত করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ গায়কদের বিবরণ, ৮ ও চব্বিশ অংশে গুলিবাঁটদ্বারা তাহাদিগকে বিভক্তকরণ।

[১] অপর দায়ূদ্ ও সেবকবর্গের প্রধানগণ বীণা ও নবল ও করতাল বাজাইতে আসফের ও হেমনের ও যিদূথূনের সন্তানগণের মধ্যে বিভাগ করিল; তাহাদের কর্ম্মানুসারে কর্ম্মকারিদের সংখ্যা। [২] আসফের বংশের কথা; আসফের সন্তান সক্কূর্ ও যূষফ ও নিথনিয় ও অসারেল; এবং রাজার পার্শ্বে আসফ্ বাদ্য করিলে তাহারা তাহার সহায়তা করিত। [৩] যিদূথূনের কথা; যিদূথূনের সন্তান গিদলিয় ও যিব্রি (ও শিমিয়ি) ও যিশায়িয় ও হশবিয় ও মত্তথিয়, এই ছয় জন; পরমেশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া বীণাদ্বারা বাদ্য করিলে ইহারা আপনাদের পিতা যিদূথূনের সহায়তা করিত। [৪] হেমনের কথা; হেমনের সন্তান বুক্কিয় ও মত্তনিয় ও উষীয়েল ও শিবূয়েল ও যিরেমোৎ ও হনানিয় ও হনানি ও ইলীয়াথা ও গিদ্দল্তি ও রোমাম্তী-এষর্ ও যশ্বিকাশা ও মল্লোথি ও হোথীর ও মহসীয়োৎ। [৫] যে হেমন ঈশ্বরীয় বাক্যবিষয়ে রাজার প্রদর্শক

ছিল, তাহার উন্নতির নিমিত্তে তাহার এই সকল পুত্র ছিল; ঈশ্বর হেমনকে চৌদ্দ পুত্র ও তিন কন্যা দিয়াছিলেন। [6] ইহারা সকলে ঈশ্বরের মন্দিরের সেবার্থে করতাল ও বীণা ও নবলদ্বারা পরমেশ্বরের মন্দিরে গান করিতে আপন পিতার সহায়তা করিত, এবং আসফ ও যিদূথূন ও হেমন রাজার পার্শ্বে থাকিত। [7] পরমেশ্বরের গান শিক্ষিত তাহারা ও তাহাদের বুদ্ধিমান ভ্রাতৃগণ সংখ্যাতে দুই শত অষ্টাশী জন ছিল।

[8] পরে তাহারা ছোট বড় এবং গুরু শিষ্য সকলের পালা গুলিবাঁটদ্বারা স্থির করিল। [9] তাহাতে আসফের পুত্র যূষফের জন্যে প্রথম বাঁট উঠিল; ও গিদলিয়ের জন্যে দ্বিতীয় বাঁট উঠিল, সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [10] এবং সক্কূরের জন্যে তৃতীয় বাঁট উঠিল, সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [11] এবং যিম্রির জন্যে চতুর্থ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [12] এবং নিথনিয়ের জন্যে পঞ্চম বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [13] এবং বুক্কিয়ের জন্যে ষষ্ঠ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [14] এবং যিশারেলার জন্যে সপ্তম বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [15] এবং যিশায়িয়ের জন্যে অষ্টম বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [16] এবং মত্তনিয়ের জন্যে নবম বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [17] এবং শিমিয়ির জন্যে দশম বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [18] এবং অসরেলের জন্যে একাদশ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [19] এবং হশবিয়ের জন্যে দ্বাদশ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [20] এবং শিবূয়েলের জন্যে ত্রয়োদশ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [21] এবং মত্তথিয়ের জন্যে চতুর্দ্দশ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [22] এবং যিরেমোতের জন্যে পঞ্চদশ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [23] এবং হনানিয়ের জন্যে ষোড়শ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [24] এবং যশ্‌বিকাশার জন্যে সপ্তদশ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [25] এবং হনানির জন্যে অষ্টাদশ বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [26] এবং মল্লোথির জন্যে উনবিংশতি বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [27] এবং ইলীয়াথার জন্যে বিংশতি বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [28] এবং হোথীরের জন্যে একবিংশতি বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [29] এবং গিদ্দল্‌তির জন্যে দ্বাবিংশতি বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [30] এবং মহসীয়োতের জন্যে ত্রয়োবিংশতি বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন। [31] এবং রোমাম্তী-এষরের জন্যে চতুর্ব্বিংশতি বাঁট উঠিল; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন ছিল।

২৬ অধ্যায়।

১ দ্বারপালদের বিবরণ, ১৩ ও গুলিবাঁটদ্বারা দ্বারপালদের নিরূপণ, ২০ ও ভাণ্ডার রক্ষার্থে লেবীয়দের নিযুক্ত হওন।

[1] দ্বারপালদের পালার বিবরণ। কোরহীয়দের মধ্যে কোরির পুত্র মিশেলিমিয় আসফ্ বংশীয় লোক ছিল। [2] মিশেলিমিয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিখরিয়, ও দ্বিতীয় যিদীয়েল্, ও তৃতীয় সিবদিয়, ও চতুর্থ যৎনীয়েল্, [3] ও পঞ্চম এলম্, ও ষষ্ঠ যিহোহানন্, ও সপ্তম ইলিয়ো-ঐনয়। [4] এবং ওবেদ্-ইদোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিময়িয়, ও দ্বিতীয় যিহোষাবদ, ও তৃতীয় যোয়াহ, ও চতুর্থ সাখর্, ও পঞ্চম নিথনেল্; [5] ও ষষ্ঠ অম্মীয়েল, ও সপ্তম ইষাখর, ও অষ্টম পিয়ুল্তয়; কেননা ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। [6] এবং তাহার পুত্র শিময়িয়ের পুত্রগণ জন্মিল, তাহারা বলবান লোক হইয়া পিতৃবংশে কর্তৃত্ব করিত। [7] শিময়িয়ের পুত্র অৎনি ও রিফায়েল্ ও ওবেদ্ ও ইল্‌সাবদ্, এবং ইলীহূ ও সিমখিয় নামে তাহার ভ্রাতারা বলবান লোক ছিল। [8] ইহারা সকলে ওবেদ্-ইদোমের সন্তান, এবং ইহারা ও ইহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ সেবার্থক বলেতে বলবান ছিল। এই ওবেদ্-ইদোম বংশজ বাষট্টি জন ছিল। [9] এবং মিশেলিমিয়ের পুত্র ও ভ্রাতা সকলে আঠারো জন বলবান লোক ছিল। [10] এবং মিরারি বংশীয় হোষার পুত্রগণের মধ্যে শিম্রি প্রধান ছিল; সে জ্যেষ্ঠ না হইলেও তাহার পিতা তাহাকে প্রধান করিল। [11] দ্বিতীয় হিল্‌কিয়, ও তৃতীয় টিবলিয়, ও চতুর্থ সিখরিয়;

হোষার তাবৎ পুত্র ও ভ্রাতাতে তেরো জন ছিল। [১১] পরমেশ্বরের মন্দিরে সেবার্থে ভ্রাতৃগণের সহিত প্রহরি কর্ম্ম করিতে পুরুষদের সংখ্যানুসারে দ্বারপালদের পালা সকল ইহাদের ছিল।

[১৩] আর তাহারা প্রধান ও অপ্রধান আপন২ পিতৃবংশানুসারে প্রত্যেক দ্বারের কারণ গুলিবাঁট করিল। [১৪] প্রথমে শেলিমিয়ের জন্যে পূর্ব্বদিগের দ্বারের বাঁট উঠিল; পরে মন্ত্রণাতে জ্ঞানি তাহার পুত্র সিখরিয়ের জন্যে বাঁট তুলিলে উত্তরদিগের দ্বারের বাঁট উঠিল। [১৫] এবং ওবেদ্-ইদোমের জন্যে দক্ষিণ দিগের দ্বারের, ও তাহার পুত্রগণের জন্যে ভাণ্ডারের বাঁট উঠিল। [১৬] এবং শুপ্পীমের ও হোষার জন্যে পশ্চিম দিগের অর্থাৎ উর্দ্ধগামি পথের নিকটস্থ শল্লেখৎ নামক দ্বারের বাঁট উঠিল, তাহার রক্ষকদের দুই দল পরস্পর অভিমুখ ছিল। [১৭] এবং পূর্ব্বদিগের দ্বারে ছয় জন ও উত্তরদিগে দিবাতে চারি জন, ও দক্ষিণদিগে দিবাতে চারি জন, ও এক২ ভাণ্ডারে দুই২ জন; [১৮] এবং পশ্চিমদিক্স্থিত উপনগরের দ্বারে উচ্চপথে চারি জন, ও উপনগরে দুই জন ৫ বীয় নিযুক্ত ছিল। [১৯] কোরহের ও মিরারির বংশের মধ্যে দ্বারপালদের এই সকল পালা ছিল।

[২০] আর লেবীয়দের মধ্যে অহিয় পরমেশ্বরের মন্দিরের ধনের ও পবিত্রীকৃত বস্তুরূপ ধনের উপরে নিযুক্ত ছিল। [২১] গের্শোনীয় লাদনের পুত্রদের বিবরণ। লাদনের এই২ সন্তান পিতৃবংশের প্রধান ছিল, গের্শোনীয় লাদনের পুত্র যিহীয়েলি; [২২] ও যিহীয়েলির পুত্র সেথম্, ও তাহার ভ্রাতা যোয়েল্, ইহারা পরমেশ্বরের মন্দিরের ধনের উপরে নিযুক্ত ছিল। [২৩] এবং অম্রামীয়দের ও যিষ্হরীয়দের ও হিব্রোণীয়দের ও উষীয়েলীয়দের মধ্যে [২৪] মূসার পুত্র গের্শোমের সন্তান শিবূয়েল্ ধনাধ্যক্ষ ছিল। [২৫] এবং ইলীয়েষর্ বংশীয় তাহার ভ্রাতৃগণ রিহবিয়, ও তাহার পুত্র যিশয়িয়, ও যিশয়িয়ের পুত্র যোরাম্, ও যোরামের পুত্র সিখ্রি, ও সিখ্রির পুত্র শিলোমীৎ। [২৬] দায়ূদ্ রাজা ও পিতৃবংশীয় প্রধান লোক ও সহস্রপতিরা ও শতপতিরা ও সেনাপতিরা যে সকল বস্তু নিবেদন করিয়াছিল, সেই সকল পবিত্রীকৃত বস্তুর উপরে ঐ শিলোমীৎ ও তাহার ভ্রাতৃগণ অধ্যক্ষ ছিল। [২৭] পরমেশ্বরের মন্দির প্রস্তুত করিতে যুদ্ধে লব্ধ অনেক ধন তাহাদের দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। [২৮] এবং শিমূয়েল্ প্রদর্শক ও কীশের পুত্র শৌল ও নেরের পুত্র অব্নের ও সিরুয়ার পুত্র যোয়াব্ যে সকল বস্তু নিবেদন করিয়াছিল, ও যে যাহা পবিত্র করিয়াছিল, সে সকল বস্তু শিলোমীতের ও তাহার ভ্রাতৃগণের হস্তে সমর্পিত ছিল। [২৯] এবং যিষ্হরীয়দের মধ্যে কিননিয় ও তাহার পুত্রগণ ইস্রায়েলের বাহিরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা ছিল। [৩০] এবং হিব্রোণীয়দের মধ্যে হশবিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ এক সহস্র সাত শত বলবান মনুষ্য পরমেশ্বরের সকল কার্য্যে ও রাজকীয় কর্ম্মে যর্দ্দনের এপারে পশ্চিমদিগে ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ হইল। [৩১] আপন২ পিতৃবংশানুসারে হিব্রোণীয় লোকদের মধ্যে যিরিয় প্রধান ছিল; তাহাদের মধ্যে গিলিয়দস্থ যাসের্ নগরে বলবান লোক প্রাপ্ত হইল, কেননা তাহারা দায়ূদ্ রাজার অধিকারের চল্লিশ বৎসরে পরীক্ষিত হইল। [৩২] এবং তাহার সেই ভ্রাতৃগণ দুই সহস্র সাত বলবান লোক পিতৃবংশের প্রধান ছিল; এবং দায়ূদ্ রাজা ঈশ্বরীয় ও রাজকীয় তাবৎ কার্য্য করিতে রুবেণীয়দের ও গাদীয়দের ও মিনশির অর্দ্ধবংশের উপরে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিল।

২৭ অধ্যায়।

১ মাসিক সেনাপতিদিগের নাম, ১৬ ও বারো বংশের অধ্যক্ষদের নাম, ২৩ ও লোকদের গণনা করণে আপত্তি, ২৫ ও দায়ূদ্ রাজার অধ্যক্ষগণের নাম

[১] ইস্রায়েল্ বংশের সংখ্যানুসারে পিতৃবংশের যে প্রধান লোক ও সহস্রপতি ও শতপতি ও অধ্যক্ষ লোকেরা নিত্য২ রাজার পরিচর্য্যা করিত, অর্থাৎ যাহারা পালাতে বিভক্ত হইয়া বৎসরের এক২ মাসে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইত, তাহারা প্রত্যেক পালায় চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [২] প্রথম মাসের প্রথম পালাতে সব্দীয়েলের পুত্র যাশবিয়াম্ নিযুক্ত ছিল, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৩] আর পেরসের বংশের মধ্যহইতে প্রথম মাসে সকল প্রধান সেনাপতি ছিল। [৪] এবং দ্বিতীয় মাসের পালাতে অহোহীয় দোদয় নিযুক্ত ছিল; সেই পালাতে মিক্লোৎ প্রধান ছিল, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৫] এবং তৃতীয় মাসের পালাতে নিযুক্ত তৃতীয় সেনাপতি যিহোয়াদা যাজকের পুত্র বিনায়, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৬] এই বিনায় ত্রিশ জনের মধ্যে পরাক্রান্ত ও কর্ত্তা ছিল, এবং তাহার পালাতে তাহার পুত্র অম্মীবাদদ ছিল। [৭] এবং চতুর্থ

মাসের পালাতে নিযুক্ত চতুর্থ সেনাপতি যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল, ও তাহার (মৃত্যুর) পরে তাহার পুত্র সিবদিয়, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৮] এবং পঞ্চম মাসের পালাতে নিযুক্ত পঞ্চম সেনাপতি যিষ্রাহীয় শম্মোৎ, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৯] এবং ষষ্ঠ মাসের পালাতে নিযুক্ত ষষ্ঠ সেনাপতি তিকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১০] এবং সপ্তম মাসের পালাতে নিযুক্ত সপ্তম সেনাপতি ইফ্রয়িম বংশের মধ্যে পিলোনীয় হেলস, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১১] এবং অষ্টম মাসের পালাতে নিযুক্ত অষ্টম সেনাপতি সেরহের বংশীয় হূশাতীয় সিব্বিখয়, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১২] এবং নবম মাসের পালাতে নিযুক্ত নবম সেনাপতি বিন্যামীন্ বংশের মধ্যে অনাথোতীয় অবীয়েষর, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১৩] এবং দশম মাসের পালাতে নিযুক্ত দশম সেনাপতি সেরহ বংশীয় নিটোফাতীয় মহরয়, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১৪] এবং একাদশ মাসের পালাতে নিযুক্ত একাদশ সেনাপতি ইফ্রয়িম্ বংশের মধ্যে পিরিয়াথোনীয় বিনায়, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১৫] এবং দ্বাদশ মাসের পালাতে নিযুক্ত দ্বাদশ সেনাপতি অৎনীয়েল বংশীয় নিটোফাতীয় হিল্দয়, তাহার পালাতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।

[১৬] আর ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে রূবেন্ বংশেতে সিখ্রীর পুত্র ইলীয়েষর্ শাসনকর্ত্তা; ও শিমিয়োন্ বংশেতে মাখার পুত্র শিফটিয়; [১৭] ও লেবি বংশেতে কিমূয়েলের পুত্র হশবিয়, ও হারোণ বংশেতে সাদোক; [১৮] ও যিহূদা বংশেতে দায়ূদের ভ্রাতা ইলীহূ; ও ইষাখর্ বংশেতে মীখায়েলের পুত্র অম্রি; [১৯] ও সিবূলূন বংশেতে ওবদিয়ের পুত্র যিশ্ময়িয়; ও নপ্তালি বংশেতে অস্রীয়েলের পুত্র যিরেমোৎ; [২০] ও ইফ্রয়িম বংশেতে অসসিয়ের পুত্র হোশেয়; ও মিনশির অর্দ্ধ বংশেতে পিদায়ের পুত্র যোয়েল্; [২১] ও গিলিয়দস্থ মিনশির অর্দ্ধ বংশেতে সিখরিয়ের পুত্র যিদ্দো; ও বিন্যামীন্ বংশেতে অব্নেরের পুত্র যাসীয়েল্; [২২] ও দান্ বংশেতে যিরোহমের পুত্র অসরেল্; ইহারা ইস্রায়েল্ বংশগণের অধ্যক্ষ ছিল।

[২৩] দায়ূদ্ বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও তাহার ন্যূন বয়স্ক লোকদের গণনা করিল না, কেননা পরমেশ্বর আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় ইস্রায়েল্ বংশের বৃদ্ধি করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। [২৪] সিরুয়ার পুত্র যোয়াব্ গণনা করিতে, আরম্ভ করিল, কিন্তু সমাপ্ত না করাতে এবং তৎপ্রযুক্ত ইস্রায়েল বংশের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে তাহাদের সংখ্যাও দায়ূদ্ রাজার ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইল না।

[২৫] রাজধনের অধ্যক্ষ অদীয়েলের পুত্র অস্মাবৎ; এবং ক্ষেত্র ও নগর ও গ্রাম ও দুর্গ সকলেতে যে২ রাজধন ছিল, সেই সকলের অধ্যক্ষ উষিয়ের পুত্র যিহোনাথন। [২৬] এবং ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্যকারিদের অধ্যক্ষ কিলূবের পুত্র ইষ্রি। [২৭] এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধ্যক্ষ রামাথীয় শিমিয়ি, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রস্থ দ্রাক্ষারসের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ শিফমীয় সব্দি। [২৮] এবং নিম্নভূমিস্থিত জিতবৃক্ষ ও ডুম্বুর বৃক্ষ সকলের অধ্যক্ষ গিদেরীয় বালহানন্, এবং তৈলভাণ্ডারের অধ্যক্ষ যোয়াশ্। [২৯] এবং শারোণে যে সকল গোরুর পাল চরিত, তাহার অধ্যক্ষ শারোণীয় সিট্রয়, ও প্রান্তরস্থ গোরুর পালের অধ্যক্ষ অদ্লয়ের পুত্র শাফট। [৩০] ও উষ্ট্রগণের অধ্যক্ষ ইস্মায়েলীয় ওবীল্, এবং গর্দ্দভীগণের অধ্যক্ষ মেরোনোথীয় যেহদিয়। [৩১] ও মেষপালদের অধ্যক্ষ হাজিরীয় যাসীষ্; ইহারা দায়ূদ্ রাজার সম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিল। [৩২] এবং দায়ূদ্ রাজার পিতৃব্য যোনাথন্ মন্ত্রী ও পরিণামদর্শী হইয়া লেখক ছিল, এবং হক্মোনির পুত্র যিহীয়েল রাজপুত্রদের সভাসদ ছিল। [৩৩] এবং অহীথোফল রাজমন্ত্রী ছিল, ও অর্কীয় হূশয় রাজার সুহৃৎ ছিল। [৩৪] এবং অহীথোফলের পরে বিনায়ের পুত্র যিহোয়াদা ও অবিয়াথর্ রাজমন্ত্রী হইল, এবং যোয়াব রাজকীয় সেনাপতি হইল।

২৮ অধ্যায়।

১ তাবৎ অধ্যক্ষগণ একত্র হইলে তাহাদের প্রতি দায়ূদের পরামর্শ, ৯ ও সুলেমানের প্রতি দায়ূদের পরামর্শ, ১১ ও সুলেমানকে মন্দিরের আদর্শ দেওন ও স্বর্ণ রূপ্যাদি সমর্পণ করণ, ২০ ও দায়ূদের অন্য কথা।

[১] পরে দায়ূদ্ ইস্রায়েল বংশের অধ্যক্ষগণকে, অর্থাৎ তাবৎ বংশের অধ্যক্ষগণকে ও পালানুসারে রাজার সেবাকারি সেনাপতি ও সহস্রপতি ও শতপতিগণকে এবং রাজার ও রাজপুত্রদের, গোধনাদি সম্পদাধ্যক্ষ ও গৃহাধ্যক্ষ ও পরাক্রান্ত ও বলবান লোক সকলকে যিরূশালমে একত্র করিল। [২] তখন দায়ূদ্ চরণে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার প্রজাগণ, আমার কথা শুন, পর-

মেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের জন্যে ও আমাদের ঈশ্বরের পাদপীঠের জন্যে বিশ্রামার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আমার মনস্থ হইয়াছিল; তাহাতে আমি নির্ম্মাণার্থে দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলাম। [৩] কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, আমার নামের উদ্দেশে তুমি মন্দির নির্ম্মাণ করিও না, কেননা তুমি যোদ্ধা হইয়া রক্তপাত করিয়াছ। [৪] তথাপি ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলের উপরে নিত্য রাজত্ব করিতে আমার তাবৎ পিতৃবংশহইতে আমাকে মনোনীত করিয়াছেন; তিনি শাসনপদের কারণ যিহূদাকে, এবং যিহূদার মধ্যে আমার পিতৃবংশকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাবৎ ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আমার পিতার পুত্রগণের মধ্যে আমাকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। [৫] এবং পরমেশ্বর আমাকে যে অনেক পুত্র দিয়াছেন, আমার সেই সকল পুত্রদের মধ্যে ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষরূপে পরমেশ্বরীয় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট করিতে আমার পুত্র সুলেমান্‌কে মনোনীত করিয়াছেন। [৬] এবং তিনি আমাকে কহিলেন, তোমার পুত্র সুলেমানই আমার মন্দির ও প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবে; কেননা আমি তাহাকে আপন পুত্ররূপে মনোনীত করিলাম, এবং আমি তাহার পিতা হইব। [৭] আর যদি সে অদ্যকার মত আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করিতে বলবান হয়, তবে আমি তাহার রাজ্য অনন্তকালস্থায়ী করিব। [৮] অতএব এখন পরমেশ্বরের মণ্ডলী যে তাবৎ ইস্রায়েল্, তাহার সাক্ষাতে ও আমাদের ঈশ্বরের কর্ণগোচরে আমি কহিতেছি, তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের বিধি ও আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করিও; তাহাতে এই উত্তম দেশ অধিকার করিবা, এবং তোমাদের পরে অনন্তকালস্থায়ি অধিকারার্থে তোমাদের বংশকে তাহা সমর্পণ করিবা।

[৯] হে আমার পুত্র সুলেমান্, তুমি আপন পিতার ঈশ্বরকে জ্ঞাত হও, এবং সকল অন্তঃকরণে ও প্রসন্ন মনে তাঁহার সেবা কর; কেননা পরমেশ্বর তাবৎ অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করেন ও মনের তাবৎ কল্পনা জানেন। তুমি যদি তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তাঁহার উদ্দেশ পাইবা; কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাকে অনন্তকালের নিমিত্তে দূর করিবেন। [১০] এখন সাবধান হও, পবিত্র স্থানার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পরমেশ্বর তোমাকে মনোনীত করিলেন, অতএব তুমি বলবান হইয়া কর্ম্ম কর।

[১১] পরে দায়ূদ্ আপন পুত্র সুলেমানকে মন্দিরের, অর্থাৎ তাহার বারাণ্ডার ও তাহার সকল গৃহের ও সমস্ত ভাণ্ডারের ও সকল উপরিস্থ কুঠরীর ও ভিতর কুঠরীর ও পাপাবরণের স্থানের আদর্শ দিল। [১২] এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণের ও চতুর্দ্দিকস্থ সকল কুঠরীর ও ঈশ্বরের মন্দিরের ভাণ্ডারের ও পবিত্র বস্তুর ভাণ্ডারের; [১৩] এবং যাজকদের ও লেবীয়দের পালার, এবং পরমেশ্বরের মন্দির সম্পর্কীয় সেবার তাবৎ কর্ম্মের, ও পরমেশ্বরের মন্দির সম্পর্কীয় সেবার্থক তাবৎ পাত্রের বিষয়ে আত্মাদ্বারা তাহাকে দত্ত যে আদর্শ তাহাও দিল। [১৪] এবং সেবার্থক সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণময় তাবৎ পাত্রের জন্যে স্বর্ণ তৌল করিয়া দিল, এবং সেবার্থক সর্ব্বপ্রকার রূপ্যময় তাবৎ পাত্রের জন্যে রূপ্য তৌল করিয়া দিল। [১৫] এবং স্বর্ণদীপবৃক্ষের ও স্বর্ণদীপের জন্যে এক২ দীপবৃক্ষের ও দীপের পরিমাণানুসারে স্বর্ণ তৌল করিয়া দিল, এবং রূপ্যময় দীপবৃক্ষের ও দীপের জন্যে প্রত্যেক দীপবৃক্ষের কর্ম্মানুসারে রূপ্য তৌল করিয়া দিল। [১৬] এবং দর্শনীয় দ্রব্যের মেজের জন্যে, অর্থাৎ প্রত্যেক মেজের জন্যে, স্বর্ণ তৌল করিয়া দিল, এবং রৌপ্য মেজের জন্যে রূপ্য তৌল করিয়া দিল; [১৭] এবং ত্রিশূল ও বাটি ও চষকের নির্ম্মাণের জন্যে, এবং স্বর্ণময় পাত্রের অর্থাৎ প্রত্যেক পাত্রের জন্যে স্বর্ণ তৌল করিয়া দিল, এবং প্রত্যেক রূপ্যময় পাত্রের জন্যে রূপ্য তৌল করিয়া দিল। [১৮] এবং ধূপবেদির জন্যে নির্ম্মল স্বর্ণ, এবং বাহনের জন্যে অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের উপরে পক্ষবিস্তারকারি কিরূবদের আদর্শের জন্যে স্বর্ণ তৌল করিয়া দিল। [১৯] এবং দায়ূদ্ কহিল, পরমেশ্বর আমাতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক এই সকল লেখাইয়া আদর্শের তাবৎ বিষয় আমাকে বুঝাইলেন।

[২০] পরে দায়ূদ্ আপন পুত্র সুলেমানকে কহিল, তুমি বলবান ও সাহসী হও ও কর্ম্ম কর; ভয় করিও না, ও নিরাশ হইও না; কেননা আমার ঈশ্বর যে প্রভু পরমেশ্বর, তিনি তোমার সহবর্ত্তী হইবেন। যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের মন্দিরের সেবার তাবৎ কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাবৎ তিনি তোমার প্রতি নিরুপকারী হইবেন না, ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না। [২১] দেখ, ঈশ্বরের মন্দিরসম্পর্কীয় সকল সেবার জন্যে যাজকদের ও লেবীয়দের পালা সকল আছে, এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের নিমিত্তে সর্ব্বপ্রকার সেবাতে তৎপর বিদ্বান লোক সকল ইচ্ছুক হইয়া তোমার সহকারী আছে, এবং অধ্যক্ষেরা ও সমস্ত প্রজা লোক সর্ব্বতোভাবে তোমার আজ্ঞাবহ আছে।

২৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদের আয়োজন করণের কথা, ৬ ও অধ্যক্ষদের ও লোকদের দান, ১০ ও দায়ূদের প্রার্থনা, ২০ ও বলিদান ও দ্বিতীয় বার সুলেমানকে রাজা করণ, ২৬ ও দায়ূদের রাজত্ব ও মৃত্যু।

[১] পরে দায়ূদ্ রাজা তাবৎ মণ্ডলীকে কহিল, ঈশ্বর কেবল আমার পুত্র সুলেমান্‌কে মনোনীত করিয়াছেন; সে অল্পবয়স্ক ও কোমল, আর এই কর্ম্ম অতি ভারি, কেননা এই প্রাসাদ মনুষ্যের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বরের নিমিত্তে হইবে। [২] অতএব আমি আপন শক্ত্যনুসারে আমার ঈশ্বরের মন্দিরের নিমিত্তে আয়োজন করিয়াছি, অর্থাৎ স্বর্ণময় দ্রব্যের জন্যে স্বর্ণ, ও রূপ্যময় দ্রব্যের জন্যে রূপ্য, ও পিত্তলময় দ্রব্যের জন্যে পিত্তল, ও লৌহময় দ্রব্যের জন্যে লৌহ, ও কাষ্ঠময় দ্রব্যের জন্যে কাষ্ঠ, এবং বৈদূর্য্যমণি ও খচনার্থক প্রস্তর ও তেজস্বি প্রস্তর ও নানাবর্ণ প্রস্তর, এবং সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর, ও প্রচুররূপে মর্ম্মর প্রস্তর আয়োজন করিয়াছি। [৩] এবং ঐ পবিত্র মন্দিরের নিমিত্তে যাহা২ আয়োজন করিয়াছি, তদতিরিক্ত আপন ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতি অনুরাগ প্রযুক্ত আপন ধনহইতেও আপন ঈশ্বরের মন্দিরের জন্যে স্বর্ণ ও রূপ্য দিলাম, [৪] অর্থাৎ মন্দিরের ভিত্তি মড়িবার জন্যে তিন সহস্র মণ পরিমিত ওফীরের স্বর্ণ ও সাত সহস্র মণ পরিমিত নির্ম্মল রূপ্য দিলাম। [৫] এবং স্বর্ণময় দ্রব্যের জন্যে স্বর্ণ, ও রূপ্যময় দ্রব্যের জন্যে রূপ্য, এবং শিল্পকরের প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যও দিলাম; অতএব অদ্য তোমাদের মধ্যে কে পরমেশ্বরের পক্ষে পূর্ণহস্ত হইতে দাতৃত্ব স্বীকার করে?

[৬] অপর পিতৃবংশের প্রধানেরা ও ইস্রায়েল বংশের অধ্যক্ষগণ ও সহস্রপতিগণ ও শতপতিগণ ও রাজার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ দাতৃত্ব স্বীকার করিল। [৭] এবং ঈশ্বরের মন্দিরের কার্য্যের জন্যে পাঁচ সহস্র মণ স্বর্ণ, ও অদর্কোন নামে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, ও দশ সহস্র মণ রূপ্য, ও আঠারো সহস্র মণ পিত্তল, ও এক লক্ষ মণ লৌহ দিল। [৮] এবং যাহাদের নিকটে মণি ছিল, তাহারা গের্শোনীয় যিহীয়েলের হস্তে পরমেশ্বরের মন্দিরের ভাণ্ডারে তাহা দিল। [৯] তাহাতে প্রজা লোকেরা তাহাদের দাতৃত্বে আনন্দ করিল, কেননা তাহারা সরল অন্তঃকরণে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দাতৃত্ব স্বীকার করিল, এবং দায়ূদ্ রাজাও মহানন্দ করিল।

[১০] অপর দায়ূদ্ সকল মণ্ডলীর সাক্ষাতে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল। দায়ূদ্ কহিল, হে আমাদের পিতা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদা ধন্য। [১১] হে পরমেশ্বর, মহত্ত্ব ও পরাক্রম ও যশ ও জয় ও প্রতাপ তোমার; বরঞ্চ স্বর্গে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে, সকলি তোমার; হে পরমেশ্বর, রাজ্য তোমার, এবং তুমি সকলের মস্তকরূপে সকলের উপরে উন্নত আছ। [১২] এবং তোমাহইতে ধন ও গৌরব হয়, এবং তুমি সকলের উপরে রাজত্ব করিতেছ; পরাক্রম ও বল তোমার হস্তে আছে, এবং সকলের বৃদ্ধি করিতে ও শক্তি দিতে তোমার হস্তের অধিকার আছে। [১৩] অতএব হে আমাদের ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, ও তোমার যশোযুক্ত নামের প্রশংসা করিতেছি। [১৪] কিন্তু আমি কে, এবং আমার প্রজা লোকেরা বা কে, যে আমরা এই প্রকারে দাতৃত্ব স্বীকার করিতে সমর্থ হই? কেননা তোমাহইতে সকলই পাওয়া যায়, এবং আমরা তোমারই দানদ্রব্য তোমাকে দিলাম। [১৫] কেননা আমাদের সকল পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় আমরাও তোমার সম্মুখে বিদেশী ও প্রবাসী; পৃথিবীতে আমাদের যে আয়ু, সে ছায়াসদৃশ ও অস্থায়ী। [১৬] হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, তোমার পবিত্র নামের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার জন্যে আমরা এই যে দ্রব্যরাশি আয়োজন করিলাম, এ সকল তোমার হস্তহইতেই আইল, ও সকলি তোমার আছে। [১৭] হে আমার ঈশ্বর, তুমি অন্তঃকরণের পরীক্ষা করিয়া থাক, ও সরলতাতে সন্তুষ্ট হও, তাহা আমি জানি; আমিই আপন অন্তঃকরণের সরলতাতে দাতৃত্ব স্বীকার করিয়া এই সকল দ্রব্য দিলাম, এবং এখন এই স্থানে সমাগত তোমার প্রজা লোকদিগকে আনন্দ পূর্ব্বক তোমার উদ্দেশে দাতৃত্ব স্বীকার করিতে দেখিলাম। [১৮] হে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইস্‌হাক্ ও ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন প্রজা লোকদের অন্তঃকরণের কল্পনার এই প্রকার স্বভাব নিত্যস্থায়ী করিয়া রাখ, ও আপনার প্রতি তাহাদের অন্তঃকরণ স্থির কর। [১৯] এবং তোমার আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিয়া কর্ম্ম করিতে, এবং আমি যে প্রাসাদের জন্যে আয়োজন করিয়াছি, তাহা নির্ম্মাণ করিতে আমার পুত্র সুলেমান্‌কে সরল অন্তঃকরণ দেও।

[২০] পরে দায়ূদ্ সমস্ত মণ্ডলীকে কহিল, এখন আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; তাহাতে সকল মণ্ডলী আপনাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, ও মস্তক নত করিয়া পরমেশ্বরের ভজনা ও রাজাকে নমস্কার

করিল। [২১] এবং পরদিবসে তাহারা সমস্ত ইস্রায়েলের জন্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান ও হোমবলি উৎসর্গ করিল, অর্থাৎ উপযুক্ত পেয় নৈবেদ্যের সহিত এক সহস্র বলদ ও এক সহস্র মেষ ও এক সহস্র মেষশাবক, এই২ বাহুল্য বলি উৎসর্গ করিল। [২২] এবং সে দিনে অতি আনন্দে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ভোজন পান করিল, এবং দায়ূদের পুত্র সুলেমান্‌কে দ্বিতীয় বার রাজা করিল, এবং প্রধান শাসনকর্ত্তা করিতে তাহাকে, ও যাজক করিতে সাদোক্‌কে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অভিষেক করিল। [২৩] তাহাতে সুলেমান্ আপন পিতা দায়ূদের পদে রাজা হইয়া পরমেশ্বরীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল ও ভাগ্যবান হইল, এবং সকল ইস্রায়েল্ লোক তাহার আজ্ঞাবর্ত্তী হইল। [২৪] এবং অধ্যক্ষ সকল ও পরাক্রমি লোকেরা ও দায়ূদ্ রাজার সকল পুত্রেরা সুলেমান্ রাজার বশীভূত হইল। [২৫] এবং পরমেশ্বর সকল ইস্রায়েলের সাক্ষাতে সুলেমান্‌কে অতিশয় উন্নত করিলেন, এবং তাহাকে যেরূপ রাজকীয় প্রতাপ দিলেন, পূর্ব্বে ইস্রায়েলের কোন রাজার তাদৃশ প্রতাপ হয় নাই।

[২৬] যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্ তাবৎ ইস্রায়েল বংশের উপরে রাজত্ব করিয়াছিল। [২৭] সে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল; তাহার মধ্যে সাত বৎসর হিব্রোণে, ও তেত্রিশ বৎসর যিরূশালমে রাজত্ব করিল। [২৮] পরে সে আয়ু ও ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া শুভ বার্দ্ধক্যসময়ে মরিল, এবং তাহার পুত্র সুলেমান্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [২৯] এই দায়ূদ্ রাজার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত ও রাজ্য করণের বিবরণ ও পরাক্রম, এবং তাহার ও ইস্রায়েলের ও অন্যান্য দেশীয় তাবৎ রাজ্যের উপর দিয়া যে২ সময় গেল, [৩০] সে সকল শিমূয়েল্ প্রদর্শকের পুস্তকে ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তকে ও গাদ প্রদর্শকের পুস্তকে লিখিত আছে।

বংশাবলির দ্বিতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ গিবিয়োনে সুলেমানের বলিদান করণ, ৭ ও বুদ্ধি ও জ্ঞানের বর প্রার্থনা করণ, ১৪ ও তাহার রথ ও অশ্বগণের কথা।

[১] পরে দায়ূদের পুত্র সুলেমান আপন রাজ্য দৃঢ় করিল, এবং তাহার প্রভু পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী হইয়া তাহাকে অতিশয় উন্নত করিলেন। [২] পরে সুলেমান্ তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে ও সহস্রপতিদিগকে ও শতপতিদিগকে ও বিচারকর্ত্তাদিগকে ও তাবৎ ইস্রায়েলের প্রত্যেক শাসনকর্ত্তাকে ও পিতৃবংশের প্রধানদিগকে আজ্ঞা করিল। [৩] পরে সুলেমান্ ও তাহার সহিত সকল মণ্ডলী গিবিয়োনস্থ টিকর স্থানে গেল, কেননা প্রান্তরে পরমেশ্বরের দাস মূসা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ঈশ্বরীয় মণ্ডলীর আবাস সেই স্থানে ছিল; [৪] কেবল ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ্ কর্ত্তৃক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমহইতে স্থানান্তরীকৃত হইয়া তন্নিমিত্তে নির্ম্মিত স্থানে আনীত হইয়াছিল, কেননা দায়ূদ্ যিরূশালমে তাহার জন্যে এক তাম্বু প্রস্তুত করিয়াছিল। [৫] আর হূরের পৌত্র উরির পুত্র বিৎসলেল্ যে পিত্তলময় বেদি করিয়াছিল, তাহা পরমেশ্বরের আবাসের সম্মুখে স্থাপিত ছিল; অতএব সুলেমান্ ও মণ্ডলী তাহার নিকটে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিল। [৬] এবং সুলেমান্ মণ্ডলীর আবাসের নিকটে পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ পিত্তলময় বেদির উপরে বলিদান করিয়া এক সহস্র হোমবলি উৎসর্গ করিল।

[৭] ঐ রাত্রিতে ঈশ্বর সুলেমানকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমাকে কি বর দিব, তাহা প্রার্থনা কর। [৮] তাহাতে সুলেমান্ ঈশ্বরকে কহিল, তুমি আমার পিতা দায়ূদের সহিত মহাদয়া ব্যবহার করিয়াছ, বিশেষতঃ তাহার পদে আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছ। [৯] এখন হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমার পিতা দায়ূদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা সফল হউক; কেননা তুমিই পৃথিবীর বালির তুল্য লোকসমূহের উপরে আমাকে রাজা করিয়াছ। [১০] অতএব আমি যেন এই লোকদের অগ্রে বহির্গমন করিতে ও ভিতরে আসিতে পারি, এই জন্যে আমাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেও; নতুবা

তোমার এত প্রজা লোকের বিচার কে করিতে পারে? [১১] পরে ঈশ্বর সুলেমান্‌কে কহিলেন, ইহা তোমার মনোগত হইয়াছে; তুমি ঐশ্বর্য্য কিম্বা সম্পত্তি কিম্বা গৌরব কিম্বা শত্রুদের প্রাণ কিম্বা দীর্ঘায়ু প্রার্থনা কর নাই; কিন্তু আমি আপনার যে প্রজা লোকদের উপরে তোমাকে রাজা করিয়াছি, তাহাদের বিচার করিতে বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছ। [১২] অতএব আমি সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান তোমাকে দিলাম; অধিকন্তু তোমার পূর্ব্বে কোন রাজার যে রূপ হয় নাই, এবং তোমার পরেও যেরূপ হইবে না, এতো ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি ও গৌরব তোমাকে দিব।

[১৩] পরে সুলেমান্‌ গিবিয়োনের টিকরস্থানস্থ মণ্ডলীর আবাসহইতে যিরূশালমে আসিয়া তাবৎ ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে লাগিল।

[১৪] পরে সুলেমান্‌ রথ ও অশ্বারূঢ় লোকদিগকে সংগ্রহ করিল; তাহার এক সহস্র চারি শত রথ ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল, এবং সে তাহাদিগকে নানা রথনগরে, বিশেষতঃ যিরূশালমে আপনার নিকটে রাখিল। [১৫] রাজা যিরূশালমে বাহুল্য প্রযুক্ত রূপ্য ও স্বর্ণকে প্রস্তরের ন্যায়, ও এরস বৃক্ষকে প্রান্তরস্থ ডুম্বুর বৃক্ষের ন্যায় সাধারণ করিল। [১৬] এবং সুলেমান্‌ মিসরহইতে অশ্বগণ আনাইত, ফলতঃ রাজার বণিক্‌সমূহ বিশেষ মূল্য দিয়া অশ্বসমূহকে ক্রয় করিত। [১৭] মিসরহইতে আগত ও আনীত এক রথের মূল্য ছয় শত রৌপ্যমুদ্রা, ও এক অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ মুদ্রা। এই প্রকারে তাহারা হিত্তীয় ও অরামীয় রাজাদের জন্যে আনিত।

২ অধ্যায়।

১ মন্দিরের কর্ম্মকারিদের সংখ্যা, ৩ ও নিপুন লোকদের জন্যে হীরমের কাছে লোক প্রেরণ, ১১ ও তাহার নিকটে এক গুণবান লোককে হীরমের প্রেরন করন, ১৭ ও লোকদের বর্ণনা।

[১] পরে সুলেমান্‌ পরমেশ্বরের নামের উদ্দেশে এক মন্দির ও আপনার নিমিত্তে এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিল। [২] এবং ভার বহনার্থে সত্তরি সহস্র লোককে, ও পর্ব্বতের মধ্যে কাষ্ঠাদি ছেদন করিতে আশী সহস্র লোককে ও তাহাদের অধ্যক্ষ তিন সহস্র ছয় শত লোককে নিযুক্ত করিল।

[৩] পরে সুলেমান্‌ সোরের হীরম্‌ রাজার নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, তুমি আমার পিতা দায়ূদের সহিত যে রূপ ব্যবহার করিয়াছ, ও তাহার বসৎবাটী নির্ম্মাণার্থে তাহার কাছে যে রূপ এরস্‌ কাষ্ঠ পাঠাইয়াছ, তদ্রূপ আমার প্রতিও কর। [৪] দেখ, ইস্রায়েল লোকদের যাহা করা কর্ত্তব্য, তদনুসারে প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইবার জন্যে এবং নিত্য দর্শনীয়ের জন্যে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ও বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে ও আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের পর্ব্বে হোম করিবার জন্যে আমি তাঁহার নামের উদ্দেশে পবিত্র করণার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছি। [৫] আমি যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইব, তাহা মহৎ হইবে, কেননা আমাদের ঈশ্বর সকল দেবতাহইতে মহান্‌। [৬] কিন্তু স্বর্গ এবং স্বর্গের উপরিস্থ স্বর্গও যাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, তাঁহার নিমিত্তে মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে কে সমর্থ হয়? আর আমি কে, যে তাঁহার সম্মুখে ধূপ জ্বালাওন ব্যতিরেকে অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাঁহার উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করি? [৭] অতএব আমার পিতা দায়ূদ কর্তৃক নিযুক্ত যে গুণবান লোকেরা যিহূদাতে ও যিরূশালমে আমার নিকটে আছে, তাহাদের সহিত স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ এবং ধূম্র ও রক্ত ও নীলবর্ণ সূত্রের কার্য্যে ও মণি খোদনে নিপুণ, এমত এক লোককে পাঠাইবা। [৮] এবং লিবানোন্‌হইতে এরস্‌ ও দেবদারুকাষ্ঠ ও চন্দনকাষ্ঠ আমার এখানে পাঠাইবা; কেননা তোমার দাসেরা লিবানোনে কাষ্ঠ কাটিতে নিপুণ, তাহা আমি জানি। [৯] এবং বাহুল্যরূপে কাষ্ঠ সংগ্রহ করণার্থে আমার দাসেরাও তোমার দাসদের সহিত থাকিবে, কেননা আমি যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইব, তাহা আশ্চর্য্যরূপ বড় হইবে। [১০] দেখ, আমি তোমার কাষ্ঠচ্ছেদক দাসদিগকে বিংশতি সহস্র পরিমাণ গোধূম ও বিংশতি সহস্র পরিমাণ যব ও বিংশতি সহস্র পাত্র দ্রাক্ষারস ও বিংশতি সহস্র পাত্র তৈল দিব।

[১১] পরে সোরের হীরম্‌ রাজা সুলেমানের প্রতি এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইল, পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্যে তাহাদের উপরে তোমাকে রাজা করিলেন। [১২] হীরম্‌ আরো কহিল, স্বর্গমর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, যেহেতুক পরমেশ্বরের জন্যে এক মন্দির ও রাজকার্য্যার্থে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইবে, এমত পরিণামদর্শী ও বুদ্ধিমান এক জ্ঞানি পুত্র তিনি দায়ূদ্‌ রাজাকে দিয়াছেন। [১৩] এখন আমি হূরম্‌ (আবি) নামক এক গুণবান ও বুদ্ধিমান লোককে পাঠাইলাম। [১৪] সে দান্‌ বংশীয়া এক স্ত্রীর পুত্র, তাহার পিতা সোর্‌ দেশীয় লোক; সে স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ ও প্রস্তর ও কাষ্ঠ, এবং ধূম্র ও নীল ও সক্ষ্মবস্ত্র ও

রক্তবর্ণ বস্ত্রের কার্য্য করিতে নিপুণ। এবং সর্ব্বপ্রকার মণি খোদন করিতে ও যে কোন কল্পনীয় কর্ম্ম তাহাকে কহা যায়, তাহা প্রস্তুত করিতে নিপুণ। সে তোমার গুণবান্ লোকদের সহিত এবং আমার প্রভু তোমার পিতা দায়ূদের গুণবানদের সহিত কর্ম্ম করিতে পারিবে। [১৫] আর আমার প্রভু যে গোম ও যব ও তৈল ও দ্রাক্ষারসের কথা কহিয়াছেন, তাহা আপন দাসদের নিকটে পাঠাইয়া দিউন। [১৬] তোমার যত কাষ্ঠের প্রয়োজন হইবে, আমরা লিবানোনে তত কাষ্ঠ কাটিব, এবং মাড় বাঁধিয়া সমুদ্রপথে যাফোতে তোমার নিকটে পৌছাইয়া দিব, পরে তুমি তাহা যিরূশালমে লইয়া যাইবা।

[১৭] সুলেমান্ আপন পিতা দায়ূদের গণনা করণের পরে ইস্রায়েল্ দেশে প্রবাসি লোক সকলকে গণনা করাইল, তাহাতে এক লক্ষ তিপ্পান্ন সহস্র ছয় শত লোক গণিত হইল। [১৮] তাহাদের মধ্যে সে ভার বহিতে সত্তরি সহস্র লোক ও পর্ব্বতে কাষ্ঠাদি ছেদন করিতে আশী সহস্র লোক, ও লোকদিগকে কার্য্য করাইতে তিন সহস্র ছয় শত লোককে নিযুক্ত করিল।

৩ অধ্যায়।

১ মন্দির নির্ম্মাণের স্থান ও সময় নিরূপণ, ৩ ও মন্দিরের ভূষণাদি, ১৪ ও আচ্ছাদনবস্ত্র ও স্তম্ভের কথা।

[১] যে স্থান তাহার পিতা দায়ূদকে দেখান গিয়াছিল, অর্থাৎ যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থানে দায়ূদ্ যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, যিরূশালমস্থ সেই মোরিয়া পর্ব্বতের সেই স্থানে সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিল। [২] সে আপন অধিকারের চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিনে নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিল।

[৩] সুলেমান্ ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে যে উপদেশ পাইয়াছিল, তদনুসারে ভিত্তিমূল স্থাপনের সময়ে হস্তের প্রাচীন পরিমাণে মন্দিরের দীর্ঘতা ষাইট হস্ত, ও প্রস্থতা বিংশতি হস্ত করিল। [৪] এবং মন্দিরের প্রস্থতানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ও এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ এক বারাণ্ডা মন্দিরের সম্মুখে করিল; এবং ভিতরে নির্ম্মল স্বর্ণেতে তাহা মুড়াইল। [৫] এবং প্রধান গৃহের গাত্র উত্তম স্বর্ণমণ্ডিত দেবদারু কাষ্ঠে আবৃত করিল, ও তাহার উপরে খর্জ্জূরবৃক্ষ ও শৃঙ্খলাকৃতি করিল। [৬] এবং শোভার নিমিত্তে গৃহ সকল মণিতে অলঙ্কৃত করিল; এবং স্বর্ণ পর্ব্বায়িম্ দেশের স্বর্ণ ছিল। [৭] এবং সে গৃহ ও গৃহের কড়ি ও গোবরাট ও ভিত্তি ও কপাট স্বর্ণেতে মুড়িল, এবং ভিত্তির উপরে কিরূবাকৃতি করিল। [৮] এবং সে যে মহাপবিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিল, তাহার দীর্ঘতা মন্দিরের প্রস্থতার ন্যায় বিংশতি হস্ত ও প্রস্থতা বিংশতি হস্ত; এবং সে ছয় শত মণ উত্তম স্বর্ণদ্বারা তাহা মুড়াইল। [৯] প্রেকের স্বর্ণের পরিমাণ পঞ্চাশ শেকল, সে উপরিস্থ গৃহ সকলও স্বর্ণদ্বারা মুড়াইল। [১০] মহাপবিত্র স্থানে সে নিকাল কার্য্যদ্বারা দুই কিরূব্ নির্ম্মাণ করাইল ও স্বর্ণেতে মুড়াইল। [১১] ঐ কিরূবদের পক্ষ বিংশতি হস্ত দীর্ঘ; একের পাঁচ হস্ত দীর্ঘ এক পক্ষ গৃহের ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ অন্য পক্ষ দ্বিতীয় কিরূবের পক্ষ স্পর্শ করিল। [১২] এবং দ্বিতীয় কিরূবের পাঁচ হস্ত দীর্ঘ এক পক্ষ গৃহের ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ অন্য পক্ষ প্রথম কিরূবের পক্ষ স্পর্শ করিল। [১৩] ঐ কিরূবদের পক্ষ বিংশতি হস্ত বিস্তারিত হইল, তাহারা চরণে দাঁড়াইল, ও তাহাদের মুখ ভিতরদিগে থাকিল।

[১৪] আর সে নীল ও বাগ্নশীয় ও রক্তবর্ণ ও সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিল, ও তাহাতে কিরূবাকৃতি করিল। [১৫] এবং গৃহের সম্মুখে পঁয়ত্রিশ হস্ত উচ্চ দুই স্তম্ভ করিল, এক২ স্তম্ভের উপরে যে মাথলা তাহা পাঁচ হস্ত উচ্চ। [১৬] এবং সে বাক্যস্থানে যেমন, স্তম্ভের মস্তকেও তেমনি শৃঙ্খল করিয়া দিল, এবং এক শত দাড়িম্বাকৃতি করিয়া ঐ শৃঙ্খলের উপরে রাখিল। [১৭] ঐ দুই স্তম্ভ মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান করিল, একটা দক্ষিণে ও অন্যটা বামে রাখিল, এবং দক্ষিণস্তম্ভের নাম যাখীন (স্থিরকারক) ও বামস্তম্ভের নাম বোয়স্ (বল) রাখিল।

৪ অধ্যায়।

১ পিত্তলের বেদির কথা, ২ ও সমুদ্র ও তাহার গোরুর কথা, ৬ ও প্রক্ষালনপাত্রের ও দীপবৃক্ষের ও মেজের ও প্রাঙ্গনের কথা, ১১ ও পিত্তলের বস্তুর কথা, ১৯ ও স্বর্ণময় বস্তুর কথা।

[১] পরে সুলেমান্ পিত্তলময় এক বেদি নির্ম্মাণ করাইল, তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত, ও প্রস্থতা বিংশতি হস্ত, ও উচ্চতা দশ হস্ত।

[২] পরে সে ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্ররূপ পাত্র নির্ম্মাণ করিল; তাহা এক কাণা অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, ও পরিধি ত্রিংশৎ হস্ত করিল। [৩] তাহার চতুর্দ্দিগে কাণার নীচে সমুদ্ররূপ পাত্র বেষ্টনকারি গোরুর আকৃতি ছিল, প্রত্যেক

হস্ত পরিমাণের মধ্যে দশ২ গোরুর আকৃতি ছিল;, পাত্র ঢালিবার সময়ে সেই গবাকৃতির দুই শ্রেণী ছাঁচে ঢালা গিয়াছিল। [৪] ঐ সমুদ্র বারো গোরুর উপরে স্থাপিত হইল, তাহাদের তিন উত্তরমুখ, ও তিন পশ্চিমমুখ, ও তিন দক্ষিণমুখ, ও তিন পূর্ব্বমুখ হইল, এবং সমুদ্ররূপ পাত্র তাহাদের উপরে থাকিল; ঐ গোরুর পশ্চাদ্ভাগ অন্তরে থাকিল। [৫] ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা শোষণ পুষ্পাকার বাটির কাণার ন্যায় ছিল, তাহাতে তিন সহস্র মণ ধরিল।

[৬] আর সে দশ প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ করাইল, এবং প্রক্ষালনার্থে তাহার পাঁচটা দক্ষিণে ও পাঁচটা বামে স্থাপন করিল; এবং তাহারা যে২ বস্তু হোম করিত, তাহা তাহার মধ্যে প্রক্ষালন করিত, কিন্তু যাজকদের স্নানার্থে সমুদ্ররূপ পাত্র ছিল। [৭] এবং সে উপযুক্ত আকাঙ্ক্ষানুসারে স্বর্ণময় দশটা দীপাধার করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিল, তাহার পাঁচটা দক্ষিণে ও পাঁচটা বামে রাখিল। [৮] এবং সে দশ মেজও নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার পাঁচটা দক্ষিণে ও পাঁচটা বামে মন্দিরে রাখিল, এবং এক শত স্বর্ণময় বাটিও নির্ম্মাণ করাইল।

[৯] আর সে যাজকদের প্রাঙ্গণ ও বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের দ্বার নির্ম্মাণ করাইল, ও তাহার কপাট পিত্তলে মুড়িল। [১০] এবং সমুদ্ররূপ পাত্র দক্ষিণ দিগে অর্থাৎ পূর্ব্বপার্শ্বের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে স্থাপন করিল।

[১১] আর হূরম্ স্থালী ও হাতা ও বাটি নির্ম্মাণ করিল; এই রূপে হূরম ঈশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে সুলেমান্ রাজার নিমিত্তে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিল। [১২] অর্থাৎ দুই স্তম্ভ ও তাহার গোলাকার ও দুই স্তম্ভোপরিস্থ দুই মাথলা, এবং সেই মাথলার গোলাকার আচ্ছাদক দুই জালকার্য্য, [১৩] এবং জালকার্য্যের উপরে চারি শত দাড়িম্ব ও স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক এবং জালকর্ম্মের উপরে সারি২ দুই শ্রেণী দাড়িম্ব করিল। [১৪] এবং পীঠ সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে স্থাপনার্থে প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ করিল। [১৫] এবং এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও তাহার অধঃস্থিত দ্বাদশ গোরু; [১৬] এবং স্থালী ও হাতা ও ত্রিশূল ও তাহার সকল সাজ হূরম্ সুলেমান্ রাজার নিমিত্তে পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে তেজস্বি পিত্তলেতে নির্ম্মাণ করিল। [১৭] রাজা যর্দ্দনের সমভূমিতে সুক্কোৎ ও সিরেদার মধ্যস্থিত চিক্কণ ভূমিতে তাহা ঢালাইল। [১৮] এই রূপে সুলেমান্ প্রচুর পাত্র নির্ম্মাণ করাইল, তাহার পিত্তল অপরিমিত ছিল।

[১৯] আর ঈশ্বরের মন্দিরের জন্যে সকল পাত্র ও স্বর্ণময় বেদি ও দর্শনরুটী রাখিবার মেজ, এই সকল সুলেমান্ নির্ম্মাণ করিল। [২০] এবং ঈশ্বরের বাক্যস্থানের সম্মুখে বিধিমতে জ্বালিবার জন্যে নির্ম্মল স্বর্ণের দীপবৃক্ষগণ ও তাহার দীপ নির্ম্মাণ করিল। [২১] এবং পুষ্প ও প্রদীপ ও চিমটা অতি নির্ম্মল স্বর্ণেতে নির্ম্মিত হইল। [২২] এবং দীপকর্ত্তনী ও বাটি ও চমস ও অগ্নিপাত্র নির্ম্মল স্বর্ণেতে নির্ম্মিত হইল, এবং গৃহের প্রবেশস্থান ও মহাপবিত্র স্থানের ভিতরের কপাট ও মন্দিরের কপাট স্বর্ণেতে নির্ম্মিত হইল।

৫ অধ্যায়।

১ নিবেদিত বস্তু ভাণ্ডারে রাখন, ২ ও মহাপবিত্র স্থানে সিন্দুক আনয়ন, ১১ ও পরমেশ্বরের প্রশংসা করণ সময়ে তাঁহার তেজ প্রকাশ হওন।

[১] পরে সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দিরের সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আপন পিতা দায়ূদের নিবেদিত তাবৎ বস্তু ভিতরে আনিয়া রূপা ও স্বর্ণ ও সমস্ত পাত্র ঈশ্বরের মন্দিরের ভাণ্ডারে রাখিল।

[২] অপর সুলেমান্ দায়ূদনগর অর্থাৎ সিয়োন্‌হইতে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনিবার নিমিত্তে ইস্রায়েল্ লোকদের তাবৎ প্রাচীনগণকে ও এক২ বংশের প্রধান লোকদিগকে ও ইস্রায়েল লোকদের তাবৎ গোষ্ঠীর অধ্যক্ষদিগকে যিরূশালমে একত্র করিল। [৩] তাহাতে সপ্তম মাসের উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের তাবৎ লোক রাজার নিকটে একত্র হইল। [৪] পরে ইস্রায়েলের প্রাচীনগণ উপস্থিত হইলে লেবীয়েরা সিন্দুক উঠাইল, [৫] এবং লেবি বংশীয় যাজকেরা সিন্দুক ও মণ্ডলীর আবাস ও আবাসের মধ্যস্থিত সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইল। [৬] তাহাতে সুলেমান্ রাজা এবং সিন্দুকের সম্মুখে তাহার নিকটে সমাগত ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলী মেষগবাদি বলিদান করিল, তাহা বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অপরিমেয় ছিল। [৭] পরে যাজকেরা মন্দিরের মধ্যস্থ ঈশ্বরের বাক্যস্থানে, অর্থাৎ অতি পবিত্র স্থানে কিরূবদের পক্ষের নীচে নিরূপিত স্থানে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনিল। [৮] সেই কিরূবেরা সিন্দুকের স্থানোপরি বিস্তীর্ণপক্ষ ছিল, এবং কিরূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই সাইঙ্গ আচ্ছাদন করিত। [৯] এবং দুই সাইঙ্গ এমত লম্বা ছিল, যে তাহার অগ্রভাগ সিন্দুকের অগ্রে ঈশ্বরের বাক্যস্থানের সম্মুখে দৃষ্ট হইত, কিন্তু

বাহিরে দৃষ্ট হইত না; এবং তাহা অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানে আছে। [১০] সেই সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল হোরেবে মুসা যে দুই প্রস্তরময় পত্র তন্মধ্যে রাখিয়াছিল, তাহাই মাত্র, অর্থাৎ মিসরহইতে ইস্রায়েল বংশের নির্গমন কালে তাহার সহিত পরমেশ্বরদ্বারা কৃত নিয়মের পত্র ছিল।

[১১] এই সকল উপস্থিত যাজকেরা পবিত্র ছিল, কিন্তু পালানুসারে কার্য্য করিল না; এবং যাজকগণ পবিত্র স্থানহইতে বাহির হইলে [১২] আসফ্ ও হেমন্ ও যিদূথূন্ ও তাহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি সকল গায়ক লেবীয়েরা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত এবং করতাল ও নবল ও বীণাধারী হইয়া বেদির পূর্ব্ব দিগে দাঁড়াইল, এবং তাহাদের সহিত তূরীবাদক এক শত বিংশতি জন যাজক দাঁড়াইল। [১৩] সেই তূরীবাদকেরা ও গায়কেরা সকলে এক স্বরেতে পরমেশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিল; এবং যখন তাহারা তূরী ও করতালাদি বাদ্যের সহিত মহাশব্দ করিয়া, 'পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী,' এই কথা কহিয়া প্রশংসা করিল, তৎকালে মন্দির অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দির মেঘেতে এমত পরিপূর্ণ হইল, [১৪] যে যাজকগণ মেঘ প্রযুক্ত দণ্ডায়মান হইয়া সেবা করিতে অসমর্থ হইল; কেননা পরমেশ্বরের তেজেতে ঈশ্বরের মন্দির পরিপূর্ণ হইল।

৬ অধ্যায়।

১ লোকদিগকে সুলেমানের আশীর্ব্বাদ করণ ও পরমেশ্বরের প্রশংসা করণ, ১২ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে সুলেমানের প্রার্থনা।

[১] তখন সুলেমান্ কহিল, পরমেশ্বর ঘোর অন্ধকারে বাস করেন, ইহা তিনি কহিয়াছেন। [২] আমি তোমার বাসার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইলাম; তোমার নিত্য বাসার্থে ইহা স্থিরীকৃত। [৩] অপর ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইলে রাজা আপন মুখ ফিরাইয়া ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিল। [৪] সে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য; তিনি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপন মুখে এই যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপন হস্তদ্বারা সফল করিলেন; যথা, [৫] 'আমার ইস্রায়েল বংশকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি আমি আপন নাম রাখিতে গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নাই; এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের প্রভু হইবার জন্যে কোন মনুষ্যকে মনোনীত করি নাই। [৬] কিন্তু আপন নাম রাখিবার জন্যে আমি যিরূশালম্ মনোনীত করিলাম, ও আমার ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ হইবার জন্যে দায়ূদকে মনোনীত করিলাম।' [৭] আর ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতা দায়ূদের মনস্থ ছিল। [৮] কিন্তু পরমেশ্বর আমার পিতা দায়ূদকে কহিলেন, আমার নামে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে তোমার মনস্থ আছে; তোমার এই রূপ মনস্থ করা ভাল বটে। [৯] তথাপি সেই মন্দির নির্ম্মাণ তুমি করিবা না, কিন্তু তোমার ঔরসজাত এক পুত্র আমার নামে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। [১০] পরমেশ্বর এই যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা সফল করিলেন; পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূদের পদে স্থাপিত ও ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলাম। [১১] এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মের আধার যে সিন্দুক তাহা তন্মধ্যে রাখিলাম।

[১২] পরে সে ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীর সাক্ষাতে পরমেশ্বরের বেদির সম্মুখে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। [১৩] কেননা সুলেমান্ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময় এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে রাখিয়াছিল; তাহার উপরে দাঁড়াইয়া সে ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীর সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া আকাশের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া [১৪] কহিল, হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, তোমার তুল্য ঈশ্বর স্বর্গে ও পৃথিবীতে নাই। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার সম্মুখে আচরণকারি আপন দাসগণের প্রতি তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক; [১৫] বিশেষতঃ তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুত বাক্য পালন করিয়াছ, এবং যাহা আপন মুখে কহিয়াছ, তাহা অদ্য আপন হস্তদ্বারা সিদ্ধ করিতেছ। [১৬] হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা এখন সফল কর। তুমি তাহাকে কহিয়াছিলা, 'আমার সম্মুখে তুমি যেমন আচরণ করিলা, তোমার বংশও যদি সাবধান হইয়া তদ্রূপ আমার সম্মুখে আমার ব্যবস্থানুসারে আচরণ করে, তবে আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে তোমার বংশে মনুষ্যের অভাব হইবে না।' [১৭] হে

ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমি বিনয় করি, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি যে কথা তুমি কহিয়াছ, তাহা স্থির হউক। [১৮] কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যের সহিত বাস করিবেন, ইহা কি সত্য বটে? স্বর্গ ও স্বর্গের উপরিস্থ স্বর্গ যাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, তাঁহাকে কি আমার নির্ম্মিত এই মন্দির ধারণ করিতে পারে? [১৯] হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন দাসের নিবেদন ও প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ কর, ও তোমার দাস অদ্য তোমার নিকটে যে বিনতি ও প্রার্থনা করে, তাহা শুন। [২০] এবং যে স্থানে তুমি আপন নাম রাখিতে স্বীকার করিয়াছ, সেই স্থানের প্রতি অর্থাৎ তোমার এই মন্দিরের প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্রি উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের দিগে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা শুন। [২১] এবং এই স্থানের দিগে অভিমুখ আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের বিনতির প্রতি মনোযোগ কর, এবং তোমার স্বর্গনিবাসে থাকিয়া তাহা শুন, ও শুনিয়া ক্ষমা কর।

[২২] কেহ আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্যে এক দিব্য নিশ্চিত হয়, ও সেই দিব্য এই মন্দিরে তোমার হোমবেদির সম্মুখে উপস্থিত হয়, [২৩] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিয়া আপন দাসদের বিচার করিও; অর্থাৎ দোষিকে সদোষ করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও; ও নির্দ্দোষকে নির্দ্দোষ করিয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে ফল দিও।

[২৪] আর তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোক তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুদ্বারা পরাস্ত হইলে পর পুনর্ব্বার যদি তোমার প্রতি ফিরে, ও এই মন্দিরে তোমার নাম স্বীকার করিয়া তোমার নিকটে বিনয় করিয়া প্রার্থনা করে; [২৫] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের পাপ ক্ষমা করিও, এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, তাহাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও।

[২৬] আর তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ করণ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হইয়া বৃষ্টি না করে, আর তাহাতে লোকেরা যদি এই স্থানের দিগে অভিমুখ হইয়া তোমার নাম স্বীকার করিয়া প্রার্থনা করে, এবং তোমাহইতে ক্লেশ পাইয়া আপন২ পাপহইতে ফিরে, [২৭] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অপরাধ ক্ষমা করিও, ও তাহাদিগকে গন্তব্য সৎপথ দেখাইও, এবং অধিকারার্থে আপন প্রজাদিগকে দত্ত তোমার দেশে বৃষ্টি করিও।

[২৮] আর যদি তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ কিম্বা মহামারী কিম্বা চিটা কিম্বা তেজোহীন শস্য কিম্বা পঙ্গপাল কিম্বা কীট হয়, কিম্বা তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের দেশের তাবৎ নগর অবরোধ করে, কিম্বা কোন মারী বা রোগ ব্যাপ্ত হয়; [২৯] পরে আপনাদের মনঃপীড়া ও মর্ম্মব্যথা জানিয়া কোন২ জন কিম্বা তোমার প্রজা তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক যদি এই মন্দিরের দিগে হস্ত বিস্তার করিয়া কোন নিবেদন কিম্বা প্রার্থনা করে; [৩০] তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া ক্ষমা করিও, এবং প্রত্যেক জনের মন জানিয়া তাহাদের ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিও, কেননা মনুষ্যসন্তানদের মন কেবল তুমিই জান; [৩১] তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে তোমার দত্ত দেশে তাহারা যত দিন সজীব থাকে, তাবৎ তোমার পথে চলিতে তোমাকে ভয় করিবে।

[৩২] আর তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের বহির্ভূত কোন বিদেশি লোক যদি তোমার মহানাম ও সবল হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুর গুণ শুনিয়া দূরদেশহইতে আইসে; তবে যে সময়ে আসিয়া এই মন্দিরের সম্মুখে প্রার্থনা করিবে, [৩৩] সে সময়ে তুমি আপন নিবাসস্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিও; এবং যে বিদেশী তোমার নিকটে যে প্রার্থনা করিবে, তুমি তাহার প্রতি তদনুসারে করিও; তাহাতে তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের ন্যায় পৃথিবীস্থ সকল লোক তোমার নাম জ্ঞাত হইয়া তোমাকে ভয় করিবে, ও আমার নির্ম্মিত এই মন্দির তোমার নামে বিখ্যাত, ইহা জ্ঞাত হইবে।

[৩৪] আর তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন স্থানে প্রেরণ করিলে তাহারা যদি আপন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া তোমার মনোনীত এই নগরের দিগে, কিম্বা তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত মন্দিরের দিগে অভিমুখ হইয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করে; [৩৫] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও। [৩৬] আর তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, (কেননা পাপ না করে এমত কোন মনুষ্য নাই,) এবং তুমি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শত্রুহস্তগত কর, ও শত্রুগণ তাহাদিগকে দূরস্থ কিম্বা নিকটস্থ আপন দেশে বন্দী করিয়া লইয়া যায়; [৩৭] এবং সেই বন্দিরা দেশান্তরে নীত হইয়া সেই স্থানে বিবেচনা করিয়া তো-

মার প্রতি ফিরে, এবং যে দেশে বন্দিরূপে নীত হইল, সেই দেশে তোমার নিকটে বিনতি করিয়া, 'আমরা পাপ করিলাম ও বিপথগামী হইলাম ও দুষ্টতা করিলাম,' এই কথা কহে; [৩৮] এবং যে দেশে বন্দিরূপে নীত হইল, সেই দেশে থাকিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার প্রতি ফিরে, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে তোমার দত্ত দেশের দিগে, ও তোমার মনোনীত নগরের দিগে, ও তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত মন্দিরের দিগে অভিমুখ হইয়া যদি প্রার্থনা করে; [৩৯] তবে তুমি আপন নিবাসস্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচারের নিষ্পত্তি করিও, এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপকারি আপন প্রজাদিগকে ক্ষমা করিও। [৪০] হে আমার ঈশ্বর, আমি বিনয় করি, এই স্থানে যে প্রার্থনা হয়, তাহার প্রতি তোমার চক্ষু উন্মীলিত ও কর্ণ খোলা থাকুক। হে প্রভো পরমেশ্বর, এখন তুমি উঠিয়া আপন শক্তির ধর্ম্মসিন্দুকের সহিত আপন বিশ্রামস্থানে গমন কর; হে প্রভো পরমেশ্বর, তোমার যাজকগণ পরিত্রাণরূপ বস্ত্র পরিধান করুক, ও তোমার পুণ্যবান লোকেরা তোমার সৌজন্যে আনন্দ করুক। [৪২] হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন অভিষিক্তকে পরাঙ্মুখ করিও না, ও আপন দাস দায়ূদের প্রাপ্তব্য বর স্মরণ কর।

৭ অধ্যায়।

১ সুলেমানের প্রার্থনার পরে আকাশহইতে অগ্নি পতন, ৪ ও তাহার যজ্ঞকর্ম্ম, ৮ ও উৎসব করণের পরে লোকদিগকে বিদায় করণ, ১২ ও সুলেমানের প্রতি পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

[১] সুলেমান্ প্রার্থনা সাঙ্গ করিলে পর আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া হোম ও বলি সকল দগ্ধ করিল, তাহাতে পরমেশ্বরের তেজেতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। [২] পরমেশ্বরের তেজেতে পরমেশ্বরের মন্দির এমত পরিপূর্ণ হইল, যে যাজকগণ পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইল। [৩] এবং মন্দিরের উপরে অগ্নি ও পরমেশ্বরের তেজ নামিতে দেখিয়া ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ প্রস্তরবাঁধা ভূমিতে উবুড় হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার ভজনা করিল, এবং পরমেশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিল, পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা, ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী।

[৪] পরে রাজা ও তাবৎ লোক পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল। [৫] তাহাতে সুলেমান্ রাজা বাইশ সহস্র গো ও এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মেষ বলিদান করিল; এই রূপে রাজা ও সমস্ত লোক ঈশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল। [৬] এবং যাজকগণ আপন২ পদের কার্য্য করিল, এবং লেবীয় লোকদ্বারা প্রশংসা করণ সময়ে দায়ূদ রাজা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী প্রযুক্ত পরমেশ্বরের প্রশংসার্থে যে বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, লেবীয়েরা পরমেশ্বরীয় গানসম্বন্ধীয় সেই বাদ্যযন্ত্র হস্তে করিয়া আপন২ পদের কার্য্য করিল, এবং যাজকগণ তাহাদের সম্মুখে তূরী বাজাইল, এবং ইস্রায়েলের তাবৎ লোক দণ্ডায়মান হইল। [৭] সেই সময়ে সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করিল, অর্থাৎ সে স্থানে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির মেদ উৎসর্গ করিল, যেহেতুক হোমবলি ও নৈবেদ্য এবং (মঙ্গলার্থক বলির) মেদ ধরিতে সুলেমানের নির্ম্মিত পিত্তলময় হোমবেদি ক্ষুদ্র ছিল।

[৮] ঐ সময়ে সুলেমান্ ও তাহার সঙ্গি মহামণ্ডলী, অর্থাৎ হমাতের প্রবেশ স্থান অবধি মিসরের সীমানদী পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সাত দিন কুটীরের উৎসব করিল। [৯] পরে অষ্টম দিনকে কার্য্যত্যাগের দিন করিল, কেননা তাহারা এক সপ্তাহ বেদির প্রতিষ্ঠা, ও অন্য সপ্তাহ উৎসব পালন করিল। [১০] এবং পরমেশ্বর দায়ূদের ও সুলেমানের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া লোকেরা সপ্তম মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে আপন২ বাসস্থানে যাইতে বিদায় পাইল। [১১] এই রূপে সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিল, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরে ও আপনার প্রাসাদে যাহা২ করিতে সুলেমানের ইচ্ছা হইল, তাহাই সিদ্ধ করিল।

[১২] অপর পরমেশ্বর রাত্রিতে সুলেমান্কে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, ও আমার যজ্ঞবাটীর জন্যে এই স্থান মনোনীত করিলাম। [১৩] আমি আকাশ রুদ্ধ করিয়া অনাবৃষ্টি করিলে, কিম্বা দেশ বিনষ্ট করিতে পঙ্গপালদিগকে আজ্ঞা করিলে, কিম্বা আপন প্রজাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করিলে, [১৪] আমার নামে বিখ্যাত আমার প্রজারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে, ও আমার মুখের অন্বেষণ করে ও আপনাদের কুপথহইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিব, ও তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব, ও তাহাদের দেশের অমঙ্গল দূর করিব। [১৫] এই স্থানে যে২ প্রার্থনা হইবে, তাহার প্রতি অদ্যাবধি আমার চক্ষু উন্মীলিত ও কর্ণকুহর মুক্ত হইবে। [১৬] কেননা এই মন্দিরে যেন সর্ব্বদা আমার নাম

থাকে, এই জন্যে আমি অদ্যাবধি ইহা মনোনীত করিলাম ও পবিত্র করিলাম, আমার চক্ষু ও আমার মন সর্ব্বদা এই স্থানে থাকিবে। [১৭] এবং আমি তোমাকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছি, তদনুসারে যদি তোমার পিতা দায়ূদের আচরণের ন্যায় আমার সাক্ষাতে আচরণ কর, এবং আমার বিধি ও ব্যবস্থা পালন কর; [১৮] তবে 'ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে তোমার বংশে মনুষ্যের অভাব হইবে না,' এই যে কথা কহিয়া তোমার পিতা দায়ূদের সহিত নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে আমি তোমার রাজসিংহাসন স্থির করিব। [১৯] কিন্তু যদি তোমরা আমাহইতে ফির, ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন না কর, এবং বিপথগামী হইয়া ইতর দেবগণের সেবা ও আরাধনা কর; [২০] তবে আমি তোমাদিগকে আমার এই যে দেশ দিয়াছি, তাহাহইতে উচ্ছিন্ন করিব, এবং আপন নামের জন্যে এই যে মন্দির পবিত্র করিলাম, ইহা আপন দৃষ্টিহইতে দূর করিব, এবং তাবজ্জাতীয়দের মধ্যে তাহা দৃষ্টান্ত ও উপকথাস্বরূপ করিব। [২১] তখন যে কেহ এই উচ্চ মন্দিরের নিকট দিয়া গমন করিবে, সে চমৎকৃত হইয়া, এই দেশ ও মন্দিরের প্রতি পরমেশ্বর এমত দুর্দ্দশা কেন ঘটাইলেন? ইহা জিজ্ঞাসা করিবে; [২২] তাহাতে লোকেরা উত্তর করিবে, যিনি এই লোকদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, আপনাদের সেই প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া তাহারা ইতর দেবগণের আশ্রয় লইয়া তাহাদের ভজনা ও সেবা করিল, এই জন্যে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি এই সকল অমঙ্গল ঘটাইলেন।

৮ অধ্যায়।

১ সুলেমানের নগর প্রস্তুত করণ, ৭ ও অন্যদেশীয়দিগকে করাধীন করণ, ১১ ও আপন স্ত্রীকে প্রাসাদে লইয়া যাওন, ১২ ও বিধি পালন করণ, ১৪ ও যাজকগণকে ও লেবীয়দিগকে নিরূপণ করণ, ১৭ ও ওফীরহইতে স্বর্ণ আনয়ন করণ।

[১] পরমেশ্বরের মন্দির ও আপনার রাজবাটী এই দুই গৃহ সুলেমানের নির্ম্মাণ করণে বিংশতি বৎসর লাগিল। [২] পরে হীরম সুলেমানকে যে২ নগর দিয়াছিল, তাহা সুলেমান্ প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে ইস্রায়েল্ বংশকে বাস করাইল। [৩] পরে সুলেমান্ হমাৎ-সোবাতে যাইয়া তাহা জয় করিল। [৪] এবং মরুভূমিস্থ তদ্মোর নগর ও হমাতে যে২ ধনরক্ষার্থক নগর নির্ম্মাণ করাইল, সে তাহা তখন নির্ম্মাণ করাইল। [৫] সে উপরিস্থ বৈথোরোণ ও নীচস্থ বৈথোরোণ এই দুই নগর প্রাচীর ও দ্বার ও অর্গলদ্বারা দৃঢ় করিল। [৬] এবং সুলেমান্ বালৎ নগর এবং আপন কোষ ও রথ ও অশ্বারূঢ়দের জন্যে নানা নগর, এবং যিরূশালমে ও লিবানোনে ও আপন অধিকার দেশের সর্ব্বত্র আপন ইচ্ছানুসারে নানা গাঁথনি নির্ম্মাণ করাইল।

[৭] ইস্রায়েল্ বংশ ভিন্ন যে হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় বংশীয়েরা অবশিষ্ট রহিয়াছিল, [৮] অর্থাৎ ইস্রায়েল বংশ যাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করে নাই, দেশে অবশিষ্ট তাহাদের বংশহইতে সুলেমান্ এক দল গ্রহণ করিয়া অদ্যকার ন্যায় দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিল; [৯] কিন্তু সুলেমান্ আপন কার্য্যের জন্যে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে কাহাকেও দাস করিল না; তাহাদিগকে যোদ্ধা ও প্রধান সেনাপতি ও সারথি ও অশ্বারূঢ় করিল। [১০] এবং তাহাদের মধ্যে লোকদের উপরে সুলেমান রাজার নিযুক্ত দুই শত পঞ্চাশ প্রধান অধ্যক্ষ কর্ত্তৃত্ব করিত।

[১১] পরে সুলেমান্ ফিরৌণের কন্যার নিমিত্তে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই প্রাসাদে দায়ূদের নগরহইতে তাহাকে আনিল। আর কহিল, আমার ভার্য্যা ইস্রায়েলের দায়ূদ্ রাজার প্রাসাদে বাস করিবে না, কেননা যে কোন স্থানে পরমেশ্বরের সিন্দুক আনীত হইল, সেই স্থান পবিত্র হইল।

[১২] অপর সুলেমান্ বারাণ্ডার সম্মুখে পরমেশ্বরের যে বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার উপরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম করিতে লাগিল। [১৩] মূসা যে আজ্ঞা করিয়াছিল, তদনুসারে সে বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে ও বৎসরের মধ্যে তিন উৎসবে, অর্থাৎ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে ও সপ্তাহের উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে যে দিনে যাহা নিরূপিত তাহাই উৎসর্গ করিত।

[১৪] আর সে আপন পিতা দায়ূদের নিরূপণানুসারে যাজকদের সেবার জন্যে তাহাদের পালা নিরূপণ করিল, এবং প্রতি দিনের প্রয়োজনানুসারে যাজকদের সম্মুখে স্তব ও পরিচর্য্যা করিতে লেবিদিগকে নিযুক্ত করিল। এবং পালানুসারে এক২ দ্বারে দ্বারিদিগকেও নিযুক্ত করিল, কেননা ঈশ্বরের লোক দায়ূদ্ সেই রূপ আজ্ঞা করিয়াছিল। [১৫] এবং রাজা যাজকদিগকে ও লেবিদিগকে ধন প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে যে আজ্ঞা দিয়াছিল; তাহার অন্যথা তাহারা করিল না। [১৬] পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিবসাবধি তা-

তার সমাপ্তি পর্য্যন্ত সুলেমানের তাবৎ কর্ম্ম নিয়মিত রূপে সম্পন্ন হইল। এই রূপে পরমেশ্বরের মন্দির প্রস্তুত হইল।

[১৭] পরে সুলেমান্ ইদোম্ দেশের সমুদ্র-তীরস্থ ইৎসিয়োন্-গেবরে ও এলতে গেল। [১৮] এবং হীরম্ আপন দাসদের দ্বারা তাহার নিকটে জাহাজ ও নিপুণ নাবিকদিগকে প্রেরণ করিল; তাহারা সুলেমানের দাসদের সহিত ওফীরে যাইয়া তথাহইতে চারি শত পঞ্চাশ মণ স্বর্ণ লইয়া সুলেমান্ রাজার নিকটে আনিত।

৯ অধ্যায়।

১ সুলেমানের জ্ঞানের কথা শুনিতে শিবার রাণীর যিরূশালমে আগমন, ১০ ও সুলেমানের স্বর্ণ, ১৩ ও স্বর্ণঢালের কথা, ১৭ ও হস্তিদন্তের সিংহাসনের কথা, ২০ ও পাত্রাদির কথা, ২৩ ও উপঢৌকনের কথা, ২৫ ও রথ ও অশ্বের কথা, ২৬ ও করাদির কথা, ২৯ ও সুলেমানের রাজত্ব ও মৃত্যুর কথা।

[১] অপর শিবা দেশের রাণী সুলেমান্ রাজার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া নিগূঢ় বাক্যদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে সুগন্ধি দ্রব্য ও প্রচুর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সঙ্গে লইয়া অতি বড় সমারোহ পূর্ব্বক যিরূশালমে আইল; পরে সুলেমানের নিকটে আসিয়া তাহাকে আপন মনের তাবৎ কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। [২] তাহাতে সুলেমান্ তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর করিল; সুলেমানের বোধাগম্য কিছুই ছিল না, সে তাহাকে সকলি কহিল। [৩] এই প্রকারে শিবার রাণী সুলেমানের জ্ঞান ও তাহার নির্ম্মিত গৃহ, [৪] এবং তাহার মেজের খাদ্যদ্রব্য ও তাহার মন্ত্রিদের সভা ও পরিচারকদের শ্রেণী ও পরিচ্ছদ ও তাহার পানপাত্রবাহক ও তাহাদের পরিচ্ছদ ও পরমেশ্বরের মন্দিরে আরোহণার্থে তাহার নির্ম্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া হতজ্ঞানা হইল। [৫] পরে রাজাকে কহিল, আমি আপন দেশে থাকিয়া তোমার কর্ম্ম ও বিদ্যার যে সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। [৬] কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া আপন চক্ষুতে না দেখিলাম, তাবৎ তাহা প্রত্যয় করিলাম না; তথাপি তোমার বাহুল্য জ্ঞানের অর্দ্ধেকও আমাকে কথিত হয় নাই; যে কথা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাহইতে তোমার অধিক হয়। [৭] ধন্য তোমার এই লোকেরা, এবং ধন্য তোমার এই দাসেরা; যেহেতুক ইহারা নিত্য তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার জ্ঞানের কথা শুনে। [৮] এবং তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নিমিত্তে তোমাকে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট করিতে সন্তুষ্ট হইলেন যে তোমার প্রভু পরমেশ্বর, তিনি ধন্য; তোমার ঈশ্বর ইস্রায়েল্ লোকদিগকে অনন্তকালস্থায়ী করণার্থে তাহাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্যে ন্যায় ও ধর্ম্ম করিতে তোমাকে তাহাদের উপরে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। [৯] পরে সে রাজাকে এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ ও প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিল। শিবার ঐ রাণী সুলেমান্ রাজাকে যাদৃশ সুগন্ধি দ্রব্য দিল, তাদৃশ দ্রব্য সেখানে কখনো আর আইসে নাই।

[১০] অপর হীরমের ও সুলেমানের যে দাসগণ ওফীরহইতে স্বর্ণ আনিত, তাহারা চন্দনকাষ্ঠ ও মণি আনিল। [১১] পরে রাজা ঐ চন্দনকাষ্ঠদ্বারা পরমেশ্বরের মন্দিরের ও রাজবাটীর নিমিত্তে সোপান ও গায়কদের জন্যে বীণা ও নবল নির্ম্মাণ করাইল। তদ্রূপ কাষ্ঠ পূর্ব্বে যিহূদা দেশে কেহ কখনও দেখে নাই। [১২] পরে সুলেমান্ রাজা শিবার রাণীর যাচ্ঞানুসারে তাহার বাঞ্ছা সকল সিদ্ধ করিল, তদ্ভিন্ন সে আপনার প্রতি আনীত দ্রব্যানুসারে তাহাকে আরো দিল; পরে রাণী ও তাহার দাসগণ আপন দেশে ফিরিয়া গেল।

[১৩] বণিকদের ও ব্যবসায়িগণের স্থানে যে স্বর্ণপ্রাপ্তি হইত, তদ্ব্যতিরেকে সম্বৎসরে ছয় শত ছেবট্টি মণ পরিমিত স্বর্ণ সুলেমানের কাছে আসিত; [১৪] আর তাবৎ আরবীয় রাজা ও দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ সুলেমানের নিকটে স্বর্ণ ও রূপ্য আনিত। [১৫] তাহাতে সুলেমান্ রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত গোলাকার ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল্ পরিমিত পিটান স্বর্ণ ছিল। [১৬] এবং পিটান স্বর্ণদ্বারা আর তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন শত শেকল্ পরিমিত স্বর্ণ ছিল। পরে রাজা লিবানোন্ অরণ্য নামক বাটীতে তাহা রাখিল।

[১৭] পরে রাজা হস্তিদন্তময় এক মহাসিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়িল। [১৮] ঐ সিংহাসনের ছয় সোপান ও স্বর্ণময় এক পাদপীঠ তাহাতে বদ্ধ ছিল, ও আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই দুই হাতার নিকটে দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। [১৯] এবং সেই ছয় সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে দ্বাদশ সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। এই রূপ সিংহাসন আর কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই।

[২০] সুলেমান্ রাজার সকল পানপাত্র স্বর্ণময় ছিল, ও লিবানোন্ অরণ্য গৃহের সকল পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণময় ছিল; সুলেমানের অধিকারে রূপ্যের মূল্য ছিল না। [২১] কেননা হীরমের দাসদের সহিত রাজারও তর্শীশ্‌গামি জা-

হাজ ছিল; তর্শীশের জাহাজ স্বর্ণ ও রূপ্য ও হস্তিদন্ত ও বানর ও ময়ূর লইয়া তিন ২ বৎসরান্তরে এক ২ বার আসিত। [২২] এই রূপে ধন ও বিদ্যাতে সুলেমান্ রাজা পৃথিবীস্থ অন্য সকল রাজাহইতে প্রধান হইল।

[২৩] ঈশ্বর সুলেমানের হৃদয়ে যে রূপ জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহার সেই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিতে পৃথিবীর তাবৎ রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিত। [২৪] এবং প্রত্যেক জন বৎসরে ২ আপন ২ উপঢৌকন, অর্থাৎ রূপ্যময় ও স্বর্ণময় পাত্র ও বস্ত্র ও অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য ও অশ্ব ও অশ্বতরদিগকে আনিত।

[২৫] আর অশ্বের ও রথের নিমিত্তে সুলেমানের চারি সহস্র গৃহ ছিল; এবং তাহার দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল; সে তাহাদিগকে রথনগরে ও যিরূশালমে রাজার নিকটে রাখিল।

[২৬] আর সুলেমান্ ফরাৎ নদী অবধি পিলেষ্টীয়দের দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত তাবৎ রাজার উপরে রাজত্ব করিল। [২৭] এবং রাজা যিরূশালমে বাহুল্য প্রযুক্ত রূপ্যকে প্রস্তরের ন্যায় ও এরস্ কাষ্ঠকে প্রান্তরস্থ ডুম্বুর কাষ্ঠের ন্যায় সাধারণ করিল। [২৮] এবং লোকেরা মিসর্ দেশ ও অন্য সকল দেশহইতে সুলেমানের জন্যে অশ্বগণকে আনিত।

[২৯] এই সুলেমানের আদ্যন্ত চরিত্র ও তাবৎ ব্যবহার নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তকে ও শীলোনীয় অহিয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে, ও নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের বিরুদ্ধে যিদ্দো প্রদর্শকের যে দর্শন, তাহার মধ্যে কি লিখিত নাই? [৩০] এই সুলেমান্ যিরূশালমে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। [৩১] পরে সুলেমান্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে আপন পিতা দায়ূদের নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল, ও তাহার পুত্র রিহবিয়াম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল।

১০ অধ্যায়।

১ রিহবিয়ামকে অভিষেক করিতে ইস্রায়েল্ লোকদের শিখিমে গমন ও তাহার প্রতি লোকদের প্রার্থনা, ৬ ও তাহাদের প্রার্থনা বিষয়ে প্রাচীন মন্ত্রি ও যুবলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করণ, ১২ ও যুবদের মন্ত্রণানুসারে উত্তর দেওন, ১৬ ও ইস্রায়েল্ লোকদের অনাজ্ঞাবহ হওন ও দলাধ্যক্ষকে বধ করণ।

[১] পরে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রিহবিয়ামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে শিখিমে আইলে রিহবিয়াম্ শিখিমে গেল। [২] ইতিমধ্যে নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম সুলেমান রাজার সম্মুখহইতে পলাইয়া মিসরদেশে প্রবাস করিত, সে ইহার সংবাদ পাইয়া মিসরদেশহইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, [৩] কারণ লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল। পরে যারবিয়াম্ ও ইস্রায়েলের তাবৎ লোক রিহবিয়ামের কাছে আসিয়া এই কথা কহিল, [৪] তোমার পিতা আমাদের উপরে দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছে; অতএব তোমার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন সেবার ভার ও দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা কিছু লঘু কর, তাহাতে আমরা তোমার সেবা করিব। [৫] সে তাহাদিগকে কহিল, তিন দিনের পর আমার নিকটে পুনর্ব্বার আইস; তাহাতে লোকেরা প্রস্থান করিল।

[৬] পরে রিহবিয়াম্ রাজা আপন পিতা সুলেমানের জীবনকালে যে প্রাচীনগণ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিল, আমি ঐ লোকদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? [৭] তাহাতে তাহারা তাহাকে কহিল, যদি তুমি এই লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে তুষ্ট কর ও প্রিয় বাক্যদ্বারা উত্তর দেও, তবে তাহারা সর্ব্বদা তোমার দাস হইবে। [৮] কিন্তু সে প্রাচীনদের দত্ত এই মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া আপন সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনার সমবয়স্ক যুবদের সহিত মন্ত্রণা করিল। [৯] সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, লোকেরা কহিতেছে, তোমার পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা কিছু লঘু কর; এখন তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? [১০] তাহাতে তাহার সমবয়স্ক যুবগণ উত্তর করিল, তোমার পিতা আমাদের উপরে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তুমি তাহা কিছু লঘু কর, এই কথা যে লোকেরা তোমাকে কহিতেছে, তুমি তাহাদিগকে এই উত্তর দেও, আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার পিতার কটিহইতেও স্থূল হইবে। [১১] আমার পিতা তোমাদের উপরে যে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, আমি তাহা আরো ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কোড়াদ্বারা শাস্তি দিত, আমি গুন্থিবিশিষ্ট কোড়াদ্বারা দিব।

[১২] পরে 'তৃতীয় দিবসে আমার নিকটে পুনর্ব্বার আইস,' রাজার এই উক্ত বাক্যানুসারে যারবিয়াম্ ও তাবৎ লোক তৃতীয় দিবসে রিহবিয়ামের নিকটে আইল। [১৩] তাহাতে রাজা তাহাদিগকে কঠিন উত্তর দিল, ফলতঃ প্রাচীন লোকেরা যে মন্ত্রণা দিয়াছিল, রিহবিয়াম রাজা তাহা ত্যাগ করিয়া [১৪] যুবদের মন্ত্রণানুসারে এই উত্তর করিল, আমার পিতা তোমাদের উপরে যে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা আমি আরো ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কোড়াদ্বারা শাস্তি দিত, আমি গুন্থিবিশিষ্ট কো-

তাম্বারা দিব। [১৫] এই রূপে রাজা লোকদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না, কেননা নিবাটের পুত্র যারবিয়ামকে শীলোনীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ পরমেশ্বর যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হওনার্থে ইহা পরমেশ্বরহইতে হইল।

[১৬] পরে রাজা আমাদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি অংশ? ও যিশয়ের পুত্রে আমাদের কি অধিকার? হে ইস্রায়েল্ লোক সকল, আপন ২ বাসস্থানে যাও; হে দায়ূদ, এখন তুমি আপনার বংশ দেখ। পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা সকলে আপন ২ বাসস্থানে ফিরিয়া গেল। [১৭] তাহাতে রিহবিয়াম্ কেবল যিহূদা প্রদেশের নগর নিবাসি ইস্রায়েল্ বংশের উপরে রাজা হইল। [১৮] পরে রিহবিয়াম রাজা লোকদের নিকটে কর্ম্মকারকদের দলাধ্যক্ষ অদোরামকে পাঠাইলে ইস্রায়েল লোকেরা তাহাকে প্রস্তরাঘাতদ্বারা বধ করিল; তাহাতে রিহবিয়াম্ রাজা শীঘ্র যিরূশালমে পলাইতে রথারোহণ করিল। [১৯] এই রূপে ইস্রায়েল লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত দায়ূদ্ বংশের কর্তৃত্বাধীনতা ত্যাগ করিল।

১১ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যুদ্ধহইতে রিহবিয়ামের নিবৃত্ত হওন, ৫ ও নগরকে দৃঢ় করণ, ১৩ ও তাহার কাছে যাজক ও লেবীয়দের গমন, ১৮ ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদির নাম।

[১] অপর রাজ্য যেন পুনরায় রিহবিয়ামের লব্ধ হয়, এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে রিহবিয়াম যিরূশালমে আসিয়া যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধাদিগকে একত্র করিল। [২] তাহাতে ঈশ্বরের লোক শিময়িয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল; [৩] তুমি যিহূদার রাজা সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামকে এবং যিহূদা ও বিন্যামীন্ দেশ নিবাসি সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে এই কথা কহ; [৪] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যাইও না, ও আপন ভ্রাতৃলোকদের সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন ২ গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা এই ঘটনা আমাহইতে হইল। অতএব তাহারা পরমেশ্বরের কথা মানিয়া যারবিয়ামের বিরুদ্ধে গমনহইতে ফিরিয়া গেল।

[৫] পরে রিহবিয়াম্ যিরূশালমে বাস করিয়া যিহূদা দেশের নানা নগর সুদৃঢ় করিল। [৬] সে যিহূদা ও বিন্যামীন্ দেশস্থ বৈৎলেহম্ ও ঐটম্ ও তিকোয়, [৭] ও বৈৎসূর্ ও সোখো ও অদুল্লম, [৮] ও গাৎ ও মারেশা ও সীফ্, [৯] ও অদোরয়িম্ ও লাখীশ্ ও অসেকা, [১০] ও সরিয় ও অয়ালোন্ ও হিব্রোণ্, এই সকল নগর দৃঢ় করাইল। [১১] এবং তাবৎ দুর্গ দৃঢ় করিয়া তাহার মধ্যে সেনাপতিগণকে এবং সঞ্চিত বহু খাদ্য দ্রব্য ও তৈল ও দ্রাক্ষারস রাখিল। [১২] এবং প্রত্যেক নগরে ঢাল ও বড়শা রাখিল, ও নগর অতি দৃঢ় করিল। আর যিহূদা বংশ ও বিন্যামীন্ বংশ তাহার অধীন ছিল।

[১৩] আর সমুদয় ইস্রায়েল্ দেশে যে ২ যাজক ও লেবীয় লোক ছিল, তাহারা আপন ২ অধিকারহইতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। [১৪] লেবীয়েরা আপনাদের প্রান্তর ও অধিকার ত্যাগ করিয়া যিহূদাতে ও যিরূশালমে আইল, কেননা যারবিয়াম ও তাহার পুত্রগণ পরমেশ্বরের যাজকপদহইতে তাহাদিগকে দূর করিয়াছিল। [১৫] আর সে টিকরস্থানের ও ভূতগণের ও আপনার নির্ম্মিত বৎসগণের জন্যে অন্য যাজকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল। [১৬] এবং ইস্রায়েলীয় তাবৎ বংশের মধ্যে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণে নিবিষ্টমনা যত লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারা লেবীয়দের পশ্চাদ্গামী হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিতে যিরূশালমে আইল। [১৭] এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত যিহূদার রাজ্য দৃঢ় ও সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামকে বলবান করিল; কেননা তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা দায়ূদের ও সুলেমানের পথে চলিত।

[১৮] পরে রিহবিয়াম্ দায়ূদের পুত্র যিরেমোতের কন্যা মহলৎকে ও যিশয়ের পুত্র ইলীয়াবের কন্যা অবীহয়িল্কে বিবাহ করিল। [১৯] পরে তাহার গর্ব্ভে তাহার পুত্র যিয়ূশ্ ও শিমরিয় ও সহম্ জন্মিল। [২০] তাহার পর অবশালোমের কন্যা মাখাকে বিবাহ করিলে তাহার গর্ব্ভে অবিয় ও অত্তয় ও সীষ ও শিলোমীৎ জন্মিল। [২১] রিহবিয়াম্ আপনার সকল পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে অবশালোমের কন্যা মাখাকে অধিক ভাল বাসিত; তাহার আঠারো পত্নী ও ষাইট উপপত্নী, এবং আটাইশ পুত্র ও ষাইট কন্যা ছিল। [২২] পরে রিহবিয়াম্ মাখার গর্ব্ভজাত অবিয়কে ভ্রাতৃগণের মধ্যে অধ্যক্ষ করিল, কারণ তাহাকেই রাজা করিতে তাহার মনস্থ ছিল। [২৩] সে বুদ্ধি পূর্ব্বক আচরণ করিয়া যিহূদা ও বিন্যামীন্ দেশের সর্ব্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত প্রতি নগরে আপন পুত্রগণকে নিযুক্ত করিল, ও তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দিল, এবং তাহাদের জন্যে অনেক কন্যা চেষ্টা করিল।

১২ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরকে ত্যাগ করণ প্রযুক্ত রিহবিয়ামের দণ্ড, ৫ ও পাপের জন্যে অনুতাপ করণ প্রযুক্ত দণ্ডের হ্রাস করণ, ১৩ ও রাজত্ব ও মৃত্যুর কথা।

১ পরে রিহবিয়াম্ রাজ্য সুস্থির করিয়া শক্তিমান হইলে সে ও তাহার সহিত তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক পরমেশ্বরের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিল। ২ এই রূপে তাহারা পরমেশ্বরের প্রতিকূল আচরণ করিল, এই জন্যে রিহবিয়ামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে মিস্রীয় শীশক্ রাজা যিরূশালমের বিরুদ্ধে আগমন করিল। ৩ তাহার বারো শত রথ ও ষষ্টি সহস্র অশ্বারূঢ় ও অসংখ্য লোকারণ্য ছিল, কারণ লূবীয় ও সুক্কীয় ও কুশীয় লোকেরা তাহার সহিত মিসরদেশহইতে আইল। ৪ এবং সে যিহূদা দেশীয় প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকল হস্তগত করিয়া যিরূশালমে আইল।

৫ ঐ সময়ে রিহবিয়াম ও যিহূদা বংশের অধ্যক্ষগণ শীশকের ভয়ে যিরূশালমে একত্র হইলে শিমযিয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদের নিকটে আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিলা, এই জন্যে আমিও তোমাদিগকে শীশকের হস্তে পরিত্যাগ করিলাম। ৬ তাহাতে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ ও রাজা নম্র হইয়া কহিল, পরমেশ্বর ন্যায়কারী। ৭ তখন পরমেশ্বর তাহাদিগকে নম্রীভূত দেখিলে শিমযিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই কথা উপস্থিত হইল; তাহারা নম্র হইল, আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না, অল্প কালের মধ্যে উদ্ধার করিব; শীশকের হস্তদ্বারা যিরূশালমের উপরে আমার ক্রোধ ঢালা যাইবে না। ৮ কিন্তু আমার সেবা কি, এবং অন্যদেশীয় রাজ্যের সেবা কি, ইহা যেন বুঝে, এই জন্যে তাহারা তাহার সেবক হইবে।

৯ অপর মিসরের শীশক্ রাজা যিরূশালমের বিরুদ্ধে আসিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের তাবৎ ধন ও রাজগৃহের তাবৎ ধন, সমস্তই, বিশেষতঃ সুলেমানের নির্ম্মিত স্বর্ণময় ঢাল লইয়া গেল। ১০ পরে রিহবিয়াম রাজা সে সকল ঢালের পরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল করিয়া রাজবাটীর দ্বারপাল পদাতিকগণের যে অধ্যক্ষগণ, তাহাদের কাছে সমর্পণ করিল। ১১ তাহাতে পরমেশ্বরের মন্দিরে রাজার প্রবেশ করণ সময়ে ঐ পদাতিকগণ সেই সকল ঢাল বহিয়া আনিত; পরে রক্ষাশালাতে ফিরিয়া লইয়া যাইত। ১২ রিহবিয়াম্ নম্র হওয়াতে পরমেশ্বরের ক্রোধ সর্ব্বনাশজনক না হইয়া তাহাহইতে নিবৃত্ত হইল; আর যিহূদার মধ্যেও কাহারো২ সদ্ভাব ছিল।

১৩ অপর রিহবিয়াম্ রাজা যিরূশালমে শক্তিমান হইয়া রাজত্ব করিল। পরমেশ্বর আপন নাম স্থাপনার্থে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের মধ্যে যে নগর মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই যিরূশালম্ নগরে রিহবিয়াম একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। অম্মোনীয় নয়মা তাহার মাতা ছিল। ১৪ এবং সে পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে আপন মনকে সুস্থির না করাতে কদাচরণ করিল। ১৫ এই রিহবিয়ামের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শিমযিয় ভবিষ্যদ্বক্তার ও ইদ্দো প্রদর্শকের বংশাবলি নামক পুস্তকে কি লিখিত নাই? এই রিহবিয়ামের ও যারবিয়ামের পরস্পর নিত্য যুদ্ধ ছিল। ১৬ পরে রিহবিয়াম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া দায়ূদ্ নগরে কবর প্রাপ্ত হইলে তাহার পুত্র অবিয় তাহার পদে রাজত্ব করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ যারবিয়ামের সহিত অবিয়ের যুদ্ধ করণ, ৪ ও যারবিয়ামের প্রতি অবিয়ের কথা, ১৩ ও পরমেশ্বরের উপরে নির্ভর দিয়া যারবিয়ামকে জয় করণ, ২১ ও অবিয়ের স্ত্রী পুত্রাদির কথা।

১ যারবিয়াম্ রাজার অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে অবিয় যিহূদা দেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া ২ যিরূশালমে তিন বৎসর রাজত্ব করিল; গিবিয়া নিবাসি ঊরীয়েলের কন্যা মীখায়া তাহার মাতা ছিল। এই অবিয়েতে ও যারবিয়ামেতে যুদ্ধ হইল। ৩ অবিয় চারি লক্ষ মনোনীত বলবান যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধসজ্জা করিল, এবং যারবিয়াম্ আট লক্ষ মনোনীত বলবান লোকদের সহিত তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিল।

৪ অপর অবিয় ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ সিমারয়িম পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া কহিল, হে যারবিয়াম্, তুমি ও সকল ইস্রায়েল্ লোক আমার কথা শুন। ৫ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলের রাজ্যপদ অনন্ত কালের জন্যে দায়ূদ্‌কে দিয়াছেন, অর্থাৎ অমোঘ নিয়মদ্বারা তাহাকে ও তাহার বংশকে দিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়া কি তোমাদের উচিত নয়? ৬ তথাপি দায়ূদের পুত্র সুলেমানের এক দাস যে নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্, সে উঠিয়া আপন প্রভুর অধীনতা অস্বীকার করিয়াছে। ৭ তাহাতে চঞ্চল ও দুষ্ট লোকেরা তাহার পক্ষে একত্র হইয়াছে; যে সময়ে রিহবিয়াম্ যুবা ও অপরিপক্ক ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিল না, তখন সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামের বিরুদ্ধে তাহারা বলবান হইয়াছিল।

[৮] এখন তোমরাও দায়ূদ্ বংশের হস্তগত যে পরমেশ্বরের রাজ্য, তাহা পরাভব করিতে মনস্থ করিয়াছ; তোমরা অনেকে আছ, এবং তোমাদের দেবতা হওনের নিমিত্তে যারবিয়ামের নির্ম্মিত দুই স্বর্ণময় বৎস তোমাদের কাছে আছে। [৯] তোমরা কি হারোণ বংশজাত পরমেশ্বরের যাজকগণকে ও লেবিদিগকে দূর কর নাই? এবং অন্যদেশীয় জাতিদের ন্যায় আপনাদের জন্যে কি যাজকগণকে নিযুক্ত কর নাই? এক বলদ ও সাত মেষ সঙ্গে লইয়া যে কেহ আপনাকে পবিত্র করিতে আইসে, সে ঐ অনীশ্বরদের যাজক হইতে পারে। [১০] কিন্তু পরমেশ্বরই আমাদের ঈশ্বর; আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই; এবং পরমেশ্বরের সেবাকারি হারোণের বংশজাত যাজক ও লেবীয়েরা আপন ২ কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। [১১] এবং তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হোম বলিদান করে ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, এবং নির্ম্মল মেজের উপরে দর্শনীয় রুটী রাখে, এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে জ্বালিবার জন্যে দীপের সহিত স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ প্রস্তুত করে; কেননা আমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিরূপিত কার্য্য পালন করি; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছ। [১২] দেখ, ঈশ্বর আমাদের অগ্রগামী হইয়া আমাদের সঙ্গে আছেন, এবং তাঁহার যাজকগণ তোমাদের বিরুদ্ধে ঘোর নাদ করিতে শব্দকারি তূরী হস্তে লইয়া আমাদের সঙ্গে আছে। অতএব, হে ইস্রায়েল্ বংশ, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না, করিলে কৃতার্থ হইবা না।

[১৩] পরে যারবিয়াম্ এক দল সৈন্যকে গোপনে তাহাদের পশ্চাৎদিগে প্রেরণ করিল; তাহাতে তাহার লোকেরা যিহূদার অগ্রে ছিল, ও গুপ্ত দল পশ্চাৎ ছিল। [১৪] পরে যিহূদার লোকেরা আপনাদের অগ্র পশ্চাতে যুদ্ধ দেখিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল; এবং যাজকেরা তূরী বাজাইল। [১৫] তাহাতে যিহূদার লোকেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল; তাহারা সিংহনাদ করিলে ঈশ্বর অবিয়ের ও যিহূদার লোকদের সম্মুখে যারবিয়ামকে ও সকল ইস্রায়েল্ বংশকে আঘাত করিলেন। [১৬] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ যিহূদা লোকদের অগ্রে পলায়ন করিল, এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। [১৭] আর অবিয় ও তাহার লোকেরা মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিল; তাহাতে ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক হত হইল। [১৮] সেই সময়ে ইস্রায়েল্ বংশ অবনত ও যিহূদা বংশ বলবান হইল, কেননা তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরেতে নির্ভর দিল। [১৯] পরে অবিয় যারবিয়ামের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার কতিপয় নগর, অর্থাৎ বৈথেল্ ও তাহার গ্রাম, এবং যিশানা ও তাহার গ্রাম, এবং ইফ্রোণ্ ও তাহার গ্রাম হস্তগত করিল। [২০] এই অবিয়ের অধিকার সময়ে যারবিয়াম্ আর বলবান হইল না; পরে পরমেশ্বর তাহাকে আঘাত করিলে সে মরিল।

[২১] পরে অবিয় উত্তর ২ পরাক্রমী হইয়া চৌদ্দ স্ত্রীকে বিবাহ করিল. এবং বাইশ পুত্র ও ষোল কন্যাকে জন্ম দিল। [২২] এই অবিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাবৎ ক্রিয়া ও উপদেশকথা ইদ্দো ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে কি লিখিত নাই?

১৪ অধ্যায়।

১ আসার দেবপূজা দূর করণ, ৬ ও দুর্গ ও সৈন্যদ্বারা রাজ্য স্থির করণ, ৯ ও পরমেশ্বরের সহায়তাতে শত্রুগণকে জয় করণ।

[১] পরে অবিয় আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা দায়ূদ্নগরে তাহাকে কবর দিল। পরে তাহার পুত্র আসা তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল; তাহার অধিকার সময়ে দেশ দশ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থির থাকিল। [২] আসা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম ও সরল আচরণ করিত। [৩] সে ইতর দেবগণের বেদি ও টিকর স্থান ভগ্ন করিল, ও প্রতিমাদিগকে চূর্ণ করিল, ও চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিল। [৪] সে আপন পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে এবং তাঁহার ব্যবস্থা ও আজ্ঞা পালন করিতে যিহূদা বংশকে আজ্ঞা দিল। [৫] এবং সে যিহূদার সমস্ত নগরের মধ্যহইতে টিকরস্থান ও সূর্য্যপ্রতিমাগণকে ভগ্ন করিয়া দূর করিল, তাহাতে তাহার সাক্ষাতে রাজ্য সুস্থির হইল।

[৬] পরমেশ্বর তাহাকে শান্তি দিলে তাহার রাজ্য সুস্থির হওয়াতে, এবং ঐ সময়ে যুদ্ধ না হওয়াতে, সে যিহূদার নানা নগর সুদৃঢ় করাইল। [৭] এবং যিহূদা বংশকে কহিল, আইস আমরা এই সকল নগর দৃঢ় করি, ও ইহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর ও দুর্গ ও দ্বার ও অর্গল নির্ম্মাণ করি, কেননা এই দেশ অদ্যাপি আমাদের বশে আছে; আমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ ও চেষ্টা করাতে তিনি চতুর্দ্দিগে আমাদিগকে শান্তি দিলেন। অপর তাহারা নগর দৃঢ় করিয়া কৃতকার্য্য হইল। [৮] এই আসার ঢাল ও বড়শাধারি অনেক সৈন্য ছিল, অর্থাৎ যিহূদা বংশের তিন লক্ষ ও বিন্যামীন্ বংশের ঢাল ও

ধনুর্দ্ধারি দুই লক্ষ আশী সহস্র, এ সকল মহাবীর ছিল।

[৯] পরে কূশদেশীয় সেরহ দশ লক্ষ সৈন্য ও তিন শত রথ সঙ্গে লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আসিয়া মারেশাতে উপস্থিত হইল। [১০] তাহাতে আসা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মারেশার নিকটস্থ সিফাথা নিম্নভূমিতে ব্যূহ রচনা করিল। [১১] এবং আসা আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর, বলবানের ও বলহীনের সহায়তা করা তোমার কিছু বিশেষ নহে; হে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, আমাদের উপকার কর; কেননা আমরা তোমাতে নির্ভর দিয়া তোমার নাম করিয়া এই জনতার প্রতিকূলে আইলাম; তুমি আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তোমার কাছে মর্ত্ত্যেরা প্রবল না হউক। [১২] তাহাতে পরমেশ্বর আসার ও যিহূদা বংশের সম্মুখে কূশীয়দিগকে আঘাত করিলে কূশীয়েরা পলায়ন করিল। [১৩] এবং আসা ও তাহার সঙ্গি লোকেরা গিরর্ পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, তাহাতে কূশীয়দের এমত নিপাত হইল, যে কেহ জীবৎ থাকিল না; কারণ পরমেশ্বরের ও তাঁহার সৈন্যের সম্মুখে তাহারা ভগ্ন হইল; আর বিস্তর লুটিত দ্রব্য পাওয়া গেল। [১৪] এই রূপে সকলের প্রতি পরমেশ্বরের ভয় উপস্থিত হইলে তাহারা গিররের চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত নগরকে পরাজয় করিয়া লুট করিল; কেননা তন্মধ্যে অনেক লুটের দ্রব্য ছিল। [১৫] আর তাহারা তাহাদের পশুর খোঁয়াড়ও নষ্ট করিল, ও বিস্তর মেষ ও উষ্ট্রগণ লইয়া যিরূশালমে প্রত্যাগমন করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ অসরিয় প্রদর্শকের কথা, ৮ ও তাহার বাক্য প্রযুক্ত লোকদের বিনয় ও শপথ করণ, ১৬ ও দেবপূজা করণ প্রযুক্ত রাণীকে পদচ্যুতা করণ, ১৮ ও নিবেদিত বস্তু মন্দিরে আনয়ন।

[১] পরে ওদেদের পুত্র অসরিয়ে ঈশ্বরের আত্মা অধিষ্ঠান করিলে [২] সে আসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে যাইয়া তাহাকে কহিল, হে আসা, ও হে যিহূদার ও বিন্যামীনের বংশ সকল, তোমরা আমার কথা শুন; তোমরা যাবৎ পরমেশ্বরের নিকটে আছ, তাবৎ তিনিও তোমাদের নিকটে আছেন; আর যদি তোমরা তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাদের প্রাপ্য হইবেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন। [৩] পূর্ব্বে ইস্রায়েল্ বংশ বহুকাল সত্য ঈশ্বরহীন ও শিক্ষক যাজকহীন ও ব্যবস্থাহীন ছিল, [৪] কিন্তু দুর্দ্দশা সময়ে যখন ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিত, তখন তিনি তাহাদের প্রাপ্য হইতেন। [৫] ঐ দুঃসময়ে যে জন বাহিরে যাইত ও যে জন ভিতরে আসিত, তাহাদের কিছুই নিরাপদ হইত না; দেশনিবাসি সকলেরই অতিশয় ত্রাস হইত। [৬] এক বংশ অন্য বংশকে ও এক নগর অন্য নগরকে বিনষ্ট করিত; কেননা ঈশ্বর অতিশয় দুর্দ্দশাতে তাহাদিগকে ত্রাসযুক্ত করিতেন। [৭] এখন তোমরা সাহসী হও, তোমাদের হস্ত দুর্ব্বল না হউক, কেননা তোমাদের কার্য্য নিরর্থক নহে।

[৮] তখন আসা ওদেদ্ ভবিষ্যদ্বক্তার এই ভবিষ্যদ্বাক্য সকল শুনিয়া সাহস পাইয়া যিহূদা ও বিন্যামীনের তাবৎ দেশহইতে এবং ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে যে২ নগর হস্তগত করিয়াছিল, তাহাহইতে ঘৃণার্হ প্রতিমাদিগকে দূর করিল, এবং পরমেশ্বরের বারাণ্ডার সম্মুখস্থ পরমেশ্বরের বেদি সারাইল। [৯] পরে সে সমস্ত যিহূদার ও বিন্যামীনের লোকদিগকে এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তি ইফ্রয়িম্ ও মিনশি ও শিমিয়োন্হইতে আগত প্রবাসিদিগকে একত্র করিল; কেননা তাহার প্রভু পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী আছেন, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েল্হইতে অনেক২ লোক আসিয়া তাহার পক্ষ হইয়াছিল। [১০] আসার অধিকারের পঞ্চদশ বৎসরের তৃতীয় মাসে লোকেরা যিরূশালমে একত্র হইল। [১১] এবং তাহারা আনীত লুটিত দ্রব্যহইতে সাত শত বলদ ও সাত সহস্র মেষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেই সময়ে বলিদান করিল। [১২] এবং আপন২ সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত মনের সহিত আপনাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে নিয়ম করিল। [১৩] এবং মহান্ কিম্বা ক্ষুদ্র ও পুরুষ কিম্বা স্ত্রী, যে কেহ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ না করিবে, সে অবশ্য বধ্য হইবে, এই নিয়ম করিল। [১৪] তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হর্ষনাদপূর্ব্বক তূরী ও শৃঙ্গ বাজাইয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে শপথ করিল। [১৫] এই শপথে যিহূদার সমস্ত লোক আনন্দ করিল, কেননা তাহারা আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত শপথ করিল; এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছাতে তাঁহার অন্বেষণ করাতে তিনি তাহাদের প্রাপ্য হইলেন; অপর পরমেশ্বর চতুর্দ্দিগে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন।

[১৬] আর আসা রাজার মাতামহী মাখা চৈত্যবৃক্ষের তলে এক প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল, এই জন্যে আসা তাহাকে রাজ্ঞীপদচ্যুতা করিল, ও তাহার প্রতিমা উচ্ছিন্ন করিয়া চূর্ণ করিল, ও কিদ্রোণ্ নদীতীরে তাহা দগ্ধ করিল। [১৭] আর

ইস্রায়েলের মধ্যহইতে সকল টিকরস্থান উচ্ছিন্ন না হইলেও আসার অন্তঃকরণ যাবজ্জীবন সরল ছিল।

[১৮] আর তাহার পিতা যে২ বস্তু নিবেদন করিয়াছিল, ও সে আপনি যে২ বস্তু নিবেদন করিয়াছিল, সেই সকল রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র সে ঈশ্বরের মন্দিরে আনিল। [১৯] এই আসার অধিকারের পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার রাজ্যে যুদ্ধ হইল না।

১৬ অধ্যায়।

১ অরামীয়দের সাহায্যদ্বারা আসার বাশা রাজাকে জয় করণ, ৭ ও প্রদর্শকদ্বারা ভর্ৎসিত হইয়া তাহাকে কারাগারে রাখন, ১১ ও পাদরোগে পীড়িত হইয়া ঈশ্বর অপেক্ষা বৈদ্যের অন্বেষণ করণ, ১৩ ও তাহার মৃত্যু ও কবর দেওন।

[১] পরে আসার অধিকারের ছত্রিশ বৎসরে ইস্রায়েলের বাশা রাজা যিহূদার বিপক্ষে আইল, এবং কেহ যেন নির্গত হইয়া যিহূদার আসা রাজার নিকটে গমন করিতে না পায়, এই জন্যে রামৎ নগর নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল। [২] তাহাতে আসা পরমেশ্বরের মন্দিরের ও রাজবাটীর ভাণ্ডারহইতে রূপা ও স্বর্ণ বাহির করিয়া দম্মেষক্ নিবাসি অরামের বিন্‌হদদ্ রাজার নিকটে পাঠাইয়া এই কথা কহিল, আমাতে ও তোমাতে, [৩] এবং আমার পিতাতে ও তোমার পিতাতে নিয়ম আছে; দেখ, আমি তোমার নিকটে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাঠাইতেছি। ইস্রায়েলের বাশা রাজার সহিত তোমার যে নিয়ম আছে, আসিয়া তাহা ভঙ্গ কর; তাহাতে সে আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিবে। [৪] তাহাতে বিন্‌হদদ্ আসা রাজার কথাতে মনোযোগ করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলে তাহারা ইয়োন্ ও দান্ ও আবেল্-ম[illegible]য়্ ও নপ্তালির সমস্ত ধননগর বিনষ্ট করিল। [৫] তখন বাশা এই সমাচার পাইয়া রামৎ প্রস্তুত করণহইতে নিবৃত্ত হইল ও আপন কার্য্যহইতে ক্ষান্ত হইল। [৬] পরে আসা রাজা সমস্ত যিহূদা বংশকে সঙ্গে লইয়া রামতে বাশার প্রস্তুত প্রস্তর ও কাষ্ঠ সকল লইয়া যাইয়া তাহাদ্বারা গেবা ও মিস্‌পা নগর প্রস্তুত করাইল।

[৭] ঐ সময়ে হনানি প্রদর্শক যিহূদার আসা রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে নির্ভর না দিয়া অরামের রাজাতে নির্ভর দিলা, এই কারণ অরামের রাজার সৈন্য তোমার হস্তগত হইল না। [৮] কূশীয় ও লূবীয় লোকদের মহাসৈন্য এবং রথ ও অশ্বারূঢ়দের বাহুল্য কি ছিল না? তথাপি তুমি পরমেশ্বরেতে নির্ভর দিলে তিনি তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। [৯] কেননা পরমেশ্বরের প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ সরল আছে; তাহাদিগকে বলবান করিতে তাঁহার দৃষ্টি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে; ইহাতে তুমি অজ্ঞানের কার্য্য করিলা, কেননা ইহার পরে তোমার প্রতি পুনঃ২ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। [১০] তখন আসা ঐ প্রদর্শকের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহাকে কারাগারে রাখিল, কেননা ঐ কথাতে সে কোপান্বিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে আসা আর কএক লোকের প্রতি উপদ্রব করিল।

[১১] এই আসার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [১২] এই আসার অধিকারের উনচল্লিশ বৎসরে তাহার পাদরোগ হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, তথাপি সে রোগের সময়েও পরমেশ্বরের অন্বেষণ না করিয়া বৈদ্যগণেরই অন্বেষণ

[১৩] পরে আসা আপন অধিকারের একচল্লিশ বৎসরে আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। [১৪] অপর সে দায়ূদের নগরে আপনার জন্যে যে কবর খনন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকেরা তাহাকে কবর দিল, ও গন্ধবণিকের ক্রিয়াতে প্রস্তুত নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে পরিপূর্ণ শয্যাতে তাহাকে শয়ন করাইল, ও তাহার জন্যে অনেক গন্ধদ্রব্য দগ্ধ করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ যিহোশাফটের সুরাজত্ব করণ, ৭ ও যিহূদার লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লেবীয়দিগকে ও যাজকদিগকে প্রেরণ, ১০ ও রাজাকে লোকদের উপঢৌকন দেওন, ১২ ও তাহার উন্নতির ও সেনাপতির ও সৈন্যের কথা।

[১] পরে আসার পুত্র যিহোশাফট্ তাহার পদে রাজত্ব করিয়া ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আপনাকে বলবান করিল। [২] সে যিহূদার সকল প্রাচীরবেষ্টিত নগরে সৈন্য রাখিল, এবং যিহূদা দেশে, ও তাহার পিতা আসা ইফ্রয়িমের যে২ নগর হস্তগত করিয়াছিল, তাহাতেও সৈন্যদল স্থাপন করিল। [৩] এবং পরমেশ্বর যিহোশাফটের সহিত থাকিলেন, কারণ সে পুরাতন পথে অর্থাৎ আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের পথে চলিত; বালের অন্বেষণ করিত না; [৪] কিন্তু আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করিত, ও তাঁহার বিধ্যনুসারে চলিত; ইস্রায়েল্ লোকদের কর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিত না। [৫] আর পরমেশ্বর তাহার হস্তে রাজ্য দৃঢ় করিলেন; তাহাতে তাবৎ যিহূদার লোকেরা যিহোশাফটের কাছে উপঢৌকন আনিল, এবং

তাহার ধন ও গৌরব অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। [৬] এবং পরমেশ্বরের পথে তাহার অন্তঃকরণ আসক্ত ছিল, এবং সে যিহূদার মধ্যহইতে টিকরস্থান ও চৈত্যবৃক্ষ সকল দূর করিল।

[৭] পরে সে আপন অধিকারের তৃতীয় বৎসরে যিহূদা নগরে উপদেশ দিবার জন্যে আপন অধ্যক্ষ বিন্‌হয়িলের ও ওবদিয়ের ও সিখরিয়ের ও নিথনেলের ও মীখায়ের নিকটে আজ্ঞা পাঠাইল। [৮] এবং তাহাদের সহিত শিময়িয় ও নিথনিয় ও সিবদিয় ও অসাহেল্ ও শিমীরামোৎ ও যিহোনাথন্ ও অদোনিয় ও টোবিয় ও টোবদোনীয় এই সকল লেবিদিগকে, এবং তাহাদের সহিত ইলীশামা ও যিহোরাম যাজকদিগকে পাঠাইল। [৯] তাহাতে তাহারা পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক সঙ্গে লইয়া যিহূদা দেশে উপদেশ দিতে লাগিল; তাহারা যিহূদার সকল নগরে যাইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিল।

[১০] তাহাতে যিহূদার চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশের সকল রাজ্যে পরমেশ্বরহইতে এমত ভয় উপস্থিত হইল, যে তাহারা যিহোশাফটের সহিত যুদ্ধ করিল না। [১১] এবং পিলেস্টীয়দের কএক লোক যিহোশাফটের নিকটে করের জন্যে উপঢৌকন ও রূপা আনিল, এবং আরবীয়েরা তাহার নিকটে পশুপাল অর্থাৎ সাত সহস্র সাত শত মেষ ও সাত সহস্র সাত শত ছাগল আনিল।

[১২] এই রূপে যিহোশাফট্ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অতি উন্নত হইয়া যিহূদা দেশে অনেক দুর্গ ও ভাণ্ডারার্থক নগর প্রস্তুত করাইল। [১৩] এবং যিহূদার তাবৎ নগরের মধ্যে তাহার যথেষ্ট সম্পদ ছিল, এবং তাহার বলবান যোদ্ধারা ও বীর লোকেরা যিরূশালমে থাকিত। [১৪] তাহাদের পিতৃবংশানুসারে তাহাদের সংখ্যা এই, যিহূদা বংশীয় সহস্রপতিগণের মধ্যে অদ্‌ন প্রধান ছিল, ও তাহার সহিত তিন লক্ষ মহাবীর্য্যবান যোদ্ধা ছিল। [১৫] তাহার পরে যিহোহানন্ সেনাপতি ছিল, ও তাহার সহিত দুই লক্ষ আশী সহস্র লোক ছিল। [১৬] তাহার পরে আপনাকে স্বেচ্ছাতে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিয়াছিল যে সিখ্রির পুত্র অমসিয় সেনাপতি, সেই ছিল, ও তাহার সহিত দুই লক্ষ মহাবীর্য্যবান্ লোক ছিল। [১৭] বিন্যামীন বংশের মধ্যে ইলিয়াদা নামে মহাবীর্য্যবান্ এক সেনাপতি ছিল, ও তাহার সহিত দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর ও চর্ম্মধর ছিল। [১৮] তাহার পরে যিহোষাবদ্ সেনাপতি ছিল; ও তাহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত এক লক্ষ আশী সহস্র লোক ছিল। [১৯] রাজা যিহূদার সর্ব্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত নগরে যাহাদিগকে রাখিত, তাহাদের ব্যতিরেকে ইহারা রাজার পরিচর্য্যা করিত।

১৮ অধ্যায়।

১ আহাবের সহিত যিহোশাফটের কুটুম্বতা করণ, ২ ও তাহার সঙ্গে রামোৎ-গিলিয়দে যাওন, ও মীখায় ভবিষ্যদ্বক্তাকে কারাগারে রাখন, ২৮ ও যুদ্ধে আহাবের হত হওন।

[১] যিহোশাফট্ অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান ও গৌরবান্বিত হইলে পর আহাবের সহিত কুটুম্বতা করিল।

[২] কএক বৎসর পরে সে শোমিরোণে আহাবের নিকটে গেল; তাহাতে আহাব্ তাহার ও তাহার সঙ্গি লোকদের নিমিত্তে অনেক মেষ ও বলদ মারিল, ও তাহাকে রামোৎ-গিলিয়দে যাইতে প্রবৃত্তি দিল। [৩] সে সময়ে ইস্রায়েলের আহাব্ রাজা যিহূদার যিহোশাফট্ রাজাকে কহিল, তুমি কি রামোৎ-গিলিয়দে আমার সহিত যাইবা? তাহাতে সে কহিল, আমি ও তুমি, এবং আমার লোক ও তোমার লোক, সকলই এক, অতএব আমরা যুদ্ধে তোমার সহায় হইব। [৪] পরে যিহোশাফট্ ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, আমি বিনয় করি, অদ্য ইহাতে পরমেশ্বরের কি বাক্য? তাহা জিজ্ঞাসা কর। [৫] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা চারি শত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করিতে যাইব কি ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা কহিল, যাও, ঈশ্বর মহারাজের হস্তে তাহা সমর্পণ করিবেন। [৬] পরে যিহোশাফট্ জিজ্ঞাসিল, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, পরমেশ্বরের এমত ভবিষ্যদ্বক্তা কি আর কেহ নাই? [৭] তখন ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিল, আমরা যাহাদ্বারা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমত আর এক জন আছে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা সে যাবজ্জীবন আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা ভিন্ন কোন মঙ্গলের কথা কহে না; যিম্লের পুত্র মীখায় তাহার নাম। তাহাতে যিহোশাফট্ কহিল, মহারাজ এমত কথা কহিবেন না। [৮] তখন ইস্রায়েলের রাজা আপনার এক গৃহাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র এখানে আন। [৯] অপর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা শোমিরোণের দ্বার প্রবেশের সমান স্থানে আপন২ রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া আপন২ সিংহাসনে বসিলে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহাদের সম্মুখে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল। [১০] বিশেষতঃ খিনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইহাদ্বারা তুমি অরামীয়দিগকে সংহার করণ পর্য্যন্ত আঘাত করিবা। [১১] এবং তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরীয় বাক্যদ্বারা ইহা কহিল, তুমি রামোৎ-

গিলিয়দে যাইয়া ভাগ্যবান হও, পরমেশ্বর তাহা মহারাজের হস্তগত করিবেন। [১২] অপর যে দূত মীখায়কে ডাকিতে গিয়াছিল সে তাহাকে কহিল, দেখ, সকল ভবিষ্যদ্বক্তা এক জনের ন্যায় রাজার মঙ্গল কথা কহিল; অতএব আমি বিনয় করি, তুমিও তাহাদের এক জনের ন্যায় মঙ্গল কথা কহ। [১৩] তাহাতে মীখায় কহিল, আমি পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমার ঈশ্বর যে কথা বলিবেন, আমি সেই কথা কহিব। [১৪] পরে সে রাজার নিকটে আইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে মীখায়, আমরা রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইব, কি ক্ষান্ত হইব? তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যাইয়া ভাগ্যবান হও; তথাকার লোকেরা তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইবে। [১৫] পরে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের নামে সত্য কথা ব্যতিরেকে আর কিছুই কহিও না, আমি কত বার তোমাকে এই শপথ করাইব? [১৬] তাহাতে সে কহিল, আমি ইস্রায়েলের সকল লোককে অরক্ষক মেষের ন্যায় পর্ব্বতের উপরে ছিন্নভিন্ন দেখিলাম, এবং পরমেশ্বর কহিলেন, ইহাদের স্বামী নাই; প্রত্যেক জন আপন ২ বাটীতে কুশলে ফিরিয়া যাউক। [১৭] পরে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্কে কহিল, ঐ ব্যক্তি আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা ভিন্ন কোন মঙ্গলের কথা কহে না, ইহা আমি কি অগ্রে তোমাকে কহি নাই? [১৮] পরে (মীখায়) কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন; আমি সিংহাসনোপবিষ্ট পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মান স্বর্গীয় তাবৎ সৈন্যকেও দেখিলাম। [১৯] পরমেশ্বর কহিলেন, ইস্রায়েলের আহাব্ রাজা যেন রামোৎ-গিলিয়দে যাইয়া পতিত হয়, এই জন্যে কে তাহাকে ভুলাইবে? তাহাতে এক জন এক প্রকারে ও অন্য জন অন্য প্রকারে কহিল। [২০] শেষে এক আত্মা আসিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি তাহাকে ভুলাইব। পরমেশ্বর কহিলেন, কিসে? [২১] সে কহিল, আমি যাইয়া তাহার সকল ভবিষ্যদ্বক্তার মুখেতে মিথ্যাবাদি আত্মা হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে ভুলাইয়া জয়ী হও, ও বাহিরে যাইয়া সেই রূপ কর। [২২] এই রূপে দেখ, পরমেশ্বর তোমার এই সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদের মুখে মিথ্যাবাদি আত্মা দিলেন; কিন্তু পরমেশ্বর তোমার অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন। [২৩] তখন খিনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া মীখায়কে এক চড় মারিয়া কহিল, পরমেশ্বরের আত্মা তোমাকে কহিবার জন্যে আমার নিকটহইতে কোন্ দিগে গিয়াছিল? [২৪] মীখায় কহিল, দেখ, যে দিনে তুমি লুকাইবার জন্যে গর্ব্ভাগারে যাইবা, সেই দিনে তাহা জানিবা। [২৫] পরে ইস্রায়েলের রাজা আজ্ঞা করিল, মীখায়কে ধরিয়া নগরাধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যিহোয়াশের নিকটে লইয়া যাও। [২৬] এবং কহ, রাজা এই কথা কহে, ইহাকে কারাগারে বদ্ধ কর, এবং যে পর্য্যন্ত আমি কুশলে ফিরিয়া না আইসি, তাবৎ ইহাকে ভোজনার্থে দুঃখরূপ অন্ন ও দুঃখরূপ জল দেও। [২৭] তাহাতে মীখায় কহিল, তুমি যদি কুশলে ফিরিয়া আইস, তবে পরমেশ্বর আমার প্রমুখাৎ কহেন নাই; পরে সে কহিল, হে লোক সকল, তোমরা প্রত্যেক জন মনোযোগ কর।

[২৮] পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা রামোৎ-গিলিয়দে গেলে, [২৯] ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্কে কহিল, আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করি, কিন্তু তুমি আপন রাজবস্ত্র পরিধান কর। পরে ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিলে তাহারা যুদ্ধে প্রবেশ করিল। [৩০] কিন্তু অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ সেনাপতিগণকে এই আজ্ঞা দিয়াছিল, তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেক ক্ষুদ্র কি মহান, আর কাহারো সহিত যুদ্ধ করিও না। [৩১] পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফটকে দেখিয়া, ইনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, ইহা কহিয়া যুদ্ধ করিতে তাহাকে বেষ্টন করিতে লাগিল; তাহাতে যিহোশাফট্ উচ্চৈঃস্বর করিলে পরমেশ্বর তাহার উপকার করিলেন, এবং ঈশ্বর তাহার নিকটহইতে যাইতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিলেন। [৩২] তাহাতে সে ইস্রায়েলের রাজা নহে, ইহা রথাধ্যক্ষগণ জানিয়া তাহার পশ্চাদ্ যাইতে নিবৃত্ত হইল।

[৩৩] পরে এক জন সন্ধান ব্যতিরেকে ধনুগুণ টানিয়া ইস্রায়েলের রাজার সাঁজোয়ার সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে সে আপন সারথিকে কহিল, হস্ত ফিরাইয়া আমাকে সৈন্যহইতে লইয়া যাও, আমি ব্যথিত হইলাম। [৩৪] ঐ দিবসে তুমুল যুদ্ধ হইল; তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা অরামীয়দের সম্মুখে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত রথে দণ্ডায়মান রহিল, কিন্তু সূর্য্যাস্ত সময়ে মরিল।

১৯ অধ্যায়।

১ যিহোশাফটের আপন রাজ্যে যাওন সময়ে যেহূ ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ভর্ৎসিত হওন, ৪ ও বিচারকর্ত্তাদের প্রতি তাহার উপদেশ, ৮ ও লেবীয়দের ও যাজকগণের প্রতি তাহার উপদেশকথা।

[১] পরে যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা কুশলে যিরূশালমে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলে [২] হনানির পুত্র যেহূ প্রদর্শক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া যিহোশাফট্ রাজাকে কহিল, দুর্জ্জনের

সাহায্য করা এবং পরমেশ্বরের শত্রুগণের সহিত মিত্রতা করা কি তোমার কর্ত্তব্য? ইহাতে তোমার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তিল। [৩] তথাপি তোমার কিঞ্চিৎ সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; ফলতঃ তুমি দেশহইতে চৈত্যবৃক্ষ সকল দূর করিয়াছ, ও ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে মন সুস্থির করিয়াছ।

[৪] পরে যিহোশাফট্ যিরূশালমে বসতি করিল, এবং বেরশেবা অবধি ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে যাতায়াত করিয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরের পক্ষে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিল। [৫] এবং দেশের মধ্যে অর্থাৎ যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত প্রত্যেক নগরে বিচারকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত করিল। [৬] এবং বিচারকর্ত্তাদিগকে কহিল, তোমরা যাহা করিবা, তাহাতে সাবধান হও; কেননা তোমরা মনুষ্যদের জন্যে নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের জন্যে বিচার করিবা, এবং বিচারকর্ম্মেতে তিনি তোমাদের সহকারী। [৭] অতএব তোমরা পরমেশ্বরহইতে ভীত হইয়া সাবধানরূপে কর্ম্ম কর, কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে অন্যায় ও মুখাপেক্ষা ও উৎকোচ গ্রহণ হয় না।

[৮] পরে যিহোশাফট্ যিরূশালমেও পরমেশ্বরের বিচারার্থে ও বিবাদভঞ্জনার্থে লেবীয়দের ও যাজকদের ও ইস্রায়েলের পিতৃপ্রধানদের কএক লোককে নিযুক্ত করিল। তাহারা যিরূশালমে উপস্থিত হইলে [৯] সে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা বিশ্বস্তরূপে সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের প্রতি ভয় রাখিয়া এই প্রকার কর্ম্ম কর। [১০] রক্তপাতের বিষয়ে এবং শাস্ত্রের ও আজ্ঞার ও বিধির ও ব্যবস্থার বিষয়ে যে কোন বিচার তোমাদের নগরবাসি ভ্রাতাদের দ্বারা তোমাদের নিকটে উপনীত হয়, তাহাতে তাহারা যাহাতে পরমেশ্বরের নিকটে দোষী না হয়, এবং তোমাদের ও তোমাদের ভ্রাতাদের প্রতি ক্রোধ না বর্ত্তে, এমত আদেশ তাহাদিগকে দেও; তাহা করিলে দোষী হইবা না। [১১] দেখ, পরমেশ্বরীয় তাবৎ বিচারে প্রধান যাজক অমরিয় এবং রাজকীয় তাবৎ বিচারে ইস্মায়েলের পুত্র সিবদিয় নামে যিহূদা বংশের কর্ত্তা তোমাদের উপরে আছে; এবং অধ্যক্ষ লেবীয়েরাও তোমাদের সম্মুখে আছে, তোমরা সাহসে কর্ম্ম কর, তাহাতে পরমেশ্বর সুজনের সহবর্ত্তী হইবেন।

২০ অধ্যায়।

১ ভীত যিহোশাফটের উপবাস প্রচার করণ, ৫ ও তাহার প্রার্থনা, ১৪ ও যহসীয়েলের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২০ ও যিহোশাফটের গায়কগণকে নিযুক্ত করণ, ২২ ও শত্রুগণকে পরাস্ত করণ, ২৭ ও জয়ী হইয়া লোকদের প্রত্যাগমন, ৩১ ও যিহোশাফটের সুরাজত্ব করণ, ৩৫ ও ইলীয়েষরের ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে জাহাজ ভগ্ন হওন।

[১] পরে মোয়াব্ বংশ ও অম্মোন্ বংশ এবং তাহাদের সহিত কএক মায়োনীয় লোক যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আইল। [২] তাহাতে লোকেরা আসিয়া যিহোশাফটকে এই সংবাদ দিল, হ্রদের ওপারস্থ অরামহইতে বিস্তর লোক তোমার বিরুদ্ধে আসিতেছে, তাহারা হৎসসোন্তামরে অর্থাৎ ঐন্গিদীতে আছে। [৩] তাহাতে যিহোশাফট্ ভীত হইয়া পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে উদ্যোগ করিল, এবং যিহূদার সর্ব্বত্র উপবাস ঘোষণা করাইল। [৪] এবং যিহূদার তাবৎ লোক পরমেশ্বরের কাছে (উপকার) প্রার্থনা করিতে একত্র হইল; যিহূদার তাবৎ নগরহইতেও লোকেরা পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে আইল।

[৫] পরে যিহোশাফট্ পরমেশ্বরের মন্দিরের নূতন প্রাঙ্গণের সম্মুখে যিহূদার ও যিরূশালমের মণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিল, [৬] হে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভো পরমেশ্বর, তুমিই কি স্বর্গীয় ঈশ্বর নহ? ভিন্নজাতীয়দের তাবৎ রাজ্যের তুমিই কর্ত্তা; এবং শক্তি ও পরাক্রম তোমারই হস্তে থাকে, ও তোমার বিপক্ষে দাঁড়াইতে কাহারও সাধ্য নহে। [৭] হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি কি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের সম্মুখহইতে এতদ্দেশনিবাসিদিগকে দূর কর নাই? এবং আপন মিত্র ইব্রাহীমের বংশকে অনন্ত কালের জন্যে কি এই দেশ দেও নাই? [৮] আর তাহারা এই দেশে বাস করিয়া তোমার নামের জন্যে তাহার মধ্যে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিয়া কহিয়াছিল, [৯] খড়্গ কিম্বা বিচারদণ্ড কিম্বা মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিজন্য দুঃখ আমাদের প্রতি ঘটিলে আমরা যদি তোমার নামের বাসস্থান এই মন্দিরের সম্মুখে তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া দুর্দ্দশা প্রযুক্ত তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, তবে তুমি তাহা শুনিয়া উপকার করিও। [১০] এখন তুমি অম্মোন্ ও মোয়াব্ বংশীয় ও সেয়ীর্ পর্ব্বতীয় এই লোকদের প্রতি অবলোকন কর; মিসরদেশহইতে আগমনকালে ইস্রায়েল্ লোকেরা তাহাদের মধ্য দিয়া যাইতে তোমাকর্তৃক নিবারিত হইয়া তাহাদের বিনাশ না করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিয়াছিল। [১১] দেখ, তাহারা উপকার পাইয়াও আমাদের অপকার করিতেছে, এবং তোমার যে অধিকার ভোগ করিতে তুমি আমাদিগকে দিয়াছ, তাহাহইতে আমাদিগকে দূর করিতে আক্রমণ করিতেছে। [১২] হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি কি তাহাদিগকে সমুচিত ফল দিবা না? আমাদের প্রতিকূলে এই যে বৃহৎ লোকসমূহ আসিতেছে, তাহাদের কাছে আমাদের কিছু ক্ষমতা নাই; ও

কি করি, তাহা আমরা জানি না; কেবল তোমার প্রতি চাহিয়া আছি। [১৩] এই রূপে বালক ও স্ত্রী ও শিশুশুদ্ধ যিহূদার তাবৎ লোক পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইল।

[১৪] তাহাতে মণ্ডলীর মধ্যে আসফ্ বংশীয় মত্তনিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র যিয়ূয়েলের প্রপৌত্র বিনায়ের পৌত্র সিখরিয়ের পুত্র যহসীয়েল্ নামে এক লেবীয়ের প্রতি পরমেশ্বরের আত্মা আবির্ভূত হইলে [১৫] সে কহিল, হে যিহূদীয় ও যিরূশালম্ নিবাসি লোক সকল, ও হে যিহোশাফট্ রাজ, তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ কর; পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা এই মহাজনতাহইতে ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইও না, কেননা এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের। [১৬] অতএব কল্য তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে নামিয়া যাও; তাহারা সীসের ঊর্দ্ধগামি পথ দিয়া আগমন করিতেছে; তোমরা যিরূয়েল্ প্রান্তরের সম্মুখে উপত্যকার অন্তভাগে তাহাদিগকে পাইবা। [১৭] ঐ সময়ে তোমাদের যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে না, কেবল সুসজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবা; তাহাতে পরমেশ্বর তোমাদের যে রূপ উদ্ধার করিবেন, তাহা দেখিবা; হে যিহূদীয় ও যিরূশালমস্থ লোক সকল, ভয় ও শঙ্কা না করিয়া কল্য তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা কর; পরমেশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন। [১৮] তাহাতে যিহোশাফট্ মস্তক নত করিয়া ভূমিতে প্রণাম করিল, এবং যিহূদীয় ও যিরূশালম্ নিবাসি লোকেরা পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পরমেশ্বরকে ভজনা করিল। [১৯] এবং কিহাতীয় ও কোরহীয় বংশজ লেবীয়েরা দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল।

[২০] পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া তিকোয় প্রান্তরে গেল, এবং যাত্রাকালে যিহোশাফট্ দাঁড়াইয়া কহিল, হে যিহূদা ও যিরূশালম্ নিবাসিরা, আমার কথা শুন; তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে স্থির বিশ্বাস কর, তাহাতে তোমরা স্থিরীকৃত হইবা; ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণেতে প্রত্যয় কর, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবা। [২১] লোকদের সহিত এই পরামর্শ করিয়া সে সৈন্যের অগ্রে গমন করিতে এবং 'পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী,' এই কথাও কহিতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে গায়কদিগকে ও পবিত্র শোভাতে স্তবকারিদিগকে নিযুক্ত করিল।

[২২] পরে তাহারা গান ও স্তব করিতে আরম্ভ করিলে পরমেশ্বর যিহূদার প্রতিকূলে আগত যে অম্মোন্ বংশ ও মোয়াব বংশ ও সেয়ীর পর্ব্বতীয় বংশ, তাহাদের বিরুদ্ধে নিভৃত স্থানহইতে আক্রমণকারিদিগকে নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে তাহারা আহত হইল। [২৩] আর অম্মোন্ বংশ ও মোয়াব্ বংশ বর্জ্জন ও বিনাশ করিতে সেয়ীর পর্ব্বত নিবাসি লোকদিগকে আক্রমণ করিল; এবং সেয়ীর্ নিবাসিদের শেষ করিয়া পরস্পর আপনাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। [২৪] পরে যিহূদার লোকেরা প্রান্তরস্থ দূরদর্শক স্থানে উপস্থিত হইয়া জনতার প্রতি অবলোকন করিলে কেবল ভূমিতে পতিত অনেক২ শব, কেহ জীবিত নাই, ইহা দেখিল। [২৫] তখন যিহোশাফট্ ও তাহার লোকেরা তাহাদের লুট গ্রহণ করিতে গেলে শবের সহিত প্রচুর সম্পত্তি ও রত্নাদি পাইল। তাহারা আপনাদের জন্যে তাহা লইয়া এত ধন একত্র করিল, যে বহিয়া লইয়া যাইতে পারিল না, ও লুটিত বস্তুর বাহুল্য প্রযুক্ত তাহা একত্র করিতে তাহাদের তিন দিন লাগিল।

[২৬] চতুর্থ দিবসে তাহারা বিরাখা তল্ভূমিতে একত্র হইল; সেই স্থানে তাহারা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এই কারণ অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থান বিরাখা (ধন্যবাদ) নামে বিখ্যাত আছে। [২৭] পরে যিহূদার ও যিরূশালমের তাবৎ লোক এবং তাহাদের অগ্রে২ যিহোশাফট্ আনন্দ পূর্ব্বক যিরূশালমে প্রবেশ করিবার জন্যে ফিরিয়া গেল, কেননা পরমেশ্বর তাহাদের শত্রুদের বিনাশে তাহাদিগকে আনন্দিত করিলেন। [২৮] এবং তাহারা তবল ও বীণা ও তূরী বাজাইতে২ যিরূশালমে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিল। [২৯] অপর পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, এই সমাচার অন্যদেশীয় তাবৎ রাজ্যে শ্রুত হইলে ঈশ্বরহইতে তাহাদের ভয় উপস্থিত হইল। [৩০] এই রূপে ঈশ্বর যিহোশাফটের চতুর্দ্দিগে শান্তি দিলে তাহার রাজ্য সুস্থির হইল।

[৩১] যিহোশাফট্ যিহূদার উপরে রাজত্ব করিল; সে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসর যিরূশালমে রাজত্ব করিল, এবং শিল্হীর কন্যা অসূবা তাহার মাতা ছিল। [৩২] সে আপন পিতা আসার পথে চলিয়া তাহাহইতে নিবৃত্ত হইত না, কিন্তু পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে সদাচরণ করিত। [৩৩] তথাপি সকল টিকরস্থান দূরীকৃত হইল না, এবং লোকেরা আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের প্রতি আপন২ অন্তঃকরণ তখনও দৃঢ় করিল না। [৩৪] এই যিহোশাফটের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকান্তর্গত হনানির পুত্র যেহূর পুস্তকে লিখিত আছে।

[৩৫] পরে যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা ইস্রা-

য়েলের অতি কুকর্ম্মকারি অহসিয় রাজার সহিত মিলন করিল। ³⁶ তাহাতে সে তর্শীশে যাইবার জন্যে জাহাজ নির্ম্মাণ করাইতে তাহার সহিত মিলন করিল, এবং তাহারা ইৎসিয়োন্-গেবরে সেই জাহাজ নির্ম্মাণ করাইল। ³⁷ তখন মারেশা নিবাসি দোদাবার পুত্র ইলীয়েষর্ যিহোশাফটের বিরুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, তুমি অহসিয়ের সঙ্গ লইয়াছ, এই জন্যে পরমেশ্বর তোমার কর্ম্ম বিনষ্ট করিবেন। পরে ঐ সকল জাহাজ ভগ্ন হইল, তর্শীশে যাইতে পারিল না।

২১ অধ্যায়।

১ যিহোশাফটের মৃত্যু ও অভিষিক্ত যোরামের ভ্রাতৃগণকে বধ করণ, ৫ ও তাহার কুরাজত্ব, ৮ ও ইদোম্ ও লিব্নার লোকদের তাহার অধীনতা ত্যাগ করণ, ১২ ও তাহার বিরুদ্ধে এলিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৬ ও পিলেষ্টীয় ও আরবীয়দের তাহাকে ক্লেশ দেওন, ১৮ ও অনিবার্য্য পীড়াদ্বারা তাহার মৃত্যু ও তাহাকে কবর দেওন।

¹ পরে যিহোশাফট্ আপন পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া তাহাদের সহিত দায়ূদের নগরে কবর প্রাপ্ত হইল; পরে তাহার পুত্র যোরাম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। ² যিহোশাফটের ঔরসজাত তাহার কএক ভ্রাতা ছিল, অর্থাৎ অসরিয় ও যিহীয়েল্ ও সিখরিয় ও অসরিয় ও মীখায়েল্ ও শিফটিয়, ইহারা সকলে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটের পুত্র ছিল। ³ এবং তাহাদের পিতা তাহাদিগের প্রত্যেককে রূপা ও স্বর্ণ ও বহুমূল্য দ্রব্য ও যিহূদা দেশস্থ প্রাচীরবেষ্টিত নগর দান করিয়াছিল, কিন্তু যোরাম্ জ্যেষ্ঠ প্রযুক্ত তাহাকে রাজ্য দিয়াছিল। ⁴ পরে যোরাম্ আপন পিতৃরাজ্য পাইয়া বলপ্রাপ্ত হইলে আপনার সকল ভ্রাতৃগণকে ও ইস্রায়েলের কতক অধ্যক্ষকে খড়্গদ্বারা বধ করিল।

⁵ যোরাম্ বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে আট বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ⁶ সে ইস্রায়েলের রাজাদের, বিশেষতঃ আহাব্ বংশের পথে গমন করিত, কেননা সে আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল; আর সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। ⁷ কিন্তু পরমেশ্বর দায়ূদের প্রতি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে নিত্য এক প্রদীপ দিব। দায়ূদের সহিত কৃত এই নিয়ম প্রযুক্ত তিনি দায়ূদের বংশকে বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না।

⁸ অপর তাহার অধিকার সময়ে ইদোমীয় লোকেরা যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিল। ⁹ অতএব যোরাম্ আপন অধ্যক্ষগণকে ও সকল রথকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিল, এবং রাত্রিকালে উঠিয়া আপনার বেষ্টনকারি ইদোমীয়দিগকে ও তাহাদের রথিদিগকে বিনষ্ট করিল। ¹⁰ তথাপি ইদোমীয় লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আছে; এবং ঐ সময়ে লিব্নার লোকেরাও তাহার অধীনতা ত্যাগ করিল, কেননা সে আপন পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছিল। ¹¹ অধিকন্তু সে যিহূদার অনেক পর্ব্বতে টিকরস্থান প্রস্তুত করিয়া যিরূশালম নিবাসিদিগকে ব্যভিচার করিতে প্রবৃত্তি দিল, ও যিহূদাকে বিপথগামী করিল।

¹² পরে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটহইতে তাহার নিকটে এই বাক্য সম্বলিত এক পত্র আইল, তোমার পিতা দায়ূদের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহোশাফটের পথে ও যিহূদার আসা রাজার পথে গমন না করিয়া ¹³ ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিতেছ, এবং আহাব্ বংশের ব্যভিচারানুসারে যিহূদা ও যিরূশালম নিবাসিদিগকে ব্যভিচার করাইতেছ, এবং তোমাহইতে উত্তম ছিল যে তোমার পিতৃবংশজ ভ্রাতৃগণ, তাহাদিগকে বধ করিয়াছ। ¹⁴ এই কারণ দেখ, পরমেশ্বর তোমার প্রজাদিগকে ও বালকদিগকে ও ভার্য্যাদিগকে ও সমস্ত সম্পত্তিকে ভারি বিপদদ্বারা আঘাত করিবেন। ¹⁵ এবং তুমি অন্ত্রপীড়াতে অতিশয় পীড়িত হইবা, আর সেই পীড়াদ্বারা তোমার অন্ত্র অনেক দিন পর্য্যন্ত নিত্য ২ বাহির হইয়া পড়িবে।

¹⁶ পরে পরমেশ্বর যোরামের বিরুদ্ধে কূশীয়দের নিকটস্থ পিলেষ্টীয়দের ও আরবীয়দের মনে প্রবৃত্তি দিলে ¹⁷ তাহারা যিহূদা দেশে আসিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রাজবাটীতে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি ও তাহার পুত্রগণকে ও ভার্য্যাদিগকে লইয়া গেল; তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অহসিয় ব্যতিরেকে এক পুত্রও থাকিল না।

¹⁸ এই সকল ঘটনার পরে পরমেশ্বর তাহাকে অন্ত্রের অনিবার্য্য রোগেতে রোগগ্রস্ত করিলেন। ¹⁹ তাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহার অন্ত্র সকল সেই রোগেতে বার২ বাহির হইয়া পড়িত, পরে সে অতিশয় ক্লেশেতে মরিল, এবং প্রজারা তাহার পূর্ব্বপুরুষদের রীত্যনুসারে তাহার জন্যে সুগন্ধি দ্রব্য দগ্ধ করিল না। ²⁰ সে বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে আট বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মরণেতে লোকদের দুঃখ হইল না, এবং তা-

হারা দায়ূদের নগরে তাহাকে কবর দিল বটে, কিন্তু রাজাদের কবরে দিল না।

২২ অধ্যায়।

১ অহসিয়ের কুরাজত্ব, ৫ ও যেহূদ্বারা তাহার হত হওন, ১০ ও অথলিয়ার যোয়াশ্ ব্যতিরেকে রাজবংশকে বিনাশ করিয়া রাণী হওন।

১ পরে যিরুশালম নিবাসিরা তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অহসিয়কে তাহার পদে রাজা করিল, কারণ শিবিরযুক্ত আরবীয়দের যে দল আসিয়াছিল, তাহারা তাহার বড় পুত্র সকলকে বধ করিয়াছিল, অতএব যিহূদার যোরাম্ রাজার পুত্র অহসিয় রাজত্ব পাইল। ২ সেই অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালমে এক বৎসর রাজত্ব করিল; অম্রির কন্যা অথলিয়া তাহার মাতা ছিল। ৩ এবং তাহার মাতা তাহাকে পাপ করিতে মন্ত্রণা দেওয়াতে সে আহাব্ বংশের পথে চলিত; ৪ ও আহাব্ বংশের ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; কেননা পিতার মৃত্যুর পরে তাহারাই তাহার বিনাশজনক মন্ত্রী হইল।

৫ পরে সে তাহাদের মন্ত্রণা মানিয়া ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার পুত্র যিহোরামের সঙ্গে অরামের হসায়েল্ রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে রামোৎ-গিলিয়দে গেল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা যিহোরামকে প্রহার করিল। ৬ পরে অরামের হসায়েল্ রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে যিহোরাম্ রামোতে যে২ ক্ষত পাইয়াছিল, তাহাহইতে সুস্থ হইবার জন্যে সে ফিরিয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিল; পরে যোরাম্ রাজার পুত্র যিহূদার অহসিয় রাজা যিষ্রিয়েলে আহাবের পুত্র যিহোরামের পীড়া প্রযুক্ত তাহাকে দেখিতে গেল। ৭ কিন্তু যিহোরামের নিকটে গমনদ্বারা ঈশ্বরহইতে অহসিয়ের বিনাশ হইল; কেননা সে যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন আহাব্ বংশকে উচ্ছিন্ন করণার্থে পরমেশ্বরের অভিষিক্ত যে নিম্‌শির পুত্র যেহূ, তাহার বিরুদ্ধে ঐ যিহোরামের সহিত সেও গমন করিল। ৮ পরে যে সময়ে যেহূ আহাব্ বংশকে দণ্ড দিতেছিল, সেই সময়ে যিহূদার অধ্যক্ষগণকে ও অহসিয়ের সেবাকারি তাহার ভ্রাতৃপুত্রগণকে পাইয়া বধ করিল। ৯ পরে সে অহসিয়ের অন্বেষণ করিলে লোকেরা শোমিরোণে লুক্কায়িত অহসিয়কে ধরিয়া যেহূর নিকটে আনিল, এবং তাহারা তাহাকে বধ করিয়া কবর দিল, যেহেতুক লোকেরা কহিল, যে যিহোশাফট্ আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিত, ঐ তাহার পৌত্র। পরে রাজশাসনার্থে অহসিয়ের বংশের কোন ক্ষমতা থাকিল না।

১০ পরে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া আপন পুত্রকে মৃত দেখিয়া উঠিয়া যিহূদার রাজকীয় তাবৎ বংশ বিনষ্ট করিল। ১১ কিন্তু রাজার কন্যা যিহোশেবা বধ্য রাজকুমারদের মধ্যহইতে অহসিয়ের পুত্র যোয়াশকে চুরি করিয়া লইয়া তাহাকে ও তাহার ধাত্রীকে (মন্দিরের) এক শয্যাগারে রাখিল; এই রূপে যিহোয়াদা যাজকের ভার্য্যা যে যিহোশেবা যোরাম্ রাজার কন্যা এবং অহসিয়ের ভগিনী ছিল, সে অথলিয়ার নিকটহইতে তাহাকে গোপন করিল, তাহাতে সে তাহাকে বধ করিতে পারিল না। ১২ পরে যোয়াশ্ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরে গোপনে থাকিল, কিন্তু অথলিয়া দেশের উপরে রাজত্ব করিল।

২৩ অধ্যায়।

১ সৈন্যগণ নিযুক্ত করিয়া যিহোয়াদা যাজকের যোয়াশকে রাজা করণ, ১২ ও অথলিয়াকে বধ করণ, ১৬ ও দেবপূজাহইতে পুনর্ব্বার ঈশ্বরের প্রতি লোকদিগকে যিহোয়াদার ফিরাওন।

১ পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা আপনাকে বলবান করিয়া শতপতিদিগকে অর্থাৎ যিরোহমের পুত্র অসরিয়কে ও যিহোহাননের পুত্র ইস্মায়েল্‌কে ও ওবেদের পুত্র অসরিয়কে এবং অদায়ার পুত্র মাসেয়কে ও সিখ্রির পুত্র ইলীশাফট্‌কে আপনার সহিত নিয়ম পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। ২ এবং তাহারা যিহূদাদেশে ভ্রমণ করিয়া যিহূদার তাবৎ নগরহইতে লেবীয়দিগকে ও ইস্রায়েলের পিতৃবংশের প্রধানদিগকে একত্র করিলে তাহারা যিরুশালমে আইল। ৩ পরে তাবৎ মণ্ডলী ঈশ্বরের মন্দিরে রাজার সহিত নিয়ম করিল, এবং যিহোয়াদা তাহাদিগকে কহিল, এই দেখ, রাজপুত্র; পরমেশ্বর দায়ূদ্ বংশের বিষয়ে যে রূপ কহিয়াছেন, তদনুসারে এ রাজত্ব করিবে। ৪ তোমরা এক কর্ম্ম কর, বিশ্রামবারে তোমাদের অর্থাৎ যাজকদের ও লেবীয়দের তৃতীয়াংশ আসিয়া দ্বারপাল হইবে। ৫ অন্য তৃতীয়াংশ রাজবাটীতে থাকিবে, এবং অন্য তৃতীয়াংশ ভিত্তির দ্বারে থাকিবে, এবং সমস্ত লোক পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে থাকিবে। ৬ এবং লেবিবংশীয় যাজক ও সেবাকারি লোক ব্যতিরেক আর কাহাকেও পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিও না; তাহারা পবিত্র, এই জন্যে প্রবেশ করিবে; কিন্তু অন্য সমস্ত লোক পরমেশ্বরের নিরূপিত প্রহরি কর্ম্ম

করিবে। [৭] এবং লেবীয়েরা প্রত্যেক জন অস্ত্রধারী হইয়া রাজাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে, ইহাতে অন্য কেহ যদি মন্দিরে প্রবেশ করে, তবে সে হত হইবে; যে সময়ে রাজা অন্তরে কিম্বা বাহিরে যাইবে, তখন তোমরা তাহার সহিত থাকিবা। [৮] পরে লেবীয়েরা ও সমস্ত যিহূদার লোকেরা যিহোয়াদা যাজকের আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম করিল, এবং প্রত্যেকে বিশ্রামবারে প্রবেশকারি ও বিশ্রামবারে নির্গমনকারি আপন২ লোকদিগকে লইল, কেননা যিহোয়াদা যাজক সে পালা ছাড়াইল না। [৯] এবং দায়ূদ্ রাজার যে২ বড়শা ও চর্ম্ম ও ঢাল ঈশ্বরের মন্দিরে ছিল, যিহোয়াদা যাজক তাহা শতপতিদিগকে সমর্পণ করিল। [১০] এবং সে খড়্গধারি লোক সকলকে মন্দিরের দক্ষিণ বাম পার্শ্বে যজ্ঞবেদির ও মন্দিরের মধ্যে রাজার চতুর্দ্দিগে রাখিল। [১১] পরে তাহারা রাজপুত্রকে বাহিরে আনিয়া তাহার মস্তকে মুকুট দিল, ও তাহাকে সাক্ষ্যপুস্তক দিয়া রাজা করিল, এবং যিহোয়াদা ও তাহার পুত্রগণ তাহার অভিষেক করিল; পরে তাহারা কহিল, রাজা চিরজীবী হউন।

[১২] অপর লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া রাজার স্তব করিলে অথলিয়া সেই কোলাহল শুনিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে লোকদের নিকটে আইল। [১৩] এবং আলোচনা করিলে প্রবেশস্থানে রাজা আপন স্তম্ভের নিকটে দণ্ডায়মান আছে, এবং অধ্যক্ষগণ ও তূরীবাদকেরা রাজার পার্শ্বে আছে, এবং দেশের সমস্ত লোকেরা আনন্দ করিতেছে ও তূরী বাজাইতেছে, এবং গায়কেরাও বাদ্যের সহিত গান ও স্তুতি করিতেছে, ইহা দেখিয়া অথলিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিল, রাজদ্রোহ২। [১৪] কিন্তু যিহোয়াদা যাজক সৈন্যাধ্যক্ষ শতপতিদিগকে আজ্ঞা করিল, ইহাকে বাহির করিয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরে লইয়া যাও, এবং যে কেহ ইহার পশ্চাৎ যাইবে, তাহাকে খড়্গদ্বারা বধ কর, যেহেতুক পরমেশ্বরের মন্দিরে তাহাকে বধ করিও না, এ কথা যাজক কহিয়াছিল। [১৫] অতএব লোকেরা হস্তদ্বারা তাহাকে ধরিয়া রাজধানীর অশ্বদ্বারের প্রবেশস্থানে লইয়া গিয়া সেই স্থানে বধ করিল।

[১৬] পরে লোকেরা পরমেশ্বরের প্রজা হইবে, যিহোয়াদা আপনার ও রাজার ও লোকদের সহিত এই নিয়ম করিল। [১৭] পরে তাবৎ লোক বালের মন্দিরে যাইয়া তাহাকে ভগ্ন করিয়া তাহার বেদি ও প্রতিমা সকল চূর্ণ করিয়া বালের যাজক মত্তন্কে সেই বেদির সম্মুখে বধ করিল। [১৮] এবং দায়ূদের রীত্যনুসারে আনন্দ ও গানের সহিত মূসার ব্যবস্থার লিখনানুসারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম করিতে দায়ূদ্ যে লেবীয় ও যাজকদিগকে নিরূপণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে যিহোয়াদা পরমেশ্বরের মন্দিরের সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিল। [১৯] এবং কোন প্রকার অশুচি লোক যেন প্রবেশ না করে, এই জন্যে সে পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে দ্বারপালদিগকে নিযুক্ত করিল। [২০] পরে শতপতিদিগকে ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ও শাসনকর্ত্তাদিগকে ও দেশের সমস্ত লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজাকে পরমেশ্বরের মন্দিরহইতে বাহিরে আনিল, এবং তাহারা উচ্চ দ্বারদিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া রাজসিংহাসনে তাহাকে উপবেশন করাইল। [২১] তাহাতে দেশের তাবৎ লোক আনন্দ করিল, ও নগর সুস্থির হইল, কেবল অথলিয়া খড়্গদ্বারা হত হইল।

২৪ অধ্যায়।

১ যিহোয়াদার যাবজ্জীবন যোয়াশের সুরাজত্ব করণ, ৪ ও ঈশ্বরের মন্দির সারিতে তাহার আজ্ঞা দেওন, ১৫ ও যিহোয়াদার মৃত্যু ও কবর দেওন, ১৭ ও দেবপূজক হইয়া যোয়াশের যিহোয়াদার পুত্র সিখরিয়কে বধ করণ, ২৩ ও অরামীয়দের দ্বারা পরাস্ত হওন ও দাসগণদ্বারা হত হওন, ২৭ ও যোয়াশের বিবরণ।

[১] যোয়াশ্ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; বেরশেবা নগরীয়া সিবিয়া তাহার মাতা ছিল। [২] এই যোয়াশ্ যিহোয়াদা যাজকের যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিত। [৩] এবং যিহোয়াদা তাহার সহিত দুই কন্যার বিবাহ দিল; পরে তাহার পুত্র ও কন্যাগণ জন্মিল।

[৪] অপর পরমেশ্বরের মন্দির সারাইতে যোয়াশের মনস্থ হইলে সে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে একত্র করিয়া কহিল, তোমরা যিহূদার তাবৎ নগরে গমন কর, এবং বৎসর২ আপন ঈশ্বরের মন্দির সারিবার জন্যে ইস্রায়েলের তাবৎ লোকের নিকটহইতে অর্থ সংগ্রহ কর, এই কর্ম্ম শীঘ্র কর; কিন্তু লেবীয়েরা তাহা শীঘ্র করিল না। [৬] পরে রাজা তাহাদের প্রধান যিহোয়াদাকে আহ্বান করিয়া কহিল, সাক্ষ্যরূপ তাম্বুর জন্যে ঈশ্বরের দাস মূসা ও ইস্রায়েলের মণ্ডলীদ্বারা যে কর নিরূপিত ছিল, তাহা যিহূদা ও যিরূশালমহইতে আনিতে তুমি লেবীয়দিগকে কেন চেতনা দেও নাই? [৭] কেননা সেই দুষ্টা স্ত্রী অথলিয়ার পুত্রগণ ঈশ্বরের মন্দির ভগ্ন করিয়াছে, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরে নিবেদিত সকল বস্তু বালের জন্যে দিয়াছে। [৮] পরে তা-

হারা রাজার আজ্ঞাতে এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারসমীপে বাহিরে স্থাপন করিল। [৯] এবং ঈশ্বরের দাস মূসা পরমেশ্বরকে যে কর দিতে প্রান্তরে ইস্রায়েলের মধ্যে নিরূপণ করিয়াছিল, তাহা আনিবার আজ্ঞা যিহূদা ও যিরূশালমের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিল। [১০] তাহাতে সমস্ত অধ্যক্ষগণ ও লোকেরা আনন্দ পূর্ব্বক তাহা আনিল, এবং শেষ না হওন পর্য্যন্ত তাহা সিন্দুকে রাখিল। [১১] এবং লেবীয়েরা স্বহস্তে সেই সিন্দুক রাজভাণ্ডারে আনিবার সময়ে তাহার মধ্যে অনেক মুদ্রা দেখিলে রাজলেখক এবং প্রধান যাজকের নিযুক্ত এক লোক আসিয়া সিন্দুক শূন্য করিত, এবং পুনর্ব্বার তুলিয়া স্বস্থানে রাখিত; দিন ২ এই রূপ করাতে তাহারা অনেক ধন সঞ্চয় করিল। [১২] পরে রাজা ও যিহোয়াদা পরমেশ্বরের মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে তাহা দিত; তাহারা পরমেশ্বরের মন্দির সারিবার জন্যে গাঁথকদিগকে ও ছুতারদিগকে বেতন দিত, এবং পরমেশ্বরের মন্দির সারিবার জন্যে লৌহ ও পিত্তলের কর্ম্মকারদিগকে বেতন দিত। [১৩] তাহাতে কর্ম্মকারি লোকেরা কর্ম্ম করিলে তাহাদের হস্তে কর্ম্ম সিদ্ধ হইল; এই রূপে তাহারা ঈশ্বরের মন্দির সারিয়া পূর্ব্বমতে দৃঢ় করিল। [১৪] তাহারা কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া অবশিষ্ট মুদ্রা রাজার ও যিহোয়াদার সাক্ষাতে আনিলে সেই মুদ্রাদ্বারা পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে পাত্র অর্থাৎ হোমপাত্র ও চমস ইত্যাদি স্বর্ণময় ও রূপ্যময় সেবাপাত্র নির্ম্মাণ করিল; পরে তাহারা যিহোয়াদার যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের মন্দিরে নিত্য হোম করিত।

[১৫] পরে যিহোয়াদা বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণায়ু হইয়া মরিল; মরণ সময়ে তাহার এক শত ত্রিশ বৎসর বয়স্ ছিল। [১৬] সে ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের বিষয়ে ও তাঁহার মন্দিরের বিষয়ে উত্তম কর্ম্ম করিয়াছিল, এই জন্যে লোকেরা দায়ূদ্ নগরে রাজগণের মধ্যে তাহাকে কবর দিল।

[১৭] যিহোয়াদার মরণের পর যিহূদার অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলে রাজা তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিল। [১৮] পরে তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির ত্যাগ করিয়া চৈত্যবৃক্ষ ও প্রতিমা পূজা করিতে লাগিল; তাহাদের এই অপরাধ প্রযুক্ত যিহূদা ও যিরূশালমের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইল। [১৯] তথাপি পরমেশ্বর তাহাদিগকে আপন পক্ষে পরিবর্ত্তন করিবার জন্যে তাহাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে পাঠাইলেন, তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল; কিন্তু তাহারা মনোযোগ করিল না। [২০] পরে পরমেশ্বরের আত্মা যিহোয়াদা যাজকের পুত্র সিখরিয়ের প্রতি আবির্ভূত হইলে সে লোকদের উপরিস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা কেন পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ? ইহাতে ভাগ্যবান হইতে পারিবা না। তোমরা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছ, অতএব তিনিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিলেন। [২১] তাহাতে লোকেরা রাজার আজ্ঞাতে তাহার বিরুদ্ধে দ্রোহ করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিল। [২২] তাহার পিতা যিহোয়াদা রাজার প্রতি যে সৌজন্য করিয়াছিল, তাহা স্মরণ না করিয়া যোয়াশ্ রাজা তাহার পুত্রকে বধ করিল; তাহাতে সে মরণ কালে এই কথা কহিল, পরমেশ্বর ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইহার প্রতিফল দিবেন।

[২৩] পরে সম্বৎসর গত হইলে অরামীয় সৈন্যগণ তাহার বিরুদ্ধে আইল, তাহারা যিহূদাতে ও যিরূশালমে আসিয়া লোকদের তাবৎ অধ্যক্ষগণকে বধ করিল, ও তাবৎ লুটিত বস্তু দম্মেষকের রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিল। [২৪] যদ্যপি অরামীয়দের অল্প সৈন্য আইল, তথাপি পরমেশ্বর তাহাদের হস্তে মহাসৈন্যসামন্তকে সমর্পণ করিলেন, কারণ লোকেরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছিল। আর তাহারা যোয়াশকে দণ্ড দিল। [২৫] পরে তাহাকে অতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিয়া ত্যাগ করিয়া গেলে তাহার দাসেরা যিহোয়াদা যাজকের পুত্রকে বধ করণ প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিয়া শয্যার উপরে তাহাকে বধ করিল, এবং সে মরিলে পর দায়ূদ্ নগরে তাহাকে কবর দিল বটে, কিন্তু রাজগণের কবরে দিল না। [২৬] অম্মোনীয়া শিমিয়তের পুত্র সাবদ্ ও মোয়াবীয়া শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ্, ইহারা তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিল।

[২৭] আর তাহার পুত্রদের কথা, ও তাহার দত্ত করের ভার, ও ঈশ্বরের মন্দির সারাণের বিবরণ, এই সকল রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে; পরে তাহার পুত্র অমৎসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

২৫ অধ্যায়।

১ অমৎসিয়ের রাজত্ব করণ, ৩ ও বিশ্বাসঘাতকদিগকে বধ করণ, ৫ ও ইস্রায়েলের সৈন্যকে বিদায় করণ, ১১ ও ইদোমের লোককে বধ করণ, ১৩ ও ইস্রায়েল্ লোকের বিদায় পাইয়া যিহূদা দেশ আক্রমণ করণ, ১৪ ও রাজার ইদোমীয় দেবগণকে পূজা করণ ও ভবিষ্যদ্বক্তার কথা অমান্য করণ, ১৭ ও তাহার দণ্ড,২৫ ও তাহার রাজত্ব ও মৃত্যুর কথা।

[১] অমৎসিয় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া ঊনত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালমে রাজত্ব করিল; যিরূশালম্ নিবাসিনী যিহোয়দ্দন তাহার মাতা ছিল। [২] এবং সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিত বটে, কিন্তু সরল অন্তঃকরণে করিত না।

[৩] পরে রাজ্যে তাহার অধিকার স্থির হইলে তাহার যে ভৃত্যগণ তাহার পিতা রাজাকে বধ করিয়াছিল, সে তাহাদিগকে বধ করিল। [৪] কিন্তু তাহাদের সন্তানগণকে বধ করিল না, কেননা ব্যবস্থাগ্রন্থে অর্থাৎ মূসার পুস্তকে পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা লিখিত আছে, 'পুত্রের পরিবর্ত্তে পিতা ও পিতার পরিবর্ত্তে পুত্র হত হইবে না, প্রতি জন আপন২ পাপপ্রযুক্ত হত হইবে।'

[৫] পরে অমৎসিয় যিহূদা বংশকে একত্র করিয়া, সমস্ত যিহূদা ও সমস্ত বিন্যামীন্ দেশে পিতৃবংশানুসারে সহস্রপতি ও শতপতিগণের অধীনে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিল, এবং বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক লোকদিগকে গণনা করিয়া যুদ্ধোপযুক্ত বড়শা ও ঢাল ধরিতে সক্ষম তিন লক্ষ মনোনীত লোককে পাইল। [৬] আর এক শত মণ রূপা বেতন দিয়া ইস্রায়েল্‌হইতে এক লক্ষ মহাবীরগণকে লইল। [৭] কিন্তু ঈশ্বরের এক লোক তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে রাজন্, ইস্রায়েলের সেনাগণ তোমার সঙ্গে না যাউক; পরমেশ্বর ইস্রায়েলের অর্থাৎ সমস্ত ইফ্রয়িম বংশের সাহায্য করেন না। [৮] কিন্তু তুমি যাইয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী হও, নতুবা ঈশ্বর শত্রুদের সম্মুখে তোমাকে নিপাত করিবেন, যেহেতুক উপকার করিতে ও নিপাত করিতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। [৯] তাহাতে অমৎসিয় ঈশ্বরের লোককে কহিল, আমি সেই ইস্রায়েলীয় দলকে যে এক শত মণ রূপা দিয়াছি, তাহার নিমিত্তে কি করিব? ঈশ্বরের লোক কহিল, পরমেশ্বর তোমাকে তদপেক্ষা প্রচুর দিতে পারেন। [১০] তাহাতে অমৎসিয় তাহাদিগকে অর্থাৎ ইফ্রয়িম্‌হইতে আপনার নিকটে আনীত সেই সৈন্যগণকে আপন২ গৃহে পাঠাইতে পৃথক্ করিল; অতএব তাহারা যিহূদার বিরুদ্ধে মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইল, এবং মহাকোপান্বিত হইয়া আপন২ গৃহে ফিরিয়া গেল।

[১১] পরে অমৎসিয় আপনাকে বলবান করিল এবং আপন লোকদিগকে বাহির করিয়া লবণ্ প্রান্তরে যাইয়া সেয়ীর্ বংশের দশ সহস্র লোককে বধ করিল। [১২] এবং যিহূদা বংশ দশ সহস্র জীবৎ লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদিগকে শৈলশিখরে তুলিয়া তথাহইতে অধঃক্ষেপণ করিল; তাহাতে তাহারা সকলে চূর্ণ হইয়া গেল।

[১৩] কিন্তু অমৎসিয় যে সৈন্যগণকে যুদ্ধে আপনার সঙ্গে না লইয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিল, তাহারা শোমিরোণ্ অবধি বৈথোরোন্ পর্য্যন্ত যিহূদার তাবৎ নগর আক্রমণ করিয়া তাহাদের তিন সহস্র লোককে বধ করিল এবং প্রচুর লুটিত দ্রব্য লইল।

[১৪] ইদোমীয়দের বধহইতে প্রত্যাগমন সময়ে অমৎসিয় সেয়ীর্ বংশের দেবগণকে সঙ্গে আনিয়া তদবধি তাহাদিগকে আপনার ইষ্টদেবতারূপে স্থাপন করিল, এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিতে ও তাহাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে লাগিল। [১৫] তাহাতে অমৎসিয়ের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি তাহার নিকটে এক ভবিষ্যদ্বক্তাকে পাঠাইলেন; তাহাতে সে তাহাকে কহিল, ঐ লোকদের যে দেবগণ তোমার হস্তহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিতে অপারক ছিল, তাহাদের অন্বেষণ তুমি কেন করিতেছ? [১৬] সে এই কথা কহিলে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি কি রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছ? ক্ষান্ত হও, কেন আহত হইবা? তাহাতে সেই ভবিষ্যদ্বক্তা ক্ষান্ত হইয়া কহিল, তুমি এই কর্ম্ম করিলা, এবং আমার মন্ত্রণা মানিলা না, ইহাতে ঈশ্বর তোমাকে বিনষ্ট করিতে স্থির করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম।

[১৭] অপর যিহূদার অমৎসিয় রাজা পরামর্শ লইয়া যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ্ নামে ইস্রায়েলীয় রাজার নিকটে লোকদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা পরস্পর মুখ দর্শন করি। [১৮] তাহাতে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা যিহূদার অমৎসিয় রাজার নিকটে এই উত্তর পাঠাইল, লিবানোনস্থ শিয়ালকাঁটা লিবানোনস্থ এরস্ বৃক্ষের নিকটে কহিয়া পাঠাইল, আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে তোমার কন্যাকে দেও; পরে লিবানোনস্থ এক বন্য পশু সেই পথে যাইয়া শিয়ালকাঁটাকে দলিয়া ফেলিল। [১৯] তুমি কহিতেছ, আমি ইদোমীয়দিগকে বিনষ্ট করিলাম; ইহাতে দর্প করিতে তোমার মন তোমাকে প্রবৃত্তি দিতেছে; কিন্তু গৃহে থাক, তুমি ও তোমার সহিত যিহূদা বংশ যাহাতে পতিত হইবা, এমত আপদের তত্ত্ব কেন লইবা? [২০] কিন্তু অমৎসিয় সে কথা গ্রাহ্য করিল না, কারণ ইদোমীয় দেবগণের অন্বেষণ করাতে তাহারা যেন শত্রুহস্তগত হয়, এই জন্যে এই সকল ঈশ্বরহইতে হইল। [২১] পরে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা আগমন করিলে সে

ও যিহূদার অমৎসিয় রাজা যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎশেমশে পরস্পর মুখদর্শন করিল। [২২] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে যিহূদার লোকেরা পরাস্ত হইয়া প্রত্যেক জন আপন ২ বাসস্থানে পলায়ন করিল। [২৩] পরে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা বৈৎশেমশে অহসিয়ের পৌত্র যোয়াশের পুত্র যিহূদার অমৎসিয় রাজাকে ধরিয়া যিরূশালমে লইয়া আইল, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার অবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত যিরূশালমের চারি শত হস্ত প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেলিল। [২৪] এবং ঈশ্বরের মন্দিরে ওবেদ্-ইদোমের হস্তগত যে সকল স্বর্ণ ও রূপ্য ও পাত্র ছিল, তাহা এবং রাজবাটীর তাবৎ ধন ও বন্ধকস্বরূপ কতক লোককে লইয়া শোমিরোণে প্রত্যাগমন করিল।

[২৫] পরে ইস্রায়েলের যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ্ রাজার মরণের পর যিহূদার যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় রাজা পোনেরো বৎসর জীবৎ থাকিল। [২৬] এই অমৎসিয়ের আদ্যন্ত অবশিষ্ট বৃত্তান্ত কি যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?

[২৭] অমৎসিয় পরমেশ্বরের অনুগমনহইতে বিমুখ হইলে পর লোকেরা যিরূশালমে তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিল, তাহাতে সে লাখীশে পলায়ন করিল; তথাপি তাহারা তাহার পশ্চাৎ লাখীশে লোক পাঠাইয়া সে স্থানে তাহাকে বধ করাইল। [২৮] পরে লোকেরা তাহাকে অশ্বদের উপরে চড়াইয়া আনিয়া যিহূদা দেশের প্রধান নগরে তাহার পিতৃলোকদের নিকটে তাহাকে কবর দিল।

২৬ অধ্যায়।

১ সিখরিয়ের যাবজ্জীবন উষিয়ের সুরাজত্ব করণ, ১৬ ও যাজকদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে কুষ্ঠরোগী হওন, ২২ ও তাঁহার মৃত্যু।

[১] তখন যিহূদার তাবৎ লোক ষোল বৎসর বয়স্ক উষিয়কে লইয়া তাহার পিতা অমৎসিয়ের পদে রাজা করিল। [২] রাজা পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে সে এলৎ সারাইয়া যিহূদা দেশের অধিকারে পুনর্ব্বার রাখিল। [৩] উষিয় ষোল বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া বাওয়ান্ন বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালমে রাজত্ব করিল; যিরূশালম্ নিবাসিনী যিখলিয়া তাহার মাতা ছিল। [৪] এবং সে আপন পিতা অমৎসিয়ের কার্য্যানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিত। [৫] এবং ঈশ্বরীয় দর্শনে বুদ্ধিমান যে সিখরিয়, তাহার যাবজ্জীবন ঈশ্বরের অন্বেষণ করিত; সে যত কাল পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিত, তত কাল ঈশ্বর তাহাকে কৃতকার্য্য করিতেন। [৬] বিশেষতঃ সে যাইয়া পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং গাতের ও যব্নির ও অস্‌দোদের প্রাচীর ভগ্ন করিল। এবং অস্‌দোদের সীমাতে ও পিলেষ্টীয়দের সীমাতে নগর নির্ম্মাণ করিল। [৭] এবং ঈশ্বর পিলেষ্টীয়দের ও গূরবাল্ নিবাসি আরবীয় ও মিয়ূনীয়দের বিরুদ্ধে তাহার উপকার করিলেন। [৮] এবং অম্মোনীয়েরা উষিয়কে উপঢৌকন দিল, এবং অতিশয় বলবান হওয়াতে তাহার কীর্ত্তি মিসরে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত হইল। [৯] আর উষিয় যিরূশালমের কোণের দ্বারে ও উপত্যকার দ্বারে ও প্রাচীরের কোণে উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা দৃঢ় করিল। [১০] এবং সে প্রান্তরের নানা স্থানেও দুর্গ করিল, ও অনেক কূপ খুদিল, কেননা নিম্নভূমিতে ও প্রান্তরে তাহার যথেষ্ট পশু ছিল, এবং পর্ব্বতে ও কর্ম্মিলে কৃষকগণ ও দ্রাক্ষাকৃষকগণ ছিল; কারণ সে কৃষিকর্ম্ম ভাল বাসিত। [১১] আর যিয়ূয়েল লেখকের ও মাসেয় শাসনকর্ত্তার হস্তে লিখিত সংখ্যানুসারে দলে২ গমনকারি উষিয়ের সৈন্যগণ ছিল, তাহারা রাজার সেনাপতিদিগের মধ্যে হনানিয় নামক এক ব্যক্তির অধীন। [১২] সেই মহাবীর লোকদের পিতৃপ্রধান সমুদয়ে দুই সহস্র ছয় শত লোক ছিল। [১৩] এবং শত্রুর বিরুদ্ধে রাজার উপকার করণার্থে তাহাদের সহকারি সৈন্য পরাক্রমে যুদ্ধকারি তিন লক্ষ সাত সহস্র পাঁচ শত লোক ছিল। [১৪] এবং উষিয় সেই সকল সৈন্যদের নিমিত্তে ঢাল ও বড়শা ও শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম ও ধনুক ও প্রস্তর নিক্ষেপার্থ ফিঙ্গা প্রস্তুত করিল। [১৫] এবং দুর্গের ও প্রাচীরের উপরহইতে বাণ ও বড়২ প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থে যিরূশালমে নিপুণ লোকদের কল্পনাকৃত যন্ত্র প্রস্তুত করাইল। এমত আশ্চর্য্য রূপে উপকৃত হইয়া অতি বলবান হইলে তাহার কীর্ত্তি দূরদেশে ব্যাপিল।

[১৬] কিন্তু বলবান হইলে পরে তাহার মন বিনাশজনক গর্ব্বে গর্ব্বিত হইল, কেননা সে আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ধূপবেদির উপরে ধূপ জ্বালাইতে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিল। [১৭] তাহাতে অসরিয় যাজক ও তাহার সহিত পরমেশ্বরের যাজক আশী জন বলবান লোক তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিল। [১৮] এবং উষিয় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে কহিল, হে উষিয়, পরমেশ্বরের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে তোমার অধিকার নাই, কিন্তু ধূপ জ্বালাইবার জন্যে পবিত্রীকৃত যে হারোণ বংশজাত যাজকেরা, তাহা-

দের অধিকার আছে; তুমি এই ধর্ম্মধামহইতে বাহির হও, কেননা তুমি আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ, এবং ইহাতে প্রভু পরমেশ্বরহইতে তোমার গৌরব হইবে না। [১৯] তাহাতে উষিয় ক্রুদ্ধ হইল, আর তৎকালে ধূপ জ্বালাইবার জন্যে তাহার হস্তে এক ধূনাচি ছিল; কিন্তু যাজকদের প্রতি তাহার ক্রোধ প্রকাশ করণ সময়ে পরমেশ্বরের মন্দিরে ধূপবেদির নিকটে যাজকদের সাক্ষাতে তাহার কপালে কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পাইল। [২০] তখন অসরিয় নামে প্রধান যাজক ও অন্য সকল যাজক তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া তাহার কপালে কুষ্ঠ হইল, ইহা দেখিয়া তথাহইতে তাহাকে দূর করিল, এবং সে আপনিও শীঘ্র বাহিরে গেল, কেননা পরমেশ্বর তাহাকে আঘাত করিয়াছিলেন। [২১] তাহাতে উষিয় রাজা মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠী হইয়া থাকিল; কুষ্ঠী হওয়াতে সে চিকিৎস্যালয়ে বাস করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরহইতে বিভিন্ন থাকিত, এবং তাহার পুত্র যোথম্ রাজবাটীর অধ্যক্ষ হইয়া দেশীয় প্রজাদের শাসন করিত।

[২২] এই উষিয়ের আদ্যন্ত অবশিষ্ট বৃত্তান্ত আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা লিখিয়াছে। [২৩] পরে উষিয় আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা রাজাদের কবরস্থানের ক্ষেত্রে তাহার পিতৃলোকদের নিকটে তাহাকে কবর দিল, কারণ তাহারা কহিল, সে কুষ্ঠী; পরে তাহার পুত্র যোথম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল।

২৭ অধ্যায়।

১ যোথমের সুরাজত্ব করণ, ৫ ও অম্মোনীয়দিগকে জয় করণ, ৭ ও তাহার রাজত্বের কথা ও মৃত্যু।

[১] যোথম্ পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে ষোল বৎসর রাজত্ব করিল; সাদোকের কন্যা যিরূশা তাহার মাতা ছিল। [২] এবং সে আপন পিতা উষিয়ের কার্য্যানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিত, তথাচ পরমেশ্বরের মন্দিরে যাইত না; এবং লোকেরা তৎকালেও দুরাচারী ছিল। [৩] সে পরমেশ্বরের মন্দিরের উচ্চদ্বার নির্ম্মাণ করাইল, এবং ওফলের ভিত্তির অনেক স্থান গাঁথাইল; [৪] এবং যিহূদার পর্ব্বতীয় দেশের নানা স্থানে নগর এবং অরণ্যে গড় ও দুর্গ প্রস্তুত করিল।

[৫] সে অম্মোনীয়দের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জয় করিল; তাহাতে অম্মোন্ বংশেরা সেই বৎসরে এক শত মণ রূপা ও দশ সহস্র পরিমাণ গোম ও দশ সহস্র পরিমাণ যব দিল; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরেও অম্মোন্ বংশেরা তাহাকে তত দিল। [৬] এই রূপে যোথম্ আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আপন পথ সরল করিয়া প্রতাপান্বিত হইল।

[৭] এই যোথমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সকল যুদ্ধ ও সমস্ত চরিত্র ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [৮] সে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। [৯] পরে যোথম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা তাহাকে দায়ূদনগরে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র আহস্ তাহার পদে রাজত্ব করিল।

২৮ অধ্যায়।

১ আহসের কুরাজত্ব করণ, ৫ ও তৎপ্রযুক্ত অরামীয়দের দ্বারা দণ্ড পাওন, ৬ ও ইস্রায়েল্ লোকদ্বারা দণ্ড পাওন ও বন্দিলোকদের মুক্তি পাওন, ১৬ ও অশূরীয় লোকদ্বারা বঞ্চিত হওন, ২২ ও দেবপূজা ও অন্য মহাপাপ করণ, ২৬ ও তাহার মৃত্যু।

[১] আহস্ বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; কিন্তু সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিত না। [২] সে ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিত, বিশেষতঃ বালের ছাঁচে ঢালা প্রতিমাও নির্ম্মাণ করাইল। [৩] এবং সে হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে ধূপ জ্বালাইত, এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের সম্মুখহইতে যাহাদিগকে দূর করিয়াছিলেন, সেই ভিন্নজাতীয়দের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে আপন বালকদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিত; [৪] এবং টিকর স্থানে ও পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক সতেজ বৃক্ষের তলে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। [৫] অতএব তাহার প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে অরামের রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে অরামীয়েরা তাহাকে পরাজয় করিল, এবং তাহার অনেক লোককে বন্দী করিয়া দম্মেষকে লইয়া গেল; অধিকন্তু ইস্রায়েলের রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে সেও তাহাকে মহাসংহারে পরাজয় করিল।

[৬] আর রিমলিয়ের পুত্র পেকহ যিহূদার এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বলবান্ লোককে এক দিনে বধ করিল, যেহেতুক তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছিল। [৭] এবং সিখ্রি নামে এক জন পরাক্রমি ইফ্রয়িমীয় লোক রাজার পুত্র মাসেয়কে ও বাটীর অধ্যক্ষ অস্রীকাম্‌কে ও রাজসমীপস্থ

ইল্কানাকে বধ করিল। [৮] এবং ইস্রায়েল্ বংশ আপনাদের ভ্রাতৃগণের স্ত্রী পুত্র কন্যা দুই লক্ষ লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের অনেক দ্রব্য লুট করিল, এবং সেই সকল লুটিত বস্তু শোমিরোণে লইয়া গেল। [৯] কিন্তু তথায় ওদেদ্ নামে পরমেশ্বরের এক ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল; সে শোমিরোণে আগত সৈন্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিল, দেখ, তোমাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বর যিহূদার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তোমরা গগণস্পার্শি ক্রোধাগ্নিদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিলা। [১০] অধিকন্তু এখন যিহূদা ও যিরূশালমের লোকদিগকে আপনাদের দাস দাসী করিয়া রাখিতে মনস্থ করিতেছ; ভাল, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে তোমরা আপনারাও কি অপরাধী নহ? [১১] অতএব এখন আমার কথা শুন; তোমরা আপনাদের যে২ ভ্রাতৃগণকে বন্দী করিয়া আনিলা, তাহাদিগকে মুক্ত কর; কেননা তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ প্রজ্বলিত আছে। [১২] তাহাতে ইফ্রয়িম বংশের কতক প্রধান লোক অর্থাৎ যিহোহাননের পুত্র অসরিয় ও মিশিল্লেমোতের পুত্র বেরিখিয় ও শল্লুমের পুত্র যিহিষ্কিয় ও হদ্লয়ের পুত্র অমাসা যুদ্ধহইতে প্রত্যাগত লোকদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া [১৩] তাহাদিগকে কহিল, তোমরা সেই বন্দি লোকদিগকে এ স্থানে আনিতে পাইবা না; কেননা তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে আমাদিগকে (আরও) অপরাধী করিতে আমাদের পাপের ও অপরাধের বৃদ্ধি করণার্থে মন্ত্রণা করিতেছ; আমাদের যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছে ও ইস্রায়েলের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত আছে। [১৪] তাহাতে অস্ত্রধারি লোকেরা সেই বন্দিদিগকে ও লুটিত বস্তু সকল আনিয়া অধ্যক্ষদের ও সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে রাখিল। [১৫] পরে ঐ নামলিখিত লোকেরা উঠিয়া বন্দি লোকদিগকে লইয়া তাহাদের সকল উলঙ্গদিগকে লুটিত বস্তুদ্বারা বস্ত্রপরিহিত ও ভূষিত করিল, ও তাহাদের পদে পাদুকা দিল, এবং তাহাদিগকে ভোজন পান করাইল, এবং তাহাদের গাত্রে তৈল লেপন করাইল, ও তাহাদের যত লোক দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাহাদিগকে গর্দ্দভারোহণ করাইয়া তাহাদের ভ্রাতাদের নিকটে খর্জ্জূরপুরে অর্থাৎ যিরীহোতে লইয়া গেল; পরে আপনারা শোমিরোণে প্রত্যাগমন করিল।

[১৬] ঐ সময়ে আহস্ রাজা সাহায্য প্রার্থনা করিতে অশূর্ দেশের রাজাদের নিকটে লোক প্রেরণ করিল। [১৭] কারণ ইদোমীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া যিহূদা দেশ আক্রমণ করিয়া লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। [১৮] এবং পিলেষ্টীয়েরা নিম্নভূমির ও যিহূদার দক্ষিণ প্রদেশের নগর সকল আক্রমণ করিয়া বৈৎশেমশ্ ও অয়ালোন্ ও গিদেরোৎ, এবং সোখো ও তাহার গ্রাম, এবং তিম্নাথা ও তাহার গ্রাম, এবং গিম্সো ও তাহার গ্রাম হস্তগত করিয়া সেই সকল স্থানে বসতি করিয়াছিল। [১৯] ইস্রায়েলীয় আহস্ রাজা যিহূদীয়দিগকে ব্যভিচারী করিয়া পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে অতিশয় অপরাধ করাইয়াছিল, এই জন্যে পরমেশ্বর যিহূদা দেশকে খর্ব্ব করিলেন। [২০] অনন্তর অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর রাজা তাহার নিকটে আইল বটে, কিন্তু তাহার সহায়তা না করিয়া তাহাকে ক্লেশ দিল। [২১] আহস্ পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটী ও অধ্যক্ষদিগকে ধনহীন করিয়া অশূরের রাজাকে ধন দিলেও তাহার কিছু উপকার হইল না।

[২২] এই আহস্ রাজা ক্লেশের সময়ে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে আরো অপরাধ করিল। [২৩] কেননা সে আপনার পরাজয়কারি দম্মেষকীয় দেবগণের উদ্দেশে বলিদান করিল। আরো কহিল, অরামীয় রাজাদের দেবগণ তাহাদের উপকার করে, অতএব আমিও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিব, তাহাতে তাহারা আমার উপকার করিবে। কিন্তু তাহারা তাহার ও সমস্ত ইস্রায়েলের নিপাতকারী হইল। [২৪] পরে আহস্ ঈশ্বরের মন্দিরের সমস্ত পাত্র একত্র করিল, এবং ঈশ্বরের মন্দিরের সেই সকল পাত্র অকর্ম্মণ্য করিল, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের কবাট রুদ্ধ করিল, এবং যিরূশালমের প্রত্যেক কোণে আপনার জন্যে বেদি নির্ম্মাণ করিল। [২৫] এবং যিহূদার প্রত্যেক নগরে ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে টিকরস্থান প্রস্তুত করিল; এই রূপে আপন পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিল।

[২৬] তাহার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও আদ্যন্ত সমস্ত চরিত্র যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [২৭] পরে আহস্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা তাহাকে ইস্রায়েলের রাজাদের কবরে কবর না দিয়া যিরূশালম্ নগরে কবর দিল; পরে তাহার পুত্র হিষ্কিয় তাহার পদে রাজত্ব করিল।

২৯ অধ্যায়।

১ হিষ্কিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৩ ও পরমেশ্বরের মন্দির পরিষ্কার করিতে আজ্ঞা দেওন, ১২ ও মন্দির পরিষ্কার করণের কথা, ২০ ও হিষ্কিয়ের বলিদানাদির কথা।

[১] হিষ্কিয় পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে

আরম্ভ করিয়া ঊনত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালমে রাজত্ব করিল; সিখরিয়ের কন্যা অবিয়া তাহার মাতা ছিল। ২ সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ক্রিয়ানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিত।

৩ সে আপন অধিকারের প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে পরমেশ্বরের মন্দিরের কবাট খুলিয়া সারাইল। ৪ এবং যাজক ও লেবীয়দিগকে প্রবেশ করাইয়া পূর্ব্বদিগের প্রাঙ্গণে একত্র করিয়া ৫ কহিল, হে লেবীয়েরা, আমার কথা শুন। এখন আপনাদিগকে পবিত্র কর, ও আপনাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির পবিত্র কর, ও ধর্ম্মধামহইতে তাবৎ ঘৃণার্হ বস্তু দূর করিয়া দেও। ৬ কেননা আমাদের পিতৃলোকেরা অপরাধ করিয়াছে, ও আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ও পরমেশ্বরের বাসস্থানহইতে বিমুখ হইয়া তাঁহার দিগে পৃষ্ঠদেশ ফিরাইয়াছে; ৭ ও বারাণ্ডার দ্বার সকল বন্ধ করিয়াছে, ও ধর্ম্মধামের প্রদীপ সকল নির্ব্বাণ করিয়াছে, ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে ধূপ জ্বালে নাই ও হোম করে নাই। ৮ এই জন্যে যিহূদা ও যিরূশালমের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ হইল; তাহাতে যেমন স্বচক্ষে দেখিতেছ, তদ্রূপ তিনি তাহাদিগকে ত্রাসের ও চমৎকারের ও পরিহাসের পাত্র করিলেন। ৯ তাহাতে দেখ, আমাদের পিতারা খড়্গে পতিত হইল, এবং আমাদের পুত্র ও কন্যাগণ ও ভার্য্যাগণ বন্দী হইয়া গেল। ১০ অতএব আমাদের হইতে তাঁহার প্রজ্বলিত ক্রোধ যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্যে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সহিত এক নিয়ম করিতে এখন আমার মনস্থ আছে। ১১ হে আমার পুত্রগণ, তোমরা ইহাতে শিথিল হইও না, কেননা তোমরা যেন পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেবা কর ও তাঁহার পরিচারক হইয়া ধূপ জ্বালাও, এই নিমিত্তে তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

১২ তখন কিহাৎ বংশীয় অমাসয়ের পুত্র মহৎ ও অসরিয়ের পুত্র যোয়েল্, ও মিরারি বংশীয় অব্দির পুত্র কীশ্ ও যিহোলিলেলের পুত্র অসরিয়, এবং গের্শোন্ বংশীয় সিম্মের পুত্র যোয়াহ, ও যোয়াহের পুত্র এদন, ১৩ এবং ইলীষাফন্ বংশের শিম্রি ও যিয়ূয়েল্, ও আসফ বংশের সিখরিয় ও মত্তনিয়, ১৪ এবং হেমন্ বংশের যিহীয়েল ও শিমিয়ি, ও যিদূথূন্ বংশের শময়িয় ও উষীয়েল, এই সকল লেবীয়েরা উঠিয়া ১৫ আপনাদের ভ্রাতৃগণকে একত্র করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র কারল, এবং পরমেশ্বরের বিধিমতে রাজাজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের মন্দির পরিষ্কার করিতে প্রবেশ করিল। ১৬ এবং যাজকেরা তাহা পরিষ্কার করণার্থে পরমেশ্বরের মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া সেখানে যে২ অশুচি দ্রব্য পাইল, সে সমস্ত বাহির করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে আনিল; পরে লেবীয়েরা তাহা বাহির করিয়া কিদ্রোণ স্রোতে লইয়া গেল। ১৭ তাহারা প্রথম মাসের প্রথম দিনে পবিত্র করিতে আরম্ভ করিল, এবং মাসের অষ্টম দিনে পরমেশ্বরের বারাণ্ডাতে আইল; অপর অষ্টাহের মধ্যে পরমেশ্বরের মন্দির পবিত্র করিল, এবং প্রথম মাসের ষোল দিনে তাহার শেষ করিল। ১৮ পরে তাহারা হিষ্কিয় রাজার গৃহে যাইয়া কহিল, আমরা পরমেশ্বরের সমুদয় মন্দির ও হোমবেদি ও তাহার পাত্র সকল ও দর্শনীয় রুটীর মেজ ও তাহার পাত্র সকল শুচি করিলাম। ১৯ এবং আহস্ রাজা আপনার অধিকার কালে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যে২ পাত্র অশুচি করিয়াছিল, সে সকল আমরা প্রস্তুত করিলাম ও পবিত্র করিলাম; দেখ, সে সকল পরমেশ্বরের বেদির সম্মুখে আছে।

২০ অপর হিষ্কিয় রাজা প্রত্যূষে উঠিয়া নগরাধ্যক্ষদিগকে একত্র করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে গেল। ২১ পরে তাহারা রাজ্যের ও ধর্ম্মধামের ও যিহূদা দেশের জন্যে প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে সাত বৃষ ও সাত মেষ ও সাত মেষশাবক ও সাত ছাগ উৎসর্গ করিল, এবং সে পরমেশ্বরের বেদির উপরে হোম করিতে হারোণ বংশীয় যাজকদিগকে আজ্ঞা করিল। ২২ অতএব তাহারা বৃষগণকে বলিদান করিলে যাজকেরা রক্ত লইয়া বেদির উপরে প্রোক্ষণ করিল, এবং মেষগণকে বধ করিলে তাহাদের রক্ত বেদির উপরে প্রোক্ষণ করিল, এবং মেষশাবকদিগকে বধ করিলে তাহাদের রক্ত বেদির উপরে প্রোক্ষণ করিল। ২৩ এবং প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে ছাগদিগকে রাজার ও মণ্ডলীর সাক্ষাতে আনিলে তাহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিল। ২৪ অপর যাজকেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া তাবৎ ইস্রায়েলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহাদের রক্তদ্বারা বেদির উপরে প্রায়শ্চিত্ত করিল, কেননা তাবৎ ইস্রায়েলের জন্যে সেই হোম ও প্রায়শ্চিত্তবলি দান করিতে রাজার আজ্ঞা ছিল। ২৫ এবং সে দায়ূদের ও রাজার প্রদর্শক গাদের ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তার আজ্ঞানুসারে করতাল ও নবল ও বীণাহস্ত লেবীয়দিগকে পরমেশ্বরের মন্দিরে স্থাপন করিল, যেহেতুক পরমেশ্বর আপন ভবিষ্যদ্বক্তাদের দ্বারা এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ২৬ অপর লেবীয়েরা দায়ূদের নিরূপিত বাদ্য যন্ত্র এবং যাজকেরা তূরী হস্তে করিয়া দাঁড়াইল। ২৭ পরে হিষ্কিয় বেদির উপরে হোম করিতে আজ্ঞা করিলে যখন

হোমের আরম্ভ হইল, তখন ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদ্ রাজার নিরূপিত তূরী প্রভৃতি যন্ত্রের বাদ্যদ্বারা পরমেশ্বরের গীতের আরম্ভ হইল। [২৮] তাহাতে হোমের শেষ না হওন পর্য্যন্ত সকল মণ্ডলী ভজনা করিল ও গায়কেরা গান করিল ও তূরীবাদকেরা তূরী বাজাইল। [২৯] পরে হোম সাঙ্গ হইলে রাজা ও তাহার নিকটবর্ত্তি লোকেরা হাঁটু পাতিয়া ভজনা করিল। [৩০] এবং হিষ্কিয় রাজা ও অধ্যক্ষগণ দায়ূদের বাক্যে ও প্রদর্শক আসফের বাক্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসার গান করিতে লেবীয়দিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা আনন্দপূর্ব্বক প্রশংসার গান করিল, ও মস্তক নমন করিয়া ভজনা করিল। [৩১] তখন হিষ্কিয় কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের নিমিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র করিলা, এখন নিকটে আসিয়া (মঙ্গলার্থক) বলি ও প্রশংসার্থক বলি পরমেশ্বরের মন্দিরে আন; তাহাতে মণ্ডলী (মঙ্গলার্থক) বলি ও প্রশংসার্থক বলি আনিল, ও দানশীল লোকেরা হোমবলি আনিল। [৩২] মণ্ডলী সত্তরি বৃষ ও এক শত মেষ ও দুই শত মেষশাবক, এই সকল পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমার্থে উৎসর্গ করিল। [৩৩] এবং পবিত্রীকৃত ছয় শত বৃষ ও তিন সহস্র মেষ ছিল। [৩৪] কিন্তু যাজকগণের অল্পতা প্রযুক্ত তাহারা হোমার্থক পশু সকলের চর্ম্ম উন্মোচন করিতে পারিল না; অতএব সে কর্ম্ম যাবৎ সাঙ্গ না হইল, এবং অন্য যাজকেরা যাবৎ আপনাদিগকে পবিত্র না করিল, তাবৎ তাহাদের লেবীয় ভ্রাতৃগণ তাহাদের উপকার করিল; কেননা আপনাদিগকে পবিত্র করিতে লেবীয়েরা যাজকদের হইতেও সরলান্তঃকরণ ছিল। [৩৫] এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদের সহিত ও হোমবলির উপযুক্ত পেয় নৈবেদ্যের সহিত অনেক হোমবলি দিল; এই রূপে পরমেশ্বরের মন্দিরের সেবা পুনরায় স্থাপিত হইল। [৩৬] আর ঈশ্বর লোকদিগকে স্থির করিয়াছেন, ইহাতে হিষ্কিয় ও তাবৎ লোক আনন্দ করিল; কেননা সে কার্য্য অতি শীঘ্র হইল।

৩০ অধ্যায়।

১ হিষ্কিয়ের নিস্তারপর্ব্ব পালনের আজ্ঞা দেওন, ১৩ ও লোকদের দেবপ্রতিমা ভাঙ্গন ও চৌদ্দ দিন পর্ব্ব পালন করণ, ২৭ ও যাজক ও লেবীয়দের লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করণ।

[১] পরে লোকেরা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে যেন যিরূশালমে পরমেশ্বরের মন্দিরে আইসে, এই জন্যে হিষ্কিয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশের ও যিহূদা বংশের নিকটে লোক প্রেরণ করিল, এবং ইফ্রয়িম্ বংশের ও মিনশি বংশের নিকটে পত্র লিখিল। [২] রাজা ও তাহার অধ্যক্ষগণ ও তাবৎ মণ্ডলী দ্বিতীয় মাসে যিরূশালমে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে পরামর্শ করিল। [৩] কারণ পবিত্রীকৃত যাজকদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা পূর্ণ না হওয়াতে ও যিরূশালমে লোকদের একত্র না হওয়াতে উপযুক্ত সময়ে তাহা পালন করিতে পারা গেল না। [৪] এই কর্ম্ম রাজার ও তাবৎ মণ্ডলীর দৃষ্টিতে তুষ্টিজনক হইল। [৫] অতএব লোকেরা যেন যিরূশালমে আসিয়া ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করে, এই জন্যে তাহারা বেরশেবা অবধি দান্ পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে নিয়ম করিল, কেননা চিরকালাবধি তাহারা লিখিত বিধি অনুসারে তাহা পালন করে নাই। [৬] পরে দূতগণ রাজার ও তাহার অধ্যক্ষদের হস্তহইতে ইস্রায়েল্ ও যিহূদার সর্ব্বত্র পত্র লইয়া যাইয়া রাজাজ্ঞানুসারে এই কথা কহিল, হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমরা ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের পক্ষে পুনর্ব্বার ফির; তাহাতে তোমাদের যে অবশিষ্ট লোকেরা অশূরের রাজাদের হস্তহইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের প্রতি তিনি ফিরিবেন। [৭] তোমরা আপন পূর্ব্বপুরুষদের ও ভ্রাতাদের মত হইও না, কেননা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করাতে তাহারা বিনাশে সমর্পিত হইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ; [৮] অতএব তোমরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় গ্রীবা শক্ত না করিয়া পরমেশ্বরের বশীভূত হও, ও তিনি সদাকালের জন্যে যে স্থান পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহার সেই ধর্ম্মধামে আসিয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা কর, তাহাতে তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে। [৯] তোমরা যদি পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের প্রতি ফির, তবে যাহারা তোমাদের ভ্রাতৃগণকে ও সন্তানদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতি কৃপা করিবে, তাহাতে তাহারা এই দেশে ফিরিয়া আসিবে, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অনুগ্রাহক ও কৃপাবান্; যদি তোমরা তাঁহার প্রতি ফির, তবে তিনি তোমাদের হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। [১০] অপর দূতগণ সিবূলূন্ পর্য্যন্ত ইফ্রয়িম্ ও মিনশি দেশের নগরে ২ গেল; কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে পরিহাস ও বিদ্রূপ করিল। [১১] তথাপি আশেরের ও মিনশির ও সিবূলূনের কতক লোক আপনাদিগকে নম্র করিয়া যিরূশালমে আইল। [১২] আর পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে রাজার ও অধ্যক্ষদের আজ্ঞা পালন করিতে ঈশ্বর সাহায্য করিয়া যিহূদা দেশীয়দিগকে একই মন দিয়াছিলেন।

[১৩] পরে দ্বিতীয় মাসে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব করিতে লোকদের এক মহামণ্ডলী যিরুশালমে একত্র হইল। [১৪] এবং তাহারা উঠিয়া যিরুশালমস্থ দেববেদি সকল দূর করিল, এবং ধূপ জ্বালাইবার জন্যে যে সকল বেদি ছিল, তাহাও দূর করিয়া কিদ্রোণ্ স্রোতে নিক্ষেপ করিল। [১৫] পরে দ্বিতীয় মাসের চতুর্দ্দশ দিনে তাহারা নিস্তার পর্ব্বের বলিদান করিল, তাহাতে যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিল ও পরমেশ্বরের মন্দিরে হোমবলি উৎসর্গ করিল। [১৬] এবং তাহারা ঈশ্বরের লোক মূসার ব্যবস্থানুসারে রীতিমতে আপন ২ স্থানে দাঁড়াইল, এবং যাজকেরা লেবীয়দের হস্তহইতে রক্ত লইয়া প্রোক্ষণ করিল। [১৭] মণ্ডলীর মধ্যে অনেক লোক অপবিত্র ছিল, অতএব যে কেহ অশুচি, তাহাকে পরমেশ্বরের কারণ পবিত্র করিতে লেবীয়েরা তাহার জন্যে নিস্তারপর্ব্বের বলিদানকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। [১৮] আর লোকদের মধ্যে ইফ্রয়িম্ ও মিনশি ও ইষাখর্ ও সিবূলূনের মহাজনতা আপনাদিগকে শুচি না করিলেও লিখিত বিধির বৈপরীত্যে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিল। হিষ্কিয় তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিয়া কহিয়াছিল, [১৯] পবিত্র স্থানের বিধি অনুসারে শুচি না হইলেও যে প্রত্যেক জন আপন পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে অন্তঃকরণ প্রস্তুত করে, অনুগ্রাহক পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করুন। [২০] তাহাতে পরমেশ্বর হিষ্কিয়ের কথাতে মনোযোগ করিয়া লোকদিগের মঙ্গল করিলেন। [২১] পরে যিরুশালমে উপস্থিত ইস্রায়েল বংশেরা সাত দিন পর্য্যন্ত মহানন্দেতে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল, এবং লেবীয়েরা ও যাজকেরা প্রতিদিন পরমেশ্বরের স্তবার্থক বাদ্য করিয়া পরমেশ্বরের প্রশংসা করিল। [২২] এবং যে সকল লেবীয়েরা পরমেশ্বর বিষয়ক উত্তম বিদ্যাতে তৎপর ছিল, তাহাদের সহিত হিষ্কিয় মিষ্ট আলাপের কথা কহিল; এই রূপে তাহারা পর্ব্বের সাত দিন পর্য্যন্ত মঙ্গলার্থক বলি ভোজন করিয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করিল। [২৩] পরে সমুদয় মণ্ডলী আর সাত দিন পালন করিতে পরামর্শ করিয়া সেই সাত দিন আনন্দেতে পালন করিল। [২৪] এবং যিহূদার হিষ্কিয় রাজা মণ্ডলীকে এক সহস্র বৃষ ও সাত সহস্র মেষ দিল, এবং অধ্যক্ষেরা মণ্ডলীকে এক সহস্র বৃষ ও দশ সহস্র মেষ দিল, এবং যাজকদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে পবিত্র করিল। [২৫] আর যাজকদের ও লেবীয়দের সহিত যিহূদা বংশের তাবৎ মণ্ডলী এবং অভ্যাগত ইস্রায়েল বংশীয় লোকদের তাবৎ মণ্ডলী অর্থাৎ ইস্রায়েল্ দেশহইতে আগত বিদেশী ও যিহূদাতে প্রবাসকারী সকলে আনন্দ করিল। [২৬] এই রূপে যিরুশালমে বড় আনন্দ হইল; কেননা ইস্রায়েলের দায়ূদ্ রাজার পুত্র সুলেমানের সময়াবধি যিরুশালমে এমত হয় নাই।

[২৭] পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা উঠিয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং তাহাদের শব্দ শুনা গেল, অর্থাৎ তাহাদের প্রার্থনা তাঁহার পবিত্র বসতিস্থান স্বর্গ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে গমন করিল।

৩১ অধ্যায়।

১ তাবৎ প্রতিমাদির বিনাশ, ২ ও হিষ্কিয়ের যাজকদের পালা নিরূপণ, ৫ ও লোকদের প্রচুর নৈবেদ্য আনয়ন, ১১ ও যাজকগণকে অংশ দিতে হিষ্কিয়ের অধ্যক্ষদিগকে নিযুক্ত করণ, ২০ ও হিষ্কিয়ের সৎকর্ম্ম ও তাহার ফলপ্রাপ্তি।

[১] এই সকল সাঙ্গ হইলে পর সেখানে উপস্থিত তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক যিহূদা নগরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিল; যাবৎ সর্ব্বতোভাবে সকলের নিঃশেষ না হইল, তাবৎ তাহারা সমস্ত যিহূদাতে ও বিন্যামীনে ও ইফ্রয়িমে ও মিনশিতে টিকর স্থান ও বেদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল; পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপন ২ অধিকারে ও নগরে প্রত্যাগমন করিল।

[২] আর হিষ্কিয় হোম ও মঙ্গলার্থক বলিদান ও সেবা ও ধন্যবাদ করিতে এবং পরমেশ্বরের শিবিরের দ্বারে প্রশংসা করিতে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে আপন ২ সেবানুসারে পালার বিধিমতে নিযুক্ত করিল। [৩] এবং হোমের জন্যে অর্থাৎ প্রাতঃকালীয় ও সন্ধ্যাকালীয় হোমের জন্যে, এবং বিশ্রামবার ও অমাবস্যা ও (বার্ষিক সকল) পর্ব্বের হোমের জন্যে পরমেশ্বরের ব্যবস্থার লিখনানুসারে রাজার সম্পত্তিহইতে দাতব্য অংশ নিরূপণ করিল। [৪] এবং সকলে যেন পরমেশ্বরের ব্যবস্থাতে আসক্ত হয়, এই জন্যে সে যাজক ও লেবীয়দিগকে অংশ দিতে যিরুশালমনিবাসি লোকদিগকে আজ্ঞা করিল।

[৫] এই আজ্ঞা দেশব্যাপ্ত হইবামাত্র ইস্রায়েল্ বংশ শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও মধু প্রভৃতি ভূমির উৎপন্ন সকলের প্রথমজাত অতি বাহুল্য রূপে আনিল, এবং সকল দ্রব্যের দশমাংশ প্রচুর রূপে আনিল। [৬] এবং যিহূদার অন্য ২ নগরবাসি ইস্রায়েল্ ও যিহূদা বংশ গোমেষের দশমাংশ এবং আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের

নিকটে নিবেদিত পবিত্র দ্রব্যের দশমাংশ আনিয়া রাশি২ করিল। [৭] তৃতীয় মাসে তাহারা সেই রাশি করিতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম মাসে তাহা সমাপ্ত করিল। [৮] পরে হিষ্কিয় ও অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাশি সকল দেখিয়া পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের ধন্যবাদ করিল। [৯] এবং হিষ্কিয় সে সকল রাশির বিষয়ে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিল। [১০] তাহাতে সাদোকের বংশজ অসরিয় নামে প্রধান যাজক তাহাকে এই উত্তর দিল, যে অবধি লোকেরা পরমেশ্বরের মন্দিরে নৈবেদ্য আনিতে আরম্ভ করিল, তদবধি আমাদের আহারের প্রচুর দ্রব্য হইল, এবং অনেকও উদ্বৃত্ত হইল, কেননা পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহাতে এই প্রচুর ধন অবশিষ্ট হইল।

[১১] পরে হিষ্কিয় পরমেশ্বরের মন্দিরে ভাণ্ডার প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিল, তাহাতে তাহারা ভাণ্ডার প্রস্তুত করিল। [১২] এবং নৈবেদ্য ও দশমাংশ ও পবিত্রীকৃত বস্তু বিশ্বস্ত রূপে ভিতরে আনিল, তাহাদের উপরে লেবীয় কাননিয় অধ্যক্ষ ছিল; তাহার নীচে তাহার ভ্রাতা শিমিয়ি। [১৩] আর যিহীয়েল্ ও অসসিয় ও নহৎ ও অসাহেল্ ও যিরেমোৎ ও যোষাবদ্ ও ইলীয়েল্ ও যিষ্মখিয় ও মাহৎ ও বিনায়, ইহারা হিষ্কিয় রাজার ও ঈশ্বরীয় মন্দিরের অধ্যক্ষ অসরিয়ের আজ্ঞাতে কাননিয় ও তাহার ভ্রাতা শিমিয়ির নীচে অধ্যক্ষ ছিল। [১৪] এবং যিম্নার পুত্র লেবীয় কোরি পূর্ব্বদিগের দ্বারপাল ছিল; পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত ও মহাপবিত্র বস্তু বণ্টন করিবার জন্যে সে ঈশ্বরের উদ্দেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক দত্ত বস্তুর কর্ত্তা ছিল। [১৫] তাহার নীচে এদন্ ও মিন্নামীন্ ও যেশূয় ও শিময়িয় ও অমরিয় ও শিখনিয়, ইহারা যাজকদের নগরে আপনাদের ছোট বড় ভ্রাতাদিগকে পালানুসারে বিশ্বস্ততারূপে অংশ দিতে নিযুক্ত ছিল। [১৬] তদ্ব্যতিরেক বংশাবলিতে লিখিত তিন বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে, অর্থাৎ পালানুসারে সেবা করণার্থে দিন২ পরমেশ্বরের মন্দিরে আগমনকারি প্রত্যেক পুরুষকে, [১৭] এবং বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক যে যাজকেরা ও লেবীয়েরা আপনাদের পালার সেবার্থে আপন২ পিতৃবংশানুসারে বংশাবলিতে লিখিত ছিল, [১৮] অর্থাৎ যাহারা বিশ্বস্ততারূপে আপনাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল, তাহাদিগকে ও বংশাবলিতে লিখিত তাহাদের বালকগণ ও ভার্য্যাগণ ও পুত্রগণ ও কন্যাগণকে, [১৯] এবং প্রত্যেক নগরে ও তন্নিকটবর্ত্তি প্রান্তরে বাসকারি হারোণ বংশীয় যাজকদিগকে অংশ দিতে নিযুক্ত হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত লোকেরা যাজকদের মধ্যে তাবৎ পুরুষকে, ও বংশাবলিতে লিখিত তাবৎ লেবীয় লোককে অংশ দিল।

[২০] হিষ্কিয় যিহূদার সর্ব্বত্র এই রূপ করিল, ও আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম ও যথার্থ ও সত্য আচরণ করিল। [২১] এবং আপন ঈশ্বরের অন্বেষণ করিবার জন্যে ঈশ্বরীয় মন্দিরের সেবাকর্ম্ম ও ব্যবস্থা ও আজ্ঞার বিষয়ে যে২ কর্ম্ম আরম্ভ করিল, তাহা আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত করিয়া কৃতকার্য্য হইল।

৩২ অধ্যায়।

১ সন্হেরীবের যিরূশালম অবরোধ করণ ও হিষ্কিয়কে রোধ করণ, ৯ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সন্হেরীবের কথা, ২০ ও হিষ্কিয়ের প্রার্থনা ও পরমেশ্বরের উত্তর, ২৪ ও হিষ্কিয়ের পীড়ার পরে সুস্থ হওন, ২৭ ও তাহার ধনের কথা, ৩২ ও তাহার মৃত্যু।

[১] এই সকল কর্ম্মের ও বিশ্বস্ততার পরে অশূরের রাজা সন্হেরীব আসিয়া যিহূদা দেশে প্রবেশ করিল, এবং প্রাচীরবেষ্টিত তাবৎ নগরের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া (প্রাচীর ভাঙ্গিয়া) তাহা পরাস্ত করিতে মনস্থ করিল। [২] তাহাতে সন্হেরীবের আগমন ও যিরূশালমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করণ দেখিয়া [৩] হিষ্কিয় নগরের বহিঃস্থিত উনুইর জল বন্ধ করিতে আপন অধ্যক্ষ ও পরাক্রমি লোকদের সহিত মন্ত্রণা করিল, তাহাতে তাহারা সম্মত হইল। [৪] এবং অশূরের রাজগণ আসিয়া কেন অনেক জল পাইবে? এই কথা কহিয়া অনেক লোক একত্র হইয়া তাবৎ উনুই ও দেশের মধ্যবাহি স্রোত বন্ধ করিল। [৫] এবং হিষ্কিয় আপনাকে বলবান করিয়া ভগ্ন প্রাচীর সকল সারাইয়া উচ্চেতে দুর্গসমান করিল; অধিকন্তু তাহার বাহিরে আর এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইল ও দায়ূদ্নগরের মধ্যস্থিত মিল্লো স্থান সারাইল, ও প্রচুর অস্ত্র ও ঢাল প্রস্তুত করাইল। [৬] এবং লোকদের উপরে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিয়া নগরদ্বারের চকে আপনার নিকটে তাহাদিগকে একত্র করিয়া আশ্বাসজনক এই বাক্য কহিল, [৭] তোমরা বলবান ও সাহসিক হও, অশূরের রাজার ও তাহার সঙ্গি জনতার বিষয়ে ভীত ও বিষণ্ণ হইও না; দেখ, তাহার সহায় অপেক্ষা আমাদের সহায় গুরুতর। [৮] মাংসময় হস্ত তাহার সহায়, কিন্তু আমাদের উপকার করি-

তে ও আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের সহায় আছেন। তাহাতে লোকেরা যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের কথার উপরে নির্ভর করিল।

৯ পরে অশূরের সন্‌হেরীব্ রাজা সৈন্যসামন্তের সহিত লাখীশ অবরোধ করণ সময়ে যিরূশালমে যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের নিকটে ও যিরূশালমস্থ তাবৎ যিহূদা বংশের নিকটে আপন দাসগণদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইল; ১০ অশূরের সন্‌হেরীব্ রাজা এই কথা কহে, তোমরা কিসে নির্ভর রাখিয়া দুর্গম্য যিরূশালম নগরে বাস করিয়া আছ? ১১ আমাদের ঈশ্বর যিহোবাঃ আমাদিগকে অশূরের রাজার হস্তহইতে উদ্ধার করিবেন, এই কথাদ্বারা ভুলাইয়া হিষ্কিয় কি তোমাদিগকে ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে বিনষ্ট করিবে না? ১২ ঐ হিষ্কিয় কি তাঁহার টিকরস্থান ও বেদি সকল দূর করে নাই? এবং তোমাদিগকে এক বেদির সম্মুখে ভজনা করিতে ও তাহারই উপরে ধূপ জ্বালাইতে হইবে, এই আজ্ঞা কি যিহূদা বংশকে ও যিরূশালম্ নিবাসিগণকে দেয় নাই? ১৩ আমি ও আমার পিতৃলোকেরা আমরা অন্যদেশস্থ লোকদের প্রতি যাহা করিয়াছি, তোমরা কি তাহা জান না? অন্যদেশীয়দের দেবগণ কি কোন প্রকারে আমার হস্তহইতে আপন২ দেশ উদ্ধার করিতে পারিল? ১৪ আমার পিতৃলোকেরা যে২ জাতিদিগকে বর্জ্জিত রূপে বিনষ্ট করিয়াছে, তাহাদের দেবগণের মধ্যে কে আপন প্রজাদিগকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিতে পারক হইল? তবে তোমাদের ঈশ্বর আমার হস্তহইতে কি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে? ১৫ অতএব হিষ্কিয় যেন তোমাদিগকে না ভুলায় ও সেই রূপ প্রতারণা না করে; তোমরা তাহাকে প্রত্যয় করিও না; কেননা কোন জাতির কিম্বা কোন রাজ্যের কোন দেবতা যদি আমার হস্তহইতে ও আমার পিতৃলোকদের হস্তহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে নাই, তবে তোমাদের ঈশ্বর কি পারিবে? সে তোমাদিগকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিবে না। ১৬ তদ্ভিন্ন তাহার দাসগণ প্রভু পরমেশ্বরের ও তাঁহার দাস হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে আরো অধিক কহিল। ১৭ এবং সে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নিন্দা করিতে ও তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে এই রূপ পত্র লিখিল, অন্যদেশীয়দের দেবগণ যেমন আমার হস্তহইতে আপন২ লোকদিগকে উদ্ধার করিতে পারে নাই, তদ্রূপ হিষ্কিয়ের ঈশ্বর আপন প্রজাদিগকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। ১৮ তখন তাহারা যেন নগর হস্তগত করে, এই জন্যে প্রাচীরের উপরিস্থ যিরূশালম নিবাসি লোকদিগকে ভয় দেখাইতে ও ব্যাকুল করিতে যিহূদীয়দের ভাষায় তাহাদের কাছে উচ্চৈঃস্বর করিল। ১৯ এবং পৃথিবীস্থ অন্য২ জাতিদের যে দেবগণ মনুষ্যহস্ত নির্ম্মিত, তাহাদের সদৃশ যিরূশালমের ঈশ্বরকে মানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিল।

২০ পরে হিষ্কিয় রাজা ও আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা সেই বিষয়ে স্বর্গের প্রতি প্রার্থনা ও বিনয় করিল। ২১ অপর পরমেশ্বর এক দূতকে পাঠাইলে সে অশূরীয় রাজার শিবিরের তাবৎ পরাক্রমি লোককে ও প্রধান লোককে ও সেনাপতিদিগকে উচ্ছিন্ন করিল; তাহাতে সন্‌হেরীব্ লজ্জাতে অধোবদন হইয়া আপন দেশে প্রস্থান করিল। পরে সে আপন দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাহার ঔরসজাত সন্তানগণ খড়্গদ্বারা সেই স্থানে তাহাকে বধ করিল। ২২ এই প্রকারে পরমেশ্বর হিষ্কিয়কে ও যিরূশালম্ নিবাসিদিগকে অশূরীয় সন্‌হেরীব্ রাজার হস্তহইতে ও আর সকলের হস্তহইতে উদ্ধার করিলেন ও সর্ব্বদিগে রক্ষা করিলেন। ২৩ তাহাতে অনেকে যিরূশালমে পরমেশ্বরের জন্যে নৈবেদ্য আনিল, এবং যিহূদার হিষ্কিয় রাজার নিমিত্তে উপঢৌকন আনিল; অতএব তদবধি সে তাবজ্জাতীয়দের দৃষ্টিতে মহান্ হইল।

২৪ ঐ সময়ে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইলে সে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল; তাহাতে তিনি তাহাকে উত্তর দিলেন, ও তাহাকে আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইলেন। ২৫ কিন্তু হিষ্কিয় প্রাপ্ত উপকারানুসারে কৃতজ্ঞ না হইয়া মনে গর্ব্বিত হইল; অতএব তাহার ও যিহূদার ও যিরূশালমের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইল। ২৬ পরে হিষ্কিয় ও যিরূশালম নিবাসিরা আপন২ মনের গর্ব্বের জন্যে আপনাদিগকে নম্র করিলে হিষ্কিয়ের অধিকারে তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পাইল না।

২৭ এই হিষ্কিয়ের প্রচুর ধন ও গৌরব ছিল, এবং রূপার ও স্বর্ণের ও মণির ও সুগন্ধি দ্রব্যের ও ঢালের ও সর্ব্ব প্রকার মনোহর পাত্রের ভাণ্ডার ছিল। ২৮ এবং শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈলাদি দ্রব্যের ভাণ্ডার, এবং নানা প্রকার পশুশালা ও মেষপালের খোঁয়াড় ছিল। ২৯ এবং সে আপনার জন্যে নগর ও গোমেষাদির অনেক পাল প্রস্তুত করিল, যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে প্রচুর ধন দিয়াছিলেন। ৩০ এই হিষ্কিয় ঊর্দ্ধ্ব গীহোনের জলধারা বদ্ধ করিয়া

(ভূমির) নীচে সরল পথে দায়ূদ্ নগরের পশ্চিম পার্শ্বে আনিল; আর হিষ্কিয় সকল কার্য্যেতেই কৃতার্থ হইল। ৩১ কিন্তু তাহার দেশে ঘটিত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে বাবিলের অধ্যক্ষগণ যে দূতগণকে পাঠাইল, তাহাদের দ্বারা তাহার পরীক্ষা লইতে ও তাহার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে ঈশ্বর তাহাকে ত্যাগ করিলেন।

৩২ হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও ধর্ম্মকর্ম্ম আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার দর্শনপুস্তকে এবং যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। ৩৩ পরে হিষ্কিয় আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা দায়ূদ্ বংশের উচ্চ কবরে তাহাকে কবর দিল, এবং তাবৎ যিহূদা ও যিরূশালম নিবাসিরা তাহার মৃত্যুকালে তাহার সম্মান করিল; পরে তাহার পুত্র মিনশি তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল।

৩৩ অধ্যায়।

১ মিনশির কুরাজত্ব করণ, ৩ ও নানা দেবপূজা করণ, ১১ ও তাহার বন্দী হওন ও স্বদেশে পুনরাগমন ও পরমেশ্বরের সেবা করণ, ১৮ ও তাহার বিবরণ, ২০ ও তাহার পুত্র আমোনের মৃত্যু

১ মিনশি দ্বাদশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চান্ন বৎসর যিরূশালমে রাজত্ব করিল। ২ কিন্তু পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যায় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়া সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিব

৩ তাহার পিতা হিষ্কিয় যে ২ টিকরস্থান ভাঙ্গিয়াছিল, সে তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইল, এবং বালের নিমিত্তে বেদি প্রস্তুত করাইল, ও চৈত্যবৃক্ষ স্থাপন করিল, এবং আকাশীয় তাবৎ নক্ষত্রের ভজনা ও সেবা করিল। ৪ এবং পরমেশ্বর যে মন্দিরের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, আমার নাম যিরূশালমে নিত্য থাকিবে, পরমেশ্বরের সেই মন্দিরে সে দেববেদি নির্ম্মাণ করাইল। ৫ এবং পরমেশ্বরের গৃহের দুই প্রাঙ্গণে সে আকাশের নক্ষত্রগণের জন্যে বেদি নির্ম্মাণ করাইল। ৬ এবং সে আপন পুত্রদিগকে হিন্নোমের উপত্যকাতে অগ্নিতে প্রবেশ করাইত, ও গণকতা ও মোহন ব্যবহার করিত, এবং মায়াবির ও ভূতুড়িয়ার ও গুণির কর্ম্ম করিত; সে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করণার্থে তাঁহার সাক্ষাতে অনেক কদাচরণ করিত। ৭ আর আপনার নির্ম্মিত খোদিত প্রতিমা ঈশ্বরের মন্দিরে স্থাপন করিল; কিন্তু ঈশ্বর সেই মন্দিরের বিষয়ে দায়ূদকে ও তাহার পুত্র সুলেমানকে এই কথা কহিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সকল বংশের মধ্যহইতে আমার মনোনীত এই যিরূশালমে এবং এই মন্দিরে আমি আপন নাম নিত্য স্থাপন করিব; ৮ এবং আমার আদিষ্ট সকল কর্ম্ম অর্থাৎ মূসার হস্তে দত্ত সকল শাস্ত্র ও ব্যবস্থা ও বিধি অনুসারে কর্ম্ম করিতে যদি তাহারা মনোযোগ করে, তবে আমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিমিত্তে যে দেশ নিরূপণ করিয়াছি, সে দেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে আর স্থানান্তর করিব না। ৯ এই রূপে মিনশি যিহূদা ও যিরূশালম্ নিবাসিদিগকে ভুলাইল, এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে অন্য দেশীয়দিগকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদের হইতেও অধম ক্রিয়া করাইল। ১০ আর পরমেশ্বর মিনশিকে ও তাহার লোকদিগকে উপদেশকথা কহিলে তাহারা কিছুই মনোযোগ করিল না।

১১ পরে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতিকূলে অশূরের রাজার সেনাপতিগণকে আনিলেন; তাহাতে তাহারা কণ্টকের মধ্যে মিনশিকে ধরিয়া পিত্তলশৃঙ্খল দিয়া বন্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল। ১২ পরে সে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে বিনয় করিল, ও আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে অতি নম্র করিল। ১৩ এই রূপে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে তাহার রাজ্য যিরূশালমে আনিলেন; অতএব সেই পরমেশ্বর বিনা আর কেহ ঈশ্বর নাই, ইহা মিনশি জ্ঞাত হইল।

পরে সে দায়ূদ নগরের বাহিরে গীহোনের পশ্চিম পার্শ্বে উপত্যকার মধ্যে মৎস্যদ্বার পর্য্যন্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল, এবং অতি উচ্চ করিয়া ওফলে বিস্তার করিয়া সংযোগ করিল, এবং যিহূদা দেশের প্রাচীরবেষ্টিত সমস্ত নগরে যুদ্ধার্থে সেনাপতিগণকে নিযুক্ত করিল এবং সে ইতর দেবগণকে ও পরমেশ্বরের মন্দিরস্থ প্রতিমাকে, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের পর্ব্বতে ও যিরূশালমে আপনি যে সকল যজ্ঞবেদি করিয়াছিল, সে সকল দূর করিল, অর্থাৎ নগরহইতে বাহির করিয়া ফেলিল। ১৬ এবং পরমেশ্বরের বেদি সারাইয়া তাহার উপরে মঙ্গলার্থক ও প্রশংসার্থক বলি দান করিল, এবং ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিতে যিহূদা বংশকে আজ্ঞা করিল। ১৭ তথাপি লোকেরা তখনও টিকরস্থানে যজ্ঞ করিত, কিন্তু কেবল আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে করিত।

১৮ এই মিনশির অবশিষ্ট ক্রিয়া, এবং আ-

পন ঈশ্বরের কাছে তাহার কৃত প্রার্থনা, ও যে প্রদর্শকেরা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, তাহাদের কথা, এই সকল ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [১৯] এবং তাহার প্রার্থনা ও তাহার নিবেদনের গ্রাহ্য হওন, ও তাহার সমস্ত পাপ ও আজ্ঞালঙ্ঘন, এবং তাহার নম্র হইবার পূর্ব্বে স্থানে২ টিকরস্থান ও চৈত্যবৃক্ষ ও খোদিত প্রতিমা স্থাপন করণ, এই সকলের বিবরণ প্রদর্শকদের গ্রন্থে লিখিত আছে।

[২০] পরে মিনশি আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা তাহার নিজ বাটীতে তাহাকে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র আমোন্ তাহার পদে অভিষিক্ত হইল। [২১] আমোন্ বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে দুই বৎসর রাজত্ব করিল। [২২] এবং সে আপন পিতা মিনশির ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; তাহার পিতা মিনশি যে সকল খোদিত প্রতিমা করিয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশে সে যজ্ঞ করিত ও তাহাদের সেবা করিত। [২৩] কিন্তু তাহার পিতা মিনশি যেমন পরমেশ্বরের কাছে আপনাকে নম্র করিয়াছিল, আমোন্ তাহা না করিয়া উত্তর২ অধিক পাপ করিল। [২৪] পরে তাহার দাসগণ তাহার প্রতিকূলে রাজদ্রোহ করিয়া তাহার গৃহে তাহাকে বধ করিল। [২৫] তাহাতে দেশীয় লোকেরা আমোন্ রাজার দ্রোহকারি সকলকে বধ করিয়া তাহার পুত্র যোশিয়কে তাহার পদে অভিষিক্ত করিল।

৩৪ অধ্যায়।

১ যোশিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৩ ও দেবপূজা দূর করণ, ৮ ও মন্দির সারাইতে লোক নিযুক্ত করণ, ১৪ ও ব্যবস্থাপুস্তক পাওন ও রাজার কাছে প্রেরণ করণ, ২৩ ও হুল্দার ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৯ ও ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করণ ও ঈশ্বরের সহিত নিয়ম করণ।

[১] যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে একত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিল। [২] সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সৎ কর্ম্ম করিত, ও আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের পথে চলিত; তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিত না।

[৩] তাহার অধিকারের অষ্টম বৎসরে সে অল্পবয়স্ক হইয়াও আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং দ্বাদশ বৎসরে টিকরস্থান ও চৈত্যবৃক্ষ ও খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা দূর করণদ্বারা যিহূদা ও যিরূশালমকে পরিষ্কার করিতে লাগিল। [৪] তাহার সাক্ষাতে লোকেরা বালের বেদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং সে তদুপরি স্থাপিত সূর্য্যপ্রতিমা ছেদন করিল, এবং চৈত্য বৃক্ষ ও খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ধূলীবৎ করিয়া, যাহারা তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিল, তাহাদের কবরের উপরে সেই ধূলা ছড়াইল। [৫] এবং তাহাদের যজ্ঞবেদির উপরে যাজকদের অস্থি দগ্ধ করিল, এবং যিহূদা ও যিরূশালম পরিষ্কার করিল। [৬] এবং মিনশির ও ইফ্রয়িমের ও শিমিয়োনের নগরে ও নপ্তালি পর্য্যন্ত গৃহে২ সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিল। [৭] এবং বেদি ও চৈত্যবৃক্ষ সকল ভগ্ন করিল, ও খোদিত প্রতিমা চূর্ণ করিল, এবং ইস্রায়েল দেশের সর্ব্বত্র সূর্য্য প্রতিমাদিগকে কাটিয়া ফেলিয়া যিরূশালমে প্রত্যাগমন করিল।

[৮] তাহার অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে সে দেশ ও বাটী পরিষ্কৃত করিয়া পরমেশ্বরের মন্দির সারাইবার জন্যে অৎসলিয়ের পুত্র শাফন্‌কে ও নগরের অধ্যক্ষ মাসেয়কে ও যোয়াহসের পুত্র যোয়াহ ইতিহাসকর্ত্তাকে পাঠাইল। [৯] তাহাতে তাহারা হিল্কিয় মহাযাজকের নিকটে উপনীত হইলে ঈশ্বরের মন্দিরে আনীত তাবৎ রৌপ্য মুদ্রা অর্থাৎ দ্বারপাল লেবিরা মিনশির ও ইফ্রয়িমের ও অবশিষ্ট ইস্রায়েলের ও সমস্ত যিহূদার ও বিন্যামীনের ও যিরূশালম নিবাসিগণের হস্তহইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই সকল মুদ্রা তাহাদের কাছে সমর্পিত হইল। [১০] আর তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরে নিযুক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের হস্তে তাহা দিল, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরে কর্ম্মকারি কর্ম্মাধ্যক্ষেরা মন্দির সারিতে ও ভাল করিতে তাহা দিল। [১১] অর্থাৎ যিহূদার রাজগণ যে২ গৃহ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার জন্যে খোদিত প্রস্তর ও বরোগা ও কড়িকাষ্ঠ ক্রয় করিতে তাহারা সূত্রধরদিগকে ও গাঁথকদিগকে তাহা দিল। [১২] এবং সেই লোকেরা বিশ্বস্ত রূপে ঐ কর্ম্ম করিল, এবং তাহা শীঘ্র করণার্থে লেবীয় মিরারি বংশের মধ্যে যহৎ ও ওবদিয়, ও কিহাৎ বংশের মধ্যে সিখরিয় ও মিশুল্লম্ ও অন্য লেবীয়েরা, অর্থাৎ বাদ্য বাজাইতে নিপুণ যে সকল লোক, তাহারা তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল। [১৩] এবং তাহারা ভারবাহকদের ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকারিদের অধ্যক্ষ ছিল, এবং লেবীয়দের মধ্যে লেখক ও অধ্যক্ষ ও দ্বারপাল ছিল।

[১৪] পরে তাহাদের কর্তৃক পরমেশ্বরের মন্দিরে আনীত সকল রৌপ্যমুদ্রা বাহির করণ সময়ে হিল্কিয় যাজক মূসালিখিত পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক পাইল। [১৫] পরে হিল্কিয় উত্তর করিয়া

শাফন্ লেখককে কহিল, আমি পরমেশ্বরের মন্দিরে এই ব্যবস্থাপুস্তক পাইলাম; পরে হিল্কিয় ঐ পুস্তক শাফন্কে দিল। [১৬] এবং শাফন্ ঐ পুস্তক রাজার কাছে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার রাজার সাক্ষাতে এই নিবেদন করিল, তোমার দাসদের প্রতি আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম করা যাইতেছে। [১৭] তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রাপ্ত সকল রৌপ্য মুদ্রা একত্র করিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষদের ও কর্ম্মকারিদের হস্তে দিতেছে। [১৮] পরে শাফন্ লেখক রাজাকে এই কথা জ্ঞাত করিল, হিল্কিয় যাজক আমাকে এই পুস্তক দিল; পরে শাফন্ রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। [১৯] তখন রাজা সেই ব্যবস্থাপুস্তকের কথা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিল। [২০] এবং রাজা হিল্কিয়কে ও শাফনের পুত্র অহীকামকে ও মীখায়ের পুত্র অক্বোরকে ও শাফন্ লেখককে ও অসায় নামে রাজার এক দাসকে এই আজ্ঞা করিল, [২১] তোমরা যাইয়া আমার নিমিত্তে এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্তে ঐ লব্ধ পুস্তকের কথার বিষয়ে পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরমেশ্বরের বাক্য পালন করে নাই, এবং আমাদের আদেশার্থে ঐ পুস্তকে লিখিত কথানুসারে কর্ম্ম করে নাই, এই জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের অতিশয় ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে। [২২] পরে হিল্কিয় ও রাজার নিযুক্ত সকল লোক হর্হসের পৌত্র তিক্বের পুত্র শল্লুম্ বস্ত্ররক্ষকের ভার্য্যা হুল্দা ভবিষ্যদ্বক্ত্রীর নিকটে গেল; (সে যিরূশালমের বিদ্যালয়ে বাস করিত,) পরে তাহারা ঐ বিষয়ের কথা তাহাকে কহিল।

[২৩] তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে আমার কাছে পাঠাইল, তাহাকে এই কথা কহ। [২৪] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের উপরে অমঙ্গল, অর্থাৎ যিহূদার রাজার সাক্ষাতে যে পুস্তক পাঠ হইল, তাহাতে লিখিত সকল শাপের ফল ঘটাইব। [২৫] কেননা তাহারা স্ব২ হস্তের ক্রিয়াদ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্যে আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইল, এই জন্যে এই স্থানের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, নির্ব্বাণ হইবে না। [২৬] পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইল যে যিহূদার রাজা, তাহাকে এই কথা কহ, তুমি যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ইহা কহেন, [২৭] এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের বিরুদ্ধে আমি যে ২ কথা কহিয়াছি, তাহা যখন তুমি শুনিলা, তখন তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইল, ও তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে নম্র হইলা, ও আমার সাক্ষাতে নম্র হইয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার সম্মুখে ক্রন্দন করিলা, এই জন্যে পরমেশ্বর কহেন, আমিও তোমার কথা শুনিলাম। [২৮] দেখ, আমি তোমার পিতৃলোকদের সহিত তোমাকে সংগৃহীত করিব; তুমি শান্তিতে আপন কবরে সংগৃহীত হইবা, এবং আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের উপরে যে সকল অমঙ্গল ঘটাইব, তাহা তোমার চক্ষুর্গোচর হইবে না। পরে তাহারা পুনর্ব্বার রাজাকে এই কথার সমাচার দিল।

[২৯] পরে রাজা লোক পাঠাইয়া যিহূদার ও যিরূশালমের তাবৎ প্রাচীন লোকদিগকে একত্র করিল। [৩০] পরে রাজা ও যিহূদার তাবৎ লোক ও যিরূশালম্ নিবাসিরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা এবং মহান্ ও ক্ষুদ্র সকল লোক পরমেশ্বরের মন্দিরে গেল, এবং সে পরমেশ্বরের মন্দিরে লব্ধ ঐ নিয়মপুস্তকের সকল কথা তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করাইল। [৩১] অপর রাজা আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরের কথানুসারে চলিতে, এবং সমস্ত মন ও অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা ও সাক্ষ্য ও বিধি পালন করিতে, ও সেই পুস্তকে লিখিত নিয়মের কথানুসারে ক্রিয়া করিতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিয়ম করিল। [৩২] যিরূশালমের ও বিন্যামীনের যত লোক বিদ্যমান ছিল, সেই সকলকে সে সম্মত করিল; তাহাতে যিরূশালম্ নিবাসিরা ঈশ্বরের অর্থাৎ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের নিয়মানুসারে করিতে লাগিল। [৩৩] এবং ইস্রায়েল্ বংশের অধিকারের মধ্যে যত দেশ, সে সকল দেশহইতে যোশিয় তাবৎ ঘৃণাহ বস্তু দূর করিল, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে উপস্থিত লোকদিগকে সেবা অর্থাৎ তাহাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করাইল; তাহারা তাহার যাবজ্জীবন আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বরের পশ্চাদ্গমন ত্যাগ করিল না।

৩৫ অধ্যায়।

১ নিস্তারপর্ব্ব পালন করণ, ২০ ও যুদ্ধে যোশিয়ের হত হওন ও কবর দেওন, ২৫ ও তাহার জন্যে লোকদের শোক ও বিলাপ করণ।

[১] পরে যোশিয় যিরূশালমে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব করিল, ও লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিল। [২] এবং সে যাজকদিগকে তাহাদের পদে নিযুক্ত করিল, এবং পরমেশ্বরের মন্দি-

রের সেবা করিতে তাহাদিগকে আশ্বাস দিল। [৩] এবং যে লেবীয়েরা সমস্ত ইস্রায়েলের শিক্ষক ও পরমেশ্বরের পবিত্র লোক, তাহাদিগকে সে কহিল, ইস্রায়েলের দায়ূদ্ রাজার পুত্র সুলেমান্ যে মন্দির নির্ম্মাণ করিল, তাহার মধ্যে তোমরা পবিত্র সিন্দুক রাখ; তাহার ভার তোমাদের স্কন্ধে থাকিবে না; এখন তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের সেবা কর। [৪] এবং আপন২ পিতৃবংশানুসারে ও ইস্রায়েলের দায়ূদ্ রাজার ও তাহার পুত্র সুলেমানের লিপিনিরূপিত পালানুসারে আপনাদিগকে প্রস্তুত কর। [৫] এবং তোমাদের ভ্রাতৃলোকদের পিতৃবংশের অংশানুসারে ও লেবীয় বংশের অংশানুসারে পবিত্র স্থানে উপস্থিত হও। [৬] এই প্রকারে তোমরা মূসার দত্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালনার্থে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান কর ও আপনাদিগকে পবিত্র কর, ও আপন ভ্রাতাদের জন্যে আয়োজন কর। [৭] অপর সে স্থানে যে২ লোক ছিল, সেই সকলের জন্যে যোশিয় নিস্তারপর্ব্বে বলিদান করিতে পালহইতে ত্রিশ সহস্র মেষশাবক ও ছাগবৎস এবং তিন সহস্র বৃষ দিল; এ সকলি রাজার সম্পদহইতে দত্ত হইল। [৮] এবং তাহার অধ্যক্ষেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লোকদিগকে ও যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে দান করিল, বিশেষতঃ হিল্কিয় ও সিখরিয় ও যিহীয়েল্, ঈশ্বরের মন্দিরের এই অধ্যক্ষেরা নিস্তারপর্ব্বের বলিদানার্থে যাজকদিগকে দুই সহস্র ছয় শত মেষাদি ও তিন শত বৃষ দিল। [৯] এবং লেবীয়দের অধ্যক্ষ কাননিয় এবং শিময়িয় ও নিথনেল্ নামে তাহার দুই ভ্রাতা ও হশবিয় ও যিয়ূয়েল্ ও যোবাবদ্ নিস্তারপর্ব্বের বলিদানার্থে লেবীয়দিগকে পাঁচ সহস্র মেষাদি ও পাঁচ শত বৃষ দিল। [১০] এই রূপে রাজার আজ্ঞানুসারে সকল প্রস্তুত হইলে যাজকেরা আপন২ স্থানে ও লেবীয়েরা আপন২ নিরূপিত পদে দাঁড়াইল। [১১] এবং তাহারা নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিল; তাহাতে যাজকগণ আপন২ হস্তদ্বারা রক্তপ্রোক্ষণ করিল, ও লেবীয়েরা পশুদের চর্ম্ম উত্তোলন করিল। [১২] আর লোকদের পিতৃবংশের অংশানুসারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে যেন মূসার পুস্তকের লিখনানুসারে উৎসর্গ করিতে দেয়, এই জন্যে তাহারা স্থানান্তরে হোম করিল; তদ্রূপ বৃষদিগকেও হোম করিল। [১৩] পরে তাহারা বিধিমতে নিস্তারপর্ব্বের বলি অগ্নিতে ঈষদ্ দগ্ধ করিল; কিন্তু অন্যান্য অংশ স্থালীতে ও কাঁড়তে ও ধাতুপাত্রে পাক করিল, ও সকল লোককে শীঘ্র পরিবেষণ করিল। [১৪] পরে আপনাদের ও যাজকদের জন্যে আয়োজন করিল, কেননা হারোণের সন্তান যাজকেরা রাত্রি পর্য্যন্ত হোম ও মেদ দগ্ধ করণে ব্যস্ত ছিল; অতএব লেবীয়েরা আপনাদের ও হারোণ্ বংশীয় যাজকদের জন্যে আয়োজন করিল। [১৫] এবং দায়ূদের ও আসফের ও হেমনের ও রাজার প্রদর্শক যিদূথূনের আজ্ঞানুসারে আসফ্ বংশীয় গায়কেরা আপনাদের স্থানে ছিল, ও দ্বারপালেরা প্রতি দ্বারে ছিল; আপন২ কার্য্য ত্যাগ করা তাহাদের প্রয়োজন হইল না, যেহেতুক তাহাদের লেবীয় ভ্রাতারা তাহাদের জন্যে আয়োজন করিল। [১৬] এই রূপে যোশিয় রাজার আজ্ঞানুসারে নিস্তারপর্ব্ব পালনার্থে ও পরমেশ্বরের বেদির উপরে হোম করণার্থে সেই দিনে পরমেশ্বরের সেবার্থে সকলই প্রস্তুত হইল। [১৭] ঐ সময়ে উপস্থিত ইস্রায়েল্ বংশ নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল, এবং সাত দিন পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল। [১৮] শিমূয়েল্ ভবিষ্যদ্বক্তার সময়াবধি ইস্রায়েলে এই রূপ নিস্তারপর্ব্ব কখনো পালিত হয় নাই, এবং যোশিয় ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও সমস্ত যিহূদা ও ইস্রায়েলের উপস্থিত লোকেরা ও যিরূশালম নিবাসিরা যেমন এই নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল, তাহার ন্যায় ইস্রায়েলের কোন রাজা এই পর্ব্ব পালন করে নাই। [১৯] যোশিয় রাজার অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে এই নিস্তারপর্ব্ব পালিত হইল।

[২০] এই সকলের পরে যোশিয় মন্দির প্রস্তুত করিলে মিসরের নিখো রাজা ফরাৎ নদীর নিকটস্থ কর্কিমীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে আসিতেছিল, এমন সময়ে যোশিয় তাহার বিরুদ্ধে গমন করিল। [২১] কিন্তু সে দূতদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইল, হে যিহূদার রাজন্, তোমার সঙ্গে আমার বিষয় কি? আমি অদ্য তোমার বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু যে বংশের সহিত আমার যুদ্ধ আছে, তাহাদের বিরুদ্ধে যাইতেছি; আর ঈশ্বর আমাকে শীঘ্র কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিলেন; অতএব আমার সহবর্ত্তি ঈশ্বর যেন তোমাকে বিনষ্ট না করেন, এই জন্যে তুমি তাহাহইতে ক্ষান্ত হও। [২২] তথাপি যোশিয় তাহাহইতে বিমুখ না হইয়া বরং তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অন্য বেশ ধারণ করিল; সে ঈশ্বরের মুখনির্গত নিখোর বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মগিদ্দোর তলভূমিতে যুদ্ধ করিতে আইল। [২৩] তাহাতে ধনুর্দ্ধরেরা যোশিয় রাজার গাত্রে বাণাঘাত করিলে রাজা আপন দাসদিগকে কহিল, আমি অতি ক্ষতবিক্ষত হইলাম, আমাকে লইয়া যাও। [২৪] তাহাতে তাহার দাসগণ সেই রথ-

হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইয়া যিরূশালমে আনিলে সে মরিল; এবং সে আপন পিতৃলোকদের এক কবরে স্থাপিত হইল; পরে সমস্ত যিহূদা ও ইস্রায়েল্ লোকেরা যোশিয়ের নিমিত্তে অনেক শোক করিল।

[২৫] আর যিরিমিয় যোশিয়ের জন্যে বিলাপ-গীত করিল, এবং ইস্রায়েলের প্রতি আদিষ্ট রীতি অনুসারে অদ্যাবধি সকল গায়ক ও গায়িকা আপন ২ বিলাপগানে যোশিয়ের বিষয়ে তাহা গান করে, এবং বিলাপপুস্তকে তাহার ঐ বিলাপকথা লিখিত আছে। [২৬] এই যোশিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, ও পরমেশ্বরের শাস্ত্রে লিখিত বাক্যানুসারে তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, [২৭] ও তাহার আদ্যন্ত সকল বিবরণ ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

৩৬ অধ্যায়;

১ যিহোয়াহসের রাজত্ব করণ ও পদচ্যুত হওন, ৫ ও কুরাজত্ব প্রযুক্ত যিহোয়াকীমকে বাবিলে লইয়া যাওন, ৯ ও কুরাজত্ব প্রযুক্ত যিহোয়াখীনকে বাবিলে লইয়া যাওন, ১১ ও সিদিকিয়ের রাজা হওন ও পাপ করণ, ১৪ ও পাপ প্রযুক্ত যিরূশালমের দণ্ড ও বিনাশ, ২২ ও খস্রের ঘোষণা।

[১] পরে দেশীয় লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহস্কে লইয়া তাহার পিতার পদে যিরূশালমে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। [২] যিহোয়াহস্ তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে তিন মাস রাজত্ব করিল। [৩] পরে মিসরের রাজা যিরূশালমে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া এক শত মণ রূপা ও এক মণ স্বর্ণ দণ্ড দিতে দেশীয় লোকদিগকে আজ্ঞা করিল। [৪] পরে মিসরের রাজা তাহার ভ্রাতা ইলীয়াকীমকে যিহূদা ও যিরূশালমের উপরে রাজা করিল, ও তাহার নাম যিহোয়াকীম্ রাখিল, এবং নিখো তাহার ভ্রাতা যিহোয়াহস্কে মিসরে লইয়া গেল।

[৫] যিহোয়াকীম্ পচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে এগার বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; সে আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৬] তাহাতে বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর্ রাজা তাহার বিরুদ্ধে আসিয়া বাবিলে লইয়া যাইবার জন্যে তাহাকে পিত্তলশৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। [৭] এবং নিবূখদ্নিৎসর পরমেশ্বরের মন্দিরের নানা পাত্রও বাবিলে লইয়া গিয়া বাবিলস্থ আপন প্রাসাদে রাখিল। [৮] এই যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত ঘৃণার্হ কর্ম্ম ও দোষ সকল ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। পরে তাহার পুত্র যিহোয়াখীন্ তাহার পদে রাজা হইল।

[৯] যিহোয়াখীন্ আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস দশ দিন যিরূশালমে রাজত্ব করিল; সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [১০] অন্য বৎসর আগত হইলে নিবূখদ্নিৎসর রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে ও পরমেশ্বরের মন্দিরের বাঞ্ছনীয় পাত্র সকল বাবিলে লইয়া গেল, এবং যিহূদা ও যিরূশালমের উপরে তাহার পিতৃব্য সিদিকিয়কে রাজা করিল।

[১১] সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে এগার বৎসর রাজত্ব করিল। [১২] সে আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, ও পরমেশ্বরের বাক্যপ্রকাশক যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার সম্মুখে আপনাকে নম্র করিত না। [১৩] এবং যে নিবূখদ্নিৎসর রাজা তাহাকে ঈশ্বরের নামে দিব্য করাইয়াছিল, তাহার অধীনতা সে ত্যাগ করিল, এবং অবাধ্য হইয়া মনের কঠিনতা প্রযুক্ত ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি আর ফিরিল না।

[১৪] তদতিরিক্ত প্রধান যাজকেরা ও প্রজা লোকেরা অন্যদেশীয়দের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে অনেক অপরাধ করিল, এবং পরমেশ্বর যে যিরূশালমস্থ মন্দির পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা অশুচি করিল। [১৫] তথাপি তাহাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বর আপন প্রজাদের ও আপন বাসস্থানের প্রতি দয়া করিয়া যত্নপূর্ব্বক আপন দূতদিগকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। [১৬] কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের দূতদিগকে পরিহাস করিত ও তাঁহার কথা তুচ্ছ করিত ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে বিদ্রূপ করিত; তন্নিমিত্তে শেষে আপন প্রজাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ উপস্থিত হইলে আর তাহার প্রতীকার হইল না। [১৭] তাহাতে তিনি কল্দীয়দের রাজাকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনিলে সে তাহাদের পবিত্র স্থানে তাহাদের যুবদিগকে খড়্গদ্বারা বধ করিল; যুবা কি যুবতী কি বৃদ্ধ কি অথর্ব্ব কাহারো প্রতি দয়া করিল না, ঈশ্বর তাহার হস্তে সকলকে সমর্পণ করিলেন। [১৮] সে ঈশ্বরের মন্দিরের ছোট বড় সকল পাত্র ও পরমেশ্বরের মন্দিরের সকল ধন এবং রাজার ও অধ্যক্ষদের সকল ধন, সমুদয় বাবিলে লইয়া গেল। [১৯] এবং ঈশ্বরের মন্দির দগ্ধ করিল, ও যিরূশালমের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অগ্নিদ্বারা সকল অট্টালিকা দগ্ধ করিয়া

তাহার সমস্ত উত্তম২ পাত্র বিনষ্ট করিল। [২০] এবং খড়্গহইতে রক্ষিত লোকদিগকে বাবিলে লইয়া গেল; তাহাতে পারসের রাজ্য স্থাপন না হওন পর্য্যন্ত লোকেরা তাহার ও তাহার বংশের দাস হইয়া থাকিল। [২১] এবং যিরিমিয়দ্বারা কথিত পরমেশ্বরের বাক্য যেন সফল হয়, এই নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত দেশ আপন নিরূপিত বিশ্রাম ভোগ না করিল, তাবৎ অর্থাৎ সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের দেশ পতিত হইয়া বিশ্রাম করিল।

[২২] অপর যিরিমিয়দ্বারা কথিত পরমেশ্বরের বাক্য সফল করণার্থে পারসের খস্রু রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে পরমেশ্বর পারসের খস্রু রাজার মনে প্রবৃত্তি দিলে সে আপন রাজ্যের সর্ব্বত্র এই কথা ঘোষণা করাইল ও লেখাইল, [২৩] পারসের খস্রু রাজা এই কথা কহে, স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর সকল রাজ্য আমাকে দিলেন, এবং যিহূদা দেশস্থ যিরূশালমে তাঁহার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আমাকে আজ্ঞা করিলেন; অতএব তোমাদের মধ্যে তাঁহার লোক কে আছে? তাহার প্রভু পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী হউন, ও সে সেখানে যাউক।

ইষ্রা যাজকের পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ খস্রু রাজার ঘোষণা, ৫ ও যিরূশালমে ফিরিয়া যাইতে লোকদিগের প্রস্তুত হওন, ৭ ও খস্রু রাজার ইস্রায়েল লোককে মন্দিরের পাত্র দেওন।

[১] অপর যিরিমিয়দ্বারা কথিত পরমেশ্বরের বাক্য সফল করণার্থে পারসের খস্রু রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে পরমেশ্বর পারসের খস্রু রাজার মনে প্রবৃত্তি দিলে সে আপন রাজ্যের সর্ব্বত্র এই কথা ঘোষণা করাইল ও লেখাইল; [২] পারসের খস্রু রাজা এই কথা কহে, স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর সকল রাজ্য আমাকে দিলেন, এবং যিহূদা দেশস্থ যিরূশালমে তাঁহার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। [৩] অতএব তোমাদের মধ্যে তাঁহার লোক কে আছে? তাহার প্রভু পরমেশ্বর তাহার সহবর্ত্তী হউন; সে যিহূদা দেশস্থ যিরূশালমে যাইয়া তথায় ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাউক, কেননা তিনিই সত্য ঈশ্বর। [৪] এবং এমত অবশিষ্ট কোন এক জন যে কোন স্থানে প্রবাস করে, সেই স্থাননিবাসি লোকেরা যিরূশালমস্থ পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেক রূপা ও স্বর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য ও পশুদিগকে দিয়া তাহার উপকার করুক।

[৫] তাহাতে যিরূশালমে পরমেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিতে যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের প্রধান লোকেরা এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইত্যাদি যাহাদের২ মনে ঈশ্বর প্রবৃত্তি দিলেন, সেই সকলে যাত্রা করিল। [৬] এবং চতুর্দ্দিক্স্থ তাবৎ লোক স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেকে রূপ্যময় পাত্র ও স্বর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য ও পশু ও বহুমূল্য দ্রব্য তাহাদিগকে দিয়া উপকার করিল।

[৭] আর নিবূখদ্নিৎসর পরমেশ্বরের মন্দিরের যে সকল পাত্র যিরূশালমহইতে আনিয়া আপন দেবমন্দিরে রাখিয়াছিল, খস্রু রাজা সেই সকল বাহির করিয়া দিল। [৮] পারসের খস্রু রাজা কোষাধ্যক্ষ মিত্রিদাতের হস্তহইতে তাহা লইয়া শেশ্বসর নামে যিহূদার শাসনকর্ত্তার কাছে গণনা করিয়া সমর্পণ করিল। [৯] সেই দ্রব্যের সংখ্যা। স্বর্ণময় ত্রিশ পাত্র, এবং রূপ্যময় এক সহস্র পাত্র, ও উনত্রিশ ছুরী; [১০] এবং ত্রিশ স্বর্ণময় পানপাত্র, ও চারি শত দশ রূপ্যময় মধ্যম পাত্র, এবং এক সহস্র অন্যান্য পাত্র; [১১] সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্র চারি শত স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্র ছিল; শেশ্বসর্ উদ্ধৃত বন্দিদের সহিত এই সকল দ্রব্য বাবিল্হইতে যিরূশালমে লইয়া গেল।

২ অধ্যায়।

১ যিরূশালমে আগত বন্দি লোকদের সংখ্যা, ৩৬ ও যাজকদের সংখ্যা, ৪০ ও লেবীয়দের সংখ্যা, ৪১ ও গায়কদের সংখ্যা, ৪২ ও দ্বারপালদের সংখ্যা, ৪৩ ও নিথীনীয়দের সংখ্যা, ৫৫ ও সুলেমানের দাসদের বংশের সংখ্যা, ৬১ ও যাজকদের বংশের সংখ্যা, ৬৪ ও সকলের সংখ্যা ও তাহাদের দ্রব্য, ৬৮ ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যের কথা।

[১] বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর্ রাজা কর্ত্তৃক স্বদেশহইতে অপহৃত ও বাবিলে নীত যে বন্দি লো-

কেরা পুনর্ব্বার যিরূশালমে ও যিহূদাতে আপন২ নগরে ফিরিয়া গেল, ২ অর্থাৎ সিরুব্বাবিল্ ও যেশূয় ও নিহিমিয় ও সিরায় ও রিয়েলায় ও মর্দিখয় ও বিল্শন্ ও মিস্পর্ ও বিগ্বয় ও রিহূম্ ও বানা, ইঁহাদের সহিত ফিরিয়া গেল, ইস্রায়েল বংশীয় সেই লোকদের সংখ্যা। ৩ পরিয়োশ্ বংশের দুই সহস্র এক শত বাহাত্তর জন। ৪ ও শিফটিয় বংশের তিন শত বাহাত্তর জন। ৫ ও আরহ বংশের সাত শত পঁচাত্তর জন। ৬ এবং পহৎমোয়াব্ বংশীয় যেশূয় ও যোয়াব্ বংশের দুই সহস্র আট শত বারো জন। ৭ এবং এলম্ বংশের এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। ৮ ও সত্তূ বংশের নয় শত পঁয়তাল্লিশ জন। ৯ এবং সক্কেয় বংশের সাত শত ষাইট জন। ১০ এবং বানি বংশের ছয় শত বেয়াল্লিশ জন। ১১ ও বেবয় বংশের ছয় শত তেইশ জন। ১২ এবং অস্গদ্ বংশের এক সহস্র দুই শত বাইশ জন। ১৩ এবং অদোনীকাম্ বংশের ছয় শত ছেষট্টি জন। ১৪ ও বিগ্বয় বংশের দুই সহস্র ছাপ্পান্ন জন। ১৫ ও আদীন্ বংশের চারি শত চোয়ান্ন জন। ১৬ ও হিষ্কিয় বংশীয় আটের্ বংশের আটানব্বই জন। ১৭ ও বেৎসয় বংশের তিন শত তেইশ জন। ১৮ ও যোরাহ বংশের এক শত বারো জন। ১৯ ও হস্তুম্ বংশের দুই শত তেইশ জন। ২০ ও গিব্বর্ বংশের পঁচানব্বই জন। ২১ ও বৈৎলেহম্ বংশের এক শত তেইশ জন। ২২ ও নিটোফার লোক ছাপ্পান্ন জন। ২৩ ও অনাথোতের লোক এক শত আটাইশ জন। ২৪ ও অস্মাবৎ বংশের বেয়াল্লিশ জন। ২৫ এবং কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ ও কিফীরা ও বেরোৎ বংশের সাত শত তেতাল্লিশ জন। ২৬ এবং রামৎ ও গেবা বংশের ছয় শত একুশ জন। ২৭ ও মিক্মসের লোক এক শত বাইশ জন। ২৮ এবং বৈথেলের ও অয়ের লোক দুই শত তেইশ জন। ২৯ ও নিবো বংশের বাওয়ান্ন জন। ৩০ এবং মগ্বীশ্ বংশের এক শত ছাপ্পান্ন জন। ৩১ ও অন্য এলম্ বংশের এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। ৩২ ও হারীম্ বংশের তিন শত বিংশতি জন। ৩৩ এবং লোদ্ ও হাদীদ্ ও ওনো বংশের সাত শত পঁচিশ জন। ৩৪ ও যিরীহো বংশের তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন। ৩৫ ও সেনায়া বংশের তিন সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন ছিল।

৩৬ যাজকদের সংখ্যা; যেশূর বংশজ যিদয়িয় বংশের নয় শত তেহাত্তর জন। ৩৭ ও ইম্মের্ বংশের এক সহস্র বাওয়ান্ন জন। ৩৮ ও পশ্হূর্ বংশের এক সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ জন। ৩৯ ও হারীম্ বংশের এক সহস্র সতের জন ছিল।

৪০ লেবীয়দের সংখ্যা; হোদবিয় বংশের মধ্যে যেশূয় ও কদ্মীয়েল্ বংশীয় চোহাত্তর জন ছিল।

৪১ গায়কদের সংখ্যা; আসফ্ বংশের এক শত আটাইশ জন ছিল।

৪২ দ্বারপালদের সংখ্যা; শল্লুম্ ও আটের্ ও টল্মোন্ ও অক্কূব্ ও হটীটা ও শোবয়, এই সকল বংশের এক শত ঊনচল্লিশ জন ছিল।

৪৩ নিথীনীয় লোকদের সংখ্যা; সীহ ও হসূফা ও টব্বায়োৎ, ৪৪ ও কেরোস্ ও সীয় ও পাদোন্, ৪৫ ও লিবানা ও হগাবঃ ও অক্কূব ৪৬ ও হাগব্ ও শল্ময় ও হানন্, ৪৭ ও গিদ্দেল্ ও গহর্ ও রায়া, ৪৮ ও রিৎসীন্ ও নিকোদঃ ও গসম, ৪৯ ও উষঃ ও পাসেহ ও বেষয়, ৫০ ও অস্না ও মিয়ূনীম্ ও নিফূষীম্, ৫১ ও বক্বূক্ ও হকূফা ও হর্হূর ৫২ ও বস্লূৎ ও মিহীদা ও হর্শা, ৫৩ ও বর্কোস্ ও সীষিরা ও তেমহ, ৫৪ ও নিৎসীহ ও হটীফা, এই সকলের সন্তানগণ ছিল।

৫৫ সুলেমানের দাসদের সন্তানদের সংখ্যা; সোটয় ও সোফেরৎ ও পিরূদা, ৫৬ ও যালা ও দর্কোণ ও গিদ্দেল, ৫৭ ও শিফটিয় ও হটীল ও পোখেরৎ-হৎসীবায়ীম ও আমী, এই সকলের সন্তানগণ ছিল। ৫৮ সকল নিথীনীয়েরা ও সুলেমানের এই সকল দাসদের বংশ তিন শত বিরানব্বই জন ছিল। ৫৯ এবং তেল্মেলহ ও তেল্হর্শা ও কিরূব্ ও অদ্দন্ ও ইম্মের, এই সকল স্থানহইতে আগত নিম্নলিখিত লোকেরা ইস্রায়েলের বংশ কি না, এ বিষয়ে আপন২ পিতৃবংশ ও গোত্র প্রমাণ দিতে পারিল না; ৬০ দিলায় ও টোবিয় ও নিকোদঃ বংশের ছয় শত বাওয়ান্ন জন। ৬১ এবং যাজক বংশের মধ্যে হবায়ের ও কোসের ও বর্সিল্লয়ের সন্তানগণ; এই বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৬২ বংশাবলিতে গণিত লোকদের মধ্যে ইহারা আপনাদের বংশাবলিপত্র অন্বেষণ করিয়া পাইল না, এই জন্যে তাহারা অশুচি হইয়া যাজকপদ ভ্রষ্ট হইল। ৬৩ এবং শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কহিল, যে পর্য্যন্ত ঊরীম্ ও তুম্মীম্ ব্যবসায়ি এক যাজক উৎপন্ন না হইবে, তাবৎ পবিত্র বস্তু ভোজনে তোমাদের অধিকার হইবে না।

৬৪ আর একত্রীকৃত সকল মণ্ডলী বেয়াল্লিশ সহস্র তিন শত ষাইট জন ছিল। ৬৫ তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ জন দাস দাসী ছিল, তাহাদের মধ্যে দুই শত

জন গায়ক গায়িকা ছিল। [৬৬] এবং তাহাদের সাত শত ছত্রিশ অশ্ব ও দুই শত পঁয়তাল্লিশ অশ্বতর [৬৭] ও চারি শত পঁয়ত্রিশ উষ্ট্র ও ছয় সহস্র সাত শত বিংশতি গর্দ্দভ ছিল।

[৬৮] পরে পিতৃপ্রধান কএক লোক যিরূশালমস্থ পরমেশ্বরের মন্দিরস্থানে আইলে সেই ঈশ্বরীয় মন্দির স্বস্থানে স্থাপিত করিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান দিল। [৬৯] এই রূপে তাহারা আপন২ শক্ত্যনুসারে ঐ কর্ম্মের ভাণ্ডারে একষষ্টি সহস্র অদর্কোন স্বর্ণ, ও পাঁচ সহস্র অর্দ্ধশের রূপা, ও যাজকদের জন্যে এক শত খান বস্ত্র দিল। [৭০] পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও অন্যান্য লোকেরা এবং গায়কেরা ও দ্বারপালেরা ও নিথীনীয়েরা আপন২ নগরে ও তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক আপন২ নগরে বাস করিতে লাগিল।

৩ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের বেদির পুনর্নির্ম্মাণ করণ, ৭ ও আনন্দেতে ও ক্রন্দনে পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করণ।

[১] পরে সপ্তম মাস উপস্থিত হইলে ইস্রায়েলের সমস্ত নগরনিবাসি লোকেরা এক জনের ন্যায় যিরূশালমে একত্র হইল। [২] তখন যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় ও তাহার যাজক ভ্রাতৃগণ ও শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিল্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ উঠিয়া ঈশ্বরের লোক মূসার ব্যবস্থাতে লিখিত বিধ্যনুসারে হোমার্থক বলি দান করণার্থে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের হোমবেদি পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [৩] তাহারা দেশের লোকহইতে ভীত হইয়া সেই বেদি স্বস্থানে স্থাপন করিল, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহার উপরে হোম অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে হোম করিতে লাগিল। [৪] এবং লিখিত বিধিমতে কুটীরোৎসব পালন করিল, এবং যে দিনে যেমন কর্ত্তব্য, সেই দিনে তদ্রূপ উপযুক্ত সংখ্যানুসারে হোমার্থক বলি দান করিল। [৫] তদবধি তাহারা প্রতি দিন এবং অমাস্যাতে ও পরমেশ্বরের পবিত্রীকৃত তাবৎ পর্ব্বে এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন লোকের নৈবেদ্য দেওনের সময়ে কর্ত্তব্য হোম করিতে লাগিল। [৬] সপ্তম মাসের প্রথম দিনাবধি তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তৎকালে পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয় নাই।

[৭] অপর পারসের খস্রু রাজা যে দান আজ্ঞা করিয়াছিল, তাহাহইতে তাহারা গাঁথকদিগকে ও সূত্রধরদিগকে মুদ্রা দিল, এবং লিবানোন্হইতে যাফোর সমুদ্রতীরে এরস্কাষ্ঠ আনিতে সীদোনীয় ও সোরীয় লোকদিগকে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য ও তৈল দিল। [৮] আর যিরূশালমে ঈশ্বরের মন্দিরের স্থানে আইলে পরে দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসে শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিল ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় এবং তাহাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ, অর্থাৎ যাজকেরা ও লেবীয়েরা এবং বন্দি অবস্থাহইতে যিরূশালমে আগত লোকেরা কর্ম্মের আরম্ভ করিল, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষপদে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিল। [৯] তখন যেশূয় ও তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ ও হোদবিয়ের বংশ কদ্মীয়েল্ ও তাহার পুত্রগণ, ও হেনাদদের পুত্রগণ ও তাহাদের লেবীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের মন্দিরের কর্ম্মকারিদের অধ্যক্ষ হইবার জন্যে একত্র হইয়া দাঁড়াইল। [১০] তাহাতে গাঁথকেরা যখন পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল করিল, তখন ইস্রায়েলের দায়ূদ্ রাজার নিরূপণানুসারে পরমেশ্বরের প্রশংসা করণার্থে আপন২ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত ও তূরীহস্ত যাজকগণ ও করতালহস্ত আসফ বংশীয় লেবীয়েরা দণ্ডায়মান হইল, [১১] এবং 'পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা ও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী,' ইহা বলিয়া পরমেশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিয়া পালানুসারে গান করিল; এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল করণ সময়ে পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে২ সকল লোক উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিল। [১২] কিন্তু যাজকদের ও লেবীয়দের ও পিতৃপ্রধানদের মধ্যে যে অনেক বৃদ্ধ লোক প্রথম মন্দির দেখিয়াছিল, তাহাদের চক্ষুগোচরে যখন এই মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল, তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল,এবং অন্য অনেকে হর্ষনাদ করিল। [১৩] তাহাতে লোকেরা হর্ষনাদের ও ক্রন্দনের শব্দের বিশেষ নিশ্চয় করিতে পারিল না, যেহেতুক লোকেরা এমত উচ্চৈর্ধ্বনি করিল, যে তাহার শব্দ দূর পর্য্যন্ত শুনা গেল।

৪ অধ্যায়।

১ যিহূদীয়দিগকে গাঁথনিহইতে বিপক্ষদের নিবৃত্ত করণ, ১১ ও রাজার কাছে তাহাদের প্রেরিত অপবাদপত্রের অনুরূপলিপি, ১৭ ও তাহাদের প্রতি রাজার আজ্ঞা প্রেরণ, ২৩ ও গাঁথনির নিবৃত্তি হওন।

[১] পরে বন্দি লোকেরা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতেছে, এই কথা শুনিয়া যিহূদার ও বিন্যামীনের শত্রুগণ [২] সিরুব্বাবিলের ও পিতৃপ্রধানদের

নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের সহিত আমরাও গুন্থন করিব, কেননা যেমত তোমরা, তদ্রূপ আমরাও তোমাদের ঈশ্বরের সেবা করিয়া থাকি; আমাদিগকে এই স্থানে আনিয়াছিল যে অশূরীয় এসর্‌হদ্দোন্‌ রাজা, তাহার অধিকারাবধি তাঁহারই উদ্দেশে বলিদান করিয়া আসিতেছি। [৩] তাহাতে সিরুব্বাবিল্‌ ও যেশূয় ও ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃপ্রধানেরা তাহাদিগকে কহিল, আমাদের ঈশ্বরের নিমিত্তে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে তোমাদের ও আমাদের সমান অধিকার নাই; পারসের খসু রাজা আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে কেবল আমরা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিব। [৪] তাহাতে দেশের লোকেরা যিহূদার লোকদের হস্ত দুর্ব্বল করিতে ও নির্ম্মাণ করণে তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে লাগিল; [৫] এবং পারসের খসু রাজার অধিকারাবধি পারসের দারা রাজার অধিকার পর্য্যন্ত তাহাদের অভিপ্রায় নিরর্থক করিবার জন্যে তাহাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রিগণকে উৎকোচ দিত। [৬] বিশেষতঃ অহশ্বেরের অধিকারের প্রথমে তাহারা যিহূদা ও যিরূশালম নিবাসিদের বিরুদ্ধে এক অপবাদপত্র লিখিল। [৭] এবং অর্তসস্তের অধিকারে বিশ্‌লম্‌ ও মিত্রদাৎ ও টাবেল্‌ ও তাহাদের সহায়গণ পারসের অর্তসস্ত রাজার কাছে এক পত্র লিখিল, তাহা অরামীয় অক্ষরে লিখিত ও অরামীয় ভাষাতে অর্থবিশিষ্ট ছিল। [৮] এই রূপে রিহূম্‌ শাসনকর্ত্তা ও শিম্‌শয় লেখক যিরূশালমের বিরুদ্ধে অর্তসস্ত রাজার নিকটে পত্র লিখিল। [৯] তখন রিহূম্‌ শাসনকর্ত্তা ও শিম্‌শয় লেখক ও তাহাদের সহায় অন্য সকলে, অর্থাৎ দানীয়েরা ও অফর্সিথীয়েরা ও টর্পিলীয়েরা ও অফর্সীয়েরা ও অর্কিবীয়েরা ও বাবিলীয়েরা ও শূশনীয়েরা ও দেহীয়েরা ও এলমীয়েরা, [১০] এবং যে অন্য সকল জাতিদিগকে মহামহিম অস্নপ্‌পর আনিয়া শোমিরোণ্‌ নগরে স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা এবং ফরাৎ নদীর এপারস্থ অন্য সকল জাতিরা এই রূপে পত্র লিখিল।

[১১] তাহারা অর্তসস্ত রাজার নিকটে যে পত্র পাঠাইল, তাহার অনুলিপি এই। "ফরাৎ নদীর পারস্থ তোমার দাসেরা প্রভৃতি পত্র লিখিতেছে। [১২] রাজার নিকটে এই নিবেদন; যিহূদীয়েরা আপনকার নিকটহইতে আমাদের এখানে যিরূশালমে আসিয়া সেই রাজদ্রোহি দুষ্ট নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছে, ও ভিত্তিমূল করিয়া প্রাচীর করিতে উদ্যত আছে। [১৩] অতএব রাজার নিকটে নিবেদন এই, সেই নগর পুনর্নির্ম্মিত ও তাহার প্রাচীর স্থাপিত হইলে ঐ লোকেরা কর ও রাজস্ব ও পথের কর আর দিবে না, ইহাতে রাজার রাজস্বের ক্ষতি হইবে। [১৪] আমরা রাজবাটীর লবণ খাইয়া থাকি, অতএব রাজার ক্ষতি দেখা আমাদের উচিত নয়, একারণ লোক পাঠাইয়া রাজাকে জ্ঞাত করিলাম। [১৫] আপন পিতৃলোকদের ইতিহাসপুস্তকে অনুসন্ধান করুন, তাহাতে এই নগর রাজদ্রোহী এবং রাজাদের ও দেশের ক্ষতিকর, এবং এই নগরে পূর্ব্বকালাবধি উপপ্লব হইত, এই নিমিত্তে সে বিনষ্ট হইয়াছিল, ইহা সেই ইতিহাসপুস্তকে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। [১৬] অতএব আমরা রাজাকে জ্ঞাত করিলাম, যদি এই নগর পুনর্নির্ম্মিত হয় ও তাহার প্রাচীর উঠে, তবে তাহাতে নদীর এ পারে আপনকার কিছু অধিকার থাকিবে না।"

[১৭] পরে রাজা রিহূম্‌ শাসনকর্ত্তাকে ও শিম্‌শয় লেখককে ও শোমিরোণ্‌ নিবাসি তাহাদের অন্য সকল সঙ্গিদিগকে এবং নদীর এ পারস্থ অন্যান্য লোকদিগকে উত্তর লিখিল, "তোমরা সকলে আমার নমস্কার জানিবা। [১৮] তোমরা আমার কাছে যে পত্র পাঠাইয়াছ, তাহা আমার সম্মুখে স্পষ্ট রূপে পাঠিত হইলে, [১৯] আমি আজ্ঞা দিয়া অনুসন্ধান করাইয়া জ্ঞাত হইলাম, পূর্ব্বকালে সেই নগর রাজদ্রোহী ছিল, ও তাহার মধ্যে রাজবিরুদ্ধ কর্ম্ম ও উপপ্লব হইত। [২০] আর যিরূশালমে যে পরাক্রমি রাজগণ ছিল, তাহারা নদীর ওপারস্থ সকলের উপরে রাজত্ব করিত, এবং তাহাদিগকে রাজস্ব ও রাজকর ও পথের কর দেওয়া যাইত। [২১] অতএব এই লোকদিগকে ঐ কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইতে, এবং যে পর্য্যন্ত আমাহইতে কোন আজ্ঞা প্রাপ্ত না হও, তাবৎ নগর পুনর্নির্ম্মাণ না করিতে আজ্ঞা দেও। [২২] সাবধান, এই কার্য্যে যেন তোমাদের ত্রুটি না হয়; রাজগণের ক্ষতি ও অপচয় কেন হইবে?"

[২৩] পরে অর্তসস্ত রাজার পত্র রিহূমের ও শিম্‌শয় লেখকের ও তাহাদের পক্ষীয় লোকদের সাক্ষাতে পাঠিত হইবামাত্র তাহারা শীঘ্র যিরূশালমে যিহূদীয়দের নিকটে যাইয়া বাহুবলেতে তাহাদিগকে ঐ কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করিল। [২৪] তাহাতে যিরূশালমস্থ ঈশ্বরের মন্দিরের কার্য্য নিবৃত্ত হইল; পারসের দারা রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসর পর্য্যন্ত নিবৃত্ত রহিল।

৫ অধ্যায়।

১ যিহূদীয়দের পুনর্ব্বার গাঁথনি আরম্ভ করণ, ৩ ও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে বিপক্ষদের যত্ন করণ, ৬ ও দারা রাজার প্রতি বিপক্ষদের প্রেরিত পত্রের অনুলিপি।

[১] পরে হগয় ভবিষ্যদ্বক্তা ও ইদ্দোর পুত্র সিখরিয় যিহূদার ও যিরুশালমস্থ সমস্ত যিহূদীয়দের নিকটে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতে লাগিল; [২] তাহাতে শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিল্ ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় উঠিয়া যিরুশালমে ঈশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিল, এবং ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহাদের সহায় হইয়া উপকার করিল।

[৩] পরে নদীর এ পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তৎনয় ও শেথরবোষিনয় ও তাহাদের পক্ষীয় লোকেরা তাহাদের নিকটে আসিয়া কহিল, এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে ও প্রাচীর প্রস্তুত করাইতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা দিল? [৪] তখন যাহারা এই গাঁথনি করে, তাহাদের নাম কি, ইহা আমরা তাহাদের প্রশ্নানুসারে কহিলাম [৫] কিন্তু যিহূদীয়দের প্রাচীন লোকদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হওয়াতে শত্রুরা যাবৎ দারার নিকটে নিবেদন উপস্থিত না করিল, তাবৎ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিল না। অনন্তর তাহারা এই কর্ম্মের বিষয়ে পত্র লিখিয়া পাঠাইল।

[৬] নদীর এ পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তৎনয় ও শেথরবোষিনয় ও নদীর এ পারস্থ তাহাদের পক্ষীয় অফর্সিখীয়েরা দারা রাজার নিকটে যে পত্র পাঠাইল, তাহার অনুলিপি এই। [৭] তাহারা এই সকল কথা সম্বলিত এক পত্র পাঠাইল, "দারা রাজার সমস্ত মঙ্গল হউক। [৮] রাজার নিকটে আমাদের নিবেদন; আমরা যিহূদা দেশে মহান ঈশ্বরের মন্দিরে গেলে, তাহা খোদিত প্রস্তর ও ভিত্তিতে স্থাপিত কাষ্ঠদ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে ইহা দেখিলাম। আর সেই কর্ম্ম শীঘ্র চলিতেছে ও তাহাদের হস্তদ্বারা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। [৯] তাহাতে আমরা সেই প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ও প্রাচীর প্রস্তুত করিতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা দিল? [১০] এবং আমরা তোমাকে জ্ঞাত করিতে তাহাদের প্রধান লোকদিগের নাম লিখিবার জন্যে তাহাদের নামও জিজ্ঞাসা করিলাম। [১১] তাহাতে তাহারা আমাদিগকে এই উত্তর দিল, যিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর ঈশ্বর, আমরা তাঁহার দাস; এবং এই যে মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহা ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ফলতঃ ইস্রায়েলের এক মহান রাজা তাহা নির্ম্মাণ ও সাধন করিয়াছিলেন। [১২] পরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গীয় ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করাতে তিনি তাহাদিগকে বাবিলের কস্দীয় নিবূখদ্‌নিৎসর রাজার হস্তগত করিলেন, তাহাতে সে এই মন্দির ভগ্ন করিল ও লোকদিগকে বাবিলে লইয়া গেল। [১৩] কিন্তু বাবিলের খস্রু রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে খস্রু রাজা ঈশ্বরের এই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আজ্ঞা করিল। [১৪] এবং নিবূখদ্‌নিৎসর্ ঈশ্বরের মন্দিরের যে২ স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্র যিরুশালমস্থ মন্দিরহইতে লইয়া গিয়া বাবিলের প্রাসাদে রাখিয়াছিল, সে সকল পাত্র খস্রু রাজা বাবিলস্থ প্রাসাদহইতে লইয়া আপনার নিযুক্ত শেশ্‌বসর নামক শাসনকর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিল। [১৫] এবং তাহাকে কহিল, তুমি এই সকল পাত্র লইয়া যিরুশালমস্থ মন্দিরে যাও, এবং ঈশ্বরের মন্দির নিজ স্থানে পুনর্নির্ম্মাণ করাও। [১৬] তাহাতে সেই শেশ্‌বসর আসিয়া যিরুশালমস্থ মন্দিরের ভিত্তিমূল করিল; তদবধি এখন পর্য্যন্ত ইহার গাঁথনি হইতেছে, তথাপি সাঙ্গ হয় নাই। [১৭] অতএব এখন যদি রাজার তুষ্টি হয়, তবে খস্রু রাজা যিরুশালমস্থ ঈশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছে কি না, তাহা রাজার ঐ বাবিলস্থ ধনাগারে অন্বেষণ করা যাউক; এ বিষয়ে রাজা আমাদের নিকটে আপন আজ্ঞা প্রেরণ করিবেন।"

৬ অধ্যায়।

১ মন্দিরের গাঁথনির জন্যে দারার নূতন আজ্ঞা. ১৩ ও মন্দিরের সমাপ্তি করণ, ১৬ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করণ, ১৯ ও নিস্তারপর্ব্ব পালন করণ।

[১] পরে দারা রাজা আজ্ঞা করিলে বাবিলের ধনাগারের লিপিশালাতে সেই পত্রের অন্বেষণ হইল। [২] তাহাতে মাদীয়দের দেশের অহ্‌মিথা (নামক) রাজপুরীতে এক লিপিপত্র পাওয়া গেল; তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল; [৩] খস্রু রাজার প্রথম বৎসরে খস্রু রাজা ঈশ্বরের যিরুশালমস্থ মন্দিরের বিষয়ে আজ্ঞা করিলেন, লোকেরা যে স্থানে বলিদান করিত, সেই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করা যাউক, ও তাহার ভিত্তিমুল স্থাপন করা যাউক; তাহার উর্দ্ধতা ষাইট হস্ত ও প্রস্থতা ষাইট হস্ত হইবে। [৪] এবং তাহা তিন সারি বৃহৎ প্রস্তরে ও এক সারি নূতন কাষ্ঠে গাঁথান হইবে, এবং রাজবাটীহইতে তাহার ব্যয় হইবে। [৫] এবং ঈশ্বরীয় মন্দিরের যে২ স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্র নিবূখদ্‌নিৎসর্ যিরুশালমস্থ মন্দিরহইতে লইয়া বাবিলে আনিয়াছিল, সে সকলও ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক পাত্র যিরুশালমস্থ মন্দিরে আপন২ স্থানে নীত হইবে, ও তাহা ঈশ্বরের গৃহে রক্ষিত হইবে। [৬] নদীর ওপারস্থ দেশা-

ধ্যক্ষ তৎনয় ও শেথর-বোষিনয় ও নদীর ওপারস্থ তোমাদের পক্ষীয় অফর্সিখীয়েরা, তোমরা এখন তথাহইতে দূরে থাক। [৭] সেই ঈশ্বরীয় মন্দিরের কার্য্যের কিছু ব্যাঘাত করিও না; যিহূদীয়দের অধ্যক্ষ ও প্রাচীন লোকেরা ঈশ্বরের মন্দির নিজ স্থানে নির্ম্মাণ করাউক। [৮] আর সেই ঈশ্বরীয় মন্দিরের গাঁথনির জন্যে তোমরা যিহূদীয়দের প্রাচীন লোকদের কি২ উপকার করিবা, আমি তাহার আজ্ঞা দি; তাহাদের যেন বাধা না হয়, এই জন্যে রাজার ধন, অর্থাৎ নদীর ওপারের রাজকরহইতে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে অর্থ দত্ত হইবে। [৯] এবং তাহারা যেন স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি নৈবেদ্য দান করে, এবং রাজার ও তাহার পুত্রদের জীবন প্রার্থনা করে, [১০] এই জন্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরের হোমার্থে যিরূশালমস্থ যাজকদের নিরূপণানুসারে যে২ দ্রব্য তাহাদের আবশ্যক, অর্থাৎ যুববৃষ ও মেষ ও মেষশাবক, এবং গোম ও লবণ ও দ্রাক্ষারস ও তৈল অবাধে দিন২ তাহাদিগকে দত্ত হইবে। [১১] আরো আজ্ঞা করিতেছি, যে কেহ এই আজ্ঞার অন্যথা করিবে, তাহার গৃহহইতে এক কড়িকাষ্ঠ নীত হইয়া ভূমিতে স্থাপন করা যাইবে, ও সে তাহাতে টাঙ্গান হইবে, ও তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে। [১২] আর যে কোন রাজা কিম্বা প্রজা আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেই যিরূশালমস্থ ঈশ্বরীয় মন্দিরের বিনাশ করিতে হস্তক্ষেপ করিবে, সেই স্থানে আপন নাম স্থাপনকারি ঈশ্বর তাহাকে বিনাশ করিবেন। আমি দারা আজ্ঞা করিলাম, ইহা শীঘ্র করা যাউক।

[১৩] অপর নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষ তৎনয় ও শেথরবোষিনয় ও তাহাদের পক্ষীয় লোকেরা দারা রাজার প্রেরিত আজ্ঞানুসারে তাহা শীঘ্র করিল। [১৪] এবং যিহূদীয়দের প্রাচীন লোকেরা গাঁথনি করিল, এবং হগয় ভবিষ্যদ্বক্তা ও ইদ্দোর পুত্র সিখরিয় ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্যেতে তাহা সফল হইল, এবং তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রেরিত আজ্ঞানুসারে ও পারসের খস্রু রাজার ও দারার ও অর্তসস্তের আজ্ঞানুসারে গাঁথনি করিয়া কর্ম্ম সাঙ্গ করিল। [১৫] এবং দারা রাজার অধিকারের ষষ্ঠ বৎসরে অদর মাসের তৃতীয় দিনে মন্দিরের নির্ম্মাণ সাঙ্গ হইল।

[১৬] পরে ইস্রায়েল বংশেরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও অন্য সকল বন্দি লোক আনন্দেতে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিল। [১৭] এবং ঈশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময়ে এক শত বৃষ ও দুই শত মেষ ও চারি শত মেষশাবক বলিদান করিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে ইস্রায়েল্ বংশদের সংখ্যানুসারে দ্বাদশ ছাগল উৎসর্গ করিল। [১৮] এবং মুসার লিখিত ব্যবস্থানুসারে যিরূশালমে ঈশ্বরের সেবার্থে যাজকদিগকে তাহাদের পদে ও লেবীয়দিগকে তাহাদের পালাতে নিযুক্ত করিল।

পরে প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে বন্দিদের সন্তানেরা নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল। [২০] কেননা যাজকেরা ও লেবীয়েরা এক সময়ে আপনাদিগকে শুচি করিল, তাহারা সকলেই শুচি হইল, এবং বন্দি লোকদের ও আপনাদের যাজক ভ্রাতাদের ও আপনাদের নিমিত্তে নিস্তারপর্ব্বের বলি দান করিল। [২১] এবং বন্দিত্বহইতে পুনরাগত ইস্রায়েল্ বংশ, এবং যত লোক ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করণার্থে তাহাদের পক্ষ হইয়া ভিন্নজাতীয়দের অশুচি ক্রিয়াহইতে আপনাদিগকে বিভিন্ন করিয়াছিল, সে সকলে তাহা ভোজন করিল। [২২] এবং সাত দিন পর্য্যন্ত আনন্দেতে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল, যেহেতুক ঈশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মন্দিরের কার্য্যে তাহাদের হস্ত দৃঢ় করিবার জন্যে তাহাদের পক্ষে অশূরের রাজার মনকে অনুকূল করাতে পরমেশ্বর তাহাদিগকে আনন্দযুক্ত করিলেন।

৭ অধ্যায়।

১ যিরূশালমে ইষ্রা প্রভৃতির গমন, ১১ ও ইষ্রার প্রতি অর্তসস্তের আজ্ঞা, ২৭ ও ইষ্রার পরমেশ্বরকে দণ্ডবৎ করণ।

[১] তদনন্তর প্রধান যাজক হারোণের পুত্র ইলিয়াসর,ও ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস,ও পীনিহসের পুত্র অবীশূয়, ও অবীশূয়ের পুত্র বুক্কি, [২] ও বুক্কির পুত্র উষি,ও উষির পুত্র সিরহিয়, ও সিরহিয়ের পুত্র মিরায়োৎ, [৩] ও মিরায়োতের পুত্র অসরিয়,ও অসরিয়ের পুত্র অমরিয়,ও অমরিয়ের পুত্র অহীটূব, [৪] ও অহীটূবের পুত্র সাদোক, ও সাদোকের পুত্র শল্লুম, ও শল্লুমের পুত্র হিল্কিয়, [৫] ও হিল্কিয়ের পুত্র অসরিয়,ও অসরিয়ের পুত্র সিরায় ও সিরায়ের পুত্র ইষ্রা; এই ইষ্রা পারসের অর্তসস্ত রাজার অধিকার সময়ে [৬] বাবিল্হইতে যাত্রা করিল; সে মুসার ব্যবস্থাতে অর্থাৎ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত ব্যবস্থাতে বিজ্ঞ এক অধ্যাপক ছিল,এবং ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তাহার সহায়তা করাতে রাজা তাহার সমস্ত প্রার্থনীয় দিল। [৭] সেই অর্তসস্ত রাজার অধিকারের সপ্তম বৎসরে ইস্রায়েলের সন্তানদের ও যাজকদের ও লেবীয়দের ও গায়কদের ও দ্বারপাল-

দের ও নিথীনীয়দের কতক লোক যিরূশালমে গেল। ৮ এবং রাজার ঐ সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসে সে যিরূশালমে উপস্থিত হইল। ৯ কেননা প্রথম মাসের প্রথম দিনে ইষ্রা বাবিলহইতে যাত্রার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলদায়ি সহায়তাদ্বারা সে পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে যিরূশালমে উপস্থিত হইল। ১০ কেননা ইষ্রা পরমেশ্বরের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ও পালন করিতে এবং ইস্রায়েল্‌কে আজ্ঞা ও বিধি শিক্ষা করাইতে আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়াছিল।

১১ পরমেশ্বরের আজ্ঞাবাক্যের ও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার বিধির অধ্যাপক ঐ ইষ্রা নামে যে যাজক ও লেখক, তাহাকে অর্তসস্ত রাজা এক পত্র দিল, তাহার অনুলিপি এই। ১২ "রাজাধিরাজ অর্তসস্ত স্বর্গের ঈশ্বরের সিদ্ধ ব্যবস্থাধ্যাপকাদি ইষ্রা যাজককে এই পত্র লিখিল, ১৩ আমি এই আজ্ঞা করিতেছি, আমার রাজ্যের মধ্যহইতে ইস্রায়েল্‌ বংশের যত লোক ও যত যাজক ও লেবীয় লোক তোমার সহিত যিরূশালমে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তোমার সহিত যাউক। ১৪ কেননা তোমার ঈশ্বরের যে শাস্ত্র তোমার হস্তে আছে, তদনুসারে তুমি যেন যিহূদার ও যিরূশালমের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর, ১৫ এবং যিরূশালম নিবাসি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাহার মন্ত্রিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে রূপা ও স্বর্ণ দিয়াছে, ১৬ এবং যিরূশালমস্থ তোমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের নিমিত্তে তুমি বাবিলের সমস্ত দেশে যত রূপা ও স্বর্ণ পাইতে পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা নিবেদন করে, সে সকল যেন সেই স্থানে লইয়া যাও, তন্নিমিত্তে তুমি রাজা ও তাহার সপ্ত মন্ত্রিদ্বারা প্রেরিত আছ। ১৭ এবং সেই ধনদ্বারা তুমি বৃষ ও মেষ ও মেষশাবক ও উপযুক্ত ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্য অবিলম্বে ক্রয় করিয়া যিরূশালমস্থ তোমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে তাঁহার বেদির উপরে উৎসর্গ করিবা। ১৮ এবং অবশিষ্ট রূপাতে ও স্বর্ণেতে তোমার ও তোমার ভ্রাতাদের মনে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা আপনাদের ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কর। ১৯ এবং তোমার ঈশ্বরের মন্দিরের সেবার জন্যে যে২ পাত্র তোমাকে দত্ত হইল, তাহা যিরূশালমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সমর্পণ করিবা। ২০ এবং ততোধিক তোমার ঈশ্বরের মন্দিরের নিমিত্তে কর্ত্তব্য ব্যয়ের জন্যে যাহা প্রয়োজন আছে, তাহা রাজভাণ্ডারহইতে ব্যয় করিবা। ২১ আর আমি অর্তসস্ত রাজা নদীর ওপারস্থিত তাবৎ কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিতেছি, ২২ স্বর্গের ঈশ্বরের শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রা যাজক তোমাদের কাছে এক শত মণ রূপা ও এক শত কোর পরিমাণ গোম ও এক শত বাৎ দ্রাক্ষারস ও এক শত বাৎ তৈল, এবং অপরিমিত রূপে লবণ যত চাহিবে, তাহা শীঘ্র দত্ত হইবে। ২৩ স্বর্গের ঈশ্বরের মন্দিরের জন্যে স্বর্গের ঈশ্বরের আদিষ্ট তাবৎ কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক করা যাইবে; রাজ্যের ও রাজার ও তাহার পুত্রদের প্রতি কেন ক্রোধ বর্ত্তিবে? ২৪ আর যাজকদের ও লেবীয়দের ও বাদকদের ও দ্বারপালদের ও নিথীনীয়দের ও সেই ঈশ্বরীয় মন্দিরের অন্য কর্ম্মকারিদের মধ্যে কাহারো স্থানে রাজস্ব ও কর ও পথের কর গ্রহণ করা অব্যবস্থা হইবে, এই সমাচার তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। ২৫ এবং হে ইষ্রা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান তোমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে নদীর ওপারস্থ সকল লোকদের বিচার করণের জন্যে যাহারা তোমার ঈশ্বরের শাস্ত্র জানে, এমত শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত কর; এবং যাহারা তাহা না জানে, তাহাদিগকে শিক্ষা করাও। ২৬ এবং যে কেহ তোমার ঈশ্বরের আজ্ঞা ও রাজার আজ্ঞা পালন করিতে অসম্মত, শীঘ্র তাহার বিচার হউক; সে মৃত্যুদণ্ডভোগী কিম্বা দেশবহিষ্কৃত কিম্বা হৃতধন কিম্বা কারাগারে বদ্ধ হউক।"

২৭ আমাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য; কেননা তিনিই যিরূশালমস্থ পরমেশ্বরের মন্দির শোভাবিশিষ্ট করণের এই রূপ ইচ্ছা রাজার অন্তঃকরণে দিলেন, ২৮ এবং রাজার ও তাহার মন্ত্রিদের ও রাজার সকল পরাক্রান্ত অধ্যক্ষদের সাক্ষাতে আমাকে কৃপার পাত্র করিলেন, তাহাতে আমার মঙ্গলজনক পরমেশ্বরের সাহায্য প্রযুক্ত আমি আশ্বাস পাইয়া আমার সহিত যাইবার নিমিত্তে ইস্রায়েলের মধ্যহইতে প্রধান লোকদিগকে একত্র করিলাম।

৮ অধ্যায়।

১ বাবিল্‌হইতে প্রত্যাগত লোকদের নাম, ১৫ ও মন্দিরের সেবকদের জন্যে ইদ্দোর প্রতি লোক প্রেরণ, ২১ ও উপবাস করণ, ২৪ ও যাজকদের হস্তে তাবৎ ধন সমর্পণ, ৩১ ও অহবাহইতে যিরূশালমে গমন, ৩৩ ও মন্দিরে স্বর্ণ রূপ্যাদি তৌল করণ, ৩৬ ও অধ্যক্ষগণকে রাজার আজ্ঞাপত্র সমর্পণ।

১ অর্তসস্ত রাজার অধিকারসময়ে যে প্রধান পিতৃলোকেরা আমার সহিত বাবিল্‌হইতে প্রস্থান করিল, তাহাদের বংশাবলি। ২ পীনিহসের সন্তানদের মধ্যে গের্শোম, ও ঈথামর্‌ বংশের

মধ্যে দানিয়েল্, ও দায়ূদ্ বংশের মধ্যে হটূশ। [৩] ও শিখনিয় বংশের মধ্যে এক জন, অর্থাৎ পরিয়োশ্ বংশের মধ্যে সিখরিয়, এবং বংশানুসারে তাহার সহিত এক শত পঞ্চাশ পুরুষ গণিত ছিল। [৪] এবং পহৎ-মোয়াব্ বংশের মধ্যে সিরহিয়ের পুত্র ইলীহো-ঐনয়, ও তাহার সহিত দুই শত পুরুষ ছিল। [৫] এবং শিখনিয় বংশের মধ্যে যহসীয়েলের পুত্র এক জন, ও তাহার সহিত তিন শত পুরুষ ছিল। [৬] এবং আদীন্ বংশের মধ্যে যোনাথনের পুত্র এবদ্, ও তাহার সহিত পঞ্চাশ পুরুষ ছিল। [৭] এবং এলম্ বংশের মধ্যে অথলিয়ের পুত্র যিশায়িয়, ও তাহার সহিত সত্তর পুরুষ ছিল। [৮] এবং শিফটিয় বংশের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সিবদিয়, ও তাহার সহিত আশী পুরুষ ছিল। [৯] এবং যোয়াব্ বংশের মধ্যে যিহিয়েলের পুত্র ওবদিয়, ও তাহার সহিত দুই শত আঠার পুরুষ ছিল। [১০] এবং শিলোমীৎ বংশের মধ্যে যোষিফিয়ের পুত্র এক জন, ও তাহার সহিত এক শত ষাইট পুরুষ ছিল। [১১] এবং বেবয় বংশের মধ্যে বেবয়ের পুত্র সিখরিয়, ও তাহার সহিত আটাইশ পুরুষ ছিল। [১২] এবং অস্গদ বংশের মধ্যে হকাটনের পুত্র যোহানন্, ও তাহার সহিত এক শত দশ পুরুষ ছিল। [১৩] এবং অদোনীকামের অন্য বংশের মধ্যে ইলীফেলট্ ও যিয়ূয়েল ও শিময়িয়, ও তাহাদের সহিত ষাইট পুরুষ ছিল। [১৪] এবং বিগ্‌বয় বংশের মধ্যে উথয় ও সব্বূদ্, ও তাহাদের সহিত সত্তর পুরুষ ছিল।

[১৫] পরে আমি অহবাগামিনী নদীর নিকটে তাহাদিগকে একত্র করিলাম; সেই স্থানে আমরা তিন দিবস তাম্বুতে বাস করিলাম, কিন্তু লোকদের ও যাজকদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে সে স্থানে লেবিবংশের কাহাকেও পাইলাম না। [১৬] তখন আমি ইলীয়েষর্ ও অরীয়েল্ ও শিময়িয় ও ইল্‌নাথন্ ও যারিব্ ও ইল্‌নাথন্ ও নাথন্ ও সিখরিয় ও মিশুল্লম্ এই সকল প্রধান লোককে, এবং যোয়ারীব্ ও ইল্‌নাথন্ প্রভৃতি বুদ্ধিমানদিগকে ডাকিতে পাঠাইলাম। [১৭] পরে কাসিফিয়া নামক স্থানের প্রধান লোক ইদ্দোর নিকটে কথা কহিতে তাহাদিগকে পাঠাইলাম, অর্থাৎ তোমরা আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের জন্যে সেবকদিগকে আমাদের নিকটে আন, কাসিফিয়া স্থানপ্রবাসি ইদ্দো ও তাহার ভ্রাতা নিথীনীয়দিগকে এই কথা কহিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলাম। [১৮] তাহাতে আমাদের মঙ্গলজনক ঈশ্বরের সাহায্যদ্বারা তাহারা ইস্রায়েল্ বংশ লেবির পৌত্র মহলি বংশীয় এক বুদ্ধিমানকে আমাদের নিকটে আনিল, এবং শেরেবিয়কে ও তাহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত আঠারো জনকে; [১৯] এবং হশবিয়কে ও তাহার সহিত মিরারি বংশীয় যিশায়িয়কে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রদের সহিত বিংশতি জনকে; [২০] এবং দায়ূদ্ ও অধ্যক্ষেরা লেবীয়দের সেবার জন্যে যাহাদিগকে নিরূপণ করিয়াছিল, এমত নিথীনীয়দের মধ্যহইতে দুই শত বিংশতি জনকে আনিল; সেই সকলের নাম লিখিত হইল।

[২১] পরে আমরা আপনাদের ও আপন২ বালকদের ও সম্পত্তির নিমিত্তে শুভ যাত্রা প্রার্থনা করিতে আপনাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাদিগকে ক্লেশ দিব, এই অভিপ্রায়ে আমি অহবা নদীর নিকটে উপবাস করণের কথা ঘোষণা করিলাম। [২২] কারণ পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে উপকারার্থে রাজার কাছে সৈন্য ও অশ্বারূঢ়দিগকে চাহিতে আমার লজ্জা বোধ হওয়াতে আমরা রাজাকে এই কথা কহিয়াছিলাম, যাহারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগামী, তাহাদের মঙ্গলজনক সাহায্য তিনিই করেন, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করে, সেই সকলের বিরুদ্ধে তাঁহার পরাক্রম ও ক্রোধ উপস্থিত হয়। [২৩] এই নিমিত্তে আমরা উপবাস করিলাম, ও আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম; তাহাতে তিনি আমাদের প্রার্থনাতে মনোযোগ করিলেন।

[২৪] পরে আমি যাজকদের মধ্যে বারো জন প্রধান লোককে অর্থাৎ শেরেবিয় ও হশবিয় ও তাহাদের সহিত দশ জন ভ্রাতৃলোককে পৃথক্ করিলাম। [২৫] এবং রাজা ও তাহার মন্ত্রিগণ ও অধ্যক্ষগণ ও সেই স্থানস্থ তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের জন্যে যে রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র দিয়াছিল, তাহা তৌল করিয়া তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলাম। [২৬] ছয় শত পঞ্চাশ মণ রূপা, ও এক শত মণ পরিমিত স্বর্ণের পাত্র, ও এক শত মণ স্বর্ণ, [২৭] এবং এক সহস্র অদর্কোন্ মূল্য বিংশতি স্বর্ণময় পাত্র, এবং স্বর্ণের ন্যায় বহুমূল্য উত্তম পরিষ্কৃত তাম্রের দুই পাত্র তৌল করিয়া তাহাদিগকে দিলাম। [২৮] এবং তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র আছ, এবং এই পাত্রও পবিত্র আছে, এবং এই রূপা ও স্বর্ণ তোমাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হইয়াছে। [২৯] অতএব তোমরা যিরূশালমে পরমেশ্বরের মন্দিরের কুঠরীতে প্রধান যাজকদের ও লেবীয়দের ও ইস্রায়েলের পিতৃপ্রধানদের কাছে যে পর্য্যন্ত তাহা তৌল করিয়া সমর্পণ না কর,

তাবৎ সতর্ক থাকিয়া রক্ষা কর। ³⁰ পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা যিরূশালমে আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাইবার নিমিত্তে সেই রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্রের ভার গ্রহণ করিল।

³¹ পরে আমরা প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে যিরূশালমে যাইবার জন্যে অহবা নদী ছাড়াইয়া চলিলাম, তাহাতে ঈশ্বর আমাদিগের সাহায্য করিয়া পথিমধ্যে শত্রুদের ও দস্যুদের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। ³² পরে আমরা যিরূশালমে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তিন দিন বিশ্রাম করিলাম।

³³ অপর চতুর্থ দিনে সেই রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র সকল আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে ঊরিয় যাজকের পুত্র মিরেমোতের হস্তে তৌল করা গেল, এবং তাহার সহিত পীনিহসের পুত্র ইলিয়াসর ও তাহাদের সহিত যেশূয়ের পুত্র যোষাবদ্ ও বিন্নূয়ির পুত্র নোয়দিয় এই কএক জন লেবীয় লোক ছিল। ³⁴ এই রূপে প্রত্যেক দ্রব্য গণনা ও তৌলপূর্ব্বক সমর্পিত হইল, এবং সে সময়ে সেই তৌলের পরিমাণ লিখিত হইল। ³⁵ এবং বন্দি অবস্থাহইতে আগত বন্দি লোকেরা সমুদয় ইস্রায়েলের জন্যে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে বারো বৃষ হোম করিল, ও ছেয়ানব্বই মেষ ও সাতাত্তর মেষশাবক ও প্রায়শ্চিত্তার্থক দ্বাদশ ছাগ, এ সকল পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমবলিরূপে দান করিল।

³⁶ পরে তাহারা রাজপ্রতিনিধি লোকদিগকে ও নদীর এ পারস্থ শাসনকর্ত্তাদিগকে রাজার আজ্ঞাপত্র দিল; তাহাতে তাহারা লোকদের ও ঈশ্বরের মন্দিরের কার্য্যের উপকার করিল।

৯ অধ্যায়।

১ অন্যজাতীয়দের সঙ্গে যিহূদীয়দের কুটুম্বতা করণ প্রযুক্ত ইষ্রার বিলাপ, ৫ ও তাহার প্রার্থনা।

¹ সেই কর্ম্মের সমাপ্তি হইলে পর অধ্যক্ষগণ আমার নিকটে আসিয়া এই কথা কহিল, ইস্রায়েল্ লোকেরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা ঘৃণার্হ কর্ম্ম করণ বিষয়ে এ দেশে জাত লোকদের হইতে অর্থাৎ কিনানীয়দের ও হিত্তীয়দের ও পিরিষীয়দের ও যিবূষীয়দের ও অম্মোনীয়দের ও মোয়াবীয়দের ও মিস্রীয়দের ও ইমোরীয়দের হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করে নাই। ² কিন্তু আপনাদের ও আপন২ পুত্রদের জন্যে তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়াছে; এই রূপে পবিত্র বংশজ লোকেরা এই দেশীয়দের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; এবং অধ্যক্ষগণ ও শাসনকর্ত্তারাই এই দোষের মুল হইয়াছে। ³ এই কথা শুনিয়া আমি আপন পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র ছিঁড়িলাম, ও আপন মস্তকের ও শ্মশ্রুর কেশ ছিঁড়িয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম। ⁴ তখন যাহারা বন্দিদের আজ্ঞালঙ্ঘন বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আজ্ঞাতে কম্পিত হইল, তাহারা আমার নিকটে একত্র হইল, এবং আমি সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময় পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

⁵ পরে সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময়ে আমি শোকহইতে উঠিয়া ছিন্ন পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রেতে হাঁটু পাতিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে হস্ত বিস্তার করিয়া ⁶ কহিলাম, হে আমার ঈশ্বর, তোমার প্রতি আপন মুখ তুলিতে আমি লজ্জিত ও বিবর্ণ হই, কেননা হে আমার ঈশ্বর, আমাদের অপরাধ আমাদের মস্তকের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ও আমাদের দোষ গগণস্পর্শী হইয়াছে। ⁷ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সময় অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমরা মহাদোষ করিয়া আসিতেছি; আমাদের অপরাধের জন্যে আমরা ও আমাদের রাজগণ ও যাজকগণ অদ্যকার দশানুসারে মুখের বিবর্ণতাতে ও লুটেতে ও বন্দিত্বে ও খড়্গে ও অন্যদেশীয় রাজাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছি। ⁸ কিন্তু আমাদের কতক অবশিষ্ট লোককে রক্ষা করিতে ও আপনকার পবিত্র স্থানে আমাদিগকে এক বাসা দিতে ও আমাদের চক্ষু ঈশ্বরদ্বারা দীপ্তিমান করিতে ও বন্দিদশাতে প্রাণ জুড়াইতে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর সম্প্রতি ক্ষণেক কাল অনুগ্রহ করিলেন। ⁹ আমরা বন্দী আছি, তথাপি আমাদের ঈশ্বর বন্দিত্বাবস্থাতেও আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু শান্তি দেওনার্থে, বিশেষতঃ আমাদের ঈশ্বরের মন্দির স্থাপন করণার্থে ও তাহার ভগ্ন স্থান সারিবার এবং যিহূদাতে ও যিরূশালমে আমাদিগকে বেড়া দিবার নিমিত্তে তিনি আমাদিগকে পারসের রাজাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। ¹⁰ এখন, হে আমাদের ঈশ্বর, ইহার পরে আমরা কি কহিব? কেননা আমরা তোমার আজ্ঞা ত্যাগ করিলাম। ¹¹ তুমি আপনার দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা এই কথা কহিয়াছিলা, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে প্রবেশ করিবা, তাহা দেশীয় লোকদের অশুচি ক্রিয়াদ্বারা অশুচি হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা তাহার দিগ্‌দিগন্তর তাহাদের মালিন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ¹² অতএব তোমরা তাহাদের পুত্রদের সহিত তোমাদের কন্যাগণের বিবাহ দিও না, ও তোমাদের পুত্রগণের সহিত তাহাদের কন্যাগণের বিবাহ দিও না, ও তাহাদের মঙ্গল ও সৌভাগ্য কখনো চেষ্টা

করিও না; তাহাতে তোমরা বলবান হইবা, ও দেশের উত্তম দ্রব্য ভোগ করিবা, ও আপন বংশের কারণ নিত্য অধিকারস্বরূপ তাহা রাখিয়া যাইবা। [১৩] কিন্তু আমরা মন্দ কর্ম্ম ও মহাদোষ করাতে আমাদের প্রতি এই সকল অমঙ্গল ঘটিয়াছে; তথাপি, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি আমাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ডহইতে অল্প দণ্ড দিয়াছ, অধিকন্তু আমাদিগকে এই রূপে উদ্ধার করিয়াছ। [১৪] ইহা দেখিয়াও আমরা কি পুনর্ব্বার তোমার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া ঘৃণার্হ কর্ম্মকারি এই জাতীয়দের সহিত কুটুম্বতা করিব? করিলে তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের মধ্যে কাহাকেও রক্ষিত ও অবশিষ্ট না রাখিয়া কি নিঃশেষে সংহার করিবা না? [১৫] হে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি ন্যায়বান, কেননা আমরা অদ্য পর্য্যন্ত রক্ষিত ও অবশিষ্ট আছি; দেখ, আমরা তোমার সাক্ষাতে অপরাধগ্রস্ত আছি, তৎপ্রযুক্ত তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারি না।

১০ অধ্যায়।

১ ইষ্রাকে শিখনিয়ের আশ্বাস করণ, ৬ ও শোকান্বিত হইয়া ইষ্রার লোককে একত্র করণ, ৯ ও দোষ স্বীকার করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে স্বীকার করণ, ১৫ ও অন্যজাতীয় স্ত্রীদিগকে দূর করিতে লোকদিগকে নিযুক্ত করণ, ১৮ ও দোষি লোকদের নাম।

[১] ইষ্রার এই রূপ প্রার্থনা ও পাপস্বীকার ও ক্রন্দন ও ঈশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে আপনাকে ভূমিষ্ঠ করণ সময়ে ইস্রায়েল্ দেশের মধ্যহইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মহামণ্ডলী তাহার নিকটে একত্র হইল, এবং লোকেরা অতিশয় ক্রন্দন করিল। [২] তখন এলম্ বংশের মধ্যে যিহীয়েলের পুত্র শিখনিয় নামে এক জন ইষ্রাকে এই কথা কহিল, আমরা আপনাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, ও দেশীয়দের মধ্যহইতে ইতরজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছি; তথাপি এ বিষয়ে ইস্রায়েলের মধ্যে এখনও প্রত্যাশা আছে। [৩] অতএব আইস, আমরা এখন আমার প্রভুর মন্ত্রণানুসারে ও আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাতে কম্পিত লোকদের মন্ত্রণানুসারে সেই স্ত্রীদিগকে ও তাহাদের হইতে জাত বালকদিগকে ত্যাগ করিতে আপনাদের ঈশ্বরের সহিত নিয়ম করি; সে কর্ম্ম ব্যবস্থানুসারে হউক। [৪] উঠ, কেননা এই কার্য্যের ভার তোমার উপরে আছে, এবং আমরাও তোমার সহকারী হইব, তুমি সাহসী হইয়া কর্ম্ম কর। [৫] তখন ইষ্রা উঠিয়া ঐ বাক্যানুসারে করিতে প্রধান যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে দিব্য করাইল; তাহাতে তাহারা দিব্য করিল।

[৬] পরে ইষ্রা ঈশ্বরের মন্দিরের সম্মুখহইতে উঠিয়া ইলিয়াশীবের পুত্র যোহানের কুঠরীতে প্রবেশ করিল, কিন্তু সেখানে যাইয়া কিছু রুটী ভোজন করিল না ও জল পান করিল না, কেননা বন্দিত্বাবস্থাহইতে আগত লোকদের আজ্ঞালঙ্ঘনেতে সে শোকান্বিত ছিল। [৭] পরে বন্দি লোকেরা যিরূশালমে একত্র হইবে, [৮] আর যে কেহ অধ্যক্ষদের ও প্রাচীনদের মন্ত্রণানুসারে তিন দিনের মধ্যে না আসিবে, তাহার সর্ব্বস্ব বর্জ্জিত হইবে, ও বন্দিত্বাবস্থাহইতে আগত মণ্ডলীহইতে সে বহির্ভূত হইবে, ইহা যিহূদার ও যিরূশালমের সর্ব্বত্র ঘোষণা করা গেল।

[৯] পরে যিহূদার ও বিন্যামীনের তাবৎ লোক তিন দিনের মধ্যে যিরূশালমে একত্র হইল; সেই দিন নবম মাসের বিংশতি দিন ছিল। লোকেরা এই ভারি বিষয় ও ভারি বৃষ্টি প্রযুক্ত কাঁপিতে২ ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখস্থ চকে বসিল। [১০] পরে ইষ্রা যাজক উঠিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ, ও ইস্রায়েলের আজ্ঞালঙ্ঘন বৃদ্ধি করণার্থে ইতরজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছ। [১১] অতএব এখন তোমাদের পিতৃলোকদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে নম্রতা স্বীকার কর, ও তাঁহার তুষ্টিকর কর্ম্ম কর, এবং দেশীয় লোকদের হইতে ও ইতরজাতীয় স্ত্রীদের হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ কর। [১২] তখন সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, তুমি যেমন কহিলা, তদনুসারে আমরা করিব। [১৩] কিন্তু লোক অনেক ও বর্ষাকাল উপস্থিত, এ কারণ আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না, এবং ইহা এক দিনের কিম্বা দুই দিনের কর্ম্ম নয়, যেহেতুক আমরা অনেকে এই অপরাধের মধ্যে আছি। [১৪] অতএব মণ্ডলীর জন্যে আমাদের অধ্যক্ষগণ ইহাতে নিযুক্ত হউক, এবং আমাদের নগরে যাহারা ইতরজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তাহারা ও প্রত্যেক নগরের প্রাচীন লোকেরা ও বিচারকর্ত্তারা নিরূপিত সময়ে আইসুক; তাহাতে এ বিষয়ে আমাদের ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নি আমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে।

[১৫] এই কর্ম্মের বিরুদ্ধে কেবল অসাহেলের পুত্র যোনাথন্ ও তিক্বের পুত্র যহসিয় উঠিল, এবং মিশুল্লম্ ও লেবীয় শব্বিথয় তাহাদের সাহায্য করিল। [১৬] কিন্তু বন্দি লোকেরা ঐ প্রকার কর্ম্ম করিল, এবং ইষ্রা যাজক ও পিতৃপ্রধান কতক লোক আপন২ পিতৃবংশা-

নুসারে ও আপন২ নামানুসারে পৃথক্ হইয়া দশম মাসের প্রথম দিনে এ বিষয়ের বিচার করিতে বসিল। [১৭] এবং প্রথম মাসের প্রথম দিনে তাহারা ইতরজাতীয় কন্যা গুহণকারি পুরুষদের বিচার সাঙ্গ করিল।

[১৮] যাজক বংশের মধ্যে ইতরজাতীয় কন্যা গুহণকারি এই সকল লোক ছিল; যিহোষাদকের পৌত্র যেশূয়ের পুত্রদের ও ভ্রাতাদের মধ্যে মাসেয় ও ইলীয়েষর্ ও যারিব্ ও গিদলিয়। [১৯] ইহারা আপন২ ভার্য্যা ত্যাগ করিতে হস্তাক্ষর লিখিল, এবং দোষী হইয়া দোষার্থক বলিরূপে পালের এক মেষ দিল। [২০] এবং ইম্মের্ বংশের মধ্যে হনানি ও সিবদিয়; [২১] ও হারীম্ বংশের মধ্যে মাসেয় ও এলিয় ও শিময়িয় ও যিহীয়েল ও উষিয়; [২২] এবং পশ্হূর্ বংশের মধ্যে ইলিয়ো-ঐনয় ও মাসেয় ও ইস্মায়েল্ ও নিথনেল্ ও যোষাবদ্ ও ইলিয়াসা। [২৩] এবং লেবীয়দের মধ্যে যোষাবদ্ ও শিমিয়ি ও কিলায় (সেই কিলীট,) এবং পিথাহিয় ও যিহূদা ও ইলিয়েষর্। [২৪] এবং গায়কদের মধ্যে ইলিয়াশীব্; ও দ্বারপালদের মধ্যে শল্লুম্ ও টেলম্ ও উরি। [২৫] এবং ইস্রায়েলের পরিয়োশ্ বংশের মধ্যে রিমায় ও যিষিয় ও মল্কিয় ও মিয়ামীন্ ও ইলিয়াসর্ ও মল্কিয় ও বিনায়; [২৬] এবং এলম্ বংশের মধ্যে মত্তনিয় ও সিখরিয় ও যিহীয়েল্ ও অব্দি ও যিরেমোৎ ও এলিয়; [২৭] এবং সত্তূ বংশের মধ্যে ইল্যিয়ো-ঐনয় ও ইলিয়াশীব্ ও মত্তনিয় ও যিরেমোৎ ও সাবদ্ ও অসীসা; [২৮] এবং বেবয় বংশের মধ্যে যিহোহানন্ ও হনানিয় ও সব্বয় ও অৎলয়; [২৯] এবং বানি বংশের মধ্যে মিশুল্লম্ ও মল্লূক্ ও অদায়া ও যাশূব্ ও শাল ও রামোৎ; [৩০] এবং পহৎ-মোয়াব বংশের মধ্যে অদ্‌ন ও কিলল্ ও বিনায় ও মাসেয় ও মত্তনিয় ও বিৎসলেল্ ও বিন্নূয়ী ও মিনশি; [৩১] এবং হারীম্ বংশের মধ্যে ইলিয়েষর্ ও যিশিয় ও মল্কিয় ও শিময়িয় ও শিমিয়োন, [৩২] ও বিন্যামীন্ ও মল্লূক্ ও শিমরিয়; [৩৩] এবং হশূম্ বংশের মধ্যে মত্তিনয় ও মত্তত্ত ও সাবদ্ ও ইলীফেলট্ ও যিরেময় ও মিনশি ও শিমিয়ি; [৩৪] এবং বানি বংশের মধ্যে মাদয় ও অম্রাম্ ও উয়েল; [৩৫] ও বিনায় ও বেদিয়া ও কিলূহূ; [৩৬] ও বনিয় ও মিরেমোৎ ও ইলিয়াশীব্; [৩৭] ও মত্তনিয় ও মত্তিনয় ও যাসয়, [৩৮] ও বানি ও বিন্নূয়ী ও শিমিয়ি, [৩৯] ও শেলিমিয় ও নাথন্ ও অদায়া [৪০] ও মখ্নদ্বয় ও শাশয় ও শারয়, [৪১] ও অসরেল্ ও শেলিমিয় ও শিমরিয়, [৪২] ও শল্লুম্ ও অমরিয় ও যূষফ; [৪৩] এবং নিবো বংশের মধ্যে যিয়ূয়েল্ ও মত্তথিয় ও সাবদ্ ও সিবীনঃ ও যাদয় ও যোয়েল্ ও বিনায়; [৪৪] ইহারা ইতরজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিল, এবং কাহারো২ সেই ভার্য্যাতে সন্তান জন্মিয়াছিল।

নিহিমিয়ের পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া নিহিমিয়ের শোক ও উপবাস করণ, ৪ ও তাহার প্রার্থনা।

[১] হখলিয়ের পুত্র নিহিমিয়ের বিবরণ। বিংশতি বৎসরের কিশ্লেব্ মাসে আমি শূশন্ রাজধানীতে ছিলাম। [২] তখন হনানি নামে আমার ভ্রাতাদের এক জন ও যিহূদার কতক লোক সেই স্থানে আইলে আমি তাহাদিগকে রক্ষিত ও অবশিষ্ট যিহূদীয় বন্দিদের ও যিরূশালমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। [৩] তাহাতে তাহারা আমাকে কহিল, সেই দেশনিবাসি অবশিষ্ট বন্দি লোকেরা অতিশয় দুঃখে ও অপমানে আছে, এবং যিরূশালমের প্রাচীর ভগ্ন আছে, ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ আছে।

[৪] তাহাদের এই কথা শুনিয়া আমি কতক দিন বসিয়া ক্রন্দন ও শোক করিলাম, এবং উপবাস করিয়া স্বর্গীয় ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনার কথা [৫] কহিলাম, হে স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর, তুমি মহান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, এবং আপন প্রেমকারি ও আজ্ঞাপালনকারিদের জন্যে নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক। [৬] এখন তোমার দাসের প্রার্থনা শুনিতে তোমার কর্ণ অবরুদ্ধ ও চক্ষু উন্মীলিত হউক। সম্প্রতি আমি তোমার দাস ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে দিবারাত্রি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি,

এবং ইস্রায়েল লোকদের পাপ সকল স্বীকার করিতেছি, কেননা আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; আমি ও আমার পিতৃবংশও পাপ করিয়াছি। [৭] আমরা তোমার বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; তুমি আপন দাস মূসাকে যে আদেশ ও বিধি ও ব্যবস্থা সকল জানাইয়াছ, তাহা আমরা পালন করি নাই। [৮] আর বিনয় করি, তুমি আপন দাস মূসাদ্বারা জ্ঞাপিত এই কথা স্মরণ কর, যথা, 'তোমরা আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে আমি তোমাদিগকে অন্যজাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব। [৯] কিন্তু (তথনও) যদি তোমরা আমার প্রতি ফিরিয়া আমার আজ্ঞা পালন কর ও তদনুসারে কর্ম্ম কর, তবে তোমাদের কেহ২ আকাশের প্রান্তভাগে দূরীকৃত হইলেও আমি তথাহইতেও তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং আপন নামের বাসস্থানার্থে যে স্থান মনোনীত করিয়াছি, সেই স্থানে তাহাদিগকে আনিব।' [১০] তুমি যাহাদিগকে আপন মহাপরাক্রম ও সবল হস্তদ্বারা মুক্ত করিয়াছ, ইহারাই তোমার সেই দাস ও প্রজা। [১১] হে প্রভো, আমি বিনয় করি, এখন তুমি আপন দাসের প্রার্থনাতে, এবং যাহারা তোমার নামে ভয় করিতে ইচ্ছা করে, তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাতে কর্ণপাত কর; এবং বিনয় করি, অদ্য আপন দাসের কর্ম্ম সিদ্ধ কর, ও এই ব্যক্তির সাক্ষাতে তাহাকে কৃপার পাত্র কর।

২ অধ্যায়।

১ নিহিমিয়ের মুখ বিষণ্ণ হওনের কারণ জানিয়া অর্তসস্ত রাজার তাহাকে যিরূশালমে প্রেরণ করণ, ৯ ও সেখানে উপস্থিত হইলে তাহার শত্রুগণের দুঃখ, ১১ ও রাত্রিকালে ভগ্ন প্রাচীর নিরীক্ষণ করণ, ১৭ ও প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিতে যিহূদীয়দিগকে প্রবৃত্তি দেওন।

[১] আমি রাজার পানপাত্রবাহক ছিলাম; আর অর্তসস্ত রাজার অধিকারের বিংশতিতম বৎসরের নীসন্ মাসে রাজার সম্মুখে দ্রাক্ষারস থাকিলে আমি সেই দ্রাক্ষারস লইয়া রাজাকে দিলাম; পূর্ব্বে আমি তাহার সাক্ষাতে কখনও বিষণ্ণ ছিলাম না; [২] এই জন্যে রাজা আমাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার পীড়া না হইলেও মুখ কেন বিষণ্ণ হইল? ইহা মনের দুঃখ ব্যতিরেক আর কিছুতে হয় না। [৩] তখন আমি অতি উদ্বিগ্ন হইয়া রাজাকে কহিলাম, রাজা চিরজীবী হউন; আমার পূর্ব্বপুরুষদের কবরস্থান যে নগর তাহা অরণ্যময় আছে, ও তাহার দ্বার অগ্নিতে দগ্ধ আছে, ইহাতে আমার মুখ কেন বিষণ্ণ হইবে না? [৪] তখন রাজা আমাকে কহিল, তুমি কিসের প্রার্থনা কর? তাহাতে আমি স্বর্গীয় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া [৫] রাজাকে কহিলাম, যদি রাজার অভিমত হয়, এবং তোমার দাস যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকে, তবে এই নিবেদন করি, তুমি আমাকে যিহূদা দেশে আমার পিতৃলোকদের কবরের নগরে প্রেরণ কর, তাহাতে আমি তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিব। [৬] তাহাতে রাজা ও তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টা মহিষী আমাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার যাত্রাতে কত দিন লাগিবে? আর কবে তুমি ফিরিয়া আসিবা? তাহাতে আমাকে পাঠাইতে রাজার অভিমত হওয়াতে আমি তাহার কাছে সময় নিরূপণ করিলাম। [৭] অধিকন্তু আমি রাজাকে কহিলাম, যদি রাজার অভিমত হয়, তবে যিহূদাদেশে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত যেন নদীর ওপারস্থ দেশাধ্যক্ষেরা আমার গমনের সহায়তা করে, এই জন্যে তাহাদের নামে লিখিত পত্র আমাকে দিতে আজ্ঞা হউক। [৮] এবং রাজার বনরক্ষক আসফ্ যেন মন্দিরের পার্শ্বস্থ দুর্গের দ্বারের ও নগরের প্রাচীরের ও আমার বসতিগৃহের কড়িকাষ্ঠের জন্যে আমাকে কাষ্ঠ দেয়, এই জন্যে তাহার নামেও এক পত্র দিতে আজ্ঞা হউক; তাহাতে আমার মঙ্গলজনক ঈশ্বরের সাহায্যে রাজা আমাকে সেই সকল দিল।

[৯] আর রাজা আমার সহিত সেনাপতিদিগকে ও অশ্বারূঢ়দিগকে পাঠাইল। পরে আমি নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষদের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাজার পত্র তাহাদিগকে দিলাম। [১০] তখন ইস্রায়েল্ বংশের মঙ্গল করণার্থে এক মনুষ্য আসিয়াছে, এই কথা শুনিয়া হোরোণীয় সন্বল্লট্ ও অম্মোনীয় টোবিয় দাস অতি অসন্তুষ্ট হইল।

[১১] অনন্তর যিরূশালমে উত্তীর্ণ হইয়া সে স্থানে তিন দিন প্রবাস করিলে পরে [১২] আমি ও আমার সঙ্গি কতক লোক রাত্রিতে উঠিলাম; কিন্তু যিরূশালমে যাহা করিতে ঈশ্বর আমার মনে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাহা কাহাকেও কহিলাম না; এবং আমি যে বাহনে আরূঢ় ছিলাম, তদ্ব্যতিরেকে আর কোন পশু আমার সঙ্গে ছিল না। [১৩] আমি রাত্রিতে নিম্নভূমির দ্বার দিয়া বহির্গমন করিয়া নাগকূপ ও সারদ্বার পর্য্যন্ত গেলাম, এবং যিরূশালমের ভগ্ন প্রাচীর ও অগ্নিতে দগ্ধ দ্বার অবলোকন করিলাম। [১৪] এবং উনুইর দ্বার ও রাজার পুষ্করিণী পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু সেই স্থানে আমার বাহন পশুর গন্তব্য পথ না থাকাতে [১৫] আমি রাত্রি-

কালে স্রোতের তীরে২ গমন করিয়া প্রাচীর অবলোকন করিলাম, পরে পুনর্ব্বার নিম্নভূমির দ্বারদিয়া প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আইলাম। [১৬] কিন্তু আমি যে২ স্থানে গেলাম ও যাহা২ করিলাম, তাহা অধ্যক্ষেরা জানিল না, এবং তৎকাল পর্য্যন্ত আমি যিহূদীয়দিগকে ও যাজকদিগকে ও প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে ও কর্ম্মকারিদিগকে কাহাকেও তাহা কহিলাম না।

[১৭] পরে আমি তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা দেখিতেছ, আমরা অতি দুরবস্থাতে মগ্ন আছি, যিরূশালম অরণ্যময় ও তাহার দ্বার অগ্নিতে দগ্ধ আছে; অতএব আইস, আমরা অদ্যাবধি যেন নিন্দাস্পদ না হই, এই কারণ যিরূশালমের প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করি। [১৮] পরে আমার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলজনক সাহায্য ও রাজার কথিত বাক্য তাহাদিগকে জানাইলাম; তাহাতে তাহারা কহিল, আইস, আমরা উঠিয়া নির্ম্মাণ করি; এই রূপে তাহারা এই উত্তম কার্য্যের নিমিত্তে আপনাদিগকে সবল করিল। [১৯] কিন্তু হোরোণীয় সন্‌বল্লট্ ও অম্মোনীয় দাস টোবিয় ও আরবীয় গেশম্ এ কথা শুনিয়া আমাদিগকে পরিহাস ও অবজ্ঞা করিয়া কহিল, তোমাদের এ কি কার্য্য? তোমরা কি রাজদ্রোহ করিবা? [২০] তখন আমি উত্তর করিলাম, স্বর্গের ঈশ্বর আমাদের কর্ম্ম সিদ্ধ করিবেন, এবং তাঁহার দাস যে আমরা, আমরা উঠিয়া নির্ম্মাণ করিব; কিন্তু যিরূশালমে তোমাদের অংশ ও অধিকার ও স্মৃতিচিহ্ন নাই।

৩ অধ্যায়।

যাহারা প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিল তাহাদের নাম ও স্থানের নির্ণয়।

[১] পরে ইলিয়াশীব্ নামে মহাযাজক ও তাহার যাজক ভ্রাতৃগণ উঠিয়া মেষদ্বার পুনর্নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিয়া তাহা পবিত্র করিল, অর্থাৎ মেয়া গড় অবধি হননেলের দুর্গ পর্য্যন্ত তাহা পবিত্র করিল। [২] তাহার নিকটে যিরীহোর লোকেরা ভিত্তি পুনর্নির্ম্মাণ করিল; ও তাহাদের নিকটে ইম্রির পুত্র সক্কূর্ পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [৩] এবং সিনায়ার বংশেরা মৎস্যদ্বার পুনর্নির্ম্মাণ করিল, ও তাহার আড়কাটা তুলিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল। [৪] তাহাদের নিকটে কোসের পৌত্র উরিয়ের পুত্র মিরেমোৎ পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহার নিকটে মিশেষবেলের পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র মিশুল্লম্ পুনর্নির্ম্মাণ করিল; ও তাহাদের নিকটে বানার পুত্র সাদোক্ পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [৫] তাহাদের নিকটে তিকোয়ীয় লোকেরা পুনর্নির্ম্মাণ করিল, কিন্তু তাহাদের প্রধান লোকেরা আপনাদের প্রভুর কর্ম্মে ঘাড় পাতিল না। [৬] পরে পাসেহের পুত্র যিহোয়াদা ও বিষোদিয়ার পুত্র মিশুল্লম পুরাতন দ্বার পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহারা তাহার আড়কাটা তুলিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল। [৭] তাহাদের নিকটে গিবিয়োনীয় মিলটিয় ও মিরোণোথীয় যাদোন্ ও গিবিয়োনের ও মিস্‌পার লোকেরা নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষের সিংহাসন পর্য্যন্ত পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [৮] তাহার নিকটে স্বর্ণকারদের মধ্যে হর্হয়ের পুত্র উষীয়েল্ পুনর্নির্ম্মাণ করিল; ও তাহার নিকটে গন্ধবণিকের পুত্র হনানিয় পুনর্নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহারা প্রশস্ত প্রাচীর পর্য্যন্ত যিরূশালম দৃঢ় করিল। [৯] তাহাদের নিকটে যিরূশালম্ প্রদেশের অর্দ্ধ ভাগের অধ্যক্ষ হূরের পুত্র রিফায় পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১০] তাহার নিকটে হরুমফের পুত্র যিদায় আপন গৃহের সম্মুখস্থ প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহার নিকটে হশবনিয়ের পুত্র হটূশ্ পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১১] হারীমের পুত্র মল্কিয় ও পহৎ-মোয়াবের পুত্র হশূব্ অন্য এক ভাগ ও তুন্দুরের দুর্গ পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১২] তাহার নিকটে যিরূশালম্ প্রদেশের এক অর্দ্ধের কর্ত্তা হলোহেশের পুত্র শল্লুম্ ও তাহার কন্যারা পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১৩] পরে হানূন্ ও সানোহ নিবাসিরা নিম্নভূমির দ্বার পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহারা তাহার গাঁথনি করিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল, এবং সারদ্বার পর্য্যন্ত প্রাচীরের এক সহস্র হস্ত পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১৪] এবং বৈথ-কেরম্ প্রদেশের কর্ত্তা রেখবের পুত্র মল্কিয় সারদ্বার পুনর্নির্ম্মাণ করিল; সে তাহার গাঁথনি করিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল। [১৫] এবং মিস্‌পা প্রদেশের কর্ত্তা কল্‌হোষির পুত্র শল্লুম্ উনুইর দ্বার পুনর্নির্ম্মাণ করিল; সে তাহার গাঁথনি করিয়া তাহার আচ্ছাদন করিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল, এবং যে সোপান দিয়া দায়ূদনগর হইতে নামে, সে পর্য্যন্ত রাজার উদ্যানের সম্মুখস্থ শীলোহ পুষ্করিণীর প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১৬] তাহার নিকটে বৈৎসুর প্রদেশের এক অর্দ্ধ ভাগের কর্ত্তা অস্‌বূকের পুত্র নিহিমিয় দায়ূদের কবরের সম্মুখে ও খনিত পুষ্করিণী পর্য্যন্ত ও বীরলোকদের গৃহ পর্য্যন্ত পুনর্নির্ম্মাণ করিল।

[১৭] তাহার নিকটে লেবীয়দের মধ্যে বানির পুত্র রিহূম পুনর্নির্ম্মাণ করিল, ও তাহার নিকটে কিয়ীলা প্রদেশের অর্দ্ধাংশের কর্ত্তা হশবিয় আপন ভাগ পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১৮] ও তাহার নিকটে তাহাদের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ কিয়ীলা প্রদেশের অর্দ্ধের কর্ত্তা হেনাদদের পুত্র ববয় পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [১৯] তাহার নিকটে মিস্পার কর্ত্তা যেশূয়ের পুত্র এসর্ প্রাচীরের বাঁকে স্থিত অস্ত্রাগারে উঠিবার পথের সম্মুখে আর এক স্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২০] তাহার নিকটে সব্বয়ের পুত্র বারূক্ যত্ন করিয়া প্রাচীরের বাঁকহইতে প্রধান যাজক ইলিয়াশীবের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত অন্য স্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২১] তাহার নিকটে কোসের পৌত্র উরিয়ের পুত্র মিরেমোৎ ইলিয়াশীবের বাটীর দ্বার অবধি ইলিয়াশীবের বাটীর সীমা পর্য্যন্ত আর এক স্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২২] তাহার নিকটে সমভূমির যাজক লোকেরা পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২৩] তাহার নিকটে বিন্যামীন্ ও হশূব্ আপনাদের গৃহের সম্মুখে পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহার নিকটে অননিয়ের পৌত্র মাসেয়ের পুত্র অসরিয় আপন গৃহের সম্মুখে পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২৪] তাহার নিকটে হেনাদদের পুত্র বিন্নূয়ী অসরিয়ের গৃহ অবধি প্রাচীরের বাঁক অর্থাৎ কোণ পর্য্যন্ত আর এক স্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২৫] পরে উষয়ের পুত্র পালল্ বাঁকের সম্মুখস্থ প্রাচীর ও কারাগারের উঠানের নিকটস্থ রাজার উচ্চবাটীর সমীপে বহির্বর্ত্তি দুর্গের সম্মুখস্থ প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহার নিকটে পরিয়োশের পুত্র পিদায় পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২৬] এবং নিথীনীয়েরা ওফল্ অর্থাৎ জলদ্বারের পূর্ব্বদিগের সম্মুখস্থ স্থান ও বহির্বর্ত্তি দুর্গ পর্য্যন্ত বসতি করিল। [২৭] তাহার নিকটে তিকোয়ীয়েরা বহির্বর্ত্তি বৃহৎ দুর্গ অবধি ওফলের প্রাচীর পর্য্যন্ত আর এক স্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২৮] অশ্বদ্বারের উপরদিগ্ অবধি যাজকেরা প্রত্যেক জন আপন২ গৃহের সম্মুখে প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [২৯] তাহার নিকটে ইম্মেরের পুত্র সাদোক্ আপন গৃহের সম্মুখে পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহার নিকটে পূর্ব্বদ্বার রক্ষক শিখনিয়ের পুত্র শিময়িয় পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [৩০] তাহার নিকটে শেলিমিয়ের পুত্র হনানিয় ও সালফের ষষ্ঠ পুত্র হানূন্ আর এক স্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিল; তাহার নিকটে বেরিখিয়ের পুত্র মিশুল্লম্ আপন কুঠরীর সম্মুখে পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [৩১] তাহার নিকটে স্বর্ণকারের পুত্র মল্কিয় নিথীনীয়দের ও বণিক্‌দের স্থান পর্য্যন্ত অর্থাৎ কোণে উঠিবার পথ পর্য্যন্ত মিপ্কদ্ দ্বারের সম্মুখস্থ প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিল। [৩২] এবং কোণে উঠিবার পথ ও মেষদ্বারের মধ্যে স্বর্ণকারেরা ও বণিকেরা পুনর্নির্ম্মাণ করিল।

৪ অধ্যায়।

১ শত্রুগণের নিন্দার কথা, ৭ ও শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রহরিগণ রাখন, ১৩ ও কর্ম্মকারিদের হস্তে অস্ত্র দেওন, ১৯ ও লোকদের প্রতি নিহিমিয়ের পরামর্শ।

[১] অপর আমরা প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছি, এই কথা সন্‌বল্লট্ শুনিয়া কুপিত ও মহাক্রোধান্বিত হইয়া যিহূদীয়দিগকে তিরস্কার করিল। [২] এবং আপন ভ্রাতৃগণের ও শোমিরোণীয় সৈন্যগণের সাক্ষাতে এই কথা কহিল, এই নিস্তেজ যিহূদীয়েরা কি করিবে? ইহারা কখন্ নিবৃত্ত হইবে? ইহারা কি যজ্ঞ করিবে? ও এক দিনে কি এই কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে? ও কাঁথড়ার ঢিবিহইতে এই দগ্ধ প্রস্তর সকল তুলিয়া সজীব করিবে? [৩] তাহাতে তাহার নিকটস্থ অম্মোনীয় টোবিয় কহিল, তাহারা যে গাঁথনি করিতেছে, তাহার উপরে যদি শৃগাল উঠে, তবে তাহাদের সেই প্রস্তরময় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। [৪] হে আমাদের ঈশ্বর, শ্রবণ কর, আমরা অপমানিত হইলাম; উহাদের কৃত অপমান উহাদের মস্তকে বর্ত্তাও, এবং বন্দী করিয়া লুটিত বস্তুর ন্যায় উহাদিগকে অন্যদেশে যাইতে দেও। [৫] উহাদের অপরাধ গোপন করিও না, ও উহাদের পাপ আপন সম্মুখহইতে মার্জ্জন করিও না; কেননা তাহারা গাঁথকদিগের সম্মুখে তোমার ক্রোধ জন্মাইয়াছে। [৬] তথাপি আমরা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলাম, ও (উচ্চতার) অর্দ্ধ পর্য্যন্ত তাহা সমাপ্ত করিলাম, কেননা তাহা করিতে সকল লোকেরই মনস্থ ছিল।

[৭] অনন্তর যিরূশালমের প্রাচীর পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে, ও তাহার ভগ্ন স্থান সারণের আরম্ভ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া সন্‌বল্লট্ ও টোবিয় ও আরবীয়েরা ও অম্মোনীয়েরা ও অস্‌দোদীয়েরা মহাক্রোধান্বিত হইয়া [৮] যিরূশালমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে যাত্রা করিয়া কর্ম্মের বিঘ্ন জন্মাইতে সকলে ঐক্য করিল। [৯] তাহাতে আমরা আপনাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম, ও দিবারাত্রি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রহরিগণকে রাখিলাম। [১০] কিন্তু যিহূদার কতক লোক কহিত, ভারবাহকেরা দুর্ব্বল হইল, এবং অনেক কাঁথড়া আছে, প্রাচীরের গাঁথনি করা আমাদের অসাধ্য। [১১] এবং আমাদের শত্রুগণ কহিত, আমরা অজ্ঞাতসারে ও অদৃশ্যরূপে

ইহাদের মধ্যে আসিয়া ইহাদিগকে বধ করিয়া কর্ম্ম বন্ধ করিব। [১২] এবং তাহাদের নিকটবাসি যিহূদীয়েরা আমাদের নিকটে আসিয়া দশ বার এই কথা কহিত, তোমরা যে কোন স্থানের দিগে ফির, সেই ২ স্থানহইতে তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

[১৩] অপর আমি প্রাচীরের পশ্চাদ্দিগে নীচস্থ পরিষ্কৃত স্থানে লোক নিযুক্ত করিলাম, অর্থাৎ স্বস্বগোষ্ঠ্যনুসারে খড়্গ ও বড়শা ও ধনুর্দ্ধারি লোক নিযুক্ত করিলাম। [১৪] পরে আমি অবলোকন করিলাম, এবং উঠিয়া প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষগণকে ও অন্য সকল লোকদিগকে কহিলাম, তোমরা তাহাদের হইতে ভীত হইও না; মহান্ ও ভয়ঙ্কর প্রভুকে স্মরণ কর, এবং আপনাদের ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও ভার্য্যাগণ ও গৃহের জন্যে যুদ্ধ কর। [১৫] পরে আমরা তাহাদের অভিপ্রায় জানিয়াছি ও ঈশ্বর তাহাদের পরামর্শ ব্যর্থ করিয়াছেন, ইহা শত্রুগণ জ্ঞাত হইলে আমরা সকলে প্রাচীরে আপন ২ কার্য্য করিতে পুনর্ব্বার গমন করিলাম। [১৬] এবং সেই দিন অবধি আমার দাসদের অর্দ্ধেক লোক কর্ম্ম করিত, ও অন্য অর্দ্ধেক লোক বড়শা ও ঢাল ও ধনু ও বর্ম্ম ধরিয়া থাকিত, এবং যিহূদা বংশের পশ্চাৎ সৈন্যাধ্যক্ষগণ থাকিত। [১৭] এবং যাহারা প্রাচীর গাঁথিত ও ভার বহিত ও ভার দিত, তাহারা সকলে এক হস্তে কর্ম্ম করিত ও অন্য হস্তে অস্ত্র ধরিত। [১৮] এবং গাঁথকেরা প্রত্যেক জন কটিতে খড়্গ বন্ধ করিয়া গাঁথিত, এবং তূরীবাদক আমার কাছে থাকিত।

[১৯] আর আমি প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষগণকে ও অন্য সকল লোককে কহিলাম, এই কর্ম্ম ভারি ও প্রশস্ত, আমরা প্রাচীরের উপরে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া এক জনহইতে অন্য জন দূরে আছি। [২০] অতএব তোমরা যে কোন স্থানে তূরীর শব্দ শুনিবা, সেই স্থানে আমাদের নিকটে একত্র হইবা, আমাদের ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন। [২১] এই রূপে আমরা সেই কার্য্যে পরিশ্রম করিলাম, এবং অরুণোদয়কালাবধি তারাদর্শন কাল পর্য্যন্ত আমাদের অর্দ্ধেক লোক বড়শা ধরিয়া থাকিত। [২২] সেই সময়ে আমি লোকদিগকে আরো কহিলাম, রাত্রিতে যেন আমাদের রক্ষা হয় ও দিনে কর্ম্ম চলে, এই জন্যে প্রত্যেক পুরুষ আপন ২ দাসের সহিত রাত্রিতে যিরূশালমের মধ্যে থাকুক। [২৩] অতএব আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার দাসগণ ও আমার অনুবর্ত্তি রক্ষকেরা কেহ বস্ত্র খুলিতাম না, নিজ খড়্গই প্রত্যেকের স্নানস্বরূপ বোধ হইত।

৫ অধ্যায়।

১ লোকদের কলহকথা, ৬ ও সুদগ্রাহি লোকদিগকে অনুযোগ করিয়া সুদ ফিরাইয়া দিতে নিহিমিয়ের আজ্ঞা দেওন, ১৪ ও অধ্যক্ষপদের বেতন না লইয়া আপন ধনেতে অনেক লোককে পালন করণ।

[১] অপর যিহূদীয় ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে সামান্য লোকদের ও তাহাদের স্ত্রীদিগের মহাকলহ উপস্থিত হইল। [২] কেহ ২ কহিল, আমাদের অনেক পুত্র ও কন্যা থাকাতে আমরা ভোজন করিয়া জীবন ধারণের জন্যে শস্য ঋণ লইয়াছি। [৩] আর কেহ ২ কহিল, আমরা দুর্ভিক্ষ সময়ে আপনাদের ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও গৃহ বন্ধক রাখিয়া শস্য ঋণ লইয়াছি। [৪] আর কেহ ২ কহিল, রাজকরের নিমিত্তে আমরা আপনাদের ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র বন্ধক রাখিয়া মুদ্রা ঋণ লইয়াছি। [৫] আমাদের শরীর আমাদের ভ্রাতাদের শরীরের মত, এবং আমাদের বালকেরা তাহাদের বালকদের তুল্য; তথাপি দেখ, আপনাদের পুত্রগণকে ও কন্যাগণকে দাসত্বে আনিতে হইল, বরং এখনও আমাদের কন্যাদের মধ্যে কেহ ২ দাসীত্বাবস্থায় আছে; তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আমাদের সাধ্য নাই, কেননা আমাদের ভূমিতে ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অন্য লোকদের অধিকার আছে।

[৬] তখন আমি তাহাদের এই কলহের কথা শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলাম। [৭] এবং আপন মনে পরামর্শ করিয়া প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে অনুযোগ করিয়া এই কথা কহিলাম, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ ভ্রাতৃগণের কাছে সুদ লইতেছ। [৮] এবং আমি তাহাদের বিরুদ্ধে বড় জনতাকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, অন্যজাতীয়দের কাছে আমাদের যে যিহূদীয় ভ্রাতৃগণ বিক্রীত ছিল, তাহাদিগকে আমরা সাধ্যানুসারে মুক্ত করিয়াছি; এখন তোমাদের ভ্রাতৃগণ কি তোমাদের দ্বারাও বিক্রীত হইবে? তাহারা কি আমাদের কাছে বিক্রীত হইবে? তাহাতে তাহারা নীরব হইয়া থাকিল, কিছু উত্তর করিতে পারিল না। [৯] আমি আরো কহিলাম, তোমাদের এই কর্ম্ম ভাল নয়; অন্যজাতীয় শত্রুগণ যেন নিন্দা না করে, তন্নিমিত্তে আমাদের ঈশ্বরকে ভয় করিয়া আচার করা কি তোমাদের কর্ত্তব্য নয়? [১০] আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ ও দাসেরা আমরাও তাহাদিগকে মুদ্রা ও শস্য ঋণ দিয়া থাকি; কিন্তু আমি বিনয় করি, আইস, আমরা এই সুদ গ্রহণ করা ত্যাগ করি। [১১] আমি বিনয় করি, তাহাদের শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিত-

বৃক্ষক্ষেত্র ও গৃহ সকল, এবং মুদ্রার ও শস্যের ও দ্রাক্ষারসের ও তৈলের মধ্যে তোমরা শতাংশের যে অংশ লইয়া তাহাদিগকে ঋণ দিয়াছ, তাহা অদ্যই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেও। [১২] তখন তাহারা কহিল, আমরা তাহা ফিরাইয়া দিব, তাহাদের কাছে কিছুই চাহিব না; তুমি যাহা কহ, তদনুসারে করিব। তখন আমি যাজকদিগকে ডাকিয়া এই প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে দিব্য করাইলাম। [১৩] এবং আপন বস্ত্র ঝাড়িয়া কহিলাম, যে কেহ এই প্রতিজ্ঞা পালন না করে, ঈশ্বর তাহার গৃহ ও পরিশ্রমের ফলহইতে তাহাকে এই রূপ ঝাড়িয়া ফেলুন, এই রূপে সে নিক্ষিপ্ত ও রিক্তহস্ত হউক। তাহাতে সমুদয় মণ্ডলী কহিল, 'এমন হউক,' এবং পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল। পরে লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

[১৪] আমি যিহূদা দেশে তাহাদের অধ্যক্ষপদে যাবৎ নিযুক্ত ছিলাম, তাবৎ অর্থাৎ অর্তসস্ত রাজার অধিকারের বিংশতি বৎসরাবধি দ্বাত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্তই আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ অধ্যক্ষের বৃত্তি ভোগ করিলাম না। [১৫] আমার পূর্ব্ববর্ত্তি অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে ভার দিত, এবং তাহাদের হইতে মূল চল্লিশ শেকল্ রূপা ব্যতিরেকে ভক্ষ্য ও দ্রাক্ষারস লইত, এবং তাহাদের দাসেরাও লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করিত; কিন্তু আমি ঈশ্বরকে ভয় করাতে তাহা করিলাম না। [১৬] আমি এই প্রাচীরের কর্ম্মে নিত্যই প্রবৃত্ত ছিলাম; আমরা কিছু ভূমি ক্রয় করিলাম না, এবং আমার সকল দাসেরা সেই স্থানে কর্ম্মেতে একত্র হইত। [১৭] এবং আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থিত অন্যজাতীয়দের মধ্যহইতে যাহারা আমাদের নিকটে আসিত, তাহাদের ব্যতিরেকে যিহূদা লোক ও অধ্যক্ষগণ এক শত পঞ্চাশ জন আমার ভোজনাসনে বসিত। [১৮] সে সময়ে আমার নিমিত্তে নিত্য২ এক বলদ ও ছয়টা উত্তম মেষ পাক করা যাইত, এবং পক্ষীও পাক করা যাইত; এবং দশ দিনের মধ্যে এক বার যথেষ্ট নানা প্রকার দ্রাক্ষারস হইত; তথাপি লোকদের দাসত্বের ভার গুরুতর হওয়াতে অধ্যক্ষের বৃত্তি চাহিতাম না। [১৯] হে আমার ঈশ্বর, আমি এই লোকদের নিমিত্তে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছি, তদনুসারে মঙ্গলের নিমিত্তে আমাকে স্মরণ কর।

৬ অধ্যায়।

১ সন্‌বল্লটের ধূর্ত্ততা ও মিথ্যা জনরব ও বেতনগ্রাহি ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বারা ভয় দেখাইতে চেষ্টা করণ, ১৫ ও কর্ম্ম সমাপ্ত হওয়াতে শত্রুগণের উদ্বিগ্ন হওন, ১৭ ও শত্রুগণের ও প্রধান যিহূদীয়দের মধ্যে গুপ্ত কথা প্রকাশিত হওন।

[১] পরে আমি প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহার আর কোন স্থান ভগ্ন নাই, কেবল নগরদ্বারে কপাট ঝুলাইবার অপেক্ষা আছে, ইহা সন্‌বল্লট্ ও টোবিয় ও আরবীয় গেশম্ ও আমাদের অন্য সকল শত্রুগণ শুনিলে, [২] সন্‌বল্লট্ ও গেশম্ আমার হিংসা করিতে মনস্থ করিয়া লোকদ্বারা আমার কাছে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা ওনো নামক সমভূমির গ্রামে পরস্পর সাক্ষাৎ করি। [৩] তাহাতে আমি দূতদ্বারা উত্তর করিয়া পাঠাইলাম, আমি এক মহৎ কর্ম্ম করিতেছি, নামিতে পারি না; আমি যাবৎ কার্য্য ত্যাগ করিয়া তোমাদের কাছে নামিয়া যাই, তাবৎ কর্ম্ম কেন বন্ধ থাকিবে? [৪] এই প্রকারে চারি বার তাহারা আমার কাছে লোক পাঠাইলে আমি তাহাদিগকে তদ্রূপ উত্তর দিলাম। [৫] পরে, সন্‌বল্লট্ ঐ প্রকারে পঞ্চম বার আমার নিকটে আপন দাসকে পাঠাইল। [৬] তাহার হস্তে এই কথা সম্বলিত এক মুক্ত পত্র ছিল, অন্যদেশীয়দের মধ্যে এই জনশ্রুতি হইতেছে, এবং গেশমও তাহা কহিতেছে, অর্থাৎ তুমি ও যিহূদীয়েরা রাজদ্রোহ করিতে চাহ, এই জন্যে তুমি প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছ; আর তুমি তাহাদের রাজা হইতে উদ্যত আছ, ইত্যাদি; [৭] আর যিহূদীয়দের এক রাজা হইল, আপনার বিষয়ে ইহা প্রচার করাইতে তুমি যিরূশালমে ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছ। এই জনশ্রুতি অবিলম্বে রাজার কাছে উপস্থিত হইবে; অতএব আইস, আমরা একত্র হইয়া পরামর্শ করি। [৮] তখন আমি লোক পাঠাইয়া তাহার প্রতি এই উত্তর করিলাম, তুমি যে২ কথা কহিতেছ, তাহা সত্য নহে; কেবল তোমার মনের কল্পিত কথা। [৯] এই কর্ম্মে আমাদের হস্ত দুর্ব্বল হইবে, এবং তাহা সমাপ্ত হইবে না, এই আশয়ে তাহারা সকলে আমাদিগকে ভয় দেখাইত; অতএব (হে পরমেশ্বর,) তুমি আমার হস্ত সবল কর। [১০] পরে মিহেটবেলের পৌত্র দিলায়ের পুত্র যে শিময়িয় অবরুদ্ধ ছিল, তাহার গৃহে আমি গেলাম; তাহাতে সে কহিল, আইস, আমরা ঈশ্বরের গৃহে অর্থাৎ মন্দিরের মধ্যে একত্র হইয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করি, কেননা তাহারা তোমাকে বধ করিতে আসিবে, রাত্রিকালেই তোমাকে বধ করিতে আসিবে। [১১] তাহাতে আমি কহিলাম, আমার তুল্য মনুষ্য কি পলায়ন করিবে? ও আমার তুল্য মনুষ্য কি আপন

প্রাণ রক্ষার্থে মন্দিরে আশ্রয় লইবে? আমি সেখানে যাইব না। [১২] পরে ঈশ্বর তাহাকে পাঠান নাই, সে আপনি আমার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতেছে, এবং টোবিয় ও সন্‌বল্লট্ তাহাকে বেতন দিয়াছে, ইহা আমি বুঝিলাম। [১৩] আমি যেন ভীত হইয়া সে কর্ম্ম করি ও পাপ করি, এবং তাহারা যেন আমার কুখ্যাতির সুযোগ পাইয়া আমার নিন্দা করে, এই জন্যে তাহাকে বেতন দেওয়া গিয়াছিল। [১৪] হে আমার ঈশ্বর, যে ২ কর্ম্মদ্বারা টোবিয় ও সন্‌বল্লটের ও নোয়দিয়া ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ও অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তারা আমাকে ভয় দেখাইত, তাহা স্মরণ কর। [১৫] পরে বাওয়ান্ন দিনের মধ্যে ইলূল্ মাসের পঞ্চবিংশতি দিনে প্রাচীর সমাপ্ত হইল। [১৬] তখন তাহা শুনিয়া আমাদের সকল শত্রু ও তাহা দেখিয়া আমাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থ অন্যজাতীয়েরা বড় বিষণ্ণবদন হইল; কেননা এই কর্ম্মের সাধন আমাদের ঈশ্বরহইতে হইল, ইহা তাহারা বুঝিল।

[১৭] ঐ সময়ে যিহূদার প্রধান লোকেরা টোবিয়ের নিকটে অনেক পত্র পাঠাইত,এবং টোবিয়ের পত্রও তাহাদের কাছে আসিত। [১৮] কেননা সে আরহের পুত্র শিখনিয়ের জামাতা ছিল, এবং তাহার পুত্র যিহোহানন্ বেরিখিয়ের পুত্র মিশুল্লমের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই জন্যে যিহূদার মধ্যে অনেকে তাহার পক্ষে দিব্য করিয়াছিল। [১৯] তাহারা আমার সাক্ষাতে তাহার স্তুতিবাদ করিত, এবং আমার কথাও তাহার সাক্ষাতে কহিত, এবং টোবিয় আমাকে ভয় দেখাইবার জন্যে পত্র পাঠাইত।

৭ অধ্যায়।

১ হনানির ও হনানিয়ের হস্তে যিরূশালম্ সমর্পণ করণ, ৫ ও বাবিলহইতে আগত বন্দি লোকদের নাম ও সংখ্যা, ৩৯ ও যাজকদের ও লেবীয়দের ও গায়কদের ও দ্বারপালদের ও নিথীনীয়দের ও সুলেমানের দাসদের বংশ ও বংশাবলিহীন যাজকদের কথা, ৬৬ ও তাবৎ লোকের সংখ্যা ও পশ্বাদির সংখ্যা ও প্রধান লোকদের দানাদি।

[১] পরে প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে আমি দ্বারে কপাট ঝুলাইলাম, এবং দ্বারপালকেরা ও গায়কেরা ও লেবীয়েরা নিযুক্ত হইলে, [২] আমি আপন ভ্রাতা হনানিকে ও দুর্গের শাসনকর্ত্তা হনানিয়কে যিরূশালমে নিযুক্ত করিলাম, কেননা হনানিয় বিশ্বস্ত মানুষ, এবং অনেক লোক অপেক্ষা সে ঈশ্বরকে অধিক ভয় করিত। [৩] এবং আমি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলাম, যাবৎ রৌদ্র প্রচণ্ড না হয়, তাবৎ যিরূশালমের দ্বার মুক্ত না হউক, এবং লোক সকলের গৃহে যাওনের পূর্ব্বে দ্বার রুদ্ধ ও দ্বারে অর্গল দত্ত হউক, এবং তোমরা যিরূশালম নিবাসিদের মধ্যে প্রত্যেক প্রহরে প্রহরিগণকে নিযুক্ত কর, তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ গৃহের সম্মুখে থাকুক। [৪] নগর বৃহৎ ও বিস্তারিত, কিন্তু তাহার মধ্যে অল্প লোক আছে, ও গৃহ সকল নির্ম্মাণ করা যায় নাই।

[৫] পরে আমি যেন প্রধানদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে ও লোকদিগকে একত্র করিয়া বংশাবলি রচনা করি, আমার ঈশ্বর আমার মনে এমত প্রবৃত্তি দিলেন; তাহাতে আমি বাবিলহইতে প্রথমাগত লোকদের বংশাবলির এক পত্র পাইলাম, তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল।

[৬] বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর্ রাজকর্তৃক স্বদেশহইতে অপহৃত ও বাবিলে নীত যে বন্দি লোকেরা পুনর্ব্বার যিরূশালমে ও যিহূদাতে আপন ২ নগরে ফিরিয়া আইল, [৭] অর্থাৎ সিরুব্বাবিল্ ও যেশূয় ও নিহিমিয় ও অসরিয় ও রয়মা ও নহমানি ও মর্দ্দিখয় ও বিল্‌শন্ ও মিস্পর ও বিগ্‌বয় ও নিহূম্ ও বানা, ইহাদের সহিত ফিরিয়া আইল, ইস্রায়েল বংশীয় সেই লোকদের সংখ্যা। [৮] পারিয়োশ্ বংশের দুই সহস্র এক শত বাহাত্তর জন। [৯] শিফটিয় বংশের তিন শত বাহাত্তর জন। [১০] আরহ বংশের ছয় শত বাওয়ান্ন জন। [১১] এবং পহৎ-মোয়াব্ বংশের যেশূয় ও যোয়াব্ বংশীয় দুই সহস্র আট শত আঠারো জন। [১২] এবং এলম্ বংশের এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। [১৩] ও সত্তূ বংশের আট শত পঁয়তাল্লিশ জন। [১৪] এবং সক্কেয় বংশের সাত শত ষাইট জন। [১৫] এবং বিন্নূয়ী বংশের ছয় শত আটচল্লিশ জন। [১৬] ও বেবয় বংশের ছয় শত আটাইশ জন। [১৭] এবং অস্‌গদ্ বংশের দুই সহস্র তিন শত বাইশ জন। [১৮] এবং অদোনীকাম্ বংশের ছয় শত সাতষট্টি জন। [১৯] ও বিগ্‌বয় বংশের দুই সহস্র সাতষট্টি জন। [২০] ও আদীন্ বংশের ছয় শত পঞ্চান্ন জন। [২১] ও হিষ্কিয় বংশীয় আটের বংশের আটানব্বই জন। [২২] ও হশুম বংশের তিন শত আটাইশ জন। [২৩] ও বেৎসয় বংশের তিন শত চব্বিশ জন। [২৪] ও হারীফ্ বংশের এক শত বারো জন। [২৫] ও গিবিয়োন্ বংশের পঁচানব্বই জন। [২৬] ও বৈৎলেহম্ ও নিটোফার লোক এক শত অষ্ট আশী জন। [২৭] ও অনাথোতের লোক এক শত আটাইশ জন। [২৮] ও বৈৎ-অস্‌মাবতের লোক বেয়াল্লিশ জন। [২৯] এবং কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ ও কিফীরা ও বেরোতের লোক সাত শত তেতাল্লিশ জন। [৩০] এবং রামৎ ও গেবার লোক ছয় শত একুশ জন। [৩১] ও মিক্‌মসের

লোক এক শত বাইশ জন। ৩২ এবং বৈথেলের ও অয়ের লোক এক শত তেইশ জন। ৩৩ ও অন্য নিবোর লোক বাওয়ান্ন জন। ৩৪ ও অন্য এলম্ বংশের এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। ৩৫ ও হারীম্ বংশের তিন শত বিংশতি জন। ৩৬ ও যিরীহো বংশের তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন। ৩৭ এবং লোদ্ ও হাদীদ ও ওনো বংশের সাত শত একুশ জন। ৩৮ ও সিনায়া বংশের তিন সহস্র নয় শত ত্রিশ জন ছিল।

৩৯ যাজকদের সংখ্যা; যেশূয় বংশজ যিদয়িয় বংশের নয় শত তেহাত্তর জন। ৪০ ও ইম্মের্ বংশের এক সহস্র বাওয়ান্ন জন। ৪১ ও পশ্হূর বংশের এক সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ জন। ৪২ ও হারীম্ বংশের এক সহস্র সতের জন ছিল।

৪৩ লেবীয়দের সংখ্যা; হোদবিয় বংশের মধ্যে যেশূয় ও কদ্মীয়েল্ বংশীয় চোহাত্তর জন ছিল।

৪৪ গায়কদের সংখ্যা; আসফ্ বংশের এক শত আটচল্লিশ জন ছিল।

৪৫ দ্বারপালদের সংখ্যা; শল্লূম্ ও আটের্ ও টল্মোন্ ও অক্কূব্ ও হটীটা ও শোবয়, এই সকল বংশের এক শত আটত্রিশ জন ছিল।

৪৬ নিথীনীয় লোকদের সংখ্যা; সীহ ও হসূফা ও টব্বায়োৎ, ৪৭ ও কেরোস্ ও সীয় ও পাদোন্, ৪৮ ও লিবানা ও হগাবঃ ও শল্ময়, ৪৯ ও হানন্ ও গিদ্দেল্ ও গহর্, ৫০ ও রায়া ও রিৎসীন্ ও নিকোদঃ, ৫১ ও গসম ও উষঃ ও পাসেহ, ৫২ ও বেষয় ও মিয়ূনীম্ ও নিফূষীম, ৫৩ ও বক্বূক্ ও হকূফা ও হর্হূর, ৫৪ ও বস্লূৎ ও মিহীদা ও হর্শা, ৫৫ ও বর্কোস ও সীষিরা ও তেমহ, ৫৬ ও নিৎসীহ ও হটীফা, এই সকলের সন্তানগণ ছিল।

৫৭ সুলেমানের দাসদের সন্তানদের সংখ্যা; সোটয় ও সোফেরৎ ও পিরূদা, ৫৮ ও যালা ও দর্কোণ্ ও গিদ্দেল্, ৫৯ ও শিফটিয় ও হটীল্ ও পোখেরৎ-হৎসীবায়ীম ও আমোন্, এই সকলের সন্তানগণ ছিল। ৬০ সকল নিথীনীয়েরা ও সুলেমানের এই সকল দাসদের বংশ তিন শত বিরানব্বই জন। ৬১ এবং তেল্মেলহ ও তেল্হর্শা ও কিরূব্ ও অদ্দন্ ও ইম্মের্, এই সকল স্থানহইতে আগত এই সকল লোক ইস্রায়েলের বংশ কি না, এ বিষয়ে আপন২ পিতৃবংশ ও গোত্র প্রমাণ দিতে পারিল না। ৬২ দিলায় ও টোবিয় ও নিকোদঃ বংশের ছয় শত বেয়াল্লিশ জন। ৬৩ এবং যাজক বংশের মধ্যে হবায়ের ও কোসের ও বর্সিল্লয়ের সন্তানগণ; এই বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৬৪ বংশাবলিতে গণিত লোকদের মধ্যে ইহারা আপনাদের বংশাবলিপত্র অন্বেষণ করিয়া পাইল না, এই জন্যে তাহারা অশুচি হইয়া যাজকপদভ্রষ্ট হইল। ৬৫ এবং শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কহিল, যে পর্য্যন্ত ঊরীম্ ও তুম্মীম্ ব্যবসায়ি এক যাজক উৎপন্ন না হইবে, তাবৎ পবিত্র বস্তু ভোজনে তোমাদের অধিকার হইবে না।

৬৬ আর একত্রীকৃত সকল মণ্ডলী বেয়াল্লিশ সহস্র তিন শত ষাইট জন ছিল। ৬৭ তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ জন দাস দাসী ছিল, তাহাদের মধ্যে দুই শত পঁয়তাল্লিশ জন গায়ক গায়িকা ছিল। ৬৮ এবং তাহাদের সাত শত ছত্রিশ অশ্ব ও দুই শত পঁয়তাল্লিশ অশ্বতর ৬৯ ও চারি শত পঁয়ত্রিশ উষ্ট্র ও ছয় সহস্র সাত শত বিংশতি গর্দ্দভ ছিল।

৭০ পিতৃপ্রধানদের কেহ২ সেই কর্ম্মের জন্যে দান করিল, এবং শাসনকর্ত্তা ভাণ্ডারে এক সহস্র অদর্কোন্ স্বর্ণ ও পঞ্চাশ বাটি ও যাজকদের জন্যে পাঁচ শত ত্রিশ খান বস্ত্র দিল। ৭১ এবং পিতৃপ্রধান কএক লোক সে কর্ম্মের ভাণ্ডারে বিংশতি সহস্র অদর্কোন্ স্বর্ণ ও দুই সহস্র দুই শত অর্দ্ধসের রূপা দিল। ৭২ এবং অন্য লোকেরা বিংশতি সহস্র অদর্কোন্ স্বর্ণ, ও দুই সহস্র অর্দ্ধসের রূপা, ও যাজকদের জন্যে সাতষট্টি খান বস্ত্র দিল। ৭৩ পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও দ্বারপালেরা ও গায়কেরা ও অন্যান্য লোকেরা ও নিথীনীয়েরা ও তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক আপন২ নগরে বাস করিতে লাগিল।

৮ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থার কথা পাঠ ও শ্রবণ করণ, ৯ ও লোকদের আনন্দ, ১৩ ও উপদেশকথা বুঝিতে মনোযোগ করণ, ১৬ ও কুটীরপর্ব্ব পালন করণ।

১ পরে সপ্তম মাস উপস্থিত হইলে ইস্রায়েলের সমস্ত নগরনিবাসি লোকেরা এক জনের ন্যায় জলদ্বারের সম্মুখস্থ চকে একত্র হইয়া ইস্রায়েলের প্রতি পরমেশ্বরের আদিষ্ট মুসার ব্যবস্থাপুস্তক আনিতে ইষ্রা অধ্যাপককে কহিল। ২ তাহাতে সপ্তম মাসের প্রথম দিনে ইষ্রা যাজক মণ্ডলীর সম্মুখে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে সেই পুস্তক আনিল। ৩ এবং জলদ্বারের সম্মুখস্থ চকে স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিল, তাহাতে সমস্ত লোক ব্যবস্থাপুস্তক শ্রবণে কর্ণ নিবিষ্ট করিল। ৪ আর

ইষ্রা অধ্যাপক ঐ কর্ম্মের জন্যে নির্ম্মিত এক কাষ্ঠের মঞ্চের উপরে দাঁড়াইল, এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে মত্তথিয় ও শেমা ও অনায় ও উরিয় ও হিল্কিয় ও মাসেয়, এবং বাম পার্শ্বে পিদায় ও মীশায়েল্ ও মল্কিয় ও হশুম্ ও হস্‌বদ্দানা ও সিখরিয় ও মিশুল্লম্ দাঁড়াইল। [৫] তাহাতে ইষ্রা অধ্যাপক সকল লোকের উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া সকল লোকের সাক্ষাতে পুস্তক খুলিল; সে পুস্তক খুলিলে তাবৎ লোক দাঁড়াইয়া উঠিল। [৬] পরে ইষ্রা মহান্ প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, তাহাতে তাবৎ লোক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া 'এমন হউক২' কহিল, এবং মস্তক নমন করিয়া ভূমির দিগে মুখ করিয়া পরমেশ্বরের ভজনা করিল। [৭] এবং যেশূয় ও বানি ও শেরেবিয় ও যামীন্ ও অক্কূব্ ও শব্বিথয় ও হোদিয় ও মাসেয় ও কিলীট ও অসরিয় ও যোষাবদ্ ও হানন্ ও পিলায় ও লেবীয়েরা লোকদিগকে ব্যবস্থাপুস্তকের অর্থ বুঝাইয়া দিল, এবং লোকেরা স্ব২ স্থানে থাকিল। [৮] এই রূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করিল, এবং পাঠ করণ সময়ে তাহার অর্থ করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিল।

[৯] আর শাসনকর্ত্তা নিহিমিয় ও অধ্যাপক ইষ্রা যাজক ও লোকদের শিক্ষক লেবীয়েরা সকল লোককে কহিল, এই দিন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র দিন, তোমরা শোক করিও না ও ক্রন্দন করিও না; কেননা ব্যবস্থাপুস্তকের কথা শুনিয়া তাবৎ লোক ক্রন্দন করিতেছিল। [১০] এবং সে তাহাদিগকে কহিল, চলিয়া যাও, পুষ্ট বস্তু ভোজন কর, ও মিষ্ট বস্তু পান কর, এবং যাহাদের জন্যে কিছু প্রস্তুত হয় নাই, তাহাদিগকে অংশ পাঠাইয়া দেও; অদ্য আমাদের প্রভুর পবিত্র দিন, তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না, কেননা পরমেশ্বর বিষয়ক যে আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি। [১১] এই রূপে লেবীয়েরা লোকদিগকে শান্ত করিয়া কহিল, নীরব হও, অদ্য পবিত্র দিন, তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। [১২] তখন সকল লোক আপনাদের প্রতি কথিত বাক্য বুঝিয়া ভোজন পান ও অংশ প্রেরণ ও অতিশয় আনন্দ করিতে গেল।

[১৩] অপর দ্বিতীয় দিনে লোকদের পিতৃপ্রধানেরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা একত্র হইয়া ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য বুঝিতে ইষ্রা অধ্যাপকের কাছে আইল। [১৪] তাহাতে তাহারা মূসাদ্বারা পরমেশ্বরের আদিষ্ট ও ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত এই আজ্ঞা পাইল, ইস্রায়েল্ বংশ সপ্তম মাসের উৎসব সময়ে কুটীরে বাস করিবে; [১৫] এবং তোমরা এই লিখনানুসারে কুটীর করিতে পর্ব্বতে গিয়া জিতবৃক্ষের ও বন্য জিতবৃক্ষের ও মেন্দির শাখা ও খর্জ্জূরপত্র ও বৃক্ষের ঝোপাল শাখা আন, এই কথা তাহারা আপনাদের সকল নগরে ও যিরূশালমে ঘোষণা ও প্রচার করিবে।

[১৬] তাহাতে লোকেরা বাহিরে যাইয়া তাহা আনিয়া প্রত্যেক জন আপন২ গৃহের ছাতের উপরে ও প্রাঙ্গণে ও ঈশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ও জলদ্বারের চকে ও ইফ্রয়িমের দ্বারের চকে আপনাদের জন্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিল। [১৭] যে সকল লোক বন্দি অবস্থাহইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সকলেই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল; আর নূনের পুত্র যিহোশূয়ের সময়াবধি সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশ তদ্রূপ করে নাই, এই জন্যে বড় আনন্দ হইল। [১৮] এবং প্রথম দিনাবধি শেষদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঈশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তকের পাঠ হইল, তাহারা সাত দিন উৎসব পালন করিল, এবং রীতি অনুসারে অষ্টম দিন কার্য্যত্যাগের দিন হইল।

৯ অধ্যায়।

১ উপবাসের ও অনুতাপের কথা, ৪ ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও আপনাদের পাপ স্বীকার করণ।

[১] ঐ মাসের চতুর্ব্বিংশতি দিনে ইস্রায়েল্ বংশ উপবাস ও চটপরিধান ও সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মুক্ষণ করিতে একত্র হইল। [২] এবং ইস্রায়েল্ বংশেরা তাবৎ ইতরজাতীয় লোকহইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের পাপ ও আপন২ পিতৃলোকদের অপরাধ স্বীকার করিল। [৩] এবং তাহারা আপন২ স্থানে দাঁড়াইলে দিনের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করিল, এবং দিনের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত পাপ স্বীকার করিয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ভজনা করিল।

[৪] আর যেশূয় ও বানি ও কদ্‌মীয়েল্ ও শিবনিয় ও বুন্নি ও শেরেবিয় ও বানি ও কিনানী ইহারা লেবীয়দের উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিল। [৫] পরে যেশূয় ও কদ্‌মীয়েল্ ও বানি ও হশব্‌নিয় ও শেরেবিয় ও হোদিয় ও শিবনিয় ও পিথাহিয়, এই২ লেবীয় লোক কহিল, তোমরা উঠিয়া নিত্য২ আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। সকল প্রকার ধন্যবাদ ও স্তবহইতে শ্রেষ্ঠ যে তোমার মহিমান্বিত নাম, তাহার ধন্যবাদ সর্ব্বসাধারণে করুক। [৬] কেবল তুমিই পরমেশ্বর, এবং আকাশ

ও সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গ ও তাহার সৈন্য সকল এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সকল এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকল তোমার সৃষ্ট বস্তু, এবং তুমি তাহাদের সকলের স্থিতি করিতেছ, এবং স্বর্গের সৈন্যগণও তোমার ভজনা করে। [৭] তুমিই প্রভু পরমেশ্বর; তুমি ইব্রামকে মনোনীত করিয়া তাহাকে কল্দীয়দের ঊর্ নগরহইতে বাহির করিয়া তাহার নাম ইব্রাহীম্ রাখিয়াছিলা; [৮] এবং আপন সাক্ষাতে তাহার মনের বিশ্বস্ততা পাইয়া কিনানীয়দের ও হিত্তীয়দের ও ইমোরীয়দের ও পিরিষীয়দের ও যিবূষীয়দের ও গির্গাশীয়দের দেশ তাহার বংশকে দিতে তাহার সহিত নিয়ম করিয়াছিলা, এবং আপনার সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিলা, কেননা তুমি ধর্ম্মস্বরূপ। [৯] তুমি মিসর দেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দুর্গতি দেখিলা, ও সূফার্ণবের নিকটে তাহাদের প্রার্থনা শুনিলা; [১০] এবং ফিরৌণ ও তাহার ভৃত্যদের ও তাহার রাজ্যস্থ প্রজা সকলের নিকটে লক্ষণ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইলা; কেননা মিস্রীয়েরা তাহাদের বিরুদ্ধে দর্পের কর্ম্ম করে, ইহাতে মনোযোগ করিয়াছিলা, তাহাতে তুমি অদ্যকার মত যশঃপ্রাপ্ত হইয়াছ। [১১] আর তুমি তাহাদের সম্মুখে সমুদ্রকে দ্বিভাগ করিলে তাহারা শুষ্ক ভূমি দিয়া সমুদ্র পার হইল, এবং জলরাশিতে যেমন প্রস্তর তেমনি তাহাদের আক্রমণকারিদিগকে গভীর জলে নিক্ষেপ করিলা। [১২] আর তুমি দিনে মেঘস্তম্ভদ্বারা ও রাত্রিতে তাহাদের গন্তব্য পথে আলোকারক অগ্নিস্তম্ভদ্বারা তাহাদিগকে গমন করাইলা। [১৩] এবং তুমি সীনয় পর্ব্বতে নামিয়া আকাশহইতে তাহাদের সহিত কথা কহিয়া তাহাদের প্রতি যথার্থ রাজনীতি ও ন্যায্য ব্যবস্থা ও উত্তম বিধি ও আজ্ঞা দিলা; [১৪] এবং আপনার পবিত্র বিশ্রামদিন তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলা; এবং আপন দাস মূসাদ্বারা তাহাদিগকে আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা দিলা; [১৫] এবং তাহাদের ক্ষুধা নিবারণার্থে স্বর্গহইতে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিলা, ও তাহাদের পিপাসা নিবারণার্থে শৈলহইতে জল নির্গত করিলা; এবং তুমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলা, সেই দেশ অধিকার করণার্থে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলা। [১৬] তথাপি তাহারা প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দর্পের কর্ম্ম করিল, ও অবাধ্য হইয়া তোমার আজ্ঞাতে মনোযোগ করিল না; [১৭] ও তাহা পালন করিতে সম্মত না হইয়া আপনাদের সহিত তোমার কৃত আশ্চর্য্য ব্যবহার স্মরণে রাখিল না, এবং অবাধ্য হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পুনর্ব্বার বন্দি অবস্থাতে যাইতে এক সেনাপতিকে নিযুক্ত করিল, তথাপি ক্ষমাবান ও অনুগ্রাহক ও দয়ালু ও ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান্ ঈশ্বর যে তুমি, তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিলা না। [১৮] তাহারা যখন ছাঁচে ঢালা এক বৎস নির্ম্মাণ করিয়া, এই দেখ, মিসর দেশহইতে আমাদের আনয়নকারি আমাদের ঈশ্বর, ইহা কহিয়া মহাক্রোধজনক কর্ম্ম করিল, [১৯] তখনও তুমি আপন প্রচুর দয়াপ্রযুক্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে ত্যাগ করিলা না, আর দিবসে তাহাদের পথদর্শক মেঘস্তম্ভ, এবং রাত্রিতে আলোকারক ও গন্তব্য পথদর্শক অগ্নিস্তম্ভ তাহাদের অগ্রহইতে গেল না। [২০] আর তুমি উপদেশ দিবার জন্যে আপনকার সদাত্মা তাহাদিগকে দিলা, ও তাহাদের মুখের গ্রাস মান্না রুদ্ধ করিলা না, এবং তৃষ্ণাতে তাহাদিগকে জল দিলা। [২১] তুমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলা, তাহাতে তাহাদের কোন দ্রব্যের অভাব হইল না, ও তাহাদের বস্ত্র জীর্ণ হইল না, ও তাহাদের পদ স্ফীত হইল না। [২২] এবং তুমি নানা রাজ্য ও নানাজাতীয় লোক তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদিগে তাহা বিভাগ করিলা; তাহাতে তাহারা সীহোন্ রাজার অর্থাৎ হিষ্বোণের রাজার দেশ ও বাশনের ওগ্ রাজার দেশ অধিকার করিল। [২৩] এবং তুমি আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিলা, এবং 'তোমরা এই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা,' এই কথা কহিয়া যে দেশের বিষয়ে তাহাদের পিতৃলোকদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলা, সেই দেশে তাহাদিগকে আনিলা। [২৪] পরে সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বংশ তাহা অধিকার করিল, এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে সেই দেশনিবাসি কিনানীয়দিগকে পরাস্ত করিলা, এবং রাজগণের সহিত দেশস্থ সকল প্রজাকে তাহাদের হস্তগত করিয়া তাহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিলা। [২৫] তাহাতে তাহারা নানা দৃঢ় নগর ও উর্ব্বরা ভূমি লইল, এবং তাবৎ দ্রব্যেতে পূর্ণ গৃহ ও খনিত কূপ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতক্ষেত্র ও প্রচুর ফলবান বৃক্ষ এই সকল অধিকার করিল; এইরূপে তাহারা ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও পুষ্ট হইল, ও তোমার মহাদাতৃত্বে আপ্যায়িত হইল। [২৬] তথাপি তাহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়া তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তোমার ব্যবস্থা পশ্চাৎ নিক্ষেপ করিল, ও তোমার প্রতি তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্যে তোমার যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিত, তাহাদিগকে বধ করিল ও মহাক্রোধজনক কর্ম্ম করিল। [২৭] পরে

তুমি তাহাদিগকে শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে ক্লেশ দিল, এবং ক্লেশের সময়ে তাহারা তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া আপন প্রচুর দয়া প্রযুক্ত তাহাদিগকে শত্রুহস্তহইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমত উদ্ধারকারিদিগকে দিলা। [২৮] কিন্তু বিশ্রাম পাইলে পর তাহারা আর বার তোমার সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে লাগিল; তাহাতে তুমি তাহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলে শত্রুগণ যখন তাহাদের উপরে রাজত্ব করিল, তখন তাহারা ফিরিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা শুনিয়া আপন বাহুল্য দয়ানুসারে অনেক বার তাহাদিগকে উদ্ধার করিলা; [২৯] এবং আপন ব্যবস্থাপথে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনিতে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলা; তথাপি তাহারা দর্প করিয়া তোমার আজ্ঞাতে মনোযোগ করিল না, কিন্তু যাহার পালনে মনুষ্য বাঁচে, তোমার সেই সকল রাজনীতি লঙ্ঘন করিল, ও গ্রীবা শক্ত করিয়া স্কন্ধ সরাইয়া অনাজ্ঞাবহ হইল। [৩০] তথাপি তুমি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবহার সহ্য করিলা, ও তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যবর্ত্তি তোমার আত্মাদ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলা, কিন্তু তাহারা মনোযোগ করিল না, তাহাতে তুমি তাহাদিগকে পরদেশস্থ লোকের হস্তে সমর্পণ করিলা। [৩১] তথাপি নিজ মহাদয়া প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে বিনাশ ও ত্যাগ করিলা না, কেননা তুমি অনুগ্রাহক ও দয়াময় ঈশ্বর। [৩২] অতএব হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি মহান্ ও শক্তিমান্ ও ভয়ঙ্কর এবং নিয়ম ও দয়াপালক ঈশ্বর; আমাদের ক্লেশ, অর্থাৎ আমাদের রাজাদের ও অধ্যক্ষদের ও যাজকদের ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের ও পিতৃলোকদের ও তোমার সকল প্রজাদের প্রতি অশূরীয় রাজাদের অধিকার সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে সকল ক্লেশ ঘটিয়াছে, তাহা তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বোধ না হউক। [৩৩] আমাদের প্রতি এই সকল ঘটিলেও তুমি ধর্ম্মস্বরূপ; তুমি যথার্থ কর্ম্ম করিয়াছ, কিন্তু আমরা পাপ করিয়াছি। [৩৪] এবং আমাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ ও যাজকগণ ও পিতৃলোকেরা তোমার ব্যবস্থানুসারে আচরণ করে নাই, এবং তুমি যে আজ্ঞা ও বিধির বিষয়ে তাহাদের নিকটে সাক্ষ্য দিয়াছিলা, তাহার প্রতিও মনোযোগ করে নাই। [৩৫] এবং তুমি তাহাদিগকে রাজ্য ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য দিয়া তাহাদের হস্তে প্রশস্ত ও উর্ব্বরা দেশ সমর্পণ করিলে তাহারা সেই সময়ে তোমার সেবা করিল না, ও আপনাদের পাপকর্ম্মহইতে পরাঙ্মুখ হইল না। [৩৬] দেখ, অদ্য আমরা দাস আছি; তুমি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ফল ও উত্তম দ্রব্য ভোগ করিতে যে দেশ দিয়াছ, তাহার মধ্যে আমরা দাসরূপে প্রবাস করিতেছি। [৩৭] তুমি আমাদের পাপ প্রযুক্ত আমাদের উপরে যে রাজগণকে রাজত্ব করাইয়াছ, এই দেশের প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের আছে; তাহারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে আমাদের শরীরের ও পশুর উপরে রাজত্ব করিতেছে, তাহাতে আমরা মহাকষ্ট পাইতেছি। [৩৮] অতএব আমরা এই সকল বিষয়ে দৃঢ় নিয়ম করিয়া লিখিব, এবং আমাদের অধ্যক্ষগণ ও লেবীয়েরা ও যাজকেরা তাহাতে মুদ্রাঙ্ক করিবে।

১০ অধ্যায়।

১ নিয়ম মুদ্রাঙ্ককারিদের নাম, ২৮ ও নিয়মের বিবরণ।

[১] মুদ্রাঙ্ককারিদের নাম, হখলিয়ের পুত্র নিহিমিয় শাসনকর্ত্তা, ও সিদিকিয়, [২] ও সিরায় ও অসরিয় ও যিরিমিয়, [৩] ও পশ্হূর্ ও অমরিয় ও মল্কিয়, [৪] ও হটূশ্ ও শিবনিয় ও মল্লূক্, [৫] ও হারীম্ ও মিরেমোৎ ও ওবদিয়, [৬] ও দানিয়েল্ ও গিন্নিথোন্ ও বারূক্, [৭] ও মিশুল্লম্ ও অবিয় ও মিয়ামীন্, [৮] ও মাসিয় ও বিল্গয় ও শিময়িয়, ইহারা যাজক ছিল। [৯] এবং অসনিয়ের পুত্র যেশূয়, এবং হেনাদদ্ বংশের মধ্যে বিন্নূয়ী ও কদ্মীয়েল; [১০] এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ শিবনিয় ও হোদিয় ও কিলীট ও পিলায় ও হানন্, [১১] ও মীখা ও রিহোব্ ও হশবিয়, [১২] ও সক্কূর ও শেরেবীয় ও শিবনিয়, [১৩] ও হোদিয় ও বানি ও বিনীনূ, ইহারা লেবীয় ছিল। [১৪] এবং পরিয়োশ্ ও পহৎ-মোয়াব্ ও এলম্ ও সত্তূ ও বানি, [১৫] ও বুন্নি ও অস্গদ্ ও বেবয়, [১৬] ও অদোনিয় ও বিগ্বয় ও আদীন, [১৭] ও আটের্ ও হিষ্কিয় ও অসূর্, [১৮] ও হোদিয় ও হশুম্ ও বেৎসয়, [১৯] ও হারীফ্ ও অনাথোৎ ও নেবয়, [২০] ও মগ্পীয়শ্ ও মিশুল্লম্ ও হেষীর্, [২১] ও মিশেষবেল্ ও সাদোক্ ও যদ্দূয়, [২২] ও পিলটিয় ও হানন্ ও অনায়, [২৩] ও হোশেয় ও হনানিয় ও হশূব্, [২৪] ও হলোহেশ ও পিল্হ ও শোবেক, [২৫] ও রিহূম্ ও হশবনা ও মাসেয়, [২৬] ও অহিয় ও হানন্ ও অনান্, [২৭] ও মল্লূক্ ও হারীম্ ও বানা, ইহারা লোকদের প্রধান ছিল।

[২৮] অপর যাহারা অন্যদেশীয়দের মতহইতে ঈশ্বরের মতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়াছিল, এমত অন্য লোকেরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও দ্বারপালেরা ও গায়কেরা ও নিথী-

নীয়েরা এবং তাহাদের স্ত্রীগণ ও পুত্ত্রগণ ও কন্যাগণ, অর্থাৎ সুবিবেচক যত লোক, ২৯ তাহারা সকলে আপনাদের মান্য ভ্রাতৃগণের পক্ষ হইয়া থাকিল, এবং শপথ পূর্ব্বক এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, আমরা ঈশ্বরের দাস মূসা দ্বারা দত্ত ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে আচরণ করিব, এবং আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের তাবৎ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা মানিয়া পালন করিব; ৩০ এবং দেশের লোকদের সহিত আপনাদের কন্যাগণের বিবাহ দিব না, এবং তাহাদের কন্যাগণের সহিত আপনাদের পুত্ত্রগণের বিবাহ দিব না; ৩১ এবং দেশের লোকেরা পবিত্র দিনে বিক্রেয় দ্রব্য ও কোন ভক্ষ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনিলে আমরা বিশ্রামদিনে কিম্বা উৎসবদিনে তাহাদের কাছে তাহা ক্রয় করিব না, এবং সপ্তম বৎসরে ঋণ আদায় করা ত্যাগ করিব। ৩২ অধিকন্তু আমরা আপনাদের ঈশ্বরের মন্দিরের সেবার্থে, ৩৩ অর্থাৎ দর্শনীয় রুটী ও নিত্য নৈবেদ্য এবং নিত্য হোমের ও বিশ্রামবারের ও অমাবস্যার ও (বার্ষিক) পর্ব্বের ও পবিত্র বস্তুর ও ইস্রায়েলের প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির নিমিত্তে, এবং আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের সকল কর্ম্মের নিমিত্তে প্রতি বৎসর এক২ শেকলের তৃতীয়াংশ দানের ভার আপনাদের উপরে লইতে ব্যবস্থা করিলাম। ৩৪ এবং ব্যবস্থার লিখনানুসারে আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের হোমবেদির উপরে জ্বালাইবার জন্যে আমাদের পিতৃবংশানুসারে বৎসর২ নিরূপিত কালে আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে কাষ্ঠ আনিতে কাষ্ঠদানের বিষয়ে যাজকদের ও লেবীয়দের ও লোকদের মধ্যে গুলিবাঁট করিলাম। ৩৫ এবং আমাদের সকল ভূমির প্রথম ফল ও তাবৎ বৃক্ষের প্রথম ফল বৎসর২ পরমেশ্বরের মন্দিরে আনিতে; ৩৬ এবং ব্যবস্থার লিখনানুসারে আমাদের প্রথমজাত পুত্ত্র ও পশুদিগকে এবং আমাদের গোপালদের ও মেষপালদের প্রথমজাতদিগকে আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের সেবাকারি যাজকদের জন্যে ঈশ্বরের মন্দিরে আনিতে, ৩৭ এবং আপনাদের শক্তু ও উপকরণ ও সকল বৃক্ষের ফল এবং দ্রাক্ষারস ও তৈল এই সকলের প্রথম ভাগ আমাদের ঈশ্বরের কুঠরীতে যাজকদের নিকটে আনিতে, এবং আমাদের ভূমির উৎপন্নের দশমাংশ লেবীয়দের কাছে আনিতে স্থির করিলাম, তাহাতে লেবীয়েরা আমাদের তাবৎ কৃষিনগরে দশমাংশ পাইবে; ৩৮ এবং যে সময়ে লেবীয়েরা দশমাংশ পাইবে, তৎকালে হারোণের যাজক সন্তানগণ তাহাদের সহিত অংশী হইবে, এবং লেবীয়েরা আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের কুঠরীতে অর্থাৎ ভাণ্ডারগৃহে দশমাংশের দশমাংশ আনিবে; ৩৯ এবং যে২ কুঠরীতে পবিত্র পাত্র ও সেবাকারি যাজকেরা ও দ্বারপালেরা ও গায়কেরা থাকে, সেই স্থানে ইস্রায়েল্ বংশ ও লেবির বংশ নিবেদনীয় শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল আনিবে, এবং আমরা আপনাদের ঈশ্বরের মন্দির ত্যাগ করিব না।

১১ অধ্যায়।

১ যিরূশালমে বাস করিতে গুলিবাঁটদ্বারা লোক নিযুক্ত করণ, ৩ ও ঐ লোকদের নাম, ২০ ও অবশিষ্ট লোকদের গ্রামে বাস করণ।

১ সেই সময়ে লোকদের অধ্যক্ষগণ যিরূশালমে বাস করিতেছিল; পরে ধর্ম্মনগর যিরূশালমে বাস করণার্থে দশ জনের মধ্যে এক জনকে সেখানে আনিতে ও অন্য নয় জনকে অন্য২ নগরে বাস করাইতে অবশিষ্ট লোকেরা গুলিবাঁট করিল। ২ এবং যে সকল লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক যিরূশালমে বাস করিতে আইল, লোকেরা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল।

৩ দেশের যে২ প্রধান লোক যিরূশালমে বাস করিল, তাহাদের নাম। ইস্রায়েল্ বংশ ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও নিথীনীয়েরা ও সুলেমানের দাসদের সন্তানেরা প্রত্যেক জন যিহূদা নগরে আপন২ অধিকারে বাস করিল। ৪ এবং যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের কতক লোক যিরূশালমে বাস করিল; অর্থাৎ যিহূদা বংশের এই২ লোক, পেরস্ বংশের মধ্যে মহললেলের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্ত্র শিফটিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্ত্র অমরিয়ের প্রপৌত্ত্র সিখরিয়ের পৌত্ত্র উষিয়ের পুত্ত্র অথায়; ৫ এবং শীলোনীর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্ত্র সিখরিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্ত্র যোয়ারীবের প্রপৌত্ত্র অদায়ার পৌত্ত্র হসায়ের পুত্ত্র যে কল্‌হোষি, তাহার পৌত্ত্র বারূকের পুত্ত্র মাসেয়। ৬ যিরূশালম্ নিবাসি পেরসের সন্তান সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত আটষট্টি বলবান লোক ছিল। ৭ এবং বিন্যামীনের সন্তান এই২ ছিল, যিশায়িয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্ত্র ঈথীয়েলের বৃদ্ধ প্রপৌত্ত্র মাসেয়ের প্রপৌত্ত্র কোলায়ার পৌত্ত্র পিদায়ের পুত্ত্র যে যোয়েদ্ তাহার পৌত্ত্র মিশুল্লমের পুত্ত্র সাল্লূ। ৮ ও তদ্ব্যতিরেকে গব্বয় ও সল্লয় প্রভৃতি নয় শত আটাইশ জন ছিল। ৯ এবং সিখ্রীর পুত্ত্র যোয়েল্ তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল, এবং সিনূয়ার পুত্ত্র যে যিহূদা সে নগরের দ্বিতীয় কর্ত্তা ছিল। ১০ যাজকদের নাম, যোয়ারীবের পুত্ত্র যিদয়িয়, ও যাখীন;

১১ আর অহীটূবের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র মিরায়োতের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সাদোকের প্রপৌত্র মিশুল্লমের পৌত্র হিল্কিয়ের পুত্র সিরায় ঈশ্বরের মন্দিরের কর্ত্তা ছিল। ১২ এবং গৃহের কর্ম্মকারী তাহাদের ভ্রাতৃগণ আট শত বাইশ জন ছিল; ও মল্কিয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র পশ্‌হূরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সিখরিয়ের প্রপৌত্র অম্‌সির পৌত্র পিললিয়ের পুত্র যে যিরোহম্ তাহার পুত্র অদায়া। ১৩ এবং তাহার পিতৃপ্রধান ভ্রাতৃগণ দুই শত বেয়াল্লিশ জন ছিল, এবং ইম্মেরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মিশিল্লেমোতের প্রপৌত্র অহসয়ের পৌত্র অসরেলের পুত্র অমশয়। ১৪ এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ মহাবীর এক শত আটাইশ জন ছিল; এবং তাহাদের অধ্যক্ষ সব্দীয়েল্, সে এক মহৎ লোকের সন্তান ছিল। ১৫ এবং লেবীয়দের মধ্যে বুন্নির বৃদ্ধ প্রপৌত্র হশবিয়ের প্রপৌত্র অস্রীকামের পৌত্র হশূবের পুত্র শিময়িয়; ১৬ এবং প্রধান লেবীয়দের মধ্যে শব্বিথয় ও যোষাবদ্ ঈশ্বরের মন্দিরের বহিঃস্থ কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিল। ১৭ এবং আসফের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র মীখার পুত্র মত্তনিয় এবং তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে দ্বিতীয় বক্‌বুকিয়, এবং যিদূথূনের প্রপৌত্র গাললের পৌত্র শম্মূয়ের পুত্র অব্দ, ইহারা প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করিতে অধ্যক্ষ ছিল। ১৮ পবিত্র নগরস্থ লেবীয়েরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত চৌরাশী জন ছিল। ১৯ এবং দ্বারপালদের নাম অক্কূব্ ও টল্‌মোন্, ও তাহাদের দ্বারপাল ভ্রাতৃগণ এক শত বাহাত্তর জন ছিল।

২০ আর ইস্রায়েল্ বংশের ও যাজকদের ও লেবীয়দের অন্য সকল লোক যিহূদার তাবৎ নগরে আপন ২ অধিকারে থাকিল। ২১ কিন্তু নিথীনীয়েরা ওফলে বাস করিল, এবং সীহ ও গিস্প নিথীনীয়দের অধ্যক্ষ ছিল। ২২ এবং মীখার বৃদ্ধ প্রপৌত্র মত্তনিয়ের প্রপৌত্র হশবিয়ের পৌত্র বানির পুত্র যে উষি গায়ক বংশীয় আসফ্ বংশের মধ্যবর্ত্তি এক জন ছিল, সে ঈশ্বরের মন্দিরের কর্ম্মে যিরূশালমস্থ লেবীয়দের অধ্যক্ষ হইল। ২৩ কেননা তাহাদের বিষয়ে রাজার এক আজ্ঞা ছিল, এবং গায়কদের জন্যে প্রতি দিন নিরূপিত অংশ দত্ত হইত। ২৪ এবং যিহূদার সেরহ বংশের মধ্যে মিশেষবেলের পুত্র পিথাহিয় লোকদের তাবৎ কার্য্যের বিষয়ে রাজার সহকারী ছিল। ২৫ এবং অনেক যিহূদীয়েরা পল্লীগ্রামে আপন ২ ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিরিয়থর্বে ও তাহার গ্রামে, এবং দীবোনে ও তাহার গ্রামে, এবং যিকব্‌সেলে ও তাহার গ্রামে; ২৬ এবং যেশূয়েতে ও মোলাদাতে ও বৈৎপেলটে; ২৭ এবং হৎসর্-শিয়ালে ও বেরশেবাতে ও তাহার গ্রামে, ২৮ এবং সিক্লগে ও মিকোনাতে ও তাহার গ্রামে, ২৯ ও ঐন্‌রিম্মোণে ও সরিয়ে ও যর্ম্মূতে, ৩০ ও সানোহে ও অদুল্লমে ও তাহাদের গ্রামে, এবং লাখীশে ও তাহার ক্ষেত্রে, ও অসেকাতে ও তাহার গ্রামে বাস করিল; এই রূপে তাহারা বেরশেবা অবধি হিন্নোম্ তলভূমি পর্য্যন্ত বাস করিল। ৩১ এবং বিন্যামীন্ বংশেরা গেবা অবধি মিক্মসে ও অয়াতে ও বৈথেলে ও তাহার গ্রামে, ৩২ এবং অনাথোতে ও নোবে ও অননিয়াতে, ৩৩ ও হাৎসোরে ও রামতে ও গিত্তয়িমে, ৩৪ ও হাদীদে ও সিবোয়িমে ও নিবল্লাটে, ৩৫ এবং লোদে ও ওনোতে ও শিল্পকরদের প্রান্তরে বাস করিল। ৩৬ এবং যিহূদা দেশীয় লেবীয়দের কতক লোক বিন্যামীনের প্রদেশে বাস করিল।

১২ অধ্যায়।

১ যাজকদের ও লেবীয়দের নাম, ১০ ও মহাযাজকদের নাম, ২২ ও প্রধান লেবীয়দের নাম, ২৭ ও প্রাচীর প্রতিষ্ঠার উৎসব, ৪৪ ও যাজকদের ও লেবীয়দের মন্দিরের কর্ম্মে আপন ২ পদে নিযুক্ত হওন।

১ যে যাজকগণ ও লেবীয়েরা শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিলের ও যেশূয়ের সহিত আগমন করিয়াছিল, তাহাদের নাম। সিরায় ও যিরিমিয় ও ইষ্রা, ২ ও অমরিয় ও মল্লূক্ ও হটূশ, ৩ ও শিখনিয় ও রিহূম্ ও মিরেমোৎ, ৪ ও ইদ্দো ও গিন্নিথোন্ ও অবিয় ৫ ও মিয়ামীন্ ও মোয়দীয় ও বিল্‌গা, ৬ ও শিময়িয় ও যোয়ারীব্ ও যিদয়িয়, ৭ ও সল্লূয় ও আমোক্ ও হিল্কিয় ও যিদয়িয়; ইহারা যেশূয়ের বর্ত্তমান সময়ে যাজকদের ও আপন ২ ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রধান ছিল। ৮ লেবীয়দের নাম, যেশূয় ও বিন্নূয়ী ও কদ্মীয়েল্ ও শেরেবিয় ও যিহূদা ও মত্তনিয়; এই মত্তনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ ধন্যবাদ করণের অধ্যক্ষ ছিল। ৯ এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ বক্‌বুকিয় ও উন্নি প্রহরিগণের অধ্যক্ষ ছিল।

১০ আর যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীম্, ও যোয়াকীমের পুত্র ইলিয়াশীব্, ও ইলিয়াশীবের পুত্র যোয়াদঃ, ১১ ও যোয়াদের পুত্র যোনাথন্, ও যোনাথনের পুত্র যদ্দূয়। ১২ যোয়াকীমের বর্ত্তমান সময়ে ইহারা পিতৃপ্রধান যাজক ছিল। সিরায় বংশীয় মিরায়, ও যিরিমিয় বংশীয় হনানিয়; ১৩ ও ইষ্রা বংশীয় মিশুল্লম, ও অমরিয় বংশীয় যিহোহানন্, ১৪ ও মল্লূক্ বংশীয় যোনাথন্, ও শিবনিয় বংশীয় যূষফ্, ১৫ ও হারীম্ বংশীয় অদ্‌ন, ও মিরায়োৎ বংশীয়

হিল্কিয়, [১৬] ও ইদ্দো বংশীয় সিখরিয়, ও গিন্নিথোন্ বংশীয় মিশুল্লম, [১৭] ও অবিয় বংশীয় সিখ্রি, ও মিয়ামীন্ বংশীয় এক জন, ও মোয়দিয় বংশীয় পিল্টেয়, [১৮] ও বিল্গা বংশীয় শম্ময়, ও শিময়িয় বংশীয় যিহোনাথন্, [১৯] ও যোয়ারীব্ বংশীয় মত্তিনয়, ও যিদয়িয় বংশীয় উষি, [২০] ও সল্লয় বংশীয় কল্লয়, ও আমোক্ বংশীয় এবর্, [২১] ও হিল্কিয় বংশীয় হশবিয়, ও যিদয়িয় বংশীয় নিথনেল্।

[২২] আর ইলিয়াশীবের ও যোয়াদের ও যোহাননের ও যদ্দূয়ের সময়ে বর্ত্তমান লেবীয়দের পিতৃপ্রধান লোক সকল এবং পারসীয় দারার অধিকারের সময় পর্য্যন্ত যাজকদের পিতৃপ্রধান লোক সকল বংশাবলিতে লিখিত হইল। [২৩] আর লেবিবংশীয় পিতৃপ্রধান লোকদের নাম ইলিয়াশীবের পুত্র যোহাননের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বংশাবলি পুস্তকে লিখিত ছিল। [২৪] লেবীয়দের প্রধান লোক হশবিয় ও শেরেবিয় ও কদ্মীয়েলের পুত্র যেশূয় ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের লোক দায়ূদের আজ্ঞানুসারে দলে২ প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে নিযুক্ত হইল। [২৫] আর মত্তনিয় ও বক্বুকিয় ও ওবদিয় ও মিশুল্লম্ ও টল্মোন্ ও অক্কূব্ প্রহরী হইয়া দ্বারের নিকটবর্ত্তি ভাণ্ডার সকলের প্রহরিকর্ম্ম করিল। [২৬] ইহারা যোষাদকের পৌত্র যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীমের অধিকার সময়ে এবং শাসনকর্ত্তা নিহিমিয়ের ও অধ্যাপক ইয্রা যাজকের সময়ে ছিল।

[২৭] অপর যিরূশালমের প্রাচীরের প্রতিষ্ঠা করণ সময়ে লোকেরা আনন্দ ও ধন্যবাদ ও গান ও করতাল ও নবল ও বীণাবাদ্যদ্বারা উৎসব পালনার্থে লেবীয়দিগকে যিরূশালমে আনিতে তাহাদের সকল স্থানে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিল। [২৮] এবং গায়ক বংশেরা যিরূশালমের চতুর্দ্দিকস্থ সমভূমিহইতে ও নিটোফাতীয়দের গ্রামহইতে, [২৯] এবং বৈৎগিল্গল্হইতে এবং গেবার ও অস্মাবতের ক্ষেত্রহইতে আপনাদিগকে একত্র করিল, কেননা গায়কেরা যিরূশালমের চতুর্দ্দিগে আপনাদের জন্যে গ্রাম প্রস্তুত করিয়াছিল। [৩০] এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা আপনাদিগকে পবিত্র করিল, এবং লোকদিগকে ও দ্বার সকল ও প্রাচীর পবিত্র করিল। [৩১] পরে আমি যিহূদার অধ্যক্ষদিগকে প্রাচীরের উপরে আনিলাম, এবং ধন্যবাদকারি দুই মহাদলকে নিরূপণ করিলাম, (তাহার এক দল) প্রাচীরের উপর দিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সারদ্বারের দিগে গেল। [৩২] তাহাদের পশ্চাতে হোশয়িয় ও যিহূদার অর্দ্ধেক অধ্যক্ষেরা, [৩৩] এবং অসরিয় ও ইয্রা ও মিশুল্লম্; [৩৪] এবং যিহূদা ও বিন্যামীন্ ও শিময়িয় ও যিরিমিয় গেল। [৩৫] এবং তূরীর সহিত যাজকদের কতক জন পুত্র, অর্থাৎ আসফের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সক্কূরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মীখায়ের প্রপৌত্র মত্তনিয়ের পৌত্র শিময়িয়ের পুত্র যে যোনাথন্ তাহার পুত্র সিখরিয়; [৩৬] ও তাহার ভ্রাতৃগণ শিময়িয় ও অসরেল্ ও মিললয় ও গিললয় ও মায়য় ও নিথনেল্ ও যিহূদা ও হনানি, ইহারা ঈশ্বরের লোক দায়ূদের নিরূপিত নানা বাদ্য যন্ত্র হস্তে লইয়া গেল, এবং অধ্যাপক ইয্রা তাহাদের অগ্রে২ গেল। [৩৭] তাহারা উনুইদ্বার দিয়া সম্মুখস্থ দায়ূদ্নগরের সেই সোপান দিয়া প্রাচীরের উর্দ্ধগমন স্থান দিয়া উঠিয়া দায়ূদের গৃহ দিয়া জলদ্বার পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিগে গমন করিল। [৩৮] এবং দ্বিতীয় দল ধন্যবাদ করিতে২ প্রাচীরের উপরদিয়া অন্য দিগে গমন করিল; এবং আমি ও লোকদের অর্দ্ধেক তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিলাম। তাহারা তূন্দূরের দুর্গ অবধি প্রস্থ প্রাচীর দিয়া [৩৯] ও ইফ্রয়িমের দ্বার ও পুরাতন দ্বার ও মৎস্যদ্বার ও হননেলের দুর্গ ও মেয়ার দুর্গ দিয়া মেষদ্বার পর্য্যন্ত গেল, এবং কারাগারের দ্বারে স্থগিত হইল। [৪০] পরে ঈশ্বরের মন্দিরের নিকটে ঐ ধন্যবাদকারি দুই দল, এবং আমি ও আমার সহিত অধ্যক্ষদের অর্দ্ধেক লোক; [৪১] এবং ইলিয়াকীম্ ও মাসেয় ও মিয়ামীন্ ও মিখায় ও ইলিয়োঐনয় ও সিখরিয় ও হনানিয়, তূরীবাদক এই সকল যাজকেরা, [৪২] এবং মাসেয় ও শিময়িয় ও ইলিয়াসর্ ও উষি ও যিহোহানন্ ও মল্কিয় ও এলম্ ও এষর্, আমরা সকলে স্থগিত হইলাম; পরে গায়কেরা উচ্চৈঃস্বরে গান করিল, ও যিষ্রহিয় তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল। [৪৩] ঐ দিনে তাহারা অনেক২ বলিদান করিয়া আনন্দ করিল, কেননা ঈশ্বর তাহাদিগকে মহানন্দে আনন্দিত করিলেন, তাহাতে স্ত্রী ও বালকগণও আনন্দ করিল; অতএব অনেক দূর পর্য্যন্ত যিরূশালমের আনন্দধ্বনি শুনা গেল।

[৪৪] ঐ সময়ে ব্যবস্থানুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ সকল নগরের ক্ষেত্রহইতে সংগ্রহ করণার্থে কেহ২ ধনের অর্থাৎ উত্তোলনীয় দ্রব্যের ও প্রথমজাত ফলের ও দশমাংশের আগারে নিযুক্ত হইল; কেননা যিহূদার লোকেরা সেই স্থানে দণ্ডায়মান যাজকদের ও লেবীয়দের বিষয়ে আনন্দ করিল। [৪৫] এবং গায়কেরা ও দ্বারপালেরা দায়ূদের ও তাহার পুত্র সুলেমানের আজ্ঞানুসারে আপনাদের ঈশ্বরের রক্ষণীয় ও পবিত্রতার রক্ষণীয়

রক্ষা করিল। [৪৬] কেননা পূর্ব্বকালে অর্থাৎ দায়ূদের ও আসফের বর্ত্তমান সময়ে প্রধান গায়কেরা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদের গান করিতে নিযুক্ত ছিল। [৪৭] এবং সিরুব্বাবিলের ও নিহিমিয়ের অধিকার সময়ে ইস্রায়েলের তাবৎ লোক প্রতিদিন গায়কদের ও দ্বারপালদের নিত্য অংশ দিত, এবং তাহারা লেবীয়দের জন্যে দ্রব্য পবিত্র করিত, এবং লেবীয়েরা হারোণ বংশের নিমিত্তে দ্রব্য পবিত্র করিত।

১৩ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থানুসারে মিশ্রিত লোকহইতে যিহূদিদিগের পৃথক্ হওন, ৪ ও নিহিমিয়ের আজ্ঞাতে মন্দিরের কুঠরী পরিষ্কার করণ, ১০ ও মন্দিরের কর্ম্মে লোককে নিযুক্ত করণ, ১৫ ও বিশ্রামবার মানিতে শাসন করণ, ২৩ ও অন্যদেশীয় স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দেওন।

[১] ঐ দিনে লোকদের কর্ণগোচরে মূসার পুস্তকের কথা পাঠিত হইলে তাহার লিখিত এই আজ্ঞা পাওয়া গেল, অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় লোক কখনও ঈশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। [২] কেননা তাহারা অন্ন জল লইয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, বরং তাহাদিগকে শাপ দিতে বিলিয়মকে বেতন দিল; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সেই শাপকে পরিবর্ত্তন করিয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ করিলেন। [৩] তখন তাহারা এই ব্যবস্থা শুনিয়া মিশ্রিত জনতাকে ইস্রায়েল্ বংশহইতে পৃথক করিল।

[৪] ইহার পূর্ব্বে আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরের কুঠরীর অধ্যক্ষ ইলিয়াশীব্ যাজক টোবিয়ের কুটুম্ব হওয়াতে [৫] তাহার জন্যে এক মহাকুঠরী প্রস্তুত করিয়াছিল। পূর্ব্বে লোকেরা সেই স্থানে নিবেদিত বস্তু ও কুন্দুরু ও পাত্র এবং লেবীয়দের ও গায়কদের ও দ্বারপালদের নিমিত্তে আজ্ঞাপিত শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈলের দশমাংশ ও যাজকদের নৈবেদ্য রাখিত। [৬] এই সকল ঘটনের সময়ে আমি যিরূশালমে ছিলাম না, কেননা বাবিলের অর্তসস্ত রাজার অধিকারের দ্বাত্রিংশৎ বৎসরে আমি রাজার নিকটে গমন করিয়াছিলাম, পরে কতক বৎসর গেলে রাজার নিকটহইতে বিদায় লইয়া [৭] যিরূশালমে আইলাম। অপর ইলিয়াশীব্ টোবিয়ের জন্যে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে কুঠরী প্রস্তুত করিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহা জ্ঞাত হইলাম। [৮] এবং তাহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া কুঠরীহইতে টোবিয়ের পরিবারের সকল দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলিলাম। [৯] এবং আজ্ঞা দিয়া সেই সকল কুঠরী পরিষ্কার করাইলাম, এবং সেই স্থানে ঈশ্বরের গৃহের পাত্র ও নিবেদিত বস্তু ও কুন্দুরু পুনর্ব্বার আনিলাম।

[১০] অপর লেবীয়দিগকে অংশ দেওয়া যায় না, এই জন্যে কর্ম্মকারি লেবীয়েরা ও গায়কেরা প্রত্যেকে আপন ২ ভূমিতে পলায়ন করিয়াছে, ইহাও আমি দেখিলাম। [১১] তাহাতে আমি অধ্যক্ষদিগকে অনুযোগ করিয়া কহিলাম, ঈশ্বরের মন্দির কেন ত্যক্ত হইল? পরে তাহাদিগকে একত্র করিয়া প্রত্যেকের পদে তাহাদিগকে স্থাপন করিলাম। [১২] এবং সকল যিহূদীয়েরা শস্যের ও নূতন দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ ভাণ্ডারে আনিতে লাগিল। [১৩] এবং আমি শেলিমিয় যাজককে ও সাদোক্ অধ্যাপককে এবং লেবীয়দের মধ্যে পিদায়কে, ও তাহাদের সহিত মত্তনিয়ের পৌত্র সক্কূরের পুত্র হাননকে কোষাধ্যক্ষ করিলাম, তাহারা বিশ্বস্তরূপে গণিত ছিল, এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণকে বিতরণ করিতে তাহাদের অধিকার ছিল। [১৪] হে আমার ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমাকে স্মরণ কর; আমি আপন ঈশ্বরের মন্দিরের জন্যে ও তাঁহার বিধানের জন্যে যে ২ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহা লুপ্ত করিও না।

[১৫] আর ঐ সময়ে আমি যিহূদা দেশে কতক লোককে বিশ্রামদিনে দ্রাক্ষাযন্ত্র মাড়িতে ও আটি আনিতে ও গর্দ্দভ বোঝাই করিতে এবং বিশ্রামদিনে দ্রাক্ষারস ও দ্রাক্ষাফল ও ডুম্বুরাদি সকল দ্রব্যের ভার যিরূশালমে আনিতে দেখিলাম; তাহাতে আমি তাহাদের সেই ভক্ষ্যদ্রব্য বিক্রয় করণ দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। [১৬] এবং যিরূশালমপ্রবাসি সোরীয় লোকেরা মৎস্য প্রভৃতি বিক্রেয় দ্রব্য সকল আনিয়া বিশ্রামদিনে যিহূদা বংশের নিকটে বিক্রয় করিত। [১৭] তখন আমি যিহূদার প্রধানদের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা বিশ্রামদিনকে অপবিত্র কর, এ কি কুক্রিয়া করিতেছ? [১৮] তোমাদের পিতৃলোকেরা কি সেই মত করিত না? আর তন্নিমিত্তে ঈশ্বর কি আমাদের ও এই নগরের উপরে এই সকল দুর্দ্দশা ঘটান নাই? আর বার তোমরাও বিশ্রামদিনকে অপবিত্র করিয়া ইস্রায়েলের উপরে কি ক্রোধ জন্মাইবা? [১৯] পরে বিশ্রামদিনের পূর্ব্বে যিরূশালমের দ্বার সকল ছায়াগ্রস্ত হইলে আমি কবাট রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলাম; আরো কহিলাম, বিশ্রামদিন গত না হইলে এই দ্বার মুক্ত করিও না; এবং বিশ্রামদিনে যেন কোন ভার ভিতরে আনীত না হয়, এই জন্যে আমি আপন কএক

দাসকে দ্বারে রাখিলাম। [২০] তথাপি বণিকেরা ও সকল দ্রব্যবিক্রেতারা দুই এক বার যিরূশালমের বাহিরে রাত্রি যাপন করিল, [২১] তাহাতে আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা কেন প্রাচীরের নিকটে রাত্রি যাপন কর? যদি আর বার এমত কর, তবে আমি তোমাদিগকে ধরিব। তদবধি তাহারা বিশ্রামদিনে আর আইল না। [২২] পরে বিশ্রামদিনকে পবিত্র করিবার জন্যে আমি লেবীয়দিগকে পবিত্রীকৃত হইয়া দ্বার রক্ষা করণার্থে আসিতে আজ্ঞা করিলাম। হে আমার ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমাকে স্মরণ কর, ও আপনার অসীম দয়ানুসারে আমাকে দয়া কর।

[২৩] আর সেই সময়ে যাহারা অস্‌দোদীয়া ও অম্মোনীয়া ও মোয়াবীয়া স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছিল, আমি সেই যিহূদীয়দিগকেও দেখিলাম। [২৪] এবং তাহাদের বালকেরা অর্দ্ধ অস্‌দোদীয় ভাষা কহিত, যিহূদীয় ভাষা কহিতে ভাল জানিত না, কিন্তু বিশেষ লোকের অপভাষানুসারে কথা কহিত; [২৫] তাহাতে আমি তাহাদের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিলাম, ও তাহাদের কতক পুরুষকে প্রহার করিয়া তাহাদের কেশ উৎপাটন করাইয়া ঈশ্বরের নামে তাহাদিগকে দিব্য করাইলাম, তোমরা তাহাদের পুত্রদের সহিত আপন ২ কন্যাদের বিবাহ দিবা না, ও আপন ২ পুত্রদের সহিত তাহাদের কন্যাদের বিবাহ দিবা না। [২৬] ইস্রায়েলের সুলেমান্ রাজা এমত কার্য্য করিয়া কি অপরাধী হয় নাই? অনেক জাতীয় রাজগণের মধ্যে তাহার তুল্য কেহ ছিল না; সে ঈশ্বরের প্রিয় হইলে ঈশ্বর তাহাকে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিয়াছিলেন, তথাপি ইতরজাতীয় স্ত্রীগণ তাহাকেও পাপী করিল। [২৭] অতএব ইতরজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করণদ্বারা আমরা যেন ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হই, এই নিমিত্তে এই মহাপাপ করিতে আমরা কি তোমাদের কথা শুনিব? [২৮] মহাযাজক ইলিয়াশীবের পৌত্র যিহোয়াদার এক পুত্র হোরোণীয় সন্‌বল্লটের জামাতা ছিল, এই জন্যে আমি আপন নিকটহইতে তাহাকে দূর করিলাম। [২৯] হে আমার ঈশ্বর, তাহাদিগকে স্মরণ কর, কেননা তাহারা যাজকতা এবং যাজকদের ও লেবীয়দের নিয়ম কলঙ্কিত করিয়াছে। [৩০] এবং আমি ইতরজাতীয় সকলহইতে তাহাদিগকে পরিষ্কার করিলাম, এবং যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে প্রত্যেকের পদে, [৩১] এবং নিরূপিত সময়ে কাষ্ঠ ও প্রথমজাত ফল আনিতে নিযুক্ত করিলাম। হে আমার ঈশ্বর, মঙ্গলার্থে আমাকে স্মরণ কর।

ইষ্টেরের ইতিহাস।

১ অধ্যায়।

১ অহস্বেরঃ রাজার ভোজ, ১০ ও বষ্টী রাণীর রাজাজ্ঞালঙ্ঘন, ১৩ ও মিমূখনের মন্ত্রণাদ্বারা স্ত্রীলোককে বশীভূত রাখিতে রাজার আজ্ঞা প্রচার।

[১] অহস্বেরঃ রাজা হিন্দুস্থান অবধি কূশ্ দেশ পর্য্যন্ত এক শত সাতাইশ প্রদেশের উপরে রাজত্ব করিত। [২] সেই অহস্বেরঃ রাজা শূশন্ রাজধানীতে আপন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া [৩] আপন অধিকারের তৃতীয় বৎসরে আপন কুলীনদের ও দাসদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল, তাহাতে পারস্ ও মাদিয়া দেশের পরাক্রমি লোকেরা এবং তাবৎ প্রদেশের প্রধানেরা ও অধ্যক্ষেরা তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। [৪] সে অনেক দিন অর্থাৎ এক শত আশী দিন পর্য্যন্ত আপন গৌরবান্বিত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও আপন মহিমার উৎকৃষ্ট শোভা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিল। [৫] সেই সকল দিন উত্তীর্ণ হইলে রাজা শূশন্ রাজধানীতে উপস্থিত ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল প্রজা লোকদের জন্যে রাজপুরীর উদ্যানের প্রাঙ্গণে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভোজ প্রস্তুত করিল। [৬] তাহার উপরে ধূম্রবর্ণের সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা রূপ্যময় কড়াতে ও মর্ম্মরস্তম্ভে বদ্ধ কার্পাস নির্ম্মিত শুক্ল ও নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ ছিল, এবং রক্তবর্ণ ও নীলবর্ণ ও শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরে শিল্পিত মেঝিয়াতে স্বর্ণময় ও রূপ্যময় শয্যা ছিল। [৭] এবং পানার্থে বিবিধ প্রকার সুবর্ণপাত্র এবং রাজযোগ্য প্রচুর পরিমাণে রাজকীয় দ্রাক্ষারস দত্ত হইল। [৮] তাহাতে রীত্যনুসারে পান হইল; কেহ বল করিল না, কেননা যাহার যেমন ইচ্ছা তদনুসারে তাহাকে করিতে দেও, এমত আজ্ঞা রাজা আপ-

নার তাবৎ গৃহাধ্যক্ষকে দিয়াছিল। [৯] এবং বষ্টী রাণীও অহশ্বেরের রাজবাটীতে স্ত্রীগণের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল।

[১০] অপর সপ্তম দিনে রাজা দ্রাক্ষারসে প্রফুল্লচিত্ত হইলে মিহূমন্ ও বিস্থা ও হর্বোণা ও বিগ্থা ও অবগথ ও সেথর্ ও কর্কস, অহশ্বেরঃ রাজার সম্মুখস্থ সেবাকারি এই সপ্ত নপুংসককে সে আজ্ঞা করিল। [১১] তোমরা প্রজাদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে বষ্টী রাণীর সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্যে তাহাকে রাজমুকুটে ভূষিতা করিয়া রাজার সাক্ষাতে আন; কেননা সে পরমসুন্দরী ছিল। [১২] কিন্তু বষ্টী রাণী নপুংসকদের প্রমুখাৎ রাজার আজ্ঞা পাইয়াও আসিতে সম্মতা হইল না; তাহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, ও তাহার অন্তরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

[১৩] তৎকালে রাজার মুখ দেখিতে ও রাজ্যের উত্তম স্থানে বসিতে যাহাদের অধিকার, কর্শিনা ও শেথর্ ও অদ্মাথা ও তর্শীশ ও মেরস্ ও মর্সিণা ও মিমুখন্ নামে পারস্ দেশের ও মাদিয়া দেশের সেই সাত জন কুলীন রাজার নিকটে ছিল। [১৪] তখন রাজা ব্যবস্থা ও রাজনীতিজ্ঞ লোকদের প্রতি কথনের রাজনীত্যনুসারে ঐ বিদ্বান্ ও কালজ্ঞ লোকদের প্রতি এই কথা কহিল, [১৫] বষ্টী রাণী নপুংসকদের প্রমুখাৎ অহশ্বেরঃ রাজার আজ্ঞা পাইয়া তাহা মানিল না, অতএব ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য? [১৬] তাহাতে মিমুখন্ রাজার ও অধ্যক্ষদের সাক্ষাতে উত্তর করিল, বষ্টী রাণী যে কেবল রাজার প্রতি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু অহশ্বেরের অধীন তাবৎ প্রদেশস্থ সকল অধ্যক্ষের ও সমস্ত প্রজার প্রতি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে। [১৭] কেননা রাণীর এই কর্ম্মের কথা স্ত্রীলোকদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইবে; সুতরাং অহশ্বেরঃ রাজা বষ্টী রাণীকে আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলে সে আইল না, এই সংবাদ পাইলে তাহারা সাক্ষাতেও আপন ২ স্বামিকে অবজ্ঞা করিবে। [১৮] আর রাণীর এই কর্ম্মের সমাচার শুনিলে পারসের ও মাদিয়ার কুলীন স্ত্রীগণ অদ্যই রাজার সকল অধ্যক্ষদিগকে ঐ রূপ কহিবে, তাহাতে যথেষ্ট অপমান ও রাগ জন্মিবে। [১৯] অতএব যদি রাজার অভিমত হয়, তবে বষ্টী অহশ্বেরঃ রাজার নিকটে আর আসিতে পাইবে না, এবং রাজা তাহার রাজ্ঞীপদ লইয়া তাহাহইতে উত্তমা আর এক স্ত্রীকে দিবেন, এই রাজাজ্ঞা আপনকার শ্রীমুখহইতে প্রকাশিত হউক; এবং ইহার অন্যথা যেন না হয়, এই জন্যে তাহা পার্সীয়দের ও মাদীয়দের ব্যবস্থার মধ্যে লিখিত হউক। [২০] আর রাজা বৃহৎ হইলেও রাজ্যের সর্ব্বত্র এই আজ্ঞা প্রকাশিত হউক, তাহাতে স্ত্রীগণ ক্ষুদ্র কি মহান্ আপন ২ স্বামিকে মর্য্যাদা করিবে। [২১] তখন এই কথা রাজার ও অধ্যক্ষদের তুষ্টিকর হইলে রাজা মিমুখনের মন্ত্রণানুসারে করিল। [২২] সে সকল প্রদেশের লিখনানুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে আপনার অধীন প্রত্যেক প্রদেশে এই লিপি পাঠাইল, 'প্রত্যেক পুরুষ আপন ২ গৃহে কর্ত্তৃত্ব করুক, ও স্বজাতীয় লোকের ভাষাতে তাহা প্রকাশ করুক।'

২ অধ্যায়।

১ অনেক যুবতীকে একত্র করিতে পরামর্শ করণ, ৫ ও ইষ্টেরের ও তাহার পালকপিতার কথা, ৮ ও ইষ্টেরের স্ত্রীপালক হেগয়ের অনুগ্রহ পাওন, ১২ ও পরিষ্কার হওন ও রাজার কাছে যাওনের রীতি, ১৫ ও ইষ্টেরের প্রতি রাজার তুষ্টি, ২১ ও রাজদ্রোহ প্রকাশ করিলে রাজার আজ্ঞাতে মর্দিখয়ের নাম ইতিহাসপুস্তকে লিখন।

[১] এই সকল ঘটনার পরে অহশ্বেরঃ রাজার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে সে বষ্টীকে ও তাহার কার্য্য ও তাহার প্রতিকূলে যে আজ্ঞা হইয়াছিল, এই সকল চিন্তা করিতে লাগিল। [২] তাহাতে রাজার সেবাকারি দাসেরা তাহাকে কহিল, রাজার জন্যে সুন্দরী যুবতি কন্যাদের অন্বেষণ করা যাউক। [৩] রাজা আপন অধিকারের তাবৎ প্রদেশে অধ্যক্ষদিগকে নিযুক্ত করুন; তাহারা শূশন্ রাজধানীতে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের রক্ষক রাজনপুংসক যে হেগয় তাহার নিকটে সেই সকল সুন্দরী যুবতি কন্যাদিগকে একত্র করুক, এবং তাহাদের ভূষণার্থে দ্রব্য দত্ত হউক। [৪] তাহাতে যে কন্যাতে রাজার তুষ্টি হইবে, সে বষ্টীর পদে রাজ্ঞী হইবে। তখন এই কথা রাজার তুষ্টিকর হইলে সে তদনুসারে করিল।

[৫] তৎকালে বিন্যামীন বংশীয় কীশের প্রপৌত্র শিমিয়ির পৌত্র যায়ীরের পুত্র মর্দিখয় নামে এক যিহূদীয় লোক শূশন্ রাজধানীতে ছিল। [৬] যে লোকেরা যিহূদার যিহোয়াখীন্ রাজার সহিত বাবিলের নিবূখদ্নিৎসর্ রাজকর্ত্তৃক বন্দিত্বাবস্থায় নীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ঐ মর্দিখয় যিরূশালম্‌হইতে নীত হইয়াছিল। [৭] সে আপন পিতৃব্যের কন্যা হদসাকে অর্থাৎ ইষ্টেরকে প্রতিপালন করিত; কারণ তাহার পিতামাতা ছিল না। ঐ কন্যা পরমসুন্দরী ও সুবদনা ছিল; তাহার পিতামাতা মরিলে মর্দিখয় তাহাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিল।

[৮] পরে রাজার ঐ নিয়মের ও আজ্ঞার কথা প্রচারিত হইলে শূশন্ রাজধানীতে হেগয়ের নিকটে অনেক কন্যা একত্রীকৃতা হইল, বিশেষতঃ

ইষ্টের্ রাজবাটীতে স্ত্রীরক্ষক হেগয়ের নিকটে নীতা হইল। [৯] তাহাতে সে যুবতি হেগয়ের তুষ্টি জন্মাইয়া তাহার অনুগ্রহ পাইলে, সে ভূষণার্থক দ্রব্যাদির যে২ অংশ তাহাকে দিতে হয়, তাহা এবং রাজবাটীহইতে মনোনীত সাত দাসী তাহাকে শীঘ্র দিল, এবং সেই দাসীদের সহিত তাহাকে অন্তঃপুরের উত্তম স্থানে বাস করাইল। [১০] কিন্তু ইষ্টের্ আপন কুটুম্বের ও জাতির পরিচয় কাহাকেও দিল না; কারণ মর্দিখয় তাহা না জানাইতে তাহাকে আজ্ঞা করিয়াছিল। [১১] পরে ইষ্টের্ কেমন আছে, ও তাহার কি হইবে, ইহা জানিতে মর্দিখয় প্রতিদিন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে গতায়াত করিতে লাগিল।

[১২] অপর দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদের নিয়মিত সেবা পাইয়া এক২ কন্যা পালানুসারে অহশ্বেরঃ রাজার নিকটে আনীতা হইল; যেহেতুক ছয় মাস গন্ধরসের তৈলের, ও ছয় মাস সুগন্ধি ও স্ত্রীপরিষ্কারার্থক দ্রব্যের সেবনেতে এত দিন লাগিত; [১৩] এবং রাজার নিকটে যাইতে হইলে অন্তঃপুরহইতে রাজবাটীতে যাইবার সময়ে প্রত্যেক যুবতি যে২ দ্রব্য চাহিত, তাহা তাহাকে দেওয়া যাইত। [১৪] এবং সে সন্ধ্যাকালে যাইত, ও প্রাতঃকালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজনপুংসক শাশ্গসের নিকটে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিত; পরে রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহার নাম ধরিয়া না ডাকাইলে সে রাজার নিকটে আর যাইত না।

[১৫] অপর মর্দিখয় আপন পিতৃব্য অবীহয়িলের ইষ্টের্ নামে যে কন্যাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিল, তাহাকে যখন রাজার নিকটে যাইতে হইল, তখন স্ত্রীদের রক্ষক রাজনপুংসক হেগয় যাহা২ নিরূপণ করিল, তাহা ব্যতিরেকে সে আর কিছু চাহিল না; তথাপি যে কেহ ইষ্টেরের প্রতি দৃষ্টি করিত, সে তাহাকে অনুগ্রহ করিত। [১৬] রাজার অধিকারের সপ্তম বৎসরের দশম মাসে অর্থাৎ টেবেৎ মাসে ইষ্টের্ অহশ্বেরঃ রাজার নিকটে রাজবাটীতে নীতা হইল। [১৭] তাহাতে রাজা অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা ইষ্টেরকে অধিক ভাল বাসিল, এবং অন্য সকল কন্যা অপেক্ষা সে রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও দয়া পাইল; অতএব সে তাহার মস্তকে রাজমুকুট দিয়া বষ্টীর পদে তাহাকে রাণী করিল। [১৮] পরে রাজা আপন সকল অধ্যক্ষদের ও ভৃত্যদের জন্যে ইষ্টেরের ভোজ বলিয়া মহাভোজ প্রস্তুত করিল, এবং সকল প্রদেশের কর মোচন করিয়া আপন ঐশ্বর্য্যানুসারে দান করিল।

[১৯] কন্যাদের দ্বিতীয় বার একত্রীকরণ সময়ে মর্দিখয় রাজদ্বারে বসিত। [২০] ইষ্টের্ মর্দিখয়ের আজ্ঞানুসারে আপন কুটুম্বের ও জাতির পরিচয় কাহাকেও দিল না; ইষ্টের মর্দিখয়ের নিকটে প্রতিপালিত হওন সময়ে যেমন করিত, তখনও তদ্রূপ তাহার আজ্ঞা পালন করিত।

[২১] সেই সময়ে মর্দিখয় রাজদ্বারে বসিলে দ্বারপালদের মধ্যে বিগ্থন্ ও তেরশ্ নামে রাজবাটীর দুই নপুংসক ক্রুদ্ধ হইয়া অহশ্বেরঃ রাজাকে বধ করিতে মনস্থ করিল। [২২] কিন্তু মর্দিখয় তাহা জ্ঞাত হইয়া ইষ্টের্ রাণীকে জানাইল; তাহাতে ইষ্টের্ মর্দিখয়ের নাম করিয়া রাজাকে ঐ বৃত্তান্ত কহিল। [২৩] পরে অনুসন্ধানদ্বারা সেই বিষয় নিশ্চিত হইলে বৃক্ষের উপরে সেই দুই জনের উদ্বন্ধন হইল, এবং সে কথা রাজার সাক্ষাতে ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইল।

৩ অধ্যায়।

১ হামনের উন্নতি ও যিহূদীয়দিগকে বিনাশ করণের দিন নিরূপণ করিতে গুলিবাট করণ, ৮ ও যিহূদীয় লোকদিগকে বিনাশ করিতে রাজাহইতে হামনের আজ্ঞা পাওন ও সর্ব্বত্র প্রকাশ করণ।

[১] পরে অহশ্বেরঃ রাজা অগাগীয় হম্মিদাথার পুত্র হামনের পদবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে উন্নত করিল, এবং আপন সঙ্গি সমস্ত কুলীন অপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিল। [২] তাহাতে রাজার যত ভৃত্য রাজদ্বারে থাকিত, তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া হামনকে প্রণাম করিতে লাগিল, কারণ রাজা তাহার বিষয়ে সেই রূপ আজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু মর্দিখয় ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করে না। [৩] তাহাতে রাজদ্বারস্থ রাজভৃত্যেরা মর্দিখয়কে কহিল, তুমি রাজার আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করিতেছ? [৪] এই রূপে তাহারা নিত্য২ তাহাকে কহে, তথাপি সে তাহাদের কথা মানে না। তাহাতে মর্দিখয়ের উল্লেখিত কারণ গ্রাহ্য কি না, তাহা জানিতে তাহারা হামনকে তাহা জ্ঞাত করিল; কেননা মর্দিখয় তাহাদিগকে কহিয়াছিল, আমি যিহূদি লোক। [৫] অপর মর্দিখয় ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করে না, ইহা দেখিয়া হামন্ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। [৬] এবং যিহূদীয়েরা মর্দিখয়ের জাতি, ইহা অবগত হইয়া কেবল মর্দিখয়ের প্রতি হস্তার্পণ করা লঘু জ্ঞান করিয়া বরং অহশ্বেরঃ রাজার তাবৎ রাজ্যেতে সকল যিহূদীয় লোককে অর্থাৎ মর্দিখয়ের তাবৎ জাতিকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। [৭] আর ইহার বিষয়ে অহশ্বেরঃ রাজার অধিকারের দ্বাদশ বৎসরের প্রথম মাস অর্থাৎ নীষন মাস অবধি প্রত্যেক দিনের জন্যে এবং অদর নামক দ্বাদশ মাস

পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের জন্যে হামনের সাক্ষাতে গুলিবাঁট করা গেল।

[৮] পরে হামন্ অহস্বেরঃ রাজাকে কহিল, তোমার রাজ্যের সকল প্রদেশীয় লোকদের মধ্যে বিস্তারিত ও ছিন্নভিন্ন অমুক এক জাতি আছে; অন্য লোকদের ব্যবস্থাহইতে তাহাদের ব্যবস্থা ভিন্ন, তাহারা রাজার ব্যবস্থা মানে না; অতএব তাহাদিগের ব্যবহার সহ্য করা রাজার উচিত নয়। [৯] যদি রাজার অভিমত হয়, তবে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লেখা যাউক; তাহাতে আমি রাজভাণ্ডারে রাখিবার জন্যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত লোকদের হস্তে দশ সহস্র মণ রূপা দিব। [১০] তখন রাজা আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয় লইয়া যিহূদীয়দের শত্রু অগাগীয় হম্মিদাথার পুত্র হামন্কে দিল। [১১] এবং রাজা হামন্কে কহিল, সেই রূপা ও সেই জাতি তোমাকে দত্ত হইল, তাহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। [১২] পরে প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজার লেখকেরা আহূত হইল, এবং হামনের আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক প্রদেশের রাজপ্রতিনিধিগণের ও অধ্যক্ষগণের এবং প্রত্যেক লোকদের শাসনকর্তৃগণের কাছে অহস্বেরঃ রাজার নামে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষরানুসারে ও প্রত্যেক লোকের ভাষানুসারে পত্র লিখিত হইয়া রাজার অঙ্গুরীয়েতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। [১৩] এবং যুবা ও বৃদ্ধ ও শিশু ও স্ত্রীলোকশুদ্ধ তাবৎ যিহূদীয়দিগকে এক দিনে অর্থাৎ অদর নামক দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে সংহার ও বধ ও বিনাশ, ও তাহাদের দ্রব্য লুট করিতে হইবে, এমত পত্র দূতদ্বারা রাজার সকল প্রদেশে প্রেরিত হইল। [১৪] এবং সেই দিনের জন্যে সকলে যেন প্রস্তুত হয়, এমত আজ্ঞা প্রত্যেক প্রদেশে প্রচারিত করিবার নিমিত্তে তাবৎ জাতীয়দের মধ্যে সেই লিখনের অনুরূপপত্র প্রকাশ করা গেল। [১৫] অপর দূতগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া ত্বরা করিয়া বাহিরে গেল, এবং সে আজ্ঞা শূশন্ রাজধানীতে প্রকাশিত হইল; পরে রাজা ও হামন্ ভোজন পান করিতে বসিল, কিন্তু শূশন্ নগরের সকল লোক উদ্বিগ্ন হইল।

৪ অধ্যায়।

১ মর্দ্দিখয় ও যিহূদীয়দের শোকের কথা, ৪ ও তাহার বিষয় শুনিয়া মর্দ্দিখয়ের কাছে ইষ্টেরের লোক প্রেরণ ও তাহার উত্তর, ১০ ও ইষ্টেরের দ্বিতীয় কথা ও মর্দ্দিখয়ের উত্তর, ১৫ ও ইষ্টেরের উপবাস নিরূপণ করণ।

[১] অপর মর্দ্দিখয় এই সকল ঘটনা জ্ঞাত হইয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িল, এবং চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া নগরের মধ্যে যাইয়া মনস্তাপ-প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল। [২] পরে রাজদ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত আইল, কিন্তু চট পরিয়া কেহ রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না। [৩] এবং প্রত্যেক প্রদেশের যে২ স্থানে ঐ রাজাজ্ঞা ও নিয়মপত্র গেল, সেই সকল স্থানে যিহূদীয়দের মধ্যে মহাশোক ও উপবাস ও ক্রন্দন ও বিলাপ হইল, এবং অনেকে চট পরিয়া ভস্মে শয়ন করিল।

[৪] পরে ইষ্টেরের দাসীগণ ও নপুংসকেরা আসিয়া ঐ কথা ইষ্টের্কে জ্ঞাত করিল; তাহাতে রাণী অতি ব্যাকুলা হইয়া মর্দ্দিখয়কে চট ত্যাগ ও বস্ত্র পরিধান করাইতে অন্য বস্ত্র প্রেরণ করিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। [৫] তাহাতে ইষ্টের্ আপন সেবাকারি হথক্ নামে রাজনপুংসককে ডাকিয়া কি হইল ও কেন হইল, ইহা জানিতে মর্দ্দিখয়ের কাছে যাইতে আজ্ঞা দিল। [৬] পরে হথক্ রাজদ্বারের সম্মুখস্থ নগরের চকে মর্দ্দিখয়ের নিকটে গেল। [৭] তাহাতে মর্দ্দিখয় আপনার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছে, এবং যিহূদীয়দিগকে বিনষ্ট করিতে হামন্ রাজভাণ্ডারে কত মুদ্রা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তাহাকে কহিল। [৮] এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে যে আজ্ঞাপত্র শূশনে দত্ত হইয়াছে, তাহার এক অনুলিপি ইষ্টের্কে দেখাইতে তাহাকে দিল, এবং তাহার নিকটে তাহা শুনাইতে, এবং সে যেন স্বজাতীয় লোকদের জন্যে রাজার কাছে বিনয় ও প্রার্থনা করণার্থে রাজার নিকটে প্রবেশ করে, ইহাও কহিতে আজ্ঞা করিল। [৯] পরে হথক্ আসিয়া মর্দ্দিখয়ের কথা ইষ্টের্কে জ্ঞাত করিল।

[১০] পরে ইষ্টের্ মর্দ্দিখয়কে এই কথা কহিতে পুনর্ব্বার হথককে আজ্ঞা করিল। [১১] অনাহূত হইয়া পুরুষ কি স্ত্রী যাহারা ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার নিকটে যায়, তাহাদের মধ্যে রাজা যাহার প্রতি স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করে, সেই মাত্র বাঁচে, নতুবা অন্য সকলের প্রাণদণ্ডের একই আজ্ঞা আছে, ইহা রাজার ভৃত্যগণ ও রাজার অধীন তাবৎ প্রদেশের প্রজা লোক সকলে জানে; আর ত্রিশ দিন অবধি আমি রাজার নিকটে যাইতে আহূতা হই নাই। [১২] পরে সে মর্দ্দিখয়কে ইষ্টেরের এই কথা জ্ঞাত করিলে [১৩] সে ইষ্টের্কে এই উত্তর দিতে কহিল, তাবৎ যিহূদীয়দের মধ্যে কেবল তুমি রাজবাটীতে থাকাতে রক্ষা পাইবা, ইহা মনে ভাবিও না। [১৪] যদি তুমি এ সময়ে সর্ব্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক, তবে অন্য কোন

উপায়দ্বারা যিহূদীয়দের উপকার ও নিস্তারের পথ হইবে, এবং তুমি আপন পিতৃবংশের সহিত বিনষ্ট হইবা; কিন্তু বোধ হয় এই বিপদসময়ের নিমিত্তে তুমি রাজ্য পাইয়াছ।

[১৫] তখন ইষ্টের্ মর্দ্দিখয়কে এই উত্তর দিতে আজ্ঞা করিল, [১৬] তুমি যাইয়া শূশনে উপস্থিত তাবৎ যিহূদীয়দিগকে একত্র করিয়া আমার নিমিত্তে উপবাস কর, এবং তিন দিবারাত্রি কিছু আহার করিও না ও কিছু পান করিও না; এবং আমি ও আমার দাসীরাও উপবাস করিব, তাহা করিলে আমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া রাজার নিকটে যাইব; তাহাতে হত হইতে হয় হইব। [১৭] পরে মর্দ্দিখয় যাইয়া ইষ্টেরের আজ্ঞানুসারে করিল।

৫ অধ্যায়।

১ রাজার কাছে যাইয়া অনুগ্রহ পাইলে পর তাহাকে ও হামনকে ইষ্টেরের নিমন্ত্রণ করণ, ৬ ও দ্বিতীয় বার নিমন্ত্রণ করণ, ৯ ও অহঙ্কারি হামনের মর্দ্দিখয়কে হেয়জ্ঞান করণ, ১৪ ও তাহার জন্যে ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করণ।

[১] অপর তৃতীয় দিনে ইষ্টের্ রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজবাটীর ভিতরপ্রাঙ্গণে রাজার গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইল; তৎকালে রাজা রাজবাটীতে গৃহের দ্বারের সম্মুখে রাজসিংহাসনের উপরে বসিয়াছিল। [২] তাহাতে রাজা যখন প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মানা ইষ্টের্ রাণীকে দেখিল, তখন রাজার দৃষ্টিতে ইষ্টের্ অনুগ্রহ পাওয়াতে রাজা ইষ্টেরের প্রতি স্বহস্তস্থিত স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিল; তাহাতে ইষ্টের্ নিকটে আসিয়া রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করিল। [৩] অনন্তর রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে ইষ্টের্ রাণি, কি হইল? এবং তোমার প্রার্থনীয় কি? অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত হইলেও তোমাকে দত্ত হইবে। [৪] তাহাতে ইষ্টের্ উত্তর করিল, যদি রাজার অভিমত হয়, তবে রাজা হামনের সহিত আমার প্রস্তুত ভোজেতে অদ্য আগমন করুন। [৫] তখন রাজা কহিল, ইষ্টেরের আজ্ঞানুসারে শীঘ্র কর্ম্ম করিতে হামন্‌কে কহ; পরে রাজা ও হামন্ ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজেতে গেল।

[৬] পরে দ্রাক্ষারস পান করিবার সময়ে রাজা ইষ্টেরকে কহিল, তোমার প্রার্থনীয় কি? তাহা তোমাকে দত্ত হইবে; ও তোমার যাচ্ঞা কি? আমার অর্দ্ধেক রাজ্যেতে যদি হয়, তবে তাহা সিদ্ধ হইবে। [৭] তাহাতে ইষ্টের্ উত্তর করিল, এই আমার প্রার্থনা ও বাঞ্ছা; [৮] আমি যদি রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, এবং আমার প্রার্থনীয় দিতে ও বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে যদি রাজার অভিমত হয়, তবে যে ভোজ প্রস্তুত করিব, তাহাতে রাজা ও হামন্ আইসুন, এবং আমি কল্য রাজার আজ্ঞানুসারে কহিব।

[৯] তাহাতে সেই দিনে হামন্ আহ্লাদিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বাহিরে গেল, কিন্তু রাজদ্বারে মর্দ্দিখয়ের দেখা পাইলে সে তখনও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠিল না ও নড়িল না; তাহাতে হামন্ মর্দ্দিখয়ের বিরুদ্ধে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। [১০] তথাপি হামন্ ধৈর্য্যাবলম্বন করিল, এবং গৃহে আসিয়া আপন বন্ধুদিগকে ও আপন ভার্য্যা সেরশ্‌কে ডাকাইয়া আনিল। [১১] এবং হামন্ তাহাদের কাছে আপন ঐশ্বর্য্যের তেজ ও বহু সন্তানদের কথা, এবং রাজা কি রূপে তাহার পদবৃদ্ধি করিয়াছে ও কি রূপে তাহাকে কুলীন ও রাজভৃত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে, এই সকলের বর্ণনা তাহাদিগকে শুনাইল। [১২] হামন্ আরো কহিল, ইষ্টের্ রাণী আপনার প্রস্তুত ভোজেতে আমাব্যতিরেকে আর কাহাকেও রাজার সহিত যাইতে দেয় নাই; কল্যও আমি রাজার সহিত তাহার কাছে নিমন্ত্রিত আছি। [১৩] কিন্তু যাবৎ আমি রাজদ্বারে উপবিষ্ট যিহূদীয় মর্দ্দিখয়কে দেখি, তাবৎ এই সকলেতে আমার মন তৃপ্ত হয় না।

[১৪] তখন তাহার ভার্য্যা সেরশ্ ও বন্ধুগণ তাহাকে কহিল, তুমি পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ এক ফাঁশকাষ্ঠ প্রস্তুত করাও; তাহাতে মর্দ্দিখয়কে ফাঁশি দিতে কল্য রাজাকে কহ, পরে হৃষ্ট হইয়া রাজার সহিত ভোজেতে যাও। তখন হামন্ সেই কথাতে তুষ্ট হইয়া ঐ ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাইল।

৬ অধ্যায়।

১ ইতিহাসপুস্তকে মর্দ্দিখয়ের সৎক্রিয়ার বিবরণ পাঠ করিয়া রাজার তাহাকে পুরস্কার দিতে চাহন, ৪ ও মর্দ্দিখয়কে বধ করণের প্রার্থনা করিতে রাজার কাছে গিয়া অজ্ঞাতসারে মর্দ্দিখয়কে সম্ভ্রম দিতে হামনের মন্ত্রণা দেওন, ১২ ও বন্ধুগণের প্রতি হামনের মনের কথা কহন ও তাহার কাছে তাহার ভাবিবিনাশের কথা কহন।

[১] ঐ রাত্রিতে রাজার নিদ্রা না হওয়াতে সে স্মরণীয় ইতিহাসপুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিল; পরে রাজার সাক্ষাতে যখন সেই পুস্তকের পাঠ হইল, [২] তখন তন্মধ্যে লিখিত এই কথা পাওয়া গেল, রাজার নপুংসক বিগথন্ ও তেরশ্ নামে দুই জন দ্বারপাল অহশ্বেরঃ রাজাকে বধ করিতে চাহিলে মর্দ্দিখয় তাহার সংবাদ দিয়াছিল। [৩] রাজা জিজ্ঞাসিল, ইহার নিমিত্তে মর্দ্দিখয়কে কি প্রকার মর্য্যাদা ও উচ্চপদ দত্ত হইয়াছে? রাজার সেবক দাসেরা কহিল, তাহাকে কিছুই দেওয়া যায় নাই।

[4] পরে রাজা জিজ্ঞাসিল, প্রাঙ্গণে কে আছে? তৎকালে হামন্ আপনার প্রস্তুত ফাঁশিকাষ্ঠে মর্দিখয়কে ফাঁশি দিবার জন্যে রাজাকে কহিতে রাজগৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়াছিল। [5] অতএব রাজার দাসগণ কহিল, হামন্ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছে। তাহাতে রাজা কহিল, সে ভিতরে আইসুক। [6] অনন্তর হামন্ ভিতরে আইলে রাজা তাহাকে কহিল, যাহার মর্য্যাদা করণে রাজা আহ্লাদিত হন, তাহার প্রতি কি করা কর্ত্তব্য? হামন্ মনে ২ ভাবিল, রাজা আমা ব্যতিরেকে আর কাহার মর্য্যাদা করণে আহ্লাদিত হইবেন? [7] পরে হামন্ রাজাকে কহিল, রাজা যাহার মর্য্যাদা করিতে সন্তুষ্ট হন, [8] তাহার নিমিত্তে রাজার পরিধেয় রাজকীয় বস্ত্র ও রাজার আরোহণের অশ্ব আনীত হউক, ও তাহার মস্তকে রাজমুকুট দত্ত হউক। [9] এবং সেই বস্ত্র ও অশ্ব রাজার এক প্রধান কুলীনের হস্তে সমর্পিত হউক; এবং রাজা যাহার মর্য্যাদা করণে সন্তুষ্ট হন, তাহাকে সে ঐ রাজবস্ত্রে পরিধান করাউক, পরে লোকেরা তাহাকে ঐ অশ্বারোহণে নগরের চকে লইয়া যাউক, এবং তাহার সম্মুখে এই কথা ঘোষণা করুক, রাজা যাহার মর্য্যাদা করিতে সন্তুষ্ট হন, তাহার প্রতি এই রূপ ব্যবহার হইবে। [10] তখন রাজা হামন্কে কহিল, তুমি শীঘ্র সেই বস্ত্র ও অশ্ব লইয়া যেমত কহিলা, তদনুসারে রাজদ্বারে উপবিষ্ট যিহূদীয় মর্দিখয়ের প্রতি কর; তুমি যে সকল কথা কহিলা, তাহার কিছু ত্রুটি করিও না। [11] তখন হামন্ সেই বস্ত্র ও অশ্ব লইয়া মর্দিখয়কে বস্ত্র পরিধান করাইল, এবং অশ্বারোহণে নগরের চকে গমন করাইল, এবং 'রাজা যাহার মর্য্যাদা করিতে সন্তুষ্ট হন, তাহার প্রতি এই রূপ ব্যবহার হইবে,' এই কথা তাহার অগ্রে২ ঘোষণা করিল।

[12] পরে মর্দিখয় পুনর্ব্বার রাজদ্বারে বসিল, কিন্তু হামন্ শোকান্বিত হইয়া মস্তক আচ্ছাদন করিয়া আপন গৃহে শীঘ্র গেল। [13] এবং হামন আপনার এই সকল ঘটনার কথা আপন ভার্য্যা সেরশ্কে ও আপনার সকল বন্ধুদিগকে কহিল; তাহাতে তাহার জ্ঞানি লোকেরা ও তাহার ভার্য্যা সেরশ্ তাহাকে কহিল, যাহার অগ্রে তোমার এই পতনের আরম্ভ হইল, সে মর্দিখয় যদি যিহূদি বংশীয় লোক হয়, তবে তুমি তাহাকে জয় করিতে পারিবা না; বরং আপনি তাহার সম্মুখে পতিত হইবা। [14] তাহারা এই রূপ কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে রাজনপুংসক আসিয়া ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে হামন্কে আনিতে ত্বরা করিল।

৭ অধ্যায়।

১ ইষ্টেরের আপন বাঞ্ছা প্রকাশ করণ, ৫ ও হামন্কে দোষী করণ, ৭ ও হামনকে ফাঁশি দিতে রাজার আজ্ঞা করণ।

[1] পরে রাজা ও হামন্ ইষ্টের্ রাণীর সহিত ভোজন করিতে আইলে [2] রাজা সেই দ্বিতীয় দিনে দ্রাক্ষারস পান করণ সময়ে ইষ্টর্কে পুনর্ব্বার কহিল, হে ইষ্টের্ রাণি, তোমার প্রার্থনীয় কি? তাহা তোমাকে দত্ত হইবে; ও তোমার যাচ্ঞা কি? অর্দ্ধেক রাজ্যেতে যদি হয়, তবে তাহা সিদ্ধ করা যাইবে। [3] তখন ইষ্টের্ রাণী উত্তর করিল, হে রাজন্, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, ও যদি আপনকার অভিমত হয়, তবে আমার প্রার্থনীয় আমার প্রাণ ও আমার যাচনীয় আমার লোকদের প্রাণ আমাকে দত্ত হউক। [4] কেননা আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার স্বজাতীয় লোকেরা সংহারিত ও হত ও বিনষ্ট হইবার নিমিত্তে বিক্রীত হইয়াছি। যদি আমরা কেবল দাস দাসী হওনের জন্যে বিক্রীত হইতাম, তবে আমি নীরব থাকিতাম, কিন্তু রাজার এই ক্ষতিতে শত্রুর মন তৃপ্ত হয় না।

[5] তখন অহস্বেরঃ রাজা ইষ্টের্ রাণীকে কহিল, এমত কর্ম্ম করিতে যে মনস্থ কবিল সে কে? এবং কোথায় আছে? [6] ইষ্টের্ কহিল, সেই বিপক্ষ ও শত্রু এই দুষ্ট হামন্। তাহাতে হামন্ রাজার ও রাণীর সাক্ষাতে ভীত হইল।

[7] অপর রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রাক্ষারস পানহইতে উঠিয়া রাজবাটীর উদ্যানে গেল; তাহাতে হামন্ রাজাহইতে আপনার অমঙ্গল নিশ্চিত দেখিয়া ইষ্টের্ রাণীর কাছে আপন প্রাণ প্রার্থনা করিতে দণ্ডায়মান হইল। [8] পরে রাজা রাজবাটীর উদ্যানহইতে দ্রাক্ষারসযুক্ত ভোজের স্থানে প্রত্যাগমন করিল; তখন ইষ্টের যে শয্যাতে উপবিষ্টা ছিল, হামন্ তাহার নিকটে পতিত ছিল; তাহাতে রাজা কহিল, এ কি গৃহমধ্যে আমার সাক্ষাতে রাণীকে বলাৎকার করিবে? এই কথা রাজমুখহইতে নির্গত হইবামাত্র লোকেরা হামনের মুখ আচ্ছাদন করিল। [9] পরে হর্বোণা নামে রাজার এক নপুংসক রাজাকে কহিল, দেখ, যে মর্দিখয় রাজার পক্ষে হিতজনক সমাচার দিয়াছিল, তাহার বধের নিমিত্তে হামন্ পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা হামনের বাটীতে স্থাপিত আছে। রাজা কহিল, তাহারই উপরে ইহাকে ফাঁশ দেও। [10] তাহাতে হামন্ মর্দিখয়ের জন্যে যে ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছিল,

তাহার উপরে লোকেরা হামন্‌কে ফাঁশি দিল; এই রূপে রাজার ক্রোধনিবৃত্তি হইল।

৮ অধ্যায়।

১ মর্দ্দিখয়ের উন্নতি ও হামনের পত্র অন্যথা করিতে ও অন্য লোক পাঠাইতে প্রার্থনা করণ, ৭ ও শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে রাজার যিহূদিদিগকে অনুমতি দেওন, ১৫ ও মর্দ্দিখয়ের উন্নতিদ্বারা যিহূদীয় লোকদের আনন্দ।

[১] আর ঐ দিনে অহশ্বেরঃ রাজা ইষ্টের্ রাণীকে যিহূদার শত্রু হামনের সকল পরিজনকে দান করিল, এবং মর্দ্দিখয় রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। কেননা মর্দ্দিখয় আপনার কে, তাহা ইষ্টের জানাইয়াছিল। [২] তাহাতে রাজা হামন্‌হইতে নীত আপনার অঙ্গুরীয় খুলিয়া মর্দ্দিখয়কে দিল, এবং ইষ্টের্ হামনের পরিজনদের উপরে মর্দ্দিখয়কে কর্তৃত্বভার দিল।

[৩] পরে ইষ্টের্ রাজার কাছে পুনর্ব্বার নিবেদন করিয়া তাহার চরণে পতিত হইয়া, অগাগীয় হামন্ যিহূদীয়দের হিংসা করণার্থে যে কুমন্ত্রণা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ করিতে অশ্রুপাত পূর্ব্বক সাধ্যসাধনা করিল। [৪] তাহাতে রাজা ইষ্টেরের দিগে স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিলে ইষ্টের্ রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া [৫] কহিল, যদি রাজার অভিমত হয়, এবং আমি রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, ও এই কর্ম্ম রাজার ভাল বোধ হয়, ও আমি রাজার সন্তোষকারিণী হই, তবে রাজার তাবৎ প্রদেশস্থ যিহূদীয়দিগকে বিনষ্ট করণার্থে অগাগীয় হম্মিদাথার পুত্র হামনের কুমন্ত্রণা সম্বলিত যে পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ করিতে লেখা যাউক। [৬] কেননা আমার লোকদের প্রতি অমঙ্গল ঘটনার দর্শন আমি কি প্রকারে সহিতে পারি? ও আপন স্বজাতীয়দের বিনাশ দর্শন কি রূপে সহ্য করিতে পারি?

[৭] তখন অহশ্বেরঃ রাজা ইষ্টের্ রাণীকে ও যিহূদীয় মর্দ্দিখয়কে কহিল, দেখ, আমি ইষ্টের্‌কে হামনের পরিবার দিলাম, এবং লোকেরা হামন্‌কে ফাঁশিকাষ্ঠে ফাঁশি দিল, কেননা সে যিহূদীয়দের প্রতি হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। [৮] এখন তোমরা আপনাদের ইচ্ছানুসারে রাজার নামে যিহূদীয়দের পক্ষে পত্র লিখ, ও তাহাতে রাজার অঙ্গুরীয়ের মুদ্রাঙ্ক কর; রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ের মুদ্রাঙ্কে মুদ্রাঙ্কিত যে পত্র, তাহার অন্যথা কেহ করিতে পারে না। [৯] তখন তৃতীয় মাসের অর্থাৎ সীবন্ মাসের তেইশ দিনে রাজার লেখকেরা আহূত হইলে মর্দ্দিখয়ের আজ্ঞানুসারে হিন্দুস্থান অবধি কূশ দেশ পর্য্যন্ত আপন অক্ষর ও ভাষানুসারে যিহূদীয়দের প্রতি, এবং এক শত সাতাইশ প্রদেশের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষরানুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে রাজপ্রতিনিধিগণের অধ্যক্ষদের ও প্রদেশাধিপতিদের প্রতি পত্র লিখিত হইল। [১০] তাহা অহশ্বেরঃ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়কেতে মুদ্রাঙ্কিত হইল, পরে অশ্বিনীজাত অশ্বতর বাহনারূঢ় ক্রতগামি দূতগণের হস্তদ্বারা তাহা প্রেরিত হইল। [১১] তাহাতে অহশ্বেরঃ রাজার তাবৎ প্রদেশে এক দিনে অর্থাৎ অদর্ নামে দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে [১২] প্রত্যেক নগরস্থ তাবৎ যিহূদীয় লোক একত্র হইয়া যেন আপন২ প্রাণের নিমিত্তে দণ্ডায়মান হয়; এবং যে জাতি ও যে প্রদেশের যে লোকসমূহ তাহাদের হিংসাকারী, তাহাদিগকে ও তাহাদের বালক ও স্ত্রী সকলকে সংহার ও বধ ও বিনষ্ট করিতে এবং তাহাদের তাবৎ বস্তু লুট করিতে পারে, রাজা এই রূপ অনুমতি দিল।

[১৩] আর যিহূদীয়েরা আপনাদের শত্রুদের প্রতিকার করিতে যেন প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে প্রত্যেক প্রদেশে দাতব্য ঐ আজ্ঞাপত্রের অনুলিপি তাবৎ লোকদের কাছে প্রেরিত হইল। [১৪] পরে অশ্বতরবাহনারূঢ় দূতগণ রাজাজ্ঞাতে শীঘ্র ও সত্বর হইয়া সর্ব্বত্র গমন করিল। শূশন্ রাজধানীতে সেই আজ্ঞা দত্ত হইয়াছিল।

[১৫] অপর মর্দ্দিখয় নীল ও শুক্লবর্ণ রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া সুবর্ণময় বৃহৎ মুকুট মস্তকে দিয়া এবং সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত হইয়া রাজার সাক্ষাৎহইতে বাহিরে গেল; তাহাতে শূশন্ রাজধানী আনন্দে ও হর্ষে পরিপূর্ণ হইল। [১৬] এবং যিহূদীয়দের দীপ্তির ও আনন্দের ও হর্ষের ও মর্য্যাদার উদয় হইল। [১৭] এবং প্রতি প্রদেশে ও প্রতি নগরে যে কোন স্থানে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল, সেই২ স্থানে যিহূদীয়দের আনন্দ ও হর্ষ ও ভোজ ও মঙ্গলের দিন হইল, এবং দেশের অনেক লোক যিহূদীয় মতাবলম্বী হইল, কেননা তাহারা যিহূদীয়দের হইতে ভীত হইল।

৯ অধ্যায়।

১ শত্রুগণকে ও হামনের দশ পুত্রকে যিহূদীয়দের বধ করণ, ১১ ও দ্বিতীয় দিনে শত্রুগণকে বধ করণ ও হামনের পুত্রগণকে ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গাওন, ২০ ও পূরীম্ দিনের উৎসব নিরূপণ করণ।

[১] অপর অদর্ নামক দ্বাদশ মাসের যে ত্রয়োদশ দিনে রাজার আজ্ঞা ও নিয়ম পূর্ণ করণের

সময় নির্ণীত হইয়াছিল, অর্থাৎ যে দিনে যিহূদীয়দের শত্রুগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিতে অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই দিনে এমত বিপরীত ঘটনা হইল, যে যিহূদীয়েরা আপন ঘৃণাকারিদিগকে পরাভূত করিল। [২] তখন যিহূদীয়েরা আপনাদের হিংসা চেষ্টাকারিদের প্রতি হস্তার্পণ করিতে অহশ্বেরঃ রাজার তাবৎ প্রদেশে আপন২ নগরে আপনাদিগকে একত্র করিল, এবং তাহাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিল না, কেননা তাবৎ লোক তাহাদের হইতে ভীত হইল। [৩] অধিকন্তু প্রদেশাধিপতিগণ ও রাজপ্রতিনিধিগণ ও অধিপতিগণ ও রাজকর্ম্মকারিগণ মর্দ্দিখয়হইতে ভীত হইয়া যিহূদীয়দের উপকার করিল। [৪] কেননা মর্দ্দিখয় রাজবাটীর প্রধান লোক ছিল, ও তাহার যশ সর্ব্বত্র সকল প্রদেশে ব্যাপ্ত হইল, ও সেই মর্দ্দিখয় উত্তর২ উন্নতি পাইল। [৫] এই প্রকারে যিহূদীয়েরা তাবৎ শত্রুদিগকে খড়্গাঘাত ও সংহার ও বিনাশ করিল; তাহারা আপনাদের ঘৃণাকারিদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিল। [৬] এই রূপে যিহূদীয়েরা শূশন্ রাজধানীতে পাঁচ শত লোককে বধ ও বিনাশ করিল। [৭] বিশেষতঃ পর্শন্দাথ ও দল্‌ফোন্ ও অস্পাথা [৮] ও পোরাথা ও অদলিয়া ও অরীদাথা [৯] ও পর্ম্মস্ত ও অরীষয় ও অরীদয় ও বয়িষাথ, [১০] যিহূদীয়দের শত্রু হম্মিদাথার পুত্র হামনের এই দশ পুত্রকে তাহারা বধ করিল, কিন্তু তাহাদের কোন বস্তু লুট করিল না।

[১১] যাহারা শূশন্ রাজধানীতে হত হইল, তাহাদের সংখ্যা সেই দিনে রাজার সাক্ষাতে আইলে, [১২] রাজা ইষ্টের্ রাণীকে কহিল, যিহূদীয়েরা শূশন্ রাজধানীতে পাঁচ শত লোককে ও হামনের দশ পুত্রকে বধ ও বিনাশ করিয়াছে; না জানি রাজার অন্য২ প্রদেশে কি করিয়াছে; এখন তোমার প্রার্থনীয় কি? তাহা তোমাকে দত্ত হইবে; ও তোমার আর বাঞ্ছা কি? তাহা সিদ্ধ হইবে। [১৩] ইষ্টের্ কহিল, যদি রাজার অভিমত হয়, তবে অদ্যকার মত কল্য করিতে শূশনস্থ যিহূদীয়দের প্রতি অনুমতি হউক, এবং হামনের দশ পুত্র ফাঁশিকাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হউক। [১৪] পরে রাজা তাহা করিতে আজ্ঞা দিল, এবং সেই আজ্ঞা শূশনে প্রচারিত হইলে লোকেরা হামনের দশ পুত্রকে ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গাইল। [১৫] আর শূশনস্থ যিহূদীয়েরা অদর্ মাসের চতুর্দ্দশ দিনেও একত্র হইয়া শূশনে তিন শত লোককে বধ করিল, কিন্তু কোন বস্তু লুট করিল না। [১৬] ইতিমধ্যে রাজার অন্য২ প্রদেশে যে সকল যিহূদীয়েরা ছিল, তাহারা একত্র হইয়া প্রাণের জন্যে দণ্ডায়মান হইল; এবং শত্রুগণহইতে তৃপ্তি পাইয়া শত্রুদের পঁচাত্তর সহস্র লোককে বধ করিল, কিন্তু কোন বস্তু লুট করিল না। [১৭] এই সমস্ত অদর্ মাসের ত্রয়োদশ দিনে ঘটিল, এবং চতুর্দ্দশ দিনে তাহারা বিশ্রাম করিয়া তাহা ভোজ ও আনন্দ করণের দিন করিল। [১৮] কিন্তু শূশনস্থ যিহূদীয়েরা ঐ মাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ দিনে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিনে বিশ্রাম করিল, ও তাহাই ভোজ ও আনন্দ করণের দিন করিল। [১৯] এই কারণ অপ্রাচীর নগর নিবাসি যিহূদীয়েরা অদর্ মাসের চতুর্দ্দশ দিনকে আনন্দের ও ভোজের ও মঙ্গলের ও পরস্পর উপঢৌকন দেওনের দিন করিয়া মানে।

[২০] আর অহশ্বেরঃ রাজার অধীন নিকটস্থ ও দূরস্থ সকল প্রদেশে যে সকল যিহূদীয়েরা থাকে, তাহাদের নিকটে মর্দ্দিখয় এই সমস্ত কথা পত্রে লিখিয়া পাঠাইল। [২১] আর যিহূদীয়েরা যে দুই দিনে আপনাদের শত্রুহইতে তৃপ্তি পাইয়াছিল, এবং যে মাসে তাহাদের দুঃখ সুখ হইয়া উঠিয়াছিল, ও শোক উৎসব হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মাসের সেই দুই দিন ভোজের ও আনন্দের ও পরস্পর উপঢৌকন দেওনের ও দরিদ্রদিগকে দান করণের দিন হইবে; [২২] অর্থাৎ তাহারা বৎসরে২ অদর্ মাসের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ দিন পালন করিবে, ইহা পত্রদ্বারা নিরূপণ করিল। [২৩] তাহাতে যিহূদীয়েরা যেমন আরম্ভ করিয়াছিল ও মর্দ্দিখয় যেমন লিখিয়াছিল, তদ্রূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। [২৪] তাবৎ যিহূদীয়দের শত্রু যে অগাগীয় হম্মিদাথার পুত্র হামন্, সে যিহূদীয়দিগকে বিনষ্ট করিতে মনস্থ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষয় ও বিনাশ করণের নিমিত্তে পূর্ অর্থাৎ গুলিবাঁট করিয়াছিল; [২৫] কিন্তু রাজার সাক্ষাতে ইষ্টের্ গমন করিলে সে এই আজ্ঞাপত্র দিল, হামন্ যিহূদীয়দের বিরুদ্ধে যে দুষ্ট পরামর্শ করিয়াছে, তাহা তাহারই মস্তকে বর্ত্তুক। আর সে ও তাহার পুত্রগণ ফাঁশিকাষ্ঠের উপরে টাঙ্গান হইল। [২৬] অতএব পূরীমের (গুলিবাঁটের) নামানুসারে সেই দুই দিনের নাম পূরীম্ হইল; এবং সেই পত্রের সকল কথার জন্যে, এবং তাহারা সে বিষয়ে যাহা দেখিয়াছিল, ও তাহাদের প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্যে [২৭] লিখিত আজ্ঞা ও নিরূপিত সময়ানুসারে বৎসরে২ ঐ দুই দিন পালন করিতে ও কোন রূপে তাহার ত্রুটি না করিতে যিহূদীয়েরা আপনাদের ও নিজ ভাবিবংশদের ও যিহূদিমতাবলম্বিদের নিমিত্তে অঙ্গীকার করিল। [২৮] অতএব তাবৎ পুরুষপরম্পরাতে প্রত্যেক বংশে ও

প্রদেশে ও নগরে সেই দিনের স্মরণ ও পালন করা উচিত; এবং এই পূরীম্ দিন যিহূদীয়দের মধ্যহইতে কখন লুপ্ত হইবে না, ও তাহাদের বংশের মধ্যহইতে তাহাদের স্মরণের লোপ হইবে না।

[২৯] অবীহয়িলের কন্যা ইষ্টের্ রাণী ও যিহূদীয় মর্দিখয় পূরীম্ দিন বিষয়ক এই দ্বিতীয় আজ্ঞাপত্র স্থির করিতে তাবৎ ক্ষমতাতে লিখিল। [৩০] এবং যিহূদীয় মর্দিখয় ও ইষ্টের্ রাণী যে আজ্ঞা করিয়াছিল, এবং তাহারা আপনাদের জন্যে ও আপনাদের ভাবিবংশের জন্যে উপবাস ও প্রার্থনা বিষয়ক যে নিয়ম করিয়াছিল, তদনুসারে নিরূপিত কালে পূরীমের সেই দিন পালন করিতে [৩১] অহস্বেরঃ রাজার অধিকারস্থ এক শত সাতাইশ প্রদেশে সকল যিহূদীয়দের নিকটে শান্তিকর সত্য বাক্যের পত্র প্রেরিত হইল। [৩২] এই রূপে ইষ্টের্ আজ্ঞাদ্বারা পূরীম্ দিনের কর্ত্তব্য স্থির করিল, ও তাহা পুস্তকে লিখিত হইল।

১০ অধ্যায়।

অহস্বেরঃ রাজার মহিমার ও মর্দিখয়ের উন্নতির কথা।

[১] সেই অহস্বেরঃ রাজা স্থলের ও সমুদ্রস্থ উপদ্বীপের লোকদিগকে রাজসহায়তা করিতে আজ্ঞা দিল। [২] এবং তাহার পরাক্রমের ও প্রভাবের সকল কথা, এবং রাজা মর্দিখয়কে যে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহার বিবরণ কি মাদিয়া ও পারস্ দেশের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩] এই যিহূদীয় মর্দিখয় অহস্বেরঃ রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া যিহূদীয়দের মধ্যে মহান ও আপন ভ্রাতৃসমূহের মধ্যে গ্রাহ্য ও আপন লোকদের হিতৈষী ও আপন সকল বংশের প্রতি শুভবাক্যবাদী হইয়া উঠিল।

আয়ূবের বিবরণ পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ আয়ূবের ধন ও ধর্ম্ম, ৪ ও তাহার পুত্রদের রীতি ৬ ও শয়তানের অপবাদ কথা, ১৩ ও আয়ূবের বিপদ, ২০ ও তাহার ধৈর্য্যাবলম্বন।

[১] ঊষ্ দেশে আয়ূব্ নামে যাথার্থিক ও সরল ও ঈশ্বরভক্ত ও কুক্রিয়াত্যাগি এক জন ছিল; [২] তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল; [৩] এবং তাহার সহস্র মেষ ও তিন সহস্র উষ্ট্র ও পাঁচ শত যুগ্ম বলদ ও পাঁচ শত গর্দ্দভী এবং অনেক দাস দাসী ছিল; ইহাতেই সে পূর্ব্বদেশ নিবাসি তাবৎ লোকাপেক্ষা ধনবান ছিল।

[৪] তাহার পুত্রগণ প্রত্যেকে আপন ২ জন্মদিনে যাইয়া আপন ২ গৃহে ভোজ করিত, এবং লোক পাঠাইয়া আপনাদের সহিত ভোজন পান করিতে তিন ভগিনীকেও নিমন্ত্রণ করিত। [৫] পরে তাহাদের ভোজের দিন গত হইলে আয়ূব তাহাদিগকে আনাইয়া পবিত্র করিত, অর্থাৎ প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাদের সংখ্যানুসারে হোম করিত; কারণ আয়ূব্ কহিত, কি জানি আমার পুত্রগণ যদি পাপ করিয়া মনে ২ ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। আয়ূব প্রতিবৎসর এই রূপ করিত।

[৬] এক দিন ঈশ্বরের সন্তানগণ পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে শয়তানও উপস্থিত হইল। [৭] তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথাহইতে আইলা? শয়তান পরমেশ্বরকে উত্তর করিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া আইলাম। [৮] তাহাতে পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসিলেন, আমার সেবক আয়ূবের প্রতি কি তোমার মন পড়িয়াছে? তাহার তুল্য যাথার্থিক ও সরল ও ঈশ্বরভক্ত ও কুক্রিয়াত্যাগি লোক পৃথিবীতে কেহই নাই। [৯] শয়তান পরমেশ্বরকে কহিল, আয়ূব্ কি বিনা লাভে ঈশ্বরের সেবা করে? [১০] তুমি তাহার ও তাহার পরিবারের ও তাহার সর্ব্বস্বের চতুর্দ্দিগে কি বেড়া দেও নাই? এবং তাহার হস্তগত সমস্ত কার্য্য কি সফল কর নাই? এবং তাহার সম্পত্তি কি দেশকে ব্যাপে নাই? [১১] কিন্তু তুমি যদি এক বার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার সর্ব্বস্বের হানি কর, তবে সে তোমার সাক্ষাতেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। [১২] তাহাতে পরমেশ্বর শয়তানকে কহিলেন, দেখ, তাহার সর্ব্বস্বই তোমার হস্তগত হউক; কেবল তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিও না। তাহাতে শয়তান পরমেশ্বরের নিকটহইতে বাহিরে গেল।

[১৩] অপর কোন এক দিন আয়ূবের পুত্র কন্যাগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ভোজন ও দ্রাক্ষারস

পান করিলে [14] আয়ূবের নিকটে এক দূত আসিয়া এই সংবাদ দিল, বলদগণ হাল বহিতেছিল, এবং গর্দ্দভীগণ তাহাদের পার্শ্বে চরিতেছিল, [15] ইতিমধ্যে শিবায়ীয় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া খড়্গধারে সকল ভৃত্যকে নষ্ট করিয়া তাবৎ পশু লইয়া গেল; তোমাকে সমাচার দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম। [16] সে ইহা কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া এই সংবাদ দিল, আকাশহইতে ঈশ্বরীয় অগ্নি পতিত হইয়া তাবৎ মেষ ও মেষপালকগণকে দগ্ধ করিয়া গ্রাস করিল; তোমাকে সমাচার দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম। [17] সে ইহা কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া এই সংবাদ দিল, কস্দীয় তিন দস্যুদল উষ্ট্রপাল আক্রমণ করিয়া খড়্গধারে দাসগণকে বধ করিয়া তাবৎ উষ্ট্র লইয়া গেল; তোমাকে সমাচার দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম। [18] সে ইহা কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া এই সংবাদ দিল, তোমার পুত্রগণ ও কন্যারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ভোজন ও দ্রাক্ষারস পান করিতেছিল। [19] ইতোমধ্যে অকস্মাৎ প্রান্তরের মধ্য দিয়া এক প্রবল ঝড় আসিয়া গৃহের চারি কোণে লগ্ন হওয়াতে সেই যুবগণের উপরে গৃহ পতিত হইল, তাহাতে তাহারা মারা পড়িল; তোমাকে সমাচার দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম।

[20] তখন আয়ূব্ উঠিয়া বস্ত্র চিরিয়া ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া [21] কহিল, আমি মাতার গর্ব্ভহইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, ও উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব। পরমেশ্বর দিয়াছিলেন, এবং পরমেশ্বর লইলেন; পরমেশ্বরের নাম ধন্য হউক। [22] এই সকলেতে আয়ূব্ পাপ করিল না, এবং ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিল না।

২ অধ্যায়।

১ শয়তানের দ্বিতীয় অপবাদ, ৭ ও আয়ূবকে আরও দুঃখ দেওন, ৯ ও আয়ূবের আপন স্ত্রীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করণ, ১১ ও আয়ূবকে প্রবোধ দিতে তিন বন্ধুর আগমন।

[1] অনন্তর আর এক দিন ঈশ্বরের সন্তানগণ পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে শয়তানও পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইল। [2] তাহাতে পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কোথাহইতে আইলা? শয়তান পরমেশ্বরকে উত্তর করিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া আইলাম। [3] পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসিলেন, আমার সেবক আয়ূবের প্রতি কি তোমার মন পড়িয়াছে? তাহার তুল্য যাথার্থিক ও সরল ও ঈশ্বরভক্ত এবং কুক্রিয়াত্যাগি লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন যাথার্থিকতা রক্ষা করিতেছে। তুমি অকারণে তাহাকে নষ্ট করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ। [4] তাহাতে শয়তান্ পরমেশ্বরকে উত্তর করিল, চর্ম্মের শোধ চর্ম্ম, আর প্রাণের জন্যে লোক সর্ব্বস্ব দিবে। [5] যদি তুমি এক বার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও মাংসের হানি কর, তবে সে তোমার সাক্ষাতে তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। [6] তাহাতে পরমেশ্বর শয়তান্‌কে কহিলেন, দেখ, সে তোমার হস্তগত হউক কিন্তু তাহার প্রাণের বিনাশ করিও না।

[7] পরে শয়তান্ পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে প্রস্থান করিয়া আয়ূবের আপাদমস্তকে মহাজ্বালাকারি বিস্ফোটক জন্মাইল। [8] তাহাতে সে ভস্মের মধ্যে বসিয়া খাপরা লইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

[9] পরে তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিল, তুমি কি এখনও আপন যাথার্থিকতা রক্ষা করিতেছ? বরং ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ ত্যাগ কর। [10] তাহাতে সে উত্তর করিল, তুমি অজ্ঞানা স্ত্রীর মত কথা কহিতেছ; আমরা ঈশ্বরের হস্তহইতে কি সকলি মঙ্গল গ্রহণ করিব? কিছুই অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? এই সকলেতে আয়ূব্ আপন ওষ্ঠে পাপ করিল না।

[11] পরে আয়ূবের প্রতি ঘটিত ঐ সকল বিপদের সমাচার পাইয়া তৈমনীয় ইলীফস্ নামে ও শূহীয় বিলদদ্ নামে ও নামাথীয় সোফর্ নামে তাহার তিন মিত্র আপন ২ স্থানহইতে আসিয়া তাহার সহিত শোক ও তাহাকে সান্ত্বনা করণের জন্যে তাহার নিকটে গমন করিতে পরস্পর স্থির করিল। [12] পরে তাহারা দূরহইতে চক্ষু তুলিলে তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, তাহাতে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ও বস্ত্র চিরিয়া আকাশের দিগে আপন ২ মস্তকে ধূলা ছড়াইতে লাগিল। [13] পরে সাত দিবারাত্রি তাহার সহিত কথা না কহিয়া ভূমিতে বসিয়া থাকিল; কারণ তাহার ক্লেশ মর্ম্মভেদী, ইহা তাহারা দেখিল।

৩ অধ্যায়।

১ আয়ূবের আপন জন্মদিনকে অভিশাপ দেওন, ১১ ও মৃত্যু প্রার্থনা করণ, ২০ ও জীবনেতে বিরক্ত হওন।

[1] অনন্তর আয়ূব্ মুখ ব্যাদান করিয়া আপনার জন্মদিনকে শাপ দিতে লাগিল। [2] আয়ূব কহিল, [3] যে দিনে আমার জন্ম হইয়াছিল, এবং

'পুত্র জন্মিল,' এই কথা যে রাত্রিতে প্রচার হইয়াছিল, সে বিনষ্ট হউক। [৪] এবং সে দিন অন্ধকারময় হউক; উপরিস্থ ঈশ্বর তাহার প্রতি দৃষ্টি না করুন, দীপ্তি তাহাকে তেজোময় না করুক; [৫] এবং অন্ধকার ও মৃত্যুরূপ ছায়া তাহাকে লোপ করুক, ও মেঘ তাহাকে আচ্ছন্ন করুক, এবং রাহু তাহার ভয় জন্মাউক। [৬] সে রাত্রি তিমিরগ্রস্ত হউক, ও বৎসরের দিনগণের মধ্যে গণিত না হউক, ও মাসের সংখ্যার মধ্যেও গণ্য না হউক। [৭] সে রাত্রি বন্ধ্যা হউক, ও তাহাতে কোন আনন্দধ্বনি না হউক; [৮] এবং দিনের শাপদায়ক ও লিবিয়াথন্‌কে উঠাইতে নিপুণ লোকেরা ঐ দিনকে শাপগ্রস্ত করুক; [৯] ও তাহার প্রভাতি নক্ষত্র নিস্তেজ হউক, ও সে দীপ্তির অপেক্ষাতে নিরাশ হউক, ও অরুণোদয় দেখিতে না পাউক। [১০] কেননা সে আমার মাতার জঠরের দ্বার রুদ্ধ করিল না, ও আমার চক্ষুহইতে দুঃখকে গুপ্ত করিল না।

[১১] আমি কেন গর্ভে মরিলাম না? উদরহইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কেন আমার প্রাণ বিয়োগ হইল না? [১২] ক্রোড় ও চোষণীয় স্তন কেন আমাকে গ্রহণ করিল? [১৩] তাহা না করিলে আমি এখন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতাম, ও নিদ্রিত হইয়া শান্তি পাইতাম। [১৪] যাহারা আপনাদের নিমিত্তে অরণ্যীভূত স্থান ভূষিত করিয়াছিল, এমত ভূপতিবর্গের ও পৃথিবীর রাজমন্ত্রিগণের সহিত; [১৫] কিম্বা যাহাদের স্বর্ণরাশি এবং রৌপ্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার ছিল, এমত অধ্যক্ষদের সহিত আমি থাকিতাম; [১৬] কিম্বা গুপ্ত গর্ভস্রাবের মত প্রাণহীন হইতাম; কিম্বা আলোর দর্শন অপ্রাপ্ত শিশুর তুল্য হইতাম। [১৭] সে স্থানে দুষ্টগণ আর ক্লেশ দেয় না, ও শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়; [১৮] ও বন্দিগণ নিরাপদে থাকে, উপদ্রবির রব আর শুনে না; [১৯] সেই স্থানে ছোট বড় একই, এবং দাস প্রভুহইতে মুক্ত।

[২০] যে জন অপ্রাপ্য মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে, ও গুপ্ত ধন অপেক্ষা তাহার চেষ্টা করে, [২১] ও কবর পাইতে পারিলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়, [২২] এবং যাহার গতি গুপ্ত থাকে, ও যাহার চতুর্দ্দিগে ঈশ্বর বেড়া দিয়াছেন, [২৩] এমত ক্লিষ্ট লোককে দীপ্তি ও এমত তিক্তপ্রাণকে জীবন কি জন্য দত্ত হয়? [২৪] 'আহা,' এই শব্দ আমার আহার হইয়াছে, এবং আমার ক্রন্দনের জল ধারাক্রমে পড়িতেছে। [২৫] আমি যাহার ভয়েতে অতি ভীত ছিলাম, আমার প্রতি তাহাই ঘটিল; ও যাহাতে আশঙ্কা করিতাম, তাহাই উপস্থিত হইল। [২৬] নিরাপদ ও বিশ্রাম ও শান্তি বিনা কেবল আমার ক্লেশ হয়।

৪ অধ্যায়।

১ আয়ূবের প্রতি ইলীফসের উত্তর, ১২ ও তাহার স্বপ্নদর্শনের কথা।

১ অনন্তর তৈমনীয় ইলীফস্‌ উত্তর করিল, [২] তোমার সহিত কথা কহিলে কি তোমার ক্লেশ বোধ হইবে? কেননা কথা কহনহইতে কে নিবৃত্ত হইতে পারে? [৩] দেখ, তুমি বহুলোককে শিক্ষা দিয়াছ, ও দুর্ব্বল হস্তকে সবল করিয়াছ; [৪] ও পতিত লোক তোমার বাক্যদ্বারা উত্থাপিত হইয়াছে, ও তুমি দুর্ব্বল হাঁটু সবল করিয়াছ। [৫] এক্ষণে দুঃখ তোমার নিকটবর্ত্তী হইলে তুমি কি ক্লান্ত হইলা? ও তোমাকে স্পর্শ করিলে কি ব্যাকুল হইলা? [৬] নিজ ঈশ্বরভক্তি কি তোমার প্রত্যাশাস্থল নহে? ও আচরণের যথার্থতা কি তোমার আশ্রয় নহে? [৭] তুমি এক বার মনে করিয়া দেখ, কে নিষ্পাপ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে? ও কোথায় ধার্ম্মিকগণের বিনাশ হইয়াছে? [৮] আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা এই; যাহারা অধর্ম্মের হাল বহন করিয়া দুষ্টতারূপ বীজ বপন করে, তাহারাই ঐ রূপ শস্য কাটে। [৯] তাহারা ঈশ্বরের ফূৎকারে হত হয়, ও তাঁহার নাসার নিশ্বাসে বিনাশ পায়। [১০] সিংহের গর্জ্জন ও শ্যামলবর্ণ সিংহের হুঙ্কার ও তরুণ সিংহের দন্ত নষ্ট হয়। [১১] ভক্ষ্যের অভাবে পশুরাজ প্রাণ ত্যাগ করে, ও সিংহীর শিশুগণ ছিন্নভিন্ন হয়।

[১২] আমার কাছে গুপ্তরূপে এক বাক্য প্রকাশিত হইল, ও আমার কর্ণকুহরে তাহার ঈষৎ শব্দ আইল। [১৩] রাত্রিকালীয় স্বপ্নদর্শনহইতে যখন ভাবনা জন্মে, এবং মনুষ্য যখন ঘোর নিদ্রাতে নিমগ্ন হয়, [১৪] এমন সময়ে আমি ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইলাম, এবং কাঁপিতে২ আমার সকল অস্থি নড়িতে লাগিল। [১৫] পরে আমার সম্মুখদিয়া এক মূর্ত্তি গমন করিল; তাহাতে আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। [১৬] সে দাঁড়াইয়া থাকিলেও আমি তাহার আকৃতি নিশ্চয় করিতে পারিলাম না; সেই মূর্ত্তি আমার চক্ষুগোচর হইলে আমি এই রূপ মন্দ স্বর শুনিলাম, [১৭] "ঈশ্বরের সাক্ষাতে মর্ত্ত্য কি পুণ্যবান হইতে পারে? ও আপন সৃষ্টিকর্ত্তার সাক্ষাতে মনুষ্য কি পবিত্র হইতে পারে? [১৮] দেখ, তিনি আপন ভৃত্যগণকেও বিশ্বাস করেন না, এবং আপনার স্বর্গীয় দূতদিগেরও দোষ ধরিতে পারেন। [১৯] তবে যাহারা মৃণ্ময় গৃহে বাস করে, ও যাহাদের বাটীর ভিত্তিমূল ধূলাতে নির্ম্মিত, তাহারা কি? তাহারা কীটের কাছে নষ্ট হয়; [২০] এবং প্রভাত ও

সায়ংকালের মধ্যে বিনাশ পায়, ও নিশ্চিন্ত থাকিলেও নিরবধি বিনষ্ট হয়। [21] তাহাদের উত্তমতা কি সঙ্গে যায় না? ও তাহারা কি অজ্ঞানাবস্থায় মরে না?"

৫ অধ্যায়।

১ আয়ুবের প্রতি ইলীফসের ধর্ম্মকথা ও পরামর্শ, ১৭ ও ঐশ্বরিক শাস্তির ফলের নির্ণয়।

[1] তুমি আহ্বান করিলে কেহ কি তোমাকে উত্তর দিবে? এবং পুণ্যবানদের মধ্যে কাহার শরণ লইবা? [2] ক্রোধ অজ্ঞানকে নষ্ট করে, ও ঈর্ষ্যা নির্বোধকে বিনাশ করে। [3] আমি অজ্ঞানকে বদ্ধমূল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহকে শাপ দিলাম। [4] তাহার সন্তানগণ নির্বিঘ্নতাহইতে দূরে থাকে, ও তাহারা বিচারস্থানে উপদ্রুত হয়, কেহ তাহাদিগকে নিস্তার করে না। [5] ক্ষুধিত লোক তাহার ক্ষেত্রের শস্য ভোজন করে, ও তাহার কণ্টক পর্য্যন্ত হরণ করে, ও তৃষ্ণার্ত্ত লোক তাহার সম্পত্তি গ্রাস করে। [6] ধূলীহইতে ক্লেশ হয়, কি মৃত্তিকাহইতে দুঃখ জন্মে, তাহা নয়; [7] কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন ঊর্দ্ধে উড়ে, তদ্রূপ মনুষ্য দুঃখ ভোগ করিতে জন্মে। [8] অতএব আমার বিচার এই, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা ও আপনার চিন্তা তাঁহাকে সমর্পণ করা ভাল। [9] কেননা তাঁহার মহৎ ক্রিয়া জ্ঞানের অগম্য, ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া অসংখ্য। [10] তিনি পৃথিবীতে বৃষ্টি করেন, ও ক্ষেত্রেতে জল প্রদান করেন; [11] এবং নীচ লোকদিগকে উচ্চ করেন, ও শোকান্বিত লোকদিগকে ত্রাণদ্বারা উন্নতি দেন; [12] ও খলদিগের কল্পনা বৃথা করেন, এবং তাহাদের হস্তদ্বারা নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে দেন না [13] তিনি জ্ঞানি লোকদিগকে তাহাদের নিজ কৌশলরূপ জালে বদ্ধ করেন, ও ধূর্ত্তদের পরামর্শ ব্যর্থ করেন। [14] তাহারা দিবাতে অন্ধকারে গমন করে, ও মধ্যাহ্নে রাত্রিকালের ন্যায় হাঁতড়িয়া২ যায়। [15] কিন্তু তিনি তাহাদের মুখহইতে ও খড়্গহইতে ও পরাক্রমিদের হস্তহইতে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করেন; [16] এই কারণ দীনহীনের প্রত্যাশা থাকে, এবং অধর্ম্মের মুখ বদ্ধ হয়।

[17] দেখ, ঈশ্বর যাহাকে অনুযোগ করেন, সেই মনুষ্য ধন্য, অতএব তুমি সর্ব্বশক্তিমানের কৃত শাস্তি তুচ্ছ করিও না। [18] কেননা তিনি ক্ষত করেন ও তাহা বদ্ধ করেন, এবং আঘাত করেন ও আপন হস্ত দিয়া তাহা সুস্থ করেন। [19] তিনি ছয় দুর্গতিহইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন, সপ্ত হইলেও তোমাকে আপদ ঘটিবে না। [20] তিনি দুর্ভিক্ষসময়ে মৃত্যুহইতে ও যুদ্ধসময়ে খড়্গের ধারহইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন। [21] জিহ্বারূপ কশাঘাতহইতে তুমি গুপ্ত থাকিবা, ও বিনাশ উপস্থিত হইলে তোমার শঙ্কা হইবে না। [22] উৎপাত ও দুর্ভিক্ষ দেখিলে তুমি হাস্য করিবা, এবং কোন বন্য পশুহইতে তোমার শঙ্কা হইবে না। [23] ক্ষেত্রের প্রস্তরের সহিত তোমার সন্ধি হইবে, ও বন্য পশুগণ তোমার সহিত প্রীত্যাচরণ করিবে। [24] তাহাতে তুমি আপন বাসস্থানকে নিষ্কণ্টক দেখিবা, ও আপন গৃহের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে কোন বস্তুর অভাব পাইবা না। [25] এবং তোমার সন্তান অনেক, ও তোমার বংশ পৃথিবীর তৃণের ন্যায় বহুসংখ্যক দেখিতে পাইবা। [26] যেমন উপযুক্ত সময়ে শস্যের আটি গৃহে লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া কবরস্থ হইবা। [27] দেখ, আমরা এই সকল বিবেচনা করিয়া ইহার তত্ত্ব জানি; তুমি ইহা শুনিয়া মনে স্থান দেও।

৬ অধ্যায়।

১ ইলীফসের প্রতি আয়ুবের উত্তর ও দুঃখের বর্ণনা, ৮ ও পুনর্ব্বার মৃত্যু প্রার্থনা করন, ১৪ ও শুষ্ক নদীর দৃষ্টান্ত, ২১ ও তাহার তাৎপর্য্য ও বন্ধুগণের নির্দ্দয়তা ও তাহাদের প্রতি অনুযোগ।

[1] পরে আয়ুব্ উত্তর করিল, [2] হায়২, যদি আমার দুঃখ তৌল করা যায়, এবং আমার দুর্গতি একত্র করিয়া পরিমাণদণ্ডে পরিমিত করা যায়, [3] তবে অবশ্য তাহা সমুদ্রের বালিহইতেও ভারী হইবে, এই জন্যে আমার বাক্য অসঙ্গত হয়। [4] সর্ব্বশক্তিমানের বাণ আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, ও তাহার বিষ আমার প্রাণকে দগ্ধ করিতেছে, ও ঈশ্বরীয় ত্রাসসৈন্য আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ আছে। [5] বনগর্দ্দভ ঘাস পাইলে কি চীৎকার করে? গোরু যাব পাইলে কি হম্বারব করে? [6] যাহার স্বাদ নাই তাহা কি লবণ ব্যতিরেকে ভোজন করা যায়? আর ডিম্বের লালা কি সুস্বাদু হইতে পারে? [7] যাহাতে মনের অরুচি হয়, তাহাই আমার ক্লেশদায়ি ভক্ষ্যস্বরূপ হইল।

[8] আঃ, যদি আমার বাঞ্ছনীয় পাইতে পারি, ও ঈশ্বর যদি আমার অপেক্ষণীয় আমাকে দেন; [9] অর্থাৎ আমাকে চূর্ণ করিতে যদি ঈশ্বর সম্মত হন, ও হস্ত বিস্তার করিয়া আমাকে নষ্ট করেন; [10] তবে আমার সান্ত্বনা হইবে, ও নির্দ্দয় ব্যথা পাইয়াও আমি আনন্দ করিব, যেহেতুক আমি ধর্ম্মস্বরূপ (ঈশ্বরের) আজ্ঞালঙ্ঘন করি নাই। [11] আমার প্রতীক্ষা করণের বল কি? এবং চিরসহিষ্ণু হওনের ফল কি? [12] আমার

বল কি প্রস্তরের বল? ও আমার মাংস কি পিত্তল? [১৩] আমাহইতে আমার আর উপকার হয় না, আমার উপায় দূরীকৃত হইয়াছে।

[১৪] দুঃখার্ত্ত লোকের প্রতি বন্ধুর দয়া করা কর্ত্তব্য, নতুবা সে সর্ব্বশক্তিমানের ভয় ত্যাগ করে। [১৫] স্রোতের ন্যায় আমার ভ্রাতৃগণ আমাকে ভুলায়, তাহারা পর্ব্বতীয় জলস্রোতের ন্যায় চঞ্চল। [১৬] সেই জল হিমদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হয়, ও নীহার তাহার মধ্যে লীন থাকে; [১৭] কিন্তু উত্তপ্ত হইবামাত্র সে লুপ্ত হয়, ও গ্রীষ্ম পাইলে স্বস্থানহইতে অন্তর্হিত হয়। [১৮] পথিক সকল আপনং পথ ছাড়ে, ও মরুভূমিতে গিয়া বিনাশ পায়। [১৯] তেমার থিকেরা তাহার অন্বেষণ করে, ও শিবার সার্থবাহগণ তাহার অপেক্ষা করে। [২০] কিন্তু তাহাদের প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয়, ও তাহারা সেই স্থানে গিয়া বিবর্ণ হয়।

[২১] এখন তোমরা সেই রূপ নিষ্ফল; আমার বিপদ দেখিয়া ভয় পাইতেছ। [২২] আমাকে কিছু দেও, তোমাদের ধনহইতে আমাকে উৎকোচ দেও; [২৩] শত্রুর হস্তহইতে আমাকে রক্ষা কর, ও পরাক্রমির হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার কর, আমি কি ইহা কহিলাম? [২৪] আমাকে বুঝাও, তবে আমি নীরব হইব; ও আমার কি দোষ? তাহা আমাকে জ্ঞাত কর। [২৫] যথার্থ বাক্য কেমন প্রবল! কিন্তু তোমাদের উদ্যোগে কি ফল? [২৬] তোমরা কি শব্দমাত্রে ও নিরাশ ব্যক্তির বায়ুবৎ বাক্যে দোষারোপ করিবা? [২৭] তোমরা কি দীনহীনকে জালে বদ্ধ করিবা? ও আপন বন্ধুর নিমিত্তে গর্ত্ত খনন করিবা? [২৮] এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে আমি মিথ্যাবাদী (কি না) তাহা তোমাদের চক্ষুগোচর হইবে। [২৯] তোমরা বরং ফিরিয়া যাও, পাছে অধর্ম্ম হয়; ফিরিয়া যাও, এখনও আমার ধর্ম্ম স্থির আছে। [৩০] আমার জিহ্বাতে কি অধর্ম্ম আছে? আমার টাকরা কি পাপাস্বাদন বুঝিবে না?

৭ অধ্যায়।

আয়ুবের বিলাপকথা ও দুঃখের নির্ণয় ও পাপস্বীকার করণ ও ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন।

[১] পৃথিবীতে কি মর্ত্যের ক্লেশ হয় না? তাহার দিন কি বেতনজীবির দিনের তুল্য নহে? [২] যেমন দাস ছায়া আকাঙ্ক্ষা করে, ও বেতনজীবী যেমন কর্ম্ম সমাপ্তির অপেক্ষা করে; [৩] তদ্রূপ আমি দুঃখের মাস ভোগ করিতেছি, ও ক্লেশের রাত্রি যাপন করিতে [৪] শয়নকালে আমি বলি, কখন্ উঠিব? রাত্রি কখন্ পোহাইবে? প্রভাত পর্য্যন্ত আমি নিরন্তর ছট্ফট্ করিতে থাকি। [৫] কীট ও লোষ্ট্র আমার শরীরকে আচ্ছাদন করে, ও আমার গাত্রচর্ম্ম ফাটিয়াছে ও গলিত হইয়াছে। [৬] তন্তুবায়ের মাকু অপেক্ষা আমার দিন দ্রুতগামী, এবং আশাবিহীন হইয়া শেষ হয়। [৭] দেখ, আমার প্রাণ নিশ্বাসমাত্র, আমার চক্ষু আর কুশলের দর্শন পাইবে না; [৮] ও আমার দর্শনকারি লোকের চক্ষু আমাকে আর দেখিতে পাইবে না; তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি করিলে আমি থাকিব না। [৯] মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া লুপ্ত হয়, তদ্রূপ যে জন পরলোকে নামে, সে আর উঠে না। [১০] সে আপনার গৃহে আর ফিরিয়া আইসে না, ও আপন বসতিস্থানে আর পরিচিত হয় না। [১১] অতএব আমি আর মুখ বুজিয়া থাকিব না, কিন্তু আন্তরিক দুঃখের কথা বলিব, ও মনের তিক্ততাতে বিলাপ করিব। [১২] আমি কি সমুদ্র বা কুম্ভীর, যে আমার উপরে তুমি রক্ষক রাখিতেছ? [১৩] আমি যখন বলি, শয্যাতে আমার সান্ত্বনা হইবে ও শয়নে আমার মনের দুঃখ ঘুচিবে, [১৪] তখন তুমি স্বপ্নেতে আমাকে ভয় দেখাও, ও স্বপ্নদর্শনে আমার ত্রাস জন্মাও। [১৫] অতএব আমার মন বরং গলাটিপিতে মৃ[ত্যু] ভাল বাসে; এবং এই হাড়ের মালা অপেক্ষা বরং মরণে সন্তুষ্ট হয়। [১৬] (জীবনেতে) আমার ঘৃণা হইয়াছে, আমি নিত্য বাঁচিতে চাহি না; আমাকে ত্যাগ কর, কেননা আমার দিন বাষ্পস্বরূপ। [১৭] মর্ত্য এমত কি, যে তুমি তাহাকে মহান্ জ্ঞান কর, ও তাহার উপরে তোমার মন পড়ে, [১৮] ও প্রতি প্রভাতে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান কর, ও নিমিষেং তাহার পরীক্ষা কর? [১৯] তুমি কত কাল আমাহইতে দূরে যাইবা না? আমার ঢোঁকগেলার মধ্যে কি আমাকে ছাড়িবা না? [২০] হে মনুষ্যদর্শক, আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে আমার কর্ম্মে তোমার কি হয়? তুমি কি নিমিত্তে আমাকে লক্ষ্য করিয়াছ? দেখ, আমি আপনার ভার আপনি হইয়াছি। [২১] তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর না কেন? ও আমার পাপ দূর কর না কেন? আমি শীঘ্র ধূলীতে শয়ন করিব; তাহাতে তুমি আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু আমি অপ্রাপ্য হইব।

৮ অধ্যায়।

১ আয়ুবের প্রতি বিল্দদের উত্তর, ১১ ও দুঃখের কারণ ও পাপের কথা কহন, ২০ ও আয়ুবকে দোষী করণ ও পরামর্শ দেওন।

[১] পরে শূহীয় বিলদদ্ উত্তর করিল, [২] তুমি কত ক্ষণ এরূপ কহিবা? আর কত ক্ষণ তোমার মুখের বাক্য ঝড়ের মত বহিবে? [৩] ঈশ্বর কি

বিচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন? ও সর্ব্বশক্তিমান কি অন্যায়কার্য্য করেন? [৪] যদ্যপি তোমার সন্তানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, ও তিনি সেই অপরাধের দণ্ড পাইতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, [৫] তথাপি তুমি যদি ঈশ্বরের অন্বেষণ কর ও সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে বিনতি কর, [৬] ও নির্ম্মল ও সরল হও, তবে তিনি এখনও তোমার নিমিত্তে উদ্‌যোগী হইয়া তোমার ধর্ম্মযুক্ত বাটীর মঙ্গল করিবেন। [৭] তাহাতে তোমার প্রথমাবস্থা অনুচ্চ বোধ হইবে, কারণ শেষকালে তোমার অতিশয় উন্নতি হইবে। [৮] আমি নিবেদন করি, তুমি পূর্ব্বকালীয় লোককে জিজ্ঞাসা কর, এবং তাহাদের পিতৃপিতামহাদির পরামর্শেতে মনোযোগ কর। [৯] কেননা আমরা অল্প দিনের লোক, কিছুই জানি না; পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়ার সদৃশ। [১০] কিন্তু তাহারা কি তোমাকে শিক্ষা দিবে না? ও কথা কহিবে না? এবং তাহাদের অন্তঃকরণহইতে কি এই রূপ বাক্য নিঃসরণ হইবে না?

[১১] 'কর্দ্দম ব্যতিরেকে কি নল বৃদ্ধি পাইতে পারে? ও জল বিনা কি দাম বাড়িতে পারে? [১২] সে তেজস্বী হয় বটে, কিন্তু কাটিবার যোগ্য হয় না, কারণ সে অন্য সকল তৃণের পূর্ব্বে শুষ্ক হয়। [১৩] যে কেহ ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, তাহার সেই রূপ গতি; ও যে জন অধার্ম্মিক, তাহার সেই রূপ নৈরাশ্য হয়। [১৪] তাহার প্রত্যাশা উচ্ছিন্ন হয়, ও তাহার আশ্রয় মাকড়সার জালস্বরূপ হয়। সে আপন স্থান অবলম্বন করিলেও স্থির রহে না, ও তাহা দৃঢ় করিয়া ধরিলেও থাকে না। [১৬] যদ্যপি লতা সূর্য্যের সাক্ষাতে সতেজ থাকে, ও উদ্যানে তাহার কোমল শাখা বৃদ্ধি পায়, এবং প্রস্তররাশিতে তাহার মূল বিস্তারিত হয়, ও পাষাণময় স্থলেতে প্রবেশ করে, [১৮] তথাপি আপন স্থানহইতে বিনষ্ট হইবে, এবং সেই স্থান তাহাকে অস্বীকার করিয়া কহিবে, আমি তোমাকে কখন দেখি নাই। [১৯] দেখ, এই তাহার আনন্দের গতি; তাহার পরে ধূলিহইতে তদ্রূপ অন্য লতা উঠিবে।'

[২০] শুন, ঈশ্বর সাধু লোককে তুচ্ছ করেন না, ও দুষ্কর্ম্মিদিগের সাহায্য করেন না। [২১] হয় তো তোমার মুখ হাস্যেতে ও তোমার ওষ্ঠাধর আনন্দেতে পূর্ণ করিবেন; [২২] এবং তোমার বৈরিগণ লজ্জিত হইবে, এবং পাপিদের বসতি থাকিবে না।

৯ অধ্যায়।

১ বিল্‌দদের প্রতি আয়ূবের উত্তর ও ঈশ্বরের শাক্তি স্বীকার করণ এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের প্রতি তাহা স্বীকার করণ, ২৫ ও আপন দুঃখের বর্ণনা।

[১] অনন্তর আয়ূব উত্তর করিল, [২] তাহা সত্য, আমি জানি; ঈশ্বরের সাক্ষাতে মর্ত্ত্য কি প্রকারে পুণ্যবান হইতে পারে? [৩] তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন মনুষ্যের সহিত বাদানুবাদ করেন, তবে সে সহস্র কথার মধ্যে একেরও উত্তর দিতে পারে না। [৪] তিনি মনে বুদ্ধিমান ও বলে পরাক্রান্ত; তাঁহার প্রতিরোধ করিয়া কে জয়ী হইয়াছে? [৫] তিনি পর্ব্বতগণকে অকস্মাৎ স্থানান্তর করেন, ও ক্রোধে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন। [৬] তিনি পৃথিবীকে স্বস্থানহইতে কম্পবান করেন, তাহাতে তাহার স্তম্ভও টলটলায়মান হয়। [৭] তিনি আজ্ঞাদ্বারা সূর্য্যকে উদয়রহিত করেন, ও তারাগণকে অন্তর্হিত করেন। [৮] এবং একাকী আকাশ বিস্তারিত করেন, ও সমুদ্রের তরঙ্গের উপরে গমনাগমন করেন। [৯] তিনি স্বাতী ও মৃগশীর্ষ ও কৃত্তিকা ও দক্ষিণদিকস্থ গৃহগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। [১০] তিনি অচিন্তনীয় মহৎকার্য্য ও অসংখ্য২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন। [১১] দেখ, তিনি আমার সমীপে গমন করিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না; ও আমার নিকটে আইলে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি না। [১২] তিনি যদি হরণ করেন, তবে তাঁহাকে কে নিবারণ করিতে পারে? এবং 'তুমি কি করিতেছ?' ইহাই বা তাঁহাকে কহা কাহার সাধ্য? [১৩] ঈশ্বর আপন ক্রোধ সম্বরণ না করিলে দুঃসাহসি সহায়গণ তাঁহার পদতলে নত হয়। [১৪] অতএব আমি কি প্রকারে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিব? আমি কেমন করিয়া কথা বাচিয়া২ তাঁহাকে কহিব? [১৫] আমি পুণ্যবান হইলেও উত্তর না দিয়া আমার বিচারকর্ত্তার কাছে বিনয় করিব। [১৬] আমি নিবেদন করিলে তিনি যদি উত্তর দেন, তথাপি তিনি যে আমার কথায় মনোযোগ করেন, আমার এমত বিশ্বাস জন্মিবে না। [১৭] কেননা তিনি আমাকে প্রবল ঝড়েতে ভাঙ্গেন, ও অকারণে আমাতে অনেক ক্ষত করেন। [১৮] তিনি আমাকে প্রশ্বাস টানিতে দেন না, বরং তিক্ততাতে পরিপূর্ণ করেন। [১৯] বলের কথা কহিলে তিনিই বলবান, ও বিচার করণের কথা কহিলে কে সময় নিরূপণ করিবে? [২০] আমি যদি আপনাকে নির্দ্দোষ বলি, তবে আমারই মুখ আমার দোষের প্রমাণ দিবে; যদি আপনাকে সরল বলি, তবে তাহাই আমার বক্রতার সাক্ষ্য হইবে। [২১] আমি সাধু, আমার মন আমাকে দোষী করে না, তথাপি আপনার প্রাণে আমার হেয় জ্ঞান হয়। [২২] এই কথা সত্য, তন্নিমিত্তে আমি কহিলাম, তিনি

সাধু ও দুষ্ট উভয়কে সংহার করেন। [২৩] যদ্যপি দুর্জ্জনকে হঠাৎ কশাঘাতে নষ্ট করেন, তথাপি নির্দ্দোষের পরীক্ষা দেখিয়া হাস্য করেন। [২৪] পৃথিবী দুরাত্মার হস্তে সমর্পিত আছে, তিনি তাহার বিচারকর্ত্তাদের চক্ষু বস্ত্রাচ্ছন্ন করেন; যদি এমত না হয়, তবে এ কর্ম্ম কে করে?

[২৫] আমার দিন ডাক অপেক্ষাও দ্রুতগামী; সে সকল উড়িয়া যায়, কিন্তু মঙ্গলের দর্শনও পায় না। [২৬] দ্রুতগামি জাহাজ ও খাদ্যের উপরে পতনে তৎপর উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় সে গমন করে। [২৭] আমি বিলাপ ত্যাগ করিব, ও মুখের বিষণ্ণতা দূর করিব, ও শান্ত হইব, এই কথা যদি বলি, [২৮] তথাপি আপনার সকল ব্যথাতে ভীত হইতে হয়; তুমি আমাকে নির্দোষ জ্ঞান করিবা না, তাহা আমি জানি। [২৯] যদি আমাকে দোষী হইতে হয়, তবে কেন বৃথা পরিশ্রম করিব? [৩০] যদ্যপি হিমজলে আপন গাত্র মার্জ্জনা করি, ও সাবন দিয়া হস্ত পরিষ্কার করি, [৩১] তথাপি তুমি আমাকে পঙ্কে মগ্ন করিবা, ও আমার বস্ত্রেতে আমারও ঘৃণা বোধ হইবে। [৩২] তিনি আমার মত মনুষ্য নহেন, যে আমি তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিব, ও বিচারের কারণ তাঁহার সহিত এক স্থানে যাইব। [৩৩] উভয়ের উপরে হস্তার্পণ করিতে পারে, এমত মধ্যস্থ আমাদের কেহ নাই। [৩৪] তিনি আমার উপরহইতে আপনার দণ্ড দূর করুন, ও তাঁহার ভয়ানকত্ব আমাকে ব্যাকুল না করুক; [৩৫] তবে আমি কথা কহিয়া তাঁহাহইতে ভীত হইব না; কিন্তু আমি অন্তরে স্থির নহি।

১০ অধ্যায়।

ঈশ্বরের প্রতি আয়ূবের নিবেদন ও বিলাপকথা ও মরণের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ শান্তি প্রার্থনা করণ।

[১] প্রাণধারণে আমার ঘৃণা হইয়াছে; অতএব আমি আপন দুঃখের কথা প্রকাশ করিব, ও মনের তিক্ততাতে বলিব। [২] আমি ঈশ্বরকে এই কথা কহিব, তুমি আমাকে দোষী করিও না; আমার সহিত কেন বিবাদ করিতেছ? তাহা আমাকে জ্ঞাত কর। [৩] উপদ্রব করা, ও আপন হস্তনির্ম্মিত বস্তু তুচ্ছ করা, ও দুষ্টের মন্ত্রণাতে প্রসন্ন হওয়া কি তোমার উচিত? [৪] তোমার চক্ষু কি চর্ম্মচক্ষুবৎ? ও তোমার দৃষ্টি কি মনুষ্যের দৃষ্টির ন্যায়? [৫] ও তোমার দিন কি মর্ত্ত্যের দিনের ন্যায়? ও তোমার বৎসর কি মনুষ্যের কালের ন্যায়? [৬] তন্নিমিত্তে কি আমার অপরাধের অনুসন্ধান করিতেছ, ও আমার পাপ অন্বেষণ করিতেছ? [৭] আমি পাপাচরণ করি নাই, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ; করিলে তোমার হস্তহইতে আমাকে কেহ মুক্ত করিতে পারে না। [৮] আমি তোমার হস্তকৃত, তোমার হস্তদ্বারা আমার সমুদায় নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাপি তুমি কি আমাকে নষ্ট করিবা? [৯] তুমি মৃত্তিকা দিয়া আমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছ, আর বার আমাকে মৃত্তিকাতে লীন করিবা, বিনয় করি, তাহা স্মরণ কর। [১০] তুমি কি দুগ্ধের ন্যায় আমাকে ঢাল নাই? এবং পনিরের ন্যায় কি আমাকে দৃঢ় কর নাই? [১১] তুমি আমাকে ত্বক্ ও মাংসরূপ আচ্ছাদন দিয়াছ, এবং অস্থি ও শিরাতে আমাকে বুনিয়াছ; [১২] এবং আমাকে প্রাণদান ও দয়া করিয়াছ, ও তোমার পালনেতে আমার আত্মা রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। [১৩] তথাপি এই সকল মনোমধ্যে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছ; এই তোমার ব্যবহার, ইহা আমি বুঝিলাম। [১৪] আমি পাপ করিলে আমার দমন করা তোমার সুসাধ্য, এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করা তোমার অনাবশ্যক। [১৫] আমি যদি পাপী হইতাম, তবে আমাকে ধিক্; কিন্তু পুণ্যবান হইয়াও মস্তক তুলিতে পারি না, অপমানে পরিপূর্ণ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি। [১৬] মস্তক তুলিলে তুমি সিংহের ন্যায় আমাকে মৃগয়া করিতেছ, ও আমার প্রতিকূলে আপনাকে চমৎকৃত দেখাইতেছ; [১৭] এবং আমার বৈপরীত্যে নূতন২ প্রমাণ দিতেছ, ও আমার প্রতি আপনার ক্রোধ প্রজ্বলিত করিতেছ, ও আমার প্রতিকূলে যোদ্ধৃবর্গ পুনঃ২ উপস্থিত হইতেছে।

[১৮] তুমি আমাকে গর্ব্ভহইতে কেন নির্গত করিয়াছ? আহা! আমি যদি গর্ব্ভে প্রাণত্যাগ করিতাম, ও জগতের নয়নগোচর না হইতাম। [১৯] তবে জন্মের পূর্ব্বে যেমন তদ্রূপ থাকিতাম, ও জঠরহইতেই কবরে নীত হইতাম। [২০] আমার দিন কি অল্প নয়? অতএব তুমি ক্ষান্ত হইয়া আমাকে ত্যাগ কর; [২১] এবং যে স্থানহইতে পুনরাগমন করিব না, সেই অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া দেশে, [২২] অর্থাৎ সে দেশ জ্যোতিরহিত অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়াব্যাপ্ত, ও যাহার আলো অন্ধকারের ন্যায় আছে, সেই দেশে আমার যাত্রার পূর্ব্বে আমাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ভোগ করিতে দেও।

১১ অধ্যায়।

১ আয়ূবের প্রতি সোফরের কথা, ৭ ও ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ দেখাওন, ১৩ ও আয়ূবের প্রতি পরামর্শ।

[১] পরে নামাথীয় সোফর উত্তর করিল, [২] এত কথার কি কিছুই উত্তর দেওয়া যাইবে না?

বাবদূক ব্যক্তি কি নির্দ্দোষ হইবে? ৩ তোমার বাচালতাতে কি নর সকল নীরব থাকিবে? তুমি বকাবকি করিলে কি কেহ তোমাকে লজ্জিত করিবে না? ৪ তুমি কহিতেছ, 'আমার বাক্য শুদ্ধ, আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র আছি।' ৫ আহা! ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করিয়া কথা কহেন, ও তোমাকে উত্তর দেন, ৬ এবং জ্ঞানের নিগূঢ় কথা অর্থাৎ আপনার নানাবিধ তত্ত্ব তোমাকে জ্ঞাত করেন, তবে ঈশ্বর যে তোমার অপরাধ অপেক্ষা অল্প শাস্তি দেন, ইহা জানিতে পারিবা।

৭ ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুসন্ধান করা কি তোমার সাধ্য? এবং সর্ব্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ স্বভাব কি তোমার বোধগম্য? ৮ আকাশ যেমন উচ্চ তাহাও তদ্রূপ, তুমি কি করিতে পার? তাহা পাতাল অপেক্ষাও অগাধ, তুমি তাহার কি জানিতে পার? ৯ পৃথিবীহইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ, ও সমুদ্রহইতেও তাহার পরিসর বড়। ১০ তিনি যদি ধরিয়া বন্ধন করিয়া বিচার করেন, তবে তাঁহাকে কে নিষেধ করিতে পারে? ১১ কেননা তিনি প্রতারক মনুষ্যকে জানেন, ও অনেক চিন্তা না করিয়া তাহার পাপ দেখেন। ১২ ইহাতে জ্ঞানশূন্য মনুষ্য কি পণ্ডিতাভিমানী হইবে? (তাহা হইলে) বনগর্দ্দভের শাবক কেন মনুষ্য হইবে না?

১৩ তুমি যদি আপনার মন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার প্রতি হস্ত বিস্তার কর, ১৪ ও হস্তে পাপ থাকিলে তাহা পরিত্যাগ কর, এবং অধর্ম্মকে আপন নিবাসেও স্থান না দেও; ১৫ তবে নিষ্কলঙ্করূপে মুখ তুলিবা, এবং সুস্থির ও নির্ভয় হইবা। ১৬ তোমার দুঃখ মনে থাকিবে না, কিম্বা গত স্রোতোজলের ন্যায় স্মরণে থাকিবে। ১৭ তোমার জীবন মধ্যাহ্নহইতেও নির্ম্মল হইবে, ও তুমি আর তিমিরে মগ্ন না হইয়া প্রভাতের সদৃশ হইবা। ১৮ তোমার প্রত্যাশা থাকাতে তুমি নির্ব্বিঘ্নে থাকিবা, এবং আর লজ্জিত না হইয়া নিরাপদে শয়ন করিবা। ১৯ শয়ন করিলে কেহ তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না, বরং অনেকে তোমার নিকটে নিবেদন করিবে। ২০ কিন্তু দুষ্টদের চক্ষু নিস্তেজ হয়, ও তাহাদের আশ্রয় নষ্ট হয়, ও তাহাদের প্রত্যাশা প্রাণত্যাগির ন্যায় হয়।

১২ অধ্যায়।

১ সোফরের প্রতি আয়ূবের উত্তর, ৭ ও ঈশ্বরের নির্দ্দোষতা স্বীকার করণ, ১৩ ও ঈশ্বরের সর্ব্বকর্তৃত্ব।

১ অনন্তর আয়ূব উত্তর করিল, ২ অবশ্য তোমরাই পণ্ডিতবর্গ! তোমাদের মরণে জ্ঞান লুপ্ত হইবে! ৩ কিন্তু তোমরা যেমন বুদ্ধিমান আমিও তদ্রূপ; তোমাদের হইতে আমি ক্ষুদ্র নহি; ঐ রূপ কথা কে না জ্ঞাত আছে? ৪ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে উত্তর দেন, তথাপি আমি মিত্রের হাস্যাস্পদ হইয়াছি; সাধু ও পুণ্যবান হইয়াও হাস্যাস্পদ হইয়াছি। ৫ পিছলিয়া পড়িতে উদ্যত লোক যে উল্কাদ্বারা সুস্থির থাকে, তাহা নির্ব্বিঘ্ন কালে মনে২ তুচ্ছজ্ঞান করে। ৬ চোরের বাসস্থানেই মঙ্গল থাকে, ও ঈশ্বরের ক্রোধজনক লোকেরা নিরাপদে থাকে; ঈশ্বর তাহাদের হস্তে ধন দেন।

৭ সম্প্রতি পশুদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে শিক্ষা দিবে; ও শূন্যের পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিয়া দিবে। ৮ কিম্বা পৃথিবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহ, সে তোমাকে উপদেশ করিবে, ও সমুদ্রস্থ মৎস্যগণ তোমাকে কহিয়া দিবে। ৯ পরমেশ্বরের হস্ত এই সকল কর্ম্ম করে, ইহা তাহাদের মধ্যেও কে না জানে? ১০ সকল জীবের প্রাণ ও দেহবাসি তাবৎ মনুষ্যের আত্মা তাঁহারই হস্তে আছে। ১১ কর্ণ কি কথার পরীক্ষা করে না? ও মুখ কি খাদ্যের পরীক্ষা করে না? ১২ প্রাচীন লোকদের নিকটে জ্ঞান পাওয়া যায়, ও দীর্ঘায়ু লোকদের বুদ্ধি আছে।

১৩ তাঁহার নিকটে জ্ঞান ও বল আছে, তাঁহার পরামর্শ ও বুদ্ধিও আছে। ১৪ দেখ, তিনি যাহা ভঙ্গ করেন, তাহা কেহ সারিতে পারে না, ও যাহাকে রুদ্ধ করেন, তাহাকে কেহ মুক্ত করিতে পারে না। তিনি জল বদ্ধ করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়, ও জলপ্লাবন করিলে পৃথিবী বিনষ্ট হয়। ১৬ বল ও বুদ্ধি তাঁহার, ভ্রান্ত ও ভ্রামক তাঁহার। ১৭ তিনি মন্ত্রিগণকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, ও বিচারকর্ত্তাদিগকে উন্মত্ত করেন। তিনি রাজাদিগের কর্তৃত্ববন্ধন মুক্ত করেন, ও তাহাদের কটিদেশে দাসত্বপটুকা বদ্ধ করেন। ১৯ তিনি মহল্লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, ও বলবানদিগকে নত করেন। ২০ তিনি বিশ্বস্তদের কথা অন্যথা করেন, ও বৃদ্ধগণের জ্ঞান লোপ করেন। ২১ তিনি কর্ত্তাদিগকে অপমানে মগ্ন করেন, ও বলবানদিগকে দুর্ব্বল করেন। ২২ তিনি অন্ধকারাবৃত গভীর স্থানকে প্রকাশ করেন, ও মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোকময় করেন। ২৩ তিনি লোকদিগের উন্নতি করিয়া বিনাশ করেন, ও বৃদ্ধি করিয়া হ্রাস করেন। ২৪ তিনি পৃথিবীস্থিত মহল্লোকদের জ্ঞান অপহরণ করেন, ও পথহীন মরুভূমির মধ্যে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান। ২৫ তাহারা আলো না পাইয়া অন্ধকারে হাত-

ড়িয়া২ গমন করে, তিনি তাহাদিগকে মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করান।

১৩ অধ্যায়।

১ বন্ধুগণের প্রতি আয়ূবের অনুযোগ, ১৪ ও আপনার অকাপট্য প্রকাশ করণ।

[১] দেখ, এই সকল আমি চক্ষুতে দেখিয়া কর্ণেতে শুনিয়া বুঝিয়াছি। [২] তোমরা যাহা জান, আমিও তাহা জানি; আমি তোমাদের হইতে ক্ষুদ্র নহি। [৩] আমি অবশ্য সর্ব্বশক্তিমানের সহিত কথা কহিতে চাহি, ও ঈশ্বরের সহিত বিচার করিতে প্রার্থনা করি। [৪] তোমরা নিতান্ত মিথ্যাবাক্যরচক ও অকর্ম্মণ্য চিকিৎসক। [৫] তোমরা যেন নীরব হইয়া থাক, ইহা আমার বাঞ্ছা; ইহা তোমাদের জ্ঞানের চিহ্ন হইবে। [৬] আমার অনুযোগ কথা শুন, ও আমার ওষ্ঠাধরের সকল বিচারকথাতে মনোযোগ কর। [৭] ঈশ্বরের পক্ষে তোমরা কি অযথার্থ কথা কহিবা? ও তাঁহার পক্ষে কি প্রতারণার বাক্য কহিবা? [৮] তোমরা কি ঈশ্বরের মুখাপেক্ষা করিতেছ? ও তাঁহার পক্ষে বিবাদ করিতেছ? [৯] তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিলে কি তোমাদের মঙ্গল হইবে? মনুষ্য যেমন মনুষ্যের সহিত কাপট্য ব্যবহার করে, তোমরা কি তাঁহার সহিত তদ্রূপ করিবা? [১০] তোমরা গোপনে মুখাপেক্ষা করিলে তিনি তোমাদিগকে অবশ্য অনুযোগ করিবেন। [১১] তাঁহার মহত্ত্ব কি তোমাদিগকে ত্রাসযুক্ত করে না? ও তাঁহার ভয়েতে কি তোমরা ভীত হও না? [১২] তোমাদের স্মরণীয় শ্লোক ভস্মরাশির ন্যায়, ও তোমাদের শব্দশ্রেণী বালির বাঁধের তুল্য। [১৩] তোমরা নীরব হও; আমি কিছু কহি, তাহাতে আমার যাহা হয় হইবে।

[১৪] যাহা হউক, আমি আপন মাংস দন্তে বহন করিব, ও আপন প্রাণ আপনার হস্তে রাখিব। [১৫] তিনি যদি আমাকে নষ্ট করেন, তথাপি তাঁহার অপেক্ষা করিব, ও আপন আচারের কথা তাঁহার গোচরে নিবেদন করিব। [১৬] তাহাতে আমার রক্ষা হইবে; কারণ পাষণ্ড লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় না। [১৭] মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন, আমার নিবেদন তোমাদের কর্ণগোচর হউক। [১৮] দেখ, আমি আপন বিচারের কথা প্রস্তুত করিলাম, এবং তাহাতে নির্দ্দোষ হইব, ইহা জানি। [১৯] বিচারে আমার প্রতিবাদী কে? ক্ষণের পরে আমি নীরব হইয়া মৃতকল্প হইব। [২০] তুমি কেবল দুই প্রকার ক্লেশ আমাকে দিও না, তাহাতে আমি তোমার নিকটহইতে লুক্কায়িত হইব না; [২১] অর্থাৎ আমার উপরে আপন হস্তের ভার আর রাখিও না, এবং তোমার ভয়ানকত্ব আমাকে ভীত না করুক; [২২] পরে তুমি ডাকিলে আমি উত্তর দিব, কিম্বা আমি কথা কহিলে তুমি প্রত্যুত্তর দিও। [২৩] আমার অপরাধ ও পাপ কত আছে? এবং আমার দোষ ও পাপ কি? তাহা আমাকে জ্ঞাত কর। [২৪] তুমি কেন আপন মুখ লুকাইতেছ? ও কেন আমাকে শত্রু বোধ করিতেছ? [২৫] তুমি কি বায়ুচালিত পত্র ভাঙ্গিবা? ও শুষ্ক তৃণকে তাড়না করিবা? [২৬] এই কারণ কি আমার বিরুদ্ধে তিক্ত কথা লিখিতেছ? ও আমাকে যৌবনাবস্থার পাপের ফলভোগ করাইতেছ? [২৭] ও আমার চরণ নিগড়েতে বদ্ধ করিতেছ? ও আমার চলনের বিচার করিতেছ? এবং আমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতেছ? [২৮] মনুষ্য তো জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ও কীটকুট্টিত বস্ত্রের মত ক্ষয় পায়।

১৪ অধ্যায়।

১ মানুষের অল্পায়ুর কথা, ৭ ও বিচার পর্য্যন্ত উত্থান না হওন, ১৬ ও পাপের দ্বারা দুঃখ ও মৃত্যু হওন।

[১] স্ত্রীজাত মনুষ্য অল্পায়ু ও দুঃখে পরিপূর্ণ। [২] সে পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ম্লান হয়, ও ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়, স্থির থাকে না। [৩] তুমি কি এমত লোকের প্রতি দৃষ্টি করিবা? ও আমাকে আপন সঙ্গে বিচারস্থানে লইয়া যাইবা? [৪] অপরিষ্কৃতহইতে পরিষ্কৃতের উৎপত্তি কে করিতে পারে? এক জনও পাওয়া যায় না। [৫] তাহার আয়ুর দিন গণিত আছে, ও তোমাদ্বারা তাহার মাসের সংখ্যা নিরূপিত আছে, তুমি তাহার অলঙ্ঘনীয় সীমা স্থাপন করিয়াছ। [৬] অতএব তাহাহইতে ক্ষান্ত হও, কোন বেতনজীবির ন্যায় তাহাকে এক দিন বিশ্রাম পাইয়া তৃপ্ত হইতে দেও।

[৭] বৃক্ষেরই আশা আছে, ছিন্ন হইলে সে পুনর্ব্বার পল্লবিত হইবে, ও তাহার শাখার অভাব হইবে না। [৮] যদ্যপি মৃত্তিকাতে তাহার মূল প্রাচীন হয়, ও ভূমিতে তাহার গুঁড়ি মৃতকল্প হয়, [৯] তথাচ জলের গন্ধ পাইলে সে পল্লবিত হয়, এবং রোপিত বৃক্ষের ন্যায় শাখাবিশিষ্ট হয়। [১০] কিন্তু মনুষ্য মরিলেই ক্ষয় পায়; মর্ত্ত্য প্রাণত্যাগ করিয়া কোথায় থাকে? [১১] সমুদ্রহইতে তরঙ্গ চলিয়া যায়, ও নদী শুষ্ক হইয়া মজিয়া যায়। [১২] তদ্রূপ মনুষ্য কবরে শয়ন করিলে যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়, তাবৎ আর উঠে না ও মহানিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হয় না। [১৩] হায়২, তুমি যদি আমাকে

পরলোকে লুকাইয়া রাখ, ও যাবৎ তোমার ক্রোধ সম্বরণ না হয়, তাবৎ আমাকে গুপ্ত রাখ। হায় ২, যদি আমার নিমিত্তে এক নিরূপিত সময় স্থির করিয়া আমাকে স্মরণ কর। [১৪] মনুষ্য মরিয়া কি পুনর্জীবিত হইবে? তবে যে পর্য্যন্ত কার্য্যহইতে আমার মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি সেনার ন্যায় নিরূপিত তাবৎ দিন প্রতীক্ষা করিব। [১৫] পরে তুমি আহ্বান করিলে আমি উত্তর দিব, ও তুমি আপন হস্তকৃতের প্রতি মমতা করিবা।

[১৬] এখন তুমি আমার পাদবিন্যাস গণনা করিতেছ, তথাপি আমার পাপের সূক্ষ্ম আলোচনা কর না। [১৭] আমার দোষ থৈলীতে বদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত আছে, এবং তুমি আমার অপরাধের উপরে অঙ্ক লিখিতেছ। [১৮] পর্ব্বতও পড়িয়া চূর্ণ হয়, এবং পাষাণও আপন স্থানে জীর্ণ হয়। [১৯] এবং জলদ্বারা প্রস্তরও ক্ষয় পায়, এবং জলপ্লাবনদ্বারা মৃত্তিকাও ভাসিয়া যায়; তদ্রূপ তুমি মর্ত্ত্যদিগের প্রত্যাশা ক্ষয় করিতেছ। [২০] তুমি নিত্য ২ তাহাকে আক্রমণ করিলে সে স্থানান্তরে যায়, ও তুমি তাহার মুখের বিকার করিয়া তাহাকে দূর করিতেছ। [২১] তাহার পুত্রগণ যশস্বী হইলেও সে তাহা জানিতে পায় না, এবং তাহাদের অবজ্ঞা হইলেও টের পায় না। [২২] কেবল তাহার নিজ মাংস দুঃখ পায় ও নিজ প্রাণ ব্যাকুল হয়।

১৫ অধ্যায়।

১ আয়ূবের প্রতি ইলীফসের উত্তর ও দোষীকরণ, ১৪ ও ইতিহাসকথাদ্বারা পাপের ভোগ্য শাস্তির প্রমাণ দেওন।

[১] পরে তৈমনীয় ইলীফস্ উত্তর করিল, [২] জ্ঞানবান কি বায়ুগুল্মের কথার মত উত্তর করিবে? ও পূর্ব্বীয় বায়ুতে আপন উদর পূর্ণ করিবে? [৩] সে কি অনর্থক কথাতে ও নিষ্ফল বাক্যে বিবাদ করিবে? [৪] বোধ হয় তুমিও ভক্তি অস্বীকার করিতেছ, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনা করণে ত্রুটি করিতেছ। [৫] তোমারই মুখহইতে তোমার অপরাধ প্রকাশ পাইল, তুমি ধূর্ত্তের মত কথা কহিলা। [৬] তোমারই মুখ তোমাকে দোষী করিল; আমি করি নাই; তোমারই ওষ্ঠাধর তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতেছে. [৭] মনুষ্যদের মধ্যে তুমি কি প্রথমজাত? ও পর্ব্বতগণের পূর্ব্বে কি তোমার জন্ম হইয়াছিল? [৮] তুমি কি ঈশ্বরের গুপ্ত মন্ত্রণা শুনিয়াছ, ও সমস্ত জ্ঞানসুধা চুরি করিয়াছ? [৯] আমরা না জানি এমত কি জান? ও আমাদের অজ্ঞাত এমত কি বুঝ? [১০] পক্ককেশবিশিষ্ট বৃদ্ধগণ ও তোমার পিতাহইতেও বৃদ্ধতমেরা আমাদের মধ্যে আছে। [১১] ঈশ্বরীয় সান্ত্বনার ও তোমার প্রতি কোমল ব্যবহারের কথা কি তোমার তুচ্ছ বোধ হয়? [১২] তোমার মন কেন তোমাকে বিপথে টানে? ও তোমার চক্ষু কেন ঘূর্ণায়মান হয়? [১৩] তুমি ঈশ্বরকে আপন ক্রোধের লক্ষ্য করিয়াছ, ও তাঁহার বিরুদ্ধে নিজ মুখহইতে কথা নির্গত করিয়াছ।

হইতে পারে? স্ত্রীজাত

মনুষ্য কি পুণ্যবান হইতে পারে? [১৫] দেখ, তিনি আপনার পুণ্যবান লোকেতেও বিশ্বাস করেন না, তাঁহার দৃষ্টিতে আকাশও নির্ম্মল নহে। [১৬] তবে জলের ন্যায় অধর্ম্মপায়ি মনুষ্যজাতি কেমন নিন্দনীয় ও মলিন। [১৭] আমার কথা শুন, আমি তোমাকে জ্ঞাত করি; ও যাহা দেখিয়াছি তাহা বলি। [১৮] জ্ঞানি লোকেরা আপনাদের পিতৃপিতামহাদিহইতে যাহা ২ পাইয়া প্রকাশ করিয়াছে, গুপ্ত রাখে নাই, তাহা আমি প্রকাশ করি। [১৯] কেবল তাহাদিগকেই পৃথিবী দত্ত হইয়াছিল, ও তাহাদের মধ্যে কোন বিদেশী ভ্রমণ করিত না। [২০] দুষ্ট লোক যাবজ্জীবন আপনাহইতে ক্লেশ পায়, ও উপদ্রবির বৎসরের সংখ্যা গুপ্ত থাকে। [২১] তাহার কর্ণকুহরে ভয়ঙ্কর শব্দ আইসে, ও মঙ্গল সময়ে বিনাশক তাহাকে আক্রমণ করে। [২২] ও খড়্গ তাহার অপেক্ষা করে, এই জন্যে সে যে অন্ধকারহইতে রক্ষা পাইবে, এমত বিশ্বাস করে না। [২৩] সে খাদ্যের নিমিত্তে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করে, এবং তাহার ভাগ্য অন্ধকারের দিন হইবে, তাহাও জানে। [২৪] সে দুঃখ ও ক্লেশহইতে ভীত হয়, এবং ঐ উভয় যুদ্ধোদ্যত রাজার ন্যায় তাহাকে পরাভব করে। [২৫] কেননা সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিত, ও সর্ব্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আপনাকে

[২৬] এবং তাঁহার গলা টিপিবার

জন্যে তাঁহার ঢালের ফুলের বিরুদ্ধে দৌড়িত। [২৭] তাহার মুখ মেদেতে ললিত ও কটিদেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। [২৮] এবং সে শূন্য নগরে ও নিবাসিরহিত পতনোন্মুখ বাটীতে বাস করে; [২৯] কিন্তু সে ধনী থাকে না, ও তাহার সম্পত্তি চিরস্থায়ী নহে, ও পৃথিবীতে তাহার অধিকার দীর্ঘকাল থাকে না; [৩০] এবং সে অন্ধকারহইতে উদ্ধার পায় না; অগ্নিশিখা তাহার কোমল শাখা শুষ্ক করে, আর সে ঈশ্বরের মুখের নিশ্বাসে উড়িয়া যাইবে। [৩১] সে মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস না করুক, নতুবা ভ্রান্ত হইবে; কেননা তাহার ফলও মিথ্যা হইবে; [৩২] এবং সময়ের পূর্ব্বে সে শুষ্ক হইবে, ও নিপ্পল্লব শাখার

তুল্য হইবে। [৩৩] যে দ্রাক্ষালতার অপক্ক ফল ঝরিয়া পড়ে, কিম্বা যে জিতবৃক্ষের পুষ্প খসিয়া পড়ে, সে তাহার ন্যায় হইবে। [৩৪] পাষণ্ডগণের সভা শূন্য হইবে, ও উৎকোচগ্রাহির বসতি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইবে। [৩৫] কেননা তাহারা অন্যায়রূপ গর্ভ্ভ ধারণ করিয়া পাপ প্রসব করে, এবং তাহাদের উদরমধ্যে প্রতারণা নির্ম্মিত হয়।

১৬ অধ্যায়।

১ বন্ধুগণের প্রতি আয়ূবের অনুযোগ, ৬ ও আপন দুঃখের বর্ণনা. ১১ ও তাহার অধঃপতনের কথা,১৫ ও তাহার দুঃখ ও ধর্ম্ম, ১৯ ও স্বর্গেতে তাহার সাক্ষ্য।

[১] অনন্তর আয়ূব্ উত্তর করিল, [২] আমি এরূপ অনেক শুনিয়াছি, তোমরা সকলে দুঃখজনক সান্ত্বনাকারী। [৩] এই ক্ষিপ্তবৎ কথার শেষ কি কখনো হইবে না? উত্তর করিতে তোমাকে কে প্রবৃত্তি দেয়? [৪] আমিও তোমাদের ন্যায় কহিতে পারি; আমার অবস্থার মত যদি তোমাদের অবস্থা হইত, তবে আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে কথা সঞ্চয় করিতে ও মস্তক লাড়িতে পারিতাম। [৫] কিন্তু আপন মুখদ্বারা তোমাদিগকে সবল করিতাম, এবং আমার ওষ্ঠের চালনেতে তোমাদের দুঃখের শান্তি হইত।

[৬] আমি কথা কহিলে আমার ক্লেশ নিবৃত্তি হয় না, এবং নীরব থাকিলেও আমার সুখ বোধ হয় না। [৭] তুমি আমাকে অবসন্ন করিয়াছ, ও আমার তাবৎ বাটী শূন্য করিয়াছ। [৮] তুমি যে আমাকে ধরিয়াছ, ইহা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য আছে; ও আমার ক্ষীণতা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া আমার সাক্ষাতে প্রমাণ দিতেছে। [৯] আমার শত্রু ক্রোধে আমাকে বিদীর্ণ করে, ও আমার হিংসা করে, ও আমার প্রতি দন্ত ঘর্ষণ করে, ও আমার প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করে। [১০] এবং লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে, এবং অপমান পূর্ব্বক আমার গালে চপেটাঘাত করে, ও আমার বিরুদ্ধে জনতা করে।

[১১] ঈশ্বর আমাকে অধার্ম্মিকদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, ও পাপিদের হস্তগত করিয়াছেন। [১২] আমি সুখে ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে ভগ্ন করিয়াছেন, ও আমার গলা ধরিয়া আমাকে খণ্ড ২ করিয়াছেন, ও আমাকে আপনার লক্ষ্যের কারণ রাখিয়াছেন। [১৩] তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা আমাকে বেষ্টন করে, ও তিনি দয়া না করিয়া আমার যকৃৎ বিদীর্ণ করেন, ও মৃত্তিকায় আমার পিত্ত ঢালেন। [১৪] তিনি ক্ষতের উপরে ক্ষত করিয়া আমাকে ক্ষতযুক্ত করেন, ও বীরের ন্যায় আমার প্রতি ধাবমান হন।

[১৫] আমি গাত্রেতে চট পরিধান করিয়াছি, ও ধূলাতে মস্তক অপরিষ্কৃত করিয়াছি। [১৬] ও ক্রন্দনেতে আমার মুখ বিকৃত হইয়াছে, এবং মৃত্যুচ্ছায়া আমার চক্ষুর পাতার উপরে আছে। [১৭] এই ফল আমার হস্তস্থিত কোন দোষহইতে হইল তাহা নয়, আমার প্রার্থনাও পবিত্র। [১৮] হে পৃথিবি, আমার রক্ত আচ্ছাদিত করিও না; আমার আর্ত্তনাদ কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত না হউক।

দেখ, এখনও আমার সাক্ষ্য স্বর্গে, ও আমার সাক্ষী ঊর্দ্ধস্থানে থাকেন। [২০] আমার মধ্যস্থ জন আমার মিত্র, এই জন্যে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমার চক্ষুহইতে অশ্রুপাত হয়। [২১] ঈশ্বরের নিকটে তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে উত্তর প্রত্যুত্তর করুন, ও আপন বন্ধুর পক্ষে মনুষ্যপুত্ররূপে কথা কহুন। [২২] কেননা আমার আর অল্প আয়ু গত হইলে, যে পথে গিয়া কেহ ফিরিয়া না আইসে, সেই পথে আমি যাইব।

১৭ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের প্রতি আয়ূবের নিবেদন, ১১ মৃত্যুর অপেক্ষা করণ।

[১] আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, ও আমার দিন অবসান হইয়াছে, ও আমার নিমিত্তে কবর প্রস্তুত আছে। [২] আমার নিকটে কি নিন্দকগণ নাই? ও তাহাদের বিরোধ কি নিত্য ২ আমার চক্ষুর্গোচর নহে? [৩] বিনয় করি, তোমার নিকটে তুমিই আমার প্রতিভূ হও; নতুবা কে আমার প্রতিভূ হইতে স্বীকার করিবে? [৪] তমি ইহাদের বুদ্ধি হরণ করিয়াছ, অতএব ইহাদের উন্নতি করিবা না। [৫] যে জন হরণকারির হস্তে আপনার বন্ধুদিগকে অর্পণ করে, তাহার সন্তানদের চক্ষু অন্ধ হইবে। [৬] কিন্তু এমত ব্যক্তি আমাকে লোকদের কাছে হাস্যাস্পদ করে; আমি সকলের সাক্ষাতে ঘৃণাস্পদ হইলাম। [৭] আমার চক্ষু শোকেতে অন্ধ হইয়াছে, এবং আমার সর্ব্বাঙ্গ ছায়ার ন্যায় হইয়াছে। [৮] ইহাতে সরলাচারি লোকেরা চমৎকৃত হইবে, এবং কপটিদের বিষয়ে নিষ্পাপিগণের রোমাঞ্চ জন্মিবে। [৯] পুণ্যবান লোক আপন পথে অগ্রসর হইবে, ও পরিষ্কৃতহস্ত লোক উত্তরোত্তর প্রবল হইবে। [১০] কিন্তু তোমরা সকলে এখন ফিরিয়া যাও, কেননা আমি তোমাদের মধ্যে কাহাকেও জ্ঞানবান দেখি না।

[১১] আমার দিন গেল, এবং আমার অভিপ্রায় ও মনোরথ সকল নিরর্থক হইল। [১২] তথাপি ইহারা রাত্রিকে দিবস, এবং আলোকে

অন্ধকারের অব্যবহিত অগ্রগামী করিয়া বলে। [১৩] আমি যদি কবররূপ গৃহের অপেক্ষা করি, এবং আপনার আসন অন্ধকারে পাতি; [১৪] এবং যদি ক্লেদকে কহি, তুমি আমার পিতা, ও যদি কীটগণকে কহি, তোমরা আমার মাতা ও ভগিনী, [১৫] তবে আমার প্রত্যাশা কোথায়? ও আমার প্রত্যাশা কে দেখিতে পায়? [১৬] সে পরলোকের মধ্যে পড়িয়া তাহার অর্গলেতে বদ্ধ হইল, আর আমার সহিত ধূলায় একত্র থাকিবে।

১৮ অধ্যায়।

আয়ূবের প্রতি বিল্দদের উত্তর ও আয়ূবকে দোষী করণ, ও তাহার পাপের ফল বিপদ দেখাওন।

[১] পরে শূহীয় বিল্দদ্ উত্তর করিল, [২] কখন্ তোমাদের কথার শেষ হইবে? অগ্রে বিবেচনা কর, পরে আমরা উত্তর করিব। [৩] আমরা কি নিমিত্তে পশুবৎ গণিত, ও কেন নীচের ন্যায় মান্য হই? [৪] ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে বিদীর্ণ করিতেছ যে তুমি, তোমার নিমিত্তে কি পৃথিবী ত্যাগ করা যাইবে? কিম্বা আপন স্থানহইতে কি শৈলকে সরাণ যাইবে? [৫] দুষ্টের দীপ্তি নির্ব্বাণ হয়, ও তাহার অগ্নির উল্কা নিস্তেজ হয়। [৬] তাহার তাম্বুতে আলো অন্ধকার হয়, ও তাহার প্রদীপ নিবিয়া যায়। [৭] ও তাহার পরাক্রমের গতি খর্ব্ব করা যায়, এবং আপনার পরামর্শদ্বারাই সে নিপাতিত হয়। [৮] সে জালের মধ্যে পাদবিক্ষেপ করে, ও ফাঁদের উপরে গমনাগমন করে। [৯] তাহার পাদমূল কলে বদ্ধ হয়, ও সে ফাঁদে ধৃত হয়। [১০] তাহার ফাঁস ভূমিতে লুক্কায়িত আছে, ও তাহার বাঁশকল পথে আছে। [১১] চতুর্দ্দিগে নানা উৎপাত তাহাকে ভয় দেখায় ও তাহার পদতলে উপস্থিত হয়। [১২] দুর্ভিক্ষ তাহার বলকে গ্রাস করে, ও বিপদ তাহার পার্শ্বে থাকে। [১৩] মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ তনয় তাহার শরীরের চর্ম্ম ভক্ষণ করে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভক্ষণ করে; [১৪] ও তাহার তাম্বুহইতে তাহার প্রত্যাশা উৎপাটিত হইয়া ভীতিরাজের কাছে তাহাকে লইয়া যায়। [১৫] এবং বিনাশ করণ পর্য্যন্ত বিপদ তাহার তাম্বুতে বাস করে, ও তাহার বাসস্থানে গন্ধক নিক্ষিপ্ত হয়। [১৬] নীচে তাহার মূল শুষ্ক হয়, এবং ঊর্দ্ধেও তাহার শাখা ছিন্ন হয়। [১৭] পৃথিবীতে তাহার স্মরণ লোপ পায়, ও রাজপথে কেহ তাহার নামও করে না। [১৮] সে আলোহইতে অন্ধকারে দূরীকৃত হয়, ও সংসারহইতে তাড়িত হয়। [১৯] স্বজাতীয়দের মধ্যে তাহার পুত্র কি পৌত্র থাকে না, তাহার বাটীতে কেহই অবশিষ্ট থাকে না। [২০] তাহার দশাতে পাশ্চাত্য লোকেরা চমৎকৃত হইবে, ও পূর্ব্বদেশীয়েরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হইবে। [২১] দেখ, দুষ্টগণের এ রূপ বসতি; যে জন ঈশ্বরকে জানে না, তাহার এই রূপ অধিকার।

১৯ অধ্যায়।

১ বিল্দদের প্রতি আয়ূবের উত্তর, ৬ ও দুঃখের বিশেষ বর্ণনা, ২৩ ও কবরহইতে উত্থানের কথা।

[১] অনন্তর আয়ূব্ উত্তর করিল, [২] তোমরা কত ক্ষণ আমার মনে ক্লেশ দিবা, ও বাক্যের আঘাতে আমাকে ভগ্ন করিবা? [৩] দশ বার আমার অপমান করিয়াছ; আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে তোমাদের কি লজ্জা হয় না? [৪] যদ্যপি আমি ভ্রান্ত হই, তবে সেই ভ্রান্তির ফল আমার। [৫] তোমরা কি আমার উপরে দর্প করিবা? ও আমার ক্লেশার্থে আমার অপমান আমাকে বুঝাইয়া দিবা?

[৬] ঈশ্বর আমাকে নত করিয়াছেন ও আপন জালে বদ্ধ করিয়াছেন, ইহা জানিও। [৭] দেখ, আমি অন্যায় প্রযুক্ত আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু আমার কথা কেহ শুনে না; এবং উচ্চৈঃস্বর করিলেও কেহ বিচার করে না। [৮] তিনি অলঙ্ঘনীয় বেড়াদ্বারা আমার পথ রোধ করিয়াছেন, এবং আমার মার্গ অন্ধকারাবৃত করিয়াছেন। [৯] তিনি আমার গৌরবরূপ বস্ত্র হরণ করিয়াছেন, ও আমার মস্তকের মুকুট দূরে ফেলিয়াছেন। [১০] চতুর্দ্দিগে আমাকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি প্রায় গত হইয়াছি; তিনি বৃক্ষের ন্যায় আমার প্রত্যাশা ছেদন করিয়াছেন। [১১] আমার বিরুদ্ধে ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়াছেন, ও আমাকে শত্রুর ন্যায় গণনা করিয়াছেন। [১২] তাঁহার সৈন্যদল সকল একত্র হইয়া আমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়াছে, ও আমার তাম্বুর চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়াছে। [১৩] তিনি আমার জ্ঞাতিদিগকে আমাহইতে দূর করিয়াছেন, ও আমার পরিচিত লোকেরা অপরিচিতের ন্যায় হইয়াছে। [১৪] আমার কুটুম্বগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ও আমার মিত্রগণ আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে। [১৫] আমার গৃহের প্রবাসি লোক ও আমার দাসীগণ আমাকে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করে, আমি তাহাদের দৃষ্টিতে বিদেশিস্বরূপ হইয়াছি। [১৬] আমি আপনার দাসকে ডাকিলে সে উত্তর দেয় না, আপন মুখে তাহার নিকটে বিনয় করিতে হয়। [১৭] আমার ভার্য্যার নিকটে আমার নিশ্বাস, ও আমার ঔরসজাত পুত্রের নিকটে আমার নিবেদন গর্হিত হয়। [১৮] বালকেরাও আমাকে নিন্দা করে, আমি উঠিলে

তাহারা আমার প্রতিকূল কথা কহে। [১৯] আমার আত্মীয় সখারা আমাকে ঘৃণা করে, ও আমার প্রিয়তম বন্ধুগণ আমার বিপরীত হয়। [২০] আমার মাংস ও চর্ম্ম দিয়া অস্থি নির্গত হয়, আমি কেবল দন্তের চর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া বাঁচিয়া আছি। [২১] হে আমার বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে দয়া কর, দয়া কর, কেননা ঈশ্বরের হস্ত আমাকে আঘাত করিয়াছে। [২২] ঈশ্বরের মত তোমরাও কেন আমাকে নিগ্রহ কর? আমার মাংস ভক্ষণ করিতে কি ক্ষান্ত হইবা না?

আহা, আমার কথা সকল যদি লিখিত হয়! তাহা যদি পুস্তকে রচিত হয়! [২৪] এবং লৌহকলম ও সীসাদ্বারা যদি পাষাণে লিখিত হইয়া চিরকাল থাকে! [২৫] কেননা আমার মুক্তিদাতা অমর, শেষদিনে তিনি পৃথিবীতে দাঁড়াইবেন, ইহা আমি জানি। [২৬] যদ্যপি আমার চর্ম্ম গেলে আমার মাংস ক্ষয় পায়, তথাচ আমি শরীরবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিব। [২৭] আমি আপনার পক্ষে তাঁহাকে দেখিব, আমারই চক্ষু তাঁহার দর্শন পাইবে, পরের চক্ষু পাইবে না। আহা, বক্ষোমধ্যে আমার হৃদয় ক্ষীণ হইতেছে। [২৮] তৎকালে তোমরা বলিবা, আমরা কেন তাহাকে তাড়না করিয়াছি? কেননা আমার মধ্যে সারকথা প্রাপ্ত হইবে। [২৯] তোমরা খড়্গহইতে ভীত হও, কেননা সেই খড়্গের আঘাত জ্বালাদায়ী, অতএব ভাবি বিচার বিষয়ে সাবধান হও।

২০ অধ্যায়।

সোফরের উত্তরদ্বারা পাপিদের দুর্দ্দশা দেখাওন।

[১] পরে নামাথীয় সোফর উত্তর করিল, [২] আমার ভাবনা উত্তর দিতে আমাকে উত্তেজনা করে, কারণ আমি অধৈর্য্য হইলাম। [৩] আমি আপন অপমানের কথা শুনিলাম, এ কারণ নিজ জ্ঞানানুসারে আত্মা আমাকে উত্তর যোগাইয়া দেয়।

মি কি ইহা জান না যে পূর্ব্বকালাবধি অর্থাৎ পৃথিবীতে মনুষ্য স্থাপনাবধি [৫] দুরাচারের আনন্দ ক্ষণমাত্র স্থায়ী, ও পাষণ্ডের হর্ষ নিমেষমাত্র স্থায়ী হয়? [৬] তাহার মহত্ত্ব যদি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে, ও তাহার মস্তক যদি গগণ স্পর্শ করে; [৭] তথাপি সে আপন বিষ্ঠার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইবে, তাহাতে পূর্ব্বদর্শনকারি লোকেরা কহিবে, সে কোথায়? [৮] সে স্বপ্নবৎ লুপ্ত হইবে, তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না; সে রাত্রির স্বপ্নের ন্যায় দূরীকৃত হইবে। [৯] যে চক্ষু তাহাকে দেখিত, সে আর দেখিবে না, ও আপন বাসস্থানে সে আর দৃষ্ট হইবে না। [১০] তাহার সন্তানগণ দরিদ্রদিগকে বিনয় করিবে, এবং তাহার হস্ত তাহাদের দ্রব্য ফিরাইয়া দিবে। [১১] যদ্যপি তাহার অস্থি যৌবনের তেজে পূর্ণ থাকে, তথাপি সে তাহার সহিত ধূলায় শয়ন করিবে। [১২] যদ্যপি দুষ্টতা তাহার মুখে মিষ্ট লাগে, ও যদ্যপি সে তাহা জিহ্বার নীচে লুকাইয়া রাখে, [১৩] ও যদ্যপি ভাল বাসিয়া তাহা ত্যাগ না করে, কিন্তু মুখের তালুতে রাখে; [১৪] তথাপি তাহার অন্ন উদরে গিয়া বিকৃত হইবে, এবং অন্তরে কালসর্পের গরলস্বরূপ হইবে। [১৫] সে যে ধন গ্রাস করিয়াছে তাহা উদ্‌গীরণ করিবে; ঈশ্বর তাহার উদরহইতে তাহা বমন করাইবেন। [১৬] সে সর্পের বিষ চুষিবে, ও বিষধরের জিহ্বা তাহাকে নষ্ট করিবে। সে মঙ্গলের স্রোত অর্থাৎ মধু ও নবনীত প্রবাহি নদী দেখিতে পাইবে না। [১৮] সে আপন পরিশ্রমের ফল ভোগ না করিয়া ফিরিয়া দিবে; ও তাহার যত আয় তত ব্যয় হইলে সে কিছু আনন্দ পাইবে না। [১৯] কারণ সে দরিদ্রগণকে উপদ্রব করিয়া ত্যাগ করিত, এবং গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া পরের গৃহ হরণ করিত। [২০] তাহার তৃষ্ণার শান্তি হইত না, এই কারণ সে আপনার মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারিবে না; [২১] ও তাহার গ্রাসদ্বারা কিছু অবশিষ্ট রহিত না, এ কারণ তাহার সম্পদ থাকিবে না। [২২] সে সম্পূর্ণ উন্নতির সময়ে বিপদগ্রস্ত হইবে, ও তাবৎ প্রকার দুঃখ তাহাকে আক্রমণ করিবে। [২৩] তাহার উদর পূর্ণ করিতে ঈশ্বর তাহার উপরে ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন, এবং তাহার খাদ্যের ন্যায় তাহা বর্ষণ করিবেন। [২৪] সে লৌহাস্ত্রহইতে পলাইলেও পিত্তলের ধনুর্ব্বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবে। [২৫] সেই বাণ তাহার পৃষ্ঠহইতে আকৃষ্ট হইয়া বহির্গত হইবে, ও তাহার হৃদয়হইতে দীপ্তিমান শূল নির্গত হইবে, তাহাতে সে ভয়গ্রস্ত হইবে। [২৬] তাহার ভাগ্যে সমুদায় অন্ধকার সঞ্চিত হইবে, ও অনির্ব্বাণ অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিবে, ও তাহার বাটীর অবশিষ্ট লোকের দুর্দ্দশা ঘটিবে। [২৭] স্বর্গ তাহার অধর্ম্ম ব্যক্ত করিবে, ও পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে উঠিবে। [২৮] তাহার বাটীর সম্পত্তি উড়িয়া যাইবে, এবং ক্রোধের দিনে গলিয়া যাইবে। [২৯] ঈশ্বরহইতে পাপি মনুষ্যের এই রূপ অংশ, ও ঈশ্বরহইতে তাহার এই নিরূপিত অধিকার।

২১ অধ্যায়।

১ সোফরের প্রতি আয়ুবের প্রত্যুত্তর, ৭ ও পাপি লোকদের সম্পদ হওন, ১৭ ও তাহাদের বিপদও হওন, ২২ ও ভাল ও দুষ্ট লোকদের বিপদের কথা, ২৭ ও ইতিহাসের কথা, ৩১ ও তাহার এক দৃষ্টান্ত।

১ অনন্তর আয়ূব্ উত্তর করিল, ২ তোমরা মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন, তাহাই তোমাদের সান্ত্বনা করা হইবে। ৩ ক্ষান্ত হও, আমি কথা কহি; কথনের পরে তোমরা পরিহাস করিও। ৪ মনুষ্যের প্রতি কি আমার কাতরোক্তি আছে? আমার মন বা তিক্ত হইবে না কেন? ৫ তোমরা আমাকে দেখিয়া চমৎকার বোধে মুখে হস্তার্পণ কর। ৬ আমার দুঃখ মনে পড়িলে আমি ব্যাকুল হই ও আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপে।

৭ দুর্জনেরা কেন সজীব থাকে? ও কেন বৃদ্ধ ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠে? ৮ তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের সম্মুখে সুস্থির হয়, ও তাহাদের উৎপন্ন শিশুবর্গ তাহাদের দৃষ্টিগোচরে থাকে। ৯ তাহাদের বাটী ভয়হইতে রক্ষা পায়, ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ড হয় না। ১০ তাহাদের বৃষ সঙ্গম করিলে তাহার বীর্য্য স্খলন হয় না; ও তাহাদের গাভী গাভীন হইলে তাহার গর্ব্ভপাত হয় না। ১১ তাহারা আপন২ বালকদিগকে পালের ন্যায় বাহির করে, ও তাহাদের সন্তানগণ নৃত্য করে। ১২ তাহারা তবল ও বীণা বাদ্য করে, এবং বংশীর ধ্বনিতে আনন্দিত হয়। ১৩ তাহারা সুখে কাল যাপন করিয়া শেষে এক নিমিষের মধ্যে পরলোকে নামে। ১৪ তাহারা ঈশ্বরকে কহে, 'তুমি আমাদের নিকটহইতে দূর হও, আমরা তোমার পথ জানিতে চাহি না। ১৫ সর্ব্বশক্তিমান কে যে আমরা তাঁহার সেবা করি? ও তাঁহার কাছে প্রার্থনা করণে আমাদের কি লাভ?'

১৬ দেখ, তাহাদের অভীষ্ট তাহাদের হস্তগত নয়, অতএব পাপিদের পরামর্শ আমাহইতে দূরে থাকুক। ১৭ পাপিদের প্রদীপ কত বার নির্ব্বাণ না হয়! তাহাদের প্রতি কত বার বিনাশ না ঘটে! ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি ক্লেশ বণ্টন করেন। ১৮ তাহারা বায়ুর সম্মুখস্থ শুষ্ক তৃণের ন্যায় হয়, ও ঝড়ে চালিত ভূষির ন্যায় হয়। ১৯ ঈশ্বর তাহাদের সন্তানগণের নিমিত্তে তাহাদের অপরাধ সঞ্চয় করেন, কিম্বা তাহাদিগকেই পাপের ফল দিলে তাহারা তাহা জ্ঞাত হয়। ২০ তাহাতে তাহারা আপনাদের চক্ষুতে বিপদ দেখে ও সর্ব্বশক্তিমানের ক্রোধ পান করে। ২১ তাহাদের ভাবিবংশে তাহাদের কি সুখ হইতে পারে? এবং তাহাদের নিজ বয়সেরও পরিমাণ পূর্ণ হয় না।

২২ ঈশ্বরকে কে জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে? তিনি মহল্লোকদেরও শাসন করেন। ২৩ কেহ মরণকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বলবিশিষ্ট থাকে, ও সর্ব্বপ্রকারে বিশ্রাম ও কুশল ভোগ করে। ২৪ তাহার শিরা সকল মেদেতে পরিপূর্ণ ও তাহার অস্থি মজ্জাতে সবল থাকে। ২৫ আর কেহ বা মঙ্গলের আস্বাদ না পাইয়া প্রাণে তিক্ত হইয়া মরে। ২৬ এই দুই জনই এক রূপে ধূলায় শয়ন করে ও কীটেতে আচ্ছন্ন হয়।

২৭ দেখ, তোমাদের চিন্তা ও আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কুসঙ্কল্প কি, তাহা আমি জানি। ২৮ তোমরা কহিতেছ, 'সেই ভাগ্যবানের বংশ কোথায়? ও সেই পাপিদের বসতির তাম্বু কোথায়?' ২৯ তোমরা কি পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই? ও তাহাদের চিহ্ন কি জান না? ৩০ বিনাশের দিনের জন্যে পাপী রক্ষিত হয়, সে ক্রোধের দিনে উপনীত হইবে।

৩১ তথাচ তাহার সম্মুখে তাহার দোষারোপ করিতে কে পারে? ও তাহার পাপকর্ম্মের ফল দেওয়া কাহার সাধ্য? ৩২ সে কবরে নীত হয়, ও কবরস্থানে রক্ষিত হয়। ৩৩ ক্ষেত্রের ঢেলা তাহার মিষ্ট বোধ হয়, ও তাহার অগ্র পশ্চাৎ গণনাতীত সমূহলোক গমন করে। ৩৪ তোমরা এমত অসার বাক্যদ্বারা আমাকে সান্ত্বনা করিতে কেন চেষ্টা কর? তোমাদের উত্তর সকল দৌর্জ্জন্যের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যস্বরূপ।

২২ অধ্যায়।

১ ইলীফসের উত্তরদ্বারা আয়ূব্‌কে দোষী করণ, ১৫ ও পরমেশ্বরকে নির্দ্দোষ করণ, ২১ ও আয়ূবের প্রতি পরামর্শ।

১ পরে তৈমনীয় ইলীফস্ উত্তর করিল, ২ মনুষ্য কি ঈশ্বরের উপকার করিতে পারে? তাহা নয়, জ্ঞানি লোক কেবল আপনার উপকারী হয়। ৩ তোমার পুণ্য থাকিলে সর্ব্বশক্তিমানের কি সুখ হয়? ও তোমার পথ সিদ্ধ হইলে তাঁহার কি লাভ হয়? ৪ তিনি কি তোমাকে ভয় করিয়া অনুযোগ করিবেন, ও তোমার সহিত বিচারস্থানে যাইবেন? ৫ তোমার পাপ কি বিস্তর নয়? ও তোমার অধর্ম্ম কি অসীম নয়? ৬ তুমি অকারণে আপন ভ্রাতাহইতে বন্ধক লইয়াছ, ও বস্ত্রহীনের বস্ত্র হরণ করিয়াছ। ৭ এবং পিপাসার্ত্তদিগকে জল দেও নাই, ও ক্ষুধিত লোককে খাইতে দেও নাই। ৮ তথাচ বলবান লোক পৃথিবীর অধিকার পায়, ও মহল্লোক তাহাতে বাস করে। ৯ তদ্ভিন্ন তুমি বিধবাদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিয়াছ, ও পিতৃহীনদিগের উপায় নষ্ট করিয়াছ। ১০ এই নিমিত্তে তোমার চতুর্দ্দিগে ফাঁদ আছে, ও অকস্মাৎ ভয় আসিয়া তোমাকে ব্যাকুল করে। ১১ এবং দৃষ্টির অগম্য অন্ধকার ও সমূহজল তোমাকে আচ্ছন্ন করে। ১২ স্বর্গের উচ্চস্থানে কি ঈশ্বর নাই? তারাগণ কেমন উচ্চমস্তক

তাহা দেখ। [১৩] কিন্তু তুমি কহিতেছ, ঈশ্বর কি জানেন? কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পশ্চাতে থাকিয়া তিনি কি শাসন করেন? [১৪] নিবিড় মেঘ তাঁহার দর্শনের আবরণ আছে, তিনি দেখিতে পান না, কেবল আকাশমণ্ডলে বিহার করেন।

[১৫] পূর্ব্বকালের যে সকল লোক হঠাৎ নষ্ট হইয়াছিল, [১৬] যাহাদের বাসগৃহ প্লাবনেতে ভাসিয়া গিয়াছিল, সেই দুষ্টদের পথে কি তুমি চলিবা? [১৭] তাহারা ঈশ্বরকে কহিত, 'তুমি আমাদের নিকটহইতে দূর হও; সর্ব্বশক্তিমান আমাদের কি করিবেন?' [১৮] তিনি তাহাদের গৃহ উত্তম২ দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিতেন বটে, তথাপি পাপিদের পরামর্শ আমাহইতে দূরে থাকুক। [১৯] ধার্ম্মিকগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করে, ও নির্দ্দোষ লোক তাহাদিগকে পরিহাস করে। [২০] 'আমাদের শত্রুগণ কি নষ্ট হয় নাই? ও তাহাদের উত্তম দ্রব্য কি অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই?'

[২১] বিনয় করি, তুমি ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও, তবে শান্ত হইবা, ও তাহা করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। [২২] বিনয় করি, তুমি তাঁহার মুখহইতে ব্যবস্থা গ্রহণ কর, ও সর্ব্বদা তাঁহার কথা মনে রাখিও। [২৩] সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি মন ফিরাইলে তুমি বৃদ্ধি পাইবা, অতএব তোমার তাম্বুহইতে অধর্ম্ম দূর কর। [২৪] তাহাতে যদ্যপি ধূলার মধ্যে সুবর্ণ, এবং নদীর প্রস্তরের মধ্যে ওফীরের সুবর্ণ লীন হয়, [২৫] তথাপি সর্ব্বশক্তিমান তোমার স্বর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ রৌপ্যস্বরূপ হইবেন। [২৬] এবং তুমি সর্ব্বশক্তিমানে আনন্দিত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি মুখ তুলিতে পারিবা। [২৭] এবং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তোমার বাক্য শুনিবেন, তাহাতে তুমি আপন মানত সিদ্ধ করিতে পারিবা। [২৮] এবং তুমি কোন বিষয় মনস্থ করিলে তাহা সফল হইবে, ও তোমার পথে আলো দীপ্তি করিবে

লোকদের নম্রাবস্থা হইলে তুমি কহিবা, 'উন্নতি হইবে,' তাহাতে তিনি অধোমুখের পরিত্রাণ করিবেন। [৩০] তিনি অপরাধিকেও উদ্ধার করিবেন, এবং তোমারই হস্তের পবিত্রতাতে সে উদ্ধৃত হইবে।

২৩ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিচারিত হইতে আয়ূবের প্রার্থনা ও আপনাকে নির্দ্দোষ করণ, ১৩ ও ঈশ্বরের প্রতি আয়ূবের ভয়।

[১] পরে আয়ূব্ উত্তর করিল, [২] অদ্য আমার বিলাপ অতি ক্লেশদায়ক, ও আমার কাতরতাহইতে আমার পীড়া ভারী। [৩] আঃ, আমি যদি তাঁহার উদ্দেশ পাইবার উপায় জানিতে ও তাঁহার সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইতে পারি। [৪] তবে আমি আপন বিচার তাঁহার গোচর করিব, ও নানা হেতুবাদে মুখ পূর্ণ করিব। [৫] এবং তিনি যাহা উত্তর করিবেন তাহা জানিব, ও আমার প্রতি কি কহিবেন তাহা বুঝিব। [৬] আপন মহাপরাক্রমে আমার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করা কি তাঁহার আবশ্যক? তাহা নয়, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিলে হয়। [৭] সরল লোক সেই স্থানে তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারে, এবং আমি আপন বিচারকর্ত্তাহইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাইতে পারি। [৮] দেখ, আমি অগ্রে২ গেলে তিনি সে স্থানে নহেন; ও পশ্চাৎ২ গেলে তাঁহাকে দেখিতে পাই না; [৯] ও বামদিগে তাঁহার কর্ম্ম করণ সময়েও তাঁহার দর্শন পাই না; এবং তিনি দক্ষিণদিগে আপনাকে এমত গোপন করেন, যে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না। [১০] তথাচ তিনি আমার গতি জ্ঞাত আছেন, এবং আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব। [১১] কেননা আমি তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া পাদবিক্ষেপ করি, ও তাঁহার পথহইতে আমার পাদ বিচলিত না হইয়া স্থির থাকে। [১২] এবং তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞাহইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই, বরং আপন খাদ্য অপেক্ষা তাঁহার মুখের কথা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি।

[১৩] তিনি সম্রাট; তাঁহাকে কে চালাইতে পারে? তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন। [১৪] তিনি আমার ভাগ্য সফল করিবেন, এবং এই রূপ তাঁহার অনেক কর্ম্ম আছে। [১৫] এই কারণ আমি তাঁহার সাক্ষাতে ব্যাকুল হই, এবং ইহার বিবেচনা করিয়া তাঁহাহইতে ভীত হই। [১৬] ঈশ্বর আমার মনকে ভগ্ন করেন, ও সর্ব্বশক্তিমান আমাকে ব্যাকুল করেন; [১৭] নতুবা আমি তিমিরহইতে বিষণ্ণ হইতাম না। ও আপনার ভয়েতে ঘোরান্ধকারাবৃত হইতাম না।

২৪ অধ্যায়।

১ ইহকালে পাপিদের দণ্ড সর্ব্বদা না হওনের কথা ও কত্তক অরণ্যনিবাসির তাহার প্রমাণস্বরূপ হওন, ৯ ও উপদ্রবি লোকের প্রমাণস্বরূপ হওন, ১৩ ও বধকারি ও ব্যভিচারিদের প্রমাণস্বরূপ হওন, ১৮ ও নানাবিধ লোকের প্রমাণস্বরূপ হওন।

[১] সর্ব্বশক্তিমানহইতে সময় গুপ্ত নহে, তথাপি যাহারা তাঁহাকে জ্ঞাত হয়, তাহারা তাঁহার দিন দেখিতে পায় না, ইহার কারণ কি? [২] কেহ২ ভূমির পরিমাণচিহ্ন দূর করে, ও বলেতে মেষপাল হরণ করিয়া চরায়। [৩] তাহারা পিতৃহীনদিগের গর্দ্দভ তাড়িয়া দেয়, ও বিধবার

বলদ বন্ধক রাখে; [৪] এবং দরিদ্রদিগকে পথ-বহির্ভূত করে, এবং দেশস্থ দীনহীনদিগকে লুক্কায়িত থাকিতে হয়। [৫] দেখ, এই দরিদ্রেরা বন্য গর্দ্দভের ন্যায় প্রান্তরে গিয়া নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ খাদ্যের অন্বেষণ করে; মরুভূমিই তাহাদের ও তাহাদের বালকদের উপজীবিকা। [৬] তাহারা ক্ষেত্রে খাদ্যার্থে তৃণ সংগ্রহ করে, ও পাপিদের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অবশিষ্ট ফল চয়ন করে; [৭] এবং বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া রাত্রি যাপন করে, এবং শীতকালে তাহাদের আচ্ছাদনমাত্র থাকে না। [৮] তাহারা পর্ব্বতে বৃষ্টিতে ভিজে, ও নিরাশ্রয় প্রযুক্ত শৈলকে আশ্রয় করে।

[৯] আর কেহ২ পিতৃহীন বালককে মাতার স্তনহইতে কাড়িয়া লয়, ও দরিদ্রদিগের দ্রব্য বন্ধক রাখে। [১০] তাহাতে তাহাদিগকে বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ ভ্রমণ করিতে, এবং ক্ষুধিত থাকিয়া শস্য গুচ্ছ বহন করিতে হয়। [১১] এবং তৃষ্ণার্ত্ত থাকিয়া পরের গৃহে তৈল প্রস্তুত ও দ্রাক্ষা মর্দ্দন করিতে হয়। [১২] নগরমধ্যে মুমূর্ষু লোকেরা কোঁকায়, ও ক্ষতবিক্ষত লোকেরা চীৎকার করে, তথাপি ঈশ্বর এই দোষেতে মনোযোগ করেন না।

[১৩] আর কেহ২ আলোতে বিরক্ত হয়, ও তাহার গতি জানে না, ও তাহার পথে থাকে না। [১৪] রাত্রিপ্রভাতে বধকারিগণ উঠিয়া দরিদ্র ও নির্ধনদিগকে হত্যা করে, ও রাত্রিতে চোরের ন্যায় ব্যবসায় করে। [১৫] পারদারিক লোকের চক্ষু সন্ধ্যাকালের অপেক্ষা করে, সে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলে, কেহ চক্ষুতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। [১৬] তাহারা অন্ধকারে লোকের গৃহে সিঁধ কাটে, এবং দিনমানে লুক্কায়িত থাকে; তাহারা আলো দেখিতে চাহে না। [১৭] প্রাতঃকাল তাহাদের পক্ষে একান্ত মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায়, তাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায় তাহা ভয়ানক জ্ঞান করে।

[১৮] তাহারা স্রোতের ন্যায় বেগে বহিয়া যাইবে, এবং দেশে তাহাদের অধিকার শাপগ্রস্ত হইবে, তাহারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিহার করিবে না। [১৯] অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম যেমন হিমানী জল নাশ করে, তদ্রূপ পরলোক পাপিদের নাশক। [২০] গর্ভ তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবে, তাহারা কীটের সুস্বাদু ভক্ষ্য হইবে, ও কাহারো স্মরণে থাকিবে না; পাপী ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হইবে। [২১] কারণ সে নিরপত্য বন্ধ্যা স্ত্রীকে হিংসা করিত, এবং বিধবার হিত করিত না।

[২২] ঈশ্বর আপনার শক্তিদ্বারা বলবানকেও রক্ষা করেন, কিন্তু উন্নতি পাইলে সে জীবনের শ্লাঘা না করুক। [২৩] তিনি যাহাকে আশ্রয় দেন, সে নিরাপদে থাকে; কিন্তু তাহাদের পথে তাঁহার দৃষ্টি থাকে। [২৪] তাহারা উন্নতি পায় বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে লুপ্ত হয়, ও নত হইয়া অন্যদের ন্যায় বিনষ্ট হয়, এবং যেমন শস্যশীষের শূঁয়া, তেমনি ছিন্ন হয়। [২৫] এই রূপ যদি না হয়, তবে কে আমাকে মিথ্যাবাদী করিবে, ও আমার কথা নিরর্থক কহিবে?

২৫ অধ্যায়।

বিল্দদের উত্তরদ্বারা ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ ও মনুষ্যকে দোষী করণ।

[১] পরে শূহীয় বিল্দদ্ উত্তর করিল, [২] 'প্রভুত্ব ও ভয়ানকত্ব তাঁহার; তিনি উচ্চস্থানে থাকিয়া সম্পূর্ণ রূপে মঙ্গল করেন। [৩] তাঁহার সৈন্য কি গণনা করা যায়? ও তাঁহার দীপ্তি কাহার উপরে উদয় না পায়? [৪] অতএব ঈশ্বরের নিকটে মর্ত্ত্য কি প্রকারে পুণ্যবান হইতে পারে? ও অবলার সন্তান কি রূপে নির্ম্মল হইতে পারে? [৫] দেখ, চন্দ্রও তাঁহার কাছে নিস্তেজ, ও তারাগণ তাঁহার দৃষ্টিতে মলিন; [৬] তবে কীটসদৃশ কীট মর্ত্ত্য কি? ও ক্রমিসদৃশ মনুষ্যসন্তান কি?'

২৬ অধ্যায়।

বিল্দদের প্রতি আয়ূবের উত্তর ও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করণ।

[১] তাহাতে আয়ূব্ উত্তর করিল, [২] তুমি বলহীনের কেমন উপকার করিলা! ও দুর্ব্বল হস্ত কেমন রক্ষা করিলা! [৩] ও মূর্খকে কেমন সম্যক্ পরামর্শ দিলা! ও কেমন প্রচুর জ্ঞান প্রকাশ করিলা! [৪] তুমি কাহার জন্যে কথা কহিলা? তোমাহইতে কাহার বুদ্ধি নির্গত হইল? [৫] 'জলের নীচস্থ প্রেতলোক ও তন্নিবাসিগণ কম্পিত হয়; [৬] এবং তাঁহার সম্মুখে নরক অনাবৃত ও বিনাশের স্থান অনাচ্ছাদিত। [৭] তিনি শূন্যের মধ্যে পৃথিবীর উত্তরকেন্দ্র বিস্তীর্ণ করেন, ও শূন্যের উপরে পৃথিবীকে ঝুলান; [৮] এবং আপনার নিবিড় মেঘে জল বদ্ধ করেন, তাহার ভারে মেঘ ছিন্নভিন্ন হয় না; [৯] এবং তিনি আপন সিংহাসনের মুখ আচ্ছাদন করেন, ও মেঘদ্বারা তাহা আবৃত করেন। [১০] তিনি অন্ধকারহইতে দীপ্তিকে পৃথক্ করিতে সমুদ্রের পরিসীমা নিরূপণ করেন। [১১] তাঁহার ভর্ৎসনাতে আকাশমণ্ডলের স্তম্ভ কম্পান্বিত ও চমৎকৃত হয়। [১২] তিনি আপন পরাক্রমে জলরাশির ক্ষোভ জন্মান, ও আপন বুদ্ধিতে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। [১৩] তিনি আপন আত্মাদ্বারা আকাশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ও হস্তদ্বারা বক্রগামি সর্পকে বিদ্ধ করিয়াছেন। [১৪] দেখ, এই সকল তাঁহার কর্ম্মের লেশমাত্র; তাঁহার বিষয়ে কাকলীমাত্র

শুনা যায়। তবে তাঁহার পরাক্রমরূপ গর্জ্জন কে বুঝিতে পারে?’

২৭ অধ্যায়।

১ আয়ূবের আপনাকে নির্দ্দোষ করণ, ৮ ও আপনার অকাপট্য প্রকাশ করণ, ১৩ ও ইহকালে পাপিদের কদাচিৎ দণ্ড হওনের স্বীকার করণ।

১ পরে আপন প্রসঙ্গদ্বারা আয়ূব্ পুনর্ব্বার এই রূপ কহিল, ২ যে ঈশ্বর আমার বিচার অগ্রাহ্য করেন, ও যে সর্ব্বশক্তিমান আমার প্রাণে ক্লেশ দেন, তিনি যদি নিত্য হন, ৩ তবে আমার প্রাণ থাকিতে ও আমার নাসিকাতে ঈশ্বরদত্ত প্রাণ-বায়ু থাকিতে ৪ আমার ওষ্ঠ দুষ্ট কথা কহিবে না, ও আমার জিহ্বা প্রতারণা করিবে না। ৫ আমি তোমাদিগকে যাথার্থিক বলি, এমত যেন না হয়; প্রাণ থাকিতে আমি আপন যাথার্থ্য ত্যাগ করিব না। ৬ আমার ধর্ম্ম আমি রক্ষা করিব, কখনো ছাড়িব না; আমি জীবৎ থাকিতে আমার মন আমাকে দোষী করিবে না। ৭ আমার শত্রু পাপিষ্ঠের মধ্যে, ও যে জন আমার বিরুদ্ধে উঠে, সে অধার্ম্মিকের মধ্যে গণ্য হউক।

৮ পাষণ্ড ধন সঞ্চয় করিলে তাহার প্রত্যাশা কি? কেননা ঈশ্বর তাহার প্রাণ হরণ করিবেন। ৯ তাহার ক্লেশের সময়ে ঈশ্বর কি তাহার আর্ত্তনাদ শুনিবেন? ১০ সে কি সর্ব্বশক্তিমানে আনন্দিত হয়? এবং ঈশ্বরের কাছে কি নিত্য প্রার্থনা করে? ১১ আমি ঈশ্বরের হস্তকৃত কর্ম্ম-বিষয়ে তোমাদিগকে উপদেশ দিব, ও সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যাহা আছে, তাহা গোপনে রাখিব না। ১২ তোমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছ, তবে কেন এমন অলীক কথা কহিতেছ?

১৩ দুর্বৃত্ত লোক ঈশ্বরের নিকটহইতে যে ভাগ্য পায়, ও উপদ্রবী সর্ব্বশক্তিমানের নিকটহইতে যে অধিকার পায় তাহা এই। ১৪ তাহাদের সন্তানবাহুল্য হইলে খড়্গে নষ্ট হইবে, এবং তাহাদের বংশ ভক্ষ্যেতে তৃপ্ত হইবে না; ১৫ ও তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরাও মহামারীতে মারা পড়িবে; এবং তাহাদের বিধবাগণ ক্রন্দন করিবে না। ১৬ সে ধূলির ন্যায় রূপ্য সঞ্চয় ও মৃত্তিকার ন্যায় বস্ত্র প্রস্তুত করে বটে, ১৭ কিন্তু প্রস্তুত করিলে পর ধার্ম্মিক লোক সে বস্ত্র পরিধান করিবে, ও নির্দ্দোষ লোক সেই রূপ্য বিভাগ করিয়া লইবে। ১৮ তাহার নির্ম্মিত গৃহ প্রজাপতির বাসার ন্যায় কিম্বা ক্ষেত্ররক্ষকের কৃত কুড়িয়ার তুল্য। ১৯ ধনবান মহানিদ্রিত হইলে সংগৃহীত হইবে না; সে আপন চক্ষু উন্মীলন করিয়া আর থাকিবে না। ২০ সে ভয়-সাগরে মগ্ন হইবে, কিম্বা রাত্রিতে তাহাকে ঝড়ে উড়াইয়া লইবে। ২১ পূর্ব্বীয় বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইবে, ও ঝড়ের ন্যায় তাহার স্থানহইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে। ২২ সে ঈশ্বরের হস্তহইতে পলায়ন করিতে যত্ন করিবে, কিন্তু তিনি ক্ষমা না করিয়া তাহার উপরে আক্ষেপ করিবেন; ২৩ এবং লোকেরা তাহাকে হাততালি ও শীশ দিবে, ও তাহার স্থানহইতে তাহাকে দূর করিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ পদার্থ বিষয়ে মানুষের বাহুল্য জ্ঞান হওনের কথা, ১২ ও পারমার্থিক জ্ঞানের মূল্যের কথা, ২০ ও পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্য হওনের কথা।

১ রূপার আকর আছে, এবং পরিষ্কৃত সুবর্ণের স্থান আছে; ২ এবং পৃথিবীহইতে লৌহ উদ্ধৃত হয়, ও গলিত প্রস্তরহইতে পিত্তল লব্ধ হয়। ৩ মনুষ্য খনন করিয়া অন্ধকারের পরিশেষ করে, এবং সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারময় ও মৃত্যুচ্ছায়ারূপ শৈলের অনুসন্ধান করে। ৪ তাহারা বাসস্থান ছাড়িয়া আকর খনন করে, এবং পদের সাহায্য ব্যতিরেকে নীচে নামে, ও মনুষ্যদিগকে ত্যাগ করিয়া ঝুলিয়া যায়। ৫ আর যে মৃত্তিকাহইতে শস্যোৎপত্তি হয়, তাহার অধোহইতে অগ্নিবৎ তেজস্কর দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ৬ তাহার প্রস্তর নীলকান্ত মণির জন্মস্থান ও ধূলা সুবর্ণ সম্বলিত। ৭ সেই পথ চিলের অজ্ঞাত ও গৃধ্রপক্ষির চক্ষুর অগোচর; ৮ এবং সিংহশাবকের অগম্য ও পিঙ্গলবর্ণ সিংহের অলংঘ্য। ৯ মনুষ্য দৃঢ় শৈলেতে হস্তার্পণ করে, ও পর্ব্বতদিগকে সমূলে উল্টায়। ১০ এবং শৈলের মধ্যে খাল খনন করে, ও তাহার চক্ষু নানা প্রকার মণি দর্শন করে। ১১ এবং সে নদীর জলধারা বন্ধ করে, ও অপ্রকাশিত বস্তু দীপ্তিতে আনে।

১২ কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা প্রাপ্ত হয়? এবং বুদ্ধির বাসস্থান বা কোথায়? ১৩ মনুষ্য তাহার মূল্য জানে না, ও মর্ত্ত্য ভূমিতে তাহা প্রাপ্ত হয় না। ১৪ গভীর স্থান বলে, তাহা আমাতে নাই; এবং সমুদ্র বলে, তাহা আমার কাছেও নাই। ১৫ তাহা নির্ম্মল সুবর্ণদ্বারাও প্রাপ্ত হইতে পারে না, এবং রূপাতেও ক্রয় করা যায় না। ১৬ ওফীরের সুবর্ণ ও বহুমূল্য মাণিক ও নীলকান্তমণি তাহার বিনিময় হয় না; ১৭ এবং স্বর্ণ ও স্ফটিক তাহার যোগ্য হইতে পারে না, এবং তাহার পরিবর্ত্তে উত্তম স্বর্ণাভরণও দত্ত হইতে পারে না। ১৮ তাহার কাছে প্রবাল ও মুক্তার প্রসঙ্গও করা যায় না, কেননা পদ্মরাগমণির মূল্য অপেক্ষাও জ্ঞানের মূল্য অধিক। ১৯ কূশ্ দেশীয় পদ্মরাগমণিও তাহার তুল্য নয়, এবং নির্ম্মল সুবর্ণও তাহার তুলনা ধরিতে পারে না।

[২০] অতএব প্রজ্ঞা কোথাহইতে আইসে? এবং বুদ্ধির বা বাসস্থান কোথায়? [২১] তাহা সর্ব্ব প্রাণির চক্ষুর অগোচর ও শূন্যের পক্ষির অদৃশ্য। [২২] বিনাশ ও মৃত্যু কহে, আমরা স্বকর্ণে তাহার কীর্ত্তি শুনিয়াছি। [২৩] ঈশ্বর তাহার পথ জানেন; তিনি তাহার বাসস্থান জ্ঞাত আছেন; [২৪] কেননা তিনি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত দূরদর্শী, ও আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ স্থানে তাঁহার পড়ে। [২৫] তিনি যে সময়ে বায়ুর গুরুতা নিরূপণ করিলেন, ও পরিমাণদ্বারা জল পরিমিত করিলেন, [২৬] এবং বৃষ্টির নিয়ম ও বিদ্যুতের ও মেঘগর্জ্জনের পথ নিরূপণ করিলেন, [২৭] তৎকালে তাহা দেখিয়া প্রকাশ করিলেন, ও প্রস্তুত করিয়া স্পষ্ট করিলেন। [২৮] এবং মনুষ্যকে কহিলেন, দেখ, প্রভু বিষয়ক যে ভয় সেই প্রজ্ঞা; এবং কুক্রিয়ার যে ত্যাগ সেই বুদ্ধি।

২৯ অধ্যায়।

১ আয়ূবের আপন পূর্ব্বের সৌভাগ্য বিষয়ে বিলাপ করণ, ২১ ও পূর্ব্বের সম্ভ্রমের বিষয়ে বিলাপ করণ।

[১] পরে আয়ূব্ আপন প্রসঙ্গক্রমে আরো কহিতে লাগিল, [২] হায়! পূর্ব্বগত সকল মাসের ন্যায় এখনও যদি আমার অবস্থা হইত, এবং পূর্ব্বগত দিনসমূহের ন্যায় এখনও যদি ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিতেন। [৩] তখন তাঁহার প্রদীপদ্বারা আমার মস্তক দীপ্তিমান ছিল, এবং তাঁহার আলোদ্বারা আমি অন্ধকারেও গমন করিতাম। [৪] আমি উত্তম অবস্থাতে ছিলাম, ঈশ্বরের আত্মীয়তা আমার বাসস্থানে অবস্থিতি করিত; [৫] এবং সর্ব্বশক্তিমান আমার সহায় ছিলেন, ও আমার সন্তানগণ আমার চতুর্দ্দিগে ছিল। [৬] আমি গমনকালে ক্ষীরে চরণ প্রক্ষালন করিতাম, ও আমার নিমিত্তে পর্ব্বত তৈলের নদী বহাইত। [৭] আমি নগরের মধ্য দিয়া নগরদ্বারে গমন করিলে ও বিচারস্থানে আসন প্রস্তুত করিলে [৮] যুবগণ আমাকে দেখিয়া লুকাইত,ও বৃদ্ধ লোকেরা উঠিয়া দাঁড়াইত; [৯] ও অধ্যক্ষগণ কথা কহনহইতে নিবৃত্ত হইত, ও আপন ২ মুখে হস্ত দিয়া থাকিত; [১০] এবং কুলীনেরা অবাক্ হইয়া রহিত, ও তাহাদের জিহ্বা তালুয়াতে লাগিত; [১১] ও আমার কথা শুনিলে কর্ণ আশীর্ব্বাদ করিত, ও আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে চক্ষু প্রশংসা করিত। [১২] কারণ আমি চীৎকারকারি দীনহীন ও পিতৃহীন ও উপকারহীনদিগকে উদ্ধার করিতাম। [১৩] তাহাতে নষ্টকল্পের আশীর্ব্বাদ আমাতে বর্ত্তিত; আমি বিধবাকে মনের আনন্দজনক গান করাইতাম। [১৪] আমি ধর্ম্ম পরিধান করিতাম, ও তাহা আমার পরিচ্ছদস্বরূপ ছিল; এবং ন্যায় করণ আমার রাজবস্ত্র ও উষ্ণীষস্বরূপ ছিল। [১৫] আমি অন্ধদের চক্ষু ও খঞ্জদের চরণস্বরূপ ছিলাম। [১৬] আমিই দরিদ্রগণের পিতাস্বরূপ ছিলাম; এবং যাহাকে না জানিতাম, তাহারও বিচার অনুসন্ধান করিতাম; [১৭] এবং দুরাত্মার কসের দন্ত ভগ্ন করিতাম, ও তাহার দন্তের মধ্যহইতে প্রাণিকে উদ্ধার করিতাম; [১৮] এবং কহিতাম, 'আমি আপন বাসার মধ্যে মরিব; আমার দিন বালুকার ন্যায় অসংখ্য হইবে। [১৯] জলের ধারে আমার মূল বিস্তৃত, এবং সমস্ত রাত্রি আমার শাখাতে শিশির থাকে। [২০] আমার গৌরব সতেজ ও আমার হস্তস্থিত ধনুক নূতনীভূত।'

[২১] তখন লোকেরা আমার কথা শুনিতে মনোযোগ করিত, এবং আমি পরামর্শ দিলে নীরব হইয়া শুনিত। [২২] আমার কথারশেষ হইলে কিছু উত্তর দিত না; আমার বাক্য তাহাদের উপরে শিশিরের ন্যায় বর্ষিত। [২৩] যেমন বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ তাহারা আমার প্রতীক্ষা করিত; এবং দ্বিতীয় বর্ষাতে যেমন মুখ ব্যাদান করা যায়, তদ্রূপ মুখ বিস্তার করিত। [২৪] আমি তাহাদের প্রতি হাস্য করিলে তাহাদের বিশ্বাস প্রায় জন্মিত না, এবং আমার মুখের প্রসন্নতাতে তাহারা অপ্রসন্ন হইত না। [২৫] আমি তাহাদের পথ মনোনীত করিয়া প্রধানের ন্যায় বসিতাম; সৈন্যের মধ্যে যেমন রাজা, ও শোকার্ত্ত লোকের মধ্যে যেমন সান্ত্বনাকর্ত্তা থাকে, তদ্রূপ আমি তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতাম।

৩০ অধ্যায়।

১ আয়ূবের সম্ভ্রমের পরিবর্ত্তে নিন্দাভোগ করণের কথা, ১৫ ও তাহার দুঃখের বর্ণনা, ২৫ ও তাহার খেদোক্তি।

[১] সম্প্রতি আমাহইতে কনিষ্ঠ যে সকল যুবলোক আমাকে পরিহাস করে, তাহাদের পিতাদিগকে আমি পালরক্ষক কুক্কুরদের সহিত রাখিতেও অবজ্ঞা করিতাম। [২] তাহাদের ভুজবলেতে আমার কি ফল হইত? তাহাদের মস্তকের পক্ক কেশও লুপ্ত ছিল। [৩] দরিদ্রতা ও কঠিন অন্নাভাব প্রযুক্ত তাহারা প্রস্তরবৎ শুষ্ক হইয়া পূর্ব্বশূন্য নির্জ্জন মরুভূমিতে চরিত; [৪] এবং ঝোড়ের নিকটে মালক্ শাক কাটিত ও রেতমবৃক্ষের মূল কাটিত। [৫] তাহারা মনুষ্যের নিকটহইতে তাড়িত হইত, ও লোকেরা তাহাদের পশ্চাৎ ২ চোর ২ বলিয়া ডাকিত। [৬] এবং তা-

হারা ভয়ানক জোলে ও গর্ত্তে ও পর্ব্বতের গুহাতে বাস করিত। [৭] তাহারা ঝোড়ের মধ্যে থাকিয়া হেষা করিত, ও গোক্ষুর বনে একত্র হইত। [৮] এমন নির্ব্বোধ ও নামহীন লোকের যে সন্তানগণ দেশহইতে তাড়িত ছিল, [৯] আমি এই ক্ষণে তাহাদের গানের বিষয় ও হাস্যাস্পদ হইয়াছি। [১০] তাহারা আমাকে ঘৃণা করে, ও আমাহইতে দূরে থাকে, এবং আমাকে দেখিয়া আমার মুখে থুথু ফেলে। [১১] তিনি আমার শাসনরূপ বন্ধন শিথিল করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে তাহারা আমাকে দুঃখ দেয়, ও আমার সাক্ষাতে আপন ২ মুখের বল্গা ফেলিয়া দেয়। [১২] এবং সর্পবংশস্বরূপ হইয়া আমার দক্ষিণে উঠিয়া আমার পদ ঠেলে, ও আমার বিনাশের পথ প্রস্তুত করে। [১৩] এবং আমার পথ রোধ করিয়া আমার বিপদ বৃদ্ধি করে; কেহ তাহাদের প্রতীকার করে না। [১৪] তাহারা প্রবল তরঙ্গের ন্যায় আগমন করে, ও প্রলয়কালীয় প্লাবনের ন্যায় বেগেতে দৌড়িয়া আইসে।

[১৫] সর্ব্বপ্রকার ভয় আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এবং আমার সম্ভ্রম বায়ুর ন্যায় দূরীকৃত হইতেছে, ও মেঘের ন্যায় আমার কুশল গত হইতেছে। [১৬] এই ক্ষণে আমার প্রাণ দ্রব হইতেছে, ও দুঃখের দিন আমাকে গ্রাস করিতেছে। [১৭] রাত্রিতে আমার সকল হাড় খসিয়া যায়, ও আমার দংশক সকল কখন নিদ্রা যায় না। [১৮] অতি বল করিয়া আমার বস্ত্র খুলিতে হয়, কেননা বন্ধ জামার ন্যায় তাহা আমাতে আঁটিয়া থাকে। [১৯] আমি পঙ্কেতে মগ্ন আছি, এবং ধূলা ও ভস্মের ন্যায় হইতেছি। [২০] আমি তোমাকে ডাকিলে তুমি উত্তর দেও না; আমি দাঁড়াইয়া থাকিলে তুমি আমার প্রতি কেবল নিরীক্ষণ করিতেছ। [২১] তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছ, ও আপন ভুজবলেতে আমাকে তাড়না করিতেছ। [২২] তুমি আমাকে তুলিয়া বায়ুরূপ বাহনে চড়াইতেছ, ও আমার ঐশ্বর্য্য লোপ করিতেছ। [২৩] তুমি আমাকে মৃত্যুর নিকটে লইয়া যাইতেছ, তাহা জানি; তাহাই তাবৎ সজীব জনের নিমিত্তে নিরূপিত সভাগৃহ। [২৪] ভাল; ঘর ভাঙ্গিলে কে না হস্ত বিস্তার করে? ও আপদে কে না চীৎকার করে?

[২৫] আমি বিপদ্গ্রস্তের নিমিত্তে কি ক্রন্দন করিতাম না? ও দীনহীনের নিমিত্তে কি শোকাকুলচিত্ত হইতাম না? [২৬] আমি মঙ্গলের প্রতীক্ষা করিলে অমঙ্গল ঘটিল, ও আলোর অপেক্ষা করিলে অন্ধকার উপস্থিত হইল। [২৭] আমার অন্ত্র শান্তি বিনা কেবল জ্বালা পায়, আমার দুরবস্থা আমার সঙ্গে ২ চলে। [২৮] রৌদ্র না হইলেও আমি ম্লান হইয়া বেড়াইতেছি; ও উঠিয়া মণ্ডলীতে বিলাপ করি। [২৯] আমি নাগগণের ভ্রাতা ও উষ্ট্রপক্ষির বন্ধুস্বরূপ হইয়াছি। [৩০] আমার গাত্রচর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, ও আমার অস্থি তাপেতে দগ্ধ হইয়াছে। [৩১] এবং আমার বীণার হাহাকার রব হইতেছে, ও আমার বংশীহইতে ক্রন্দনের স্বর নির্গত হয়।

৩১ অধ্যায়।

১ আয়ূবের কর্ম্মের নির্দ্দোষতা, ১৩ ও দাসগণের প্রতি তাহার নির্দ্দোষতা, ১৬ ও দরিদ্র লোকের প্রতি তাহার নির্দ্দোষতা, ২৪ ও অন্য নানা কর্ম্মে নির্দ্দোষতা, ৩৫ ও ঈশ্বরের বিচারার্থে প্রার্থনা।

[১] আমি আপন চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি; অতএব যুবতির প্রতি কটাক্ষপাত কেন করিব? [২] কেননা ঊর্দ্ধস্থিত ঈশ্বরহইতে পাপির ভাগ্য কি? ও উপরিস্থিত সর্ব্বশক্তিমানহইতে তাহার অধিকার কি? [৩] পাপি লোকের কি বিনাশ হইবে না? ও দুষ্কৃত লোকের কি ভয়ানক শাস্তি হইবে না? [৪] তিনি কি আমার তাবৎ গতি দেখেন না; ও আমার পাদবিক্ষেপ গণনা করেন না? [৫] আমি কি শঠতারূপ পথের পথিক? আমার চরণ কি প্রতারণার পথে দ্রুতগামী হইয়া থাকে? [৬] ধর্ম্মনিক্তিতে আমাকে তৌল করা যাউক, তাহাতে ঈশ্বর আমার পবিত্রতা জ্ঞাত হউন। [৭] আমি যদি বিপথে চলিয়া থাকি, ও আমার অন্তঃকরণ যদি চক্ষুর অনুরোধে ভ্রান্ত হইয়া থাকে, ও আমার হস্তে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে, [৮] তবে আমি বুনিলে অন্যে ভোগ করুক, ও আমাহইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সমূলে উৎপাটিত হউক। [৯] আমার মন যদি পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে, ও প্রতিবাসির দ্বারের নিকটে যদি আমি লুক্কায়িত হইয়া থাকি, [১০] তবে আমার স্ত্রী পরের জন্যে যাঁতা পেষণ করুক, ও অন্য লোক তাহাকে ভোগ করুক। [১১] কেননা এ ঘৃণার্হ কুকর্ম্ম ও বিচারকর্ত্তাদের কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ। [১২] তাহা নরক পর্য্যন্ত নাশক, ও আমার সর্ব্বস্ব সংহারক অগ্নিস্বরূপ।

[১৩] আমার দাস কি দাসী আদাশ করিলে আমি যদি তাহাদের বিচার করিতে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি, [১৪] তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব? এবং তিনি তত্ত্ব করিলে কি উত্তর দিব? [১৫] যিনি গর্ব্ভের মধ্যে আমার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই কি তাহাদেরও সৃষ্টি করেন নাই? ও এক (ঈশ্বর) কি আমাদিগকে গর্ব্ভে করেন নাই?

[16] আমি যদি দরিদ্রদের প্রার্থিত বস্তুর বাধক হইয়া থাকি, ও বিধবার দৃষ্টি অবসন্ন করিয়া থাকি, [17] ও আমার খাদ্য যদি একা খাইয়া থাকি, এবং পিতৃহীন লোক যদি তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে, [18] (বরঞ্চ বাল্যকালাবধি আমি পিতার ন্যায় তাহার প্রতিপালন করিয়াছি, এবং মাতৃগর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি বিধবার উপকার করিয়াছি;) [19] আমি যদি কাহাকে বস্ত্রাভাবে মরিতে দেখিয়া থাকি, ও দীনহীনকে উলঙ্গ দেখিলে [20] তাহার কটিদেশ যদি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকে, ও আমার মেষের লোমেতে সে উত্তপ্ত না হইয়া থাকে, [21] এবং বিচারস্থানে আপন পরাক্রম জানিয়া যদি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলিয়া থাকি; [22] তবে আমার স্কন্ধের অস্থি ভগ্ন হউক, ও স্কন্ধের সন্ধিহইতে হস্ত খসিয়া পড়ুক। [23] তাহা হইলে আমার প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি অতি ভয়ানক হইত, তাঁহার শাসন আমি সহ্য করিতে পারিতাম না।

[24] আমি যদি স্বর্ণকে বিশ্বাসভূমি করিয়া থাকি, ও 'তুমি আমার আশ্রয়,' এমত কথা যদি সুবর্ণকে বলিয়া থাকি, [25] এবং আমার সম্পদ বাড়িয়াছে, ও বহু সমৃদ্ধি হইয়াছে, এই নিমিত্তে যদি আনন্দিত হইয়া থাকি; [26] কিম্বা তেজোময় প্রভাকরকে এবং আকাশগামি মণিবৎ চন্দ্রকে দেখিলে [27] আমার মন যদি গোপনে ভ্রান্ত হইয়া থাকে, ও আমার মুখ যদি আমার হস্তকে চুম্বন করিয়া থাকে, [28] তবে তাহাতেও আমার দণ্ডনীয় অপরাধ হইত, এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতাম। [29] আমি শত্রুর বিপদে কি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি? ও তাহার দুর্ঘটনাতে কি আনন্দিত হইয়া থাকি? [30] বরঞ্চ তাহার প্রাণকে শাপ দেওনদ্বারা আমার মুখকে পাপ করিতে দি নাই। [31] 'আহা, যদি আমরা উহার মাংস খাইতে পাই, তবে শীঘ্র তৃপ্ত হইব না,' আমার বাটীর লোক কি এই কথা কহিত না? [32] আমি অতিথি লোককে পথে রাত্রি যাপন করিতে দিতাম না; কিন্তু পথিকদের জন্যে আপন দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিতাম। [33] আমি কি আদমের ন্যায় আপন পাপ লুকাইয়াছি? ও আপন বক্ষঃস্থলে অপরাধ আচ্ছাদন করিয়াছি? [34] এবং মহাজনতাহইতে ভীত ও বিশেষ২ গোষ্ঠীর হেয়জ্ঞানে ব্যাকুল হওন প্রযুক্ত বিচারস্থানে না যাইয়া কি নীরব হইয়া রহিয়াছি?

[35] হায়২! কেহ কি আমার কথা শুনে না? এই দেখ, আমার সাক্ষ্যপত্র; সর্ব্বশক্তিমান আমাকে ইহার উত্তর দিউন, ও আমার বিপক্ষ আমার দোষপত্র লিখুন। [36] অবশ্য আমি তাহা স্কন্ধে ধারণ করিব, ও উষ্ণীষের ন্যায় মস্তকে বান্ধিব; [37] ও আমার পাদবিক্ষেপের সংখ্যা তাঁহাকে জ্ঞাত করিব, ও অধ্যক্ষের ন্যায় তাঁহার নিকটে যাইব। [38] আমার ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে চীৎকার করে, ও তাহার সীতা যদি ক্রন্দন করে, [39] ও আমি যদি বিনাবেতনে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকি, কিম্বা তাহার চাসকারির প্রাণ হরণ করিয়া থাকি, [40] তবে আমার গোমের স্থানে কণ্টক ও যবের স্থানে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হউক।

আয়ূবের প্রসঙ্গ সমাপ্ত।

৩২ অধ্যায়।

১ ইলীহূর বিষয়ে কথা, ৬ ও তাহার প্রসঙ্গের আরম্ভ, ১১ ও আয়ূবের ও তাহার বন্ধুগণের প্রতি ইলীহূর অনুযোগ।

[1] অনন্তর আয়ূব্ আপন দৃষ্টিতে আপনাকে পুণ্যবান বোধ করাতে ঐ তিন জন তাহার কথায় উত্তর করা ত্যাগ করিল। [2] তাহাতে অরাম্ বংশের মধ্যে বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; আয়ূব্ ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে পুণ্যবান জ্ঞান করিয়াছিল, এই জন্যে তাহার প্রতি তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। [3] এবং আয়ূবের তিন বন্ধু তাহার কথার উত্তর করিতে না পারিয়াও তাহাকে দোষী করিয়াছিল, এই জন্যে তাহাদের প্রতিও ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। [4] ইলীহূর বয়ঃক্রম অপেক্ষা তাহাদের সকলের বয়ঃক্রম অধিক ছিল, এই জন্যে সে কহিবার পূর্ব্বে আয়ূবের কথার সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল। [5] কিন্তু ঐ তিন জনের মুখে আর উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে না পাইলে তাহার বড় ক্রোধ জন্মিল। [6] অতএব বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ এই রূপ উত্তর করিতে লাগিল।

আমি যুবা, তোমরা প্রাচীন, এই জন্যে তোমাদের কাছে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত ও ভীত ছিলাম। [7] আমি মনে করিলাম, এই প্রাচীনেরাই কহুন, ও এই বৃদ্ধ লোকেরাই জ্ঞানশিক্ষা দিউন। [8] কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে, সর্ব্বশক্তিমানের আবেশে তাহার জ্ঞানোদয় হয়। [9] মান্য লোক সদা জ্ঞানবান নয়, ও প্রাচীন লোক সদা বিচারজ্ঞ নয়। [10] অতএব আমি কহি, আমার কথা শুন, আমিও আপন অভিপ্রায় নিবেদন করি।

[11] দেখ, আমি তোমাদের কথার অপেক্ষা করিলাম, ও যাবৎ তোমরা বিচার করিলা, তাবৎ তোমাদের শিক্ষাতে মনোযোগ করি-

লাম। [১২] এবং তোমাদের কথা বিবেচনা করিলাম, কিন্তু দেখ, আয়ূবের কথায় দোষারোপ করিতে কি উত্তর দিতে তোমাদের কেহই পারে না। [১৩] 'আমরা জ্ঞানপ্রাপ্ত বটি, তথাপি উহাকে নত করা মনুষ্যের অসাধ্য, কেবল ঈশ্বরের সাধ্য,' তোমরা এমত কথা বলিও না। [১৪] দেখ, সে আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই, এবং আমি তোমাদের উত্তরের ন্যায় তাহার কথার উত্তর দিব না।

[১৫] ইহারা স্তব্ধ হইল, আর উত্তর দিতে পারিল না, এবং কথা কহনই পরিত্যাগ করিল। [১৬] আমি আর কেন অপেক্ষা করিব? কেহ কথা কহে না, উহারা দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর করে না। [১৭] এই জন্যে আমিও যথাসাধ্য উত্তর করিব, ও আমার মনস্থ জ্ঞাত করিব। [১৮] কেননা আমার অন্তঃকরণ কথাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে অন্তরস্থ মন আমাকে ব্যস্ত করিতেছে। [১৯] দেখ, বদ্ধ দ্রাক্ষারসের তেজে যে নূতন কুপা ফাটিয়া যায়, আমার উদর তাহার তুল্য। [২০] আমি উপশম পাইবার জন্যে কথা কহিব, ও ওষ্ঠাধর খুলিয়া উত্তর করিব। [২১] কিন্তু নিতান্ত মহল্লোকের মুখাপেক্ষা করিব না, ও ক্ষুদ্র লোককে স্তব করিব না। [২২] আমি স্তব করিতে জানি না, তাহা করিলে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে শীঘ্র নষ্ট করিবেন।

৩৩ অধ্যায়।

১ ইলীহূর পরমেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া আয়ূবের দোষ প্রকাশ করণ, ১৯ ও শাস্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করণ, ২৯ ও আয়ূবের প্রতি পরামর্শ।

[১] হে আয়ূব, বিনয় করি, আমার কথা শুন, আমার বাক্য সকল তোমার কর্ণগোচর হউক। [২] দেখ, আমি এখন মুখ ব্যাদান করিতেছি, ও আমার বক্তুস্থিত জিহ্বা কথা কহিতেছে। [৩] মনের সরলতাতে আমার বাক্য নির্গত হইবে, ও আমার ওষ্ঠ নির্ম্মল জ্ঞানের কথা কহিবে। [৪] ঈশ্বরের আত্মা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ও সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস আমাকে জীবন দিয়াছেন। [৫] তুমি যদি পার, তবে আমার কথার উত্তর দেও, ও দণ্ডায়মান হইয়া বাক্য বিন্যাস কর। [৬] দেখ, মৃত্তিকাহইতে নির্ম্মিত যে আমি, আমিই তোমার বাক্যানুসারে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ হইলাম। [৭] দেখ, আমার ভয়ানকত্বহইতে তোমার ভয় জন্মিবে না, ও আমার গৌরব তোমার প্রতি গুরুতর বোধ হইবে না। [৮] দেখ, তুমি আমার কর্ণগোচরে ইহা কহিয়াছ, আমি এই রূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি, [৯] 'আমি শুচি ও নিরপরাধ ও নির্ম্মল আছি, আমার অধর্ম্ম নাই; [১০] দেখ, তিনি আমার বৈপরীত্যে ছিদ্র অন্বেষণ করেন, ও আমাকে আপনার শত্রু বোধ করেন; [১১] ও আমার চরণ নিগড়েতে বদ্ধ করেন, ও আমার তাবৎ পথ নিরীক্ষণ করেন।' [১২] দেখ, ইহাতে তুমি যথার্থবাদী নও, এ কারণ আমি তোমাকে এই কথা কহি, মর্ত্ত্য অপেক্ষা ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ; [১৩] তাঁহার সহিত তুমি কেন বিতণ্ডা করিতেছ? তিনি আপন তাবৎ কর্ম্মের হেতু কহেন না। [১৪] ঈশ্বর এক বার কথা কহেন, দ্বিতীয় বার কি তাহা স্পষ্ট করেন না? [১৫] রাত্রিকালে স্বপ্নদর্শনের সময়ে লোকদের সুষুপ্তি অবস্থা ও শয্যার্তে নিদ্রা হইলে [১৬] তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন ও তাহাদের জ্ঞানজনক উপদেশ মুদ্রাঙ্কিত করেন। [১৭] তাহাতে তিনি কর্ম্ম করণহইতে মনুষ্যকে নিবৃত্ত করেন, এবং তাহাহইতে অহঙ্কার গুপ্ত করেন; [১৮] এবং বিনাশহইতে তাহার প্রাণ ও অস্ত্রাঘাতহইতে তাহার জীবন রক্ষা করেন।

[১৯] কখন২ সে আপন শয্যাতে ব্যথিত হইয়া শাস্তি পায়, ও তাহার তাবৎ অস্থিতে বড় বেদনা বোধ হয়, [২০] এবং আহারেও তাহার প্রাণের রুচি হয় না, ও প্রিয় খাদ্য সামগ্রীও তাহার ভাল লাগে না, [২১] ও তাহার মাংস ক্ষয় পাইয়া অদৃশ্য হয়, এবং অন্তরাস্থি সকল দৃষ্ট হয়, [২২] এবং তাহার প্রাণ কবরের ও তাহার জীবন প্রেতলোকের নিকটবর্ত্তী হয়। [২৩] এমত মনুষ্যকে সরল পথ দেখাইতে যদি সহস্রের মধ্যে অনুপম দূত তাহার পক্ষে মধ্যস্থ হন, [২৪] তবে তিনি তাহার প্রতি দয়া করিয়া, 'কবরে নামনহইতে ইহাকে মুক্ত কর, আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম,' এই আজ্ঞা দিবেন। [২৫] তাহাতে সে বালকের ন্যায় নবীন মাংসবিশিষ্ট হইবে, ও পুনর্ব্বার যৌবনকাল পাইবে। [২৬] সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রতি দয়া করিবেন, এবং সে আনন্দে তাঁহার মুখাবলোকন করিবে, কারণ তিনি মর্ত্ত্যকে পুনরায় তাহার পুণ্যাবস্থা দিবেন। [২৭] ও সে জন মনুষ্যদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিবে, 'আমি পাপ করিয়াছিলাম, ও প্রকৃতের অন্যথা করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার তুল্য প্রতিফল পাই নাই; [২৮] তিনি কবরে নামনহইতে আমার প্রাণকে মুক্ত করিলেন, ও আমার আত্মা আলো দর্শন করিল।'

[২৯] দেখ, জীবিত লোকের দীপ্তিতে দীপ্তিমান করণার্থে ও কবরহইতে মনুষ্যের প্রাণকে ফিরাইতে [৩০] ঈশ্বর মনুষ্যের সহিত দুই তিন বার এই রূপ ব্যবহার করেন। [৩১] অতএব হে আয়ূব, তুমি নীরব হইয়া শুন, আমি বলি; [৩২] যদি

তোমার কিছু কহিবার থাকে, তবে উত্তর কর, ও কথা কহ, কেননা আমি তোমাকে নির্দ্দোষ করিতে চাহি। [৩৩] আর যদি না থাকে, তবে নীরব হইয়া আমার কথা শুন, আমি তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা দি।

৩৪ অধ্যায়।

১ ইলীহূর পরমেশ্বরকে নির্দ্দোষ করণ ও আয়ূবকে দোষী করণ, ২০ ও পাপি লোকদের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ড, ২৯ ও তাহার তাৎপর্য্য, ৩১ ও আয়ূবের প্রতি পরামর্শ।

[১] পরে ইলীহূ আরো কহিতে লাগিল, [২] হে সকল, আমার কথা শুন; হে জ্ঞানবান সমস্ত, আমার বাক্যে মনোযোগ কর। [৩] কেননা যেমন ভক্ষ্যের আস্বাদন করে, তদ্রূপ কর্ণ কথার পরীক্ষা করে। [৪] অতএব আইস, আমরা বিচার করণে প্রবৃত্ত হই; ও আমাদের মধ্যে ভাল কি, তাহা নিশ্চয় করি। [৫] দেখ, আয়ূব্ কহে, ‘আমি পুণ্যবান, ঈশ্বর আমার অন্যায় করেন; [৬] ও আমি নির্দ্দোষ হইয়াও মিথ্যাবাদিরূপে গণিত হই, ও বিনা পাপে ঘোরতর ক্লেশ পাই।’ [৭] ইহাতে আয়ূবের সদৃশ কে আছে? সে জলের ন্যায় পরিহাস পান করে, এবং কুকর্ম্মিদের সঙ্গে চলে ও পাপিদের পথে গমন করে। [৯] কেননা সে কহে, ‘ঈশ্বরের সুহৃদ হইলে মনুষ্যের কিছুই লাভ হয় না।’ [১০] হে বুদ্ধিমান সকল, আমার কথা শুন, ঈশ্বরহইতে কুক্রিয়া ও সর্ব্বশক্তিমানহইতে অধর্ম্ম দূর হউক। [১১] কেননা যে মনুষ্যের যেরূপ কর্ম্ম, তাহাকে তিনি তদ্রূপ ফল দেন; ও যে ব্যক্তির যে রূপ আচরণ, তাহার তদ্রূপ দশা ঘটান। [১২] ঈশ্বর কখন পাপ করেন না, ও সর্ব্বশক্তিমান কখন অন্যায় করেন না। [১৩] পৃথিবীর কর্ত্তৃত্বভার তাঁহাকে কে দিল? ও তাবৎ সংসার তাঁহাকে কে সমর্পণ করিল? [১৪] মনুষ্যের প্রতি যদি তাঁহার মন পড়ে, ও তিনি যদি তাহার আত্মা ও নিশ্বাস আপনার কাছে সংগ্রহ করেন, [১৫] তবে তাবৎ প্রাণী একেবারে মরিয়া যায়, ও মনুষ্য পুনর্ব্বার ধূলাতে লীন হয়। [১৬] তোমার যদি বুদ্ধি থাকে; তবে এই কথা শুন, ও আমার বচনের শব্দার্থ গ্রহণ কর। [১৭] যে জন ন্যায় ঘৃণা করে, সে কি কর্ত্তৃত্ব করিবে? ও যে পরাক্রমী ধর্ম্মময়, তাহাকে কি তুমি দোষী করিবা? [১৮] রাজাকে দুষ্ট ও অধ্যক্ষকে দুরাচার বলিয়া কে সম্বোধন করিতে পারে? [১৯] তবে যিনি রাজাদেরও মুখাপেক্ষা করেন না, ও ধনবান ও দরিদ্র উভয়কেই সমান জ্ঞান করেন, (যেহেতুক সকলে তাঁহার হস্তকৃত বস্তু,) তাঁহাকে কি প্রকারে ঐ কথা বলা যাইবে?

[২০] তাহারা হঠাৎ মরে, ও মধ্য রাত্রিতে লোকসমূহ ব্যাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করে, এবং বলবানেরাও অদৃষ্টবশতঃ দূরীকৃত হয়। [২১] ঈশ্বর মানুষের পথ নিরীক্ষণ করেন; তাহার সমস্ত গতিতে তাঁহার দৃষ্টি আছে; [২২] ও যাহাতে পাপিগণ লুকাইতে পারে, এমন অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া নাই। [২৩] মনুষ্য যেন ঈশ্বরের সহিত বিচারস্থানে গমন করিতে পারে, এই জন্যে তিনি সময় নিরূপণ করেন না। [২৪] তিনি অনুসন্ধান না করিয়া পরাক্রান্ত লোককে খণ্ড২ করেন, ও তাহাদের স্থানে অন্য লোকদিগকে স্থাপন করেন। [২৫] যেহেতুক তিনি তাহাদের সকল ক্রিয়া জানেন, ও রাত্রিতে তাহাদিগকে নষ্ট করেন, তাহাতে তাহারা খণ্ড২ হয়। [২৬] তিনি দুরাচারিদিগকে তাহাদেরই স্থানে সকল লোকদের সাক্ষাতে প্রহার করেন। [২৭] কেননা তাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, ও তাঁহার আদিষ্ট তাবৎ পথ অস্বীকার করে; [২৮] ইহাতে দরিদ্রদের চীৎকার তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত করে, আর তিনি দুঃখিদের চীৎকার শুনেন।

[২৯] তিনি শান্তি দিলে কে দোষারোপ করিতে পারে? ও তিনি আপন মুখ আচ্ছাদন করিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে? তিনি লোক সমূহের ও বিশেষ২ ব্যক্তির উপরে সমানরূপে কর্ত্তৃত্ব করেন, [৩০] এবং পাষণ্ড মনুষ্যকে রাজত্ব করিতে ও প্রজাগণের ফাঁদস্বরূপ হইতে দেন না।

[৩১] ‘আমি শাস্তি পাইয়াছি, আর পাপ করিব না; [৩২] আমি যাহা না জানি, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও; আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে আর করিব না,’ ঈশ্বরের সাক্ষাতে এই কথা কহা উচিত। তোমার ইচ্ছার মত প্রতিফল দেওয়া কি তাঁহার কর্ত্তব্য? এবং আমার নয়, কিন্তু তোমারই সম্মতির কি প্রয়োজন আছে? এই কারণ তুমি কি অসন্তুষ্ট হইলা? ভাল, তুমি যাহা জান তাহাই বল। [৩৪] বুদ্ধিমান লোক আমার মত বলিবে, ও জ্ঞানবানেরা আমার এই কথা মানিবে। [৩৫] আয়ূব্ জ্ঞানশূন্য কথা কহিয়াছে, তাহার কথা বুদ্ধির অতীত। [৩৬] আয়ূবের পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হয়, এই আমার বাঞ্ছা, কেননা সে পাপিদের পক্ষে যেরূপ উত্তর করিয়াছে, [৩৭] তাহাদ্বারা পাপের উপরে পাপ করে, ও আমাদের মধ্যে হাততালি দেয়, ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে।

৩৫ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের মহিমার কথা, ৫ ও মনুষ্যের ধর্ম্মেতে ঈশ্বরের লাভ না হওন ও অহঙ্কারি খেদযুক্ত লোকদের পাপ ক্ষমা না করণ।

১ পরে ইলীহূ আরো কহিতে লাগিল, ২ তুমি কহিলা, ‘ঈশ্বরের ধর্ম্মহইতে আমার ধর্ম্ম অধিক,’ ইহা কি প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছ? ৩ আরো কহিলা, ‘ধর্ম্মেতে আমার কি লাভ? ও পাপ করণ অপেক্ষা তাহাতে কি ফল?’ ৪ আমি তোমাকে ও তোমার বন্ধুগণকে উত্তর দিব।

৫ তুমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ, এবং মেঘ সকল তোমাহইতে কত উচ্চ, তাহা দেখ। ৬ তুমি পাপ করিয়া তাঁহার কি ক্ষতি জন্মাইতে পার? ও তোমার পুঞ্জ২ অপরাধ হইলেও তুমি তাঁহার কি করিবা? ৭ এবং তুমি যদি ধার্ম্মিক হও, তাহাতেই বা তাঁহার কি লাভ? ও তোমার হস্তহইতে তিনি কি গ্রহণ করিবেন? ৮ তোমার কুক্রিয়াদ্বারা তোমার তুল্য নরের ক্ষতি হয়; এবং তোমার ধর্ম্মদ্বারা মনুষ্যসন্তানের লাভ হয়। ৯ উপক্রত লোকদের বাহুল্য প্রযুক্ত লোকেরা চীৎকার করে, ও বলবানের হস্তের ভয়ে চীৎকার করে। ১০ কিন্তু যিনি ভূচর পশুহইতে আমাদিগকে অধিক জ্ঞানবান ও খেচর পক্ষি অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান করিয়া রাত্রিতে গান করান, ১১ আমার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ঈশ্বর কোথায়? ইহা কেহ বলে না। ১২ তাহারা সেখানে দুরাত্মাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত চীৎকার করিলে তিনি উত্তর করেন না। ১৩ ঈশ্বর কখনো অনর্থক কথা শুনেন না, ও সর্ব্বশক্তিমান তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ১৪ অতএব আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না, এমন কথা তুমি কেন কহ? তোমার বিচার তাঁহার গোচরে আছে, তুমি তাঁহার অপেক্ষা কর। ১৫ তিনি এখনও আপনার অধিক কোপে শাসন করেন নাই, এই জন্যে কি মহাপাপের শাস্তি দেন না? ১৬ আয়ূব্ বৃথা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, ও অনেক অজ্ঞানের কথা কহিয়াছে।

৩৬ অধ্যায়।

১ আপন তাবৎ কর্ম্মেতে পরমেশ্বরের যথার্থ হওন ও আয়ূবের কর্ম্মে দোষ হওনের কথা, ২৪ ও ঈশ্বরের তাবৎ ক্রিয়া বিবেচনা করণের উপযুক্ততা।

১ ইলীহূ আরো কহিল, ২ তুমি কিছু ধৈর্য্য কর, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব, কেননা ঈশ্বরের পক্ষে আমার আর২ কথা আছে। ৩ আমি দূরহইতে আপনার জ্ঞান প্রকাশ করিব, এবং আমার সৃষ্টিকর্ত্তাই ধর্ম্মস্বরূপ, ইঁহার প্রমাণ দিব। ৪ কোন প্রকারে আমার কথা মিথ্যা হইবে না, তোমার প্রতি সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ পাইবে। ৫ দেখ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বটেন, তথাপি কাহাকেও তুচ্ছ বোধ করেন না; তিনি বলেতে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। ৬ তিনি পাপিদের প্রাণ রক্ষা করেন না, কিন্তু দরিদ্রদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন। ৭ তিনি ধার্ম্মিকদের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করেন না; সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি বর্ত্তে; তিনি তাহাদিগকে নিত্য২ স্থির করিয়া উন্নত করেন। ৮ তাহারা শৃঙ্খলেতে বদ্ধ কিম্বা দুঃখরূপ রজ্জুতে বন্ধনগ্রস্ত হইলে ৯ তিনি তাহাদের ক্রিয়া ও অহঙ্কারজাত পাপ তাহাদিগকে দেখান; ১০ এবং হিতোপদেশ গ্রহণ করাইতে তাহাদের কর্ণ খুলেন, ও তাহাদিগকে পাপ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দেন। ১১ তাহারা যদি আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার সেবা করে, তবে সৌভাগ্যেতে দিন কাটায়, ও সুখেতে সু[illegible]সর যাপন করে। ১২ কিন্তু যদি আজ্ঞাবহ না হয়, তবে অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে ও জ্ঞানের অভাবে মরে। ১৩ অধর্ম্মাত্মা লোকেরা ক্রোধ সঞ্চয় করে, এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে বদ্ধ করিলে বিনতি করে না। ১৪ তাহারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে, ও তাহাদের দেহ অশুচিদের মধ্যে থাকে। ১৫ কিন্তু তিনি দুর্দ্দশাপন্ন দুঃখিদিগকে উদ্ধার করেন, এবং শাস্তিদ্বারা তাহাদের কর্ণ খুলেন। ১৬ এই রূপে তিনি সঙ্কীর্ণ স্থানহইতে দুঃখরহিত পরিসর স্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে পারেন; তাহা হইলে উত্তম খাদ্য দ্রব্যেতে তোমার ভোজনাসন পরিপূর্ণ হইবে। ১৭ কিন্তু যদি তুমি পাপি লোকদিগের বিচারে তৃপ্ত হও, তবে বিচারাজ্ঞা ও দণ্ড অনিবার্য্য হইবে। ১৮ সাবধান, তাঁহার ক্রোধ হইলে বহুসম্পত্তিতে তোমার ভ্রান্তি না হউক, এবং প্রায়শ্চিত্তের বাহুল্য তোমাকে না ভুলাউক। ১৯ তিনি কি তোমার ধন মানিবেন? তাহা নয়, তোমার সুবর্ণ ও সমূহ পরাক্রমও মানিবেন না। ২০ যে রাত্রিতে লোকেরা স্বস্থানহইতে অন্ত[illegible] হয়, তুমি তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও না। ২১ সাবধান, পাপের প্রতি ফিরিও না, কেননা দুঃখ অপেক্ষা বরং পাপ ভাল, এমত তোমার বোধ হইয়াছে। ২২ দেখ, ঈশ্বর আপন পরাক্রমদ্বারা উন্নতি করেন, এবং তাঁহার ন্যায় কে আদেশ করিতে পারে? ২৩ তাঁহার পথের বিষয়ে কে তাঁহাকে আজ্ঞা দিতে পারে? এবং ‘তুমি অন্যায় করিয়াছ,’ এ কথা তাঁহাকে কে বলিতে পারে?

২৪ মনুষ্যগণ তাঁহার যে সকল ক্রিয়ার প্রশংসা করে, তাহার মহিমা প্রকাশ করিতে মনে

রাখ। [২৫] দেখ, প্রত্যেক মনুষ্য তাহা দর্শন করে, ও দূরহইতে অবলোকন করে। [২৬] দেখ, ঈশ্বর কেমন মহান্ ও বোধের অগম্য! তাঁহার সম্বৎসরের সংখ্যার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। [২৭] দেখ, তিনি জলের পরমাণু সকল আকর্ষণ করেন, ও তাহাহইতে নির্ম্মল বৃষ্টিরূপ ক্কাথ প্রস্তুত করেন, [২৮] তাহাতে তাহা মেঘ সকলহইতে ক্ষরিয়া মনুষ্যদের উপরে যথেষ্টরূপে পতিত হয়। [২৯] মেঘের বিস্তার ও তাঁহার তাম্বুর গর্জ্জন কেহ কি বুঝিতে পারে? [৩০] দেখ, তিনি তাহার উপরে আপন দীপ্তি বিস্তার করেন, এবং সমুদ্রের মূলকে আপনার আবরণস্বরূপ করেন। [৩১] ও তাহাদ্বারা লোকদিগকে দণ্ড দেন, এবং বাহুল্যরূপে শস্য উৎপন্ন করেন। [৩২] এবং তিনি আপন করদ্বয় অগ্নিতে পূর্ণ করেন, ও সে কাহাকে আঘাত করিবে তাহার আজ্ঞা দেন। [৩৩] তাহার নিনাদ তাঁহার বিষয়ে সমাচার দেয়, এবং পশুপাল সকলও তাঁহার আগমন জানায়।

৩৭ অধ্যায়।

১ ঝড়ের বর্ণনা, ৬ ও হিমের বর্ণনা, ৯ ও দক্ষিণ বায়ুর বর্ণনা, ১১ ও বিদ্যুতের বর্ণনা, ১৪ ও মেঘাদির বর্ণনা।

[১] ঐ শব্দেতে আমার হৃদয় কম্পবান হয় ও স্বস্থানে থাকিয়া ছট্‌ফট্ করে। [২] শুন২, ঐ তাঁহার শব্দ ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত ধ্বনি। [৩] তিনি আকাশের নীচে সর্ব্বত্র তাহা প্রেরণ করেন, ও আপন বিদ্যুৎকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত গমন করান। [৪] তাহার পশ্চাৎ শব্দ শুনা যায়, তিনি আপন ভয়ানক রবেতে মেঘগর্জ্জন করেন; যাঁহার এমত শব্দ শুনা যায়, তিনি কাহাকে ধরিতে না পারেন? [৫] ঈশ্বর আপন রবেতে আশ্চর্য্যরূপ গর্জ্জন করেন, ও আমাদের বোধের অগম্য মহৎক্রিয়া করেন।

[৬] তিনি হিমানীকে বলেন, তুমি পৃথিবীতে পতিত হও; এবং সামান্য বৃষ্টিকে ও আপনার প্রবল বৃষ্টিকে আজ্ঞা দেন। [৭] এবং সকলে যেন তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞাত হয়, এই নিমিত্তে তিনি সকল লোকের হস্তের কর্ম্ম রোধ করেন। [৮] তখন পশুগণ গহ্বরে প্রবেশ করে, ও আপন২ বাসস্থানে গিয়া বসতি করে।

[৯] দক্ষিণহইতে ঝড় ও উত্তরদিগহইতে শীত আইসে। [১০] ঈশ্বরের নিশ্বাসহইতে নীহার জন্মে ও বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

[১১] ঈশ্বর মেঘেতে জল ভরেন, ও তাঁহার দীপ্তি ঘন মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে। [১২] তিনি আপন পরামর্শদ্বারা ঋতু সকল পরিবর্ত্তন করেন, তাহাতে সে সকল ভূমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার আজ্ঞা সফল করে। [১৩] তিনি দণ্ডের কিম্বা নিজ দেশের কিম্বা দয়ার নিমিত্তে এই সকল ঘটান।

[১৪] হে আয়ূব্, তুমি ইহা শুন, ও স্থির হইয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্যের বিবেচনা কর। [১৫] ঈশ্বর কি রূপে এই সকলকে আপনার আজ্ঞাবহ করেন, ও কি প্রকারে মেঘকে দীপ্তিমান করেন, তাহা কি তুমি জান? [১৬] এবং মেঘের বিস্তার করণ প্রভৃতি তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া, তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ? [১৭] তিনি দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবীকে স্তব্ধ করিলে তোমার বস্ত্র কি রূপে উষ্ণ হয়, তাহা কি বলিতে পার? [১৮] যে আকাশমণ্ডল পরিষ্কৃত দর্পণের ন্যায় দৃঢ়, তাহা কি তুমি তাঁহার সঙ্গে বিস্তারিত করিতে পার? [১৯] তবে তাঁহাকে যাহা বক্তব্য হয়, তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত কর; যেহেতুক আমরা অন্ধকার প্রযুক্ত বাক্য বিন্যাস করিতে পারি না। [২০] 'তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আমার বাঞ্ছা,' এই কথা কি তাঁহাকে কহা যাইবে? কিন্তু কেহ যদি কহে, তবে সে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। [২১] এখন লোকেরা মেঘস্থ মহাতেজস্কর আলোর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে না; কিন্তু বায়ু গমন করিয়া মেঘ পরিষ্কার করে। [২২] উত্তরদিগ্‌হইতে নির্ম্মল তেজ আইসে, এবং ঈশ্বরের নিকটে ভয়ানক প্রতাপ আছে। [২৩] সর্ব্বশক্তিমান আমাদের বোধের অগম্য; তিনি পরাক্রমে ও বিচারে অতি শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়েতে পরিপূর্ণ হইয়া অন্যায় করেন না। [২৪] এ কারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভয় করুক, যেহেতুক তিনি জ্ঞানবানদেরও মুখাপেক্ষা করেন না।

৩৮ অধ্যায়।

১ ঘূর্ণবায়ুহইতে আয়ূবের প্রতি উত্তর করিয়া আপন কর্ম্মের মহিমাদ্বারা পরমেশ্বরের আয়ূবের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করণ ও সৃষ্টির কথা, ১২ ও আলোকের কথা, ১৬ ও সমুদ্রের কথা, ১৯ ও অরুণের কথা, ২২ ও হিমের কথা, ২৪ ও বিদ্যুতের কথা, ২৮ ও বৃষ্টি প্রভৃতির কথা, ৩৩ ও আকাশের ও মেঘের কথা।

[১] পরে পরমেশ্বর ঘূর্ণবায়ুর মধ্যহইতে আয়ূবকে উত্তর করিলেন, [২] যে জন অজ্ঞানের কথাদ্বারা পরামর্শকে অস্পষ্ট করে সে কে? [৩] তুমি এখন বলবানের ন্যায় কটিবন্ধন কর; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি উত্তর দেও। [৪] যে সময়ে আমি পৃথিবীর মূল স্থাপন করিলাম, তৎকালে তুমি কোথায় ছিলা? যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে তাহা বল। [৫] আর পৃথিবীর পরিমাণ কে

করিল? এবং তাহার উপরে কে পরিমাণ-রজ্জু ধরিল? [৬] এবং কিসের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল? ও কে তাহার কোণের প্রস্তর বসাইল? তাহা যদি তুমি জান, তবে বল। [৭] তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্র সকল একত্র হইয়া গান করিল, ও ঈশ্বরের সন্তানগণ আনন্দধ্বনি করিল। [৮] আর গর্ব্ভহইতে নির্গতের ন্যায় সমুদ্রের নির্গত হওন সময়ে কবাট দিয়া তাহাকে কে রুদ্ধ করিল? [৯] তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্রস্বরূপ ও ঘনমেঘকে তাহার কটিবন্ধনস্বরূপ করিলাম; [১০] ও তাহার উপরে আপন নিয়ম নিরূপণ করিলাম, এবং অর্গল ও কবাট স্থাপন করিয়া কহিলাম, [১১] তুমি এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া ইহা অতিক্রম করিবা না, এই স্থানে তোমার তরঙ্গের গর্ব্ব নিবারিত হইবে।

[১২] পৃথিবীর তাবৎ অঞ্চল ধরিতে ও তাহাহইতে পাপিগণকে দূর করিতে [১৩] তুমি কি জন্মাবধি প্রভাতকে আজ্ঞা দিয়াছ? এবং অরুণকে তাহার উদয়ের স্থান জানাইয়াছ? [১৪] তাদ্বারা পৃথিবী মুদ্রাঙ্কিত মৃত্তিকার ন্যায় চিহ্নিত হয়, ও বস্ত্রের ন্যায় বিভূষিত হয়, [১৫] ও পাপিহইতে দীপ্তি নিবারিত হয়, ও উচ্চ হস্ত ভগ্ন হয়।

[১৬] তুমি কি সমুদ্রের উনুইতে প্রবেশ করিয়াছ? ও অগাধ জলের তলে গমন করিয়াছ? [১৭] এবং তোমার নিমিত্তে কি মৃত্যুর কপাট মুক্ত হইয়াছে? এবং তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখিয়াছ? [১৮] ও পৃথিবীর পারাবার কি দেখিতে পাইতেছ? এই সকল যদি জান, তবে বল।

[১৯] দীপ্তির আগমনের পথ কোথায়? এবং অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায়? [২০] তুমি কি তাহার সীমাতে তাহাকে লইয়া যাইতে পার? ও তাহার গৃহের পথ কি জ্ঞাত আছ? [২১] তৎকালে তোমার জন্ম হইয়াছিল, ও এখন তোমার অনেক বয়ঃক্রম, এই জন্যে তুমি কি তাহা জান?

[২২] তুমি কি হিমানীর ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ? [২৩] এবং বিপদকাল ও সংগ্রাম ও যুদ্ধসময়ের নিমিত্তে আমি যে শিলাভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ?

[২৪] যে স্থানে দীপ্তি নির্গত হয়, ও পূর্ব্বদিগে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়, সে কোথায়? [২৫] পৃথিবীর নির্জ্জন স্থানে ও নরশূন্য প্রান্তরে বর্ষাইতে, [২৬] এবং মরুভূমি ও শুষ্ক স্থান তৃপ্ত করিতে, এবং তৃণের উৎপত্তির স্থান প্রফুল্ল করিতে [২৭] অতিবৃষ্টির জন্যে প্রণালী ও মেঘধ্বনির সহচর বিদ্যুতের জন্যে পথ কে প্রস্তুত করিয়াছে?

[২৮] বৃষ্টির পিতা কে? ও শিশিরের জনক কে? [২৯] কাহার গর্ব্ভহইতে নীহার জন্মিয়াছে? ও আকাশীয় হিমসমূহকে কে জন্ম দিয়াছে? [৩০] তাহাদ্বারা জল প্রস্তরের বেশ ধারণ করে, ও গভীরের মুখ দুঢ়তর হয়। [৩১] কৃত্তিকা নক্ষত্রের সুখদায়ি গুণ কি তুমি বন্ধ করিতে পার? ও মৃগশীর্ষের কটিবন্ধন কি খুলিতে পার? [৩২] এবং রাশিগণকে কি তাহার ঋতুতে আনয়ন করিতে পার? এবং স্বাতী ও তাহার পুত্রগণকে কি পথ দেখাইতে পার?

[৩৩] তুমি কি আকাশমণ্ডলের সকল নিয়ম জান? ও পৃথিবীর উপরে তাহার কর্ত্তৃত্ব কি নিরূপণ করিতে পার? [৩৪] এবং বহুজল বেষ্টিত হইবার নিমিত্তে তুমি কি উচ্চ মেঘ পর্য্যন্ত আপনার রব শুনাইতে পার? [৩৫] তুমি কি বিদ্যুৎকে এ রূপে ডাকাইতে পার, যে সে আসিয়া তোমাকে বলে, আমরা উপস্থিত আছি? [৩৬] আর মনকে জ্ঞান ও অন্তঃকরণকে বুদ্ধি কে দিয়াছে?

[৩৭] জ্ঞানদ্বারা কে মেঘ গণনা করিতে পারে? এবং আকাশস্থ জলধর সকলকে কে এমন উল্টাইতে পারে, [৩৮] যে ধূলা দ্রবীভূত ধাতুর ন্যায় গলিয়া যায়, ও মৃত্তিকা ডেলা বান্ধে।

৩৯ অধ্যায়।

৩৯ সিংহের কথা, ৪১ ও দাঁড়কাকের কথা, ১ ও ছাগের কথা, ৫ ও বনগাধার কথা, ৯ ও গণ্ডারের কথা, ১৩ ও উষ্ট্রপক্ষির কথা, ১৯ ও অশ্বের কথা, ২৬ ও বাজপক্ষির ও গৃধ্রপক্ষির কথা।

[৩৯] যে সময়ে সিংহী ও সিংহশাবকগণ গুহামধ্যে শয়ন করিয়া কিম্বা গুপ্তস্থানে বসিয়া মৃগের অপেক্ষাতে থাকে, [৪০] তৎকালে তুমি কি সিংহীর নিমিত্তে মৃগয়া করিবা? ও তাহার শাবকগণকে কি তৃপ্ত করিতে পার?

[৪১] যখন দাঁড়কাকের শাবকগণ ঈশ্বরের নিকটে চীৎকার করে, ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে, তৎকালে তাহার আহার কে যোগায়?

[১] তুমি কি পর্ব্বতীয় বন্য ছাগলের উৎপত্তির রীতি জান? ও হরিণীর প্রসবের রীতি নির্ণয় করিতে পার? [২] তাহারা কত মাস গর্ব্ভ ধারণ করে, তাহা কি গণনা করিতে পার? এবং কোন্ মাসে তাহাদের প্রসবকাল হইবে, তাহা কি জানাইতে পার? [৩] তাহারা হেঁট হইবামাত্র সন্তান প্রসব করে, ও স্বযন্ত্রণাহইতে নিস্তার পায়। [৪] তাহাদের শাবক বলবান হয়, ও শস্যক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়া প্রস্থান করে, তাহাদের নিকটে আর আইসে না।

[৫] বন্য গর্দ্দভকে কে স্বাধীন করিয়াছে? ও তাহার বন্ধন কে মুক্ত করিয়াছে? [৬] আমি বনে তাহার বাসস্থান দিয়াছি, ও মরুভূমিতে তাহার থাকিবার স্থান দিয়াছি। [৭] সে নগরের

কলরবকে পরিহাস করে, ও চালকের শব্দ শুনে না। [৮] পর্ব্বতশ্রেণী তাহার চরাণীস্থান; সে প্রত্যেক নবীন তৃণের অন্বেষণ করে।

[৯] আর গণ্ডার কি তোমার সেবা করিতে সম্মত হইবে? ও তোমার যাবপাত্রের নিকটে থাকিবে? [১০] তুমি কি যোত দিয়া গণ্ডারকে সীতাতে বান্ধিতে পার? সে কি তোমার পশ্চাৎ২ যাইয়া মাঠে চাস দিবে? [১১] তাহার অধিক বল প্রযুক্ত তুমি কি তাহার পৃষ্ঠে ভার দিবা? ও তোমার কর্ম্ম তাহাকে সমর্পণ করিবা? [১২] এবং তোমার শস্য আনিয়া তোমার গোলায় একত্র করিতে কি বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহাকে ভার দিবা?

[১৩] বকের ও বাজের পক্ষ উড়িবার নিমিত্ত হয়, কিন্তু উষ্ট্রপক্ষির পক্ষ চালনের নিমিত্ত হয়। [১৪] সে মৃত্তিকাতে আপন ডিম্ব ত্যাগ করে, ও ধূলায় উষ্ণ হইতে দেয়। [১৫] চরণে তাহা ভগ্ন হইতে পারে, কিম্বা বন্য পশু তাহা দলাইতে পারে, ইহা মনে করে না। [১৬] সে আপন শাবকগণের প্রতি পরের ন্যায় নির্দ্দয় হয়, ও নিশ্চিন্ত হইয়া আপন প্রসববেদনা বিফল করে; [১৭] যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়াছেন ও বুদ্ধিও দেন নাই। [১৮] সে যে সময়ে পক্ষ তুলিয়া গমন করে, তৎকালে অশ্বকে ও অশ্বারূঢ় ব্যক্তিকে পরিহাস করে।

[১৯] তুমি কি অশ্বকে বীরত্ব দিতে পার? ও তাহার গলদেশে ঘোর গর্জ্জন দিতে পার? [২০] তুমি কি পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের ন্যায় তাহাকে লম্ফন করাইতে পার? তাহার নাসিকার শব্দ প্রতাপেতে অতি ভয়ানক। [২১] সে মাঠ আঁচড়ায়, ও আপন বিক্রমে হৃষ্ট হইয়া সুসজ্জ যোদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। [২২] সে নির্ভয়ে পরিহাস করে, শঙ্কা করে না, এবং খড়্গের মুখহইতে ফিরে না। [২৩] তূণ ও শাণিত বড়শা ও শূল তাহার চতুর্দ্দিগে শব্দ করে। [২৪] সে গর্ব্বে ও ক্রোধে ভূমি দংশন করে, এবং তূরীবাদ্য শুনিয়া সাহসী হয়। [২৫] তূরীর রব শুনিলে সে হা২ শব্দ করে, এবং বহুদূরে থাকিলেও সংগ্রামের গন্ধ ও সেনাপতিদের নাদ ও হুঙ্কার টের পায়।

[২৬] বাজপক্ষী কি তোমার বুদ্ধিতে উড়ে ও দক্ষিণদিগে আপন পক্ষ বিস্তার করে? [২৭] ও উৎক্রোশ পক্ষী কি তোমার আজ্ঞাতে ঊর্দ্ধে উঠে, ও অত্যুচ্চ স্থানে আপনার বাসা করে, [২৮] এবং শৈলে বাস করে, ও পর্ব্বতের শৃঙ্গে ও দুরাক্রমণ স্থানে থাকে? [২৯] সে সেই স্থানহইতে আহার অবলোকন করে, ও তাহার চক্ষু অতি দূরদর্শী। [৩০] তাহার শাবকগণ রক্ত চষে, এবং যে স্থানে শব সেই স্থানেই থাকে।

৪০ অধ্যায়।

১ আয়ূবের প্রতি পরমেশ্বরের কথা, ৩ ও পরমেশ্বরের কাছে আয়ূবের আপন দোষ স্বীকার করণ, ৬ ও পরমেশ্বরের আপন আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা আয়ূবের অজ্ঞানতা প্রকাশ করণ, ১৫ ও বিহেমোৎ পশুর কথা।

[১] পরে পরমেশ্বর আয়ূবকে আরো কহিলেন, [২] সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিবাদী তাঁহাকে শিক্ষা দিউক; ও ঈশ্বরের প্রতি অনুযোগকারী তাঁহাকে উত্তর দিউক।

[৩] তাহাতে আয়ূব্ পরমেশ্বরকে কহিল, [৪] দেখ, আমি তুচ্ছনীয়; তোমাকে কি উত্তর দিব? আপনার মুখে হস্তার্পণ করিব। [৫] আমি এক বার কহিয়াছি, আর কহিব না; ও দুই বার কহিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব না।

[৬] পরে পরমেশ্বর ঘূর্ণবায়ুর মধ্যহইতে আয়ূবকে কহিলেন, [৭] তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি উত্তর দেও। [৮] তুমি কি নিতান্ত আমার বিচার অন্যথা করিবা? ও আপনাকে পুণ্যবান করণার্থে আমাকে দোষী করিবা? [৯] তোমার হস্ত কি ঈশ্বরের হস্তের তুল্য? তুমি তাঁহার ন্যায় কি মেঘগর্জ্জন করিতে পার? [১০] তবে প্রাধান্যে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হও, এবং প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যরূপ বস্ত্র পরিধান কর; [১১] এবং আপন ক্রোধরূপ বজ্র নিক্ষেপ কর, এবং প্রত্যেক অহঙ্কারিকে দেখিয়া নত কর; [১২] এবং প্রত্যেক অহঙ্কারিকে দেখিবামাত্র তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব কর, ও পাপিদিগকে তাহাদের স্থানে দলিত কর; [১৩] ও তাহাদিগকে যুগপৎ ধূলীতে আচ্ছন্ন কর, ও গুপ্ত স্থানে তাহাদের মুখ বন্ধন কর। [১৪] এমত করিলে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা আমি স্বীকার করিব।

[১৫] আমি তোমার সহিত যে বিহেমোৎ নামক পশুকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে দেখ; সে গোরুর ন্যায় তৃণ আহার করে। [১৬] এবং তাহার কটিদেশেতে কেমন বল, ও উদরস্থ নাভিতে কেমন পরাক্রম আছে, তাহা দেখ। [১৭] তাহার লাঙ্গূল এরস্ বৃক্ষের ন্যায় লড়ে, ও তাহার মুষ্কদ্বয়ের শিরা যোড়া আছে। [১৮] তাহার অস্থি পিত্তলময় অর্গলের তুল্য, ও তাহার পর্ব্ব সকল লৌহদণ্ডসদৃশ। [১৯] ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সে প্রধান জন্তু; তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাই তাহাকে খড়্গ দিয়াছেন। [২০] যে পর্ব্বতে তাবৎ বন্য পশু ক্রীড়া করে, সেই স্থানে তাহার খাদ্য উৎপন্ন হয়। [২১] সে ছায়াযুক্ত বৃক্ষের তলে ও নলবনের গুপ্তস্থানে কর্দ্দমেতে শয়ন করে। [২২] বৃক্ষ সকল স্বচ্ছায়াতে তাহাকে আচ্ছন্ন

করে, ও নদীর বাইশি বৃক্ষ তাহার চতুর্দ্দিগে থাকে। [২৩] এবং নদী যদ্যপি বেগে চলে, তথাচ সে ভয় করে না, ও যর্দ্দন নদী যদ্যপি তাহার মুখে আসিয়া পড়ে, তথাপি সে নির্ব্বিঘ্নে থাকে। [২৪] তাহার সাক্ষাতে থাকিয়া কে তাহাকে ধরিতে পারে? ও রজ্জু দিয়া কে তাহার নাসিকা ফুঁড়িতে পারে?

৪১ অধ্যায়।

১ লিবিয়াথনের কথা, ১২ ও তাহার অঙ্গের বর্ণনা।

[১] তুমি কি বড়শীদ্বারা লিবিয়াথন জন্তুকে তুলিতে পার? এবং হাতসূতাদ্বারা তাহার জিহ্বা বাঁধিতে পার? [২] এবং রজ্জু দিয়া তাহার নাসিকা কি গাঁথিতে পার? ও বড়শীতে তাহার হনূ বিন্ধিতে পার? [৩] সে কি তোমার কাছে বহু প্রার্থনা করিবে, ও তোমাকে বিনয়কথা বলিবে? [৪] সে কি তোমার সহিত নিয়ম করিবে? ও তুমি কি চিরকালের নিমিত্তে তাহাকে আপনার দাস করিবা? [৫] যেমন পক্ষির সহিত, তদ্রূপ কি তাহার সহিত ক্রীড়া করিবা? ও যুবতিদের কারণ তাহাকে বন্ধন করিবা? [৬] তোমার সখারা কি তাহাকে ক্রয় করিবে? ও তাহারা কি তাহা অংশ ২ করিয়া মহাজনদিগকে দিবে? [৭] তাহার চর্ম্ম খোঁচাতে ও তাহার মস্তক ধীবরের টেটাতে কি বিদ্ধ করিতে পার? [৮] তোমার হস্ত তাহার উপরে রাখ, তাহাতে সংগ্রাম মনে করিয়া পুনর্ব্বার এমত করিবা না। [৯] দেখ, তাহাকে ধরণের প্রত্যাশা করা মিথ্যা; বরং তাহাকে দেখিবামাত্র ভূমিতে পতিত হওয়া সম্ভব হয়। [১০] তাহাকে উঠাইতে যদি কাহারো সাহস না হয়, তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে? [১১] এবং যাহার প্রত্যুপকার করা আমার কর্ত্তব্য, এমত আমার উপকারী কে? আকাশের নীচে যে কিছু আছে, সকলি আমার।

[১২] তাহার অঙ্গ ও বল ও শরীরের সৌষ্ঠব আমি গুপ্ত করিব না। [১৩] তাহার বর্ম্ম কে অনাচ্ছাদিত করিতে পারে? ও তাহার দন্তের শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যাইতে পারে? [১৪] ও তাহার মুখের দ্বার কে খুলিতে পারে? তাহার দন্ত চতুর্দ্দিগে ভয়ানক আছে। [১৫] তাহার ফলকশ্রেণী শোভা পায়, ও তাহা মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে বদ্ধ আছে। [১৬] সেই সকল এমত সংলগ্ন আছে, যে তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ পারে না। [১৭] ঐ আঁইস সকল পরস্পর সংযুক্ত ও লগ্ন আছে, কিছুতেই ভিন্ন হয় না। [১৮] তাহার হাঁচিতে দীপ্তি প্রকাশ হয়, ও তাহার নয়ন অরুণের ন্যায়। [১৯] তাহার মুখহইতে প্রদীপের ন্যায় তেজ নির্গত হয়, ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। [২০] যেমন হণ্ডিকাহইতে উথলিত জল, তদ্রূপ তাহার নাসারন্ধ্রহইতে ধূম নির্গত হয়। [২১] তাহার নিশ্বাসদ্বারা অঙ্গার প্রজ্বলিত হয়, ও তাহার মুখহইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়। [২২] তাহার গলদেশে অতিশয় বল থাকে, ও তাহার সম্মুখে শঙ্কা নৃত্য করে। [২৩] তাহার মাংসের পর্ত্তা পরস্পর সংযুক্ত; তাহা ছাঁচে ঢালা ধাতুস্বরূপ, লড়িতে পারে না। [২৪] ও তাহার হৃৎপিণ্ড প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় ও যাঁতার পাটের ন্যায় শক্ত। [২৫] সে উঠিলে বলবানেরাও উদ্বিগ্ন হয়, ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া ব্যাকুল হয়। [২৬] তাহাকে আঘাতকারির খড়্গ ও বড়শা ও বাণ ও সাঁজোয়া ব্যর্থ হয়। [২৭] সে লৌহকে নাড়ার ন্যায় ও পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় বোধ করে। [২৮] ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না, ও ফিঙ্গার প্রস্তর তাহার কাছে ভুষিস্বরূপ। [২৯] সে গদাকে ভুষিতুল্য বোধ করে, ও এড়শার চালনে হাস্য করে। [৩০] তাহার অধোভাগে যেন শিল্পকারের শাণিত অস্ত্র থাকে, ও ধারাল অস্ত্রযুক্ত যন্ত্র কর্দ্দমেতে বিস্তৃত হয়। [৩১] সে গভীর জলকে স্থালীর জলের ন্যায় ফুটায়, ও সমুদ্রকে ঔষধের শিশিসদৃশ করে। [৩২] তাহার পশ্চাৎ পথ চক্‌মক্ করে, ও গভীর জল পক্ক কেশের তুল্য হয়। [৩৩] পৃথিবীতে তাহার দমনে সমর্থ কেহ নাই; সে নির্ভয় হইবার জন্যে সৃষ্ট হইয়াছে. [৩৪] সে তাবৎ প্রধান প্রাণিদিগকে তুচ্ছ বোধ করে, ও তাবৎ অহঙ্কারিদের মধ্যে রাজা হয়।

৪২ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের নির্দ্দোষতা ও আয়ূবের আপন দোষ স্বীকার করণ, ৭ ও তাহার বন্ধুগণের প্রায়শ্চিত্তের কথা, ১০ ও আয়ূবের পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য হওন, ১৩ ও তাহার কন্যা পুত্রের কথা, ১৬ ও তাহার মৃত্যু।

[১] তাহার পর আয়ূব্ পরমেশ্বরকে কহিল, [২] তুমি সকলি করিতে পার; কোন কল্পনা তোমার অসাধ্য নয়, ইহা আমি জানি। [৩] 'যে জন অজ্ঞানের কথাদ্বারা পরামর্শকে অস্পষ্ট করে সে কে?' আমি যাহা জানি না, ও যে আশ্চর্য্য কথা বুঝি না, তাহাই কহিয়াছি। [৪] 'বিনয় করি, আমার নিবেদন শুন, আমি কিছু বলি; ও আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি উত্তর দেও।' [৫] পূর্ব্বে তোমার বিষয়ক জনশ্রুতি আমার কর্ণকুহরে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল। [৬] এই নিমিত্তে আমি আপনাকে তুচ্ছ করিতেছি, এবং ধুলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।

[৭] আয়ূবের প্রতি কথা কহন সাঙ্গ করিলে পর পরমেশ্বর তৈমনীয় ইলীফস্কে কহিলেন, তোমার ও তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে, কারণ আমার দাস আয়ূব্ যেরূপ কহিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ প্রকৃত কহ নাই। [৮] অতএব তোমরা সাতটা বৃষ ও সাতটা মেষ লইয়া আমার দাস আয়ূবের নিকটে গিয়া আপনাদের নিমিত্তে হোমবলি উৎসর্গ কর। পরে আমার দাস আয়ূব্ তোমাদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা করিবে, তাহাতে আমি তাহাকে গ্রাহ্য করিব। নতুবা আমার দাস আয়ূবের ন্যায় আমার বিষয়ে প্রকৃত না কহাতে আমি তোমাদিগকে সেই অজ্ঞানতাজন্য কর্ম্মের প্রতিফল দিব। [৯] তখন তৈমনীয় ইলীফস্ ও শূহীয় বিল্দদ্ ও নামাথীয় সোফর্ গমন করিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল; তাহাতে পরমেশ্বর আয়ূব্কে গ্রাহ্য করিলেন।

[১০] পরে আয়ূব্ আপন মিত্রগণের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর তাহার দুর্দ্দশা দূর করিলেন, এবং আয়ূবের পূর্ব্বসম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ তাহাকে দিলেন। [১১] পরে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনী সকল ও পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা আয়ূবের বাটীতে আসিয়া তাহার সহিত ভোজন করিল ও তাহাকে প্রবোধ দিল, এবং পরমেশ্বরের দ্বারা ঘটিত সমস্ত আপদ বিষয়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিল, এবং প্রত্যেক জন এক ২ মুদ্রা ও এক ২ সুবর্ণের কুণ্ডল তাহাকে দিল। [১২] এই প্রকারে পরমেশ্বর আয়ূবের প্রথম অবস্থাহইতে শেষাবস্থায় মঙ্গল করিলেন; তাহাতে তাহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ ও ছয় সহস্র উষ্ট্র ও এক সহস্র যুগ্ম বলদ ও এক সহস্র গর্দ্দভী হইল।

[১৩] অপর তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল। [১৪] তাহাতে সে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম যিমীমা ও দ্বিতীয়ার নাম কিৎসীয়া ও তৃতীয়ার নাম কেরণ-হপ্পূক্ রাখিল। [১৫] ঐ আয়ূবের কন্যাদের তুল্য রূপবতী যুবতী সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না, এবং তাহাদের পিতা তাহাদের ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাদিগকে অধিকার দিল।

[১৬] পরে আয়ূব্ আর এক শত চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিল। [১৭] পরে আয়ূব্ বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

দায়ূদের গীতপুস্তক।

১ গীত।

পুণ্যবান লোকদের সুখ ও পাপি লোকদের দুঃখ।

[১] যে জন দুষ্টদের পরামর্শে চলে না, ও পাপিদের পথে দাঁড়াইয়া থাকে না, ও নিন্দকদের সভাতে বসে না; [২] কিন্তু পরমেশ্বরের শাস্ত্রেতেই আমোদ করে, ও দিবারাত্রি তাঁহার শাস্ত্র ধ্যান করে, সেই ধন্য। [৩] সে জলস্রোতের নিকটে রোপিত ও সময়ে ফলবান্ ও অম্লান পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষের সদৃশ; তাহার তাবৎ কর্ম্ম সফল হয়। [৪] দুষ্টদের তাদৃশ গতি নয়, তাহারা বায়ুতে চালিত তুষের ন্যায়। [৫] এই কারণ দুষ্ট লোকেরা বিচারদিনে ও পাপিগণ ধার্ম্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইতে পারিবে না। [৬] কেননা পরমেশ্বর ধার্ম্মিক লোকদের পথ জানেন, কিন্তু দুষ্ট লোকদের পথ বিনষ্ট হইবে।

২ গীত।

১ খ্রীষ্টের শত্রুদের কথা, ৪ ও তাঁহার রাজ্য স্থাপনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১০ ও তাঁহার বিষয়ে রাজগণের প্রতি নিবেদন।

[১] ভিন্নজাতীয়েরা কেন কলহ করে, ও লোকেরা কেন অনর্থক চিন্তা করে? [২] পরমেশ্বরের ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির বিপরীতে ভূপতিরা দণ্ডায়মান হয়, ও রাজারা পরস্পর এমত পরামর্শ করে; [৩] 'আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছেদন করি, ও আপনাদের নিকটহইতে উহাদের রজ্জু ফেলিয়া দি।'

[৪] ইহাতে স্বর্গনিবাসী হাস্য করিবেন, ও প্রভু তাহাদিগকে উপহাস করিবেন। [৫] তখন তিনি ক্রোধে তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবেন, ও কোপে এই কথা কহিবেন; [৬] 'আমি আপন

কৃত রাজাকে আপনার পবিত্র সিয়োন্ পর্ব্বতে অভিষিক্ত করিলাম।'

[৭] আমি নিয়ম প্রকাশ করিব; পরমেশ্বর আমাকে কহিয়াছেন, 'তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিলাম। [৮] আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহাতে আমি তোমার অধিকারের নিমিত্তে ভিন্নজাতীয়দিগকে ও তোমার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলের প্রান্তস্থিত সকলকে তোমাকে দিব। [৯] তুমি তাহাদিগকে লৌহদণ্ডদ্বারা আঘাত করিবা, ও কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় চূর্ণ করিবা।'

[১০] হে নৃপতিবর্গ, তোমরা এখন জ্ঞান পূর্ব্বক আচরণ কর; হে পৃথিবীর শাসকগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। [১১] সভয় হইয়া পরমেশ্বরের সেবা কর, ও সকম্প হইয়া জয়ধ্বনি কর। [১২] পুত্রকে চুম্বন কর; পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন, ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও, কেননা ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইবে। যে সকল লোক তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহারাই ধন্য।

৩ গীত।

ঈশ্বরের আশ্রয়েতে যে রক্ষা হয় তাহার বর্ণনা।

অবশালম্ নামক পুত্রের নিকটহইতে পলায়ন কালে দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, আমার কত বৈরী হইয়াছে! অনেকে আমার বিপক্ষ হইয়াছে। [২] ঈশ্বরহইতে উহার নিস্তার হইবে না, আমার প্রাণের বিষয়ে অনেকে এমত কহে। সেলা। [৩] কিন্তু হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার ঢালস্বরূপ ও আমার গৌরবস্বরূপ ও আমার মস্তকের উন্নতিকারক। [৪] আমি আপন রবেতে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আপন পবিত্র পর্ব্বতে থাকিয়া আমাকে উত্তর দেন। সেলা। [৫] আমি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, পুনর্ব্বার জাগ্রৎ হই, কারণ পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করেন। [৬] সহস্র২ লোক আমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে সুসজ্জ হইলেও আমি ভীত হইব না। [৭] হে পরমেশ্বর, উঠ; হে আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাণ কর; কারণ তুমি আমার তাবৎ শত্রুকে চপেটাঘাত করিয়া থাক, ও দুষ্টগণের দন্ত ভগ্ন করিয়া থাক। [৮] পরমেশ্বরের নিকটে পরিত্রাণ, ও নিজ লোকের প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ আছে। সেলা।

৪ গীত।

১ ঈশ্বরের প্রতি দায়ূদের নিবেদন, ২ ও শত্রুদের প্রতি অনুযোগ, ৬ ও বলেতে নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সুখ হওন।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমি প্রার্থনা করিলে আমাকে উত্তর দেও। দুঃখের সময়ে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া থাক; অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা শুন।

[২] হে মনুষ্যসন্তানেরা, তোমরা আর কত কাল আমার গৌরব অবজ্ঞা করিবা? ও কত কাল বা অনর্থক ক্রিয়া ভাল বাসিয়া মিথ্যা চেষ্টা করিবা? সেলা। [৩] পরমেশ্বর আপনার নিমিত্তে সাধু লোককে মনোনীত করেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত হও; আমি প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর তাহা শুনিবেন। [৪] তোমরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাপ করিও না, এবং আপন শয্যাতে নীরব হইয়া মনে ধ্যান কর। সেলা। [৫] ধর্ম্মবলিদান কর, ও পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস কর।

[৬] কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে? এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকে; হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের প্রতি আপন শ্রীমুখের দীপ্তি প্রকাশ কর। [৭] শস্য ও দ্রাক্ষারসের বাহুল্য হইলে তাহাদের যে আহ্লাদ হয়, তদপেক্ষাও অধিক আহ্লাদ আমার মনেতে তুমি দিয়া থাক। [৮] আমি শান্তিতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, কারণ, হে পরমেশ্বর, কেবল তুমি আমাকে নিরাপদে রাখিবা।

৫ গীত।

১ ঈশ্বরের প্রতি দায়ূদের নিবেদন, ৮ ও শত্রুগণের বিরুদ্ধে ও ধার্ম্মিকগণের নিমিত্তে তাহার প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য নিহীলোৎ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের এক ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, তুমি আমার কথা শুন, ও আমার কাকুক্তিতে মনোযোগ কর। [২] হে আমার রাজন্ ও আমার ঈশ্বর, আমার ক্রন্দনের রব শ্রবণ কর, কেননা আমি তোমার নিকটে নিবেদন করি। [৩] হে পরমেশ্বর, প্রাতঃকালে আমার রব শ্রবণ কর; প্রাতঃকালে আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি। [৪] তুমি দুষ্টতাতে সন্তুষ্ট ঈশ্বর নও; তোমার নিকটে কোন মন্দ লোক আশ্রয় পায় না। [৫] অহঙ্কারিগণ তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারে না; তুমি অধর্ম্মাচারি সকলকে ঘৃণা করিতেছ। [৬] এবং মিথ্যাবাদিদিগকে নষ্ট করিবা; হে পরমেশ্বর, তুমি হত্যাকারি ও কপটি সকলকে নিগ্রহ করিবা। [৭] কিন্তু আমি তোমার প্রচুর অনুগ্রহেতে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিব, ও তোমার ধর্ম্মধামের দিগে সম্মুখ হইয়া সভয়ে তোমার ভজনা করিব।

[৮] হে পরমেশ্বর, আমার বৈরিগণ প্রযুক্ত তোমার ধর্ম্মপথে আমাকে লইয়া যাও, এবং

আমার সম্মুখে তোমার মার্গ সরল কর। [৯] কারণ তাহাদের মুখে প্রকৃত বাক্য নাই, ও তাহাদের অন্তঃকরণ দুষ্ট; তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ, তাহারা জিহ্বাদ্বারা স্তুতিবাদ করে। [১০] হে ঈশ্বর, তুমি তাহাদিগকে দণ্ড দেও, তাহারা আপন২ পরামর্শদ্বারাই পতিত হউক; এবং তাহাদের প্রচুর অপরাধ প্রযুক্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও, কেননা তাহারা তোমার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছে। [১১] তাহাতে তোমার শরণাগত তাবৎ লোক আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদ্বারা রক্ষিত হওন প্রযুক্ত সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইবে; এবং যাহারা তোমার নামের প্রতি প্রেম করে, তাহারা তোমাতে উল্লাস করিবে। [১২] হে পরমেশ্বর, তুমিই ধার্ম্মিক লোককে আশীর্ব্বাদ করিবা, ও অনুগ্রহ রূপ ঢালেতে তাহাকে আবৃত করিবা।

৬ গীত।

[১] বিপদসময়ে দায়ূদের বিলাপ।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য অষ্টম স্বরযুক্ত দায়ূদের এক ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, ক্রোধেতে আমাকে অনুযোগ করিও না, ও কোপেতে আমাকে শাস্তি দিও না। [২] হে পরমেশ্বর, আমি ক্ষীণ হইলাম, আমাকে কৃপা কর; হে পরমেশ্বর, আমার অস্থি সকল কাঁপিতেছে, আমাকে সুস্থ কর। [৩] হে পরমেশ্বর, আমার প্রাণ অতি ব্যাকুল হইতেছে, কত কাল বিলম্ব করিবা? [৪] হে পরমেশ্বর, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণকে মুক্ত কর, তোমার দয়াগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর। [৫] কেননা মৃত্যুদশাতে তোমার স্মরণ হইবে না; পরলোকে তোমার প্রশংসা কে করিবে? [৬] আমি কোঁকাইতে২ শ্রান্ত হই, সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাতে শয্যা ভাসাই, ও নয়নজলে খাট ভিজাই। [৭] রোদনেতে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইল, ও আমার তাবৎ বৈরী প্রযুক্ত নয়ন নিস্তেজ হইল। [৮] হে কুকর্ম্মকারি সকল, তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হও, পরমেশ্বর আমার ক্রন্দনের রব শুনিলেন। [৯] পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিলেন, ও পরমেশ্বর আমার বিনয় বাক্য গ্রাহ্য করিলেন। [১০] আমার তাবৎ শত্রু অতিশয় লজ্জিত ও ব্যাকুল হইবে, তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া হঠাৎ লজ্জিত হইবে।

৭ গীত।

১ শত্রু কূশের অপবাদ বিষয়ে দায়ূদের আপনাকে নির্দ্দোষ করণ, ১০ ও কূশের বিনাশ প্রকাশ করণ।

বিন্যামীনীয় কূশের কথার বিষয়ে পরমেশ্বরের নিকটে দায়ূদের ব্যাকুলতাসূচক গীত।

[১] হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি তোমার শরণাগত; তুমি আমাকে তাবৎ তাড়নাকারিহইতে উদ্ধার কর ও রক্ষা কর; [২] নতুবা শত্রু আমার প্রাণকে অরক্ষক দেখিয়া সিংহের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিবে। [৩] হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি যদি সেই মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকি, ও আমার হস্তে যদি কুকর্ম্ম হইয়া থাকে; [৪] যদি উপকারি লোকের অপকার করিয়া থাকি, এবং যে জন অকারণে আমার বৈরী, তাহার দ্রব্য যদি লুট করিয়া থাকি; [৫] তবে শত্রুগণ আমার নাশার্থে পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া আমাকে ধরুক, ও আমার প্রাণকে ভূমিতে দলিত করুক, এবং আমার শ্রীকে ধূলায় নিপাত করুক। সেলা। [৬] হে পরমেশ্বর, ক্রোধেতে উঠ, ও আমার বৈরিদের কোপ প্রযুক্ত গাত্রোত্থান কর; এবং আমার নিমিত্তে জাগ্রৎ হও, কেননা তুমি বিচারকর্ত্তা; [৭] এবং লোকসমূহ তোমাকে বেষ্টন করিবে; তুমি তাহাদের ঊর্দ্ধে পুনর্ব্বার উচ্চস্থানে গমন করিও। [৮] হে পরমেশ্বর, তুমি লোকদের বিচারকর্ত্তা; হে পরমেশ্বর, আমার ধর্ম্ম ও সৎস্বভাবানুসারে আমার বিচার কর। [৯] বিনয় করি, দুর্জ্জনদের দুষ্টতার শেষ হউক, কিন্তু তুমি ধার্ম্মিকদিগকে সুস্থির কর; কেননা, হে ন্যায়বান ঈশ্বর, তুমি সকলের অন্তঃকরণ ও মনের পরীক্ষক।

[১০] ঈশ্বর আমার ঢালস্বরূপ, তিনিই সরলান্তঃকরণের নিস্তারক। [১১] ঈশ্বর ধার্ম্মিকের প্রতিফলদাতা, তিনি সমস্ত দিন পাপির প্রতি ক্রোধকারী ঈশ্বর; [১২] সে যদি না ফিরে, তবে তিনি আপনার খড়্গে শাণ দিবেন, ও আপন ধনুকে চাড়া দিয়া প্রস্তুত করিবেন; [১৩] এবং তাহার নিমিত্তে সংহারক অস্ত্র প্রস্তুত করিবেন, ও আপনার বাণ সকল অগ্নিতে প্রজ্বলিত করিবেন। [১৪] দেখ, সে অধর্ম্মে গর্ব্ভধারণ করিত, ও কুসন্ধানে পূর্ণগর্ব্ভ হইত, ও মিথ্যাকথা প্রসব করিত। [১৫] সে যে কূপ খনন করিয়া গভীর করিয়াছে, আপনার কৃত সেই খাতে আপনি পতিত হইবে। [১৬] তাহাতে তাহার কুসন্ধান তাহারই প্রতি ফলিবে, ও তাহার দৌরাত্ম্য তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে। [১৭] কিন্তু পরমেশ্বরের ন্যায়স্বভাব প্রযুক্ত আমি তাঁহার প্রশংসা করিব, ও সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বরের নামে গান করিব।

৮ গীত।

১ ঈশ্বরের গুণ, ৩ ও মনুষ্যদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের প্রশংসা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য গিত্তীৎ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের এক ধর্ম্মগীত।

[১] হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন আদরণীয়! গগনের উর্দ্ধেও তোমার প্রতাপ স্থাপিত হইয়াছে। [২] তুমি আপন বৈরিগণের নিমিত্তে অর্থাৎ শত্রু ও হিংসাকারিকে দমনের নিমিত্তে বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখহইতে জয়ধ্বনি প্রকাশ করিতেছ।

[৩] তোমার অঙ্গুলীদ্বারা নির্ম্মিত যে আকাশমণ্ডল, ও তোমাকর্ত্তৃক স্থাপিত যে চন্দ্র ও তারাগণ, তাহা নিরীক্ষণ করিলে আমি বলি, [৪] মর্ত্ত্য কে, যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে, যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর? [৫] তুমি দিব্য দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্প (কাল) ন্যূন করিয়াছ, ও গৌরব ও ঐশ্বর্য্যরূপ মুকুটেতে বিভূষিত করিয়াছ। [৬] তোমার হস্তকৃত তাবৎ বস্তুর উপরে তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ। [৭] এবং সকল বস্তু, অর্থাৎ গো মেষাদি সকল ও বন্য পশুগণ [৮] ও খেচর পক্ষী ও সমুদ্রের মৎস্য ও জলচর জন্তু সকল তাহার পদতলস্থ করিয়াছ। [৯] হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন আদরণীয়!

৯ গীত।

১ জয়ের নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা, ১৩ ও ভাবি উপকারের জন্যে প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য পুত্রের মরণ নামে স্বরযুক্ত দায়ূদের এক ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার প্রশংসা করিব, ও তোমার তাবৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া বর্ণনা করিব; [২] এবং তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করিব; হে সর্ব্বোপরিস্থ প্রভো, আমি তোমার নামে গান করিব। [৩] আমার শত্রুগণ পরাঙ্মুখ হইয়া তোমার সাক্ষাতে পতিত ও বিনষ্ট হইতেছে। [৪] কেননা তুমি আমার বিচার ও বিবাদ নিষ্পত্তি করিলা, ও সিংহাসনে বসিয়া যথার্থ বিচার করিলা। [৫] তুমি অন্যজাতীয়দিগকে ভর্ৎসনা ও দুষ্টদিগকে সংহার করিলা, এবং সদাকাল তাহাদের নাম লোপ করিলা। [৬] সদাকালের নিমিত্তে শত্রুদিগকে পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের সকল নগর ধ্বংস করিলা, এবং তাহাদের স্মৃতিও বিনষ্ট হইল। [৭] পরমেশ্বর সদাকালস্থায়ী, তিনি বিচার করিতে আপন সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছেন। [৮] তিনি ন্যায়েতে জগতের বিচার করিবেন, ও যাথার্থ্যে লোকদের শাসন করিবেন। [৯] পরমেশ্বর ক্লিষ্ট লোকের দুর্গস্বরূপ, তিনি বিপদসময়েই তাহার দুর্গস্বরূপ। [১০] হে পরমেশ্বর, যাহারা তোমার নাম জ্ঞাত আছে, তাহারা তোমাতে বিশ্বাস করে, যেহেতুক তুমি আপনার অন্বেষণকারি লোকদিগকে পরিত্যাগ কর না। [১১] তোমরা সিয়োন্ নিবাসি পরমেশ্বরের নামে গান কর, ও লোকদের মধ্যে তাঁহার মহৎ ক্রিয়া প্রকাশ কর। [১২] যিনি রক্তপাতের ফলদাতা, তিনি তাহা স্মরণ করেন, দুঃখি লোকের কাতরোক্তি কখন বিস্মৃত হন না।

[১৩] হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, ও ঘৃণাকারিগণহইতে আমার যে ক্লেশ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তুমিই মৃত্যুদ্বারহইতে আমার উদ্ধারকর্ত্তা। [১৪] তাহাতে আমি সিয়োন্ নগরের দ্বারে তোমার সমস্ত গুণের বর্ণনা করিব, ও তোমার কৃত পরিত্রাণেতে উল্লাস করিব। [১৫] অন্যজাতীয় লোকেরা আপনাদের খোদিত খাতেতেই আপনারা ডুবিয়াছে, ও গোপনে বিস্তারিত আপনাদের জালেতেই আপনারা বদ্ধচরণ হইয়াছে। [১৬] পরমেশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিচার করিয়াছেন, এবং দুর্জন স্বহস্তের কর্ম্মদ্বারা ধরা পড়িয়াছে। হিগায়োন। সেলা। [১৭] দুষ্ট লোকেরা ও ঈশ্বরবিস্মৃত অন্যজাতীয় সকলে নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। [১৮] কেননা দরিদ্রগণ সর্ব্বদা তাঁহার বিস্মরণের পাত্র থাকিবে না; এবং দুঃখিগণের আশা সদাকালের নিমিত্তে বিনষ্ট থাকিবে তাহা নহে। [১৯] হে পরমেশ্বর, উঠ; মর্ত্ত্যকে প্রবল হইতে দিও না, তোমার সাক্ষাতে অন্যজাতীয়দের বিচার করিতে আজ্ঞা হউক। [২০] হে পরমেশ্বর, তাহাদের মনেতে ভয় জন্মাও; অন্যজাতীয়েরা মর্ত্ত্যমাত্র, ইহা তাহারা জ্ঞাত হউক।

১০ গীত।

১ পাপি লোকদের বিষয়ে দায়ূদের খেদ করণ, ১২ ও ঈশ্বরের কাছে তাহাদের হইতে রক্ষার প্রার্থনা করণ।

[১] হে পরমেশ্বর, তুমি কেন দূরে দাঁড়াইয়া থাক? দুর্দ্দশার সময়ে কেন চক্ষু মুদ্রিত কর? [২] দুষ্ট লোকের গর্ব্বপ্রযুক্ত দুঃখিগণ দগ্ধ হয়, ও তাহার কল্পিত ছলে ধৃত হয়। [৩] দুষ্ট লোক আপন মনোরথ বিষয়ে দর্প করে, এবং লোভী ধন্যবাদ করিতে২ পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করে। [৪] দুষ্ট লোক অহঙ্কার প্রযুক্ত ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না, এবং ঈশ্বর নাই, এই তাহার সমস্ত চিন্তার সার। [৫] তাহার সমস্ত গতিতে সর্ব্বদা সৌভাগ্য হয়; তোমার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চ, ও তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত; সে তাবৎ শত্রুর প্রতি ফূৎকার করে; [৬] এবং মনে২ কহে, 'আমি কখনো স্থানভ্রষ্ট হইব না, পুরুষানুক্রমে নিরাপদে থা-

কিব।' [৭] তাহার মুখ অভিশাপ ও কাপট্য ও শঠতাতে পরিপূর্ণ, এবং তাহার জিহ্বার নিম্নভাগে দৌরাত্ম্য ও অন্যায় থাকে। [৮] সে গ্রামের গুপ্ত স্থানে বসিয়া নির্জ্জনেতে নির্দ্দোষকে বধ করে, ও তাহার চক্ষু দুঃখগ্রস্তকে ধরিবার জন্যে নিরীক্ষণ করে। [৯] এবং যেমন গহ্বরের মধ্যে সিংহ, তদ্রূপ সেও গুপ্ত স্থানে অপেক্ষাতে থাকে, ও দুঃখিকে ধরিতে অপেক্ষা করে; সে আপন জালে দুঃখিকে টানিয়া ধরে; [১০] তাহাতে সে বিদীর্ণ হইয়া পড়ে; এই রূপে বলবানেরা দুঃখগ্রস্ত লোককে নিপাত করে; [১১] এবং 'পরমেশ্বর বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহার মুখ আচ্ছাদিত, তিনি কখনো দেখিবেন না,' মনে২ এমত কহে।

[১২] হে পরমেশ্বর, উঠ; হে ঈশ্বর, আপনার হস্ত বিস্তার কর, দরিদ্রদিগকে বিস্মৃত হইও না। [১৩] দুষ্ট লোক কেন ঈশ্বরকে তুচ্ছবোধ করে? তুমি অনুসন্ধান করিবা না, সে মনে২ এমত কহে। [১৪] কিন্তু তুমি দেখিতেছ, কারণ তুমি স্বহস্তে উপদ্রবের ও ক্লেশের প্রতিফল দিবার নিমিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ; তুমি পিতৃহীনের উপকারক, এই কারণ দুঃখগ্রস্ত লোক তোমার হস্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করে; [১৫] তুমি দুষ্ট ও দুরন্ত লোকের বাহু ভগ্ন কর, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার দুষ্টতার অনুসন্ধান কর। [১৬] পরমেশ্বর সদাকাল রাজা, ভিন্নজাতীয়েরা তাঁহার দেশহইতে লুপ্ত হইয়াছে। [১৭] হে পরমেশ্বর, তুমি দুঃখিদের প্রার্থনা শুনিয়া তাহাদের মন সুস্থির করিবা। [১৮] এবং সাংসারিক লোক যেন পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য না করে, এই নিমিত্তে পিতৃহীন ও ক্লিষ্ট লোকদের বিচার করিতে কর্ণপাত করিবা।

১১ গীত।

১ শত্রুদ্বারা দায়ূদের তাড়না, ৪ ও পরমেশ্বরেতে তাহার আশ্রয় লওন।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের গীত।

[১] আমি পরমেশ্বরের শরণাগত, অতএব 'পক্ষির ন্যায় তোমাদের পর্ব্বতে উড়িয়া যাও,' এ কথা তোমরা আমার মনকে কেন কহ? [২] দেখ, সরলান্তঃকরণ লোককে অন্ধকারে বধ করিবার জন্যে দুষ্টগণ আপন২ ধনুকে চাড়া দিয়া গুণেতে বাণ যোগ করিয়াছে। [৩] মূলবস্তু সকল উৎপাটিত হইলে ধার্ম্মিক লোক কি করিতে পারে?

[৪] পরমেশ্বর আপন পবিত্র মন্দিরে থাকেন, পরমেশ্বরের সিংহাসন স্বর্গে আছে, এবং তাঁহার চক্ষু নিরীক্ষণ করে, ও তাঁহার চক্ষুর পাতা মনুষ্যসন্তানদিগের পরীক্ষা করে। [৫] পরমেশ্বর ধার্ম্মিকগণের পরীক্ষা করেন, কিন্তু দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয়কে মনেতে ঘৃণা করেন। [৬] তিনি দুষ্ট লোকদের প্রতি পাশ ও অগ্নি ও গন্ধক বর্ষণ করিবেন, ও উগ্র বায়ু তাহাদের পানপাত্রস্থ পেয় দ্রব্য হইবে। [৭] পরমেশ্বর ধর্ম্মশীল, তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম ভাল বাসেন, তাঁহার চক্ষু সরল লোককেই নিরীক্ষণ করে।

১২ গীত।

১ দায়ূদের নিন্দিত হওন, ৩ ও পরমেশ্বরেতে তাহার আশ্রয় লওন।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য অষ্টম স্বরযুক্ত দায়ূদের এক ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, উপকার কর; কেননা সাধু লোকের লোপ হইতেছে, ও মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে বিশ্বসনীয় লোকের হ্রাস হইতেছে। [২] প্রতিজন আপন প্রতিবাসির সহিত মিথ্যা কথা কহে, এবং ওষ্ঠাধরেতে স্তুতিবাদ ও দ্বিধা মনে আলাপ করে।

[৩] পরমেশ্বর তাবৎ স্তুতিবাদি ওষ্ঠাধর ও গর্ব্বপ্রকাশক জিহ্বা ছেদন করিবেন। [৪] 'আমরা আপন২ জিহ্বাদ্বারা প্রবল হইব; আমাদের ওষ্ঠই আমাদের সহায় আছে, আমাদের উপরে কর্ত্তা কে?' এ কথা তাহারা কহে। [৫] অতএব পরমেশ্বর কহেন, দুঃখিদের বিনাশ ও দরিদ্রদের কাতরোক্তি প্রযুক্ত আমি এই ক্ষণে উঠিব, ও ত্রাণের আকাঙ্ক্ষি লোককে ত্রাণপ্রাপ্ত করিব। [৬] ঈশ্বরের যে বাক্য সে নির্ম্মল বাক্য, তাহা মৃত্তিকার মুচিতে সাত বার পরিষ্কৃত রূপার তুল্য। [৭] হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবা, ও সর্ব্বদা এ বর্ত্তমান লোকহইতে উদ্ধার করিবা। [৮] কিন্তু (সম্প্রতি) দুষ্টগণ চতুর্দ্দিগে বেড়াইতেছে, ও যাহারা মনুষ্যদের মধ্যে অধম, তাহারা উত্তমরূপে মান্য হইতেছে।

১৩ গীত।

দায়ূদের বিলাপ ও প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করন।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, আর কত কাল আমাকে বিস্মৃত থাকিবা? কি চিরকাল? কত কাল আমাহইতে আপন মুখ লুক্কায়িত করিবা? [২] আমি কত কাল দিনে২ অন্তঃকরণে বিষণ্ণ হইয়া মনে২ ভাবনা করিব? শত্রু বা কত কাল আমার উপরে দর্প করিবে? [৩] হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া উত্তর দেও; ও আমার চক্ষুকে সতেজ কর, আমাকে মহানিদ্রা

যাইতে দিও না। [৪] নতুবা 'আমি তাহাকে জয় করিলাম,' আমার শত্রু এই কথা কহিবে, ও আমি বিচলিত হইলে আমার বৈরিগণ উল্লাস করিবে। [৫] কিন্তু আমি তোমার অনুগ্রহে প্রত্যাশা রাখি, তোমাদ্বারা পরিত্রাণ পাইলে আমার মন উল্লাসিত হইবে। [৬] পরমেশ্বর আমার উপকার করিয়াছেন, এই নিমিত্তে আমি তাঁহার উদ্দেশে গান করিব।

১৪ গীত।

পাপি লোকদের দুষ্টতা ও ভাবি দুঃখ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের গীত।

[১] 'ঈশ্বর নাই,' অজ্ঞান লোক মনে২ এমত কহে। তাহারা দুষ্ট ও ঘৃণ্যকর্ম্মকারী, সৎকর্ম্ম কেহই করে না। [২] জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্বচেষ্টাকারী কেহ আছে কি না, ইহা জানিবার জন্যে পরমেশ্বর স্বর্গহইতে মনুষ্যসন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। [৩] সকলে নিতান্ত বিপথগামী ও দুষ্কর্ম্মকারী; সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না। [৪] এই কুকর্ম্মকারিদের কি কিছুই জ্ঞান নাই? তাহারা অন্নের ন্যায় আমার লোককে গ্রাস করে, ও পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না। [৫] ঐ স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইবে, কেননা ঈশ্বর ধার্ম্মিক বংশের মধ্যবর্ত্তী। [৬] তোমরা কি দুঃখি লোকের পরামর্শ তুচ্ছ করিতেছ? দেখ, পরমেশ্বরই তাহার আশ্রয়। [৭] আহা! সিয়োনহইতে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ হউক; তাহাতে পরমেশ্বর আপনার প্রজাদিগকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলে যাকূব্ বংশ উল্লাসিত ও ইস্রায়েল বংশ হৃষ্টচিত্ত হইবে।

১৫ গীত।

সিয়োন নিবাসির বর্ণনা।

দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, তোমার আবাসে কে প্রবাস করিবে? ও তোমার পবিত্র পর্ব্বতে কে বসতি করিবে? [২] যে জন সরলাচরণ ও ধর্ম্মকর্ম্ম করে, ও মনের সহিত সত্য কথা কহে; [৩] এবং জিহ্বাতে কাহারও গ্লানি করে না, ও মিত্রের অনিষ্ট করে না; ও প্রতিবাসির দুর্নাম করে না; [৪] এবং দুষ্ট লোককে তুচ্ছ বোধ করিয়া পরমেশ্বরভক্ত লোকের গৌরব করে, ও দিব্য করিয়া আপনার ক্ষতি হইলেও তাহার অন্যথা করে না; [৫] এবং কুসীদের লোভে ঋণ দেয় না, ও নির্দ্দোষের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ করে না; যে জন এমত আচার করে, সে কদাচ বিচলিত হইবে না।

১৬ গীত।

১ পরমেশ্বরেতে দায়ূদের আশ্রয় করণ, ৮ ও অমন্ত পরমায়ুর প্রত্যাশা করণ।

দায়ূদের গুপ্তধনস্বরূপ গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার শরণাগত। [২] আমার মন পরমেশ্বরকে কহে, তুমিই প্রভু, তোমা ভিন্ন আমার কিছু মঙ্গল নাই। [৩] পৃথিবীতে যে পবিত্র লোকেরা থাকে, তাহারা আমার আদরণীয় ও পরম সন্তোষের পাত্র। [৪] যাহারা ইতর বস্তুর পূজাতে সত্বর হয়, তাহারা আপন২ যাতনার বৃদ্ধি আপনারা করে; তাহাদের খর্পরের রক্ত আমি উৎসর্গ করিব না, এবং আপন ওষ্ঠাধরে তাহাদের নামও লইব না। [৫] হে পরমেশ্বর, তুমি আমার অধিকার ও পানপাত্রস্বরূপ, তুমি আমার অংশ স্থির করিয়াছ। [৬] আমার নিমিত্তে পরিমাণরজ্জু মনোহর স্থানেতেই পড়িয়াছে, ও আমার অধিকার শোভা পায়। [৭] আমি পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিব, কারণ তিনি আমাকে সৎপরামর্শ দিয়াছেন; রাত্রিকালে আমার মন আমাকে প্রবোধ দেয়।

[৮] আমি সর্ব্বদাই পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখি, তিনি আমার দক্ষিণদিগে থাকাতে আমি বিচলিত হইব না। [৯] তন্নিমিত্তে আমার মন হৃষ্ট হয়, ও আমার চিত্ত আনন্দেতে গান করে; আমার শরীরও প্রত্যাশাতে শয়ন করিবে। [১০] যেহেতুক তুমি পরলোকে আমার আত্মাকে পরিত্যাগ করিবা না, ও নিজ পুণ্যবানকে ক্ষয় পাইতে দিবা না। [১১] এবং আমাকে জীবনের পথ দর্শন করাইবা, ও আপনার সম্মুখে যে আনন্দ ও আপনার দক্ষিণে যে অনন্ত সুখ, তাহাতে আমাকে তৃপ্ত করিবা।

১৭ গীত।

নিন্দার বিষয়ে দায়ূদের আপনাকে নির্দ্দোষ করণ, ও অপবাদকের বিরুদ্ধে তাহার প্রার্থনা।

দায়ূদের প্রার্থনা।

[১] হে পরমেশ্বর, যথার্থ বাক্য শুন, আমার আহ্বানেতে মনোযোগ কর, এবং নিষ্কপট ওষ্ঠহইতে নির্গত আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ কর। [২] তোমার সাক্ষাতে আমার বিচারের নিষ্পত্তি হউক, সরলতার প্রতি তোমার দৃষ্টি বর্ত্তুক। [৩] তুমি আমার মন নিরীক্ষণ করিয়া রাত্রিকালে আমার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিয়াছ, তাহাতে দোষ পাও নাই; এবং মনের ভাবহইতে আমার মুখ ভিন্ন নহে। [৪] আমি মনুষ্যের কার্য্য বিষয়ে তোমার মুখের কথা-

দ্বারা বিনাশকের পথহইতে সাবধান হইয়াছি। [৫] তুমি আপন পথে আমার গতি স্থির রাখ, তাহাতে আমার পাদ বিচলিত হইবে না। [৬] হে ঈশ্বর, তুমি আমার নিবেদন শুনিয়া থাক, এই জন্যে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি; কর্ণ পাতিয়া আমার কথা শুন। [৭] দক্ষিণ বাহুদ্বারা শরণাগত লোকদিগকে বিপক্ষগণহইতে রক্ষা কর যে তুমি, তুমি আপনার আশ্চর্য্য অনুগ্রহ প্রকাশ কর। [৮] নয়নের তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর, ও আপন পক্ষের ছায়াতে আচ্ছাদন কর। [৯] এবং যে দুষ্টগণ আমার হিংসা করে, ও যে শত্রুগণ প্রাণনাশার্থে আমাকে বেষ্টন করে, তাহাদের হইতে রক্ষা কর। [১০] তাহারা মেদেতে স্থূল হইয়াছে, ও অহঙ্কারের কথা কহে। [১১] এখন তাহারা আমাদের গমনপথে আমাদিগকে ঘেরে, ও ভূমিতে হেঁট হইয়া নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। [১২] তাহারা মৃগয়া করিতে উদ্যত বলবান্ সিংহের সদৃশ ও গুপ্তস্থানে শয়নকারি যুবসিংহের তুল্য। [১৩] হে পরমেশ্বর, উঠ, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিপাত কর, ও নিজ খড়্গস্বরূপ দুষ্ট লোকহইতে আমার প্রাণ রক্ষা কর। [১৪] হে পরমেশ্বর, যে লোকেরা তোমার মুষ্টিস্বরূপ, তাহাদের হইতে আমাকে রক্ষা কর; তাহারা সাংসারিক, ও জীবদ্দশাতেই সুখভোগী; তাহাদের উদর তোমাদ্বারা গুপ্ত ধনে পরিপূর্ণ, ও চক্ষু সন্তানদর্শনে তৃপ্ত হয়; আর তাহারা আপন ২ শিশু বালকদের নিমিত্তে সম্পত্তি রাখে। [১৫] আমি ধর্ম্মেতে তোমার মুখের দর্শন পাইব, এবং তোমার সাদৃশ্যে জাগ্রৎ হইয়া তৃপ্ত হইব।

১৮ গীত।

১ দায়ূদের কথা, ৭ ও পরমেশ্বরের নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ১৬ ও ঈশ্বরহইতে উপকারের দ্বারা দায়ূদের রক্ষা, ৪৬ ও তন্নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করণ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য পরমেশ্বরের দাস দায়ূদের গীত।

যে সময়ে পরমেশ্বর তাবৎ শত্রুর ও শৌলের হস্তহইতে দায়ূদকে রক্ষা করিলেন, তৎকালে সে পরমেশ্বরের নিকটে যে গীত গান করিল, এই সেই গীত।

[১] হে আমার বলস্বরূপ পরমেশ্বর, আমি তোমাকে প্রেম করি। [২] হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার পর্ব্বত ও গড় ও রক্ষাকর্ত্তা, ও আমার ঈশ্বর, ও আমার আশ্রয়গিরি; এবং আমার ঢাল, ও আমার বলবান্ ত্রাণকর্ত্তা ও উচ্চদুর্গ। [৩] আমি প্রশংসনীয় পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া আপন শত্রুহইতে রক্ষা পাইলাম। [৪] আমি মৃত্যুরূপ রজ্জুতে বেষ্টিত, ও বিনাশরূপ বন্যাতে আশঙ্কিত, [৫] এবং পরলোকীয় পাশে বদ্ধ, ও মৃত্যুরূপ জালে জড়িত ছিলাম। [৬] এমন বিপদ সময়ে আমি পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলাম, ও আপন ঈশ্বরকে আহ্বান করিলাম, তাহাতে তিনি আপন মন্দিরে থাকিয়া আমার রব শ্রবণ করিলেন, ও আমার আহ্বান তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

[৭] তখন তাঁহার ক্রোধ প্রযুক্ত পৃথিবী টলটলায়মান ও কম্পিত হইল, এবং পর্ব্বতের মূল কম্পান্বিত হইয়া বিচলিত হইল। [৮] এবং তাঁহার নাসারন্ধ্রহইতে ধূম নির্গত হইল, ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত অগ্নি তাবৎকে গ্রাস করিল; তাহাতে অঙ্গার প্রজ্বলিত হইল। [৯] পরে তিনি আকাশকে পথস্বরূপ করিয়া পদতলে অন্ধকার পাতিয়া নামিলেন। [১০] এবং কিরূব্ আরোহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেন, এবং বায়ুর পক্ষদ্বারা উড়িয়া আইলেন। [১১] এবং কৃষ্ণবর্ণ জল ও নিবিড় মেঘকে চতুর্দ্দিকস্থ আবাসস্বরূপ করিয়া অন্ধকারময় তাম্বুতে বসতি করিলেন। [১২] তাহাতে তাঁহার অগ্রবর্ত্তি তেজহইতে মেঘ ও শিল ও জ্বলন্ত অঙ্গার বহির্গত হইল। [১৩] এবং পরমেশ্বর আকাশে গর্জ্জন করিলেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থ যিনি, তিনি শিল ও জ্বলন্ত অঙ্গারবৃষ্টির সহিত নিনাদ করিলেন। [১৪] এবং আপনার বাণ নিক্ষেপ করিয়া শত্রুদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন, ও বহুবজ্রদ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন। [১৫] হে পরমেশ্বর, তোমার হুঙ্কারেতে ও নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে জলাশয়ের খাত সকল প্রকাশ পাইল, ও পৃথিবীর মূল দৃষ্ট হইল।

[১৬] তৎকালে তিনি ঊর্দ্ধহইতে হস্ত বিস্তার করিয়া জলসমূহহইতে আমাকে তুলিয়া উদ্ধার করিলেন। [১৭] এবং বলবান্ শত্রু ও আমা অপেক্ষাও শক্তিমান ঘৃণাকারিগণহইতে আমাকে নিস্তার করিলেন। [১৮] তাহারা বিপদসময়ে আমাকে ঘেরিল, কিন্তু পরমেশ্বর আমার অবলম্বন যষ্টিস্বরূপ হইলেন। [১৯] এবং তিনি আমার প্রতি তুষ্ট হওয়াতে আমাকে উদ্ধার করিয়া এক প্রশস্ত স্থানে আনিলেন। [২০] পরমেশ্বর আমার ধর্ম্মানুসারে পুরস্কার করিলেন, ও আমার হস্তের পবিত্রতানুসারে ফল দিলেন। [২১] কেননা আমি পরমেশ্বরের পথের পথিক হইয়া আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি নাই। [২২] তাঁহার সকল দণ্ডাজ্ঞা আমার গোচরে ছিল, আমি তাঁহার বিধি আপনাহইতে দূর করি নাই। [২৩] আমি তাঁহার দৃষ্টিতে সাধু ছিলাম, ও আপন পাপহইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম।

[২৪] অতএব পরমেশ্বর আমার ধর্ম্মানুসারে ও আপন সাক্ষাতে আমার হস্তের পবিত্রতানুসারে আমাকে ফল দিলেন। [২৫] তুমি অনুগ্রাহকের প্রতি অনুগ্রহ, ও সজ্জনের প্রতি সৌজন্য করিয়া থাক; [২৬] এবং পবিত্রের সহিত পবিত্রাচরণ, ও বিরুদ্ধাচারির সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাক; [২৭] এবং দুঃখিদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, কিন্তু উচ্চদৃষ্টিকে নীচ করিয়া থাক। [২৮] তুমি আমার প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া থাক; আমার প্রভু পরমেশ্বর আমার অন্ধকারকে আলোকময় করেন। [২৯] তোমার সাহায্যেতে আমি সৈন্যমধ্য দিয়া দৌড়িতে পারি, এবং আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লংঘন করিতে পারি। [৩০] সেই ঈশ্বরের পথ নির্দ্দোষ, ও পরমেশ্বরের বাক্য সুপরীক্ষিত, তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢালস্বরূপ। [৩১] পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর ঈশ্বর কে আছে? ও আমাদের ঈশ্বর ব্যতিরেকে পর্ব্বতস্বরূপ কে আছে? [৩২] ঈশ্বর বলেতে আমার কটিবন্ধন করিলেন, ও আমার পথ সরল করিলেন। [৩৩] তিনি হরিণীর চরণ সদৃশ আমার চরণ করিলেন, ও উচ্চস্থানে আমাকে স্থাপিত করিলেন। [৩৪] এবং আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে এমত শিক্ষা দিলেন, যে আমার বাহুদ্বারা তাম্রময় ধনুক ভগ্ন হইল। [৩৫] তুমি আমাকে পরিত্রাণরূপ ঢাল দিলা, ও তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করিল, ও তোমার নম্রতাদ্বারা আমি উন্নত হইলাম। [৩৬] তুমি আমার নীচে পাদবিক্ষেপের স্থান প্রশস্ত করিলা, এ কারণ আমার চরণ বিচলিত হইল না। [৩৭] আমি শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে ধরিলাম, ও সকলকে সংহার না করিয়া ফিরিলাম না। [৩৮] আমি তাহাদিগকে চূর্ণ করিলে তাহারা উঠিতে পারিল না, আমার পদতলে পড়িয়া রহিল। [৩৯] তুমি যুদ্ধ করিতে বলেতে আমার কটিবন্ধন করিলা, ও আমার বিপক্ষগণকে আমার বশীভূত করিলা; [৪০] এবং আমার শত্রুগণকে আমাহইতে পরাঙ্মুখ করিলা, তাহাতে আমি আপন ঘৃণাকারিগণকে সংহার করিলাম। [৪১] তাহারা ত্রাহি ২ শব্দ করিলে কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিল না; এবং পরমেশ্বরের প্রতি করিলে তিনি উত্তর দিলেন না। [৪২] তাহাতে আমি বায়ুর দ্বারা চালিত ধূলির ন্যায় তাহাদিগকে চূর্ণ করিলাম, এবং পথের কর্দ্দমের ন্যায় তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলাম। [৪৩] তুমি আমাকে প্রজাদের দ্রোহহইতে উদ্ধার করিলা, এবং অন্যদেশীয়দের মস্তকরূপে নিযুক্ত করিলা, তাহাতে আমার অজ্ঞাত জাতিও আমার সেবা করে; [৪৪] এবং আমার কথা শ্রবণমাত্র আমার আজ্ঞাবর্ত্তী হয়, ও বিদেশীয়েরা আমার স্তবস্তুতি করে। [৪৫] এবং বিদেশীয়েরা উদ্বিগ্ন হইয়া আপনাদের গোপনীয় স্থানে থাকিয়া কম্পিত হয়।

[৪৬] আমার পর্ব্বতস্বরূপ যে অমর পরমেশ্বর, তিনি ধন্য, ও আমার ত্রাণজনক ঈশ্বর সর্ব্বদা উন্নত হউন্। [৪৭] হে ঈশ্বর, তুমি আমার নিমিত্তে অন্যকে প্রতিফল দিয়া আমার বশে প্রজাগণকে দমন করিলা। [৪৮] তুমি শত্রুগণহইতে আমাকে উদ্ধার করিলা, এবং বিপক্ষগণের উপরে আমাকে উচ্চপদ দিলা, ও দুর্ব্বৃত্ত লোকহইতে আমাকে মুক্ত করিলা। [৪৯] অতএব হে পরমেশ্বর, আমি ভিন্নদেশীয়দের নিকটে তোমার গুণের প্রশংসা করিব ও তোমার নাম গান করিব। [৫০] তুমি স্বকৃত রাজাকে মহাপরিত্রাণ দিয়া আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির, অর্থাৎ দায়ূদের ও তাহার বংশের সহিত সর্ব্বদা অনুগ্রহ ব্যবহার করিবা।

১৯ গীত।

১ পরমেশ্বরের কর্ম্মদ্বারা তাঁহার মহিমার প্রকাশ হওন, ৭ ও শাস্ত্রদ্বারা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ হওন।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] আকাশ ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করে, ও গগণমণ্ডল তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম প্রকাশ করে। [২] এক দিবস অপর দিবসকে সুগোচর করে, ও এক রাত্রি অপর রাত্রিকে শিক্ষা দেয়। [৩] তাহাদের কোন বাক্য ও ভাষা নাই, এবং তাহাদের রবও শুনা যায় না; [৪] তথাপি তাহাদের স্বর সর্ব্ব দেশে, ও তাহাদের বক্তৃতা জগতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে। তিনি তাহাদের মধ্যে সূর্য্যের তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন; [৫] সে বাসরগৃহহইতে বহির্গত বরের তুল্য, ও পথে ধাবমান হইতে বীরের ন্যায় আনন্দিত হয়। [৬] সে আকাশের আদিসীমাহইতে যাত্রা করিয়া অন্তসীমা পর্য্যন্ত গমন করে, তাহার উত্তাপে কোন বস্তু লুক্কায়িত থাকে না।

[৭] পরমেশ্বরের শাস্ত্র সিদ্ধ ও মনের পরিবর্ত্তক, এবং পরমেশ্বরের প্রমাণবাক্য বিশ্বসনীয় ও অজ্ঞানের জ্ঞানজনক। [৮] পরমেশ্বরের বিধি সকল যথার্থ ও মনের আনন্দবর্দ্ধক, এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞা নির্ম্মল ও নয়নের দীপ্তিজনক। [৯] পরমেশ্বরের সেবা পবিত্র ও চিরস্থায়ী, এবং পরমেশ্বরের রাজনীতি সত্য ও সর্ব্বাংশে ন্যায্য; [১০] তাহা কাঞ্চন ও তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, এবং মধু ও মৌচাকের রসহইতেও সুস্বাদু। [১১] তোমার এই দাসও তদ্দ্বারা সুশিক্ষা পায়, তাহা প্রতিপালন করিলে মহাফল হয়। [১২] কিন্তু আপনার তাবৎ ভ্রান্তি কে বুঝিতে পারে?

তুমি গুপ্ত দোষহইতে আমাকে পরিষ্কার কর। [১৩] দুঃসাহসরূপ তাবৎ অপরাধহইতেও নিজ দাসকে রক্ষা কর; সেই সকলকে আমার উপরে কর্তৃত্ব করিতে দিও না; তাহাতে আমি সিদ্ধ এবং মহাপাতকহইতে শুচি হইব। [১৪] হে আমার আশ্রয়স্বরূপ ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বর, আমার মুখের কথা ও মনের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক।

২০ গীত।

১ রাজার নিমিত্তে প্রজাদের প্রার্থনা, ৬ ও রাজার উত্তর, ৭ ও পরমেশ্বরের প্রজাদের প্রত্যাশা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] পরমেশ্বর বিপদকালে তোমাকে উত্তর দিউন, ও যাকূবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে রক্ষা করুক। [২] তিনি ধর্ম্মধামহইতে তোমার উপকার করুন, ও সিয়োনে থাকিয়া তোমাকে সুস্থির রাখুন; [৩] এবং তোমার তাবৎ নৈবেদ্য স্মরণ করুন, ও তোমার হোমবলি গ্রাহ্য করুন। সেলা। [৪] এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, ও তোমার তাবৎ পরামর্শ সিদ্ধ করুন। [৫] আমরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দিত হইব, ও আমাদের ঈশ্বরের নামে ধ্বজা তুলিব; পরমেশ্বর তোমার তাবৎ প্রার্থনা সফল করুন।

[৬] পরমেশ্বর আপনার অভিষিক্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, ইহা আমি এখন জানিলাম; তিনি নিজ পবিত্র স্বর্গহইতে তাহাকে উত্তর দেন, এবং নিজ দক্ষিণ বাহুর বলেতে তাহাকে রক্ষা করেন।

[৭] দেখ, ইহারা রথের, ও উহারা অশ্বের প্রশংসা করে, কিন্তু আমরা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নামের প্রশংসা করি। [৮] তাহারা নত হইয়া পতিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান আছি। [৯] পরমেশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন; যে সময়ে আমরা প্রার্থনা করি, তৎকালে আমাদিগকে উত্তর দিউন।

২১ গীত।

১ জয়ের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ, ৮ ও উপকারার্থে তাঁহাতে প্রত্যাশা করণ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, তোমার পরাক্রমে রাজা আনন্দিত হয়, ও তোমাহইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমাহ্লাদিত হয়। [২] তুমি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছ, এবং তাহার ওষ্ঠাধরের প্রার্থনা অস্বীকার কর নাই। সেলা। [৩] তাহাকে শীঘ্র শুভ বর দিয়া সুবর্ণ মুকুট তাহার মস্তকে দিয়াছ। [৪] সে তোমার নিকটে জীবন প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাতে তুমি তাহাকে দীর্ঘ বরং সদাকালস্থায়ি পরমায়ু দিয়াছ। [৫] সে তোমাহইতে পরিত্রাণ পাইয়া মহাগৌরবান্বিত হইয়াছে; তুমি তাহাকে প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত করিয়াছ, [৬] এবং তাহাকে নিত্য আশীর্ব্বাদের পাত্র করিয়াছ, ও আপন মুখের প্রসন্নতাতে পরমানন্দিত করিয়াছ। [৭] কেননা রাজা পরমেশ্বরেতে প্রত্যাশা করে, সর্ব্বোপরিস্থের অনুগ্রহদ্বারা সে কদাচ বিচলিত হইবে না।

[৮] তোমার হস্ত তোমার তাবৎ শত্রুকে ধরিবে, ও তোমার দক্ষিণ হস্ত ঘৃণাকারিবর্গকে ধরিবে। [৯] তুমি ক্রোধের সময়ে তাহাদিগকে তুন্দুরের ন্যায় অগ্নিময় করিবা; পরমেশ্বর আপন কোপদ্বারা তাহাদিগকে গ্রাস করিবেন, এবং অগ্নি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে। [১০] তুমি পৃথিবীহইতে তাহাদের ফল ও মনুষ্যসন্তানদের মধ্যহইতে তাহাদের বংশ উচ্ছিন্ন করিবা। [১১] যেহেতুক তাহারা তোমার বিরুদ্ধে দুশ্চিন্তা করিল, এবং কুমন্ত্রণা করিল; কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইবে না। [১২] তুমি তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিবা, ও তাহাদের মুখের দিগে ধনুর্গুণে বাণ যোজনা করিবা। [১৩] হে পরমেশ্বর, তুমি নিজ বলেতে উন্নত হও, আমরা তোমার পরাক্রমের গান ও প্রশংসা করিব।

২২ গীত।

১ খ্রীষ্টের নিদর্শনস্বরূপ দায়ূদের বিলাপ, ১৯ ও প্রার্থনা, ২২ ও প্রশংসা করণ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য অরুণের মৃগী নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের এক ধর্ম্মগীত।

[১] হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? ও আমার রক্ষা ও আর্ত্তনাদহইতে কেন দূরে থাক? [২] হে আমার ঈশ্বর, আমি দিনেতে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না, রাত্রিতেও করি, তথাপি আমার বিরাম হয় না। [৩] কিন্তু তুমিই পবিত্র, এবং ইস্রায়েলের কৃত প্রশংসা তোমার সিংহাসনস্বরূপ। [৪] আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা বিশ্বাস করাতে তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতা। [৫] তাহারা তোমাকে আহ্বান করিয়া রক্ষা পাইত, এবং তোমাতে বিশ্বাস করিয়া লজ্জিত হইত না। [৬] কিন্তু আমি কোন্ কীটের কীট, মনুষ্যের মধ্যেও গণ্য নই, ও মনুষ্যদের নিন্দাস্পদ, ও প্রজাদের তুচ্ছতার পাত্র। [৭] যে সকল লোক আমাকে দেখে, তাহারা আমাকে বিদ্রূপ করে, ও ওষ্ঠ বক্র করিয়া মস্তক নাড়িয়া কহে, [৮] সে পরমেশ্বরেতে আপন ভার অর্পণ করুক;

তিনি তাহাকে নিস্তার করুন; তিনি যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাকে রক্ষা করুন। [৯] তুমি আমাকে মাতৃগর্ব্ভহইতে উদ্ধার করিয়াছ, ও মাতৃস্তন পান করণ সময়েও আমার আশ্রয় হইয়াছ। [১০] গর্ব্ভহইতে নিঃসৃত হওনাবধি আমি তোমাতে সমর্পিত আছি, ও আমার মাতৃগর্ব্ভস্থ হওনাবধি তুমি আমার ঈশ্বর হইয়াছ। [১১] আমাহইতে দূরবর্ত্তী হইও না, কেননা আমার দুঃখ উপস্থিত হইল, ও উপকার করে এমত কেহই নাই। [১২] অনেক বৃষ আমাকে বেষ্টন করে, ও বাশনের বলবান্ বৃষ সকল আমাকে ঘেরে। [১৩] তাহারা গর্জ্জনকারি বিদারক সিংহের ন্যায় আমার প্রতি মুখ ব্যাদান করে। [১৪] আমি পতিত জলস্বরূপ হইয়াছি, ও আমার তাবৎ অস্থি খসিয়াছে, ও আমার অন্তঃকরণ মোমের ন্যায় হইয়া উদরস্থ নাড়ীর মধ্যে গলিত হইয়াছে। [১৫] আমার বল খোলার ন্যায় শুষ্ক হইয়াছে, ও তালুতে আমার জিহ্বা রুদ্ধ হইয়াছে, ও তুমি মৃত্যুর ধূলাতে আমাকে নিপাত করিতেছ। [১৬] কুক্কুরেরা আমাকে ঘেরে, ও দুষ্টদের জনতা আমাকে বেড়ে, ও আমার হস্তপাদ বিদ্ধ করে। [১৭] আমি আপনার তাবৎ অস্থি গণনা করিতে পারি, এবং লোকেরা আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অবলোকন করে। [১৮] তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার পরিধেয় বস্ত্র বিভাগ করে, এবং আমার উত্তরীয় বস্ত্রের জন্যে গুলিবাঁট করে।

[১৯] হে পরমেশ্বর, আমাহইতে দূরে থাকিও না, তুমিই আমার বল, আমার উপকার করিতে ত্বরা কর। [২০] খড়্গহইতে আমার প্রাণকে, ও কুক্কুরের হস্তহইতে আমার অনাথ প্রাণকে রক্ষা কর। [২১] সিংহের মুখহইতে আমাকে উদ্ধার কর, ও গণ্ডারের শৃঙ্গহইতে নিস্তার কর।

[২২] আমি আপন ভ্রাতৃগণের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিব, ও মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব। [২৩] হে পরমেশ্বরের ভক্ত লোক সকল, তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর; হে যাকুবের তাবৎ বংশ, তোমরা তাঁহার সমাদর কর; হে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ, তোমরা তাঁহাকে ভয় কর। [২৪] কেননা তিনি দুঃখি লোকের দুঃখকে তুচ্ছনীয় কিম্বা অগ্রাহ্য জ্ঞান করিলেন না, এবং তাহাহইতে আপনার মুখ আচ্ছাদন করিলেন না, বরং আহ্বান করিবামাত্র তাহার নিবেদন শুনিলেন। [২৫] মহামণ্ডলীতে তুমি আমার প্রশংসার ভূমি হইবা, আমি তোমার ভয়কারি লোকদের সাক্ষাতে আপন মানত সকল পূর্ণ করিব। [২৬] তাহাতে নম্র লোকেরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং পরমেশ্বরের অন্বেষণকারি লোকেরা তাঁহার গুণানুবাদ করিবে, ও তাহাদের মন নিত্যজীবী হইবে। [২৭] পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ফিরিবে, ও ভিন্নজাতীয়দের তাবৎ গোষ্ঠী তাঁহার সাক্ষাতে ভজনা করিবে। [২৮] যেহেতুক রাজ্য পরমেশ্বরের আছে, ও তিনি ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন। [২৯] অতএব পৃথিবীস্থ পুষ্ট লোকেরা ভোজন করিয়া তাঁহার ভজনা করিবে, এবং যাহারা ধূলীতে লীন হইতে উদ্যত ও আপন২ প্রাণ রক্ষা করণে অসমর্থ, তাহারা তাঁহার সাক্ষাতে হাঁটু পাতিবে। [৩০] এক বংশ তাঁহার সেবা করিবে, ও সর্ব্বদা প্রভুর প্রজারূপে গণিত হইবে। [৩১] তাহারা উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে, এবং ভাবি লোকদিগকে কহিবে, তিনি তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

২৩ গীত।

পালক পরমেশ্বরের প্রতি প্রত্যাশা করণ।

দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] পরমেশ্বর আমার পালক, আমার কিছুরই অভাব হইবে না। [২] তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান, ও মন্দ২ বাহি জলের নিকটে লইয়া যান। [৩] তিনি আমার মন পরিবর্ত্তন করেন, এবং আপন নামের গুণে আমাকে ধর্ম্মপথে গমন করান। [৪] আমি যখন মৃত্যুচ্ছায়ারূপ উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তৎকালেও অমঙ্গলহইতে ভীত হইব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে থাকিবা, এবং তোমার পাঁচনি ও যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা দিবে। [৫] তুমি আমার বৈরিগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে ভোজ প্রস্তুত করিতেছ, ও আমার মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতেছ, ও আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে। [৬] মঙ্গল ও অনুগ্রহ যাবজ্জীবন আমার অনুচর হইবে, এবং আমি চিরকাল পরমেশ্বরের মন্দিরে বসতি করিব।

২৪ গীত।

১ পরমেশ্বরের রাজত্ব, ৩ ও তাঁহার লোকদের বর্ণনা, ৭ ও তাঁহার গ্রাহ্য লোকদের নিবেদন।

দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু এবং জগৎ ও তন্নিবাসিগণ পরমেশ্বরের। [২] কেননা তিনিই সমুদ্রের উপরে তাহা স্থাপন করিয়াছেন, ও প্রবাহের উপরে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৩ পরমেশ্বরের পর্ব্বতে কে আরোহণ করিবে? ও তাঁহার ধর্ম্মধামে কে অবস্থিতি করিবে? ৪ যাহার পরিষ্কৃত হস্ত ও নির্ম্মল অন্তঃকরণ আছে; ও যাহার মন মিথ্যাকথাতে রত নহে, ও যে জন মিথ্যা শপথ না করে; ৫ এমত ব্যক্তি পরমেশ্বরহইতে আশীর্ব্বাদ ও আপনার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরহইতে পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। ৬ এই তাঁহার অন্বেষণকারি বংশ, এবং এই তোমার শ্রীমুখের দর্শনাকাঙ্ক্ষি যাকুব। সেলা।

৭ হে দ্বার সকল, মুক্ত হও; হে চিরস্থায়ি কবাট সকল, উত্থিত হও; মহামহিম রাজা প্রবেশ করিবেন। ৮ সেই মহামহিম রাজা কে? যে পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও যুদ্ধেতে শূর ও পরাক্রমী, তিনি। ৯ হে দ্বার সকল, মুক্ত হও; হে চিরস্থায়ি কবাট সকল, উত্থিত হও; মহামহিম রাজা প্রবেশ করিবেন। ১০ সেই মহামহিম রাজা কে? সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরই সেই মহামহিম রাজা। সেলা।

২৫ গীত।

ইব্রী ভাষার ককারাদি গীত; তাহাতে দায়ূদের পাপের ক্ষমা ও উপকারার্থে প্রার্থনা করণ।

দায়ূদের গীত।

১ হে পরমেশ্বর, আমি ঊর্দ্ধদিগে তোমার প্রতি মন রাখি। ২ হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার শরণাগত; আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না, এবং আমার শত্রুগণকে আমার প্রতি দর্প করিতে দিও না। ৩ যে সকল লোক তোমার অপেক্ষা করে, তাহারা কখনো লজ্জা পাইবে না; কিন্তু যাহারা অকারণে প্রবঞ্চনা করে, তাহারাই লজ্জিত হইবে। ৪ হে পরমেশ্বর, তোমার তাবৎ পথ আমাকে জ্ঞাত কর, ও তোমার মার্গ বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দেও। ৫ তোমার সত্যপথে আমাকে গমন করাও; তুমি আমাকে শিক্ষা দেও; যেহেতুক তুমিই আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, এবং আমি তাবৎ দিন তোমার অপেক্ষা করি। ৬ হে পরমেশ্বর, অনাদিকালাবধি তোমার যে নানাবিধ দয়া ও করুণা আছে, তাহা স্মরণ কর। ৭ আমার যৌবনাবস্থার পাপ ও আমার অপরাধ সকল স্মরণ করিও না; হে পরমেশ্বর, আপন সৌজন্য প্রযুক্ত আপন দয়ানুসারে আমাকে স্মরণ কর। ৮ পরমেশ্বর সজ্জন ও যাথার্থিক, এই জন্যে পাপিদিগকেও সৎপথ দেখান। ৯ তিনি নম্র লোকদিগকে রাজনীতির পথে গমন করান, ও নম্রদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দেন। ১০ যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম ও প্রমাণবাক্য প্রতিপালন করে, তাহাদের জন্যে তাঁহার তাবৎ পথ দয়ার ও সত্যতার পথ। ১১ হে পরমেশ্বর, তুমি নিজ নামের গুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, কেননা তাহা বড়। ১২ যে জন পরমেশ্বরকে ভয় করে, সে কে? তাহাকে তিনি গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিবেন। ১৩ তাহার প্রাণ কুশলে বসতি করিবে, এবং তাহার বংশ পৃথিবীর অধিকারী হইবে। ১৪ পরমেশ্বরের ভয়কারিদিগের সহিত তাঁহার মিত্রতালাপ হয়, তিনি তাহাদিগকে আপন নিয়ম জ্ঞাত করেন। ১৫ পরমেশ্বরের প্রতি আমার একান্ত দৃষ্টি আছে, কেননা তিনি জালহইতে আমার চরণ উদ্ধার করিবেন। ১৬ আমার প্রতি ফিরিয়া দয়া কর, কেননা আমি অনাথ ও দুঃখী। ১৭ আমার মনের ক্লেশ বৃদ্ধি পাইতেছে, কষ্টহইতে আমাকে নিস্তার কর। ১৮ আমার দুঃখ ও ক্লেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমার পাপ সকল ক্ষমা কর। ১৯ আমার বৈরিগণের প্রতি অবলোকন কর, কেননা তাহারা অনেক, এবং আমার প্রতি নির্দ্দয় শত্রুতা করে। ২০ আমার প্রাণ রক্ষা কর, ও আমাকে উদ্ধার কর; লজ্জিত হইতে দিও না, কেননা আমি তোমার শরণাগত। ২১ সাধুতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক, আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি। ২২ হে ঈশ্বর, ইস্রায়েলকে তাবৎ ক্লেশহইতে মুক্ত কর।

২৬ গীত।

দায়ূদের সরলতা ও প্রার্থনা।

দায়ূদের গীত।

১ হে পরমেশ্বর, আমার বিচার কর, যেহেতুক আমি সরলাচরণ করি; আমি পরমেশ্বরেতে নির্ভর করি, বিচলিত হইব না। ২ হে পরমেশ্বর, আমার পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ লও, এবং আমার মন ও চিত্ত পরিষ্কার কর। ৩ তোমার দয়া আমার নয়নগোচর; আমি তোমার সত্য পথে গমন করি; ৪ এবং প্রবঞ্চক লোকের সহবাস ও কপটি লোকের সহিত গমনাগমন করি না। ৫ এবং দুরাচারিদের সভাকে ঘৃণা করি, ও দুষ্ট লোকদের সহিত বসতি করি না। ৬ হে পরমেশ্বর, আমি শুদ্ধতারূপ জলে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক তোমার বেদি প্রদক্ষিণ করিয়া ৭ প্রশংসার ধ্বনি শ্রবণ করাইয়া থাকি, ও তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রকাশ করিয়া থাকি। ৮ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিবাস মন্দিরকে ও তোমার মহিমার বসতিস্থানকে প্রেম করি। ৯ পাপিদের সহিত আমার প্রাণকে ও হত্যাকারিদের সহিত আমার জীবনকে সংহার করিও না। ১০ তাহাদের হস্তে প্রবঞ্চনা থাকে, ও তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উৎকোচেতে পরিপূর্ণ। ১১ কিন্তু আমি

সরল ভাবে আচরণ করি, আমাকে নিস্তার কর, ও আমার প্রতি সদয় হও। [১২] আমি সরল স্থানে পাদবিক্ষেপ করিব, ও মণ্ডলীগণের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রশংসা করিব।

২৭ গীত।

১ পরমেশ্বরের প্রতি দায়ূদের প্রত্যাশা, ৪ ও প্রেম, ৭ ও প্রার্থনা।

দায়ূদের গীত।

[১] পরমেশ্বর আমার দীপ্তি ও পরিত্রাণস্বরূপ, আমি কাহাকে ভয় করিব? পরমেশ্বর আমার জীবনের বল, আমি কাহাহইতে ত্রাসযুক্ত হইব? [২] দুষ্ট লোকেরা যখন আমার বিপক্ষ ও শত্রু হইয়া আমার মাংস ভোজন করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহারাই টলিয়া পড়িল। [৩] যদ্যপি সৈন্যগণ আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে, তথাপি আমার মন ভীত হইবে না; যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংঘটন হয়, তথাপি আমি তখন উৎসাহ করিব।

[৪] পরমেশ্বরের কাছে আমি এই একটি বর প্রার্থনা করি, এবং পাইতে চেষ্টাও করি, যেন যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের মন্দিরে বাস করিয়া পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে ও তাঁহার প্রাসাদের আলোচনা করিতে পারি। [৫] কেননা বিপদকালে তিনি আপন কুটীরে আমাকে গুপ্ত করিবেন, ও আপন তাম্বুর গুপ্তস্থানে আমাকে লুক্কায়িত করিবেন, ও পর্ব্বতের উপরে আমাকে উঠাইয়া রাখিবেন। [৬] তাহাতে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত তাবৎ শত্রুহইতে আমার মস্তক উন্নত হইবে; এবং আমি তাঁহার তাম্বুতে থাকিয়া উল্লাসার্থক বলিদান করিব, এবং পরমেশ্বরের প্রশংসার্থে গান ও বাদ্য করিব।

[৭] হে পরমেশ্বর, শ্রবণ কর; আমি আপন রবেতে আহ্বান করি, তুমি আমার প্রতি কৃপা করিয়া উত্তর দেও। [৮] 'তোমরা আমার মুখের অন্বেষণ কর,' তোমার এই বাক্য আমার মন কহে; হে পরমেশ্বর, আমি তোমার মুখের অন্বেষণ করিব। [৯] তুমি আমাহইতে আপন মুখ আচ্ছাদিত করিও না; এবং ক্রোধ পূর্ব্বক নিজ দাসকে দূর করিও না; তুমি আমার উপকারী; হে আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে ছাড়িও না ও পরিত্যাগ করিও না। [১০] যদ্যপি আমার পিতা মাতা আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি পরমেশ্বর আমাকে গ্রাহ্য করিবেন। [১১] হে পরমেশ্বর, তোমার পথ আমাকে জ্ঞাত কর, এবং বৈরিগণ প্রযুক্ত আমাকে সরল পথে গমন করাও। [১২] আমার বিপক্ষগণের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিও না; মিথ্যা সাক্ষিগণ আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া নির্দ্দয়রূপে হুঙ্কার করিতেছে। [১৩] আমি জীবিত লোকদের দেশে পরমেশ্বরের সৌজন্য দর্শন করিব, এমত বিশ্বাস যদি আমার না থাকিত, তবে নিরাশ হইতাম। [১৪] পরমেশ্বরের অপেক্ষা কর, ও উৎসাহ কর, তাহাতে তিনি তোমার মন সবল করিবেন; পরমেশ্বরের অপেক্ষাতে থাক।

২৮ গীত।

১ আপনার ও আপন লোকদের নিমিত্তে দায়ূদের প্রার্থনা, ৬ ও পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করণ।

দায়ূদের গীত।

[১] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি; হে আমার পর্ব্বত, আমার প্রতি মৌনী হইও না; কেননা তুমি আমার প্রতি মৌনীভূত হইলে আমি গর্ত্তস্থ লোকের তুল্য হইব। [২] তোমার নিকটে আমার প্রার্থনাকালে ও তোমার পবিত্র বাক্যস্থানের দিগে আমার কৃতাঞ্জলি হওন সময়ে আমার বিনতির কথা শ্রবণ করিও। [৩] দুর্জনদের ও দুষ্কর্ম্মকারি লোকদের সঙ্গে আমাকে সংহার করিও না; তাহারা প্রতিবাসির সহিত শান্তির কথা কহে, কিন্তু অন্তঃকরণে কুচিন্তা করে। [৪] অতএব তাহাদের যেমন ক্রিয়া ও চরিত্রের দুষ্টতা, তদনুসারে তাহাদিগকে ফল দেও; তাহাদের হস্তকৃত কর্ম্মানুসারে ফল দেও; তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেও। [৫] তাহারা পরমেশ্বরের ক্রিয়া ও তাঁহার হস্তের কর্ম্ম সকল বিবেচনা করে না, এই জন্যে তিনি যে তাহাদিগকে গাঁথিবেন, তাহা দূরে থাকুক, বরং উৎপাটন করিবেন।

[৬] ধন্য পরমেশ্বর, কেননা তিনি আমার বিনতির বাক্য শুনিলেন। [৭] পরমেশ্বর আমার বল ও ঢালস্বরূপ, আমার মন তাঁহাতে নির্ভর করাতে আমি উপকার পাইলাম; এই জন্যে আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হয়, ও আমি গীতদ্বারা তাঁহার প্রশংসা করি। [৮] হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার লোকদের বলস্বরূপ, ও আপন অভিষিক্তের ত্রাণকারি আশ্রয়স্বরূপ। [৯] আপন প্রজাদিগকে পরিত্রাণ কর, ও নিজ অধিকারকে আশীর্ব্বাদ কর, এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া উচ্চপদান্বিত কর।

২৯ গীত।

ঈশ্বরের গুণানুবাদ করণ।

দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে ঈশ্বরীয় বংশ সকল, তোমরা পরমেশ্বরের ও তাঁহার মহিমার ও পরাক্রমের প্রশংসা

কর। ২ এবং তাঁহার নামের মহিমা প্রকাশ কর, ও পবিত্র শোভাতে তাঁহার ভজনা কর। ৩ জলনিধির উপরে পরমেশ্বরের রব শুনা যাইতেছে। মহামহিম ঈশ্বর গর্জ্জন করিতেছেন; পরমেশ্বর জলরাশির উপরে থাকেন। ৪ পরমেশ্বরের রব বলযুক্ত, ও পরমেশ্বরের রব মহিমান্বিত। ৫ পরমেশ্বরের রব এরস বৃক্ষগণকে ভগ্ন করে, ও পরমেশ্বর লিবানোনের এরস্ বৃক্ষগণকে ভগ্ন করেন; ৬ এবং গোবৎসের ন্যায় তাহাদিগকে এবং গণ্ডারশাবকের ন্যায় লিবানোন্ ও শিরিয়োনকে লম্ফ করান। ৭ পরমেশ্বরের রব অগ্নিশিখাকে দ্বিধা করে। ৮ পরমেশ্বরের রব প্রান্তরকে কম্পবান করে, পরমেশ্বর কাদেশের প্রান্তরকে কম্পবান করেন। ৯ পরমেশ্বরের রব হরিণীদিগকে প্রসব করায়, ও বনসমূহকে পল্লবহীন করে; তাঁহার মন্দিরস্থ সকলই তাঁহার মহিমা প্রচার করে। ১০ জলপ্লাবনে পরমেশ্বর সিংহাসনারূঢ় ছিলেন; পরমেশ্বর সর্ব্বদা রাজবৎ উপবিষ্ট থাকিবেন। ১১ পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগকে বল দিবেন, পরমেশ্বর প্রজাদিগকে কুশলের আশীর্ব্বাদ করিবেন।

৩০ গীত।

১ বিপদহইতে নিস্তারের নিমিত্তে ধন্যবাদ করণ, ৪ ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ ও প্রার্থনা।

গৃহপ্রতিষ্ঠাসময়ে দায়ূদের কৃত গানার্থক ধর্ম্মগীত।

১ হে পরমেশ্বর, আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মান্য করি, কেননা তুমি আমাকে উদ্ধার করিলা, আমার শত্রুগণকে আমার বিরুদ্ধে আনন্দ করিতে দিলা না। ২ হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে সুস্থ করিলা। ৩ হে পরমেশ্বর, তুমি পরলোকহইতে আমার প্রাণকে উদ্ধার করিলা, ও কবরে প্রবেশ করিতে না দিয়া আমাকে বাঁচাইলা।

৪ হে পরমেশ্বরের পুণ্যবান্ লোক সকল, তোমরা তাঁহার নামে গান কর, ও তাঁহার পবিত্রতা স্মরণ করিয়া প্রশংসা কর। ৫ কেননা তাঁহার ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ জীবনদায়ক; সন্ধ্যাতেই রোদন হইলে প্রভাতে আনন্দ হয়। ৬ 'আমি কদাচ বিচলিত হইব না,' এ কথা সম্পদকালে কহিয়াছিলাম। ৭ হে পরমেশ্বর, তুমি আপন অনুগ্রহে আমার পর্ব্বতকে দৃঢ় করিয়া স্থির রাখিয়াছিলা; কিন্তু আপন মুখ লুক্কায়িত করিলে আমি ব্যাকুল হইলাম। ৮ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিলাম; আমি পরমেশ্বরের নিকটে এই বিনতির কথা কহিলাম, ৯ আমার রক্তেতে ও কবর প্রবেশে কি লাভ হইবে? ধূলা কি তোমার গুণানুবাদ করিবে? কিম্বা তোমার সত্যতা প্রকাশ করিবে? ১০ হে পরমেশ্বর, শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি দয়া কর; হে পরমেশ্বর, আমার উপকারী হও। ১১ তাহাতে তুমি আমার রোদনকে হাস্য করিলা, ও আমার চট মুক্ত করিয়া আনন্দরূপ বস্ত্র পরিধান করাইলা। ১২ এই কারণ আমার চিত্ত মৌনী না থাকিয়া তোমার স্তুতি গান করিবে; এবং হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি সর্ব্বদা তোমার গুণের প্রশংসা করিব।

৩১ গীত।

১ উপকারার্থে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ১৪ ও অনুগ্রহের নিমিত্তে প্রশংসা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

১ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার শরণাগত, অতএব আমাকে কখন লজ্জিত হইতে দিও না; তুমি নিজ ধর্ম্মগুণে আমাকে রক্ষা কর। ২ আমার নিবেদনেতে কর্ণপাত করিয়া ত্বরায় আমাকে উদ্ধার কর; ও আমার আশ্রয়পর্ব্বতস্বরূপ ও রক্ষার্থক দুর্গস্বরূপ হও। ৩ তুমিই আমার পর্ব্বত ও দুর্গস্বরূপ; অতএব আপন নামের গুণে আমাকে গমন করাইয়া লইয়া যাও। ৪ এবং আমাকে বদ্ধ করিতে লোকেরা গোপনে যে জাল পাতিয়াছে, তাহাহইতে রক্ষা কর; তুমিই আমার আশ্রয়। ৫ তোমার হস্তে আমি আপন আত্মাকে সমর্পণ করি; হে সত্যময় প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমার মুক্তিদাতা। ৬ যাহারা অসার মিথ্যাবস্তু মানে, তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া আমি পরমেশ্বরেতে নির্ভর রাখি। ৭ আমি তোমার দয়াতে আনন্দ ও উল্লাস করি, কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখিয়াছ, ও দুর্দ্দশাতে আমার প্রাণের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ, ৮ এবং শত্রুগণের হস্তে আমাকে সমর্পণ না করিয়া প্রশস্ত স্থানে আমার চরণ রাখিয়াছ। ৯ হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি বিপদগ্রস্ত হইলাম; আমার নয়ন ও প্রাণ ও উদর কাতরতাতে শীর্ণ হইল। ১০ শোকেতে আমার জীবৎকাল ও খেদেতে আমার বয়স গেল; অপরাধদ্বারা আমার বল ক্ষীণ ও অস্থি সকল বিশীর্ণ হইল। ১১ আমি বৈরিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ প্রতিবাসি লোকের মধ্যে নিন্দাস্পদ ও পরিচিত লোকের কাছে ভয়ঙ্কর হইলাম; লোকেরা পথের মধ্যে আমাকে দেখিলে পলায়ন করে। ১২ আমি মৃত ব্যক্তির ন্যায় বিস্মৃত, ও নষ্টকল্প পাত্রের সদৃশ হইলাম। ১৩ অনেকের মুখে আমার নিন্দা

শুনিতেছি, ও চতুর্দ্দিগে ভয় আছে, কেননা তাহারা আমার বিরুদ্ধে পরামর্শ করিয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিতেছে।

[১৪] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার শরণাগত, 'তুমি আমার ঈশ্বর,' এ কথা কহিতেছি। [১৫] আমার তাবৎ সময় তোমার হস্তগত; তুমি শত্রুগণ ও তাড়নাকারিদের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার কর। [১৬] নিজ দাসের প্রতি প্রসন্নবদন হও, এবং তোমার দয়াতে আমাকে ত্রাণ কর। [১৭] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না; কিন্তু দুষ্টগণ লজ্জিত হউক, ও পরলোকে নীরব হইয়া থাকুক। [১৮] এবং যাহাদের ওষ্ঠাধর মিথ্যা কথা কহে, এবং ধার্ম্মিক মনুষ্যের বিরুদ্ধে অহঙ্কারে ও অবজ্ঞাতে দর্পকথা কহে, তাহারাও মুক হউক। [১৯] আহা, তোমার ভয়কারিদের জন্যে সঞ্চিত, ও মনুষ্যসন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণাগত লোকদের প্রতি প্রকাশিত তোমার যে কৃপানিধি, সে কেমন বড়! [২০] তুমি মনুষ্যদের কুমন্ত্রণাহইতে তাহাদিগকে আপন শ্রীমুখের আশ্রয়ে গোপনে রাখিবা, এবং জিহ্বার দুর্ব্বাক্যহইতে তাহাদিগকে কুটীরমধ্যে লুক্কায়িত রাখিবা। [২১] ধন্য পরমেশ্বর, কেননা তিনি দৃঢ় নগরে আমার প্রতি আশ্চর্য্য দয়া করিলেন। [২২] 'আমি তোমার দৃষ্টিগোচরহইতে বহিষ্কৃত,' এই কথা হঠাৎ বলিয়াছিলাম; কিন্তু তোমাকে আহ্বান করিলে তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিলা। [২৩] হে পরমেশ্বরের পুণ্যবান্ লোক সকল, তোমরা তাঁহাকে প্রেম কর; পরমেশ্বর বিশ্বস্ত লোকদের রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু গর্ব্বাচারিদের বাহুল্যরূপে প্রতিফলদাতা। [২৪] হে পরমেশ্বরের আকাংক্ষি লোক সকল, উৎসাহ কর, তিনি তোমাদের অন্তঃকরণ সবল করিবেন।

৩২ গীত।

১ পাপ মার্জ্জনা নিমিত্তক সুখের নির্ণয়, ৩ ও মার্জনার নিমিত্তে খেদের ও পাপস্বীকারের প্রয়োজন, ৮ ও তাহার ফল।

দায়ূদের উপদেশগীত।

[১] যাহার অপরাধ লুপ্ত ও পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, সে ধন্য। [২] পরমেশ্বর যে মনুষ্যের দোষ গণনা না করেন, ও যাহার আত্মাতে কোন প্রবঞ্চনা নাই, সে ধন্য।

[৩] আমি (পাপ) অস্বীকার করিলে সমস্ত দিন রোদনেতে আমার অস্থি সকল ক্ষয় পাইল। [৪] কারণ দিবারাত্র আমার উপরে তোমার হস্ত ভারী হইল, গ্রীষ্মকালীয় তাপেতে আমার সরসতা শুষ্ক হইল। সেলা। [৫] আমি নিজ পাপ আর গোপন করিলাম না, ও আপন অপরাধ আর অস্বীকার না করিয়া কহিলাম, 'আমি পরমেশ্বরের কাছে নিজ দোষ স্বীকার করিব,' তাহাতে তুমি আমার পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিলা। সেলা। [৬] এই নিমিত্তে প্রত্যেক পুণ্যবান লোক তোমার সাক্ষাৎ পাইবার সময়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিবে, এবং অতিশয় জলপ্লাবন হইলে তাহার নিকটে তাহা আসিবে না। [৭] তুমি আমার গুপ্তস্থান, আমাকে দুর্গতিহইতে উদ্ধার করিবা, ও রক্ষাগীতদ্বারা আমাকে বেষ্টন করিবা। সেলা।

[৮] আমি তোমাকে জ্ঞান দিব, ও গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিব, ও চক্ষুর ইঙ্গিতে তোমাকে পরামর্শ দিব। [৯] তোমরা অশ্ব ও অশ্বতরের ন্যায় নির্ব্বোধ হইও না, তাহাদের দমনার্থক ভূষণরূপে বল্গা ও লৌহ কবীয় তাহাদিগকে দেওয়া যায়, নতুবা তোমার নিকটে থাকে না। [১০] দুষ্ট লোকের অনেক ক্লেশ ঘটিবে, কিন্তু যে জন পরমেশ্বরেতে নির্ভর করে, সে দয়াতে বেষ্টিত হইবে। [১১] হে ধার্ম্মিকগণ, তোমরা পরমেশ্বরেতে আনন্দ কর ও উল্লাসিত হও; হে সরলান্তঃকরণ লোক সকল, তোমরা জয়ধ্বনি কর।

৩৩ গীত।

১ অনুগ্রহের ও পরাক্রমের, ১২ ও রক্ষার নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রশংসা।

[১] হে ধার্ম্মিকগণ, পরমেশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর, তাঁহার প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত। [২] তোমরা বীণাযন্ত্রে পরমেশ্বরের প্রশংসা গান কর, ও নেবল্ নামক দশতন্ত্রীতে তাঁহার গুণের গান কর। [৩] তাঁহার নামে নূতন গীত গাও, ও উচ্চৈঃশব্দে মনোহর বাদ্য কর। [৪] কেননা পরমেশ্বরের বাক্য যথার্থ ও তাঁহার তাবৎ কর্ম্ম সত্য। [৫] ধর্ম্ম ও ন্যায়বিচার তাঁহার প্রিয়; পৃথিবী পরমেশ্বরের দয়াতে পরিপূর্ণ। [৬] পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা গগনমণ্ডল, ও তাঁহার মুখের শ্বাসে আকাশের নক্ষত্রসমূহ নির্ম্মিত হইল। [৭] তিনি সমুদ্রের তাবৎ জলকে রাশির ন্যায় সঞ্চয় করেন, ও গভীর জলকে ভাণ্ডারে রাখেন। [৮] অতএব পৃথিবীস্থ সকলে পরমেশ্বরকে ভয় করুক, ও তাবৎ জগন্নিবাসি লোক তাঁহাহইতে ভীত হউক। [৯] তাঁহার কথামাত্রেতে সৃষ্টি হইল, ও তাঁহার আজ্ঞামাত্রেতে স্থিতি হইল। [১০] পরমেশ্বর অন্যজাতীয়দের মন্ত্রণা নিষ্ফল করেন; ও লোকদের সকল কল্পনা বৃথা করেন। [১১] পরমেশ্বরের মন্ত্রণা সদাস্থায়ী, ও তাঁহার মনের কল্পনা পুরুষানুক্রমে স্থির থাকে।

[১২] পরমেশ্বর যে লোকদের প্রভু হন, ও যে

জাতীয়দিগকে আপন অধিকারের জন্যে মনোনীত করিয়াছেন, তাহারা ধন্য। [১৩] পরমেশ্বর স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাবৎ মনুষ্যসন্তানগণকে নিরীক্ষণ করেন। [১৪] তিনি আপন বাসস্থানহইতে পৃথিবীনিবাসি সকলকে অবলোকন করেন। [১৫] তিনি তাহাদের অন্তঃকরণের অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাহাদের তাবৎ ক্রিয়ার সাক্ষী। [১৬] কোন রাজা মহাসৈন্যদ্বারা ত্রাণ পায় না, ও কোন বীর মহাবলেতে নিস্তার পায় না। [১৭] উদ্ধারার্থে অশ্বও বৃথা হয়, সে আপন মহাবলেতে রক্ষা করিতে পারে না। [১৮] দেখ, যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, ও তাঁহার দয়ার অপেক্ষাতে থাকে, [১৯] তাহাদের প্রাণকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করিতে ও দুর্ভিক্ষ সময়ে তাহাদিগকে জীবৎ রাখিতে তাঁহার চক্ষু তাহাদের প্রতি উন্মীলিত আছে। [২০] আমাদের আত্মা পরমেশ্বরের অপেক্ষাতে থাকে, তিনি আমাদের উপকারক ও ঢালস্বরূপ। [২১] আমরা তাঁহার পবিত্র নামে প্রত্যাশা করাতে আমাদের মন তাঁহাতে আনন্দিত আছে। [২২] হে পরমেশ্বর, আমরা যেমন তোমার অপেক্ষাতে থাকি, তদ্রূপ তোমার দয়া আমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩৪ গীত।

১ ইব্রী ভাষাতে ককারাদি অক্ষরের গীত; তাহাতে রক্ষার নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা, ১১ ও দায়ূদের উপদেশকথা।

যে কালে দায়ূদ্ অবীমেলকের সাক্ষাতে নিজ স্বভাবের অন্যথা করণ প্রযুক্ত তৎকর্তৃক বহিষ্কৃত হইয়া প্রস্থান করিল, তাহার সেই কালের গীত।

[১] আমি সর্ব্বকালে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিব, ও তাঁহার প্রশংসা নিত্য ২ আমার মুখে থাকিবে। [২] আমার মন পরমেশ্বরেরই শ্লাঘা করিবে, তাহা শুনিয়া নম্র লোক আনন্দিত হইবে। [৩] তোমরা আমার সহিত পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর; আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রশংসা করি। [৪] আমি পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিলে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, ও তাবৎ ভয়হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। [৫] অন্যেরাও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দীপ্তিমান্ হইল; তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইল না। [৬] এই দুঃখী আহ্বান করিলে পরমেশ্বর তাহা শ্রবণ করিলেন, ও তাবৎ বিপদহইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। [৭] পরমেশ্বরের দূত তাঁহার ভক্ত লোকদের চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। [৮] তোমরা আস্বাদন করিয়া বুঝ, পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা, যে জন তাঁহার শরণাগত সে ধন্য। [৯] হে পবিত্র লোকেরা, পরমেশ্বরকে ভয় কর; কেননা যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাহাদের কিছুরই অভাব নাই। [১০] যুবসিংহেরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত হয়, কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।

[১১] হে বালকগণ, আইস, আমার কথা শুন, আমি তোমাদিগকে পরমেশ্বরের ভক্তি শিক্ষা করাই। [১২] কোন্ ব্যক্তি জীবন ভাল বাসে ও মঙ্গল দেখিবার জন্যে দীর্ঘায়ুতে প্রেম করে? [১৩] তুমি মন্দ কথাহইতে আপন জিহ্বাকে, ও প্রবঞ্চনার কথাহইতে আপন ওষ্ঠাধরকে নিবৃত্ত কর। [১৪] ও দুষ্টাচরণ ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম কর, ও প্রীতিভাব চেষ্টা করিয়া তাহাতে যত্নবান থাক। [১৫] ধার্ম্মিকগণের প্রতি পরমেশ্বরের দৃষ্টি, ও তাহাদের কাকুতির প্রতি তাঁহার শ্রবণ থাকে। [১৬] দুষ্টাচারিদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের মুখ আছে; তিনি পৃথিবীহইতে তাহাদের নাম লোপ করিবেন। [১৭] (ধার্ম্মিকেরা) কাতরোক্তি করিলে পরমেশ্বর তাহা শুনেন, ও সকল বিপদহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। [১৮] পরমেশ্বর ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের নিকটবর্ত্তী; তিনি ক্ষুণ্ণমনা লোকদের পরিত্রাণ করেন। [১৯] ধার্ম্মিক লোকের অনেক ক্লেশ ঘটে, কিন্তু পরমেশ্বর সেই সকলহইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। [২০] তিনি তাহার তাবৎ অস্থি রক্ষা করেন, একটাও ভগ্ন হয় না। [২১] বিপদ দুষ্ট লোককে বিনষ্ট করে; যাহারা ধার্ম্মিকদিগকে ঘৃণা করে, তাহারা দণ্ডনীয় হয়। [২২] পরমেশ্বর আপন দাসগণের প্রাণকে মুক্ত করেন; তাঁহার শরণাগত সকলে কদাচ দণ্ডনীয় হয় না।

৩৫ গীত।

১ শত্রুদমনের নিমিত্তে প্রার্থনা, ১৭ ও আপনার রক্ষার নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

দায়ূদের গীত।

[১] হে পরমেশ্বর, তুমি আমার বিবাদিগণের সহিত বিবাদ কর, ও আমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ কর। [২] ঢাল ও ফলক লইয়া আমার উপকারের নিমিত্তে গাত্রোত্থান কর; [৩] এবং বড়শা ধরিয়া আমার তাড়নাকারিদের পথ রোধ কর; ও 'আমি তোমার ত্রাণকর্ত্তা,' এ কথা আমার প্রাণকে বল। [৪] যাহারা আমার প্রাণের বিনাশ চেষ্টা করে, তাহারা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হউক; এবং আমার অমঙ্গল চিন্তাকারিগণ পরাঙ্মুখ ও বিবর্ণ হউক। [৫] তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায় হউক; পরমেশ্বরের দূত তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করুক। [৬] তাহাদের পথ অন্ধকারময় ও

পিচ্ছিল হউক; পরমেশ্বরের দূত তাহাদিগকে তাড়না করুক। [৭] কেননা তাহারা আমার নিমিত্তে অকারণে গর্ত্তের মধ্যে গুপ্তরূপে জাল পাতিল, ও আমার প্রাণ নাশার্থে অকারণে খাত খনন করিল। [৮] অজ্ঞাতসারে তাহাদের বিনাশ উপস্থিত হউক; তাহারা গোপনে বিস্তারিত আপনাদের জালে আপনারা ধৃত হইয়া বিপদে পতিত হউক। [৯] তাহাতে আমার প্রাণ পরমেশ্বরে আনন্দিত হইবে, ও তাঁহার কৃত পরিত্রাণে উল্লাসিত হইবে। [১০] এবং আমার অস্থি সকল বলিবে, 'হে পরমেশ্বর, তোমার তুল্য কে? তুমি দুঃখি লোককে তদপেক্ষা বলবান শত্রুহইতে, ও দুঃখি দরিদ্রকে তাহার সর্ব্বস্বহারিহইতে রক্ষা করিয়া থাক।' [১১] অন্যায় সাক্ষিগণ আমার বিরুদ্ধে উঠে, এবং আমার অজ্ঞাত বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। [১২] তাহারা আমার প্রাণকে অনাথ করিতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে। [১৩] তাহারা পীড়িত হইলে আমি চট পরিধান করিতাম, ও উপবাসদ্বারা আপন প্রাণকে দুঃখ দিতাম, ও হৃদয়ে পুনঃ২ প্রার্থনা করিতাম। [১৪] আমি তাহাদের প্রতি নিজ বন্ধুর কিম্বা ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিতাম, এবং মাতৃশোকের ন্যায় শোকগ্রস্ত হইয়া অধোমুখ হইতাম। [১৫] তথাপি তাহারা আমার পতনে আনন্দিত হইয়া সকলে একত্র হয়; নিন্দকেরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিরুদ্ধে একত্র হয়, আমাকে বিদীর্ণ করিতে নিবৃত্ত হয় না। [১৬] এবং ভোজ্যে দুষ্ট বিদ্রূপকারিরাও আমার প্রতি দন্ত ঘর্ষণ করে।

[১৭] হে প্রভো, তুমি আর কত কাল ইহা দেখিবা? তাহাদের ধ্বংসকারি হস্তহইতে আমার প্রাণকে ও সিংহগণহইতে আমার অনাথ প্রাণকে রক্ষা কর। [১৮] তাহাতে আমি মহাসভার মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব, ও বলবান্ লোকদের কাছে তোমার ধন্যবাদ করিব। [১৯] মিথ্যাবাদি শত্রুগণকে আমার বিরুদ্ধে আনন্দ করিতে, এবং যাহারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করে, তাহাদিগকে আমার প্রতি ভ্রুকুটী করিতে দিও না। [২০] তাহারা হিতের কথা কিছুই কহে না, কেবল দেশস্থ শান্তগণের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার কথা কল্পনা করে। [২১] তাহারা আমার বিরুদ্ধে আপন২ মুখ ব্যাদান করিয়া বলে, 'আহা২, আমাদের চক্ষু দেখিতেছে।' [২২] হে পরমেশ্বর, তুমিও তাহা দেখিতেছ, নীরব থাকিও না; হে প্রভো, আমাহইতে দূরবর্ত্তী হইও না। [২৩] হে আমার ঈশ্বর, হে আমার প্রভো, জাগ্রৎ হইয়া আমার বিবাদের বিচার করিতে গাত্রোত্থান কর। [২৪] হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তোমার ন্যায়ানুসারে আমার বিচার কর। [২৫] তাহাদিগকে আমার বিরুদ্ধে আনন্দিত হইতে দিও না, এবং 'এই আমাদের অভিলষিত, ও আমরা তাহাকে গ্রাস করিলাম,' মনে২ এ কথা তাহাদিগকে কহিতে দিও না। [২৬] যাহারা আমার বিপদ দেখিয়া আনন্দিত হয়, তাহারা এক কালে লজ্জিত ও বিবর্ণ হউক; এবং যাহারা আমার বিরুদ্ধে আত্মশ্লাঘা করে, তাহারা লজ্জাতে ও অপযশেতে আচ্ছন্ন হউক। [২৭] কিন্তু যাহারা আমার ধর্ম্ম বিষয়ে সন্তুষ্ট, তাহারা আনন্দিত ও উল্লাসিত হউক; আর 'যিনি নিজ দাসের কল্যাণে সন্তুষ্ট হন, সেই পরমেশ্বর মহামহিমান্বিত হউন,' এ কথা তাহারা সর্ব্বদা কহুক। [২৮] তাহাতে আমার জিহ্বা সমস্ত দিন তোমার ধর্ম্ম ও প্রশংসা প্রকাশ করিবে।

৩৬ গীত।

১ মনুষের দুষ্টতা, ৫ ও পরমেশ্বরের ভদ্রতার বর্ণনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য পরমেশ্বরের দাস দায়ূদের গীত।

[১] দুষ্ট লোকের অধর্ম্ম বিষয়ে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে এই বাণী হয়, পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় তাহার চক্ষুর অগোচর। [২] তাহার পাপ যে প্রকাশিত হইয়া ঘৃণার্হ বোধ হইবে, তাহা সে আপনাকে ভুলাইয়া দেখে না। [৩] তাহার মুখে অযথার্থ ও প্রবঞ্চনার কথা থাকে, এবং সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করিয়াছে। [৪] সে আপন শয্যাতে অযথার্থ কল্পনা করে, ও কুপথে দণ্ডায়মান থাকে, দুষ্কর্ম্ম ঘৃণা করে না।

[৫] হে পরমেশ্বর, তোমার দয়া স্বর্গ পর্য্যন্ত, ও তোমার সত্যতা আকাশ পর্য্যন্ত। [৬] তোমার ধর্ম্ম বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায়, ও তোমার বিচারাজ্ঞা মহাসাগরস্বরূপ; হে পরমেশ্বর, তুমি মনুষ্য ও পশ্বাদিকে রক্ষা করিতেছ। [৭] হে ঈশ্বর, তোমার দয়া কেমন বহুমূল্য! অতএব মনুষ্যসন্তানগণ তোমার পক্ষচ্ছায়াতে আশ্রয় লয়। [৮] তাহারা তোমার গৃহের প্রচুর খাদ্যে তৃপ্ত হয়; তুমি তাহাদিগকে আপন আনন্দনদীর জল পান করাইয়া থাক। [৯] যেহেতুক তোমার কাছে জীবনের উনুই আছে; আমরা তোমার দীপ্তিতে দীপ্তি পাই। [১০] তোমার তত্ত্বজ্ঞানিদের প্রতি আপন দয়া, ও সরলান্তঃকরণদের প্রতি আপন ধর্ম্ম চিরস্থায়ী কর। [১১] অহঙ্কারের চরণ আমার নিকটে না আইসুক, ও দুষ্ট লোকদের হস্ত আমাকে দূর না করুক। [১২] ঐ দেখ, দুষ্কর্ম্মকারিগণ পতিত হইল; তাহারা অধঃপতিত হইয়া আর উঠিতে পারে না।

৩৭ গীত।

ইব্রী ভাষাতে দায়ূদের ককারাদিবর্ণের গীত; তাহাতে সাংসারিক সুখের নিমিত্তে পাপিলোকদের প্রতি ঈর্ষ্যা করণের অনুপযুক্ততা, ও পরমেশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখনের উপযুক্ততা।

দায়ূদের গীত।

১ তুমি দুষ্টদের বিষয়ে ব্যস্ত হইও না, এবং কুকর্ম্মকারিদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিও না। ২ কেননা তাহারা ঘাসের ন্যায় ত্বরায় ছিন্ন হইবে, ও হরিৎ তৃণের ন্যায় ম্লান হইবে। ৩ পরমেশ্বরেতে নির্ভর রাখিয়া সদাচরণ কর, ও দেশে থাকিয়া সত্যতাতে তৃপ্ত হও। ৪ এবং পরমেশ্বরেতে আনন্দিত থাক, তাহাতে তিনি তোমার তাবৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ৫ তোমার গতির ভার পরমেশ্বরেতে সমর্পণ কর ও তাঁহাতে নির্ভর কর, তাহাতে তিনি কর্ত্তব্য সাধন করিবেন; ৬ এবং দীপ্তির ন্যায় তোমার ধর্ম্ম ও মধ্যাহ্নের ন্যায় তোমার যথার্থতা প্রকাশ করিবেন। ৭ পরমেশ্বরের নিকটে নীরব হইয়া তাঁহার অপেক্ষা কর, ও যে কুমন্ত্রণাকারী আপন পথে কৃতার্থ হয়, তাহার বিষয়ে ব্যস্ত হইও না। ৮ ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হও ও কোপ ত্যাগ কর, ব্যস্ত হইও না, হইলে কুক্রিয়া করিবা। ৯ যেহেতুক কুক্রিয়াকারিগণ উচ্ছিন্ন হইবে; কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরের অপেক্ষা করে, তাহারা দেশাধিকারী হইবে। ১০ ক্ষণেক কাল গত হইলে পাপি লোক লুপ্ত হইবে, এবং তুমি তাহার স্থানে তত্ত্ব করিয়া তাহাকে পাইবা না। ১১ কিন্তু নম্র লোকেরা দেশ অধিকার করিবে, ও বহুমঙ্গলেতে প্রফুল্ল হইবে। ১২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতিকূলে মন্ত্রণা ও দন্তঘর্ষণ করে; ১৩ কিন্তু প্রভু তাহাকে উপহাস করেন, কেননা তাহার দিন আসিতেছে, ইহা তিনি দেখেন। ১৪ দুঃখি ও দরিদ্র লোককে নিপাত করিতে, ও সরলপথগামিকে বধ করিতে দুষ্টগণ খড়্গ নিষ্কোষ করে ও ধনুক প্রস্তুত করে; ১৫ কিন্তু তাহাদের খড়্গ তাহাদেরই অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইবে, ও তাহাদের ধনুক ভগ্ন হইবে। ১৬ মান্য পাপিগণের প্রচুর সম্পত্তি অপেক্ষা ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল; ১৭ যেহেতুক পাপি লোকদের বাহু ভগ্ন হইবে; কিন্তু ধার্ম্মিক লোকদিগকে পরমেশ্বর ধরিয়া রাখেন। ১৮ পরমেশ্বর সাধু লোকদের তাবৎ দিন জানেন, তাহাদের অধিকার চিরকাল থাকিবে। ১৯ তাহারা বিপদকালেও লজ্জিত হইবে না, এবং দুর্ভিক্ষ সময়েও তৃপ্ত হইবে। ২০ পাপিগণ বিনষ্ট হইবে; পরমেশ্বরের শত্রুগণ মেষশাবকের মিষ্ট ভক্ষ্যের ন্যায় হইবে, ও ধূমেতে নিতান্ত লুপ্ত হইবে। ২১ পাপি লোক ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না, কিন্তু ধার্ম্মিক লোক দয়া করিয়া বিতরণ করে। ২২ কেননা তাঁহার আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত লোকেরা দেশাধিকারী হইবে, কিন্তু তাঁহার শাপগ্রস্ত লোকেরা উচ্ছিন্ন হইবে। ২৩ পরমেশ্বর সল্লোককে গতি করান ও তাহার পথে সন্তুষ্ট হন। ২৪ সে যদিও পতিত হয়, তথাপি পতিত থাকিবে না; যেহেতুক পরমেশ্বর তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন। ২৫ আমি যুবা ছিলাম, এই ক্ষণে বৃদ্ধ হইলাম, কিন্তু ধার্ম্মিক লোককে কখন পরিত্যক্ত হইতে কিম্বা তাহার বংশকে কদাচ খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে দেখি নাই। ২৬ সে প্রতিদিন দয়া করিয়া ধার দেয়, এবং তাহার বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। ২৭ তুমি মন্দহইতে পলায়ন করিয়া সর্ব্বদা সৎক্রিয়া করিয়া বাস কর। ২৮ পরমেশ্বর ন্যায়েতে প্রেম করেন, তিনি আপন পুণ্যবানদিগকে কদাচ ত্যাগ করেন না; তাহারা সদাকাল পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবে, কিন্তু পাপি লোকদের বংশ উচ্ছিন্ন হইবে। ২৯ ধার্ম্মিকেরা দেশের অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা তাহাতে বাস করিবে। ৩০ ধার্ম্মিকের মুখহইতে জ্ঞানের কথা নির্গত হয়, ও তাহার জিহ্বা বিচারের কথা উচ্চারণ করে। ৩১ তাহার ঈশ্বরের শাস্ত্র তাহার অন্তঃকরণে থাকে, তাহার চরণ টলে না। ৩২ পাপি লোক ধার্ম্মিকের অনুসন্ধান করে, ও তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে; ৩৩ কিন্তু পরমেশ্বর তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবেন না, তাহার বিচারের সময়ে তাহাকে দোষী করিবেন না। ৩৪ তুমি পরমেশ্বরের অপেক্ষাতে থাক, ও তাঁহার পথে গমন কর, তিনি তোমাকে দেশাধিকারী করিতে উন্নত করিবেন; তুমি দুষ্টদের উৎপাটন দেখিবা। ৩৫ আমি দুষ্ট লোককে দেখিয়াছি, সে দুর্জ্জয় এবং শ্যামল বৃক্ষের ন্যায় বিস্তারিত ছিল; ৩৬ তথাপি সে গেল, থাকিল না; আমি তাহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু উদ্দেশ পাইলাম না। ৩৭ সাধু জনের প্রতি মনোযোগ কর, ও সরল লোককে নিরীক্ষণ কর, কেননা শান্ত ব্যক্তির আশা সফল হইবে। ৩৮ কিন্তু অধার্ম্মিক লোকেরা একেবারে নষ্ট হইবে, এবং দুষ্টদের আশা উচ্ছিন্ন হইবে। ৩৯ ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ পরমেশ্বরহইতে হইবে, তিনি বিপদকালে তাহাদের বলস্বরূপ। ৪০ পরমেশ্বর তাহাদের উপকার করিয়া রক্ষা করিবেন; তাহারা তাঁহার শরণাগত, এই প্রযুক্ত তিনি দুষ্টদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরিত্রাণ করিবেন।

৩৮ গীত।

১ পাপের জন্যে শোক, ১১ ও দুঃখের জন্যে বিলাপ।

দায়ূদের কৃত স্মরণার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, ক্রোধেতে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, এবং রোষেতে আমাকে শাস্তি দিও না। [২] কেননা তোমার তীর আমাতে বিদ্ধ আছে, ও আমার উপরে তোমার হস্ত ভারী আছে। [৩] তোমার কোপদ্বারা আমার মাংসে কিছু স্বাস্থ্য নাই, এবং আমার পাপ প্রযুক্ত আমার অস্থির কিছুই শান্তি নাই। [৪] আমার অপরাধ সকল তরঙ্গের ন্যায় মস্তক উল্লঙ্ঘন করিতেছে, এবং আমার শক্তি অপেক্ষা ভারি বোঝার ন্যায় হইতেছে। [৫] এবং আমার অজ্ঞানতার কর্ম্ম প্রযুক্ত আমার ক্ষত সকল দুর্গন্ধ ও গলিত হইতেছে। [৬] এবং আমি উদ্বিগ্ন হইয়া অত্যন্ত অধোমুখ হইতেছি, ও সমস্ত দিন বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইতেছি। [৭] আমার কটিদেশ জ্বালাতে দগ্ধ হইতেছে, ও আমার মাংসেতে কিছুমাত্র স্বাস্থ্য নাই। [৮] আমি শক্তিহীন ও অতি ক্ষীণ হইতেছি, ও মনের ব্যাকুলতাতে কাতরোক্তি করিতেছি। [৯] হে প্রভো, তুমি আমার মনের বাঞ্ছা সকল জ্ঞাত আছ, ও আমার কাতরোক্তি তোমার অগোচর নয়। [১০] আমার হৃদয় দুপ্২ করিতেছে, এবং শক্তি আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং আমার চক্ষুর তেজও আমাহইতে পৃথক্ হইয়াছে।

[১১] আমার প্রিয় লোক ও বন্ধুগণ আমার বিপদহইতে পৃথক্ থাকে, এবং জ্ঞাতিবর্গ দূরে দণ্ডায়মান থাকে। [১২] এবং যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা ফাঁদ পাতে; ও যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহারা দুষ্ট কথা কহিয়া সমস্ত দিন কুমন্ত্রণা চিন্তা করে। [১৩] কিন্তু আমি বধিরের ন্যায় কোন কথা শুনি না, ও বদ্ধমুখ বোবার সদৃশ থাকি। [১৪] যে জন শুনিতে পায় না, ও বাদানুবাদের কথা মুখে আনে না, তাহার তুল্য হই। [১৫] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি; হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমাকে উত্তর দিবা। [১৬] আমি বিনয় করি, তাহাদিগকে আমার বিপক্ষে আনন্দিত হইতে দিও না; আমার চরণ টলিলে তাহারা আমার বিপক্ষে দর্প করিবে। [১৭] আমি পতনোন্মুখ হই, ও আমার ব্যথা সর্ব্বদা আমার গোচরে থাকে। [১৮] আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিতেছি, ও পাপের নিমিত্তে মনস্তাপ পাইতেছি। [১৯] কিন্তু আমার শত্রুগণ সতেজ ও বলবান, এবং অনেকে আমাকে অকারণে ঘৃণা করে। [২০] এবং উপকারের পরিশোধে অপকার করে, আর আমি সৎকর্ম্মের অনুগামী, এই কারণ আমার শত্রুতা করে। [২১] হে পরমেশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিও না; হে আমার ঈশ্বর, আমাহইতে দূরে থাকিও না। [২২] হে আমার পরিত্রাণের প্রভো, আমার উপকার করিতে সত্বর হও।

৩৯ গীত।

১ মানুষের অসারতা, ৭ ও দায়ূদের প্রার্থনা।

যিদূথূনের দলমধ্যে প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] ‘আমি আপন তাবৎ পথে সাবধান হইয়া চলিব; জিহ্বাদ্বারা পাপ করিব না; দুষ্ট লোক যাবৎ আমার নিকটে থাকিবে, তাবৎ আমি বল্‌গাদ্বারা মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিব,’ এই কথা কহিয়াছিলাম। [২] আমি বোবার ন্যায় নীরব হইয়া সৎকথাহইতেও নিবৃত্ত হইয়া থাকিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার শোক উথলিল; [৩] ও ভাবিতে২ আন্তরিক অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে আমার মন উত্তপ্ত হইল; তখন আমি জিহ্বাতে এই কথা কহিলাম; [৪] হে পরমেশ্বর, আমার মরণসময় ও আয়ুর পরিমাণ আমাকে জ্ঞাত কর, তাহাতে আমি কেমন অল্পস্থায়ী, তাহা জানিতে পারিব। [৫] দেখ, তুমি আমার জীবনকাল বিঘত পরিমিত করিয়াছ, ও আমার আয়ু তোমার দৃষ্টিতে নামমাত্র; প্রত্যেক মনুষ্য আপন উত্তম অবস্থাতেও নিতান্ত অসার। সেলা। [৬] প্রত্যেক মনুষ্যই ছায়ার ন্যায় গমনাগমন করে, ও অসারের নিমিত্তে ব্যস্ত থাকে; সে ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা ভোগ করিবে তাহা জানে না।

[৭] হে প্রভো, সম্প্রতি আমি কাহার অপেক্ষা করি? তোমাতেই আমার প্রত্যাশা আছে। [৮] আমার সমস্ত অপরাধহইতে আমাকে নিস্তার কর, অজ্ঞান লোকের নিন্দাস্পদ হইতে দিও না। [৯] এ তোমার কর্ম্ম, এই কারণ আমি নীরব হইলাম, একটি কথাও কহিব না। [১০] আমাহইতে আপন দণ্ড দূর কর, তোমার করাঘাতে আমি ক্ষীণ হইতেছি। [১১] তুমি যখন অপরাধ প্রযুক্ত কোন মনুষ্যকে ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তি দেও, তৎকালে কীটের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্যের নাশ কর; প্রত্যেক মনুষ্য অসারমাত্র। সেলা। [১২] হে পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন, ও আমার কাতরোক্তিতে কর্ণ দেও, আমার অশ্রুপাত দেখিয়া নীরব হইও না; কেননা তোমার নিকটে আমি অতিথি ও আমার তাবৎ পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় প্রবাসী আছি। [১৩] আমাকে ছাড়, এবং আমার যাত্রা করণের ও অন্তর্হিত হওনের পূর্ব্বে আমাকে সান্ত্বনা পাইতে দেও।

৪০ গীত।

১ ঈশ্বরের দয়ার বর্ণনা, ৬ ও খ্রীষ্টের পুণ্যের বাক্য, ১৩ ও প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

¹ আমি পরমেশ্বরের অপেক্ষায় থাকাতে তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার প্রার্থনা শুনিলেন; ² এবং ভয়ানক গর্ত্ত ও পঙ্কের হ্রদ-হইতে আমাকে তুলিলেন, ও শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিয়া গতিশক্তি দিলেন; ³ এবং এক নূতন গীত, অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বরের স্তব আমার মুখে দিলেন; ইহা দেখিয়া অনেকে ভীত হইয়া পরমেশ্বরেতে প্রত্যাশা করিবে। ⁴ অহঙ্কারি ও মিথ্যা পথে ভ্রমণকারি লোকদের প্রতি না ফিরিয়া যে জন পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে, সেই ধন্য। ⁵ হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমাদের জন্যে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও সঙ্কল্প করিয়াছ; তোমার নিকটে তাহা গণনা করা যায় না, প্রত্যেকের নাম কহিতে ও প্রকাশ করিতে গেলে অসংখ্যেয় হয়।

⁶ তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য না চাহিয়া আমার কর্ণ ছিদ্রিত করিয়াছ; এবং তুমি হোম ও পাপার্থক বলিদান প্রয়াস কর না; ⁷ অতএব আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিতেছি; ধর্ম্মগ্রন্থে আমার বিষয় লিখিত আছে। ⁸ হে ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে আমার সন্তোষ আছে; তোমার শাস্ত্র আমার অন্তঃকরণের মধ্যে থাকে। ⁹ আমি মহামণ্ডলীতে ধর্ম্ম প্রকাশ করি; হে পরমেশ্বর, দেখ, আমি আপন ওষ্ঠাধর বন্ধ করি না, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ। ¹⁰ আমি মনের মধ্যে তোমার ধর্ম্ম গোপন করিয়া রাখি না, তোমার যথার্থতা ও তোমার কৃত পরিত্রাণ সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া থাকি; তোমার দয়া ও সত্যতা মহামণ্ডলীতেও গুপ্ত রাখি না। ¹¹ হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি তোমার কৃপাকে বন্ধ করিও না, তোমার দয়া ও সত্যতাদ্বারা সর্ব্বদা আমার রক্ষা হউক। ¹² অসংখ্যেয় বিপদ্ আমাকে ঘেরে, ও আমার তাবৎ অপরাধ আমাকে ধরে, আমি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতে পারি না; আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও তাহা অধিক; অতএব আমার মনশ্চেতনা আমাকে ত্যাগ করিতেছে।

¹³ হে পরমেশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর; হে পরমেশ্বর, ত্বরায় আমার উপকার কর। ¹⁴ যাহারা আমার প্রাণকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, তাহারা একেবারে লজ্জিত ও অপ্রতিভ হউক; ও যাহারা আমার বিপদে আনন্দ করে, তাহারা পরাঙ্মুখ ও বিষণ্ণ হউক। ¹⁵ এবং যাহারা হা২ বলিয়া আমাকে বিদ্রূপ করে, তাহারা আপনাদের লজ্জা প্রযুক্ত স্তব্ধ হউক। ¹⁶ কিন্তু তোমার অন্বেষণকারি সকলে তোমাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হউক, এবং যাহারা তোমার কৃত পরিত্রাণে প্রেম করে, তাহারা সর্ব্বদা এ কথা কহুক, পরমেশ্বর মহামহিমান্বিত হউন। ¹⁷ আমি দুঃখী ও দরিদ্র, কিন্তু প্রভু আমার বিষয়ে চিন্তা করেন; তুমি আমার উপকারী ও রক্ষাকর্ত্তা; হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করিও না।

৪১ গীত।

১ দয়ালু লোকের ধন্যতা, ৪ ও বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে বিলাপ, ১০ ও প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

¹ যে জন দীনহীনের সহিত সদ্ব্যবহার করে সে ধন্য, বিপদকালে পরমেশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন। ² পরমেশ্বর তাহাকে বাঁচাইয়া প্রতিপালন করিবেন, ও দেশে সুখী করিবেন, এবং শত্রুগণের ইচ্ছাতে তাহাকে সমর্পণ করিবেন না। ³ পরমেশ্বর ব্যাধিশয্যার উপরে তাহাকে সবল করিবেন, ও রোগেতে তাহার তাবৎ শয্যা প্রস্তুত করিবেন।

⁴ আমি কহিলাম, হে পরমেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমার মনকে সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। ⁵ আমার শত্রু আমার বিষয়ে এই ২ রূপ দুর্বাক্য কহে, 'সে কবে মরিবে? ও কত দিনে তাহার নাম লুপ্ত হইবে?' ⁶ সে যদি আমাকে দেখিতে আইসে, তবে মিথ্যা কহিতে ২ মনের মধ্যে দুষ্টতা সঞ্চয় করে, পরে বাহিরে গিয়া তাহা প্রকাশ করে। ⁷ আমার ঘৃণাকারিগণ পরস্পর কাণাকাণি করিয়া আমার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা এমত মন্দ চিন্তা করে, ⁸ 'দুষ্টতার ফল তাহাতে ফলিতেছে, সে শয্যাগত হইল, পুনর্ব্বার উঠিতে পারিবে না।' ⁹ আমার যে সুহৃৎ আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল, ও আমার রুটী আহার করিত, সেও আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠায়।

¹⁰ হে পরমেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাকে উত্থাপন কর, আমি তাহাদিগকে ইহার প্রতিফল দিব। ¹¹ আমার শত্রু জয় করে নাই, ইহাতে আমি জানি, তুমি আমাতে সন্তুষ্ট আছ। ¹² তুমি আমার সারল্যে আমাকে রক্ষা করিবা, ও সর্ব্বদা আপন সাক্ষাতে আমাকে স্থান দিবা।

¹³ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউন্। আমেন, আমেন।

৪২ গীত।

১ পরমেশ্বরের মন্দিরহইতে দূর হওয়াতে দায়ূদের দুঃখ, ৬ ও তাহার কাছে ফিরিতে তাহার ইচ্ছা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য কোরহীয় বংশের উপদেশগীত।

¹ হরিণ যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, হে

ঈশ্বর, আমার প্রাণ তদ্রূপ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। [২] ঈশ্বরের নিমিত্তে, অর্থাৎ অমর ঈশ্বরের কারণ আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত হইতেছে; আমি কখন্ আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব? [৩] লোকেরা সর্ব্বদা আমাকে বলে, তোমার ঈশ্বর কোথায়? এই কথা প্রযুক্ত আমি দিবা-রাত্র অশ্রুজল পান করিতেছি। [৪] তাহা মনে করিলে আমার হৃদয় গলিত হয়, কেননা আমি লোকারণ্যের অগ্রে চলিয়া পর্ব্বপালনকারি জনতার সহিত জয় ও প্রশংসাধ্বনি করিতে২ ঈশ্বরের মন্দিরে গমন করিতাম। [৫] হে আমার মন, তুমি কেন শোকার্ত্ত হও? ও আমার অন্তরে কেন ব্যাকুল হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; তাঁহার শ্রীমুখ আমার পরিত্রাণজনক, আমি এখনও তাঁহার গুণানুবাদ করিব।

[৬] হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ আমার অন্তরে শোকাকুল হইতেছে; অতএব আমি যর্দ্দন্ ও হর্ম্মোণ্ দেশে ও মিৎসিয়র্ পর্ব্বতে তোমাকে স্মরণ করিতেছি। [৭] তোমার ঝোরা-সমূহের শব্দদ্বারা এক গভীর জল অন্য গভীর জলকে আহ্বান করিতেছে, ও তোমার তরঙ্গ ও প্রবল ঢেউ সকল আমার উপর দিয়া যাইতেছে। [৮] তথাপি পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে দিবসে তাঁহার দয়া ও রাত্রিতে তাঁহার প্রশংসাগীত এবং জীবনদাতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আমার সহচর হইবে। [৯] আমি আপন পর্ব্বতস্বরূপ ঈশ্বরের কাছে এই কথা বলিব, তুমি কেন আমাকে বিস্মৃত হইতেছ? আমি কেন শত্রুনিন্দাপ্রযুক্ত শোকান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি? [১০] আর 'তোমার ঈশ্বর কোথায়?' এই অপমানের কথা-দ্বারা আমার বৈরিগণ সমস্ত দিন অস্থিভঙ্গের ন্যায় আমাকে বেদনা দিতেছে। [১১] হে আমার মন, তুমি কেন শোকার্ত্ত হও? ও আমার অন্তরে কেন ব্যাকুল হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; তিনি আমার মুখের প্রসন্নতাজনক ও আমার ঈশ্বর, আমি এখনও তাঁহার গুণানুবাদ করিব।

৪৩ গীত।

পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রতি ফিরিবার সময়ে আনন্দপূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করিতে দায়ূদের মানত।

[১] হে ঈশ্বর, আমার বিচার কর, ও অধার্ম্মিক জাতির সহিত আমার বিবাদ নিষ্পত্তি কর, এবং প্রবঞ্চক ও অধার্ম্মিক মনুষ্যহইতে আমাকে উদ্ধার কর। [২] তুমিই আমার দুর্গস্বরূপ ঈশ্বর; কেন আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছ? এবং আমি কেন শত্রুনিন্দাপ্রযুক্ত শোকান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি? [৩] হে প্রভো, তোমার দীপ্তি ও সত্যতাকে প্রেরণ কর; তাহা আমার পথদর্শক হইয়া তোমার পবিত্র পর্ব্বতে ও বাসস্থানে আমাকে লইয়া যাইবে। [৪] তাহাতে আমি ঈশ্বরের বেদির নিকটে ও আপন পরমানন্দজনক ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইব, এবং হে ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, বীণাযন্ত্রেতে তোমার গুণানুবাদ করিব। [৫] হে আমার মন, তুমি কেন শোকার্ত্ত হও? ও আমার অন্তরে কেন ব্যাকুল হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; তিনি আমার মুখের প্রসন্নতাজনক ও আমার ঈশ্বর, আমি এখনও তাঁহার গুণানুবাদ করিব।

৪৪ গীত।

১ মণ্ডলীর বিলাপ, ২০ ও প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য কোরহীয় বংশের উপদেশগীত।

[১] হে ঈশ্বর, পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বর্ত্তমান সময়ে তুমি যে২ কার্য্য করিয়াছিলা, তাহা আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি; তাঁহারা আমাদের নিমিত্তে বর্ণনা করিয়াছে। [২] তুমিই আপন হস্তে অন্যজাতীয়দিগকে দূর করিয়া তাহাদিগকে বসাইয়াছিলা, এবং সমূহলোকদিগকে শাস্তি দিয়া তাহাদিগকে বিস্তার করিয়াছিলা। [৩] তাহারা আপন২ খড়্গদ্বারা দেশাধিকার পাইয়াছিল, কিম্বা আপন২ বাহুবলেতে জয়ী হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু তুমি তাহাদিগেতে সন্তুষ্ট হওয়াতে আপন প্রসন্ন বদন ও দক্ষিণ হস্ত ও বাহুবলদ্বারা তাহা করিয়াছিলা। [৪] হে ঈশ্বর, তুমি আমার রাজা; যাকুবকে পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা হউক। [৫] তোমাদ্বারা আমরা শত্রুদিগকে শৃঙ্গাঘাত করিব, এবং তোমার নামের গুণে আপন বিপক্ষগণকে পদতলে দলিব। [৬] যেহেতুক আমি নিজ ধনুকেতে নির্ভর করি না, আমার খড়্গ আমাকে রক্ষা করে না; [৭] কিন্তু তুমিই শত্রুগণহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, ও ঘৃণাকারিগণকে লজ্জা দিয়া থাক। [৮] আমরা সমস্ত দিন ঈশ্বরের শ্লাঘা করি, ও সর্ব্বদা তোমার নামের প্রশংসা করি। সেলা। [৯] কিন্তু তুমি আমাদিগকে দূর করিয়া লজ্জা দিতেছ, আমাদের সৈন্যের সহিত আর গমন কর না। [১০] তুমি শত্রুহইতে আমাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতেছ, এবং ঘৃণাকারিগণ আমাদের দ্রব্যাদি লুট করিতেছে। [১১] তুমি আমাদিগকে বধ্য মেষগণের ন্যায় করিতেছ, এবং অন্যজাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিতেছ। [১২] ও আপন প্রজাদিগকে বিনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছ, তাহাদের বিক্রয়দ্বারা তোমার বৃদ্ধি হয় না। [১৩] তুমি প্রতিবাসিগণের নিকটে আমাদিগকে নিন্দিত, ও চতুর্দ্দিক্স্থিত লোকদের

কাছে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপের পাত্র করিতেছ। [১৪] এবং আমাদিগকে অন্যজাতীয়দের গল্পের বিষয় ও লোকদের মধ্যে শিরশ্চালনের আস্পদ করিতেছ। [১৫] এবং নিন্দক ও তিরস্কারির বাক্যদ্বারা, এবং শত্রু ও কোপাচারির কর্ম্মদ্বারা [১৬] আমার অপমান সমস্ত দিন আমার সম্মুখে থাকে, ও লজ্জা আমার মুখ আচ্ছাদন করে। [১৭] আমাদের প্রতি এই সমস্ত ঘটে; কিন্তু আমরা তোমাকে বিস্মৃত হই নাই, ও তোমার নিয়ম অস্বীকার করি নাই; [১৮] এবং আমাদের মন পরাঙ্মুখ হয় নাই,ও তোমার পথহইতে আমাদের চরণ টলে নাই। [১৯] তথাপি তুমি নাগগণের আলয়ে আমাদিগকে চূর্ণ করিতেছ, ও মৃত্যুচ্ছায়াতে আচ্ছন্ন করিতেছ।

[২০] আমরা যদি আপনাদের ঈশ্বরের নাম বিস্মৃত এবং ইতর দেবের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকি, [২১] তবে ঈশ্বর কি তাহার অনুসন্ধান করিবেন না? যেহেতুক তিনি মনেরও গুপ্ত কথা জ্ঞাত আছেন। [২২] আমরা তোমার নিমিত্তে সমস্ত দিন মৃত্যুমুখে আছি; ও বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইতেছি। [২৩] হে প্রভো, জাগ্রৎ হও, কেন নিদ্রা যাও? গাত্রোত্থান কর; আমাদিগকে চিরকাল নিগ্রহ করিও না। [২৪] তুমি কেন আপনার মুখ আচ্ছাদন করিতেছ? আমাদের দুঃখ ও তাড়না কেন বিস্মৃত হইতেছ? [২৫] আমাদের প্রাণ ধূলিতে পতিত, ও আমাদের উদর ভূমিতে লগ্ন আছে। [২৬] আমাদের উপকারের নিমিত্তে উঠিয়া নিজ দয়াগুণে আমাদিগকে মুক্ত কর।

৪৫ গীত।

খ্রীষ্টের সৌন্দর্য্য ও জয় ও রাজ্য বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য শোশন্নীম্ নামক স্বরযুক্ত কোরহীয় বংশের কৃত প্রেমবিষয়ক ধর্ম্মগীত।

[১] আমার মনে সৎকথা উঠিতেছে; আমি রাজার নিকটে আপন ক্রিয়া নিবেদন করিব; আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনীস্বরূপ হইবে। [২] তুমি মনুষ্যের সন্তান অপেক্ষা পরম সুন্দর, তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহের প্রবাহ থাকে, এই নিমিত্তে ঈশ্বর তোমাকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করেন। [৩] হে মহাবীর, আপন প্রতাপ ও মহিমারূপ খড়্গ ঊরুতে বন্ধন কর, [৪] এবং যথার্থতা ও ধর্ম্মযুক্ত নম্রতার নিমিত্তে জয়ী হইয়া নিজ মহিমারূপ রথে গমন কর; তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত ভয়ানক কর্ম্ম দেখাইবে। [৫] তোমার বাণ তীক্ষ্ণ, এই জন্যে লোকেরা তোমার নীচে পতিত হইবে, ও রাজার বিপক্ষগণের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইবে। [৬] হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন নিত্যস্থায়ী, ও তোমার রাজদণ্ড যথার্থতার দণ্ড; [৭] তুমি ধর্ম্মকে প্রেম করিতেছ, এবং দুষ্টতাকে ঘৃণা করিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা অধিক আনন্দরূপ তৈলেতে তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। [৮] এবং গন্ধরস ও অগুরু ও দারচিনীতে তোমার তাবৎ বস্ত্র সুবাসিত হয়, ও হস্তিদন্তনির্ম্মিত অট্টালিকাতে বাদ্যাদি তোমার আনন্দ জন্মায়। [৯] তোমার স্ত্রীরত্নদিগের মধ্যে রাজকুমারীরা আছে, এবং তোমার দক্ষিণ দিকে ওফীরীয় সুবর্ণেতে ভূষিতা রাণী দণ্ডায়মানা আছে। [১০] হে কন্যে, কথা শুন, ও কর্ণ পাতিয়া মনোযোগ কর; তোমার জাতিকে ও পিতৃগৃহকে বিস্মৃত হও। [১১] তাহাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য্যে সন্তুষ্ট হইবেন; তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর। [১২] তাহাতে সোরের কন্যা উপঢৌকন আনিবে, ও ধনি লোকেরা তোমার নিকটে বিনতি করিবে। [১৩] অন্তঃপুরে রাজকুমারী সর্ব্বতোভাবে শোভা বিশিষ্টা ও স্বর্ণসূত্রের বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিতা আছে; [১৪] সে বিচিত্র পরিচ্ছদে রাজার নিকটে আনীতা হইবে, ও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সহচরী কুমারীরা তোমার নিকটে আনীতা হইবে। [১৫] তাহারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হইয়া রাজমন্দিরে প্রবেশ করিবে। [১৬] তোমার পিতৃগণ গত হইলে তোমার সন্তানেরা থাকিবে; তুমি তাহাদিগকে তাবৎ পৃথিবীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবা। [১৭] আমি তোমার নাম পুরুষপরম্পরায় স্মরণ করাইব; তাহাতে লোকেরা নিরন্তর তোমার প্রশংসা করিবে।

৪৬ গীত।

জয়ের নিমিত্তে দায়ূদের পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করণ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য অলামোৎ নামে স্বরযুক্ত কোরহীয় বংশের গীত।

[১] ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ, তিনি বিপদকালে অতি নিকটবর্ত্তি উপকারিরূপে পরিচিত হন। [২] অতএব পৃথিবী যদ্যপি টলে ও পর্ব্বতগণ সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; [৩] এবং তাহার তরঙ্গ ঘোর গর্জন করিয়া বেগে চলে, ও তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতগণ কম্পিত হয়, তথাপি আমরা ভয় করিব না। সেলা। [৪] এক নদী আছে, তাহার প্রবাহদ্বারা ঈশ্বরের নগর ও সর্ব্বোপরিস্থের বাসস্থানরূপ ধর্ম্মধাম আনন্দিত হয়। [৫] ঈশ্বর তাহার মধ্যে থাকেন; সে কখন বিচলিত হইবে না; ঈশ্বর অতি প্রত্যূষে তাহার উপকার করিবেন। [৬] অন্যজাতীয়েরা কলরব করিবে, ও রাজ্য সকল বিচলিত হইবে;

তিনি আপন রব শুনাইবামাত্র পৃথিবী গলিয়া যাইবে। [৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গী, ও যাকূবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গস্বরূপ। সেলা। [৮] আইস, আমরা পরমেশ্বরের কর্ম্ম দেখি, তিনি পৃথিবীতে কি প্রকার উৎপাত করেন। [৯] তিনি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন, ও ধনু ভগ্ন করেন, ও বড়শা খণ্ড ২ করেন, ও অগ্নিতে রথকে দগ্ধ করেন। [১০] 'তোমরা ক্ষান্ত হও, এবং আমি ঈশ্বর, ইহা জ্ঞাত হও; আমি অন্যজাতীয়দের মধ্যে মহামহিমান্বিত হইব, ও তাবৎ পৃথিবীতে মহিমান্বিত হইব।' [১১] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গী, ও যাকূবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গস্বরূপ। সেলা।

৪৭ গীত।

ঈশ্বরের বশীভূত হওনের ও প্রশংসা করণের আবশ্যকতা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য কোরহীয় বংশের ধর্ম্মগীত।

[১] হে সমস্ত লোক, তোমরা করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের জয়ধ্বনি কর। [২] কেননা সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বর ভয়ঙ্কর ও তাবৎ পৃথিবীর রাজাধিরাজ। [৩] তিনি জাতিদিগকে আমাদের অধীন করেন, ও অন্যদেশীয়দিগকে আমাদের পদতলস্থ করেন। [৪] এবং তিনি আমাদের অধিকার মনোনীত করেন; তাহাই তাঁহার প্রিয় যাকূবের রত্নস্বরূপ। সেলা। [৫] ঈশ্বর জয়ধ্বনির সহিত ও পরমেশ্বর তূরীধ্বনির সহিত স্বর্গারোহণ করেন। [৬] ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর, গান কর; এবং আমাদের রাজার উদ্দেশে গান কর, গান কর। [৭] ঈশ্বর তাবৎ পৃথিবীর রাজা, তাঁহার উদ্দেশে জ্ঞানসূচক গীত গান কর। [৮] ঈশ্বর অন্যজাতীয়দের উপরে রাজত্ব করেন; তিনি আপন পবিত্র সিংহাসনে বসিয়া থাকেন। [৯] লোকদের অধ্যক্ষগণ ইব্রাহীমের ঈশ্বরের লোক হইয়া একত্র হইতেছে; য়েহেতুক পৃথিবীর অধ্যক্ষগণ ঈশ্বরের, তিনি অতিশয় উন্নত।

৪৮ গীত।

মণ্ডলীর গৌরব ও সুখ।

কোরহীয় বংশের ধর্ম্মগীত।

[১] আমাদের ঈশ্বরের নগরমধ্যে তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতে পরমেশ্বর মহান্ ও অতি প্রশংসনীয়। [২] উত্তরদিগে স্থিত যে সিয়োন পর্ব্বত মহারাজের রাজধানী আছে, সে উচ্চতা প্রযুক্ত অতি রমণীয় ও তাবৎ পৃথিবীর আনন্দজনক। [৩] তাহার অট্টালিকার মধ্যে ঈশ্বর উচ্চদুর্গরূপে জ্ঞাত আছেন। [৪] ঐ দেখ, রাজগণ সভাস্থ হইয়া একেবারে লুপ্ত হইল। [৫] তাহারা তাহা দেখিবামাত্র স্তব্ধ হইল, এবং উদ্বিগ্ন হইয়া ত্বরায় পলায়ন করিল। [৬] ঐ স্থানে তাহারা কম্পান্বিত ও প্রসূতীর ন্যায় বেদনাগ্রস্ত হইল। [৭] তুমি পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা তর্শীশের জাহাজ ভগ্ন করিয়া থাক। [৮] আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নগরে অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বরের নগরে দেখিয়াছি; ঈশ্বর সর্ব্বদা তাহা সুস্থির করিয়া রাখিবেন। সেলা। [৯] হে ঈশ্বর, আমরা তোমার মন্দিরের মধ্যে তোমার দয়া মনে চিন্তা করিতেছি। [১০] হে ঈশ্বর, তোমার যেমন নাম, পৃথিবীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত তোমার প্রশংসাও তদ্রূপ; তোমার দক্ষিণ হস্ত ধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ। [১১] তোমার বিচারাজ্ঞা প্রযুক্ত সিয়োন্ পর্ব্বত আনন্দে প্রফুল্ল হয়, ও যিহূদার পুরী সকল উল্লাসিত হয়। [১২] তোমরা সিয়োন্‌কে প্রদক্ষিণ কর, ও তাহার চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিয়া তাহার দুর্গ গণনা কর। [১৩] ও তাহার দৃঢ় প্রাচীরে মনোযোগ কর, ও তাহার অট্টালিকা সন্দর্শন কর; তাহাতে তোমরা ভাবি বংশকে তাহার বর্ণনা কহিতে পারিবা; [১৪] কেননা এই ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের ঈশ্বর হইবেন, তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাদের পথদর্শক হইবেন।

৪৯ গীত।

ধনের ও মানুষের অসারতা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য কোরহীয় বংশের ধর্ম্মগীত।

[১] হে সমস্ত লোক, তোমরা শ্রবণ কর; হে জগন্নিবাসিগণ, [২] তোমরা মহান্ কি ক্ষুদ্র, ও ধনবান্ কি দরিদ্র, যে হও, আমার কথাতে সকলে মনোযোগ কর। [৩] আমি মুখদ্বারা জ্ঞানের কথা কহিব, ও মনেতে বুদ্ধির কথা চিন্তা করিব, [৪] ও কর্ণেতে দৃষ্টান্তকথা শ্রবণ করিব, এবং বীণাযন্ত্রে আপনার মর্ম্মকথা গান করিব। [৫] প্রবঞ্চনাকারির দুষ্টতা আমাকে ঘেরিলে আমি কেন বিপদসময়ে ভয় করিব? [৬] যাহারা আপন২ ধনেতেই নির্ভর রাখে, ও সম্পত্তির বাহুল্য প্রযুক্ত শ্লাঘা করে, [৭] তাহাদের মধ্যে কেহ আপন ভ্রাতাকে মুক্ত করিতে পারে না; [৮] এবং সে যেন নিত্যজীবী হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত না হয়, তন্নিমিত্তে ঈশ্বরকে তাহার মূল্য দিতেও পারে না; [৯] কেননা প্রাণকে যে মুক্ত করা, সে অমূল্য ও সর্ব্বদা অসাধ্য হয়। [১০] সে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে, কেননা জ্ঞানবান্ লোকেরা যেমন মরে, তদ্রূপ অজ্ঞান ও পশুবৎ লোক বিনষ্ট হয়, ও অন্যদের হস্তে ধন ত্যাগ করে। [১১] তাহাদের বাটী চিরকাল ও গৃহ পুরুষানুক্রমে থাকিবে, এবং

তাহাদের ভূমি সকল তাহাদের নামে বিখ্যাত থাকিবে, ইহা তাহাদের মনের অভিপ্রায়। [১১] তথাপি মানুষ সম্ভ্রান্ত হইয়া থাকে না, কিন্তু পশুর সদৃশ হইয়া নষ্ট হয়। [১৩] তাহাদের এই গতি তাহাদের অজ্ঞানতার ফল, তথাপি তাহাদের পরে অন্যেরা তাহাদের বাক্যই ভাল বাসে। সেলা। [১৪] তাহারা মেষের ন্যায় পরলোকে চালিত হইবে, ও মৃত্যু তাহাদিগকে চরাইবে; সরলাত্মা লোকেরা প্রভাতেই তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে, পরলোকরূপ বাসস্থানে তাহাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। [১৫] কিন্তু ঈশ্বর পরলোকের হস্তহইতে আমার প্রাণকে মুক্ত করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন। সেলা। [১৬] কোন লোক ধনবান্ হইয়া বাটীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিলে তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। [১৭] কেননা সে মরণকালে কিছু সঙ্গে লইয়া যাইবে না, ও তাহার ঐশ্বর্য্য তাহার অনুগমন করিবে না। [১৮] সে জীবদ্দশাতে আপন প্রাণের শ্লাঘা করিত, ও আপনার মঙ্গল করাতে লোকেরা তাহাকে প্রশংসা করিত; [১৯] কিন্তু সে পিতৃলোকদের বাসস্থানে গিয়া দীপ্তির দর্শন কখন পাইবে না। [২০] যে সম্ভ্রান্ত মনুষ্য অজ্ঞান, সে পশুর তুল্য হইয়া নষ্ট হয়।

৫০ গীত।

১ পরমেশ্বরের বিচার করণ, ৭ ও যজ্ঞকর্ম্মাদি অপেক্ষা ভক্তির আবশ্যকতা, ১৬ ও পাপি লোকের প্রতি অনুযোগ।

আসফের ধর্ম্মগীত।

[১] প্রভুদের প্রভু পরমেশ্বর বক্তা হইয়া সূর্য্যের উদয়াচল অবধি অস্তাচল পর্য্যন্ত তাবৎ জগজ্জনকে আহ্বান করিবেন। [২] সর্ব্বতোভাবে মনোরম্য যে সিয়োন পর্ব্বত, তাহাহইতে ঈশ্বর দীপ্তি প্রকাশ করিবেন। [৩] আমাদের ঈশ্বর আগমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিবেন না; সর্ব্বগ্রাসক অগ্নি তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইবে, ও প্রবল ঝড় তাঁহাকে বেষ্টন করিবে। [৪] তিনি আপন লোকদের বিচার করণার্থে উপরিস্থ স্বর্গকে ও পৃথিবীকে আহ্বান করিয়া কহিবেন, [৫] 'যাহারা বলিদানদ্বারা আমার সহিত নিয়ম করিয়াছে, আমার সেই পুণ্যবান্ লোকদিগকে আমার নিকটে একত্র কর।' [৬] তাহাতে স্বর্গ তাঁহার ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে, কেননা ঈশ্বর আপনি বিচারকর্ত্তা হইবেন। সেলা।

[৭] 'হে আমার প্রজাগণ, আমি কহি, শ্রবণ কর; হে ইস্রায়েল বংশ, আমি তোমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিব; আমি ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর। [৮] তুমি আমার সাক্ষাতে নিত্য২ যে বলিদান ও হোম করিয়া থাক, তদ্বিষয়ে তোমাকে অনুযোগ করিব না; [৯] এবং তোমার গৃহহইতে বৃষ ও খোঁয়াড়হইতে ছাগল লইব না। [১০] কেননা তাবৎ বনপশু ও সহস্র২ পর্ব্বতীয় পশু সকলই আমার। [১১] আমি পর্ব্বতীয় পক্ষিগণকে জানি, এবং মাঠের সমস্ত প্রাণীও আমার। [১২] আমি ক্ষুধিত হইলে তোমাকে কহিব না; কেননা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সকল বস্তু আমার। [১৩] আমি কি বলবান্ বৃষের মাংস ভোজন করিব? কিম্বা ছাগলের রক্ত পান করিব? [১৪] ঈশ্বরের নিকটে প্রশংসারূপ বলিদান কর, ও সর্ব্বোপরিস্থের প্রতি আপন ব্রত সম্পূর্ণ কর। [১৫] এবং বিপদ্কালে আমার কাছে প্রার্থনা কর; তাহাতে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার মহিমা প্রকাশ করিবা।'

[১৬] পরে ঈশ্বর দুষ্ট লোককে কহিবেন, 'আমার বিধি প্রকাশ করিতে ও আমার নিয়মের কথা মুখে আনিতে তোমার কি অধিকার? [১৭] তুমি উপদেশে অশ্রদ্ধা করিয়া থাক, ও আমার বাক্য পীছে ফেলিয়া থাক; [১৮] এবং চোরকে দেখিলে তাহার সহিত সম্মত হইয়া থাক, ও পারদারিকের সমানাংশী হইয়া থাক; [১৯] এবং মুখে কুকথা কহিয়া থাক, ও জিহ্বাতে প্রবঞ্চনা করিয়া থাক; [২০] এবং বসিয়া২ আপনার ভ্রাতার অপবাদ করিয়া থাক, ও নিজ সহোদরকে নিন্দা করিয়া থাক। [২১] তুমি এই প্রকার করিলে আমি নীরব হইয়া রহিলাম, তাহাতে আমিও তোমার মত, তোমার এমত বোধ হইল; কিন্তু আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিব ও তোমার সাক্ষাতে সকলি উপস্থিত করিব। [২২] হে ঈশ্বরবিস্মৃত লোকেরা, এক্ষণে ইহা বিবেচনা কর, নতুবা তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিব, কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। [২৩] যে জন ধন্যবাদরূপ বলি দান করে, সে আমাকে গৌরবান্বিত করে; এবং যে জন সৎপথে গমন করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণ দর্শন করাইব।'

৫১ গীত।

স্বপাপের নিমিত্তে দায়ূদের খেদ ও বিলাপ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

বৎশেবাতে উপগত হইলে তাহার নিকটে নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা গেলে পর এই গীত প্রস্তুত হইল।

[১] হে ঈশ্বর, আপন দয়ানুসারে আমার প্রতি করুণা কর, ও আপন প্রচুর কৃপানুসারে আমার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা কর। [২] এবং আমার অধর্ম্ম নিঃশেষে প্রক্ষালন কর, ও আমার পাপহইতে আমাকে পরিষ্কার কর। [৩] আমি নিজ অপরাধ স্বীকার করিতেছি, আমার পাপ সর্ব্বদাই আমার সাক্ষাতে আছে। [৪] আমি তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি,

ও তোমার দৃষ্টিতে কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াছি; অতএব তুমি আপনার কথাতে নির্দ্দোষ ও বিচারে জয়ী হইবা। [৫] দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে. ও পাপেতে আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে। [৬] দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যতা প্রয়াস করিয়া থাক; অতএব গোপনে আমাকে জ্ঞানের কথা জ্ঞাত কর। [৭] এসোবদ্বারা আমাকে শুচি কর, তাহাতে আমি পবিত্র হইব; এবং আমাকে প্রক্ষালন কর, তাহাতে হিম অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইব। [৮] আহ্লাদ ও আনন্দজনক বাক্য আমাকে শ্রবণ করাও; তোমাদ্বারা ভগ্ন আমার অস্থি সকলকে প্রফুল্ল হইতে দেও। [৯] আমার তাবৎ পাপের প্রতি তোমার মুখ আচ্ছাদন কর, ও আমার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা কর। [১০] হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে পবিত্র মন সৃষ্টি কর, ও আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও। [১১] তোমার সম্মুখহইতে আমাকে দূর করিও না, ও তোমার পবিত্র আত্মাকে আমাহইতে অপহরণ করিও না। [১২] তোমার কৃত পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনর্ব্বার দেও, ও তোমার উদার আত্মাদ্বারা আমাকে ধারণ কর। [১৩] তাহাতে আমি দুষ্টদিগকে তোমার পথের বিষয়ে শিক্ষা দিব, ও পাপিরা তোমার প্রতি মন ফিরাইবে। [১৪] হে ঈশ্বর, তুমিই আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে রক্তপাতরূপ দোষহইতে উদ্ধার কর, তাহাতে আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্মেতে জয়ধ্বনি করিবে। [১৫] হে প্রভো, আমার ওষ্ঠাধরকে মুক্ত কর, তাহাতে আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রকাশ করিবে। [১৬] তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না, নতুবা তাহা দিতাম; এবং হোমেতেও তোমার সন্তোষ নাই। [১৭] ঈশ্বরের গ্রাহ্য যাগ ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণকে তুচ্ছ করিবা না। [১৮] তোমার অনুগ্রহদ্বারা সিয়োনের মঙ্গল কর, ও যিরূশালমের প্রাচীর নির্ম্মাণ কর। [১৯] তখন তুমি ধর্ম্মযজ্ঞ ও হোম ও পূর্ণ আহুতিতে সন্তুষ্ট হইবা; এবং লোকেরা তোমার বেদির উপরে বৃষগণকে উৎসর্গ করিবে।

৫২ গীত।

দোয়েগের দোষ ও বিনাশের কথা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের উপদেশগীত।

যে সময়ে ইদোমীয় দোয়েগ্ উপস্থিত হইয়া ‘দায়ূদ অহীমেলকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল,’ এই সমাচার শৌলকে দিল, তৎকালের গীত।

[১] হে বলবান্ মনুষ্য, তুমি কুক্রিয়াতে কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? ঈশ্বরের অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২] তোমার জিহ্বা তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ন্যায় খলতা করিয়া ক্ষতি করিতেছে। [৩] তুমি সৎক্রিয়া অপেক্ষা কুক্রিয়াকে, এবং সত্য কথা অপেক্ষা মিথ্যাকথাকে ভাল বাস। সেলা। [৪] হে প্রবঞ্চক জিহ্বে, তুমি সর্ব্বনাশক বাক্যই ভাল বাস। [৫] এই জন্যে ঈশ্বর তোমাকে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিবেন ও তোমাকে উচ্ছিন্ন করিবেন, এবং আলয়হইতে দূর করিবেন, ও জীবৎ লোকদের দেশহইতে উৎপাটন করিবেন। সেলা। [৬] তাহা দেখিয়া ধার্ম্মিকেরা ভীত হইবে, এবং তোমার প্রতি উপহাস করিয়া কহিবে, [৭] ‘ঐ দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপনার আশ্রয়স্বরূপ না করিয়া আপন প্রচুর ধনে প্রত্যাশা করিয়া দুষ্টতাতে সাহস বাঁধিত।’ [৮] কিন্তু আমি ঈশ্বরের মন্দিরে স্থিত সতেজ জিতবৃক্ষস্বরূপ; আমি সদা সর্ব্বক্ষণে ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রত্যাশা করিব। [৯] তুমি কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ, অতএব আমি সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করিব; ও তোমার নামে প্রত্যাশা রাখিব, কেননা তোমার পুণ্যবানদের দৃষ্টিতে তাহাই উত্তম।

৫৩ গীত।

পাপি লোকদের দুষ্টতা ও ভাবি দুঃখ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য মহলৎ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের উপদেশগীত।

[১] ঈশ্বর নাই, অজ্ঞান লোক মনে ২ এমত কহে; তাহারা দুষ্ট ও ঘৃণ্য কর্ম্মকারী, সৎকর্ম্ম কেহই করে না। [২] জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্ব চেষ্টাকারী কেহ আছে কি না, ইহা জানিবার জন্যে ঈশ্বর স্বর্গহইতে মনুষ্যসন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। [৩] সকলে নিতান্ত বিপথগামী ও দুষ্কর্ম্মকারী; সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না। [৪] এই কুকর্ম্মকারিদের কি কিছুই জ্ঞান নাই? তাহারা অন্নের ন্যায় আমার লোককে গ্রাস করে, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না। [৫] ঐ নির্ভয় স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইবে; কেননা ঈশ্বর তোমার সহিত যুদ্ধকারি লোকদের অস্থি চারি দিগে নিক্ষেপ করিবেন, এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে নিগ্রহ করাতে তুমি তাহাদিগকে লজ্জা দিবা। [৬] আহা, সিয়োন্হইতে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ হউক; তাহাতে ঈশ্বর আপন লোকদিগকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলে যাকূব্ বংশ উল্লাসিত ও ইস্রায়েল বংশ হৃষ্টচিত্ত হইবে।

৫৪ গীত।

সীফীয় লোকহইতে রক্ষার্থে দায়ূদের প্রার্থনা।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য দায়ূদের উপদেশগীত।

যে সময়ে সীফীয় লোকেরা উপস্থিত হইয়া শৌলের নিকটে বলিল, 'দায়ূদ কি আমাদের মধ্যে আপনাকে গুপ্ত করে নাই?' তৎকালের এই গীত।

১ হে ঈশ্বর, আপন নামের গুণে আমাকে পরিত্রাণ কর, ও আপন পরাক্রমেতে আমার বিচার কর। ২ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন, আমার মুখের বাক্য শ্রবণ কর। ৩ অপরিচিত লোকেরা আমার বিরুদ্ধে উঠে, ও উপদ্রবিরা আমার প্রাণ নাশার্থে চেষ্টা করে; তাহারা আপনাদের গোচরে ঈশ্বরকে রাখে না। সেলা। ৪ দেখ, ঈশ্বর আমার উপকারী; প্রভু আমার প্রাণের উপকারকদের সহিত আছেন। ৫ তিনি আমার শত্রুদের দুষ্টতার প্রতিফল দিবেন, ও আপন যথার্থতাতে তাহাদিগকে সংহার করিবেন। ৬ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত বলি দান করিব, ও তোমার নামের প্রশংসা করিব, কেননা সে উত্তম। ৭ সেই নাম আমাকে তাবৎ বিপদহইতে রক্ষা করে, এবং আমার চক্ষু শত্রুগণের বিনাশ দর্শন করে।

৫৫ গীত।

বিপদসময়ে দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে দায়ূদের প্রার্থনা।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য দায়ূদের উপদেশগীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমার বিলাপকালে লুক্কায়িত হইও না। ২ আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া উত্তর দেও; আমি শত্রুদের দুর্ব্বাক্য ও পাপিদের উপদ্রব প্রযুক্ত ভাবনাতে ব্যাকুল ও উন্মনা হইতেছি; ৩ কেননা তাহারা আমাতে দোষারোপ করে, ও ক্রোধেতে আমার বিপক্ষতা করে। ৪ আমার অন্তরে মন বড় ব্যথিত হইতেছে; আমি মৃত্যুযাতনাগ্রস্ত হইতেছি। ৫ ভয় ও কম্প আমাকে ধরিতেছে, এবং আমি মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইতেছি। ৬ ও কহিতেছি, আঃ, যদি কপোতের ন্যায় আমার পক্ষ হয়! তবে আমি উড্ডীয়মান হইয়া বিশ্রাম পাইব; ৭ এবং ভ্রমণ করিয়া দূরে যাইব, ও প্রান্তরমধ্যে বসতি করিব। সেলা। ৮ এবং প্রবল বায়ু ও ঝড়হইতে ত্বরায় পলায়ন করিব। ৯ হে প্রভো, তুম তাহাদিগকে গ্রাস কর, ও তাহাদের জিহ্বার অনৈক্য জন্মাও; আমি নগরের মধ্যে দৌরাত্ম্য ও কলহ দেখিতেছি। ১০ তাহা দিবারাত্রি প্রাচীরের উপরে নগরের চতুর্দ্দিগে থাকে, এবং অন্যায় ও ক্লেশ তাহার মধ্যে থাকে। ১১ তাহার মধ্যে দুষ্টতা আছে, চাতুরী ও প্রবঞ্চনা চককে ত্যাগ করে না। ১২ কোন শত্রু আমার নিন্দা করে তাহা নয়, করিলে আমি সহ্য করিতাম; এবং কোন ঘৃণাকারী আমার প্রতি দর্প করে তাহাও নয়, করিলে তাহাহইতে লুক্কায়িত থাকিতাম। ১৩ কিন্তু আমার সমান ও মিত্র ও পরিচিত যে তুমি, তুমিই তাহা করিতেছ। ১৪ আমরা একত্র হইয়া মধুর পরামর্শ করিতাম, ও জনতার সহিত ঈশ্বরের মন্দিরে গমন করিতাম। ১৫ তাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হউক, ও অকস্মাৎ পরলোকে গমন করুক, যেহেতুক তাহাদের আলয়ে ও হৃদয়ে দুষ্টতা থাকে। ১৬ আমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব, তাহাতে পরমেশ্বর আমাকে পরিত্রাণ করিবেন। ১৭ আমি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে তাঁহার ধ্যান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিব, তাহাতে তিনি আমার নিবেদন শুনিবেন। ১৮ অনেকে আমার বিরোধী হয়, কিন্তু তিনি যুদ্ধহইতে আমার প্রাণকে কুশলে মুক্ত করিবেন। ১৯ চিরকালাবধি সিংহাসনোপবিষ্ট যে ঈশ্বর, তিনি শুনিয়া শত্রুদিগকে দুঃখ দিবেন। সেলা। তাহাদের স্বভাবান্তর কখন হয় না, ও তাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না। ২০ তাহারা বন্ধুর বিরুদ্ধে হস্ত তুলিয়াছে, ও আপনাদের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে। ২১ তাহাদের বদন নবনীতহইতে কোমল বটে, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে সংগ্রাম থাকে; এবং তাহাদের বাক্য তৈলাপেক্ষা স্নিগ্ধ বটে, তথাপি তাহা নিষ্কোষ খড়্গের তুল্য। ২২ পরমেশ্বরের প্রতি আপনার ভার সমর্পণ কর, তিনি তোমাকে প্রতিপালন করিবেন; ধার্ম্মিক লোককে কখন বিচলিত হইতে দিবেন না। ২৩ হে ঈশ্বর, তুমি ঐ লোকদিগকে অগাধ গর্ত্তে নামাইবা; রক্তপাতকারী ও প্রবঞ্চক লোকেরা অর্দ্ধ পরমায়ুও পাইবে না, কিন্তু আমি তোমার উপরে নির্ভর করিব।

৫৬ গীত।

পিলেষ্টীয় লোকহইতে রক্ষার্থে দায়ূদের প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য যোনৎ-এলম্-রিহোকীম্ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের গুপ্তধনস্বরূপ গীত।

যে সময়ে পিলেষ্টীয়েরা গাৎ নগরে তাহাকে ধরিল, তৎকালের গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর; মনুষ্য আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, এবং আমার প্রতি উপদ্রব করিতে সমস্ত দিন যুদ্ধ করে। ২ আমার শত্রুগণ সমস্ত দিন আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়; অনেকে উচ্চমস্তক হইয়া আমার প্রতিকূলে যুদ্ধ করে। ৩ কিন্তু আমার ভয় উপস্থিত হওন সময়ে আমি তোমাতে নির্ভর

করি। [৪] আমি ঈশ্বরের দ্বারা তাঁহার বাক্যের শ্লাঘা করিব, ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর রাখিব, ভয় করিব না, মাংসপিণ্ড আমার কি করিতে পারে? [৫] তাহারা সমস্ত দিন আমার কথার বিপরীত অর্থ করে, আমার বিষয়ে তাহাদের তাবৎ চিন্তা কুচিন্তামাত্র। [৬] তাহারা একত্র হইয়া গোপনে থাকে, এবং আমার পদচিহ্ন দৃষ্টি করিতে২ আমার প্রাণনাশের অপেক্ষাতে থাকে। [৭] এমত অধর্ম্মেতে তাহারা কি বাঁচিবে? হে ঈশ্বর, ক্রোধে লোকদিগকে অধঃপতন কর। [৮] তুমি আমার ভ্রমণ গণনা করিতেছ, ও আমার নেত্রজল আপনার পাত্রে রাখিতেছ; তাহা কি তোমার পুস্তকে লিখিত নাই? [৯] আমার প্রার্থনা করণ সময়ে শত্রুগণ পরাঙ্মুখ হইবে; ঈশ্বর আমার সহায় আছেন, ইহা আমি জানি। [১০] আমি ঈশ্বরের দ্বারা তাঁহার বাক্যের শ্লাঘা করিব, এবং পরমেশ্বরের দ্বারা তাঁহার বাক্যের শ্লাঘা করিব। [১১] এবং ঈশ্বরেতে নির্ভর রাখিব, ভয় করিব না, মনুষ্য আমার কি করিতে পারে? [১২] হে ঈশ্বর, তোমার মানত আমার মস্তকে আছে, আমি তোমার প্রশংসা করিব। [১৩] তুমি মৃত্যুহইতে আমার প্রাণকে উদ্ধার করিয়াছ, তবে কি স্খলনহইতে আমার চরণকে রক্ষা করিয়া জীবৎ লোকের দীপ্তিতে তোমার সাক্ষাতে আমাকে গমনাগমন করিতে দিবা না?

৫৭ গীত।

১ শৌলের হস্তহইতে রক্ষার্থে দায়ূদের প্রার্থনা, ৭ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য অল্‌তস্‌হেৎ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের গুপ্তধনস্বরূপ গীত।

যে সময়ে শৌলের সম্মুখহইতে দায়ূদ্ গহ্বরে পলায়ন করিল, তৎকালের এই গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমাকে দয়া কর, দয়া কর; আমার প্রাণ তোমার শরণাগত; আমি এই বিপদহইতে উত্তীর্ণ হওন পর্য্যন্ত তোমার পক্ষছায়াতে আশ্রয় লই। [২] আমি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের ও আমার সর্ব্বসাধক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব। [৩] তিনি স্বর্গহইতে প্রেরণ করিয়া আমার গ্রাসকারির নিন্দাহইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। সেলা। ঈশ্বর আপন দয়া ও সত্যতা প্রেরণ করিবেন। [৪] সিংহগণের মধ্যে আমার প্রাণ আছে, ও অগ্নিশিখাস্বরূপ মনুষ্য সন্তানদের মধ্যে আমি বাস করিতেছি; তাহাদের দন্ত বড়শা ও তীরের তুল্য, এবং তাহাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গস্বরূপ। [৫] হে ঈশ্বর, স্বর্গে তোমার উন্নতি, ও তাবৎ ভূমণ্ডলে তোমার মহিমা প্রকাশিত হউক। [৬] তাহারা আমার চরণ বদ্ধ করিতে জাল পাতিয়াছিল, তাহাতে আমার প্রাণ সঙ্কুচিত ছিল; কিন্তু আমার সম্মুখে যে খাত খনন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আপনারাই পতিত হইল। সেলা।

[৭] হে ঈশ্বর, আমার মন সুস্থির আছে, আমার মন সুস্থির আছে, আমি গান ও প্রশংসা করিব। [৮] হে আমার মন, জাগ্রৎ হও; হে নেবল্ যন্ত্র ও বীণে, জাগ্রৎ হও; আমি অরুণের পূর্ব্বে জাগ্রৎ হইব। [৯] হে প্রভো, আমি লোকদের মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব, ও দেশীয়দের মধ্যে তোমার নাম গান করিব। [১০] কেননা তোমার দয়া আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চ, ও তোমার সত্যতা মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। [১১] হে ঈশ্বর, স্বর্গে তোমার উন্নতি, ও তাবৎ ভূমণ্ডলে তোমার মহিমা প্রকাশিত হউক।

৫৮ গীত।

১ অন্যায় বিচারকর্ত্তাদের দোষ, ৬ ও বিনাশ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য অল্‌তস্‌হেৎ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের গুপ্তধনস্বরূপ গীত।

[১] হে সভাসদ্‌গণ, তোমরা কি যথার্থ কথা কহিতে নীরব থাক? হে মনুষ্যসন্তানবর্গ, তোমরা কি প্রকৃত বিচার করিতেছ? [২] বরঞ্চ মনের মধ্যে অন্যায় রাখিতেছ, ও দেশে হস্তদ্বারা উপদ্রব তৌল করিতেছ। [৩] পাপিগণ জন্মাবধি বিপথগামী হয়, এবং ভূমিষ্ঠ হওনাবধি মিথ্যা কহিয়া ভ্রমণ করে। [৪] সর্পবিষের ন্যায় তাহাদের বিষ, এবং বধির কালসর্প যেমন কর্ণ রোধ করিয়া [৫] তীক্ষ্ণ মন্ত্রবাদি সর্পবৈদ্যেরও রব শুনে না, তাহারাও তদ্রূপ।

[৬] হে ঈশ্বর, তাহাদের মুখের দন্ত ভগ্ন কর; হে পরমেশ্বর, যুবসিংহের কয়ের দন্ত উৎপাটন কর। [৭] তাহারা স্রোতোজলের ন্যায় বহিয়া যাইবে, এবং তাহাদের আকৃষ্ট বাণ ভগ্ন বাণের ন্যায় ব্যর্থ হইবে। [৮] এবং তাহারা দ্রবীভূত শম্বূকের ন্যায় গলিত হইবে, এবং গর্ভস্রাবের ন্যায় সূর্য্য দেখিতে পাইবে না। [৯] তাহাদের মনোরূপ স্থালী কণ্টকের জ্বাল না পাইতে তিনি পক্ক ও অপক্ক সর্ব্বশুদ্ধ ঝড়ে উড়াইয়া লইবেন। [১০] ধার্ম্মিক লোক তাহাদের এমত প্রতিফল দেখিয়া আনন্দিত হইবে, ও পাপির রক্তে আপন২ পাদ প্রক্ষালন করিবে। [১১] তাহাতে মনুষ্যগণ এমত কহিবে, 'অবশ্য ধার্ম্মিক লোকের ফল আছে, অবশ্য পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা এক ঈশ্বর আছেন।'

৫৯ গীত।

প্রাণরক্ষা হইলে পর পরমেশ্বরের প্রশংসা করণ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য অল্‌তস্‌হেৎ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের গুপ্তধনস্বরূপ গীত।

শৌলের প্রেরিত লোক যখন দায়ূদকে বধ করিতে গৃহের নিকটে ঘাঁটি বসাইল, তৎকালের এই গীত।

[১] হে আমার ঈশ্বর, শত্রুগণহইতে আমাকে নিস্তার কর, ও আমার বিপক্ষগণহইতে আমাকে রক্ষা কর। [২] দুষ্কর্ম্মিদের হইতে আমাকে নিস্তার কর, ও রক্তপাতি মনুষ্যদের হইতে আমাকে ত্রাণ কর। [৩] দেখ, তাহারা আমার প্রাণ নাশার্থে লুক্কায়িত আছে; হে পরমেশ্বর, বলবান লোকেরা আমার বিরুদ্ধে একত্র হয়, কিন্তু আমার কোন অপরাধ বা পাপ প্রযুক্ত নয়। [৪] তাহারা আমার কোন দোষ না পাইয়াও দৌড়িয়া আসিয়া প্রস্তুত হয়। অতএব তুমি আমার উপকারের জন্যে জাগ্রৎ হইয়া অবলোকন কর। [৫] হে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি ভিন্নজাতীয় সকলকে প্রতিফল দিতে জাগ্রৎ হও, দুষ্ট বঞ্চকদিগকে কদাচ দয়া করিও না। সেলা। [৬] তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া কুক্কুরদের ন্যায় কঠোর শব্দ করিয়া নগরের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করে। [৭] দেখ, তাহারা মুখহইতে মন্দ কথা উদ্গীরণ করে; তাহাদের জিহ্বা খড়্গস্বরূপ, ও তাহারা বলে, কে শুনিতে পাইবে? [৮] কিন্তু হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদিগকে পরিহাস করিবা, ও ভিন্নজাতীয় সকলকে উপহাস করিবা। [৯] আমি তাহাদের বলপ্রযুক্ত তোমার অপেক্ষা করিতেছি; ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গস্বরূপ। [১০] আমার অনুগ্রাহক ঈশ্বর আমার অগ্রবর্ত্তী হইবেন, ও ঈশ্বর আমার শত্রুগণের বিপদ আমাকে দেখাইবেন। [১১] আমার প্রজারা যেন তোমার কর্ম্ম বিস্মৃত না হয়, এই নিমিত্তে শত্রুদিগকে বধ করিও না; কিন্তু হে আমাদের ঢালস্বরূপ প্রভো, তুমি নিজ শক্তিতে তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইয়া নিপাত কর। [১২] তাহারা নিজ মুখের পাপ ও ওষ্ঠাধরের বাক্য ও অভিশাপ ও মিথ্যা কথা প্রযুক্ত আপনাদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুক। [১৩] তুমি ক্রোধে তাহাদিগকে সংহার কর; এমত সংহার কর যে তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট না থাকে; তাহাতে যাকুব্ বংশের মধ্যে ঈশ্বর কর্তৃত্ব করেন, ইহা পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত জানা যাইবে। সেলা। [১৪] তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া কুক্কুরদের ন্যায় কঠোর শব্দ করিয়া নগরের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিবে; [১৫] এবং আহারের নিমিত্তে পর্য্যটন করিয়া তৃপ্ত না হইয়া রাত্রি যাপন করিবে। [১৬] কিন্তু বিপদকালে তুমি আমার উচ্চদুর্গ ও আশ্রয় হইলা, এই জন্যে আমি তোমার পরাক্রমের বিষয়ে গান করিব, ও প্রত্যূষে তোমার দয়ার বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে গান করিব। [১৭] হে আমার বলস্বরূপ, আমি তোমার উদ্দেশে গান করিব, কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গস্বরূপ, তিনি আমার অনুগ্রাহক ঈশ্বর।

৬০ গীত।

১ যুদ্ধসময়ে দায়ূদের প্রত্যাশা, ৯ ও প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য শোশন এদূৎ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের গুপ্তধনস্বরূপ শিক্ষার্থক গীত। যখন সে অরাম্-নহরয়িম ও অরাম-সোবার সহিত যুদ্ধ করিল ও যোয়াব্ যাইয়া লবণ নিম্ন ভূমিতে ইদোমের দ্বাদশ সহস্র লোককে বিনাশ করিল, তৎকালের এই গীত।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, ও আমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ, এবং আমাদের প্রতি ক্রোধ করিয়াছ, এখন আমাদের প্রতি ফির। [২] তুমি দেশকে কম্পান্বিত ও ভগ্ন করিয়াছ, এখন তাহার ভগ্ন স্থান পূর্ণ কর, কেননা সে অস্থির হইতেছে। [৩] তুমি আপন প্রজাদিগকে সঙ্কট দেখাইয়াছ, এবং আমাদিগকে মত্ততাজনক মদ পান করাইয়াছ। [৪] তুমি আপনার ভয়কারিদিগকে এক পতাকা দিয়া সত্য ধর্ম্মের নিমিত্তে তাহা উঠাইতে দিয়াছ। সেলা। [৫] অতএব তোমার প্রিয় লোকেরা যেন উদ্ধার পায়, এই জন্যে নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাদিগকে ত্রাণ করিয়া উত্তর দেও। [৬] ঈশ্বর আপন পবিত্রতাতে কথা কহিলেন, অতএব আমি আনন্দ করিব; আমি শিখিম্‌দেশ বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের নিম্নভূমি মাপ করিব। [৭] গিলিয়দ্ দেশ আমার, ও মিনশি আমার, এবং ইফ্রয়িম্ আমার মস্তকের বলস্বরূপ; যিহূদা আমার ব্যবস্থাপক, [৮] ও মোয়াব্ আমার প্রক্ষালনপাত্রস্বরূপ; আমি ইদোমের উপরে পাদুকা নিক্ষেপ করি; এবং হে পিলেষ্টিয়া, তুমি আমার জয়ধ্বনি করিবা।

[৯] দুর্গম নগরে আমাকে কে লইয়া যাইবে? এবং ইদোমে বা আমাকে কে প্রবেশ করাইবে? [১০] হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ যে তুমি, তুমি কি তাহা করিবা না? তুমি কি আমাদের সৈন্যমধ্যে গমন করিবা না? [১১] ক্লেশে আমাদের উপকার কর; মনুষ্যহইতে যে উপকার, সে নিষ্ফল। [১২] ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিতে পারিব; তিনি আমাদের শত্রুদিগকে পদতলস্থ করিবেন।

৬১ গীত।

পরমেশ্বরেতে দায়ূদের আশ্রয় করণ।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য দায়ূদের গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার কাকুতি শ্রবণ কর, আমার প্রার্থনাতে মনোযোগ কর। ২ আমি পৃথিবীর সীমাতে থাকিয়া অবসন্ন মনে তোমাকে আহ্বান করি; আমার দুর্গম্য কোন উচ্চ পর্ব্বতে আমাকে লইয়া যাও। ৩ কেননা তুমিই আমার আশ্রয় ও শত্রুনিবারক দৃঢ় দুর্গস্বরূপ। ৪ আমি সর্ব্বদা তোমার তাম্বুতে বাস করিব, ও তোমার পক্ষের ছায়াতে আশ্রয় লইব। সেলা। ৫ কেননা হে ঈশ্বর, তুমি আমার মানত শুনিয়াছ, এবং তোমার নামে ভয়কারি লোকদের সহিত আমাকে অধিকার দিয়াছ। ৬ তুমি রাজার আয়ুর, ও অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার বৎসরের বৃদ্ধি করিবা। ৭ সে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসতি করিবে, দয়া ও সত্যতাদ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হউক। ৮ তাহাতে আমি নিরন্তর তোমার নামে গান করিব, ও দিনে২ আপন মানত পরিপূর্ণ করিব।

৬২ গীত।

ঈশ্বরের সারতা ও মনুষ্যের অসারতা।

যিদূথূনের দলমধ্যে প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

১ আমার মন নিতান্ত ঈশ্বরের অপেক্ষা করে, তাঁহাহইতে আমার পরিত্রাণ হয়। ২ কেবল তিনি আমার পর্ব্বত ও পরিত্রাণস্বরূপ; তিনি আমার উচ্চদুর্গ; আমি অত্যন্ত বিচলিত হইব না। ৩ তোমরা আর কত কাল এক মনুষ্যকে আক্রমণ করিবা? ও সকলে পতনোন্মুখ ভিত্তি ও ভগ্ন বেড়ার ন্যায় তাহাকে আঘাত করিবা? ৪ তাহারা তাহাকে উচ্চপদহইতে অধঃপতন করাইতে পরামর্শ করে ও মিথ্যাকথাতে সন্তুষ্ট হয়; এবং মুখে আশীর্ব্বাদ করে বটে, কিন্তু অন্তরে শাপ দেয়। সেলা। ৫ হে আমার মন, কেবল ঈশ্বরের অপেক্ষা কর, কেননা তিনি আমার প্রত্যাশার স্থান। ৬ কেবল তিনি আমার পর্ব্বত ও পরিত্রাণস্বরূপ; তিনি আমার উচ্চদুর্গ, আমি বিচলিত হইব না। ৭ ঈশ্বরহইতে আমার পরিত্রাণ ও গৌরব, ও ঈশ্বর আমার বলবান্ পর্ব্বত ও আশ্রয়স্থান। ৮ হে লোক সকল, সর্ব্বকাল তাঁহাতে নির্ভর কর, ও তাঁহার সম্মুখে মনের তাবৎ কথা ভাঙ্গিয়া কহ; কেননা ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়স্থান। সেলা। ৯ সামান্য লোকেরা অসার, এবং মান্য লোকেরাও মিথ্যা; তাহাদিগকে তৌল করিলে তাহারা ঊর্দ্ধে উঠে; তাহারা অসারহইতে লঘু। ১০ তোমরা উপদ্রব করিতে সাহস করিও না, ও অপহরণেতে শ্লাঘা করিও না, এবং ধনের বাহুল্য হইলে তাহাতে মন দিও না। ১১ ঈশ্বর এক বাক্য কহিয়াছেন, বরং আমি দুই বার তাহা শুনিয়াছি; ঈশ্বরের পরাক্রম আছে। ১২ আর, হে প্রভো, তোমার দয়াও আছে; কারণ তুমিই প্রত্যেক মনুষ্যকে স্ব২ কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিয়া থাক।

৬৩ গীত।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ও শত্রুজয়ের অপেক্ষা।

যিহূদার প্রান্তরে থাকিবার সময়ে দায়ূদের কৃত ধর্ম্মগীত।

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি তোমার অন্বেষণ করি; জলের অভাবে শুষ্ক ও মৃগতৃষ্ণাযুক্ত ভূমিতে তোমার নিমিত্তে আমার মন আকাঙ্ক্ষী ও আমার শরীর তৃষ্ণার্ত্ত আছে। ২ ধর্ম্মধামে তোমার যেরূপ দর্শন পাইয়াছি, তদ্রূপে তোমার বল ও মহিমা দর্শন করিতে (ইচ্ছা করি)। ৩ তোমার অনুগ্রহ জীবনহইতেও উত্তম, এই নিমিত্তে আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করে। ৪ আমি যাবজ্জীবন সেই রূপে তোমার ধন্যবাদ করিব, এবং তোমার নামে কৃতাঞ্জলি হইব। ৫ তাহাতে যেমন মজ্জা ও তৈলাক্ত মাংসেতে, তদ্রূপ আমার প্রাণ তৃপ্ত হইবে, ও আমার মুখ জয়ধ্বনিকারি ওষ্ঠাধরে তোমার প্রশংসা করিবে। ৬ আমি শয্যার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ করি, তখন রাত্রির প্রহরে২ তোমার বিষয়ে ধ্যান করি; ৭ কেননা তুমি আমার উপকারী, এবং তোমার পক্ষের ছায়াতে আমি উল্লাসিত হই। ৮ আমার মন তোমাতে আসক্ত, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করে। ৯ কিন্তু উহারা নিজ বিনাশার্থে আমার প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করে; পৃথিবীর নীচে তাহাদের অধোগতি হইবে। ১০ তাহারা খড়্গধারে পতিত হইয়া শৃগালের খাদ্য হইবে। ১১ কিন্তু রাজা ঈশ্বরেতে আনন্দ করিবে; যে কেহ তাঁহার নামে শপথ করিবে, সে শ্লাঘা করিবে; কিন্তু মিথ্যাবাদিদের মুখ রুদ্ধ হইবে।

৬৪ গীত।

শত্রুদের দোষ ও বিনাশ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার আন্তরিক চিন্তার কথা শ্রবণ কর, ও শত্রুর ভয়হইতে আমার প্রাণ রক্ষা কর। ২ এবং দুষ্টদের কুমন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্মকারিদের কলহহইতে আমাকে সংগোপন কর। ৩ কেননা তাহাদের জিহ্বা শাণিত খড়্গের ন্যায়, তাহারা গুপ্তরূপে সাধুর প্রতি ত্যাগ করিতে কটুবাক্যরূপ বাণ যোজনা করে; ৪ এবং হঠাৎ তীর পরিত্যাগ করে; কিছুমাত্র ভয় করে

না। [৫] তাহারা কুপরামর্শে আপনাদিগকে সবল করে, এবং গোপনে ফাঁদ পাতিবার কথা স্থির করে, ও বলে, কে আমাদিগকে দেখিবে? [৬] তাহারা অন্যায়ের উপায় অনুসন্ধান করিয়া বলে, ‘আমরা প্রস্তুত আছি, আমাদের কল্পনা পক্ক হইল;’ তাহাদের প্রত্যেকেরই মন ও হৃদয় অতি গভীর। [৭] কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বাণাঘাত করিবেন; তাহারা হঠাৎ বিদ্ধ হইবে। [৮] তখন তাহারা পতিত হইলে তাহাদের জিহ্বার বাক্য তাহাদেরই প্রতি ফলিবে, ও তাহাদিগকে দেখিলে তাবৎ লোক পলায়ন করিবে। [৯] এবং সকল মনুষ্য ভীত হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রকাশ করিবে, এবং তাঁহার কার্য্য বিবেচনা করিবে। [১০] কিন্তু ধার্ম্মিক লোক পরমেশ্বরেতে আনন্দ করিয়া তাঁহার শরণাগত থাকিবে, ও সরলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্যবাদ করিবে।

৬৫ গীত।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ বর্ণনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের কৃত গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] হে ঈশ্বর, সিয়োনেতে প্রশংসা তোমার অপেক্ষা করে, ও মানত তোমার উদ্দেশে পূর্ণ করা যায়। [২] হে প্রার্থনাশ্রবণকারি, তোমার কাছে তাবৎ লোক আসিবে। [৩] আমার তাবৎ অপরাধ আমাহইতে প্রবল, কিন্তু তুমি আমাদের দুষ্ক্রিয়া সকল ক্ষমা করিবা। [৪] তুমি যাহাকে মনোনীত করিয়া আপনার নিকটে রাখিয়া আপন প্রাঙ্গণে বসতি করিতে দেও, সে ধন্য; আমরা তোমার গৃহের অর্থাৎ পবিত্র মন্দিরের উত্তম দ্রব্যেতেই তৃপ্ত হইব। [৫] হে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, তুমি ভয়ানক ন্যায্য ক্রিয়াদ্বারা আমাদিগকে উত্তর দিবা; তুমি পৃথিবীর আদ্যোপান্তস্থিত ও দূরবর্ত্তি সমুদ্রতীরস্থ সকলের আশ্রয়স্থান। [৬] তুমি পরাক্রমেতে বেষ্টিত হইয়া আপন শক্তির দ্বারা পর্ব্বতগণকে দৃঢ় করিয়া থাক; [৭] এবং সমুদ্রের গর্জ্জন ও তরঙ্গের শব্দ ও লোকারণ্যের কোলাহল নিবারণ করিয়া থাক। [৮] তাহাতে পৃথিবীর প্রান্তবাসি তাবৎ লোক তোমার আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখিয়া ভয় পায়, এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের স্থান তোমাদ্বারা উল্লাসিত হয়। [৯] তুমি পৃথিবীকে তত্ত্বাবধারণ করিয়া জলেতে সেচিয়া ধনাঢ্য করিয়া থাক; কেননা ঈশ্বরীয় নদী জলে পরিপূর্ণ আছে। এই রূপ প্রস্তুত করিয়া মনুষ্যদিগকে শস্য যোগাইয়া থাক; [১০] এবং হালখাতে জল সেচিয়া সীমন্ত সকল বসাইয়া থাক, ও বৃষ্টিদ্বারা ভূমি গলিত করিয়া তাহার অঙ্কুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাক; [১১] এবং বৎসরকে মঙ্গলরূপ মুকুট দিয়া থাক, এবং তোমার পদচিহ্নহইতে স্নিগ্ধতা নিঃসৃত হয়। [১২] তাহা প্রান্তরস্থ পশুচারণস্থানে পড়িলে পর্ব্বতগণ হর্ষে প্রফুল্ল হয়; [১৩] এবং ক্ষেত্র সকল মেষেতে ব্যাপ্ত ও নিম্নভূমি শস্যে আচ্ছন্ন হয়; তাহাতে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া গান করে।

৬৬ গীত।

১ অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা, ১৩ ও মানত করণ।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] হে পৃথিবীস্থ সকল, তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর। [২] এবং তাঁহার নামের মহিমা গান কর, ও তাঁহার প্রশংসার মহিমা প্রকাশ কর। [৩] এবং ঈশ্বরকে বল, তুমি আপন কর্ম্মেতে কেমন ভয়ার্হ! তোমার পরাক্রমের প্রভাবে শত্রুগণ তোমার স্তব করিবে। [৪] পৃথিবীস্থ সকলে তোমার ভজনা করিয়া তোমার গুণ গাইবে, ও তোমার নামে গান করিবে। সেলা। [৫] আইস, আমরা ঈশ্বরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখি; মনুষ্যসন্তানদের প্রতি তিনি আপন কর্ম্মেতে ভয়ানক হন। [৬] তিনি সমুদ্রকে শুষ্ক ভূমি করিলেন; লোকেরা পদব্রজে নদী পার হইয়া গেল; আমরা সেই স্থানে তাঁহাতে আনন্দ করিলাম। [৭] তিনি নিজ পরাক্রমে সর্ব্বদা কর্তৃত্ব করেন; তাঁহার চক্ষু ভিন্নজাতীয়দের প্রতি নিরীক্ষণ করে; অত্যাচারিগণ দর্প না করুক। সেলা। [৮] হে লোকেরা, আইস, আমরা আপন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, ও তাঁহার প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করাই। [৯] তিনি জীবদ্দশাতে আমাদের প্রাণকে রক্ষা করেন, ও আমাদের চরণকে বিচলিত হইতে দেন না। [১০] হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পরীক্ষা করিয়াছ, ও রৌপ্য পরিষ্কার করণের ন্যায় আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়াছ; [১১] এবং আমাদিগকে জালে প্রবেশ করাইয়া আমাদের কটিদেশে বেদনা জন্মাইয়াছ; [১২] এবং আমাদের মস্তকের উপর দিয়া অশ্বারূঢ় মনুষ্যগণকে গমন করাইয়াছ; আমরা অগ্নি ও জল দিয়া গমন করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগকে উর্ব্বরা স্থানে আনিয়াছ।

[১৩] আমি হোমীয় বলি লইয়া তোমার মন্দিরে গমন করিব, [১৪] এবং দুঃখের সময়ে আমার ওষ্ঠাধর যাহা উচ্চারণ করিল, ও আমার মুখ যাহা কহিল, সেই মানত তোমার উদ্দেশে পূর্ণ করিব। [১৫] আমি তোমার উদ্দেশে পুষ্ট পশুগণের মেদ ও হোমীয় গন্ধযুক্ত মেষগণকে উৎসর্গ করিব, এবং বৃষ ও ছাগ বলিদান করিব। সেলা।

[১৬] হে ঈশ্বরের ভয়কারি সকল, তোমরা আসিয়া শ্রবণ কর, ঈশ্বর আমার আত্মার নিমিত্তে যাহা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা আমি করিব। [১৭] আমি তাঁহার কাছে মুখে আহ্বান করিলাম, ও জিহ্বাদ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিলাম। [১৮] যদি মনের মধ্যে দুষ্টতা মান্য করিতাম, তবে প্রভু কখন শুনিতেন না। [১৯] কিন্তু ঈশ্বর শ্রবণ করিলেন, তিনি আমার প্রার্থনার কথায় মনোযোগ করিলেন। [২০] ধন্য ঈশ্বর, কেননা তিনি আমার প্রার্থনা ও আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ অস্বীকার করেন নাই।

৬৭ গীত।

সকলের হিতার্থে দায়ূদের প্রার্থন।।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ও আমাদের প্রতি প্রসন্নবদন হউন। সেলা। [২] তাহাতে পৃথিবীতে তোমার পথ ও সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যে তোমার কৃত পরিত্রাণ জ্ঞাত হইবে। [৩] হে ঈশ্বর, লোকেরা তোমার প্রশংসা করিবে, ও তাবৎ লোকেই তোমার প্রশংসা করিবে। [৪] এবং সর্ব্বদেশীয়েরা আনন্দিত হইয়া জয়ধ্বনি করিবে; যেহেতুক তুমি লোকদের ন্যায়বিচার করিবা, ও পৃথিবীতে সর্ব্বদেশীয়দের পথদর্শক হইবা। সেলা। [৫] হে ঈশ্বর, লোকেরা তোমার প্রশংসা করিবে,ও তাবৎ লোকেই তোমার প্রশংসা করিবে। [৬] পৃথিবী আপনার ফল ফলিবে; ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [৭] ঈশ্বরই আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন; এবং পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে তাঁহাকে ভয় করিবে।

৬৮ গীত।

১ দায়ূদের প্রার্থনা, ৪ ও অনুগ্রহের, ১৫ ও মণ্ডলী রক্ষার, ১৯ ও আশ্চর্য্য কর্ম্মের নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রশংসা, ২৮ ও দায়ূদের বিনয়।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের কৃত গানার্থক গীত।

[১] ঈশ্বর উঠিলে তাঁহার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হইবে, ও ঘৃণাকারির্গে তাঁহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিবে। [২] যেমন ধূম চালিত হয়, তদ্রূপ তুমি তাহাদিগকে চালিত করিবা; এবং যেমন মোম অগ্নির সম্মুখে দ্রবীভূত হয়, তদ্রূপ পাপিগণ ঈশ্বরের সম্মুখে বিনষ্ট হইবে। [৩] কিন্তু ধার্ম্মিক লোকেরা আনন্দ করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে আহ্লাদিত ও আনন্দেতে হৃষ্টচিত্ত হইবে।

[৪] তোমরা ঈশ্বরের স্তব ও তাঁহার নামের গুণ গান কর; এবং যিনি অরণ্য দিয়া বাহনে আসিতেছেন, তাঁহার জন্যে পথ প্রস্তুত কর; ও তাঁহার যিহোবাঃ নাম লইয়া তাঁহার সাক্ষাতে উল্লাস কর। [৫] কেননা ঈশ্বর পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্ত্তা হইয়া আপন পবিত্র বাসস্থানে থাকেন। [৬] ঈশ্বর পরিবারশূন্য লোককে পরিবার দেন, ও বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন; কিন্তু অবাধ্য লোকেরা শুষ্ক ভূমিতে বাস করে। [৭] হে ঈশ্বর, তুমি নিজ প্রজাদিগের অগ্রে২ গমন করিয়া প্রান্তরমধ্যে যাত্রা করিয়াছিলা। সেলা। [৮] তখন ঈশ্বরের সাক্ষাতে পৃথিবী কম্পবান ও আকাশ জলবিন্দুময় হইল, এবং ঈশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বত কাঁপিল। [৯] হে ঈশ্বর, তুমি বরধারা বর্ষণ করিলা, তোমার অধিকারস্বরূপ লোকেরা ক্লান্ত হইলে তুমি তাহাদিগকে সুস্থির করিলা। [১০] তোমার মণ্ডলী নিবাসস্থান প্রাপ্ত হইল; হে ঈশ্বর, তুমি নিজ দাতৃত্ব গুণে দুঃখিদের নিমিত্তে সুখ প্রস্তুত করিলা। [১১] প্রভু মঙ্গলবার্ত্তা দিলে মহাজনতা তাহা প্রচার করিল। [১২] সৈন্যাধ্যক্ষ ভূপতিগণ বেগে পলায়ন করিল, এবং গৃহিণী সকল লুটদ্রব্য বিভাগ করিয়া লইল। [১৩] তোমরা যখন মেষবাথানের মধ্যে শয়ন কর, তখন রৌপ্যমণ্ডিত পক্ষ ও সুবর্ণমণ্ডিত পালকবিশিষ্ট কপোতের ন্যায় শোভা পাও। [১৪] সর্ব্বশক্তিমান রাজাদিগকে দেশে ছিন্নভিন্ন করিলে কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হয়।

[১৫] বাশন্ পর্ব্বত ঈশ্বরের যোগ্য পর্ব্বত, ও বাশন পর্ব্বত বহুশৃঙ্গ পর্ব্বত। [১৬] হে বহুশৃঙ্গ পর্ব্বতগণ, ঈশ্বর আপন বসতির নিমিত্তে যে পর্ব্বতকে মনোনীত করিয়াছেন, তাহার প্রতি তোমরা কেন কুটিল দৃষ্টি করিতেছ? পরমেশ্বর অবশ্য সর্ব্বদা তথায় বাস করিবেন। [১৭] ঈশ্বরের রথ সহস্র২ ও লক্ষ২, এবং প্রভু তাহাদের মধ্যে থাকেন; তাঁহার ধর্ম্মধাম সীনয়ের তুল্য। [১৮] তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলা, ও জয়িগণকে বন্দি করিলা, এবং মনুষ্যদের মধ্যে, বিশেষতঃ অবাধ্যগণের মধ্যেও দান গ্রহণ করিলা; তাহাতে, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি (তাহাদের মধ্যে) বাস করিতেছ।

[১৯] প্রভুর ধন্যবাদ হউক; তিনি দিনে২ আমাদের মঙ্গলবর্দ্ধক; ও তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর। সেলা। [২০] তিনিই আমাদের পরিত্রাণসাধক ঈশ্বর; মৃত্যুও সেই প্রভু পরমেশ্বরের অধীন আছে। [২১] ঈশ্বর আপন শত্রুগণের মস্তক ও কুপথগামিদের সকেশ কপাল চূর্ণ করিবেন। [২২] প্রভু কহেন,আমি বাশন্ পর্ব্বতদিগহইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব, ও সমুদ্রের গভীর জলহইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব। [২৩] তাহাতে তোমার

চরণ রক্তে ধৌত হইবে, ও তোমার কুক্কুরের জিহ্বা শত্রুগণের রক্ত চাটিবে। [২৪] হে ঈশ্বর, লোকেরা তোমার গমন, অর্থাৎ ধর্ম্মধামে আমার ঈশ্বরের ও আমার রাজার গমন দেখে। [২৫] অগ্রে গায়কগণ, ও পশ্চাতে বাদ্যকরগণ, ও মধ্যস্থলে ঢক্কাবাদিনী কুমারীরা গমন করে। [২৬] তোমরা সভাতে ঈশ্বরের, ও ইস্রায়েল্ বংশজাত লোকদের মধ্যে প্রভুর ধন্যবাদ কর। [২৭] সে স্থানে শত্রুদমনকারী কনিষ্ঠ বিন্যামীন্ ও প্রস্তরক্ষেপক যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও সিবূলূনের অধ্যক্ষবর্গ এবং নপ্তালির অধ্যক্ষগণ সভাস্থ হয়।

[২৮] তোমার ঈশ্বর তোমার বলের আজ্ঞা দিয়াছেন; হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের নিমিত্তে যাহা করিয়াছ, তাহা প্রবল কর। [২৯] যিরূশালমস্থ তোমার মন্দিরের নিমিত্তে রাজগণ তোমার উদ্দেশে নৈবেদ্য আনয়ন করিবে। [৩০] নলবনের জন্তু ও বৃষসমূহ ও গোবৎসস্বরূপ লোকদিগকে এমত অনুযোগ কর, যে তাহারা রূপা লইয়া পদতলস্থ হয়; এবং যে লোকেরা যুদ্ধেতে সন্তুষ্ট, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন কর। [৩১] মিসর দেশহইতে প্রধান লোক আসিবে, ও কূশ্দেশস্থ লোকেরা শীঘ্র ঈশ্বরের প্রতি কৃতাঞ্জলি হইবে। [৩২] হে পৃথিবীস্থ প্রজা সকল, তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাও, ও প্রভুর উদ্দেশে গান কর। সেলা। [৩৩] এবং যিনি প্রথমাবধি উচ্চতর স্বর্গে বাহনে গমন করেন, তাঁহার উদ্দেশে (গান কর;) দেখ, তিনি আপন রবে অর্থাৎ ঘোরতর রবে গর্জ্জন করেন। [৩৪] ঈশ্বরের পরাক্রমের গুণানুবাদ কর; ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তাঁহার মহিমা, ও আকাশের মধ্যে তাঁহার বল প্রকাশিত হয়। [৩৫] হে ঈশ্বর, তুমি আপন ধর্ম্মধামে ভয়ঙ্কর; ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, তিনি আপন লোকদিগকে বল ও পরাক্রম দেন; ঈশ্বর ধন্য হউন।

৬৯ গীত।

১ বিপদসময়ে প্রার্থনা, ২৯ ও তাহার ফল।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য শোশন্নীম্ নামক স্বরযুক্ত দায়ূদের গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমাকে ত্রাণ কর, আমার প্রাণ পর্য্যন্ত জল আসিতেছে। [২] আমি গভীর পঙ্কে মগ্ন হইতেছি, আমার দাঁড়াইবার স্থল নাই; গভীর জলে পতিত হওয়াতে আমার উপর দিয়া ঢেউ যাইতেছে। [৩] আমি আহ্বান করিতে২ শ্রান্ত হইয়াছি, ও আমার গলা শুষ্ক হইয়াছে; আমার ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতে২ আমার নয়ন নিস্তেজ হইতেছে। [৪] যাহারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করে, তাহারা আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও অনেক; আমার প্রাণহিংসক মিথ্যাবাদি শত্রুগণ প্রবল হয়; আমি যাহা অপহরণ করি নাই, তাহাও আমাকে ফিরিয়া দিতে হয়। [৫] হে ঈশ্বর, তুমি আমার মূঢ়তা জ্ঞাত আছ, এবং আমার দোষ সকল তোমার অগোচর নহে। [৬] হে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, তোমার অপেক্ষাকারিগণ আমাদ্বারা লজ্জিত না হউক; হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমার অন্বেষণকারিরা আমার দ্বারা অপ্রতিভ না হউক। [৭] তোমারই নিমিত্তে আমি নিন্দা সহ্য করি, ও আমার মুখ লজ্জাতে আচ্ছন্ন হয়। [৮] এবং আমি ভ্রাতৃগণের নিকটে বিদেশিতুল্য, ও সহোদরগণের কাছে অপরিচিতের ন্যায় হই। [৯] তোমার মন্দির নিমিত্তক উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করে, এবং তোমার নিন্দকগণের নিন্দাতে আমি নিন্দাগ্রস্ত হই। [১০] আমি উপবাসদ্বারা আপন প্রাণকে ক্লেশ দিয়া ক্রন্দন করি; কিন্তু তাহাও আমার নিন্দাস্পদ হয়। [১১] এবং চট পরিধান করি, তাহাতেও তাহাদের এক কুদৃষ্টান্ত হই। [১২] যাহারা সমাজে বৈসে, তাহারাও আমার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; আমি সুরাপায়িদের গীতস্বরূপ হই। [১৩] হে পরমেশ্বর, তোমার প্রতি আমি প্রার্থনা করিতেছি; হে ঈশ্বর, তোমার প্রচুর অনুগ্রহদ্বারা প্রসন্নতার সময় হউক; তুমি আপনার পরিত্রাণজনক সত্যতাদ্বারা আমাকে উত্তর দেও। [১৪] পঙ্কহইতে আমাকে উদ্ধার কর, মগ্ন হইতে দিও না; ঘৃণাকারিগণহইতে ও গভীর জলহইতে আমাকে উদ্ধার কর। [১৫] আমার উপর দিয়া তরঙ্গকে যাইতে দিও না, ও অগাধ জলকে আমাকে গ্রাস করিতে দিও না, এবং গর্ত্তকে নিজ মুখদ্বারা আমাকে রুদ্ধ করিতে দিও না। [১৬] হে পরমেশ্বর, আমাকে উত্তর দেও, কেননা তোমার অনুগ্রহ উত্তম; তোমার প্রচুর কৃপাতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। [১৭] নিজ দাসের প্রতি মুখ আচ্ছাদিত করিও না, এই দুঃখের সময়ে ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও। [১৮] নিকটে আসিয়া আমার প্রাণকে মুক্ত কর, ও শত্রুগণহইতে আমাকে উদ্ধার কর। [১৯] আমার যে প্রকার নিন্দা ও লজ্জা ও অপযশ হইতেছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; আমার তাবৎ বৈরী তোমার সম্মুখে আছে। [২০] নিন্দাদ্বারা আমার মনোভঙ্গ হয়, আমি উদ্বিগ্ন হইয়া প্রবোধকর্ত্তার অপেক্ষা করি, কিন্তু কেহই নাই; এবং সান্ত্বনাকর্ত্তাদের অপেক্ষা করি, কিন্তু প্রাপ্ত হই না। [২১] তাহারা ভোজনার্থে আমাকে পিত্ত দেয়, ও পিপাসার সময়ে অম্লরস পান করায়।

২২ অতএব তাহাদের ভোজনাসন তাহাদের সম্মুখে ফাঁদস্বরূপ হউক, ও নির্ভয় কালে তাহাদের বাঁশকলস্বরূপ হউক। ২৩ তাহারা যেন দেখিতে না পায়, তন্নিমিত্তে তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক; ও নিত্য তাহাদের কটিদেশের কম্প হউক। ২৪ তাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ বর্ষণ কর, এবং তোমার কোপাগ্নি তাহাদিগকে গ্রাস করুক। ২৫ তাহাদের বাটী শূন্য হউক, ও তাহাদের তাম্বুতে বাসকারী কেহ না থাকুক। ২৬ কেননা তাহারা তোমার প্রহারিত ব্যক্তিকে তাড়না করে, ও কথোপকথনদ্বারা তোমার ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির ব্যথা বৃদ্ধি করে। ২৭ তুমি তাহাদের পাপের উপরে পাপ সঞ্চয় কর, তাহারা তোমার দত্ত পুণ্য প্রাপ্ত না হউক। ২৮ ও জীবৎ লোকের পুস্তকহইতে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক, এবং ধার্ম্মিকদের মধ্যে তাহাদের অঙ্কপাত না হউক।

২৯ যদ্যপি আমি দুঃখী ও ব্যথিত হই, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার কৃত পরিত্রাণদ্বারা আমার উন্নতি হইবে। ৩০ আমি গানদ্বারা ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করিব, ও ধন্যবাদদ্বারা তাঁহার গৌরব করিব। ৩১ শৃঙ্গ ও খুরবিশিষ্ট বৃষ ও গো অপেক্ষা তাহাই পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অধিক তুষ্টিকর হইবে। ৩২ এবং নম্র লোকেরা তাহা দেখিয়া আনন্দ করিবে; হে ঈশ্বরের অন্বেষণকারিগণ, তোমাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে। ৩৩ কেননা পরমেশ্বর দরিদ্রদের প্রতি মনোযোগ করেন, এবং আপনার বন্দিগণকেও তুচ্ছ করেন না। ৩৪ স্বর্গ ও মর্ত্য ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ জঙ্গম তাঁহার ধন্যবাদ করিবে। ৩৫ কেননা ঈশ্বর সিয়োন্‌কে পরিত্রাণ করিবেন, ও যিহূদার সমস্ত নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিবেন; তাহাতে লোকেরা সেখানে বাস করিয়া অধিকার পাইবে; ৩৬ এবং তাঁহার সেবকদের বংশ তাহাতে অধিকার পাইবে; এবং যাহারা তাঁহার নামে প্রেম করে, তাহারা তাহাতে বসতি করিবে।

৭০ গীত।

পাপি শত্রুদের বিরুদ্ধে ও ধার্ম্মিকদের জন্যে প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের স্মরণার্থক গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে উদ্ধার কর; হে পরমেশ্বর, ত্বরায় আমার উপকার কর। ২ যাহারা আমার প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, তাহারা লজ্জিত ও অপ্রতিভ হউক, এবং যাহারা আমার বিপদে আনন্দ করে, তাহারা পরাঙ্মুখ ও বিষণ্ণ হউক। ৩ এবং যাহারা হা২ বলিয়া আমাকে বিদ্রূপ করে, তাহারা পরাস্ত হইয়া আপনাদের লজ্জারূপ ফল প্রাপ্ত হউক। ৪ কিন্তু তোমার অন্বেষণকারি সকলে তোমাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হউক, এবং যাহারা তোমার কৃত পরিত্রাণে প্রেম করে, তাহারা সর্ব্বদা এ কথা কহুক, 'পরমেশ্বর মহামহিমান্বিত হউন।' ৫ আমি দুঃখী ও দরিদ্র; হে ঈশ্বর, তুমি আমার নিকটে শীঘ্র আইস, তুমি আমার উপকারী ও রক্ষাকর্ত্তা; হে পরমেশ্বর, বিলম্ব করিও না।

৭১ গীত।

পরমেশ্বরেতে আশ্রয় লওন।

১ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার শরণাগত, কখনো আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না। ২ আপনার ধর্ম্মে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা কর, ও আমার প্রতি কর্ণ পাতিয়া আমাকে ত্রাণ কর। ৩ যাহাতে আমি নিত্য গমনাগমন করিতে পারি, আমার এমত আশ্রয়পর্ব্বত হও; তুমি আমার পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছ; কেননা তুমি আমার গিরি ও দুর্গস্বরূপ। ৪ হে আমার ঈশ্বর, দুর্জ্জনের হস্ত এবং দুর্ব্বৃত্ত ও উপদ্রবি লোকের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার কর। ৫ হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমার অপেক্ষাস্থান ও বাল্যকালাবধি আমার বিশ্বাস ভূমি। ৬ গর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি তোমার উপরে আমার ভার আছে, ও মাতৃগর্ব্ভস্থ হওনাবধি তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতেছ; আমি সর্ব্বদা তোমারই প্রশংসা করি। ৭ অনেকে আমাকে অদ্ভুতের ন্যায় জ্ঞান করে, কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয়। ৮ তোমার প্রশংসাতে ও সৌন্দর্য্যবর্ণনাতে আমার মুখ সমস্ত দিন পরিপূর্ণ হয়। ৯ বৃদ্ধাবস্থাতে আমাকে ছাড়িও না, বলক্ষীণ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। ১০ কেননা আমার শত্রুগণ আমার বিরুদ্ধে কথা কহে, ও আমার প্রাণচেষ্টাকারিরা একত্র পরামর্শ করিয়া ১১ বলে, 'ঈশ্বর তাহাকে ত্যাগ করিলেন, তোমরা তাহাকে তাড়িয়া ধর; তাহার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই।' ১২ হে ঈশ্বর, আমাহইতে দূরবর্ত্তী হইও না, হে আমার ঈশ্বর, ত্বরায় আমার উপকার কর। ১৩ আমার প্রাণের বৈরিগণ লজ্জিত ও উচ্ছিন্ন হউক, এবং আমার অনিষ্টচেষ্টাকারিরা নিন্দাতে ও অপযশেতে আচ্ছন্ন হউক। ১৪ আমি চিরকাল তোমার অপেক্ষা করিব, ও উত্তরোত্তর তোমার প্রশংসা করিব। ১৫ আমার মুখ তোমার ধর্ম্মের ও তোমার কৃত পরিত্রাণের বর্ণনা সমস্ত দিন করিবে, কেননা তাহার সংখ্যা আমি জানি না। ১৬ আমি প্রভু পরমেশ্বরের শক্তিতে গমন করিব, এবং তোমার ধর্ম্মের, কেবল তো-

মার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিব। [১৭] হে ঈশ্বর, তুমি বাল্যকালাবধি আমাকে শিক্ষা দিয়াছ; আমি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল প্রকাশ করিতেছি। [১৮] হে ঈশ্বর, বৃদ্ধাবস্থাতেও পক্ক-কেশযুক্ত আমাকে পরিত্যাগ করিও না; এই বর্ত্তমান লোকের নিকটে তোমার শক্তি, ও ভাবি লোকদের নিকটে তোমার পরাক্রম আমাকে প্রকাশ করিতে দেও। [১৯] হে ঈশ্বর, তোমার ধর্ম্ম অতি উচ্চ, তুমি মহৎ কর্ম্মকারী; হে ঈশ্বর, তোমার তুল্য কে আছে? [২০] আমাকে অনেক ক্লেশ ও বিপদ দেখাইয়াছ যে তুমি, তুমি আমাকে পুনর্ব্বার সজীব করিবা, ও পৃথিবীর গভীর স্থানহইতে আমাকে উঠাইবা। [২১] তুমি আমার মহিমা বৃদ্ধি করিয়া চতুর্দ্দিগে আমাকে সান্ত্বনা দিবা। [২২] হে আমার ঈশ্বর, আমি নেবল যন্ত্রে তোমার ও তোমার সত্যতার প্রশংসা করিব; হে ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ, আমি বীণাযন্ত্রে তোমার গুণ গান করিব। [২৩] এবং গান করণের সময়ে আমার ওষ্ঠাধর ও তোমাকর্ত্তৃক মুক্ত আমার আত্মা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিবে। [২৪] এবং আমার জিহ্বা সমস্ত দিন তোমার ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে, যেহেতুক আমার অনিষ্টচেষ্টাকারিরা লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়।

৭২ গীত।

খ্রীষ্টের রাজ্যের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

সুলেমানের গীত।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে আপন বিচারাজ্ঞা ও রাজপুত্রকে আপন ন্যায়স্বভাব প্রদান কর। [২] তাহাতে তিনি ন্যায়েতে তোমার প্রজাগণের ও সুবিচারেতে তোমার দুঃখি লোকদের বিচার করিবেন। [৩] এবং পর্ব্বতগণ ও উপপর্ব্বতগণ ধর্ম্মদ্বারা লোকদের মঙ্গল জন্মাইবে। [৪] তিনি দুঃখি প্রজাগণের সুবিচার করিবেন, ও দরিদ্রের সন্তানদিগকে ত্রাণ করিবেন; কিন্তু উপদ্রবিকে চূর্ণ করিবেন। [৫] যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎ পুরুষানুক্রমে লোকেরা তোমাকে ভয় করিবে। [৬] এবং ছিন্নতৃণ ক্ষেত্রে বৃষ্টির ন্যায় এবং ভূমি সিঞ্চনকারি জলসম্পাতের ন্যায় তিনি আগমন করিবেন। [৭] তাঁহার সময়ে ধার্ম্মিক লোক প্রফুল্ল হইবে, এবং চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বহুতর মঙ্গল হইবে। [৮] এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং মহানদী অবধি পৃথিবীর শেষসীমা পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য করিবেন। [৯] মরুভূমিনিবাসিরা তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিবে, ও তাঁহার শত্রুগণ ধূলা চাটিবে। [১০] তর্শীশের ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবে, এবং শিবার ও সিবার রাজগণ উপঢৌকন প্রদান করিবে; [১১] এবং তাবৎ রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিবে, ও তাবৎ জাতীয়েরা তাঁহাকে সেবা করিবে। [১২] কেননা তিনি আর্ত্তনাদকারি দরিদ্রকে ও দুঃখিকে ও অনাথ লোককে উদ্ধার করিবেন; [১৩] এবং দীনহীন ও দরিদ্রদিগকে দয়া করিবেন, ও দরিদ্রগণের প্রাণ রক্ষা করিবেন। [১৪] এবং উপদ্রব ও দৌরাত্ম্যহইতে তাহাদের আত্মাকে মুক্ত করিবেন; ও তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত মূল্যবান হইবে। [১৫] তাহারা সজীব থাকিয়া শিবার সুবর্ণ তাঁহাকে দান করিবে, এবং তাঁহার নিমিত্তে নিত্য২ প্রার্থনা করিবে, ও সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে। [১৬] দেশের মধ্যে পর্ব্বতগণের শিখরে প্রচুর শস্য হইবে, তাহার শিষ লিবানোনের ন্যায় দোলায়মান হইবে; এবং নগরনিবাসিরা পৃথিবীস্থ তৃণের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। [১৭] চিরকাল তাঁহার নাম থাকিবে, সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অক্ষয় নাম থাকিবে; মনুষ্যেরা তাঁহাদ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে, ও তাবৎ জাতীয়েরা তাঁহাকে ধন্য২ কহিবে।

[১৮] ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, কেবল তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন। [১৯] ও তাঁহার মহিমাযুক্ত নাম সর্ব্বদা ধন্য হউক, এবং তাঁহার মহিমাতে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক। আমেন, আমেন। [২০] যিশয়ের পুত্র দায়ূদের নিবেদন সম্পূর্ণ।

৭৩ গীত।

১ পাপি লোকদের সুখের প্রতি আসফের ঈর্ষ্যা, ১৭ ও সেই ঈর্ষ্যার প্রতিকার। *

আসফের ধর্ম্মগীত।

[১] ঈশ্বর ইস্রায়েলের ও শুদ্ধমনা লোকদের নিতান্ত মঙ্গলদায়ক। [২] কিন্তু আমার চরণ প্রায় টলিল, ও আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হইল। [৩] যেহেতুক দুষ্টদের মঙ্গল দেখিলে আমি সেই অহঙ্কারিদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিলাম। [৪] তাহারা মৃত্যুর জন্যে বদ্ধ হয় না, কিন্তু তাহাদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট আছে। [৫] এবং অন্য মর্ত্ত্যের ন্যায় তাহাদের ক্লেশ হয় না, ও অন্য মানুষের মত তাহাদের বিপদ ঘটে না; [৬] এই নিমিত্তে অহঙ্কার তাহাদের হারস্বরূপ, ও দৌরাত্ম্য তাহাদের আবরক বস্ত্রস্বরূপ হয়। [৭] এবং মেদেতে তাহাদের চক্ষু ঠেলিয়া উঠে, ও তাহাদের মনের সঙ্কল্প অপরিমিত হয়। [৮] তাহারা বিদ্রূপ করে, ও উপদ্রবের দুর্ব্বাক্য কহে, ও দর্প কথা কহে। [৯] তাহাদের মুখ স্বর্গারোহণ করে, এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবী ভ্রমণ করে। [১০] এই কারণ তাঁহার লোকেরা কুপথে ফিরে,

ও প্রচুর জল তাহাদের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়। [১১] এবং তাহারা বলে, 'ঈশ্বর কি রূপে জানিবেন? ও সর্ব্বোপরিস্থের কি বোধ আছে?' [১২] দেখ, এই সকলে পাপী; ইহারা সর্ব্বদা মঙ্গলপ্রাপ্ত হইয়া ধন বৃদ্ধি করে। [১৩] তবে আমি মন পরিষ্কার ও পবিত্রতাতে হস্ত প্রক্ষালন নিরর্থক করিলাম। [১৪] কেননা আমি সমস্ত দিন তাড়িত ও প্রতিপ্রভাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হইতেছি। [১৫] 'এমন কথা প্রচার করিব,' ইহা যদি বলি, তবে তোমার লোকদের বংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হই। [১৬] ইহা বুঝিবার জন্যে আমি চিন্তা করিলাম, কিন্তু তাহা আমার গোচরে ক্লেশদায়ক হইল।

[১৭] পরে আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শেষগতি বিবেচনা করিলাম। [১৮] তুমি তাহাদিগকে নিতান্ত পিচ্ছিল স্থানে রাখিতেছ, ও তাহাদিগকে বিনাশে নিক্ষেপ করিতেছ। [১৯] তাহারা এক নিমিষের মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়, ও উদ্বিগ্নতাতে পূর্ণ হইয়া বিনাশ পায়! [২০] হে প্রভো, জাগরিত মনুষ্যের স্বপ্নের ন্যায় তুমি জাগরণকালে তাহাদের প্রতিমাকে তুচ্ছ করিবা। [২১] এই রূপে আমার মন দুঃখিত ও হৃদয় বিদ্ধ হইল। [২২] আমি মূর্খ ও অজ্ঞান ও তোমার সাক্ষাতে পশুবৎ হইলাম। [২৩] তথাপি আমি সর্ব্বদা তোমার সহিত আছি; তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে রাখিতেছ। [২৪] তুমি আপন মন্ত্রণানুসারে আমাকে গমন করাইবা, ও শেষে বৈভবে গ্রহণ করিবা। [২৫] স্বর্গে তোমা ব্যতিরেকে আমার কে আছে? ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার সন্তোষ নাই। [২৬] যদ্যপি আমার শরীর ও মন ক্ষীণ হয়, তথাপি ঈশ্বর আমার মনের পরাক্রম ও নিত্যস্থায়ি অংশস্বরূপ। [২৭] দেখ, যাহারা তোমাহইতে দূরে থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইবে; এবং যত লোক তোমাকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে, সেই সকলকে তুমি উচ্ছিন্ন করিবা। [২৮] কিন্তু ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া আমার মঙ্গল; তাঁহার তাবৎ কর্ম্ম প্রচার করণার্থে আমি প্রভু পরমেশ্বরের আশ্রয় লইলাম।

৭৪ গীত।

১ মন্দিরের বিষয়ে বিলাপ, ১০ ও ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।

আসফের উপদেশগীত।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি চিরকালের জন্যে আমাদিগকে কেন ত্যাগ করিতেছ? আপন মাঠের মেষের বিরুদ্ধে কেন তোমার ক্রোধানল ধূমাইতেছে? [২] পূর্ব্বকালে তোমার ক্রীত যে মণ্ডলী, এবং তোমাকর্তৃক মুক্ত যে মনোনীত অধিকার, ও তোমার বাসস্থান যে সিয়োন্ পর্ব্বত, এ সকলকে স্মরণ কর। [৩] বহুকাল উচ্ছিন্ন স্থানের নিকটে পদার্পণ কর; শত্রুগণ তোমার ধর্ম্মধামে সকলই নষ্ট করিয়াছে; [৪] এবং বৈরিগণ তোমার মণ্ডলীগণের মধ্যে গর্জ্জন করে, ও চিহ্নের নিমিত্তে আপনাদের চিহ্ন স্থাপন করে। [৫] যে লোক কুঠার উঠাইয়া নিবিড় বনে কাষ্ঠ ছেদন করে, তাহার ন্যায় তাহারা দেখায়। [৬] তাহারা এক্ষণে কুঠার ও হাতুড়িদ্বারা মন্দিরের শিল্পকর্ম্ম একেবারে ভগ্ন করে। [৭] এবং তোমার ধর্ম্মধামে অগ্নি নিক্ষেপ করে; তোমার নামের বাসগৃহ ভূমিসাৎ করিয়া অশুচি করে। [৮] 'আমরা তাহাদিগকে একেবারে সংহার করিব,' ইহা তাহারা মনে২ কহে, এবং দেশের মধ্যে ঈশ্বরের তাবৎ ভজনালয় দগ্ধ করে। [৯] আমরা আপনাদের চিহ্ন আর দেখি না, এবং কোন ভবিষ্যদ্বক্তা আর নাই; এবং এই রূপ কত দিন থাকিবে, তাহাও আমাদের মধ্যে কেহ জানে না।

[১০] হে ঈশ্বর, বৈরী আর কত কাল নিন্দা করিবে? শত্রু কি চিরকাল তোমার নামকে তুচ্ছ করিবে? [১১] তুমি আপন হস্তকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তকে কেন সঙ্কুচিত করিতেছ? বক্ষঃস্থলহইতে তাহা বাহির কর। [১২] হে ঈশ্বর, তুমি পূর্ব্বাবধি আমার রাজা, তুমি পৃথিবীর মধ্যে ত্রাণকর্ত্তা। [১৩] তুমি আপন পরাক্রমেতে সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়াছিলা, ও জলস্থ নাগের মস্তক ভগ্ন করিয়াছিলা, [১৪] ও মহাকুম্ভীরের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলা, ও মরুভূমিস্থিত সকলকে তাহা ভোজন করিতে দিয়াছিলা। [১৫] এবং তুমি উনুই ও বন্যা বহাইয়াছিলা, ও বৃহৎ নদী শুষ্ক করিয়াছিলা। [১৬] দিবস তোমার এবং রাত্রিও তোমার, তুমিই দীপ্তিকে ও সূর্য্যকে প্রস্তুত করিয়াছ। [১৭] তুমিই পৃথিবীর তাবৎ সীমা স্থাপন করিয়াছ, এবং গ্রীষ্ম ও শীতকাল সৃষ্টি করিয়াছ। [১৮] হে পরমেশ্বর, শত্রু তোমার নিন্দা করে, ও অজ্ঞান লোক তোমার নামকে তুচ্ছ করে, তাহা স্মরণ কর। [১৯] তোমার ঘুঘুকে হিংসুক প্রাণির হস্তে সমর্পণ করিও না, তোমার দরিদ্রগণের প্রাণকে চিরকাল বিস্মৃত হইও না। [২০] তোমার নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখ; কেননা পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান ক্রূরতার বসতিতে পরিপূর্ণ আছে। [২১] ক্লিষ্ট লোককে লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে দিও না, বরং দুঃখি ও দরিদ্র লোক তোমার নামের ধন্যবাদ করুক। [২২] হে ঈশ্বর, উঠিয়া আপন বিবাদ নিষ্পত্তি কর; অজ্ঞানেরা সমস্ত দিন তোমার যে অপমান

করে, তাহা স্মরণ কর। [২৩] বৈরিগণের রব ও বিপক্ষগণের কলহের নিত্য বৃদ্ধি বিস্মৃত হইও না।

৭৫ গীত।

ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও উপদেশকথা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য অল্‌তস্‌হেৎ নামক স্বরযুক্ত আসফের কৃত গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, তোমার ধন্যবাদ করিতেছি; কেননা তোমার নাম যে নিকটবর্ত্তী, ইহা তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম বর্ণনা করে। [২] আমি উপযুক্ত সময় উপস্থিত করিয়া যথার্থ বিচার করিব। [৩] পৃথিবী ও তন্নিবাসিগণ ক্ষয় হইতেছে, কিন্তু আমি তাহার স্তম্ভ স্থাপন করিব। সেলা। [৪] আমি গর্ব্বিত লোকদিগকে কহি, তোমরা গর্ব্ব করিও না; ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে কহি, তোমরা শৃঙ্গ তুলিও না। [৫] অত্যুচ্চে তোমাদের শৃঙ্গ তুলিও না, এবং গ্রীবা দৃঢ় করিয়া দর্প কথা কহিও না। [৬] কেননা পূর্ব্বদিক্ কি পশ্চিমদিক্ কি দক্ষিণদিক্‌হইতে উচ্চপদ প্রাপ্তি হয় এমত নয়; [৭] কিন্তু ঈশ্বর বিচারকর্ত্তা হইয়া কাহাকে নীচপদ ও কাহাকে উচ্চপদ দেন। [৮] কেননা পরমেশ্বরের হস্তে এক পানপাত্র আছে, তাহা রক্তবর্ণ দ্রাক্ষারসে ও মিশ্রিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ; আর তিনি তাহাহইতে ঢালেন, তাহাতে পৃথিবীস্থ দুষ্টেরা সকলে তাহার তলানিও চাটিয়া পান করে। [৯] কিন্তু আমি যাকুবের ঈশ্বরের উদ্দেশে গান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার গুণ প্রকাশ করিব। [১০] এবং দুর্ব্বৃত্তগণের শৃঙ্গ সকল আমার দ্বারা ছিন্ন হইবে, কিন্তু ধার্ম্মিকগণের শৃঙ্গ উচ্চীকৃত হইবে।

৭৬ গীত।

জয়ের নিমিত্তে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করণ।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্যে আসফের কৃত গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] ঈশ্বর যিহূদা দেশে বিখ্যাত আছেন, ইস্রায়েল্ দেশে তাঁহার নাম বড়। [২] যিরূশালমে তাঁহার তাম্বু আছে, এবং সিয়োনে তাঁহার বাসস্থান। [৩] সেখানে তিনি ধনুর্ব্বাণ ও ঢাল ও খড়্গ ও সংগ্রামের অস্ত্র ভঙ্গ করিয়াছেন। সেলা। [৪] মৃগয়ার পর্ব্বতহইতে তুমি তেজোময় ও মহামহিমান্বিত আছ। [৫] সাহসিকান্তঃকরণ লোকেরা সংহার হইয়া মহানিদ্রাতে নিদ্রিত হইয়াছে, ও তাবৎ বীরের হস্ত অবশ হইয়াছে। [৬] হে যাকুবের ঈশ্বর, তোমার গর্জ্জনে তাবৎ রথী ও অশ্ব মহানিদ্রিত হইয়াছে। [৭] তুমিই ভয়ার্হ, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে? [৮] তুমি স্বর্গহইতে আপন বিচারাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়াছ, তাহাতে পৃথিবী ভীত হইয়া নীরব হইল; [৯] কেননা ঈশ্বর বিচার করিতে ও পৃথিবীস্থ নম্র সকলকে পরিত্রাণ করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। সেলা। [১০] মনুষ্যের ক্রোধ তোমার প্রশংসাজনক হইবে, ও তদতিরিক্ত ক্রোধ তুমি নিবারণ করিবা। [১১] তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে মানত করিয়া তাহা সম্পূর্ণ কর; যিনি ভয়ার্হ, তাঁহার নিকটে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত লোকেরা উপঢৌকন আনয়ন করুক। [১২] তিনি প্রধান লোকদের মনকে দমন করেন, এবং পৃথিবীস্থ রাজগণকে ভয় দেখান।

৭৭ গীত।

১ বিপদ সময়ে বিলাপ, ১০ ও পরমেশ্বরেতে আশ্রয় লওন।

যিদূথূনের দলমধ্যে প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য আসফের ধর্ম্মগীত।

[১] আমি আপন রবে ঈশ্বরকে আহ্বান করি, ও আপন রবে ঈশ্বরকে আহ্বান করিলে তিনি তাহা শ্রবণ করুন। [২] আমি বিপদকালে প্রভুর অন্বেষণ করি, রাত্রিকালেও আমার হস্ত বিস্তারিত হইয়া ক্ষান্ত হয় না, ও আমার মন প্রবোধ মানে না। [৩] আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করি, ও চিন্তা করিলে আমার আত্মা মূর্চ্ছিত হয়। সেলা। [৪] তুমি রাত্রিতে আমার চক্ষুকে নিদ্রা দেও না, আমি উদ্বেগ প্রযুক্ত কথা কহিতে পারি না। [৫] পূর্ব্বকালের দিন ও বহুকালগত বৎসর স্মরণ করি, [৬] ও আমার রাত্রিকালীয় গীত স্মরণ করি, এবং মনের মধ্যে চিন্তা করি, ও আমার আত্মা ইহা আলোচনা করে। [৭] প্রভু কি চিরকালের নিমিত্তে ত্যাগ করিবেন? তিনি কি আর অনুকূল হইবেন না? [৮] চিরকাল কি তাঁহার অনুগ্রহ লুপ্ত থাকিবে? ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে বিফল হইবে? [৯] ঈশ্বর কি কৃপা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন? ও ক্রোধ করিয়া কি আপনার বাৎসল্য রুদ্ধ করিয়াছেন? সেলা।

[১০] পরে আমি কহিলাম, আমার এই যে দুঃখের সময়, ইহাও সর্ব্বোপরিস্থের দক্ষিণ হস্তের বৎসর। [১১] আমি পরমেশ্বরের কর্ম্ম স্মরণ করিব, ও পূর্ব্বকালে তোমার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্মরণ করিব, [১২] ও তোমার তাবৎ কর্ম্ম চিন্তা করিব, ও তোমার ক্রিয়া সকল ধ্যান করিব। [১৩] হে ঈশ্বর, ধর্ম্মই তোমার পথস্বরূপ, তোমার তুল্য মহান্ ঈশ্বর কে? [১৪] তুমি আশ্চর্য্য কর্ম্মকারি ঈশ্বর, তুমি লোকদের মধ্যে আপন পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছ। [১৫] তুমি

নিজ বাহুবলদ্বারা আপন প্রজাদিগকে অর্থাৎ যাকুবের ও যূষফের সন্তানদিগকে মুক্ত করিয়াছ। সেলা। [১৬] হে ঈশ্বর, জলসমূহ তোমার দর্শন পাইল, তোমার দর্শন পাইবামাত্র জলসমূহ কম্পিত হইল, ও গভীর স্থান উদ্বিগ্ন হইল; [১৭] এবং নিবিড় পয়োধর জল বর্ষণ করিল, ও মেঘ গর্জ্জন করিল, ও চতুর্দ্দিগে তোমার বাণ নিক্ষিপ্ত হইল। [১৮] এবং আকাশের মধ্যে তোমার গর্জ্জনধ্বনি হইল, ও বিদ্যুৎ জগৎকে দীপ্তিমান করিল, ও পৃথিবী কম্পিত ও টলটলায়মান হইল। [১৯] সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ, ও জলরাশির মধ্যে তোমার মার্গ আছে; কিন্তু তোমার পদচিহ্ন জানা যায় না। [২০] তুমি আপন প্রজাদিগকে মেষপালের ন্যায় মূসার ও হারোণের হস্তদ্বারা গমন করাইলা।

৭৮ গীত।

ইস্রায়েল্ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের শাসন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

আসফের উপদেশগীত।

[১] হে আমার স্বজাতীয় সকল, তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর, ও আমার মুখের কথাতে কর্ণপাত কর। [২] আমি দৃষ্টান্তকথা কহিতে মুখ ব্যাদান করিব, ও পূর্ব্বকালের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিব। [৩] আমরা যাহা২ শ্রবণ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি, ও আমাদের পিতৃলোক আমাদের কাছে যাহা২ বর্ণনা করিয়াছে, [৪] তাহা আমরা তাহাদের সন্তানদের নিকটে গোপন করিব না; বরং শেষপুরুষ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের প্রশংসা ও পরাক্রম ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা করিব।

[৫] তিনি যাকুব্ বংশের মধ্যে যে বিধি ও ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে যে ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, [৬] শেষপুরুষ পর্য্যন্ত ভাবি বংশেরা যেন তাহা জ্ঞাত হয়, ও উঠিয়া আপন২ সন্তানদিগের কাছে তাহার বর্ণনা করে, [৭] এবং তাহারা যেন ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখে, ও ঈশ্বরের কর্ম্ম বিস্মৃত না হয়, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, [৮] এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় বিপথগামি ও বিরোধি ও চঞ্চলমনা ও আত্মাতে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত এক বংশ যেন না হয়; এই নিমিত্তে তিনি আপন২ সন্তানদিগকে সেই কথা জানাইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন।

[৯] ইফ্রয়িমের সন্তানেরা অস্ত্রধারী ও ধনুর্দ্ধারী হইয়াও সংগ্রামসময়ে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। [১০] তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করে নাই, ও তাঁহার ব্যবস্থানুসারে আচরণ করিতে অসম্মত হইয়াছে। [১১] তিনি আপনার যে কর্ম্ম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে।

[১২] তিনি মিসর্দেশে ও সোয়ন্ প্রান্তরে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সাক্ষাতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। [১৩] তিনি সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়া তন্মধ্যদিয়া তাহাদিগকে গমন করাইয়াছিলেন, এবং জলকে ভিত্তির ন্যায় দাঁড় করাইয়াছিলেন; [১৪] এবং দিবসে মেঘদ্বারা ও সমস্ত রাত্রি অগ্নিতেজদ্বারা তাহাদিগকে পথ দেখাইতেন; [১৫] এবং প্রান্তরমধ্যে পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া গভীর জলাশয়ের সদৃশ জল পান করাইলেন; [১৬] তিনি শৈলহইতে স্রোত বাহির করিয়া নদীর ন্যায় জল নামাইলেন। [১৭] তথনও তাহারা সর্ব্বোপরিস্থকে বিরক্ত করিতে মরুভূমিতে তাঁহার বিরুদ্ধে আরও অনেক পাপ করিল। [১৮] এবং আপন২ মনের বাঞ্ছিত ভক্ষ্যের প্রার্থনাতে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল। [১৯] এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া ইহা বলিল, ঈশ্বর কি প্রান্তরের মধ্যে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারেন? [২০] দেখ, তিনি পর্ব্বতকে আঘাত করিলে তাহাহইতে যেমন স্রোতোবাহি জল নির্গত হইল, তদ্রূপ কি খাদ্যও দিতে পারেন? ও আপন প্রজাদের নিমিত্তে কি মাংস যোগাইতে পারেন? [২১] তখন পরমেশ্বর এমত শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলে যাকুব্ বংশের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, ও ইস্রায়েল বংশের বিরুদ্ধে ক্রোধ উঠিল। [২২] কেননা তাহারা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিল না, ও তাঁহার স্বীকৃত পরিত্রাণে নির্ভর করিল না। [২৩] তথাপি তিনি উপরিস্থ মেঘের প্রতি আজ্ঞা দিলেন, ও আকাশের দ্বার খুলিলেন; [২৪] এবং ভক্ষ্যের নিমিত্তে তাহাদের উপরে মান্না বর্ষাইয়া স্বর্গের শস্য দিলেন। [২৫] তাহাতে মনুষ্য পরাক্রমিদের খাদ্য ভোজন করিল; তিনি তাহাদের তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষ্য প্রেরণ করিলেন। [২৬] এবং আকাশের মধ্যে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন, ও নিজ পরাক্রমে দক্ষিণ বায়ু আনয়ন করিলেন; [২৭] এবং মাংসকে ধূলির ন্যায় ও পক্ষিগণকে সমুদ্রের বালির ন্যায় তাহাদের উপরে বর্ষাইলেন; [২৮] এবং তাহাদের শিবিরের মধ্যে ও বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বে তাহা অধঃপতিত করিলেন। [২৯] এই রূপে তিনি তাহাদের বাঞ্ছিত সামগ্রী আনয়ন করিলে তাহারা ভোজন করিয়া অতি তৃপ্ত হইল। [৩০] কিন্তু মুখে খাদ্য থাকিলেও তাহারা লোভহইতে নিবৃত্ত হইল না। [৩১] তাহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট লোকদিগকে সংহার করিল, এবং ইস্রায়েল্ বংশের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে ভূমিপাত করিল।

৩২ এমত হইলেও তাহারা পুনর্ব্বার পাপ করিল ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিল না। ৩৩ অতএব তিনি অনর্থকরূপে তাহাদের দিবস ও ত্রসিতরূপে তাহাদের বৎসর যাপন করাইলেন। ৩৪ এই রূপে তিনি তাহাদের কতককে বধ করিলে পর তাহারা তাঁহার চেষ্টা করিল, ও ফিরিয়া শীঘ্র ঈশ্বরের অন্বেষণ করিল; ৩৫ এবং ঈশ্বর আমাদের পর্ব্বতস্বরূপ, ও সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর আমাদের মুক্তিদাতা, ইহা মনে করিল। ৩৬ তাহারা তাঁহাকে মৌখিক স্তব করিল, ও জিহ্বাতে তাঁহার নিকটে মিথ্যা কহিল; ৩৭ কিন্তু তাঁহার প্রতি তাহাদের মন স্থির হইল না, এবং তাহারা তাঁহার নিয়মও বিশ্বস্তরূপে মানিল না। ৩৮ তথাপি তিনি দয়ালু প্রযুক্ত তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া তাহাদের পাপ ক্ষমা করিতেন, এবং তাহাদের প্রতি আপন ক্রোধ প্রজ্বলিত না করিয়া বরং অনেক বার ক্রোধ সম্বরণ করিতেন। ৩৯ কেননা তাহারা কেবল মাংসপিণ্ড ও শীঘ্রগামি পুনরনাগত বায়ুর ন্যায়, ইহা তিনি মনে করিতেন।

৪০ তাহারা প্রান্তরমধ্যে কত বার তাঁহাকে বিরক্ত করিল, ও নির্জ্জল স্থানে তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিল। ৪১ এবং পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল, ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপকে ক্রুদ্ধ করিল। ৪২ এবং তাঁহার হস্তকে ও আপনাদের শত্রুহইতে মুক্তির দিনকে মনে করিল না। ৪৩ কিন্তু তিনি মিসর্দেশে আপন চিহ্ন, ও সোয়ন্ প্রান্তরে আপন আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪৪ তিনি মিস্রীয়দের নদীকে রক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের স্রোতের জল কেহ পান করিতে পারিল না। ৪৫ তাহাদের মধ্যে ঝাঁক২ দংশনকারি মশককে ও বিনাশকারি ভেককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪৬ এবং তাহাদের ক্ষেত্রের শস্য ফড়িঙ্গকে, ও তাহাদের পরিশ্রমের ফল পঙ্গপালকে দিয়াছিলেন। ৪৭ তিনি শিলাদ্বারা তাহাদের দ্রাক্ষালতা ও হিমদ্বারা ডুম্বুরবৃক্ষ নষ্ট করিয়াছিলেন। ৪৮ এবং তাহাদের পশুগণকে শিলাতে ও পালকে বজ্রাঘাতে বিনাশে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ৪৯ এবং তাহাদের প্রতি প্রচণ্ড রাগ ও ক্রোধ ও ঘোর কোপ ও দুঃখ ও অমঙ্গলদায়ক দূতগণের এক জনতাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; ৫০ এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মৃত্যুহইতে তাহাদের প্রাণকে রক্ষা না করিয়া মহামারীতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ৫১ এবং মিসরদেশীয় তাবৎ প্রথমজাত সন্তানকে ও হামের তাম্বুতে তাহাদের প্রধান বলরূপ সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ৫২ এবং আপন প্রজাদিগকে মেষের ন্যায় গমন করাইয়া পালের মত প্রান্তরের মধ্যদিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ৫৩ তিনি তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাওয়াতে তাহারা উদ্বিগ্ন হইল না; কিন্তু তাহাদের শত্রুগণ সমুদ্রে মগ্ন হইল।

৫৪ পরে তিনি আপন পবিত্র দেশের সীমাতে ও আপনার দক্ষিণ হস্তদ্বারা লব্ধ এই পর্ব্বতে তাহাদিগকে আনিলেন। ৫৫ এবং তাহাদের সম্মুখহইতে অন্যজাতীয় লোককে দূর করিয়া রজ্জুদ্বারা তাহাদের অধিকার বিভাগ করিয়া দিলেন, ও ইস্রায়েল্ বংশকে তাহাদের বাসস্থানের মধ্যে বসতি করাইলেন। ৫৬ তথাপি তাহারা সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিল, এবং তাঁহার সপ্রমাণ বিধি মানিল না; ৫৭ বরং পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিল; তাহারা শিথিল ধনুকের ন্যায় লক্ষ্য লঙ্ঘন করিল; ৫৮ এবং টিকরস্থানদ্বারা তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল, ও আপনাদের প্রতিমাদ্বারা তাঁহার কোপ জন্মাইল। ৫৯ তাহাতে ঈশ্বর তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া ইস্রায়েল্ বংশকে অতি নিগ্রহ করিলেন; ৬০ এবং শীলোস্থিত আপন আবাস, অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে আপনার স্থাপিত তাম্বু ত্যাগ করিলেন; ৬১ এবং আপন বল পরহস্তে ও আপনার শোভাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলেন; ৬২ এবং আপন প্রজাদিগকে খড়্গে সমর্পণ করিলেন, ও আপন অধিকারের প্রতি ক্রোধ করিলেন। ৬৩ তাহাতে অগ্নি তাহাদের যুবদিগকে ভক্ষণ করিল, ও তাহাদের কন্যাগণের বিবাহ হইল না; ৬৪ এবং তাহাদের যাজকগণ খড়্গে পতিত হইল, ও তাহাদের বিধবাগণ বিলাপ করিল না। ৬৫ তখন প্রভু নিদ্রাভঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় ও দ্রাক্ষারসদ্বারা হুঙ্কারকারি বীরের ন্যায় জাগ্রৎ হইলেন। ৬৬ এবং শত্রুবর্গের পৃষ্ঠে প্রহার করিলেন, ও তাহাদিগকে নিত্য নিন্দাস্পদ করিলেন।

৬৭ পরে তিনি যূষফের তাম্বু অগ্রাহ্য করিলেন, ও ইফ্রয়িমের বংশকে মনোনীত না করিয়া ৬৮ যিহূদার বংশকে ও আপনার প্রিয় এই সিয়োন্ পর্ব্বতকে মনোনীত করিলেন। ৬৯ তিনি উচ্চগিরির ন্যায় ও চিরস্থায়ি ভিত্তিবিশিষ্ট পৃথিবীর ন্যায় আপন ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিলেন; ৭০ এবং আপন দাস দায়ূদ্কে মনোনীত করিয়া মেষের খোঁয়াড়হইতে আনিলেন। ৭১ তিনি আপন প্রজা যাকূব্ বংশকে ও আপন অধিকার ইস্রায়েল্ বংশকে প্রতিপালন করাইতে স্তনদাত্রী মেষীর পশ্চাৎহইতে তাহাকে আনয়ন করিলেন। ৭২ তাহাতে সে আপন মনের সরলতানুসারে তাহাদিগকে চরাইল, ও হস্তের নৈপুণ্যানুসারে তাহাদিগকে লইয়া গেল।

৭৯ গীত।

১ যিরূশালমের বিষয়ে বিলাপ, ৯ ও পরমেশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।

আসফের ধর্ম্মগীত।

[১] হে ঈশ্বর, অন্যজাতীয়েরা তোমার অধিকারে প্রবেশ করিয়া তোমার ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র করিল, এবং যিরূশালমকে কাঁথড়ার ঢিবী করিল। [২] এবং তোমার দাসদের শব আকাশীয় পক্ষিগণকে, ও তোমার পবিত্র লোকদের মাংস বনপশুদিগকে ভক্ষণার্থে দিল; [৩] এবং যিরূশালমের চতুর্দ্দিগে জলের ন্যায় তাহাদের রক্ত ঢালিল; তাহাদের কবর দিতে কেহ থাকিল না। [৪] আমরা প্রতিবাসিগণের নিকটে নিন্দাস্পদ ও চতুর্দ্দিক্‌স্থ লোকদের কাছে হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপের পাত্র হইলাম। [৫] হে পরমেশ্বর, আর কত কাল এমত হইবে? তুমি কি নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকিবা? ও তোমার কোপ কি অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত থাকিবে? [৬] যে ভিন্নজাতীয় লোকেরা তোমাকে জানে না, ও যে ২ রাজ্যের লোকেরা তোমার নামে প্রার্থনা করে না, তাহাদের প্রতি আপন কোপ প্রজ্বলিত কর। [৭] কেননা তাহারা যাকুব্‌ বংশকে গ্রাস করিয়া তাহার বাসস্থান শূন্য করিল। [৮] আমাদের পূর্ব্ব অপরাধ সকল আর মনে করিও না, তোমার করুণা শীঘ্র আমাদের অগ্রবর্ত্তী হউক, কেননা আমরা অতি ক্ষীণ হইলাম।

[৯] হে আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, নিজ নামের গৌরবার্থে আমাদের উপকার কর, ও আপন নামের গুণে আমাদিগকে উদ্ধার কর, ও আমাদের পাপ মার্জ্জনা কর। [১০] 'উহাদের ঈশ্বর কোথায়?' অন্যজাতীয়েরা এমত কথা কেন বলিবে? তোমার দাসগণের পাতিত রক্তের প্রতিফল আমাদের দৃষ্টিগোচরে অন্যজাতীয়দের মধ্যে প্রকাশিত হউক। [১১] তোমার সাক্ষাতে বন্দিগণের হাহাকার উপস্থিত হউক, ও আপন মহাবাহুদ্বারা মৃতকল্পদিগকে রক্ষা কর। [১২] হে প্রভো, আমাদের প্রতিবাসিগণ তোমার যে অপমান করিয়াছে, তাহার সাত গুণ অপমান তাহাদের ক্রোড়ে দেও। [১৩] তাহাতে তোমার প্রজা ও তোমার পালিত মেষস্বরূপ যে আমরা, আমরা সর্ব্বদা তোমার গুণানুবাদ করিব, ও পুরুষানুক্রমে তোমার প্রশংসা করিব।

৮০ গীত।

১ ছিন্ন দ্রাক্ষালতাস্বরূপ ইস্রায়েল বংশের বিষয়ে বিলাপ, ১৪ ও ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য শোশন্‌-এদুৎ নামক স্বরযুক্ত আসফের ধর্ম্মগীত।

[১] হে ইস্রায়েল্‌ বংশের পালক, হে মেষতুল্য যূষফ্‌ বংশের অগ্রগামিন্‌, অবধান কর; হে কিরূবদের মধ্যনিবাসিন্‌, দীপ্তি প্রকাশ কর। [২] এবং ইফ্রয়িম্‌ ও বিন্যামীন্‌ ও মিনশি বংশের সাক্ষাতে আপনার পরাক্রম প্রকাশ কর, এবং আসিয়া আমাদের পরিত্রাণ কর। [৩] হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাও, এবং আপন মুখের দীপ্তি প্রকাশ কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

[৪] হে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, নিজ লোকের প্রার্থনাতে আর কত কাল ক্রুদ্ধ থাকিবা? [৫] তুমি আহারার্থে তাহাদিগকে অশ্রু দিতেছ, ও বাহুল্য নেত্রজল পান করাইতেছ। [৬] ও প্রতিবাসিদের মধ্যে আমাদিগকে বিবাদাস্পদ করিতেছ, তাহাতে আমাদের শত্রুগণ পরস্পর পরিহাস করে। [৭] হে সৈন্যাধ্যক্ষ ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাও, এবং আপন মুখের দীপ্তি প্রকাশ কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

[৮] তুমি মিসরদেশহইতে এক দ্রাক্ষালতা লইয়া অন্যজাতীয়দিগকে দূর করিয়া তাহা রোপণ করিয়াছিলা; [৯] এবং ভূমি সমান করিয়া তাহার মূল বৃদ্ধি করিয়াছিলা, তাহাতে সে তাবৎ দেশ ব্যাপিল। [১০] তাহার ছায়াতে পর্ব্বত ও তাহার শাখাতে বৃহৎ এরস্‌ বৃক্ষ আচ্ছাদিত ছিল। [১১] এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত তাহার শাখা, ও নদী পর্য্যন্ত তাহার ডাল বিস্তারিত ছিল। [১২] তুমি কেন তাহার বেড়া এমত ভগ্ন করিলা, যে পথিকেরা তাহার পত্র ছিঁড়ে, [১৩] এবং বন্য শূকর তাহাকে নষ্ট করে, ও বনপশু তাহা মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে?

[১৪] হে সৈন্যাধ্যক্ষ ঈশ্বর, এখন ফির, ও স্বর্গহইতে দৃষ্টি করিয়া মনোযোগী হও, এবং এই দ্রাক্ষালতার, [১৫] ও তোমার দক্ষিণ হস্তদ্বারা রোপিত চারার, ও তোমার নিমিত্তে সবলীকৃত তোমার পুত্রের তত্ত্বানুসন্ধান কর। [১৬] এবং যাহারা তাহা ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করে, তাহারা তোমার মুখের গর্জ্জনে বিনষ্ট হউক। [১৭] তোমার দক্ষিণ হস্তে উপবিষ্ট মনুষ্যের, অর্থাৎ তুমি আপনার নিমিত্তে যে মনুষ্যপুত্রকে বলবান্‌ করিয়াছ, তাঁহার উপরে হস্তার্পণ কর। [১৮] তাহাতে আমরা তোমাহইতে পরাঙ্মুখ হইব না; এবং আমাদিগকে সজীব কর, তাহাতে আমরা তোমার নামে প্রার্থনা করিব। [১৯] হে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, আমাদিগকে ফিরাও, এবং আপন মুখের দীপ্তি প্রকাশ কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

৮১ গীত।

১ অনুগ্রহের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে আসফের বিনতি, ৮ ও আজ্ঞাবহনের ফল।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য গিত্তীৎ নামক স্বরযুক্ত আসফের গীত।

[১] আমাদের বলদাতা ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে গান কর, ও যাকুবের ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর। [২] এবং ডম্ফ ও মনোহর বীণা ও নেবল্ যন্ত্রের সহিত গান করিতে প্রবৃত্ত হও। [৩] এবং এই মাসের পূর্ণিমাতে অর্থাৎ আমাদের উৎসবদিনে তূরী বাজাও। [৪] কেননা তাহা ইস্রায়েলের বিধি ও যাকুবের ঈশ্বরের ব্যবস্থা। [৫] মিসরদেশের বিরুদ্ধে গমন সময়ে তিনি যুষফ বংশের মধ্যে এই নীতি স্থাপন করিলেন; আমি বোধের অগম্য কথা শুনিলাম। [৬] 'আমি তোমার স্কন্ধহইতে ভার দূর করিলাম, ও ঝুড়ি বহনহইতে তোমার হস্ত মুক্ত হইল; [৭] এবং বিপদ কালে প্রার্থনা করিলে তোমাকে রক্ষা করিলাম, ও গর্জ্জনকারি মেঘরূপ গুপ্তস্থানে থাকিয়া তোমাকে উত্তর দিলাম, ও মিরীবার জলেতে তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। সেলা।'

[৮] 'হে আমার প্রজাগণ, শ্রবণ কর, আমি তোমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিব; হে ইস্রায়েল্ বংশ, তুমি যদি আমার কথা শুনিতে সম্মত হও, তবে (ভাল হয়।) [৯] তোমার মধ্যে পরদেশীয় কোন দেবতা স্থাপিত না হউক, ও তুমি কোন ইতর দেবতার পূজা করিও না। [১০] আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি তোমাকে মিসরদেশহইতে আনিয়াছি; তোমার মুখ ব্যাদান কর, আমি তাহা পরিপূর্ণ করিব। [১১] কিন্তু আমার প্রজা আমার রব শুনিল না, ও ইস্রায়েল্ বংশ আমাকে চাহিল না। [১২] অতএব আমি তাহাদিগকে আপন২ মনের কুঅভিলাষ পূর্ণ করিতে দিলাম, তাহাতে তাহারা আপন২ পরামর্শানুসারে গমন করিতেছে। [১৩] যদি আমার প্রজারা আমার কথা শুনিত, ও ইস্রায়েল্ বংশ আমার পথে চলিত; [১৪] তবে আমি তাহাদের শত্রুগণকে ত্বরায় দমন করিতাম, ও তাহাদের বৈরিগণের প্রতিকূলে হস্ত ফিরাইতাম। [১৫] এবং পরমেশ্বরের ঘৃণাকারিগণ তাহাদের স্তব স্তুতি করিত, ও তাহাদের সুসময় নিত্যস্থায়ী হইত। [১৬] এবং আমি তাহাদিগকে উত্তম গোধূম ভোজন করাইতাম, ও পর্ব্বতীয় মধুদ্বারা তাহাদিগকে তৃপ্ত করিতাম।'

৮২ গীত।

বিচারকর্ত্তাদের প্রতি অনুযোগ।

আসফের ধর্ম্মগীত।

[১] ঈশ্বর ঈশ্বরীয় সভাতে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরগণের বিচার করেন। [২] 'তোমরা কত কাল অন্যায়বিচার করিবা? ও কত কাল দুষ্টগণের মুখাপেক্ষা করিবা? সেলা। [৩] দীনহীন ও পিতৃহীন লোকের বিচার কর; যাহারা দুঃখী ও অকিঞ্চন, তাহাদের যথার্থ বিচার কর। [৪] এবং দীনহীন ও দরিদ্রদিগকে নিস্তার কর, ও দুষ্টদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর।' [৫] উহারা অজ্ঞান ও নির্ব্বোধ, এবং অন্ধকারে ভ্রমণ করে, ও দেশের মূলবস্তু টলটলায়মান হয়। [৬] আমি কহিলাম, তোমরা ঈশ্বরগণ ও সকলে সর্ব্বোপরিস্থের সন্তান বট; [৭] কিন্তু নিতান্ত মনুষ্যের ন্যায় মরিবা, ও কোন অধ্যক্ষের ন্যায় তোমাদের পতন হইবে। [৮] হে ঈশ্বর, তুমি উঠিয়া জগতের বিচার কর, যেহেতুক তুমি তাবজ্জাতীয়দের অধিকারী।

৮৩ গীত।

দুষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে আসফের প্রার্থনা।

আসফের কৃত গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি নীরব হইও না; হে ঈশ্বর, মৌনী ও অযত্ন হইও না। [২] দেখ, তোমার শত্রুগণ কলহ করে, ও তোমার ঘৃণাকারিবর্গ মস্তক তুলে। [৩] তাহারা তোমার লোকদের বিরুদ্ধে ধূর্ত্ততার পরামর্শ করে, ও তোমার গুপ্ত লোকদের প্রতিকূলে কুমন্ত্রণা করে। [৪] তাহারা বলে, আইস, আমরা তাহাদিগকে সবংশে বিনাশ করি, ইস্রায়েল্ বংশের নাম আর স্মরণে থাকিতে দিব না। [৫] এতদ্বিষয়ে তাহারা একপরামর্শ হইয়াছে; [৬] ইদোম্ ও ইস্মায়েল ও মোয়াব্ ও হাজিরার তাম্বুস্থ লোকেরা, [৭] এবং গিবাল্ ও অম্মোন্ ও অমালেক ও পিলেষ্টিয়া ও সোর্ নিবাসিরা সকলে পরস্পর তোমার বিরুদ্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়াছে। [৮] এবং অশূরীয় লোকেরা তাহাদের সহায় হয়; তাহারা লোটের সন্তানদের উপকার করে। সেলা।

[৯] তুমি মিদিয়নীয়দের প্রতি ও কীশোন্ নদীতে সীষিরার ও যাবীনের প্রতি যেরূপ করিয়াছিলা, ইহাদের প্রতিও তদ্রূপ কর। [১০] তাহারা ঐন্দোরের নিকটে নষ্ট হইয়া ভূমির উপরে সারস্বরূপ হইয়াছিল। [১১] এবং ইহাদের অধ্যক্ষগণকে ওরেব্ ও সেবের ন্যায় কর, এবং ইহাদের অভিষিক্তগণকে সেবহ ও সল্মুন্নের ন্যায় কর। [১২] কেননা ইহারা বলে, আইস, আমরা ঈশ্বরের বাসস্থান আপনাদের অধিকার করিয়া লই। [১৩] অতএব, হে আমার ঈশ্বর, তুমি তাহাদিগকে বায়ুদ্বারা ঘূর্ণিত ভূষি ও নাড়ার ন্যায় কর। [১৪] এবং দাবানল যেমন বন দগ্ধ করে, ও অগ্নির শিখা যেমন পর্ব্বতকে প্রজ্বলিত করে, [১৫] তদ্রূপ তুমিও তাহাদিগকে ঝড়ে তাড়না কর,

ও প্রচণ্ড বায়ুতে ভয়গ্রস্ত কর। হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদিগের মুখ এমত লজ্জাতে পরিপূর্ণ কর, যে তাহারা তোমার নামের অনুসন্ধান করে, [১৭] কিম্বা সর্ব্বদা লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন ও অপ্রতিভ হইয়া বিনষ্ট হয়। [১৮] তাহাতে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর নামে বিখ্যাত যে তুমি, তুমি তাবৎ ভূমণ্ডলের সর্ব্বোপরিস্থ, ইহা সকলে জ্ঞাত হইবে।

৮৪ গীত।

১ মন্দিরে ঈশ্বরের ভজনা করিতে ইচ্ছা, ৪ ও ভজনাকারির সুখের বর্ণনা, ৮ ও সেই সুখ ভোগ করিতে প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য গিত্তীৎ নামক স্বরযুক্ত কোরহীয় বংশের এক গীত।

[১] হে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, তোমার বাসস্থান কেমন প্রিয়! [২] আমার মন পরমেশ্বরের (মন্দিরের) প্রাঙ্গণে লালসা করিতে২ মূর্চ্ছিত হয়, এবং আমার মন ও শরীর অমর ঈশ্বরের নিমিত্তে উচ্চ ধ্বনি করে। [৩] এই চটকপক্ষী এক আশ্রয়স্থান, এবং এই খঞ্জনপক্ষী নিজ ছা রাখিবার এক বাসা পাইল; হে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, হে আমার রাজন্ ও আমার ঈশ্বর, তোমার বেদিই সেই স্থান।

[৪] যাহারা তোমার মন্দিরে বাস করে তাহারা ধন্য, তাহারা নিত্য২ তোমার ধন্যবাদ করে। সেলা। [৫] আর যাহাদের বল তুমি, ও যাহাদের মন সরল পথস্বরূপ, তাহারা ধন্য; [৬] ক্রন্দনের উপত্যকা দিয়া তাহাদের গমন সময়ে তাহা উনুই হইয়া উঠে, ও বৃষ্টিদ্বারা জলাশয়েতে ভূষিত হয়। [৭] তাহারা উত্তর২ বলবান হইয়া অগ্রসর হয়, ও প্রত্যেকে সিয়োনেতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়।

[৮] হে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, আমার নিবেদন শুন; হে যাকূবের ঈশ্বর, অবধান কর। সেলা। [৯] হে আমাদের ঢালস্বরূপ ঈশ্বর, দৃষ্টি কর; আপন অভিষিক্তের মুখ অবলোকন কর। [১০] অন্য সহস্র দিন অপেক্ষা তোমার (মন্দিরের) প্রাঙ্গণে এক দিনও উত্তম, এবং দুষ্টগণের তাম্বুতে বাস করা অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের গৃহের বহির্দ্বারে বসিয়া থাকা আমার ভাল বোধ হয়। [১১] কারণ প্রভু পরমেশ্বর সূর্য্য ও ঢালস্বরূপ, পরমেশ্বর অনুগ্রহ ও বৈভব প্রদান করেন; তিনি সরলাচারিদের কোন মঙ্গল অস্বীকার করিবেন না। [১২] হে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, যে জন তোমাতে নির্ভর করে সেই ধন্য।

৮৫ গীত।

১ পারমার্থিক সম্পদের নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ৮ ও তন্নিমিত্তে ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য কোরহীয় বংশের ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, তুমি নিজ দেশের প্রতি কৃপা করিয়া যাকূব্ বংশকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়াছিলা। [২] ও আপন লোকদের তাবৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের পাপ সকল আচ্ছাদন করিয়াছিলা। সেলা। [৩] এবং সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া প্রজ্বলিত কোপহইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলা।

[৪] হে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, এখন আমাদের প্রতি ফির, এবং আমাদের প্রতি তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত কর। [৫] আমাদের প্রতি কি সর্ব্বদা ক্রোধান্বিত থাকিবা? ও পুরুষানুক্রমেই কি তোমার কোপ নিবৃত্ত হইবে না? [৬] তুমি কি ফিরিয়া আমাদিগকে সজীব করিবা না? তোমাতে আনন্দ করিতে আপন প্রজাদিগকে কি দিবা না? [৭] হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি আপন অনুগ্রহ প্রকাশ কর, ও তোমাহইতে আমাদের পরিত্রাণ হউক।

[৮] প্রভু পরমেশ্বর যাহা কহিবেন, আমি তাহাই শুনিব, কেননা তিনি আপন প্রজাদিগকে ও আপন পুণ্যবানদিগকে মঙ্গলের কথা কহিবেন, কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার অজ্ঞানতার প্রতি না ফিরুক।

[৯] পরিত্রাণ তাঁহার ভয়কারি লোকদের নিকটবর্ত্তী, ইহাতে আমাদের দেশ প্রতাপের বাসস্থান হয়। [১০] অনুগ্রহ ও সত্যতা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, এবং ধর্ম্ম ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করে। [১১] পৃথিবীহইতে সত্যতার অঙ্কুর উঠে, ও স্বর্গহইতে ধর্ম্ম দৃষ্টিপাত করে। [১২] পরমেশ্বর মঙ্গল করিবেন, এবং আমাদের দেশ আপন ফল ফলিবে। [১৩] এবং ধর্ম্ম তাঁহার অগ্রগামী হইবে, ও নিজ পদচিহ্নদ্বারা রাজপথ প্রস্তুত করিবে।

৮৬ গীত।

দায়ূদের প্রার্থনা।

[১] হে পরমেশ্বর, কর্ণ পাতিয়া আমার নিবেদন শুন, যেহেতুক আমি দুঃখী ও দরিদ্র। [২] আমার প্রাণ রক্ষা কর, কেননা আমি পুণ্যবান্; হে আমার ঈশ্বর, তোমার প্রত্যাশাকারি দাসকে পরিত্রাণ কর। [৩] হে প্রভো, আমি সমস্ত দিন তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে দয়া কর। [৪] হে প্রভো, আমি ঊর্দ্ধদিগে তোমার প্রতি মন রাখি, নিজ দাসের মন আনন্দিত কর। [৫] হে প্রভো, তুমি মঙ্গলদাতা ও ক্ষমাবান্, এবং যত লোক তোমার কাছে প্রার্থনা করে, সেই সকলের প্রতি তুমি অনুগ্রহের নিধিস্বরূপ। [৬] হে পরমেশ্বর, কর্ণ পাতিয়া আমার প্রার্থনা

শুন, ও আমার বিনতি বাক্যে মনোযোগ কর। [7] তুমি আমাকে উত্তর দিবা, এই জন্যে আমি বিপদের সময়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। [8] হে প্রভো, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, এবং তোমার কর্ম্মতুল্য কাহারো কর্ম্ম নাই। [9] হে প্রভো, তোমার সৃষ্ট তাবজ্জাতীয় লোকেরা তোমার সাক্ষাতে আসিয়া প্রণাম করিবে ও তোমার নামের গৌরব প্রকাশ করিবে। [10] কেননা তুমি মহান্ ও আশ্চর্য্য কর্ম্মকর্ত্তা ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর। [11] হে পরমেশ্বর, তোমার পথ আমাকে জ্ঞাত কর, তাহাতে আমি তোমার সত্য পথে গমন করিব; তোমার নামে ভয় করিতে আমার মনকে একাগ্র কর। [12] হে আমার প্রভো ঈশ্বর, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার প্রশংসা করিব, এবং সদাকাল পর্য্যন্ত তোমার নামের গৌরব প্রকাশ করিব। [13] কেননা আমার প্রতি তোমার বড় অনুগ্রহ আছে, ও তুমি নীচস্থ পরলোকহইতে আমার প্রাণ উদ্ধার করিয়াছ। [14] হে ঈশ্বর, অহঙ্কারিগণ আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে, ও উপদ্রবি লোকদের জনতা আমার প্রাণহিংসার চেষ্টা করিতেছে, এবং আপনাদের গোচরে ঈশ্বরকে রাখে না। [15] কিন্তু হে প্রভো, তুমি কৃপাময় ও দয়ালু ঈশ্বর ও অতি সহিষ্ণু এবং অনুগ্রহে ও সত্যতাতে মহান্। [16] তুমি আমার প্রতি ফিরিয়া দয়া কর, এবং নিজ দাসকে আপন পরাক্রম দেও, ও আপন দাসীর পুত্রকে পরিত্রাণ কর। [17] হে পরমেশ্বর, আমাকে মঙ্গলসূচক কোন চিহ্ন দেখাও; তাহাতে তুমি আমার উপকার ও সান্ত্বনা করিলে আমার ঘৃণাকারিবর্গ তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইবে।

৮৭ গীত।

মণ্ডলীর প্রশংসা।

কোরহীয় বংশের কৃত গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[1] (ঈশ্বরের পুরীর) ভিত্তিমূল পবিত্র পর্ব্বতে আছে। [2] পরমেশ্বর যাকূবের তাবৎ বাসস্থানহইতে সিয়োনের দ্বারকে অধিক প্রেম করেন। [3] হে ঈশ্বরের নগর, তোমার বিষয়ে আশ্চর্য্য কথা উক্ত আছে। সেলা। [4] 'যাহারা আমাকে জানে, তাহাদের মধ্যে আমি রহবীয় ও বাবিলীয় লোককে গণনা করিব; এবং পিলেষ্টিয়া ও সোর্ ও কূশ্ দেশীয়দিগকে দেখ, তাহারা সে স্থানে জন্মিবে।' [5] সিয়োনের বিষয়ে ইহা কহা যাইবে, এই ব্যক্তি আর ঐ ব্যক্তি তাহার মধ্যে জন্মিল. এবং সর্ব্বোপরিস্থ আপনি তাহার স্থাপনকর্ত্তা। [6] পরমেশ্বর লোকদের নাম লিখিয়া গণনা করিয়া বলিবেন, এই ২ মানুষ সে স্থানে জন্মিল। সেলা। [7] গায়কগণ ও বাদকগণ কহিবে, আমাদের তাবৎ উনুই তোমার মধ্যে আছে

৮৮ গীত।

মুমূর্ষু লোকের প্রার্থনা।

কোরহীয় বংশের গানার্থক ধর্ম্মগীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য মহলৎ-লিয়ন্নোৎ নামক স্বরযুক্ত ইষ্রাহীয় হেমনের উপদেশগীত।

[1] হে আমার ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বর, আমি দিবারাত্রি তোমার কাছে বিনয় করিতেছি। [2] আপনকার গোচরে আমার প্রার্থনা উপস্থিত হইতে দেও; আমার কাকুক্তিতে কর্ণ দেও। [3] আমার মন দুঃখেতে পরিপূর্ণ, ও আমার প্রাণ পরলোকের নিকটবর্ত্তী। [4] আমি কবরে নামিতে উদ্যত লোকদের মধ্যে গণিত হইতেছি, ও নিঃশক্তি মানুষের ন্যায় হইতেছি। [5] আমি মৃত লোকদের মধ্যে পরিত্যক্ত, এবং তুমি নিজ হস্তদ্বারা উচ্ছিন্ন যে লোকদিগকে আর স্মরণ করিবা না, সেই হত ও কবরস্থ লোকদের সদৃশ হইতেছি। [6] তুমি আমাকে অতি নীচ গর্ত্তে ও অন্ধকারে ও গভীর স্থানে রাখিতেছ; [7] এবং আমার উপরে তোমার ক্রোধের ভার থাকে; তুমি আপনার সমস্ত তরঙ্গদ্বারা আমাকে দুঃখ দিতেছ। সেলা। [8] এবং বন্ধুগণকে আমার নিকটহইতে দূর করিয়া তাহাদের জ্ঞানে আমাকে হেয় করিতেছ; আমি রুদ্ধ আছি, নির্গত হইতে পারি না। [9] দুঃখেতে আমার চক্ষু নিস্তেজ হইতেছে; হে ঈশ্বর, আমি প্রতিদিন তোমাকে আহ্বান করিয়া তোমার উদ্দেশে হস্ত বিস্তার করিতেছি। [10] তুমি কি মৃত লোকদের প্রতি আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রকাশ করিবা? মৃত লোকেরা কি উঠিয়া তোমার গুণানুবাদ করিবে? সেলা। [11] কবরের মধ্যে তোমার অনুগ্রহ ও বিনাশস্থানে তোমার সত্যতা কি প্রকাশ পাইবে? [12] এবং অন্ধকারে তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও বিস্মৃতিদেশে তোমার ধর্ম্ম কি জ্ঞাত হইবে? [13] হে পরমেশ্বর, আমি তোমাকে আহ্বান করি, ও প্রাতঃকালে আমার প্রার্থনা তোমার অগ্রবর্ত্তী হয়। হে পরমেশ্বর, তুমি আমার প্রাণকে কেন ত্যাগ করিতেছ? ও আমাহইতে আপন মুখ কেন লুক্কায়িত করিতেছ? [15] আমি বাল্যকালাবধি দুঃখী ও মৃতকল্প আছি, ও তোমাদ্বারা মহাভয়গ্রস্ত হইয়া উন্মনা হইতেছি। [16] তোমার কোপরূপ ঢেউ আমার উপর দিয়া যাইতেছে, ও তোমার ভয়ানক কর্ম্ম আমাকে সংহার করিতেছে, [17] এবং সমস্ত দিন জলের ন্যায় আমাকে ঘেরিতেছে, ও একত্র হইয়া আমাকে

বেষ্টন করিতেছে। ১৮ তুমি প্রিয় বন্ধুকে ও সুহৃৎকে আমাহইতে দূর করিয়াছ; অন্ধকারই আমার আত্মীয় হইল।

৮৯ গীত।

১ আভাষ, ৫ ও পরমেশ্বরের গুণানুবাদ, ১৯ ও দায়ূদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৩৮ ও দুঃখের বিষয়ে বিলাপ, ৪৬ ও প্রার্থনা।

ইষ্রাহীয় এথনের উপদেশগীত।

১ আমি চিরকাল পরমেশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ গান করিব, ও পুরুষানুক্রমে নিজ মুখে তাঁহার বিশ্বস্ততা ব্যক্ত করিব। ২ আমি কহি, অনুগ্রহরূপ মন্দির সদাকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, এবং তুমি আপন বিশ্বস্ততাকে আকাশে বদ্ধমূল করিবা। ৩ 'আমি আপন মনোনীত ব্যক্তির সহিত নিয়ম করিলাম, ও নিজ দাস দায়ূদের প্রতি এই শপথ করিলাম, ৪ আমি সদাকাল পর্য্যন্ত তোমার বংশ স্থাপন করিব, ও পুরুষানুক্রমে তোমার সিংহাসন স্থির রাখিব।' সেলা।

৫ হে পরমেশ্বর, স্বর্গে তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও পুণ্যবান লোকদের মণ্ডলীর মধ্যে তোমার বিশ্বস্ততা প্রশংসিত হয়। ৬ স্বর্গে পরমেশ্বরের সহিত কে উপমা ধরিতে পারে? ও ঈশ্বরীয় সন্তানদের মধ্যে পরমেশ্বরের তুল্য বা কে আছে? ৭ ঈশ্বর পুণ্যবানদের সভাতে অতি ভয়ঙ্কর, ও তাঁহার চতুর্দ্দিক্স্থিত সকল লোকের কাছে ভয়ার্হ। ৮ হে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, তোমার সমান কে আছে? হে পরমেশ্বর, তুমি বলবান্ ও তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চতুর্দ্দিগে আছে। ৯ তুমি দর্পকারি সমুদ্রের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছ, তুমি তাহার উত্থিত প্রবল তরঙ্গ শান্ত করিয়া থাক। ১০ তুমি রহব্‌কে হত ব্যক্তির ন্যায় চূর্ণ করিয়াছ, এবং নিজ বলবান বাহুদ্বারা আপন শত্রুগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ। ১১ আকাশমণ্ডল তোমার, এবং পৃথিবীও তোমার; এই জগৎ ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু তোমার স্থাপিত। ১২ তুমি উত্তর ও দক্ষিণদিগের সৃষ্টি করিয়াছ; তাবোর্ ও হর্ম্মোণ্ তোমার নামে উল্লাসধ্বনি করে। ১৩ তোমার বাহু বলবান্ ও তোমার হস্ত শক্তিমান্ ও তোমার দক্ষিণ হস্ত উচ্চতর। ১৪ ন্যায় ও সুবিচার তোমার সিংহাসনের ভিত্তিমূল, অনুগ্রহ ও সত্যতা তোমার অগ্রগামী। ১৫ যে লোকেরা আনন্দধ্বনি জ্ঞাত আছে তাহারা ধন্য; কেননা হে পরমেশ্বর, তাহারা তোমার মুখের দীপ্তিতে গমনাগমন করে; ১৬ এবং সমস্ত দিন তোমার নামে উল্লাসিত থাকে, এবং তোমার দত্ত পুণ্যে উন্নত হয়; ১৭ যেহেতুক তুমিই তাহাদের বলযুক্ত ভূষণস্বরূপ, ও তোমার তুষ্টিদ্বারা আমাদের বল বৃদ্ধি পায়। ১৮ পরমেশ্বর আমাদের ঢালস্বরূপ ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর আমাদের রাজা।

১৯ তখন তুমি নিজ পুণ্যবান ব্যক্তিকে দর্শন দিয়া এই কথা কহিলা, 'আমি উপকার করণের ভার এক বলবান পুরুষকে সমর্পণ করিলাম, ও লোকদের মধ্যহইতে মনোনীত এক ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করিলাম; ২০ অর্থাৎ আমার দাস দায়ূদ্‌কে পাইয়া আপন পবিত্র তৈলেতে অভিষিক্ত করিলাম; ২১ আমার হস্ত দৃঢ়রূপে তাহাকে ধরিবে, ও আমার বাহু তাহাকে বলবান্ করিবে। ২২ কোন শত্রু তাহার প্রতি উপদ্রব করিতে পারিবে না, এবং পাতকী তাহাকে ক্লেশ দিতে পারিবে না। ২৩ আমি তাহার সম্মুখে তাহার শত্রুগণকে চূর্ণ করিব, এবং ঘৃণাকারিগণকে আঘাত করিব। ২৪ কিন্তু আমার বিশ্বস্ততা ও অনুগ্রহ তাহার সহিত থাকিবে, এবং আমার নামে তাহার বল বৃদ্ধি পাইবে। ২৫ অতএব আমি তাহাকে বাম হস্তদ্বারা সমুদ্রে ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা নদীগণে হস্তার্পণ করিতে দিব। ২৬ সে প্রার্থনা করিয়া কহিবে, হে পিতঃ, তুমি আমার ঈশ্বর ও আমার পরিত্রাণরূপ পর্ব্বত। ২৭ আর আমি তাহাকে জ্যেষ্ঠ করিব, ও পৃথিবীর রাজগণহইতেও তাহাকে উচ্চপদ দিব। ২৮ তাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ সদাকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, এবং তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থির থাকিবে। ২৯ আমি তাহার বংশকে নিত্যস্থায়ী করিব, এবং তাহার সিংহাসনকে আকাশমণ্ডলের ন্যায় স্থায়ু করিব। ৩০ যদি তাহার সন্তানেরা আমার ব্যবস্থা অমান্য করে ও আমার রাজনীত্যনুসারে না চলে, ৩১ এবং আমার বিধি লঙ্ঘন করে ও আজ্ঞা না মানে, ৩২ তবে অপরাধের জন্যে তাহাদিগকে দণ্ডাঘাত ও পাপের জন্যে প্রহার করিব। ৩৩ তথাপি তাহাহইতে আপন অনুগ্রহ দূর করিব না, ও আপন বিশ্বস্ততার ত্রুটি করিব না। ৩৪ আমার নিয়ম আমি লঙ্ঘন করিব না, ও ওষ্ঠাধরনিঃসৃত বাক্যের অন্যথা করিব না। ৩৫ আমি আপন পবিত্রতা লইয়া এক শপথ করিলাম, তদ্বিষয়ে দায়ূদের নিকটে মিথ্যাবাদী হইব না। ৩৬ তাহার বংশ সদাকাল থাকিবে, ও তাহার সিংহাসন আমার সাক্ষাতে সূর্য্যের ন্যায় থাকিবে; ৩৭ এবং চন্দ্রের ও আকাশস্থ বিশ্বসনীয় সাক্ষির ন্যায় চিরস্থায়ী হইবে।' সেলা।

৩৮ তুমি আপনার অভিষিক্ত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া দূর করিলা ও ক্রোধান্বিত হইলা। ৩৯ তুমি নিজ দাসের নিয়ম ব্যর্থ করিয়া ভূমিপতিত তাহার মুকুট অশুচি করিলা। ৪০ এবং

তাহার তাবৎ বেড়া ভগ্ন করিলা ও দুর্গ সকল ভূমিসাৎ করিলা। [৪১] পথিকগণ তাহার দ্রব্য লুট করে, এবং সে প্রতিবাসিদের নিন্দাস্পদ হয়। [৪২] তুমি তাহার বৈরিগণের দক্ষিণ হস্ত উচ্চ করিলা, ও তাহার তাবৎ শত্রুকে আনন্দিত করিলা। [৪৩] এবং তাহার খড়্গের ধার ভোঁতা করিয়া সংগ্রামে তাহাকে অস্থির করিলা। [৪৪] এবং তাহাকে তেজোহীন করিয়া তাহার সিংহাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করিলা। [৪৫] এবং তাহার যৌবনাবস্থার অল্পতা করিলা, ও লজ্জাতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিলা। সেলা।

[৪৬] হে পরমেশ্বর, কত কাল লুক্কায়িত থাকিবা? তোমার কোপাগ্নি কি চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিবে? [৪৭] আমি কেমন ক্ষণিক, তাহা স্মরণ কর; তুমি মনুষ্যসন্তান সকলকে কেন নিরর্থক সৃষ্ট করিলা? [৪৮] মৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া যে জীবৎ থাকিবে, ও পরলোকের হস্তহইতে আপন প্রাণ মুক্ত করিতে পারিবে, এমত মনুষ্য কে? সেলা। [৪৯] হে প্রভো, তুমি যাহার বিষয়ে দায়ূদের প্রতি নিজ বিশ্বস্ততাতে শপথ করিয়াছ, পূর্ব্ব প্রকাশিত তোমার সেই নানাবিধ অনুগ্রহ কোথায়? [৫০] হে প্রভো, নিজ দাসগণের নিন্দা স্মরণ কর; আমি বলবান লোকসমূহের কৃত যে নিন্দা নিজ বক্ষঃস্থলে বহন করি, তাহা স্মরণ কর; [৫১] কেননা, হে পরমেশ্বর, তোমার শত্রুগণ নিন্দা করিতেছে, তোমার অভিষিক্ত ব্যক্তির পদচিহ্নের নিন্দা করিতেছে।

[৫২] পরমেশ্বর চিরকাল প্রশংসিত হউন। আমেন ২।

৯০ গীত।

১ মনুষ্যের অসারতা, ১২ ও ঈশ্বরের কাছে মঙ্গলের নিমিত্তে প্রার্থনা।

ঈশ্বরের লোক মূসার প্রার্থনা।

[১] হে প্রভো, তুমি পুরুষানুক্রমে আমাদের বাসস্থান। [২] পর্ব্বতগণ উৎপন্ন হওনের এবং পৃথিবী ও জগৎ সৃষ্ট হওনের পূর্ব্বাবধি তুমি অনাদি অনন্ত ঈশ্বর। [৩] তুমি মর্ত্ত্যকে রূপান্তর করিয়া চূর্ণ কর, এবং কহিয়া থাক, হে মনুষ্যসন্তানেরা, ফিরিয়া যাও। [৪] তোমার দৃষ্টিতে এক সহস্র বৎসর গত কল্যের তুল্য ও রাত্রির এক প্রহরের ন্যায়। [৫] তুমি তাহাদিগকে বেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছ, তাহারা স্বপ্নবৎ ও প্রাতঃকালের প্রফুল্ল তৃণের ন্যায় হয়। [৬] প্রাতঃকালে তৃণ পুষ্পিত ও প্রফুল্ল হয় বটে, কিন্তু সায়ংকালে ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হয়। [৭] তোমার ক্রোধে আমরা ক্ষয় পাই, ও তোমার কোপে উদ্বিগ্ন হই। [৮] তুমি আমাদের তাবৎ অপরাধ আপনার সাক্ষাতে, ও আমাদের গুপ্ত পাপ আপন মুখের দীপ্তিতে রাখিতেছ। [৯] তোমার ক্রোধে আমাদের তাবৎ দিন বহিয়া যায়, ও গল্পের ন্যায় আমাদের বৎসরের যাপন হয়। [১০] আমাদের আয়ুর পরিমাণ সত্তর বৎসর; বল প্রযুক্ত যদ্যপি আশী বৎসর হয়, তথাপি তাহার উত্তম ভাগও ক্লেশ ও দুঃখমাত্র; কেননা আমরা বেগে চালিত হইয়া উড়িয়া যাই। [১১] তোমার ক্রোধের প্রবলতা কে বুঝে? তোমার ভয়ঙ্করতা যেমন, তেমন তোমার ক্রোধ।

[১২] আমাদের দিন সকল গণনা করিতে আমাদিগকে এমত শিক্ষা দেও, যেন আমরা জ্ঞানে মন দি। [১৩] হে পরমেশ্বর, তুমি ফির, কত বিলম্ব করিবা? নিজ দাসগণের প্রতি দয়া কর। [১৪] ত্বরায় আমাদিগকে আপন অনুগ্রহেতে তৃপ্ত কর, তাহাতে আমরা যাবজ্জীবন আহ্লাদিত ও আনন্দিত হইব। [১৫] যত দিন আমাদিগকে দুঃখ দিয়াছ, ও যত বৎসর আমরা বিপদ ভোগ করিয়াছি, তত কাল আমাদিগকে আনন্দিত কর। [১৬] তোমার কর্ম্ম তোমার দাসগণের প্রতি, ও তোমার মহিমা তাহাদের সন্তানদের প্রতি প্রকাশিত হউক। [১৭] হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হউক; আমাদের নিমিত্তে আমাদের হস্তকৃত কর্ম্ম সফল কর; আমাদের হস্তকৃত কর্ম্ম সফল কর।

৯১ গীত।

১ পরমেশ্বরাশ্রিত লোকের নির্ব্বিঘ্নতা, ১৪ ও তাহার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

[১] যে জন সর্ব্বোপরিস্থের গুপ্ত স্থানে থাকে, সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। [২] 'আমি পরমেশ্বরকে কহি, তুমি আমার আশ্রয়স্থান ও আমার দুর্গস্বরূপ ও আমার প্রত্যাশাভূমি ঈশ্বর।' [৩] তিনিই ব্যাধের ফাঁদ ও সংহারক মহামারীহইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন; এবং আপন পালখেতে তোমাকে আবৃত করিবেন; [৪] তাঁহার পক্ষের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবা, ও তাঁহার সত্যতা তোমার ঢাল ও আবরণস্বরূপ হইবে। [৫] রাত্রিকালের আপদ ও দিবসের উড্ডীয়মান শর, [৬] এবং অন্ধকারগামি মারী ও মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক রোগ, এই সকলহইতে তোমার ভয় থাকিবে না। [৭] তোমার পার্শ্বে সহস্র লোক ও তোমার দক্ষিণে অযুত লোক পতিত হইবে; কিন্তু সে বিপদ তোমার নিকটে আসিবে না। [৮] তুমি কেবল নিজ চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়া দুষ্টগণের প্রতিফল দেখিবা। [৯] হে পরমেশ্বর, তুমি আমার আশ্রয়; (হে আমার মন,) তুমি সর্ব্বোপরিস্থকে আপনার

বাসস্থান করিতেছ। [১০] এই জন্যে তোমার প্রতি কোন বিপদ ঘটিবে না, ও কোন মারী তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না। [১১] তিনি তোমাকে তাবৎ পথে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন। [১২] তাহাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, এ কারণ তাহারা তোমাকে হস্তে তুলিয়া লইবে। [১৩] তুমি সিংহ ও সর্পের উপর দিয়া গমন করিবা, এবং যুব সিংহ ও বৃহৎ সর্পকে দলিবা।

[১৪] 'এই ব্যক্তি আমাতে আসক্ত আছে, এই জন্যে আমি তাহাকে উদ্ধার করিব; এবং আমার নাম জ্ঞাত আছে, এই জন্যে আমি তাহাকে উচ্চপদান্বিত করিব। [১৫] আমার নামে প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে উত্তর দিব, এবং দুঃখের সময়ে তাহার সহায় হইয়া তাহার নিস্তার ও গৌরব করিব। [১৬] এবং দীর্ঘায়ুদ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করিব, ও আমার স্বীকৃত পরিত্রাণ তাহাকে দেখাইব।'

৯২ গীত।

১ ঈশ্বরের গুণানুবাদ, ৬ ও পাপিদের দুঃখ, ১২ ও পুণ্যবানদের সুখ।

বিশ্রামদিনের নিমিত্তে গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] পরমেশ্বরের প্রশংসা করা উত্তম; হে সর্ব্বোপরিস্থ, তোমার নামে গান করা, [২] এবং দশতন্ত্রীতে ও নেবল যন্ত্রে ও গম্ভীরস্বর বীণাতে [৩] প্রাতঃকালে তোমার অনুগ্রহ ও রাত্রিকালে তোমার সত্যতা প্রকাশ করা উত্তম। [৪] হে পরমেশ্বর, তুমি আপন কর্ম্মদ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করিতেছ; তোমার হস্তকৃত কর্ম্মেতে আমি উল্লাসিত হইতেছি। [৫] হে পরমেশ্বর, তোমার কর্ম্ম কেমন মহৎ! তোমার কল্পনা সকল অতি গভীর।

[৬] দুষ্টগণ তৃণের ন্যায় বৃদ্ধি পাইলে ও দুষ্কর্ম্মকারি সকল প্রফুল্ল হইলে তাহাদিগকে নিত্যস্থায়ি বিনাশ পাইতে হইবে; [৭] ইহা পশুবৎ লোক বুঝে না, ও অজ্ঞান ব্যক্তি এমন বিবেচনা করে না। [৮] হে পরমেশ্বর, সদাকাল তুমি উন্নত আছ। [৯] হে পরমেশ্বর, দেখ, তোমার শত্রু, তোমার তাবৎ শত্রু বিনষ্ট হইবে, ও তাবৎ কুকর্ম্মকারী ছিন্নভিন্ন হইবে। [১০] কিন্তু তুমি গণ্ডারের শৃঙ্গবৎ আমার শৃঙ্গ উচ্চ করিবা, আমি সদ্যোজাত তৈলে অভিষিক্ত হইব। [১১] এবং আমার চক্ষু শত্রুর প্রতিফল অবলোকন করিবে, ও আমার কর্ণ আমার বিপক্ষ দুষ্টগণের বিনাশের কথা শ্রবণ করিবে।

[১২] পুণ্যবান লোক তালবৃক্ষের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে, ও লিবানোনের এরস্ বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে। [১৩] তাহারা পরমেশ্বরের বাটীতে রোপিত হইবে, ও আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে প্রফুল্ল হইবে। [১৪] এবং প্রাচীনাবস্থাতেও ফলবান্ ও সরস ও তেজস্বী থাকিয়া, [১৫] আমাদের পর্ব্বতস্বরূপ পরমেশ্বর যে যথার্থ, তাঁহার মধ্যে কোন অযাথার্থ্য নাই, ইহা প্রকাশ করিবে।

৯৩ গীত।

ঈশ্বরীয় রাজ্যের সৌন্দর্য্য ও সুখের বর্ণনা।

[১] পরমেশ্বর মহিমারূপ বস্ত্র পরিহিত হইয়া রাজত্ব করেন, ও পরমেশ্বর পরাক্রমরূপ বস্ত্র পরিহিত ও বদ্ধকটি হন; এ কারণ জগৎ স্থাপিত আছে, বিচলিত হয় না। [২] হে পরমেশ্বর, তুমি অনাদি ও তোমার সিংহাসন অতি পূর্ব্বকালাবধি স্থাপিত আছে। [৩] নদী সকল কল্লোলধ্বনি করিতেছে, নদী সকল কল্লোলধ্বনি করিতেছে, ও নদী প্রবল তরঙ্গ তুলিতেছে। [৪] কিন্তু জলসমূহের গর্জ্জন ও সমুদ্রের বলবান্ তরঙ্গ অপেক্ষাও উপরিস্থ পরমেশ্বর অধিক বলবান্। [৫] তোমার সপ্রমাণ বাক্য অতি সত্য; হে পরমেশ্বর, ধর্ম্ম সর্ব্বদাই তোমার গৃহের শোভা হইতেছে।

৯৪ গীত।

১ পাপি লোকদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা, ৮ ও তাহাদের প্রতি অনুযোগ, ১৬ ও ধার্ম্মিকদের সুখের বর্ণনা।

[১] হে প্রতিফলদাতা প্রভো পরমেশ্বর, হে উচিত ফলদাতা ঈশ্বর, দীপ্তি প্রকাশ কর। [২] হে পৃথিবীর বিচারাধ্যক্ষ, উঠিয়া অহঙ্কারিদিগকে প্রতিফল দেও। [৩] হে পরমেশ্বর, দুষ্টগণ কত কাল, দুষ্টগণ কত কাল দম্ভ করিবে? [৪] কুকর্ম্মকারি সকল কত অহংকার বাক্য উচ্চারণ ও প্রকাশ করিয়া আত্মশ্লাঘা করিবে? [৫] হে পরমেশ্বর, তাহারা তোমার লোকদিগকে চূর্ণ করে, ও তোমার প্রজাদিগকে ক্লেশ দেয়; [৬] এবং বিধবাগণকে ও অতিথিদিগকে বধ করে, ও পিতৃহীনদিগকে হত্যা করে। [৭] ও বলে, পরমেশ্বর দেখিতে পান না, এবং যাকুবের ঈশ্বর বিবেচনা করেন না।

[৮] হে লোকদের মধ্যে মূঢ়গণ, তোমরা বুদ্ধিমান্ হও; হে অজ্ঞানেরা, কখন্ জ্ঞানবান্ হইবা? [৯] যিনি কর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি কি শুনেন না? যিনি চক্ষুর নির্ম্মাণকর্ত্তা, তিনি কি দেখেন না? [১০] যিনি ভাবজ্জাতীয়দিগকে শাস্তি দেন ও তাবৎ মনুষ্যকে জ্ঞান বুঝাইয়া দেন, তিনি কি শাসন করেন না? [১১] পরমেশ্বর মনুষ্যের কল্পনা জ্ঞাত আছেন, কেননা তাহারা অসার। [১২] হে পরমেশ্বর, তুমি যাহাকে শাসন কর

এবং আপন শাস্ত্রহইতে শিক্ষা দেও, সে ধন্য। [১৩] কেননা দুষ্টদের নিমিত্তে যাবৎ কবর খনিত না হইবে, তাবৎ তুমি তাহাকে বিপদ্‌সময়ে বিশ্রাম দিবা। [১৪] পরমেশ্বর আপন লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না, ও আপন অধিকার ত্যাগ করিবেন না। [১৫] অবশ্য ধর্ম্মের পক্ষে কর্ত্তৃত্ব ফিরিবে, ও সরলান্তঃকরণ লোকেরা তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইবে।

[১৬] কে আমার পক্ষ হইয়া দুষ্টগণের প্রতিকূলে উঠিবে? ও কে আমার পক্ষ হইয়া কুকর্ম্মকারিদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে? [১৭] পরমেশ্বর যদি আমার উপকারী না হইতেন, তবে আমার প্রাণ শীঘ্র নীরব স্থানে বসতি করিত। [১৮] হে পরমেশ্বর, আমার চরণ বিচলিত হয়, এ কথা কহিলে তোমার অনুগ্রহ আমাকে সুস্থির রাখে। [১৯] আমার আন্তরিক ভাবনার বাহুল্যকালে তোমার সান্ত্বনার বাক্য সকল আমার মনকে আহ্লাদিত করে। [২০] বিধিদ্বারা উপদ্রবকে প্রচলিত করে যে দুষ্টতার সিংহাসন, তাহার সহিত তোমার কি কোন সম্পর্ক আছে? [২১] তাহারা ধার্ম্মিকদের প্রাণ আক্রমণ করে, ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে রক্তপাতের দোষ দেয়। [২২] কিন্তু পরমেশ্বর আমার উচ্চ দুর্গ, ও ঈশ্বর আমার আশ্রয় পর্ব্বতস্বরূপ। [২৩] তিনি তাহাদের অপরাধ তাহাদিগের উপরে বর্ত্তাইবেন, ও তাহাদের দুষ্টতাতে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন; আমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন।

৯৫ গীত।

১ ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে বিনতি, ৬ ও অনাজ্ঞাবহ হওনের দণ্ড।

[১] আইস, আমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে আনন্দধ্বনি করি, ও আমাদের ত্রাণরূপ পর্ব্বতের উদ্দেশে আনন্দগান করি। [২] আমরা তাঁহার ধন্যবাদ করিতে২ তাঁহার সম্মুখে গমন করি, ও তাঁহার উদ্দেশে গীতদ্বারা আনন্দধ্বনি করি। [৩] কেননা পরমেশ্বর মহান্ ঈশ্বর ও তাবৎ দেবতার উপরে মহারাজ। [৪] পৃথিবীর তাবৎ নীচ স্থান তাঁহার হস্তগত, এবং পর্ব্বতের তাবৎ দৃঢ় স্থান তাঁহার অধিকার। [৫] সমুদ্রও তাঁহার, তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, ও তাঁহার হস্ত শুষ্ক ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

[৬] আইস, আমরা আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে প্রণাম করি, ও হাঁটু পাতিয়া তাঁহার ভজনা করি। [৭] কেননা তিনি আমাদের ঈশ্বর, ও আমরা তাঁহার পালস্বরূপ প্রজা ও তাঁহার হস্তগত মেষ। অদ্য তোমরা যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, [৮] তবে যেমন মিরীবা (বিবাদের) স্থানে ও প্রান্তরের মধ্যে মঃসার (পরীক্ষার) দিবসে, তেমনি আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিও না। [৯] কেননা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার বিষয়ে বিচার করিয়া আমার কর্ম্ম দেখিলেও আমার পরীক্ষা লইল। [১০] আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই বংশের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, এই লোকেরা অন্তঃকরণে ভ্রান্ত হইয়া আমার পথ জানে না। [১১] এই কারণ আমি ক্রোধে এই শপথ করিলাম, ইহারা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিবে না।

৯৬ গীত।

মহিমার ও কর্ত্তৃত্বের ও শাসনের নিমিত্তে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে বিনতি।

[১] পরমেশ্বরের উদ্দেশে নূতন গীত গান কর; হে পৃথিবীস্থ লোক সকল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর। [২] পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর, ও তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর, ও তাঁহার কৃত পরিত্রাণ দিনে২ প্রকাশ কর; [৩] এবং অন্যজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার মহিমার ও তাবৎ লোকের নিকটে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা কর। [৪] কেননা পরমেশ্বর মহান্ ও অতি প্রশংসনীয় ও তাবৎ দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ। [৫] অন্যদেশীয়দের দেবতা সকল অসারমাত্র, কিন্তু পরমেশ্বর আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা। [৬] প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, ও তাঁহার ধর্ম্মধামে শক্তি ও সৌন্দর্য্য থাকে। [৭] হে মনুষ্যসন্তানবর্গ, তোমরা পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, পরমেশ্বরের মহিমা ও পরাক্রমের প্রশংসা কর; [৮] এবং পরমেশ্বরের নামের মহিমার প্রশংসা কর, ও নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হও। [৯] এবং পবিত্র শোভাতে পরমেশ্বরকে প্রণাম কর; হে পৃথিবীস্থ লোক সকল, তাঁহার সাক্ষাতে ভীত হও। [১০] এবং 'পরমেশ্বর রাজত্ব করেন,' এ কথা সর্ব্বজাতীয়দিগকে বল; তিনি এমন রূপে জগতের স্থিতি করেন, যে সে কদাচ বিচলিত হয় না; তিনি যথার্থরূপে লোকদের বিচার করেন। [১১] অতএব স্বর্গ আনন্দ করুক, ও পৃথিবী উল্লাসিত হউক; এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকল গর্জ্জন করুক। [১২] এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থিত সকল আহ্লাদিত হউক, ও বনস্থ বৃক্ষগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উচ্চধ্বনি করুক। [১৩] তিনি আসিতেছেন, ও পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন; তিনি ন্যায়ে জগতের ও সত্যতাতে লোকদের বিচার করিবেন।

৯৭ গীত।

ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধার্ম্মিকদের সুখের বর্ণনা।

১ 'পরমেশ্বর রাজত্ব করেন, অতএব পৃথিবী উল্লাসিত হউক, ও দ্বীপসমূহ আনন্দিত হউক। ২ মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চতুর্দ্দিগে থাকে, ধর্ম্ম ও সুবিচারের উপরে তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত আছে। ৩ অগ্নি তাঁহার অগ্রগামী হইয়া চতুর্দ্দিগে তাঁহার শত্রুগণকে দগ্ধ করে। ৪ তাঁহার বিদ্যুৎ জগৎকে দীপ্তিমান্ করে, তাহা দেখিয়া পৃথিবী কম্পান্বিত হয়। ৫ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে, অর্থাৎ তাবৎ পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ মোমের ন্যায় গলিত হয়। ৬ আকাশমণ্ডল তাঁহার ধর্ম্ম প্রকাশ করে, ও তাবৎ লোক তাঁহার মহিমা দেখে। ৭ যে সকল লোক প্রতিমাপূজা করে ও পুত্তলিকাতে শ্লাঘা করে, তাহারা লজ্জিত হয়। হে ঈশ্বরের দূত সকল, তোমরা তাঁহাকে প্রণাম কর।' ৮ *এই কথা শুনিয়া* সিয়োন্ আনন্দিত হয়; হে পরমেশ্বর, যিহূদার পুরী সকল তোমার বিচারাজ্ঞার নিমিত্তে আনন্দিত হয়। ৯ হে পরমেশ্বর, তুমি তাবৎ পৃথিবীর উপরে উন্নত ও সকল দেবতাহইতে অতি উচ্চপদান্বিত। ১০ হে পরমেশ্বরের প্রেমকারিগণ, তোমরা দুষ্টতাকে ঘৃণা কর; তিনি আপন পুণ্যবান্ লোকদের প্রাণ রক্ষা করেন, ও দুষ্টগণের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ১১ ধার্ম্মিক লোকদের নিমিত্তে দীপ্তি ও সরলান্তঃকরণ লোকদের নিমিত্তে আনন্দ সঞ্চিত আছে। ১২ হে ধার্ম্মিকগণ, পরমেশ্বরেতে আনন্দিত হও, ও তাঁহার পবিত্রতা স্মরণ করিয়া প্রশংসা কর।

৯৮ গীত।

পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে সকলের প্রতি বিনতি। ধর্ম্মগীত।

১ তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নূতন গীত গান কর, কেননা তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও পবিত্র বাহু পরিত্রাণ সিদ্ধ করিয়াছে। ২ পরমেশ্বর আপনার কৃত পরিত্রাণ জানাইয়াছেন, ও অন্যজাতীয়দের নিকটে আপন ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। ৩ এবং ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ ও সত্যতা, তাহা স্মরণ করিয়াছেন; এবং পৃথিবীর আদ্যোপান্তস্থিত লোকেরা আমাদের ঈশ্বরের কৃত পরিত্রাণ দেখিয়াছে। ৪ হে পৃথিবীস্থ সকলে, পরমেশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর ও আনন্দধ্বনি কর ও উচ্চৈঃস্বর কর ও গান কর; ৫ এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে বীণাতে ও বীণার সহিত স্বরেতে গান কর। ৬ এবং তূরী ও ভেরী বাজাইয়া রাজা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে জয়ধ্বনি কর। ৭ সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকল এবং জগৎ ও তন্নিবাসিগণ গর্জ্জন করুক; ৮ এবং নদীগণ করতালী দিউক, ও পর্ব্বতগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উচ্চধ্বনি করুক। ৯ কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন; তিনি ন্যায়ে জগতের ও যাথার্থ্যে লোকদের বিচার করিবেন।

৯৯ গীত।

আশ্চর্য্য কর্ম্মকারি ও প্রার্থনা শ্রবণকারি ঈশ্বরের প্রশংসা।

১ পরমেশ্বর রাজত্ব করেন, তাহাতে লোকেরা কম্পিত হয়; এবং তিনি কিরূবগণের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন, তাহাতে পৃথিবী টলটলায়মান হয়। ২ পরমেশ্বর সিয়োনে মহান্ ও তাবৎ লোকদের উপরে সমুন্নত। ৩ তাহারা তোমার মহৎ ও ভয়ার্হ নামের প্রশংসা করিবে, কারণ তুমি পবিত্র। ৪ তাহারা সুবিচারে প্রেমকারি রাজার পরাক্রমের প্রশংসা করিবে; তুমি সকল ন্যায় স্থির করিয়াছ, এবং যাকুব বংশের মধ্যে সুবিচার ও ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছ। ৫ আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠা কর, ও তাঁহার পাদপীঠে প্রণাম কর; তিনি পবিত্র। ৬ তাঁহার যাজকদের মধ্যে যে মূসা ও হারোণ্, এবং তাঁহার নামে প্রার্থনাকারিদের মধ্যে যে শিমূয়েল্, ইহারা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত, এবং তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিতেন। ৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতেন; এবং তাহারা তাঁহার দত্ত সপ্রমাণ বাক্য ও বিধি পালন করিত। ৮ হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, তুমি তাহাদিগকে উত্তর দিতা, এবং তাহাদের প্রতি ক্ষমাবান ঈশ্বর ছিলা; তথাপি তাহাদের অপকর্ম্মের নিমিত্তে তাহাদিগকে শাস্তি দিতা। ৯ তোমরা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠা কর, এবং তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতে প্রণাম কর, কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বর পবিত্র।

১০০ গীত।

মহিমা ও পরাক্রম ও অনুগ্রহের নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা।

প্রশংসার্থক ধর্ম্মগীত।

১ হে পৃথিবীস্থ সকলে, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর; ২ এবং আনন্দিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা কর, ও হর্ষনাদ করিতে২ তাঁহার সম্মুখে গমন কর। ৩ এবং পরমেশ্বর সত্য ঈশ্বর, ইহা জ্ঞাত হও; আমাদের সৃষ্টি তিনি করিয়াছেন, আমরা করি নাই; আমরা

তাঁহার প্রজা ও তাঁহার ক্ষেত্রের মেষস্বরূপ। [৪] তোমরা প্রশংসাতে তাঁহার দ্বারে ও ধন্যবাদেতে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর, ও তাঁহার প্রশংসা কর ও তাঁহার নামের গুণানুবাদ কর। [৫] কেননা পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা, এবং তাঁহার অনুগ্রহ নিত্য, ও তাঁহার সত্যতা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।

১০১ গীত।

দায়ূদের মানত ও প্রতিজ্ঞা।

দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] আমি অনুগ্রহের ও দণ্ডাজ্ঞার বিষয়ে গান করিব; হে পরমেশ্বর, তোমারই উদ্দেশে গান করিব। [২] আমি সাবধান হইয়া সরল পথে গমন করিব; তুমি আমার নিকটে কবে আগমন করিবা? আমার গৃহমধ্যে আমি সরল ভাবে আচরণ করিব; [৩] কোন মন্দ বিষয় লক্ষ্য করিব না, ও বিপথগমন ঘৃণা করিয়া তাহাতে লিপ্ত হইব না। [৪] কুটিলান্তঃকরণ লোক আমাহইতে দূরীকৃত হইবে, ও আমি দুষ্ট লোকের সহিত আলাপ করিব না। [৫] যে জন গোপনে নিজ প্রতিবাসির অপবাদ করে, তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব; যাহার সাহঙ্কার দৃষ্টি ও গর্ব্বিত মন, তাহার প্রতি সহিষ্ণু হইব না। [৬] দেশের বিশ্বস্ত লোক যেন আমার সহিত বাস করে, তন্নিমিত্তে তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি থাকিবে; যে জন সরল পথাবলম্বী, সেই আমার সেবা করিবে। [৭] কিন্তু প্রবঞ্চনাকারী আমার গৃহে বাস করিতে পাইবে না, এবং মিথ্যাবাদী আমার সাক্ষাতে থাকিতে পাইবে না। [৮] প্রতি প্রভাতে আমি দেশের দুর্জ্জনদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, তাহাতে পরমেশ্বরের নগরহইতে কুকর্ম্মকারিরা ছিন্নভিন্ন হইবে।

১০২ গীত।

পরমেশ্বরের কাছে বিনয়কারি অবসন্ন দুঃখি লোকের নিবেদন।

[১] হে পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন, ও আমার আর্ত্তনাদ তোমার কর্ণগোচর হউক। [২] বিপদের দিনে আমাহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিও না, আমার নিবেদনের প্রতি কর্ণপাত কর, ও আমার প্রার্থনা করণ সময়ে ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও। [৩] কেননা আমার দিন সকল ধূমের ন্যায় ক্ষয় পায়, ও আমার অস্থি সকল দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় উত্তপ্ত হয়। [৪] এবং আমার অন্তঃকরণ তৃণের ন্যায় দলিত ও শুষ্ক হওয়াতে আমি আহার করিতে বিস্মৃত হই। [৫] এবং হাহাকার শব্দ করাতে আমার অস্থি চর্ম্ম বিদ্ধ করে। [৬] আমি প্রান্তরস্থ হাড়গিলার তুল্য ও উচ্ছিন্ন স্থানের পেচকের ন্যায় হই। [৭] এবং ছাতের উপরিস্থ সঙ্গিহীন চটকের ন্যায় হইয়া জাগ্রৎ থাকি। [৮] আমার শত্রুগণ সমস্ত দিন আমাকে নিন্দা করে, ও আমার বিরুদ্ধে ক্রোধান্ধ লোকেরা আমার প্রতিকূলে শপথ করে। [৯] তোমার প্রচণ্ড ক্রোধ ও কোপ প্রযুক্ত আমি অন্নের ন্যায় ভস্ম ভক্ষণ করি, এবং পানীয়ের সহিত চক্ষুর জল পান করি; [১০] তুমি অগ্রে আমাকে উঠাইয়া 'পরে অধঃক্ষেপণ করিলা। [১১] অপরাহ্নের ছায়ার ন্যায় আমার দিন যায়, আমি তৃণের ন্যায় শুষ্ক হই।

[১২] হে পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদা সিংহাসনোপবিষ্ট থাকিবা, ও তোমার স্মরণ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। [১৩] তুমি উঠিয়া সিয়োনের প্রতি কৃপা করিবা; তাহার প্রতি দয়া করণের সময় অর্থাৎ নিরূপিত সময় উপস্থিত হইল। [১৪] যেহেতুক তোমার সেবকগণ তাহার প্রস্তরেতে তুষ্ট ও তাহার ধূলাতে দয়ার্দ্র হইতেছে। [১৫] তাহাতে অন্যজাতীয়েরা পরমেশ্বরের নামে ও পৃথিবীর তাবৎ রাজা তাঁহার মহিমাতে ভীত হইবে। [১৬] কেননা পরমেশ্বর সিয়োন্ গাঁথিয়া আপন মহিমাতে দর্শন দিবেন; [১৭] ও দীনহীনদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন, তাহাদের নিবেদন তুচ্ছ করিবেন না। [১৮] ভাবি বংশের নিমিত্তে ইহা লিখিত হইতেছে; যে লোকেরা সৃষ্ট হইবে, তাহারা পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করিবে। [১৯] কেননা পরমেশ্বর আপন উচ্চ ধর্ম্মধামহইতে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বর্গহইতে পৃথিবীকে অবলোকন করিয়া [২০] বন্দি লোকের হাহাকার শুনিবেন, ও মৃতকল্পদিগকে মুক্ত করিবেন। [২১] তাহাতে পরমেশ্বরের সেবা করণার্থে সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বরাষ্ট্রীয় লোকেরা একত্র হইলে, [২২] সিয়োনে ঈশ্বরের নাম ও যিরূশালমে তাঁহার প্রশংসা প্রকাশিত হইবে।

[২৩] তিনি পথের মধ্যে আমার বলের হ্রাস ও দিবসের ক্ষয় করিতেছেন। [২৪] অতএব আমি কহি, হে আমার ঈশ্বর, আয়ুর অর্দ্ধেক থাকিতে আমাকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিও না; তোমার বৎসর পুরুষানুক্রমে নূতন। [২৫] তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং আকাশমণ্ডল তোমার হস্তকৃত। [২৬] উভয়ই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইবে, এবং তুমি বস্ত্রের ন্যায় খুলিলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। [২৭] কিন্তু তুমি নিত্য, তোমার বৎসরের ক্ষয় কদাচ হইবে না। [২৮] তোমার সেবকদের সন্তানগণ থাকিবে, এবং তাহাদের বংশ তোমার সাক্ষাতে স্থির থাকিবে।

১০৩ গীত।

দয়া ও অনুগ্রহের নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে বিনতি।

দায়ূদের গীত।

[১] হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর। [২] হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, ও তাঁহার সকল হিতকর্ম্ম বিস্মৃত হইও না। [৩] তিনি তোমার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা করেন, ও তোমার সকল রোগের শান্তি করেন; [৪] এবং বিনাশহইতে তোমার প্রাণকে উদ্ধার করেন, এবং অনুগ্রহ ও দয়ারূপ মুকুটেতে তোমাকে ভূষিত করেন; [৫] এবং উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখকে তৃপ্ত করেন; তাহাতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় পুনর্ব্বার তোমার নূতন যৌবন হয়।

[৬] পরমেশ্বর ন্যায় সাধন করেন, ও তাবৎ উপদ্রুত লোকের নিমিত্তে বিচার নিষ্পত্তি করেন। [৭] তিনি মূসাকে আপনার পথ ও ইস্রায়েল্ বংশকে আপনার কর্ম্ম জানাইয়াছেন। [৮] পরমেশ্বর কৃপাময় ও দয়ালু এবং ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান্। [৯] তিনি নিরন্তর ভর্ৎসনা করেন না, ও সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকেন না। [১০] তিনি আমাদের পাপানুসারে আমাদের সহিত ব্যবহার করেন না, ও আমাদের অপরাধানুসারে প্রতিফল দেন না। [১১] কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা যেমন আকাশমণ্ডল উচ্চ, তদ্রূপ তাঁহার ভয়কারিদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বড়। [১২] উদয়াচলহইতে যেমন অস্তাচল দূর, তদ্রূপ তিনি আমাদের হইতে আমাদের পাপ সকলকে দূর করেন। [১৩] পুত্রের প্রতি যাদৃশ পিতার স্নেহ, আপন ভয়কারিদের প্রতি পরমেশ্বরেরও তাদৃশ স্নেহ আছে। [১৪] তিনি আমাদের স্বভাব জানেন; আমরা যে ধূলীমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে থাকে। [১৫] মর্ত্ত্যের দিন তৃণবৎ, সে ক্ষেত্রপুষ্পের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। [১৬] তাহার উপরে এক বার বায়ু বহিলে সে আর থাকে না; এবং কোথায় ছিল, তাহার চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। [১৭] কিন্তু আপন ভয়কারিদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আদ্যোপান্ত আছে; [১৮] এবং যাহারা তাঁহার নিয়ম মানে ও তাঁহার আজ্ঞা মনে রাখিয়া পালন করে, তাহাদের উপরে তাঁহার ধর্ম্ম বংশানুক্রমে বর্ত্তে। [১৯] পরমেশ্বর স্বর্গের মধ্যে আপনার সিংহাসন স্থাপন করিয়া আপন রাজ্যে সকলের উপরে কর্তৃত্ব করেন।

[২০] হে পরমেশ্বরের আজ্ঞাকারি ও বাক্যের রব শ্রবণকারি মহাপরাক্রমি দূতগণ, তোমরা তাঁহার ধন্যবাদ কর। [২১] হে পরমেশ্বরের সেবাকারি ও তাঁহার অভিমত সাধনকারি সৈন্যগণ, তোমরা তাঁহার ধন্যবাদ কর। [২২] হে পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তু সকল, তোমরা তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার ধন্যবাদ কর। হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১০৪ গীত।

ঈশ্বরের গুণ ও কর্ম্মের বর্ণনা ও প্রশংসা।

[১] হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; আমার প্রভু পরমেশ্বর অতি মহান্ এবং প্রতাপে ও ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত। [২] তিনি দীপ্তিরূপ বস্ত্র পরিধান করেন, ও আকাশকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তারিত করেন। [৩] তিনি জলদ্বারা আপন উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করেন, ও মেঘকে রথস্বরূপ ও বায়ুকে পক্ষস্বরূপ করিয়া গমনাগমন করেন। [৪] তিনি আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ ও আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন। [৫] তিনি পৃথিবীর মূল এমত স্থাপন্ করিয়াছেন, যে সে কদাচ বিচলিত হয় না। [৬] তিনি গম্ভীর জলরূপ বস্ত্রে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিলে জল পর্ব্বতের উপরিস্থ হইল। [৭] কিন্তু তাঁহার ভর্ৎসনাতে পলায়ন করিল, ও তাঁহার গর্জ্জনধ্বনিতে বেগে গমন করিল। [৮] তাঁহার নিরূপিত স্থানে পর্ব্বত উঠিল ও উপত্যকা নামিল। [৯] তিনি তাহার এমন এক সীমা রাখিলেন, যে ঐ জল তাহা লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীকে পুনর্ব্বার আচ্ছাদন করিতে পারে না। [১০] তিনি নিম্নস্থানে উনুই বহাইলে সে পর্ব্বতগণের মধ্যে ভ্রমণ করে। [১১] ক্ষেত্রস্থ পশুগণ তাহার জল পান করে, ও বনগর্দ্দভ আপন তৃষ্ণা নিবারণ করে। [১২] এবং শূন্যের পক্ষিগণ তাহার নিকটে বাসা করে, ও ডালে বসিয়া গান করে। [১৩] তিনি আপন উচ্চগৃহহইতে পর্ব্বতগণকে সেচন করেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম্মফলেতে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়। [১৪] তিনি পশুগণের নিমিত্তে তৃণ ও মনুষ্যের সেবার্থে শাক বৃদ্ধি করেন। [১৫] এবং মনুষ্যের মনের আনন্দকারি মদিরা, ও তাহার মুখের প্রসন্নতাজনক তৈল, ও তাহার হৃদয় দৃঢ়কারি শস্য ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য পৃথিবীহইতে উৎপন্ন করেন। [১৬] পরমেশ্বরের বৃক্ষ সকল, অর্থাৎ লিবানোনের এরসবৃক্ষ প্রভৃতি যাহা২ তিনি রোপণ করিয়াছেন, সে সমস্তই রসেতে পরিপূর্ণ। [১৭] তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র পক্ষিগণ বাসা করে, ও দেবদারু বৃক্ষে বকের বাসা আছে। [১৮] এবং উচ্চ পর্ব্বত বনছাগের অধিকার, ও শৈল সকল শাফন্ পশুর আশ্রয়।

[১৯] তিনি কালকে বিশেষ২ করণার্থে চন্দ্রের করিয়াছেন, এবং সূর্য্যও আপন অস্তগমনের সময় জানে। [২০] তিনি অন্ধকারদ্বারা

রাত্রি উপস্থিত করিলে বনপশু সকল বহির্গত হয়। ২১ তরুণ সিংহগণ আহারের নিমিত্তে গর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরহইতে খাদ্য চেষ্টা করে। ২২ সূর্য্যোদয় হইলে তাহারা ফিরিয়া আপন ২ গুহাতে শয়ন করে। ২৩ তখন মনুষ্য সায়ংকাল পর্য্যন্ত আপন ২ কর্ম্মে শ্রম করিতে বহির্গত হয়। ২৪ হে পরমেশ্বর, তোমার কর্ম্ম কেমন বহুবিধ! তুমি জ্ঞানেতে তাবৎ সৃষ্টি করিয়াছ; এই পৃথিবী তোমার ঐশ্বর্য্যেতে পরিপূর্ণ। ২৫ ঐ সমুদ্র দেখ, তাহা কেমন মহৎ ও বিস্তারিত, তন্মধ্যে অসংখ্য জলচর এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ কত জন্তু থাকে। ২৬ তাহার মধ্যদিয়া জাহাজ চলে, ও খেলা করণের নিমিত্তে তন্মধ্যে তুমি লিবিয়াথনের সৃষ্টি করিয়াছ। ২৭ তাহারা সকলে উচিত কালে তোমার দত্ত খাদ্য পাইবার জন্যে তোমার অপেক্ষা করে। ২৮ তুমি তাহাদিগকে যাহা দেও, তাহা তাহারা সঞ্চয় করে; তুমি আপন হস্ত মুক্ত করিলে তাহারা মঙ্গলেতে তৃপ্ত হয়। ২৯ কিন্তু তুমি আপন মুখ আচ্ছাদন করিলে তাহারা ব্যাকুল হয়, এবং তাহাদের প্রাণ অপহরণ করিলে তাহারা মরিয়া পুনরায় ধূলিতে লীন হয়। ৩০ তুমি আপন আত্মা প্রেরণ করিলে তাহারা সৃষ্ট হয়; তুমি ভূমির মুখকে পুনঃ২ প্রফুল্ল করিতেছ।

৩১ পরমেশ্বরের মহিমা নিত্যস্থায়ী, তিনি আপন কার্য্যে আনন্দিত হন। ৩২ তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টি করিলে সে কম্পান্বিত হয়, ও পর্ব্বতগণকে স্পর্শ করিলে তাহারা ধূমময় হয়। ৩৩ আমি যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান করিব, ও যাবজ্জীবন আমার ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিব। ৩৪ তাঁহার বিষয়ে আমার ধ্যান সুখদায়ক হইবে, ও আমি পরমেশ্বরেতে আনন্দ করিব। ৩৫ পাপিগণ পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইবে, ও দুষ্টগণ আর থাকিবে না। হে আমার মন, পরমেশ্বরের গুণানুবাদ কর। তোমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১০৫ গীত।

ইস্রায়েল্ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহারের বর্ণনা।

১ পরমেশ্বরের প্রশংসা কর ও তাঁহার নামে প্রার্থনা কর, ও লোকদের কাছে তাঁহার ক্রিয়া সকল প্রকাশ কর। ২ তাঁহার উদ্দেশে গান কর, ও তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল মনেতে ধ্যান কর। ৩ তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর; পরমেশ্বরের অন্বেষণকারিদের অন্তঃকরণ আনন্দযুক্ত থাকুক। ৪ পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তির অন্বেষণ কর, ও সর্ব্বদা তাঁহার মুখের অন্বেষণ কর। ৫ হে তাঁহার সেবক ইব্রাহীমের বংশ, হে তাঁহার মনোনীত যাকুবের বংশ, ৬ তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ও তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখের দণ্ডাজ্ঞা স্মরণ কর।

৭ তিনি আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, এবং তাবৎ পৃথিবীতে তাঁহার রাজশাসন আছে। ৮ তিনি আপন নিয়ম, অর্থাৎ সহস্র পুরুষপরম্পরাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, ৯ ও ইব্রাহীমের সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, ও ইস্হাকের প্রতি যে শপথ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করেন। ১০ তিনি যাকুবের সহিত এক ব্যবস্থা ও ইস্রায়েলের সহিত এক চিরস্থায়ি নিয়ম স্থির করিয়া ১১ কহিলেন, আমি তোমাকে নির্ণীত অধিকারার্থে কিনান্ দেশ দিব। ১২ তৎকালে তাহারা সংখ্যাতে অনেক নয়, অত্যল্প ও সেই দেশে প্রবাসী ছিল। ১৩ এবং এক অঞ্চলহইতে অন্য অঞ্চলে ও এক রাজ্যহইতে অন্য রাজ্যে ভ্রমণ করিত। ১৪ তথাপি তিনি তাহাদের উপদ্রব করিতে কাহাকেও দিতেন না, বরং তাহাদের নিমিত্তে রাজগণকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতেন, ১৫ আমার অভিষিক্তদিগকে স্পর্শও করিও না, এবং আমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের হিংসা করিও না। ১৬ পরে তিনি পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আহ্বান করিয়া ভক্ষ্যরূপ তাবৎ যষ্টি ভগ্ন করিলেন। ১৭ কিন্তু তাহাদের অগ্রে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন; যূষফ দাসের ন্যায় বিক্রীত হইল। ১৮ লোকেরা বেড়ীদ্বারা তাহার চরণকে ক্লেশ দিল, আর লৌহদ্বারা তাহার প্রাণ বিদ্ধ হইল। ১৯ কিন্তু তাহার কথা সফল হইলে, ও পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা তাহার পরীক্ষা হইলে পর ২০ রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিল, ও নরপতি তাহাকে মুক্ত করিল। ২১ এবং ইচ্ছানুসারে রাজপুত্রদিগকে বন্ধ করিতে ও মন্ত্রিগণকে শিক্ষা দিতে ২২ তাহাকে আপন গৃহের কর্ত্তা ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিল।

২৩ পরে ইস্রায়েল্ মিসরদেশে গেল, ও যাকুব্ হাম্ দেশে প্রবাস করিতে লাগিল। ২৪ তখন ঈশ্বর আপন লোকদের অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিলেন, ও শত্রুগণহইতে তাহাদিগকে বলবন্ত করিলেন। ২৫ এবং আপন প্রজাদিগকে ঘৃণা করিতে ও আপন ভৃত্যগণকে বঞ্চনা করিতে শত্রুদের মনে প্রবৃত্তি দিলেন। ২৬ পরে নিজ দাস মূসাকে ও আপনার মনোনীত হারোণ্কে পাঠাইলেন। ২৭ তাহারা লোকদের মধ্যে তাঁহার চিহ্ন ও হাম্ দেশে আশ্চর্য্য কর্ম্ম দর্শন করাইল। ২৮ তিনি অন্ধকার প্রেরণ করিলে সকল অন্ধকারময় হইল, তাহাতে (শত্রুগণ) তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিল না। ২৯ তিনি

তাহাদের তাবৎ জল রক্ত করিয়া মৎস্যগণকে সংহার করিলেন। ৩০ ও ভূমিজাত অগণ্য ভেক তাহাদের রাজগণের অট্টালিকাতে আইল। ৩১এবং তাঁহার আজ্ঞাতে মশকের ঝাঁক ও উকুন তাহাদের সমস্ত প্রদেশে উপস্থিত হইল। ৩২ এবং তাহাদের দেশে বৃষ্টির পরিবর্ত্তে শিলা ও শিখাযুক্ত অগ্নি বর্ষণ করিলেন। ৩৩ এবং তাহাদের দ্রাক্ষালতা ও ডুম্বুরবৃক্ষে আঘাত করিয়া তাহাদের তাবৎ প্রদেশের তরু ভগ্ন করিলেন। ৩৪ এবং তাঁহার আজ্ঞাতে পঙ্গপাল ও অসংখ্য কীট আগমন করিয়া ৩৫ তাহাদের দেশের সমুদায় তৃণ ও ভূমির তাবৎ ফল ভক্ষণ করিল। ৩৬ তিনি তাহাদের প্রধান বলকে অর্থাৎ তাহাদের দেশীয় সমুদয় প্রথমজাত সন্তানকে হনন করিলেন।

৩৭ পরে তিনি সুবর্ণ রৌপ্যের সহিত আপন লোকদিগকে বহির্গত করিলেন, তাহাদের বংশের মধ্যে এক জনও দুর্ব্বল হইল না। ৩৮ তাহাদের নির্গমনেতে মিস্রীয় লোকেরা আনন্দিত হইল, কেননা তাহারা তাহাদের হইতে ভয়গ্রস্ত ছিল। ৩৯ তিনি আচ্ছাদনের জন্যে মেঘ ও রাত্রিতে দীপ্তি দিবার নিমিত্তে অগ্নি বিস্তারিত করিলেন। ৪০ তাহারা যাচ্ঞা করিলে তিনি ভাঁটুই পক্ষিগণকে আনাইলেন ও স্বর্গীয় ভক্ষ্যেতে তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন। ৪১ তিনি পর্ব্বত খুলিলে জল বাহিরে বহিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় শুষ্ক প্রদেশে গমন করিল। ৪২ এই রূপে তিনি আপন পবিত্র প্রতিজ্ঞা ও আপন সেবক ইব্রাহীমকে মনে করিলেন। ৪৩ এবং উল্লাসেতে আপন প্রজাদিগকে ও উচ্চধ্বনিতে আপন মনোনীত লোকদিগকে বাহির করিলেন। ৪৪ তাহারা যেন তাঁহার বিধি মান্য করে ও তাঁহার ব্যবস্থা পালন করে, ৪৫ তন্নিমিত্তে তাহাদিগকে অন্যজাতীয়দের ভূমি প্রদান করিলেন, এবং অন্য লোকদের কর্ম্মফল তাহাদিগকে ভোগ করাইলেন। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১০৬ গীত।

ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েল্ লোকদের ব্যবহার বর্ণনা।

১ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, ও পরমেশ্বরের প্রশংসা কর; তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। ২ পরমেশ্বরের মহৎকর্ম্ম সকল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য? ও তাঁহার তাবৎ প্রশংসা প্রকাশ করিতে কে পারে? ৩ যাহারা তাঁহার রাজনীতি পালন করে ও সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারাই ধন্য। ৪ হে পরমেশ্বর, তোমার প্রজাদের প্রতি তোমার যে অনুগ্রহ, তদনুসারে আমাকে স্মরণ কর, ও আমার ত্রাণাবধারণ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। ৫ তাহাতে আমি তোমার মনোনীতগণের মঙ্গল দেখিতে পাইব, ও তোমার লোকদের আনন্দে আনন্দ করিব, ও তোমার অধিকারের সহিত শ্লাঘা করিব।

৬ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও আমরা পাপ ও অপরাধ ও অধর্ম্ম করিয়াছি। ৭ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মিসর্দেশে তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম বুঝিল না, ও তোমার প্রচুর অনুগ্রহ স্মরণ করিল না, বরং সাগরের অর্থাৎ সূফ্ সাগরের নিকটে বিরুদ্ধাচরণ করিল। ৮ তথাপি তিনি আপন নামের গুণে ও আপন মহিমা প্রকাশার্থে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। ৯ তিনি সূফ্ সাগরকে ধমকাইলে সে শুষ্ক হইল, তাহাতে তিনি প্রান্তরের ন্যায় গভীর সমুদ্রের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে গমন করাইলেন। ১০ এই রূপে তিনি ঘৃণাকারিদের হস্তহইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিলেন, ও শত্রুগণের হস্তহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। ১১ সমুদ্রের জল তাহাদের বৈরিগণকে আচ্ছন্ন করিল, এক জনও অবশিষ্ট রহিল না। ১২ তখন তাহারা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রশংসার গান করিতে লাগিল।

১৩ পরে তাহারা ত্বরায় তাঁহার কর্ম্ম বিস্মৃত হইল, ও তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা করিল না। ১৪ তাহারা প্রান্তরের মধ্যে অত্যন্ত কুলোভ করিল, ও মরুভূমিতে ঈশ্বরের পরীক্ষা লইল। ১৫ তিনি তাহাদের প্রার্থিত তাহাদিগকে দিলেন, কিন্তু তাহাদের মনে ক্ষীণতা প্রেরণ করিলেন। ১৬ তাহারা শিবিরের মধ্যে মূসাকে ও পরমেশ্বরের পবিত্রীকৃত হারোণ্কে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। ১৭ তাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া দাথন্কে গ্রাস করিল ও অবীরামের দলকে আচ্ছাদন করিল; ১৮ এবং তাহাদের দলের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহার শিখাদ্বারা দুষ্টগণ দগ্ধ হইল। ১৯ তাহারা হোরেব্ পর্ব্বতে ছাঁচে ঢালা গোবৎসাকৃতি এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিল; ২০ এবং তৃণখাদক গোবৎসের প্রতিমার মূল্যরূপে আপনাদের গৌরবকে ত্যাগ করিল; ২১ এবং মিসর্দেশে মহৎ কর্ম্মকারি ও হাম্ দেশে আশ্চর্য্য কর্ম্মকারি ২২ ও সূফ্ সাগরে ভয়ানক কর্ম্মকারি আপনাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইল। ২৩ তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি উহাদিগকে সংহার করিব; কিন্তু তাঁহার মনোনীত মূসা তাঁহার সাক্ষাতে ভগ্ন বেড়ার দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার কোপ সম্বরণ করাইয়া তাহাদের বিনাশ নিবারণ করিলেন। ২৪ পরে তাহারা রম্য দেশ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার কথাতে বিশ্বাস করিল না।

[২৫] এবং আপন২ তাম্বুর মধ্যে বচসা করিয়া পরমেশ্বরের বাক্যে মনোযোগ করিল না। [২৬] অতএব তিনি আপনার হস্ত তুলিয়া তাহাদের প্রতিকূলে এই শপথ করিলেন, আমি উহাদিগকে প্রান্তরে নিপাত করিব, [২৭] ও উহাদের সন্তানদিগকে অন্যজাতীয়দের মধ্যে নিপাত করিব, ও দেশবিদেশে ছিন্ন ভিন্ন করিব। [২৮] পরে তাহারা বাল্‌পিয়োরের মতাবলম্বী হইয়া মৃত লোকের শ্রাদ্ধে ভোজন করিল। [২৯] এই রূপ কদাচরণেতে তাঁহাকে বিরক্ত করিল, এই জন্যে তাহাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল। [৩০] কিন্তু পীনিহস দণ্ডায়মান হইয়া উচিত বিচার করিলে সেই মহামারী নিবৃত্ত হইল। [৩১] তন্নিমিত্তে ঐ কর্ম্ম পুরুষানুক্রমে সদাকাল পর্য্যন্ত তাহার পুণ্যরূপে গণিত হইল। [৩২] তাহারা মিরীবার জলে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত করিলে তাহাদের দ্বারা মূসার মন্দ হইল। [৩৩] কেননা তাহারা তাঁহার আত্মাকে বিরক্ত করিলে সে আপন ওষ্ঠাধরে অনুচিত কথা কহিল।

[৩৪] যে জাতিদের বিষয়ে পরমেশ্বর তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তাহারা বিনষ্ট করিল না; [৩৫] কিন্তু অন্যজাতীয়দের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের কর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিল; [৩৬] এবং তাহাদের প্রতিমা সেবা করিলে সেই কর্ম্ম তাহাদের ফাঁদস্বরূপ হইল। [৩৭] তাহারা আপন২ পুত্র কন্যাগণকে দেবতাদের উদ্দেশে বলিদান করিল, [৩৮] এবং নির্দ্দোষদের রক্ত অর্থাৎ কিনানীয় দেবতাদের উদ্দেশে বলীকৃত আপন২ পুত্র কন্যাদের রক্তপাত করিল; তাহাতে সেই রক্তদ্বারা দেশ অপবিত্র হইল। [৩৯] এবং তাহারাও সেই কর্ম্মে অশুচি ও কদাচারে ব্যভিচারী হইল। [৪০] তাহাতে আপন প্রজাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন। [৪১] এবং তাহাদিগকে অন্যজাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে বৈরিগণ তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিল। [৪২] এবং শত্রুগণ তাহাদের প্রতি উপদ্রব করিলে তাহারা তাহাদের হস্তের বশতাপন্ন হইল। [৪৩] তিনি তাহাদিগকে অনেক বার উদ্ধার করিলেন, কিন্তু তাহারা আপন২ পরামর্শদ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া আপনাদের দোষে দীনহীন হইল। [৪৪] তথাচ তিনি তাহাদের প্রার্থনা শুনিবামাত্র তাহাদের দুঃখের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন; [৪৫] এবং তাহাদের মঙ্গলার্থে আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন, ও নিজ অনুগ্রহের বাহুল্যানুসারে তাহাদিগকে দয়া করিলেন। [৪৬] এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়াছিল, তাহাদের কৃপাপাত্র তাহাদিগকে করিলেন।

[৪৭] হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ ও তোমার প্রশংসাতে শ্লাঘা করি, তন্নিমিত্তে আমাদিগকে ত্রাণ কর ও অন্যজাতীয়দের মধ্যহইতে সংগ্রহ কর।

[৪৮] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউন; 'এমনি হউক,' এ কথা সকল লোক বলুক। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১০৭ গীত।

১ ভ্রমণকারি, ১০ ও বন্দি, ১৭ ও দুঃখগ্রস্ত, ২৩ ও জাহাজীয়, ৩৩ ও অন্যান্য লোকদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বর্ণনা।

পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, কেননা তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। পরমেশ্বরের মুক্ত লোকেরা অর্থাৎ তিনি যাহাদিগকে শত্রুদের হস্তহইতে মুক্ত করিয়া [৩] পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ এই চারি দিক্‌স্থ দেশদেশান্তরহইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহারা এই রূপ বলুক। [৪] তাহারা লোকালয় না পাইয়া প্রান্তরমধ্যে ও নির্জ্জন পথে ভ্রমণ করিত; এবং ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হওয়াতে তাহাদের প্রাণ মূর্চ্ছাপন্ন ছিল। [৬] এমত বিপদের সময়ে তাহারা পরমেশ্বরের প্রতি কাকূক্তি করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে ত্রাণ করিলেন; [৭] এবং কোন লোকালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্তে তাহাদিগকে সরল পথে গমন করাইলেন। [৮] অতএব তাহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মনুষ্যসন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার প্রশংসা করুক। [৯] তিনি ক্ষীণ ব্যক্তিকে আপ্যায়িত করেন, ও ক্ষুধিত ব্যক্তিকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন।

[১০] কোন লোকেরা লৌহশৃঙ্খলে ও দুঃখে বদ্ধ হইয়া অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়াতে বসিয়া আছে। [১১] কেননা তাহারা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিত, ও সর্ব্বোপরিস্থের পরামর্শ তুচ্ছ করিত। [১২] তিনি তাহাদের মনকে ক্লেশে নত করেন, তাহাতে তাহারা পতিত হইলে কেহ তাহাদের উপকারী হয় না। [১৩] এমত বিপদের সময়ে তাহারা পরমেশ্বরের কাছে কাকূক্তি করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে ত্রাণ করেন; [১৪] এবং তাহাদের বন্ধন ছেদন করিয়া তাহাদিগকে অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়াহইতে নিস্তার করেন। [১৫] অতএব তাহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মনুষ্যসন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার প্রশংসা করুক। [১৬] তিনি পিত্তলের কবাট ভগ্ন করেন, ও লৌহময় হুড়কা ছেদন করেন।

[১৭] অজ্ঞান লোকেরা আপন ২ পাপকর্ম্ম ও দোষের নিমিত্তে ক্লেশ পায়। [১৮] কোন খাদ্য সামগ্রীতে তাহাদের রুচি হয় না; তাহারা মৃত্যুদ্বারের নিকটে উপস্থিত হয়। [১৯] এমত বিপদের সময়ে তাহারা পরমেশ্বরের কাছে কাকুক্তি করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে ত্রাণ করেন। [২০] এবং আপনার বাক্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া বিনাশহইতে নিস্তার করেন। [২১] অতএব তাহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মনুষ্যসন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার প্রশংসা করুক; [২২] এবং প্রশংসার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া আনন্দধ্বনিতে তাঁহার কর্ম্মের বর্ণনা করুক।

[২৩] যে লোকেরা সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে গমনাগমন করে ও জলসমূহের মধ্যে ব্যবসায় করে, [২৪] তাহারা গভীর জলে পরমেশ্বরের কর্ম্ম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পায়। [২৫] তিনি আজ্ঞা দিলে প্রচণ্ড বায়ু উপস্থিত হইয়া তরঙ্গ উঠায়। [২৬] তাহাতে তাহারা কখন আকাশে উঠে ও কখন গভীর জলে নামে; এই বিপদে তাহাদের প্রাণ গলিত হয়। [২৭] তাহারা মত্ত মনুষ্যের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ে ও হতবুদ্ধি হয়। [২৮] এমত বিপদের সময়ে তাহারা পরমেশ্বরের কাছে কাকুক্তি করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে নিস্তার করেন; [২৯] এবং ঝড়কে নির্ব্বাত করিয়া তরঙ্গ শান্ত করেন। [৩০] তাহাতে তাহারা শান্তি পাইয়া পরমানন্দিত হয়; এই রূপে তিনি তাহাদিগকে বাঞ্ছিত স্থলে লইয়া যান। [৩১] অতএব তাহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মনুষ্যসন্তানদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার প্রশংসা করুক; [৩২] এবং লোকদের সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করুক, ও প্রাচীনদের সভাতে তাঁহার ধন্যবাদ করুক।

[৩৩] তিনি নদীকে প্রান্তর ও জলের উনুইকে শুষ্ক ভূমি করেন; [৩৪] এবং নিবাসিদের কদাচরণ প্রযুক্ত উর্ব্বরা ভূমিকে লোণা করেন; [৩৫] আর প্রান্তরকে জলাশয় ও মরুভূমিকে উনুই করেন; [৩৬] এবং সেখানে ক্ষুধিত লোকদিগকে বাস করান; তাহাতে তাহারা লোকালয় প্রস্তুত করে, [৩৭] এবং ক্ষেত্রে বীজ বপন ও দ্রাক্ষালতা রোপণ করিয়া বহু ফল উৎপন্ন করে। [৩৮] তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাতে তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু হয়, ও তাহাদের পশুগণ অনেক হয়। [৩৯] পরে তাহারা উপদ্রব ও বিপদ ও শোকদ্বারা দীনহীন ও অধঃপতিত হয়। [৪০] তিনি প্রধান লোকদিগকে অবজ্ঞাতে মগ্ন করিয়া পথহীন মরু স্থানে ভ্রমণ করান। [৪১] তিনি দরিদ্রদিগকে দুঃখহইতে উচ্চপদে আনেন, ও পালের ন্যায় তাহাদের পরিজন বৃদ্ধি করেন। [৪২] তাহা দেখিয়া সাধু লোকেরা আনন্দিত হয়, ও তাবৎ দুষ্টতা আপন মুখ রোধ করে। [৪৩] যে কেহ জ্ঞানী সে এই সকল বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বুঝিবে।

১০৮ গীত।

পরমেশ্বরের প্রশংসা ও তাঁহার প্রত্যাশা করণ।
দায়ূদের কৃত গানার্থক ধর্ম্মগীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমার মন সুস্থির আছে, আমি গীত গাইব ও মনের সহিত প্রশংসা করিব। [২] হে নেবল্ যন্ত্র ও বীণে, জাগ্রৎ হও, আমিও অরুণের পূর্ব্বে জাগ্রৎ হইব। [৩] হে পরমেশ্বর, আমি লোকদের মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব, ও দেশীয়দের মধ্যে তোমার নাম গান করিব। [৪] কেননা তোমার দয়া আকাশ অপেক্ষা উচ্চ, ও তোমার সত্যতা মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। [৫] হে ঈশ্বর, স্বর্গে তোমার উন্নতি ও তাবৎ ভূমণ্ডলে তোমার মহিমা প্রকাশিত হউক। [৬] তোমার প্রিয় লোকেরা যেন উদ্ধার পায়, এই জন্যে নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাকে ত্রাণ করিয়া উত্তর দেও। [৭] ঈশ্বর আপন পবিত্রতাতে কথা কহিলেন, অতএব আমি আনন্দিত হইব; আমি শিখিম্ দেশ বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের নিম্ন ভূমি মাপ করিব। [৮] গিলিয়দ্ দেশ আমার, ও মিনশি আমার, এবং ইফ্রয়িম্ আমার মস্তকের বলস্বরূপ, ও যিহূদা আমার ব্যবস্থাপক। [৯] মোয়াব্ আমার প্রক্ষালনপাত্রস্বরূপ; আমি ইদোমের উপরে পাদুকা নিক্ষেপ করিব, এবং পিলেষ্টীয় দেশকে জয় করিব।

[১০] দুর্গম নগরে আমাকে কে লইয়া যাইবে? এবং ইদোমে বা আমাকে কে প্রবেশ করাইবে? [১১] হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ যে তুমি, তুমি কি তাহা করিবা না? হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাদের সৈন্যের সঙ্গে গমন করিবা না? [১২] ক্লেশে আমাদের উপকার কর; মনুষ্যহইতে যে উপকার, সে নিষ্ফল। [১৩] ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিতে পারিব; তিনি আমাদের শত্রুদিগকে পদতলস্থ করিবেন।

১০৯ গীত।

১ দুষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে দায়ূদের প্রার্থনা, ২১ ও পরমেশ্বরেতে আশ্রয়।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে আমার প্রশংসনীয় ঈশ্বর, তুমি নীরব হইয়া থাকিও না। [২] কেননা দুষ্টগণ ও প্রবঞ্চ-

কেরা আমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করিয়া মিথ্যাবাদি জিহ্বাদ্বারা আমার সহিত কথা কহিতেছে; ৩ এবং ঘৃণাবাক্যেতে আমাকে ঘেরিয়া অকারণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে; ৪ এবং আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে আমার প্রতি বিপক্ষতা করিতেছে, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি। ৫ তাহারা আমার কৃত উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার ও প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা করে।

৬ তুমি সেই ব্যক্তির উপরে দুষ্ট লোককে নিযুক্ত কর, ও শয়তান তাহার দক্ষিণদিগে থাকুক। ৭ এবং বিচারসময়ে সে দোষীকৃত হউক, ও তাহার প্রার্থনা পাপরূপে গণিত হউক। ৮ এবং তাহার দিন অল্প হউক, ও অন্য ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক। ৯ এবং তাহার পুত্রগণ পিতৃহীন ও তাহার স্ত্রী বিধবা হউক। ১০ তাহার সন্তানগণ ভ্রমণ করিয়া নিত্য২ ভিক্ষা করুক, ও আপনাদের উচ্ছিন্ন বাসস্থানে খাদ্য অন্বেষণ করুক। ১১ মহাজন তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুক, এবং অপরিচিত লোকেরা তাহার পরিশ্রমের ফল অপহরণ করুক। ১২ তাহার প্রতি কেহ দয়া না করুক, ও তাহার অনাথ সন্তানদিগের প্রতি কেহ কৃপা না করুক। ১৩ এবং তাহার অপেক্ষিত উচ্ছিন্ন হউক, ও ভাবিপুরুষের সময়ে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক। ১৪ তাহার পিতৃলোকদের অপরাধ পরমেশ্বরের স্মরণে থাকুক, ও তাহার মাতার পাপ লুপ্ত না হউক। ১৫ তাহা সর্ব্বদা পরমেশ্বরের চক্ষুর্গোচরে থাকুক, ও তাহাদের স্মরণ পৃথিবীহইতে উৎপাটিত হউক। ১৬ কেননা সে দয়া করিতে মনে করিত না, কিন্তু দুঃখি দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিত, ও ভগ্নান্তঃকরণের বধে উদ্যত হইত। ১৭ সে যে অভিশাপ ভাল বাসিত, তাহা তাহার প্রতি ঘটিল, এবং যে আশীর্ব্বাদে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহা তাহাহইতে দূর হইল। ১৮ সে যে অভিশাপকে বস্ত্রের ন্যায় পরিধান করিত, তাহা তাহার অন্তরে জলের ন্যায় ও অস্থিতে তৈলের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। ১৯ এবং তাহার পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় ও নিত্য কটিবন্ধ পটুকার ন্যায় হইল। ২০ আমার বৈরিগণ ও আমার প্রাণহিংসা করিতে কুমন্ত্রণাকারিরা পরমেশ্বরহইতে ঐ ফল পায়।

২১ হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি নিজ নামের গুণে আমার সহিত ব্যবহার কর; তোমার অনুগ্রহ উত্তম, আমাকে উদ্ধার কর। ২২ আমি দুঃখী ও দরিদ্র, আমার অন্তরস্থ হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে। ২৩ আমি অপরাহ্নের ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, ও পঙ্গপালের ন্যায় চালিত হইতেছি। ২৪ উপবাসদ্বারা আমার হাঁটু দুর্ব্বল ও তৈলের অভাবে আমার মাংস বিকৃত হইতেছে। ২৫ এবং আমি লোকদের কাছে নিন্দাস্পদ হইতেছি, তাহারা আমাকে দেখিয়া মস্তক চালনা করে। ২৬ অতএব, হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমার উপকার কর, নিজ কৃপাতে আমাকে পরিত্রাণ কর। ২৭ তাহাতে ইহা তোমার হস্তের কর্ম্ম, ও তুমি পরমেশ্বর এই সকল করিয়াছ, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। ২৮ তাহারা শাপ দিলে তুমি আশীর্ব্বাদ করিও; তাহারা উঠিলে লজ্জিত হউক, কিন্তু তোমার সেবক আনন্দিত হউক। ২৯ আমার বৈরিগণ লজ্জারূপ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত, ও উত্তরীয় বস্ত্রের ন্যায় আপনাদের লজ্জাতে আচ্ছাদিত হউক। ৩০ আমি মুখেতে পরমেশ্বরের অনেক প্রশংসা করিব, ও লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার ধন্যবাদ করিব। ৩১ কারণ তিনি দরিদ্রের দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণদণ্ডকারিহইতে তাহাকে উদ্ধার করেন।

১১০ গীত।

খ্রীষ্টের রাজ্য ও যাজকত্ব ও জয়ের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য। দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

১ পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস। ২ পরমেশ্বর সিয়োন্‌হইতে তোমার পরাক্রমের দণ্ড প্রেরণ করিবেন, তুমি শত্রুগণের মধ্যে রাজত্ব করিও। ৩ তোমার জয়ের দিনে তোমার প্রজাগণ স্বেচ্ছাদত্ত উপহারস্বরূপ হইবে; তাহারা পবিত্র শোভাযুক্ত হইয়া অরুণজাত (শিশির অপেক্ষা সুন্দর) হইবে; তোমার যুবসমূহ তোমার শিশিরস্বরূপ। ৪ 'তুমি মল্কীযেদকের মতানুসারে নিত্য যাজক হইবা,' পরমেশ্বর এই শপথ করিলেন, ও তাহার অন্যথা করিবেন না। ৫ তাঁহার দক্ষিণে স্থিত প্রভু আপন ক্রোধের দিনে রাজগণকে চূর্ণ করিবেন। ৬ এবং ভিন্নজাতীয়দের বিচার করিয়া শবেতে দেশ পরিপূর্ণ করিবেন, ও প্রশস্ত রণস্থলে শত্রুদের) মস্তক চূর্ণ করিবেন। ৭ এবং পথের মধ্যে নদীর জল পান করিবেন, এই কারণ মস্তক উত্তোলন করিবেন।

১১১ গীত।

ইব্রী ভাষাতে ককারাদি গীতদ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা।

১ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। আমি সল্লোকদের সভাতে ও মণ্ডলীতে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের প্রশংসা করিব। ২ পরমেশ্বরের কর্ম্ম মহৎ, এবং যাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট, তাহারা তাহার আলোচনা করে। ৩ তাঁহার কর্ম্ম

প্রশংসনীয় ও আদরণীয় এবং তাঁহার ধর্ম্ম নিত্যস্থায়ী। [৪] তিনি আপনার আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্মরণ করান; পরমেশ্বর দয়ালু ও কৃপাময়। [৫] তিনি আপন ভয়কারি লোকদিগকে আহার দেন, এবং আপনার নিয়ম সর্ব্বদা মনে রাখেন। [৬] তিনি অন্যজাতীয়দের অধিকার আপন লোকদিগকে দিতে তাহাদের প্রতি আপনার ক্রিয়াতে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। [৭] তাঁহার হস্তের কর্ম্ম সত্য ও ন্যায্য, এবং তাঁহার সমস্ত বিধি অটল, [৮] ও সদাকাল স্থির এবং সত্যতা ও সরলতাতে স্থাপিত। [৯] তিনি আপন লোকদের প্রতি মুক্তি প্রেরণ করিয়াছেন, ও আপনার নিয়ম সদাকালের নিমিত্তে স্থির করিয়াছেন; তাঁহার নাম পবিত্রময় ও ভয়ার্হ। [১০] পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় জ্ঞানের আরম্ভ; এবং যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের উত্তম জ্ঞান হয়; পরমেশ্বরের প্রশংসা নিত্যস্থায়ী হউক।

১১২ গীত।

ইব্রী ভাষাতে ককারাদি গীতদ্বারা সজ্জনের প্রশংসা।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। যে জন পরমেশ্বরকে ভয় করে ও তাঁহার আজ্ঞাতে অতি সন্তুষ্ট হয়, সেই ধন্য। [২] পৃথিবীতে তাহার বংশ মান্য হয়; সাধু লোকের সন্তানেরা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। [৩] তাহার গৃহে ধন ও সম্পত্তি থাকে, ও তাহার ধর্ম্ম চিরস্থায়ী। [৪] সাধু লোকের জন্যে অন্ধকারে দীপ্তির উদয় হয়; সে দয়ালু ও কৃপাময় ও ধার্ম্মিক। [৫] সাধু লোক দয়া করিয়া ঋণ দেয়, ও সুবিচারে আপন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। [৬] সে কদাচ বিচলিত হয় না, ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বদা স্মরণে থাকে। [৭] কুসংবাদ শুনিলেও সে ভয় করে না, পরমেশ্বরে নির্ভর করাতে তাহার মন সুস্থির থাকে। [৮] সে যাবৎ শত্রুগণের বিপদ দর্শন না করে, তাবৎ তাহার মন দৃঢ় ও নির্ভয় থাকে। [৯] সে ধন ব্যয় করে ও দরিদ্রদিগকে দান করে, ও তাহার ধর্ম্ম নিত্যস্থায়ী; গৌরবেতে তাহার বল বৃদ্ধি হয়। [১০] দুষ্ট লোক তাহা দেখিয়া কোপান্বিত হয়, ও দন্তঘর্ষণ করিয়া ক্ষয় পায়; দুষ্টগণের মনস্কামনা ব্যর্থ হয়।

১১৩ গীত।

অনুগ্রহের নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। হে পরমেশ্বরের সেবকগণ, তোমরা ধন্যবাদ কর, পরমেশ্বরের নামেরই ধন্যবাদ কর। [২] অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের নাম ধন্য হউক। [৩] সূর্য্যের উদয়াচল অবধি অস্তাচল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের নাম প্রশংসিত হউক। [৪] পরমেশ্বর তাবজ্জাতীয়দের উপরে উচ্চপদান্বিত, ও আকাশের উপরে তাঁহার মহিমা প্রকাশ পায়। [৫] আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের তুল্য কে আছে? তিনি উচ্চস্থানে বসতি করিয়া [৬] স্বর্গ ও পৃথিবীতে সকলের দর্শনার্থে আপনি নত হন। [৭] তিনি ধূলাহইতে দরিদ্র ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া ও সারের ঢিবীহইতে দীনহীন ব্যক্তিকে উঠাইয়া [৮] অধ্যক্ষগণের মধ্যে, অর্থাৎ আপন লোকদের অধ্যক্ষগণের মধ্যে স্থান দেন। [৯] তিনি বন্ধ্যা স্ত্রীকে সন্তানদের আনন্দময়ী মাতা করিয়া গৃহের কর্ত্রী করেন। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১১৪ গীত।

স্থাবরাদিদ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা।

[১] ইস্রায়েল্ বংশ মিসর্দেশহইতে ও যাকুব্ বংশ পরভাষাবাদি লোকহইতে গমন করিলে [২] যিহূদা তাঁহার ধর্ম্মধাম ও ইস্রায়েল্ তাঁহার রাষ্ট্র হইল। [৩] তাহা দেখিয়া সমুদ্র পলায়ন করিল, এবং যর্দ্দন্ নদী উজানে বহিতে লাগিল; [৪] এবং পর্ব্বতগণ মেষের ন্যায় ও উপপর্ব্বতগণ মেষশাবকের ন্যায় লম্ফ দিতে লাগিল। [৫] হে সমুদ্র, তুমি কি নিমিত্তে পলাইলা? হে যর্দ্দন্, তুমি কেন উজানে বহিলা? [৬] হে পর্ব্বতগণ, তোমরা মেষের ন্যায়, হে উপপর্ব্বত সকল, তোমরা মেষশাবকের ন্যায় কেন লম্ফ দিলা? [৭] হে পৃথিবি, তুমিও প্রভুর সাক্ষাতে অর্থাৎ যাকুবের ঈশ্বরের সাক্ষাতে কম্পিত হও। [৮] তিনি পর্ব্বতকে জলাশয় ও অগ্নিপ্রস্তরকে জলের উনুই করিলেন।

১১৫ গীত।

১ প্রতিমার অসারতা, ৯ ও ঈশ্বরের সারতার বর্ণনা।

[১] হে পরমেশ্বর, আমাদের নয়, আমাদের নয়, কিন্তু তোমার নামের মহিমা হউক, কারণ অনুগ্রহ ও সত্যতা তোমারই আছে। [২] ‘উহাদের ঈশ্বর কোথায়?’ অন্যজাতীয়েরা কেন এমত কথা বলে? [৩] আমাদের ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। [৪] কিন্তু তাহাদের বিগ্রহ সকল রৌপ্যময় ও সুবর্ণময় ও মানুষের হস্তকৃত। [৫] তাহাদের মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহিতে পারে না, ও চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না; [৬] এবং কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না, ও নাসিকা থাকিতেও আঘ্রাণ পায় না; [৭] এবং হস্ত থাকিতেও স্পর্শ করিতে পারে না, ও পদ থাকিতেও চলিতে পারে না, এবং গলাদ্বারা শব্দ করিতে পারে না। [৮] যেমন তাহারা, তাহাদের নির্ম্মাণকারি ও তাহাদের শরণাগত সকলেও তদ্রূপ।

৯ হে ইস্রায়েল্ বংশ, পরমেশ্বরেতে নির্ভর কর, তিনি তোমাদের উপকারক ও ঢালস্বরূপ। ১০ হে হারোণের বংশ,পরমেশ্বরেতে নির্ভর কর, তিনি তোমাদের উপকারক ও ঢালস্বরূপ। ১১ হে পরমেশ্বরের ভয়কারিগণ, পরমেশ্বরেতে নির্ভর কর, তিনি তোমাদের উপকারক ও ঢালস্বরূপ। ১২ পরমেশ্বর আমাদিগকে মনে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, তিনি ইস্রায়েলের বংশকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ও হারোণের বংশকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ১৩ এবং পরমেশ্বরের ভয়কারি ক্ষুদ্র ও মহান্, সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিবেন। ১৪ পরমেশ্বর তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের বৃদ্ধি করিবেন। ১৫ তোমরা স্বর্গমর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদপাত্র। ১৬ স্বর্গ পরমেশ্বরেরই স্বর্গ, কিন্তু পৃথিবীকে তিনি মনুষ্যসন্তানদিগকে দিয়াছেন। ১৭ মৃত লোকেরা ও নীরব স্থানে প্রবিষ্টেরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করে না। ১৮ কিন্তু আমরা অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিব। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১১৬ গীত।

অনুগ্রহের নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা করণ।

১ আমি পরমেশ্বরকে প্রেম করি, কারণ তিনি আমার রব ও বিনতি শুনেন। ২ এবং আমার কথায় কর্ণপাত করেন, এই জন্যে আমি যাবজ্জীবন প্রার্থনা করিব। ৩ আমি মৃত্যুরূপ রজ্জুতে ও পারত্রিক ব্যাকুলতাতে বেষ্টিত এবং দুঃখ ও শোকগ্রস্ত ছিলাম। ৪ তাহাতে আমি ঈশ্বরের নামে এই প্রার্থনা করিলাম, হে পরমেশ্বর, বিনতি করি, আমার প্রাণ রক্ষা কর। ৫ পরমেশ্বর দয়ালু ও ন্যায়কারী, এবং আমাদের ঈশ্বর কৃপাবান। ৬ পরমেশ্বর অল্পবুদ্ধি লোকদের রক্ষাকর্ত্তা; আমি দীনহীন হইলে তিনি আমার উপকার করিলেন। ৭ হে আমার মন, তোমার বিশ্রামস্থানে ফির, কেননা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিলেন। ৮ তিনি মৃত্যুহইতে আমার প্রাণকে ও অশ্রুহইতে আমার চক্ষুকে ও পতনহইতে আমার চরণকে রক্ষা করিলেন। ৯ আমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে জীবৎ লোকদের দেশে গমনাগমন করিব। ১০ আমার বিশ্বাস ছিল, এই কারণ কথা কহিয়াছিলাম; আমি বড় দুঃখিত ছিলাম। ১১ এবং তাবৎ মনুষ্য মিথ্যাবাদী, ইহা হঠাৎ কহিয়াছিলাম। ১২ আমি পরমেশ্বরের নিকটে যে সকল দান পাইয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কি ফিরিয়া দিব? ১৩ পরিত্রাণের বাটি লইয়া পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা

১৪ এবং পরমেশ্বরের কাছে আমার যে২ মানত, তাহা পূর্ণ করিব; তাঁহার সকল লোকের সাক্ষাতেই তাহা পূর্ণ করিব। ১৫ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার পুণ্যবান লোকদের মৃত্যু বহুমূল্য। ১৬ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার দাস, তোমারই দাস বটি; আমি তোমার দাসীর পুত্র; তুমি আমার বন্ধন মুক্ত করিলা। ১৭ আমি প্রশংসারূপ বলি দান করিব ও ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা করিব; ১৮ এবং পরমেশ্বরের কাছে আমার যে২ মানত, তাহা তাঁহার সকল লোকের সাক্ষাতেই ১৯ পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে যিরূশালমের মধ্যে পূর্ণ করিব। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১১৭ গীত।

পরমেশ্বরের প্রশংসা।

১ হে ভিন্নজাতীয় সকলে, তোমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে লোক সকল, তাঁহার প্রশংসা কর। ২ আমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বড়, এবং পরমেশ্বরের সত্যতা নিত্যস্থায়ী। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১১৮ গীত।

১ ঈশ্বরের প্রশংসা, ৫ ও বিপদহইতে রক্ষার নিমিত্তে ঈশ্বরের গুণানুবাদ, ২২ ও খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। ২ ইস্রায়েল্ বংশ এখন বলুক, তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। ৩ এবং হারোণের বংশও এখন বলুক, তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। ৪ এবং পরমেশ্বরকে ভয়কারি লোকেরাও এখন বলুক, তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী।

৫ আমি ব্যাকুলতার সময়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে পরমেশ্বর আমাকে উত্তর দিয়া উদ্ধার করিলেন। ৬ পরমেশ্বর আমার সপক্ষ আছেন, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিতে পারে? ৭ পরমেশ্বর আমার উপকারিদের সহিত আমার সপক্ষ হন; অতএব যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, তাহাদের বিপদ আমি দেখিব। ৮ মানুষের উপরে নিভর করা অপেক্ষা পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া উত্তম। ৯ এবং অধ্যক্ষগণের উপরে নির্ভর করা অপেক্ষা পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া উত্তম। ১০ ভিন্নজাতীয় লোক সকল আমাকে বেষ্টন করে, তথাপি আমি পরমেশ্বরের নামের গুণে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। ১১ তাহারা আমাকে ঘেরে ও চতুর্দ্দিগে অবরোধ করে, তথাপি আমি

পরমেশ্বরের নামের গুণে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। [১২] তাহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় আমাকে ঘেরে, তথাপি কণ্টকের অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ হইবে; আমি পরমেশ্বরের নামের গুণে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। [১৩] (হে শত্রো,) তুমি আমাকে নিপাত করিতে অত্যন্ত ঠেলিয়াছ, কিন্তু পরমেশ্বর আমার উপকার করিলেন। [১৪] পরমেশ্বর আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরিত্রাতা হইলেন। [১৫] ধার্ম্মিকগণের তাম্বুতে আনন্দ ও জয়ধ্বনি শুনা যায়; পরমেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত বীরের কর্ম্ম করে। [১৬] পরমেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত উচ্চতর, ও পরমেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত বীরের কর্ম্ম করে। [১৭] আমি মরিব না, বরং সজীব থাকিয়া পরমেশ্বরের কর্ম্মের বর্ণনা করিব। [১৮] পরমেশ্বর আমাকে অতিশয় শাসন করিলেন, কিন্তু মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করেন নাই। [১৯] তোমরা আমার নিমিত্তে ধর্ম্মদ্বার মুক্ত কর, আমি তাহা দিয়া প্রবেশ করিয়া পরমেশ্বরের প্রশংসা করিব। [২০] এই পরমেশ্বরের দ্বার, ইহা দিয়া ধার্ম্মিকগণ প্রবেশ করে। [২১] আমি তোমার প্রশংসা করিব, কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিয়া আমার পরিত্রাণস্বরূপ হইয়াছ।

[২২] গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; [২৩] এই কর্ম্ম পরমেশ্বরের কৃত, এবং আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত। [২৪] এই পরমেশ্বরের নিরূপিত দিন; আইস, আমরা তাহাতে উল্লাসিত হইয়া আনন্দ করি। [২৫] হে পরমেশ্বর, নিবেদন করি, এখন পরিত্রাণ কর; হে পরমেশ্বর, নিবেদন করি, এখন মঙ্গল কর। [২৬] যিনি পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য; আমরা পরমেশ্বরের মন্দিরে থাকিয়া তোমাদের ধন্যবাদ করি। [২৭] যিহোবাঃ সত্য ঈশ্বর; তিনি আমাদিগকে দীপ্তি দিয়াছেন; তোমরা বেদির শৃঙ্গে রজ্জুদ্বারা উৎসবের বলিকে বন্ধন কর। [২৮] তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রশংসা করিব; তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব। [২৯] তোমরা পরমেশ্বরের প্রশংসা কর; তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী।

১১৯ গীত।

ইব্রী ভাষাতে ককারাদি গীত; তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের গুণের বর্ণনা এবং অনেক প্রার্থনা ও প্রশংসা ও উপদেশাদি।

א আলফ্।

[১] যাহারা সরল আচরণ করে ও পরমেশ্বরের শাস্ত্রানুসারে চলে, তাহারা ধন্য। [২] এবং যাহারা তাঁহার প্রমাণবাক্য গ্রাহ্য করে ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার অন্বেষণ করে, তাহারা ধন্য। [৩] তাহারা মন্দ কর্ম্ম না করিয়া তাঁহার পথে গমন করে। [৪] তুমি যত্নপূর্ব্বক পালনার্থে আপনার সমস্ত আজ্ঞা আদেশ করিয়াছ। [৫] আহা, তোমার বিধিমতে আচরণ করিতে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির হউক। [৬] তোমার আজ্ঞা সকল লক্ষ্য করিলে আমার লজ্জা হইবে না। [৭] তোমার ধর্ম্মের রাজনীতি শিখিলে আমি সরল মনে তোমার প্রশংসা করিব। [৮] তোমার বিধি পালন করিব; আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিও না।

ב বৈৎ।

[৯] যুবমানুষ কি প্রকারে আপন পথ পরিষ্কার করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সতর্ক হইয়া করিবে। [১০] আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার অন্বেষণ করিতেছি, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমাকে দিও না। [১১] আমি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি, এই জন্যে তোমার বাক্য মনের মধ্যে সঞ্চয় করি। [১২] হে পরমেশ্বর, তুমি ধন্য, আমাকে তোমার বিধি শিক্ষা দেও। [১৩] আমি আপন ওষ্ঠাধরে তোমার মুখের আজ্ঞা সকল বর্ণনা করি। [১৪] আমি সমূহ ধন অপেক্ষা তোমার প্রমাণবাক্যের পথে হৃষ্ট হই। [১৫] ও তোমার আজ্ঞা ধ্যান করিয়া তোমার পথকে মান্য করি। [১৬] এবং তোমার বিধিতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তোমার কথা বিস্মৃত হই না।

ג গিমল।

[১৭] তুমি নিজ দাসের মঙ্গল কর, তাহাতে আমি সজীব হইয়া তোমার বাক্য পালন করিব। [১৮] আমার চক্ষু উন্মীলিত কর, তাহাতে আমি তোমার শাস্ত্রে আশ্চর্য্য দর্শন পাইব। [১৯] আমি পৃথিবীতে বিদেশী, আমাহইতে তোমার আজ্ঞা লুক্কায়িত করিও না। [২০] তোমার বিচারাজ্ঞার প্রতি সর্ব্বদা আমার যে আকাঙ্ক্ষা তাহাতে আমার প্রাণ ক্ষীণ হয়। [২১] যে শাপগ্রস্ত অহঙ্কারি লোকেরা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে তুমি ভর্ৎসনা করিয়া থাক। [২২] আমাহইতে নিন্দা ও তুচ্ছতা দূর কর, কেননা আমি তোমার প্রমাণবাক্য পালন করি। [২৩] দেশাধ্যক্ষেরা বসিয়া আমার বিপক্ষে কথাবার্ত্তা কহে, কিন্তু তোমার দাস তোমার বিধি ধ্যান করে। [২৪] তোমার প্রমাণবাক্য আমার আহ্লাদ ও মন্ত্রণাদায়ক হয়।

ד দালৎ।

[২৫] আমার মন ধূলিতে সংলগ্ন আছে, তুমি আপন বাক্যানুসারে আমাকে সজীব কর। [২৬] আমি আপন গতির বর্ণনা করিলে তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ, এখন আপন বিধি

আমাকে শিখাও। ২৭ তোমার উপদেশের পথ আমাকে জ্ঞাত কর, তাহাতে আমি তোমার তাবৎ আশ্চর্য্য কর্ম্ম ধ্যান করিব। ২৮ আমার মন শোকেতে গলিয়া যায়, এখন আপন বাক্যানুসারে আমাকে উঠাও। ২৯ আমাহইতে মিথ্যাপথকে দূর করিয়া তোমার শাস্ত্র আমাকে প্রদান কর। ৩০ আমি সত্য পথ মনোনীত করিয়া তোমার রাজনীতি সম্মুখে রাখি। ৩১ আমি তোমার প্রমাণবাক্য অবলম্বন করি; হে পরমেশ্বর, আমাকে লজ্জিত করিও না। ৩২ তুমি আমার অন্তঃকরণ বিস্তারিত করিলে আমি তোমার আজ্ঞাপথে ধাবমান হইব।

ה হে।

৩৩ হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে নিজ বিধির পথ দেখাও, তাহাতে আমি শেষ পর্য্যন্ত তাহা পালন করিব। ৩৪ আমাকে জ্ঞান দেও, তাহাতে আমি তোমার শাস্ত্র মানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা পালন করিব। ৩৫ তুমি নিজ আজ্ঞাপথে আমাকে গমন করাও, কারণ তাহাতেই আমার সন্তোষ। ৩৬ লোভের প্রতি নয়, কিন্তু তোমার প্রমাণবাক্যের প্রতি আমার মনকে আকর্ষণ কর। ৩৭ মায়ার দর্শনহইতে আমার চক্ষুকে ফিরাইয়া তোমার পথে আমাকে জীবন দান কর। ৩৮ আপন ভয়কারি দাসের প্রতি নিজ কথা সফল কর। ৩৯ এবং আমার ভয়জনক নিন্দা দূর কর; তোমার তাবৎ রাজনীতি উত্তম। ৪০ দেখ, আমি তোমার উপদেশের আকাঙ্ক্ষা করি, অতএব তোমার ধর্ম্মে আমাকে জীবন দান কর।

ו বৌ।

৪১ হে পরমেশ্বর, তোমার প্রচুর অনুগ্রহ অর্থাৎ তোমার স্বীকৃত পরিত্রাণ তোমার বাক্যানুসারে আমার প্রতি বর্ত্তুক। ৪২ তাহাতে আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা করাতে আপন নিন্দাকারিকে উত্তর দিতে পারিব। ৪৩ আমার মুখহইতে কখন সত্য কথা অপহরণ করিও না, কেননা আমি তোমার বিচারাজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছি। ৪৪ আমি সদা সর্ব্বক্ষণ তোমার ব্যবস্থা পালন করিব। ৪৫ এবং তোমার উপদেশ অনুসন্ধান করাতে বিস্তারিত-পথে গতায়াত করিব। ৪৬ এবং রাজগণের সাক্ষাতে তোমার প্রমাণবাক্য কহিব, লজ্জিত হইব না। ৪৭ তোমার প্রিয় আজ্ঞাতে আমি হৃষ্টচিত্ত হই। ৪৮ এবং তোমার প্রিয় আজ্ঞার নিকটে কৃতাঞ্জলি হই, ও তোমার বিধি সকল ধ্যান করি।

ז সয়িন।

৪৯ তুমি যাহাদ্বারা আমাকে প্রত্যাশান্বিত করিয়াছ, আপনার এই দাসের পক্ষে সেই বাক্য স্মরণ কর। ৫০ তোমার বাক্যদ্বারা আমি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই দুঃখের সময়ে আমার সান্ত্বনা। ৫১ অহঙ্কারি লোক আমাকে অতিশয় নিন্দা করিলেও আমি তোমার ব্যবস্থাহইতে বিপথগামী হই না। ৫২ হে পরমেশ্বর, তোমার পূর্ব্বকালীয় বিচারাজ্ঞা স্মরণ করিতে২ আমি সান্ত্বনা পাই। ৫৩ দুষ্টগণ তোমার শাস্ত্র ত্যাগ করে, তাহাতে আমার ক্রোধ জন্মে। ৫৪ আমার প্রবাসগৃহে তোমার বিধি সকল আমার গান হয়। ৫৫ হে পরমেশ্বর, আমি রাত্রিকালে তোমার নাম স্মরণ করি, ও তোমার ব্যবস্থা পালন করি। ৫৬ তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার ধনস্বরূপ।

ח হেৎ।

৫৭ হে পরমেশ্বর, তুমি আমার অধিকার, আমি তোমার বাক্য পালন করিব, ইহা কহিলাম। ৫৮ আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার নিকটে বিনতি করি, তোমার বাক্যানুসারে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। ৫৯ আমি নিজ পথ বিবেচনা করিয়া তোমার প্রমাণবাক্যের প্রতি আপন পাদ ফিরাই। ৬০ তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমি সত্বর হই, বিলম্ব করি না। ৬১ দুষ্টগণের দল আমাকে ঘেরিলেও আমি তোমার শাস্ত্র বিস্মৃত হই না। ৬২ তোমার ধর্ম্মময় বিচারাজ্ঞার নিমিত্তে তোমার প্রশংসা করিতে আমি অর্দ্ধরাত্রিতে গাত্রোত্থান করি। ৬৩ আমি তোমার ভয়কারিগণের ও আজ্ঞাপালকদের মিত্র হই। ৬৪ হে পরমেশ্বর, তোমার অনুগ্রহেতে পৃথিবী পরিপূর্ণ আছে; আমাকে তোমার বিধি শিক্ষা দেও।

ט টেট্।

৬৫ হে পরমেশ্বর, তুমি আপন বাক্যানুসারে নিজ দাসের মঙ্গল করিয়া থাক। ৬৬ এখন আমাকে উত্তম বুদ্ধি ও জ্ঞানের শিক্ষা দেও, কেননা আমি তোমার আজ্ঞাতে বিশ্বাস করি। ৬৭ দুঃখার্ত্ত হওনের পূর্ব্বে আমি ভ্রান্ত ছিলাম, কিন্তু এই ক্ষণে তোমার কথা পালন করিতেছি। ৬৮ তুমি সৎ ও সৎকর্ম্মকারী, আমাকে তোমার বিধি শিক্ষা দেও। ৬৯ অহঙ্কারি লোকেরা আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদের কল্পনা করে, কিন্তু আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার আদেশ পালন করি। ৭০ তাহাদের অন্তঃকরণ মেদের ন্যায় স্থূল; কিন্তু তোমার ব্যবস্থাতে আমার তুষ্টি আছে। ৭১ আমি যে দুঃখার্ত্ত হইলাম, তাহা আমার মঙ্গল; কেননা তাহাতেই আমি তোমার বিধির শিক্ষা পাইলাম। ৭২ সহস্র২ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম।

৭ যুদ্‌।

[৭৩] তোমার হস্ত আমার সৃষ্টি ও স্থিতি করিয়াছে, এখন যাহাতে তোমার তাবৎ আজ্ঞা শিখিতে পারি, এমত জ্ঞান আমাকে দেও। [৭৪] আমি তোমার কথাতে প্রত্যাশা করি, এই কারণ তোমার ভয়কারিগণ আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। [৭৫] হে পরমেশ্বর, আমি জানি, তোমার বিচারাজ্ঞা ধর্ম্মময়, ও তুমি বিশ্বস্ততাতে আমাকে ক্লেশ দিয়াছ। [৭৬] এই ক্ষণে নিজ দাসের প্রতি তোমার বাক্যানুসারে তোমার অনুগ্রহ আমার সান্ত্বনাদায়ক হউক। [৭৭] আমার প্রতি তোমার দয়া বর্ত্তুক, তাহাতে আমি জীবন পাইব; কেননা তোমার শাস্ত্র আমার হর্ষজনক। [৭৮] অহঙ্কারি লোকেরা লজ্জিত হউক, কেননা তাহারা আমার প্রতি অকারণে অন্যায় করে; কিন্তু আমি তোমার আদেশ ধ্যান করি। [৭৯] যাহারা তোমাকে ভয় করে ও তোমার প্রমাণবাক্য জানে, তাহারা পুনর্ব্বার আমার পক্ষ হইবে। [৮০] আমি যেন লজ্জিত না হই, এই জন্যে আমার মন তোমার বিধিতে সিদ্ধ হউক।

כ কফ।

[৮১] তোমাহইতে পরিত্রাণের অপেক্ষাতে আমার প্রাণ অবসন্ন হয়, আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষা করি। [৮২] তুমি কখন্‌ আমাকে সান্ত্বনা দিবা? ইহা কহিতে২ তোমার বাক্যের নিমিত্তে আমার চক্ষু অবসন্ন হয়। [৮৩] আমি ধূমস্থ কুপার সদৃশ হইয়াছি; তথাপি তোমার বিধি বিস্মৃত হই না। [৮৪] তোমার দাসের কত পরমায়ু আছে? কবে আমার তাড়নাকারিগণকে প্রতিফল দিবা? [৮৫] যে অহঙ্কারিরা তোমার ব্যবস্থানুসারে চলে না, তাহারা আমার নিমিত্তে গর্ত্ত খনন করে। [৮৬] তোমার আজ্ঞা সকল বিশ্বসনীয়; লোকেরা অন্যায়েতে আমাকে তাড়না করে; তুমি আমার উপকার কর। [৮৭] তাহারা পৃথিবীহইতে আমাকে প্রায় উচ্ছিন্ন করিয়াছে, তথাপি আমি তোমার আদেশ পরিত্যাগ করি না। [৮৮] তুমি নিজ অনুগ্রহানুসারে আমাকে জীবন দান কর; তাহাতে আমি তোমার মুখের প্রমাণবাক্য পালন করিব।

ל লামদ্‌।

[৮৯] হে পরমেশ্বর, তোমার বাক্য সদাকাল পর্য্যন্ত আকাশমণ্ডলে স্থাপিত আছে। [৯০] তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী, তোমার স্থাপিত পৃথিবী স্থির থাকে। [৯১] তোমার বিচারাজ্ঞা সাধনার্থে সে সকল অদ্যাপি স্থির আছে; যেহেতুক সকলই তোমার দাস। [৯২] যদি তোমার শাস্ত্র আমার হর্ষজনক না হইত, তবে আমি আপন দুঃখেতে নষ্ট হইতাম। [৯৩] আমি তোমার আদেশ কখন বিস্মৃত হইব না, কেননা তুমি তাহারই দ্বারা আমাকে জীবন দান করিয়াছ। [৯৪] আমি তোমারই, তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর; আমি তোমার আদেশের অন্বেষণ করিতেছি। [৯৫] দুষ্ট লোকেরা আমাকে নষ্ট করিতে অপেক্ষা করিতেছে; আমি তোমার প্রমাণবাক্য বিবেচনা করি। [৯৬] আমি তাবৎ সিদ্ধির শেষ দেখিয়াছি; তোমার আজ্ঞা অতি বিস্তারিত।

מ মেম্‌।

[৯৭] আমি তোমার শাস্ত্র কেমন ভাল বাসি! সমস্ত দিন তাহা ধ্যান করি। [৯৮] তুমি আপন আজ্ঞাদ্বারা শত্রুগণ অপেক্ষাও আমাকে জ্ঞানবান্‌ করিতেছ; সেই আজ্ঞা সর্ব্বদা আমার (নিকটে) থাকে। [৯৯] আমি তোমার প্রমাণবাক্য ধ্যান করি, এই কারণ আমার তাবৎ গুরু অপেক্ষা জ্ঞানবান হই। [১০০] এবং তোমার আজ্ঞা পালন করি, এই কারণ প্রাচীন লোকহইতেও বুদ্ধিমান হই। [১০১] আমি তোমার বাক্য পালনার্থে তাবৎ মন্দ পথহইতে আপন চরণকে নিবৃত্ত করি। [১০২] তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়াছ, এই কারণ আমি তোমার রাজনীতিহইতে ফিরি না। [১০৩] তোমার কথা আমার জিহ্বাতে কেমন মিষ্ট লাগে! তাহা আমার মুখে মধুহইতেও সুস্বাদু। [১০৪] তোমার আদেশদ্বারা আমি জ্ঞান পাই, এই জন্যে তাবৎ মিথ্যা পথ ঘৃণা করি।

נ নূণ্‌।

[১০৫] তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও পথের আলোস্বরূপ। [১০৬] আমি তোমার ধর্ম্মময় রাজনীতি পালন করিতে শপথ করিয়াছি ও তাহা সিদ্ধ করিব। [১০৭] আমি অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত; হে পরমেশ্বর, আপন বাক্যানুসারে আমাকে জীবন দান কর। [১০৮] হে পরমেশ্বর, তোমার নিকটে নিবেদিত আমার মুখের প্রশংসা গ্রাহ্য করিয়া আমাকে আপনার রাজনীতি শিক্ষা দেও। [১০৯] আমি নিরন্তর প্রাণ হাতে করিয়া আছি, তথাপি তোমার শাস্ত্র বিস্মৃত হই না। [১১০] দুষ্টগণ আমার নিমিত্তে ফাঁদ পাতিলেও আমি তোমার আজ্ঞাহইতে বিপথগামী নহি। [১১১] তোমার প্রমাণবাক্য আমার মনের আনন্দজনক, এই কারণ আমি সদাকালের নিমিত্তে তাহা নিজ অধিকারার্থে মনোনীত করিয়াছি। [১১২] এবং শেষ পর্য্যন্ত সদাকাল তোমার বিধি পালন করণার্থে আপন মনকে প্রবৃত্তি দিয়াছি।

ס সামক্‌।

[১১৩] আমি দ্বিমনা লোকদিগকে ঘৃণা করি,

কিন্তু তোমার শাস্ত্র ভাল বাসি। ১১৪ তুমি আমার গুপ্ত স্থান ও ঢালস্বরূপ; আমি তোমার বাক্যেতে প্রত্যাশা করি। ১১৫ হে কুকর্ম্মকারিগণ, তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হও; আমি আপন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিব। ১১৬ তুমি নিজ বাক্যানুসারে আমাকে ধারণ করিয়া বাঁচাও, আমার আশার বিষয়ে আমাকে লজ্জিত করিও না। ১১৭ আমাকে স্থাপন কর, তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব ও তোমার বিধি সর্ব্বদা মান্য করিব। ১১৮ তুমি আপন বিধিহইতে ভ্রান্ত তাবৎ লোককে নিগ্রহ করিবা; তাহাদের প্রবঞ্চনা ভ্রান্তিমাত্র। ১১৯ তুমি পৃথিবীস্থ তাবৎ দুষ্টকে মলের ন্যায় দূর করিবা, এই জন্যে আমি তোমার প্রমাণবাক্য ভাল বাসি। ১২০ তোমাকে ভয় করাতে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হয়, ও তোমার বিচারাজ্ঞাহইতে আমি ভীত হই।

ע অয়িন্।

১২১ আমি ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করি, আমাকে উপদ্রবিদের হস্তে সমর্পণ করিও না। ১২২ মঙ্গলের নিমিত্তে আপন দাসের প্রতিভূ হও, ও অহঙ্কারিদিগকে আমার প্রতি উপদ্রব করিতে দিও না। ১২৩ তোমার স্বীকৃত পরিত্রাণের ও ধর্ম্মকথার অপেক্ষাতে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে। ১২৪ আপন অনুগ্রহানুসারে নিজ দাসের সহিত ব্যবহার কর, ও তোমার বিধি আমাকে শিখাও। ১২৫ আমি তোমার দাস, আমাকে বুদ্ধি দেও, তাহাতে তোমার প্রমাণবাক্য বুঝিব। ১২৬ হে পরমেশ্বর, তোমার কর্ম্ম করণের সময় উপস্থিত, কেননা লোকেরা তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেছে। ১২৭ কিন্তু আমি স্বর্ণ ও নির্ম্মল সুবর্ণ অপেক্ষাও তোমার আজ্ঞা সকল ভাল বাসি। ১২৮ এবং তাবৎ বিষয়ে তোমার সকল আদেশ যথার্থ জ্ঞান করি, ও সকল মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

פ ফে।

১২৯ তোমার প্রমাণবাক্য আশ্চর্য্য, এই জন্যে আমার মন তাহা পালন করে। ১৩০ তোমার বাক্যের উদয় দীপ্তি প্রদান করে ও অবোধের বোধ জন্মায়। ১৩১ আমি তোমার আজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা করাতে মুখ ব্যাদান করিয়া ধুঁকিতেছি। ১৩২ তোমার নামে প্রেমকারিগণের প্রতি তোমার যেমন ব্যবহার, আমার প্রতিও তদ্রূপ দৃষ্টিপাত করিয়া দয়া কর। ১৩৩ তোমার বাক্যানুসারে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির কর, ও কোন পাপকে আমার উপরে কর্তৃত্ব করিতে দিও না। ১৩৪ মনুষ্যের উপদ্রবহইতে আমাকে উদ্ধার কর, তাহাতে আমি তোমার আদেশ পালন করিব। ১৩৫ নিজ দাসের প্রতি প্রসন্নবদন হইয়া আমাকে আপন বিধি শিক্ষা দেও। ১৩৬ লোকেরা তোমার ব্যবস্থা পালন করে না, এই নিমিত্তে আমার চক্ষুহইতে জলস্রোত বহিতেছে।

צ সাদে।

১৩৭ হে পরমেশ্বর, তুমি যথার্থ ও তোমার বিচারাজ্ঞা প্রকৃত। ১৩৮ তুমি আপন প্রমাণবাক্যের দ্বারা যথার্থতা ও অতি বিশ্বসনীয়তা স্থির করিয়াছ। ১৩৯ আমার শত্রুগণ তোমার বাক্য বিস্মৃত হয়, এই জন্যে আমার উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিতেছে। ১৪০ তোমার বাক্য অতি পরিষ্কৃত, এই জন্যে তোমার দাস তাহা ভাল বাসে। ১৪১ আমি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছনীয় বটি, তথাপি তোমার আদেশ বিস্মৃত হই না। ১৪২ তোমার যে ধর্ম্ম সে নিত্য ধর্ম্ম, ও তোমার শাস্ত্রই সত্য। ১৪৩ আমি শোক ও দুঃখগ্রস্ত হইলে তোমার আজ্ঞা আমার তুষ্টিজনক হয়। ১৪৪ তোমার প্রমাণবাক্যের ধর্ম্ম নিত্য; আমাকে জ্ঞান দেও, তাহাতে আমি সজীব হইব।

ק কুফ্।

১৪৫ আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আহ্বান করিতেছি; হে পরমেশ্বর, আমাকে উত্তর দেও, তাহাতে আমি তোমার বিধি পালন করিব। ১৪৬ তোমাকে আহ্বান করিতেছি; আমাকে পরিত্রাণ কর, তাহাতে আমি তোমার প্রমাণবাক্য পালন করিব। ১৪৭ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে আমি তোমাকে আহ্বান করিয়া তোমার বাক্যেতে প্রত্যাশা রাখি; ১৪৮ এবং তোমার বাক্য ধ্যান করিতে রাত্রির শেষ প্রহরের পূর্ব্বে চক্ষু উন্মীলন করি। ১৪৯ তুমি নিজ অনুগ্রহানুসারে আমার রব শুন; হে পরমেশ্বর, আপন রাজনীতি অনুসারে আমাকে জীবন দান কর। ১৫০ কুচেষ্টাকারিরা নিকটবর্ত্তী হয়, তাহারা তোমার শাস্ত্রহইতে দূরে আছে। ১৫১ হে পরমেশ্বর, তুমি নিকটবর্ত্তী ও তোমার আজ্ঞা সকল সত্য। ১৫২ তুমি আপন প্রমাণবাক্য সদাকালের নিমিত্তে স্থাপন করিয়াছ, ইহা পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি।

ר রেশ্।

১৫৩ আমার দুঃখ দেখিয়া আমাকে উদ্ধার কর, আমি তোমার শাস্ত্র বিস্মৃত হই না। ১৫৪ আমার বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া আমাকে মুক্ত কর, ও আপন কথানুসারে আমাকে জীবন দান কর। ১৫৫ দুষ্টগণ তোমার বিধির অন্বেষণ করে না, এই কারণ পরিত্রাণ তাহাদের হইতে দূরে থাকে। ১৫৬ হে পরমেশ্বর, তোমার কৃপা মহৎ; আপন রাজনীতি অনুসারে আমাকে জীবন দান কর। ১৫৭ আমার তা-

ড়নাকারী ও শত্রু অনেক, তথাপি আমি তোমার প্রমাণবাক্যহইতে বিমুখ হই না। [১৫৮] প্রবঞ্চকদিগকে দেখিলে আমার ঘৃণা জন্মে, কারণ তাহারা তোমার কথা পালন করে না। [১৫৯] দেখ, তোমার উপদেশে আমি কেমন প্রেম করি! হে পরমেশ্বর, আপন অনুগ্রহানুসারে আমাকে জীবন দান কর। [১৬০] প্রথমাবধি তোমার কথা সত্য ও তোমার পবিত্রময় রাজনীতি সকল নিত্যস্থায়ী।

ש শিন্।

[১৬১] দেশাধ্যক্ষেরা অকারণে আমাকে তাড়না করে, কিন্তু তোমার বাক্যহইতে আমার মন ভীত হয়। [১৬২] এবং প্রচুর লুটদ্রব্য প্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমি তোমার কথাতে আনন্দিত হই। [১৬৩] আমি মিথ্যাকে ঘৃণার্হ ও অসহ্য জ্ঞান করিয়া তোমার শাস্ত্রে প্রেম করি। [১৬৪] এবং তোমার ধর্ম্মময় রাজনীতির জন্যে আমি দিনের মধ্যে সাত বার তোমার ধন্যবাদ করি। [১৬৫] যাহারা তোমার শাস্ত্রে প্রেম করে, তাহাদের পরম মঙ্গল হয় ও কোন উছোট লাগে না। [১৬৬] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার স্বীকৃত পরিত্রাণের অপেক্ষাতে আছি, ও তোমার আজ্ঞানুসারে আচরণ করি। [১৬৭] আমার মন তোমার প্রমাণবাক্য পালন করে, ও আমি তাহাতে অত্যন্ত প্রেম করি। [১৬৮] এবং তোমার আদেশ ও প্রমাণ বাক্য পালন করি; আমার সকল পথ তোমার সাক্ষাতে আছে।

ת তৌ।

[১৬৯] হে পরমেশ্বর, আমার নিবেদন তোমার নিকটে উপস্থিত হউক, এবং তুমি আপন বাক্যানুসারে আমাকে জ্ঞান দেও। [১৭০] আমার বিনতি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক, ও আপন বাক্যানুসারে আমাকে নিস্তার কর। [১৭১] তুমি আমাকে আপন বিধি শিক্ষা দিলে পর আমার ওষ্ঠাধরহইতে তোমার প্রশংসা নির্গত হইবে। [১৭২] আমার জিহ্বা তোমার বাক্য প্রকাশ করিবে, যেহেতুক তোমার আজ্ঞা সকল যথার্থ। [১৭৩] আমি তোমার আদেশ মনোনীত করি; এই জন্যে তোমার হস্ত আমার উপকারী হউক। [১৭৪] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার স্বীকৃত পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা করি, তোমার শাস্ত্রই আমার হর্ষজনক। [১৭৫] আমার মন সজীব থাকিয়া তোমার ধন্যবাদ করুক; তোমার রাজনীতির দ্বারা আমার উপকার হউক। [১৭৬] আমি হারাণ মেষের ন্যায় ভ্রমণ করিলাম; নিজ দাসের অন্বেষণ কর; আমি তোমার আজ্ঞা বিস্মৃত হই না।

---

১২০ গীত।

নিন্দিত হওনের সময়ে মনের চিন্তা।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] আমি বিপদকালে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি আমার কথা শুনিলেন। [২] হে পরমেশ্বর, মিথ্যাবাদি ওষ্ঠাধর ও প্রবঞ্চক জিহ্বাহইতে আমার প্রাণ রক্ষা কর। [৩] হে প্রতারক জিহ্বে, তোমাকে কি দিতে হইবে? ও তোমার প্রতি কি করিতে হইবে? [৪] না, বীরের তীক্ষ্ণ বাণ ও কুলকাষ্ঠের অঙ্গার। [৫] হায়২, আমি মেশক্ দেশে প্রবাস করি ও কেদরের তাম্বুর নিকটে থাকি। [৬] যাহারা সন্ধি ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে বাস করাতে আমার প্রাণ ক্লান্ত হইয়াছে। [৭] আমি সন্ধি চাহি, কিন্তু কথা কহিবামাত্র তাহারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়।

১২১ গীত।

আশ্রিত লোকদিগকে পরমেশ্বরের রক্ষা করণ।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] আমি পর্ব্বতগণের দিগে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি; আমার উপকার কোথাহইতে হইবে? [২] যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই পরমেশ্বরহইতে আমার উপকার হয়। [৩] তিনি তোমার চরণকে বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষাকারী নিদ্রা যাইবেন না। [৪] দেখ, ইস্রায়েলের রক্ষাকারী কখন তন্দ্রা কি নিদ্রা যান না। [৫] পরমেশ্বর তোমার রক্ষাকর্ত্তা, ও পরমেশ্বর তোমার দক্ষিণ দিক্স্থিত ছায়াস্বরূপ। [৬] দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত করিবে না। [৭] পরমেশ্বর তোমাকে সমস্ত আপদহইতে রক্ষা করিবেন; তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। [৮] পরমেশ্বর অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আগমন রক্ষা করিবেন।

১২২ গীত।

পরমেশ্বরের মন্দিরে যাওনে আহ্লাদ করণ।

দায়ূদের কৃত যাত্রাকালীয় গীত।

[১] আইস, আমরা পরমেশ্বরের মন্দিরে যাই, লোকেরা আমাকে এই কথা কহিলে আমি আনন্দিত হইলাম। [২] হে যিরূশালম্, তোমার দ্বারে আমরা চরণে দাঁড়াইয়া থাকিব। [৩] যিরূশালম্ সুরচিত নগরবৎ নির্ম্মিত আছে। [৪] ইস্রায়েলের রীত্যনুসারে বংশ সকল, অর্থাৎ পরমেশ্বরের বংশ সকল পরমেশ্বরের নামের প্রশংসা করিতে সেই স্থানে যাত্রা করে। [৫] কেননা সে স্থানে বিচারের সিংহাসন অর্থাৎ দায়ূদ্ বং-

শের সিংহাসন স্থাপিত আছে। [৬] তোমরা যিরূশালমের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা কর; (হে যিরূশালম,) তোমার প্রেমকারিগণ ভাগ্যবান্ হউক। [৭] তোমার প্রাচীরে মঙ্গল ও তোমার রাজপুরীতে সৌভাগ্য বাস করুক। [৮] আমার ভ্রাতাদের ও মিত্রগণের নিমিত্তে আমি এই ক্ষণে ইহা কহিব, তোমাতে কল্যাণ বাস করুক। [৯] এবং আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মন্দিরের নিমিত্তে আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিব।

১২৩ গীত।

পরমেশ্বরে আশ্রয় করণ।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] হে স্বর্গনিবাসি, আমি তোমার প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতেছি। [২] দেখ, আপন২ প্রভুর হস্তের প্রতি যেমন দাসদের চক্ষু, ও আপন কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর চক্ষু থাকে; তদ্রূপ আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যাবৎ আমাদিগকে দয়া না করেন, তাবৎ তাঁহার প্রতি আমাদের চক্ষু থাকে। [৩] হে পরমেশ্বর, আমাদিগকে দয়া কর, দয়া কর, কেননা আমরা অতিশয় নিন্দাতে পরিপূর্ণ হইয়াছি। [৪] আমাদের মন সুখাসক্ত লোকদের উপহাসে ও অহঙ্কারি লোকদের নিন্দাতে পরিপূর্ণ আছে।

১২৪ গীত।

রক্ষার্থে পরমেশ্বরের প্রশংসা করণ।

দায়ূদের কৃত যাত্রাকালীয় গীত।

[১] ইস্রায়েল্ লোকেরা এখন এমত কহিতে পারে, যদি পরমেশ্বর আমাদের পক্ষে না থাকিতেন; [২] ফলতঃ যে সময়ে মনুষ্যগণ আমাদের বিরুদ্ধে উঠিল, তৎকালে যদি পরমেশ্বর আমাদের পক্ষে না থাকিতেন; [৩] তবে আমাদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তাহারা সজীব আমাদিগকে গ্রাস করিত; [৪] এবং জল আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত, ও আমাদের প্রাণের উপর দিয়া স্রোত বহিত; [৫] এবং আমাদের প্রাণের উপর অহঙ্কাররূপ জল উঠিত। [৬] কিন্তু ধন্য পরমেশ্বর; তিনি আমাদিগকে তাহাদের দন্তের খাদ্য করিলেন না। [৭] ব্যাধের ফাঁদহইতে নির্গত পক্ষির ন্যায় আমাদের প্রাণ রক্ষা পাইল; ফাঁদ ছিন্ন হইল, আমরা রক্ষা পাইলাম। [৮] স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তাঁহার নামে আমাদের উপকার হয়।

১২৫ গীত।

পরমেশ্বরের শরণাগত লোকদের মঙ্গল।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] পরমেশ্বরের শরণাপন্ন লোকেরা সিয়োন্ পর্ব্বতের ন্যায় অটল ও নিত্যস্থায়ী। [২] যিরূশালমের চতুর্দ্দিগে যেমন পর্ব্বতগণ আছে, তেমনি অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বর নিজ লোকদের চতুর্দ্দিগে আছেন। [৩] ধার্ম্মিকদের অধিকারের উপরে দুষ্টতার রাজদণ্ড থাকিবে না, কেননা অধর্ম্মে হস্তার্পণ করা ধার্ম্মিকদের কর্ত্তব্য নয়। [৪] হে পরমেশ্বর, উত্তম ও সরলান্তঃকরণ লোকদের মঙ্গল কর। [৫] পরমেশ্বর কুকর্ম্মকারিদের সহিত বক্রপথগামিদিগকে দূর করিয়া দিবেন; কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের মঙ্গল হইবে।

১২৬ গীত।

বাবিলহইতে নিস্তারের জন্যে পরমেশ্বরের প্রশংসা।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] পরমেশ্বর সিয়োন্কে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলে পর আমরা স্বপ্নদর্শিদের ন্যায় হইলাম। [২] তাহাতে আমাদের মুখ হাস্যেতে ও জিহ্বা উচ্চধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল; এবং অন্যজাতীয়দের মধ্যে এমত কথিত হইল, 'পরমেশ্বর উহাদের নিমিত্তে মহৎ কর্ম্ম করিলেন।' [৩] পরমেশ্বর আমাদের নিমিত্তে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন বটে, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইতেছি। [৪] হে পরমেশ্বর, দক্ষিণ দেশস্থ স্রোতের ন্যায় আমাদের দাসত্ব ফিরাও। [৫] যাহারা চক্ষুর জলে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দে শস্য কাটিবে। [৬] যে জন রোদন করিতে২ বপনীয় বীজ লইয়া বহির্গত হয়, সে গান করিতে২ আপন আটি লইয়া ঘরে আসিবে।

১২৭ গীত।

ঈশ্বরের অনুগ্রহহইতে তাবৎ উন্নতি ও মঙ্গল।

সুলেমানের কৃত যাত্রাকালীয় গীত।

[১] যদি পরমেশ্বর গৃহ নির্ম্মাণ না করান, তবে তাহার নির্ম্মাণকারিরা মিথ্যা শ্রম করে; এবং পরমেশ্বর যদি নগরের রক্ষা না করেন, তবে প্রহরির জাগরণ বৃথা হয়; [২] এবং তোমাদের প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও শয়ন করিতে বিলম্ব ও চিন্তিত মনে ভোজন করা বৃথা হয়; তিনি নিতান্ত আপন প্রিয়কে বিশ্রাম দেন। [৩] দেখ, সন্তানেরা পরমেশ্বরহইতে প্রাপ্য ধন, ও গর্ব্ভের ফল পারিতোষিকস্বরূপ। [৪] এবং বীরের হস্তস্থিত বাণ যেমন, যুব মানুষের সন্তানেরাও তদ্রূপ। [৫] তাদৃশ বাণেতে যাহার তূণ পরিপূর্ণ হয়, সেই ধন্য; কেননা বিচারস্থানে শত্রুগণের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা লজ্জিত হইবে না।

১২৮ গীত।

পরমেশ্বরের আশ্রিত লোকদের সুখের বর্ণনা।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] যে কেহ পরমেশ্বরকে ভয় করে ও তাঁহার পথের পথিক হয়, সে ধন্য। [২] তুমি আপন হস্তের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবা ও ধন্য হইবা ও তোমার মঙ্গল হইবে। [৩] তোমার স্ত্রী তোমার গৃহের পার্শ্বস্থ ফলবতী দ্রাক্ষালতার ন্যায় হইবে, ও তোমার সন্তানবর্গ তোমার মেজের চতুর্দ্দিগে জিতবৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে। [৪] দেখ, যে জন পরমেশ্বরকে ভয় করে, সে এমন আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। [৫] পরমেশ্বর সিয়োনে থাকিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ও তুমি যাবজ্জীবন যিরূশালমের মঙ্গল দর্শন করিবা। [৬] এবং আপন সন্তানদের বংশ ও ইস্রায়েল্ লোকদের মঙ্গল দেখিতে পাইবা।

১২৯ গীত।

উপদ্রবি লোকদের বিরুদ্ধে বিলাপ ও প্রার্থনা।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] ইস্রায়েল্ লোক এখন এই কথা কহিতে পারে, লোকেরা আমার বাল্যকালাবধি বার২ আমাকে তাড়না করিয়াছে। [২] লোকেরা আমার বাল্যকালাবধি বার২ আমাকে তাড়না করিয়াছে, কিন্তু আমাকে জয় করিতে পারে নাই। [৩] কৃষকেরা আমার পৃষ্ঠদেশে হাল বহিয়াছে ও দীর্ঘ সীতা কাটিয়াছে। [৪] কিন্তু পরমেশ্বর যাথার্থিক, তিনি পাপিগণের রজ্জু ছেদন করিয়াছেন। [৫] সিয়োনের ঘৃণাকারি সকল লজ্জিত ও পরাঙ্মুখ হইবে। [৬] ছাতের উপরিস্থ যে তৃণ উৎপাটিত হওনের পূর্ব্বে শুষ্ক হয়, তাহারা সেই তৃণের ন্যায় হইবে। [৭] ঘাসড়িয়া তাহাতে আপন হস্ত ও আটিবন্ধক আপন ক্রোড় পূর্ণ করে না; [৮] এবং পথিকেরা তাহাদিগকে এই কথা বলে না, 'তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ হউক, ও আমরা পরমেশ্বরের নামে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি।'

১৩০ গীত।

পরমেশ্বরে প্রত্যাশা করণ।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] হে পরমেশ্বর, আমি গভীর জলে থাকিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। [২] হে প্রভো, আমার রব শুন, আমার বিনতিবাক্য তোমার কর্ণগোচর হউক। [৩] হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি যদি অপরাধ ধর, তবে কে দাঁড়াইতে পারিবে? [৪] লোক যেন তোমাহইতে ভীত হয়, এই নিমিত্তে তোমার নিকটে ক্ষমা আছে। [৫] আমি পরমেশ্বরের অপেক্ষা করি, এবং আমার মনও তাঁহার অপেক্ষা করে; আমি তাঁহার কথায় প্রত্যাশা করি। [৬] প্রহরিগণ যেমন প্রত্যূষের অপেক্ষা করে, যেমন প্রত্যূষেরই অপেক্ষা করে, ততোধিক আমার মন প্রভুর অপেক্ষা করে। [৭] ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরেতে প্রত্যাশা করুক; কেননা পরমেশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ ও প্রচুর মুক্তি আছে। [৮] তিনি ইস্রায়েল্ বংশকে সমস্ত অপরাধহইতে মুক্ত করিবেন

১৩১ গীত।

নম্রতার বর্ণনা।

দায়ূদের কৃত যাত্রাকালীয় গীত।

[১] হে পরমেশ্বর, আমার অন্তঃকরণ অহঙ্কারী নয়, ও আমার দৃষ্টি উচ্চগামী নয়, এবং আমি মহৎ কর্ম্মে ও আমার শক্তি অপেক্ষা আশ্চর্য্য কর্ম্মে ব্যস্ত নহি। [২] আমি নিজ মনকে মাতার নিকটবর্ত্তি স্তন্যত্যাগি শিশুর ন্যায় শান্ত ও দান্ত করিলাম, আমার অন্তরস্থ মন স্তন্যত্যাগি শিশুর তুল্য। [৩] ইস্রায়েল্ বংশ অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের প্রত্যাশা করুক।

১৩২ গীত।

১ পরমেশ্বরের সেবাতে দায়ূদের উদ্‌যোগ ও প্রার্থনা, ১১ ও তাহার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

যাত্রাকালীয় গীত।

হে পরমেশ্বর, তুমি দায়ূদকে ও তাহার সমস্ত ক্লেশকে স্মরণ কর। [২] সে পরমেশ্বরের কাছে শপথ করিয়া যাকূবের বলদাতা ঈশ্বরের উদ্দেশে এই মানত করিয়াছিল, [৩] 'আমি যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের নিমিত্তে এক স্থানের ও যাকূবের বলদাতা ঈশ্বরের নিমিত্তে এক আবাসস্থানের উদ্দেশ না পাই, [৪] তাবৎ আপনার বাটীর আবাসে যাইব না, ও শয্যাতে উঠিব না; [৫] এবং আপন চক্ষুতে নিদ্রা ও চক্ষুপক্ষ্মেতে তন্দ্রা আসিতে দিব না।' [৬] দেখ, আমরা ইফ্রাথাতে তাহার সমাচার শুনিয়াছি, ও যিয়ারীমের প্রান্তরে তাহা পাইয়াছি। [৭] আইস আমরা তাঁহার আবাসে গিয়া তাঁহার পাদপীঠে প্রণাম করি। [৮] হে পরমেশ্বর, তুমি উঠিয়া আপন শক্তির ধর্ম্মসিন্দুকের সহিত আপন বিশ্রামস্থানে গমন কর। [৯] তোমার যাজকগণ ধর্ম্মরূপ বস্ত্র পরিধান করুক, ও তোমার পুণ্যবান লোকেরা আনন্দেতে উচ্চৈঃস্বর করুক। [১০] তুমি নিজ দাস দায়ূদের নিমিত্তে শুন, আপন অভিষিক্তকে পরাঙ্মুখ করিও না।

[১১] পরমেশ্বর যাহার অন্যথা করিবেন না,

দায়ূদের কাছে এমত সত্য শপথ করিয়া কহিলেন, 'আমি তোমার আত্মজকে তোমার সিংহাসনে বসাইব। [১২] তোমার সন্তানবর্গ যদি আমার নিয়ম ও আমার আদিষ্ট প্রমাণবাক্য পালন করে, তবে তাহাদের সন্তানবর্গও সর্ব্বদা তোমার সিংহাসনে বসতি করিবে।' [১৩] পরমেশ্বর সিয়োন্ পর্ব্বতকে মনোনীত করিয়া আপন বসতির নিমিত্তে বাসনা করিলেন। [১৪] 'এই আমার নিত্য বিশ্রামস্থান, এই স্থানে আমি বসতি করিব; যেহেতুক আমি তাহা বাসনা করিলাম। [১৫] আমি তাহার ভক্ষ্যের প্রতি অবশ্য আশীর্ব্বাদ করিব, ও তাহার দরিদ্রগণকে আহারদ্বারা তৃপ্ত করিব। [১৬] এবং তাহার যাজকগণকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরিধান করাইব; আর তাহার পুণ্যবান লোকেরা আনন্দেতে উচ্চৈঃস্বর করিবে। [১৭] আমি সেখানে দায়ূদের বলের বৃদ্ধি করিব, ও আমার অভিষিক্তের জন্যে এক প্রদীপ প্রস্তুত করিব। [১৮] তাহার শত্রুগণকে লজ্জারূপ বস্ত্র পরিধান করাইব, কিন্তু তাহার মস্তকে তাহার মুকুট শোভা পাইবে।'

১৩৩ গীত।

ঐক্যের শ্রেষ্ঠতা।

দায়ূদের কৃত যাত্রাকালীয় গীত।

[১] দেখ, ভ্রাতাদের (প্রণয়ভাবে) একত্র বাস করা কেমন উত্তম ও মনোহর! [২] যে সুগন্ধি তৈল মস্তকহইতে দাড়ি, অর্থাৎ হারোণের দাড়ি দিয়া বহিয়া বস্ত্রের অঞ্চল পর্য্যন্ত গড়িয়া পড়িল, তাহার ন্যায়। [৩] এবং যে শিশির হর্ম্মোণ্ পর্ব্বতে ও সিয়োন্ পর্ব্বতে পতিত হয়, তাহার ন্যায়; কেননা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ অনন্ত জীবন সেই স্থানে পাওয়া যায়।

১৩৪ গীত।

পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে বিনতি।

যাত্রাকালীয় গীত।

[১] হে পরমেশ্বরের দাস সকল, রাত্রিকালে পরমেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়াইয়া থাক যে তোমরা, তোমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। [২] তোমরা পবিত্র স্থানে আপনাদের হস্ত তুলিয়া পরমেশ্বরের গুণানুবাদ কর। [৩] আকাশের ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সিয়োন্‌হইতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১৩৫ গীত।

ঈশ্বরের প্রশংসা ও প্রতিমার অসারতা।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, ও পরমেশ্বরের নামের ধন্যবাদ কর। [২] হে পরমেশ্বরের দাসগণ, তোমরা পরমেশ্বরের মন্দিরে ও আমাদের ঈশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৩] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, যেহেতুক পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা; এবং তাঁহার নামের উদ্দেশে গীত গান কর, যেহেতুক তাহা মনোহর। [৪] পরমেশ্বর আপনার নিমিত্তে যাকূব্‌কে, ও আপন বিশেষ ধনের জন্যে ইস্রায়েল্ বংশকে মনোনীত করিয়াছেন। [৫] পরমেশ্বর মহান্, ও আমাদের প্রভু সকল দেবতাহইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি জানি। [৬] পরমেশ্বর স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও সমুদ্রে ও তাবৎ অগাধ স্থানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। [৭] তিনি পৃথিবীর সীমাহইতে বাস্প উঠান, ও বৃষ্টিজনক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন, ও আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু নির্গত করেন। [৮] তিনি মিসরদেশে প্রথমজাত মনুষ্য ও পশুগণকে আঘাত করিয়াছিলেন। [৯] হে মিসরদেশ, তিনি তোমার মধ্যে ফিরৌণ্ ও তাহার দাসগণের প্রতি চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। [১০] এবং বৃহৎ জাতিকে আঘাত করিয়াছিলেন; ও বলবান্ রাজগণকে, [১১] অর্থাৎ সীহোন্ নামে ইমোরীয়দের রাজাকে, এবং বাশনের ওগ্ রাজাকে, ও কিনানের সমস্ত রাজ্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন; [১২] এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল্ বংশকে তাহাদের ভূমির অধিকার দিয়াছেন। [১৩] হে পরমেশ্বর, তোমার নাম নিত্যস্থায়ী; হে পরমেশ্বর, তোমার স্মরণ তাবৎ পুরুষানুক্রমে থাকে। [১৪] পরমেশ্বর নিজ প্রজাদের বিচার করিবেন, ও আপন দাসগণের প্রতি আর্দ্রচিত্ত হইবেন।

[১৫] অন্যজাতীয়দের বিগ্রহ সকল রৌপ্যময় ও সুবর্ণময় ও মানুষের হস্তকৃত। [১৬] তাহাদের মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহিতে পারে না, ও চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না। [১৭] এবং কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না, ও তাহাদের মুখে শ্বাস নাই। [১৮] যেমন তাহারা, তাহাদের নির্ম্মাণকারি ও তাহাদের শরণাগত সকলেও তদ্রূপ। [১৯] হে ইস্রায়েল্ বংশ, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে হারোণের বংশ, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। [২০] হে লেবির বংশ, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে পরমেশ্বরের ভয়কারিগণ, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। [২১] সিয়োনহইতে যিরূশালম নিবাসি পরমেশ্বরের ধন্যবাদ হউক। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১৩৬ গীত।

পূর্ব্ব অনুগ্রহের জন্যে পরমেশ্বরের প্রশংসা।

[১] পরমেশ্বরের প্রশংসা কর; কেননা তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২] এবং

ঈশ্বরগণের ঈশ্বরের প্রশংসা কর; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৩] এবং প্রভুদিগের প্রভুর প্রশংসা কর; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৪] এবং যিনি অদ্বিতীয় মহাশ্চর্য্যকর্ম্মকারী তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৫] এবং যিনি আপন জ্ঞানে আকাশের নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৬] এবং যিনি জলের উপরে পৃথিবী স্থাপন করিয়াছেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৭] এবং যিনি বৃহৎ জ্যোতির্গণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৮] অর্থাৎ যিনি দিনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করাইবার জন্যে সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [৯] এবং যিনি রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করাইবার জন্যে চন্দ্র ও তারাগণকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১০] এবং যিনি মিসরদেশীয় প্রথমজাতদিগকে আঘাত করিয়াছেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১১] এবং যিনি তাহাদের মধ্যহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে নিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১২] অর্থাৎ যিনি সবল হস্ত ও বিস্তারিত বাহুদ্বারা নিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১৩] এবং যিনি সূফ্ সমুদ্রকে দুই ভাগ করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১৪] এবং যিনি ইস্রায়েল্ বংশকে তাহার মধ্যদিয়া গমন করাইয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১৫] এবং যিনি ফিরৌণ্ ও তাহার সৈন্যগণকে সূফ্ সাগরে মগ্ন করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১৬] এবং যিনি নিজ প্রজাদিগকে অরণ্যের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১৭] এবং যিনি মহারাজগণকে আঘাত করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১৮] এবং যিনি পরাক্রমি রাজগণকে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [১৯] অর্থাৎ যিনি ইমোরীয়দের রাজা সীহোন্‌কে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২০] এবং যিনি বাশনের ওগ্ রাজাকে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২১] এবং যিনি তাহাদের ভূমি অধিকাররূপে দিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২২] অর্থাৎ যিনি আপন দাস ইস্রায়েল্‌কে তাহা অধিকাররূপে দিয়াছিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২৩] এবং যিনি আমাদের দুর্দ্দশার সময়ে আমাদিগকে স্মরণ করিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২৪] এবং যিনি শত্রুগণহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২৫] এবং যিনি তাবৎ প্রাণিকে আহার দেন তাঁহার; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী। [২৬] স্বর্গস্থ ঈশ্বরের প্রশংসা কর; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী।

১৩৭ গীত।

১ বাবিল্ নগরে যিহূদীয়দের দুঃখ, ৭ ও ইদোমের ও বাবিলের দণ্ড বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] আমরা বাবিলের নদীতীরে বসিয়া সিয়োন্‌কে স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছিলাম; [২] এবং তাহার মধ্যে বাইশী বৃক্ষে আপনাদের বীণা টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম। [৩] তৎকালে আমাদের দাসত্বকারিগণ আমাদের নিকটে গীতের শব্দ, ও উপদ্রবিগণ আনন্দগান শুনিতে চাহিয়া কহিত, ‘আমাদের কাছে সিয়োনের কোন গীত গাও।’ [৪] আমরা বিদেশে থাকিয়া কেমন করিয়া পরমেশ্বরের গীত গান করিব? [৫] হে যিরূশালম্, আমি যদি তোমাকে বিস্মৃত হই, তবে আমার দক্ষিণ হস্ত আপন কৌশল বিস্মৃত হউক। [৬] এবং যদি তোমাকে মনে না করি, ও আপন পরমানন্দহইতে যিরূশালম্‌কে অধিক ভাল না বাসি, তবে আমার জিহ্বা তালুয়াতে সংলগ্ন হউক।

[৭] হে পরমেশ্বর, যিরূশালমের বিপদসময়ে ইদোম্ বংশের দোষ স্মরণ কর, কেননা তাহারা কহিয়াছিল, ‘উৎপাটন কর, তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন কর।’ [৮] হে বিনাশ্য বাবিলের কন্যে, তুমি আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, যে জন তোমাকে তদ্রূপ প্রতিফল দিবে, সে ধন্য। [৯] এবং যে জন তোমার শিশুগণকে ধরিয়া শৈলের উপরে আছাড়িবে, সে ধন্য।

১৩৮ গীত।

অনুগ্রহ ও সত্যতার নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রশংসা।

দায়ূদের গীত।

[১] আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার প্রশংসা করিব, ও দেবতাদের সাক্ষাতে তোমার গুণ গান করিব। [২] এবং তোমার পবিত্র মন্দিরের প্রতি সম্মুখ করিয়া তোমার ভজনা করিব, এবং তোমার অনুগ্রহ ও সত্যতার নিমিত্তে তোমার নামের প্রশংসা করিব; কেননা তুমি যে বাক্য কহিয়াছ, তাহা তোমার তাবৎ নাম অপেক্ষাও

মহৎ। [৩] আমার প্রার্থনা করণ দিনে তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ, ও আন্তরিক শক্তি দিয়া আমার বল বৃদ্ধি করিয়াছ। [৪] হে পরমেশ্বর, পৃথিবীস্থ ভূপতি সকল তোমার মুখের কথা শুনিলে তোমার প্রশংসা করিবে। [৫] তাহারা পরমেশ্বরের পথে গান করিবে, কেননা পরমেশ্বর মহামহিম। [৬] পরমেশ্বর উন্নত হইয়াও নম্র লোকের প্রতি অবলোকন করেন, কিন্তু অহঙ্কারিকে দূরস্থ জানেন। [৭] যখন আমি বিপদের মধ্য দিয়া গমন করিব, তখন তুমি আমাকে জীবন দান করিবা, ও আমার শত্রুর ক্রোধ নিবারণার্থে হস্ত বিস্তার করিবা, ও নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাকে পরিত্রাণ করিবা। [৮] পরমেশ্বর আমার কর্ম্ম সাধন করিবেন; হে পরমেশ্বর, তোমার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী; আপনার হস্তকৃত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না।

১৩৯ গীত।

১ পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব, ১৩ ও সৃষ্টির আশ্চর্য্য কর্ম্মের বর্ণনা, ১৯ ও পাপিদের প্রতি ঘৃণা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত আছ। [২] তুমি আমার উপবেশন ও উত্থান জানিতেছ, ও দূরে আমার মনের সঙ্কল্প বুঝিতেছ; [৩] এবং আমার পথ ও শয়নস্থান অবগত আছ, ও আমার সকল গতি ভালরূপে জানিতেছ। [৪] হে পরমেশ্বর, তুমি যাহা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত নও, এমত কোন কথা আমার জিহ্বাগ্রে আইসে না। [৫] তুমি আমার অগ্রপশ্চাৎ বেষ্টন করিয়া আমার উপরে হস্তার্পণ করিতেছ। [৬] এই প্রকার জ্ঞান আমার নিকটে আশ্চর্য্য, এবং উচ্চতা প্রযুক্ত আমার বোধের অগম্য। [৭] আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলায়ন করিব? [৮] আমি যদি স্বর্গারোহণ করি, তবে সেখানেও তুমি; এবং যদি পরলোকে শয্যা পাতি, তবে সেখানেও তুমি। [৯] যদি অরুণের পক্ষ আশ্রয় করিয়া সমুদ্রের অতি দূরস্থ পারে গিয়া বাস করি; [১০] তবে সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে গমন করাইবে, ও তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে। [১১] যদি বলি, আমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিব, তবে রাত্রিও আমার চতুর্দ্দিগে দীপ্তিময় হইবে। [১২] অন্ধকার তোমাহইতে গুপ্ত রাখে না, বরং রাত্রি দিনের ন্যায় দীপ্তিমান হয়, এবং অন্ধকার ও দীপ্তি দুই সমান হয়।

[১৩] তুমি আমার অন্তর্যামী, তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে ঢাকিয়াছিলা। [১৪] আমি তোমার প্রশংসা করিব, আমি ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত আছি; তোমার কার্য্য সকল আশ্চর্য্য, তাহা আমার মন বিলক্ষণ রূপে জানে। [১৫] যে সময়ে আমি গোপনে নির্ম্মিত ও পৃথিবীর নিম্নভাগে গ্রথিত হইতেছিলাম, তৎকালে আমার সেই মূর্ত্তি তোমাহইতে লুক্কায়িত ছিল না। [১৬] তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডবৎ দেখিয়াছে; এবং আমার আয়ুর যে সকল দিন নিরূপিত আছে, তাহার এক দিনও যখন উপস্থিত ছিল না, তখন তোমার পুস্তকে সে সমস্ত লিখিত ছিল। [১৭] হে ঈশ্বর, আমার বিষয়ে তোমার সঙ্কল্প কেমন প্রিয়! ও তাহার সংখ্যা কেমন অধিক! [১৮] গণনা করিলে বালুকা অপেক্ষা অধিক হয়; আমি যখন জাগ্রৎ হইব, তখনও তোমার নিকটে থাকিব।

[১৯] হে ঈশ্বর, তুমি দুষ্ট লোককে বধ করিবা; হে রক্তপাতকারিগণ, আমার নিকটহইতে দূর হও। [২০] তাহারা দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে, ও তোমার শত্রুগণ তাহা নিরর্থক লয়। [২১] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার ঘৃণাকারিগণকে কি ঘৃণা করি না? ও তোমার বিপক্ষগণের প্রতি কি বিরক্ত হই না? [২২] আমি সর্ব্বতোভাবে ঘৃণা করিয়া তাহাদিগকে শত্রু জ্ঞান করি। [২৩] হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান করিয়া আমার মন জ্ঞাত হও; আমাকে পরীক্ষা করিয়া আমার সঙ্কল্প জ্ঞাত হও। [২৪] এবং আমাতে অনিষ্টের পথ পাওয়া যায় কি না, তাহা নিরীক্ষণ কর, ও নিত্য (সুখের) পথে আমাকে গমন করাও।

১৪০ গীত।

শত্রুহইতে রক্ষার্থে প্রার্থনা।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

[১] হে পরমেশ্বর, দুষ্ট মানুষহইতে আমাকে উদ্ধার কর, ও হিংসুক লোকহইতে আমাকে রক্ষা কর। [২] তাহারা মনেতে কুকল্পনা করে, ও যুদ্ধ করণার্থে প্রতিদিন একত্র হয়। [৩] তাহারা সর্পের ন্যায় জিহ্বা তীক্ষ্ণ করে, তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ থাকে। সেলা। [৪] হে পরমেশ্বর, দুষ্টগণের হস্তহইতে আমাকে নিস্তার কর, ও হিংসুক লোকহইতে আমাকে রক্ষা কর; তাহারা আমার চরণে উছোট লাগাইতে চেষ্টা পায়। [৫] অহঙ্কারি লোকেরা আমার নিমিত্তে গোপনে রজ্জুর ফাঁদ পাতে, ও পথের পার্শ্বে জাল বিস্তার করে, ও আমার জন্যে কল পাতে। সেলা। [৬] আমি পরমেশ্বরকে কহিলাম, তুমি আমার ঈশ্বর; হে পরমেশ্বর, আমার বিনতির রব শুন। [৭] হে

আমার পরিত্রাণের বল প্রভু পরমেশ্বর, তুমি যুদ্ধের দিনে আমার মস্তক আচ্ছাদন করিয়া থাক। ৮ হে পরমেশ্বর, পাপি লোকদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; তাহারা যেন দর্প না করে, এই জন্যে তাহাদের কুমন্ত্রণা সিদ্ধ করিও না। সেলা। ৯ যাহারা আমাকে ঘেরে, তাহাদের মুখের দোষ তাহাদের মস্তক আচ্ছাদন করিবে। ১০ এবং তাহারা অঙ্গারেতে চাপা পড়িবে, ও অগ্নিতে ও গভীর খাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আর উঠিতে পারিবে না। ১১ দুর্ম্মুখ লোক পৃথিবীতে স্থির হইতে পারিবে না; বিপদ উপদ্রবি ব্যক্তিকে বধ করিতে মৃগয়া করিবে। ১২ পরমেশ্বর দুঃখিগণের বিচার নিষ্পত্তি ও দরিদ্রবর্গের প্রতি ন্যায় করিবেন, তাহা আমি জানি। ১৩ ধার্ম্মিকেরা অবশ্য তোমার নামের প্রশংসা করিবে, এবং সরল লোকেরা তোমার সাক্ষাতে বসতি করিবে।

১৪১ গীত।

শত্রুহইতে রক্ষার্থে প্রার্থনা।

দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

১ হে পরমেশ্বর, আমি তোমাকে আহ্বান করি; আমার নিকটে শীঘ্র আইস; আমি তোমাকে আহ্বান করিলে তুমি আমার রব শুন। ২ আমার প্রার্থনা সুগন্ধি ধূপের ন্যায় ও আমার কৃতাঞ্জলি সন্ধ্যাকালীয় নৈবেদ্যের ন্যায় তোমার সম্মুখে গ্রাহ্য হউক। ৩ হে পরমেশ্বর, আমার মুখের উপরে এক প্রহরিকে নিযুক্ত কর, ও আমার ওষ্ঠাধরের দ্বার রক্ষা কর। ৪ এবং কুকর্ম্মিদের সহিত কুকর্ম্ম ও কদাচার করিতে আমার মনকে প্রবৃত্ত করিও না, এবং তাহাদের সুখাদ্য ভোজন করিতে আমাকে দিও না। ৫ ধার্ম্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক, তাহা অনুগ্রহের প্রমাণ; ও সে আমাকে অনুযোগ করুক, তাহা মস্তকের তৈলস্বরূপ; আমার মস্তক তাহা অস্বীকার করিবে না; কিন্তু উহাদের দুষ্টাচরণের সময়ে আমি প্রার্থনা করিব। ৬ তাহাদের বিচারকর্তৃগণ পর্ব্বতের পার্শ্বে অধঃপতিত হইলে তাহারা আমার কথা শুনিবে, কেননা তাহা মিষ্ট। ৭ বিদীর্ণ ও ছিন্ন ভূমিতে যেমন (বীজ), তদ্রূপ কবরের সম্মুখে আমাদের অস্থি সকল ছড়িয়া থাকে। ৮ হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমার চক্ষু তোমার প্রতি আছে, আমি তোমার শরণাগত, আমার প্রাণকে ফেলিয়া দিও না। ৯ আমার জন্যে পাতিত ফাঁদ ও কুকর্ম্মিদের জালহইতে আমাকে রক্ষা কর। ১০ দুষ্টগণ একেবারে আপনাদের জালে পতিত হইবে, কিন্তু আমি নিরাপদে অগ্রসর হইয়া যাইব।

১৪২ গীত।

বিপদসময়ে দায়ূদের প্রার্থনা।

গুহামধ্যে প্রার্থনাকারি দায়ূদের উপদেশগীত।

১ আমি উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করি, ও উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের প্রতি বিনতি করি; ২ এবং তাঁহার সাক্ষাতে আপনার ভাবনা বিস্তার করি, ও তাঁহার সাক্ষাতে আপনার দুঃখ জানাই। ৩ আমার আত্মা ক্ষুণ্ণ হইলে তুমি আমার পথ জ্ঞাত আছ; আমার গন্তব্য পথে লোকেরা গোপনে ফাঁদ পাতিয়াছে। ৪ আমার দক্ষিণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে আমার মিত্রলোক কেহই নাই; আমার আশ্রয় বিনষ্ট হইল, আমার প্রাণের তত্ত্বাবধারণ কেহই করে না। ৫ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার প্রতি আর্ত্তস্বর করিয়া কহিলাম, তুমি আমার আশ্রয় ও জীবৎ লোকদের দেশে আমার ধন। ৬ আমার বিনতি বাক্যে মনোযোগ কর, কেননা আমি অতি দীনহীন হইয়াছি; তাড়নাকারিগণহইতে আমাকে উদ্ধার কর, কেননা তাহারা আমাহইতে বলবান্। ৭ আমি যেন তোমার নামের প্রশংসা করিতে পারি, এই জন্যে আমার প্রাণকে কারাগারহইতে বাহির কর; তুমি আমার মঙ্গল করিলে ধার্ম্মিক লোকেরা আমাকে বেষ্টন করিবে।

১৪৩ গীত।

রক্ষার্থে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

দায়ূদের ধর্ম্মগীত।

১ হে পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন ও আমার নিবেদনে কর্ণপাত কর; তোমার বিশ্বস্ততা ও ধর্ম্মানুসারে আমাকে উত্তর দেও। ২ নিজ দাসকে বিচারে আনিও না, কেননা তোমার সাক্ষাতে কোন প্রাণী নির্দ্দোষ হইতে পারে না। ৩ শত্রু আমার প্রাণকে ত[illegible]না করিয়া ভূমিতে দলিত করিল, এবং আমাকে বহুকাল মৃত ব্যক্তির ন্যায় করিয়া অন্ধকারে বাস করাইল। ৪ আমার আত্মা ক্ষুণ্ণ হইতেছে, ও আমার অন্তরে মন ব্যাকুল আছে। ৫ আমি পূর্ব্বের সময় মনে করিয়া তোমার তাবৎ কর্ম্ম চিন্তা করিতেছি, ও তোমার হস্তের কার্য্যের বিবেচনা করিতেছি। ৬ আমি তোমার কাছে হস্ত বিস্তার করিতেছি; শুষ্ক ভূমির ন্যায় আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। সেলা। ৭ হে পরমেশ্বর, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও, আমার আত্মা নিরুপায় হইতেছে; আমাহইতে আপনার মুখ লুক্কায়িত করিও না, পাছে আমি গর্ত্তে পতনোন্মুখ লোকের তুল্য হই। ৮ আমি তোমাতে নির্ভর

রাখিতেছি, প্রাতঃকালে আমাকে নিজ অনুগ্রহের বাক্য শুনাও; ও আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও, আমি উর্দ্ধদিগে তোমার প্রতি মন রাখি। ৯ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার আশ্রিত, শত্রুগণহইতে আমাকে নিস্তার কর। ১০ তোমার ইষ্ট কর্ম্ম করিতে আমাকে শিক্ষা দেও, কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর; তোমার আত্মা উত্তম, তিনি আমাকে সরল স্থানে গমন করাউন। ১১ হে পরমেশ্বর, আপন নামের গুণে আমাকে জীবন দান কর, ও আপন ধর্ম্মের গুণে বিপদহইতে আমার প্রাণকে উদ্ধার কর। ১২ অনুগ্রহ করিয়া আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর, ও আমার প্রাণের বৈরিগণকে সংহার কর, যেহেতুক আমি তোমার দাস।

১৪৪ গীত।

রক্ষা ও জয়ের নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রশংসা।

দায়ূদের গীত।

১ আমার পর্ব্বতস্বরূপ পরমেশ্বর ধন্য, যেহেতুক তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে ও আমার অঙ্গুলিকে সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দেন। ২ তিনি আমার অনুগ্রাহক ও গড় ও উচ্চদুর্গ হইয়া আমাকে নিস্তার করেন, এবং আমার ঢাল ও আশ্রয়স্থান হইয়া আমার প্রজাদিগকে আমার বশীভূত করেন। ৩ হে পরমেশ্বর, মনুষ্য কে, যে তুমি তাহাকে মান্য কর? ও মর্ত্ত্যের সন্তান বা কে, যে তুমি তাহাকে গণ্য কর? ৪ মনুষ্য বাষ্পের তুল্য, ও তাহার দিবস ক্রতগামি ছায়ার ন্যায়। ৫ হে পরমেশ্বর, তোমার আকাশমণ্ডলকে নত করিয়া নীচে আইস; ও পর্ব্বতগণকে স্পর্শ কর, তাহাতে তাহারা ধূমযুক্ত হইবে। ৬ এবং বিদ্যুৎ নির্গত করিয়া শত্রুদিগকে ছিন্নভিন্ন কর, ও আপন বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে সংহার কর। ৭ উর্দ্ধহইতে তোমার হস্ত বিস্তার করিয়া অগাধ জলহইতে, ৮ অর্থাৎ যাহাদের মুখে প্রবঞ্চনার বাক্য থাকে, ও যাহাদের মিথ্যারূপ দক্ষিণ হস্ত আছে, সেই বিদেশি বংশদের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা কর। ৯ হে ঈশ্বর, আমি তোমার উদ্দেশে নূতন গীত গান করিব, এবং নেবল্ ও দশতন্ত্রীতে তোমার উদ্দেশে গান করিব। ১০ তুমি রাজাদিগের ত্রাণকর্ত্তা, ও বিনাশক খড়্গহইতে আপন দাস দায়ূদের উদ্ধারকর্ত্তা। ১১ যাহাদের মুখে প্রবঞ্চনার বাক্য থাকে, ও যাহাদের মিথ্যারূপ দক্ষিণ হস্ত আছে, সেই বিদেশি বংশদের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা কর। ১২ তাহাতে আমাদের পুত্রগণ যৌবনাবস্থাতে বৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু হইবে, ও আমাদের কন্যাগণ মন্দিরের কোণে স্থিত সুগঠিত স্তম্ভের সদৃশ হইবে; ১৩ এবং আমাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ও নানা প্রকার দ্রব্যযুক্ত হইবে; এবং ক্ষেত্রেতে আমাদের মেষ সহস্র২ ও লক্ষ২ শাবক প্রসব করিবে; ১৪ এবং আমাদের বলদ সকল ভার বহিবে, এবং ক্ষতি বা ত্রুটি বা পথে ক্রন্দন কিছুই হইবে না। ১৫ যে লোকদের এমত গতি, তাহারা ধন্য; এবং যিহোবাঃ যে লোকদের ঈশ্বর, তাহারা ধন্য।

১৪৫ গীত।

ইব্রীয় ভাষাতে ককারাদি গীত; তাহাতে শরণাগত লোকদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বর্ণনা।

দায়ূদের কৃত প্রশংসা।

১ হে আমার রাজন্ ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, ও সদাকাল পর্য্যন্ত তোমার নামের গুণানুবাদ করিব। ২ প্রতিদিন তোমার গুণানুবাদ করিব, এবং সদাকাল পর্য্যন্ত তোমার নামের প্রশংসা করিব। ৩ পরমেশ্বর মহান্ ও অতি প্রশংসনীয়, তাঁহার মহিমা বোধের অগম্য। ৪ লোকেরা পুরুষানুক্রমে তোমার কর্ম্মের প্রশংসা করিবে ও তোমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। ৫ এবং আমি তোমার উজ্জ্বল প্রতাপের গৌরব ও আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা কহিব। ৬ এবং লোকেরাও তোমার ভয়ানক কর্ম্মের বিক্রম প্রকাশ করিবে, ও আমি তোমার মহৎ কার্য্যের বর্ণনা করিব। ৭ তাহারা তোমার মহৎ হিতৈষিতা স্মরণ করিবে, ও উচ্চৈঃস্বরে তোমার ধর্ম্মের গান করিবে। ৮ পরমেশ্বর কৃপাবান্ ও দয়াময় এবং ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান্। ৯ পরমেশ্বর সকলের মঙ্গলদাতা, এবং আপনার সৃষ্ট বস্তু মাত্রের প্রতি তাঁহার দয়া আছে। ১০ হে পরমেশ্বর, তোমার সকল কর্ম্ম তোমার প্রশংসা করে, ও তোমার পুণ্যবান লোক তোমার গুণানুবাদ করে। ১১ তাহারা তোমার পরাক্রম ও তোমার রাজ্যের উজ্জ্বল প্রতাপ মনুষ্যসন্তানদিগকে জ্ঞাত করণার্থে ১২ তোমার রাজ্যের গৌরব প্রকাশ করিবে, ও তোমার পরাক্রমের বর্ণনা করিবে। ১৩ তোমার রাজ্য নিত্যস্থায়ী, ও তোমার কর্তৃত্ব তাবৎ পুরুষানুক্রমে থাকে। ১৪ পরমেশ্বর পতনোন্মুখ তাবৎ লোককে ধরিয়া রাখেন, ও নত লোকদিগকে দণ্ডায়মান করেন। ১৫ তাবতের চক্ষু তোমার অপেক্ষা করিতেছে, এবং তুমি উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতেছ। তুমি মুক্তহস্ত হইয়া বাঞ্ছিত দ্রব্যদ্বারা তাবৎ প্রাণিকে তৃপ্ত করিতেছ। ১৭ পরমেশ্বর আপন

তাবৎ পথে যাথার্থিক ও তাবৎ কার্য্যে পবিত্র। [১৮] যাহারা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, অর্থাৎ সত্যভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি সেই সকলের নিকটবর্ত্তী। [১৯] তিনি আপন ভয়কারিদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এবং তাহাদের আহ্বানবাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করেন। [২০] পরমেশ্বর আপনার প্রেমকারি সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু দুষ্ট সকলকে সংহার করেন। [২১] আমার মুখ পরমেশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করিবে, আর তাবৎ প্রাণী সর্ব্বদা তাঁহার পবিত্র নামের গুণানুবাদ করুক।

১৪৬ গীত।

পরমেশ্বরের গুণের নিমিত্তে তাঁহার প্রশংসা।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। [২] আমি যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিব, ও যাবৎ আমার প্রাণ থাকে তাবৎ আমার ঈশ্বরের গুণ গান করিব। [৩] তোমরা দেশাধিপতিগণেতে ও মনুষ্যসন্তানদিগেতে নির্ভর রাখিও না; তাহাদের নিকটে ত্রাণ নাই। [৪] মনুষ্যের প্রাণ নির্গত হইলে সে মৃত্তিকাতে পুনরায় লীন হয়; সেই দিনে তাহার মনের সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়। [৫] যাকুবের ঈশ্বর যাহার উপকারী ও তাহার প্রভু পরমেশ্বর যাহার প্রত্যাশাভূমি, সেই ধন্য। [৬] তিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থিত সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, ও সর্ব্বদা সত্যতা পালন করেন; [৭] এবং উপদ্রুত লোকদের ন্যায়বিচার করেন ও ক্ষুধিত দিগকে খাদ্য দেন; পরমেশ্বর বন্দিদিগকে মুক্ত করেন। [৮] পরমেশ্বর অন্ধদিগকে চক্ষু দেন; পরমেশ্বর অবনত লোকদিগকে উত্থাপন করেন; পরমেশ্বর ধার্ম্মিকদের প্রতি প্রেম করেন। [৯] পরমেশ্বর বিদেশি লোকদের রক্ষা করেন, এবং পিতৃহীনের ও বিধবার উন্নতি করেন, কিন্তু দুষ্টগণের গতি বিপরীত করেন। [১০] পরমেশ্বর নিত্যস্থায়ি রাজা; হে সিয়োন্, তোমার ঈশ্বর পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিবেন। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১৪৭ গীত।

পরমেশ্বরের কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহার প্রশংসা।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, কেননা আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে গান করা উত্তম, এবং তাঁহার প্রশংসা করা মনোহর ও উপযুক্ত। [২] পরমেশ্বর যিরূশালমকে নির্ম্মাণ করেন, ও ছিন্নভিন্ন ইস্রায়েল্ লোকদিগকে সংগ্রহ করেন। [৩] তিনি ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করেন, ও তাহাদের ক্ষত বন্ধন করেন। [৪] তিনি তারাগণের সংখ্যা জানেন, ও সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে ডাকেন। [৫] আমাদের প্রভু মহান্ ও অতি বলবান্ ও তাঁহার বুদ্ধি অপরিমিত। [৬] পরমেশ্বর দুঃখিগণের উন্নতি করেন, কিন্তু দুষ্টদিগকে ভূমিতে নিপাত করেন।

[৭] তোমরা প্রশংসা পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সহিত আলাপ কর, ও বীণাযন্ত্রে আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর। [৮] তিনি মেঘদ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করেন, ও পৃথিবীর জন্যে জল সঞ্চয় করেন, ও পর্ব্বতগণকে তৃণেতে ভূষিত করেন। [৯] তিনি পশুগণকে ও চীৎকারকারি দাঁড়কাকের শাবকদিগকে আহার দেন। [১০] অশ্বের বলেতে তাঁহার সন্তোষ নাই, ও মানুষের চরণে তাঁহার আমোদ নাই; [১১] কিন্তু যাহারা তাঁহাকে ভয় করে ও তাঁহার অনুগ্রহের অপেক্ষাতে থাকে, তাহাদিগেতে পরমেশ্বর আমোদ করেন।

[১২] হে যিরূশালম, পরমেশ্বরের প্রশংসা কর; হে সিয়োন্, তোমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর। [১৩] তিনি তোমার দ্বারের হুড়কা দৃঢ় করিয়া দেন, এবং তোমার মধ্যস্থিত সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করেন। [১৪] তিনি তোমার তাবৎ সীমাতে মঙ্গল করেন, ও উত্তম গোমেতে তোমাকে তৃপ্ত করেন। [১৫] তিনি পৃথিবীতে আপন আজ্ঞা পাঠান, তাহাতে তাঁহার বাক্য বেগেতে দৌড়ে। [১৬] তিনি মেষলোমের সদৃশ তুষার বর্ষণ করেন, ও ভস্মের ন্যায় নীহার বিকীর্ণ করেন। [১৭] তিনি খণ্ড ২ হিম প্রেরণ করেন; তাঁহার শীতের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? [১৮] তিনি আজ্ঞা পাঠাইয়া সে সমস্তকে পুনর্ব্বার দ্রব করেন, এবং বায়ু বহাইলে সে সমস্ত তরল জল হয়। [১৯] তিনি যাকুবের কাছে আপন বাক্য ও ইস্রায়েলের নিকটে আপন বিধি ও রাজনীতি প্রকাশ করিয়াছেন। [২০] অন্য কোন জাতির সহিত এই মত ব্যবহার করেন নাই, তাহারা তাঁহার রাজনীতি জানে না। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১৪৮ গীত।

পরমেশ্বরের স্তুতি করিতে স্থাবর জঙ্গমাদিকে বিনতি।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; স্বর্গেতে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, ও উচ্চস্থানে তাঁহার ধন্যবাদ কর। [২] হে তাঁহার দূত সকল, তাঁহার ধন্যবাদ কর; হে তাঁহার সৈন্য সকল, তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৩] হে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাঁহার ধন্যবাদ কর; হে তেজস্বি তারা সকল, তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৪] হে উচ্চতম স্বর্গ ও হে আকাশোপরিস্থ জল, তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৫] সকলেই পরমে-

শ্বরের নামে ধন্যবাদ করুক; কেননা তাঁহার আজ্ঞামাত্রেতে তাহারা সৃষ্ট হইল। [৬] তিনি চির-কালের নিমিত্তে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন, ও এক অলঙ্ঘনীয় বিধি তাহাদিগকে দিয়াছেন।

[৭] পৃথিবীতে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; বৃহৎ মৎস্য ও গভীর জল সকল; [৮] এবং অগ্নি ও শিলা ও হিম ও বাস্প ও তাঁহার আজ্ঞাকারি প্রচণ্ড বায়ু; [৯] এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত ও ফলবান্ বৃক্ষ ও সকল এরস্‌বৃক্ষ; [১০] এবং বন্য পশু ও গ্রাম্য পশু সকল ও কীট ও উড্ডীয়মান পক্ষী; [১১] এবং পৃথিবীর রাজগণ ও তাবৎ প্রজা ও দেশাধ্যক্ষগণ ও পৃথিবীর তাবৎ বিচারকর্ত্তা; [১২] এবং যুবক ও যুবতীগণ, এবং আবাল বৃদ্ধ, [১৩] সকলে পরমেশ্বরের নামের ধন্যবাদ করুক, কেননা কেবল তাঁহার নাম উন্নত, এবং পৃথিবীতে ও স্বর্গে তাঁহার মহিমা প্রকাশ পায়। [১৪] আপন প্রজাদের জন্যে তিনি আপন তাবৎ পুণ্যবান লোকের ও আপন নিকটবর্ত্তি ইস্রায়েল্ বংশের প্রশংসনীয় এক পাত্র উত্থাপন করেন; পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১৪৯ গীত।

জয়ের নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রশংসা।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; পরমেশ্বরের উদ্দেশে নূতন গীত গান কর; পুণ্যবান লোকদের সভাতে তাঁহার প্রশংসা হউক। [২] ইস্রায়েল্ বংশ আপন সৃষ্টিকর্ত্তাতে আনন্দ করুক, ও সিয়োনের বংশ আপন রাজাতে আহ্লাদিত হউক। [৩] তাহারা নৃত্য করিতে২ তাঁহার নামের ধন্যবাদ করুক; এবং তবল ও বীণাযন্ত্রে তাঁহার উদ্দেশে গান করুক। [৪] পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগেতে আমোদ করেন, এবং দুঃখিগণকে পরিত্রাণরূপ ভূষণ দেন। [৫] তাঁহার পুণ্যবান লোকেরা গৌরবেতে উল্লাসিত হউক ও আপন২ শয্যাতে উচ্চধ্বনি করুক। [৬] অন্যজাতীয়দিগকে প্রতিফল ও লোকদিগকে শাস্তি প্রদানের জন্যে, [৭] এবং রাজগণকে শৃঙ্খলে ও অধ্যক্ষদিগকে লৌহবেড়িদ্বারা বন্ধ করণার্থে [৮] ও তাহাদের মধ্যে নিরূপিত বিচার নিষ্পন্ন করণার্থে তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, ও তাহাদের হস্তে দ্বিধার খড়্গ থাকে; [৯] এমন সম্ভ্রমে তাঁহার তাবৎ পুণ্যবান লোকের অধিকার। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

১৫০ গীত।

নানা যন্ত্রদ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে বিনয়।

[১] পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর; তাঁহার ধর্ম্মধামে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর; তাঁহার বলপ্রকাশক আকাশমণ্ডলে তাঁহার ধন্যবাদ কর। [২] তাঁহার মহৎ কার্য্যের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ কর, ও তাঁহার মহামহিমার নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৩] তূরীধ্বনির সহিত তাঁহার ধন্যবাদ কর, এবং নেবল্ ও বীণাযন্ত্রে তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৪] এবং তবল ও নৃত্যদ্বারা তাঁহার ধন্যবাদ কর; এবং তারযুক্ত যন্ত্র ও বংশীরবের সহিত তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৫] এবং সুশ্রাব্য করতালিদ্বারা তাঁহার ধন্যবাদ কর, এবং উচ্চধ্বনি করতালিদ্বারা তাঁহার ধন্যবাদ কর। [৬] তাবৎ প্রাণী পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করুক। পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।

সুলেমানের হিতোপদেশ।

১ অধ্যায়।

১ আভাষ, ৭ ও প্রজ্ঞার বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা, ১০ ও পাপিলোকহইতে স্বতন্ত্র হওনের আবশ্যকতা, ২০ ও প্রজ্ঞার কথা, ২৪ ও প্রজ্ঞার অনুযোগকথা।

[১] ইস্রায়েল্ বংশীয় দায়ূদ্ রাজার পুত্র সুলেমানের এই হিতোপদেশ [২] প্রজ্ঞা ও উপদেশ দিতে, ও সুবিবেচনার বাক্য জানাইতে, [৩] এবং বুদ্ধির উপদেশ ও ধর্ম্ম ও সুবিচার ও যথার্থতা গ্রাহ্য করাইতে, [৪] এবং অবিজ্ঞ লোককে সতর্কতা ও যুব লোককে জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা দিতে যোগ্য। [৫] ইহাতে মনোযোগ করিলে বিদ্বান লোকের পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইবে, ও সুবোধ লোক প্রবীণতা লাভ করিবে। [৬] এবং হিতোপদেশ ও তাহার অর্থ ও পণ্ডিতগণের বাক্য ও তাহাদের গূঢ় কথা বুঝিতে পারিবে।

[৭] পরমেশ্বর বিষয়ক যে ভয়, সেই জ্ঞানের আরম্ভ; কিন্তু অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ

তুচ্ছবোধ করে। [৮] হে আমার পুত্র, তুমি নিজ পিতার উপদেশ শ্রবণ কর, ও নিজ মাতার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিও না। [৯] কারণ সে বাক্য তোমার মনোহর শিরোভূষণ ও গলদেশের হারস্বরূপ।

[১০] হে আমার পুত্র, পাপিগণ তোমাকে কুপথে লওয়াইলে তুমি সম্মত হইও না। [১১] এবং তাহারা যদি কহে, আমাদের সহিত আইস, আমরা রক্তপাত করণার্থে লুকাইয়া থাকি, ও নির্দোষদিগকে অকারণে ধরিতে গুপ্ত থাকি; [১২] এবং পরলোকের ন্যায় তাহাদিগকে জীবন্ত গ্রাস করি, ও খাতে পতিত লোকের ন্যায় বলবানদিগকে গ্রাস করি; [১৩] তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য পাইব, ও লুটিত দ্রব্যেতে আপন ২ গৃহ পরিপূর্ণ করিব; [১৪] আইস, তুমি আমাদের মধ্যে এক জন অংশী হও; আমাদের সকলের এক তোড়া হউক; [১৫] হে আমার পুত্র, তাহাদের সহিত সেই পথে যাইও না, তাহাদের মার্গহইতে তোমার চরণ ফিরাও; [১৬] কেননা তাহাদের চরণ কুক্রিয়া করিতে দৌড়ে, ও রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়। [১৭] পক্ষির দৃষ্টিগোচরে জাল পাতা নিতান্ত বৃথা হয়। [১৮] তাহারা আপনাদেরই রক্তপাত করিতে লুকাইয়া থাকে ও আপনাদেরই প্রাণ ধরিতে গুপ্ত থাকে। [১৯] পরধনগ্রাহি সকলের এই গতি, সেই ধন গ্রাহকেরই প্রাণ নষ্ট করে।

[২০] প্রজ্ঞা রাজপথে থাকিয়া ডাকে, ও চকে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বর করে। [২১] সে লোকদের প্রধান সমাগমস্থানে আহ্বান করে, এবং নগরের মুক্ত দ্বারে এই ২ কথা বলে, [২২] হে অজ্ঞানেরা, তোমরা কত দিন অজ্ঞানতা ভাল বাসিবা? হে নিন্দকেরা, তোমরা কত দিন নিন্দাতে সন্তুষ্ট হইবা? হে নির্ব্বোধ সকল, তোমরা আর কত কাল জ্ঞানকে অবজ্ঞা করিবা? [২৩] আমার অনুযোগেতে মন ফিরাও; তাহাতে আমি নিজ আত্মাদ্বারা তোমাদিগকে আপ্যায়িত করিব, ও আপন কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব।

[২৪] আমি ডাকিলে তোমরা আসিতে সম্মত হইলা না, ও হস্ত বিস্তার করিলে তোমরা কেহ মানিলা না; [২৫] কিন্তু আমার তাবৎ পরামর্শ তুচ্ছ করিলা, ও আমার অনুযোগ শুনিতে ইচ্ছা করিলা না; [২৬] এই নিমিত্তে তোমাদের বিপদকালে আমিও হাসিব, ও তোমাদের ভয় উপস্থিত হইলে পরিহাস করিব। [২৭] যখন ঝঞ্ঝার ন্যায় তোমাদের আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, ও ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় তোমাদের বিপদ আসিবে, ও যখন দুঃখ ও ক্লেশ তোমাদের প্রতি ঘটিবে; [২৮] তৎকালে সকলে আমাকে আহ্বান করিবে, কিন্তু আমি উত্তর দিব না; তাহারা আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমার উদ্দেশ পাইবে না। [২৯] কারণ তাহারা জ্ঞানকে হেয়জ্ঞান করিত, ও পরমেশ্বর বিষয়ক ভয়কে মনোনীত করিত না; [৩০] এবং আমার পরামর্শ গ্রহণ করিত না, ও আমার অনুযোগবাক্য সকল তুচ্ছ করিত। [৩১] অতএব তাহারা আপন ২ কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবে, ও আপন ২ কুপরামর্শের সম্পূর্ণ ফল পাইবে। [৩২] অজ্ঞান লোকদের বিপথগমন তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, ও মুর্খদিগের নিশ্চিন্ততা তাহাদিগকে বিনাশ করিবে; [৩৩] কিন্তু যে জন আমার কথা শুনে, সে নিরাপদে বাস করিবে ও অমঙ্গলের ভয়হইতে বিশ্রাম পাইবে।

২ অধ্যায়।

১ জ্ঞানের দ্বারা রক্ষা পাওন, ১০ ও পাপিহইতে নিস্তার, ২০ ও সৎপথে গমন।

[১] হে আমার পুত্র, তুমি যদি আমার কথা গ্রহণ কর ও আমার আজ্ঞা মনে রাখ, [২] এবং যদি প্রজ্ঞাতে মনোযোগ কর ও বুদ্ধিতে নিবিষ্টমনা হও; [৩] এবং যদি সুবিবেচনাকে আহ্বান কর ও বুদ্ধির জন্যে উচ্চৈঃস্বর কর; [৪] এবং যদি রূপার ন্যায় তাহার অন্বেষণ কর ও গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর; [৫] তবে পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় বুঝিতে পাইবা, ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। [৬] কেননা পরমেশ্বরই প্রজ্ঞা দেন, তাঁহারই মুখহইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি নির্গত হয়। [৭] তিনি যাথার্থিকদের নিমিত্তে কুশল রাখেন, তিনিই সরলাচারিদের ঢালস্বরূপ। [৮] তিনি সুবিচারের পথ রক্ষা করেন, ও আপন পবিত্র লোকদের পথ পালন করেন। [৯] অতএব তুমি ধর্ম্ম ও সুবিচার ও যথার্থতা ও সমস্ত মঙ্গলের পথ জানিতে পাইবা।

[১০] যদি প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, ও জ্ঞান তোমার প্রাণের তুষ্টি জন্মায়, [১১] তবে পরিণামদর্শিতা তোমাকে পালন করিবে ও বুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করিবে। [১২] সে তোমাকে কুপথহইতে, অর্থাৎ যে লোকেরা বিপরীত কথা কহে [১৩] ও প্রকৃত পথ ত্যাগ করে ও ঘোর অন্ধকারে গমন করে, [১৪] ও কুক্রিয়াতে সন্তুষ্ট ও অযথার্থ ক্রিয়াতে হৃষ্ট হয়, [১৫] ও কুটিলাচরণ করে ও বক্রপথগামী হয়, তাহাদের হইতে উদ্ধার করিবে। [১৬] এবং পরদারহইতে অর্থাৎ যে বারাঙ্গনা মনোহর কথা বলে; [১৭] ও যৌবনকালের মিত্রকে ত্যাগ করিয়া আপন ঈশ্বরের নিয়ম বিস্মৃতা হয়, তাহাহইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে। [১৮] কেননা তাহার

বাটী মৃত্যুতে গমন করায়, ও তাহার পথ পরলোকে লইয়া যায়; [১৯] ও তাহার কাছে গমন করিলে কেহ ফিরে না ও জীবনের পথ আর পায় না।

[২০] এই নিমিত্তে তুমি সল্লোকের মার্গে গমন কর ও ধার্ম্মিক লোকদের পথাবলম্বন কর। [২১] কেননা সরল লোকেরা দেশে বাস করিবে, ও সাধু লোকেরাই তাহাতে স্থির থাকিবে। [২২] কিন্তু দুর্জ্জনেরা দেশহইতে উচ্ছিন্ন হইবে, ও খলেরা তাহাহইতে উৎপাটিত হইবে।

৩ অধ্যায়।

১ আজ্ঞা পালন করিতে বিনয়, ৫ ও পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতে বিনয়, ৭ ও ঈশ্বরের সেবা করিতে বিনয়, ১১ ও ঈশ্বরের শাস্তি স্বীকার করিতে বিনয়, ১৩ ও জ্ঞানদ্বারা লাভ, ২১ ও জ্ঞানের ফল, ২৭ ও নানা উপদেশ।

[১] হে আমার পুত্র, তুমি আমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হইও না; তোমার অন্তঃকরণ আমার আজ্ঞা পালন করুক। [২] কেননা তাহাদ্বারা তোমার চিরিজীবিত্ব ও দীর্ঘায়ু ও শান্তির বৃদ্ধি হইবে। [৩] এবং দয়া ও সত্যতা তোমাকে ত্যাগ না করুক; তুমি উভয়কে কণ্ঠে বন্ধন কর ও আপন চিত্তপত্রে লিখিয়া রাখ। [৪] তাহা করিলে ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে তুমি অনুগ্রহ ও কুশল পাইবা।

[৫] তুমি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বুদ্ধিতে নির্ভর দিও না। [৬] তোমার তাবৎ গতিতে তাঁহাকে মনে কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন।

[৭] আপনি আপনাকে জ্ঞানবান জ্ঞান করিও না; পরমেশ্বরহইতে ভীত হও, ও পাপহইতে পরাঙ্মুখ হও। [৮] কেননা তাহা তোমার মাংসের স্বাস্থ্য ও অস্থির মজ্জাস্বরূপ হইবে। [৯] তুমি আপনার ধনেতে ও আয়ের প্রথমজাত ফলেতে ঈশ্বরের মর্য্যাদা কর। [১০] তাহাতে তোমার ভাণ্ডার বহুধনেতে পরিপূর্ণ হইবে, ও তোমার কুণ্ডে নূতন দ্রাক্ষারস উথলিয়া পড়িবে।

[১১] হে আমার পুত্র, পরমেশ্বরের কৃত শাস্তি তুচ্ছ করিও না, ও তাঁহার ভর্ৎসনাতে ক্লান্ত হইও না। [১২] কেননা পিতা আপন প্রিয় পুত্রকে যে রূপ করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন।

[১৩] যে জন প্রজ্ঞা পায় ও বুদ্ধি লাভ করে, সেই ধন্য। [১৪] কেননা রূপার বাণিজ্য অপেক্ষাও তাহার বাণিজ্য উত্তম, এবং সুবর্ণ অপেক্ষাও তাহার লাভ শ্রেষ্ঠ। [১৫] তাহা মুক্তাহইতেও বহুমূল্য; কোন ইষ্ট বস্তু তাহার তুল্য নয়। [১৬] তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘায়ু, ও বাম হস্তে ধন ও সম্ভ্রম থাকে। [১৭] তাহার পথ মনোরম ও তাহার সকল মার্গ শান্তিকর। [১৮] যাহারা তাহার আশ্রয় লয়, তাহাদের কাছে তাহা জীবনদায়ক বৃক্ষস্বরূপ হয়; ও যে জন তাহাকে অবলম্বন করে, সে ধন্য হয়। [১৯] পরমেশ্বর প্রজ্ঞাদ্বারা পৃথিবীর মূল স্থাপন করিলেন ও বুদ্ধিদ্বারা আকাশমণ্ডল প্রস্তুত করিলেন। [২০] তাঁহার জ্ঞানদ্বারা গভীর স্থান প্রস্তুত হইল, ও আকাশহইতে শিশির নিঃসৃত হয়।

[২১] হে আমার বৎস, এই সকল তোমার চক্ষুর অগোচর না হউক; কুশল ও পরিণামদর্শিতা রক্ষা কর। [২২] তাহা তোমার মনের জীবন ও কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ হইবে। [২৩] তাহা পাইলে তুমি আপন পথে নির্ভয়ে গমন করিবা, এবং তোমার চরণে উছোট লাগিবে না; [২৪] ও শয়নকালে ভয় থাকিবে না, ও শয়ন করিলে সুখে নিদ্রা হইবে; [২৫] এবং হঠাৎ আপদ উপস্থিত হইলে ও দুষ্টদের বিনাশ ঘটিলে তুমি শঙ্কা করিবা না। [২৬] কেননা পরমেশ্বর তোমার বিশ্বাসভূমি হইবেন ও ফাঁদহইতে তোমার চরণকে রক্ষা করিবেন।

[২৭] হিত করণের উপায় হস্তে থাকিলে হিতের পাত্রকে বিমুখ করিও না। [২৮] হস্তে দ্রব্য থাকিলে, 'তুমি যাইয়া পুনর্ব্বার আইস, আমি কল্য দিব,' এমত কথা প্রতিবাসিকে কহিও না। [২৯] যে প্রতিবাসি লোক তোমার নিকটে নির্ভয়ে বাস করে, তাহার বিরুদ্ধে মন্দ ভাবিও না। [৩০] কেহ তোমার মন্দ না করিলে তাহার সহিত অকারণে বিরোধ করিও না। [৩১] ও উপদ্রবির প্রতি ঈর্ষ্যা করিও না, এবং তাহার কোন পথ মনোনীত করিও না। [৩২] কেননা খল পরমেশ্বরের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু সরলাত্মাদের সহিত তাঁহার মিত্রতালাপ হয়। [৩৩] দুষ্ট লোকদের গৃহে ঈশ্বরের অভিশাপ থাকে, কিন্তু ধার্ম্মিকদের নিবাসে আশীর্ব্বাদ থাকে। [৩৪] তুচ্ছকারিদিগকে তিনি তুচ্ছ করেন, কিন্তু নম্র লোকদিগকে অনুগ্রহ করেন। [৩৫] জ্ঞানবানেরা সম্মানের অধিকারী হয়, কিন্তু অজ্ঞানেরা লজ্জাস্পদরূপে বিখ্যাত হয়।

৪ অধ্যায়।

১ সুলেমানের বিনয় কথা, ১০ ও সেই কথার ফল, ১৪ ও পাপিহইতে স্বতন্ত্র হইতে বিনয়, ২০ ও সাবধান হইতে বিনয়।

[১] হে বালকগণ, পিতার উপদেশ শুন, ও সুবিবেচনা অভ্যাস করিতে মনোযোগ কর। [২] আমি তোমাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিব; আমার ব্যবস্থা

ত্যাগ করিও না। [৩] কেননা আমিও আপন পিতার পুত্র, এবং মাতার দৃষ্টিতে প্রিয় ও একমাত্র ছিলাম। [৪] তিনি এই কথা বলিয়া আমাকে শিক্ষা দিতেন, তুমি মন দিয়া আমার কথা রক্ষা কর, ও আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তাহাতে জীবন পাইবা। [৫] প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর, ও সুবিবেচনা লাভ কর, তাহা বিস্মৃত হইও না; আমার মুখের কথাহইতে পরাঙ্মুখ হইও না। [৬] প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করিও না, তাহাদ্বারা রক্ষা পাইবা; তাহাকে প্রেম কর, তাহাদ্বারা নিষ্কণ্টক হইবা। [৭] প্রজ্ঞা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর; ও তাবৎ লাভহইতে সুবিবেচনা লাভ কর। [৮] তাহার প্রশংসা কর; তবে তাহাহইতে উচ্চপদ পাইবা; ও তাহাকে আলিঙ্গন কর, তবে মর্য্যাদা পাইবা। [৯] সে তোমার মস্তকে উত্তম ভূষণ দিবে ও শোভার মুকুট প্রদান করিবে।

[১০] হে আমার পুত্র, শুন, আমার কথা গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার আয়ু বহুবৎসর পরিমিত হইবে। [১১] আমি তোমাকে প্রজ্ঞার পথ দেখাই, ও যথার্থ মার্গে গমন করাই। [১২] তোমার গমনে পাদ সঙ্কুচিত হইবে না, ও বেগে গমনকালে বিঘ্ন পাইবা না। [১৩] হিতোপদেশ দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর, ছাড়িয়া দিও না; তাহা রক্ষা কর, কেননা তাহা তোমার জীবন হয়।

[১৪] পাপিদের মার্গে প্রবেশ করিও না, ও দুষ্ট লোকদের পথে গমন করিও না। [১৫] তাহা ত্যাগ কর, তাহার নিকট দিয়া যাইও না; তাহাহইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া যাও। [১৬] কেননা দুষ্কর্ম্ম না করিলে তাহাদের নিদ্রা হয় না, ও কাহাকে ভ্রষ্ট না করিলে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। [১৭] তাহারা দুষ্টতারূপ অন্ন ভক্ষণ করে ও দৌরাত্ম্যরূপ দ্রাক্ষারস পান করে। [১৮] কিন্তু যে উজ্জ্বল জ্যোতি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তর২ দেদীপ্যমান হয়, ধার্ম্মিকদের পথ তাহার ন্যায়। [১৯] দুষ্টদের পথ অন্ধকারের ন্যায়; তাহারা কিসে বাধা পাইবে, তাহা জানে না।

[২০] হে আমার পুত্র, আমার বাক্যে মনোযোগ কর, ও আমার কথাতে কর্ণপাত কর। [২১] তাহা তোমার চক্ষুগোচরহইতে না যাউক, মনের মধ্যে তাহা যত্ন করিয়া রাখ। [২২] কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের জীবন ও সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্য হয়। [২৩] রক্ষণীয় তাবৎ বস্তু অপেক্ষা তোমার অন্তঃকরণ অধিক যত্নেতে রক্ষা কর, কেননা তাহাহইতে জীবনের প্রবাহ জন্মে। [২৪] মুখের কুটিলতাহইতে পরাঙ্মুখ হও, ও ওষ্ঠাধরের বক্রতা আপনাহইতে দূর কর। [২৫] তোমার চক্ষু অগ্রে দৃষ্টি করুক, ও তোমার চক্ষুর পাতা সম্মুখে অবলোকন করুক। [২৬] তুমি আপনার পাদবিক্ষেপ বিবেচনা কর, ও তোমার সকল মার্গ সরল হউক। [২৭] দক্ষিণে কি বামে বিপথগামী হইও না, মন্দহইতে চরণ নিবৃত্ত কর।

৫ অধ্যায়।

১ সুলেমানের বিনয় কথা, ৩ ও বেশ্যার বিরুদ্ধে কথা, ১৫ ও বিবাহের প্রশংসা।

[১] হে আমার পুত্র, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ কর, ও আমার বুদ্ধির প্রতি কর্ণপাত কর। [২] তাহাতে তুমি পরিণামদর্শিতা রক্ষা করিবা ও আপন ওষ্ঠাধরে জ্ঞানের কথা পালন করিবা।

[৩] বারাঙ্গনার ওষ্ঠহইতে মৌচাকের ন্যায় ফোঁটা২ মধু ক্ষরে, ও তাহার তালুকা তৈল অপেক্ষাও চিক্কণ বটে। [৪] কিন্তু তাহার শেষগতি নাগদানার ন্যায় তিক্ত ও দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ হয়। [৫] তাহার চরণ মৃত্যুতে নামে, ও তাহার পাদবিক্ষেপ কবরে পড়ে। [৬] সে জীবনের পথ বিবেচনা করে না, এবং তাহার পাদবিক্ষেপ চঞ্চল; সে তাহাতে মনোযোগ করে না। [৭] অতএব হে বালকগণ, আমার কথা শুন, আমার মুখের কথাহইতে পরাঙ্মুখ হইও না। [৮] তুমি তাহাহইতে আপন পথ দূরে রাখ, তাহার বাটীর দ্বারের নিকটেও যাইও না; [৯] গেলে তোমার সম্ভ্রম অন্যকে, ও তোমার পরমায়ু নির্দ্দয় রিপুকে দত্ত হইবে; [১০] ও বিদেশিরা তোমার ধনেতে আপ্যায়িত হইবে, ও তোমার পরিশ্রমের ফলেতে বেশ্যার গৃহ পরিপূর্ণ হইবে; [১১] এবং তোমার মাংস ও শরীর ক্ষয় পাইলে শেষে তুমি আর্ত্তনাদ করিয়া কহিবা; [১২] হায়২, আমি কেন হিতোপদেশ ঘৃণা করিলাম? ও আমার মন কেন অনুযোগ তুচ্ছ করিল? [১৩] আমি কেন গুরুলোকের কথা শুনিলাম না? ও শিক্ষকদের কথাতে কেন মনোযোগ করিলাম না? [১৪] আমি সভাতে ও মণ্ডলীর মধ্যে হঠাৎ সর্ব্ব প্রকার বিপদে পড়িলাম।

[১৫] তুমি নিজ জলাশয়ের জল ও নিজ কূপের স্রোতোজল পান কর। [১৬] তোমার উনুই কেন বাহিরে বিস্তারিত হইবে? ও তোমার জলের স্রোত কেন চকে যাইবে? [১৭] তাহা কেবল তোমারই হউক, তোমার ও অন্যের না হউক। [১৮] তোমার উনুই ধন্য হউক, ও তুমি আপন যৌবনকালের ভার্য্যাতে সন্তুষ্ট হও। [১৯] সে হরিণীর ন্যায় প্রেমিকা ও বাতপ্রমীর ন্যায় মনোহারিণী হউক; তাহার স্তনের দ্বারা তুমি সর্ব্বদা আপ্যায়িত হও, ও তাহার প্রেমেতে নিত্য রত থাক। [২০] হে আমার পুত্র, বারাঙ্গনা কেন তোমার মন হরণ করে? ও তুমি বেশ্যার বক্ষে

কেন আলিঙ্গন কর? [২১] মনুষ্যের তাবৎ পথ পরমেশ্বরের দৃষ্টিগোচর আছে; তিনি তাহার সকল গতি বিচার করেন। [২২] দুষ্ট লোক আপন অপরাধদ্বারা ধরা পড়ে ও নিজ পাপরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হয়। [২৩] সে বাহুল্য ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া অনুপদেশে প্রাণ ত্যাগ করে।

৬ অধ্যায়।

১ প্রতিভূ হওনে নিষেধ, ৬ ও আলস্যের বিরুদ্ধে কথা, ১২ ও দুষ্ট লোকের বিরুদ্ধে কথা, ১৬ ও সাত ঘৃণাস্পদ, ২০ ও আজ্ঞা পালনের ফল, ২৫ ও পরদার করণে ক্ষতি।

[১] হে আমার পুত্র, তুমি যদি আপন বন্ধুর প্রতিভূ হইয়া থাক, ও পরের বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া থাক, [২] তবে আপন বাক্যরূপ ফাঁদে পতিত ও আপন মুখের কথাতে ধৃত হইলা। [৩] অতএব হে আমার পুত্র, তুমি এখন এই কর্ম্ম কর; তুমি আপন বন্ধুর হস্তগত হইলা, অতএব আপন প্রাণকে উদ্ধার কর; তুমি যাইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক আপন বন্ধুকে সাধ্যসাধনা কর। [৪] তোমার চক্ষুকে নিদ্রা যাইতে দিও না, ও চক্ষুর পাতাকে মুদ্রিত হইতে দিও না। [৫] যেমন হরিণ (ব্যাধের) করহইতে ও পক্ষী জালিকের হস্তহইতে পলায়ন করে, তদ্রূপ তুমি আপনাকে মুক্ত কর।

[৬] হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে গিয়া তাহার ক্রিয়া দেখিয়া জ্ঞান শিক্ষা কর। [৭] তাহার শাসনকর্ত্তা কি অধ্যক্ষ কি প্রভু কেহ নাই, [৮] তথাপি সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে, ও শস্য কাটনের সময়ে ভক্ষ্য সঞ্চয় করে। [৯] হে অলস, তুমি কত কাল শয়নে থাকিবা? ও কখন্ নিদ্রাহইতে উঠিবা? [১০] আর অল্প কাল নিদ্রা ও অল্প কাল তন্দ্রা ও অল্প কাল শয়নে হস্ত জড়সড় করিলে, [১১] তোমার দৈন্য দস্যুর ন্যায় ও তোমার দীনতা সুসজ্জ সেনার ন্যায় উপস্থিত হইবে।

[১২] যে ব্যক্তি দুর্জন, সে ধূর্ত্ত, কটুবাক্য কহিতে২ বেড়ায়; [১৩] ও চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করে, ও পদের ভঙ্গিদ্বারা বুঝায়, ও অঙ্গুলি দিয়া শিক্ষা দেয়। [১৪] সে আপন কুটিল অন্তঃকরণে মন্দ চিন্তা করে, ও সর্ব্বদা বিবাদের আরোপ করে। [১৫] অতএব অকস্মাৎ তাহার বিপদ উপস্থিত হইবে, ও প্রতিকার বিনা সে হঠাৎ বিনষ্ট হইবে।

[১৬] অহঙ্কারদৃষ্টি ও মিথ্যাবাদি জিহ্বা ও নির্দ্দোষ রক্তপাতকারি হস্ত [১৭] ও কুসঙ্কল্পকারি মন ও কুকর্ম্ম করিতে দ্রুতগামি চরণ, [১৮] এবং মিথ্যাবাদি মিথ্যাসাক্ষী ও ভ্রাতৃমধ্যে বিবাদাজনক, [১৯] এই সপ্ত বিশেষতঃ ছয় পরমেশ্বরের ঘৃণিত; তিনি মনের মধ্যে এই সকলকে বড় ঘৃণা করেন।

[২০] হে আমার পুত্র, তুমি আপন পিতার আজ্ঞা পালন কর, ও আপন মাতার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না। [২১] তাহা সর্ব্বদা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ ও গলদেশে বন্ধন কর। [২২] তাহাতে গমনকালে সে তোমাকে পথ দেখাইবে, ও শয়নকালে তোমাকে রক্ষা করিবে, ও জাগরণ সময়ে তোমার সহিত আলাপ করিবে। [২৩] কেননা আজ্ঞা প্রদীপস্বরূপ ও ব্যবস্থা আলোকস্বরূপ ও হিতোপদেশের অনুযোগ জীবনের পথস্বরূপ হইয়া [২৪] দুষ্টা স্ত্রীহইতে ও প্রিয়বাদিনী বেশ্যাহইতে তোমাকে রক্ষা করিবে।

[২৫] তুমি অন্তঃকরণে ঐ স্ত্রীর সৌন্দর্য্য বাঞ্ছা করিও না, ও তাহার কটাক্ষেতে ধৃত হইও না। [২৬] কেননা বেশ্যাদ্বারা অন্নাভাবও ঘটে, এবং পরস্ত্রীদ্বারা মনুষ্যের মহামূল্য প্রাণ ধরা পড়ে। [২৭] বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখিলে কাহার বস্ত্র দগ্ধ না হয়? [২৮] এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপরে গমন করিলে কাহার পদতল দগ্ধ না হয়? [২৯] যে জন প্রতিবাসির স্ত্রীতে গমন করে, সে তদ্রূপ হয়; যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, সে নির্দ্দোষ হইবে না। [৩০] যে চোর ক্ষুধিত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থে চুরি করে, লোকেরা তাহাকেও উপেক্ষা করে না। [৩১] ধৃত হইলে চৌর্য্যের সপ্ত গুণ তাহাকে দিতে হয়, ও আপন গৃহের সর্ব্বস্ব হইলেও তাহা দিতে হয়। [৩২] কিন্তু পরদারগামি পুরুষ নিতান্ত নির্ব্বোধ, কেননা সে আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করে, [৩৩] এবং দণ্ড ও লজ্জা পায়; তাহার অপমান কখনো ঘুচে না। [৩৪] যেহেতুক স্ত্রী বিষয়ক অন্তর্জ্বালাতে স্বামির ক্রোধ জন্মে, দণ্ডের দিনে সে ক্ষমা করিবে না; [৩৫] ও কোন প্রকার পারিতোষিক মানিবে না, এবং অনেক উৎকোচেও সন্তুষ্ট হইবে না।

৭ অধ্যায়।

১ সুলেমানের বিনয় কথা, ৬ ও বেশ্যার ব্যবহারের বর্ণনা, ২৪ ও তাহাহইতে স্বতন্ত্র হওনের আবশ্যকতা।

[১] হে আমার পুত্র, আমার কথা পালন কর ও আমার আজ্ঞা মনে সঙ্গোপন কর; [২] ও আমার আজ্ঞা পালন করিয়া জীবন ধারণ কর, ও আমার ব্যবস্থাকে আপনার নয়নের তারাস্বরূপ রক্ষা কর; [৩] এবং তোমার অঙ্গুলিতে তাহা বন্ধন কর, ও হৃৎপত্রে লিখিয়া রাখ। [৪] প্রজ্ঞাকে বল, তুমিই আমার ভগিনী, ও সুবিবেচনাকে বল, তুমিই আমার জ্ঞাতি;

[৫] তাহাতে সে বারাঙ্গনা ও প্রিয়বাদিনী বেশ্যা-হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে।

[৬] আমি আপন গৃহের বাতায়নের খড়খড়ি দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। [৭] তাহাতে অজ্ঞান লোকদের মধ্যে আমার দৃষ্টি পড়িলে আমি যুবগণের মধ্যে এক নির্ব্বোধ যুবকে দেখিলাম। [৮] সে ঐ ব্যভিচারিণীর বাটীর কোণের নিকটস্থ পথে যাইয়া তাহার বাটীর পথে চলিতেছিল। [৯] তখন সন্ধ্যাকাল, দিনাবসানে রাত্রির ও অন্ধকারের আরম্ভকাল ছিল। [১০] পরে বেশ্যাবেশ-ধারিণী এক চতুরা স্ত্রী তাহার সহিত মিলিল। [১১] সে কলহকারিণী ও অবাধ্যা, তাহার চরণ গৃহে থাকে না; [১২] কখনো পথে ও কখনো চকে ও কখনো (ব্যাধের ন্যায়) কোণে২ অপেক্ষাতে থাকে। [১৩] ঐ স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া চুম্বন করিল, এবং নির্লজ্জ মুখে তাহাকে কহিল, [১৪] 'আমাকে মঙ্গলার্থক বলিদান করিতে হইবে, অদ্য আমি আপন মানত পূর্ণ করিলাম। [১৫] এই জন্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তোমার দেখা পাইতে বাহিরে আইলাম, এক্ষণে তোমাকে পাইলাম। [১৬] আমি চিত্রবিচিত্র বস্ত্রে ও মিস্রীয় নানাবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্রে আপন খাট সাজাইলাম; [১৭] এবং গন্ধরস ও অগুরু ও দারুচিনি দিয়া আপন শয্যা আমোদিত করিলাম। [১৮] আইস, আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত কামরসে মত্ত ও প্রেমেতে সুখী হই। [১৯] কেননা আমার স্বামী ঘরে নাই, দূরপথে গমন করিয়াছে। [২০] টাকার তোড়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, শুক্লপক্ষে গৃহে আসিবে।' [২১] এই রূপ অনেক মধুর বাক্যেতে সে তাহার মন হরণ করিল, ও ওষ্ঠাধরের কোমলতাতে তাহাকে আকর্ষণ করিল। [২২] তাহাতে সে হঠাৎ তাহার পশ্চাৎ গেল; যেমন গোরু হত হইতে যায়, তদ্রূপ সে রুণু২ শব্দ পূর্ব্বক নির্ব্বোধের দণ্ড পাইতে, [২৩] কিম্বা বাণদ্বারা বিদ্ধযকৃৎ হইতে গেল। যে পক্ষী ফাঁদকে প্রাণনাশক না জানিয়া ফাঁদে পড়িতে শীঘ্র উড়ে, সে তাহার তুল্য।

[২৪] অতএব হে বালকেরা, আমার বাক্য শুন, ও আমার মুখের কথা মান্য কর। [২৫] তোমার চিত্ত তাহার পথে না যাউক, এবং তুমি তাহার মার্গে ভ্রমণ করিও না। [২৬] কেননা সে অনেককে হত করিয়া নিপাত করিয়াছে, ও অনেক বলবানকে বধ করিয়াছে। [২৭] তাহার গৃহ পরলোকের পথ ও মৃত্যুর আলয়ে প্রবেশকারক।

৮ অধ্যায়।

১ প্রজ্ঞার সুখ্যাতি ও শ্রেষ্ঠতা, ১২ ও প্রজ্ঞাদ্বারা পরাক্রম ও ধন, ২২ ও প্রজ্ঞার অনাদিত্ব, ৩২ ও প্রজ্ঞার দ্বারা সুখের বর্ণনা।

[১] প্রজ্ঞা কি ডাকে না? ও বুদ্ধি কি উচ্চৈঃশব্দ করে না? [২] সে পথের পার্শ্বে উচ্চস্থানে এবং চতুর্ম্মস্তক পথে দাঁড়ায়; [৩] ও দ্বারে অর্থাৎ নগরের অগ্রভাগে ও দ্বারের প্রবেশস্থানে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহে, [৪] হে মনুষ্যগণ, আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি; মনুষ্যসন্তানদের কাছে আমার এই নিবেদন। [৫] হে অজ্ঞানেরা, সতর্কতার কথা বুঝ; হে নির্ব্বোধ সকল, তোমরা বুদ্ধির কথা বুঝ। [৬] শুন, আমি সৎকথা কহি, ও ওষ্ঠাধরে যথার্থ কথা বলি। [৭] আমার মুখ সত্য কথা কহে, দুষ্টতা আমার ওষ্ঠের ঘৃণাস্পদ। [৮] আমার মুখের তাবৎ কথাই ধর্ম্ম; তাহার মধ্যে বক্র কি বিপরীত বাক্য নাই। [৯] বুদ্ধিমানের স্থানে সে সকল সুগম, এবং জ্ঞানিদের কাছে যথার্থ। [১০] রূপা অপেক্ষা আমার উপদেশ, এবং সুবর্ণ অপেক্ষা জ্ঞানকে গ্রহণ কর। [১১] কেননা প্রজ্ঞা মুক্তাহইতেও উত্তম, ও কোন ইষ্ট বস্তু তাহার সমান নয়।

[১২] আমি প্রজ্ঞা সতর্কতার সহিত বাস করি, ও পরিণামদর্শিতার তত্ত্ব জানি। [১৩] দুষ্টতাকে ঘৃণা করা পরমেশ্বরের সেবার সার; আমি অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা ও কুপথ ও দুর্ম্মুখতা ঘৃণা করি। [১৪] পরামর্শ ও কুশল আমার, আমিই সুবিবেচনা, ও পরাক্রম আমার। [১৫] আমাদ্বারা রাজগণ রাজত্ব করে ও মন্ত্রিগণ যথার্থ ব্যবস্থা স্থাপন করে। [১৬] এবং আমাদ্বারা প্রধানেরা প্রাধান্য পায় ও পৃথিবীর বিচারকর্তৃগণ উন্নত হয়। [১৭] যাহারা আমাকে প্রেম করে, আমিও তাহাদিগকে প্রেম করি; ও যাহারা আমার অন্বেষণ করে, তাহারা আমাকে পায়। [১৮] ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম এবং অক্ষয় বিভব ও ধর্ম্ম, এ সকলি আমার। [১৯] সুবর্ণ ও নির্ম্মল সুবর্ণ অপেক্ষাও আমার ফল উত্তম, এবং মনোনীত রূপাহইতেও আমার উপস্বত্ব ভাল। [২০] আমিই ধর্ম্মপথে ও বিচারের পথের মধ্যে গতি করাই। [২১] যাহারা আমাকে প্রেম করে, তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যবান করি, ও তাহাদের ভাণ্ডার ধনেতে পরিপূর্ণ করি।

[২২] পরমেশ্বরের কর্ম্মের আরম্ভে, বরং তাঁহার আদিকৃত কর্ম্মের পূর্ব্বে আমি তাঁহার প্রাপ্ত ছিলাম। [২৩] অনাদি কালাবধি, পৃথিবীর মূল স্থাপনের পূর্ব্বাবধি আমি অভিষিক্তা আছি। [২৪] সমুদ্রের ও জলপূর্ণ উনুইর সৃষ্টি হওনের পূর্ব্বে, [২৫] এবং পর্ব্বতের স্থাপন ও উপপর্ব্বতের জন্মের পূর্ব্বে, [২৬] যে সময়ে পৃথিবী ও ক্ষেত্র ও জগৎস্থ মৃত্তিকার এক রেণুও জন্মে নাই, তৎকালে আমি জন্মিয়াছিলাম। [২৭] এবং তাঁহার আকাশমণ্ডল স্থাপন কালেও আমি সেখানে

ছিলাম; এবং যে সময়ে তিনি সমুদ্রের উপরিস্থ চক্রাকার পরিমাণ করিলেন, [২৮] এবং ঊর্দ্ধস্থিত মেঘ স্থাপন করিলেন, ও গভীর স্থানের উনুই সকল পূর্ণ করিলেন, [২৯] এবং সমুদ্রের জল যে সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেই সীমা নিরূপণ করিলেন, ও পৃথিবীর মূল স্থাপন করিলেন; [৩০] তৎকালে আমি তাঁহার নিকটে কর্ম্মকারিণী ছিলাম, এবং প্রতিদিন আনন্দদায়িনী হইয়া তাঁহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতাম; [৩১] এবং ভূমণ্ডলে আমোদ ও মনুষ্যসন্তানদের সহিত আনন্দ করিতাম।

[৩২] হে বালকগণ, তোমরা এখন আমার কথা শুন; যে জন আমার পথ অবলম্বন করে, সেই ধন্য। [৩৩] তোমরা হিতোপদেশ শুনিয়া জ্ঞানবান্ হও; তাহাতে অশ্রদ্ধা করিও না। [৩৪] যে জন আমার কথা শুনিয়া দিন২ আমার দ্বারে জাগ্রৎ থাকে, অর্থাৎ আমার দ্বারের চৌকাঠে থাকিয়া অপেক্ষা করে, সেই ধন্য। [৩৫] কেননা আমাকে পাইলেই মানুষ জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ভোগ করে। [৩৬] কিন্তু যে জন আমার বিরুদ্ধে পাপ করে, সে আপন প্রাণ হিংসা করে; এবং যে সকল লোক আমাকে ঘৃণা করে, তাহারাই মৃত্যুকে প্রেম করে।

৯ অধ্যায়।

১ তত্ত্বজ্ঞানের আহ্বান, ৭ ও উপদেশ কথা, ১৩ ও অজ্ঞানতার কথা ও ফল।

[১] প্রজ্ঞা আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল ও তাহার সপ্ত স্তম্ভ খুদিল; [২] এবং পশু মারিয়া ও দ্রাক্ষারস মিশ্রিত করিয়া আপন ভোজ প্রস্তুত করিল; [৩] এবং আপন দাসীদিগকে পাঠাইয়া নগরের উচ্চ স্থানহইতে নিমন্ত্রণ করিয়া কহিল, [৪] হে অজ্ঞান, এই স্থানে আইস; এবং নির্ব্বোধকে কহিল, [৫] আইস, আমার ভোজ্য ভোজন কর, ও আমার প্রস্তুত দ্রাক্ষারস পান কর; [৬] অজ্ঞানদের সঙ্গ ছাড়িয়া জীবন রক্ষা কর, ও সুবিবেচনার পথে গমন কর।

[৭] যে জন নিন্দককে শিক্ষা দেয় সেই লজ্জা পায়, এবং যে জন দুষ্টকে অনুযোগ করে সে কলঙ্ক পায়। [৮] তুমি নিন্দককে অনুযোগ করিও না, করিলে সে তোমাকে ঘৃণা করিবে; বরং জ্ঞানবানকে অনুযোগ কর, তাহাতে সে তোমাকে প্রেম করিবে। [৯] জ্ঞানবানকে উপদেশ দিলে সে আরও জ্ঞানবান হইবে, এবং সাধুকে শিক্ষা দিলে তাহার পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইবে। [১০] পরমেশ্বর বিষয়ক ভয়ই প্রজ্ঞার আরম্ভ, এবং ধর্ম্মজ্ঞানই সুবিবেচনা। [১১] কেননা আমাদ্বারা তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি পাইবে, ও তোমার আয়ুর বৎসর বাড়িবে। [১২] তুমি জ্ঞান পাইলে আপনি তাহার ফল ভোগ করিবা, আর নিন্দক হইলে আপনি দণ্ড পাইবা।

[১৩] অজ্ঞানা স্ত্রী কলহকারিণী ও অবিবেচিকা ও নির্ব্বুদ্ধি। [১৪] সে আপন গৃহের দ্বারে কিম্বা নগরের উচ্চস্থানে আসন পাতিয়া বসে; [১৫] এবং সরল পথের পথিকদিগকে ডাকিয়া বলে, [১৬] হে অজ্ঞান, এই স্থানে আইস; এবং নির্ব্বোধকে এই কথা কহে, [১৭] চৌর্য্য জল বড় মিষ্ট, ও গুপ্ত অন্ন বড় সুস্বাদু। [১৮] কিন্তু প্রেত যে তাহার গৃহে থাকে, ও তাহার নিমন্ত্রিত লোকেরা যে পাতালের গভীর স্থানে যায়, ইহা সে লোক বিবেচনা করে না।

১০ অধ্যায়।

সুলেমানের নানা প্রকার হিতোপদেশ।

সুলেমানের হিতোপদেশ।

[১] জ্ঞানবান পুত্র পিতার আনন্দকর হয়, কিন্তু মূর্খ পুত্র মাতার ক্লেশদায়ক। [২] দুষ্টতাদ্বারা প্রাপ্ত ধনে কিছু ফল নাই, কিন্তু ধর্ম্মদ্বারা মৃত্যুহইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। [৩] পরমেশ্বর ধার্ম্মিকের প্রাণকে ক্ষুধায় ব্যাকুল হইতে দেন না, কিন্তু দুষ্টদের লোভ বিফল করেন। [৪] যে জন শিথিল হস্তে কর্ম্ম করে, সে দরিদ্রতা পায়; কিন্তু সত্বর কর্ম্মকারির হস্ত তাহাকে ধনবান করে। [৫] যে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করে, সেই বুদ্ধিমান পুত্র; কিন্তু যে শস্য কাটনের সময়ে নিদ্রিত থাকে, সে লজ্জাজনক পুত্র। [৬] ধার্ম্মিকের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে, কিন্তু দুষ্টগণের মুখ দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন থাকে। [৭] ধার্ম্মিক লোকদের স্মরণীয় নাম ধন্য, কিন্তু দুষ্টদের নাম জীর্ণ হয়। [৮] জ্ঞানবান লোক আজ্ঞা গ্রহণ করে, কিন্তু অজ্ঞান বাচাল লোক পতিত হয়। [৯] সরলগামি লোক নির্ভয়ে গমন করে, কিন্তু বক্রগামী শাস্তি পায়। [১০] যে জন চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করে, সে দুঃখ দেয়; কিন্তু অজ্ঞান বাচাল লোক পতিত হয়। [১১] ধার্ম্মিকদের মুখ জীবনের উনুইস্বরূপ; কিন্তু দুষ্টগণের মুখ দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন থাকে। [১২] দ্বেষ বিবাদের উৎপাদক, কিন্তু প্রেম সমূহদোষ আচ্ছাদন করে। [১৩] জ্ঞানবানের ওষ্ঠাধর প্রজ্ঞার আশ্রয়, কিন্তু অজ্ঞানের পৃষ্ঠ দণ্ডের আশ্রয়। [১৪] জ্ঞানবান জ্ঞান সঞ্চয় করে, কিন্তু অজ্ঞানের মুখ বিনাশ উপস্থিত করে। [১৫] ধনই ধনবানের দৃঢ় নগর, এবং দরিদ্রতাই দরিদ্রের বিনাশস্বরূপ। [১৬] ধার্ম্মিকের শ্রম জীবনজনক, কিন্তু দুষ্টদের উপস্বত্ত্ব পাপজনক। [১৭] যে জন হিতোপদেশ মানে, সে জীবনের পথে চলে; কিন্তু যে জন অনুযোগ মানে না, সে ভ্রান্ত হয়। [১৮] যে জন

দ্বেষ আচ্ছাদন করে, সে মিথ্যাবাদী; এবং যে কেহ পরের অপবাদ করে, সে অজ্ঞান। [১৯] বহুবাক্যে দোষের অভাব নাই; অতএব যে জন আপন ওষ্ঠকে দমন করে, সেই বুদ্ধিমান। [২০] ধার্ম্মিকের জিহ্বা নির্ম্মল রূপাস্বরূপ, কিন্তু দুষ্টদের অন্তঃকরণ অল্পমূল্য। [২১] ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে প্রতিপালন করে, কিন্তু অজ্ঞানেরা জ্ঞানের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করে। [২২] পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ধনবান করে, এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না। [২৩] কুক্রিয়াতে অজ্ঞানের এবং প্রজ্ঞাতে বুদ্ধিমানের আনন্দ হয়। [২৪] দুষ্ট যাহাতে ভয় করে, তাহার প্রতি তাহাই ঘটে; কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাঞ্ছা সফল হয়। [২৫] যেমন ঘূর্ণবায়ু বহিয়া যায়, তদ্রূপ দুষ্ট লোকও যায়; কিন্তু ধার্ম্মিক চিরস্থায়ি ভিত্তিস্বরূপ। [২৬] দন্তে যেমন অম্লরস ও চক্ষুতে যেমন ধূম, তদ্রূপ অলস আপন প্রেরকের প্রতি হয়। [২৭] পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় আয়ুর বৃদ্ধি করে; কিন্তু দুষ্টদের বৎসরের ন্যূনতা করা যায়। [২৮] ধার্ম্মিকদের প্রতীক্ষা আনন্দজনক; কিন্তু দুষ্টদের প্রত্যাশা ক্ষয় পায়। [২৯] পরমেশ্বরের পথ সাধুদের দুর্গস্বরূপ; কিন্তু দুষ্কর্ম্মিদের বিনাশস্বরূপ। [৩০] ধার্ম্মিক লোক কখনো বিচলিত হইবে না; কিন্তু দুষ্টগণ দেশবাসী হইবে না। [৩১] ধার্ম্মিকের মুখহইতে প্রজ্ঞা নিঃসৃত হয়; কিন্তু বক্রবাদি জিহ্বাকে ছেদন করা যায়। [৩২] ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর প্রীতিভাবের সংসর্গী, কিন্তু দুষ্টদের মুখ বক্রভাবের মিত্র।

১১ অধ্যায়।

[১] অযথার্থ নিক্তি পরমেশ্বরের ঘৃণিত; কিন্তু যথার্থ টকেতে তাঁহার সন্তোষ আছে। [২] অহঙ্কার আইলে অবজ্ঞাও আইসে; কিন্তু নম্রশীল লোকদের সহিত প্রজ্ঞা আইসে। [৩] সরল লোকদের সাধুতা তাহাদিগকে সুপথে লইয়া যায়, কিন্তু ধূর্ত্তদের খলতা তাহাদিগকে নষ্ট করে। [৪] ক্রোধের দিনে ধন নিষ্ফল হয়; কিন্তু ধর্ম্ম মৃত্যুহইতে রক্ষা করে। [৫] সাধু লোকের ধর্ম্ম তাহার পথ সমান করে; কিন্তু দুষ্টতা দুষ্টকে নিপাত করে। [৬] সরল লোকদের ধর্ম্ম তাহাদিগকে উদ্ধার করে; কিন্তু কুটিল লোক আপনাদের লোভে ধরা পড়ে। [৭] দুষ্ট লোক মরিলে তাহার আশা নষ্ট হয়; এবং বলবানদের প্রত্যাশা বিনাশ পায়। [৮] ধার্ম্মিক দুঃখ হইতে উদ্ধার পায়; পরে দুষ্ট তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। [৯] কপটি লোক মুখের দোষে আপন বন্ধুকে নষ্ট করে, কিন্তু ধার্ম্মিকগণ জ্ঞানদ্বারা উদ্ধার পায়। [১০] ধার্ম্মিকদের মঙ্গল হইলে নগরে আনন্দ হয়; কিন্তু দুষ্টদের বিনাশ হইলে জয়ধ্বনি হয়। [১১] সরলদিগের আশীর্ব্বাদে নগরের উন্নতি হয়; কিন্তু দুষ্টদের বাক্যেতে তাহার উৎপাটন হয়। [১২] নির্ব্বোধ আপন বন্ধুকেও তুচ্ছ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান নীরব হইয়া থাকে। [১৩] কর্ণেজপ ভ্রমণ করিয়া গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে; কিন্তু বিশ্বস্ত লোক কথা গোপন করে। [১৪] মন্ত্রণার অভাবে লোক পতিত হয়; কিন্তু মন্ত্রিবাহুল্যেতে রক্ষা পায়। [১৫] যে জন অজ্ঞাত লোকের প্রতিভূ হয়, সে ক্লেশ পায়; কিন্তু যে জন প্রতিভূর কর্ম্মে ঘৃণা করে, সে নিরাপদে থাকে। [১৬] মনোহরা স্ত্রী সম্ভ্রম লাভ করে, আর বিক্রমি লোক ধন লাভ করে। [১৭] দয়ালু লোক আপন প্রাণের মঙ্গল করে; কিন্তু নির্দ্দয় আপন শরীরকে ক্লেশ দেয়। [১৮] অধর্ম্মি লোক মিথ্যাশ্রম করে; কিন্তু ধর্ম্মবীজবাপকের সত্য ফল হয়। [১৯] ধর্ম্মদ্বারা যেমন জীবনলাভ, তদ্রূপ দুষ্টতার উদ্‌যোগদ্বারা মৃত্যুলাভ হয়। [২০] কুটিলমনা পরমেশ্বরের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু সরলপথগামিরা তাঁহার সন্তোষজনক। [২১] পাপি লোক পুরুষানুক্রমে দণ্ড এড়াইবে না; কিন্তু ধার্ম্মিকদের বংশ রক্ষা পাইবে। [২২] যেমন শূকরের নাসিকাতে সুবর্ণের নথ, তদ্রূপ সুবিচারহীন সুন্দরী স্ত্রী। [২৩] ধার্ম্মিকেরা কেবল উত্তমের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু দুষ্টেরা ক্রোধের অপেক্ষা করে [২৪] কেহ২ বিতরণ করিয়াও বৃদ্ধি পায়; আর কেহ২ উচিত ব্যয় অস্বীকার করিয়াও কেবল দরিদ্রতা পায়। [২৫] দানশীল প্রাণী পরিতৃপ্ত হয়, এবং জলসেচনকারী আপনি জলেতে সিক্ত হয়। [২৬] যে জন শস্য আটক করিয়া রাখে, লোকেরা তাহাকে শাপ দেয়; কিন্তু যে জন শস্য বিক্রয় করে, তাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে। [২৭] যে জন হিত কর্ম্মের চেষ্টা করে, সে অনুগ্রহ পায়; কিন্তু যে জন অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার প্রতি অনিষ্ট ঘটিবে। [২৮] যে জন আপন ধনে নির্ভর করে, সে পতিত হয়; কিন্তু ধার্ম্মিক জন পল্লবের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। [২৯] যে জন পরিজনকে কষ্ট দেয়, সে বায়ুরূপ অধিকার পায়; এবং অজ্ঞান বুদ্ধিমানের দাস্য করে। [৩০] অমৃত বৃক্ষের ফলই ধার্ম্মিকের ফল; এবং যে জন পরের আত্মাকে সৎপথে লওয়ায়, সেই জ্ঞানবান। [৩১] দেখ, পৃথিবীতে ধার্ম্মিকগণও প্রতিফল পায়, তবে দুষ্ট ও পাপিগণ কি পাইবে না?

১২ অধ্যায়।

[১] যে জন উপদেশ ভাল বাসে, সে জ্ঞানও ভাল

বাসে; কিন্তু যে জন অনুযোগ ঘৃণা করে, সে পশুবৎ। ২ সুশীল লোক পরমেশ্বরের সন্তোষপাত্র হয়; কিন্তু তিনি কুসঙ্কল্পিকে দোষী করেন। ৩ দুষ্টতাদ্বারা কোন লোক সুস্থির হয় না, কিন্তু ধার্ম্মিকের মূল অটল থাকে। ৪ গুণবতী স্ত্রী স্বামির মুকুটস্বরূপ; কিন্তু লজ্জাদাত্রী স্ত্রী তাহার অস্থির ক্লেদস্বরূপ। ৫ ধার্ম্মিকদের সঙ্কল্প যথার্থ; কিন্তু দুষ্টদের পরামর্শ প্রবঞ্চনাযুক্ত। ৬ দুষ্টগণ বধ করিবার জন্যে লুক্কায়িত থাকনের কথা বলে; কিন্তু সরলাচারিদের জিহ্বা তাহাদিগকে রক্ষা করে। ৭ দুষ্টগণ উচ্ছিন্ন হইয়া লুপ্ত হয়; কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাটী অটল থাকে। ৮ মনুষ্য আপন কুশলদ্বারাতেই প্রশংসা পায়; কিন্তু কুটিলান্তঃকরণেরা তুচ্ছীকৃত হয়। ৯ যে সামান্য লোক আপনার দাস আপনি হয়, সে খাদ্যহীন শ্লাঘাকারিহইতে শ্রেষ্ঠ। ১০ ধার্ম্মিক আপন পশুর প্রাণের প্রতিও চিন্তা করে; কিন্তু দুষ্টদের যে দয়া সে নির্দ্দয়তা। ১১ যে জন আপন ভূমির চাস করে, সে যথেষ্ট আহার পায়; কিন্তু যে জন নিষ্ফল কর্ম্মেতে ব্যস্ত হয়, সে নির্ব্বোধ। ১২ পাপী দুর্জ্জনদের লাভেতে লোভ করে; কিন্তু ধার্ম্মিকের মূল ফল উৎপন্ন করে। ১৩ দুর্জ্জন আপন ওষ্ঠের দোষে ধরা পড়ে, কিন্তু ধার্ম্মিক দুঃখহইতে উদ্ধার পায়। ১৪ মনুষ্য আপন মুখের গুণে মঙ্গলে তৃপ্ত হয়, এবং তাহার হস্তকৃত দানের ফল তাহার প্রতি বর্ত্তে। ১৫ অজ্ঞানের পথ তাহার দৃষ্টিতে ভাল; কিন্তু যে জন পরামর্শ শুনে, সেই জ্ঞানবান। ১৬ অজ্ঞানের ক্রোধ শীঘ্র ব্যক্ত হয়, কিন্তু বিজ্ঞ লোক অপমান আচ্ছাদন করে। ১৭ সত্যবাদী ধর্ম্ম প্রকাশ করে; কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী প্রবঞ্চনা প্রকাশ করে। ১৮ বাচালের বাক্য অস্ত্রাঘাতস্বরূপ, কিন্তু জ্ঞানবানের জিহ্বা আরোগ্যস্বরূপ। ১৯ সত্যবাদির ওষ্ঠ চিরস্থায়ী; কিন্তু মিথ্যাবাদি জিহ্বা ক্ষণকালস্থায়ী। ২০ কুচিন্তাকারিদের মনে প্রতারণা থাকে, কিন্তু যাহারা শান্তির পরামর্শ দেয় তাহাদের আনন্দ হয়। ২১ ধার্ম্মিকের কোন বিপদ ঘটে না; কিন্তু দুষ্ট লোক দুর্গতিগ্রস্ত হয়। ২২ মিথ্যাবাদি ওষ্ঠ পরমেশ্বরের ঘৃণিত, কিন্তু সত্যাচারিগণ তাঁহার সন্তোষজনক। ২৩ সতর্ক লোক জ্ঞানের সম্বরণ করে; কিন্তু অজ্ঞানদের মন অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। ২৪ কর্ম্মশীলের হস্ত কর্ত্তৃত্ব করে; কিন্তু অলস লোক কর দেয়। ২৫ আন্তরিক দুঃখে লোকের মন নত হয়; কিন্তু শান্তিদায়ক বাক্য তাহাকে হর্ষ দান করে। ২৬ ধার্ম্মিক লোক নিজ প্রতিবাসির পথদর্শক; কিন্তু দুষ্টদের পথ ভ্রান্তিকর। ২৭ অলস মৃগয়াতে ধৃত পশু পাক করে না; কিন্তু কর্ম্মশীল বহুমূল্য নররত্ন। ২৮ ধর্ম্মের পথে জীবন থাকে; তাহার সরল মার্গে মৃত্যু নাই।

১৩ অধ্যায়।

১ জ্ঞানবান পুত্র পিতার উপদেশ শুনে; কিন্তু নিন্দক পুত্র ভর্ৎসনা শুনে না। ২ মনুষ্য আপন মুখের গুণে মঙ্গলে তৃপ্ত হয়; কিন্তু প্রবঞ্চকদের লোভ দৌরাত্ম্য ভোগ করায়। ৩ যে জন আপন মুখ রক্ষা করে, সে আপন প্রাণও রক্ষা করে; কিন্তু যে কেহ ওষ্ঠাধর ব্যাদান করে, সে বিনাশ পায়। ৪ অলস লোক বাঞ্ছা করিয়াও কিছু পায় না, কিন্তু কর্ম্মশীল হৃষ্টপুষ্ট হয়। ৫ ধার্ম্মিক মিথ্যাকথা ঘৃণা করে; কিন্তু দুষ্ট লোক লজ্জা ও অপমান জন্মায়। ৬ ধর্ম্ম সৎপথগামিকে রক্ষা করে; কিন্তু দুষ্টতা পাপিকে নষ্ট করে। ৭ কেহ২ অকিঞ্চন হইয়াও আপনাকে ধনির ন্যায় দেখায়; আর কেহ বা ধনী হইয়াও আপনাকে দরিদ্রের ন্যায় দেখায়। ৮ মান্য লোকের ধনদ্বারা প্রাণরক্ষা হয়; কিন্তু দরিদ্র তর্জ্জন শুনিতে পায় না। ৯ ধার্ম্মিকের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়; কিন্তু দুষ্টদের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। ১০ কেবল অহঙ্কারহইতে বিবাদ জন্মে, কিন্তু পরামর্শগ্রহণকারিদের প্রজ্ঞা আছে। ১১ আশুলব্ধ ধন ক্ষয় পায়; কিন্তু যে জন ক্রমশঃ সঞ্চয় করে, তাহার ধন বৃদ্ধি পায়। ১২ আশাসিদ্ধির বিলম্ব মনের পীড়াস্বরূপ; কিন্তু বাঞ্ছাসিদ্ধি অমৃত বৃক্ষস্বরূপ। ১৩ যে জন (ঈশ্বরের) বাক্য তুচ্ছ করে, সে দণ্ড পায়; কিন্তু যে জন আজ্ঞা মান্য করে, সে মঙ্গল পায়। ১৪ মৃত্যুরূপ ফাঁদহইতে রক্ষা করিতে জ্ঞানবানের ব্যবস্থা অমৃতের উনুইস্বরূপ হয়। ১৫ সুবুদ্ধির ফল অনুগ্রহ, কিন্তু প্রবঞ্চকদের পথ অতি কঠিন। ১৬ সতর্ক লোক সকল জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, কিন্তু মূর্খ আপন মূর্খতা প্রকাশ করে। ১৭ দুষ্ট দূত বিপদে পড়ে; কিন্তু বিশ্বসনীয় দূত আরোগ্যস্বরূপ। ১৮ যে জন উপদেশ তুচ্ছ করে, সে দরিদ্রতা ও লজ্জা পায়; কিন্তু যে কেহ অনুযোগকে মান্য করে, সে আদর পায়। ১৯ আশার সিদ্ধি মনেতে মিষ্ট বোধ হয়; কিন্তু দোষ ত্যাগ করা অজ্ঞানের ঘৃণিত কর্ম্ম। ২০ জ্ঞানিদের সঙ্গী হইলে জ্ঞানী হয়; কিন্তু অজ্ঞানের বন্ধু হইলে বিনষ্ট হয়। ২১ আপদ পাপিদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হয়; কিন্তু ধার্ম্মিকদিগকে মঙ্গল দত্ত হয়। ২২ সাধু লোক পুত্র পৌত্রদিগকে আপন অধিকার দিয়া যায়; কিন্তু পাপির ধন ধার্ম্মিকের নিমিত্তে সঞ্চিত হয়। ২৩ দরিদ্রের

চাসেতে অনেক শস্য জন্মে; কিন্তু বিচারের অভাবে কাহারো সর্ব্বনাশ হয়। [২৪] যে জন দণ্ড দিতে অনিচ্ছুক হয়, সে পুত্রকে ঘৃণা করে; কিন্তু যে জন তাহাকে প্রেম করে, সে অবিলম্বে তাহাকে শাস্তি দেয়। [২৫] ধার্ম্মিক তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করে; কিন্তু দুষ্টদের উদর শূন্য থাকে।

১৪ অধ্যায়।

[১] জ্ঞানবতী স্ত্রী আপন গৃহ দৃঢ় করে; কিন্তু অজ্ঞানা নিজ হস্ত দিয়া তাহা ভাঙ্গে। [২] যে আপন সারল্যে চলে, সেই পরমেশ্বরকে ভয় করে; কিন্তু বক্রপথগামী তাঁহাকে তুচ্ছ করে। [৩] অজ্ঞানের মুখে অহঙ্কারের দণ্ড থাকে; কিন্তু জ্ঞানবানদের ওষ্ঠ তাহাদিগকে রক্ষা করে। [৪] গোরু না থাকিলে খাদ্যপাত্র পরিষ্কার থাকে; কিন্তু গোরুর বলেতে ধনের বাহুল্য জন্মে। [৫] বিশ্বসনীয় সাক্ষী মিথ্যা কহে না; কিন্তু প্রবঞ্চক সাক্ষী মিথ্যা কথাই কহে। [৬] নিন্দক চেষ্টা করিলেও প্রজ্ঞা পায় না; কিন্তু বুদ্ধিমান সহজে জ্ঞান পায়। [৭] অজ্ঞানের সম্মুখহইতে প্রস্থান কর, এবং যাহার জ্ঞান বিশিষ্ট ওষ্ঠাধর দেখিতে পাও না, (তাহাকে ছাড়িয়া যাও।) [৮] নিজ পথের বিবেচনা করা সতর্কের প্রজ্ঞা, কিন্তু প্রবঞ্চনা করা মুর্খদের অজ্ঞানতা। [৯] অজ্ঞান লোকেরা পাপকে খেলার বিষয় জ্ঞান করে; কিন্তু ধার্ম্মিকদের মধ্যে অনুগ্রহ আছে। [১০] অন্তঃকরণ আপনার তিক্ততা বুঝে, এবং অপর লোক তাহার সুখের ভাগী হয় না। [১১] দুষ্টদের বাটী বিনষ্ট হয়; কিন্তু সরল লোকদের তাম্বু শোভা পায়। [১২] কোন পথ মানুষের দৃষ্টিতে ভাল বোধ হয়; কিন্তু তাহার শেষে মৃত্যু পথ থাকে। [১৩] কখন হাস্যকালেও মনোদুঃখ এবং আনন্দের শেষে বিষণ্ণতা হয়। [১৪] যে জন অন্তঃকরণে বিপথগামী, সে আপন আচরণের ফলেতে পূর্ণ হয়; কিন্তু সাধু লোক আপনাহইতে তৃপ্ত হয়। [১৫] জড়বুদ্ধি লোক সর্ব্বপ্রকার কথায় প্রত্যয় করে, কিন্তু সতর্ক লোক নিজ পাদবিক্ষেপের বিবেচনা করে। [১৬] জ্ঞানি লোক ভয় করিয়া মন্দহইতে বিমুখ হয়; কিন্তু অজ্ঞান ক্রোধী ও দুঃসাহসী হয়। [১৭] হঠাৎ ক্রোধি লোক অজ্ঞানের কর্ম্ম করে, ও কুপরামর্শী ঘৃণার পাত্র হয়। [১৮] জড়বুদ্ধি লোক অজ্ঞানতারূপ অধিকার পায়; কিন্তু বিজ্ঞ লোক জ্ঞানরূপ মুকুটে বিভূষিত হয়। [১৯] দুষ্ট লোক সুজনদের কাছে, ও পাপী ধার্ম্মিকদের দ্বারে নত হয়। [২০] দরিদ্র লোক আপন বন্ধুরও অপ্রিয় হয়, কিন্তু ধনবানের অনেক বন্ধু আছে। [২১] যে জন মিত্রকে তুচ্ছ বোধ করে, সে পাপ করে; কিন্তু যে জন দরিদ্রগণকে দয়া করে, তাহার মঙ্গল হয়। [২২] যাহারা কুসঙ্কল্প করে, তাহারা কি ভ্রান্ত নয়? কিন্তু যাহারা সুসঙ্কল্প করে, তাহাদের দয়া ও সত্যতা ঘটে। [২৩] তাবৎ প্রকার পরিশ্রমেতে সংস্থান হয়, কিন্তু বাচালতাতে অকুলানমাত্র হয়। [২৪] জ্ঞানিদের মুকুট ধন; কিন্তু অজ্ঞানদের অধিকার অজ্ঞানতা। [২৫] সত্যবাদি সাক্ষী প্রাণ রক্ষা করে; কিন্তু মিথ্যাবাদি সাক্ষী প্রতারণা করে। [২৬] পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় দৃঢ় বিশ্বাসভূমি; আর তাঁহার সন্তানগণের আশ্রয় আছে। [২৭] মৃত্যুরূপ ফাঁদহইতে রক্ষা করিতে পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় জীবনের উনুইস্বরূপ। [২৮] প্রজার বাহুল্যে রাজার সম্ভ্রম হয়; কিন্তু প্রজার অভাবে রাজার ক্ষতি হয়। [২৯] যে জন ক্রোধেতে ধীর, সে বড় জ্ঞানবান; কিন্তু যে জন আশুক্রোধী, সে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। [৩০] সুস্থ মন শরীরের জীবনস্বরূপ; কিন্তু অন্তর্জ্বালা অস্থিমধ্যস্থ ক্লেদস্বরূপ। [৩১] যে জন দরিদ্রের প্রতি উপদ্রব করে, সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার অপমান করে; কিন্তু যে কেহ দীনহীনকে দয়া করে, সে তাঁহাকে সম্ভ্রম করে। [৩২] দুষ্ট লোক আপন দৌর্জন্যেতে তাড়িত হইয়া (লোকান্তরে) যায়; কিন্তু মরণকালে ধার্ম্মিকের প্রত্যাশা থাকে। [৩৩] প্রজ্ঞা জ্ঞানবানদের হৃদয়ে গুপ্তা থাকে, কিন্তু অজ্ঞানদের অন্তরে ভাসিয়া উঠে। [৩৪] ধর্ম্মদ্বারা রাজ্যের উন্নতি হয়; কিন্তু পাপ দেশের কলঙ্ক। [৩৫] বুদ্ধিমান দাস রাজার অনুগ্রহ পায়; কিন্তু লজ্জাদায়ী তাঁহার ক্রোধের পাত্র হয়।

১৫ অধ্যায়।

[১] কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে, কিন্তু কঠিন বাক্য ক্রোধ জন্মায়। [২] জ্ঞানবানের জিহ্বা উত্তম জ্ঞান প্রকাশ করে; কিন্তু অজ্ঞানের মুখ অজ্ঞানতা উদ্গার করে। [৩] পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে দেখে। [৪] মিলনকারি জিহ্বা অমৃত বৃক্ষস্বরূপ; কিন্তু বিচ্ছেদকারি জিহ্বা বিনাশক ঝড়ের ন্যায়। [৫] অজ্ঞান আপন পিতার উপদেশ তুচ্ছ করে; কিন্তু যে জন ভর্ৎসনা মানে, সেই সতর্ক। [৬] ধার্ম্মিকের গৃহে বহু ধ[illegible] থাকে; কিন্তু দুষ্টের সম্পত্তি ব্যাকুলতাযুক্ত। [৭] জ্ঞানবানের ওষ্ঠ জ্ঞান প্রকাশ করে; কিন্তু অজ্ঞানের অন্তঃকরণ চঞ্চল। [৮] দুষ্টদের বলিদান পরমেশ্বরের ঘৃণিত; কিন্তু সরলদের প্রার্থনা তাঁহার সন্তোষজনক। [৯] পরমেশ্বর দুষ্টের পথ ঘৃণা করেন; কিন্তু ধর্ম্মের অনুগামিকে প্রেম করেন। [১০] সৎপথত্যাগির প্রতি দুঃখদায়ক শাস্তি ঘটিবে; এবং যে জন

ভর্ৎসনা ঘৃণা করে, সে মরিবে। [১১] পরলোক ও নরক যে পরমেশ্বরের গোচর হয়, মনুষ্য-সন্তানদের অন্তঃকরণ কি তাঁহার গোচর হইবে না? [১২] নিন্দক ভর্ৎসনাকারিকে প্রেম করে না, জ্ঞানিদের সহিত গতায়াতও করে না। [১৩] আনন্দিত মন মুখকে প্রফুল্ল করে, কিন্তু মনের দুঃখেতে আত্মা বিষণ্ণ হয়। [১৪] বুদ্ধিমানের মন জ্ঞান অন্বেষণ করে; কিন্তু অজ্ঞানদের মুখ অজ্ঞানতাক্ষেত্রে চরে। [১৫] দুঃখি লোকের সকল দিনই দুঃখদায়ক; কিন্তু হৃষ্ট মনই নিত্য ভোজস্বরূপ। [১৬] চিন্তার সহিত প্রচুর ধন অপেক্ষা বরং ঈশ্বরভক্তির সহিত অল্পও ভাল। [১৭] দ্বেষভাবে মনুষ্যদের পুষ্ট গোরু ভোজন অপেক্ষা বরং প্রণয়ভাবে শাকমাত্র ভোজন করা ভাল। [১৮] ক্রোধি লোক বিবাদ জন্মায়; কিন্তু ক্রোধে ধীর লোক বিরোধ শান্তি করে। [১৯] অলসের পথ কণ্টকের বেড়াস্বরূপ; কিন্তু ধার্ম্মিকের পথ রাজপথস্বরূপ। [২০] জ্ঞানি পুত্র পিতার আনন্দ জন্মায়; কিন্তু অজ্ঞান পুত্র আপন মাতাকে তুচ্ছ করায়। [২১] নির্ব্বোধ অজ্ঞানতাতে আনন্দ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান সরল পথে চলে। [২২] মন্ত্রণার অভাবে কল্পনা বিফল হয়; কিন্তু অনেক মন্ত্রিদ্বারা সম্পন্ন হয়। [২৩] মানুষ আপন মুখের উত্তরেতে আনন্দ পায়; উচিত কালে উপযুক্ত বাক্য কেমন উত্তম! [২৪] অধঃস্থিত পরলোকহইতে রক্ষা করিতে জীবনের পথ বুদ্ধিমানকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। [২৫] পরমেশ্বর অহঙ্কারিদের গৃহ বিনাশ করেন; কিন্তু বিধবার সীমা স্থির রাখেন। [২৬] দুষ্টের কল্পনা পরমেশ্বরের ঘৃণাস্পদ, কিন্তু মনোহর কথা শুচি হয়। [২৭] লোভী আপন পরিজনকে ক্লেশ দেয়; কিন্তু যে জন উৎকোচ ঘৃণা করে, সে জীবিত থাকে। [২৮] ধার্ম্মিকের মন উত্তর করিতে চিন্তা করে; কিন্তু দুষ্টদের মুখ দুষ্ট কথা নির্গত করে। [২৯] পরমেশ্বর দুষ্টদের হইতে দূরে থাকেন, কিন্তু ধার্ম্মিকদের প্রার্থনা শুনেন। [৩০] চক্ষুর দীপ্তি মনকে আনন্দিত করে, ও সুসমাচার অস্থিকে পুষ্ট করে। [৩১] যাহার কর্ণ জীবনদায়ি ভর্ৎসনা শুনে, সে জ্ঞানিদের মধ্যে থাকে। [৩২] যে জন শাস্তিতে অসম্মত হয়, সে আপনার প্রাণকে তুচ্ছ করে; কিন্তু যে কেহ ভর্ৎসনা শুনে, সেই জ্ঞান পায়। [৩৩] পরমেশ্বর বিষয়ক যে ভয় সে জ্ঞানের উপদেশক, ও নম্রতা উন্নতির অগ্রগামিনী।

১৬ অধ্যায়।

[১] মনুষ্য মনেতে সঙ্কল্প করে, কিন্তু জিহ্বার উত্তর পরমেশ্বরহইতে হয়। [২] মানুষের তাবৎ পথ আপনার দৃষ্টিতে পরিষ্কৃত; কিন্তু পরমেশ্বর আত্মার পরীক্ষা করেন। [৩] তুমি আপনার কার্য্য পরমেশ্বরেতে সমর্পণ কর, তাহাতে তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। [৪] পরমেশ্বর আপন অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্তে সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন; বিশেষতঃ দুষ্টকে দুর্দ্দশাদিনের নিমিত্তে। [৫] মনে অহঙ্কারি লোক সকল পরমেশ্বরের ঘৃণিত, তাহারা কোন ক্রমে দণ্ড এড়াইবে না। [৬] দয়া ও সত্যতাহইতে পাপমোচন হয়, এবং পরমেশ্বর বিষয়ক ভয়দ্বারা লোকেরা কুক্রিয়া ত্যাগ করে। [৭] কোন মানুষের গতি পরমেশ্বরের তুষ্টিকর হইলে তিনি তাহার শত্রুদিগকেও তাহার সহিত মিলন করান। [৮] অন্যায়বিশিষ্ট প্রচুর ধন অপেক্ষা ধর্ম্মযুক্ত অল্প ধনও ভাল। [৯] মনুষ্যের মন আপন পথবিষয়ে চিন্তা করে; কিন্তু পরমেশ্বর তাহার গতি নিরূপণ করেন। [১০] রাজার ওষ্ঠে মন্ত্র থাকে, অতএব বিচারে তাহার মুখেতে ভ্রান্তি না হউক। [১১] যে চক ও নিক্তি প্রকৃত, সে পরমেশ্বরের; এবং থলিয়াতে যত পরিমাণপ্রস্তর থাকে, সকলি তাঁহার নিরূপিত। [১২] দুষ্কর্ম্ম রাজাদের ঘৃণার্হ; যেহেতুক ধর্ম্মকর্ম্মেতে সিংহাসন স্থির থাকে। [১৩] ধর্ম্মযুক্ত ওষ্ঠদ্বারা রাজগণ সন্তুষ্ট হয়, ও তাহারা ন্যায়বাদিকে প্রেম করে। [১৪] রাজার ক্রোধ মৃত্যুর দূতস্বরূপ; কিন্তু জ্ঞানবান তাহা শান্ত করে। [১৫] রাজার মুখের প্রসন্নতাতে জীবন হয়, এবং তাহার অনুগ্রহ দ্বিতীয় বর্ষার মেঘস্বরূপ। [১৬] সুবর্ণলাভ অপেক্ষা জ্ঞানলাভ কেমন উত্তম! এবং রূপালাভ অপেক্ষা বুদ্ধিলাভ কেমন শ্রেষ্ঠ! [১৭] কুক্রিয়া ত্যাগ করাই সরল লোকদের রাজপথ; যে জন আপন মার্গের প্রতি মনোযোগ করে, সে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। [১৮] বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার, ও পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব হয়। [১৯] অহঙ্কারিদের সহিত লুটিত দ্রব্য অংশ করা অপেক্ষা নত লোকদের সহিত নম্র হওয়া ভাল। [২০] কর্ম্মপটু লোক মঙ্গল পায়; ও যে জন পরমেশ্বরেতে নির্ভর করে, সে ধন্য। [২১] জ্ঞানি লোক বুদ্ধিমান বিখ্যাত হয়; এবং মধুর ওষ্ঠ পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি করে। [২২] জ্ঞানির কাছে জ্ঞান জীবনের উনুইস্বরূপ; কিন্তু অজ্ঞানদের উপদেশ অজ্ঞানতামাত্র। [২৩] জ্ঞানবানের হৃদয় তাহার মুখকে শিক্ষা করায়, ও তাহার ওষ্ঠের পাণ্ডিত্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। [২৪] মনোহর কথা মনেতে মৌচাকের ন্যায় মিষ্ট ও অস্থির মজ্জাস্বরূপ হয়। [২৫] কোন২ পথ মানুষের দৃষ্টিতে ভাল বোধ হয়; কিন্তু তাহার শেষে মৃত্যুপথ থাকে। [২৬] ক্ষুধাই পরিশ্রমি লোককে কর্ম্ম

করায়; কারণ তাহার মুখ তাহার উপরে ভার রাখে। ২৭ অকর্ম্মণ্য লোক খনন করিয়া কুক্রিয়া তোলে, ও তাহার ওষ্ঠে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে। ২৮ খল বিবাদ জন্মায়, এবং পরীবাদক মিত্রভেদ করে। ২৯ দুর্বৃত্ত লোক আপন মিত্রের ভ্রান্তি জন্মায় ও তাহাকে কুপথে লইয়া যায়। ৩০ সে কুচিন্তা করিতে চক্ষু মুদ্রিত করে, ও ওষ্ঠ লাড়িয়া কুকর্ম্ম সম্পন্ন করে। ৩১ ধর্ম্মপথে যাহার যে কেশ পক্ব হয়, সে তাহার শোভার মুকুটস্বরূপ। ৩২ ক্রোধে ধীর লোক বীরহইতেও উত্তম, এবং যে জন আপন মনকে জয় করে, সে নগরজয়কারিহইতেও শ্রেষ্ঠ। ৩৩ গুলিবাঁট বস্ত্রে ফেলা যায়, কিন্তু তাহার নিরূপণ করা কেবল পরমেশ্বরের কর্ম্ম।

১৭ অধ্যায়।

১ বিরোধযুক্ত ভোজ্যেতে পরিপূর্ণ গৃহ অপেক্ষা শান্তিযুক্ত এক শুষ্ক গ্রাসই ভাল। ২ বুদ্ধিমান দাস লজ্জাদায়ি পুত্রের উপরে কর্তৃত্ব করে, এবং ভ্রাতাদের সহিত অধিকারের অংশ পায়। ৩ মুষীতে রূপার ও হাফরেতে সুবর্ণের পরীক্ষা হয়; কিন্তু পরমেশ্বর মনের পরীক্ষা করেন। ৪ দুষ্ট লোক কদালাপকারি ওষ্ঠের কথা শুনে, এবং মিথ্যাবাদী বিনাশক জিহ্বার কথাতে মনোযোগ করে। ৫ যে জন দীনহীনকে পরিহাস করে, সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা করে; এবং যে কেহ পরের বিপদে আনন্দ করে, সে দণ্ড এড়াইবে না। ৬ বৃদ্ধ লোকের পৌত্রাদিগণ মুকুটস্বরূপ, এবং পিতৃগণ বালকদের শোভাস্বরূপ। ৭ যেমন মূর্খের বাক্পটু ওষ্ঠ, তদ্রূপ রাজার মিথ্যাবাদি ওষ্ঠ শোভা পায় না। ৮ গ্রাহকের দৃষ্টিতে দান মণির ন্যায়; যে স্থানে যায় সেই স্থানে কৃতকার্য্য হয়। ৯ যে জন দোষ আচ্ছাদন করে, সে প্রেমের চেষ্টা করে; কিন্তু যে কেহ পুনঃ পুনঃ তাহার কথা কহে, সে মিত্রভেদ জন্মায়। ১০ জ্ঞানবানে এক অনুযোগের কথা যেমন লাগে, অজ্ঞানে এক শত প্রহারও তদ্রূপ লাগে না। ১১ দুর্জ্জন কেবল বিরোধ চেষ্টা করে, ও তাহার বিপরীতে কঠিন দূত প্রেরিত হয়। ১২ অজ্ঞানতাতে মগ্ন অজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ করণ অপেক্ষা হৃতবৎসা ভল্লুকীর সহিত সাক্ষাৎ করা বরং ভাল। ১৩ যে জন উপকার পাইয়া অপকার করে, অপকার তাহার বাটী ত্যাগ করে না। ১৪ বিবাদের আরম্ভ সেতুভঙ্গ জলের ন্যায়; অতএব ক্রোধ জন্মাওনের পূর্ব্বে বিবাদ ত্যাগ কর। ১৫ যে জন দুষ্টকে নির্দ্দোষ করে, ও যে জন ধার্ম্মিককে দোষী করে, এই উভয় লোক পরমেশ্বরের ঘৃণিত। ১৬ যাহার বুদ্ধি নাই, এমত অজ্ঞানের হস্তে প্রজ্ঞা ক্রয় করিবার উপায় কেন থাকে? ১৭ বন্ধু সকল সময়ে প্রেম করে, এবং ভ্রাতা বিপদ দূর করণার্থে জন্মে ১৮ নির্ব্বুদ্ধি লোক হস্তে তালী দিয়া পরের সম্মুখে প্রতিভূ হয়। ১৯ যে জন বিরোধ ভাল বাসে, সে অপরাধও ভাল বাসে; এবং যে কেহ আপন দ্বার উচ্চ করে, সে বিনাশ চেষ্টা করে। ২০ যাহার মন কুটিল, সে সৌভাগ্য পায় না; এবং যাহার জিহ্বা বক্রবাদী, সে আপদে পতিত হয়। ২১ মূর্খ পুত্রের জন্মদাতা আপনার দুঃখ জন্মায়; ও অজ্ঞানের পিতা আনন্দ পায় না। ২২ আনন্দিত মন ঔষধের ন্যায় সুস্থ করে; কিন্তু ভগ্ন মন অস্থি পর্য্যন্ত শুষ্ক করে। ২৩ দুষ্ট লোক বিচারের পথ বক্র করিতে কটিদেশহইতে উৎকোচ লয়। ২৪ প্রজ্ঞা বুদ্ধিমানের সম্মুখেই থাকে; কিন্তু মূর্খের দৃষ্টি পৃথিবীর অন্তে যায়। ২৫ মূর্খ পুত্র আপন পিতার মনস্তাপ ও মাতার শোকজনক হয়। ২৬ ধার্ম্মিক লোককে শাস্তি দেওয়া অনুচিত, এবং মহাত্মা লোকদিগকে প্রহার করা অন্যায়। ২৭ যে জন অধিক কথা না কহে, সে জ্ঞানবান; এবং স্থির আত্মা বুদ্ধিমান হয়। ২৮ মূর্খ লোক যাবৎ নীরব থাকে, তাবৎ জ্ঞানবান গণিত হয়; এবং যে জন ওষ্ঠাধর মুদ্রিত করে, সে বুদ্ধিমান গণিত হয়।

১৮ অধ্যায়।

১ যে জন পৃথক্ হয়, সে আপন ইষ্ট চেষ্টা করে, ও তাবৎ কুশলে হস্তার্পণ করে। ২ অজ্ঞান বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ মনের কথা প্রকাশ করিতে সন্তুষ্ট হয়। ৩ দুষ্ট আইলে অবজ্ঞা আইসে, ও অপমানের সহিত নিন্দা হয়। ৪ মানুষের মুখের কথা গভীর জলের ন্যায়, ও প্রজ্ঞার প্রবাহ পূর্ণ জলস্রোতের ন্যায়। ৫ বিচারে ধার্ম্মিকের প্রতি অন্যায় করিবার জন্যে দুষ্টের মুখাপেক্ষা কর্ত্তব্য নয়। ৬ অজ্ঞানের ওষ্ঠ তাহাকে বিরোধে প্রবৃত্ত করে, ও তাহার মুখ প্রহার করিতে আজ্ঞা দেয়। ৭ অজ্ঞানের মুখ তাহার বিনাশজনক, ও তাহার ওষ্ঠ তাহার প্রাণের ফাঁদস্বরূপ। ৮ কর্ণেজপের কথা মিষ্টান্নস্বরূপ, তাহা মর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। ৯ যে জন [illegible] কার্য্যে আলস্য করে, সে অপব্যয়কারির সহোদর। ১০ পরমেশ্বরের নাম দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্ম্মিকগণ তাহাতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। ১১ ধনবানের ধনই দৃঢ় নগর ও তাহার বোধে উচ্চ প্রাচীরস্বরূপ। ১২ বিনাশ ঘটনের পূর্ব্বে মনুষ্যের মন গর্ব্বিত হয়, এবং সম্মান ঘটনের পূর্ব্বে নম্রতা হয়। ১৩ অগ্রে বাক্য না শুনিয়া উত্তর করা বড় অজ্ঞানতা ও

লজ্জার বিষয়। [১৪] পুরুষের মন তাহার ব্যথা সহিতে পারে, কিন্তু মনের ভগ্নতা কে সহিতে পারে? [১৫] বুদ্ধিমানের মন জ্ঞান উপার্জ্জন করে, এবং জ্ঞানবানের কর্ণ জ্ঞানের কথা শুনে। [১৬] উপঢৌকন মানুষের রাজপথ হইয়া মহল্লোকের সাক্ষাতে তাহাকে আনয়ন করে। [১৭] বিচারে প্রথম ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক বোধ হয়; কিন্তু তাহার প্রতিবাদী পশ্চাৎ আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করে। [১৮] গুলিবাঁটদ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি হয় ও বলবানদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন হয়। [১৯] বিরক্ত ভ্রাতা দৃঢ় নগর অপেক্ষা দুর্জ্জেয়, ও তাহাদের বিরোধ দুর্গের হুড়কাস্বরূপ। [২০] মানুষের উদর মুখের ফলেতে তৃপ্ত হয়, ও আপন ওষ্ঠের ফলেতে পূর্ণ হয়। [২১] মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন; যাহারা তাহা ভাল বাসে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করে। [২২] যে জন ভার্য্যা পায়, সে পরম বস্তু পায়, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহও প্রাপ্ত হয়। [২৩] দরিদ্র লোক বিনয় করে; কিন্তু ধনবান কঠিন উত্তর দেয়। [২৪] যাহার অনেক বন্ধু আছে, তাহার ক্ষতি হয়; তথাপি ভ্রাতা অপেক্ষা প্রেমাসক্ত এক বন্ধু আছে।

১৯ অধ্যায়।

[১] দুর্ম্মুখ মুর্খ লোক অপেক্ষা সরলাচারি দরিদ্র লোক ভাল। [২] জ্ঞানহীন ব্যগ্রতা ভাল নয়, এবং যে হঠাৎ পাদবিক্ষেপ করে সে পাপ করে। [৩] অজ্ঞানতা মানুষকে বিপথগামী করে, ও তাহার মন পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়। [৪] ধনদ্বারা অনেক বন্ধুলাভ হয়; কিন্তু দরিদ্র আপন বন্ধুহইতে দূরীকৃত হয়। [৫] মিথ্যাসাক্ষী দণ্ড এড়ায় না, ও মিথ্যাবাদী বাঁচিতে পারে না। [৬] অনেক লোক রাজার স্তুতিবাদ করে, এবং সকলে দাতার বন্ধু হয়। [৭] সহোদরগণও দরিদ্রকে ঘৃণা করে, এবং বন্ধুগণ তাহাহইতে দূরস্থ হয়; সে তাহাদের বাক্যের ফল অন্বেষণ করিলে কিছুই পায় না। [৮] যে জন জ্ঞান পায়, সে আপন প্রাণেতে প্রেম করে; ও যে কেহ বুদ্ধি রক্ষা করে, সে সৌভাগ্য পায়। [৯] মিথ্যাসাক্ষী দণ্ড এড়ায় না, এবং মিথ্যাবাদী বিনাশ পায়। [১০] যেমন অজ্ঞানের সুখভোগ শোভা পায় না, তদ্রূপ রাজগণে[illegible] উপরে দাসের কর্ত্তৃত্ব শোভা পায় না। [১১] মানুষ বিবেচনাদ্বারা আপন ক্রোধ সম্বরণ করে, এবং দোষ ক্ষমা করা তাহার শোভাস্বরূপ। [১২] রাজার ক্রোধ সিংহগর্জ্জনের তুল্য; কিন্তু তাহার অনুগ্রহ তৃণের উপরিস্থ শিশিরের ন্যায়। [১৩] মুর্খ পুত্র পিতার দুঃখদায়ক, এবং স্ত্রীর কলহ নিত্য ফোঁটা২ জলপতনের সদৃশ। [১৪] পিতাহইতে বাটী ও ধন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু জ্ঞানবতী স্ত্রী পরমেশ্বরহইতে প্রাপ্ত হয়। [১৫] আলস্য ঘোর নিদ্রাজনক, এবং অলস লোক ক্ষুধা ভোগ করে। [১৬] যে জন আজ্ঞা পালন করে, সে আপন প্রাণ রক্ষা করে; এবং যে কেহ আপন পথের উপেক্ষা করে, সেই মরে। [১৭] যে জন দরিদ্রদিগকে দয়া করে, সে পরমেশ্বরকে ঋণ দেয়; তিনি অবশ্য সেই দানের পরিশোধ করিবেন। [১৮] আশা থাকিলে পুত্রের প্রতি শাসন কর; তোমার মন তাহার মরণের ইচ্ছা না করুক। [১৯] অতি রাগি লোক শাস্তি পায়, কারণ তাহাকে মুক্ত করিলেও সে পুনর্ব্বার দোষ করে। [২০] তুমি শেষাবস্থায় যেন জ্ঞানবান হও, তন্নিমিত্তে পরামর্শ শুন ও উপদেশ গ্রহণ কর। [২১] মানুষের মনে২ অনেক কল্পনা হয়, কিন্তু পরমেশ্বরেরই মন্ত্রণা স্থির থাকে। [২২] সৌজন্য মনুষ্যের ভূষণ, এবং মিথ্যাবাদি অপেক্ষা দরিদ্র লোক ভাল। [২৩] পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় জীবনদায়ক, তদধিকারী তৃপ্ত হয়; আপদ তাহার নিকটেও যায় না। [২৪] অলস থালে হস্ত রাখিলে পুনর্ব্বার মুখে দিতে উদ্যোগ করে না। [২৫] নিন্দককে প্রহার করিলে জড়মতি লোক সতর্ক হয়; এবং বুদ্ধিমানকে অনুযোগ করিলে সে উত্তর২ জ্ঞানবান হয়। [২৬] যে পুত্র আপন পিতার অপচয় করে ও মাতাকে দূর করে, সে লজ্জাকর ও অপমানজনক। [২৭] হে আমার পুত্র, যে উপদেশ জ্ঞানের কথাহইতে তোমাকে ভ্রমণ করায়, তাহার শ্রবণহইতে নিবৃত্ত হও। [২৮] নারকি সাক্ষী বিচারকে পরিহাস করে, ও দুষ্টগণের মুখ অধর্ম্ম গ্রাস করে। [২৯] নিন্দকদের নিমিত্তে দণ্ড প্রস্তুত আছে, এবং মুর্খদের পৃষ্ঠের নিমিত্তে প্রহার আছে।

২০ অধ্যায়।

[১] মদ নিন্দকস্বরূপ ও সুরা কলহকারিণীস্বরূপ; যে কেহ তাহাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়। [২] রাজার ভয়ানকত্ব সিংহগর্জ্জনের ন্যায়; যে জন তাহার ক্রোধ জন্মায়, সে আপন প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করে। [৩] বিবাদহইতে নিবৃত্ত হইলে মনুষ্যের গৌরব হয়; কিন্তু প্রত্যেক মুর্খ লোক ক্রোধী হয়। [৪] অলস লোক শীতের ভয়ে হাল বহিতে চায় না; এই জন্যে শস্যের সময়ে ভিক্ষা করিলেও কিছু পায় না। [৫] মনুষ্যের মনের পরামর্শ গভীর জলের ন্যায়; কিন্তু বুদ্ধিমান তাহা উত্তোলন করে। [৬] অনেক লোক আপন২ সৌজন্যের প্রশংসা করে; কিন্তু বিশ্বস্ত মনুষ্য কোথা পাওয়া যায়? [৭] ধার্ম্মিক আপন সরলতাতে চলে; তাহার পরে

তাহার সন্তানগণ ধন্য হয়। [৮] বিচারাসনে উপবিষ্ট রাজা আপন দৃষ্টিদ্বারা তাবৎ অন্যায় চালন করে। [৯] আমি আপন মন পরিষ্কার করিলাম, ও নিজ পাপহইতে পরিষ্কৃত হইলাম, এমত কথা কে বলিতে পারে? [১০] নানা প্রকার চক ও নানাবিধ তৌল উভয়ই পরমেশ্বরের ঘৃণিত। [১১] বালককেও তাহার কার্য্যদ্বারা জানা যায়; অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম পবিত্র ও সরল কি না, ইহা বুঝা যায়। [১২] শ্রবণকারি কর্ণ ও দর্শনকারি চক্ষু এই উভয়ই পরমেশ্বরের সৃষ্ট। [১৩] নিদ্রাকে ভাল বাসিও না, তাহা করিলে দরিদ্রতা ঘটিবে; চক্ষু মেল, তাহাতে খাদ্যেতে তৃপ্ত হইবা। [১৪] ভাল নয়, ভাল নয়, এই কথা ক্রয়কারী বলে, পরে স্থানান্তরে যাইয়া শ্লাঘা করে। [১৫] সুবর্ণ ও মুক্তাসমূহের কাছে জ্ঞানবিশিষ্ট ওষ্ঠ অমূল্য ভূষণস্বরূপ। [১৬] যে জন পরের প্রতিভূ হয়, তাহার বস্ত্র লও; এবং যে কেহ বিদেশির নিমিত্তে হয়, তাহার বন্ধক লও। [১৭] প্রতারণার ফল মানুষের মিষ্ট বোধ হয়, কিন্তু শেষে তাহার মুখ কাঁকরেতে পরিপূর্ণ হয়। [১৮] বিবেচনা করিলে পরামর্শ স্থির হয়; অতএব উত্তম পরামর্শ করিয়া যুদ্ধ কর। [১৯] পরাধিকারচর্চ্চি লোক ভ্রমণ করিতে২ গোপনীয় কথা প্রকাশ করে; অতএব যাহার মুখ আল্‌গা, তাহার সহিত ব্যবহার করিও না। [২০] যে জন আপন পিতা কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়, ঘোর অন্ধকারে তাহার প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। [২১] যে অধিকার প্রথমে শীঘ্র পাওয়া যায়, তাহার শেষে মঙ্গল নাই। [২২] দুষ্টের প্রতিফল দিব, এ কথা কহিও না; পরমেশ্বরের অপেক্ষা কর; তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। [২৩] নানা প্রকার চক পরমেশ্বরের ঘৃণিত, ও কাটা নিক্তি ভাল নয়। [২৪] পরমেশ্বরদ্বারা মানুষের পাদবিক্ষেপ নিশ্চিত হয়; মানুষ কি রূপে আপন পথ বুঝিতে পারে? [২৫] হঠাৎ মানত করা, পরে মানতের বিচার করা, ইহা ফাঁদস্বরূপ। [২৬] জ্ঞানি রাজা পাপিগণকে ছিন্নভিন্ন করে, ও তাহাদের উপরে চক্র গমন করায়। [২৭] মনুষ্যের আত্মা পরমেশ্বরীয় প্রদীপস্বরূপ, তাহা মর্ম্মের অন্তঃস্থান অনুসন্ধান করে। [২৮] দয়া ও সত্যতাতে রাজার রক্ষা হয়; এবং দয়াদ্বারা তাহার সিংহাসন স্থির হয়। [২৯] যুবলোকের বলই শোভাস্বরূপ, ও পক্ক কেশ বৃদ্ধের ভূষণস্বরূপ। [৩০] প্রহারের কালশিরা দুষ্টতার কলঙ্ক দূর করে, এবং দণ্ডাঘাতদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়।

২১ অধ্যায়।

[১] পরমেশ্বরের হস্তে রাজার অন্তঃকরণ জলপ্রণালীর ন্যায়, তিনি আপন ইচ্ছানুসারে তাহা ফিরান। [২] আপন২ দৃষ্টিতে মানুষের তাবৎ পথ সরল বোধ হয়, কিন্তু পরমেশ্বর সকলের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন। [৩] বলিদান অপেক্ষা ধর্ম্ম ও ন্যায়কর্ম্ম পরমেশ্বরের গ্রাহ্য হয়। [৪] অহঙ্কারদৃষ্টি ও গর্ব্বিত মন ও দুষ্ট লোকদের শোভা পাপজনক হয়। [৫] কর্ম্মপারকের চিন্তাহইতে কেবল ধনলাভ হয়, কিন্তু হঠাৎকারির চিন্তাহইতে দরিদ্রতা লাভ হয়। [৬] মিথ্যাবাদি জিহ্বাদ্বারা ধনের যে সঞ্চয়, সে মরণোদ্যত লোকদের চঞ্চল শ্বাসের ন্যায়। [৭] দুষ্টগণের উপদ্রব তাহাদিগকে সংহার করে, কেননা তাহারা ন্যায় করিতে স্বীকার করে না। [৮] বক্রপথগামি লোক বিপথগামী হয়; কিন্তু পবিত্র লোক আপন কর্ম্মে সরল। [৯] কলহকারিণীর সহিত প্রশস্ত বাটীতে বাস করা অপেক্ষা ছাতের এক কোণে বাস করা ভাল। [১০] দুষ্টের মন অনিষ্ট চাহে, তাহার দৃষ্টিতে বন্ধু লোক অনুগৃহীত হয় না। [১১] নিন্দককে দণ্ড দিলে মন্দবুদ্ধি লোক জ্ঞান পায়, এবং জ্ঞানী উপদেশ পাইলে আরো জ্ঞানবান হয়। [১২] ধার্ম্মিক লোক দুষ্টদের বংশের বিষয়ে বিবেচনা করে, কেননা দুষ্টগণ আপদে নিপাতিত হয়। [১৩] যে জন দরিদ্রের আর্ত্তস্বরে কর্ণ রোধ করে, সে আপনি আর্ত্তস্বর করিবে, কিন্তু কেহ শুনিবে না। [১৪] গুপ্ত দান ক্রোধ শান্ত করে, এবং বক্ষঃস্থলে দত্ত উপঢৌকন প্রচণ্ড ক্রোধ শান্ত করে। [১৫] ন্যায়কর্ম্মে ধার্ম্মিকের আনন্দ আছে; কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মকারিদের ভয় জন্মে। [১৬] যে কেহ জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে প্রেতগণের সভাতে থাকিবে। [১৭] যে জন সুখাসক্ত হয়, সে দরিদ্র হইবে; এবং যে কেহ দ্রাক্ষারস ও তৈলেতে আসক্ত হয়, সে ধনবান হইবে না। [১৮] দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকদের এবং প্রতারক সরলদের মুক্তির মূল্যস্বরূপ। [১৯] কলহকারিণী ও ক্লেশদায়িকা স্ত্রীর সঙ্গ অপেক্ষা মরুভূমিতে বাস করা ভাল। [২০] জ্ঞানবান লোকদের গৃহে উত্তম২ ধন ও তৈল সঞ্চিত থাকে; কিন্তু মুর্খ লোক তাহা অপচয় করে। [২১] যে কেহ ধর্ম্মের ও অনুগ্রহের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, সে জীবন ও ধর্ম্ম ও সম্মান পায়। [২২] জ্ঞানী বলবানদের নগরে প্রবেশ করে, এবং তাহার শক্র গড় নিপাত করে। [২৩] যে কেহ আপনার মুখ ও জিহ্বা রক্ষা করে, সে কষ্টহইতে আপন প্রাণকে রক্ষা করে। [২৪] অভিমানি স্ফীত লোক নিন্দক নামে বিখ্যাত হয়; সে অত্যাচার পূর্ব্বক দর্প করে। [২৫] অলস আপন ইচ্ছাদ্বারা বিনষ্ট হয়, কেননা তাহার হস্ত শ্রম করিতে অসম্মত। [২৬] সে

সমস্ত দিন নানা লোভ করে; কিন্তু ধার্ম্মিক দান করে, তাহাতে কাতর হয় না। [২৭] দুষ্টদের বলিদান ঘৃণাস্পদ, বিশেষতঃ তাহা কুঅভিপ্রায়ে আনিলে কি ততোধিক হয় না? [২৮] মিথ্যাসাক্ষী বিনষ্ট হয়; কিন্তু যে কেহ শুনে, সে সর্ব্বদা কহে। [২৯] দুষ্ট লোক আপন মুখ দৃঢ় করে; কিন্তু যে লোক সরল সেই আপন পথ দৃঢ় করে। [৩০] পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে যে সার্থক হয়, এমত জ্ঞান বা বুদ্ধি বা মন্ত্রণা কুত্রাপি নাই। [৩১] যুদ্ধের দিনের জন্যে অশ্বসজ্জা হয়; কিন্তু জয় পরমেশ্বরহইতে হয়।

২২ অধ্যায়।

[১] প্রচুর ধন অপেক্ষা সুখ্যাতি ভাল; এবং রূপা ও সুবর্ণ অপেক্ষা অনুগ্রহ ভাল। [২] ধনবান ও দরিদ্র উভয়ে মিলে; কিন্তু পরমেশ্বর উভয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। [৩] সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুক্কায়িত করে; কিন্তু মন্দবুদ্ধিরা অগ্রে যাইয়া শাস্তি পায়। [৪] ধন ও সম্মান ও জীবন নম্রতার ও পরমেশ্বর বিষয়ক ভয়ের ফল। [৫] বক্রপথগামিদের পথে কণ্টক ও ফাঁদ থাকে; যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, সে তাহাদের হইতে দূরে থাকুক। [৬] বালককে তাহার গন্তব্য পথ শিক্ষা দেও; তাহাতে সে যখন প্রাচীন হইবে, তখনও তাহা ছাড়িবে না। [৭] ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্তৃত্ব করে, এবং ঋণী মহাজনের দাস হয়। [৮] যে জন অধর্ম্মবীজ বপন করে, সে দুর্গতিরূপ শস্য কাটে, ও তাহার কোপযুক্ত দণ্ড প্রস্তুত আছে। [৯] সুদৃষ্টি লোক আশীর্ব্বাদ পায়; কারণ সে দরিদ্রকে আপন খাদ্যের অংশ দেয়। [১০] নিন্দককে তাড়াইয়া দিলে বিবাদ বাহিরে যায়; এবং বিরোধ ও অপমান নিবৃত্ত হয়। [১১] যে জন মনের নির্ম্মলতা ভাল বাসে, তাহার ওষ্ঠের মিষ্টতা প্রযুক্ত রাজাও তাহার বন্ধু হয়। [১২] পরমেশ্বরের চক্ষু জ্ঞান রক্ষা করে; তিনি প্রবঞ্চক লোকের কথা অন্যথা করেন। [১৩] অলস বলে, বাহিরে সিংহ আছে; আমি রাজপথে হত হইব। [১৪] বারাঙ্গনার মুখ গভীর খাতস্বরূপ; পরমেশ্বরের ক্রোধপাত্র তন্মধ্যে পড়ে। [১৫] বালকের মনে অজ্ঞানতা বদ্ধ থাকে, কিন্তু শাসনদণ্ডদ্বারা তাহা তাহাহইতে দূরে যায়। [১৬] যে জন আপন ধন বৃদ্ধি করিতে দরিদ্রের প্রতি উপদ্রব করে, ও যে জন ধনবানকে দান করে, তাহাদের দরিদ্রতা অবশ্য হইবে।

[১৭] কর্ণ পাতিয়া জ্ঞানবানদের কথা শুন ও আমার উপদেশে মনোযোগ কর। [১৮] কেননা তাহা তোমার অন্তরে থাকিলে সুখদায়ক হইবে, ও তোমার ওষ্ঠকে শোভিত করিবে। [১৯] পরমেশ্বরে তোমার বিশ্বাস যেন স্থির হয়, এই জন্যে আমি তোমাকে অদ্য এই সকল কথা জানাইতেছি। [২০] আমি যেন তোমাকে সত্য বাক্যের সত্যতা জানাই, এবং কেহ তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তুমি যেন তাহাকে সত্য উত্তর দিতে পার, [২১] এই জন্যে তোমার প্রতি যুক্তিতে ও জ্ঞানেতে কি উত্তম কথা লিখি নাই? [২২] দরিদ্র বলিয়া দরিদ্রের দ্রব্য অপহরণ করিও না, ও বিচারস্থানে উপক্রত লোকের প্রতি উপদ্রব করিও না। [২৩] কেননা পরমেশ্বর তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, এবং যাহারা তাহাদের দ্রব্য অপহরণ করে, তাহাদের প্রাণ অপহরণ করিবেন। [২৪] রাগি লোকের সহিত বন্ধুতা করিও না, এবং ক্রোধি লোকের সঙ্গে গমন করিও না; [২৫] করিলে তাহার মত শিখিয়া আপন প্রাণকে ফাঁদে ফেলিবা। [২৬] যাহারা হস্তে হস্ত দেয় ও ঋণির প্রতিভূ হয়, তাহাদের মধ্যে তুমি এক জন হইও না। [২৭] যদি তোমার পরিশোধ করণের সঙ্গতি না থাকে, তবে তোমার পাতিত শয্যা কেন আটক হইবে? [২৮] ভূমির যে পুরাতন পরিমাণচিহ্ন তোমার পূর্ব্বপুরুষদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দূর করিও না। [২৯] তুমি কি কোন লোককে নিজ কর্ম্মে অবিলম্বী দেখিতেছ? সে নীচ লোকদের সাক্ষাতে না দাঁড়াইয়া রাজগণের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে।

২৩ অধ্যায়।

[১] তুমি দেশাধ্যক্ষের সহিত ভোজনে বসিলে তোমার সাক্ষাতে কি আছে, তাহা বিবেচনা কর। [২] উদরম্ভরি হইলে আপনার গলায় আপনি ছুরি দেওয়া হয়। [৩] তাহার উত্তম খাদ্যে লোভ করিও না, কারণ সে ভ্রান্তিজনক আহার। [৪] ধন সঞ্চয় করিতে অত্যন্ত যত্ন করিও না, এবং আপন বুদ্ধিতে নির্ভর দিও না। [৫] তুমি ধনের প্রতি কেন লোভদৃষ্টি করিতেছ? সে থাকে না; যেমন উৎক্রোশ পক্ষী আকাশে উড়ে, তদ্রূপ সে পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িয়া যায়।

[৬] কুদৃষ্টি লোকের খাদ্য ভোজন করিও না, ও তাহার উত্তম ভক্ষ্যে লালসা করিও না। [৭] কেননা সে যেমন মনে২ ভাবে তদ্রূপ আছে; তুমি ভোজন পান কর, এ কথা সে তোমাকে বলে বটে, কিন্তু তোমাতে তাহার মন নাই। [৮] তুমি যে গ্রাস ভোজন করিয়াছ, তাহা বমন করিবা, এবং আপন মিষ্ট কথার অপচয় করিবা। [৯] অজ্ঞানের কর্ণে কথা কহিও না, কেননা সে তোমার কুশলের বাক্য তুচ্ছ করিবে। [১০] ভূমির পুরাতন পরিমাণচিহ্ন দূর করিও না,

এবং পিতৃহীনের ক্ষেত্রের সীমা লঙ্ঘন করিও না। [১১] কেননা তাহাদের মুক্তিদাতা বলবান; তিনি তোমার সহিত তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। [১২] তুমি উপদেশে মনকে ও জ্ঞানের কথাতে কর্ণকে যোগ কর। [১৩] বালককে শাসন করিতে ত্রুটি করিও না; দণ্ডদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেও সে মরিবে না। [১৪] তুমি দণ্ডদ্বারা তাহাকে প্রহার কর, তাহাতে পরলোকহইতে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবা।

[১৫] হে আমার পুত্র, তোমার মন জ্ঞানী হইলে আমারও মন আনন্দিত হইবে। [১৬] তোমার ওষ্ঠ যথার্থবাদী হইলে আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদিত হইবে। [১৭] তোমার মন পাপিদের প্রতি মাৎসর্য্য না করুক, কিন্তু তুমি সমস্ত দিন পরমেশ্বরের ভয়েতে থাক। [১৮] কেননা অবশ্য পরকাল আছে, তোমার আশা ব্যর্থ হইবে না। [১৯] হে আমার পুত্র, শুন, জ্ঞানী হও, ও তোমার মনকে সৎপথে লইয়া যাও। [২০] দ্রাক্ষারসে মত্ত ও মাংসাশি লোকদের সঙ্গ করিও না। [২১] কেননা মত্ত ও পেটুক দরিদ্রতা পায়, এবং নিদ্রালুতা মনুষ্যকে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করায়। [২২] তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শুন, এবং তোমার বৃদ্ধা মাতাকে তুচ্ছজ্ঞান করিও না। [২৩] সত্যতা ক্রয় কর, বিক্রয় করিও না; এবং প্রজ্ঞা ও উপদেশ ও সুবিবেচনা ক্রয় কর। [২৪] ধার্ম্মিকের পিতা হৃষ্ট হয়, ও বিদ্বানের জন্মদাতা আনন্দ পায়। [২৫] তোমার পিতা মাতা আহ্লাদিত হউক, ও তোমার গর্ব্ভধারিণী আনন্দ করুক। [২৬] হে আমার পুত্র, তোমার মন আমাকে দেও, ও তোমার চক্ষু আমার পথ প্রিয় জ্ঞান করুক। [২৭] বেশ্যা গভীর খাতস্বরূপ ও বারাঙ্গনা অপ্রশস্ত কূপস্বরূপ। [২৮] সে দস্যুর ন্যায় লুক্কায়িতা থাকে, ও মনুষ্যদের মধ্যে প্রবঞ্চক লোকদের দলের বৃদ্ধি করে। [২৯] কাহার আর্ত্তনাদ? ও কাহার হাহাকার? ও কাহার বিবাদ? ও কাহার ভাবনা? ও কাহার অকারণ আঘাত? ও কাহার রক্তবর্ণ চক্ষু হয়? [৩০] যাহারা দ্রাক্ষারসের নিকটে বহুকাল থাকে, ও যাহারা সুরা অন্বেষণ করিতে যায়, তাহাদের। [৩১] যখন দ্রাক্ষারস রক্তবর্ণ ও পাত্রেতে তেজস্কর হয় ও সহজে গলাধঃকরণ হয়, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিও না। [৩২] কেননা শেষে তাহা সর্পের ন্যায় কামড়াইবে ও বিষধরের ন্যায় দংশন করিবে। [৩৩] তোমার চক্ষু বারাঙ্গনাকে দেখিবে, ও তোমার মন অসঙ্গত কথা কহিবে; [৩৪] এবং তুমি সমুদ্রের মধ্যে শয়নকারির ন্যায়, কিম্বা জাহাজের মাস্তুলের উপরে শয়নকারির ন্যায় হইবা। [৩৫] (এবং কহিবা,) তাহারা আমাকে মারিয়াছে, কিন্তু আমি পীড়া পাই নাই; তাহারা আমাকে প্রহার করিয়াছে, কিন্তু তাহা আমার বোধ হয় নাই। আমি কখন্ জাগ্রৎ হইব? আর বার তাহার অন্বেষণ করিব।

২৪ অধ্যায়।

[১] তুমি দুর্বৃত্ত লোকদের উপরে মাৎসর্য্য করিও না, এবং তাহাদের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিও না। [২] কেননা তাহাদের অন্তঃকরণ উপদ্রবের কল্পনা করে, ও তাহাদের ওষ্ঠ ক্লেশদায়ক কথা কহে। [৩] গৃহ প্রজ্ঞাদ্বারা নির্ম্মিত ও বুদ্ধিদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। [৪] জ্ঞানদ্বারা কুঠরী সকল বহুমূল্য ও উত্তম২ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হয়। [৫] বিজ্ঞ লোক বলবান্, ও জ্ঞানী পরাক্রমবিশিষ্ট হয়। [৬] অনেক বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ কর; কেননা অনেক মন্ত্রী হইলে জয় হয়। [৭] মূর্খের কাছে প্রজ্ঞা অতি উচ্চ; সে বিচারস্থানে মুখ খুলিতে পারে না। [৮] কুকল্পনাকারি লোক কুমন্ত্রী নামে বিখ্যাত হয়। [৯] অজ্ঞানের কল্পনাই পাপ, এবং নিন্দক মনুষ্য সকলের ঘৃণিত। [১০] বিপদের সময়ে যদি হীনসাহস হও, তবে তোমার শক্তি অল্প। [১১] প্রাণনাশার্থে ধৃত লোকদিগকে উদ্ধার কর, ও হত হওনার্থে চালিত লোকদিগের প্রতি অবহেলা করিও না। [১২] যদি বল, আমরা তাহা জানি না, তবে যিনি অন্তঃকরণের পরীক্ষা করেন, তিনি কি তাহা বুঝিবেন না? ও তোমার প্রাণরক্ষাকর্ত্তা কি তাহা জানিতে পারিবেন না? তিনি কি প্রত্যেক লোককে আপন২ ক্রিয়ানুসারে ফল দিবেন না? [১৩] হে আমার পুত্র, মধু পান কর, যেহেতুক তাহা সুস্বাদু, এবং মধুর চাক তোমার মুখে মিষ্ট লাগিবে। [১৪] নিজ মনের জন্যে প্রজ্ঞাকে তদ্রূপ (বাঞ্ছনীয়) জ্ঞান কর, তাহা উপার্জ্জন করিলে তুমি পারত্রিক ফল পাইবা, ও তোমার আশা ব্যর্থ হইবে না। [১৫] তুমি দুষ্ট লোকের ন্যায় ধার্ম্মিকের বাটী আক্রমণ করিতে লুক্কায়িত থাকিও না, ও তাহার আশ্রম নষ্ট করিও না। [১৬] কেননা ধার্ম্মিক সাত বার পড়িলেও আর বার উঠে; কিন্তু দুষ্ট লোক আপদে মগ্ন হয়। [১৭] তোমার শত্রুর পতন হইলে হৃষ্ট হইও না, এবং সে বিঘ্ন পাইলে তোমার মন আনন্দিত না হউক; [১৮] পাছে পরমেশ্বর তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন, এবং তাহাহইতে ক্রোধ ফিরান। [১৯] কদাচারি লোককে দেখিয়া ব্যাকুল হইও না, ও দুষ্টকে দেখিয়া মাৎসর্য্য করিও না। [২০] যেহেতুক কদাচারির পারত্রিক মঙ্গল হয় না, ও দুষ্টগণের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। [২১] হে আমার পুত্র, পরমেশ্বরকে ও রাজাকে

ভয় কর, এবং চঞ্চলমতিদের সঙ্গ করিও না। ২২ কেননা তাহাদের অকস্মাৎ বিনাশ ঘটিবে; এবং সেই উভয়ে যে সংহার করিবেন, তাহা কে জানিতে পারে?

২৩ এই সকলও বিদ্বান লোকদের কথা। বিচারে মুখাপেক্ষা করা উচিত নয়। ২৪ যে কেহ দুষ্টকে ধার্ম্মিক বলে, প্রজাগণ তাহাকে শাপ দেয়, ও লোকেরা তাহাকে ঘৃণা করে। ২৫ কিন্তু দোষানুযোগকারিদের প্রতি আনন্দ হয়, ও তাহাদের প্রতি উত্তম আশীর্ব্বাদ ঘটে। ২৬ যথার্থ উত্তরকারির যে ওষ্ঠাধর, তাহা লোক চুম্বন করে। ২৭ বাহিরে তোমার কার্য্য প্রস্তুত কর, ও ক্ষেত্রে তাহা নিষ্পন্ন কর, পরে তোমার বাটী নির্ম্মাণ কর। ২৮ অকারণে তোমার প্রতিবাসির বিপক্ষে সাক্ষী হইও না, ও তোমার ওষ্ঠদ্বারা প্রতারণা করিও না। ২৯ 'সে আমার প্রতি যেমন করিয়াছে, আমিও তাহার প্রতি তদ্রূপ করিব; ও যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তেমনি ফল দিব,' এমত কথা কহিও না।

৩০ আমি অলসের ক্ষেত্র দিয়া ও অজ্ঞানের দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিয়া গিয়াছিলাম। ৩১ দেখ, তাহার সর্ব্বত্র কাঁটা ও বিছুটিতে ব্যাপ্ত ও তাহার প্রস্তরময় প্রাচীর ভগ্ন ছিল। ৩২ তাহা অবলোকন করিয়া আমি মনে২ বিবেচনা করিলাম, এবং তাহা দেখিয়া উপদেশ পাইলাম। ৩৩ আর অল্প কাল নিদ্রা ও অল্প কাল তন্দ্রা ও অল্প কাল শয়নে হস্ত জড়সড় করিলে, ৩৪ তোমার দৈন্য দস্যুর ন্যায় ও তোমার দীনতা সুসজ্জ সেনার ন্যায় উপস্থিত হইবে।

২৫ অধ্যায়।

১ রাজগণের বিষয়ে কথা, ৮ ও কলহের কথা ও নানাবিধ কথা।

১ সুলেমানের নিম্নলিখিত হিতোপদেশ বাক্য সকল যিহূদা দেশের হিষ্কিয় নামক রাজার লোকদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল।

২ কথা গোপন করা ঈশ্বরের গৌরব, কিন্তু তাহা অনুসন্ধান করা রাজার গৌরব। ৩ যেমন স্বর্গের উচ্চতা ও পৃথিবীর নীচতা, তদ্রূপ রাজার অন্তঃকরণ বোধের অগম্য। ৪ তুমি রূপাহইতে খাদ বাহির কর, তাহাতে স্বর্ণকারদ্বারা এক পাত্র নির্ম্মিত হইবে। ৫ রাজার নিকটহইতে দুষ্টকে দূর কর, তাহাতে তাহার সিংহাসন ধর্ম্মেতে স্থির হইবে। ৬ রাজার সম্মুখে আত্মশ্লাঘা করিও না, এবং প্রধান লোকের পদে দাঁড়াইও না। ৭ কেননা 'তুমি যাহার দর্শন পাইয়াছ, সেই রাজার সাক্ষাতে তোমার অমর্য্যাদা প্রাপ্তি ভাল নয়; বরং তুমি এই উচ্চতর স্থানে আইস,' এমন আজ্ঞা প্রাপ্তি তোমার মঙ্গল।

৮ হঠাৎ বিবাদ করিতে যাইও না; গেলে তোমার প্রতিবাসী তোমাকে লজ্জিত করিলে শেষে তুমি কি করিবা? ৯ প্রতিবাসির সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি কর, এবং পরের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিও না। ১০ করিলে যে জন তাহা শুনিবে, সে তোমাকে লজ্জা দিবে, ও তোমার সেই অপযশ ঘুচিবে না। ১১ রূপার পাত্রে যেমন সুবর্ণ ফল, উপযুক্ত সময়ে সৎকথা তদ্রূপ হয়। ১২ যেমন সুবর্ণের নথ ও নির্ম্মল কাঞ্চনের অভরণ, তদ্রূপ আজ্ঞানুবর্ত্তি কর্ণের প্রতি জ্ঞানবান ভর্ৎসনাকারী। ১৩ শস্য কাটনের সময়ে যেমন হিমের স্নিগ্ধতা, তদ্রূপ প্রেরকের নিকটে বিশ্বস্ত দূত; যেহেতুক সে আপন কর্ত্তার প্রাণকে আপ্যায়িত করে। ১৪ যে কেহ মিথ্যা দান বিষয়ে দর্প কথা কহে, সে নির্জ্জল মেঘ ও বায়ুস্বরূপ। ১৫ দীর্ঘসহিষ্ণুতাদ্বারা রাজাও অনুনীত হয়, এবং কোমল জিহ্বা অস্থি ভগ্ন করিতে পারে। ১৬ মধু পাইলে পরিমিত রূপে পান কর; নতুবা তোমার ঘৃণা জন্মিলে তুমি তাহা বমি করিবা। ১৭ তোমার প্রতিবাসির গৃহে পুনঃ২ গমনহইতে তোমার চরণকে নিবৃত্ত কর; নতুবা তাহার ঘৃণা জন্মিলে সে তোমার শত্রু হইবে। ১৮ যে কেহ প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে গদা ও খড়্গ ও তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ। ১৯ যেমন ভগ্ন দন্ত ও খঞ্জ চরণ, তদ্রূপ কষ্টের সময়ে প্রতারক লোকেতে বিশ্বাস। ২০ দুঃখি মনের নিকটে গান করা শীতকালে বস্ত্রত্যাগের ন্যায় ও সোরার উপরে অম্লরস দেওনের তুল্য। ২১ তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তবে তাহাকে অন্ন ভোজন করাও; এবং যদি তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে জল পান করাও; ২২ তাহাতে তুমি তাহার মস্তকে জ্বলদগ্নি রাশি করিয়া রাখিবা, এবং পরমেশ্বর তোমাকে ফল দিবেন। ২৩ উত্তরীয় বায়ু যেমন বৃষ্টি দূর করে, তদ্রূপ ক্রোধদৃষ্টি কর্ণেজপ জিহ্বাকে দূর করে। ২৪ কলহকারিণী স্ত্রীর সহিত প্রশস্ত বাটীতে বাস করা অপেক্ষা বরং ছাতের এক কোণে বাস করা ভাল। ২৫ পিপাসার্ত্ত লোকের পক্ষে যেমন শীতল জল, দূরদেশহইতে মঙ্গলসমাচার তদ্রূপ। ২৬ দুষ্টের সম্মুখে ধার্ম্মিকের পতন ঘোলা জলের আকর ও মলিন উনুইস্বরূপ। ২৭ অনেক মধু পান করা যেমন ভাল নয়, তদ্রূপ গৌরবের অন্বেষণ করা ভার। ২৮ যে জন আপন মনকে দমন না করে, সে ভগ্ন ও প্রাচীরহীন নগরের তুল্য।

২৬ অধ্যায়।

১ মূর্খদের বিষয়ে কথা, ১৩ ও অলসদের বিষয়ে কথা, ১৭ ও কলহকারিদের বিষয়ে কথা।

১ যেমন গ্রীষ্মকালে হিম ও শস্য কাটনের সময়ে বৃষ্টি, তদ্রূপ অজ্ঞানের সম্ভ্রম অসম্ভব। ২ অকারণে দত্ত শাপ ভ্রমণকারি পক্ষির ও উড্ডীয়মান তালচোঁচ পক্ষির ন্যায় নিকটে আইসে না। ৩ যেমন অশ্বের নিমিত্তে কশা ও গর্দ্দভের নিমিত্তে বল্গা, তদ্রূপ মূর্খের পৃষ্ঠের নিমিত্তে দণ্ড। ৪ তুমি মূর্খকে তাহার মূর্খতানুসারে উত্তর দিও না, পাছে তুমিও তাহার সদৃশ হও। ৫ তুমি মূর্খকে তাহার মূর্খতানুসারে উত্তর দেও, পাছে সে আপনাকে জ্ঞানী বোধ করে। ৬ যে জন মূর্খ লোকদ্বারা সমাচার প্রেরণ করে, সে আপনার পদ আপনি ছেদন করে ও ক্ষতিপ্রাপ্ত হয়। ৭ খঞ্জের চরণ যেমন কুৎসিত, অজ্ঞানের মুখে শ্লোক তদ্রূপ। ৮ যেমন প্রস্তর-রাশিতে মণির থলি, তেমনি মূর্খ লোকেতে সম্ভ্রম সমর্পণ। ৯ যেমন মত্ত লোকের হস্তে কণ্টক, তদ্রূপ অজ্ঞানের মুখে শ্লোক। ১০ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্, তিনিই অজ্ঞানদিগকে ও আজ্ঞালঙ্ঘনকারিগণকে প্রতিফল দেন। ১১ যেমন কুক্কুর আপন বমির প্রতি ফিরে, তদ্রূপ অজ্ঞান আপন অজ্ঞানতার প্রতি ফিরে। ১২ আপনি আপনাকে জ্ঞানবান বোধ করে, এমন লোককে কি দেখিতেছ? তাহা অপেক্ষা বরং মূর্খের বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে।

১৩ অলস বলে, পথে সিংহ আছে, ও রাজপথে বলবান সিংহ থাকে। ১৪ কব্জাতে যেমন কপাট, তদ্রূপ অলস আপন শয্যাতে ফিরে। ১৫ অলস থালে হস্ত রাখিলে পুনর্ব্বার মুখে দিতে তাহার ক্লেশ বোধ হয়। ১৬ সৎপরামর্শি সাত জন অপেক্ষা অলস আপনাকে অধিক জ্ঞানবান করিয়া মানে।

১৭ যে জন পথে যাইতে২ পরের বিবাদে হস্ত দেয়, সে কুক্কুরের কর্ণগ্রাহি লোকের সদৃশ। ১৮ যে পাগল অঙ্গার ও মৃত্যুজনক বাণ নিক্ষেপ করে, ১৯ এবং যে জন প্রতিবাসিকে প্রতারণা করিয়া বলে, আমি কি খেলা করিতেছি না? এই উভয় লোকই সমান। ২০ যেমন কাষ্ঠের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ কর্ণেজপের অভাবে বিরোধ থাকে না। ২১ যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রতি অঙ্গার ও অগ্নির প্রতি কাষ্ঠ, তদ্রূপ বিরোধবৃদ্ধির প্রতি বিরোধি লোক। ২২ কর্ণেজপের কথা মিষ্টান্নস্বরূপ, তাহা অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। ২৩ স্তুতিকর ওষ্ঠ ও দুষ্টান্তঃকরণ লোক রৌপ্যপত্রে মণ্ডিত খাপরাস্বরূপ। ২৪ ঘৃণাকারি লোক মনের মধ্যে প্রতারণা রাখিয়া ওষ্ঠেতে কাপট্যকথা কহে। ২৫ সে মধুর কথা কহিলে তাহাতে বিশ্বাস করিও না; কারণ তাহার অন্তঃকরণ ঘৃণ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ আছে। ২৬ যাহার ঘৃণা কপটতাতে আচ্ছন্ন, তাহার দোষ সভাতে প্রকাশিত হয়। ২৭ যে জন খাত খুদে, সে তন্মধ্যে পতিত হয়; ও যে কেহ প্রস্তর গড়ায়, তাহা তাহারই প্রতি ফিরে। ২৮ মিথ্যাবাদি জিহ্বা যাহাকে ক্লেশ দেয়, তাহাকেই ঘৃণা করে; ও স্তুতিকর মুখ বিনাশের কর্ম্ম করে।

২৭ অধ্যায়।

১ আত্মশ্লাঘা ও ক্রোধের কথা, ৫ ও সত্য প্রেমের কথা, ১১ ও বিঘ্ন না জন্মাওনের কথা, ২৩ ও গৃহকর্ম্মের কথা।

১ কল্যের বিষয়ে গর্ব্বকথা কহিও না; কেননা এক দিনের মধ্যে কি ঘটিবে, তাহা তুমি জান না। ২ অন্য লোক তোমার প্রশংসা করুক, কিন্তু তোমার নিজ মুখ না করুক; ও অন্য লোক তোমার সুখ্যাতি করুক, কিন্তু তোমার নিজ ওষ্ঠ না করুক। ৩ প্রস্তর ভারী এবং বালিও ভারী বটে, কিন্তু অজ্ঞানের রাগ ঐ উভয় অপেক্ষা ভারী। ৪ ক্রোধ দুরন্ত ও কোপ প্রলয়কারী; কিন্তু স্ত্রীনিমিত্তক অন্তর্জ্জ্বালার নিকটে কে দাঁড়াইতে পারে?

৫ গুপ্ত প্রেম অপেক্ষা প্রকাশিত অনুযোগ ভাল। ৬ বন্ধু লোকের প্রহার বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু শত্রুর চুম্বন অবিশ্বাসযোগ্য। ৭ তৃপ্ত লোকের মৌচাকে ঘৃণা বোধ হয়; কিন্তু ক্ষুধিতের কাছে তিক্ত দ্রব্যও মিষ্ট। ৮ যে জন আপন স্থান ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে বাসাহইতে ভ্রমণকারি পক্ষির ন্যায়। ৯ সুগন্ধি তৈল ও ধূপহইতে যেমন মনের তুষ্টি, তদ্রূপ স্নেহযুক্ত পরামর্শহইতে মিত্রতার মিষ্টতা জন্মে। ১০ তোমার মিত্রকে ও পিতার মিত্রকে ত্যাগ করিও না, এবং আপন বিপদকালে ভ্রাতার গৃহে যাইও না; কেননা দূরস্থ ভ্রাতা অপেক্ষা নিকটস্থ মিত্র ভাল।

১১ হে আমার পুত্র, জ্ঞানবান হও, ও আমার মনকে আনন্দিত কর; তাহাতে আমি আপন অপমানকারির প্রতি উত্তর দিতে পারিব। ১২ সতর্ক লোক বিপদ দেখিলে আপনাকে লুক্কায়িত করে; কিন্তু জড়বুদ্ধিরা অগ্রে যাইয়া শাস্তি পায়। ১৩ যে জন পরের প্রতিভূ হয়, তাহার বস্ত্র লও; এবং যে কেহ বারাঙ্গনার নিমিত্তে হয়, তাহার সর্ব্বস্ব বন্ধকরূপে লও। ১৪ যে জন প্রত্যূষে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপন বন্ধুকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহার সেই কর্ম্ম অভিশাপরূপে গণিত হয়। ১৫ বৃষ্টিকালে ফোটা২ জল পড়া, ও কলহকারিণী স্ত্রী, এ উভয়ই সমান। ১৬ যে জন সেই স্ত্রীকে লুকাইতে পারে, সে বায়ুকে এবং আপন দক্ষিণ হস্তস্থিত স্বপ্রকাশ-

কারি তৈলকেও লুকাইতে পারে। ১৭ যেমন লৌহ লৌহকে সতেজ করে, তদ্রূপ মনুষ্য আপন মিত্রের মুখকে সতেজ করে। ১৮ যে জন ডুম্বুরবৃক্ষ রক্ষা করে, সে তাহার ফল ভোজন করে; ও যে কেহ আপন প্রভুর সেবা করে, সে যশ পায়। ১৯ জলমধ্যে যেমন মুখের সদৃশ মুখ, তেমনি মনোমধ্যে মনুষ্যের সদৃশ মনুষ্য দেখা যায়। ২০ যেমন পরলোকের ও কবরের তৃপ্তি নাই, তদ্রূপ মানুষের চক্ষু তৃপ্ত হয় না। ২১ যেমন মুষী রূপাকে ও হাফর সুবর্ণকে, তদ্রূপ মনুষ্য প্রশংসাকে পরীক্ষা করে। ২২ যদ্যপি ঢেঁকিতে গড়ের মধ্যে ধান্যের ন্যায় অজ্ঞানকে কুটে, তথাপি তাহার মূর্খতা ঘুচিবে না।

২৩ তুমি আপন মেষপালের তত্ত্ব জ্ঞাত হও, ও পশুপালের প্রতি মনোযোগ কর। ২৪ কেননা (অন্য) ধন চিরস্থায়ি নয়, ও রাজমুকুট পুরুষানুক্রমে থাকে না। ২৫ কিন্তু ঘাস ছিন্ন হইলে নবীন তৃণ প্রকাশ পাইবে, এবং পর্ব্বতগণের ওষধি সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে। ২৬ আর মেষবৎস তোমাকে বস্ত্র দিবে, ও ছাগের পাল ক্ষেত্রের মূল্যস্বরূপ হইবে। ২৭ এবং ছাগী তোমার ও তোমার পরিবারের ও যুবতিদের খাদ্যের নিমিত্তে যথেষ্ট দুগ্ধ দিবে।

২৮ অধ্যায়।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে নানা উপদেশ কথা।

১ কেহ তাড়না না করিলেও দুষ্ট লোক পলায়ন করে; কিন্তু ধার্ম্মিকেরা সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে থাকে। ২ প্রজাগণের দোষে নিত্য নূতন রাজা হয়; কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানি লোকদ্বারা রাজ্য সুস্থির থাকে। ৩ যে দরিদ্র দরিদ্রের প্রতি উপদ্রব করে, সে তাবৎ শস্যনাশকারি প্লাবনের ন্যায়। ৪ শাস্ত্রত্যাগি লোক দুষ্টদের প্রশংসা করে; কিন্তু যাহারা শাস্ত্র পালন করে, তাহারা তাহাদের সহিত বিরোধ করে। ৫ কদাচারি লোক ন্যায় বুঝে না, কিন্তু পরমেশ্বরের অন্বেষণকারি লোকেরা সকলি বুঝে। ৬ বক্রপথগামি ধনবান লোক অপেক্ষা সরলাচারি দরিদ্র লোকও ভাল। ৭ যে ব্যবস্থা মানে, সেই জ্ঞানবান পুত্র; কিন্তু যে জন অপব্যয়ির মিত্র, সে আপন পিতার লজ্জাকর হয়। ৮ যে কেহ সুদ ও অযথার্থ লাভদ্বারা ধন বৃদ্ধি করে, সে দরিদ্রের প্রতি দয়াকারি লোকদের জন্যে তাহা সঞ্চয় করে। ৯ যে জন শাস্ত্র শ্রবণহইতে কর্ণকে নিবৃত্ত করে, তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ হয়। ১০ যে জন সরল লোককে কুপথে লইয়া যায়, সে স্বকৃত খাতে পতিত হয়; কিন্তু সাধু লোক উত্তম অধিকার পায়। ১১ ধনি লোক আপনাকে জ্ঞানবান বোধ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান দরিদ্র তাহার পরীক্ষা করে। ১২ ধার্ম্মিকদের আনন্দ হইলে মহাগৌরব হয়, কিন্তু দুষ্টদের উন্নতি হইলে লোক গুপ্ত থাকে। ১৩ যে জন আপনার পাপ আচ্ছাদন করে, সে মঙ্গল পায় না; কিন্তু যে কেহ তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সে দয়া প্রাপ্ত হয়। ১৪ যে জন সর্ব্বদা ভয় রাখে, সে ধন্য; কিন্তু যে কেহ আপন মনকে কঠিন করে, সে আপদে পতিত হয়। ১৫ যেমন গর্জ্জনকারি সিংহ ও দুর্ব্বৃত্ত ভল্লূক, দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি দুষ্ট শাসনকর্ত্তা তদ্রূপ হয়। ১৬ নির্ব্বোধ রাজা বড় উপদ্রবী হয়; কিন্তু যে জন লোভকে ঘৃণা করে, তাহার দীর্ঘায়ু হয়। ১৭ যে মানুষ নরহত্যাপাপে ভারগ্রস্ত হয়, তাহাকে কবর পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে হয়; তাহাকে ধরিতে ব্যস্ত হইও না। ১৮ যে কেহ সরল পথে গমন করে, সে রক্ষা পায়; কিন্তু বক্রপথগামী অকস্মাৎ পতিত হয়। ১৯ যে জন আপন ভূমির চাস করে, সে যথেষ্ট আহার পায়; কিন্তু যে জন অলসদিগের অনুগামী, তাহার যথেষ্ট অকুলান হয়। ২০ বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্ব্বাদ পায়; কিন্তু হঠাৎ ধনবান হইতে উদ্‌যোগি লোক নির্দ্দোষ নয়। ২১ বিচারে পক্ষপাত করা উচিত নয়, তাহা করিলে লোক এক খণ্ড রুটীর নিমিত্তেও দোষী হইবে। ২২ কুদৃষ্টি মানুষ শীঘ্র ধনবান হইতে উদ্‌যোগী হয়; কিন্তু তাহার প্রতি যে দরিদ্রতা আসিতেছে, তাহা সে বিবেচনা করে না। ২৩ জিহ্বাতে প্রিয়বাদি লোক অপেক্ষা ভর্ৎসনাকারি লোক শেষে অনুগ্রহ পায়। ২৪ যে জন আপন পিতামাতার ধন চুরি করিয়া বলে, ইহাতে পাপ নাই, সে বিনাশকের মিত্র। ২৫ অহঙ্কারি লোক বিরোধজনক; কিন্তু পরমেশ্বরের শরণাপন্ন লোক আপ্যায়িত হয়। ২৬ যে জন আপন মনেতে নির্ভর দেয়, সে অজ্ঞান; কিন্তু যে কেহ প্রজ্ঞারূপ পথে চলে, সে রক্ষা পায়। ২৭ যে জন দরিদ্রকে দান করে, তাহার দরিদ্রতা ঘটে না; কিন্তু যে জন তাহার প্রতি চক্ষু মুদে, সে অনেক অভিশাপ পায়। ২৮ দুষ্ট লোকেরা উন্নতি পাইলে অন্য লোক লুক্কায়িত থাকে; কিন্তু তাহারা নষ্ট হইলে ধার্ম্মিকদের বৃদ্ধি হয়।

২৯ অধ্যায়।

১ যে জন পুনঃ২ অনুযোগ পাইয়াও গ্রীবা নত করে না, সে হঠাৎ উচ্ছিন্ন হইবে, তাহার প্রতিকার হইবে না। ২ সাধুগণ উন্নতি পাইলে প্রজাদের আনন্দ হয়; কিন্তু দুষ্ট জন কর্ত্তৃত্ব করিলে প্রজারা দুঃখিত হয়। ৩ যে জন প্রজ্ঞাতে প্রেম করে, সে পিতার আনন্দদায়ক হয়; কিন্তু যে

কেহ বেশ্যাদিগেতে অনুরক্ত হয়, সে আপন ধন অপব্যয় করে। [৪] রাজা সুবিচারদ্বারা রাজ্য সুস্থির করে; কিন্তু উৎকোচগ্রাহি রাজা তাহার বিপর্য্যয় করে। [৫] যে জন আপন প্রতিবাসিকে স্তুতিবাদ করে, সে তাহার পায়ের নীচে জাল পাতে। [৬] দুষ্টতা দুষ্ট লোকের ফাঁদস্বরূপ, কিন্তু ধার্ম্মিক আনন্দিত হইয়া গান করে। [৭] ধার্ম্মিক লোক দরিদ্রের বিষয়ে বিচার করে; কিন্তু দুষ্ট লোক তাহা বুঝিতে মনোযোগ করে না। [৮] নিন্দকগণ নগরে অগ্নি লাগায়; কিন্তু জ্ঞানবান কোপানল নির্ব্বাণ করে। [৯] অজ্ঞানের সহিত বিবাদ করিলে জ্ঞানবান লোক রাগ করুক কিম্বা হাস্য করুক, কিছুই শান্তি পায় না। [১০] বধকারিগণ সাধুকে ঘৃণা করে; কিন্তু সরল লোক তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে। [১১] অজ্ঞান লোক আপনার তাবৎ মনস্থ প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞানী উচিত সময়ের জন্যে তাহা রাখে। [১২] যে রাজা মিথ্যাকথা গ্রাহ্য করে, তাহার তাবৎ ভৃত্য দুষ্ট হইবে। [১৩] দরিদ্র ও উপদ্রবী মিলে, এবং পরমেশ্বর উভয়েরই চক্ষু দীপ্তিমান করেন। [১৪] যে রাজা যথার্থরূপে দরিদ্রের বিচার করে, তাহার সিংহাসন নিত্যস্থায়ী হয়। [১৫] দণ্ড ও অনুযোগ জ্ঞান জন্মায়; কিন্তু অশাসিত সন্তান আপন মাতার লজ্জাজনক হয়। [১৬] দুষ্ট লোক বৃদ্ধি পাইলে অনেক দোষ হয়; কিন্তু ধার্ম্মিকগণ তাহাদের নিপাত দেখে। [১৭] তুমি নিজ পুত্রকে শাস্তি দেও, তাহাতে সে তোমাকে শান্তি দিবে এবং মনেতেও আনন্দ দিবে। [১৮] ঈশ্বরীয় বাক্যের অভাবে প্রজাগণ দুষ্ট হয়; কিন্তু যে জন শাস্ত্র মানে, সে ধন্য হয়। [১৯] কথাতে দাসের দমন হয় না, কেননা সে বুঝিলেও কথা মানে না। [২০] তুমি কি হঠাৎবাদিকে দেখিতেছ? বরং তাহার অপেক্ষা মূর্খের বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে। [২১] যে দাস বাল্যকালাবধি কর্ত্তাদ্বারা কোমলরূপে প্রতিপালিত হয়, সে শেষে তাহার পুত্র হইয়া উঠে। [২২] রাগি লোক বিরোধ জন্মায়, ও ক্রোধি লোক বিস্তর পাপ করে। [২৩] মনুষ্যের অহঙ্কার তাহাকে অধঃপতন করে, কিন্তু নম্রমনা লোক গৌরব পায়। [২৪] চোরের অংশি লোক আপন প্রাণকে ঘৃণা করে; সে দিব্য করাওনের কথা শুনে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করে না। [২৫] মনুষ্যবিষয়ক ভয় মানুষকে ফাঁদে ফেলে; কিন্তু পরমেশ্বরের শরণাগত লোক সুরক্ষিত হয়। [২৬] অনেকে শাসনকর্ত্তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; কিন্তু মানুষের বিচার পরমেশ্বরহইতে হয়। [২৭] পাতকী ধার্ম্মিকের ঘৃণাস্পদ, ও সরলাচারি লোক দুষ্টদের ঘৃণাস্পদ হয়।

৩০ অধ্যায়।

১ আগূরের ধর্ম্মকথা, ৭ ও তাহার প্রার্থনা, ১০ ও নানা উপদেশকথা।

[১] যাকির পুত্র আগূরের কথা। সেই ব্যক্তি ঈথীয়েলকে বরং ঈথীয়েল্ ও উকলকে এই ধর্ম্মোপদেশবাক্য কহিয়াছিল। [২] আমি অন্য মনুষ্যহইতেও মূর্খ, আমার মনুষ্যবৎ বুদ্ধি নাই। [৩] আমি বিদ্যাভাস করি নাই, ও ধর্ম্মজ্ঞান বুঝি না। [৪] কে স্বর্গারোহণ করিয়া তাহাহইতে নামিয়াছে? এবং কে মুষ্টিতে বায়ু গ্রহণ করিয়াছে? ও কে বস্ত্রে সমূহজল বাঁধিয়াছে? ও কে পৃথিবীর তাবৎ সীমা নিরূপণ করিয়াছে? তাঁহার নাম কি? ও তাঁহার পুত্রের নাম কি? যদি জান, তবে বল। [৫] ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্যই নির্ম্মল, যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তিনি তাহাদের ঢালস্বরূপ। [৬] তাঁহার কথাতে আর কিছু যোগ করিও না, করিলে তিনি তোমাকে অনুযোগ করিবেন ও তুমি মিথ্যাবাদী হইবা।

[৭] (হে ঈশ্বর,) আমি তোমার কাছে দুই বর প্রার্থনা করি, আমার যাবজ্জীবন তাহা দিতে অস্বীকার করিও না। [৮] অলীকতা ও মিথ্যাকথা আমার নিকটহইতে দূর কর; এবং দরিদ্রতা কিম্বা ধনাঢ্যতা আমাকে না দিয়া উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ভোজন করাও; [৯] নতুবা আমি তৃপ্ত হইয়া তোমাকে অস্বীকার করিয়া বলিব, পরমেশ্বর কে? কিম্বা দরিদ্র হইয়া চুরি করিব ও আমার ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইব।

[১০] প্রভুর নিকটে দাসের অপবাদ করিও না, করিলে সে তোমাকে শাপ দিবে ও তুমি অপরাধী হইবা। [১১] আপন পিতাকে শাপ দেয় ও আপন মাতার মঙ্গল প্রার্থনা করে না, এমত এক বংশ আছে। [১২] এবং আপনার মল ধৌত না করিয়াও আপনাকে নির্ম্মল বোধ করে, এমত এক বংশ আছে। [১৩] এবং দৃষ্টি অতি উচ্চ ও চক্ষুর পাতা অতি উন্নত করিয়া থাকে, এমত এক বংশ আছে। [১৪] এবং পৃথিবীতে দরিদ্রকে ও মনুষ্যের মধ্যহইতে দীনহীনকে ভক্ষণ করণার্থে যাহাদের দন্ত খড়্গের ন্যায়, ও কসের দন্ত ছুরিকার ন্যায় হয়, এমত এক বংশ আছে। [১৫] দেও২ এই নামে জোঁকের দুই কন্যা আছে; এবং তিন বস্তু কখনো তৃপ্ত হয় না, বরং চারি বস্তু, 'যথেষ্ট হইল' এ কথা কখনো বলে না; [১৬] অর্থাৎ পরলোক, ও বন্ধ্যার জঠর, ও জলেতে অতৃপ্ত ভূমি, এবং 'যথেষ্ট হইল' এই বাক্য কহিতে অক্ষম অগ্নি। [১৭] যে চক্ষু আপন পিতাকে পরিহাস করে ও মাতার আজ্ঞা তুচ্ছ

করে, উপত্যকার কাকেরা তাহা বাহির করিবে, ও উৎক্রোশপক্ষির শাবকগণ তাহা খাইবে। [১৮] তিন বিষয় আমার জ্ঞানের অগম্য, বরং চারি বিষয় আমি বুঝিতে পারি না; [১৯] অর্থাৎ উৎক্রোশপক্ষির গতি আকাশে, ও সর্পের গতি শৈলে, ও জাহাজের গতি সমুদ্রেতে, এবং পুরুষের গতি যুবতিতে। [২০] ব্যভিচারিণীর গতিও তদ্রূপ; সে খাইয়া মুখ পুঁছিয়া বলে, আমি পাপ করি নাই। [২১] তিন বস্তুহইতে পৃথিবী উদ্বিগ্ন হয়, বরং চারিও সহিতে পারে না; অর্থাৎ কর্তৃত্বকারি দাসকে, [২২] ও ভক্ষ্যেতে পরিতৃপ্ত মূর্খকে; [২৩] ও পত্নীর পদ প্রাপ্ত ঘৃণিতা স্ত্রীকে, ও স্বকর্ত্রীর স্থান প্রাপ্ত দাসীকে। [২৪] পৃথিবীতে চারি বস্তু অতি ক্ষুদ্র হইলেও অতি জ্ঞানবান হয়; [২৫] অর্থাৎ পিপীলিকাগণ শক্তিমান না হইলেও গ্রীষ্মকালে আহার সঞ্চয় করে; [২৬] এবং শাফন্ জন্তুগণ বলবান না হইলেও পাষাণস্থলে গৃহ বাঁধে; [২৭] পঙ্গপাল ফড়িঙ্গদিগের যদ্যপি রাজা নাই, তথাপি তাহারা ব্যূহরচনাতে গমন করে; [২৮] এবং টিকটিকি হস্তপাদদ্বারা ভিত্তি ধরে ও রাজার অট্টালিকাতেও থাকে। [২৯] আর তিন সুন্দর গমন করে, বরং চারিও সুন্দররূপে চলে; [৩০] অর্থাৎ কাহারো হইতে পরাঙ্মুখ হয় না, এমত পশুরাজ সিংহ; [৩১] এবং বদ্ধকটি যুদ্ধের অশ্ব, ও ছাগ, ও অজেয় রাজা। [৩২] তুমি যদি অহঙ্কার প্রযুক্ত অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়া থাক ও কোন দুশ্চিন্তা করিয়া থাক, তবে মুখে হস্ত দেও। [৩৩] কেননা যেমন দুগ্ধ মন্থনেতে নবনীত জন্মে, ও নাসিকা পীড়নেতে রক্ত বাহির হয়, তেমনি ক্রোধের চালনেতে বিরোধ জন্মে।

৩১ অধ্যায়।

১ লিমূয়েল্ রাজার মাতার উপদেশকথা, ১০ ও উত্তম স্ত্রীর বর্ণনা।

[১] লিমূয়েল্ রাজার কথা। তাহার মাতা তাহাকে এই ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা দিয়াছিল। [২] হে আমার পুত্র, হে আমার গর্ভজাত বালক, হে আমার মানতের ফলস্বরূপ পুত্র, আমি কি কহিব? [৩] তুমি স্ত্রীগণকে আপন শক্তি ও রাজবিনাশকারিণীগণকে আপন গতি দিও না। [৪] হে লিমূয়েল, মদ্যপান রাজাদের উচিত নয়, এবং সুরাপানে আসক্ত হওয়া নৃপতিদের উচিত নয়। [৫] পান করিলে তাহারা বিধি বিস্মৃত হইবে, ও সকল দুঃখি লোকের প্রতি অন্যায় করিবে। [৬] মৃতকল্প জনকে সুরা দেও, ও ক্ষুণ্ণমনা লোককে দ্রাক্ষারস দেও। [৭] সে পান করিয়া আপন দীনতা বিস্মৃত হউক, ও আপনার ক্লেশ আর মনে না করুক। [৮] তুমি বোবা লোকদের পক্ষে ও তাবৎ দীনহীন লোকের বিচারে আপন মুখ খুল। [৯] মুখ খুলিয়া ধর্ম্মবিচার কর, এবং দরিদ্র ও দীনহীনদের বিচার কর।

[১০] গুণবতী স্ত্রীকে কে পাইতে পারে? পদ্মরাগমণিহইতেও তাহার অধিক মূল্য। [১১] তাহার স্বামী মনের সহিত তাহাতে বিশ্বাস করে, ও তাহার লাভের অভাব হয় না। [১২] সে যাবজ্জীবন মঙ্গল বিনা কখনো স্বামির অমঙ্গল করে না। [১৩] সে মেষলোম ও মসিনা অন্বেষণ করে, ও আনন্দে আপন হস্তে সকল কর্ম্ম করে। [১৪] সে বাণিজ্যের জাহাজের ন্যায় দূরহইতে আপন খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করে। [১৫] সে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া পরিজনদিগকে খাদ্য ও দাসীদিগকে নিরূপিত কর্ম্ম দেয়। [১৬] সে ক্ষেত্রের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তাহা ক্রয় করে, ও আপন হস্তের ফল দিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করে। [১৭] সে বলেতে কটি বন্ধন করে, ও আপন বাহু বলবান করে। [১৮] সে আপন ব্যবসারের উত্তম ফল আস্বাদন করে, রাত্রিতে তাহার প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় না। [১৯] সে টেকুয়াদ্বারা আপন হস্তে কর্ম্ম করে, ও হস্ত দিয়া পাঁজ ধরে। [২০] সে দরিদ্রের প্রতি মুক্তহস্ত হয়, ও দীনহীনদের প্রতি হস্ত বিস্তার করে। [২১] সে পরিবারের বিষয়ে শীতকালহইতে ভয় পায় না; কারণ তাহার তাবৎ পরিজন লালবর্ণ শীতবস্ত্র পরিধান করে। [২২] সে আপনার নিমিত্তে বিচিত্র আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করে, ও শুক্লপট্ট ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিতা হয়। [২৩] তাহার স্বামী দেশীয় প্রাচীনদের সহিত বসিয়া বিচারসভাতে পরিচিত হয়। [২৪] সে মসিনার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, ও বণিকদের কাছে পটুকা বিক্রয় করে। [২৫] বল ও মর্য্যাদা তাহার বস্ত্রস্বরূপ হয়, সে ভবিষ্যৎকালের বিষয়ে আনন্দ করে। [২৬] সে মুখ খুলিয়া জ্ঞানের কথা কহে, তাহার জিহ্বাগ্রে অনুগ্রহের ব্যবস্থা থাকে। [২৭] সে আপন পরিবারের আচরণে মনোযোগ করে ও আলস্যের খাদ্য খায় না। [২৮] তাহার সন্তানগণ উঠিয়া তাহার ধন্যবাদ করে, ও তাহার স্বামীও তাহার এই রূপ প্রশংসা করে; [২৯] 'অনেক রমণী ভাল কর্ম্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।' [৩০] লাবণ্য মিথ্যা, ও সৌন্দর্য্য অসার, কিন্তু পরমেশ্বরহইতে ভীতা যে স্ত্রী সেই প্রশংসনীয়া। [৩১] তাহার হস্তের ফল তাহাকে দেও, ও বিচারসভাতে তাহার ক্রিয়ার প্রশংসা হউক।

উপদেশক।

১ অধ্যায়।

১ আভাষ, ৪ ও তাবৎ বস্তুর অসারতা, ১২ ও তাবৎ কর্ম্মের নিষ্ফলতা।

[১] যিরূশালম্ নগরীয় রাজা দায়ূদের পুত্র যে উপদেশক তাহার কথা।

[২] উপদেশক কহিতেছে, অসারের অসার, ও অসারের অসার, তাবৎই অসার। [৩] মনুষ্য সূর্য্যের নীচে যে সকল পরিশ্রম করে, তাহাতে তাহার কি লাভ?

[৪] এক পুরুষ যায়, আর এক পুরুষ আইসে; কিন্তু পৃথিবী চিরস্থায়ী। [৫] এবং সূর্য্য এক বার উদয় পায়, আর বার অস্ত হয়; স্বস্থানে পঁহুছিলে পুনর্ব্বার উদয়াচলে বেগে গমন করে। [৬] এবং বায়ু দক্ষিণ অয়নে গমন করিয়া উত্তর অয়নে ফিরে, এবং বার ২ ভ্রমণ করে ও আপন চক্রগতি অনুসারে ফিরে। [৭] এবং তাবৎ নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে, তথাচ সমুদ্র পূর্ণ হয় না; সকল নদী যে স্থানহইতে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে পুনরায় গমন করে। [৮] সকলেতেই পরিশ্রম আছে, তাহার বর্ণনা করিতে পারা যায় না; দর্শনেতে চক্ষু তৃপ্ত হয় না, এবং শ্রবণেতে কর্ণ তৃপ্ত হয় না। [৯] যাহা অতীত, তাহাই ভবিষ্যৎ; ও যাহা করা গিয়াছে, তাহাই করা যাইবে; সূর্য্যের নীচে নূতন কিছু নাই। [১০] ‘দেখ, ইহা নূতন,’ কিসের বিষয়ে এমত কহা যাইতে পারে? তাহা অবশ্য গত যুগে আমাদের পূর্ব্বে ছিল। [১১] পূর্ব্বের বিষয় কিছু স্মরণে থাকে না; আমরা যাহাকে ভবিষ্যৎ বলিতেছি, তাহা অতি ভবিষ্যৎ কালের লোকদের স্মরণে থাকিবে না।

[১২] উপদেশক যে আমি, আমি যিরূশালম নগরে ইস্রায়েল্বংশীয় রাজা ছিলাম। [১৩] এবং আকাশের নীচে যে সকল ঘটে, সে সকলের তত্ত্ব জানিতে ও জ্ঞানদ্বারা অনুসন্ধান করিতে মনোযোগ করিলাম; ঈশ্বর মনুষ্যসন্তানবর্গকে পরিশ্রান্ত করণার্থে এমত ক্লেশদায়ক পরিশ্রম দিয়াছেন। [১৪] সূর্য্যের নীচে যে ২ কর্ম্ম করা যায়, তাহা সকলি আমি বিবেচনা করিলাম; দেখ, সে সকলি অসার ও আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র। [১৫] যাহা বক্র, তাহা সোজা করা যায় না; এবং যাহার ত্রুটি আছে, তাহাও গণনা করা যায় না। [১৬] আমি আপন মনের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিলাম, দেখ, আমি মহান্ হইলাম ও যিরূশালম্ নগরস্থ পূর্ব্বকালীয় লোকদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হইলাম, এবং আমার মন নানা প্রকার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইল। [১৭] এবং আমি প্রজ্ঞার তত্ত্ব এবং অজ্ঞানতার ও মূর্খতার তত্ত্ব জানিতে মনোযোগ করিলে তাহাও আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র জানিলাম। [১৮] কেননা প্রজ্ঞার বাহুল্যে দুঃখের বাহুল্য হয়; এবং যাহার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তাহার শোকও বৃদ্ধি পায়।

২ অধ্যায়।

১ সাংসারিক সুখের অসারতা, ১২ ও আয়ুর অসারতা।

[১] আমি আপন মনকে কহিলাম, ‘আইস, আমি এখন আনন্দে তোমার পরীক্ষা করি, তুমি সুখভোগ কর;’ কিন্তু তাহাও অসার। [২] হাস্যের প্রতি আমি কহিলাম, তুমি অজ্ঞান; এবং সুখের প্রতিও কহিলাম, তুমি কি করিতে পার? [৩] আকাশের নীচে যাবজ্জীবন কি ২ করা মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে ভাল, তাহা জানিবার জন্যে আমি জ্ঞানেতে মনোযোগ করিয়া মদ্যপানে ইন্দ্রিয়কে প্রবৃত্ত করিতে ও অজ্ঞানতাতে লগ্ন থাকিতে মনস্থ করিলাম। [৪] এবং অনেক মহৎ কর্ম্ম করিলাম, অর্থাৎ আপনার নিমিত্তে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম; [৫] এবং উদ্যান ও উপবন করিয়া তাহার মধ্যে নানা প্রকার ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিলাম; [৬] এবং বৃক্ষের উৎপাদক বনের সেচনার্থে পুষ্করিণী খনন করিলাম; [৭] ও অনেক দাস দাসী ক্রয় করিলাম, এবং আমার গৃহেতেও দাস জন্মিল, এবং যিরূশালমস্থ পূর্ব্বকালীয় তাবৎ লোকহইতে আমার অনেক গোমেষাদি পশুপাল ছিল। [৮] এবং আমি রৌপ্য ও সুবর্ণ এবং নানা রাজার ও রাজ্যের বিশেষ ২ ধন সঞ্চয় করিলাম; এবং গায়ক গায়িকা ও মনুষ্যদের তুষ্টিজনিকা পত্নী ও উপপত্নীদিগকে পাইলাম। [৯] এই রূপে আমি মহান্ ও যিরূশালমস্থিত পূর্ব্বকালীয় লোক অপেক্ষা উন্নত হইলাম, এবং আমার প্রজ্ঞাও আমার উপকারিণী থাকিল। [১০] এবং আমার চক্ষু যাহা ইচ্ছা করিল, তাহা দেখিতে আমি তাহাকে নিষেধ করি-

লাম না; এবং আমার মনকে কোন সুখভোগ করিতে বারণ করিলাম না; তাহাতে আমার তাবৎ পরিশ্রমে যে মানসিক সুখ জন্মিল, ঐ তাবৎ পরিশ্রমে সেই মাত্র আমার ফলভোগ হইল। [১১] আমি যে২ কর্ম্মে হস্তার্পণ করিলাম ও যে২ পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইলাম, তাহা আলোচনা করিলে সে সকলি অসার ও আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র; সূর্য্যের নীচে কিছু লাভ নাই।

[১২] পরে আমি প্রজ্ঞা ও উন্মত্ততা ও মূর্খতা জানিতে প্রবৃত্ত হইলাম; আর যে জন রাজার পশ্চাৎ আইসে, সে কি করিবে? পূর্ব্বে যাহা করা গিয়াছিল, তাহাই মাত্র। [১৩] যেমন অন্ধকার অপেক্ষা দীপ্তি উত্তম, তদ্রূপ মূর্খতা অপেক্ষা প্রজ্ঞা উত্তম, ইহা আমি দেখিলাম। [১৪] জ্ঞানবানের মস্তকে চক্ষু আছে, কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে ভ্রমণ করে; তথাপি সকলেরই একরূপ দশা ঘটে, ইহা আমি জানিলাম। [১৫] আমি অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলাম, অজ্ঞানের প্রতি যাহা তাহা যদি আমার প্রতি ঘটে, তবে অধিক জ্ঞানেতে আমার কি লাভ? পরে মনেতে বিবেচনা করিলাম, ইহাও অসার। [১৬] কেননা জ্ঞানবানের বা অজ্ঞানের স্মৃতি চিরকাল থাকে না, ভবিষ্যৎ কালে সকলই নিতান্ত বিস্মৃত হইবে; যেমন অজ্ঞান মরে, তদ্রূপ জ্ঞানবানও মরে। [১৭] অতএব আমি প্রাণধারণে বিরক্ত হইলাম; কেননা সূর্য্যের নীচে যাহা করা যায়, তাহা আমার বড় ক্লেশদায়ক বোধ হইল। সে সকলি অসার, আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র। [১৮] সূর্য্যের নীচে আমি যে সকল পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইলাম, সে সকলেতেই বিরক্ত হইলাম; কেননা উত্তরাধিকারি ব্যক্তিকে তাহা সমর্পণ করিতে হইবে। [১৯] সে বুদ্ধিমান হইবে কি নির্ব্বোধ হইবে, তাহা কে জানে? কিন্তু আমি সূর্য্যের নীচে যে কর্ম্মে পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছি, ঐ সকল পরিশ্রমের ফলাধিকারী সে হইবে; ইহাও অসার। [২০] সূর্য্যের নীচে যে সকল পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইলাম, সে সমস্ত বিষয়ে মনের আশা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম। [২১] কেননা বিদ্যা ও জ্ঞান ও নৈপুণ্যদ্বারা এক জন পরিশ্রম করে, পরে যে জন তাহাতে কোন পরিশ্রম করে নাই, তাহাকে তাহার অধিকাররূপে তাহা সমর্পণ করিতে হয়, ইহাও অসার ও বড় বিপদ। [২২] তবে সূর্য্যের নীচে মনুষ্য যে সকল পরিশ্রমে ও মনের ক্লেশে ক্লান্ত হয়, তাহাতে তাহার কি লাভ? [২৩] কেননা তাহার তাবৎ দিন দুঃখময়, এবং তাহার পরিশ্রম ক্লেশজনক, তাহার মন রাত্রিতেও বিশ্রাম পায় না; ইহাও অসার। [২৪] ভোজন পান এবং নিজ পরিশ্রমজাত মনস্তুষ্টিদ্বারা মানুষের মঙ্গল হয় না; ইহাও ঈশ্বরের হস্ত-হইতে হয়, তাহা আমি দেখিলাম। [২৫] আর কে আমাহইতে অধিক ভোজন করিতে পারে? ও আমাহইতে কে তাহাতে অধিক উদ্যোগী হইতে পারে? [২৬] যে জন ঈশ্বরের গোচরে গ্রাহ্য হয়, ঈশ্বর তাহাকে বিদ্যা ও জ্ঞান ও আনন্দ দেন; কিন্তু যে জন পাপী, সে যেন ঈশ্বরের গ্রাহ্য লোকের নিমিত্তে ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে, এই পরিশ্রমের ভার তাহাকে দেন। ইহাও অসার ও আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র।

৩ অধ্যায়।

১ কালের প্রভেদদ্বারা আয়ুর অসারতা, ১৬ ও ঈশ্বরের বিচার ও মনুষ্যের অসারতা।

[১] সকল বিষয়েরই সময় আছে, ও আকাশের নীচে তাবৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের কাল আছে। [২] জন্মের এক কাল, ও মৃত্যুর এক কাল; এবং রোপণের এক কাল, ও রোপিত উৎপাটনের এক কাল আছে। [৩] এবং বধ করণের এক কাল, ও সুস্থ করণের এক কাল; এবং ভঞ্জনের এক কাল, ও গাঁথনের এক কাল আছে। [৪] এবং ক্রন্দনের এক কাল, ও হাস্য করণের এক কাল; এবং বিলাপ করণের এক কাল, ও নৃত্য করণের এক কাল আছে। [৫] এবং প্রস্তর ছড়াওনের এক কাল, ও প্রস্তর একত্র করণের এক কাল; এবং আলিঙ্গন করণের এক কাল, ও আলিঙ্গন ত্যাগ করণের এক কাল আছে। [৬] এবং উপার্জ্জন করণের এক কাল, ও ব্যয় করণের এক কাল; এবং রক্ষণের এক কাল, ও নিক্ষেপ করণের এক কাল আছে। [৭] এবং চিরণের এক কাল, ও সিঙ্গনের এক কাল; এবং নীরব থাকনের এক কাল, ও কথা কহনের এক কাল আছে। [৮] এবং প্রেম করণের এক কাল, ও ঘৃণা করণের এক কাল; এবং যুদ্ধ করণের এক কাল, ও সন্ধি করণের এক কাল আছে। [৯] কর্ম্মকারি ব্যক্তির পরিশ্রমেতে লাভ কি? [১০] ঈশ্বর মনুষ্যসন্তানদিগকে যে ক্লেশে ব্যস্ত হইতে দেন, তাহা আমি বিবেচনা করিলাম। [১১] তিনি সকল দ্রব্যকে স্বকালে শোভাযুক্ত করিয়াছেন, আর এই জগৎকে তাহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে রাখেন, এই কারণ ঈশ্বর যে সকল কর্ম্ম করেন, মনুষ্য প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে না। [১২] যাবজ্জীবন আনন্দ ও সৎকর্ম্ম ব্যতিরেকে মনুষ্যের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই, ইহা আমি নিশ্চয় জানিলাম। [১৩] এবং মানুষের ভোজন পান ও কর্ম্মজাত সুখে সন্তুষ্ট হওয়া, ইহাও ঈশ্বরের

দানস্বরূপ হয়। [১৪] কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর যে কিছু করেন, তাহা নিত্যস্থায়ী; তাহার ন্যূনাধিক্য কেহ করিতে পারে না; আর তাঁহার সাক্ষাতে মনুষ্যগণ যেন ভয় করে, এই জন্যে ঈশ্বর সে সকল করেন। [১৫] যাহা আছে, তাহাই ছিল; এবং যাহা হইবে, তাহাই ছিল; এবং যাহা অতীত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বর উপস্থিত করিবেন।

[১৬] পুনর্ব্বার আমি সূর্য্যের নীচে বিচারের স্থান দেখিলাম, সেখানেও অধর্ম্ম আছে; এবং ধর্ম্মের স্থান দেখিলাম, কিন্তু সেখানেও অধর্ম্ম আছে। [১৭] তাহাতে আমি মনে২ ভাবিলাম, ঈশ্বর অবশ্য ধার্ম্মিকদের ও দুষ্টদের বিচার করিবেন, কেননা সকল অভিপ্রায়ের ও সকল কর্ম্মের নিমিত্তে বিশেষ কাল তাঁহার নিরূপিত আছে। [১৮] পরে আমি মনে২ কহিলাম, ইহা মনুষ্যসন্তানদের নিমিত্তে হইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের স্বভাব প্রকাশ করেন, ও তাহারা যে পশুবৎ ইহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করেন। [১৯] কেননা মনুষ্যের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই ঘটনা একরূপ; এ যেমন মরে, ও তেমনি মরে; সকলেরই জীবাত্মা এক, অতএব পশুহইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, কেননা সকলি অসার। [২০] সকলেই এক স্থানে গমন করে, এবং সকলেই ধূলাহইতে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার ধূলাতে লীন হয়। [২১] মনুষ্যসন্তানদের আত্মা ঊর্দ্ধগামী হয়, ও পশুদের আত্মা পৃথিবীর নীচে অধোগামী হয়, ইহা কে জানে? [২২] অতএব আপন তাবৎ কর্ম্মে আনন্দ করণ ভিন্ন মনুষ্যের আর মঙ্গল নাই, ইহা আমি বোধ করিলাম; কেননা এই তাহার অধিকার। মনুষ্যের মরণের পরে যাহা ঘটিবে, কে তাহাকে আনিয়া তাহা দেখাইতে পারে।

৪ অধ্যায়।

উপদ্রব ও ঈর্ষ্যা ও আলস্য ও লোভ ও একাকী হওন ও মূর্খতাদ্বারা আয়ুর অসারতা।

[১] পরে আমি মন ফিরাইয়া সূর্য্যের নীচে যে সকল উপদ্রব হয়, তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলাম। দেখ, উপক্রুত লোকদের অশ্রুপাত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের সান্ত্বনাকারী কেহ নাই; এবং উপদ্রবকারি লোকদের হস্তে বল আছে, কিন্তু উপক্রুতদের সান্ত্বনাকারী কেহ নাই। [২] অতএব বর্ত্তমান জীবিত লোকদের অপেক্ষা পূর্ব্বকালের মৃত লোকদিগকে আমি প্রশংসা করিলাম। [৩] কিন্তু যে কেহ অদ্য পর্য্যন্ত জন্মে নাই, এবং সূর্য্যের নীচে যে২ মন্দ কর্ম্ম করা যায় তাহা দেখে নাই, তাহার অবস্থা ঐ উভয় লোকহইতেও ভাল।

[৪] পরে তাবৎ পরিশ্রম ও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে মনুষ্যেতে প্রতিবাসির ঈর্ষ্যা বর্ত্তে, ইহা দেখিলাম, ইহাও অসার ও আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র। [৫] অজ্ঞান হস্ত জড়সড় করিয়া আপন মাংস ভোজন করে। [৬] পরিশ্রম ও আত্মার ক্লেশদ্বারা প্রাপ্ত দুই মুষ্টি অপেক্ষা শান্তিযুক্ত এক মুষ্টি আহারও ভাল।

[৭] তখন আমি মন ফিরাইয়া সূর্য্যের নীচে তাবৎ অসারতা বিবেচনা করিতে লাগিলাম। [৮] কোন ব্যক্তি একাকী থাকে, তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই, তাহার পুত্র কি ভ্রাতা কেহ নাই, তথাচ সে অসীম পরিশ্রম করে ও তাহার চক্ষু ধনেতে তৃপ্ত হয় না; এবং আমি আপনি সুখভোগ অস্বীকার করিয়া কাহার নিমিত্তে পরিশ্রম করিতেছি? এ কথাও সে বলে না; ইহাও অসার ও অতি দুঃখের বিষয়।

[৯] এক জনহইতে দুই জন ভাল, কেননা তাহাদের পরিশ্রমের উত্তম ফল হয়। [১০] এবং তাহারা পড়িলে এক জন আপন সঙ্গিকে উঠাইতে পারে; কিন্তু যে একাকী পড়ে, তাহার বড় সন্তাপ, তাহাকে তুলিতে কেহ থাকে না। [১১] দুই জন একত্র শয়ন করিলে উষ্ণ হয়, কিন্তু এক জন কি প্রকারে উষ্ণ হইতে পারে? [১২] যদ্যপি কেহ এক জনকে পরাস্ত করিতে পারে, তথাপি দুই জন তাহার বাধা করিবে, এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না।

[১৩] যে অজ্ঞান বৃদ্ধ রাজা কোন মন্ত্রণা শুনিতে অসম্মত হয়, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান দরিদ্র বালক ভাল। [১৪] কেননা সে কারাগারহইতে কর্ত্তৃত্ব করিতে আইসে, আর যদ্যপি রাজত্ব পায়, তথাপি জন্মকালে দরিদ্র ছিল। [১৫] পরে আমি দেখিলাম, সূর্য্যের নীচে ভ্রমণকারি সকল প্রাণী ঐ রাজার পরিবর্ত্তে রাজত্ব করিতে উদ্যত সেই যুবার পক্ষ হইল। [১৬] সেই যুবা যে লোকদের অগ্রগণ্য, তাহারা অসংখ্য বটে; কিন্তু যে সকল লোক পরে আসিবে, তাহারা তাহাতে কিছু আনন্দ করিবে না। ইহাও অসার ও আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র।

৫ অধ্যায়।

১ ধর্ম্মে মনুষ্যের ত্রুটি হওন, ৮ ও পরাক্রমের অসারতা ১০ ও ধনের অসারতা, ১৮ ও সারের নির্ণয়।

[১] তুমি ঈশ্বরের মন্দিরে গমন সময়ে সাবধানে চরণ নিক্ষেপ কর, এবং অজ্ঞানদের ন্যায় বলিদান করণ অপেক্ষা বরং উপদেশ শ্রবণার্থে তোমার উপস্থিত হওয়া ভাল; কেননা তাহারা যে মন্দ কর্ম্ম করে, ইহা বিবেচনা করে না। [২] তুমি আপন মুখে অবিবেচনার কথা কহিও

না, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে কথা উচ্চারণ করিতে তোমার মন ব্যস্ত না হউক; কেননা ঈশ্বর স্বর্গে ও তুমি পৃথিবীতে, অতএব তোমার কথা অল্প হউক। [৩] কেননা স্বপ্ন যেমন বহুশ্রম সম্বলিত, তেমনি অজ্ঞানের রব বহুবাক্য সম্বলিত। [৪] ঈশ্বরের নিকটে কিছু মানিলে তাহা দিতে বিলম্ব করিও না, যেহেতুক অজ্ঞান লোকেতে তাঁহার সন্তোষ নাই; যাহা মানিলা, তাহা পরিশোধ কর। [৫] মানিলে না দেওয়া অপেক্ষা বরং মানন না করা ভাল। [৬] এবং 'এ আমার ভ্রান্তি হইল,' এই কথা যেন দূতের সাক্ষাতে কহিতে না হয়, এই নিমিত্তে তোমার শরীরকে পাপে প্রবৃত্ত করাইতে মুখকে ক্ষমতা দিও না; ঈশ্বর তোমার কথাতে ক্রোধ করিয়া তোমার হস্তের কার্য্য কেন নষ্ট করিবেন? [৭] অনেক স্বপ্ন ও অনেক কথা উভয়ই অতি অসার; অতএব তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর।

[৮] তুমি দেশে দরিদ্রের প্রতি অন্যায়, কিম্বা বিচারের ও ন্যায়ের বৈপরীত্য দেখিলে তদ্বিষয়ে ব্যাকুল হইও না, কেননা যিনি মহানহইতেও মহান ও তাহাদের অপেক্ষা প্রধান, তিনি তাহা দেখিতেছেন।

[৯] ভূমিহইতে উৎপন্ন বস্তুতে সকলেরই অধিকার; ক্ষেত্রহইতে রাজাও প্রতিপালিত হন।

[১০] যে জন রূপা ভাল বাসে, সে রূপাতে তৃপ্ত হয় না; ও যে জন ঐশ্বর্য্য ভাল বাসে, সে ধন বৃদ্ধিতে তৃপ্ত হয় না; ইহাও অসার। [১১] সম্পত্তি বাড়িলে তাহার ভোগকারিগণও বাড়ে; দৃষ্টিসুখ ব্যতিরেকে তাহার স্বামিদের কি লাভ? [১২] মজুর লোক অধিক বা অল্প ভোজন করুক, তথাপি সুখে নিদ্রা যায়; কিন্তু ধনবানের তৃপ্তি তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না। [১৩] সূর্য্যের নীচে আমি এই বড় অমঙ্গল দেখিলাম, যে ধনস্বামির ক্ষতির নিমিত্তে ধন সঞ্চিত হয়। [১৪] কেননা ভারি ক্লেশে সেই ধনের ক্ষয় হয়, এবং ঔরসজাত পুত্রকে দিতে তাহার কিছুই থাকে না। [১৫] সে মাতৃগর্ব্ভহইতে উলঙ্গ আইসে; যেমন আইসে তদ্রূপ উলঙ্গভাবেই পুনরায় যায়; পরিশ্রমদ্বারা প্রাপ্ত কোন বস্তুই হস্তে লইয়া যাইতে পারে না। [১৬] কিন্তু সে যেমন আইসে, সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপেই যায়, ইহা বড় খেদের বিষয়; বায়ুর নিমিত্তে শ্রম করিলে তাহার কি লাভ? [১৭] সে যাবজ্জীবন অন্ধকারে ও সমূহমনস্তাপে ও পীড়াতে ও ক্রোধে ভোজন করে।

[১৮] দেখ, আমার বিবেচনা এই, ঈশ্বর মনুষ্যকে সূর্য্যের নীচে শ্রম করিতে যত দিন পরমায়ু দেন, তাবৎ দিন ভোজন পান করা ও সেই সকল শ্রমের ফল ভোগ করা উত্তম ও উপযুক্ত, কেননা তাহার সেই অংশ। [১৯] ঈশ্বর ধন ও সম্পত্তি দান করিয়া তাহা ভোগ করিতে ও তাহার অংশ লইতে ও আপন শ্রমে আনন্দ করিতে যাহাকে ক্ষমতা দেন, তাহার ইহাও ঈশ্বরদত্ত। [২০] কেননা ঈশ্বর তাহার মনে আনন্দ জন্মাইলে সে আপন আয়ুর বিষয়ে বিস্তর চিন্তা করিবে না।

৬ অধ্যায়

১ অভুক্ত ধনের নিষ্ফলতা, ৭ ও সুখভোগের অসারতা, ১০ ও জীবনের অসারতা।

[১] সূর্য্যের নীচে আমি এক দুঃখের বিষয় দেখিলাম, তাহা মনুষ্যদের প্রতি অনেক বার ঘটে। [২] অর্থাৎ ঈশ্বর কাহাকে২ এত ধন ও সম্পত্তি ও সম্ভ্রম দেন, যে ইষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে একটিও তাহার অলব্ধ থাকে না, তথাচ ঈশ্বর তাহা ভোগ করণের শক্তি তাহাকে দেন না, কিন্তু নিঃসম্পর্কীয় লোক তাহা ভোগ করে; ইহা অসার, ও অতি দুঃখের বিষয়। [৩] যে কোন মানুষ এক শত পুত্রের জন্ম দিয়া অনেক বৎসর বাঁচিয়া দীর্ঘজীবী হয়, তাহার মন যদি সুখেতে তৃপ্ত না হয়, ও তাহার কবর যদি না হয়, তবে আমি বলি, তাহাহইতে বরং গর্ব্ভস্রাবও ভাল। [৪] কেননা সে নিরর্থক আইসে, ও অন্ধকারে যায়, ও তাহার নাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। [৫] যদ্যপি গর্ব্ভস্রাব সূর্য্য দেখে না ও কিছুই জানে না, তথাচ ঐ মনুষ্য অপেক্ষা তাহার অধিক বিশ্রাম হয়। [৬] সে যদি দুই সহস্র বৎসর বাঁচে, তথাচ কিছু মঙ্গল ভোগ করিতে পারে না, এবং (শেষে) সকলেই কি এক স্থানে যায় না?

[৭] মুখের নিমিত্তেই মানুষের তাবৎ পরিশ্রম, কিন্তু ভোজনেচ্ছা কখনো নিবৃত্ত হয় না। [৮] অতএব মূর্খ অপেক্ষা জ্ঞানির কি লাভ? এবং জীবিতদের সাক্ষাতে আচার করিতে জানে এমত দুঃখি লোকেরই বা কি লাভ? [৯] মনের লালসাহইতে দৃষ্টিসুখ ভাল, ইহাও অসার ও আত্মার ক্লেশদায়কমাত্র।

[১০] যে জন্মে তাহার নাম করণ পূর্ব্বে হইয়াছে, আর সে যে মর্ত্ত্য এবং আপনাহইতে বলবানের সহিত বিরোধ করণে অপারক, ইহাও সুস্পষ্ট। [১১] অসারতাবর্দ্ধক অনেক বিষয় আছে, তাহাতে মানুষের কি লাভ? [১২] জীবনকালে মনুষ্যের মঙ্গল কি, তাহা কে জানে? তাহার অসার জীবনকাল অল্প দিবস পরিমিত, এবং সে ছায়ার ন্যায় তাহা যাপন করে; আর মরণের পরে সূর্য্যের নীচে কি ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে জানাইতে পারে?

৭ অধ্যায়।

১ সুখ্যাতি ও শোক ও সহিষ্ণুতা ও জ্ঞান প্রভৃতিদ্বারা অসারতার প্রতিকার হওন, ২০ ও জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্যতা।

[১] উত্তম তৈল অপেক্ষা সুখ্যাতি উত্তম, এবং জন্মদিন অপেক্ষা মরণদিন ভাল। [২] এবং ভোজন গৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপগৃহে যাওয়া ভাল, কেননা তাহা তাবৎ মনুষ্যের শেষগতি হইবে, এবং সজীব লোক তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে করিতে পারে। [৩] হাস্যহইতে শোক ভাল, কারণ মুখের বিষণ্নতাতে হৃদয় প্রসন্ন হয়। [৪] জ্ঞানিদের মন বিলাপের আলয়ে থাকে, কিন্তু অজ্ঞানদের মন আনন্দগৃহে থাকে। [৫] অজ্ঞানদের গীত শ্রবণহইতে জ্ঞানিদের অনুযোগ শ্রবণ ভাল। [৬] যেমন স্থালীর তলায় কাঁটার শব্দ, অজ্ঞানের হাস্য তদ্রূপ; তাহাও অসার। [৭] উপদ্রব জ্ঞানিদিগকে হতবুদ্ধি করে, এবং উৎকোচ অন্তঃকরণকে নষ্ট করে। [৮] কার্য্যের আরম্ভহইতে তাহার শেষ ভাল, এবং গর্ব্ব অপেক্ষা খর্ব্ব ভাল। [৯] মনের মধ্যে হঠাৎ ক্রোধ করিও না, কেননা অজ্ঞানদেরই হৃদয় ক্রোধের আশ্রয়। [১০] বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকাল কেন ভাল ছিল? ইহা কহিও না, কেননা এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তোমার জ্ঞান প্রকাশ পায় না। [১১] পৈতৃক ধন অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, এবং তাহাতে সূর্য্যদর্শি লোকদের ফল আছে। [১২] ধন যেমন এক আশ্রয়, জ্ঞানও তদ্রূপ এক আশ্রয়; কিন্তু জ্ঞান আপন অধিকারিকে জীবন দান করে, এই তাহার বিশেষ ফল।

[১৩] ঈশ্বরের কর্ম্ম দেখ; তিনি যাহা বক্র করিয়াছেন, তাহা সরল করিতে কাহার সাধ্য? [১৪] সুখের দিনে আনন্দ কর, এবং দুঃখের দিনে বিবেচনা কর; কেননা পরে কি ঘটিবে, তাহা যেন মনুষ্য জানিতে না পারে, এই জন্যে ঈশ্বর সুখ ও দুঃখের দিনকে পরস্পর অনুগামী করেন। [১৫] আমি আপন অসার জীবন কালে এই সকল বিবেচনা করিলাম; কোন২ ধার্ম্মিক লোক নিজ ধর্ম্মদ্বারা বিনষ্ট হয়, এবং কোন২ দুষ্ট লোক নিজ দুষ্টতাদ্বারা দীর্ঘজীবী হয়। [১৬] অতি ধার্ম্মিক হইও না, ও আপনাকে অতি জ্ঞানী জ্ঞান করিও না; কেন আপনাকে নষ্ট করিবা? [১৭] অতি দুষ্ট ও অতি অজ্ঞান হইও না, আয়ু সম্পূর্ণ না হইলে কেন মরিবা? [১৮] তুমি যদি ইহা ধরিয়া রাখ, ও উহাহইতে হস্ত না লও, তবে ধন্য হইবা; কেননা যে ঈশ্বরকে ভয় করে, সে উভয় বিপদহইতে মক্ত হইবে। [১৯] নগরস্থ দশ জন পরাক্রমী যেমন নগরকে, জ্ঞান জ্ঞানবানকে ততোধিক বলবান করে।

[২০] পাপ না করিয়া সৎকর্ম্ম করে, পৃথিবীতে এমত ধার্ম্মিক লোক নাই। [২১] যত কথা কহা যায়, সকল মানিও না; মানিলে তুমি আপন দাসের মুখে আপন নিন্দার কথা শুনিবা। [২২] কেননা তুমিও অন্যকে পুনঃ২ নিন্দা করিয়াছ, তাহা তোমার মন জ্ঞাত আছে। [২৩] আমি জ্ঞানেতে এ সকল পরীক্ষা করিলাম; আমি কহিলাম, আমি জ্ঞানবান হইব, কিন্তু সে আমাহইতে দূরে ছিল। [২৪] যাহা অতি দূর ও অতি গভীর, তাহা কে পাইতে পারে? [২৫] আমি প্রজ্ঞা ও সুবিবেচনাকে জানিতে ও অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করিতে, এবং অজ্ঞানের দুষ্টতা ও উন্মত্তের অজ্ঞানতা জানিতে মনোনিবেশ করিলাম। [২৬] তাহাতে আমি বুঝিলাম, যে স্ত্রীর অন্তঃকরণ ফাঁদ ও জালস্বরূপ, ও যাহার হস্ত শৃঙ্খলস্বরূপ, সে মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশদায়িকা; যে জন ঈশ্বরের সাক্ষাতে সাধু, সে তাহাহইতে রক্ষা পাইবে, কিন্তু পাপী তাহাদ্বারা ধৃত হইবে। [২৭] উপদেশক কহিতেছে, দেখ, সুবিবেচনা পাইবার জন্যে একের পরে এক বিবেচনা করিয়া আমি ইহা পাইলাম; যাহা আমার মন এখনও অন্বেষণ করিতেছে, তাহা আমি পাই নাই। [২৮] সহস্র লোকের মধ্যে এক পুরুষকে পাইয়াছি; কিন্তু সেই সকলের মধ্যে এক স্ত্রীকে পাই নাই। [২৯] দেখ, ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনা অন্বেষণ করিয়াছে, ইহামাত্র আমি পাইলাম।

৮ অধ্যায়।

১ রাজাদিগের সমাদরের কর্ত্তব্যতা, ৬ ও উপযুক্ত সময়ে কর্ম্ম করণের কর্ত্তব্যতা, ১২ ও ধনযুক্ত অধর্ম্ম অপেক্ষা দীনতাযুক্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ১৬ ও ঈশ্বরের কর্ম্মের অসন্ধানীয়তা।

[১] জ্ঞানির তুল্য কে আছে? ও তাহার ন্যায় কে মর্ম্মকথা জানে? প্রজ্ঞা মানুষের মুখকে দীপ্তিমান করে, এবং তাহার বদনের গৌরব বৃদ্ধি করে। [২] আমার পরামর্শ এই, তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে শপথ করণ প্রযুক্ত রাজার আজ্ঞা পালন কর। [৩] তাহার নিকটহইতে ব্যাকুল হইয়া যাইও না, এবং কুমন্ত্রণাতে আসক্ত হইও না; কেননা সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। [৪] রাজার বাক্য পরাক্রম বিশিষ্ট, আর 'তুমি কি করিতেছ?' এ কথা তাহাকে কে কহিতে পারে? [৫] যে জন আজ্ঞা পালন করে, সে কুমন্ত্রণা জানে না; তথাপি জ্ঞানির মন সময় ও সদুপায় বিবেচনা করে।

[৬] সকল অভিপ্রায় সাধনার্থে সময় ও সদুপায় আছে; নতবা মানুষের অতিশয় দুঃখ হইত

[৭] কেননা কি ঘটিবে, তাহা সে জানে না; ও কি প্রকারে ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে জ্ঞাত করিতে পারে? [৮] আত্মাকে নিবারণে সমর্থ আত্মার কর্ত্তা মনুষ্যদের মধ্যে কেহ নাই, এবং মৃত্যুকালও কাহারো অধীন নয়, এবং সেই যুদ্ধহইতে কেহ মুক্তি পাইতে পারে না, এবং দুষ্কর্ম্মদ্বারা দুষ্কর্ম্মকারির রক্ষা হইতে পারে না। [৯] সে সকলি আমি দেখিলাম, ও সূর্য্যের নীচে যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলাম; যাহাতে এক জন আপন ক্ষতির নিমিত্তে অন্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে, এমত সময় আছে। [১০] আর দুষ্টগণকে কবর দেওয়া গেল, এবং তাহাদের শবানুগামি লোকেরা পবিত্র স্থানহইতে আইল, কিন্তু সরলাচারি লোকদের স্মরণ নগরে লুপ্ত হইল, তাহাও দেখিলাম; ইহাও অসার। [১১] পাপ করিয়া ত্বরায় শাস্তি না পাওয়াতে মনুষ্যসন্তানদের মন আরও কুকর্ম্ম করিতে আসক্ত হয়।

[১২] যদ্যপি পাপিলোক শত বার দুষ্কর্ম্ম করিয়া দীর্ঘায়ু পায়, তথাপি ঈশ্বরভক্ত যে লোকেরা তাঁহার সম্মুখে ভীত হয়, তাহাদের মঙ্গল হইবে, তাহা আমি জানি। [১৩] কিন্তু দুষ্ট লোকের মঙ্গল হইবে না, ও তাহার ছায়ারূপ আয়ু বৃদ্ধি পাইবে না, কারণ সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয় না। [১৪] পৃথিবীতে এই অসারতা আছে, কখন২ দুষ্টদের কর্ম্মানুযায়ি ফল ধার্ম্মিকদের প্রতি ঘটে, এবং কখন২ ধার্ম্মিকদের কর্ম্মানুযায়ি ফল দুষ্টদের প্রতি ঘটে; এই জন্যে আমি কহিলাম, ইহাও অসার। [১৫] তখন আমি আনন্দের প্রশংসা করিলাম, কেননা সূর্য্যের নীচে ভোজন পান ও আনন্দ করণ ব্যতিরেকে মানুষের আর মঙ্গল নাই; সূর্য্যের নীচে ঈশ্বরদত্ত তাহার পরমায়ুর মধ্যে সে যে পরিশ্রম করে, তাহার এই ফল।

[১৬] আমি যখন জ্ঞান পাইতে, এবং পৃথিবীতে প্রচলিত যে ক্লেশ প্রযুক্ত দিবারাত্রির মধ্যে মনুষ্যের চক্ষু মুদ্রিত হয় না, তাহা দেখিতে মনোযোগ করিলাম, [১৭] তখন ঈশ্বরের কৃত সমস্ত কর্ম্মের বিষয়ে আমি বুঝিলাম; সূর্য্যের নীচে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহা মনুষ্য বুঝিতে পারে না, কেননা মনুষ্য তাহা জানিতে যদি অতিশয় যত্ন করে, তথাপি তাহার উদ্দেশ পায় না; এবং জ্ঞানবান লোক তাহা আপনার বোধগম্য জ্ঞান করিলেও তাহার তত্ত্ব পাইতে পারে না।

৯ অধ্যায়।

১ মনুষ্যের মৃত্যুর বশতা, ১১ ও ঈশ্বরের কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ১৩ ও পরাক্রম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা।

[১] পরে আমি মনোযোগ করিয়া এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলাম, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানি লোক ও তাহাদের কার্য্য ঈশ্বরের হস্তগত থাকে; মনুষ্যের প্রতি প্রেম বা ঘৃণা কি ঘটিবে, তাহা সে জানে না; তাবৎই তাহার অপেক্ষা করিতেছে। [২] সকলের প্রতি সকলই ঘটে; ধার্ম্মিক কি দুষ্ট এবং সৎ (কি অসৎ) ও শুচি কি অশুচি ও যজ্ঞকারী কি অযজ্ঞকারী, তাবতের প্রতি একরূপ ঘটনা হয়; সাধু লোকের প্রতি যেমন, পাপির প্রতিও তেমন, এবং শপথকারির প্রতি যেমন, শপথে ভয়কারির প্রতিও তেমনি ঘটে। [৩] সকলের প্রতি সমান ঘটনা হয়, সূর্য্যের নীচে যত কর্ম্ম করা যায়, তাহার মধ্যে এই বড় দুঃখের বিষয়; মনুষ্যসন্তানদের মন পাপেতে পরিপূর্ণ, এবং যাবজ্জীবন উন্মত্ততা তাহাদের মনের মধ্যে থাকে, পরে তাহারা মৃতদের নিকটে গমন করে। [৪] যে জন তাবৎ জীবৎ লোকের মধ্যে রক্ষিত হয়, তাহারই প্রত্যাশা আছে, কেননা মৃত সিংহ অপেক্ষা বরং জীবৎ কুক্কুরও ভাল। [৫] আর আমাদের মৃত্যু হইবে, ইহা জীবৎ লোকেরা জানে; কিন্তু মৃত লোকেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, তাহাদের স্মরণ লুপ্ত হয়। [৬] এবং তাহাদের প্রেম ও ঘৃণা ও মাৎসর্য্য সকলি বিনষ্ট হয়; সূর্য্যের নীচস্থ সংসারে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে তাহাদের আর অধিকার থাকে না। [৭] তুমি যাও, আনন্দ করিয়া আপন খাদ্য ভোজন কর, ও হৃষ্ট মনে আপনার দ্রাক্ষারস পান কর, কেননা এখন ঈশ্বর তোমার কার্য্য গ্রাহ্য করেন। [৮] তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্লবর্ণ হউক, ও তোমার মস্তকে তৈলের অকুলান না হউক। [৯] সূর্য্যের নীচে ঈশ্বর তোমাকে অসার পরমায়ুর যত দিন দেন, সেই সকল অসার দিনে তুমি আপন প্রিয় ভার্য্যার সহিত আনন্দ কর, কেননা জীবনহইতে এবং সূর্য্যের নীচে তুমি যে পরিশ্রমে ক্লেশ পাইতেছ, তাহাহইতে তোমার এই ফল জন্মে। [১০] তুমি যে কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা যত্ন পূর্ব্বক কর; কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই কবরে কোন কার্য্য কি সঙ্কল্প কি বুদ্ধি কি জ্ঞান কিছুই নাই।

[১১] আমি মন ফিরাইয়া সূর্য্যের নীচে ইহা দেখিলাম; দ্রুতগামি লোক পণ পায় না, ও বীর জয় পায় না, এবং জ্ঞানবান অন্ন, ও বুদ্ধিমান ধন, ও পণ্ডিত অনুগ্রহ পায় না, কিন্তু সকলের প্রতি সময় ও দৈবঘটনা ঘটে। [১২] মনুষ্য আপন কাল জানে না; যেমন মৎস্যগণ দুঃখদায়ক জালেতে পতিত হয়, কিম্বা পক্ষিগণ যেমন

ফাঁদে ধৃত হয়, তদ্রূপ বিপদ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে মনুষ্যসন্তানেরা ধৃত হয়।

১৩ সূর্য্যের নীচে আমি আর এক জ্ঞানের বিষয় দেখিলাম, তাহা আমার দৃষ্টিতে মহৎ বোধ হইল। ১৪ অল্প লোক বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র নগর ছিল; পরে কোন প্রধান রাজা আসিয়া সৈন্যদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। ১৫ ঐ নগরের মধ্যে এক দরিদ্র জ্ঞানী ছিল; সে আপন জ্ঞানদ্বারা নগর রক্ষা করিল, কিন্তু সেই দরিদ্র মনুষ্যকে কেহই স্মরণ করে নাই। ১৬ তখন আমি কহিলাম, বলহইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু দরিদ্রের জ্ঞান অতি হেয় ও তাহার কথা কেহ মানে না। ১৭ মূর্খরাজের উচ্চৈঃস্বর অপেক্ষা জ্ঞানির ক্ষুদ্র স্বর মান্য। ১৮ যুদ্ধের অস্ত্র অপেক্ষাও জ্ঞান মঙ্গলজনক, কিন্তু এক জন পাপী বহু মঙ্গল নষ্ট করে।

১০ অধ্যায়।

১ জ্ঞান ও অজ্ঞানতার বিষয়ে উপদেশকথা, ১৬ ও রাজাদের বিষয়ে কথা।

১ যেমন মৃত মক্ষিকাদ্বারা বণিকের গন্ধদ্রব্য দুর্গন্ধ ও বিকৃত হয়, তদ্রূপ অল্প অজ্ঞানতাদ্বারা জ্ঞান ও সম্ভ্রম নিস্তেজ হয়। ২ জ্ঞানির জ্ঞান দক্ষিণ হস্তে, কিন্তু মূর্খের জ্ঞান বাম হস্তে থাকে। ৩ অজ্ঞান যে পথে গমন করে, সে পথে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে, এবং আমিই অজ্ঞান, ইহা সকলের কাছে প্রকাশ করে। ৪ যদ্যপি তোমার বিষয়ে শাসনকর্ত্তার মনে ক্রোধ জন্মে, তথাপি আপন স্থান ছাড়িও না, কেননা নম্রতা মহৎ অপরাধের প্রতীকার করে। ৫ শাসনকর্ত্তার ভ্রমহইতে এক মন্দ বিষয় জন্মে, ইহা আমি সূর্য্যের নীচে দেখিলাম। ৬ অজ্ঞান অতি উচ্চপদে স্থাপিত হয়, এবং ধনবান নীচপদে বৈসে। ৭ এবং দাস অশ্বারূঢ় হয়, ও নৃপতি দাসের ন্যায় পদব্রজে গমন করে; ইহাও দেখিলাম। ৮ যে জন খাত খনন করে সে তাহাতে পড়ে, ও যে জন বেড়াকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, সর্প তাহাকে কামড়ায়। ৯ যে জন প্রস্তর গড়ায়, সে তাহাতেই ব্যথা পায়; ও যে কেহ কাষ্ঠ কাটে, তাহার তাহাতেই আপদ ঘটে। ১০ ভোঁতা লৌহাস্ত্রে শাণ না দিলে অধিক বলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে জ্ঞান ফলদায়ক হয়। ১১ মিথ্যামন্ত্র পড়িলে সর্প দংশন করে, এবং বাচাল লোকহইতে কিছু ফল হয় না। ১২ জ্ঞানবানের মুখের কথাদ্বারা অনুগ্রহ লাভ হয়, কিন্তু অজ্ঞানের মুখ তাহাকে গ্রাস করে। ১৩ তাহার মুখের কথার আরম্ভই অজ্ঞানতা, ও তাহার শেষ দুঃখদায়ি উন্মত্ততা। ১৪ অজ্ঞান লোক অনেক কথা কহে, কিন্তু পরে কি হইবে, তাহা কেহই জানে না। ১৫ কেননা পরে কি ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে জানাইতে পারে? অজ্ঞান আপন কর্ম্মে আপনাকে পরিশ্রান্ত করে, কেননা নগরে কি রূপে যাইতে হয়, তাহা সে জানে না।

১৬ হে দেশ, তোমার রাজা যদি বালক হয়, ও তোমার অধ্যক্ষগণ যদি প্রত্যূষে ভোজন করে, তবে তোমার সন্তাপ হইবে। ১৭ কিন্তু হে দেশ, কুলীনের পুত্র যদি তোমার রাজা হয়, এবং অধ্যক্ষগণ মত্ততার নিমিত্তে না করিয়া যদি বলের নিমিত্তে উপযুক্ত সময়ে ভোজন করে, তবে তুমি ধন্য হইবা। ১৮ আলস্যদ্বারা কড়িকাষ্ঠ ক্ষয় পায়, ও হস্তের শৈথিল্যেতে ঘর ছেঁদা হয়। ১৯ আমোদের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত হয়, এবং দ্রাক্ষারস জীবৎ লোকের আনন্দ জন্মায়, কিন্তু রৌপ্য সকলই যোগায়। ২০ মনে২ রাজার নিন্দা করিও না, এবং আপনার গুপ্ত শয়নস্থানেও ধনির নিন্দা করিও না; কেননা আকাশের পক্ষী সেই শব্দ লইয়া যায়, ও পক্ষবিশিষ্ট জীব সেই কথা প্রকাশ করে।

১১ অধ্যায়।

১সাবধানতা ও দাতৃত্ববিষয়ক উপদেশ, ৭ ও যৌবনকালের অসারতা।

১ জলের উপরে তোমার ভক্ষ্য ছড়াইয়া দেও, তাহাতে অনেক দিনের পরে ফল পাইবা; ২ সাত জনকে বরং আট জনকে বিতরণ কর, কেননা পৃথিবীতে কি২ আপদ ঘটিবে, তাহা তুমি জান না। ৩ মেঘগণ যখন বৃষ্টিতে পূর্ণ হয়, তখন পৃথিবীতে তাহা প্রদান করে; এবং বৃক্ষ যখন দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে পড়ে, তখন যে দিগে পড়ে, সেই দিগে থাকে। ৪ যে জন বায়ুর গতি মানে, সে বীজ বপন করে না; এবং যে কেহ মেঘের গতি মানে, সে শস্য কাটে না। ৫ বায়ুর গতি ও গর্ব্ভবতীর উদরস্থ অস্থির বৃদ্ধি যেমন তোমার বোধের অগম্য, তদ্রূপ সর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কর্ম্মও তোমার বোধের অগম্য। ৬ তুমি প্রাতঃকালে আপন বীজ বপন কর, এবং সায়ংকালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না; কেননা ইহা সফল হইবে, কি উহা সফল হইবে, কিম্বা উভয় সমান উত্তম হইবে, তাহা তুমি জান না।

৭ আলো মিষ্ট, এবং চক্ষুর পক্ষে সূর্য্যদর্শন ভাল। ৮ যদ্যপি কেহ অনেক বৎসর বাঁচে ও নিরন্তর আনন্দিত হয়, তথাপি অন্ধকারের দিন মনে রাখুক; কেননা সেই দিন অনেক হইবে; ও যাহা২ ঘটে, সে সকলি অসার। ৯ হে যুব

লোক, তুমি আপন যৌবনাবস্থাতে আনন্দ কর, ও যৌবনকালে তোমার চিত্ত তোমাকে আহ্লাদিত করুক, ও তুমি মনের গতিতে চল, ও আপন চক্ষুর অভিলাষানুসারে আচরণ কর; কিন্তু এই সকল ধরিয়া ঈশ্বর তোমাকে বিচারে আনিবেন, ইহা জ্ঞাত হও। [১০] অতএব আপন মনহইতে বিমষতা দূর কর, ও শরীরহইতে অসুখ নিবারণ কর, কেননা অরুণোদয়ের ন্যায় যৌবনকাল অসার।

১২ অধ্যায়।

১ বার্দ্ধক্যজন্য দুঃখের পূর্ব্বে ঈশ্বরের সেবা করণের আবশ্যকতা, ৮ ও ঈশ্বরের প্রতি ভয় করণের সারতা।

[১] তুমি যৌবনাবস্থাতে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতুক দুঃসময় আসিতেছে, অর্থাৎ যে বৎসরে তুমি বলিবা, 'ইহাতে আমার কিছু সন্তোষ হয় না,' সেই বৎসর নিকট হইতেছে। [২] তৎকালে সূর্য্য ও দীপ্তি ও চন্দ্র ও তারাগণ অন্ধকারময় হইবে, এবং বৃষ্টির পরে পুনর্ব্বার মেঘ হইবে। [৩] সেই দিনে গৃহের রক্ষকেরা কম্পিত হইবে, ও পরাক্রমিগণ নত হইবে, ও পেষকেরা অল্প হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবে, ও গবাক্ষদিয়া দর্শনকারিণী অন্ধীভূতা হইবে; [৪] এবং পথের দ্বার রুদ্ধ হইবে, ও যাঁতার শব্দ অতি সূক্ষ্ম হইবে, এবং পক্ষির রবেতে উত্থান হইবে, ও বাদ্যকারিণী কন্যারা ক্ষীণ হইবে; [৫] এবং উচ্চ স্থানহইতে ভয় হইবে, ও পথে ত্রাস হইবে, ও বাদাম বৃক্ষ পুষ্পিত হইবে, ও ফড়িঙ্গ আপন ভারে ভারগ্রস্ত হইবে, ও বুভুক্ষা থাকিবে না, ও মানুষ আপন দীর্ঘ বাসস্থানে যাইবে, ও শোককারিগণ পথে ভ্রমণ করিবে। [৬] সেই সময়ে রূপার তার নরম হইবে, ও সুবর্ণের বাটি ভগ্ন হইবে, এবং উনুইতে কলস ভঙ্গ হইবে, ও কূপে চক্র ভগ্ন হইবে। [৭] এবং ধূলা পুনরায় মৃত্তিকাতে লীন হইবে; এবং আত্মা যাঁহার দান সেই ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাগমন করিবে।

[৮] উপদেশক কহিতেছে, অসারের অসার, সকলি অসার। [৯] উপদেশক আরো জ্ঞানী হইয়া নিত্য২ লোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা করাইত, এবং মনোযোগ ও বিবেচনা করিবা অনেক হিতোপদেশের বাক্য বিন্যাস করিত। [১০] আর সেই উপদেশক মনোহর বাক্য পাইতে অনুসন্ধান করিত; যে বাক্য লিখিত আছে, তাহা যথার্থ ও সত্য। [১১] জ্ঞানবানদের বাক্য অঙ্কুশস্বরূপ, ও সভাধ্যক্ষগণ বদ্ধ গোঁজস্বরূপ, তাহারা এক পালকদ্বারা দত্ত হইয়াছে। [১২] হে আমার পুত্র, তুমি এই বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর, বহুপুস্তক রচনা করণের শেষ হয় না, এবং অনেক অভ্যাসে শরীরের ক্লেশ হয়। [১৩] আইস, আমরা তাবতের সারকথা শুনি, 'ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর,' মানুষের এই মাত্র সার। [১৪] কেননা ঈশ্বর তাবৎ ক্রিয়া ও ভাল মন্দ তাবৎ গুপ্ত কথা বিচারে আনিবেন।

সুলেমান্‌লিখিত পরমগীত।

১ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের প্রতি মণ্ডলীর প্রেম ইত্যাদি।

সুলেমানের পরমগীত।

[১] আপনি আপন ওষ্ঠাধরদ্বারা আমাকে চুম্বন করুন। [২] কেননা তোমার প্রেম দ্রাক্ষারসহইতেও উত্তম। [৩] ঢালিত সুগন্ধির ন্যায় যে তোমার নাম, ও তোমার সুগন্ধ দ্রব্যের যে সৌরভ, তন্নিমিত্ত কন্যাগণ তোমাকে প্রেম করে। [৪] আমাকে আকর্ষণ কর; আমরা তোমার পশ্চাতে ধাবমান হইব। রাজা আপন অন্তঃপুরে আমাকে আনিয়াছেন। আমরা তোমার বিষয়ে আনন্দিত ও উল্লাসিত হইব, ও দ্রাক্ষারসহইতেও তোমার প্রেমের অধিক প্রশংসা করিব। সাধুগণ তোমাকে প্রেম করে।

[৫] হে যিরূশালমের কন্যাগণ, কেদরের তাম্বু ও সুলেমানের যবনিকার ন্যায় আমি কৃষ্ণবর্ণা, তথাপি সুন্দরী। [৬] আমি কৃষ্ণবর্ণা, সূর্য্য আমাকে বিবর্ণ করিয়াছে, একারণ আমাতে কুদৃষ্টি করিও না; আমার মাতৃপুত্রগণ আমার প্রতি কুপিত হইল; তাহারা আমাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের রক্ষিকা করিয়াছিল, কিন্তু আমার নিজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রও আমি রক্ষা করি নাই।

[৭] হে আমার প্রাণপ্রিয়তম, তুমি কোথায় আপন পাল চরাইতেছ? ও মধ্যাহ্নকালে তাহাদিগকে কোথায় শয়ন করাইতেছ? তাহা আমাকে বল; আমি তোমার বন্ধুগণের পালের নিকটে তোমার নিঃসম্পর্কীয় লোকের ন্যায় কেন হইব?

[৮] "হে নারীগণের মধ্যে পরমসুন্দরি, তুমি

যদি তাহা না জান, তবে এই পালের পদচিহ্ন ধরিয়া গমন কর, এবং পালকদের তাম্বুর নিকটে তোমার ছাগীর শাবকদিগকে চরাও।”

[৯] ‘হে আমার প্রিয়তমে, ফিরৌণীয় রথে আমার যে অশ্বিনী আছে, তাহার সহিত আমি তোমার উপমা দিতেছি। [১০] রত্নশ্রেণীদ্বারা তোমার কপাল ও মুক্তার হারদ্বারা তোমার গলদেশ শোভাযুক্ত হইতেছে। [১১] আমরা তোমার নিমিত্তে রূপার গুম্বিবিশিষ্ট সুবর্ণের হার আরো প্রস্তুত করিব।’

[১২] যাবৎ রাজা সভাতে বসিয়া থাকেন, তাবৎ আমার জটামাংসীর সৌরভ বিস্তারিত হয়। [১৩] আমার প্রিয় ব্যক্তি কর্পূরবৃক্ষের গুচ্ছস্বরূপ, তাহা রাত্রিতে আমার বক্ষঃস্থলে থাকে। [১৪] আমার প্রিয় আমার কাছে ঐনগিদীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের এক পুষ্পগুচ্ছস্বরূপ।

[১৫] ‘হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দরী ও পরম সুন্দরী আছ; কপোতের চক্ষুর ন্যায় তোমার চক্ষু।’

[১৬] হে আমার প্রিয়, তুমিও পরম সুন্দর ও সুখদায়ী, আমাদের শয্যা হরিদ্বর্ণ। [১৭] এরস বৃক্ষ আমাদের গৃহের কড়িকাষ্ঠস্বরূপ ও দেবদারু তাহার বরগাস্বরূপ আছে।

২ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর পরস্পর প্রেম ইত্যাদি।

[১] আমি শারোণের গোলাপ ও নিম্নভূমির শোশন্ পুষ্পস্বরূপ।

[২] ‘যেমন কণ্টকের মধ্যে শোশন্ পুষ্প, যুবতিদের মধ্যে আমার প্রিয়া তদ্রূপ।’

[৩] বনবৃক্ষের মধ্যে যেমন তপূহবৃক্ষ, যুবদের মধ্যে আমার প্রিয় তদ্রূপ; আমি পরমানন্দিতা হইয়া তাহার ছায়াতে বসিলাম, ও তাহার ফল আমার মুখে সুস্বাদু লাগিল। [৪] তিনি আমাকে ভোজন পানের শালাতে লইয়া গেলেন, এবং আমার উপরে তাঁহার প্রেমরূপ ধ্বজা থাকিল। [৫] তোমরা দ্রাক্ষাপূপদ্বারা আমাকে সুস্থির কর, ও তপূহফলদ্বারা আমাকে সচেতন কর; কেননা আমি প্রেমেতে পীড়িতা আছি। [৬] তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকুক, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে বেষ্টন করুক।

[৭] ‘হে যিরূশালমের কন্যাগণ, আমি মৃগী ও ক্ষেত্রের হরিণীদিগকে সাক্ষী করিয়া তোমাদিগকে শপথ দিয়া কহিতেছি; আমার প্রিয়া যাবৎ উঠিতে না চাহেন, তাবৎ তাঁহাকে উঠাইও না, ও জাগ্রৎ করিও না।’

[৮] ঐ আমার প্রিয়ের রব; দেখ, তিনি পর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন করিয়া উপপর্ব্বতের উপর দিয়া দৌড়িয়া আসিতেছেন। [৯] আমার প্রিয় মৃগের ও যুব হরিণের সদৃশ; দেখ, তিনি আমাদের ভিত্তির পশ্চাৎ দণ্ডায়মান আছেন, ও গবাক্ষ দিয়া দেখিতেছেন, ও জাল দিয়া আপনাকে দেখাইতেছেন। [১০] আমার প্রিয় কথা আরম্ভ করিয়া আমাকে কহিলেন।

‘হে আমার প্রিয়ে, গাত্রোত্থান কর, হে সুন্দরি, আইস। [১১] দেখ, শীতকাল অতীত ও বৃষ্টির সময় অবশেষ হইয়া গত হইয়াছে। [১২] ক্ষেত্রেতে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত আছে, ও পক্ষির গানের সময় হইয়াছে; আমাদের দেশে ঘুঘুর রব শুনা যায়। [১৩] ডুম্বুরবৃক্ষের ফল সুপক্ক হইতেছে, ও দ্রাক্ষাপুষ্পের সৌরভ বিস্তারিত হইতেছে। হে আমার প্রিয়ে, গাত্রোত্থান কর, হে আমার রূপবতি, আইস। [১৪] হে আমার কপোতি, পর্ব্বতাশ্রয়ে ও শৈলের গুপ্ত স্থানে তোমার মুখ দর্শন করিতে ও তোমার কথা শুনিতে আমাকে দেও, কেননা তোমার কথা সুস্বাদু ও তোমার মুখ অতি সুন্দর।’

[১৫] তোমরা আমাদের নিমিত্তে শৃগালদিগকে অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র শৃগাল সকল দ্রাক্ষালতা নষ্ট করে, তাহাদিগকে ধর, যেহেতুক আমাদের লতা পুষ্পিত হইল।

[১৬] আমার প্রিয় আমারি, ও আমি তাঁহারি; তিনি শোশন্ পুষ্পের ক্ষেত্রমধ্যে চরেন। [১৭] হে আমার প্রিয়, যাবৎ প্রভাত না হয়, ও ছায়া পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি আমার কাছে ফিরিয়া আইস, এবং শৃঙ্গময় পর্ব্বতের উপরিস্থিত মৃগের ও হরিণশাবকের সদৃশ হও।

৩ অধ্যায়।

মণ্ডলীর দুঃখ হওন ও খ্রীষ্টের শ্লাঘা করণ ইত্যাদি।

[১] রাত্রিকালে আমি আপন শয্যাতে প্রাণ প্রিয়তমের অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না। [২] এখন আমি উঠিয়া নগরে ও পথে ও চকে ভ্রমণ করিয়া প্রাণপ্রিয়তমের অন্বেষণ করিব, ইহা কহিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু উদ্দেশ পাইলাম না। [৩] এবং নগরে ভ্রমণকারি প্রহরিবর্গের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি আমার প্রাণপ্রিয়তমকে দেখিয়াছ? [৪] পরে তাহাদের নিকটহইতে অল্প পথ অগ্রসর হইবামাত্র প্রাণপ্রিয়তমকে পাইলাম, তাহাতে আমি যে পর্য্যন্ত আপন মাতার গৃহে অর্থাৎ জননীর অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া না গেলাম, তাবৎ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলাম, ছাড়িলাম না।

[৫] ‘হে যিরূশালমের কন্যাগণ, আমি মৃগী ও

ক্ষেত্রের হরিণীদিগকে সাক্ষী করিয়া তোমাদিগকে শপথ দিয়া কহিতেছি, আমার প্রিয়া যাবৎ উঠিতে না চাহেন, তাবৎ তাঁহাকে উঠাইও না, ও জাগ্রৎ করিও না।'

[৬] "গন্ধরস ও কুন্দুরু ও বণিক্‌দের সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যেতে সুগন্ধীকৃতা হইয়া ধূমস্তম্ভের ন্যায় প্রান্তরহইতে আসিতেছে ঐ কে?"

[৭] "ঐ দেখ, সুলেমানের শিবিকা, উহার চতুর্দ্দিগে ইস্রায়েলীয় বীরগণের মধ্যে ষষ্টি জন বীর থাকে। [৮] তাহারা সকলে খড়্গধারী ও যুদ্ধ করিতে বিজ্ঞ, রাত্রির ভয়ের নিমিত্তে তাহাদের প্রত্যেকের ঊরুতে খড়্গ বাঁধা থাকে। [৯] সুলেমান্ রাজা আপনার নিমিত্তে লিবানোনীয় কাষ্ঠের এক শিবিকা নির্ম্মাণ করিলেন। [১০] তাহাতে রূপার স্তম্ভ ও সুবর্ণের বাজু ও বাগুনীয়া রঙ্গের আসন করিলেন, এবং তাহার মধ্যভাগে যিরূশালমের কন্যাগণদ্বারা প্রেমরূপ বস্ত্র বিস্তীর্ণ হইল।"

[১১] "হে সিয়োনের কন্যাগণ, তোমরা বাহিরে গিয়া বিবাহের দিনে ও মনের আনন্দের দিনে তাহার মাতাকর্ত্তৃক মুকুটেতে বিভূষিত সুলেমান্ রাজাকে দেখ"

৪ অধ্যায়।

মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের প্রেম ইত্যাদি।

[১] 'হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দরী ও তুমি পরম সুন্দরী; ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। [২] এবং যে২ মেষী ধৌতা হইয়া জলাশয়হইতে উঠে ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ছিন্নলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। [৩] এবং সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও ঘোমটার মধ্যস্থিত তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। [৪] এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত এক সহস্র বীরের ঢালবিশিষ্ট দায়ূদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। [৫] এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে চরে এমত দুই যমজ মৃগশাবকের ন্যায় তোমার দুই স্তন। [৬] যাবৎ প্রভাত না হয় ও ছায়া সকল পলায়ন না করে, তাবৎ গন্ধরসের পর্ব্বতে ও কুন্দুরু পর্ব্বতে আমি যাইব। [৭] হে আমার প্রিয়ে, তুমি পরম সুন্দরী; তোমাতে কোন দোষ নাই। [৮] হে আমার কন্যে, লিবানোন্‌হইতে আমার কাছে আইস, লিবানোন্‌হইতে আমার কাছে আইস, অমানা ও সিনীর এবং হর্ম্মোণ পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে, অর্থাৎ সিংহদের বাসস্থানহইতে ও ব্যাঘ্রদের পর্ব্বতহইতে অবলোকন কর। [৯] হে আমার ভগিনীবৎ কন্যে, তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ, তোমার এক চক্ষু ও তোমার গলদেশের এক অভরণদ্বারা আমার মনকে হরণ করিয়াছ। [১০] হে আমার ভগিনীবৎ কন্যে, তোমার প্রেম কিবা উত্তম! তাহা দ্রাক্ষারসহইতেও মনোহর, ও তোমার তৈলের সৌরভ তাবৎ সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষাও উত্তম। [১১] হে কন্যে, তোমার ওষ্ঠাধরহইতে মৌচাকের ন্যায় মধু ক্ষরে, এবং তোমার জিহ্বার তলে মধু ও দুগ্ধ আছে, এবং তোমার বস্ত্রের গন্ধ লিবানোনের গন্ধের ন্যায়। [১২] আমার ভগিনীবৎ কন্যা প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান ও বন্ধ জলাকর ও মুদ্রাঙ্কিত উনুইস্বরূপ। [১৩] তোমার শাখাবিশিষ্ট উদ্যানে দাড়িম্ব ও সুস্বাদু ফল ও কর্পূর ও জটামাংসী, [১৪] ও জটামাংসীর সহিত কুম্‌কুম ও বচ ও দারুচিনী ও সকল প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষ ও গন্ধরস ও অগুরু ও তাবৎ প্রধান২ সুগন্ধি দ্রব্য আছে। [১৫] উদ্যানের উনুই অমৃত জলের কূপস্বরূপ, ও লিবানোন্‌হইতে তাহার স্রোত আইসে।'

[১৬] হে উত্তরীয় বায়ু, জাগ্রৎ হও, হে দক্ষিণ বায়ু, আইস, আমার উদ্যানে বহ; তাহাতে তাহার সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভ বিস্তারিত হইবে, এবং আমার প্রিয় আপন উদ্যানে আসিয়া আপন উত্তম ফল ভোজন করিবেন।

[১৭] 'হে আমার ভগিনীবৎ কন্যে, আমি আপন উদ্যানে আইলাম, আপন গন্ধরস ও সুগন্ধি দ্রব্য চয়ন করিতেছি, এবং আপন মধু ও মৌচাক চুষিতেছি, এবং আপন দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ পান করিতেছি। হে আমার বন্ধুগণ, ভোজন কর; হে আমার প্রিয় সকল, পান করিয়া তৃপ্ত হও।'

৫ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর পরস্পর ব্যবহার ও তাঁহার সৌন্দর্য্য।

[১] আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার মন জাগ্রৎ ছিল, (এমত কালে) আমার প্রিয়ের রব শুনিলাম। [২] তিনি দ্বারে আঘাত করিয়া এই কথা কহিলেন, 'হে আমার ভগিনীবৎ প্রিয়ে, হে আমার কপোতি, হে আমার শুদ্ধমতে, দ্বার মুক্ত কর, আমার মস্তক শিশিরে, ও আমার কেশ রাত্রির শিশিরে পরিপূর্ণ হইয়াছে।' [৩] (তাহাতে আমি কহিলাম,) আমি বস্ত্র খুলিয়াছি, এখন আর বার কি প্রকারে পরিধান করিব? ও পদ ধৌত করিয়াছি, পুনর্ব্বার কেমন করিয়া মলিন করিব? [৪] পরে আমার প্রিয় গবাক্ষ দিয়া হস্ত বিস্তার করিলে তাহার প্রতি আমার মন দয়ার্দ্র হইল। [৫] তাহাতে আমি আপন

প্রিয়ের নিমিত্তে দ্বার খুলিতে উঠিলাম, এবং হস্তদ্বারা সুগন্ধি গন্ধরস ছড়াইলাম, ও অঙ্গুলিদ্বারা অর্গলের হাতলের উপরেও দ্রব গন্ধরস ছড়াইলাম। [৬] এই রূপে আপন প্রিয়ের নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিলাম, কিন্তু আমার প্রিয় চলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার কথা কহন সময়ে আমি হতবুদ্ধি ছিলাম; পরে আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু উদ্দেশ পাইলাম না; ও তাঁহাকে ডাকিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। [৭] নগরভ্রমণকারি প্রহরিবর্গ আমাকে দেখিয়া প্রহার করিল ও ক্ষতবিক্ষত করিল, ও প্রাচীরের প্রহরিবর্গ আমার ঘোমটার বস্ত্র কাড়িয়া লইল। [৮] হে যিরূশালমের কন্যাগণ, তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও, তবে আমি প্রেমেতে পীড়িতা আছি, এই কথা তাঁহাকে কহিও, আমি তোমাদিগকে শপথ দিয়া ইহা কহিতেছি।

[৯] "হে নারীগণের মধ্যে পরমসুন্দরি, অন্য২ প্রিয়হইতে তোমার প্রিয় কিসে শ্রেষ্ঠ? এবং তুমি যে আমাদিগকে এমত শপথ করাইতেছ, তাহাতে আর২ প্রিয়হইতে তোমার প্রিয় কিসে শ্রেষ্ঠ?"

[১০] আমার প্রিয়তম শ্বেত রক্ত বর্ণ; তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য। [১১] তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়, ও তাঁহার কেশ চাঁচর ও দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। [১২] তাঁহার চক্ষু জলস্রোতে কিম্বা সরোবরে উপবিষ্ট ও দুগ্ধেতে ধৌত কপোতের ন্যায়। [১৩] তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি বৃক্ষের শ্রেণী ও আমোদকারি লতাস্বরূপ। তাঁহার ওষ্ঠাধর দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারি শোশন্ পুষ্পের ন্যায়। [১৪] তাঁহার হস্ত পদ্মরাগমণিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীস্বরূপ। তাঁহার শরীর নীলকান্তমণিতে খচিত হস্তিদন্তময় শিল্পকর্ম্মের ন্যায়। [১৫] তাঁহার উরু সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেতপ্রস্তরময় স্তম্ভের ন্যায়। তাঁহার দর্শন লিবানোনের সদৃশ ও এরস বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। [১৬] তাঁহার মুখ অতি মিষ্ট; তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর। হে যিরূশালমের কন্যাগণ, এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।

৬ অধ্যায়।

মণ্ডলীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ইত্যাদি।

[১] "হে নারীগণের মধ্যে পরমসুন্দরি, তোমার প্রিয় কোথায় গেলেন? তোমার প্রিয় কোন্ দিগে চলিলেন? আমরা তোমার সঙ্গে তাঁহার অন্বেষণ করি।"

[২] আমার প্রিয়তম উদ্যানে চরিতে ও শোশন্ পুষ্প চয়ন করিতে আপন উদ্যানে সুগন্ধি বৃক্ষশ্রেণীর নিকটে গেলেন। [৩] আমি আমার প্রিয়েরই ও আমার প্রিয় আমারই; তিনি শোশন্ পুষ্পবনের মধ্যে চরেন।

[৪] 'হে আমার প্রিয়ে, তুমি তির্সার ন্যায় সুন্দরী, ও যিরূশালমের মত রূপবতী, ও ধ্বজাযুক্ত সেনার ন্যায় ভয়ঙ্করী। [৫] তুমি আমাহইতে আপন চক্ষু ফিরাও, কেননা তাহাতে আমি ব্যাকুল হই; গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। [৬] এবং যে২ মেষী ধৌতা হইয়া জলাশয়হইতে উঠে ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। [৭] এবং ঘোমটার মধ্যস্থিত তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। [৮] ষষ্টি রাণী ও অশীতি সংগৃহীত স্ত্রী ও অসংখ্য যুবতিগণ আছে। [৯] কিন্তু আমার প্রিয়া কেবল এক; আমার কপোতী শুদ্ধমতী, সে আপন মাতার একমাত্র কন্যা ও আপন জননীর স্নেহপাত্রী; কন্যাগণ তাহাকে দেখিয়া ধন্য২ বলে, এবং রাণীগণ ও সংগৃহীতারা তাহার সুখ্যাতি করে।

[১০] "অরুণের ন্যায় উদয়কারিণী ও চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী ও ধ্বজাবিশিষ্ট সেনার ন্যায় ভয়ঙ্করী ইনি কে?"

[১১] নিম্নভূমির নবীন বৃক্ষ দেখিতে, ও দ্রাক্ষালতা পল্লবিতা হয় কি না, ও দাড়িম্বপুষ্প ফটে কি না, ইহা দেখিতে আমি বাদাম উদ্যানে গমন করিলাম। [১২] তাহাতে আমার মন অকস্মাৎ আমাকে অম্মীনাদীবের রথের ন্যায় করিল।

[১৩] "ফির২, হে শূলম্মিয়া; ফির২, আমরা তোমাকে দেখিব।" তোমরা শূলম্মিয়াকে দেখিসে কি দেখিতে পাইবা? "মহনয়িমস্থ নৃত্যের দৃষ্টান্ত দেখিব।"

৭ অধ্যায়।

মণ্ডলীর সৌন্দর্য্য ও খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম ইত্যাদি।

[১] "হে রাজকন্যে, তোমার চরণ পাদুকাদ্বারা কিবা শোভা পাইতেছে! তোমার কটিমণ্ডল নিপুণ কর্ম্মকারদ্বারা নির্ম্মিত স্বর্ণহারস্বরূপ। [২] এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়; এবং তোমার উদর শোশন্ পুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির ন্যায়। [৩] এবং তোমার স্তনদ্বয় যমজ হরিণবৎসের ন্যায়। [৪] এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়; এবং তোমার চক্ষু হিৎবব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশবোনের সরোবরের ন্যায়; এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। [৫] এবং তোমার মস্তক কর্ম্মিল পর্ব্বতের ন্যায়; ও তোমার মস্ত-

কের বেণী বাগুনীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশবেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।”

৬ ‘হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী। ৭ তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। ৮ আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বাগুড়া ধরিব; তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ, ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপূহফলের ন্যায়। ৯ যে উত্তম দ্রাক্ষারস প্রিয়ের সুখদায়ক হয় ও তন্দ্রাযুক্ত লোককে কথা কহায়, তাহার ন্যায় তোমার কথা।’

১০ আমি আমার প্রিয়ের, ও তাঁহার ইচ্ছা আমার প্রতি হয়। ১১ হে আমার প্রিয়, আইস, আমরা ক্ষেত্রে যাই ও গ্রামে রাত্রি যাপন করি। ১২ আমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাইতে প্রত্যূষে উঠিব, এবং দ্রাক্ষালতার পল্লব হইয়াছে কি না, ও তাহার ক্ষুদ্র২ ফল ধরিয়াছে কি না, ও দাড়িম্বের পুষ্প ফুটিয়াছে কি না, তাহা দেখিব; সেখানে তোমার প্রতি আপন প্রেম প্রকাশ করিব। ১৩ হে আমার প্রিয়, দূদাফল আপন সৌরভ বিস্তার করিতেছে; আমাদের দ্বারে নূতন ও পুরাতন তাবৎ উত্তম২ ফল আছে, আমি তোমার নিমিত্তে তাহা রাখিয়াছি।

৮ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের প্রতি মণ্ডলীর প্রেম ও প্রার্থনা ইত্যাদি।

১ আহা, তুমি যদি আমার মাতার স্তন্য পান করিতা ও আমার সহোদরের ন্যায় হইতা, তবে আমি তোমাকে পথে পাইয়া চুম্বন করিলেও নিন্দা পাইতাম না। ২ তোমাকে পথ দেখাইয়া আমার শিক্ষাকারিণী মাতার গৃহে লইয়া যাইতাম, এবং তোমাকে মিশ্রিত দ্রাক্ষারস ও দাড়িম্বের মিষ্ট রস পান করাইতাম।

৩ তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকুক, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে বেষ্টন করুক।

৪ ‘হে যিরূশালমের কন্যাগণ, আমি তোমাদিগকে শপথ দিয়া কহিতেছি, আমার প্রিয়া যাবৎ উঠিতে না চাহেন, তাবৎ তাঁহাকে উঠাইও না ও জাগৃৎ করিও না।’

৫ “আপন প্রিয়ের প্রতি নির্ভর দিয়া প্রান্তর-হইতে আসিতেছে ঐ স্ত্রী কে?”

আমি তপূহ বৃক্ষের তলে তোমাকে প্রেমে আকর্ষণ করিলাম, সে স্থানে তোমার মাতা তোমার বিষয়ে বাগ্দান করিল, তোমার জননী সেখানে বাগ্দান করিল। ৬ তুমি আপন হৃদয়ে ও বাহুতে আমাকে মুদ্রাঙ্কের ন্যায় ধারণ কর, কেননা প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান্, এবং প্রেমজন্য অন্তর্জ্বালা পরলোকের ন্যায় প্রখর; তাহার শিখা অগ্নিশিখা ও পরমেশ্বরের বিদ্যুতের ন্যায়। ৭ সমুদ্রজল প্রেমকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না, এবং মহাপ্লাবন তাহা ভাসাইতে পারে না; কেহ প্রেমের নিমিত্তে আপন গৃহের সর্ব্বস্ব দিলে কেবল অবজ্ঞা পায়।

৮ অজাতস্তন একটি ছোট ভগিনী আমাদের আছে, সেই ভগিনীর সম্বন্ধের দিনে আমরা তাহার নিমিত্তে কি করিব?

৯ ‘সে যদি ভিত্তিস্বরূপ হয়, তবে তাহার উপরে রূপার উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিব; কিম্বা যদি দ্বারস্বরূপ হয়, তবে এরস্কাষ্ঠের কপাট দিয়া তাহার আবরণ করিব।’

১০ “আমিই ভিত্তিস্বরূপ, আমার স্তন উচ্চগৃহের ন্যায়, এই জন্যে তাঁহার গোচরে শান্তি প্রাপ্তা হইলাম। ১১ বাল-হামোনে রক্ষকদের হস্তে সমর্পিত সুলেমানের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে, তাহার ফলের মূল্য প্রত্যেক রক্ষক এক২ সহস্র মুদ্রা দিয়া থাকে। ১২ আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমার সম্মুখে আছে; হে সুলেমান, তাহাদ্বারা তোমার এক সহস্র মুদ্রা হইবে, ও ফলরক্ষকদিগের দুই শত মুদ্রা হইবে।”

১৩ ‘হে উদ্যানবাসিনি, তোমার যে রব বন্ধুগণ শুনে, এখন আমাকে তাহা শুনিতে দেও।’

১৪ হে আমার প্রিয়, শীঘ্র আইস, এবং সৌগন্ধি পর্ব্বতের উপরে মৃগ কিম্বা হরিণের বৎসের সদৃশ হও।

যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ যিহূদার পাপের বিষয়ে বিলাপ, ৫ ও পাপের দণ্ড, ১০ ও মিথ্যাধর্ম্মের প্রতি অনুযোগ, ১৬ এ পাপহইতে ফিরিতে বিনয়, ২১ ও লোকদের পাপের কথা, ২৪ ও সাধুর হিত ও অসাধুর অহিত ভোগ করণের কথা।

[১] উষিয় ও যোথম্ ও আহস্ ও হিষ্কিয় নামে যিহূদা দেশীয় রাজগণের অধিকার সময়ে আমোসের পুত্র যিশায়িয় যিহূদার ও যিরূশালমের বিষয়ে এই ২ দর্শন পাইল।

[২] হে আকাশমণ্ডল, শুন, হে পৃথিবি, শ্রবণ কর, কেননা পরমেশ্বর কহিতেছেন। আমি সন্তানদিগকে প্রতিপালন ও ভরণপোষণ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমার অনাজ্ঞাবহ হইয়াছে। [৩] গোরু আপন স্বামিকে ও গর্দ্দভ আপন প্রভুর দত্ত খাদ্যপাত্রকে জানে, কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ আমাকে জানে না. ও আমার প্রজাগণ বিবেচনা করে না। [৪] আহা, পাপিষ্ঠ জাতি ও অধর্ম্মে ভারগ্রস্ত লোক ও দুষ্ট বংশ ও সৎপথত্যাগি সন্তানগণ! তোমরা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছ, ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপকে অবজ্ঞা করিয়াছ. ও তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছ।

[৫] তোমরা আর কোন্ স্থানে প্রহারিত হইবা? হইলে আরও পাপ করিবা; সমুদয় মস্তক ব্যথিত ও সকল হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে। [৬] পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে স্বাস্থ্য নাই; সর্ব্বত্র ক্ষত ও কালশিরা ও নবীন ক্ষত আছে, তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈলদ্বারা কোমলও করা যায় নাই। [৭] তোমাদের দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ও তোমাদের তাবৎ নগর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, ও বিদেশিগণ তোমাদের সাক্ষাতে তাবৎ ভূমি ভোগ করিতেছে, ও তাহা বিদেশিদ্বারা বিনষ্ট ভূমির ন্যায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে। [৮] দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কুটীর কিম্বা শস্যক্ষেত্রের কুঁড়িয়া কিম্বা শত্রুবেষ্টিত নগর যেমন, তদ্রূপ সিয়োনের কন্যা অবশিষ্টা হইয়াছে। [৯] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যদি আমাদের অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ না রাখিতেন, তবে আমরা সিদোম্ নগরের ন্যায় হইতাম, ও অমোরা নগরের তুল্য হইতাম।

[১০] হে সিদোমীয় অধ্যক্ষগণ, পরমেশ্বরের কথা শুন; হে অমোরীয় প্রজাগণ, আমাদের ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে মনোযোগ কর। [১১] পরমেশ্বর কহিতেছেন, তোমাদের প্রচুর বলিদানেতে আমার প্রয়োজন কি? মেষাহুতি ও পুষ্ট পশুদের মেদে আমার আর রুচি নাই; বৃষ ও মেষশাবক ও ছাগদিগের রক্তেতে আমার কিছু সন্তোষ নাই। [১২] তোমরা যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমার প্রাঙ্গণ পদতলে দলিত কর, ইহা তোমাদের কাছে কে চাহে? [১৩] নিরর্থক নৈবেদ্য সকল আমার নিকটে আর আনিও না; সুগন্ধি ধূপ আমার ঘূর্ণিত বস্তু, এবং অমাবস্যা ও বিশ্রামবার ও সভা করণ ও অধর্ম্মযুক্ত কার্য্যত্যাগের দিন, এই সকল আমি সহিতে পারি না। [১৪] আমার মন তোমাদের অমাবস্যা ও পর্ব্ব সকল ঘৃণা করে; আমি তাহা ভার বোধ করিয়া বহিতে শ্রান্ত হইয়াছি। [১৫] তোমরা কৃতাঞ্জলি হইলেও আমি তোমাদের হইতে নিজ চক্ষু আচ্ছাদন করিব, ও বিস্তর প্রার্থনা করিলেও তাহা শুনিব না; কেননা তোমাদের হস্ত রক্তে পরিপূর্ণ আছে।

[১৬] তোমরা আপনাদিগকে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত হও, ও আমার দৃষ্টিগোচরহইতে কুৎসিত ক্রিয়া দূর কর; দুষ্টাচরণ ত্যাগ কর। [১৭] এবং সদাচরণ শিক্ষা কর, ও ন্যায় চেষ্টা করিয়া উপদ্রুত লোকের উপকার কর, এবং পিতৃহীনের বিচার কর, ও বিধবার বিচার কর। [১৮] পরমেশ্বর কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও সিন্দূরবর্ণের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে। [১৯] তোমরা যদি সম্মত ও আজ্ঞাকারী হও, তবে দেশের উত্তম ২ ফল ভোগ করিবা। [২০] কিন্তু যদি অসম্মত ও প্রতিকূলাচারী হও, তবে খড়্গদ্বারা ভুক্ত হইবা; এই কথা পরমেশ্বরের মুখহইতে নির্গত হইয়াছে।

[২১] সতী নগরী কেমন বেশ্যা হইয়াছে! সে ন্যায়বিচারে পূর্ণ ও ধর্ম্মের আবাস ছিল, কিন্তু এখন হত্যাকারিগণ তাহার মধ্যে থাকে। [২২] তোমার রূপা মলযুক্ত হইয়াছে, ও তোমার দ্রাক্ষারস জলমিশ্রিত হইয়াছে। [২৩] ও তোমার অধ্যক্ষগণ অনাজ্ঞাবহ ও চোরের সঙ্গী হইয়াছে; তাহাদের প্রত্যেক জন উৎকোচ ভাল বাসে ও ভেট পাইতে চেষ্টা করে; তাহারা পিতৃহীনের

বিচার করে না, এবং বিধবার বিচার তাহাদের নিকটে আসিতে পায় না।

[24] এই নিমিত্তে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর ও ইস্রায়েলের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কহেন, আহা, আমি আপন শত্রুদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিব ও বৈরিদিগকে দণ্ড দিব। [25] আমি তোমার প্রতি পুনর্ব্বার হস্তার্পণ করিয়া ক্ষারদ্বারা তোমার মল পরিষ্কার করিব, ও তোমার তাবৎ খাইদ দূর করিব। [26] পরে আমি পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনর্ব্বার তোমাকে বিচারকর্ত্তৃগণ দিব, ও প্রথম কালের ন্যায় মন্ত্রিগণ দিব, তাহাতে তুমি ধর্ম্মপুরী ও সতী নগরী নামে বিখ্যাত হইবা। [27] সিয়োন্ বিচারে মুক্তি পাইবে, ও তাহার পরাবৃত্তমনা লোক ধর্ম্মদ্বারা উদ্ধার পাইবে। [28] কিন্তু দুষ্ট ও পাপি সকলের প্রতি একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটিবে, ও পরমেশ্বরত্যাগি লোক বিনষ্ট হইবে। [29] তোমাদের ইষ্ট এলীম্ বৃক্ষের বিষয়ে তোমরা লজ্জা পাইবা, ও আপনাদের মনোনীত উদ্যানের বিষয়ে বিবর্ণ হইবা। [30] কেননা তোমরা শুষ্কপত্র এলাবৃক্ষ ও নির্জ্জল উদ্যানের ন্যায় হইবা। [31] বলবান্ ব্যক্তি কোষ্টাপাটের ন্যায় হইবে, ও তাহার কার্য্য অগ্নিকণার ন্যায় হইবে; তাহাতে উভয় একেবারে প্রজ্বলিত হইবে, কেহ তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না।

২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের রাজ্যের কথা, ৬ ও পরমেশ্বরকে ত্যাগ করণজন্য দোষের নির্ণয়, ১০ ও তাঁহার মহিমা প্রযুক্ত তাঁহাকে ভয় করিতে বিনয়।

[1] আমোসের পুত্র যিশায়িয়ের নিকটে যিহূদার ও যিরূশালমের বিষয়ে এই বাক্য প্রকাশিত হইল। [2] শেষকালে এই রূপ ঘটনা হইবে; পরমেশ্বরের গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের শিখরের উপরে স্থাপিত হইবে ও উপপর্ব্বতহইতেও উচ্চীকৃত হইবে; তাহাতে তাবজ্জাতীয় লোক স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইবে। [3] এবং যাইতে২ অনেক২ লোক কহিবে, 'আইস, আমরা পরমেশ্বরের পর্ব্বতে যাকুবের ঈশ্বরের মন্দিরে গমন করি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব;' কেননা সিয়োন্হইতে শাস্ত্র ও যিরূশালমহইতে পরমেশ্বরের বাক্য নির্গত হইবে। [4] এবং তিনি অন্যজাতীয়দের বিচার করিবেন, এবং অনেক২ লোককে অনুযোগ করিবেন; তাহাতে তাহারা আপন২ খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল নির্ম্মাণ করিবে, ও বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গাড়বে; এবং এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয়দের বিপরীতে খড়্গ আর চালন করিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না। [5] হে যাকুবের বংশ, আইস, আমরা পরমেশ্বরের দীপ্তিতে গমন করি।

[6] তুমি অবশ্য যাকুব্ বংশীয় আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, কেননা তাহারা পূর্ব্বদেশের মায়াতে পরিপূর্ণ ও পিলেষ্টীয়দের ন্যায় গণক ও বিদেশি সন্তানদের সহিত মিশ্রিত আছে। [7] তাহাদের দেশ সুবর্ণ ও রৌপ্যেতে পরিপূর্ণ, ও তাহাদের ধনরাশির সীমা নাই; এবং সে দেশ অশ্বেতে পরিপূর্ণ, ও তাহাতে কতো রথ, তাহার সংখ্যা নাই। [8] এবং দেবপ্রতিমাতে তাহাদের দেশ পরিপূর্ণ, তাহারা আপন হস্তকৃত ও নিজ অঙ্গুলীদ্বারা নির্ম্মিত বস্তুকে প্রণাম করে। [9] সামান্য লোক নত হয়, ও মহৎ লোক তুচ্ছনীয় হয়; তুমিও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবা না।

[10] তোমরা পরমেশ্বরের ভয়ানকত্বহইতে ও তাঁহার মহিমার তেজহইতে পর্ব্বতে প্রবেশ কর ও ধূলাতে লুক্কায়িত হও। [11] মানুষের গর্ব্বিত দৃষ্টি খর্ব্ব হইবে, ও মর্ত্ত্যের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, এবং সেই দিনে কেবল পরমেশ্বর উন্নত হইবেন। [12] কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের দিন তাবৎ মহৎ ও উচ্চ বস্তুর বিপরীতে ও প্রত্যেক উন্নত বস্তুর বিপরীতে উপস্থিত হইবে; তাহাতে সে সকল নত হইবে। [13] অর্থাৎ লিবানোনের উচ্চ ও উন্নত সকল এরস্‌বৃক্ষের বিপরীতে, ও বাশন্ দেশস্থ সকল অলোন্ বৃক্ষের বিপরীতে, [14] ও সকল উচ্চ পর্ব্বতের বিপরীতে, ও সকল উন্নত উপপর্ব্বতের বিপরীতে; [15] এবং প্রত্যেক উচ্চদুর্গের বিপরীতে, ও প্রত্যেক সুদৃঢ় প্রাচীরের বিপরীতে, [16] এবং তর্শীশের তাবৎ জাহাজের বিপরীতে, ও তাবৎ মনোহর শিল্পকর্ম্মের বিপরীতে সেই দিন উপস্থিত হইবে। [17] তাহাতে মনুষ্যের উন্নতি নত হইবে, ও মর্ত্ত্যের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে; সেই দিনে কেবল পরমেশ্বর উন্নত হইবেন। [18] এবং প্রতিমাগণ সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইবে। [19] যখন পরমেশ্বর পৃথিবীকে ত্রাসযুক্ত করিতে উঠিবেন, তখন লোকেরা পরমেশ্বরের ভয়ানকত্বহইতে ও তাঁহার মহিমার তেজহইতে পর্ব্বতের গুহাতে ও ভূমির গর্ত্তে প্রবেশ করিবে। [20] এবং সেই দিনে মনুষ্যগণ পূজার্থে নির্ম্মিত নিজ স্বর্ণ রৌপ্যাদির প্রতিমাগণকে উন্দুর ও চামচিকার কাছে নিক্ষেপ করিবে। [21] এবং যিনি পৃথিবীকে ত্রাসযুক্ত করিতে উঠিবেন, সেই পরমেশ্বরের ভয়ানকত্বহইতে ও তাঁহার মহিমার তেজহইতে পর্ব্বতের গহ্বরে ও পর্ব্বতের ফাটাতে প্রবেশ করিবে।

২২ অতএব নাসাগ্রে যাহার প্রাণবায়ু থাকে, এমত মনুষ্যেতে বিশ্বাস করিও না, কেননা সে কাহার মধ্যে গণ্য হইতে পারে?

৩ অধ্যায়।

১ পাপদ্বারা লোকদের দুঃখ, ১৩ ও প্রধান লোকদ্বারা উপদ্রব, ১৬ ও স্ত্রীলোকের অহঙ্কারের দণ্ড।

[১] দেখ, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর যিরূশালম্ ও যিহূদাহইতে যষ্টি ও যষ্টিকা অর্থাৎ অন্নরূপ তাবৎ যষ্টি ও জলরূপ তাবৎ যষ্টিকা দূর করিবেন। [২] এবং বীর ও যোদ্ধা ও বিচারকর্ত্তা ও ভবিষ্যদ্বক্তা ও মন্ত্রজ্ঞ ও প্রাচীন [৩] ও পঞ্চাশৎপতি ও সম্ভ্রান্ত মনুষ্য ও মন্ত্রী ও শিল্পকর্ম্মে নিপুণ ও বশীকরণে জ্ঞানী, এই সকলকেও দূর করিবেন। [৪] আমি তাহাদের উপরে বালকগণকে রাজা করিব, ও শিশুগণ তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। [৫] এবং লোকেরা পরস্পর উপদ্রব করিবে, ও প্রত্যেক জন প্রতিবাসির প্রতি উপদ্রব করিবে, ও বালক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে কলহ করিবে, ও নীচ লোক মহতের উপরে অহঙ্কার করিবে। [৬] এ কারণ কেহ ২ আপন পিতৃবংশীয় ভ্রাতাকে ধরিয়া কহিবে, 'তোমার বস্ত্র আছে, তুমি আমাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া আমাদের এই নষ্টকল্প রাজ্য রক্ষা কর।' [৭] কিন্তু সেই দিনে সে শপথ করিয়া কহিবে, 'আমি তাহার চিকিৎসক হইব না, এবং আমার বাটীতে খাদ্য ও পরিধেয় কিছুই নাই; অতএব লোকদের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে আমাকে নিযুক্ত করিও না।' [৮] যিরূশালম্ কম্পবান্ ও যিহূদা পতিত হইবে, কেননা পরমেশ্বরের মহত্ত্ববিশিষ্ট নয়নকে ক্রোধযুক্ত করিতে তাহাদের জিহ্বা ও কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতিকূল হইয়াছে। [৯] তাহাদের মুখের আকার তাহাদের প্রতিকূলে প্রমাণ দিতেছে; এবং সিদোমের ন্যায় তাহারা আপনাদের পাপ গোপন না করিয়া প্রকাশ করে; তাহাদের প্রাণকে ধিক্, কেননা তাহারা আপনাদের অনিষ্ট আপনারাই জন্মায়। [১০] তোমরা ধার্ম্মিকগণকে বল, তোমাদের মঙ্গল হইবে, ও তোমরা আপন ২ ক্রিয়ার ফলভোগ করিবা। [১১] কিন্তু পাপি লোকদিগকে ধিক্, তাহাদের অমঙ্গল হইবে ও তাহারা আপন ২ হস্তকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। [১২] আর বালকেরা আমার লোকদের প্রতি উপদ্রব করে, ও স্ত্রীলোকেরা তাহাদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করে। হে আমার লোকেরা, তোমাদের অগ্রগামিগণ তোমাদিগকে ভ্রমণ করায় ও তোমাদের গমনের পথ নষ্ট করে।

[১৩] পরমেশ্বর বিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইবেন ও লোকদের সহিত বিচারে দণ্ডায়মান হইবেন। [১৪] পরমেশ্বর আপন লোকদের প্রাচীনগণের ও অধ্যক্ষদের সহিত বিচার করিতে আসিয়া কহিবেন, তোমরা আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করিয়াছ, ও দরিদ্রদের লুটিত বস্তু তোমাদের গৃহে আছে। [১৫] সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর কহিতেছেন, তোমরা যে আমার প্রজাগণকে দলিতেছ ও দরিদ্রদের মুখ ঘষিতেছ, ইহাতে তোমাদের অভিপ্রায় কি?

[১৬] পরমেশ্বর আরো কহেন, সিয়োনের কন্যাগণ অহঙ্কারী হইয়া বুক ফুলাইয়া গমন করে, ও চক্ষুতে কটাক্ষ করে, এবং ব্যঙ্গ করিয়া চলে, ও চরণে রুণু২ শব্দ করিতে ২ গমন করে। [১৭] অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাদের মস্তক টাকযুক্ত করিবেন, ও পরমেশ্বর তাহাদের গুহ্যদেশ প্রকাশ করিবেন। [১৮] এবং সেই দিনে প্রভু তাহাদের অভরণ অর্থাৎ নূপুর ও জালিবস্ত্র ও চন্দ্রহার, [১৯] ও ঝুমকা ও চুড়ি ও ঘোমটা, [২০] ও মস্তকের বস্ত্র ও পাদশৃঙ্খল ও হেলিয়া ও সুগন্ধি পাত্র ও বাজু, [২১] ও অঙ্গুরীয়ক ও নথ [২২] ও চিত্রবস্ত্র ও ঘাগরা ও উড়নী ও গেঁজিয়া, [২৩] ও দর্পণ ও মসিনা বস্ত্র ও উষ্ণীষ্ ও উত্তরীয় বস্ত্র প্রভৃতি তাবৎ খুলিয়া লইবেন। [২৪] অধিকন্তু সুগন্ধির পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধ ক্ষত, ও হেলিয়ার পরিবর্ত্তে রজ্জু, ও সুন্দর কেশবিন্যাসের পরিবর্ত্তে টাক, ও পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে চটবন্ধন, ও সুন্দর রূপের পরিবর্ত্তে কলঙ্ক দিবেন। [২৫] (হে সিয়োন,) তোমার পুরুষেরা খড়্গের আঘাতে, ও তোমার বল সংগ্রামে পতিত হইবে। [২৬] তোমার তাবৎ দ্বারে ক্রন্দন ও বিলাপ হইবে, ও তুমি অনাথা হইয়া ভূমিতে বসিবা।

৪ অধ্যায়।

বিপদসময়ে খ্রীষ্টের রাজ্য আশ্রয়স্থান হওনের কথা।

[১] সেই দিনে সপ্ত স্ত্রী এক পুরুষকে ধরিয়া কহিবে, 'আমরা আপনাদেরই অন্ন ভোজন করিব ও আপনাদেরই বস্ত্র পরিধান করিব; কেবল তোমার নাম লইতে আমাদিগকে অনুমতি দেও, ও আমাদের অপমান দূর কর।' [২] সেই দিনে ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা বাঁচিবে, পরমেশ্বরের পল্লব তাহাদের ভূষণ ও তেজ হইবে, ও দেশের ফল তাহাদের শোভা ও মুকুটস্বরূপ হইবে। [৩] সিয়োনে যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে, ও যিরূশালমে যে কেহ রক্ষা পাইবে, অর্থাৎ যিরূশালমে জীবনাধিকারিদের মধ্যে যে কাহারো নাম লিখিত আছে, সে পবিত্র নামে বিখ্যাত হইবে। [৪] অগ্রে প্রভু বিচারক আত্মা ও দাহক আত্মাদ্বারা সিয়োনের কন্যাদের মল ধৌত করিবেন ও যিরূশালমের রক্ত দূর করিবেন। [৫] পরে

পরমেশ্বর সিয়োন্ পর্ব্বতের তাবৎ আবাসের ও তাহার তাবৎ (পবিত্র) সভার উপরে দিনে মেঘ ও ধূম, এবং রাত্রিতে প্রজ্বলিত অগ্নির তেজ সৃষ্টি করিবেন; তাহাতে সকল প্রভাবের উপরে আচ্ছাদন হইবে। [৬] তাহা তাম্বুস্বরূপ হইয়া দিনে গ্রীষ্মনিবারক ছায়া দিবে, এবং ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে আচ্ছাদন ও আশ্রয়স্থান হইবে।

৫ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কথা, ৮ ও লোভের দণ্ড, ১১ ও সুখভোগি লোকের দণ্ড, ১৮ ও দুষ্ট লোকের দণ্ড, ২০ ও উপদ্রবি লোকের দণ্ড, ২৫ ও এই সকলের দণ্ডকারির বর্ণনা।

[১] সম্প্রতি আমি আপন প্রিয়ের উদ্দেশে তাঁহার দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিষয়ে এক প্রেমের গীত গান করি। কোন উর্ব্বরা পর্ব্বতে আমার প্রিয়ের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। [২] তিনি তাহা খনন করিয়া প্রস্তর বাহির করিলেন, ও উত্তম দ্রাক্ষালতা তাহাতে রোপণ করিলেন, ও তাহার মধ্যে উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন ও কুণ্ড খনন করিলেন; পরে দ্রাক্ষাফলের অপেক্ষাতে থাকিলেন, কিন্তু তাহাতে আম্লাত্তক ফল ফলিল। [৩] এখন হে যিরূশালম্ নিবাসিগণ, ও হে যিহূদার লোক সকল, আমি বিনয় করিয়া বলি, তোমরা আমার ও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয়ে বিবেচনা কর। [৪] আমি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাইট যেরূপ করিয়াছি, তাহার অধিক আর কি করিতে পারি? আমি দ্রাক্ষাফলের অপেক্ষা করিলে তাহাতে আম্লাত্তক ফল কেন ফলিল? [৫] এখন শুন, আমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিষয়ে যাহা করিব, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করি; আমি তাহার বেড়া দূর করিব, তাহাতে সে চরাণিস্থান হইবে; ও তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিব, তাহাতে সে দলিত হইবে। [৬] আমি তাহা উচ্ছিন্ন করিব, তাহার পরিষ্কৃতি ও খনন হইবে না, তাহা শ্যাকুল ও কণ্টকবৃক্ষের বন হইবে, এবং আমি তাহার উপরে জল বর্ষণ না করিতে মেঘকে আজ্ঞা করিব। [৭] কেননা ইস্রায়েল বংশ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রস্বরূপ, এবং যিহূদার লোকেরা তাঁহার মনোরম্য উদ্যানস্বরূপ; তিনি ন্যায়ের অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু দেখ, রক্তপাত ঘটিল; এবং ধর্ম্মের অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু দেখ, হাহাকার উপস্থিত হইল।

[৮] দেশের মধ্যে যেন কেবল তোমরা একাকী থাক, অন্য স্থান না থাকে, এই আশয়ে গৃহের সঙ্গে গৃহ ও ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্র যোগ করিতেছ যে তোমরা, তোমাদের সন্তাপ ঘটিবে। [৯] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের এই কথা আমার কর্ণকুহরে আইল, ঐ গৃহসমূহ নিতান্ত নষ্ট হইবে, এবং মহৎ ও সুন্দর বাটী সকল লোকশূন্য হইবে। [১০] এবং দশ বিঘা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে এক মণ দ্রাক্ষাফল উৎপন্ন হইবে, ও দশ মণ বীজেতে এক মণ শস্য উৎপন্ন হইবে।

[১১] যাহারা সুরাপানের চেষ্টা করিতে প্রত্যুষে উঠে এবং দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত হইতে সায়ংকালে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [১২] তাহাদের ভোজেতে বীণা ও নেবল্ ও তবল ও বাঁশী ও দ্রাক্ষারসের আয়োজন হয়, কিন্তু তাহারা পরমেশ্বরের কর্ম্ম মানে না, ও তাঁহার হস্তের কর্ম্ম বিবেচনা করে না। [১৩] এই কারণ আমার লোকেরা জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত পরদেশে নীত হইবে, ও তাহাদের কুলীনেরা ক্ষুধার্ত্ত হইবে, ও প্রজাসমূহ তৃষ্ণার্ত্ত হইবে। [১৪] পরলোক আপন উদর বিস্তার করিয়া অপরিমিত রূপে মুখ ব্যাদান করিবে; তাহাতে মহৎ লোক ও প্রজাসমূহ ও কলহকারি ও আনন্দকারি লোক সকলে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। [১৫] এবং সামান্য লোক নত হইবে, ও মান্য লোক পতিত হইবে, এবং অহঙ্কারিদের দৃষ্টি নত হইবে। [১৬] কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর বিচারে উন্নত হইবেন, ও পবিত্র ঈশ্বর ধর্ম্মেতে পবিত্ররূপে মান্য হইবেন। [১৭] তৎকালে মেষগণ নির্বিঘ্নে চরিবে, ও বিদেশিগণ উন্নত লোকদের পতিত ভূমি ভোগ করিবে।

[১৮] যাহারা অধর্ম্মরূপ রজ্জুতে অপরাধ ও শকটের স্থূল রজ্জুতে পাপ আকর্ষণ করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [১৯] তাহারা বলে, তিনি শীঘ্র কর্ম্ম করুন; তাহা যেন আমরা দেখি, এই জন্যে তিনি আপন কার্য্য ত্বরায় করুন; এবং আমরা যেন বুঝিতে পারি, একারণ ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের মন্ত্রণার কর্ম্ম উপস্থিত হইয়া সিদ্ধ হউক।

[২০] যাহারা মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলে, এবং যাহারা আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলো বোধ করে, এবং মিষ্টকে তিক্ত ও তিক্তকে মিষ্ট জ্ঞান করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [২১] এবং যাহারা আপন২ দৃষ্টিতে জ্ঞানবান ও আপন২ জ্ঞানে বুদ্ধিমান, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [২২] এবং যাহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে শক্তিমান্ ও সুরা প্রস্তুত করিতে বীর্য্যবান হয়, [২৩] ও উৎকোচ লইয়া দুষ্টকে নির্দ্দোষ করে ও ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম অস্বীকার করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [২৪] যেমন অগ্নির জিহ্বাদ্বারা নাড়া চর্ব্বিত হয়, ও অগ্নিশিখাদ্বারা শুষ্ক তৃণ ভস্মসাৎ হয়, তদ্রূপ তাহাদের মূল

জীর্ণ কাষ্ঠের ন্যায় হইবে, ও তাহাদের পুষ্প ধূলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। কেননা তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের ব্যবস্থা তুচ্ছ করে, ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের কথা অবজ্ঞা করে।

২৫ এই কারণ আপন প্রজাগণের বিপরীতে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, ও তিনি তাহাদের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিবেন, তাহাতে পর্ব্বতগণ কম্পিত হইবে, ও তাহাদের শব পথের মধ্যে জঞ্জালের ন্যায় হইবে; তথাপি তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না, কিন্তু তাঁহার হস্ত আরো বিস্তীর্ণ থাকিবে. ২৬ এবং তিনি দূরদেশীয়দের নিমিত্তে ধ্বজা তুলিবেন, ও পৃথিবীর সীমাতে স্থিত এক জাতির জন্যে শিষ দিবেন, তাহাতে তাহারা দ্রুতগমন করিয়া শীঘ্র আসিবে। ২৭ দেখ, তাহাদের মধ্যে কেহ দুর্ব্বল কি বিঘ্নপ্রাপ্ত হইবে না, তাহারা তন্দ্রালু কি নিদ্রাগত হইবে না, ও তাহাদের কটিবন্ধন মুক্ত হইবে না, ও পাদুকার সূতা ছিঁড়িবে না। ২৮ এবং তাহাদের বাণ সুতীক্ষ্ণ ও তাবৎ ধনু আকর্ষিত, ও তাহাদের অশ্বগণের খুর হীরার ন্যায় ও রথচক্র ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় গণ্য। ২৯ এবং তাহাদের গর্জ্জন সিংহীর গর্জ্জনের তুল্য; তাহারা গর্জ্জনকারি সিংহশাবকের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া শিকার ধরিয়া লইয়া যাইবে, কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। ৩০ সেই দিনে তাহারা এই লোকদের বিপরীতে সমুদ্রবৎ গর্জ্জন করিবে; তাহাতে তাহারা ভূমির প্রতি দৃষ্টি করিবে, কিন্তু কেবল অন্ধকার ও দুঃখ হইবে, এবং ঘোর মেঘেতে আলো অন্ধকারময় হইবে।

৬ অধ্যায়।

১ যিশায়িয়ের দর্শন, ৬ ও কঠিন লোকদের নিকটে তাহাকে প্রেরণ, ১১ ও অবশিষ্ট লোকদের রক্ষা।

১ উষিয় রাজার মরণবৎসরে আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার পরিচ্ছদের অন্তভাগে মন্দির ব্যাপ্ত ছিল। ২ তাঁহার নিকটে সিরাফ্গণ দণ্ডায়মান ছিল; তাহাদের প্রত্যেকের ছয়২ পক্ষ; তাহার দুই পক্ষদ্বারা আপন২ মুখ আচ্ছাদন করে, ও দুই পক্ষদ্বারা চরণ আচ্ছাদন করে, ও দুই পক্ষদ্বারা উড্ডীয়মান হয়। ৩ তখন তাহারা পরস্পর ডাকিয়া কহিল, 'পবিত্র পবিত্র পবিত্র সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর; তাবৎ পৃথিবী তাঁহার মহিমাতে পরিপূর্ণ।' ৪ তাহাদের এই কথার উচ্চৈঃশব্দেতে মন্দিরের দ্বারের মূল সকল কাঁপিতে লাগিল, ও মন্দির ধূমেতে পরিপূর্ণ হইল। ৫ তাহাতে আমি কহিলাম, হায়, আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অপবিত্রোষ্ঠাধর মনুষ্য, এবং অপবিত্রোষ্ঠাধর লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি, তথাপি রাজাকে অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিলাম।

৬ পরে ঐ সিরাফ্গণের এক জন যজ্ঞবেদিহইতে চিমটাদ্বারা একখান প্রজ্বলিত অঙ্গার লইয়া উড়িয়া আমার কাছে আইল। ৭ এবং আমার মুখে তাহা স্পর্শ করাইয়া কহিল, দেখ, তোমার ওষ্ঠাধরে ইহার স্পর্শ হওয়াতে তোমার অধর্ম্ম দূর হইল ও তোমার পাপমোচন হইল। ৮ পরে, আমি কাহাকে পাঠাইব? ও আমাদের নিমিত্তে কে যাইবে? এই কথা সম্বলিত প্রভুর রব শুনিলাম; তাহাতে আমি কহিলাম, এই দেখ আমি আছি, আমাকে পাঠাও। ৯ তিনি কহিলেন, তুমি এই লোকদের নিকটে গিয়া বল, তোমরা শুনিবা, কিন্তু বুঝিবা না; এবং দেখিবা, কিন্তু জানিতে পারিবা না। ১০ তুমি এই লোকদের বুদ্ধি স্থূল কর ও তাহাদের কর্ণ ভারী কর ও তাহাদের চক্ষু মুদ্রিত কর, পাছে চক্ষুতে দেখিলে ও কর্ণে শুনিলে ও অন্তঃকরণে বুঝিলে তাহারা মন ফিরাইয়া সুস্থ হয়।

১১ তাহাতে আমি কহিলাম, হে প্রভো, এমত কত দিন থাকিবে? তিনি কহিলেন, যাবৎ এই নগর সকল বসতিশূন্য ও বাটী সকল নরশূন্য ও ভূমি সকল শস্যশূন্য না হয়, ১২ ও পরমেশ্বর মনুষ্যজাতিকে দূর না করেন, ও দেশের মধ্যে অনেক ভূমি অস্বামিক না হয়, তাবৎ থাকিবে। ১৩ যদ্যপি দেশের দশমাংশও থাকে, তথাপি পুনঃ২ তাহার বিনাশ ঘটিবে; কিন্তু যেমন এলা ও অলোন্ বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও তাহার গুঁড়ি থাকে, তদ্রূপ এই লোকদের গুঁড়িস্বরূপ এক পবিত্র বংশ থাকিবে।

৭ অধ্যায়।

১ আহসের প্রতি যিশায়িয়ের সান্ত্বনার কথা, ১০ ও আহসের প্রতি আশ্চর্য্য চিহ্ন প্রকাশ করণ, ১৭ ও অশূরীয় লোকদ্বারা ভাবিদণ্ড প্রকাশ করণ।

১ যিহূদাদেশীয় রাজা উষিয়ের পৌত্র যোথমের পুত্র আহসের অধিকারসময়ে অরাম্দেশীয় রিৎসীন্ রাজা ও রিমলিয়ের পুত্র পেকহ নামে ইস্রায়েলের রাজা, এই দুই রাজা যুদ্ধার্থে যিরূশালম্ নগরে আইল, কিন্তু তাহা পরাস্ত করিতে পারিল না। ২ তখন 'ইফ্রয়িম্ অরামের সহায় হইল,' এই কথা দায়ূদ্ বংশীয় রাজা জ্ঞাত হইলে তাহার ও তাহার লোকদের মন বায়ুতে কম্পিত বনের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। ৩ তাহাতে পরমেশ্বর যিশায়িয়কে কহিলেন, তুমি ও তোমার পুত্র শারযাশূব্ উভয়ে উপ

রিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীর মুখের নিকটে রজক-দের ক্ষেত্রস্থ রাজপথে আহসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাকে এই কথা বল, সাবধান, [৪] তুমি স্থির হও; এই দুই ধূমময় জ্বলন্ত কাষ্ঠের শেষভাগহইতে, অর্থাৎ রিৎসীন্ ও অরামের এবং রিমলিয়ের পুত্রের ক্রোধানল-হইতে ভীত হইও না, ও মনে হীনসাহস হইও না। [৫] অরামীয় লোক ও ইফ্রয়িম্ লোক ও রিমলিয়ের পুত্র তোমার বিরুদ্ধে এই কুমন্ত্রণা করে, [৬] 'আইস, আমরা যিহূদাদেশ আক্রমণ করিয়া তাহাকে ক্লেশ দি, ও তাহা আপনাদের অধিকার করিয়া তাহার উপরে রাজত্ব করিতে টাবেলের পুত্রকে নিযুক্ত করি।' [৭] এই কারণ প্রভু পরমেশ্বর কহিতেছেন, এই পরামর্শ স্থির হইবে না এবং কখনো সিদ্ধ হইবে না। [৮] দম্মেষক্ নগর অরাম্ দেশের মস্তকস্বরূপ, ও রিৎসীন্ রাজা দম্মেষকের মস্তকস্বরূপ। আর পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে ইফ্রয়িম্ লোক এমত উচ্ছিন্ন হইবে, যে আর কখনো এক জাতি থাকিবে না। [৯] এবং শোমিরোণ্ নগর ইফ্রয়িমের মস্তক-স্বরূপ, ও রিমলিয়ের পুত্র শোমিরোণের মস্তক-স্বরূপ। তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্থির থাকিতে পারিবা না।

[১০] পরমেশ্বর আহস্কে আরও কহিলেন, [১১] তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে কোন চিহ্ন প্রার্থনা কর, নীচস্থ কি ঊর্দ্ধস্থিত স্থানে তাহার প্রার্থনা কর। [১২] কিন্তু আহস্ কহিল, আমি চিহ্ন প্রার্থনা করিব না, পরমেশ্বরের পরীক্ষা করিব না। [১৩] তাহাতে তিনি কহিলেন, হে দায়ূদের বংশ, এখন মনোযোগ কর, তো-মরা মনুষ্যকে ক্লান্ত করণ ক্ষুদ্র বিষয় জ্ঞান করিয়া কি আমার ঈশ্বরকেও ক্লান্ত করিবা? [১৪] পরমেশ্বর আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দেন, দেখ, কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানূয়েল্ (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে। [১৫] পরে সে অসৎ ক্রিয়ার অস্বীকার ও সৎক্রিয়ার স্বীকার করণে জ্ঞানবান হওন পর্য্যন্ত দধি ও মধু ভক্ষণ করিবে। [১৬] কেননা এই বালক যে সময়ে দুষ্ক্রিয়া অস্বী-কার ও সৎক্রিয়া স্বীকার করিতে জানিবে, সেই সময়ের পূর্ব্বে যে দেশের দুই রাজাদ্বারা তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ, সে দেশ উচ্ছিন্ন হইবে।

[১৭] যিহূদাহইতে ইফ্রয়িমের পৃথক্ হওন দিনা-বধি যেরূপ বিপদ্ন কখনো হয় নাই, পরমেশ্বর তোমার ও তোমার লোকদের ও তোমার পিতৃ-বংশের প্রতি এমন বিপদ ঘটাইবেন, অর্থাৎ অশূরদেশীয় রাজাকে উপস্থিত করিবেন। [১৮] সেই সময়ে পরমেশ্বর মিস্রীয় নদীর প্রান্তস্থ মক্ষি-কার প্রতি ও অশূর দেশীয় ভ্রমরের প্রতি শিষ দিবেন। [১৯] তাহাতে তাহারা সকলে আ-সিয়া শূন্য নিম্নভূমিতে ও পর্ব্বতের ছিদ্রেতে ও কণ্টকবনে ও মাঠে বসিবে। [২০] সেই সময়ে পরমেশ্বর ফরাৎ নদীর ওপারহইতে আনীত অশূরীয় রাজরূপ ভাড়াটিয়া ক্ষুরদ্বারা মস্তক ও পদের লোম ক্ষৌর করিবেন, এবং শ্মশ্রুও ফেলিবেন। [২১] তৎকালে আরো ঘটিবে, যদি কেহ যুবতি গাভী ও দুইটা মেষ পালন করে, [২২] তবে তাহাদের উৎপন্ন প্রচুর দুগ্ধহইতে সে দধি ভোজন করিবে; কেননা দেশের মধ্যে যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে, সে দধি ও মধু ভোজন করিবে। [২৩] এবং যে সকল ক্ষেত্রে সহস্র মুদ্রা মূল্য সহস্র দ্রাক্ষালতা আছে, সেই দিনে সে সকল ক্ষেত্র শ্যাকুল ও কণ্টকময় হইবে; [২৪] এবং লোকেরা তীর ধনু হস্তে লইয়া সে স্থানে যাইবে, কেননা সমস্ত দেশ শ্যাকুলে ও কণ্টকে ব্যাপ্ত হইবে। [২৫] এবং যেখানে শ্যাকুলের ও কাঁটার ভয় উপস্থিত হয় না, কোদালিদ্বারা খনিত সেই তাবৎ উপপর্ব্বত বল-দের চরাণিস্থান ও মেষের দলনের স্থান হইবে।

৮ অধ্যায়।

১ অশূরীয় লোকদ্বারা ইস্রায়েলের ভাবিদণ্ড, ৫ ও যিহূদার ভাবিদণ্ড, ৯ ও দণ্ডের অনিবার্য্যতা, ১১ ও সাধু লোকদের সান্ত্বনার কথা, ১৯ ও দেবপূজক-দের দুঃখ।

[১] অপর পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি একখান বৃহৎ পত্র লইয়া চলিত অক্ষরদ্বারা তাহাতে এই কথা লিখ, মহেরশালল্ হাস্বস্ (শীঘ্র লুট কর ও শীঘ্র লুটিত দ্রব্য ধর)। [২] ইহার প্রমাণের জন্যে আমি ঊরিয় যাজক ও যিবেরিখিয়ের পুত্র সিখরিয়, এই দুই বিশ্বস্ত জনকে আপনার সাক্ষী করিলাম। [৩] অনন্তর আমি (আপন স্ত্রী) ভবিষ্যদ্বক্ত্রীতে গমন করিলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল; তাহাতে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তাহার নাম মহেরশালল্ হাস্বস্ রাখ। [৪] কেননা হে পিতঃ, হে মাতঃ, বালকের এই কথা উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করণের পূর্ব্বে লোকেরা দম্মেষকের ধন ও শোমিরোণের লুট অশূরীয় রাজার অগ্রে২ বহিয়া যাইবে।

[৫] পরে পরমেশ্বর আমাকে আরও কহিলেন, [৬] দেখ, এই লোক শীলোহের মন্দগামি স্রোত অগ্রাহ্য করিয়া রিৎসীন ও রিমলিয়ের পুত্রের বিষয়ে আনন্দ করিতেছে। [৭] এই কারণ পরমে-শ্বর প্রবল ও মহাবেগবিশিষ্ট (ফরাৎ) নদীর জলস্বরূপ অশূরীয় রাজাকে ও তাহার সৈন্য-

সামন্তকে তাহাদের উপরে আনিবেন; সে ফাঁপিয়া সকল খাল দিয়া গমন করিবে ও তাবৎ পাড় ছাপাইয়া উঠিবে। [৮] সে উথলিয়া বাড়িতে২ যিহূদার মধ্যদেশ দিয়া যাইয়া গলদেশ পর্য্যন্ত উঠিবে। হে ইম্মানুয়েল্, সে পক্ষের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া তোমার তাবৎ দেশের প্রস্থ পূর্ণ করিবে।

[৯] হে লোক সকল, তোমরা হিংসা করিয়া ভগ্ন হও; ও হে দূরদেশীয় লোকেরা, ইহাতে মনোযোগ কর, ও কটিবন্ধন করিয়া ভগ্ন হও, ও কটিবন্ধন করিয়া ভগ্ন হও। [১০] তোমরা পরামর্শ কর, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইবে, এবং মন্ত্রণা কর, কিন্তু তাহা সিদ্ধ হইবে না, কেননা ইম্মানুয়েল (অর্থাৎ 'আমাদের সহিত ঈশ্বর') আছেন।

[১১] পরে পরমেশ্বর প্রবল হস্ত অর্পণ পূর্ব্বক আমার সহিত আলাপ করিলেন, এবং আমি যেন এই লোকদের পথে গমন না করি, এমত আদেশ করিয়া আমাকে কহিলেন, [১২] এই লোকেরা যাহা রাজদ্রোহ বলে, তাহা তোমরা রাজদ্রোহ বলিও না; এবং ইহাদের ভয়েতে ভীত হইও না ও শঙ্কা করিও না। [১৩] কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরকেই পবিত্র করিয়া মান, তিনিই তোমাদের ভয় ও শঙ্কার ভূমি হউন। [১৪] তিনি পবিত্র আশ্রয় হইবেন; কিন্তু ইস্রায়েলের দুই বংশের বিঘ্নকারি প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ হইবেন, এবং যিরূশালম্ নিবাসিদের প্রতি ফাঁদ ও কলস্বরূপ হইবেন। [১৫] তাহাতে তাহাদের অনেক লোক বিঘ্ন পাইয়া পতিত ও ভগ্ন হইবে, এবং ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধরা পড়িবে। [১৬] তুমি এই সাক্ষ্যের কথা বন্ধন কর, ও আমার শিষ্যগণের মধ্যে এই শাস্ত্রীয় বচন মুদ্রাঙ্কিত কর। [১৭] অতএব যাকুব্ বংশ-হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করেন যে পরমেশ্বর, আমি তাঁহার অপেক্ষাতে থাকি, ও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। [১৮] আমাকে ও পরমেশ্বরের দত্ত এই সন্তানগণকে দেখ; আমরা সিয়োন্‌পর্ব্বতনিবাসি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরদ্বারা ইস্রায়েলের চিহ্ন ও আশ্চর্য্য লক্ষণস্বরূপ হই।

[১৯] তোমরা ভূতড়িয়া ও গুণি লোকদের নিকটে ও যাহারা বিড়২ ও ফুষ২ করিয়া বলে, তাহাদের কাছে অন্বেষণ কর, এই কথা যদি তোমাদিগকে কহা যায়, তবে বল, লোকেরা কি আপনাদের ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিবে না? তাহারা কি মৃতদের কাছে জীবিতদের কথা জিজ্ঞাসা করিবে? [২০] শাস্ত্রের ও সাক্ষ্যকথার স্থানে জিজ্ঞাসা করা উচিত; এই রূপ কথা যাহারা না কহে, তাহাদের দীপ্তি নাই; [২১] কিন্তু তাহারা দেশের মধ্য দিয়া যাইয়া ক্লিষ্ট ও ক্ষুধিত হইবে, এবং ক্ষুধা প্রযুক্ত রাগ করিয়া আপনাদের রাজাকে ও ঈশ্বরকে শাপ দিবে। [২২] এবং ঊর্দ্ধে অবলোকন করিবে ও অধোভূমি দৃষ্টি করিবে; তাহাতেও কেবল কষ্ট ও অন্ধকার ও ক্লেশযুক্ত তিমির দেখিবে, কিন্তু সেই অন্ধকার দূরীকৃত হইবে।

৯ অধ্যায়।

১ বিপদসময়ে খ্রীষ্টের জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা লোকদের সুখের বর্ণনা, ৮ ও ইস্রায়েলের ভাবিদণ্ড, ১৩ ও তাহাদের কাপট্য ও উপদ্রবের নিমিত্তে দণ্ড।

[১] যে দেশ পূর্ব্বে অতি ক্ষুণ্ণ ছিল, সে আর তিমিরাবৃত থাকিবে না; পূর্ব্বকালে তিনি সিবূলূন্ ও নপ্তালি দেশকে তুচ্ছনীয় করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষকালে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি ও যর্দ্দনের তীরস্থ সেই দেশ অর্থাৎ ভিন্নজাতীয়দের গালীল্‌কে সম্ভ্রান্ত করিবেন। [২] যে লোকেরা অন্ধকারে ভ্রমণ করিত, তাহারা মহা আলো দেখিবে; এবং যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের উপরে আলো প্রকাশ পাইবে। [৩] তুমি দেশের বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের আনন্দ বাড়াইবা; তাহারা তোমার সাক্ষাতে শস্যচ্ছেদন সময়ের ন্যায় আহ্লাদ করিবে ও লুট ভাগ করণ সময়ের ন্যায় আনন্দ করিবে। [৪] তুমি মিদিয়নের পরাজয়দিনের ন্যায় তাহার ভারি যোঁয়ালি ও স্কন্ধের বাঁক ও তাহার উপদ্রবকারির দণ্ড ভাঙ্গিবা। [৫] এবং তুমুল যুদ্ধে সুসজ্জীভূত সৈন্যের সমস্ত সাঁজোয়া ও রক্তে লুণ্ঠিত বস্ত্র অগ্নির ভক্ষ্যস্বরূপ হইয়া দগ্ধ হইবে। [৬] কেননা আমাদের নিমিত্তে এক বালক জন্মিবে, ও আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত হইবে; তাঁহার স্কন্ধের উপরে কর্ত্তৃত্বভার সমর্পিত হইবে; ও তাঁহার নাম আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বলবান্ ঈশ্বর ও অনন্তকালীয় পিতা ও শান্তিরাজ হইবে। [৭] তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও মঙ্গলবৃদ্ধির শেষ হইবে না; তিনি দায়ূদের সিংহাসনের ও রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া বিচারেতে ও ন্যায়েতে এখন ও সদাকাল পর্য্যন্ত তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করিবেন; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের উদ্‌যোগেতে এই সকল সিদ্ধ হইবে।

[৮] প্রভু যাকুবের প্রতিকূলে এক বচন প্রেরণ করেন, তাহা ইস্রায়েলের উপরে পতিত হইবে। [৯] তাহাতে এই সকল লোক অর্থাৎ ইফ্রয়িম ও শোমিরোণের নিবাসিগণ তাহা জানিতে পাইবে। তাহারা দর্প করিয়া গর্ব্বিত মনে এই কথা কহিতেছে, [১০] 'ইট সকল পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আমরা খোদিত প্রস্তরেতে গাঁথিব; ও ডুম্বুর বৃক্ষ ছিন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা

এরস্‌বৃক্ষ তাহার পরিবর্ত্তে দিব।' [১১] অতএব পরমেশ্বর রিৎসীনের বৈরিদিগকে তাহার প্রতিকূলে উঠাইবেন, ও তাহার তাবৎ শত্রুকে সুসজ্জীভূত করিবেন; [১২] তাহাতে পূর্ব্বদিগে অরামীয়েরা ও পশ্চিমদিগে পিলেষ্টীয়েরা ব্যাদান মুখে ইস্রায়েল্‌কে গ্রাস করিবে৷ এই রূপ হইলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না, কিন্তু তাঁহার হস্ত আরো বিস্তীর্ণ থাকিবে।

[১৩] যিনি লোকদিগকে প্রহার করেন, তাঁহার কাছে তাহারা ফিরিবে না, ও সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিবে না। [১৪] অতএব পরমেশ্বর এক দিনে ইস্রায়েলের মস্তক ও লাঙ্গূল এবং বাস্‌দ ও তৃণ ছেদন করিবেন। [১৫] প্রাচীন ও মান্য লোক সেই মস্তকস্বরূপ, ও মিথ্যাশিক্ষাদায়ি ভবিষ্যদ্বক্তা সেই লাঙ্গূলস্বরূপ। [১৬] এই লোকদের পথদর্শকগণ ভ্রান্তিজনক, এবং যাহারা তাঁহাদের পথে নীত হয়, তাহারা বিনাশের পাত্র। [১৭] এই কারণ প্রভু তাহাদের যুবগণেতে আনন্দ করিবেন না, এবং তাহাদের পিতৃহীন বালক ও বিধবাদিগকে কৃপা করিবেন না। কারণ তাহাদের প্রত্যেক লোক কপটী ও কুকর্ম্মকারী, ও প্রত্যেক মুখ দুষ্টবাক্যবাদী। এই রূপ হইলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না, কিন্তু তাঁহার হস্ত আরো বিস্তীর্ণ থাকিবে।

[১৮] দুষ্টতা অগ্নিবৎ জ্বলিয়া শ্যাকুল ও কণ্টককে দগ্ধ করিবে ও নিবিড় বনে লাগিবে; তাহাতে মেঘের ন্যায় ধূম উঠিবে। [১৯] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের ক্রোধে দেশ অঙ্গারবর্ণ হইবে, এবং লোকেরা অগ্নিতে দগ্ধ কাষ্ঠের তুল্য হইবে; কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি দয়া করিবে না। [২০] দক্ষিণদিগে আহরণ করিলেও তাহারা ক্ষুধিত থাকিবে, ও বাম দিগে গ্রাস করিলেও তৃপ্ত হইবে না; প্রতি জন আপন ২ বাহুর মাংস ভোজন করিবে। [২১] মিনশি ইফ্রয়িম্‌কে ও ইফ্রয়িম্‌ মিনশিকে গ্রাস করিবে; এবং উভয়ে যিহূদার প্রতিকূলে একপরামর্শী হইবে; এমত হইলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না, কিন্তু তাঁহার হস্ত আরো বিস্তীর্ণ থাকিবে।

১০ অধ্যায়।

১ অন্যায়কারিদের দণ্ড, ৫ ও অহঙ্কারি অশূরীয় রাজার আগমনের কথা, ১২ ও তাহার বিনাশ, ২০ ও ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোকদের রক্ষা, ২৪ ও অশূরীয় রাজার সৈন্য আগমনের বর্ণনা, ৩৩ ও তাহার বিনাশের কথা।

[১] যে ব্যবস্থাপকেরা অন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া ও যে লেখকেরা উপদ্রবের আজ্ঞা লিখিয়া [২] দরিদ্রগণের প্রতি অন্যায় করিতে ২ ও আমার দীনহীন প্রজাদের যথার্থ অপহ্নব করিতে ২ বিধবাদের সম্পত্তি হরণ করে ও পিতৃহীনদের দ্রব্য লুট করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [৩] প্রতিফল দেওনের দিনে ও দূরহইতে আগত বিনাশের দিনে তোমরা কি করিবা? ও সাহায্যের নিমিত্তে কাহার কাছে পলাইবা? ও তোমাদের ঐশ্বর্য্য কোথায় রাখিবা? [৪] তোমরা কি নিতান্ত বদ্ধ লোকদের মধ্যে অধোমুখ ও হত লোকদের মধ্যে পতিত হইবা না? এই রূপ হইলেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না, কিন্তু তাঁহার হস্ত আরো বিস্তীর্ণ থাকিবে।

---

[৫] যে অশূর্‌ আমার ক্রোধরূপ দণ্ড ও যাহার হস্তের যষ্টি আমার কোপরূপ যষ্টি, [৬] তাহাকে আমি লুটিত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ও লুটিত দ্রব্য লইয়া যাইতে ও মনুষ্যদিগকে পথের কর্দ্দমের ন্যায় দলিত করিতে কপটি লোকদের বিপরীতে পাঠাই, ও আপন ক্রোধপাত্রদের বিরুদ্ধে আজ্ঞা দি। [৭] কিন্তু ইহা তাহার অভিপ্রায় নয় ও তাহার মনোগত নয়, বরঞ্চ নানাদেশীয় লোকদিগকে বিনষ্ট ও উচ্ছিন্ন করিতে তাহার মনের বাঞ্ছা। [৮] কেননা সে কহে, 'আমার অধ্যক্ষ সকল কি রাজা নয়? [৯] ও কল্‌নী কি কর্কিমীশের সমান হয় নাই? ও হমাৎ কি অর্পদের মত হয় নাই? এবং দম্মেষক্‌ যেমন, শোমিরোণ্‌ কি তদ্রূপ হয় নাই? [১০] শোমিরোণ্‌ ও যিরূশালমের দেবপ্রতিমা অপেক্ষা উত্তম প্রতিমাবিশিষ্ট যে২. দেবপূজক দেশ, সে সকল আমার হস্তগত হইয়াছে। [১১] আমি শোমিরোণ্‌ ও তাহার দেবগণকে যেমন করিয়াছি, তদ্রূপ কি যিরূশালম্‌ ও তাহার প্রতিমাগণকে করিব না?'

[১২] সিয়োন্‌ পর্ব্বতে ও যিরূশালমে প্রভুর তাবৎ কার্য্য সিদ্ধ হইলে পর আমি অশূরের রাজার সাহঙ্কার মনের কর্ম্ম ও তাহার সাটোপ উচ্চদৃষ্টির নিমিত্তে তাহাকেও প্রতিফল দিব। [১৩] কেননা সে বলে, 'আমি বুদ্ধিমান, আমি আপন জ্ঞান ও বাহুবলদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করি; আমি লোকদের সীমা দূর করিয়া তাহাদের সঞ্চিত ধন লুট করি; এবং বীরের ন্যায় নিবাসি লোকদিগকে অধঃপতন করি। [১৪] পক্ষির বাসার ন্যায় লোকদের ধন আমার হস্তগত হইয়াছে; যেমন ছাড়া ডিম্ব কুড়ায়, তদ্রূপ আমি তাবৎ পৃথিবীকে সংগ্রহ করিয়াছি; পক্ষ বিস্তার কি চঞ্চু ব্যাদান কি চিঁচি শব্দ করিতে কেহ ছিল না।' [১৫] কুড়ালী কি ছেদকের বিপরীতে দর্প করিতে পারে? ও করপত্র কি করপত্রিহইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মানিতে পারে?

যে জন দণ্ড তুলে, দণ্ড কি তাহাকে চালনা করিবে? ও যষ্টি কি মানুষকে উঠাইবে? [১৬] অতএব প্রভু অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু তাহার স্থূলকায় লোকদের মধ্যে কৃশতা প্রেরণ করিবেন, ও তাহার ঐশ্বর্য্যের নীচে দগ্ধকারি অগ্নির ন্যায় অগ্নি জ্বালাইবেন। [১৭] ইস্রায়েলের জ্যোতি অগ্নিস্বরূপ হইবেন, ও যিনি তাহার ধর্ম্মস্বরূপ তিনি শিখাসদৃশ হইবেন; তিনি এক দিনে তাহার শ্যাকুল ও কণ্টক দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিবেন। [১৮] এবং তাহার বনের ও উদ্যানের তেজ সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিবেন; তাহাতে সে ক্ষয়রোগির ন্যায় ক্ষয় পাইবে। [১৯] এবং তাহার কাননের অবশিষ্ট বৃক্ষ এমত অল্প হইবে, যে বালক তাহা গণনা করিয়া লিখিতে পারিবে।

[২০] সেই সময়ে ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোক ও যাকুব বংশের রক্ষাপ্রাপ্ত লোক আপনাদের আঘাতকারির প্রতি আর নির্ভর দিবে না; কিন্তু ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বরেতে সত্যরূপে নির্ভর দিবে। [২১] অবশিষ্ট অংশ ফিরিয়া আসিবে, অর্থাৎ যাকুবের অবশিষ্ট অংশ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আসিবে। [২২] হে ইস্রায়েল্, তোমার লোকেরা সমুদ্রের বালির তুল্য হইলেও তাহাদের অবশিষ্ট অংশ ফিরিয়া আসিবে; নিরূপিত উচ্ছিন্নতা ধর্ম্মনদীস্বরূপ হইবে। [২৩] কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরকর্ত্তৃক উচ্ছিন্নতা নিরূপিত হইয়াছে, তিনি তাবৎ পৃথিবীতে তাহা সিদ্ধ করিবেন।

[২৪] সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, হে আমার সিয়োন্নিবাসি প্রজাগণ, অশূরহইতে ভয় করিও না; সে মিসরের মতানুসারে তোমাকে দণ্ডাঘাত করিবে বটে, ও তোমার বিপরীতে যষ্টি উঠাইবে বটে; [২৫] কিন্তু অত্যল্প কালের পর ক্রোধের শেষ হইবে, ও আমার কোপ তাহার বিনাশে সফল হইবে। [২৬] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহার বিপরীতে কশা ঘুরাইয়া ওরেব শৈলে যেমন মিদিয়নকে তদ্রূপ তাহাকে আঘাত করিবেন, এবং যেমন সমুদ্রে মিস্রীয়দের বিরুদ্ধে তদ্রূপ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ড উঠাইবেন। [২৭] সে সময়ে তোমার স্কন্ধহইতে তাহার ভার ও তোমার কাঁধহইতে তাহার যোঁয়ালি দূরীকৃত হইবে, এবং অভিষেক প্রযুক্ত যোঁয়ালি ভগ্ন হইবে।

[২৮] সে অয়ে আসিয়া মিগ্রোণ পশ্চাৎ ফেলিয়াছে, এবং আপন দ্রব্যসামগ্রী মিক্মসে রাখিয়া [২৯] ঘাট ছাড়িয়া আসিয়াছে, ও গেবাতে রাত্রিযাপন করিতেছে; রামৎ কাম্পিতা হইতেছে, ও শৌলের গিবিয়া পলায়ন করিতেছে। [৩০] হে গল্লীমের কন্যে, তুমি আপন স্বরে উচ্চৈঃশব্দ কর; হে লয়িশ, তাহার শব্দ শুন; হে অনাথোৎ, তোমার কষ্ট উপস্থিত হইল। [৩১] মদ্মেনার লোক স্থানান্তরে গেল, ও গেবীম্ নিবাসিগণ পলায়ন করিল। [৩২] সে কেবল অদ্য নোবে বিলম্ব করিতেছে, পরে সিয়োনের কন্যার পর্ব্বতের অর্থাৎ যিরূশালম পর্ব্বতের প্রতিকূলে হস্ত তুলিবে।

[৩৩] দেখ, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর মহাভয়ঙ্কর রূপে শাখা ভগ্ন করিবেন; তাহাতে অতি উচ্চমস্তক বৃক্ষ ছিন্ন হইবে, ও অতি উন্নত বৃক্ষ নত হইবে। [৩৪] তিনি লৌহদ্বারা বনের ঝাড় সকল কাটিয়া ফেলিবেন, ও মহাপরাক্রান্ত হস্তদ্বারা লিবানোনকে নিপাত করিবেন।

১১ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের রাজত্ব নির্ণয়, ৬ ও তাহার ফল, ১০ ও অন্য লোকদিগকে জয় ও যিহূদীয়দিগকে রক্ষা করণ।

[১] যিশয়ের গুঁড়িহইতে এক শাখা নির্গত হইবে, ও তাহার মূলহইতে এক পল্লব উৎপন্ন হইবে। [২] এবং পরমেশ্বরের আত্মা অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিদায়ক আত্মা এবং মন্ত্রণা ও পরাক্রমদায়ক আত্মা এবং জ্ঞান ও পরমেশ্বরের ভক্তিজনক আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। [৩] তিনি পরমেশ্বরের ভক্তিতে সূক্ষ্মবুদ্ধি হইবেন; এবং চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, ও কর্ণের শ্রবণানুসারে শাসন করিবেন না। [৪] কিন্তু দীনহীনদের যথার্থ বিচার করিবেন, ও পৃথিবীস্থ নম্র লোকদের পক্ষে ন্যায্য শাসন করিবেন, ও আপন মুখে স্থিত দণ্ডদ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিবেন, ও আপন ওষ্ঠাধরের বায়ুদ্বারা দুষ্টকে বধ করিবেন। [৫] এবং ধর্ম্ম তাঁহার ঊরুদেশের পটুকা ও সত্যতা তাঁহার কটিবন্ধ হইবে।

[৬] তৎকালে কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত একত্র বাস করিবে, ও চিতাব্যাঘ্র ছাগবৎসের সহিত শয়ন করিবে, এবং বাছুর ও যুব সিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু একত্র থাকিবে, এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে লইয়া যাইবে। [৭] ধেনু ও ভল্লূকী এক স্থানে চরিবে, ও তাহাদের বৎস সকল এক স্থানে শয়ন করিবে, এবং সিংহ বলদের ন্যায় বিচালি ভোজন করিবে। [৮] এবং স্তন্যপায়ি বালক কেউটিয়া সর্পের গর্ত্তের উপরে খেলা করিবে, ও স্তন্যত্যাগি বালক কৃষ্ণসর্পের বাসায় হস্ত দিবে। [৯] আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে কেহ হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলেতে আচ্ছন্ন, তদ্রূপ পৃথিবী পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে।

১০ সে সময়ে যিশয়ের মুল লোকদের ধ্বজারূপে উত্থাপিত হইবে, ও তাবজ্জাতীয় লোক তাঁহার অন্বেষণ করিবে, তাহাতে তাঁহার বসতিস্থান মহিমাযুক্ত হইবে। ১১ সে সময়ে পরমেশ্বর অশূর্ ও মিসর্ ও পথ্রোষ্ ও কূশ্ ও এলম ও শিনিয়র ও হমাৎ ও সমুদ্রের দ্বীপসমূহহইতে আপন প্রজাদের অবশিষ্ট অংশকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্যে দ্বিতীয় বার হস্ত বিস্তার করিবেন; ১২ এবং অন্যজাতীয়দের নিমিত্তে ধ্বজা তুলিবেন ও পৃথিবীর চতুঃসীমাহইতে ইস্রায়েলের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিবেন, ও যিহূদার ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ করিবেন। ১৩ তৎকালে ইফ্রয়িমের ঈর্ষ্যা ঘুচিবে, ও যিহূদার দৌরাত্ম্যকারিগণ উচ্ছিন্ন হইবে; তাহাতে ইফ্রয়িম যিহূদাকে আর ঈর্ষ্যা করিবে না, ও যিহূদা ইফ্রয়িমের প্রতি আর দৌরাত্ম্য করিবে না। ১৪ কিন্তু উভয়ে পশ্চিমদিগে পিলেষ্টীয়দের উপরে পড়িবে, ও একত্র হইয়া পূর্ব্বদেশীয় লোকদের দ্রব্য লুট করিবে, এবং ইদোম্ ও মোয়াব্ তাহাদের হস্তগত হইবে, ও অম্মোনের সন্তানেরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হইবে। ১৫ এবং পরমেশ্বর মিস্রীয় সমুদ্রের জিহ্বাকৃতি খাল বর্জ্জিত স্থান করিবেন, ও ফরাৎ নদীর প্রতি আপন প্রবল বায়ুসম্বলিত হস্ত তুলিবেন, ও তাহাকে সপ্ত প্রণালী করিয়া বিভাগ করিবেন, ও লোককে সপাদুক চরণে পার করিবেন। ১৬ এবং মিসরদেশহইতে নির্গমনকালে ইস্রায়েলের নিমিত্তে যেরূপ পথ হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার প্রজাদের যে অংশ অশূরদেশে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নিমিত্তেও এক রাজপথ হইবে।

১২ অধ্যায়।

রক্ষার্থে পরমেশ্বরের প্রশংসা করণ।

১ সেই সময়ে তুমি বলিবা, 'হে পরমেশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি; তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলা, কিন্তু তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল, ও তুমি আমাকে শান্ত করিতেছ। ২ দেখ, ঈশ্বর আমার পরিত্রাণস্বরূপ; আমি তাঁহাতে বিশ্বাস রাখিব, ভয় করিব না; কেননা যাঃ নামে পরমেশ্বর আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরিত্রাতা হইলেন।' ৩ তোমরা আনন্দ পূর্ব্বক ত্রাণের উনুইহইতে জল তুল। ৪ তৎকালে তোমরা বলিবা, পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, ও তাঁহার নামে প্রার্থনা কর, ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লোকদিগকে জ্ঞাত কর, এবং তাঁহার নাম কেমন মহিমাযুক্ত, তাহা প্রকাশ কর। ৫ পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর, কেননা তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তাবৎ জগতে প্রকাশ পাইতেছে। ৬ হে সিয়োন্ নিবাসিনি, তুমি উচ্চৈঃস্বর ও আনন্দধ্বনি কর; কেননা যিনি ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ, তিনি তোমার মধ্যে মহিমাযুক্ত হন।

১৩ অধ্যায়।

১ বাবিলের বিষয়ে ভাবিদ্বক্তের নির্ণয়, ৬ ও লোকদের দুঃখ, ১৭ ও বাবিলের সর্ব্বনাশ।

বাবিল্ নগর বিষয়ক দর্শন প্রাপ্ত আমোসের পুত্র যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

২ তোমরা বৃক্ষশূন্য পর্ব্বতের উপরে ধ্বজা তুল ও উচ্চধ্বনি কর ও হস্তদ্বারা সঙ্কেত কর; লোক সকল দেশাধ্যক্ষদের দ্বারে প্রবেশ করুক। ৩ আমি আপনার পবিত্রীকৃত লোকদিগকে অর্থাৎ বলবান্ যোদ্ধাদিগকে আমার ক্রোধ প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিয়াছি; তাহারা আমার দন্ত সম্ভ্রমে উল্লাসিত। ৪ শুন২, পর্ব্বতে বড় জনতার ন্যায় কোলাহল হইতেছে; শুন২, একত্রীকৃত অনেক রাজ্যস্থ লোকসমূহের কলরব উঠিতেছে; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর সংগ্রামের নিমিত্তে সৈন্য রচনা করিতেছেন। ৫ দূরদেশহইতে অর্থাৎ আকাশের প্রান্তহইতে পরমেশ্বর ও তাঁহার ক্রোধাস্ত্রস্বরূপ লোক তাবৎ পৃথিবী উচ্ছিন্ন করিতে আসিতেছেন।

৬ (হে লোক সকল,) তোমরা রোদন কর, কেননা পরমেশ্বরের দিন নিকটবর্ত্তী; সে সর্ব্বশক্তিমানের প্রেরিত মহাপ্রলয়স্বরূপ। ৭ তাহাতে তাবতের হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ও তাবৎ মনুষ্যের হৃদয় দ্রব হইবে; ৮ এবং সকলে ভয়াকুল হইবে, ও নানা যন্ত্রণা ও ব্যথাগ্রস্ত হইবে, এবং স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনার্ত্ত হইবে, তাহাদের এক জন অন্যের প্রতি নিঃস্পন্দ দৃষ্টি করিবে, ও তাহাদের মুখ অগ্নিশিখার ন্যায় হইবে। ৯ দেখ, পৃথিবীকে উচ্ছিন্ন করিতে ও পাপিদিগকে তাহার মধ্যে সংহার করিতে ক্রোধে ও প্রজ্বলিত কোপে দারুণ পরমেশ্বরের দিন আসিতেছে। ১০ সে দিনে আকাশের তারাগণ ও নক্ষত্র সকল আর দীপ্তি দিবে না, এবং সূর্য্য উদয়সময়ে নিস্তেজ হইবে, ও চন্দ্র আপন জ্যোৎস্না প্রকাশ করিবে না। ১১ আমি পাপের নিমিত্তে জগৎকে ও অধর্ম্মের জন্যে দুষ্ট লোকদিগকে প্রতিফল দিব, ও অহঙ্কারিদের গর্ব্ব নিঃশেষ করিব, ও ভয়ঙ্কর লোকদের দাম্ভিকতা নত করিব। ১২ আমি উত্তম সুবর্ণহইতে মর্ত্ত্যকে ও ওফীরের কাঞ্চনহইতে মনুষ্যকে দুর্লভ করিব। ১৩ এই জন্যে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের ক্রোধে ও তাঁহার প্রজ্বলিত কোপের দিনে আকাশমণ্ডল কম্পবান্ হইবে, ও

পৃথিবী লড়িয়া স্থানান্তরীকৃত হইবে। [১৪] তাহাতে লোকেরা তাড়িত হরিণ কিম্বা অরক্ষক মেষের ন্যায় হইয়া প্রত্যেক জন স্বজাতীয় লোকদের প্রতি ফিরিবে ও আপন২ দেশের দিগে পলায়ন করিবে। [১৫] কিন্তু যে কেহ প্রাপ্ত হইবে, সে বিদ্ধ হইবে; ও যে কেহ ধরা পড়িবে, সে খড়্গে পতিত হইবে। [১৬] এবং তাহাদের সাক্ষাতে তাহাদের বালকগণ আছড়ান যাইবে, ও তাহাদের বাটীতে লুট হইবে, ও তাহাদের স্ত্রীগণ বলাৎকৃত হইবে।

[১৭] দেখ, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মাদীয় লোকদিগকে উঠাইব; তাহারা রৌপ্য তুচ্ছ করিবে, ও সুবর্ণেতে সন্তোষ পাইবে না। [১৮] তাহারা ধনুর্ব্বাণদ্বারা যুবগণকে বধ করিবে, গর্ব্ভস্থ শিশুদের প্রতিও কৃপা করিবে না, ও বালকদের প্রতিও চক্ষুর্লজ্জা করিবে না। [১৯] যে বাবিল্ নগর তাবৎ রাজ্যের রত্ন ও কস্দীয়দের দর্পজনক ভূষণস্বরূপ, সে ঈশ্বরকর্ত্তৃক উৎপাটিত সিদোম্ ও অমোরার সদৃশ হইবে। [২০] তাহার মধ্যে আর কখনো বসতি হইবে না; পুরুষপুরুষানুক্রমে তাহাতে কেহ বাস করিবে না, এবং আরবীয় লোকেরাও সেই স্থানে তাম্বু স্থাপন করিবে না, এবং মেষপালকেরাও সেখানে মেষের খোঁয়াড় আর করিবে না। [২১] কিন্তু সেই স্থানে বন্য পশুগণ বাস করিবে, ও তাহার গৃহ সকল চীৎকারেতে পরিপূর্ণ হইবে, ও উষ্ট্রপক্ষী সেখানে বাসা করিবে, ও বন্য ছাগ নৃত্য করিবে। [২২] এবং তাহাদের অট্টালিকাতে শৃগাল শব্দ করিবে, ও রাজমন্দিরে বৃহৎ সর্প বাস করিবে; তাহার সময় শীঘ্র উপস্থিত হইবে; তাহার দিন অবিলম্বে আসিবে।

১৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের প্রতি পরমেশ্বরের দয়া, ৩ ও বাবিলের প্রতি ইস্রায়েলের শ্লাঘার কথা, ও অশূরীয়দের ভাবিদণ্ড, ২৮ ও পিলেষ্টীয়দের ভাবিদণ্ড।

[১] দেখ, পরমেশ্বর যাকুবের প্রতি কৃপা করিবেন, এবং ইস্রায়েলকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিবেন; তিনি তাহাদের দেশে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিবেন, তাহাতে অন্যদেশীয় লোক তাহাদের সহিত যুক্ত হইবে, ও যাকুবের বংশে আসক্ত হইবে। [২] এবং ভিন্নদেশীয় লোক তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া তাহাদের স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, ও ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের দেশে তাহাদিগকে দাস দাসীর ন্যায় অধিকার করিবে। তাহারা যাহাদের কাছে বন্দী ছিল, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, ও উপদ্রবকারিদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে।

[৩] তৎকালে পরমেশ্বর তোমাকে দুঃখ ও ত্রাসহইতে ও যে কঠোর দাসত্বে তুমি বদ্ধ ছিলা, তাহাহইতে বিশ্রাম দিবেন। [৪] তাহাতে তুমি বাবিলের রাজার বিষয়ে এই দৃষ্টান্তকথা কহিবা, 'আহা, উপদ্রবকারী কিবা শেষ হইয়াছে! ও স্বর্ণাপহারিণী কিবা শেষ হইয়াছে! [৫] পরমেশ্বর দুষ্টদের দণ্ড অর্থাৎ শাসনকর্ত্তাদের দণ্ড ভগ্ন করিয়াছেন। [৬] যে জন ক্রোধে লোকদিগকে আঘাত করিত, আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইত না, এবং কোপে নানাজাতীয়দের প্রতি উপদ্রব করিত, সে তাড়িত হইতেছে, কেহ নিবারণ করে না। [৭] সমস্ত পৃথিবী শান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে, সকলে আনন্দধ্বনি করে। [৮] দেবদারু ও লিবানোনের এরস্ বৃক্ষ সকলও তোমার বিষয়ে আনন্দিত হইয়া কহে, তুমি যদবধি পতিত হইয়াছ, তদবধি আমাদের নিকটে কোন ছেদনকর্ত্তা আইসে না। [৯] তোমার আগমনের অপেক্ষাতে অধঃস্থ পরলোক চালিত হইয়া তোমার নিমিত্তে তাবৎ বীরগণকে ও পৃথিবীর তাবৎ পরাক্রান্ত লোককে সচেতন করে, ও তাবজ্জাতীয়দের রাজগণকে আপন২ সিংহাসনহইতে উঠায়। [১০] তাহারা সকলে তোমার নিকটে আসিয়া কহে, ও হে তুমি, তুমিও আমাদের মত দুর্ব্বল হইলা; তুমিও আমাদের সমান হইলা। [১১] তোমার ঐশ্বর্য্য ও তোমার যন্ত্রের মধুর বাদ্য কবরে নামিয়া গেল। এবং কীট তোমার নীচে পাতিত তোষক, ও কৃমি তোমার লেপ হইল। [১২] হে প্রত্যূষের পুত্র, প্রভাতি নক্ষত্র যে তুমি, তুমি কিবা আকাশহইতে পতিত হইয়াছ! ও হে ভিন্নদেশীয়দের বিজয়িন্, তুমি কিবা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ! [১৩] তুমি মনে২ কহিয়াছিলা, "আমি স্বর্গারোহণ করিব, ও ঈশ্বরীয় নক্ষত্রগণের ঊর্দ্ধস্থানে আমার উচ্চ সিংহাসন স্থাপন করিব, ও উত্তরদিগে সভাপর্ব্বতে বসিব; [১৪] আমি মেঘের উচ্ছ্রয়ে উঠিয়া স্বর্গোপরিস্থের ন্যায় হইব।" [১৫] কিন্তু তুমি কবরে বরং খাতের অতি গভীর স্থানে নামিয়াছ। [১৬] যাহারা তোমাকে দেখে, তাহারা একদৃষ্টিতে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করে, এবং মনে২ বিবেচনা করিয়া কহে, "যে জন পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিত, ও রাজ্য সকলকে চালনা করিত, [১৭] ও সংসারকে অরণ্যের ন্যায় করিত. ও নগর সকলকে উচ্ছিন্ন করিত, ও বন্দি লোকদিগকে আপন২ বাটীতে যাইতে দিত না, সে কি এই ব্যক্তি?" [১৮] তাবদ্দেশীয় রাজগণ সম্মানেতে আপন২ কবরে শয়ন করিতেছে। [১৯] কিন্তু তুমি আপন কবরস্থানহইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, এবং কোন ঘৃণার্হ শাখার সদৃশ হইয়া হত ও খড়্গে বিদ্ধ ও খা-

তের প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত লোকসমূহের আচ্ছাদন ও পদে দলিত শবের তুল্য হইয়াছ। [২০] কেননা তুমি স্বদেশ উচ্ছিন্ন করিয়া আপন প্রজাদিগকে বধ করিয়াছ, এই জন্যে উহাদের সহিত কবরস্থ হইবা না; কুক্রিয়াকারি বংশের যশ কখনো হয় না।' [২১] তোমরা তাহার পূর্ব্বপুরুষদের অধর্ম্ম প্রযুক্ত তাহার সন্তানগণের বধের উদ্‌যোগ কর; তাহারা উঠিয়া পৃথিবী অধিকার না করুক, ও জগৎ সমুদয়কে নগরে পরিপূর্ণ না করুক। [২২] কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিব; পরমেশ্বর কহেন, আমি বাবিলের নাম ও অবশিষ্ট লোক ও পুত্রপৌত্রাদি বংশকে উচ্ছিন্ন করিব। [২৩] এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি ঐ নগর শজারুর অধিকার করিব, ও তাহাকে জলাভূমি করিব, ও সংহাররূপ মার্জ্জনীদ্বারা মার্জ্জন করিব।

[২৪] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর শপথ করিয়া কহেন, আমি যেরূপ কল্পনা করিয়াছি, তদ্রূপ অবশ্য ঘটিবে; এবং যে মনস্থ করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইবে। [২৫] অশূরীয়দিগকে আমার দেশে পেষণ ও আমার পর্ব্বতে মর্দ্দন করিব; তাহাতে লোকদের স্কন্ধহইতে তাহাদের যোঁয়ালি দূর হইবে, ও তাহাদের গ্রীবাহইতে ভার নীত হইবে। [২৬] তাবৎ দেশের বিষয়ে এই মনস্থ স্থির আছে, ও অন্যজাতীয় সকলের উপরে এই হস্ত বিস্তীর্ণ আছে। [২৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার অন্যথা কে করিতে পারে? ও তাঁহার যে হস্ত বিস্তীর্ণ আছে, কে তাহা ফিরাইতে পারে?

[২৮] যে বৎসরে আহস্ রাজার মৃত্যু হইল, সেই সময়ে এই বাক্য প্রকাশিত হইল।

[২৯] হে পিলেষ্টিয়া, তুমি যে দণ্ডদ্বারা প্রহারিত হইয়াছ, তাহা ভগ্ন হওয়াতে একমনা হইয়া আনন্দ করিও না; কেননা সেই মূলস্বরূপ সর্পহইতে কেউটিয়া সর্প উৎপন্ন হইবে, এবং জ্বলন্ত উড্ডীয়মান সর্প তাহার ফলস্বরূপ হইবে। [৩০] দীনহীনদের জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা ভোজন করিবে, ও দরিদ্রগণ নিরাপদে শয়ন করিবে; কিন্তু আমি দুর্ভিক্ষদ্বারা তোমার মূলস্বরূপ বংশ নষ্ট করিব, এবং তোমার অবশিষ্ট লোক তাহাদ্বারা মারা পড়িবে। [৩১] অতএব হে দ্বার, তুমি ক্রন্দন কর, ও হে নগর, তুমি হাহাকার কর; হে পিলেষ্টিয়া, তুমি সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুল হইবা; কেননা উত্তরদিগহইতে ধূম আসিতেছে, তাহার সৈন্যের মধ্যে কেহ শ্রেণীর বাহির হয় না। [৩২] অন্যজাতীয় লোকদের দূতগণকে কি উত্তর দেওয়া যাইবে? পরমেশ্বর সিয়োনের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন; তাহার মধ্যে তাঁহার দরিদ্র প্রজাগণ আশ্রয় পাইবে।

১৫ অধ্যায়।

অশূরীয় রাজার আগমনদ্বারা মোয়াবের ভাবি দুর্দ্দশা।

মোয়াব বিষয়ক বাক্য।

[১] রাত্রিকালে আর্-মোয়াব্ নামক নগর উচ্ছিন্ন ও অনাথ হইবে; এবং রাত্রিতে কীর্-মোয়াব নামক নগর উচ্ছিন্ন ও অনাথ হইবে। [২] রোদন করণার্থে লোকেরা দেবালয়ে ও দীবোনের নিবাসিগণ টিকরস্থানে যাইবে, এবং নিবোর ও মেদিবার উপরে মোয়াব হাহাকার করিবে, এবং প্রত্যেকের মস্তকমুণ্ডন ও প্রতি জনের শ্মশ্রুমুণ্ডন হইবে। [৩] তাহার তাবৎ পথে লোক চট পরিধান করিবে, ও তাহার ছাতের উপরে ও চকের মধ্যে তাবৎ লোক হাহাকার করিবে, ও কাঁদিতে২ নামিয়া যাইবে। [৪] হিশ্‌বোন্ ও ইলিয়ালী এমত চীৎকার করিবে, যে তাহার শব্দ যহস্ পর্য্যন্ত শুনা যাইবে; ও মোয়াবের যোদ্ধাগণ আর্ত্তস্বর করিবে, প্রত্যেকের প্রাণ আপনার ভার বোধ হইবে। [৫] মোয়াবের জন্যে আমার হৃদয় রোদন করে; তাহার পলাতক লোকেরা সোয়র্ নগর পর্য্যন্ত যাইয়া ত্রিহায়ণী গাভীর ন্যায় শব্দ করিবে; তাহারা কাঁদিতে২ লূহীতের ঊর্দ্ধগামি পথে আরোহণ করিবে, ও হোরোণয়িমের মার্গে বিনাশ প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিবে। [৬] নিম্রীমের জলাশয় শুষ্ক হইবে, ও তৃণ ম্লান হইবে, ও ঘাসের অভাব হইবে, হরিদ্বর্ণ কিছু থাকিবে না। [৭] এবং তাহারা আপনাদের উপার্জ্জিত ধন ও সঞ্চিত দ্রব্য বাইশীবৃক্ষের উপত্যকার পারে লইয়া যাইবে। [৮] এবং ক্রন্দনের শব্দ মোয়াবের সীমাকে চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিবে, এবং ইগ্‌লয়িম্ পর্য্যন্ত তাহার হাহাকার ও বেরেলীম্ পর্য্যন্ত তাহার আর্ত্তস্বর শুনা যাইবে। [৯] এবং দীমোনের জল রক্তময় হইবে; কিন্তু আমি দীমোনের উপরে আরো দুঃখ ও মোয়াবের পলাতকের উপরে ও দেশের অবশিষ্ট লোকের উপরে সিংহ আনয়ন করিব।

১৬ অধ্যায়।

১ উপকারার্থে মোয়াবের বিনয়কথা, ৬ ও তাহার অহঙ্কার প্রযুক্ত দণ্ড।

[১] তোমরা সেলাহইতে প্রান্তরের মধ্য দিয়া সিয়োন্ পর্ব্বতে দেশাধ্যক্ষের নিকটে মেষশাবককে পাঠাইয়া দেও।

[২] বাসাহইতে তাড়িত ভ্রমণকারি পক্ষির যেমন

দুরবস্থা, তদ্রূপ অর্ণোনের ঘাটে মোয়াবের কন্যাদিগের দুরবস্থা হইবে। [৩] 'তোমরা পরামর্শ কর, ও বিচার করিতে প্রস্তুত হও, ও মধ্যাহ্নকালে আপনাদের ছায়া রাত্রিকালের ন্যায় কর, ও বহিষ্কৃতদিগকে লুকাইয়া রাখ, এবং পলাতকদিগকে প্রকাশ করিও না। [৪] (হে সিয়োন্,) তুমি মোয়াব্‌হইতে বহিষ্কৃত আমার লোকদিগকে বাসস্থান দেও, ও বিনাশকের সম্মুখহইতে তাহাদের গোপনীয় স্থান হও; কেননা উপদ্রবী নিঃশেষ হইবে, ও বিনাশকের লোপ হইবে; যে জন আমাদিগকে পদতলে দলিত করিত, সে দেশহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [৫] তাহাতে দয়াদ্বারা তোমাদের সিংহাসন স্থাপিত হইবে, এবং সুবিচারে যত্নবান ও ন্যায় করণে সত্বর এক বিচারকর্ত্তা দায়ূদের নিবাসে তাহার উপরে ন্যায়েতে বসিবেন।'

[৬] আমরা মোয়াবের দর্প ও অত্যন্ত গর্ব্ব ও অহঙ্কার ও অভিমান ও ক্রোধের কথা শুনিয়াছি; তাহার ছলবাক্য সকল মিথ্যামাত্র। [৭] মোয়াবের নিমিত্তে মোয়াব্ বড় হাহাকার করিবে, ও তাহার যাবৎ লোক রোদন করিবে; তোমরা কীর-হেরসের কাঁথড়ার নিমিত্তে রোদন করিবা; তাহা নিতান্ত উচ্ছিন্ন হইবে। [৮] হিশ্‌বোনের ক্ষেত্র সকল ম্লান হইবে; ও যে লতার নবীন পল্লব যাসের পর্য্যন্ত গমন করিত, ও যাহার শাখা অরণ্যে যাইত, এবং বিস্তৃত হইয়া সমুদ্র পার হইত, এমত যে সিব্‌মার দ্রাক্ষালতা, তাহা ভিন্নজাতীয় অধ্যক্ষগণ বিনষ্ট করিবে। [৯] অতএব আমি সিব্‌মার দ্রাক্ষালতার নিমিত্তে যাসেরের ক্রন্দনের ন্যায় ক্রন্দন করিব; হে হিশ্‌বোন্, হে ইলিয়ালি, আমি চক্ষুর্জলে তোমাকে অভিষিক্ত করিব; কেননা তোমার দ্রাক্ষাফল ও শস্য ছেদনের সময়ে সিংহনাদ উপস্থিত হইবে। [১০] ফলোদ্যানহইতে আনন্দ ও আমোদ দূরীকৃত হইবে; লোকেরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গান ও হর্ষনাদ আর করিবে না; এবং তাহারা পদদ্বারা চাপ দিয়া কুণ্ডে আর দ্রাক্ষারস বাহির করিবে না, আনন্দধ্বনির শেষ হইবে। [১১] এই কারণ আমার নাড়ী মোয়াবের জন্যে ও আমার অন্তর কীর-হেরসের নিমিত্তে বীণার ন্যায় বাজিতেছে। [১২] যদ্যপি মোয়াব্ টিকরস্থানে যাইয়া আপনাকে ক্লান্ত করিবে, ও প্রার্থনা করণার্থে আপন পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, তথাপি কৃতার্থ হইবে না।

[১৩] পরমেশ্বর মোয়াবের বিষয়ে ঐ কথা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন; [১৪] কিন্তু এখন পরমেশ্বর এই কথা কহিতেছেন, বেতনজীবির বৎসরের ন্যায় তিন বৎসর গেলে মোয়াবের প্রতাপ ও তাহার মহাজনতা ক্ষীণ হইবে, এবং অবশিষ্ট লোকেরা অতি অল্প ও দুর্ব্বল হইবে।

১৭ অধ্যায়।

১ অরাম্ ও শোমিরোণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ও অবশিষ্ট লোকদের দেবপূজা ত্যাগ করণ, ১২ ও ইস্রায়েলের শত্রুদের দুঃখ।

দম্মেষক্ বিষয়ক কথা।

[১] দেখ, দম্মেষক্ আর নগর না থাকিয়া কাঁথড়ার ঢিবি হইবে। [২] এবং অরোয়েরের সকল নগর ত্যক্ত হইয়া পশুপালদের অধিকার হইবে; তাহারা সেই স্থানে শয়ন করিবে, ও কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না। [৩] ইফ্রয়িমের দুর্গ এবং দম্মেষকের ও অবশিষ্ট অরামের রাজ্য লুপ্ত হইবে; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের গৌরবের সদৃশ হইবে। [৪] এবং সে সময়ে যাকুবের গৌরব হ্রাস পাইবে, ও তাহার স্থূলতা কৃশতা হইবে। [৫] এবং যেমন কেহ শস্য সংগ্রহ করিতে হস্তদ্বারা শস্যের শীষ কাটে, কিম্বা রিফায়ীম্ উপত্যকাতে গিয়া শীষ কুড়ায়, তদ্রূপ হইবে। [৬] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, জিতবৃক্ষের ফল ঝরাওনের পরেও যেমন তাহার উচ্চতম স্থানে দুই তিন, ও ফলবান্ শাখাতে চারি পাঁচ ফল থাকে, তদ্রূপ তাহার কিছু২ অবশিষ্ট থাকিবে। [৭] তৎকালে মনুষ্য আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ও তাহার চক্ষু ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের প্রতি চাহিয়া থাকিবে। [৮] সে আপন হস্তকৃত বেদিসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না, ও তাহার চক্ষু আপন অঙ্গুলিকৃত বস্তু ও চৈত্যবৃক্ষ ও সৌরপ্রতিমা দেখিতে পারিবে না। [৯] দেশের দৃঢ় নগর সকল ছিন্ন বনের মধ্যে কিম্বা উচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগে অবশিষ্ট পল্লবের ন্যায় হইবে; ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে সে সকল অবশিষ্ট থাকিলেও দেশ উচ্ছিন্ন হইবে। [১০] তুমি আপন ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছ, ও তোমার বলরূপ পর্ব্বতকে স্মরণ কর নাই; এই জন্যে সুন্দর২ চারা রোপণ ও পরদেশীয় বীজ বপন করিতেছ। [১১] যদ্যপি তুমি রোপণের দিনে তাহাতে বেড়া দেও, ও প্রাতঃকালে তোমার চারা পুষ্পিত হয়, তথাপি দুর্ভাগ্যের ও অপ্রতিকার্য্য দুঃখের দিনে তাহার ফল উড়িয়া যাইবে।

[১২] হায়২, অনেক লোকের কোলাহল হইতেছে; তাহারা সমুদ্রের কল্লোলের ন্যায় ধ্বনি করিতেছে; এবং নানা দেশীয়দের গর্জ্জন হইতেছে, তাহারা জলনিধির ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। [১৩] অন্যদেশীয়েরা বহুজলের ন্যায়

গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে ধমক্ দিলে তাহারা দূরে পলায়ন করিবে; বায়ুর সম্মুখে পর্ব্বতস্থ পোয়ালের ন্যায়, কিম্বা ঘূর্ণবায়ুর অগ্রে তৃণরাশির ন্যায় তাহারা তাড়িত হইবে। [১৪] দেখ, সন্ধ্যাকালে ভয় উপস্থিত হইবে, ও প্রভাতের পূর্ব্বে সকলে বিনষ্ট হইবে; আমাদের হরণকারিদের এই অধিকার, ও আমাদের লুটকারিদের এই অংশ।

১৮ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের শত্রুদের বিনাশ ও রাজ্যের বৃদ্ধি।

[১] হে কুশ্‌দেশীয় নদীগণের ওপারে স্থিত ও পক্ষশব্দবিশিষ্ট [২] ও সমুদ্রপথে নলময় নৌকাতে জলের উপর দিয়া দূতগণকে প্রেরণকারি দেশ। হে দ্রুতগামি দূতগণ, যে লোকেরা দীর্ঘকায় ও নির্লোম এবং প্রথমাবধি এ কাল পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং দ্বিগুণ বল বিশিস্ট ও উপদ্রবী, ও যাহাদের দেশ নদীদ্বারা বিভক্ত, সেই লোকদের নিকটে তোমরা যাও। [৩] হে জগন্নিবাসিগণ, হে পৃথিবীস্থ লোক সকল, যখন পর্ব্বতের উপরে ধ্বজা উঠে, তখন তাহা দেখ; তূরী বাজিলে তাহা শুন। [৪] কেননা পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, যেমন তৃণের উপরে সতেজ রৌদ্র, এবং শস্য কাটনের গ্রীষ্মসময়ে শিশিরযুক্ত মেঘ, তদ্রূপ আমি আপন বাসস্থানে বসিয়া দৃষ্টি করিব। [৫] দ্রাক্ষা সঞ্চয় করণের পূর্ব্বে যে সময়ে পল্লব সম্পূর্ণ হইলে পুষ্পহইতে দ্রাক্ষাফল জন্মিয়া পক্ক হইবে, তৎকালে তিনি কাস্ত্যা দিয়া তাহার ডগা কাটিবেন, ও তাহার সকল শাখা ছেদন করিয়া দূর করিবেন। [৬] পর্ব্বতের হিংসক পক্ষি ও বন্য পশুদের নিমিত্তে সে সকল ত্যক্ত হইবে; এবং হিংসক পক্ষিগণ তাহার উপরে গ্রীষ্মকাল যাপন করিবে, ও বন্য পশুগণ তাহার উপরে শীতকাল যাপন করিবে। [৭] তৎকালে ঐ যে লোকেরা দীর্ঘকায় ও নির্লোম ও যে লোকেরা প্রথমাবধি এ কাল পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দ্বিগুণ বল বিশিষ্ট ও উপদ্রবী, ও যাহাদের দেশ নদীদ্বারা বিভক্ত, সেই লোকহইতে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নামবিশিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ সিয়োন্ পর্ব্বতে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের কাছে উপঢৌকন আনীত হইবে।

১৯ অধ্যায়।

১ মিসরের দুঃখের কথা, ১১ ও রাজাদের মূর্খতা, ১৮ ও মণ্ডলীর বিষয়ে ভাবিকথা।

মিসর্ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] দেখ, পরমেশ্বর দ্রুতগামি মেঘারূঢ় হইয়া মিসর্‌দেশে গমন করিবেন; তাহাতে মিসরের দেবগণ তাঁহার সাক্ষাতে কম্পবান হইবে, ও মিস্রীয় লোকদের অন্তরস্থ হৃদয় দ্রব হইবে। [২] আমি মিস্রীয়দিগকে মিস্রীয়দের বিপরীতে সুসজ্জ করিব; তাহারা প্রত্যেকে আপন২ ভ্রাতার ও বন্ধুর সহিত যুদ্ধ করিবে, এবং এক নগর অন্য নগরের সহিত ও এক রাজ্য অন্য রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করিবে। [৩] মিস্রীয়দের অন্তরস্থ মন ক্ষয় পাইবে, ও আমি তাহাদের পরামর্শ গ্রাস করিব; তাহারা প্রতিমা ও ভেলকীকর ও ভূতড়িয়া ও গুণিদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিবে। [৪] সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি মিসর্‌দেশকে দুর্জ্জন কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিব, এক দুরন্ত রাজা তাহার উপরে রাজত্ব করিবে। [৫] তৎকালে সমুদ্রের জল শুষ্ক হইবে, ও নদী ক্ষয় ও শুষ্কতা পাইবে, [৬] ও তাহার স্রোত দুর্গন্ধ হইবে, এবং মিসরের খাল শূন্য ও শুষ্ক হইয়া যাইবে; তাহাতে নল ও খাগড়া শুষ্ক হইবে। [৭] এবং নদীর নিকটস্থ বরং নদীতীরস্থ মাঠ ও নদীর জলে সিক্ত রোপণের যোগ্য তাবৎ ভূমি শুষ্ক হইয়া উড়িয়া যাইয়া বিনষ্ট হইবে। [৮] আর ধীবরগণ হাহাকার করিবে; এবং যাহারা নদীতে বড়শী ফেলে, তাহারা বিলাপ করিবে; এবং যাহারা স্রোতের মুখে জাল পাতে, তাহারা অবসন্ন হইবে। [৯] এবং যাহারা তিষির সূতা প্রস্তুত করে, কিম্বা সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনে, তাহারা লজ্জিত হইবে। [১০] এবং যাহারা স্তম্ভসদৃশ তাহারা ভগ্ন হইবে; ও যাহারা বেতনগ্রাহী তাহারা মনে দুঃখিত হইবে।

[১১] সোয়নের অধ্যক্ষগণ ও ফিরৌণের সুবোধ মন্ত্রিগণ মূর্খ হইবে, এবং তাহাদের সকল মন্ত্রণা অজ্ঞানতাস্বরূপ হইবে· 'আমি জ্ঞানির পুত্র ও প্রাচীন রাজার সন্তান,' এই কথা তোমরা ফিরৌণের কাছে কি প্রকারে কহিবা? [১২] এখন তোমার জ্ঞানি লোক কোথায়? সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর মিসরের প্রতিকূলে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহারা আসিয়া এখন তাহা প্রকাশ করিয়া বলুক। [১৩] সোয়নের প্রধান লোকেরা মূর্খ হইবে, ও মোফের অধ্যক্ষগণ ভ্রান্ত হইবে; যাহারা মিস্রীয় বংশদের স্তম্ভস্বরূপ তাহারা তাহাদিগকে ভুলাইবে। [১৪] পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে বিপরীত আত্মাকে প্রবেশ করাইবেন; মত্ত লোক যেমন আপন বমিতে টলিয়া পড়ে, তদ্রূপ তাহারা মিসর্‌কে তাহার তাবৎ কর্ম্মে বিচলিত করিবে। [১৫] মিসর্‌দেশে মস্তক বা লাঙ্গুল ও বালদ্ বা তৃণদ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। [১৬] সেই সময়ে মিস্রীয় লোক স্ত্রীলোকের ন্যায় হইবে; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহাদের উপরে যে হস্ত চালন করিবেন, তাহার চালনেতে

তাহারা কাঁপিবে ও ভীত হইবে। [১৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহাদের বিপরীতে যে পরামর্শ করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত মিস্রীয়দের কাছে যিহূদা দেশ ভয়ঙ্কর হইবে, ও কেহ তাহার নামমাত্র করিলে তাহারা ভয় পাইবে।

[১৮] সে সময়ে মিসর্দেশে পাঁচ নগর স্থাপিত হইবে, তাহারা কিনানদেশীয় ভাষাবাদী হইবে ও সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিবে, আর এক নগর ধ্বংসনগর নামে বিখ্যাত হইবে। [১৯] তৎকালে মিসর্দেশের মধ্যস্থানে পরমেশ্বরের এক যজ্ঞবেদি হইবে, এবং তাহার সীমার নিকটে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক স্তম্ভ স্থাপিত হইবে। তাহা মিসর্দেশে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের চিহ্ন ও সাক্ষিস্বরূপ হইবে। [২০] কেননা তাহারা উপদ্রবকারিদের ভয়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি এক পরাক্রান্ত তারককে পাঠাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। [২১] তৎকালে পরমেশ্বর মিস্রিদের পরিচিত হইবেন, এবং মিস্রীয় লোকেরা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইবে, ও বলিদান ও নৈবেদ্যদ্বারা তাঁহার সেবা করিবে, ও পরমেশ্বরের কাছে মানত করিয়া সিদ্ধ করিবে। [২২] এই রূপে পরমেশ্বর মিস্রিদিগকে প্রহার করিবেন, ও প্রহার করিয়া সুস্থ করিবেন, কেননা পরমেশ্বরের প্রতি তাহাদের মতি ফিরিবে, তাহাতে তিনি তাহাদের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিবেন। [২৩] সে সময়ে মিসর্হইতে অশূরে যাইবার এক রাজপথ হইবে; তাহাতে অশূরীয় লোকেরা মিসরে ও মিস্রীয়েরা অশূরে যাতায়াত করিবে, এবং মিস্রীয়েরা অশূরীয়দের সহিত ভজনা করিবে। [২৪] সে সময়ে পৃথিবীর মধ্যে ইস্রায়েল্ মিসরের ও অশূরের সহিত তৃতীয় আশীর্ব্বাদপাত্র হইবে; [২৫] এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিবেন, 'আমার মিস্রীয় প্রজাগণ, ও আমার হস্তকৃত অশূরীয় লোক, ও আমার ইস্রায়েলরূপ অধিকার ধন্য হউক।'

২০ অধ্যায়।

মিসরদেশের ভাবিদণ্ড।

[১] যে সময়ে অশূরীয় সর্গোন্ নামক ভূপতিকর্তৃক প্রেরিত তর্ত্তন্ (সেনাপতি) অস্দোদ্ নগরে গিয়া তাহা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিল, [২] সেই বৎসরে পরমেশ্বর আমোসের পুত্র যিশায়িয়দ্বারা এই কথা কহিলেন, তুমি যাইয়া আপন কটিদেশহইতে চট মুক্ত কর, ও পদহইতে পাদুকা খুল; তাহাতে সে তাহা করিয়া উলঙ্গ ও শূন্যপদ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। [৩] তৎকালে পরমেশ্বর কহিলেন, আমার দাস যিশায়িয় উলঙ্গ ও শূন্যপদ হইয়া যে ভ্রমণ করিয়াছে, তাহা মিসর্ ও কূশ্ দেশের বিষয়ে তিন বৎসরের চিহ্ন ও আশ্চর্য্য লক্ষণ হয়। [৪] অশূরের রাজা মিস্রীয়দের লজ্জার জন্যে আবালবৃদ্ধ মিস্রীয় বন্দিদিগকে ও কূশদেশীয় বহিষ্কৃত লোকদিগকে উলঙ্গ ও শূন্যপদ ও পশ্চাদ্ভাগ অনাবৃত করিয়া লইয়া যাইবে। [৫] তাহাতে লোকেরা শঙ্কিত হইবে, এবং আপন বিশ্বাসপাত্র কূশ্ ও দর্পাস্পদ মিসরের বিষয়ে লজ্জিত হইবে। [৬] সেই দিনে এই প্রদেশীয় প্রজাগণ বলিবে, অশূরীয় রাজাহইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে আমরা যাহার কাছে উপকার পাইতে পলায়ন করিয়াছিলাম, দেখ, এ আমাদের সেই বিশ্বাসপাত্র; তবে আমরা কি প্রকারে বাঁচিব ?

২১ অধ্যায়।

১ বাবিলের ভাবিদণ্ড, ১১ ও দূমার বিষয়ে ভাবিকথা, ১৩ ও আরবিয়ার ভাবিদণ্ড।

জলরাশির নিকটস্থ প্রান্তরের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য। [১] যেমন দক্ষিণ প্রান্তরহইতে ঝড় মহাবেগে গমন করে, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর দেশহইতে শত্রু আসিতেছে। [২] আমার কাছে এক শঙ্কাদায়ক দর্শন প্রকাশিত হয়; শঠেরা শঠতা করিবে, ও বিনাশকেরা বিনাশ করিবে; হে এলম্, তুমি উপস্থিত হও; ও হে মাদিয়া, তুমি নগর বেষ্টন কর, কেননা আমি বিলাপ করাওনের শেষ করিব। [৩] ইহাতে আমার তাবৎ কটিদেশে বেদনা হইতেছে, ও স্ত্রীলোকের প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা আমাকে ধরিতেছে; ও আমি এমত মূর্চ্ছাগত হইতেছি, যে শুনিতে পাই না; এবং এমত ব্যাকুল হইতেছি, যে দেখিতে পাই না। [৪] আমার মন চঞ্চল হইতেছে, ও শঙ্কা আমাকে ক্রুদ্ধ করিতেছে; আমার যে আনন্দরাত্রি, তাহা তিনি ভয়ানক করিতেছেন। [৫] ভোজনাসন প্রস্তুত হইল, ও প্রহরিগণ নিযুক্ত হইল, লোকেরা ভোজন পান করিতেছে; হে অধ্যক্ষগণ, উঠ, আপন২ ঢাল অভিষিক্ত কর। [৬] কেননা প্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি যাইয়া এক প্রহরিকে নিযুক্ত কর; সে যাহা২ দেখিবে, তাহার সংবাদ তোমাকে দিউক। [৭] পরে সে রথ ও দুই২ অশ্বারূঢ়কে ও গর্দ্দভারূঢ় ও উষ্ট্রারূঢ় লোকদিগকে দেখিল। তাহাতে সে অতি যত্ন পূর্ব্বক মনোযোগ করিয়া [৮] সিংহবৎ উচ্চৈঃশব্দ করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমি সমস্ত দিন আপন প্রহরির স্থানে থাকি, এবং সমস্ত রাত্রি আপন রক্ষাস্থানে নিত্য দণ্ডায়মান থাকি। [৯] দেখ, রথ ও দুই ২ অশ্বারূঢ় ব্যক্তি আসিতেছে; তাহাতে এক জন কহিল,

'পড়িল, বাবিল পড়িল, ও তাহার দেবপ্রতিমা সকল ভূমিতে ভগ্ন হইল।' [১০] হে আমার মর্দ্দনীয় শস্য, হে আমার মর্দ্দনস্থানের শস্য, আমি সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম।

দূমা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১১] কোন জন সেয়ীর্‌হইতে আমাকে ডাকিয়া কহিতেছে, হে প্রহরি, কত রাত্রি হইল? হে প্রহরি, কত রাত্রি হইল? [১২] তাহাতে প্রহরী উত্তর করিল, প্রাতঃকাল আইসে এবং রাত্রিও আইসে; যদি জিজ্ঞাসা করিবা, তবে জিজ্ঞাসা কর ও ফিরিয়া আইস।

আরবিয়া বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১৩] হে দিদনীয় পথিকগণ, তোমরা আরবিয়া দেশে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবা। [১৪] হে তেমানিবাসি লোক সকল, তোমরা জল লইয়া তৃষিত লোকদের সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং আগবাড়ান যাইয়া পলাতকদিগকে অন্ন দেও। [১৫] কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখহইতে ও নিষ্কোষ করবালের ও আকর্ষিত ধনুর ও ভারি যুদ্ধের সম্মুখহইতে পলায়ন করিতেছে। [১৬] কেননা প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবি দাসের বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসরের মধ্যে কেদরের সকল ঐশ্বর্য্য ক্ষয় পাইবে। [১৭] এবং কেদর বংশীয় ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে অল্প লোক অবশিষ্ট থাকিবে। ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন।

২২ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের ভাবিদুঃখ, ১৫ ও শিব্‌নের অধঃপতন, ২০ ও ইলিয়াকীমের উন্নতি।

ঈশ্বরীয় দর্শনের উপত্যকা বিষয়ক কথা।

[১] হে কলরববিশিষ্টা ও কোলাহলযুক্ত আনন্দকারিণি পুরি, এখন তোমার কি হইল? তোমার নিবাসি লোক কেন সকলে গৃহের ছাতে উঠিল? [২] তোমার মৃত লোকেরা খড়্গে মরে নাই, ও সংগ্রামেও প্রাণত্যাগ করে নাই। [৩] তোমার অধ্যক্ষগণ একেবারে পলায়ন করে, কিম্বা ধনুর্দ্ধরদ্বারা বদ্ধ হয়; তোমার মধ্যস্থিত তাবৎ লোক এক কালে বদ্ধ হয়, কিম্বা দূরে পলাইয়া যায়। [৪] এই নিমিত্তে আমি বলিলাম, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, আমি অতিশয় ক্রন্দন করিব; এবং আমার দেশের রাজকুমারীর বিনাশ বিষয়ে আমাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিও না। [৫] কেননা ঈশ্বরীয় দর্শনের উপত্যকাতে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরদ্বারা ব্যাকুলতার ও দলনের ও উদ্বেগের এই দিন উপস্থিত হইল; তাহাতে ভিত্তি ভগ্ন হয় ও আর্ত্তনাদ পর্ব্বত পর্য্যন্ত যায়। [৬] এলম্‌ই তূণ ধারণ করে, এবং রথ ও পদাতিক ও অশ্বারূঢ় সৈন্য আসিতেছে, ও কীরের লোক ঢাল ধারণ করিতেছে। [৭] তোমার উত্তম সমভূমি রথে পরিপূর্ণ হইতেছে, ও অশ্বারূঢ় লোকেরা দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। [৮] যিহূদার আচ্ছাদনবস্ত্র দূরীকৃত হইতেছে; এমত সময়ে তুমি অরণ্যগৃহ নামক অস্ত্রাগারের প্রতি দৃষ্টি করিতেছ; [৯] ও দায়ূদ্‌নগরের অনেক ভগ্ন স্থান দেখিতেছ, ও নীচস্থ সরোবরের জল একত্র করিতেছ; [১০] ও যিরূশালমস্থ বাটী সকল গণনা করিতেছ, ও প্রাচীর দৃঢ় করণার্থে গৃহ ভাঙ্গিতেছ; [১১] এবং পুরাতন পুষ্করিণীর জল ধারণার্থে দুই ভিত্তের মধ্যে সরোবর খনন করিতেছ; কিন্তু যিনি এই সকল নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তোমরা দৃক্‌পাত কর না; ও যিনি পূর্ব্বে তাহা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে মান না। [১২] এবং এই কালে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর ক্রন্দন ও হাহাকার ও মস্তক মুণ্ডন ও চট পরিধান করণ ঘোষণা করিতেছেন; [১৩] কিন্তু তোমরা আনন্দ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক বলদ ও মেষহত্যা ও মাংস ভক্ষণ ও দ্রাক্ষারস পান করিতে২ এই কথা কহিতেছ, 'আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব।' [১৪] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার কর্ণকুহরে উপস্থিত হইল, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, মরণকাল পর্য্যন্ত তোমাদের এই অপরাধের ক্ষমা হইবে না।

[১৫] সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি বাটীর অধ্যক্ষ শিব্‌ন নামক মন্ত্রির নিকটে গিয়া বল, [১৬] হে উচ্চস্থানে কবরকারি, হে পর্ব্বতে আপন বাসস্থান খননকারি, এখানে তোমার কি আছে? এখানে তোমার কে বা আছে, যে তুমি আপনার জন্যে এখানে কবর খনন করিতেছ? [১৭] হে বলবন, দেখ, পরমেশ্বর তোমাকে নিপাত করিবেন, ও দৃঢ়রূপে তোমাকে ধরিবেন। [১৮] এবং ভাঁটার ন্যায় তোমাকে ঘুরাইয়া প্রশস্ত দেশে নিক্ষেপ করিবেন; সেই স্থানে তুমি মরিবা, ও সে স্থানে তোমার গৌরবসূচক রথ যাইবে, কেননা তুমি আপন স্বামির বাটীর কলঙ্কমাত্র। [১৯] এবং আমি তোমার পদহইতে তোমাকে দূর করিব, ও তোমার স্থানহইতে তোমাকে নামাইব।

[২০] সে সময়ে আমি আপন দাস অর্থাৎ হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীমকে ডাকিয়া [২১] তোমার রাজবস্ত্র তাহাকে পরিধান করাইব, ও তোমার কটিবন্ধনেতে তাহাকে বলবান করিব, ও তোমার

শাসনপদ তাহার হস্তে সমর্পণ করিব ; সে যিরূশালম নিবাসিদের ও যিহূদা বংশের পিতা হইবে। [২২] আমি দায়ূদ বংশের চাবি তাহার স্কন্ধে দিব; তাহাতে সে খুলিলে অন্যে রুদ্ধ করিতে পারিবে না, ও রুদ্ধ করিলে অন্যে খুলিতে পারিবে না। [২৩] যেমন দৃঢ় স্থানে ডাণ্ডা বদ্ধ করে, তদ্রূপ তাহাকে বদ্ধ করিব ; সে আপন পিতৃবংশের গৌরবযুক্ত সিংহাসনস্বরূপ হইবে। [২৪] এবং তাহার পিতৃবংশীয় তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও সন্তান সন্ততি ও মৃৎপাত্র অবধি চর্ম্মপাত্র পর্য্যন্ত তাবৎ ক্ষুদ্র পাত্র ঐ ডাণ্ডাতে ঝুলান যাইবে। [২৫] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, সে সময়ে যে ডাণ্ডা পূর্ব্বে দৃঢ় স্থানে বদ্ধ ছিল, তাহা সরিয়া যাইবে, ও বহিষ্কৃত হইয়া পড়িবে, ও তদবলম্বি ভার নষ্ট হইবে, পরমেশ্বর এই কথা কহেন।

২৩ অধ্যায়।

১ কস্দীয়দের দ্বারা সোরের ভাবিবিনাশ, ১৫ ও পুনরুন্নতি।

সোর্ নগর বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] হে তর্শীশের জাহাজীয় লোক সকল, তোমরা আর্ত্তস্বর কর, কেননা (সোর নগর) উচ্ছিন্ন হইল, তাহার গৃহমাত্র থাকে না, কেহ তাহাতে প্রবেশ করে না, এই সমাচার কিত্তীম্ দেশহইতে তোমাদের প্রতি প্রকাশিত হইবে। [২] হে দ্বীপনিবাসিগণ, নীরব হও; তোমাদের দেশ সমুদ্রপারগামি সীদোনের বণিক্গণে পূর্ণ ছিল; [৩] ও তাহার মহাসাগররূপ ক্ষেত্রে নীল নদীর শস্য ও সেই তটিনীর ফল উৎপন্ন হইত, ও সে সর্ব্বজাতীয়দের হট্টস্বরূপ ছিল। [৪] হে সীদোন্, তুমি লজ্জিত হও, কেননা সাগর অর্থাৎ সমুদ্রের অতি সুদৃঢ় দুর্গ এ কথা কহিতেছে, 'আমি প্রসবযন্ত্রণা না পাইয়া সন্তান প্রসব না করিলে এবং যুবদিগকে প্রতিপালন ও যুবতিদিগকে ভরণপোষণ না করিলে যেরূপ হইতাম, এখন তদ্রূপ হই।' [৫] এই সমাচার মিসরদেশে গতমাত্র তাহারা সোরের সংবাদে ব্যথিত হইবে। [৬] তোমরা পার হইয়া তর্শীশে গমন কর; হে দ্বীপনিবাসিগণ, তোমরা আর্ত্তস্বর কর। [৭] এ কি তোমাদের জয়ধ্বনিবিশিষ্টা নগরী? সে পূর্ব্বকালাবধি বৃদ্ধিপ্রাপ্তা ছিল, কিন্তু তাহার চরণ দূরদেশে প্রবাস করণার্থে তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইবে। [৮] হায় ২, যাহার বণিকেরা রাজতুল্য ও মহাজনেরা চক্রবর্ত্তিতুল্য ছিল, এমত মুকুটদায়ক সোর নগরের বিপরীতে এই মন্ত্রণা কে করিয়াছে? [৯] তাবৎ ভূষণের তেজ অশুচি করণার্থে, ও চক্রবর্ত্তিতুল্য লোকদিগকে অপমানিত করণার্থে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর সেই মন্ত্রণা করিয়াছেন। [১০] হে তর্শীশের কন্যে, তুমি নীল নদীর ন্যায় আপন দেশ আপ্লাবন কর, তোমার বাঁধ গেল। [১১] পরমেশ্বর সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিলেন, ও রাজ্য সকল কম্পান্বিত করিলেন, ও কিনানীয় বংশের দৃঢ় দুর্গ সকল উচ্ছিন্ন করিতে তাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিলেন। [১২] তিনি কহিলেন, ওহে সীদোনের কুমারি, ওহে ভ্রষ্টা কন্যে, তুমি আর জয়ধ্বনি করিবা না; তুমি উঠিয়া পার হইয়া কিত্তীমে যাও; কিন্তু সেস্থানেও তোমার বিশ্রাম হইবে না। [১৩] এই যে কস্দীয় লোকেরা নগণ্যের মধ্যে ছিল, তাহাদের দেশ দেখ; অশূরীয় লোক বনবাসিদের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছিল; তাহারাই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সোরের অট্টালিকার প্রতি আক্রমণ করিবে ও তাহা সমভূমি করিয়া উচ্ছিন্ন করিবে। [১৪] হে তর্শীশের জাহাজীয় লোক সকল, তোমরা আর্ত্তস্বর কর, কেননা তোমাদের সুদৃঢ় আশ্রয় ভগ্ন হইবে।

[১৫] সেই সময়ে এক রাজার অধিকারের সময়ানুসারে সোর্ সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বিস্মৃত থাকিবে, এবং সত্তর বৎসরের শেষে সোর্ বেশ্যার ন্যায় গান করিবে। [১৬] হে বহুকাল বিস্মৃতে বেশ্যে, তুমি বীণা লইয়া নগরে ভ্রমণ কর, ও সুস্বরেতে বীণা বাজাইয়া বিবিধ গান কর, তাহাতে আর বার স্মরণে আসিবা। [১৭] সত্তর বৎসরের শেষে পরমেশ্বর সোরের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন; পরে সে পুনর্ব্বার আপন লাভজনক ব্যবসায়েতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং পৃথিবীস্থ অর্থাৎ জগতের তাবৎ রাজ্যের সহিত সাধারণ ব্যবহার করিবে। [১৮] কিন্তু তাহার লভ্য ও বেতন সঞ্চিত ও রক্ষিত না হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে, কেননা যাহারা পরমেশ্বরের সম্মুখে বাস করে, তাহাদের তৃপ্তিজনক খাদ্য ও সুন্দর পরিচ্ছদের নিমিত্তে তাহার লভ্য দত্ত হইবে।

২৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের ভাবিদণ্ড, ১৩ ও অবশিষ্ট লোকদের সুখ ও শত্রুর বিনাশ।

[১] দেখ, পরমেশ্বর (ইস্রায়েল্) দেশকে উল্টাইয়া শূন্য করিবেন, ও তাহার মুখ নীচ করিয়া তাহার নিবাসিদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবেন। [২] তাহাতে যেমন প্রজার তদ্রূপ যাজকের, ও যেমন ভৃত্যের তদ্রূপ প্রভুর, ও যেমন দাসীর তদ্রূপ কর্ত্রীর, ও যেমন ক্রেতার তদ্রূপ বিক্রেতার, ও যেমন অধমর্ণের তদ্রূপ উত্তমর্ণের, ও যেমন কুসীদদায়ির তদ্রূপ কুসীদগ্রাহির অবস্থা ঘটিবে।

³ এবং দেশ নিতান্ত শূন্য ও লুটিত হইবে, কেননা পরমেশ্বর এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। ⁴ রাজ্য শোকান্বিত ও নিস্তেজ হইবে, এবং পৃথিবী ম্লান ও নিস্তেজ হইবে, ও দেশের উন্নত লোকেরা নত হইবে। ⁵ দেশ আপন নিবাসিদের পদাঘাতে অপবিত্র হইল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে, ও বিধি অন্যথা করিয়াছে, ও অনন্ত নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। ⁶ এই জন্যে অভিশাপ দেশকে গ্রাস করিবে, ও দেশস্থ লোকেরা দণ্ড পাইবে, ও দেশের নিবাসি সকল দগ্ধ হইবে, তাহার মধ্যে অত্যল্প লোক অবশিষ্ট থাকিবে। ⁷ নূতন দ্রাক্ষারস শোক করিবে, ও দ্রাক্ষালতা ম্লান হইবে, ও প্রফুল্লচিত্ত লোকেরা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ⁸ এবং ডম্ফের আনন্দধ্বনি নিবৃত্ত হইবে, ও উল্লাসকারিদের কোলাহল শেষ হইবে, এবং বীণার হর্ষনাদ নিবৃত্ত হইবে। ⁹ লোকেরা গান করিতেং আর দ্রাক্ষারস পান করিবে না; ও সুরাপায়িদের মুখে সুরা তিক্ত বোধ হইবে। ¹⁰ এবং নগর ভগ্ন হইয়া নরশূন্য হইবে, ও তাবৎ গৃহ রুদ্ধ হইবে, কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ¹¹ এবং পথের মধ্যে দ্রাক্ষারসের অভাবে চীৎকার হইবে; ও সকল আহ্লাদ ঘুচিবে, ও তাবৎ আনন্দ দেশবহির্ভূত হইবে। ¹² এবং নগরের মধ্যে কেবল শূন্যতা থাকিবে, ও তাহার দ্বার খণ্ড২ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

¹³ পৃথিবীর মধ্যে অর্থাৎ লোকদের মধ্যে এমত ঘটিবে; ফল সংগ্রহের পরে অবশিষ্ট জিতফল পাড়নের কিম্বা দ্রাক্ষাফল চয়নের ন্যায় কোন২ লোককে পাওয়া যাইবে। ¹⁴ তাহারা উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে, ও সমুদ্রহইতে উচ্চধ্বনিদ্বারা পরমেশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ করিবে। ¹⁵ অতএব তোমরা সহস্রাংশুর উদয়স্থানে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর, ও সমুদ্রের দ্বীপগণে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের গৌরব প্রচার কর। ¹⁶ 'ধার্ম্মিকগণই ধন্য,' এই বাক্যময় গীত আমরা পৃথিবীর প্রান্তহইতে শুনিয়াছি; কিন্তু আমি কহিলাম, হায় ২ আমার ক্ষীণতা! আমার ক্ষীণতা! আমার মনস্তাপ হইতেছে; শঠেরা শঠতা করে, ও শঠেরা অতিশয় শঠতা করে। ¹⁷ হে দেশীয় প্রজা, তোমার প্রতি ভয় ও খাত ও ফাঁদ উপস্থিত হইবে। ¹⁸ তাহাতে যে কেহ ভয় প্রযুক্ত পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে পড়িবে; ও যে কেহ খাতহইতে উঠিয়া বাঁচিবে, সে ফাঁদে ধরা পড়িবে; কারণ উপরিস্থ বন্যার দ্বার মুক্ত হইবে, ও পৃথিবীর মূল কম্পবান হইবে। ¹⁹ ও পৃথিবী নিতান্ত ভগ্ন হইবে, ও পৃথিবী নিতান্ত চূর্ণ হইবে, ও পৃথিবী নিতান্ত বিচলিত হইবে। ²⁰ পৃথিবী মত্ত লোকের ন্যায় টলটলায়মান হইবে; সে ক্ষেত্ররক্ষকের কুঁড়িয়ার ন্যায় দুলিবে, এবং আপন অপরাধের ভারে ভারী হইয়া পতিত হইবে, আর উঠিতে পারিবে না।

²¹ সে সময়ে পরমেশ্বর ঊর্দ্ধ স্থানে ঊর্দ্ধস্থ সেনাগণকে, ও পৃথিবীতে ভূপতিগণকে প্রতিফল দিবেন। ²² তাহারা খাতে একত্রীকৃত বন্দিগণের ন্যায় সঙ্গৃহীত হইবে, ও কারাগারে দৃঢ় বন্ধনেতে বদ্ধ হইবে, পরে অনেক দিন গত হইলে তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবে। ²³ এবং চন্দ্র বিবর্ণ ও সূর্য্য লজ্জিত হইবে, কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর সিয়োন্ পর্ব্বতে ও যিরূশালমে ও আপনার প্রাচীনগণের সাক্ষাতে প্রতাপে রাজত্ব করিবেন।

২৫ অধ্যায়।

১ জয়প্রযুক্ত পরমেশ্বরের প্রশংসা, ৬ ও খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপন, ৯ ও তাঁহার লোকের সুখ।

¹ হে পরমেশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, ও তোমার নামের প্রশংসা করিব; কেননা তুমি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছ, অর্থাৎ দীর্ঘকালাবধি নিরূপিত সত্য ও যথার্থ মন্ত্রণা সফল করিয়াছ। ² তুমি নগরকে ঢিবি ও দৃঢ় নগরকে প্রস্তররাশি করিয়াছ, ও বিদেশিদের রাজপুরী নষ্ট করিয়াছ, তাহা কখন পুনর্নির্ম্মিত হইবে না। ³ এই জন্যে বলবান লোকেরা তোমার স্তব করে, ও নগরনিবাসি ভয়ঙ্কর লোক তোমাকে ভয় করে। ⁴ কেননা তুমি দরিদ্রের আশ্রয় ও বিপদগ্রস্ত দীনহীনের আশ্রয় হইয়াছ; এবং ভয়ঙ্কর লোকদের ক্রোধ ভিত্তিনাশক ঝড়সদৃশ হইলে তুমি ঝড়ের সময়ে আশ্রয়স্থান, ও রৌদ্রের সময়ে ছায়াস্বরূপ হইয়াছ। ⁵ এবং শুষ্ক দেশে যেমন (বৃষ্টিদ্বারা) গ্রীষ্ম হ্রাস পায়, তদ্রূপ তুমি অহঙ্কারিদের গর্জ্জন দমন করিয়াছ; ও যেমন মেঘের ছায়াদ্বারা গ্রীষ্ম হ্রাস পায়, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর লোকদের জয় ২ কার শব্দ নিবৃত্ত হইয়াছে।

⁶ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই পর্ব্বতে তাবৎ লোকদের নিমিত্তে উত্তম২ খাদ্যদ্রব্য ও পুরাতন দ্রাক্ষারসদ্বারা, অর্থাৎ মেদযুক্ত উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও নির্ম্মলীকৃত পুরাতন দ্রাক্ষারসদ্বারা এক ভোজ প্রস্তুত করিবেন। ⁷ এবং তাবৎ লোকের মুখে যে আচ্ছাদনবস্ত্র ও তাবজ্জাতীয়দের মুখে যে ঘোমটা আছে, তাহা এই পর্ব্বতে নষ্ট করিবেন। ⁸ তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া গ্রাস করিবেন, ও প্রভু পরমেশ্বর তাবতের মুখহইতে চক্ষুর জল মুছিবেন; এবং তাবৎ পৃথিবীহইতে আপন প্রজাদের অপমান দূর করিবেন; এ কথা পরমেশ্বর আপনি কহিয়াছেন।

৯ সে সময়ে তাহারা বলিবে, এই দেখ, আমাদের ঈশ্বর, আমরা ইহাঁর অপেক্ষা করিয়াছি, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন; ইনিই পরমেশ্বর, আমরা ইহাঁর অপেক্ষা করিয়াছি, আমরা ইহাঁর কৃত পরিত্রাণেতে আনন্দ ও জয়ধ্বনি করিব। ১০ কেননা পরমেশ্বর এই পর্ব্বতে নিত্য হস্তার্পণ করিবেন; কিন্তু যেমন পোয়াল সারকুড়ে পদতলে দলিত হয়, তদ্রূপ মোয়াব আপনার স্থানে দলিত হইবে। ১১ এবং যেমন মগ্ন ব্যক্তি সন্তরণের জন্যে হস্ত বিস্তার করে, তদ্রূপ সে তাহার মধ্যে হস্ত বিস্তার করিবে; কিন্তু ঈশ্বর তাহার হস্তকৌশলের সহিত তাহার অহঙ্কার দমন করিবেন। ১২ তিনি তাহার উচ্চদুর্গযুক্ত দৃঢ় প্রাচীর ভগ্ন করিবেন, ও তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ধূলাতে ফেলিবেন।

২৬ অধ্যায়।

১ শত্রুদিগকে দণ্ড দিবার জন্যে পরমেশ্বরের প্রশংসা, ১৬ ও পরমেশ্বরে তাঁহার লোকদের আশ্রয় করণ।

১ সে সময়ে লোকেরা যিহূদা দেশে এই গীত গান করিবে, আমাদের এক দৃঢ় নগর আছে, ঈশ্বর পরিত্রাণকে তাহার প্রাচীর ও পরিখাস্বরূপ করিয়াছেন। ২ তোমরা দ্বার সকল মুক্ত কর, তাহাতে সত্যতাসক্ত ধার্ম্মিক জাতি প্রবেশ করিবে। ৩ যাহার মন তোমার উপরে নির্ভর করে, তাহাকে তুমি সম্পূর্ণ শান্তিতে রাখিবা, কেননা তোমাতে তাহার শ্রদ্ধা আছে। ৪ তোমরা সদাকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধা রাখ, কেননা যাঃ নামক পরমেশ্বরেতে অনন্ত আশ্রয় আছে। ৫ এবং তিনি উচ্চস্থানবাসিদিগকে ও উন্নত নগরকে নত করিয়াছেন; তিনি তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ধূলাতে ফেলিয়া দিবেন। ৬ লোকদের চরণ অর্থাৎ দীনহীনদের পদ ও দরিদ্রদের পাদবিক্ষেপ তাহা দলিত করিবে। ৭ ধার্ম্মিকের পথ সরল; হে ন্যায্যবন্, তুমি ধার্ম্মিকের মার্গ সমান করিতেছ। ৮ হে পরমেশ্বর, আমরা তোমার দণ্ডাজ্ঞারূপ পথে তোমার অপেক্ষাতে আছি; আমাদের মন তোমার নামের ও স্মরণের আকাঙ্ক্ষা করে। ৯ রাত্রিকালে আমি মনের সহিত তোমার আকাঙ্ক্ষা করি, ও প্রাতঃকালে অন্তরস্থ আত্মাদ্বারা তোমার অন্বেষণ করি, কেননা পৃথিবীতে তোমার দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ পাইলে জগন্নিবাসিরা ধর্ম্ম শিখিবে। ১০ দুষ্ট লোক অনুগ্রহ পাইলেও ধর্ম্ম শিখে না; সরলতার দেশেও সে দৌর্জন্য করে, পরমেশ্বরের উন্নতি দেখে না। ১১ হে পরমেশ্বর, তোমার হস্ত উত্তোলিত হইলেও তাহারা তাহা দেখিতে চাহে না; কিন্তু তাহারা প্রজাগণের জন্যে তোমার উদ্যোগ দেখিবে ও লজ্জা পাইবে, ও তোমার শত্রুনাশক অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবে। ১২ হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের নিমিত্তে শান্তি স্থির করিবা, কেননা আমাদের নিমিত্তে তুমি আমাদের তাবৎ ক্রিয়াই সাধন করিতেছ। ১৩ হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, তোমা ভিন্ন অন্য২ প্রভুরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছে, এখন আমরা কেবল তোমার অনুগ্রহে তোমার নামের প্রশংসা করি। ১৪ তাহারা মরিয়াছে, আর জীবিত হইবে না; ঐ প্রেতগণ আর উঠিবে না; কেননা তুমি তাহাদিগকে প্রতিফল দিয়া সংহার করিয়াছ; ও তাহাদের স্মরণীয় নাম লুপ্ত করিয়াছ। ১৫ হে পরমেশ্বর, তুমি এই দেশীয়দের বৃদ্ধি করিয়াছ; তুমি দেশীয়দের বৃদ্ধি করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছ, ও দেশের সীমা সকল বিস্তার করিয়াছ।

১৬ হে পরমেশ্বর, দুঃখের সময়ে আমরা তোমার অন্বেষণ করিতাম, ও তোমাদ্বারা শান্তি পাইবার সময়ে অত্যন্ত বিনয় করিতাম। ১৭ প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যে গর্ব্ভবতী বেদনাতে ব্যথিতা হইয়া চীৎকার করে, হে পরমেশ্বর, আমরা তোমার শ্রীমুখহইতে দূরে থাকাতে তাহার ন্যায় ছিলাম। ১৮ আমরা গর্ব্ভিণী হইয়া ব্যথিত ছিলাম, কিন্তু কেবল বায়ু প্রসব করিয়াছি; আমাদের দ্বারা দেশের পরিত্রাণ সিদ্ধ হয় নাই, ও জগন্নিবাসিরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ১৯ তোমার মৃত লোকেরা সজীব হইয়া উঠিবে; আমার (প্রজাদের) শব উঠিবে; হে ধূলিনিবাসিরা, তোমরা জাগ্রৎ হইয়া গান কর; কেননা তোমার নীহার প্রত্যূষের নীহারতুল্য, এবং পৃথিবী মৃতদিগকে পুনরায় ভূমিষ্ঠ করিবে। ২০ হে আমার লোক, চল, আপন গৃহগর্ব্ভে প্রবেশ কর, এবং তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্রোধের শেষ পর্য্যন্ত অল্প ক্ষণ গুপ্ত থাক। ২১ কেননা দেখ, পরমেশ্বর পৃথিবীনিবাসিদের অপরাধের প্রতিফল দিতে আপন স্থানহইতে আসিতেছেন; তাহাতে পৃথিবী আপনার উপরে পাতিত রক্ত প্রকাশ করিবে, ও আপনার হত লোকদিগকে আর আচ্ছাদিত করিবে না।

২৭ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরদ্বারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের রক্ষার গীত, ৭ ও তাঁহার শাস্তি দেওনের অভিপ্রায়, ১২ ও তাঁহার রাজ্যের বৃদ্ধি।

১ সে সময়ে পরমেশ্বর আপনার শাণিত ও বৃহৎ ও দৃঢ় খড়্গদ্বারা লিবিয়াথন্ নামক দ্রুতগামি সর্পকে ও লিবিয়াথন্ নামক বক্রগামি সর্পকে প্রতিফল দিবেন, এবং সমুদ্রস্থ কুম্ভীরকে নষ্ট

করিবেন। [২] সে সময়ে তোমরা রক্ত দ্রাক্ষার ক্ষেত্রের বিষয়ে গান করিবা। [৩] আমি পরমেশ্বর তাহার রক্ষক, আমি নিমেষে২ তাহাতে জল সেচন করিব, এবং কেহ যেন তাহার হানি না করে, এই জন্যে দিবারাত্রি তাহা রক্ষা করিব। [৪] আমার আর ক্রোধ নাই; কিন্তু কেহ যদি সংগ্রামার্থে কণ্টক ও শ্যাকুলসমূহ একত্র করে, তবে আমি তাহার উপরে আক্রমণ করিয়া একেবারে তাহা দগ্ধ করিব। [৫] আহা, সে বরং আমার পরাক্রমের শরণাগত হউক, ও আমার সহিত মিলন করুক, আমারই সহিত মিলন করুক। [৬] ভাবি সময়ে যাকুবের মূল বৃদ্ধি পাইবে, ও ইস্রায়েল্ বংশ পল্লবিত ও প্রফুল্ল হইবে, ও তাহারা পৃথিবীকে ফলেতে পরিপূর্ণ করিবে।

[৭] তিনি ইস্রায়েলের প্রহারককে যেমন প্রহার করিয়াছেন, তদ্রূপ কি তাহাকেও প্রহার করিলেন? ও তাহার হত লোকের ন্যায় সেও কি হত হইল? [৮] তিনি পরিমিত শাস্তি অর্থাৎ স্থানান্তর করণদ্বারা তাহার সহিত বিবাদ করিলেন, ও পূর্ব্বীয় ঝড়ের দিনে নিজ প্রবল বায়ুদ্বারা তাহাকে দূর করিলেন। [৯] সুতরাং ইহাদ্বারা যাকুবের অপরাধ দূরীকৃত হয়, এবং তাহার পাপের লোপই ইহার তাবৎ ফল; তাহাতে সে ভগ্ন চূণের প্রস্তরের ন্যায় যজ্ঞবেদির তাবৎ প্রস্তর ছড়াইবে, এবং চৈত্যবৃক্ষ ও সৌরপ্রতিমা আর উঠিবে না। [১০] কিন্তু সুদৃঢ় নগর উচ্ছিন্ন হইয়া নরশূন্য ও বনের ন্যায় মনুষ্যহীন হইবে, ও সে স্থানে বলদগণ চরিবে ও শয়ন করিবে ও বৃক্ষের পত্রাদি খাইবে। [১১] এবং তাহার শাখা শুষ্ক হইয়া ভগ্ন হইবে, এবং স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাহা দগ্ধ করিবে। সেই লোকেরা অজ্ঞান, এ কারণ তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তাও তাহাদের প্রতি মমতা করিবেন না, ও তাহাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন না।

[১২] সে সময়ে পরমেশ্বর ফরাৎ নদী অবধি মিসরের স্রোত পর্য্যন্ত ফল পাড়িবেন; হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমাদিগকে একে২ কুড়ান যাইবে। [১৩] সে সময়ে বৃহৎ তূরী বাজিবে; তাহাতে অশূর্ দেশস্থ মৃতকল্প ও মিসর্ দেশে স্থিত ছিন্ন ভিন্ন লোকেরা যিরূশালমে আসিয়া পবিত্র পর্ব্বতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ভজনা করিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের ভাবিদণ্ড, ৫ ও লোকদের ভ্রান্তি, ১৪ ও সত্য ভিত্তির স্থাপন ও মিথ্যা ভিত্তির বিনাশ, ২৩ ও বিবেচনা করিতে বিনতি।

[১] হায়২, ইফ্রয়িমের মত্ত লোকদের উন্নত মুকুট, অর্থাৎ দ্রাক্ষারসে মত্ত লোকদের ফলশালি উপত্যকার মস্তকে বদ্ধ সুন্দর উষ্ণীষের পুষ্প ম্লান হইবে। [২] দেখ, শিলাযুক্ত বৃষ্টির ও ধ্বংসকারি ঝড়ের ন্যায়, এবং অতি বেগে ধাবমান প্রবল বন্যাজনক বৃষ্টির ন্যায় ক্ষমতাপন্ন অতি বলবান এক ব্যক্তি প্রভুর আজ্ঞাতে (আসিয়া) আপন হস্তদ্বারা তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। [৩] তাহাতে ইফ্রয়িমের মত্ত লোকদের ঐ উন্নত মুকুট পদতলে দলিত হইবে, [৪] অর্থাৎ তাহাদের ফলশালি উপত্যকার মস্তকে বদ্ধ সুন্দর উষ্ণীষের পুষ্প ম্লান হইবে; এবং ফলসংগ্রহ কালের পূর্ব্বে পক্ক যে ডুম্বুর ফল লোক দেখিবামাত্র ছিঁড়ে ও হস্তে গ্রহণ করিবামাত্র গ্রাস করে, তাহার ন্যায় হইবে।

[৫] সে সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আপন অবশিষ্ট লোকদের সুন্দর মুকুট ও শোভাকর কিরীটস্বরূপ হইবেন। [৬] এবং বিচারার্থে উপবিষ্ট ব্যক্তির সুবিচারজনক আত্মা, ও যাহারা নগরদ্বার পর্য্যন্ত শত্রুদের যুদ্ধ ফিরায়, তাহাদের বলস্বরূপ হইবেন। [৭] কিন্তু ইহারাও দ্রাক্ষারসে ভ্রান্ত ও সুরাপানে টলটলায়মান হইয়াছে, এবং যাজকেরা ও ভবিষ্যদ্বক্তারা সুরাপানে ভ্রান্ত হইয়াছে; তাহারা দ্রাক্ষারসে মগ্ন ও সুরাপানে টলটলায়মান হইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবার সময়ে ভ্রান্ত হইয়াছে ও বিচারে স্খলিত হইয়াছে। [৮] এবং তাবৎ মেজ বমিতে ও মলেতে পরিপূর্ণ করিয়াছে, স্থানমাত্র নাই। [৯] 'তিনি কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবেন? ও কাহাকে বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিবেন? না, দুগ্ধত্যাগি ও স্তন্যপানে নিবৃত্ত বালকদিগকে? [১০] কেননা আজ্ঞার উপরে আজ্ঞা, ও আজ্ঞার উপরে আজ্ঞা; এবং পাঁতির উপরে পাঁতি, ও পাঁতির উপরে পাঁতি; এবং এখানে অল্প, সেখানেও অল্প।' [১১] অবশ্য তিনি অস্পষ্টবাক্ ওষ্ঠ ও পরভাষাদ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন। [১২] কারণ 'এই বিশ্রাম আছে, ক্লান্ত লোকদিগকে বিশ্রাম দেও, এবং এই সুখ,' এই কথা কহিলেও তাহারা শুনিতে সম্মত হয় না। [১৩] এবং তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের বাক্য 'আজ্ঞার উপরে আজ্ঞা, ও আজ্ঞার উপরে আজ্ঞা; এবং পাঁতির উপরে পাঁতি, ও পাঁতির উপরে পাঁতি; এবং এখানে অল্প, সেখানেও অল্প' হয়; এই জন্যে তাহারা যাইয়া পশ্চাৎ পড়িয়া ভগ্ন হইবে, ও ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধৃত হইবে।

[১৪] হে নিন্দক মনুষ্যগণ, ও হে যিরূশালমের মধ্যবর্ত্তি এই লোকদের শাসনকর্ত্তৃগণ, তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [১৫] তোমরা কহিতেছ, 'আমরা মৃত্যুর সহিত এক নিয়ম ও পরলোকের

সহিত এক সন্ধি করিয়াছি; সর্ব্বত্রগামি বন্যা এ স্থান দিয়া গেলেও আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, কেননা আমরা মিথ্যাকথাতে আশ্রয় করিয়াছি ও ধূর্ত্ততাতে আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছি।' ১৬ এই কারণ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের নিমিত্তে এক প্রস্তর স্থাপন করিব; তাহা পরীক্ষিত ও কোণের যোগ্য ও বহুমূল্য ও অতিশয় দৃঢ়: যে জন তাহাতে বিশ্বাস করিবে, সে চঞ্চল হইবে না। ১৭ আর আমি বিধিরূপ রজ্জুদ্বারা ও ধর্ম্মরূপ ওলোন সূত্রদ্বারা পরিমাণ করিব; শিলাবৃষ্টি ঐ মিথ্যাকথারূপ আশ্রয় বিনষ্ট করিবে, এবং ঐ আচ্ছাদনস্থান জলে মগ্ন হইবে। ১৮ এবং মৃত্যুর সহিত তোমাদের নিয়ম ভগ্ন হইবে, ও পরলোকের সহিত তোমাদের সন্ধি স্থির থাকিবে না, এবং সর্ব্বত্রগামি বন্যা এই স্থান দিয়া গেলে তোমরা তাহাতে দলিত হইবা। ১৯ সে যাইবামাত্র তোমাদিগকে ধরিবে, প্রতি প্রভাতে ও দিনে ও রাত্রিতে তোমাদের উপর দিয়া যাইবে; আর এই বাক্যের অর্থ কেবল ক্লেশদ্বারা তোমাদের বোধগম্য হইবে। ২০ বিস্তাররূপে শয়ন করিতে খট্টা খাটো হইবে, ও গাত্রে জড়াইতে লেপ ক্ষুদ্র হইবে। ২১ কেননা পরমেশ্বর যেমন পিরাসীম্ পর্ব্বতে, তদ্রূপ উঠিবেন; এবং যেমন গিবিয়োনের উপত্যকাতে, তেমনি ক্রুদ্ধ হইবেন; তাহাতে তিনি আপন কার্য্য অর্থাৎ আপন অদ্ভুত কার্য্য সিদ্ধ করিবেন, এবং আপন কর্ম্ম অর্থাৎ অসম্ভব কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। ২২ অতএব তোমরা নিন্দা করিও না, পাছে তোমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হয়; কেননা আমি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরহইতে তাবৎ পৃথিবীর জন্যে নিরূপিত উচ্ছিন্নতার কথা শুনিয়াছি।

২৩ তোমরা কর্ণ পাতিয়া আমার কথা শুন, ও মনোযোগ করিয়া আমার বাক্য গ্রাহ্য কর। ২৪ বীজ বপন করিতে গেলে কৃষক কি সমস্ত দিন চাস করে ও সীতা কাটিয়া ক্ষেত্রের ঢেলা ভাঙ্গে? ২৫ ভূমির মুখ সমান করিলে পর সে কি তিল ফেলে না, ও জীরা বপন করে না? এবং শ্রেণী করিয়া গোম ও নিরূপিত স্থানে যব ও ক্ষেত্রের সীমাতে অন্য শস্য কি বুনে না? ২৬ কেননা তাহার ঈশ্বর তাহাকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা ও জ্ঞান দেন। ২৭ আর তিল হাতগাড়িদ্বারা মর্দ্দন করা যায় না, এবং জীরার উপরে গাড়ির চক্র ঘুরে না, কিন্তু তিল দণ্ড দিয়া ও জীরা যষ্টি দিয়া মর্দ্দন করে। ২৮ আর যে রুটীর শস্য চূর্ণ করিতে হয়, তাহার মর্দ্দনেও সে চিরকাল ব্যস্ত থাকে না; আর সে তাহার উপর দিয়া গাড়ির চক্র চালায় বটে, কিন্তু আপনার অশ্বগণকে তাহা চূর্ণ করিতে দেয় না। ২৯ ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরহইতে জন্মে; তিনি পরামর্শে আশ্চর্য্য ও কার্য্য করণে মহান্।

২৯ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের ভাবিদণ্ড. ৯ ও লোকদের অজ্ঞানতা, ১৫ ও লোকদের দুষ্টতা, ১৮ ও সাধু লোকদের সুখ।

১ দায়ূদ্ রাজা অরীয়েল্ (অর্থাৎ ঈশ্বরীয় বেদী) নামে যে নগরে বাস করিত, সেই অরীয়েলের সন্তাপ হইবে। বহু বৎসর গণিত হইলে ও বহু উৎসব পালিত হইলেও ২ আমি অরীয়েলের প্রতি দুঃখ ঘটাইব, তাহাতে তাহার শোক ও ক্রন্দন হইবে; তথাপি সে আমার দৃষ্টিতে অরীয়েলের ন্যায় থাকিবে। ৩ আমি তাহার চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করাইব, ও প্রহরিদলদ্বারা তাহা বেষ্টন করাইব, এবং তাহার বিরুদ্ধে অবরোধযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইব। ৪ তাহাতে সে অধঃপতিত হইয়া মৃত্তিকাহইতে কথা কহিবে, ও ধূলার মধ্যহইতে ধীরে ২ উচ্চারণ করিবে, এবং ভূতের ন্যায় ধূলার মধ্যহইতে তাহার রব নির্গত হইবে, ও ধূলার মধ্যহইতে তাহার কথার চিঁচিঁশব্দ হইবে। ৫ কিন্তু তাহার শত্রুসমূহও সূক্ষ্ম ধূলার ন্যায় হইবে, এবং ভয়ানক লোকসমূহও উড্ডীয়মান ভুষির ন্যায় হইবে; ইহা অকস্মাৎ ও হঠাৎ ঘটিবে। ৬ কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের দ্বারা (তাহাদের প্রতি) গর্জ্জন ও ভূমিকম্প ও কঠোর শব্দ ও ঝড় ও ঝঞ্ঝা ও দগ্ধকারি অগ্নিশিখা, এই সকল প্রতিফল হইবে। ৭ ভিন্নজাতীয় যে লোকসমূহ অরীয়েলের সহিত যুদ্ধ করে, অর্থাৎ যাহারা তাহার ও দুর্গের প্রতি যুদ্ধ করিয়া ক্লেশ জন্মায়, তাহারা স্বপ্নবৎ ও রাত্রিস্বপ্নের ন্যায় হইবে। ৮ স্বপ্নেতে ভোজন করিয়া জাগ্রৎ হইলে পর ক্ষুধিত লোক যেমন অতৃপ্ত থাকে, এবং স্বপ্নে জল পান করিয়া জাগ্রৎ হইলে পর তৃষিত লোক যেমন দুর্ব্বল থাকে ও পান করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, সিয়োন্ পর্ব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারি ভিন্নজাতীয় লোকসমূহের তদ্রূপ গতি হইবে।

৯ তোমরা চমৎকার জ্ঞানে স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইবা, ও পরস্পর দৃষ্টি করিয়া অন্ধ হইবা; তোমরা মত্ত হইবা, কিন্তু দ্রাক্ষারসপানে নয়; এবং টলটলায়মান হইবা, কিন্তু সুরাপানদ্বারা নয়। ১০ পরমেশ্বর তোমাদের উপরে ঘোরতর নিদ্রাজনক আত্মা প্রেরণ করিবেন, ও তোমাদের ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিবেন, এবং দর্শকরূপ মস্তক আচ্ছাদন করিবেন। ১১ এবং তাবৎ ভবিষ্যদ্বাক্য তোমাদের প্রতি মুদ্রাঙ্কিত পত্রের

কথাস্বরূপ হইবে; কেহ যদি বিদিতাক্ষর লোককে তাহা দিয়া কহে, এই পত্র পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে, আমি পড়িতে পারি না, কারণ ইহা মুদ্রিত আছে। [১২] পরে সে যদি অবিদিতাক্ষর লোককে সেই পত্র দিয়া কহে, এই পত্র পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে, আমি পড়িতে জানি না। [১৩] প্রভু আরও কহিলেন, এই লোকেরা আপন২ মুখে আমার নিকটবর্ত্তী হয়, ও আপন২ ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে থাকে, এবং আমার প্রতি তাহাদের যে ভক্তি সে তাহাদের অভ্যস্ত মানুষের আদেশ। [১৪] অতএব দেখ, আমি এই লোকদের সহিত পুনর্ব্বার এমত আশ্চর্য্য ও চমৎকার ব্যবহার করিব, যে তাহাদের জ্ঞানবানদের জ্ঞান বিনষ্ট হইবে, ও বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি অন্তর্হিত হইবে।

[১৫] যাহারা পরমেশ্বরের অগম্য বলিয়া গভীর ও গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে চেষ্টা করে, ও অন্ধকারে কর্ম্ম করিয়া বলে, আমাদিগকে কে দেখিতে পায়? ও কে জানিতে পারে? তাহাদের সন্তাপ হইবে। [১৬] তোমরা ক্ষিপ্ত হইয়াছ; কুম্ভকার কি মৃত্তিকার ন্যায় গণ্য হইবে? এবং 'তুমি আমাকে সৃষ্টি কর নাই,' সৃষ্ট বস্তু কি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি এমত কহিতে পারে? কিম্বা 'তোমার কিছু জ্ঞান নাই,' নির্ম্মিত বস্তু কি আপন নির্ম্মাণকর্ত্তাকে ইহা কহিতে পারে? [১৭] অত্যল্প কাল গত হইলে লিবানোন্ কি উদ্যানের ন্যায় হইবে না? ও উদ্যান কি অরণ্যের ন্যায় গণ্য হইবে না?

[১৮] তৎকালে বধিরগণ (ধর্ম্ম) পুস্তকের কথা শুনিবে, এবং তিমির ও অন্ধকার দূরীকৃত হইলে অন্ধদের চক্ষু দেখিতে পাইবে। [১৯] নম্র লোক সকল পরমেশ্বরেতে উত্তরোত্তর আনন্দিত হইবে, ও দরিদ্রগণ ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপেতে উল্লাস করিবে। [২০] কেননা দুর্বৃত্ত লোকেরা আর থাকিবে না, এবং নিন্দকগণ লুপ্ত হইবে। আর যাহারা কুকর্ম্মে উদ্‌যোগী, [২১] ও এক কথার নিমিত্তে মানুষকে দোষী করে, ও বিচারস্থানে অনুযোগকারির জন্যে ফাঁদ পাতে, এবং মিথ্যা কহিয়া ধার্ম্মিককে দুরবস্থাতে ফেলে, এমত লোকেরা সর্ব্বথা উচ্ছিন্ন হইবে। [২২] ইব্রাহীমের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর যাকুব্ বংশের প্রতি এই কথা কহেন, যাকুব্ আর লজ্জিত হইবে না, ও তাহার মুখ আর মলিন হইবে না। [২৩] কেননা তাহার যে সন্তানগণ আমার হস্তকৃত কর্ম্মস্বরূপ, তাহারা তাহার দৃষ্টিগোচরে আপনাদের মধ্যে আমার নাম পবিত্র করিবে, ও যাকুবের ধর্ম্মস্বরূপকে পবিত্র করিয়া মানিবে, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে কম্পবান হইবে। [২৪] এবং ভ্রান্তমনা লোকেরা জ্ঞানের কথা বুঝিবে, ও বচসাকারি লোকেরা উপদেশকথা শিখিবে।

৩০ অধ্যায়।

১ উপকারার্থে মিসরে গমন প্রযুক্ত লোকদের ভাবিদণ্ড, ৮ ও ঈশ্বরের কথা অবজ্ঞা করণের ফল, ১৮ ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের বর্ণনা, ২৭ ও অশূরীয় রাজার বিনাশ।

[১] পরমেশ্বর কহেন, যে অবাধ্য বংশ আমার সম্মতি ব্যতিরেকে মন্ত্রণা করে, এবং পাপের উপরে পাপ করণার্থে আমার আত্মার সহায়তা ব্যতিরেকে কল্পনা করে, [২] এবং আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ফিরৌণ রাজার পরাক্রমে পরাক্রমী হইতে ও মিসরের ছায়াতে আশ্রয় লইতে মিসরে গমনার্থে যাত্রা করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [৩] ফিরৌণ্ রাজার পরাক্রম তোমাদের লজ্জাজনক হইবে, এবং মিসরের ছায়াতে আশ্রয় লওয়া তোমাদের অবজ্ঞাজনক হইবে। [৪] তোমাদের অধ্যক্ষগণ সোয়নে ও দূতগণ হানেষে উপস্থিত হইলে, [৫] তথাকার অনুপকারি লোকদের বিষয়ে সকলে লজ্জিত হইবে; তাহাদের হইতে উপকার ও হিতপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, বরং লজ্জা ও অপমান হইবে।

দক্ষিণ দিক্‌গামি পশুগণ বিষয়ক ভাবিকথা।

[৬] ক্লেশ ও দুঃখদায়ি যে দেশ সিংহীর ও দুরন্ত সিংহের ও কালসর্পের ও উড়নীয় সর্পের জন্মভূমি, সেই দেশ দিয়া তাহারা অনুপকারি লোকদের কাছে গর্দ্দভদের স্কন্ধে করিয়া আপনাদের ধন ও উষ্ট্রের ঝুটিতে করিয়া আপনাদের সম্পত্তি লইয়া যায়। [৭] কিন্তু মিসর্ বাষ্পস্বরূপ, তাহার উপকার করা মিথ্যা; এই নিমিত্তে আমি তাহার বিষয়ে কহিলাম, বসিয়া থাকা উহাদের গর্ব্ব।

[৮] এই কথা যেন ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত থাকে ও চিরকাল সাক্ষিস্বরূপ হয়, এই নিমিত্তে তুমি যাইয়া তাহাদের সাক্ষাতে তাহা পাটার উপরে লিখ, ও পুস্তকেতে মুদ্রাঙ্কিত কর। [৯] কেননা এই লোক বিরোধি প্রজাগণ ও মিথ্যাবাদি সন্তানবর্গ এবং পরমেশ্বরের ব্যবস্থা শুনিতে অসম্মত বংশ। [১০] তাহারা দর্শকদিগকে কহে, 'তোমরা দর্শন করিও না;' এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে কহে, 'তোমরা সত্য দর্শনের কথা প্রকাশ না করিয়া আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য ও মায়া দর্শনের কথা কহ; [১১] এবং সৎপথহইতে ফির, ও সরল পথ ত্যাগ কর, ও আমাদের সাক্ষাৎহইতে ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপকে দূর কর।' [১২] অতএব ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ কহেন, তো-

মরা আমার এই বাক্য হেয়জ্ঞান করিয়াছ, এবং বল ও কুটিলতার উপরে নির্ভর দিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন করিয়াছ। ১৩ এই নিমিত্তে উচ্চ ভিত্তির স্ফীত বহির্দ্দেশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে উদ্যত হইলে যেমন হঠাৎ একেবারে ভূমিসাৎ হয়, তোমাদের এই অপরাধের ফল তদ্রূপ হইবে। ১৪ যেমন কেহ কুম্ভকারের পাত্র ভাঙ্গিবার সময়ে তাহা চূর্ণ করিতে কিছু মমতা করে না, চুলাহইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা গর্ত্তহইতে জল আনিতে এক খান খোলাও রাখে না, তদ্রূপ তোমাদের ভঙ্গ হইবে। ১৫ ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, মন ফিরাইয়া শান্ত হইলে তোমরা রক্ষা পাইবা, এবং স্থির হইয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের শক্তি হইবে। ১৬ কিন্তু তোমরা ইহাতে অসম্মত হইয়া কহিলা, 'তাহা নয়, আমরা অশ্বারূঢ় হইয়া পলায়ন করিব,' এই নিমিত্তে তোমরা পলাতক হইবা; এবং 'আমরা দ্রুতগামি অশ্বে আরোহণ করিব,' অতএব তোমাদের তাড়নাকারিরা দ্রুতগামী হইবে। ১৭ একের ধমকে তোমাদের সহস্র লোক, ও পাঁচের ধমকে সকলে পলায়ন করিবে; তাহাতে তোমাদের এমন অল্প অবশিষ্ট থাকিবে, যে পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত ধ্বজা ও উপপর্ব্বতের উপরিস্থ পটুকার ন্যায় হইবা।

১৮ এই কারণ পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে অপেক্ষা করিবেন, ও তোমাদিগকে কৃপা করিতে উঠিবেন; কেননা পরমেশ্বর ন্যায়কারী ঈশ্বর; যাহারা তাঁহার অপেক্ষা করে, তাহারাই ধন্য। ১৯ সিয়োনীয় প্রজাগণ যিরূশালমে বাস করিবে; তোমরা আর ক্রন্দন করিবা না, কেননা তিনি তোমাদের আর্ত্তস্বর শুনিয়া দয়া করিবেন, ও তাহা শুনিবামাত্র উত্তর করিবেন। ২০ প্রভু তোমাদিগকে দুঃখের সময়ে খাদ্য ও ক্লেশের সময়ে জল দিবেন, ও তোমাদের শিক্ষকগণ আর গুপ্ত থাকিবে না, কিন্তু তোমাদের চক্ষু শিক্ষকগণকে দেখিতে পাইবে। ২১ এবং দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমাদের কর্ণ, 'এই পথ, ইহাতেই চল,' এমত বাণী পশ্চাৎহইতে শুনিতে পাইবে। ২২ এবং তোমরা আপন২ রৌপ্য প্রতিমার বস্ত্র ও ছাঁচে ঢালা স্বর্ণপ্রতিমার অভরণ অশুচি করিবা, এবং তাহা ঘৃণার্হ বস্তুর ন্যায় ফেলিয়া দিয়া কহিবা, দূর, দূর। ২৩ তিনি তোমাদের বীজ বপনের জন্যে ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিবেন, ও ভূমিতে পুষ্টিকর বহুল ভক্ষ্য উৎপন্ন করিবেন; এবং সে সময়ে তোমাদের পশুপাল বৃহৎ প্রান্তরে চরিবে; ২৪ এবং চাসকারি বলদ ও গর্দ্দভ কুলাতে ও চালুনীতে পরিষ্কৃত সুস্বাদু শস্য খাইবে। ২৫ যে মহাবধের দিনে পরাক্রমিগণ পতিত হইবে, সেই দিনে প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক উন্নত গিরিতে বন্যা ও জলের স্রোত বহিবে। ২৬ এবং যে দিনে পরমেশ্বর আপন প্রজাদের ভগ্ন অবয়ব যোড়া দিবেন, ও প্রহারজাত ক্ষত সুস্থ করিবেন, সেই দিনে নিশাপতির জ্যোৎস্না দিবাকরের তেজের তুল্য হইবে, এবং দিবাকরের তেজ সপ্তগুণ অধিক অর্থাৎ সপ্ত দিবসের দীপ্তির সদৃশ হইবে।

২৭ দেখ, স্তবনীয় পরমেশ্বর দূরহইতে আসিতেছেন, তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত ও তাঁহার ধূমরাশি ঘোরতর ও তাঁহার ওষ্ঠাধর তাপে পরিপূর্ণ ও তাঁহার জিহ্বা সর্ব্বগ্রাসক অনলস্বরূপ। ২৮ ও তাঁহার শ্বাসবায়ু বেগগামি বন্যার ন্যায় গলা পর্য্যন্ত উঠিবে; তিনি অন্যজাতীয়দিগকে বিনাশরূপ কুলাতে ঝাড়িবেন, ও নানাদেশীয় লোকদের মুখে ভ্রান্তিরূপ বল্গা দিবেন। ২৯ কিন্তু পবিত্র উৎসব ঘোষণার রাত্রির ন্যায় তোমাদের গীত হইবে, এবং লোক যেমন পরমেশ্বরের পর্ব্বতে অর্থাৎ ইস্রায়েলের শৈলে গমন কালে বাঁশী বাজায়, তদ্রূপ তোমাদের মনের আনন্দ হইবে। ৩০ পরমেশ্বর প্রচণ্ড ক্রোধ ও সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা ও প্রবল ঝড় ও মহাবৃষ্টি ও শিলাদ্বারা আপনার প্রতাপান্বিত রব শুনাইবেন, ও আপনার হস্তক্ষেপণ দেখাইবেন। ৩১ তাহাতে অশূরীয় লোকেরা পরমেশ্বরের নাদেতে ভগ্ন হইবে, তিনি তাহাদিগকে দণ্ডাঘাত করিবেন। ৩২ এবং পরমেশ্বরের নিরূপিত যে দণ্ডের আঘাত তাহাদের উপরে পড়িবে, তাহার পুনঃ২ ঘূরণ হইলে তবল ও বীণা বাজিবে; তিনি তাহাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিবেন। ৩৩ কেননা তোফৎ অর্থাৎ বহুকাষ্ঠময় চিতা পূর্ব্বকালাবধি নিরূপিত আছে, তাহা রাজার জন্যেও প্রস্তুত আছে, তিনি তাহা গভীর ও প্রশস্ত করিয়াছেন; এবং পরমেশ্বরের ফুৎকার গন্ধকস্রোতের ন্যায় তাহা প্রজ্বলিত করিবে।

৩১ অধ্যায়।

১ মিসরে প্রত্যাশা করণ প্রযুক্ত লোকদের প্রতি অনুযোগ, ৬ ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে বিনয় ও অশূরিয়ার বিনাশকথা।

১ যাহারা উপকারার্থে মিসরদেশে গমন করে, ও রক্ষার জন্যে অশ্বে বিশ্বাস করে, ও রথের প্রচুরতা প্রযুক্ত রথে নির্ভর করে, ও অতি বলবান প্রযুক্ত অশ্বারূঢ়েতে নির্ভর করে, কিন্তু ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের পানে চাহে না, এবং পরমেশ্বরের প্রতি দৃকপাত করে না, তাহাদের সন্তাপ হইবে। ২ তিনিও জ্ঞানী আছেন, তিনি

তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটাইবেন, আপন কথা নিষ্ফল করিবেন না ; তিনি দুষ্ট লোকদের বংশ ও দুষ্কর্ম্মিদের সহায়গণের বিরুদ্ধে উঠিবেন। ৩ কেননা মিস্রীয়গণ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নয় ; এবং তাহাদের অশ্বগণ মাংসমাত্র, আত্মা নয় ; পরমেশ্বর আপন হস্ত বিস্তার করিলে উপকারিগণ স্খলিত ও উপকৃতেরা পতিত হইবে, ও সকলে একেবারে নষ্ট হইবে। ৪ পরমেশ্বর আমাকে এই কথা কহিলেন, মৃগরাজ কিম্বা যুবসিংহ পশু ধরিলে পর যেমন গর্জ্জন করে, এবং সমূহ মেষপালক তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিলেও তাহাদের রবেতে ভীত কিম্বা তাহাদের কোলাহলে শঙ্কিত হয় না, তেমনি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর সিয়োন্ পর্ব্বতের ও আপন গিরির কারণ যুদ্ধ করিতে নামিবেন। ৫ যেমন পক্ষিণী চক্রগতি করিয়া (আপন বাসা) বেষ্টন করে, তদ্রূপ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যিরূশালম্‌কে বেষ্টন করিবেন, ও বেষ্টন করিয়া উদ্ধার করিবেন, ও মমতা করিয়া তাহা বাঁচাইয়া রাখিবেন।

৬ হে ইস্রায়েলের সন্তানবর্গ, তোমরা যাঁহাহইতে অতিশয় পরাঙ্মুখ হইয়াছ, তাঁহার প্রতি ফির। ৭ সেই দিনে তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ হস্তকৃত রৌপ্য প্রতিমা ও সুবর্ণ প্রতিমারূপ পাপবস্তুকে ঘৃণা করিয়া ফেলিয়া দিবা। ৮ অশূরীয় রাজা মনুষ্যের খড়্গ ভিন্ন অন্য খড়্গদ্বারা পতিত হইবে, ও মর্ত্ত্যের শূল ভিন্ন অন্য শূলদ্বারা ব্যাপাদিত হইবে, এবং খড়্গের মুখহইতে পলাইতে উদ্যত হইবে, ও তাহার মনোনীত লোকেরা করাধীন হইবে। ৯ সে ত্রাসেতে (ঈশ্বরের) পর্ব্বত পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইবে, ও তাহার অধ্যক্ষগণ ধ্বজা দেখিলে ভীত হইবে। সিয়োনে যাঁহার অগ্নি ও যিরূশালমে যাঁহার হাফর, সেই পরমেশ্বর এই কথা কহেন।

৩২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের রাজ্যের কথা, ৯ ও দেশের অধঃপতন, ও পুনরুন্নতি।

১ দেখ, এক রাজা ধর্ম্মেতে রাজত্ব করিবেন, ও শাসনকর্ত্তৃগণ ন্যায়েতে শাসন করিবে। ২ যেমন ঝড়েতে আচ্ছাদন ও ঝড়বৃষ্টিতে আশ্রয়, কিম্বা শুষ্ক স্থানে জলস্রোত ও মরীচিকা ভূমিতে মহাপর্ব্বতের ছায়া, ঐ পুরুষ তদ্রূপ হইবেন। ৩ তাহাতে দর্শকদের চক্ষু মুদিত হইবে না, ও শ্রোতাদের কর্ণ মনোযোগী হইবে। ৪ এবং অবিবেচকদের মন জ্ঞান পাইবে, এবং তোৎলার জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা কহিবে। ৫ মূর্খকে আর মহাত্মা বলা যাইবে না, এবং কৃপণ আর দাতা নামে বিখ্যাত হইবে না। ৬ কেননা খলতা করিতে ও পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাষণ্ডতার কথা কহিতে, এবং ক্ষুধার্ত্ত লোকের আহার ও তৃষ্ণাতুর লোকের জল বারণ করিতে মূর্খ মূর্খতার কথা কহে, ও তাহার মন দুষ্টতার কল্পনা করে। ৭ কৃপণের উপায় সকল মন্দ ; সে মিথ্যাকথারূপ জালে নম্র লোকদিগকে ও সত্যবাদি দরিদ্রগণকে নষ্ট করিতে মনে ২ হিংসার কল্পনা করে। ৮ কিন্তু মহাত্মা লোক মাহাত্ম্যের কল্পনা করে, ও মাহাত্ম্যের কল্পনাতে স্থির থাকে।

৯ হে নিশ্চিন্ত স্ত্রীগণ, তোমরা উঠিয়া আমার রব শুন ; হে দুঃসাহসি যুবতিগণ, তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগ কর। ১০ হে দুঃসাহসি স্ত্রীগণ, এক বৎসরের পরে কিছু দিন গেলে তোমরা উদ্বিগ্ন হইবা, কেননা দ্রাক্ষাফলের অভাব হইবে, ও ফল পাড়নের সময় অনুপস্থিত থাকিবে। ১১ হে নিশ্চিন্ত স্ত্রীগণ, কম্পবান হও ; হে দুঃসাহসি স্ত্রীগণ, উদ্বিগ্ন হও, এবং বস্ত্র খুলিয়া গাত্র উলঙ্গ কর, ও কটিদেশে চট পরিধান কর ; ১২ এবং স্তনের ও মনোরম্য ক্ষেত্রের ও ফলবান দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্যে রোদন কর। ১৩ আমার লোকদের ভূমি কাঁটার ও শেয়ালকাঁটার বন হইবে ; তাবৎ আনন্দকারি গৃহে ও উল্লাসকারি নগরেও তাহা জন্মিবে ; ১৪ ও রাজপুরী ত্যক্ত হইবে, ও নগরের জনতা নির্জনতা হইবে, এবং ওফল্ ও প্রহরিদুর্গ চিরকালার্থে পশুশালা হইয়া বনগর্দ্দভের আনন্দ স্থান ও পশুপালের চরাণস্থান হইবে। ১৫ কিন্তু শেষে ঊর্দ্ধহইতে আমাদের উপরে আত্মার সেচন করা যাইবে, তাহাতে প্রান্তর ফলবৃক্ষের উদ্যান হইবে, ও ফলবৃক্ষের উদ্যান অরণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ১৬ সেই প্রান্তরে ন্যায়বিচার বাস করিবে, ও ধর্ম্ম সেই ফলবৃক্ষের উদ্যানে বসতি করিবে। ১৭ এবং ধর্ম্মের কার্য্য শান্তি ও ধর্ম্মের ফল নিত্য বিশ্রাম ও নিঃশঙ্কতা হইবে। ১৮ এবং আমার প্রজাগণ শান্তির আশ্রমে ও নিঃশঙ্ক নিবাসে ও নিরাপদ আলয়ে বাস করিবে। ১৯ কিন্তু অরণ্য শিলাবৃষ্টিদ্বারা ভূমিসাৎ ও নগর নিপাতদ্বারা নিপাতিত হইবে। ২০ জলমগ্ন তাবৎ ভূমিতে বীজ বপন কর ও চাসকারি বলদ ও গর্দ্দভকে প্রেরণ কর যে তোমরা, তোমরাই ধন্য।

৩৩ অধ্যায়।

১ শত্রুদের ভাবিদণ্ড, ১৩ ও সাধু লোকদের কল্যাণ।

১ উপদ্রুত না হইয়াও উপদ্রব করিতেছ, ও প্রতারিত না হইয়াও শঠতা করিতেছ যে তুমি, তোমার সন্তাপ হইবে ; উপদ্রব করণের সমাপ্তি করিলে পর তুমি উপদ্রুত হইবা, ও শঠতা করিতে ক্লান্ত হইলে পর অন্যে তোমার প্রতি শঠতা করিবে।

² হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া কর, আমরা তোমার অপেক্ষাতে আছি; তুমি প্রতি প্রভাতে আপন লোকদের বলস্বরূপ হও, ও বিপদকালে আমাদের ত্রাণস্বরূপ হও।

³ (তোমার) ভয়ানক রবে লোক সকল পলায়ন করিবে, ও তুমি উঠিলে অন্যজাতীয় লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইবে। ⁴ (হে শত্রুগণ,) পঙ্গপাল যেমন গ্রাস করে, তদ্রূপ লোকেরা তোমাদের দ্রব্য গ্রাস করিবে; ফড়িঙ্গেরা যেমন ইতস্ততো ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাহার উপরে ধাবমান হইবে।

⁵ পরমেশ্বর উন্নত আছেন, কেননা তিনি উচ্চ স্থানে বসতি করেন; হে সিয়োন্, তিনি তোমাকে ন্যায়েতে ও ধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ করিবেন; ⁶ ও তোমার আয়ুর সুস্থিরতাজনক এবং পরিত্রাণের ও বুদ্ধির ও জ্ঞানের নিধিস্বরূপ হইবেন, ও পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় তাঁহার দত্ত সম্পদ হইবে।

⁷ দেখ, তাহাদের বীরগণ পথে হাহাকার করিতেছে, ও সন্ধির অন্বেষণকারি দূতগণ অতিশয় ক্রন্দন করিতেছে। ⁸ রাজপথ সকল নরশূন্য হইয়াছে, পথিকমাত্র নাই; নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে, ও নগর তুচ্ছীকৃত হইতেছে, ও মনুষ্যগণ অবজ্ঞাত হইতেছে। ⁹ দেশ শোকান্বিত ও মলিন হইয়াছে, এবং লিবানোন্ লজ্জা পাইয়া ম্লান হইয়াছে, এবং শারোণ মরুতুল্য হইয়াছে, এবং বাশন ও কর্ম্মিল্ পত্রশূন্য হইয়াছে।

¹⁰ পরমেশ্বর কহেন, আমি এই ক্ষণে উঠিব, ও এখনি গাত্রোত্থান করিয়া মহিমান্বিত হইব। ¹¹ তোমরা ভূষিরূপ গর্ভ ধারণ করিয়া নাড়া প্রসব করিবা, তাহাতে তোমাদের শ্বাসবায়ু অগ্নির ন্যায় তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে। ¹² ভাটিতে যেমন চূণ ও অগ্নিতে যেমন ছিন্ন কণ্টক দগ্ধ হয়, তদ্রূপ লোকেরা দগ্ধ হইবে।

¹³ হে দূরবর্ত্তি লোক সকল, তোমরা আমার কার্য্যের কথা শুন; হে নিকটস্থ লোকেরা, আমার পরাক্রম জ্ঞাত হও। ¹⁴ সিয়োনে পাপিগণ ভীত হইতেছে, ও কপটি লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিতেছে, আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে? ও আমাদের মধ্যে কে অনন্তকালস্থায়ি জ্বলন সহিতে পারে?

¹⁵ যে জন ধর্ম্মাচরণ করে, ও যথার্থ কথা কহে, ও উপদ্রবজাত লাভ ঘৃণা করে, ও উৎকোচহইতে হস্ত সঙ্কুচিত করে, ও বধ করণের পরামর্শ শুনিলে কর্ণ রোধ করে, ও দুষ্কর্ম্মের দর্শনহইতে চক্ষু মুদ্রিত করে; ¹⁶ উচ্চস্থানে তাহার বাস হইবে, ও পর্ব্বতের দুরাক্রম স্থান তাহার দুর্গস্বরূপ হইবে, এবং নিত্য২ তাহাকে খাদ্য দত্ত হইবে, ও তাহার জলের অভাব হইবে না।

¹⁷ তোমার চক্ষু শোভাবিশিষ্ট রাজার দর্শন পাইবে ও দূরস্থ দেশ দেখিবে। ¹⁸ এবং তোমার মন গত ভয়ের বিবেচনা করিবে, এখন সেই লিপিকর্ত্তা কোথায়? ও করগ্রাহী কোথায়? ও দুর্গগণনাকারী কোথায়? ¹⁹ তুমি সেই ক্রূর জাতিকে আর দেখিবা না, ও সেই অজ্ঞেয় গভীর ভাষাবাদি ও অবোধ্য অস্ফুট বাক্যবাদিদিগকে আর দেখিতে পাইবা না। ²⁰ কিন্তু আমাদের সকল পর্ব্বের স্থান সিয়োন্ নগরকে দেখিবা, এবং যাহার খুঁটি কখন উপাড়িবে না, ও যাহার রজ্জু ছিঁড়িবে না, এমত অটল তাম্বু ও শান্তিযুক্ত বসতিস্বরূপ যিরূশালমকে তুমি দেখিবা। ²¹ সেখানে মহামহিম পরমেশ্বর আমাদের পক্ষে বৃহৎ নদী ও বিস্তীর্ণ তটিনীস্বরূপ হইবেন; কিন্তু দাঁড়যুক্ত নৌকা ও ভয়ঙ্কর জাহাজ তথায় গমনাগমন করিবে না। ²² কেননা পরমেশ্বর আমাদের বিচারকর্ত্তা, ও পরমেশ্বর আমাদের ব্যবস্থাপক, ও পরমেশ্বর আমাদের রাজা; তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

²³ তোমার রজ্জু সকল শিথিল হইতেছে, মাস্তুলকে শক্ত ও পাইল বিস্তীর্ণ রাখে না; এই সময়ে বিস্তর লুটের সামগ্রী বিভাগ করা যাইবে, ও পঙ্গুরা লুট দ্রব্য ধরিবে। ²⁴ আমি পীড়িত আছি, এ কথা নগরবাসী কেহ বলিবে না, এবং তন্নিবাসি লোকদের অপরাধ ক্ষমা হইবে।

৩৪ অধ্যায়।

শত্রুদের ভাবিদণ্ড।

¹ হে ভিন্নজাতীয়গণ, নিকটে আসিয়া শ্রবণ কর; হে লোকেরা, আমার কথায় মনোযোগ কর; পৃথিবী ও তন্মধ্যবর্ত্তি সকল, এবং জগৎ ও তদুৎপন্ন সকল শ্রবণ করুক। ² কেননা ভিন্নজাতীয় সকলের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ, ও তাহাদের সৈন্য সকলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত হইবে; তিনি তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিবেন, ও তাহাদিগকে বধে সমর্পণ করিবেন। ³ তাহাদের হত লোকেরা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাদের শবহইতে দুর্গন্ধ উঠিবে, ও তাহাদের রক্তে পর্ব্বতগণ গলিয়া যাইবে। ⁴ আকাশীয় তাবৎ নক্ষত্র ক্ষয় পাইবে, ও গগণমণ্ডল পত্রের ন্যায় জড়ান যাইবে; যেমন দ্রাক্ষালতার ম্লান পত্র ও ডুম্বুরের শুষ্ক ফল ঝরিয়া পড়ে, তদ্রূপ তাহার তাবৎ নক্ষত্র খসিয়া পড়িবে। ⁵ কেননা স্বর্গে আমার খড়্গের সংস্কার হইয়াছে; দেখ, দণ্ড দেওনার্থে তাহা ইদোম

দেশে আমার বর্জ্জিত লোকদের উপরে পড়িবে। [৬] পরমেশ্বরের খড়্গ রক্তেতে তৃপ্ত ও মেদেতে আপ্যায়িত হইবে; অর্থাৎ মেষশাবকের ও ছাগলের রক্তে ও মেষদের মেটিয়ার মেদেতে তাহার তৃপ্তি হইবে। কেননা বস্রাতে পরমেশ্বরের এক যজ্ঞ হইবে, ও ইদোম্ দেশে বিস্তর পশুর বধ হইবে। [৭] তাহাদের সহিত গণ্ডার হত হইবে, ও বৃষের সহিত বলদ হত হইবে, ও তাহাদের দেশ রক্তে সিক্ত হইবে, এবং ধূলা মেদেতে তৃপ্ত হইবে। [৮] কেননা পরমেশ্বরের প্রতিফলদানের এই দিন, ও সিয়োনের পক্ষবাদির সমুচিত দানের এই বৎসর। [৯] তাহার প্রবাহ সকল আল্‌কাতরা হইয়া যাইবে, ও তাহার ধূলি গন্ধক হইয়া যাইবে, ও তাহার তাবৎ ভূমি প্রজ্বলিত আল্‌কাতরা হইবে। [১০] তাহা দিবারাত্র কদাচ নির্ব্বাণ হইবে না, সদাকাল তাহার ধূম উঠিবে; সেই দেশ পুরুষানুক্রমে মরুভূমি হইয়া থাকিবে, তাহার মধ্য দিয়া কেহ কখনো যাইবে না। [১১] কিন্তু পানিভেলা পক্ষী ও শজারু তাহাতে অধিকার করিবে, ও সে স্থানে মহাপেচক ও দাঁড়কাক বাস করিবে; পরমেশ্বর তাহার উপরে বিনাশরূপ রজ্জু ও শূন্যতারূপ ওলোন পাত করিবেন। [১২] সে স্থানে যাহাদিগকে কর্ত্তৃত্ব দিতে আহ্বান করিবে, এমন কুলীনেরা আর থাকিবে না; সর্ব্বতোভাবে অধ্যক্ষগণের অভাব হইবে। [১৩] তাহার অট্টালিকা কণ্টকে, ও তাহার দুর্গ সকল বিছুটী ও শেয়াল কাঁটাতে ব্যাপ্ত হইবে, এবং সে দেশ সর্পের বাসস্থান ও উষ্ট্রপক্ষির মাঠ হইবে। [১৪] সে স্থানে বনপশু ও শৃগাল বাস করিবে, এবং লোমশ পশুরা আপন২ বন্ধুকে আহ্বান করিয়া আনিবে, ও সেখানে নিশাচর বাস করিয়া বিশ্রামের স্থান পাইবে; [১৫] ও মহাপেচক সে স্থানে বাসা করিয়া অণ্ড প্রসব করিবে, ও তাহা ফুটাইয়া শাবকদিগকে আপন ছায়াতে একত্র করিবে, এবং সেখানে গিধিনীরা প্রত্যেকে আপন২ সঙ্গিনীর সহিত একত্র হইবে। [১৬] তোমরা পরমেশ্বরের পুস্তক পাঠ করিয়া বিচার কর, ইহার একেরও অভাব হইবে না, তাহারা প্রত্যেকে আপন২ সঙ্গিনীকে পাইবে; কেননা পরমেশ্বরের মুখ ইহা কহিয়াছে, ও তাঁহার আত্মা তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবেন। [১৭] তিনি তাহাদিগকে সেই দেশ অধিকার দিয়াছেন, ও তাঁহার হস্ত রজ্জুদ্বারা তাহাদের অংশ পরিমাণ করিয়াছে; তাহারা সর্ব্বদা তাহা অধিকার করিবে, ও পুরুষানুক্রমে সে স্থানে বাস করিবে।

৩৫ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের রাজ্যের উত্তমতা ও সুখ।

[১] প্রান্তর ও শুষ্ক স্থান আনন্দিত হইবে, এবং মরুভূমি সতেজ হইয়া গোলাপের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। [২] সে পুষ্পভূষিত হইয়া আহ্লাদিত ও গানে হৃষ্ট হইবে; ও তাহাকে লিবানোনের তেজ ও কর্ম্মিলের ও শারোণের শোভা দত্ত হইবে; এবং তাহারা পরমেশ্বরের মহিমা অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বরের শোভা দেখিতে পাইবে। [৩] তোমরা দুর্ব্বল হস্তকে সবল কর, ও কম্পিত হাঁটুকে সুস্থির কর; [৪] ও চপলান্তঃকরণ লোকদিগকে বল, তোমরা বলবান্ হও, ভয় করিও না। ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর; দেখ, প্রতিকার অর্থাৎ ঈশ্বরহইতে প্রতিফল আসিতেছে, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। [৫] তৎকালে অন্ধ লোকদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হইবে, ও বধিরদের কর্ণ খোলা যাইবে। [৬] এবং খঞ্জ লোক হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা গান করিবে, কেননা প্রান্তরে জল ও মরুভূমিতে মহাস্রোত নির্গত হইবে। [৭] এবং মৃগতৃষ্ণা পুষ্করিণী হইবে, ও শুষ্কভূমিতে জলের উনুই হইবে, এবং সর্পের শয়নস্থানে তৃণ ও নল ও পাটি বৃদ্ধি পাইবে। [৮] এবং সে স্থানে পবিত্র মার্গ নামে বিখ্যাত এক রাজপথ হইবে; তাহা দিয়া কোন অশুচি লোক যাতায়াত করিবে না, তাহা কেবল পবিত্রদের জন্যে হইবে; তাহার পথিক অজ্ঞান হইলেও ভ্রান্ত হইবে না। [৯] সেখানে সিংহ থাকিবে না, ও হিংস্রক জন্তু যাইবে না, সেখানে তাহাদের একটাও পাওয়া যাইবে না; কিন্তু মুক্ত লোকেরা তাহাতে গমন করিবে। [১০] পরমেশ্বরের নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, ও জয়২ শব্দ করিতে২ সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্য হর্ষমুকুট থাকিবে; আনন্দ ও আহ্লাদ তাহাদের সঙ্গী হইবে, এবং শোক ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

৩৬ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের প্রতি সন্হেরীবের আক্রমণ, ১১ ও রবশাকির নিন্দার কথা ও হিষ্কিয়ের প্রতি তাহা প্রকাশ করণ।

[১] হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ বৎসরে অশূরীয় সন্হেরীব্ নামে রাজা যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা হস্তগত করিল। [২] পরে অশূরীয় রাজা বিস্তর সৈন্যসামন্তের সহিত রবশাকিকে লাখীশ্ নগরহইতে যিরূশালম্ নগরে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিলে, সে উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীর নিকটে রজকের ভূমিতে যাওন পথে অবস্থিতি করিল। [৩] তাহাতে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্

নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ নামা ইতিহাসরচক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল। [৪] তাহাতে রব্‌শাকি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, মহারাজ অর্থাৎ অশূরের রাজা কহেন, তুমি যে বিশ্বাস করিতেছ, সে কেমন বিশ্বাস? [৫] আর আমি বলি, সংগ্রাম করিতে তোমার যে মন্ত্রণা ও বল আছে, তাহা শব্দমাত্র; অতএব তুমি কাহাতে প্রত্যাশা করিয়া আমার অনাজ্ঞাবহ হইলা? [৬] দেখ, তুমি ঐ ভাঙ্গা নলরূপ যষ্টিতে অর্থাৎ মিসরেতে বিশ্বাস করিতেছ; কিন্তু যে কেহ তাহাতে নির্ভর দেয়, তাহার হস্ত তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষতযুক্ত হয়; আপন তাবৎ শরণাগতের প্রতি মিস্রীয় ফিরৌণ্‌ রাজা তদ্রূপ। [৭] আর যদি তুমি আমাকে বল, আমরা আপন ঈশ্বর যিহোবাতে প্রত্যাশা করি, তবে (আমি বলি,) হিষ্কিয় যাঁহার টিকরস্থান ও বেদি সকল দূর করিয়া যিহূদীয়দিগকে ও যিরূশালমস্থিত লোকদিগকে কহিয়াছে, তোমরা কেবল এই বেদির নিকটে ভজনা করিবা, তিনি কি সে নন্‌? [৮] এখনি আমার প্রভু অশূরীয় রাজার সহিত পণ কর, তুমি যদি আরোহক লোক দিতে পার, তবে আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দিব। [৯] তাহা না পারিলে কি প্রকারে আমার প্রভুর অতি নীচ দাসগণের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে পরাঙ্মুখ করিবা? কিন্তু তুমি রথ ও অশ্বের জন্যে মিসরেতে বিশ্বাস করিতেছ। [১০] আর আমি কি যিহোবার সাহায্য ব্যতিরেকে এ দেশ উচ্ছিন্ন করিতে এখন আইলাম? তুমি ঐ দেশে গিয়া বিনাশ কর, যিহোবাই আমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন।

[১১] তাহাতে ইলিয়াকীম্‌ ও শিব্‌ন ও যোয়াহ রব্‌শাকিকে কহিল, বিনয় করি, অরামীয় ভাষাতে আপনকার দাসদিগকে কহুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের প্রতি যিহূদীয় ভাষাতে না কহুন। [১২] রব্‌শাকি উত্তর করিল, আমার প্রভু কি কেবল তোমার রাজাকে ও তোমাকে এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লোকেরা তোমাদের সহিত আপন২ বিষ্ঠা ভোজন করিতে ও আপন২ মূত্র পান করিতে প্রাচীরের উপরে বসিয়া আছে, তাহাদিগকেও কহিতে কি নয়? [১৩] পরে রব্‌শাকি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদীয় ভাষাতে কহিতে লাগিল, তোমরা মহারাজের অর্থাৎ অশূরীয় রাজার কথা শুন। [১৪] মহারাজ কহিলেন, তোমাদিগকে ভুলাইতে হিষ্কিয়কে দিও না; কেননা তোমাদিগকে রক্ষা করিতে তাহার সাধ্য নাই। [১৫] এবং 'যিহোবাঃ আমাদিগকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনো অশূরীয় রাজার হস্তগত হইবে না,' ইহা কহিয়া হিষ্কিয় যেন তোমাদিগকে পরমেশ্বরে বিশ্বাস না করায়। [১৬] হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না, কেননা অশূরের রাজা কহিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার কাছে আইস; এবং প্রত্যেক জন আপন২ দ্রাক্ষাফল ও ডুম্বুরফল ভোজন কর ও আপন২ পুষ্করিণীর জল পান কর। [১৭] পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের মত শস্য ও দ্রাক্ষারস ও ভক্ষ্য ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিশিষ্ট কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। [১৮] 'যিহোবাঃ আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন,' এই কথা কহিয়া হিষ্কিয় তোমাদিগকে না ভুলাউক; অন্যদেশীয় দেবতাগণ অশূরীয় রাজার হস্তহইতে কি আপন২ দেশ রক্ষা করিয়াছে? [১৯] হমাতের ও অর্পদের দেবগণ কোথায়? এবং সিফর্বয়িমের দেবগণ কোথায়? দেবগণ কি আমার হস্তহইতে শোমিরোণ্‌কে রক্ষা করিয়াছে? [২০] যদি এই সকল দেশীয় দেবগণের মধ্যে কেহ আমার হস্তহইতে নিজ দেশ রক্ষা করিতে পারে নাই, তবে যিহোবাঃ আমার হস্তহইতে কি যিরূশালমকে উদ্ধার করিবেন? [২১] কিন্তু লোকেরা নীরব হইয়া থাকিল, এক কথারও উত্তর করিল না, কারণ তাহাকে উত্তর দিও না, রাজার এই আজ্ঞা ছিল। [২২] পরে হিল্‌কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্‌ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ ইতিহাসরচক আপন২ বস্ত্র চিরিয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্‌শাকির কথা জ্ঞাত করিল।

৩৭ অধ্যায়।

১ যিশায়িয়ের প্রতি হিষ্কিয়ের লোক প্রেরণ, ৮-৩ হিষ্কিয়ের প্রতি যিশায়িয়ের উত্তর, ১৪ ও মন্দিরে হিষ্কিয়ের প্রার্থনা, ২১ ও সন্হেরীবের বিষয়ে যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৩৬ ও সন্হেরীবের ও তাহার সৈন্যের বিনাশ।

[১] হিষ্কিয় রাজা ইহা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া ও চট পরিধান করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে গমন করিল। [২] এবং চটপরিহিত রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলিয়াকীম্‌কে ও শিব্‌ন লেখককে এবং প্রাচীন যাজকদিগকে আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পাঠাইল। [৩] তাহারা তাহাকে কহিল, হিষ্কিয় কহিলেন, অদ্যকার দিবস ক্লেশ ও অনুযোগ ও অপমানের দিবস, কেননা বালক প্রসবের সময় উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করিতে শক্তি নাই। [৪] অমর ঈশ্বরকে নিন্দা করণার্থে আপন প্রভু অশূরীয় রাজকর্তৃক প্রেরিত রব্‌শাকি যে সকল কথা কহিল, হয় তো তোমার

প্রভু পরমেশ্বর তাহা শুনিবেন, এবং তোমার প্রভু পরমেশ্বর সেই সকল কথা শুনিয়া তাহার শাসন করিবেন; অতএব তুমি বিনয়পূর্ব্বক অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ৫ এই রূপে হিষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশায়িয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে ৬ যিশায়িয় তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের প্রভুকে বল, পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ, ও যাহাদ্বারা অশূরীয় রাজার দাসগণ আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল কথাতে ভীত হইও না। ৭ দেখ, আমি তাহার মধ্যে এক আত্মা প্রবেশ করাইব, এবং সে কোন সমাচার শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে; পরে আমি স্বদেশে তাহাকে খড়্গদ্বারা নিপাত করিব।

৮ পরে অশূরীয় রাজা লাখীশ্ নগরহইতে গিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রব্শাকি ফিরিয়া যাইয়া সৈন্যদ্বারা লিব্না নগর বেষ্টন সময়ে তাহার সহিত মিলিল। ৯ সেই সময়ে 'কূশ্ দেশীয় তির্হকঃ রাজা তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিতেছে,' সে এই সংবাদ পাইল; তাহাতে হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, ১০ তোমরা যিহূদার হিষ্কিয় রাজাকে কহ, যিরূশালম্ অশূরের রাজার হস্তগত হইবে না, তোমার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর তোমার এমত ভ্রান্তি না জন্মাউন। ১১ দেখ, অশূরীয় রাজগণ নানা দেশ বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট করিতে যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে তুমি কি প্রকারে উদ্ধার পাইবা? ১২ আমার পূর্ব্বপুরুষদের দ্বারা বিনষ্ট গোষন্ ও হারণ্ ও রেৎসফ্ দেশীয়দের ও তিলঃসর্ নিবাসি এদনের সন্তানদের দেবগণ কি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে? ১৩ হমাতের রাজা কোথায়? ও অর্পদের রাজা কোথায়? এবং সিফর্বয়িম্ নগরের ও হেনার ও অব্বার রাজা কোথায়?

১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্তহইতে ঐ পত্র লইয়া পাঠ করিলে পর পরমেশ্বরের মন্দিরে গিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। ১৫ এবং হিষ্কিয় পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিল, ১৬ হে কিরূবদের উপরে উপবিষ্ট ইস্রায়েলের ঈশ্বর সৈন্যাধ্যক্ষ যিহোবাঃ, কেবল তুমি পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ। ১৭ হে পরমেশ্বর, কর্ণ পাতিয়া শুন; হে পরমেশ্বর, আপন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ; সন্হেরীব্ অমর ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করণার্থে যে সকল কথা কহিয়া পাঠাইল, তাহা শুন। ১৮ হে পরমেশ্বর, অশূরীয় রাজগণ সমস্ত দেশীয়দের ও তাহাদের দেশের বিনাশ করিয়াছে, ১৯ এবং তাহাদের দেবগণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহা সত্য বটে, কারণ তাহারা ঈশ্বর নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তকৃত কাষ্ঠ ও প্রস্তরময় বস্তু, এই জন্যে তাহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে। ২০ কিন্তু হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, আমি এই নিবেদন করি, সম্প্রতি তুমি তাহার হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর; তাহাতে কেবল তুমিই পরমেশ্বর, ইহা পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

২১ পরে আমোসের পুত্র যিশায়িয় হিষ্কিয়ের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল; ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি যে অশূরীয় সন্হেরীব্ রাজার বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছ, ২২ তাহার বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সিয়োনের কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে, ও তোমাকে পরিহাস করিতেছে, ও যিরূশালমের কন্যা তোমার পশ্চাতে মস্তক লাড়িতেছে। ২৩ তুমি কাহাকে বিদ্রূপ ও নিন্দা করিয়াছ? ও কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়াছ? কি ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের বিরুদ্ধে? ২৪ তুমি আপন দাসগণের দ্বারা প্রভুকে বিদ্রূপ করিয়া এই কথা বলিয়াছ, 'আমি নিজ রথের বাহুল্যদ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গে অর্থাৎ লিবানোন্ পার্শ্বে আরোহণ করিয়াছি, এবং তাহার উচ্চমস্তক এরস্বৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন করিয়াছি, এবং তাহার উচ্চতম স্থান ও উত্তম কানন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছি; ২৫ এবং খনন করিয়া জল পান করিয়াছি, ও প্রাচীরবেষ্টিত নগরের তাবৎ জলাশয় পদতলদ্বারা শুষ্ক করিয়াছি।' ২৬ আর তুমি কি ইহা শুন নাই? আমি অগ্রে যাহা নিরূপণ করিয়াছিলাম, এবং পূর্ব্বকালে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা এখন সিদ্ধ করিলাম, অর্থাৎ তোমাদ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া ঢিবি করিলাম। ২৭ এই কারণ তন্নিবাসি লোকেরা দুর্ব্বল ও ভীত ও লজ্জিত হইল, এবং ক্ষেত্রের শাক ও নবীন ঘাস ও ছাতের উপরিস্থ তৃণ ও অপক্ক শুষ্ক শস্যের ন্যায় হইল। ২৮ কিন্তু তোমার উপবেশন ও বহির্গমন ও ভিতরে আগমন ও আমার বিরুদ্ধে ক্রোধ, এ সকলি আমি । আমার বিরুদ্ধে তোমার যে ক্রোধ ও দর্প, তাহা আমার কর্ণগোচর হইল; অতএব আমি তোমার নাসিকাতে আপন কড়া ও তোমার মুখে আপন বল্গা দিব, এবং যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব। ৩০ (হে হিষ্কিয়,) তোমার নিমিত্তে এই এক চিহ্ন থাকিবে, এই বৎসরে আপনাহইতে উৎপন্ন শস্য ও দ্বিতীয় বৎসরে তাহাহইতে উৎপন্ন শস্য ভোজন করিলে

পর, তৃতীয় বৎসরে তোমরা বীজ বপন করিয়া শস্য কাটিতে পারিবা, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার ফলভোগ করিবা। [৩১] যিহূদা বংশের অবশিষ্ট পলায়িত লোকরূপ মূল নীচে বৃদ্ধি পাইবে ও উপরে ফল ফলিবে। [৩২] কেননা অবশিষ্ট লোকেরা যিরূশালম্‌হইতে ও পলায়িত লোকেরা সিয়োন্ পর্ব্বতহইতে নির্গত হইবে, ও সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের উদ্‌যোগদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে। [৩৩] অতএব অশূরীয় রাজার বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না, ও ইহার মধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিবে না, ও সম্মুখে ঢাল দেখাইবে না, এবং ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বান্ধিবে না। [৩৪] পরমেশ্বর কহেন, সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহা দিয়াই ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না। [৩৫] আমি আপনার ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই নগরের উদ্ধারার্থে তাহার ঢালস্বরূপ হইব।

[৩৬] পরে পরমেশ্বরের দূত অশূরীয়দের শিবিরে গমন করিয়া তাহাদের এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বিনাশ করিল; অবশিষ্টেরা প্রত্যূষে উঠিয়া সমস্ত লোককেই মৃত দেখিল। [৩৭] অতএব অশূরীয় সন্‌হেরীব্ রাজা প্রস্থান করিয়া নিনিবী নগরে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিল। [৩৮] পরে সে নিষ্রোক্‌নামক ইষ্টদেবতার মন্দিরে পূজা করিতেছিল, ইতিমধ্যে অদ্রম্মেলক্ ও শরেৎসর্ নামক তাহার দুই পুত্র খড়্গদ্বারা তাহাকে নষ্ট করিল; পরে তাহারা অরারট্ দেশে পলায়ন করিলে এসর্‌হদ্দোন্ নামে তাহার আর এক পুত্র তাহার পদে রাজত্ব করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ মৃত্যুসংবাদ পাইলে পর প্রার্থনাদ্বারা হিষ্‌কিয়ের আয়ুর দীর্ঘতা ও তাহার চিহ্ন দেওন, ৯ ও গীতদ্বারা তাহার নিমিত্তে হিষ্‌কিয়ের ধন্যবাদ করণ।

[১] তৎকালে হিষ্কিয়ের সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইলে আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর কহেন, তুমি আপন বাটী প্রস্তুত কর, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবা না। [২] তাহাতে হিষ্কিয় ভিত্তির দিগে মুখ করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করিয়া কহিল, [৩] হে পরমেশ্বর, বিনয় করি, আমি সত্যতাতে ও সরলান্তঃকরণে তোমার সাক্ষাতে যেরূপ আচরণ করিয়াছি, ও তোমার দৃষ্টিতে যেরূপ সৎকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা তুমি এখন স্মরণ কর; তাহাতে হিষ্কিয় অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। [৪] পরে যিশায়িয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই কথা উপস্থিত হইল, [৫] তুমি গিয়া হিষ্কিয়কে বল, তোমার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের প্রভু পরমেশ্বর ইহা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম ও তোমার চক্ষুর জল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমার আয়ু পঞ্চদশ বৎসর বৃদ্ধি করিব। [৬] এবং অশূরীয় রাজার হস্তহইতে তোমাকে ও এই নগরকে রক্ষা করিব; আমি এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব। [৭] পরমেশ্বর আপনার উক্ত এই বাক্য সিদ্ধ করিবেন, ইহার এই চিহ্ন পরমেশ্বরহইতে তোমাকে দত্ত হইবে। [৮] দেখ, আহসের ঘড়ির উপরে সূর্য্যের ছায়া যত অংশ অগ্রসর হইয়াছে, তাহার দশ অংশ পীছে ফিরাইব। পরে সূর্য্যের ছায়া যত অংশ অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার দশ অংশ পীছে ফিরিয়া গেল।

[৯] পীড়িত হইলে পর সুস্থ হওন সময়ে যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের লিপি এই। [১০] আমি কহিলাম, আমার বয়সের পরমগতিতে আমি পরলোকের দ্বারে প্রবেশ করিব, অবশিষ্ট বৎসরপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইব। [১১] আমি বলিলাম, আমি জীবৎ লোকদের বসতি দেশে যাঃ নামে পরমেশ্বরকে আর দেখিব না, ও মর্ত্যনিবাসিদের সহিত মনুষ্যকেও আর দেখিব না। [১২] আমার আবাস মেষপালকের তাম্বুর ন্যায় উঠিয়া স্থানান্তরে গেল, আমি তন্তুবায়ের ন্যায় আপন আয়ু ছিন্ন করিলাম, তিনি তাঁতহইতে আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, ও এক দিবারাত্রির মধ্যে আমার আয়ুর শেষ করিলেন। [১৩] আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলাম, তুমি সিংহের ন্যায় আমার অস্থি চূর্ণ করিবা, ও এক দিবারাত্রির মধ্যে আমার আয়ুর শেষ করিবা। [১৪] আমি তালচোঁচপক্ষির কিম্বা সারসের ন্যায় চীৎকার করিলাম, ও ঘুঘুর ন্যায় শব্দ করিলাম; ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতে২ আমার চক্ষু ক্ষীণ হইল; 'হে পরমেশ্বর, আমি বড় ক্লিষ্ট হইলাম, আমার উপকার কর।' [১৫] আমি আর কি কহিব? তিনি আমার প্রতি এক কথা কহিলেন, ও তাহা সাধন করিলেন; আমি মনের দুঃখপ্রযুক্ত নম্রতাতে অবশিষ্ট বৎসর সকল যাপন করিব। [১৬] হে প্রভো, এই কারণ লোকেরা সজীব থাকে, কেবল এই২ রূপ দয়াতে আমার প্রাণ রক্ষা পাইল; তুমি আমার আরোগ্যজনক ও জীবনবর্দ্ধক। [১৭] দেখ, আমার কঠিন দুঃখ সুখজনক হইল; তুমি প্রেমেতে আমার প্রাণকে মৃত্যুরূপ খাতহইতে উদ্ধার করিলা, ও আমার তাবৎ পাপ আপন পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলা। [১৮] পরলোক তোমার ধন্যবাদ করিবে না, ও মৃত্যু তোমার প্রশংসা করিবে না, ও যাহারা খাতে নামে, তাহারা তোমার সত্যতার অপেক্ষা করিবে

না। [১৯] কিন্তু অদ্য আমি যেমন করিতেছি, তদ্রূপ জীবিত লোকেরা, জীবিত লোকেরাই তোমার ধন্যবাদ করিবে, ও পিতৃগণ সন্তানদিগকে তোমার বিশ্বাস্যতা জ্ঞাত করিবে। [২০] পরমেশ্বর আমার পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আমরা যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের মন্দিরে বীণা বাজাইয়া গান করিব।

[২১] যিশায়িয় কহিয়াছিল, ডুম্বুর ফলের চাক লইয়া ছেঁচিয়া স্ফোটকের উপরে দিলে সে সুস্থ হইবে। [২২] আর হিষ্কিয় কহিয়াছিল, আমার পরমেশ্বরের মন্দিরে যাওনের চিহ্ন কি?

৩৯ অধ্যায়।

১ হিষ্কিয়ের অহঙ্কার, ৩ ও তাহার দেশের ভাবিদণ্ড।

[১] ঐ সময়ে বলদনের পুত্র মিরোদক্ বলদন্ নামে বাবিলের রাজা হিষ্কিয়ের পীড়িত হওনের সংবাদ পাইয়া তাহার নিকটে পত্র ও উপঢৌকন দ্রব্য পাঠাইল। [২] তাহাতে হিষ্কিয় আনন্দিত হইয়া দূতদিগকে আপন কোষ অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগারের ও ভাণ্ডারের তাবৎ বস্তু দেখাইল; হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইল, এমত কোন সামগ্রী তাহার বাটীতে ও তাবৎ রাজ্যে ছিল না।

[৩] পরে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা হিষ্কিয় রাজার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঐ মনুষ্যেরা কি কহিল? এবং কোথাহইতে তোমার নিকটে আইল? তাহাতে হিষ্কিয় কহিল, উহারা দূর দেশ বাবিল্হইতে আমার কাছে আসিয়াছে। [৪] সে জিজ্ঞাসা করিল, উহারা তোমার বাটীতে কি২ দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিল, আমার বাটীতে যাহা২ আছে. সকলি দেখিয়াছে, তাহাদিগকে না দেখাইয়াছি, ধনাগারের মধ্যে এমত কোন দ্রব্য নাই। [৫] পরে যিশায়িয় হিষ্কিয়কে কহিল, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের কথা শুন। [৬] দেখ, তোমার পূর্ব্বপুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা২ সঞ্চয় হইতেছে, ও তোমার বাটীতে যে কিছু আছে, সকলি বাবিল্ নগরে লইয়া যাওনের সময় উপস্থিত হইবে; তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, পরমেশ্বর এই কথা কহেন। [৭] এবং তোমার ঔরসজাত ও তোমার উৎপন্ন সন্তানগণের মধ্যে কএক জন নীত হইয়া বাবিলের রাজবাটীতে ছিন্নপুংস্ত্ব হইয়া থাকিবে। [৮] তাহাতে হিষ্কিয় যিশায়িয়কে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের যে কথা কহিলা, সে উত্তম; আরো কহিল, আমার অধিকার সময়ে মঙ্গল ও সত্যতা হইবে।

৪০ অধ্যায়।

১ সুসমাচারের কথা, ৯ ও তাহা প্রকাশ করণ, ১২ ও পরমেশ্বরের অতুল্যতা, ১৮ ও দেবতাদের অসারতা, ২৭ ও পরমেশ্বরের লোকের উপকার।

[১] তোমাদের ঈশ্বর কহেন, তোমরা সান্ত্বনা কর, আমার প্রজাদিগকে সান্ত্বনা কর। [২] এবং যিরূশালমকে প্রবোধকথা কহ; তাহার নিকটে এই কথা প্রচার কর, তোমার সংগ্রামের শেষ হইল, ও দোষের প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য হইল; তোমার যত পাপ, তাহার দ্বিগুণ মঙ্গল তুমি পরমেশ্বরের হস্তহইতে পাইবা। [৩] প্রান্তরে এই বাক্যপ্রচারক এক জনের রব আছে, 'তোমরা পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, ও প্রান্তরের মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের জন্যে রাজপথ সমান কর। [৪] প্রত্যেক নিম্ন ভূমি উচ্চ হইবে, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত সকল নিম্ন হইবে; এবং বক্র পথ সরল হইবে, ও উচ্চনীচ ভূমি সমান হইবে। [৫] এবং পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পাইবে, ও তাবৎ প্রাণী এককালে তাহা দেখিবে, কারণ ইহা পরমেশ্বরের মুখের বাক্য।' [৬] পরে 'ঘোষণা কর,' এই এক রব হইল; তাহাতে ঐ ব্যক্তি কহিল, কি ঘোষণা করিব? 'তাবৎ প্রাণীই তৃণস্বরূপ; ও তাহাদের সমস্ত তেজ ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের তুল্য। [৭] তাহার উপরে পরমেশ্বরের বায়ু বহিলে তৃণ শুষ্ক হয় ও পুষ্প ম্লান হয়; লোকেরা নিতান্ত তৃণস্বরূপ। [৮] তৃণ শুষ্ক হয় ও পুষ্প ম্লান হয়; কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য নিত্যস্থায়ী।'

[৯] হে সুসমাচার প্রচারকারিণি সিয়োন, তুমি উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ কর; হে সুসমাচারপ্রচারকারিণি যিরূশালম, তুমি বলেতে উচ্চৈঃস্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না; এবং যিহূদা দেশের তাবৎ পুরীকে এই কথা বল, ঐ দেখ তোমাদের ঈশ্বর। [১০] দেখ, প্রভু পরমেশ্বর পরাক্রমবিশিষ্ট হইয়া আসিবেন, ও স্বহস্তেতে কর্তৃত্ব করিবেন; দেখ, তাঁহার দেয় ফল তাঁহার সহিত আছে, ও তাঁহার দেয় পুরস্কার তাঁহার অগ্রে আছে। [১১] তিনি মেষপালকের ন্যায় আপন পাল চরাইবেন, ও তাহার শাবকদিগকে স্ববাহুতে সংগ্রহ করিবেন ও কোলে করিয়া বহিবেন, ও দুগ্ধদায়িনী সকলকে (ধীরে২) লইয়া যাইবেন।

[১২] আপন হস্ততলের মধ্যে কে জলরাশি পরিমাণ করিয়াছে? ও বিঘতদ্বারা কে আকাশমণ্ডলকে মাপিয়াছে? এবং কাঠাতে পৃথিবীর ধূলা কে মাপিয়াছে? এবং পাল্লাতে পর্ব্বতগণকে ও নিক্তিতে উপপর্ব্বতগণকে কে তৌল করিয়াছে? [১৩] এবং পরমেশ্বরের আত্মার তত্ত্ব কে নিশ্চয়

করিয়াছে? ও কে মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে? [১৪] তিনি কাহার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন? ও কে তাঁহাকে বুদ্ধি দিয়াছে? ও কে তাঁহাকে বিচারপথ দেখাইয়াছে ও কে তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে? ও বুদ্ধির মার্গ তাঁহাকে কে জানাইয়াছে? [১৫] দেখ, তাবদ্দেশীয় লোক কলসের এক বিন্দুর ন্যায় ও নিক্তিতে লগ্ন ধূলার এক কণিকার তুল্য; দেখ, তিনি দ্বীপ সকলকে এক পরমাণুর ন্যায় তুলেন। [১৬] লিবানোন্ অগ্নির নিমিত্তে, ও তাহার জন্তু সকল হোমবলির নিমিত্তে প্রচুর হয় না। [১৭] তাঁহার সম্মুখে তাবদ্দেশীয় লোকেরা নগণ্য, তিনি তাহাদিগকে অসার ও অলীকহইতেও লঘু জ্ঞান করেন।

[১৮] তোমরা কাহার সহিত ঈশ্বরের তুলনা দিবা? ও তাঁহার কি প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবা? [১৯] কর্ম্মকার প্রতিমা ছাঁচে ঢালে, ও স্বর্ণকার স্বর্ণপত্রদ্বারা তাহা মোড়ে, ও তাহার নিমিত্তে রূপার শৃঙ্খল প্রস্তুত করে। [২০] এবং যে জন মূল্যবান নৈবেদ্য দিতে অসমর্থ, সে দুষ্পাচ্য কোন কাষ্ঠ মনোনীত করিয়া অচল এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে কোন নিপুণ শিল্পকারকে অন্বেষণ করে। [২১] কিন্তু তোমরা কি জ্ঞান নাই ও শুন নাই? ও পূর্ব্বকালাবধি কি তোমাদের কাছে প্রকাশিত হয় নাই? ও পৃথিবীর মূল স্থাপনাবধি কি ইহা বুঝা যায় নাই? [২২] ঈশ্বর ভূমণ্ডলের উপরে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার নিকটে পৃথিবীনিবাসিগণ ফড়িঙ্গস্বরূপ; তিনি চন্দ্রাতপের ন্যায় আকাশমণ্ডল বিস্তার করেন, ও বাসের তাম্বুর ন্যায় তাহা প্রশস্ত করেন। [২৩] তিনি ভূপতিদিগকে লুপ্ত করেন, ও পৃথিবীর বিচারকর্ত্তাদিগকে অসারমাত্র করেন। [২৪] তাহারা রোপিত বা উপ্ত হইলে থাকে না, ও ভূমিতে তাহাদের কাণ্ডের মূল বদ্ধ হয় না; তিনি তাহাদের উপরে ফুৎকার দিবামাত্র তাহারা ম্লান হয়, ও ঘূর্ণ বায়ু তাহাদিগকে নাড়ার ন্যায় উড়ায়। [২৫] সেই ধর্ম্মস্বরূপ কহেন, তবে আমার সহিত কাহার তুলনা দিবা? [২৬] ও আমি কাহার সদৃশ হইব? ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঐ সকলের সৃষ্টি কে করিল? তিনি সৈন্যসমূহের ন্যায় সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে বাহিরে আনয়ন করেন, ও তাবতের নাম ধরিয়া আহ্বান করেন; তাহাতে তাঁহার মহাবল ও অতিশয় পরাক্রম প্রযুক্ত তাহাদের একটাও অনুপস্থিত হয় না।

[২৭] 'আমার পথ পরমেশ্বরের দৃষ্টিহইতে গুপ্ত আছে, ও আমার ঈশ্বর আমার বিচার মানেন না,' হে যাকুব্, তুমি কেন এমন কথা কহিতেছ? হে ইস্রায়েল্, তুমি কেন এরূপ বাক্য বলিতেছ? [২৮] তুমি কি জ্ঞান নাই ও শুন নাই? যিহোবাঃ অনাদি অনন্ত ঈশ্বর ও পৃথিবীর সীমার সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ক্লান্ত হন না ও কখনো দুর্ব্বল হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না। [২৯] তিনি ক্লান্তদিগকে শক্তি দেন, ও বলহীনদিগের সামর্থ্য বৃদ্ধি করেন। [৩০] তরুণেরা ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হয়, এবং মনোনীত যুবকেরা নিতান্ত স্খলিত হয়; [৩১] কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরের অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তর২ নূতন বলপ্রাপ্ত হইবে, ও উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় উঠিবে; তাহারা দৌড়িলে দুর্ব্বল হইবে না, ও গমন করিলে ক্লান্ত হইবে না।

৪১ অধ্যায়।

১ আপন লোকদের প্রতি ঈশ্বরের নিবেদন, ৫ ও প্রতিমার অসারতা, ৮ ও ঈশ্বরের লোকের ভয় নিষেধ, ১৭ ও তাহাদের সুখ, ২১ ও খস্রের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] দ্বীপনিবাসিগণ আমার কাছে নীরব হইয়া শুনুক, ও তাবজ্জাতীয়েরা নূতন২ বল প্রাপ্ত হউক, ও নিকটে আসিয়া কথা কহুক; আমরা একত্র হইয়া বিচার করি। [২] পূর্ব্বদিগ্‌হইতে ঐ মনুষ্যকে কে উদিত করিবে? যিনি ধর্ম্মস্বরূপ তিনি তাহাকে ডাকিয়া উচ্চপদ দিবেন, ও নানাজাতীয় লোকদিগকে তাহাহইতে পরাঙ্মুখ করিবেন, ও তাহাকে রাজাধিরাজ করিবেন, এবং তাহার খড়্গের অগ্রে লোকদিগকে ধূলার ন্যায় ও ধনুকের অগ্রে চালিত নাড়ার ন্যায় করিবেন। [৩] সে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবে; ও যে পথে কখনো পদার্পণ করে নাই, সে পথে নিরাপদে গমন করিবে। [৪] এ সকল কাহার কার্য্য ও কাহার সাধ্য? ভাবিপুরুষাবলি সকলকে পূর্ব্বাবধি আহ্বান করিতে কে পারে? আমি পরমেশ্বর, আমি আদি এবং শেষকালেও বর্ত্তমান; আমি সেই ব্যক্তি।

[৫] দ্বীপনিবাসিগণ দৃষ্টিপাত করিয়া ভীত হইল, ও পৃথিবীর প্রান্তে স্থিত লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল; তাহারা নিকটে আসিতেছে। [৬] প্রত্যেক জন আপন২ নিকটবর্ত্তি লোককে আশ্বাস দিতেছে, ও আপন২ ভ্রাতাকে কহিতেছে, তুমি সাহসী হও। [৭] সূত্রধর স্বর্ণকারের সাহায্য করিতেছে, এবং হাতুড়িতে সমানকারি লোক নেহাইর উপরে আঘাতকারিকে আশ্বাস দিয়া যোড়ের বিষয়ে কহিতেছে, ভাল হইল; এবং প্রতিমা যেন না নড়ে, এ কারণ প্রেকে তাহা বদ্ধ করিতেছে।

[৮] হে আমার দাস ইস্রায়েল্, ও হে আমার মনোনীত যাকুব্, ও হে আমার বন্ধু ইব্রাহীমের সন্তান, [৯] আমি আপন হস্তে ধরিয়া পৃথিবীর

প্রান্তহইতে তোমাকে আনিয়াছি, ও পৃথিবীর সীমাহইতে আহ্বান করিয়া কহিয়াছি, তুমি আমার দাস; আমি তোমাকে মনোনীত করিলাম, তোমাকে কখনো ত্যাগ করিব না। [১০] তুমি ভয় করিও না, আমি তোমার সহায় আছি; এবং শঙ্কিত হইও না, আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে পরাক্রম দিব, ও তোমার উপকার করিব, ও আপন ধর্ম্মরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব। [১১] দেখ, যাহারা তোমার প্রতি কুপিত হয়, তাহারা লজ্জিত ও বিবর্ণ হইবে; এবং তোমার বিপক্ষগণ অসার বস্তুর ন্যায় হইয়া নষ্ট হইবে। [১২] এবং যাহারা তোমার সহিত বিবাদ করে, তাহাদিগকে তুমি অন্বেষণ করিবা, কিন্তু দেখিতে পাইবা না; এবং যাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তাহারা অসার ও অভাব মাত্র হইবে। [১৩] কেননা আমি যিহোবাঃ তোমার ঈশ্বর; আমি তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কহিব, ভয় করিও না, আমি তোমার উপকার করিব। [১৪] হে কীটস্বরূপ যাকূব, ও হে অল্প লোক বিশিষ্ট ইস্রায়েল্, ভয় করিও না; পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমার সাহায্য করিব; যিনি ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ, তিনিই তোমার মুক্তিদাতা। [১৫] দেখ, আমি তোমাকে একটা শস্যমাড়া গাড়ির অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ছুরি বিশিষ্ট নূতন টানাগাড়ির ন্যায় করিব, তাহাতে তুমি পর্ব্বত মাড়িয়া চূর্ণ করিবা ও উপপর্ব্বতগণকে ভূষি করিবা। [১৬] তুমি তাহাদিগকে ঝাড়িলে বায়ু উড়াইয়া লইবে, ও ঘূর্ণ বায়ু তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে, কিন্তু তুমি পরমেশ্বরেতে উল্লাস করিবা, ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের শ্লাঘা করিবা।

[১৭] যে দানহীন ও দরিদ্রগণ জল অন্বেষণ করিয়া পায় না, ও যাহাদের জিহ্বা তৃষ্ণাতে শুষ্ক হয়, আমি পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি মনোযোগ করিব, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করিব না। [১৮] আমি উচ্চস্থানে নদী ও নিম্নস্থানে উনুই বাহির করিব, ও প্রান্তরকে পুষ্করিণীস্বরূপ ও শুষ্ক ভূমিকে জলাশয়স্বরূপ করিব। [১৯] এবং প্রান্তরে এরস্ ও বাবল ও মেঁদি ও জিতবৃক্ষ রোপণ করিব, ও নির্জ্জল ভূমিতে দেবদারু ও তিধর্ ও তাশূর বৃক্ষ এক স্থানে রুপিব। [২০] তাহাতে পরমেশ্বর আপন হস্তে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া বুঝিয়া বিবেচনা করিয়া তাহারা এক সময়ে জ্ঞান পাইবে।

[২১] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আপনাদের বিবাদ উপস্থিত কর; ও যাকুবের রাজা কহেন, তোমরা আপনাদের দৃঢ় প্রমাণ প্রকাশ কর। [২২] এবং নিকটে আসিয়া কি ২ ঘটিবে তাহা আমাদিগকে বল; ও পূর্ব্বকালের ভবিষ্যদ্বাক্য সকল কি, তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ কর, তাহাতে আমরা বিবেচনা করিয়া তাহার ফল জানিতে পারিব; কিম্বা কি হইবে, তাহা আমাদিগকে শুনাও। [২৩] পরে কি ২ ঘটিবে, তাহাই প্রকাশ কর; তাহা করিলে তোমরা যে ঈশ্বর বট, তাহা বুঝিতে পারিব; তোমরা কোন প্রকারে মঙ্গল কর বা অমঙ্গল কর, তাহাতে আমরা চমৎকারজ্ঞানে বা শঙ্কাতে আহত হইব। [২৪] কিন্তু তোমরা অভাবহইতেও অভাব, ও তোমাদের কার্য্য অসারহইতেও অসার; যে জন তোমাদিগকে মনোনীত করে, সে ঘৃণাস্পদ হয়। [২৫] আমি উত্তরদিগহইতে যে জনকে উৎপন্ন করিব, সে আসিয়া সূর্য্যোদয়ের দিগে থাকিয়া আমার নামে প্রার্থনা করিবে; যেমন কেহ কর্দ্দম মর্দ্দন করে ও কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দলন করে, তদ্রূপ সে অধ্যক্ষগণকে দলিত করিবে। [২৬] ইহা আমাদিগকে জ্ঞাত করিতে পূর্ব্বে কে প্রকাশ করিয়াছে? এবং সত্য বটে, এ কথা যেন আমরা কহি, তন্নিমিত্তে অগ্রে কে বলিয়াছে? তোমাদের কেহই তাহা প্রকাশ করে নাই, ও কেহই জানায় নাই, এবং তোমাদের কোন ভবিষ্যদ্বাক্য কেহই শুনে নাই। [২৭] প্রথমে আমি সিয়োন্‌কে বলিলাম, তাহাদিগকে দেখ, এবং যিরূশালমে সুসমাচার প্রচারককে প্রেরণ করিলাম। [২৮] আমি দেখিতেছি, তাহাদের কেহই নাই; এবং দেবগণের মধ্যেও দেখিতেছি, মন্ত্রী কেহ নাই; আমি জিজ্ঞাসা করিলে কেহ উত্তর দেয় না। [২৯] দেখ, তাহারা সকলে অসার, এবং তাহাদের কর্ম্ম সকল মিথ্যা, তাহাদের ছাঁচে ঢালা প্রতিমা কেবল বায়ুবৎ ও অসারমাত্র।

৪২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের ও তাঁহার কর্ম্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ৫ ও তাঁহার প্রতি পরমেশ্বরের নিয়ম, ১০ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে বিনয় কথা, ১৩ ও সুসমাচারের সফলতা, ১৭ ও প্রতিমার অসারতা, ১৮ ও খ্রীষ্টের কথা, ২২ ও যিহূদি লোকদের অবিশ্বাস ও দণ্ড।

[১] ঐ দেখ আমার সেবক, আমি তাঁহাকে ধারণ করি; তিনি আমার মনোনীত লোক ও আমার আন্তরিক সন্তোষের পাত্র; আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থায়ী করিব, তাহাতে তিনি ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে রাজনীতি প্রচলিত করিবেন। [২] তিনি কলহ কিম্বা উচ্চশব্দ করিবেন না, এবং রাজপথে আপন রব শুনাইবেন না। [৩] এবং থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, ও সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না; কিন্তু সত্যতাদ্বারা রাজনীতি প্রচলিত করিবেন। [৪] তিনি যাবৎ পৃথি-

ধীতে রাজনীতি স্থাপন না করেন, তাবৎ নিস্তেজ ও ভগ্নাশ হইবেন না; এবং দ্বীপনিবাসিগণ তাঁহার শাস্ত্রের অপেক্ষাতে থাকিবে।

[৫] যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহার বিস্তার করিয়াছেন, এবং ভূমণ্ডল ও তদুৎপন্ন বস্তু সকলেরও বিস্তার করিয়াছেন, এবং তন্নিবাসি সকলকে নিশ্বাস প্রশ্বাস দেন, ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ জঙ্গমকে প্রাণ দেন, সেই প্রভু পরমেশ্বর কহেন, [৬] আমি পরমেশ্বর ধর্ম্মের নিমিত্তে তোমাকে আহ্বান করিলাম, আমি তোমার হস্ত ধরিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; [৭] তুমি প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও ভিন্নজাতীয়দের দীপ্তিস্বরূপ হইয়া অন্ধদিগকে চক্ষু দিবা, ও বন্ধনহইতে বন্দিদিগকে, ও কারাগারহইতে অন্ধকারবাসিগণকে মুক্ত করিবা। [৮] আমিই পরমেশ্বর, এই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে দিব না, ও আপন প্রশংসা খোদিত প্রতিমাকে দিব না। [৯] দেখ, পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে; এখন আমি নূতন ঘটনা প্রকাশ করি, ও উৎপন্ন হওনের পূর্ব্বে তোমাদিগকে তাহা জ্ঞাত করি।

[১০] হে সমুদ্রগামিরা, ও হে সাগরস্থ সকল, ও হে দ্বীপগণ ও তন্নিবাসিরা, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নূতন গীত গান কর, ও পৃথিবীর অন্তহইতে তাঁহার প্রশংসা কর। [১১] এবং প্রান্তর ও তন্মধ্যস্থিত নগর, এবং কেদরের বসতিস্থান শিবির সকল অতি উচ্চৈঃশব্দ করুক, ও প্রস্তরময় দেশীয় লোকেরা জয়ধ্বনি করুক, ও পর্ব্বতের চূড়াহইতে মহানাদ করুক; [১২] তাহারা পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করুক, ও দ্বীপগণের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করুক।

[১৩] পরমেশ্বর বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, ও মহাযোদ্ধার ন্যায় আপনার উৎসাহ প্রকাশ করিবেন, ও উচ্চৈঃস্বর করিবেন, ও মহানাদ করিবেন; তিনি আপন বৈরিদের বিপরীতে পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া কহিবেন, [১৪] আমি বহুকাল কিছুই না কহিয়া নীরব হইয়া সহিষ্ণু ছিলাম; কিন্তু এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় নিশ্বাস ধরিয়া ও যত্ন পূর্ব্বক নিশ্বাস টানিয়া চীৎকার করিব। [১৫] আমি পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণকে শূন্য করিব, ও তদুপরিস্থ তাবৎ তৃণ শুষ্ক করিব, এবং নদীগণকে স্থল ও পুষ্করিণীকে শুষ্ক করিব। [১৬] আমি অন্ধদিগকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পথ দিয়া লইয়া যাইব, এবং পূর্ব্বের অনিশ্চিত মার্গে তাহাদিগকে গমন করাইব, ও তাহাদের অগ্রে অন্ধকারকে দীপ্তি ও উচ্চনীচ ভূমিকে সমান করিব; এই যে প্রতিজ্ঞা সকল তাহা আমি সিদ্ধ করিব, কদাচ তাহাহইতে নিবৃত্ত হইব না।

[১৭] যাহারা খোদিত প্রতিমাতে নির্ভর করে, ও ছাঁচের প্রতিমার কাছে, 'তোমরা আমাদের দেবগণ,' এমত কথা কহে, তাহারা পশ্চাৎ পতিত হইয়া লজ্জিত হইবে।

[১৮] হে বধিরগণ, শুন; হে অন্ধ সকল, দেখিতে চক্ষু মেল। [১৯] আমার সেবকের ন্যায় অন্ধ কে? ও আমার প্রেরিত দূতের সদৃশ বধির কে? ও নিবেদিত লোকের ন্যায় অন্ধ কে? এবং পরমেশ্বরের সেবকের ন্যায় অন্ধ কে আছে? [২০] তিনি অনেক বিষয় দেখেন, কিন্তু মনোযোগ করেন না; এবং কর্ণ অনবরোধ করেন, কিন্তু শুনেন না। [২১] পরমেশ্বর আপন ধর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহাতে সন্তুষ্ট হন; তিনি ব্যবস্থাকে গৌরবান্বিত ও সম্ভ্রান্ত করিবেন।

[২২] এই লোক অপহৃত ও লুটিত হইতেছে; তাহারা সকলে গর্ত্তে ধৃত ও কারাগারে গুপ্ত আছে; তাহারা অপহৃত হইলে কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার করে না, এবং লুটিত হইলে, 'ফিরাইয়া দেও,' এমত কথা কেহই কহে না। [২৩] তোমাদের মধ্যে এমত কথাতে কে অবধান করিবে? ও কে শুনিয়া ভাবিকালের নিমিত্তে তাহাতে মনোযোগ করিবে? [২৪] যাকুবকে অপহৃত হইতে কে দিয়াছে? ও ইস্রায়েল্‌কে লুটিত হইতে কে দিয়াছে? তাহারা যাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিত, ও যাঁহার পথে গমন করিতে অসম্মত ছিল, ও যাঁহার ব্যবস্থা মানিত না, এমত যে পরমেশ্বর, তিনি কি দেন নাই? [২৫] তিনি তাহাদের প্রতি আপন ক্রোধের তাপ ও যুদ্ধের বল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহা তাহাদের চতুর্দ্দিগে জ্বলিল, কিন্তু তাহারা মানিল না; ও তাহাদিগকে দগ্ধ করিল, তথাপি তাহারা মনোযোগ করিল না।

৪৩ অধ্যায়।

১ আপন লোকদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ করণ, ১০ ও লোকদের তাঁহার সাক্ষী হওন, ১৪ ও বাবিলের অধঃপতন, ১৬ ও ঈশ্বরের লোকদের রক্ষার কথা, ২২ ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুযোগ।

[১] হে যাকুব্, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা, হে ইস্রায়েল্, তোমার নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমেশ্বর এখন এই কথা কহেন, ভয় করিও না, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, ও তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি আমার। [২] তুমি জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে সে তোমাকে মগ্ন করিবে না; এবং অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিলে তুমি দগ্ধ হইবা না, ও তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না। [৩] কেননা আমি যিহোবাঃ তোমার ঈশ্বর, আমি

ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ ও তোমার ত্রাণকর্ত্তা, আমি তোমার মোচনের মূল্যার্থে মিসর দিব, এবং তোমার পরিবর্ত্তে কূশ্ ও সিবা দিব। [৪] তুমি আমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য ও সম্ভ্রান্ত এবং আমার প্রিয়পাত্র, এই জন্যে তোমার পরিবর্ত্তে মনুষ্য-গণকে ও তোমার প্রাণের পরিবর্ত্তে লোকদিগকে দিব। [৫] ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সহায় আছি; আমি পূর্ব্ব দিগহইতে তো-মার বংশদিগকে আনিব, ও পশ্চিম দিগহইতে তোমাকে সংগ্রহ করিব। [৬] এবং উত্তর দিককে কহিব, তুমি তাহাদিগকে ফিরিয়া দেও; এবং দক্ষিণ দিক্‌কেও কহিব, তুমি তাহাদিগকে রা-খিও না; কিন্তু দূরহইতে আমার পুত্রগণকে ও পৃথিবীর অন্তহইতে আমার কন্যাদিগকে, [৭] এবং আমার নামে বিখ্যাত ও আমার মহিমা প্রকা-শার্থে আমাকর্তৃক সৃষ্ট তাবৎ লোককে আনিয়া দেও, তাহারা আমার নির্ম্মিত লোক ও আমার কর্ম্ম। [৮] যাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ ও কর্ণ থাকিতে বধির, তাহারা বাহিরে আনীত হউক। [৯] অন্যজাতীয় সকলে একত্র হইয়া আগমন করুক, ও অন্যদেশীয়েরা একত্র হউক; তাহাদের মধ্যে কে এই কথা প্রকাশ করিতে পারে? কিম্বা পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বাক্য আমাদিগকে শুনাইতে পারে? তাহারা নির্দ্দোষ হওনার্থে আপনা-দের সাক্ষিগণকে উপস্থিত করুক, তাহাতে লোকেরা শুনিয়া, এই কথা সত্য, ইহা বলিতে পারিবে।

[১০] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আমার সাক্ষী আছ, এবং আমার মনোনীত দাসও আছেন; অতএব জ্ঞানবান হও, ও বিশ্বাস কর, এবং আমিই ঈশ্বর, ইহা বুঝ; আমার পূর্ব্বে কোন ঈশ্বর নির্ম্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও হইবে না। [১১] আমিই পরমেশ্বর, আমাভিন্ন আর কোন ত্রাণকর্ত্তা নাই। [১২] আমি আপন কথা প্রকাশ করিয়াছি ও পরিত্রাণ করিয়াছি, ও তাহা প্রসিদ্ধ করিয়াছি, এবং কোন ইতর দেবতা তোমাদের মধ্যে ছিল না; পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আমার সাক্ষী, এবং আমি ঈশ্বর। [১৩] কালাবস্থার পূর্ব্বাবধি আমি ঈশ্বর আছি, আমার হস্তহইতে মুক্ত করিতে কেহ সমর্থ নয়; আমি কর্ম্ম করিলে কে বাধা জন্মা-ইতে পারে?

[১৪] তোমাদের মুক্তিদাতা ও ইস্রায়েলের ধর্ম্ম-স্বরূপ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমাদের জন্যে বাবিলে লোক পাঠাইয়া তথাকার তাবৎ লোককে, বিশেষতঃ নৌকাতে উল্লাসকারি কস্‌দীয়দিগকে পলায়নকালে নিপাত করিব। [১৫] আমি পরমেশ্বর তোমাদের ধর্ম্ম-স্বরূপ ও ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তোমা-দের রাজা।

[১৬] যিনি সমুদ্রে মার্গ ও জলরাশিতে পথ করিয়াছিলেন, [১৭] এবং যে রথ ও অশ্ব ও সৈন্য ও বীরগণ একত্র মহানিদ্রাগত হইয়া আর উঠিবে না, ও পাটের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া নিস্তেজ থাকিবে, তাহাদিগকে যিনি বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বর এই কথা কহেন, [১৮] তোমরা পূর্ব্বকালের সেই কর্ম্ম মনে করিও না, ও সেই প্রাচীন ক্রিয়া সকল বিবেচনা করিও না। [১৯] দেখ, আমি এক নূতন কর্ম্ম করি, তাহা এখনই উৎপন্ন হইতেছে; তোমরা কি তাহা জান না? আমি প্রান্তরের মধ্যে পথ করিব, ও মরুভূমিতে জলস্রোত করিব। [২০] তাহাতে বনপশু ও সর্প ও উষ্ট্রপক্ষি সকল আমার গৌরব প্রকাশ করিবে, কেননা আমি আপন মনোনীত প্রজাদের পানার্থে প্রান্তরমধ্যে জল ও মরুভূমিতে জলস্রোত উৎপন্ন করিব। [২১] সেই প্রজাদিগকে আমি আপনার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা আমার প্রশং-সার সংকীর্ত্তন করিবে।

[২২] হে যাকূব্, তুমি আমাকে আহ্বান কর নাই; হে ইস্রায়েল্, তুমি বরং আমার সেবা করিতে ক্লান্ত হইয়াছ। [২৩] তুমি আমার কাছে হোমার্থক মেষ আন নাই, ও বলিদানদ্বারা আমার সমাদর কর নাই। আমি নৈবেদ্যের ভারে তোমাকে দাসের ন্যায় ভারগ্রস্ত করি নাই, এবং ধূপের ভারে তোমাকে ক্লান্ত করি নাই। [২৪] তুমি আমার নিমিত্তে রূপ্যমূল্যে সুগন্ধি বচ ক্রয় কর নাই, ও বলির মেদেতে আমাকে তৃপ্ত কর নাই; কিন্তু তোমার পাপ-দ্বারা আমাকে দাসের ন্যায় ভারগ্রস্ত করিয়াছ, ও তোমার অপরাধদ্বারা আমাকে ক্লান্ত করি-য়াছ। [২৫] তথাপি আমি, আমিই আপনার নিমিত্তে তোমার অধর্ম্ম মার্জ্জনা করি, ও তোমার পাপ মনে করি না। [২৬] এখন তোমার বিবাদ আমাকে স্মরণ করাও; আইস, আমরা পরস্পর বিচার করি; তুমি যেন নির্দ্দোষ হও, এই নিমিত্তে আপনার কথা বল। [২৭] তোমার আদিপিতা পাপ করিয়াছে, ও তোমার গুরুগণ আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। [২৮] এই নিমিত্তে আমি পবিত্র স্থানের অধ্যক্ষগণকে অপবিত্র করিলাম, এবং যাকূবকে পরিবর্জ্জনে ও ইস্রা-য়েলকে নিন্দাতে সমর্পণ করিলাম।

৪৪ অধ্যায়।

১ মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৬ ও প্রতিমার অসারতা, ৯ ও প্রতিমা নির্ম্মাণকারিদের অজ্ঞানতা, ২১ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে বিনয়কথা।

[১] হে আমার দাস যাকুব্, হে আমার মনোনীত ইস্রায়েল্, তুমি সম্প্রতি শুন। [২] তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা ও গর্ব্ভে তোমার অবয়রকারি ও উপকারি পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে আমার দাস যাকুব্, হে আমার মনোনীত যিশুরূন্, ভয় করিও না। [৩] কেননা আমি তৃষিত ভূমির উপরে জলবর্ষণ ও শুষ্ক স্থানে জলস্রোত করিব, অর্থাৎ তোমার সন্তানদের উপরে আপন আত্মাকে ও তোমার বংশের উপরে আপন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিব। [৪] তাহাতে তৃণের মধ্যে জলস্রোতের ধারে যেমন বাইশী বৃক্ষ, তদ্রূপ তাহারা বৃদ্ধি পাইবে। [৫] এক জন কহিবে, আমি পরমেশ্বরের লোক, ও আর এক জন যাকুব নামে বিখ্যাত হইবে, এবং কেহ বা পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্বাক্ষর করিবে, ও ইস্রায়েল্ নামে শ্লাঘা করিবে।

[৬] পরমেশ্বর অর্থাৎ ইস্রায়েলের রাজা ও মুক্তিদাতা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি আদি ও অন্ত, আমাভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই। [৭] আমাদ্বারা আদিকালের লোক স্থাপনাবধি ঘটনা আহ্বান করিয়া প্রকাশ করণে কে আমার তুল্য হইয়া তাহা উপস্থিত করিতে পারে? তাহারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের ঘটনা প্রকাশ করুক। [৮] তোমরা ভয় করিও না ও ভীত হইও না; আমি কি তোমাদের কাছে পূর্ব্বাবধি প্রকাশ করি নাই ও জানাই নাই? তোমরাই আমার সাক্ষী আছ, আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর কি আছে? অবশ্য আর সত্য আশ্রয় নাই, আমি এমত কাহাকে জানি না।

[৯] প্রতিমাখোদকেরা সকলে অসার, তাহাদের সুন্দর প্রতিমা সকল অনুপকারী; তাহারা আপনারা আপনাদের সাক্ষী আছে, কিন্তু কিছু না দেখাতে ও না বুঝাতে লজ্জাপ্রাপ্ত হইবে। [১০] কে দেবতাকে নির্ম্মাণ করে, ও অনুপকারি প্রতিমাকে প্রস্তুত করে? [১১] দেখ, তাহার সমস্ত সহায়গণ লজ্জিত হইবে; সেই শিল্পকারিরা মর্ত্যমাত্র, তাহারা সকলে একত্র হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু একেবারে ভীত ও লজ্জিত হইবে। [১২] কর্ম্মকার কুড়ালি নির্ম্মাণ করিতে অঙ্গারে লৌহ তপ্ত করে, ও হাতুড়িদ্বারা তাহার আকার প্রস্তুত করে, ও তাহার উপরে আপন হস্তের বল প্রকাশ করে, এবং ক্ষুধিত হইয়া দুর্ব্বল হয়, ও জল পান না করিয়া ক্লান্ত হয়। [১৩] পরে ছুতার সূত্রপাত করে ও সিন্দূরদ্বারা তাহার আকৃতি লেখে, ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা সেই কর্ম্ম করে, এবং কোম্পাস দিয়া তাহার আকারের পরিমাণ করে, এবং বাটীতে রাখিবার জন্যে মনুষ্যের আকার ও সৌন্দর্য্যানুসারে তাহা নির্ম্মাণ করে। [১৪] সে আপন কার্য্যের নিমিত্তে এরস বৃক্ষ ছেদন করে, এবং তর্সা ও অলোন্ বৃক্ষ গ্রহণ করে, ও বনবৃক্ষদের মধ্যে এক দৃঢ় বৃক্ষ মনোনীত করে; কিম্বা ওরণ বৃক্ষকে রোপণ করে, পরে বৃষ্টিদ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইলে [১৫] সে জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া মনুষ্যের উপকারী হয়; সে তাহার কিছু লইয়া অগ্নি জ্বালাইয়া তাপের সেবা করে, এবং তাহাদ্বারা তন্দুর তপ্ত করিয়া রুটী প্রস্তুত করে, এবং তাহাদ্বারা এক দেবতাকেও নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভজনা করে, এবং খোদিত প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহার কাছে দণ্ডবৎ হয়। [১৬] সে তাহার এক অংশ অগ্নিতে দগ্ধ করে, ও অন্য অংশদ্বারা মাংস পাক করিয়া ভোজন করে, ও মাংস দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হয়, এবং আগুন পোহাইয়া কহে, আহা, আমি উষ্ণ হইলাম, ও অগ্নি দেখিতে পাইলাম! [১৭] এই সকল হইলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদ্বারা এক দেবতা অর্থাৎ খোদিত প্রতিমাকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে দণ্ডবৎ হয়, ও তাহাকে পূজা করে, এবং তাহার কাছে প্রার্থনা করিয়া কহে, আমাকে নিস্তার কর, কেননা তুমি আমার দেবতা। [১৮] তাহারা জানে না ও বুঝে না; তিনি লেপ দেওয়াতে তাহাদের চক্ষু দেখিতে পায় না, ও অন্তঃকরণ বুঝিতে পারে না। [১৯] আমি যাহার এক খণ্ড জ্বালাইয়া অঙ্গারে রুটী পাক করিলাম ও মাংস দগ্ধ করিয়া ভোজন করিলাম, এখন তাহার অবশিষ্ট অংশদ্বারা কি ঘৃণার্হ প্রতিমাকে নির্ম্মাণ করিব, ও কাষ্ঠখণ্ডের কাছে দণ্ডবৎ হইব? এ প্রকার কথা কহিতে তাহাদের বিবেচনা ও জ্ঞান ও বুদ্ধি হয় না। [২০] এই লোক ভস্ম ভোজন করে, ও তাহার ভ্রান্ত অন্তঃকরণ তাহাকে ভুলায়; সে আপন প্রাণ উদ্ধার করিতে পারে না, এবং আমার দক্ষিণ হস্তে কি ভ্রান্তি নাই? এ কথাও কহিতে পারে না।

[২১] হে যাকুব্, হে ইস্রায়েল্, তুমি এই সকল স্মরণ কর, কেননা তুমি আমার দাস, আমি তোমাকে আপন দাস করণার্থে সৃষ্টি করিয়াছি; অতএব হে ইস্রায়েল্, আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না। [২২] আমি তোমার অপরাধ সকল কুজ্ঝটিকার ন্যায় ও তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় মোচন করিয়াছি; তুমি আমার প্রতি ফির, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি। [২৩] হে স্বর্গ সকল, পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহার নিমিত্তে তোমরা গান কর; হে পৃথিবীর নিম্নস্থান সকল, আনন্দধ্বনি কর; হে পর্ব্বতগণ ও হে কানন ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বৃক্ষ, তোমরা একযোগ হইয়া গান কর, কেননা

পরমেশ্বর যাকুব্‌কে মুক্ত করিয়া ইস্রায়েলের মধ্যে প্রশংসিত হইতেছেন। ২৪ যিনি জঠরের মধ্যে তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার সেই মুক্তিদাতা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর, যিনি একাকী আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন, ও আপনি পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, ২৫ এবং মিথ্যাবাদিদের লক্ষণ ব্যর্থ করেন, এবং মন্ত্রজ্ঞদিগকে উন্মত্তবৎ করেন, ও বিদ্বানদের বুদ্ধি বিপরীত করেন, ও তাহাদের জ্ঞানকে মূর্খতাস্বরূপ করেন; ২৬ এবং আপন সেবকের কথা স্থির করেন, ও আপন দূতগণের পরামর্শ সিদ্ধ করেন, এবং যিরূশালম্‌কে কহেন, ‘তুমি বসতিবিশিষ্ট হও;’ ও যিহূদাদেশের নগর সকলকে কহেন, ‘তোমরা গ্রথিত হও, আমি দেশের শূন্য স্থান পুনর্ব্বার লোকালয় করিব।’ ২৭ এবং গভীর জলকে কহেন, ‘তুমি শুষ্ক হও, আমি তোমার নদীগণকে শুষ্ক করিব।’ ২৮ এবং খসুকে কহেন, ‘তুমি আমার নিযুক্ত পালরক্ষক, আমার সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবা, এবং যিরূশালম্‌কে কহিবা, তুমি পুনর্নির্ম্মিত হও, ও মন্দিরকে কহিবা, তোমার ভিত্তিমূল স্থাপিত হউক।’

৪৫ অধ্যায়।

১ আপন লোকদের রক্ষার্থে ও বাবিলের বিনাশার্থে খস্রের উত্থাপন, ৮ ও খস্রকে রক্ষা করণ ও তাহার কর্ম্ম সফল করণ ২০ ও দেবতাদের নিষ্ফলতা।

১ পরমেশ্বর আপন অভিষিক্ত খসুের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া তোমার সম্মুখে অন্যজাতীয়দিগকে পরাস্ত করিব, ও রাজগণের কটিবন্ধন মুক্ত করিব, ও তোমার অগ্রে দুই কপাট বিশিষ্ট দ্বার মুক্ত করিব, তাহাতে সে দ্বার আর বদ্ধ হইবে না। ২ আমি তোমার অগ্রে যাইয়া উচ্চনীচ পথ সরল করিব, ও পিত্তলের কপাট ভগ্ন করিব, ও লৌহহুড়কা ছেদন করিব। ৩ এবং তোমাকে অন্ধকারাবৃত নিধি ও গুপ্ত স্থানে সঞ্চিত ধন দিব; তাহাতে তোমার নামদাতা যে আমি, আমি পরমেশ্বর ইস্রায়েলের ঈশ্বর আছি, ইহা তুমি জানিতে পারিবা। ৪ আমার দাস যাকুবের ও আমার মনোনীত ইস্রায়েলের নিমিত্তে আমি তোমার নাম রাখিয়াছি; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে উপাধি দিয়াছি। ৫ আমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটিবন্ধন করিয়াছি। ৬ তাহাতে আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই, আমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, ইহা সূর্য্যোদয় স্থানাবধি পশ্চিম দিক্‌ পর্য্যন্ত তাবৎ লোক জ্ঞাত হইবে। ৭ আমি দীপ্তি সৃজন করি ও অন্ধকার উৎপন্ন করি; আমি শান্তি সৃজন করি, ও বিপদ উৎপন্ন করি; আমি পরমেশ্বর এই তাবৎ কর্ম্ম করি।

৮ হে আকাশমণ্ডল, তুমি উপরহইতে শিশির বর্ষণ কর, এবং মেঘগণ ধর্ম্মরূপ বৃষ্টিধারা করুক, ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া পরিত্রাণ উৎপন্ন করুক, ও ধর্ম্ম অঙ্কুর করুক; আমিই পরমেশ্বর তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ৯ যে জন আপন সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত কলহ করে, তাহার সন্তাপ হইবে; সে অন্য২ খোলার মধ্যে গণ্য মৃত্তিকার খোলামাত্র। ‘তুমি কি নির্ম্মাণ করিতেছ?’ এই কথা কি মৃত্তিকা কুম্ভকারকে কহিতে পারে? কিম্বা ‘উহার হস্ত নাই,’ এই কথা কি তোমার নির্ম্মিত বস্তু কহিতে পারে? ১০ ‘তুমি কি জন্মাইতেছ?’ এই কথা যে জন আপন পিতাকে,ও ‘তুমি কি প্রসব করিতেছ?’ এই কথা যে জন আপন মাতাকে কহে, তাহার সন্তাপ হইবে। ১১ ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা কি আমার শিশুদের ভবিষ্যদ্‌ ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, ও আমার হস্তকৃত ক্রিয়ার বিষয়ে আজ্ঞা দেও? ১২ আমি পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছি, ও তন্নিবাসি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছি; আমি হস্তদ্বারা আকাশ বিস্তীর্ণ করিয়াছি, ও তাহার সৈন্যরূপ তারাগণকে আজ্ঞা দিয়াছি। ১৩ আমি ঐ ব্যক্তিকে ধর্ম্মেতে উৎপন্ন করিব, ও তাহার তাবৎ পথ সরল করিব, এবং সে আমার নগর গাঁথিবে, এবং বিনা মূল্যে ও বিনা পুরস্কারে আমার বন্দি লোকদিগকে মুক্ত করিবে, এই কথা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন। ১৪ পরমেশ্বর কহেন, মিসরের সম্পত্তি ও কূশের বাণিজ্যের ধন এবং দীর্ঘকায় সিবায়ীয় লোক তোমার হস্তগত হইয়া তোমার হইবে; তাহারা তোমার পশ্চাদ্‌গামী হইবে, ও শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া গমন করিবে, ও তোমাকে প্রণাম করিয়া এই নিবেদন করিবে, ‘কেবল তোমার মধ্যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।’ ১৫ হে ইস্রায়েলের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, সত্য, তুমি বোধাগম্য ঈশ্বর। ১৬ প্রতিমানির্ম্মাণকারিগণ সকলে লজ্জিত ও বিবর্ণ হইবে, ও এক কালে লজ্জাতে মগ্ন হইবে। ১৭ কিন্তু ইস্রায়েল্‌ বংশ পরমেশ্বরদ্বারা অনন্ত পরিত্রাণ পাইবে; তোমরা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কখন লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইবা না। ১৮ কেননা আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর অর্থাৎ যে ঈশ্বর পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন, ও তাহা স্থাপন করিয়াছেন, ও তাহাকে শূন্য থাকিতে সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু বাসস্থানার্থে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি

কহেন, আমিই পরমেশ্বর; আমা ব্যতিরেকে আর কেহ নাই। ১৯ আমি গোপনে পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থানে কথা কহি নাই; এবং 'তোমরা বৃথা আমার অন্বেষণ কর,' এই বাক্য আমি যাকুবের বংশকে কহি নাই; আমি পরমেশ্বর সত্যবাদী; আমি প্রকৃত কথা কহি।

২০ হে অন্যজাতীয়দের মধ্যহইতে রক্ষিত লোক সকল, তোমরা একত্র হইয়া নিকটে আইস; যাহারা আপনাদের খোদিত কাষ্ঠ বহিয়া বেড়ায়, ও অনুপকারি দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, তাহারা কিছুই জানে না। ২১ তাহাদিগকে কহ, নিকটে আইসুক, ও পরস্পর পরামর্শ করুক। ঘটনার পূর্ব্বে এ কথা কে জ্ঞাত করিয়াছে? ও প্রথমাবধি কে তাহা প্রকাশ করিয়াছে? আমি পরমেশ্বর কি তাহা করি নাই? আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বর নাই, আমি যাথার্থিক ও মুক্তিদাতা ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

২২ হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি সম্মুখ হইয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, আমা ব্যতিরেকে আর কেহ নাই। ২৩ আমি আপন নাম লইয়া শপথ করি, এবং আমার ধর্ম্মমুখহইতে এই অমোঘ বাক্য নির্গত হয়; আমার কাছে প্রত্যেক জন হঁটু পাতিবে ও জিহ্বাদ্বারা শপথ করিবে; ২৪ ও কহিবে, কেবল পরমেশ্বরেতে আমার পুণ্য ও শক্তি আছে; তাঁহারই কাছে সকলে আসিবে, এবং যাহারা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলে লজ্জিত হইবে। ২৫ আর ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পরমেশ্বরের দ্বারা পুণ্যবান গণিত হইবে, ও তাঁহার শ্লাঘা করিবে।

৪৬ অধ্যায়।

১ বাবিল ও তাহার প্রতিমার বিনাশ, ৩ ও ঈশ্বরের লোকদের রক্ষা, ৫ ও প্রতিমার অসারতা, ৮ ও বিবেচনা করিতে বিনয়কথা, ১২ ও পরিত্রাণের কথা।

১ বেল্ (দেবতা) নত হয়, ও নিবো অধোবদন হয়; তাহাদের প্রতিমাগণ পশুদিগকে ও জন্তুদিগকে সমর্পিত হয়। তোমরা যাহাদিগকে বহিয়া বেড়াইতা, তাহারা পশুদের বোঝা হইয়া ক্লান্তিজনক হয়। ২ তাহারা এক কালে হেঁট হইয়া পড়ে, বোঝা রক্ষা করিতে পারে না, এবং আপনারা বন্দিদশাগ্রস্ত হইয়া দূরদেশে গমন করে।

৩ হে যাকুবের বংশ, হে ইস্রায়েল্ বংশের অবশিষ্ট লোক, তোমরা আমার কথা শুন; আমি আজন্মকাল তোমাদিগকে বহন করিয়াছি, ও তোমাদের গর্ব্ভস্থকালাবধি তোমাদিগকে স্কন্ধে করিয়াছি। ৪ এবং তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তাহা করিব, ও পক্ককেশ হওন পর্য্যন্ত তোমাদিগকে বহন করিব; আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তোমাদিগের ভার লইয়াছি; আর আমিই তোমাদিগকে স্কন্ধে বহন করিয়া রক্ষা করিব।

৫ তোমরা আমাকে কাহার সদৃশ ও কাহার সমান করিবা? এবং তুলনা দেওনার্থে কাহার সহিত আমার উপমা দিবা? ৬ ঐ অপব্যয়িরা তোড়াহইতে স্বর্ণ বাহির করে, ও নিক্তিতে রূপ্য তৌল করে; এবং স্বর্ণকারকে বানী দিয়া তাহাদ্বারা এক দেবতা নির্ম্মাণ করায়, পরে হাঁটু পাতিয়া তাহার পূজা করে। ৭ এবং তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে, ও স্বস্থানে দাঁড় করাইয়া রাখে, তাহাতে সে আপন স্থানহইতে সরে না; কিন্তু তাহার কাছে প্রার্থনা করিলেও সে উত্তর দেয় না, ও বিপদহইতে তাহাকে উদ্ধার করে না।

৮ হে পাপি সকল, তাহা স্মরণ কর, ও পুরুষত্ব প্রকাশ কর, ও এ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ কর। ৯ পূর্ব্বকালের পুরাতন কার্য্য স্মরণ কর; অবশ্য আমিই ঈশ্বর, আমা ভিন্ন আর কেহ নাই; আমিই ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই। ১০ আমি শেষঘটনার কথা প্রথমে প্রকাশ করি, ও যাহা উপস্থিত নয় তাহা পূর্ব্বে প্রচার করি, এবং কহি, আমার মন্ত্রণা সফল হইবে, ও যাহা ইচ্ছা তাহাই আমি করিব। ১১ আমি পূর্ব্বদিগ্হইতে উৎক্রোশ পক্ষিকে, অর্থাৎ দূরদেশহইতে আমার পরামর্শের মনুষ্যকে আহ্বান করিব; আমি যাহা আজ্ঞা করিলাম তাহা ঘটাইব, ও যাহা কল্পনা করিলাম তাহাই সিদ্ধ করিব।

১২ হে কঠিনান্তঃকরণেরা, হে ধর্ম্মহইতে দূরবর্ত্তিরা, আমার কথা শুন; ১৩ আমি স্বধর্ম্মকে নিকটস্থ করিব, সে দূরে থাকিবে না, ও আমার স্বীকৃত পরিত্রাণের বিলম্ব হইবে না; আমি আপন শোভাস্বরূপ ইস্রায়েলের জন্যে সিয়োনকে পরিত্রাণের স্থান করিব।

৪৭ অধ্যায়।

১ বাবিলের ভাবিদণ্ড, ৪ ও তাহার নানা প্রকার পাপ।

১ হে বাবিলের অনূঢ়া কন্যে, তুমি নামিয়া ধূলিতে বৈস; হে কল্দীয়দের কন্যে, তুমি সিংহাসন বিনা ভূমিতে বৈস; কেননা কেহ তোমাকে আর কোমলা ও সুখভোগিনী বলিয়া ডাকিবে না। ২ তুমি যাঁতা ধর, ও শস্য পিষ, ও ঘোমটা খুল, ও পদের বস্ত্র তুল, ও জঙ্ঘা অনাবৃত করিয়া নদীর মধ্য দিয়া গমন কর। ৩ তোমার উলঙ্গতা প্রকাশিত হউক, ও তোমার

লজ্জার বিষয় দৃশ্য হউক; আমি প্রতিফল দিব, কেহ আমাকে বাধা দিবে না।

[৪] আমাদের মুক্তিদাতার নাম সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ। [৫] হে কস্‌দীয়দের কন্যে, তুমি অন্ধকারে গিয়া নীরব হইয়া বৈস, কেননা তুমি আর রাজ্য সকলের ঠাকুরাণী নামে বিখ্যাতা হইবা না। [৬] আমি আপন প্রজাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অধিকার অপবিত্র করিয়া তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র কৃপা কর নাই, বৃদ্ধ লোকদের উপরেও অতি ভারি যোঁয়ালি দিতা। [৭] এবং কহিতা, আমি চিরকাল ঠাকুরাণী হইয়া থাকিব; কিন্তু এ সকল মনে কর নাই, ও তোমার শেষদশার বিবেচনা কর নাই। [৮] হে সুখভোগিনি, ইহা শুন, তুমি নিরাপদে বসিয়া থাকিয়া মনে২ কহিতেছ, আমিই আছি, আমাভিন্ন আর কেহ নাই, আমি কখনো বিধবা হইব না, ও পুত্রহীনা হইব না। [৯] কিন্তু তোমার অনেক তন্ত্রমন্ত্র ও নানা প্রকার মোহনবিদ্যার পরাক্রম থাকিলেও পুত্রহীনতা ও বৈধব্য এই উভয়ই অকস্মাৎ এক দিনে তোমার প্রতি ঘটিবে; তাহা সম্পূর্ণ পরিমাণে তোমার প্রতি ঘটিবে। [১০] তুমি আপন দুষ্টতাতে নির্ভর করিয়া কহিতা, আমাকে কেহ দেখে না, এবং তুমি নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিদ্বারাতেই বিপথগামিনী হইয়া মনে২ কহিতা, আমিই আছি, আমাভিন্ন আর কেহ নাই। [১১] অতএব তোমার এমত দুর্দ্দশারূপ (রাত্রি) উপস্থিত হইবে, যে তুমি তাহার প্রভাত দেখিতে পাইবা না; এবং তোমার এমত বিপদ ঘটিবে, যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবা না; এবং তোমার প্রতি হঠাৎ বিনাশ উপস্থিত হইবে, তাহার কিছু অনুভব করিতে পারিবা না। [১২] যে মোহনবিদ্যাতে ও তন্ত্রমন্ত্রের বাহুল্যে তুমি বাল্যকালাবধি শ্রম করিয়া আসিতেছ, সেই সকলেতে এখন নির্ভর দেও; তাহাতে কি জানি তোমার উপকার ও (বিপদের) নিবারণ হইবে। [১৩] তুমি যদি আপনার অনেক২ পরামর্শে ক্লান্ত হও, তবে জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণ ও নক্ষত্রদর্শি ও প্রত্যেক অমাবস্যায় তোমার (ভাবিঘটনা) জ্ঞাপক লোকেরা দাঁড়াইয়া তোমার প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহাহইতে তোমাকে রক্ষা করুক। [১৪] দেখ, তাহারা নাড়ার ন্যায় হইবে, ও অগ্নি তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে; তাহারা অগ্নিশিখার তেজহইতে আপনাদেরই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে না। উষ্ণ হইবার নিমিত্তে এক অঙ্গার, ও সম্মুখে বসিবার নিমিত্তে কিছুমাত্র অগ্নি থাকিবে না। [১৫] তুমি যাহাদের সহিত পরিশ্রম করিয়াছ, তাহারা এই রূপ হইবে; তুমি যাহাদের সহিত যৌবনাবধি বাণিজ্য করিয়াছ, তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ পথে ভ্রান্ত হইবে, তোমাকে উদ্ধার করিতে কেহ থাকিবে না।

৪৮ অধ্যায়।

১ আপন লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুযোগ, ১২ ও বিনয় কথা, ১৭ ও খেদের কথা, ২০ ও ভাবিরক্ষার কথা।

[১] হে যাকুবের বংশ, এই কথা শুন, হে ইস্রায়েল্ নামে বিখ্যাত ও যিহূদারূপ উনুইহইতে নির্গত লোকেরা, তোমরা পরমেশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিয়া থাক, ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু সত্য ও যথার্থরূপে নয়। [২] এবং পবিত্র নগরের লোক নামে বিখ্যাত আছ, এবং যাঁহার নাম সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, সেই ইস্রায়েলের ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা করিতেছ। [৩] পূর্ব্ব ঘটনার কথা প্রথমাবধি আমাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, ও আমার মুখহইতে নির্গত হইয়া (তোমাকে) জ্ঞাপিত হইয়াছিল, পরে শীঘ্র আমাদ্বারা সফল হইয়া উপস্থিত হইল। [৪] তুমি অবাধ্য, ও তোমার ঘাড় লৌহদণ্ডবৎ, ও তোমার কপাল পিত্তলের ন্যায়, ইহা জানিয়া [৫] আমি অগ্রে তাহা তোমাকে জানাইয়াছি, এবং উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে তোমাকে তাহা দেখাইয়াছি; তাহাতে 'ইহা আমার দেবতার কর্ম্ম, ও আমার খোদিত ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমার আজ্ঞা,' তুমি এই কথা বলিতে পার না। [৬] এই দেখ, তুমি যাহা শুনিয়াছ, সে সকল সিদ্ধ হইল, তোমরা কি তাহা স্বীকার করিবা না? এখন অবধি আমি গুপ্ত ও তোমার জ্ঞানের বহির্ভূত নূতন কথা তোমাকে শুনাই। [৭] তাহা পূর্ব্বে কল্পিত না হইয়া এখনই কল্পিত হইল; এই দিনের পূর্ব্বে তুমি তাহা শুন নাই, অতএব 'আমি সে সকলি জানিলাম,' এমত কথা বলিতে পার না। [৮] তুমি তাহা শুন নাই ও জান নাই, এবং প্রথমাবধি তোমার কর্ণও শুনিতে মুক্ত ছিল না; কেননা তুমি যে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও আজন্ম ঈশ্বরত্যাগী নাম ধর, তাহা আমি জানিলাম। [৯] আমি আপন নামের গুণে চিরসহিষ্ণু হইব, এবং আপনার প্রশংসার্থে আপন ক্রোধ সম্বরণ করিব, তোমাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন করিব না। [১০] দেখ, আমি তোমাকে অগ্নিতে পরিষ্কৃত করিব, কিন্তু রূপ্যলাভের আশাতে নয়; আমি দুঃখরূপ হাফরের মধ্যেও তোমাকে মনোনীত করিব। [১১] আমি

আপনার নিমিত্তে, কেবল আপনারই নিমিত্তে তাহা করিব, কেননা আমার নাম কেন নিন্দিত হইবে? আমি আপন মহিমা অন্য কাহাকেও দিব না।

১২ হে যাকুব্, হে আমার আহূত ইস্রায়েল্, আমার কথা শুন; আমিই সেই, আমি আদি এবং আমিই অন্ত। ১৩ আমারই হস্তদ্বারা পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছে, ও আমার দক্ষিণ হস্তদ্বারা আকাশমণ্ডল বিস্তারিত হইয়াছে, আমি আহ্বান করিলে সে সকলই একত্র হইয়া উপস্থিত হয়। ১৪ তোমরা সকলে একত্র হইয়া শুন, দেবগণের মধ্যে কে ঐ সকল ঘটনা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছে? পরমেশ্বর ঐ যে ব্যক্তিকে প্রেম করেন, সে বাবিলের প্রতি তাঁহার মনস্থ ও কস্দীয়দের প্রতি তাঁহার পরাক্রম সিদ্ধ করিবে। ১৫ আমি, আমিই তাহা কহিলাম, ও তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিব, তাহাতে সে আপন পথে কৃতার্থ হইবে। ১৬ তোমরা নিকটে আসিয়া এই কথা শুন; আমি প্রথমাবধি কখনো গোপনে কহি নাই, সেই ঘটনার পূর্ব্বাবধি আমি বর্ত্তমান আছি; এখন প্রভু পরমেশ্বর আমাকে ও আপন আত্মাকে প্রেরণ করিলেন।

১৭ তোমার মুক্তিদাতা ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যিনি তোমাকে উপকারজনক শিক্ষা দেন, ও তোমার গন্তব্য পথে তোমাকে গমন করান, তোমার সেই প্রভু পরমেশ্বর আমি। ১৮ যদি তুমি আমার আজ্ঞা মানিতা, তবে তোমার শান্তি মহানদীর ন্যায়, এবং তোমার পুণ্য সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় হইত; ১৯ ও বালুকার ন্যায় তোমার বংশ হইত, এবং তাহার কণাসমূহের ন্যায় তোমার গর্ভফল হইত; তথাপি তোমার নাম উচ্ছিন্ন ও আমার সম্মুখহইতে লুপ্ত হইবে না।

২০ তোমরা বাবিলহইতে নির্গত হও, ও কস্দীয়দের মধ্যহইতে পলায়ন কর, ও আনন্দপূর্ব্বক উচ্চৈঃশব্দ কর, এবং প্রচার করিয়া পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত তাহা শুনাও, এবং বল, পরমেশ্বর আপন দাস যাকুব্‌কে মুক্ত করিলেন। ২১ পরমেশ্বর তাহাদিগকে যে প্রান্তর দিয়া লইয়া গেলেন, সেই স্থানে তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইল না, কারণ তিনি তাহাদের নিমিত্তে পর্ব্বতহইতে স্রোত বহাইলেন; তিনি পাষাণ ভেদ করিলে জল নির্গত হইল। ২২ পরমেশ্বর কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না।

৪৯ অধ্যায়।

১ যিহূদীয়দের দ্বারা খ্রীষ্টের অবজ্ঞাত হওন, ৭ ও অন্য দেশীয়দের দ্বারা গ্রাহ্য হওন, ১৩ ও মণ্ডলীর প্রতি পরমেশ্বরের প্রেম, ২২ ও তাহার সুখ, ২৪ ও শত্রুদের বিনাশ।

১ হে দ্বীপগণ, আমার বাক্য শুন; হে দূরস্থ লোক সকল, আমার কথায় মনোযোগ কর। আমার গর্ভস্থ হওনাবধি পরমেশ্বর আমাকে আহ্বান করিলেন, ও মাতার উদরহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি আমার নাম ধরিলেন। ২ তিনি আমার মুখকে তীক্ষ্ণ খড়্গস্বরূপ করিলেন, ও আপন হস্তের ছায়াতে আমাকে লুক্কায়িত করিলেন, এবং আমাকে শাণিত বাণস্বরূপ করিয়া আপন তূণের মধ্যে রাখিলেন। ৩ এবং আমাকে কহিলেন, হে ইস্রায়েল্, তুমি আমার দাস, তোমাদ্বারা আমার মহিমা প্রকাশ পাইবে। ৪ তাহাতে আমি কহিলাম, আহা! আমি মিথ্যাশ্রম করিয়াছি, এবং বৃথা ও নিরর্থকরূপে আপন শক্তি ব্যয় করিয়াছি; তথাপি আমার বিচার পরমেশ্বরের সহিত, ও আমার কর্ম্মের ফল আমার ঈশ্বরের সহিত আছে। ৫ এখন যে পরমেশ্বর আপনার কাছে যাকুব্‌কে পুনর্ব্বার আনয়নার্থে আমাকে আপনার সেবক করিতে গর্ভের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এ কথা কহেন,—যদ্যপি ইস্রায়েল্ তাঁহার নিকটে সংগৃহীত না হয়, তথাপি আমি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে আদরণীয় হই, ও আমার ঈশ্বর আমার বলস্বরূপ হন, ৬ এই নিমিত্তে তিনি এই কথা কহেন—তুমি যে যাকুবের বংশদিগকে উত্থাপন করণার্থে ও ইস্রায়েলের রক্ষিত লোকদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন করণার্থে আমার সেবক হও, ইহা ক্ষুদ্র বিষয়; আমি তোমাকে অন্যজাতীয়দের দীপ্তিস্বরূপ ও পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত আমার স্বীকৃত পরিত্রাণস্বরূপ করিব।

৭ যে জন মনুষ্যমাত্রের নিন্দার পাত্র ও লোকদের ঘৃণাস্পদ ও কর্তৃত্বকারিদের দাস, তাহাকে ইস্রায়েলের মুক্তিদাতা ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বিশ্বসনীয় পরমেশ্বরের গুণে, ও তোমার মনোনীতকারী যে ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ তাঁহার গুণে রাজারা তোমাকে দেখিলে উঠিবে, ও অধ্যক্ষেরা তোমার ভজনা করিবে। ৮ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি অনুগ্রহের সময়ে তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিব, ও পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিব, ও তোমাকে রক্ষা করিয়া লোকদের সন্ধিরূপে নিযুক্ত করিব; তাহাতে তুমি দেশের শান্তি করিবা, ও নষ্ট ভূমি পুনরায় অধিকারিদিগকে দিবা; ৯ এবং বাহিরে আইস, এই কথা বন্দিগণকে কহিবা, এবং প্রত্যক্ষ হও, এই কথা অন্ধকারস্থিত লোকদিগকে কহিবা; তাহারা পথের পার্শ্বে চরিবে, ও গিরি সকল তাহাদের চারণ স্থান

হইবে। ১০ তাহারা ক্ষুধিত কি তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না, এবং গ্রীষ্ম ও রৌদ্রদ্বারা আহত হইবে না, কেননা যিনি তাহাদের প্রতি দয়া করেন, তিনি তাহাদিগকে চরাইবেন ও জলের উনুইর নিকটে লইয়া যাইবেন। আমি আপনার তাবৎ পর্ব্বত (সমান করিয়া) পথ করিব, ও আপন রাজপথ সকল উচ্চীকৃত করিব। ১২ দেখ, ইহারা দূরহইতে আসিবে; ও দেখ, উহারা উত্তর ও পশ্চিম দিগ্‌হইতে আগমন করিবে; এবং ঐ লোকেরা সীনীম্‌ দেশহইতে আসিবে।

১৩ হে আকাশমণ্ডল, গান কর; হে পৃথিবি, আনন্দধ্বনি কর; হে পর্ব্বতগণ, গীত গাও; কেননা পরমেশ্বর আপন প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিবেন ও আপন দুঃখি লোকদের প্রতি দয়া করিবেন। ১৪ কিন্তু সিয়োন্‌ কহে, 'পরমেশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ও আমার প্রভু আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন।' ১৫ স্ত্রীলোক আপন গর্ব্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ না করিয়া কি আপন স্তন্যপায়ি শিশুকে বিস্মৃত হইতে পারে? বরং তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না। ১৬ দেখ, আমি আপন হস্তের তালুতে তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, এবং তোমার প্রাচীর সর্ব্বদা আমার দৃষ্টিগোচর আছে। ১৭ তোমার পুত্রেরা শীঘ্র আসিবে, ও তোমার বিনাশকারিরা ও শূন্যকারিরা তোমার মধ্যহইতে নির্গত হইবে। ১৮ তুমি চক্ষু তুলিয়া চতুর্দ্দিগে দেখ, এই সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে; পরমেশ্বর কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে তুমি ভূষণের ন্যায় এই সকলকে পরিধান করিবা, এবং কন্যার ভূষণের ন্যায় এই সকলকে ধারণ করিবা। ১৯ তোমার তাবৎ স্থান উচ্ছিন্ন ও শূন্য এবং ভূমি নষ্ট হইয়াছে বটে, তথাপি সেই সময়ে তোমার মধ্যে নিবাসি লোকদের স্থানাভাব হইবে, এবং তোমার গ্রাসকারি লোকেরা অতি দূরে থাকিবে। ২০ তুমি পুত্রহীনা হইলে পরে তোমার পুত্রগণ পুনর্ব্বার তোমার কর্ণগোচরে কহিবে, 'এ স্থান অতি সঙ্কীর্ণ; বাসার্থে আমাদিগকে আরো স্থান দেও।' ২১ তাহাতে তুমি মনে২ কহিবা, আমার এই সকলকে কে জন্ম দিয়াছে? আমি সন্তানহীনা ও বন্ধ্যা ও দেশচ্যুতা ও বহিষ্কৃতা ছিলাম; আহা! ইহাদিগকে কে প্রতিপালন করিয়াছে? দেখ, আমি একাকিনী অবশিষ্টা ছিলাম, তৎকালে ইহারা কোথায় ছিল?

২২ প্রভু পরমেশ্বর এ কথা কহেন, দেখ, আমি অন্যজাতীয়দের প্রতি হস্ত উঠাইয়া ইঙ্গিত করিব, ও নানা লোকদের প্রতি ধ্বজা তুলিব, তাহাতে তাহারা তোমার পুত্রগণকে বক্ষঃস্থলে ও তোমার কন্যাদিগকে স্কন্ধে করিয়া আনিয়া দিবে। ২৩ এবং রাজগণ তোমার বেহারা ও তাহাদের রাণীগণ তোমার ধাত্রী হইবে, এবং তাহারা ভূমিতে মুখ দিয়া তোমাকে প্রণাম করিবে, ও তোমার চরণের ধূলি চাটিবে; তাহাতে আমিই পরমেশ্বর বটি, ও যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহারা লজ্জিত হয় না, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা।

২৪ 'বীরহইতে কি লুটিত দ্রব্য হরণ করা যাইবে? ও ন্যায্য যোদ্ধার বন্দি লোককে কি মুক্ত করা যাইবে?' ২৫ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বীরের বন্দি লোক উদ্ধৃত হইবে, ও ভয়ঙ্করহইতে লুট দ্রব্য মুক্ত করা যাইবে; আর যাহারা তোমার সহিত বিবাদ করে, তাহাদের সহিত আমি বিবাদ করিব, ও তোমার পুত্রদিগকে আমি ত্রাণ করিব; ২৬ ও তোমার উপদ্রবকারিগণকে আপন২ মাংস ভোজন করাইব, ও তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসের ন্যায় আপন২ রক্তে মত্ত হইবে; তাহাতে আমিই পরমেশ্বর তোমার ত্রাণকর্ত্তা এবং যাকুবের বলস্বরূপ তোমার মুক্তিদাতা, ইহা তাবৎ প্রাণী জানিতে পারিবে।

৫০ অধ্যায়।

১ অবিশ্বাস প্রযুক্ত ঈশ্বরের যিহূদীয়দিগকে ত্যাগ করণ, ৪ ও খ্রীষ্টের কথা, ১০ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বিনয় কথা।

১ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যে পত্রদ্বারা তোমাদের মাতাকে ত্যাগ করিয়াছি, তাহার সেই ত্যাগপত্র কোথায়? এবং আমার মহাজনদের মধ্যে কাহার কাছে তোমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছি? দেখ, তোমরা আপনাদের অধর্ম্ম প্রযুক্ত বিক্রীত হইয়াছ, এবং তোমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন প্রযুক্ত তোমাদের মাতা ত্যক্তা হইয়াছে। ২ আমি আইলে কি নিমিত্তে কেহ উপস্থিত হইল না? ও আমি ডাকিলে কেন কেহ উত্তর দিল না? আমার হস্ত কি এমত দুর্ব্বল, যে আমি মুক্ত করিতে পারি না? এবং আমি কি এমত বলহীন যে উদ্ধার করিতে পারি না? দেখ, আমি ধমকেতে সমুদ্রকে শুষ্ক করি, ও নদীকে প্রান্তর করি, তাহাতে মৎস্যগণ জলাভাবে দুর্গন্ধ হয়, ও পিপাসাতে প্রাণ ত্যাগ করে। ৩ এবং আমি আকাশমণ্ডলকে কৃষ্ণবর্ণতাদ্বারা আচ্ছাদন করি, ও চট পরিধান করাই।

৪ "আমি যেন ক্লান্ত লোকদিগকে বাক্যদ্বারা সুস্থির করিতে পারি, এই নিমিত্তে প্রভু পরমেশ্বর আমাকে পণ্ডিতের ন্যায় জিহ্বা দিয়াছেন;

তিনি প্রতি প্রভাতে জাগ্রৎ করিয়া শিষ্যের ন্যায় মনোযোগ করিতে আমার কর্ণ খুলেন। ৫ প্রভু পরমেশ্বর আমার কর্ণ খুলিয়াছেন, তাহাতে আমি প্রতিকূলাচারী হই না, এবং পরাঙ্মুখও হই না। ৬ আমি প্রহারকদের প্রতি পৃষ্ঠ, ও শ্মশ্রু উৎপাটকদের প্রতি গাল পাতিয়া দি, এবং লজ্জা ও থুথুহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করি না। ৭ প্রভু পরমেশ্বর আমার উপকারী, তন্নিমিত্তে আমি লজ্জিত হই না, বরং অগ্নিপ্রস্তরের ন্যায় আপন মুখ করি, কেননা আমি যে লজ্জিত হইব না, তাহা জানি। ৮ যিনি আমাকে পুণ্যবান গণনা করেন, তিনি নিকটবর্ত্তী, অতএব আমার সহিত কে বিবাদ করিতে পারে? আইস, আমরা একত্র হইয়া দাঁড়াই; কে আমার প্রতিবাদী? সে নিকটে আইসুক। ৯ দেখ, প্রভু পরমেশ্বর আমার উপকারী, কে আমাকে দোষী করিতে পারে? দেখ, তাহারা সকলে বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, ও কীটের ভক্ষ্য হইবে।"

১০ তোমাদের মধ্যে এমত কে আছে যে পরমেশ্বরের ভয়কারী ও তাঁহার সেবকের কথায় মনোযোগী হইয়া অন্ধকারে গমন করে ও দীপ্তি প্রাপ্ত হয় না? সে পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস করুক, এবং আপন ঈশ্বরেতে নির্ভর দিউক। ১১ দেখ, বহ্নি প্রজ্বলিত করিতেছ ও অগ্নিময় অস্ত্রদ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টিত করিতেছ যে তোমরা, তোমরা সকলে সেই বহ্নিদাহের ও প্রজ্বলিত অস্ত্ররাশির মধ্যে প্রবেশ কর; আমার হস্তে এই ফল পাইবা, তোমরা যন্ত্রণাতে শয়ন করিবা।

৫১ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের দৃষ্টান্ত, ৪ ও মনোযোগ করিতে লোকদের প্রতি আহ্বান, ৭ ও ত্রাণের কথা, ৯ ও আশ্বাসের কথা, ১২ ও সান্ত্বনার কথা, ১৭ ও বিলাপের কথা, ২১ ও রক্ষার কথা।

১ হে ধর্ম্মানুগামি লোকেরা, হে পরমেশ্বরের অন্বেষণকারিগণ, তোমরা আমার কথা শুন; তোমরা যে শৈলহইতে খোদিত ও যে কূপরূপ গহ্বরহইতে খনিত হইয়াছ, তাহার প্রতি দৃষ্টি কর। ২ তোমাদের পিতা ইব্রাহীম্ ও তোমাদের প্রসবকারিণী সারার প্রতি দৃষ্টি কর; আমি সেই (ইব্রাহীম্‌কে) একাকী দেখিয়া আহ্বান করিলাম, ও বর দিয়া বহুবংশ করিলাম। ৩ সেই রূপে পরমেশ্বর সিয়োন্‌কে সান্ত্বনা করিবেন, ও তাহার তাবৎ উচ্ছিন্ন স্থানকে প্রবোধ দিবেন, ও তাহার প্রান্তরকে এদনের ও তাহার শুষ্ক ভূমিকে পরমেশ্বরের উদ্যানের ন্যায় করিবেন, এবং তাহার মধ্যে আনন্দ ও উল্লাস ও ধন্যবাদ ও গীতের ধ্বনি হইবে।

৪ হে আমার প্রজাগণ, আমার কথায় মনোযোগ কর; হে আমার লোক সকল, আমার বচন শ্রবণ কর, কেননা আমাহইতেই শাস্ত্র প্রকাশিত হইবে, ও লোকদের দীপ্তির নিমিত্তে আমি আপন রাজনীতি স্থাপন করিব। ৫ আমার ধর্ম্ম নিকটবর্ত্তী ও আমার স্বীকৃত পরিত্রাণ উদিত হইল, এবং আমার হস্ত লোকদের বিচার নিষ্পন্ন করিবে; এবং দ্বীপনিবাসিরা আমার অপেক্ষাতে থাকিবে, ও আমার ভুজেতে প্রত্যাশা করিবে। ৬ তোমরা ঊর্দ্ধস্থিত আকাশমণ্ডলকে দেখ, ও নীচস্থ পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি কর; ঐ আকাশ ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে, ও পৃথিবী বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, এবং তন্নিবাসিগণও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে; কিন্তু আমার স্বীকৃত পরিত্রাণ সদাকালস্থায়ী হইবে, ও আমার ধর্ম্ম লোপ পাইবে না।

৭ হে ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা, অন্তঃকরণে আমার শাস্ত্রকে স্থান দেও যে তোমরা, তোমরা আমার কথা শুন; মর্ত্ত্যের নিন্দাতে ভয় করিও না, ও তাহার বিদ্রূপে ত্রাসযুক্ত হইও না। ৮ কেননা বস্ত্রের ন্যায় তাহারা কীটেতে জর্জ্জরীভূত হইবে, ও পোকা সকল তাহাদিগকে মেষলোমের ন্যায় ভক্ষণ করিবে; কিন্তু আমার ধর্ম্ম সদাকালস্থায়ী হইবে, ও আমার স্বীকৃত ত্রাণ পুরুষানুক্রমে থাকিবে।

৯ হে পরমেশ্বরের বাহু, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও, বল পরিধান কর; পূর্ব্বকালের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদের পূর্ব্বসময়ের ন্যায় জাগ্রৎ হও। তুমিই কি রহবকে আঘাত কর নাই? ও নাগকে ক্ষত বিক্ষত কর নাই? ১০ তুমিই কি সমুদ্রকে অর্থাৎ গভীর জলনিধিকে শুষ্ক কর নাই? ও মুক্ত লোকদের অগ্রসর হইবার জন্যে সমুদ্রের তলকে কি পথস্বরূপ কর নাই? ১১ সেই প্রকারে পরমেশ্বরের নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, ও জয় ২ করিতে ২ সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্য হর্ষমুকুট থাকিবে; আনন্দ ও আহ্লাদ তাহাদের সঙ্গী হইবে, এবং শোক ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

১২ আমি, আমিই তোমার সান্ত্বনাকর্ত্তা, তুমি নশ্বর মর্ত্ত্যকে ও তৃণের ন্যায় হেয় মনুষ্যসন্তানকে কেন ভয় করিতেছ? ১৩ যিনি আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন ও পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই পরমেশ্বরকে কেন বিস্মৃত হইতেছ? এবং বিনাশ করিতে উদ্যত উপদ্রবকারিকে দেখিয়া তাহার ক্রোধহইতে সমস্ত দিন কেন ভয় করিতেছ? সে উপদ্রবির ক্রোধ কোথায়? ১৪ নত বন্দি লোক

শীঘ্র মুক্ত হইবে; সে কারাগারে মরিবে না, ও তাহার খাদ্যের অভাব হইবে না। [১৫] কেননা আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি সমুদ্রকে ব্যস্ত করিলে তাহার তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি করে; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, এই আমার নাম। [১৬] স্বর্গের রোপণার্থে ও পৃথিবীর স্থাপনার্থে, এবং তুমি আমার প্রজা, এই কথা সিয়োনকে জ্ঞাপনার্থে আমি আপন বাক্য তোমার মুখে রাখিলাম, ও আপন হস্তের ছায়াতে তোমাকে আচ্ছাদন করিলাম।

[১৭] হে যিরূশালম, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও, গাত্রোত্থান কর, তুমি পরমেশ্বরের হস্তহইতে তাঁহার ক্রোধরূপ পাত্রে পান করিয়াছ, ও কম্পজনক বাটির তলানি চাটিয়া পান করিয়াছ। [১৮] তুমি যত পুত্র প্রসব করিয়াছ, তাহাদের মধ্যে কেহ তোমাকে লইয়া যাইতে অবশিষ্ট থাকে না; ও যত পুত্র প্রতিপালন করিয়াছ, তাহাদের মধ্যে কেহ তোমার হস্ত ধরিতে অবশিষ্ট থাকে না। [১৯] এবং শূন্যতা ও বিনাশ, এ দুই তোমার প্রতি ঘটিল; কে তোমার নিমিত্তে বিলাপ করিতেছে? তোমার প্রতি দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ ঘটিল; কে তোমাকে সান্ত্বনা করিতেছে? [২০] তোমার পুত্রগণ পরমেশ্বরের ক্রোধেতে ও তোমার ঈশ্বরের ধমকেতে হতজ্ঞান হইয়া জালে বদ্ধ হরিণের ন্যায় প্রতি পথের মস্তকে অচেতন হইয়া পতিত আছে।

[২১] হে দুঃখিতে, দ্রাক্ষারস বিনা উন্মত্তা যে তুমি, তুমি এই কথা শুন। [২২] তোমার প্রভু পরমেশ্বর ও আপন প্রজাদের পক্ষবাদি তোমার ঈশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি কম্পজনক পানপাত্র তোমার হস্তহইতে লইব; সেই বাটিতে অর্থাৎ আমার ক্রোধরূপ পানপাত্রে তুমি আর পান করিবা না। [২৩] কিন্তু আমি তোমার উপদ্রবিদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিব, অর্থাৎ 'হেঁট হও, আমরা তোমার উপর দিয়া গমন করিব,' যাহাদের এমত আজ্ঞাতে তুমি মৃত্তিকার ও পথিকদের পথের ন্যায় আপন পীঠ পাতিয়া দিতা, তাহাদিগকে তাহা দিব।

৫২ অধ্যায়।

১ মণ্ডলীর প্রতি আহ্বান, ৩ ও রক্ষার কথা, ৭ ও সুসমাচার প্রচার করণের কথা, ৯ ও তদ্দ্বারা সুখ, ১১ ও পরিত্রাণ, ১৩ ও খ্রীষ্ট বিষয়ক কথা।

[১] হে সিয়োন্, তুমি জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও, এবং আপন বল পরিধান কর; হে পবিত্র নগরি যিরূশালম, তুমি আপনার শোভাজনক পরিচ্ছদ পরিধান কর, তোমার মধ্যে অচ্ছিন্ন-ত্বক্ ও অশুচি লোক আর প্রবেশ করিবে না। [২] হে যিরূশালম্, তুমি আপন গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া আসনে উপবিষ্ট হও; হে বন্দি কন্যে সিয়োন্, তোমার গলার বন্ধন মুক্ত কর।

[৩] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যেমন বিনা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিলা, তদ্রূপ বিনা রৌপ্যে মুক্ত হইবা। [৪] কেননা প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার প্রজারা পূর্ব্বে মিসর্দেশে গিয়া সে স্থানে প্রবাস করিয়াছিল, এবং অশূরীয়েরাও তাহাদের প্রতি অকারণে দৌরাত্ম্য করিয়াছে। [৫] এখন পরমেশ্বর কহেন, এই স্থানে আমার কি করা কর্ত্তব্য? কেননা আমার প্রজাগণ অকারণে স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। পরমেশ্বর কহেন, তাহাদের শাসনকর্ত্তৃগণ ক্রন্দন করে, এবং দিনে২ আমার নাম নিত্য নিন্দিত হয়। [৬] অতএব আমার প্রজাগণ আমার নাম জ্ঞাত হইবে, এবং প্রতিজ্ঞাকারী যে আমি, আমি উপস্থিত আছি, তাহা তাহারা সেই দিনে জ্ঞাত হইবে।

[৭] যে জন সুসমাচার আনয়ন করে, তাহার চরণ পর্ব্বতের উপরে কেমন শোভা পায়! সে সন্ধি জ্ঞাপন করে, ও মঙ্গলের সংবাদ দেয়, ও পরিত্রাণের বার্ত্তা প্রচার করে, এবং সিয়োন্কে কহে, 'তোমার ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব করেন।' [৮] তোমার প্রহরিগণ উচ্চৈঃস্বর করে, ও উচ্চধ্বনিতে একস্বরে গান করে, কেননা সিয়োনে পরমেশ্বরের প্রত্যাগমন সময়ে তাহারা প্রত্যক্ষে তাহা দেখিবে।

[৯] হে যিরূশালমের শূন্য স্থান সকল, আনন্দিত হও, ও একস্বরে জয়ধ্বনি কর, কেননা পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন ও যিরূশালমকে মুক্ত করিবেন। [১০] পরমেশ্বর তাবজ্জাতীয়দের দৃষ্টিতে আপন পবিত্র বাহু অনাবৃত করিবেন, তাহাতে পৃথিবীর আদ্যন্তস্থিত লোকেরা আমাদের ঈশ্বরের স্বীকৃত পরিত্রাণ দেখিতে পাইবে।

[১১] চল২, এই স্থানহইতে বাহির হও, অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না, ইহার মধ্যহইতে বাহির হও; হে পরমেশ্বরের পাত্রবাহকগণ, তোমরা শুচি হও। [১২] কিন্তু তোমরা ত্বরায় বাহিরে যাইবা না, ও পলায়নের ন্যায় গমন করিবা না, কারণ পরমেশ্বর তোমাদের অগ্রগামী হইবেন, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন।

[১৩] দেখ, আমার সেবক সুবিচার পূর্ব্বক আচরণ করিবেন; এবং উন্নত ও উচ্চপদপ্রাপ্ত ও মহামহিম হইবেন। [১৪] অন্য লোক অপেক্ষা তাঁহার মুখ, ও মনুষ্যসন্তানগণ অপেক্ষা তাঁহার আকৃতি বিবর্ণ দেখিয়া যেমন অনেকে

তাঁহার বিষয়ে চমৎকৃত হইত, [১৫] তদ্রূপ তিনি অনেক জাতীয় লোকদিগকে পবিত্র করিবেন, ও তাঁহার সম্মুখে রাজারা বদ্ধমুখ হইবে; কেননা পূর্ব্বে তাহাদের কাছে যাহার কথা প্রকাশিত ছিল না, তাহা তাহারা দেখিতে পাইবে; এবং যাহা কখনো শুনে নাই, তাহার জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।

৫৩ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের নানা দুঃখ ও সেই দুঃখের ফল।

[১] আমাদের বার্ত্তা শুনিয়া কে বিশ্বাস করিল? ও পরমেশ্বরের বাহু কাহার প্রতি প্রকাশিত হইল? [২] যেমন শুষ্ক ভূমিতে চারার মূল, তদ্রূপ তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে বৃদ্ধি পাইলেন; আমরা যে তাঁহাকে মান্য করি, তাঁহার এমত রূপ ও সৌন্দর্য্য ছিল না; এবং আমরা যে তাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করি, তাঁহার এমত আকৃতি ছিল না। [৩] তিনি অপমানিত ও মনুষ্যের মধ্যে অগণ্য, এবং ব্যথার পাত্র ও যাতনাপরিচিত হইলেন, এবং আমাদের হইতে মুখ আচ্ছাদনকারির ন্যায় হইলেন, এবং অবজ্ঞাত ও আমাদের দ্বারা অমান্য হইলেন। [৪] সত্য, তিনি আমাদের যাতনা সকল ধারণ করিলেন, ও আমাদের তাবৎ ব্যথার ভার লইলেন; এবং তিনি আহত ও ঈশ্বরকর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখগ্রস্ত, আমাদের এমন বোধ হইল। [৫] কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষতবিক্ষত, ও আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক দণ্ড তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমাদের আরোগ্য হয়। [৬] আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত ছিলাম, ও প্রত্যেকে আপন২ ইষ্ট পথে চলিতাম, কিন্তু পরমেশ্বর আমা সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন। [৭] এবং শোধ করিতে হইলে তিনি ক্লেশ স্বীকার করিলেন, মুখ ব্যাদান করিলেন না; তিনি বধ্যস্থানে নীত মেষশাবকের ন্যায়, কিম্বা লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব মেষীর ন্যায় হইলেন, মুখ ব্যাদান করিলেন না। [৮] তিনি উপদ্রব ও অন্যায়বিচারে উচ্ছিন্ন হইলেন; তৎকালের লোকদের বর্ণনা কে করিতে পারে? কেননা তিনি জীবৎ লোকদের দেশহইতে উচ্ছিন্ন হইলেন, ও আমার লোকদের অপরাধের নিমিত্তে আহত হইলেন। [৯] এবং দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরূপিত হইল, কিন্তু তিনি ধনবানের সহিত কবর প্রাপ্ত হইলেন; কেননা তিনি কোন দৌরাত্ম্য করেন নাই, ও তাঁহার মুখে কোন ছলের কথা ছিল না। [১০] তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ ও যাতনাগ্রস্ত করিতে পরমেশ্বরের মনোভিলাষ ছিল; 'তাঁহার প্রাণদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে পর তিনি আপন বংশকে দেখিবেন, ও চিরজীবী হইবেন, এবং তাঁহার হস্তদ্বারা পরমেশ্বরের অভিমত সিদ্ধ হইবে। [১১] তিনি আপন প্রাণপণের ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্ম্মিক সেবক অনেককে আপনার জ্ঞান দিয়া পুণ্যবান করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের তাবৎ অপরাধ বহন করিবেন। [১২] আমি মহৎদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, ও তিনি পরাক্রমিদের সহিত আপন লুটস্বরূপ অধিকার পাইবেন; কারণ তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন প্রাণ ব্যয় করিয়াছেন, ও অধর্ম্মিদের সহিত গণিত হইয়াছেন, এবং অনেকের পাপের ভার বহিয়াছেন, ও অধর্ম্মিদের জন্যে প্রার্থনা করিয়াছেন।'

৫৪ অধ্যায়।

১ অন্যদেশীয়দের দ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি, ১১ ও তাহার সৌন্দর্য্য ও সুখ।

[১] হে নিঃসন্তান বন্ধ্যে, তুমি জয়২ কার শব্দ কর; ও হে অপ্রসূতে, তুমি জয়ধ্বনি ও উল্লাসের গান কর, কেননা পরমেশ্বর কহেন, বিবাহিতার সন্তান অপেক্ষা অনাথার অনেক সন্তান হয়। [২] তুমি আপন তাম্বুর স্থান পরিসর কর, ও আপন আবাসের যবনিকা বিস্তার কর, তাহাতে ত্রুটি করিও না; তাম্বুর রজ্জু দীর্ঘ কর, ও তাহার গোঁজ দৃঢ়রূপে স্থাপন কর। [৩] কেননা তুমি দক্ষিণে ও বামে অধিক বৃদ্ধি পাইবা, ও তোমার বংশ অন্যজাতীয়দের দেশ অধিকার করিবে, এবং নরশূন্য নগরকে লোকালয় করিবে। [৪] ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবা না; ও মুখ বির্ণ করিও না, কেননা তুমি আর অবজ্ঞাতা হইবা না; বরং যৌবনকালের অপমান বিস্মৃত হইবা, এবং তোমার বৈধব্যের অনাদর স্মরণে থাকিবে না। [৫] কেননা যিনি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই তোমার স্বামী, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাঁহার নাম; এবং যিনি ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ তিনি তোমার মুক্তিদাতা, সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর এই তাঁহার নাম। [৬] পরমেশ্বর তোমাকে ত্যক্তা ও মনোদুঃখিনী স্ত্রীর ন্যায় দেখিয়া আহ্বান করিতেছেন; এবং যৌবনকালে বিবাহিতা যে বধূ স্বামিত্যক্তা হয়, তাহার ন্যায় তোমাকে দেখিয়া তোমার ঈশ্বর এই কথা কহিতেছেন, [৭] আমি অল্প ক্ষণ তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন মহাকৃপাতে তোমাকে গ্রহণ করিব। [৮] তোমার মুক্তিদাতা পরমেশ্বর কহেন,

আমি ক্রোধসঞ্চারে এক নিমিষমাত্র তোমাহইতে মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্ত প্রীতিতে তোমাকে কৃপা করিব। [৯] আমার নিকটে নোহের প্লাবন ইহার দৃষ্টান্ত হয়; পৃথিবীতে নোহের জলপ্লাবন আর কখনো হইবে না, ইহা আমি যেমন শপথ করিয়াছি, তেমনি তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ হইব না, ও তোমাকে আর অনুযোগ করিব না, ইহাও শপথ করিলাম। [১০] যে পরমেশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করেন, তিনি এই কথা কহেন. পর্ব্বতগণ দূরীকৃত হইবে, ও উপপর্ব্বতগণ উল্টান যাইবে; কিন্তু তোমাহইতে আমার প্রীতি দূরীকৃত হইবে না, ও আমার দত্ত শান্তির নিয়ম উল্টান যাইবে না।

[১১] হে দুঃখিনি, হে ঝড়েতে হেলিতে ও সান্ত্বনাহীনে, দেখ, আমি সিন্দূর দিয়া তোমার প্রস্তর বসাইব, ও নীলমণিদ্বারা তোমার ভিত্তিমূল করিব; [১২] এবং পদ্মরাগমণিদ্বারা তোমার আলিশা, ও সূর্য্যকান্তমণিদ্বারা তোমার দ্বার, ও বহুমূল্য প্রস্তরদ্বারা তোমার তাবৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিব। [১৩] এবং তোমার তাবৎ সন্তান পরমেশ্বরের শিক্ষিত হইবে, ও তোমার সন্তানদের অতিশয় শান্তি হইবে। [১৪] তুমি ধর্ম্মদ্বারা স্থিরীকৃত হইবা, এবং অন্যায়হইতে দূরে থাকিবা, তোমার ভয় হইবে না; এবং শঙ্কাহইতে দূরে থাকিবা, সে তোমার নিকটেও আসিবে না। [১৫] দেখ, যদি কেহ তোমার প্রতি বিপক্ষতা করে, তবে তাহা আমাহইতে হয় না; ও যে কেহ তোমার বিপক্ষতা করে, সে তোমার পক্ষ হইবে। [১৬] দেখ, যে কর্ম্মকার যাঁতাদ্বারা কয়লাতে অগ্নি করিয়া আপন কর্ম্মানুসারে অস্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহাকে আমি সৃষ্টি করি, ও বিনাশ করণার্থে নাশকের উৎপত্তি করি। [১৭] কিন্তু যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে নির্ম্মিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না; ও যে জিহ্বা তোমার সহিত বিবাদ করে, তাহাকে তুমি বিচারে দোষী করিবা; পরমেশ্বরের সেবকদের এই অধিকার, এবং আমাহইতে তাহাদের এমত পুণ্য হয়, এই কথা পরমেশ্বর কহেন।

৫৫ অধ্যায়।

১ পাপি লোকদের প্রতি প্রত্যয় করিতে আহ্বান, ৬ ও ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আহ্বান, ৮ ও ঐ ধর্ম্মদ্বারা যে সুখ তাহার বর্ণনা।

[১] হে তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস; হে অর্থহীন সকল, তোমরা আসিয়া খাদ্য ক্রয় কর ও ভোজন কর; তোমরা আসিয়া রূপা ব্যতিরেকে খাদ্য, ও বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর। [২] অখাদ্য দ্রব্যের নিমিত্তে রূপা, ও অতৃপ্তিকর সামগ্রীর নিমিত্তে পরিশ্রমের ফল কেন ব্যয় করিতেছ? মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন, তাহাতে উত্তম ভক্ষ্য ভোজন করিবা, ও উপাদেয় খাদ্যদ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত করিবা। [৩] মনোযোগ করিয়া আমার নিকটে আইস, এবং শ্রবণ কর, তাহাতে তোমাদের প্রাণ বাঁচিবে; আমি তোমাদের সহিত এক নিত্য নিয়ম অর্থাৎ দায়ূদের প্রাপ্য অটল বরের কথা স্থির করিব। [৪] দেখ, আমি তাঁহাকে লোকদের সাক্ষিরূপে ও নানাজাতীয়দের অগ্রগামি ব্যবস্থাপকরূপে নিযুক্ত করিব। [৫] তাহাতে তুমি যে জাতীয়দিগকে জান না, তাহাদিগকে আহ্বান করিবা, এবং যে জাতীয়েরা তোমাকে জানে না, তাহারা তোমার প্রতি ধাবমান হইবে; তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নিমিত্তে ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের নিমিত্তে ইহা ঘটিবে, যেহেতুক তিনি তোমাকে গৌরবান্বিত করিবেন।

[৬] যাবৎ পরমেশ্বরকে পাওয়া যাইতে পারে, তাবৎ তাঁহার অন্বেষণ কর; ও যাবৎ তিনি নিকটে থাকেন, তাবৎ তাঁহাকে আহ্বান কর। [৭] দুষ্ট লোক আপনার পথ, ও অধার্ম্মিক লোক আপন মনের সংকল্প ত্যাগ করুক; সে পরমেশ্বরের প্রতি ফিরুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি কৃপা করিবেন; এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরুক, কেননা তিনি ক্ষমা করণে মহান্।

[৮] পরমেশ্বর কহেন, আমার মনের সংকল্প তোমাদের সংকল্পের তুল্য নয়, এবং তোমাদের পথ আমার পথের মত নয়। [৯] কিন্তু পৃথিবীহইতে আকাশমণ্ডল যেমন উন্নত, তদ্রূপ তোমাদের পথহইতে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প উন্নত। [১০] এবং বৃষ্টি ও হিমানী আকাশহইতে পতিত হইলে পুনর্ব্বার সেখানে না গিয়া যেমন পৃথিবীকে আর্দ্র করিয়া অঙ্কুরিত ও ফলবান করে, এবং বপনকর্ত্তাকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, [১১] আমার মুখনির্গত বাক্য অবশ্য তদ্রূপ হইবে; তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিবে না, কিন্তু আমি যাহা চাহি তাহা সিদ্ধ করিবে, এবং যাহার জন্যে তাহা প্রেরণ করি তাহা সফল করিবে। [১২] তাহাতে তোমরা আনন্দ পূর্ব্বক বহির্গমন করিয়া কুশলে অগ্রে২ নীত হইবা। পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণ তোমাদের সাক্ষাতে উল্লাসিত হইয়া গান করিবে, এবং ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল হাততালি দিবে। [১৩] কণ্টক বৃক্ষের পরিবর্ত্তে ঝাউ বৃক্ষ, ও শ্যাকুলের পরিবর্ত্তে মেন্দি বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে; তাহা পরমেশ্বরের নাম ও অলোপ্য নিত্যস্থায়ি চিহ্নস্বরূপ হইবে।

৫৬ অধ্যায়।

১ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে বিনয় ও তাহার ফল, ৯ ও অন্ধ রক্ষকদের প্রতি অনুযোগ।

[১] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা ন্যায়-বিচার কর, ও ধর্ম্মাচরণ কর, কেননা আমার স্বীকৃত পরিত্রাণ আগতপ্রায়, এবং আমার ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে উদ্যত হইল। [২] যে জন এই রূপ কর্ম্ম করে, এবং যে মনুষ্যের পুত্র ইহাতে আসক্ত হয়, ও বিশ্রামবারকে পালন করিয়া তাহা অশুচি না করে, এবং আপন হস্তকে কুকর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করে, সে ধন্য। [৩] 'পরমেশ্বর আপন প্রজাহইতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন করেন,' পরমেশ্বরেতে আসক্ত বিদেশি বংশীয় লোক এমত কথা না কহুক; এবং 'দেখ, আমি শুষ্ক বৃক্ষস্বরূপ,' এ কথা নপুংসক না কহুক। [৪] কেননা যে সকল নপুংসক আমার বিশ্রামবার পালন করে, ও যাহাতে আমার তুষ্টি তাহা মনোনীত করে, ও আমার নিয়ম পালন করে, তাহাদিগকে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, [৫] আমি আপন মন্দিরে ও প্রাচীরের ভিতরে পুত্র কন্যা অপেক্ষা উত্তম অধিকার ও নাম তাহাদিগকে দিব, আমি তাহাদিগকে অলোপ্য নিত্যস্থায়ি এক নাম দিব। [৬] আর যে বিদেশি বংশীয় লোকেরা পরমেশ্বরের সেবা ও তাঁহার নামে প্রেম করণার্থে ও তাঁহার দাস হইবার জন্যে পরমেশ্বরেতে আসক্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ বিশ্রামবার পালন করিয়া তাহা অশুচি না করে, ও আমার নিয়ম পালন করে; [৭] তাহাদিগকে আমি আপন পবিত্র পর্ব্বতে আনিব, এবং আমার প্রার্থনাগৃহে তাহাদিগকে আনন্দিত করিব, এবং তাহাদের হোমবলি ও অন্য বলি সকল আমার যজ্ঞবেদির উপরে গ্রাহ্য হইবে, যেহেতুক আমার গৃহ তাবৎ লোকদের প্রার্থনাগৃহ নামে খ্যাত হইবে। [৮] যে প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলের দূরীকৃত লোকদিগকে সংগ্রহ করেন, তিনি এই কথা কহেন, তাহার যে সকল লোক সংগৃহীত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য২ লোককেও আমি তাহার নিকটে সংগ্রহ করিব।

[৯] হে প্রান্তরস্থ পশু সকল, তোমরা আইস; হে বনপশু সকল, গ্রাস করিতে আইস। [১০] তাহার প্রহরিগণ সকলেই অন্ধ ও অজ্ঞান; তাহারা সকলে ঘেউ২ করিতে অসমর্থ গোঙ্গা কুক্কুরের ন্যায়; তাহারা স্বপ্নদর্শী ও নিদ্রালু ও তন্দ্রাতে রত। [১১] এই কুক্কুরগণ উদরম্ভরি, কখনো তাহাদের তৃপ্তি বোধ হয় না; এবং এই পালকেরাও বিবেচনা করিতে পারে না; তাহারা সকলে আপন২ সম্মুখস্থ লাভের চেষ্টাতে আপন২ পথে চলে। [১২] এবং কহে, চল, আমরা দ্রাক্ষারস আনিয়া সুরাপান করি, এবং অদ্য যেমন, তদ্রূপ কল্যও অতি বাহুল্যরূপে প্রচুর মদ্য পান করিব।

৫৭ অধ্যায়।

১ ধার্ম্মিক লোকদের মঙ্গল, ৩ ও যিহূদীয়দের দুষ্টতা, ১৪ ও নম্র লোকদের রক্ষা।

[১] ধার্ম্মিক লোক বিনষ্ট হয়, কিন্তু কেহ তাহাতে মনোযোগ করে না; এবং পুণ্যবানেরা লোকান্তরে সংগৃহীত হয়, কিন্তু ধার্ম্মিক লোক যে বিপদের সম্মুখহইতে লোকান্তরে নীত হয়, ইহা কেহ বিবেচনা করে না। [২] সরলপথগামি লোক সুখস্থানে প্রবেশ করে; তাহারা আপন২ শয্যার উপরে বিশ্রাম পায়।

[৩] হে গণিকার পুত্রগণ, হে পারদারিকের ও বেশ্যার সন্তানগণ, নিকটে আইস। [৪] তোমরা কাহাকে উপহাস কর? ও কাহাকে দেখিয়া মুখ বক্র কর ও জিহ্বা বাহির কর? তোমরা কি অনাজ্ঞাবহ সন্তান ও খলবংশ নও? [৫] তোমরা তাবৎ সতেজ বৃক্ষের তলে দেবাসক্তিতে প্রজ্বলিত হইয়া থাক, এবং নিম্ন স্থানে ও পর্ব্বত-গুহার তলে আপনাদের বালকগণকে বধ করিয়া থাক। [৬] (হে খলসন্ততি,) নিম্ন স্থানের চিক্কণ প্রস্তর তোমার অংশ, তাহাই তোমার অধিকার; তাহারই উদ্দেশে তুমি পেয় দ্রব্য ঢালিতেছ ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ; এই কার্য্যে আমি কি সন্তুষ্ট হইতে পারি? [৭] তুমি অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি আপন শয্যা রাখিয়াছ; সে স্থানে বলিদান করিতে যাইয়া থাক। [৮] কবাট ও চৌকাটের পশ্চাতে আপন ইষ্ট দেবতাকে রাখিয়াছ, এবং আমার অগোচরে বস্ত্র খুলিয়া খাটে উঠিয়া থাক, ও আপন শয্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের কোন২ ব্যক্তির সহিত নিয়ম করিয়া থাক, ও তাহাদের শয্যা ভাল বাসিয়া স্থান প্রস্তুত করিয়া থাক। [৯] এবং তৈল লইয়া রাজার নিকটে গমন করিয়া থাক, ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রচুর করিয়া থাক, ও দূতগণকে দূর দেশে প্রেরণ করিয়া থাক, এবং নরক পর্য্যন্ত অধোগমন করিয়া থাক। [১০] এবং পথের দূরতা প্রযুক্ত পথশ্রান্তা হইলেও, এ মিথ্যা আশা, ইহা কহ না; তোমার হস্তের নাড়ী বদ্ধ হয় নাই, এই জন্যে ক্লান্তা হও না। [১১] কাহাহইতে শঙ্কান্বিতা ও ভীতা হইয়া এমত কাপট্য করিতেছ? তুমি তো আমাকে স্মরণে রাখ না, এবং মনেও কর না; আমি কি দীর্ঘকালাবধি নীরব হই নাই? অতএব আমাহইতে তোমার

ভয় নাই। [১২] আমি তোমার ধর্ম্ম প্রকাশ করিব, তোমার কর্ম্মদ্বারা তোমার উপকার হইবে না। [১৩] তুমি যখন আর্ত্তস্বর কর, তখন তোমার দেবনিবহ উদ্ধার করুক। কিন্তু বায়ু সে সকলকে বহন করিবে, ও এক নিশ্বাসে তাহাদিগকে লইয়া যাইবে; কিন্তু যে জন আমাতে প্রত্যাশা করে, সে দেশাধিকার পাইবে, ও আমার পবিত্র পর্ব্বত অধিকার করিবে।

[১৪] তখন সে কহিবে, প্রস্তুত কর, প্রস্তুত কর, ও পথ সমান কর, ও আমার লোকদের পথহইতে বাধা দূর কর। [১৫] কেননা উন্নত ও সর্ব্বোপরিস্থ ও অনন্তকালনিবাসি ও ধর্ম্মস্বরূপ নামে বিখ্যাত যিনি, তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্দ্ধ ও পবিত্র স্থানে বাস করি, এবং চূর্ণ ও নম্রমনা লোকের নিকটেও বাস করি; কেননা আমি নম্র লোকের আত্মাকে জীবন দান করিতে ও চূর্ণমনা লোকের অন্তঃকরণকে জীবন দান করিতে চাহি। [১৬] আমি নিত্য বিবাদ করিব না, ও সর্ব্বদা ক্রোধ করিব না; করিলে আত্মা এবং আমার সৃষ্ট প্রাণ সকল আমার সম্মুখে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে। [১৭] আমি তাহার লোভরূপ অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিলাম, ও আপন মুখ লুকাইয়া ক্রোধ করিয়া থাকিলাম; তাহাতে সে পরাঙ্মুখ হইয়া আপনার ইষ্ট পথে চলিল। [১৮] আমি তাহার পথ দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সুস্থ করিব, ও তাহার পথদর্শক হইব, এবং তাহাকে ও তাহার শোকাকুল লোকদিগকে সান্ত্বনা করিব। [১৯] আমি ওষ্ঠাধরের ফল সৃষ্টি করিব; পরমেশ্বর কহেন, শান্তি হইবে, নিকটবর্ত্তি ও দূরবর্ত্তি লোকদের শান্তি হইবে, আমি উভয়কে সুস্থ করিব। [২০] কিন্তু দুষ্টগণ আলোড়িত সমুদ্রের তুল্য, কেননা তাহা স্থির হইতে পারে না, ও তাহার জলেতে মল ও কর্দ্দম উঠে। [২১] আমার ঈশ্বর কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না।

৫৮ অধ্যায়।

১ যিহূদি লোকদের কাপট্যের বিষয়ে অনুযোগ ও উপবাসের নির্ণয়, ৮ ও ধর্ম্মকর্ম্মের ফল, ১৩ ও বিশ্রামবার পালন করণের ফল।

[১] উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, ক্ষান্ত হইও না, এবং তূরীর ন্যায় আপন রব শুনাইয়া আমার লোকদিগকে তাহাদের অপরাধ ও যাকূব্ বংশকে তাহাদের পাপ জানাও। [২] তাহারা প্রতি দিন আমার অন্বেষণ করে, ও আমার পথ সকল জানিতে সন্তুষ্ট হয়, এবং যে জাতি ধর্ম্মাচরণ করে ও আপন ঈশ্বরের বিধি ত্যাগ করে না, তদ্রূপ হয়; ও আমার নিকটে ন্যায্য দণ্ডাজ্ঞা চাহে, এবং ঈশ্বরের আগমনের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কহে, [৩] 'আমরা উপবাস করিলে তুমি কেন দৃষ্টি কর না? ও আপন২ প্রাণকে দুঃখ দিলে তুমি কেন মনোযোগ কর না?' দেখ, তোমাদের উপবাসদিনে তোমরা সুখ ভোগ করিয়া থাক, ও পরের পরিশ্রমের কিছুই লাঘব কর না। [৪] দেখ, তোমরা কলহ ও বিবাদ করিতে ও দৌরাত্ম্যরূপ মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে উপবাস করিয়া থাক; ভাল, অদ্যকার ন্যায় উপবাস করিলে তোমরা ঊর্দ্ধ স্থানে আপনাদের রব শুনাইতে পার না। [৫] এই রূপ উপবাস কি আমার মনোনীত? এক দিন আপন২ প্রাণকে দুঃখ দেওয়া, ও পাটিবৃক্ষের ন্যায় মস্তক নত করা, ও শয্যার্থে চট ও ভস্ম পাতন, ইহা কি উপবাস? এবং এমত দিন কি পরমেশ্বরের গ্রাহ্য দিন বিখ্যাত হইতে পারে? [৬] দৌরাত্ম্যের বন্ধন মুক্ত করা, ও যোঁয়ালির খিল খুলিয়া দেওয়া, এবং উপক্রান্তদিগকে উদ্ধার করা, ও প্রত্যেক যোঁয়ালি ভঙ্গ করা, [৭] এবং ক্ষুধিতদিগকে খাদ্য বণ্টন করা, ও তাড়িত দরিদ্রদিগকে গৃহে আশ্রয় দেওয়া, ও উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, ও আপন মাংসতুল্য লোকহইতে লুক্কায়িত না থাকা, এই প্রকার উপবাস কি আমার মনোনীত নয়?

[৮] তাহা করিলে অরুণের ন্যায় তোমার দীপ্তি উদয় পাইবে, ও তোমার আরোগ্য শীঘ্র হইবে, ও ধর্ম্ম তোমার অগ্রসর হইবে, এবং পরমেশ্বরের তেজ তোমার পশ্চাদ্গামী হইবে। [৯] তৎকালে তুমি আহ্বান করিলে পরমেশ্বর উত্তর দিবেন, এবং তুমি ডাকিলে তিনি কহিবেন, দেখ, আমি উপস্থিত আছি। [১০] যদি তুমি আপনার মধ্যহইতে যোঁয়ালি ও অঙ্গুলিতর্জ্জন ও দুর্ব্বাক্য দূর কর, ও ক্ষুধিতদিগকে তোমার ইষ্ট ভক্ষ্য দেও, ও দুঃখি প্রাণিকে আপ্যায়িত কর, তবে অন্ধকারে তোমার দীপ্তি উদিত হইবে, ও তোমার রাত্রি মধ্যাহ্ন হইয়া উঠিবে। [১১] পরমেশ্বর তোমার নিত্য পথদর্শক হইবেন, ও মরুভূমিতেও তোমার প্রাণ তৃপ্ত করিবেন, ও তোমার অস্থি সমেদ করিবেন, তাহাতে তুমি সুসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবা, এবং যাহার জলের অভাব কখন হয় না, এমত উনুইর ন্যায় হইবা। [১২] তোমার বংশীয় লোকেরা দীর্ঘকাল উচ্ছিন্ন স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; তুমি পূর্ব্বকালের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিবা, এবং জীর্ণোদ্ধারকারী ও নিবাসিদের পথ প্রস্তুতকারী নামে বিখ্যাত হইবা।

[১৩] তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘনহইতে নিবৃত্ত হইয়া আমার পবিত্র দিনে আপনার সুখাভি-

লাষ না কর, এবং যদি বিশ্রামবারকে তোষক দিন, ও পরমেশ্বরের পবিত্র দিনকে আদরণীয় বল, এবং তোমার নিজ পথে গমন ও নিজ সুখাভিলাষের ও কথোপকথনের চেষ্টা না করিয়া যদি তাহাকে মান্য কর, [১৪] তবে তুমি পরমেশ্বরেতে আমোদ পাইবা, এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উচ্চ স্থানের উপরে রথে গমন করাইব, ও তোমার পিতা যাকুবের অধিকার ভোগ করাইব, পরমেশ্বর ইহা আপন মুখে কহিয়াছেন।

৫৯ অধ্যায়।

১ পাপের কথা ও তাহার ফল, ১৬ ও কেবল ঈশ্বরদ্বারা পাপহইতে রক্ষা।

[১] দেখ, পরমেশ্বরের হস্ত এমত খর্ব্ব নয়, যে তিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন না; এবং তাঁহার কর্ণ এমত ভারী নয়, যে তিনি শুনিতে পান না। [২] কিন্তু তোমাদের অপরাধ ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মায়, ও তোমাদের পাপ তোমাদের দৃষ্টিহইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করে, এই জন্যে তিনি শুনেন না। [৩] তোমাদের হস্ত রক্তেতে ও তোমাদের অঙ্গুলি অপরাধে অশুচি আছে, ও তোমাদের ওষ্ঠ মিথ্যাবাক্য কহে, ও তোমাদের জিহ্বা অধর্ম্মের কথা ব্যবহার করে। [৪] কেহ ন্যায়ের কথা প্রচার করে না, ও কেহ সত্য ভাবে বিবাদ করে না; তাহারা অসারে নির্ভর করে, ও মিথ্যাকথা কহে, ও হিংসারূপ গর্ভ ধারণ করিয়া অধর্ম্ম প্রসব করে। [৫] তাহারা কালসর্পের ডিম্ব ফুটায়, ও মাকড়সার জাল বুনে; তাহাদের ডিম্ব খাইলে মৃত্যু হয়, এবং তাহা ফুটিলে কালসর্প বাহির হয়। [৬] তাহাদের জালে বস্ত্র হয় না, ও তাহাদের কৃত বস্তুতে কেহ আচ্ছাদিত হয় না, এবং তাহাদের কর্ম্ম অধর্ম্মের কর্ম্ম; তাহাদের হস্তে দৌরাত্ম্যরূপ কার্য্য থাকে। [৭] তাহাদের চরণ কুকর্ম্মের দিগে ধাবমান হয়, ও তাহারা নির্দ্দোষের রক্তপাত করিতে শীঘ্র গমন করে, ও তাহাদের চিন্তা অধর্ম্মের চিন্তা, এবং তাহাদের পথে অমঙ্গল ও বিনাশ থাকে। [৮] তাহারা শান্তির পথ জানে না, ও তাহাদের মার্গে বিচার নাই; তাহারা আপনাদের পথ বক্র করিয়াছে; তাহার কোন পথিক শান্তি জানে না। [৯] এই কারণ বিচার আমাদের হইতে দূরে থাকে, ও ধর্ম্ম আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারে না; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু অন্ধকার উপস্থিত হয়; ও আলোর অপেক্ষা করি, কিন্তু তিমিরে ভ্রমণ করি। [১০] আমরা অন্ধ লোকদের ন্যায় ভিত্তি স্পর্শ করি, ও চক্ষুর্হীন লোকদের ন্যায় হাঁতড়াই; এবং যেমন সন্ধ্যাকালে তদ্রূপ মধ্যাহ্নেও আমাদের চরণ স্খলিত হয়, ও মৃত লোকদের ন্যায় অন্ধকার স্থানে থাকি। [১১] আমরা সকলে ভল্লুকের ন্যায় গর্জ্জন করি, ও ঘুঘুর ন্যায় নিত্য রব করি; আমরা বিচারের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না; এবং ত্রাণের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা আমাদের হইতে দূরে থাকে। [১২] কেননা তোমার সাক্ষাতে আমাদের অধর্ম্ম অনেক হইয়াছে, ও আমাদের পাপসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, ও আমাদের অধর্ম্ম আমাদিগেতে লগ্ন আছে, ও আমরা আপনাদের অপরাধ জ্ঞাত আছি। [১৩] আমরা পরমেশ্বরের সহিত অধর্ম্ম ও কাপট্য ব্যবহার করি, ও আপন ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ হই, ও উপদ্রব ও আজ্ঞালঙ্ঘনের কথা কহি, ও মনে২ মিথ্যাকথারূপ গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করি। [১৪] বিচার পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, ও ধর্ম্ম দূরে দণ্ডায়মান থাকে; কেননা চকে সত্যতা স্খলিত হইতেছে, ও সরলতা প্রবেশ করিতে পায় না; [১৫] বরং সত্যতা হারাণ হইয়াছে, ও কুকর্ম্মত্যাগি লোক লুটদ্রব্যস্বরূপ হইতেছে।

তাহাতে পরমেশ্বর নিরীক্ষণ করিয়া ধর্ম্ম না পাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইলেন; [১৬] এবং কোন পুরুষ বর্ত্তমান নাই ইহা দেখিলেন; এবং মধ্যস্থ কেহ নাই, ইহাতে চমৎকৃত হইলেন; অতএব তাঁহারই বাহু ত্রাণকারী হইল, ও তাঁহারই ধর্ম্ম তাঁহার অবলম্বন হইল। [১৭] তিনি ধর্ম্মরূপ বুকপাটা বন্ধ করিলেন, ও মস্তকে ত্রাণরূপ শিরস্ত্র ধারণ করিলেন, ও প্রতিকাররূপ বস্ত্র পরিধান করিলেন, ও অন্তর্জ্বালারূপ উত্তরীয় বস্ত্র গাত্রে দিলেন। [১৮] তিনি কর্ম্মানুসারে সমুচিত ফল দিবেন, ও আপন শত্রুদিগকে ক্রোধ ও আপন বৈরিদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন, এবং দ্বীপনিবাসিদিগকেও সমুচিত দণ্ড দিবেন। [১৯] তাহাতে পরমেশ্বরের নামহইতে পশ্চিম দেশীয়েরা, ও তাঁহার মহিমাহইতে সূর্য্যোদয়স্থানের লোকেরা ভীত হইবে; শত্রু নদীর ন্যায় বেগে আইলে পরমেশ্বরের আত্মা তাহাকে নিবারণ করিবেন। [২০] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সিয়োনের মুক্তিদাতা, অর্থাৎ যাকুব্ বংশের মধ্যে যাহারা অধর্ম্মহইতে পরাবৃত্ত তাহাদের মুক্তিদাতা আসিবেন। [২১] পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম করিব, আমার যে আত্মা তোমাতে অধিষ্ঠান করেন, ও আমার যে২ বাক্য আমি তোমার মুখে দিয়াছি, তাহা তোমার মুখহইতে ও

তোমার বংশের মুখহইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখহইতে অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত কখনো সরিবে না; পরমেশ্বর এই কথা কহেন।

৬০ অধ্যায়।

১ অন্যদেশীয়দের দ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি, ৮ ও অল্প সময় দুঃখভোগ করণের পরে তাহার সুখ।

[১] উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি আসিতেছে, ও পরমেশ্বরের তেজ তোমার প্রতি উদয় পাইতেছে। [২] দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে ও ঘোর তিমির অন্যদেশীয়দিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে; কিন্তু তোমার প্রতি পরমেশ্বর উদয় পাইতেছেন, ও তোমার উপরে তাঁহার তেজ দৃষ্ট হইতেছে। [৩] এবং অন্যজাতীয় লোকেরা তোমার দীপ্তিতে, ও রাজগণ তোমার সূর্য্যোদয়ের আলোতে গমন করিবে। [৪] তুমি চতুর্দ্দিগে চাহিয়া দেখ, উহারা সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে; তোমার পুত্ত্রগণ দূরহইতে আসিতেছে, ও তোমার কন্যাগণ কক্ষে আনীত হইতেছে। [৫] তখন তুমি তাহা দেখিয়া প্রফুল্লবদনা হইবা, এবং তোমার হৃদয় ধুক্২ করিয়া বিস্তারিত হইবে; কেননা সমুদ্রের সম্পত্তি তোমার প্রতি বর্ত্তিবে, ও অন্যজাতীয়দের ধন তোমার কাছে আসিবে। [৬] এবং উষ্ট্রসমূহ তোমাকে আবৃত করিবে, এবং মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামি উষ্ট্র শিবাদেশহইতে আসিবে, তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, ও পরমেশ্বরের প্রশংসারূপ মঙ্গলসমাচার প্রকাশ করিবে। [৭] ও কেদরের তাবৎ পশুপাল তোমার নিকটে একত্র হইবে, ও নিবায়োতের মেষগণ তোমার সেবা করিবে, ও আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার শোভাস্বরূপ মন্দির শোভাযুক্ত করিব।

[৮] মেঘের ন্যায় ও খোপের প্রতি উড্ডীয়মান কপোতের ন্যায় আসিতেছে যে উহারা, উহারা কে? [৯] দ্বীপনিবাসি লোকেরা অবশ্য আমার অপেক্ষা করিবে, এবং তর্শীশের জাহাজ অগ্রগামী হইয়া তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নামের অনুরোধে ও তোমার শোভাকারি ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের অনুরোধে আপনাদের রূপা ও সুবর্ণের সহিত তোমার সন্তানদিগকে দূরহইতে আনিবে। [১০] এবং বিদেশীয়দের পুত্ত্রগণ তোমার প্রাচীর গাঁথিবে, ও তাহাদের রাজগণ তোমার পরিচর্য্যা করিবে; কেননা আমি কোপ করিয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছি, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে কৃপা করিলাম। [১১] তোমার নিকটে অন্যজাতীয়দের ধনকে ও সমারোহ পূর্ব্বক তাহাদের রাজগণকে আনিবার নিমিত্তে তোমার দ্বার নিত্য২ মুক্ত থাকিবে, দিনে কি রাত্রিতে কখনো রুদ্ধ হইবে না। [১২] আর যে দেশ ও যে রাজ্য তোমার পরিচর্য্যা করিবে না, তাহা বিনষ্ট হইবে, ও সেই জাতীয় লোকেরা সমূলে উচ্ছিন্ন হইবে। [১৩] লিবানোনের শ্রী তোমাতে বিরাজমান হইবে, এবং ঝাউ ও তিধর ও তাশূর বৃক্ষ একত্র হইয়া আমার পবিত্র স্থান শোভাযুক্ত করণার্থে আসিবে, এবং আমি আপন পাদপীঠের স্থান প্রতাপান্বিত করিব। [১৪] তোমার উপদ্রবকারিদের সন্তানগণ নত হইয়া তোমার নিকটে আসিবে; এবং যাহারা তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত, তাহারা তোমার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিবে, এবং তোমাকে পরমেশ্বরের নগরী ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের সিয়োন্ বলিয়া সম্বোধন করিবে। [১৫] তুমি এমত ত্যক্তা ও ঘৃণিতা ছিলা, যে তোমার মধ্য দিয়া কেহ যাইত না, কিন্তু আমি তোমাকে অনন্ত গৌরব ও পুরুষানুক্রমে আনন্দস্বরূপ করিব। [১৬] তুমি অন্যজাতীয়দের দুগ্ধ পান করিবা, ও রাজগণের স্তন্যে প্রতিপালিত হইবা; তাহাতে আমিই পরমেশ্বর তোমার ত্রাণকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা ও যাকুবের বলস্বরূপ, ইহা তুমি জানিতে পারিবা। [১৭] আমি পিত্তলের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ, ও লৌহের পরিবর্ত্তে রৌপ্য আনয়ন করিব, ও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পিত্তল, ও প্রস্তরের পরিবর্ত্তে লৌহ আনিব, এবং তোমার অধ্যক্ষপদে শান্তিকে ও তোমার করগ্রাহিপদে ধর্ম্মকে নিযুক্ত করিব। [১৮] তোমার দেশে উপদ্রবের কথা, ও তোমার সীমাতে বিনাশ ও আপদের কথা আর শুনা যাইবে না; কিন্তু তুমি আপন প্রাচীরের নাম পরিত্রাণ, ও আপন দ্বারের নাম প্রশংসা রাখিবা। [১৯] এবং দিবসে সূর্য্য তোমাকে আর আলো দিবে না, এবং রাত্রিতে চন্দ্রের তেজ তোমাকে আর জ্যোৎস্না দিবে না, কিন্তু পরমেশ্বরই তোমার নিত্য আলোকস্বরূপ হইবেন, এবং তোমার ঈশ্বরই তোমার প্রভাস্বরূপ হইবেন। [২০] তোমার সূর্য্য আর অস্তগত হইবে না, ও তোমার চন্দ্র আর ক্ষীণ হইবে না, কেননা পরমেশ্বর তোমার নিত্য আলোকস্বরূপ হইবেন, এবং তোমার শোকের দিন অবসান হইবে। [২১] এবং তোমার তাবৎ প্রজা পুণ্যবান হইবে, ও নিত্য দেশ অধিকার করিবে, তাহারা গৌরবার্থে আমার রোপিত চারা ও হস্তকৃত ক্রিয়াস্বরূপ হইবে। [২২] এবং ক্ষুদ্র লোক সহস্র হইবে, ও কনিষ্ঠ লোক বলবান জাতি হইবে; আমি পরমেশ্বর উচিত কালে তাহা শীঘ্র সিদ্ধ করিব।

৬১ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের কর্ম্মের বর্ণনা, ৪ ও তাহার ফল, ১০ ও ধার্ম্মিক লোকদের সুখ।

[১] প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে পরমেশ্বর আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, এবং ভগ্নান্তঃকরণদিগের ক্ষত বাঁধিতে, ও বন্দি লোকদের প্রতি মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের প্রতি কারাহইতে উদ্ধার প্রচার করিতে; [২] এবং পরমেশ্বরের গ্রাহ্য বৎসর ও আমাদের ঈশ্বরের প্রতিফলদানের দিন ঘোষণা করিতে, ও তাবৎ শোকান্বিত লোককে সান্ত্বনা করিতে, [৩] ও সিয়োনের শোকাকুল লোকদিগকে আনন্দ দিতে, এবং ভস্মের পরিবর্ত্তে সুন্দর মুকুট, ও শোকের পরিবর্ত্তে সুখরূপ তৈল, ও অবসন্ন মনের পরিবর্ত্তে প্রশংসাবস্ত্র দিতে, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মবৃক্ষ ও পরমেশ্বরের রোপিত শোভার্থক উদ্যান বলিয়া বিখ্যাত করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

[৪] (তোমাদের সন্তানগণ) চিরকাল উচ্ছিন্ন স্থান গাঁথিবে, ও পূর্ব্বকালাবধি নষ্ট স্থান সারিবে, এবং নরশূন্য ও পুরুষানুক্রমে ভগ্ন নগর নূতন করিবে। [৫] এবং বিদেশিগণ দাঁড়াইয়া তোমাদের পাল চরাইবে, ও পরবংশেরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কৃষক হইবে; [৬] কিন্তু তোমরা পরমেশ্বরের যাজক এই উপাধি পাইবা, ও আমাদের ঈশ্বরের পরিচারক নামে বিখ্যাত হইবা; তোমরা অন্যজাতীয়দের ধন ভোগ করিবা, ও তাহাদের ঐশ্বর্য্য অধিকার করিবা। [৭] অপমানের পরিবর্ত্তে তোমাদের দ্বিগুণ সম্মান হইবে। যাহারা লজ্জাস্পদ ছিল, তাহারা আপনাদের অধিকারে যেন আনন্দ করে, এই নিমিত্তে আপনাদের দেশে দ্বিগুণ অংশ পাইবে; তাহাদের অনন্ত আহ্লাদ হইবে। [৮] কেননা আমি পরমেশ্বর ন্যায় ভাল বাসি, এবং অধর্ম্মযুক্ত অপহরণ ঘৃণা করি; আমি সত্যতাতে তাহাদের ক্রিয়ার ফল দিব, ও তাহাদের সহিত অনন্ত নিয়ম স্থির করিব। [৯] তাহাদের বংশ অন্যজাতীয়দের মধ্যে, ও তাহাদের সন্তানগণ অন্য লোকদের মধ্যে বিখ্যাত হইবে; তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলে ইহা স্বীকার করিবে, উহারা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত বংশ।

[১০] 'আমি পরমেশ্বরেতে অতিশয় আনন্দ করিব, ও আমার মন আমার ঈশ্বরেতে উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন বরসজ্জাদ্বারা আপনাকে বিভূষিত করে, ও কন্যা যেমন রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃতা করে, তদ্রূপ তিনি আমাকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরিহিত করেন, ও পুণ্যরূপ পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করেন।' [১১] পৃথিবী যেমন অঙ্কুর নির্গত করে, ও উদ্যান যেমন চারা উৎপন্ন করে, তদ্রূপ প্রভু পরমেশ্বর তাবজ্জাতীয় লোকদের গোচরে পুণ্য ও প্রশংসাকে অঙ্কুরিত করিবেন।

৬২ অধ্যায়।

১ মণ্ডলীর নিমিত্তে ভবিষ্যদ্বক্তার প্রার্থনা, ৬ ও তাহার রক্ষকদের উপযুক্ত কর্ম্মের বর্ণনা।

[১] সিয়োনের পক্ষে আমি নীরব থাকিব না, ও যিরূশালমের পক্ষে ক্ষান্ত থাকিব না, কেননা অবশেষে অরুণের ন্যায় তাহার ধর্ম্ম, ও প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় তাহার পরিত্রাণ উদিত হইবে। [২] তাহাতে অন্যজাতীয় লোকেরা তোমার ধর্ম্ম, ও রাজা সকল তোমার তেজ দর্শন করিবে, এবং তুমি পরমেশ্বরের মুখদ্বারা নির্ণীত এক নূতন নামে বিখ্যাত হইবা। [৩] তুমি পরমেশ্বরের হস্তস্থিত সুন্দর মুকুটস্বরূপ, ও তোমার ঈশ্বরের করস্থিত রাজকিরীটস্বরূপ হইবা। [৪] তুমি আর ত্যক্তা নামে বিখ্যাতা হইবা না, এবং তোমার ভূমি আর অনাথা নামে বিখ্যাত হইবে না; কিন্তু হিফসীবা (অর্থাৎ মত্তুষ্টিজনিকা) এই নামে তুমি বিখ্যাতা হইবা, ও তোমার ভূমি বিয়ূলা (অর্থাৎ বিবাহিতা) নামে বিখ্যাতা হইবে; কেননা পরমেশ্বর তোমাতে সন্তুষ্ট হইবেন, এবং তোমার ভূমি বিবাহিতা হইবে। [৫] যুবা যেমন কুমারীকে বিবাহ করে, তদ্রূপ তোমার পুত্রগণ তোমাকে বিবাহ করিবে; এবং বর যেমন কন্যাতে আনন্দ করে, তদ্রূপ তোমার ঈশ্বর তোমাতে আনন্দ করিবেন।

[৬] হে যিরূশালম, আমি তোমার প্রাচীরের উপরে প্রহরিগণকে নিযুক্ত রাখিলাম; তাহারা সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি কদাচ নীরব থাকিবে না। হে পরমেশ্বরের নিকটে নিবেদনকারিরা, তোমরা ক্ষান্ত থাকিও না; [৭] এবং তিনি যাবৎ যিরূশালমকে স্থাপন না করেন, ও পৃথিবীর মধ্যে তাহাকে প্রশংসার পাত্ররূপে প্রস্তুত না করেন, তাবৎ তাঁহাকেও ক্ষান্ত থাকিতে দিও না। [৮] পরমেশ্বর আপন দক্ষিণ হস্ত ও সবল বাহু তুলিয়া এই শপথ করিয়াছেন, আমি তোমার শস্য তোমার শত্রুদিগকে অন্নের নিমিত্তে আর দিব না, এবং বিদেশি বংশেরা তোমার পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত তোমার দ্রাক্ষারস আর পান করিতে পাইবে না। [৯] কিন্তু যাহারা শস্য কাটিবে, তাহারাই তাহা ভোজন করিয়া পরমেশ্বরের প্রশংসা করিবে; ও যাহারা দ্রাক্ষাফল

সংগ্রহ করিবে, তাহারাই আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে তাহার রস পান করিবে। [১০] তোমরা প্রবেশ কর, দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, এবং লোকদের জন্যে পথ সমান কর; তোমরা প্রস্তুত কর, রাজপথ প্রস্তুত কর, ও প্রস্তর দূর কর, এবং লোকদের জন্যে উচ্চ করিয়া ধ্বজা তুল। [১১] দেখ, পরমেশ্বর পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন রব শুনাইতেছেন, তোমরা সিয়োনের কন্যাকে বল, দেখ, তোমার ত্রাণকর্ত্তা আসিতেছেন; দেখ, তাঁহার দাতব্য ফল তাঁহার সঙ্গে আছে, ও তাঁহার পুরস্কার তাঁহার অগ্রে আছে। [১২] তাহারা পবিত্র প্রজা ও পরমেশ্বরের মুক্ত লোক এই নামে বিখ্যাত হইবে; এবং তুমি যাচিতা ও অত্যক্তা বলিয়া বিখ্যাতা হইবা।

৬৩ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের ও তাঁহার জয়ের বর্ণনা, ৭ ও মণ্ডলীর প্রতি দয়া, ১৫ ও তাঁহাতে আপন লোকদের শরণাগত হওন।

[১] 'যিনি ইদোম্ দেশহইতে আগমন করিতেছেন, ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত হইয়া বস্রাহইতে আসিতেছেন, ও আপন পরিচ্ছদে শোভান্বিত হইয়া আপন শক্তির গৌরবে আগমন করিতেছেন উনি কে?'

"ধর্ম্মবাদী ও পরিত্রাণ করণে পারগ আমি।"

[২] 'তোমার পরিচ্ছদ রক্তবর্ণ ও তোমার বস্ত্র দ্রাক্ষাযন্ত্রমর্দ্দকের বস্ত্রের ন্যায় কেন?'

[৩] "আমি একাকী তাবৎ দ্রাক্ষা দলন করিলাম, লোকদের মধ্যে কেহ আমার সঙ্গে ছিল না; আমি ক্রোধেতে তাহাদিগকে দলন করিলাম, ও কোপ ভরেতে তাহাদিগকে পেষণ করিলাম; তাহাতে আমার বস্ত্রে তাহাদের রক্তের ছিটা লাগিল, ও আমার তাবৎ পরিচ্ছদ মলিন হইল। [৪] কেননা প্রতিফলদানের দিন আমার মনে পড়িল, ও আমার মোচনীয় লোকদের বৎসর উপস্থিত হইল। [৫] তাহাতে আমি চাহিয়া দেখিলে উপকারী কেহ ছিল না, এবং আশ্চর্য্য জ্ঞানে দৃষ্টি করিলে সহায় কেহ ছিল না; অতএব আমারই বাহু আমার জন্যে জয় সিদ্ধ করিল, ও আমার ক্রোধ আমার সাহায্য করিল। [৬] তাহাতে আমি আপন ক্রোধে লোকদিগকে দলন করিলাম, ও আপন কোপে তাহাদিগকে পেষণ করিলাম, ও মৃত্তিকাতে তাহাদের রক্ত পাত করিলাম।"

[৭] আমি পরমেশ্বরের নানাবিধ অনুগ্রহ স্মরণ করাইব, এবং পরমেশ্বর আমাদের অনুরোধে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহার প্রশংসা, এবং তাঁহার কৃপা ও মহাদয়ানুসারে ইস্রায়েল বংশের প্রতি পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য প্রেমব্যবহার প্রকাশ করিব। [৮] তিনি কহিলেন, উহারা অবশ্য আমার প্রজা ও অপ্রতারক সন্তান, এই জন্যে তিনি তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা হইলেন। [৯] এবং তাহাদের তাবৎ দুঃখে দুঃখিত হইলেন, ও তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন; তিনি আপনি প্রেম ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন, এবং পূর্ব্বকালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে ধারণ করিয়া বহন করিলেন। [১০] কিন্তু তাহারা প্রতিকূলাচরণ করিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিল, তাহাতে তিনি তাহাদের শত্রু হইয়া আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। [১১] তখন তাঁহার প্রজাগণ পূর্ব্বকাল ও মূসাকে স্মরণ করিয়া কহিল, 'যিনি আপন পালরক্ষকের দ্বারা সমুদ্রহইতে তাহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? এবং যিনি তাহার অন্তরে আপন পবিত্র আত্মা রাখিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? [১২] তিনি আপন নাম নিত্যস্থায়ী করণার্থে মূসার দক্ষিণে আপন তেজোময় বাহু চালাইয়া তাহাদের সম্মুখে জলকে দুই ভাগ করিয়াছিলেন; [১৩] ও গভীর জলের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে এমত গমন করাইয়াছিলেন, যে তাহারা প্রান্তরস্থ অশ্বের ন্যায় স্খলিত হইল না। [১৪] পশুপাল নিম্নভূমিতে নামিলে পরমেশ্বরের আত্মা যেমন তাহাদিগকে শান্ত করিলেন, তদ্রূপ তুমি আপন নাম যশস্বী করণার্থে আপন প্রজাগণকেও লইয়া গেলা।

[১৫] 'তুমি স্বর্গহইতে অবলোকন কর, ও আপন পবিত্র ও জ্যোতির্ম্ময় বসতিহইতে দৃষ্টিপাত কর। তোমার উদ্‌যোগ ও বিক্রম কোথায়? আমাদের প্রতি তোমার অন্তরস্থ অনুকম্পা ও স্নেহ কি নিবৃত্ত হইয়াছে? [১৬] তুমি তো আমাদের পিতা আছ; ইব্রাহীম্ আমাদিগকে জানে না, ও ইস্রায়েল্ আমাদিগকে স্বীকার করে না; কিন্তু হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের পিতা, ও পূর্ব্বকালাবধি আমাদের মুক্তিদাতা নাম ধারণ করিতেছ। [১৭] হে পরমেশ্বর, তুমি আপন পথহইতে আমাদিগকে কেন ভ্রমণ করাও? ও তোমাকে ভয় না করিতে আমাদের অন্তঃকরণকে কেন কঠিন কর? তুমি আপন দাসদের ও আপনার অধিকৃত বংশদের অনুরোধে ফির। [১৮] তোমার পবিত্র প্রজাগণ অল্প কাল আপনাদের অধিকার ভোগ করিয়াছে; আমাদের শত্রুরা তোমার ধর্ম্মধাম পদতলে দলিত করিতেছে। [১৯] তুমি যাহাদের উপরে কখনো কর্তৃত্ব কর নাই, ও যাহারা তোমার নামে বিখ্যাত নয়, তাহাদের ন্যায় আমরাও হইয়াছি।

৬৪ অধ্যায়।

মণ্ডলীর প্রার্থনা ও বিলাপকথা।

১ 'আহা, তুমি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া নাম, ও পর্ব্বতগণ তোমার সাক্ষাতে কম্পবান হউক। ২ যেমন অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করে, ও যেমন বহ্নি জল ফুটায়, তদ্রূপ তোমার শত্রুদের কাছে তোমার নাম প্রকাশিত হউক, ও অন্যজাতীয়েরা তোমার সাক্ষাতে কম্পবান হউক। ৩ যখন তুমি আমাদের অনপেক্ষিত ভয়ানক ক্রিয়া করিলা, তৎকালে তুমি নামিলে তোমার সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ কম্পবান হইল। ৪ হে ঈশ্বর, পূর্ব্বাবধি তোমা ব্যতিরেকে কেহ যাহা কখনো শুনে নাই, ও যাহা কাহারো কর্ণগোচর হয় নাই, ও কেহ চক্ষুতে যাহা দেখে নাই, তাহা তুমি আপনার অপেক্ষাকারি লোকদের নিমিত্তে করিয়া থাক। ৫ যে জন আনন্দপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম করে, ও তোমার পথে তোমাকে স্মরণ করে, তাহার সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়া থাক; দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ, ও আমরা পাপ করিয়াছি; এই অবস্থাতে নিত্য থাকিলে আমরা কি পরিত্রাণ পাইব? ৬ আমরা সকলে অশুচি দ্রব্যের তুল্য হইয়াছি, ও আমাদের তাবৎ ধর্ম্মকর্ম্ম অশুচি বস্ত্রের ন্যায়; আমরা সকলে ম্লান পত্রস্বরূপ, ও আমাদের অপরাধ বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে লইয়া যায়। ৭ কেহ তোমার নামে প্রার্থনা করে না, ও কেহ তোমার হস্ত ধরিতে গাত্রোত্থান করে না; কেননা তুমি আমাদের হইতে আপন মুখ গুপ্ত করিতেছ, ও আমাদের অপরাধ প্রযুক্ত আমাদিগকে ক্ষীণ করিতেছ। ৮ কিন্তু হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের পিতা; আমরা মৃত্তিকাস্বরূপ, তুমি আমাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা, আমরা সকলে তোমার হস্তকৃত বস্তু। ৯ হে পরমেশ্বর, তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইও না, ও সদাকাল অপরাধ মনে রাখিও না; বিনতি করি, আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর, আমরা সকলে তোমার প্রজা। ১০ তোমার পবিত্র নগর সকল প্রান্তরতুল্য হইয়াছে, ও সিয়োন্ মাঠের ন্যায় হইয়াছে, ও যিরূশালম্ নরশূন্য হইয়াছে। ১১ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে স্থানে তোমার প্রশংসা করিত, আমাদের শোভাস্বরূপ সেই পবিত্র মন্দির অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এবং আমাদের তাবৎ অভীষ্ট উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ১২ হে পরমেশ্বর, এই সকল দেখিয়াও তুমি কি ক্ষান্ত হইবা? ও নীরব হইয়া কি আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ দিবা?'

৬৫ অধ্যায়।

১ অন্যদেশীয়দের গ্রাহ্য হওন ও যিহূদিদের অগ্রাহ্য হওন, ৮ ও অবশিষ্ট লোকদের রক্ষা, ১১ ও দুষ্ট লোকদের শাস্তি, ১৩ ও ধার্ম্মিকদের সুখ।

১ যাহারা আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করে নাই, তাহারা আমার অনুসন্ধান পাইয়াছে; ও যাহারা আমার বিষয়ে চেষ্টাও করে নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে; ও যে অন্যজাতীয় লোকেরা আমার নামে কখনো বিখ্যাত হয় নাই, তাহাদের কাছে 'আমাকে দেখ, আমাকে দেখ.' এই কথা আমি কহিয়াছি। ২ কিন্তু আজ্ঞাত্যাগি ও আপনাদের কল্পনানুসারে কুপথগামি প্রজাদের প্রতি আমি সমস্ত দিন হস্ত বিস্তার করিয়া আছি। ৩ সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য২ আমার ক্রোধজনক কর্ম্ম করে, ও উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ও ইষ্টকার উপরে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালায়। ৪ তাহারা শ্মশানে বাস করে, এবং পর্ব্বতের গহ্বরে রাত্রি যাপন করে, ও শূকরের মাংস ভোজন করে, ও আপনাদের পাত্রে ঘৃণ্য মাংসের ঝোল রাখে; ৫ এবং 'দূরে থাক, আমার নিকটে আসিও না, আমি তোমাহইতে পবিত্র,' এই কথা কহে; ইহারা আমার নাসিকার প্রতি ধূমস্বরূপ ও সমস্ত দিন প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। ৬ দেখ, আমার নিকটে ইহা লিখিত আছে, আমি নীরব হইয়া থাকিব না, অবশ্য প্রতিফল দিব, তাহাদের বক্ষঃস্থলেই প্রতিফল দিব। ৭ পরমেশ্বর কহেন, যাহারা পর্ব্বতের উপরে সুগন্ধি দ্রব্য পোড়াইত ও উপপর্ব্বতের উপরে আমার অপমান করিত, তোমাদের এমত পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধের ফল এবং তোমাদের নিজ অপরাধের ফল আমি দিব; এক সময়ে পূর্ব্বকালের ক্রিয়ার সমুচিত ফল মাপিয়া তোমাদের বক্ষঃস্থলে দিব।

৮ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, গুচ্ছে দ্রাক্ষাফলের রস দেখিলে লোকেরা যেমন বলে, ইহা বিনষ্ট করিও না, কেননা ইহাতে আশীর্ব্বাদ আছে; তদ্রূপ আমি আপন সেবকদের জন্যে করিব, তাবৎ বংশকে বিনষ্ট করিব না। ৯ আমি যাকুব্‌হইতে এক বংশ, এবং যিহূদাহইতে আমার পর্ব্বতগণের এক অধিকারিকে উৎপন্ন করিব, এবং আমার মনোনীত লোক তাহা অধিকার করিবে, ও আমার সেবকেরা সেখানে বসতি করিবে। ১০ আমার যে প্রজারা আমার অন্বেষণ করিবে, তাহাদের নিমিত্তে শারোণে মেষপালের খোঁয়াড় হইবে, এবং আখোরের নিম্নস্থানে পশুপালের শয়নস্থান হইবে।

১১ কিন্তু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া আমার পবিত্র পর্ব্বতকে বিস্মৃত হইয়া গাদের জন্যে ভোজনাসন সাজাইয়া থাক, এবং মিনীর উদ্দেশে

পেয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া থাক যে তোমরা, [12] তোমাদিগকে আমি খড়্গের ধারে নিযুক্ত করিব, এবং তোমরা সকলে বধ্যস্থানে পতিত হইবা; কেননা আমি ডাকিলে তোমরা উত্তর দিতা না, ও আমি কহিলে শুনিতে ইচ্ছা করিতা না; কিন্তু আমার গোচরে কুৎসিত ক্রিয়া করিতা, এবং যাহাতে আমার সন্তোষ নাই, তাহাই মনোনীত করিতা। [13] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমার দাসেরা ভোজন করিবে, কিন্তু তোমরা ক্ষুধার্ত্ত হইবা; ও দেখ, আমার দাসেরা পান করিবে, কিন্তু তোমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইবা। [14] দেখ, আমার দাসেরা আনন্দ করিবে, কিন্তু তোমরা লজ্জিত হইবা; ও দেখ, আমার দাসেরা মনের আহ্লাদ প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বর করিবে, কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে আর্ত্তস্বর করিবা, ও মনঃপীড়াতে অতিশয় বিলাপ করিবা। [15] এবং আমার মনোনীত লোকদের নিকটে তোমাদের নাম শাপাস্পদরূপে রাখিয়া যাইবা; প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে বধ করিয়া আপনার দাসদিগকে অন্য নামে বিখ্যাত করিবেন।

[16] পরে যে জন পৃথিবীতে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, সে সত্য ঈশ্বরের নামে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে; এবং যে জন পৃথিবীতে শপথ করিবে, সে সত্য ঈশ্বরের নামে শপথ করিবে, কেননা পূর্ব্বকালের দুঃখের স্মরণ লুপ্ত হইবে, ও আমার দৃষ্টিহইতে তাহা আচ্ছন্ন হইবে। [17] কেননা দেখ, আমি নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করিব; এবং পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা স্মরণে থাকিবে না, এবং আর কখনো মনে পড়িবে না [18] কিন্তু আমি যাহা সৃষ্টি করিব, তাহাতে তোমরা সর্ব্বকালে আহ্লাদ ও উল্লাস করিবা; কারণ দেখ, আমি যিরূশালমকে উল্লাসস্বরূপ ও তাহার প্রজাদিগকে আহ্লাদস্বরূপ করিব। [19] আমি যিরূশালমের বিষয়ে উল্লাস করিব, ও আপন প্রজাদের বিষয়ে আহ্লাদ করিব; তাহার মধ্যে ক্রন্দনের কি হাহাকারের শব্দ আর শুনা যাইবে না। [20] এবং সে স্থানহইতে অল্প দিনের কোন শিশু ও অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ লোকান্তরে যাইবে না; বরং যে কেহ এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে মরিবে, সেও বালকরূপে গণিত হইবে; এবং যে পাপী এক শত বৎসর বয়সে মরিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে। [21] এবং লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসতি করিবে, ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। [22] তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অন্য লোক তাহাতে বাস করিবে না; ও তাহারা বৃক্ষ রোপণ করিলে অন্য লোক তাহার ফল ভোগ করিবে না; কিন্তু বৃক্ষের আয়ুর ন্যায় আমার প্রজাদের পরমায়ু হইবে, এবং আমার মনোনীত লোকেরা আপন ২ হস্তকৃত কর্ম্মের ফল আপনারা ভোগ করিবে। [23] তাহারা বৃথা পরিশ্রম করিবে না, ও বিনাশ্য বালকদের জন্ম দিবে না, কিন্তু তাহারা ও তাহাদের সহবর্ত্তি সন্তানগণ উভয়ে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ হইবে। [24] এবং তাহাদের প্রার্থনা করণের পূর্ব্বে আমি উত্তর দিব, ও কথা কহিবামাত্র শ্রবণ করিব। [25] পরমেশ্বর কহেন, কেন্দুয়া ব্যাঘ্র ও মেষশাবক এক স্থানে চরিবে, এবং সিংহ গোরুর ন্যায় বিচালি ভোজন করিবে, ও ধূলা সর্পের খাদ্য হইবে। তাহারা আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা ও বিনাশ করিবে না।

৬৬ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের অনুগ্রহের কথা, ৩ ও কপটিদের প্রতি অনুযোগ করণ, ৫ ও নম্র লোকদের সান্ত্বনা, ৭ ও মণ্ডলীর বৃদ্ধি ও সুখ ১৫ ও দুষ্ট লোকদের বিনাশ।

[1] পরমেশ্বর কহেন, স্বর্গ আমার সিংহাসন, ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ; তবে তোমরা আমার নিমিত্তে কোথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবা? ও আমার বিশ্রামস্থান কোথায় হইবে? [2] পরমেশ্বর কহেন, এ সকল বস্তু আমার হস্তদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া উৎপন্ন হইল; কিন্তু যে জন নম্র ও চূর্ণমনাঃ ও আমার কথাতে কম্পিত, এমন লোকের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।

[3] যে জন গো ছেদন করে, সে মনুষ্যকে হত্যা করে; এবং যে কেহ মেষশাবক বলিদান করে, সে কুক্কুরকে গলা টিপিয়া মারে; ও যে কেহ নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, সে শূকরের রক্ত দেয়; ও যে জন সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, সে প্রতিমার প্রশংসা করে; তাহারা আপন ২ পথ মনোনীত করে, এবং তাহাদের মন আপনাদের ঘৃণ্য দ্রব্যেতে তৃপ্ত হয়। [4] অতএব আমি তাহাদের আপদ মনোনীত করিব, এবং তাহারা যাহা ভয় করে, তাহাদের প্রতি তাহাই ঘটাইব; কেননা আমি ডাকিলে তাহাদের কেহ উত্তর দিত না, ও কহিলে তাহারা শুনিত না, কিন্তু আমার সাক্ষাতে যাহা কুৎসিত তাহাই করিত, এবং যাহা আমার অতুষ্টিকর, তাহাই মনোনীত করিত।

[5] পরমেশ্বরের কথাতে কম্পবান যে তোমরা, তোমরা তাঁহার কথা শুন; তোমাদের যে ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে ঘৃণা করে, এবং আমার নামের নিমিত্তে তোমাদিগকে দূর করে, তাহারা

কহে, 'পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হউক;' কিন্তু তিনি তোমাদের আনন্দের জন্যে প্রত্যক্ষ হইবেন, এবং তাহারা লজ্জিত হইবে। [৬] নগরহইতে এক কলহের শব্দ ও মন্দিরহইতে এক রব শুনা যাইতেছে; শত্রুদের প্রতিফলদাতা পরমেশ্বরের রব শুনা যাইতেছে।

[৭] সিয়োন বেদনার পূর্ব্বে প্রসব করিল, ও তাহার গর্ব্ভযন্ত্রণার পূর্ব্বে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। [৮] এমত কথা কে শুনিয়াছে? ও এমত কার্য্য কে দেখিয়াছে? এক দিবসে কি রাজ্যসমূহ উৎপন্ন হয়? কোন দেশীয় লোকসমূহ কি এক নিমিষের মধ্যে জন্মিতে পারে? কিন্তু গর্ব্ভবেদনা হইবামাত্র সিয়োন্ সন্তানগণকে প্রসব করিল। [৯] পরমেশ্বর কহেন, আমি জন্মকাল উপস্থিত করিয়া শেষে কি জন্ম হইতে দিব না? তোমার ঈশ্বর কহেন, জন্মদাতা যে আমি, আমি কি প্রসব রোধ করিব? [১০] হে যিরূশালমের প্রতি প্রেমকারিগণ, তোমরা সকলে তাহার সহিত আনন্দ কর, ও তাহার বিষয়ে উল্লাস কর; হে তাহার জন্যে শোকান্বিত লোকেরা, তোমরা তাহার সহিত আহ্লাদে প্রফুল্ল হও; [১১] তাহাতে তোমরা তাহার সান্ত্বনারূপ স্তন্য পান করিয়া তৃপ্ত হইবা, ও তাহার ঐশ্বর্য্যরূপ দুগ্ধধারা ভোগ করিয়া আপ্যায়িত হইবা। [১২] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি শান্তিরূপ নদী ও অন্যজাতীয়দের ঐশ্বর্য্যরূপ উথলিত নদীদ্বারা তাহাকে আপ্লাবিত করিব, তাহাতে তোমরা স্তন্যপান করিবা, ও কক্ষদেশে তোমাদিগকে বহন করা যাইবে, ও জানুর উপরে নাচান যাইবে। [১৩] যেমত মাতা আপন পুত্রকে শান্ত করে, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব, ও তোমরা যিরূশালমে সান্ত্বনা পাইবা। [১৪] এই সকল দেখিলে তোমাদের অন্তঃকরণ আনন্দিত হইবে, ও তোমাদের অস্থি নবীন তৃণের ন্যায় সতেজ হইবে; এবং পরমেশ্বরের হস্ত আপন দাসদের প্রতি, ও তাঁহার ক্রোধ আপন শত্রুদের প্রতি প্রকাশিত হইবে।

[১৫] দেখ, পরমেশ্বর অগ্নিতে বেষ্টিত হইয়া আগমন করিবেন, ও তাঁহার রথ সকল প্রবল ঝড়ের ন্যায় হইবে, এবং তিনি মহাতাপেতে আপন ক্রোধ, ও প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা আপনার ভর্ৎসনা সফল করিবেন। [১৬] কেননা পরমেশ্বর অগ্নিদ্বারা ও আপনার খড়্গদ্বারা তাবৎ প্রাণির সহিত আপনার বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন, তাহাতে পরমেশ্বরদ্বারা অনেক২ লোক হত হইবে। [১৭] পরমেশ্বর কহেন, যাহারা আপনাদের মধ্যবর্ত্তি এক জনের অনুকারী হইয়া উদ্যানে যাইতে আপনাদিগকে পবিত্র করে ও পরিষ্কৃত করে, ও শূকরের মাংস ও ঘৃণ্য দ্রব্য ও মূষিক ভোজন করে, তাহারা এক কালে বিনষ্ট হইবে। [১৮] কেননা আমি তাহাদের ক্রিয়া ও কল্পনা জানি। তাবজ্জাতীয় ও তাবদ্ভাষাবাদি লোক সংগ্রহ করণের সময় আসিতেছে, তাহারা আসিয়া আমার মহিমা দর্শন করিবে। [১৯] আমি তাহাদিগকে এক চিহ্ন দিব, আমি তাহাদের মধ্যহইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে অন্যজাতীয়দের কাছে, অর্থাৎ তর্শীশ ও পূল ও ধনুর্দ্ধর লূদ্ এবং তূবল ও যূনানী ইত্যাদি যে দূরস্থ দ্বীপনিবাসি লোকেরা কখনো আমার খ্যাতি শুনে নাই ও আমার মহিমা দেখে নাই, তাহাদের কাছে প্রেরণ করিব; সেই অন্যজাতীয় লোকদের কাছে তাহারা আমার মহিমা প্রকাশ করিবে। [২০] পরমেশ্বর কহেন, ইস্রায়েলের বংশেরা যেমন পবিত্র পাত্রে পরমেশ্বরের মন্দিরে নৈবেদ্য আনে, তেমনি তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য রূপে তোমাদের তাবৎ ভ্রাতাকে অশ্ব ও শকট ও ডুলি ও অশ্বতর ও উষ্ট্রে করিয়া সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যহইতে যিরূশালমস্থিত আমার পবিত্র পর্ব্বতে আনিবে। [২১] আর পরমেশ্বর কহেন, যাজক ও লেবীয় হইবার নিমিত্তে আমি তাহাদের মধ্যেও কতক লোককে গ্রহণ করিব। [২২] কেননা পরমেশ্বর কহেন, যে নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী আমি সৃষ্টি করিব, তাহা যেমন নিত্য আমার সম্মুখে থাকিবে, তদ্রূপ তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম নিত্য থাকিবে। [২৩] পরমেশ্বর কহেন, প্রতি অমাবস্যাতে ও প্রতি বিশ্রামবারে তাবৎ প্রাণী আমার সম্মুখে ভজনা করিতে আসিবে। [২৪] এবং বাহিরে যাইয়া আমার আজ্ঞাত্যাগি লোকদের শব দেখিবে; কারণ তাহাদের কীট মরিবে না, ও তাহাদের অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না, এবং তাহারা তাবৎ প্রাণির ঘৃণাস্পদ হইবে।

যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ যিরিমিয়ের শকের নিরূপণ, ৪ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃপদে যিরিমিয়কে নিযুক্ত করণ, ১১ ও বাদাম বৃক্ষের ও পাকস্থালীর দৃষ্টান্ত, ও তাহার প্রতি পরমেশ্বরের আশ্বাসবাক্য।

[১] বিন্যামীন্ প্রদেশীয় অনাথোৎ নগরস্থ যাজকদের মধ্যবর্ত্তি হিল্কিয়ের পুত্র যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য। [২] যিহূদাদেশীয় আমোন্ নামকের পুত্র যোশিয় রাজার অধিকার সময়ে, অর্থাৎ তাহার ত্রয়োদশ বৎসরে, [৩] এবং ঐ যিহূদা দেশীয় যোশিয় রাজার পুত্র যিহোয়াকীমের অধিকারকালে, এবং তাহার সিদিকিয় নামক অন্য সন্তানের একাদশ বৎসর অধিকারসময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম মাসে যিরূশালমকে বন্দিত্বে লইয়া যাওন সময় পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের বাক্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইত।

[৪] পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৫] উদরের মধ্যে তোমার সৃষ্টি করণের পূর্ব্বাবধি আমি তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম, ও গর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হওনের পূর্ব্বাবধি তোমাকে পবিত্র করিয়াছিলাম; আমি নানাজাতীয়দের ভবিষ্যদ্বক্তৃপদে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি। [৬] তাহাতে আমি কহিলাম, হায় ২, হে প্রভো পরমেশ্বর, দেখ, আমি বালক, কথা কহিতে জানি না। [৭] পরমেশ্বর আমাকে উত্তর করিলেন, 'আমি বালক,' তুমি এমত কথা কহিও না; কিন্তু আমি তোমাকে যাহা ২ করিতে পাঠাইব, তুমি তাহা ২ করিতে যাইবা, এবং আমি তোমাকে যাহা ২ আজ্ঞা করিব তাহা কহিবা। [৮] তাহাদের হইতে ভীত হইও না, কেননা পরমেশ্বর কহেন, তোমার রক্ষার্থে আমি তোমার সঙ্গে ২ থাকিব। [৯] পরে পরমেশ্বর আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আমার মুখ স্পর্শ করিলেন, এবং পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি আপন বাক্য তোমার মুখে দিলাম। [১০] দেখ, উন্মূলন ও উৎপাটন ও বিনাশ ও নিপাত ও পত্তন ও রোপণ করিবার নিমিত্তে আমি নানা জাতির ও রাজ্যের উপরে অদ্য তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

[১১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে যিরিমিয়, তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, শীঘ্র সফল (বাদাম) বৃক্ষের এক শাখা আমি দেখিতেছি। [১২] তখন পরমেশ্বর কহিলেন, ভাল দেখিয়াছ, কেননা আমি আপন বাক্য শীঘ্র সফল করিব। [১৩] পরে দ্বিতীয় বার পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, উত্তরমুখ এক ধূমযুক্ত পাকস্থালী দেখিতেছি। [১৪] তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, উত্তরদেশহইতে এই দেশ নিবাসি তাবৎ লোকের প্রতি অমঙ্গলরূপ বন্যা আসিবে। [১৫] কারণ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি উত্তর রাজ্য নিবাসি তাবৎ বংশকে আহ্বান করিব, তাহাতে তাহারা আসিয়া যিরূশালমের দ্বারে প্রবেশস্থানে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের সম্মুখে ও যিহূদাদেশীয় তাবৎ নগরের সম্মুখে আপন ২ সিংহাসন স্থাপন করিবে। [১৬] তাহাতে যাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইতর দেবতাদের নিকটে ধূপ জ্বালাইয়াছে ও আপন হস্তকৃত বস্তুকে প্রণাম করিয়াছে, তাহাদের সেই সকল পাপের জন্যে আমি দণ্ডাজ্ঞা দিব। [১৭] অতএব তুমি কটিবন্ধন করিয়া গাত্রোত্থান কর; আমি তোমাকে যাহা ২ আজ্ঞা করি, তাহা তাহাদিগকে বল; তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না, হইলে আমি তাহাদের সাক্ষাতে তোমাকে ত্রাসযুক্ত করিব। [১৮] আর দেখ, আমি অদ্য সমুদয় দেশের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ যিহূদাদেশীয় রাজগণ ও অধ্যক্ষবর্গ ও যাজকগণ ও সামান্য লোকদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও লৌহস্তম্ভ ও পিত্তলের ভিত্তিস্বরূপ করিলাম। [১৯] তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; কারণ পরমেশ্বর কহেন, তোমার রক্ষার্থে আমি তোমার সঙ্গে ২ থাকিব।

২ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ৪ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লোকদের পাপ ও দেবপূজা করণ, ১৪ ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুযোগ কথা।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] তুমি যাইয়া যিরূশালমের কর্ণগোচরে এই কথা প্রচার কর, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমার যৌবনাবস্থার যে প্রণয় ও বিবাহকালে যে প্রেম, বিশেষতঃ আমার পশ্চাতে প্রান্তরে অর্থাৎ চাসশূন্য দেশে তোমার যে গমন, তাহা তোমার অনুকূলে আমার মনে হয়। [৩] ইস্রায়েল্ বংশ পরমে-

শ্বরের উদ্দেশে পবিত্র, ও তাঁহার আয়ের প্রথম ফলস্বরূপ; যে সকল লোক তাহার প্রতি উপদ্রব করিবে, তাহারা দোষী হইবে, এবং তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে, ইহা পরমেশ্বর কহিয়াছিলেন।

[৪] হে যাকুবের বংশ, হে ইস্রায়েল্ গোষ্ঠীর সকল বংশ, পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [৫] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার কি দোষ দেখিয়াছে, যে তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া অসার দেবগণের অনুগত হইয়া অসার হইল? [৬] এবং 'যিনি আমাদিগকে মিসরদেশহইতে আনিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বর কোথায়? তিনি প্রান্তরের মধ্য দিয়া, অর্থাৎ শূন্য ও গর্ত্তময় স্থান ও নির্জ্জল ও মৃত্যুচ্ছায়াস্বরূপ স্থান ও পথিকহীন ও লোকালয়রহিত স্থান দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন,' এমত কথাও তাহারা কহিল না। [৭] আমি তোমাদিগকে ফল ও উত্তম২ সামগ্রী ভোজন করাইবার জন্যে এই উদ্যানময় দেশে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা প্রবেশ করিয়া আমার দেশ অপবিত্র করিয়াছ, ও আমার অধিকার ঘৃণাস্পদ করিয়াছ। [৮] 'পরমেশ্বর কোথায়?' এমত কথা যাজকেরা কহে না, এবং শাস্ত্রবিদেরা আমাকে জানে না, ও পালকেরা আমার আজ্ঞা অস্বীকার করে, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ বাল দেবতার নাম লইয়া ভবিষ্যৎ কথা কহিয়া নিষ্ফল দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। [৯] অতএব পরমেশ্বর কহেন, আমি ইহার পরে তোমাদের সহিত বিবাদ করিব, এবং তোমাদের পুত্রপৌত্রাদিগণেরও সহিত বিবাদ করিব। [১০] তোমরা পার হইয়া কিত্তীম্ উপদ্বীপে দেখ, কিম্বা কেদরে লোক পাঠাইয়া, এ প্রকার হয় কি না, তাহা সুবিবেচনা করিয়া দেখ। [১১] দেবগণ যদ্যপি ঈশ্বর নয়, তথাপি কোন্ দেশীয় লোকেরা দেবগণের পরিবর্ত্তন করিয়াছে? কিন্তু আমার প্রজাগণ নিষ্ফল বস্তুর নিমিত্তে আপনাদের গৌরবস্বরূপকে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। [১২] পরমেশ্বর কহেন, হে আকাশমণ্ডল, এতদ্বিষয়ে চমৎকৃত হও ও অতিশয় ভীত হও, ও অতিশয় কম্পবান হও। [১৩] কেননা আমার প্রজা দুই দোষ করিয়াছে, অমৃত জলের উনুইস্বরূপ যে আমি, আমাকে ত্যাগ করিয়াছে; আর আপনাদের নিমিত্তে কূপ, বিশেষতঃ ভগ্ন ও জলধারণে অসক্ত কূপ খুদিয়াছে।

[১৪] ইস্রায়েল্ কি ক্রীত দাস? সে কি গৃহজাত দাস? সে কেন লুটিত হয়? [১৫] যুবসিংহগণ তাহার উপরে গর্জ্জন করে, ও হূঙ্কার শব্দ করিয়া তাহার দেশ শূন্য করে, ও তাহার নগর দগ্ধ হইয়া নরশূন্য হয়। [১৬] আরও মোফের ও তফনহেষের লোকেরা তোমার মস্তকের তালুয়া ভাঙ্গে। [১৭] তোমার প্রভু পরমেশ্বর যে সময়ে তোমাকে পথ দেখাইলেন, তৎকালে তাঁহাকে ত্যাগ করণদ্বারা তুমি আপনার এই দুর্দ্দশা কি আপনি ঘটাও নাই? [১৮] এবং এখন শীহোরের জল পান করিতে মিসরের পথে কেন যাইতেছ? ও ফরাৎ নদীর জল পান করিতে অশূরের পথে কেন যাইতেছ? [১৯] সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তোমার দুষ্টতা তোমাকে শাস্তি দিবে, এবং তোমার বিপথগামিত্ব তোমাকে অনুযোগ করিবে; তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে ত্যাগ করণ ও আমার বিষয়ে ভীত না হওন অতি মন্দ ও তিক্ত, তাহাও তুমি জ্ঞাত হইয়া বুঝিবা। [২০] দীর্ঘকাল হইল তুমি আপন যোঁয়ালি ভঙ্গ করিয়া আপন বন্ধন ছেদন করিয়া কহিয়াছ, আমি আর কখনো দাসী হইব না; তথাচ তাবৎ উচ্চপর্ব্বতে ও তাবৎ সতেজ বৃক্ষের তলে ব্যভিচার করিতে শয়ন করিয়া থাক। [২১] আমি তোমাকে প্রকৃত বীজোৎপন্ন উত্তম দ্রাক্ষালতাস্বরূপ রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কি প্রকারে বিকৃত হইয়া আমার কাছে অপ্রকৃত দ্রাক্ষালতার শাখা হইলা? [২২] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, যদ্যপি সোরা দিয়া আপন অঙ্গ ধৌত কর ও অনেক সাবনে ঘর্ষণ কর, তথাপি আমার দৃষ্টিতে তোমার অধর্ম্ম কলঙ্কের ন্যায় হইবে। [২৩] দেখ, 'আমি অশুচি নহি, এবং বালের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নহি,' এমত কথা কি রূপে কহিতে পার? নিম্নভূমিতে আপনার আচরণ দেখ, এবং আপন কৃত ক্রিয়া স্বীকার কর; তুমি আপন পথে ইতস্ততো ভ্রমণকারিণী উষ্ট্রীর ন্যায় [২৪] ও প্রান্তরপরিচিত বন্য গর্দ্দভীর ন্যায় হইয়াছ। সে আপন ইচ্ছাতে বায়ু আহার করে, ও পুরুষচেষ্টা করিলে তাহাকে কে ফিরাইতে পারে? যাহারা তাহার অন্বেষণ করে, তাহাদের ক্লান্ত হওয়া আবশ্যক নয়, কেননা তাহার ঋতুকাল গত হইলে তাহাকে পাইবে। [২৫] তুমি আপন চরণ পাদুকারহিত ও গলার নলী শুষ্ক করিও না; কিন্তু তুমি কহিতেছ, এ মিথ্যা আশা, আমি পরকীয়দিগকে প্রেম করি, তাহাদেরই পশ্চাদ্গামিনী হইব। [২৬] চোর ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তদ্রূপ ইস্রায়েল্ বংশ অর্থাৎ তাহারা ও তাহাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষবর্গ ও যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ লজ্জিত হইবে। [২৭] তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা; ও প্রস্তরকে বলে, তুমি আমার জননী; তাহারা আমাকে মুখ না দেখাইয়া পৃষ্ঠ দেখায়; কিন্তু বিপদকালে তাহারা বলে, 'তুমি উঠিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।' [২৮] হে যিহূদা তোমার স্বহস্তকৃত দেবতারা কোথায়? তাহারাই

উঠিয়া বিপদকালে তোমাকে রক্ষা করুক; কেননা তোমার যত নগর তত দেবতা আছে। [২৯] পরমেশ্বর কহেন, কেন আমার সঙ্গে বিবাদ করিতেছ? তোমরা সকলেই আমার আজ্ঞা অস্বীকার করিয়াছ। [৩০] আমি তোমাদের সন্তানগণকে বৃথা শাস্তি দিলাম; তাহারা শাসিত হইল না; তোমাদেরই খড়্গ বিনাশক সিংহের ন্যায় তোমাদের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে গ্রাস করিল। [৩১] হে লোক সকল, তোমরা পরমেশ্বরের কথা শুন, আমি কি ইস্রায়েলের কাছে প্রান্তরতুল্য কিম্বা অন্ধকারময় দেশস্বরূপ ছিলাম? তবে 'আমরা স্বাধীন, তোমার নিকটে আর আসিব না,' আমার প্রজারা এমত কথা কেন কহে? [৩২] কুমারী কি আপন ভূষণ, ও বিবাহিতা কন্যা কি আপন অলঙ্কার বিস্মৃত হইতে পারে? কিন্তু আমার লোক অসংখ্য দিন আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছে। [৩৩] তুমি কুপ্রেম চেষ্টা করিতে কেমন বিলক্ষণ রূপে আপন পথ প্রস্তুত করিয়াছ! এই কারণ বিপদকেও তোমার (দেশের) পথ দেখাইয়াছ। [৩৪] আরো তোমার বস্ত্রের অঞ্চলে দীনহীন ও নির্দ্দোষদের রক্ত প্রাপ্ত হইতেছে; আমি গুপ্ত স্থানে তাহা পাই নাই, এই সকল স্থানে পাইয়াছি। [৩৫] তথাচ তুমি কহিতেছ, 'আমি নির্দ্দোষ, অবশ্য আমাহইতে তাঁহার ক্রোধ ফিরিবে।' কিন্তু দেখ, 'আমি পাপ করি নাই,' তোমার এই কথার জন্যে আমি তোমার সহিত বিবাদ করিব। [৩৬] তুমি আপন পথ পরিবর্ত্তন করিতে কেন এত ব্যস্ত হইতেছ? তুমি অশূরের বিষয়ে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলা, মিসরের বিষয়েও তদ্রূপ লজ্জিত হইবা। [৩৭] অবশ্য তাহার নিকটহইতেও মস্তকে করাঘাত করিতে২ প্রস্থান করিবা, কেননা পরমেশ্বর তোমার বিশ্বাসপাত্রদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন, তাহাতে তুমি তাহাদের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইবা না।

৩ অধ্যায়।

১ যিহূদার বেশ্যাতুল্য হওন, ৬ ও ইস্রায়েলেরও তদ্রূপ হওন, ১২ ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের নিবেদন ও প্রতিজ্ঞা, ২১ ও তাহাদের দুঃখ হওন ও দোষ স্বীকার করণ।

[১] উক্ত আছে, কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ঐ স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করে, তবে তাহার পূর্ব্বস্বামী কি তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে? করিলে কি সেই দেশ অশুচি হইবে না? কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, তুমি অনেক কান্তের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, তথাপি আমার প্রতি আর বার ফিরিয়া আইস। [২] তুমি চক্ষু তুলিয়া তাবৎ উচ্চ স্থান দেখ, কোন্ স্থানে অশুচি না হইয়াছ? তুমি প্রান্তরস্থ আরবীয়দের ন্যায় রাজপথে বসিয়াছ, এবং ব্যভিচার ও দুষ্ট ক্রিয়াদ্বারা দেশ অশুচি করিয়াছ। [৩] এই নিমিত্তে অনাবৃষ্টি হইল, এবং দ্বিতীয় বর্ষাও হইল না; তথাপি তুমি বেশ্যার মুখবিশিষ্ট হইয়া লজ্জিত হইতে অসম্মত হইয়াছ। [৪] অদ্যাবধি কি আমার কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিবা না, 'হে আমার পিতঃ, বাল্যাবধি তুমি আমার পথদর্শক আছ? [৫] তাঁহার ক্রোধ কি সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিবে ও নিত্য রক্ষিত হইবে?' দেখ, ইহা কহিলেও তুমি আপন শক্ত্যনুসারে দুষ্ট ক্রিয়া করিয়াছ।

---

[৬] যোশিয় রাজার অধিকার সময়ে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, বিপথগামিনী ইস্রায়েল্ কি করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিলা? সে প্রতি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক সতেজ বৃক্ষের তলে গিয়া ব্যভিচার করিত। [৭] তাহাতে আমি কহিলাম, এই সকল কর্ম্ম করণের পর সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আইল না; এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা তাহা দেখিল। [৮] আর যদ্যপি আমি ব্যভিচারের নিমিত্তে বিপথগামিনী ইস্রায়েল্কে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা ভয় না করিয়া আপনিও গিয়া ব্যভিচার করিল, ইহা আমি দেখিলাম। [৯] ইস্রায়েল চঞ্চল মনে ব্যভিচার করিয়া দেশ অশুচি করিয়াছিল, সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার করিত। [১০] পরমেশ্বর কহেন, ইহা হইলেও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নয়, কেবল কপটরূপে আমার প্রতি ফিরিল। [১১] পরমেশ্বর আমাকে এই কথা কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা অপেক্ষা বিপথগামিনী ইস্রায়েল্ আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইতেছে।

[১২] তুমি যাইয়া এই কথা উত্তরদিগে প্রচার কর, পরমেশ্বর কহেন, হে বিপথগামিনি ইস্রায়েল, ফিরিয়া আইস; আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি করিব না; যেহেতুক পরমেশ্বর কহেন, আমি দয়ালু, সর্ব্বদা ক্রোধ করিব না। [১৩] পরমেশ্বর কহেন, তুমি যে আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা অস্বীকার করিয়াছ, ও আমার কথা না মানিয়া প্রত্যেক সতেজ বৃক্ষের তলে পরকীয়দের সহিত আপন আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ, ইহাতে তোমার অপরাধ স্বীকার কর। [১৪] পরমেশ্বর কহেন, হে বিপথগামি সন্তানগণ, ফিরিয়া আইস, কেননা আমি তোমাদের স্বামী; আমি নগরহইতে এক জন ও বংশহইতে দুই জন করিয়া তোমাদিগকে সিয়োনে আনিব। [১৫] আমি তোমাদের

জন্যে আপন মনের মত পালকগণকে নিযুক্ত করিব, তাহারা জ্ঞান ও বুদ্ধিদ্বারা তোমাদিগকে চরাইবে। [১৬] পরমেশ্বর কহেন, এই রূপে দেশে বর্দ্ধিত ও বৃহদ্গোষ্ঠী হইবার সময়ে 'পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক', এ কথা তোমরা আর কহিবা না. এবং তাহা মনেও করিবা না, ও স্মরণে আনিবা না, ও তাহার চিন্তাও করিবা না, এবং আর বার তাহা নির্ম্মাণ করিবা না। [১৭] সেই সময়ে যিরুশালম্ পরমেশ্বরের সিংহাসন নামে বিখ্যাত হইবে, এবং তাবজ্জাতীয় লোক তাহার নিকটে অর্থাৎ যিরুশালমে পরমেশ্বরের নামে একত্র হইবে: তাহারা আপনাদের দুষ্ট অন্তঃকরণের কাঠিন্যানুসারে আর আচরণ করিবে না। [১৮] তৎকালে যিহূদা বংশ ইস্রায়েল বংশের সহগামী হইবে, এবং আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ অধিকারের জন্যে দিয়াছি, সেই দেশে তাহারা একযোগ হইয়া উত্তর দেশহইতে আসিবে। [১৯] কিন্তু আমি কহিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে কি প্রকারে রাখিব? ও কেমন করিয়া তোমাকে রম্য দেশ অর্থাৎ অন্যজাতীয়দের পরম রক্তের অধিকার দিব? আমি কহিলাম, 'হে আমার পিতঃ,' এ কথা বলিয়া তুমি আমাকে আহ্বান করিবা, এবং আমার পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া যাইবা না। [২০] পরমেশ্বর কহেন, হে ইস্রায়েল্ বংশ, যে ভার্য্যা আপন কান্তের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহার ন্যায় তোমরাও আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ।

[২১] উচ্চস্থানের উপরে আর্ত্তস্বর অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানদের এই রূপ ক্রন্দন ও বিলাপ শুনা যায়; 'আমরা কুটিল পথগামী হইয়াছি, ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছি।' [২২] হে বিপথগামি সন্তানগণ, ফির, আমি তোমাদের বিপথগামিস্বরূপ রোগ দূর করিব। 'দেখ, আমরা তোমার কাছে আইলাম, কেননা তুমিই আমাদের প্রভু পরমেশ্বর। [২৩] উপপর্ব্বতস্থ বস্তু ও গিরিসমূহ মিথ্যামাত্র, কেবল আমাদের প্রভু পরমেশ্বরেতে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ হয়। [২৪] বাল্যকালাবধি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের শ্রমের ফল অর্থাৎ তাহাদের মেষগবাদি পাল ও তাহাদের পুত্রকন্যাগণ লজ্জাস্পদের খাদ্য হইতেছে। [২৫] আমরা আপনাদের লজ্জাতে মগ্ন আছি, আমাদের অপমান আমাদিগকে আচ্ছাদন করিতেছে, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও আমরা বাল্যাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিতেছি, এবং আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য অমান্য করিতেছি।'

৪ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৩ ও যিহূদার প্রতি তাঁহার বিনয়বাক্য ও ভবিষ্যৎ দুঃখের প্রকাশ, ১০ ও যিরিমিয়ের কথা, ১১ ও যিহূদার শত্রুদের বর্ণনা, ১৯ ও তৎপ্রযুক্ত যিরিমিয়ের দুঃখ, ২২ ও লোকদের অজ্ঞানতা, ২৩ ও যিরিমিয়ের দর্শন, ২৭ ও লোকদের দুঃখ।

[১] পরমেশ্বর কহেন, হে ইস্রায়েল্ বংশ, তুমি যদি ফিরিয়া আসিতে চাহ, তবে আমার কাছে ফিরিতে পার; এবং যদি আমার দৃষ্টিহইতে তোমার ঘৃণার্হ কর্ম্ম দূর কর, তবে স্থানান্তরীকৃত হইবা না। [২] কিন্তু সত্যতাতে ও যথার্থতাতে ও ধর্ম্মেতে অমর পরমেশ্বরের নামে শপথ করিবা, তাহাতে তাবজ্জাতীয় লোক তাঁহাদ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্লাঘা করিবে।

[৩] পরমেশ্বর যিহূদার ও যিরুশালমের লোকদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের পতিত ভূমিতে চাস কর, কণ্টকের মধ্যে বীজ বপন করিও না। [৪] হে যিহূদীয় লোক, হে যিরুশালম্ নিবাসি সকল, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে ছিন্নত্বক্ হও, অর্থাৎ আপন ২ মনের ত্বক্ছেদ কর; নতুবা তোমাদের কর্ম্মদোষে আমার ক্রোধ অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিবে, এবং প্রজ্বলিত হইলে আর নির্ব্বাণ হইবে না। [৫] 'আইস, আমরা সকলে একত্র হইয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগরে যাই,' এই কথা যিহূদাদেশে প্রচার কর ও যিরুশালমে প্রকাশ কর, এবং দেশে তূরীধ্বনি করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা কর; [৬] এবং সিয়োনের দিগে ধ্বজা তুল, ও পলায়ন কর, বিলম্ব করিও না; কেননা আমি উত্তর দেশহইতে দুর্দ্দশা ও মহাবিনাশ আনিব। [৭] সিংহ আপন ঝোপহইতে বাহিরে আসিতেছে, ও নানাজাতীয়দের বিনাশক উঠিয়া আপন স্থানহইতে নির্গত হইয়া তোমার দেশ উচ্ছিন্ন করণার্থে আসিতেছে; তাহাতে তোমার নগর সকল বিনষ্ট ও নরশূন্য হইবে। [৮] অতএব তোমরা চট পরিধান করিয়া বিলাপ কর ও ক্রন্দন কর, কেননা পরমেশ্বরের প্রজ্বলিত ক্রোধ আমাদের হইতে ফিরে নাই। [৯] পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে রাজা ও অধ্যক্ষগণ হতবুদ্ধি হইবে, ও যাজকগণ চমৎকৃত হইবে, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ বিস্ময়াপন্ন হইবে।

[১০] তখন আমি কহিলাম, হায় ২! হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি এই লোকদিগকে ও যিরুশালমকে নিতান্ত ভ্রান্ত হইতে দিয়াছ, কেননা তোমাদের শান্তি হইবে, এই বাক্য তাহাদের প্রতি কথিত হইলেও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত খড়্গাঘাত হইতেছে।

[১১] তৎকালে এই লোকদের ও যিরুশালমের

প্রতি এই কথা উক্ত হইবে, প্রান্তরস্থ উচ্চস্থানহইতে এক উষ্ণ বায়ু আমার লোকদের পুরীর প্রতি আসিতেছে, সে শস্য ঝাড়নের কিম্বা পরিষ্কার করণের নিমিত্তে নয়। ১২ কিন্তু তদপেক্ষা অধিক প্রবল এক বায়ু আমার আজ্ঞাতে আসিতেছে, এখন আমি লোকদের দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতেছি। ১৩ দেখ, সে মেঘের ন্যায় আসিতেছে, তাহার রথ ঘূর্ণবায়ুস্বরূপ, ও তাহার অশ্বগণ উৎক্রোশ পক্ষিহইতেও দ্রুতগামী; 'হায় ২, আমরা নষ্ট হইলাম।' ১৪ হে যিরূশালম, নিস্তার পাইবার জন্যে তোমার চিত্তের মলা ধৌত কর; তোমার অন্তঃকরণ আর কত কাল মিথ্যা কল্পনার বাসা থাকিবে? ১৫ দান্ নগরহইতে এক প্রচারকের রব আসিতেছে, সে ইফ্রয়িম পর্ব্বতহইতে বিপদ ঘোষণা করে। ১৬ তোমরা অন্যজাতীয়দিগকে সুগোচর কর, ও যিরূশালমের প্রতি এই কথা প্রচার কর, দূরদেশহইতে অবরোধকারিগণ আসিতেছে, তাহারা যিহূদাদেশস্থ নগরের বিরুদ্ধে হূঙ্কার শব্দ করিতেছে। ১৭ পরমেশ্বর কহেন, তাহারা ক্ষেত্ররক্ষকগণের ন্যায় তোমার চতুর্দ্দিগে থাকিবে, কেননা তুমি আমার প্রতিকূলাচারিণী হইয়াছ। ১৮ এ তোমার পথের ও আচরণের ফল; এ তোমার দুর্দ্দশা বটে, কেননা তাহা অতি তিক্ত ও মর্ম্মভেদক হইবে।

১৯ 'হায় ২, আমার নাড়ী! হায় ২, আমার নাড়ী! আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছি; হায় ২, আমার বক্ষঃ! আমার হৃদয় ধুক্ ২ করিতেছে, আমি স্থির থাকিতে পারি না; কেননা হে আমার মন, তুমি তূরীর রব ও যুদ্ধের কোলাহল শুনিতেছ। ২০ বিনাশের উপরে বিনাশ প্রচারিত হইতেছে, এবং সমুদয় দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে, এবং অকস্মাৎ আমার তাম্বু ও এক নিমেষের মধ্যে আমার যবনিকা সকল বিনষ্ট হইল। ২১ আমি আর কত দিন পতাকা দেখিব ও তূরীর রব শুনিব?'

২২ আমার প্রজারা অজ্ঞান, তাহারা আমাকে জানে না; তাহারা নির্ব্বোধ বালক, বিবেচনারহিত; তাহারা কুকর্ম্ম করিতে তৎপর, কিন্তু সৎকর্ম্ম করিতে অজ্ঞান।

২৩ 'আমি পৃথিবীকে দেখিলাম, সে নির্জন ও শূন্য আছে; এবং আকাশকে দেখিলাম, তাহাতে কিছুমাত্র দীপ্তি নাই। ২৪ এবং পর্ব্বতগণকে দেখিলাম, সে সকল কাঁপিতেছে, ও উপপর্ব্বতগণ টলটলায়মান হইতেছে। ২৫ আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, মনুষ্যমাত্র নাই, এবং আকাশের পক্ষি সকলও পলাইয়া গিয়াছে। ২৬ অপর আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, পরমেশ্বরের গোচরে ও তাঁহার প্রজ্বলিত ক্রোধে উদ্যান মরুভূমি হইয়াছে, ও তাবৎ নগর ভগ্ন হইয়াছে।'

২৭ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সমস্ত দেশ উচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব না। ২৮ এই হেতু পৃথিবী শোক করিতেছে, ও উপরিস্থ আকাশ কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে; কারণ আমি যাহা কহিয়াছি, ও যাহা মনস্থ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে অনুতাপ করিব না, ও তাহাহইতে ফিরিব না। ২৯ অশ্বারূঢ়দের ও ধনুর্দ্ধরদের হূঙ্কারে সমুদয় নগরনিবাসি লোক পলায়ন করিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিবে ও শৈলে উঠিবে; তাহাতে তাবৎ নগর ত্যক্ত হইবে, তাহার মধ্যে মনুষ্যমাত্র বসতি করিবে না। ৩০ উচ্ছিন্ন হইলে তুমি কি করিবা? যদ্যপি আপনাকে শোণবর্ণ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত ও সুবর্ণের অভরণে ভূষিত কর, ও অঞ্জনদ্বারা আপন চক্ষু বিস্তারিত কর, তথাপি সে সকল সৌন্দর্য্য বৃথা হইবে; তোমার জারেরা তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তোমার প্রাণ নাশ চেষ্টা করিবে। ৩১ স্ত্রীর প্রসবকালের কাকুতি ও প্রথম প্রসব কালের আর্ত্তরাবের ন্যায় আমি সিয়োনের কন্যার রব শুনিতেছি; সে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ও হস্ত বিস্তার করিয়া কহিতেছে, হায় ২, বধকারিদের দ্বারা আমার প্রাণ মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছে।

৫ অধ্যায়।

১ পাপের জন্যে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাক্য, ১০ ও সেই শাস্তির বিশেষ বর্ণনা, ২০ ও লোকদের পাপের বিশেষ বর্ণনা, ৩০ ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা।

১ তোমরা যিরূশালমের পথে ইতস্ততো গমন করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান কর, এবং তাহার চকে অন্বেষণ কর; ন্যায়কারি ও সত্যতা অন্বেষণকারি এক জনকেও যদি পাইতে পার, তবে আমি সেই নগরের প্রতি ক্ষমা করিব। ২ অমর পরমেশ্বরের নামে শপথ করিলেও তাহারা মিথ্যা শপথ করে। ৩ হে পরমেশ্বর, তোমার দৃষ্টি কি সত্যতার প্রতি নয়? তুমি তাহাদিগকে প্রহার করিলে তাহারা খেদান্বিত হইল না; ও তাহাদের ক্ষয় করিলে তাহারা শাসন গ্রহণ করিতে অবজ্ঞা করিল; তাহারা আপন ২ মুখ প্রস্তরহইতেও কঠিন করিল, ও মন ফিরাইতে অসম্মত হইল। ৪ তখন আমি কহিলাম, কেবল এই দরিদ্র লোকেরা অজ্ঞান, কারণ ইহারা পরমেশ্বরের পথ ও আপনাদের ঈশ্বরের ধর্ম্ম জানে না। ৫ আমি মহৎ লোকদের নিকটে গিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিব, কেননা তাহারা পরমেশ্বরের পথ ও আপনাদের ঈশ্বরের ধর্ম্ম জানে। কিন্তু তাহারা

সম্পূর্ণরূপে যোঁয়ালি ভঙ্গ করিয়াছে ও বন্ধন ছেদন করিয়াছে। [৬] এই নিমিত্তে বনহইতে আগত সিংহ তাহাদিগকে বধ করিবে, ও সন্ধ্যাকালীয় কেন্দুয়া আসিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এবং নেকড়িয়া ব্যাঘ্র তাহাদের নগরের নিকটে প্রহরী হইবে; তাহাতে যে কেহ নগরহইতে বাহির হইবে, সে বিদীর্ণ হইবে, কারণ তাহাদের অধর্ম্ম অধিক ও তাহাদের বিপথগমন গুরুতর। [৭] ইহার নিমিত্তে আমি কি প্রকারে তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া যাহারা ঈশ্বর নয় তাহাদের নাম লইয়া শপথ করে; আমি তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলে তাহারা ব্যভিচার করে, ও বেশ্যার বাটীতে গিয়া একত্র হয়। [৮] তাহারা কামাতুর হৃষ্টপুষ্ট অশ্বের ন্যায় হইয়া প্রত্যেক জন পরস্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করে। পরমেশ্বর কহেন, [৯] আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না? ও এই প্রকার লোকদিগকে কি সমুচিত দণ্ড দিব না?

[১০] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা উদ্যানের প্রাচীরে উঠিয়া তাহা নষ্ট কর, কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশ করিও না; তাহার পল্লব পরমেশ্বরের নয়, অতএব তাহা দূর কর। [১১] কেননা ইস্রায়েল্ বংশ ও যিহূদা বংশ আমার বিপরীতে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। [১২] তাহারা পরমেশ্বরকে অস্বীকার করিয়া কহিয়া থাকে, 'সে তিনি নহেন; আমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে না, আমরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দর্শন করিব না। [১৩] এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ বায়ুবৎ হইবে, তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় বাক্য নাই, তাহাদের কথা তাহাদেরই প্রতি বর্ত্তিবে।' [১৪] এই কারণ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, তাহাদের এই কথা কহাতে আমি তোমার মুখে স্থিত আপন বাক্যকে অগ্নিস্বরূপ ও এই লোকদিগকে কাষ্ঠস্বরূপ করিব, তাহাতে তাহা তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। [১৫] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল্ বংশ, দেখ, আমি দূরহইতে ভিন্নজাতীয় লোকদিগকে তোমার বিরুদ্ধে আনিব, তাহারা বলবান্ ও প্রাচীন জাতি; তজ্জাতীয় ভাষা তুমি জ্ঞান না, ও তাহাদের বাক্য তুমি বুঝিতে পারিবা না। [১৬] তাহাদের তূণ মুক্ত কবরের ন্যায়, ও তাহারা সকলেই বীর। [১৭] তাহারা আসিয়া তোমার শস্য ও অন্ন গ্রাস করিবে, এবং তোমার পুত্র কন্যাগণকে গ্রাস করিবে, এবং তোমার মেষপাল ও গোপাল গ্রাস করিবে, এবং তোমার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর বৃক্ষ গ্রাস করিবে, এবং যে২ প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বিশ্বাস করিতেছ, সে সকল খড়্গদ্বারা ভগ্ন করিবে। [১৮] কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, সেই সময়েও আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ করিব না। [১৯] 'আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের প্রতি কেন এ সকল করেন?' তাহারা এই কথা কহিলে তুমি তাহাদিগকে উত্তর করিবা, তোমরা যেমন পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ইতর দেবতাদের সেবা করিয়াছ, তদ্রূপ তোমাদিগকে পরদেশের মধ্যে বিদেশি লোকদের সেবা করিতে হইবে।

[২০] এখন তোমরা যাকুব বংশকে এ কথা জানাও, ও যিহূদা দেশে এ কথা প্রচার কর। [২১] হে অজ্ঞান ও নির্ব্বোধ লোক সকল, চক্ষু থাকিতে অন্ধ, ও কর্ণ থাকিতে বধির যে তোমরা, তোমরা আমার এই কথা শুন। [২২] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা কি আমাকে ভয় করিবা না? ও আমার সাক্ষাতে কি কম্পবান হইবা না? আমি বালুকাদ্বারা সমুদ্রের সীমা ও নিত্য পরিমাণ স্থির করিয়াছি, সে তাহা কখনো উল্লঙ্ঘন করিবে না; তাহার তরঙ্গ অতি আস্ফালন করিলেও কিছুই করিতে পারে না, এবং আপনাকে উৎক্ষেপ করিলেও সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। [২৩] কিন্তু এই লোকদের মন নিতান্ত ধর্ম্মত্যাগী ও প্রতিকূলাচারী হইয়াছে, তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। [২৪] এবং 'উপযুক্ত কালে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষার জলদাতা ও শস্যকালের নিরূপিত সপ্তাহ সকলের রক্ষাকর্ত্তা যে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, আইস আমরা তাঁহাকে ভয় করি,' এমত কথা মনে২ কহে না। [২৫] তোমাদের অপরাধ এই সকল দূর করে, ও তোমাদের পাপ তোমাদের মঙ্গল নিবারণ করে। [২৬] আমার প্রজাদের মধ্যে দুষ্ট লোক পাওয়া যায়, তাহারা মনুষ্য ধরিতে ফাঁদ পাতিয়া ব্যাধের ন্যায় হেঁট হইয়া লুক্কায়িত থাকে। [২৭] যেমন পিঞ্জর পাক্ষতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ তাহাদের বাটী কাপট্যে পরিপূর্ণ। এই নিমিত্তে তাহারা উন্নত ও উত্তর২ ধনবান্ হয়; [২৮] এবং স্থূলকায় ও তেজস্বী হয়; তাহারা পাপিলোক অপেক্ষাও পাপ করে, ও পিতৃহীনের কর্ম্ম যেন সফল না হয়, এই নিমিত্তে সদ্বিচার করে না, ও দরিদ্রদের বিচার নিষ্পত্তি করে না। [২৯] পরমেশ্বর কহেন, আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না? এবং এই প্রকার লোকদিগকে কি সমুচিত দণ্ড দিব না?

[৩০] দেশেতে ভয়ানক ও রোমাঞ্চজনক দুষ্কর্ম্ম করা যায়। [৩১] ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ মিথ্যা কথা প্রচার করে, এবং তাহাদের সাহায্যে যাজকগণ কর্ত্তৃত্ব করে, এবং আমার প্রজারা ইহা ভাল বাসে, কিন্তু শেষকালে তোমরা কি করিবা?

৬ অধ্যায়।

১ লোকদের নানা পাপ প্রকাশ করণ, ১৬ ও পাপহইতে ফিরিতে বিনয় ও না ফিরণেতে দুঃখের

ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৭ ও যিরিমিয়ের প্রতি ঈশ্বরের কথা।

১ হে বিন্যামীনের সন্তানগণ, তোমরা যিরূশালমের মধ্যহইতে পলায়ন কর, এবং তিকোয় নগরে তূরী বাজাও, এবং বৈথক্কেরমে ধ্বজা তুল, কেননা উত্তরদেশহইতে অমঙ্গল ও মহাবিপদ প্রকাশ পাইতেছে। ২ আমি সিয়োনের কন্যাকে এক সুন্দরী ও কোমলাঙ্গীর সদৃশ জ্ঞান করিলাম। ৩ মেষপালকগণ আপন ২ পাল সঙ্গে লইয়া তাহার কাছে আসিবে, ও তাহার চতুর্দ্দিগে শিবির করিবে, এবং প্রত্যেক জন আপন ২ স্থানে পাল চরাইবে। ৪ 'আইস, আমরা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হই; ও উঠ, আমরা মধ্যাহ্নকালে প্রস্থান করি। আমাদিগকে ধিক্, কেননা আমাদের দিন অবসন্ন হইতেছে, ও সন্ধ্যাকালের ছায়া দীর্ঘ হইতেছে। ৫ উঠ, আমরা রাত্রিকালে গিয়া তাহার অট্টালিকা ভগ্ন করি।' ৬ কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা বৃক্ষ ছেদন করিয়া যিরূশালমের প্রতিকূলে জাঙ্গাল বাঁধ; এই নগর প্রতিফল পাইবার যোগ্য; সে অন্যায়ে পরিপূর্ণ। ৭ যেমন উনুই আপন জল নির্গত করে, তদ্রূপ সে আপন দুষ্টতা নির্গত করে; তাহার মধ্যে দৌরাত্ম্য ও চৌর্য্যশব্দ শুনা যায়, এবং পীড়া ও ক্ষত নিত্য ২ আমার সাক্ষাতে থাকে। ৮ হে যিরূশালম, তুমি উপদেশ গ্রহণ কর, নতুবা আমার মন তোমাহইতে বিরক্ত হইলে আমি তোমাকে উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য ভূমি করিব। ৯ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, শত্রুগণ ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোকদিগকে দ্রাক্ষাফলের ন্যায় পাড়িয়া কহিবে, 'দ্রাক্ষাফল চয়নকারী যেমন আপন হস্ত পুনঃ২ পাত্রে রাখে, তদ্রূপ কর।' ১০ আমি কথা কহিয়া সাক্ষ্য দিলে তাহারা কি মনোযোগ করিবে? দেখ, তাহাদের কর্ণ বদ্ধ আছে, তাহারা শুনিতে পায় না। দেখ, পরমেশ্বরের কথা তাহাদের নিন্দাস্পদ, তাহাতে তাহাদের কোন সন্তোষ নাই। ১১ আমি পরমেশ্বরের ক্রোধে পরিপূর্ণ আছি, ও তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে ক্লান্ত হই; পথেস্থিত বালকদের উপরে ও যুবদের সভাতে তাহা ঢালিব; পুরুষ ও স্ত্রী এবং বৃদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ সকলেই ধরা পড়িবে। ১২ তাহাদের বাটী ও ভূমি ও স্ত্রী পরের অধিকার হইবে; পরমেশ্বর কহেন, আমি এই দেশনিবাসিদের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব। ১৩ কেননা তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলে নিতান্ত লোভাসক্ত, এবং ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাজকপর্য্যন্ত তাবৎ লোক প্রবঞ্চনা করে। ১৪ এবং আমার লোকদের কন্যার ক্ষতের কেবল বাহির সুস্থ করে; এবং শান্তি না হইলেও শান্তি২ বলিয়া থাকে। ১৫ তাহারা ঘৃণার্হ ক্রিয়া করিয়া কি লজ্জিত হয়? তাহাদের লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা মুখ বিবর্ণ করিতে জানে না; এই হেতুক পরমেশ্বর কহেন, তাহারা পতিত লোকদের মধ্যে পতিত হইবে; আমাহইতে প্রতিফল পাইবার সময়ে তাহাদের পদে উছোট লাগিবে।

১৬ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, 'তোমরা পথে দাঁড়াইয়া দেখ; এবং কোন্‌টা পুরাতন মার্গ, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে২ বল, উত্তম পথ কোথায়? পরে তাহা দিয়া গমন কর; তাহা করিলে তোমরা আপন ২ মনে বিশ্রাম পাইবা;' কিন্তু তাহারা কহে, আমরা তাহা দিয়া চলিব না। ১৭ এবং 'আমি তোমাদের উপরে প্রহরিগণকে রাখি, তোমরা তূরীর বাদ্য শুন;' কিন্তু তাহারা কহে, আমরা শুনিব না। ১৮ অতএব হে ভিন্নজাতীয়েরা, শ্রবণ কর; ও হে লোকসমূহ, তাহাদের মধ্যে কি ২ আছে, তাহা জ্ঞাত হও। ১৯ হে পৃথিবি, শুন, এই লোকেরা আমার কথা মানে না, ও আমার শাস্ত্র অগ্রাহ্য করে, অতএব আমি তাহাদের প্রতি তাহাদের কুকল্পনার ফল অর্থাৎ অমঙ্গল ঘটাইব। শিবাহইতে আমার কাছে ধূপ কেন আইসে? ও দূরদেশহইতে মিষ্ট বচ কেন আইসে? তোমাদের হোমবলি আমার গ্রাহ্য নয়, ও তোমাদের বলিদান আমার মনোহর নয়। ২১ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই লোকদের সম্মুখে বাধা রাখি; তাহাতে পিতৃগণ ও পুত্রগণ একেবারে স্খলিত হইবে, এবং প্রতিবাসী ও বন্ধুগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে। ২২ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, উত্তরদেশহইতে এক লোক আসিতেছে, ও পৃথিবীর পার্শ্বহইতে এক প্রধান জাতি উঠিয়া আসিতেছে। ২৩ তাহারা ধনু ও বড়শাধারী, এবং নিষ্ঠুর ও দয়ারহিত, তাহারা সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করে। তাহারা অশ্বারোহণে আসিতেছে; হে সিয়োনের কন্যে, তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা যোদ্ধার ন্যায় সুসজ্জ হইয়াছে। ২৪ আমরা তাহাদের বিষয়ক জনশ্রুতি শুনিতেছি, তাহাতে আমাদের হস্ত অবশ হইল, এবং যন্ত্রণা ও প্রসূতা স্ত্রীর ন্যায় বেদনা আমাদিগকে গ্রাস করিল। ২৫ ক্ষেত্রে যাইও না ও রাজপথে গমন করিও না, কেননা তথায় শত্রুদের খড়্গ ও চতুর্দ্দিগে ভয় আছে। ২৬ হে আমার লোকের কন্যে, তুমি চট পরিধান কর, ও ভস্মেতে লুণ্ঠত হও, ও অদ্বিতীয় পুত্র বিয়োগজন্য শোকের ন্যায় শোক ও মহাবিলাপ কর; কেননা বিনাশক অকস্মাৎ আমাদের নিকটে আসিবে।

২৭ তুমি যেন আমার প্রজাগণের আচরণ পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাত হও, এই জন্যে আমি তোমাকে পরীক্ষক ও উচ্চগৃহরূপে তাহাদের মধ্যে রাখিয়াছি। ২৮ তাহারা সকলে দারুণ বিশ্বাসঘাতক ও কর্ণেজপ; এবং পিত্তল ও লৌহস্বরূপ; সকলেই ভ্রষ্ট। ২৯ যাঁতা দগ্ধ হইয়াছে ও সীসা অগ্নিতে দ্রব হইয়াছে; স্বর্ণকার বৃথা গলায়, কেননা দুষ্টগণ নির্গত হয় না। ৩০ তাহাদিগকে অগ্রাহ্য রৌপ্য বলা যায়, কারণ পরমেশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

৭ অধ্যায়।

১ মানা পাপের জন্যে অনুতাপ করিতে ঈশ্বরের আহ্বান, ১৬ ও অনুতাপ না করিলে তাহাদের দুঃখঘটনের নির্ণয়, ২১ ও তাহাদের বলিদানাদি ঈশ্বরের অগ্রাহ্য হওন, ২৯ ও তোফতে তাহাদের পাপ ও শাস্তির কথা।

১ তদনন্তর পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, ২ তুমি পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া এই কথা প্রচার করিয়া বল, হে যিহূদীয় লোক সকল, পরমেশ্বরের ভজনা করণার্থে এই মন্দিরের দ্বারে প্রবেশ করিয়া থাক যে তোমরা, তোমরা পরমেশ্বরের কথা শুন। ৩ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, তিনি এই কথা কহেন, তোমরা আপন ২ আচার ব্যবহার শুদ্ধ কর, তাহাতে আমি তোমাদিগকে এই স্থানে বাস করাইব। ৪ কিন্তু 'ইহারাই পরমেশ্বরের মন্দির, ও ইহারাই পরমেশ্বরের মন্দির, ও ইহারাই পরমেশ্বরের মন্দির,' এমত মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস করিও না। ৫ তোমরা যদি আপন ২ আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কর, এবং বাদি প্রতিবাদির বিচার নিষ্পত্তি কর, ৬ এবং বিদেশি ও পিতৃহীন ও বিধবা লোকদের প্রতি উপদ্রব না কর, এবং এই স্থানে নির্দোষদের রক্তপাত না কর, এবং আপনাদের অমঙ্গলের নিমিত্তে ইতর দেবগণের পশ্চাদ্গামী না হও, ৭ তবে আমি এই স্থানে অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত এই দেশে তোমাদিগকে অনন্ত কাল বাস করিতে দিব। ৮ দেখ, তোমরা নিষ্ফল মিথ্যা কথাতে বিশ্বাস করিতেছ। ৯ তোমরা কি চুরী ও হত্যা ও পরদার ও মিথ্যাশপথ ও বালের উদ্দেশে ধূপদাহ ও আপনাদের অজ্ঞাত ইতর দেবগণের পশ্চাদগমন করিবা? ১০ পরে আমার নামেতে খ্যাত এই মন্দিরের মধ্যে আসিয়া আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া, 'আমরা উদ্ধার পাইলাম, আইস আমরা ঐ সকল ঘৃণ্য ক্রিয়া করি,' এই কথা কি কহিবা? ১১ আমার নামে বিখ্যাত এই মন্দির কি তোমাদের গোচরে দস্যুর গহ্বর হইয়াছে? পরমেশ্বর কহেন, তাহা আমি দেখিতেছি। ১২ কিন্তু শীলোতে আমার যে স্থান ছিল, যেখানে আমি পূর্ব্বে আপন নাম স্থাপন করিয়াছিলাম, তোমরা তথায় গমন করিয়া, আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের দুষ্টতা প্রযুক্ত তাহার প্রতি যে প্রকার কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা বরং দেখ। ১৩ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ, এবং আমি যত্ন পূর্ব্বক তোমাদিগকে উপদেশকথা কহিলে তোমরা তাহা শুন নাই, এবং আমি ডাকিলে তোমরা উত্তর দেও নাই, ১৪ এই হেতুক আমি শীলোর প্রতি যে রূপ করিয়াছি, তদ্রূপ আমার নামে বিখ্যাত এই যে মন্দিরে তোমরা বিশ্বাস করিতেছ, এবং এই যে স্থান আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দিয়াছি, ইহার প্রতিও করিব; ১৫ এবং তোমাদের ভ্রাতৃগণকে অর্থাৎ ইফ্রয়িমের তাবৎ বংশকে যে রূপ দূর করিয়াছি, তদ্রূপ তোমাদিগকেও আমার গোচরহইতে দূর করিব।

১৬ অতএব তুমি এই লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিও না, এবং তাহাদের জন্যে আমার কাছে নিবেদন ও যাচ্ঞা ও সাধ্য সাধনা করিও না; আমি তোমার কথা শুনিব না। ১৭ তাহারা যিহূদার তাবৎ নগরে ও যিরূশালমের তাবৎ রাজপথে যাহা করিতেছে, তাহা কি তুমি দেখ না? ১৮ যেন আমার মনোদুঃখ জন্মে, এই অভিপ্রায়ে ইতর দেবতাদের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে ও আকাশরাজ্ঞীর উদ্দেশে পিষ্টক পাক করিতে তাহাদের বালকগণ কাষ্ঠ আহরণ করে, ও পিতৃগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ও স্ত্রীগণ পিষ্টকপিণ্ড প্রস্তুত করে। ১৯ পরমেশ্বর কহেন, তাহারা কি আমার মনোদুঃখ জন্মায়? না আপনাদের মুখের বিবর্ণতার নিমিত্তে আপনাদেরই মনোদুঃখ জন্মায়? ২০ অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, এই স্থানের উপরে এবং মনুষ্য ও পশু ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ ও ভূমির শস্য, এই সকলের উপরে আমার ক্রোধ ও কোপরূপ অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইবে; তাহাতে তাহা প্রজ্বলিত হইবে, কখনো নির্ব্বাণ পাইবে না।

২১ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি তিনি এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের অন্য ২ বলির সহিত হোমবলি যোগ করিয়া তাহার মাংস ভোজন কর। ২২ যে দিনে আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে আনিয়াছিলাম, তৎকালে হোমের কিম্বা বলিদানের নিমিত্তে তাহাদিগকে কথা কহিয়াছিলাম ও আজ্ঞা দিয়াছিলাম, এমত নয়। ২৩ বরং এই আজ্ঞা দিয়াছিলাম, তোমরা আমার বাক্য মান্য

কর, তাহাতে আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব, ও তোমরা আমার প্রজা হইবা; এবং আমি তোমাদিগকে যে ২ পথে চলিতে আজ্ঞা করিব, তোমরা সেই ২ পথে গমন করিও, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। ২৪ কিন্তু তাহারা তাহাতে মনোযোগ ও কর্ণপাত না করিয়া আপন ২ দুষ্ট মনের কাঠিন্য ও কুপরামর্শানুসারে আচরণ করিল, এবং অভিমুখ না হইয়া পরাঙ্মুখ হইল। ২৫ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দিনে মিসর্ দেশহইতে বাহির হইয়াছিল, সেই দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি নিত্য ২ যত্নপূর্ব্বক আপনার দাস তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া আসিতেছি। ২৬ তথাপি এই লোকেরা আমার বাক্যে মনোযোগ ও কর্ণপাত না করিয়া আপন ২ গ্রীবা শক্ত করিয়া পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষাও অধিক দুষ্ট হইয়াছে। ২৭ তুমি তাহাদিগকে এই সকল কথা কহিলে তাহারা তোমার বাক্য শুনিবে না, এবং তাহাদিগকে ডাকিলে তাহারা উত্তর দিবে না। ২৮ তথাপি তুমি তাহাদিগকে বল, এই জাতিরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য না মানিয়া তাঁহার শাসন অগ্রাহ্য করে; সত্যতা লুপ্ত হইয়া ইহাদের মুখহইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

২৯ (হে যিরূশালম,) তুমি আপন কেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলিয়া দেও, ও উচ্চস্থানে বিলাপ কর, কেননা পরমেশ্বর আপন ক্রোধের পাত্রদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া দূর করিবেন। ৩০ পরমেশ্বর কহেন, যিহূদার সন্তানগণ আমার সাক্ষাতে কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াছে, এবং আমার নামে বিখ্যাত মন্দিরকে অশুচি করণার্থে তাহার মধ্যে ঘৃণার্হ প্রতিমা রাখিয়াছে; ৩১ এবং যে কর্ম্ম করিতে আমি নিষেধ করিয়াছি, ও যাহা মনে গ্রাহ্য করিতে পারি না, তাহা করণার্থে, অর্থাৎ আপন ২ পুত্র কন্যাগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করণার্থে তাহারা হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাস্থিত তোফৎ (অর্থাৎ চিতা) নামক টিকরস্থান প্রস্তুত করিয়াছে। ৩২ কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, ঐ স্থান তোফৎ কিম্বা হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকা নামে বিখ্যাত না হইয়া হত্যার উপত্যকা নামে বিখ্যাত হইবে, এমত সময় আসিতেছে; তৎকালে লোকেরা স্থানাভাব প্রযুক্ত ঐ তোফতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে। ৩৩ পরে আকাশের পক্ষিগণ ও পৃথিবীর পশুগণ এই লোকদের শব ভোজন করিবে, তাহাদিগকে কেহ দূর করিবে না। ৩৪ সে সময়ে আমি যিহূদার তাবৎ নগরে ও যিরূশালমের তাবৎ রাজপথে হর্ষনাদের ও আনন্দধ্বনির এবং বর কন্যার ধ্বনির অভাব করাইব, এবং দেশ উচ্ছিন্ন হইবে।

৮ অধ্যায়।

১ মৃত ও জীবৎ লোকদের দুর্দ্দশা, ৪ ও কাঠিন্য প্রযুক্ত লোকদের প্রতি অনুযোগ, ১৪ ও তাহাদের দুঃখের বিষয়ের কথা, ১৮ ও তাহাদের দুঃখের নিমিত্তে যিরিমিয়ের বিলাপ।

১ পরমেশ্বর কহেন, তৎকালে লোকেরা যিহূদার রাজগণের ও অধ্যক্ষগণের ও যাজকগণের ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের ও যিরূশালমনিবাসি লোকদের অস্থি সকল তাহাদের কবরহইতে বাহির করিবে। ২ এবং তাহারা যাহা ভাল বাসিয়া সেবা করিত, ও যাহার অনুগত হইয়া অন্বেষণ করিত ও প্রণাম করিত, সেই সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি আকাশমণ্ডলস্থ বাহিনীর সম্মুখে সে সকল অস্থি ছড়াইবে; সে সকল আর একত্রীকৃত কিম্বা কবরে রক্ষিত হইবে না, কিন্তু ক্ষেত্রের উপরে সার তুল্য হইবে। ৩ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই দুষ্ট বংশের যত লোক অবশিষ্ট থাকিবে, অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে যে ২ স্থানে দূর করিব, সে সকল স্থানে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের দৃষ্টিতে জীবন অপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হইবে।

৪ তুমি তাহাদিগকে আরো এই কথা বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, মানুষ পতিত হইলে কি আর উঠিবে না? এবং বিমুখ হইলে কি আর ফিরিয়া আসিবে না? ৫ তবে এই যিরূশালমের লোকেরা কেন চিরকালার্থে বিপথগামী হইয়াছে? তাহারা খলতাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া কেন ফিরিয়া আসিতে অসম্মত হয়? ৬ আমি মনোযোগ করিয়া শুনিলাম, তাহারা প্রকৃত কথা কহে না, এবং হায় ২, আমি কি করিলাম! ইহা বলিতে কেহ আপন অধর্ম্মের জন্যে অনুতাপ করে না; যেমন অশ্ব যুদ্ধস্থলে ধাবমান হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক জন আপন ২ পথে ধাবমান হয়। ৭ আকাশস্থ হাড়্গিলা আপন নিরূপিত সময় জানে, এবং ঘুঘু ও বক ও তালচোঁচ আপনাদের গমনাগমনের কাল বুঝে, কিন্তু আমার প্রজারা পরমেশ্বরের রাজনীতি জানে না। ৮ আর 'আমরা জ্ঞানী ও পরমেশ্বরের শাস্ত্রাধিকারী,' এই কথা তোমরা কি প্রকারে বল? দেখ, অধ্যাপকদের মিথ্যালেখনী ঐ শাস্ত্রকে মিথ্যা করে। ৯ জ্ঞানিরা লজ্জিত ও ত্রস্ত ও ধৃত হইবে; দেখ, তাহারা পরমেশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছে, তবে তাহাদের জ্ঞান কোথায়? ১০ আমি তাহাদের স্ত্রীগণকে অন্যদিগকে দিব, ও তাহাদের ক্ষেত্র অন্য অধিকারিকে দিব; কেননা ক্ষুদ্র কি মহান সকলে নিতান্ত লোভাসক্ত এবং ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাজকশুদ্ধ তাবৎ লোক প্রবঞ্চনা করে। ১১ এবং আমার লোকদের কন্যার ক্ষতের কেবল বাহির

সুস্থ করে, এবং শান্তি না হইলেও শান্তি ২ বলিয়া থাকে। [১২] তাহারা ঘৃণার্হ ক্রিয়া করিয়া কি লজ্জিত হয়? তাহাদের লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা মুখ বিবর্ণ করিতেও জানে না। অতএব পরমেশ্বর কহেন, তাহারা পতিত লোকদের মধ্যে পতিত হইবে; আমাহইতে প্রতিফল পাইবার সময়ে তাহাদের পদে উছোট লাগিবে। [১৩] পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব; দ্রাক্ষালতাতে দ্রাক্ষাফল ও ডুম্বুর-বৃক্ষেতে ডুম্বুরফল হইবে না, এবং তাহাদের পত্র ম্লান হইবে, এবং যাহারা (ফড়িঙ্গের ন্যায়) তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এমত লোকদিগকে আমি নিরূপণ করিব।

[১৪] আমরা কেন বসিয়া থাকি? আইস, আমরা একত্র হইয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগরে প্রবেশ করিয়া নীরব হইয়া থাকি; কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে নীরব করিতেছেন, ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইতেছেন, কারণ আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। [১৫] শান্তির অপেক্ষা করিলে কিছুই মঙ্গল হয় না, এবং স্বাস্থ্য সময়ের অপেক্ষা করিলে ব্যামোহ উপস্থিত হয়। [১৬] দান্ নগরহইতে শত্রুর অশ্বগণের নাসিকার শব্দ শুনা যাইতেছে, ও তাহার বাজিদের হ্রেষাতে সমস্ত দেশ কম্পবান হইতেছে; তাহারা আসিয়া ভূমি ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ দ্রব্য এবং নগর ও তন্নিবাসিবর্গকে গ্রাস করিবে। [১৭] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কালসর্পসমূহ প্রেরণ করিব; তাহারা কোন মন্ত্র না মানিয়া তোমাদিগকে দংশন করিবে।

[১৮] আমি আপন দুঃখের সান্ত্বনা পাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার হৃদয় পীড়িত থাকে। [১৯] দেখ, দূরদেশহইতে আমার লোকদের কন্যার আর্ত্তস্বর শুনা যায়। পরমেশ্বর কি সিয়োনে নহেন? ও তাহার রাজা কি তাহার মধ্যবর্ত্তী নহেন? তাহারা খোদিত প্রতিমা ও অসার ইতর দেবগণদ্বারা আমাকে কেন ক্রুদ্ধ করিয়াছে? [২০] শস্যচ্ছেদনের সময় গেল, ও ফল পাড়নের কাল অতীত হইল, তথাপি আমাদের পরিত্রাণ হয় নাই। [২১] আমি আপন লোকদের কন্যার ক্ষুণ্ণতা প্রযুক্ত ক্ষুণ্ণমনা ও শোকেতে ব্যাকুল হইতেছি। [২২] গিলিয়দে কি ঔষধ নাই? ও সেখানে কি বৈদ্য নাই? তবে আমার লোকদের কন্যার ক্ষত কেন বন্ধ হয় না?

৯ অধ্যায়।

১ যিহূদিদের দোষ প্রকাশ করণ, ১০ ও দোষের ভাবিশাস্তি, ১২ ও শাস্তির কারণ অমাজ্ঞাবহতা, ১৭ ও বিনাশের জন্যে খেদ করণের আবশ্যকতা, ২৩ ও পরমেশ্বরেতে শ্লাঘা করণ, ২৫ ও অন্যদেশীয়দের শাস্তির কথা।

[১] হায় ২, আমার মস্তক কেন জলময়, ও আমার চক্ষু কেন অশ্রুর উনুইস্বরূপ হয় না! তাহা হইলে আমি স্বজাতীয় হত লোকদের বিষয়ে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে পারিতাম। [২] হায় ২, প্রান্তরে পথিকদের বাসার ন্যায় কেন আমার বাসা হয় না! তাহা হইলে আমি আপন লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতাম; কেননা তাহারা সকলে পারদারিক ও খলসমাজ। [৩] তাহারা জিহ্বারূপ ধনুকে মিথ্যারূপ বাণ যোজনা করে; এবং সত্যের পক্ষে দেশে তাহাদের বীর হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা এক দুষ্টতাহইতে অন্য দুষ্টতার মধ্যে যায়; এবং পরমেশ্বর কহেন, তাহারা আমাকে জানে না। [৪] তোমাদের প্রত্যেক জন আপন ২ বন্ধুহইতে সাবধান থাকুক, এবং কোন ভ্রাতাকেও বিশ্বাস না করুক, কেননা প্রত্যেক ভ্রাতাও নিতান্ত ঠক, ও প্রত্যেক বন্ধু কর্ণেজপ হইয়া বেড়ায়; [৫] ও প্রত্যেক জন আপন ২ বন্ধুর প্রতি প্রবঞ্চনা করে, সত্য কথা কহে না, বরং মিথ্যা কহিতে আপন ২ জিহ্বাকে অভ্যাস করায়, এবং অধর্ম্ম করিতে ক্লেশ স্বীকার করে। [৬] তুমি প্রতারণার মধ্যস্থানে বাস করিতেছ; পরমেশ্বর কহেন, তাহারা প্রতারণা প্রযুক্ত আমাবিষয়ক জ্ঞান অগ্রাহ্য করে। [৭] অতএব সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে গলাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করিব; আমার লোকদের কন্যার বিষয়ে আর কি করিব? [৮] তাহাদের জিহ্বা প্রাণনাশক বাণের ন্যায়; সে প্রতারণার কথা কহে, তাহারা মুখেতে বন্ধুর সহিত প্রেমালাপ করে বটে, কিন্তু অন্তঃকরণে ফাঁদ পাতে। [৯] পরমেশ্বর কহেন, আমি কি তাহাদিগকে ইহার প্রতিফল দিব না? ও এই প্রকার লোকদিগকে কি সমুচিত দণ্ড দিব না?

[১০] আমি পর্ব্বতগণের বিষয়ে ক্রন্দন ও হাহাকার করিব, ও প্রান্তরস্থ চারণস্থানের বিষয়ে বিলাপ করিব; কেননা সে সকল এমত উত্তপ্ত হইবে, যে কোন পথিক তাহা দিয়া আর যাইবে না, ও পশুপালের হম্বারব আর শুনা যাইবে না, এবং আকাশস্থ পক্ষিগণ ও পৃথিবীস্থ পশুগণ পলাইয়া স্থানান্তরে গমন করিবে। [১১] আমি যিরূশালমকে প্রস্তরের ঢিবি ও ভয়ানক জন্তুদের বাসস্থান করিব, এবং যিহূদার তাবৎ নগরকে উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য করিব।

[১২] এই সকল যে বুঝিতে পারে, এমন জ্ঞানি লোক কোথায়? এবং পরমেশ্বরের প্রমুখাৎ তাহার কারণ শুনিয়া প্রকাশ করিতে পারে,

এমত ব্যক্তি কোথায়? এই দেশ কি নিমিত্তে বিনষ্ট ও মরুভূমির ন্যায় উত্তপ্ত ও পথিকশূন্য হইবে? [১৩] পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগের সম্মুখে যে শাস্ত্র রাখিয়াছিলাম, তাহা তাহারা ত্যাগ করিয়াছে; আমার কথা মানে নাই, ও তদনুসারে আচরণ করে নাই। [১৪] কিন্তু আপন২ মনের কাঠিন্যানুসারে ও পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞাপিত বাল্ দেবগণের মতানুসারে আচরণ করিয়াছে। [১৫] অতএব সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, তিনি এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই লোকদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব, ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইব। [১৬] এবং তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে জানে নাই, এমত ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব, আমি যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ তাহাদের পশ্চাৎ২ খড়্গ প্রেরণ করিব।

[১৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা বিবেচনা করিয়া বিলাপকারিণীদিগকে আসিতে আহ্বান কর, ও বিলাপে নিপুণ স্ত্রীলোকদিগকে আসিতে নিমন্ত্রণ কর। [১৮] তাহারা ত্বরায় আসিয়া আমাদের নিমিত্তে বিলাপ করুক; আমাদের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যাউক, ও চক্ষুর পক্ষ্ম দিয়া জলধারা নির্গত হউক। [১৯] যেহেতুক সিয়োনহইতে এই বিলাপের শব্দ শুনা যাইতেছে, 'আমরা কেমন লুটিত হইলাম! আমরা অতিশয় লজ্জিত হইলাম; আমাদিগকে নিজ দেশ ত্যাগ করিতে হইল; শত্রুরা আমাদের তাবৎ বাসস্থান ভূমিসাৎ করিল।' [২০] হে স্ত্রীগণ, পরমেশ্বরের কথা শুন, ও তাঁহার মুখের বাক্য কর্ণকুহরে গ্রহণ কর, এবং আপন২ কন্যাদিগকে ক্রন্দন করিতে শিক্ষা করাও, ও প্রত্যেকে আপন২ প্রতিবাসিনীকে বিলাপ করিতে শিক্ষা দেও। [২১] কেননা মৃত্যু আমাদের গবাক্ষে উঠিয়া অট্টালিকাতে প্রবেশ করিবে, এবং পথহইতে বালকদিগকে ও চকহইতে যুবদিগকে উচ্ছিন্ন করিবে। [২২] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, মনুষ্যগণের শব সারের ন্যায় ক্ষেত্রে পতিত হইবে, ও ছেদকের পশ্চাৎ যে পতিত শস্যগুচ্ছ কেহ আহরণ করে না, তদ্রূপ হইবে, তুমি ইহা কহ।

[২৩] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, জ্ঞানবান আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, ও বলবান আপন বলের শ্লাঘা না করুক, ও ধনবান আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। [২৪] কিন্তু যদি কেহ শ্লাঘা করে, তবে পৃথিবীতে দয়া ও বিচার ও ন্যায়কারী যে আমি পরমেশ্বর, আমাকে জ্ঞাত ও বিদিত হওন বিষয়ে শ্লাঘা করুক; কেননা পরমেশ্বর কহেন, ঐ সকলেতে আমি সন্তুষ্ট হই।

[২৫] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি যে সময়ে অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের ন্যায় ছিন্নত্বক্ লোকদিগকেও প্রতিফল দিব, এমত সময় আসিতেছে; [২৬] ফলতঃ আমি মিসরকে ও যিহূদাকে ও ইদোম্‌কে এবং অম্মোন্ ও মোয়াব্ বংশকে এবং ছিন্নশ্মশ্রু প্রান্তরবাসিদিগকে প্রতিফল দিব; কেননা অন্য তাবজ্জাতীয় লোক অচ্ছিন্নত্বক্ আছে, এবং ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ অন্তঃকরণে অচ্ছিন্নত্বক্ আছে।

১০ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের সহিত প্রতিমার তুলনা দেওন, ১৭ ও ভবিষ্যদ্বক্তার বিনয়বাক্য, ১৯ ও মেষপালকদের শাস্তির কথা, ২৩ ও যিরিমিয়ের প্রার্থনা।

[১] হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমাদের প্রতি কথিত পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [২] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা ভিন্নজাতীয়দের ব্যবহার শিখিও না; এবং ভিন্নজাতীয়েরা যদ্যপি আকাশের লক্ষণহইতে ভীত হয়, তথাপি তোমরা তাহাহইতে ভীত হইও না। [৩] কেননা অন্যদেশীয়দের বিধি সকল মিথ্যা; কারুকর বনে বৃক্ষ ছেদন করিয়া অস্ত্রদ্বারা স্বহস্তে প্রতিমাকে নির্ম্মাণ করে। [৪] পরে রূপ্য ও সুবর্ণেতে তাহা অলঙ্কৃত করে; এবং যেন নিশ্চল হয়, এই নিমিত্তে হাতুড়িদিয়া প্রেকে তাহা বদ্ধ করে। [৫] তাহাতে সে সকল তালবৃক্ষের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া থাকে; কথাও কহিতে পারে না; তাহারা চলিতে অশক্ত, এ কারণ তাহাদিগকে বহিতে হয়; অতএব তাহাদের হইতে ভীত হইও না, তাহারা মন্দ করিতে পারে না, এবং ভাল করিতেও তাহাদের সাধ্য নাই। [৬] হে পরমেশ্বর, তোমার তুল্য কেহ নাই; তুমি মহান, ও তোমার নাম মহাপরাক্রম বিশিষ্ট। [৭] হে সর্ব্বজাতীয়দের রাজন্, তোমাকে কে না ভয় করিবে? তাহাই তোমার পাওনা, কেননা অন্যজাতীয় বিদ্বানদের মধ্যে ও তাহাদের তাবৎ রাজ্যের মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই। [৮] তাহারা অবিশেষে পশুবৎ ও অজ্ঞান, এবং তাহাদের অসার শিক্ষা কাষ্ঠের যোগ্য। [৯] তর্শীশ্‌হইতে রূপার পাত ও উফসহইতে স্বর্ণ আনীত হয়, এবং শিল্পকার ও সুবর্ণকারদ্বারা প্রতিমা নির্ম্মিতা হয়; তাহার বস্ত্র নীল ও বাগুনীয় বর্ণ, তাহা নিপুণ লোকদের কৃত কর্ম্ম। [১০] কিন্তু যিহোবাঃ সত্য ঈশ্বর; তিনিই অমর ঈশ্বর ও অনন্তকালীয় রাজা; তাঁহার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়, এবং তাঁহার কোপ অন্যজাতীয় লোকদের অসহ্য। [১১] তোমরা তাহাদিগকে এই কথা বল, যে দেবগণ আকাশের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করে নাই, তাহারা এই পৃথিবীহইতে ও এই আকাশ-

মণ্ডলের অধোহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [১২] পরমেশ্বর আপন শক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ও নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন, ও নিজ বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডলকে বিস্তারিত করিয়াছেন। [১৩] তাঁহার রব হইলে আকাশে অনেক জল সঞ্চয় হয়; তিনি পৃথিবীর প্রান্তহইতে বাষ্প উত্থাপন করেন, ও বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন, ও আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু বাহির করেন। [১৪] তাবৎ মনুষ্য পশুবৎ জ্ঞানহীন হয়; এবং তাবৎ স্বর্ণকার প্রতিমাদ্বারা লজ্জিত হয়; কারণ তাহার ছাঁচে ঢালা প্রতিমা মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে প্রাণবায়ু নাই। [১৫] তাহারা অতি অসার, ও ভ্রান্তির কর্ম্মমাত্র; প্রতিফল দেওনের সময়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে। [১৬] কিন্তু যাঁহাতে যাকূবের অধিকার, তিনি তদ্রূপ নহেন; তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং ইস্রায়েল্ তাঁহার অধিকার, তাঁহার নাম সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর।

[১৭] হে সঙ্কটে বাসকারিণি, তুমি এই দেশহইতে আপন সামগ্রী সংগ্রহ কর। [১৮] কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই দেশীয় লোকদিগকে ফিঙ্গার প্রস্তরের ন্যায় একেবারে নিক্ষেপ করিব, এবং তাহাদিগকে এমত ক্লেশ দিব, যে তাহাদ্বারা তাহারা চেতন পাইবে।

[১৯] হায় ২, আমার কেমন আঘাত! আমার ক্ষত অতি বেদনাযুক্ত; তথাপি আমি কহি, এ আমার দুঃখের সময়, আমি তাহা সহ্য করিব। [২০] আমার তাম্বু বিনষ্ট হইল। তাহার তাবৎ রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল; এবং আমার বালকেরা আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিল, তাহারা আর নাই। আমার তাম্বু পুনর্ব্বার টাঙ্গাইতে ও আমার যবনিকা ঝুলাইতে এক জনও নাই। [২১] কেননা পালকগণ পশুবৎ হইয়াছে, তাহারা পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে নাই, এ কারণ ভাগ্যবান হয় নাই, তাহাদের সকল পাল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। [২২] ঐ দেখ, কোলাহল শুনা যাইতেছে, তাহা উপস্থিত হইতেছে, যিহূদার তাবৎ নগরকে প্রান্তর ও ভয়ানক জন্তুদের বাসস্থান করণার্থে উত্তর দেশহইতে বড় কোলাহল আসিতেছে।

[২৩] হে পরমেশ্বর, মনুষ্যের গতি তাহার বশে নয়, তাহা আমি জানি। নিজ পাদবিক্ষেপ স্থির করা গমনকারি মনুষ্যের সাধ্য নয়। [২৪] হে পরমেশ্বর, কেবল বিবেচনা পূর্ব্বক আমাকে শাস্তি দেও; ক্রোধ পূর্ব্বক দিও না, দিলে আমাকে ক্ষীণ করিবা। [২৫] যে ভিন্নজাতীয় লোকেরা তোমাকে জানে না, ও যে বংশেরা তোমার নামে প্রার্থনা করে না, তাহাদের উপরে আপন কোপ ঢাল; কেননা তাহারা যাকূবকে ভক্ষণ করিল ও চর্ব্বণ করিয়া গ্রাস করিল ও তাহার বাসস্থান উচ্ছিন্ন করিল।

১১ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের নিয়মকথা, ৯ ও সেই নিয়ম লঙ্ঘনে যিহূদার প্রতি অনুযোগ ও ভাবিশাস্তি, ১৮ ও যিরিমিয়ের বিরুদ্ধে অনাথোতীয় লোকদের কুপরামর্শ ও তন্নিমিত্তে তাহাদের ভাবিশাস্তি।

[১] অনন্তর যিরিমিয়ের প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [২] তোমরা এই নিয়মের কথা শুন, এবং যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালম নিবাসিদিগকে এই কথা কহ। [৩] তুমি তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার নিয়মের কথা যে কেহ না মানিবে, সে শাপগ্রস্ত হউক। [৪] মিসরহইতে অর্থাৎ লৌহহাফরহইতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনয়ন কালে আমি তাহাদিগকে তাহা জানাইয়া এই আদেশ করিয়াছিলাম, "তোমরা আমার কথা শুন, এবং আমি তোমাদিগকে যে ২ আজ্ঞা দিব, তাহা পালন কর, তাহাতে তোমরা আমার প্রজা হইবা, ও আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব।" [৫] কারণ এখন তোমাদের যেমন আছে, তদ্রূপ দুগ্ধমধুপ্রবাহি এক দেশ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দিতে আমি যে শপথ করিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ করিতে আমার মনস্থ ছিল। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে পরমেশ্বর, এমন হউক। [৬] তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি যিহূদা দেশের সকল নগরে ও যিরূশালমের রাজপথে এই সকল কথা প্রচার করিয়া বল, তোমরা এই নিয়মের কথা শুনিয়া পালন কর। [৭] কেননা যে দিনে আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে আনিয়াছিলাম, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলাম, তোমরা আমার কথা পালন কর। [৮] কিন্তু তাহারা মনোযোগ ও কর্ণপাত না করিয়া আপন ২ দুষ্ট মনের কাঠিন্যানুসারে আচার ব্যবহার করিল; অতএব পালনার্থে আমার আজ্ঞাপিত এই যে নিয়ম তাহারা পালন করে নাই, সেই নিয়মের তাবৎ দণ্ডের কথা আমি তাহাদের প্রতি বর্ত্তাইলাম।

[৯] পরমেশ্বর আমাকে এই কথা কহিলেন, যিহূদি লোকদের মধ্যে ও যিরূশালম নিবাসিগণের মধ্যে কুমন্ত্রণা পাওয়া গিয়াছে। [১০] তাহারা আমার কথা শুনিতে অসম্মত আপন পূর্ব্বপুরুষদের পাপের প্রতি ফিরিয়াছে, ও সেবা করণার্থে ইতর দেবগণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা ইস্রায়েল বংশ ও যিহূদাবংশ

লঙ্ঘন করিয়াছে। [১১] অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তাহাদের প্রতি এমত অমঙ্গল ঘটাইব, যে তাহারা কোন প্রকারেই তাহা এড়াইতে পারিবে না; আমার প্রতি আর্ত্তস্বর করিলেও আমি তাহাদের রব শুনিব না। [১২] তৎকালে যিহূদা নগরস্থ লোক সকল ও যিরূশালম্ নিবাসিগণ যে দেবগণের কাছে ধূপ জ্বালাইয়া থাকে, তাহাদের কাছে গমন করিয়া আর্ত্তস্বর করিবে, কিন্তু তাহারা বিপদসময়ে তাহাদিগকে কোন মতে রক্ষা করিবে না। [১৩] হে যিহূদা, তোমার যত নগর তত দেবতা; এবং যিরূশালমের যত রাজপথ, লজ্জাস্পদের নিমিত্তে তত বেদি, অর্থাৎ বালের নিমিত্তে তত ধূপবেদি তোমরা স্থাপন করিয়াছ। [১৪] অতএব তুমি এই লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিও না, এবং তাহাদের জন্যে বিনয় ও নিবেদন করিও না, কেননা তাহারা বিপদের বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করিলেও আমি তাহাদের কথা শুনিব না। [১৫] আমার মন্দিরে আমার প্রিয় কেন থাকিবেন? মান্য লোক সকল যেন ঐ প্রকার অত্যাচার করে, এবং পবিত্র মাংস যেন তোমার মধ্যে লুপ্ত হয়, কি ইহার নিমিত্তে? কুকর্ম্ম করণের যে সময় সেই তোমার আনন্দের সময়। [১৬] যে পরমেশ্বর তোমার নাম সুন্দর ফলেতে শোভিত নবীন জিত বৃক্ষ রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহার উপরে মহাশব্দকারি অগ্নি প্রদান করিলেন, তাহার শাখা সকল নষ্ট হইল। [১৭] তোমার রোপণকারি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তোমার বিরুদ্ধে এই সকল অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, "কারণ ইস্রায়েল বংশ ও যিহূদা বংশ আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে বালের কাছে ধূপদাহ করাতে আপনাদের অনিষ্ট করিয়াছে।"

[১৮] হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে জ্ঞান দিলে আমি বুঝিলাম। তুমি তাহাদের কর্ম্ম আমাকে জানাইলা। [১৯] আমি গৃহপালিত মেষশাবকের ন্যায় বধার্থে আনীত হইলাম, আমার বিরুদ্ধে তাহাদের কৃত কুমন্ত্রণা জানিলাম না। তাহারা কহিল, 'আইস, আমরা ফল শুদ্ধ বৃক্ষকে নষ্ট করি, জীবৎ লোকদের দেশহইতে উহাকে ছেদন করিয়া ফেলি, উহার নাম স্মরণে থাকিতে দিব না।' [২০] কিন্তু হে ন্যায়বিচারকারি এবং মনের ও অন্তঃকরণের পরীক্ষক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, তোমাদ্বারা তাহাদের দণ্ড আমি দেখিব, কেননা আমি তোমার কাছে আপন বিবাদের কথা নিবেদন করিলাম। [২১] অতএব পরমেশ্বর কহেন, অনাথোতের লোকেরা তোমার প্রাণ নাশার্থে চেষ্টান্বিত হইয়া বলে, 'তুমি পরমেশ্বরের নামে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিও না, কহিলে আমাদের হস্তদ্বারা হত হইবা।' [২২] এই জন্যে তাহাদের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব; তাহাদের যুবগণ খড়্গদ্বারা প্রাণত্যাগ করিবে, ও তাহাদের কন্যা পুত্রগণ দুর্ভিক্ষেতে মরিবে। [২৩] তাহাদের অবশিষ্ট কেহ থাকিবে না; কেননা অনাথোতের লোকদিগকে প্রতিফল দেওনের বৎসরে আমি তাহাদের প্রতি বিপদ ঘটাইব।

১২ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের প্রতি যিরিমিয়ের কাকুতি, ৫ ও তাহার প্রতি তাহার ভ্রাতাদের কাপট্য, ৭ ও যিহূদিদের উৎপাটনের কথা, ১৫ ও মনঃপরিবর্ত্তকদের প্রতি দয়া।

[১] হে পরমেশ্বর, তোমার সহিত বিবাদ করিতে গেলে তুমি যথার্থ থাকিবা; আমি কেবল রাজনীতির বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। দুষ্ট লোকদের শুভগতি কেন হয়? ও কাপট্যাচারি লোক সকল কেন শান্তিতে থাকে? [২] তুমি তাহাদিগকে রোপণ করিলে তাহারা বদ্ধমূল হয়, ও বৃদ্ধি পাইয়া ফলবান হয়; তুমি তাহাদের মুখের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অন্তঃকরণহইতে দূরবর্ত্তী। [৩] হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে দেখিয়া জ্ঞাত আছ, এবং তোমার প্রতি আমার মন কেমন, তাহার পরীক্ষা লইয়াছ; তুমি ছেদনীয় মেষের ন্যায় তাহাদিগকে ধরিয়া পৃথক্ কর, ও বধের দিনের জন্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখ। [৪] আর কত কাল দেশ শোক করিবে, ও তাবৎ ক্ষেত্রের তৃণ শুষ্ক থাকিবে? নিবাসিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত পশু ও পক্ষি সকল ক্ষয় পায়; কারণ লোকেরা বলে, সে আমাদের শেষগতি দেখিবে না।

[৫] তুমি পদাতিকদের সহিত ধাবমান হইয়া যদি ক্লান্ত হইয়া থাক, তবে অশ্বগণের সহিত কি প্রকারে ধাবমান হইবা? এবং যদ্যপি শান্তির দেশে সাহসী হও, তথাপি যর্দ্দন্ নদী উথলিলে কি করিবা? [৬] তোমার ভ্রাতৃগণ ও পিতৃবংশীয়েরা তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, ও তোমার পশ্চাৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে; অতএব তাহারা তোমার প্রতি প্রিয় কথা কহিলে তাহাদের কথাতে প্রত্যয় করিও না।

[৭] আমি আপন বাটী ছাড়িয়া গেলাম, ও আপন অধিকার ত্যাগ করিলাম, ও আপন প্রাণপ্রিয়তমকে শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। [৮] আমার পক্ষে আমার অধিকার অরণ্যস্থ সিংহতুল্য হইল। সে আমার বিরুদ্ধে হুঙ্কার করাতে আমি তাহা ঘৃণা করি। [৯] আমার প্রতি

আমার অধিকার চিত্রবর্ণ পেচকের ন্যায় হইয়াছে, এবং চতুর্দ্দিগে তাহার বিপক্ষ হিংস্রুক পক্ষী থাকে। তোমরা ভোজন করাইতে তাবৎ বন্য পশুকে একত্র করিয়া আন। [১০] অনেক পালরক্ষক আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়াছে, ও আমার ভূমি পদতলে দলিত করিয়াছে, ও আমার রম্য ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন করিয়াছে। [১১] তাহারা তাহা উচ্ছিন্ন করিয়াছে, সে উচ্ছিন্ন হইয়া আমার কাছে বিলাপ করিতেছে; সমুদয় দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে, কেননা কেহ তাহার প্রতি মমতা করে না। [১২] প্রান্তরের তাবৎ উচ্চস্থানে লুটকারিগণ আসিতেছে, যেহেতুক পরমেশ্বরের খড়্গ দেশের আদিসীমাবধি শেষসীমা পর্য্যন্ত সকলি উচ্ছিন্ন করিতেছে, কোন প্রাণির শান্তি হয় না। [১৩] তাহারা গোম বপন করিয়া কণ্টকরূপ শস্য ছেদন করিতেছে, এবং অনেক ক্লেশ পাইয়াও কিছু লাভ করিতে পারে না; তোমরা পরমেশ্বরের প্রজ্বলিত ক্রোধ প্রযুক্ত আপন২ শস্যক্ষেত্রের বিষয়ে লজ্জিত হইতেছ। [১৪] আমার যে দুষ্ট প্রতিবাসিগণ আমার প্রজা ইস্রায়েল লোককে দত্ত অধিকারে হস্তার্পণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের দেশহইতে তাহাদিগকে উৎপাটন করিব, এবং তাহাদের মধ্যহইতে যিহূদার বংশকেও উৎপাটন করিব।

[১৫] তাহাদের উৎপাটনের পরে আমি তাহাদের প্রতি পুনর্ব্বার দয়া করিব, এবং তাহাদের প্রত্যেক জনকে পুনরায় তাহার দেশে আনিয়া তাহার অধিকার দিব। [১৬] এবং তাহারা যদি আমার প্রজাদের উপযুক্ত আচার করিতে শিখে, ও যেমন বালের নামে শপথ করিতে আমার প্রজাদিগকে শিক্ষা দিত, তদ্রূপ অমর পরমেশ্বর যে আমি, আমার নামে যদি শপথ করে, তবে আমার প্রজাদের মধ্যে স্থাপিত হইবে। [১৭] কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, তাহারা যদি আমার কথা না মানে, তবে আমি সেই লোকদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিনষ্ট করিব।

১৩ অধ্যায়।

১ পটুকার দৃষ্টান্ত, ১২ ও দ্রাক্ষারসে পূর্ণ পাত্রের দৃষ্টান্ত ও পাপ প্রযুক্ত ভাবি দুঃখের কথা, ১৫ ও বিনতির কথা, ২২ ও সকল দুঃখের কারণ পাপ দেখাওন।

[১] পরমেশ্বর আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমি যাইয়া মসীনার এক পটুকা ক্রয় করিয়া আপনার কটিদেশে বাঁধ, তাহা জলে দিও না। [২] তাহাতে আমি পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে এক পটুকা ক্রয় করিয়া আপন কটিদেশে বাঁধিলাম। [৩] পরে দ্বিতীয় বার পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৪] তুমি যে পটুকা ক্রয় করিয়া কটিদেশে বাঁধিয়াছ, উঠ, তাহা লইয়া ফরাৎ নদীর নিকটে যাইয়া শৈলের এক গর্ত্তমধ্যে লুকাইয়া রাখ। [৫] তাহাতে আমি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ফরাৎ নদীর নিকটে গিয়া তাহা লুকাইয়া রাখিলাম। [৬] অপর বহু দিনের পরে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া ফরাতের নিকটে গমন কর, এবং আমার আজ্ঞাতে তথায় যে পটুকা লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা তথাহইতে তুলিয়া লও। [৭] অতএব আমি ফরাতের নিকটে যাইয়া খনন করিয়া যে স্থানে পটুকা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তথাহইতে তাহা তুলিলাম; কিন্তু দেখ, সে পটুকা নষ্ট হইয়াছিল, আর কোন কার্য্যের যোগ্য ছিল না। [৮] তখন পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৯] পরমেশ্বর কহেন, এই রূপে আমি যিহূদার দর্প ও যিরূশালমের মহাদর্প সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করিব। [১০] এই যে দুষ্ট লোকেরা আমার কথা শুনিতে অসম্মত হইয়া আপন২ মনের কাঠিন্যানুসারে আচার করে, এবং ইতর দেবগণের সেবা ও পূজা করণার্থে তাহাদের অনুগত হয়, তাহারা এই অকর্ম্মণ্য পটুকার ন্যায় হইবে। [১১] কেননা মনুষ্যের কটিদেশে যেমন পটুকা বাঁধা যায়, তদ্রূপ আমি ইস্রায়েলকে ও যিহূদার তাবৎ বংশকে আমার প্রজা ও যশ ও কীর্ত্তি ও ভূষণস্বরূপ করণার্থে পরিধান করিয়া বাঁধিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সম্মত হইল না।

[১২] তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, প্রত্যেক কুপা দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা যাইবে; তাহাতে তাহারা তোমাকে কহিবে, প্রত্যেক কুপা যে দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা যাইবে, তাহা আমরা কি জানি না? [১৩] পরে তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই দেশনিবাসি তাবৎ লোককে, অর্থাৎ দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ও যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃবর্গ ও যিরূশালমনিবাসি তাবৎ লোককে মত্ততাতে পূর্ণ করিব। [১৪] পরমেশ্বর কহেন, আমি এক জনকে অন্য জনের উপরে, ও পিতৃগণকে পুত্রগণের উপরে নিক্ষেপ করিব, তাহাদের প্রতি ক্ষমা কি কৃপা কি দয়া আর না করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিব।

[১৫] তোমরা মনোযোগ করিয়া শুন, অহঙ্কার করিও না, কেননা পরমেশ্বর কথা কহিতেছেন। [১৬] তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের

সম্মান কর, নতুবা তিনি অন্ধকার উপস্থিত করিলে অন্ধকারময় পর্ব্বতে তোমাদের চরণে উছোট লাগিবে, এবং তোমরা আলোর অপেক্ষা করিলে তিনি তাহা মৃত্যুচ্ছায়া ও ঘোর অন্ধকারস্বরূপ করিবেন। ১৭ তোমরা যদি ইহাতে মনোযোগ না কর, তবে তোমাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত আমার মন গুপ্ত স্থানে শোক করিবে, ও আমার চক্ষু অশ্রুপাত করিতে২ জলময় হইবে, কারণ পরমেশ্বরের পাল বন্দিভাবে নীত হইবে। ১৮ তুমি রাজাকে ও রাজ্ঞীকে বল, তোমরা আপনাদিগকে নম্র করিয়া বৈস, কেননা তোমাদের শোভার মুকুট মস্তকহইতে খসিয়া পড়িবে। ১৯ এবং দক্ষিণ দেশীয় তাবৎ নগর রুদ্ধ হইবে, কেহ তাহা মুক্ত করিবে না; সমস্ত যিহূদা বংশ বন্দিরূপে নীত হইবে, তাবৎ লোকই বন্দিভাবে নীত হইবে। ২০ তোমরা চক্ষু তুলিয়া উত্তর দেশহইতে আগমনকারি ঐ লোকদিগকে দেখ, তোমাকে দত্ত পাল অর্থাৎ তোমার সুন্দর মেষপাল কোথায়? ২১ তুমি যাহাদিগকে আত্মীয়রূপে আপনার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা দিয়াছ, যখন তিনি তাহাদিগকে মস্তকরূপে তোমার উপরে নিযুক্ত করিবেন, তৎকালে কি বলিবা? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোক, তদ্রূপ তুমি কি বেদনাগ্রস্ত হইবা না?

২২ তুমি যদি মনে২ ভাব, আমার এমন দশা কেন ঘটে? তবে শুন, তোমার অপরাধের বাহুল্যেতে তোমার পরিচ্ছদ মুক্ত হইবে ও পাদমূল অনাবৃত করা যাইবে। ২৩ কূশীয় লোক কি আপন বর্ণ কিম্বা ব্যাঘ্র কি আপন চিত্রবৈচিত্র্য প্রকারান্তর করিতে পারে? তাহা হইলে দুষ্কর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছ যে তোমরা, তোমরাও সৎকর্ম্ম করিতে পার। ২৪ আমি ইহাদিগকে প্রান্তরে বায়ুর সম্মুখস্থ উড্ডীয়মান নাড়ার ন্যায় ছড়াইয়া ফেলিব। ২৫ পরমেশ্বর কহেন, এই তোমার অংশ, ও আমাদ্বারা নিরূপিত তোমার ভাগ্য, কেননা তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া মিথ্যাতে বিশ্বাস করিতেছ। ২৬ এই জন্যে আমি তোমার পরিচ্ছদ মুখের ঊর্দ্ধপর্য্যন্ত তুলিয়া দিব, তাহাতে তোমার লজ্জার স্থান দেখা যাইবে। ২৭ আমি তোমার লম্পটতা ও হ্রেষা ও দুষ্ট ব্যভিচার ও প্রান্তরস্থ পর্ব্বতের উপরে ঘৃণার্হ ক্রিয়া দেখিয়াছি; অতএব হে যিরূশালম্‌, তোমাকে ধিক্‌! তুমি কি পরিষ্কৃত হইবা না? কি কখনো হইবা না?

১৪ অধ্যায়।

১ আকালের ভবিষ্যৎ কথা, ৭ ও যিরিমিয়ের প্রার্থনা, ১০ ও তাহার প্রার্থনা পরমেশ্বরের অগ্রাহ্য করণ, ১৩ ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাদের দোষ, ১৭ ও যিরিমিয়ের নিবেদন।

১ অতিশয় দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যিরিমিয়ের প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল। ২ যিহূদা রোদন করিতেছে, তাহার নগরদ্বারস্থ লোক ক্ষীণ হইতেছে ও ভূমিতে বসিয়া বিষণ্ণ হইতেছে, ও যিরূশালমের ক্রন্দন ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ৩ তাহার মহল্লোকেরা আপন২ ভৃত্যগণকে জলের জন্যে পাঠায়, কিন্তু তাহারা কূপের নিকটে আসিয়া কিছুমাত্র জল না পাওয়াতে শূন্য পাত্র হস্তে করিয়া ফিরিয়া যায়; তাহারা লজ্জিত ও ব্যাকুল হইয়া মস্তক আচ্ছাদন করে। ৪ দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে মৃত্তিকা সকল বিদীর্ণ হইতেছে, তাহাতে কৃষকেরা লজ্জা পাইয়া আপন২ মস্তক আচ্ছাদন করে। ৫ তৃণ না থাকাতে হরিণীও মাঠে প্রসব করিয়া শিশু ত্যাগ করিয়া যায়। ৬ ও বনগর্দ্দভ সকল উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া সর্পের ন্যায় বায়ু আহার করে, ও তৃণ না থাকাতে তাহাদের চক্ষু নিস্তেজ হয়।

৭ ‘হে পরমেশ্বর, আমাদের অপরাধ আমাদেরই বিপরীতে সাক্ষ্য দিতেছে; কিন্তু যাহাতে তোমার নামের গৌরব প্রকাশ পায় তাহা কর; আমাদের বিপথগমন বহুবিধ; আমরা তোমারই বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। ৮ হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশাভূমি ও বিপদসময়ে তাহার ত্রাণকর্ত্তা, এই দেশে তুমি প্রবাসি বিদেশির ন্যায় ও এক রাত্রির অতিথির ন্যায় কেন হও? ৯ এবং স্তব্ধ মানুষের কিম্বা ত্রাণ করিতে অসমর্থ বীরের ন্যায় কেন হও? হে পরমেশ্বর, তুমি তো আমাদের মধ্যবর্ত্তী, ও আমরা তোমার নামে বিখ্যাত; আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।’

১০ পরমেশ্বর এই লোকদের বিষয়ে এই কথা কহেন, তাহারা ভ্রমণ করিতে নিতান্ত ভাল বাসে, ও তাহাহইতে আপন চরণকে বারণ করে না; এই কারণ পরমেশ্বর তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না। তিনি এখন তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, ও তাহাদের তাবৎ পাপের সমুচিত ফল দিবেন। ১১ পরে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি এই লোকদের মঙ্গল প্রার্থনা করিও না। ১২ তাহারা উপবাস করিলেও আমি তাহাদের বিনতি শুনিব না, এবং হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব না, কিন্তু খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা তাহাদের শেষ করিব।

১৩ তখন আমি কহিলাম, হায়! প্রভো পরমেশ্বর, দেখ, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহাদিগকে কহে, ‘তোমরা খড়্গ দেখিবা না, ও তোমাদের প্রতি দুর্ভিক্ষ ঘটিবে না, কিন্তু (পরমেশ্বর কহেন,) আমি এ স্থানে তোমাদিগকে দৃঢ় শান্তি দিব।’ ১৪ তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, সেই

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আমার নাম করিয়া মিথ্যাকথা কহে; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই, ও তাহাদিগকে কোন আজ্ঞা দি নাই, ও তাহাদের প্রতি কোন কথা কহি নাই; তাহারা তোমাদের নিকটে মিথ্যা দর্শন ও মন্ত্র ও অসার কথা ও আপন২ মনের প্রবঞ্চনা কহে। [১৫] কিন্তু আমাদ্বারা প্রেরিত না হইয়া যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আমার নাম করিয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, এবং এ দেশে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, ইহা বলে, তাহাদের বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃদিগের বিনাশ হইবে। [১৬] এবং তাহারা যাহাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, সেই লোকেরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত যিরূশালমের রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইবে, এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদিগকে কবর দিতে কেহ থাকিবে না, কেননা আমি তাহাদের দুষ্টতার ফল তাহাদিগের উপরে বর্ত্তাইব।

[১৭] তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, দিবারাত্রি আমার চক্ষুহইতে জলধারা বহিতেছে, তাহা ক্ষান্ত হয় না, কেননা আমার লোকদের অনূঢ়া কন্যা মহাক্ষত ও মহাদুঃখদায়ক আঘাত প্রাপ্ত হইল। [১৮] আমি যদি বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাই, তবে সেখানে খড়্গে হত লোককে দেখি; ও যদি নগরে প্রবেশ করি, তবে সেখানে দুর্ভিক্ষে পীড়িত লোককে দেখি; তথাপি ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাজক উভয়ে দেশ পর্য্যটন করে, কিছু বিবেচনা করে না। [১৯] তুমি কি যিহূদাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছ? ও তোমার মন কি সিয়োন্‌কে ঘৃণা করে? তুমি আমাদিগকে এই প্রকারে কেন মারিলা? আমাদের প্রতিকারমাত্র নাই; আমরা শান্তির অপেক্ষা করিলে কিছুই মঙ্গল পাই না; ও সুস্থ হওনের অপেক্ষা করিলে দেখ, ব্যথা উপস্থিত হয়। [২০] হে পরমেশ্বর, আমরা আপনাদের দুষ্টতা ও আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করি, আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। [২১] তুমি আপন নামের গুণে আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিও না, ও আপন মহিমার সিংহাসন অবজ্ঞাত করিও না, ও আমাদের সহিত তোমার যে নিয়ম, তাহা স্মরণ কর, ভাঙ্গিও না। [২২] অন্যজাতীয়দের অসার দেবগণের মধ্যে বৃষ্টি দিতে পারে এমত কে আছে? আকাশ কি আপনি জল বর্ষণ করিতে পারে? হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, তুমিই কি বৃষ্টিদাতা নহ? আমরা তোমার অপেক্ষাতে থাকিব, কেননা তুমি এই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা।

১৫ অধ্যায়।

১ যিহূদি লোকদের দণ্ড বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ১০ ও আপনার বিষয়ে যিরিমিয়ের বিলাপ, ১২ ও শত্রুদের প্রতি ঈশ্বরের ভর্ৎসনা, ১৫ ও ঈশ্বরের কাছে যিরিমিয়ের নিবেদন, ১৯ ও যিহূদি লোকদের বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

[১] অপর পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, যদ্যপি মূসা ও শিমূয়েল্ আমার সম্মুখে দাঁড়াইত, তথাপি আমার মন কখনো ঐ লোকদের প্রতি থাকিত না; তুমি আমার গোচরহইতে তাহাদিগকে দূর কর, তাহারা বহির্গত হউক। [২] তাহারা যদি বলে, আমরা কোথায় যাইব? তবে তাহাদিগকে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর নিকটে, ও খড়্গের পাত্র খড়্গের নিকটে, ও দুর্ভিক্ষের পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে, ও প্রবাসের পাত্র প্রবাসস্থানে গমন করুক। [৩] পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগকে বধ করিতে খড়্গ, ও টানাটানি করিতে কুক্কুরগণ, এবং ভক্ষণ ও বিনাশ করিতে শূন্যের পক্ষিগণ ও পৃথিবীর পশুগণ, এই চারি প্রকারকে নিযুক্ত করিব। [৪] এবং যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের পুত্র মিনশির নিমিত্তে, ও যিরূশালমে কৃত তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্তে আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যে উপদ্রব ভোগ করাইব। [৫] হে যিরূশালম, কে তোমাকে দয়া করিবে? ও তোমার নিমিত্তে কে বিলাপ করিবে? এবং তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে কে যাইবে? [৬] পরমেশ্বর কহেন, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হইয়াছ, এই জন্যে আমি তোমার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তোমাকে উচ্ছিন্ন করিব; আমি ক্ষমা করণে ক্লান্ত হইলাম। [৭] আমি তাহাদিগকে দেশের তাবৎ পুরদ্বারে কুলাতে ঝাড়িব, এবং আপন প্রজাগণকে অপত্যহীন করিয়া বিনষ্ট করিব, কারণ তাহারা আপনাদের পথহইতে ফিরিল না। [৮] সমুদ্রের বালিহইতেও তাহাদের মধ্যে অধিক বিধবা হইবে, আমি তাহাদের মাতৃনগরের বিরুদ্ধে মনোনীত ও মধ্যাহ্নকালে লুটকারি এক জনকে আনিব, ও তাহার প্রতি অকস্মাৎ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত করিব। [৯] তাহাতে সপ্ত বালক প্রসূতা মূর্চ্ছিতা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে, ও দিন থাকিতে তাহার দিনপতি অস্তগমন করিবে, ও সে লজ্জিতা ও ব্যাকুলা হইবে; এবং পরমেশ্বর ইহাও কহেন, আমি তাহাদের অবশিষ্ট লোককে শত্রুদের সম্মুখে খড়্গে সমর্পণ করিব।

[১০] 'হে আমার মাতঃ, হায়২, তুমি আমাকে তাবৎ পৃথিবীর বিরোধী ও বিবাদী করিয়া জন্ম দিয়াছ; আমি লাভ পাইবার নিমিত্তে কাহাকে ঋণ দি নাই, এবং আমাকেও কেহ দেয় নাই, তথাপি সকলে আমাকে শাপ দিতেছে।'

[১১] পরমেশ্বর কহেন, আমি কি তোমাকে মুক্ত করিয়া তোমার মঙ্গল করিব না? এবং বিপদ সময়ে ও দুর্দ্দশার সময়ে শত্রুগণকেও কি তোমার কাছে বিনতি করাইব না?

[১২] লৌহ, বিশেষতঃ উত্তরদেশীয় লৌহ ও পিত্তল কি ভাঙ্গিতে পারা যায়? [১৩] আমি বিনামূল্যে তোমাদের পাপের জন্যে তোমাদের তাবৎ সীমাস্থিত সংস্থান ও ধন লূট করাইব। [১৪] এবং শত্রুদ্বারা তোমাদের অজ্ঞাত এক দেশে তাহা লইয়া যাইব, কেননা আমার ক্রোধরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, সে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।

[১৫] হে পরমেশ্বর, তুমি সকলি জ্ঞাত আছ, তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া আমার তত্ত্বানুসন্ধান কর, ও আমার উপদ্রবকারিদিগকে সমুচিত দণ্ড দেও, এবং তোমার দীর্ঘসহিষ্ণুতাদ্বারা আমাকে বিনষ্ট করিও না; আমি তোমার নিমিত্তে অপমানগ্রস্ত হইতেছি, তাহা মনে কর। [১৬] তোমার বাক্য পাইবামাত্র আমি তাহা ভক্ষণ করিতাম; তোমার বাক্য আমার আহ্লাদজনক ও চিত্তের হর্ষদায়ক ছিল; কেননা হে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভো পরমেশ্বর, আমি তোমার নামে বিখ্যাত। [১৭] আমি বিদ্রূপকারি লোকদের সভাতে বসিয়া আমোদ করি নাই, কিন্তু তোমার দণ্ডপ্রযুক্ত একাকী বসিতাম, কেননা তুমি আমাকে শাস্তির পূর্ণ পাত্র করিয়াছ। [১৮] আমার দুঃখ কেন নিত্যস্থায়ী? ও আমার ক্ষত কেন অপ্রতিকার্য্য ও অচিকিৎস্য? তুমি কি আমার কাছে মিথ্যা বন্যা ও অস্থায়ি জলস্বরূপ হইবা?

[১৯] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি যদি ফির, তবে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিয়া আপনার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে দিব; এবং যদি তুমি উত্তমহইতে অধমকে ভিন্ন২ কর, তবে আমার মুখস্বরূপ হইবা; উহারা তোমার প্রতি ফিরিবে, কিন্তু তুমি উহাদের প্রতি ফিরিবা না। [২০] আমি এই লোকদের প্রতি তোমাকে পিত্তলের এক দৃঢ় প্রাচীরস্বরূপ করিব; তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, কেননা পরমেশ্বর কহেন, তোমার ত্রাণ ও উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে২ থাকিব; [২১] এবং দুষ্টদের হস্তহইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, ও ভয়ঙ্কর লোকদের হস্তহইতে তোমাকে মুক্ত করিব।

১৬ অধ্যায়।

১ বিবাহাদির দৃষ্টান্তকথাদ্বারা যিহূদি লোকদের প্রতি বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১০ ও পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা তাহাদের পাপ বাহুল্য হওন, ১৪ ও মিসর দেশহইতে মুক্তি অপেক্ষা তাহাদের শ্রেষ্ঠ মুক্তি হওন, ১৯ ও দেবপূজার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাস্তি দেওন।

[১] পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] তুমি এই স্থানে বিবাহ করিও না, ও পুত্র কন্যাদের জন্ম দিও না। [৩] কেননা এই স্থানে জাত পুত্র কন্যাদের বিষয়ে, এবং এই দেশে তাহাদের প্রসবকারিণী মাতাদের ও জন্মদাতা পিতাদের বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন; [৪] তাহারা অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ভোগ করিবে, ও তাহাদের নিমিত্তে কেহ শোক করিবে না, ও কেহ তাহাদিগকে কবর দিবে না; তাহারা ভূমির উপরে সারের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে; এবং তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা হত হইলে তাহাদের শব আকাশের পক্ষিগণের ও পৃথিবীর পশুদের ভক্ষ্য হইবে। [৫] পরমেশ্বর কহেন, তুমি শোকের গৃহে যাইও না, ও তাহাদের জন্যে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে যাইও না, কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি এই লোকহইতে আমার শান্তি ও দয়া ও কৃপা অপহরণ করিব। [৬] এই দেশস্থ ক্ষুদ্র ও মহান তাবৎ লোক প্রাণত্যাগ করিবে, কেহ তাহাদিগকে কবর দিবে না, ও তাহাদের জন্যে বিলাপ করিবে না, ও তাহাদের নিমিত্তে আপনাকে ছেদন ও মস্তক মুণ্ডন করিবে না; [৭] ও মৃতদের নিমিত্তে শোককারিদিগকে সান্ত্বনাসূচক (রুটী) ভোজন করিতে দিবে না, ও পিতা কিম্বা মাতার নিমিত্তে শোককারিদিগকে সান্ত্বনাসূচক পাত্রে পান করাইবে না। [৮] তুমি তাহাদের সহিত ভোজন পান করণার্থে বসিতে কোন ভোজনালয়ে প্রবেশ করিও না। [৯] কেননা ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি এই স্থানে তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে ও তোমাদের দৃষ্টিগোচরে আনন্দ ও হর্ষধ্বনি ও বর কন্যার শব্দ নিবৃত্ত করিব।

[১০] তুমি এই লোকদের নিকটে এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিলে তাহারা তোমাকে কহিবে, 'পরমেশ্বর আমাদের বিরুদ্ধে এমন মহাবিপদের কথা কেন কহেন? আমাদের অপরাধ কি, ও আমাদের পাপ কি, যে আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে দোষী হইয়াছি?' [১১] তখন তুমি তাহাদিগকে কহিও, পরমেশ্বর কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়াছে, এবং তাহাদের সেবা ও ভজনা করিয়াছে, ও আমাকে ত্যাগ করিয়া আমার ব্যবস্থা পালন করে নাই। [১২] এবং তোমরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষাও মন্দ আচরণ করিতেছ; দেখ, তোমরা প্রত্যেক জন আমার বাক্যে অবধান না করিয়া আপন২ দুষ্ট অন্তঃকরণের কাঠিন্যানুসারে চলিতেছ। [১৩] অতএব তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও তোমরা যে দেশ জান না, এমত এক দেশে এই দেশহইতে

তোমাদিগকে নিক্ষেপ করিব; সেই স্থানে তোমরা দিবারাত্রি ইতর দেবগণের সেবা করিবা, কেননা আমি তোমাদিগকে দয়া করিব না।

[১৪] অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে সময়ে ইস্রায়েল্ বংশকে মিসরদেশহইতে আনয়নকারি অমর পরমেশ্বরের নামে কেহ আর দিব্য করিবে না, এমত সময় আসিতেছে। [১৫] তখন ছিন্নভিন্ন ইস্রায়েল্ বংশকে উত্তরাদি নানা দেশহইতে আনয়নকারি অমর পরমেশ্বরের নামে সকলে দিব্য করিবে; কারণ আমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহাদের সেই দেশে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনিব। [১৬] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি অনেক ধীবর আনাইব, তাহারা মৎস্যের ন্যায় তাহাদিগকে ধরিবে; পরে আমি অনেক ব্যাধদিগকে আনাইব, তাহারা প্রত্যেক পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতহইতে ও শৈলের ছিদ্রহইতে তাহাদিগকে মৃগয়া করিয়া আনিবে। [১৭] কেননা তাহাদের তাবৎ পথে আমার দৃষ্টি আছে, কোন পথ আমার অগোচর নহে, এবং তাহাদের অপরাধও আমার অগোচর নহে। [১৮] আমি অগ্রে তাহাদের অপরাধের ও পাপের দ্বিগুণ ফল দিব; কেননা তাহারা নরবলির শবেতে আমার দেশ অপবিত্র করিয়াছে, এবং ঘৃণার্হ কর্ম্মেতে আমার অধিকার পরিপূর্ণ করিয়াছে।

[১৯] হে আমার বল ও দুর্গ ও বিপদসময়ে আমার আশ্রয়স্বরূপ পরমেশ্বর, পৃথিবীর আদ্যন্ত স্থিত সর্ব্বজাতীয় লোকেরা তোমার নিকটে আসিয়া স্বীকার করিবে, "কেবল মিথ্যাকথাতে ও নিষ্ফল অসারতাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অধিকার ছিল। [২০] আপনার নিমিত্তে মনুষ্য কি ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ করিবে? সে তো ঈশ্বর নয়।" [২১] দেখ, এই বার আমি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া আপনার হস্ত ও পরাক্রম জ্ঞাত করিব, তাহাতে আমার নাম পরমেশ্বর আছে, তাহা তাহারা জানিতে পারিবে।

১৭ অধ্যায়।

১ পাপ প্রযুক্ত যিহূদার দূরদেশে গমনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৫ ও মনুষ্যের আশ্রিত ও ঈশ্বরের আশ্রিত লোকের দৃষ্টান্ত, ৯ ও ঈশ্বরকে ভুলাইতে কপটি মনের অসমর্থতা, ১২ ও কেবল ঈশ্বরদ্বারা পরিত্রাণ, ১৫ ও নিন্দার নিমিত্তে যিরিমিয়ের বিলাপ, ১৯ ও লোকদের প্রতি বিশ্রামবার পালনের কথা কহিতে যিরিমিয়কে প্রেরণ।

[১] যিহূদার পাপ লৌহকলম ও হীরকের অগ্রভাগদ্বারা লিখিত এবং তাহাদের হৃদয়পত্রে ও যজ্ঞবেদির চূড়াতে খোদিত আছে। [২] উচ্চ পর্ব্বতো সতেজ বৃক্ষের মধ্যে স্থিত তাহাদের যজ্ঞবেদী ও প্রতিমার উপবন তাহাদের বালকদের ন্যায় স্মরণে থাকে। [৩] হে আমার ক্ষেত্রস্থ পর্ব্বত, আমি তোমার সংস্থান ও তাবৎ ধন ও তোমার তাবৎ সীমাস্থিত পাপজনক টিকর স্থান লুট করিতে শত্রুকে দিব। [৪] আমি তোমাকে যে অধিকার দিয়াছিলাম, তুমি আপন দোষ প্রযুক্ত সেই অধিকারচ্যুত হইবা, আমি তোমার অজ্ঞাত দেশে তোমাকে শত্রুগণের দাস্যকর্ম্ম করাইব; তোমরা আমার যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ, সে চিরকাল জ্বলিবে।

[৫] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে জন মনুষ্যের শরণ লয়, ও মর্ত্যকে আপনার বাহু জ্ঞান করে, ও যাহার মন পরমেশ্বরহইতে বিমুখ হয়, সে শাপগ্রস্ত। [৬] সে মরুভূমিস্থিত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় হইয়া আগামি মঙ্গলের দর্শন পাইবে না, কিন্তু প্রান্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নরশূন্য লবণময় ভূমিতে থাকিবে। [৭] কিন্তু যে জন পরমেশ্বরের শরণ লয়, ও পরমেশ্বর যাহার আশ্রয়স্থান, সেই ধন্য। [৮] সে জলের নিকটে রোপিত ও নদীর কূলে বিস্তৃতমূল ও গ্রীষ্মের আগমন অজ্ঞাত ও অম্লান পত্র বিশিষ্ট এবং অনাবৃষ্টি সময়ে অনিস্তেজ ও ফলদানে অনিবৃত্ত বৃক্ষের ন্যায় হইবে।

[৯] অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটময়, এবং তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য, কে তাহা জানিতে পারে? [১০] আমি পরমেশ্বর অন্তঃকরণের অনুসন্ধান ও মনের পরীক্ষা করি; প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন ২ আচরণানুসারে কর্ম্মের ফল দেওয়া আমার কার্য্য। [১১] যে তিত্তির পক্ষী প্রসব না করিয়া পরাণ্ডের উপরে বৈসে, অন্যায়েতে ধন সঞ্চয়কারি ব্যক্তি তাহার তুল্য; সে মধ্যম বয়সে তাহা হারাইয়া অন্তিমকালে মূর্খ হইবে।

[১২] হে পরমেশ্বর, তুমি অনাদি প্রতাপের ও উন্নতির সিংহাসনস্বরূপ, এবং আমাদের পবিত্র স্থান ও ইস্রায়েলের প্রত্যাশাস্বরূপ; [১৩] যত লোক তোমাকে ত্যাগ করিবে, সকলেই লজ্জিত হইবে; এবং যাহারা পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদের নাম ধূলিতে লিখিত হইবে; কারণ তাহারা অমৃত জলের উনুই পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছে। [১৪] হে পরমেশ্বর, আমার আরোগ্য কর, তাহাতে আমি আরোগ্য পাইব; ও আমাকে পরিত্রাণ কর, তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব, কেননা তুমি আমার প্রশংসাস্বরূপ।

[১৫] দেখ, তাহারা আমাকে বলে, পরমেশ্বরের বাক্য কোথায়? তাহা এখনি উপস্থিত হউক। [১৬] আমি পালরক্ষকরূপে তোমার পশ্চাদ্গমনহইতে বিমুখ হই নাই, এবং বিপদের দিন অকাঙ্ক্ষা করি নাই, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ;

আমার মুখহইতে যাহা২ নির্গত হইত, সে সকলি তোমার দৃষ্টিগোচর ছিল। [১৭] আমার প্রতি ভয়ঙ্কর হইও না; বিপদকালে কেবল তুমিই আমার আশ্রয়। [১৮] যাহারা আমাকে তাড়না করে, তাহারা লজ্জিত হউক, কিন্তু আমি যেন লজ্জিত না হই; এবং তাহারা ত্রাসযুক্ত হউক, কিন্তু আমি যেন ত্রাসযুক্ত না হই; এবং তাহাদের অমঙ্গলের দিন উপস্থিত হউক, ও দ্বিগুণ বিনাশে তাহারা বিনষ্ট হউক।

[১৯] পরমেশ্বর আমাকে এই কথা কহিলেন, যিহূদার রাজগণ যে দ্বার দিয়া ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন করে, তুমি এই লোকদের সেই দ্বারে ও যিরূশালমের সকল দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া [২০] তাহাদিগকে বল, হে যিহূদার রাজগণ, হে যিহূদি লোক সকল, ও হে যিরূশালম্‌নিবাসিগণ, তোমরা যত লোক এই২ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া থাক, সকলে পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [২১] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আপন২ প্রাণ বিষয়ে সাবধান হও, বিশ্রামদিনে কোন ভার বহিও না ও যিরূশালমের দ্বার দিয়া আনিও না। [২২] এবং বিশ্রামবারে আপন২ গৃহহইতে কোন ভার বাহির করিও না, এবং কোন ব্যবসায় করিও না; কিন্তু আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে রূপ আজ্ঞা দিয়াছি, তদ্রূপ বিশ্রামদিনকে পবিত্র করিয়া মান। [২৩] তাহারা আমার কথাতে মনোযোগ ও কর্ণপাত করে নাই, কিন্তু আমার উপদেশ যেন তাহাদের শুনিতে ও গ্রাহ্য করিতে না হয়, এই জন্যে আপন২ গ্রীবা শক্ত করিয়াছিল। [২৪] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক আমার কথায় মনোযোগ করিয়া বিশ্রামদিনে এই নগরের দ্বার দিয়া কোন ভার না আন, ও কোন ব্যবসায় না করিয়া বিশ্রামদিনকে পবিত্ররূপে পালন কর, [২৫] তবে দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ও অধ্যক্ষবর্গ রথ ও অশ্বারূঢ় হইয়া আপনারা ও তাহাদের অমাত্যগণ ও যিহূদার লোক ও যিরূশালম্‌নিবাসিগণ এই নগরের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে, এবং এই নগর চিরস্থায়ি বাসস্থান হইবে। [২৬] তাহাতে যিহূদার তাবৎ নগর ও যিরূশালমের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্থান ও বিন্যামীনের দেশ ও প্রান্তর ও পর্ব্বতীয় দেশ ও দক্ষিণ দেশহইতে লোকেরা আসিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে হোম ও বলি ও নৈবেদ্য ও ধূপ ও স্তবরূপ নৈবেদ্য আনয়ন করিবে। [২৭] কিন্তু যদি তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ না করিয়া বিশ্রামদিনকে পবিত্ররূপে পালন না কর, ও বিশ্রামদিনে ভার বহিয়া যিরূশালমের দ্বারে প্রবেশ কর, তবে আমি তাহার দ্বারে অগ্নি জ্বালাইব; তাহা যিরূশালমের অট্টালিকা সকল ভস্মসাৎ করিবে, নির্ব্বাণ পাইবে না।

১৮ অধ্যায়।

১ কুলালচক্রের দৃষ্টান্ত, ৫ ও তাহার তাৎপর্য্য, ১১ ও যিহূদীয়দের কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল, ১৮ ও তাহার বধ চেষ্টাকারির বিষয়ে যিরিমিয়ের বাক্য।

[১] যিরিমিয়ের প্রতি পরমেশ্বরের নিকটহইতে এই বাক্য উপস্থিত হইল, [২] তুমি উঠিয়া কুম্ভকারের বাটীতে নাম, সেখানে আমি তোমাকে আপন কথা শুনাইব। [৩] তাহাতে আমি কুম্ভকারের বাটীতে নামিয়া দেখিলাম, সে কুলালচক্রেতে কর্ম্ম করিতে ব্যস্ত আছে। [৪] আর সে যে মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা নষ্ট হইয়া কুম্ভকারের হস্তে মৃৎপিণ্ড হইয়া উঠিল; তাহাতে ঐ কুম্ভকার আপন ইচ্ছামতে তাহাদ্বারা আর এক পাত্র নির্ম্মাণ করিল।

[৫] পরে আমার প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল; [৬] পরমেশ্বর কহেন, হে ইস্রায়েল্‌ বংশ, আমি কি তোমাদের সহিত এই কুম্ভকারের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারি না? হে ইস্রায়েল্‌ বংশ, দেখ, কুম্ভকারের হস্তে যে মৃৎপিণ্ড থাকে, তাহার ন্যায় তোমরা আমার হস্তে আছ। [৭] এক বার আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে উন্মূলনের ও উৎপাটনের ও বিনাশের কথা কহি। [৮] তাহাতে আমি যে কদাচরণ প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে কথা কহি, তাহাহইতে যদি সেই জাতি ফিরে, তবে তাহার প্রতি যে অনিষ্ট করিতে আমার মনস্থ ছিল, তাহাহইতে আমি ক্ষান্ত হই। [৯] আর এক বার আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে গাঁথনের ও পত্তনের কথা কহি। [১০] কিন্তু তাহারা যদি আমার কথা না শুনিয়া আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করে, তবে তাহাদের যে মঙ্গল করিতে আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহাহইতে আমি ক্ষান্ত হই।

[১১] অতএব তুমি যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালমনিবাসিগণকে এই কথা বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের অনিষ্ট স্থির করিতেছি, ও তোমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতেছি, অতএব তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ কুপথহইতে ফির, ও আপন২ পথ ও আপন২ কর্ম্ম শুদ্ধ কর। [১২] কিন্তু তাহারা কহে, এ মিথ্যা আশা, আমরা আপনাদের মনস্কল্পনানুসারে চলিব, ও প্রত্যেক জন আপন২ দুষ্ট অন্তঃকরণের কাঠিন্যানুসারে কর্ম্ম করিব। [১৩] অতএব পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা এখন অন্যজাতীয়দের মধ্যে জিজ্ঞাসা কর,

এই রূপ কথা কে শুনিয়াছে? ইস্রায়েলের কুমারী অতি রোমাঞ্চজনক কর্ম্ম করিয়াছে। [১৪] লিবানোনের হিমানী কি সেই প্রান্তরদর্শি পর্ব্বতকে ত্যাগ করে? এবং দূরহইতে আগত সুশীতল জলস্রোত কি লুপ্ত হয়? [১৫] কিন্তু আমার প্রজাগণ আমাকে বিস্মৃত হইয়া অসার প্রতিমার উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়, এবং আপনাদের পরিচিত প্রাচীন পথে বাধা পাইয়া অপ্রস্তুত মার্গে গমন করে। [১৬] এই রূপে তাহারা আপন দেশকে এমত উচ্ছিন্ন ও নিত্য নিন্দাস্পদ করে, যে প্রত্যেক পথিক বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপন মস্তক লাড়ে। [১৭] অতএব আমি শত্রুদের সম্মুখে পূর্ব্বীয় বায়ুর ন্যায় তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব, এবং তাহাদের বিপদের সময়ে তাহাদের প্রতি অভিমুখ না হইয়া বিমুখ হইব।

[১৮] তখন তাহারা কহিল, 'আইস, আমরা যিরিমিয়ের প্রতিকূলে কুমন্ত্রণা করি, কেননা যাজকের নিকটহইতে শাস্ত্র ও জ্ঞানবানের নিকটহইতে পরামর্শ ও ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটহইতে বাক্য অপহৃত হইবে না; আইস, আমরা জিহ্বাদ্বারা উহাকে প্রহার করি, উহার কোন কথা মানিব না।' [১৯] হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি মনোযোগ কর, ও আমার বিপক্ষগণের কথা শুন। [২০] উপকারের পরিশোধে কি অপকার করা যাইবে? কেননা তাহারা আমার প্রাণ ধরিতে গর্ত্ত খনন করিতেছে; আমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে ও তাহাদের হইতে তোমার ক্রোধ ফিরাইতে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতাম, তাহা তুমি স্মরণ কর। [২১] তুমি তাহাদের বালকগণকে দুর্ভিক্ষে সমর্পণ কর, ও তাহাদিগকে খড়্গে সমর্পণ কর, এবং তাহাদের স্ত্রীগণ নিরপত্য ও বিধবা হউক, এবং তাহাদের পুরুষেরা মহামারীতে বিনষ্ট ও যুবগণ সংগ্রামে খড়্গে হত হউক। [২২] তুমি তাহাদের প্রতি অকস্মাৎ সৈন্যদল উপস্থিত করিলে তাহাদের গৃহহইতে ক্রন্দনের কলরব শুনা যাউক, কেননা তাহারা আমাকে ধরিতে গর্ত্ত খনন করিতেছে, ও আমার চরণ বদ্ধ করিতে ফাঁদ পাতিতেছে। [২৩] হে পরমেশ্বর, তাহারা আমাকে বধ করিতে যে২ পরামর্শ করিতেছে, সে সকলি তুমি জ্ঞাত আছ; তুমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিও না, ও তাহাদের পাপ আপনার সম্মুখহইতে দূর করিও না; তাহারা তোমার সম্মুখে নিপাতিত হউক; তুমি ক্রোধের সময়ে তাহাদিগকে প্রতিফল দেও।

১৯ অধ্যায়।

১ মৃৎপাত্র ভাঙ্গনের ও বিনাশের দ্বারা পাপ প্রযুক্ত যিরূশালমের বিনাশের দৃষ্টান্ত, ১৪ ও তোফতে সে কথা প্রচার করণের পরে পরমেশ্বরের ভজনালয়ে তাহা প্রকাশ করণ।

[১] পরমেশ্বর এই কথা কহিলেন, তুমি যাইয়া কুম্ভকারের এক ঘট ক্রয় কর, এবং লোকদের ও যাজকদের কতিপয় প্রাচীন লোককে সঙ্গে লইয়া [২] কুম্ভকারদ্বারের প্রবেশস্থানের নিকটস্থ হিন্নোমের পুত্রের নামে বিখ্যাত যে নিম্নভূমি, তাহাতে গমন কর; পরে আমি সেই স্থানে তোমাকে যে কথা কহিব, তাহা প্রচার কর। [৩] এই কথা বল, হে যিহূদার রাজগণ, হে যিরূশালমনিবাসিগণ, পরমেশ্বরের বাক্য শুন; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, তিনি এই কথা কহেন, আমি এই স্থানের প্রতি এমত দুর্দ্দশা ঘটাইব, যে তাহা শুনিলে তাবৎ লোকের কর্ণ শিহরিয়া উঠিবে। [৪] কেননা তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং এই স্থান পরাধিকার করিয়াছে, এবং আপনারা ও আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও যিহূদার রাজগণ যাহাদিগকে জ্ঞাত ছিল না, এমত ইতর দেবগণের উদ্দেশে এই স্থানে ধূপ জ্বালাইয়াছে, এবং নির্দ্দোষ লোকদের রক্তে এই স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছে। [৫] বিশেষতঃ যে ক্রিয়া আমি আজ্ঞা করি নাই ও উচ্চারণ করি নাই, ও কখন মনে স্থান দি নাই, তাহাই করিতে অর্থাৎ বালের হোমবলিরূপে আপন২ পুত্রগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে তাহারা বালের জন্যে টিকর স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। [৬] এই কারণ পরমেশ্বর কহেন, এই স্থান তোফৎ কিম্বা হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকা নামে বিখ্যাত না হইয়া বধের উপত্যকা নামে বিখ্যাত হইবে, এমত সময় আসিতেছে। [৭] এবং আমি এই স্থানে যিহূদার ও যিরূশালমের লোকদের পরামর্শ বিফল করিব, এবং তাহাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তদ্বারা ও শত্রুগণের খড়্গদ্বারা তাহাদিগকে নিপাত করিব, এবং তাহাদিগের শব খাদ্যের নিমিত্তে আকাশস্থ পক্ষিগণকে ও বন্য পশুদিগকে দিব। [৮] এবং আমি এই নগরকে এমত চমৎকারের বিষয় ও এমত নিন্দাস্পদ করিব, যে তাহার পথিক লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইবে, ও তাহার হানি দেখিয়া অতিশয় নিন্দা করিবে। [৯] আমি তাহাদিগকে আপন২ পুত্র কন্যাদের মাংস ভোজন করাইব, এবং তাহারা সৈন্যবেষ্টিত হইলে তাহাদের শত্রুগণ ও তাহাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে এমত দুর্গতিতে ফেলিবে, যে তাহারা আপন২ বন্ধুর মাংস ভোজন করিবে। [১০] পরে তুমি আপন সঙ্গি পুরুষদের দৃষ্টিতে সেই ঘট ভাঙ্গিয়া [১১] তাহাদিগকে এই কথা বল, সৈন্যাধ্যক্ষ পর-

মেশ্বর এই কথা কহেন, যেমন কুম্ভকারের কোন পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহা আর সারাণ যায় না, তদ্রূপ আমি এই লোকদিগকে ও নগরকে ভাঙ্গিব; তাহাতে কবর দিবার নিমিত্তে স্থানের অভাব হওয়াতে লোকেরা তোফতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবে। [১২] পরমেশ্বর কহেন, আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের প্রতি এই বিপদ ঘটাইব, আমি এই নগরকে তোফতের (অর্থাৎ চিতার) সদৃশ করিব। [১৩] তাহাতে তাহারা যে ২ গৃহের ছাতে আকাশীয় নক্ষত্রগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও ইতর দেবগণের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য ঢালিত, সেই সকল গৃহ, বিশেষতঃ যিরূশালমের ও যিহূদার রাজগণের তাবৎ গৃহ তোফতের তুল্য অশুচি স্থান হইবে।

[১৪] পরে পরমেশ্বর যিরিমিয়কে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিতে যে তোফতে পাঠাইয়াছিলেন, সে তথাহইতে আসিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাবৎ লোকদিগকে এই কথা কহিল। [১৫] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, এই নগরনিবাসি লোকেরা যেন আমার কথা শুনিতে না পায়, এই জন্যে আপন২ গ্রীবা শক্ত করিয়াছে; অতএব আমি এই নগর ও নিকটস্থ তাবৎ নগরের বিষয়ে যে ২ বিপদের কথা কহিয়াছি, সেই সকল তাহাদের প্রতি ঘটাইব।

২০ অধ্যায়।

১ যিরিমিয়কে প্রহার ও কারাগারে বন্ধ করণ প্রযুক্ত পশ্‌হূরের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৭ ও দুঃখ ও প্রতারণার বিষয়ে যিরিমিয়ের বিলাপ, ১৪ ও মহাদুঃখহইতে উদ্ধারের জন্যে ঈশ্বরের প্রশংসা।

[১] যিরিমিয় যখন ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতেছিল, তখন ইম্মেরের পুত্র পশ্‌হূর নামে যে যাজক পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রধানাধ্যক্ষ ছিল, সে তাহা শ্রবণ করিল। [২] অপর সেই পশ্‌হূর যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রহার করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ বিন্যামীনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত কারাগারে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিল। [৩] পরদিনে পশ্‌হূর যিরিমিয়কে কারাগারহইতে মুক্ত করিলে যিরিমিয় তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর তোমার নাম পশ্‌হূর (চতুর্দ্দিগে মঙ্গলদায়ক) রাখেন নাই, কিন্তু মাগোর মিষাবীব্ (চতুর্দ্দিগে ভয়ঙ্কর) রাখিয়াছেন। [৪] কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সকল বন্ধুদের পক্ষে তোমাকে ভয়ঙ্কর করিব। তাহারা শত্রুদের খড়্গধারে পতিত হইবে, এবং তুমি স্বচক্ষুতে তাহা দেখিবা, এবং আমি যিহূদার তাবৎ লোককে বাবিলের রাজার হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে সে তাহাদিগকে বাবিলে লইয়া গিয়া খড়্গদ্বারা বধ করিবে। [৫] এবং আমি এই নগরের তাবৎ ধন ও সম্পত্তি ও বহুমূল্য বস্তু ও যিহূদার রাজগণের সঞ্চিত তাবৎ অর্থ শত্রুগণের হস্তগত করিব; তাহাতে তাহারা তাহা লুট করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে। [৬] হে পশ্‌হূর, তুমি ও তোমার গৃহনিবাসিগণ তোমরাও সকলে শত্রুর দেশে যাইয়া বাবিলে উপস্থিত হইবা; তুমি যে বন্ধুদের প্রতি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছ, তাহারা ও তুমি উভয়ে সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিবা ও সেই স্থানে কবরস্থ হইবা।

[৭] হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে প্রবৃত্তি দিলে আমি প্রবৃত্ত হইলাম; তুমি আমাকে ধরিয়া জয় করিয়াছ। দেখ, আমি সমস্ত দিন নিন্দার পাত্র হইতেছি, সকলেই আমাকে উপহাস করে। [৮] আমি যদি কোন কথা কহি, তবে আমাকে আর্ত্তস্বর করিতে হয়, কিম্বা দৌরাত্ম্য ও বিনাশ প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বর করিতে হয়; কেননা পরমেশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত সমস্ত দিন আমার নিন্দা ও অপমান হয়। [৯] আর যদি কহি, আমি তাঁহাকে আর স্মরণ করিব না, ও তাঁহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে অস্থির মধ্যে বদ্ধ অগ্নির এমত জ্বালা আমার হৃদয়ে বোধ হয়, যে আমি তাহা সহ্য করণে ক্লান্ত হইয়া নীরব থাকিতে পারি না। [১০] আমি অনেকের অপবাদ ও সর্ব্বদিগে ভয়ঙ্কর কথা শুনিতেছি, 'তোমরা অভিযোগ কর, এবং আমরাও তাহার বিষয়ে অভিযোগ করিব।' আমার তাবৎ পরিচিত লোকেরা আমার পতনের অপেক্ষা করিয়া কহে, যদি সে ভ্রান্ত হয়, তবে আমরা তাহাকে জয় করিয়া দণ্ড দিব। [১১] কিন্তু পরমেশ্বর শত্রুনিবারক বীরের ন্যায় আমার সঙ্গে থাকেন, এই জন্যে আমার বিপক্ষগণ বাধা পাইবে, জয়ী হইতে পারিবে না, এবং কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহালজ্জিত হইবে; সে লজ্জা নিত্য থাকিবে, কখনো বিস্মৃত হইবে না। [১২] কিন্তু হে ধার্ম্মিকের পরীক্ষক এবং মনের ও অন্তঃকরণের বিচারকর্ত্তা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, আমি তোমাদ্বারা তাহাদের দণ্ড দেখিব, কেননা আমি আপন বিবাদের ভার তোমাকে সমর্পণ করিলাম। [১৩] তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর, ও পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, কারণ তিনি দুষ্টদের হস্তহইতে দরিদ্র লোকের প্রাণ উদ্ধার করিলেন।

[১৪] আমি যে দিনে জন্মিয়াছিলাম, সেই দিন শাপগ্রস্ত হউক; আমার মাতা যে দিনে আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সে দিন আশীর্ব্বাদ বিহীন

হউক। [১৫] এবং 'তোমার পুত্রসন্তান হইল,' এই সম্বাদ দিয়া যে জন আমার পিতাকে আনন্দিত করিয়াছিল, সেও শাপগ্রস্ত হউক। [১৬] পরমেশ্বর দয়া না করিয়া যে ২ নগর উৎপাটন করিলেন, সে জন সেই নগরের ন্যায় হউক; সে প্রাতঃকালে আর্ত্তস্বর ও মধ্যাহ্নকালে ভয়ানক রব শুনুক। [১৭] তিনি কেন উদর মধ্যে আমাকে মরিতে দিলেন না? এবং আমার মাতার জঠর কেন আমার কবর হয় নাই? ও কেন নিত্য গর্ব্ভযুক্ত থাকে নাই? [১৮] আমি ক্লেশ ও মনস্তাপ ভোগ করিতে ও লজ্জাতে আয়ু যাপন করিতে কেন উদরহইতে ভূমিষ্ঠ হইলাম?

২১ অধ্যায়।

১ যিরিমিয়ের প্রতি সিদিকিয়ের লোক প্রেরণ, ৩ ও নগরের অবরোধ ও লোকদের দুঃখবিষয়ে যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৮ ও কস্‌দীয় লোকদের হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ, ১১ ও রাজবংশের প্রতি তাহার অনুযোগ।

[১] 'বাবিলের নিবূখদনিৎসর নামক রাজা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অতএব তুমি আমাদের নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা কর; কি জানি পরমেশ্বর আপন তাবৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, তাহাতে সে আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান করিবে.' [২] এই কথা কহিতে যে সময়ে সিদিকিয় রাজা মল্কিয়ের পুত্র পশ্‌হূরকে ও মাসেয় যাজকের পুত্র সিফনিয়কে যিরিমিয়ের নিকটে প্রেরণ করিল, তৎকালে যিরিমিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[৩] যিরিমিয় তাহাদিগকে কহিল, তোমরা সিদিকিয়ের প্রতি ইহা বল, [৪] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, তোমরা আপন ২ হস্তস্থিত যে অস্ত্রদ্বারা বাবিলের রাজার ও তোমাদের অবরোধকারি কস্‌দীয়দিগের সহিত প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধ করিতেছ, সে সকল আমি বিপরীত করিয়া এই নগরের মধ্যে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব। [৫] এবং আমি আপনি বিস্তারিত হস্ত ও সবল বাহুদ্বারা, এবং ক্রোধ ও কোপ ও অত্যন্ত রোষেতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া [৬] এই নগরবাসি মনুষ্য ও পশু সকলকে সংহার করিব; তাহারা মহামারীতে প্রাণত্যাগ করিবে। [৭] পরমেশ্বর কহেন, তাহার পরে আমি যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে ও তাহার মন্ত্রিগণকে ও প্রজাদিগকে অর্থাৎ এই নগরের যে সকল লোক মারী ও খড়্গ ও দুর্ভিক্ষহইতে রক্ষা পাইবে, তাহাদিগকে বাবিলীয় নিবূখদনিৎসর রাজার হস্তে ও তাহাদের শত্রুগণের হস্তে ও তাহাদের প্রাণ বিনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব; সেই রাজা খড়্গের ধারে তাহাদিগকে বধ করিবে, কোন প্রকারে ক্ষমা কি কৃপা কি দয়া করিবে না।

[৮] তুমি এই লোকদিগকে ইহাও বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের ও মৃত্যুর পথ রাখি। [৯] যে জন এই নগরে থাকিবে, সে খড়্গে বা দুর্ভিক্ষে বা মাহামারীতে মরিবে; কিন্তু যে জন বাহিরে যাইয়া তোমাদের অবরোধকারি কস্‌দীয়দের নিকটে আশ্রয় লইবে, সে রক্ষা পাইবে, ও তাহার প্রাণ লূটদ্রব্যের ন্যায় হইবে। [১০] কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি মঙ্গলের নিমিত্তে নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্তে এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি; এই নগর বাবিলের রাজার হস্তগত হইবে, তাহাতে সে অগ্নিদ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিবে।

[১১] তুমি যিহূদার রাজবংশকে (এই কথা বল,) তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন; [১২] হে দায়ূদের বংশ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যত্নপূর্ব্বক বিচার নিষ্পত্তি কর, এবং হিংসিত লোককে উপদ্রবির হস্তহইতে উদ্ধার কর, নতুবা তোমাদের আচরণের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নির ন্যায় নির্গত হইয়া এমত প্রজ্বলিত হইবে, যে তাহা নির্ব্বাণ করিতে কেহ পারিবে না। [১৩] হে নিম্নভূমিনিবাসিনি, ও হে প্রান্তরস্থিত পর্ব্বত, পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব; তোমরা কহিতেছ, আমাদের বিপরীতে কে আসিবে? ও আমাদের নিবাসে কে প্রবেশ করিবে? পরমেশ্বর কহেন, [১৪] আমি তোমাদের কর্ম্মের ফলানুসারে তোমাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব; ও তোমাদের নগররূপ বনে অগ্নি জ্বালাইব, তাহাতে সে তাহার চতুর্দ্দিগে সকলই দগ্ধ করিবে।

২২ অধ্যায়।

১ অনুযোগ ও মঙ্গল প্রতিজ্ঞাদ্বারা অনুতাপ করিতে লোকদের প্রতি বিনয়, ১০ ও শল্লুমের ভাবিদণ্ড, ১৩ ও যিহোয়াকীমের ভাবিদণ্ড, ২০ ও কনিয়ের ভাবি দণ্ড।

[১] পরমেশ্বর এই কথা কহিলেন, তুমি যিহূদার রাজবাটীতে গিয়া সেই স্থানে এই কথা বল, [২] হে দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট যিহূদার রাজন্, তুমি ও তোমার মন্ত্রিগণ ও এই দ্বারে গতায়াতকারি তোমার প্রজাগণ পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [৩] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা বিচার ও ন্যায় কর, এবং উপদ্রবির হস্তহইতে হিংসিত

লোককে উদ্ধার কর, এবং বিদেশী ও পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অন্যায় ও দৌরাত্ম্য করিও না, এবং এই স্থানে নিরপরাধের রক্তপাত করিও না। [৪] কেননা তোমরা যদি এই কথা পালন কর, তবে সমূহমন্ত্রি ও প্রজাগণের সহিত দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ রথারূঢ় ও অশ্বারূঢ় হইয়া এই বাটীর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। [৫] আর পরমেশ্বর কহেন, তোমরা যদি আমার এই কথা না শুন, তবে আমি আপন নাম লইয়া দিব্য করি, আমি এই বাটী উচ্ছিন্ন করিব। [৬] কেননা পরমেশ্বর যিহূদার রাজবাটীর বিষয়ে এই কথা কহেন, তুমি যদ্যপি আমার প্রতি গিলিয়দ্ ও লিবানোনের শৃঙ্গস্বরূপ হও, তথাপি আমি তোমাকে প্রান্তরস্বরূপ ও নরশূন্য নগর সদৃশ করিব। [৭] এবং তোমার বিপরীতে অস্ত্রধারি বিনাশক যোদ্ধাদিগকে প্রস্তুত করিব, তাহারা তোমার উত্তম এরস্ বৃক্ষ ছেদন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। [৮] তাহাতে ভিন্নজাতীয় অনেক লোক এই নগরের নিকট দিয়া যাইতে ২ আপন ২ সঙ্গিকে কহিবে, পরমেশ্বর কি জন্যে এই মহানগরকে এরূপ করিয়াছেন? [৯] তখন তাহারা উত্তর করিবে, ইহার লোকেরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের পূজা ও সেবা করিয়াছিল, এই জন্যে।

[১০] তোমরা মৃত ব্যক্তির নিমিত্তে ক্রন্দন করিও না, ও তাহার জন্যে বিলাপ করিও না, কিন্তু যে জন দেশান্তরে গমন করে, বরং তাহার নিমিত্তে অতিশয় ক্রন্দন কর; কেননা সে আর ফিরিয়া আসিবে না, ও আপন জন্মদেশ আর দেখিবে না। [১১] যিহূদার যোশিয় রাজার পুত্র যে শল্লুম্ আপন পিতা যোশিয়ের পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিল ও এই স্থানহইতে গেল, তাহার বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সে এই স্থানে আর ফিরিয়া আসিবে না; [১২] কিন্তু যে স্থানে নীত হইয়াছে, সেই বিদেশে মরিবে, এ দেশ আর দেখিবে না।

[১৩] যে জন অধর্ম্মদ্বারা আপন বাটী ও অন্যায় দ্বারা উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করে, এবং বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসিকে পরিশ্রম করায়, ও তাহার শ্রমের ফল তাহাকে কিছু না দেয়, [১৪] এবং 'আমি আপনার নিমিত্তে এক বৃহৎ বাটী ও বাতাসের সুগম কুঠরী নির্ম্মাণ করিব,' ইহা বলিয়া আপনার নিমিত্তে গবাক্ষ প্রস্তুত করে, ও এরস্ কাষ্ঠ দিয়া সেই ঘর মুড়ে, ও সিন্দূরবর্ণ রঙ্গ লেপন করে, এই সকল কর্ম্ম যে করে, তাহার সন্তাপ হইবে। [১৫] তুমি এরসকাষ্ঠের কর্ম্মে নিপুণ হইয়া কি রাজ্য করিবা? তোমার পিতা ভোজন পান করিয়া কি বিচার ও ন্যায় করিত না? তখন তাহার ভাল সময় ছিল। [১৬] সে দরিদ্র ও দীনহীনের বিচার করিত, তখন ভাল সময় ছিল; পরমেশ্বর কহেন, এই সকল কি আমা বিষয়ক জ্ঞান নয়? [১৭] কিন্তু তোমার চক্ষু ও অন্তঃকরণ লোভ ও নির্দ্দোষের রক্তপাত ও উপদ্রব ও দৌরাত্ম্য করণ ব্যতিরেকে আর কিছুই চাহে না। [১৮] অতএব যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম্ নামে যিহূদাদেশীয় রাজার বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তাহার বিষয়ে লোকেরা 'হায়২ ভ্রাতা,' ও 'হায় ২ ভগিনী,' বলিয়া বিলাপ করিবে না, এবং 'হায় ২ প্রভু' ও 'হায় ২ তাহার শ্রী' ইহা বলিয়াও বিলাপ করিবে না। [১৯] গর্দ্দভের কবরের ন্যায় তাহার কবর হইবে; লোক তাহাকে টানিয়া যিরূশালমের দ্বারের নিকটে বাহিরে নিক্ষেপ করিবে।

[২০] তুমি লিবানোনে উঠিয়া আর্ত্তস্বর কর, ও বাশনে গিয়া উচ্চৈঃস্বর কর, এবং অবারীমহইতে আর্ত্তস্বর কর; কেননা তোমাকে প্রেমকারি তাবৎ লোক হত হইবে। [২১] তোমার শান্তির সময়ে আমি তোমার প্রতি কহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কহিলা, আমি শুনিব না; আমার বাক্য অগ্রাহ্য করা বালককালাবধি তোমার ব্যবহার আছে। [২২] প্রবল বায়ু তোমার তাবৎ রক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিবে, ও তোমার প্রেমি লোকেরা বন্দী হইয়া দেশান্তরে গমন করিবে; তখন তুমি আপনার তাবৎ দুষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত লজ্জিত ও ব্যাকুল হইবা। [২৩] হে লিবানোন নিবাসিনি, এরস্ বৃক্ষে বাসা করিয়াছ যে তুমি, তুমি প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা পাইলে কেমন কাতরোক্তি করিবা! [২৪] পরমেশ্বর আপন অমরতার দিব্য করিয়া কহেন, হে যিহূদার রাজন্ যিহোয়াকীমের পুত্র কনিয়, তুমি আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মুদ্রাঙ্ক তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথাহইতে ফেলিয়া দিব। [২৫] এবং যাহারা তোমার প্রাণ নষ্ট করিতে সচেষ্ট, ও যাহাদের মুখহইতে তুমি ভীত হইতেছ, তাহাদের হস্তে অর্থাৎ বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসরের হস্তে ও কসদীয়দের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। [২৬] এবং তোমাকে ও তোমার জন্মদাত্রী মাতাকে তুলিয়া তোমাদের জন্মদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে নিক্ষেপ করিব; সেই স্থানে তোমরা প্রাণত্যাগ করিবা। [২৭] আপন দেশে ফিরিয়া আসিতে মনোবাঞ্ছা করিয়াও ফিরিয়া আসিতে পারিবা না। [২৮] এই কনিয় কি তুচ্ছীকৃত ভগ্ন প্রতিমা তুল্য? কিম্বা অসন্তোষজনক পাত্র তুল্য? সে ও তাহার বংশ কেন দূরীকৃত হইয়া আপনাদের অজ্ঞাত দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? [২৯] হে দেশ, হে দেশ, হে

দেশ, তুমি পরমেশ্বরের বাক্য শুন। ৩০ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই মানুষের বিষয়ে এমত লিখ, এ নিঃসন্তানের ন্যায় হইবে, এ ব্যক্তি যাবজ্জীবন ভাগ্যবান হইবে না; তাহার বংশের কোন ব্যক্তি দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট ও যিহূদার উপরে কর্তৃত্বকারী হইয়া ভাগ্যবান হইবে না।

২৩ অধ্যায়।

১ পালকদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য, ৫ ও লোকদের পালক খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ৯ ও মিথ্যা-ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য, ৩৩ ও সত্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের নিন্দকের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ যে রক্ষকগণ আমার পালের মেষদিগকে নষ্ট ও ছিন্নভিন্ন করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে, ইহা পরমেশ্বর কহেন। ২ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আপন প্রজাগণের পালকদের বিরুদ্ধে ইহা কহেন, তোমরা আমার মেষদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ ও তাড়িয়া দিয়াছ, ও তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান কর নাই; অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তোমাদের দুষ্ট ক্রিয়ার সমুচিত ফল তোমাদিগকে ভোগ করাইব। ৩ এবং যে সকল দেশে আমি আপন পাল দূর করিয়াছি, তথাহইতে তাহার অবশিষ্ট সকলকে সংগ্রহ করিব, ও পুনর্ব্বার তাহাদের খোঁয়াড়ে আনিব, তাহাতে তাহারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইবে। ৪ পরমেশ্বর আরও কহেন, আমি তাহাদের উপরে এমত রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিব যে তাহাদিগকে চরাইবে; তাহাতে তাহারা আর ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইবে না, ও তাহাদের মধ্যে কাহারও অভাব হইবে না।

৫ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি দায়ূদের বংশে এক ধার্ম্মিক পল্লব উৎপন্ন করিব, এমত সময় আসিতেছে; তিনি রাজা হইয়া রাজত্ব করিবেন, এবং কৃতার্থ হইয়া পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিবেন। ৬ তাঁহার অধিকার সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও ইস্রায়েল্ নিরাপদে বাস করিবে, এবং 'আমাদের পুণ্যস্বরূপ পরমেশ্বর' এই নামে তিনি বিখ্যাত হইবেন। ৭ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে কেহ মিসরদেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে আনয়নকারি অমর পরমেশ্বরের দিব্য আর করিবে না, ৮ কিন্তু উত্তরদেশ প্রভৃতি যে সকল দেশে আমি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই সর্ব্ব দেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশের উদ্ধার ও আনয়নকারি অমর পরমেশ্বরের নামে সকলে দিব্য করিবে; আর তাহারা আপন দেশে বাস করিবে।

৯ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ বিষয়ক বাক্য। আমার অন্তরস্থ হৃদয় ভগ্ন হইতেছে, ও আমার তাবৎ অস্থি কাঁপিতেছে; পরমেশ্বরের ও তাঁহার ধর্ম্মবাক্যের জন্যে আমি মত্ত লোক ও দ্রাক্ষারসে পরাজিত মানুষের ন্যায় হইয়াছি। ১০ কেননা দেশ পারদারিক লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ও অভিশাপ প্রযুক্ত দেশ শোকান্বিত হইতেছে, ও প্রান্তরস্থ চরাণস্থান সকল শুষ্ক হইতেছে, ও লোকদের আচার ব্যবহার অতি মন্দ হইতেছে, ও তাহাদের পরাক্রম উপদ্রবজনক হইতেছে। ১১ কেননা ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাজক উভয়ে ভ্রষ্ট হইয়াছে; পরমেশ্বর কহেন, আমার গৃহেও তাহাদের দুষ্ক্রিয়া আমি দেখিতেছি। ১২ এ কারণ তাহাদের পথ পিচ্ছিল হইবে, এবং তাহারা অন্ধকারে তাড়িত হইয়া তাহার মধ্যে পতিত হইবে, কেননা পরমেশ্বর কহেন, তাহাদিগকে প্রতিফল দেওনের বৎসরে আমি তাহাদের প্রতি দুর্দ্দশা উপস্থিত করিব। ১৩ আমি শোমিরোণীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের অজ্ঞানতা দেখিয়াছি; তাহারা বালের নামে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে ভ্রান্ত করিত। ১৪ কিন্তু যিরূশালমের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে আমি রোমাঞ্চজনক কর্ম্ম দেখিতেছি; তাহারা পরদার গমন ও কপট আচরণ করে, এবং কুকর্ম্মিদের এমত সহায়তা করে, যে কেহ আপন কুপথহইতে ফিরে না; তাহারা সকলে আমার কাছে সিদোমের তুল্য, ও তন্নিবাসিরা অমোরার তুল্য হইয়াছে। ১৫ অতএব সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বিষয়ে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইব, কেননা যিরূশালমের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণহইতে উৎপন্ন দুষ্টতা সমস্ত দেশ ব্যাপিয়াছে। ১৬ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ঐ যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, তাহাদের বাক্য শুনিও না; তাহারা তোমাদিগকে ভুলায়, তাহারা পরমেশ্বরের বাক্য না কহিয়া আপন ২ মনের কল্পিত কথা কহে। ১৭ যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রতি তাহারা বলে, পরমেশ্বর কহেন, তোমাদের মঙ্গল হইবে; এবং যাহারা আপন ২ মনের কাঠিন্যানুসারে চলে, তাহাদের প্রত্যেক জনকে কহে, তোমাদের কোন দুর্দ্দশা ঘটিবে না। ১৮ কিন্তু কে পরমেশ্বরের সভাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিয়াছে ও তাঁহার বাক্য শুনিয়াছে? ও কে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিয়া তাহা শুনিতে পাইয়াছে? ১৯ দেখ, পরমেশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ ঘূর্ণবায়ু নির্গত হইবে; সেই দুঃখদায়ক ঝড় ঘোরতর রূপে দুষ্টদের মস্তকে পতিত হইবে। ২০ যে

পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আপন মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন, তাবৎ তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না; তোমরা শেষকালে তাহা শুদ্ধরূপে বুঝিতে পারিবা। [২১] আমি সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে প্রেরণ করি নাই, তাহারা আপনারা দৌড়িয়াছে; আমি তাহাদিগকে আজ্ঞা দি নাই, তাহারা আপনারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে। [২২] তাহারা যদি আমার সভাসদ্ হইত, তবে আমার প্রজাদিগকে আমার বাক্য জ্ঞাত করিত, এবং তাহাদের কুপথ ও ক্রিয়ার দুষ্টতাহইতে তাহাদিগকে ফিরাইত।

[২৩] পরমেশ্বর কহেন, নিকটে আমি কি ঈশ্বর আছি, দূরে কি ঈশ্বর নহি? [২৪] পরমেশ্বর কহেন, আমি দেখিতে পাইব না, এমত গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে? পরমেশ্বর কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? [২৫] 'আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি,' যে ২ ভবিষ্যদ্বক্তা আমার নাম করিয়া এই মিথ্যা কথা কহে, তাহাদের বাক্য আমি শুনিয়াছি। [২৬] এই সকল কত কাল থাকিবে? যে ভবিষ্যদ্বক্তারা মিথ্যা ভবিষ্যৎ কথা কহে, ও নিজ অন্তঃকরণের কাপট্য প্রচার করে, তাহাদের মনস্থ কি? [২৭] তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বালের সেবাদ্বারা যেমন আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহারা আপন ২ প্রতিবাসির কাছে আপন ২ স্বপ্ন কথনদ্বারা আমার প্রজাদিগকে কি আমার নাম বিস্মৃত করিতে সচেষ্ট হয়? [২৮] যে ভবিষ্যদ্বক্তা কোন স্বপ্ন দেখে, সে সেই স্বপ্ন প্রকাশ করুক; কিন্তু যে আমার বাক্য পায়, সে যথার্থরূপে আমার বাক্য প্রচার করুক। পরমেশ্বর কহেন, শস্যের কাছে পোয়াল্ কি? [২৯] পরমেশ্বর কহেন, আমার বাক্য কি অগ্নিস্বরূপ নয়? ও পাষাণ ভগ্নকারি হাতুড়ির তুল্য নয়? [৩০] অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে ২ ভবিষ্যদ্বক্তা আপন ২ প্রতিবাসিহইতে আমার বাক্য চুরি করে, আমি তাহাদের বিপক্ষ হই। [৩১] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আপন ২ জিহ্বা লাড়িয়া 'তিনি কহেন,' ইহা বলে, আমি তাহাদের প্রতিকূলে আছি। [৩২] পরমেশ্বর কহেন, যাহারা মিথ্যাস্বপ্ন প্রকাশ করে ও তাহার বৃত্তান্ত কহে, এবং আপনাদের মিথ্যা ও দর্পকথাদ্বারা আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে, আমি তাহাদের বিপক্ষ আছি; পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগকে পাঠাই নাই ও কোন আজ্ঞা দি নাই; তাহারা এই লোকদের কিছু উপকার করিতে পারে না।

[৩৩] যে সময়ে এই লোকেরা কিম্বা কোন ভবিষ্যদ্বক্তা বা যাজক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, পরমেশ্বরের ভার কি? তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবা, ভারের কথা কেন বল? পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদিগকে দূর করিব। [৩৪] এবং 'পরমেশ্বরের ভার,' এই বাক্য যে ভবিষ্যদ্বক্তা বা যাজক বা সামান্য ব্যক্তি কহিবে, তাহাকে ও তাহার বংশকে আমি দণ্ড দিব। [৩৫] তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ প্রতিবাসিকে ও আপন ২ ভ্রাতাকে এই কথা কহিও, পরমেশ্বর কি উত্তর দিলেন? বা, পরমেশ্বর কি কথা কহিলেন? [৩৬] কিন্তু 'পরমেশ্বরের ভার,' এই কথার উচ্চারণ আর করিও না; করিলে প্রত্যেক জনের সেই বাক্য তাঁহার ভারস্বরূপ হইবে; কারণ তাহাদ্বারা তোমরা অমর ঈশ্বরের অর্থাৎ আম্মাদের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের বাক্য বিপরীত করিতেছ। [৩৭] তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিও, পরমেশ্বর তোমাকে কি উত্তর দিলেন? বা পরমেশ্বর কি কহিলেন? [৩৮] কিন্তু 'পরমেশ্বরের ভার,' এই কথা যদি কহ, তবে তৎপ্রযুক্ত পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের কাছে লোক প্রেরণ করিয়া 'পরমেশ্বরের ভার' এই কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তোমরা 'পরমেশ্বরের ভার' কহিতেছ। [৩৯] অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে নগর দিয়াছি, তাহা শুদ্ধ তোমাদিগকে ভারস্বরূপ তুলিয়া আপনার নিকটহইতে দূরে নিক্ষেপ করিব, [৪০] এবং চিরস্থায়ি অপমানে ও অবিস্মরণীয় লজ্জাতে তোমাদিগকে ভারগ্রস্ত করিব।

২৪ অধ্যায়।

উত্তম ও অধম ডুম্বুরফলের দৃষ্টান্ত, ও যে লোকেরা বাবিলহইতে যিহূদাতে ফিরিয়া আসিবে তাহারা উত্তম ডুম্বুরফলস্বরূপ, এবং সিদিকিয় প্রভৃতি যে ২ অবশিষ্ট লোক দেশান্তরে ছিন্নভিন্ন হইবে তাহারা অধম ডুম্বুরফলস্বরূপ।

[১] যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন্ নামক যিহূদা দেশের রাজা ও যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও সূত্রধর ও কর্ম্মকার সকল বাবিল্ দেশীয় নিবূখদনিৎসর রাজাদ্বারা বন্দিরূপে যিরূশালম্‌হইতে বাবিলে নীত হইলে পর পরমেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে নিবেদিত দুই ডালা ডুম্বুরফল পরমেশ্বর আমাকে দেখাইলেন। [২] তাহার এক ডালাতে প্রথম কালের সুপক্ক অতি উত্তম ফল ছিল, ও অন্য ডালাতে এমত মন্দ ফল ছিল, যে কুরস প্রযুক্ত তাহা ভোজন করা যায় না। [৩] তখন পরমেশ্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যিরিমিয়, তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, ডুম্বুরফল; তাহার মধ্যে ভাল ফল

অতি উত্তম, এবং মন্দ ফল এমত মন্দ যে কুরস প্রযুক্ত তাহা খাওয়া যায় না। [৪] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল। [৫] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যে যিহূদীয় বন্দি লোকদিগকে মঙ্গলার্থে এই স্থানহইতে কস্‌দীয় দেশে পাঠাইয়াছি, তাহাদিগকে এই উত্তম ডুম্বুরফলের ন্যায় গ্রাহ্য করিব; [৬] ও তাহাদের প্রতি মঙ্গলার্থে দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; এবং তাহাদের বৃদ্ধি করিব, আর উৎপাটন করিব না; এবং রোপণ করিব, আর উন্মূলন করিব না। [৭] এবং আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা জানিতে তাহাদিগকে মন দিব; তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব; কেননা তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার প্রতি ফিরিবে। [৮] কিন্তু যে মন্দ ডুম্বুরফল কুরস প্রযুক্ত ভোজন করা যায় না, তাহার ন্যায় আমি যিহূদীয় রাজা সিদিকিয়কে ও তাহার অধ্যক্ষগণকে ও এই দেশে অবশিষ্ট কিম্বা মিসরদেশে প্রবাসকারি যিরূশালমের লোকদিগকে করিব; ইহা পরমেশ্বর কহেন। [৯] আমি পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যে তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন ও ক্লেশযুক্ত করিব; এবং যে২ স্থানে তাহাদিগকে তাড়না করিব, সেই২ স্থানে তাহারা নিন্দার ও বিদ্রূপের ও অপবাদের ও অভিশাপের পাত্র হইবে। [১০] এবং আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহাহইতে তাহারা যে পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ তাহাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব।

২৫ অধ্যায়।

১ লোকদের দোষের বিষয়ে যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৮ ও তন্নিমিত্তে সত্তরি বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের ভাবিদণ্ড, ১২ ও তাহাদের শত্রু বাবিলীয় লোকদের ভাবিদণ্ড, ১৫ ও অনেক দেশীয় লোকদিগকে ক্রোধরূপ পাত্রে পান করাওন ও তদ্বিষয়ে যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৩৪ ও মেষপালকদের ভাবিবিনাশ।

[১] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসর সময়ে, অর্থাৎ বাবিলের নিবূখদনিৎসর রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে, যিহূদীয় তাবৎ লোকদের বিষয়ে পরমেশ্বরের বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে, [২] যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাবৎ যিহূদি লোকের ও যিরূশালম্‌ নিবাসি সকলের নিকটে তাহা প্রচার করিয়া কহিল, [৩] আমোনের পুত্র যোশিয় নামে যিহূদার রাজার অধিকারের ত্রয়োদশ বৎসরাবধি অদ্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োবিংশতি বৎসর অবধি পরমেশ্বরের বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে, এবং আমি যত্নপূর্ব্বক তোমাদিগকে তাহা কহিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহাতে মনোযোগ কর না। [৪] এবং পরমেশ্বর যত্নপূর্ব্বক আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু তোমরা তাহাতেও অমনোযোগী হইয়া শুনিতে কর্ণপাত কর না। [৫] তিনি কহেন, বিনয় করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ কুপথ ও দুষ্ট ক্রিয়াহইতে ফির, তাহাতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছেন, তাহাতে সদাকাল পর্য্যন্ত বাস করিতে পাইবা। [৬] এবং ইতর দেবগণের সেবা ও পূজা করিতে তাহাদের পশ্চাদ্‌গামী হইও না, ও আপনাদের হস্তকৃত বস্তুদ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিও না; তাহাতে আমি তোমাদের কোন অমঙ্গল করিব না। [৭] কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ না করিয়া আপনাদের হস্তকৃত বস্তুদ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়া আপনাদের অমঙ্গল জন্মাইতেছ।

[৮] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আমার কথা শুন না, [৯] এই জন্যে দেখ, আমি দূত প্রেরণ করিয়া উত্তরদেশীয় তাবৎ বংশকে, বিশেষতঃ আমার দাস বাবিলীয় নিবূখদনিৎসর রাজাকে এই দেশের ও তন্নিবাসিদিগের ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থিত তাবজ্জাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে আনিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত রূপে বিনষ্ট করিব, এবং বিস্ময় ও নিন্দা ও নিত্যস্থায়ি বিনাশ ভোগ করাইব। [১০] এবং তাহাদের মধ্যহইতে উল্লাসের ও আনন্দের ধ্বনি এবং রব কন্যার বর ও যাঁতার শব্দ ও প্রদীপের আলো দূর করিব। [১১] তাহাতে এই সমস্ত দেশ বিস্ময়জনক ও উচ্ছিন্ন হইবে; এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বাবিলের রাজার দাস হইবে।

[১২] পরমেশ্বর কহেন, সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি বাবিলের রাজাকে ও তদ্দেশীয় লোকদিগকে তাহাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল দিব, এবং কস্‌দীয়দের দেশের নিত্যস্থায়ি বিনাশ ঘটাইব। [১৩] এবং আমি সেই দেশের বিরুদ্ধে যে সকল বাক্য কহিয়াছি, অর্থাৎ ভিন্নজাতীয় তাবৎ লোকদের বিরুদ্ধে যিরিমিয়ের কথিত যত ভবিষ্যদ্বাক্য এই পুস্তকে লিখিত আছে, সে সকল বাক্য আমি ঐ দেশের প্রতি সফল করিব। [১৪] তাহাতে নানা জাতীয় অনেক লোক ও মহারাজগণ তাহাদিগকেও দাস্য কর্ম্ম করাইবে, এবং আমি তাহাদের ক্রিয়ানুসারে ও হস্তের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে প্রতিফল দিব।

[১৫] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমি এই ক্রোধরূপ দ্রাক্ষারসের পাত্র আমার হস্তহইতে গ্রহণ কর, এবং যে২ দেশীয় লোকদের নিকটে আমি তোমাকে পাঠাই, তুমি গিয়া তাহাদিগকে তাহা পান করাও। [১৬] তাহারা পান করিয়া টলটলায়মান হইয়া তাহাদের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাইব, তৎপ্রযুক্ত উন্মত্ত হউক। [১৭] তখন আমি পরমেশ্বরের হস্তহইতে সেই পাত্র গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বর যে২ দেশীয় লোকদের কাছে আমাকে পাঠাইলেন, তাহাদিগকে পান করাইলাম; [১৮] বিশেষতঃ অদ্যকার মত বিনাশ ও বিস্ময় ও নিন্দা ও অভিশাপগ্রস্ত হওনার্থে যিরূশালমকে ও যিহূদার সমূহনগরকে ও রাজগণকে ও অধ্যক্ষগণকে তাহা দিলাম। [১৯] পরে মিসরের ফিরৌণ রাজা ও তাহার মন্ত্রিগণ ও অধ্যক্ষগণ ও প্রজা লোক; [২০] ও আরবীয় লোক, এবং উষ্ দেশের রাজগণ, ও পিলেষ্টীয় রাজগণ অর্থাৎ অস্কিলোন্ ও অসা ও ইক্রোণ্ ও অস্‌দোদের অবশিষ্ট লোক; [২১] এবং ইদোম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোনের বংশ, [২২] এবং সোরের তাবৎ রাজা ও সীদোনের তাবৎ রাজা ও সমুদ্রের ওপারস্থ দ্বীপের রাজগণ, [২৩] এবং দিদন্ ও তেমা ও বূষ্‌দেশীয় লোক, ও ছিন্নকেশ লোক, [২৪] এবং আরবীয় রাজগণ ও প্রান্তরবাসি আরবীয় লোকদের রাজগণ, [২৫] ও সিম্রীর রাজগণ, ও ঐলমের রাজগণ, ও মাদীয়দের রাজগণ, [২৬] এবং নিকটস্থ ও দূরস্থ উত্তরদেশীয় রাজগণ, ও পৃথিবীতে যত দেশ আছে, সেই সকলের রাজগণকে ক্রমশঃ তাহা দিলাম; এই সকলের পরে শেশক্ নামে রাজা তাহা পান করিবে। [২৭] এবং তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা পান করিয়া মত্ত হইয়া বমন করিবা, ও তোমাদের মধ্যে মৎপ্রেরিত খড়্গে পতিত হইয়া আর উঠিবা না। [২৮] আর যদি তাহারা তোমার হস্তহইতে পানার্থে পাত্র গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে তাহাদিগকে কহিবা, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমাদিগকে অবশ্য পান করিতে হইবে। [২৯] দেখ, যে নগর আমার নামে বিখ্যাত, আমি প্রথমে তাহার অমঙ্গল করি, অতএব তোমরা কেন নির্দ্দণ্ড হইবা? কখনো হইবা না। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি তাবৎ জগন্নিবাসির বিরুদ্ধে খড়্গ আহ্বান করিব। [৩০] অতএব তুমি তাহাদের কাছে এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া বল, পরমেশ্বর ঊর্দ্ধহইতে অতি গভীর শব্দ করিবেন, ও আপন পবিত্র বাসস্থানহইতে আপন রব প্রকাশ করিবেন, ও আপন বিশ্রামস্থানের প্রতি মহাগর্জ্জন করিবেন, এবং জগন্নিবাসি তাবতের বিপরীতে দ্রাক্ষামর্দ্দকের শব্দের ন্যায় শব্দ করিবেন। [৩১] সেই শব্দ পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিবে, কেননা তাবজ্জাতীয়দের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের বিবাদ হইবে; তিনি প্রাণিমাত্রের বিচার করিবেন, ও পাপিদিগকে খড়্গে সমর্পণ করিবেন, এই কথা পরমেশ্বর কহেন। [৩২] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, দেশে২ ক্রমশঃ অমঙ্গল ঘটিবে, ও পৃথিবীর সীমাহইতে মহা ঘূর্ণবায়ু উঠিবে। [৩৩] তৎকালে পরমেশ্বরকর্তৃক হত লোক পৃথিবীর আদ্যন্ত পর্য্যন্ত পতিত হইবে, কেহ তাহাদের নিমিত্তে বিলাপ করিবে না, ও তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া কবর দিবে না, তাহারা ভূমির উপরে সারের ন্যায় পতিত থাকিবে।

[৩৪] হে মেষপালকগণ, তোমরা আর্ত্তস্বর কর ও রোদন কর; ও হে মেষাগ্রগামিগণ, তোমরা ধূলিতে লুণ্ঠিত হও, কেননা তোমাদের বধের দিন উপস্থিত; তাহাতে তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া মনোহর পাত্রের ন্যায় পতিত হইবা। [৩৫] মেষপালকগণ রক্ষাস্থান ও মেষাগ্রগামিগণ পলায়নের উপায় পাইবে না। [৩৬] তাহাতে মেষপালকদের ক্রন্দনের শব্দ ও মেষাগ্রগামিদের আর্ত্তস্বর শুনা যাইবে, কেননা পরমেশ্বর তাহাদের চরাণস্থান উচ্ছিন্ন করিবেন। [৩৭] পরমেশ্বরের ক্রোধাগ্নিদ্বারা শান্তিযুক্ত নিবাস বিনষ্ট হইবে। [৩৮] তিনি গুপ্ত স্থানহইতে নির্গত সিংহের ন্যায় হইবেন, এবং ক্লেশদাতার রোষ ও জ্বলন্ত ক্রোধ প্রযুক্ত তাহাদের দেশ উচ্ছিন্ন হইবে।

২৬ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের বিরুদ্ধে যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৭ ও তৎপ্রযুক্ত যাজকগণদ্বারা যিরিমিয়ের ধরা পড়ন ও যিরিমিয়ের উত্তর করণ, ১৬ ও অধ্যক্ষগণ কর্তৃক মীখায়ের ও ঊরিয়ের দৃষ্টান্তকথা ও যিরিমিয়ের রক্ষা।

[১] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদা দেশীয় রাজার অধিকারের আরম্ভ সময়ে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল। [২] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে ভজনা করিতে আগত যিহূদা দেশের তাবৎ নগর নিবাসি লোকদিগকে যে২ কথা কহিতে আমি তোমাকে আজ্ঞা করি, সে সমস্তই তাহাদিগকে বল, এক কথাও ন্যূন রাখিও না। [৩] কি জানি তাহারা মনোযোগ করিয়া

আপন ২ কুপথহইতে ফিরিবে; তাহা হইলে তাহাদের মন্দ কর্ম্ম প্রযুক্ত আমি তাহাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাইতে মনস্থ করিয়াছি, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইব। [৪] তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমাদের প্রতি যে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছি, তদনুসারে চলিতে, [৫] এবং আমি অমনোযোগি তোমাদের প্রতি আপনার দাস যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে অতি যত্ন পূর্ব্বক পাঠাইয়াছি, তাহাদের কথা মানিতে যদি তোমরা আমার প্রতি মনোযোগ না কর, [৬] তবে আমি এই মন্দির শীলোর তুল্য করিব, এবং এই নগরকে পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতীয় লোকদের শাপাস্পদ করিব।

[৭] পরমেশ্বরের মন্দিরে এই কথা যিরিমিয়ের কহন সময়ে যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও তাবৎ লোক তাহা শুনিল। [৮] তাহাতে যিরিমিয় তাবৎ লোকদের কাছে পরমেশ্বরের আজ্ঞাপিত সমস্ত কথা কহা সাঙ্গ করিলে পর যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও লোক সকল তাহাকে ধরিয়া কহিল, তোমাকে অবশ্য হত হইতে হইবে। [৯] তুমি কেন পরমেশ্বরের নাম করিয়া, এই মন্দির শীলোর ন্যায়, এবং এই নগর উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য হইবে, এমত ভবিষ্যৎকথা প্রচার করিতেছ? এই রূপে পরমেশ্বরের মন্দিরে যিরিমিয়ের বিপক্ষে তাবৎ লোক একত্র হইল। [১০] তাহাতে যিহূদার অধ্যক্ষগণ এ কথা শুনিয়া রাজবাটীহইতে পরমেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের নূতন দ্বারের প্রবেশস্থানে বসিল। [১১] তখন যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ অধ্যক্ষদিগকে ও তাবৎ লোককে কহিল, এই মানুষ প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাত্র, কেননা এই নগরের বিপরীতে এ যে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে, তাহা তোমরা আপন ২ কর্ণে শুনিলা। [১২] তখন যিরিমিয় অধ্যক্ষগণকে ও তাবৎ লোককে কহিল, তোমরা যে সকল বাক্য শুনিলা, তাহা এই মন্দির ও নগরের বিপরীতে কহিতে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। [১৩] অতএব তোমরা আপন ২ আচরণ ও ক্রিয়া শুদ্ধ কর, ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের কথা মান্য কর; তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইবেন। [১৪] দেখ, আমি তোমাদের হস্তগত আছি, তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল ও যথার্থ, তাহা আমার প্রতি কর। [১৫] কিন্তু তোমরা যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমরা আপনাদের ও এই নগরের ও তন্নিবাসিদের উপরে নির্দ্দোষের বধাপরাধ আনিবা, ইহা নিশ্চয় জান; কেননা এই সকল কথা তোমাদের কর্ণগোচরে কহিতে পরমেশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে নিতান্ত প্রেরণ করিয়াছেন।

[১৬] তখন অধ্যক্ষগণ ও লোক সকল যাজকদিগকে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে কহিল, এ মনুষ্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কেননা এ আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নামে আমাদের প্রতি কথা কহিল। [১৭] তাহাতে দেশীয় কএক প্রাচীন লোক উঠিয়া সভাস্থ লোক সকলকে কহিল, [১৮] যিহূদার হিষ্কিয় রাজার অধিকারসময়ে মোরেষ্টীয় মীখা নামক ভবিষ্যদ্বক্তা যিহূদার সমস্ত লোককে এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, ‘সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সিয়োন্ ক্ষেত্রের ন্যায় চাসিত হইবে, ও যিরূশালম প্রস্তরের ঢিবিমাত্র হইবে; এবং যে পর্ব্বতে এই মন্দির আছে, সে বনস্থ টিকরস্থানের ন্যায় হইবে।’ [১৯] তাহাতে যিহূদার হিষ্কিয় রাজা ও তাবৎ যিহূদি লোক কি তাহাকে বধ করিয়াছিল? সে কি পরমেশ্বরহইতে ভীত হইয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে নাই? তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছিলেন, তাহাহইতে কি ক্ষান্ত হইলেন না? কিন্তু আমরা আপনাদের প্রাণের বড় বিপদ্ জন্মাইতেছি।

[২০] কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ নগরস্থ শিময়িয়ের পুত্র উরিয় নামে আর এক জন পরমেশ্বরের নামে যিরিমিয়ের বাক্যের ন্যায় এই নগর ও এই দেশের প্রতিকূলে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিল। [২১] পরে তাহার কথা যিহোয়াকীম রাজার ও তাহার পরাক্রান্ত লোকদের ও অধ্যক্ষগণের কর্ণগোচর হইলে রাজা তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উরিয় তাহা শুনিতে পাইয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া মিসরে গেল। [২২] তাহাতে যিহোয়াকীম্ রাজা অক্‌বোরের পুত্র ইলনাথন্‌কে এবং অন্য কএক লোককে মিসরদেশে প্রেরণ করিল। [২৩] তাহারা উরিয়কে মিসরদেশহইতে আনিয়া যিহোয়াকীম রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল, তাহাতে রাজা তাহাকে খড়্গদ্বারা বধ করিয়া সামান্য লোকের কবরস্থানে তাহার শব নিক্ষেপ করাইল। [২৪] কিন্তু যথার্থে লোকদের হস্তে যিরিমিয় যেন সমর্পিত না হয়, তন্নিমিত্তে শাফনের পুত্র অহীকাম্ তাহার সাহায্য করিল।

২৭ অধ্যায়।

১ যোঁয়ালির দৃষ্টান্তদ্বারা যিহূদি লোকদের দাসত্ব প্রকাশ করণ ও তাহা স্বীকার করিতে যিরিমিয়ের বিনয়, ১২ ও সিদিকিয় রাজার প্রতি বিনয়, ১৬ ও যাজকগণের প্রতি তদ্রূপ ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৯ ও মন্দিরে অবশিষ্ট ধাতুপাত্রের বাবিলে নীত হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] যোশিয়ের পুত্র সিদিকিয় নামক যিহূদি রাজার অধিকারের আরম্ভসময়ে পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের প্রতি উপস্থিত হইল। [২] পরমেশ্বর কহেন, তুমি বন্ধনী ও যোঁয়ালি প্রস্তুত করিয়া আপন স্কন্ধে দেও। [৩] পরে যে দূতগণ যিরূশালমে যিহূদার সিদিকিয় রাজার নিকটে আসিয়াছে, তাহাদের দ্বারা ইদোমের রাজার ও মোয়াবের রাজার ও অম্মোনবংশের রাজার ও সোরের রাজার ও সীদোনের রাজার নিকটে তাহা পাঠাও। [৪] এবং আপন২ কর্ত্তার নিকটে কথনীয় বাক্য বিষয়ে তাহাদিগকে এই আদেশ কর, ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আপন২ প্রভুকে এই কথা বল। [৫] আমি আপনার মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা জগৎ ও জগন্নিবাসি মনুষ্য ও পশুগণকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং যাহাকে দিতে আমার বিহিত বোধ হয়, তাহাকে তাহা দিয়া থাকি। [৬] সম্প্রতি আমি আপন দাস বাবিলীয় নিবূখদনিৎসর্ রাজার হস্তে এই সকল দেশ সমর্পণ করিলাম, এবং তাহার দাস্যকর্ম্ম করণার্থে বনপশুদিগকেও তাহাকে দিলাম। [৭] অতএব সর্ব্বজাতীয় লোক তাহার ও তাহার পুত্রের ও তাহার পৌত্রের দাস হইবে; পরে তাহার দেশের পালা উপস্থিত হইলে নানাজাতীয় লোক ও মহারাজগণ তাহাকেও দাস্যকর্ম্ম করাইবে। [৮] এখন যে দেশীয় ও যে রাজ্যীয় লোকেরা বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসরের দাস না হইবে, ও বাবিলীয় রাজার যোঁয়ালির নীচে আপন গ্রীবা না রাখিবে, পরমেশ্বর কহেন, আমি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা সেই লোকদিগকে দণ্ড দিতে২ তাহার হস্তদ্বারা তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। [৯] অতএব 'তোমরা বাবিলের রাজার দাস হইবা না;' এই বাক্য যাহারা কহে, তোমাদের সেই ভবিষ্যদ্বক্তা ও মন্ত্রজ্ঞ ও স্বপ্নদর্শক ও গণক ও মায়াবিদের কথাতে মনোযোগ করিও না। [১০] কেননা তোমরা যেন আপন২ দেশহইতে দূরীকৃত হও, এবং আমাদ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হও, এই জন্যে তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাক্য কহে। [১১] কিন্তু যে দেশীয় লোকেরা বাবিলীয় রাজার যোঁয়ালির নীচে আপন গ্রীবা রাখিয়া তাহার দাস হইবে, পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগকে তাহাদের দেশে থাকিতে দিব; তাহাতে তাহারা কৃষি কর্ম্ম করিয়া সে দেশে বাস করিবে।

[১২] পরে আমি এই বক্ষ্যমাণ বাক্যানুসারে যিহূদার সিদিকিয় রাজাকে কহিলাম, তোমরা আপন২ গ্রীবা বাবিলীয় রাজার যোয়ালির নীচে রাখিয়া তাহার ও তাহার লোকদের দাস হও, তাহাতে তোমরা বাঁচিবা। [১৩] যে দেশীয় লোকেরা বাবিলের রাজার দাস না হইবে, তাহাদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বর যে কথা কহিয়াছেন, তদনুসারে তোমরা অর্থাৎ তুমি ও তোমার প্রজাগণ খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে কেন মরিবা? [১৪] 'তোমরা বাবিলের রাজার দাস হইবা না,' যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এমন কথা কহে, তাহাদের বাক্যে মনোযোগ করিও না, কেননা তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাক্য কহে। [১৫] পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগকে পাঠাই নাই, কিন্তু তোমাদের কাছে যাহারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও তোমরা উভয়ে যেন আমাদ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হও, এই নিমিত্তে তাহারা আমার নাম করিয়া মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাক্য কহে।

[১৬] পরে আমি যাজকদিগকে ও তাবৎ লোকদিগকে ইহা কহিলাম, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, 'অতি অল্প কালের মধ্যে বাবিল্‌হইতে পরমেশ্বরের মন্দিরের পাত্র সকল পুনর্ব্বার আনীত হইবে,' তোমাদের যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এই কথা প্রচার করে, তাহাদের বাক্যে মনোযোগ করিও না, কেননা তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাক্য কহে। [১৭] অতএব তোমরা তাহাদের কথা না মানিয়া বাবিলের রাজার দাস হও, তাহাতে বাঁচিবা; এই নগর কেন বিনষ্ট হইবে? [১৮] তাহারা যদি সত্য ভবিষ্যদ্বক্তা হয়, ও তাহাদের অন্তরে যদি পরমেশ্বরের বাক্য থাকে, তবে পরমেশ্বরের মন্দিরে ও যিহূদার রাজবাটীতে ও যিরূশালমে যে২ পাত্র অবশিষ্ট আছে, সে সকল যেন বাবিলে না যায়, এই নিমিত্তে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুক।

[১৯] কেননা এই নগরে অবশিষ্ট দুই স্তম্ভ ও সমুদ্ররূপ পাত্র ও পীঠগণ প্রভৃতি তাবৎ পাত্রের বিষয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, [২০] যে সময়ে বাবিল দেশীয় নিবূখদনিৎসর রাজা যিহোযাকীমের পুত্র যিহোয়াখীন্ নামক যিহূদীয় রাজাকে এবং যিহূদার ও যিরূশালমের তাবৎ অধ্যক্ষগণকে যিরূশালম্‌হইতে বাবিলে লইয়া গিয়াছিল, তৎকালে এই সকল পাত্র লইয়া যায় নাই। [২১] কিন্তু ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহার বিষয়ে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দিরে ও যিহূদীয় রাজার বাটীতে ও যিরূশালমে অবশিষ্ট তাবৎ পাত্রের বিষয়ে এই কথা কহেন। [২২] পরমেশ্বর কহেন, সে সমস্ত বাবিলে নীত হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত আমি তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান না করিব, তাবৎ সেই স্থানে থাকিবে; পরে আমি সে সমস্ত পুনর্ব্বার এই স্থানে লইয়া আসিব।

২৮ অধ্যায়।

১ হনানিয়ের মিথ্যাভবিষ্যদ্বাক্য, ৫ ও তদ্বিষয়ে যিরিমিয়ের বাক্য, ১০ ও হনানিয়দ্বারা যিরিমিয়ের কাষ্ঠের যোঁয়ালি ভগ্ন হওন, ১২ ও লৌহযোঁয়ালির বিষয়ে যিরিমিয়ের কথা, ১৫ ও হনানিয়ের মরণ বিষয়ে যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] অপর ঐ বৎসরে অর্থাৎ যিহূদার সিদিকিয় রাজার প্রথম অধিকারের চতুর্থ বৎসরের পঞ্চম মাসে গিবিয়োন্ নিবাসি অসূরের পুত্র হনানিয় ভবিষ্যদ্বক্তা পরমেশ্বরের মন্দিরে যাজকগণের ও সকল লোকের সাক্ষাতে আমাকে এই কথা কহিল। [২] 'ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি বাবিলের রাজার যোঁয়ালি ভগ্ন করিলাম। [৩] বাবিলের নিবূখদনিৎসর রাজা এই স্থানহইতে পরমেশ্বরের মন্দিরের যে২ পাত্র বাবিলে লইয়া গিয়াছে, সে সকল আমি দুই বৎসরের মধ্যে এই স্থানে পুনর্ব্বার আনিব। [৪] পরমেশ্বর কহেন, আমি যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন্ নামক যিহূদীয় রাজাকে ও বাবিলে গত বন্দি যিহূদি লোকদিগকে পুনর্ব্বার এই স্থানে আনিব, কেননা আমি বাবিলের রাজার যোঁয়ালি ভগ্ন করিব।

[৫] পরে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা পরমেশ্বরের মন্দিরে দণ্ডায়মান যাজকদের ও তাবৎ লোকদের সাক্ষাতে হনানিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে উত্তর দিল। [৬] যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা এই কথা কহিল, এমন হউক, পরমেশ্বর তাহাই করুন; পরমেশ্বরের মন্দিরের পাত্র ও সকল বন্দি লোককে বাবিলহইতে পুনর্ব্বার এই স্থানে আনিয়া পরমেশ্বর তোমার কথিত ভবিষ্যদ্বাক্য সিদ্ধ করুন। [৭] কিন্তু আমি তোমার ও সকল লোকের কর্ণগোচরে একটি কথা কহি, তাহা শুন। [৮] আমার ও তোমার পূর্ব্বে যে প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ছিল, তাহারা অনেক দেশ ও মহৎ রাজ্যের বিরুদ্ধে ভাবি যুদ্ধের ও অমঙ্গলের ও মহামারীর কথা কহিয়াছে। [৯] আর কোন ভবিষ্যদ্বক্তা যদি ভাবি মঙ্গলের কথা কহে, তবে সেই ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য সফল হওনদ্বারা সে পরমেশ্বরের প্রেরিত সত্য ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে পরিচিত হয়।

[১০] অনন্তর হনানিয় ভবিষ্যদ্বক্তা যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার স্কন্ধহইতে সেই যোঁয়ালি লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। [১১] এবং সকল লোকদের সাক্ষাতে এই কথা কহিল, পরমেশ্বর কহেন, এইরূপে আমি দুই বৎসরের মধ্যে বাবিলের নিবূখদনিৎসর রাজার যোঁয়ালি ভাঙ্গিয়া তাবৎ দেশীয় লোকদের স্কন্ধহইতে দূর করিব। তাহা শুনিয়া যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা চলিয়া গেল।

[১২] হনানিয় ভবিষ্যদ্বক্তা যিরিমিয়ের স্কন্ধহইতে যোঁয়ালি লইয়া ভাঙ্গিলে পরে যিরিমিয়ের প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [১৩] তুমি গিয়া হনানিয়কে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি কাষ্ঠের যোঁয়ালি ভাঙ্গিলা বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে লৌহের যোঁয়ালি প্রস্তুত করিলা। [১৪] কেননা ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই সকল জাতীয় লোকেরা যেন বাবিলীয় নিবূখদনিৎসর্ রাজার দাস হয়, এই জন্যে আমি তাহাদের স্কন্ধে লৌহের যোঁয়ালি দিলাম; তাহারা তাহার দাস হইবে; এবং আমি তাহাকে প্রান্তরের পশু সকলকেও দিলাম।

[১৫] পরে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা হনানিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিল, হে হনানিয়, শুন। পরমেশ্বর তোমাকে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু তুমি এই লোকদিগকে মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস করাইতেছ। [১৬] অতএব পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাকে পৃথিবীহইতে তাড়িয়া দিব; তুমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কথা কহিয়াছ, এই জন্যে সম্বৎসরের মধ্যে মরিবা। [১৭] পরে হনানিয় ভবিষ্যদ্বক্তা সেই বৎসরের সপ্তম মাসে প্রাণ ত্যাগ করল।

২৯ অধ্যায়।

১ বন্দি লোকদের প্রতি যিরিমিয়ের পত্র প্রেরণ, ৪ ও বাবিলে বাস করিতে বিনয়, ৮ ও মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তার কথা না মানিবার উপদেশ, ১০ ও সত্তর বৎসরের পরে মুক্তি পাওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৫ ও পাপ প্রযুক্ত অবশিষ্ট লোকদের বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২১ ও দুই জন মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তার বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৪ ও যিরিমিয়ের বিরুদ্ধে শিময়িয়ের পত্র, ৩০ ও যিরিমিয়দ্বারা শিময়িয়ের সর্ব্বনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] যিহোয়াখীন্ রাজা ও রাজ্ঞী ও নপুংসক সকল এবং যিহূদার ও যিরূশালমের অধ্যক্ষগণ ও সূত্রধর ও কর্ম্মকারেরা যিরূশালমহইতে প্রস্থান করিলে পর [২] যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা অবশিষ্ট প্রধান বন্দি লোকদের ও যাজকগণের ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের ও নিবূখদনিৎসর কর্ত্তৃক যিরূশালমহইতে বাবিলে নীত সকল লোকের প্রতি যে পত্র লিখিয়া [৩] যিহূদার রাজা সিদিকিয়কর্ত্তৃক বাবিলে নিবূখদনিৎসর রাজার নিকটে প্রেরিত শাফনের পুত্র ইলিয়াসা ও হিল্কিয়ের পুত্র গিমরিয়ের হস্তদ্বারা যিরূশালমহইতে পাঠাইল, তাহার বিবরণ।

[৪] 'ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমাকর্ত্তৃক যিরূশালমহইতে বাবিলে নীত বন্দিগণের প্রতি আমার আজ্ঞা

এই। [5] তোমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস কর, এবং উপবন রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ কর। [6] এবং বিবাহ করিয়া কন্যাপুত্রের জন্ম দেও, এবং আপন২ পুত্রদিগকেও স্ত্রী গ্রহণ করাও, ও কন্যাদিগকে স্বামি গ্রহণ করাও, এবং তাহারা সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করুক; এই প্রকারে তোমরা ন্যূন না হইয়া সেখানে বর্দ্ধিত হও। [7] এবং আমি যে নগরে তোমাদিগকে বন্দিভাবে লইয়া গিয়াছি, তাহার মঙ্গল চেষ্টা কর, ও তাহার নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর; কেননা তাহার মঙ্গলে তোমাদের মঙ্গল হইবে।

[8] 'ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমাদের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও মন্ত্রজ্ঞ লোক আছে, তাহারা তোমাদিগকে না ভুলাউক, এবং তোমরা (তাহাদিগকে) যে স্বপ্ন দর্শন করাও, তাহার কথা মানিও না। [9] কেননা ঐ লোকেরা আমার নাম করিয়া মিথ্যা কথা কহে। পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই।

[10] 'পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বাবিল নগরে সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি তোমাদের তত্ত্বানুসন্ধান করিব, এবং তোমাদের নিকটে আমার প্রতিশ্রুত মঙ্গলের বাক্য, অর্থাৎ তোমাদিগকে পুনর্ব্বার এই স্থানে আনয়নের কথা সফল করিব। [11] পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের বিষয়ে যে মনস্থ স্থির করিয়াছি, তাহা আমি জানি; সে অমঙ্গলের মনস্থ নয়, কিন্তু মঙ্গলের, অর্থাৎ তোমাদিগকে ভাবি শুভাবস্থা ও প্রত্যাশা দেওনের মনস্থ। [12] তোমরা আমাকে আহ্বান করিবা, এবং আমার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিবা, তাহাতে আমি তোমাদের কথায় মনোযোগ করিব। [13] এবং তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবা; কারণ তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার অন্বেষণ করিবা। [14] পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের কর্তৃক প্রাপ্ত হইব; এবং পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদিগকে বন্দিত্বহইতে মুক্ত করিব, এবং যে ২ জাতীয় লোকদের যে ২ স্থানে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই সকল স্থানহইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব; এবং যে স্থানহইতে তোমাদিগকে দূর করিয়াছি, সেই স্থানে তোমাদিগকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইব।

[15] 'পরমেশ্বর বাবিলেও আমাদের নিমিত্তে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে উৎপন্ন করিতেছেন, এ কথা তোমরা কহিতেছ। [16] এই নিমিত্তে দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার ও এই নগরবাসি তাবৎ লোকদের বিষয়ে, এবং তোমাদের যত ভ্রাতা তোমাদের সহিত বন্দিত্বাবস্থাতে নীত হয় নাই, সেই সকলের বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন। [17] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের প্রতি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব; এবং যে ঘৃণার্হ ডুম্বুর ফল অতি কুরস প্রযুক্ত খাওয়া যায় না, তাহার ন্যায় তাহাদিগকে করিব। [18] আমি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইব, এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যে তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিব; এবং যে ২ জাতির মধ্যে তাহাদিগকে দূর করিব, সেই ২ জাতীয়দের নিকটে তাহাদিগকে শাপাস্পদ ও বিস্ময় ও ধিক্কার ও নিন্দার পাত্র করিব। [19] কারণ পরমেশ্বর কহেন, আমি যত্ন পূর্ব্বক তাহাদের নিকটে আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে পাঠাইলেও তাহারা আমার বাক্য শুনে নাই; পরমেশ্বর কহেন, আমার বাক্যে তাহারা মনোযোগও করে নাই। [20] কিন্তু তোমরা যত লোক বন্দিরূপে আমাদ্বারা যিরূশালমহইতে বাবিলে প্রেরিত হইয়াছ, সকলে পরমেশ্বরের কথায় মনোযোগ কর।

[21] 'কোলায়ের পুত্র যে আহাব ও মাসেয়ের পুত্র যে সিদিকিয় আমার নাম করিয়া তোমাদের কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, তাহাদের বিষয়ে ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ আমি বাবিল নগরের নিবূখদনিৎসর রাজার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; তাহাতে সে তোমাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে বধ করিবে। [22] এবং বাবিলে যত যিহূদীয় বন্দি লোক আছে, তাহাদের মধ্যে ঐ দুই জনের উপলক্ষ্যে এই অভিশাপের কথা প্রচলিত হইবে, "বাবিলের রাজা যে সিদিকিয়কে ও আহাব্কে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের ন্যায় পরমেশ্বর তোমাকে করুন।" [23] কেননা তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে কুক্রিয়া করিয়াছে, অর্থাৎ আপন২ প্রতিবাসির ভার্য্যার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং আমার নাম করিয়া আমি যাহা আজ্ঞা করি নাই, এমত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে; পরমেশ্বর কহেন, তাহা আমি জানি, এবং তাহার সাক্ষীও আছি।'

[24] তদ্ভিন্ন তুমি নিহিলামীয় শিময়িয়ের বিষয়ে এই কথা বল, [25] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি যিরূশালমস্থ তাবৎ লোকের প্রতি ও মাসেয় যাজকের পুত্র সিফনিয় প্রভৃতি তাবৎ যাজকের প্রতি আপনার নামে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছ। [26] 'যদি কেহ উন্মত্ত হইয়া আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া মানে,

তবে তাহাকে কারাগারে ও সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ করণার্থে যেন পরমেশ্বরের মন্দিরে রক্ষকগণ থাকে, এই জন্যে পরমেশ্বর যিহোয়াদা যাজকের পরিবর্ত্তে তোমাকে যাজকত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। [২৭] অতএব তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বের অভিমান করে যে অনাথোতীয় যিরিমিয়, তাহাকে তুমি কেন ভর্ৎসনা কর নাই? [২৮] কেননা সে বাবিলে আমাদের নিকটে এই কথা সম্বলিত এক পত্র প্রেরণ করিয়াছে, বিলম্ব হইবে, অতএব তোমরা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস কর, এবং উপবন রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ কর।' সিফনিয় যাজক যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার কর্ণগোচরে সেই পত্র পাঠ করিয়াছিল।

[৩০] তাহাতে যিরিমিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল; [৩১] তুমি বন্দি লোকদের কাছে এই কথা প্রেরণ কর, 'পরমেশ্বর নিহিলামীয় শিময়িয়ের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি শিময়িয়কে প্রেরণ না করিলেও সে তোমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া মিথ্যাকথাতে তোমাদের প্রত্যয় জন্মাইল। [৩২] অতএব পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি নিহিলামীয় শিময়িয়কে ও তাহার বংশকে দণ্ড দিব; এই লোকদের মধ্যে তাহার বংশীয় কোন লোক বাস করিবে না; আর পরমেশ্বর কহেন, আমি আপন প্রজাদের যে মঙ্গল করিব, তাহা সে দেখিতে পাইবে না; কারণ সে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কথা কহিয়াছে।'

৩০ অধ্যায়।

১ যিহূদীয় লোকদের মুক্তির ভবিষ্যদ্বাক্য, ৪ ও দুঃখের পরে সুখের কথা, ১০ ও যাকুবের প্রতি শাস্তির কথা, ১৮ ও যাকুব বংশের উন্নতির কথা, ২৩ ও পাপিলোকদের দণ্ডের কথা।

[১] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, [২] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমার কাছে যে সকল কথা কহি, তাহা এক পুস্তকে লিখিয়া রাখ [৩] কেননা পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি যে সময়ে আপন বন্দি ইস্রায়েল্ ও যিহূদা বংশীয় প্রজাদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহার মধ্যে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব, ও তাহা অধিকার করিতে দিব, এমন সময় আসিতেছে।

[৪] ইস্রায়েল্ ও যিহূদার বিষয়ে পরমেশ্বরের কথিত বাক্যের বৃত্তান্ত এই। [৫] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমরা শান্তি বিনা কেবল ভয়ের ও কম্পনের শব্দ শুনি। [৬] জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, পুরুষের কি প্রসববেদনা হয়? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোকের, তদ্রূপ প্রত্যেক পুরুষের কটিদেশে হস্তার্পণ ও তাবতের মুখ বিবর্ণ কেন দেখিতেছি? [৭] হায়! এই মহাদিনের ন্যায় ভয়ানক আর কোন দিন নাই; এ যাকুবের দুঃখের সময়, কিন্তু তাহাহইতে সে উদ্ধার পাইবে। [৮] কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি সেই দিনে তাহার গ্রীবাহইতে যোঁয়ালি ভগ্ন করিব, ও বন্ধন ছেদন করিব, এবং বিদেশিগণ তাহাকে দাসের কর্ম্ম আর করাইবে না। [৯] কিন্তু এই লোকেরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে, এবং আমি তাহাদের জন্যে যাঁহাকে উৎপন্ন করিব, আপনাদের সেই দায়ূদ্ রাজাকে সেবা করিবে।

[১০] পরমেশ্বর কহেন, হে আমার দাস যাকুব, ভয় করিও না; হে ইস্রায়েল্, ভীত হইও না; কেননা দেখ, আমি দূরহইতে তোমাকে ও বন্দিত্বদেশহইতে তোমার বংশকে উদ্ধার করিব, তাহাতে যাকুব্ ফিরিয়া আসিয়া শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করিবে, কেহ তাহাকে ভয় দেখাইবে না। [১১] কেননা পরমেশ্বর কহেন, তোমার পরিত্রাণার্থে আমি তোমার সঙ্গে ২ থাকিব; আমি যে সকল জাতীয়দের মধ্যে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিব, কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ করিব না; তথাপি তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব, অদণ্ডিত রাখিব না। [১২] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমার ক্ষত অপ্রতিকার্য্য, ও তোমার ঘা মহাদুঃখদায়ক। [১৩] তোমার ক্ষত বন্ধন করিতে তোমার সপক্ষ কেহ নাই, ও তোমার আরোগ্যের উপায় কেহ যোগায় না। [১৪] তোমার প্রেমকারিগণ তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছে, তোমার অন্বেষণমাত্র করে না; কারণ তোমার অপরাধের বাহুল্য ও ভারি পাপ প্রযুক্ত আমি শত্রুর ন্যায় তোমাকে আঘাত করিয়াছি, ও নির্দ্দয় লোকের ন্যায় তোমাকে শাস্তি দিয়াছি। [১৫] তোমার ক্ষত প্রযুক্ত কেন আর্ত্তস্বর কর? তোমার ক্ষত অপ্রতিকার্য্য; তোমার অপরাধের বাহুল্য ও ভারি পাপ প্রযুক্ত আমি তোমার প্রতি এই সকল করিয়াছি। [১৬] তথাচ যাহারা তোমাকে গ্রাস করে, তাহারা গ্রাসিত হইবে; ও তোমার উপদ্রবকারি সকল বন্দী হইবে; এবং যাহারা তোমার দ্রব্য লুট করে, তাহারা লুটিত হইবে; ও যাহারা তোমার দ্রব্য হরণ করে, তাহাদের দ্রব্য আমি হরণ করাইব। [১৭] 'এই সিয়োন্ দূরীকৃতা, কেহ তাহার তত্ত্বাবধারণ করে না,' এই কথা তাহারা বলে; এই কারণ পরমেশ্বর

কহেন, আমি তোমাকে পুনর্ব্বার সুস্থ করিব, ও তোমার ক্ষতের আরোগ্য করিব।

[১৮] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি যাকুবের তাম্বুনিবাসিগণকে বন্দিদশাহইতে মুক্ত করিব, ও তাহার বাসস্থানের প্রতি দয়া করিব; তাহাতে নগর আপন উপপর্ব্বতের উপরে পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইবে, ও রাজপুরীতে পূর্ব্বমত মানুষের বসতি হইবে। [১৯] এবং সেই স্থানের মধ্যহইতে ধন্যবাদ ও আনন্দধ্বনি নির্গত হইবে; এবং আমি লোকদের বৃদ্ধি করিব, তাহারা আর অল্প থাকিবে না; আমি তাহাদের গৌরব করিব, তাহারা আর ক্ষুদ্র থাকিবে না। [২০] এবং পূর্ব্বমত তাহাদের সন্তান সন্ততি হইবে, ও তাহাদের মণ্ডলী আমার সম্মুখে স্থিরীকৃত হইবে; এবং আমি তাহাদের উপদ্রবকারিগণকে দণ্ড দিব। [২১] তাহাদের স্ববংশীয় এক লোক তাহাদের রাজা হইবেন, ও তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন এক লোক তাহাদের শাসনকর্ত্তা হইবেন; এবং আমি তাঁহাকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিব, তাহাতে তিনি আমার নিকটে আসিবেন; কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমার নিকটে আসিতে যিনি আপন মনকে সমর্পণ করেন, তিনি কে? [২২] তোমরা আমার প্রজা হইবা, ও আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব।

[২৩] ঐ দেখ, পরমেশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ ঘূর্ণবায়ু নির্গত হইতেছে; সেই চিরস্থায়ি ঝড় ঘোরতররূপে দুষ্টদের মস্তকে পতিত হইবে [২৪] যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আপন মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন, তাবৎ তাঁহার প্রজ্বলিত ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না; তোমরা শেষকালে তাহা বুঝিতে পারিবা।

৩১ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের মুক্তির ভবিষ্যৎকথা, ১০ ও তাহা প্রচার করণ, ১৫ ও ক্রন্দনকারি রাহেলের প্রতি প্রবোধ কথা, ১৮ ও ইফ্রয়িমের বিলাপের কথা, ২১ ও ইস্রায়েলের পুনরাগমন, ২৭ ও পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৩১ ও মণ্ডলীর সহিত তাঁহার ভাবিনিয়ম, ৩৫ ও মণ্ডলীর স্থিরতা, ৩৮ ও তাহার বৃদ্ধি।

[১] পরমেশ্বর কহেন, সেই সময়ে আমি ইস্রায়েলের তাবৎ গোষ্ঠীর ঈশ্বর হইব, এবং তাহারা আমার প্রজা হইবে। [২] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, খড়্গহইতে অবশিষ্ট লোকেরা প্রান্তরে অনুগ্রহ পাইবে; আমি ইস্রায়েল্ লোকদিগকে বিশ্রাম দিতে গমন করিব। [৩] 'পরমেশ্বর দূর দেশে আমাকে দর্শন দিয়া (কহেন,) আমি নিত্য প্রেমেতে তোমাকে প্রেম করি, এই জন্যে দয়াতে তোমাকে আকর্ষণ করি।' [৪] হে ইস্রায়েলের কন্যে, আমি পুনর্ব্বার তোমাকে গ্রন্থন করিব, ও তুমি গ্রথিত হইবা, এবং পুনর্ব্বার তবলেতে বিভূষিত হইবা, এবং আনন্দকারি লোকদের সহিত নৃত্য করিতে২ গমন করিবা। [৫] এবং শোমিরোণের পর্ব্বতে পুনর্ব্বার দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিবা; কৃষি লোকেরা দ্রাক্ষালতা রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। [৬] এবং চল, আমরা সিয়োনে আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে গমন করি, এই কথা যে দিনে প্রহরিগণ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে ঘোষণা করিবে, এমত দিন উপস্থিত হইবে। [৭] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যাকুবের নিমিত্তে আনন্দধ্বনি কর, এবং সর্ব্বজাতীয়দের অগ্রগণ্যের কাছে হর্ষনাদ কর ও ধন্যবাদ কর, এবং উচ্চৈর্ধ্বনি করিয়া বল, হে পরমেশ্বর, তোমার প্রজাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েলের অবশিষ্ট লোকদিগকে পরিত্রাণ কর। [৮] দেখ, আমি তাহাদিগকে উত্তরদেশহইতে আনিব ও পৃথিবীর আদ্যন্তহইতে সংগ্রহ করিব, এবং তাহাদের অন্ধ ও খঞ্জ লোক ও গর্ভবতী ও প্রসূতা স্ত্রী শুদ্ধ মহামণ্ডলী এই স্থানে ফিরিয়া আসিবে। [৯] তাহারা ক্রন্দন করিতে২ আসিবে, এবং বিনয় করিতে২ আমাদ্বারা উপনীত হইবে; আমি স্রোতোবাহি নদীর নিকট দিয়া এমত সরল পথে তাহাদিগকে আনিব, যে তাহারা বিঘ্ন পাইবে না, যেহেতুক আমি ইস্রায়েলের পিতাস্বরূপ, ও ইফ্রয়িম্ আমার প্রথমজাত পুত্রস্বরূপ।

[১০] হে ভিন্নজাতীয় লোক সকল, তোমরা পরমেশ্বরের কথা শুন, এবং দূরস্থ দ্বীপে গিয়া তাহা প্রকাশ কর; এবং বল, যিনি ইস্রায়েল্ বংশকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে সংগ্রহ করিবেন, ও রক্ষক যেমন নিজ পালকে তেমনি তাহাকে রক্ষা করিবেন। [১১] কেননা পরমেশ্বর যাকুবকে মুক্ত করিবেন, ও তদপেক্ষা অধিক বলবানের হস্তহইতে তাহাকে উদ্ধার করিবেন। [১২] তাহাতে তাহারা আসিয়া সিয়োনের শৃঙ্গে গান করিবে, এবং গোম ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও মেষ ও গোবৎসের নিমিত্তে পরমেশ্বরের প্রসাদের নিকটে একত্রীভূত হইবে, এবং তাহাদের মন সুসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবে; তাহারা আর ক্ষীণ হইবে না। [১৩] তখন নৃত্যকারিণী কন্যা ও যুবগণ ও বৃদ্ধ লোকেরা একত্র হইয়া আনন্দ করিবে; কেননা আমি তাহাদের শোক দূর করিয়া আনন্দ জন্মাইব, ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব, ও ক্লেশের পরে আহ্লাদিত করিব। [১৪] পরমেশ্বর কহেন, আমি উত্তম সামগ্রীদ্বারা যাজকদের মন আপ্যায়িত করিব, এবং আমার প্রসাদদ্বারা আপন প্রজাদিগকে তৃপ্ত করিব।

[১৫] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, রামৎপুরে ক্রন্দন ও শোক ও তীব্র বিলাপের শব্দ শুনা যায়; রাহেল্ আপন বালকদের নিমিত্তে রোদন করিতেছে, তাহাদের বিষয়ে প্রবোধকথা মানে না, কেননা তাহারা নাই। [১৬] পরমেশ্বর কহেন, তোমার ক্রন্দনের শব্দ ও চক্ষুর জল নিবৃত্ত কর; কেননা পরমেশ্বর কহেন, তোমার কর্ম্ম সফল হইবে, ও তাহারা শত্রুদের দেশহইতে ফিরিয়া আসিবে। [১৭] পরমেশ্বর কহেন, তোমার ভাবিকালের বিষয়ে প্রত্যাশা আছে, ও তোমার সন্তানগণ আপন দেশের সীমাতে ফিরিয়া আসিবে।

[১৮] আপনার বিষয়ে ইফ্রয়িমের এমত বিলাপ কথা আমার কর্ণগোচর হইল, 'তুমি আমাকে শাস্তি দিয়াছ, এবং আমি অশিক্ষিত গোবৎসের ন্যায় শাস্তি ভোগ করিয়াছি; আমাকে পরাবর্ত্তন কর, তাহাতে আমি পরাবৃত্ত হইব, কেননা তুমিই আমার প্রভু পরমেশ্বর। [১৯] আমি পরাবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করি, ও শিক্ষা পাইয়া উরুতে আঘাত করি; আমি লজ্জিত ও ব্যাকুল আছি, কেননা যৌবনাবস্থার অপমান ভোগ করিতেছি।' [২০] ইফ্রয়িম্ কি আমার প্রিয় পুত্র? ও সে কি আনন্দদায়ি বালক? যদ্যপি আমি বার২ তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিয়াছি, তথাপি এখনো তাহাকে মনে করিতেছি; এই কারণ তাহার নিমিত্তে আমার অন্তর ব্যাকুল হয়; পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাকে অবশ্য দয়া করিব।

[২১] তুমি আপনার নিমিত্তে চিহ্ন রাখ ও উচ্চ পতাকা স্থাপন কর, ও যে রাজপথে গমন করিয়াছিলা, তাহাতে মনোযোগ কর। হে ইস্রায়েলের কন্যে, ফির; আপনার এই সকল নগরে ফিরিয়া আইস। [২২] হে বিপথগামিনি কন্যে, তুমি কত কাল ভ্রমণ করিবা? পরমেশ্বর পৃথিবীতে এক নূতন বিষয় সৃষ্টি করিবেন; স্ত্রী পুরুষকে বেষ্টন করিবে। [২৩] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে সময়ে আমি এই লোকদিগকে বন্দিত্বহইতে মুক্ত করিব, তৎকালে তাহারা যিহূদাদেশে ও তাহার নগরে পুনর্ব্বার এই কথা কহিবে, 'হে ধর্ম্মনিবাস, হে পবিত্র পর্ব্বত, পরমেশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।' [২৪] এবং যিহূদাবংশ ও তাহার তাবৎ নগরের লোক এবং কৃষক ও মেষপালকগণ একত্র তথায় বাস করিবে। [২৫] যেহেতুক আমি ক্লান্ত প্রাণিকে আপ্যায়িত করিব ও অবসন্ন তাবৎ প্রাণিকে তৃপ্ত করিব। [২৬] ইহাতে আমি জাগ্রৎ হইয়া দেখিলাম, আমার নিদ্রা সুখদায়ক ছিল।

[২৭] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি ইস্রায়েল্ ও যিহূদা লোকদের বংশবৃদ্ধি করিব, মনুষ্যের ও পশুর বংশবৃদ্ধি করিব, এমত সময় আসিতেছে [২৮] পরমেশ্বর কহেন, আমি যেমন তাহাদের উন্মূলন ও উৎপাটন ও নিপাত ও বিনাশ ও অমঙ্গল করিতে সচেতন ছিলাম, তেমনি তাহাদের গৃন্থন ও রোপণ করিতেও সচেতন হইব। [২৯] তাহাতে 'পিতাদিগের অম্ল দ্রাক্ষাফল ভোজনেতে সন্তানদের দন্ত জীর্ণ হইল,' এই কথা তৎকালের লোকেরা আর কহিবে না। [৩০] কিন্তু প্রত্যেক জন আপন২ পাপ প্রযুক্ত মরিবে, ও যে অম্ল দ্রাক্ষাফল ভোজন করিবে, তাহারই দন্ত জীর্ণ হইবে।

[৩১] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল্ বংশের ও যিহূদা বংশের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিব, এমত সময় আসিতেছে। [৩২] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে দিনে আমি মিসরদেশহইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করণার্থে তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, সেই দিনের নিয়মানুসারে নয়, কেননা তাহারা আমার নিয়ম অমান্য করিল, আর আমি তাহাদের পতি ছিলাম। [৩৩] কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনের পর আমি ইস্রায়েল্ বংশের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, আমি তাহাদের চিত্তে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। [৩৪] এবং 'তুমি পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হও,' এই কথা বলিয়া তাহারা আপন২ প্রতিবাসিকে ও আপন২ ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না; কারণ পরমেশ্বর কহেন, ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে; কেননা আমি তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না।

[৩৫] যিনি দিবসে দীপ্তি প্রদানার্থে সূর্য্য ও রাত্রিতে জ্যোৎস্না প্রদানার্থে চন্দ্রকলা ও নক্ষত্রগণ স্থাপন করেন, ও সমুদ্রকে আস্ফালন করাইয়া তাহার তরঙ্গকে গর্জ্জন করান, সেই সৈন্যাধ্যক্ষ যিহোবাঃ নামে বিখ্যাত পরমেশ্বর এই কথা কহেন। [৩৬] পরমেশ্বর কহেন, যদি এই সকল নিয়ম আমার গোচরহইতে বিচলিত হয়, তবে ইস্রায়েল্ বংশও আমার গোচরে এক নিত্য জাতি হইতে নিবৃত্ত হইবে। [৩৭] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ঊর্দ্ধে আকাশের মাপ ও নিম্নে পৃথিবীর মূলের অনুসন্ধান যদি করা যায়, পরমেশ্বর কহেন, তবে আমিও তাহাদের সমস্ত ক্রিয়া প্রযুক্ত তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে ত্যাগ

করিব। [৩৮] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে সময়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হননেলের দুর্গাবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত নগর নির্ম্মিত হইবে, এমত সময় আসিতেছে। [৩৯] তাহার পরিমাণরজ্জু তদবধি সম্মুখস্থ গারেব্ উপপর্ব্বত পর্য্যন্ত টানা যাইবে, ও ঘুরিয়া গোয়াতে উপস্থিত হইবে। [৪০] এবং শবের ও ভস্মের সমুদয় নিম্নভূমি ও কিদ্রোণ্ স্রোত পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্র পূর্ব্বদিকস্থ অশ্বদ্বারের কোণ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে; তাহা আর কখন উন্মূলিত বা নিপাতিত হইবে না।

৩২ অধ্যায়।

১ যিরিমিয়ের কারাগারস্থ হওনের কারণ, ৬ ও হনমেলের ক্ষেত্র যিরিমিয়দ্বারা ক্রয় করণ, ১২ ও বারুকের হস্তে ক্রয়পত্র সমর্পণ করণ, ১৬ ও ঈশ্বরের কাছে যিরিমিয়ের প্রার্থনা, ২৬ ও যিহূদিদের বন্দি হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৩৬ ও আপনাদের দেশে পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] যিহূদার সিদিকিয় রাজার অধিকারের দশম বৎসরে ও নিবুখদনিৎসরের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে পরমেশ্বরের বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। [২] সেই সময়ে বাবিলের রাজার সৈন্যগণ যিরুশালম্ নগরের অবরোধ করিতেছিল, এবং যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা যিহূদার রাজার রাজবাটীর কারাগারের প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিল। [৩] যেহেতু যিহূদার রাজা সিদিকিয় তাহাকে কারাগারে রাখিয়া কহিয়াছিল, 'তুমি কেন এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতেছ? যথা, পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি এই নগর বাবিলীয় রাজার হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহা হস্তগত করিবে; [৪] এবং যিহূদীয় রাজা সিদিকিয় কস্দীয়দের হস্তহইতে রক্ষা পাইবে না, কিন্তু বাবিলের রাজার হস্তে সমর্পিত হইবে, এবং সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাহার সহিত কথা কহিবে, ও একের চক্ষু অন্যকে দেখিবে; [৫] এবং সে সিদিকিয়কে বাবিলে লইয়া যাইবে; পরমেশ্বর কহেন, আমি যে পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করিব, তাবৎ সে সেই স্থানে থাকিবে; তোমরা কস্দীয়দের সহিত সংগ্রাম করিয়াও কৃতকার্য্য হইবা না।'

[৬] যিরিমিয় কহিল, পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৭] দেখ, তোমার পিতৃব্য শল্লুমের পুত্র হনমেল্ কারাগারে তোমার নিকটে আসিয়া এই কথা কহিবে, অনাথোৎ নগরে আমার যে ক্ষেত্র আছে তাহা তুমি আপনার নিমিত্তে ক্রয় কর, কেননা ক্রয়দ্বারা তাহা মুক্ত করিতে তোমার অধিকার আছে। [৮] পরে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে আমার পিতৃব্যের পুত্র হনমেল্ কারাগারের প্রাঙ্গণে আমার নিকটে আসিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, বিন্যামীন্ দেশীয় অনাথোতে আমার যে ক্ষেত্র আছে, তাহা তুমি ক্রয় কর, কেননা ব্যবস্থানুসারে তাহাতে ও তাহার মুক্তি করণে তোমার অধিকার আছে; অতএব তুমি আপনার জন্যে তাহা ক্রয় কর। তখন সে যে পরমেশ্বরের বাক্য, তাহা আমি বুঝিলাম। [৯] অতএব আমি আপন পিতৃব্যের পুত্র হনমেলের নিকটে অনাথোতে স্থিত সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া সপ্তদশ শেকল রূপা তাহার মূল্য তাহাকে দিলাম, [১০] এবং ক্রয়পত্রে স্বাক্ষর পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্ক করিয়া তাহার সাক্ষী রাখিলাম, এবং সেই রূপা নিক্তিতে তৌল করিলাম। [১১] পরে ক্রয়বিক্রয়ের প্রমাণার্থক দুই পত্র অর্থাৎ বিধিব্যবস্থানুসারে মুদ্রাঙ্কিত এক পত্র ও মুক্ত এক পত্র লইলাম।

[১২] অনন্তর আমার পিতৃব্যের পুত্র হনমেলের সাক্ষাতে ও পত্রে স্বাক্ষরকারি সাক্ষিদের সাক্ষাতে এবং কারাগারের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট তাবৎ যিহূদিদের সাক্ষাতে আমি সেই ক্রয়পত্র মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র বারুকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। [১৩] আর তাহাদের সাক্ষাতে বারুককে এই আজ্ঞা করিলাম, [১৪] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি এই মুদ্রাঙ্কিত ও মুক্ত দুই ক্রয়পত্র লইয়া তাহা যেন চিরকাল থাকে, এই জন্যে এক মৃত্তিকার পাত্রে রাখ। [১৫] কেননা ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বাটীর ও ক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ক্রয় বিক্রয় এই দেশে আর বার হইবে।

[১৬] নেরিয়ের পুত্র বারুকের হস্তে সেই ক্রয়পত্র দিলে পর আমি পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিলাম, [১৭] হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমিই আপন মহাপরাক্রমে ও আপন বাহুবলে আকাশের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। [১৮] তুমি সহস্র ২ লোকদের প্রতি দয়াকারী, কিন্তু সন্তানদের মস্তকে পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধের প্রতিফলদাতা; তুমি মহান্ ও পরাক্রান্ত ঈশ্বর, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তোমার নাম। [১৯] তুমি মন্ত্রণাতে প্রধান ও কর্ম্মেতে তৎপর; এবং প্রত্যেক জনকে আপন ২ আচরণ ও ক্রিয়ানুসারে সমুচিত ফল দিতে মনুষ্যসন্তানদের তাবৎ পথের প্রতি তোমার চক্ষু উন্মীলিত আছে। [২০] তুমি পূর্ব্বকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত মিসরদেশে ও ইস্রায়েল্ ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছ, তাহাতে

অদ্য পর্য্যন্ত তোমার মহানাম আছে। [২১] তুমি চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু ও মহৎ ভয়ানকত্বদ্বারা আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়াছিলা। [২২] এবং এই যে দুগ্ধমধু প্রবাহি দেশ দিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে শপথ করিয়াছিলা, তাহা তাহাদিগকে দিয়াছিলা; [২৩] এবং তাহারা আসিয়া তাহা অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তোমার কথা মানে নাই, ও তোমার ব্যবস্থামতে আচার ব্যবহার করে নাই, এবং যাহা পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছ, তাহার কিছুই পালন করে নাই; এই নিমিত্তে তাহাদের প্রতি এই সকল অমঙ্গল ঘটাইতেছ। [২৪] দেখ, এই নগর জয় করণার্থে জাঙ্গাল তাহা বেষ্টন করিতেছে, এবং খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা এই নগর তদ্বিপরীতে যুদ্ধকারি কস্দীয়দের হস্তে দত্ত হইতেছে, এবং তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সফল হইতেছে; এই সকল তুমি দেখিতেছ। [২৫] তথাপি হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি অর্থ দিয়া ক্ষেত্র ক্রয় করিতে ও সাক্ষী রাখিতে আমাকে আজ্ঞা করিতেছ, কিন্তু দেখ, এই নগর কস্দীয়দের হস্তগত হইল।

[২৬] পরে যিরিমিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [২৭] দেখ, আমিই পরমেশ্বর তাবৎ প্রাণির ঈশ্বর; আমার অসাধ্য কি কিছু আছে? [২৮] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি কস্দীয়দের ও বাবিলীয় নিবূখদনিৎসর রাজার হস্তে এই নগর সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহা হস্তগত করিবে। [২৯] এবং যে কস্দীয়েরা এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহারা প্রবেশ করিয়া এই নগরে অগ্নি লাগাইবে; এবং যে২ গৃহের ছাতের উপরে লোকেরা বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে ইতর দেবগণের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য ঢালিয়া দিত, সেই সকল গৃহশুদ্ধ এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। [৩০] কেননা ইস্রায়েল্ বংশ ও যিহূদা বংশ বাল্যকালাবধি আমার সাক্ষাতে কেবল কদাচরণ করিয়া আসিতেছে; পরমেশ্বর কহেন, ইস্রায়েল বংশ আপনাদের হস্তকৃত বস্তুদ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ করণ ব্যতিরেকে আর কিছু করে নাই। [৩১] বিশেষতঃ এই নগর নির্ম্মিত হওনের দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমার ক্রোধের ও কোপের পাত্র হইয়া আসিতেছে; তৎপ্রযুক্ত আমার সম্মুখহইতে দূরীকৃত হওনের যোগ্য হইয়াছে। [৩২] কেননা ইস্রায়েল্ ও যিহূদা বংশ, অর্থাৎ তাহারা ও তাহাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ ও যাজকগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও যিহূদি লোকেরা ও যিরূশালম্ নিবাসিগণ আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে সর্ব্ব প্রকার দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে। [৩৩] তাহারা আমার প্রতি মুখ না ফিরাইয়া পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে; আমি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেও তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে মনোযোগ করে নাই। [৩৪] কিন্তু আমার নামে বিখ্যাত যে গৃহ, তাহা অশুচি করিতে তাহার মধ্যে ঘৃণার্হ প্রতিমা স্থাপন করিয়াছে। [৩৫] এবং যে ঘৃণার্হ কর্ম্ম আমি আজ্ঞা করি নাই এবং মনে স্থান দান করি নাই, তাহা করণার্থে অর্থাৎ যিহূদিদিগকে পাপ করাইবার জন্যে মোলকের উদ্দেশে আপন২ পুত্র কন্যাদিগকে হোম করণার্থে তাহারা হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে বালের টিকর স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে।

[৩৬] 'খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা এই নগর বাবিলের রাজার হস্তগত হইল,' এই কথা তোমরা যে নগরের বিষয়ে বলিয়া থাক, তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এখন এই কথা কহেন। [৩৭] দেখ, আমি আপন ক্রোধ ও কোপ ও প্রচণ্ড রোষেতে তাহাদিগকে যে২ দেশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই২ দেশহইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও পুনর্ব্বার এই স্থানে আনিয়া নিরাপদে বাস করাইব। [৩৮] তাহাতে তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। [৩৯] এবং তাহাদের ও তাহাদের ভাবি সন্তানদের কল্যাণের নিমিত্তে আমি তাহাদিগকে নিরন্তর আমাকে ভয় করণার্থে একমনা ও একমার্গগামী করিব। [৪০] আমি তাহাদের মঙ্গল করিতে কখনো নিবৃত্ত হইব না, এবং তাহারা যেন আমাকে ত্যাগ না করে, এই জন্যে আমার বিষয়ক ভয় তাহাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিব, এই ভাবে তাহাদের সহিত নিত্যস্থায়ি এক নিয়ম স্থির করিব। [৪১] আমি তাহাদের মঙ্গল করিতে আনন্দিত হইব, ও সরলভাবে আপন তাবৎ অন্তঃকরণের ও মনের সহিত তাহাদিগকে এই দেশে রোপণ করিব। [৪২] কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যেমন এই লোকদের প্রতি এই মহাবিপদ সকল ঘটাই, তদ্রূপ তাহাদের যে মঙ্গল করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহাও ঘটাইব। [৪৩] এবং এই যে দেশের বিষয়ে তোমরা কহিতেছ, 'এ মনুষ্য ও পশুশূন্য অরণ্যবৎ হইয়া কস্দীয়দের হস্তগত হইল,' তাহার মধ্যে আর বার ক্ষেত্রের ক্রয় বিক্রয় হইবে। [৪৪] বিন্যামীন্ দেশে ও যিরূশালমের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে ও যিহূদা দেশস্থ তাবৎ নগরে ও পর্ব্বতীয় নগরে ও উপত্যকাস্থিত নগরে ও দাক্ষিণাত্য নগরে লোকেরা অর্থদ্বারা ক্ষেত্র ক্রয় করিবে, ও ক্রয়পত্রে লিখিয়া দিবে, ও মদ্রাঙ্ক করিবে, ও তাহার সাক্ষী রাখিবে;

কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদিগকে বন্দিত্বহইতে মুক্ত করিব।

৩৩ অধ্যায়।

১ বন্দিত্বহইতে মুক্ত করণের ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ১০ ও সেই মুক্তিদ্বারা আনন্দ হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৪ ও পল্লবস্বরূপ খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৯ ও তাঁহার রাজ্যের স্থিরতা বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য, ও তাঁহার বংশের স্থিরতা।

[১] যে সময়ে যিরিমিয় কারাগারের প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিল, তৎকালে পরমেশ্বরের বাক্য দ্বিতীয় বার তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। [২] তিনি কহিলেন, এই মন্ত্রণা সফলকারি পরমেশ্বর, এবং সাধনার্থে তাহার নিরূপক পরমেশ্বর, অর্থাৎ যিহোবাঃ যাঁহার নাম, তিনি এই কথা কহেন। [৩] তুমি আমার কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি তোমাকে উত্তর দিব, এবং তোমার অজ্ঞাত মহৎ ও অগম্য বিষয় তোমাকে জানাইব। [৪] কেননা জাঙ্গালের ও খড়্গধারি লোকদের নিমিত্তে উৎপাটিত এই নগরের তাবৎ বাটী ও যিহূদীয় রাজগণের তাবৎ বাটীর বিষয়ে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, [৫] তাহারা কস্‌দীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে ও মনুষ্যদের শবেতে ঐ সকল বাটী পরিপূর্ণ করিতে আইল, কেননা আমি ক্রোধেতে ও প্রচণ্ড কোপেতে তাহাদিগকে বধ করিতেছি, এবং তাহাদের তাবৎ দুষ্টতা প্রযুক্ত এই নগরহইতে আপন মুখ লুকাইতেছি। [৬] কিন্তু দেখ, আমি এই নগরের ক্ষত বদ্ধ করিব ও তাহাদিগকে আরোগ্য করিয়া সুস্থ করিব, ও তাহাদের জন্যে শান্তির ও সত্যতার নিধি প্রকাশ করিব। [৭] এবং যিহূদার বন্দি লোকদিগকে ও ইস্রায়েলের বন্দি লোকদিগকে পুনরায় আনিব, ও পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনর্ব্বার বহুবংশ করিব। [৮] এবং তাহারা যে সকল অধর্ম্মদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাহইতে আমি তাহাদিগকে পরিষ্কৃত করিব; ও তাহারা যে সকল অধর্ম্মদ্বারা আমার নিকটে অপরাধী ও আজ্ঞালঙ্ঘী হইয়াছে, সে সকল আমি ক্ষমা করিব। [৯] এবং আমি তাহাদের যে মঙ্গল করিব, তাহা শ্রবণকারি পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতীয় লোকের মধ্যে এই নগর আমার আনন্দজনক যশ ও প্রশংসা ও শোভাস্বরূপ হইবে, এবং আমি এই লোকদিগকে যে কল্যাণ ও শান্তি দান করিব, তাহা শুনিয়া তাহারা ভয়েতে কম্পবান হইবে।

[১০] পরমেশ্বর কহেন, তোমাদের নিকটে নরশূন্য ও পশুশূন্য মরুস্থল নামে বিখ্যাত এই স্থানে, অর্থাৎ যিহূদা দেশের নরশূন্য ও বসতিশূন্য ও পশুশূন্য তাবৎ নগরে, ও যিরূশালমের উচ্ছিন্ন তাবৎ পথে [১১] আনন্দধ্বনি ও হর্ষনাদ ও বর কন্যার রব, এবং 'সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, কেননা তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার অনুগ্রহ নিত্যস্থায়ী,' এই কথা গানকারি লোকদের রব, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রশংসারূপ নৈবেদ্য নিবেদনকারি লোকদের রব পুনরায় শুনা যাইবে; কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি এই দেশীয় লোকদিগকে পুনরায় আনিয়া পূর্ব্বকালের ন্যায় স্থাপন করিব। [১২] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, নরশূন্য ও পশুশূন্য মরুস্থলস্বরূপ এই স্থানে ও ইহার তাবৎ নগরে আর বার পাল বিশ্রামকারক মেষপালকগণের বসতি হইবে। [১৩] পরমেশ্বর কহেন, পর্ব্বতীয় নগরে ও নিম্ন ভূমিস্থ নগরে ও দাক্ষিণাত্য নগরে ও বিন্যামীন্ দেশে ও যিরূশালমের চতুর্দ্দিক্‌স্থ অঞ্চলে ও যিহূদার নগরে মেষগণনাকারি লোকের বগলের নীচে দিয়া মেষপালগণ পুনরায় চলিবে।

[১৪] পরমেশ্বর কহেন, আমি ইস্রায়েল্ ও যিহূদা বংশের প্রতি যে মঙ্গলের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, দেখ, তাহা সফল করণের সময় আসিতেছে। [১৫] সেই সময়ে ও সেই দিনে আমি দায়ূদের বংশে ধর্ম্মস্বরূপ এক পল্লবকে উৎপন্ন করিব, ও তিনি পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিবেন। [১৬] সেই সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও যিরূশালম্ নিরাপদে বাস করিবে, এবং 'আমাদের পুণ্য পরমেশ্বর' এই নামে বিখ্যাত হইবে। [১৭] কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল্ বংশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দায়ূদ্‌ বংশে রাজার অভাব কখনো হইবে না। [১৮] এবং নিত্য হোম ও নৈবেদ্য ও বলিদান করিতে লেবীয় যাজকদের বংশে লোকের অভাব কখনো হইবে না।

[১৯] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, [২০] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা যদি দিবসের ও রাত্রির সহিত আমার নিয়ম এমত বৃথা করিতে পার, যে উপযুক্ত কালে দিবস ও রাত্রি না হয়, [২১] তবে আমার দাস দায়ূদের সহিত আমার যে নিয়ম, তাহাও বৃথা হইবে, ও তাহার সিংহাসনে বসিতে দায়ূদের বংশে রাজার অভাব হইবে; এবং আমার সেবক লেবীয় যাজকদের সহিত আমার নিয়ম বৃথা হইবে। [২২] আকাশের তারাগণ যেমন অগণ্য ও সমুদ্রের বালি যেমন অপরিমেয়, তদ্রূপ আমি আপন দাস দায়ূদের বংশকে ও আমার পরিচারক লেবীয়দিগকে বৃদ্ধি করিব। [২৩] পুনরায় পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, [২৪] এই লোকেরা যাহা কহে, তাহা

কি তুমি টের পাও নাই? তাহারা বলে, 'পরমেশ্বর আপনার মনোনীত এই দুই বংশকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।' তাহারা আমার প্রজাদিগকে এমত তুচ্ছজ্ঞান করে, যে তাহাতে তাহারা জাতিরূপে আর গণিত হয় না। [২৫] কিন্তু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দিবসের ও রাত্রির সহিত যদি আমার নিয়ম না থাকে, ও আমি যদি আকাশ ও পৃথিবীর ঋতু নিরূপণ না করিয়া থাকি, [২৬] তবে আমি যাকূবের বংশকে ও আপন দাস দায়ূদের বংশকে অগ্রাহ্য করিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকূবের বংশের প্রতি কর্তৃত্ব করিতে তাহার বংশহইতে লোক গ্রহণ করিব না; কিন্তু আমি তাহাদের বন্দি লোকদিগকে পুনরায় আনিয়া তাহাদের প্রতি দয়া করিব।

৩৪ অধ্যায়।

১ সিদিকিয়ের দূরদেশে যাওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৮ ও অধ্যক্ষ লোকদের দাসদাসীকে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার দাসত্বপদে নিযুক্ত করণ ও সেই দোষ প্রযুক্ত দূরদেশে তাহাদের ভাবি দাসত্বের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] যে সময়ে বাবিলীয় নিবূখদনিৎসর রাজা ও তাহার সৈন্যসামন্ত ও পৃথিবীস্থ যত রাজ্য ও দেশ তাহার কর্তৃত্বের অধীন ছিল, সেই সকলের লোকেরা যিরূশালম্ ও তাহার তাবৎ নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, তৎকালে পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। [২] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি গিয়া যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে এই কথা বল, পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি বাবিলের রাজার হস্তে এই নগর সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। [৩] তুমিও তাহার হস্ত এড়াইবা না, কিন্তু ধরা পড়িয়া তাহার হস্তগত হইবা; এবং তোমার চক্ষু বাবিলের রাজার চক্ষুকে নিরীক্ষণ করিবে, ও সে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিবে, ও তুমি বাবিলে গমন করিবা। [৪] হে যিহূদীয় রাজন্ সিদিকিয়, পরমেশ্বরের এই বাক্য শুন; পরমেশ্বর তোমার বিষয়ে কহেন, তুমি খড়্গদ্বারা মরিবা না। [৫] তুমি নির্ব্বিরোধে মরিবা, এবং তোমার যে পূর্ব্বপুরুষেরা তোমার পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিল, তাহাদের নিমিত্তে লোকেরা যেমন ধূপ জ্বালাইয়াছে, তদ্রূপ তোমার নিমিত্তেও ধূপ জ্বালাইবে, ও হায় প্রভু ২ বলিয়া বিলাপ করিবে; আমি পরমেশ্বর এই কথা কহিতেছি। [৬] অনন্তর যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা যিরূশালমে যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে ঐ সকল কথা কহিল। [৭] তৎকালে বাবিলীয় রাজার সৈন্য যিরূশালম্ ও যিহূদার অবশিষ্ট নগর, অর্থাৎ লাখীশ্ ও অসেকা নগর অবরোধ করিতেছিল, যেহেতুক যিহূদাদেশস্থ নগরের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত সেই দুই নগর অবশিষ্ট ছিল।

[৮] সিদিকিয় রাজা যিরূশালমস্থ তাবৎ লোকের সহিত মুক্তি ঘোষণার নিয়ম স্থির করিলে পর পরমেশ্বরের যে বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। [৯] প্রত্যেক জন যেন আপন ২ স্বজাতীয় ইব্রীয় ও ইব্রীয়া দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায় করে, ও কেহ যেন আপনার যিহূদীয় ভ্রাতাকে দাস্যকর্ম্ম না করায়, এই মুক্তির কথা হইয়াছিল। [১০] তাহাতে অধ্যক্ষগণ ও তাবৎ লোক সেই নিয়মে সম্মত হইয়া প্রত্যেকে আপন ২ দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিতে ও দাস্যকর্ম্ম আর না করাইতে স্বীকার করিয়াছিল, এবং স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিয়াছিল। [১১] পরে আর বার অসম্মত হইয়া যে দাস দাসীগণকে মুক্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে আনাইয়া বলেতে পুনর্ব্বার দাস দাসীর কর্ম্ম করাইল। [১২] অতএব সেই সময়ে পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল; [১৩] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যে সময়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে অর্থাৎ দাসালয়হইতে আনিলাম, সেই সময়ে তাহাদের সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলাম; [১৪] 'তোমার কোন ইব্রীয় ভ্রাতা যদি তোমার কাছে বিক্রীত হয়, তবে তুমি তাহাকে সপ্ত বৎসরের শেষে মুক্ত করিবা; সে ছয় বৎসর তোমার সেবা করিলে পর তুমি তাহাকে আপনাহইতে মুক্ত করিয়া যাইতে দিবা।' কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার সেই কথা গ্রাহ্য করিল না এবং শুনিতেও কর্ণপাত করিল না। [১৫] এখন তোমরা মন ফিরাইয়া প্রত্যেক জন আপন ২ প্রতিবাসির মুক্তি ঘোষণা করিয়া আমার নামে বিখ্যাত মন্দিরে আমার সম্মুখে এক নিয়ম স্থির করাতে আমার গোচরে যথার্থ কর্ম্ম করিলা। [১৬] কিন্তু সম্প্রতি তাহা পুনরায় ত্যাগ করাতে, এবং যে দাস দাসীদিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিয়াছিলা, তাহাদিগকে বলেতে পুনর্ব্বার দাস দাসীর কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে আমার নাম অপবিত্র করিলা। [১৭] এই হেতুক পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আপন ২ ভ্রাতার ও প্রতিবাসির মুক্তি ঘোষণা করিতে আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই; অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ও মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মুক্তি ঘোষণা করিব, এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজ্যে উদ্বিগ্ন হইতে তোমাদিগকে সমর্পণ

করিব। [১৮] এবং যে লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং আমার সাক্ষাতে গোবৎসকে দুই খণ্ড করিয়া তাহার মধ্য দিয়া গমন করাতে যে নিয়ম করিয়াছিল তাহা পালন করে নাই, [১৯] অর্থাৎ যিহূদার ও যিরূশালমের যে অধ্যক্ষগণ ও নপুংসকগণ ও যাজকগণ ও দেশীয় সামান্য লোক সকল গোবৎসের দুই খণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল, [২০] তাহাদিগকে আমি তাহাদের শত্রুগণের ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে তাহাদের শব আকাশস্থ পক্ষিগণের ও ভূচর পশুদের খাদ্য হইবে। [২১] এবং যিহূদার সিদিকিয় রাজাকে ও তাহার অধ্যক্ষগণকে আমি তাহাদের শত্রুগণের ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের ও তোমাদের নিকটহইতে গত বাবিলীয় রাজার সৈন্যদের হস্তে সমর্পণ করিব। [২২] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার এই নগরে আনাইব; তাহাতে তাহারা এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিবে ও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে; তদ্ভিন্ন আমি যিহূদার নগর সকল উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য করিব।

৩৫ অধ্যায়।

১ রেখবীয়দের আপন পূর্ব্বপুরুষের আজ্ঞা পালন, ১২ ও যিহূদার ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন, ১৮ ও পূর্ব্বপুরুষের আজ্ঞা পালন প্রযুক্ত রেখবীয়দের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ।

[১] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদাদেশীয় রাজার অধিকারসময়ে পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। [২] তুমি রেখবীয়দের বংশের নিকটে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপ কর, এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের এক কুঠরীতে তাহাদিগকে আনিয়া দ্রাক্ষারস পান করাও। [৩] তখন আমি হবৎসিনিয়ের পৌত্র যিরিমিয়ের পুত্র যাসিনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ প্রভৃতি রেখবীয়দের সমস্ত বংশকে সঙ্গে লইয়া, [৪] পরমেশ্বরের মন্দিরে গিয়া শল্লুমের পুত্র মাসেয় দ্বারপালের কুঠরীর উপরিস্থ ও অধ্যক্ষগণের কুঠরীর পার্শ্বস্থ ঈশ্বরের লোক যিগ্‌দলিয়ের পুত্র হাননের পুত্রদের কুঠরীতে প্রবেশ করিলাম। [৫] পরে ঘট ও পাত্র দ্রাক্ষারসেতে পূর্ণ করিয়া রেখবীয় বংশদের সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা দ্রাক্ষারস পান কর। [৬] কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা দ্রাক্ষারস পান করিব না, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা ও তোমাদের বংশ কেহ কখনো দ্রাক্ষারস পান করিও না। [৭] এবং বাটী নির্ম্মাণ ও বীজবপন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিও না, এবং এই সকলের অধিকারী হইও না, কিন্তু যাবজ্জীবন তাম্বুতে বাস করিও; তাহাতে তোমরা যে স্থানে প্রবাস করিতেছ, সেই ভূতলে চিরস্থায়ী হইবা। [৮] অতএব আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রেখবের পুত্র যে যিহোনাদব্ আমাদিগকে ও আমাদের স্ত্রী ও পুত্র ও কন্যাগণকে যাবজ্জীবন দ্রাক্ষারস পান, [৯] ও বাস করণার্থে বাটী নির্ম্মাণ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও শস্যক্ষেত্র ও বীজ ইত্যাদির অধিকার না করিতে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহার সেই সমস্ত আজ্ঞা আমরা পালন করিয়া থাকি। [১০] আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যিহোনাদব্ যেমত আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা তাম্বুতে বাস করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া তাহা পালন করিয়া থাকি। [১১] কিন্তু বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসর্ যখন এই দেশের বিরুদ্ধে আইল, তখন আমরা কহিলাম,আইস, আমরা কস্‌দীয় ও অরামীয় সৈন্যের ভয়েতে যিরূশালমে প্রবেশ করি; এই প্রযুক্ত আমরা যিরূশালমে বাস করিতেছি।

[১২] পরে যিরিমিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [১৩] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি গিয়া যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালম্ নিবাসিদিগকে এই কথা বল, পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগী হওনার্থে কি শিক্ষা গ্রহণ করিবা না? [১৪] রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ আপন সন্তানদিগকে দ্রাক্ষারস পান করিতে নিষেধ করিলে তাহার সেই বাক্য অটল হইল; তাহারা অদ্যাবধি তাহার কিছু পান না করিয়া আপন পূর্ব্বপুরুষের আজ্ঞা পালন করিতেছে; কিন্তু আমি যত্নপূর্ব্বক তোমাদিগকে কহিয়াছি, তথাপি তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগ কর নাই। [১৫] 'তোমরা আপন ২ কুপথহইতে ফিরিয়া আপন ২ আচার ব্যবহার শুদ্ধ কর, এবং ইতর দেবগণের সেবা করণার্থে তাহাদের পশ্চাদ্‌গামী হইও না; তাহাতে আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহার মধ্যে তোমরা বাস করিবা,' এই কথা কহিতে আমি যত্নপূর্ব্বক আপন সেবকগণকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিকিন্তু তোমরা কর্ণপাত কর নাই, এবং আমার বাক্যে মনোযোগও কর নাই। [১৬] দেখ, রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ যাহা আজ্ঞা করিয়াছে, তাহার সন্তানেরা তাহাই অটলরূপে মানিতেছে; কিন্তু এই লোকেরা আমার কথায় মনোযোগ করে নাই। [১৭] এই নিমিত্তে ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা

কহেন, দেখ, আমি যিহূদার ও যিরূশালম্ নিবাসিগণের বিপরীতে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছি, তাহাদের প্রতি তাহা ঘটাইব; কারণ আমি তাহাদের প্রতি কথা কহিলে তাহারা শুনিত না, এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা উত্তর দিত না।

[১৮] পরে যিরিমিয় ঐ রেখবীয় বংশকে এই কথা কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ যিহোনাদবের আজ্ঞাতে মনোযোগ করিয়া তাহার সমস্ত আদেশ পালন করিতেছ, ও তোমাদিগকে দত্ত তাহার তাবৎ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতেছ; [১৯] এই জন্যে ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, রেখবের পুত্র যিহোনাদবের বংশে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকের অভাব কখনো হইবে না।

৩৬ অধ্যায়।

১ পত্র লিখিতে যিরিমিয়ের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৪ ও পত্র পাঠ করিতে বারূকের প্রতি যিরিমিয়ের আজ্ঞা, ৯ ও অধ্যক্ষদের কাছে বারূকের তাহা পাঠ করণ, ১১ ও মীখায়দ্বারা বারূকের কথা অধ্যক্ষদের কাছে প্রকাশ করণ, ২০ ও অধ্যক্ষগণ সে কথা রাজাকে শুনাইলে পত্র আনিতে যিহূদিকে রাজার প্রেরণ ও তাহা দগ্ধ করণ, ২৭ ও আর এক পত্র লিখিতে যিরিমিয়ের আজ্ঞা পাওন ও রাজার ভাবিদণ্ড প্রচার করণ, ৩২ ও বারূকদ্বারা দ্বিতীয় পত্র লিখন।

[১] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। [২] তুমি এক যড়ান পত্র লইয়া, যে দিনে আমি প্রথমে তোমার প্রতি কথা কহিয়াছিলাম, তদবধি অর্থাৎ যোশিয়ের অধিকারাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের ও যিহূদার ও অন্যান্য সকল দেশের বিরুদ্ধে তোমার প্রতি কথিত আমার তাবৎ বাক্য ঐ পত্রে লিখ। [৩] তাহাতে কি জানি আমি যিহূদা বংশের প্রতি যে সকল অমঙ্গল ঘটাইতে মনস্থ করিয়াছি, তাহারা তাহাতে মনোযোগ করিয়া প্রত্যেক জন আপন ২ কুপথহইতে ফিরিবে, ও আমি তাহাদের অপরাধ ও পাপ মার্জ্জনা করিব।

[৪] পরে যিরিমিয় নেরিয়ের পুত্র বারূককে আহ্বান করিলে বারূক যিরিমিয়ের প্রতি কথিত পরমেশ্বরের বাক্য সকল তাহার প্রমুখাৎ শুনিয়া এক যড়ান পত্রে লিখিল। [৫] পরে যিরিমিয় বারূককে কহিল, আমি রুদ্ধ আছি, পরমেশ্বরের মন্দিরে যাইতে পারি না। [৬] অতএব তুমি গিয়া আমার প্রমুখাৎ শুনিয়া এই পত্রে যাহা২ লিখিয়াছ, পরমেশ্বরের সেই সকল বাক্য উপবাসদিনে পরমেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ কর, এবং আপন ২ নগরহইতে আগত যিহূদিদের সাক্ষাতেও তাহা পড়। [৭] তাহাতে কি জানি পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাদের নিবেদন গ্রাহ্য হইলে তাহারা প্রত্যেক জন আপন ২ কুপথহইতে ফিরিতে পারে, কেননা পরমেশ্বর এই লোকদের বিরুদ্ধে অতি বড় ক্রোধের ও রৌষের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। [৮] পরে নেরিয়ের পুত্র বারূক্ যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার আজ্ঞানুসারে করিল, অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দিরে গিয়া ঐ পত্রে লিখিত পরমেশ্বরের সমস্ত বাক্য পাঠ করিল।

[৯] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের পঞ্চম বৎসরের নবম মাসে যিরূশালম নিবাসি ও যিহূদার তাবৎ নগরহইতে যিরূশালমে আগত লোক সকল পরমেশ্বরের কাছে উপবাসের ঘোষণা করিলে [১০] বারূক্ ঐ পত্র লইয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপরিস্থ প্রাঙ্গণে পরমেশ্বরের মন্দিরের নূতন দ্বারের প্রবেশস্থানে শাফন লেখকের পুত্র গিমরিয়ের কুঠরীতে তাবৎ লোকের কর্ণগোচরে ঐ পত্রস্থিত যিরিমিয়ের কথা সকল পাঠ করিতে লাগিল।

[১১] তখন শাফনের পৌত্র গিমরিয়ের পুত্র মীখায় সেই পত্রে লিখিত পরমেশ্বরের তাবৎ বাক্যের পাঠ শুনিয়া [১২] রাজবাটীতে লেখকের কুঠরীতে গমন করিল। সেই স্থানে অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ ইলীশামা লেখক ও শিময়িয়ের পুত্র দিলায় ও অক্‌বোরের পুত্র ইল্‌নাথন্ ও শাফনের পুত্র গিমরিয় ও হনানিয়ের পুত্র সিদিকিয় প্রভৃতি অধ্যক্ষগণ উপবিষ্ট ছিল। [১৩] তাহাতে বারূক্ লোকদের কর্ণগোচরে ঐ পত্র পাঠ করিলে যে২ কথা মীখায় শুনিয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল। [১৪] তাহাতে অধ্যক্ষগণ কূশির প্রপৌত্র শেলিমিয়ের পৌত্র নিথনিয়ের পুত্র যিহূদিদ্বারা বারূককে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তুমি লোকদের কর্ণগোচরে যে পত্র পাঠ করিয়াছ, তাহা হস্তে করিয়া আইস; অতএব নেরিয়ের পুত্র বারূক্ সেই পত্র হস্তে লইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। [১৫] তাহাতে তাহারা কহিল, তুমি বসিয়া আমাদের কর্ণগোচরে তাহা পাঠ কর; তাহাতে বারূক্ তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিল। [১৬] তখন তাহারা ঐ সকল কথা শুনিয়া সকলে ভয় পূর্ব্বক পরস্পর তাকাতাকি করিয়া বারূক্‌কে কহিল, আমরা এই সকল কথার বিষয় অবশ্য রাজাকে জানাইব। [১৭] পরে তাহারা বারূককে জিজ্ঞাসিল, বল দেখি, তুমি কি প্রকারে

তাহার মুখহইতে এই সকল কথা লিখিয়াছিলা? [১৮] বারূক্ উত্তর করিল, সে আমার নিকটে এই সকল কথা বলিলে আমি কালিদ্বারা এই পত্রে তাহা লিখিয়াছিলাম। [১৯] তখন অধ্যক্ষগণ বারূক্কে কহিল, তুমি ও যিরিমিয় যাইয়া লুকাইয়া থাক, কেহ তোমাদের আশ্রয়স্থান জ্ঞাত না হউক।

[২০] পরে তাহারা ইলীশামা লেখকের কুঠরীতে সেই পত্র রাখিয়া প্রাঙ্গণে রাজার নিকটে গিয়া তাহার কর্ণগোচরে ঐ সকল কথা কহিল। [২১] তাহাতে রাজা সেই পত্র আনিতে যিহূদিকে পাঠাইলে যিহূদি ইলীশামা লেখকের কুঠরীহইতে তাহা আনিয়া রাজার কর্ণগোচরে ও তাহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান অধ্যক্ষগণের কর্ণগোচরে তাহা পাঠ করিল। [২২] ঐ সময়ে নবম মাস প্রযুক্ত রাজা শীতকাল যাপনের গৃহে বসিয়াছিল; এবং তাহার সম্মুখে এক চুলাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল। [২৩] পরে যিহূদি তিন চারি পৃষ্ঠা পাঠ করিলে রাজা লেখকের ছুরিকাদ্বারা ঐ পত্র খণ্ড২ করিয়া ঐ চুলাস্থিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই চুলাস্থিত অগ্নিদ্বারা তাবৎ পুস্তক ভস্মসাৎ করিল। [২৪] কিন্তু রাজা ও তাহার মন্ত্রিগণ ঐ সকল বাক্য শুনিয়াও ভীত হইল না ও আপন২ বস্ত্র চিরিল না। [২৫] যদ্যপি ইল্নাথন্ ও দিলায় ও গিমরিয় ঐ পত্র দগ্ধ না করিতে রাজাকে বিনয় করিল, তথাপি সে মানিল না। [২৬] এবং রাজা বারূক্ লেখককে ও যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে ধরিতে হম্মেলকের পুত্র যিরহমেল্কে ও অস্রীয়েলের পুত্র সিরায়কে ও অব্দিয়েলের পুত্র শেলিমিয়কে আজ্ঞা করিল, কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে লুক্কায়িত করিলেন।

[২৭] যিরিমিয়ের প্রমুখাৎ বারূকের লিখিত বাক্য সম্বলিত ঐ পত্র রাজাদ্বারা দগ্ধ হইলে পর পরমেশ্বরের এই বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। [২৮] তুমি পুনর্ব্বার আর এক পত্র লইয়া ঐ প্রথম বাক্য সকল অর্থাৎ যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম্কর্তৃক দগ্ধ সেই প্রথম পত্রে যাহা২ লিখিত ছিল, সে সকল তন্মধ্যে লিখ। [২৯] এবং যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমের বিষয়ে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, 'বাবিলের রাজা আসিয়া এই দেশ অবশ্য নষ্ট করিবে, এবং পশু ও নরশূন্য করিবে, এমত কথা এই পত্রে কেন লিখিয়াছ?' ইহা বলিয়া তুমি সেই পত্র দগ্ধ করিয়াছ। [৩০] অতএব যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমের বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দায়ূদ্ রাজার সিংহাসনে উপবেশন করিতে তাহার বংশে কেহ থাকিবে না, এবং তাহার শব দিবাতে রৌদ্রে ও রজনীতে হিমে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত থাকিবে। [৩১] এবং আমি তাহাকে ও তাহার বংশকে ও তাহার মন্ত্রিগণকে তাহাদের অধর্ম্মের প্রতিফল দিব, এবং তাহাদের প্রতি এবং যিরূশালম্ নিবাসি ও যিহূদাবংশীয় লোকদের প্রতি যে সকল অমঙ্গল করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা তাহারা শুনে নাই; কিন্তু তাহাদের প্রতি সেই সকল অমঙ্গল আমি ঘটাইব।

[৩২] পরে যিরিমিয় আর এক পত্র লইয়া নেরিয়ের পুত্র বারূক্ লেখককে দিল, তাহাতে যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম্ যে পত্র অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়াছিল, তাহার সমস্ত কথা সে পুনর্ব্বার যিরিমিয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়া লিখিল; তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার আর অনেক কথাও তাহাতে লিখিত হইল।

৩৭ অধ্যায়।

১ কস্দীয় লোক যিরূশালম্হইতে গেলে পর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে যিরিমিয়ের প্রতি সিদিকিয়ের নিবেদন, ৬ ও কস্দীয়দের পুনরাগমন ও যিরূশালম্ জয় করণ বিষয়ে যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১১ ও তৎপ্রযুক্ত যিরিমিয়ের কারাগারে বদ্ধ হওন, ১৬ ও রাজার সহিত যিরিমিয়ের কথোপকথন ও নিবেদন।

[১] বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসর কর্তৃক যিহূদা দেশে রাজ্যাভিষিক্ত যোশিয়ের পুত্র যে সিদিকিয় যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীনের পদে রাজ্য করিল, [২] সে ও তাহার মন্ত্রিগণ ও দেশীয় লোক যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কথিত পরমেশ্বরের বাক্যে কিছুই মনোযোগ করিত না। [৩] পরে 'তুমি আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর,' এই কথা কহিতে সিদিকিয় রাজা শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখলকে ও মাসেয়ের পুত্র সিফনিয় যাজককে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে প্রেরণ করিল। [৪] সেই সময়ে যিরিমিয় লোকদের কাছে গতায়াত করিত, কারণ তৎকালে সে কারাগারে বদ্ধ হয় নাই। [৫] এবং ফিরৌণ্ রাজার সৈন্য মিসর্দেশহইতে বহির্গত হইয়াছিল; তাহাতে যিরূশালম্ অবরোধকারি কস্দীয়েরা সেই সমাচার পাইয়া যিরূশালম্হইতে প্রস্থান করিয়াছিল।

[৬] তখন যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল। [৭] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছে যে যিহূদীয় রাজা, তাহাকে এই কথা বল, দেখ, ফিরৌণ্ রাজার যে সৈন্যগণ তোমাদের উপকারার্থে যাত্রা করিয়াছে, তাহারা আপনাদের মিসরদেশে ফিরিয়া যাইবে। [৮] এবং

কস্‌দীয়েরা পুনর্ব্বার আসিবে, ও এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করণ পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ৯ পরমেশ্বর আরো কহেন, 'কস্‌দীয়েরা আমাদের নিকটহইতে অবশ্য প্রস্থান করিবে,' এই কথা বলিয়া আপনাদিগকে ভুলাইও না; তাহারা কোন প্রকারে প্রস্থান করিবে না। ১০ আর যদ্যপি তোমাদের সহিত যুদ্ধকারি কস্‌দীয়দের তাবৎ সৈন্য তোমাদের দ্বারা বিনষ্ট হয়, কেবল খড়্গবিদ্ধ লোক অবশিষ্ট থাকে, তথাপি তাহারাই আপন ২ তাম্বুতে উঠিয়া এই নগর অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে।

১১ ফিরৌণ্‌ রাজার সৈন্যের ভয়ে কস্‌দীয়দের সৈন্য যিরূশালমহইতে প্রস্থান করিলে ১২ যিরিমিয় লোকদের মধ্যে আপন অধিকারের উপস্বত্ত্ব গ্রহণ করণার্থে বিন্যামীনের প্রদেশে যাইতে যিরূশালমহইতে নির্গত হইতেছিল। ১৩ তাহাতে সে বিন্যামীন নামক দ্বারে উপস্থিত হইলে হনানিয়ের পৌত্র শেলিমিয়ের পুত্র যিরিয় নামে যে দ্বাররক্ষক সেই স্থানে ছিল, সে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে ধরিয়া কহিল, তুমি কস্‌দীয়দের কাছে যাইতেছ। ১৪ তাহাতে যিরিমিয় কহিল, এ মিথ্যা কথা, আমি কস্‌দীয়দের কাছে যাইতেছি না। তথাপি যিরিয় তাহার কথা না শুনিয়া যিরিমিয়কে ধরিয়া অধ্যক্ষদের নিকটে লইয়া গেল। ১৫ সেই অধ্যক্ষগণ যিরিমিয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়া যোনাথন্‌ লেখকের বাটীতে বদ্ধ করিয়া রাখিল, কেননা তাহারা ঐ গৃহকে কারাগার করিয়াছিল।

১৬ যিরিমিয় সেই কারাকূপে ও তাহার ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অনেক দিন বাস করিলে পর ১৭ সিদিকিয় রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল; এবং রাজা আপন বাটীতে তাহাকে গুপ্তরূপে জিজ্ঞাসা করিল, পরমেশ্বরের কি কোন বাক্য আছে? তাহাতে যিরিমিয় কহিল, হাঁ, আছে। সে আরো কহিল, তুমি বাবিলের রাজার হস্তে সমর্পিত হইবা। ১৮ যিরিমিয় সিদিকিয় রাজাকে ইহাও কহিল, আমি তোমার কিম্বা তোমার মন্ত্রিদের কিম্বা এই লোকদের বিরুদ্ধে কি অপরাধ করিয়াছি, যে তোমরা আমাকে কারাগারে রাখিয়াছ? ১৯ 'বাবিলের রাজা তোমাদের কিম্বা এই দেশের বিরুদ্ধে আসিবে না,' এই বাক্য যাহারা তোমাদের নিকটে প্রচার করিত, তোমাদের সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কোথায়? ২০ এখন হে আমার প্রভো রাজন্‌, আমার নিবেদন শুন, আমি যোনাথন্‌ অধ্যাপকের গৃহে যেন না মরি, এই জন্যে আপনি সে স্থানে আমাকে আর পাঠাইবেন না; বিনয় করি, আমার এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। ২১ তাহাতে লোকেরা সিদিকিয় রাজার আজ্ঞাতে যিরিমিয়কে কারাগারের প্রাঙ্গণে রাখিল, এবং যে পর্য্যন্ত নগরের তাবৎ রুটীর শেষ না হইল, তাবৎ প্রতিদিন বাজারহইতে এক ২ খান রুটী লইয়া তাহাকে দেওয়া যাইত। এই প্রকারে যিরিমিয় কারাগারের প্রাঙ্গণে থাকিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ মল্‌কিয়ের কারাগারে যিরিমিয়কে সমর্পণ, ৭ ও এবদ্‌মেলক্‌দ্বারা তাহার মুক্তি, ১৪ ও রাজার সহিত কথাবার্ত্তা, ২৪ ও রাজাজ্ঞাতে সেই কথাবার্ত্তা গোপন করণ।

১ অনন্তর মত্তনের পুত্র শিফটিয় ও পশ্‌হূরের পুত্র গিদলিয় ও শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখল্‌ ও মল্কিয়ের পুত্র পশ্‌হূর লোকসমূহের নিকটে যিরিমিয়ের এই রূপ বাক্য শুনিল, যথা, ২ 'পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে কেহ এই নগরে থাকিবে, সে খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে বিনষ্ট হইবে; কিন্তু যে কেহ বাহির হইয়া কস্‌দীয়দের নিকটে যাইবে, সে রক্ষা পাইবে, ও লুটদ্রব্যের ন্যায় আপন প্রাণ রক্ষা করিয়া বাঁচিবে। ৩ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই নগর বাবিলীয় রাজার সৈন্যগণের হস্তে সমর্পিত হইবে, ও সে তাহা জয় করিবে।' ৪ তাহাতে ঐ অধ্যক্ষগণ রাজার কাছে এই প্রার্থনা করিল, এই মনুষ্যকে বধ করিতে আজ্ঞা হউক, কেননা ঐ প্রকার কথা কহাতে সে এই নগরে অবশিষ্ট যোদ্ধাগণের ও তাবৎ প্রজাগণের হস্ত অবসন্ন করিতেছে; এবং এই লোকদের মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া কেবল অমঙ্গল চেষ্টা করে। ৫ তখন সিদিকিয় রাজা কহিল, দেখ, সে তোমাদেরই হস্তের মধ্যে আছে; কারণ তোমাদের বিপরীতে কিছু করিতে রাজার সাধ্য নাই। ৬ তাহাতে তাহারা যিরিমিয়কে ধরিয়া কারাগারের প্রাঙ্গণে স্থিত হম্মেলকের পুত্র মল্কিয়ের এক কূপমধ্যে রজ্জুদ্বারা নামাইয়া দিল; সেই কূপে জল ছিল না, কেবল কর্দ্দম ছিল; তাহাতে যিরিমিয় কর্দ্দমমধ্যে মগ্নপ্রায় হইল।

৭ ইতিমধ্যে যিরিমিয় কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই কথা কূশীয় এবদ্‌-মেলক্‌ নামে রাজবাটীর এক নপুংসক শুনিল, এবং তৎকালে রাজা বিন্যামীনের দ্বারে উপবিষ্ট ছিল। ৮ তাহাতে এবদ্‌-মেলক্‌ রাজবাটীহইতে গিয়া রাজাকে কহিল, ৯ হে আমার প্রভো রাজন্‌, এই লোকেরা যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে কূপে নিক্ষেপ

করিয়া তাহার প্রতি অতি মন্দ ব্যবহার করিয়াছে; স্বস্থানে থাকিলেও সে ক্ষুধাতে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত ছিল, কেননা নগরে আর খাদ্য নাই। [১০] তখন রাজা কূশীয় এবদ্-মেলককে আজ্ঞা করিল, তুমি এই স্থানহইতে ত্রিশ জন লোককে সঙ্গে লইয়া গিয়া যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা না মরিতে২ তাহাকে কূপহইতে উত্তোলন কর। [১১] তাহাতে এবদ্-মেলক্ ঐ সকল লোককে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে গিয়া ভাণ্ডারের নীচস্থানহইতে কতক গুলিন পুরাতন গলিত বস্ত্র লইয়া গিয়া রজ্জুদ্বারা কূপে যিরিমিয়ের কাছে নামাইয়া দিল। [১২] এবং কূশীয় এবদ্-মেলক্ যিরিমিয়কে কহিল, এই পুরাতন গলিত বস্ত্র তোমার কক্ষে রজ্জুর নীচে দেও। [১৩] তাহাতে সে তাহা করিলে তাহারা ঐ রজ্জু ধরিয়া টানিয়া কূপহইতে যিরিমিয়কে তুলিল; তাহার পরেতেও সে কারাগারের প্রাঙ্গণে থাকিল।

[১৪] পরে সিদিকিয় রাজা লোক পাঠাইয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের তৃতীয় প্রবেশস্থানে আপনার নিকটে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে আনাইল; সেই স্থানে রাজা যিরিমিয়কে কহিল, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করিও না। [১৫] যিরিমিয় সিদিকিয়কে কহিল, আমি যদি তাহা তোমার কাছে প্রকাশ করি, তবে তুমি কি আমাকে নিতান্ত বধ করিবা না? এবং আমি যদি তোমাকে পরামর্শ দি, তবে তুমি কি আমার কথা অগ্রাহ্য করিবা না? [১৬] তাহাতে সিদিকিয় রাজা গোপনে যিরিমিয়ের কাছে শপথ করিয়া কহিল, আমাদের এই জীবাত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে আমি তোমাকে বধ করিব না, ও তোমার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট এই লোকদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব না। [১৭] তাহাতে যিরিমিয় সিদিকিয়কে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি যদি বাহির হইয়া বাবিলীয় রাজার অধ্যক্ষগণের নিকটে যাও, তবে তোমার প্রাণ রক্ষা পাইবে, এবং এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, এবং তুমিও সপরিবারে বাঁচিবা। [১৮] কিন্তু যদি বাবিলীয় রাজার অধ্যক্ষগণের নিকটে না যাও, তবে এই নগর কস্দীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবে, তাহাতে তাহারা অগ্নিদ্বারা তাহা দগ্ধ করিবে, ও তুমি কোন মতে তাহাদের হস্তহইতে এড়াইতে পারিবা না। [১৯] সিদিকিয় রাজা যিরিমিয়কে কহিল, যে যিহূদি লোকেরা কস্দীয়দের পক্ষে গিয়াছে, তাহাদের বিষয়ে আমি ভয় করি; কি জানি আমি তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইলে তাহারা আমার অপমান করিবে। [২০] যিরিমিয় কহিল, তুমি তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইবা না; কিন্তু আমি তোমার কাছে পরমেশ্বরের যে কথা কহি, বিনয় করি, তাহা গ্রাহ্য কর; তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে ও প্রাণ রক্ষা পাইবে। [২১] আর যদ্যপি তুমি তাহাদের নিকটে যাইতে অসম্মত হও, তবে পরমেশ্বর আমাকে এই কথা জ্ঞাত করিয়াছেন, [২২] যিহূদার রাজবাটীতে যত স্ত্রীলোক অবশিষ্ট থাকিবে, দেখ, তাহারা সকলে বাবিলীয় রাজার অধ্যক্ষদের কাছে নীতা হইয়া এই কথা কহিবে, তোমার বন্ধুগণ তোমাকে ভুলাইয়া জয় করিয়াছে, ও তোমার চরণ পঙ্কমধ্যে বদ্ধ হইলে তোমাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। [২৩] আর তাহারা তোমার তাবৎ স্ত্রীগণ ও বালকগণকে কস্দীয়দের কাছে বহির্গত করিবে; এবং তুমিও তাহাদের হস্তহইতে এড়াইতে পারিবা না, কিন্তু ধরা পড়িয়া বাবিলের রাজার হস্তগত হইবা, এবং এই নগরকে অগ্নিতে দগ্ধ করাইবা।

[২৪] পরে সিদিকিয় যিরিমিয়কে কহিল, এই সকল কথা কেহ জ্ঞাত না হউক, তাহাতে তুমি হত হইবা না। [২৫] কিন্তু আমি যে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, তাহা যদি অধ্যক্ষগণ শুনিতে পায়, এবং তোমার নিকটে আসিয়া কহে, 'তুমি রাজাকে যে২ কথা কহিয়াছ, তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত কর, আমাদের হইতে কিছুই গোপন করিও না, তাহাতে আমরা তোমাকে বধ করিব না; এবং রাজা তোমাকে কি২ কহিয়াছেন, তাহাও বল,' [২৬] তবে তুমি তাহাদিগকে এই কথা কহিও, রাজা যেন আমার মৃত্যুর জন্যে আমাকে যোনাথনের বাটীতে পুনর্ব্বার প্রেরণ না করেন, রাজার চরণে আমি এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। [২৭] পরে অধ্যক্ষগণ যিরিমিয়ের নিকটে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল; তাহাতে সে রাজার আজ্ঞানুসারে ঐ সকল কথা তাহাদিগকে কহিল; অতএব সে বিষয় জানিতে না পারাতে তাহারা তাহার সহিত কথা কহা ত্যাগ করিল। [২৮] অপর যদবধি যিরূশালম শত্রুহস্তগত না হইল, তাবৎ যিরিমিয় ঐ কারাগারের প্রাঙ্গণে থাকিল, এবং যিরূশালমের শত্রুহস্তগত হওন সময়ে সে সেখানে ছিল।

৩৯ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের পরাজিত হওন, ৪ ও সিদিকিয়ের চক্ষু অন্ধ করণ ও তাহাকে বাবিলে লইয়া যাওন, ৮

ও নগর দগ্ধ করণ ও লোকদিগকে লইয়া যাওন, ১১ ও যিরিমিয়ের বিষয়ে নিবূখদনিৎসরের আজ্ঞা, ১৫ ও এবদ্‌মেলকের বিষয়ে পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

১

১ যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের অধিকারের নবম বৎসরের দশম মাসে বাবিলের নিবূখদনিৎসর রাজা ও তাহার সকল সৈন্য যিরূশালমের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা অবরোধ করিল। ২ পরে সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসরের চতুর্থ মাসের নবম দিনে ঐ নগর ভগ্ন হইল। ৩ তাহাতে বাবিলের রাজার অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ নের্গল্‌-শরেৎসর্‌ ও সম্‌গর্‌নিবো ও প্রধান নপুংসক শর্সিখীম্‌ ও প্রধান গণক নের্গল্‌শরেৎসর প্রভৃতি বাবিলীয় রাজার তাবৎ অধ্যক্ষগণ প্রবেশ করিয়া মধ্যম দ্বারে বসিল।

৪ অপর যিহূদার সিদিকিয় রাজা ও তাবৎ যোদ্ধাগণ এমত দেখিয়া রাত্রিতে রাজার উদ্যানের পথে দুই প্রাচীরের মধ্যস্থিত দ্বার দিয়া নগরের বাহিরে পলায়ন করিয়া প্রান্তরের পথে প্রস্থান করিল। ৫ কিন্তু কস্‌দীয়দের সেনাগণ তাহাদের পশ্চাদ্‌ ধাবমান হইয়া যিরীহোর প্রান্তরে সিদিকিয় রাজার লাগাইল পাইয়া তাহাকে ধরিয়া হমাৎ দেশস্থ রিব্‌লাতে বাবিলের নিবূখদনিৎসর্‌ রাজার নিকটে আনিল; তাহাতে সে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিল। ৬ পরে বাবিলের রাজা রিব্‌লাতে সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাহার পুত্রগণকে বধ করিল, ও যিহূদার তাবৎ অধ্যক্ষগণকেও বধ করিল। ৭ এবং সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে বাবিলে লইয়া যাইবার নিমিত্তে পিত্তলশৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিল।

৮ পরে কস্‌দীয় লোকেরা রাজপুরী ও অন্যান্য লোকদের তাবৎ ঘর অগ্নিতে দগ্ধ করিল ও যিরূশালমের প্রাচীর সকল ভগ্ন করিল। ৯ এবং নিবূষরদন্‌ রক্ষকসেনাপতি নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে ও যাহারা পলায়ন করিয়া তাহার পক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অন্য অবশিষ্ট লোকদিগকে বাবিলে লইয়া গেল। ১০ কিন্তু নিবূষরদন্‌ রক্ষকসেনাপতি কতকগুলিন দীনহীন দরিদ্রদিগকে যিহূদা দেশে ছাড়িয়া দিল, এবং তাহাদিগকে সেই দিনে দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ভূমি প্রদান করিল।

১১ পরে বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসর্‌ যিরিমিয়ের বিষয়ে নিবূষরদন্‌ রক্ষকসেনাপতিকে এই আজ্ঞা করিল, ১২ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া তত্ত্বাবধারণ কর, তাহার কোন ক্ষতি করিও না; সে তোমাকে যেমন কহিবে, তাহার সহিত তদনুসারে ব্যবহার করিও। ১৩ অতএব নিবূষরদন্‌ রক্ষকসেনাপতি ও প্রধান নপুংসক নিবূশস্‌বন্‌ ও প্রধান গণক নের্গলশরেৎসর্‌ প্রভৃতি বাবিলের রাজার অধ্যক্ষগণ ১৪ লোক প্রেরণ করিয়া কারাগারের প্রাঙ্গণহইতে যিরিমিয়কে আনাইয়া বাটীতে লইয়া যাইবার কারণ শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয়ের কাছে সমর্পণ করিল; তাহাতে সে লোকদের মধ্যে বাস করিল।

১৫ যে সময়ে যিরিমিয় কারাগারের প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিল, তৎকালে পরমেশ্বরের এই কথা তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৬ তুমি যাইয়া কূশীয় এবদ্‌মেলক্‌কে এই কথা বল, ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, মঙ্গলের নিমিত্তে নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্তে আমি এই নগরের উপরে আপন কথা সফল করিব, সে দিনে তোমার সাক্ষাতে তাহা সফল হইবে। ১৭ কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, সে দিনে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি যে লোকদের বিষয়ে ভীত আছ, তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইবা না। ১৮ কেননা আমি তোমাকে অবশ্য উদ্ধার করিব; তুমি খড়্গে পতিত হইবা না। পরমেশ্বর কহেন, তুমি আমাতে বিশ্বাস করিয়াছ, এই নিমিত্তে আমি তোমার প্রাণ লুটিত দ্রব্যের ন্যায় তোমাকে দিব।

৪০ অধ্যায়।

১ যিরিমিয়ের মুক্তি ও গিদলিয়ের কাছে গমন, ৭ ও ছিন্নভিন্ন যিহূদিদের গিদলিয়ের কাছে গমন, ১৩ ও নিথনিয়ের পুত্র ইস্মায়েলের কুপরামর্শ যোহাননদ্বারা প্রকাশিত হওন ও তাহাতে গিদলিয়ের অবিশ্বাস করণ।

১ নিবূষরদন্‌ রক্ষকসেনাপতি যিরিমিয়কে আনাইয়া মুক্ত করিয়া রামা নগরহইতে যাইতে দিলে পর পরমেশ্বরের যে বাক্য যিরিমিয়ের নিকট উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত। কেননা যিরূশালমের ও যিহূদার যে লোকেরা বন্দী হইয়া বাবিলে নীত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে যিরিমিয় শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। ২ পরে রক্ষকসেনাপতি যিরিমিয়কে আনাইয়া কহিল, ‘তোমার যে প্রভু পরমেশ্বর এই স্থানের বিষয়ে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, ৩ তিনি আপন বাক্যানুসারে তাহা ঘটাইয়া সিদ্ধ করিয়াছেন। তোমরা পরমেশ্বরের কথা না শুনিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ, এই জন্যে তোমাদের প্রতি ইহা ঘটিল। ৪ দেখ, অদ্য আমি তোমার হস্তের শৃঙ্খলহইতে তোমাকে মুক্ত করিলাম;

তুমি যদি আমার সহিত বাবিলে যাইতে সম্মত হও, তবে আইস, আমি তোমার তত্ত্বাবধারণ করিব; আর যদ্যপি আমার সহিত বাবিলে যাইতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে ক্ষান্ত হও; দেখ, তোমার সম্মুখে তাবৎ দেশ আছে; যে স্থানে যাওয়া তোমার উত্তম ও বিহিত বোধ হয়, সেই স্থানে যাও।' [5] পরে সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আরও কহিল, 'শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয় বাবিলীয় রাজকর্তৃক যিহূদা নগরের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি তাহার কাছে ফিরিয়া যাইয়া লোকদের মধ্যে তাহার সহিত বাস কর; কিম্বা যে স্থানে যাওয়া তোমার বিহিত বোধ হয়, সেই স্থানে যাও।' পরে সেনাপতি তাহাকে পাথেয় ও উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিল। [6] তাহাতে যিরিমিয় অহীকামের পুত্র গিদলিয়ের নিকটে মিস্পা নগরে গিয়া দেশে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল।

[7] পরে বাবিলের রাজা অহীকামের পুত্র গিদলিয়কে দেশের কর্তৃত্বভার দিয়াছে, এবং দেশের যে সকল দরিদ্রগণ বাবিলে নীত হয় নাই, তাহাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেও তাহার প্রতি সমর্পণ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া প্রান্তরস্থিত সেনাপতিগণ ও তাহাদের লোকসমূহ, [8] অর্থাৎ নিথনিয়ের পুত্র ইস্মায়েল্ ও যোহানন্ ও যোনাথন্ নামক কারেহের দুই পুত্র ও তন্হূমতের পুত্র সিরায়, তদ্ভিন্ন নিটোফাতীয় এফয়ের পুত্রগণ ও মাখাথীয় (হোশয়িয়ের) পুত্র যাসনিয়, ইহারা আপন ২ লোকের সহিত মিস্পা নগরে গিদলিয়ের নিকটে আগমন করিল। [9] তাহাতে শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয় তাহাদের কাছে ও তাহাদের লোকদের কাছে শপথ করিয়া কহিল, তোমরা কস্দীয়দের দাস হইতে ভয় করিও না, দেশে বাস করিয়া বাবিলের রাজার দাস হও, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। [10] দেখ, যে ২ কস্দীয় লোক আমাদের এখানে আসিবে, তাহাদের সেবা করণার্থে আমি এই মিস্পা নগরে বাস করিব, কিন্তু তোমরা দ্রাক্ষারস ও গ্রীষ্মকালের ফল ও তৈল সঞ্চয় করিয়া পাত্রে রাখ, এবং যে ২ নগর তোমাদের হস্তগত আছে, তাহাতে বাস কর। [11] অপর মোয়াবে ও অম্মোনীয় বংশদের মধ্যে ও ইদোমে ও অন্যান্য দেশে পলায়িত যিহূদি লোকেরা এই সম্বাদ শুনিয়া, অর্থাৎ বাবিলের রাজা কতক যিহূদি লোককে অবশিষ্ট রাখিয়া শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয়কে তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করিতে নিযুক্ত করিয়াছে, [12] এই সমাচার পাইয়া ছিন্ন ভিন্ন যিহূদি লোক সকল যে ২ স্থানে ছিল সেই ২ স্থানহইতে ফিরিয়া আইল; এবং যিহূদা দেশের মিস্পা নগরে গিদলিয়ের নিকটে গিয়া প্রচুর দ্রাক্ষারস ও গ্রীষ্মকালের ফল সঞ্চয় করিল।

[13] অপর কারেহের পুত্র যোহানন্ ও প্রান্তরস্থিত তাবৎ সেনাপতি মিস্পা নগরে গিদলিয়ের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, [14] অম্মোনীয়দের রাজা বালীস্ তোমার প্রাণ নষ্ট করিতে নিথনিয়ের পুত্র ইস্মায়েল্কে প্রেরণ করিয়াছে, তাহা কি তুমি জান? কিন্তু অহীকামের পুত্র গিদলিয় তাহাদের কথাতে প্রত্যয় করিল না। [15] পরে কারেহের পুত্র যোহানন্ মিস্পা নগরে গিদলিয়কে গোপনে কহিল, আমি বিনয় করি, আমাকে যাইতে দেও; আমি নিথনিয়ের পুত্র ইস্মায়েল্কে বধ করিব, তাহা কেহ জানিতে পারিবে না; সে কেন তোমাকে বধ করিবে? ও তোমার নিকটে সংগৃহীত এই সকল যিহূদিরা কেন ছিন্নভিন্ন হইবে? ও যিহূদার অবশিষ্ট লোকেরা কেন নষ্ট হইবে? [16] কিন্তু অহীকামের পুত্র গিদলিয় কারেহের পুত্র যোহানন্কে কহিল, তুমি এমত কর্ম্ম করিও না; কেননা ইস্মায়েলের বিষয়ে তুমি যে কথা কহিতেছ, সে মিথ্যা।

৪১ অধ্যায়।

১ গিদলিয় প্রভৃতিকে ইস্মায়েলের বধ করণ ও অবশিষ্ট লোককে লইয়া অম্মোনীয়দের কাছে যাইতে প্রস্থান করণ, ১১ ও কারেহের পুত্র যোহানন্দ্বারা তাহার হস্তহইতে লোকদের উদ্ধার, ও কস্দীয়দের ভয়প্রযুক্ত তাহার মিসরদেশে যাইতে প্রস্তুত হওন।

[1] অপর সপ্তম মাসে রাজাধ্যক্ষদের মধ্যে গণিত রাজবংশীয় ইলীশামার পৌত্র নিথনিয়ের পুত্র ইস্মায়েল্ দশ জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া মিস্পা নগরে অহীকামের পুত্র গিদলিয়ের নিকটে আইল, তাহাতে তাহারা ঐ মিস্পা নগরে একত্র ভোজন করিল। [2] পরে নিথনিয়ের পুত্র ইস্মায়েল্ ও তাহার সঙ্গি দশ জন উঠিয়া বাবিলীয় রাজকর্তৃক নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষ শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয়কে খড়্গাঘাতে বধ করিল। [3] এবং মিস্পা নগরে গিদলিয়ের সঙ্গে যে সকল যিহূদি লোক ছিল তাহাদিগকে, এবং সে স্থানে উপস্থিত কসদীয়দিগকে অর্থাৎ যোদ্ধা সকলকে ইস্মায়েল্ বধ করিল। [4] কিন্তু পরদিনে ঐ গিদলিয়ের বধ প্রকাশিত না হইলে [5] শিখিম্ ও শীলো ও শোমিরোণ্হইতে ক্ষৌরশ্মশ্রু ও ছিন্নবস্ত্র আশী

আপন২ শরীর কাটিয়া পরমেশ্বরের উৎসর্গ করণার্থে নৈবেদ্য ও ধূপ হস্তে আইল। [৬] তাহাতে নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্‌ মিস্পা নগরের বাহিরে তাহাদের সহিত মিলিতে পথে ক্রন্দন করিতে২ গেল, এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা অহীকামের পুত্র গিদলিয়ের কাছে আইস। [৭] পরে তাহারা নগরের মধ্য স্থানে আইলে নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল ও তাহার সঙ্গি লোকেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া তথাকার কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল। [৮] কিন্তু তাহাদের মধ্যে দশ জন ইস্‌মায়েল্‌কে কহিল, আমাদিগকে বধ করিও না, ক্ষেত্রে আমাদের গোম ও যব ও তৈল ও মধুরূপ গুপ্ত ধন আছে; তাহাতে ইস্‌মায়েল ক্ষান্ত হইয়া তাহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাদিগকে বধ করিল না। [৯] ইস্‌মায়েল্‌ কর্তৃক হত গিদলিয়ের পক্ষ লোকদের শব যে কূপে নিক্ষিপ্ত হইল, সেই কূপ ইস্রায়েলের বাশা রাজার ভয় প্রযুক্ত আসা রাজা প্রস্তুত করিয়াছিল; সেই কূপ নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল শবেতে পরিপূর্ণ করিল। [১০] পরে ইস্‌মায়েল্‌ মিস্পা নগরে অবশিষ্ট তাবৎ লোককে বন্দিরূপে লইয়া গেল, অর্থাৎ রাজার কন্যাদিগকে ও নিবূষরদন্‌ রক্ষকসেনাপতি যাহাদিগকে অহীকামের পুত্র গিদলিয়ের কাছে সমর্পণ করিয়াছিল, এমত মিস্পাস্থিত অবশিষ্ট তাবৎ লোকদিগকে নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্‌ বন্দি করিয়া অম্মোনীয় লোকদের কাছে যাইতে প্রস্থান করিল।

[১১] নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্‌ এই সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, ইহা শুনিতে পাইয়া কারেহের পুত্র যোহানন্‌ ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিগণ [১২] লোকদিগকে লইয়া নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল, এবং গিবিয়োনে স্থিত বৃহৎ জলাশয়ের নিকটে তাহার লাগাইল পাইল। [১৩] তাহাতে ইস্‌মায়েলের সঙ্গি (বন্দি) লোকেরা কারেহের পুত্র যোহানন্‌কে ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। [১৪] পরে ইস্‌মায়েল্‌ যে সকল লোকদিগকে বন্দি করিয়া মিস্পা নগরহইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া কারেহের পুত্র যোহাননের নিকটে আইল। [১৫] কিন্তু নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্‌ প্রভৃতি আট জন যোহাননের নিকটহইতে পলায়ন করিয়া অম্মোনীয় লোকদের নিকটে গেল। [১৬] নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্‌ অহীকামের পুত্র গিদলিয়কে বধ করিলে পর কারেহের পুত্র যোহানন্‌ ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিগণ মিস্পার যে সকল অবশিষ্ট লোককে তাহাহইতে মুক্ত করিয়াছিল, অর্থাৎ যে যোদ্ধা লোক ও স্ত্রী ও বালক ও নপুংসক প্রভৃতি অবশিষ্ট লোকদিগকে গিবিয়োন্‌ নগরে ইস্‌মায়েল্‌হইতে পাইয়াছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া [১৭] কস্‌দীয়দের ভয় প্রযুক্ত মিসরে যাইবার জন্যে বৈৎলেহমের নিকটবর্ত্তি গেরূৎ-কিম্‌হম্‌ নামক স্থানে বাস করিল। [১৮] কেননা বাবিলীয় রাজকর্তৃক নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষ অহীকামের পুত্র গিদলিয় নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েলদ্বারা হত হইয়াছিল, এই জন্যে তাহারা কস্‌দীয়দের বিষয়ে ভীত হইল।

৪২ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে যিরিমিয়ের প্রতি যোহাননের নিবেদন ও ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে আচরণ করিতে স্বীকার করণ, ৭ ও যিহূদাদেশে থাকিলে মঙ্গল হইবে তাহার কথা, ১৩ ও মিসরদেশে গেলে বিনাশ হইবে ঈশ্বরের এই উত্তর, ১৯ ও কাপট্যের নিমিত্তে তাহাদের প্রতি যিরিমিয়ের অনুযোগ।

[১] অনন্তর সেনাপতিগণ ও কারেহের পুত্র যোহানন্‌ ও হোশয়িয়ের পুত্র যাসনিয় এবং ক্ষুদ্র ও মহান্‌ তাবৎ লোক নিকটে আসিয়া [২] যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিল, আমরা বিনয় করিয়া কহি, তুমি আমাদের এই নিবেদন গ্রাহ্য কর; তুমি আমাদের বিষয়ে, অর্থাৎ এই অবশিষ্ট তাবৎ লোকদের বিষয়ে আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর; কেননা তুমি আপনার চক্ষুতে আমাদিগকে দেখিতেছ, আমরা অনেকে ছিলাম, এই ক্ষণে অল্প অবশিষ্ট আছি। [৩] অতএব কোন্‌ পথ আমাদের গন্তব্য, ও কি কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা তোমার প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে জ্ঞাত করুন। [৪] তাহাতে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদিগকে কহিল, আমি ইহাতে সম্মত আছি; দেখ, তোমাদের বাক্যানুসারে আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব, এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে উত্তর দিবেন, তাহাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব, তাহার কিছু তোমাদের কাছে গোপন করিব না। [৫] তাহাতে তাহারা যিরিমিয়কে কহিল, পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে সত্য ও বিশ্বাস্য সাক্ষী হউন। তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাদ্বারা যে কোন কথা আমাদের কাছে কহিয়া পাঠাইবেন, তদনুসারে আমরা অবশ্য করিব। [৬] আমরা যাঁহার কাছে তোমাকে প্রেরণ করি, আমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বরের কথা ভাল হউক কি মন্দ

হউক, আমরা তাহা পালন করিব; কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কথা পালন করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

৭ অনন্তর দশ দিন গত হইলে পরমেশ্বরের বাক্য যিরিমিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। ৮ তাহাতে সে কারেহের পুত্র যোহানন্‌কে ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিগণকে এবং ক্ষুদ্র ও মহান্‌ সমস্ত লোককে আহ্বান করিয়া ৯ এই কথা কহিল, তোমরা যাঁহার কাছে আপনাদের নিবেদন জ্ঞাত করণার্থে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইস্রায়েলের সেই প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন। ১০ তোমরা যদি এই দেশে বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে স্থাপন করিব, আর উচ্ছিন্ন করিব না; এবং তোমাদিগকে রোপণ করিব, আর উৎপাটন করিব না; কেননা তোমাদের যে প্রকার অমঙ্গল করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমি ক্ষান্ত হইলাম। ১১ তোমরা যে বাবিলের রাজাকে ভয় করিতেছ, তাহাকে ভয় করিও না; পরমেশ্বর কহেন, তাহাকে ভয় করিও না, কেননা তোমাদের রক্ষা করিতে ও তাহার হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে আমি তোমাদের সঙ্গে২ থাকিব। ১২ আমি তোমাদের প্রতি এমত কৃপা বর্ত্তাইব, যে সেই রাজা কৃপা করিয়া তোমাদের দেশে তোমাদিগকে প্রত্যাগমন করাইবে।

১৩ আর তোমরা যদি বল, আমরা এ দেশে বাস করিব না, কিম্বা যদি আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের কথা মানিতে অসম্মত হইয়া ১৪ বল, আমরা মিসর দেশে যাইব, সেই স্থানে যুদ্ধের দর্শন ও তূরীবাদ্য শ্রবণ ও খাদ্যাভাবে ক্ষুধাভোগ করিতে হইবে না, আমরা তথায় বাস করিব; ১৫ তবে হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, তোমরা পরমেশ্বরের কথা শুন; ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যদি মিসরদেশে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হও, ও প্রবেশ করিয়া সেখানে প্রবাস কর, ১৬ তবে তোমরা যে খড়্গকে ভয় করিতেছ, তাহা সেই মিসর দেশে তোমাদের কাছে উপস্থিত হইবে; ও যে দুর্ভিক্ষেতে ব্যাকুল হইতেছ, তাহা তোমাদের সঙ্গে২ সেই মিসরদেশে যাইবে, তাহাতে তোমরা সেখানে মরিবা। ১৭ যত লোক মিসরে গিয়া প্রবাস করিতে উন্মুখ* হইয়াছে, তাহারা সকলে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবে; এবং আমি তাহাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাইব, তাহাদের মধ্যে কেহই তাহাহইতে রক্ষা পাইয়া অবশিষ্ট থাকিবে না। ১৮ কেননা ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যিরূশালমনিবাসিদের প্রতি আমার যেমন ক্রোধ ও প্রচণ্ড কোপ প্রকাশিত হইয়াছে, তোমরা মিসরে গমন করিলে তোমাদের প্রতি আমার তদ্রূপ কোপ ও প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশিত হইবে, ও তোমরা অভিশাপ ও চমৎকার ও নিন্দা ও অপমানগ্রস্ত হইয়া এই স্থানকে আর কখনো দেখিতে পাইবা না।

১৯ হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, তোমাদের প্রতি পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা মিসরদেশে যাইও না; আমি অদ্য তোমাদিগকে চেতনা দিলাম, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। ২০ তোমরা আপনাদের প্রাণনাশক প্রতারণা করিতেছ, কেননা 'তুমি আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যাহা বলিবেন, তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করিলে আমরা তাহা করিব,' এই কথা কহিয়া তোমরা আমাকে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রেরণ করিয়াছ; ২১ আর অদ্য আমি তোমাদের কাছে তাহা প্রকাশ করিলাম; কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে কথা কহিলেন, ও যাহা আজ্ঞা করিতে তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করিলেন, তাহার কিছুই তোমরা মানিলা না। ২২ অতএব তোমরা যে স্থানে প্রবাস করণার্থে যাইতে মনোবাঞ্ছা করিতেছ, সে স্থানে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবা, ইহা নিশ্চয় জানিও।

৪৩ অধ্যায়।

১ যিরিমিয়ের বাক্য না মানিয়া যোহাননের তাহাকে ও যিহূদার অবশিষ্ট লোককে মিসরে লইয়া যাওন, ৮ ও বাবিলের রাজার দ্বারা মিসরদেশ পরাস্ত হইবে, যিরিমিয়ের এই ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর ঐ যে সকল কথা কহিতে লোকদের কাছে যিরিমিয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রভু পরমেশ্বরের সে সমস্ত কথা লোকদের কাছে সমাপ্ত করিলে পর, ২ হোশয়িয়ের পুত্র অসরিয় ও কারেহের পুত্র যোহানন্‌ প্রভৃতি দুঃসাহসি লোক সকল যিরিমিয়কে কহিল, তুমি মিথ্যা কহিতেছ; মিসরদেশে প্রবাস করিতে যাইও না, এই কথা কহিতে আমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে কখনো প্রেরণ করেন নাই। ৩ কিন্তু কসদীয় লোকেরা যেন আমাদিগকে বধ করে, কিম্বা বন্দী করিয়া বাবিল দেশে লইয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে তাহাদের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করণার্থে নেরিয়ের পুত্র বারূক্‌ আমাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবৃত্ত করিল। ৪ পরে কারে-

হের পুত্র যোহানন্ ও সেনাপতিগণ ও তাবৎ লোক পরমেশ্বরের আজ্ঞা না মানিয়া যিহূদা-দেশে থাকিল না; [৫] কিন্তু নানাজাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইলে পর যে২ লোক পুনর্ব্বার যিহূদা দেশে প্রবাস করিতে আসিয়াছিল, [৬] এমন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে, এবং নিবূষরদন নামক রক্ষকসৈন্যের অধিপতিকর্তৃক যে রাজকুমারীগণ ও অন্য সকল লোক শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল তাহাদিগকে, এবং যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও নেরিয়ের পুত্র বারূককে, অর্থাৎ যিহূদার অবশিষ্ট তাবৎ লোককে লইয়া ঐ কারেহের পুত্র যোহানন ও অন্যান্য সেনাপতিরা [৭] মিসরদেশে প্রবেশ করিল; কেননা তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা মানিল না। এই রূপে তাহারা তফন্‌হেষে উপস্থিত হইল।

[৮] পরে তফন্‌হেষে যিরিমিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, [৯] তুমি আপন হস্তে কএক বৃহৎ প্রস্তর লইয়া ফিরৌণ্ রাজার বাটীর প্রবেশস্থানের নিকটে যে ইষ্টক দগ্ধ করণের স্থান আছে, তাহার ভাগাড়ে যিহূদি লোকদের সাক্ষাতে ঐ প্রস্তর পুতিয়া [১০] তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি আজ্ঞা প্রেরণ করিয়া আপন দাস বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসরকে আনাইব, এবং এই যে স্থানে প্রস্তর পুতিলাম, ইহার উপরে তাহার সিংহাসন স্থাপন করিব, ও সে ইহার উপরে আপনার রাজকীয় চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইবে। [১১] সে আসিয়া মিসরদেশ পরাজয় করিবে, এবং মৃত্যুর যোগ্যকে মৃত্যুর নিকটে, ও বন্দিত্বের যোগ্যকে বন্দিত্বের স্থানে, ও খড়্গের যোগ্য লোককে খড়্গের নিকটে, সমর্পণ করিবে। [১২] এবং আমি মিসরদেশীয় দেবগণের মন্দিরে অগ্নি লাগাইলে সে তাহাদের কতককে দগ্ধ করিবে, ও কতককে বন্দী করিয়া অন্য দেশে লইয়া যাইবে; এবং মেষপালক যেমন আপন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ সে এই মিসরদেশদ্বারা আপনাকে বিভূষিত করিবে, ও এই স্থানহইতে কুশলে প্রস্থান করিবে। [১৩] সে মিসরদেশীয় সূর্য্যপুরীর প্রতিমা সকল ভগ্ন করিবে, ও মিসরদেশীয়দের দেবগণের মন্দির অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

৪৪ অধ্যায়।

১ দেবপূজার নিমিত্তে যিহূদার বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১১ ও মিসরে প্রবাসকারিদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৫ ও যিহূদিদের মনের কাঠিন্য, ২০ ও তৎপ্রযুক্ত যিরিমিয়দ্বারা তাহাদের অনুযোগ, ২৪ ও সকলের প্রতি আর এক অনুযোগ কথা, ২৯ ও মিসরদেশের রাজাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করণের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] সমস্ত মিসরদেশে বিশেষতঃ মিগ্‌দোল্ ও তফন্‌হেষ্ ও মোফ্ নামক নগরে ও পথ্রোষ প্রদেশে বাসকারি যিহূদিদের বিষয়ে যিরিমিয়ের নিকটে যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। [২] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যিরূশালম্ ও যিহূদার সমুদয় নগরের প্রতি যে সকল অমঙ্গল ঘটাইয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ; দেখ, ঐ লোকেরা যে দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত সেই সকল স্থান অদ্য উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য আছে। [৩] কেননা তাহারা তোমাদের ও তাহাদের অপরিচিত ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপরিচিত ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপদাহ ও সেবা করিতে বিপথগামী হওয়াতে আমার ক্রোধ জন্মাইয়াছিল। [৪] কিন্তু আমি যত্ন পূর্ব্বক আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া বিনয় করিয়া কহিতাম, তোমরা আমার ঘৃণিত এই কর্ম্ম করিও না। [৫] তথাপি তাহারা আপন২ দুষ্ক্রিয়াহইতে ফিরিবার, বিশেষতঃ ইতর দেবগণের উদ্দেশে আর ধূপ না জ্বালাইবার পরামর্শে মনোযোগ ও কর্ণপাত করিত না। [৬] এই জন্যে আমার কোপ ও প্রচণ্ড ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া যিহূদার নগরে ও যিরূশালমের রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে সে সকল অদ্যকার মত অরণ্য ও উচ্ছিন্ন হইয়াছে। [৭] অতএব ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এখন এই কথা কহেন, তোমরা যিহূদা বংশের পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক ও স্তন্যপায়ি শিশুদিগকে বিনষ্ট করিতে ও আপনাদের মধ্যে অবশিষ্ট কাহাকে না রাখিতে আপনাদের প্রাণের বিরুদ্ধে কেন এমত বড় পাপ করিতেছ? [৮] এবং তোমরা যেন উচ্ছিন্ন হও, ও পৃথিবীর তাবজ্জাতীয়দের মধ্যে শাপ ও অপমানগ্রস্ত হও, এই জন্যে যে মিসরদেশে প্রবাস করিতে গিয়াছ, সেই দেশে ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়া আপনাদের হস্তকৃত কর্ম্মদ্বারা কেন আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত করিতেছ? [৯] যিহূদাদেশে ও যিরূশালমের রাজপথে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ও যিহূদার নৃপতিবর্গের ও তাহাদের ভার্য্যাদের এবং তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের কৃত দুষ্ক্রিয়া সকল তোমরা কি বিস্মৃত হইয়াছ? [১০] এই লোকেরা অদ্যাপি চূর্ণমনা হয় না, এবং ভয়ও করে না,

এবং আমি আপনার যে শাস্ত্র ও ব্যবস্থা তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গোচরে রাখিয়াছি, তদনুসারে আচরণ করে না।

[১১] অতএব ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের অমঙ্গল অর্থাৎ যিহূদার তাবৎ বংশ উচ্ছিন্ন করিতে উন্মুখ হইব। [১২] এবং মিসরে প্রবাস করিতে যাইবার জন্যে উন্মুখ হইয়াছে যে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব; তাহারা সকলে নষ্ট হইবে ও মিসরদেশে পতিত হইবে; তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা নষ্ট হইবে; ক্ষুদ্র ও মহান সকলে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষেতে প্রাণ ত্যাগ করিবে, এবং অভিশাপ ও চমৎকার ও নিন্দা ও অপমানগ্রস্ত হইবে। [১৩] কেননা যেমন আমি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা যিরূশালমের দণ্ড করিয়াছি, তদ্রূপ মিসরদেশনিবাসিদের দণ্ড করিব; [১৪] এবং যিহূদার যে অবশিষ্ট লোক যিহূদা দেশে প্রত্যাগমনের আশাতে মিসরে প্রবাস করিতে আসিয়াছে, তাহারা বাঁচিবে না ও অবশিষ্ট থাকিবে না; এবং আপনাদের যে দেশে বাসার্থে প্রত্যাগমন করিতে মনোবাঞ্ছা করিতেছে, তথায় কএক জন পলাতক ভিন্ন আর কেহ ফিরিয়া যাইবে না।

[১৫] অপর আমাদের স্ত্রীগণ ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, ইহা যে সকল পুরুষেরা জ্ঞাত ছিল, তাহারা এবং নিকটে দণ্ডায়মান স্ত্রীগণের মহাজনতা অর্থাৎ মিসরের পথ্রোষ্ প্রদেশে বাসকারি তাবৎ লোক যিরিমিয়কে উত্তর করিল, [১৬] তুমি পরমেশ্বরের নামে আমাদিগকে যে কথা কহিয়াছ, তোমার সে কথা আমরা মানিব না; [১৭] কিন্তু আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ যিহূদার তাবৎ নগরে ও যিরূশালমের রাজপথে যেরূপ করিয়া আসিতেছি, তদ্রূপ আকাশের রাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতে আমাদের মুখহইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাই করিব; কেননা তৎকালে আমাদের যথেষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য ছিল, তাহাতে আমরা সুখে ছিলাম, কোন অমঙ্গল দেখিতাম না। [১৮] কিন্তু যদবধি আমরা আকাশের রাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাওন ও পেয় নৈবেদ্য ঢালন ত্যাগ করিয়াছি, তদবধি আমাদের তাবৎ বস্তুর অভাব হইতেছে, ও আমরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা বিনষ্ট হইতেছি। [১৯] আর যখন আমরা আকাশের রাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতাম, ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতাম, তখন কি আপন২ স্বামি ব্যতিরেকে পূপ প্রস্তুত করিয়া ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিয়া তাঁহার পূজা করিতাম?

[২০] পরে যিরিমিয় ঐ প্রত্যুত্তরকারি স্ত্রী পুরুষাদি তাবৎ লোককে এই কথা কহিল, [২১] যিহূদার নগরে ও যিরূশালমের রাজপথে তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও তোমাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ ও দেশের তাবৎ লোক যে ধূপ জ্বালাইয়াছ, তাহা পরমেশ্বর কি স্মরণ করেন নাই ও মনে করেন নাই? [২২] পরমেশ্বর তোমাদের দুষ্কর্ম্ম ও ঘৃণার্হ ক্রিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না, এই জন্যে তোমাদের দেশ অদ্যকার ন্যায় উচ্ছিন্ন ও বিস্ময়জনক ও অভিশাপগ্রস্ত ও নরশূন্য হইল। [২৩] তোমরা ধূপ জ্বালাইয়া পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ, ও পরমেশ্বরের কথায় মনোযোগ কর নাই, এবং তাঁহার ব্যবস্থা ও বিধি ও প্রমাণবাক্যানুসারে আচরণ কর নাই, এই কারণ অদ্যকার ন্যায় তোমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

[২৪] যিরিমিয় স্ত্রীগণাদি সকল লোককে আরো কহিল, হে মিসরদেশস্থ যিহূদিগণ, তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন; [২৫] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ আপনাদের মুখদ্বারা কথা কহিয়া ও হস্তদ্বারা কর্ম্ম করিয়া ইহা প্রকাশ করিতেছ, 'আকাশের রাণীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতে আমরা যে মানত করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ করিব;' তোমাদের মানত অটল থাকিবে, ও তোমরা আপনাদের মানত সিদ্ধ করিবা; [২৬] অতএব হে মিসরদেশনিবাসি তাবৎ যিহূদি লোক, পরমেশ্বরের বাক্য শুন; পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি আপন মহানাম লইয়া শপথ করিতেছি, 'প্রভু পরমেশ্বর অমর,' এই কথা কহিয়া মিসরদেশস্থ কোন যিহূদি লোক আমার নাম আর লইবে না। [২৭] দেখ, আমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্তে নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্তে সচেতন থাকিব; যে পর্য্যন্ত মিসরদেশস্থ তাবৎ যিহূদি লোক নিঃশেষ না হয়, তাবৎ তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা বিনষ্ট হইবে। [২৮] কিন্তু খড়্গহইতে রক্ষা প্রাপ্ত অত্যল্প লোক মিসরদেশহইতে যিহূদাতে ফিরিয়া যাইবে; তৎকালে আমার কি তাহাদের কাহার বাক্য সফল হইবে, তাহা মিসরদেশে প্রবাস করণার্থে সেখানে গত অবশিষ্ট যিহূদি লোকেরা জানিতে পারিবে।

[২৯] পরমেশ্বর কহেন, তোমাদের অমঙ্গলের নিমিত্তে আমার বাক্য অবশ্য সফল হইবে, ইহা জানাইবার জন্যে আমি এ স্থানে তোমাদিগকে প্রতিফল দিব, তাহার বিষয়ে তোমাদের এই

এক চিহ্ন হইবে। [৩০] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, যিহূদার সিদিকিয় রাজার প্রাণনাশে সচেষ্ট যে তাহার শত্রু বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর রাজা, তাহার হস্তে আমি যেমন সিদিকিয়কে সমর্পণ করিয়াছি, তদ্রূপ মিসরের রাজা ফিরৌণ-হফ্রাকেও তাহার প্রাণনাশে সচেষ্ট শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিব।

৪৫ অধ্যায়।

বারূকের ভয় প্রযুক্ত তাহার প্রতি যিরিমিয়ের উপদেশ ও সান্ত্বনা করণ।

[১] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে যখন নেরিয়ের পুত্র বারূক এই সকল কথা যিরিমিয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়া পুস্তকে লিখিল, তখন যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে কহিল, [২] হে বারূক, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তোমার বিষয়ে এই কথা কহেন, [৩] তুমি হায়২ করিয়া খেদ করিতেছ, কেননা 'পরমেশ্বর আমার খেদ ও শোক বৃদ্ধি করিয়াছেন; আমি হা২ করিতে২ ক্লান্ত হই, কিছুমাত্র বিশ্রাম পাই না।' [৪] তুমি তাহাকে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি যাহা গাঁথিয়াছি, তাহা আপনি ভাঙ্গিব; ও যাহা রোপণ করিয়াছি, তাহা আপনি উৎপাটন করিব; এই সমস্ত দেশের প্রতি (এমন ব্যবহার করিব।) [৫] তবে তুমি কি আপনার নিমিত্তে মহত্ত্ব চেষ্টা করিবা? তাহা চেষ্টা করিও না, কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি তাবৎ প্রাণির প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব; কিন্তু তুমি যে২ স্থানে যাইবা, সে সকল স্থানে আমি লুটিত দ্রব্যের ন্যায় তোমার প্রাণ তোমাকে দিব।

৪৬ অধ্যায়।

১ ফরাৎ নদীতে ফিরৌণ রাজার সৈন্যের পরাস্ত হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৩ ও নিবূখদ্‌নিৎসরদ্বারা মিসরের পরাস্ত হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৭ ও যাকুব বংশের প্রতি ঈশ্বরের সান্ত্বনা কথা।

[১] অন্যজাতীয়দের বিষয়ে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের যে বাক্য উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত।

মিসর বিষয়ক বাক্য।

[২] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম্ নামক যিহূদার রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর রাজা মিস্রীয় ফিরৌণ-নিখো রাজার যে২ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিল, তাহারা যে সময়ে ফরাৎ নদীতীরস্থ কর্কিমীশ নগরে ছিল, তৎকালে তাহাদের বিরুদ্ধে (এই বাক্য) উপস্থিত হইল। [৩] তোমরা চর্ম্মের ঢাল ও ফলক ধর, এবং যুদ্ধ করণার্থে নিকটে আইস। [৪] হে অশ্বারূঢ়গণ, অশ্বদিগকে সুসজ্জ করিয়া তাহাতে আরোহণ কর, এবং শিরস্ত্রাণ পরিয়া সম্মুখে দাঁড়াও, এবং বড়শা চকমক কর ও বর্ম্ম পরিধান কর। [৫] আমি তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন কেন দেখিতেছি? তাহারা পরাঙ্মুখ হইতেছে, ও তাহাদের বীরগণ আহত হইতেছে, ও পলায়ন করিতে২ পশ্চাৎ অবলোকন করে না। পরমেশ্বর কহেন, চতুর্দ্দিগে ভয় আছে। [৬] শীঘ্রগামি লোক পলাইতে পারিবে না, ও বীর লোক রক্ষা পাইবে না; তাহারা উত্তরদিগে ফরাৎ নদীর নিকটে বিঘ্ন পাইয়া পতিত হইবে। [৭] নীল নদীর ন্যায় ও বেগগামিনী বন্যার ন্যায় আসিতেছে ঐ কাহার সৈন্য? [৮] মিস্রীয় সৈন্য নীল নদীর ন্যায় ও বেগগামিনী বন্যার ন্যায় আসিতেছে। সে বলে, আমি উথলিয়া দেশ আপ্লাবন করিব, এবং নগর ও তন্নিবাসিদিগকে বিনষ্ট করিব। [৯] হে অশ্বগণ, বেগে গমন কর; হে রথ সকল, ঘড়২ কর; বীরগণ অর্থাৎ ঢালবাহক কূশীয় ও পূটীয় লোক, এবং ধনুর্দ্ধর ও ধনুকে চাড়াদায়ি লূদীয় লোক সকল বহির্গত হউক। [১০] এই দিন সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরের দণ্ড দেওনের অর্থাৎ বৈরিদিগকে প্রতিফল দেওনের দিন; খড়্গ সকলকে গ্রাস করিয়া তৃপ্ত হইবে, ও তাহাদের রক্তপানে মত্ত হইবে, কেননা উত্তরদেশে ফরাৎ নদীর নিকটে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরের এক যজ্ঞ হইতেছে। [১১] হে মিসরের অনূঢ়া কন্যে, তুমি কি গিলিয়দে উঠিয়া গুগ্গুল ঔষধ গ্রহণ করিবা? অনেক ঔষধ গ্রহণ করিলেও কিছু ফল দর্শিবে না; তোমার আরোগ্য হইবে না। [১২] অন্যজাতীয়েরা তোমার অপমানের কথা শুনিয়াছে, ও তোমার কাতরোক্তিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইতেছে, কেননা বীরেতে বীর সংলগ্ন হইয়া উভয়েই পতিত হইল।

[১৩] অপর মিসরদেশ বিনষ্ট করিতে বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর রাজার আগমন হইবে, ইহার বিষয়ে পরমেশ্বর যিরিমিয়কে এই কথা কহিলেন। [১৪] তোমরা মিসরদেশে এই কথা প্রচার কর, ও মিগ্‌দোলে ঘোষণা কর, এবং মোফ্ ও তফনহেষে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বল; তুমি দাঁড়াইয়া থাক, ও আপনাকে প্রস্তুত কর, কেননা খড়্গ তোমার চতুর্দ্দিকস্থ সকলকে গ্রাস করিতেছে। [১৫] তোমার বলবান লোক কেন নিপাতিত হইল? সে স্থির থাকিতে পারিল না, যেহেতুক পরমেশ্বর তাহাকে অধঃপতিত করিলেন। [১৬] অনেকে উছোট খাইয়া এক জন অন্যের উপরে পতিত হইয়া কহে, উঠ, আমরা এই ক্লেশদায়ক খড়্গহইতে ফিরিয়া

আপন লোকদের নিকটে ও আপন জন্মদেশে যাই। [১৭] সেই স্থানে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিবে, মিসরের রাজা ফিরৌণ পতিত হইয়াছে; নিরূপিত সময় অতীত হইয়াছে। [১৮] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর নামক রাজা এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে পর্ব্বতগণের মধ্যে তাবোরের ন্যায় ও সমুদ্রের নিকটস্থ কর্ম্মিলের ন্যায় মহান্ এক জন আসিবে। [১৯] হে মিসরনিবাসিনি কন্যে, তুমি বন্দি হইয়া অন্যদেশে যাইবার জন্যে সম্বল প্রস্তুত কর; কেননা মোফ্ উচ্ছিন্ন ও দগ্ধ ও নরশূন্য হইবে। [২০] মিসর্ অতি সুন্দর গাভীর ন্যায়, কিন্তু তাহার বিনাশ আসিতেছে, তাহা উত্তরদিগহইতে আসিতেছে। [২১] তাহার মধ্যবর্ত্তি যে বেতনগ্রাহি লোকেরা পুষ্ট বলদস্বরূপ, তাহারাও একযোগে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিবে, স্থির থাকিতে পারিবে না, কেননা তাহাদের দুর্দ্দশার কাল অর্থাৎ দণ্ড পাওনের সময় উপস্থিত হইবে। [২২] শত্রুরা সসৈন্য হইয়া কাষ্ঠচ্ছেদকের ন্যায় কুড়ালি লইয়া তাহার বিরুদ্ধে গমন করিলে সর্পনিশ্বাসের ন্যায় তাহার শব্দ নির্গত হইবে। [২৩] পরমেশ্বর কহেন, তাহার যে লোকারণ্য অননুসন্ধেয় ও ফড়িঙ্গহইতে অধিক অগণ্য, তাহা ছিন্ন হইবে; [২৪] এবং মিসরের কন্যা ব্যাকুলা হইয়া উত্তর দেশীয়দের হস্তে সমর্পিতা হইবে। [২৫] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি আমোন-নো দেবকে ও ফিরৌণ রাজাকে এবং মিসর্কে ও তাহার দেবগণকে ও তাহার রাজগণকে অর্থাৎ ফিরৌণ্ ও তাহার তাবৎ শরণাগতদিগকে প্রতিফল দিব। [২৬] আমি তাহাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের, অর্থাৎ বাবিলের নিবূখদনিৎসর রাজার ও তাহার দাসগণের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, তাহার পর সেই দেশ পূর্ব্বকালের ন্যায় নিবাসবিশিষ্ট হইবে।

[২৭] হে আমার দাস যাকুব্, তুমি ভয় করিও না; হে ইস্রায়েল্, তুমি ভীত হইও না; কেননা দেখ, আমি দূরহইতে তোমাকে, ও বন্দিত্বদেশহইতে তোমার বংশকে উদ্ধার করিব, তাহাতে যাকুব্ ফিরিয়া আসিয়া শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করিবে, কেহ তাহাকে ভয় দেখাইবে না। [২৮] পরমেশ্বর কহেন, হে আমার দাস যাকুব্, তুমি ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে২ থাকিব; আমি যে সকল জাতীয়দের মধ্যে তোমাকে দূর করিয়াছি, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিব, কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ করিব না; তথাপি তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব, অদণ্ডিত রাখিব না।

৪৭ অধ্যায়।

পিলেষ্টীয় লোকদের বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] ফিরৌণ রাজাদ্বারা অসা নগরের পরাজয় হওনের পূর্ব্বে পিলেষ্টীয়দের বিষয়ে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[২] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, উত্তরদেশহইতে জল উথলিয়া আসিতেছে, সে প্লাবনকারি বন্যা হইয়া দেশ ও তন্মধ্যস্থিত বস্তুকে এবং নগর ও তন্নিবাসি লোককে আপ্লাবিত করিবে; তাহাতে মনুষ্য সকল বিলাপ করিবে, ও দেশনিবাসিরা হাহাকার করিবে। [৩] শত্রুর বাজিদের খুরের খটখটানিতে ও রথের ঘর্ঘরাণিতে ও চক্রের শব্দে পিতারা দুর্ব্বলহস্ত হইয়া আপন২ বালকদের প্রতিও পশ্চাৎ অবলোকন করিবে না। [৪] কেননা পিলেষ্টীয়দের তাবৎ লোককে বিনষ্ট করিতে এবং সোর ও সীদোন্ নগরের প্রত্যেক অবশিষ্ট উপকারিকে সংহার করিতে এক দিন আসিতেছে, কারণ পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দিগকে ও কপ্তোর্ দ্বীপের অবশিষ্টদিগকে বিনাশ করিবেন। [৫] অসা পুরীর মস্তকে টাক পড়িবে, ও অস্কিলোন্ নীরব হইবে; হে নিম্ন ভূমির অবশিষ্ট ভাগ, তুমি কত কাল আপনাকে ছেদন করিবা? [৬] হে পরমেশ্বরের খড়্গ, তুমি কত কাল বিশ্রাম করিবা না? তুমি আপন কোষে প্রবেশ কর, এবং শান্ত ও ক্ষান্ত হও। [৭] পরমেশ্বর তাহাকে আজ্ঞা দিলে সে কি প্রকারে বিশ্রাম করিতে পারে? তিনি অস্কিলোন্ ও সমুদ্রতীরস্থ দেশের বিরুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৪৮ অধ্যায়।

অহঙ্কার ও নির্ভয়তা ও আত্মশ্লাঘা ও ঈশ্বরের লোকদের নিন্দা প্রযুক্ত মোয়াবের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য ও শেষকালে তাহার মুক্তির ভবিষ্যদ্বাক্য।

মোয়াব বিষয়ক কথা।

[১] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হায়২, নিবো উচ্ছিন্ন হইবে, এবং কিরিয়াথয়িম্ লজ্জিত হইয়া ধৃত হইবে, ও মিস্গব্ লজ্জিত হইয়া উদ্বিগ্ন হইবে। [২] মোয়াব্ হিশ্বোনের শ্লাঘা আর করিবে না, কেননা লোকেরা তাহার অমঙ্গল করিতে মন্ত্রণা করিয়া কহিবে, আইস, 'আমরা তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করি, এই জাতি নষ্ট হউক।' হে মদ্মেনা, তুমিও উচ্ছিন্ন হইবা, ও খড়্গ তোমার পশ্চাদ্গামী হইবে। [৩] হোরোণয়িম্হইতে ক্রন্দন ও উপদ্রব ও বড় উৎপাতের শব্দ শুনা যাইবে। [৪] মোয়াব্ বিনষ্ট

হওয়াতে তাহার ক্ষুদ্র বালকদের ক্রন্দন শুনা যাইবে। ৫ এবং লূহীতের ঊর্দ্ধগামি পথে নিত্য২ ক্রন্দনের শব্দ উঠিবে; কেননা হোরোণয়িমের অধোগামি পথে বিনাশ জন্য তীব্র আর্ত্তনাদ শুনা যাইবে। ৬ 'তোমরা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর, প্রান্তরের মুড়া বৃক্ষের ন্যায় হও।' ৭ তুমি আপন কার্য্যে ও আপন ধনেতে নির্ভর করিয়াছ, এই জন্যে তুমিও ধৃত হইবা, এবং কিমোশ আপন যাজকগণের ও অধ্যক্ষগণের সহিত বন্দি হইয়া যাইবে। ৮ প্রত্যেক নগরের উপরে বিনাশকারী আসিবে, তাহাতে কোন নগর রক্ষা পাইবে না; পরমেশ্বরের কথানুসারে উপত্যকা বিনষ্ট হইবে, ও সমভূমি উচ্ছিন্ন হইবে। ৯ মোয়াব্ যেন উড়িয়া পলাইতে পারে, এই জন্যে তাহাকে পক্ষ দেও, কারণ তাহার নগর উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য হইবে। ১০ যে কেহ কাপট্যভাবে পরমেশ্বরের কার্য্য করে, সে শাপগ্রস্ত; এবং যে জন আপন খড়্গকে রক্তপাত করিতে নিবারণ করে, সেও শাপগ্রস্ত। ১১ মোয়াব্ বাল্যকালাবধি সুখে আছে, সে আপন গাদের উপরে বসিয়াছে, এক পাত্রহইতে অন্য পাত্রে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, ও বন্দি হইয়া যায় নাই; এই জন্যে তাহার রস তাহার মধ্যেই আছে, ও তাহার স্বাদ বিকৃত হয় নাই। ১২ অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে দিনে আমি তাহা ঢালিয়া লইতে ও তাহার পাত্র শূন্য করিতে ও তাহার কুপা ভগ্ন করিতে লোকদিগকে পাঠাইব, এমত দিন আসিতেছে। ১৩ ইস্রায়েল্ বংশ আপন বিশ্বাসভূমি বৈথেলের বিষয়ে যে রূপ লজ্জিত হইয়াছিল, তদ্রূপ মোয়াব্ কিমোশের বিষয়ে লজ্জিত হইবে। ১৪ 'আমরা বীর ও যুদ্ধার্থে বলবান্ লোক,' এমত কথা কি প্রকারে কহিতে পার? ১৫ মোয়াব্ নষ্ট হইবে, ও তাহার সকল নগরের ধূম উঠিবে, ও তাহার মনোনীত যুবলোকেরা বধ্য স্থানে পতিত হইবে; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর নামক রাজা এই কথা কহেন। ১৬ মোয়াবের সঙ্কট ত্বরায় আসিতেছে, ও তাহার বিপদ শীঘ্র ঘটিবে। ১৭ তাহার চতুর্দ্দিক্স্থিত ও তাহার নাম জ্ঞাত যে তোমরা, তোমরা সকলে তাহার জন্যে বিলাপ করিবা; 'এই দৃঢ় দণ্ড ও সুন্দর যষ্টি কেমন ভগ্ন হইয়াছে!' এই কথা বলিবা। ১৮ হে দীবোননিবাসিনি কন্যে, তুমি আপন ঐশ্বর্য্যস্থানহইতে নামিয়া শুষ্ক ভূমিতে বৈস, কেননা মোয়াবের বিনাশক তোমার বিরুদ্ধে আরোহণ করিয়া তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল ভগ্ন করিবে। ১৯ হে অরোয়েরের নিবাসিনি, তুমি পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবলোকন কর, এবং পলায়নকারি লোককে ও রক্ষিত স্ত্রীকে, কি হইল? ইহা জিজ্ঞাসা কর। ২০ মোয়াব ভগ্ন প্রযুক্ত লজ্জিত হইতেছে, তোমরা আর্ত্তস্বর ও ক্রন্দন কর, এবং 'মোয়াব্ লুটিত হইয়াছে,' এই কথা অর্ণোনের তীরে প্রকাশ কর। ২১ আর সমভূমির উপরে অর্থাৎ হোলোন্ ও যহস্ ও মেফাৎ ২২ ও দীবোন ও নিবো ও বৈৎদিব্লাথয়িম ২৩ ও কিরিয়াথয়িম ও বৈৎগামূল্ ও বৈৎমিয়োন্ ২৪ ও কিরিয়োৎ ও বস্রা প্রভৃতি মোয়াবের দূরস্থ কি নিকটস্থ নগরের উপরে দণ্ড আসিবে। ২৫ পরমেশ্বর কহেন, মোয়াবের শৃঙ্গ ছিন্ন হইবে, ও তাহার বাহু ভগ্ন হইবে। ২৬ সে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে আত্মশ্লাঘা করিত, অতএব তোমরা তাহাকে মত্ত কর, তাহাতে সে বমন করিয়া লুণ্ঠন করিবে, ও আপনি হাস্যাস্পদ হইবে। ২৭ ইস্রায়েল্ কি তোমার পরিহাসের বিষয় ছিল না? সে কি চোরের মধ্যে ধৃত ছিল, যে তুমি আপনার তাবৎ বাক্যে শিরশ্চালনদ্বারা তাহাকে পরিহাস করিতা? ২৮ হে মোয়াব্নিবাসি সকল, তোমরা নগর ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গিয়া বাস কর, এবং গর্ত্তের মুখে বাসাকারি কপোতের ন্যায় হও। ২৯ আমরা মোয়াবের দর্প ও অত্যন্ত গর্ব্ব ও দাম্ভিকতা ও অভিমান ও অহঙ্কার ও মনের উন্নতির কথা শুনিয়াছি। ৩০ পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহার ক্রোধ জানি; তাহার ছলবাক্য মিথ্যা ও তাহার আচরণ অযথার্থ। ৩১ এই নিমিত্তে আমি মোয়াবের বিষয়ে আর্ত্তস্বর করিব, আমি সমস্ত মোয়াবের জন্যে রোদন করিব, ও কীর্হেরসের লোকদের বিষয়ে শোক করিব। ৩২ হে সিব্মার দ্রাক্ষালতে, আমি যাসেরের ক্রন্দনহইতে তোমার বিষয়ে অধিক ক্রন্দন করিব; তোমার শাখা সকল সমুদ্রপারে যাইত, তাহা যাসের্ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল; তোমার গ্রীষ্মকালীয় ফল পাড়নের ও দ্রাক্ষাফল ছেদনের সময়ে বিনাশক উপস্থিত হইবে। ৩৩ মোয়াবের দেশ ও তাহার ফলবান ক্ষেত্রহইতে আনন্দ ও আমোদ দূরীকৃত হইবে, এবং আমি দ্রাক্ষাকুণ্ড দ্রাক্ষারসহীন করিব, ও লোকেরা হর্ষনাদ করিতে২ পদদ্বারা চাপ দিয়া আর দ্রাক্ষারস বাহির করিবে না; তাহাদের নাদ আর হর্ষনাদ হইবে না। ৩৪ হিশ্বোন্ অবধি ইলিয়ালী পর্য্যন্ত এমত চীৎকার শুনা যাইবে, যে তাহার শব্দ যহস্ পর্য্যন্ত ব্যাপিবে; এবং সোয়র্ অবধি হোরোণয়িম্ পর্য্যন্ত ত্রিহায়নী গাভীর মত শব্দ হইবে, কেননা নিম্রীমস্থ জলাশয়ও নষ্ট হইবে। ৩৫ পরমেশ্বর আরো কহেন, আমি মোয়াবের ও তাহার টিকরস্থানে বলিদানকারি ও আপন দেবের উদ্দেশে ধূপ

দহনকারি লোকদের লোপ করিব। [৩৬] এই কারণ মোয়াবের জন্যে আমার হৃদয় বংশীর ন্যায় ধ্বনি করিতেছে, ও কীর্হেরসের লোকদের বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ বংশীর ন্যায় রব করিতেছে, কেননা তাহাদের উপার্জ্জিত ধন সকল নষ্ট হইবে। [৩৭] ও প্রত্যেক মস্তক টাক পড়া ও প্রত্যেক শ্মশ্রু ছিন্ন হইবে, এবং সকলের হস্তে ক্ষত ও সকলের কটিতে চট পরিধান হইবে। [৩৮] মোয়াবের তাবৎ ছাতে ও তাহার রাজপথের সর্ব্বত্র ক্রন্দন হইবে, কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি কোন অতুষ্টিজনক পাত্রের ন্যায় মোয়াব্কে ভাঙ্গিব। [৩৯] লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে কহিবে; 'মোয়াব্ কেমন ভগ্ন! ও লজ্জা প্রযুক্ত কেমন পরাবৃত্ত!' এই প্রকারে মোয়াব্ আপন চতুর্দ্দিক্স্থিত লোকদের হাস্যাস্পদ ও ভয়স্থান হইবে। [৪০] পরমেশ্বর কহেন, এক জন উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় উড়িবে, ও মোয়াবের উপরে আপন পক্ষ বিস্তার করিবে। [৪১] তাহার নগর সকল পরাজিত হইবে, ও তাহার তাবৎ দুর্গ শত্রুগ্রস্ত হইবে, প্রসববেদনার সময়ে যেমন স্ত্রীলোকের মন হয়, তদ্রূপ সেই দিনে মোয়াবের বীর লোকদের মন হইবে। [৪২] মোয়াব্ পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে আত্মশ্লাঘা করিয়াছে, এই জন্যে সে সবংশে বিনষ্ট হইবে। [৪৩] পরমেশ্বর কহেন, হে মোয়াব্নিবাসি লোক সকল, তোমাদের প্রতি ভয় ও খাত ও ফাঁদ উপস্থিত হইবে। [৪৪] পরমেশ্বর কহেন, যে কেহ ভয় প্রযুক্ত পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে পড়িবে; ও যে কেহ খাতহইতে উঠিয়া বাঁচিবে, সে ফাঁদে ধরা পড়িবে; কেননা আমি তাহার অর্থাৎ মোয়াবের উপরে প্রতিফলদানের বৎসর আনিব। [৪৫] পলাতকেরা শক্তিহীন হইয়া হিশ্বোনের ছায়াতে দাঁড়াইয়া থাকিবে; কিন্তু হিশ্বোন্হইতে বহ্নি ও সীহোনের মধ্যহইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া মোয়াবের পার্শ্ব ও কোলাহলকারিদের মস্তক গ্রাস করিবে। [৪৬] হে মোয়াব্, তোমাকে ধিক্, কিমোশের প্রজা নষ্ট হইবে, এবং তোমাদের পুত্রগণ বন্দি হইবে, ও তোমাদের কন্যাগণ দূরদেশে নীত হইবে। [৪৭] কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, শেষকালে আমি মোয়াব্কে বন্দিদশাহইতে মুক্ত করিব।

মোয়াবের শাস্তির বিবরণ সমাপ্ত।

৪৯ অধ্যায়।

১ অম্মোনের সন্তানদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ৭ ও ইদোমের বিষয়ে বাক্য, ২৩ ও দম্মেষকের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৮ ও কেদর্ ও হাৎসোর্ বিষয়ক বাক্য, ৩৪ ও এলমের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

অম্মোনীয় বংশ বিষয়ক বাক্য।

[১] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের কি সন্তান নাই? ও তাহার উত্তরাধিকারী কি কেহ নাই? তবে মিল্কম্ দেবতা কেন গাদের ভূমি অধিকার করে? ও তাহার প্রজারা কেন তাহার নগরে বাস করে? [২] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি অম্মোনীয়দের রব্বা নগরে যুদ্ধের সিংহনাদ শুনাইব, এমত সময় আসিতেছে; সে সময়ে ঐ নগর প্রস্তরের ঢিবি হইবে, ও তাহার কন্যাগণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; পরমেশ্বর কহেন, তৎকালে ইস্রায়েল্ আপনার অধিকারগ্রাসকারিদের অধিকার পাইবে। [৩] হে হিশ্বোন্, আর্ত্তস্বর কর, কেননা অয় নগর উচ্ছিন্ন হইবে; হে রব্বার কন্যাগণ, ক্রন্দন কর ও চট পরিধান কর, ও বিলাপ করিয়া কাঁচা প্রাচীরের নিকটে ইতস্ততো ধাবমান হও, কেননা মিল্কম্ ও তাহার যাজকগণ ও অধ্যক্ষগণ এক কালে বন্দি হইয়া যাইবে। [৪] হে বিপথগামিনি কন্যে, তুমি আপনার উপত্যকা বিষয়ে কেন আত্মশ্লাঘা কর? তোমার উপত্যকা আপলাবিত হইবে। হে আপন ধনে বিশ্বাসকারিণি, 'আমার বিরুদ্ধে কে আসিবে?' ইহা কেন বল? [৫] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার চতুর্দ্দিকস্থ সীমাহইতে তোমার প্রতি ভয় উপস্থিত করিব; তোমরা দূরীকৃত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইবা, কেহ পলাতক লোককে আশ্রয় দিবে না। [৬] পরমেশ্বর কহেন, অবশেষে আমি অম্মোনীয় বংশকে বন্দিদশাহইতে পুনরায় আনিব।

ইদোম্ বিষয়ক বাক্য।

[৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তৈমনে কি আর প্রজ্ঞা নাই? ও বুদ্ধিমানদের মধ্যে কি পরামর্শের লোপ হইয়াছে? ও তাহাদের জ্ঞান কি বিকৃত হইয়াছে? [৮] হে দিদন্নিবাসিগণ, তোমরা পলায়ন কর, ও বিমুখ হইয়া দুর্গম স্থানে বাস কর, কেননা প্রতিফলদানের সময়ে আমি এষৌর উপরে দুর্দ্দশা ঘটাইব। [৯] যদি দ্রাক্ষাসঞ্চয়কারিগণ তোমার নিকটে আসিত, তবে তাহারা কি কিছু অবশিষ্ট রাখিত না? এবং যদি রাত্রিতে চোরগণ আসিত, তবে তাহারা কেবল যথেষ্ট হরণ করিত। [১০] কিন্তু আমি এষৌকে শূন্য করিব, ও তাহার গোপনীয় স্থান এমত অনাচ্ছাদিত করিব, যে সে কোন প্রকারে লুক্কায়িত থাকিতে পারিবে না; তাহার বংশ ও ভ্রাতৃগণ ও প্রতিবাসিগণ লুটিত হইবে, কেহ থাকিবে না। [১১] তুমি আপন পিতৃহীন বালকদিগকে ত্যাগ কর, আমি তাহাদিগকে বাঁচাইব, ও তোমার বিধবাগণ আমাতে বিশ্বাস করুক। [১২] কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন,

দেখ, যাহাদের ক্রোধপাত্রে পান করা উচিত নয়, তাহাদিগকে সেই পাত্রে পান করিতে হয়, তবে তুমি কি সর্ব্বতোভাবে অদণ্ডিত থাকিবা? তাহা হইবে না, তুমি অবশ্য পান করিবা। [১৩] কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি আপন নাম লইয়া এই দিব্য করিতেছি, বস্রা নগর চমৎকার ও অপমান ও শূন্যতা ও অভিশাপের পাত্র হইবে, ও তাহার তাবৎ নগর চিরকাল নরশূন্য হইবে। [১৪] আমি পরমেশ্বরের নিকটহইতে এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং অন্যজাতীয়দের কাছে এই কথা কহিতে দূত প্রেরিত হইয়াছে, তোমরা একত্র হইয়া ইহার বিপক্ষে যাত্রা কর ও যুদ্ধ করণার্থে প্রস্তুত হও; [১৫] কেননা দেখ, আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মানুষের মধ্যে অবজ্ঞাত করিব। [১৬] হে শৈলের গুহানিবাসি, হে পর্ব্বতের শৃঙ্গাবলম্বি, তোমার ভয়ঙ্করতা ও তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; পরমেশ্বর কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় উচ্চ স্থানে আপন বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে তথাহইতে নামাইব। [১৭] এবং ইদোম্ চমৎকারের পাত্র হইবে, ও তাহার নিকট দিয়া গমনকারী সকলে বিস্ময়াপন্ন হইবে ও তাহার সকল বিপদের বিষয়ে শীষ দিবে। [১৮] পরমেশ্বর কহেন, সিদোমের ও অমোরার ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থিত নগরের ন্যায় তাহার উৎপাটন হইবে; কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে না, এবং কোন মানুষের বংশ তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না। [১৯] দেখ, যেমন যর্দ্দন উথলনের জলহইতে সিংহ আইসে, তদ্রূপ শত্রু অচল নিবাসের বিরুদ্ধে আসিবে; আমি চক্ষুর নিমিষে লোকদিগকে তথাহইতে নীচে ফেলিয়া দিব, এবং তাহার উপরে আমার মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। আমার তুল্য কে আছে? ও আমার সময় নিরূপণ কে করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এমত পালক কোথায়? [২০] অতএব পরমেশ্বর ইদোমের বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা ও তৈমনীয়দের বিপক্ষে যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহা শুন; পালের ক্ষুদ্রতমেরা তাহাদিগকে বলেতে নিতান্ত বহিষ্কৃত করিবে; তাহাদের খোঁয়াড় নিতান্ত শূন্য হইবে। [২১] তাহাদের পতনের শব্দে পৃথিবী কম্পিতা হইবে, ও তাহাদের ক্রন্দনের রব সূফ্ সাগর পর্য্যন্ত শুনা যাইবে। [২২] দেখ, সে আসিয়া উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় উড়িবে, ও বস্রার উপরে আপন পক্ষ বিস্তার করিবে; তৎকালে প্রসববেদনার সময়ে যেমন স্ত্রীলোকের মন হয়, তদ্রূপ ইদোমের বীর লোকদের মন হইবে।

দম্মেষক বিষয়ক বাক্য।

[২৩] হমাৎ ও অর্পদ্ নগর লজ্জিত হইবে, কেননা তাহারা অমঙ্গলের বার্ত্তা শুনিয়া ব্যাকুল হইবে, এবং জলরাশিস্বরূপ লোকসমূহ শঙ্কাপ্রযুক্ত স্থির থাকিতে পারিবে না। [২৪] দম্মেষক ক্ষীণ হইয়া পলায়ন করিতে ফিরিবে, ও ত্রাসযুক্ত হইবে; যেমন প্রসবকালে স্ত্রীলোককে বেদনা ধরে, তেমনি তাহাকে বেদনা ও যন্ত্রণা ধরিবে। [২৫] এই সুখ্যাত নগর ও আনন্দপূর্ণ নগর কি সর্ব্বতোভাবে ত্যক্ত হইবে না? [২৬] সেই দিনে তাহার যুবগণ রাজপথে পতিত হইবে, ও তাবৎ যোদ্ধাগণ উচ্ছিন্ন হইবে, এই কথা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন। [২৭] আমি দম্মেষকের প্রাচীরে অগ্নি লাগাইলে তাহা বিন্হদদের অট্টালিকা গ্রাস করিবে।

[২৮] বাবিলের নিবূখদনিৎসর রাজাদ্বারা বিনাশ্য কেদর ও হাৎসোর্ রাজ্য বিষয়ক বাক্য।

পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা উঠিয়া কেদর আক্রমণ কর, ও সেই পূর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে বিনষ্ট কর। [২৯] তাহারা আপনাদের তাম্বু ও পশুপাল সকল ও যবনিকা ও তাবৎ সামগ্রী লইয়া যাইবে, ও আপনাদের নিমিত্তে উষ্ট্রদিগকে লইয়া যাইবে; এবং সর্ব্বদিগে ভয় আছে, এই কথা তাহাদিগকে কথিত হইবে। [৩০] পরমেশ্বর কহেন, হে হাৎসোর্ নিবাসিগণ, পলায়ন কর, ও দূরে পলাইয়া দুর্গম স্থানে বাস কর, কেননা বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসর তোমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা ও পরামর্শ করিতেছে। [৩১] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা উঠ, এই যে নিশ্চিন্ত জাতি নির্ভয়ে বাস করে, এবং কবাট ও হুড়কারহিত হইয়া একাকী থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে যাও। [৩২] পরমেশ্বর কহেন, তাহাদের উষ্ট্রগণ লোটনীয় বস্তু হইবে, ও তাহাদের সমূহ পশু লুটিত দ্রব্য হইবে, এবং যে লোকেরা শ্মশ্রু ছিন্ন করে, তাহাদিগকে আমি চতুর্দ্দিগে ছিন্নভিন্ন করিব, ও সর্ব্বদিগহইতে তাহাদের দুর্দ্দশা আনিব। [৩৩] হাৎসোর্ নাগের বসতি হইবে, ও নিত্য উচ্ছিন্ন থাকিবে; সেখানে কোন মানুষ থাকিবে না, এবং তাহাতে কোন মানুষের বংশ প্রবাস করিবে না।

[৩৪] যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের প্রথমাধিকার সময়ে পরমেশ্বর যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে এলমের বিষয়ে যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত।

[৩৫] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি এলমের ধনু অর্থাৎ তাহাদের

প্রধান বল বিনষ্ট করিব। [৩৬] এবং আকাশের চারি দিগ্‌হইতে চারি বায়ু এলমের উপরে বহাইব, এবং ঐ সকল বায়ুদ্বারা তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব; যে স্থানে এলমের বহিষ্কৃত লোকেরা না যাইবে, এমত দেশ থাকিবে না। [৩৭] এবং তাহাদের শত্রুগণের সম্মুখে ও তাহাদের প্রাণ নাশে সচেষ্ট লোকদের সম্মুখে আমি এলমীয়দিগকে ভীত করিব; পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল অর্থাৎ আমার প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি উপস্থিত করিব; আমি তাহাদিগকে যাবৎ বিনষ্ট না করিব, তাবৎ তাহাদের পশ্চাৎ২ খড়্গ পাঠাইব। [৩৮] পরমেশ্বর কহেন, আমি নিজ সিংহাসন এলমে স্থাপন করিব, ও সেই স্থানে রাজাকে ও অধ্যক্ষগণকে বিনষ্ট করিব। [৩৯] কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, শেষকালে আমি এলমের বন্দি লোকদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব।

৫০ অধ্যায়।

বাবিল্‌ নগরের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য ও ইস্রায়েলীয় লোকদের উদ্ধারের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] পরমেশ্বর যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা বাবিল্‌ ও কস্‌দীয় দেশের বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত। [২] তোমরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে ইহা প্রচার কর ও প্রকাশ কর, এবং ধ্বজা তুলিয়া ঘোষণা কর, ও গুপ্ত না রাখিয়া এই কথা বল, বাবিল্‌ নগর শত্রুহস্তগত হইবে, ও বেল্‌ দেবতা ব্যাকুল হইবে, এবং মিরোদক্‌ ভগ্ন হইবে, ও তাহার অন্যান্য প্রতিমা ব্যাকুলা হইবে, ও তাহার বিগ্রহ সকল ভগ্ন হইবে। [৩] কেননা উত্তরদেশহইতে এক জাতি আসিয়া তাহার সকল দেশ উচ্ছিন্ন করিবে; তাহাতে তাহার মধ্যে আর কেহ বাস করিবে না; মনুষ্য ও পশুশুদ্ধ সকলে স্থানান্তরে পলায়ন করিবে।

[৪] পরমেশ্বর কহেন, সেই সময়ে ও সেই দিনে ইস্রায়েল বংশ ও যিহূদা বংশ একত্র হইয়া আসিবে, এবং ক্রন্দন করিতে২ গমন করিয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিবে। [৫] তাহারা সিয়োনের দিগে মুখ করিয়া তাহার পথ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিবে, আইস, আমরা নিত্যস্থায়ি অবিস্মরণীয় নিয়মদ্বারা পরমেশ্বরেতে আসক্ত হই। [৬] আমার প্রজারা হারাণ মেষস্বরূপ, মেষপালকেরা তাহাদিগকে ভ্রান্ত করাতে তাহারা পর্ব্বতে পথভ্রষ্ট হইয়া বেড়ায়, ও পর্ব্বতহইতে উপপর্ব্বতে চালিত হইয়া আপনাদের শয়নস্থান বিস্মৃত হয়। [৭] লোকেরা তাহাদিগকে পাইলেই গ্রাস করে; এবং তাহাদের শত্রুগণ কহে, ইহাতে আমাদের কোন দোষ নাই, কারণ উহারা ধর্ম্মাধার পরমেশ্বরের অর্থাৎ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের আশাভূমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে।

[৮] তোমরা বাবিলের মধ্যহইতে যাও, ও কস্‌দীয় দেশহইতে প্রস্থান করিয়া পালের অগ্রগামি ছাগের ন্যায় হও। [৯] কেননা দেখ, আমি উত্তরদেশহইতে বহুসংখ্যক জাতির সমূহলোককে প্রবৃত্তি দিয়া বাবিলের বিরুদ্ধে আনিব, ও তাহারা বাবিলের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা করিবে, তাহাতে সে তাহাদের হস্তগত হইবে; তাহাদের বাণ কৃতার্থ বীরের ন্যায় হইবে; নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাগমন করিবে না। [১০] কস্‌দীয়েরা লুটিত বস্তু হইবে; পরমেশ্বর কহেন, যে সকল লোক তাহাদের দেশ লুট করিবে, তাহারা তৃপ্ত হইবে। [১১] হে আমার অধিকার বিনাশকগণ, তোমরা তুষ্ট হইয়াছিলা ও উল্লাস করিয়াছিলা; তোমরা শস্যভোজি গোরুর ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট ছিলা, ও তেজস্বি অশ্বের ন্যায় শব্দ করিতা। [১২] এ কারণ তোমাদের মাতা অতি ত্রপাযুক্তা হইবে, ও তোমাদের জননী লজ্জিতা হইবে; দেখ, সমূহ দেশের মধ্যে সে অন্ত্য হইয়া প্রান্তর ও শুষ্ক ভূমি ও উচ্ছিন্ন স্থান হইবে। [১৩] পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত সে আর কখনো বসতিবিশিষ্ট হইবে না, সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন থাকিবে; ও যে কেহ বাবিলের নিকট দিয়া যাইবে, সে বিস্ময়াপন্ন হইবে, ও তাহার সকল দণ্ড দেখিয়া তাহাকে নিন্দা করিবে। [১৪] তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে সৈন্য রচনা কর; হে ধনুকে চাড়াদায়ি লোক সকল, তোমরা তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর, বাণের প্রতি মমতা করিও না, কেননা সে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে। [১৫] অতএব তাহার চতুর্দ্দিগে সকলে সিংহনাদ করিও, তাহাতে সে আপনাকে সমর্পণ করিবে, ও তাহার ভিত্তিমূল পতিত হইবে, ও তাহার প্রাচীর অধঃপতিত হইবে। এ পরমেশ্বরের প্রতিফল দেওনের সময়; তাহাকে প্রতিফল দিও; সে অন্যের প্রতি যেমন করিয়াছে, তাহার প্রতি তদ্রূপ করিও। [১৬] তোমরা বাবিল্‌হইতে বপনকারি ও শস্যের সময়ে কাস্ত্যাধারি লোককে উচ্ছিন্ন করিও; তাহারা উপদ্রবি খড়্গের ভয়েতে প্রত্যেকে স্বজাতীয় লোকের কাছে ফিরিয়া যাউক, ও প্রত্যেক জন আপন২ দেশে পলায়ন করুক।

[১৭] ইস্রায়েল তাড়িত মেষস্বরূপ; সিংহগণ তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে; প্রথমতঃ অশূরের রাজা তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, এবং শেষে বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসর তাহার অস্থি

সকল ভগ্ন করিল। [১৮] অতএব ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি অশূরের রাজাকে যেমন শাস্তি দিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই বাবিলের রাজাকে ও তাহার দেশকেও শাস্তি দিব। [১৯] এবং ইস্রায়েল্‌কে পুনর্ব্বার আপন খোঁয়াড়ে ফিরাইয়া আনিব, সে কর্ম্মিলের ও বাশনের উপরে চরিবে, এবং ইফ্রয়িমের ও গিলিয়দের পর্ব্বতে তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইবে। [২০] পরমেশ্বর কহেন, সেই সময়ে ও সেই দিনে ইস্রায়েলের অপরাধের অনুসন্ধান করা যাইবে, কিন্তু তাহা পাওয়া যাইবে না; এবং যিহূদার পাপের অন্বেষণ হইবে, কিন্তু কিছু মিলিবে না; কেননা আমি যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিব, তাহাদিগকে ক্ষমা করিব। [২১] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা অত্যাচারি দেশের বিরুদ্ধে ও দণ্ডনীয় স্থান নিবাসি লোকদের বিরুদ্ধে উঠ, এবং তাহাদের পশ্চাৎ২ যাইয়া তাহাদিগকে বর্জ্জিত করিয়া বিনষ্ট কর; আমি যাহা২ করিতে আজ্ঞা করি, তদনুসারে করিও।

[২২] দেশে সংগ্রামের ও মহাবিনাশের শব্দ শুনা যাইতেছে। [২৩] সমস্ত পৃথিবীর মুদ্‌গরস্বরূপ এই নগর কেমন ছিন্ন ও ভগ্ন হইল! দেশসমূহের মধ্যে বাবিল্ কেমন উচ্ছিন্ন হইল! [২৪] হে বাবিল, আমি তোমার নিমিত্তে যে ফাঁদ পাতিয়াছি, তুমি না জানিয়া তাহাতে ধৃত হইলা; তুমি পরমেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, এই নিমিত্তে ধৃত ও বদ্ধ হইলা। [২৫] পরমেশ্বর আপন অস্ত্রাগার খুলিয়া ক্রোধরূপ অস্ত্র বাহির করিলেন, কেননা এ বার কস্‌দীয়দের দেশে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। [২৬] দূরস্থ সীমাহইতে তাহার বিরুদ্ধে আইস, ও তাহার ভাণ্ডার মুক্ত কর, ও রাশির ন্যায় সঞ্চয় কর, ও তাহাকে বর্জনীয়রূপে বিনষ্ট কর, তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না। [২৭] তাহার তাবৎ বলদকে বধ কর, তাহারা বধ্যস্থানে গমন করুক; হায়২ তাহাদের শাস্তির দিন ও দণ্ডের সময় উপস্থিত হইল। [২৮] যাহারা পলায়ন করিবে, ও বাবিল্‌দেশ ত্যাগ করিবে, তাহাদের শব্দ আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত প্রতিফল অর্থাৎ তাঁহার মন্দিরনিমিত্তক প্রতিফল সিয়োনে প্রকাশ করাইবে। [২৯] বাবিলের বিরুদ্ধে ধনুর্দ্ধারিদিগকে আহ্বান কর; হে ধনুকে চাড়াদায়ি লোক সকল, তোমরা চারি দিগে তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, কাহাকেও রক্ষা পাইতে দিও না; তাহার কর্ম্মানুসারে তাহাকে ফল দেও; সে যেমন করিয়াছে, তাহার প্রতি তেমনি কর; কেননা সে পরমেশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের বিরুদ্ধে দর্প করিয়াছে। [৩০] পরমেশ্বর কহেন, তন্নিমিত্তে সে দিনে তাহার যুবগণ তাহার রাজপথে পতিত হইবে, ও তাহার তাবৎ যোদ্ধাগণ উচ্ছিন্ন হইবে। [৩১] হে অহঙ্কৃততম, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে আছি, তোমার শাস্তির দিন ও দণ্ডের সময় উপস্থিত হইল। [৩২] যে অহঙ্কারী, সে বাধা পাইয়া পতিত হইবে, কেহ তাহাকে উঠাইবে না; আমি তাহার নগরের মধ্যে অগ্নি দিব, সে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সকলই গ্রাস করিবে।

[৩৩] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণ ও যিহূদার তাবৎ বংশ নিরন্তর উপদ্রুত হইতেছে, ও যাহারা তাহাদিগকে বন্দিত্বে লইয়া গিয়াছে, তাহারা তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া বিদায় করিতে অসম্মত হইতেছে। [৩৪] কিন্তু তাহাদের মুক্তিদাতা বলবান; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই তাঁহার নাম, তিনি তাহাদের বিচার সিদ্ধ করিবেন, এবং পৃথিবীকে বিশ্রাম দিতে বাবিলনিবাসিদিগকে কম্পবান করিবেন।

[৩৫] পরমেশ্বর কহেন, কস্‌দীয়দের ও বাবিলনিবাসিদের উপরে ও তাহার অধ্যক্ষদের ও তাহার জ্ঞানবানদের উপরে খড়্গ পতিত হউক। [৩৬] এবং মিথ্যাবাদিদের উপরে খড়্গ পড়ুক, তাহাতে তাহারা হতবুদ্ধি হইবে; ও তাহার বলবান লোকদের উপরে খড়্গ পড়ুক, তাহাতে তাহারা ভীত হইবে। [৩৭] তাহার ঘোটকদের উপরে ও তাহার রথের উপরে ও তন্মধ্যগত মিশ্রিত লোকদের উপরে খড়্গ পড়ুক, তাহাতে তাহারা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইবে; এবং তাহার ভাণ্ডারের উপরে খড়্গ পড়ুক, তাহাতে তাহার তাবৎ ধন লুণ্ঠিত হইবে। [৩৮] এবং অনাবৃষ্টি হউক, তাহাতে তাহার তাবৎ জল শুষ্ক হইবে; কেননা সে খোদিত প্রতিমার দেশ, ও তাহার লোকেরা আপন২ বিগ্রহের বিষয়ে উন্মত্ত। [৩৯] এই নিমিত্তে সে স্থানে কেন্দুয়া ও শৃগাল বাস করিবে, এবং উষ্ট্রপক্ষি সকল বাসা করিবে; সে আর কখনো লোকালয় হইবে না, ও পুরুষে২ সে স্থানে বসতি হইবে না। [৪০] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ঈশ্বর যেমন সিদোম ও অমোরা ও তাহার নিকটস্থ নগরের উৎপাটন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ করিবেন; কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে না, ও কোন মানুষের বংশ তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না। [৪১] দেখ, উত্তর দেশহইতে এক লোক আসিবে, ও পৃথিবীর সীমাহইতে মহাজাতি ও অনেক রাজা একত্র হইবে। [৪২] তাহারা ধনুর্দ্ধর ও বড়শাধারী, এবং নির্দ্দয় ও কৃপাহীন; ও তাহাদের রব সমুদ্রগর্জ্জনের তুল্য।

হে বাবিলের কন্যে, তাহারা অশ্বারোহণ করিয়া সংগ্রামের জন্যে সুসজ্জিত যোদ্ধার ন্যায় তোমার বিপক্ষে সৈন্য রচনা করিবে। [৪৩] তাহাদের সমাচার শুনিলে বাবিলের রাজার হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ও স্ত্রীর প্রসববেদনার ন্যায় তাহাকে বেদনা ও যন্ত্রণা ধরিবে। [৪৪] দেখ, যেমন যর্দ্দন উথলনের জলহইতে সিংহ আইসে, তদ্রূপ শত্রু অচল নিবাসের বিরুদ্ধে আসিবে; আমি চক্ষুর নিমিষে লোকদিগকে তথাহইতে নীচে ফেলিয়া দিব, এবং তাহার উপরে আমার মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। আমার তুল্য কে আছে? ও আমার সময় নিরূপণ কে করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এমত পালক কোথায়? [৪৫] অতএব পরমেশ্বর বাবিলের বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, এবং কল্দীয় দেশের বিপক্ষে যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহা শুন। পালের ক্ষুদ্রতমেরা তাহাদিগকে বলেতে নিতান্ত বহিষ্কৃত করিবে; তাহাদের খোয়াড় নিতান্ত শূন্য হইবে। [৪৬] বাবিল পরহস্তগত হইয়াছে, এই শব্দে পৃথিবী কম্পিতা হইবে, ও তাহার ক্রন্দনের রব সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যে শুনা যাইবে।

৫১ অধ্যায়।

১ বাবিল নগরের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৫৯ ও যিরিমিয়কর্ত্তৃক সেই সম্বাদ বাবিলে প্রেরণ ও পাঠ করণের পরে তাহাতে প্রস্তর বান্ধিয়া ফরাৎ নদীতে মগ্ন করণের দৃষ্টান্তকথা।

[১] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিলের ও আমার বিপক্ষগণের মধ্যবর্ত্তি লোকদের বিরুদ্ধে এক বিনাশক বায়ু উৎপন্ন করিব। [২] এবং বাবিল নগরে শস্যমর্দ্দকদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা তাহাকে ঝাড়িয়া তাহার দেশ শূন্য করিবে, ও দুর্দ্দশাসময়ে চতুর্দ্দিগে তাহার প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিবে। [৩] এবং ধনুকে চাড়াদায়ি ও বর্ম্মপরিহিত লোকের বিপরীতে ধনুর্দ্ধর ধনুকে চাড়া দিউক; তোমরা তাহার যুবলোকদের প্রতি দয়া করিও না, তাহার তাবৎ সৈন্যকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর। [৪] তাহাতে তাহারা কল্দীয়দের দেশে হত ও রাজপথে বিদ্ধ হইয়া পতিত হইবে। [৫] ইস্রায়েল্ ও যিহূদা আপন প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক ত্যক্ত নহে, কিন্তু ইহাদের দেশ ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের বিরুদ্ধ পাপেতে পরিপূর্ণ আছে। [৬] তোমরা বাবিলের মধ্যহইতে পলায়ন করিয়া প্রত্যেক জন আপন২ প্রাণ রক্ষা কর; তাহার দণ্ডে তোমাদের বিনাশ না হউক; কেননা পরমেশ্বরকর্ত্তৃক প্রতিফলের সময় উপস্থিত হইল, তিনি তাহার ক্রিয়ার সমুচিত প্রতিফল দিবেন। [৭] পরমেশ্বরের হস্তে বাবিল নগর জগজ্জনকে মত্তকারি এক সুবর্ণ পাত্রস্বরূপ ছিল, তাহার মদ্য পান করাতে নানাজাতীয় লোকেরা উন্মত্ত হইয়াছে। [৮] বাবিল নগর অকস্মাৎ পতিত ও উচ্ছিন্ন হইবে। তাহার নিমিত্তে আর্ত্তস্বর কর, ও যদি তাহা প্রতিকার্য্য হয়, তবে তাহার ব্যথার প্রতিকারক ঔষধ গ্রহণ কর। [৯] 'আমরা বাবিল্ নগরকে সুস্থ করিতে চাহিলাম, কিন্তু সে সুস্থ হইল না; অতএব আইস, আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক জন আপন২ দেশে যাই, কেননা তাহার দণ্ড গগণস্পর্শী, ও আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চ। [১০] পরমেশ্বর আমাদের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব আইস, আমরা সিয়োনে গিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের ক্রিয়া প্রকাশ করি।' [১১] বাণে শাণ দেও ও ঢাল ধর; পরমেশ্বর মাদীয় রাজগণের মনে প্রবৃত্তি দিতেছেন, কেননা বাবিল্ নগর উচ্ছিন্ন করিতে তাঁহার অভিপ্রায় আছে, কারণ এ পরমেশ্বরের দেয় প্রতিফল অর্থাৎ তাঁহার মন্দির নিমিত্তক প্রতিফল হইবে। [১২] তোমরা বাবিলের প্রাচীরের উপরে পতাকা স্থাপন কর, ও রক্ষকগণকে সাহস দেও, ও প্রহরিগণকে নিযুক্ত কর, ও গোপন স্থানে সৈন্য রাখ, কেননা পরমেশ্বর বাবিল্ নিবাসিদের বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তদনুসারে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবেন। [১৩] হে জলরাশির নিকটস্থ ঐশ্বর্য্যবান নগর, তোমার অন্তিমকাল ও উপদ্রব করণের শেষ উপস্থিত। [১৪] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আপন নাম লইয়া এই শপথ করিয়াছেন, আমি তোমাকে পঙ্গপালবৎ জনতাতে পরিপূর্ণ করিব, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে সিংহনাদ করিবে। [১৫] তিনি আপন শক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ও নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন, ও নিজ বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডলকে বিস্তারিত করিয়াছেন। [১৬] তাঁহার রব হইলে আকাশে অনেক জল সঞ্চয় হয়, তিনি পৃথিবীর প্রান্তহইতে বাষ্প উত্থাপন করেন, ও বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন, ও আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু বাহির করেন। [১৭] তাবৎ মনুষ্য পশুবৎ জ্ঞানহীন হয়, এবং তাবৎ স্বর্ণকার প্রতিমাদ্বারা লজ্জিত হয়; কারণ তাহার ছাঁচে ঢালা প্রতিমা মিথ্যামাত্র; তাহার মধ্যে প্রাণবায়ু নাই। [১৮] তাহারা অতি অসার, ও ভ্রান্তির কর্ম্মমাত্র; প্রতিফল দেওনের সময়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে। [১৯] কিন্তু যাঁহাতে যাকুবের অধিকার, তিনি তদ্রূপ নহেন; তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, (এবং ইস্রায়েল্) তাঁহার অধিকার; তাঁহার নাম সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর। [২০] তুমি আমার মুদ্গর ও যুদ্ধের অস্ত্রস্বরূপ, তোমাদ্বারা আমি নানা-

জাতীয়দিগকে সংহার করিব, ও তোমাদ্বারা রাজ্য সকল সংহার করিব; [২১] ও তোমাদ্বারা অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সংহার করিব, ও তোমাদ্বারা রথ ও সারথিগণকে সংহার করিব, [২২] ও তোমাদ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীগণকে সংহার করিব, ও তোমাদ্বারা বালক ও বৃদ্ধগণকে সংহার করিব, ও তোমাদ্বারা যুবা ও যুবতিগণকে সংহার করিব, [২৩] ও তোমাদ্বারা পাল ও পালরক্ষককে সংহার করিব, ও তোমাদ্বারা যুগ্মবলদ ও কৃষকগণকে সংহার করিব, ও তোমাদ্বারা প্রধান সেনাপতি ও অধ্যক্ষগণকে সংহার করিব। [২৪] পরমেশ্বর কহেন, আমি বাবিল নগরকে ও কসদীয় দেশনিবাসি লোকদিগকে প্রতিফল দিব, অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষাতে সিয়োনে কৃত তাবৎ দুষ্কর্ম্মের দণ্ড দিব। [২৫] পরমেশ্বর কহেন, হে তাবৎ পৃথিবী নাশকারি বিনাশক পর্ব্বত, দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিব, ও শৈলহইতে তোমাকে গড়াইয়া ফেলিয়া দিব, ও তোমাকে অগ্নিপর্ব্বত করিব। [২৬] পরমেশ্বর কহেন, কোণের কিম্বা ভিত্তিমূলের নিমিত্তে কেহ তোমাহইতে প্রস্তর লইবে না, তুমি নিত্য উচ্ছিন্ন থাকিবা। [২৭] দেশে ধ্বজা তুল, ও জাতিগণের মধ্যে তূরী বাজাও, ও তাহার প্রতিকূলে নানা জাতীয়দিগকে প্রস্তুত কর, ও তাহার বিপক্ষে অরারট্ ও মিন্নি ও অস্কিনস রাজ্যের লোকদিগকে আহ্বান কর, ও তাহার বিরুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত কর, ও শূঁয়াল পঙ্গপালের ন্যায় অশ্বগণকে ঘনরূপে প্রেরণ কর। [২৮] এবং তাহার বিরুদ্ধে নানাজাতীয়দিগকে অর্থাৎ মাদীয়দের রাজা ও সেনাপতি ও অধ্যক্ষগণ ও তাহার কর্ত্তৃত্বের অধীন তাবদ্দেশীয় লোককে প্রস্তুত কর। [২৯] তাহাতে পৃথিবী কম্পিতা ও উদ্বিগ্না হইবে; কেননা বাবিল্ দেশকে উচ্ছিন্ন ও নিবাসিশূন্য করণার্থে বাবিলের বিপরীতে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় সফল হইবে। [৩০] বাবিলের বীরগণ যুদ্ধে বিরত হইয়া গড়ের মধ্যে লুক্কায়িত হইবে, ও দুর্ব্বল হইয়া স্ত্রীর ন্যায় হইবে; তাহাদের বাসস্থান দগ্ধ হইবে, ও তাহার হুড়কা ভগ্ন হইবে। [৩১] এবং 'নগরের এক দিক্ শত্রুহস্তগত হইল, ও ঘাট রুদ্ধ হইল, ও নলবন অনলে দগ্ধ হইল, ও যোদ্ধা সকল ভীত হইল,' [৩২] এই২ সংবাদ বাবিলের রাজাকে দিতে এক ধাবক অন্য ধাবকের ও এক দূত অন্য দূতের সঙ্গ ধরিতে দৌড়িবে। [৩৩] কেননা ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বাবিলের কন্যা শস্য মর্দ্দন সময়ের মর্দ্দনস্থানস্বরূপ হইবে, অল্প ক্ষণের মধ্যে তাহার শস্য কাটনের সময় আসিবে।

[৩৪] বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসর আমাকে গ্রাস ও বিনাশ করিয়াছিল, ও আমাকে শূন্য পাত্রস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছিল, ও আমাকে সর্পবৎ গ্রাস করিয়াছিল, ও আমার উপাদেয় ভক্ষ্যদ্বারা আপন উদর পূর্ণ করিয়া আমাকে দূর করিয়াছিল। [৩৫] সিয়োন নিবাসিনী এই কথা কহিতেছে, 'আমার প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব হইয়াছে, বাবিলের প্রতি তদ্রূপ ঘটুক;' এবং যিরূশালম কহিতেছে, 'কসদীয় লোকদের প্রতি আমার রক্তপাতের দণ্ড বর্ত্তুক।' [৩৬] অতএব পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিচার নিষ্পন্ন করিব, ও তোমার জন্যে প্রতিফল দিব, এবং আমি তাহার সমুদ্রকে জলশূন্য, ও তাহার উনুইকে শুষ্ক করিব। [৩৭] এবং বাবিল্ নগর প্রস্তরের ঢিবি ও সর্পের বাসস্থান ও বিস্ময়াস্পদ ও নিন্দাস্পদ ও নরশূন্য হইবে। [৩৮] তাহার লোকেরা এক কালে সিংহবৎ গর্জ্জন করে, ও সিংহশাবকদের ন্যায় ঘোর নাদ করে বটে; [৩৯] কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের সুখের সময়ে তাহাদের ভোজ প্রস্তুত করিব, ও তাহাদিগকে এমত উন্মত্ত করিব, যে তাহারা উল্লাস করণানন্তর মহানিদ্রাগ্রস্ত হইবে, আর জাগ্রৎ হইবে না। [৪০] এবং মেষশাবকদের ন্যায় ও মেষের সহিত আনীত ছাগের ন্যায় তাহাদিগকে বধ্যস্থানে আনিব। [৪১] শেশক্ কেমন শত্রুহস্তগত, ও তাবৎ পৃথিবীর শিরোমণি কেমন হঠাৎ শত্রুহস্তগত হইবে! অন্যদেশীয়দের মধ্যে বাবিল্ নগর কেমন বিস্ময়াস্পদ হইবে! [৪২] বাবিল সমুদ্রেতে আবৃত, ও তাহার ঘন২ তরঙ্গে আচ্ছন্ন হইবে। [৪৩] এবং তাহার তাবৎ নগর উচ্ছিন্ন ও শুষ্ক ভূমি ও নির্জ্জন স্থান ও মনুষ্যদের বসতিহীন ও গমনাগমনকারি পথিক রহিত হইবে। [৪৪] আমি বাবিল্ নগরে বেল্ দেবতাকে শাস্তি দিব, ও তাহার মুখহইতে তাহার গিলিত দ্রব্য উদ্গীরণ করাইব; তাহাতে নানাজাতীয়েরা তাহার নিকটে আর আসিবে না, এবং বাবিলের প্রাচীরও পতিত হইবে। [৪৫] হে আমার প্রজা সকল, তোমরা তাহার মধ্যহইতে বাহির হও, ও প্রত্যেক জন পরমেশ্বরের প্রজ্বলিত ক্রোধহইতে আপন২ প্রাণ রক্ষা কর। [৪৬] দেশের মধ্যে যে জনরব শুনা যায়, তৎপ্রযুক্ত তোমাদের হৃদয় মূর্চ্ছাপন্ন ও ভীত না হউক, কেননা বৎসরে২ নানা জনরব হইবে, এবং দেশে দৌরাত্ম্য ও এক শাসনকর্ত্তার বিপক্ষ অন্য শাসনকর্ত্তা হইবে। [৪৭] দেখ, যে সময়ে আমি বাবিলের খোদিত প্রতিমাগণের দণ্ড করিব, ও তাহার তাবৎ দেশ লজ্জাস্পদ হইবে, ও

তাহার মধ্যে লোক সকল হত হইয়া পতিত হইবে, এমত সময় আসিতেছে। [৪৮] তখন স্বর্গ ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকলে বাবিলের বিষয়ে গান করিবে; কেননা পরমেশ্বর কহেন, বিনাশকগণ উত্তর দেশহইতে তাহার বিরুদ্ধে আসিবে। [৪৯] হে ইস্রায়েলের হত লোকেরা, বাবিলেরও পতন হইবে; হে সমস্ত পৃথিবীর হত লোকেরা, বাবিলীয় লোকদেরও পতন হইবে। [৫০] হে খড়্গহইতে রক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা, তোমরা চল, বিলম্ব করিও না; এই দূরদেশে পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, এবং যিরূশালমকে মনে কর। [৫১] 'নিন্দাশ্রবণে আমরা লজ্জিত ছিলাম, আমাদের মুখ লজ্জাতে আচ্ছন্ন ছিল, কেননা বিদেশি লোকেরা পরমেশ্বরের মন্দিরের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল।' [৫২] অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি তাহার খোদিত প্রতিমার প্রতি দণ্ড দিব, ও যে সময়ে তাহার তাবৎ দেশে ক্ষতবিক্ষত লোকেরা কোঁকাইবে, এমত সময় আসিতেছে। [৫৩] পরমেশ্বর কহেন, বাবিল যদি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে ও উচ্চ প্রাচীরেতে দৃঢ়রূপে বেষ্টিত হয়, তথাপি আমার আজ্ঞাতে নাশকেরা তাহার বিরুদ্ধে গমন করিবে। [৫৪] বাবিলের মধ্যহইতে ক্রন্দনের রব ও কস্‌দীয়দের দেশহইতে অতিশয় বিলাপের শব্দ উঠিবে। [৫৫] কেননা পরমেশ্বর বাবিলকে উচ্ছিন্ন করিবেন; সে যদ্যপি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করে ও অতি গভীর শব্দ করে, তথাপি তিনি তাহার মধ্যহইতে সেই মহাকোলাহল দূর করিবেন। [৫৬] তাহার উপরে অর্থাৎ বাবিলের উপরে এক বিনাশক আসিবে, ও তাহার বীরগণ ধৃত হইবে, ও তাহাদের সকল ধনুক ভগ্ন হইবে; কেননা পরমেশ্বর প্রতিফলদাতা, তিনি অবশ্য সমুচিত ফল দিবেন। [৫৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর নামক রাজা কহেন, আমি তাহার অধ্যক্ষগণকে ও জ্ঞানবানদিগকে ও সেনাপতিগণকে ও শাসনকর্ত্তাদিগকে ও বীরগণকে মত্ত করিব; তাহাতে তাহারা মহানিদ্রাগ্রস্ত হইবে, আর জাগ্রৎ হইবে না। [৫৮] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বাবিল নগরের প্রশস্ত প্রাচীর সমূলে ভগ্ন হইবে, ও তাহার উচ্চ দ্বার অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; তাহাতে সমূহ লোকদের পরিশ্রম বৃথা হইবে, ও জাতিগণের শ্রান্তি অগ্নির নিমিত্তে হইবে।

[৫৯] যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র সিরায় নামক অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ যে সময়ে রাজার সহিত বাবিলে গমন করে, তৎকালে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত। [৬০] যিরিমিয় বাবিলের ভাবি অমঙ্গল, অর্থাৎ বাবিলের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা এক পুস্তকে লিখিল। [৬১] পরে যিরিমিয় ঐ সিরায়কে কহিল, তুমি বাবিলে উপস্থিত হইলে ইহা দেখিয়া সকল কথা পাঠ করিয়া [৬২] কহিবা, হে পরমেশ্বর, তুমি এই স্থানকে উচ্ছিন্ন ও মনুষ্য পশ্বাদির বসতি শূন্য ও নিত্য নির্জন করণের কথা কহিয়াছ। [৬৩] পরে এই পুস্তকের পাঠ সাঙ্গ হইলে তুমি তাহার সহিত এক প্রস্তর বন্ধন করিয়া তাহা ফরাৎ নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া [৬৪] এই কথা কহিবা, আমি পরমেশ্বর বাবিলের প্রতি যে অতিশয় অমঙ্গল ঘটাইব, তাহাতে বাবিল এই রূপ মগ্ন হইয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আর কখনো উঠিতে পারিবে না।

যিরিমিয়ের কথা সমাপ্ত।

৫২ অধ্যায়।

১ সিদিকিয়ের বাবিলীয় রাজার অনাজ্ঞাবহ হওন, ৪ ও যিরূশালমের অবরোধ ও পরহস্তগত ও দগ্ধ হওন ও লোকদিগকে বাবিলে লইয়া যাওন, ২৮ ও বন্দি লোকদের সংখ্যা, ৩১ ও যিহোয়াখীনের উন্নতি।

[১] সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালমে রাজত্ব করিল; লিব্‌নানিবাসি যিরিমিয়ের কন্যা হমূটল্‌ তাহার মাতা ছিল। [২] সে যিহোয়াকীমের সকল কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৩] কারণ যিরূশালম ও যিহূদার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত তাহারা যেন তাঁহার সম্মুখহইতে দূর হয়, এই জন্যে এমন দশা ঘটিল। পরে সিদিকিয় বাবিলের অধীনতা ত্যাগ করিল।

[৪] অনন্তর তাহার অধিকারের নবম বৎসরের দশম মাসের দশম দিনে বাবিলের নিবূখদনিৎসর্‌ রাজা ও তাহার সকল সৈন্য যিরূশালমের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে দুর্গ গাঁথাইল। [৫] সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল; [৬] পরে চতুর্থ মাসের নবম দিনে নগরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল, দেশের লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য কিছুই ছিল না।

[৭] পরে নগর ভগ্ন হইলে যোদ্ধারা রাত্রিতে নগরহইতে রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের পথে পলায়ন করিয়া প্রান্তরের পথের দিগে গেল, কিন্তু কস্‌দীয়েরা নগরের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে থাকিল। [৮] পরে কস্‌দীয়দের সেনাগণ রাজার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া

যিরীহোর প্রান্তরে সিদিকিয়ের লাগাইল পাইল, তাহাতে তাহার সকল সৈন্য তাহার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইল। [৯] অতএব তাহারা রাজাকে ধরিয়া হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে বাবিলের রাজার নিকটে আনিল, তাহাতে সে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিল। [১০] পরে বাবিলের রাজা রিব্লাতে সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাহার পুত্রগণকে বধ করিল, এবং যিহূদার অধ্যক্ষগণকেও বধ করিল। [১১] পরে বাবিলের রাজা সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে পিত্তলের শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল, এবং তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিল।

[১২] অপর পঞ্চম মাসের দশম দিনে বাবিলের নিবূখদনিৎসর্ রাজার অধিকারের উনিশ বৎসরে বাবিলীয় রাজার এক ভৃত্য অর্থাৎ রক্ষকসেনাপতি নিবূষরদন্ যিরূশালমে আসিয়া [১৩] পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটী ও যিরূশালমের সকল গৃহ ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১৪] এবং রক্ষকসেনাপতির অনুগামি কস্দীয়দের সেনাগণ যিরূশালমের চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ভগ্ন করিল। [১৫] এবং নিবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি (কতক) দরিদ্র লোককে ও নগরের অবশিষ্ট লোককে ও যাহারা পলায়ন করিয়া বাবিলের রাজার পক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অন্য অবশিষ্ট লোকদিগকে দূরে লইয়া গেল। [১৬] কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমি কর্ষণার্থে নিবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি কতক দরিদ্র লোককে দেশে রাখিল।

[১৭] আর পরমেশ্বরের মন্দিরের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ ও পীঠ সকল ও পরমেশ্বরের মন্দিরের পিত্তলময় সমুদ্রূপ পাত্র কস্দীয়েরা খণ্ড২ করিয়া সেই সমস্ত পিত্তল বাবিলে লইয়া গেল। [১৮] এবং স্থালী ও হাতা ও প্রলত্রাস্ ও বাটি ও কুণ্ড ও সেবার্থক পিত্তলময় পাত্র, এই সকল তাহারা লইয়া গেল। [১৯] এবং ডাবর ও অগ্নির পাত্র ও বাটি ও স্থালী ও দীপবৃক্ষ ও কুণ্ড ও পানপাত্র প্রভৃতি স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রূপ্যময় পাত্রের রূপ্য রক্ষকসেনাপতি লইয়া গেল। [২০] এবং সুলেমান্ রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে যে দুই স্তম্ভ ও এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও তাহার নীচে দ্বাদশ পিত্তলের বৃষরূপ পীঠ করিয়াছিল, তাহার পিত্তলের পরিমাণ অসংখ্য ছিল। [২১] ঐ স্তম্ভ প্রত্যেকে অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ ও দ্বাদশ হস্ত স্থূল ছিল, এবং সে ফাঁপা বটে, কিন্তু চারি অঙ্গুলি পুরু ছিল। [২২] এবং তাহার উপরে পাঁচ হস্ত পরিমাণ উচ্চ পিত্তলের মাথলা ছিল, ও মাথলার উপরে চতুর্দ্দিগে পিত্তলময় জালরূপ কর্ম্ম ও দাড়িম্বাকৃতি ছিল; এবং তাহার দ্বিতীয় স্তম্ভেরও ঐ মত আকার ও দাড়িম্ব ছিল। [২৩] পার্শ্বে ছেয়ানব্বই দাড়িম্ব থাকাতে চতুর্দ্দিগের জালরূপ কর্ম্মের উপরে শ্রেণীতে এক শত দাড়িম্ব ছিল। [২৪] পরে রক্ষকসেনাপতি প্রধান যাজক সিরায়কে ও দ্বিতীয় যাজক সিফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে ধরিল। [২৫] এবং নগরের যোদ্ধাদের অধ্যক্ষ এক সেনাপতিকে ও নগরে প্রাপ্ত সপ্ত জন রাজসভাসদ্‌কে ও দেশীয় লোকদের সৈন্যের গণনাকারি প্রধান এক লেখককে ও নগরে প্রাপ্ত দেশীয় ষষ্টি জনকে ধরিয়া [২৬] নিবূষরদন রক্ষকসেনাপতি রিব্লাতে বাবিলের রাজার কাছে লইয়া গেল। [২৭] পরে বাবিলের রাজা হমাৎদেশস্থ রিব্লাতে তাহাদিগকে আঘাত করিয়া বধ করাইল; এই রূপে যিহূদার লোকেরা আপন দেশহইতে নীত হইল।

[২৮] নিবূখদনিৎসর কর্তৃক দেশান্তরে নীত লোকদের সংখ্যা এই। তাহার অধিকারের সপ্তম বৎসরে তিন সহস্র তেইশ জন যিহূদি লোক। [২৯] পরে নিবূখদনিৎসরের অধিকারের আঠার বৎসরে যিরূশালমের আট শত বত্রিশ জন। [৩০] পরে নিবূখদনিৎসরের তেইশ বৎসরে নিবূষরদন রক্ষকসেনাপতি সাত শত পঁয়তাল্লিশ জন যিহূদি লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গেল; সর্ব্বশুদ্ধ চারি সহস্র ছয় শত লোক দেশান্তরে নীত হইল।

[৩১] অপর যিহূদার যিহোয়াখীন্ রাজার দাসত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসরের দ্বাদশ মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে, অর্থাৎ বাবিলের ইবিল্‌মিরোদক্ রাজা যে বৎসরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে সে যিহূদীয় যিহোয়াখীন্ রাজাকে সম্ভ্রম করিয়া কারাগারহইতে মুক্ত করিল। [৩২] এবং তাহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া তাহার সহিত যত রাজা বাবিলে ছিল, সকলের আসনহইতে তাহার আসন উচ্চে স্থাপন করিল, [৩৩] ও তাহার কারাগারের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইল; এবং সে যাবজ্জীবন তাহার সহিত ভোজন পান করিতে লাগিল। [৩৪] এবং বাবিলের রাজাদ্বারা তাহার নিত্য বৃত্তি হইল, অর্থাৎ তাহার যাবজ্জীবন প্রতিদিন পরিমিত খাদ্য নিরূপিত হইল।

যিরিমিয়ের বিলাপ।

১ অধ্যায়।

১ পাপের নিমিত্তে যিরূশালমের দুর্দ্দশা, ১২ ও তাহার বিলাপের কথা, ১৮ ও ঈশ্বরের যথার্থতা স্বীকার।

[১] হায় ২, যে নগরী লোকেতে পরিপূর্ণা ছিল, সে এখন একাকিনী বসিতেছে; ও যে জাতিগণের মধ্যে প্রধানা ছিল, সে বিধবার ন্যায় হইয়াছে; ও যে তাবৎ রাজ্যের মধ্যে রাজ্ঞী ছিল, সে দাসী হইয়াছে। [২] সে রাত্রিতে অতিশয় ক্রন্দন করে; তাহার গণ্ডদেশ অশ্রুতে ভাসিয়া যায়; তাহাকে সান্ত্বনা করিতে তাহার তাবৎ প্রেমকারিদের মধ্যে এক জনও নাই; তাহার বন্ধুগণ তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার শত্রু হইয়াছে। [৩] যিহূদা দুঃখে ও ভারি দাসত্বে বন্দিদশাগ্রস্ত হইয়াছে; সে অন্যজাতীয়দের মধ্যে বাস করিয়া কিছুমাত্র বিশ্রাম পায় না; তাহার বিপক্ষগণ সঙ্কীর্ণ পথে তাহার সঙ্গ ধরিল। [৪] এখন পর্ব্বে গমনকারি যাত্রির অভাবেতে সিয়োনের পথ সকল শোক করে, ও তাহার দ্বার সকল শূন্য আছে; তাহার যাজকগণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, ও তাহার কন্যাগণ দুঃখিত আছে; ও সে মনঃপীড়া পাইতেছে। [৫] তাহার বৈরিগণ উত্তমাঙ্গস্বরূপ হইয়াছে, ও তাহার শত্রুবর্গ উন্নত হইয়াছে; কেননা তাহার সমূহ আজ্ঞালঙ্ঘন প্রযুক্ত পরমেশ্বর তাহাকে দুঃখেতে মগ্ন করিয়াছেন, ও তাহার বালকগণ বন্দিদশাগ্রস্ত হইয়া শত্রুর সম্মুখে গিয়াছে। [৬] সিয়োনের কন্যার তাবৎ শোভা গিয়াছে; তাহার অধ্যক্ষগণ চরণস্থান অপ্রাপ্ত হরিণের ন্যায় হইয়াছে; তাহারা শক্তিহীন হইয়া পশ্চাদ্ধাবকের সম্মুখে গমন করিয়াছে। [৭] এই দুঃখের ও উপদ্রবের কালে যিরূশালম্ আপনার পূর্ব্বের মনোহর সামগ্রী সকল স্মরণ করে; কেননা তাহার লোকেরা শত্রুহস্তগত হইয়াছে, কেহ তাহার উপকার করে না, ও তাহার বৈরিগণ তাহা দেখিয়া তাহার বিনাশে উপহাস করে। [৮] যিরূশালম অতিশয় পাপ করিয়াছে, এই জন্যে ঘৃণাস্পদ হইল; হায় ২, যাহারা তাহাকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করিত, এখন তাহারা তাহার উলঙ্গতা দেখিয়া তাহাকে তুচ্ছ করিতেছে; তাহাতে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ পীছে ফিরাইতেছে। [৯] তাহার কলঙ্ক বস্ত্রের অঞ্চলে ছিল, সে আপন শেষাবস্থা মনে করিত না, এই জন্যে এমত আশ্চর্য্য রূপে অধঃপতিত হইতেছে; তাহাকে সান্ত্বনা করিতে কেহ নাই; 'হে পরমেশ্বর, আমার দুঃখ দেখ, কারণ শত্রু দর্প করিতেছে।' [১০] বৈরী তাহার তাবৎ মনোহর দ্রব্যে হস্তার্পণ করিয়াছে; তুমি যে ভিন্নজাতিদিগকে আপনার সভাতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছ, তাহারা তাহার দৃষ্টিগোচরে তাহার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। [১১] এখন তাহার তাবৎ লোক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, ও অন্নের চেষ্টা করিতেছে, ও প্রাণ রক্ষার্থে অন্নের পরিবর্ত্তে আপন ২ সুখদায়ি দ্রব্য সকল দিতেছে। 'হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনোযোগ কর, কেননা আমি অতি অবজ্ঞাতা হইয়াছি।'

[১২] 'হে পথিক সকল, ইহাতে কি তোমাদের কিছু ভাবনা হয় না? বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার প্রতি যে ব্যথা বর্ত্তিল, তাহার তুল্য ব্যথা আর কুত্রাপি কি পাওয়া যায়? পরমেশ্বর আপন প্রচণ্ড ক্রোধের দিনে আমাকে তাহা দিয়াছেন। [১৩] তিনি ঊর্দ্ধস্থানহইতে অগ্নি প্রেরণ করিলে সে আমার অস্থি ভস্মসাৎ করিতেছে; তিনি আমার চরণ বদ্ধ করিতে জাল পাতিয়াছেন, ও আমাকে পরাবৃত্ত করিয়াছেন, ও আমাকে অনাথা ও সমস্ত দিন মূর্চ্ছাপন্না করিয়াছেন। [১৪] আমার আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ যোঁয়ালি তাঁহার হস্তদ্বারা বদ্ধ আছে, ও আমার ঘাড়ের উপরে বদ্ধ হইয়া ভারেতে আমাকে দুর্ব্বল করে; এবং যাহার বিরুদ্ধে আমি উঠিতে পারি না, এমত শত্রুর হস্তে প্রভু আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। [১৫] প্রভু আমার মধ্যস্থিত তাবৎ বলবান লোককে অবজ্ঞাত করিয়াছেন, তিনি আমার যুবগণকে ভগ্ন করিতে লোকসমারোহ করিয়াছেন, এবং প্রভু যিহূদার কুমারীকে দ্রাক্ষাকুণ্ডে স্থিত ফলের ন্যায় মর্দ্দন করিয়াছেন। [১৬] এই কারণ আমি ক্রন্দন করিতেছি, ও আমার চক্ষুর্দ্বয় জলেতে ভাসিয়া যাইতেছে; আমার প্রবোধকারী ও প্রাণের সান্ত্বনাকারী দূরবর্ত্তী হইয়াছে; শত্রু জয়ী হওয়াতে আমার বালকেরা অনাথ হইয়াছে।' [১৭] সিয়োন আপন হস্ত বিস্তার করিতেছে; তাহাকে সান্ত্বনা করিতে কেহ নাই; পরমেশ্বর যাকূবের শত্রুগণকে তাহার চতুর্দ্দিগে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও যিরূশালম্ তাহাদের মধ্যে অশুচি স্ত্রীর ন্যায় হইয়াছে।

[১৮] 'সেই পরমেশ্বর ন্যায়কারী বটেন, আমি তাঁহার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি; হে লোক সকল, আমার বিনয় শুন, ও আমার

ব্যথা দেখ; আমার কন্যাগণ ও যুবগণ বন্দি হইয়া গিয়াছে। [১৯] আমি আপন মিত্রদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা আমাকে বঞ্চনা করিল; আমার যাজকগণ ও প্রাচীন লোক সকল আপন ২ প্রাণ রক্ষার্থে অন্নের অন্বেষণ করিতে ২ নগরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। [২০] হে পরমেশ্বর, দেখ, কেননা আমি বিপদ্গ্রস্তা হইতেছি; আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, ও আমার অন্তর ব্যথিত হইতেছে; আমি অতিশয় প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, এই জন্যে বাহিরে খড়্গ আমাকে দীনহীন করিতেছে, ও ভিতরে যেন মৃত্যু আছে, [২১] আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি, ও আমার সান্ত্বনাকারী কেহ নাই, ইহা তাহারা শুনিয়াছে; আমার শত্রুগণ আমার বিপদের কথা শুনিয়াছে; তোমার এই রূপ করণেতে তাহারা আনন্দিত হইতেছে; কিন্তু তুমি যে দিন নিরূপণ করিয়াছ, তাহা উপস্থিত করিলে তাহারা আমার মত হইবে। [২২] তাহাদের সকল দুষ্টতা তোমার গোচর হউক; তুমি আমার তাবৎ অধর্ম্মের জন্যে আমার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ কর, কেননা আমার দীর্ঘ নিশ্বাস অনেক ও আমার হৃদয় দুর্ব্বল হইতেছে।'

২ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের দুঃখ প্রযুক্ত যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার বিলাপকথা, ২০ ও ঈশ্বরের কাছে তাহার দুঃখ প্রকাশ।

[১] হায় ২! প্রভু আপন ক্রোধদ্বারা সিয়োনের কন্যাকে কেমন মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছেন; এবং ইস্রায়েলের শোভাকে আকাশহইতে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি আপন ক্রোধের দিনে আপন পাদপীঠ স্মরণ করিলেন না। [২] প্রভু যাকুবের প্রতি দয়া না করিয়া তাহার তাবৎ বাসস্থান গ্রাস করিয়াছেন, তিনি ক্রোধ করিয়া যিহূদার কন্যার দৃঢ় দুর্গ সকল ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছেন, এবং রাজ্য ও তাহার অধ্যক্ষগণকে অশুচি করিয়াছেন। [৩] তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ইস্রায়েলের তাবৎ বল বিনষ্ট করিয়াছেন, ও শত্রুর সম্মুখহইতে আপন দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন, ও চতুর্দ্দিগ্ দগ্ধকারি অগ্নিশিখার ন্যায় যাকুবকে দগ্ধ করিয়াছেন। [৪] তিনি শত্রুর ন্যায় আপন ধনুকে চাড়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত বৈরিবৎ প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষুর সুখজনক সকলকে বধ করিয়াছেন, ও সিয়োনের কন্যার তাম্বুমধ্যে আপন ক্রোধরূপ অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছেন। [৫] প্রভু শত্রুতুল্য হইয়া ইস্রায়েলকে গ্রাস করিয়াছেন, ও তাহার তাবৎ অট্টালিকা ভগ্ন ও দৃঢ় দুর্গ বিনষ্ট করিয়াছেন, এবং যিহূদার কন্যার শোক ও বিলাপ বৃদ্ধি করিয়াছেন। [৬] তিনি বাগানের বেড়ার ন্যায় আপন বেড়া দূর করিয়াছেন, এবং আপনার সভাস্থান বিনষ্ট করিয়াছেন; পরমেশ্বর সিয়োনের মধ্যে পর্ব্ব ও বিশ্রামবার বিস্মৃত করাইয়াছেন, ও প্রচণ্ড ক্রোধে রাজাকে ও যাজকগণকে নিগ্রহ করিয়াছেন। [৭] পরমেশ্বর আপন যজ্ঞবেদী ত্যাগ করিয়াছেন, ও আপন পবিত্র স্থান ঘৃণা করিয়াছেন; তিনি তাহার অট্টালিকার ভিত্তি শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরে পর্ব্ব দিনের ন্যায় কোলাহল করিয়াছে। [৮] পরমেশ্বর সিয়োনের কন্যার প্রাচীর ভগ্ন করিতে নিরূপণ করিয়া সূত্রপাত করিলেন, এবং ভঙ্গ করণহইতে আপন হস্ত নিবৃত্ত করিলেন না; তিনি দুর্গ ও প্রাচীরকে বিলাপ করাইলে তাহারা একেবারে তেজোহীন হইল। [৯] তাহার দ্বার সকল মৃত্তিকাতে পতিত হইল, ও তিনি তাহার হুড়কা ভগ্ন করিয়া বিনষ্ট করিলেন; তাহার রাজা ও অধ্যক্ষগণ অন্যজাতীয়দের মধ্যে গমন করিয়াছে; শাস্ত্রীয় শিক্ষা আর হয় না; তাহার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ পরমেশ্বরহইতে কিছুই দর্শন পায় না। [১০] সিয়োনের কন্যার প্রাচীন লোক সকল নীরব হইয়া মৃত্তিকাতে বসিয়া থাকে; তাহারা আপন ২ মস্তকের উপরে ধূলা ছড়াইয়া চট পরিধান করে, ও যিরূশালমের কন্যাগণ ভূমিতে শিরোনমন করিয়া থাকে। [১১] আমার দৃষ্টি অশ্রুপাতদ্বারা ক্ষীণ হয়, আমার অন্ত্র দগ্ধ হয়, ও আমার লোকদের কন্যার বিনাশ প্রযুক্ত আমার যকৃৎ মৃত্তিকাতে ঢালিত হয়, কেননা বালক ও স্তন্যপায়ি শিশুগণ নগরের পথে মূর্চ্ছাপন্ন হয়। [১২] এবং তাহারা আপন ২ মাতাকে কহে, 'শস্য ও দ্রাক্ষারস কোথায়?' এবং ক্ষতবিক্ষত লোকদের ন্যায় নগরের পথে অচৈতন্য হয়, ও আপন ২ মাতার বক্ষঃস্থলে প্রাণ ত্যাগ করে। [১৩] হে যিরূশালমের কন্যে, আমি কি বলিয়া তোমাকে প্রবোধ দিব? ও কাহার সহিত তোমার উপমা দিব? হে সিয়োনের কুমারি, আমি কাহার সহিত তোমার তুলনা দিয়া তোমাকে সান্ত্বনা করিব? কেননা সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ যে তোমার ভগ্নতা তাহার চিকিৎসা কে করিতে পারে? [১৪] তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তোমার নিমিত্তে অনর্থক ও অজ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছে; তাহারা তোমার বন্দিত্ব নিবারণ করিতে তোমার অধর্ম্ম প্রকাশ করিত তাহা নয়, কিন্তু তোমার নিমিত্তে দেশচ্যুতিজনক মিথ্যাভবিষ্যদ্বাক্য কহিত। [১৫] যাহারা তোমার নিকট দিয়া যায়, তাহারা তোমার প্রতি হাততালি দেয়; 'যে নগর সর্ব্বতোভাবে মনো-

রম্য ও তাবৎ পৃথিবীর আনন্দজনক নামে বি-খ্যাত ছিল, সে কি এই?' ইহা বলিয়া তাহারা যিরূশালমের কন্যার প্রতি মস্তক লাড়িয়া শীষ দেয়। [১৬] তোমার তাবৎ শত্রুগণ তোমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে, ও শীষ দিয়া দন্তকিড়িমিড়ি করিয়া বলে, 'আমরা তাহাকে গ্রাস করিলাম, ও যে দিনের আকাঙ্ক্ষা করিতাম, এই সেই দিনকে দেখিলাম ও পাইলাম।' [১৭] পরমেশ্বর আপন মনস্থ সিদ্ধ করিয়াছেন, ও পূর্ব্বকালে কথিত আপন বাক্য সফল করিয়াছেন; তিনি দয়া না করিয়া অধঃপতন করিয়াছেন, ও তোমার শত্রুকে তোমার উপরে আনন্দ করাইয়াছেন, ও তোমার শত্রুদের বল বৃদ্ধি করিয়াছেন। [১৮] লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে কাকুতি করে; হে সিয়োনের কন্যার প্রাচীর, দিবারাত্রি তোমার অশ্রুধারা নদীর ন্যায় বহিয়া যাউক, আপনাকে কিছু বিশ্রাম দিও না, ও তোমার চক্ষুর তারাকে শান্ত হইতে দিও না। [১৯] রাত্রির প্রত্যেক প্রহরের প্রথমে উঠিয়া আর্ত্তস্বর কর, ও প্রভুর সম্মুখে আপন হৃদয় জলের ন্যায় ঢাল, ও তোমার যে সকল শিশু বালকেরা সমস্ত পথের মস্তকে ক্ষুধাতে মুর্চ্ছাপন্ন আছে, তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে তাঁহার প্রতি কৃতাঞ্জলি হও।

[২০] হে পরমেশ্বর, বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি কাহার প্রতি এই কর্ম্ম করিতেছ? স্ত্রীগণ কি আপনাদের গর্ব্ভফল, ও যাহাদিগকে হস্তে করিয়া বহে, এমত শিশুগণকে ভোজন করিবে? এবং যাজক ও ভবিষ্যদ্বক্তা কি প্রভুর পবিত্র স্থানে হত হইবে? [২১] আবাল বৃদ্ধ সকলে পথের মধ্যে ভূমিতে পড়িয়া আছে, এবং আমার যুবতি ও যুবগণ খড়্গাহত হইয়া পতিত আছে; তুমি আপন ক্রোধের দিনে দয়া না করিয়া তাহাদিগকে ছেদন ও বধ করিয়াছ। [২২] তুমি আমার চতুর্দ্দিকস্থ ভয় সকলকে পর্ব্ব-দিনের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিয়াছ; পরমেশ্বরের ক্রোধের দিনে কেহ এড়াইল না ও রক্ষা পাইল না; আমি যাহাদিগকে হস্তে করিয়া বহন ও প্রতিপালন করিয়াছিলাম, শত্রু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে।

৩ অধ্যায়।

১ নানা দুঃখের জন্যে বিলাপ, ২১ ও দুঃখ সহ্য করণের উপদেশকথা, ৩৭ ও ঈশ্বরের যথার্থতা স্বীকার ও উদ্ধারের জন্যে প্রার্থনা ও শত্রুদের বিনাশের কথা।

[১] আমি, আমিই তাঁহার ক্রোধরূপ দণ্ডদ্বারা দুঃখ ভোগ করিয়াছি। [২] তিনি আমাকে লইয়া আলোতে নয়, কিন্তু অন্ধকারে আনিয়াছেন। [৩] তিনি আমার বিপক্ষ হইয়া সমস্ত দিন হস্তদ্বারা আমাকে প্রহার করেন। [৪] তিনি আমার মাংস ও চর্ম্ম জীর্ণ করিয়াছেন, ও আমার অস্থি ভগ্ন করিয়াছেন। [৫] তিনি আমাকে অবরোধ করিয়াছেন, এবং বিষ ও শ্রমদ্বারা আমাকে বেষ্টিত করিয়াছেন; [৬] ও পূর্ব্বকালের মৃত লোকদের ন্যায় অন্ধকারে আমাকে বাস করাইয়াছেন; [৭] এবং আমি যাহা অতিক্রম করিতে পারি না, এমত বেড়াতে আমাকে অবরোধ করিয়াছেন; আমার শৃঙ্খল অতি ভারী করিয়াছেন। [৮] আমি উচ্চৈঃস্বরে বিনতি করিলেও তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। [৯] তিনি খোদিত প্রস্তরদ্বারা আমার পথ রোধ করিয়াছেন, ও আমার মার্গ বক্র করিয়াছেন। [১০] তিনি আমার প্রতি লুক্কায়িত ভল্লূক ও গুপ্ত সিংহের ন্যায় হন। [১১] তিনি আমার পথ বিপথ করিয়া আমাকে খণ্ড২ ও অনাথ করিয়াছেন। [১২] এবং আপন ধনুকে চাড়া দিয়া আমাকে বাণের লক্ষ্যস্বরূপ রাখিয়াছেন। [১৩] এবং আপন তূণের বাণ আমার মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়াছেন। [১৪] আমি স্বজাতীয় লোকদের উপহাস ও সমস্ত দিন গানের বিষয় হইয়াছি। [১৫] তিনি আমাকে তিক্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ ও নাগদানাতে মত্ত করিয়াছেন; [১৬] এবং কঙ্করদ্বারা আমার দন্ত ভাঙ্গিয়াছেন, ও আমাকে ভস্মে লুণ্ঠন করাইয়াছেন,; [১৭] এবং আমার মনকে শান্তিহইতে পৃথক্ করিয়াছেন; আমি মঙ্গল বিস্মৃত হইয়াছি। [১৮] আমি কহিলাম, আমার বল ও পরমেশ্বরে প্রত্যাশা নষ্ট হইয়াছে। [১৯] আমার দুঃখ ও শোক স্মরণ কর, তাহা নাগদানা ও বিষস্বরূপ। [২০] আমার মন তাহা স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত হয়।

[২১] আমি পুনর্ব্বার ইহা বিবেচনা করিয়া প্রত্যাশা করিব। [২২] পরমেশ্বরের করুণা প্রযুক্ত আমরা বিনষ্ট হই নাই; কেননা তাঁহার কৃপার শেষ হয় নাই। [২৩] তাহা প্রতি প্রভাতে নূতন, ও তাঁহার বিশ্বসনীয়তা মহৎ। [২৪] আমার মন বলে, পরমেশ্বর আমার অধিকার, অতএব আমি তাঁহাতে প্রত্যাশা করিব। [২৫] যে জন পরমেশ্বরের অপেক্ষা করে, ও যে প্রাণী তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহার মঙ্গলদাতা। [২৬] নীরব হইয়া পরমেশ্বরের নিকটে পরিত্রাণের অপেক্ষা করা, ইহাই মঙ্গল। [২৭] যৌবনকালে যোঁয়ালি বহন করা মানুষের মঙ্গল। [২৮] স্কন্ধে যোঁয়ালি রাখন সময়ে সে নীরব হইয়া একাকী বৈসুক; [২৯] এবং 'প্রত্যাশা হইতে পারে,' ইহা কহিয়া আপন মুখ ধূলাতে রাখুক। [৩০] এবং আপন প্রহারকের প্রতি গাল ফিরাউক, এবং সম্পূর্ণ অপমান স্বীকার করুক। [৩১] কেননা প্রভু চির-

কাল পরিত্যাগ করেন না। [৩২] যদ্যপি মনস্তাপ দেন, তথাপি আর বার আপন প্রচুর করুণানুসারে কৃপা করিবেন। [৩৩] কেননা তিনি অন্তঃকরণের সহিত ক্লেশ দেন ও মনুষ্যসন্তানগণকে দুঃখিত করেন, এমত নহে। [৩৪] লোকেরা যখন পৃথিবীর বন্দিগণকে আপন পদতলে দলিত করে, [৩৫] কিম্বা সর্ব্বোপরিস্থের সম্মুখে যখন মনুষ্যের প্রতি অন্যায় হয়, [৩৬] কিম্বা লোকের অযথার্থ বিচার যখন হয়, তখন প্রভু কি দৃষ্টিপাত করেন না?

[৩৭] প্রভু আজ্ঞা না করিলে কে কথা কহিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে পারে? [৩৮] সর্ব্বোপরিস্থের মুখহইতে কি মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই নিঃসৃত হয় না? [৩৯] জীবৎ মনুষ্য কেন অসন্তোষের কথা কহে? প্রত্যেকের পাপ তাহার কারণ। [৪০] আইস, আমরা আপন২ পথের অনুসন্ধান ও বিচার করি, এবং পরমেশ্বরের প্রতি ফিরি; [৪১] ও হস্তের সহিত মনকেও স্বর্গনিবাসি ঈশ্বরের প্রতি উঠাই। [৪২] আমরা অপরাধ ও প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, এবং তুমি তাহা ক্ষমা কর নাই। [৪৩] আমাদিগকে ক্রোধে আচ্ছন্ন করিয়া তাড়না করিয়াছ, এবং দয়া না করিয়া বধ করিয়াছ, [৪৪] এবং আমাদের প্রার্থনার অগম্য মেঘেতে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছ। [৪৫] তুমি জাতিগণের মধ্যে আমাদিগকে মল ও অগ্রাহ্য বস্তুর ন্যায় করিয়াছ। [৪৬] আমাদের তাবৎ শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে, [৪৭] এবং ভয় ও খাত ও উচ্ছিন্নতা ও বিনাশ আমাদের প্রতি ঘটিতেছে। [৪৮] আমার লোকের কন্যার বিনাশ প্রযুক্ত আমার চক্ষুহইতে জলের ধারা বহিতেছে। [৪৯] যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর দৃষ্টি না করেন, ও স্বর্গহইতে অবলোকন না করেন, [৫০] তাবৎ আমার চক্ষু অবিশ্রান্ত অশ্রুতে ভাসিবে, বিরাম পাইবে না। [৫১] আমার নগরীর কন্যাদের নিমিত্তে আমার চক্ষু হৃদয়কে দুঃখ দেয়। [৫২] বিনাকারণে যাহারা আমার শত্রু, তাহারা পক্ষির ন্যায় আমাকে মৃগয়া করিয়াছে। [৫৩] তাহারা আমার প্রাণকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে, এবং আমার উপরে প্রস্তর স্থাপন করিয়াছে। [৫৪] আমার মস্তকের উপর দিয়া জল বহিতেছে; তাহাতে আমি কহিলাম, আমার প্রাণ গেল। হে পরমেশ্বর, আমি গভীর কূপের মধ্যহইতে তোমার নামে প্রার্থনা করি। [৫৬] উপকারার্থে আমার প্রার্থনাহইতে কর্ণ আচ্ছাদিত করিও না; তুমি আমার রব শুনিয়া থাক। [৫৭] যে দিনে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, সে দিনে তুমি নিকটবর্ত্তী হইয়া, ভয় করিও না, ইহা কহিয়া থাক। [৫৮] হে প্রভো, তুমি আমার মনের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া আমার প্রাণকে মুক্ত করিয়া থাক। [৫৯] হে পরমেশ্বর, তুমি আমার অন্যায় দেখিয়াছ, এখন তাহার বিচার কর। [৬০] তাহাদের কৃত হিংসা ও আমার বিরুদ্ধে তাহাদের মনের সঙ্কল্প সকলি তুমি দেখিয়াছ। [৬১] হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদের ভর্ৎসনা ও আমার বিরুদ্ধে তাহাদের মনের কল্পনা, [৬২] ও যাহারা আমার প্রতিকূলে উঠে, তাহাদের মুখের কথা ও আমার বিপরীতে তাহাদের সমস্ত দিনের পরামর্শ শুনিয়াছ। [৬৩] দেখ, তাহাদের বৈসন ও উঠন সময়ে আমি তাহাদের বাদ্যের বিষয় হইতেছি। [৬৪] হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদিগকে তাহাদের নিজ হস্তের ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবা। [৬৫] তুমি তাহাদিগকে মনের কাঠিন্য দিবা, ও তোমার অভিশাপ তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। [৬৬] তুমি আপন ক্রোধে তাহাদিগকে তাড়না করিবা, ও পরমেশ্বরের সৃষ্ট আকাশমণ্ডলের অধোহইতে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবা।

৪ অধ্যায়।

১ সিয়োনের জন্যে বিলাপের কথা, ১৩ ও আপনাদের পাপ স্বীকার করণ, ২১ ও ইদোমের লোকদের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] হায় ২, সুবর্ণ কেমন মলিন হইয়াছে! ও উত্তম সুবর্ণ কেমন বিকৃত হইয়াছে! পবিত্র প্রস্তর সকল পথের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। [২] হায় ২, নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায় বহুমূল্য সিয়োনের পুত্রগণ কুম্ভকারের হস্তকৃত মৃৎপাত্রের ন্যায় গণিত হইয়াছে। [৩] সমুদ্রচরেরাও স্তন দেয়, ও আপন ২ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করায়, কিন্তু আমার লোকদের কন্যা প্রান্তরস্থ উষ্ট্রপক্ষির ন্যায় নির্দ্দয় হইয়াছে। [৪] স্তন্যপায়ি শিশুর জিহ্বা পিপাসাতে তালুতে লাগিয়াছে, এবং বালকেরা রুটী চাহিতেছে, কিন্তু কেহ তাহাদিগকে দেয় না। [৫] যাহারা উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিত, তাহারা পথের মধ্যে অনাথ হইয়া আছে; এবং যাহারা রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিত, তাহারা সারের ঢিবিতে আশ্রয় লয়। [৬] মনুষ্যের হস্তদ্বারা আক্রান্ত না হইয়া যে সিদোম্ এক নিমিষে উৎপাটিত হইয়াছিল, তাহার পাপহইতেও আমার লোকের কন্যার অপরাধ বড় হইয়াছে। [৭] হায় ২, তাহার যে অধ্যক্ষগণ বরফ অপেক্ষা নির্ম্মল ও দুগ্ধ অপেক্ষা শুক্লবর্ণ ছিল, এবং যাহাদের অঙ্গ পদ্মরাগমণি অপেক্ষা রক্তবর্ণ ও নীলকান্তমণির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ছিল, [৮] তাহাদের মুখ এখন কালিমাহইতেও কাল হইয়াছে; পথে তাহাদিগকে চেনা যায় না, তাহাদের

চর্ম্ম অস্থিতে সংলগ্ন ও কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়াছে। [৯] ক্ষুধাতে হত লোক অপেক্ষা বরং খড়্গে হত লোক ধন্য, কেননা ইহারা ক্ষেত্রজাত শস্যাভাবরূপ খড়্গে বিদ্ধ হইয়া ক্ষয় পায়। [১০] দয়ালু স্ত্রীগণের হস্ত আপন২ বালকগণকে রন্ধন করিয়াছে, ও আমার লোকের কন্যার বিনাশ প্রযুক্ত ঐ বালকেরা তাহাদের খাদ্য দ্রব্য হইয়াছে। [১১] পরমেশ্বর আপন ক্রোধ সম্পূর্ণ ও আপনার প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন, এবং তিনি সিয়োনে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার ভিত্তিমূল দগ্ধ করিয়াছেন। [১২] কিন্তু কোন বৈরি কি শত্রুগণ যিরূশালমের দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিবে, ইহা পৃথিবীর রাজগণ ও জগতের তাবৎ লোক কেহ প্রত্যয় করিত না।

[১৩] ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পাপ ও যাজকগণের অপরাধ প্রযুক্ত এই সকল ঘটিয়াছে, কেননা তাহারা তাহার মধ্যে ধার্ম্মিকগণের রক্তপাত করিত। [১৪] এবং পথের মধ্যে অন্ধ লোকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া রক্তদ্বারা আপনাদিগকে এমত অশুচি করিত, যে কেহ তাহাদের বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। [১৫] লোকেরা তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিত, পথ ছাড়; হে অশুচি লোক, পথ ছাড়, পথ ছাড়, স্পর্শ করিও না; তাহারা পলায়ন করিয়া ভ্রমণকারী হইয়াছে; অন্যজাতীয় লোক কহিল, উহারা এই স্থানে আর প্রবাস করিতে পারিবে না। [১৬] পরমেশ্বরের ক্রোধদৃষ্টি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে আর দেখিতে পারেন না; শত্রুরা যাজকগণের মুখাপেক্ষা ও প্রাচীনগণের প্রতি দয়া করিল না। [১৭] মিথ্যা উপকারের অপেক্ষাতে থাকাতে আমাদের চক্ষু এখনও ক্ষীণ হইয়া রহিয়াছে; আমরা অনুপকারি জাতির জন্যে উচ্চগৃহে থাকিয়া নিরীক্ষণ করিতাম। [১৮] শত্রুগণ আমাদের পাদবিক্ষেপ এমত অনুসন্ধান করিত, যে তন্নিমিত্তে আমরা আপনাদের পথে বেড়াইতে পারিতাম না; এই রূপে আমাদের কাল নিকটবর্ত্তী ও চরম দিন উপস্থিত হইল, ও শেষদশা আইল। [১৯] আমাদের উপদ্রবিগণ আকাশের উৎক্রোশ পক্ষী অপেক্ষা বেগগামী ছিল; তাহারা পর্ব্বতের উপরে আমাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল, ও প্রান্তরে আমাদিগকে ধরিতে লুক্কায়িত থাকিল। [২০] এবং আমাদের নাসিকার বায়ুস্বরূপ যে পরমেশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁহার আশ্রয়ে আমরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে বাস করিব এমন কথা কহিতাম, তিনি তাহাদের গর্ত্তে ধৃত হইলেন।

[২১] হে ঊষদেশনিবাসিনি ইদোমের কন্যে, তুমি এখন আনন্দিতা ও পুলকিতা হও, কিন্তু পানপাত্র তোমার নিকটেও আসিবে, এবং তুমিও মত্তা হইয়া উলঙ্গিনী হইবা। [২২] হে সিয়োনের কন্যে, তোমার অপরাধের দণ্ড শেষ হইলে তিনি তোমাকে বন্দিদশাতে আর লইয়া যাইবেন না; হে ইদোমের কন্যে, তিনি তোমার অপরাধের প্রতিফল দিবেন, ও তোমার পাপ প্রকাশ করিবেন।

৫ অধ্যায়।

যিরিমিয়ের প্রার্থনা ও পাপস্বীকার ও বিলাপ।

[১] হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মনে কর, ও অবলোকন করিয়া আমাদের অপমান বিবেচনা কর। [২] আমাদের অধিকার অন্যদেশীয়দের ও আমাদের বাটী পরজাতীয়দের হস্তগত হইয়াছে। [৩] এবং আমরা অনাথ ও পিতৃহীন হইয়াছি; আমাদের মাতৃগণ বিধবার ন্যায় আছে। [৪] আমরা মূল্য দিয়া আপনাদের জল পান করি, ও আমাদের কাষ্ঠ আমাদের কাছে বিক্রীত হয়। [৫] আমাদের স্কন্ধে তাড়নারূপ যোঁয়ালি থাকে; আমরা শ্রমেতে দুর্ব্বল হই, কিছুই বিশ্রাম পাই না। [৬] আমরা খাদ্যে তৃপ্ত হইবার নিমিত্তে মিস্রীয়দের ও অশূরীয়দের বশীভূত হই। [৭] আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাপ করিয়াছে, এখন তাহারা নাই, কিন্তু আমরা তাহাদের অপরাধরূপ ভার বহন করিতেছি। [৮] দাসগণ আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করে, তাহাদের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে এমত কেহ নাই। [৯] প্রান্তরে খড়্গ থাকাতে আমরা প্রাণপণ না করিলে খাদ্য পাই না। [১০] ক্ষুধানলের দাহ প্রযুক্ত আমাদের চর্ম্ম চুলার ন্যায় শুষ্ক হইল। [১১] শত্রুগণ সিয়োনস্থ স্ত্রীগণকে ও যিহূদার নগরস্থ কুমারীদিগকে বলাৎকার করে। [১২] অধ্যক্ষগণ বদ্ধহস্ত হইয়া ঝুলান যায়, ও প্রাচীন লোক আদৃত হয় না। [১৩] যাঁতার ভার যুবগণের উপরে রাখা যায়, ও বালকেরা কাষ্ঠভারে অধঃপতিত হয়। [১৪] প্রাচীনেরা দ্বারে আগমনে ও যুবগণ বাদ্য করণে নিবৃত্ত হইয়াছে। [১৫] আমাদের মনের আনন্দ লুপ্ত হইয়াছে, ও নৃত্য শোকের বিষয় হইয়াছে। [১৬] আমাদের মস্তকহইতে মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে; আমাদিগকে ধিক্, কেননা আমরা পাপ করিয়াছি। [১৭] এই কারণ আমাদের অন্তঃকরণ পীড়িত হইয়াছে, এবং সেই কারণ আমাদের চক্ষু নিস্তেজ হইয়াছে। [১৮] আর সিয়োন পর্ব্বত উচ্ছিন্ন স্থান হইয়াছে, শৃগালগণ তাহাতে গমনাগমন করে। [১৯] হে পরমেশ্বর, তুমি সদাকাল রাজত্ব করিবা; তোমার সিংহাসন পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। [২০] তুমি আমাদিগকে কেন সর্ব্বদা বিস্মৃত হইবা? ও

চিরকালার্থে কেন ত্যাগ করিবা? ২১ হে পরমেশ্বর, আপনকার প্রতি আমাদিগকে ফিরাও, তবে আমরা ফিরিব; পূর্ব্বসময়ের ন্যায় আমাদের নূতন সময় উপস্থিত কর। ২২ কেননা তুমি আমাদিগকে নিতান্ত নিগ্রহ করিয়াছ, এবং আমাদের প্রতি আত্যন্তিক ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছ।

যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাক্যের সময় নির্ণয়, ও চারি প্রাণির দর্শন, ১৫ ও চারি চক্রের দর্শন, ২৬ ও পরমেশ্বরের তেজ দর্শন।

১ ত্রিংশৎ বৎসরের চতুর্থ মাসের পঞ্চম দিনে হাবোর্ নদীতীরে বন্দিদের মধ্যে আমার বাস করণ সময়ে স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল, তাহাতে আমি ঈশ্বরীয় দর্শন পাইলাম। ২ রাজা যিহোয়াখীনের বন্দি হওনের পঞ্চম বৎসরের ঐ মাসের পঞ্চম দিনে ৩ কস্দীয়দের দেশে হাবোর্ নদীতীরে বূষি যাজকের পুত্র যিহিস্কেলের নিকটে পরমেশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে পরমেশ্বর তাহাতে হস্তার্পণ করিলেন।

৪ আমি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, উত্তরদিগ্‌হইতে ঘূর্ণবায়ুর সহিত এক বৃহৎ মেঘ ও জাজ্বল্যমান অগ্নি ও তাহার চতুর্দ্দিগে মহাতেজ ও তাহার মধ্যহইতে অগ্নির মধ্যবর্ত্তি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় কিরণ; ৫ এবং তাহার মধ্যহইতে চারি প্রাণির মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল; তাহাদের আকৃতি মনুষ্যসদৃশ। ৬ এবং প্রত্যেকের চারি মুখ ও চারি পক্ষ। ৭ তাহাদের চরণ সরল, ও পদতল গোবৎসের পদতলের ন্যায়, এবং তাহারা পরিষ্কৃত পিত্তলের ন্যায় চাকচক্যবিশিষ্ট। ৮ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পক্ষের নীচে মনুষ্যবৎ হস্ত ছিল; ঐ চারি প্রাণির মুখ ও পক্ষ (সমান) ছিল। ৯ তাহাদের পক্ষ পরস্পর সংযুক্ত; গমন করিলে তাহারা ফিরিত না, প্রত্যেকে সরল ও সম্মুখ পথে গমন করিত। ১০ চারি প্রাণির মনুষ্যবৎ মুখের আকৃতি ছিল, কিন্তু দক্ষিণদিগে চারি জনের সিংহবৎ এক২ মুখ, এবং বামদিগে গোরুর ন্যায় এক২ মুখ, এবং উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় এক২ মুখ ছিল। ১১ উপরিভাগে তাহাদের সকলের মুখ ও পক্ষ ভিন্ন ছিল; এই রূপে এক২ জনের দুই২ পক্ষ সংযুক্ত ছিল, এবং আর দুই পক্ষদ্বারা শরীর আচ্ছাদিত ছিল। ১২ এবং তাহারা প্রত্যেকে সম্মুখ পথে চলিত, ও যে দিগে আত্মার ইচ্ছা সেই দিগে গমন করিত; গমন করিবার সময়ে ফিরিতে হইত না। ১৩ এমত মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রাণিদের তেজ প্রজ্বলিত অঙ্গার ও প্রদীপ সদৃশ; তাহাদের মধ্যে এক অগ্নি গমনাগমন করিতেছিল, সে অগ্নি অত্যন্ত তেজোময়, ও তাহাহইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইত। ১৪ এবং ঐ প্রাণিগণ অগ্নিকণার ছটার সদৃশ হইয়া গমনাগমন করিত।

১৫ ঐ প্রাণিদিগকে অবলোকন করিলে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর উপরে তাহাদের চারি মুখের সাক্ষাতে এক২ চক্র ছিল। ১৬ চারি চক্র তেজে ও আকৃতিতে চুণিমণির ন্যায়; চারির এক আকার ছিল, এবং তাহাদের তেজ ও আকৃতি চক্রের মধ্যস্থিত চক্রের ন্যায় ছিল। ১৭ ঐ চক্র গমনকালে চারি দিগ দিয়া গমন করিত, গমন করিবার সময়ে ফিরিতে হইত না। ১৮ তাহাদের নেমি উচ্চতা প্রযুক্ত ভয়ঙ্কর ছিল, এবং তাহাদের ঐ চারি নেমির চতুষ্পার্শ্বে চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল। ১৯ যখন ঐ প্রাণিগণ গমন করিত, তখন ঐ চক্রগণও তাহাদের পার্শ্বে গমন করিত; এবং ঐ প্রাণিগণ পৃথিবীহইতে উত্থিত হইলে চক্রগণও উত্থিত হইত। ২০ এবং যে স্থানে আত্মার ইচ্ছা সেই স্থানে তাহারা যাইত; গমন করিতে আত্মার ইচ্ছা হইলে চক্রগণও তাহাদের পার্শ্বে উঠিত, কেননা প্রাণিদের আত্মা ঐ চক্রগণেতেও ছিল। ২১ এবং উহারা যখন চলিত, ইহারাও তখন চলিত; এবং উহারা যখন স্থগিত হইত, ইহারাও তখন স্থগিত হইত; এবং উহারা যখন পৃথিবীহইতে উঠিত, চক্রগণও তখন পার্শ্ব দিয়া উঠিত; কেননা প্রাণিদের আত্মা ঐ চক্রগণেতেও ছিল।

২২ আর প্রাণিদের মস্তকের উপরে আশ্চর্য্য স্ফটিকের ন্যায় তেজোময় এক শতরঞ্চ বিস্তারিত ছিল। ২৩ সেই শতরঞ্চের নীচে তাহাদের পক্ষ শ্রেণীতে সরলরূপে সংযুক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক প্রাণির শরীর আচ্ছাদনার্থে শরীরের এ পার্শ্বে দুই এবং ও পার্শ্বে দুই পক্ষ ছিল। ২৪ কিন্তু তাহাদের গমন কালে গভীর জলের ন্যায় ও সর্ব্বশক্তিমানের রবের ন্যায় তাহাদের পক্ষের শব্দ শুনিলাম, এবং দণ্ডায়মান হওনার্থে পক্ষ

সঙ্কুচিত করিলে সৈন্যের শব্দের ন্যায় তাঁহার শব্দ হইল। [২৫] ও যে সময়ে দাঁড়াইয়া পক্ষ সঙ্কুচিত করিল, তৎকালে তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ শতরঞ্জহইতে শব্দ নির্গত হইল।

[২৬] তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ শতরঞ্জের উপরে নীলকান্তমণিবৎ তেজোময় এক সিংহাসনের আকৃতি ছিল, তাহার উপরে এক মনুষ্যের মূর্ত্তি ছিল। [২৭] তাঁহার চতুর্দ্দিগে অর্থাৎ তাঁহার কটিদেশাবধি উপরে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ তেজ দেখিলাম; এবং তাঁহার কটি অবধি অধঃ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিগে অগ্নিবৎ আকার ও তাঁহার তেজ দেখিলাম। [২৮] যেমন বৃষ্টিকালের মেঘধনুকের রূপ, তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিগে তেজের রূপ হইল। এই মত পরমেশ্বরের তেজের মূর্ত্তির রূপ হইল। তাহা দেখিবামাত্র আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম।

২ অধ্যায়।

১ যিহিষ্কেলকে নিযুক্ত করণ, ৬ ও তাহাকে উপদেশ দেওন, ৯ ও তাহাকে পুস্তক দেওন।

[১] পরে বাক্যবাদি এক জনের রব আমার কর্ণগোচর হইল। তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি চরণে দণ্ডায়মান হও; আমি তোমার সহিত কথা কহিব। [২] যে সময়ে তিনি আমাকে কহিলেন, তৎকালে আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করিয়া আমাকে চরণে দণ্ডায়মান করিলেন; তাহাতে যিনি আমার সহিত আলাপ করিলেন, তাঁহার কথা আমি শুনিলাম। [৩] তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি ইস্রায়েল্ বংশের কাছে, অর্থাৎ যাহারা আমার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিল, এমত অবাধ্য লোকদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিব; তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অদ্য পর্য্যন্ত আমার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছে। [৪] আমি যাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিব, তাহারা নির্লজ্জমুখ ও কঠিনান্তঃকরণ বংশ; তুমি তাহাদের নিকটে 'প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন,' ইহা বলিবা। [৫] তাহারা বিরোধি বংশ, তৎপ্রযুক্ত কথা গ্রাহ্য করুক বা না করুক, তথাপি তাহাদের মধ্যে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইল, ইহা জানিতে পারিবে।

[৬] হে মনুষ্যের সন্তান, যদ্যপি তাহারা তোমার নিকটে শ্যাকুল ও কণ্টকের তুল্য হয় ও তুমি বৃশ্চিকের মধ্যে বাস কর, তথাপি তাহাদের হইতে ভীত হইও না, ও তাহাদের কথাতে শঙ্কাকুল হইও না; যদ্যপি তাহারা বিরোধি বংশ হয়, তথাপি তাহাদের কথাতে ভয় করিও না, ও তাহাদের সাক্ষাতে শঙ্কা করিও না। [৭] তাহারা বিরোধী, তৎপ্রযুক্ত শুনুক বা না শুনুক, তথাপি তাহাদের কাছে আমার কথা কহিও। [৮] হে মনুষ্যের সন্তান, আমি যাহা কহি তাহা শুন; সেই বিরোধি বংশের ন্যায় তুমি বিরোধী হইও না, এবং আমি তোমাকে যাহা দি, তুমি মুখ খুলিয়া তাহা ভোজন কর।

[৯] অপর আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, এক হস্ত আমার প্রতি প্রসারিত হইল, তাহার মধ্যে এক যড়ান পুস্তক ছিল। [১০] সে আমার সম্মুখে ঐ পুস্তক বিস্তার করিল; তাহাতে দেখিলাম, ঐ পুস্তকের ভিতরে বাহিরে বিলাপ ও শোক ও সন্তাপের কথা লিখিত আছে।

৩ অধ্যায়।

১ যিহিষ্কেলকে পুস্তক ভোজন করাওন, ৪ ও তাহার প্রতি পরমেশ্বরের উপদেশ, ১২ ও আত্মাদ্বারা তাহার ঊর্দ্ধ্বারোহণ, ১৫ ও বন্দিলোকদের মধ্যে গেলে ঈশ্বরের উপদেশ পাওন, ২২ ও ঈশ্বরকর্তৃক তাহার মুখ বন্ধ হওন ও মুক্ত হওন।

[১] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার কাছে যাহা উপস্থিত তাহা ভোজন কর, অর্থাৎ এই পুস্তক ভোজন কর, এবং ইস্রায়েল বংশের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে কহ। [২] তাহাতে আমি মুখ খুলিলে তিনি আমাকে সেই পুস্তক ভোজন করাইলেন। [৩] পরে আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে যে পুস্তক দিলাম, তাহা উদরে গ্রহণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ কর। তাহাতে আমি তাহা ভোজন করিলে আমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট বোধ হইল।

[৪] অপর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এখন ইস্রায়েল বংশের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে আমার কথা বল। [৫] তুমি গভীর ও কঠিন ভাষাবাদি কোন জাতির কাছে প্রেরিত নহ, কিন্তু ইস্রায়েল বংশের নিকটে প্রেরিত হইতেছ। [৬] এবং তোমার বোধাগম্য গভীর ও কঠিন ভাষাবাদি সমূহজাতির কাছে তুমি প্রেরিত নহ; আমি তাহাদের নিকটে তোমাকে পাঠাইলে তাহারা তোমার কথা অবশ্য শুনিত। [৭] কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ তোমার কথায় মনোযোগ করিতে চাহে না, কেননা তাহারা আমার কথাতেও মনোযোগ করে না, কারণ ইস্রায়েল বংশ সকলেই দৃঢ়কপাল ও কঠিনান্তঃকরণ। [৮] দেখ, আমি তাহাদের মুখের প্রতিকূলে তোমার মুখ, ও তাহাদের কপালের বিরুদ্ধে তোমার কপাল দৃঢ় করিলাম। [৯] যে হীরক অগ্নিপ্রস্তরহইতেও দৃঢ়, তাহার ন্যায় আমি তোমার কপাল দৃঢ় করিলাম; তাহারা যদ্যপি বিরোধি বংশ হয়, তথাপি

তাহাদিগকে ভয় করিও না, ও তাহাদের সাক্ষাতে ভীত হইও না। [১০] পুনশ্চ তিনি কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে যে২ কথা কহি, সেই সকল তুমি অন্তঃকরণে গ্রহণ কর ও কর্ণকুহরে স্থান দেও। [১১] এবং চল, বন্দিদশাগ্রস্ত আপন স্বজাতীয় লোকদের কাছে যাইয়া তাহাদিগকে কহ; তাহারা শুনুক বা না শুনুক, তথাপি 'প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন,' ইহা বল।

[১২] পরে আত্মা আমাকে তুলিয়া লইলে আমি আপন পশ্চাতে 'মহামহিম পরমেশ্বর ধন্য,' এই বাক্য অতিশয় কম্পনের শব্দের ন্যায় তাঁহার স্থানহইতে শুনিলাম। [১৩] এবং ঐ প্রাণিদের পরস্পর পক্ষাঘাতের শব্দ ও তাহাদের পার্শ্বে চক্রের শব্দ এবং অতিশয় কম্পনের শব্দ শুনিলাম। [১৪] এবং আত্মা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলে আমি মনস্তাপে দুঃখিত হইয়া গমন করিলাম; কিন্তু পরমেশ্বর দৃঢ়রূপে আমাতে হস্তার্পণ করিলেন।

[১৫] অনন্তর আমি তেলাবীবে হাবোর্ নদীতীরবাসি এবং তথায় বাস করিতে প্রবৃত্ত বন্দি লোকদের কাছে আইলাম, এবং সেই স্থানে সাত দিন মৌনী হইয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। [১৬] সপ্ত দিন গত হইলে পর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১৭] হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে প্রহরী করিয়া নিযুক্ত করিলাম; তুমি আমার প্রমুখাৎ কথা শুনিবা, এবং আমার নামে তাহাদিগকে চেতনা দিবা। [১৮] 'অবশ্য তোমার মৃত্যু হইবে,' এই কথা আমি দুষ্ট লোকের প্রতি কহিলে তুমি যদি তাহাকে চেতনা না দেও, এবং তাহার প্রাণরক্ষার্থে চেতনা দিতে ঐ দুষ্ট লোককে তাহার কুপথ বিষয়ক কথা না কহ, তবে সেই দুষ্ট লোক আপন অধর্ম্মে মরিবে, কিন্তু আমি তোমাহইতে তাহার রক্তপাতের শোধ লইব। [১৯] আর তুমি দুষ্টকে চেতনা দিলে সে যদি আপন দুষ্টতা ও কুপথহইতে না ফিরে, তবে সে আপন অধর্ম্মে আপনি মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিবা। [২০] আর কোন ধার্ম্মিক লোক যদি আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পাপাচরণ করে, তবে তাহার সম্মুখে আমি বাধা রাখিব, তাহাতে সে মরিবে। তুমি তাহাকে চেতনা না দিলে সে আপন পাপে মরিবে, ও তাহার পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম আর স্মরণে আসিবে না; কিন্তু আমি তোমাহইতে তাহার রক্তপাতের শোধ লইব। [২১] আর তুমি ধার্ম্মিক লোককে পাপ না করিতে চেতনা দিলে সে যদি পাপ না করে, তবে সে সেই চেতনাদ্বারা অবশ্য বাঁচিবে, এবং তুমিও আপন প্রাণ রক্ষা করিবা।

[২২] অপর সেই স্থানে পরমেশ্বর আমাতে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি উঠিয়া উপত্যকাতে যাও, আমি সেখানে তোমার সহিত আলাপ করিব। [২৩] তাহাতে আমি উঠিয়া উপত্যকাতে গমন করিলে হাবোর্ নদীতীরে যেরূপ তেজ দেখিয়াছিলাম, তদ্রূপ পরমেশ্বরের তেজ সে স্থানেও দণ্ডায়মান হইল, তাহাতে আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম। [২৪] পরে আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করিয়া আমাকে চরণে দণ্ডায়মান করিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। তিনি এই কথা কহিলেন, তুমি আপন গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে থাক। [২৫] হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, লোকেরা রজ্জুদ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিবে, তাহাতে তুমি বাহিরে তাহাদের মধ্যে যাইতে পারিবা না। [২৬] আমিও তোমার জিহ্বা মুখের তালুতে লগ্ন করিব, তাহাতে তুমি বোবা হইয়া তাহাদের বিরোধিতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে পারিবা না। [২৭] কিন্তু আমি যখন তোমার সঙ্গে আলাপ করিব, তৎকালে তোমার মুখ খুলিব; তাহাতে তুমি তাহাদিগকে এই কথা কহিবা; 'প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন।' যে শুনে সে শুনুক, ও যে না শুনে সে না শুনুক; কেননা তাহারা বিরোধি বংশ।

৪ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের অবরোধের দৃষ্টান্ত, ৪ ও দণ্ড ভোগ করণের দৃষ্টান্ত, ৯ ও দুর্ভিক্ষ সময়ের দুঃখের দৃষ্টান্ত।

[১] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এক ইষ্টক লইয়া আপন সম্মুখে রাখিয়া তাহার উপরে এক নগরের অর্থাৎ যিরূশালমের প্রতিমূর্ত্তি লেখ। [২] এবং তাহা সৈন্যে বেষ্টিত কর, ও তাহার বিরুদ্ধে দুর্গ প্রস্তুত কর, ও তাহার বিপরীতে জাঙ্গাল বাঁধ, ও তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন কর। [৩] অর্থাৎ একখান লৌহময় পাকপাত্র লইয়া তোমার ও নগরের মধ্যস্থলে লৌহপ্রাচীরের ন্যায় তাহা স্থাপন কর, এবং তাহার প্রতিকূলে মুখ রাখ, এবং তাহাতে সে অবরুদ্ধ হইলে তুমি তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া থাকিবা; এই সকল ইস্রায়েল্ বংশের এক চিহ্নস্বরূপ হইবে।

[৪] পরে তুমি বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের অপরাধ তাহার উপরে রাখ; যত দিন তুমি তাহাতে শয়ন করিবা, তত দিন

তাহাদের অপরাধ বহন করিবা। [৫] আর আমি তাহাদের অপরাধের বৎসরের সংখ্যা তোমার জন্যে দিনের সংখ্যা করিব; তুমি তিন শত নব্বই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশের অপরাধ বহন করিবা। [৬] অপর তাহা সিদ্ধ হইলে পুনর্ব্বার আপন দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন কর, এবং তুমি চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত যিহূদা বংশের অপরাধ বহন করিবা; আমি এক ২ বৎসর তোমার জন্যে এক ২ দিন করিব। [৭] আর তুমি যিরূশালমের অবরোধের দিগে সম্মুখ হইয়া আপন বাহু অনাবৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবা। [৮] আর দেখ, আমি রজ্জুদ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিব, তাহাতে যাবৎ তাহার অবরোধের দিন সিদ্ধ না কর, তাবৎ তুমি এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বে গাত্র ফিরাইতে পারিবা না।

[৯] তুমি আপনার কাছে গোম ও যব ও মাষ ও মসুরি ও কঙ্গু ও চীনক লইয়া সকলি এক পাত্রে রাখ, এবং তাহাদ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া যত দিন অর্থাৎ যে তিন শত নব্বই দিন তুমি পার্শ্বে শয়ন করিবা, তাবৎ তাহা ভোজন করিও। [১০] তোমার খাদ্যদ্রব্য পরিমিত অর্থাৎ দিনে ২ বিংশতি শেকল পরিমিত হইবে, এবং তুমি নিত্য ২ এক সময়ে তাহা ভোজন করিবা। [১১] এবং হীনের ষষ্ঠাংশ পরিমাণানুসারে জল পান করিবা, ও নিত্য ২ এক সময়ে তাহা পান করিবা। [১২] এবং যবের পিষ্টক ভোজন করিবা, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবা। [১৩] অপর পরমেশ্বর কহিলেন, আমি ইস্রায়েল্ সন্তানদিগকে যে ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে দূর করিব, তাহাদের মধ্যে তাহারা সেই প্রকারে আপন ২ রুটী অশুচি দ্রব্যের ন্যায় খাইবে। [১৪] তখন আমি কহিলাম, হাঁ, প্রভো পরমেশ্বর, দেখ, আমার প্রাণ অশুচি নয়, কেননা আমি বাল্যকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত স্বয়ং মৃত কিম্বা পশুদ্বারা বিদীর্ণ কোন বস্তু ভোজন করি নাই, এবং ঘৃণার্হ মাংস কখনো আমার মুখে প্রবিষ্ট হয় নাই। [১৫] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তোমাকে গোময় দিব, তুমি তাহা দিয়া আপন রুটী পাক করিবা। [১৬] অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, আমি যিরূশালমে রুটীরূপ যষ্টি ভগ্ন করিব, তাহাতে তাহারা চিন্তান্বিত হইয়া পরিমাণানুসারে রুটী ভোজন করিবে, ও স্তব্ধ হইয়া পরিমাণানুসারে জল পান করিবে; [১৭] এবঞ্চ রুটীর ও জলের অভাব প্রযুক্ত পরস্পর স্তব্ধ হইয়া আপনাদের অপরাধে ক্ষীণ হইবে।

৫ অধ্যায়।

১ কেশের দৃষ্টান্ত, ৫ ও পাপের নিমিত্তে যিরূশালমের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১২ ও কেশের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য।

[১] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি একখান তীক্ষ্ণাস্ত্র অর্থাৎ নাপিতের ক্ষুর লইয়া আপন মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিয়া নিক্তিতে পরিমাণ পূর্ব্বক ভাগ কর। [২] পরে নগরাবরোধকালের প্রায় শেষ হইলে তাহার তৃতীয়াংশ নগরের মধ্যে অগ্নিতে দগ্ধ কর, এবং অন্য তৃতীয়াংশ লইয়া খড়্গদ্বারা নগরের চতুর্দ্দিগে তাবৎ ছেদন কর, অপর তৃতীয়াংশ বায়ুতে উড়াইয়া দেও, পরে আমি তাহাদের পশ্চাৎ খড়্গ নিষ্কোষ করিব। [৩] এবং তুমি তাহার অল্পসংখ্য কেশ লইয়া আপন বস্ত্রের অঞ্চলে বন্ধন কর। [৪] পরে তাহারও কিছু লইয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দগ্ধ কর, কেননা তাহাহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ইস্রায়েলের তাবৎ বংশে লাগিবে।

[৫] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, এ যিরূশালম নগর; আমি ইহাকে ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে ও ইহার চতুর্দ্দিগে নানারাজ্য স্থাপন করিয়াছি; [৬] কিন্তু সেই ভিন্নজাতীয় লোক অপেক্ষা এ আমার রাজনীতি, ও আপন চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্যের লোক অপেক্ষা আমার বিধি বিপরীত করিয়া দুষ্টতা মনোনীত করিয়াছে; ইহার লোক আমার রাজনীতি অস্বীকার করিয়াছে, এবং আমার বিধি অনুসারে চলে নাই। [৭] এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি চতুর্দ্দিকস্থ ভিন্নজাতীয় লোকহইতেও অধিক উপপ্লব করিয়াছ, অর্থাৎ আমার বিধি অনুসারে আচরণ কর নাই, ও আমার রাজনীতি পালন কর নাই, এবং আপনার চতুর্দ্দিকস্থ ভিন্নজাতীয় লোকদের রাজনীতি অনুসারেও চল নাই। [৮] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমিও তোমার বিপক্ষ হইব; আমি ভিন্নজাতীয়দের সাক্ষাতে তোমার মধ্যে বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব। [৯] আমি যাহা কখনো করি নাই, এবং আর কখনো করিব না, তাহাই তোমার ঘৃণার্হ ক্রিয়ার নিমিত্তে তোমার মধ্যে করিব। [১০] ফলতঃ তোমার মধ্যে পিতামাতারা সন্তানগণকে ভোজন করিবে, ও সন্তানেরা আপন ২ পিতাকে ভোজন করিবে; এই প্রকারে তোমার প্রতি বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব, ও তোমার অবশিষ্ট লোকদিগকে চতুর্দ্দিগে বায়ুতে উড়াইয়া দিব। [১১] অতএব প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি আপনার কুৎসিত প্রতিমা ও ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা

আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করিয়াছ, এই নিমিত্তে আমি যদি অমর হই, তবে তোমাকে অবশ্য ক্ষয় করিব, তাহাতে চক্ষুর্লজ্জা করিব না, এবং কিছু দয়াও করিব না।

[১২] তোমার তৃতীয়াংশ লোক তোমার মধ্যে মহামারীতে মরিবে, কিম্বা দুর্ভিক্ষদ্বারা ক্ষয় পাইবে; অপর তৃতীয়াংশ লোক তোমার চতুর্দ্দিগে খড়্গে পতিত হইবে; এবং শেষ তৃতীয়াংশ লোককে আমি চতুর্দ্দিগে বায়ুতে উড়াইয়া দিয়া তাহাদের পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব। [১৩] এই প্রকারে আমার ক্রোধ সফল হইবে, আমি তাহাদের উপরে আপন কোপ সাধিয়া শান্ত হইব; তাহাদের প্রতি আমার প্রচণ্ড কোপ সিদ্ধ হইলে পর আমি যে পরমেশ্বর আপন উদ্যোগেতে এই কথা কহিয়াছি, ইহা তাহারা জানিতে পারিবে। [১৪] আমি তোমাকে পথিক লোকদের দৃষ্টিতে উচ্ছিন্ন স্থান করিয়া চতুর্দ্দিকস্থিত ভিন্নজাতীয়দের নিন্দাস্পদ করিব। [১৫] আমি পরমেশ্বর এই কথা কহিতেছি, তুমি আপন চতুর্দ্দিকস্থ ভিন্নজাতীয় লোকদের দৃষ্টিতে অপমান ও নিন্দা ও দৃষ্টান্ত ও বিস্ময়াস্পদ হইবা; কেননা আমি ক্রোধ ও প্রচণ্ড কোপ ও অত্যন্ত ভর্ৎসনাদ্বারা তোমার প্রতি বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব। [১৬] দুর্ভিক্ষরূপ আমার যে মন্দ বাণ লোকদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে বিনাশ জন্মায়, তাহা আমি তোমাদের বিনাশার্থে নিক্ষেপ করিব, এবং তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভার বৃদ্ধি করিব, ও তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিব। [১৭] আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও হিংসক পশুদিগকে পাঠাইব; তাহারা তোমাকে অপত্যহীন করিবে, এবং মহামারী ও রক্তপাত তোমার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিবে, এবং আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনাইব; আমি পরমেশ্বর এই কথা কহিতেছি।

৬ অধ্যায়।

১ দেবপূজার নিমিত্তে ইস্রায়েলের দণ্ড, ৮ ও অবশিষ্ট লোক থাকনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১১ ও দণ্ডের নিমিত্তে খেদ করণের উপদেশ।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতের দিগে অভিমুখ হইয়া তাহাদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বল। [৩] এই কথা বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য শুন। প্রভু পরমেশ্বর পর্ব্বতদিগকে ও উপপর্ব্বতদিগকে ও নিম্ন স্থান ও উপত্যকা সকলকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি, আমিই তোমাদের উপরে খড়্গ আনিয়া তোমাদের টিকরস্থান বিনষ্ট করিব। [৪] তোমাদের যজ্ঞবেদী সকল উচ্ছিন্ন হইবে, ও তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল ভগ্ন হইবে; আমি তোমাদের বিগ্রহগণের সম্মুখে তোমাদের হত লোকদিগকে নিক্ষেপ করিব। [৫] ও ইস্রায়েল্ বংশের শব তাহাদের বিগ্রহগণের সাক্ষাতে রাখিব, এবং তোমাদের সকল যজ্ঞবেদির চতুর্দ্দিগে তোমাদের অস্থি ছড়াইব। [৬] এবং তোমাদের তাবৎ বসতিস্থানের নগর সকল উচ্ছিন্ন হইবে, ও টিকরস্থান সকল নরশূন্য হইবে; ও তোমাদের যজ্ঞবেদী সকল উচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইবে, এবং তোমাদের বিগ্রহ সকল ভগ্ন হইবে, আর থাকিবে না; তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল উচ্ছিন্ন হইবে, ও তোমাদের কর্ম্মকাণ্ড লোপ পাইবে। [৭] এবং তোমাদের মধ্যে সকল লোক হত হইয়া পতিত হইবে; ইহাতে আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

[৮] দেশ বিদেশে তোমাদের ছিন্নভিন্ন হওন সময়ে আমি তোমাদের কোন২ লোককে অন্যজাতীয়দের মধ্যে খড়্গহইতে রক্ষা পাইতে দিয়া অবশিষ্ট রাখিব। [৯] তোমাদের মধ্যে রক্ষাপ্রাপ্ত সেই লোকেরা যাহাদের কাছে বন্দি হইবে, সেই ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে আমাকে স্মরণ করিবে; কারণ তাহাদের যে ব্যভিচারি অন্তঃকরণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ও তাহাদের যে চক্ষু প্রতিমাগণের সহিত ব্যভিচার করে, তাহা আমি দমন করিব; তাহাতে তাহারা আপন২ ঘৃণার্হ অভিপ্রায়ে যে২ কুকর্ম্ম করিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের ঘৃণা বোধ হইবে। [১০] এবং আমিই যে পরমেশ্বর, ও তাহাদের প্রতি এই দুর্গতি ঘটাইবার বিষয়ে আমার কথিত বাক্য যে মিথ্যা নয়, ইহা জানিতে পারিবে।

[১১] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি করে করাঘাত কর ও ভূমিতে পদাঘাত কর, এবং ইস্রায়েল বংশের ঘৃণার্হ কুক্রিয়ার নিমিত্তে হাহাকার কর, কেননা তাহারা খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে পতিত হইবে। [১২] দূরবর্ত্তি লোক মহামারীতে মরিবে, ও নিকটবর্ত্তি লোক খড়্গে পতিত হইবে, এবং অবশিষ্ট ও অবরুদ্ধ লোক দুর্ভিক্ষে মরিবে; এই প্রকারে আমি তাহাদের প্রতি আপন ক্রোধ সফল করিব। [১৩] আমিই যে পরমেশ্বর ইহা তাহারা জানিতে পারিবে, এবং তাবৎ উচ্চ পর্ব্বতে ও পর্ব্বতশৃঙ্গে ও সতেজ বৃক্ষের তলে ও প্রত্যেক ঝোপাল এলা বৃক্ষের নীচে যে২ স্থানে তাহারা আপনাদের প্রতিমাগণের উদ্দেশে সুগন্ধি নৈবেদ্য

উৎসর্গ করিত, সেই সকল স্থানে যজ্ঞবেদির চতুর্দ্দিগে প্রতিমাগণের মধ্যে তাহাদের হত লোকেরা থাকিবে। [১৪] কেননা আমি তাহাদের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং তাহাদের দেশ ও তাহাদের তাবৎ বসতিস্থান দিব্‌লার প্রান্তর অপেক্ষা অধিক উচ্ছিন্ন ও শূন্য করিব; তখন আমি যে পরমেশ্বর ইহা তাহারা জানিতে পারিবে।

৭ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৬ ও অবশিষ্ট লোকদের দুঃখ ও দুর্দশা।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান. প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েল দেশের বিষয়ে এই কথা কহেন, কাল আসিতেছে, দেশের চতুষ্কোণের অন্তিম কাল আসিতেছে। [৩] (হে দেশ,) এখন তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত। আমি তোমার প্রতি আপন ক্রোধ প্রকাশ করিব, ও তোমার আচারানুসারে বিচার করিয়া তোমার ঘৃণার্হ কর্ম্মের প্রতিফল তোমার প্রতি বর্ত্তাইব। [৪] আমি তোমার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিব না, কিছু দয়াও করিব না, কিন্তু তোমার আচারানুসারে প্রতিফল দিব, তোমার ঘৃণার্হ ক্রিয়া তোমার মধ্যস্থায়ী হইবে; তাহাতে আমিই যে পরমেশ্বর, ইহা তোমরা জানিতে পারিবা। [৫] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ঐ দেখ, অমঙ্গল অর্থাৎ অদ্বিতীয় অমঙ্গল আসিতেছে। [৬] অন্তিম কাল আসিতেছে; হাঁ, অন্তিম কাল আসিতেছে; সে তোমার অপেক্ষা করিতেছে, দেখ, সে আসিতেছে। [৭] হে দেশ নিবাসি লোক সকল, তোমাদের প্রতি অরুণোদয় হইতেছে ও কাল আসিতেছে; দিবস সন্নিকট হইতেছে, সে কোলাহলের দিন, পর্ব্বত তেজোময় হইবে না। [৮] আমি এখন অবিলম্বে তোমার প্রতি আপন ক্রোধ প্রকাশ করিব ও তোমার প্রতি আপন কোপ সফল করিব, এবং তোমার আচারানুসারে বিচার করিয়া তোমার ঘৃণার্হ কর্ম্মের প্রতিফল তোমার প্রতি বর্ত্তাইব। [৯] আমি চক্ষুর্লজ্জা করিব না, কিছু দয়াও করিব না, কিন্তু তোমার আচারানুসারে প্রতিফল দিব; তোমার ঘৃণার্হ ক্রিয়া তোমার মধ্যস্থায়ী হইবে; তাহাতে আমিই পরমেশ্বর যে দণ্ডদাতা, ইহা তোমরা জানিতে পারিবা। [১০] ঐ দেখ সেই দিন; দেখ, সে আসিতেছে; অরুণ উদিত ও দণ্ড পুষ্পিত ও অহঙ্কার অঙ্কুরিত হইতেছে। [১১] দৌরাত্ম্য দুষ্টতার দণ্ড হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের মধ্যে, বা তাহাদের আড়ম্বরের মধ্যে, বা তাহাদের চিন্তার ফলের মধ্যে, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; ও তাহাদের কোন শোভা হইবে না। [১২] কাল আসিতেছে, ও দিন সন্নিকট হইতেছে; ক্রেতা আনন্দ না করুক, ও বিক্রেতা শোক না করুক, কেননা তাহাদের তাবৎ আড়ম্বরের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত। [১৩] বিক্রেতা জীবৎ থাকিলেও আপন বিক্রেয় দ্রব্যের নিকটে আর যাইবে না, কেননা তাহাদের তাবৎ আড়ম্বর বিষয়ক এই যে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, তাহা বিফল হইবে না; প্রত্যেকের প্রাণ অপরাধে মগ্ন হওয়াতে তাহারা জয়ী হইতে পারিবে না। [১৪] তাহারা তূরীধ্বনি করিয়া সকল প্রস্তুত করিলেও কেহ যুদ্ধে গমন করিবে না, কেননা তাহাদের তাবৎ আড়ম্বরের প্রতি আমার ক্রোধ উপস্থিত। [১৫] বাহিরে খড়্গ ও ভিতরে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ থাকিবে; যে কেহ ক্ষেত্রে থাকিবে সে খড়্গে মরিবে, ও যে কেহ নগরে থাকিবে সে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত হইবে।

[১৬] যে কতিপয় পলাতক লোক রক্ষা পাইবে, তাহারা পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া প্রত্যেক জন আপন২ অপরাধের নিমিত্তে উপত্যকার ঘুঘুর ন্যায় বিলাপ করিবে। [১৭] এবং সকলের হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ও সকলের হাঁটু জলবৎ তরল হইবে। [১৮] তাহারা চট পরিধান করিবে; ও মহাভয়েতে আচ্ছন্ন হইবে, ও সকলের মুখ লজ্জিত হইবে ও সকলের মস্তকে টাক পড়িবে। [১৯] তাহারা আপন২ রূপা পথে ফেলিয়া দিবে, ও তাহাদের সুবর্ণ মলস্বরূপ হইবে; পরমেশ্বরের ক্রোধের দিনে তাহাদের স্বর্ণ ও রূপা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, ও তাহাদ্বারা তাহাদের প্রাণের তৃপ্তি হইবে না, ও তাহাদের উদর পূর্ণ হইবে না, কেননা সে তাহাদের অপরাধজনক বিঘ্ন ছিল। [২০] তাহারা তন্নির্ম্মিত মনোহর অভরণে দর্প করিত, এবং তাহাদ্বারা অশুচি প্রতিমা ও ঘৃণার্হ বিগ্রহকে সাজাইত, এ কারণ আমি তাহা তাহাদের মলস্বরূপ করিব। [২১] এবং বিদেশীয়দের হস্তে ও পৃথিবীর দুষ্ট লোকদের হস্তে তাহা লুটদ্রব্যরূপে সমর্পণ করিব, এবং তাহারা তাহা অপবিত্র করিবে। [২২] আমি তাহাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হইলে আমার গুপ্ত পবিত্র স্থান অপবিত্র হইবে, ও দস্যুগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপবিত্র করিবে। [২৩] তুমি শৃঙ্খল প্রস্তুত কর, কেননা দেশ বধের বিচারে পূর্ণ আছে ও নগর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ আছে। [২৪] অতএব আমি অন্যজাতীয়দের মধ্যে দুষ্টতম লোকদিগকে আনিব; তাহারা তাহাদের গৃহ অধিকার করিবে; আমি দুঃসাহসি লোকদের দর্প চূর্ণ করিব, তাহাতে তাহাদের তাবৎ পবিত্র

স্থান অপবিত্র হইবে। [২৫] চরম কাল আসিতেছে, তাহাতে তাহারা শান্তির চেষ্টা করিবে, কিন্তু পাইবে না। [২৬] বিপদের উপরে বিপদ ঘটিবে, ও কুসমাচারের উপরে কুসমাচার আসিবে; তৎকালে তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে দর্শন চেষ্টা করিবে, কিন্তু যাজকগণের শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রাচীনদের পরামর্শ লোপ পাইবে। [২৭] এবং রাজা শোকাকুল হইবে, ও অধ্যক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইবে, ও দেশস্থ প্রজাদের হস্ত কাঁপিবে; আমি তাহাদের আচারানুসারে তাহাদের প্রতি আচার করিব, ও তাহাদের বিচারানুসারে তাহাদের বিচার করিব, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিতে পারিবে।

৮ অধ্যায়।

১ যিরূশালমে যিহিষ্কেলের ঈশ্বরীয় দর্শন, ৫ ও বিগ্রহ ও প্রতিমার দর্শন, ৭ ও বিগ্রহের গৃহ দর্শন, ১৩ ও তম্মূষপূজাকারিণী স্ত্রীলোকের দর্শন, ১৫ ও সূর্য্যপূজাকারিদের দর্শন, ১৭ ও দেবপূজার নিমিত্তে পরমেশ্বরের ক্রোধ।

[১] ষষ্ঠ বৎসরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনে আমি আপন বাটীতে উপবিষ্ট ছিলাম, এবং যিহূদার প্রাচীন লোকেরা আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে প্রভু পরমেশ্বর আমাতে হস্তার্পণ করিলেন। [২] তাহাতে আমি অবলোকন করিয়া অগ্নিবৎ তেজবিশিষ্ট এক মূর্ত্তি দেখিলাম; তাঁহার কটিদেশহইতে অধোভাগ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, ও ঊর্দ্ধভাগ জ্যোতি ও তপ্তকাঞ্চনের তেজের ন্যায়। [৩] তিনি এক হস্তাকৃতি মূর্ত্তি বিস্তার করিয়া আমার মস্তকের কেশ ধরিলে আত্মা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যপথে আমাকে ঊর্দ্ধে তুলিলেন, এবং ঈশ্বরীয় দর্শনে যিরূশালমের যে স্থানে অন্তর্জ্বালাজনক অন্তর্জ্বালাপ্রতিমা থাকে, অর্থাৎ উত্তরদিগের ভিতরদ্বারের প্রবেশস্থানে আমাকে আনিলেন। [৪] তাহাতে আমি পূর্ব্বে উপত্যকার মধ্যে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সে স্থানেও তদ্রূপ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের তেজ দেখিলাম।

[৫] তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি চক্ষু তুলিয়া উত্তরদিগেতে দৃষ্টিপাত কর; তাহাতে আমি উত্তরদিগে চক্ষু তুলিয়া হোমবেদির দ্বারের প্রবেশস্থানে অন্তর্জ্বালাজনক ঐ প্রতিমা দেখিলাম। [৬] অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই লোকেরা যে কর্ম্ম করে, অর্থাৎ আমার পবিত্র স্থানহইতে আমাকে দূর করণার্থে ইস্রায়েল বংশ এখানে যে মহা ঘৃণার্হ কর্ম্ম করে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ? কিন্তু ফির, তাহাতে তুমি আরো মহা ঘৃণার্হ ক্রিয়া দেখিবা।

[৭] তখন তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে আনিলেন, তাহাতে আমি অবলোকন করিয়া ভিত্তির মধ্যে এক ছিদ্র দেখিলাম। [৮] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই ভিত্তি খুদ; তাহাতে আমি সেই ভিত্তি খুদিলে এক দ্বার দেখিলাম। [৯] তিনি আমাকে কহিলেন, তাহারা এখানে যে ঘৃণার্হ কুক্রিয়া করিতেছে, তুমি ভিতরে গিয়া তাহা দেখ। [১০] তাহাতে আমি ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিগে ভিত্তিতে লিখিত নানা প্রকার উরোগামি ও ঘৃণ্য পশুর মূর্ত্তি ও ইস্রায়েল্ বংশের দেবপ্রতিমা সকল আছে; [১১] এবং তাহাদের সম্মুখে ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীন লোকদের সত্তরি জন দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের মধ্যে শাফনের পুত্র যাসনিয় দণ্ডায়মান আছে, এবং প্রত্যেকের হস্তে এক ২ ধূনাচি আছে; তাহাতে মেঘের ন্যায় ধূপের ধূম ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। [১২] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীন লোকেরা প্রত্যেক জন আপন ২ ঠাকুরঘরে অন্ধকারে কি ২ কর্ম্ম করে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ? তাহারা কহে, পরমেশ্বর আমাদিগকে দেখিতে পান না, ও পরমেশ্বর পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়াছেন।

[১৩] তিনি আমাকে আরো কহিলেন, তুমি পুনরায় ফির, তাহাতে তাহাদের কৃত আরও মহা ঘৃণার্হ ক্রিয়া দেখিবা। [১৪] পরে তিনি পরমেশ্বরের মন্দিরের উত্তরদিগের দ্বারের প্রবেশস্থানে আমাকে আনিলেন; তাহাতে আমি সেখানে তম্মূষের বিষয়ে ক্রন্দনকারিণী স্ত্রীদিগকে বসিতে দেখিলাম।

[১৫] তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিতেছ? পুনরায় ফির, তাহাতে আরো মহাঘৃণার্হ ক্রিয়া দেখিবা। [১৬] পরে তিনি আমাকে পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিতরপ্রাঙ্গণে আনিলেন, তাহাতে আমি পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে বারাণ্ডার ও হোমবেদির মধ্যস্থানে প্রায় পঁচিশ জনকে দেখিলাম, তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরের দিগে পৃষ্ঠ ও পূর্ব্বদিগে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বদিকস্থ সূর্য্যের পূজা করিতেছিল।

[১৭] তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিতেছ? এখানে যিহূদার বংশ যে২ ঘৃণ্য ক্রিয়া করিতেছে, তাহা তাহাদের লঘু বিষয়, এই কারণ তাহারা কি দৌরাত্ম্যে দেশ পরিপূর্ণ করিয়া বার ২ আমাকে ক্রুদ্ধ করিতেছে? দেখ, তাহারা আপন ২ নাকে কাপড় দিতেছে। [১৮] অতএব আমি প্রচণ্ড কোপ প্রকাশ করিব, তাহাতে চক্ষুর্লজ্জা করিব না, এবং

কিছু দয়াও করিব না; তাহারা যদ্যপি আমার কর্ণকুহরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে, তথাপি তাহাদের কথা শুনিব না।

৯ অধ্যায়।

১ অবশিষ্ট কএক লোকের রক্ষা, ৫ ও পাপ প্রযুক্ত অন্য তাবৎ লোকের বিনাশ।

[১] পরে তাঁহার এই উচ্চৈঃশব্দ আমার কর্ণকুহরে উপস্থিত হইল, 'হে নগরাধ্যক্ষগণ, তোমরা নিকটে আইস, প্রত্যেকে আপন ২ বিনাশক অস্ত্র হস্তে করিয়া আইস।' [২] তাহাতে আমি দেখিলাম, উত্তরদিগের উচ্চ দ্বারহইতে সংহারক অস্ত্রধারি ছয় জন আইল, তাহার মধ্যে মসিনাবস্ত্রান্বিত ও কটিদেশে লেখকের মস্যাধার বিশিষ্ট এক জন ছিল; তাহারা আসিয়া পিত্তলময় বেদির নিকটে দণ্ডায়মান হইল। [৩] ইস্রায়েলের ঈশ্বরের তেজ যে কিরূবদের উপরে ছিল, তাহাদের হইতে সে মন্দিরের গোবরাটের নিকটে গেল; পরে পরমেশ্বর ঐ মসিনাবস্ত্রান্বিত ও কটিদেশে লেখকের মস্যাধারবিশিষ্ট লোককে আহ্বান করিয়া [৪] কহিলেন, তুমি নগরের মধ্য দিয়া অর্থাৎ যিরূশালমের মধ্য দিয়া গমন করিয়া তাহার মধ্যে কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়া বিষয়ে যে ২ লোক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করে, তাহাদের কপালে এক ২ চিহ্ন দেও।

[৫] পরে আমি শুনিলাম, তিনি ঐ ছয় জনকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা নগর দিয়া ইহার পশ্চাৎ ২ যাইয়া তাবৎ লোককে প্রহার কর, তাহাতে চক্ষুর্লজ্জা করিও না, এবং কিছু দয়াও না। [৬] বৃদ্ধ ও যুবা ও কন্যা ও বালক ও বনিতাদি তাবৎ লোককে নিঃশেষে বধ কর, কিন্তু যাহাদের গাত্রে চিহ্ন দেখিবা, তাহাদের কাহারো নিকটে যাইও না; আর আমার এই পবিত্র স্থানাবধি আরম্ভ কর। তাহাতে তাহারা মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাচীনগণ অবধি আরম্ভ করিল। [৭] পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মন্দির অশুচি কর, ও হত লোকেতে প্রাঙ্গণ সকল পরিপূর্ণ কর, পরে বাহিরে যাও; তাহাতে তাহারা বাহিরে যাইয়া নগরের মধ্যে বধ করিতে লাগিল। [৮] তাহারা লোককে হত্যা করিলে আমিই অবশিষ্ট রহিলাম, এবং উবুড় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলাম, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি যিরূশালমের উপরে আপন ক্রোধ বর্ষণ করিয়া কি ইস্রায়েলের তাবৎ অবশিষ্ট লোককে নষ্ট করিবা? [৯] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, ইস্রায়েল্ ও যিহূদা বংশের অপরাধ অতি মহৎ; তাহাদের দেশ রক্তেতে পরিপূর্ণ ও নগর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ আছে; এবং তাহারা বলে, পরমেশ্বর পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়াছেন, পরমেশ্বর দেখেন না। [১০] অতএব তাহাদের বিষয়ে আমি আর চক্ষুর্লজ্জা করিব না, এবং কিছু দয়াও করিব না; তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে তাহাদের আচরণের প্রতিফল দিব। [১১] পরে ঐ মসিনাবস্ত্রান্বিত ও কটিদেশে মস্যাধারবিশিষ্ট লোক ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দিল, আমাকে যেমন আজ্ঞা করিলেন, আমি তদ্রূপ করিলাম।

১০ অধ্যায়।

১ নগরে নিক্ষিপ্ত অঙ্গারের দর্শনের কথা, ৮ ও কিরূবদের দর্শনের কথা।

[১] অপর আমি অবলোকন করিয়া দেখিলাম, কিরূবদের মস্তকোপরিস্থ শস্তরঞ্চে যেন নীলকান্তমণি আছে, অর্থাৎ সিংহাসনের আকৃতিবিশিষ্ট এক মূর্ত্তি তাহাদের উপরে প্রকাশ পাইল। [২] পরে তিনি ঐ মসিনাবস্ত্রান্বিত ব্যক্তিকে কহিলেন, তুমি চক্রদের মধ্যস্থানে কিরূবদের নীচে গিয়া কিরূবদের মধ্যস্থানহইতে এক মুষ্টি প্রজ্বলিত অঙ্গার লইয়া নগরের উপরে ছড়াইয়া দেও; তাহাতে সে ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে সেখানে গেল। [৩] যখন সেই জন মধ্যস্থানে গমন করিল, তখন কিরূবগণ মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘেতে পরিপূর্ণ ছিল। [৪] পরে পরমেশ্বরের তেজ কিরূবদের উপরহইতে মন্দিরের গোবরাটে গেল, এবং মন্দির মেঘেতে পরিপূর্ণ হইল, ও প্রাঙ্গণ পরমেশ্বরের গৌরবের তেজেতে ব্যাপ্ত হইল। [৫] অপর বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কথনের রবের ন্যায় কিরূবদের পক্ষের শব্দ শুনা গেল। [৬] অপর 'তুমি চক্রদের ও কিরূবদের মধ্যস্থানহইতে অগ্নি লও,' এই কথা কহিয়া তিনি ঐ মসিনাবস্ত্রে বস্ত্রান্বিত মনুষ্যকে আজ্ঞা দিলে সে প্রবেশ করিয়া চক্রদের পার্শ্বে দাঁড়াইল। [৭] এবং এক কিরূব কিরূবদের মধ্যহইতে তাহাদের মধ্যস্থিত অগ্নি পর্য্যন্ত আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার কিছু লইয়া ঐ বস্ত্রান্বিত মনুষ্যের অঞ্জলিতে দিলে সে তাহা লইয়া বহির্গমন করিল।

[৮] অপর কিরূবদের গাত্রস্থ পক্ষের অধোহইতে মনুষ্যের হস্তের ন্যায় এক হস্ত প্রকাশিত হইল। [৯] এবং এক কিরূবের নিকটে এক চক্র, ও অন্য কিরূবের নিকটে অন্য চক্র, এই রূপে কিরূবদের নিকটে চারি চক্র ছিল, তাহা আমি অবলোকন করিয়া দেখিলাম; ঐ চক্রদের তেজ মরকতমণির ন্যায়। [১০] তাহাদের চারির এক আকার ছিল; যেন চক্রের মধ্যে চক্র আছে। [১১] তাহারা গমনকালে চারি দিগে গমন করিত;

গমনকালে ফিরিতে হইত না; কিন্তু যে স্থানে মস্তকের দর্শন হইত, সেই স্থানে তাহারা তাহার পশ্চাৎ গমন করিত, ও গমনকালে ফিরিতে হইত না। [১২] তাহাদের পৃষ্ঠ ও হস্ত ও পক্ষাদি সর্ব্বাঙ্গ এবং চক্র অর্থাৎ চারি চক্রের চতুর্দ্দিক্ চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল। [১৩] অপর আমি শুনিলাম, সেই চক্রদিগকে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ঘূর্ণবায়ুস্বরূপ হও। [১৪] প্রত্যেক প্রাণির চারি মুখ; প্রথম মুখ কিরূবের ন্যায়, ও দ্বিতীয় মুখ মনুষ্যের ন্যায়, ও তৃতীয় মুখ সিংহের ন্যায়, ও চতুর্থ মুখ উৎক্রোশপক্ষির ন্যায় ছিল। [১৫] তখন কিরূবেরা ঊর্দ্ধে উঠিল। আমি পূর্ব্বে হাবোর্ নদীর নিকটে সেই প্রাণিকে দেখিয়াছিলাম। [১৬] কিরূবেরা যখন গমন করিত, চক্রেরাও তখন তাহাদের পার্শ্বে যাইত; এবং কিরূবেরা যখন পৃথিবীহইতে ঊর্দ্ধগমন করিতে পক্ষ উঠাইত, চক্রেরাও তখন তাহাদের সঙ্গ ছাড়িত না। [১৭] উহারা দাঁড়াইলে ইহারাও দাঁড়াইত, এবং উহারা উঠিলে ইহারাও উঠিত, কেননা ঐ চক্রেতে সেই প্রাণির আত্মা ছিল। [১৮] পরে পরমেশ্বরের তেজ মন্দিরের গোবরাটহইতে বহির্গত হইয়া কিরূবদের উপরে অধিষ্ঠান করিল। [১৯] এবং কিরূবেরা বহির্গমনার্থে পক্ষ বিস্তার করিয়া আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীহইতে ঊর্দ্ধগমন করিল, এবং চক্রগণও পার্শ্বে গমন করিল; পরে কিরূবেরা পরমেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারে গিয়া তাহার প্রবেশস্থানে দাঁড়াইল; তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের তেজ তাহাদের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছিল। [২০] আমি পূর্ব্বে হাবোর্ নদীর নিকটে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বাহন সেই প্রাণিকে দেখিয়াছিলাম, অতএব ইহারাই যে কিরূব তাহা জানিলাম। [২১] তাহাদের প্রত্যেক প্রাণির চারি মুখ ও চারি পক্ষ ও পক্ষের নীচে মনুষ্যের হস্তবৎ হস্ত ছিল। [২২] আমি হাবোর নদীর নিকটে যে২ মুখের আকৃতি দেখিয়াছিলাম, তাহার তুল্য ইহাদের মুখ, এবং ইহারা সেই প্রাণী; তাহাদের প্রত্যেক জন যে দিগে সম্মুখ করিত, সেই দিগে গমন করিত।

১১ অধ্যায়।

১ অধ্যক্ষগণের দুঃসাহসের কথা, ৫ ও তাহাদের দণ্ডের কথা, ১৩ ও যিহিষ্কেলের বিলাপ, ১৭ ও পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ২২ ও কিরূবদের গমন ও বন্দি লোকদের কাছে যিহিষ্কেলের পুনর্গমন।

[১] আর আত্মা আমাকে উঠাইয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বমুখ দ্বারের নিকটে আনিলে আমি সেই দ্বারের প্রবেশস্থানে পঁচিশ জন পুরুষকে, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যবর্ত্তি অস্মূরের পুত্র যাসনিয় ও বিনায়ের পুত্র পিলটিয় এই দুই জন লোকাধ্যক্ষকে দেখিলাম। [২] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই নগরের মধ্যে ইহারা কুকল্পনাকারী ও কুমন্ত্রণাদায়ক। [৩] ইহারা বলে, গৃহ গাঁথনের সময় উপস্থিত নয়; এই নগর পাকস্থালীস্বরূপ, ও আমরা মাংসস্বরূপ। [৪] অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, ইহাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য বল, ও ভাবি কথা কহ।

[৫] অপর পরমেশ্বরের আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন; হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমরা এই যে কথা কহিয়াছ, এবং তোমাদের মনে যে২ বিষয় উৎপন্ন হয়, তাহা সকলি আমি জানি। [৬] তোমরা এই নগরে বিস্তর লোককে বধ করিয়াছ, ও হত লোকেতে তাহার পথ পরিপূর্ণ করিয়াছ। [৭] এই কারণ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের যে হত লোকদিগকে নগরের মধ্যে ফেলিয়াছ তাহারাই মাংস, ও এই নগর পাকস্থালীস্বরূপ; কিন্তু তোমাদিগকে তাহার মধ্যহইতে বাহির করা যাইবে। [৮] তোমরা খড়্গকে ভয় করিতেছ, এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের প্রতি খড়্গ আনিব; [৯] এবং আমি তোমাদিগকে তাহার মধ্যহইতে বাহির করিয়া বিদেশিদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তোমাদিগের প্রতি বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব। [১০] তোমরা খড়্গে পতিত হইবা; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের বিচার করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা। [১১] এই নগর তোমাদের পাকস্থালীস্বরূপ হইবে না, এবং তোমরা ইহার মধ্যস্থিত মাংসস্বরূপ হইবা না; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের বিচার করিব। [১২] তোমরা আমার বিধিমতে আচার ও আমার রাজনীতি পালন না করিয়া চতুর্দ্দিক্স্থিত পরজাতীয়দের ব্যবহারানুসারে কর্ম্ম করিয়াছ, এই নিমিত্তে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা জানিতে পারিবা।

[১৩] আমি এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতেছিলাম, এমত সময়ে বিনায়ের পুত্র পিলটিয় মরিল; তাহাতে আমি উবুড় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি কি ইস্রায়েল্ বংশের অবশিষ্ট লোকদের সর্ব্বনাশ করিবা? [১৪] পুনশ্চ পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১৫] হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ তোমার নিকটবর্ত্তি সত্য ভ্রাতৃগণ কে? না, ইস্রায়েলের সমুদয় বংশ। যিরূশালম

নিবাসিগণ তাহাদিগকে কহে, তোমরা পরমেশ্বরের নিকটহইতে দূরে যাও, এই দেশ অধিকারার্থে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে। [১৬] অতএব তুমি বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদ্যপি তাহাদিগকে অন্যজাতিদের কাছে দূর করিয়াছি, ও নানা দেশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি; তথাপি তাহারা যে২ দেশে গিয়াছে, সেই২ স্থানে আমি অল্প কালের জন্যে তাহাদের পবিত্র আশ্রয় হইব।

[১৭] অতএব তুমি বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি লোকদের মধ্যহইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও যে২ দেশে ছিন্নভিন্ন আছ তথাহইতে একত্র করিব, এবং ইস্রায়েল দেশ তোমাদিগকে দিব। [১৮] তাহারা সে দেশে আসিয়া তথাহইতে তাবৎ অপবিত্র ও ঘৃণার্হ বস্তু দূর করিবে। [১৯] আমি তাহাদিগকে একচিত্ত করিব, ও তাহাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব; এবং তাহাদের শরীরহইতে প্রস্তরময় অন্তঃকরণ দূর করিয়া তাহাদিগকে মাংসময় অন্তঃকরণ দিব। [২০] তাহাতে তাহারা আমার বিধি অনুসারে আচরণ করিবে, ও আমার রাজনীতি মানিয়া পালন করিবে, ও আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। [২১] কিন্তু যাহাদের মন আপনাদের অপবিত্র বস্তুতে আসক্ত, ও যাহারা আপনাদের মনোনীত ঘৃণাস্পদের পশ্চাৎ গমন করে, তাহাদের আচারের প্রতিফল আমি তাহাদের মস্তকে বর্ত্তাইব, ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

[২২] পরে কিরূবগণ আপন২ পক্ষ উঠাইল, এবং চক্রেরাও তাহাদের পার্শ্বে রহিল, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের তেজ তাহাদের উপরে অধিষ্ঠিত ছিল। [২৩] পরে পরমেশ্বরের তেজ নগরের মধ্যহইতে ঊর্দ্ধগমন করিয়া নগরের পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতের উপরে স্থগিত হইল। [২৪] অনন্তর আত্মা আমাকে তুলিয়া ঈশ্বরের আত্মার দত্ত দর্শনবশতঃ কল্‌দীয়দের দেশে বন্দি লোকদের কাছে আনিলেন, আর ঐ যে দর্শন আমি পাইয়াছিলাম, সে আমার নিকটহইতে ঊর্দ্ধগমন করিল। [২৫] পরে পরমেশ্বর আমাকে যে সকল দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমি বন্দিদিগকে জ্ঞাত করিলাম।

১২ অধ্যায়।

১ যিহিষ্কেলের যাত্রার দৃষ্টান্ত, ৮ ও ঐ যাত্রার তাৎপর্য্য অর্থাৎ সিদিকিয়ের বন্দিত্বভাবে দূরদেশে গমন, ১৭ ও যিহিষ্কেলের কাঁপিতে২ ভোজন পান করণদ্বারা যিহূদিদের দুঃখের দৃষ্টান্ত, ২১ ও দৃষ্টান্তকথার জন্যে যিহূদিদিগকে অনুযোগ করণ, ২৬ ও ভবিষ্যদ্বাক্য শীঘ্র সফল হওনের কথা।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি বিরোধি বংশের মধ্যে বাস করিতেছ; দেখিতে চক্ষু থাকিলেও তাহারা দেখে না, ও শুনিতে কর্ণ থাকিলেও শুনে না, কেননা তাহারা বিরোধি বংশ। [৩] অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি বন্দিরূপে দেশান্তরে গমনের সম্বল প্রস্তুত কর, এবং দিনের সময়ে তাহাদের সাক্ষাতে প্রস্থান কর, ও তাহাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন স্থানে যাও; বিরোধি বংশ হইলেও তাহারা বিবেচনা করিলে করিতে পারে। [৪] দেশান্তর গমনের নিমিত্তে যেমন সম্বল বাহির করে, তদ্রূপ তুমি দিনের সময়ে তাহাদের সাক্ষাতে আপন সম্বল বাহির কর; ও বন্দি হইয়া যেমন বিদেশে যায়, তদ্রূপ তুমি তাহাদের দৃষ্টিতে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান কর। [৫] এবং তাহাদের সাক্ষাতে গৃহের ভিত্তি খুদিয়া তাহা দিয়া আপন দ্রব্য বাহির কর। [৬] পরে তাহাদের সাক্ষাতে তাহা স্কন্ধে করিয়া বহিয়া অন্ধকার সময়ে লইয়া যাও; এবং আপন মুখ আচ্ছাদন কর, ভূমি দেখিও না; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েল্‌ বংশের চিহ্নস্বরূপ রাখিয়াছি। [৭] তখন আমি ঐ আজ্ঞানুসারে করিলাম; দেশান্তর গমনার্থে যেমন সম্বল বাহির করে, তদ্রূপ আমি দিনের সময়ে আপন সম্বল বাহির করিলাম, পরে সন্ধ্যাকালে স্বহস্তে ভিত্তি খুদিলাম, এবং অন্ধকার হইলে আপন স্কন্ধে ভার তুলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে লইয়া গেলাম।

[৮] অপর প্রাতঃকালে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৯] হে মনুষ্যের সন্তান, 'তুমি কি করিতেছ?' এই কথা কি সেই বিরোধি ইস্রায়েল্‌ বংশ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই? [১০] এখন তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যিরূশালমস্থ রাজা ও তন্মধ্যবর্ত্তি ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ এই ভারস্বরূপ। [১১] তুমি বল, আমি তোমাদের সাক্ষাতে চিহ্নস্বরূপ; আমি যেমন করিলাম, তদ্রূপ তাহাদের প্রতিও করা যাইবে; তাহারা বন্দি হইয়া দেশান্তরে যাইবে। [১২] এবং তাহাদের মধ্যস্থিত রাজা সন্ধ্যাকালে আপন স্কন্ধে ভার লইয়া বহির্গমন করিবে, এবং লোকেরা তাহাকে বাহির করণার্থে প্রাচীর খুদিবে, এবং সে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া চক্ষুদ্বারা ভূমি দেখিবে না। [১৩] কিন্তু আমি তাহার উপরে আপন জাল বিস্তার করিব, তাহাতে সে আমার ফাঁদে ধৃত হইলে আমি কল্‌দীয়দের দেশে বাবিলে তাহাকে আনিব, তাহাতে সে সেই স্থানে মরিবে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাইবে না। [১৪] আমি তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত উপকারি লোক ও সৈন্য-

গণকে চতুর্দ্দিগে ছিন্নভিন্ন করিব, ও তাহাদের পশ্চাৎ খড়্গ নিষ্কোষ করিব। [১৫] আমি তাহাদিগকে নানাজাতিদের মধ্যে ও নানা দেশে ছিন্নভিন্ন করিলে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিতে পারিবে। [১৬] আমি তাহাদের কতক অবশিষ্ট লোককে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীহইতে রক্ষা করিব; তাহারা যে ভিন্নজাতীয় লোকদের কাছে যাইবে, তাহাদের নিকটে আপনাদের তাবৎ ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, এবং আমি যে পরমেশ্বর, তাহা জানিতে পারিবে।

[১৭] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল; [১৮] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কাঁপিতে২ আপন ভক্ষ্য ভোজন কর, এবং ত্রাসযুক্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আপন জল পান কর। [১৯] এবং দেশের লোকদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েল্ দেশস্থ যিরূশালমনিবাসিদের বিষয়ে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া ভোজ্য ভোজন করিবে, ও স্তব্ধ হইয়া আপন২ জল পান করিবে। কেননা নিবাসিদের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাদের দেশের ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্বস্বের বিনাশ হইবে। [২০] এবং বসতিবিশিষ্ট নগর সকল বিনষ্ট হইবে, ও দেশ উচ্ছিন্ন হইবে। তখন আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

[২১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২২] হে মনুষ্যের সন্তান, 'কালের বিলম্ব আছে, প্রত্যেক দর্শন বিফল হয়,' ইস্রায়েল্ দেশে তোমাদের মধ্যে এই যে উপকথা চলিত আছে, সে কি? [২৩] তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি এই প্রসিদ্ধ কথা লোপ করিব; সেই কথা ইস্রায়েল্ লোকদের মধ্যে আর চলিত থাকিবে না; কিন্তু তাহাদিগকে বল, কাল ও প্রত্যেক দর্শনের সফলতা সন্নিকট। [২৪] তাহাতে নিরর্থক দর্শন কিম্বা তুষ্টিকর তন্ত্রমন্ত্র ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আর থাকিবে না। [২৫] কেননা আমিই পরমেশ্বর, আমি এই কথা কহি; আমি যে কথা কহি, তাহা অবশ্য সফল হইবে, আর বিলম্ব হইবে না; হে বিরোধি বংশ, প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি যাহা২ কহি, তাহাই তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে সফল করিব।

[২৬] আর বার পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল; [২৭] হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, ইস্রায়েল্ বংশ এই কথা কহে, 'উঁহার দর্শন সফল হওনের অনেক বিলম্ব আছে; সে অতি দূরবর্ত্তি সময়ের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতেছে।' [২৮] অতএব তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার তাবৎ বাক্য ফলনের আর বিলম্ব হইবে না; কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি যে বাক্য কহি, তাহাই অবশ্য সফল হইবে।

১৩ অধ্যায়।

১ মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি অনুযোগ, ১০ ও কাঁচা গাঁথার দৃষ্টান্ত, ১৭ ও ভবিষ্যদ্বক্ত্রীগণের বাদিশের

[১] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের মধ্যে প্রলাপবাক্যবাদি ভবিষ্যদ্বক্তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য বল; এবং যাহারা আপন২ মনঃকল্পিত ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, তাহাদিগকে এই কথা কহ, তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে অজ্ঞান ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কিছু দর্শন না পাইয়া বায়ুর পশ্চাদ্‌গামী হয়, তাহাদিগকে ধিক্। [৪] হে ইস্রায়েল্, তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ উচ্ছিন্ন স্থানের শৃগালের তুল্য। [৫] তাহারা ভগ্ন প্রাচীরের দ্বারে উঠে নাই, এবং পরমেশ্বরের দিনে ইস্রায়েল্ বংশ যেন সংগ্রামে স্থির থাকে, তন্নিমিত্তে বেড়াও দৃঢ় করে নাই। [৬] তাহারা অসার দর্শন ও মিথ্যা মন্ত্র ব্যবহার করে, এবং পরমেশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলেও বলে, 'পরমেশ্বর এই কথা কহেন;' এবং আপনাদের কথা সফল হওনের অপেক্ষা করে। [৭] তোমাদের দর্শন কি মিথ্যা নয়? ও তোমরা কি প্রবঞ্চনার মন্ত্র উচ্চারণ কর না? কেননা আমি না কহিলেও তোমরা বলিতেছ, 'ইহা পরমেশ্বর কহিয়াছেন।' [৮] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা অসার কথা কহিতেছ, ও প্রবঞ্চনার দর্শন প্রকাশ করিতেছ; এই নিমিত্তে প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তোমাদের প্রতিকূলে আছি। [৯] আমার হস্ত অসার দর্শন ও মিথ্যামন্ত্র ব্যবহারি ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতিকূল আছে; তাহারা আমার লোকদের সভাতে আর থাকিবে না, এবং ইস্রায়েল্ বংশের লিখনপত্রে আর লিখিত হইবে না, ও ইস্রায়েল্ দেশে আর প্রবেশ করিবে না; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

[১০] শান্তি না হইলেও তাহারা শান্তি২ বলিয়া আমার লোকদিগকে ভ্রান্ত করে; এবং আমার লোক কাঁচা ভিত্তি নির্ম্মাণ করিলে তাহারা চূণ দিয়া তাহা লেপন করে। [১১] অতএব যাহারা চূণ দিয়া তাহা লেপন করে, তাহাদিগকে বল, সে পতিত হইবে, কেননা প্লাবনকারি আসিবে, এবং বৃহৎ শিল পড়িবে ও

প্রচণ্ড ঝড় তাহা বিদীর্ণ করিবে। [১২] তাহাতে দেখ, সেই ভিত্তি পতিত হইবে, এবং 'তোমরা যাহা লেপন করিয়াছ, তাহা কোথায়?' এই কথা কি তোমাদিগকে কহা যাইবে না? [১৩] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি আপন ক্রোধে প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করিব, ও আমার কোপে প্লাবনকারি বৃষ্টি আসিবে, ও আমার উষ্মতাতে বৃহৎ২ বিনাশক শিল পড়িবে। [১৪] এই প্রকারে তোমরা চূণ দিয়া যে ভিত্তি লেপন করিয়াছ, তাহা আমি ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিব, তাহাতে তাহার মূল অনাবৃত হইবে; তাহা পড়িলে তোমরাও তাহার মধ্যে বিনষ্ট হইবা; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর তাহা জানিতে পারিবা। [১৫] এই প্রকারে আমি সেই ভিত্তির প্রতি ও চূণ দিয়া তাহা লেপনকারিদের প্রতি আপন ক্রোধ সফল করিব, এবং তোমাদিগকে কহিব, সে ভিত্তি গেল, এবং তাহার লেপনকারিগণ গেল, [১৬] অর্থাৎ শান্তি না হইলেও যাহারা যিরূশালমের বিষয়ে শান্তির দর্শন প্রকাশ করে, ইস্রায়েলের সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও গেল; এই কথা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

[১৭] হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার লোকদের যে কন্যাগণ আপন২ মনের কল্পনানুসারে ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, তাহাদের প্রতি বিমুখ হও; এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাক্য বল, [১৮] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে স্ত্রীগণ প্রাণের মৃগয়ার্থে তাবৎ কক্ষের জন্যে বালিশ প্রস্তুত করে, ও নানাবয়স্ক লোকদের মস্তকের উপরে বস্ত্র বন্ধন করে, তাহাদিগকে ধিক্; তোমরা কি আমার লোকদের প্রাণ মৃগয়া করিয়া আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিবা? [১৯] তোমরা মিথ্যাকথা শ্রবণকারি আমার লোকদিগকে মিথ্যাকথা বলিয়া দুই এক মুষ্টি যব বা দুই এক খণ্ড রুটীর নিমিত্তে তাহাদের কাছে কি আমাকে অপবিত্র করিবা? ও যে সকল প্রাণী বধের যোগ্য নয়, তাহাদিগকে কি বধ করিবা? ও যে সকল প্রাণী জীবনের যোগ্য নয়, তাহাদিগকে কি বাঁচাইবা? [২০] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যে বালিশদ্বারা প্রাণ মৃগয়া করিয়া ফাঁদে ফেল, আমি সেই বালিশের প্রতিকূল আছি, তোমাদের ভুজহইতে তাহা চিরিয়া ফেলিব; এবং তোমরা যে প্রাণিগণকে মৃগয়া করিয়া ফাঁদে ফেলিয়াছ, তাহাদিগকে উদ্ধার করিব; [২১] এবং তোমাদের আচ্ছাদনবস্ত্র চিরিয়া ফেলিব, ও তোমাদের হস্তহইতে আপন লোককে রক্ষা করিব; তাহারা মৃগয়াতে ধৃত প্রাণির ন্যায় তোমাদের হস্তগত আর হইবে না; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা। [২২] কেননা আমি যে ধার্ম্মিককে বিষণ্ণ করি নাই, তাহাকে মিথ্যাকথা বলিয়া তোমরা তাহার অন্তঃকরণ বিষণ্ণ করিয়াছ, এবং দুষ্ট লোককে এমত বলবান করিয়াছ যে সে জীবনপ্রাপ্তির নিমিত্তে আপন কুপথহইতে ফিরে না। [২৩] অতএব তোমরা অসার দর্শন আর দেখিবা না ও মিথ্যামন্ত্র আর পড়িবা না; কেননা আমি তোমাদের হস্তহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিব, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

১৪ অধ্যায়।

১ প্রাচীন লোকদের কাপট্য প্রকাশ করণ, ৬ ও ইস্রায়েল বংশের প্রতি ভয় দর্শন, ১২ ও ঈশ্বরের শাস্তির অনিবার্য্যতা, ২১ ও দণ্ডসময়ে অবশিষ্ট লোক থাকনের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] অপর ইস্রায়েলের কতক প্রাচীন লোক আমার নিকটে আসিয়া আমার সম্মুখে বসিল। [২] তখন পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল; [৩] হে মনুষ্যের সন্তান, এই লোকেরা আপন২ দেবগণকে অন্তঃকরণে স্থান দেয় ও আপনাদের সম্মুখে আপনাদের অপরাধজনক বিঘ্ন রাখে; ইহাদের প্রার্থনা আমি কি গ্রাহ্য করিব? [৪] এই নিমিত্তে তুমি ইহাদিগকে উত্তর দিয়া এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর কহেন, ইস্রায়েল বংশের যে লোকেরা আপন২ দেবগণকে অন্তঃকরণে স্থান দেয় ও আপন২ সম্মুখে অপরাধজনক বিঘ্ন রাখে; তাহাদের মধ্যে যে কেহ ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আইসে, সেই আগত ব্যক্তিকে আমি পরমেশ্বর তাহার দেবগণের বাহুল্যানুসারে উত্তর দিব। [৫] এই রূপে আমি ইস্রায়েল বংশকে তাহাদের মনোরূপ ফাঁদে ধরিব, কেননা তাহারা আপন২ দেবগণের অনুরোধে আমাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে।

[৬] তুমি ইস্রায়েল বংশকে এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা মন ফিরাও, ও আপনাদের দেবগণহইতে ফির, ও আপনাদের তাবৎ ঘৃণার্হ কর্ম্মহইতে বিমুখ হও। [৭] কেননা ইস্রায়েল্ বংশীয়দের মধ্যে ও ইস্রায়েল্ দেশে প্রবাসকারি বিদেশিদের মধ্যে যে কেহ আমার পশ্চাদ্গমনহইতে আপনাকে বিভিন্ন করে, ও আপন দেবগণকে অন্তঃকরণে স্থান দেয়, ও আপন সম্মুখে অপরাধজনক বিঘ্ন রাখে, সে যদি আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আইসে, তবে আমি পরমেশ্বর আপনার বিষয়ে তাহাকে উত্তর দিব। [৮] আমি সেই মনুষ্যের প্রতিকূল হইব, এবং তাহাকে নষ্ট করিয়া চিহ্ন ও দৃষ্টান্তস্বরূপ করিব, এবং আমার লোকদের মধ্যহইতে

তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা। [৯] কোন ভবিষ্যদ্বক্তা যদি ভ্রান্ত হইয়া কথা কহে, তবে আমি সে ভবিষ্যদ্বক্তাকে ভ্রান্ত করিব; এবং তাহার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। [১০] তাহারা আপন২ অপরাধের ফল ভোগ করিবে; প্রশ্নকারি ব্যক্তি ও ভবিষ্যদ্বক্তা উভয়ের সমান অপরাধ হইবে। [১১] তাহাতে ইস্রায়েল বংশ আমাহইতে আর বিপথগামী হইবে না ও আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া আর অশুচি হইবে না, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব।

[১২] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১৩] হে মনুষ্যের সন্তান, প্রভু পরমেশ্বর কহেন, কোন দেশের লোকেরা যখন আমার বিরুদ্ধে আজ্ঞালঙ্ঘন ও পাপ করে, ও আমি তাহার প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার ভক্ষ্যরূপ যষ্টি ভাঙ্গি, ও তাহার মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিয়া তাহার মনুষ্য ও পশুগণকে উচ্ছিন্ন করি; [১৪] তখন নোহ ও দানিয়েল্ ও আয়ূব্ এই তিন জন যদি তাহার মধ্যবর্ত্তী হয়, তবে তাহারা আপন২ ধর্ম্মেতে আপন২ প্রাণই রক্ষা করিবে। [১৫] আমি যখন দেশের সর্ব্বত্র হিংসক পশুগণকে প্রেরণ করি, ও তাহারা তাহা এমত শূন্য ও উচ্ছিন্ন করে যে সেই পশুর ভয়ে কেহ তাহার মধ্যদিয়া আর যায় না, প্রভু পরমেশ্বর কহেন, [১৬] আমি যদি অমর হই, তবে তৎকালে ঐ তিন জন তাহার মধ্যবর্ত্তী হইলেও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই উদ্ধার পাইবে, কিন্তু দেশ উচ্ছিন্ন হইবে। [১৭] কিম্বা আমি যখন সেই দেশের প্রতি খড়্গ আনিয়া কহি, খড়্গ দেশের সর্ব্বত্র গমন করুক, তাহাতে যখন মনুষ্য ও পশুগণ উচ্ছিন্ন হয়, [১৮] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে তৎকালে ঐ তিন জন তাহার মধ্যবর্ত্তী হইলেও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই উদ্ধার পাইবে। [১৯] কিম্বা আমি যখন সে দেশে মহামারী প্রেরণ করি, এবং তাহাহইতে মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করণার্থে ক্রোধে রক্ত বর্ষণ করি, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, [২০] আমি যদি অমর হই, তবে তৎকালে নোহ ও দানিয়েল্ ও আয়ূব্ তাহার মধ্যবর্ত্তী হইলেও পুত্র কি কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; তাহারা আপন২ ধর্ম্মেতে আপন২ প্রাণই উদ্ধার করিবে।

[২১] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন; দেখ, আমি যখন মনুষ্য ও পশু বিনষ্ট করণার্থে যিরূশালমের বিরুদ্ধে আপনার চারি মহাদণ্ড অর্থাৎ খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও হিংসক পশু ও মহামারী প্রেরণ করিব, [২২] তখন তাহার মধ্যে অবশিষ্ট কতক লোকের পুত্র ও কন্যাগণ রক্ষা পাইয়া বাহিরে আনীত হইবে; দেখ, তাহারা তোমাদের কাছে আসিবে, ও তোমরা তাহাদের পথ ও গতি দেখিয়া, যিরূশালমের উপর যে সকল বিপদ আমি বর্ত্তাইয়াছি ও তাহার প্রতি যে সকল ঘটনা করিয়াছি, তাহার বিষয়ে শান্তিযুক্ত হইবা। [২৩] তোমরা তাহাদের পথ ও গতি দেখিয়া তাহাদের হইতে সান্ত্বনা পাইবা, এবং আমি তাহার মধ্যে যে সকল করিয়াছি তাহা অকারণে করি নাই, ইহা জানিতে পারিবা; প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন।

১৫ অধ্যায়।

১ দ্রাক্ষালতার কাষ্ঠের দৃষ্টান্ত, ৬ ও তাহার তাৎপর্য্য।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, অন্য সকল কাষ্ঠ অপেক্ষা দ্রাক্ষালতার কাষ্ঠ কিসে শ্রেষ্ঠ? বনজ বৃক্ষগণের মধ্যে উৎপন্ন তাহার ডাঁটার (গুণ কি)? [৩] কোন কার্য্যের নিমিত্তে কি তাহাহইতে কাষ্ঠ গ্রহণ করা যায়? কিম্বা নানা পাত্র ঝুলাইবার নিমিত্তে কি তাহাতে ডাণ্ডা নির্ম্মিত হয়? [৪] দেখ, সে ভক্ষ্যরূপে অগ্নিকে দত্ত হয়; অগ্নি তাহার দুই অগ্রভাগ গ্রাস করিয়া মধ্যদেশ অঙ্গারবৎ করিলে পরে সে কি কোন কর্ম্মের যোগ্য হইবে? [৫] দেখ, অখণ্ড থাকিতে যাহা কোন কর্ম্মের উপযুক্ত ছিল না, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অঙ্গারবৎ হইলে পরে কি আরবার কোন কর্ম্মের উপযুক্ত হইতে পারিবে?

[৬] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বনজ তাবৎ বৃক্ষের মধ্যে দ্রাক্ষালতার কাষ্ঠকে যেমন আমি অগ্নির ভক্ষ্য হইবার নিমিত্তে নিরূপণ করিয়াছি, তদ্রূপ যিরূশালম্ নিবাসি লোকদিগকে নিরূপণ করিলাম। [৭] আমি তাহাদের প্রতিকূল হইব, তাহারা এক অগ্নিহইতে উত্তীর্ণ হইলেও অন্য অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, এবং আমি তাহাদের প্রতিকূল হইলে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা। [৮] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তাহারা সম্যগ্ রূপে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, এই জন্যে আমি (তাহাদের) দেশ উচ্ছিন্ন করিব।

১৬ অধ্যায়।

১ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত নবজাত কন্যার সহিত যিরূশালমের দৃষ্টান্ত, ৬ ও সেই কন্যাকে পাইয়া ভরণ পোষণ পূর্ব্বক বিবাহ করে যে পুরুষ তাহার সহিত পরমেশ্বরের দৃষ্টান্ত, ১৫ ও ঐ কন্যার অর্থাৎ যিরূশালমের ব্যভিচার কর্ম্মের বিবরণ, ৩৫ ও সেই ব্যভিচারের নিমিত্তে তাহার দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৪৪ ও তাহার দুই ভগিনীর অর্থাৎ সিদোম ও শোমিরোণের সহিত তাহার দুষ্টতার উপমা, ৬১ ও শেষে দয়া করণের কথা।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি যিরূশালমকে তাহার ঘৃণার্হ ক্রিয়া জ্ঞাত কর। [৩] তুমি বল, প্রভু পরমেশ্বর যিরূশালমকে এই কথা কহেন, তোমার উৎপত্তি ও জন্মস্থান কিনান্ দেশ, তোমার পিতা ইমোরীয় ও মাতা হিত্তীয়া। [৪] তোমার জন্মের বৃত্তান্ত এই, তুমি যে দিনে জন্মিয়াছিলা, তৎকালে তোমার নাড়ী ছেদন করা গেল না, এবং তোমাকে নির্ম্মল করণার্থে জলে ধৌত করা গেল না, ও তুমি লবণমুক্ষিতা ও বস্ত্রবেষ্টিতা হইলা না। [৫] তোমার প্রতি কেহ স্নেহদৃষ্টি করিয়া কৃপাতে ইহার কোন ক্রিয়া করিল না, কিন্তু তুমি জন্মদিনে আপন স্বাভাবিক ঘৃণার্হ অবস্থাতে ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলা।

[৬] পরে আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে রক্তেতে কলঙ্কিতা দেখিলাম, এবং তুমি রক্তে লিপ্তা হইলেও 'জীবিতা হও,' এই কথা তোমাকে কহিলাম; ও তুমি রক্তে লিপ্তা হইলেও 'জীবিতা হও,' এই কথা কহিলাম। [৭] আমি ক্ষেত্রের অঙ্কুরের ন্যায় তোমাকে অতি বর্দ্ধিতা করিলাম, তাহাতে তুমি বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে২ উন্নতা ও যৌবনপ্রাপ্তা হইলা; তোমার স্তন পীন ও কেশ দীর্ঘ হইল, কিন্তু তুমি উলঙ্গিনী ও বেশভূষারহিতা ছিলা। [৮] তখন আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে অবলোকন করিলাম, এবং তোমার সময় অর্থাৎ প্রেমের সময় উপস্থিত, ইহা দেখিলাম; এই জন্যে আমি তোমার উপরে আপন বস্ত্র বিস্তার করিয়া তোমার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলাম, এবং প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি শপথ করিয়া তোমার সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, তাহাতে তুমি আমার হইলা। [৯] আর আমি তোমাকে জলে প্রক্ষালন করিয়া তোমার গাত্রহইতে তাবৎ রক্ত ধৌত করিয়া তৈল মর্দ্দন করিলাম। [১০] পরে তোমাকে বিচিত্র বস্ত্রে বস্ত্রান্বিতা করিলাম ও তোমাকে তহস্চর্ম্মের পাদুকা দিলাম, এবং তোমাকে সূক্ষ্ম বস্ত্রেতে আচ্ছাদিতা ও পট্টাম্বরেতে বিভূষিতা করিলাম। [১১] পরে তোমার সর্ব্বাঙ্গে আভরণ দিলাম, তোমার হস্তে কঙ্কণ ও গলদেশে হার [১২] ও নাসিকাতে নথ ও কর্ণে ধেঁড়ি ও মস্তকে সুন্দর মুকুট দিলাম। [১৩] এই প্রকারে তুমি সুবর্ণ ও রৌপ্যেতে বিভূষিতা হইলা; তোমার বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম সূত্র ও পট্টদ্বারা নির্ম্মিত ও বিচিত্র হইল, এবং তুমি উত্তম সুজী ও মধু ও তৈল ভোজন করিতা, এবং অতিশয় সুন্দরী হইয়া অবশেষে রাজ্ঞীর পদ প্রাপ্তা হইলা। [১৪] তোমার সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপিল, কেননা প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাকে যে বেশভূষা দিয়াছিলাম, তাহাদ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল।

[১৫] পরে তুমি আপন সৌন্দর্য্যে নির্ভর করিয়া সুখ্যাতি প্রযুক্ত ব্যভিচারিণী হইলা; যে কেহ তোমার নিকট দিয়া যাইত, তাহারি সহিত বাহুল্যরূপে ব্যভিচার ক্রিয়া করিতা; তাহার ভোগ হইত। [১৬] এবং তুমি আপনার কোন২ বস্ত্র লইয়া আপনার পিঁড়ি চিত্র বিচিত্র করিয়া তাহার উপরে বেশ্যার ক্রিয়া করিতা, কিন্তু এমত করা অচলিত ও অনুচিত। [১৭] আমি যে সুবর্ণ ও রৌপ্যের সুন্দর ভূষণ তোমাকে দিয়াছিলাম, তুমি তাহা লইয়া নরাকৃতি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত ব্যভিচার করিতা। [১৮] ও আপন বিচিত্র বস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইতা, ও আমার তৈল ও ধূপ তাহাদের সম্মুখে রাখিতা। [১৯] এবং আমি সূক্ষ্ম সুজি ও তৈল ও মধু প্রভৃতি যে সকল খাদ্য তোমাকে খাইতে দিয়াছিলাম, তাহা তুমি লইয়া সৌগন্ধ্যের নিমিত্তে তাহাদের সম্মুখে রাখিতা; তাহা সত্য, ইহা পরমেশ্বর কহেন। [২০] আর আমাহইতে উৎপন্ন তোমার যে পুত্র কন্যাগণ, তাহাদিগকে ভক্ষ্যরূপে তাহাদের কাছে উৎসর্গ করিতা। তোমার ব্যভিচার কি ক্ষুদ্র বিষয় ছিল, [২১] যে তুমি আমার বালকগণকেও বধ করিতা, ও অগ্নির মধ্যে গমন করাইতে তাহাদের কাছে সমর্পণ করিতা? [২২] তাবৎ ঘৃণার্হ ক্রিয়াতে ও ব্যভিচারে মগ্ন হওয়াতে তুমি আপন যৌবনাবস্থার সময় অর্থাৎ যে সময়ে উলঙ্গিনী ও বেশভূষারহিতা ও নিজ রক্তে কলঙ্কিতা ছিলা, সেই সময় মনে করিতা না। [২৩] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তোমাকে ধিক্২। তোমার এই সকল দুষ্ক্রিয়ার পরে [২৪] তুমি আপনার নিমিত্তে উচ্চস্থান ও প্রত্যেক পথে পিঁড়ি নির্ম্মাণ করিলা। [২৫] তুমি প্রত্যেক পথের মস্তকে আপন পিঁড়ি করিয়া আপন শ্রী বিশ্রী করিয়া প্রত্যেক পথিককে আপনার সহিত কুকর্ম্ম করিতে দিতা, এবং আপন বেশ্যাক্রিয়া অত্যন্ত বাড়াইতা। [২৬] ও আপন

নিকটস্থ স্থূলকায় মিস্রীয়দের সহিত ব্যভিচার করিতা, ও আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে বেশ্যাক্রিয়া আরো বাড়াইতা। ২৭ অতএব দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়া তোমার দিবসিক ভক্ষ্যের ন্যূনতা করিলাম; এবং তোমার বৈরিণীদের অর্থাৎ যে পিলেষ্টীয়দের কন্যারা তোমার কদাচারেতে লজ্জিতা হইত তাহাদের ইচ্ছাতে তোমাকে সমর্পণ করিলাম। ২৮ পরে তুমি তৃপ্তা না হওয়াতে অশূরীয়দের সহিত বেশ্যাক্রিয়া করিলা; কিন্তু তাহাদের সহিত ব্যভিচার করিলেও তৃপ্তা হইলা না। ২৯ পরে তুমি কিনানদেশ ও কস্দীয় দেশ পর্য্যন্ত আপন ব্যভিচার বৃদ্ধি করিলা, তথাপি তৃপ্তা হইলা না। ৩০ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি প্রত্যেক পথের মস্তকে আপন উচ্চস্থান ও প্রত্যেক চকে আপন পিঁড়ি করিয়া মদমত্তা বেশ্যার ন্যায় এই সকল কর্ম্ম করাতে তোমার অন্তঃকরণ কেমন কামাতুর হইল। ৩১ তুমি বেশ্যাবৎ না হইয়া বেতন অবজ্ঞা করিতা। ৩২ স্বামির অধীনা হইয়াও তুমি উপপতিগ্রাহিণীর ন্যায় জারগণকে গ্রহণ করিতা। ৩৩ তাবৎ বেশ্যাকে বেতন দেওয়া যায়, কিন্তু তুমি আপনার তাবৎ প্রেমকারিগণকে বেতন দিতা, এবং তাহারা যেন দুষ্ক্রিয়ার্থে সর্ব্বদিগ্হইতে তোমার কাছে আইসে, এই জন্যে তাহাদিগকে পারিতোষিক দিতা। ৩৪ ইহাতে অন্যান্য স্ত্রীহইতে তোমার ব্যভিচার ক্রিয়া বিপরীত; লোকেরা ব্যভিচারার্থে তোমার পশ্চাদ্গামী হইত না, আর তুমি কিছু গ্রহণ না করিয়া বেতন দিতা, ইহাতেই তোমার ক্রিয়া বিপরীত হইয়াছে।

৩৫ অতএব হে বেশ্যে, পরমেশ্বরের বাক্য শুন; ৩৬ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমার মুদ্রার অপব্যয় হইয়াছে, ও তোমার ব্যভিচার ক্রিয়াদ্বারা তোমার প্রেমকারিগণের ও তোমার ঘৃণার্হ প্রতিমা সকলের সাক্ষাতে তোমার উলঙ্গতা প্রকাশিত হইয়াছে, ও তোমার বালকদের রক্ত তাহাদিগকে দত্ত হইয়াছে। ৩৭ অতএব দেখ, তুমি যাহাদের সহিত সংসর্গ করিয়াছ তোমার সেই প্রেমকারিগণকে, এবং তুমি যাহাদিগকে ভাল বাসিয়াছ ও মন্দ বাসিয়াছ সেই সকলকে আমি তোমার চতুর্দ্দিগে একত্র করিব; চতুর্দ্দিগে একত্র করিলে পর আমি তাহাদের সম্মুখে তোমার উলঙ্গতা প্রকাশ করিব, তাহারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখিবে। ৩৮ যে স্ত্রীগণ বিবাহের নিয়ম লঙ্ঘন করে ও রক্তপাত করে, তাহাদের ন্যায় আমি তোমার বিচার করিব, এবং ক্রোধে ও অন্তর্জ্বালাতে তোমাকে রক্তস্বরূপ করিব। ৩৯ আমি তাহাদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব, তাহাতে তাহারা তোমার উচ্চস্থান বিনষ্ট করিবে, ও পিঁড়ি ভগ্ন করিবে, ও তোমাকে বিবস্ত্রা করিবে, ও তোমার সুন্দর অভরণ সকল হরণ করিয়া তোমাকে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী করিয়া রাখিবে। ৪০ তাহারা তোমার বিরুদ্ধে মণ্ডলী আনিয়া তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, ও আপন ২ খড়্গদ্বারা তোমাকে ছেদন করিবে; ৪১ এবং তোমার গৃহ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, ও অনেক স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে তোমার শাস্তি করিবে; এই রূপে আমি তোমাকে ব্যভিচার ক্রিয়া ত্যাগ করাইব, তুমি আর পারিতোষিক দিবা না। ৪২ এবং তোমার প্রতি আপন ক্রোধ নিবৃত্ত করিব, ও তোমার নিকটহইতে আমার অন্তর্জ্বালা যাইবে, আমি ক্ষান্ত হইয়া আর মনোদুঃখ পাইব না। ৪৩ তুমি আপন যৌবনাবস্থা স্মরণ না করিয়া এই সকল বিষয়ে আমাকে বিরক্ত করিয়াছ; অতএব দেখ, প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমিও তোমার মস্তকের উপরে তোমার আচরণের প্রতিফল দিব; ঐ সকল ঘৃণার্হ আচরণের পরে তোমাকে আর কুক্রিয়া করিতে দিব না।

৪৪ দেখ, যে কেহ দৃষ্টান্তকথা কহে, সে তোমার বিষয়ে এই দৃষ্টান্তকথা কহিবে, যেমন মাতা তেমন কন্যা। ৪৫ তুমি নিজ মাতার কন্যা, সেও আপন স্বামিকে ও বালকগণকে ঘৃণা করিত; এবং তুমি নিজ ভগিনীদিগের ভগিনী, তাহারাও আপন ২ স্বামিকে ও বালকগণকে ঘৃণা করিত; তোমাদের মাতা হিত্তীয়া ও পিতা ইমোরীয় ছিল। ৪৬ যে শোমিরোণ আপন কন্যাগণের সহিত তোমার বাম দিগে বসতি করে, সে তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী; এবং যে সিদোম আপন কন্যাগণের সহিত তোমার দক্ষিণে বাস করে, সে তোমার কনিষ্ঠা আছে। ৪৭ তুমি তাহাদের পথে গমন কর নাই, ও তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে কর্ম্ম কর নাই, কিন্তু তাহা অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া সকল আচরণে তাহাদের হইতেও দুরাচারিণী হইয়াছ। ৪৮ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে তোমার ভগিনী সিদোম ও তাহার কন্যাগণ তোমার মত ও তোমার কন্যাদের মত ক্রিয়া করে নাই। ৪৯ তোমার ভগিনী সিদোমের দোষ দেখ; তাহার ও তাহার কন্যাদিগের অহঙ্কার ও ভক্ষ্যের পূর্ণতা ও অচলা লক্ষ্মী ছিল; সে দরিদ্র ও দীনহীন লোককে সবল করিত না। ৫০ তাহারা অহঙ্কারিণী ছিল ও আমার সাক্ষাতে ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিত, অতএব আমি তাহাদিগকে এরূপ দেখিয়া দূর করিলাম।

৫১ আর শোমিরোণ তোমার পাপের অর্দ্ধেকও পাপ করে নাই, কিন্তু তুমি আপন ঘৃণার্হ ক্রিয়া তাহাদের হইতেও অধিক বাড়াইয়াছ, এবং আপনার কৃত প্রচুর ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা আপন ভগিনীগণকে নির্দ্দোষ করিতেছ। ৫২ তুমি আপন ভগিনীদিগকে যে অপমান করিয়াছ, তাহা আপনিও ভোগ কর; তুমি যে পাপকর্ম্মদ্বারা তাহাদের অপেক্ষা অধিক ঘৃণার্হ হইয়াছ, তৎপ্রযুক্ত তাহারা তোমা অপেক্ষা নির্দ্দোষ হইয়াছে, অতএব তুমিও বিবর্ণা ও লজ্জিতা হও, কেননা তুমি আপন ভগিনীগণকে নির্দ্দোষ করিয়াছ। ৫৩ যে সময়ে আমি তাহাদের অর্থাৎ সিদোমের ও তাহার কন্যাদের এবং শোমিরোণের ও তাহার কন্যাদের বন্দি লোকদিগকে পুনর্ব্বার আনিব, তখন তাহাদের মধ্যে তোমার বন্দি লোকদিগকেও পুনর্ব্বার আনিব। ৫৪ তাহাতে তুমি আপন ভগিনীদের সান্ত্বনার কারণ হইয়া আপনার তাবৎ ক্রিয়া প্রযুক্ত লজ্জিতা ও বিবর্ণা হইবা। ৫৫ সিদোম্ ও তাহার কন্যাগণ তোমার এই ভগিনীরা প্রথম দশা প্রাপ্তা হইবে, এবং শোমিরোণ ও তাহার কন্যারা পূর্ব্বদশা প্রাপ্তা হইবে, এবং তুমি ও তোমার কন্যারা আপন ২ পূর্ব্বদশা পাইবা। ৫৬ তোমার গর্ব্বের সময়ে তুমি আপন ভগিনী সিদোমের নাম জিহ্বাগ্রে আনিতা না। ৫৭ পরে তোমার দুষ্টতা প্রকাশ পাইল, তাহাতে তোমার তুচ্ছকারিণী অরামের কন্যারা ও তাহার চতুর্দ্দিক্ নিবাসিনী পিলেষ্টীয়দের কন্যারা তোমাকে অবজ্ঞা করিল। ৫৮ পরমেশ্বর কহেন, তুমি আপন কুকর্ম্মের ও আপন ঘৃণার্হ আচরণেরই ফলভোগ করিতেছ। ৫৯ কেননা প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি শপথ অবজ্ঞা করিয়া নিয়ম ভঙ্গ করাতে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুসারে আমি তোমাকে প্রতিফল দিয়াছি। ৬০ কিন্তু তোমার যৌবনাবস্থাতে তোমার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং তোমার সহিত নিত্য এক নিয়ম করিব।

৬১ তখন তুমি আপন আচরণ স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হইবা; এবং আপন ভগিনীদিগকে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাদিগকে গ্রহণ করিবা; আমি তাহাদিগকে কন্যাদের ন্যায় তোমাকে দিব, কিন্তু তোমার কোন নিয়মদ্বারা নয়। ৬২ এই রূপে আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তুমি জানিবা। ৬৩ এবং আমি যখন তোমার ক্রিয়া সকল মার্জনা করিব, তখন তুমি তাহা স্মরণ করিয়া বিবর্ণা হইবা, ও লজ্জা প্রযুক্ত আর এক কথাও কহিবা না, ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

১৭ অধ্যায়।

১ এক দ্রাক্ষালতা ও দুই উৎক্রোশপক্ষির দৃষ্টান্ত, ১১ ও ঐ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য, ২২ ও খ্রীষ্টরূপ বৃক্ষ রোপণের দৃষ্টান্ত।

১ অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল বংশের নিকটে এক উপন্যাস ও দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া এই কথা বল, ৩ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এক বৃহৎ উৎক্রোশপক্ষী ছিল; তাহার পক্ষ বৃহৎ ও পালক সকল দীর্ঘ ও চিত্রবিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ; ঐ পক্ষী লিবানোনে আসিয়া এরস্ বৃক্ষের উচ্চতম শাখা লইয়া গেল। ৪ সে তাহার পল্লবের অগ্রভাগ কাটিয়া বাণিজ্যের দেশে লইয়া গিয়া বণিক্‌দের এক নগরে রাখিল। ৫ এবং ঐ ভূমির এক চারা গ্রহণ করিয়া উর্ব্বরা ক্ষেত্রে লইয়া গভীর জলাশয়ের সমীপে রাখিয়া বাইসি বৃক্ষের ন্যায় তাহা রোপণ করিল; ৬ পরে ঐ বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া এক খর্ব্ব ও বিস্তারিত দ্রাক্ষালতা হইল; তাহার শাখা ঐ উৎক্রোশ পক্ষির নিকটে নত হইল, ও তাহার নীচে তাহার মূল থাকিল; এই প্রকারে সে দ্রাক্ষালতা হইয়া শাখাবিশিষ্ট ও পল্লবিত হইল। ৭ এবং বৃহৎপক্ষ ও অনেক লোমবিশিষ্ট আর এক উৎক্রোশপক্ষী উপস্থিত হইল, তাহাতে দ্রাক্ষালতা জলে সেচিত হওনার্থে আপনার রোপণস্থানের আলিহইতে তাহার দিগে মূল বক্র করিয়া আপন শাখা বিস্তার করিল। ৮ কিন্তু সে যাহাতে সমূহশাখা বিশিষ্ট ও ফলবতী হইয়া সুন্দর দ্রাক্ষালতা হয়, এই জন্যে জলাশয়ের নিকটে উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত হইয়াছিল। ৯ তুমি এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর কহেন, সে কি কৃতকার্য্য হইবে? তাহার মূল কি উৎপাটিত হইবে না? ও তাহার ফল কি কাটা যাইবে না? সে শুষ্ক হইবে, ও তাহার বিস্তারিত নবীন পল্লব ম্লান হইবে। তাহার মূল উৎপাটিত হওন সময়ে তাহার বলবান হস্ত ও সমূহ লোক থাকিবে না। ১০ দেখ, সে রোপিত হইয়াছে, এই জন্যে কি ফলবতী হইবে? পূর্ব্ববায়ুস্পর্শে সে কি সমূলে শুষ্ক হইবে না? তাহার পল্লবের জন্মস্থান ঐ আলিতে সে অবশ্য শুষ্ক হইবে।

১১ অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১২ তুমি সেই বিরোধি বংশকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি ইহার তাৎপর্য্য জান না? তাহাদিগকে বল, দেখ, বাবিলের রাজা যিরূশালমে আসিয়া তাহার রাজাকে ও অধ্যক্ষগণকে আপন দেশে

অর্থাৎ বাবিলে লইয়া গেল। [১৩] পরে এই রাজ্য যেন নত থাকে, আর উন্নতি না পায়, এবং বাবিলের রাজার নিয়ম পালন করিতে স্থির হয়, [১৪] এই জন্যে সে দেশের পরাক্রমি লোকদিগকে লইয়া গেল, ও রাজবংশীয় এক জনকে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত এক নিয়ম স্থির করিয়া তাহাকে শপথ করাইল। [১৫] কিন্তু সে তাহার বশতা অস্বীকার করিয়া অশ্ব ও অনেক সৈন্যসামন্ত পাইবার জন্যে মিসরদেশে দূত পাঠাইয়া দিল; কিন্তু এই কর্ম্ম কি সফল হইবে? এবং এমত কর্ম্মকারি লোক কি রক্ষা পাইবে? সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কি নিস্তার পাইবে? [১৬] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে যে রাজা তাহাকে রাজা করিল, ও যাহার শপথ সে তুচ্ছ করিল, ও যাহার নিয়ম সে ভঙ্গ করিল, সেই রাজার দেশে ও তাহার নিকটে বাবিলের মধ্যে সে মরিবে। [১৭] এবং অনেক লোকের প্রাণ বিনাশার্থে জাঙ্গাল বদ্ধ ও দুর্গ নির্ম্মিত হইলে ফিরৌণ পরাক্রান্ত বাহিনী ও মহাসৈন্য সামন্তদ্বারা যুদ্ধে তাহার সাহায্য করিবে না। [১৮] সে শপথ অবজ্ঞা করিয়া নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে; দেখ, সে তাহাতে হস্তাক্ষর করিলেও এই সকল ক্রিয়া করিয়াছে, এই জন্যে বিপদ এড়াইবে না। [১৯] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে সে আমার যে শপথ অবজ্ঞা ও আমার যে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার প্রতিফল আমি তাহার মস্তকের উপরে বর্ত্তাইব। [২০] আমি আপন জাল তাহার উপরে পাতিব, সে আমার ফাঁদে ধৃত হইবে; এবং আমি তাহাকে বাবিলে লইয়া যাইব, ও সে আমার বিরুদ্ধে যে আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়াছে তন্নিমিত্তে সেখানে তাহার বিচার করিব। [২১] তাহার সকল সৈন্যের মধ্যে যত লোক পলাইবে সকলেই খড়্গে পতিত হইবে, ও অবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দ্দিগে ছিন্নভিন্ন হইবে; তাহাতে আমি পরমেশ্বর ইহা কহিয়াছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

[২২] প্রভু পরমেশ্বর আরো এই কথা কহেন, আমি, আমিই উচ্চ এরস্ বৃক্ষের উচ্চতম শাখার এক কলম লইয়া রোপণ করিব, এবং তাহার উচ্চস্থ পল্লবের মধ্যহইতে অতি কোমল এক পল্লব লইয়া উচ্চ ও উন্নত এক পর্ব্বতে রোপণ করিব। [২৩] ফলতঃ ইস্রায়েলের উচ্চ পর্ব্বতে তাহা রোপণ করিব; তাহাতে তাহা পল্লব ও ফল বিশিষ্ট হইয়া সুন্দর এরস্ বৃক্ষ হইবে; তাহার তলে তাবজ্জাতীয় তাবৎ পক্ষী বাসা করিবে, তাহার শাখার ছায়াতেই বাসা করিবে। [২৪] তাহাতে আমি পরমেশ্বর উচ্চ বৃক্ষকে নীচ ও নীচ বৃক্ষকে উচ্চ করি, এবং সতেজ বৃক্ষকে শুষ্ক ও শুষ্ক বৃক্ষকে সতেজ করি, ইহা অরণ্যের তাবৎ বৃক্ষ জানিতে পারিবে; আমি পরমেশ্বর তাহা কহিলাম, ও তাহা সিদ্ধ করিব।

১৮ অধ্যায়।

১ অম্ল দ্রাক্ষাফলের দৃষ্টান্ত, ৫ ও ধার্ম্মিক পিতার সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার, ১০ ও ধার্ম্মিক পিতার দুষ্ট পুত্রের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার, ১৪ ও পাপিষ্ঠ পিতার ধার্ম্মিক পুত্রের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার, ১৯ ও পরামননকারি পাপির ও ধর্ম্মত্যাগি ধার্ম্মিকের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার, ২৫ ও পরমেশ্বরের ন্যায্য বিচার করণ ও মন ফিরাইতে লোককে আহ্বান।

[১] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] 'পিতৃলোকের অম্ল দ্রাক্ষা ভোজন করাতে সন্তানদের দন্ত জীর্ণ হয়,' এই যে দৃষ্টান্তকথা তোমরা ইস্রায়েল্ দেশের বিষয়ে বল, ইহাতে তোমাদের অভিপ্রায় কি? [৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে ইস্রায়েল্ বংশে তোমাদের এই দৃষ্টান্তকথা আর কহিতে হইবে না। [৪] দেখ, তাবৎ প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ আমার, তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে।

[৫] যে কেহ ধার্ম্মিক হয় এবং ন্যায় ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, [৬] এবং পর্ব্বতের উপরে ভোজন ও ইস্রায়েল বংশের দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, ও আপন প্রতিবাসির স্ত্রীকে অশুচি না করে, ও ঋতুমতী স্ত্রীর নিকটেও না যায়; [৭] ও কাহারো প্রতি উপদ্রব না করে, এবং ঋণিকে বন্ধক ফিরাইয়া দেয়, এবং দৌরাত্ম্য করিয়া কাহারও দ্রব্য হরণ না করে, এবং ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দেয়, [৮] এবং সুদ পাইবার জন্যে ঋণ না দেয় ও কিছু সুদ না লয়, ও অন্যায়হইতে আপন হস্তকে ফিরায়, ও মনুষ্যের মধ্যে যথার্থ বিচার করে, [৯] এবং আমার বিধিমতে আচরণ করে, ও আমার রাজনীতি পালন করে, ও যথার্থ ব্যবহার করে, সেই মনুষ্য ধার্ম্মিক; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, সে অবশ্য বাঁচিবে।

[১০] সেই ব্যক্তির পুত্র যদি দস্যু ও রক্তপাতকারী হইয়া পরের প্রতি সেই প্রকার কোন এক কর্ম্ম করে; [১১] অর্থাৎ কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করিয়া বরং পর্ব্বতের উপরে ভোজন করে, ও আপন প্রতিবাসির স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করে, [১২] এবং দরিদ্র ও দীনহীন লোকদের উপরে উপদ্রব করে, ও দৌরাত্ম্য করিয়া লুট করে, ও বন্ধক দ্রব্য ফিরাইয়া না দেয়, ও দেবগণকে দর্শন

করে, ও ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে; ¹³ এবং সুদের লোভে ঋণ দেয়, ও সুদ গ্রহণ করে, তবে সেই পুত্র কি বাঁচিবে? বাঁচিবে না; যে কেহ এই সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে, সে অবশ্য মরিবে; তাহার বধাপরাধ তাহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

¹⁴ তাহার পুত্র যদি আপন পিতার কৃত পাপ সকল দেখিয়া বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ি কর্ম্ম না করে, ¹⁵ অর্থাৎ পর্ব্বতোপরি ভোজন না করে, ও ইস্রায়েল বংশের দেবগণকে দর্শন না করে, ও আপন প্রতিবাসির স্ত্রীকে ভ্রষ্টা না করে, ¹⁶ ও কাহারো প্রতি উপদ্রব না করে, ও বন্ধক দ্রব্য না রাখে ও দৌরাত্ম্য করিয়া কাহারো কিছু লুট না করে, কিন্তু ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দান করে, ¹⁷ ও দীনহীনের উপদ্রবহইতে আপন হস্ত নিবারণ করে, এবং সুদ ও বৃদ্ধি গ্রহণ না করে, ও আমার রাজনীতি পালন করে, ও আমার বিধিমতে আচরণ করে, তবে সে আপন পিতার অধর্ম্মেতে মরিবে না, অবশ্য বাঁচিবে। ¹⁸ কিন্তু তাহার যে পিতা দুষ্টতাতে উপদ্রব করে, ও দৌরাত্ম্য করিয়া ভ্রাতার দ্রব্য লুট করে, ও আপন লোকদের মধ্যে অসৎ ক্রিয়া করে, সে আপন অধর্ম্মে মরিবে।

¹⁹ তোমরা বল, "সেই পুত্র কেন পিতার অধর্ম্ম ভোগ করে না?" সেই পুত্র ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে ও আমার বিধিমতে চলিয়া তাহা পালন করে; সে অবশ্য বাঁচিবে। ²⁰ যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে; পুত্র পিতার অপরাধ ভোগ করিবে না, ও পিতা পুত্রের অপরাধ ভোগ করিবে না; ধার্ম্মিক আপন ধর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, ও দুষ্ট আপন দুষ্টতার ফল ভোগ করিবে। ²¹ অধিকন্তু দুষ্ট মনুষ্য যদি স্বকৃত তাবৎ পাপকর্ম্মহইতে পরাবৃত্ত হয়, ও আমার বিধি পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সে অবশ্য বাঁচিবে, কখনো মরিবে না। ²² ও তাহার পূর্ব্বকৃত অধর্ম্ম স্মরণে আসিবে না; সে যে ধর্ম্মাচরণ করে তাহাদ্বারা বাঁচিবে। ²³ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দুষ্ট লোকের মরণে কি আমার সন্তোষ হইতে পারে? সে আপন কুপথহইতে বিমুখ হইয়া বাঁচে, বরং ইহাতে কি আমার সন্তোষ হয় না? ²⁴ আর ধার্ম্মিক মনুষ্য যদি আপন ধর্ম্মহইতে বিমুখ হইয়া পাপাচরণ করে ও দুষ্টের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে আচরণ করে, তবে সে কি বাঁচিবে? তাহার কৃত কোন ধর্ম্মকর্ম্মের স্মরণ হইবে না; সে যে আজ্ঞালঙ্ঘন ও পাপ করে, তদ্দ্বারাই মরিবে

²⁵ প্রভুর পথ সরল নয়, এই কথা তোমরা বলিয়া থাক; কিন্তু হে ইস্রায়েল বংশ, শুন; আমার পথ কি অসরল? না তোমাদেরই পথ অসরল? ²⁶ যখন ধার্ম্মিক লোক আপন ধর্ম্মহইতে ফিরিয়া অধর্ম্ম করে ও তাহাতে মরে, তখন সে আপন কৃত অধর্ম্মেতেই মরে। ²⁷ আর দুষ্ট লোক যদি আপন কৃত দুষ্টতাহইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সে আপন প্রাণ রক্ষা করে। ²⁸ সে বিবেচনা করিয়া আপন কৃত আজ্ঞালঙ্ঘনহইতে ফিরিল, এই জন্যে অবশ্য বাঁচিবে, মরিবে না। ²⁹ কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ কহে, প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েল্ বংশ, আমার পথ কি অসরল? না তোমাদেরই পথ অসরল? ³⁰ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল বংশ, আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচরণানুসারে তোমাদের বিচার করিব; তোমরা মন ফিরাও ও আপনাদের তাবৎ কুকর্ম্মহইতে ফির, তাহাতে অধর্ম্ম তোমাদিগকে পতিত করিবে না। ³¹ তোমরা স্বকৃত কুকর্ম্ম আপনাদের হইতে দূর করিয়া আপনাদের জন্যে নূতন অন্তঃকরণ ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর; কেননা হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমরা কেন মরিবা? ³² প্রভু পরমেশ্বর কহেন, যে মরে তাহার মরণে আমার কোন সন্তোষ নাই; অতএব তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।

১৯ অধ্যায়।

১ সিংহী মরনের দৃষ্টান্ত ও ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের বিলাপ, ১০ ও দ্রাক্ষালতার দৃষ্টান্ত।

¹ তুমি ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের বিষয়ে বিলাপ কর। ² এবং এই কথা কহ, তোমার মাতা কেমন সিংহী ছিল! সে সিংহগণের মধ্যে শয়ন করিত, ও যুবসিংহদের মধ্যে আপন বৎসদিগকে প্রতিপালন করিত। ³ তাহার এক বৎস প্রতিপালিত হইয়া যুবসিংহ হইল, ও মৃগয়া করিতে শিখিয়া মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। ⁴ তাহাতে অন্যজাতীয় লোকেরা তদ্বিষয়ে এ কথা শুনিয়া আপনাদের গর্ত্তের মধ্যে তাহাকে ধরিল; এবং শৃঙ্খলে বদ্ধ তাহাকে মিসরদেশে লইয়া গেল। ⁵ অতএব সিংহী আপনাকে ক্লান্তা ও হতাশা দেখিয়া আর এক শাবককে প্রতিপালন করিয়া যুবা করিল। ⁶ সে যুবা হইয়া সিংহদের সঙ্গে ভ্রমণ করিত, এবং মৃগয়া করিতে শিখিয়া মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিয়া ⁷ তাহাদের বিধবাগণকে ভ্রষ্টা করিত, ও তাহাদের নগরকে উচ্ছিন্ন করিত; তাহার গর্জ্জনেতে দেশ ও তন্মধ্যস্থিত সকলই উদ্বিগ্ন হইত। ⁸ তখন নানা দিগ্দেশহইতে ভিন্ন জাতীয় লোকেরা আসিয়া

তাহার বিরুদ্ধে আপনাদের জাল বিস্তার করিলে সে তাহাদের গর্ত্তের মধ্যে ধরা পড়িল। [৯] পরে তাহারা তাহাকে শৃঙ্খলদ্বারা পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া বাবিলের রাজার নিকটে লইয়া গেল; এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতোপরি যেন তাহার হুঙ্কার আর না শুনিতে হয়, এই জন্যে তাহাকে দুর্গের মধ্যে রাখিল।

[১০] তোমার নিরাপদের সময়ে তোমার মাতা জলাশয়ের নিকটে রোপিত এক দ্রাক্ষালতাস্বরূপ ছিল; সে অনেক জল প্রযুক্ত ফলেতে ও শাখাতে পূর্ণ হইল। [১১] এবং কর্তৃত্বকারিদের দণ্ডের নিমিত্তে তাহার শাখা দৃঢ় হইল, ও সে দীর্ঘতাতে মেঘস্পর্শী হইল, এবং উচ্চতা ও শাখার বাহুল্য প্রযুক্ত সুদৃশ্য হইল। [১২] কিন্তু সে কোপেতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাতে পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা তাহার ফল শুষ্ক হইল, ও তাহার দৃঢ় শাখা ভগ্ন হইয়া শুষ্ক হইলে অগ্নি তাহা দগ্ধ করিল। [১৩] এখন সে প্রান্তরমধ্যে নির্জ্জল ও শুষ্ক ভূমিতে রোপিত আছে। [১৪] তাহার শাখাদণ্ডহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহার ফল দগ্ধ করিল; রাজদণ্ডের জন্যে এক দৃঢ় শাখাও তাহাতে থাকিল না। এ বিলাপের বিষয় বটে ও বিলাপের বিষয় হইয়াছে।

২০ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের প্রাচীন লোকদ্বারা পরমেশ্বরের জিজ্ঞাস্য না হওন, ৪ ও মিসরদেশে তাহাদের আজ্ঞালঙ্ঘন, ১০ ও প্রান্তরে আজ্ঞালঙ্ঘন, ২৭ ও কিনান দেশে আজ্ঞালঙ্ঘন, ৩৩ ও তাহাদের পুনর্ব্বার স্বদেশে একত্র করণ।

[১] সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসের দশম দিনে ইস্রায়েলের কএক জন প্রাচীন লোক পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করণার্থে আসিয়া আমার সাক্ষাতে বসিল। [২] তখন পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৩] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের প্রাচীন লোকদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা কি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ? প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে তোমাদের কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইব না।

[৪] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কেন তাহাদের বিচার কর না? কেন বিচার কর না? তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। [৫] এবং তাহাদিগকে এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর কহেন; আমি যে দিনে ইস্রায়েলকে মনোনীত করিলাম, সেই দিনে যাকুব্ বংশীয় লোকদের কাছে শপথ করিলাম, এবং মিসরদেশে তাহাদের কাছে আপনাকে জ্ঞাত করিলাম, এবং 'আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর,' এই কথা কহিয়া তাহাদের কাছে শপথ করিলাম। [৬] আর সেই দিনে আমি তাহাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া যে দেশ তাহাদের জন্যে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি ও সকল দেশের রত্নস্বরূপ দেশে লইয়া যাইতে শপথ করিলাম; [৭] এবং তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ চক্ষুর সম্মুখস্থ ঘৃণার্হ প্রতিমা দূর কর, এবং মিসরের দেবগণদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। [৮] কিন্তু তাহারা আমার বিপরীতাচারী হইয়া আমার কথা শুনিতে অসম্মত হইল, এবং আপন২ চক্ষুর সম্মুখস্থ ঘৃণার্হ প্রতিমা দূর করিল না, এবং মিসরদেশের দেবগণকেও ছাড়িল না; তাহাতে আমি মিসরদেশের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ সিদ্ধ করণার্থে তাহাদের প্রতি আপন কোপ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম। [৯] কিন্তু যে অন্যজাতীয়দের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছিল, ও যাহাদের সাক্ষাতে আমি মিসরদেশহইতে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে জ্ঞাত করিলাম, সেই অন্যজাতীয়দের মধ্যে যেন আমার নাম অপবিত্র না হয়, এই জন্যে আমি আপন নাম রক্ষার্থে কর্ম্ম করিলাম।

[১০] পরে আমি তাহাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া প্রান্তরে আনিলাম, [১১] এবং তাহাদিগকে আমার বিধি দিলাম, ও যাহা পালন করিলে মনুষ্য বাঁচে আমার সেই রাজনীতি জ্ঞাত করিলাম। [১২] এবং আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারি পরমেশ্বর, ইহা জানাইবার জন্যে তাহাদের ও আমার মধ্যে চিহ্নস্বরূপ আমার বিশ্রামদিনও তাহাদিগকে দিলাম। [১৩] কিন্তু ইস্রায়েল বংশ সেই প্রান্তরের মধ্যে আমার বিপরীতাচারী হইয়া আমার বিধিমতে চলিল না, এবং যাহা পালন করিলে মনুষ্য বাঁচে আমার সেই রাজনীতি অগ্রাহ্য করিল, ও আমার বিশ্রামদিনকে অতি অশুচি করিল; তাহাতে আমি প্রান্তরের মধ্যে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্যে তাহাদের প্রতি আপন কোপ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম। [১৪] কিন্তু যে অন্যজাতীয় লোকদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহাদের কাছে আমার নাম যেন অপবিত্র না হয়, এই জন্যে আমি আপন নাম রক্ষার্থে কর্ম্ম করিলাম। [১৫] তাহারা আমার রাজনীতি অগ্রাহ্য করিত, ও

আমার বিধিমতে আচরণ করিত না, ও আমার বিশ্রামদিনকে অপবিত্র করিত, কেননা তাহাদের অন্তঃকরণ তাহাদের প্রতিমাগণের অনুগামী ছিল; [১৬] এই কারণ আমি সর্ব্বদেশের রত্নস্বরূপ যে দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশ তাহাদিগকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইব না, এই শপথ প্রান্তরে তাহাদের বিষয়ে করিলাম। [১৭] কিন্তু তাহাদিগের বিনাশ করিতে আমার চক্ষুর্লজ্জা হইল, এই জন্যে আমি প্রান্তরের মধ্যে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিলাম না। [১৮] এবং সেই প্রান্তরের মধ্যে তাহাদিগের সন্তানগণকে কহিলাম, তোমরা আপন ২ পিতাদের বিধি অনুসারে চলিও না, ও তাহাদের আদেশ মানিও না, ও তাহাদের প্রতিমাগণদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না। [১৯] আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর; আমারই বিধিমতে আচরণ কর, ও আমারই রাজনীতি পালন কর ও তদনুসারে কর্ম্ম কর। [২০] এবং আমার বিশ্রামদিনকে পবিত্র জ্ঞান কর; আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, ইহা জানাইবার জন্যে সেই বিশ্রামদিন আমার ও তোমাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ হউক। [২১] তথাপি তাহাদের সন্তানগণ আমার বিপরীতাচারী হইয়া আমার বিধিমতে চলিত না; এবং যাহা পালন করিলে মনুষ্য বাঁচে, আমার সেই রাজনীতি আচরণদ্বারা পালন করিত না, এবং আমার বিশ্রামদিনকেও অপবিত্র করিত; অতএব আমি প্রান্তরে তাহাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ সিদ্ধ করণার্থে তাহাদের প্রতি আপন কোপ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম। [২২] কিন্তু যে অন্যজাতীয় লোকদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে বাহির করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে আমার নাম যেন অশুচি না হয়, এই জন্যে আমি আপন হস্তকে নিবারণ করিয়া আপন নাম রক্ষার্থে কর্ম্ম করিলাম। [২৩] তাহারা আমার রাজনীতি পালন করিত না, এবং আমার বিধি অবজ্ঞা করিত, ও আমার বিশ্রামদিনকে অপবিত্র করিত, ও আপন ২ পিতাদের প্রতিমাগণেতে তাহাদের চক্ষু আসক্ত থাকিল; [২৪] এই কারণ আমিও তাহাদিগকে নানা জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিতে প্রান্তরে তাহাদের বিষয়ে শপথ করিলাম; [২৫] এবং যে বিধি ভাল নয় ও যাহাতে তাহারা না বাঁচে এমত রাজনীতি তাহাদিগকে (মানিতে) দিলাম। [২৬] এবং আমি যেন তাহাদিগকে ধ্বংস করি, আর আমি যে পরমেশ্বর, ইহা যেন তাহারা জানিতে পারে, এই জন্যে তাহাদের প্রথমজাত পুত্র সকলকে উৎসর্গ করাওনদ্বারা তাহাদের উপহারেতেই তাহাদিগকে অশুচি করিলাম।

[২৭] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের বংশকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার অধীনতা অস্বীকার করিয়াছে, ইহাতেও আমার অপমান করিয়াছে। [২৮] আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলাম, সেই দেশে তাহাদিগকে আনিলে পর তাহারা যে ২ স্থানে কোন উচ্চপর্ব্বত কিম্বা নিবিড় বৃক্ষ দেখিত, সেই স্থানে প্রত্যেকে বলিদান করিত, ও আমার ক্রোধজনক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিত, ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিত, ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিত। [২৯] তাহাতে আমি কহিলাম, তোমরা যে টিকরস্থানে যাও তাহা কি? আর অদ্য পর্য্যন্ত তাহার টিকরস্থান এই নাম থাকে। [৩০] অতএব তুমি ইস্রায়েল বংশকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন; হে ইস্রায়েল বংশ, কেমন? তোমরা আপন ২ পূর্ব্বপুরুষদের রীতিতে অশুচি হইতেছ, ও তাহাদের ঘৃণার্হ প্রতিমাগণের অনুগামী হইয়া কুকর্ম্ম করিয়া থাক; [৩১] এবং অদ্য পর্য্যন্ত যখন সন্তানদিগকে অগ্নির মধ্যদিয়া গমন করাইয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তৎকালে আপনাদের প্রতিমাগণদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিয়া থাক, এমত যে তোমরা, তোমাদের কর্ত্তৃক আমি কি জিজ্ঞাসিত হইব? প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে তোমাদের কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইব না। [৩২] আর 'আমরা কাষ্ঠ ও প্রস্তরের সেবা করণেতে ভিন্নজাতীয় লোকদের অর্থাৎ অন্যদেশস্থ লোকদের তুল্য হইব,' এই যে কথা তোমাদের মনে উপস্থিত হয় ও যাহা তোমরা বল; তাহা কখনো সিদ্ধ হইবে না।

[৩৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে আমি প্রবল হস্ত ও বিস্তারিত বাহুদ্বারা প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অবশ্য তোমাদের উপরে রাজত্ব করিব। [৩৪] আমি প্রবল হস্ত ও বিস্তারিত বাহুদ্বারা প্রচণ্ড কোপে লোক সমূহের মধ্যহইতে তোমাদিগকে বাহির করিব, এবং তোমরা যে ২ দেশে ছিন্নভিন্ন আছ, সে সকল দেশহইতে তোমাদিগকে একত্র করিব। [৩৫] এবং লোকসমূহের প্রান্তরে আনিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তোমাদের বিচার করিব। [৩৬] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি যেমন মিসরদেশের প্রান্তরে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিচার করিয়াছিলাম, তদ্রূপ তোমাদেরও বিচার করিব; [৩৭] এবং

তোমাদিগকে পাঁচনীর নীচে দিয়া গমন করাইব, ও নিয়মের বন্ধনেতে বদ্ধ করিব। [৩৮] পরে অনাজ্ঞাবহ ও আমার অধীনতা অস্বীকারকারি সকলকে তোমাদের মধ্যহইতে পৃথক্ করিব; তাহারা যে দেশে প্রবাস করে, তথাহইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিব, কিন্তু তাহারা ইস্রায়েল্ দেশে প্রবেশ করিবে না; তাহাতে আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিবা। [৩৯] হে ইস্রায়েল্ বংশ, প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিষয়ে এই কথা কহেন; তোমরা যাইয়া প্রত্যেকে আপন২ প্রতিমাগণের সেবা করিও; কিন্তু অবশেষে তোমরা আমার কথা অবশ্য মানিবা, এবং আপনাদের দান ও প্রতিমাগণদ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করিবা না। [৪০] কেননা প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার পবিত্র পর্ব্বতে ও ইস্রায়েলের উচ্চপর্ব্বতে তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ অর্থাৎ পৃথিবীতে তাহার যত লোক আছে, সকলে আমার সেবা করিবে; তাহাতে সে স্থানে আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের উত্তোলনীয় নৈবেদ্য ও পবিত্রীকৃত ও উৎসৃষ্ট দ্রব্যের প্রথম ফল গ্রাহ্য করিব। [৪১] যখন আমি অন্যজাতীয়দের মধ্যহইতে তোমাদিগকে আনিব, এবং তোমরা যে২ দেশে ছিন্নভিন্ন আছ, সে সকল দেশহইতে সংগ্রহ করিব, তৎকালে আমি সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের দ্বারা অন্যজাতীয় লোকদের সাক্ষাতে পবিত্রীকৃত হইব। [৪২] এবং আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলাম, সেই দেশে অর্থাৎ ইস্রায়েল জনপদে তোমাদিগকে আনিব, তাহাতে আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিবা। [৪৩] এবং তোমরা যে ক্রিয়া ও আচরণদ্বারা অশুচি হইয়েছ, তাহা সেখানে স্মরণ করিয়া আপনাদের কৃত কুক্রিয়া প্রযুক্ত আপনাদিগকে ঘৃণা করিবা। [৪৪] হে ইস্রায়েল বংশ, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যখন তোমাদের কুপথানুসারে নয় ও তোমাদের দুষ্ট কর্ম্মানুসারে নয়, কিন্তু আপন নামরক্ষার্থে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিব, তখন আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিবা।

[৪৫] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৪৬] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি দক্ষিণ দিগে আপন মুখ রাখিয়া দক্ষিণ দিগে বাক্য বর্ষণ কর, ও দক্ষিণ প্রান্তরস্থ অরণ্যের বিপরীতে ভবিষ্যদ্বাক্য বল। [৪৭] এবং দক্ষিণ দেশের অরণ্যকে এই কথা কহ, তুমি পরমেশ্বরের কথা শুন, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার মধ্যে অগ্নি লাগাইব, তাহাতে তোমার মধ্যে সতেজ ও শুষ্ক যত বৃক্ষ আছে, সকলি দগ্ধ হইবে; সেই উজ্জ্বল অগ্নি নির্ব্বাণ পাইবে না; দক্ষিণ অবধি উত্তর পর্য্যন্ত যে কিছু দেখা যায় সকলই দগ্ধ হইবে। [৪৮] তাহাতে আমি পরমেশ্বর তাহা দগ্ধ করিয়াছি, ইহা তাবৎ প্রাণী জানিবে; তাহা নির্ব্বাণ পাইবে না। [৪৯] তখন আমি কহিলাম, হে প্রভো পরমেশ্বর, তাহারা আমার বিষয়ে কহে, সে কি উপন্যাস কথা কহে না?

২১ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের বিষয়ে যিহিষ্কেলের বিলাপ, ৮ ও তীক্ষ্ণ ও শাণিত খড়্গের কথা, ১৮ ও যিরূশালমের বিরুদ্ধে সেই খড়্গ প্রেরণ, ২৫ ও রাজার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৮ ও অম্মোন্ লোকদের বিরুদ্ধে সেই খড়্গ প্রেরণ।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি যিরূশালমের দিগে আপন মুখ রাখিয়া পবিত্র স্থানে বাক্য বর্ষণ কর, ও ইস্রায়েল্ দেশের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য কহ। [৩] ও ইস্রায়েল্ দেশকে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল হইব, এবং আপন খড়্গ কোষহইতে বাহির করিয়া তোমার মধ্যহইতে ধার্ম্মিক ও দুষ্টকে উচ্ছিন্ন করিব। [৪] তোমার মধ্যহইতে ধার্ম্মিক ও দুষ্টকে উচ্ছিন্ন করণার্থে আমার খড়্গ কোষহইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণাবধি উত্তর পর্য্যন্ত যত প্রাণী আছে, সকলের বিরুদ্ধে যাইবে; [৫] তাহাতে আমি পরমেশ্বর কোষহইতে আপন খড়্গ বাহির করিয়াছি, তাহা তাবৎ লোক জানিবে, সে কখনো ফিরিবে না। [৬] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি হাহাকার কর; আপন কটিতে আঘাত করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে খেদপূর্ব্বক হাহাকার কর। [৭] তাহাতে 'তুমি কেন হাহাকার করিতেছ,?' এই কথা যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন তুমি এই উত্তর করিও, বক্তব্যের নিমিত্তে, কেননা তাহা আসিতেছে; তৎকালে তাবৎ অন্তঃকরণ গলিবে, ও তাবৎ হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ও তাবৎ মন ক্লান্ত হইবে, ও তাবৎ হাঁটু জলের ন্যায় সামর্থ্যহীন হইবে; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ, তাহা আসিবামাত্র সফল হইবে।

[৮] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৯] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া কথা বল; পরমেশ্বর কহেন, এই কথা বল, ঐ দেখ, খড়্গ, খড়্গ, সে শাণিত ও মার্জ্জিত হইয়াছে।

১০ হত্যা করণার্থে তাহা শাণিত করা গিয়াছে, ও চাক্‌চক্যের নিমিত্তে তাহা মার্জ্জিত করা গিয়াছে, তাহাতে আমরা কি আনন্দিত হইব? আমার পুত্রের রাজদণ্ড তাবৎ কাষ্ঠকে তুচ্ছ করে। ১১ তাহা যেন হস্তে ধৃত হয়, এই জন্যে মার্জ্জিত করা গিয়াছে; হন্তার হস্তে দিবার জন্যে খড়্গ শাণিত ও মার্জ্জিত করা গিয়াছে। ১২ হে মনুষ্যের সন্তান, ক্রন্দন কর ও হাহাকার কর, কেননা তাহা আমার প্রজাদের বিরুদ্ধে ও ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে চালিত হইবে, তাহারা আমার প্রজাদের সহিত খড়্গে নিপাতিত হইবে; অতএব তুমি আপন উরুতে আঘাত কর। ১৩ সেই খড়্গ পরীক্ষিত; রাজদণ্ড যদ্যপি তাহা অবজ্ঞা করে, তথাপি থাকিবে না, ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন। ১৪ অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভবিষ্যদ্বাক্য বল, ও করে করাঘাত কর; আঃ! সেই খড়্গ বৃদ্ধি পাইয়া তিনটি খড়্গ হইবে; তাহা হত লোকদের খড়্গ ও হত মহল্লোকের খড়্গ হইয়া তাহাদের চতুর্দ্দিগে ঘুরিবে। তাহাদের অন্তঃকরণ যেন গলে, ও তাহাদের বিস্তর লোক যেন স্খলিত হয়, এই জন্যে আমি তাহাদের তাবৎ নগরদ্বারে চাক্‌চক্যযুক্ত খড়্গ রাখিব। আঃ! সে বজ্রের ন্যায় নির্ম্মিত ও ছেদনার্থে নিষ্কোষ হইয়াছে। ১৬ হে খড়্গ, একাগ্র হইয়া দক্ষিণদিগে ফির, ও প্রস্তুত হইয়া বামদিগে ফির; যে দিগে তোমার মুখ রাখা যায়, (সেই দিগে গমন কর।) ১৭ আমিও করে করাঘাত করিয়া আপন ক্রোধ সফল করিব; আমি পরমেশ্বর ইহা কহিলাম।

১৮ আর বার পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৯ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি বাবিলের রাজার খড়্গ আনয়নার্থে দুই পথ লিখ; সে দুই পথ এক দেশহইতে আসিবে; এবং তুমি আপনার নিমিত্তে হস্তাকৃতি চিহ্ন খুদ, অর্থাৎ (দুই) নগরগামি (দুই) পথের মস্তকে চিহ্ন খুদ। ২০ খড়্গের জন্যে অম্মোনীয়দের রব্বা নগরগামি এক পথ, ও যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত যিরূশালমগামি অন্য পথ নিরূপণ কর। ২১ কেননা বাবিলের রাজা দুই পথের সঙ্গমস্থানে অর্থাৎ দুই পথের মস্তকে দাঁড়াইবে, এবং মন্ত্রপূত করিয়া বাণ মিশ্রিত করিবে, ও প্রতিমাদের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে, ও যকৃৎ নিরীক্ষণ করিবে। ২২ তাহাতে ঢেঁকিকল পাতিতে এবং বধ করণে আজ্ঞা দিতে এবং সিংহনাদ ও উচ্চৈঃস্বর করিতে ও দ্বারের বিরুদ্ধে ঢেঁকিকল পাতিতে ও জাঙ্গাল বান্ধিতে ও দুর্গ প্রস্তুত করিতে যিরূশালমের বিরুদ্ধে মন্ত্র তাহার দক্ষিণ হস্তে পড়িবে। ২৩ কিন্তু তাহাদের অর্থাৎ যাহারা পুনঃ২ শপথ করিয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টিতে সেই মন্ত্র মিথ্যা বোধ হইবে; তথাপি সেই রাজা তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিলে তাহারা ধৃত হইবে। ২৪ অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমাদের অপরাধ মনে পড়িল, কেননা তোমাদের তাবৎ অধর্ম্ম প্রকাশ পাইল, এবং তাবৎ আচার ব্যবহারে তোমাদের পাপ প্রত্যক্ষ হইল, তোমরা মনে পড়াতে (শত্রুর) হস্তে ধরা পড়িবা।

হে হন্তব্য ও দুষ্ট ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ, সম্পূর্ণ অপরাধের সময়ে তোমার দিন উপস্থিত হইবে। ২৬ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, উষ্ণীষ স্থানান্তর কর ও রাজমুকুট দূর কর; যে যাহা ছিল, সে তাহা না থাকুক; যাহা নীচ তাহা উচ্চ হউক, ও যাহা উচ্চ তাহা নীচ হউক। ২৭ আমি এই রাজ্য বিপর্য্যয় করিব ও বিপর্য্যয় করিব ও বিপর্য্যয় করিব; বিচারে যাঁহার অধিকার আছে, তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত সকলি অস্থির হইবে; পরে আমি তাঁহাকে তাহা দিব।

২৮ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর অম্মোনীয়দের বিষয়ে ও তাহাদের অপমান করণ বিষয়ে এই কথা কহেন; তুমি বল, এই দেখ, খড়্গ, খড়্গ, সে হত্যার নিমিত্তে নিষ্কোষ হইয়াছে, ও চাক্‌চক্যবিশিষ্ট হইবার নিমিত্তে যথাসাধ্য মার্জ্জিত হইয়াছে। ২৯ যদ্যপি লোকেরা তোমার নিকটে অসার দর্শন প্রকাশ করে ও মিথ্যা মন্ত্র পাঠ করে, তথাপি সম্পূর্ণ অপরাধের সময়ে যাহাদের দিন উপস্থিত হয়, এমত হত দুষ্টগণের গলার উপরে সে তোমাকে নিক্ষেপ করিবে। ৩০ কোষে তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন কর; আমি তোমার জন্মদেশে ও উৎপত্তি স্থানে তোমার বিচার করিব। ৩১ আমি তোমার প্রতি আপন ক্রোধ প্রকাশ করিব; আমি তোমার বিরুদ্ধে আপন কোপাগ্নিতে ফুঁ দিব, এবং পশুবৎ ও বিনাশে নিপুণ লোকদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। ৩২ তুমি অগ্নির ভক্ষ্যস্বরূপ হইবা; তোমার রক্ত মৃত্তিকাতে অন্তর্হিত হইবে; তুমি আর কখনো স্মরণে আসিবা না, কেননা আমি পরমেশ্বর ইহা কহিলাম।

২২ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের পাপের নির্ণয়, ১৩ ও দণ্ডের নির্ণয়, ১৭ ও তাহার মল পরিষ্কার করণের কথা, ২৩ ও ভবিষ্যদ্বক্তা ও যাজক ও রাজা ও প্রজাদের দোষ নির্ণয়।

১ পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কেন বিচার কর না? সেই রক্তলিপ্তা নগরীর বিচার কেন কর না? তাহারই ক্রিয়া তাহাকে জ্ঞাত কর। ৩ তুমি বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে নগরি, তুমি দণ্ডের সময় উপস্থিত করিবার জন্যে আপনার মধ্যে অনেক রক্তপাত করিয়াছ, ও আপনাকে অশুচি করিবার জন্যে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছ। ৪ সেই রক্তপাতদ্বারা তুমি অপরাধিনী হইয়াছ, ও আপনার নির্ম্মিত প্রতিমাদ্বারা অশুচি হইয়াছ, ও আপন দিন উপস্থিত করিয়াছ, ও আপন বৎসর আনিয়াছ; অতএব আমি তোমাকে অন্য জাতিদের নিন্দাস্পদ ও সর্ব্বদেশীয় লোকদের কাছে পরিহাসের পাত্র করিব। ৫ অপবিত্র এই তোমার নাম, ও কলহই তোমার সম্পত্তি, ইহা কহিয়া তোমার নিকটস্থ ও দূরস্থ সকলে তোমাকে বিদ্রূপ করিবে। ৬ দেখ, যথাশক্তি রক্তপাতকারি ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ তোমার মধ্যে আছে। ৭ এবং পিতামাতাকে তুচ্ছকারি লোক তোমার মধ্যে আছে, ও বিদেশিদের প্রতি উপদ্রবকারি লোক তোমার মধ্যে আছে, এবং পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি দৌরাত্ম্যকারি লোক তোমার মধ্যে আছে। ৮ তুমি আমার পবিত্র বস্তু অবজ্ঞা করিতেছ, ও আমার বিশ্রামদিন অশুচি করিতেছ। ৯ এবং রক্তপাতার্থি কর্ণেজপ লোক তোমার মধ্যে আছে; ও পর্ব্বতের উপরে ভোজনকারি লোক তোমার মধ্যে আছে; ও লজ্জাজনক কর্ম্মকারি লোক তোমার মধ্যে আছে। ১০ ও বিমাতার সহিত কুকর্ম্মকারি লোক তোমার মধ্যে আছে, ও ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীতে উপগামী তোমার মধ্যে আছে। ১১ এবং কেহ২ আপন প্রতিবাসির ভার্য্যার সহিত ঘৃণার্হ ব্যভিচার করে, ও কেহ২ আপন পুত্রবধূর সহিত অপকর্ম্ম করে, ও তোমার মধ্যে কেহ২ আপনার ভগিনীকে অর্থাৎ পিতার কন্যাকে ভ্রষ্টা করে। ১২ এবং রক্তপাত করিতে উৎকোচ গ্রহণকারি লোক তোমার মধ্যে আছে, এবং তুমি সুদ ও ভারি বৃদ্ধি গ্রহণ করিতেছ, ও দৌরাত্ম্য করিয়া প্রতিবাসির দ্রব্য লইতেছ, এবং আমাকে বিস্মৃতা হইয়াছ, ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

১৩ কিন্তু দেখ, তুমি যে কুলাভ করিতেছ, ও তোমার মধ্যে যে রক্তপাত হইতেছে, তন্নিমিত্তে আমি হাততালি দিব। ১৪ আমি যে দিনে তোমার পাওনা তোমাকে দিব, সেই দিনে তোমার অন্তঃকরণ কি সুস্থির থাকিবে? ও তোমার হস্ত কি সবল থাকিবে? আমি পরমেশ্বর যাহা কহি, তাহা সিদ্ধ করিব। ১৫ আমি অন্যজাতিদের মধ্যে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিব, ও অন্যান্য দেশে বিকীর্ণ করিব, ও তোমার মধ্যহইতে তোমার অশুচিতা দূর করিব। ১৬ তুমি অন্যজাতীয়দের সাক্ষাতে আপনার দোষে অপবিত্র হইবা; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা জানিতে পারিবা।

১৭ পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৮ হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল বংশ আমার কাছে মলস্বরূপ হইয়াছে; তাহারা সকলে হাফরের মধ্যে পিত্তল ও দস্তা ও লৌহ ও সীসা ইত্যাদি রূপার মলস্বরূপ হইয়াছে। ১৯ অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা সকলে মলস্বরূপ হইয়াছ, এই জন্যে দেখ, আমি তোমাদিগকে যিরূশালমের মধ্যে একত্র করিব। ২০ যেমন মনুষ্য অগ্নিতে ফুঁ দিয়া গলাইবার নিমিত্তে রূপা ও পিত্তল ও লৌহ ও সীসা ও দস্তা হাফরের মধ্যে একত্র করে, তদ্রূপ আমি আপন ক্রোধ ও প্রচণ্ড কোপে তোমাদিগকে একত্র স্থাপন করিয়া গলাইব। ২১ এবং তোমাদিগকে একত্র করিয়া আপন ক্রোধাগ্নিতে ফুঁ দিব, তাহাতে তাহার মধ্যে তোমরা গলিবা। ২২ যেমন হাফরের মধ্যে রূপা গলে, তদ্রূপ তাহার মধ্যে তোমরা গলিবা; তাহাতে আমি পরমেশ্বর তোমাদের উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিলাম, ইহা জ্ঞাত হইবা।

২৩ অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২৪ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এই দেশকে এই কথা বল, যে দেশ পরিষ্কৃত হয় নাই ও ক্রোধের দিনে বৃষ্টিতে সিক্ত হয় না, তাহাই তুমি। ২৫ তন্মধ্যস্থ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কুপরামর্শ করে; তাহারা মৃগয়া করিতে গর্জ্জনকারি সিংহের তুল্য, এবং তাহারা প্রাণিদিগকে গ্রাস করে, ও ধন ও বহুমূল্য বস্তু হরণ করে; ও তাহার মধ্যে অনেক স্ত্রীকে বিধবা করে। ২৬ তাহার যাজকগণ আমার ব্যবস্থা অবজ্ঞা করে, ও আমার পবিত্র বস্তু অপবিত্র করে, ও পবিত্রাপবিত্রের কিছু ভেদ রাখে না, ও শুচি অশুচির কিছু ভিন্নতা করে না, ও আমার বিশ্রামবারের প্রতি দৃক্‌পাতও করে না, ও আমি তাহাদের মধ্যে অমান্য হই। ২৭ তাহার মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ কুলাভের চেষ্টাতে রক্তপাত করিতে ও প্রাণিগণকে বিনাশ করিতে মৃগয়াকারি কেন্দুয়ার তুল্য। ২৮ এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ অসার দর্শন ও মিথ্যামন্ত্র ব্যবহার করিয়া, পরমেশ্বর না কহিলেও, 'প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন,'

ইহা বলিয়া লোকদের জন্যে ভিত্তিতে চূণ লেপন করে। ২৯ এবং প্রজা লোকেরা অন্যায় ও চৌর্য্যবৃত্তি করে, এবং দরিদ্র ও দীনহীন লোকের প্রতি উপদ্রব করে, এবং বিদেশি লোকের প্রতি অন্যায়েতে দৌরাত্ম্য করে। ৩০ আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্যে যে তাহার বেড়া সারাইবে ও আমার সম্মুখে তাহার ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইবে, তাহাদের মধ্যে এমত এক জনকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু পাইলাম না। ৩১ অতএব আমি তাহাদের উপরে আপন ক্রোধ প্রকাশ করিব, ও আপন কোপাগ্নিতে তাহাদিগকে সংহার করিব; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের কর্ম্মের ফল তাহাদিগকে দিব।

২৩ অধ্যায়।

১ অহলার ব্যভিচার কর্ম্ম, ১১ ও অহলীবার ব্যভিচার কর্ম্ম, ২২ ও প্রেমকারিদ্বারা অহলীবার ক্লেশ, ৩৬ ও উভয়ের অনুযোগ, ৪৫ ও উভয়ের দণ্ড।

১ অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, এক মাতৃজাত দুই স্ত্রী ছিল। ৩ তাহারা মিসর্ দেশে ব্যভিচারিণী হইয়া যৌবনাবস্থাতেই বেশ্যা হইল; সেখানে তাহাদের স্তন মর্দ্দিত হইত; ও কুমারীকালেই তাহাদের স্তনাগ্র মর্দ্দিত হইত। ৪ তাহাদের জ্যেষ্ঠার নাম অহলা (তাহার তাম্বু,) ও কনিষ্ঠার নাম অহলীবা (তন্মধ্যে আমার তাম্বু;) তাহারা আমার হইল, এবং তাহাদের পুত্র কন্যা জন্মিল; তাহাদের নামের তাৎপর্য্য এই, অহলা শোমিরোণ, ও অহলীবা যিরূশালম। ৫ অহলা যে সময়ে আমার ছিল, তৎকালে ব্যভিচার করিল। সে আপনার নিকটবর্ত্তি অশূরদেশস্থ নীলাম্বর ৬ ও যৌবনে মনোহর ও অশ্বারূঢ় সেনাপতি ও অধ্যক্ষগণাদি প্রেমকারিবর্গের প্রতি প্রেমাসক্তা হইল। ৭ সে তাহাদের অর্থাৎ অশূরীয় তাবৎ মনোহর যুব লোকদের সহিত ব্যভিচার করিত, এবং যাহাদের প্রতি প্রেমাসক্তা হইত তাহাদের সকল প্রতিমাদ্বারা ভ্রষ্টা হইত। ৮ এবং মিসরদেশে যে বেশ্যাক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছিল, তাহাও ত্যাগ করিত না; কেননা তাহারা তাহার যৌবনকালেই তাহার সহিত শয়ন করিয়াছিল, ও কুমারীকালেই তাহার স্তন মর্দ্দন করিয়াছিল, ও তাহার সহিত রতিক্রিয়া করিয়াছিল,। ৯ অতএব আমি তাহার প্রেমকারিদের হস্তে অর্থাৎ তাহার প্রিয় অশূরীয় লোকদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম। ১০ তাহাতে তাহারা তাহার উলঙ্গতা প্রকাশ করিল, ও তাহার পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাকে খড়্গদ্বারা বধ করিল, তাহাতে দণ্ডাজ্ঞা সফল হইলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহার অখ্যাতি হইল।

১১ এই সকল দেখিলেও তাহার ভগিনী অহলীবা আপন অপরিমিত বাসনাতে তাহাহইতেও দুষ্টা হইল, এবং ভগিনী অপেক্ষাও বেশ্যা ক্রিয়াতে অধিক ভ্রষ্টা হইল। ১২ সে আপনার নিকটবর্ত্তি অশূরদেশীয় উত্তম পরিচ্ছদান্বিত অশ্বারূঢ় ও যৌবনেতে মনোহর সেনাপতি ও অধ্যক্ষগণেতে প্রেমাসক্তা হইল। ১৩ পরে আমি তাহাকেও ভ্রষ্টা ও আপন ভগিনীর পথগামিনী দেখিলাম। ১৪ আর সে আপন বেশ্যাক্রিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি করিল, কেননা সে ভিত্তিতে লিখিত পুরুষদিগকে অর্থাৎ সিন্দূরেতে চিত্রীকৃত ১৫ ও কটিতে পটুকা ও মস্তকে দীর্ঘ উষ্ণীষধারি এবং কস্‌দীয় দেশে জাত বাবিলীয়দের ন্যায় রথিদের আকৃতি বিশিষ্ট কস্‌দীয়দের ছবি দেখিল; ১৬ এবং দেখিবামাত্র প্রেমাসক্তা হইয়া তাহাদের কাছে কস্‌দীয় দেশে দূত প্রেরণ করিল। ১৭ তাহাতে বাবিলীয় লোকেরা আসিয়া তাহার প্রেমের শয্যাতে শয়ন করিল, ও বেশ্যাক্রিয়াতে তাহাকে ভ্রষ্টা করিল; অশুচি হইলে পর তাহাদের প্রতি তাহার মনে ঘৃণা বোধ হইল। ১৮ এই রূপে সে বেশ্যাক্রিয়া করিয়া আপন উলঙ্গতা প্রকাশ করিলে তাহার ভগিনীর প্রতি যেমন আমার মনে ঘৃণা বোধ হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহার প্রতিও ঘৃণা বোধ হইল। ১৯ কিন্তু সে যে সময়ে মিসরদেশে বেশ্যাক্রিয়া করিত, সেই যৌবনকাল স্মরণ করিয়া আপন সকল বেশ্যাক্রিয়া আরো বৃদ্ধি করিল। ২০ কেননা গর্দ্দভের ন্যায় মাংসবিশিষ্ট ও অশ্বের ন্যায় রেতোবিশিষ্ট সেই উপপতিগণেতে সে আসক্তা হইল।

২১ মিস্রীয় লোক যে সময়ে তোমার স্তন ও কুমারীকালে তোমার স্তনাগ্র মর্দ্দন করিত, সেই যৌবনকালের কুকর্ম্ম তুমি পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়াছ। ২২ অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, হে অহলীবা, তোমার মনে যাহাদের প্রতি ঘৃণা বোধ হইয়াছে, তোমার সেই প্রেমকারিদিগকে আমি তোমার বিরুদ্ধে উঠাইব, এবং চারি দিগহইতে তোমার বিরুদ্ধে আনিব। ২৩ অর্থাৎ মনোহর যুবলোক ও সেনাপতিগণ ও অধ্যক্ষগণ এবং রথিগণ ও যশস্বি লোক ও অশ্বারূঢ় প্রভৃতি বাবিলীয় ও কস্‌দীয় দণ্ড বল কলহস্বরূপ সকলকে ও ইহাদের সহিত তাবৎ অশূরীয়দিগকে আনিব।

[২৪] তাহারা অস্ত্র ও রথ ও চক্র ও জনতা সঙ্গে লইয়া তোমার বিরুদ্ধে আসিয়া চর্ম্ম ও চাল ও টোপর ধরিয়া তোমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে উপস্থিত হইবে; এবং আমি তাহাদের সম্মুখে দণ্ডাজ্ঞা রাখিলে তাহারা আপনাদের রাজনীত্যনুসারে তোমার দণ্ড করিবে। [২৫] এবং আমি তোমার বিপরীতে স্বামির ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিব, এবং তাহারা তোমার প্রতি প্রচণ্ড কোপের আচরণ করিবে; তাহারা তোমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিবে, ও তোমার অবশিষ্ট লোকেরা খড়্গে পতিত হইবে, ও তাহারা তোমার পুত্রকন্যাগণকে হরণ করিবে, ও তোমার অবশিষ্ট লোকেরা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। [২৬] এবং তাহারা তোমাকে বিবস্ত্রা করিবে, ও তোমার সুন্দর অভরণ সকল হরণ করিবে। [২৭] আমি মিসরদেশে অভ্যস্ত তোমার কুক্রিয়া ও বেশ্যাক্রিয়া এই মত নিবৃত্ত করিব, যে তুমি মিস্রীয়দের প্রতি আর কখনো দৃষ্টিপাত করিবা না ও তাহাদিগকে স্মরণও করিবা না। [২৮] কেননা প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ, তুমি যাহাদিগকে দ্বেষ করিতেছ, অর্থাৎ যাহাদের প্রতি তোমার মনে ঘৃণা বোধ হইয়াছে, তাহাদের হস্তে আমি তোমাকে সমর্পণ করিব। [২৯] তাহারা তোমার প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিবে, ও তোমার শ্রমের সকল ফল হরণ করিবে, এবং তোমাকে উলঙ্গিনী ও বিবস্ত্রা করিয়া ত্যাগ করিবে, তাহাতে তোমার লজ্জাজনক বেশ্যাক্রিয়া ও দুষ্টতা ও ব্যভিচারকর্ম্ম প্রকাশিত হইবে। [৩০] তুমি বেশ্যার ন্যায় অন্যজাতীয়দের অনুগামিনী হইয়াছ, ও তাহাদের প্রতিমাগণদ্বারা অশুচি হইয়াছ, এই নিমিত্তে এ সকল তোমার প্রতি করা যাইবে। [৩১] তুমি আপনার যে ভগিনীর পথে গমন করিয়াছ, তাহার পানপাত্র আমি তোমার হস্তে দিব। [৩২] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি আপন ভগিনীর গভীর ও প্রশস্ত পাত্রে পান করিয়া পরিহাসের ও বিদ্রূপের আস্পদ হইবা; সেই পাত্রে অনেক ধরে। [৩৩] তাহাতে তুমি মত্ততাতে ও ক্লেশেতে পরিপূর্ণা হইবা, কেননা তোমার শোমিরোণ ভগিনীর যে পাত্র, সে বিস্ময় ও বিনাশজনক পাত্র। [৩৪] তুমি তাহাতে পান করিবা, এবং তাহার গাদও পান করিবা, এবং তাহার ভগ্ন খোলা সকল চাটিতে ২ আপন স্তন বিদীর্ণ করিবা; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, এই আমার উক্ত আজ্ঞা। [৩৫] তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া পিছে ফেলিয়াছ; এই হেতুক আপন দুষ্টতার ও বেশ্যাক্রিয়ার ফল ভোগ কর, ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

[৩৬] পরমেশ্বর আমাকে আরো কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কেন অহলার ও অহলীবার বিচার কর না? তাহাদের প্রতি তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রকাশ কর। [৩৭] কেননা তাহারা ব্যভিচার কর্ম্ম করিয়াছে, ও তাহাদের হস্তে রক্ত আছে; তাহারা আপন প্রতিমাগণের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং আমাহইতে জাত আপন পুত্রগণকেও তাহাদের আহারার্থে (অগ্নির মধ্য দিয়া) গমন করাইয়াছে। [৩৮] তাহারা আমার প্রতি আরো কুব্যবহার করিয়া সেই সময়ে আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করিত, ও আমার বিশ্রামদিনকে অশুচি করিত। [৩৯] এবং যখন প্রতিমাগণের উদ্দেশে আপনাদের বালকগণকে বধ করিত, তখন সেই দিনে আমার পবিত্র স্থানে আসিয়া তাহা অশুচি করিত; তাহারা আমার মন্দিরের মধ্যে এই প্রকার করিত। [৪০] তদ্‌ভিন্ন তাহারা দূরস্থ পুরুষদিগকে আনিতে দূত প্রেরণ করিত; দূত প্রেরিত হইলে তাহারা আসিত; হে বেশ্যে, তুমি তাহাদের নিমিত্তে স্নান করিতা, ও চক্ষুতে অঞ্জন দিতা, ও অলঙ্কারে বিভূষিতা হইতা। [৪১] পরে রাজকীয় শয্যাতে বসিয়া তাহার সম্মুখে ভোজনাসন রাখিয়া তাহার উপরে আমার ধূপ ও তৈল রাখিতা। [৪২] সে স্থানে নিশ্চিন্ত লোকদের কলরব হইত, এবং সাধারণ সকল লোকের সহিত মদ্যপায়ি লোকেরা প্রান্তরহইতে আনীত হইত, তাহারা স্ত্রীলোকদের হস্তে কঙ্কণ ও মস্তকে সুন্দর মুকুট দিত। [৪৩] তখন সেই শীর্ণা বেশ্যার বিষয়ে আমি কহিলাম, এখনও এই ব্যক্তি আপন বেশ্যাক্রিয়া করিতেছে। [৪৪] পুরুষেরা যেমন বেশ্যাতে গমন করে, তদ্রূপ তাহাতে গমন করিত, অর্থাৎ ঐ দুষ্টা স্ত্রী অহলা ও অহলীবাতে গমন করিত।

[৪৫] ধার্ম্মিক লোকেরা ব্যভিচারিণী ও রক্তপাতকারিণীদের ন্যায় তাহাদের বিচার করিবে; কেননা তাহারা ব্যভিচারিণী, ও তাহাদের হস্তে রক্ত আছে। [৪৬] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মণ্ডলী আনিব, এবং তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিতে ও লূট করিতে আজ্ঞা করিব। [৪৭] সেই মণ্ডলী তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে, ও খড়্গে ছেদন করিবে, ও তাহাদের কন্যা পুত্রদিগকে বধ করিবে, ও অগ্নিতে তাহাদের গৃহ দগ্ধ করিবে। [৪৮] তাবৎ স্ত্রীগণ যেন শিক্ষা পাইয়া তোমাদের দুষ্টাচরণের ন্যায় আচরণ না করে, এই জন্যে আমি পৃথিবীর মধ্যহইতে এই মত দুষ্টতা দূর করিব। [৪৯] লোকেরা তোমাদের দুষ্টতার ফল তোমা-

দিগকে দিবে; তোমরা আপন প্রতিমাগণের পাপ ভোগ করিবা; তাহাতে আমি যে প্রভু পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা।

২৪ অধ্যায়।

১ কটাহের দৃষ্টান্তকথা, ৬ ও যিরূশালমের বিনাশরূপ তাহার তাৎপর্য্য, ১৫ ও যিহিষ্কেলের স্ত্রীর মরণ, ১৯ ও লোকদের দুঃখরূপ তাহার তাৎপর্য্য।

১ অপর নবম বৎসরের দশম মাসের দশম দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, অদ্যকার এই দিনের নাম লেখ, কেননা অদ্যকার এই দিনে বাবিলের রাজা যিরূশালমের উপরে হস্তার্পণ করিল। ৩ তুমি সেই বিরোধি বংশের উপলক্ষ্যে এক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি কটাহ চড়াও; তাহা চড়াইয়া তাহার মধ্যে জল ঢাল। ৪ এবং তাহার মধ্যে খণ্ড ২ করিয়া প্রত্যেক উত্তম অঙ্গের মাংস অর্থাৎ উরু ও স্কন্ধ একত্র কর, এবং উত্তম অস্থিতে তাহা পরিপূর্ণ কর। ৫ পালের মধ্যহইতে উত্তম পশু লও, এবং নীচে অস্থি পাক করণের যোগ্য কাষ্ঠরাশি রাখ, এবং কটাহ এমত উষ্ণ কর যে তাহার মধ্যস্থিত অস্থিও সিদ্ধ হয়।

৬ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, সেই রক্তপাতকারি নগরের সন্তাপ হইবে; সে এমন কটাহস্বরূপ যাহার মধ্যে কলঙ্ক থাকে; তাহারও কলঙ্ক দূরীকৃত হয় নাই; তাহাহইতে প্রত্যেক খণ্ড মাংস বাহির কর, তাহার বিষয়ে গুলিবাঁট করিও না। ৭ কেননা তাহার পাতিত রক্ত তাহার মধ্যস্থানে আছে; সে তাহা ধূলাতে আচ্ছন্ন করণার্থে মৃত্তিকাতে না ঢালিয়া অনাবৃত শৈলের উপরে রাখিয়াছে। ৮ তাহার পাপের প্রতিফল দিতে ক্রোধ যেন প্রজ্বলিত হয়, এই জন্যে আমি তাহার রক্ত আচ্ছাদিত না করিয়া অনাবৃত শৈলের উপরে রাখিব। ৯ অতএব প্রভু পরমেশ্বর কহেন, সেই রক্তপাতকারি নগরের সন্তাপ হইবে; আমিও কাষ্ঠের বৃহৎ রাশি প্রস্তুত করিব। ১০ তোমরা বহু কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মাংস পাক কর, ও গলাইয়া ফেল, এবং অস্থি সকল দগ্ধ কর। ১১ পরে তাহার পিত্তল যেন তপ্ত ও দগ্ধ হয়, ও তাহার মধ্যে স্থিত মল যেন গলিয়া যায়, ও তাহার কলঙ্ক যেন ক্ষয় পায়, এই জন্যে কটাহ শূন্য করিয়া অঙ্গারের উপরে রাখ। ১২ সে অতিশয় ক্লেশজনক; তাহার মধ্যে স্থিত বড় ২ কলঙ্ক পরিষ্কৃত হয় না, বরঞ্চ সেই কলঙ্ক অগ্নিময় হয়। ১৩ তোমার অপবিত্রতা দুষ্টতাযুক্ত; আমি তোমাকে পরিষ্কৃত করিলেও তুমি পরিষ্কৃত হও নাই; এই নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত আমি তোমার প্রতি আপন প্রচণ্ড ক্রোধ সফল না করি, তাবৎ তুমি আপন মলহইতে পরিষ্কৃত হইবা না। ১৪ আমি পরমেশ্বর এই কথা কহিতেছি; ইহা অবশ্য হইবে; আমি তাহা করিব, কখনও পরাবৃত্ত হইব না, এবং চক্ষুর্লজ্জা করিব না ও কিছু দয়া করিব না। প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি আপন আচার ও ক্রিয়ানুসারে বিচারিত হইবা।

১৫ অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৬ হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, আমি আঘাত করিয়া তোমার নয়নের হর্ষজনক পাত্রকে তোমার নিকটহইতে হরণ করিব; তথাপি তুমি শোক ও ক্রন্দন করিবা না, ও তোমার অশ্রুপাতও হইবে না। ১৭ নীরব হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর; মৃত লোকের জন্যে শোক করিও না, কিন্তু মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন কর, ও পদে পাদুকা দেও, এবং আপন চিবুক আচ্ছাদন করিও না, ও শোককারিদের ন্যায় ভোজন করিও না। ১৮ আমি যে দিনের প্রাতঃকালে লোকদিগকে কহিলাম, তাহার সন্ধ্যাকালে আমার ভার্য্যা মরিল; তাহাতে আমি যেমন আজ্ঞা পাইলাম, প্রাতঃকালে তদ্রূপ করিলাম।

১৯ পরে লোকেরা আমাকে কহিল, আমাদের প্রতি তোমার কৃত এই কর্ম্মের অভিপ্রায় কি? তাহা কি আমাদিগকে কহিবা না? ২০ তাহাতে আমি তাহাদিগকে উত্তর করিলাম, পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২১ তুমি ইস্রায়েল বংশের প্রতি এই কথা কহ, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমার যে ধর্ম্মধাম তোমাদের পরাক্রমের গর্ব্ব ও তোমাদের চক্ষুর হর্ষজনক ও তোমাদের আন্তরিক স্নেহের পাত্র, তাহা আমি অশুচি করিব, ও তোমাদের অবশিষ্ট পুত্র কন্যাগণ খড়্গে পতিত হইবে। ২২ এবং আমি যেরূপ করিলাম, তোমরাও তদ্রূপ করিবা, ফলতঃ তোমরা চিবুক আচ্ছাদন করিবা না, ও শোককারিদের ন্যায় আহার করিবা না। ২৩ এবং মস্তকে উষ্ণীষ ও পদে পাদুকা দিবা, শোক করিয়া ক্রন্দন করিবা না, কিন্তু আপন ২ অধর্ম্মেতে ক্ষীণ হইবা ও পরস্পর আর্ত্তস্বর করিবা। ২৪ যিহিষ্কেল তোমাদের এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে; সে যাহা করে, তোমরা তদনুসারে করিবা; ইহা সফল হইলে আমি যে প্রভু পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিবা। ২৫ হে মনুষ্যের সন্তান, তাহাদের বল ও শোভারূপ আনন্দ ও চক্ষুর হর্ষজনক ও মনোবাঞ্ছিত দ্রব্য

যে পুত্র কন্যাগণ, তাহাদিগকে আমি যে দিনে তাহাদের নিকটহইতে হরণ করিব, [২৬] সেই দিনে পলায়িত কোন জন আসিয়া তোমার কর্ণগোচরে কি এই সংবাদ দিবে না? [২৭] সেই দিনে তুমি বাক্‌শক্তি পাইয়া ঐ পলায়িত লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবা, আর বোবা থাকিবা না; এই রূপে তুমি লোকদের এক চিহ্নস্বরূপ হইবা; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে।

২৫ অধ্যায়।

১ যিহূদি লোককে হিংসা করণ প্রযুক্ত অম্মোনীয় লোকদের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৮ ও মোয়াবের দণ্ড, ১২ ও ইদোমের দণ্ড, ১৫ ও পিলেষ্টীয় লোকদের দণ্ড।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি অম্মোনীয়দের প্রতি মুখ রাখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য বল। [৩] অম্মোনীয়দিগকে এই কথা বল, তোমরা প্রভু পরমেশ্বরের কথা শুন; প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে সময়ে আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র হইল, এবং ইস্রায়েল দেশ নরশূন্য হইল, এবং যিহূদা বংশ বন্দি হইয়া গমন করিল, সেই সময়ে তোমরা ভাল২ এই কথা কহিলা। [৪] অতএব দেখ, আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বদেশীয় লোকদের হস্তে অধিকাররূপে সমর্পণ করিব; তাহারা তোমাদের মধ্যে আপনাদের শিবির স্থাপন করিবে ও তোমাদের মধ্যে বসতি করিবে; তাহারাই তোমাদের ফল ভোজন করিবে, ও তোমাদের দুগ্ধ পান করিবে। [৫] আমি রব্বাকে উষ্ট্রশালা করিব, ও অম্মোনীয় দেশকে মেষপালের শয়নস্থান করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিবা। [৬] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা হাততালি দিয়াছ, ও পদাঘাত করিয়াছ, এবং ইস্রায়েল দেশের বিরুদ্ধে তুচ্ছতা করিয়া মনে আনন্দ করিয়াছ। [৭] অতএব দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, ও অন্যজাতীয়দের হস্তে তোমাদিগকে লুটরূপে সমর্পণ করিব, এবং বংশদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিব, ও দেশীয়দের মধ্যহইতে সংহার করিব; আমি তোমাদিগকে বিনষ্ট করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জানিবা।

[৮] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, মোয়াব ও সেয়ীর এই কথা বলিল, 'যিহূদা বংশ অন্য সকল জাতিদের তুল্য হইতেছে।' [৯] অতএব দেখ, আমি মোয়াবের পার্শ্ব দিয়া ও তাহার প্রান্তস্থিত নগর দিয়া অর্থাৎ যে দেশরত্নে বৈৎযিশীমোৎ ও বাল-মিয়োন্ ও কিরিয়াথয়িম আছে, [১০] তথায় অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে গমনকারি পূর্ব্বদেশীয়দের জন্যে এক পথ প্রস্তুত করিব, এবং তাহাদের দেশ অধিকার করিতে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব, তাহাতে অম্মোনীয়েরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে আর স্মরণে আসিবে না। [১১] এবং আমি মোয়াবকে দণ্ড দিব, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে।

[১২] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইদোম যিহূদা বংশকে হিংসাভাবে প্রতিফল দিয়াছে; সে তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়াতে বড় অপরাধ করিয়াছে। [১৩] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি ইদোমের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যহইতে মনুষ্য ও পশুকে উচ্ছিন্ন করিব, ও তৈমন্ অবধি দিদন্ পর্য্যন্ত দেশ নরশূন্য করিব, ও লোকেরা খড়্গদ্বারা পতিত হইবে। [১৪] এবং আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদ্বারা ইদোমকে প্রতিফল দিব; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তাহারা ইদোমের প্রতি আমার কোপ ও ক্রোধানুসারে আচরণ করিবে; তাহাতে তাহারা আমার দত্ত প্রতিফল জ্ঞাত হইবে।

[১৫] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, পিলেষ্টীয় লোকেরা তাহাদের প্রতি হিংসাচরণ করিয়াছে, ও জাতক্রোধ প্রযুক্ত বিনাশ করণার্থে মনের তুচ্ছতাতে হিংসাপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিফল দিয়াছে। [১৬] অতএব দেখ, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি পিলেষ্টীয়দের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিব; ও কিরেথীয়দিগকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং সমুদ্রতীরস্থ অবশিষ্ট লোকদিগকে বিনষ্ট করিব। [১৭] এবং আমি তাহাদিগকে ক্রোধযুক্ত ভর্ৎসনা পূর্ব্বক ভয়ানক প্রতিফল দিব; আমি তাহাদিগকে প্রতিফল দিলে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে।

২৬ অধ্যায়।

১ সোরের দণ্ড, ৭ ও তাহার বিরুদ্ধে নিবুখদ্নিৎসর রাজার যুদ্ধযাত্রা করণ, ১৫ ও তাহার পতনে অন্যদেশীয়দের বিস্ময় ও শোক।

[১] একাদশ বৎসরের (প্রথম) মাসের প্রথম দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, সোর নগর যিরূশালমের বিরুদ্ধে এই কথা কহিয়াছে, আহা! যে নগর লোকদের দ্বারস্বরূপ ছিল, সে ভগ্ন হইয়াছে; (তাহার বাণিজ্য) আমাতে আসিবে, ও সে শূন্য হওয়াতে আমি পূর্ণ হইব। [৩] এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা

কহেন, হে সোর্, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল আছি; সমুদ্র যেমন আপন তরঙ্গ চালন করে, তদ্রূপ আমি তোমার বিরুদ্ধে জাতিগণকে চালন করিব। [৪] তাহারা সোরের প্রাচীর বিনষ্ট করিবে, ও তাহার দুর্গ ভগ্ন করিবে, এবং আমি তাহার মধ্যহইতে তাহার মৃত্তিকা চাঁচিব, ও তাহাকে অনাবৃত শৈল করিব। [৫] সে সমুদ্রের মধ্যে জাল বিস্তার করণের স্থান হইবে; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, এই কথা আমি কহিতেছি; সে অন্যদেশীয়দের লুটদ্রব্যস্বরূপ হইবে। [৬] এবং ক্ষেত্রে বাসকারিণী তাহার কন্যারা খড়্গে বিনষ্টা হইবে; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে।

[৭] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি উত্তরদেশহইতে রাজাধিরাজ নিবুখদ্‌নিৎসর নামক বাবিলের রাজাকে ও অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রভৃতি সমূহলোককে সোর নগরের বিরুদ্ধে আনিব। [৮] সে ক্ষেত্রে বাসকারিণী তোমার কন্যাদিগকে খড়্গে বধ করিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে দুর্গ প্রস্তুত করিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বান্ধিবে ও তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উচ্চ করিবে। [৯] এবং তোমার প্রাচীরের বিরুদ্ধে বিনাশক যুদ্ধযন্ত্র স্থাপন করিবে, ও আপন অস্ত্র দিয়া তোমার দুর্গ ভাঙ্গিবে। [১০] তাহাতে ভগ্নপ্রাচীর নগরে যেমন লোক প্রবেশ করে, তদ্রূপ সে যখন তোমার দ্বারে প্রবেশ করিবে, তখন তাহার অশ্বের বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাদের ধূলা তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে, এবং অশ্বারূঢ়দের ও চক্রের ও রথের শব্দেতে তোমার প্রাচীর কাঁপিবে। [১১] সে আপন অশ্বগণের খুরদ্বারা তোমার তাবৎ পথ দলিত করিবে, ও খড়্গদ্বারা তোমার লোকদিগকে বিনষ্ট করিবে; তোমার বলের স্তম্ভ সকল ভূমিসাৎ হইবে। [১২] তাহারা তোমার ধন লুট করিবে, ও তোমার বাণিজ্যদ্রব্য হরণ করিবে, ও তোমার প্রাচীর ভগ্ন করিবে, এবং তোমার রম্য গৃহ বিনষ্ট করিবে, ও তোমার প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। [১৩] আমি তোমার গানের শব্দ নিবৃত্ত করিব, এবং তোমার বীণার বাদ্য আর শুনা যাইবে না। [১৪] আমি তোমাকে অনাবৃত শৈল করিব, ও তুমি জাল বিস্তার করণের স্থান হইবা, পুনরায় নির্ম্মিত হইবা না; কেননা প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি পরমেশ্বর এ কথা কহিতেছি।

[১৫] অপর প্রভু পরমেশ্বর সোর নগরের বিরুদ্ধে এই কথা কহেন, যে সময়ে তোমার মধ্যে মারণ হওয়াতে ক্ষতবিক্ষত লোকেরা আর্ত্তস্বর করিবে, তৎকালে তোমার পতনের শব্দে দ্বীপ সকল কি কম্পিত হইবে না? [১৬] তৎকালে সমুদ্রের অধ্যক্ষগণ আপন২ সিংহাসনহইতে নামিবে, ও আপন২ বস্ত্র ত্যাগ করিবে, ও আপন২ চিত্রবিচিত্র পরিচ্ছদ খুলিবে; তাহারা কেবল কম্পনরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃত্তিকাতে বসিবে, এবং নিমিষে২ কাঁপিয়া তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইবে। [১৭] ও বিলাপ করিয়া তোমার বিষয়ে কহিবে, 'হে সমুদ্রব্যবসায়ি লোকদের বাসস্থান, হে সমুদ্রস্থিত বলবান ও প্রসিদ্ধ নগর, তুমি এবং প্রতিবাসি লোকদের ভয়জনক তোমার বিনাসিগণ কি বা উচ্ছিন্ন হইয়াছ।' [১৮] তোমার পতনের দিনে দ্বীপ সকল কম্পান্বিত হইবে, ও তোমার শেষগতিতে সমুদ্রস্থ উপদ্বীপ সকল উদ্বিগ্ন হইবে। [১৯] কেননা প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে সময়ে আমি বসতিহীন নগরের ন্যায় তোমাকে নরশূন্য করিব, ও তোমার উপরে গভীর জল আনিয়া তোমাকে অগাধ জলে মগ্ন করিব; [২০] তৎকালে যাহারা গর্ত্তে নামিয়াছে, এমত পূর্ব্বকালীয় লোকদের কাছে আমি তোমাকে নামাইব; ও তুমি যেন আর বাসস্থান না হও, এই জন্যে যাহারা গর্ত্তে নামে, তাহাদের কাছে তোমাকে পৃথিবীর অধঃস্থানে অর্থাৎ পূর্ব্বাবধি নরশূন্য স্থানে স্থাপন করিব, ও জীবিত লোকদের মধ্যে আপন মহিমা প্রকাশ করিব। [২১] আমি তোমাকে উদ্বেগজনক করিব, তুমি আর থাকিবা না; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি অন্বেষিত হইলেও আর কখনো প্রাপ্ত হইবা না।

২৭ অধ্যায়।

১ সোরের ধনাঢ্যতা, ২৬ ও তাহার মহাপতন।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এখন সোরের বিষয়ে গান করিয়া বিলাপ কর। [৩] তুমি সোরকে বল, হে সমুদ্রের প্রবেশস্থানে নিবাসিনি ও নানাদেশীয়দের হিতার্থে নানা দ্বীপস্থ লোকদের সহিত বাণিজ্যকারিণি, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে সোর্, তুমি কহিতেছ, আমি পরম সুন্দরী। [৪] তোমার রাজ্যস্বরূপ সমুদ্রের মধ্যে তোমার নির্ম্মাণকারিগণ তোমার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছে। [৫] তাহারা সেনীরের ঝাউ বৃক্ষহইতে তোমার তক্তা সকল প্রস্তুত করিয়াছে, ও তোমার মাস্তুল করিতে লিবানোনহইতে এরস বৃক্ষ আনিয়াছে। [৬] ও বাশনের অলোন্ কাষ্ঠদ্বারা তোমার দাঁড় প্রস্তুত করিয়াছে, এবং কিত্তীয় উপদ্বীপহইতে দেবদারুকাষ্ঠ ও হস্তিদন্ত আনিয়া তোমার আসন সকল প্রস্তুত করিয়াছে।

৭ এবং মিসরদেশহইতে সূক্ষ্ম বুটাদার বস্ত্র আনীত হইয়া তোমার পতাকাস্বরূপ পাইল হয়; এবং ইলীশা উপদ্বীপহইতে নীল ও বেগুণীয় বর্ণের বস্ত্র আনীত হইয়া তোমার চন্দ্রাতপ হয়। ৮ এবং সীদোন ও অর্বদ্ নিবাসিরা তোমার দণ্ডবাহক হয়; এবং হে সোর, তোমার মধ্যবর্ত্তি বিদ্বান লোকেরা তোমার কর্ণধার হয়। ৯ এবং তোমার মধ্যস্থিত গিবলের প্রাচীন লোকেরা ও বিদ্বানেরা তোমার কালাপ্রাতিকর হয়, এবং তোমার বাণিজ্য করিতে সমুদ্রের তাবৎ জাহাজ নাবিকগণের সহিত তোমার মধ্যে থাকে। ১০ এবং পার্সীয় ও লূদীয় ও পূটীয় যোদ্ধারা তোমার সৈন্যের মধ্যে ভুক্ত আছে; তাহারা তোমার মধ্যে ঢাল ও টোপর ঝুলাইয়া তোমার শোভা করে। ১১ এবং অর্বদীয় লোকেরা তোমার সৈন্যের সহিত চতুর্দ্দিগে তোমার প্রাচীরের উপরে, এবং অজেয় রক্ষকরূপে তোমার দুর্গে থাকে; তাহারা তোমার প্রাচীরের উপরে চতুর্দ্দিগে ঢাল ঝুলাইয়া তোমার অশেষ সৌন্দর্য্য করে। ১২ এবং তর্শীশ দেশীয় লোকেরা বণিক্ হইয়া নানা ধনের বাহুল্য প্রযুক্ত রূপা ও লোহ ও দস্তা ও সীসা আনিয়া বিক্রয় করে। ১৩ এবং যূনান ও তূবল ও মেশক দেশীয় লোকেরা তোমার বণিক হয়; তাহারা মানুষ ও পিত্তলের পাত্র আনিয়া তোমার হট্টে বিক্রয় করে। ১৪ এবং তোগর্ম বংশীয় লোকেরা ঘোটক ও যুদ্ধাশ্ব ও অশ্বতর আনিয়া বিক্রয় করে। ১৫ এবং দিদনীয় লোকেরা তোমার বণিক্ হয়, এবং অনেক দ্বীপে তোমার সুগম বাণিজ্যস্থান থাকাতে লোকেরা তোমার দ্রব্যের পরিবর্ত্তে হস্তিদন্ত ও আবলুস কাষ্ঠ তোমাকে দেয়। ১৬ এবং অরামদেশ তোমার নির্ম্মিত দ্রব্যের বাহুল্য প্রযুক্ত তোমার বাণিজ্যস্থান হয়, তথাকার লোকেরা তামুমণি ও বাগুনীয় ও বুটাদার ও সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং প্রবাল ও পদ্মরাগ মণি বিক্রয় করে। ১৭ এবং যিহূদা ও ইস্রায়েল দেশীয় লোকেরাও তোমার বণিক্ হয়; তাহারা মিন্নীৎ স্থানের গোম ও মিষ্টান্ন ও মধু ও তৈল ও ঔষধ আনিয়া বিক্রয় করে। ১৮ এবং দম্মেষক তোমার নির্ম্মিত সামগ্রী ও তাবৎ প্রকার ধনের বাহুল্য প্রযুক্ত তোমার বাণিজ্যস্থান হয়; তথাকার লোকেরা হিল্‌বোনের দ্রাক্ষারস ও মেষের শ্বেত লোম আনিয়া বিক্রয় করে। ১৯ এবং বিদান ও যূনান্ দেশীয় লোকেরা উষলহইতে তোমার হট্টে কান্তলৌহ ও দারুচিনি ও বচ আনিয়া বিক্রয় করে। ২০ এবং দিদন লোকেরা রথের নিমিত্তে দুলিচার মহাজন হয়। ২১ এবং আরবীয় লোকেরা ও কেদরের অধ্যক্ষগণ মেষশাবক ও মেষ ও ছাগ দিয়া তোমার সহিত বাণিজ্য করে; তাহারা এই সকল দ্রব্যের মহাজন। ২২ এবং শিবা ও রয়মার মহাজনেরাও তোমার বণিক্ হয়; তাহারা নানা প্রকার উত্তম২ গন্ধদ্রব্য ও নানাবিধ মণি ও সুবর্ণের ব্যবসায় করে। ২৩ এবং হারণ্ ও কন্না ও এদন্ ও শিবা ও অশূর ও কিল্‌মদ্ দেশীয় মহাজনেরাও তোমার বণিক্ হয়। ২৪ তাহারা নানা প্রকার সুন্দর দ্রব্য ব্যবসায় করে, এবং নীলবর্ণ ও বুটাদার প্রাবরণ ও দিব্য বস্ত্রেতে পূর্ণ রজ্জুতে বদ্ধ এরস্‌কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুকের ব্যবসায় করে। ২৫ এবং তর্শীশগামি জাহাজ সকল তোমার বাণিজ্যরক্ষক চরস্বরূপ হয়, এবং তুমি পরিপূর্ণ ও মহাতেজস্বী হইয়া সমুদ্রের মধ্যে আছ।

২৬ তোমার নাবিকগণ তোমাকে গভীর জলে আনিলে পূর্ব্বীয় বায়ু সমুদ্রের মধ্যে তোমাকে ভগ্ন করিবে। ২৭ এবং তোমার বিনাশদিনে তোমার ধন ও পণ্য দ্রব্য ও বাণিজ্য ও দণ্ডবাহকেরা ও কর্ণধারেরা ও কালাপাতিকরেরা ও মহাজনেরা এবং তোমার মধ্যবর্ত্তি তাবৎ যোদ্ধা তোমার মধ্যস্থিত জনতার সঙ্গেই সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইবে। ২৮ এবং তোমার কর্ণধারদের ক্রন্দনের শব্দে উপনগর সকল কাঁপিবে। ২৯ এবং দণ্ডবাহকেরা ও নাবিকেরা ও সমুদ্রস্থ তাবৎ নৌকাবাহকেরা আপন২ জাহাজহইতে নামিয়া তীরে দাঁড়াইবে। ৩০ এবং তোমার নিমিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও অতিশয় ক্রন্দন করিয়া আপন২ মস্তকে ধূলা ফেলিবে ও ভস্মেতে লুণ্ঠন করিবে। ৩১ এবং তোমার নিমিত্তে মস্তক মুণ্ডন করিবে ও চট পরিধান করিবে, ও মনস্তাপে মহাবিলাপ করিয়া তোমার নিমিত্তে রোদন করিবে। ৩২ তাহারা তোমার জন্যে আর্ত্তস্বর করিয়া বিলাপ করিবে, ও বিলাপ করণ সময়ে এই কথা কহিবে, "সমুদ্রের মধ্যে উচ্ছিন্ন যে সোর নগর, তাহার তুল্য কে? ৩৩ যে সময়ে সমুদ্রের মধ্যদিয়া তোমার বাণিজ্যের দ্রব্য গতায়াত করিত, তখন তুমি অনেক দেশের লোককে তৃপ্ত করিতা, এবং নিজ ধনের ও বাণিজ্যের বাহুল্যদ্বারা পৃথিবীর রাজগণকে ধনী করিতা। ৩৪ কিন্তু এখন তুমি সমুদ্রের তরঙ্গেতে গভীর জলে মগ্ন হওয়াতে তোমার বাণিজ্য ও তোমার মধ্যস্থিত লোকারণ্য পতিত হইল। ৩৫ এবং তাবৎ দ্বীপবাসি লোকেরা তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হয়, ও তাহাদের রাজগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিষণ্নবদন হয়। ৩৬ এবং নানাদেশের বণিকেরা তোমার নিন্দা করে; তুমি উদ্বেগজনক হইয়াছ, আর কখনো স্থাপিত হইবা না।"

২৮ অধ্যায়।

১ অহঙ্কারের নিমিত্তে সোরের রাজার উপরে ঈশ্বরের দণ্ড দেওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১১ ও তাহার বিলাপ, ২০ ও সীদোনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৪ ও ইস্রায়েল লোকদের আপন দেশে পুনরাগমন।

১ পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সোরের রাজাকে এই কথা বল; প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমার মন গর্ব্বিত হইয়াছে, এবং 'আমি ঈশ্বর হইয়া সমুদ্রের মধ্যস্থিত ঈশ্বরাসনে উপবিষ্ট আছি,' এই কথা কহিতেছ। যদ্যপি তুমি মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহ, তথাপি আপন জ্ঞানকে ঈশ্বরের জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান করিতেছ। ৩ দেখ, তুমি দানিয়েল্‌হইতেও জ্ঞানবান, কোন গুপ্ত কথা তোমার অগোচর নাই। ৪ তুমি আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া আপন ভাণ্ডারে সুবর্ণ ও রূপা রাখিয়াছ। ৫ তুমি প্রচুর জ্ঞান প্রযুক্ত বাণিজ্যদ্বারা আপন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছ, এবং ঐশ্বর্য্যেতে তোমার অন্তঃকরণ গর্ব্বিত হইয়াছে। ৬ অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি আপন জ্ঞানকে ঈশ্বরের জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান করিতেছ। ৭ এই জন্যে দেখ, আমি বিদেশিদিগকে অর্থাৎ অন্যজাতীয় লোকদের মধ্যে ভয়ানক লোকদিগকে তোমার বিরুদ্ধে আনিব; তাহারা তোমার জ্ঞানরূপ সৌন্দর্য্যের প্রতিকূলে আপন২ খড়্গ বাহির করিবে, ও তোমার শোভাতে কলঙ্ক দিবে। ৮ তাহারা তোমাকে গর্ত্তে ফেলিবে, এবং তুমি হতদের ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে মরিবা। ৯ তুমি কি আপন হন্তার সাক্ষাতে 'আমি ঈশ্বর,' এই কথা কহিবা? কিন্তু তুমি সেই হন্তার হস্তে মনুষ্যভিন্ন ঈশ্বর নহ। ১০ মৃত্ত অচ্ছিন্নত্বক্‌ লোকদের ন্যায় তুমি বিদেশিদের হস্তদ্বারা প্রাণত্যাগ করিবা, কেননা প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই আমার আজ্ঞা।

১১ অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সোরের রাজার বিষয়ে বিলাপ করিয়া তাহাকে এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যে সিদ্ধ হওয়াতে সৌষ্ঠবের মুদ্রাঙ্ক দিয়া থাক। ১৩ তুমি এদন্‌ নামক ঈশ্বরের উদ্যানে জন্মিয়াছিলা, এবং চুনি ও পদ্মরাগ ও হীরক ও গোদন্ত ও বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত ও নীলকান্ত ও তামুমণি ও মরকত ইত্যাদি তাবৎ প্রকার মণিতে ও সুবর্ণেতে জড়িত ছিলা; এবং তোমার সৃষ্টিদিনে তোমার অনুগামি তবল ও ত্রীগণ প্রস্তুত করা গেল। ১৪ তুমি অভিষিক্ত আচ্ছাদক কিরূব হইলা; আমি ঈশ্বরের পবিত্র পর্ব্বতে তোমাকে স্থাপন করিলাম, এবং তুমি উজ্জ্বল প্রস্তরের মধ্যে ভ্রমণ করিতা। ১৫ তুমি সৃষ্টিদিনাবধি আপন পথে নির্দ্দোষ ছিলা; কিন্তু অবশেষে তোমাতে অধর্ম্ম পাওয়া গেল। ১৬ তোমার বাণিজ্যের বাহুল্য প্রযুক্ত তোমার উদর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হওয়াতে তুমি পাপিষ্ঠ হইয়াছ, এই জন্যে আমি তোমাকে অপবিত্র বস্তুর ন্যায় ঈশ্বরের পর্ব্বতহইতে নিক্ষেপ করিব, এবং হে আচ্ছাদক কিরূব, আমি উজ্জ্বল প্রস্তরহইতে তোমাকে দূর করিব। ১৭ তোমার মন সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছে, ও তোমার শোভার নিমিত্তে তোমার জ্ঞান হত হইয়াছে; অতএব আমি তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিব, ও রাজগণের কৌতুকাস্পদ হওনার্থে তাহাদের সম্মুখে তোমাকে ফেলিব। ১৮ তুমি আপন প্রচুর অপরাধ ও বাণিজ্যের অধর্ম্মদ্বারা আপনার পবিত্র বস্তু সকল অপবিত্র করিয়াছ, এই জন্যে আমি তোমার মধ্যহইতে অগ্নি নির্গত করিব, তাহা তোমাকে দগ্ধ করিবে; এবং আমি তোমার নিরীক্ষণকারি লোকদের সাক্ষাতে তোমাকে ভূমিতে ভস্মসাৎ করিব। ১৯ দেশীয়দের মধ্যে তোমার পরিচিত লোকেরা তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইবে, এবং তুমি উদ্বেগজনক হইয়া আর কখনো স্থাপিত হইবা না।

২০ অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২১ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সীদোনের প্রতিকূলে মুখ রাখিয়া তাহার বিপরীতে ভবিষ্যদ্বাক্য কহ। ২২ তুমি বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে সীদোন, দেখ, আমি তোমার প্রতিকূল হইয়া তোমার মধ্যে গৌরবান্বিত হইব; যে সময়ে আমি তোমাকে দণ্ড দিব ও তোমাদ্বারা পবিত্ররূপে মান্য হইব, তৎকালে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা সকলে জ্ঞাত হইবে। ২৩ আমি তোমার মধ্যে মহামারী ও তোমার পথে রক্ত প্রেরণ করিব, এবং চতুর্দ্দিকস্থ খড়্গদ্বারা হত লোকেরা তোমার মধ্যে পতিত হইবে; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা সকলে জ্ঞাত হইবে।

২৪ ইস্রায়েল বংশের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত অবজ্ঞাকারি লোকদের মধ্যে তাহার বিদ্ধকারি ক্ষুদ্র কণ্টক ও ব্যথাজনক বৃহৎ কণ্টকস্বরূপ আর কেহ থাকিবে না; এবং আমি যে প্রভু পরমেশ্বর, তাহা সকলে জ্ঞাত হইবে। ২৫ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল বংশ যে২ লোকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যহইতে আমি যখন তাহাদিগকে

সংগ্রহ করিব, তৎকালে আমি তাহাদের দ্বারা অন্যজাতীয়দের দৃষ্টিতে পবিত্ররূপে মান্য হইব, এবং আপন দাস যাকুবকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে বাস করাইব। [২৬] সে স্থানে তাহারা নিরাপদে বাস করিবে ও বাটী নির্ম্মাণ করিবে ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে; এবং আমি তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবজ্ঞাকারিদিগকে দণ্ড দিলে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবে, এবং আমি যে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবে।

২৯ অধ্যায়।

১ ফিরৌণ রাজার অহঙ্কার ও কাপট্য বিষয়ের কথা, ৮ ও তাহার দেশের উচ্ছিন্ন হওন, ১৩ ও চল্লিশ বৎসরের পর তাহার পুনঃস্থাপন, ১৭ ও মিসর দেশের রাজ্য নিবুখদ্‌নিৎসরের বেতনস্বরূপ, ২১ ও ইস্রায়েলের পরাক্রমের বৃদ্ধি।

[১] অপর দশম বৎসরের দশম মাসের দ্বাদশ দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, মিসর দেশের ফিরৌণ রাজার প্রতি মুখ রাখিয়া তাহার ও তাবৎ মিসরের বিপরীতে ভবিষ্যদ্বাক্য কহ। [৩] এবং প্রচার করিয়া বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে মিস্রীয়রাজ ফিরৌণ, দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে আছি; তুমি দীর্ঘকায় মহাকুম্ভীর রূপে নিজ নদীগণের মধ্যে ভাসিয়া এই কথা কহিতেছ, 'এই নদী আমার, আমি আপনার জন্যে তাহা করিয়াছি।' [৪] কিন্তু আমি তোমার মুখে বড়িশ গাঁথিব, ও তোমার নদীগণের মৎস্যদিগকে তোমার আঁইষেতে লাগাইয়া নদীর মধ্যহইতে টানিয়া বাহির করিব, এবং তোমার নদীগণের তাবৎ মৎস্য তোমার আঁইষেতে লাগিয়া থাকিবে। [৫] পরে তোমাকে ও তোমার নদীগণের তাবৎ মৎস্যকে প্রান্তরে ত্যাগ করিব; তুমি ক্ষেত্রে পড়িলে আর সংগৃহীত ও একত্রীকৃত হইবা না; আমি বনপশু ও আকাশের পক্ষিগণের আহারের নিমিত্তে তোমাকে দিব। [৬] তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা মিসরনিবাসি তাবৎ লোক জানিবে, কেননা তাহারা ইস্রায়েল বংশীয়দের প্রতি নলযষ্টি হইয়াছিল। [৭] তাহারা যখন সেই যষ্টি হস্তে ধরিত, তখন সে ভগ্ন হইয়া তাহাদের তাবৎ স্কন্ধ ছিঁড়িত; ও যখন তাহার উপরে নির্ভর দিত, তখন সে ভাঙ্গিয়া তাহাদের কটিদেশ বিকল করিত।

[৮] এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার উপরে খড়্গ আনিয়া তোমার মধ্যহইতে মনুষ্য ও পশু সকল উচ্ছিন্ন করিব। [৯] এবং মিসরদেশ উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য হইবে, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা সকলে জ্ঞাত হইবে; কেননা তুমি কহিলা, 'নদী আমার, আমি তাহা সৃষ্টি করিয়াছি।' [১০] এই জন্যে দেখ, আমি তোমার ও তোমার নদীগণের প্রতিকূল হইয়া মিগ্‌দোল অবধি সিবেনী অর্থাৎ কূশের সীমা পর্য্যন্ত মিসরদেশকে সর্ব্বতোভাবে নরশূন্য ও উচ্ছিন্ন করিব। [১১] মনুষ্যের চরণ তাহা দিয়া আর গমন করিবে না, এবং পশুর চরণও তাহা দিয়া যাইবে না; চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সে স্থানে বসতি হইবে না। [১২] আমি তাবৎ নরশূন্য দেশের মধ্যে মিসরকে নরশূন্য এক দেশ করিব, ও উচ্ছিন্ন নগরের মধ্যে তাহার সকল নগর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে; এবং আমি মিস্রীয়দিগকে তাবৎ জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও তাবৎ দেশের মধ্যে বিকীর্ণ করিব।

[১৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, মিস্রীয় লোকেরা যে২ দেশে ছিন্নভিন্ন হইবে, সেই সকল দেশহইতে চল্লিশ বৎসরের পর আমি তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব। [১৪] এবং মিস্রীয় বন্দিদিগকে পুনর্ব্বার আনিব, এবং পথ্রোষ্‌দেশে অর্থাৎ আপনাদের জন্মদেশে তাহাদিগকে পুনরাগমন করাইব; সেই স্থানে তাহাদের এক নীচ রাজ্য হইবে। [১৫] অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে তাহা নীচ হইবে, এবং তাহারা জাতিগণের উপরে আর উন্নত হইবে না; তাহারা যেন অন্যজাতীয়দের উপরে আর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারে, এই জন্যে আমি তাহাদিগকে ক্ষুদ্র করিব। [১৬] এবং ইস্রায়েল বংশ আর কখনো মিসরে আশ্রয় লইবে না, ও তাহার প্রতি অভিমুখ হইবে না; তাহাতে মিসর ইস্রায়েলের অপরাধের স্মরণজনক আর হইবে না। কিন্তু আমি যে প্রভু পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে।

[১৭] অপর সপ্তবিংশ বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১৮] হে মনুষ্যের সন্তান, বাবিলের রাজা নিবুখদ্‌নিৎসর সোরের বিরুদ্ধে আপন সৈন্যদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করাইয়াছে; তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে টাক ও প্রত্যেকের স্কন্ধে ঘাঁটা পড়িয়াছে; কিন্তু সে ও তাহার সৈন্যগণ সোরের বিরুদ্ধে যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত বেতন পায় নাই। [১৯] এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিলের রাজা নিবুখদ্‌নিৎসরকে মিসরদেশ দিব, তাহাতে সে তাহার লোকসমূহকে দূর করিবে, এবং তাহার লুটদ্রব্য

ও বলেতে অধিকৃত দ্রব্য হরণ করিবে; তাহাতে তাহার সৈন্য বেতন পাইবে। [২০] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি সেই স্থানে কৃত তাহার পরিশ্রমের বেতনরূপে তাহাকে মিসরদেশ দিব; কেননা সে আমারই কার্য্য করিয়াছে।

[২১] সে দিনে আমি ইস্রায়েল বংশের বল বৃদ্ধি করিব, এবং তাহাদের মধ্যে তোমাকে কথা কহিতে দিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিতে পারিবে।

৩০ অধ্যায়।

১ মিসরের ও তাহার সহায়গণের উচ্ছিন্ন হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২০ ও মিসরের সৈন্যসামন্ত বিনষ্ট করণার্থে বাবিলের রাজার সৈন্যসামন্তের বৃদ্ধি হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] আর বার পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আর্ত্তনাদ করিয়া বল, হায়! এ কেমন দিন! [৩] কেননা সেই দিন নিকটবর্ত্তী; পরমেশ্বরের সেই দিন নিকটবর্ত্তী; আর সেই মেঘাচ্ছন্ন দিন অন্যজাতীয়দের কালস্বরূপ হইবে। [৪] এবং মিসরের উপরে খড়্গ আসিবে; ও কুশদেশে মহাবেদনা হইবে; সেই সময়ে মিসরদেশে লোক হত হইয়া পতিত হইবে, এবং তাহার লোকসমূহ ধৃত হইবে, ও তাহার মূলবস্তু বিনষ্ট হইবে। [৫] এবং কুশ ও পূট্ ও লূদ্ ও আরব্ এবং কূব্ প্রভৃতি নিয়মসম্বন্ধি দেশীয় লোকেরা তাহাদের সহিত খড়্গে পতিত হইবে। [৬] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, মিসরের সহায় লোকেরা পতিত হইবে, ও পরাক্রমের অহঙ্কার লোপ পাইবে; এবং প্রভু পরমেশ্বর কহেন, মিগ্‌দোল্ অবধি সিবেনী পর্য্যন্ত তন্মধ্যস্থ লোক খড়্গে পতিত হইবে। [৭] এবং নরশূন্য দেশগণের মধ্যে তাহা নরশূন্য হইবে, ও উচ্ছিন্ন নগরের মধ্যে তাহার নগর সকল উচ্ছিন্ন হইবে। [৮] আমি মিসরদেশে অগ্নি দিলে যখন তাহার তাবৎ উপকারিগণ বিনষ্ট হইবে, তখন আমি যে পরমেশ্বর, তাহা সকলে জ্ঞাত হইবে। [৯] সেই দিনে দূতগণ আমার নিকটহইতে নিশ্চিন্ত কূশীয়দিগকে ভয় দেখাইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিবে; এবং মিসরের বিনাশদিনে যেমন হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি তদ্রূপ মহাবেদনা হইবে; দেখ, তাহা উপস্থিত হইতেছে। [১০] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি বাবিলের রাজা নিবূখদ্‌নিৎসরের হস্তদ্বারা মিস্রীয় লোকসমূহের লোপ করিব। [১১] সে ও সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যে ভয়ঙ্কর যে তাহার লোক তাহারা সেই দেশ উচ্ছিন্ন করিতে আনীত হইবে; তাহাতে তাহারা মিসরের বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া হত লোকেতে দেশ পরিপূর্ণ করিবে। [১২] এবং আমি নদী সকল মরুভূমি করিব, ও দুষ্টগণের হস্তে দেশ বিক্রয় করিব, এবং বিদেশিদের হস্তদ্বারা দেশকে ও তন্মধ্যস্থিত তাবৎকে উচ্ছিন্ন করিব; এ কথা আমি পরমেশ্বর কহিতেছি। [১৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি প্রতিমাগণকে বিনষ্ট করিব, এবং মোফ্‌হইতে বিগ্রহ সকল দূর করিব; মিসরদেশীয় আর কোন লোক রাজা হইবে না; আমি মিসরদেশে ভয় জন্মাইব; [১৪] ও পথ্রোষ্‌কে নরশূন্য করিব, ও সোয়নে অগ্নি দিব, ও নো নগরকে দণ্ড দিব। [১৫] মিসরের বলস্বরূপ সীনের প্রতি আমি ক্রোধ প্রকাশ করিব, এবং নোর লোকসমূহকে সংহার করিব। [১৬] এবং মিসরদেশে অগ্নি দিব, তাহাতে সীন্ নগর মহাবেদনা পাইবে, ও নো ভগ্ন হইবে, ও প্রতিদিন মোফের ক্লেশ হইবে। [১৭] এবং ওনের ও পীবেষতের যুবগণ খড়্গে পড়িবে, ও স্ত্রীলোক বন্দি হইয়া পরদেশে যাইবে। [১৮] আমি তফন্‌হেষে যে সময়ে মিসরের যোঁয়ালি ভাঙ্গিব, ও তাহার পরাক্রমের অহঙ্কার খর্ব্ব হইবে, তৎকালে তাহার দিন অন্ধকারময় হইবে, এবং মেঘ তাহাকে আচ্ছন্ন করিবে, ও তাহার কন্যাগণ বন্দি হইয়া পরদেশে যাইবে। [১৯] এই প্রকারে আমি মিসরকে দণ্ড দিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিতে পারিবে।

[২০] অপর একাদশ বৎসরের প্রথম মাসের সপ্তম দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২১] হে মনুষ্যের সন্তান, আমি মিসরদেশের রাজা ফিরৌণের এক বাহু ভগ্ন করিয়াছি, এবং দেখ, খড়্গ ধারণার্থে তাহা শক্তিমান করিতে স্বাস্থ্যজনক পটি বাঁধা যায় নাই, এবং দৃঢ় বাড় বদ্ধ হয় নাই। [২২] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি মিসরের রাজা ফিরৌণের প্রতিকূল আছি; তাহার বলবান ও পূর্ব্বভগ্ন উভয় বাহু ভগ্ন করিয়া তাহার হস্তহইতে খড়্গ পতন করাইব। [২৩] এবং মিস্রীয়দিগকে নানাজাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব ও নানা দেশে বিকীর্ণ করিব। [২৪] কিন্তু আমি বাবিলের রাজার বাহু শক্তিমান করিয়া আপন খড়্গ তাহার হস্তে দিব; পরে আমি ফিরৌণের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিলে সে তাহার সাক্ষাতে ক্ষতবিক্ষত লোকের ন্যায় গোঙ্গাইবে। [২৫] আমি বাবিলের রাজার বাহু অবশ্য শক্তিমান করিব, ও ফিরৌণ রাজার বাহু ঝুলিয়া

পড়িবে; এবং আমি যখন আপন খড়্গ বাবিলের রাজার হস্তে দিব, এবং সে যখন তাহা মিসরের উপরে চালন করিবে, তৎকালে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে। [২৬] এবং আমি নানাজাতীয়দের মধ্যে মিস্রীয়-দিগকে ছিন্নভিন্ন করিব ও নানা দেশে বিকীর্ণ করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে।

৩১ অধ্যায়।

১ অশূরস্বরূপ এরস বৃক্ষের দৃষ্টান্ত, ১০ ও অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহার ছেদন ও নিপাত, ১৮ ও ফিরৌণের শেষ অবস্থা।

[১] একাদশ বৎসরের তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপ-স্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি মিস-রের রাজা ফিরৌণকে ও তাহার লোকসমূহকে এই কথা বল, তুমি মহত্ত্বে কাহার সদৃশ? [৩] দেখ, অশূরীয় রাজা লিবানোনে স্থিত উত্তম শাখাবিশিষ্ট ও ছায়াদায়ক ও অত্যুচ্চ ও মেঘস্পর্শি অগ্রভাগবিশিষ্ট এক এরস্বৃক্ষস্বরূপ ছিল। [৪] জলদ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইল, এবং রোপণস্থানে চতুর্দ্দিগ্বাহি স্রোত ও ক্ষেত্রের তাবৎ বৃক্ষের নিকটবাহিনী প্রণালী বিশিষ্ট গভীর জলদ্বারা তাহার উন্নতি হইল। [৫] অত-এব ক্ষেত্রের তাবৎ বৃক্ষ অপেক্ষা সে অত্যুচ্চ হইয়া উঠিল, এবং জলের বাহুল্যদ্বারা তা-হার শাখা উপশাখা অনেক ও দীর্ঘ ও বিস্তা-রিত হইয়া উঠিল। [৬] তাহার শাখাতে আকাশস্থ পক্ষিগণ বাসা করিত, ও উপশাখার নীচে তাবৎ বনপশু প্রসব করিত, ও তাহার ছায়াতে অনেক ২ মহাজাতি বাস করিত। [৭] এই প্রকারে সে আপন মহত্ত্বে ও শাখার দীর্ঘতাতে অতি সুন্দর হইল, কারণ গভীর জলের নিকটে তাহার মূল ছিল। [৮] ঈশ্বরের উদ্যানস্থ এরস বৃক্ষও তাহাকে আচ্ছাদন করিতে পারিল না, ও শাখার সৌন্দর্য্যে দেবদারু তাহার তুল্য হইল না, ও অর্মোণ বৃক্ষ তাহার উপশাখার সদৃশ হইল না; ঈশ্বরের উদ্যানস্থ কোন বৃক্ষ সৌন্দর্য্যে তাহার সদৃশ ছিল না। [৯] আমি শাখার বাহুল্যদ্বারা তাহাকে এমত সুন্দর করি-লাম, যে ঈশ্বরের উদ্যানস্থ অর্থাৎ এদনস্থিত তাবৎ বৃক্ষ তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিল।

[১০] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সে অতি উচ্চে উঠিল, এবং মেঘস্পর্শি অগ্রভাগবিশিষ্ট হইয়া আপন উচ্চতাতে গর্ব্বিতান্তঃকরণ হইল; [১১] অতএব আমি অন্যজাতীয়দের নৃপতির হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম; সে তাহার সমুচিত দণ্ড দিলে আমি তাহার দুষ্টতার জন্যে তাহাকে দূর করিলাম। [১২] এবং বিদেশীয় লোকেরা অর্থাৎ অন্যজাতীয়দের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোকেরা তাহাকে ছেদন করিয়া ছাড়িয়া গেল; তাহাতে পর্ব্বতের উপরে ও তাবৎ উপত্যকাতে তাহার শাখা পড়িল, এবং পৃথিবীর তাবৎ জোলেতে তাহার উপশাখা ভগ্ন হইল, ও পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক তাহার ছায়া পরিত্যাগ করিল ও তাহাকে ছাড়িয়া গেল। [১৩] এখন তাহার উচ্ছিন্ন কাণ্ডে আকাশীয় পক্ষিগণ বাস করে, ও বনপশুগণ তাহার উপশাখার মধ্যে থাকে। [১৪] অতএব জলের নিকটস্থ তাবৎ বৃক্ষ আপনাদের উচ্চতা প্রযুক্ত গর্ব্ব না করুক, ও মেঘস্পর্শি অগ্রভাগ বিশিষ্ট না হউক, এবং জলপায়ি কোন বৃক্ষ এমত উচ্চ না হউক। হইলে তাহারা মৃত্যুর হস্তে সমর্পিত হইয়া গর্ত্তে পতিত মনুষ্যসন্তান-দের মধ্যে পৃথিবীর অধঃস্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে। [১৫] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সে যে দিনে পরলোকে নামিল, সে দিনে আমি সকলই শোকে মগ্ন করিয়া জলরাশিকে তাহার আবরণস্বরূপ করিলাম, ও তাহার নদী সকল নিবৃত্ত করিলাম, এবং গভীর জল বদ্ধ হইল; আমি তাহার নিমিত্তে লিবানোন্কে বিবর্ণ করি-লাম, এবং তাহার জন্যে ক্ষেত্রের তাবৎ বৃক্ষ ম্লান হইল। [১৬] আমি গর্ত্তে পতিত লোকদের সহিত তাহাকে পরলোকে নিক্ষেপ করিলে তাহার পতনের শব্দদ্বারা তাবজ্জাতীয় লোক-দিগকে কম্পান্বিত করিলাম, এবং পৃথিবীর অধঃস্থানে স্থিত এদনের তাবৎ বৃক্ষ ও লিবানো-নের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জলপায়ি যত বৃক্ষ, সকলেই সান্ত্বনা পাইল। [১৭] এবং অন্যজাতীয়-দের মধ্যে যাহারা তাহার ছায়াতে বাস করিয়া তাহার সহকারী ছিল, তাহারাও খড়্গে হত লোকদের নিকটে তাহার সঙ্গে পরলোকে নামিল।

[১৮] এই রূপে তুমি এদনের বৃক্ষের মধ্যে তেজে ও মহত্ত্বে কাহার তুল্য হইতে পার? তুমিও এদনের বৃক্ষের সহিত পৃথিবীর অধো-ভাগে নিক্ষিপ্ত হইবা, এবং অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে খড়্গে হত লোকদের সহিত শয়ন করিবা; প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ফিরৌণের ও তাহার তাবৎ লোকের এই গতি হইবে।

৩২ অধ্যায়।

১ মিসরের পতন প্রযুক্ত বিলাপ, ১১ ও বাবিলের রাজাদ্বারা মিসরের বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১৭ ও তাহার নরকে অধঃপতন।

[১] অপর দ্বাদশ বৎসরের দ্বাদশ মাসের প্রথম

দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল; [2] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি মিসরের রাজা ফিরৌণের বিষয়ে বিলাপ করিয়া তাহাকে এই কথা বল; তুমি জাতিদের মধ্যে এক যুব সিংহস্বরূপ ও সমুদ্রের মধ্যে এক কুম্ভীরস্বরূপ, তুমি নদীগণেতে বিহার করিয়া আপন পদে জলাস্ফালন করিয়া নদীগণকে মলিন করিতেছ। [3] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই নিমিত্তে আমি অনেক দেশীয় লোকদের সভাতে তোমার উপরে আপন জাল বিস্তার করিব, তাহাতে তাহারা আমার জাল-দ্বারা তোমাকে তুলিবে। [4] তখন আমি তোমাকে ভূমিতে ত্যাগ করিব ও ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিব, এবং আকাশীয় পক্ষিগণকে তোমার উপরে বাস করাইব, ও তোমাদ্বারা তাবৎ পৃথিবীর পশুগণকে তৃপ্ত করিব। [5] আমি পর্ব্বতগণের উপরে তোমার মাংস রাখিব, ও তোমার দীর্ঘ শবে নিম্নভূমি সকল পরিপূর্ণ করিব; [6] এবং তোমার পর্ব্বতগামি রক্তস্রোতে পৃথিবীকে সেচন করিব, ও তাবৎ নদী তোমাদ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। [7] তোমার নিস্তেজ হওন সময়ে আমি আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন ও নক্ষত্রগণকে অন্ধকারময় করিব, ও মেঘদ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিব, ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না। [8] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আকাশে যত জ্যোতি আছে, তাহা আমি তোমার প্রতি অন্ধকারময় করিব, এবং তোমার দেশেও অন্ধকার স্থাপন করিব। [9] আমি যে সময়ে তোমার অজ্ঞাত দেশে অন্যজাতিদের মধ্যে তোমার ছিন্নভিন্ন লোককে আনিব, তৎকালে অনেক লোকের মনে দুঃখ দিব। [10] আমি অবশ্য তোমার বিষয়ে অনেক লোককে বিস্ময়াপন্ন করিব; ও যে সময়ে তাহাদের সাক্ষাতে খড়্গ ভাঁজিব, তৎকালে তাহাদের রাজগণ তোমার নিমিত্তে অত্যন্ত ভীত হইবে, ও তোমার পতনের দিনে তাহারা প্রতি জন আপন২ প্রাণের জন্যে নিমিষে২ কম্পান্বিত হইবে।

[11] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, বাবিলের রাজার খড়্গ তোমার উপরে আসিবে। [12] আমি বীরগণের খড়্গ অর্থাৎ অন্যজাতীয়দের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোকদের খড়্গদ্বারা তোমার লোকসমূহের নিপাত করিব; তাহারা মিসরদেশের তাবৎ লোকসমূহের বিনাশ করিয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবে। [13] এবং আমি মহানদীর নিকটে তাহার পশুগণকে বিনষ্ট করিব; তাহাতে মনুষ্যের পদদ্বারা সে আর মলিন হইবে না, ও পশুদের খুরদ্বারা আর মলিন হইবে না। [14] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তৎকালে আমি তাহার জল সমান করিব, ও তৈলের ন্যায় তাহার নদী বহাইব। [15] আমি যখন এই রূপে মিসরদেশ নরশূন্য, ও সে যাহাতে পরিপূর্ণ আছে সেই দ্রব্যাদিবিহীন করিব, ও তাহার নিবাসি লোকদিগকে প্রহার করিব, তৎকালে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। [16] এ বিলাপের বিষয়, এবং লোকেরা এই রূপ বিলাপ করিবে; অন্যজাতীয়দের কন্যারা এই রূপ বিলাপ করিবে; তাহারা মিসর ও তাহার লোকসমূহের বিষয়ে বিলাপ করিবে; প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন।

[17] দ্বাদশ বৎসরের ঐ মাসের পোনেরো দিনে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [18] হে মনুষ্যের সন্তান, মিসরের লোকসমূহের বিষয়ে বিলাপ কর, এবং তাহাদিগকে অর্থাৎ তাহাকে ও যশস্বি জাতিদের কন্যাগণকে গর্ত্তে অধোগামি লোকদের সহিত অধোলোকে নিক্ষেপ কর। [19] 'তুমি সৌন্দর্য্যে কাহাকে জয় করিতেছ? তুমি নামিয়া অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের সহিত শয়ন কর।' [20] তাহার লোক খড়্গে হত লোকদের মধ্যে পড়িবে; খড়্গ প্রস্তুত আছে; সে ও তাহার লোকসমূহ অপহৃত হইবে। [21] তাহার উপকারিদের সঙ্গে প্রধান বীরগণ (উঠিয়া) তাহার রাজার সহিত পরলোকে কথা কহিবে; সেই অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেরা খড়্গে হত হইয়া সেই স্থানে নামিয়া শয়ন করে। [22] সেই স্থানে অশূর ও তাহার লোকসমূহ আছে, ও তাহার চতুর্দ্দিগে তাহার কবরসমূহ থাকে; তাহারা সকলে খড়্গে হত ও পতিত হইয়াছে। [23] তাহার কবর গর্ত্তের অন্তর্ভাগে প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহার লোকসমূহ আপন২ কবরের চতুর্দ্দিগে থাকে; তাহারা জীবিতদের দেশে ভয় জন্মাইত, কিন্তু সকলে খড়্গে হত ও পতিত হইয়াছে। [24] সেই স্থানে এলম্ ও তাহার লোকসমূহ আপন২ কবরের চতুর্দ্দিগে আছে; তাহারা সকলে খড়্গে হত ও পতিত হইয়াছে, ও অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে অধোলোকে নামিয়াছে; তাহারা জীবিতদের দেশে ভয় জন্মাইত, কিন্তু গর্ত্তে অধোগামিদের সহিত লজ্জাস্পদ হইতেছে। [25] হত লোকদের মধ্যে তাহার লোকসমূহের সহিত তাহার শয্যা পাতিত হইয়াছে, ও তাহার চতুর্দ্দিগে তাহার কবরসমূহ আছে; তাহারা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্ ও খড়্গে হত; তাহারা জীবিতদের দেশে ভয় জন্মাইত, কিন্তু গর্ত্তে অধোগামিদের সহিত লজ্জাস্পদ হইতেছে, এবং হত লোকদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। [26] সেই স্থানে মেশক ও তূবল ও তাহার লোকসমূহ থাকে; তাহার

চতুর্দ্দিগে তাহার কবর সমূহ আছে; তাহারা জীবিতদের দেশে ভয় জন্মাইত, এই জন্যে সকলে অচ্ছিন্নত্বক্ হইয়া খড়্গে হত হইয়াছে। [২৭] অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে পতিত যে বীরগণ যুদ্ধাস্ত্রের সহিত পরলোকে নামিয়াছে ও কবরে যাহাদের মস্তকের নীচে খড়্গ রাখা গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তাহারা কি শয়ন করিবে না? তাহারা জীবিতদের দেশে বীরগণের ভয় জন্মাইত, এই জন্যে তাহাদের অপরাধ তাহাদের অস্থিতে লগ্ন থাকে। [২৮] তুমিও অবশ্য তদ্রূপ অচ্ছিন্নত্বকদের মধ্যে ভগ্ন হইবা, ও খড়্গে হত লোকদের মধ্যে শয়ন করিবা। [২৯] সে স্থানে ইদোম ও তাহার রাজগণ ও তাহার অধ্যক্ষগণ থাকে; তাহারা পরাক্রমী হইলেও খড়্গে হত লোকদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া অচ্ছিন্নত্বক্ ও গর্ত্তে অধোগামিদের সহিত শয়ন করে। [৩০] সে স্থানে খড়্গে হতদের সহিত অধোগমনকারি উত্তরদেশীয় সকল রাজা ও সীদোনীয় সকল লোক থাকে; তাহারা ভয় ও পরাক্রমের সহিত লজ্জিত হইয়া অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে খড়্গে হত লোকদের সহিত শয়ন করে, ও গর্ত্তে অধোগামিদের মধ্যে লজ্জাসপদ হয়। [৩১] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, ফিরৌণ তাহাদিগকে দেখিয়া আপন লোকসমূহের বিষয়ে সান্ত্বনা পাইবে; ফিরৌণ ও তাহার সৈন্যসামন্তগণ খড়্গে হত হইবে। [৩২] কেননা প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমিও জীবিতদের দেশে ভয় জন্মাইব, তাহাতে ফিরৌণ ও তাহার লোকসমূহ খড়্গে হত লোকদের সহিত অচ্ছিন্নত্বক্ সকলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৩৩ অধ্যায়।

১ প্রহরির দৃষ্টান্তকথা, ৭ ও তাহার তাৎপর্য্য, ১০ ও ঈশ্বরের যথার্থ ব্যবস্থা প্রকাশ, ২১ ও দুষ্টতা প্রযুক্ত লোকদের দেশাধিকার না পাওন, ৩০ ও খলদের দণ্ডের কথা।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপন লোকের সন্তানদিগকে বল ও তাহাদিগকে এই কথা কহ; আমি কোন দেশের প্রতি খড়্গ আনিলে তদ্দেশীয় লোকেরা যদি আপনাদের সীমাস্থিত কোন লোককে লইয়া আপনাদের প্রহরী করে; [৩] এবং খড়্গ দেশের প্রতি আসিতেছে, ইহা দেখিয়া সে যদি তূরী বাজাইয়া লোকদিগকে সমাচার দেয়; [৪] তবে যে কেহ সেই তূরীধ্বনি শুনিলেও সমাচার না মানে, খড়্গ উপস্থিত হইয়া তাহাকে বধ করিলে তাহার বধাপরাধ তাহার মস্তকে বর্ত্তিবে। [৫] সে তূরীধ্বনি শুনিয়াও সমাচার মানিল না, এই জন্যে তাহার বধাপরাধ তাহাতে বর্ত্তিবে; সে যদি সমাচার মানিত, তবে আপন প্রাণ রক্ষা করিত। [৬] আর প্রহরী খড়্গকে আসিতে দেখিলে যদি তূরী না বাজায়, তাহাতে লোকেরা সমাচার না পাওয়াতে যদি খড়্গ আসিয়া কাহাকে বধ করে, তবে সে আপন দোষে বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু আমি ঐ প্রহরির নিকটে তাহার রক্তপাতের পরিশোধ লইব।

[৭] হে মনুষ্যের সন্তান, আমি ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে তোমাকে প্রহরী রাখিলাম; অতএব তুমি আমার প্রমুখাৎ বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাত করিবা। [৮] আমি যখন দুষ্ট লোককে কহি, 'হে দুষ্ট লোক, তুমি অবশ্য মরিবা,' তখন তুমি যদি তাহাকে আপন পথ বিষয়ে চেতনা দিতে কিছু না কহ, তবে সেই দুষ্ট লোক আপন অপরাধে মরিবে বটে, কিন্তু আমি তোমার নিকটে তাহার রক্তপাতের পরিশোধ লইব। [৯] আর তুমি দুষ্টকে আপন পথহইতে ফিরিতে চেতনা দিলে যদি সে আপন পথহইতে না ফিরে, তবে সে আপন অপরাধে মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিবা।

[১০] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা বল, 'আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন ও পাপরূপ ভার আমাদের উপরে থাকাতে আমরা ক্ষীণ হইতেছি, অতএব কি রূপে বাঁচিতে পারি?' এই কথা তোমরা কেন কহিতেছ? [১১] তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে দুষ্ট লোকের মরণে আমার কিছু সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক আপন পথহইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতেই আমার সন্তোষ হয়; তোমরা ফির, আপন ২ কুপথহইতে ফির; হে ইস্রায়েল্ বংশ, কেন মরিবা? [১২] অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপন লোকের সন্তানদিগকে এই কথা বল, আজ্ঞালঙ্ঘনের দিনে ধার্ম্মিক লোক আপন ধর্ম্মদ্বারা রক্ষা পাইবে না; এবং দুষ্টতাহইতে ফিরিবার দিনে দুষ্ট লোক আপন দুষ্টতাদ্বারা পতিত হইবে না; আর পাপ করণের দিনে ধার্ম্মিক লোক আপন ধর্ম্মদ্বারা বাঁচিতে পারিবে না। [১৩] 'তুমি অবশ্য বাঁচিবা,' আমি ধার্ম্মিককে এই কথা কহিলে সে যদি আপন ধর্ম্মের উপরে নির্ভর দিয়া অধর্ম্ম করে, তবে তাহার কোন ধর্ম্ম স্মরণে থাকিবে না, কিন্তু সে আপন কৃত অধর্ম্মদ্বারা মরিবে। [১৪] আর 'তুমি অবশ্য মরিবা,' এই কথা দুষ্টকে কহিলে সে যদি আপন পাপহইতে ফিরিয়া ন্যায় ও

ধর্ম্মাচরণ করে, [১৫] ফলতঃ দুষ্ট যদি বন্ধকীয় দ্রব্য ফিরাইয়া দেয়, ও যাহা বলেতে হরণ করিয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেয়, ও অধর্ম্ম না করিয়া জীবনদায়ক বিধিমতে আচরণ করে; তবে সে অবশ্য বাঁচিবে, মরিবে না, [১৬] এবং তাহার কৃত কোন পাপ তাহার বিরুদ্ধে স্মরণে থাকিবে না; ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করাতে সে অবশ্য বাঁচিবে। [১৭] আর তোমার লোকের সন্তানেরা কহে, 'প্রভুর পথ সরল নয়;' কিন্তু তাহাদেরই পথ সরল নয়। [১৮] ধার্ম্মিক লোক যদি আপন ধর্ম্মহইতে ফিরিয়া অধর্ম্ম করে, তবে তদ্দ্বারা অবশ্য মরিবে। [১৯] আর দুষ্ট লোক যদি আপন দুষ্টতাহইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে তদ্দ্বারা অবশ্য বাঁচিবে। [২০] তথাপি তোমরা বল, 'প্রভুর পথ সরল নয়;' হে ইস্রায়েল্ বংশ, আমি প্রত্যেকের আচারানুসারে তোমাদের বিচার করিব।

[২১] আমাদের পরদেশে বন্দি হওনের দ্বাদশ বৎসরের দশম মাসের পঞ্চম দিনে পলাতক কোন লোক যিরূশালমহইতে আমার কাছে আসিয়া 'নগর উচ্ছিন্ন হইয়াছে,' এই সমাচার দিল। [২২] সেই পলাতকের আগমনের পূর্ব্বদিনের সায়ঙ্কালে পরমেশ্বর আমাতে হস্তার্পণ করিলেন, এবং প্রাতঃকালে তাহার আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার মুখ খুলিলেন; আমার মুখ খুলিলে আমি আর বোবা থাকিলাম না। [২৩] তখন পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২৪] হে মনুষ্যের সন্তান, যাহারা ইস্রায়েল্ দেশের ঐ উচ্ছিন্ন স্থানে বাস করে, তাহারা বলে, ইব্রাহীম একামাত্র ছিল, তথাপি দেশাধিকার পাইয়াছিল; কিন্তু আমরা অনেক, অতএব দেশের অধিকার আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে। [২৫] তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা রক্তশুদ্ধ মাংস ভোজন করিয়া থাক, ও আপন ২ প্রতিমাগণের প্রতি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাক, ও রক্তপাত করিয়া থাক; তোমরা কি দেশাধিকার পাইবা? [২৬] তোমরা আপন ২ খড়্গে নির্ভর দিয়া থাক, ও তোমাদের স্ত্রীলোক ঘৃণিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, ও তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিবাসির ভার্য্যাকে অশুচি করিয়া থাক; তোমরা কি দেশাধিকার পাইবা? [২৭] তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে যাহারা উচ্ছিন্ন স্থানে আছে তাহারা খড়্গে পড়িবে; এবং যাহারা ক্ষেত্রে আছে, তাহাদিগকে আমি ভক্ষ্যরূপে পশুদিগকে দিব; এবং যাহারা দুর্গে ও গুহাতে থাকে, তাহারা মহামারীতে মরিবে। [২৮] আমি দেশকে সর্ব্বতোভাবে নরশূন্য ও উচ্ছিন্ন করিলে তাহার পরাক্রমের অহঙ্কার লোপ পাইবে, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বত এমত উচ্ছিন্ন হইবে, যে তাহা দিয়া কেহ গমনাগমন করিবে না। [২৯] এই রূপে আমি তাহাদের কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়ার জন্যে দেশকে নরশূন্য ও উচ্ছিন্ন করিলে, আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

[৩০] হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার লোকের সন্তানগণ ভিত্তির নিকটে ও গৃহের দ্বারে থাকিয়া তোমার বিষয়ে পরস্পর কথা কহিয়া প্রত্যেক জন আপন ২ প্রতিবাসিকে ও ভ্রাতাকে কহে, এখন আসিয়া পরমেশ্বরহইতে আগত বাক্য শুন। [৩১] তাহাতে তাহারা জনতার সমাগমের ন্যায় তোমার নিকটে আইসে, ও আমার প্রজাদের ন্যায় তোমার সম্মুখে বৈসে; এবং তোমার কথা শুনে বটে, কিন্তু পালন করে না; কেননা তাহাদের মুখে যে প্রেমাসক্তির কথা আছে তাহা তাহারা পালন করে, ও তাহাদের অন্তঃকরণ ইষ্টলাভের অনুগমন করে; [৩২] দেখ, যে জনের সুন্দর স্বর ও উত্তমরূপে যন্ত্র বাজাইবার ক্ষমতা আছে, তাহার প্রেমের গানস্বরূপ তুমি তাহাদের নিকটে মান্য হইতেছ। তাহারা তোমার কথা শুনে বটে, কিন্তু পালন করে না। [৩৩] তথাপি সেই কথা শীঘ্র সিদ্ধ হইবে; সিদ্ধ হইলে তাহাদের মধ্যে এক ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৩৪ অধ্যায়।

১ মেষপালকদের প্রতি অনুযোগ, ৭ ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ড, ১১ ও ঈশ্বরের আপন পাল আপনি রক্ষা করণ, ১৭ ও তাহার বিচার করণ, ২০ ও খ্রীষ্টদ্বারা প্রতিপালন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল বংশের পালকদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া সেই পালকদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের যে পালকগণ আপনাদের প্রতিপালন করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে; পালের প্রতিপালন করা কি পালকদের কর্ত্তব্য নয়? [৩] তোমরা পালের মেদ ভোজন করিয়া থাক, ও তাহার লোমজাত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাক, ও পুষ্ট পশুদিগকে বধ করিয়া থাক, কিন্তু পালের প্রতিপালন কর না। [৪] তোমরা দুর্ব্বলকে বলবান ও অসুস্থকে সুস্থ কর না, ও ভগ্নাঙ্গ মেষের ক্ষত বাঁধ না, ও দূরীকৃত মেষকে পুনর্ব্বার আন না, ও হারাণকে অন্বেষণ কর না, কিন্তু বলাৎকারে ও দৌরাত্ম্যে তাহাদিগকে শাসন করিয়া থাক।

৫ এই জন্যে তাহারা পালকবিহীন হইয়া ছিন্নভিন্ন হয়, ও ছিন্নভিন্ন হওয়াতে বনপশু সকলের খাদ্য হয়। ৬ আমার মেষগণ তাবৎ পর্ব্বত ও উচ্চপর্ব্বত দিয়া ভ্রমণ করে; আমার পাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছিন্নভিন্ন হয়; তাহার অন্বেষণ ও অনুসন্ধান কেহ করে না।

৭ হে পালকগণ, পরমেশ্বরের বাক্য শুন। ৮ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার পাল রক্ষকবিহীন হইয়া লুটদ্রব্য ও তাবৎ বনপশুর ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, ও আমার পালকেরা আমার পালের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া আপনাদিগকে প্রতিপালন করে ও আমার পাল চরায় না। ৯ অতএব হে পালকগণ, পরমেশ্বরের বাক্য শুন। ১০ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি পালকদের বিপক্ষ হইব, আমি তাহাদের নিকটে আপন মেষগণের পরিশোধ লইব, ও তাহাদিগকে পালের প্রতিপালন কর্ম্মহইতে চ্যুত করিব; তাহাতে পালকেরা আর আপনাদের প্রতিপালন করিবে না। আমি তাহাদের মুখহইতে আপন মেষদিগকে উদ্ধার করিব; তাহারা আর তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে না।

১১ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি আপনি আপন পালের অন্বেষণ করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিব। ১২ পালক আপন ছিন্নভিন্ন মেষের মধ্যস্থিত হইয়া যেমন আপন পালের তত্ত্বানুসন্ধান করে, তদ্রূপ আমি আপন মেষগণের তত্ত্বানুসন্ধান করিব, এবং অন্ধকারময় ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাহারা যে ২ স্থানে ছিন্নভিন্ন হইল, সে সকল স্থানহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। ১৩ এবং নানা লোকদের মধ্যহইতে বহির্গত করিয়া নানা দেশহইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে আনিব, এবং ইস্রায়েল্ দেশস্থ পর্ব্বতগণের উপরে ও নিম্নগা ভূমিতে ও দেশের সকল বাসস্থানে তাহাদিগকে চরাইব। ১৪ আমি তাহাদিগকে উত্তম স্থানে চরাইব; ইস্রায়েলের উচ্চপর্ব্বতের উপরে তাহাদের খোঁয়াড় হইবে; সেই স্থানে তাহারা উত্তম খোঁয়াড়ে শয়ন করিবে, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের উপরে উত্তম চরণস্থানে চরিবে। ১৫ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি আপনি আপন পাল চরাইব ও শয়ন করাইব। ১৬ এবং হারাণ মেষের অন্বেষণ করিব, ও দূরীকৃতকে পুনর্ব্বার আনিব, ও ভগ্নাঙ্গ মেষের ক্ষত বাঁধিব, ও পীড়িতকে সুস্থ করিব, এবং হৃষ্টপুষ্ট ও বলবানকে বিনষ্ট করিব; আমি যথার্থরূপে তাহাদিগকে চরাইব।

১৭ হে আমার পাল, তোমাদের বিষয়ে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি পশুদের অর্থাৎ মেষ ও ছাগদের বিষয়ে বিচার করিব। ১৮ তোমরা যে উত্তম তৃণ ভোজন কর ও নির্ম্মল জল পান কর, ইহা কি ক্ষুদ্র বিষয়? তোমরা কি অবশিষ্ট তৃণকে চরণে দলিবা, ও অবশিষ্ট জলকে চরণে ঘোলাইবা? ১৯ কেননা তোমরা যাহা চরণে দলিয়াছ, তাহা আমার মেষেরা খায়; ও তোমরা যাহা চরণদ্বারা ঘোলাইয়াছ, তাহা তাহারা পান করে।

২০ অতএব প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের বিষয়ে এই কথা কহেন, দেখ, আমি আপনি স্থূল ও কৃশ মেষদের বিষয়ে বিচার করিব। ২১ তোমরা কটিদেশ ও স্কন্ধদ্বারা পীড়িতদিগকে ঠেলিয়া শৃঙ্গাঘাত করিয়া বহিঃস্থানে ছিন্নভিন্ন করিতেছ। ২২ এই জন্যে আমি আপন পালকে রক্ষা করিব, তাহারা আর বার লুটিত হইবে না, আমি মেষদের বিষয়ে বিচার করিব। ২৩ এবং তাহাদিগকে চরাইবার নিমিত্তে তাহাদের উপরে এক জন পালককে অর্থাৎ আমার দাস দায়ূদকে উৎপন্ন করিব; তিনি তাহাদিগকে চরাইয়া তাহাদের পালক হইবেন। ২৪ এবং আমি যিহোবাঃ তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও আমার দাস দায়ূদ তাহাদের মধ্যস্থ অধ্যক্ষ হইবেন; আমি পরমেশ্বর এই কথা কহিতেছি। ২৫ আমি তাহাদের সহিত শান্তির নিয়ম স্থির করিব, ও দেশহইতে হিংস্রক পশুগণকে দূর করিব; তাহাতে তাহারা নিরাপদে প্রান্তরে বাস করিবে, ও বনে নিদ্রা যাইবে। ২৬ আমি তাহাদিগকে ও আমার পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্থানকে আশীর্ব্বাদজনক করিয়া উচিত কালে বৃষ্টি দিব, তাহাতে আশীর্ব্বাদরূপ বৃষ্টি হইবে। ২৭ এবং ক্ষেত্রের বৃক্ষ সকল আপন ২ ফলে ফলবান হইবে, ও পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে; তাহাতে লোকেরা আপন ২ দেশে নিরাপদে থাকিবে, এবং আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে; কেননা আমি তাহাদের যোঁয়ালির খিল ভগ্ন করিয়া, যাহারা তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইত, তাহাদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। ২৮ তাহারা অন্যজাতীয় লোকদের লুটিত দ্রব্যস্বরূপ আর হইবে না, এবং বনপশুগণ তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না; তাহারা নির্বিঘ্নে বাস করিবে, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না। ২৯ আমি তাহাদের নিমিত্তে এক যশস্বি উদ্যান উৎপন্ন করিব; তাহাতে তাহারা দেশের মধ্যে আর ক্ষুধাতে নষ্ট হইবে না, ও অন্যজাতীয়দের কাছে আর অপমানগ্রস্ত হইবে না। ৩০ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আমি, আমি যে তাহাদের সঙ্গে ২ থাকি, ও তাহারা

যে আমার প্রজা ইস্রায়েল্ বংশ, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। [৩১] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন; তোমরা আমার মেষ, আমার পালেরই মেষ; তোমরা মর্ত্য, কিন্তু আমি তোমাদের ঈশ্বর।

৩৫ অধ্যায়।

ইস্রায়েলের প্রতি জাতক্রোধ প্রযুক্ত ইদোমীয়দের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সেয়ীর্ পর্ব্বতের দিগে অভিমুখ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য কহ। [৩] তুমি তাহাকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে সেয়ীর পর্ব্বত, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ হইয়া তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়া তোমাকে নষ্ট ও নরশূন্য করিব। [৪] আমি তোমার তাবৎ নগর উচ্ছিন্ন করিব; তুমি উচ্ছিন্ন হইলে আমি যে পরমেশ্বর তাহা জানিবা। [৫] তোমার জাত-ক্রোধ হওয়াতে তুমি ইস্রায়েলের বিপদকালে অর্থাৎ তাহার অপরাধ সম্পূর্ণ হওন সময়ে তাহার সন্তানদিগকে খড়্গের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ। [৬] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে তোমাকে রক্তময় করিব, এবং রক্তধারা তোমার পশ্চাৎ ধাবমান হইবে; তুমি রক্তকে ঘৃণা কর নাই, এই জন্যে রক্তধারা তোমার পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। [৭] আমি সেয়ীর পর্ব্বতকে নষ্ট ও নর-শূন্য করিব, এবং গমনাগমনকারি লোকদিগকে তাহার মধ্যে বিনষ্ট করিব; [৮] ও তাহার হত লোকেতে তাহার তাবৎ পর্ব্বত পরিপূর্ণ করিব, এবং তোমার তাবৎ গিরিতে ও উপত্যকাতে ও তাবৎ নিম্নগাভূমিতে খড়্গে হত লোকেরা পড়িয়া থাকিবে। [৯] আমি তোমাকে অনন্ত-কালার্থে নরশূন্য করিয়া রাখিব, তোমার নগরে কখনো বসতি হইবে না; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা। [১০] যদ্যপি পর-মেশ্বর সেই স্থানে ছিলেন, তথাপি তুমি কহিতা, 'এই দুই জাতি ও এই দুই দেশ আমার হইবে; 'আমরা তাহাদিগকে অধিকার করিব।' [১১] এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে তুমি তাহাদের সহিত শত্রুভাবে ব্যবহার করিয়া যে ক্রোধ ও অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিয়াছ, তদনুসারে আমি তোমার সহিত ব্যবহার করিব, এবং তোমার বিচার করিয়া তাহাদের নিকটে আপনাকে জানাইব। [১২] আর 'ইস্রায়েলের পর্ব্বত বিনষ্ট হইয়াছে, এবং খাদ্যরূপে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে,' এই কথা কহিয়া তুমি সেই পর্ব্বতগণকে যে নিন্দা করিয়াছ, তাহা আমি পরমেশ্বর শুনিলাম, ইহা তুমি জানিবা। [১৩] তোমরা আমার বিরুদ্ধে আপন মুখে যে দর্প করিয়াছ, ও আমার বিপরীতে যে অনেক কথা কহিয়াছ, তাহা আমি শুনিলাম। [১৪] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে সময়ে তাবৎ পৃথিবী আনন্দযুক্তা হইবে, তৎকালে আমি তোমাকে উচ্ছিন্ন করিব। [১৫] তুমি উচ্ছিন্নতা প্রযুক্ত যেমন ইস্রায়েল বংশের অধিকার বিষয়ে আ-নন্দ করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিব; হে সেয়ীর পর্ব্বত, তুমি ও ইদোমের তাবৎ দেশ উচ্ছিন্ন হইবা, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা সকলে জানিতে পারিবে।

৩৬ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল দেশকে সান্ত্বনা করণ, ৮ ও পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের প্রতিজ্ঞার কথা, ১৬ ও পাপপ্রযুক্ত ইস্রায়েলের দণ্ড, ২১ ও বিনামূল্যে তাহার রক্ষা, ২৫ ও খ্রীষ্টের রাজ্যের মঙ্গলের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বত-গণের প্রতি ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [২] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, শত্রুলোক তোমাদের বিরুদ্ধে কহে, 'হিহি, এই প্রাচীন উপপর্ব্বত আমাদের অধিকার হইল।' [৩] অতএব তুমি ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা যেন অন্যজাতীয় অবশিষ্ট লোকদের অধিকার হও, এই জন্যে তাহারা তোমাদিগকে নষ্ট করিতেছে, ও চারি দিগ্হইতে তোমাদের প্রতি ফুৎকার করিতেছে; ও তোমরা বাচালগণের নিন্দাস্পদ ও লোকদের অপমানস্বরূপ হইতেছ। [৪] অত-এব হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা প্রভু পরমেশ্বরের কথা শুন; প্রভু পরমেশ্বর পর্ব্বত-গণকে ও উপপর্ব্বতগণকে ও নিম্নগাভূমি এবং উপত্যকা ও উচ্ছিন্ন ও নরশূন্য স্থানকে এবং চতুর্দ্দিক্স্থিত অন্যজাতীয় অবশিষ্ট লোকদের লুট ও নিন্দাস্পদ যে ২ ত্যক্ত নগর, তাহাদিগকে কহেন। [৫] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যাহারা আন্তরিক তুচ্ছতাতে ও তাবৎ মনের আনন্দে লুটিত দ্রব্যরূপে আমার দেশ হরণ করিতে আপনাদের অধিকারার্থে তাহা গ্রহণ করিয়াছে, সেই অন্যজাতীয় অবশিষ্ট লোক-দের ও ইদোমের তাবৎ লোকদের বিরুদ্ধে আমি অন্তর্জ্বালার তাপে আজ্ঞা দিব। [৬] অতএব তুমি ইস্রায়েলদেশের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া সমস্ত পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত ও নিম্নগাভূমি ও উপত্যকাকে এই কথা বল, প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ, তোমরা অন্যজাতীয়দের কাছে অপমান ভোগ করিতেছ, এই নিমিত্তে আমি

আপন ক্রোধে ও অন্তর্জ্বালাতে আজ্ঞা দিব। [৭] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমাদের চতুর্দিক্স্থিত অন্যজাতীয় লোকেরা অবশ্য অপমানগ্রস্ত হইবে, আমি এই শপথ করিলাম।

[৮] হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা আপনাদের শাখা বৃদ্ধি করিয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে আপনাদের ফল দিবা, কেননা তাহারা শীঘ্র উপস্থিত হইবে। [৯] দেখ, আমি তোমাদের প্রতি অনুকূল হইয়া তোমাদের প্রতি ফিরিব, তাহাতে তোমরা চাসিত ও উপ্ত হইবা। [১০] আমি তোমাদের উপরে মনুষ্যদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে বৃদ্ধি করিব, তাহাতে তাবৎ নগর বসতিবিশিষ্ট হইবে, ও উচ্ছিন্ন স্থান পুনর্নির্ম্মিত হইবে। [১১] এবং আমি তোমাদের উপরে মনুষ্য ও পশু বৃদ্ধি করিব, তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া বহুবংশ হইবে, এবং আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বকালের ন্যায় নিবাসস্থান করিব, এবং তোমাদের পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা আরও উত্তম অবস্থা করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা জানিতে পারিবা। [১২] আমি তোমাদের উপরে মনুষ্যদিগকে অর্থাৎ আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে গতায়াত করাইব; তাহারা তোমাদিগকে অধিকার করিবে, এবং তোমরা তাহাদের অধিকার হইবা, আর কখনো তাহাদিগকে নিরপত্য করিবা না। [১৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে দেশ, 'তুমি মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিতেছ ও আপন জাতিদিগকে নিরপত্য করিতেছ,' লোকেরা তোমার বিষয়ে এই কথা কহে। [১৪] অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি আর কখনো মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিবা না, ও আপন জাতিদিগকে নিরপত্য করিবা না। [১৫] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমার মধ্যে অন্যজাতীয়দের কৃত অপমান আর শুনাইব না, ও তুমি লোকদের নিন্দাস্পদ আর হইবা না, ও আপন জাতিদিগকে আর নিরপত্য করিবা না।

[১৬] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১৭] হে মনুষ্যের সন্তান, যে সময়ে ইস্রায়েল বংশ আপন দেশে বাস করিত, তখন তাহারা আপন২ আচার ও ক্রিয়াদ্বারা তাহা অপবিত্র করিত; তাহাদের আচরণ আমার গোচরে ঋতুমতী স্ত্রীর অশুচিতার ন্যায় ছিল। [১৮] তাহারা দেশে রক্তপাত করিত, ও প্রতিমাগণদ্বারা তাহা অশুচি করিত, এই নিমিত্তে আমি তাহাদের বিরুদ্ধে আপনার ক্রোধ প্রকাশ করিলাম। [১৯] আমি তাহাদিগকে অন্যজাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিলাম; এবং তাহারা নানা দেশে বিকীর্ণ হইল; আমি তাহাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে বিচার করিলাম। [২০] তাহাতে তাহারা অন্যজাতীয়দের মধ্যে গিয়া যে২ স্থানে উপস্থিত হইল, সেই সকল স্থানে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিল, কেননা সেই লোকেরা তাহাদের বিষয়ে কহিত, দেখ, ইহারা পরমেশ্বরের প্রজা ও তাঁহার দেশহইতে নির্গত লোক।

[২১] অন্যজাতীয়দের মধ্যে আমার যে পবিত্র নাম তত্রায় উপস্থিত ইস্রায়েল বংশকর্তৃক অপবিত্র হইয়াছে, সেই নামের জন্যে আমি সহিষ্ণুতা করিলাম। [২২] অতএব তুমি ইস্রায়েল বংশকে এই কথা কহ, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল বংশ, আমি তোমাদের নিমিত্তে ইহা করিতেছি, তাহা নয়; কিন্তু তোমরা যে২ স্থানে গিয়াছ, সেই সকল স্থানে আমার যে পবিত্র নাম অন্যজাতীয়দের মধ্যে অপবিত্র করিয়াছ, আমার সেই নামার্থে করিতেছি। [২৩] তোমরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে আমার যে মহানাম অপবিত্র করিয়াছ, তাহা আমি তাহাদের মধ্যে পবিত্র করিব; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের দ্বারা অন্যজাতীয়দের গোচরে পবিত্রীকৃত হইলে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জানিবে। [২৪] এবং আমি অন্যজাতিদের মধ্যহইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও তাবৎ দেশের মধ্যহইতে তোমাদিগকে একত্র করিয়া তোমাদের নিজ দেশে আনিব।

[২৫] তখন আমি তোমাদের উপরে নির্ম্মল জল ছিটাইয়া দিব, তাহাতে তোমরা নির্ম্মল হইবা; আমি তোমাদের তাবৎ অশৌচ ও প্রতিমাহইতে তোমাদিগকে পরিষ্কৃত করিব। [২৬] এবং তোমাদিগকে এক নূতন অন্তঃকরণ দিব, ও তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব, ও তোমাদের মাংসের মধ্যহইতে প্রস্তরময় অন্তঃকরণ দূর করিয়া তোমাদিগকে মাংসময় অন্তঃকরণ দিব। [২৭] ও তোমাদের অন্তরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিব, এবং আমার বিধির পথে তোমাদিগকে চালাইব; তোমরা আমার রাজনীতি পালন করিয়া তদনুসারে আচরণ করিবা। [২৮] এবং আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহার মধ্যে বাস করিবা; তোমরা আমার প্রজা হইবা, এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব। [২৯] আমি তোমাদের তাবৎ অশৌচহইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব, ও শস্যকে আহ্বান করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিব; আমি তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষরূপ ভার রাখিব না। [৩০] বরং বৃক্ষের ফল ও ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি করিব; তোমরা দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত অন্যজাতীয়দের মধ্যে আর অপমানগ্রস্ত হইবা না। [৩১] তখন তোমরা আপনাদের

কদাচার ও অসৎক্রিয়া স্মরণ করিবা, ও আপনাদের অপরাধ ও ঘৃণার্হ ক্রিয়ার নিমিত্তে আপনাদিগকে হেয়জ্ঞান করিবা। [৩২] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, হে ইস্রায়েল বংশ, আমি তোমাদের গুণে তাহা করি না, ইহা জ্ঞাত হও; তোমরা আপনাদের কদাচারের জন্যে লজ্জিত ও বিবর্ণ হও। [৩৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যে দিনে তোমাদের তাবৎ অপরাধহইতে তোমাদিগকে পরিষ্কৃত করিব, ও তোমাদের নগরে বসতি করাইব, তখন তোমাদের নরশূন্য স্থান পুনর্নির্ম্মিত হইবে; [৩৪] এবং যে দেশ তাবৎ পথিকদের দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই বিনষ্ট দেশ চাসিত হইবে। [৩৫] তাহাতে লোকেরা কহিবে, এই বিনষ্ট দেশ এদনের উদ্যানের তুল্য হইতেছে, ও তাহার নরশূন্য ও বিনষ্ট ও উচ্ছিন্ন নগর সকল প্রাচীরে বেষ্টিত ও বসতিবিশিষ্ট হইতেছে। [৩৬] তখন আমি উচ্ছিন্ন স্থান গাঁথি ও বিনষ্ট দেশে বৃক্ষ রোপণ করি, ইহা তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থিত অবশিষ্ট অন্যজাতীয়েরা জানিবে; আমি পরমেশ্বর যাহা কহিলাম, তাহা সফল করিব। [৩৭] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল বংশের নিমিত্তে আমি যেন এই সকল করি, এই জন্যে আমার কাছে তাহাদের আরও প্রার্থনা অপেক্ষা করি; তাহাতে আমি তাহাদের লোককে পালের ন্যায় বৃদ্ধি করিব। [৩৮] যেমন পবিত্র পাল অর্থাৎ যিরূশালমের পর্ব্বসময়ের পাল, তদ্রূপ মনুষ্যপালেতে বিনষ্ট নগর সকল পরিপূর্ণ হইবে; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৩৭ অধ্যায়।

১ শুষ্ক অস্থির দৃষ্টান্ত, ১১ ও ইস্রায়েলের নৈরাশ্য দূর করণ, ১৫ ও যিহূদার ও ইস্রায়েলের মিলন, ২০ ও খ্রীষ্টের রাজ্যের বিষয়ে মঙ্গল প্রতিজ্ঞা।

[১] অপর পরমেশ্বর আমাতে হস্তার্পণ করিয়া পরমেশ্বরের আত্মাদ্বারা আমাকে বহির্গত করিয়া অস্থিতে পরিপূর্ণ এক উপত্যকার মধ্যে বসাইলেন, [২] এবং সেই অস্থির চতুর্দ্দিগে আমাকে ভ্রমণ করাইলেন; সেই উপত্যকার সর্ব্বত্র অনেক ২ অস্থি ছিল, ও সে সকল অতিশয় শুষ্ক ছিল। [৩] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই সকল অস্থি কি সজীব হইতে পারে? তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো পরমেশ্বর, তাহা আপনি জানেন। [৪] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই অস্থিসমূহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়া বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল, তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন। [৫] প্রভু পরমেশ্বর এই অস্থিদের প্রতি এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা সজীব হইবা। [৬] এবং তোমাদের উপরে শিরা দিয়া ও মাংস উৎপন্ন করিয়া চর্ম্মদ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা সজীব হইয়া আমি যে পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা। [৭] তখন আমি সেই প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিলাম; তাহাতে প্রচার করণ সময়ে শব্দ হইল, ও কম্পন দেখা গেল, এবং প্রত্যেক অস্থি আপন ২ সংযোজ্য অস্থির কাছে একত্র হইল। [৮] এবং আমার দৃষ্টিগোচরে তাহাদের উপরে শিরা ও মাংস উৎপন্ন হইল, এবং তাহাদের উপরে চর্ম্ম হইয়া আচ্ছাদন করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা ছিল না। [৯] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি আত্মার প্রতি ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার কর; হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আত্মার প্রতি ঈশ্বরীয় বাক্য কহ, তুমি ঈশ্বরীয় বাক্য কহিয়া বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে আত্মন্, তুমি চারি বায়ুহইতে আসিয়া এই হত লোকদের জীবনার্থে তাহাদের প্রতি বহ। [১০] তখন আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিলে আত্মা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহাতে তাহারা সজীব হইয়া অতিশয় বৃহৎ বাহিনীর ন্যায় চরণে দণ্ডায়মান হইল।

[১১] অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই সকল অস্থি ইস্রায়েলের তাবৎ বংশস্বরূপ; দেখ, তাহারা কহে, 'আমাদের অস্থি শুষ্ক হইল, ও আমাদের প্রত্যাশা নষ্ট হইল; আমরা উচ্ছিন্ন হইলাম।' [১২] অতএব তুমি ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে আমার প্রজাগণ, দেখ, আমি তোমাদের কবর খুলিয়া কবরহইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিয়া ইস্রায়েল্ দেশে আনয়ন করিব। [১৩] এবং হে আমার প্রজাগণ, আমি তোমাদের কবর খুলিয়া কবরহইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিলে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [১৪] এবং আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মাকে স্থাপন করিব; তাহাতে তোমরা সজীব হইলে আমি তোমাদের দেশে তোমাদিগকে স্থাপন করিব; পরমেশ্বর কহেন, আমি পরমেশ্বর যাহা কহি তাহাই সফল করি, ইহা তখন তোমরা জানিবা।

[১৫] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১৬] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এক যষ্টি লইয়া 'যিহূদার ও তাহার সুহৃদ

ইস্রায়েলীয়দের নিমিত্তে,’ এই কথা তাহার উপরে লেখ; এবং আর এক যষ্টি লইয়া ‘যূষফের অর্থাৎ ইফ্রয়িম্ বংশের ও তাহার সুহৃদ ইস্রায়েল বংশ সমুদায়ের যষ্টি,’ এই কথা তাহার উপরে লেখ। [১৭] পরে ঐ দুই যষ্টিকে সংযুক্ত করিয়া এক কর, তাহাতে তোমার হস্তে একমাত্র হইবে।

[১৮] অপর তোমার লোকের বংশগণ যখন তোমাকে কহিবে, ইহার তাৎপর্য্য কি, তাহা কি তুমি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবা না? [১৯] তখন তুমি তাহাদিগকে কহিবা, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি ইফ্রয়িমের হস্তস্থিত যূষফের ও তাহার সুহৃদ ইস্রায়েল বংশদের যষ্টি লইয়া ইহার অর্থাৎ যিহূদার যষ্টির সহিত একত্র করিব, তাহাতে দুই যষ্টি আমার হস্তে একমাত্র হইবে।

[২০] তুমি যে২ যষ্টিতে লিখিবা, সেই দুই যষ্টি তাহাদের সাক্ষাতে তোমার হস্তে থাকিবে। [২১] এবং তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, ইস্রায়েল বংশ যে২ জাতিদের মধ্যে গমন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যহইতে আমি তাহাদিগকে আনিব, ও সর্ব্বদিগহইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দেশে প্রবেশ করাইব। [২২] এবং সেই দেশে ইস্রায়েল্ পর্ব্বতের উপরে তাহাদিগকে এক জাতি করিব, ও তাহাদের সকলের এক রাজা হইবেন, ও তাহারা আর দুই জাতি হইবে না, ও দুই রাজ্যে আর কখনো বিভক্ত হইবে না। [২৩] এবং তাহারা আপনাদের প্রতিমাগণ ও ঘৃণার্হ বস্তু ও আজ্ঞালঙ্ঘনদ্বারা আপনাদিগকে আর কখনো অশুচি করিবে না; এবং যে২ প্রবাসস্থানে তাহারা পাপ করিয়াছে, সেই সকল স্থানহইতে আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিব ও পবিত্র করিব; তাহারা আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। [২৪] এবং আমার দাস দায়ূদ তাহাদের রাজা হইবেন, ও তাহাদের সকলের অদ্বিতীয় রক্ষক হইবেন; এবং তাহারা আমার রাজনীতি অনুসারে আচরণ করিবে, এবং আমার বিধি সকল পালন করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিবে। [২৫] আমি আপন দাস যাকুবকে যে দেশ দিয়াছি, ও যে দেশে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিত, সেই দেশে তাহারা বাস করিবে; তাহারা ও তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি সদাকাল তাহার মধ্যে বাস করিবে; এবং আমার দাস দায়ূদ সদাকাল পর্য্যন্ত তাহাদের রাজা হইবেন। [২৬] আমি তাহাদের সহিত শান্তির নিয়ম করিব, সে তাহাদের সদাকালস্থায়ি নিয়ম হইবে; আমি তাহাদিগকে স্থাপন করিয়া বৃদ্ধি করিব, এবং আমার পবিত্র স্থান সদাকাল পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে রাখিব। [২৭] এবং আমার আবাস তাহাদের উপরে থাকিবে; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। [২৮] তাহাতে আমার পবিত্র স্থান যখন অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে থাকিবে, তখন আমি যে ইস্রায়েলের পবিত্রকারি পরমেশ্বর, ইহা অন্যজাতীয়েরা জানিবে।

৩৮ অধ্যায়।

১ জূজের সৈন্যসামন্তের কথা, ৮ ও ইস্রায়েল দেশ আক্রমণের কথা, ১৪ ও তাহার দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি রোশ্ ও মেশক ও তূবলের অধ্যক্ষ অর্থাৎ মাজূজ্ দেশস্থিত জূজের প্রতি মুখ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া [৩] বল, হে রোশ্ ও মেশক্ ও তূবলের অধ্যক্ষ জূজ, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমার বিপক্ষ হইয়া [৪] তোমার হনূতে বড়িশ গাঁথিয়া তোমাকে ফিরাইব, এবং তোমাকে ও তোমার অশ্বগণকে ও নানাবর্ণবস্ত্রান্বিত অশ্বারূঢ়গণকে ও চর্ম্ম ও ঢাল ও খড়্গধারি সৈন্যসামন্তের মহাজনতাকে বাহিরে আনিব। [৫] এবং তাহাদের সঙ্গি ঢাল ও টোপরবিশিষ্ট পারস্ ও কূশ্ ও পূট্‌দেশীয় লোককে; [৬] এবং গোমর্ ও তাহার সকল সৈন্যকে, ও উত্তরদিকস্থ দূরদেশনিবাসি তোগর্ম ও তাহার সকল সৈন্যকে, এই সমূহলোককে তোমার সঙ্গে আনয়ন করিব। [৭] তুমি প্রস্তুত হও, এবং তোমার নিকটে একত্রীভূত সৈন্যসামন্তগণকেও প্রস্তুত কর, এবং তুমি তাহাদের রক্ষক হও।

[৮] অনেক দিনের পর তোমার তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবে। খড়্গহইতে পুনরানীত ও সমূহলোকের মধ্যহইতে চিরকালাবধি নরশূন্য ইস্রায়েল পর্ব্বতে সংগৃহীত লোকদের বিরুদ্ধে তুমি যুগান্তে আসিবা; তখন তাহারা নানাদেশীয়দের মধ্যহইতে আনীত হইয়া সকলে নিরাপদে বাস করিবে। [৯] কিন্তু তুমি উঠিয়া ঝড়ের ন্যায় উপস্থিত হইবা, অর্থাৎ তুমি ও তোমার তাবৎ সৈন্য ও সঙ্গি সমূহ লোক মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিবা। [১০] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সেই সময়ে তোমার মনে অনেক পরামর্শ উঠিবে, ও তুমি দুষ্টতার মন্ত্রণা করিয়া [১১] কহিবা, আমি প্রাচীরহীন গ্রামবিশিষ্ট দেশ আক্রমণ করিব; তাহার লোকেরা সুখে ও নিরাপদে বাস করে, তাহাদের প্রাচীর ও অর্গল ও নগরদ্বার নাই। [১২] তুমি লুট করিতে ও সম্পত্তি হরণ করিতে ও পূর্ব্বে

নরশূন্য বসতিস্থান সকল এবং অন্যজাতীয়দের মধ্যহইতে সংগৃহীত ও পশুপালাদি সম্পত্তিপ্রাপ্ত পৃথিবীর মধ্যদেশনিবাসি ঐ লোকদিগকে হস্তগত করিতে স্থির করিবা। [১৩] তাহাতে শিবা ও দিদন্ ও তর্শীশগামি বণিকেরা ও তাহার তাবৎ যুব সিংহেরা তোমাকে কহিবে, 'তুমি কি লুট করিতে আসিয়াছ? তুমি কি সম্পত্তি হরণ করিতে ও স্বর্ণ রূপা লইয়া যাইতে এবং পশু ও ধন লইয়া যাইতে ও অতিশয় লুট করিতে আপন সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়াছ?'

[১৪] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া জূজকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল লোক যে দিনে নিরাপদে বাস করিবে, সেই দিনে তুমি তাহা জানিয়া [১৫] তোমার সঙ্গি বহুদেশীয় লোকদের অর্থাৎ অশ্বারূঢ় মহাজনতার ও পরাক্রান্ত সৈন্যের সহিত উত্তরদিগে অতি দূরে স্থিত আপন স্থানহইতে আসিবা। [১৬] এবং আমার ইস্রায়েল লোকের বিরুদ্ধে মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিয়া আসিবা; হে জূজ, আমি অন্যজাতীয়দের সাক্ষাতে তোমাদ্বারা পবিত্ররূপে মান্য হইলে তাহারা যেন আমাকে জানিতে পারে, এই জন্যে যুগান্তে নিজ দেশের বিরুদ্ধে তোমাকে আনিব। [১৭] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার দাস যে ইস্রায়েল লোকদের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ পূর্ব্বকালে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিত, তাহাদের দ্বারা আমি যাহার বিষয়ে ইহা কহিতাম যে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে আনিব, সে কি তুমি নও? [১৮] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, যে দিনে জূজ ইস্রায়েল্ দেশে আসিবে, সেই দিনে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে। [১৯] আমি অন্তর্জ্বালাতে ও কোপাগ্নিতে কহিতেছি, হাঁ, সেই দিনে ইস্রায়েল দেশে এমত মহাকম্পন হইবে, [২০] যে সমুদ্রের মৎস্যগণ ও আকাশের পক্ষিগণ ও বনের পশুগণ ও ভূচর কীটগণ ও ভূতলস্থ তাবৎ মনুষ্য আমার সম্মুখে কম্পান্বিত হইবে, ও পর্ব্বতগণ অধঃপতিত হইবে, ও উচ্চস্থান অধোতে পড়িবে, ও তাবৎ ভিত্তি ভূমিসাৎ হইবে। [২১] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি আপন সকল পর্ব্বতের উপরে তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ আহ্বান করিব, ও প্রত্যেকের খড়্গ আপন ২ ভ্রাতার বিরুদ্ধে হইবে। [২২] আমি মহামারী ও রক্তপাতদ্বারা তাহার বিচার করিব, এবং তাহার ও তাহার সৈন্যগণের ও তাহার সঙ্গি লোকসমূহের উপরে মহাবৃষ্টি ও বৃহৎ শিল ও অগ্নি ও গন্ধক বর্ষণ করিব। [২৩] এই রূপে আমি আপন মহিমা ও পবিত্রতা প্রকাশ করিব, এবং অন্যজাতীয় অনেক লোকের কাছে আপনাকে জ্ঞাত করিব, তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৩৯ অধ্যায়।

১ জূজের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৮ ও ইস্রায়েলের জয়, ১১ ও জূজের কবরস্থান নির্ণয়, ১৭ ও পক্ষিগণের শব ভোজন, ২৫ ও ইস্রায়েলের আপন দেশে একত্র হওনের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] অপর, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি জূজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়া বল; প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে রোশ্ ও মেশক্ ও তূবলের অধ্যক্ষ জূজ্, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ হইয়া [২] তোমাকে ফিরাইয়া বিপথে গমন করাইব, এবং উত্তরদিকস্থ অতি দূরদেশহইতে ইস্রায়েল পর্ব্বতের উপরে আনাইব; [৩] এবং তোমার বাম হস্তহইতে ধনু খসাইব, ও দক্ষিণ হস্তহইতে শর পতন করাইব। [৪] তুমি ও তোমার সৈন্যগণ ও তোমার সঙ্গি লোকসমূহ ইস্রায়েল্ পর্ব্বতের উপরে পতিত হইবা। আমি নানা প্রকার মাংসাহারি পক্ষি ও বনপশুগণের খাদ্যের নিমিত্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। [৫] তুমি ক্ষেত্রে পতিত হইবা; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, এই কথা আমি কহিলাম। [৬] আমি মাজূজের উপরে ও নিশ্চিন্ত দ্বীপনিবাসিগণের উপরে অগ্নি প্রেরণ করিব; তাহাতে আমি যে পরমেশ্বর, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। [৭] এই রূপে আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে আমি আপন পবিত্র নাম বিখ্যাত করিব, ও আপন পবিত্র নাম আর অপবিত্র করিতে দিব না; তাহাতে আমি যে ইস্রায়েলের মধ্যবর্ত্তি ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বর, তাহা অন্যজাতীয়েরা জ্ঞাত হইবে।

[৮] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, দেখ, এই সকল অবশ্য ঘটিবে ও উপস্থিত হইবে; আমি সেই দিনের বিষয় অগ্রে কহিতেছি। [৯] তৎকালে ইস্রায়েলের নগরবাসি লোকেরা বাহিরে যাইয়া অস্ত্র শস্ত্র অর্থাৎ ঢাল ও চর্ম্ম ও ধনু ও শর ও শল্য ও বড়শা রাশি করিয়া দগ্ধ করিবে, ও সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহা দগ্ধ করিবে। [১০] তাহারা ক্ষেত্রহইতে কাষ্ঠ আনিবে না, ও বনের বৃক্ষ কাটিবে না, কিন্তু ঐ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, ও আপনাদের লুটকারিদের দ্রব্য লুট করিবে, ও আপনাদের অপহারকদের দ্রব্য অপহরণ করিবে, এই কথা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

[১১] সেই দিনে আমি জূজকে ইস্রায়েলের মধ্যে কবর পাইবার জন্যে এক স্থান অর্থাৎ সমুদ্রের পূর্ব্বপারে পথিকদের উপত্যকা দিব; সেই স্থান পথিকদিগকে বাধা দিবে, কেননা সে স্থানে

জূজ্ ও তাহার লোকসমূহের কবর হইবে, তাহাতে লোকেরা সেই উপত্যকার নাম হমোন্-জূজ্ (জূজের জনতার) উপত্যকা রাখিবে। ১২ এবং দেশ শুচি করণার্থে ইস্রায়েল বংশ সাত মাস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কবর দিবে। ১৩ দেশের তাবৎ লোক তাহাদিগকে কবর দিবে; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার গৌরব প্রাপ্তির দিনে তাহাদের বড় যশ হইবে। ১৪ তাহারা দেশ শুচি করণার্থে নিত্য২ দেশে গমনাগমনকারি লোকদিগকে এবং মৃত্তিকাতে পতিত অবশিষ্ট শবের কবরদায়ক ঐ গমনাগমনকারিদের সঙ্গিদিগকে নিযুক্ত করিবে, তাহারা সাত মাসের পরেও অনুসন্ধান করিবে। ১৫ সেই গমনাগমনকারি লোকেরা গমন করিতে২ মনুষ্যের কোন অস্থি দেখিলে তাহার কাছে এক চিহ্ন স্থাপন করিবে, পরে কবরদায়কেরা হমোন্-জূজ্ উপত্যকাতে তাহার কবর দিবে। ১৬ এবং এক নগরেরও হমোনা (জনতা) এই নাম হইবে; এই প্রকারে তাহারা দেশ শুচি করিবে।

১৭ হে মনুষ্যের সন্তান, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি তাবৎ প্রকার পক্ষিগণকে ও বনপশুদিগকে বল, তোমরা একত্র হইয়া আইস, এবং আমি তোমাদের নিমিত্তে ইস্রায়েল পর্ব্বতের উপরে যে বৃহৎ যজ্ঞ করিব, তাহাতে মাংস ভোজন ও রক্ত পান করিতে চতুর্দ্দিগহইতে একত্র হও। ১৮ তোমরা মেষ ও মেষশাবক ও ছাগ ও বাশনের পুষ্ট বৃষস্বরূপ বীরগণের মাংস ভোজন করিবা, ও পৃথিবীর অধ্যক্ষগণের রক্ত পান করিবা। ১৯ এবং আমি তোমাদের নিমিত্তে যে যজ্ঞ করিব, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত মেদ ভোজন করিবা, ও মত্ত হওন পর্য্যন্ত রক্ত পান করিবা। ২০ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আমার ভোজে অশ্ব ও সারথিগণকে এবং বীর ও যোদ্ধৃগণকে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবা। ২১ এই রূপে আমি অন্যজাতীয়দের কাছে আপন মহিমা প্রকাশ করিব; তাহাতে আমি যে দণ্ড দি ও তাহাদের প্রতি যে হস্তার্পণ করি, তাহা তাবৎ অন্যজাতীয়েরা দেখিবে। ২২ এবং সেই দিনাবধি আমি যে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাহা ইস্রায়েল বংশ জ্ঞাত হইবে। ২৩ এবং ইস্রায়েল বংশ আপনাদের অপরাধ প্রযুক্ত বন্দি হইয়া অন্যদেশে নীত হইয়াছিল, ফলতঃ আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আমি তাহাদের সাক্ষাৎহইতে আপন মুখ লুকাইয়া শত্রুদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করাতে তাহারা সকলেই খড়্গে পতিত হইয়াছিল; ২৪ এবং আমি তাহাদের অশুচিতা ও আজ্ঞালঙ্ঘনানুসারে তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিলাম, ও তাহাদের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, ইহা অন্যজাতীয়েরা জ্ঞাত হইবে।

২৫ অতএব প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তখন আমি অন্য দেশে নীত যাকুবের বন্দি লোকদিগকে ফিরাইয়া আনিব, ও তাবৎ ইস্রায়েল বংশের প্রতি কৃপা করিব, ও আপন পবিত্র নামার্থে উদ্‌যোগী হইব; ২৬ এবং যে সময়ে তাহারা আপনাদের দেশে নিরাপদে বাস করিবে, ও কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না, তৎকালে তাহারা আপনাদের অপমান ও আমার প্রতি কৃত বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডহইতে মুক্ত হইবে। ২৭ আমি যে সময়ে লোকদের মধ্যহইতে তাহাদিগকে আনিব ও শত্রুদেশহইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং তাহাদের দ্বারা অন্যজাতীয় অনেক লোকদের দৃষ্টিতে মান্য হইব, ২৮ তৎকালে আমি যে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর আছি, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। কেননা আমি তাহাদিগকে বন্দিদশাতে অন্যজাতীয়দের মধ্যে লইয়া গেলে পর আর বার আপন দেশে ফিরাইয়া আনিব, এক জনকেও সেই স্থানে অবশিষ্ট রাখিব না। ২৯ আর প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি ইস্রায়েল বংশের উপরে আপন আত্মাকে বর্ষণ করিয়া আর কখনো তাহাদের সাক্ষাতে আপন মুখ লুকাইব না।

৪০ অধ্যায়।

১ পবিত্র স্থানের দর্শন, ৬ ও পূর্ব্বদ্বারের কথা, ১৭ ও বাহিরের প্রাঙ্গণের কথা, ২০ ও উত্তরীয় দ্বার কথন, ২৪ ও দক্ষিণদ্বার কথন, ২৮ ও অন্তঃস্থ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দ্বারের কথা, ৩৫ ও উত্তর দ্বারের ও তন্নিকটবর্ত্তি অষ্ট মেজের কথা, ৪৪ ও কুঠরীর কথা, ৪৮ ও মন্দিরের বারাণ্ডার কথা।

১ আমাদের পরদেশে বন্দিভাবে থাকনের পঞ্চবিংশ বৎসরের আরম্ভে মাসের দশম দিনে নগর উচ্ছিন্ন হইলে পর চতুর্দশ বৎসরে পরমেশ্বর আমাতে হস্তার্পণ করিয়া সেই স্থানে আমাকে লইয়া গেলেন। ২ তিনি ঈশ্বরীয় দর্শনে ইস্রায়েল দেশে আমাকে লইয়া অত্যুচ্চ এক পর্ব্বতে বসাইলেন; তাহার উপরে শৃঙ্গের দক্ষিণদিগে নগরপত্তনের আকৃতি ছিল। ৩ তিনি আমাকে সেই স্থানে আনিলে আমি দেখিলাম, পিত্তলসদৃশ তেজোবিশিষ্ট এক ব্যক্তি সূত্রনির্ম্মিত এক রজ্জু ও পরিমাণের এক নল হস্তে করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। ৪ সেই ব্যক্তি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপন চক্ষুতে দেখিয়া ও আপন কর্ণে শুনিয়া আমি তোমাকে যাহা২ দেখাই, সেই সকলেতে মনোযোগ কর; কেননা এই সকল যেন তো-

মাকে দেখান যায়, এই জন্যে তুমি এখানে আনীত হইয়াছ; তুমি যাহা২ দেখিবা, তাহা ইস্রায়েল বংশকে জ্ঞাত কর। [৫] তাহাতে আমি দেখিলাম, মন্দিরের বাহিরে চতুর্দ্দিগে প্রাচীর ছিল; এবং সেই ব্যক্তির হস্তে ছয় হস্ত পরিমিত এক নল ছিল, তাহার প্রত্যেক হস্তের পরিমাণ এক হস্ত চারি অঙ্গুলি, তাহাতে তিনি সেই ভিত্তির প্রস্থতা এক নল ও উচ্চতা এক নল মাপিলেন।

[৬] অপর তিনি পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারে আসিয়া তাহার সোপানে আরোহণ করিয়া সে দ্বারের গোবরাট মাপিলেন; তাহার প্রস্থতা এক নল পরিমিত ছিল; সেই এক গোবরাটের প্রস্থতা এক নল পরিমিত ছিল। [৭] এবং (দ্বারিগণের) এক২ বাসা এক২ নল দীর্ঘ ও এক২ নল প্রস্থ ছিল, এবং তাহাদের মধ্যে পাঁচ২ হস্ত ব্যবধান ছিল, ও দ্বারের বারাণ্ডার নিকটস্থ অর্থাৎ দ্বারের অন্তঃস্থিত গোবরাট এক নল পরিমিত ছিল। [৮] তিনি দ্বারের অন্তঃস্থ বারাণ্ডা এক নল মাপিলেন। [৯] এবং দ্বারের বারাণ্ডা আট হস্ত মাপিলেন, ও তাহার খোদিত স্তম্ভ দুই হস্ত, এবং দ্বারের বারাণ্ডা ভিতরে ছিল। [১০] এবং পূর্ব্বীয় দ্বারের এদিগে তিন ওদিগে তিন বাসা ছিল; সে তিনের তুল্য পরিমাণ, এবং এপার্শ্বে ওপার্শ্বে স্থিত খোদিত স্তম্ভের তুল্য পরিমাণ ছিল। [১১] তিনি দ্বারে প্রবেশস্থানের প্রস্থতা দশ হস্ত মাপিলেন, ও দীর্ঘতা ত্রয়োদশ হস্ত মাপিলেন। [১২] এবং এ পার্শ্বে বাসা সকলের সম্মুখে এক হস্ত স্থান, ওপার্শ্বে এক হস্ত স্থান; এবং বাসার পরিমাণ এপার্শ্বে ছয় হস্ত, ওপার্শ্বে ছয় হস্ত। [১৩] আর এক বাসার ছাতহইতে অন্য বাসার ছাত পর্য্যন্ত দ্বার মাপিলেন, তাহার প্রস্থতা পঁচিশ হস্ত; একের দ্বারের সম্মুখে অন্যের দ্বার ছিল। [১৪] তিনি খোদিত স্তম্ভ সকল ষষ্টি হস্ত করিলেন, সেই সকল স্তম্ভ প্রাঙ্গণের সীমা, ও তাহার চতুর্দ্দিগে দ্বারের (গাঁথনি) ছিল। [১৫] এবং প্রবেশদ্বারের সম্মুখহইতে দ্বারের অন্তঃস্থিত বারাণ্ডা পর্য্যন্ত পঞ্চাশ হস্ত ছিল। [১৬] এবং দ্বারের ভিতরে বাসা সকলের ও খোদিত স্তম্ভের চতুর্দ্দিগে ক্ষুদ্র২ গবাক্ষ ছিল, এবং ভিতরে বারাণ্ডার চতুর্দ্দিগেও গবাক্ষ ছিল, ও খোদিত স্তম্ভের উপরে তালবৃক্ষাকৃতি ছিল।

[১৭] পরে তিনি আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গণে আনিলেন; সেখানে প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগে কুঠরী ও এক প্রস্তরবাঁধা স্থান, সে স্থানের উপরে ত্রিশ কুঠরী ছিল। [১৮] সেই বাঁধা স্থান দ্বারের পার্শ্বে ও দ্বারের দীর্ঘতার সম্মুখে ছিল, ও তাহা মেঝিয়াস্বরূপ। [১৯] পরে তিনি দ্বারের সম্মুখহইতে মেঝিয়ার প্রস্থতা মাপিলেন, তাহা ভিতর প্রাঙ্গণের সম্মুখ পর্য্যন্ত বাহিরে পূর্ব্বদিগে ও উত্তরদিগে এক শত হস্ত ছিল।

[২০] পরে বহিঃপ্রাঙ্গণের উত্তরমুখ যে দ্বার, তাহার দীর্ঘতা ও প্রস্থতা তিনি মাপিলেন। [২১] এবং তাহার এদিগে তিন ওদিগে তিন বাসা ছিল; ও তাহার খোদিত স্তম্ভ ও বারাণ্ডা প্রথম দ্বারের পরিমাণানুসারে ছিল; সেই দ্বার পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ, ও পঁচিশ হস্ত প্রস্থ। [২২] তাহার গবাক্ষ ও বারাণ্ডা ও তালবৃক্ষাকৃতি পূর্ব্বমুখ দ্বারের পরিমাণানুসারে ছিল, এবং তাহাতে আরোহণার্থে সাত সোপান ছিল, এবং তাহাদের সম্মুখে বারাণ্ডা ছিল। [২৩] এবং উত্তরদিগের ও পূর্ব্বদিগের দ্বারের সম্মুখে ভিতরের প্রাঙ্গণের দ্বার ছিল, এবং এক দ্বারহইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত এক শত হস্ত মাপিলেন।

[২৪] পরে তিনি আমাকে দক্ষিণ দিগে আনিলেন, দক্ষিণদিগে যে দ্বার ছিল, সেই পরিমাণানুসারে তাহার খোদিত স্তম্ভ ও বারাণ্ডা মাপিলেন। [২৫] এবং তাহার মধ্যে ও তাহার বারাণ্ডার মধ্যে চতুর্দ্দিগে সেই গবাক্ষের ন্যায় গবাক্ষ ছিল; তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থতা পঁচিশ হস্ত ছিল। [২৬] এবং তাহাতে আরোহণার্থে সাত সোপান ছিল, ও তাহাদের সম্মুখে বারাণ্ডা ছিল, এবং এদিগে ওদিগে তাহার খোদিত স্তম্ভে তালবৃক্ষাকৃতি ছিল। [২৭] এবং ভিতরের প্রাঙ্গণের এক দ্বার দক্ষিণ দিগে ছিল, এবং তিনি দক্ষিণ দিগের এক দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্য্যন্ত এক শত হস্ত মাপিলেন।

[২৮] পরে তিনি দক্ষিণ দ্বার দিয়া আমাকে ভিতরের প্রাঙ্গণে আনিলেন, এবং সেই পরিমাণানুসারে দক্ষিণ দ্বার মাপিলেন। [২৯] তাহার বাসা ও খোদিত স্তম্ভ ও বারাণ্ডা সেই পরিমাণানুসারে ছিল, এবং তাহার মধ্যে ও তাহার বারাণ্ডার মধ্যে চতুর্দ্দিগে গবাক্ষ ছিল; সেই দ্বার পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ ও পঁচিশ হস্ত প্রস্থ। [৩০] তাহার চতুর্দ্দিগে পঁচিশ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ এক বারাণ্ডা ছিল। [৩১] তাহার বারাণ্ডা বাহিরের প্রাঙ্গণের দিগে, ও তাহার খোদিত স্তম্ভের উপরে তালবৃক্ষাকৃতি ছিল, তাহাতে আরোহণার্থে আট সোপান ছিল।

[৩২] পরে তিনি আমাকে ভিতরের প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিগে আনিলেন, এবং সেই পরিমাণানুসারে তাহার দ্বার মাপিলেন। [৩৩] এবং তাহার বাসা ও খোদিত স্তম্ভ ও বারাণ্ডা ঐ পরিমাণানুসারে ছিল; তাহার মধ্যে ও তাহার বারাণ্ডার মধ্যে চতুর্দ্দিগে গবাক্ষ ছিল; সেই

দ্বার পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ ও পচিশ হস্ত প্রস্থ ছিল। [৩৪] তাহার বারাণ্ডা বহিঃপ্রাঙ্গণের দিগে ছিল, এবং তাহার খোদিত স্তম্ভের উপরে এদিগে ওদিগে তালবৃক্ষাকৃতি ছিল, ও তাহাতে আরোহণার্থে আট সোপান ছিল।

[৩৫] পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারে আনিলেন, এবং সেই পরিমাণানুসারে তাহা মাপিলেন। [৩৬] তাহার বাসা ও খোদিত স্তম্ভ ও বারাণ্ডা ও চতুর্দ্দিগে গবাক্ষ ছিল, তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থতা পঁচিশ হস্ত। [৩৭] তাহার বারাণ্ডা বাহিরের প্রাঙ্গণের দিগে ছিল; এবং এদিগে ওদিগে তাহার খোদিত স্তম্ভের উপরে তালবৃক্ষাকৃতি ছিল; তাহাতে আরোহণার্থে আট সোপান ছিল। [৩৮] এবং দ্বারের খোদিত স্তম্ভের নিকটে হব্য বস্তু ধৌত করণার্থে দ্বারবিশিষ্ট এক২ ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল। [৩৯] এবং হোমবলি ও প্রায়শ্চিত্ত ও দোষার্থক বলি ছেদনার্থে দ্বারের বারাণ্ডার এদিগে দুই ওদিগে দুই মেজ ছিল। [৪০] এবং উত্তরদ্বারের প্রবেশস্থানের সোপানের নিকটে বাহিরের পার্শ্বে দুই মেজ ছিল, এবং দ্বারের বারাণ্ডার নিকটস্থ অন্য পার্শ্বে দুই মেজ ছিল। [৪১] এই রূপে যাহার উপরে বলি ছেদন করে সেখানে এমত চারি মেজ, ও এখানে চারি মেজ, সর্ব্বশুদ্ধ দ্বারের পার্শ্বে আট মেজ ছিল। [৪২] এবং হোমবলির জন্যে দেড় হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ও এক হস্ত উচ্চ খোদিত প্রস্তরের চারি মেজ ছিল; তাহারা যে অস্ত্রে হোমীয় প্রভৃতি বলি ছেদন করিত, সেই অস্ত্র তাহার উপরে রাখিত। [৪৩] এবং ভিতরে চারি অঙ্গুলি প্রশস্ত নিকাল চতুর্দ্দিগে নির্ম্মিত ছিল; এবং মেজের উপরে নিবেদনীয় মাংস থাকিত।

[৪৪] ভিতরদ্বারের বাহিরে ভিতরের প্রাঙ্গণের মধ্যে গায়কদের কুঠরী ছিল; সে সমস্ত দক্ষিণাভিমুখ এবং উত্তরদ্বারের পার্শ্বে স্থিত; এবং পূর্ব্বদ্বারের পার্শ্বে উত্তরাভিমুখ এক কুঠরী ছিল। [৪৫] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, এই যে কুঠরীর মুখ দক্ষিণ দিগে আছে, তাহা মন্দিরের রক্ষাকর্ম্মে নিযুক্ত যাজকদের কারণ। [৪৬] এবং উত্তরাভিমুখ কুঠরী যজ্ঞবেদির কর্ম্মে নিযুক্ত যাজকদের কারণ, অর্থাৎ লেবি বংশের মধ্যে পরমেশ্বরের সেবা করিতে তাঁহার নিকটে আগমনকারি সাদোকের সন্তানদের কারণ আছে। [৪৭] পরে তিনি এক শত হস্ত দীর্ঘ ও এক শত হস্ত প্রস্থ চতুর্দ্দিগে সমান প্রাঙ্গণ ও মন্দিরের সম্মুখস্থ যজ্ঞবেদীও মাপিলেন।

[৪৮] পরে তিনি আমাকে মন্দিরের বারাণ্ডার কাছে আনিয়া তাহার খোদিত স্তম্ভ মাপিলেন; সে এপার্শ্বে পাঁচ হস্ত, ওপার্শ্বে পাঁচ হস্ত; এবং দ্বারের প্রস্থতা এপার্শ্বে তিন হস্ত, ওপার্শ্বে তিন হস্ত ছিল। [৪৯] বারাণ্ডার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত ও প্রস্থতা এগারো হস্ত, এবং তাহাতে আরোহণার্থে যে সোপান ছিল, তাহার খোদিত স্তম্ভ ছিল, এবং সেই খোদিত স্তম্ভের নিকটে এদিগে এক স্তম্ভ, ওদিগে এক স্তম্ভ ছিল।

৪১ অধ্যায়।

মন্দিরের পরিমাণ ও ভাগ ও কুঠরী ও অলঙ্কার প্রভৃতির কথা।

[১] পরে তিনি আমাকে মন্দিরে আনিয়া আবাসের প্রস্থতানুসারে খোদিত স্তম্ভের এদিগে ছয় হস্ত, ওদিগে ছয় হস্ত প্রস্থতা মাপিলেন। [২] এবং দ্বারের প্রস্থতা দশ হস্ত, ও দ্বারের পার্শ্ব এক দিগে পাঁচ হস্ত, অন্য দিগেও পাঁচ হস্ত ছিল; পরে তিনি তাহার দীর্ঘতা চল্লিশ হস্ত ও প্রস্থতা বিংশতি হস্ত মাপিলেন। [৩] পরে তিনি ভিতরে গিয়া (ভিতরের) দ্বারের খোদিত স্তম্ভ দুই হস্ত, ও দ্বার ছয় হস্ত, ও দ্বারের প্রস্থতা সাত হস্ত মাপিলেন। [৪] এবং তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত, এবং প্রস্থতাও বিংশতি হস্ত মন্দিরের ওদিগে মাপিয়া আমাকে কহিলেন, এই মহাপবিত্র স্থান। [৫] পরে তিনি মন্দিরের ভিত্তি ছয় হস্ত, ও মন্দিরের চতুর্দ্দিগে কুঠরীর শ্রেণী সর্ব্বদিগে চারি২ হস্ত প্রস্থ মাপিলেন। [৬] এক শ্রেণীর উপরে অন্য শ্রেণী, এই রূপ তিন শ্রেণী, এবং এক২ শ্রেণীতে ত্রিশ কুঠরী ছিল; এবং বন্ধন পাইবার কারণ মন্দিরের ভিত্তিতে শ্রেণীদের নিমিত্তে চতুর্দ্দিগে স্থান ছিল; কিন্তু সে সকল মন্দিরের ভিত্তির মধ্যে বদ্ধ ছিল না। [৭] এবং কুঠরীর শ্রেণী চতুর্দ্দিগে উচ্চতানুক্রমে উত্তর২ প্রশস্ত হইল, কারণ তাহা মন্দিরের উচ্চতা পর্য্যন্ত তাহার চতুর্দ্দিগে আচ্ছাদনস্বরূপ ছিল, এই জন্যে তাহা উচ্চতানুক্রমে মন্দিরের দিগে উত্তর২ প্রশস্ত হইল; এবং নীচ শ্রেণীহইতে উপর পর্য্যন্ত মধ্যশ্রেণী দিয়া পথ ছিল। [৮] আমি মন্দিরের (ভিত্তিতে) এক সোপান দেখিলাম, তাহা সকল শ্রেণীর ভিত্তিমূল, এবং ছয় হস্ত পরিমিত এক বৃহৎ নলের পোস্তা ছিল। [৯] কুঠরীর শ্রেণীর বাহির ভিত্তির প্রস্থতা পাঁচ হস্ত, এবং অবশিষ্ট স্থান মন্দিরের পার্শ্বস্থ কুঠরীর শ্রেণীর অন্তর্ভাগ ছিল। [১০] এবং ক্ষুদ্র কুঠরী পর্য্যন্ত মন্দিরের সর্ব্বদিগে বিংশতি হস্ত প্রশস্ত স্থান ছিল; [১১] এবং শ্রেণীর দ্বার সেই অবশিষ্ট স্থানের দিগে ছিল, এবং এক দ্বার উত্তরদিগে ও আর এক দ্বার দক্ষিণ দিগে ছিল; অবশিষ্ট স্থানের প্রস্থতা চতুর্দ্দিগে পাঁচ হস্ত ছিল। [১২] ভিন্ন স্থানের সম্মুখ-

স্থিত পশ্চিম দিগের গাঁথনি সত্তর হস্ত প্রস্থ ছিল; সে গাঁথনির ভিত্তি চতুর্দ্দিগে পাঁচ হস্ত প্রস্থ, এবং তাহার দীর্ঘতা নব্বই হস্ত ছিল। ১৩ এই প্রকারে তিনি মন্দিরের দীর্ঘতা এক শত হস্ত মাপিলেন; এবং ভিন্ন স্থান ও গাঁথনি ও তাহার ভিত্তি এক শত হস্ত দীর্ঘ ছিল। ১৪ মন্দিরের মুখের ও পূর্ব্বদিকস্থ ভিন্ন স্থানের প্রস্থতা এক শত হস্ত ছিল। ১৫ এবং ভিন্ন স্থানের পশ্চাতে তাহার সম্মুখ গাঁথনির ও তাহার সোপানাকৃতির দীর্ঘতা এদিগে ওদিগে এক শত হস্ত মাপিলেন। ১৬ এবং অন্তরস্থ মন্দির ও প্রাঙ্গণের বারাণ্ডা ও গোবরাট ও ক্ষুদ্র গবাক্ষ ও চতুর্দ্দিকস্থ সোপানাকৃতির তেতালা ভূমি অবধি গবাক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদিগে গোবরাটের সমানস্থিত কাষ্ঠময় তক্তাতে আচ্ছাদিত ছিল, এবং গবাক্ষও আচ্ছাদিত ছিল। ১৭ এবং দ্বারের উপরস্থান পর্য্যন্ত মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে এবং মন্দিরের ভিতর ও বাহিরভিত্তিতে চতুর্দ্দিগে স্ব ২ পরিমাণবিশিষ্ট কিরূব ও তালবৃক্ষাকৃতি চিত্রিত ছিল; ১৮ দুই ২ কিরূবের মধ্যে এক ২ তালবৃক্ষাকৃতি ছিল, এবং প্রত্যেক কিরূবের দুই মুখ, ১৯ অর্থাৎ এক তালবৃক্ষের দিগে মনুষ্যমুখাকৃতি ও অন্য তালবৃক্ষের দিগে যুবসিংহের মুখাকৃতি ছিল; মন্দিরের চতুর্দ্দিগে সর্ব্বত্র এই রূপ ছিল। ২০ ভূমি অবধি দ্বারের উপরস্থান পর্য্যন্ত মন্দিরের ভিত্তিতে সেই কিরূব ও তালবৃক্ষাকৃতি ছিল। ২১ এবং মন্দিরের তাবৎ কাষ্ঠ চতুষ্কোণ, ও পবিত্র স্থানের সম্মুখে সকলের পূর্ব্ববৎ আকৃতি ছিল। ২২ এবং কাষ্ঠময় বেদি তিন হস্ত উচ্চ ও দুই হস্ত দীর্ঘ ছিল। এবং তাহার কোণ ও দীর্ঘতা ও ভিত্তি কাষ্ঠময় ছিল; তিনি আমাকে কহিলেন, ইহা পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ ভোজনাসন। ২৩ এবং মন্দিরের ও পবিত্র স্থানের দুই ২ কবাট ছিল। ২৪ এক ২ কবাটের দুই ২ ঘূরণীয় পাট ছিল; এক কবাটের দুই পাট, ও অন্য কবাটের দুই পাট ছিল। ২৫ যেমন ভিত্তিতে, তদ্রূপ তাহাতে অর্থাৎ মন্দিরের দ্বারে কিরূব ও তালবৃক্ষাকৃতি ছিল; এবং বাহিরে বারাণ্ডার সম্মুখে কাষ্ঠময় তিরস্করিণী ছিল। ২৬ এবং বারাণ্ডার এপার্শ্বে ওপার্শ্বে ও মন্দিরের পার্শ্বস্থিত কুঠরীশ্রেণীতে ও কাষ্ঠময় তিরস্করিণীতে ক্ষুদ্র ২ গবাক্ষ ও তালবৃক্ষ ছিল।

৪২ অধ্যায়।

১ যাজকগণের কুঠরীর কথা, ১৩ ও তাহার কর্ম্মের কথা, ১৫ ও বহিঃপ্রাঙ্গণের পরিমাণের কথা।

১ পরে তিনি আমাকে উত্তরদিগ্‌গামি পথে বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে ল[illegible] গেলেন, এবং ভিন্ন স্থানের সম্মুখস্থিত ও উত্তরদিগের গাঁথনির সম্মুখস্থ কুঠরীশ্রেণীতে আমাকে আনিলেন। ২ তাহা উত্তরদ্বারের এক শত হস্ত দীর্ঘ স্থানের সম্মুখে, ও পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ছিল। ৩ এবং ভিতরের প্রাঙ্গণের বিংশতি হস্ত পরিমিত স্থানের সম্মুখে ও বাহিরের প্রাঙ্গণের বাঁধা স্থানের সম্মুখে সোপানাকৃতি তিনতালা ছিল। ৪ এবং কুঠরীগণের সম্মুখে দশ হস্ত প্রশস্ত এক পথ ছিল, ও কুঠরীগণের প্রবেশস্থান এক হস্ত পরিমিত, ও দ্বার উত্তরদিগে ছিল। ৫ উপরিস্থ কুঠরী ক্ষুদ্র ছিল, কারণ সোপানাকৃতি প্রযুক্ত অধো মধ্য শ্রেণীতে কুঠরীর ভিত্তি অধিক ছিল। ৬ সে কুঠরী তেতালা ছিল বটে, কিন্তু প্রাঙ্গণের স্তম্ভ সদৃশ স্তম্ভ তাহাতে ছিল না; অতএব সে কুঠরী ভিত্তিমূলহইতে ও অধো মধ্যহইতে কিছু সঙ্কীর্ণ হইল। ৭ এবং বাহিরের প্রাঙ্গণের দিগে কুঠরীর সম্মুখে বহির্দিগে যে ভিত্তি, তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ছিল; ৮ কারণ বহিঃপ্রাঙ্গণের কুঠরী পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ, এবং মন্দিরের সম্মুখস্থ কুঠরী এক শত হস্ত ছিল। ৯ এবং বহিঃপ্রাঙ্গণহইতে গেলে পূর্ব্বদিকস্থ প্রবেশস্থান এই কুঠরীর নীচে দিয়া যায়। ১০ এবং পূর্ব্বদিগে প্রাঙ্গণের প্রশস্ত ভিত্তিতে এবং ভিন্ন স্থানের ও অন্য গাঁথনির সম্মুখে কুঠরীশ্রেণী ছিল। ১১ তাহাদের সম্মুখস্থ পথ উত্তরদিকস্থ কুঠরীর পথের ন্যায় ছিল; এবং ঐ কুঠরীর দীর্ঘতা ও প্রস্থতা ও বহির্গমনের পথ ও আকার ও দ্বার এই সকল ঐ রূপ ছিল। ১২ দক্ষিণ দিগের কুঠরীর দ্বার সকল যে রূপ ছিল, তদ্রূপ পূর্ব্বদিগে প্রবেশ করিলে সেই স্থানে সেই ভিত্তির সম্মুখে পথের মস্তকে এক দ্বার ছিল।

১৩ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, ভিন্ন স্থানের সম্মুখে উত্তর দক্ষিণ দিগের যে কুঠরী, সেই পরমেশ্বরের নিকটে আগমনকারি যাজকদের অতি পবিত্র দ্রব্য ভোজনের পবিত্র কুঠরী; সে স্থানে তাহারা নৈবেদ্য ও প্রায়শ্চিত্ত ও দোষার্থক বলি প্রভৃতি অতি পবিত্র দ্রব্য রাখিবে, কেননা সে স্থান পবিত্র। ১৪ এবং যে সময়ে যাজকগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই সময়ে তাহারা পবিত্র স্থানহইতে বহিঃপ্রাঙ্গণে যাইবে না, কিন্তু যে বস্ত্র পরিয়া সেবা করে, সেই বস্ত্র সেখানে রাখিবে, কেননা তাহাই পবিত্র; তাহারা অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে, পরে লোকালয়ে গমন করিবে।

১৫ অপর তিনি অন্তরস্থ মন্দিরের মাপন সাঙ্গ করিয়া পূর্ব্বদ্বারের দিগে আমাকে লইয়া গেলেন, এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ মাপিলেন। ১৬ তিনি মাপিবার নল দিয়া পূর্ব্বপার্শ্ব সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত

নল পরিমাণ পাইলেন। [১৭] এবং মাপিবার নল দিয়া উত্তর পার্শ্ব সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত (নল) মাপিলেন। [১৮] এবং মাপিবার নল দিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব পাঁচ শত নল মাপিলেন। [১৯] এবং পশ্চিম-দিগে ফিরিয়া মাপিবার নল দিয়া পাঁচ শত নল মাপিলেন। [২০] এই রূপে তিনি চারি বায়ুর দিগে মাপিলেন; এবং পবিত্র ও সাধারণ স্থানের ভেদকারক চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর পাঁচ শত নল দীর্ঘ ও পাঁচ শত নল প্রস্থ ছিল।

৪৩ অধ্যায়।

১ মন্দিরে ঈশ্বরের তেজের প্রকাশ, ৭ ও ইস্রায়েলের পাপের নির্ণয়, ১০ ও খেদ করিতে ও মন্দিরের ব্যবস্থা মানিতে তাহাদের প্রতি ভবিষ্যদ্বক্তার উপদেশ, ১৩ ও বেদির পরিমাণ কথা, ১৮ ও বেদির ব্যবস্থার কথা।

[১] পরে তিনি আমাকে পূর্ব্বমুখ দ্বারের নিকটে আনিলে [২] আমি দেখিলাম, পূর্ব্বদিগের পথ হইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের তেজ আসিতেছে; তাঁহার শব্দ গভীর জলের শব্দের ন্যায়, এবং তাঁহার দীপ্তিতে পৃথিবী দীপ্তিবিশিষ্টা হইল। [৩] আমি যে আকার দেখিয়াছিলাম তদনুসারে অর্থাৎ যে সময়ে নগর বিনষ্ট করিতে আসিয়াছিলাম, সেই সময়ে যে আকার দেখিয়াছিলাম, এবং খাবোর নদীর নিকটে যে আকার দেখিয়াছিলাম, তদনুসারে এই আকার ছিল; তাহাতে আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম। [৪] এবং পরমেশ্বরের তেজ পূর্ব্বমুখ দ্বারের পথ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। [৫] পরে আত্মা আমাকে উঠাইয়া অন্তরস্থ প্রাঙ্গণে আনিলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, পরমেশ্বরের তেজে মন্দির পরিপূর্ণ আছে। [৬] এবং মন্দিরের মধ্যহইতে আমার প্রতি বাক্যবাদি কাহারো রব শুনিলাম; এবং এক ব্যক্তি আমার কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন।

[৭] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যে স্থানে ইস্রায়েল বংশের মধ্যে বাস করিব, সেই আমার সিংহাসন ও আমার পাদপীঠস্বরূপ স্থান এই; এবং ইস্রায়েল বংশ অর্থাৎ তাহারা ও তাহাদের রাজগণ আপন ২ বেশ্যাগমনদ্বারা ও মৃত রাজগণের শবদ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করিবে না। [৮] তাহারা আমার কপালির কাছে আপনাদের কপালি ও আমার চৌকাঠের কাছে আপনাদের চৌকাঠ দিয়া, এবং আমার ও তাহাদের মধ্যে কেবল এক ভিত্তি রাখিয়া আপনাদের কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিত; এই নিমিত্তে আমি ক্রোধ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি। [৯] এখন তাহারা আমার সাক্ষাৎহইতে বেশ্যাগমন ও রাজগণের শব দূর করিবে, এবং আমি সদাকাল পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে বাস করিব।

[১০] হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল বংশ আপন ২ অধর্ম্মের কারণ যেন লজ্জিত হয়, এই নিমিত্তে তুমি তাহাদিগকে এই মন্দির দেখাও, এবং তাহারা সেই আদর্শ পরিমাণ করুক। [১১] তাহারা যদি আপনাদের তাবৎ ক্রিয়া প্রযুক্ত লজ্জিত হয়, তবে মন্দিরের আকার প্রকার অর্থাৎ নির্গমন ও প্রবেশস্থান ও তাহার সমস্ত আকৃতি এবং তাহার বিধি ও আকৃতি ও ব্যবস্থা সমস্তই তাহাদিগকে জানাও, ও তাহাদের সাক্ষাতে লিপিবদ্ধ কর; তাহারা তাহার সমস্ত আকৃতি ও বিধি মানিয়া তদনুসারে করুক। [১২] মন্দিরের ব্যবস্থা এই; পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরিস্থ তাহার চতুর্দ্দিগে সকল সীমা মহাপবিত্র হইবে; দেখ, এই মন্দিরের ব্যবস্থা। [১৩] আর যজ্ঞবেদির পরিমাণ এই; প্রত্যেক হস্ত এক হস্ত চারি অঙ্গুলি পরিমিত হইলে তাহার মূল উচ্চতাতে এক হস্ত ও প্রস্থতাতে এক হস্ত, এবং চতুর্দ্দিগে তাহার সীমাতে অর্দ্ধ হস্ত তাহার কিনাল, ইহা বেদির পৃষ্ঠ হইবে। [১৪] এবং ভূমিস্থ মূলাবধি অধঃস্থ সোপান পর্য্যন্ত দুই হস্ত, ও তাহার প্রস্থতা এক হস্ত; এবং ক্ষুদ্র সোপান অবধি বৃহৎ সোপান পর্য্যন্ত চারি হস্ত, ও তাহার প্রস্থতা এক হস্ত। [১৫] এবং বেদির মঞ্চ চারি হস্ত; তাহার চারি কোণে চারি শৃঙ্গ হইবে। [১৬] ঐ মঞ্চ বারো হস্ত দীর্ঘ ও বারো হস্ত প্রস্থ, চারি দিগে সমান হইবে। [১৭] এবং সোপান চতুর্দ্দশ হস্ত দীর্ঘ ও চতুর্দ্দশ হস্ত প্রস্থ হইবে, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে অর্দ্ধহস্ত এক সীমা হইবে, এবং তাহার মূল চারি দিগে এক হস্ত হইবে, এবং তাহার পূর্ব্বদিগে আরোহণস্থান হইবে।

[১৮] অপর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে দিনে হোম ও রক্ত প্রক্ষেপ করণার্থে এই যজ্ঞবেদি নির্ম্মিত হইবে, সেই দিনের নিমিত্তে তদ্বিষয়ক বিধি এই। [১৯] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার সেবা করিতে আমার নিকটে আগমনকারি সাদোক বংশজ লেবীয় যাজকদিগকে তুমি প্রায়শ্চিত্তের জন্যে এক যুব বৃষ দিবা। [২০] পরে তাহার কিছু রক্ত লইয়া বেদির চারি শৃঙ্গের উপরে ও সোপানের চারি কোণে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সীমাতে সেচন করিয়া বেদির জন্যে পাপার্থক বলিদান ও প্রায়শ্চিত্ত করিবা। [২১] পরে তুমি প্রায়শ্চিত্তার্থক বৃষ লইয়া পবিত্র স্থানের

বাহিরে মন্দিরের নিরূপিত স্থানে তাহাকে দগ্ধ করাইবা। ২২ এবং দ্বিতীয় দিনে প্রায়শ্চিত্তের কারণ এক নির্দ্দোষ ছাগকে আনিবা; তাহাতে বৃষদ্বারা যে প্রকার হইল, তাহাদ্বারাও তদ্রূপ যজ্ঞবেদির জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ২৩ এই রূপে তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত সাঙ্গ করিলে পর তুমি নির্দ্দোষ এক যুব বৃষ ও পালের নির্দ্দোষ এক মেষ আনিবা। ২৪ তুমি পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাদিগকে আনিবা, এবং যাজকগণ তাহাদের উপরে লবণ প্রক্ষেপ করিয়া হোমার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে উৎসর্গ করিবে। ২৫ তুমি প্রায়শ্চিত্তের কারণ সাত দিন পর্য্যন্ত দিনে ২ এক ২ ছাগ উৎসর্গ করিবা, এবং তাহারা নির্দ্দোষ এক যুব বৃষ ও পালের এক মেষ উৎসর্গ করিবে। ২৬ তাহারা সাত দিন পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে ২ তাহা পবিত্র করিবে ও যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। ২৭ সপ্তাহ গতে অষ্টম দিনাবধি যাজকেরা বেদির উপরে তোমাদের নিমিত্তে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবে; তাহাতে প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব।

৪৪ অধ্যায়।

১ পূর্ব্বদ্বারে দেশাধ্যক্ষের অধিকারের কথা, ৪ ও যাজকদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুযোগ, ৯ ও পূর্ব্বের দেবপূজক লেবীয়দের প্রতি ঈশ্বরের কর্ম্ম নিষেধ ও সে কর্ম্মে সাদোকের সন্তানগণকে নিযুক্ত করণ, ১৭ ও যাজকদের প্রতিনিধি।

১ পরে তিনি পবিত্র স্থানের বাহিরের পূর্ব্বমুখ দ্বারের পথ দিয়া আমাকে ফিরাইয়া আনিলেন; তখন সে দ্বার রুদ্ধ ছিল। ২ পরে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, এই দ্বার রুদ্ধ থাকিবে, কখনো মুক্ত হইবে না, এবং ইহা দিয়া কেহ প্রবেশ করিবে না; কেননা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে ইহা বদ্ধ থাকিবে। ৩ কেবল দেশাধ্যক্ষ আপন অধ্যক্ষত্বপদ প্রযুক্ত সেখানে বসিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আহার করিবে, এবং সে দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, এবং সেই পথ দিয়া বাহিরে যাইবে।

৪ পরে তিনি উত্তরদ্বারের পথে আমাকে মন্দিরের সম্মুখে আনিলেন, তাহাতে আমি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, পরমেশ্বরের মন্দির পরমেশ্বরের তেজেতে পরিপূর্ণ আছে; তাহাতে আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম। ৫ তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি পরমেশ্বরের মন্দিরের তাবৎ বিধি ও ব্যবস্থা বিষয়ে তোমাকে যে সকল কথা কহি, তাহাতে মনোযোগ কর, এবং চক্ষুতে দেখ ও কর্ণেতে শুন, এবং মন্দিরের প্রবেশস্থান ও ধর্ম্মধামহইতে নির্গমনস্থান সকলের বিবেচনা কর। ৬ এবং বিরোধি ইস্রায়েল বংশকে বল, প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল বংশ, তোমাদের ঘৃণ্য ক্রিয়া প্রচুর হইয়াছে। ৭ তোমরা আমার ভক্ষ্য মেদ ও রক্ত উৎসর্গ করণ সময়ে আমার মন্দির অপবিত্র করণার্থে অন্তঃকরণে ও শরীরে অছিন্নত্বক্ বিজাতীয় লোকদিগকে আমার পবিত্র স্থানে আনিয়াছ, তাহারা তোমাদের সকল ঘৃণ্য ক্রিয়ার মত আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। ৮ এবং তোমরা আমার পবিত্র স্থানের কার্য্য না করিয়া আমার পবিত্র স্থানে কার্য্যকারি লোকদিগকে আপনাদের জন্যে নিযুক্ত করিয়াছ।

৯ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল বংশের মধ্যবর্ত্তি বিজাতীয় লোকদের মধ্যে অন্তঃকরণে ও শরীরে অছিন্নত্বক্ কোন তীয় লোক আমার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে না। ১০ কিন্তু আমার নিকটহইতে আপনার ইষ্ট দেবগণের পশ্চাৎ ভ্রমণকারি ইস্রায়েলের ভ্রান্তি বশতঃ যে লেবীয়েরা আমার নিকটহইতে দূর হইয়াছে, তাহারা আপন ২ অপরাধ ভোগ করিবে। ১১ এবং তাহারা মন্দিরের দ্বাররক্ষাতে ও মন্দিরের দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দাসরূপে আমার পবিত্র স্থানে থাকিবে; তাহারা লোকদের নিমিত্তে হব্য ও উৎসর্জ্জনীয় পশু বধ করিবে ও দাস্যকর্ম্ম করণার্থে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে। ১২ কেননা তাহারা আপনাদের ইষ্ট দেবগণের সম্মুখে লোকদের দাস্যকর্ম্ম করিয়া ইস্রায়েল বংশের অপরাধজনক বাধাস্বরূপ হইয়াছে; এই জন্যে প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহাদের প্রতিকূলে শপথ করিলাম, তাহারা আপন ২ পাপের ফল ভোগ করিবে। ১৩ তাহারা আমার উদ্দেশে যাজন ক্রিয়া করিতে আমার নিকটে আসিবে না, এবং আমার কোন পবিত্র বস্তুর কিম্বা মহাপবিত্র স্থানের নিকটেও আসিবে না, কিন্তু আপনাদের অপমান ও স্বকৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়ার ফল ভোগ করিবে। ১৪ আমি তাহাদিগকে কেবল মন্দিরের রক্ষা ও তন্মধ্যস্থ সকল দাস্যকর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিব। ১৫ কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমার নিকটহইতে ইস্রায়েল বংশের ভ্রান্ত হওন সময়ে যে সাদোক বংশীয় লেবীয় যাজকগণ আমার পবিত্র স্থানের রক্ষা করিল, তাহারা আমার সেবা করণার্থে আমার নিকটে আসিবে, এবং মেদ ও রক্ত উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে দাঁড়া-

হইবে। ১৬ তাহারা আমার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আমার ভোজনাসনের নিকটে আসিবে এবং আমার কর্ম্ম করিবে।

১৭ যে সময়ে তাহারা অন্তরস্থ প্রাঙ্গণের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে, তৎকালে মসিনার বস্ত্র পরিধান করিবে; যে সময়ে তাহারা অন্তরস্থ প্রাঙ্গণের দ্বারে ও মন্দিরে সেবা করিবে, তৎকালে তাহাদের গাত্রে লোমজ বস্ত্র উঠিবে না। ১৮ তাহারা মস্তকে মসিনা বস্ত্রের উষ্ণীষ ও কটিতে মসিনার বস্ত্র পরিধান করিবে, এবং ঘর্ম্মজনক বন্ধনেতে আপনাদিগকে বন্ধন করিবে না। ১৯ তাহারা যখন বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে অর্থাৎ লোকদের কাছে বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে যায়, তৎকালে তাহারা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া সেবা করিয়াছিল, তাহা খুলিয়া পবিত্র কুঠরীতে রাখিবে, এবং অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে; আপনাদের সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া লোককে পবিত্র করিবে না। ২০ এবং তাহারা মস্তক মুণ্ডনও করিবে না, এবং কেশ দীর্ঘও করিবে না, মস্তকের কেশ ছেদন করিবে। ২১ এবং যে সময়ে যাজকগণ অন্তরস্থ প্রাঙ্গণে যায়, তৎকালে কোন দ্রাক্ষারস পান করিবে না। ২২ তাহারা বিধবাকে কিম্বা স্বামিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না, কিন্তু ইস্রায়েল বংশীয় কন্যাকে কিম্বা পূর্ব্বে যাজকের ভার্য্যা ছিল এমত বিধবাকে বিবাহ করিবে। ২৩ এবং তাহারা আমার লোকদিগকে পবিত্র ও অপবিত্র বস্তুর প্রভেদ শিক্ষা দিবে, এবং শুচি ও অশুচির ভিন্নতা জ্ঞাত করিবে। ২৪ এবং বাদানুবাদের বিচারার্থে নিযুক্ত হইবে, এবং আমার রাজনীত্যনুসারে তাহার নিষ্পত্তি করিবে; এবং পর্ব্বসময়ে আমার ব্যবস্থা ও বিধি পালন করিবে, ও আমার বিশ্রামদিনকে পবিত্র জ্ঞান করিবে। ২৫ এবং তাহারা আপনাদিগকে অশুচি করিতে কোন শবের নিকটে যাইবে না; কেবল পিতা ও মাতা ও পুত্র ও কন্যা ও ভ্রাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীর নিমিত্তে আপনাদিগকে অশুচি করিতে পারিবে। ২৬ পরে শুচি হইলে তাহার জন্যে আর সাত দিন গণিত হইবে। ২৭ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, যে দিনে সে পবিত্র স্থানে সেবা করণার্থে পবিত্র স্থানের অন্তরস্থ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, সেই দিনে আপনার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৮ এবং আমি তাহাদের অধিকারস্বরূপ, ইহা তাহাদের অধিকার হইবে; এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তোমরা তাহাদিগকে কোন আধিপত্য দিবা না, আমিই তাহাদের আধিপত্যস্বরূপ। ২৯ তাহারা নৈবেদ্য ও প্রায়শ্চিত্ত ও দোষার্থক বলি ভোজন করিবে; এবং ইস্রায়েলের মধ্যে যে সকল দ্রব্য বর্জ্জিত হইবে, তাহা তাহাদের হইবে। ৩০ এবং সকল বস্তুর প্রথম ফলের প্রধান ভাগ, ও উত্তোলনীয় দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক উত্তোলনীয় দ্রব্য যাজকদের হইবে; এবং তোমাদের গৃহে যেন আশীর্ব্বাদ থাকে, এই নিমিত্তে তোমরা যাজকদিগকে আপনাদের ছানা ময়দার প্রথমাংশ দিবা। ৩১ এবং যে কিছু স্বয়ংমৃত কিম্বা পশু কি পক্ষিতে ভুক্ত, তাহা যাজকেরা ভোজন করিবে না।

৪৫ অধ্যায়।

১ পবিত্র গৃহের নিমিত্তে ভূমির অংশ, ৯ ও দেশাধ্যক্ষ ও লোকদের প্রতি বিধি ও ব্যবস্থা।

১ যে সময়ে তোমরা অধিকারের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিয়া দেশ বিভাগ করিবা, তৎকালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক নৈবেদ্য অর্থাৎ দেশের পবিত্র এক ভাগ উৎসর্গ করিবা; তাহার দীর্ঘতা পঁচিশ সহস্র নল, ও তাহার প্রস্থতা দশ সহস্র নল পরিমিত হইবে; এই ভাগ চতুঃসীমার মধ্যে সর্ব্বত্র পবিত্র হইবে। ২ তাহার মধ্যে পাঁচ শত নল দীর্ঘ ও পাঁচ শত নল প্রস্থ, চারি দিগে সমান ভূমি পবিত্র স্থানের জন্যে থাকিবে, এবং তাহার বহির্ভাগে চতুর্দ্দিগে পঞ্চাশ হস্ত অবশিষ্ট থাকিবে। ৩ ঐ মাপা ভূমির মধ্যে ভূমি পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ (ভূমি) মাপিবা, এবং তাহার মধ্যে ধর্ম্মধাম অর্থাৎ অতি পবিত্র স্থান থাকিবে। ৪ দেশের এই পবিত্র ভাগ যাজকদের অর্থাৎ পরমেশ্বরের সেবা করিতে তাঁহার নিকটে আগমনকারি পবিত্র স্থানের সেবকদের নিমিত্তে হইবে, এবং তাহাদের বাটীর নিমিত্তে তাহাতে স্থান হইবে, ও ধর্ম্মধামের নিমিত্তে পবিত্র স্থান হইবে। ৫ এবং পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ ভূমি মন্দিরের সেবক লেবীয়দের অধিকার এবং বিংশতি বাসাঘরের স্থান হইবে। ৬ আর তোমরা নিবেদিত পবিত্র ভূমির সম্মুখে পাঁচ সহস্র নল প্রস্থ ও পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ নগরের অংশ নিরূপণ করিবা; তাহা ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের নিমিত্তে হইবে। ৭ এবং নিবেদিত পবিত্র ভূমির ও নগরের অংশের এপার্শ্বে ওপার্শ্বে, অর্থাৎ পশ্চিম পার্শ্বে পশ্চিম দিগে ও পূর্ব্বপার্শ্বে পূর্ব্বদিগে নিবেদিত পবিত্র ভূমির ও নগরের অংশের সন্নিকটে দেশাধ্যক্ষের নিমিত্তে অংশ হইবে; তাহার দীর্ঘতা অন্য অংশের মত পশ্চিম সীমাবধি পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত যাইবে। ৮ এবং সে ভূমি ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার অধিকার হইবে; আমার নিযুক্ত অধ্যক্ষেরা আমার প্রজাদের প্রতি আর উপদ্রব করিবে না; তাহারা

ইস্রায়েল লোকদিগকে আপন ২ বংশানুসারে দেশ প্রদান করিবে।

[৯] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ, (তোমাদের কুক্রিয়া) প্রচুর হইয়াছে; প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তোমরা উপদ্রব ও অন্যায় দূর করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ কর; তোমরা আমার প্রজাদিগকে তাড়াইয়া দিতে ক্ষান্ত হও। [১০] এবং আপনাদের নিমিত্তে প্রকৃত পাল্লা ও প্রকৃত ঐফা ও প্রকৃত বাৎ কর। [১১] তোমাদের ঐফা ও বাৎ একপরিমাণ হইবে; বাৎ হোমরের দশমাংশ, ও ঐফা হোমরের দশমাংশ হইবে; এই উভয় হোমরানুসারে পরিমিত হইবে। [১২] এবং বিংশতি গেরাতে এক শেকল হইবে; ও পঁচিশ শেকলে ও বিংশতি শেকলে ও পোনেরো শেকলে এক মানী হইবে। [১৩] তোমাদের উত্তোলনীয় দ্রব্যের এই পরিমাণ হইবে; তোমরা গোমের এক হোমরের মধ্যে এক ঐফার ষষ্ঠাংশ, এবং যবের এক হোমরের মধ্যে এক ঐফার ষষ্ঠাংশ দিবা। [১৪] এবং এক কোরের মধ্যে তোমরা তৈলের পরিমাণ যে বাৎ তাহার দশমাংশ তৈল দিবা; যেমন দশ বাতে হোমর হয়, তদ্রূপ দশ বাতে কোর্ হয়। [১৫] এবং ইস্রায়েলের সুসিক্ত ভূমিতে যে দুই শত মেষ চরে, তাহার মধ্যে এক মেষকে উৎসর্গ করিবা। প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তাহা তোমাদের পাপ মার্জ্জনার্থে নৈবেদ্য ও হোম ও মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে হইবে। [১৬] দেশের তাবৎ লোকেরা এই উত্তোলনীয় দ্রব্য দেশাধ্যক্ষকে দিবে। [১৭] এবং উৎসব ও অমাবস্যা ও বিশ্রামদিন প্রভৃতি ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ পর্ব্বের সময়ে হোম ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্য দেওয়া দেশাধ্যক্ষের উচিত হইবে, এবং সে ইস্রায়েল বংশের পাপ মার্জ্জনার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত ও নৈবেদ্য ও হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবে। [১৮] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, প্রথম মাসের প্রথম দিনে তুমি এক নির্দ্দোষ যুব বৃষকে লইয়া পবিত্র স্থানের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবা। [১৯] এবং যাজক প্রায়শ্চিত্তার্থক বলির কিছু রক্ত লইয়া মন্দিরের চৌকাঠের উপরে এবং যজ্ঞবেদির সোপানের চারি কোণে ও ভিতরের প্রাঙ্গণের দ্বারের চৌকাঠের উপরে দিবে। [২০] এবং মাসের সপ্তম দিনে তোমরা প্রত্যেক ভ্রান্ত ও অজ্ঞানের নিমিত্তে সেই প্রকার করিবা, ও সেই মতে মন্দিরের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবা। [২১] প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে তোমরা নিস্তারপর্ব্ব নামে সাত দিনের উৎসব করিবা, তাহাতে তাড়ীশূন্য রুটী আহার হইবে। [২২] সে দিনে দেশাধ্যক্ষ আপনার ও দেশীয় সকল লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্তার্থে এক বৃষ উৎসর্গ করিবে। [২৩] সেই উৎসবের সপ্তাহের প্রত্যেক দিনে সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমার্থে নির্দ্দোষ সাত বৃষ ও সাত মেষ, এবং প্রায়শ্চিত্তার্থে এক ছাগবৎস উৎসর্গ করিবে। [২৪] এবং এক ২ বৃষের সহিত এক ২ ঐফা ও এক ২ মেষের সহিত এক ২ ঐফা পরিমিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবে, এবং এক ২ ঐফা (নৈবেদ্যের) সহিত এক ২ হিন তৈল দিবে। [২৫] সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনের উৎসব সময়ে সে তদনুসারে সাত দিন পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত ও হোম এবং নৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করিবে।

৪৬ অধ্যায়।

১ দেশাধ্যক্ষ ও লোকদের ভজন করণের বিধি, ৯ ও মন্দিরে প্রবেশ ও নির্গমনের কথা ও বলিদানাদির কথা, ১৬ ও রাজপুত্রদের অধিকার, ১৯ ও পাক ও সিদ্ধ করণার্থক কুঠরীর কথা।

[১] প্রভু পরমেশ্বর কহেন, অন্তরস্থ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বমুখ দ্বার কর্ম্মের ছয় দিন বন্ধ থাকিবে, কিন্তু বিশ্রামদিনে মুক্ত হইবে, এবং অমাবস্যার দিনেও মুক্ত হইবে। [২] দেশাধ্যক্ষ বাহিরহইতে দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া আগমন করিয়া দ্বারের চৌকাঠের নিকটে দাঁড়াইবে, এবং যাজকগণ তাহার হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, এবং সে দ্বারের গোবরাটের নিকটে ভজনা করিবে; তাহার পর সে বাহিরে যাইবে; কিন্তু সায়ংকাল পর্য্যন্ত দ্বার বন্ধ হইবে না। [৩] এবং বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে দেশীয় লোকেরাও ঐ দ্বারের প্রবেশস্থানে থাকিয়া পরমেশ্বরের ভজনা করিবে। [৪] বিশ্রামদিনে দেশাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে হোমবলি উৎসর্গ করিবে, তাহা নির্দ্দোষ ছয় মেষশাবক ও নির্দ্দোষ এক মেষ। [৫] এবং সেই মেষের সহিত সে এক ঐফা নৈবেদ্য দিবে, কিন্তু মেষবৎসের সহিত যথাশক্তি দিবে; এবং এক ২ ঐফা নৈবেদ্যের সহিত এক২ হিন তৈল দিবে। [৬] এবং অমাবস্যার দিনে নির্দ্দোষ এক যুব বৃষ ও নির্দ্দোষ ছয় মেষশাবক ও এক মেষ দিতে হইবে। [৭] এবং সেই বৃষের সহিত এক ঐফা ও মেষের সহিত এক ঐফা নৈবেদ্য দিবে, কিন্তু মেষবৎসের সহিত যথাশক্তি দিবে, এবং এক ২ ঐফা নৈবেদ্যের সহিত এক ২ হিন তৈল দিবে। [৮] যখন দেশাধ্যক্ষ প্রবেশ করিবে, তখন দ্বারের বারাণ্ডার পথে প্রবেশ করিবে, এবং সেই পথ দিয়া বাহিরে যাইবে।

[৯] কিন্তু পর্ব্ব সময়ে যখন দেশীয় লোকেরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আইসে, তখন যে কেহ ভজনার্থে উত্তরদ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করে,

সে দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়া বাহিরে যাইবে; এবং যে জন দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করে, সে উত্তরদ্বারের পথ দিয়া বাহিরে যাইবে; যে যে দ্বারের পথে প্রবেশ করিবে, সে সেই দ্বারের পথে বাহিরে যাইবে না, কিন্তু তাহার সম্মুখ দিয়া বাহিরে যাইবে। [১০] এবং যখন তাহারা প্রবেশ করিবে, তখন তাহাদের মধ্যে দেশাধ্যক্ষও প্রবেশ করিবে; এবং তাহারা বাহিরে গেলে তাহাদের মধ্যে সেও বাহিরে যাইবে। [১১] এবং উৎসবের ও পর্ব্বের সময়ে এক২ বৃষের সহিত এক২ ঐফা নৈবেদ্য ও এক২ মেষের সহিত এক২ ঐফা নৈবেদ্য দিবে, কিন্তু এক২ মেষশাবকের সহিত যথাশক্তি দিবে; এবং এক২ ঐফা নৈবেদ্যের সহিত এক২ হিন তৈল দিবে। [১২] যখন দেশাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্বেচ্ছানুসারে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, তখন তাহার নিমিত্তে পূর্ব্বদ্বার মুক্ত করিতে হইবে; যেমন বিশ্রামদিনে তদ্রূপ সে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি দান করিবে; পরে সে বাহিরে গেলে দ্বার রুদ্ধ হইবে। [১৩] তুমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিত্য২ একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষশাবক হোম করিবা, প্রতি প্রভাতে তাহা উৎসর্গ করিবা। [১৪] এবং প্রতি প্রভাতে তাহার সহিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবা, অর্থাৎ ঐফার ষষ্ঠাংশ নৈবেদ্য, ও ময়দা মাখিতে এক হিনের তৃতীয়াংশ তৈল, এই নৈবেদ্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিত্য২ বিধিমতে উৎসর্গ করিবা। [১৫] তোমরা প্রতি প্রভাতে সেই মেষশাবক ও নৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করিবা, তাহা নিত্য হোম হইবে।

[১৬] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেশাধ্যক্ষ যদি আপনার পুত্ত্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে কিছু দান করে, তবে তাহা তাহার অধিকার হইবে, ও তাহার পুত্ত্রদের প্রতি বর্ত্তিবে; তাহা পুত্ত্রপৌত্ত্রানুক্রমে তাহাদের অধিকার হইবে। [১৭] কিন্তু সে যদি আপনার কোন ভৃত্যকে আপন অধিকারের কিছু দান করে, তবে তাহা মুক্তিবৎসর পর্য্যন্ত তাহার থাকিবে, পরে পুনর্ব্বার দেশাধ্যক্ষের হইবে; কেবল তাহার পুত্ত্রগণ তাহার অধিকার পাইবে। [১৮] দেশাধ্যক্ষ প্রজাদিগকে তাহাদের অধিকারহইতে দূর করিয়া উপদ্রবদ্বারা তাহাদের অধিকার লইবে না; সে আপনারই অধিকারের মধ্যহইতে আপন পুত্ত্রদিগকে অধিকার দিবে, পাছে আমার প্রজারা আপন২ অধিকারহইতে ছিন্নভিন্ন হয়।

[১৯] পরে তিনি দ্বারের পার্শ্বস্থ প্রবেশের পথ দিয়া আমাকে যাজকদের উত্তরমুখ পবিত্র কুঠরীতে আনিলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে এক স্থান ছিল। [২০] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই স্থানে যাজকেরা দোষ ও প্রায়শ্চিত্তার্থক বলি পাক করিবে ও নৈবেদ্য ভর্জ্জন করিবে, পাছে বহিঃস্থিত প্রাঙ্গণে গেলে তাহারা লোকদিগকে শুচি করে। [২১] পরে তিনি আমাকে বহিঃস্থিত প্রাঙ্গণে আনিয়া সেই প্রাঙ্গণের চারি কোণ দিয়া গমন করাইলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, ঐ প্রাঙ্গণের প্রত্যেক কোণে এক২ প্রাঙ্গণ ছিল। [২২] প্রাঙ্গণের চারি কোণে চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ ও ত্রিশ হস্ত প্রস্থ চারি সুদৃঢ় প্রাঙ্গণ ছিল; সেই চারি কোণস্থিত প্রাঙ্গণের এক পরিমাণ ছিল। [২৩] তাহার প্রত্যেকের চতুর্দ্দিগে প্রাকার ছিল, এবং ঐ চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকারের তলে পাকস্থালী ছিল। [২৪] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই পাচকদের গৃহ, এই স্থানে মন্দিরের সেবকেরা লোকদের বলি সিদ্ধ করিবে।

৪৭ অধ্যায়।

১ পবিত্র জলের কথা, ৬ ও সে জলের গুণের কথা, ১৩ ও দেশের সীমা, ২২ ও গুলিবাঁটদ্বারা তাহার বিভাগ করণ।

[১] পরে তিনি আর বার আমাকে মন্দিরের দ্বারের নিকটে আনিলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, পূর্ব্বাভিমুখ মন্দিরের পূর্ব্বদিগের গোবরাটের নামোহইতে জল নির্গত হইয়া মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে যজ্ঞবেদির দক্ষিণে নীচে নামিল। [২] পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারের পথ দিয়া আনিয়া বাহ্য পথ দিয়া বহির্দিগের পূর্ব্বাভিমুখ দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন; সেখানে আমি দেখিলাম, দক্ষিণ পার্শ্বে জল নির্গত হইতেছে। [৩] এবং তিনি পূর্ব্বদিগে যাইয়া হস্তে সূত্র ধরিয়া এক সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত মাপিলেন, এবং আমাকে সেই জলের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন; সেখানে চরণের অধোভাগে জল লাগিল। [৪] পরে তিনি পুনর্ব্বার এক সহস্র হস্ত মাপিয়া সেই জলের মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া গেলেন; তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত জল উঠিল। আর বার তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিয়া সেই জলের মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া গেলেন; তাহাতে কটি পর্য্যন্ত জল উঠিল। [৫] পরে তিনি পুনর্ব্বার এক সহস্র হস্ত মাপিলে নদী আমার অগম্য হইল, কারণ ঐ জল এমত বৃদ্ধি পাইল যে সন্তরণে উত্তীর্ণ হইতে হয়, পদব্রজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, এমত নদী হইল।

[৬] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিলা? পরে তিনি আমাকে পুনরায় ঐ নদীর তীরে লইয়া গেলেন।

[৭] আমি ফিরিয়া গেলে সেই নদীর তীরে এপারে ওপারে অনেক২ বৃক্ষ দেখিলাম। [৮] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই জল পূর্ব্বপ্রদেশে বহিয়া প্রান্তরে নামে, এবং সমুদ্রে প্রবেশ করে; সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে তাহার দুষ্ট জল উত্তম হয়। [৯] এবং এই স্রোতের জল যে কোন স্থানে বহিবে, সে স্থানের জলচর তাবৎ জীবজন্তু বাঁচিবে, ও সে স্থানে বিস্তর মৎস্য হইবে; কেননা এই জল যেখানে যায়, সেখানকার দুষ্ট জল উত্তম হয়; এবং এই স্রোত যে কোন স্থান দিয়া বহে, সেই স্থানের সকলেই জীবন পায়। [১০] এবং ঐন্‌গিদী অবধি ঐন্‌-ইগ্লয়িম্‌ পর্য্যন্ত তাহার তীরে ধীবরগণ দাঁড়াইবে, ও জাল বিস্তার করণের স্থান হইবে, এবং মৎস্যগণ স্ব২ জাত্যনুসারে বৃদ্ধি পাইয়া মহাসমুদ্রের মৎস্যের ন্যায় অতি প্রচুর হইবে। [১১] কিন্তু তাহার পঙ্কস্থানের ও গর্ত্তের প্রতীকার হইবে না; তাহা লবণযুক্ত থাকিবে। [১২] এবং নদীর ধারে এপারে ওপারে তাবৎ প্রকার খাদ্য ফল বিশিষ্ট বৃক্ষ হইবে, সেই বৃক্ষের অম্লান পত্র ও নিরন্তর ফলোৎপত্তি হইবে; প্রতি মাসে তাহার ফল পাকিবে, কেননা তাহার (সেচনের) জল ধর্ম্মধামহইতে নির্গত, এবং তাহার ফল খাদ্য ও পত্র আরোগ্যজনক হইবে।

[১৩] প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশকে যে দেশ অধিকারার্থে দিবা, তাহা এই; যূষফের দুই অংশ হইবে। [১৪] তদ্ভিন্ন তোমরা সকলের অধিকার সমান করিবা, কারণ আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছি, তোমরা তাহার অধিকার পাইবা। [১৫] তাহার সীমার বৃত্তান্ত এই। উত্তরদিগে দেশের সীমা এই; মহাসমুদ্রহইতে সিদাদ্‌ পর্য্যন্ত হিৎলোনের পথ; [১৬] পরে হমাৎ ও বিরোথা এবং দম্মেষকের ও হমাতের সীমার মধ্যস্থিত সিব্রয়িম্‌ ও হৌরণের সীমার নিকটস্থ হৎসর-হত্তীকোন্‌। [১৭] এই রূপে সীমা সমুদ্রহইতে হৎসর-ঐনন্‌ পর্য্যন্ত দম্মেষকের সীমা দিয়া উত্তরদিগে অতি দূরে এবং হমাতের সীমা দিয়া যাইবে; এই উত্তরসীমা হইবে। [১৮] এবং পূর্ব্বসীমা এই; তোমরা হৌরণ ও দম্মেষক ও গিলিয়দ্‌ এবং যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তি ইস্রায়েল দেশের সীমা অবধি পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত মাপিবা; এই পূর্ব্বসীমা হইবে। [১৯] আর দক্ষিণদিগে দাক্ষিণ সীমা এই; তামর অবধি কাদেশস্থ বিবাদজল পর্য্যন্ত ও নদী দিয়া মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত; দক্ষিণদিগের এই দক্ষিণ সীমা হইবে। [২০] এবং পশ্চিম সীমা এই; (দক্ষিণ) সীমা অবধি হমাতের সম্মুখের স্থান পর্য্যন্ত মহাসমুদ্র; এই পশ্চিম সীমা হইবে। [২১] এই রূপে তোমরা ইস্রায়েলের বংশানুসারে আপনাদের মধ্যে দেশ বিভাগ করিবা।

[২২] তোমরা আপনাদের নিমিত্তে, এবং যে বিদেশি লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়া তোমাদের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহাদেরও নিমিত্তে গুলিবাঁট করিয়া দেশ বিভাগ করিবা; এবং তাহারা স্বজাতীয়দের ন্যায় ইস্রায়েল বংশের মধ্যে গণিত হইবে, এবং তোমাদের সহিত ইস্রায়েল বংশদের মধ্যে অধিকার পাইবে। [২৩] প্রবাসি লোক তোমাদের যে বংশের মধ্যে প্রবাস করিবে, তাহার মধ্যে তোমরা তাহাকে অধিকার দিবা, ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

৪৮ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের সাত বংশের ভাগ, ৮ ও পবিত্র ভূমির কথা, ১৫ ও নগর ও তাহার বহির্ভাগের কথা, ২১ ও রাজার কথা, ২৩ ও পাঁচ বংশের ভাগ, ৩০ ও নগরের পরিমাণ ও তাহার দ্বারের কথা।

[১] বংশদের এই২ নাম। উত্তরদিকস্থ প্রান্তভাগ অর্থাৎ হমাতের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত হিৎলোনের পথের পার্শ্বস্থিত দেশ ও হৎসর-ঐনন্‌ ও দম্মেষকের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত হমাতের পার্শ্বস্থিত দেশ পূর্ব্বসীমাবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত দানের একাংশ। [২] এবং দানের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত আশেরের একাংশ। [৩] এবং আশেরের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত নপ্তালির একাংশ। [৪] এবং নপ্তালির সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত মিনশির একাংশ। [৫] এবং মিনশির সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত ইফ্রয়িমের একাংশ। [৬] এবং ইফ্রয়িমের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত রূবেণের একাংশ। [৭] এবং রূবেণের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত যিহূদার একাংশ।

[৮] যিহূদার সীমার কাছে তোমরা পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত পঁচিশ সহস্র নল প্রশস্ত ও পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত দীর্ঘতাতে অন্য২ ভাগের তুল্য এক ভাগ নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করিবা, ও তাহার মধ্যস্থানে ধর্ম্মধাম হইবে। [৯] পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমরা যে ভূমি নিবেদন করিবা, তাহা পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ হইবে। [১০] সেই পবিত্র নৈবেদ্য যাজকদের জন্যে হইবে; তাহা উত্তরদিগে পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ, ও পশ্চিমদিগে

দশ সহস্র নল প্রস্থ, ও পূর্ব্বদিগে দশ সহস্র নল প্রস্থ, ও দক্ষিণদিগে পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ; তাহার মধ্যস্থানে পরমেশ্বরের ধর্ম্মধাম থাকিবে। [11] ইস্রায়েলের সন্তানদের ভ্রান্তির সময়ে লেবীয়েরা যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিল, যাহারা তদ্রূপ ভ্রান্ত না হইয়া আমার ক্রিয়া করিত, এমত সাদোকের পবিত্রীকৃত সন্তান যে যাজকগণ তাহাদের জন্যে তাহা হইবে। [12] লেবীয়দের সীমার কাছে নিবেদিত ভূমির সেই নিবেদিত অংশ তাহাদের মহাপবিত্র অধিকার হইবে। [13] এবং যাজকদের সীমার সম্মুখে লেবীয়েরা পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ ভূমি পাইবে; সমুদায়ের দীর্ঘতা পঁচিশ সহস্র ও প্রস্থতা দশ সহস্র নল হইবে। [14] তাহারা তাহার কিছু বিক্রয় করিবে না, এবং হস্তান্তরও করিবে না, এবং দেশের প্রথমজাত ফল পরিবর্ত্ত করিবে না, কেননা তাহা পরমেশ্বরের নিমিত্তে পবিত্র আছে।

[15] সেই পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ভূমির কাছে প্রস্থতার মধ্যে যে পাঁচ সহস্র নল অবশিষ্ট থাকে, তাহা নগরের ও বসতির ও শূন্য স্থানের জন্যে সাধারণ স্থান হইবে, ও তাহার মধ্যে নগর থাকিবে। [16] তাহার পরিমাণ এই রূপ হইবে; উত্তরসীমা চারি সহস্র পাঁচ শত নল, ও দক্ষিণসীমা চারি সহস্র পাঁচ শত নল, ও পূর্ব্বসীমা চারি সহস্র পাঁচ শত নল, ও পশ্চিমসীমা চারি সহস্র পাঁচ শত নল হইবে। [17] এবং নগরের (নিকটস্থ) শূন্য স্থান উত্তরদিগে দুই শত পঞ্চাশ নল, ও দক্ষিণদিগে দুই শত পঞ্চাশ নল, ও পূর্ব্বদিগে দুই শত পঞ্চাশ নল, ও পশ্চিমদিগে দুই শত পঞ্চাশ নল হইবে। [18] এবং পবিত্র নিবেদিত ভূমির দীর্ঘতার মধ্যে পূর্ব্বদিগে দশ সহস্র নল ও পশ্চিমে দশ সহস্র নল পরিমিত যে অবশিষ্ট স্থান পবিত্র ভূমির সম্মুখে থাকিবে, তাহার উৎপন্ন দ্রব্য নগরের কর্ম্মকারি লোকদের ভক্ষ্যের নিমিত্তে হইবে। [19] এবং ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের মধ্যহইতে নগরের কর্ম্মকারি কতক লোক তাহার কৃষিকর্ম্ম করিবে। [20] সেই নিবেদিত ভূমি সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও পঁচিশ সহস্র নল প্রস্থ হইবে; তোমরা নগরের অধিকারশুদ্ধ পবিত্র নিবেদিত ভূমি চতুষ্কোণ করিবা।

[21] পবিত্র নিবেদিত ভূমির ও নগরের অধিকারের দুই পার্শ্বে যে সকল অবশিষ্ট ভূমি, তাহা দেশাধ্যক্ষের অধিকার হইবে; অর্থাৎ পঁচিশ সহস্র নল পরিমিত নিবেদিত ভূমি অবধি পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত, ও পশ্চিমদিগে পঁচিশ সহস্র নল পরিমিত সেই ভূমি অবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত অন্য সকল অংশের সম্মুখে দেশাধ্যক্ষের অংশ হইবে, এবং পবিত্র নিবেদিত ভূমি ও পবিত্র মন্দির তাহার মধ্যস্থিত হইবে। [22] লেবীয়দের ও নগরের অধিকার দেশাধ্যক্ষের প্রাপ্তব্য অংশের মধ্যে স্থিত, কিন্তু তাহা ছাড়া যিহূদার ও বিন্যামীনের সীমার মধ্যবর্ত্তি ভূমি দেশাধ্যক্ষের অংশ হইবে।

[23] অবশিষ্ট বংশদের এই ২ অংশ হইবে; পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত বিন্যামীনের একাংশ। [24] এবং বিন্যামীনের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত শিমিয়োনের একাংশ। [25] এবং শিমিয়োনের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত ইষাখরের একাংশ। [26] এবং ইষাখরের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত সিবূলূনের একাংশ। [27] এবং সিবূলূনের সীমার কাছে পূর্ব্বসীমাবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত গাদের একাংশ। [28] এবং গাদের সীমার কাছে দক্ষিণদিগে তামর অবধি কাদেশস্থ বিবাদের জল পর্য্যন্ত ও নদী দিয়া মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত দক্ষিণসীমা হইবে। [29] তোমরা অধিকারের নিমিত্তে ইস্রায়েল বংশদের প্রতিগুলিবাঁট করিয়া যে দেশ বিভাগ করিবা তাহা এই; এবং তাহাদের এই ২ রূপ অংশ হইবে, ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

[30] আর নগরের এই ২ নির্গমনস্থান হইবে; উত্তরপার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত। [31] এবং নগরের দ্বার সকল ইস্রায়েল বংশদের নামানুসারে হইবে; অর্থাৎ রূবেণের এক দ্বার, ও যিহূদার এক দ্বার, ও লেবির এক দ্বার, এই তিন দ্বার উত্তরদিগে থাকিবে। [32] এবং পূর্ব্বপার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত, ও তাহার তিন দ্বার হইবে, অর্থাৎ যূষফের এক দ্বার, ও বিন্যামীনের এক দ্বার, ও দানের এক দ্বার। [33] এবং দক্ষিণপার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত, ও তাহার তিন দ্বার হইবে; অর্থাৎ শিমিয়োনের এক দ্বার, ও ইষাখরের এক দ্বার, ও সিবূলূনের এক দ্বার। [34] এবং পশ্চিমপার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত, ও তাহার তিন দ্বার হইবে, অর্থাৎ গাদের এক দ্বার, ও আশেরের এক দ্বার, ও নপ্তালির এক দ্বার হইবে। [35] তাহার চতুষ্পার্শ্ব আঠারো সহস্র নল পরিমিত হইবে; এবং সেই দিনাবধি সেই নগর যিহোবাঃ শম্মা (পরমেশ্বর সেই স্থানে আছেন) এই নামে বিখ্যাত হইবে।

দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ যিহোয়াকীমের বন্দি হওনের কথা, ৩ ও দানিয়েল ও তাহার তিন বন্ধুর কথা, ৮ ও তাহাদের পরিমিত ভোজন, ১৭ ও তাহাদের জ্ঞান।

১ যিহূদা দেশীয় যিহোয়াকীম্ নামক রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরে বাবিল্ দেশীয় নিবূখদ্‌নিৎসর্ নামক রাজা যিরূশালম্ নগরে আসিয়া তাহা অবরোধ করিল। ২ এবং প্রভু যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম্‌কে এবং ঈশ্বরের মন্দিরের কএক পাত্রকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে সে রাজা শিনিয়র্ দেশে আপন দেবমন্দিরে লইয়া গিয়া ঐ পাত্র সকল আপন দেবের ভাণ্ডারে রাখিল।

৩ পরে ইস্রায়েলবংশ অর্থাৎ রাজবংশের ও প্রধান লোকদের মধ্যে ৪ নিষ্কলঙ্ক ও সুন্দর ও তাবৎ বিদ্যাতে নিপুণ ও বুদ্ধিতে পারদর্শী ও জ্ঞানেতে বিজ্ঞ ও রাজপ্রাসাদে দণ্ডায়মান হওনের ও কস্‌দীয় বিদ্যা ও ভাষাতে শিক্ষিত হওনের যোগ্য কএক জন বালককে আনিতে রাজা অস্‌পিনস্ নামক নপুংসকাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিল। ৫ এবং রাজা তাহাদের জন্যে রাজার ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় দ্রাক্ষারসহইতে প্রাত্যহিক অংশ নিরূপণ করিল, এবং তাহাদিগকে পালন করিয়া তিন বৎসরান্তে রাজার নিকটে দণ্ডায়মান করাইতে আজ্ঞা দিল। ৬ তাহাদের মধ্যে যিহূদাবংশীয় দানিয়েল ও হনানিয় ও মীশায়েল ও অসরিয় ছিল। ৭ অনন্তর ঐ নপুংসকাধ্যক্ষ দানিয়েলকে বেল্‌টিশৎসর, ও হনানিয়কে শদ্রক্, ও মীশায়েলকে মৈশক্, ও অসরিয়কে অবেদ্‌নিগো, এই সকল নাম দিল।

৮ পরে দানিয়েল রাজার ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় দ্রাক্ষারসদ্বারা আপনাকে অশুচি না করিতে মনস্থ করিয়া নপুংসকাধ্যক্ষের কাছে আপনাকে অশুচি না করণের অনুমতি প্রার্থনা করিল। ৯ ঈশ্বর ঐ নপুংসকাধ্যক্ষের কাছে দানিয়েলকে অনুগ্রহের ও স্নেহের পাত্র করিলেন। ১০ তাহাতে সে দানিয়েলকে উত্তর করিল, আমার প্রভু মহারাজকে আমি ভয় করি, কেননা তিনিই তোমাদের অন্ন ও পানীয় দ্রব্য নিরূপণ করিয়াছেন; তিনি তোমাদের সমবয়স্ক যুবগণের মুখাপেক্ষা তোমাদের মুখ শুষ্ক কেন দেখিবেন? তাহা হইলে তোমরা রাজার নিকটে আমার শিরশ্ছেদনের কারণ হইবা। ১১ পরে নপুংসকাধ্যক্ষ যে গৃহাধ্যক্ষকে দানিয়েল ও হনানিয় ও মীশায়েল ও অসরিয়ের উপরে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাকে দানিয়েল কহিল, ১২ আমি বিনয় করি, তুমি দশ দিন আপন দাসদের পরীক্ষা কর; ভোজন পান করিবার নিমিত্তে আমাদিগকে কলায় ও জল দিতে আজ্ঞা হউক। ১৩ পরে আমাদের মুখের এবং রাজকীয় ভক্ষ্যভোগি যুবগণের মুখের পরীক্ষা হউক; তাহাতে তুমি যেমন দেখিবা, তদনুসারে আপন দাসদের সহিত ব্যবহার করিবা। ১৪ সে ইহাতে স্বীকৃত হইয়া দশ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের পরীক্ষা করিল। ১৫ সেই দশ দিনের শেষে রাজকীয় ভক্ষ্যভোগি তাবৎ যুবগণের মুখাপেক্ষা তাহাদের মুখ সুন্দর ও মাংসল দৃষ্ট হইল। ১৬ অতএব গৃহাধ্যক্ষ তাহাদের রাজকীয় ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রাক্ষারস রহিত করিয়া তাহাদিগকে কলায় দিতে লাগিল।

১৭ ঈশ্বর এই চারি যুবাকে তাবৎ বিদ্যাতে ও জ্ঞানেতে নিপুণতা ও বিচারক্ষমতা দিলেন, বিশেষতঃ দানিয়েলের তাবৎ দর্শন ও স্বপ্নকথাতে বুদ্ধি হইল। ১৮ অপর রাজা যে সময়ের পরে তাহাদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিয়াছিল, সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে নপুংসকাধ্যক্ষ তাহাদিগকে নিবূখদ্‌নিৎসরের সম্মুখে লইয়া গেল। ১৯ তখন রাজা তাহাদের সহিত আলাপ করিলে দানিয়েল ও হনানিয় ও মীশায়েল ও অসরিয়, এই কএক জনের তুল্য তাহাদের মধ্যে আর কাহাকেও পাওয়া গেল না, অতএব তাহারা রাজার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। ২০ জ্ঞানের কিম্বা বুদ্ধির যে কোন কথা রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তদ্বিষয়ে আপন রাজ্যস্থ তাবৎ মায়াবি ও গণকহইতে দশ গুণ অধিক তাহাদের প্রজ্ঞতা বুঝিল। ২১ ঐ দানিয়েল খস্রু রাজার প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল।

২ অধ্যায়।

১ নিবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্নকথা, ১৪ ও রাজার কাছে দানিয়েলের নিবেদন, ১৯ ও ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ করণ, ২৪ ও দানিয়েলদ্বারা স্বপ্ন প্রকাশ, ৩৬ ও তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ, ৪৬ ও রাজকর্ত্তৃক তাহার সম্ভ্রম ও দান।

১ রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর্‌ আপন রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে এক স্বপ্ন দেখিয়া মনে ব্যাকুল হইলে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ২ পরে রাজা ঐ স্বপ্নের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্তে মায়াবি ও গণক ও গুণি ও কস্‌দীয় লোকদিগকে আহ্বান করিতে আজ্ঞা দিলে তাহারা আসিয়া রাজার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইল। ৩ তখন রাজা তাহাদিগকে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা বুঝিতে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। ৪ তাহাতে কস্‌দীয় লোকেরা অরামীয় ভাষাতে রাজাকে উত্তর করিল, হে মহারাজ, চিরজীবী হউন; আপনকার এই দাসদিগকে সে স্বপ্ন জ্ঞাত করুন, তাহাতে আমরা তাহার অভিপ্রায় কহিব। ৫ রাজা কস্‌দীয়দিগকে উত্তর করিল, আমাহইতে এই আজ্ঞা নির্গত হইল; তোমরা যদি সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য উভয় আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে খণ্ডবিখণ্ড হইবা, ও তোমাদের গৃহ সকল সারের ঢিবি করা যাইবে। ৬ কিন্তু যদি সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত কর, তবে আমার স্থানে দান ও পারিতোষিক ও প্রচুর সম্ভ্রম পাইবা; অতএব সে স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত কর। ৭ তাহারা পুনর্ব্বার উত্তর করিল, মহারাজ আপন দাসদের কাছে স্বপ্নকথা বলুন, তাহাতে আমরা তাহার তাৎপর্য্য কহিব। ৮ রাজা কহিল, আমাহইতে আজ্ঞা নির্গত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তোমরা কাল ক্ষেপ করিতে চাহ, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। ৯ যদি তোমরা সে স্বপ্ন আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে নিতান্ত তোমাদের এই অভিপ্রায়; কেননা সময়ান্তর হওন পর্য্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষাতে দুষ্ট কথা কহিতে ও মিথ্যা রচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছ; অতএব আমাকে সেই স্বপ্ন কহ, তাহাতে তাহার তাৎপর্য্যও জানাইতে পার, ইহা আমি জানিব। ১০ কস্‌দীয়েরা রাজার প্রতি উত্তর করিল, মহারাজের প্রশ্নকথা জানাইতে পারে, পৃথিবীতে এমত কেহই নাই; অতএব কোন রাজা কি কোন প্রভু কি কোন কর্ত্তা কোন মায়াবিকে কি গণককে কি কস্‌দীয়কে এমত কথা কখন জিজ্ঞাসা করে নাই। ১১ মহারাজ যাহা চাহেন, সে সামান্য কথা নয়; যাঁহারা মাংসবিশিষ্ট মনুষ্যদের সহবাস করেন না, সেই দেবগণ ব্যতিরেকে মহারাজের সাক্ষাতে ইহা জানাইতে পারে, এমত কেহই নাই। ১২ ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগাপন্ন হইয়া বাবিলের তাবৎ বিদ্বান্‌ লোককে বধ করিতে আজ্ঞা দিল। ১৩ সেই আজ্ঞা প্রচার হওয়াতে বিদ্বানদিগকে বধ করণের আরম্ভ হইলে লোকেরা দানিয়েলকে ও তাহার সঙ্গিদিগকে বধ করণার্থে তাহাদের অন্বেষণ করিল।

১৪ অপর বাবিলীয় বিদ্বানগণের বধার্থে নির্গত অরিয়োক্‌ নামে রাজার রক্ষকসেনাধিপতির প্রতি দানিয়েল বিবেচনার ও জ্ঞানের কথা কহিল। ১৫ সে অরিয়োক্‌ রাজসেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, রাজার এই আজ্ঞা এত প্রচণ্ড কেন? তাহাতে অরিয়োক্‌ দানিয়েলকে তাহার বৃত্তান্ত কহিল। ১৬ তখন দানিয়েল রাজার নিকটে গিয়া এই প্রার্থনা করিল, রাজাকে স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত করণার্থে আমাকে কিছু অবকাশ দিতে আজ্ঞা হউক। ১৭ পরে দানিয়েল্‌ গৃহে গিয়া আপন বন্ধু হনানিয় ও মীশায়েল ও অসরিয়কে সেই কথা জ্ঞাত করিল, ১৮ এবং বাবিলের অন্য বিদ্বানদের সহিত দানিয়েল ও তাহার বন্ধুগণ যেন বিনষ্ট না হয়, এই জন্যে ঐ নিগূঢ় কথার বিষয়ে স্বর্গের ঈশ্বরের নিকটে কৃপা প্রার্থনা করিতে বিনতি করিল।

১৯ অনন্তর রাত্রিকালীয় দর্শনেতে দানিয়েলের প্রতি ঐ নিগূঢ় কথা প্রকাশিত হইল; তাহাতে দানিয়েল স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিল। ২০ দানিয়েল কহিল, ঈশ্বরের নাম সদা সর্ব্বক্ষণে ধন্য হউক, কেননা জ্ঞান ও পরাক্রম তাঁহার। ২১ তিনি কাল ও ঋতু পরিবর্ত্তন করেন, তিনি রাজাদিগকে পদভ্রষ্ট করেন, ও রাজাদিগকে পদস্থ করেন; তিনি জ্ঞানিদিগকে জ্ঞান ও বুদ্ধিমানদিগকে বিবেচনা দেন। ২২ তিনি নিগূঢ় ও গুপ্ত কথা প্রকাশ করেন, ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয় জানেন; তাঁহার মধ্যে জ্যোতি বাস করে। ২৩ হে আমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, তুমি আমাকে জ্ঞান ও পরাক্রম দিয়া সম্প্রতি আমাদের প্রার্থিত কথা জানাইয়া রাজা যাহা চাহিল, তাহা জ্ঞাত করিয়াছ; এই জন্যে আমি তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

২৪ পরে বাবিলের বিদ্বানগণকে বধ করিতে রাজার নিযুক্ত অরিয়োকের নিকটে দানিয়েল প্রবেশ করিল, ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি বাবিলের বিদ্বানগণকে বধ করিও না; রাজার নিকটে আমাকে লইয়া চল; আমি রাজার স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিব। ২৫ তখন অরিয়োক্‌ দানিয়েলকে রাজার নিকটে শীঘ্র লইয়া গিয়া রাজাকে কহিল, যিহূদার বন্দিদের মধ্যে এই এক জনকে পাইলাম; এ ব্যক্তি মহারাজকে তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিবে। ২৬ তাহাতে রাজা বেল্‌টিশৎসর্‌ নামে বিখ্যাত ঐ দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার দৃষ্ট স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য তুমি কি আমাকে জানাইতে পার? ২৭ দানিয়েল রাজাকে

উত্তর করিল, মহারাজ যে নিগূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা মহারাজকে জানাইতে কোন বিদ্বান ও গণক ও মায়াবি ও জ্যোতির্বেত্তার সাধ্য নাই। ২৮ কিন্তু তাবৎ নিগূঢ় কথা প্রাকাশকারি এক ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, এবং যুগান্তে যাহা২ ঘটিবে, তাহা তিনি মহারাজ নিবূখদ্‌নিৎসরকে জ্ঞাত করিলেন। তোমার স্বপ্ন এবং শয্যার উপরে মনেতে দর্শন এই রূপ। ২৯ হে মহারাজ, শয়নকালে ভাবি ঘটনা বিষয়ক চিন্তা তোমার মনে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে যিনি তাবৎ নিগূঢ় কথার প্রকাশক, তিনি তোমার প্রতি ভাবি ঘটনা প্রকাশ করিলেন। ৩০ অন্য২ জীবৎ লোক অপেক্ষা আমার অধিক জ্ঞান আছে, এই প্রযুক্ত আমার কাছে এই নিগূঢ় বাক্য প্রকাশিত হইল তাহা নয়, কিন্তু মহারাজকে স্বপ্নের তাৎপর্য্য জানাইতে ও মনের চিন্তা বুঝাইতে প্রকাশিত হইল।

৩১ হে রাজন্‌, তুমি স্বপ্নে এক বৃহৎ প্রতিমা দেখিয়াছিলা; সেই বৃহৎ প্রতিমা অতিশয় উচ্চ ও তেজোবিশিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইল। ৩২ সেই প্রতিমার এই আকার; তাহার মস্তক সুবর্ণময়, এবং বক্ষ ও বাহু রূপ্যময়, এবং উদর ও কটিদেশ পিত্তলময়; ৩৩ এবং তাহার জংঘা লৌহময়, এবং চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। ৩৪ তুমি তাহা নিরীক্ষণ করিলে শেষে হস্ত বিনা খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃণ্ময় দুই চরণে আঘাত করিয়া তাহা খণ্ড২ করিল। ৩৫ তাহাতে সেই লৌহ ও মৃত্তিকা ও পিত্তল ও রৌপ্য ও সুবর্ণ একেবারে খণ্ডীকৃত হইয়া গ্রীষ্মকালীয় শস্যমর্দ্দনস্থানের তুষের ন্যায় হইল, এবং বায়ু সেই সকলকে উড়াইয়া লইয়া গেল; তাহাদের থাকিবার স্থান আর পাওয়া গেল না। কিন্তু যে প্রস্তর ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, সে বৃদ্ধি পাইয়া মহাপর্ব্বত হইয়া উঠিল এবং তাবৎ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল।

৩৬ স্বপ্ন এই; এখন আমরা রাজার সাক্ষাতে তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত করি। ৩৭ হে রাজন্‌, তুমি রাজাধিরাজ, কেননা স্বর্গের ঈশ্বর তোমাকে রাজ্য ও পরাক্রম ও বল ও গৌরব দিয়াছেন। ৩৮ এবং যে২ স্থানে মনুষ্যসন্তানগণ ও বনপশু ও আকাশের পক্ষিগণ বাস করে, সেই সকল স্থান তিনি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, ও সকলের উপরে তোমাকে কর্তৃত্ব দিয়াছেন; অতএব তুমিই সেই স্বর্ণময় মস্তকস্বরূপ। ৩৯ তোমার পশ্চাৎ তোমাহইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে; তাহার পরে তৃতীয় অর্থাৎ পিত্তলময় এক রাজ্য উঠিবে, সে তাবৎ পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করিবে। ৪০ এবং চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; লৌহ যেমন সকল দ্রব্য ভাঙ্গে ও চূর্ণ করে, তদ্রূপ তাবৎ বস্তু ভঙ্গকারি লৌহ সদৃশ সেই রাজ্য ঐ সকলকে খণ্ড২ করিয়া বিনাশ করিবে। ৪১ আর চরণ ও চরণের অঙ্গুলি কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের, ইহা তুমি দেখিলা, ইহাতে রাজ্য ভিন্ন হইবে; কিন্তু তুমি কর্দ্দমেতে মিশ্রিত যে লৌহ দেখিলা, তাহাতে সেই রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে, ইহা বুঝিবা। ৪২ এবং চরণের অঙ্গুলি যে কিছু লৌহময় ও কিছু মৃণ্ময় ছিল, ইহাতে রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ ভগ্ন হইবে। ৪৩ এবং কর্দ্দমে মিশ্রিত যে লৌহ দেখিলা, ইহাতে সেই রাজ্যীয় লোক মানুষিক বীর্য্যদ্বারা পরস্পর মিশ্রিত হইবে; কিন্তু যেমন লৌহ কর্দ্দমের সহিত সংলগ্ন থাকে না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে না। ৪৪ সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এমত এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, যে কখনো বিনষ্ট হইবে না, ও সে রাজ্য অন্য জাতির হস্তগত হইবে না; সে ঐ সকল রাজ্যকে খণ্ড২ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি নিত্যস্থায়ী হইবে। ৪৫ কারণ হস্ত ব্যতিরেকে পর্ব্বতহইতে খনিত প্রস্তর ঐ লৌহ ও পিত্তল ও মৃত্তিকা ও রৌপ্য ও সুবর্ণকে খণ্ড২ করিল, ইহা তুমি দেখিলা। এই রূপে পরমেশ্বর মহারাজকে ভাবি ঘটনা জ্ঞাত করিয়াছেন; তোমার এই স্বপ্ন নিশ্চিত ও তাহার তাৎপর্য্য সত্য।

৪৬ তখন রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর উবুড় হইয়া দানিয়েলকে প্রণাম করিল, এবং তাহার উদ্দেশে নৈবেদ্য করিতে ও ধূপ জ্বালাইতে আজ্ঞা দিল। ৪৭ এবং রাজা দানিয়েলকে কহিল, তুমি এই নিগূঢ় বাক্য জানাইতে পারক হইয়াছ, অতএব সত্য, তোমাদের ঈশ্বর ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও রাজাদের প্রভু ও নিগূঢ় কথা প্রকাশক। ৪৮ তখন রাজা দানিয়েলকে মহান্‌ করিয়া অনেক বহুমূল্য উপহার দিল, এবং বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্তৃত্বপদে ও বাবিলস্থ তাবৎ বিদ্বান লোকের প্রাধান্যপদে তাহাকে নিযুক্ত করিল। ৪৯ পরে দানিয়েল রাজার নিকটে নিবেদন করিলে রাজা শদ্রককে ও মৈশককে ও অবেদ্‌নিগোকে বাবিল প্রদেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিল; কিন্তু দানিয়েল রাজসভাসদ হইল।

৩ অধ্যায়।

১ নিবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন, ৮ ও তাহার পূজা না করনে শদ্রক্‌ ও মৈশক্‌ ও অবেদ্‌নিগোর অপবাদ, ১৩ ও তাহাদের প্রতি অনুযোগ,

১৯ ও অগ্নিকুণ্ডে তাহাদের নিক্ষিপ্ত হওন, ২৪ ও তাহাদের রক্ষা, ২৮ ও রাজার আশ্চর্য্য জ্ঞান ও আজ্ঞা।

১ রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর ষষ্টি হস্ত উচ্চ ও ছয় হস্ত স্থূল এক স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বাবিল্ প্রদেশের দূরা নামক প্রান্তরে স্থাপন করিল। ২ পরে রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর ঐ যে প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে আসিবার জন্যে দেশাধ্যক্ষগণ ও শাসনকর্ত্তৃগণ ও অধিপতিগণ ও মহাবিচারকর্ত্তৃগণ ও কোষাধ্যক্ষগণ ও ব্যবস্থাপকগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণ ও তাবৎ প্রদেশের কর্ত্তৃগণকে সংগ্রহ করিতে রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর লোক প্রেরণ করিল। ৩ অপর অধ্যক্ষগণ ও শাসনকর্ত্তৃগণ ও অধিপতিগণ ও মহাবিচারকর্ত্তৃগণ ও কোষাধ্যক্ষগণ ও ব্যবস্থাপকগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণ ও তাবৎ প্রদেশের কর্ত্তৃগণ রাজা নিবূখদ্‌নিৎসরের স্থাপিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে একত্র হইল। পরে তাহারা নিবূখদ্‌নিৎসরের স্থাপিত প্রতিমার সাক্ষাতে দাঁড়াইলে ৪ এক ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে জাতিগণ ও বংশগণ ও নানাভাষাবাদিগণ, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা হইতেছে। ৫ যে সময়ে তোমরা শৃঙ্গ ও বংশী ও বীণা ও ভেরী ও মৃদঙ্গ ও তম্বুর ইত্যাদি নানা প্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবা, তৎকালে নিবূখদ্‌নিৎসর রাজার স্থাপিত সুবর্ণময় প্রতিমার সাক্ষাতে উবুড় হইয়া প্রণাম করিবা। ৬ যে কেহ উবুড় হইয়া প্রণাম না করিবে, সে তদ্দণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৭ অতএব লোকেরা যে কালে শৃঙ্গ ও বংশী ও বীণা ও ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানা বাদ্যের শব্দ শুনিল, তৎকালে তাবৎ জাতীয় ও বংশীয় ও ভাষাবাদি লোকেরা উবুড় হইয়া নিবূখদ্‌নিৎসর্ রাজার স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমাকে প্রণাম করিল।

৮ তৎকালে কতক কস্‌দীয় লোক নিকটে আসিয়া যিহূদীয়দের প্রতি দোষারোপ করিল। ৯ তাহারা রাজা নিবূখদ্‌নিৎসরের কাছে এই কথা কহিল, হে রাজন্, চিরজীবী হউন। ১০ হে রাজন্, ‘যে প্রত্যেক জন শৃঙ্গ ও বংশী ও বীণা ও ভেরী ও মৃদঙ্গ ও তম্বুর প্রভৃতি নানা প্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, সে উবুড় হইয়া স্বর্ণময় প্রতিমাকে প্রণাম করিবে; ১১ কিন্তু যে জন উবুড় হইয়া প্রণাম না করিবে, সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে,’ তুমি এই আজ্ঞা করিয়াছ। ১২ কিন্তু হে রাজন্, বাবিল্ প্রদেশের রাজকর্ম্মে তোমার নিযুক্ত শদ্রক্ ও মৈশক্ ও অবেদ্‌নিগো নামে কএক যিহূদি লোক তোমাকে না মানিয়া তোমার দেবগণের সেবা করে না, ও তুমি যে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন করিয়াছ, তাহারও পূজা করে না।

১৩ ইহা শুনিয়া নিবূখদ্‌নিৎসর্ ক্রুদ্ধ ও রাগাপন্ন হইয়া শদ্রক্ ও মৈশক ও অবেদ্‌নিগোকে আনিতে আদেশ করিল; তাহাতে তাহারা রাজার নিকটে আনীত হইলে ১৪ নিবূখদ্‌নিৎসর্ তাহাদিগকে কহিল, হে শদ্রক্ ও মৈশক্ ও অবেদ্‌নিগো, তোমরা কি অবজ্ঞা করিয়া আমার দেবগণের সেবা করিবা না, এবং আমি যে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন করিয়াছি, তাহার পূজাও করিবা না? ১৫ এখনো যদি তোমরা প্রস্তুত হইয়া শৃঙ্গ ও বংশী ও বীণা ও ভেরী ও মৃদঙ্গ ও তম্বুর প্রভৃতির বাদ্য শুনিলে আমার নির্ম্মিত স্বর্ণপ্রতিমাকে উবুড় হইয়া প্রণাম কর, তবে ভালই; কিন্তু যদি প্রণাম না কর, তবে তদ্দণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবা; তাহাতে আমার হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে, এমন কোন্ দেবতা আছে? ১৬ তখন শদ্রক্ ও মৈশক্ ও অবেদ্‌নিগো রাজাকে উত্তর করিল, হে নিবূখদ্‌নিৎসর্, তোমাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের নিষ্প্রয়োজন। ১৭ যদি এমন হয়, তবে আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন, এবং হে রাজন্, তোমার হস্তহইতেও উদ্ধার করিবেন। ১৮ আর যদ্যপি না করেন, তথাপি, হে রাজন্, আমরা তোমার দেবগণের সেবা করিব না, ও তোমার স্থাপিত স্বর্ণপ্রতিমাকে পূজা করিব না, ইহা জ্ঞাত হও।

১৯ তখন নিবূখদ্‌নিৎসর্ ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া শদ্রক্ ও মৈশক ও অবেদ্‌নিগোর প্রতিকূলে বিকটাকার মুখ করিয়া অগ্নিকুণ্ডকে সাধারণ অপেক্ষা সপ্ত গুণ প্রজ্বলিত করিতে আজ্ঞা দিল। ২০ এবং শদ্রক্‌কে ও মৈশক্‌কে ও অবেদ্‌নিগোকে বন্ধন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে সৈন্যের মধ্যে বলবান বীরদিগকে আজ্ঞা করিল। ২১ অতএব ঐ পুরুষেরা পরিধেয় ও উত্তরীয় ও উষ্ণীষ্ ও অন্য ২ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। ২২ কিন্তু রাজার আজ্ঞা অতি দৃঢ় ও অগ্নিকুণ্ড অতি উত্তপ্ত হওন প্রযুক্ত, যে লোকেরা শদ্রক্‌কে ও মৈশক্‌কে ও অবেদ্‌নিগোকে নিক্ষেপ করিল, তাহারাই অগ্নিশিখাতে হত হইল। ২৩ এই রূপে শদ্রক্ ও মৈশক্ ও অবেদ্‌নিগো এই তিন জন বদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়িল।

২৪ পরে রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর্ চমৎকৃত হইয়া ত্বরায় উঠিয়া মন্ত্রিদিগকে কহিল, আমরা কি তিন জনকে বদ্ধ করিয়া অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ

করি নাই? তাহারা কহিল, হাঁ মহারাজ। [২৫] তখন রাজা কহিল, তবে চারি জনকে কেন দেখিতেছি? তাহারা মুক্ত হইয়া অগ্নির মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, তাহাদের কাহারো কোন ক্ষতি হয় না; বিশেষতঃ চতুর্থ জনের মুর্ত্তি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ।

[২৬] তখন নিবূখদ্‌নিৎসর্‌ ঐ প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের দ্বারের নিকটে গিয়া কহিল, হে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের সেবক, হে শদ্রক্‌ ও মৈশক্‌ ও অবেদ্‌নিগো, তোমরা বাহির হইয়া আইস; তাহাতে শদ্রক্‌ ও মৈশক্‌ ও অবেদ্‌নিগো অগ্নিহইতে নির্গত হইল। [২৭] পরে অধ্যক্ষগণ ও অধিপতিগণ ও শাসনকর্তৃগণ একত্র হইয়া দেখিল, ঐ তিন জনের শরীরে অগ্নির কোন প্রভুত্ব নাই, এবং মস্তকের কেশও দগ্ধ হয় নাই, ও বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, এবং গাত্রে অগ্নির গন্ধও নাই।

[২৮] পরে নিবূখদ্‌নিৎসর্‌ এই কথা কহিল, শদ্রক্‌ ও মৈশক্‌ ও অবেদ্‌নিগোর ঈশ্বর ধন্য; তিনি আপন দূত প্রেরণ করিয়া, আপনার যে দাসেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া রাজাজ্ঞা হেয়জ্ঞান করিল, এবং যেন আপন ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবের সেবা ও পূজা না করে, এই নিমিত্তে আপন শরীর দিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। [২৯] আর জাতিগণের কি বংশগণের কি নানাভাষাবাদিগণের যে কোন লোক শদ্রক্‌ ও মৈশক ও অবেদ্‌নিগোর ঈশ্বরের প্রতিকূলে কোন ভ্রান্তির কথা কহিবে, সে খণ্ড বিখণ্ড হইবে, ও তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে, এই নিয়ম আমি স্থির করিতেছি; কেননা এ প্রকার উদ্ধার করিতে আর কোন দেবতার সাধ্য নাই। [৩০] তখন রাজা বাবিল্‌ প্রদেশে শদ্রক্‌ ও মৈশক্‌ ও অবেদ্‌নিগোর পদ বৃদ্ধি করিয়া দিল।

৪ অধ্যায়।

১ নিবূখদ্‌নিৎসরের আজ্ঞা, ৪ ও তাহার কথা, ৯ ও তাহার স্বপ্নের বর্ণনা, ১৯ ও দানিয়েলদ্বারা তাহার স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হওন, ২৮ ও সে তাৎপর্য্য সফল হওন।

[১] 'রাজা নিবূখদ্‌নিৎসর পৃথিবীনিবাসি তাবৎ জাতীয় ও বংশীয় ও ভাষাবাদি লোকদের প্রতি লিখিতেছেন; বাহুল্যরূপে তোমাদের কল্যাণ হউক। [২] সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর আমাতে যে চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহা আমি প্রচার করিতে বিহিত বুঝিলাম। [৩] আহা! তাঁহার চিহ্ন কেমন মহৎ! ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া কেমন প্রভাববিশিষ্ট! তাঁহার রাজ্য নিত্যস্থায়ী, ও তাঁহার কর্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।

[৪] 'আমি নিবূখদ্‌নিৎসর্‌ আপন গৃহে শান্ত ও আপন অট্টালিকাতে তেজোযুক্ত ছিলাম। [৫] অপর আমি এক স্বপ্ন দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইলাম, ও শয়নকালে নানা চিন্তা ও মানসিক দর্শনেতে ব্যাকুল হইলাম। [৬] অতএব সেই স্বপ্নের তাৎপর্য্য আমাকে জানাইতে বাবিলের তাবৎ বিদ্বানগণকে আমার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলাম। [৭] পরে মায়াবি ও গণক ও কল্‌দীয় লোকেরা ও জ্যোতির্ব্বেত্তারা আমার কাছে আইলে আমি তাহাদের সাক্ষাতে সেই স্বপ্ন কহিলাম; কিন্তু তাহার অভিপ্রায় তাহারা কেহই আমাকে কহিতে পারিল না। [৮] অবশেষে আমার দেবের নামানুসারে বেলটিশৎসর্‌ নামবিশিষ্ট যে দানিয়েলের অন্তরে পবিত্র ঈশ্বরের আত্মা আছেন, সে আমার নিকটে আইলে আমি তাহার সাক্ষাতে সেই স্বপ্ন জানাইয়া কহিলাম।

[৯] 'হে মায়াবিগণের অধ্যক্ষ বেলটিশৎসর্‌, পবিত্র ঈশ্বরের আত্মা তোমাতে আছেন, এবং কোন নিগূঢ় বাক্য তোমার ব্যামোহদায়ক হয় না, তাহা আমি জানি; অতএব আমি যে স্বপ্নদর্শন পাইয়াছি, তাহা শুনিয়া তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত কর। [১০] আমি শয়ন কালে মনেতে এই রূপ দর্শন করিলাম, যেন পৃথিবীর মধ্যে এক অত্যুচ্চ মহাবৃক্ষ দেখিতেছি। [১১] সে বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া অতি বলবান ও উচ্চতাতে গগনস্পর্শী এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃশ্য হইল। [১২] তাহার সুন্দর পত্র ও প্রচুর ফল ছিল; তাহাতে সকলের জন্যে খাদ্য ছিল, এবং তাহার তলে বনপশুগণ ছায়াতে আশ্রয় করিত, ও তাহার শাখাতে আকাশীয় পক্ষিগণ বাস করিত, এবং তাবৎ প্রাণী তাহাহইতে খাদ্য পাইত। [১৩] অপর আমি শয়ন সময়ে স্বপ্নদর্শনে দেখিলাম, যেন এক পুণ্যবান প্রহরী স্বর্গহইতে নামিল। [১৪] সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, এই বৃক্ষ ছেদন কর, ও তাহার শাখা কাটিয়া ফেল, ও তাহার পত্র চুঁচিয়া ফেল, এবং তাহার ফল ছড়াইয়া দেও, ও তাহার তলহইতে পশুগণ ও তাহার শাখাহইতে পক্ষিগণ পলায়ন করুক। [১৫] কিন্তু তাহার মূলের কাণ্ডকে ভূমিতে রাখিয়া লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ কর; সে ক্ষেত্রের কোমল তৃণের মধ্যে আকাশের শিশিরে ভিজিবে, এবং পশুদের সহিত পৃথিবীর তৃণে তাহার অংশ হইবে। [১৬] আর তাহার অন্তরহইতে মানুষিক অন্তঃকরণ অপহৃত হইবে, ও তাহাকে পশুর অন্তঃকরণ দত্ত হইবে; তাহার এই অবস্থাতে সাত কাল গত হইবে। [১৭] সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর মনুষ্যদের রাজ্যে কর্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা

করেন তাহাকে তাহা দেন, ও অতি নীচ লোককে তাহার উপরে নিযুক্ত করেন, জীবৎ লোকেরা যেন ইহা জানে, এই নিমিত্তে এই কথা প্রহরিগণের নিরূপণেতে আছে ও এই বাক্য পুণ্যবানদের আজ্ঞাতে আছে। [১৮] আমি নিবূখদ্‌নিৎসর্‌ রাজা এই স্বপ্ন দেখিয়াছি; এখন হে বেল্‌টিশৎসর, তুমি তাহার অভিপ্রায় আমাকে জ্ঞাত কর; যদ্যপি আমার রাজ্যস্থিত কোন বিদ্বান তাহার অভিপ্রায় আমাকে কহিতে পারে নাই, তথাপি তুমি কহিতে পারিবা, কেননা তোমার অন্তরে পবিত্র ঈশ্বরের আত্মা আছেন।

[১৯] তখন বেল্‌টিশৎসর নামবিশিষ্ট দানিয়েল প্রায় এক দণ্ড পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিয়া ব্যাকুল হইল। তাহাতে রাজা কহিল, হে বেল্‌টিশৎসর্‌, এই স্বপ্নে ও তাহার তাৎপর্য্যে তুমি ব্যাকুল হইও না। বেলটিশৎসর্‌ উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, তোমার দ্বেষকারি লোকদের জন্যে এই স্বপ্ন হউক, ও তোমার শত্রুদের প্রতি এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য ঘটুক। [২০] তোমাকর্তৃক দৃষ্ট যে বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া বলবান ও উচ্চতাতে গগনস্পর্শী ও সমস্ত পৃথিবীতে দৃশ্য হইল; [২১] এবং যাহার সুন্দর পত্র ও প্রচুর ফল ছিল, ও যাহাতে সকলের জন্যে খাদ্য ছিল, ও যাহার তলে পশুগণ আশ্রয় করিত ও শাখাতে আকাশের পক্ষিগণ বাস করিত; [২২] হে রাজন্‌, সেই বৃক্ষ তুমিই; কেননা তুমি বৃদ্ধি পাইয়া বলবান হইয়াছ, ও তোমার মহিমার উন্নতি গগনস্পর্শী হইয়াছে, ও তোমার পরাক্রম পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে। [২৩] আর "এই বৃক্ষ ছেদন কর ও বিনষ্ট কর, কিন্তু তাহার মূলের কাণ্ডকে ভূমিতে রাখিয়া লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ কর; সে ক্ষেত্রের কোমল তৃণের মধ্যে আকাশের শিশিরে ভিজিবে, ও বন্য পশুদের সহিত তাহার অংশ হইবে, ও তাহার এই অবস্থাতে সাত কাল গত হইবে," এই সকল কথা কহিয়া এক পুণ্যবান প্রহরী স্বর্গহইতে নামিয়া আইল, ইহা রাজা দেখিয়াছেন। [২৪] হে রাজন্‌, ইহার তাৎপর্য্য এই; আমার প্রভু রাজার বিষয়ে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের এই নিরূপণ হইয়াছে। [২৫] মনুষ্যবর্গের মধ্যহইতে তুমি দূরীকৃত হইবা, এবং বনপশুদের সহিত বাস করিবা, এবং ভোজনার্থে বলদের ন্যায় তোমাকে তৃণ দত্ত হইবে, ও তুমি আকাশের শিশিরে ভিজিবা; এবং তোমার এই অবস্থাতে সাত কাল গত হইবে; পরে মনুষ্যের রাজ্যে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহা দেন, ইহা তুমি জানিবা। [২৬] কিন্তু তাহারা বৃক্ষের মূলের কাণ্ড রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য এই, তুমি স্বর্গের পরাক্রম জানিতে পারিলে তোমার হস্তে তোমার রাজ্য স্থির হইবে। [২৭] অতএব হে রাজন্‌, আমার পরামর্শ তোমার নিকটে গ্রাহ্য হউক; তুমি আপন পাপ দূর করিয়া ধর্ম্মাচরণ কর, ও আপন অধর্ম্ম (দূর করিয়া) দরিদ্রগণকে দয়া কর; কি জানি তোমার মঙ্গল চিরস্থায়ী হইতে পারে।

[২৮] অপর সে সমস্তই রাজা নিবূখদ্‌নিৎসরেতে ফলিল। [২৯] বারো মাসের শেষে বাবিলের রাজপ্রাসাদের পৃষ্ঠে গমনাগমন করণ সময়ে রাজা এই কথা কহিল, [৩০] আমি আপন বলের প্রভাবে ও মহিমার ঐশ্বর্য্যে যে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছি, সে কি এই মহাবাবিল্‌ নয়? [৩১] রাজার মুখহইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র এই আকাশবাণী হইল, হে নিবূখদ্‌নিৎসর্‌ রাজন্‌, তোমার রাজ্য গেল, ইহা তোমাকে কথিত আছে। [৩২] তুমি মনুষ্যের মধ্যহইতে দূরীকৃত হইবা, ও বনপশুদের সহিত বাস করিবা, ও ভোজনার্থে বলদের ন্যায় তোমাকে তৃণ দত্ত হইবে, তোমার এই অবস্থাতে সাত কাল গত হইবে; পরে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর মনুষ্যের রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহা দেন, ইহা জানিবা। [৩৩] তদ্দণ্ডে রাজা নিবূখদ্‌নিৎসরের প্রতি সেই দশা ঘটিল; সে মনুষ্যদের মধ্যহইতে দূরীকৃত হইয়া বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিল, এবং তাহার শরীর আকাশের শিশিরে ভিজিল, এবং তাহার কেশ উৎক্রোশ পক্ষির পালখের সদৃশ হইল, ও পক্ষির নখের ন্যায় তাহার নখ হইল। [৩৪] অপর ঐ সময়ের শেষে আমি নিবূখদ্‌নিৎসর স্বর্গের প্রতি উচ্চদৃষ্টি করিলে আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আইল; তাহাতে আমি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম, এবং নিত্যজীবির প্রশংসা ও গুণানুবাদ করিলাম। [৩৫] তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্ত, ও তাঁহার রাজ্য পুরুষানুক্রমে স্থায়ী; তাঁহার সাক্ষাতে পৃথিবীনিবাসিগণ অসারস্বরূপ, এবং তিনি স্বর্গের সৈন্যের ও পৃথিবীনিবাসিদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করেন; তাঁহার হস্ত স্থগিত করিতে কেহ পারে না, এবং 'তুমি কি করিতেছ?' ইহা তাঁহাকে কেহ কহিতে পারে না। [৩৬] যে সময়ে আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আইল, সেই সময়ে আমার রাজ্যের প্রভাবের প্রতি আমার সম্ভ্রম ফিরিয়া আইল; আর আমার তেজ আমাতে ফিরিয়া আইলে আমার মন্ত্রিগণ ও

অমাত্যবর্গ আমার অন্বেষণ করিল, এবং আমি আপন রাজ্যে স্থির হইলাম, ও আমার মহিমার বৃদ্ধি হইল। ৩৭ এই জন্যে আমি নিবূখদ্‌নিৎসর সেই স্বর্গের রাজার প্রশংসা ও প্রণানুবাদ ও গৌরব করিতেছি। কেননা তাঁহার তাবৎ ক্রিয়া সত্য, ও তাঁহার পথ ন্যায্য, এবং গর্ব্বাচারিদিগকে নত করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে।'

৫ অধ্যায়।

১ বেল্‌শৎসরের ভোজ, ৫ ও ভিত্তির উপরে অঙ্গুলিদ্বারা লিখন ও তাহা পাঠ করিতে রাজার গণকদিগকে আহ্বান করণ, ১০ ও তাহারা অপারক হইলে দানিয়েলকে আহ্বান করণ, ১৩ ও দানিয়েলের প্রতি রাজার কথা, ১৭ ও রাজার প্রতি দানিয়েলের অনুযোগ ও লিখনের অর্থ প্রকাশ করণ।

১ এক দিন রাজা বেল্‌শৎসর আপন সহস্র অমাত্যের নিমিত্তে মহাভোজ প্রস্তুত করিল, এবং সেই সহস্রের সাক্ষাতে দ্রাক্ষারস পান করিল। ২ পরে দ্রাক্ষারস তাহাকে পরাভূত করিলে বেল্‌শৎসর আপন পিতা নিবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক যিরূশালমস্থ মন্দিরহইতে অপহৃত স্বর্ণের ও রূপার পাত্র সকলকে রাজার ও তাহার অমাত্য ও পত্নী ও উপপত্নীগণের পানার্থে আনিতে আজ্ঞা করিল। ৩ তখন যিরূশালমস্থ প্রাসাদহইতে অর্থাৎ ঈশ্বরের মন্দিরহইতে অপহৃত সুবর্ণপাত্র সকল আনীত হইলে রাজা ও তাহার অমাত্য ও পত্নী ও উপপত্নীগণ তাহাতে পান করিল। ৪ এবং দ্রাক্ষারস পান করিতে২ আপনাদের সুবর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ ও কাষ্ঠ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দেবগণের স্তব করিতে লাগিল।

৫ তৎক্ষণে মনুষ্যহস্তের অঙ্গুলি আসিয়া রাজবাটীর ভিত্তির লেপনের উপরে দীপাধারের সম্মুখে লিখিল, এবং যে হস্তখান লিখিতেছিল, তাহা রাজা দেখিল। ৬ তাহাতে রাজার মুখ বিবর্ণ হইল, ও সে ভাবনাতে এমত ব্যাকুল হইল যে তাহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইল ও তাহার হাঁটুতে হাঁটু আঘাত করিতে লাগিল। ৭ তখন রাজা গণক ও কস্‌দীয় ও জ্যোতির্বেত্তা লোকদিগকে আনিতে উচ্চৈঃস্বরে আজ্ঞা করিল। পরে রাজা বাবিলের বিদ্বানদিগকে কহিল, যে জন এই লিপি পাঠ করিয়া তাহার অর্থ আমাকে জানাইবে, সে কৃষ্ণলোহিত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইবে, ও তাহার গলে সুবর্ণের হার দত্ত হইবে ও সে রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইবে। ৮ কিন্তু রাজার বিদ্বানগণ ভিতরে আসিয়া তাহা পাঠ করিতে কিম্বা রাজাকে তাহার অর্থ জানাইতে পারিল না। ৯ তখন বেল্‌শৎসর রাজা অতিশয় ব্যাকুল হইল, ও তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, ও তাহার অমাত্যগণ উদ্বিগ্ন হইল।

১০ অপর রাজার ও তাহার অমাত্যগণের এমত কথা শুনিয়া রাজ্ঞী ভোজনশালায় আইল। সেই রাজ্ঞী কহিল, হে মহারাজ, চিরজীবী হউন; তুমি চিন্তাতে ব্যাকুল হইও না, এবং মুখ বিবর্ণ হইতে দিও না। ১১ তোমার রাজ্যের মধ্যে পবিত্র ঈশ্বরের আত্মাবিশিষ্ট এক জন আছে; তোমার পিতার সময়ে তাহার মধ্যে দেবগণের জ্ঞানের তুল্য প্রতিভা ও বুদ্ধি ও জ্ঞান পাওয়া গেল, এবং তোমার পিতা নিবূখদ্‌নিৎসর মহারাজ তাহাকে মায়াবিদের ও গণকদের ও কস্‌দীয়দের ও জ্যোতির্বেত্তাদের প্রধান করিয়া নিযুক্ত করিলেন; ১২ কেননা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মা ও জ্ঞান এবং স্বপ্নার্থকারি ও কঠিন বাক্য প্রকাশকারি ও সন্দেহভঞ্জক বুদ্ধি পাওয়া গেল; তাহার নাম দানিয়েল, এবং রাজা তাহাকে বেল্‌টিশৎসর নাম দিয়াছিলেন; অতএব সেই দানিয়েলকে আহ্বান কর, সে তোমাকে ইহার অর্থ জ্ঞাত করিবে।

১৩ তখন দানিয়েল রাজার নিকটে আনীত হইলে রাজা দানিয়েলকে কহিল, যিহূদা দেশহইতে আমার পিতা মহারাজ যে বন্দিগণকে আনিয়াছিলেন, সেই যিহূদি বন্দিগণের মধ্যে যে দানিয়েল ছিল, সে কি তুমি? ১৪ তোমার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এবং তোমার মধ্যে প্রতিভা ও বুদ্ধি ও উত্তম জ্ঞান পাওয়া যায়, ইহা আমি তোমার বিষয়ে শুনিয়াছি। ১৫ সম্প্রতি এই লিপি পাঠ করিতে ও তাহার অর্থ আমাকে জ্ঞাত করিতে বিদ্বান ও গণক লোকেরা আমার কাছে আনীত হইল; কিন্তু তাহারা তাহার অর্থ আমাকে জ্ঞাত করিতে পারিল না। ১৬ তুমি অর্থ প্রকাশ করিতে ও সংশয় ছেদ করিতে পার, ইহা আমি শুনিলাম; এখন তুমি যদি এই লিপি পাঠ করিতে ও তাহার অর্থ আমাকে জ্ঞাত করিতে পার, তবে কৃষ্ণলোহিত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইবা, ও তোমার গলে সুবর্ণের হার দত্ত হইবে, ও তুমি রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইবা।

১৭ তখন দানিয়েল রাজাকে উত্তর করিল, তোমার দান তোমার থাকুক, ও তোমার পুরস্কার অন্যকে দেও; কিন্তু আমি মহারাজের নিকটে এই লিপি পাঠ করিব, এবং তাহার অর্থও জ্ঞাত করিব। ১৮ হে রাজন্, সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর তোমার পিতা নিবূখদ্‌নিৎসরকে রাজ্য ও মহিমা ও প্রতাপ ও সম্ভ্রম দিয়াছিলেন। ১৯ তিনি তাহাকে যে মহিমা দিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাবৎ

জাতীয় ও বংশীয় ও ভাষাবাদি লোকেরা তাঁহার সাক্ষাতে কাঁপিত ও ভয় করিত; সে আপন ইচ্ছাতে কাহাকে বধ করিত, ও আপন ইচ্ছাতে কাহাকে সজীব রাখিত; এবং আপন ইচ্ছাতে কাহাকে উচ্চপদ দিত, ও আপন ইচ্ছাতে কাহাকে পদভ্রষ্ট করিত। [২০] কিন্তু সে অন্তঃকরণে গর্ব্বিত ও আত্মাভিমানে দুঃসাহসী হইল, এই জন্যে আপন রাজসিংহাসনভ্রষ্ট হইল, ও তাহাহইতে মহিমা অপহৃত হইল। [২১] এবং সে মনুষ্যসন্তানদের মধ্যহইতে দূরীকৃত হইল, ও তাহার বুদ্ধি পশুর সমান হইল, ও বন্য গর্দ্দভের সহিত তাহার বাস হইল, ও সে বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিত, এবং তাহার শরীর আকাশের শিশিরে ভিজিত; পরে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর মনুষ্যদের রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহাতে নিযুক্ত করেন, ইহা সে জ্ঞাত হইল। [২২] হে বেল্‌শৎসর, তাহারই পুত্র যে তুমি, তুমি এই সকল জ্ঞাত হইলেও আপন অন্তঃকরণ নম্র কর নাই। [২৩] তুমি স্বর্গাধিপতির বিরুদ্ধে আপনাকে উন্নত করিয়াছ; এবং তাঁহার মন্দিরের পাত্র তোমার সম্মুখে আনীত হইলে তুমি ও তোমার অমাত্যগণ ও তোমার পত্নী ও উপপত্নীগণ তাহাতে দ্রাক্ষারস পান করিয়াছ, এবং রূপ্যময় ও সুবর্ণময় ও পিত্তলময় ও লৌহময় ও কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় যে দেবগণ দেখিতে পায় না, ও শুনিতে পায় না, ও বুঝিতে পারে না, তাহাদের প্রশংসা তুমি করিয়াছ; কিন্তু তোমার প্রাণ যাঁহার হস্তগত ও তোমার সকল গতি যাঁহার অধীন, সেই ঈশ্বরের সমাদর কর নাই। [২৪] এই জন্যে তাঁহাকর্ত্তৃক একখান হস্ত প্রেরিত ও এই কথা লিখিত হইল। [২৫] সে লিখিত কথা এই, “মিনে মিনে, তিকেল্, উপারসীন।” [২৬] ইহার অর্থ এই, ‘মিনে’ (গণনা,) অর্থাৎ ঈশ্বর তোমার রাজ্যের গণনা ও শেষ করিয়াছেন। [২৭] ‘তিকেল্’ (তৌল,) অর্থাৎ তুমি তুলেতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে প্রকাশ পাইয়াছ। [২৮] ‘উপারসীন্’ (ও বিভাগ,) অর্থাৎ তোমার রাজ্য বিভক্ত হইয়া মাদীয় ও পারসীয়দিগকে দত্ত হইবে। [২৯] তখন বেল্‌শৎসরের আজ্ঞাতে দানিয়েল কৃষ্ণলোহিত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইল, ও তাহার গলে সুবর্ণের হার দেওয়া গেল, এবং সে যে রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইল, এই কথা ঘোষণাদ্বারা প্রচারিত হইল। [৩০] সেই রাত্রিতে কস্‌দীয়দের রাজা বেল্‌শৎসর হত হইল। [৩১] এবং মাদীয় দারা বাষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হইল।

---

৬ অধ্যায়।

১ দারারাজদ্বারা দানিয়েলের কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হওন, ৪ ও তাহার বিরুদ্ধে অধ্যক্ষগণের কুমন্ত্রণা, ১০ ও তাহাদের অপবাদদ্বারা দানিয়েলের সিংহখাতে নিক্ষিপ্ত হওন, ১৮ ও তাহার রক্ষাতে রাজার আনন্দ, ২৪ ও তাহার অপবাদকদের বিনাশ, ২৫ ও তাবৎ লোকের প্রতি রাজার আজ্ঞাপত্র।

[১] রাজ্যের সর্ব্বস্থানে বাসকারি এক শত বিংশতি অধ্যক্ষকে রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করিতে, [২] এবং সেই অধ্যক্ষগণ যেন নিকাশ দেয় ও রাজার ক্ষতি না হয়, এই নিমিত্তে তাহাদের উপরে তিন জনকে প্রধান করিয়া নিযুক্ত করিতে দারা বিহিত বুঝিল; সেই তিন জনের মধ্যে দানিয়েল এক জন ছিল। [৩] ঐ দানিয়েলের অন্তরে শ্রেষ্ঠ আত্মা থাকাতে সে তাবৎ প্রধান ও অধ্যক্ষহইতে অধিক মান্য ছিল, এই জন্যে রাজা তাহাকে সমুদয় রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিল।

[৪] তাহাতে প্রধান লোক ও অধ্যক্ষেরা রাজকর্ম্মের বিষয়ে দানিয়েলের ছিদ্র অনুসন্ধান করিল বটে, কিন্তু কোন ছিদ্র কিম্বা ত্রুটি পাইতে পারিল না; কেননা সে বিশ্বস্ত ছিল, তাহার কোন দোষ কিম্বা ত্রুটি পাওয়া গেল না। [৫] তখন সেই ব্যক্তিরা কহিল, আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে দানিয়েলের ছিদ্র ধরিতে না পারিলে আর কোন ছিদ্র পাইব না। [৬] পরে সেই প্রধানেরা ও রাজ্যাধ্যক্ষেরা রাজার নিকটে ত্বরায় একত্র আসিয়া এই কথা কহিল, হে দারারাজ, চিরজীবী হউন। [৭] হে রাজন্, রাজ্যের সকল প্রধান লোক ও অধিপতিগণ ও অধ্যক্ষগণ ও কর্ত্তৃগণ ও শাসনকর্তৃগণ মন্ত্রণা করিয়া, যে কেহ ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত তোমা ব্যতিরেকে কোন দেবতার কিম্বা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, সে সিংহের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এমত রাজাজ্ঞা করিতে ও দৃঢ় বিধি প্রচার করিতে স্থির করিয়াছে। [৮] হে রাজন্, এই বিধি স্থির কর, এবং মাদীয়দের ও পারসীয়দের অপ্রতিকার্য্য ব্যবস্থানুসারে যেন তাহা অটল হয়, এই জন্যে লিপিবদ্ধ কর। [৯] তখন দারা রাজা সেই পত্র ও বিধি লিখিল।

[১০] ঐ পত্র লিখিত হইল, ইহা দানিয়েল অবগত হইলেও আপনার গৃহে যাইত, এবং তাহার উপরিস্থ কুঠরীর বাতায়ন যিরূশালমের দিগে মুক্ত থাকাতে সে আপন পূর্ব্বমতানুসারে দিনে তিন বার জানু পাতিয়া আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনা করিত ও ধন্যবাদ করিত। [১১] তখন সেই লোকেরা বেগে একত্র আসিয়া দানিয়েল্‌-

কে প্রার্থনা করিতে ও আপন ঈশ্বরের নিকটে বিনয় করিতে দেখিল। [১২] তাহাতে তাহারা গিয়া রাজকীয় বিধির বিষয়ে রাজার নিকটে নিবেদন করিল; হে রাজন্, যে কোন ব্যক্তি ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত তোমা ব্যতিরেকে কোন দেবের বা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, সে সিংহের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এমন বিধি আপনি কি লিখেন নাই? রাজা উত্তর করিল, হাঁ, মাদীয়দের ও পারসীয়দের অটল ব্যবস্থানুসারে তাহা স্থির হইল। [১৩] তখন তাহারা রাজার সম্মুখে কহিল, হে রাজন্, যিহূদীয় বন্দি লোকদের মধ্যবর্ত্তী যে দানিয়েল, সে তোমাকে এবং তোমার লিখিত বিধি মান্য করে না, কিন্তু প্রতিদিন তিন বার প্রার্থনা করে। [১৪] রাজা এ কথা শুনিয়া অতিশয় শোকান্বিত হইল, এবং দানিয়েলকে উদ্ধার করিতে অনেক মনোযোগ করিল, ও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাহাকে রক্ষা করিতে অনেক যত্ন করিল। [১৫] তাহাতে ঐ লোকেরা রাজার নিকটে বেগে একত্র হইয়া রাজাকে কহিল, হে রাজন্, রাজা যে কোন আজ্ঞা ও বিধি স্থির করেন, তাহার অন্যথা হইতে পারে না, মাদীয়দের ও পারসীয়দের এই ব্যবস্থা আছে, ইহা জ্ঞাত হউন। [১৬] তখন রাজা আজ্ঞা করিলে দানিয়েল আনীত হইয়া সিংহের খাতে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাতে রাজা দানিয়েলকে কহিল, তুমি নিত্য২ যে ঈশ্বরের সেবা কর, তিনিই তোমাকে রক্ষা করুন। [১৭] পরে এক প্রস্তর আনীত হইয়া খাতের মুখে স্থাপিত হইল, এবং দানিয়েলের এই বিষয় যেন অন্যথা না হয়, এই জন্যে রাজা আপনার মুদ্রাতে ও আপন অমাত্যগণের মুদ্রাতে তাহা অঙ্কিত করিল।

[১৮] পরে রাজা আপন রাজধানীতে গিয়া উপবাসে সে রাত্রি যাপন করিল, ও আপনার সাক্ষাতে কোন উপভোগের সামগ্রী আনিতে দিল না, এবং তাহার নিদ্রাও হইল না। [১৯] অপর অরুণোদয়ের সময়ে অর্থাৎ প্রভাত হইবামাত্র রাজা উঠিয়া অতি ত্বরায় সিংহের খাতের নিকটে গেল। [২০] খাতের নিকটবর্ত্তী হইলে সে আর্ত্তস্বর করিয়া দানিয়েলকে ডাকিল। রাজা এই রূপে দানিয়েলকে সম্বোধন করিল, হে অমর ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল, তুমি যে ঈশ্বরকে নিত্য সেবা কর, তিনি কি সিংহের মুখহইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারক হইয়াছেন? [২১] তখন দানিয়েল রাজাকে কহিল, হে রাজন্, চিরজীবী হউন। [২২] আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বন্ধ করিয়াছেন; তাহারা আমার হিংসা করে নাই; কেননা আমি তাঁহার সাক্ষাতে নির্দ্দোষ; এবং হে রাজন্, তোমার সাক্ষাতেও কোন অপরাধ করি নাই। [২৩] তখন রাজা অতি আহ্লাদিত হইয়া দানিয়েলকে খাতহইতে তুলিতে আজ্ঞা করিল; তাহাতে দানিয়েল খাতহইতে উত্তোলিত হইলে তাহার কোন হানি দৃষ্ট হইল না, কারণ সে আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছিল।

[২৪] পরে রাজার আজ্ঞানুসারে দানিয়েলের অপবাদকারিগণ আনীত হইয়া আপন২ বালক ও স্ত্রীগণের সহিত সিংহের খাতে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহারা খাতের তল স্পর্শ না করিতে২ সিংহগণ তাহাদিগকে ধরিয়া তাহাদের অস্থি সকল চূর্ণ করিল।

[২৫] তখন দারা রাজা পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিবাসি জাতিগণ ও বংশগণ ও নানাভাষাবাদিগণকে এই পত্র লিখিল, বাহুল্যরূপে তোমাদের মঙ্গল হউক। [২৬] আমি এই আজ্ঞা প্রচার করিতেছি, আমার রাজ্যের অধীন তাবৎ স্থানের লোক দানিয়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে কম্পবান হউক ও তাঁহাকে ভয় করুক; কেননা তিনি অমর ঈশ্বর ও নিত্যস্থায়ী, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য, ও তাঁহার কর্তৃত্ব শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। [২৭] তিনি নিস্তারকর্ত্তা ও উদ্ধারকর্ত্তা, এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন, বিশেষতঃ তিনি দানিয়েলকে সিংহের হস্তহইতে রক্ষা করিলেন।

[২৮] অনন্তর সেই দানিয়েল দারার ও পারসীয় খসের অধিকারে ভাগ্যবান্ হইল।

৭ অধ্যায়।

১ চারি জন্তুর দর্শন, ৯ ও ঈশ্বরের রাজ্যের বিবরণ, ১৫ ও দর্শনের তাৎপর্য্য।

[১] বাবিলের রাজা বেল্‌শৎসরের অধিকারের প্রথম বৎসরে শয্যাস্থিত দানিয়েলের স্বপ্ন ও মানসিক দর্শন হইল; তখন সে সেই স্বপ্ন লিখিয়া কথার সার প্রকাশ করিল। [২] দানিয়েল এই বিবরণ কহিল, আমি রাত্রিতে স্বপ্নে এই দেখিলাম, যেন মহাসমুদ্রের উপরে আকাশের চতুর্ব্বায়ু প্রচণ্ডরূপে বহিতেছিল। [৩] তাহাতে সমুদ্রহইতে চারি বৃহৎ জন্তু নির্গত হইল, তাহাদের বিশেষ২ আকার ছিল। [৪] প্রথম জন্তু সিংহাকার, এবং উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় তাহার পক্ষ ছিল; আমি দেখিতে২ তাহার সেই পক্ষ উৎপাটিত হইলে সে ভূমিহইতে উত্থাপিত হইয়া মনুষ্যের মত চরণে স্থাপিত হইল, এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণ তাহাকে দত্ত হইল। [৫] পরে আমি আর এক জন্তু দেখিলাম; সেই দ্বিতীয় জন্তু ভল্লুকের সদৃশ, সে এক দিগের চরণে দাঁড়াইল; তাহার

মুখে দন্তের মধ্যে তিনখান পঞ্জরের অস্থি ছিল, এবং তাহার প্রতি উক্ত হইল, উঠ, বহুমাংস ভোজন কর। ৬ তাহার পরে আমি অবলোকন করিলে আর এক জন্তু দেখিলাম, তাহার মূর্ত্তি চিতাব্যাঘ্রের ন্যায়, এবং পৃষ্ঠে পক্ষিবৎ চারি পক্ষ ছিল, ও তাহার চারি মস্তক ছিল, এবং তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল। ৭ পরে ঐ রাত্রিকালের দর্শনে আমি আর এক জন্তু দেখিলাম, সেই চতুর্থ জন্তু ভয়ানক ও ত্রাসজনক ও অতি বলবান; তাহার দন্ত বৃহৎ ও লৌহময়, সে অনেক ভক্ষণ করিল ও বিদীর্ণ করিল ও অবশিষ্টকে পদতলে দলিত করিল; পূর্ব্ববর্ত্তি সকল জন্তুহইতে সে ভিন্ন, ও তাহার দশ শৃঙ্গ ছিল। ৮ আমি সেই শৃঙ্গের বিষয়ে বিবেচনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে আর এক ক্ষুদ্র শৃঙ্গ তাহাদের মধ্যে উঠিল, এবং তাহার সম্মুখে পূর্ব্ব শৃঙ্গের তিন শৃঙ্গ উৎপাটিত হইল; ঐ শৃঙ্গের মনুষ্যবৎ চক্ষু ও অহঙ্কারবাক্যবাদি মুখ ছিল।

৯ পরে আমি দেখিলাম, কএক সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং অনেক দিনের এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার বস্ত্র হিমানীর ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং কেশ পরিষ্কৃত মেষলোমের তুল্য; তাঁহার সিংহাসন অগ্নিশিখার ন্যায়, ও তাঁহার চক্র সকল প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়; ১০ এবং তাঁহার সম্মুখহইতে অগ্নির স্রোত নির্গত হইয়া বহিতেছিল, ও সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল, ও অযুতের অযুত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; পরে বিচারসভা বসিলে পুস্তক সকল মুক্ত হইল। ১১ ঐ শৃঙ্গের অহঙ্কারবাক্য প্রযুক্ত আমি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সে জন্তু ও তাহার শরীর বিনষ্ট হইয়া অগ্নিশিখাতে নিক্ষিপ্ত হইল। ১২ এবং অন্য সকল জন্তুহইতেও কর্ত্তৃত্ব অপহৃত হইল, কিন্তু নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনের রক্ষা হইল। ১৩ আমি রাত্রিকালের দর্শনে দেখিলাম, মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক জন আকাশের মেঘে আসিয়া ঐ অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষাতে আনীত হইলেন। ১৪ এবং তাবৎ জাতীয় ও বংশীয় ও ভাষাবাদি লোকেরা যেন তাঁহার সেবা করে, এই জন্যে তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব ও মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সদাকালস্থায়ী ও অবিকার্য্য, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য।

১৫ আমি দানিয়েল্ আপন শরীরস্থ মনেতে শোকান্বিত হইলাম, ও আমার মানসিক দর্শন আমাকে ব্যাকুল করিল। ১৬ পরে আমি নিকটে দণ্ডায়মান লোকদের এক জনের কাছে যাইয়া তাহাকে এই সকলের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম; তাহাতে সে এই কথা কহিয়া আমাকে সকলের তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিল; ১৭ 'যাহারা পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে, ঐ চারি বৃহৎ জন্তু সেই চারি রাজাস্বরূপ; ১৮ কিন্তু সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের পুণ্যবানেরা রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিত্য তাহা অধিকার করিবে।' ১৯ তখন অন্য সকলহইতে ভিন্ন ও অতি ভয়ানক ও লৌহদন্ত ও পিত্তলের নখবিশিষ্ট যে চতুর্থ জন্তু অনেক ভক্ষণ করিল ও বিদীর্ণ করিল ও অবশিষ্টকে পদতলে দলিত করিল, তাহার তত্ত্ব আমি জানিতে চাহিলাম। ২০ এবং তাহার মস্তকের দশ শৃঙ্গের তত্ত্ব, ও যাহার সাক্ষাতে তিন শৃঙ্গ পড়িল এমত উত্থিত অন্য শৃঙ্গের তত্ত্ব, অর্থাৎ যে শৃঙ্গ চক্ষুবিশিষ্ট ও অহঙ্কারবাক্যবাদি মুখবিশিষ্ট ও আপন সহবর্ত্তিগণ অপেক্ষা বৃহৎ আকার বিশিষ্ট, সেই শৃঙ্গের তত্ত্ব জানিতে চাহিলাম। ২১ আমি দেখিলাম, সেই শৃঙ্গ পুণ্যবানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিতে লাগিল; ২২ পরে ঐ অনেক দিনের বৃদ্ধ আসিয়া সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের পুণ্যবানদের বিচার নিষ্পত্তি করিলেন, তাহাতে পুণ্যবানদের রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইল। ২৩ সে এই রূপ কথা কহিল, 'ঐ চতুর্থ জন্তু পৃথিবীর চতুর্থ রাজ্যস্বরূপ, সকল রাজ্যহইতে সে ভিন্ন হইয়া তাবৎ পৃথিবীকে গ্রাস করিবে ও দলিত করিবে ও চূর্ণ করিবে। ২৪ এবং তাহার দশ শৃঙ্গ ঐ রাজ্যহইতে উৎপদ্যমান দশ রাজাস্বরূপ; তাহাদের পরে আর এক রাজা উঠিবে, সে পূর্ব্ব রাজাদের হইতে ভিন্ন হইয়া তিন রাজাকে বশীভূত করিবে। ২৫ সে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের বিপরীতে কথা কহিবে, ও সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের পুণ্যবানদিগকে জীর্ণ করিবে, ও নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার নিয়মান্তর করিতে মনস্থ করিবে, এবং এক কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। ২৬ পরে বিচারসভা বসিবে; তাহাতে তাহার কর্ত্তৃত্ব তাহাহইতে নীত হইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার ক্ষয় ও বিনাশ করা যাইবে। ২৭ এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের পুণ্যবান প্রজাদিগকে রাজ্য ও কর্ত্তৃত্ব ও আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত তাবৎ রাজ্যের মহিমা দত্ত হইবে; তাঁহার রাজ্য নিত্যস্থায়ী, এবং সকল অধিপতি তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে।' ২৮ এই পর্য্যন্ত এই বৃত্তান্তের শেষ; আমি দানিয়েল এই ভাবনাতে ব্যাকুল হইলাম, ও আমার মুখ বিবর্ণ হইল; কিন্তু আমি সে কথা মনে রাখিলাম।

৮ অধ্যায়।

১ মেষ ও ছাগের দর্শন, ১৩ ও বলিদান নিবৃত্ত হওনের সময় নিরূপণ, ১৫ ও গাব্রিয়েল্দ্বারা দানিয়েলের দর্শনের তাৎপর্য্য প্রকাশ।

১ রাজা বেল্শৎসরের তৃতীয় বৎসরে আমি দানিয়েল পূর্ব্বগত দর্শনের পরে আর এক দর্শন পাইলাম। ২ এই রূপ দর্শন পাইলাম, যেন আমি এলম প্রদেশস্থ শূশন্ রাজধানীতে আছি; আর বার আমি দর্শনে দেখিলাম, যেন উলয় নদীর তীরে আছি। ৩ পরে আমি চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম, নদীর সম্মুখে এক মেষ দাঁড়াইল; তাহার দুই শৃঙ্গ ছিল, এবং সেই দুই শৃঙ্গ উচ্চ, কিন্তু এক শৃঙ্গ অন্যাপেক্ষা অধিক উচ্চ; ও যে উচ্চতর, সে শেষে উৎপন্ন হইল। ৪ আমি দেখিলাম ঐ মেষ পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ দিগে এমত আঘাত করিল, যে তাহার সম্মুখে কোন জন্তু দাঁড়াইতে পারিল না, এবং তাহার হস্তহইতে উদ্ধারকারী কেহ ছিল না; সে আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে২ মহান্ হইল। ৫ ইহার বিষয় বিবেচনা করিতে২ আমি দেখিলাম, পশ্চিম দেশহইতে এক যুবছাগ তাবৎ পৃথিবী পার হইয়া আইল, মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না; সেই ছাগের চক্ষুর মধ্যস্থানে এক বিলক্ষণ শৃঙ্গ ছিল। ৬ পরে দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষকে আমি নদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম, তাহার প্রতি সে আপন বলের ব্যগ্রতাতে ধাবমান হইল। ৭ এবং মেষের অতি নিকটে আসিতেও তাহাকে দেখিলাম; সে তাহার প্রতিকূলে ক্রোধেতে আসিয়া ঐ মেষকে এমত আঘাত করিল, যে তাহার দুই শৃঙ্গ ভগ্ন করিল, এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি ঐ মেষের আর ছিল না, অতএব সে তাহাকে মৃত্তিকাতে ফেলিয়া পদতলে দলিতে লাগিল; তৎকালে তাহার হস্তহইতে ঐ মেষের উদ্ধারকারী কেহ ছিল না। ৮ পরে ঐ যুবছাগ অতিশয় মহান্ হইল, কিন্তু বলবান হইলে পর তাহার ঐ বৃহৎ শৃঙ্গ ভগ্ন হইল, ও তাহার স্থানে আকাশের চারি বায়ুর দিগে চারি বিলক্ষণ শৃঙ্গ উৎপন্ন হইল। ৯ এবং তাহাদের একের মধ্যহইতে এক ক্ষুদ্রতম শৃঙ্গ উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিগে এবং দেশরত্নের দিগে অতিশয় বর্দ্ধমান হইল। ১০ এবং সে আকাশের সৈন্য পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া কতক সৈন্য ও তারাগণকে ভূমিতে নিপাত করিয়া পদতলে দলিতে লাগিল। ১১ সে সৈন্যপতির বিপক্ষেও উন্নত হইয়া তাঁহাহইতে দিবসিক বলিদান অপহরণ করিল, এবং তাঁহার পবিত্র স্থান নিপাতিত হইল। ১২ এবং দিবসিক বলির ব্যাঘাত হইলে সৈন্য অধর্ম্মেতে সমর্পিত হইল, এবং সে সত্য ধর্ম্মকে ভূমিতে নিপাত করিল, ও কর্ম্ম করিয়া কৃতার্থ হইল।

১৩ অপর আমি এক পুণ্যবানের উক্ত কথা শুনিলাম, এবং যে কহিতেছিল তাহাকে আর এক পুণ্যবান্ জিজ্ঞাসা করিল, দিবসিক বলি ও বিনাশক অধর্ম্ম এবং পবিত্র স্থানের ও সৈন্যের পদতলে দলিত হওন বিষয়ক যে দর্শন সে কত কালের নিমিত্তে? ১৪ তাহাতে সে আমাকে কহিল, দুই সহস্র তিন শত দিবারাত্রির নিমিত্তে; পরে পবিত্র স্থান পরিষ্কৃত হইবে।

১৫ আমি দানিয়েল এই রূপ দর্শন পাইয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিতে চেষ্টা করিলে পুরুষাকৃতি এক জন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; ১৬ এবং 'হে গাব্রিয়েল, এই ব্যক্তিকে দর্শনের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেও,' উলয়ের মধ্যহইতে এমত এক জনের মনুষ্যবৎ রব আমি শুনিলাম। ১৭ তাহাতে আমি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সে সেই স্থানে আইল, এবং আইলে আমি বিস্ময়াপন্ন প্রযুক্ত উবুড় হইয়া পড়িলাম, কিন্তু সে আমাকে কহিল, হে মনুষ্যের সন্তান, এই দর্শন শেষকাল বিষয়ক, ইহা জ্ঞাত হও। ১৮ যে সময়ে সে আমাকে কহিল, তৎকালে আমি ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলাম; কিন্তু সে আমাকে স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান করিয়া কহিল, ১৯ দেখ, ক্রোধের শেষে যাহা ঘটিবে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করি, কেননা এ নিরূপিত শেষকালের কথা। ২০ তুমি দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষকে দেখিলা, সে মাদীয় ও পারসীয় রাজগণস্বরূপ। ২১ এবং সেই লোমশ যুবছাগ যূনানিয়া দেশের রাজস্বরূপ, এবং তাহার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে যে বৃহৎ শৃঙ্গ, সে প্রথম রাজা। ২২ এবং সে শৃঙ্গ ভগ্ন হইলে তাহার স্থানে যে আর চারি শৃঙ্গ উৎপন্ন হইল, ইহাতে সেই জাতিতে চারি রাজা উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তাহার ন্যায় পরাক্রম বিশিষ্ট হইবে না। ২৩ তাহাদের রাজ্যের শেষে অধার্ম্মিকদের অধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে ভয়ঙ্করবদন ও নিগূঢ় বাক্যজ্ঞ এক রাজা উৎপন্ন হইবে। ২৪ সে বলেতে পরাক্রান্ত হইবে, কিন্তু আপনার বলেতে নহে, এবং সে আশ্চর্য্যরূপে বিনাশ করিবে; সে কৃতার্থ হইয়া কর্ম্ম সফল করিবে, এবং শক্তিমানদিগকে ও পুণ্যবান প্রজাদিগকে বিনাশ করিবে। ২৫ তাহার চাতুরী প্রযুক্ত এবং তাহার হস্তদ্বারা ছলের সফল হওন প্রযুক্ত সে মনে অহঙ্কারী হইয়া অকস্মাৎ অনেককে বিনষ্ট করিবে, ও রাজাদের রাজার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, তাহাতে সে বিনা হস্তে ভগ্ন হইবে।

২৬ এবং দিবারাত্রির বিষয়ে উক্ত দর্শন সত্য, অতএব তুমি এই দর্শন মুদ্রাঙ্কিত কর, কেননা সে অনেক দিনের কথা। ২৭ অনন্তর আমি দানিয়েল কতক দিন পর্য্যন্ত ক্লান্ত ও পীড়িত ছিলাম, তাহার পর উঠিয়া রাজার কর্ম্ম করিলাম, কিন্তু সকলের বোধাগম্য সেই দর্শনে চমৎকৃত হইলাম।

৯ অধ্যায়।

১ দানিয়েলের উপবাস ও নম্রতা ও প্রার্থনার কথা, এবং ও তাহার প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ মাদীয় বংশোদ্ভব অহশ্বেরের পুত্র যে দারা কস্‌দীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইল, ২ তাহার অধিকারের প্রথম বৎসরে আমি দানিয়েল শাস্ত্রদ্বারা বৎসরের সংখ্যা বুঝিলাম, অর্থাৎ যিরূশালমের উচ্ছিন্নতার সময় সত্তরি বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে, যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতি কথিত পরমেশ্বরের এই বাক্য বুঝিলাম।

৩ পরে আমি উপবাস ও চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া ও বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া প্রভু ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। ৪ এবং আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া পাপ স্বীকার করিয়া কহিলাম, হে প্রভো, তুমি মহান্ ও ভয়ানক ঈশ্বর, এবং আপন প্রেমকারিদের ও আজ্ঞাপালকদের প্রতি নিয়ম প্রতিপালক ও দয়ালু। ৫ আমরা পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, এবং অধর্ম্মী ও বিরোধী হইয়াছি, এবং তোমার বিধি ও রাজনীতি লঙ্ঘন করিয়াছি, ৬ এবং তোমার দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আমাদের রাজগণকে ও অধ্যক্ষগণকে এবং প্রধান ও প্রজা তাবৎ লোককে তোমার নামে যে কথা কহিত, আমরা তাহাতেও মনোযোগ করি নাই। ৭ হে প্রভো, ধর্ম্ম তোমার অধিকার; কিন্তু অদ্যকার মত লজ্জাই আমাদের অধিকার; অর্থাৎ তোমার প্রতিকূলে বিশ্বাসঘাতকতা করণ প্রযুক্ত যিহূদার লোক ও যিরূশালম্ নিবাসিগণ এবং নিকটবর্ত্তি ও দূরবর্ত্তি তাবৎ ইস্রায়েলের লোক তোমাকর্ত্তৃক যে২ দেশে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, সেই সকল দেশে লজ্জাই তাহাদের অধিকার। ৮ হে প্রভো, আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, এই নিমিত্তে আমাদের ও আমাদের রাজগণের ও অধ্যক্ষগণের ও প্রধান লোকদের লজ্জা হইতেছে। ৯ দয়া ও ক্ষমা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের হয়, কিন্তু আমরা তাঁহার অনাজ্ঞাবহ হইয়াছি; ১০ এবং আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা আমাদের সম্মুখে যে ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, তাহা পালন করিতে তাঁহার কথা মান্য করি নাই। ১১ সমস্ত ইস্রায়েল্ তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং তোমার বাক্য মান্য করণহইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, এই নিমিত্তে ঈশ্বরের সেবক মূসার ব্যবস্থাতে যে শাপ ও শপথবাক্য লিখিত আছে, আমাদের পাপ প্রযুক্ত তাহা আমাদিগেতে ফলিয়াছে। ১২ এবং তিনি আমাদের বিরুদ্ধে, ও যে বিচারকর্ত্তৃগণ আমাদের বিচার করিত, তাহাদের বিরুদ্ধে আপনার উক্ত কথা সিদ্ধ করিয়া আমাদের প্রতি মহাবিপদ বর্ত্তাইয়াছেন; কেননা যিরূশালমের প্রতি যেরূপ করা গিয়াছে, আকাশের নীচে কোন স্থানের প্রতি তদ্রূপ করা যায় নাই। ১৩ মূসার ব্যবস্থাতে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে এই সকল বিপদ আমাদিগেতে ঘটিয়াছে, তথাপি আমরা আপন ২ অপরাধহইতে ফিরিয়া তোমার সত্য মত মানিতে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি নাই। ১৪ অতএব পরমেশ্বর বিপদ অনুসন্ধান করিয়া আমাদের প্রতি ঘটাইয়াছেন, কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনার কৃত সকল কার্য্যে ন্যায়কারী; আমরা তাঁহার কথা মান্য করি নাই। ১৫ হে আমাদের প্রভো ঈশ্বর, তুমি বলবান হস্তদ্বারা মিসরহইতে আপন প্রজাদিগকে আনিয়া অদ্য পর্য্যন্ত সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছ; আমরা পাপ ও অধর্ম্ম করিয়াছি। ১৬ হে প্রভো, আমি বিনয় করি, তোমার তাবৎ যাথার্থ্যানুসারে তোমার পবিত্র পর্ব্বতহইতে অর্থাৎ তোমার যিরূশালম নগরহইতে তোমার ক্রোধ ও কোপ নিবৃত্ত হউক; কেননা আমাদের পাপ ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধ প্রযুক্ত যিরূশালম্ ও তোমার প্রজাগণ চতুর্দ্দিকস্থিত তাবৎ লোকদের কাছে নিন্দাস্পদ হইয়াছে। ১৭ অতএব হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের প্রার্থনা ও বিনয়বাক্য শুন, এবং আপন উচ্ছিন্ন ধর্ম্মধামের প্রতি নিজ গুণে প্রসন্নবদন হও। ১৮ হে আমার ঈশ্বর, কর্ণ পাতিয়া শুন, এবং চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমাদের উচ্ছিন্ন স্থান এবং তোমার নামে বিখ্যাত নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; আমরা আপনাদের পুণ্যের উপরে নয়, কিন্তু তোমার মহাকৃপার উপরে নির্ভর করিয়া তোমার সাক্ষাতে আপনাদের বিনয়বাক্য উপস্থিত করি। ১৯ হে প্রভো, শুন; হে প্রভো, ক্ষমা কর; হে প্রভো, মনোযোগ করিয়া কর্ম্ম কর; হে আমার ঈশ্বর, আপন নামের গুণে বিলম্ব করিও না, কেননা তোমার নগর ও তোমার প্রজাগণ তোমারই নামে বিখ্যাত আছে।

২০ যে সময়ে আমি নিবেদন ও প্রার্থনা করি-

তে২ আপনার ও আপন স্বজাতীয় ইস্রায়েল্ লোকদের পাপ স্বীকার করিতেছিলাম, এবং আপন ঈশ্বরের পবিত্র পর্ব্বতের জন্যে আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে বিনয় করিতেছিলাম, ২১ তৎকালে আমার প্রার্থনার বাক্য সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালীয় বলিদানের সময়ে আমার পূর্ব্বদর্শনে দৃষ্ট গাব্রিয়েল নামক ব্যক্তি বেগে উড্ডীয়মান হইয়া আমাকে স্পর্শ করিল। ২২ এবং আমার সহিত আলাপ করিয়া এই সংবাদ দিল; হে দানিয়েল, তোমাকে জ্ঞানদায়ক বুদ্ধি দিতে আমি এক্ষণে আইলাম। ২৩ তুমি অতি প্রিয়পাত্র, এই নিমিত্তে তোমার বিনয়বাক্যের আরম্ভসময়ে আজ্ঞা নির্গত হইল, তাহাতে আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আইলাম; অতএব আমার কথাতে মনোযোগ কর, ও এই দর্শনের তত্ত্ব বিবেচনা কর। ২৪ আজ্ঞালঙ্ঘনের সমাপ্তি করিতে, ও পাপের শেষ করিতে, ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, ও অনন্তকালস্থায়ি পুণ্য আনয়ন করিতে, এবং দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাক্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে, ও মহাপবিত্রতার পাত্রকে অভিষেক করিতে তোমার লোকদের ও তোমার পবিত্র নগরের বিষয়ে সত্তরি সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে। ২৫ অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া বুঝ, যিরূশালমকে পুনর্নির্ম্মাণ করণের আজ্ঞা প্রকাশ করণাবধি অভিষিক্ত ত্রাতা অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে; এবং দুর্গতিবিশিষ্ট কালে চক ও প্রাচীর পুনর্ব্বার গৃথিত হইবে। ২৬ এবং বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ত্রাতা উচ্ছিন্ন হইবেন, কিন্তু আপনার জন্যে নয়; এবং আগামি রাজ্যের লোকেরা নগর ও পবিত্র স্থানের বিনাশ করিবে, ও যেমন প্লাবনদ্বারা তদ্রূপ তাহার শেষ হইবে, ও যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বিনাশ নিরূপিত হইবে। ২৭ এবং এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত নিয়ম স্থির করিবেন; সেই সপ্তাহের অর্দ্ধেক গত হইলে বলি ও নৈবেদ্য নিবৃত্ত হইবে; পরে (মন্দিরের) চূড়াতে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু থাকিবে, ও নিরূপিত বাক্যের সিদ্ধি পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন স্থানের উপরে (ক্রোধরূপ) বৃষ্টি পড়িবে।

১০ অধ্যায়।

১ দানিয়েলের উপবাস ও তাহার প্রতি দর্শন প্রকাশ, ১০ ও দর্শনদ্বারা তাহার ভীত হওন, ১৫ ও দূতদ্বারা সবল হওন।

১ পারসের খস্রু রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরে বেল্টিশৎসর নামবিশিষ্ট দানিয়েলের নিকটে এক দর্শন প্রকাশিত হইল; সেই বাক্য সত্য, কিন্তু মহাক্লেশযুক্ত; সে ঐ বাক্যে মনোযোগ করিয়া দর্শন বুঝিল। ২ সেই সময়ে আমি দানিয়েল তিন সপ্তাহ শোক করিলাম; ৩ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করিতাম না, এবং মাংস ও দ্রাক্ষারস আমার মুখে প্রবেশ করিত না, এবং তিন সপ্তাহ গত না হইলে আমি গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিলাম না। ৪ অপর প্রথম মাসের চতুর্ব্বিংশতি দিনে আমি হিদ্দেকল্ নামক মহানদীর তীরে উপস্থিত হইয়া ৫ আপন চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলে মসীনার বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত ও ঊফসের উত্তম স্বর্ণেতে বদ্ধকটি এক ব্যক্তিকে দেখিলাম; ৬ তাহার শরীর গোদন্তমণির ন্যায়, ও তাহার মুখ বিদ্যুতের প্রভার ন্যায়, এবং তাহার চক্ষু দীপশিখার ন্যায়, এবং তাহার হস্ত পাদ পরিষ্কৃত পিত্তলের ন্যায়, ও তাহার বাক্যের রব লোকারণ্যের শব্দের ন্যায়। ৭ আমি দানিয়েল একা সেই দর্শন পাইলাম; আমার সঙ্গি লোকেরা সেই দর্শন পাইল না, তথাপি অতিশয় কম্পান্বিত হইয়া আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিতে পলায়ন করিল। ৮ আর আমি একা অবশিষ্ট থাকিয়া সেই আশ্চর্য্য দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে আমার সমস্ত বল গেল, ও আমার আকার বিকৃত হইয়া ম্লান হইল, ও আমাতে কিছু শক্তি থাকিল না। ৯ তথাপি আমি তাহার বাক্যের রব শুনিলাম, কিন্তু সে বাক্যের রব শুনিবামাত্র উবুড় হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলাম।

১০ তখন এক হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়া জানু ও হস্তের তালুর উপরে আমাকে নির্ভর করাইল। ১১ এবং সে আমাকে কহিল, হে অতি প্রিয় পাত্র দানিয়েল, তোমার প্রতি আমার বক্তব্য কথা শুন, এবং উঠিয়া দাঁড়াও, কেননা আমি এখন তোমার প্রতি প্রেরিত হইলাম; এই কথা সে আমাকে কহিলে আমি কাঁপিতে২ দাঁড়াইলাম। ১২ তখন সে আমাকে কহিল, হে দানিয়েল, ভয় করিও না, তুমি যে প্রথম দিন অবধি বুঝিতে ও আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে শোক করিতে মনস্থ করিলা, তদবধি তোমার বাক্য শ্রুত হইল; এবং তোমার বাক্য প্রযুক্ত আমি আসিতেছিলাম। ১৩ কিন্তু পারস রাজ্যের অধ্যক্ষ এক বিংশতি দিন পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; পরে প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল্ নামক এক জন আমার উপকার করিতে আইল, তাহাতে আমি সে স্থানে পারসের রাজগণাপেক্ষা প্রবল হইলাম। ১৪ এখন দেখ, শেষকালে তোমার স্বজাতীয়দের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতে আইলাম; কেননা এই দর্শন চিরকালের নিমিত্তে হয়।

[15] আমার প্রতি তাহার এই কথা কহন সময়ে আমি ভূমিতে উবুড় হইয়া অবাক্ হইলাম। [16] তাহাতে দেখ, মনুষ্যসন্তানের আকৃতিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিলে আমি আপন মুখ খুলিয়া কথা কহিলাম, এবং আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে কহিলাম, হে আমার প্রভো, এই দর্শনে মর্ম্মবেদনা আমাকে ধরিল, আমার কিছুমাত্র বল নাই। [17] অতএব প্রভুর এই দাস কি প্রকারে এমত প্রভুর সহিত কথা কহিতে পারে? আমার কিছুমাত্র বল নাই, ও আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। [18] তখন সেই মনুষ্যাকৃতি ব্যক্তি পুনর্ব্বার আমাকে স্পর্শ করিয়া সবল করিয়া [19] কহিল, হে প্রিয়পাত্র, ভয় করিও না, সুস্থির হও; বলবান হও। সে এই কথা কহিলে আমি সবল হইয়া উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আপনি আমাকে সবল করিলেন, এখন আজ্ঞা করুন। [20] তখন সে আমাকে কহিল, আমি কি নিমিত্তে তোমার কাছে আইলাম, তাহা কি তুমি বুঝিয়াছ? এখন আমি পারসের অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পুনর্গমন করি; দেখ, আমি বহির্গত হইলে যূনানিয়া দেশের অধ্যক্ষ আসিবে। [21] কিন্তু সত্য বাক্যময় গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করি; এই বিষয়ে আমার সাহায্য করিতে তোমাদের অধ্যক্ষ মীখায়েল্ ব্যতিরেকে আর কেহ নাই।

১১ অধ্যায়।

১ যূনানি রাজাদ্বারা পারস রাজ্যের পরাস্ত হওন, ৫ এবং দক্ষিণ ও উত্তরীয় রাজাদের নিয়ম ও যুদ্ধ করণ, ২৯ ও শত্রু লোকদের আক্রমণ ও উপদ্রব।

[1] মাদীয় দারার অধিকারের প্রথম বৎসরে আমিই তাহাকে সবল ও শক্তিমান করিতে দাঁড়াইলাম। [2] এখন আমি তোমাকে সত্য কথা জ্ঞাত করি; দেখ, পারস্ দেশে আর তিন রাজা উৎপন্ন হইবে, পরে চতুর্থ জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যবান হইয়া আপন ঐশ্বর্য্যের প্রবলতাদ্বারা যূনানীয় দেশের বিরুদ্ধে সকলকে সংগ্রহ করিবে। [3] পরে বীরত্ববিশিষ্ট এক রাজা উৎপন্ন হইবে, সে মহাকর্তৃত্ববিশিষ্ট কর্ত্তা হইবে ও স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে। [4] সে উন্নত হইলে তাহার রাজ্য ভগ্ন হইয়া আকাশের চারি বায়ুর দিগে বিভক্ত হইবে, কিন্তু তাহার বংশের নিমিত্তে নয়, এবং তাহার ন্যায় কর্তৃত্ববিশিষ্ট কর্ত্তার নিমিত্তে নয়, কেননা তাহার রাজ্য উৎপাটিত হইয়া তাহাদের না হইয়া অন্যদের হইবে।

[5] দক্ষিণ দেশের রাজা বলবান হইবে, কিন্তু তাহার অধ্যক্ষদের মধ্যে এক জন তাহাহইতেও বলবান্ হইয়া কর্তৃত্বপদ পাইবে, এবং তাহার অতি বৃহৎ রাজ্য হইবে। [6] এবং কতক বৎসরের পরে তাহারা সন্ধি করিবে, কেননা মিলন করণার্থে দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যা উত্তরদেশীয় রাজার কাছে যাইবে; কিন্তু সেই উপায় তাহার বলের রক্ষা করিবে না, এবং সে রাজা ও তাহার উপায় স্থায়ী হইবে না; সেই স্ত্রী ও তাহার আনয়নকারিগণ ও তাহার জনক ও তাহার তৎকালের স্বপক্ষ লোক আপদে সমর্পিত হইবে। [7] তথাপি তাহার মূলের এক পল্লবহইতে এক জন আপন জন্মস্থানে উৎপন্ন হইবে, এবং পরাক্রম প্রাপ্ত হইয়া উত্তরদেশীয় রাজার দুর্গে প্রবেশ করিবে, ও তাহাদের বিপক্ষে ব্যস্ত হইয়া জয়ী হইবে। [8] এবং তাহাদের দেবগণ ও প্রতিমাগণকে বন্দী করিয়া রূপা ও স্বর্ণের বহুমূল্য পাত্রের সহিত মিসরে লইয়া যাইবে, পরে কতক বৎসর উত্তরদেশের রাজাহইতে ক্ষান্ত থাকিবে। [9] তাহাতে সেও দক্ষিণ দেশের রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিবে, কিন্তু (শীঘ্র) নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবে। [10] তাহার পুত্ত্রগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহাসৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিবে, বিশেষতঃ তাহাদের এক জন দেশে প্রবেশ করিবে, ও বন্যার ন্যায় উথলিয়া আপ্লাবিত করিবে, এবং দ্বিতীয় বার দুর্গ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। [11] তাহাতে দক্ষিণ দেশের রাজা ক্রোধেতে আগমন করিয়া উত্তরদেশের রাজার সহিত সংগ্রাম করিবে, তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে লোকারণ্য একত্রীকৃত হইলেও সেই লোকারণ্য তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। [12] পরে সেই লোকারণ্য নীত হইলে সে মনে গর্ব্বিত হইবে, কিন্তু সহস্র ২ লোককে নিপাত করিলেও পরাক্রান্ত হইবে না। [13] এবং উত্তরদেশীয় রাজা পুনর্ব্বার গিয়া প্রথম লোকারণ্য অপেক্ষাও বৃহৎ লোকারণ্য প্রস্তুত করিয়া কতক বৎসরের পর মহাসৈন্য ও প্রচুর ধনের সহিত অবশ্য তদ্দেশে প্রবেশ করিবে। [14] তৎকালে দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে অনেক লোক উঠিবে, এবং এই দর্শন যেন সফল হয়, তন্নিমিত্তে তোমার স্বজাতীয়দের মধ্যে দস্যুসন্তানেরা আপনাদিগকে উন্নত করিবে, কিন্তু তাহারা পতিত হইবে। [15] আর উত্তরদেশের রাজা প্রবেশ করিয়া জাঙ্গাল বাঁধিয়া প্রাচীরবেষ্টিত অনেক নগরকে হস্তগত করিবে; তাহাতে দক্ষিণ দেশের উপায় ও মনোনীত লোকেরা স্থির থাকিবে না, এবং স্থির থাকিতে তাহার শক্তি হইবে না। [16] তাহার দেশে প্রবিষ্ট রাজা স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে, তাহার সাক্ষাতে কেহ দাঁড়াইতে পা-

রিবে না; সে দেশরত্নেও দাঁড়াইবে, ও তাহা সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিবে। [১৭] পরে সে তাহার সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম প্রাপ্ত হইতে ও তাহার সহিত নিয়ম স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইবে, এবং (রাজ্য) নষ্ট করণার্থে তাহাকে এক যুবতি স্ত্রী দিবে; কিন্তু সে স্ত্রী তাহার প্রতি স্থির হইবে না, ও তাহার পক্ষে থাকিবে না। [১৮] পরে সে দ্বীপগণের বিরুদ্ধে যাইয়া অনেককে হস্তগত করিবে, কিন্তু এক অধ্যক্ষ তাহাকে অপমান করণহইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহার কৃত অপমান তাহারই উপরে বর্ত্তাইবে। [১৯] তখন সে আপন দেশের দুর্গের প্রতি ফিরিবে, কিন্তু বিঘ্ন পাইয়া পতিত হইবে, আর পাওয়া যাইবে না। [২০] পরে রাজ্যের রত্নস্বরূপ (দেশে) প্রজাপীড়ককে প্রেরণকারি এক জন তাহার পদ প্রাপ্ত হইবে, সেও অল্প দিনের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ক্রোধেতে নয়, ও যুদ্ধেতে নয়। [২১] পরে এক অধম লোক তাহার পদ পাইবে; তাহাকে রাজ্যের প্রতাপ দত্ত হইবে না, কিন্তু সে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া স্তবদ্বারা রাজ্য পাইবে। [২২] তাহাদ্বারা আপ্লাবন নিবারক উপায় সকল ভগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে, এবং নিয়মযুক্ত রাজা বিনষ্ট হইবে। [২৩] তাহার সহিত নিয়ম স্থির করিলেও সে প্রতারণা করিবে, ও আসিয়া অল্প লোকদ্বারা বলবান হইবে। [২৪] সে অকস্মাৎ দেশের অত্যুত্তম স্থানে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি যাহা করে নাই, তাহা করিবে; সে (আপন) লোকদের মধ্যে লুটদ্রব্য ও হৃত বস্তু ও ধন বিতরণ করিবে, ও কিছু কাল তাবৎ দৃঢ় দুর্গের বিরুদ্ধে চিন্তা করিবে। [২৫] এবং অনেক সৈন্য সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে আপন বল ও বৈরভাব প্রকাশ করিবে, তাহাতে দক্ষিণ দেশের রাজা অতি পরাক্রান্ত বিস্তর সৈন্য সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু স্থির থাকিবে না, কেননা তাহারা তাহার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিবে। [২৬] যাহারা তাহার অন্ন ভোজন করে, তাহারাই তাহাকে বিনষ্ট করিবে, এবং তাহার সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইবে, এবং অনেকে হত হইয়া পড়িবে। [২৭] এবং এই দুই রাজার মন হিংসা করিতে প্রস্তুত হইবে, এবং তাহারা এক মেজে বসিয়া মিথ্যাকথা কহিবে, কিন্তু তাহা সফল হইবে না, কেননা নিরূপিত শেষকালের বিলম্ব হইবে। [২৮] তখন সে অনেক ধন পাইয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, ও তাহার অন্তঃকরণ পবিত্র নিয়মের প্রতিকূল হইবে, এবং সে কৃতকার্য্য হইয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে।

[২৯] নিরূপিত কালে সে পুনর্ব্বার দক্ষিণ দেশে প্রবেশ করিবে, কিন্তু প্রথম বার যেমন, শেষ বার তেমন হইবে না। [৩০] কিত্তীমের জাহাজ তাহার বিরুদ্ধে আসিবে, এই জন্যে সে ভগ্নাশ হইবে, এবং পুনর্ব্বার পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধে ক্রোধ করিয়া কৃতকার্য্য হইবে, এবং পুনর্ব্বার পবিত্র নিয়মত্যাগি লোকদের সহিত পরিচয় করিবে। [৩১] এবং তাহার নিকটহইতে সৈন্যগণ উঠিয়া দুর্গ অর্থাৎ পবিত্র স্থান অশুচি করিবে ও দিবসিক যজ্ঞ নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপন করিবে। [৩২] এবং স্তুতিবাদদ্বারা সে নিয়মত্যাগি দুষ্টগণকে ভ্রষ্ট করিবে, কিন্তু যে লোকেরা আপন ঈশ্বরকে জানে, তাহারা বলবান হইয়া কৃতকার্য্য হইবে। [৩৩] এবং লোকদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারা অনেককে উপদেশ দিবে; কিন্তু তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত খড়্গে ও অগ্নিশিখাতে ও বন্দিদশাতে ও লুটেতে পড়িবে। [৩৪] তাহারা পতনের সময়ে অল্প উপকারে উপকৃত হইবে, কিন্তু অনেকে স্তবদ্বারা তাহাদের পক্ষ হইবে। [৩৫] এবং শেষকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষিত ও পরিষ্কৃত ও শুক্লীকৃত হওনার্থে জ্ঞানিদের মধ্যেও কেহ২ পড়িবে, কেননা তখনও নিরূপিত সময়ের বিলম্ব হইবে। [৩৬] এবং রাজা আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে, ও তাবৎ ঈশ্বর অপেক্ষা আপনাকে উচ্চ জ্ঞান করিয়া দর্প্প করিবে, এবং ঈশ্বরদের ঈশ্বরের বিপরীতে অদ্ভুত কথা কহিবে, এবং ক্রোধ সম্পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে; কেননা যাহা নিরূপিত আছে, তাহাই করা যাইবে। [৩৭] সে আপন পূর্ব্বপুরুষদের দেবতাকে ও স্ত্রীলোকদের ইষ্ট দেবীকে এবং কোন ঈশ্বরকেও মানিবে না; সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে উন্নত জ্ঞান করিবে। [৩৮] কিন্তু আপন পদে (স্থাপিত) দুর্গদেবের সম্মান করিবে, এবং আপন পূর্ব্বপুরুষের অজ্ঞাত সেই দেবকে স্বর্ণ ও রূপ্য ও মণি ও সুখদায়ি বস্তুতে সম্মান করিবে। [৩৯] এবং সকল দৃঢ় দুর্গে সেই বিদেশি দেবের প্রতি তাহাই করিবে; যত লোক তাহাকে স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া অনেকের উপরে কর্তৃত্বপদ দিবে, ও পারিতোষিকরূপে ভূমি বিভাগ করিবে। [৪০] পরে শেষকালে দক্ষিণ দেশের রাজা তাহার প্রতি শৃঙ্গাঘাত করিবে, এবং উত্তরদেশীয় রাজা ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় রথের ও অশ্বারূঢ়দের ও অনেক জাহাজের সহিত তাহার বিরুদ্ধে আসিয়া নানা দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবে ও বন্যার ন্যায় প্লাবন করিবে। [৪১] বিশেষতঃ রত্নস্বরূপ দেশে প্রবেশ করিবে, তাহাতে অনেক দেশ পরাভূত হইবে, কিন্তু ইদোম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোন্ বংশের

প্রধানেরা তাহার হস্তহইতে রক্ষা পাইবে। [৪২] সে নানা দেশের উপরে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে মিসরদেশ রক্ষা পাইবে না। [৪৩] মিস্রীয় স্বর্ণ রূপ্যাদি গুপ্ত ধন ও বাঞ্ছনীয় দ্রব্য তাহার হস্তগত হইবে, এবং লূবীয়েরা ও কূশীয়েরা তাহার অনুচর হইবে। [৪৪] কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর-দেশহইতে আগত সমাচারদ্বারা সে ব্যাকুল হইবে, এবং অনেককে উচ্ছিন্ন ও বর্জ্জিত করণার্থে মহাক্রোধে যাত্রা করিবে। [৪৫] এবং সমুদ্রগণের মধ্যে তেজস্বি ধর্ম্মধামের পর্ব্বতের সম্মুখে রাজকীয় তাম্বু স্থাপন করিবে; কিন্তু প্রাণনাশে গমন করিবে, তাহার উপকারী কেহ হইবে না।

১২ অধ্যায়।

১ মীখায়েল্‌দ্বারা বিপদহইতে ইস্রায়েলের উদ্ধার, ৫ ও দানিয়েলকে শেষকালের ভবিষ্যদ্বাক্য জ্ঞাত করণ।

[১] তৎকালে তোমার লোকদের সন্তানদের সাহায্যকারি মীখায়েল্‌ মহাধ্যক্ষ দণ্ডায়মান হইবে; এবং মনুষ্যজাতির স্থিতিকালাবধি সেই সময় পর্য্যন্ত যে প্রকার দুর্গতি কখনো হয় নাই, এমত দুর্গতির সময় হইবে; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যত লোকের নাম পুস্তকে লিখিত আছে, তাহারা উদ্ধার পাইবে। [২] এবং পৃথিবীর ধূলার মধ্যে যে অনেক লোক শয়ন করে, তাহাদের মধ্যে কেহ২ অনন্ত জীবন পাইতে, ও কেহ২ অপমান ও অনন্ত অবজ্ঞা ভোগ করিতে জাগরিত হইবে। [৩] জ্ঞানবানেরা আকাশের দীপ্তির ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে, এবং যাহারা অনেককে ধর্ম্মপথে আনয়ন করে, তাহারা অনন্ত কালপর্য্যন্ত তারাগণের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। [৪] কিন্তু হে দানিয়েল, তুমি শেষকাল পর্য্যন্ত এই বাক্য গুপ্ত রাখিয়া এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত কর; অনেকে ইতস্ততো ভ্রমণ করিবে, তাহাতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে।

[৫] তখন আমি দানিয়েল দৃষ্টি করিয়া আর দুই জনকে দেখিলাম; তাহাদের এক জন এপারে, এবং অন্য জন ওপারে নদীর তীরে দণ্ডায়মান ছিল। [৬] এবং মসিনাবস্ত্রে বস্ত্রান্বিত ও নদীর জলের উপরিস্থিত যে ব্যক্তি, তাহাকে এক ব্যক্তি কহিল, এই আশ্চর্য্যের শেষ পর্য্যন্ত কত কাল হইবে? [৭] পরে ঐ মসিনাবস্ত্রে বস্ত্রান্বিত ও নদীর জলের উপরিস্থিত ব্যক্তি আপন দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বর্গের দিগে উঠাইল, এবং নিত্যজীবির নাম লইয়া শপথ করিয়া কহিল, ইহা এক কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত হইবে, এবং পবিত্র প্রজাসমূহের ছিন্নভিন্নতা সমাপ্ত হইলে এই সকল সিদ্ধ হইবে; আমি তাহার এই কথা শুনিলাম। [৮] আমি শুনিলাম বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না; এ কারণ কহিলাম, হে আমার প্রভো, এই সকলের শেষ কি হইবে? [৯] তিনি আমাকে কহিলেন, হে দানিয়েল্‌, তুমি গমন কর, কেননা শেষকাল পর্য্যন্ত এই বাক্য গুপ্ত ও মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে। [১০] অনেকে পরিষ্কৃত ও শুক্লীকৃত ও পরীক্ষিত হইবে, কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টাচরণ করিবে, এবং দুষ্টদের মধ্যে কেহ বুঝিবে না; কেবল জ্ঞানবানেরা বুঝিবে। [১১] এবং যে সময়ে দিবসিক যজ্ঞ নিবৃত্ত ও সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপিত হইবে, তদবধি এক সহস্র দুই শত নব্বই দিন হইবে। [১২] যে জন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এক সহস্র তিন শত পঁয়ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে, সে ধন্য। [১৩] কিন্তু তুমি শেষের অপেক্ষাতে গমন কর, তাহাতে বিশ্রাম পাইবা, এবং কালের শেষে আপন অধিকারে দাঁড়াইবা।

হোশেয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের পারমার্থিক ব্যভিচার, ৩ ও হোশেয়ের বিবাহ করণ ও যিষ্রিয়েল পুত্রের জন্ম, ৬ ও লোরুহামার জন্ম, ৮ ও লোয়ম্মির জন্ম, ১০ ও যিহূদা ও ইস্রায়েলের উদ্ধারের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] যিহূদা দেশীয় উষিয় ও যোথম্‌ ও আহস্‌ ও হিষ্কিয় রাজাদের অধিকারসময়ে, এবং ইস্রায়েলদেশীয় যোয়াশের পুত্র যারবিয়াম্‌ রাজার অধিকারকালে পরমেশ্বরের যে বাক্য বেরির পুত্র হোশেয়ের নিকটে উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত। [২] হোশেয়ের নিকটে পরমেশ্বরের বাক্যের আরম্ভে পরমেশ্বর হোশেয়কে কহিলেন, তুমি যাইয়া ব্যভিচারে আসক্ত এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া ব্যভিচারজাত সন্তান পালন কর, কেননা এই দেশীয় লোক পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচারকর্ম্মে আসক্ত হইয়াছে।

[৩] অপর সে গিয়া দিব্‌লায়িমের কন্যা গোমরকে বিবাহ করিল; তাহাতে ঐ স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল। [৪] তখন পরমেশ্বর

তাহাকে কহিলেন, তুমি ঐ বালকের নাম যিষ্রিয়েল্ রাখ, কেননা অল্প দিন পরে আমি যেহূর বংশকে যিষ্রিয়েলের রক্তপাতের ফল ভোগ করাইব, এবং ইস্রায়েল্ রাজ্য উচ্ছিন্ন করিব। ৫ এবং সেই দিনে যিষ্রিয়েল্ প্রান্তরে ইস্রায়েলের ধনু ভগ্ন করিব।

৬ পরে ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া কন্যা প্রসব করিল; তাহাতে তিনি হোশেয়কে কহিলেন, তুমি তাহার নাম লোরুহামা (অননুকম্পিতা) রাখ, কেননা আমি ইস্রায়েল বংশের প্রতি আর অনুকম্পা করিব না; তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দূর করিব। ৭ কিন্তু যিহূদা বংশের প্রতি অনুকম্পা করিব, এবং ধনু কি খড়্গ কি যুদ্ধ কি অশ্ব কি অশ্বারূঢ়দ্বারা তাহাদিগকে উদ্ধার না করিয়া তাহাদের প্রভু পরমেশ্বরদ্বারা উদ্ধার করিব।

৮ অপর সে লোরুহামাকে স্তনপান ত্যাগ করাইয়া গর্ব্ভবতী হইয়া আর এক পুত্র প্রসব করিল। ৯ তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহার নাম লোয়ম্মি (আমার প্রজা নয়) রাখ, কেননা তোমরা আমার প্রজা নহ, এবং আমিও তোমাদের (ঈশ্বর) হইব না।

১০ এই রূপ হইলেও ইস্রায়েল বংশ সমুদ্রের বালুকার ন্যায় অপরিমেয় ও অসংখ্য হইবে, এবং 'তোমরা আমার প্রজা নহ,' এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে কহা গিয়াছিল, সে স্থানে তাহারা অমর ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে। ১১ তৎকালে যিহূদা বংশ ও ইস্রায়েল বংশ একত্রীকৃত হইয়া আপনাদের উপরে একই অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিবে; এবং সেই দেশহইতে প্রত্যাগমন করিবে, কেননা যিষ্রিয়েলের (ঈশ্বরের বীজ বপনের) দিন বড় হইবে।

২ অধ্যায়।

১ লোকদের পারমার্থিক ব্যভিচারকর্ম্ম, ৬ ও তৎপ্রযুক্ত পরমেশ্বরদ্বারা তাহাদের শাস্তি, ১৪ ও তাহাদের মঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

১ তোমরা আপনাদের ভ্রাতাদিগকে অম্মি (আমার প্রজা) ও আপনাদের ভগিনীদিগকে রুহামা (অনুকম্পিতা) কহ। ২ তোমরা আপনাদের মাতার সহিত বিবাদ কর, কেননা সে আমার ভার্য্যা নয়, এবং আমিও তাহার স্বামী নহি; সে আপন দৃষ্টিহইতে আপন ব্যভিচারকর্ম্ম এবং আপন বক্ষঃস্থলহইতে উপপতিকে দূর করুক। ৩ নতুবা আমি তাহাকে বিবস্ত্রা করিব, ও তাহার জন্মদিনের ন্যায় তাহাকে রাখিব, এবং তাহাকে প্রান্তরের ও মরুভূমির তুল্য করিব, ও তৃষ্ণাতে তাহাকে হত করিব। ৪ এবং তাহার ব্যভিচারজাত বালকগণের প্রতি দয়া করিব না। ৫ কেননা তাহাদের মাতা ব্যভিচার করে, ও তাহাদের জননী লজ্জাকর কর্ম্ম করে; এবং সে কহে, আমার যে প্রেমকারিগণ আমাকে অন্ন ও জল ও মেষলোম ও মসিনা ও তৈল ও পানীয় দ্রব্য দেয়, আমি তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন করিব।

৬ অতএব দেখ, আমি কণ্টকদ্বারা তাহার পথ রোধ করিব, ও তাহার চতুর্দ্দিগে এক প্রাচীর গাঁথিব, তাহাতে সে আপন পথ পাইবে না। ৭ সে আপন প্রেমকারিদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইবে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ পাইবে না; সে তাহাদের অন্বেষণ করিবে, কিন্তু তাহাদের অনুসন্ধান পাইবে না। তখন সে কহিবে, 'আমি ফিরিয়া আপন প্রথম স্বামির নিকটে যাইব; কেননা আমার এখনকার অবস্থাহইতে পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল।' ৮ আর আমিই যে তাহাকে শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল দি, এবং তাহার রূপা ও স্বর্ণের বৃদ্ধি করি, তাহা সে বিবেচনা করে না, কিন্তু ঐ স্বর্ণদ্বারা বালের প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। ৯ অতএব আমি বিপরীত হইয়া শস্য ও দ্রাক্ষারসের সময়ে আপন শস্য ও দ্রাক্ষারস লইয়া যাইব, এবং যদ্দ্বারা তাহার উলঙ্গতা আচ্ছাদিত হয়, আমার সেই মেষলোম ও মসিনা ফিরাইয়া লইব। ১০ এখন আমি তাহার প্রেমকারিদের সাক্ষাতে তাহার ভ্রষ্টতা প্রকাশ করিব; আমার হস্তহইতে কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। ১১ আমি তাহার আনন্দ ও উৎসব ও অমাবস্যা ও বিশ্রামদিন ও পর্ব্ব এই সকল রহিত করিব। ১২ এবং তাহার দ্রাক্ষালতা ও উডুম্বরবৃক্ষ সকল বিনষ্ট করিব। সে বলে, 'আমার প্রিয়েরা পারিতোষিকরূপে এই সকল আমাকে দিল,' কিন্তু আমি তাহা অরণ্যবৎ করিব; তাহাতে বনপশুগণ তাহা ভোজন করিবে। ১৩ পরমেশ্বর কহেন, সে যে২ দিনে বালদেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রিয়দের পশ্চাৎ গমন করিত, এবং আমাকে বিস্মৃত ছিল, সেই সকলের প্রতিফল আমি তাহাকে ভোগ করাইব।

১৪ অতএব দেখ, আমি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া অরণ্যে আনিয়া প্রীতির কথা কহিব। ১৫ এবং সে স্থানহইতে তাহাকে লইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং প্রত্যাশার দ্বাররূপে আখোর (ক্লেশের) তলভূমি দিব; এবং সে যৌবনাবস্থায় মিসরহইতে আগমনকালে যেরূপ করিয়াছিল, সেখানে তদ্রূপ গান করিবে। ১৬ এবং পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে সে আমাকে ঈশ (বর) বলিয়া সম্বোধন করিবে; কিন্তু বাল

(পতি) বলিয়া আর কখন সম্বোধন করিবে না। [17] কেননা আমি তাহার মুখহইতে বাল্‌দেবগণের নাম দূর করিব, তাহাদের নামের উচ্চারণ আর কখনো হইবে না। [18] এবং সেই দিনে আমি লোকদের নিমিত্তে বনপশুদের ও আকাশীয় পক্ষিদের ও ভূমিস্থ উরোগামিদের সহিত নিয়ম করিব, এবং দেশের মধ্যহইতে ধনুক ও খড়্গ ও রণসজ্জা উচ্ছিন্ন করিব, ও তাহাদিগকে নিরাপদে বাস করাইব। [19] আমি নিত্য সম্বন্ধের নিমিত্তে তাহাকে বাগ্দান করিব, এবং ধর্ম্মে ও যথার্থতাতে ও অতি স্নেহে ও দয়াতে তাহাকে বাগ্দান করিব। [20] আমি বিশ্বস্ততাতেই তাহাকে বাগ্দান করিব, তাহাতে সে পরমেশ্বরকে জানিবে। [21] পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে আমি নিবেদন শুনিব, অর্থাৎ আকাশের নিবেদন শুনিব, এবং আকাশ পৃথিবীর নিবেদন শুনিবে; [22] এবং পৃথিবী শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈলের নিবেদন শুনিবে; এবং এই সকল য়িষ্রিয়েলের নিবেদন শুনিবে। [23] আমি আপনার জন্যে দেশে তাহাকে রোপণ করিব, ও লোরুহামাকে কৃপা করিব, এবং লোয়স্মিকে কহিব, তুমি আমার প্রজা; এবং সে কহিবে, তুমি আমার ঈশ্বর।

৩ অধ্যায়।

দৃষ্টান্তদ্বারা ইস্রায়েলের দুর্দ্দশা প্রকাশ ও ভাবিসুখ।

[1] পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, যাহারা ইতর দেবগণকে মানে ও দ্রাক্ষাপূপ ভাল বাসে, এমত ইস্রায়েল বংশের প্রতি যেমন পরমেশ্বর প্রেম করেন, তদ্রূপ তুমি পুনশ্চ যাইয়া জারাসক্তা ও ব্যভিচারিণী এক স্ত্রীকে প্রেম কর। [2] তাহাতে আমি পোনেরো রৌপ্য মুদ্রা ও পোনেরো ঐফা যবেতে তাহাকে আপনার নিমিত্তে ক্রয় করিলাম। [3] এবং তাহাকে কহিলাম, 'তুমি বেশ্যাক্রিয়া না করিয়া ও অন্য পুরুষে রতা না হইয়া চিরদিন আমার নিমিত্তে বসিয়া থাকিবা, এবং আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিব।' [4] কেননা ইস্রায়েল বংশেরা রাজহীন ও অধ্যক্ষহীন ও যজ্ঞহীন ও প্রতিমাহীন ও এফোদহীন ও ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে। [5] পরে ইস্রায়েল বংশেরা মনঃপরিবর্ত্তন করিয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে, ও শেষকালে থরথর করিয়া পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রসাদের আশ্রয় লইবে।

৪ অধ্যায়।

১ লোকদের ও যাজকদের পাপ প্রযুক্ত ঈশ্বরদ্বারা শাস্তি, ১১ ও দেবপূজা বিষয়ে লোকদের প্রতি অনুযোগ, ১৫ ও ইস্রায়েলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যিহূদার প্রতি অনুযোগ করণ।

[1] হে ইস্রায়েল বংশ, তোমরা পরমেশ্বরের বাক্য শুন; পরমেশ্বর দেশীয় লোকদের সহিত বিবাদ করেন, কেননা দেশে সত্যতা ও দয়া ও ঈশ্বরীয় জ্ঞান নাই। [2] দিব্য ও মিথ্যাবাক্য ও নরহত্যা ও চুরী ও পরদার অতি প্রচলিত হইয়াছে, এবং নিরন্তর রক্তপাত হয়। [3] এই নিমিত্তে দেশ শোকাকুল হইতেছে, এবং বনপশু ও আকাশীয় পক্ষিশুদ্ধ তন্নিবাসিগণ সকলে ক্লান্ত হইতেছে, এবং সমুদ্রের মৎস্যগণও অপহৃত হইতেছে। [4] ইহাতে কেহ বিবাদ না করুক, ও কেহ অনুযোগ না করুক। (হে ইস্রায়েল,) তোমার লোকেরা যাজকের সহিত বিবাদকারি লোকদের তুল্য। [5] অতএব তুমি দিবাতে পতিত হইবা, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ রাত্রিতে তোমার সহিত পতিত হইবে, এবং আমি তোমার মাতাকে বিনাশ করিব। [6] জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে; (হে যাজক,) তুমি জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করিয়াছ, অতএব আমিও তোমাকে অগ্রাহ্য করিব, তুমি আর আমার যাজক হইবা না; তুমি আপন ঈশ্বরের শাস্ত্র বিস্মৃত হইয়াছ, এ কারণ আমিও তোমার সন্তানগণকে বিস্মৃত হইব। [7] তাহাদের যত বৃদ্ধি হয়, আমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপও তত বৃদ্ধি পায়; অতএব আমি তাহাদের গৌরবকে অপমানস্বরূপ করিব। [8] তাহারা আমার প্রজাদের পাপার্থক বলি ভোজন করে, এবং তাহাদের অপরাধে মনকে আসক্ত করে। [9] অতএব লোকদের ও যাজকদের উভয়ের সমান গতি হইবে; আমি তাহাদের কদাচরণের দণ্ড তাহাদিগকে দিব, ও তাহাদের কর্ম্মের প্রতিফল দিব। [10] ভোজন করিলেও তাহারা তৃপ্ত হইবে না, ও বেশ্যাগমন করিলেও বহুবংশ হইবে না, কেননা তাহারা পরমেশ্বরেতে মনোযোগ করণ ত্যাগ করিয়াছে।

[11] বেশ্যাগমন ও মদ্য ও নূতন দ্রাক্ষারসদ্বারা বুদ্ধি নষ্ট হয়। [12] আমার প্রজাগণ আপনাদের কাষ্ঠখণ্ডের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, ও তাহাদের যষ্টি তাহাদিগকে উপদেশ দেয়; তাহারা ব্যভিচার ভাবে ভ্রান্ত হইয়া জারাসক্তা স্ত্রীর ন্যায় আপনাদের ঈশ্বরহইতে ভ্রমণ করে। [13] তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে বলিদান করে, এবং উপপর্ব্বতের উপরে উত্তম ছায়া প্রযুক্ত অলোন ও লিব্‌নী ও এলা বৃক্ষের তলে ধূপ জ্বালায়; এই জন্যে তাহাদের কন্যাগণ বেশ্যাকর্ম্ম করে, ও তাহাদের পুত্রবধূগণও ব্যভিচার করে। [14] তাহাদের কন্যারা বেশ্যাকর্ম্ম ও পুত্রবধূগণ ব্যভিচার করিলেও আমি তাহাদি-

গকে শাস্তি দিব না, কেননা তাহারাও বেশ্যাদের সহিত গুপ্ত স্থানে যায়, ও ভ্রষ্টাদের সহিত বলিদান করে; এই যে লোকেরা অবোধ, তাহারা পতিত হইবে।

১৫ হে ইস্রায়েল, যদ্যপি তুমি বেশ্যাকর্ম্ম কর, তথাপি যিহূদা এমন দোষ না করুক; এবং তোমরা গিল্‌গলে গিয়া বা বৈথাবনে উপস্থিত হইয়া অমর পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিও না। ১৬ ইস্রায়েল লোক অবাধ্য গাভীর ন্যায় অবাধ্য হয়; অতএব প্রশস্ত প্রান্তরে যেমন মেষশাবককে, তদ্রূপ পরমেশ্বর তাহাদিগকে চরাইবেন। ১৭ ইফ্রয়িম দেবগণেতে আসক্ত আছে, তাহাকে থাকিতে দেও। ১৮ তাহাদের পান করণ সমাপ্ত হইলে তাহারা বেশ্যাগমন করে, ও তাহাদের অধ্যক্ষ লজ্জাকর দান ভাল বাসে। ১৯ বায়ু আপন পক্ষদ্বয়ে তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, তাহাতে তাহারা আপনাদের বলিদান বিষয়ে লজ্জিত হইবে।

৫ অধ্যায়।

যাজকদের ও লোকদের ও অধ্যক্ষদের ভাবিদণ্ড প্রকাশ।

১ হে যাজকগণ, এই কথা শুন; ও হে ইস্রায়েল বংশ, মনোযোগ কর; ও হে রাজবংশ, অবধান কর, তোমাদেরই বিচার হইতেছে; কেননা তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ ও তাবোরে বিস্তৃত জালস্বরূপ হইয়াছ। ২ বিপথগামিরা অনেক হত্যা করে, এ কারণ আমি তাহাদের সকলকে দণ্ড দিব। ৩ আমি ইফ্রয়িমকে জানি, এবং ইস্রায়েলও আমার অগোচর নয়; হে ইফ্রয়িম, তুমি এখন বেশ্যাগামী হইয়াছ, এবং ইস্রায়েল অশুচি হইয়াছে। ৪ তাহাদের কুকর্ম্ম তাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে দেয় না, কেননা তাহাদের অন্তরে ব্যভিচার ভাব থাকে, এবং তাহারা পরমেশ্বরকে জানে না। ৫ ইস্রায়েলের অহঙ্কার তাহার সাক্ষাতে প্রমাণ দিতেছে, অতএব ইস্রায়েল ও ইফ্রয়িম আপনাদের অপরাধে নিপাতিত হইবে, এবং যিহূদাও তাহাদের সহিত পতিত হইবে। ৬ তখন তাহারা আপন ২ গোমেষপালের সহিত পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে গমন করিবে বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ পাইবে না; তিনি তাহাদের নিকটহইতে অন্তর্হিত হইবেন। ৭ তাহারা পরমেশ্বরের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ও পরজাতিতে সন্তান উৎপন্ন করে; এখন অমাবস্যাদ্বারা তাহারা ও তাহাদের অধিকার বিনষ্ট হইবে। ৮ তোমরা গিবিয়াতে শৃঙ্গ বাজাও, ও রামতে তূরীধ্বনি কর, এবং বৈথাবনে ভয়ানক উচ্চৈঃশব্দ করিয়া কহ, হে বিন্যামীন্, তোমার পশ্চাৎ শত্রু আছে। ৯ শাস্তির দিনে ইফ্রয়িম নরশূন্য হইবে; আমি ইস্রায়েল বংশদের মধ্যে যাহা প্রকাশ করিতেছি, তাহা নিশ্চিত। ১০ যিহূদার অধ্যক্ষগণ সীমাপহারিদের ন্যায়; তাহাদের উপরে আমি জলের ন্যায় আপন ক্রোধ ঢালিব। ১১ ইফ্রয়িম বিচারে উপক্রত ও ক্লিষ্ট হইবে, কারণ সে আপন ইচ্ছাতে দেবাজ্ঞাবহ হয়। ১২ আমি ইফ্রয়িমের প্রতি কীটস্বরূপ হইব, ও যিহূদাবংশের প্রতি জীর্ণতাস্বরূপ হইব। ১৩ ইফ্রয়িম আপন রোগ ও যিহূদা আপন ক্ষত জ্ঞাত হইলে ইফ্রয়িম অশূরীয়ের কাছে গমন করিল, ও (যিহূদা) বিবাদি রাজার নিকটে লোক পাঠাইল; কিন্তু সে তাহাদিগকে সুস্থ করিতে পারিল না, ও তাহাদের ক্ষত শুকাইতে পারিল না। ১৪ আমি ইফ্রয়িমের প্রতি সিংহবৎ ব্যবহার করিব; ও যিহূদা বংশের প্রতি যুবসিংহের ন্যায় ব্যবহার করিব; আমি তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া গমন করিব; ও তাহাদিগকে লইয়া যাইব, কেহ উদ্ধার করিবে না। ১৫ তাহারা যে পর্য্যন্ত আপন ২ অপরাধের ফল ভোগ করিয়া আমার মুখের অন্বেষণ না করে, তাবৎ আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব; দুঃখের সময়ে তাহারা শীঘ্র আমার অন্বেষণ করিবে।

৬ অধ্যায়।

১ পরামনন করিতে বিনয়, ৪ ও লোকদের পাপের নির্ণয়।

১ আইস, আমরা পরমেশ্বরের প্রতি ফিরি; তিনি আমাদিগকে বিদীর্ণ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে সুস্থ করিবেন; ও তিনি প্রহার করিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষত বন্ধন করিবেন। ২ দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া তৃতীয় দিনে উঠাইবেন; আমরা তাঁহার সাক্ষাতে সজীব হইয়া থাকিব। ৩ অতএব আইস আমরা জ্ঞানী হই, ও পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের অনুধাবন করি; অরুণোদয়ের ন্যায় তাঁহার উদয় নিশ্চিত; তিনি আমাদের নিকটে বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন, ও ভূমি সেচনকারি দ্বিতীয় বর্ষার ন্যায় হইবেন।

৪ হে ইফ্রয়িম্, তোমার জন্যে আমি কি করিব? ও হে যিহূদা, তোমার জন্যে বা কি করিব? তোমাদের ধর্ম্ম প্রাতঃকালীয় মেঘের ন্যায় ও প্রত্যূষকালের ক্ষণধ্বংসি শিশিরের তুল্য। ৫ এই কারণ আমি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা প্রহার করি, ও আপন মুখের বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে বিনষ্ট করি, এবং তোমাদের দণ্ড বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হয়। ৬ আমি বলিদান অপেক্ষা দয়া চাহি, এবং হোম অপেক্ষা ঈশ্বর বিষয়ক

জ্ঞান ইচ্ছা করি। [7] কিন্তু ইহারা আদমের ন্যায় নিয়ম লঙ্ঘন করে, সেই স্থানে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। [8] গিলিয়দ্ কুকর্ম্মকারিদের নগর ও রক্তেতে কলঙ্কিত। [9] যে দস্যুদল মানুষের অপেক্ষাতে ঘাঁটি বসাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যাজকদল শিখিমের পথে নরহত্যা করে, যেহেতুক তাহারা ভ্রষ্টাচারী। [10] আমি ইস্রায়েল বংশেতে রোমাঞ্চজনক পাপ দেখিতেছি, ঐ ইফ্রয়িমেতে বেশ্যাগমন হয়, ও ইস্রায়েল অশুচি হয়। [11] আর হে যিহূদা, আমার বন্দি প্রজাদের পুনরানয়ন সময়ে তোমারও দণ্ডের সময় উপস্থিত হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ পাপের জন্যে লোকদের প্রতি অনুযোগ, ১১ ও কাপট্য প্রযুক্ত ঈশ্বরের ক্রোধের কথা।

[1] আমি যত বার ইস্রায়েলকে সুস্থ করিতে ইচ্ছা করি, তত বার ইফ্রয়িমের অপরাধ ও শোমিরোণের দুষ্ক্রিয়া প্রকাশিত হয়; তাহারা প্রতারণা করে, ও চোর হইয়া সিঁধ কাটে, এবং দস্যু হইয়া পথে লুঠ করে। [2] এবং আমি যে তাহাদের যাবৎ দুষ্টতা মনে করি, ইহা তাহারা অন্তঃকরণে বিবেচনা করে না; তাহারা কুকর্ম্মে বেষ্টিত আছে; সে সকলি আমি দেখিতেছি। [3] তাহারা দুষ্টতাদ্বারা রাজাকে ও মিথ্যাবাক্যদ্বারা অধ্যক্ষগণকে আনন্দিত করে। [4] তাহারা সকলে পারদারিক ও ভর্জ্জকের উত্তপ্ত তুন্দুরস্বরূপ; ছানা ময়দাতে যাবৎ তাড়ী ব্যাপ্ত হয়, তাবৎ সেই ভর্জ্জক আর কাষ্ঠ না দিয়া বিশ্রাম করে। [5] আমাদের রাজার উৎসবে অধ্যক্ষগণ পীড়িত হওন পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত হয়, সেও নিন্দকদের সঙ্গে রঙ্গরস করে। [6] তাহারা ছলভাবে উপস্থিত হইয়া তুন্দুরের ন্যায় আপন২ অন্তঃকরণ উত্তপ্ত করে; তাহাদের ভর্জ্জক সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেলেও প্রাতঃকালে যেন প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলে। [7] তাহারা সকলে তুন্দুরের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া আপনাদের বিচারকর্ত্তাদিগকে গ্রাস করে; তাহাদের তাবৎ রাজা পতিত হইতেছে; তাহাদের মধ্যে কেহ আমার কাছে প্রার্থনা করে না। [8] ইফ্রয়িম অন্য জাতিদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; ইফ্রয়িম অর্দ্ধপক্ব পিষ্টকস্বরূপ। [9] বিদেশিগণ তাহার বল গ্রাস করে, তাহা সে জানে না; তাহার মস্তকের এপার্শ্বে ওপার্শ্বে পক্ব কেশ আছে, তাহাও জানে না। [10] এমত হইলেও ইস্রায়েলের অহঙ্কার তাহার সাক্ষাতে প্রমাণ দিতেছে; তাহারা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরে না, ও তাঁহার অন্বেষণ করে না।

[11] ইফ্রয়িম অবোধ ঘুঘুর ন্যায় বুদ্ধিহীন হইয়া মিসরকে আহ্বান করে, ও অশূরে গমন করে। [12] কিন্তু তাহারা যত বার যাইবে, তত বার আমি তাহাদের উপরে আপন জাল বিস্তার করিয়া আকাশের পক্ষিদের ন্যায় তাহাদিগকে নামাইব; তাহাদের মণ্ডলীতে যেমন শ্রুত হইয়াছে, তেমনি আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিব। [13] তাহাদের সন্তাপ হইবে, যেহেতুক তাহারা আমার নিকটহইতে পলায়ন করে; তাহাদের বিনাশ ঘটিবে, কেননা তাহারা আমার অধীনতা ত্যাগ করে, এবং আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিলেও তাহারা আমার প্রতিকূলে মিথ্যা কথা কহে। [14] এবং তাহারা অন্তঃকরণের সহিত আমার কাছে প্রার্থনা না করিয়া আপন২ শয্যাতে চীৎকার করে, এবং শস্য ও দ্রাক্ষারসের জন্যে একত্রীকৃত হয়, ও আমার বিরুদ্ধে অত্যাচার করে। [15] আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং বাহুবলও দিয়াছি; তথাপি তাহারা আমার বিরুদ্ধে কুকল্পনা করে। [16] তাহারা ফিরিয়া আইসে বটে, কিন্তু সর্ব্বোপরিস্থের প্রতি নয়; তাহারা বঞ্চক ধনুকের সদৃশ হয়; তাহাদের অধ্যক্ষগণ আপন২ জিহ্বার দুঃসাহস প্রযুক্ত খড়্গে পতিত হইবে, ও মিসরদেশে তাহাদের এই অপমান ঘটিবে।

৮ অধ্যায়।

অধর্ম্ম ও প্রতিমাপূজার নিমিত্তে ইস্রায়েল লোকদের ভাবিদণ্ড প্রকাশ।

[1] তুমি আপন মুখে তূরী বাজাও; শত্রু উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় পরমেশ্বরের আবাসের বিরুদ্ধে আসিতেছে, কেননা লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, ও আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়াছে। [2] ইস্রায়েল্ লোকেরা আমাকে আহ্বান করিয়া কহে, হে আমাদের ঈশ্বর, আমরা তোমাকে জানি। [3] ইস্রায়েল সদাচরণ ঘৃণা করিয়াছে, ইহাতে শত্রুগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। [4] তাহারা আমার পরামর্শ বিনা রাজগণকে স্থাপন করিয়াছে, ও আমার অনভিমতে অধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছে, এবং আপনাদের সুবর্ণ ও রূপাদ্বারা আপনাদের জন্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, অতএব তাহারা উচ্ছিন্ন হইবে। [5] হে শোমিরোণ্, তোমার বৎসপ্রতিমা ঘৃণার্হ; তাহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে; তাহারা কত কাল পরিষ্কৃত হইবে না? [6] কেননা সে (বৎস) ইস্রায়েলহইতে উৎপন্ন ও শিল্পকরদ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং ঈশ্বর নয়; কিন্তু শোমিরোণের বৎস খণ্ডবিখণ্ড হইবে। [7] তাহারা বায়ুরূপ বীজ বপন করিয়া ঘূর্ণবায়ুরূপ শস্য

কাটিবে; তাহাদের ক্ষেত্রে অঙ্কুর হইবে না, এবং উৎপন্ন শস্যে অন্ন হইবে না; যদ্যপি হয়, তথাপি বিদেশিগণ তাহা গ্রাস করিবে। [৮] ইস্রায়েল্ লোকেরা গ্রাসিত হইবে; তাহারা শীঘ্র অন্যদেশীয়দের মধ্যে অসন্তোষের পাত্র হইবে। [৯] বন্য গর্দ্দভ একাকী থাকে; কিন্তু উহারা অশূরে যায়, এবং ইফ্রয়িম প্রেমকারি লোকদিগকে বেতন দেয়। [১০] তাহারা যে অন্যজাতীয়দিগকেও বেতন দেয়, তাহাদিগকে আমি এখন একত্র করিব; তাহাতে তাহারা রাজাধিরাজের করাধীন প্রযুক্ত অল্প কালে দুঃখিত হইবে। [১১] ইফ্রয়িম পাপের চেষ্টাতে অনেক যজ্ঞবেদী করিয়াছে, অতএব সেই যজ্ঞবেদী তাহার পক্ষে পাপস্বরূপ হয়। [১২] আমি তাহার জন্যে আপন শাস্ত্রের দশ সহস্র কথা লিখিয়াছি, কিন্তু সে সকল বিজাতীয়রূপে গণিত হয়। [১৩] তাহারা আমার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিয়া আপনারা তাহার মাংস ভোজন করে, এ কারণ পরমেশ্বর তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না; তিনি শীঘ্র তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাদের পাপের প্রতিফল দিবেন, তাহারা পুনর্ব্বার মিসরে গমন করিবে। [১৪] ইস্রায়েল লোকেরা আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিস্মৃত হইয়া দেবমন্দির গাঁথে, এবং যিহূদা প্রাচীরবেষ্টিত নগর বৃদ্ধি করে; কিন্তু আমি তাহার তাবৎ নগরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা তথাকার তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে।

৯ অধ্যায়।

পাপ ও দেবপূজা করণে তাহাদের দুর্দ্দশা প্রকাশ।

[১] হে ইস্রায়েল, তুমি অন্যদেশীয়দের ন্যায় উল্লাসে আনন্দ করিও না, কেননা তুমি আপন ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া বেশ্যাক্রিয়া করিতেছ, ও প্রত্যেক শস্যমর্দ্দনস্থানে বেতন ভাল বাস। [২] এমত লোকেরা শস্যমর্দ্দনের ও দ্রাক্ষাপেষণের স্থানে তৃপ্তি পাইবে না; তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসে বঞ্চিত হইবে। [৩] এবং পরমেশ্বরের দেশে বাস করিবে না; ইফ্রয়িম পুনর্ব্বার মিসরদেশে যাইবে, বরং অশূরে গিয়া অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে। [৪] তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে দ্রাক্ষারস নিবেদন করিবে না, এবং তাহাদের বলিদান সকল তাঁহার গ্রাহ্য হইবে না; শোককারিদের খাদ্যের ন্যায় তাহাদের বলি গণিত হইবে; যাহারা তাহা ভোজন করিবে, তাহারাই অশুচি হইবে; কেননা তাহাদের ভক্ষ্য তাহাদেরই নিমিত্তে হইবে, পরমেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইবে না। [৫] পর্ব্বদিনে অর্থাৎ পরমেশ্বরের উৎসবদিনে তোমরা কি করিবা? [৬] তাহারা বিনাশহইতে পলায়ন করিবে; মিসর তাহাদিগকে একত্র করিবে, ও মোফ্ তাহাদিগকে কবর দিবে, এবং তাহাদের প্রিয় রূপার গৃহ বিছুটিবৃক্ষের অধিকার হইবে, ও তাহাদের তাম্বুতে কণ্টকবৃক্ষ জন্মিবে। [৭] প্রতিফলদানের দিন নিকটবর্ত্তী ও দণ্ডের দিন উপস্থিত, ইহা ইস্রায়েল জ্ঞাত হউক; ভবিষ্যদ্বক্তা অজ্ঞান, ও আত্মাবিষ্ট লোক উন্মত্ত; তোমার বাহুল্য অপরাধ ও গৃণার্হ কর্ম্মের জন্যে এই ফল হইবে। [৮] ইফ্রয়িম আমার ঈশ্বর বিনা (অন্য ঈশ্বরে) প্রত্যাশা করে, এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহার সকল পথে ব্যাধের ফাঁদস্বরূপ হয়; তাহাদের ঈশ্বরের মন্দিরে ঘৃণাস্পদ থাকে। [৯] তাহারা গিবিয়ার সময়ের মত অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে; তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, ও তাহাদের পাপের প্রতিফল দিবেন। [১০] আমি প্রান্তরে দ্রাক্ষাফলের ন্যায় ইস্রায়েলকে পাইয়াছিলাম, ও ডুম্বুরবৃক্ষের প্রথম কালের প্রথম পক্ব ফলের ন্যায় তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা বাল্‌পিয়োরের কাছে গিয়া সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে আপনাদিগকে নিবেদন করিল; যেমন তাহাদের ইষ্টদেবতা, তাহারাও তদ্রূপ ঘৃণার্হ হইল। [১১] ইফ্রয়িমের ঐশ্বর্য্য পক্ষির ন্যায় উড়িয়া যাইবে; তাহার প্রসব কিম্বা গর্ভ কিম্বা গর্ভধারণ হইবে না। [১২] যদ্যপি তাহারা বালকগণকে প্রতিপালন করে, তথাপি আমি তাহাদিগকে নিঃসন্তান করিব, এক জনও থাকিবে না; তাহাদের সন্তাপ হইবে, কেননা আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিব। [১৩] আমার দৃষ্টিতে ইফ্রয়িম সোর্ পর্য্যন্ত রম্য স্থানে সমারোপিত বটে, কিন্তু ইফ্রয়িমের বালকগণ বধকারিদের নিকটে নীত হইবে। [১৪] হে পরমেশ্বর, তাহাদিগকে দেও; তুমি কি দিবা? তাহাদিগকে বন্ধ্যার জঠর ও শুষ্ক স্তন দেও। [১৫] তাহারা গিল্‌গলে বিস্তর দুষ্ক্রিয়া করে, এই জন্যে সেখানে তাহাদিগকে ঘৃণা করি; আমি তাহাদের দুষ্টাচরণের নিমিত্তে তাহাদিগকে আপন মন্দিরহইতে দূর করিব; তাহাদিগকে আর স্নেহ করিব না, কেননা তাহাদের তাবৎ অধ্যক্ষ বিপথগামী। [১৬] ইফ্রয়িমের লোক হত হইবে, ও তাহাদের মূল শুষ্ক হইবে, তাহারা আর ফলিবে না; যদি ফলে, তবে তাহাদের গর্ভের প্রিয় ফল আমি বিনষ্ট করিব। [১৭] আমার ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন, কেননা তাহারা তাঁহার কথাতে মনোযোগ করে না, এই নিমিত্তে অন্যজাতীয়দের মধ্যে ভ্রমণ করিবে।

১০ অধ্যায়।

পাপ ও প্রতিমাপূজার নিমিত্তে ইস্রায়েলীয়দের অনুযোগ ও ভর্ৎসনা।

[১] ইস্রায়েল বিস্তীর্ণ দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, তাহার ফল অধিক হয়; কিন্তু সে আপন ফলের আধিক্যানুসারে অধিক বেদি নির্ম্মাণ করে, এবং আপন দেশের উত্তমতানুসারে উত্তম প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। [২] তাহাদের অন্তঃকরণ প্রবঞ্চক; এখন তাহারা দোষী হয়; তিনি তাহাদের বেদি ভঙ্গ করিবেন, ও তাহাদের প্রতিমা নষ্ট করিবেন। [৩] এখন তাহারা কহিতেছে, আমাদের রাজা নাই, আমরা পরমেশ্বরকে ভয় করি নাই; আমাদের জন্যে রাজা কি করিবে? [৪] তাহারা মিথ্যা শপথ করিয়া কথা কহে ও নিয়ম করে; ক্ষেত্রের আলিতে বিষবৃক্ষের ন্যায় তাহাদের অন্যায়বিচার হয়। [৫] শোমিরোণনিবাসিগণ বৈথাবনের বৎসপ্রতিমার নিমিত্তে ত্রাসযুক্ত হইবে, ও তাহার পূজকেরা তাহার নিমিত্তে শোক করিবে, এবং তাহার যাজকগণ তাহার গত ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তে কম্পান্বিত হইবে। [৬] এবং সেও বিবাদি রাজার উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া অশূরে নীত হইবে, ও ইফ্রয়িম লজ্জা পাইবে, এবং ইস্রায়েল আপন পরামর্শে লজ্জিত হইবে। [৭] শোমিরোণের রাজা উচ্ছিন্ন হইবে, সে জলীয় ফেণার ন্যায় হইবে। [৮] এবং ইস্রায়েলের পাপজনক আবনের টিকরস্থান বিনষ্ট হইবে, ও তাহাদের যজ্ঞবেদির উপরে কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে; এবং তাহারা পর্ব্বতগণকে কহিবে, আমাদিগকে আচ্ছন্ন কর; ও উপপর্ব্বতগণকে কহিবে, আমাদের উপরে পড়। [৯] হে ইস্রায়েল, তুমি গিবিয়ার সময় অপেক্ষা অধিক পাপ করিতেছ; গিবিয়াতে তোমার সৈন্যগণ দাঁড়াইয়াছিল; সেখানে পাপি সন্তানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে তাহাদের হানি হইল না। [১০] কিন্তু আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হই; তাহাদের দ্বিগুণ অপরাধের জন্যে দণ্ডিত হওন সময়ে নানা দেশীয়েরা তাহাদের বিপক্ষে সংগৃহীত হইবে। [১১] যে গাবী শস্য মর্দ্দন করিতে ভাল বাসে, ইফ্রয়িম এমত সুশিক্ষিতা গাবীস্বরূপ; কিন্তু আমি তাহার সুন্দর গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ইফ্রয়িমকে বাহন করিব; যিহূদা চাস করিবে, ও যাকুব্ ঢেলা ভাঙ্গিবে। [১২] তোমরা আপনাদের নিমিত্তে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করিয়া কৃপারূপ শস্য কাট, ও তোমাদের পতিত ভূমি তোল; কেননা যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর উপস্থিত হইয়া তোমাদের উপরে ধর্ম্ম না বর্ষান, তাবৎ তাঁহার অন্বেষণ করণের কাল আছে। [১৩] তোমরা দুষ্টতারূপ চাস করিয়া অধর্ম্মরূপ শস্য কাটিতেছ, এবং মিথ্যা কথার ফল ভোজন করিতেছ; তুমি আপন পথে ও আপন বীরসমূহেতে বিশ্বাস করিতেছ, [১৪] এই নিমিত্তে তোমার লোকদের মধ্যে কোলাহল উঠিবে; যুদ্ধের দিনে শল্মন্ যেমন বৈথর্ব্বেল্ নষ্ট করিল, তদ্রূপ তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল নষ্ট হইবে; মাতা ও বালকগণ আঘাত পাইয়া খণ্ড২ হইবে। [১৫] তোমাদের অতিশয় দুষ্টতা প্রযুক্ত বৈথেল্ তোমাদিগকেও তদ্রূপ করিবে; ইস্রায়েলের রাজা অরুণের ন্যায় শীঘ্র লুপ্ত হইবে।

১১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিমিত্তে ইস্রায়েল্ লোকদের অকৃতজ্ঞতা ও দণ্ড, ৮ ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ।

[১] ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাহাকে প্রেম করিলাম, ও মিসরদেশহইতে আপন পুত্রকে ডাকিলাম। [২] তাহার লোকদিগকে ডাকিলে তাহারা দূরে গিয়া বালের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, এবং প্রতিমার উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়। [৩] আমি ইফ্রয়িম লোকদের বাহু ধরিয়া তাহাদিগকে হাঁটিতে শিখাইলাম, কিন্তু আমি যে তাহাদের আরোগ্যকারী, তাহা তাহারা বিবেচনা করিল না। [৪] আমি মনুষ্যের বন্ধনী অর্থাৎ প্রেমরজ্জুদ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিলাম, এবং তাহাদের স্কন্ধহইতে যোঁয়ালি উত্তোলনকারির ন্যায় তাহাদের প্রতি হইলাম, এবং মুক্তহস্ত হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিলাম।

[৫] তাহারা আমার প্রতি মন ফিরাইতে অসম্মত আছে, এই জন্যে মিসরদেশে ফিরিয়া যাইবে তাহা নয়, কিন্তু অশূরীয় রাজা তাহাদের অধিপতি হইবে। [৬] এবং খড়্গ তাহাদের নগরের উপরে আঘাত করিবে, ও তাহাদের অর্গল বিনষ্ট করিবে, ও তাহাদের পরামর্শ প্রযুক্ত তাহাদিগকে সংহার করিবে। [৭] আমার প্রজাগণ আমাকে ছাড়িয়া বিপথ অবলম্বন করে; সর্ব্বোপরিস্থের নিকটে আহূত হইলেও কেহ তাঁহার প্রশংসা করে না।

[৮] হে ইফ্রয়িম, আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিব? ও হে ইস্রায়েল, আমি কি প্রকারে তোমাকে পরহস্তে সমর্পণ করিব? ও কেমন করিয়া তোমাকে অদ্মার মত করিব? ও কি রূপে তোমাকে সিবোয়িমের মত রাখিব? আমার অন্তরে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে, ও আমার সম্পূর্ণ মনস্তাপ জন্মিতেছে। [৯] আমি আপন প্রচণ্ড ক্রোধ সফল করিব না, ও ইফ্রয়িমের সর্ব্বনাশ করিতে যাইব না, কেননা আমি ঈশ্বর, মনুষ্য নহি; আমি তোমার মধ্যস্থ ধর্ম্মস্বরূপ; কোপে উপস্থিত হইব না। [১০] তাহারা পরমেশ্বরের অনুগমন করিবে; তিনি সিংহের ন্যায়

গর্জ্জন করিবেন; ও গর্জ্জন করিলে তাহাদের সন্তানগণ সমুদ্রতীরহইতে শীঘ্র আসিবে। [১১] তাহারা মিসরহইতে চটক পক্ষির ন্যায়, ও অশূরহইতে কপোতের ন্যায় শীঘ্র আসিবে; আমি তাহাদিগকে তাহাদের বাটীতে বাস করাইব, ইহা পরমেশ্বর কহেন।

[১২] ইফ্রয়িম মিথ্যা কথাতে ও ইস্রায়েল বংশ প্রবঞ্চনাতে আমাকে বেষ্টন করে; এবং যিহূদা এখনো ঈশ্বরের কাছে ও বিশ্বস্ত পুণ্যবানদের কাছে চঞ্চল আছে।

১২ অধ্যায়।

১ ইফ্রয়িম ও যিহূদা ও যাকুবের প্রতি অনুযোগ, ৭ ও ইফ্রয়িমের পাপের নির্ণয় ও দণ্ড।

[১] ইফ্রয়িম বায়ুমাত্র আহার করে, ও পূর্ব্বীয় বায়ুর পশ্চাদ্গমন করে, এবং সমস্ত দিন মিথ্যা কথার ও উপদ্রবের বৃদ্ধি করে, ও অশূরীয়দের সহিত নিয়ম স্থির করে, ও মিসরদেশে তৈল লইয়া যায়। [২] যিহূদার সহিত পরমেশ্বরের বিবাদ আছে; তিনি যাকুব্‌কে তাহার আচারানুসারে দণ্ড দিবেন, ও তাহার কর্ম্মানুযায়ি প্রতিফল দিবেন। [৩] জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভ্রাতার পাদমূল ধরিল, ও আপন প্রভাবে রাজার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিল। [৪] এবং দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল; সে তাঁহার নিকটে ক্রন্দন ও বিনতি করিল; বৈথেলে তাঁহাকে পাইলে তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। [৫] সেই পরমেশ্বর সৈন্যাধ্যক্ষ ঈশ্বর; যিহোবাঃ (অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী) তাঁহার নাম। [৬] অতএব তুমি আপন ঈশ্বরের প্রতি ফির, এবং দয়া ও ন্যায় কর, ও নিত্য ২ আপন ঈশ্বরের অপেক্ষাতে থাক।

[৭] যে বণিক্ চাতুরীরূপ নিক্তি হস্তে ধারণ করে, ও উপদ্রব করিতে ভাল বাসে, [৮] তাহার ন্যায় ইফ্রয়িম কহে, আমি ঐশ্বর্য্যবান হইলাম, ও আপনার নিমিত্তে ধন সঞ্চয় করিলাম; আমার তাবৎ শ্রমের ফলেতে তাহারা পাপযুক্ত কোন অপরাধ পাইবে না। [৯] কিন্তু আমি মিসরদেশাবধি তোমার প্রভু পরমেশ্বর; আমি পর্ব্বদিনের ন্যায় তোমাকে পুনর্ব্বার তাম্বুতে বাস করাইব। [১০] আমি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে কথা কহাইলাম, ও দর্শনের বৃদ্ধি করিলাম, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা দৃষ্টান্ত কথা উত্থাপন করিলাম। [১১] গিলিয়দে কি অধর্ম্ম নাই? তাহারা অসারমাত্র; ও গিল্‌গলে বৃষ বলিদান করে; ক্ষেত্রের আলিতে স্থিত প্রস্তরঢিবির ন্যায় তাহাদের যজ্ঞবেদী আছে। [১২] যাকুব অরামদেশে পলায়ন করিল, ও ইস্রায়েল ভার্য্যার নিমিত্তে ভৃত্যের কর্ম্ম করিল, ও ভার্য্যার কারণ পশু পালন করিল। [১৩] পরমেশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা মিসরদেশহইতে ইস্রায়েলকে আনিলেন; তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা পালিত হইল। [১৪] তথাপি ইফ্রয়িম তাঁহার অতিশয় ক্রোধ জন্মাইল; অতএব তাহার প্রভু তাহাকে রক্তপাতে দোষী করিয়া অপমানরূপ প্রতিফল দিবেন।

১৩ অধ্যায়।

১ প্রতিমাপূজা প্রযুক্ত ইফ্রয়িমের ভাবি দণ্ড, ৯ ও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ১৫ ও দণ্ডের কথা প্রকাশ করণ।

[১] ইফ্রয়িম কথা কহিলে সকলের ত্রাস হইত, তৎকালে ইস্রায়েলে তাহার উন্নতি ছিল, কিন্তু সে বালের বিষয়ে দোষ করিয়া মরিল। [২] এখন তাহারা পুনঃ২ পাপ করে, এবং আপন ২ নিপুণতাতে রূপাদ্বারা আপনাদের নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করে; সেই সকল বিগ্রহ শিল্পকরদের কর্ম্ম; তথাপি তাহারা তাহাদের বিষয়ে কহে, যজ্ঞমান মনুষ্য গোবৎসকে চুম্বন করুক। [৩] এই নিমিত্তে তাহারা প্রাতঃকালের মেঘ ও ক্ষণধ্বংসি শিশির ও শস্যমর্দ্দনস্থানের ঘূর্ণবায়ুচালিত তুষি ও বাতায়নহইতে নির্গত ধূমের ন্যায় হইবে। [৪] কিন্তু আমি মিসরদেশাবধি তোমার প্রভু পরমেশ্বর আছি; আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বরকে মানা তোমার অনুচিত; আমাভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই। [৫] আমি প্রান্তরে ও মরুভূমিতে তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম। [৬] তোমার লোকেরা আপন২ চরাণস্থানে তৃপ্ত হইল, ও তৃপ্ত হইয়া অহঙ্কারী হইল, এই নিমিত্তে তাহারা আমাকে বিস্মৃত হইল। [৭] আমি তাহাদের পক্ষে সিংহের ন্যায় হইব; ও পথের পার্শ্বে চিতাব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদের অপেক্ষাতে থাকিব। [৮] আমি হৃতবৎস ভল্লুকের ন্যায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের হৃৎপদ্ম বিদীর্ণ করিব, ও সেই স্থানে সিংহের ন্যায় তাহাদিগকে গ্রাস করিব, ও বনপশুগণ তাহাদিগকে খণ্ড২ করিবে।

[৯] হে ইস্রায়েল, তুমি আপনার বিনাশ করিয়াছ; কেননা আমাতেই তোমার উপকার। [১০] বল দেখি, তোমার তাবৎ নগরে তোমাকে রক্ষা করিতে তোমার রাজা কোথায়? ও তোমার বিচারকর্তৃগণ বা কোথায়? কেননা তুমি কহিতা, আমাকে রাজা ও অধ্যক্ষগণ দেও। [১১] আমি ক্রোধ করিয়া তোমাকে রাজা দি, এবং কোপ করিয়া পুনশ্চ তাহাকে অপহরণ করি। [১২] ইফ্রয়িমের অপরাধ বোচ্‌কাতে বদ্ধ আছে, ও তাহার পাপ গুপ্ত আছে। [১৩] প্রসবকারিণীর তুল্য বেদনা তাহাকে আকর্ষণ করিবে; সে অবিবেচক

শিশু, উপযুক্ত সময়ে জন্মস্থানে উপস্থিত হয় না। [১৪] আমি পরলোকহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, ও মৃত্যুহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিব। হে মৃত্যো, তোমার মহামারী কোথায়? হে পরলোক, তোমার সংহার কোথায়? আমি চক্ষুর্লজ্জা করিব না।

[১৫] যদ্যপি ইফ্রয়িম্ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ফলবান, তথাপি এক পূর্ব্বীয় বায়ু আসিবে, ও প্রান্তরহইতে পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে বায়ু বহিবে; তাহাতে তাহার উনুই শুষ্ক হইবে, ও তাহার প্রস্রবণ শুকাইবে; তিনি তাহার ভাণ্ডারহইতে তাবৎ উত্তম পাত্র লুট করিবেন। [১৬] শোমিরোণ আপন ঈশ্বরের বিপরীতাচারী হইয়াছে, এই জন্যে দণ্ড ভোগ করিবে, ও তাহার লোকেরা খড়্গে পতিত হইবে, ও তাহাদের বালকগণ আছাড়েতে নষ্ট হইবে, ও তাহাদের গর্ব্ভবতী স্ত্রীদের উদর বিদীর্ণ হইবে।

১৪ অধ্যায়।

১ মন ফিরাইতে বিনয়, ৪ ও ঈশ্বরের দয়ার প্রতিজ্ঞা।

[১] হে ইস্রায়েল, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফির; কেননা তুমি আপন অপরাধে পতিত হইয়াছ। [২] তোমরা বাক্যরূপ বলি সঙ্গে লইয়া পরমেশ্বরের প্রতি ফির, এবং তাঁহাকে কহ, আমাদের তাবৎ অপরাধ ক্ষমা কর, ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রহণ কর; তাহাতে আমরা গোবৎসের পরিবর্ত্তে আপন২ ওষ্ঠাধরদ্বারা প্রশংসার্থক বলিদান করিব। [৩] আমরা অশূরদ্বারা উদ্ধার চেষ্টা করিব না, ও অশ্বের উপরে নির্ভর দিব না, এবং 'তোমরা আমাদের ঈশ্বর,' এই কথা আমাদের হস্তকৃত বস্তুর প্রতি আর কখনো কহিব না; কেননা তোমারই নিকটে পিতৃহীন কৃপা পায়।

[৪] আমি তাহাদের বিপথগমনের প্রতিকার করিব, ও স্বেচ্ছাতে তাহাদিগেতে প্রেম করিব; কেননা তাহাদের প্রতি আমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে। [৫] আমি ইস্রায়েলের প্রতি শিশিরের ন্যায় হইব, সে শোশন্ পুষ্পের ন্যায় বিকসিত ও লিবানোনের ন্যায় দৃঢ়মূল হইবে। [৬] এবং আপন পল্লব বৃদ্ধি করিয়া জিতবৃক্ষের ন্যায় শোভাযুক্ত হইবে, ও লিবানোনের ন্যায় সুগন্ধি হইবে। [৭] তাহার ছায়াতে বাসকারি লোকেরা ফিরিয়া আসিবে; তাহারা শস্যের ন্যায় পুনর্জীবিত ও দ্রাক্ষালতার ন্যায় বিস্তারিত হইবে, ও লিবানোনের দ্রাক্ষারসের ন্যায় তাহার সুখ্যাতি হইবে। [৮] 'আমাতে ও প্রতিমাতে আর কি সম্পর্ক?' ইহা ইফ্রয়িম কহিবে; আমি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিব; আমি তাহার জন্যে সতেজ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় হইব; আমাহইতে তাহার ফল হইবে। [৯] যে কেহ জ্ঞানবান সে এ সকল বুঝিবে; এবং যে কেহ বুদ্ধিমান সে তাহা জ্ঞাত হইবে; কেননা পরমেশ্বরের তাবৎ পথ সরল; ধার্ম্মিকগণ তাহা দিয়া গমন করিবে, কিন্তু দুরাচারিগণ তাহার মধ্যে উছোট খাইবে।

যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের ভাবিদণ্ডের প্রকাশ, ৮ ও বিলাপ করিতে আহ্বানের কথা, ১৩ ও বিলাপার্থে উপবাস ও দিন নিরূপণ করিতে বিনয়।

[১] পিথূয়েলের পুত্র যোয়েলের প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল। [২] হে প্রাচীনগণ, তোমরা এই কথা শুন; হে দেশনিবাসি সকল, তোমরা মনোযোগ কর; তোমাদের সময়ে কিম্বা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সময়ে কি এই রূপ ঘটনা হইয়াছে? [৩] তোমরা ইহা আপন২ সন্তানগণকে কহ, এবং তাহারা আপন২ সন্তানগণকে কহুক, এবং তাহারা ভাবিপুরুষদিগকে কহুক। [৪] গাসম্ কীট যাহা অবশিষ্ট রাখে, তাহা পঙ্গপাল খায়; এবং পঙ্গপালেরা যাহা অবশিষ্ট রাখে, তাহা যেলক্ কীট খায়; ও যেলক্ কীট যাহা অবশিষ্ট রাখে, তাহা হাসীল্ কীট খায়। [৫] হে মত্ত সকল, সচেতন হইয়া ক্রন্দন কর; হে মদ্যপায়িগণ, নূতন দ্রাক্ষারসের নিমিত্তে আর্ত্তস্বর কর; কেননা তাহা তোমাদের মুখহইতে অপহৃত হয়। [৬] বলবান ও অসংখ্য ও সিংহবৎ দন্তবিশিষ্ট ও সিংহীর ন্যায় কষের দন্ত বিশিষ্ট এক জাতি আমার দেশ আক্রমণ করিয়াছে। [৭] সে আমার দ্রাক্ষালতা বিনষ্ট করে, ও আমার ডুম্বুরবৃক্ষের ছাল খুলিয়া ফেলে, ও সর্ব্বতোভাবে তাহার ত্বক্ খুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করে, এবং তাহার শাখা সকল ত্বকহীন হয়।

[৮] যুবস্বামির শোক প্রযুক্ত চটপরিহিতা কন্যার ন্যায় তুমি বিলাপ কর। [৯] দেখ, পরমেশ্বরের মন্দিরহইতে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য সকল অপ-

হৃত হয়, ও পরমেশ্বরের সেবাকারি যাজকগণ শোক করে। ১০ ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন ও ভূমি শূন্য হয়, কেননা শস্য বিনষ্ট, ও নূতন দ্রাক্ষারস শুষ্ক হয়, এবং তৈলের অভাব হয়। ১১ হে কৃষকগণ, লজ্জিত হও; হে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পালকগণ, আর্ত্তস্বর কর, গোধূম ও যবের বিষয়ে (বিলাপ কর), কেননা ক্ষেত্রের শস্য উচ্ছিন্ন হয়। ১২ দ্রাক্ষালতা শুষ্ক ও ডুমুরবৃক্ষ ম্লান হয়, এবং দাড়িম্ব ও খর্জ্জূর ও তপূহ প্রভৃতি ক্ষেত্রের তাবৎ বৃক্ষ শুষ্ক হয়, এবং মনুষ্যসন্তানদের সমস্ত আনন্দ লুপ্ত হয়।

১৩ হে যাজকগণ, তোমরা আপন২ কটি বন্ধন করিয়া বিলাপ কর; হে বেদির সেবকগণ, আর্ত্তস্বর কর; হে আমার ঈশ্বরের সেবকগণ, তোমরা যাইয়া চট পরিহিত হইয়া রাত্রি যাপন কর; কেননা তোমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের অভাব হয়। ১৪ তোমরা উপবাস নিরূপণ কর, ও কার্য্যত্যাগের দিন প্রচার কর, এবং আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রাচীনগণকে ও দেশনিবাসি তাবৎ লোককে একত্র করিয়া পরমেশ্বরের কাছে বিনতি কর। ১৫ হায়২, এ কেমন দিন! পরমেশ্বরের দিন নিকটবর্ত্তী; সর্ব্বশক্তিমানের নিকটহইতে যেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ১৬ দেখ, আমাদের গোচরহইতে খাদ্য সকল, ও আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরহইতে আনন্দ ও আমোদ কি অন্তর্হিত হয় না? ১৭ বীজ সকল ঢেলার নীচে পচিয়া যায়, ও গোলা শূন্য থাকে, ও শস্যাগার ভগ্ন হয়, ও শস্য ম্লান হয়। পশুগণ কেমন কোঁকায়! ও বৃষপাল কেমন ব্যাকুল হয়! এবং মেষপালও দুঃখ পায়; কেননা তাহাদের চরাণস্থান নাই। ১৯ হে পরমেশ্বর, আমি তোমার কাছে নিবেদন করি; কেননা অগ্নিদ্বারা প্রান্তরের তাবৎ চরাণস্থান বিনষ্ট হয়, ও তাহার শিখাতে ক্ষেত্রের তাবৎ বৃক্ষ দগ্ধ হয়। ২০ বনের পশুগণও তোমার কাছে ঊর্দ্ধমুখ হয়; কেননা তাবৎ জলস্রোত শুষ্ক হয়, ও প্রান্তরস্থ চরাণস্থান অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

২ অধ্যায়।

১ ভয়ানক দণ্ডের নির্ণয়, ১২ ও অনুতাপ করিতে বিনয়, ১৫ ও উপবাসের নির্ণয়, ১৮ ও আশীর্ব্বাদের প্রতিজ্ঞা, ২১ ও ভাবিমঙ্গলের কথা।

১ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, এবং আমার পবিত্র পর্ব্বতে আর্ত্তনাদ কর, দেশস্থ তাবৎ লোক কম্পিত হউক; কেননা পরমেশ্বরের দিন আসিতেছে ও নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ২ সে তিমির ও অন্ধকারময় দিন, এবং মেঘাবৃত ঘোর অন্ধকারময় দিন। পর্ব্বতের উপরে যেমন অরুণ ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ এক বড় বলবান জাতি ব্যাপ্ত হইবে; তাহার তুল্য জাতি পূর্ব্বকালে ছিল না, এবং অনেক ভাবি পুরুষ পর্য্যন্তও হইবে না। ৩ তাহাদের অগ্রে অগ্নি গ্রাস করে, ও তাহাদের পশ্চাৎ বহ্নিশিখা জ্বলে; এবং দেশ তাহাদের অগ্রে এদন্ উদ্যানের তুল্য, কিন্তু তাহাদের পশ্চাৎ উচ্ছিন্ন প্রান্তরতুল্য; তাহাদের হইতে কেহই এড়াইতে পারে না। ৪ তাহাদের আকার অশ্বগণের আকৃতির ন্যায়, এবং তাহারা অশ্বারূঢ় লোকের ন্যায় ধাবমান হয়। ৫ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে তাহাদের লম্ফের শব্দ রথসমূহের শব্দের ন্যায় এবং নাড়া দগ্ধকারি অগ্নিশিখার শব্দের ন্যায়; তাহারা যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত বলবান লোকদের তুল্য। ৬ তাহাদের সম্মুখে তাবৎ লোক ব্যথিত হইবে, ও সকলেরই মুখ কালিমাযুক্ত হইবে। ৭ তাহারা বীরদের ন্যায় ধাবমান হইবে, ও যোদ্ধাগণের ন্যায় প্রাচীরে উঠিবে, ও প্রত্যেক জন আপন২ পথে অগ্রসর হইবে; কেহ বক্রগামী হইবে না। ৮ তাহারা এক জন অন্যের উপরে চাপাচাপি করিবে না; সকলেই আপন২ মার্গে অগ্রসর হইবে, এবং খড়্গ অতিক্রম করিয়া ব্যাঘাত পাইবে না। ৯ তাহারা নগর দিয়া দৌড়িবে, ও প্রাচীরে ধাবমান হইবে, ও গৃহের পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে, ও চোরের ন্যায় গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ করিবে। ১০ তাহাদের সম্মুখে পৃথিবী টলটলায়মান ও আকাশ কম্পিত হইবে, এবং চন্দ্র ও সূর্য্য অন্ধকারময় হইবে, ও তারাগণ আপন২ তেজঃ অপহরণ করিবে। ১১ পরমেশ্বর আপন সৈন্যসামন্তের অগ্রে আপন রব প্রকাশ করিবেন, কেননা তাঁহার শিবির অতি মহৎ, এবং তিনি যাহাদ্বারা আপন বাক্য সিদ্ধ করেন, সে বলবান; এবং পরমেশ্বরের দিন বড় ও অতি ভয়ানক; কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে?

১২ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা এখনও উপবাস ও ক্রন্দন ও শোক করিতে২ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার প্রতি ফিরিয়া আইস। ১৩ এবং আপন২ বস্ত্র না চিরিয়া অন্তঃকরণ চির, ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইস, কেননা তিনি দয়ালু ও কৃপাময় এবং ক্রোধেতে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান্, এবং অমঙ্গলহইতে ক্ষান্ত হন। ১৪ কি জানি তিনি ফিরিয়া ক্ষান্ত হইবেন, এবং আপনার পশ্চাতে প্রসাদ অর্থাৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের জন্যে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য রাখিবেন।

১৫ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও ও উপবাস নিরূপণ কর, ও কার্য্যত্যাগের দিন ঘোষণা কর। লোকদিগকে একত্র কর, এবং মণ্ডলীকে

পবিত্র কর, ও প্রাচীনগণকে আহ্বান কর, এবং বালকদিগকে ও স্তন্যপায়ি শিশুদিগকে একত্র কর; বর আপন বাসরগৃহহইতে, ও কন্যা আপন অন্তঃপুরহইতে নির্গত হউক। [১৭] পরমেশ্বরের সেবক যাজকগণ দ্বারাণ্ডার ও হোমবেদির মধ্যস্থানে রোদন করিতে২ এই কথা কহুক, হে পরমেশ্বর, তুমি আপন প্রজাগণের প্রতি মমতা কর, আপন অধিকার নিন্দাস্পদ করিও না, এবং তাহাদের উপরে অন্যজাতীয় লোককে রাজত্ব করিতে দিও না; "তাহাদের ঈশ্বর কোথায়?" এই কথা অন্য দেশীয়দের মধ্যে কেন চলিত হইবে?

[১৮] তাহাতে পরমেশ্বর আপন দেশের জন্যে উদ্‌যোগী হইবেন, ও আপন প্রজাগণকে দয়া করিবেন। [১৯] পরমেশ্বর অবশ্য উত্তর দিয়া আপন লোকদিগকে কহিবেন, দেখ, আমি তোমাদের নিকটে শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রেরণ করিব, তোমরা তাহাতে তৃপ্ত হইবা; আমি অন্যজাতীয়দের মধ্যে তোমাদিগকে আর অপমানগ্রস্ত করিব না। [২০] তোমাদের নিকটহইতে উত্তরদেশীয় শত্রুকে দূর করিব, এবং পূর্ব্বসমুদ্রের দিগে তাহার অগ্রভাগ ও পশ্চিম সমুদ্রের দিগে তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ ফেলিয়া মরুভূমিতে ও উচ্ছিন্ন দেশে তাহাকে তাড়িয়া দিব; তাহাতে তাহার দুর্গন্ধ উঠিবে ও কুগন্ধ নির্গত হইবে, কারণ সে আত্মাভিমানের কর্ম্ম করিয়াছে।

[২১] হে দেশ, ভয় করিও না, বরং আহ্লাদ ও আমোদ কর, কেননা পরমেশ্বর মহৎ কর্ম্ম করিবেন। [২২] হে ক্ষেত্রের পশুগণ, ভয় করিও না; প্রান্তরস্থ চরাণস্থান তৃণেতে ভূষিত হইবে, ও বৃক্ষ সকল ফলবান হইবে, ও ডুম্বুরবৃক্ষ ও দ্রাক্ষালতা আপন২ ফল উৎপন্ন করিবে। [২৩] হে সিয়োনের সন্তানগণ, উল্লাসিত হও ও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরেতে আনন্দ কর, কেননা তিনি তোমাদিগকে নিয়মিত বৃষ্টি দিবেন, এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় প্রথম বর্ষার ও দ্বিতীয় বর্ষার জল তোমাদের নিমিত্তে বর্ষাইবেন। [২৪] তাহাতে তোমাদের মর্দ্দনস্থান শস্যেতে পরিপূর্ণ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস ও তৈলেতে তোমাদের কুণ্ড উথলিবে। [২৫] তোমাদের প্রতি প্রেরিত আমার মহাসৈন্য অর্থাৎ পঙ্গপাল ও যেলক্ কীট ও হাসীল্ কীট ও গাসম্ কীট যে২ বৎসরের শস্যাদি খাইয়াছে, তাহা আমি তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। [২৬] তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবা, এবং তোমাদের সহিত আশ্চর্য্য ব্যবহারকারি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামের ধন্যবাদ করিবা; আমার প্রজাগণ কখনো লজ্জিত হইবে না। [২৭] আর ইস্রায়েলের মধ্যবর্ত্তী যে আমি, আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, আর কেহ নহে, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা, এবং আমার প্রজারা কখনো লজ্জিত হইবে না। [২৮] আর এই সময়ের পরে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে, ও তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, ও যুবকেরা দর্শন পাইবে। [২৯] তৎকালে আমি দাস দাসীদিগেতেও আপন আত্মা সেচন করিব। [৩০] এবং আকাশে ও পৃথিবীতে রক্ত ও অগ্নি ও নিবিড় ধূম প্রভৃতি চিত্র কর্ম্ম দেখাইব। [৩১] আর পরমেশ্বরের ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকারময় ও চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে। [৩২] কিন্তু যে কেহ পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে; কেননা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালমে এবং পরমেশ্বর যে২ অবশিষ্ট লোককে আহ্বান করিবেন, তাহাদের মধ্যে পরিত্রাণ হইবে।

৩ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরীয় লোকদের শত্রুগণের দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৯ ও সেই দণ্ডদ্বারা ঈশ্বরের গুণ প্রকাশ পাওন, ১৮ ও আপন লোকদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] সেই দিনে ও সেই সময়ে আমি যিহূদার ও যিরূশালমের বন্দিদিগকে ফিরাইয়া আনিব; [২] এবং অন্যজাতীয় সকলকে সংগ্রহ করিয়া যিহোশাফট (পরমেশ্বরের বিচারস্থান) নামক উপত্যকাতে নামাইব, এবং আমার প্রজাগণ ও অধিকার বিষয়ে অর্থাৎ ইস্রায়েলের বিষয়ে তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করিব। কেননা তাহারা তাহাদিগকে অন্যজাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, ও আমার দেশ বিভাগ করিয়াছে, [৩] ও আমার প্রজাদের জন্যে গুলিবাঁট করিয়াছে, এবং বালক দিয়া বেশ্যা ভোগ করিয়াছে, ও বালিকা দিয়া দ্রাক্ষারস ক্রয় করিয়া পান করিয়াছে। [৪] হে সোর্, হে সীদোন, ও হে পিলেষ্টীয়দের অঞ্চল সকল, আমার সহিত তোমাদের কি কার্য্য? তোমরা কি আমাকে প্রতিফল দিবা? আমাকে প্রতিফল দিলে আমি অবিলম্বে ও অতি শীঘ্র সেই প্রতিফল তোমাদের মস্তকে বর্ত্তাইব। [৫] কেননা তোমরা আমার রূপা ও সুবর্ণ হরণ করিয়াছ, এবং আমার উত্তম শোভাকর দ্রব্য আপনাদের মন্দিরে লইয়া গিয়াছ। [৬] এবং যিহূদার ও যিরূশালমের পুত্রগণকে তাহাদের সীমাহইতে দূর করণার্থে যবনবংশীয়দের কাছে বিক্রয় করিয়াছ। [৭] কিন্তু দেখ, তোমরা যে স্থানে

তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছ, তথাহইতে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, এবং তোমাদের কর্ম্মের ফল তোমাদের মস্তকে বর্ত্তাইব। [৮] এবং তোমাদের পুত্র কন্যাগণকেও যিহূদা বংশের হস্তে বিক্রয় করিব, তাহারা তাহাদিগকে শিবায়ীয় প্রভৃতি দূরস্থ লোকদের কাছে বিক্রয় করিবে, ইহা পরমেশ্বর কহেন।

[৯] তোমরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে এই কথা প্রচার কর, 'যুদ্ধসজ্জা কর, ও বীরগণকে জাগ্রৎ কর, এবং যোদ্ধা সকল নিকটে আসিয়া উপস্থিত হউক। [১০] তোমরা লাঙ্গলের ফালেতে খড়্গ প্রস্তুত কর, ও কাস্ত্যাতে বড়শা নির্ম্মাণ কর, এবং দুর্ব্বল লোক, আমি বীর, এই কথা কহুক। [১১] হে অন্যজাতীয় লোকেরা, তোমরা সকলে ত্বরা করিয়া চতুর্দ্দিগহইতে আসিয়া একত্র হও; হে পরমেশ্বর, তুমিও সে স্থানে আপন বীরগণকে নামাও।' [১২] অন্যজাতীয় লোক সকল উদ্‌যোগ করিয়া যিহোশাফট (পরমেশ্বরের বিচারস্থান) উপত্যকাতে আইসুক, কেননা আমি চতুর্দ্দিকস্থ তাবৎ ভিন্নজাতীয় লোকদের বিচার করিতে সেই স্থানে বসিব। [১৩] তোমরা কাস্ত্যা চালাও, কেননা শস্য পক্ক হইয়াছে; প্রবেশ করিয়া দ্রাক্ষাফল দলন কর, কেননা কুণ্ড পূর্ণ আছে, ও রসের আধার সকল উথলিতেছে; কারণ তাহাদের পাপ অতি বড়। [১৪] দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকাতে বহুসংখ্যক লোকসমূহের সমাগম হইবে, কেননা দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকাতে পরমেশ্বরের কর্ত্তব্য বিচারের দিন সন্নিকট। [১৫] চন্দ্র ও সূর্য্য অন্ধকারময় হইতেছে, ও নক্ষত্রগণ আপন ২ তেজ হরণ করিতেছে। [১৬] এবং পরমেশ্বর সিয়োনে থাকিয়া গর্জ্জন করিবেন, ও যিরূশালমের মধ্যহইতে আপন রব শুনাইবেন, এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত হইবে; কিন্তু পরমেশ্বর আপন প্রজাদের আশ্রয় ও ইস্রায়েল বংশের দুর্গস্বরূপ হইবেন। [১৭] তাহাতে আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, এবং আমার পবিত্র সিয়োন পর্ব্বত আমার বাসস্থান, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা; তখন যিরূশালম পবিত্র হইবে; বিদেশিরা তাহার মধ্য দিয়া আর যাইবেনা।

[১৮] সেই সময়ে পর্ব্বতগণহইতে দ্রাক্ষারস ক্ষরিবে, ও উপপর্ব্বতগণহইতে দুগ্ধের স্রোত বহিবে, এবং যিহূদার তাবৎ নিম্নগাভূমিতে জলের স্রোত বহিবে; এবং পরমেশ্বরের মন্দিরহইতে এক উনুইর জল নির্গত হইবে, তাহাদ্বারা শিটীমের উপত্যকা সেচিত হইবে। [১৯] মিসর্ দেশ উচ্ছিন্ন হইবে, ও ইদোম্ দেশ নরশূন্য প্রান্তর হইবে, কেননা তাহারা যিহূদাবংশীয়দের প্রতি উপদ্রব করিয়া তাহাদের দেশে নির্দ্দোষির রক্তপাত করিয়াছে। [২০] কিন্তু যিহূদা চিরকাল ও যিরূশালম্ পুরুষানুক্রমে বসতি বিশিষ্ট থাকিবে। [২১] এবং আমি তাহাদের যে রক্ত পরিষ্কার করি নাই তাহা পরিষ্কার করিব; আর পরমেশ্বর সিয়োনে বাস করিবেন।

আমোসের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

অরামীয় ও পিলেষ্টীয় ও সোরীয় ও ইদোমীয় ও অম্মোনীয় লোকদের বিরুদ্ধে দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারসময়ে ও ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজার পুত্র যারবিয়ামের অধিকারসময়ে ভূকম্পের দুই বৎসর পূর্ব্বে তিকোয়স্থ গোপালকদের মধ্যবর্ত্তি আমোস্ ইস্রায়েলের বিষয়ে যে ২ দর্শন পাইয়াছিল, তদ্বিষয়ক তাহার কথা। [২] সে কহিল, পরমেশ্বর সিয়োনে থাকিয়া গর্জ্জন করিবেন, ও যিরূশালমের মধ্যহইতে আপন রব শুনাইবেন; তাহাতে মেষপালকদের চরাণস্থান শোকান্বিত হইবে, ও কার্ম্মিলের উত্তমাঙ্গ শুষ্ক হইবে।

[৩] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দম্মেষকের তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না, কেননা তাহারা লৌহময় শস্যমর্দ্দনযন্ত্রে গিলিয়দকে মর্দ্দন করিল। [৪] অতএব আমি হসায়েলের গৃহে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা বিনহদদের তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে। [৫] আর আমি দম্মেষকের অর্গল ভাঙ্গিব ও আবনের উপত্যকানিবাসিদিগকে ও বৈথেদনের রাজদণ্ডধারিকে উচ্ছিন্ন করিব; এবং অরামের লোকেরা বন্দী হইয়া কীর নগরে যাইবে; ইহা পরমেশ্বর কহেন।

[৬] পরমেশ্বর কহেন, অসার তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না, কেননা তাহারা ইদোমের কাছে সমর্পণ করি-

তে তাবৎ লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গেল। [7] অতএব আমি অসার প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা তাহার তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে। [8] আর আমি অস্দোদ্ নিবাসিদিগকে ও অস্কিলোনের রাজদণ্ডধারিকে উচ্ছিন্ন করিব; এবং ইক্রোণ্ নগরের বিপক্ষে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং পিলেষ্টীয়দের অবশিষ্ট লোকেরাও বিনষ্ট হইবে; ইহা প্রভু পরমেশ্বর কহেন।

[9] পরমেশ্বর কহেন, সোরের তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না, কেননা তাহারা ভ্রাতৃনিয়ম স্মরণ না করিয়া তাবৎ বন্দিকে ইদোমের হস্তে সমর্পণ করিল। [10] অতএব আমি সোরের প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা তাহার তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে।

[11] পরমেশ্বর কহেন, ইদোমের তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না; কেননা সে খড়্গদ্বারা আপন ভ্রাতাকে তাড়না করিল, কিছুই স্নেহ দেখাইল না; তাহার ক্রোধ নিত্য বিদারক, ও তাহার কোপ সর্ব্বদা প্রস্তুত। [12] অতএব আমি তৈমনে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা বস্রার তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে।

[13] পরমেশ্বর কহেন, অম্মোন্ বংশীয়দের তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহাদের দণ্ড নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা আপনাদের সীমা বৃদ্ধি করণার্থে গিলিয়দস্থ গর্ব্ভবতীদের উদর বিদীর্ণ করিল। [14] অতএব আমি রব্বার প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা যুদ্ধের দিনে মহানাদদ্বারা ও ঘূর্ণবায়ুর দিনে প্রচণ্ড ঝড়দ্বারা তাহার তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে। [15] তাহার রাজা ও তাহার অধ্যক্ষগণ একত্র বন্দী হইয়া অন্য দেশে যাইবে; ইহা পরমেশ্বর কহেন।

২ অধ্যায়।

মোয়াব ও যিহূদা ও ইস্রায়েল লোকদের বিরুদ্ধে দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাক্য ও তাহাদের অকৃতজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুযোগ।

[1] পরমেশ্বর কহেন, মোয়াবের তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা ইদোমের রাজার অস্থি দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিল। [2] অতএব আমি মোয়াবে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা কিরিয়োতের তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে, এবং কোলাহল ও জনরব ও তূরীধ্বনিতে মোয়াবের লোকেরা প্রাণ ত্যাগ করিবে। [3] আর আমি তাহার মধ্যহইতে কর্ত্তাকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং তাহার সহিত তাহার তাবৎ অধ্যক্ষকেও সংহার করিব; ইহা পরমেশ্বর কহেন।

[4] পরমেশ্বর কহেন, যিহূদার তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা পরমেশ্বরের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিল, ও তাঁহার বিধি পালন করিল না, কারণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মিথ্যা কথার অনুগামী হইল, তদ্দ্বারা তাহারাও ভ্রান্ত হইয়াছে। [5] অতএব আমি যিহূদাতে অগ্নি নিক্ষেপ করিব; তাহা যিরূশালমের তাবৎ রাজপুরী গ্রাস করিবে।

[6] পরমেশ্বর কহেন, ইস্রায়েলের তিন বরং চারি দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা রূপার নিমিত্তে ধার্ম্মিককে, ও এক যোড়া পাদুকার নিমিত্তে দরিদ্রকে বিক্রয় করে। [7] তাহারা দরিদ্রদের মস্তকে স্থিত ধূলিও লইতে আকাঙ্ক্ষা করে, ও দুঃখি লোকদের প্রতি অন্যায় করে, এবং আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করণার্থে পিতা ও পুত্র এক স্ত্রীতে গমন করে। [8] এবং সর্ব্বপ্রকার বেদির কাছে বন্ধক বস্ত্রের উপরে শয়ন করে, ও দণ্ডিত লোকদের দ্রাক্ষারস আপন ২ দেবমন্দিরে পান করে।

[9] তাহাদের সম্মুখে আমি এরস্ বৃক্ষবৎ দীর্ঘকায় ও অলোন বৃক্ষবৎ বলবিশিষ্ট ইমোরীয় লোককে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম, এবং ঊর্দ্ধে তাহার ফল, ও নীচে তাহার মূল উচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম। [10] এবং ইমোরীয়দের দেশাধিকার দিবার জন্যে আমি মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়া চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তোমাদের পথদর্শক ছিলাম। [11] এবং তোমাদের পুত্রগণের মধ্যহইতে ভবিষ্যদ্বক্তৃদিগকে ও যুবগণের মধ্যহইতে নাসরীয় লোকদিগকে উৎপন্ন করিতাম। পরমেশ্বর কহেন, হে ইস্রায়েল বংশীয়েরা, ইহা কি সত্য নহে? [12] কিন্তু তোমরা নাসরীয় লোকদিগকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়াছ, এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতে নিষেধ করিয়াছ। [13] অতএব যেমন গোমের আটির ভারে শকট ভারগ্রস্ত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে দণ্ডের ভারে ভারগ্রস্ত করিব। [14] তৎকালে দ্রুতগামির পলায়নশক্তি থাকিবে না, ও বলবানের বল স্থির থাকিবে না, ও বীর নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না। [15] এবং ধনুর্দ্ধর দণ্ডায়মান থাকিবে না, ও লঘুচরণ লোক উদ্ধার পাইবে না, এবং অশ্বারূঢ় লোকও নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না। [16] পরমেশ্বর কহেন, বীরগণের মধ্যে যে জন সাহসিচিত্ত, সেও সেই দিনে উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে।

৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের দণ্ডের আবশ্যকতা জ্ঞাপন, ৯ ও সেই দণ্ডের বর্ণনা ও কারণ কথা।

১ হে ইস্রায়েল বংশীয়েরা, পরমেশ্বর তোমাদের বিরুদ্ধে এই যে কথা কহেন, তাহা শুন। আমি মিসরদেশহইতে যে সমস্ত বংশ আনিয়াছি, তাহাদের বিরুদ্ধে কহিতেছি। ২ পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির মধ্যে আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্যে তোমাদের তাবৎ অপরাধ প্রযুক্ত তোমাদিগকে শাস্তি দিব। ৩ একমনা না হইয়া দুই জন কি একত্র গমন করে? ৪ বনের মধ্যে সিংহ পশু না পাইয়া কি গর্জ্জন করে? গহ্বরে যুবসিংহ কোন পশু না ধরিয়া কি হুঙ্কার করে? ৫ ভূমিতে কল না পাতিলে পক্ষী কি ফাঁদে পড়ে? ও ভূমিস্থিত কলে কিছু না পড়িলে কি কল ছুটে? ৬ নগরের মধ্যে তুরী বাজিলে লোকেরা কি ভীত হয় না? এবং পরমেশ্বর না ঘটাইলে নগরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে? ৭ প্রভু পরমেশ্বর আপন সেবক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের নিকটে আপন মন্ত্রণা জ্ঞাত না করিয়া কিছুই করেন না। ৮ সিংহ গর্জ্জিলে কে না ভয় করিবে? এবং প্রভু পরমেশ্বর কথা কহিলে কে না ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে?

৯ তোমরা অস্দোদের রাজপুরীতে ও মিসরদেশীয় রাজপুরীতে ঘোষণা কর, এবং কহ, তোমরা শোমিরোণের পর্ব্বতের উপরে একত্র হইয়া তাহার মধ্যস্থিত মহাকলহ ও তাহার মধ্যবর্ত্তি উপদ্রুত লোকদিগকে দেখ। ১০ পরমেশ্বর কহেন, তাহারা যাথার্থ্য করিতে না জানিয়া আপন ২ রাজপুরীতে প্রচুররূপে দৌরাত্ম্য ও বিনাশ করে। ১১ অতএব প্রভু পরমেশ্বর কহেন, শত্রু দেশকে বেষ্টন করিয়া তোমার বল খর্ব্ব করিবে, এবং তোমার রাজপুরী লুটিত হইবে। ১২ পরমেশ্বর কহেন, যেমন মেষপালক সিংহের মুখহইতে দুই পদ কিম্বা এক কর্ণের প্রান্তভাগ উদ্ধার করে, তদ্রূপ শোমিরোণস্থ ইস্রায়েলের বংশ শয্যার কোণে কিম্বা খট্টার সুন্দর বস্ত্রে উদ্ধার পাইবে। ১৩ সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা ইহা শুনিয়া যাকুব্ বংশকে সাক্ষ্য দেও। ১৪ আমি যে দিনে ইস্রায়েলের অধর্ম্মের প্রতিফল দিব, সেই দিনে বৈথেলের বেদিরও প্রতিফল দিব, এবং সেই বেদির চূড়া ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পড়িবে। ১৫ এবং আমি তাহাদের শীতকালের গৃহ ও গ্রীষ্মকালের গৃহ নিপাত করিব, এবং তাহাদের হস্তিদন্তের গৃহ নষ্ট হইবে, ও বৃহৎ ২ গৃহ ভূমিসাৎ হইবে; ইহা পরমেশ্বর কহেন।

৪ অধ্যায়।

১ উপদ্রবের জন্যে ইস্রায়েলের প্রতি অনুযোগ, ৪ ও দেবপূজার জন্যে অনুযোগ, ৬ ও মনের কাঠিন্য প্রযুক্ত অনুযোগ।

১ হে শোমিরোণ পর্ব্বতস্থিত বাশনের গাবীগণ, এই বাক্য শুন; তোমরা দরিদ্রগণের প্রতি উপদ্রব করিয়া দীনহীনকে নিষ্পীড়ন করিয়া থাক; এবং আপনাদের কর্ত্তাকে এই কথা বলিয়া থাক, পানীয় দ্রব্য আন, আমরা পান করি। ২ প্রভু পরমেশ্বর আপন পবিত্রতাতে শপথ করিয়া কহেন, দেখ, তোমাদের প্রতি এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা তোমাদিগকে আঁকড়াদ্বারা ও তোমাদের সন্তানগণকে ধীবরের বড়শীদ্বারা লইয়া যাইবে। ৩ এবং তোমরা প্রত্যেক জন সম্মুখস্থ ভগ্ন স্থান দিয়া বাহির হইয়া (শত্রুর) অন্তঃপুরে বেগে গমন করিবা; ইহা পরমেশ্বর কহেন।

৪ তোমরা বৈথেলে গিয়া অধর্ম্ম কর, ও গিল্গলে গিয়া অধর্ম্মের বৃদ্ধি কর, এবং প্রতি প্রভাতে আপনাদের বলিদান কর, ও তিন বৎসরান্তে আপনাদের দশমাংশ উৎসর্গ কর। ৫ ও প্রশংসার্থে তাড়ীযুক্ত বলি দগ্ধ কর, এবং স্বেচ্ছাতে দত্ত উপহারের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর; কেননা প্রভু পরমেশ্বর কহেন, হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমরা এই প্রকার করিতেই ভাল বাস।

৬ আমিও তোমাদের সকল নগরে দন্তগণের নির্ম্মলতা ও সকল স্থানে অন্নাভাব তোমাদিগকে দিলাম, তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরিলা না; ইহা পরমেশ্বর কহেন। ৭ আরও শস্য পক্ক হওনের তিন মাস পূর্ব্বে আমি তোমাদের হইতে বৃষ্টি নিবারণ করিলাম, এবং এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনাবৃষ্টি করিলাম, তাহাতে এক ক্ষেত্র জলেতে সিক্ত ও অন্য ক্ষেত্র জলাভাবে শুষ্ক হইল; ৮ এবং দুই তিন নগরের লোক জল পানার্থে কষ্টে অন্য এক নগরে যাইত, কিন্তু তৃপ্ত হইত না; তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরিলা না; ইহা পরমেশ্বর কহেন। ৯ আমি চিটা ও তেজোহীন শস্যদ্বারা তোমাদিগকে দণ্ড করিলাম, বিশেষতঃ তোমাদের উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আঘাত করিলাম; গাসম্ কীট তোমাদের ডুম্বুরবৃক্ষ ও জিতবৃক্ষ সমূহ ভক্ষণ করিত, তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরিলা না; ইহা পরমেশ্বর কহেন। ১০ আমি তোমাদের মধ্যে মিসরদেশের মহামারীর ন্যায় মহামারী পাঠাইলাম, এবং তোমাদের যুবগণকে খড়্গদ্বারা বধ করাইলাম, ও তোমাদের অশ্বগণকে অপহরণ করাইলাম, ও তোমাদের

নাসিকাতে তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ প্রবেশ করাইলাম, তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরিলা না; ইহা পরমেশ্বর কহেন। ১১ আর আমি তোমাদের কতক স্থানকে ঈশ্বরকর্তৃক উৎপাটিত সিদোমের ও অমোরার ন্যায় উৎপাটন করিলাম; তোমরা অগ্নির মধ্যহইতে আকৃষ্ট দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় হইলা; তথাপি আমার প্রতি ফিরিলা না; ইহা পরমেশ্বর কহেন। ১২ হে ইস্রায়েল, এই কারণ আমি তোমার প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিব; আর তোমার প্রতি আমি এমত ব্যবহার করিব, এই নিমিত্তে, হে ইস্রায়েল, তুমি আপন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হও। ১৩ কেননা দেখ, তিনি পর্ব্বতের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও মানুষের চিন্তার প্রকাশক; এবং তিনি অরুণকালকে অন্ধকারময় করেন, ও পৃথিবীর উচ্চস্থান দিয়া গমনাগমন করেন; সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর, এই তাঁহার নাম।

৫ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের জন্যে ভবিষ্যদ্বক্তার বিলাপ, ৪ ও মন ফিরাইতে বিনয় বাক্য, ২১ ও কাল্পনিক সেবা ঈশ্বরের অগ্রাহ্য হওনের কথা।

১ হে ইস্রায়েল বংশ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এই যে বিলাপবাক্য প্রকাশ করি, তাহা শুন। ২ ইস্রায়েলের কন্যা পতিতা হইয়াছে, আর উঠিবে না; সে আপন ভূমিতে নিক্ষিপ্তা হইয়াছে, তাহাকে উঠাইতে কেহ নাই। ৩ কেননা প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যে নগরের লোকেরা সহস্র হইয়া বহির্গত হয়, তাহার এক শত অবশিষ্ট থাকিবে; ও যাহার লোকেরা এক শত হইয়া বহির্গত হয়, তাহার দশ জন অবশিষ্ট থাকিবে।

৪ পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশকে এই কথা কহেন, তোমরা আমার অন্বেষণ কর, তাহাতে বাঁচিবা; ৫ কিন্তু বৈথেলের অন্বেষণ করিও না, ও গিল্‌গলে যাত্রা করিও না, ও বেরশেবাতে যাইও না; কেননা গিল্‌গলের লোকেরা অবশ্য বন্দী হইয়া যাইবে, ও বৈথেলের লোকেরা অসার হইবে। ৬ পরমেশ্বরের অন্বেষণ কর, তাহাতে বাঁচিবা; নতুবা তিনি যূষফের বংশে অগ্নিবৎ পড়িয়া তাহা গ্রাস করিবেন; বৈথেলে নির্ব্বাণ করিতে কেহ থাকিবে না। ৭ তোমরা বিচারকে নাগদানাবৎ করিতেছ, ও ধর্ম্মকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতেছ। ৮ যিনি কৃত্তিকার ও মৃগশীর্ষের সৃষ্টি করেন, ও মৃত্যুরূপ রজনী প্রভাত করেন, ও দিনকে রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময় করেন, ও সমুদ্রের জলকে আহ্বান করিয়া স্থলের উপর দিয়া বহান, ও পরমেশ্বর নাম ধরেন, ৯ তিনি বলবানের প্রতি বিনাশরূপ বজ্রাঘাত করেন, তাহাতে বিনাশ দুর্গকে আশ্রয় করে। ১০ বিচারস্থানে অনুযোগকারি লোক ঘৃণার্হ বোধ হয়, ও যথার্থবাদি লোক অবজ্ঞাত হয়। ১১ এবং তোমরা দরিদ্রকে পদতলে দলিতেছ, ও তাহাহইতে গোমরূপ কর গ্রহণ করিতেছ; অতএব তোমরা খোদিত প্রস্তরের গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও তাহাতে বাস করিতে পাইবা না, ও রম্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিলেও তাহার উৎপন্ন রস পান করিতে পাইবা না। ১২ কেননা তোমাদের বহুবিধ অধর্ম্ম ও ভারি পাপ সকল আমি জানি; তোমরা ধার্ম্মিকগণকে ক্লেশ দেও, ও উৎকোচ গ্রহণ কর; এবং বিচারস্থানে দরিদ্রদের প্রতি অন্যায় কর, ১৩ এই নিমিত্তে এমন কালে পরিণামদর্শি লোক নীরব হইয়া থাকে, কেননা এ দুঃসময়। ১৪ তোমরা যেন বাঁচ, এই জন্যে দুষ্কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া সৎকর্ম্মের চেষ্টা কর, তাহাতে তোমাদের বাক্যানুসারে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর নিতান্ত তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন। ১৫ তোমরা মন্দ কর্ম্ম ঘৃণা করিয়া ভাল কর্ম্মে শ্রদ্ধা কর, ও বিচারস্থানে সুবিচার স্থির কর; তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যূষফের অবশিষ্টের প্রতি দয়া করিবেন, এমত হইতে পারে। ১৬ এই জন্যে সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সকল চকে বিলাপ ও সকল পথে হাহাকার হইবে, তাহারা কৃষককে শোক করিতে ও বিলাপজ্ঞদিগকে বিলাপ করিতে আহ্বান করিবে। ১৭ এবং সকল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে রোদন হইবে, কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের মধ্য দিয়া গমন করিব। ১৮ হায় ২ পরমেশ্বরের দিন আকাঙ্ক্ষিগণ, পরমেশ্বরের সেই দিন তোমাদের কি করিবে? পরমেশ্বরের দিন অন্ধকারময়, তাহা দীপ্তিবিশিষ্ট নহে। ১৯ যেমন কোন মনুষ্য সিংহহইতে পলাইয়া ভল্লূকের সম্মুখে পড়ে, কিম্বা গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিত্তিতে হস্তার্পণ করিলে সর্প তাহাকে দংশন করে, তদ্রূপ। ২০ পরমেশ্বরের দিন কি অন্ধকারময় ও আলোরহিত নয়? এবং ঘোর অন্ধকার ও নিস্তেজ নয়?

২১ আমি তোমাদের উৎসব ঘৃণা করি ও হেয়জ্ঞান করি, এবং তোমাদের কার্য্যত্যাগদিনের গন্ধ ঘ্রাণ করিতে পারি না। ২২ তোমরা আমার নিকটে হোম ও নৈবেদ্য নিবেদন করিলে আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না, এবং তোমাদের পুষ্ট পশুরূপ মঙ্গলার্থক বলি আমি দেখিতে পারি না। ২৩ আমার নিকটহইতে আপনাদের গানের শব্দ দূর কর, আমি তোমাদের বীণার বাদ্য

আর শুনিব না। [২৪] বরং ন্যায়বিচার জলবৎ বহুক, ও ধর্ম্ম চিরস্থায়ি স্রোতের ন্যায় হউক। [২৫] হে ইস্রায়েল বংশ, তোমরা প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমারই উদ্দেশে কি বলিদান ও নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিয়াছ? [২৬] এবং তোমাদের মোলক নামে দেবের তাম্বু ও তোমাদের প্রতিমাগণের মঞ্চ, ও যে ঈশ্বরগণকে আপনাদের জন্যে নির্ম্মাণ করিয়াছ তাহাদের নক্ষত্র কি তুলিয়া বহন করিয়াছ? [২৭] অতএব সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু নামক পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদিগকে বন্দিরূপে দম্মেষকের ওপারে গমন করাইব।

৬ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল লোকদের সুখভোগ করণ, ৮ ও তাহাদের ভাবিদণ্ডের কথা।

[১] সিয়োনস্থ যে নিশ্চিন্ত লোকেরা ও শোমিরোণ পর্ব্বতস্থ যে দুঃসাহসিগণ শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, এবং ইস্রায়েল বংশ যাহাদের শরণাগত, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [২] তোমরা কল্নীতে যাইয়া দেখ, ও তথাহইতে বড় হমাতে যাও, কিম্বা পিলেষ্টীয়দের গাতে নাম; সেই সকল রাজ্য কি এই দুই রাজ্যহইতে উত্তম? ও তাহাদের ভূমি কি তোমাদের ভূমিহইতে শ্রেষ্ঠ? [৩] তোমরা আপন২ নিকটহইতে বিপদের দিন দূর করিতেছ, কিন্তু অন্যায়ের রাজত্ব নিকটবর্ত্তি করিয়া থাক; [৪] এবং হস্তিদন্তের শয্যাতে শয়ন কর, ও খট্টার উপরে আপন২ শরীর লম্বমান কর, এবং পালের মধ্যহইতে মেষশাবকদিগকে ও গোষ্ঠের মধ্যহইতে গোবৎসদিগকে আনিয়া ভোজন কর; [৫] এবং বীণাযন্ত্রে বিষম গান কর, ও দায়ূদের ন্যায় আপনাদের নিমিত্তে বাদ্য যন্ত্র নির্ম্মাণ কর; [৬] ও বড় বাটিতে দ্রাক্ষারস পান কর, এবং উত্তম তৈল গাত্রে লেপন কর, কিন্তু যূষফের ক্ষতে দুঃখিত হও না; [৭] এই জন্যে তোমরা পরদেশে গমনকারি বন্দিদের অগ্রে২ নীত হইবা, ও গাত্রলম্বকারিদের হর্ষনাদ লুপ্ত হইবে।

[৮] প্রভু পরমেশ্বর আপন নাম লইয়া শপথ করেন, ও সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যাকুবের শ্রেষ্ঠতা ঘৃণা করি, ও তাহার রাজপুরী সকল দেখিতে পারি না; আমি নগর ও তন্মধ্যস্থিত সকলকে পরহস্তগত করিব। [৯] তাহাতে এক গৃহে দশ জন অবশিষ্ট থাকিলেও সকলেই মরিবে। [১০] এবং গৃহহইতে অস্থি বাহির করণার্থে কোন মানুষের পিতৃব্য ও শবদাহকারী তাহাকে তুলিলে পর গর্ভাগারস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, এখানে কি তোমার আর কেহ আছে? তাহাতে সে উত্তর করিবে, কেহ নাই। তখন সে কহিবে, নীরব হও; পরমেশ্বরের নামের উচ্চারণ কর্ত্তব্য নহে। [১১] দেখ, পরমেশ্বর আজ্ঞা করিয়া বৃহৎ বাটী খণ্ড বিখণ্ড করিবেন, ও ক্ষুদ্র বাটী কুচি২ করিবেন। [১২] অশ্বগণ কি শৈলে দৌড়িতে পারে? ও সেখানে কি বলদদ্বারা চাস হইতে পারে? তবে তোমরা কেন ন্যায়কে বিষস্বরূপ ও ধর্ম্মের ফলকে নাগদানাস্বরূপ কর? [১৩] তোমরা অসারতাতে আনন্দ করিয়া এই কথা কহিতেছ, আমরা কি আপনাদের বলেতে রাজত্ব হরণ করি নাই? [১৪] হে ইস্রায়েল বংশ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এক জাতি উঠাইব, সে হমাতে প্রবেশস্থানাবধি মহাপ্রান্তরের নদী পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে।

৭ অধ্যায়।

১ ফড়িঙ্গ দর্শনের কথা, ৪ ও অগ্নির কথা, ৭ ও ওলোনের কথা, ১০ ও অমৎসিয়দ্বারা আমোসের অপবাদ, ১৪ ও আমোসের উত্তর, ১৬ ও অমৎসিয়ের দণ্ড।

[১] প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন; রাজার তৃণ কাটনের পরে যে তৃণ হয়, সেই পশ্চাজ্জাত তৃণের বর্দ্ধনারম্ভকালে তিনি পঙ্গপালদিগকে সৃষ্টি করিলেন। [২] তাহারা ভূমির তাবৎ তৃণ ভোজন করিলে আমি কহিলাম, হে প্রভো পরমেশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা কর; যাকুব কি রূপে দাঁড়াইবে? কেননা সে অতি ক্ষুদ্র। [৩] তাহাতে পরমেশ্বর তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, ইহা হইবে না।

[৪] আরও প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন; প্রভু পরমেশ্বর প্রতিফল দিবার জন্যে অগ্নিকে আহ্বান করিলে সে মহাসাগরকে গ্রাস করিয়া ক্ষেত্র গ্রাস করিতে লাগিল। [৫] তাহাতে আমি কহিলাম, হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, ক্ষমা কর; যাকুব কি রূপে দাঁড়াইবে? কেননা সে অতি ক্ষুদ্র। [৬] তাহাতে পরমেশ্বর তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, ইহাও হইবে না।

[৭] আরও তিনি আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন; প্রভু ওলোন হস্তে লইয়া ওলোনদ্বারা কৃত এক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইলেন। [৮] এবং পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, হে আমোস্, তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, এক ওলোন দেখিতেছি। তখন প্রভু কহিলেন, দেখ, আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে ওলোনসূত্র রাখিব, তাহাদিগকে আর ক্ষমা করিয়া যাইব না। [৯] এবং ইস্হাকের উচ্চস্থান অরণ্য হইবে, ও ইস্রায়েলের পবিত্র

স্থান সকল উচ্ছিন্ন হইবে, এবং আমি হস্তে খড়্গ লইয়া যারবিয়ামের বংশের বিরুদ্ধে উঠিব।

১০ তখন বৈথেলস্থ অমৎসিয় যাজক ইস্রায়েলের যারবিয়াম্ রাজার কাছে ইহা কহিয়া পাঠাইল, আমোস্ ইস্রায়েল বংশের মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিতেছে; রাজ্য তাহার সকল কথা সহিতে পারে না। ১১ কেননা আমোস্ কহিতেছে, যারবিয়াম খড়্গে হত হইবে, ও ইস্রায়েল বন্দী হইয়া আপন দেশহইতে প্রবাসিত হইবে। ১২ তাহাতে অমৎসিয় আমোস্কে কহিল, হে দর্শক, তুমি যাইয়া যিহূদাদেশে পলায়ন কর, ও সেই স্থানে উপজীবিকার চেষ্টা কর, ও সেই স্থানে ভবিষ্যদ্বাক্য কহ। ১৩ কিন্তু বৈথেলে আর ভবিষ্যদ্বাক্য কহিও না, কেননা সে রাজার ধর্ম্মধাম ও রাজপুরী।

১৪ তখন আমোস্ অমৎসিয়কে উত্তর করিল, আমি ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলাম না, এবং ভবিষ্যদ্বক্তার পুত্রও ছিলাম না, কিন্তু গোপালক ও ক্ষুদ্র ডুম্বুরবৃক্ষরোপক ছিলাম। ১৫ তাহাতে আমি পালের পশ্চাৎ যাইতেছিলাম, এমত সময়ে পরমেশ্বর আমাকে গ্রহণ করিলেন, এবং পরমেশ্বর আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, আমার প্রজা ইস্রায়েলের কাছে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার কর।

১৬ এখন তুমি পরমেশ্বরের এই কথা শুন, 'ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিও না, ও ইস্হাক বংশের বিপরীতে বাক্য বর্ষাইও না,' তুমি ইহা কহিতেছ। ১৭ এই নিমিত্তে পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমার ভার্য্যা নগরের মধ্যে বেশ্যা হইবে, ও তোমার পুত্র কন্যাগণ খড়্গে পতিত হইবে, ও তোমার ভূমি রজ্জুদ্বারা বিভক্ত হইবে, এবং তুমি এক অশুচি দেশে মরিবা, এবং ইস্রায়েল বন্দী হইয়া আপন দেশহইতে প্রবাসিত হইবে।

৮ অধ্যায়।

১ গ্রীষ্মকালীয় ফলের দৃষ্টান্ত ও তাৎপর্য্য, ৪ ও উপদ্রব প্রযুক্ত ইস্রায়েলের প্রতি অনুযোগ, ১১ ও ঈশ্বরের বাক্যাভাবরূপ দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ পরে প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন। আমার সম্মুখে পরিণত ফলের এক চুপড়ী ছিল; ২ তাহাতে তিনি কহিলেন, হে আমোস, তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, পরিণত ফলের এক চুপড়ী। তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের পরিণাম উপস্থিত, আমি তাহাদিগকে আর ক্ষমা করিয়া যাইব না। ৩ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, সে দিনে রাজপুরীতে গানের কঠোর শব্দ হইবে, ও প্রচুর শব থাকিবে, এবং লোকেরা নীরব হইয়া তাহাদিগকে সকল স্থানে নিক্ষেপ করিবে।

৪ হে দীনহীন লোকদের গ্রাসকারিগণ, হে দেশস্থ নম্রদিগের লোপকারিগণ, তোমরা এই বাক্য শুন। ৫ তোমরা বলিয়া থাক, 'অমাবস্যা কখন্ গত হইবে? আমরা শস্য বিক্রয় করিতে চাহি; এবং বিশ্রামদিন কখন্ গত হইবে? আমরা গোমের ব্যবসায় করিতে চাহি; এবং ঐফা ক্ষুদ্র করিয়া শেকল ভারী করিয়া মিথ্যা তৌল করিব; ৬ এবং রূপাতে দরিদ্রগণকে ও এক যোড়া পাদুকাতে দীনহীনকে ক্রয় করিব, ও ত্যাজ্য শস্য বিক্রয় করিব।' ৭ পরমেশ্বর যাকুবের গৌরবের নাম লইয়া এই শপথ করেন, ইহাদের তাবৎ ক্রিয়া আমি কখন বিস্মৃত হইব না। ৮ এই সকলের নিমিত্তে কি দেশ কম্পিত হইবে না? ও তাহার নিবাসি সকল কি শোকান্বিত হইবে না? সমুদয় দেশ বন্যার ন্যায় উথলিবে, ও মিস্রীয় নদীর ন্যায় বেগে চালিত হইয়া নামিয়া যাইবে। ৯ প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সেই দিনে আমি মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অস্তগত করিব, এবং রৌদ্রের দিনে দেশকে অন্ধকারময় করিব; ১০ এবং তোমাদের উৎসবকে শোকের বিষয় করিব, ও তোমাদের তাবৎ গীত বিলাপস্বরূপ করিব, ও তোমাদের প্রত্যেকের কটিদেশ চটপরিহিত করিব, ও প্রত্যেকের মস্তকে টাক পড়াইব, ও অদ্বিতীয় পুত্রশোকের ন্যায় দেশকে শোক করাইব, এবং তাহার শেষদশা বিপদের সময় হইবে।

১১ প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি এই দেশে যে দিনে আকাল প্রেরণ করিব, এমত দিন আসিতেছে; তাহাতে অন্নের বুভুক্ষাতে কিম্বা জলের পিপাসাতে তাহা নয়, কিন্তু পরমেশ্বরের বাক্য শ্রবণের তৃষ্ণাতে লোকেরা ব্যাকুল হইবে। ১২ তাহারা এক সমুদ্র অবধি অন্য সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং উত্তরাবধি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পরমেশ্বরের বাক্যের অন্বেষণ করিতে ইতস্ততো ধাবমান হইবে, কিন্তু তাহা পাইবে না। ১৩ সে দিনে সুন্দরী যুবতিগণ ও যুবকেরা তৃষ্ণাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে। ১৪ যাহারা শোমিরোণের পাপ লইয়া শপথ করে, এবং কহে, 'হে দান্, তোমার দেবতা অমর, ও হে বেরশেবা, তোমার ইষ্টবর্ত্ম অমর,' তাহারা পতিত হইবে, আর কখনো উঠিবে না।

৯ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের ভাবিদণ্ডের কথা, ১১ ও তাহাদের ভাবিমঙ্গলের কথা।

১ আমি বেদির উপরে দণ্ডায়মান প্রভুকে দেখি-

লাম, তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি মাথলাতে আঘাত করিয়া দ্বারের মূল নড়াও, এবং তাহাদের সকলের মস্তকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেল; আর তাহাদের অবশিষ্টকে আমি খড়্গে বধ করিব; তাহাদের মধ্যে কেহ পলাইলেও পলাইতে পারিবে না, ও এড়াইলেও এড়াইতে পারিবে না। [২] তাহারা পাতাল পর্য্যন্ত খুঁদিয়া গেলে তথাহইতেও আমার হস্ত তাহাদিগকে তুলিবে, এবং আকাশ পর্য্যন্ত উঠিলে আমি তথাহইতেও তাহাদিগকে নামাইব; [৩] এবং কর্ম্মিলের শৃঙ্গে গিয়া লুক্কাইলে আমি সেই স্থানেও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ধরিব; এবং আমার গোচরহইতে সমুদ্রের তলে গিয়া লুক্কায়িত হইলে আমি সেখানেও সর্পকে আজ্ঞা দিব, তাহাতে সর্প তাহাদিগকে দংশন করিবে। [৪] এবং তাহারা শত্রুদের সম্মুখে বন্দী হইয়া পরদেশে গেলে আমি সেখানেও খড়্গকে আজ্ঞা দিব, তাহাতে খড়্গ তাহাদিগকে বধ করিবে; আর তাহাদের মঙ্গলার্থে নহে, কিন্তু অমঙ্গলার্থে আমার চক্ষু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিবে। [৫] সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বর যিনি তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করিলে তাহা গলিয়া যায়, ও তন্নিবাসি সকলে শোক করে, এবং সমুদয় পৃথিবী বন্যার ন্যায় উথলে, ও মিস্রীয় নদীর ন্যায় নামিয়া যায়। [৬] তিনি আকাশে আপনার উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করেন, ও পৃথিবীর উপরে আপন চন্দ্রাতপ স্থাপন করেন, ও সমুদ্রের জলকে ডাকিয়া স্থলের উপর দিয়া বহান; যিহোবাঃ, এই তাঁহার নাম। [৭] পরমেশ্বর কহেন, হে ইস্রায়েল বংশ, তোমরা কি আমার নিকটে কুশীয় বংশের তুল্য নহ? আর আমি মিসরদেশহইতে ইস্রায়েল্‌কে, ও কপ্তোরহইতে পিলেস্টীয়দিগকে, এবং কীরহইতে অরামীয়দিগকে কি আনি নাই? [৮] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, প্রভু পরমেশ্বরের চক্ষু এই পাপিষ্ঠ রাজ্যকে লক্ষ্য করিতেছে; আমি ভূতলহইতে তাহা উচ্ছিন্ন করিব, তথাপি যাকুব বংশকে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করিব না। [৯] কেননা যেমন কুলাতে শস্য ঝাড়ে, তথাপি এক কণাও মৃত্তিকাতে পড়ে না, তদ্রূপ আমি আজ্ঞা করিয়া সর্ব্বজাতীয় লোকদের মধ্যে ইস্রায়েল বংশকে ঝাড়িব। [১০] কিন্তু আমার প্রজাগণের মধ্যবর্ত্তি পাপিগণ, অর্থাৎ 'অমঙ্গল আমাদের নিকট পর্য্যন্ত ব্যাপিবে না, ও আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না,' এই কথা যাহারা বলে, তাহারা সকলে খড়্গে হত হইবে।

[১১] সেই সময়ে আমি দায়ূদের পতিত কুটীর পুনর্ব্বার উঠাইব, ও তাহার ছিদ্র সকল পূরাইব, ও ভগ্ন স্থান সকল দৃঢ় করিব, এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় তাহা সুনির্ম্মিত করিব। [১২] তাহাতে ইদোমের অবশিষ্ট লোক প্রভৃতি যত ভিন্নজাতীয়দের উপরে আমার নাম সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছে, সকলে তাহাদের অধিকার হইবে; ইহার সাধনকর্ত্তা পরমেশ্বর এই কথা কহেন। [১৩] পরমেশ্বর কহেন, দেখ, এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে হালবাহক শস্যচ্ছেদকের ও দ্রাক্ষাপেষক বীজবাপকের সহিত মিলিবে, ও পর্ব্বতহইতে মিষ্ট দ্রাক্ষারস ক্ষরিবে, ও সকল উপপর্ব্বত গলিয়া যাইবে। [১৪] আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে বন্দিত্বহইতে পুনরায় আনিব; তাহারা ত্যক্ত নগর সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিবে, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্রাক্ষারস পান করিবে, এবং উদ্যান করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। [১৫] এবং আমি তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে রোপণ করিব; আমার দত্ত ভূমিহইতে তাহারা আর উৎপাটিত হইবে না; তোমার প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন।

ওবদিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অহঙ্কার প্রযুক্ত, ১০ ও যাকুবের প্রতি উপদ্রব প্রযুক্ত ইদোমের বিনাশকথা, ১৭ ও যাকুবের জয়।

ওবদিয়ের দর্শন।

[১] প্রভু পরমেশ্বর ইদোমের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমরা পরমেশ্বরের নিকটহইতে এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং অন্যজাতীয়দের কাছে এই কথা কহিতে দূত প্রেরিত হইয়াছে; 'উঠ, আমরা তাহার বিপক্ষে যুদ্ধ করণার্থে যাই।' [২] দেখ, আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র করিব; তুমি অত্যন্ত অবজ্ঞাত হইবা। [৩] হে শৈলের গুহানিবাসি, হে উচ্চস্থানে বাসকারি, তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; তুমি মনে ২ কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে? [৪] পরমেশ্বর কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশপক্ষির ন্যায় উচ্চ স্থানে আ-

শ্রয় লও, ও তারাগণের মধ্যে আপন বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে তথাহইতে নামাইব। [৫] তুমি কেমন উচ্ছিন্ন হইবা! যদি চোরগণ কিম্বা রাত্রিকালীয় বিনাশকগণ তোমার নিকটে আসিত, তবে তাহারা কি (কেবল) আপনাদের যথেষ্ট হরণ করিত না? এবং যদি দ্রাক্ষাসঞ্চয়কারিগণ আসিত, তবে তাহারা কি কিছু অবশিষ্ট রাখিত না? [৬] কিন্তু এষৌর লোক কেমন পরীক্ষিত হইবে! ও তাহার গুপ্ত ধনের কেমন অনুসন্ধান করা যাইবে! [৭] যাহারা তোমার সহিত নিয়ম করিয়াছে, তাহারা তোমাকে সীমা পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিবে; এবং তোমার বন্ধু লোকেরা তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া জয় করিবে; এবং যাহারা তোমার খাদ্য ভোজন করে, তাহারা তোমার নীচে ফাঁদ পাতিবে, তাহাতে তোমার কিছু বিবেচনা থাকিবে না। [৮] পরমেশ্বর কহেন, সে দিনে আমি কি ইদোমের জ্ঞানবানদিগকে বিনষ্ট করিব না? ও এষৌর পর্ব্বতহইতে কি বুদ্ধি দূর করিব না? [৯] হে তৈমন, নরহত্যা প্রযুক্ত যেন এষৌর পর্ব্বতের প্রত্যেক জন উচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যে তোমার বীরগণ ত্রাসযুক্ত হইবে।

[১০] তোমার ভ্রাতা যাকুবের প্রতি তোমার দৌরাত্ম্য করণ প্রযুক্ত তুমি লজ্জাতে আচ্ছন্ন হইবা ও চিরকাল উচ্ছিন্ন থাকিবা। [১১] তাহার সম্মুখে তোমার দণ্ডায়মান হওনের দিনে ও শত্রুগণকর্তৃক তাহার সৈন্যের বন্দিরূপে দেশান্তরে নীত হওনের দিনে যখন অন্যজাতীয়েরা তাহার নগরদ্বারে প্রবেশ করিল, ও যিরূশালমের উপরে গুলিবাঁট করিল, তখন তুমিও তাহাদের একের সদৃশ হইলা। [১২] কিন্তু তোমার ভ্রাতার বিপদসময়ে ও তাহার বিদেশী হওন সময়ে তাহার দর্শনে তৃপ্ত হইও না; এবং যিহূদাবংশের বিনাশের দিনে তাহার বিষয়ে আনন্দ করিও না, এবং তাহার বিপদকালে দর্পকথা কহিও না। [১৩] আমার প্রজাগণের বিপদসময়ে তাহাদের নগরদ্বারে প্রবেশ করিও না, এবং তাহাদের বিপদ্‌কালে তাহাদের দুঃখ দর্শনে তৃপ্ত হইও না, ও তাহাদের বিপত্তিকালে তাহাদের সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিও না। [১৪] এবং তাহাদের পলাতকদিগকে বধ করিতে পথে দাঁড়াইও না; এবং দুঃখের দিনে তাহাদের অবশিষ্ট লোকদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিও না। [১৫] কেননা তাবৎ ভিন্নজাতীয়দের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের দিন নিকটবর্ত্তী আছে; তুমি যেরূপ করিয়াছ, তোমার প্রতিও তদ্রূপ করা যাইবে, ও তোমার কর্ম্মের ফল তোমার মস্তকে বর্ত্তিবে। [১৬] কেননা আমার পবিত্র পর্ব্বতে তোমরা যেরূপ পান করিয়াছ, তদ্রূপ ভিন্নজাতীয় সকলে নিত্য ২ পান করিবে, ও পান করিতে ২ গ্রাস করিবে, পরে অজাতের ন্যায় হইবে।

[১৭] কিন্তু সিয়োন্ পর্ব্বতে কতক লোক রক্ষা পাইবে, আর তাহা পবিত্র হইবে, এবং যাকুব বংশ আপনাদের অধিকার গ্রহণ করিবে। [১৮] এবং যাকুবের বংশ অগ্নিস্বরূপ ও যূষফের বংশ বহ্নিশিখাস্বরূপ হইবে; এবং এষৌর বংশ নাড়াস্বরূপ হইবে; তাহার মধ্যে সে সকল জ্বলিয়া তাহাকে ভস্ম করিবে; তাহাতে এষৌর বংশে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না, যেহেতুক পরমেশ্বর ইহা কহেন। [১৯] দাক্ষিণাত্য লোকেরা এষৌর পর্ব্বতকে, ও সমভূমির লোকেরা পিলেষ্টীয়দিগকে অধিকার করিবে, ও (অন্যেরা) ইফ্রয়িমের ভূমিতে ও শোমিরোণের ভূমিতে অধিকার পাইবে, এবং বিন্যামীন্ গিলিয়দ্ অধিকার করিবে। [২০] এবং ইস্রায়েল বংশীয় যে সমূহ লোক বন্দিরূপে সারিফৎ পর্য্যন্ত কিনানীয়দের মধ্যে আছে, তাহারা এবং যিরূশালমের যে বন্দিলোকেরা সিফারদে আছে, তাহারা দক্ষিণ নগর সকল অধিকার করিবে। [২১] এবং নিস্তারকর্তৃগণ সিয়োন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া এষৌর পর্ব্বতের দণ্ড নিরূপণ করিবে, এবং রাজ্য পরমেশ্বরের হইবে।

যূনসের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ নিনিবীতে যূনসকে প্রেরণ ও তাহার তর্শীশে পলায়ন, ৪ ও ঝড় উপস্থিত হওন, ১১ ও সমুদ্রে তাহার নিক্ষিপ্ত ও মৎস্যদ্বারা গ্রস্ত হওন।

[১] অমিত্তয়ের পুত্র যূনসের প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল; [২] তুমি উঠিয়া নিনিবী মহানগরে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোষণা কর, কেননা তন্নিবাসিদের দুষ্টতা আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছে। [৩] কিন্তু যূনস্ উঠিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে তর্শীশে পলাইয়া যাইতে স্থির করিল; এবং যাফো নগরে গিয়া তর্শীশে গমনকারি এক জাহাজ পাওয়াতে পরমেশ্বরের

সাক্ষাৎহইতে নাবিকদের সঙ্গে তর্শীশে যাইতে ভাড়া দিয়া সেই জাহাজে আরোহণ করিল।

[৪] কিন্তু পরমেশ্বর সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু বহাইলে সমুদ্রে এমত মহাঝড় হইল, যে জাহাজ ভগ্ন হইবে এমত বোধ হইল। [৫] অতএব নাবিকগণ ভীত হইয়া প্রত্যেক জন আপন ২ ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা করিল, ও ভার লাঘবের নিমিত্তে তাবৎ বস্তু জাহাজহইতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু যূনস জাহাজের নীচ স্থানে গিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত ছিল। [৬] তখন জাহাজাধ্যক্ষ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, হে নিদ্রিত লোক, কি করিতেছ? উঠিয়া আপন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর; কি জানি সেই ঈশ্বর আমাদিগকে স্মরণ করিলে আমরা নষ্ট হইব না।

[৭] পরে এক জন অন্য জনকে কহিল, আইস, আমরা গুলিবাঁট করিয়া, কাহার অপরাধে আমাদের প্রতি এই বিপদ ঘটিতেছে, তাহা দেখি। পরে গুলিবাঁট করিলে যূনসের নামে গুলি উঠিল। [৮] অতএব তাহারা তাহাকে কহিল, বল দেখি কাহার দোষে আমাদের প্রতি এই আপদ ঘটিতেছে? তুমি কি ব্যবসায়ী? ও কোথাহইতে আইলা? ও তুমি কোন্ দেশীয় লোক? ও কোন্ জাতীয়? [৯] তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, আমি ইব্রীয় লোক; যিনি সমুদ্রের ও শুষ্ক ভূমির সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর যিহোবাকে আমি ভক্তি করি। [১০] তখন সেই লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইল, এবং সে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে পলাইতেছে, এ কথা তাহার মুখহইতে অবগত হইয়া তাহাকে কহিল, তুমি কেন এমত কর্ম্ম করিলা?

[১১] আরো তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, আমরা তোমাকে কি করিলে সমুদ্র আমাদের প্রতি ক্ষান্ত হইবে? কেননা সে উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইতেছে। [১২] তখন সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেও, তাহাতে সমুদ্র তোমাদের প্রতি ক্ষান্ত হইবে; কেননা আমার দোষে তোমাদের উপরে এই মহাঝড় উপস্থিত হইল, তাহা আমি জানি। [১৩] তথাপি সেই লোকেরা জাহাজ তটে লইয়া যাইবার জন্যে দণ্ড ক্ষেপণ করিল বটে, কিন্তু পারিল না, কারণ সমুদ্র তাহাদের প্রতি উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইতেছিল। [১৪] অতএব তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে যিহোবাঃ, আমরা বিনতি করি, এই মানুষের প্রাণের নিমিত্তে আমাদের বিনাশ না হউক, এবং আমাদের প্রতি নির্দ্দোষের বধাপরাধ আরোপ করিও না; কেননা হে যিহোবাঃ, তুমি আপন ইচ্ছামতে কর্ম্ম করিতেছ। [১৫] পরে তাহারা যূনসকে ধরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, তাহাতে সমুদ্র আপন প্রচণ্ডতাহইতে নিবৃত্ত হইল। [১৬] তখন সেই লোকেরা পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় ভয় করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল এবং নানা মানত করিল। [১৭] কিন্তু পরমেশ্বর যূনসকে গ্রাস করণার্থে এক বৃহৎ মৎস্যকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সেই মৎস্যের উদরে যূনস তিন দিবারাত্রি যাপন করিল।

২ অধ্যায়।

১ যূনসের প্রার্থনা, ১০ ও তাহার উদ্ধার।

[১] তখন যূনস মৎস্যের উদরে থাকিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল। [২] পরে সে কহিল, হে পরমেশ্বর, আমি বিপদকালে তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে তুমি আমার কথা শুনিলা; এবং পরলোকের মধ্যে থাকিয়া বিনতি করিলে তুমি আমার রব শ্রবণ করিলা। [৩] কেননা তুমি আমাকে সমুদ্রের মধ্যে গভীর জলে নিক্ষেপ করিলা, তাহাতে স্রোত আমাকে আচ্ছন্ন করিল, এবং তোমার তরঙ্গ ও প্রবল ঢেউ সকল আমার উপর দিয়া গেল। [৪] তখন আমি কহিলাম, আমি তোমার দৃষ্টিগোচরহইতে বহিষ্কৃত, তথাপি তোমার পবিত্র মন্দির পুনরায় দেখিতে পাইব। [৫] আর আমার প্রাণনাশ পর্য্যন্ত তোয়রাশি আমাকে ঘেরিল, ও গভীর জল আমাকে বেষ্টন করিল, ও সমুদ্রের শৈবাল আমার মস্তক আচ্ছাদন করিল। [৬] আমি পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত নামিলাম; আমার পশ্চাতে পৃথিবীর অর্গল অনন্ত কালের জন্যে বদ্ধ হইল; তথাপি হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি বিনাশহইতে আমার প্রাণকে উদ্ধার করিলা। [৭] আমার অন্তরস্থ প্রাণ ক্ষুণ্ণ হইলে আমি পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলাম, এবং আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে তোমার পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হইল। [৮] যাহারা অসার মিথ্যা বস্তু মানে, তাহারা আপনাদের সৌভাগ্য পরিত্যাগ করে। [৯] কিন্তু আমি ধন্যবাদপূর্ব্বক তোমার উদ্দেশে বলিদান করিব; এবং যে মানত করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিব; পরমেশ্বরের নিকটে পরিত্রাণ আছে।

[১০] অপর পরমেশ্বর সেই মৎস্যকে আজ্ঞা করিলে সে শুষ্ক ভূমির উপরে যূনসকে উদ্গীরণ [illegible]।

৩ অধ্যায়।

১ যূনসকে দ্বিতীয় বার নিনিবীতে প্রেরণ ও তাহার ঘোষণা করণ ৫ ও পাপের জন্যে সকলের অনুতাপ, ১০ ও তাহাদের রক্ষা হওন।

পরে দ্বিতীয় বার পরমেশ্বরের এই বাক্য

যূনসের নিকটে উপস্থিত হইল, [২] তুমি উঠিয়া নিনিবী মহানগরে গমন করিয়া যে ঘোষণার কথা আমি তোমাকে কহিব, তাহা তাহার মধ্যে প্রচার কর। [৩] তাহাতে যূনস্ উঠিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে নিনিবীতে গমন করিল; ঐ নিনিবী অলৌকিক মহানগর, তিন দিনের পথ দীর্ঘ ছিল। [৪] পরে যূনস নগরে প্রবেশ করিয়া এক দিনের পথ যাইতে২ উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ ঘোষণা করিতে লাগিল, 'আর চল্লিশ দিন গত হইলে এই নিনিবী নগর উৎপাটিত হইবে।'

[৫] তখন নিনিবীয় লোকেরা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া উপবাসের কথা প্রচার করিল, এবং মহৎ ও ক্ষুদ্র তাবৎ লোক চট পরিধান করিল। [৬] এবং সেই বার্ত্তা নিনিবীর রাজার নিকটে আইলে সে আপন সিংহাসনহইতে উঠিয়া রাজবস্ত্র ত্যাগ করিয়া চট পরিধান পূর্ব্বক ভস্মে বসিল। [৭] এবং নিনিবীর সর্ব্বত্র রাজার ও অধ্যক্ষগণের নামে এই আজ্ঞা ঘোষণা ও প্রচার করাইল, 'মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু কেহ কিছু আস্বাদন ও ভোজন পান না করুক; [৮] এবং মনুষ্য ও পশু চট পরিধান করিয়া যথাশক্তি ঈশ্বরের কাছে কাতরোক্তি করুক, ও প্রত্যেক জন আপন২ কুপথ ও হস্তস্থিত দৌরাত্ম্যহইতে বিমুখ হউক। [৯] ইহাতে কি জানি ঈশ্বর ক্ষান্ত হইয়া অনুকূল হইবেন, ও আপন প্রজ্বলিত ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব।'

[১০] তখন লোকেরা আপন২ কুপথ ত্যাগ করিল, ঈশ্বর তাহাদের এমত ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া তাহা করিলেন না।

৪ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের দয়াপ্রযুক্ত যূনসের ক্রুদ্ধ হওন, ৪ ও কুষ্মাণ্ডলতার দৃষ্টান্তদ্বারা তাহার প্রতি ঈশ্বরের অনুযোগ।

[১] ইহাতে যূনস অতি অসন্তুষ্ট ও মহাক্রুদ্ধ হইল। [২] এবং পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া হে পরমেশ্বর, নিবেদন করি, আমার দেশে থাকিতে আমি কি এই কথা কহি নাই? এই কারণ আমি পূর্ব্বে তর্শীশে পলাইয়া গিয়াছিলাম; কেননা তুমি দয়ালু ও কৃপাময় ঈশ্বর এবং ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান্ এবং অমঙ্গল করিতে অনিচ্ছুক, তাহা আমি জ্ঞাত লাম। [৩] অতএব হে পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, এখন আমাহইতে প্রাণ লও, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল।

[৪] তখন পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ? [৫] যূনস পূর্ব্বে নগরের বাহিরে গিয়া তাহার পূর্ব্বদিগে বসিত, অর্থাৎ সেখানে আপনার নিমিত্তে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নগরের কি দশা হইবে, তাহা দেখিতে তাহার ছায়াতে বসিত। [৬] তখন প্রভু পরমেশ্বর যূনসকে পীড়াহইতে উদ্ধার করণার্থে তাহার মস্তকের উপরে যেন ছায়া হয়, এই জন্যে এক কুষ্মাণ্ডলতা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে বৃদ্ধি করাইলেন; তাহাতে যূনস সেই লতাতে বড় আহ্লাদিত হইল। [৭] কিন্তু পরদিনে অরুণোদয় সময়ে ঈশ্বর এক কীট প্রস্তুত করিলে সে ঐ লতা দংশন করিল, তাহাতে তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। [৮] পরে সূর্য্যোদয় সময়ে পরমেশ্বর পূর্ব্বীয় মন্দ বায়ু প্রস্তুত করিলে যূনসের মস্তকে এমত রৌদ্র লাগিল, যে সে পরিক্লান্ত হইয়া আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল। [৯] পরে ঈশ্বর যূনসকে কহিলেন, তুমি এই লতার নিমিত্তে ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ? তাহাতে সে কহিল, মরণ পর্য্যন্ত আমার ক্রোধ করা ভাল। [১০] তখন পরমেশ্বর কহিলেন, এই লতার নিমিত্তে তুমি কিছু শ্রম কর নাই, এবং তাহার বৃদ্ধিও কর নাই; সে এক রাত্রিতে উৎপন্ন ও এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইল, তথাপি তুমি তাহার প্রতি মমতা করিতেছ। [১১] তবে এই যে নিনিবী মহানগরে দক্ষিণ ও বাম হস্তের ভেদ করিতে অসমর্থ এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক শিশু ও অনেক পশু আছে, তাহার প্রতি আমি কি মমতা করিব না?

মীখার ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ দেবপূজা প্রযুক্ত যিহূদার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধের কথা, ১০ ও শোক করিতে বিনয়।

[১] যিহূদা দেশীয় যোথম্ ও আহস্ ও হিষ্কিয় রাজাদের অধিকারসময়ে শোমিরোণ ও যিরূশালমের বিষয়ে মোরেষ্টীয় মীখা দর্শন পাইলে তাহার নিকটে পরমেশ্বরের যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। [২] হে লোক সকল, তোমরা শুন; হে পৃথিবি ও তন্মধ্যস্থিত প্রাণি সকল, শ্রবণ কর। যে প্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে থা-

কেন, সেই প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হউন। [৩] কেননা দেখ, পরমেশ্বর আপন স্থানহইতে নির্গত হইবেন; তিনি নামিয়া পৃথিবীর উচ্চস্থান দিয়া গমন করিবেন। [৪] তাহাতে যেমন অগ্নির উত্তাপে মোম গলিয়া যায়, ও যেমন জল গড়ান স্থান দিয়া পড়ে, তদ্রূপ তাঁহার পদতলে পর্ব্বতগণ গলিয়া যাইবে ও উপত্যকা সকল বিদীর্ণ হইবে। [৫] যাকুবের অধর্ম্ম ও ইস্রায়েল বংশের পাপ এই সকলের মূল। যাকুবের অধর্ম্ম কি? তাহা কি শোমিরোণ নয়? এবং যিহূদার টিকরস্থান কি? তাহা কি যিরূশালম নয়? [৬] অতএব আমি শোমিরোণকে ক্ষেত্রস্থ প্রস্তরঢিবি ও দ্রাক্ষালতার উদ্যান করিব, ও তাহার প্রস্তর নিম্ন ভূমিতে ফেলিয়া তাহার ভিত্তিমূল অনাবৃত করিব। [৭] ও তাহার তাবৎ খোদিত প্রতিমাকে খণ্ড২ করিব, ও তাহার সকল বেতনদ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিব, ও তাহার তাবৎ বিগ্রহ উচ্ছিন্ন করিব, কেননা সে বেশ্যার বেতনদ্বারা তাহা সঞ্চয় করিয়াছে, এবং তাহা বেশ্যার বেতনে ব্যয় হইবে। [৮] এই কারণ আমি বিলাপ ও আর্ত্তস্বর করি, ও বিবস্ত্র ও উলঙ্গ হইয়া বেড়াই, ও শৃগালের ন্যায় বিলাপ করি, ও উষ্ট্রপক্ষিণীর ন্যায় আর্ত্তস্বর করি। [৯] কেননা তাহার ক্ষত অচিকিৎস্য; তাহা যিহূদা পর্য্যন্ত আসিবে; তাহা আমার স্বদেশীয়দের রাজদ্বার পর্য্যন্ত অর্থাৎ যিরূশালম পর্য্যন্ত আসিবে।

[১০] তোমরা গাতে এ কথা জ্ঞাত করিও না, এবং অক্কোতে ক্রন্দন করিও না, বৈৎ-লিয়ফ্রাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত হও। [১১] হে শাফীর্ নিবাসিনি, তুমি নগ্না ও লজ্জিতা হইয়া চলিয়া যাও; হে সানন্ নিবাসিনি, তুমি বাহিরে যাইও না, বৈথেৎসল বিলাপস্থান প্রযুক্ত তোমার আশ্রয় হইবে না। [১২] মারোৎ নিবাসিনী মঙ্গলাভাবে অতিশয় পীড়িতা হইবে, ও পরমেশ্বরহইতে যিরূশালমের দ্বার পর্য্যন্ত অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। [১৩] হে লাখীশ নিবাসিনি, তুমি আপন শকটে বেগবান পশু যোগ কর, কেননা তুমি সিয়োন্ কন্যার পাপের আদিপ্রবর্ত্তিকা; তোমার মধ্যে ইস্রায়েলের অধর্ম্ম পাওয়া গেল। [১৪] অতএব তুমি মোরেষৎ-গাৎকে বিদায়পত্র দিবা; ইস্রায়েলের রাজগণের প্রতি অক্ষীবের গৃহ সকল মিথ্যাস্বরূপ হইবে। [১৫] হে মারেশা নিবাসিনি, আমি পুনর্ব্বার তোমার বিরুদ্ধে এক অধিকারিকে আনিব, এবং ইস্রায়েলের গৌরব অদুল্লম পর্য্যন্ত যাইবে। [১৬] তুমি আপন কোমল শিশুদের নিমিত্তে আপন মস্তক মুণ্ডন কর ও কেশ ছেদন কর, এবং শকুনীর ন্যায় আপন টাক বৃদ্ধি কর, কেননা তাহারা তোমার নিকটহইতে বন্দী হইয়া যাইবে।

২ অধ্যায়।

১ উপদ্রব প্রযুক্ত লোকদের অনুযোগ, ৪ ও অন্যায় প্রযুক্ত ভাবিদণ্ডের কথা, ১২ ও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

[১] যাহারা শয্যাতে অধর্ম্ম কল্পনা করে ও কুকর্ম্ম স্থির করে, এবং তাহা করণে সমর্থ হওয়াতে প্রভাত হইবামাত্র তাহা সাধন করে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। [২] তাহারা ক্ষেত্রের প্রতি লোভ করিয়া বলেতে তাহা লয়, এবং বাটীর প্রতিও লোভ করিয়া তাহা হরণ করে; এই রূপে তাহারা মানুষের ও তাহার বাটীর, ও বড় মানুষের ও তাহার অধিকারের প্রতি দৌরাত্ম্য করে। [৩] অতএব পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি এই বংশের বিরুদ্ধে এক অমঙ্গল কল্পনা করিব, তাহাহইতে তাহারা আপন২ গ্রীবা বাহির করিতে পারিবে না, এবং গর্ব্ব করিয়া চলিতে পারিবে না; কেননা সে অতি বিপদের সময় হইবে।

[৪] তৎকালে লোকেরা তোমাদের বিষয়ে এক দৃষ্টান্তকথা কহিবে, ও মহাবিলাপ করিয়া কহিবে, 'আমরা নিতান্ত উচ্ছিন্ন হইলাম, তিনি আমার লোকদের অধিকার হস্তান্তর করেন; তিনি কেমন করিয়া আমাদের (ধন) দূর করেন, ও বিদ্রোহিকে আমাদের ক্ষেত্র দেন!' [৫] অতএব পরমেশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে গুলিবাঁট অনুক্রমে রজ্জুক্ষেপণ করিতে তাহাদের কেহ থাকিবে না। [৬] তাহারা (ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে) কহে, তোমরা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিও না। ইহাতে কি ভবিষ্যদ্বাক্য বক্তব্য নয়? অপমানের নিবারণ কি কর্ত্তব্য নয়? [৭] হে যাকুবের বংশ, এ কেমন কথা? পরমেশ্বরের আত্মা কি হিংসুক? কিম্বা এই কি তাঁহার কর্ম্ম? সরলাচারি লোকের প্রতি আমার বাক্য কি মঙ্গলজনক নহে? [৮] অনেক দিনাবধি আমার প্রজাগণ শত্রুবৎ হইয়া আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে; যুদ্ধহইতে পরাঙ্মুখ লোকদের ন্যায় নিশ্চিন্ত পথিকদের গাত্রহইতে তোমরা গাত্রীয় বস্ত্র অপহরণ করিয়া থাক; [৯] এবং আমার প্রজাদের নারীগণকে তাহাদের প্রিয় গৃহহইতে দূর করিয়া থাক, ও তাহাদের সন্তানহইতে সর্ব্বতোভাবে আমার দত্ত শোভা হরণ করিয়া থাক। [১০] তোমরা উঠিয়া প্রস্থান কর, এ (তোমাদের) বিশ্রামস্থান নয়, কেননা (তোমাদের) অপবিত্রতা বিনাশজনক, ও সেই বিনাশ অনিবার্য্য। [১১] বায়ুর অনুগামী কোন মিথ্যাবাদি লোক যদি বলে, আমি তোমাকে দ্রাক্ষারস ও সুরার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিব, তবে সে এই লোকদের গ্রাহ্য ভবিষ্যদ্বক্তা হয়।

[১২] হে যাকুব, আমি অবশ্য তোমার তাবৎ

লোককে একত্র করিব, ও ইস্রায়েলের অবশিষ্ট সকলকে সংগ্রহ করিব; আমি তাহাদিগকে একত্র করিয়া বস্রা দেশস্থ মেষগণের ন্যায় করিব; খোঁয়াড়ের মধ্যে যেমন পাল, তদ্রূপ তাহারা মনুষ্যের বাহুল্য প্রযুক্ত অতিশয় শব্দ করিবে। ১৩ ভঞ্জক উঠিয়া তাহাদের অগ্রগামী হইবেন, এবং তাহারা ভাঙ্গিয়া দ্বার অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইবে, এবং তাহাদের রাজা তাহাদের অগ্রে যাইবেন, ও পরমেশ্বর তাহাদের অগ্রসর হইবেন।

৩ অধ্যায়।

১ অধ্যক্ষগণের ক্রূরতা, ৫ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মিথ্যাবাক্য ও উভয়ের নির্ভয় হওন।

১ আমি কহি, হে যাকূব বংশের প্রধান লোক ও ইস্রায়েল বংশের অধ্যক্ষগণ, তোমরা আমার নিবেদন শুন, ন্যায়বিচার জ্ঞাত হওয়া কি তোমাদের উচিত নয়? ২ কিন্তু তোমরা সৎকর্ম্ম ঘৃণা করিয়া দুষ্কর্ম্ম ভাল বাসিতেছ, এবং লোকদের গাত্রহইতে চর্ম্ম ও অস্থিহইতে মাংস ছেদন করিতেছ। ৩ এবং আমার প্রজাগণের মাংস ভোজনার্থে তাহাদের চর্ম্ম খুলিয়া অস্থি ভাঙ্গিয়া স্থালীর মধ্যবর্ত্তি খাদ্যের ন্যায় ও কটাহমধ্যে স্থিত মাংসের ন্যায় খণ্ড২ করিতেছ। ৪ সেই সময়ে তোমরা পরমেশ্বরের কাছে কাতরোক্তি করিবা বটে, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না; তোমাদের দুষ্ট ক্রিয়া প্রযুক্ত তিনি সেই সময়ে তোমাদের হইতে আপন মুখ লুক্কায়িত করিবেন।

৫ যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আমার প্রজাদের ভ্রান্তি জন্মায়, এবং দন্তের মধ্যে ভক্ষ্য থাকিলে শান্তির কথা প্রচার করে, কিন্তু তাহাদের মুখে যে জন খাদ্য দ্রব্য না দেয়, তাহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহাদের বিষয়ে পরমেশ্বর এই কথা কহেন। ৬ তোমাদের প্রতি দিব্য দর্শনরহিত রাত্রি ও শুভাশুভ লক্ষণরহিত তিমির উপস্থিত হইবে; এবং এই ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি সূর্য্য অস্তগত হইবে, ও তাহাদের প্রতি দিন অন্ধকার হইবে। ৭ তৎকালে দর্শকেরা লজ্জিত ও শুভাশুভ প্রকাশকেরা ব্যাকুল হইয়া সকলে আপন২ চিবুক আচ্ছাদন করিবে, কেননা ঈশ্বর উত্তর দিবেন না।

৮ যাকূবের অধর্ম্ম ও ইস্রায়েলের পাপ প্রকাশ করণার্থে আমি পরমেশ্বরের আত্মার শক্তিতে ও যথার্থতাতে ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ আছি। ৯ হে যাকূব বংশের প্রধান লোক ও ইস্রায়েল বংশের অধ্যক্ষগণ, ন্যায়বিচার ঘৃণা করিতেছ ও যাহা সরল তাহা বক্র করিতেছ যে তোমরা, তোমরা আমার এই নিবেদন শুন। ১০ সিয়োন্ রক্তদ্বারা ও যিরূশালম্ দৌরাত্ম্যদ্বারা গ্রথিত হইতেছে। ১১ তাহার প্রধান লোকেরা উৎকোচের নিমিত্তে বিচার করে, ও তাহার যাজকগণ বেতনের নিমিত্তে শিক্ষা দেয়, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ রূপার নিমিত্তে মন্ত্র পড়ে; তথাপি তাহারা পরমেশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া কহে, পরমেশ্বর কি আমাদের মধ্যবর্ত্তী নহেন? আমাদের প্রতি বিপদ ঘটিবে না। ১২ অতএব তোমাদের নিমিত্তে সিয়োন্ ক্ষেত্রের ন্যায় চাসিত হইবে ও যিরূশালম্ প্রস্তরের ঢিবিমাত্র হইবে, এবং যে পর্ব্বতে মন্দির আছে, সে বনস্থ টিকরস্থানের ন্যায় হইবে।

৪ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের রাজ্য বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য, ৬ ও আপন লোকদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া, ১১ ও শত্রুগণের প্রতি দণ্ড।

১ শেষকালে এই রূপ ঘটনা হইবে; পরমেশ্বরের গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের শিখরের উপরে স্থাপিত হইবে ও উপপর্ব্বতহইতেও উচ্চীকৃত হইবে; তাহাতে তাবৎ লোক স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইবে। ২ এবং যাইতে২ অনেক ভিন্নজাতীয় লোকেরা কহিবে, 'আইস, আমরা পরমেশ্বরের পর্ব্বতে অর্থাৎ যাকূবের ঈশ্বরের মন্দিরে গমন করি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব;' কেননা সিয়োন্হইতে শাস্ত্র ও যিরূশালম্হইতে পরমেশ্বরের বাক্য নির্গত হইবে। ৩ এবং তিনি অনেক২ লোকদের বিচার করিবেন, এবং অতি দূরে স্থিত অন্যজাতীয় বলবান লোকদিগকে অনুযোগ করিবেন; তাহাতে তাহারা আপন২ খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল নির্ম্মাণ করিবে, ও বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গড়িবে; এবং এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয়দের বিপরীতে খড়্গ আর চালন করিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না। ৪ সকলে আপন২ দ্রাক্ষালতার ও ডুম্বুরবৃক্ষের তলে বসিবে; কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না, কেননা এ কথা পরমেশ্বরের মুখহইতে নির্গত হইয়াছে। ৫ তাবদ্দেশীয় লোকেরা আপন২ দেবগণের নামানুসারে আচরণ করে; আমরাও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের নামানুসারে এখন ও সদাকাল আচরণ করিব।

৬ পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে আমি খঞ্জাকে সংগ্রহ করিব, ও বহিষ্কৃতাকে এবং যাহাকে দুঃখ দিয়াছি, তাহাকে একত্র করিব। ৭ এবং খঞ্জাকে অবশিষ্টা রাখিব, ও বহিষ্কৃতাকে বলবৎ

জাতিস্বরূপা করিব; এবং পরমেশ্বর অদ্যাবধি চিরকাল পর্য্যন্ত সিয়োন পর্ব্বতে তাহাদের উপরে রাজত্ব করিবেন। ৮ হে পালের দুর্গ, হে সিয়োনের কন্যার গিরি, তোমার বৃদ্ধি হইবে, ও পূর্ব্বকালীয় কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ যিরূশালমের কন্যার রাজ্য তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে। ৯ তুমি এখন কেন আর্ত্তনাদ করিতেছ? তোমার মধ্যে কি রাজা নাই? ও তোমার মন্ত্রী কি বিনষ্ট হইল? এই জন্যে স্ত্রীর প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা কি তোমাকে ধরিয়াছে? ১০ হে সিয়োনের কন্যে, তুমি ব্যথিতা হও, ও প্রসবকারিণীর ন্যায় যত্ন কর; কেননা তুমি এখন নগরের বাহিরে গিয়া প্রান্তরে বাস করিবা, ও বাবিল পর্য্যন্ত যাইবা; সেখানে উদ্ধৃত হইবা, ও সেখানে পরমেশ্বর তোমাকে শত্রুর হস্তহইতে উদ্ধার করিবেন।

১১ ভিন্নজাতীয় অনেক লোক এখন তোমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া কহে, 'সিয়োন অশুচি হউক, আমরা তাহার প্রতি দৃষ্টি করি।' ১২ কিন্তু তাহারা পরমেশ্বরের সঙ্কল্প জানে না ও তাঁহার মন্ত্রণা বুঝে না; কেননা তিনি তাহাদিগকে আটির ন্যায় শস্যমর্দ্দন স্থানে একত্র করেন। ১৩ হে সিয়োনের কন্যে, উঠিয়া শস্য মর্দ্দন কর, আমি তোমাকে লৌহময় শৃঙ্গ ও পিত্তলময় খুর দিব, তাহাতে তুমি অনেক দেশীয় লোকদিগকে চূর্ণ করিবা, এবং আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহাদের লুটিত দ্রব্য, ও তাবৎ পৃথিবীর প্রভুর উদ্দেশে তাহাদের ধন বর্জ্জন করিব।

৫ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের জন্মের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৫ ও তাঁহার জয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ১০ ও যাকুব বংশকে শুচি করণ।

১ হে সৎহতির কন্যে, এখন তুমি সৎহতা হইবা; শত্রুগণ আমাদিগকে রোধ করিতে আসিবে, ও ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তার হনূতে দণ্ডাঘাত করিবে। ২ কিন্তু হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, যদ্যপি তুমি যিহূদা দেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি প্রাক্কাল বরং অনাদিকাল যাহার উৎপত্তিস্থান, তিনি আমার আজ্ঞাতে ইস্রায়েলের রাজা হওনার্থে তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন। ৩ অতএব প্রসবকারিণী যে পর্য্যন্ত প্রসব না করে, তাবৎ তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিবেন, পরে তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ ইস্রায়েলের সন্তানদের নিকটে প্রত্যাগমন করিবে। ৪ তিনি দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের শক্তিতে, অর্থাৎ আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামের প্রভাবে আপন পাল চরাইবেন, ও তাহারা সুখে বাস করিবে, কেননা তৎকালে তাঁহার মহত্ত্ব পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিবে।

৫ আর তিনিই সন্ধি হইবেন; অশূরীয় লোক আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের অট্টালিকাতে পদার্পণ করিলে আমরা তাহাদের বিপক্ষে সাত জন রক্ষক ও আট জন নরপতি উত্থাপন করিব। ৬ এবং তাহারা খড়্গদ্বারা অশূরীয় দেশে এবং নিম্রোদের দেশের প্রবেশস্থানে কর্ত্তৃত্ব করিবে; অশূরীয় লোক আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের সীমাতে পদার্পণ করিলে তিনি এই রূপে তাহাদের হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ৭ এবং যাকুবের অবশিষ্ট লোকেরা অনেক দেশীয়দের মধ্যে পরমেশ্বরের নিকটহইতে আগত শিশিরস্বরূপ, এবং তৃণের উপরে বর্ষিত যে মেঘের জল মনুষ্যের জন্যে বিলম্ব করে না ও মনুষ্যসন্তানদের অপেক্ষা করে না, তাহার ন্যায় হইবে। ৮ যাকুবের অবশিষ্ট লোকেরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে বনপশুদের মধ্যবর্ত্তি সিংহস্বরূপ, এবং যে যুব সিংহ মেষপালের মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র দলাইয়া ফেলে ও বিদীর্ণ করে, কাহাকে কিছুই রক্ষা করিতে দেয় না, তাহার ন্যায় হইবে। ৯ (হে যাকুব বংশ,) তোমার শত্রুগণের উপরে তোমার হস্ত উন্নত হইবে, ও তোমার তাবৎ শত্রু উচ্ছিন্ন হইবে।

১০ পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে আমি তোমার মধ্যহইতে তোমার অশ্বগণকে উচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার রথ নষ্ট করিব। ১১ ও তোমার দেশের (দৃঢ়) নগর সকল উচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার দুর্গ সকল ভগ্ন করিব। ১২ এবং তোমার হস্তের মধ্যহইতে মায়াবিদ্যা দূর করিব; গণক লোকেরা তোমার মধ্যে আর থাকিবে না। ১৩ আমি তোমার মধ্যহইতে তোমার খোদিত বিগ্রহ ও তোমার স্তম্ভপ্রতিমা সকল দূর করিব, তাহাতে তুমি আপন হস্তকৃত বস্তুর ভজনা আর করিবা না। ১৪ আমি তোমার মধ্যহইতে তোমার চৈত্যবৃক্ষ উৎপাটন করিব, ও তোমার (দৃঢ়) নগর সকল উচ্ছিন্ন করিব। ১৫ এবং আমি ক্রোধে ও প্রচণ্ডতাতে অনাজ্ঞাবহ ভিন্নজাতীয়দের সমুচিত দণ্ড করিব।

৬ অধ্যায়।

অকৃতজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা ও অন্যায় ও দেবপূজা প্রযুক্ত লোকদের সহিত ঈশ্বরের বাদানুবাদ।

১ সম্প্রতি তোমরা পরমেশ্বরের এই বাক্য শুন; তুমি উঠিয়া পর্ব্বতগণের সম্মুখে বিবাদ কর, এবং উপপর্ব্বতগণ তোমার রব শুনুক। ২ হে পর্ব্বতগণ, হে পৃথিবীর অচল ভিত্তিমূল সকল, তোমরা পরমেশ্বরের বিবাদ শুন; কেননা আপন প্রজাগণের সহিত পরমেশ্বরের বাদানুবাদ হই-

তেছে, তিনি ইস্রায়েলের সহিত বিবাদ করিতেছেন। [৩] "হে আমার প্রজাগণ, আমি তোমার কি করিলাম? ও কিসে তোমাকে ভারগ্রস্ত করিলাম? আমার প্রতিকূলে তাহার সাক্ষ্য দেও। [৪] আমি তোমাকে মিসরদেশহইতে আনিয়াছি, ও দাসত্বাগারহইতে মুক্ত করিয়াছি, এবং তোমার অগ্রে মূসাকে ও হারোণকে ও মরিয়মকে পাঠাইয়াছি। [৫] হে আমার প্রজাগণ, মোয়াবের রাজা বালাক্ যে মন্ত্রণা করিয়াছিল, ও বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্ তাহাকে যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা এবং শিটীমহইতে গিল্গল পর্য্যন্ত (তোমাদের গমন) স্মরণ কর; তাহা করিলে পরমেশ্বরের ধর্ম্মকর্ম্ম জানিতে পারিবা।"

[৬] "আমি কি লইয়া পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিব ও সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরকে প্রণাম করিব? আমি হোমবলিরূপে কি একবর্ষীয় বৎসদিগকে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব? [৭] সহস্র২ মেষে ও অযুত২ তৈলনদীতে পরমেশ্বর কি প্রসন্ন হইবেন? আমি আপন অধর্ম্মের নিমিত্তে কি আপনার প্রথমজাত পুত্রকে দিব? ও আমার মনের পাপ প্রযুক্ত কি শরীরের ফল দান করিব?"

[৮] হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন; পরমেশ্বর তোমার নিকটে যাথার্থ্য পালন ও দয়াতে অনুরাগ ও নম্র ভাবে আপন ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে আর কি চাহেন?

[৯] ঐ পরমেশ্বরের রব, তিনি নগরকে আহ্বান করেন; তাঁহার নামের যে ভীতি সেই কুশল; তোমরা দণ্ড ও তন্নিরূপকের কথা মান। [১০] দুষ্টের গৃহে কি এখনো দুষ্টতাদ্বারা সঞ্চিত ধন ও লঘু ঐফারূপ ঘৃণাস্পদ আছে? [১১] দুষ্টতার নিক্তিতে ও প্রতারণার বাটখারাতে আমি কি পবিত্ররূপে মান্য হইব? [১২] নগরের ধনবান লোকেরা দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ আছে, ও তন্নিবাসিগণ মিথ্যাকথা কহে, ও তাহাদের মুখে প্রবঞ্চক জিহ্বা আছে। [১৩] অতএব আমিও সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিয়া তোমার পাপ প্রযুক্ত তোমাকে নষ্ট করিব। [১৪] তুমি ভোজন করিবা, তথাপি তৃপ্ত হইবা না, কিন্তু উদরে ক্ষুধা থাকিবে; এবং স্থানান্তর করিবা, কিন্তু কিছু উদ্ধার করিতে পারিবা না; যাহা উদ্ধার করিবা, তাহা আমি খড়্গের ধারে সমর্পণ করিব। [১৫] বীজ বুনিয়াও তুমি শস্য কাটিতে পাইবা না, এবং জিতফল মর্দ্দন করিয়াও গাত্রে তৈল লেপন করিতে পাইবা না, এবং দ্রাক্ষা নিষ্পীড়ন করিয়াও দ্রাক্ষারস পান করিতে পাইবা না। [১৬] আমি যেন তোমাকে উচ্ছিন্ন করি, ও তোমার নিবাসিদিগকে নিন্দাস্পদ করি, ও তোমরা যেন আমার লোকদের অপমানে অপমানিত হও, এই জন্যে অম্রির বিধি ও আহাব্ বংশের ক্রিয়া সকল পালন করিতেছ, ও তাহাদের পরামর্শানুসারে আচরণ করিতেছ।

৭ অধ্যায়।

১ লোকদের দুষ্টতা বিষয়ে মণ্ডলীর বিলাপ, ৫ ও মানুষে নয় কিন্তু ঈশ্বরে মণ্ডলীর আশ্রয়, ৭ ও শত্রুর পরাজয়, ১১ ও মণ্ডলীর প্রতি শান্তির কথা।

[১] হায়২, আমি ফলপাড়নের পরে কিম্বা দ্রাক্ষাচয়নের পরে চয়নকারিদের ন্যায় হইয়াছি; ভোজনের যোগ্য একটি দ্রাক্ষাগুচ্ছ নাই, এবং আমার প্রাণের অভিলষিত একটি প্রথমকালীয় ডুম্বুরফলও নাই। [২] দেশের মধ্যহইতে সাধু লোক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং মনুষ্যদের মধ্যে সরলাচারী কেহ নাই; সকলেই রক্তপাত করণার্থে ঘাঁটি বসায়; প্রত্যেক জন আপন২ ভ্রাতাকে জালে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। [৩] দুষ্কর্ম্ম বিলক্ষণরূপে সাধন করিতে তাহাদের উভয় হস্ত ব্যস্ত আছে; অধ্যক্ষ অর্থ চাহে, এবং বিচারকর্ত্তার মূল্য আছে; বড় মানুষ আপনার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করিলে তাহারা অসরল বিচার করে। [৪] তাহাদের মধ্যে যে জন সর্ব্বোত্তম, সে শ্যাকুলের ন্যায়; ও যে জন সরল, সে কণ্টকময় বেড়াস্বরূপ; তোমার প্রহরিগণের দিন অর্থাৎ তোমার দণ্ডের দিন আসিতেছে; তখন সকলের ব্যাকুলতা হইবে।

[৫] তোমরা বন্ধুতে প্রত্যয় করিও না, এবং মিত্রেতেও বিশ্বাস করিও না, এবং তোমার বক্ষঃস্থলে শয়নকারিণী স্ত্রীর কাছেও আপন মুখের কবাট খুলিও না। [৬] কেননা পুত্র আপন পিতার অপমান করে, ও কন্যা আপন মাতার, ও পুত্রবধূ আপন শ্বশ্রূর প্রতি বিপক্ষতা করে, এবং আপন২ পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হয়।

[৭] "আমি পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিব, ও আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের অপেক্ষা করিব; আমার ঈশ্বর আমার কথা শুনিবেন। [৮] হে আমার বৈরিণি, আমার প্রতিকূলে আনন্দ করিও না; কেননা পতিত হইলেও আমি উঠিব, ও অন্ধকারে বসিলেও পরমেশ্বর আমার আলোকস্বরূপ হইবেন। [৯] আমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, এই জন্যে তাঁহার ক্রোধ সহ্য করিব; অবশেষে তিনি আমার পক্ষবাদী হইয়া আমার বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং আমাকে মুক্ত করিয়া আলোতে আনিবেন, আর আমি তাঁহার যথার্থতা দর্শন করিব। [১০] তাহা দেখিয়া আমার বৈরিণী লজ্জাতে আচ্ছন্না হইবে;

এবং তোমার প্রভু পরমেশ্বর কোথায়? ইহা যে জন আমাকে বলিত, তাহার দণ্ড আমি স্বচক্ষে দর্শন করিব; তখন সে পথস্থিত কর্দ্দমের ন্যায় পদতলে দলিতা হইবে।"

[১১] 'তোমার প্রাচীর গাঁথনের যে দিন আসিতেছে, সেই দিনে (আমার) রাজাজ্ঞা দূরে প্রচারিত হইবে। [১২] সেই দিনে লোকেরা অশূরহইতে ও মিসরের নগরহইতে তোমার নিকটে আসিবে, এবং মিসর ও ফরাৎ নদীহইতে, ও তাবৎ সমদ্রহইতে ও তাবৎ পর্ব্বতহইতে আসিবে। [১৩] দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে, তাহা তন্নিবাসিদের দোষ ও ক্রিয়ার ফল।'

[১৪] "তুমি আপন প্রজাগণকে অর্থাৎ পৃথক্ বাসকারি আপনার অধিকারস্বরূপ পালকে আপন পাঁচনিদ্বারা কর্ম্মিলের মধ্যস্থিত অরণ্যে চরাও; তাহারা পূর্ব্বে যেমন চরিত, তদ্রূপ এখনো বাশনে ও গিলিয়দে চরুক।"

[১৫] 'মিসরহইতে তোমার নির্গমন দিনের ন্যায় আমি তোমাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইব।'

[১৬] অন্যজাতীয় লোকেরা তাহা দেখিয়া আপন২ পরাক্রম বিষয়ে লজ্জিত হইবে; তাহারা মুখে হস্ত দিবে, ও তাহাদের কর্ণ শ্রবণশক্তিহীন হইবে। [১৭] তাহারা সর্পবৎ ধূলা চাটিবে, ও কাঁপিতে২ ভূমিস্থ কিঞ্চুলিকার ন্যায় আপন২ গোপনীয় স্থানহইতে বহির্গমন করিবে, তাহারা থরথর করিয়া আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে, ও তাঁহাকে ভয় করিবে।

[১৮] আপনকার তুল্য ঈশ্বর কোথায়? আপনি অপরাধ ক্ষমা করেন, ও আপন অধিকারের অবশিষ্ট লোকদের অধর্ম্ম মার্জনা করেন, এবং দয়াতে অনুরাগ করাতে নিত্য ক্রোধ রাখেন না। [১৯] আপনি পুনঃ২ আমাদের প্রতি কৃপা করেন ও আমাদের অপরাধ দূর করেন। তুমি আপন লোকদের তাবৎ পাপ সমুদ্রের গভীর স্থানে নিক্ষেপ করিবা। [২০] এবং পূর্ব্বকালাবধি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে শপথ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তদনুসারে যাকুবের প্রতি সত্যতা ও ইব্রাহীমের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবা।

নহূমের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের মহিমার বর্ণনা, ৯ ও আপন লোকদের প্রতি দয়া ও শত্রুদের প্রতি দণ্ড।

[১] নিনিবীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাক্য বিষয়ক ইল্কোশীয় নহূমের দর্শনপুস্তক।

[২] পরমেশ্বর স্বগৌরবরক্ষক ও প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, পরমেশ্বর প্রতিফলদাতা ও ক্রোধকারী; পরমেশ্বর আপন বিপক্ষগণকে প্রতিফল দেন, ও শত্রুদের জন্যে ক্রোধ সঞ্চয় করেন। [৩] পরমেশ্বর ক্রোধেতে ধীর ও পরাক্রমে মহান, তিনি দোষিকে নির্দ্দোষ করেন না; ঘূর্ণবায়ু ও ঝড় পরমেশ্বরের পথ, এবং মেঘ তাঁহার পদধূলাস্বরূপ। [৪] তিনি সমুদ্রকে ধমকাইয়া শুষ্ক করেন, ও তাবৎ নদীকে নির্জ্জল করেন, তাহাতে বাশন্ ও কর্ম্মিল ম্লান হয়, ও লিবানোনের পুষ্প ম্লান হয়। [৫] এবং তাঁহাহইতে পর্ব্বতগণ কম্পিত হয়, ও উপপর্ব্বতগণ গলিয়া যায়, এবং তাঁহার সাক্ষাৎহইতে পৃথিবী ও জগৎ ও তন্নিবাসি সকল উড়িয়া যায়। [৬] তাঁহার ক্রোধের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? ও তাঁহার কোপের জ্বালাতে কে তিষ্টিতে পারে? তাঁহার ক্রোধ অগ্নিস্রোতঃস্বরূপ, এবং তাঁহাদ্বারা শৈলগণ উৎপাটিত হয়। [৭] পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা, এবং বিপদসময়ে তিনি আশ্রয়স্বরূপ; তিনি আপনার শরণাগতদিগকে জ্ঞাত আছেন। [৮] কিন্তু তিনি প্লাবনকারি বন্যাদ্বারা (নিনিবীর) স্থান লুপ্ত করিবেন, এবং অন্ধকার তাঁহার শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইবে।

[৯] তোমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে কি কল্পনা করিতেছ? তিনি তোমাদিগকে লোপ করিবেন, তোমাদের বিপদ দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইবে না। [১০] কেননা পাকস্থালীতে সংলগ্ন ও মদ্যপানে মত্ত এই লোকেরা শুষ্ক নাড়ার ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হইবে। [১১] (হে নিনিবি,) তোমার মধ্যহইতে পরমেশ্বরের প্রতিকূলে কল্পনাকারি এক দুষ্ট মন্ত্রী উৎপন্ন হইল। [১২] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তাহারা সতেজ ও বহুসংখ্যক হইলেও (তৃণের ন্যায়) ছিন্ন হইবে, কেহ থাকিবে

না। (হে যিহূদা,) আমি তোমাকে এক বার দুঃখ দিয়াছি, দ্বিতীয় বার দিব না। ১৩ আমি এই ক্ষণে তোমার স্কন্ধস্থিত তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিব ও তোমার বন্ধন ছেদন করিব। ১৪ হে শত্রো,) তোমার বিষয়ে পরমেশ্বর এই আজ্ঞা দিলেন, তোমার নামরূপ বীজ আর উপ্ত হইবে না, এবং তোমার দেবমন্দিরহইতে আমি খোদিত ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমাকে দূর করিব, ও তোমার কবর প্রস্তুত করিব, কেননা তুমি অধম। ১৫ যে জন সুসমাচার আনয়ন করে ও সন্ধি জ্ঞাপন করে, পর্ব্বতের উপরে তাহার চরণ দেখ; হে যিহূদা, তুমি আপন উৎসব পালন কর, ও আপন মানত পূর্ণ কর, কেননা নারকি লোক তোমার নিকট দিয়া আর যাইবে না; সে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন হইবে।

২ অধ্যায়।

নিনিবী জয়কারি সৈন্যের বর্ণনা।

১ ভগ্নকারী তোমার বিরুদ্ধে আসিতেছে, অতএব দুর্গ রক্ষা কর, ও পথ রক্ষা কর, ও কটিদেশ দৃঢ় করিয়া অতিশয় বলবান হও। ২ কেননা শূন্যকারিরা যাহাদিগকে শূন্য করিয়াছে, ও যাহাদের দ্রাক্ষালতা বিনষ্ট করিয়াছে, সেই ইস্রায়েলের শোভাকে ও সেই যাকূবের শোভাকে পরমেশ্বর পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবেন। ৩ তাঁহার বীরগণের ঢাল রক্তবর্ণ, ও পরাক্রমি লোকদের বস্ত্র লোহিতবর্ণ হইবে, ও তাঁহার আয়োজন দিনে রথ সকল অস্ত্রেতে উজ্জ্বল ও বড়শা চালিত হইবে। ৪ রথ সকল পথে গমনাগমন করিবে ও চকে পরস্পর আঘাত করিবে, ও দীপের ন্যায় দেখাইবে ও বিদ্যুতের ন্যায় ধাবমান হইবে। ৫ (রাজা) আপন বীরদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা গমনে স্খলিত হইবে; তাহাতে প্রাচীরের নিকটে দৌড়াদৌড়ি হইবে, ও অবরোধযন্ত্র স্থাপন করা যাইবে। ৬ এবং নদীদ্বার মুক্ত হইবে, ও রাজধানী বিনষ্ট হইবে। ৭ ইহা নিরূপিত আছে; (নিনিবী) বিবস্ত্রা হইয়া অন্য দেশে নীতা হইবে, ও তাহার দাসীগণ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া কপোতের ন্যায় শব্দ করিবে। ৮ নিনিবী পূর্ব্বাবধি সজল পুষ্করিণীর ন্যায় পূর্ণ আছে, তথাপি লোকেরা পলায়ন করিবে, এবং থাক২ ইহা কহিলেও কেহ পশ্চাৎ দেখিবে না। ৯ তোমরা রূপ্য লুট কর, ও স্বর্ণ লুট কর; কেননা তাহার অশেষ ধন ও নানা প্রকার উত্তম পাত্রের ঐশ্বর্য্য আছে। ১০ সে শূন্য ও দীনহীন ও শুষ্ক হইবে, ও লোকদের হৃদয় গলিয়া যাইবে, ও জানু কম্পবান হইবে, ও সকলের কটিদেশে বেদনা হইবে, ও তাবতের মুখ কালিমাযুক্ত হইবে। ১১ সিংহগণের নিবাস কোথায়? ও যুবসিংহদের চরণস্থান কোথায়? অর্থাৎ যে স্থানে সিংহ ও সিংহী ও সিংহশাবক ভ্রমণ করিত, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইত না, সে স্থান কোথায়? ১২ সিংহ আপন শাবকদের জন্যে অনেক পশু বিদীর্ণ করিত, ও আপন সিংহীর নিমিত্তে অনেককে গলাটিপিয়া মারিত, ও আপন গহ্বর হত পশুতে, ও আপন বাসস্থান বিদীর্ণ পশুতে পরিপূর্ণ করিত। ১৩ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, (হে নিনিবি,) দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ হইয়া ধূমযুক্ত অগ্নিতে তোমার তাবৎ রথ দগ্ধ করিব, ও খড়্গদ্বারা তোমার যুবসিংহদিগকে ছেদন করিব, ও পৃথিবীহইতে তোমার লুটকর্ম্ম লোপ করিব; তোমার দূতগণের রব আর শুনা যাইবে না।

৩ অধ্যায়।

নিনিবীর বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ মিথ্যাকথাতে ও অপহৃত দ্রব্যে পরিপূর্ণ যে নগর লুট ছাড়ে না, সেই রক্তপাতি নগরের সন্তাপ হইবে। ২ ঐ দেখ, কশাঘাতের ও ঘূর্ণায়মান চক্রের শব্দ ও লম্ফমান অশ্বগণ ও দ্রুতগামি রথ। ৩ এবং উৎপ্লবকারি যুদ্ধাশ্ব ও চাকচক্যমান খড়্গ ও বজ্রতুল্য বড়শা ও হত লোকের মহাসংখ্যা ও মৃত দেহগণের ঢিবি; শবের গণনা করা যায় না, এবং শবের উপরে লোক স্খলিত হয়। ৪ যে সুন্দরী ও মায়াবী বেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়াতে জাতিদিগকে ও আপন মায়াতে বংশদিগকে বিক্রয় করিত, তাহার অনেক ব্যভিচারক্রিয়া প্রযুক্ত ইহা ঘটিবে। ৫ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ হইব; আমি তোমার মুখের উপরে তোমার বস্ত্রের অঞ্চল টানিয়া সর্ব্বজাতীয়দিগকে তোমার উলঙ্গতা ও নানা রাজ্যের লোকদিগকে তোমার লজ্জার স্থান দেখাইব। ৬ এবং তোমার উপরে ঘৃণার্হ মল নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে অধমা করিব ও কৌতুকাস্পদ করিব। ৭ তাহাতে যে কেহ তোমাকে দেখিবে, সে পলায়ন করিয়া কহিবে, নিনিবী নষ্টা হইল, তাহার বিষয়ে কে বিলাপ করিবে? আমি কোথায় গিয়া তোমার নিমিত্তে সান্ত্বনাকারির অন্বেষণ করিব? ৮ নোআমোন্ নগরহইতে তুমি কি শ্রেষ্ঠ? সে নদীগণের মধ্যে স্থিত ও চতুর্দ্দিগে জলেতে বেষ্টিত ছিল; জলনিধি তাহার গড়, ও সমুদ্র তাহার প্রাচীর ছিল। ৯ কূশীয় ও অসংখ্য মিস্রীয় লোক তাহার বলস্বরূপ, এবং পূটীয় ও লূবীয় লোক তাহার সহকারী ছিল; ১০ তথাপি সে স্থানচ্যুত হইল, ও বন্দী হইয়া দেশান্তরে গেল, ও

তাহার শিশুগণ পথের মস্তকে আছাড়ে খণ্ড২ হইল; এবং শত্রুরা তাহার আদরণীয় লোকের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিল, ও তাহার ভাগ্যবানেরা শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইল। [১১] তুমিও মত্ত হইয়া গুপ্ত হইবা, ও শত্রুভয় প্রযুক্ত আশ্রয় চেষ্টা করিবা। [১২] তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল প্রথমপক্ব ফলবিশিষ্ট ডুম্বুরবৃক্ষের ন্যায় হইবে; সে কম্পিত হইলে ভক্ষকের মুখে তাহার ফল পতিত হইবে। [১৩] দেখ, তোমার মধ্যস্থিত লোকেরা স্ত্রীগণের ন্যায় হইবে, এবং তোমার দেশের দ্বার শত্রুগণের সম্মুখে মুক্ত হইবে, ও অগ্নি তোমার হুড়কা ভক্ষণ করিবে। [১৪] তুমি অবরোধ সময়ের জন্যে জল তোল, ও তোমার দুর্গ সকল দৃঢ় কর, ও কর্দ্দমে নামিয়া গারা ছান, ও পাজা সকল প্রস্তুত কর। [১৫] সেখানে অগ্নি তোমাকে গ্রাস করিবে, ও খড়্গ তোমাকে ছেদন করিবে, ও পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের ন্যায় তোমাকে ভক্ষণ করিবে; যদ্যপি তুমি পঙ্গপালের ন্যায় আপনাকে বহুসংখ্যক কর, ও শলভের ন্যায় আপন বংশ বৃদ্ধি কর, [১৬] ও আকাশের তারা-হইতেও আপন বণিক্‌দের বাহুল্য কর, তথাপি সেই পঙ্গপালেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে। [১৭] তোমার মুকুটধারিগণ ফড়িঙ্গের তুল্য, ও তোমার সেনাপতিরা মহাপঙ্গপালের তুল্য; তাহারা শীতের দিনে বেড়াতে আশ্রয় লয়, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে উড়িয়া যায়; কোথায় গেল, তাহা জানা যায় না। [১৮] হে অশূরীয় রাজন্, তোমার রক্ষকেরা মহানিদ্রিত হইবে, ও তোমার প্রধানেরা (মৃত্যুর আলয়ে) বাস করিবে, ও তোমার প্রজারা পর্ব্বতের উপরে ছিন্নভিন্ন হইবে, কেহ তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবে না। [১৯] তোমার আঘাত অপ্রতিকার্য্য, ও তোমার ক্ষত সাংঘাতিক; যাহারা তোমার বার্ত্তা শুনিবে, তাহারা তোমার প্রতি হাততালী দিবে, কেননা তুমি নিত্য২ কাহার প্রতি দৌরাত্ম্য না করিয়াছ?

হবক্কূকের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ লোকদের পাপ নির্ণয়, ৫ ও তাহাদের দণ্ড, ১২ ও দুষ্ট লোকদ্বারা সেই দণ্ড দেওনের কথা।

[১] হবক্কূক ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য।

[২] হে পরমেশ্বর, আমি কাতরোক্তি করিব, তথাপি তুমি শুনিবা না, এমত কত কাল হইবে? ও তোমার কাছে দৌরাত্ম্যের বিষয়ে আর্ত্তস্বর করিব, তথাপি তুমি তাহাহইতে উদ্ধার করিবা না, এমত কত কাল হইবে? [৩] তুমি কেন আমাকে অধর্ম্ম দেখাইতেছ, ও উপদ্রবের প্রতি উপেক্ষা করিতেছ? আমার সম্মুখে লুট ও দৌরাত্ম্য আছে, এবং বিবাদ ও কলহ বর্দ্ধিষ্ণু হয়। [৪] তাহাতে ব্যবস্থা নিস্তেজ হয়, ও বিচার উপযুক্তরূপে নিষ্পন্ন হয় না; দুষ্ট লোকেরা ধার্ম্মিকদিগকে বেষ্টন করে, এই জন্যে বিচার অযথার্থ হয়।

[৫] "অন্যজাতীয়দের মধ্যে চক্ষু মেলিয়া দেখ, এবং চমৎকার জ্ঞান করিয়া হতবুদ্ধি হও; যেহেতুক আমি তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে এমন কর্ম্ম করিব, যে তাহার বিবরণ কেহ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলেও প্রত্যয় করিবা না। [৬] দেখ, আমি কস্দীয়দিগকে উঠাইব; তাহারা নিষ্ঠুর ও বেগযুক্ত জাতি, এবং পরের বাসস্থান অধিকার করণার্থে পৃথিবীর প্রশস্ত দেশ ভ্রমণ করে। [৭] তাহারা ত্রাসজনক ও ভয়ানক এবং আপনারা আপনাদের রাজনীতির ও উন্নতির কর্ত্তা। [৮] তাহাদের অশ্বগণ চিতাব্যাঘ্রহইতেও দ্রুতগামী, ও সায়ংকালীয় কেন্দুয়াহইতেও সাহসী; তাহাদের অশ্বারূঢ়গণ অহঙ্কারী ও দূরহইতে আগত, এবং ভক্ষণার্থে উড্ডীয়মান দ্রুতগামি উৎক্রোশ পক্ষির তুল্য। [৯] তাহারা সকলে দৌরাত্ম্য করিতে উপস্থিত হয়, ও তাহাদের মুখের লোভদৃষ্টি অগ্রবর্ত্তি স্থানের প্রতি পড়ে; তাহারা বালুকার ন্যায় বন্দিগণকে একত্র করে, [১০] এবং রাজগণকে নিন্দা ও অধ্যক্ষগণকে পরিহাস করে, এবং দৃঢ় দুর্গকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ও জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া তাহা হস্তগত করে। [১১] এই রূপে প্রচণ্ড বায়ুস্বরূপ হইয়া

চলিয়া যায় এবং অপরাধী হয়, যেহেতুক নিজ শক্তি তাহাদের দেবতা।”

[১২] হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি কি পূর্ব্বকালাবধি আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর নহ? আমরা বিনষ্ট হইব না; হে পরমেশ্বর, তুমি দণ্ডদানার্থে তাহাদিগকে নিরূপণ করিয়াছ; ও হে অচল, তুমি শাস্তি করণার্থে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়াছ। [১৩] তুমি এমন নির্ম্মলচক্ষু যে দুষ্কর্ম্ম দেখিতে পার না, এবং দৌরাত্ম্যের প্রতি উপেক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়; তবে প্রতারকদের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত কর? এবং দুষ্ট যখন আপনার অপেক্ষা ধার্ম্মিক লোককে গ্রাস করে, তখন কেন নীরব থাক? [১৪] মনুষ্যদিগকে কেন সমুদ্রের মৎস্য ও অস্বামিক কীটের তুল্য কর? [১৫] দুষ্ট লোক বড়শিতে সকলকে তোলে ও নিজ জালের মধ্যে টানে, ও খালুইতে একত্র করে, এই জন্যে আনন্দিত ও আহ্লাদিত হয়। [১৬] সে আপন জালের উদ্দেশে যজ্ঞকর্ম্ম করে, ও আপন খালুইর উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়, কেননা তাহাদ্বারা সে যথেষ্ট সুখভোগ ও উপাদেয় খাদ্য পায়। [১৭] এমন হইলেও সে কি আপন জালের মধ্যহইতে সর্ব্বদা মৎস্য বাহির করিবে? জাতিদের বধহইতে কি কখনো ক্ষান্ত হইবে না?

২ অধ্যায়।

১ ভাবি ঘটনা দর্শনার্থে প্রত্যয়দ্বারা অপেক্ষা করণের আবশ্যকতা, ৫ ও লাভ চেষ্টা করণ প্রযুক্ত কল্দীয়দের দণ্ড, ৯ ও লোভের জন্যে তাহাদের দণ্ড, ১২ ও নিষ্ঠুরতার জন্যে তাহাদের দণ্ড, ১৫ ও তাহাদের মত্ততার জন্যে দণ্ড, ১৮ ও দেবপূজার জন্যে দণ্ড।

[১] আমি আপন প্রহরিস্থানে দাঁড়াইব, ও দুর্গের উপরে বসিব; আমার কাতরোক্তি বিষয়ে তিনি আমার মনকে কি কহিবেন, ও আমি কি উত্তর দিব, তাহা সচেতন হইয়া বুঝিব। [২] তাহাতে পরমেশ্বর উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এই দর্শনের কথা লেখ, বরং (প্রস্তরময়) পত্রে এমত সুস্পষ্টরূপে খুদ, যে লোক দৌড়িবার সময়েও পাঠ করিতে পারে। [৩] কেননা এই দর্শন নিরূপিত ভাবিকাল বিষয়ক, তথাপি পরিণামের আকাঙ্ক্ষা করে, মিথ্যা হইবে না; তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপেক্ষা কর, কেননা তাহা অবশ্য উপস্থিত হইবে, অবিদ্যমান থাকিবে না। [৪] দেখ, অহঙ্কারি লোকের অন্তঃকরণ সরল নয়, কিন্তু পুণ্যবান আপন বিশ্বাসদ্বারা বাঁচিবে।

[৫] মোহজনক মদে বীর অভিমানী হইয়া গৃহে বিশ্রাম পায় না, বরঞ্চ পরলোকের ন্যায় বিস্তর স্পৃহা করে, ও মৃত্যুর ন্যায় কখনো তৃপ্ত হয় না, কিন্তু তাবজ্জাতীয় লোককে আপনার নিকটে একত্র করে, ও তাবদ্দেশীয়দিগকে আপনার কাছে সংগ্রহ করে। [৬] অতএব এই সকল লোক তাহার প্রতিকূলে কি দৃষ্টান্তকথা কহিবে না? এবং তাহার বিষয়ে কি এমন বিদ্রূপের গীত রচনা করিবে না? যথা, “যে জন পরধনে অশেষরূপে বর্দ্ধিষ্ণু হয়, ও বন্ধক দ্রব্যের বাহুল্যে গুরুতর হয়, তাহার সন্তাপ হইবে। [৭] তোমার কঠিন মহাজনেরা কি শীঘ্র উঠিবে না? ও তোমাকে ক্লেশদায়ি লোকেরা কি শীঘ্র জাগ্রৎ হইবে না? এবং তুমি কি তাহাদের লুটিত বস্তু হইবা না? [৮] তুমি অনেক জাতীয় লোকদের সর্ব্বস্ব লুট করিয়াছ; অতএব মনুষ্যদের রক্তপাত এবং দেশ ও নগর ও তন্নিবাসিদের প্রতি দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত নানা দেশের অবশিষ্ট লোকেরা তোমার সর্ব্বস্বও লুট করিবে।

[৯] “যে জন উচ্চে বাসা করিতে ও বিপদহইতে উদ্ধার পাইতে আপন বাটীর নিমিত্তে দুষ্টতার লভ্য সংগ্রহ করে, তাহার সন্তাপ হইবে। [১০] তুমি অনেক দেশীয় লোককে নষ্ট করিবার পরামর্শদ্বারা আপন বাটীর লজ্জাজনক পরামর্শ করিয়াছ, ও আপন প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ। [১১] কেননা ভিত্তির মধ্যস্থিত প্রস্তর আর্ত্তস্বর করে, ও কাষ্ঠের মধ্যস্থিত বাতা চীৎকার করে।

[১২] “যে জন রক্তপাতদ্বারা পুরী নির্ম্মাণ করে, ও অধর্ম্মদ্বারা নগর স্থাপন করে, তাহার সন্তাপ হইবে। [১৩] দেখ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে কি এমন ঘটিবে না, যে লোকসমূহের পরিশ্রম অগ্নির নিমিত্তে হইবে, ও জাতিগণের শ্রান্তি বৃথা হইবে? [১৪] কারণ সমুদ্র যেমন জলেতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ পৃথিবী পরমেশ্বরের মহিমাবিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে।

“যে জন আপন প্রতিবাসির উলঙ্গতা দেখিবার জন্যে তাহাকে পান করায়, ও কুপাহইতে সুরা ঢালিয়া তাহাকে মত্ত করে, তাহার সন্তাপ হইবে। [১৬] সম্মানের পরে তুমি ভারি অপমান ভোগ করিবা, তৎকালে তুমিও পান করিয়া উলঙ্গ হইবা; পরমেশ্বরের দক্ষিণ হস্তে স্থিত পানপাত্র তোমার প্র[illegible] আসিবে, ও তোমার গৌরবের বস্তুর উপরে ঘৃণাদায়ক বমন হইবে। [১৭] কেননা মনুষ্যদের রক্তপাত এবং দেশ ও নগর ও তন্নিবাসিদের প্রতি দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত লিবানোনের প্রতি তোমার দৌরাত্ম্য ও পশুগণের ভয়ানক হত্যা তোমাকে লজ্জাতে আচ্ছন্ন করিবে।”

[18] খোদিত প্রতিমাতে কি লাভ যে তাহার নির্ম্মাণকর্ত্তা তাহা খোদন করে? এবং ছাঁচে ঢালা প্রতিমাতে ও মিথ্যাকথার শিক্ষকেতে বা কি লাভ যে নির্ম্মাণকর্ত্তা আপনার নির্ম্মিত বস্তুতে বিশ্বাস করিয়া বোবা প্রতিমা নির্ম্মাণ করে? [19] 'তুমি জাগ্রৎ হও,' এই কথা যাহারা কাষ্ঠকে কহে, ও 'তুমি উঠ,' এই কথা যাহারা বাক্হীন প্রস্তরকে কহে, তাহাদের সন্তাপ হইবে। সে কি উপদেশ দিতে পারে? দেখ, সে সুবর্ণ ও রূপাতে মণ্ডিত হইলেও তাহার অন্তরে কিছুমাত্র প্রাণবায়ু নাই। [20] কিন্তু পরমেশ্বর আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন; তাঁহার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব হইয়া থাকুক।

৩ অধ্যায়।

আপন লোকদের প্রতি ঈশ্বরের পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহের কর্ম্ম ও তাঁহার প্রতি ভবিষ্যদ্বক্তার বিশ্বাস।

[1] ব্যাকুলতাসূচক স্বরে হবক্কূক্ ভবিষ্যদ্বক্তার প্রার্থনা।

[2] হে পরমেশ্বর, আমি তোমার বার্ত্তা শুনিয়া ভীত হইলাম; হে পরমেশ্বর, বৎসরদিগের মধ্যে আপন কর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত কর, ও বৎসরদিগের মধ্যে তাহা প্রকাশ কর; ক্রোধের সময়ে কৃপা স্মরণ কর।

[3] ঈশ্বর তৈমন্‌হইতে আসিতেছেন, ও ধর্ম্মময় (পরমেশ্বর) পারণ্ পর্ব্বতহইতে আগমন করিতেছেন। সেলা। তাঁহার তেজেতে আকাশ ব্যাপ্ত হয়, ও তাঁহার কীর্ত্তিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়; [4] এবং প্রভাকরের তুল্য তেজ দৃশ্য হয়, ও তাঁহার হস্তহইতে অংশুজাল নির্গত হয়, তাহাই তাঁহার পরাক্রমের আবরণ। [5] এবং তাঁহার অগ্রে২ মহামারী চলে, ও তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া ব্যাধি গমন করে। [6] তিনি দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে মাপ করেন, ও নিরীক্ষণ করিয়া জাতিগণকে কম্পবান করেন; চিরন্তন পর্ব্বত সকল খণ্ডবিখণ্ড হয়, ও অনাদিকালের উপপর্ব্বতগণ নত হয়; অনাদিকালাবধি এই তাঁহার পথ। [7] আমার দৃষ্টিগোচরে কূশনের তাম্বু দুঃখগ্রস্ত ও মিদিয়নের যবনিকা কম্পান্বিত হইতেছে। [8] হে পরমেশ্বর, তুমি কি নদীগণের প্রতি বিরক্ত হইলা? তোমার ক্রোধ কি নদীগণের উপরেও বর্ত্তিল? এবং সমুদ্রের প্রতিও কি তোমার ক্রোধ হইল, যে তুমি আপন অশ্বগণে ও ত্রাণরথে আরোহণ করিয়াছ? [9] তোমার ধনুক অনাবৃত, ও তোমার অভিশাপ বাক্যময় দণ্ড। সেলা। তুমি নদীদ্বারা দেশকে বিদীর্ণ করিতেছ। [10] তোমার দর্শনে পর্ব্বতগণ কম্পান্বিত হয়, ও জলধারা আপ্লাবক বন্যা হয়, এবং গভীর সমুদ্র উচ্চ তরঙ্গ করিয়া গর্জ্জন করে। [11] চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব২ বাসস্থানে বিলম্ব করে, কারণ তোমার দ্রুতগামি বাণের দীপ্তি ও তোমার বজ্ররূপ বড়শার তেজ (ভয় জন্মায়।) [12] তুমি ক্রোধেতে পৃথিবীর মধ্যদিয়া গমন করিতেছ, ও কোপেতে অন্যজাতীয়দিগকে পদতলে দলিতেছ। [13] তুমি আপন প্রজাগণের পরিত্রাণার্থে ও আপন অভিষিক্তের পরিত্রাণার্থে যুদ্ধযাত্রা করিলা; এবং দুষ্টের বাটীর মস্তক চূর্ণ করিলা, এবং (খননকারির) গলদেশ পর্য্যন্ত তাহার মূল অনাবৃত করিলা। সেলা। [14] তাহার যে প্রধানেরা আমাকে ছিন্নভিন্নকারি ঘূর্ণবায়ুস্বরূপ ছিল, এবং গোপনে দরিদ্রগণকে গ্রাস করিতে আনন্দ করিত, তাহাদের মস্তক তুমি তাহাদেরই দণ্ডদ্বারা বিদ্ধ করিলা। [15] তুমি সমুদ্রকে ও জলরাশির পঙ্ককে আপন অশ্বগণের পথ করিলা। [16] আমি শুনিলে আমার নাড়ী থরথর করিল, ও রবেতে আমার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ও আমার অস্থি ক্লিন্ন হইল, এবং আমার চরণ অস্থির হইল, যেহেতুক বিপদসময় পর্য্যন্ত এবং স্বজাতীয়দিগকে আক্রমণকারি শত্রুর আগমন পর্য্যন্ত আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। [17] কেননা ডুম্বুরবৃক্ষ পুষ্পিত হইবে না, ও দ্রাক্ষালতা ফলবতী হইবে না, এবং জিতবৃক্ষ নিষ্ফল থাকিবে, ও ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইবে না, ও খোঁয়াড়হইতে মেষপাল উচ্ছিন্ন হইবে, ও গোষ্ঠেতে গোরু থাকিবে না। [18] এমন হইলেও আমি পরমেশ্বরেতে আনন্দ করিব ও আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরেতে উল্লাসিত হইব। [19] প্রভু পরমেশ্বরই আমার বলস্বরূপ, তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণের ন্যায় করিবেন, এবং আমার উচ্চস্থান দিয়া আমাকে গমন করাইবেন।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য গীত।

সিফনিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

নানা পাপের নিমিত্তে যিহূদাদেশের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞার ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] যিহূদাদেশীয় রাজা আমোনের পুত্র যোশিয়ের অধিকার সময়ে হিষ্কিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অমরিয়ের প্রপৌত্র গিদলিয়ের পৌত্র কূশির পুত্র সিফনিয়ের নিকটে পরমেশ্বরের যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[২] পরমেশ্বর কহেন, আমি দেশের মধ্যহইতে তাবৎ বস্তু দূর করিব। [৩] পরমেশ্বর কহেন, আমি মনুষ্য ও পশুগণকে দূর করিব, এবং আকাশীয় পক্ষিগণকে ও সমুদ্রস্থ মৎস্যগণকে ও বিঘ্নজনক বস্তুর সহিত দুষ্টদিগকে দূর করিব; দেশের মধ্যহইতে তাবৎ মনুষ্যকে সংহার করিব। [৪] আমি যিহূদার বিরুদ্ধে ও যিরূশালম নিবাসিদের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং সে স্থানহইতে বালের অবশিষ্ট তাবৎ বস্তুকে, ও কিমারবর্গ প্রভৃতি যাজকদের নামকে, [৫] এবং যাহারা গৃহের ছাতের উপরে আকাশীয় বাহিনীর পূজা করে, এবং যাহারা পরমেশ্বর ও মোলক্ দেবতা উভয়ের নামে শপথ করিয়া পূজা করে, [৬] ও যাহারা পরমেশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ হয়, ও পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে না, ও তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করে না, সেই সকলকে আমি উচ্ছিন্ন করিব। [৭] প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নীরব হও, কেননা পরমেশ্বরের দিন উপস্থিত; পরমেশ্বর এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া আপন নিমন্ত্রিতদিগকে প্রস্তুত করিয়াছেন। [৮] পরমেশ্বরের সেই যজ্ঞের দিনে আমি অধ্যক্ষগণকে ও রাজকুমারদিগকে ও বিদেশি বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত তাবৎ লোককে দণ্ড দিব। [৯] এবং যাহারা লম্ফ দিয়া গোবরাট উল্লঙ্ঘন করে এবং আপন প্রভুর গৃহ দৌরাত্ম্যে ও প্রবঞ্চনাতে পরিপূর্ণ করে, সেই দিনে তাহাদিগকে দণ্ড দিব। [১০] পরমেশ্বর কহেন, সে দিনে মৎস্যদ্বারহইতে চীৎকার শব্দ, ও বিদ্যালয়হইতে আর্ত্তস্বর, ও উপপর্ব্বতহইতে ভাঙ্গনের শব্দ শুনা যাইবে। [১১] হে উদূখলনিবাসিগণ, তোমরা আর্ত্তস্বর কর, কেননা বণিক্ লোকেরা চূর্ণ হইবে, ও তাবৎ রূপ্যবাহক বিনাশ পাইবে। [১২] সেই সময়ে আমি প্রদীপ জ্বালাইয়া যিরূশালম অনুসন্ধান করিব; আর যে লোকেরা নির্ব্বিঘ্নে আপন ২ গাদের উপরে বসিয়া আছে, ও মনে ২ কহে, পরমেশ্বর মঙ্গল কি অমঙ্গল কিছুই করেন না, তাহাদিগকে আমি প্রতিফল দিব। [১৩] তাহাদের সকল সম্পদ লুটিত হইবে, ও তাহাদের গৃহ উচ্ছিন্ন হইবে; তাহারা বাটী নির্ম্মাণ করিলেও তাহাতে বাস করিতে পাইবে না; ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেও তদুৎপন্ন দ্রাক্ষার রস পান করিতে পাইবে না। [১৪] পরমেশ্বরের মহাদিন নিকটবর্ত্তী, সে নিকটবর্ত্তী, অতি শীঘ্র আসিতেছে; ঐ পরমেশ্বরের দিনের শব্দ; ঐ শুন, বীর লোক মনস্তাপে আর্ত্তস্বর করিতেছে। [১৫] সেই দিন ক্রোধের দিন, এবং দুঃখের ও ক্লেশের দিন, এবং ধ্বংসের ও বিনাশের দিন, এবং তিমিরের ও অন্ধকারের দিন, এবং মেঘের ও গাঢ় তমসের দিন, [১৬] এবং তূরীধ্বনির ও সিংহনাদের দিন, তাহাই প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও উচ্চ দুর্গ সকলের বিপক্ষে উপস্থিত হইবে। [১৭] মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, এই জন্যে আমি তাহাদিগকে দুঃখ দিব; তাহারা অন্ধ লোকের ন্যায় ভ্রমণ করিবে, এবং তাহাদের রক্ত ধূলার ন্যায় ও তাহাদের মাংস মলের ন্যায় ঢালা যাইবে। [১৮] পরমেশ্বরের ক্রোধের দিনে তাহাদের রূপা কিম্বা তাহাদের সুবর্ণ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, তাঁহার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত দেশ দগ্ধ হইবে, কেননা তিনি দেশনিবাসি সকলের লোপ করিবেন, বরং অকস্মাৎ তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন।

২ অধ্যায়।

১ পাপের জন্যে খেদ করিতে নিবেদন, ৪ ও পিলেষ্টীয়দের দণ্ড, ৮ ও মোয়াবের দণ্ড, ১২ ও কূশীয় ও অশূরীয় লোকদের দণ্ড।

[১] হে অপ্রিয় জাতি, তোমরা মণ্ডলীভুক্ত হইয়া একত্র হও। [২] দণ্ডাজ্ঞা সফল হওন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিও না; ভূষির ন্যায় দিন উড়িয়া যাইতেছে; পরমেশ্বরের ক্রোধাগ্নিকে তোমাদের উপরে পড়িতে দিও না; পরমেশ্বরের ক্রোধের দিন তোমাদের নিকটে উপস্থিত না হউক। [৩] হে দেশস্থ নম্র লোক সকল, তাঁহার রাজনীতি পালন কর যে তোমরা, তোমরা পরমেশ্বরের অন্বেষণ কর, এবং ধর্ম্মের চেষ্টা ও নম্রতার চেষ্টা কর, তাহাতে কি জানি, পরমেশ্বরের ক্রোধের দিনে গোপনস্থানে রক্ষা পাইবা।

[৪] অসা ত্যক্ত হইবে, ও অস্কিলোন্ উচ্ছিন্ন হইবে, ও মধ্যাহ্নকালে অস্দোদ দূরীকৃত হইবে, ও ইক্রোণ্ উন্মূলিত হইবে। [৫] হে সমুদ্রতীর-নিবাসি কিরেথীয় জাতিরা, তোমাদের সন্তাপ হইবে, কেননা তোমাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের বাক্য আছে; হে পিলেষ্টীয়দের দেশ কিনান্, আমি তোমাকে এমত উচ্ছিন্ন করিব, যে তোমাতে আর কেহ বসতি করিবে না। [৬] সেই সমুদ্রতীরস্থ দেশে চরণস্থান ও মেষ-পালকদের কুটীর ও মেষের খোঁয়াড় হইবে। [৭] এবং সেই অঞ্চল যিহূদা বংশের অবশিষ্ট লোকদের অধিকার হইবে; তাহারা তাহার উপরে চরিবে, ও সন্ধ্যাকালে অস্কিলোনের গৃহে শয়ন করিবে; কেননা তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি কৃপাবলোকন করিবেন, ও বন্দিত্বহইতে তাহাদিগকে পুনরায় আনিবেন।

[৮] মোয়াব যে অপমানকথাদ্বারা এবং অম্মোন্ বংশ যে নিন্দাকথাদ্বারা আমার প্রজাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের সীমার প্রতি আত্মাভিমানের কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা আমি শুনিলাম। [৯] ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে মোয়াব অবশ্য সিদোমের তুল্য হইবে, ও অম্মোন্ বংশ অমোরার তুল্য হইবে; অর্থাৎ বিছুটির আশ্রয় ও লবণের আকর ও নিত্য উচ্ছিন্ন স্থান হইবে, ও আমার অবশিষ্ট প্রজারা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুট করিবে, ও আমার দেশীয় রক্ষিত লোকেরা তাহাদের অধিকার পাইবে। [১০] এই তাহাদের অহঙ্কারের সমুচিত ফল; কেননা তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের প্রজাদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়াছে। [১১] পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি ভয়ঙ্কর হইবেন, কারণ তিনি তাবৎ পৃথিবীস্থ দেবগণকে ক্ষীণ করিবেন, এবং অন্যজাতীয় দ্বীপনিবাসিরা সকলে আপন ২ স্থানে তাঁহার আরাধনা করিবে।

[১২] হে কূশীয় লোক, তোমরাও তাঁহার খড়্গে হত হইবা। [১৩] তিনি উত্তরদেশের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া অশূরকে বিনষ্ট করিবেন, এবং নিনিবীকে উচ্ছিন্ন ও প্রান্তরের ন্যায় জলহীন করিবেন। [১৪] তাহাতে তাহার মধ্যে পশুপাল ও দলভুক্ত তাবৎ প্রকার জন্তু শয়ন করিবে, এবং পাণিভেলা পক্ষী ও শজারু তাহার গৃহের মাথলার উপরে রাত্রি যাপন করিবে, ও বাতায়নের মধ্যে নানা শব্দ শুনা যাইবে, ও গোবরাটের উপরে কাঁথড়া থাকিবে; কেননা তিনি তাহার এরসকাষ্ঠের কর্ম্ম অনাবৃত করিবেন। [১৫] আনন্দে প্রফুল্ল যে নগরী নিশ্চিন্তে বাস করিত, এবং 'আমি আছি, আমা ভিন্ন কেহ নাই,' এমত কথা কহিত, সে কেমন উচ্ছিন্ন ভূমি ও পশুদের শয়নস্থান হইল! যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইবে, সে শীষ দিয়া আপন হস্ত নাড়িবে।

৩ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের প্রতি অনুযোগ, ৮ ও ইস্রায়েলের মুক্তির অপেক্ষার কথা, ১৪ ও ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণে আনন্দ করণের কথা।

[১] যে নগরী অবাধ্যা ও কলঙ্কিতা হইয়া উপদ্রব করে, তাহার সন্তাপ হইবে। [২] সে আহ্বান শুনে না, ও উপদেশ গ্রহণ করে না, ও পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস করে না, ও আপন ঈশ্বরের নিকটে আইসে না। [৩] তাহার মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায়, ও তাহার বিচারকর্ত্তৃগণ সায়ংকালীয় কেন্দুয়ার ন্যায়; তাহারা প্রাতঃকালের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। [৪] তাহার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আত্মাভিমানী ও প্রবঞ্চক লোক, এবং তাহার যাজকগণ পবিত্রকে অপবিত্র করে, ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যাচার করে। [৫] কিন্তু ধর্ম্মময় পরমেশ্বর তাহার মধ্যে আছেন; তিনি অধর্ম্ম করেন না, ও প্রতি প্রভাতে আপন বিচার প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন না; তথাপি অধর্ম্মাচারিদের কিছু লজ্জা হয় না। [৬] আমি অন্যজাতীয়দিগকে এমত উচ্ছিন্ন করিয়াছি, যে তাহাদের চূড়া ধ্বংসিত হইয়াছে; এবং তাহাদের পথ এমত শূন্য করিয়াছি, যে তাহা দিয়া কেহ আর গমনাগমন করে না; তাহাদের নগর সকল এমত লুপ্ত হইয়াছে, যে তাহার মধ্যে মনুষ্য ও বাসকারিমাত্র থাকে না। [৭] আমি কহিলাম, এই নগরী এক বার আমাকে ভয় করুক ও আমার উপদেশ গ্রহণ করুক, তাহাতে তাহার নিবাসস্থান আমার পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞানুসারে উচ্ছিন্ন হইবে না; কিন্তু তন্নিবাসিরা যত্ন পূর্ব্বক আপন সকল কর্ম্মে দুষ্টতা করে।

[৮] পরমেশ্বর কহেন, আমার অপেক্ষাতে থাক, এবং যে দিনে আমি অনন্তকালীয় (বিচারার্থে) উঠিব, তাহার অপেক্ষাতে থাক; কেননা জাতিগণকে সংগ্রহ করিতে, ও রাজ্য সকল একত্র করিতে, এবং তাহাদের উপরে আপন ক্রোধ ও কোপাগ্নি বর্ষণ করিতে আমি স্থির করিলাম; আমার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ হইবে। [৯] কেননা সকলে যেন পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করে ও এক মনে তাঁহার সেবা করে, এই নিমিত্তে আমি তৎকালে

লোকদের ওষ্ঠান্তর করিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ ওষ্ঠ দিব। [১০] আমার কাছে প্রার্থনাকারী যে আমার ছিন্নভিন্ন প্রজাগণ, তাহারা কূশদেশস্থ নদীগণের ওপারহইতে আমার নৈবেদ্যরূপে আনীত হইবে। [১১] (হে যিরূশালম,) তুমি আপনার যে সকল ক্রিয়াতে আমার কাছে অপরাধিনী হইয়াছ, তৎপ্রযুক্ত সে দিনে লজ্জিতা হইবা না; কেননা যাহারা তোমার উচ্চপদ প্রযুক্ত আত্মাভিমানী হয়, তাহাদিগকে আমি সেই সময়ে তোমার মধ্যহইতে দূর করিব; তুমি আমার পবিত্র পর্ব্বতের বিষয়ে আর অহঙ্কার করিবা না। [১২] আমি তোমার মধ্যে নম্র ও দীনহীন এক জাতিকে রক্ষা করিব; তাহারা পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস করিবে। [১৩] ইস্রায়েলের সেই অবশিষ্ট লোকেরা অধর্ম্মাচরণ করিবে না, ও মিথ্যাকথা কহিবে না, এবং তাহাদের মুখে প্রতারক জিহ্বা থাকিবে না; তাহারা চরিবে ও শয়ন করিবে, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না।

[১৪] হে সিয়োনের কন্যে, উল্লাস কর; হে ইস্রায়েল, হর্ষনাদ কর; হে যিরূশালমের কন্যে, আনন্দ কর, ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আহ্লাদ কর। [১৫] পরমেশ্বর তোমার দণ্ড দূর করিলেন, ও তোমার শত্রুকে লোপ করিলেন, ইস্রায়েলের রাজা পরমেশ্বর তোমার মধ্যবর্ত্তী; তুমি আর অমঙ্গলের দর্শন পাইবা না। [১৬] সেই দিনে যিরূশালমকে এই কথা কহা যাইবে, 'ভয় করিও না;' এবং সিয়োনকে কহা যাইবে, 'তোমার হস্ত শিথিল না হউক।' [১৭] তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমার মধ্যস্থিত; সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন, ও তোমার বিষয়ে পরমানন্দ করিবেন, ও আপন প্রেমে বিরাম করিবেন, ও গানদ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন। [১৮] মহোৎসবে যাইতে না পারাতে যাহারা শোকান্বিত হয়, ও তোমাহইতে উৎপন্ন হইয়া তোমার অপমানরূপ ভারে ভারগ্রস্ত হয়, তাহাদিগকে আমি একত্র করিব। [১৯] এবং যত লোক তোমাকে দুঃখ দেয়, দেখ, সেই সময়ে আমি তাহাদিগকে দণ্ড দিব, ও খঞ্জাকে পরিত্রাণ করিব, ও দূরীকৃতদিগকে একত্র করিব; এবং তাহারা যে২ দেশে অপমানগ্রস্ত হইয়াছে, সেই সকল দেশে আমি তাহাদিগকে প্রশংসার ও সুখ্যাতির পাত্র করিব। [২০] সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে আনিব, ও সেই সময়ে তোমাদিগকে একত্র করিব; কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি প্রকাশরূপে বন্দিত্বহইতে তোমাদের পুনরানয়নদ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ বংশের মধ্যে তোমাদিগকে সুখ্যাতির ও প্রশংসার পাত্র করিব।

হগয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অলস লোকদের প্রতি অনুযোগ, ৭ ও মন্দিরের নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্তি দেওন, ১২ ও ঈশ্বরের সহায়তার প্রতিজ্ঞাবাক্য।

[১] দারা রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে হগয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা পরমেশ্বরের এই বাক্য যিহূদা দেশের অধ্যক্ষ শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিলের প্রতি এবং যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজকের প্রতি উপস্থিত হইল।

[২] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, এই লোকেরা কহিতেছে, (কর্ম্মে) যাইবার সময় অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করণের সময় উপস্থিত হয় নাই। [৩] কিন্তু হগয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল; [৪] হে লোক সকল, এই মন্দির যে সময়ে উচ্ছিন্ন থাকে, সে কি তোমাদের আপন২ সুসজ্জিত গৃহে বাস করণের সময়? [৫] অতএব সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের গতি বিবেচনা কর। [৬] অনেক বীজ বপন করিলেও তোমরা অল্প সঞ্চয় করিতেছ, এবং ভোজন করিলেও তৃপ্ত হও না, ও পান করিলেও আপ্যায়িত হও না, ও বস্ত্র পরিধান করিলেও উষ্ণ হও না, এবং বেত[illegible]াহি লোক ছিদ্রবিশিষ্ট থলিয়াতে বেতন রাখে।

[৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের গতি বিবেচনা কর। [৮] পরমেশ্বর কহেন, তোমরা পর্ব্বতে যাইয়া কাষ্ঠ আনিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ কর, তাহাতে আমার তুষ্টি জন্মিবে ও আমার মহিমা বৃদ্ধি পা-

ইবে। ৯ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা বাহুল্যের অপেক্ষা করিলেও দেখ, অল্প পাইতেছ; এবং যাহা গৃহে সঞ্চয় কর, তাহার উপরে আমি ফুঁ দিতেছি; ইহার কারণ কি? কারণ এই, আমার এই গৃহ উচ্ছিন্ন থাকে, তথাপি তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ গৃহের বিষয়ে ব্যস্ত আছ। ১০ এই জন্যে তোমাদের উপরিস্থ আকাশ রুদ্ধ হওয়াতে শিশির পড়ে না, ও ভূমি আপনার উৎপন্ন দ্রব্য দিতে অস্বীকার করে। ১১ আর আমি দেশ ও পর্ব্বতের উপরে এবং শস্য ও দ্রাক্ষারস ও ভূম্যুৎপন্ন তাবৎ বস্তুর উপরে এবং মনুষ্য ও পশু ও হস্তকৃত তাবৎ কার্য্যের উপরে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করিলাম।

১২ তখন শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিল ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজক ও অবশিষ্ট লোক সকল আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যে অর্থাৎ আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের আদিষ্ট হগয় ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্যে মনোযোগ করিল, এবং লোকেরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ভয় করিল। ১৩ তখন পরমেশ্বরের দূত হগয় ভবিষ্যদ্বক্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা লোকদিগকে কহিল, পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। ১৪ পরে পরমেশ্বর যিহূদা দেশের অধ্যক্ষ শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিলের আত্মাতে ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজকের আত্মাতে এবং অবশিষ্ট সকল লোকের আত্মাতে প্রবৃত্তি দিলে ১৫ তাহারা দারা রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশ দিনে আসিয়া আপনাদের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মন্দিরে কার্য্য করিতে লাগিল।

২ অধ্যায়।

১ প্রথম মন্দির অপেক্ষা দ্বিতীয় মন্দিরের শ্রেষ্ঠতার নিমিত্তে তাহা নির্ম্মাণ করিতে লোকদিগকে প্রবৃত্তি দেওন, ১০ ও পাপদ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হওন, ২০ ও সিরুব্বাবিলের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

১ সপ্তম মাসের একবিংশতি দিনে হগয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, ২ তুমি এখন যিহূদাদেশের অধ্যক্ষ শল্টীয়েলের পুত্র সিরুব্বাবিল্‌কে ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজককে ও অবশিষ্ট লোকদিগকে এই কথা কহ। ৩ তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমত কে আছে যে পূর্ব্বতেজের অবস্থাতে এই মন্দির দেখিয়াছে? আর এখন তোমরা তাহাকে কি অবস্থাতে দেখিতেছ? তাহা কি এমত নহে যে তোমাদের দৃষ্টিতে কিছুমাত্রের যোগ্য বোধ হয় না? ৪ কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, হে সিরুব্বাবিল, তুমি এখন সবল হও; এবং পরমেশ্বর কহেন, হে যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজক, তুমি সবল হও; এবং হে দেশীয় লোক সকল, তোমরা সবল হও, ও কার্য্য কর; কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। ৫ তোমরা যখন মিসরহইতে আসিয়াছিলা, তৎকালে আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, সে (অটল), এবং আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন; তোমরা ভয় করিও না। ৬ কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, অল্প কালের মধ্যে আমি আর এক বার আকাশ ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমিকে কম্পান্বিত করিব। ৭ এবং সর্ব্বজাতীয়দিগকে কম্পবান করিব, এবং সর্ব্বজাতীয়দের অভিলষিত পাত্র আসিবেন; এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি এ মন্দির তেজেতে পরিপূর্ণ করিব। ৮ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তাবৎ রূপা আমার, ও তাবৎ স্বর্ণ আমার। ৯ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, পূর্ব্বমন্দিরের তেজ অপেক্ষা এই পরমন্দিরের তেজ গুরুতর হইবে; আর সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করিব।

১০ দারার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের নবম মাসের চব্বিশ দিনে হগয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল। ১১ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি যাজকদিগকে ব্যবস্থাবিষয়ক এই কথা জিজ্ঞাসা কর। ১২ কেহ আপন বস্ত্রের অঞ্চলে পবিত্র মাংস বদ্ধ করিলে পর সেই অঞ্চলে যদি রুটী কিম্বা ডাইল কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা তৈল কিম্বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ হয়, তবে সে দ্রব্য কি পবিত্র হইবে? তাহাতে যাজকগণ উত্তর করিল, হইবে না। ১৩ তখন হগয় কহিল, শবের স্পর্শে অশুচি কোন লোক যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য স্পর্শ করে, তবে তাহা কি অশুচি হইবে? যাজকগণ উত্তর করিল, হইবে। ১৪ তখন হগয় কহিল, পরমেশ্বর কহেন, আমার সম্মুখে এই বংশ ও এই জাতি তদ্রূপ, এবং তাহাদের হস্তের তাবৎ কর্ম্মও তদ্রূপ; অতএব এই স্থানে তাহারা যে কিছু উৎসর্গ করে, তাহাও অপবিত্র হয়। ১৫ এখন আমি বিনয় করি, অদ্যকার দিনের পূর্ব্বে যত দিন পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন আলোচনা কর। ১৬ সেই সকল দিনে তোমাদের মধ্যে কেহ শস্যের বিংশতি পরিমাণ ঢিবির নিকটে আইলে কেবল দশ পরি-

মাণ প্রাপ্ত হইত, এবং কুণ্ডহইতে পঞ্চাশ পূরা পরিমাণ দ্রাক্ষারস লইতে আইলে কেবল বিংশতি পূরা প্রাপ্ত হইত। [১৭] পরমেশ্বর কহেন, আমি চিটা ও তেজোহীন শস্য ও শিলাবৃষ্টিদ্বারা তোমাদিগকে ও তোমাদের হস্তের তাবৎ কার্য্যকে আঘাত করিতাম, তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরিতা না। [১৮] কিন্তু অদ্যকার দিনের পরে যে সকল দিন হইবে, তাহা আলোচনা কর; নবম মাসের চব্বিশ দিনাবধি অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিনাবধি আলোচনা কর। [১৯] গোলাতে কি কিছু বীজ অবশিষ্ট আছে? এবং দ্রাক্ষালতা ও ডুম্বুর ও দাড়িম্ব ও জিতবৃক্ষও ফলে নাই; অদ্যাবধি আমি আশীর্ব্বাদ করিব।

[২০] অনন্তর মাসের চব্বিশ দিনে পরমেশ্বরের এই দ্বিতীয় বাক্য হগয়ের নিকটে উপস্থিত হইল; [২১] তুমি যিহূদা দেশের অধ্যক্ষ সিরুব্বাবিলকে এই কথা কহ, আমি আকাশ ও পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিব; [২২] এবং রাজগণের সিংহাসন উল্টাইব, ও অন্যজাতীয়দের তাবৎ রাজ্যের ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিব, এবং রথ ও রথারূঢ়দিগকে উল্টাইব, এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ় লোকেরা আপন২ ভ্রাতার খড়্গে নিপাতিত হইবে। [২৩] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, হে শল্টীয়েলের পুত্র আমার দাস সিরুব্বাবিল, সেই দিনে আমি তোমাকে গ্রহণ করিয়া মুদ্রাকৃতি অঙ্গুরীয়স্বরূপ রাখিব, ইহা পরমেশ্বর কহেন; কেননা তুমি আমার মনোনীত, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ইহাও কহেন।

সিখরিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ পাপের জন্যে খেদ করিতে ভবিষ্যদ্বক্তার বিনয়বাক্য, ৭ ও অশ্বগণের দর্শন, ১২ ও যিরূশালমস্থ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের সান্ত্বনাদায়ি প্রতিজ্ঞা, ১৮ এবং চারি শৃঙ্গ ও কর্ম্মকারদের দর্শন।

[১] দারার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের অষ্টম মাসে পরমেশ্বরের এই বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সিখরিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে উপস্থিত হইল। [২] পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। [৩] অতএব তুমি এই লোকদিগকে কহ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আমার প্রতি ফির, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা; তাহা করিলে আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব, ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন। [৪] তোমরা আপন পূর্ব্বপুরুষদের সদৃশ হইও না, কেননা পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিত, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আপন২ কুপথ ও কুক্রিয়াহইতে ফির; কিন্তু পরমেশ্বর কহেন, তাহারা কথা শুনিত না এবং আমাকে মানিত না। [৫] তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোথায়? এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কি নিত্যজীবী? [৬] কিন্তু আমি আপন সেবক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা যাহা২ প্রচার করিয়াছি, আমার সেই সকল বাক্য ও দণ্ডাজ্ঞা কি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে আক্রমণ করে নাই? আর তাহারা কি মন ফিরাইয়া ইহা কহে নাই, 'সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আমাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিলেন?'

[৭] অপর দারার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের শিবাট নামক একাদশ মাসের চতুর্ব্বিংশতি দিনে পরমেশ্বরের বাক্য ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সিখরিয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে উপস্থিত হইল। [৮] আমি রাত্রিতে নিরীক্ষণ করিয়া রক্তবর্ণ অশ্বে আরূঢ় এক জনকে দেখিলাম, সে নিম্নভূমিস্থ মেন্দিবৃক্ষগণের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল, এবং তাঁহার পশ্চাৎ রক্তবর্ণ ও বিচিত্র ও শ্বেতবর্ণ অন্য২ অশ্ব ছিল। [৯] তখন আমি কহিলাম, হে আমার প্রভো, ইহারা কে? তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারি দূত আমাকে কহিল, ইহারা কে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব। [১০] পরে মেন্দিবৃক্ষগণের মধ্যে দণ্ডায়মান ব্যক্তি কহিলেন, পরমেশ্বর ইহাদিগকে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পাঠাইয়াছেন। [১১] তখন তাহারা মেন্দিবৃক্ষগণের মধ্যস্থিত পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আমরা পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া দেখিলাম, তাবৎ পৃথিবী সুস্থির ও বিশ্রান্ত আছে।

[১২] তখন পরমেশ্বরের দূত কহিলেন, হে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, তুমি যে যিরূশালমের ও যিহূদা দেশস্থ অন্যান্য নগরের প্রতি সত্তরি

বৎসরাবধি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ, সেই সকল নগরের প্রতি কৃপা করিতে কত কাল বিলম্ব করিবা? ১৩ তখন পরমেশ্বর উত্তম সান্ত্বনাদায়ি বাক্যদ্বারা আমার সহিত আলাপকারি দূতকে উত্তর দিলেন। ১৪ পরে আমার সহিত আলাপ-কারি দূত আমাকে কহিল, তুমি এই কথা ঘোষণা কর, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, যিরূশালম ও সিয়োনের নিমিত্তে আমার প্রচণ্ড অন্তর্জ্বালা ১৫ এবং নিশ্চিন্ত ভিন্নজাতীয়দের প্রতি আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আছি; কেননা আমি (আপন প্রজাদের প্রতি) অল্প ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা অমঙ্গলের বৃদ্ধি করিল। ১৬ অতএব পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি সদয় হইয়া যিরূশালমে ফিরিয়া যাইব; সৈন্যাধ্যক্ষ পর-মেশ্বর কহেন, তাহার মধ্যে আমার মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইবে, ও যিরূশালমে সূত্রপাতের কর্ম্ম হইবে। ১৭ আরো এই কথা ঘোষণা কর, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমার নগর সকল পুনর্ব্বার মঙ্গলেতে ব্যাপ্ত হইবে, এবং পরমেশ্বর সিয়োন্‌কে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা করিবেন, ও যিরূশালমকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিবেন।

১৮ পরে আমি চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া চারি শৃঙ্গ দেখিলাম। ১৯ তখন আমার সহিত যে দূত আলাপ করিতেছিল, তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কে? তাহাতে সে আমাকে কহিল, যাহারা যিহূদা ও ইস্রায়েল্ ও যিরূশালমকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, এ সেই শৃঙ্গ। ২০ পরে পরমেশ্বর আমাকে চারি জন কর্ম্মকারকে দেখাইলেন। ২১ তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কি করিতে আসি-তেছে? সে কহিল, ঐ শৃঙ্গ সকল যিহূদাকে এমত ছিন্নভিন্ন করিল, যে কোন কেহ মস্তক তুলিতে পারিল না; অতএব যে ভিন্নজাতীয়েরা যিহূদা দেশ ছিন্নভিন্ন করণার্থে শৃঙ্গ উঠাইল, তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে ও তাহাদের শৃঙ্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইহারা আসিতেছে।

২ অধ্যায়।

১ যিরূশালম মাপ করণের কথা, ৬ ও সিয়োনকে উদ্ধার করণের কথা, ১০ ও তাহার ভাবি গৌরবের কথা।

১ অপর আমি চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলে পরিমাণরজ্জু হস্তে এক জনকে উপস্থিত দেখি-লাম। ২ তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথায় যাইতেছ? তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, যিরূশালম মাপিতে ও তাহার প্রস্থতা ও দীর্ঘতা জানিতে যাইতেছি। ৩ অপর দেখ, আমার সহিত আলাপকারি দূত বাহিরে আ-ইল; তাহাতে আর এক দূত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলে ৪ সে তাহাকে কহিল, তুমি দৌড়িয়া গিয়া ঐ যুবকে এই কথা কহ, যিরূশালমের মধ্যবর্ত্তি মনুষ্যদের ও পশুদের বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রাচীরহীন গ্রামের ন্যায় তাহার বসতি হইবে; ৫ এবং পরমেশ্বর কহেন, আমি তাহার চতুর্দ্দিগে অগ্নিময় প্রাচীর ও তাহার মধ্যে তেজঃস্বরূপ হইব।

৬ পরমেশ্বর কহেন, আইস ২ উত্তর দেশ-হইতে পলায়ন কর, কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদিগকে আকাশের চারি বায়ুর দিগে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি। ৭ হে বাবিল নগর প্রবাসিনি সিয়োন্, আইস, আপনাকে উদ্ধার কর। ৮ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, যে ভিন্ন-জাতীয় লোকেরা তোমাদিগকে লুট করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি আমাকে মহিমা প্রা-প্তির নিমিত্তে পাঠাইলেন; কেননা যে জন তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারাকে স্পর্শ করে। ৯ দেখ, আমি তাহাদের উপরে আপন হস্ত চালাইব, ও তাহারা আ-পন ২ দাসের লুটিত বস্তু হইবে, তাহাতে সৈ-ন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আমাকে পাঠাইলেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা।

১০ পরমেশ্বর কহেন, হে সিয়োনের কন্যে, গান করিয়া আনন্দ কর, কেননা দেখ, আমি আসিয়া তোমার মধ্যে বাস করিব। ১১ সেই দিনে অন্যজাতীয় অনেক লোক পরমেশ্বরেতে আসক্ত হইয়া আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, তাহাতে সৈন্যা-ধ্যক্ষ পরমেশ্বর আমাকে তোমার নিকটে পা-ঠাইলেন, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা। ১২ পরমে-শ্বর পবিত্র দেশে আপন যিহূদারূপ অধিকার ভোগ করিবেন, ও যিরূশালমকে আর বার মনোনীত করিবেন। ১৩ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে প্রাণিমাত্র নীরব হইয়া থাকুক, কেননা তিনি আপন পবিত্র আবাসের মধ্যহইতে উঠিয়া আসিতেছেন।

৩ অধ্যায়।

১ যেশূয়ের দৃষ্টান্তদ্বারা সিয়োনের মঙ্গলকথা, ৮ ও পল্লবস্বরূপ খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ পরে তিনি আমাকে যেশূয় মহাযাজকের দর্শন পাইতে দিলেন; সে পরমেশ্বরের দূতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল, এবং তাহার বিপক্ষতা করিতে বিপক্ষ তাহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান ছিল। ২ তখন পরমেশ্বর ঐ বিপক্ষকে কহিলেন, হে বিপক্ষ, পরমেশ্বর তোমাকে ভর্ৎসনা করুন, যিরূশালম-কে মনোনীতকারি পরমেশ্বর তোমাকে ভর্ৎসনা

করুন; এই ব্যক্তি কি অগ্নির মধ্যহইতে আকৃষ্ট দগ্ধ কাষ্ঠস্বরূপ নয়? [3] তৎকালে যেশূয় মলিন বস্ত্র পরিহিত হইয়া দূতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। [4] তাহাতে সেই দূত আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকদিগকে কহিলেন, ইহাহইতে ঐ মলিন বস্ত্র খুলিয়া লও। পরে তিনি তাহাকে কহিলেন, এই দেখ, আমি তোমার অপরাধ দূর করিলাম, ও তোমাকে উত্তম বস্ত্র পরিহিত করিলাম, [5] এবং 'ইহার মস্তকে সুন্দর উষ্ণীষ দেও,' এই আজ্ঞা দিলাম। তাহাতে তাহারা তাহার মস্তকে সুন্দর উষ্ণীষ দিয়া বস্ত্র পরিধান করাইল, এবং পরমেশ্বরের দূত নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। [6] পরে পরমেশ্বরের দূত যেশূয়কে দৃঢ়রূপে কহিলেন, [7] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি যদি আমার পথে চল, ও আমার পালনীয় (আজ্ঞা) পালন কর, তবে তুমিও আমার বাটীর বিচার করিবা, ও আমার প্রাঙ্গণের রক্ষক হইবা, এবং আমি তোমাকে ঐ দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে গমনাগমন করিতে দিব।

[8] হে যেশূয় মহাযাজক, শুন, এবং তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট তোমার সঙ্গিগণও শুনুক, কেননা তাহারা লক্ষণস্বরূপ লোক; দেখ, আমি আপন দাস পল্লবকে আনয়ন করিব। [9] যেশূয়ের সম্মুখে আমার স্থাপিত ঐ প্রস্তর দেখ; ঐ এক প্রস্তরের উপরে সাত চক্ষু আছে; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, আমি তাহার মুদ্রা খুদিব, ও এক দিনে এই দেশের অপরাধ মার্জনা করিব। [10] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপন২ প্রতিবাসিকে দ্রাক্ষালতার ও ডুম্বুরবৃক্ষের তলে আসিতে নিমন্ত্রণ করিবা।

৪ অধ্যায়।

১ স্বর্ণময় দীপবৃক্ষের দৃষ্টান্তদ্বারা সিরুব্বাবিলের কর্ম্মসিদ্ধির কথা, ১১ ও দুই জিতবৃক্ষের দৃষ্টান্ত।

[1] অপর আমার সহিত আলাপকারি ঐ দূত আসিয়া নিদ্রাহইতে জাগরিত মনুষ্যের ন্যায় আমাকে জাগ্রৎ করিয়া [2] কহিল, কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, আমি নিরীক্ষণ করিয়া শুদ্ধ সর্ণময় এক দীপবৃক্ষ দেখিতেছি; তাহার উপরে তৈলাধার আছে, ও তাহাতে সাত প্রদীপ আছে, এবং তাহার মস্তকে স্থিত এক২ প্রদীপের জন্যে সাত২ নল আছে; [3] এবং তাহার নিকটে ঐ তৈলাধারের দক্ষিণে ও বামে দুই জিতবৃক্ষ আছে। [4] তখন আমি আপনার সহিত আলাপকারি দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো, এই সকল কি? [5] তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারি দূত উত্তর করিল, এই সকল কি, তাহা কি তুমি জান না? আমি কহিলাম, হে প্রভো, জানি না। [6] তখন সে প্রত্যুত্তর করিয়া আমাকে এই কথা কহিল, সিরুব্বাবিলের প্রতি পরমেশ্বর এই কথা কহেন, পরাক্রমদ্বারা নয়, এবং বলদ্বারা নয়, কিন্তু আমার আত্মাদ্বারা (কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে), ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন। [7] হে বৃহৎ পর্ব্বত, তুমি কে? সিরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হইবা, এবং তিনি মুখ্য প্রস্তর আনয়ন করিলে তাহার প্রতি 'অনুগ্রহ২' এই মহাধ্বনি হইবে। [8] পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার প্রতি উপস্থিত হইল, [9] যে সিরুব্বাবিলের হস্ত এই মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছে, তাহারই হস্ত তাহা সমাপ্ত করিবে; তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [10] ক্ষুদ্র২ কর্ম্মের দিনকে কে তুচ্ছ জ্ঞান করে? পরমেশ্বরের ঐ যে সাত চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করে, উহারা সিরুব্বাবিলের হস্তে ওলোন দেখিয়া আনন্দ করে।

[11] অপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দীপবৃক্ষের দক্ষিণে ও বামে দুই দিগে স্থিত ঐ দুই জিতবৃক্ষের তাৎপর্য্য কি? [12] এবং পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলাম, জিতফলের ঐ যে দুই গুচ্ছ দুই স্বর্ণময় নল দিয়া আপনাহইতে স্বর্ণবর্ণ তৈল নির্গত করে, তাহার তাৎপর্য্য কি? [13] সে কহিল, এই সকল কি, তাহা কি তুমি জান না? আমি কহিলাম, হে আমার প্রভো, জানি না। [14] তখন সে আমাকে কহিল, ইহারা সেই দুই অভিষিক্ত ব্যক্তি, যাহারা তাবৎ পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়ায়।

৫ অধ্যায়।

১ উড্ডীয়মান পত্রের দৃষ্টান্তদ্বারা চোর ও মিথ্যাশপথকারিদের অভিশাপ, ৫ ও ঐফা পাত্রে উপবিষ্ট নারীর দৃষ্টান্তদ্বারা ইস্রায়েলের দণ্ডের কথা।

[1] পরে আমি আর বার চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এক জড়ান পত্র উড়িতে দেখিলাম। [2] তখন সে আমাকে কহিল, তুমি কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, এক জড়ান পত্র উড়িতে দেখিতেছি; তাহা বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও দশ হস্ত প্রস্থ। [3] সে আমাকে কহিল, ইহা তাবৎ পৃথিবীকে আক্রমণকারি অভিশাপস্বরূপ; ইহার এক পৃষ্ঠের বচনানুসারে তাবৎ চোর উচ্ছিন্ন হইবে, ও অন্য পৃষ্ঠের বচনানুসারে তাবৎ দিব্যকারী উচ্ছিন্ন হইবে। [4] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি ইহাকে বহির্গমন করা-

হলে এ চোরের বাটীতে ও আমার নামে মিথ্যা দিব্যকারির বাটীতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের বাটীর মধ্যে থাকিয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তরশুদ্ধ তাহা বিনাশ করিবে।

৫ পরে আমার সহিত আলাপকারি দূত বাহিরে আসিয়া আমাকে কহিল, তুমি চক্ষু তুলিয়া দেখ, ঐ কি বহির্গমন করিতেছে? ৬ তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, ও কি? তাহাতে সে কহিল, ও নির্গমনকারি ঐফাপাত্র; আরো কহিল, ও সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের আকৃতিস্বরূপ। ৭ অপর এক মণ পরিমিত সীসার ঢাকনী তুলিলে ঐফাপাত্রের মধ্যে উপবিষ্টা এক স্ত্রী দৃষ্টা হইল। ৮ পরে সে দূত কহিল, "ও দুষ্টতা।" পরে সে ঐফাপাত্রমধ্যে ঐ স্ত্রীকে রাখিয়া তাহার উপরে সেই সীসার ঢাকনী দিল। ৯ তখন আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, দুই স্ত্রী বহির্গমন করিল; হাড়গিলার পক্ষের ন্যায় বায়ুতে চালিত তাহাদের পক্ষ ছিল; তাহারা পৃথিবীর ও আকাশের মধ্যপথে সেই ঐফা লইয়া গেল। ১০ তখন আমার সহিত আলাপকারি দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা ঐফা কোথায় লইয়া যাইতেছে? ১১ সে আমাকে কহিল, উহারা শিনিয়র দেশে তাহার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; নির্ম্মিত হইলে ঐফা তথায় আপন স্থানে স্থাপিত হইবে।

৬ অধ্যায়।

১ চারি রথের দর্শন, ৯ ও মুকুটের দৃষ্টান্তদ্বারা পল্লবস্বরূপ খ্রীষ্টের মন্দির ও রাজত্বের কথা।

১ পরে আমি পুনর্ব্বার চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখিলাম, দুই পর্ব্বতের মধ্যহইতে চারি রথ নির্গত হইল; সেই পর্ব্বত পিত্তলের পর্ব্বত। ২ প্রথম রথে রক্তবর্ণ অশ্বগণ, ও দ্বিতীয় রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ, ৩ ও তৃতীয় রথে শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ, ও চতুর্থ রথে বিচিত্রবর্ণ বলবান অশ্বগণ ছিল। ৪ তখন আমার সহিত আলাপকারি দূতকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো, এ সকল কি? ৫ তাহাতে সেই দূত আমাকে কহিল, ইহারা তাবৎ পৃথিবীপতির সাক্ষাৎহইতে নির্গমনকারি স্বর্গের চারি আত্মা। ৬ পরে তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ উত্তর দেশে গমন করিল, ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিল, এবং বিচিত্র অশ্বগণ দক্ষিণদেশে গমন করিল। ৭ এবং (অবশিষ্ট) বলবান অশ্বগণ বহির্গমন সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে চেষ্টা করিল; পরে তিনি কহিলেন, তোমরা প্রস্থান করিয়া পৃথিবীতে গমনাগমন কর; তাহাতে তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিল। ৮ তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, উত্তরদেশগামি এই অশ্বগণ উত্তরদেশে আমার ক্রোধ শান্ত করিবে।

৯ পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১০ তুমি এই দিনে গমন করিয়া সিফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের বাটীতে যাইয়া পরদেশস্থ বন্দিদের মধ্যহইতে অর্থাৎ বাবিলহইতে আগত হিল্দয় ও টোবিয় ও যিদায়হইতে ১১ রূপা ও স্বর্ণ লইয়া (দুই) মুকুট নির্ম্মাণ করিয়া যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজকের মস্তকে দেও। ১২ এবং তাহাকে এই কথা কহ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, পল্লব নামে বিখ্যাত পুরুষ আপন স্থানে পল্লবের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবেন, ও তিনি পরমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। ১৩ তিনিই পরমেশ্বরের মন্দির গাঁথিবেন, ও তিনি মহিমা ধারণ করিবেন, ও আপন সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিবেন, ও আপন সিংহাসনে বসিয়া যাজকত্ব কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে এই দুই পদের মধ্যে ঐক্যের নিয়ম হইবে। ১৪ এবং হিল্দয়ের ও টোবিয়ের ও যিদায়ের এবং সিফনিয়ের পুত্রের সৌজন্য স্মরণার্থে এই মুকুট পরমেশ্বরের মন্দিরে থাকিবে। ১৫ এবং দূরস্থ লোকেরাও আসিয়া পরমেশ্বরের মন্দির গাথিবে; তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা; তোমরা যত্নপূর্ব্বক আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যে মনোযোগ করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ উপবাসের বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর, ৮ ও বন্দী হওনের কারণ পাপ।

১ অপর দারা রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে কিস্লেব্ নামক নবম মাসের চতুর্থ দিনে পরমেশ্বরের বাক্য সিখরিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। ২ তৎকালে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রার্থনা করণার্থে, এবং 'আমরা এত বৎসর যেরূপ করিয়াছি, তদ্রূপ পঞ্চম মাসে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া কি বিলাপ করিব?' এই কথা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মন্দিরস্থ যাজক ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে জিজ্ঞাসা করণার্থে ৩ শরেৎসর ও রেগম্মেলক্ ও তাহাদের সঙ্গিরা ঈশ্বরের মণ্ডলীকর্তৃক প্রেরিত হইল। ৪ পরে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ৫ তুমি দেশীয় তাবৎ লোককে ও যাজকগণকে এই কথা কহ, তোমরা সত্তরি বৎসরাবধি পঞ্চম ও সপ্তম মাসে যে উপবাস ও

বিলাপ করিয়া আসিতেছ, তাহা কি আমারই উদ্দেশে করিয়া থাক? [৬] এবং যে ভোজন পান করিবা, তাহা কি আপনাদের জন্যে করিবা না? [৭] এবং যিরূশালম ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ নগর যখন বসতিতে পরিপূর্ণ ও মঙ্গলযুক্ত ছিল, এবং দক্ষিণ দেশে ও প্রান্তরে লোকদের বসতি ছিল, তৎকালে পরমেশ্বর পূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা যে২ কথা কহিতেন, তাহা কি তোমাদের প্রতি খাটে না?

[৮] অপর পরমেশ্বরের এই বাক্য সিখরিয়ের নিকটে উপস্থিত হইল, [৯] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহিতেন, তোমরা ন্যায়বিচার কর, এবং আপন২ ভ্রাতার সহিত ক্ষমা ও দয়া ব্যবহার কর; [১০] এবং বিধবা ও পিতৃহীন ও বিদেশি ও দরিদ্রগণের প্রতি উপদ্রব করিও না, এবং আপন২ ভ্রাতার হিংসা করিতে মনে২ চিন্তা করিও না। [১১] কিন্তু তাহারা শুনিতে অসম্মত হইয়া অনাজ্ঞাবহ হইত, ও শুনিতে অনিচ্ছুক হইয়া আপন২ কর্ণ রোধ করিত। [১২] এবং ব্যবস্থা শুনিতে, কিম্বা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আপনার আত্মাবিষ্ট পূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা যে২ বাক্য প্রেরণ করিতেন, তাহা শুনিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহারা আপন২ অন্তঃকরণ হীরকের ন্যায় কঠিন করিত, এই হেতুক সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন। [১৩] এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহিলেন, আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে তাহারা যেমন শুনিত না, তদ্রূপ তাহারা ডাকিলে আমিও শুনিব না। [১৪] আর আমি ঘূর্ণবায়ুদ্বারা তাহাদিগকে অপরিচিত সর্ব্বজাতীয় লোকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিলাম, তাহাতে তাহাদের ত্যক্ত দেশ এমত উচ্ছিন্ন হইল, যে তাহা দিয়া কেহ গমনাগমন করিত না; এই রূপে তাহারা দেশরত্নকে মরুভূমি করিয়াছিল।

৮ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের পুনগৃহস্থনের কথা, ৯ ও ঈশ্বরের মন্দির গাঁথনদ্বারা লোকদের মঙ্গলের কথা, ১৬ ও ব্যবহারের কথা, ১৮ ও মঙ্গলের প্রতিজ্ঞা।

[১] অপর সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল। [২] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, সিয়োনের নিমিত্তে আমার গুরুতর অন্তর্জ্বালা জন্মিয়াছে, আমি অত্যন্ত ক্রোধে তাহার পক্ষে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিব। [৩] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি সিয়োনে ফিরিয়া যাইব, ও যিরূশালমের মধ্যে বাস করিব; তাহাতে যিরূশালম সতী নগরী নামে এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের পর্ব্বত পবিত্র পর্ব্বত নামে বিখ্যাত হইবে। [৪] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, পুনর্ব্বার বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত যষ্টিহস্ত প্রাচীনেরা ও প্রাচীনারা যিরূশালমের চকে বসিবে; [৫] এবং পথে ক্রীড়াকারি বালক বালিকাতে নগরের চক পরিপূর্ণ হইবে। [৬] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তাহা সেই কালের অবশিষ্ট লোকদের অসম্ভব বোধ হইবে; কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, সেই হেতুক তাহা কি আমারও অসম্ভব বোধ হইবে? [৭] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিব, ও তাহাদিগকে আনিব; [৮] তাহাতে তাহারা যিরূশালমের মধ্যে বাস করিবে, এবং সত্যতাতে ও ধর্ম্মেতে তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব।

[৯] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই যে দিনে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের নিমিত্তে ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল, এই দিনে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিতেছ যে তোমরা, তোমাদের হস্ত সবল থাকুক। [১০] সেই দিনের পূর্ব্বে মনুষ্যের বেতন ছিল না, এবং পশুরও বেতন ছিল না; এবং যে কেহ ভিতরে আসিত কিম্বা বাহিরে যাইত, উপদ্রব প্রযুক্ত তাহার কিছুই মঙ্গল হইত না; কেননা আমি প্রত্যেক জনকে আপন২ প্রতিবাসির বিপক্ষ করিতাম। [১১] কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, এখন আমি এই অবশিষ্ট লোকদের প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিব না। [১২] কেননা বীজ নিরাপদে থাকিবে, ও দ্রাক্ষালতা ফলবতী হইবে, ও ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে, ও আকাশ শিশির দান করিবে; আমি এই অবশিষ্ট লোকদিগকে এই সকলের অধিকারী করিব। [১৩] হে যিহূদা বংশ, হে ইস্রায়েল বংশ, তোমরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে যেমন অভিশাপের দৃষ্টান্ত হইয়াছ, তেমনি আমাদ্বারা নিস্তারিত হইয়া আশীর্ব্বাদের দৃষ্টান্ত হইবা; ভয় করিও না; তোমাদের হস্ত সবল হউক। [১৪] কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল করিতে মনস্থ করিয়া তাহাহইতে ক্ষান্ত হইলাম না, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, [১৫] পুনশ্চ তদ্রূপ এই সময়ে যিরূশালমের ও যিহূদা বংশের মঙ্গল করিতে মনস্থ করিলাম; তোমরা ভয় করিও না।

[১৬] তোমরা এই রূপ ব্যবহার কর, আপন২ প্রতিবাসিকে সত্য কথা কহ, ও বিচারস্থানে যথার্থ ও মঙ্গলজনক বিচার কর। [১৭] এবং

আপন২ প্রতিবাসির হিংসা করিতে মনে২ চিন্তা করিও না, এবং মিথ্যা দিব্য ভাল বাসিও না; কেননা পরমেশ্বর কহেন, আমি এই সকল ঘৃণা করি।

[১৮] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১৯] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, চতুর্থ ও পঞ্চম ও সপ্তম ও দশম মাসের যে উপবাস, সে যিহূদা বংশের আনন্দ ও হর্ষ ও উৎসবযুক্ত পর্ব্ব হইয়া উঠিবে; অতএব তোমরা সত্যতা ও শান্তি ভাল বাস। [২০] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, অদ্যাবধি নানাদেশীয় লোকেরা ও অনেক নগরনিবাসিরা আসিবে। [২১] এবং এক নগর নিবাসিরা অন্য নগরে গিয়া এই কথা কহিবে, 'আইস, আমরা পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রার্থনা করণার্থে ও সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে শীঘ্র যাই; আমিও যাই।' [২২] এবং বহুদেশীয় লোক ও বলবান জাতিসমূহ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে ও পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে যিরূশালমে আসিবে। [২৩] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তৎকালে ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে নানা ভাষাবাদি দশ২ জন এক২ যিহূদি লোকের বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া এই কথা কহিবে, আমরা তোমাদের সহিত যাইব, কেননা আমরা শুনিলাম, ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন।

৯ অধ্যায়।

১ মণ্ডলীর রক্ষা করণ, ৯ ও খ্রীষ্টের আগমনের অপেক্ষা করিতে ও আনন্দ করিতে বিনয়কথা, ১২ ও জয় ও রক্ষার প্রতিজ্ঞা।

[১] হদ্রক্ দেশের প্রতি পরমেশ্বরের এই ভবিষ্যদ্বাক্য উক্ত আছে; দম্মেষক্ তাহার আশ্রয় হইবে, কেননা পরমেশ্বরের দৃষ্টি মনুষ্যের প্রতি, বিশেষতঃ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের প্রতি পড়ে। [২] এবং হমাৎ ও প্রচুর জ্ঞান বিশিষ্ট সোর্ ও সীদোন তাহার অংশী হইবে। সোর্ আপনার জন্যে দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং ধূলার ন্যায় রূপা ও পথের কর্দ্দমের ন্যায় উত্তম স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়াছে। [৪] কিন্তু দেখ, প্রভু তাহাকে পরহস্তগত করিবেন, ও তাহার বল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন, ও সে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। [৫] অস্কিলোন্ তাহা দেখিয়া ভয় পাইবে, এবং অসা তাহা দেখিয়া অতি কম্পান্বিত হইবে, এবং ইক্রোণও তদ্রূপ হইবে, কেননা তাহার প্রত্যাশা লজ্জাজনক হইবে, ও অসার রাজা বিনষ্ট হইবে, ও অস্কিলোনে বসতি থাকিবে না। [৬] ও অস্দোদে জারজ সন্তান বাস করিবে, এবং আমি পিলেষ্টীয়দের দর্প চূর্ণ করিব। [৭] আমি তাহাদের মুখহইতে তাহাদের পেয় রক্ত, ও তাহাদের দন্তের মধ্যহইতে তাহাদের ঘৃণার্হ ভক্ষ্য অপহরণ করিব; কিন্তু যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেও আমাদের ঈশ্বরের লোক হইবে, ও যিহূদার মধ্যে অধ্যক্ষতুল্য হইবে, এবং ইক্রোণীয় লোক যিবূষীয়ের তুল্য হইবে। [৮] আমি আপন মন্দিরের চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়া সৈন্যহইতে ও গমনাগমনকারি শত্রুহইতে (তাহা রক্ষা করিব;) তাহাতে কোন উপদ্রবি লোক তাহাদের নিকট দিয়া আর যাইবে না; কারণ এখন আমি আপনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।

[৯] হে সিয়োনের কন্যে, অতিশয় আনন্দ কর; ও হে যিরূশালমের কন্যে, হর্ষনাদ কর। দেখ, তোমার রাজা তোমার নিকটে আসিবেন; তিনি ধার্ম্মিক ও পরিত্রাণযুক্ত, এবং নম্রশীল ও গর্দ্দভারূঢ়, বরং গর্দ্দভীর শাবকারূঢ়। [১০] আর আমি ইফ্রয়িমহইতে রথ সকলকে ও যিরূশালমহইতে অশ্বগণকে দূর করিব, ও যুদ্ধার্থক ধনু ভগ্ন হইবে; এবং তিনি অন্যজাতীয়দিগকে সন্ধির কথা কহিবেন; এবং তাঁহার রাজ্য এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ও নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিবে। [১১] আর তোমার নিয়মের রক্ত প্রযুক্ত আমি তোমার বন্দি লোকদিগকে নির্জ্জল কূপের মধ্যহইতে মুক্ত করিব।

[১২] হে প্রত্যাশাবিশিষ্ট বন্দিগণ, তোমরা দৃঢ় দুর্গের প্রতি ফির, অদ্যাবধি আমি তোমাদিগকে দ্বিগুণ মঙ্গল দিতে স্বীকার করি। [১৩] ফলতঃ আমি আপনার জন্যে যিহূদাকে ধনুরূপে আকর্ষণ করিয়া বাণরূপে ইফ্রয়িমকে তাহাতে সন্ধান করিব; এবং হে সিয়োন, আমি যবনের সন্তানদের বিরুদ্ধে তোমার সন্তানদিগকে উঠাইব, ও তোমাকে বীরের খড়্গস্বরূপ করিব। [১৪] পরমেশ্বর তাহাদের ঊর্দ্ধে দর্শন দিবেন, তাহাতে তাঁহার শর বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হইবে; এবং প্রভু পরমেশ্বর তূরী বাজাইবেন; তিনি দক্ষিণদিকস্থ ঘূর্ণবায়ুরূপ রথে গমন করিবেন। [১৫] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহাতে তাহারা খড়্গ (শকে) গ্রাস করিবে, ও ফিঙ্গার প্রস্তর সকল পদতলে দলিত করিবে, ও তাহারা পান করিবে, এবং (পবিত্র) বাটির ও যজ্ঞবেদির চূড়ার ন্যায় দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ হইয়া শব্দ করিবে। [১৬] সেই দিনে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগকে পালের ন্যায় রক্ষা করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার দেশে সুদৃশ্য মুকুটের রত্নস্বরূপ হইবে।

১৭ তাহাতে তাহাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা হইবে! শস্য যুবদিগকে, ও নূতন দ্রাক্ষারস যুবতিদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু করিবে।

১০ অধ্যায়।

প্রতিমাপূজার দণ্ড পাইলে পরে পালের রক্ষা ও মঙ্গল।

১ তোমরা দ্বিতীয় বর্ষার সময়ে পরমেশ্বরের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা কর; পরমেশ্বর বিদ্যুতের সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনিই প্রচুর বৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক প্রত্যেক জনের ক্ষেত্রে তৃণ উৎপন্ন করাইবেন। ২ কেননা ঠাকুরগণ নিষ্ফল কথা কহিয়া থাকে, ও মন্ত্রজ্ঞেরা মিথ্যাদর্শন পাইয়া মিথ্যাস্বপ্ন প্রচার করিয়া নিরর্থক সান্ত্বনা দিয়া থাকে; এই কারণ লোকেরা মেষপালের ন্যায় স্থানান্তরীকৃত হয়, ও রক্ষকহীন হইয়া ব্যাকুল হয়। ৩ পালকদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইতেছে, আর আমি ছাগদিগকে প্রতিফল দিব; যেহেতুক সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আপন পালের অর্থাৎ যিহূদা বংশের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, এবং তাহাকে আপন সুন্দর যুদ্ধাশ্বস্বরূপ করিবেন। ৪ তাহারই মধ্যহইতে কোণের প্রস্তর, ও তাহারই মধ্যহইতে কীলক, ও তাহারই মধ্যহইতে যুদ্ধধনুঃ, ও তাহারই মধ্যহইতে তাবৎ শাসনকর্ত্তা উৎপন্ন হইবে। ৫ যে বীরগণ যুদ্ধে পথের কর্দ্দমের ন্যায় শত্রুকে মর্দ্দন করে, তাহাদের তুল্য হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিবে, কেননা পরমেশ্বর তাহাদের সহায় হইবেন, তাহাতে অশ্বারূঢ়েরা লজ্জিত হইবে। ৬ আমি যিহূদার বংশকে বলবান করিব, ও যূষফের বংশকে উদ্ধার করিব, ও তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব, কেননা আমি তাহাদের প্রতি কৃপা করিব, ও তাহারা আমার অত্যক্ত লোকের ন্যায় হইবে; কারণ আমি তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর, আমি তাহাদের প্রার্থনা শুনিব। ৭ এবং ইফ্রয়িম্ বীরের তুল্য হইবে, এবং দ্রাক্ষারসদ্বারা যেমন আনন্দ হয়, তাহাদের অন্তঃকরণে তদ্রূপ আনন্দ হইবে; এবং তাহাদের সন্তানগণ তাহা দেখিয়া আহ্লাদিত হইবে, ও তাহাদের অন্তঃকরণ পরমেশ্বরেতে উল্লাস করিবে। ৮ আমি শীষ দিয়া তাহাদিগকে একত্র করিব, কারণ আমি তাহাদিগকে নিস্তার করিব, তাহাতে তাহারা পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনরায় বহুসংখ্যক হইবে। ৯ আমি তাহাদিগকে নানা দেশীয়দের মধ্যে রোপণ করিব; এবং তাহারা দূরদেশে থাকিয়া আমাকে স্মরণ করিবে, ও আপন২ সন্তানগণের সহিত রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিবে। ১০ আমি তাহাদিগকে মিসর দেশহইতে ফিরাইয়া আনিব, ও অশূরহইতে সংগ্রহ করিব, এবং গিলিয়দ্ ও লিবানোন্ দেশে আনিব, তথাপি তাহাদের স্থানের অকুলান হইবে। ১১ তিনি দুঃখসাগরের মধ্যদিয়া পথ করিবেন, ও সমুদ্রের তরঙ্গকে প্রহার করিবেন, তাহাতে নদীর গভীর জল শুষ্ক হইবে, ও অশূরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, ও মিসরের রাজদণ্ড দূরীকৃত হইবে। ১২ আমি পরমেশ্বরদ্বারা তাহাদিগকে বলবান করিব, ও তাহারা তাঁহার নামে গমনাগমন করিবে, ইহা পরমেশ্বর কহেন।

১১ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৪ ও বধ্য মেষগণের কথা, ১০ ও পাঁচনী ভঙ্গদ্বারা নিয়মের ভঙ্গ দেখাওন, ১৫ ও নির্ব্বোধ পালকের কর্ম্ম ও ফল।

১ হে লিবানোন্, তোমার দ্বার মুক্ত কর, এবং অগ্নি তোমার এরস্ বৃক্ষ সকল দগ্ধ করুক। ২ হে দেবদারু বৃক্ষ, তুমি আর্ত্তস্বর কর, কেননা এরস্ বৃক্ষ পতিত হইবে, ও উত্তম২ বৃক্ষ নষ্ট হইবে; হে বাশনের আলোন্ বৃক্ষ সকল, তোমরা আর্ত্তস্বর কর, কেননা দুর্গম বন উচ্ছিন্ন হইবে। ৩ এবং মেষপালকদেরও আর্ত্তস্বর শুনা যাইবে, কারণ তাহাদের সকল ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইবে; এবং যুবসিংহদের গর্জ্জন শুনা যাইবে, কেননা যর্দ্দনের দর্প চূর্ণ হইবে।

৪ আমার ঈশ্বর যিহোবাঃ এই কথা কহিলেন, তুমি বধ্য মেষগণকে চরাও; ৫ কেননা তাহাদের ক্রয়কারিগণ তাহাদিগকে বধ করিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষ মানিবে, ও তাহাদের বিক্রয়কারী কহিবে, 'ধন্য পরমেশ্বর, আমি ধনী হইলাম,' এবং তাহাদের পালকগণ তাহাদের প্রতি কিছু দয়া করিবে না। ৬ পরমেশ্বর কহেন, আমি দেশনিবাসিদের প্রতি আর দয়া করিব না, কিন্তু দেখ, আমি তাহাদের প্রত্যেক জনকে তাহার প্রতিবাসির ও রাজার হস্তে সমর্পণ করিব; তাহারা দেশ উচ্ছিন্ন করিবে, তথাপি আমি তাহাদের হস্তহইতে কাহাকেও উদ্ধার করিব না। ৭ অতএব আমি পালের দীনহীন মেষদের নিমিত্তে সেই বধ্য মেষগণকে চরাইলাম, এবং আপনার কাছে দুই পাঁচনী লইলাম, তাহার একের নাম প্রীতি ও অন্যের নাম বন্ধন রাখিয়া পালকে চরাইলাম। ৮ আমি এক মাসের মধ্যে তাহার তিন জন রক্ষককে দূর করিলাম, পরে আমার মন তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণু হইল, এবং তাহাদের মনও আমাকে ঘৃণা করিল। ৯ তখন আমি কহিলাম, আমি তোমাদিগকে চরাইব না; যে মরে সে মরুক,

৩ যে উচ্ছিন্ন হয় সে উচ্ছিন্ন হউক, এবং অবশিষ্টেরা এক জন অন্যের মাংস গ্রাস করুক।

[10] পরে আমি আপন প্রীতি নামক যষ্টি লইয়া তাবদ্দেশীয়দের সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গ দেখাইবার জন্যে তাহা ভঙ্গ করিলাম। [11] সে দিনে তাহা ভঙ্গ হইলে পালের দীনহীনেরা আমাতে মনোযোগ করাতে এই সকল যে পরমেশ্বরের কথা, ইহা জ্ঞাত হইল। [12] তখন আমি কহিলাম, যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে আমার মূল্য দেও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব তাহারা আমার মূল্যের জন্যে ত্রিশ মুদ্রা আমাকে তৌল করিয়া দিল। [13] তখন পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, 'তাহা কুম্ভকারের কাছে ফেলিয়া দেও, তাহারা আমার যে মূল্য নিরূপণ করিয়াছে, সে বিলক্ষণ বটে।' অতএব আমি সেই ত্রিশ মুদ্রা লইয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে কুম্ভকারের কাছে ফেলিয়া দিলাম। [14] পরে যিহূদার ও ইস্রায়েলের বন্ধুত্ব ভঙ্গ দেখাইবার জন্যে আমার বন্ধন নামে দ্বিতীয় যষ্টিকে ভগ্ন করিলাম।

[15] পরে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, এবার তুমি এক নির্ব্বোধ পালকের শস্ত্র ধারণ কর। [16] কেননা দেখ, আমি দেশের মধ্যে এমত এক পালককে উঠাইব, যে দূরীকৃতদের তত্ত্বাবধারণ করিবে না, ও শাবকদের অন্বেষণ করিবে না, ও ভগ্নাঙ্গকে সুস্থ করিবে না, ও সুস্থিরকে প্রতিপালন করিবে না, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষদের মাংস খাইয়া তাহাদের খুরও ভাঙ্গিবে। [17] পাল ত্যাগকারি অকর্ম্মণ্য পালকের সন্তাপ হইবে, তাহার বাহুর ও দক্ষিণ চক্ষুর উপরে খড়্গ পতিত হইবে; তাহার বাহু নিতান্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে, ও তাহার দক্ষিণ চক্ষু সর্ব্বতোভাবে অন্ধীভূত হইবে।

১২ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের কম্পজনক পাত্রস্বরূপ, ৩ ও ভারস্বরূপ হওন, ৬ ও যিহূদার জয়, ৯ ও যিরূশালমের অনুতাপ।

[1] ইস্রায়েলের বিষয়ে পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বাক্য। আকাশমণ্ডলের বিস্তারকর্ত্তা ও পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপনকর্ত্তা এবং মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর কহেন, [2] দেখ, আমি চতুর্দিক্‌স্থিত তাবদ্দেশীয়দের জন্যে যিরূশালমকে কম্পজনক (মদ্যের) পাত্র করিব, এবং যিরূশালমের অবরোধ সময়ে সেই (পাত্র) যিহূদার নিকটেও উপস্থিত হইবে।

[3] সেই দিনে আমি যিরূশালমকে সর্ব্বদেশীয়দের ভারদায়ক প্রস্তরস্বরূপ করিব; যত লোক সেই প্রস্তর তুলিবে, তাহারা তাহাদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইবে; তথাপি পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তাহার প্রতিকূলে একত্র হইবে। [4] পরমেশ্বর কহেন, সে দিনে আমি তাবৎ অশ্বকে ব্যাকুলতাতে ও অশ্বারূঢ়কে উন্মত্ততাতে প্রহার করিব, এবং যিহূদা বংশের প্রতি আপন চক্ষু উন্মীলন করিয়া অন্যদেশীয়দের অশ্বগণকে অন্ধতাদ্বারা প্রহার করিব। [5] তাহাতে যিহূদার অধ্যক্ষগণ মনে২ কহিবে, যিরূশালমনিবাসি লোকেরা আপনাদের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের সাহায্যদ্বারা আমাদের বলস্বরূপ।

[6] সে দিনে আমি যিহূদার শাসনকর্ত্তৃগণকে কাষ্ঠরাশির মধ্যস্থিত অগ্নির চুলাস্বরূপ ও আটির মধ্যস্থ প্রজ্বলিত ডামসের ন্যায় করিব; তাহারা দক্ষিণ ও বামদিগে চতুষ্পার্শ্বস্থ তাবদ্দেশীয়দিগকে গ্রাস করিবে, এবং যিরূশালম পুনরায় আপন স্থানে বসতিবিশিষ্ট হইবে। [7] কিন্তু দায়ূদ বংশের গৌরব ও যিরূশালম নিবাসিদের গৌরব যেন যিহূদার উপরে উন্নত না হয়, এই জন্যে পরমেশ্বর প্রথমে যিহূদার তাম্বু সকল উদ্ধার করিবেন। [8] সেই দিনে পরমেশ্বর যিরূশালম নিবাসিগণকে রক্ষা করিবেন; এবং সেই দিনে তাহাদের মধ্যবর্ত্তি দুর্ব্বল ব্যক্তি দায়ূদের সদৃশ, এবং দায়ূদের বংশ ঈশ্বরের সদৃশ অর্থাৎ পরমেশ্বরের দূতের ন্যায় তাহাদের অগ্রসর হইবে। [9] সেই দিনে আমি যিরূশালমের বিরুদ্ধে আগত ভিন্নজাতীয় তাবৎ লোকদিগকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।

[10] আর আমি দায়ূদ বংশের ও যিরূশালম নিবাসিদের উপরে অনুগ্রহ ও বিনয়জনক আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, এবং তাঁহার জন্যে অদ্বিতীয় পুত্রশোকের ন্যায় শোক করিবে, ও প্রথমজাত পুত্রের জন্যে যেমন কেহ শোকাকুল হয় তদ্রূপ শোকাকুল হইবে। [11] এবং মগিদ্দো উপত্যকাতে হদদ্‌-রিম্মোনের শোকের ন্যায় সে দিনে যিরূশালমে অতিশয় শোক হইবে। [12] দেশীয় প্রত্যেক বংশ পৃথক্‌২ হইয়া শোক করিবে, অর্থাৎ দায়ূদের বংশ পৃথক্‌, ও তাহাদের স্ত্রীগণ পৃথক্‌; এবং নাথনের বংশ পৃথক্‌, ও তাহাদের স্ত্রীগণ পৃথক্‌; [13] এবং লেবির বংশ পৃথক্‌, ও তাহাদের স্ত্রীগণ পৃথক্‌; এবং শিমিয়ির বংশ পৃথক্‌, ও তাহাদের স্ত্রীগণ পৃথক্‌, [14] ইত্যাদি অবশিষ্ট তাবৎ বংশ ও তাহাদের স্ত্রীগণ পৃথক্‌২ হইয়া শোক করিবে।

১৩ অধ্যায়।

১ পাপের ক্ষমা এবং দেবপূজাদি অধর্ম্মের লোপ, ৭ ও খ্রীষ্টের মৃত্যু ও যিহূদীয়দের ভাবিকথা।

১ সেই দিনে দায়ূদ বংশের ও যিরূশালম নিবাসিদের জন্যে পাপ ও অপবিত্রতা নিবারক এক উনুই অনাবৃত হইবে। ২ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে আমি দেশহইতে প্রতিমাগণের নাম লুপ্ত করিব, তাহারা আর স্মরণে আসিবে না; এবং আমি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তগণকে ও অপবিত্র আত্মাকে দেশহইতে দূর করিব। ৩ তদবধি যদি কেহ ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, তবে তাহার জন্মদাতা পিতা ও মাতা তাহাকে কহিবে, তুমি বাঁচিবা না, কেননা তুমি পরমেশ্বরের নামে মিথ্যাভবিষ্যদ্বাক্য কহিতেছ; এবং তাহার মিথ্যাভবিষ্যদ্বাক্য কহন প্রযুক্ত তাহার জন্মদাতা পিতা ও মাতা তাহাকে বিদ্ধ করিবে। ৪ এবং সেই দিনে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আপন২ ভবিষ্যদ্বাক্য কহন কালে প্রাপ্ত দর্শনের বিষয়ে লজ্জিত হইবে, এবং প্রতারণা করণার্থে লোমজ বস্ত্র আর পরিধান করিবে না। ৫ কিন্তু প্রত্যেক জন কহিবে, আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নহি, আমি কৃষি লোক; বাল্যকালাবধি স্বামির ক্রীত দাস আছি। ৬ আর তোমার দুই হস্তের মধ্যে এই সকল ক্ষত কি? ইহা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিবে, আমার আত্মীয়দের বাটীতে প্রহারিত হইয়া এই সকল ক্ষত পাইলাম।

৭ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, হে খড়্গ, তুমি আমার পালরক্ষকের অর্থাৎ আমার সমানাধিকারি নরের বিরুদ্ধে জাগ্রৎ হও; রক্ষককে প্রহার কর, তাহাতে পাল ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে; আর আমি ক্ষুদ্রগণের প্রতি আপন হস্ত পুনর্ব্বার বিস্তারিত করিব। ৮ পরমেশ্বর কহেন, সমস্ত দেশের দুই অংশ লোক উচ্ছিন্ন হইয়া মরিবে; কিন্তু তৃতীয়াংশ তাহার মধ্যে অবশিষ্ট থাকিবে। ৯ সেই তৃতীয়াংশ লোককে আমি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া রূপা যেমন পরিষ্কৃত হয় তদ্রূপ পরিষ্কৃত করিব, ও সুবর্ণ যেমন পরীক্ষিত হয় তদ্রূপ তাহাদের পরীক্ষা করিব; তাহারা আমার নামে প্রার্থনা করিবে, তাহাতে আমি তাহাদের প্রাথনা শুনিব; আমি বলিব, ইহারা আমার প্রজা; এবং তাহারা কহিবে, যিহোবাঃ আমাদের ঈশ্বর।

১৪ অধ্যায়।

১ যিরূশালমের ক্লেশ ও রক্ষা, ১২ ও তাহার শত্রুদের দণ্ড, ১৯ ও তাবদ্দেশীয়দের মুক্তি, ২০ ও তদ্দ্বারা সকলের পবিত্রতা।

১ দেখ, পরমেশ্বরের নিরূপিত দিন আসিতেছে; তাহাতে তোমার মধ্যে তোমার সম্পদ লুটিত হইয়া বিভক্ত হইবে। ২ ফলতঃ আমি ভিন্নজাতীয় তাবৎ লোকদিগকে যুদ্ধার্থে যিরূশালমের নিকটে সংগ্রহ করিব; তাহাতে নগর শত্রুহস্তগত হইবে, ও সকল গৃহের দ্রব্য লুটিত হইবে, ও স্ত্রীগণ বলাৎকৃত হইবে, এবং নগরের অর্দ্ধেক লোক বন্দী হইয়া পরদেশে যাইবে; কিন্তু অবশিষ্ট লোকেরা নগরহইতে উচ্ছিন্ন হইবে না। ৩ তখন পরমেশ্বর নির্গত হইবেন, এবং যে সংগ্রামের দিনে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দিনের ন্যায় ঐ ভিন্নজাতীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবেন। ৪ সেই দিনে তিনি যিরূশালমের পূর্ব্বদিগের সম্মুখস্থ জৈতুন নামক পর্ব্বতের উপরে চরণে দাঁড়াইবেন; তাহাতে জৈতুন পর্ব্বতের মধ্যদেশ বিদীর্ণ হইয়া পূর্ব্বপশ্চিমগামি বৃহৎ উপত্যকা হইবে, অর্থাৎ পর্ব্বতের অর্দ্ধেক উত্তরদিগে ও অর্দ্ধেক দক্ষিণদিগে স্থানান্তর হইবে। ৫ তখন তোমরা আমার পর্ব্বতগণের উপত্যকাতে পলায়ন করিবা, কেননা পর্ব্বতগণের সেই উপত্যকা আৎসল্ পর্য্যন্ত যাইবে; যিহূদার রাজা উষিয়ের অধিকার সময়ে ভূমিকম্প হইলে যেমন পলায়ন করিয়াছিলা তেমন পলায়ন করিবা; আর আমার প্রভু পরমেশ্বর আপন তাবৎ পুণ্যবান লোককে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। ৬ সেই দিনে আলো হইবে না; জ্যোতি সকল নিস্তেজ হইবে। ৭ সে অদ্বিতীয় দিন হইবে, পরমেশ্বর তাহার তত্ত্ব জানেন; সে দিবসও হইবে না, রাত্রিও হইবে না, কিন্তু সন্ধ্যাকালে দীপ্তি হইবে। ৮ আর সেই দিনে যিরূশালমের মধ্যহইতে অমৃত জল নির্গত হইবে, তাহার অর্দ্ধেক পূর্ব্বসমুদ্রের দিগে ও অর্দ্ধেক পশ্চিমসমুদ্রের দিগে যাইবে; তাহা গ্রীষ্ম ও শীতকালে থাকিবে। ৯ আর পরমেশ্বর তাবৎ পৃথিবীর উপরে রাজা হইবেন; সে দিনে পরমেশ্বর অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে। ১০ গেবা অবধি যিরূশালমের দক্ষিণস্থ রিম্মোন্ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ রূপান্তর হইয়া সমভূমির সদৃশ হইবে; এবং বিন্যামীনের দ্বার অবধি পূর্ব্বদ্বারের স্থান অর্থাৎ কোণের দ্বার পর্য্যন্ত, এবং হননেলের দুর্গ অবধি রাজার দ্রাক্ষাযন্ত্র পর্য্যন্ত নগর আপন স্থানে উন্নত হইয়া বসতিতে পরিপূর্ণ হইবে। ১১ এবং লোকেরা তাহার মধ্যে বাস করিবে; সে আর কখনো বর্জ্জিত হইবে না, কিন্তু যিরূশালম্ বসতিতে পরিপূর্ণ হইয়া নিরাপদে থাকিবে।

১২ এবং নানাদেশীয় যে সকল লোক যিরূশালমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি এই২ রূপ বিপদ ঘটাইবেন; চরণে দণ্ডায়মান হওন সময়ে তাহাদের প্রত্যেকের মাংস ক্ষয় পাইবে, ও কোটরে চক্ষু ক্ষয় পাইবে,

ও মুখে জিহ্বা ক্ষয় পাইবে। ১৩ আর সে দিনে পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে মহাকোলাহল জন্মাইবেন; তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ প্রতিবাসির হস্ত ধরিবে, ও আপন২ বন্ধুর বিরুদ্ধে হস্ত উঠাইবে। ১৪ যিহূদাও যিরূশালমে যুদ্ধ করিবে, এবং চতুর্দ্দিক্‌স্থিত ভিন্নজাতীয় সকলের স্বর্ণ ও রূপ্য ও বস্ত্রাদি ধন বাহুল্যরূপে একত্র করা যাইবে। ১৫ এবং তাহাদের শিবিরে অশ্ব ও অশ্বতর ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ প্রভৃতি যত পশু থাকিবে, তাহাদের ঐরূপ বিপদের ন্যায় বিপদ ঘটিবে।

১৬ যিরূশালমের প্রতিকূলে আগত সকল ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা বৎসর২ সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা পরমেশ্বরের ভজনা করিতে ও কুটীরোৎসব পালন করিতে আসিবে, ১৭ এবং পৃথিবীর তাবৎ বংশের মধ্যে যাহারা সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা পরমেশ্বরের ভজনা করিতে যিরূশালমে আসিতে ত্রুটি করিবে, তাহাদের উপরে কিছু বৃষ্টি হইবে না। ১৮ মিস্রীয় বংশ যদি না আইসে ও উপস্থিত না হয়, তবে তাহাদের উপরে বৃষ্টি হইবে না; ভিন্নজাতীয় যে২ লোকেরা কুটীরোৎসব পালন করিতে না আসিবে, তাহাদিগকে পরমেশ্বর যে দুর্গতি দিবেন, সেই দুর্গতি তাহাদের প্রতিও ঘটিবে। ১৯ মিস্রীয় লোকেরা এই রূপ দণ্ডনীয় হইবে, এবং ভিন্নজাতীয় যত লোকেরা কুটীরোৎসব পালন করিতে না আসিবে, সকলে সেই রূপ দণ্ডনীয় হইবে।

২০ সেই দিনে অশ্বগণের ঘণ্টিকার উপরে 'পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র' এই কথা লিখিত হইবে, এবং বেদির সম্মুখস্থিত বাটি সকলের ন্যায় পরমেশ্বরের মন্দিরস্থ তাবৎ স্থালী পবিত্র হইবে। ২১ এবং যিরূশালমে ও যিহূদা দেশে যত স্থালী, সকলই সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে; যে সকল লোক বলিদান করিবে, তাহারা আসিয়া তাহার মধ্যে কোন স্থালী লইয়া তাহাতে পাক করিবে; সেই দিনে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মন্দিরে কিনানীয় লোক আর থাকিবে না।

মালাখির ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অধ্যায়।

১ অকৃতজ্ঞতা বিষয়ে ইস্রায়েল্‌ লোকদের প্রতি অনুযোগ, ৬ ও তাহাদের অধর্ম্ম বিষয়ক কথা।

১ মালাখির দ্বারা ইস্রায়েলের প্রতি পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বাক্য।

২ পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি; কিন্তু তোমরা কহ, 'কিসে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছ?' পরমেশ্বর কহেন, এষৌ কি যাকুবের ভ্রাতা নয়? তথাপি আমি যাকুবকে প্রেম করিয়াছি; ৩ কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি, ও তাহার পর্ব্বতগণকে উচ্ছিন্ন করিয়াছি, ও তাহার অধিকারকে বন্য সর্পগণের বাসস্থান করিয়াছি। ৪ আর 'আমরা এখন ভগ্ন হইয়াছি বটে, কিন্তু উচ্ছিন্ন স্থান সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিব,' ইদোম যদি এমত কহে, তবে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তাহারা পুনর্নির্ম্মাণ করুক, কিন্তু আমি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিব; এবং তাহারা দুষ্টতার দেশ ও ঈশ্বরের নিত্য ক্রোধপাত্র এই নামে বিখ্যাত হইবে। ৫ আর তোমরা স্বচক্ষুতে তাহা দেখিবা, এবং 'ইস্রায়েলের সীমার বাহিরেও পরমেশ্বর মহিমাপ্রাপ্ত হন,' ইহা কহিবা।

৬ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, হে আমার নাম অবজ্ঞাকারি যাজকগণ, পুত্র পিতাকে এবং দাস প্রভুকে সমাদর করে; কিন্তু আমি যদি পিতা, তবে আমার সমাদর কোথায়? এবং আমি যদি প্রভু, তবে আমার প্রতি তোমাদের ভয় কোথায়? তথাপি তোমরা কহিয়া থাক, 'আমরা কিসে তোমার নাম অবজ্ঞা করিয়াছি?' ৭ (দেখ,) তোমরা আমার যজ্ঞবেদির উপরে অশুচি খাদ্য নিবেদন করিয়া থাক; তথাপি বলিতেছ, 'আমরা কিসে তোমাকে অশুচি করিয়াছি?' পরমেশ্বরের বেদি তুচ্ছনীয়, এই বাক্যদ্বারা তাহা করিয়া থাক। ৮ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, যজ্ঞের নিমিত্তে অন্ধ পশুকে উৎসর্গ করা তোমাদের দোষ বোধ হয় না; এবং খঞ্জ ও রোগি পশুকে উৎসর্গ করা তোমাদের দোষ বোধ হয় না। এক বার আপন দেশাধ্যক্ষের কাছে তাহা উৎসর্গ কর; সে কি তাহাতে তুষ্ট হইবে? কিম্বা তোমাকে গ্রাহ্য করিবে? ৯ এখন বিনয় করি, আমাদের প্রতি

ঈশ্বর যেন অনুগ্রহ করেন, এই নিমিত্তে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর; এই প্রকার কর্ম্ম কর যে তোমরা, তোমাদের এক জনকে তিনি কি গ্রাহ্য করিবেন? ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের বাক্য। [১০] বরং তোমাদের এক জন দ্বার রুদ্ধ করুক, তাহাতে আমার যজ্ঞবেদির উপরে আর নিরর্থক অগ্নি জ্বালিবা না। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমাদিগেতে আমার কিছু তুষ্টি হয় না; এবং তোমাদের হস্তের নৈবেদ্য আমার গ্রাহ্য হয় না। [১১] কিন্তু সূর্য্যের উদয়াচল অবধি অস্তাচল পর্য্যন্ত অন্যজাতীয়দের মধ্যে আমার নাম গৌরবান্বিত হইবে, ও প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপ ও পবিত্র নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইবে; কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, অন্যজাতীয়দের মধ্যে আমার নাম গৌরবান্বিত হইবে। [১২] তোমরাই আমার নাম অবজ্ঞা করিতেছ; কেননা 'পরমেশ্বরের বেদি অপবিত্র, ও তাহার নিবেদিত খাদ্য তুচ্ছনীয়.' এই কথা কহিতেছ। [১৩] এবং 'এই কর্ম্ম কেমন ক্লেশদায়ক!' ইহা কহিতেছ; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা তাহা তুচ্ছজ্ঞান করিতেছ, এবং লুটিত ও খঞ্জ ও পীড়িত পশুকে আমার নৈবেদ্যার্থে আনিয়া থাক; অতএব পরমেশ্বর কহেন, আমি কি তোমাদের হস্তহইতে তাহা গ্রহণ করিব? [১৪] কিন্তু পালের মধ্যে (উত্তম) পুংপশু থাকিলেও যে প্রতারক মানত করিয়া প্রভুর উদ্দেশে পীড়িতা স্ত্রীপশু উৎসর্গ করে, সে শাপগ্রস্ত; কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমি মহারাজ, এবং অন্যজাতীয়দের মধ্যে আমার নাম ভয়ঙ্কর।

২ অধ্যায়।

১ যাজকদের অবিশ্বস্ততা, ১০ ও দেবপূজা প্রযুক্ত লোকদের প্রতি অনুযোগ, ১৪ ও পরদার ও দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অনুযোগ।

[১] হে যাজকগণ, তোমাদের প্রতি এখন এই আজ্ঞা হইতেছে। [২] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা যদি অনাগ্রহ হইয়া আমার নামের গৌরব করিতে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদিগকে শাপগ্রস্ত করিব, ও তোমাদের প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদকে অভিশাপস্বরূপ করিব; বরঞ্চ তোমাদের অমনোযোগ প্রযুক্ত আমি অভিশাপ দিলাম। [৩] দেখ, তোমাদের ক্ষতির জন্যে আমি বীজকে নিবারণ করিব, এবং তোমাদের মুখে বিষ্ঠা অর্থাৎ তোমাদের উৎসবের বিষ্ঠা দিব, এবং লোকেরা তাহার সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাইবে [৪] সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, আমার নিয়ম যেন লেবির সহিত থাকে, এই জন্যে আমি তোমাদের নিকটে এই আজ্ঞা পাঠাইলাম, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [৫] তাহার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, সে জীবন ও মঙ্গল বিষয়ক, অর্থাৎ তাহাকে আমি ইহা দিয়াছিলাম; এবং ভীতিবিষয়ক, অর্থাৎ সে আমাহইতে ভীত ছিল, ও আমার নামে সমাদর করিত। [৬] তাহার মুখে সত্য শাস্ত্রের কথা ছিল, ও তাহার ওষ্ঠাধরে কোন অধর্ম্ম পাওয়া যাইত না; সে শান্তিতে ও সরলতাতে আমার সহিত গমনাগমন করিত, এবং অপরাধহইতে অনেককে ফিরাইত। [৭] কারণ জ্ঞানের রক্ষক হওয়া যাজকের ওষ্ঠাধরের উচিত, ও তাহার মুখে শাস্ত্রীয় বিধির অন্বেষণ করা লোকদের কর্ত্তব্য, কেননা সে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের দূত। [৮] কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা গন্তব্য পথহইতে বহির্গত হইয়াছ, ও শাস্ত্র বিষয়ে অনেককে ভ্রষ্ট করিয়াছ, ও লেবির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ। [৯] তোমরা আমার পথ অতিক্রম ও শাস্ত্রীয় বিচারে পক্ষপাত করিয়া থাক, এই জন্যে আমিও সকল লোকের সাক্ষাতে তোমাদিগকে তুচ্ছ ও নীচ পাত্র করিলাম।

[১০] আমাদের সকলেরই কি এক পিতা নহেন? এবং এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেন নাই? আমরা আপনাদের পৈতৃক নিয়ম ভঙ্গ করণার্থে কেন প্রত্যেক জন আপন২ ভ্রাতার সহিত খলতা ব্যবহার করি? [১১] যিহূদা খলতা করে, এবং ইস্রায়েলে ও যিরূশালমে ঘৃণ্য ক্রিয়া করা যায়; কেননা যিহূদা পরমেশ্বরের প্রিয় ধর্ম্মকে অপবিত্র করিয়াছে, ও ইতর দেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। [১২] কিন্তু যে কেহ এই কর্ম্ম করে, পরমেশ্বর যাকুবের সকল তাম্বুতে তাহার সম্বন্ধীয় প্রহরিকে ও উত্তরদায়ি লোককে ও সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনয়নকারি যাজককে উচ্ছিন্ন করিবেন। [১৩] আর তোমাদের দ্বিতীয় দুষ্ক্রিয়া এই, তোমরা পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদিকে অশ্রুতে ও বিলাপে ও আর্ত্তস্বরে এমত আচ্ছন্ন করিয়াছ, যে তিনি নৈবেদ্য আর দেখিতে পারেন না, ও তোমাদের হস্তহইতে তুষ্টিজনক দ্রব্য আর গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

[১৪] তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহার কারণ কি? কারণ এই, তুমি আপনার যে সখী ও নিয়মকৃতা পত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, তোমার সেই যৌবনাবস্থার ভার্য্যার ও তোমার মধ্যে পরমেশ্বর সাক্ষী আছেন। [১৫] 'ঐ একাকি জনও কি তাহা করে নাই? তথাপি আত্মা তাহার মধ্যে রহিয়াছিলেন।' ঐ একাকি জন কেন তাহা করিয়াছিল? ঈশ্বরের স্বীকৃত বংশ